

14-73(17)

1473 471



বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

দার্শনিক সত্ত্ব, বাস্তবতা ও গ্রাম্য জীবনের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আচার্য, পারদ, হিন্দু প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসংক্রান্ত ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যত্ব এবং
আর্য ও অনার্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ
ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, হস্তশিল্প, ভাষা,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোচ্যার্থী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাশাস্ত্রী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কুমিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহত্ত্ববিদ্য

সপ্তদশ ভাগ।

রোজ—বঙ্গ

১৪ নং ভেলিপাড়া লেন, শ্রামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্রামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে

ঐপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৩

विद्यकोश वर्णमाला पत्र

দক্ষিণাত্য লিপি, খ্রীষ্টীয় ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত ৪র্থ তালিকার বিস্তৃতি

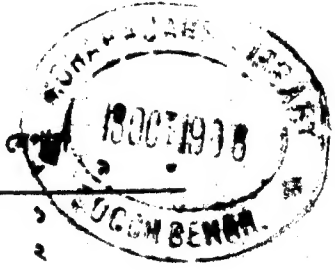
[illegible]

২ম ভাগিকার বিশুদ্ধি

[illegible]

৬ষ্ঠ ভানিকার বিবৃতি

স্বা এমিরার ১২ নভেম্বর	নেপালের পুঁজি				জৈন					
	১	২	৩	৪	৫	৬				
১	১	১			১	১	১	১		
২	২	২			২		২	২		
৩	৩	৩			৩		৩	৩		
৪	৪	৪			৪	৪	৪	৪		
৫	৫		৫		৫	৫	৫	৫		
৬	৬		৬	৬	৬	৭	৬	৬		
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭		
৮	৮		৮		৮	৮	৮	৮		
৯	৯		৯		৯	৯	৯	৯		
১০	১০	১০	১০		১০	১০	১০	১০		
১১	১১	১১	১১		১১	১১	১১	১১		
১২	১২	১২	১২		১২	১২	১২	১২		
১৩	১৩	১৩	১৩		১৩	১৩	১৩	১৩		
১৪	১৪	১৪	১৪		১৪	১৪	১৪	১৪		
১৫	১৫	১৫	১৫		১৫	১৫	১৫	১৫		
১৬	১৬	১৬	১৬		১৬	১৬	১৬	১৬		
১৭	১৭	১৭	১৭		১৭	১৭	১৭	১৭		
১৮	১৮	১৮	১৮		১৮	১৮	১৮	১৮		
১৯	১৯	১৯	১৯		১৯	১৯	১৯	১৯		
২০	২০	২০	২০		২০	২০	২০	২০		
২১	২১	২১	২১		২১	২১	২১	২১		
২২	২২	২২	২২		২২	২২	২২	২২		
২৩	২৩	২৩	২৩		২৩	২৩	২৩	২৩		
২৪	২৪	২৪	২৪		২৪	২৪	২৪	২৪		
২৫	২৫	২৫	২৫		২৫	২৫	২৫	২৫		
২৬	২৬	২৬	২৬		২৬	২৬	২৬	২৬		
২৭	২৭	২৭	২৭		২৭	২৭	২৭	২৭		
২৮	২৮	২৮	২৮		২৮	২৮	২৮	২৮		
২৯	২৯	২৯	২৯		২৯	২৯	২৯	২৯		
৩০	৩০	৩০	৩০		৩০	৩০	৩০	৩০		
৩১	৩১	৩১	৩১		৩১	৩১	৩১	৩১		
৩২	৩২	৩২	৩২		৩২	৩২	৩২	৩২		
৩৩	৩৩	৩৩	৩৩		৩৩	৩৩	৩৩	৩৩		



Handwritten text in Tamil script, likely a religious or philosophical treatise. The text is arranged in approximately 10 horizontal lines. The script is dense and characteristic of traditional Tamil writing.

Handwritten text in Tamil script, continuing the treatise. This section appears to contain more detailed explanations or examples, with some text written in a slightly larger or bolder script for emphasis.

Handwritten text in Tamil script, concluding the visible portion of the document. The text is organized into several lines, maintaining the consistent script style seen in the previous sections.

செவ்வாய் திதி ௧௫ மீனம் ௧௫

செவ்வாய் திதி ௧௫ மீனம் ௧௫

செவ்வாய் திதி ௧௫ மீனம் ௧௫

செவ்வாய் திதி ௧௫ மீனம் ௧௫

செவ்வாய் திதி ௧௫ மீனம் ௧௫

செவ்வாய் திதி ௧௫ மீனம் ௧௫

செவ்வாய் திதி ௧௫ மீனம் ௧௫



বিশ্বকোষ



সপ্তদশ ভাগ

রোকি

রোটাঙ্গ

রোজ (দেশ) প্রতিদিন। নিত্য।

রোজ আফজান্ (নাজির), সম্রাট মহম্মদশাহের অধীনস্থ একজন খোজ। খাজা সরা নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নিকটবর্তী শাহজহানাবাদে 'বাগ নাজির' নামে প্রসিদ্ধ উদ্যান-বাটিকা নির্মাণ করান।

রোজ বিহান্ (শেখ), একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত ও সাধু। ইনি তক্ষশিলার আরাএস্ নামে কোরাণের টাকা ও সর্ব্ব-স্ব-স্বাধিব্ প্রভি কএকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১২০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু ঘটে।

রোজা, মুসলমানদিগের চল্লিশাহ উপবাসরূপ পরীক্ষণ।

রোজান, পঞ্জাব-প্রদেশের দেৱা গাজি খাঁ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। পিচ্ছ নদের পশ্চিম কূলে দেৱা গাজি খাঁ নগরের দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ১২' পূঃ। মজারি বসুচ জাতির তুমান্দার (সর্দার) বহরাম খাঁ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করিয়া রাজধানীরূপে মনোনীত করেন। বর্তমান সর্দারের প্রতিষ্ঠিত বিচার-পুহ এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃপুত্রের সরাধিমন্দির বেদিবার জিনিস। পশখী 'রাগ' বা আচ্ছাদন-বস্ত্রের লত্জ এই স্থান প্রসিদ্ধ।

রোকি, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়ারাবাড় বিভাগের নবানগর জেলার অন্তর্গত একটা ধীপ। কচ্ছ উপসাগরের নবানগর খাঁড়ির মোহানার নবানগর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে চারন-রমণীর উদ্দেশ্যে স্থাপিত একটা মন্দির আছে। কিংবদন্তী এইরূপ, একবা নাগররাজ যুগরায় প্রবৃত্ত হইয়া একটা নীলগাইর পক্ষাঘন করিল। প্রাণ-

তরে ভীত নীলগাই ক্রতবেগে আসিয়া সেই চারন-রমণীর আশ্রমে প্রবেশ হইল। রাজা পক্ষাঘ্ন পক্ষাঘ্ন আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সেই বুড়ো চারন-রমণীকে যুগটী দেখাইয়া দিতে বলিলে তিনি যুগ সন্মুখে অধীকৃত হইলেন, রাজা বলপূর্ব্বক যুগটী বাহির করিয়া নিহত করেন। ইহাতে ঐ বুড়ো কুপিত হইয়া রাজাকে অভিসম্পাতপূর্ব্বক আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। বুড়ার এই অক্ষয়কীর্ত্তি শ্রবণ রাধিবার লত্জ সমুদ্রসৈকতোপরি তাঁহার আশ্রমসন্নিহিত স্থানে একটা মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। এই ধীপের উত্তরপূর্ব্বকোণে জুরায়ের জলধোকা হইতে ৪২ ফিট উচ্চ খেতপ্রস্তরনির্মিত স্তম্ভোপরি এখানকার আলোক-বাটিকা বিদ্যমান আছে। অক্ষা° ২২° ৩২' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ১৩' ৩০" পূঃ। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নবানগর-রাজ এই আলোক-বাটিকা নির্মাণ করান। আকাশ পরিচ্ছন্ন থাকিলে সমুদ্রগর্ভে ৭ মাইল দূর হইতে ইহার আলোক লক্ষ্য করা যায়।

রোটি (জি) কট (অন্তঃতোহসি বৃত্তান্তে। পা ৩। ২। ৭৫) ইতি-বিচ্। ১ হিং। ২ বধক।

রোটিকল্পত (রী) ব্রতভেদ। (ব্রতপ্রকাশ)

রোটাঙ্গ, পঞ্জাবপ্রদেশের ঝিলাব জেলার অন্তর্গত একটা গিরিচূর্ণ ও তৎপাদমূল্য গণ্ডগ্রাম। লবণপর্ব্বতের বে স্থানে কুহান্ নদী নিঃসৃত হইয়াছে, তাহার নদীপকর্ষী একটা শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪২' পূঃ। এখান হইতে ঝিলাব নগর ৫১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ব।

আকগানসর্দার পেরশাহ্ বে সময় দিল্লীসিংহাসন বলপূর্ব্বক অগবরণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি

গুরুত্বপূর্ণক দমন করিবার অভিপ্রায়ে এই দুর্গ স্থাপন করেন। তিনি এই গিরিপথের সমুখদেশে অবস্থিত একটি শৈলশৃঙ্গ পরিবেষ্টিত করিয়া দুর্গের চতুর্দিকে প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত একটি স্থানীয় প্রাচীর নিৰ্মাণ করান। ঐ প্রাচীর শত্রুর আক্রমণ হইতে দুর্গ রক্ষিবার জন্য স্থানে স্থানে আবশ্যক মত ৩০ হইতে ৪০ ফিট পর্যন্ত প্রশস্ত করা হইয়াছে। ইহার অবশেষে অস্ত্রাধিঃ পূর্ণপ্রাচীর বিস্তারিত আছে, কিন্তু দুর্গের বিষয় সীমাপ্রাচীরের মধ্যগত দুর্গবাটিকা কালের কুসলে পড়িয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। এই অক্ষিত দুর্গভূমির পরিমাপ আনু্য ২৬০ একর হইবে। এই স্থানের প্রাকৃতিক চিত্র অতীব মনোহারী।

রোটাস্গড়, (রোহিতাস) বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি গিরদুর্গ। সারসরাম নগরের ১৫ কোশ দক্ষিণে কোএল ও শোণনদের সমুদ্রের অশ্রু শৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষা. ২৪° ৩৭' ০০" উঃ এবং দ্রাঘি. ৮৩° ৫৫' ৫০" পূঃ।

শাহাবাদ জেলার স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্তির অনেক নিদর্শন থাকিলেও প্রস্তরযাচুসকিংসার একশ আশ্রয়ের বিষয় আর কোথাও নাই। এই স্থানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচারিত থাকিলেও একমাত্র দুর্গ হইতেই উহার অতীতকীর্তির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সূর্য্যবংশাবতংশ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের নামানুসারে এই স্থানের নাম রোহিতাশ্বগড় হইয়াছিল। পরে মুসলমানাধিকারে ক্রমে রোহিতাশ্বগড় হইতে রোটাস্গড় নামে আখ্যাত হইয়াছে। এখানে রোহিতাশ্ব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানীয় লোকে ভক্তি সহকারে সেই দেবপ্রতিম মূর্তির উপাসনা করিত। সম্রাট অরঙ্গজেব রোটাস্গড় অধিকার করিয়া ঐ স্থান ধ্বংস করেন।

উপরোক্ত সঙ্গারাপুত্রীর অধিপতি মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে তৎসমীর কন্ত জন নরপতি এই দুর্গাধিকার রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক যুগে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ এই স্থান অধিকার করিয়া দুর্গসংহারে যত্নবান হন, কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া শেরগড়ে দুর্গ নিৰ্মাণ পূর্বক তথায় বাস করেন। সম্রাট অকবরশাহের সেনাপতি ও বাঙ্গালার প্রতিনিধি রাজা মানসিংহ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এই দুর্গ জয় করিয়া তথায় সেনাদল স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রাচীন দুর্গের সংহার ও নূতন বাসভবনাদি তিনি নিৰ্মাণ করিয়া যান। তাহার উৎকর্ণ দুর্গপ্রাচীর নগ্নত ও পারততাবার লিখিত শিলালিপ্য হইখানি হইতে তাহার আত্মপুস্তিক বিবরণ বিবৃত আছে।

রোটাস্গড় শৈলের বে অধিত্যকাশ্রমণে ক্ষতদুর্গের নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা পূর্বপশ্চিমে ৪ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ৫ মাইল হইবে। উহার সমগ্র পরিধি প্রায় ২৮ মাইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হকার এই স্থানের উচ্চতা ১৪৯০ ফিট নির্ধারণ করেন।

এই পর্বতে উঠিবার ৮৩টা স্তা আছে। তন্মধ্যে ৪টা বজ্রবাট ও ৭৯টা স্তা নামে কথিত। দুর্গপরিভ্রমণের মধ্যে বজ্রগুলি প্রাচীন কীর্তি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত দুইটি হিন্দুমন্দির, অরঙ্গজেবের নিৰ্ম্মিত মসজিদ, মহাল-সরায়, নামক প্রাসাদ ও 'বারদোয়ারী' নামক রাজকাঠাণের স্থাপত্যশিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন।

ভবিষ্যৎকথণ্ডে গয়ার অন্তর্গত কহিনাপস্তুনের উল্লেখ আছে। ভৌগোলিক বিবরণানুসারে ঐ স্থানকে রোটাস্গড় বলিয়াই অভিহিত হয়। (ত্রুক্ষণ ৩।৩৬)

রোটিকা (ত্রী) গিটবিশেষ, চলিত রুটি। ইহা ময়দা, মাষ, ছোলা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রুটি বলিলে ময়দা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ বুঝায়। ভাবপ্রকাশে—

“শুকগোধূমচূর্ণেন কিঞ্চিদুপ্তাংক পোলিকাং।

তপ্তকে শ্বদয়েৎ কৃত্বা ভূয়োহস্মারংপি তাং পচেৎ ॥

সিদ্ধিযা রোটিকা প্রোক্তা গুণানন্তাঃ প্রচক্ষহে।

রোটিকা বলক্লৃচ্চ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধনী।

বাতঘ্নী কফকৃৎসরী দাঁড়ায়ীনাং প্রপুজিতা ॥” (ভাবপ্রঃ)

রোটিকা প্রস্তুতপ্রণালী—শুক গোধূম চূর্ণ করিয়া তদ্বারা কিঞ্চিদুপ্ত পোলিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে উহা তাওয়ার গরম করিয়া লইয়া প্রভূত অঙ্গারায়িতে (করগার আগুনে) পাক অর্থাৎ সেকিয়া লইলে ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ বলকারক, কটজনক, শরীরের উপচয়কারক, ধাতুবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কফকারক, এবং শুষ্ক। প্রবল্যাদি মানবের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

যবরোটিকা—যব চূর্ণ করিয়া উত্তরুণ প্রণালীতে রোটিকা প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে যবরোটিকা কহে। ইহার গুণ—রুচিকর, মধুররস, লঘু, মলবর্দ্ধক, শুষ্ক ও বাতজনক, বলকারক, এবং ককরোগ, পীনস, শ্বাস, কাস, মেহ, প্রমেহ ও গলরোগনাশক।

মায়রোটিকা—শুক মাষকলারের চূর্ণকে চমনী বলে, এই চমনী দ্বারা বে রোটিকা প্রস্তুত হয়, তাহাকে বলভজিকা বা মায়রোটিকা কহে। গুণ রুক্ষ, উষ্ণবীৰ্য, বায়ুবর্দ্ধক ও বলকারক। ইহা প্রবল্যাদি মানবগণের পক্ষে প্রশস্ত। মায়-কলাইয়ের মাইল বলে ভিজাইয়া উহার তুব কেলিয়া দিয়া

রোড়ে ওকাইরা বয়ে পেথন করিয়া ছইলে তাহাকে বুসী কহে। এই বুসীর কটী কক ও পিতৃনাশক, এবং কিঞ্চিৎ বাহুবর্দ্ধক। এই কটীর নাম বরকিকা।

চকররোটিকা—কক, কক ও রক্তপিত্তনাশক ওক, বিটন্তী, এবং চকুপীড়াকর, তিলের রোটিও এইরূপ শুণ্যক। রোড়, উন্মাদ। অনাবর। জ্বাধি পরশৈ অক সেট। নট রোড়তি। শোট, রোড়তু। লিট, রোড়। লিট, রোড়তি। লুৎ, অরোড়ৎ।

রোড় (জি) ১ জুস্ত। ২ কোদ।

রোড়, পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশবাসী কৃষিকীর্ষী-জাতিবিশেষ। পঞ্জাবের কর্ণাল ও অঝালা জেলায় সীমান্তরূপী এবং স্থায়ীধরের দক্ষিণস্থ সুবিশুদ্ধ খাঙ্কজাদল এদেশে চৌরাসী-খানি গ্রামে ইহারা বাস করে। ভারতযুদ্ধের অবসান সময়ে পাণ্ডবগণ কুরুকুল সমূলে নির্মূল করিবার আশায় শেবযুদ্ধের সময় যে স্থানে সৈন্তসমবেত করিয়াছিলেন সেই জামীন্ গ্রামই ইহাদের আদি বাসভূমি। এই স্থান হইতে ইহারা ক্রমশঃ পশ্চিম যমুনাখালের তীরদেশ, নিয়-কর্ণাল ও ঝিল প্রভৃতি নানা জেলার বাইরা বাস করিয়াছে।

ইহারা দৃঢ়কার ও স্তম্ভসমর্থন। দেখিতে সর্কীষে জাটজাতির অনুরূপ; কিন্তু শাস্ত ও নম্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও কৃষিকাণ্ডনিরত। জাটজাতির ভার ইহারা যুদ্ধপ্রিয় বা পরবাণ-হারী নহে।

ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বংশোপাখ্যান নাই। অরোড়া-(পূর্বপঞ্জাবপ্রদেশে রোড়া নামে খ্যাত)-বিগের ভার ইহারাও আপনাদিগকে জড়ির বলিয়া পরিচিত করে। পরন্তুরাদের তরে তাহারা “আউর” (আর=অপর) জাতি বলিয়া পরিচয় পাইয়াছিল, এই জন্ত তদবধি একটা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের অরোড়া ও পঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলবাসী রোড়া হইতে স্তম্ভর বানেশ্বরপ্রান্তবাসী রোড়েরা যে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ নাই। পাকত্যা জাতিতত্ত্ববিদগণ পূর্বাঞ্চলবাসী রোড়া-জাতি হইতে পশ্চিম পঞ্জাববাসী রোড়-দিগকে অপেক্ষাকৃত সললকার দেখিয়া ছইটীকে পৃথক জাতি বলিয়া কল্পনা করেন; কিন্তু তাহাদের পরস্পরের আচার্য্যি লক্ষ্য করিলে উভয়কেই অতিশয় বলিয়া বোধ হয়। সামাজিক আচারে জাতিদিগের সহিত ইহাদের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

মোরানাবাসবাসী জামীন্-গ্রামীর রোড়েরা বলে যে, তাহারাও স্থানীয় জোহান রাজপুতদিগের এক শাখা, সলল

হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। অপর রোড়েরা বলে যে, রোহতক জেলার কাবর জম্বীলের বহলী গ্রামই তাহাদের আদি বাসস্থান, আবার কেহ কেহ রাজপুতানা হইতে ন্যায়িত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে সর্দিবাল, নাইরা, খিতি ও জগরান প্রভৃতি কলকগুলি থাকে। ইহারা বিধবার বিবাহ দেয়।

শাহরানপুরের রোড়েরা বলে, ভারতযুদ্ধ কালে খ্রীষ্টক যৌদবৎ কৈথলজাতি ইহাদের উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইহাদের বিবাহপ্রথা জাট ও ওকরজাতির ভার। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। দেবর বিবাহই প্রাপ্ত। ইহারা মৎস্য, মদ্য ও ছাগ শূকরাদির মাংস ভক্ষণ করে।

বিজনোরবাসী রোড়েরা আপনাদিগকে খ্রীস্টচন্দ্রভট্টের কুশের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে। বিগত চার শতাব্দী পূর্বে ইহারা কর্ণাল জেলার কড়পুত-পুতী নামক স্থান হইতে এখানে আসিয়াছে। এই গ্রামে সৈরদ্বিগের বাস ছিল। কালে সৈরদ ও রোড়দিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়, তখন রোড়েরা দলপতি মহীচাঁদের অধীনে অন্তর বাইরা বাস করিতে বাধ্য হয়।

ইহাদের মধ্যে কোন কোন থাকে আপনাদিগকে তোমর-রাজপুত বংশোদ্ভূত বলিয়া থাকে। দিল্লীর তোমররাজবংশের প্রভাব থর্ক হইলে তাহারা নানা স্থানে বাইরা বাস করে। কেহ কেহ বলে, নোংলসম্রাট অরঙ্গজেবের শাসনে উৎপীড়িত হইয়া তাহারা অন্তর বাইরা বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ইহারা বিবাহ ও অপরাপর ক্রিয়াকলাপাদি সম্রাট হিন্দু-বংশেরই অনুকরণে নির্বাহিত করিয়া থাকে। বিধবার দেবরকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহা বিধবার ইচ্ছানীল। খ্রীচরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক প্রমাণ পাইলে জাতীয় সভার অনুমোদনে তাহাকে জাতিচ্যুত করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু পত্নীত্যাগের সাধারণ কোন নিয়ম নাই। কোন কোন সময় বসমালে অর্থদণ্ড দিয়া সে ব্রজাতি মধ্যে থাকিতে পার। কৃষি ব্যতীত ইহারা টাটু (মাছ) ও স্তম্ভলী প্রভৃতি করে।

রোড় (জি) উদ্ভবমনশীল। অস্থিরিত হওন।

রোণ, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ধারবাত জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৭০ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের মধ্যে দক্ষিণ-মহারাত্রী রেলপথের আলুর ও মজাপুর নামক স্থানে ছইটা ষ্টেশন আছে।

২ উক্ত জেলার একটা সদর ও উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ১৫°৪১'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১১'১" পূঃ। এখানে

“লঙ্কাক্ষণে বনকোটিরভাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমকপত্তমক।

অথততঃ সিদ্ধপুংসু হুমেকঃ সৌম্যোহুং স্যামে বড়বানলন্তঃ”

(সিদ্ধান্তনিরোমণি গোলাধার)

রোমকৈর্গক (পুং) শব্দক। (বৈজ্ঞানিকনিং)

রোমকসিদ্ধান্ত (পুং) রোমকাচার্য্য দিগিত জ্যোতির্গর্হ।

রোমকাচার্য্য (পুং) একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। শাক্য
সংহিতায় ও বরাহসিদ্ধির কৃত হারপরন্তে ইহার উল্লেখ আছে।

রোমকায়ন (পুং) গ্রহকারভেদ। (বৃহৎসং ৩।১০)

রোমকূপ (পুং) রোমণ্যঃ কূপঃ। লোমবিবর।

“একপতিষ্ঠাকমালাং সদৌ ব্রহ্ম কমণ্ডলুয়।

সমস্তরোমকূপেযু নিলয়মীন্ বিখ্যাকরঃ” (দেবীমাং ১ অং)

রোমকেশর (ক্ৰী) রোমণ্যঃ কেশরমিব। চামর। (ত্রিকাং)

রোমগর্ত (পুং) রোমণ্যঃ গর্তঃ। রোমকূপ।

রোমগুচ্ছ (পুং) রোমণ্যঃ গুচ্ছঃ। চমর। (ত্রিকাং) স্বার্থে-
কন্। রোমগুচ্ছক—চামর। (জটধর)

রোমগুৎস (পুং) চামর। চামরী গোর পুচ্ছ।

রোমগুৎ (ত্রি) রোমবৃত্ত। পুচ্ছবিশিষ্ট।

রোমতক্ষরী (ক্ৰী) অরোমা ক্ৰী। (রসং রং)

রোমতাজ্জ (ত্রি) লোমনাশক।

রোমদীপ (পুং) কুসি। (বৈজ্ঞানিকনিং)

রোমন (ক্ৰী) রৌতিতি ক্ (নামন্ রীমন্ ব্যোমন রোমসিতি।

উপ ৪।১৫০) ইতি মনিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। শরীর জাতাক্রুর,
চলিত রোঁরা। পর্যায়—লোম, অলক, অগ্নক, চর্ম্মক, তনুকহ।

(রাজনিং)

শরীরের রহত স্থানে অর্থাৎ গোপনীয় স্থানে যে রোম
হয়ে, তাহা ল্পশ করিতে নাই।

“ন সর্পশট্রঃ ক্রীড়তঃ সানি সানি ন সংস্পৃশেৎ।

রোমাণি চ রহতানি নাশিষ্টেন সদা ব্রজেৎ”

(কুন্ডপুং ১৫ অং) ২ জনপদবিশেষ। ৩ তদেববাসী।

(পুং) ৪ ভূমী।

“বানাববো দশাঃ পার্থী রোমাণঃ কুশবিন্দবঃ।”

(ভারত ৬।১।৫৫)

রোমহ (পুং) উপদ্রব করিঃ চর্ম্মণ, চলিত জাবরকাটা,
পতঙ্গিণের চর্ম্মিত চর্ম্মণ।

“বৃনৈবসিতরোমহুটকাকনভূমিহু” (রত্ন ১।৫২)

রোমপাদি (পুং) লোমপাদ, অলবেশীয় রাকবিশেষ।

(লিঙ্গপুরাণ ৬৮।৩২) [লোমপাদ শব্দ]

রোমপুলক (পুং) রোমনাঃ পুলকঃ। রোমবর্ষ, রোমক।

রোমকলা (ক্ৰী) তিত্তিণ, চ্যাকণ। (বৈজ্ঞানিকনিং)

রোমবন্ধ (ত্রি) চুলের বিনানো বন্ধির দ্বারা আবদ্ধ।

রোমভূমি (ক্ৰী) রোমণ্যঃ ভূমিরিব। চর্ম্ম। (রাজনিং)

রোমমূর্জন্ (ত্রি) রোমবৃত্ত মতকবিশিষ্ট। (স্বকৃত)

রোমরতাসার (পুং) উদর।

রোমরক্ত (ক্ৰী) রোমকূপ।

রোমরাজি (ক্ৰী) রোমাং রাজিঃ। রোমসমূহঃ। রোমরঞ্জি-
তায় রোমরাজী রোমসমূহ।

রোমলতা (ক্ৰী) রোমাং লতব। রোমাবলি। (হেম)

রোমলবণ (ক্ৰী) শাক্য লবণ, বর্জল লবণ।

রোমলতিকা (ক্ৰী) নাতির উপরে রমণীগণের লোমের
রেখা হয়।

রোমবৎ (ত্রি) রোমন্ অন্ত্যার্থে মতূপ, মত বঃ, নত লোপঃ।
রোমাবশিষ্ট।

রোমবল্লী (ক্ৰী) কণিকচ্ছ। আলকুনী।

রোমবাহিন্ (ত্রি) ১ লোমকর্তনযোগ্য তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট।

রোমবিকার (পুং) রোমাং বিকারঃ। রোমক। (কলায়ুগ)

রোমবিক্রিয়া (ক্ৰী) রোমাক।

রোমবিধ্বংস (পুং) ১ লোমনাশকারী। ২ উকূপ।

রোমবিবর (ক্ৰী) রোমাং বিবরং। লোমকূপ।

রোমবেধ (পুং) একজন প্রাচীন গ্রহকার।

রোমশ (পুং) রোমাণি সত্যভেতি রোমন্ (লোমাদিপাশাদি

পিচ্ছাদিভ্যঃ শব্দেণচ। পা ৪।১।১০০) ইতি শঃ। ১ মেব।

(হেম) ২ পিত্তালু। ৩ কুড়ী। ৪ শুকর। ৫ ঋষিবেশ্য।

এই ঋষির এক একটা রোম পতনে এক একটা ইঞ্জপাত

হইত। এইরূপে ইহার বধন সমস্ত রোম পতন হইবে, তখন

ইহার পরমায়ু নাপ পাইবে। এই ঋষি তাহার নিজের

এই পরমায়ু জানিয়া এবং ইহা অতি সামান্যকাল বিবেচনা

করিয়া গৃহনির্গণ করেন নাই, কেবল বর্ষাকালে ধারাপাত

নিবৃত্তির জন্য মতকে কট (মাছর) রাখিয়া ভগদগ্যা করিতেন।

(ভাগবত ৬।১৫) ইহার বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে

ত্রীক্ক জন্মপে বর্ণিত হইয়াছে।

(ক্ৰী) ৬ উপহ। “সৌরশে বৃত্ত রোমশং নিবেদ্যমো”

(অক ১০।৮ অং) “রোমশং উপহং” (সারণ)

(ত্রি) ৭ অতিশয় রোম বিশিষ্ট, বাহার গাত্রে অতিশয়
রোম আছে।

“হীনক্রিয়ঃ নিম্প্রকবঃ নিম্ভকো রোমশার্শসন্” (মহ ৩।১)

রোমশপত্রা (ক্ৰী) দেবতাক্তবৃত্ত। দেহাতাড়া গাছ।

রোমশফল (পুং) রোমশঃ ফলমত। ভিণ্ডি শব্দ। ভাড়পগাছ।

রোমশমূলিকা (ক্ৰী) হরিজা। (বৈজ্ঞানিকনিং)

রোমশাসিকান্ত, রোমশাসন-বিষয়িক জ্যোতির্বিজ্ঞান।

রোমশাস (রোম) রোমশাসন। ইতি রোমশাস, টাণ্ড।

১ বর্ষ। (রোমশাস) ২ রোমশাস, বৃহৎশাসন।

“সর্বোত্তম রোমশাসন পদার্থগণনাধিকার।”

(৩৬ ১। ১২৬। ৭) ৩ কর্কটিকা, কাকুড়। (বৈজ্ঞানিক)।

৪ অলপদ নামক নব্বই জনোক্তোত্তম। (অলপদ ২০ ১৩ অঃ)

৫ মাংসপ্রেমী। (বৈজ্ঞানিক)।

রোমশাসন (রোম) রোমশাসন। লোমের উৎসব।

রোমশাস (রোম) রোমশাসন। লোমের উৎসব। চলিত
গেটো। (তারপ্রঃ)

রোম-সাম্রাজ্য, পাশ্চাত্য-সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র। প্রাচীন রোম
মহানগরী হইতে রোমক বা লাতিন জাতির সৌভাগ্যের
সঙ্গে সঙ্গে শোণবীর্ষ ও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-প্রভাবে রাজ্যসমূহের
পরিবর্তিত সহকারে ধীরে ধীরে যে সুবিস্তৃত রাজ্যসম্পৎ অর্জিত
হইয়াছিল, তাহাই খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রোমসাম্রাজ্যসীমার চরম
বিস্তৃতি লাভ করে। খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে পুরুষ-পরম্পরা-
ক্রমে ক্রিষ্টব্দীয় মূলক রামুলান্ কর্তৃক পালেটাইন্ শৈলোপরি
রোমনগর স্থাপন; সেবাইন্, লাতিন প্রভৃতি বিভিন্ন পার্শ্ব-
জাতের পরস্পর সম্মিলন ও শক্তিবৃদ্ধি; রাজনির্বাচন ও রাজ-
তন্ত্রগঠন; সেনেট মহাসভা ও কমিটারি কিউরিয়াটা স্থাপন এবং
সিপিও, জিয়াস মরিয়ান্ কর্ণেলিয়ান্ সাল্লা, জুলিয়ান্ সিজার
প্রভৃতি দুর্দ্বৈর বোদ্ধবৃন্দের আবির্ভাব ও রাজ্যের হইতেই রোম-
সাম্রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল।

ক্রটাস ও কেসিয়ারের ষড়যন্ত্রে ডিট্টোর সিজারের হত্যা
এবং অক্টেভিয়ান ও আর্কটিকর্ক ফিলিপির মরণোত্তর উক্ত প্রজা-
তন্ত্রপ্রয়ানী দলপতিত্বের পরাজয় হইতে রোমে প্রজাতন্ত্রের
প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত হয়। অগণিত্যত হুন্দরী ক্রিওপেট্রার পাণি
গ্রহণোপক্ষে অক্টেভিয়ানের ভগিনী অক্টেভিয়াকে পরিত্যাগ করায়
আর্কটিকের সহিত অক্টেভিয়ানের মতবিরোধেহু এটিয়ান্ মরণ-
ক্ষেত্রে বোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে আর্কটিক পরাজিত
হইলে, ডিট্টোর সিজারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও ভ্রাতৃপোত্র
(Great-nephew) অক্টেভিয়ান ২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে রোমসাম্রাজ্যের
অধীশ্বর হন; কিন্তু তিনি প্রজার মনোরঞ্জনার্থ এই মহদভারবীর
মন্তকে না লইয়া সেনেট সভার উপর ক্ষত করেন। তিনিই
প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যে ‘কমনওয়েলথের’ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া
গিয়াছিলেন।

বাহা হউক, তাহার সময় হইতে ক্রমশঃই রোমসাম্রাজ্যের
বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং টাসিটাস, প্রোবাস্ ও কেরুস্ (২৮৪
খৃষ্টাব্দ) প্রভৃতি সম্রাটগণ পূর্ণবিস্তৃত রোমসাম্রাজ্যের প্রান্তসীমার

আশ্রয়শ্রম শাসনব্যপ্ত পরিচালন করিয়াছিলেন। এই সময়ের
মধ্যে রোমসাম্রাজ্য কোন্ কোন্ রাজ্যের শাসনকালে কতদূর
পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসভাগে বখানানে বিবৃত
হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্ত নিম্নে সেই সভ্যসমৃদ্ধ
সাম্রাজ্যের বিস্তার সীমা ও দেশবিভাগের অবস্থান নির্দেশ করা
গেল।

এই সাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমা আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে
ইংলিস চেনেল, জর্মানসাগর, ডেনমার্ক, বলটিক সাগর ও ব্লক-
সাম্রাজ্য; পূর্বে কাস্পিয়সাগর ও পারস্যের কতকাংশ এবং
দক্ষিণে পারস্যোপসাগর, আরব, লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরোপ-
কূল ব্যতিরিক্ত আফ্রিকা মহাদেশ। বর্তমান সমুদ্র ইংলণ্ডরাজ্য ও
রোম সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন কালের বিস্তীর্ণ রোমসাম্রাজ্য যে কয়টা দেশভাগে
বিভক্ত ছিল এবং বর্তমান সময়ে কোন্ কোন্ রাজ্য বা প্রজা-
তন্ত্রের অধিনিধিবর্গের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে, নিম্নে
তাহার তালিকা নির্দেশ করা হইল—

রোমীয় রাজ্য।

লাটিন নাম

বর্তমান নাম

বুটানিয়া—ইংলণ্ড ও ওয়েলস্।

গালিয়া—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হলণ্ড ও সুইজারল্যান্ডের কতকাংশ।

হিস্পানিয়া—স্পেন ও পর্তুগাল।

বলিয়ারিস্—বেলিয়ারিক্ দ্বীপপুঞ্জ।

সিসিলিয়া—সিসিলি।

ইতালিয়া—ইতালী।

য়েট্রা—সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রোহাঙ্গেরীর কতকাংশ।

ডিওলিসিয়া—জর্জিয়া সাম্রাজ্যের দক্ষিণাংশ।

আখ্যাগিয়া—ভিস্টুলানদীর পশ্চিমতীর পর্যন্ত জর্জিয়া সাম্রাজ্য ও
পোলণ্ডের কতকাংশ এবং দানিউবের উত্তরকূল পর্যন্ত
অস্ট্রিয়রাজ্য।

পানোনিয়া—দানিউব নদীর পশ্চিমকূল পর্যন্ত অস্ট্রোহাঙ্গেরী
প্রদেশ।

ডাকিয়া—থিসুনদীর পূর্ববর্তী অস্ট্রোহাঙ্গেরী প্রদেশ এবং প্রথ ও
দানিউব নদী মধ্যবর্তী রুম্যানিয়া রাজ্য।

নোরিকাম্—দানিউব নদীর দক্ষিণকূলে তিরেনানগর-সম্মিলিত
প্রদেশ হইতে আড্রিয়াটিক সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

ইলিরিকাম্—আড্রিয়াটিক সাগরোপকূলবর্তী অস্ট্রোহাঙ্গেরী প্রদেশ,
মন্টিনিগ্রো ও তুরকির কতকাংশ।

এপিরাস্—গ্রাস ও ইলিরিকামের মধ্যবর্তী তুরক প্রদেশ।

কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সাইপ্রাস ও ক্রীটদ্বীপ—ভূমধ্যসাগর মধ্যে।

আকাইরা—গ্রীক রাজ্য।

মাকিডোনিয়া—তুর্কির কতকাংশ।

থ্রাসিয়া—বুলগেরিয়া ও কনস্টান্টিনোপল নামক তুর্কি বিভাগ।

সিসিয়া—সার্কিয়া ও তুর্কির কতকাংশ।

এসিয়ার অন্তর্ভুক্ত রাজ্য।

মাইসিয়া, সিডিয়া, ক্যরিয়া—ইজিরান সামরিকীরবর্তী এসিয়ার
অধীন প্রদেশ।

বিশ্ণু মিয়া ও পটাস—ককাসাসের দক্ষিণ ও এসিয়ামাইনদের
উত্তর প্রদেশ।

ক্যাপেনেনসান্ টোরিকা—ইয়োপীর ক্যিয়ার ক্রিসিয়া বিভাগ।

কলকিস, ইবেরিয়া, আলবানিয়া—ককাসাস পর্বতের দক্ষিণ ও
আর্মেনিয়ার উত্তর এক ককাসাগর হইতে কাস্পীয়
স্রবতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড।

ক্রিজিয়া, পিসিডিয়া, পালানিয়া, লাইকোনিয়া, কাপাডোকিয়া
ও আর্মেনিয়া মাইনর—এসিয়ামাইনদের অন্তর্ভুক্ত।

আর্মেনিয়া—আসিরিয়ার উত্তর।

আসিরিয়া, মিসোপটেমিয়া, বাবিলোনিয়া, ক্যডিয়া রাজ্য,
আরাবিয়া-পিট্রা, সিরিয়া ও পার্শ্বীরা—লিভান্ট উপসাগরকূল
হইতে পারস্যের পশ্চিমার্ধ, আরবের উত্তর ও আর্মেনিয়া
দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ।

আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত রাজ্য।

মোরিটানিয়া, নিউমিডিয়া, আফ্রিকা (কার্থেজ রাজধানী),
লিবিয়া ও ইজিপ্টাস নামক ভূমধ্যসাগরতীরবর্তী আফ্রিকার উপ-
কূল প্রদেশ। এই সকল রাজ্যভাগ বর্তমান মরোক্কো, আলজিরিয়া,
টিউনিস, ট্রিপোলি, বার্কী ও ইজিপ্ট (মিশর) রাজ্যের কতকাংশ
লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

এই বিস্তৃত রোমসাম্রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিরূপ ছিল
এবং নদী ও পর্বতমালা কোথায় ও কিরূপ ভাবে প্রসারিত হইয়া-
ছিল, তাহার সঠিক বিবরণ জানিবার উপায় নাই। বর্তমান
ইুরোপের তত্ত্ব-প্রদেশে যে সকল পর্বত ও নদীমালা বিস্তৃত দেখা
যায়, তখনও সেই সকল সমভাবে বিস্তারিত ছিল। বিহুবিয়াস,
ট্রাবোলা ও এট্রানা নামক আরেরগিরির অল্পাংশমাত্র তৎকালে রোম
রাজধানীকে কল্পিত করিয়াছিল। প্রাচীন হার্কুলেনিয়ম ও
পম্পাইই নগর-বিহুবিয়াসের অন্তর্গত দাডব মিগ্রাবে এবং উভয়
ভয়ে পূর্ণ হইয়া দিয়াছিল। দুই সহস্র বৎসর তাহার নির্মলমাত্র
ছিল না। বর্তমান প্রোমরাক ইন্ডাস্ট্রেলের পালনকালে সেই দুই
নগরবরের অতীতকীর্তি উল্লেখিত হইয়াছে। এখন আর সে
অস্মরণ্য নাই। বর্তমান বর্ষে (১৯০৪) সেপ্টেম্বর) কালভিয়ার
ভূমধ্য-ভূমিকম্পে আরও অধিক ক্ষয়-ক্ষতি জারি হইয়াছে।

তৎকালে ভীষণ কঠোর ভূমধ্যসাগরোপকূল ইতালীর
প্রদেশসমূহ আলোড়িত হইত। সময় সময় জলপ্রকট এই সকল
স্থান ভগ্ন হইয়া অধিবাসিনৃদের কষ্ট উপাধন করিত। তির্যক
প্রসিক্ হুর্কিগাও হুর্কিব বটনারিগি প্রাচীন রোমরাজ্যে বিরল
ছিল না।

সেই প্রাচীন নগর রোমরাজ্যের বাণিজ্যপ্রভাব চিত্তা
করিল যবে অকৃতপূর্ব বিস্তার লাগিয়া উঠে। যে সময়ে জল-
বাণিজ্যের ক্ষয় ক্রমশীর্ষী হইয়া ছিল না, সেই সময়ে রোমকগণ
ভূমধ্যসাগরবক্ কেশমীভূত নৌকার আলোড়িত করিয়া মিসররাজ্য
হইতে ভারতীয় ও পারস্যদেশজাত দ্রব্যসম্ভার সমুদ্রে পথে
আনয়ন করিত। গম, হুপ, তাম্বল ও বর্করণ যে সময়
পশ্চিম এসিয়া পাশ্চাত্য জাতিমায়েই তরুর কারণ করিয়া
ভুলিয়াছিল, নির্ভীক রোমক জাতি বাহুবলে সেই হৃদয় এসিয়া-
বাসীদিগকে পদানত করিয়া অক্লান্তভাবে তুর্কির মধ্য দিয়া
আপনারে স্থলপথের বাণিজ্যপরিচালনা করিয়াছিল। বুদ্ধিগ্রহে
রোমকগণ যেরূপ জিগ্রহস্ত ছিল, অস্ত্রশাস্ত্রি প্রস্তুত কার্যেও
তাহাদিগের তদুদ্রুপ হুনিপুণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

রোমরাজধানীতে ভারতীয় মণি মুক্তার যথেষ্ট আদর ছিল,
তাহা প্রাচীন গ্রহাদি পাঠে জানা যায়। এই কারণে সমুদ্র-
গমনোপযোগী অর্গবয়ান নির্মাণে তাহারা বিশেষ অধ্যবসায় ও
শ্রম স্বীকার করিয়াছিল। তৎকালে দাঁড় ও পালের ভয়ে সমুদ্রে
জাহাজ চলিত। কার্থেজিনীয়-সর্দার হানিবল রোম আক্রমণ-
কালে এবং রোমসেনাপতি সিপিওর গ্রাক আক্রমণকালে ঐরূপ
দাঁড়বাহী অর্গবয়ানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাসাংশে
রোমকজাতির ক্রমোন্নতির যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ইতালীর অন্তর্গত টাইবার নদী তীরস্থ রোম (Roma)
নগরী এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানী। এখানে খৃষ্টপূর্ব ২য়
শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত স্থাপত্য, শিল্প, বাণিজ্য ও
সঙ্গীতাদি কলাবিভার যে সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, সমগ্র
ইুরোপের অপর কোন রাজধানীতে তাহার কোন বিষয়েই সমতুল্য
উন্নতি দেখা যায় নাই। রোমের “কলেসিয়াম্” প্রাসাদ স্থাপত্য
বিভার চরম নিদর্শন। ইহা জগতের সপ্ত অত্যাশ্চর্য কীর্তির
একতম।

বর্তমান জগতের উন্নতি-বিভারের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীতেও
নান্য বিধের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু এখন রোমকগণের
আর সে পৌর্যপ্রভাব নাই। এখন রোম নিস্তব্ধ। রেলকর্মের
বিস্তারে ইতালীরাজ্য ও রোমকগণের বাণিজ্যপ্রভাব অপ্রতিরোধ্য
বাধিলেও পূর্ব সমুদ্রের গৌরব-বৃদ্ধির আর কোনরূপ কাঁধাই
ইতালীনগরকালে অগ্রসৃত হইতে দেখা যায় না।

উদ্ভব।

মৌসুমের আধুনিক ইতিহাস নগরপ্রকায় অভিযুক্ত কালিক আখ্যানে পরিপূর্ণ। তারা হইতে নগর নিকাশন করা বড়ই দুর। যাহা হউক, এই সমস্ত পৌরাণিক আখ্যায়িকার অভ্যন্তরে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য নিহিত আছে।

কথিত আছে, এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত ট্রু নগর বিকৃত হইবার পরে রোমের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। বংকালে গ্রীক বীরগণ ট্রু নগর অধিকার করিয়াছিলেন, তৎকালে আকাইসের ঔরসে ভিনাসের গর্ভদ্বারা পুত্র ইনিউ (Eneus) ট্রু হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথমে রোমে আসিয়া বাসস্থান করনা করেন। ট্রু হইতে পলায়নকালে তিনি বীর পুত্র আকানিয়াসকে, পিনেটন নামক পার্শ্বাশ্রয় দেবতাপুত্রকে, এবং ট্রের ভুবনবিখ্যাত পাশেডিয়াম বা মিনার্তা (সরস্বতী) দেবীর প্রতিমূর্তিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি লাটিনামের উপকূলে পৌঁছিলে, তৎকেশব নরশক্তি লাটিনাস কর্তৃক সমাসৃত হইলেন। পরে লাটিনাস ইনিসের সহিত বীর ছহিতা গেভিনিয়ার বিবাহ দিলেন। ইনিউ পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্ত ডরোমে গেভিনিয়াম নামক নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ইনিসের সহিত বিবাহের পূর্বে, গেভিনিয়ার কটুগিরান্নবিগের অধিপতি টার্পাসের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। টার্পাস ইনিসের সহিত গেভিনিয়ার বিবাহে অগম্যমানিত হইয়া অবলাগে ইনিসকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে টার্পাস ইনিসের হতে নিহত হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে টার্পাসের অল্পচরণ পুনরায় ইনিসকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে ইনিউ একদিন অকস্মাৎ নিউমিট্রাস নামক নদীতীরে অদ্রুত হইয়া গেলেন। তদবধি তিনি 'কুপিটর ইজিডেস' বা নগর-দেবতা নামে পূজিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র আকানিয়াস বা ইউলাস ৩০ বৎসর পরে গেভিনিয়াম হইতে রোমের ১৫ মাইল বাল্পপূর্বে অখান পর্বতের শিখরে 'অল্লা লক্স' বা দীর্ঘ খেতপুত্রী নামে এক নগর নির্মাণ করিলেন। ক্রমে ইহা লাটিনাম প্রদেশে একটা বিখ্যাত নগর হইয়া উঠিল এবং সমস্ত লাটিন নগর সকলের উপরে কর্তৃত্ব করিতে লাগিল। আকানিয়াসের পরে ইনিউ বংশীয় ১২ জন রাজা এইখানে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা প্রকাস নিউমিটর ও আবুলিয়াস নামক দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ আবুলিয়াস সিংহাসন অধিকার করিলেন। কোষ্ঠ নিউমিটর পাত্রপ্রকৃতি বশতঃ কোন বিরোধ উত্থাপন করিলেন না।

পাছে কোষ্ঠ প্রাতঃর একমাত্র পুত্র রাজ্যলাভ করে, এই

আবলাহ, নীচাশর আবুলিয়াস তাহার প্রাণসংহার করিলেন। এই নিষ্ঠুরাচরণে তাঁহার আশ্রয়স্থিত মা। তখন কোষ্ঠ প্রাতঃর একমাত্র ছহিতা রিরাগিলিয়াসকে এক প্রেমসন্ধিরেব সেবিকারূপে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিলেন। তদনুসারে তিনি আত্মীয় অনুচর থাকিলেন। কিন্তু মার্স (যজ্ঞ) নামক দেবতার ঔরসে এই কুমারীর গর্ভে দুইটা বম্বল পুত্র জন্মিল। আবুলিয়াস তৎকালে ইহা জ্ঞাতিতে পারিলেন। নিলুটিয়া কৌমাররূপে ভ্রমের জন্ত প্রাণ হারাইলেন। বম্বলদ্বয় একটা হিন্দোলার স্থাপিত হইয়া নদীতীরে নিশ্চিন্ত হইল। তৎকালে যত্নর টাইবার নদীর তীরভূমি বহুর পথ্যে প্রাণিত হইয়াছিল। হিন্দোলাটা ভাগিতে ভাগিতে পালাটাইন পর্বতের পাশেবশে সংলগ্ন হইল। এইখানে একটা বস্ত্র আত্মীয় বৃদ্ধের মূল লাগিয়া হিন্দোলাটা উন্টাইয়া গেল। এই সময়ে একটা বাঘিনী সেইখানে মূল পান করিতে আসিয়াছিল, সে শিশু দুইটিকে সমীপবর্তী গম্বরে লইয়া গিয়া রাখিল এবং স্তন্যপান করাইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত মার্স দেবতার বাহন কাঠচৌকরা পাখী অস্ত্রাশ্রয় খাত আনিয়া শিশুদ্বয়কে দিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন কঠীলাস নামক রাজার এক মেঘপালক এই অস্ত্রাশ্রয় দৃষ্ট দেখিতে পাইল এবং শিশুদ্বয়কে তৎকালে লইয়া গিয়া বীর পত্নী অক্সা লরেন্সিয়ার নিকট পালনের জন্ত অর্পণ করিল। শিশুদ্বয় রোমুলাস ও রেমাস এই দুই নামে অভিহিত হইল এবং মেঘপালকের সন্তানগণের সহিত বর্ধিত হইতে লাগিল।

রাজার মেঘপালকগণের সহিত নিউমিটরের মেঘপালকগণের বিবাদ উপস্থিত হইল। এই সময়ে কৌশলক্রমে রোমাসকে তাঁহার পিতামহ নিউমিটরের নিকট উপস্থিত করা হইল। কিশোরবয়সক রোমাসকে দেখিয়া নিউমিটরের মনর বাৎসল্য রূপে পূর্ণ হইল। বয়স ও আকৃতি দেখিয়া নিউমিটর রোমাসকে বীর দৌহিত্র বলিয়া সন্দেহ করিলেন। অবশেষে তাহাদের অদ্রুত আখ্যায়িকা শুনিয়া তিনি তাহাকে বীর দৌহিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। অবশেষে রোমুলাস ও পালক পিতার সহিত নিউমিটরের সম্মুখে আনীত হইলেন।

নিউমিটর দৌহিত্রদ্বয়কে লইয়া প্রাতঃকৃত নিষ্ঠুরাচরণের প্রতিপাত লইতে সক্ষম করিলেন। বিষম কর্মচক্রেরেব সহারতীর তাঁহার আবুলিয়াসের প্রাণসংহার করিলেন এবং পিতামহ নিউমিটরকে সিংহাসনে বসাইলেন।

রোমুলাস এবং রেমাস তাঁহাদের পূর্ববাসস্থান টাইবার নদীতীরের ব্যাসের গম্বরে সমীপে অগম্যমিথ্যে লক্স করিলেন। কোন দূরে নগর নির্মিত হইলে, এই বিষয় লইয়া দুই মহোদয়ের

মধ্যে বাধাধ্বংস হইল। রোমুলাস্ পাম্পটাইন শৈলে এক রোমাস্ আবেটাইন শৈলে নগরনির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই উভয় সমুদ্রে শেষে এই স্থির হইল যে, উক্ত ঘটনা বেবতাদিগের দ্বারা শীমাংসিত হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া উভয় সহোদর প্রত্যেকের মনোমতী স্থানে সেবতার ইচ্ছিত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। উষাকালে রোমাস্ ৬টা গৃহ দেখিতে পাইলেন। বৎকালে এই সম্ভাব রোমুলাসের কর্ণগোচর হইল, তৎকালে তিনিও ১২টা গৃহ দেখিতে পাইলেন। প্রত্যেকেই নিজের অস্থূল বেবতা ইচ্ছিত করিয়াছেন—এইরূপ বলিতে লাগিলেন। অবশেষে সেবতাদিগের মধ্যস্থতার রোমুলাসের জয় হইল।

উপরোক্ত প্রকারে রোমুলাস্ সেবতার অস্থূল লাত করিয়া নগরের সীমা নির্দেশ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি একটা রোমুলাসের লাতলে একটা বৃষ ও একটা গাভী সংযুক্ত রাজবরণ করিয়া পালাটাইন পর্বতের চতুর্দিকে (৭৫০-৭৭৭ খৃঃ পূঃ) গভীর হল চিহ্ন আঁকিত করিলেন। সেই চিহ্নই পবিত্র রোমনগরীর চতুঃসীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হইল। তৎকালে এই নতুন নগরসীমার নাম হইল পমেরিয়াম্।

পালাটাইন পর্বত-শিখরস্থ আদিম রোম-নগরের নাম হইল “রোমা কোরডেটা” বা চতুঃকোণ রোম। পরবর্তী কালে এই নগরের পরিধি প্রসারিত হইয়া সপ্তশৈলশিখরে সংস্থাপিত হইয়াছিল। বাহা হউক, আদিম রোম নগর উক্ত প্রকারে ৭৫০ খৃঃ পূঃ ২১এ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎপরে রোমুলাস্ রোমের চতুঃসীমার একটা প্রস্তর-প্রাচীর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে রোমাস্ উপহাস করিয়া বলিলেন, “এই প্রকার বালকোচিত প্রাচীর-নির্মাণে কোন লাভ নাই।” এই বলিয়া রোমাস্ এক লক্ষে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। তদুপরে রোমুলাসের ক্রোধানল জলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রোমাস্কে বিনাশ করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন,—“যে কেহ এই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছিন্ন হইবে।”

বাহা হউক, রোমুলাস্-প্রতিষ্ঠিত প্রাচীরবেষ্টিত রোমে অধিক অধিবাসী হইল না। তদুপরে রোমুলাস্ কাপিটোলাইন পর্বত-শিখরে নরহত্যাভারী ও পলাতক অপরাধিদিগের জন্য একটা আশ্রয় নির্মাণ করিলেন। এই আশ্রয় শীঘ্রই বহুসংখ্যক দুষ্ট্রিমানল অপরাধিগণের পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু বংশধরিত্তর জন্য তাহারা ক্রীলাক পাইল না। কোন স্থানের অধিবাসিগণ উক্ত দুষ্ট্রভগণের সহিত কন্ডার বিবাহ দিতে সন্মত হইল না। অবশেষে রোমুলাস্ বলপূর্বক কন্ডারগণের সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

তদনুসারে রোমুলাস্ কনসাস্ নামক সেবতার নামে এক

বিরাট উৎসবের ঘোষণা করিয়া দিলেন। হানীর ল্যাটিন ও সেকাইন্সগণ এই উৎসবে নিমগ্ন হইল। তাহারা অসংখ্য ধর্মে কোরুলী হইয়া গ্রীষ্মকালবর্ষের সহিত উৎসবক্ষেত্রে মিলে আসিতে লাগিল। সকলে সমাগত হইলে রোমক-দুবকগণ দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের সমস্ত অনুচর কন্ডারিগণকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। কন্ডারগণের পিতারা অপমানিত হইয়া সৈন্য প্রত্যাগমন-পূর্বক রোমের বিরুদ্ধে সমরসম্মা করিলেন।

কিনানী, আটেমুনি এক ক্রোমুসেরিয়াম্ নামক ল্যাটিন নগরের অধিবাসিসমূহ একে একে অস্ত্র ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই রোমকগণের নিকট পরাজিত হইলেন। রোমুলাস্ কেনানীর রাজ্য আক্রমণে অহত্রে বধ করিলেন এবং গুপ্তিত অস্ত্রসমূহ কুপিটারের পদতলে অর্পণ করিলেন।

অবশেষে সেবাইন রাজ্যের অন্তর্গত কিউরেন্সের পরাক্রমশালী নরপতি টাইটাস্ টেনিসাস্ অসংখ্য অনীকিনী লইয়া রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এই প্রকার বিপুল সৈন্তের সহিত প্রাকান্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা অসম্ভব মনে করিয়া রোমুলাস্ নগরদুর্গে আশ্রয় লইলেন। রোমুলাস্ তৎপূর্বক কাপিটোলাইন পর্বতের চতুর্দিক্ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, টার্পিয়াস্ নামক এক সেনানীকে তিনি কাপিটোলাইন রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সেনানীর কন্ডা টার্পিয়া সেবাইন সৈন্তগণের মণিবদ্ধে পরিত্যক্ত উচ্চল স্তূর্ণ কলর দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া, সেবাইন সেনাপতির নিকট দূত পাঠাইয়া বলিল,—“যদি তোমরা তোমাদের সোণার বালা সকল আমাকে দাও, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে নগরে প্রবেশ করিতে কোন বাধা দিব না।”

সেনাপতি টার্পিয়ার প্রত্যবে সম্মত হইলেন। গভীরনিশীথে ভূষণপ্রিয়া টার্পিয়া নগরতোরণ খুলিয়া দিলেন; শিশীলিকাশ্রমীর ভ্রাতৃ সেবাইন-সেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। টার্পিয়া উৎকল্লভবরে পুরস্কার চাহিবামাত্র সেবাইন-সৈন্তগণ বর্ষাঘাতে তাহাকে নিহত করিল। তদবধি রাজদ্রোহিগণকে টার্পিয়া-পর্বতের শিখর দেশ হইতে নিজে নিক্ষেপ করা হইত।

পরদিন রোমক সৈন্তগণ কাপিটোলাইন উদ্ধারের জন্য সূক্ষ্ম হইল। পালাটাইন ও কাপিটোলাইন পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকার উভয়রূপে সঙ্ঘটিত হইল। বহুক্ষণ জীবন সংগ্রামের পরে রোমক সৈন্তগণ প্রত্যগবৃত্ত হইবে এমন সময়ে রোমুলাস্ যুদ্ধে জয় হইলে কুপিটারের নামে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন—এই মানন করিলেন। তৎক্ষণাৎ রোমক সৈন্যগণ বিজয়ভর উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এমন সময়ে বাহাদের লইয়া যুদ্ধ সেই অপদৃষ্টতা সেবাইন-কন্ডারগণ সমর স্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের নেতাদিগকে যুদ্ধ মিটাইবার জন্য

অগ্ররোধ করিল। রুমীর প্রার্থনা কে অগ্রাহ্য করিতে পারে? তখন সেবাইনগণ রোমকদিগের ভালক ও বস্ত্ররূপে আশ্চর্যিত হইয়া সন্ধি স্থাপনপূর্বক বৈবাহিক সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিলেন। রোমকগণ পাল্লাটাইন পর্বতে রোমুলাসের শালনাধীনে বাস করিতে লাগিল। সেবাইনগণ টাইটাস টেশিরাসের শালনাধীনে কাপিটোলাইনে বাস করিতে থাকিল। উত্তর রাজ্য দুই পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকার সেনেটের অধিবেশন করিতেন। সেই স্থলে পরে “কোরান্” নিশ্চিত হইয়াছিল। এই উত্তর রাজ্য বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কতকগুলি উৎপীড়িত লাতিন প্রজা কর্তৃক টাইটাস নিহত হইলেন। তৎপরে রোমুলাস একাকী সেবাইন ও লাতিনগণের উপর রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। একদিন রোমুলাস গোটস্ পুল নামক স্থানের নিকটে কাম্পাস্ মার্শিয়াস্-প্রজাপুঞ্জ পরিদর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সূর্যগ্রহণ হইল এবং তৎপরেই একটি তরুণ বটিকা সমুথিত হইল। সেই সময়ে রোমুলাসের জনক মাস্ অমিয়স্ পুস্করত্রে রোমুলাসকে স্বর্ণে লইয়া গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

রোমুলাসের মৃত্যুর পরে রোমবাসীরা জ্ঞানী ও ধার্মিক কুম্ভা পম্পিলিয়াসকে রাজা মনোনীত করিল। তিনি টাইটাস্

টেশিরাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি ৪২ বৎসর শাস্তির সহিত রাজত্ব পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনি

রোমসাম্রাজ্যের সর্ব প্রথম ধর্মশাস্ত্রপ্রবোক্তা। ইজেরিয়া নামী দেবী তাঁহাকে এরিশিয়ার পবিত্র প্রমোদ উদ্ভানে উপদেশ দিতেন। তদনুসারে তিনি ক্রেনেন্স নামক তিনজন পুরোহিত নিযুক্ত করেন। তাঁহারা যথাক্রমে জুপিটার, মাস্ এবং কুইরিনাসের পূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি, অলবা লজা হইতে আনীত তেষ্ঠার পবিত্র অগ্নি সজীব রাখিবার জন্য ৪টা তেষ্ঠাল কুমারী নিরোজিত করেন। তৎপরে তিনি মার্চের ১২ জন মালিয়াই বা পুরোহিত নিযুক্ত করেন। ইহারা ১২ পানি মঠে পবিত্র ধর্মের পূজা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

কুম্ভা তৎপরে সাম্রাজ্যের বহু হিতকর কর্মের অগ্রদূত করেন। তিনি পল্লিকাসাক্ষার দ্বারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি এবং কৃষি ও বাণিজ্যের উৎসাহ প্রদান করেন, সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ করিয়া তাহা টার্মিনাস নামক এক দেবতার অধীনে ন্যস্ত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি জেনাস নামক বিমুখ দেবতার মন্দির নির্মাণ করেন। যুদ্ধের সময় এই মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হইত এবং শান্তির সময় উক্ত দ্বার অর্পণবদ্ধ থাকিত।

কুম্ভার মৃত্যুর পরে টালাস্ ইটালিয়াস্ রাজা মনোনীত হইলেন। ইহার রাজত্ব শান্তির পরিবর্তে বুদ্ধিবিক্রমকূল ছিল। তদ্ব্যতীত আলবা লজার কলি-সাধনই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা। উক্ত নগরের মধ্যে একটা কলহযুগ্মে এই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উত্তর নগরের সৈন্যগণ যখন সুচারু প্রস্তুত হইল, তখন যুদ্ধ হইল যে, উত্তর সৈন্য হইতে মনোনীত বীরদলের দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ণীত হইবে।

রোমক সৈন্তের মধ্যে হোরেশিয়াস্ নামক তিন সহোদর ছিল, তাহারা তিন জনেই যুগপৎ এক গর্ভে জন্মিয়াছিল। সেইরূপ আলবা সৈন্তদলের কিউরিশিয়াস্ নামক এক গর্ভজাত তিন সহোদর ছিল। পরস্পর এই তিন সহোদরের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইবে, এইরূপ স্থির হইল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে হোরেশিয়াস্ প্রাভুত্ব নিহত হইল, কেবল একটি জীবিত রহিল, পক্ষান্তরে তিনজন কিউরিশিয়াস্ আহত হইল। একাকী প্রতিদ্বন্দ্বিত্বের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব হওয়া হোরেশ কূটকৌশল ধরিলেন। তিনি রূপে ভল্ল দিবার ভাণ করিয়া কিছু পশুচাঙ্গামী হইলে, উপরোক্ত তিন সহোদর তাঁহাকে বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ করিতে ছুটিল। তখন হোরেশিয়াস সত্তর গতিপরিবর্তনপূর্বক একে একে তিন সহোদরকে ধরাশায়ী করিলেন।

রোমকগণ যুদ্ধে জয় লাভ করিল এবং আলবানগণ তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল। কিন্তু এই অয়োজ্যাসের মধ্যে একটি বিবম দৃশ্যটনা ঘটিল। যৎকালে বিজয়দ্রোণে উৎফুল্ল এবং নিহত প্রতিদ্বন্দ্বিত্বের অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত হইয়া হোরেশিয়াস্ নগরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার ভগিনী তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে লাগিল। কারণ উক্ত কিউরিশিয়াসের এক ভ্রাতার সহিত তাঁহার প্রণয় হইয়াছিল। রোমকবীরের ক্রোধামল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তদগুণেই ভগিনীকে তরবারির আঘাতে নিহত করিলেন। এই অপরাধে রোমের বিচারকগণ তাঁহাকে কাঁসিধারা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। অবশেষে দেশের সমস্ত লোক তাঁহার জীবন ভিক্ষা লইয়াছিল।

ইহার পরে টালাস্ ইটালিয়াস্ ফিডিনি ও এট্রাঙ্কানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধদোষণ করেন। আলবানগণ রোমকদিগের অধীন-রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিল। কিন্তু যৎকালে রোমক সৈন্ত এট্রাঙ্কানদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তখন আলবানগণ পর্বতের অন্তরালে লুপ্তভিত থাকিল। পরে রোমকসৈন্য জয়লাভ করিলে, তাহারা আসিয়া কপট আনন্ড প্রকাশ করিল। এই ঘটনার বিরুদ্ধে হইয়া টালাস্ আলবা ধ্বংস করিতে আদেশ

মিলেন। আদ্যক্ষর কৈয়দাধিকারী তিনি পুরস্কার সহিত পাহান করিলেন। কলকাতায় অবস্থান করিয়া ইহার কোন কোন স্থানে প্রবেশ করিল। তখন রাজ্য প্রভৃতির বিদ্যাপাঠ প্রদান করিলেন। এক অবশ্যাবসায় কৈয়দাধিকারী আদ্যক্ষরদের সহিত প্রবেশ হইল। আদ্যক্ষর পুথিবীপুস্তক হইতে বিলুপ্ত হইল। অধিবাসিগণ ক্রীড়াগৃহস্থস্থান স্থানে যেরূপে অবস্থান প্রদান করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া টান্ধান্দ পীড়িত হইলেন। তৎকালে তিনি কুপিটারের কপালভাষ্যে উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুপিটার তাহার আচরণ বিমত হইয়া ক্রোধবশত তাহার বশনাধন করিলেন। তিনি ৩১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

টান্ধানের মৃত্যুর পর কুমার মোহন সেবাইনবাসী আদ্যক্ষর মারিয়াস্ রাজা মনোনীত হইলেন। তিনি সিংহাসনে আরুঢ়

আদ্যক্ষর মারিয়াস্
৩০২-৩১১ খৃঃ পূঃ

ইহারই মাতামহের পক্ষা অধুনগপূর্বক বর্জ্যস্থান সকল পুনরুদ্ধারিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ল্যাটিন নগর সকলের সহিত যুদ্ধে তাহারে পাত্তিভক্ত করিতে হইল। যুদ্ধে তিনি অনেকগুলি ল্যাটিন নগর অধিকার করিলেন। তিনি যুদ্ধারম্ভের পূর্বে রীতিমত সৈন্যবীর পূজা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি টাইবার নামক স্থানে এক উপনিবেশ এবং জেনিকিউলাম নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তৎপরে টাইবার নদীর উপরে এক প্রকাণ্ড সেতুনির্মাণ করিয়া জেনিকিউলাম দুর্গের সহিত রোমনগরকে সংযুক্ত করেন। এই কাঠনির্মিত সেতুর নাম ছিল "পনস সাবলিসিয়াস"। ইহার পরে তিনি একটি কারাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া আদ্যক্ষর পরলোক গমন করিলেন। তৎপরে প্রিন্সাস রাজা হইলেন।

জিনি "প্রিন্সাস" (জ্যেষ্ঠ) টার্কুইন নামে খ্যাত ছিলেন। রোমের পঞ্চম নৃপতি টার্কুইন মাতৃপক্ষে এট্রুস্কান্ এক পিতৃপক্ষে

জিউনিয়াস্ টার্কুই-
নিয়াস্ হিউল—

৩১২-৩৩৬ খৃঃ পূঃ

ক্রীকবংশসম্বৃত ছিলেন। তাহার পিতা ডেয়ারেটাস্ করিহ নগরের একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। ডেয়ারেটাস্ এট্রুস্কান-বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া এট্রুস্কানে টার্কুইনবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ডেয়ারেটাসের পুত্র জ্যেষ্ঠ টার্কুইন টান্ধান্দইল নারী এক সন্তানবৎসর হইলানকে বিবাহ করেন। ইনি অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। টার্কুইন বীর পত্নী টান্ধান্দইলের সঙ্গে রোমনগর ত্যাগপরাধার জন্ম গঠন করিলেন। তাহার অধুচর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বৎকালে রোমের অঙ্গপাথর জেনিকিউলাম দুর্গের নবীপন্থী হইলেন, তৎকালে টার্কুইনের নতকবিত উভয়

একটি বৈশাল্যের দ্বারা উত্তেজিত হইল। রোমের নগর ইকবংশের উচ্চ পুত্রের টার্কুইনের দ্বারা পালন করিল। তৎকালে তৎপত্নী টান্ধান্দইল রক্তির অধিকারের রাজ্যভাষ্য উচ্চাভিলাষের দ্বিত্ব পালন করিয়াছিলেন। তাহার অবস্থানই ইহার কনবত্তী হইল।

আহাউক টার্কুইন অধিবাসে আদ্যক্ষর মারিয়াস্ এক কৌন-বাসী প্রকাণ্ড শাসকগণের প্রিয়পাত্র হইলেন। আদ্যক্ষর মারিয়াস্ তাহারে পুত্রগণের শিক্ষক ও রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে আদ্যক্ষর মারিয়াসের মৃত্যু হইলে রোমবাসী প্রকাণ্ড টার্কুইনকে সিংহাসনে বসাইলেন।

টার্কুইনের রাজত্বকাল নানা প্রকার প্রসিদ্ধ ঘটনার পূর্ণ। তিনি সেবাইনগণকে পরাজিত করিয়া তাহারের কলেশিয়া নামক নগর অধিকার করেন এবং ইমেরিয়াস্ নামক ভ্রাতৃপুত্রকে সেই স্থানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ল্যাটিন্স্ প্রদেশের অনেক নগর অধিকার করিয়াছিলেন।

এই সকল কার্যে তিনি অনেক বেশভিভক্তকার্যের অহুতান করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি কাপিটোলাইন্ ও আভেটাইন্ পর্বতের মধ্যবর্তী জলাভূমির জননিবাসনপূর্বক পৌরোহিত্য প্রদত্ত করিয়া তাহার "কোরাস্" এবং "সার্কাস্" নামক দুই প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ইহার নির্মাণ-নৈপুণ্য প্রকাশিত যে, আর্জি ও তাহার একখানি প্রস্তরও স্থানচ্যুত হয় নাই। তদ্বিধিত "সাকাস্ মাজিমাস্" নামক রক্ষক নানা প্রকার ক্রীড়াক্ষেত্র প্রদর্শিত হইত। তিনি বলেন যে, তিনি কাপিটোলাইন্ পর্বতশিখরে এক বিরাটসৌধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এতদ্বিধি তিনি রাজ্যের শাসনপ্রণালীর নানা প্রকার সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সময়ে চারিজন ভেটাল কুমারীর পরিবর্তে দুজন কুমারী নিযুক্ত হন।

টার্কুইন সার্ডিয়াস্ টারিয়াস্ নামক ক্রীতদাসীপুত্রকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এই বালকের শৈশব অত্যন্ত ঘটনাময়। একদিন সার্ডিয়াসের শব্দ আরম্ভ হইল। শব্দ বন্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু প্রজলিত অগ্নিশিখা বিদ্রিত শিশুর একটি কোণে লক্ষ্য করিল না। তৎকালে টার্কুইনপত্নী টান্ধান্দইল ভিত্তিভায়ে বসিলেন, এই বালক উত্তরকালে সম্রাট হইবে। তদবধি তিনি সার্ডিয়াসকে পোষাপুত্রের ভাৱ পালন করিতে লাগিলেন এবং বীর কন্ডার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

হৃতপূর্ব রাজা আদ্যক্ষর মারিয়াসের পুত্রগণ দেখিলেন যে, জীবিত এই জামাতা রাজনিবাসন অধিকার করিবে। তৎকালে তাহার কন্ডার তৎপননের নিমিত্ত দুইজন লোক নিযুক্ত করিলেন। ইহাধিকার একের কুমারীভায়ে টার্কুইন লাংবাভিক-

ভাবে আবৃত হইলেন। কিন্তু আর্ডাস্‌ সার্ভিসের পুত্রগণ এই শুভকাম্য কলসাত করিতে পারিলেন না। সুইসী রাজী টানাহুইন সাধারণ প্রচার করিলেন যে, টার্কুইনের আশ্রিত সাম্রাজ্যিক নহে, তিনি অবিলাসে বৃত্ত হইলেন। এই সময়ে রাজী বীর শ্রীর পোস্তুর সার্ভিসকে স্নানকাণ্ডে নিরীহ করিতে আদেশ করিলেন। সার্ভিসও প্রচারককর্তৃতবে অবিলাসে সাধারণের শ্রিরশ্ময় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু টার্কুইনের মৃত্যু অবিকলি শুভ থাকিল না। যখন মৃত্যুশয্যা দোকে জামিতে পারিল, তখন সার্ভিসান্‌ নিহাসনে দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইরাছেন।

৩৪ রাজা সার্ভিসান্‌ কেবল সাধারণের সাধিস্য টারিসান্‌ (৫৭৮-৫৫৫ খৃঃ পূঃ) নির্বাচনে সিংহাসন পাইলেন। তাহার কোন প্রায়সত্ত্ব অধিকার ছিল না।

ইহার রাজত্বকাল পণ্ডিতে অভিহিত হইরাছিল। পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে শাসনব্যবহার জনক বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। তাহার সংস্কারাবলি মধ্যে শাসনসংস্কার সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্বে আভিজাত্য বংশগত ছিল, ইহার সময়ে তাহা ধনগত হইল। তজ্জন্ত ধনোপার্জন করিলে কুলীন হইব—এই ইচ্ছা সকলের হৃদয়ে বলবতী হইল। রোমের ধনভাণ্ডার শির-বাণিজ্য-কুশিপ্রসূত অর্থে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সার্ভিসান্‌ রোমবসিন্‌কে চারিবর্ষে বিভাগ করেন। তৎপরে তিনিই সর্বপ্রথমে মনুষ্যগণনা এবং সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করেন। উপরোক্ত চাতুর্ঘ্য বিভাগ ধনগত ছিল। বাহানিগের একলক বা ততোধিক মুদ্রা ছিল, তাহারাই প্রথমশ্রেণীর ধনী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ৫ম শ্রেণীর লোকগণের ১২৫০০ মুদ্রা থাকিত।

এই শাসনসংস্কারের পরে সার্ভিসান্‌ রোমনগরের সীমাবৃদ্ধি করেন। পূর্বে 'পামিরান্‌' নগরের নির্দিষ্ট পণ্ডিত পরিধি ছিল। এখন কুইরিনাল্‌ ভিরিনাল্‌ এবং এমুলিন্‌ পর্বত সকল নগর-সীমার অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সীমার চতুর্দিকে এক প্রবৃত্ত প্রস্তরপ্রাচীর নির্মিত হইল। ইহাকে লোকে সার্ভিসানের প্রাচীর বলে। এই সময়ে রোমের পরিধি ৫ মাইল হইল। নগরের বহির্ভাগে এক মাইল দীর্ঘ একটা প্রকাণ্ড তৃণ নিশ্চিত এবং ১০০ ফিট বিস্তৃত ৩০ ফিট পতীর একটা পরিধা বসিত হইল। রোমের সন্নাটবিগের শাসনকাল পর্যন্ত তাহারই নির্দিষ্ট নগরের সীমা বসিয়াছিল। এই সীমার পরে সার্ভিসান্‌ সার্ভিসানের অত্যন্ত প্রসেন্দ্র অধিবাসীসকলকে রোমনগরীর সহিত মিলিত এবং সমান অধিকার প্রদান করেন।

পূর্বোক্ত সেন্ট টার্কুইনের দুই পুত্রের সহিত সার্ভিসানের দুই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। তন্মধ্যে সেন্টুরে সিউসিনাস্‌ নিতুন প্রেক্ষি, সিন্ট টাহার প্রী অত্যন্ত রোমনপ্রকৃতি ছিলেন।

কনিষ্ঠপুত্র আর্দাস্‌ অর্জন 'নর'ও 'নারিহ', অর্থাৎ তাহার প্রী টারিসা অত্যন্ত ক্রুরপ্রকৃতি ও উচ্চাভিলাষি ছিলেন। এই অননুপ বিবব মিলনের ভরানক 'কল' হইল। সিউসিনাস্‌ বীর বশিষ্ঠগা গ্রীক বধ করিলেন। টারিসা বীর বহাদুর্য পতিবে হনন করিলেন। তখন সেন্টুরে সিউসিনাস্‌ অকলপ্রকৃতি অমরজনপ্রী টারিসাকে মহানন্দে বিবাহ করিলেন। সেন্টুরে পত্নী ও পতিহত্যার জন্য একবিন্দু অজ্ঞপাত করিলেন না।

সার্ভিসানের শ্রিরক্ষা টারিসা পতিহত্যা এবং ভাতুরবিবাহ সম্পন্ন করিয়া শিষ্টতীর চেষ্টা দেখিলেন। অবশেষে কন্যা ও জামাতা সার্ভিসানের প্রাণসংহার করিলেন। টারিসা বংকালে গাড়ীতে চড়িয়া গৃহে কিরিতেছিল, তাহার পিতার রক্তাক্তদেহ পথে পড়িয়াছিল। গাড়ীচালক তদর্শনে অপরিস্রব সংবত করিল। কিন্তু উপযুক্ত কথা কহিল, পিতার শবের উপর দিয়া গাড়ী চালাও। শকটচক্রে মৃতদেহ ছিন্ন হইয়া রক্তমোক্ত টারিসার বস্ত্রবস্ত্রিত করিল। তদবধি রোমের সেই পথটী 'উইকেড ট্রীট' বা নিতুন পথ বলিয়া কথিত হইতেছে। সার্ভিসানের মৃতদেহের কোন সংস্কার হইল না। তিনি ৪৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সিউসিনাস্‌ টার্কুই-

নাস্‌ রপার্ভান্‌

৫০৫-৪৯০ খৃঃ পূঃ

ইহাকে লোকে অহকারী টার্কুইন বলিয়া বর্ণনা করে। ইনি নির্বাচনের অপেক্ষা না করিয়াই নিজে গণিতভাবে সিংহাসন অধিকার করিলেন। তিনি রাজা হইয়াই সার্ভিসানের সংকত কার্য সকল লোপ করিতে লাগিলেন। অত্যাচারে প্রজাসকলকে প্রলীড়িত করিলেন। তাহার অট্টালিকা-নির্মাণের জন্য শিল্পী ও কারুশিল্পকে বিনাশেষতন বা অল্পবেতনে কার্য করিতে বাধ্য করাইলেন; তজ্জন্ত অনেকে বিব্রম হুগ্ধে আত্মহত্যা করিয়াছিল। তৎপরে তিনি ধনীদিগকে নির্বাসিত করিয়া তাহানিগের ধনসম্পত্তি হস্তগত করিতে লাগিলেন। তিনি নিজের জীবনের আশঙ্কার সর্বদা প্রেরী বেঁট থাকিতেন। কিন্তু রোমে তিনি ভীষণ অত্যাচার করিলেও বিবেশে পরাক্রমপালী রাজা বলিয়া খ্যাত হইলেন। তিনি অষ্টেজিসান্‌ মানেলিয়াসের সহিত বীর কন্যার বিবাহ দিয়া সার্ভিসানে প্রথম প্রকৃত স্থাপন করিলেন। তৎপরে টার্কুইন তুল্লিয়ারনুসিগের সন্ততিপূর্ণ হুয়েবা পমেটরা নগর অধিকার করিয়া প্রচুর ধনস্বর সৃষ্টি করেন এবং সেই অর্থে কাশি-টোলাইন পর্বতের শিখরে স্থপিতার, জুনা এবং সিন্যার্ক এই তিন দেবতার নামে, কাশিটোলিয়ারনু নামে এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের ভিত্তি-ধননকল্পে একটা সতর্ককির অবিকৃত নকশাও পণ্ডনা গিয়াছিল। এই মন্দিরের একটা কুলুর্ডহ বিলানের দ্বারা অনেক পণ্ডিত হস্তনিষিত পুঁথি রক্ষিত ছিল।

ইহার পরে টার্কুইন সেন্টুরাই নামক একটা ব্যাটন নগর

বিধানবাক্যকর্তৃপক্ষ অধিকার করেন। এই সময়ে এক দৈব-বটমার জিনি কথিত হইলেন। একদিন একটা লম্বা পূজা বধীর কথা হইতে উল্লিখিত হইয়া রক্ষিত হইতে যুগের অল্প ভাঙ্গা করিতে লাগিল। তৎকালে টার্কুইন প্রিন্স-সেনের ভোগিকির দৈববাণী আনিবার জন্য তাঁহার দুই পুত্র ও ভগিনীসহিত প্রেরণ করেন। তৎপরে আর একটা লোমহর্ষণকাণ্ড সম্বাদিত হইল। টার্কুইন যখন আড়িত্য অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধাভ্যাস করেন, তৎকালে টার্কুইন-পুত্র সেকুটাস্ কোলেন্সিয়ালের পতি-পরাধনা পত্নী লুক্রেসিয়ার সতীত্বনাশ করেন। গভীর নিশীথে সেকুটাস্ উদ্বুদ্ধ তরবারি-হস্তে লুক্রেসিয়ার কক্ষ প্রবেশ করিলেন এবং তর সেখায়া কহিলেন যে, “বি তুমি আমার প্রজ্ঞা-সমতা না হও তবে তোমার শিরশ্ছেদ করিব এবং ঘোষণা করিব যে, তুমি ক্রীতদাসের সহিত ব্যভিচারকালে তোমাকে বধ করিয়াছি।” লুক্রেসিয়ার শিরশ্ছেদের ভয় অপেক্ষা কলঙ্কের ভয় করিলেন। সেকুটাস্ তাঁহার সতীত্বনাশ করিবার পরেই তিনি পতি ও পিতাকে ডাকিয়া এই নিরাপন্ন অপমানের প্রতিশোধ লইতে উদ্ভুদ্ধিত করিলেন এবং যত্নে হুটিকাঘাত করিয়া কলঙ্কমলিন অস্ত্রতপ্ত জীবনের লীলাখেলা শেষ করিলেন। এই ঘটনার রোমবাসী উদ্ভুদ্ধিত হইয়া উঠিল এবং রাজার ও তৎপরিবারস্থ সমস্ত পরিজনদের নির্দাসন হস্ত বিধান করিল। রাজা টার্কুইন তৎকালে বাহিরে যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। তাঁহার ভাগিনের, এলকটাস্ সৈন্তের অধিনায়ক হইয়া টার্কুইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভ্যাস করিলেন। সৈন্তগণ অভ্যচারী টার্কুইনকে সহজেই পরিত্যাগ করিয়া ক্রটসের অধীনতা স্বীকার করিল। টার্কুইন তাড়াতাড়ি রোমেকিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কেহই নগর তোরণ উন্মোচন করিল না। তখন তিনি ভীত হইয়া পুত্রগণের সহিত কার্যেরী নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। তিনি ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া পুত্রের দোষে প্রজাপুঞ্জ-কর্তৃক নির্দাসিত হইলেন।

রোমে রাজত্বপ্রশাসনপ্রণালীর পরিবর্তে সাধারণতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। রাজার নির্দাসন ও সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রোমবাসিগণ ৫০৮ খৃঃ পূঃ ২৪৫ ফেব্রুয়ারি “রেজি-কিউলিয়ার বা কিউগালিয়া” নামক বার্ষিক উৎসবের পূর্ণপাত করিল। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের প্রকৃতমে খালপ্রণালীর কোন আনন্দ পরিবর্তন হইল না। সাধারণের নির্দাসনে হইজন মহাশয়গণিক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারের পদ ৩ বৎসর স্থায়ী হইল। তাঁহারাই সাধারণের সম্বন্ধিত্বের বিচার ও খাল বিভাগে কথন চালাইয়া করিতে লাগিলেন। ইহার প্রিটর ও পরে কলল নামে কথিত হন।

৫০৯ খৃঃ পূঃ এলকটাস্ ও টার্কুইনস্ কোলেন্সিয়াল্ প্রথম

কলল নিযুক্ত হন। কিন্তু টার্কুইন-কলোডব কলিল কোলেন-সিয়াল্ পরে রোম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পি-ভালে-রিয়াল্ তৎপরে নিযুক্ত হন।

এই সময় নির্দাসিত টার্কুইন এট্রুস্কানদিগের সাহায্যে ক্ষতরাগ্য পুনঃপ্রাপ্তির বড়বন্দ করিতে লাগিলেন। টার্কুইন নিজের ব্যক্তিগত (private) সম্পত্তি পাইবার আশ্রয় করিয়া রোমে হইজন দূত প্রেরণ করিলেন। কললগণ আশ্রয় দায়-সলভ বোধে তাহা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু দূতগণ কএকটা রোমক যুবকের সহিত বড়বন্দ করিয়া টার্কুইনের রাজ্যপ্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিল। একজন ক্রীতদাস এই বড়বন্দ প্রকাশ করিয়া দিল। বড়বন্দকারিগণের মধ্যে কলল ক্রটাসের দুই পুত্র লিপ্ত ছিল। ক্রটাস পুত্রের অপরাধ কমা করিলেন না, তিনি ব্যভিচারকে অস্ত্রান্ত বড়বন্দকারিগণের সহিত পুত্রদ্বয়কে হনন করিতে আজ্ঞা দিলেন। তৎকালে ক্রটাস্ মনুষ্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন।

টার্কুইনের সম্পত্তি এই বড়বন্দের জন্য আর প্রভূত হইল না। সাধারণে তাহা লুণ্ঠন করিয়া লইল। টার্কুইন বড়বন্দ বিফল দেখিয়া এট্রুস্কানদিগের সহায়তার রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ক্রটাস্ ও ভালেসিয়াল্ও সৈন্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন। টার্কুইনের পুত্র আর্গাল্ ক্রটাসের সহিত যুদ্ধযুদ্ধে প্রযুক্ত হইল। উভয়ে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া অবপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন। তৎপরে উভয় সৈন্তের যোঁরতরদুই আরম্ভ হইল। অল্প পরাক্রম নির্ণয় কর্তন হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ নিশীথসময়ে দৈব-বাণী উচ্চঃস্বরে ঘোষিত হইল,—“রোমকগণই জয়ী হইয়াছে।” এই শব্দে ভীত হইয়া এট্রুস্কানগণ পলায়ন করিল। ভালেসিয়াল্ ক্রটাসের মৃতদেহ লইয়া রোমে কিরিলেন। ক্রটাসের জন্য সকলে হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। ভালেসিয়াল্ দ্বার-পরতাগুণে সর্ব সাধারণের প্রিয় হইলেন। এইজন্য তাঁহার “পাল্লিকোলা” অর্থাৎ সাধারণের প্রিয়পাত্র নাম হইল।

পরবৎসর ৫০৮ খৃঃ পূঃ টার্কুইন এট্রুস্কানের অন্তর্গত ক্লাসি-রাসের রাজা লাস্ পর্সেনার পরগণা হইলেন। পর্সেনা বিরাট সৈন্তবল লইয়া রোমের অপর পার্শ্ব কেলিকিউলস্ দূর অবাধে অবরোধ করিলেন। সমুদ্রবন্দ অনন্তব হুঁহিয়া রোমকগণ ঘেপোডায়ের জন্য টাইবার নদীর উপরিস্থিত সেতুভ্রমের উদ্যোগ করিতে লাগিল। হোরেন্সিয়াল্ কললস্ নামক এক অসৌকমিক বীর অসাধারণ বীর্যে সেতুর অপর প্রান্তে শত্রুপ্রবেশ প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। এদিকে রোমকগণ সেতু ভাঙিতে লাগিল। সেতুভ্রম আর হইলো হোরেন্সিয়াল্ সর্বদা মহান শত্রু-ভীরবীরের মধ্যে টাইবার নদীতে লক্ষ বিক্র পড়িলেন এক

করিলেন,—“নিজঃ টাইবার নদ আমাকে নির্ঝরে ঘোমে লইয়া যাক।” অসামান্য সত্ত্বশব্দকোশলে তিনি শত্রুর শরাস্রাত অতিক্রম করিয়া অন্য তীরে পৌঁছিলেন। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রোমের গবর্নেন্ট তাঁহার এক প্রতিকৃতি নির্মাণ করিলেন এবং সমস্ত জিন তিনি বড়টা হাইতে পারেন, ততটা ভূমি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। রোমের ইতিহাসে হোরেশিয়ারের কীর্তি স্বর্ণাকরে লিপিবদ্ধ আছে।

তৎপরে পর্সেনা রোমনগর অবরোধ করেন। খাজত্বোদার অসামান্য বদ্ধ হওয়ার রোমবাসিগণ বিব্রত হইয়া উঠিল। তখন মিউনিয়ান নামক এক স্বদেশবৎসল যুবক রোম উদ্ধারের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি গুপ্তহত্যা দ্বারা পর্সেনার প্রাণনাশের চেষ্টায় তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি পর্সেনাকে চিনিতে না পারিয়া রাজমন্ত্রীকে নিহত করিলেন। তৎপরে দ্রুত হইয়া পর্সেনার সমুখে নীত হইলে বধন পর্সেনা তাঁহাকে ব্রহ্মণ্যায়ক বৃত্তান্ত ও বিধান করিতে চাহিলেন, তখন তিনি সহস্রাবধনে দক্ষিণ হস্ত অগ্নির উপরে স্থাপন করিলেন। হস্ত বদ্ধ হইয়া গেল, তথাপি চূড়ান্ত মিউনিয়ানের মুখে হস্তরেখা বিলীন হইল না। তখন মিউনিয়ান্ নিতীকভাবে পর্সেনাকে কহিলেন,—“আমার ন্যায় ৩০০ যুবক তোমার গুপ্তহত্যার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে আমিই প্রথম। অন্যান্য ব্যক্তি পরে ক্রমে ক্রমে আসিবে।” তৎকালে ভীত হইয়া এবং মিউনিয়ানের সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে নির্ঝরে ঘোমে পৌঁছাইয়া দিলেন। এই অদ্ভুত কীর্তির জন্য মিউনিয়ান্ কিতোলা বা ‘বামবাহ’ এই আখ্যায় অভিহিত হইলেন। পর্সেনা তৎপরে রোমের সহিত সন্ধি করিয়া সৈন্যে স্বদেশে গমন করিলেন। রোমকগণ সন্ধির প্রতিভূ স্বরূপ দশজন যুবক এবং দশটা কুমারীকে পর্সেনার নিকট পাঠাইলেন,—তন্মধ্যে ক্লিগিয়া নামী একটা কুমারী শিবির হইতে পলায়নপূর্বক সত্তরশ টাইবার পার হইয়া রোমে উপস্থিত হইল। রোমকগণ তাঁহাকে পুনর্বার ধরিয়া পর্সেনার নিকট প্রেরণ করে। পর্সেনা তাহার প্রতিভা ও সাহসদর্শনে তাঁহাকে ও তৎসঙ্গিনীগণকে মুক্তি দিয়াছিলেন।

ইহার পরে টার্কুইন লাটিন নগরসমূহ ব্যক্তিগণের সহায়তার ৩৯ বার রোম আক্রমণ করেন। রোমকগণ বিপর্যয় হইয়া একজন ‘ডিক্টেটর’ নিযুক্ত করিল। কলগণ ডিক্টেটর নিযুক্ত করিতেন। ছয়সাপ্তাহিক এই পদ থাকিত। ডিক্টেটরের সর্বভাষ্যবী ক্ষমতা ছিল। এ পট্টনিস্য প্রথমে ডিক্টেটর হন। উত্তর পক্ষের সৈন্য রোমিয়ান্ হ্রদের নিকট সজ্জিত হইল। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রোমকগণ পরাজিত করিল। টার্কুইনের পুত্র টাইটাস হত হইলেন। টার্কুইন আহত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন।

কবিত আছে কাউর ও পোম্পিল নামক দুজন রাজকরের অসামান্য বীরত্বে রোমনগর এই দুজন পরাজিত করিয়াছিল। যুদ্ধে রোমের অনেক প্রধান সেনানী হত হইয়াছিল। কাউরুল যুদ্ধ-জয়ের সংবাদ লইয়া যে দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন—কোন্সলের মধ্যে সেইস্থলে তাঁহাদের সন্মার্শ একটী অগ্নির দ্বিত্বিত হইয়াছিল এবং প্রতিকবৎসর তথায় উৎসব হইত।

ইহার পরে টার্কুইন রাজ্যলাভের আর চেষ্টা করেন নাই। অতঃপর তিনি কিউমি নামক স্থানে পলায়ন করেন এবং ৩৯৬ খৃঃ পূঃ অব্দে ক্রুশবর্ম জীবনের পরিসমাপ্তি করেন।

রোমের ইতিহাসে এই ৪৮ বৎসর কেবল পেট্রিনিয়ান বা অভিজাতগণ এবং প্রেবিরান বা নিম্নশ্রেণীর বিরোধে পরিপূর্ণ।

রোমের রাজ্যতন্ত্র লুপ্ত হইলে শাসনপ্রণালী রোমিয়ান্ হ্রদের যুদ্ধ হইতে ভিন্নভিন্ন ধর্মিগণের হস্তেই নিবদ্ধ ছিল। তাহারাই পঞ্চ ৪৯৬-৪৯৩ খৃঃ পূঃ, কলস হইতে, তাহারাই বিচার করিতেন ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে প্রেবিরানগণ অত্যাচারপ্রাপ্ত হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এতদ্বিধি রোমের ক্রম গ্রহণ ও গ্রহণের নিয়ম বড় কঠোর ছিল। প্রেবিরানগণের মধ্যে অনেকে গণের দ্বারে পেট্রিনিয়ানগণের নিকট ক্রীতদাসরূপে জীবন বাপন করিত। রাজতন্ত্র-বিলোপের পরে রাজার যে সকল সাধারণ ভূমি ছিল, তাহাও পেট্রিনিয়ানের ইচ্ছামত ভোগ দখল করিতেন, প্রেবিরানগণের তাহাতে কোন অধিকার ছিল না।

এই সমস্ত কারণে উৎপীড়িত হইয়া প্রেবিরানগণ ৪৯৩ খৃঃ পূঃ অব্দে রোমের ৩ মাইল দূরে একটা নতুন নগর স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিল। কিন্তু তাহারিগণকে কিরাইবার জন্য মেনেসিয়ান্ এগ্রিপা নামক একব্যক্তি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঈশ্বরের কথামালা হইতে উন্নত ও অস্তিত্ব অববরণের গল্প বলিয়া প্রেবিরানগণকে শাস্ত করিলেন। তাহার কহিল, যদি তাহার সর্ববিষয়ে ভারবিচার প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তাহার ট্রিবিউন (ধর্ম্মাধিকার) স্থাপন দ্বারা আপনাদের প্রতি অত্যাচার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিল।

এই সময়ে স্পিউরিয়াস্ কামিরাস্ নামক একজন বিখ্যাত পেট্রিনিয়ান প্রেবিরানগণের অগ্রকুলে “এগ্রোরিয়ান্ ল” বা ভবিষ্যি নামক এক আইন বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। এই আইনে সাধারণভূমির কিয়ৎংশ প্রেবিরানগণ প্রাপ্ত হইল।

এই কালের রোম ইতিহাসে ক্রিওলেনাস্ এবং কলসিয়ানগণের কাহিনী ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই।

কামিরাস্ ক্রিওলেনাস্ নামক এক অসহ্যারী পেট্রিনিয়ান্ যুবা প্রেবিরানগণকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করিতেন। ৪৮৮ খৃঃ পূঃ একবার দ্রুতকরণের সময় রোমের সাধারণ্য এক আহাৎ পত আইনে।

করিওলেনাস্ তাহা প্রেব্রানদিগকে দিতে নিবেদন করেন। তাহাতে প্রেব্রানগণ তাহাকে সংহার করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু কঙ্গলগণের কোশলে তিনি উদ্ধার পান, কিন্তু সেই অপরাধের জন্ত নির্কাসিত হইলেন। করিওলেনাস্ নির্কাসিত হইয়া ভল্গনিয়ানগণকে রোম আক্রমণে উত্তেজিত করিলেন। তাহারা তাহাকে সেনাপতি করিয়া রোম আক্রমণ করিতে পাঠাইল। করিওলেনাস্ প্রবল প্রতাপে অনেক নগর লুণ্ঠনাদিপূর্বক রোম আক্রমণ করিলেন। রোমের পুরোহিত ও প্রধান প্রধান সম্রাট ব্যক্তিগণ করিওলেনাসের নিকট রোমরক্ষা করিবার প্রার্থনায় গমন করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে রোমের রমণীবৃন্দ, করিওলেনাসের জননী ভেটুরিয়া এবং স্ত্রী ভলান্দিয়াকে অগ্রবর্তিনী করিয়া রোমরক্ষার জন্ত করিওলেনাসের শিবিরে গমন করিলেন। ইহাদিগের বিলাপে বিচলিত হইয়া করিওলেনাস্ বলিলেন—“মাতঃ তুমি রোম রক্ষা করিলে, কিন্তু পুত্রকে হারাইলে।”

তৎপরে তিনি ভল্গনিয়ানদিগকে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। কেহ বলেন যে, ভল্গনিয়ানগণ এই কার্যের জন্ত তাহাকে নিহত করিয়াছিল। কেহ বলেন, তিনি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন এবং সর্বদাই বলিতেন, “বিদেশীয়দিগের মধ্যে বাসের কষ্ট বৃদ্ধ ভিন্ন অল্প কেহ বঝিতে পারে না।”

৪৭৭ খৃঃ পূঃ ভিয়েন্টাইনগণের সহিত একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে রোমকগণ জয় লাভ করে এবং কঙ্গল টাইটাস্ মেনেলিয়াসের আদেশে সমগ্র ভিয়াইগণ সমূলে বিনষ্ট হয়। কেবল উক্ত বংশের একটি মাত্র বালক রক্ষা পাইয়া উত্তরকালে রোমের ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

৪৫৮ খৃঃ পূঃ একুইয়ানগণের সহিত একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সিন্‌সিনেটাসের অধিতীয় রণকোশে রোমকগণ জয় লাভ করিল। যৎকালে সিন্‌সিনেটাসকে সেনাপতিত্বে বরণ করিতে গিয়াছিল, তৎকালে তিনি ক্ষেত্রে হুলচালনা করিতেছিলেন। তৎপরে তাহার পত্নী রেসিগিয়া-প্রদত্ত সামান্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ক্লান্তসত্তায় গমন করেন এবং তথায় ভিট্টের বা রোমের সর্বনয় কর্তা নিযুক্ত হন। অসামান্য প্রতিভাবলে রণকোশে শত্রু-সৈন্য পরাজিত করিয়া জয়মাণে ভূষিত হইয়া তিনি রোমে প্রত্যা-গমন করেন।

এই সময় এট্রাঙ্কানগণের অধঃপতন ঘটে। সাইরাকিউজের রাজা নীকো এট্রাঙ্কানদিগকে কিছুদিন নোড়কে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। স্পিউরিয়াস ক্যাসিয়াস্ প্রবর্তিত এগ্রিয়ারিান্ আইন লইয়া পেট্রিশিয়ান ও প্রেব্রানগণের মধ্যে বরাবর বিরোধ চলিতে থাকে। পরে ৪৭১ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউন পাব্-লিলিয়াস্ তলেরা

‘পাব্-লিয়ান’ নামক আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহাযারা প্রেব্রান-গণের স্বাধীনতা-বৃদ্ধি হয়। তৎপরে ৪৬২ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউন কেরাস টেরেণ্টিলিয়াস্ আসার প্রস্তাবে ডিসেম্বরেট বা দশশাসন ৪৫১-৪৪৯ খৃঃ পূঃ দশজন ব্যক্তি লইয়া আইন প্রণয়নের জন্ত একটি সমিতি গঠিত হয়। কিন্তু ইহাতে পেট্রিশিয়ানগণ অনেক আপত্তি করিলেন। অবশেষে ৮ বৎসর বিরোধের পরে তাহার তিনজন বিজ্ঞব্যক্তিকে গ্রীসদেশে সো-ল-নের আইন সংগ্রহ করিতে প্রেরণ করেন। তাহারা তথায় দুই বৎসর থাকিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। ৪৫২ খৃঃ পূঃ দশজনের দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হইল। এই সমিতি সর্কসর্কা হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে এপিয়াস্ ক্লডিয়াস্ ও টাইটাস্ জেনিউশিয়াস্ কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। এই সমিতি দশটা প্রধান বিধি সম্বলন করিলেন, তাহাই সর্কবাদি-সম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হইল। এই আইনে রোমের উত্তর প্রদেশীয় মধ্যে অনেক সময় স্থাপিত হইল। ডিসেম্বরেটগণের শাসনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করেন। পূর্বতন ব্যক্তিগণের মধ্যে কেবল এপিয়াস্ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেন এবং সাধারণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। পূর্বোক্ত আইনের ১০টা ধারায় আর দুইটা বিধি সংযুক্ত হইয়া ১২টা বিধিতে পরিণত হইল।

৪৪৯ খৃঃ পূঃ একুইয়ান ও সেবাইনগণ পুনর্বার রোম আক্রমণ করিল। এপিয়াস্ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে না বাইয়া রোমে থাকিলেন। কিন্তু তাহার প্ররোচনার নির্ভর্যকতম সেনাপতি ডেণ্টাটাস্ গুপ্তভাবে হত হইলেন। ইনি ১২০ বার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে এপিয়াস্ অনাতর সেনাপতি ভার্জি-নিয়ার অলৌকিক রূপবতী কন্যাকে বল পূর্বক হস্তগত করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। উপারান্তর না দেখিয়া ভার্জিনিয়া স্বীয় কন্যার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন। এপিয়াসের এইরূপ অত্যাচারে প্রেব্রান গণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং দ্বিতীয়বার তাহারা রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া বাস করিতে লাগিল। তখন পেট্রিশিয়ান পক্ষ নিরুপায় হইয়া এন্-তালেরিয়ান্ এবং এম-হোরেশিয়ান্ নামক দুই ব্যক্তিকে প্রেব্রানদিগের সহিত সন্ধি-স্থাপনে প্রেরণ করিলেন। ডিসেম্বর বা দশ-সমিতি বিনুপ্ত হইল এবং উপরোক্ত দুইব্যক্তি কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। তাহারা পুনরায় আইন সংহার করিয়া প্রেব্রানদিগের অনেক ভ্রুবিধা প্রদান করিলেন। ডিসেম্বরগণের মধ্যে এপিয়ান্ ক্যারাক্ক হইয়া আত্মহত্যা করিলেন এবং অন্যান্য অনেকে কেহ নির্কাসিত ও কেহ হত হইলেন। তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল।

৪৪৪ খৃ: পূ: রোমের শাসন-প্রণালীর পুনরায় পরিবর্তন হইল এবং ৩ জন "মিলিটারী ট্রিবিউন" বা সামরিক বিচারক নিযুক্ত হইলেন। পূর্বে কন্সলগণ কেবল পেট্রিশিয়ান দল হইতে মনোনীত হইতেন, এক্ষণে প্রেবিয়ান দল হইতেও সামরিক বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা হইল।

এতদিন পর্যন্ত রোম রাজ্য নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ছিল। এক্ষণে রোমকগণ এট্রুরিয়া অধিকার করিয়া তথায় এবং অন্যান্য স্থলে উপনিবেশ স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। সুতরাং রাজ্যপরিধি প্রসারিত হইতে লাগিল। ৩৯৪ খৃ: পূ: রোমকগণ ভিয়াই রাজ্য একেবারে বিধ্বস্ত করিলেন। দশবৎসরব্যাপী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরে রোমকগণ জয়লাভ করেন। এই সময়ে দৈববাণী দ্বারা ঘোষিত হয় যে, যাহারা ৬০০০ ফিট হুড্জ খনন করিয়া আলবান হ্রদের জল সমুদ্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবে, তাহারাই যুদ্ধে জয়ী হইবে। ভদ্রমুসারে রোমের ডিক্টেটর ফিউরিয়াস্ কামিল্লাস উক্ত হুড্জ নির্মাণ করেন। অত্যাধিক উক্ত হুড্জ বিঘ্নমান আছে। তৎপরে এট্রাকান রাজ্য একেবারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কামিল্লাস মহা আড়ম্বরে ষোড়শসংযুক্ত রথে রোমে প্রবেশ করিলেন। জুনোদেবতার প্রতিমূর্তি রোমে আনীত হইয়া তৎপরি এক বিরাট মন্দির নিৰ্ম্মিত হইল।

৩৯১ খৃ: পূ: কামিল্লাস নির্বাসিত হইলেন এবং গলগণ অসংখ্য সেনাদল লইয়া রোমনগর ধ্বংস করিতে যাত্রা করিল। ব্রেলাস্ নামক গলসেনাপতি রোমকে অশ্রানে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রোমকগণের অনেকে আসন্ন বিপদ দেখিয়া নানাস্থানে পলায়ন করিল। গলগণ রোম অবরোধ করিল। আলিয়া নামক স্থানের ঘোরতর যুদ্ধে সহস্র সহস্র রোমসৈন্ত ধরাশায়ী হইল। তখন অবশিষ্ট অধিবাসিগণ পরোহিত ও ভেটাল কুমারীগণসহ কাপিটোলে আশ্রয় লইলেন। গলগণ রোমে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা এবং অগ্নিপ্রদানে নগর মহা-অশ্রানে পরিণত করিল। কেবল মানিলিয়াসের সাবধানতার কাপিটোল শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইল। তজ্জন্ত তিনি বীর আত্মায় ভূষিত হইয়াছিলেন।

অবশেষে ১০০০ বর্ষমুদ্রা পাইয়া গলগণ রোম পরিত্যাগ করিল। কিন্তু পথিমধ্যে রোমকসৈন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। তৎপরে রোমবাসিগণ রোমে প্রত্যাগত হইল এবং পুনরায় গৃহাদি নির্মাণ করিতে লাগিল। কামিল্লাস-নির্বাসন হইতে আসিয়া পুনরায় সাধারণ ভক্তের ডিক্টেটর নিযুক্ত হইলেন। ৩৬১ খৃ: পূ:, গলগণ পুনরায় রোম আক্রমণ করেন। কিন্তু আর্গেনটী তীরস্থ যুদ্ধে মানিলিয়াসের অল্পত বীর্যে রোম

রক্ষা পাইল। তজ্জন্ত তিনি টর্কটাস্ নামক গৌরবান্বিত উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরে রোমবাসী পরে তাঁহার নিধন সাধন করিল। এই সময়ে পেট্রিশিয়ান ও প্রেবিয়ানদিগের স্বয়ং ও স্বামিগণ লইয়া পুনরায় নানা গোলাযোগ উপস্থিত হইল। পরে ৩৬৭ খৃ: পূ: প্রেবিয়ানদলের এল—সেন্সটরাস্ সর্বপ্রথমে কন্সল হইলেন এবং বিচার-কার্যের জন্ত "প্রিটর" বা এক জন নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। কিছুকালের জন্ত প্রেবিয়ান ও পেট্রিশিয়ান পক্ষ শান্তি স্থাপিত হইল।

ইহার পরে লাটিনদের প্রাধান্য লইয়া রোমের সহিত সাম-নাট ও লাটিনদিগের সহিত দুইটি ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম সামনাইট যুদ্ধে (৩৪৩-৩৪১ খৃ: পূ:) রোমকগণ জয়লাভ এবং সামনাইটগণ তাহাদের অধীনতাব্যবহার করিল। লাটিন-গণ দূতপ্রেরণ দ্বারা জ্ঞাপন করিতে বাধ্য হইল যে, তাহাদের মধ্যে হইতেও শাসনকর্তা এবং কন্সল নিযুক্ত হইবে। কিন্তু রোমকেরা তাহাতে আপত্তি করায় লাটিন

লাটিন যুদ্ধ

৩৪৩-৩৪১ খৃ: পূ:

সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ডেসেরিস্ এবং টিকানাং নামক স্থানের

যুদ্ধে রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিল (৩৪০ খৃ: পূ:)। লাটিনগণের বার আনা লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই যুদ্ধে মানিলিয়াস্ টর্কটাস্ সামরিক নিয়মগত্বের জন্ত ক্রটসের দ্বারা নিজ পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতে অমানবদনে আদেশ প্রদান করেন।

৩৩০ খৃ: পূ: রোমকগণ ভলসিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রোমকদিগের পুনঃ পুনঃ শ্রীযুক্তি দেখিয়া সামনাইটগণ গ্রীকগণের সহায়তায় পুনরায় রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

২য় সামনাইট মহাযুদ্ধ
৩২৬-৩২৪ খৃ: পূ:

করিল। এই যুদ্ধ ২২ বৎসর চলিয়াছিল। প্রথম ৫ বৎসর রোমকগণই জয়লাভ করিতে থাকে এবং সামনাইটগণ হতাশাস হইয়া যুদ্ধ পরিহারের সঙ্কল্প করে। পরে সি পণ্টিয়াস্ নামক একজন সামনাইট বীরের অত্যন্ত সমর-কৌশলে সামনাইট-গণের ভাগ্যচক্র ফিরিতে থাকে। তিনি "কডাইন ফক" নামক গিরিসঙ্কেতে রোমকদিগকে একপাশে পরাজিত ও অপমানিত করিয়াছিলেন, যাহার তুলা ঘটনা রোমের ইতিহাসে আর ঘটে নাই। পণ্টিয়াসের সমরকৌশলে রোমসৈন্ত শৈলগর্ভে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইলেন। অবশুস্তাবী বিনাশ দেখিয়া রোমকগণ বৃদ্ধিপর্যক আত্ম-সমর্পণ করিলেন। পণ্টিয়াসও দয়াপর্যক রোমসৈন্ত ও সেনাপতিদিগের প্রতি সত্যবহার করিলেন। কন্সলদ্বয় ও সেনাপতিদ্বয় অঙ্গীকার করিলেন যে, তাহার। সামনাইটদিগকে রোমকদিগের সহিত সর্ববিধয়ে তুল্যাধিকার প্রদান করিবেন এবং ৬০০ অশ্বারোহী প্রতিভূ-

স্বরূপ সামনাইটদিগের নিকট থাকিবে। তখন এই সংবাদ রোমে পৌঁছিল, তৎকালে সেনেটের সমস্তগণ প্রতিজ্ঞাপালনে সম্মত হইলেন না; তাহারা বলিলেন, সেনাপতিদিগের স্বীকৃত বিধি পালন করিতে তাহারা বাধ্য নহেন।

পুনরায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রোমের অন্তর্গত আবাস গ্রাম হইল। ৩০৭ খৃঃ পূঃ রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিল। এই সময়ে এট্রাঙ্কানগণও পরাজিত হইয়া সকলে রোমের অধীনতা স্বীকার করিল। মধ্য ইতালীর অধিবাসীরাও রোমের সহিত সন্ধিহিত হইল। ৩০০ খৃঃ পূঃ রোমের প্রভুত্ব মধ্য ইতালীতে সম্পূর্ণরূপে বহুমূল হইয়া পড়িল।

রোমের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া সামনাইটগণ পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিল। গলগণ তাহাদের সাহায্যার্থ যুদ্ধ করিতে চাহিল। মাক্সিমাস ও ডেসিয়াস্ নামক কন্সলদ্বয় সসৈন্তে রণক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। ডেসিয়াস্ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মাক্সিমাস জয়লাভ করিলেন। সামনাইটগণ পুনরায় রোমের সহিত একত্র মিলিত হইল।

ইহার দশ বৎসর পরে এট্রাঙ্কান ও গলসৈন্তগণ ভাড়িমো হ্রদের যুদ্ধে রোমকদিগের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। এক্ষণে রোমের রাজ্যসীমা দক্ষিণদিকে বর্ধিত হইতে চলিল। দক্ষিণ ইতালী পূর্বে গ্রীকগণকর্তৃক উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, এই কারণে এই স্থান মাগনা গ্রীশিয়া বলিয়া কথিত হইত। এই সমস্ত নগর-বাসিগণ লুকানিয়ানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিল। রোমকসৈন্ত তাহাদিগের সাহায্যার্থ যাইয়া বহুযুদ্ধে ২৮২ খৃঃ পূঃ লুকানিয়ানদিগকে পরাজিত করিল এবং তৎপর রোমকসৈন্ত স্থাপিত হইল।

রোমক কন্সল দশখানি নৌকা লইয়া টরেণ্টাম নগরের উপ-কণ্ঠবর্তী সমুদ্র দিয়া রোমে ফিরিতে ছিলেন, এমন সময়ে টরেণ্টাইনগণ রজ্যালয়ের উচ্চ অলিন্দ হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া অবিলম্বে সজ্জিত হইয়া নৌযুদ্ধে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ৪ খানি ডাহাজ জলমগ্ন হইল। কন্সল ভালেরিয়াস্ হত হইলেন, অবশিষ্ট কেহ কেহ পলায়ন করিল। রোমের সেনেট এই ঘটনার কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পট্রুসিয়াস নামক এক ব্যক্তিকে দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি অভ্যর্থিত ভাবে অপমানিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। টরেণ্টাম ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। টরেণ্টাইন গ্রীকগণ এশিয়ারের রাজা পিরহাসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। পিরহাস মনে মনে সমস্ত ইতালী পরাজয় করিয়া এক প্রকাণ্ড হেলেনিক সাম্রাজ্য সংস্থাপনের স্বপ্ন করিতেছিলেন। তিনি যুগোপদ্রিত দেখিয়া টরেণ্টাইনদিগের

প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং বৃহৎ সৈন্তদল সংগঠন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে তিনি মিলো নামক এক সেনাপতিকে ৩০০০ পদাতিক সৈন্তসহ টরেণ্টাম নগরে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে (২৮১ খৃঃ পূঃ) তিনি ২০০০০ পদাতিক, ৩০০০ অশ্বরোহী এবং ২০টা হস্তী লইয়া রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। টরেণ্টামে পৌঁছিয়া তিনি রজ্যালয়ের ক্রীড়া ক্ষেত্রক্ৰম্ব বদ্ধ করিয়া দিলেন এবং সমস্ত যুবকদিগকে যুদ্ধ শিখাইতে লাগিলেন।

রোমক কন্সল ভালেরিয়াস্ নির্ভানাস্ সসৈন্তে লুকানিয়ার মধ্য দিয়া যাত্রা করিলেন। পিরহাস্ কোশল করিয়া সময় লইবার জন্য রোমক কন্সলের নিকট পত্র লিখিলেন। কন্সল গর্জিত-ভাষে তাঁহাকে স্বদেশে ফিরিতে উপদেশ দিলেন। তখন পিরহাস অগত্যা যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সিরিস নদীতীরে হিরাক্লিয়া নামক স্থানে উভয়পক্ষীয় সৈন্ত সমবেত হইল। পিরহাস্ প্রথমে অশ্বরোহী সৈন্ত লইয়া রোমক-সৈন্ত আক্রমণ করিলেন। রোমক 'লিজেন' ভীমবেগে আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। তখন পিরহাস্ পদাতিক সৈন্ত পার্শ্বচালনা করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ৭ বার নুতন আক্রমণ হইল, তথাপি জয় পরাজয় নির্ণত হইল না। তখন পিরহাস্ রণহস্তী চালনা করিলেন। হস্তিগণের পরাক্রমে রোমক সৈন্ত বিমুগ্ধ হইয়া পলায়ন করিল (২৮০ খৃঃ পূঃ)।

পিরহাস্ রোমক সৈন্তের বীরত্ব এবং পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাতচিহ্ন না দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এই সৈন্তের চালক হইলে পৃথিবী জয় করিতে পারি।" তিনি দেখিলেন, আর একটা যুদ্ধ হইলে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইবে। তজ্জন্ম ইতালীবাসী গ্রীকগণের অধীনতা প্রার্থনাপূর্বক সন্ধিহাপনের জন্য রোমে দূত পাঠাইলেন।

গ্রীক-দূত সিনিয়াসের বক্তৃতাভঙ্গটায় সেনেটের সমস্তগণ সন্ধির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশবৎসল যুদ্ধ ক্লডিয়াস কিকাসের উদ্বীপনাপূর্ণ বাক্যে সন্ধিবন্ধন ত্যাগ করিলেন। তখন পিরহাস্ শর্টনঃ শর্টনঃ সসৈন্তে রোমের দিকে অগ্রসর হইলেন। পরে বিপদ বুঝিয়া ঈতকালের আশ্রয়ের জন্য টরেণ্টামে আগমন করিলেন।

রোমকগণ এই সময়ে বন্দীর বিনিময় করিবার জন্য পিরহাসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পিরহাস্ রাজ্যেরচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক রোমক দূত কেব্রিশিয়াসকে অভিনন্দন করিলেন। কেব্রিশিয়াস্ অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞমণ্ডলী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি স্বহস্তে হলচালনা করিতেন। পিরহাস্ তাঁহাকে হস্তগত করিতে সাম, দান, ভেষ ও নগ্ন এই চারিনীতি অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য হইলেন না। কেব্রিশিয়ান যন্ত্র মাতঙ্গের শুণ্ডাকালনেও অচলভাবে দণ্ডারমান থাকিলেন। পিরহাস্

নিরুপার হইয়া বলিলেন যে, রোমক বন্দীদিগকে তিনি 'সাঁটাণে-লিরা' বা শনি উৎসবে যোগদান করিতে অহুমতি প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, 'যদি সেনেট সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে বন্দিগণ পুনরায় প্রত্যাগমন করিবে।' সেনেটের সদস্তগণ অবিলম্বে তাহা সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। উৎসবান্তে রোমকবন্দিগণ পুনরায় পিরহাসের শিবিরে গমন করিল।

২৭২ খৃঃ পূঃ, পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল। আঙ্কলাম নামক স্থানের যুদ্ধে রোমক সৈন্য পুনরায় পরাস্ত হইল। ৬০০০ রোমক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। পিরহাস প্রায় ২০০০০ সৈন্য হারাইলেন। যুদ্ধে জয়ী হইলেও পিরহাসের ক্রটি ভিন্ন লাভ হইল না। এই সময় তাঁহার স্বরাজ্য গলগণ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় তিনি বিপদগ্রস্ত হইলেন এবং সিসিলীবাসিগণও তাঁহাকে সাহায্যের জন্য এই সময়ে আহ্বান করিল। পিরহাস রোমক বন্দীদিগকে সমুদ্রান্নে প্রদর্শন করিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সেনেট বা মন্ত্রিসভা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না।

পিরহাস সিসিলিতে গমন করিয়া আক্রমণকারী কার্থেজিয়-দিগকে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু সিসিলিয়গণ তাঁহার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইল। অনন্তর তিনি ২৭৬ খৃঃ পূঃ পুনরায় ইতালীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অবিলম্বে রোমকধিকৃত লেজ্রিনগর অধিকার করিয়া অর্থাভাবে পার্শ্ব-ফোন দেবীর মন্দিরস্থ বিপুল ধনরত্ন গ্রহণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার অর্থপূর্ণ একখানি জাহাজ অলম্ব্য হইয়া গেল। পিরহাস পার্শ্বফোনের নিগ্রহ মনে করিয়া ভয়ানক হইলেন।

পরবৎসর কন্সল এম কিউরিয়াস পিরহাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাহ্য করিলেন। বেলিভেন্টাম নামক প্রসিদ্ধ স্থানে উভয় সৈন্য সম্মুখীন হইল। পিরহাস নৈশ আক্রমণে জয়লাভের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা বিফল হইল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। দুইটা হস্তী হত ও চারিটা রোমকদিগের হস্তগত হইল। পিরহাসের সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। পিরহাস কতিপয় অশ্বচরসহ গ্রীসে গমন করিলেন। আর্গস নগরধিকারকালে একটা রমণীর ইষ্টকাষাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অন্যকাল মধ্যে টরেটাম প্রকৃতি সমস্ত গ্রীকনগর রোমের অধিকারভুক্ত হইল। রোম সমস্ত ইতালীর উপরে প্রাধান্য বিস্তার করিল। তদানীন্তন পাশ্চাত্যপ্রদেশে রোম পরাক্রমশালী বলিয়া খ্যাত হইল। সকলের দৃষ্টি রোমে আকৃষ্ট হইল। মিসরের রাজা টলেমিস ফিলাডেলফাস দূত প্রেরণ করিয়া রোমের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। রাজ্যবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রোমের শাসন-প্রণালীর অনেক পরিবর্তন হইল। রোমের অধিকারস্থ অধিবাসি-গণ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইল।

(১) রোমবাসী বা রোমনগরস্থ ৩০টা বিভিন্ন জাতি।

(২) রোমের উপনিবেশিক অধিবাসিগণ।

(৩) রোমের অধিকারভুক্ত মিউনিসিপাল (স্বায়ত্ত-শাসন) চালিত নগরসমূহ।

মিউনিসিপাল নগরবাসিগণের সদস্ত মনোনয়নে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল এবং তাঁহারা রোমবাসীর সহিত বাণিজ্য ও অন্তর্বিবাহের অধিকারী ছিলেন। এতদ্বিধা মিত্র ও সহযোগী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিও রোমকশাসনের সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। চতুর্দিকে স্বাধীন রাজ্যগণের সহিতও রোমকগণ সন্ধ্যাত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজ্যশাসন দৃঢ়তর ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিল। সামাজিক বিধিব্যবস্থাও অনেকাংশে সংস্কৃতপ্রণালী ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রমী এবং গাভসারিগণ নির্বাচন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার পাইল। ক্রীতদাসগণকে কোন কোন বিষয়ে সুবিধা দেওয়া হইল। এই সময়ে আইনসংক্রান্ত এবং সরকারী কার্যের আমূল পরিবর্তন হইতে লাগিল। তৎপূর্বে পুরোহিত শ্রেণীই কেবল আইন প্রণয়ন এবং ধর্মশাস্ত্রের অমুশাসন করিতেন। কিন্তু ত্রেভিয়াস এই সময়ে সরকারী ও সামাজিক কার্যের অমুশাসন সংক্রান্ত এক বিধিব্যবস্থা সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কোন্ কোন্ দিনে ধর্মাদিকরণাদি সরকারী কার্য হইবে ও বন্ধ থাকিবে, তাহা স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট থাকিল। পুরোহিতগণের পবিত্র অধিকার মন্মীভূত হইয়া আসিল।

রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে উপনিবেশ স্থাপিত হইতে লাগিল। ১২০টা নতুন জাতি রোমের শাসনাধীন হইল। লিভি বলেন, ২৭৫ খৃঃ পূঃ মধ্য-গণনায় রোমনগরে ৯০০০০ পুরুষ ছিল। খ্রীলোকের সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই। রোমের সমৃদ্ধি গুলিয়া নানাদেশের বিধ্ববৃন্দ রোমে আশ্রিত লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে লক্ষী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীরও রূপা হইতে লাগিল। গ্রীক পণ্ডিতগণ রোমে বাস করিতে লাগিলেন। মিসরীয় বিধ্ববৃন্দও রোমের উদীয়মান শোভাগ্যদর্শনে যাত্রা করিলেন। প্রাচীনকালে দেশভ্রমণ বিজ্ঞানিকার অঙ্গরূপে নির্দিষ্ট ছিল। এই সময়ে কার্থেজ রাজ্য প্রথম শ্রেণীর রাজ্য বলিয়া খ্যাত ছিল। টায়রবাসী ফিনিকীয়গণ ৮২৫ খৃঃ পূঃ আফ্রিকার উত্তরে ভূমধ্যস্থ সাগরোপকূলে এই বাণিজ্যসমৃদ্ধ ঐশ্বর্যশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অধিবাসিগণ সেমিটিক জাতীয় ছিলেন। কার্থেজের সমৃদ্ধ সামুদ্রবাণিজ্য হইতে হইয়াছিল। কার্থেজীয়গণ ক্রমে রাজ্যব্যবসার আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহারা স্পেনের কিয়দংশ, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া এবং ইতালী ও গ্রীসের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিল। এতদ্বিধা লাইবিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে তাঁহাদের শাসনও পরিচালিত হইত।

ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের মধ্যস্থলে স্থাপিত ইতালীয়রা এককাল ধরিয়া শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনপূর্বক রাজ-কীর জগতের প্রকৃতকেন্দ্র স্বাক্ষর করিতেছিলেন। উক্ত সাগরোপকূলস্থ রাজ্যবাসী রাজা ও প্রজাগণ সকলেই ইতালীর শীর্ষক্ষেত্র রোমের আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছিলেন। পিরহাসের পলায়ন ও গ্রীকধর্মের অধিকৃত দক্ষিণ ইতালীয় নগরসমূহে রোমের আধিপত্য ও বক্ততা স্বীকার হইতেই পূর্ব ভূমধ্য-জগতে (Eastern Mediterranean world) এই ইতালীয় রাজ্যের শক্তিপ্রভা বিকসিত হইয়া পড়িল। ইজিপ্ত রোমের বন্ধুত্ব বাঞ্ছা করিয়া পরম্পরে সত্বে স্থাপন করিলেন। গ্রীক বিশ্বসমাজ এই নবোদ্ভূত ও দিগন্তপ্রসারিতখ্যাতি রোমরাজ্যের ইতিহাস, রাজতন্ত্র ও লাটিন প্রজাতন্ত্রের মূল-বিষয়ের উন্নতিসাধনে সাহায্য করিতে লাগিলেন। পিরহাসের প্রত্যাবর্তনের পর রোমের পূর্বসম্বন্ধ ঐক্যপূর্ণই ছিল। তদবধি পঞ্চাশ বর্ষ পর্যন্ত আর রোমের ক্রুরগুটি পূর্বাঞ্চলে প্রসারিত হয় নাই।

ইতালী প্রায়োবাণের পশ্চিমকূল উর্বর ও ধনজনপূর্ণ এবং পূর্বতীর অপেক্ষা বাণিজ্যোপযোগী জানিয়া প্রথমে সেই পশ্চিম দিক দুর্য্যাকার জন্তই তাহাদের নয়ন আকৃষ্ট হইয়াছিল। কারণ এই সময়েই দক্ষিণাশী কার্থেজ-শত্রু সগর্বে ভূমধ্যসাগর উঘেলিত করিয়া ইতালীর প্রাচীণ সীমান্ত-দ্বার সাডিনিয়া ও সিসিলী দীপে আসিয়া কল্যাণত করিয়াছিল এবং তাহার নৌবাহিনী সকল পশ্চিমভূত্যাগের লুপ্তর উদ্ধার মানসে ও কার্থেজ নগরীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধির আশায় ভীষণ কটাক্ষে রোমের সমুদ্র সমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে জলদস্যুর দ্বারা সাগরব্যবস্থাপিত করিতেছিল। পশ্চিম-সমুদ্রতীরে কার্থেজীয় সাম্রাজ্য বিস্তার দেখিয়া রোম ভীত হইলেন। যতই কার্থেজীয় সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইবে, ততই রোমের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি অসম্ভব করিয়া রোমক সভা চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। ঐ দশমাব্দের নিকট ইতালীর পশ্চিমোপকূল ও নিরাপন্ন নহে জানিয়া তাহাদের ভয়ের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। এদিকে আবার সিসিলীর পূর্বোপকূলস্থ সাইরাকিউস-পতিকে গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার বন্ধপরিষ্কার দেখিয়া যুদ্ধ ভিন্ন বার্ষিক রক্ষার উপায় নাই, এই নীতিবাক্য অবলম্বন করিয়া রোম যুদ্ধার্থ উত্তোষ করিতে লাগিলেন। গ্রীক ও কিনিরীয়দিগের সশস্ত্র অস্ত্রে ইতালীর শাসনকর্তৃগণের ও ইতালীয় সমুদ্রের সর্বময়কর্তৃ কিনিরীয়গণের সশস্ত্রাধিপত্য পর্যাবসিত হইয়াছিল।

রোমের বৎকালে সাধারণতঃ প্রবর্তিত হয়, তখন রোম কার্থেজের সহিত সন্ধিহুত্রে মিলিত ছিলেন। বৎকালে পিরহাস সিসিলিতে কার্থেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখনও কার্থেজ রোমের সহিত ন্যূন লব্ধি করিয়া সন্ধিহুত্রে বদ্ধ হইয়া-

ছিল। কিন্তু বর্তমানে রোমের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্যে কার্থেজ ভীষণপরশন হইলেন। সিসিলি দীপ নইয়া রোমের সহিত কার্থেজের বিরোধ বাহিল। সিসিলির অন্তর্গত মেসানা নগরে বহুকাল পর্যন্ত মেমার্টিনি (বা মঙ্গলপুত্রগণ) নামক এক প্রবল দলীয় সম্প্রদায় বাস করিত। সাইরাকিউজের রাজা হীরো ইহা-দিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিল। রোমকগণ হীরোর সহিত সন্ধিবদ্ধ ছিলেন বলিয়া হতাৎ সম্মত হইল না। পরে কার্থেজীয়দিগকে সাহায্যার্থ প্রবৃত্ত দেখিয়া রোম তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। পূর্কোক্ত কলল রুডিয়াসের পুত্র এপিয়াস রুডিয়াস সসৈন্তে সিসিলি যাত্রা করিলেন। ইহার পূর্বেই কার্থেজীয় সৈন্ত মেমার্টিনিগণের সাহায্যার্থ মেসানা নগরে সমাগত হইলেন। হীরো ও রোমক সৈন্ত উপস্থিত দেখিয়া কার্থেজীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া জলপথে ও স্থলপথে মেসানা অবরোধ করিলেন। রোমক সৈন্তও উপরোক্ত মিলিত সৈন্তের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল (২৬৪ খৃঃ পূঃ)। প্রথম পিউনিক যুদ্ধের আরম্ভ হইল।

কার্থেজ জল যুদ্ধের জ্ঞাত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কারণ কিনিরীয় প্রাচীনকাল হইতে সামুদ্রবাণিজ্যে প্রবৃত্ত থাকায় ভারতীয় শিল্পিগণের নিকট হইতে বৃহৎ অর্থবান-নির্মাণকৌশল শিক্ষা করিয়াছিল। কার্থেজের বৃহৎ বৃহৎ অনেক রণতরী ছিল, কিন্তু রোমের তাহার কিছুই ছিল না। তথাপি নির্ভীক রুডিয়াস মেসানার নিকট স্থলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রোমকসৈন্তের পরাক্রমে সাইরাকিউজ এবং কার্থেজের মিলিত সৈন্ত উপদ্রু্য পরাজিত হইল। ৩৬৩ খৃঃ পূঃ রোমকসৈন্ত হীরোর রাজধানী সাইরাকিউজ আক্রমণার্থ উত্তোষী হইল। বহুসংখ্যক নগর লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করিয়া তাহারা সাইরাকিউসের প্রাচীর সম্বিহিত হইল। হীরো অগত্যা রোমের সহিত সন্ধি করিয়া তাহার সাহায্যকারী হইলেন।

রোমক-সৈন্ত হীরোর সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়া কার্থেজীয় লৈজের সহিত যুদ্ধার্থে এগ্রিগেন্টাস নগর অবরোধ করিল। এই নগরে সিসিলিবাসী গ্রীকগণের দূর্য ছিল। রোমকগণ ২৬২ খৃঃ পূঃ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উক্ত নগর অধিকার করিল। এবশ্রকাবে যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসর তাহারা জয়লাভপূর্বক সিসিলির অনেকাংশ অধিকার করিয়া বসিল। এই সময় কার্থেজীয় রণতরী সকল ইতালীয় উপকূল লুণ্ঠন করিয়া রোমের বিশেষ ক্ষতি করিতে লাগিল। তদুপলক্ষে নিরুপায় হইয়া রোমকগণ জাহাজনির্মাণে সজ্জ করিল। নানাদেশ লুণ্ঠনে রোমের ধনভাণ্ডারে তখন প্রচুর অর্থ ছিল, অবিলম্বে ভয়ঙ্কর্য্যাত বৃহৎ বৃহৎ যুদ্ধছন্দন

পূর্বক জাহাজের কার্যারম্ভ হইল। পূর্বে একখানি বড় ক্রিনিক জাহাজ চড়ায় লাগিয়া ইতালীর উপকূল পড়িয়াছিল। সেই আদর্শ সমুখে স্থাপন করিয়া নিরিগণ জাহাজনির্মাণ আরম্ভ করিল। বৃক্ষক্ষেদনের দিন হইতে ৬০ দিনের মধ্যে ১৩০ খানি জাহাজ-নির্মিত হইয়া সমুদ্রতরঙ্গে আসিল। অবিলম্বে মাঝি, কর্ণধার এবং নাবিক শিক্ষিত হইল। জলপথে রোমের প্রথম রণতরী চলিল।

২৬ খৃঃ পূঃ কমল কর্ণিলিয়াস ১৭ খানি সুসজ্জিত রণতরী লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি কার্থেজীয়দিগের নিকট লিপারাস নামক স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। অল্প কমল ডুলিলিয়াস অবশিষ্ট রণতরী সজ্জিত করিয়া পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি অসামান্য কৌশলে এক নতুন প্রথা আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক জাহাজে ২৪ হাত লম্বা এক একটা সেতু মাস্তুলের সহিত রক্তবহু থাকিল। শত্রুর জাহাজ সমীপবর্তী হইবামাত্র তিনি ঐ সকল সেতুর ব্রহ্মি শিথিল করিয়া দিলেন, সেতু সকল লম্বিত হইয়া কার্থেজীয় জাহাজের উপরে সংলগ্ন হইল এবং অবিলম্বে শত শত সুসজ্জিত রোমক-সৈন্য উক্ত সেতুপথে শত্রুর জাহাজে প্রবেশপূর্বক কার্থেজীয়দিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সর্বত্র লুণ্ঠন করিল। মাইলি নামক স্থানের এই প্রসিদ্ধ জলযুদ্ধে ৩১ খানি কার্থেজীয় রণতরী অধিকৃত হইল এবং ১৪ খানি বিধ্বস্ত হইল। অবশিষ্টগুলি পলাইয়া রক্ষা পাইল। ডুলিলিয়াস মহাভূমরে রোমে প্রবেশ করিলেন। শত শত প্রজলিত আলোকশস্ত্রে, বিচিত্র পুষ্পপাতকা শোভিতপথে এবং বীণাদ্বয়ে রোম মুগ্ধিত হইল। যুদ্ধে অধিকৃত শত্রুর জাহাজের গলুই দ্বারা গঠিত একটা স্তম্ভ তাঁহার সন্মানার্থ কোরায়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। উহার নাম রট্টাটা স্তম্ভ। রোমের কাপিটোলাইন মিউজিয়মে উহা অভ্যাপি রক্ষিত আছে।

ইহার কএক বৎসর পরে ২৫৬ খৃঃ পূঃ রোমক কমলদ্বয় রেগুলাস এবং মানেলিয়াস ৩৩০ খানি রণতরী সজ্জিত করিয়া কার্থেজীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ইহার পূর্বে প্রাচীন-কালে কোন যুদ্ধে সমুদ্রে এত রণতরীর সমাবেশ হয় নাই। পূর্বোক্ত সেতুপথের কৌশলে রোমক-সৈন্য কার্থেজীয় জাহাজ সকলের ধ্বংসসাধন করিল। রোমকদিগের কেবল ২৪ খানি জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ৬৩ খানি কার্থেজীয় জাহাজ দ্রব্যাসামগ্রীসমেত অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমকগণ কার্থেজীয় নগরাস্থ লুণ্ঠনপূর্বক ধ্বংস করিতে লাগিলেন। এই লুণ্ঠনে তাহারা প্রচুর ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরে শীতকালে মানেলিয়াস আর্য্যক সৈন্য লইয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। রেগুলাস যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিলেন।

রেগুলাস প্রতিদিন কার্থেজীয় নগরাস্থ অধিকার পূর্বক প্রবল-বেগে কার্থেজের দিকে অগ্রসর হইলেন। কার্থেজীয়গণও হস্তী, অশ্ব এবং পদাতিক সৈন্যে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। এই মহাযুদ্ধে রেগুলাস জয়লাভ করিলেন। কার্থেজীয়গণের ১৫০০০ সৈন্য রথক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিল এবং ৫০০০ সৈন্য ও ১৮টা হস্তী বন্দী হইল। রেগুলাস সমস্ত দেশ লুণ্ঠন-পূর্বক কার্থেজের সম্মুখিত হইলেন এবং কার্থেজ অধরাধের কোশল উদ্ধারন করিতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে টিউনিন্স নগর অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিলেন। নিউ মিডিয়গণ এই সুযোগে কার্থেজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। কার্থেজীয়গণ হতাশাস হইয়া রেগুলাসের নিকট সন্ধির প্রার্থনা জানাইল, কিন্তু জরদমস্ত রেগুলাস তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু এই সময়ে কার্থেজীয়দিগের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। স্পার্টারাজ জটিপাস ৪০০০ অশ্বারোহী, ১০০ হস্তী এবং বহু সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া কার্থেজের সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। তদন্তর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ৩০০০ রোমক-সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিল। রেগুলাস ৫০০ সৈন্যের সহিত বন্দী হইলেন। অবশিষ্ট ২০০০ সৈন্য শিবিরে পলায়ন করিল (২৫৫ খৃঃ পূঃ)। রোমকদিগের হুর্ভাগ্য এখানে শেষ হইল না। অবশিষ্ট রোমক-সৈন্য সকল জাহাজারোহণে স্বদেশ ফিরিতেছেন, এমন সময়ে ভীষণ ঝটিকায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রোমের সমস্ত রণতরী এবং বিরাট সৈন্যদল সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। ৩৬৪ খানি রণতরীর মধ্যে ৮০ খানি মাত্র কএকদল সৈন্যসহ রোমে পৌঁছিল।

রোমকগণ নিকংসাংহ না হইয়া পুনর্বার রণতরী নির্মাণের উদ্যোগ করিল। তিনমাসে ২২০ খানি তরী নির্মিত হইল। তাহারা পুনরায় জলপথে যুদ্ধযাত্রা করিল। ২৫৩ খৃঃ পূঃ রোমক কমলগণ কার্থেজের উপকূল লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পালিনারাস অন্তরীপের নিকট এক ভীষণ ঝটিকায় রণতরী সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

রোমক সৈন্য পুনরায় সিসিলিতে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ২০০ খৃঃ পূঃ রোমক প্রোকম্পল মেটেলাস পানারাস নামক স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ২০০০০ কার্থেজীয় সৈন্য রণস্থলে বিনষ্ট হইল। ১০৪টা হস্তী রোমকদিগের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমকগণ উৎসাহিত হইয়া পুনরায় ২০০ রণতরী নির্মাণ করিল। কার্থেজীয়গণ রোমের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইল। রেগুলাস পূর্বে কার্থেজে বন্দী হইয়াছিলেন। রোমক ইতিহাসে তাহার বীরত্ব, সত্য-নিষ্ঠতা এবং অশেষবাৎসল্য স্বর্ণাকরে লিখিত আছে। কার্থে-

জীৱন নিৰ্ভয়গণের সহিত রেগুলাস্কে রোমে পাঠাইল এবং কহিল, যদি তিনি সন্ধি স্থাপন করিতে না পারেন, তবে তিনি পুনরায় কার্থেজের কারাবাসে ফিরিয়া আসিবেন। নির্ভীক রেগুলাস্ সন্মত হইলেন। রেগুলাস্ বন্দী হইয়াছেন বলিয়া প্রথমে রোমক নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে বাইতে ইচ্ছা করেন নাই। বীরদ্বন্দ্ব রেগুলাস্কে করিয়া পাইবার জন্য রোমক সেনেট কার্থেজীয়দিগের সহিত সন্ধিবন্ধনে সন্মত হইলেন। কিন্তু রেগুলাস্ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “আমাকে পাইবার জন্য সন্ধি করিয়া রোমের গোরব নষ্ট করিবেন না, রোমের গোরবেই আমার গোরব।” সেনেটের সভাগণ রেগুলাস্কে কার্থেজে ফিরিয়া বাইতে নিষেধ করিলেন এবং সহস্র সহস্র লোক কহিল, “বিশেষে বলপূর্ব্বক গৃহীতের লপথপালন না করিলে, পাণ হয় না।” কিন্তু সভাসক্ স্বদেশবৎসল রেগুলাস্ নিজের অমাহুষিক দুর্দশা জানিয়াও অবচ্যুত ভাবে কার্থেজে গমন করিলেন। কার্থেজীয়গণ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নৃশংসভাবে নিহত করিল। প্রথমে চক্ষুর পাতা কাটিয়া তাঁহাকে ভীষণ রোগে ফেলিয়া রাখিত। পরে একটা বাস্তব শত শত তীক্ষ্ণযুথটীবিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে তাহার ভিতরে প্রবেশ করাইত। স্বদেশবৎসল রেগুলাস্ অমানবদনে এই নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ করিয়া প্রাণ হারাইলেন।

এই নিষ্ঠুরতার বাতংস কাহিনী শুনিয়া রোমকগণ কার্থেজের ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং আবলম্বে সৈন্তে সিসিলির অন্তর্গত কার্থেজীয় নগর লিলিবিয়াম্ অবরোধ করিল। অত্য়দিকে রোমক কঙ্গল ক্লডিয়াস্ জলপথে ড্রেপানাম্ নামক স্থানে কার্থেজীয় রণতরী আক্রমণ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে রোমক সৈন্ত জয়লাভ করিলেও জলযুদ্ধে ক্লডিয়াসের নির্বুদ্ধিতায় রোমকসৈন্ত পরাজিতপ্রায় হইল। আটিনিয়াস্ কাল্যাটিনাস্ তাঁহার পরিবর্তে রোমক কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। অত্য়তর কঙ্গল সি-জুনিয়াস্ ১০৫টা রণতরী লইয়া লিলিবিয়ামে রোমক-সৈন্তের সাহায্যার্থ গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে ভীষণ ঝটিকায় রণতরী সমূহ বিধ্বস্ত হইল। কেবল দুইখানি জাহাজ বক্ষা পাইয়াছিল। এই প্রকার দৈবছুরিপাকে ৩ বার রোমক-রণতরীসমূহ নষ্ট হয়। তখন রোমকগণ জলযুদ্ধ-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া স্থলযুদ্ধে মনোনিবেশ করিল।

এই সময়ে কার্থেজে একজন বীরপুরুষের আবির্ভাব হইল। ইহার নাম হামিলকার বার্ক। ইনিই ইতিহাসগ্রন্থিক হানিবলের জনক। ২৪৭ খৃঃ পূঃ, যখন তিনি সিসিলিতে কার্থেজীয় সৈন্তের সেনাপতি হইয়া গমন করিলেন, তখন তিনি অতি ভয়ঙ্কর বয়সে। তিনি কোম্পান্ধি যুদ্ধক্ষেত্রে না বাইয়া হার্কটে নামক পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া সৈন্তচালনা করিলেন। এইস্থানে

তিনি এমন কুহরচনা করিয়া বৎসরকাল অবস্থান করিলেন যে, শত্রুমিত্র সকলেই সেই অকৃত কৌশলে বিস্মিত হইয়া গেল। এই ভয়ঙ্কিত ব্যূহ হইতে তিনি ক্রমে ক্রমে রোমক-সৈন্তের অস্তিমুখে ধাবিত হইলেন। রোমক সৈন্ত তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। হামিলকার অগ্রসর হইলেন এবং ড্রেপানামের নিকটবর্তী এরিক্স নামক ভয়ঙ্কিত পার্শ্বতানগর অধিকার করিলেন। চুইবৎসর অল্পাধ চেষ্টায় রোমক-সৈন্ত হামিলকারকে এক পদে বিচলিত করিতে পারিল না।

রোমকগণ এক্ষণে বুদ্ধিতে পারিলেন যে, জলযুদ্ধে প্রাধাত্য লাভ না করিতে পারিলে তাঁহারা কার্থেজের সহিত প্রতিনিবেশিত করিতে পারিবেন না। ২৪২ খৃঃ পূঃ কঙ্গল লুট্যাট্রাস্কেটোব্রাস্ ২০০ রণতরী লইয়া যুদ্ধপ্রাণ করিলেন। হানো নামক সেনাপতি কার্থেজীয় রণতরীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ইগেটাস্ নামক য়ীপের নিকটবর্তী যুদ্ধে রোমকগণ জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে রোমকগণ সর্ববিষয়ে সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন। কারণ জলপথ বন্ধ করিতে পারিলে কার্থেজ হইতে আর কোন সাহায্য আসিতে পারিবে না, অগত্যা হামিলকারকে সৈন্তে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

কার্থেজীয়গণ নিরুপায় হইয়া হামিলকারকে রোমের সহিত সন্ধি করিতে পত্র লিখিল। ২৪১ খৃঃ পূঃ সন্ধি স্থাপিত হইল। তদ্বারা কার্থেজীয়গণ সিসিলির প্রভূ এবং নিকটবর্তী য়ীপপুত্রের আধিপত্য পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণকে কিরাইয়া দিলেন এবং প্রস্তাব হইল যে, কার্থেজ ১০ বৎসরের মধ্যে রোমকে ৩২০০ তোল স্বর্ণ কতিপূর্ণ স্বরূপ প্রদান করিবেন। কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া রোমের অধিকারভুক্ত হইল। রোমের সেনেট কি প্রকারে সিসিলি শাসিত হইবে, তাহার উপায়চিন্তা করিতে লাগিলেন। রোমের সহিত এক শাসন-প্রণালীতে সিসিলি শাসন অসম্ভব বলিয়া তাঁহারা সিসিলিতে সম্পূর্ণ নূতন শাসনপ্রণালী স্থাপন করিলেন। রোম হইতে প্রতি বৎসরে নির্ধারিত একজন শাসনকর্তা বাবা সিসিলির শাসনকার্য চলিতে লাগিল। এইরূপে রোমসাম্রাজ্যের প্রথম ভিত্তিলাভ পত্তন হইল।

এদিকে হামিলকার স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য বল পরিপুষ্ট এবং সেনা দেশে এক বিপুল সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে রোমে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। হুমার সময় হইতে এতদিন রণদেবতা জেনালের মন্দিরঘর খোলা ছিল। রোমের ইতিহাসে দ্বিতীয় বার এই মন্দিরের ঘর বন্ধ হইল। কিন্তু অধিক দিন থাকিল না। রণভরীর উদ্ভাব আনন্দে আবার অন্তিমিলে

রণ-দেবতার মন্দিরঘর উদ্ঘাটিত হইল। পূর্বে ৩৩৮ জাতি মিলিত হইয়া রোমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এখন আর দুইটা জাতি উহাতে মিলিত হইয়া সর্বদাকল্যাণে ৩৫৮ জাতি হইল।

আম্রিয়ারিক সাগরের পূর্বাংশে ইলিরীয়গণ বাস করিত। ইহারা জলদস্যুতা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ইহাদের উপদ্রবে ইতালীর উপকূল ভাগ নিরাপদ ছিল না।

ইলিরীয় যুদ্ধ

(২২৯ খৃঃ পূঃ)

রোমের সেনেট ইলিরীয়-রাজ আগ্রনের নিকট দূত পাঠাইয়া এই উপদ্রব নিবারণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে ক্রক্ষেপ করিলেন না, বরং দূতগণ নিহত হইল। অবিলম্বে রোমক-সৈন্য আম্রিয়ারিক উদ্ভীর্ণ হইয়া যুদ্ধবাহা করিল (২২৯ খৃঃ পূঃ)। সেই সময়ে আগ্রনের মৃত্যু হওয়ার টিউটা নামী তাঁহার বিধবা পত্নী দিমেন্দ্রিয়াস্ নামক একজন গ্রীকের মন্ত্রণায় রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। দিমেন্দ্রিয়াস্ টিউটাকে পরিভ্যাগপূর্বক 'করসাইরা' নামক দ্বীপ রোমকদিগকে অর্পণ করিলেন। টিউটা নিরুপায় হইয়া রোমকদিগের প্রস্তাবিত সকল বিষয়ে সম্মতি দিলেন। এই প্রকারে আম্রিয়ারিক উপকূল জলদস্যুশুল হওয়ার গ্রীকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রোমকদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থ দূত পাঠাইল।

এই যুদ্ধ শেষ না হইতেই গলগণের সহিত আবার যুদ্ধ বাধিল। গত ৪০ বৎসর গলগণ শান্তভাবে ছিল। আবার ইহারা উগ্রমুষ্টি ধারণ করিল। গলগণের পূর্বে আক্রমণ ও রোমের ধ্বংসসাধন স্মরণ করিয়া ইতালীবাসী প্রমাদ গণিলেন। দৈবজ্ঞেরা সাইবিলাইন পুস্তক আলোচনা করিয়া কহিলেন, রোম দুইবার শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইবে। এবং ইহাও ঘোষিত হইল যে, দুইজন গলকে ফোরামে জীবিত অবস্থায় গোর দিলে রোমের বিপদ কাটিয়া যাইবে। অবিলম্বে বিরাট সৈন্যদল সজ্জিত হইল। ১৫০০০০ পদাতিক ও ৬০০০ অশ্বারোহী যুদ্ধার্থ চলিল।

ইট্রুরিয়ার অন্তর্গত টেলামন নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল (২২৫ খৃঃ পূঃ)। ৪০০০০ গলসৈন্তের রক্তে সমরক্ষেত্র প্রাণিত হইল। ১০০০০ গলসৈন্য বন্দী হইল। রোমকগণ বোআই প্রদেশ হইতে পো নদীর তীর দেশ পর্যন্ত অধিকার করিলেন। ২২৩ খৃঃ পূঃ, রোমক কন্সল ক্রেমিনিয়াস্ নদী পার হইয়া অগ্রসর হইলেন এবং ইনসুবারদিগকে একটা যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এই সময়ে কর্ণিলিয়াস্ সিপিও এবং ক্লডিয়াস্ মার্সেলাস্ রোমের কন্সল নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা ইনসুবারদিগকে ভাড়াইয়া পো-নদীর অপর তীরে রাজ্যবিস্তারের জন্য ধাবিত হইলেন। মার্সেলাস্ বহুতে ভিরিডোমেরাস্ নামক ইনসাব্রিয়ান সর্দারকে বধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করি-

লেন। সিপিও তাহাদের রাজধানী মিলান অধিকার করিলেন। তাহারা রোমের অধীনতা স্বীকার করিল। প্রাসেট্টা এবং ক্রিসেনোয় দুইটা রোমক উপনিবেশ স্থাপিত হইল (২১৮ খৃঃ পূঃ)। প্রত্যেক স্থানে ৬০০০ লোক উপনিষিষ্ট হইল এবং রোম হইতে আরিমিনিয়াম নামক গলনগর পর্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত হইয়া উক্ত স্থান সকল রোমের সহিত সংযুক্ত হইল। রোমের রাজ্যপরিধি ক্রমে ক্রমে চারিদিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। উত্তরে আর্লস্ পর্যন্ত পর্যন্ত রোমের জয়পতাকা উড়িল।

সেই সময় হামিলকার স্পেনে সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভার তথ্য রাজ্যসীমা দীর্ঘ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হামিলকারের অন্তঃকরণে রোমকদিগের প্রতি প্রবল বৈরভাব সর্বদা আগ্রস্ক ছিল। তিনি স্বীয় নয় বৎসর বয়স্ক পুত্র হানিবলকে অগ্নিময়ী বজ্রবেদী স্পর্শ করিয়া শপথ করাইয়াছিলেন যে, যেন তিনি আজীবন রোমের প্রতি জাতবিশেষ থাকেন এবং বৈরনিষ্ঠ্যাতনে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। হামিলকার বালা হইতেই হানিবলকে যুদ্ধ বিজ্ঞায় সুশিক্ষিত করিতেছিলেন। হানিবল পিতার প্রতিজ্ঞা এবং রণপাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণের উপযুক্ত অধিকারী হইয়াছিলেন। হামিলকার স্পেনের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। ২২৮ খৃঃ পূঃ একটা যুদ্ধে হামিলকারের মৃত্যু হওয়ার, তাঁহার জামাতা হাস্‌ড্রবল সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং স্পেনে নিউকার্থেজ নামে এক সুন্দর নগর স্থাপন করিলেন, উহার বর্তমান নাম কাটেজনা। তরুণ বয়স্ক হানিবল সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইলেন। ২২১ খৃঃ হাস্‌ড্রবল একজন ক্রীতদাসকর্তৃক গুপ্তভাবে হত হইলেন। তখন হানিবল সেনাপতি ও শাসনকর্তৃপদ পাইলেন। হানিবলের অন্তঃকরণে সর্বদাই রোমরাজ্য আক্রমণের ইচ্ছা বলবতী ছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। হানিবল অদ্ভুত প্রতিভাবলে স্পেন মধ্যস্থ সমস্ত জাতিদিগের সাহায্য লাভে কৃতকার্য হইলেন। এক্ষণে তিনি যুদ্ধের ছল খুঁজিতে লাগিলেন।

পূর্বে হাস্‌ড্রবলের সহিত সন্ধিতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, এতদূর নদীর পূর্বসীমা পর্যন্ত রোমকগণের অধিকারে থাকিবে এবং নদীর পশ্চিমপারে কার্থেজীয় স্পেনের সীমাবদ্ধ হইবে। কিন্তু হানিবল এই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া ২১৯ খৃঃ পূঃ নিজ রাজ্যের বহির্ভূত লেগাটাম নগর আক্রমণ করিয়া ৮ মাস যুদ্ধের পরে অধিকার করিলেন। রোমকগণ মিত্র-রাজ্যের সাহায্যার্থ এতদিন কিছুই করিতে পারিল না। রোমকগণ হানিবলের নিকট সন্ধিভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দুইবার দূত প্রেরণ করিলেন। হানিবল তাহাতে কোন

স্ট্রাট উত্তর দিলেন না। দ্বিতীয়বারে রোমক-দুত কিউ-ফেব্রিয়াস তাঁহার শিরদ্বার খুলিয়া হানিবলকে বলিলেন, “তোমরা শান্তি বা যুদ্ধ, ইহার ভিতর কি ইচ্ছা কর?” হানিবল কহিলেন, “তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই নাও।” তাহাতে ফেব্রিয়াস বলিলেন, “তবে যুদ্ধ লও।” তখন কার্থেজীয়গণ সোংসাহে বন্দিরা উঠিল, “আমরা আনন্দের সহিত ইহাই গ্রহণ করিলাম।” এইরূপে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সূত্রপাত হইল।

হানিবল সেগাস্টাম অধিকার করিয়া শীতকালের জঙ্গ নিউকার্থেজে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ২১৮ খৃঃ পূঃ

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ
রোমরাজ্যের ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত
২১৮-২০১ খৃঃ পূঃ

স্থলপথে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তিনি স্পেন এবং কার্থেজ রক্ষণের স্মরণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বীয় সহোদর হাস্‌ড্রবলকে স্পেন-রক্ষার ভার দিয়া একদল সৈন্ত কার্থেজ রক্ষার্থ আফ্রিকার প্রেরণ করিলেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া তিনি ২১৮ খৃঃ পূঃ বসন্তকালে ৯০০০০ পদাতিক, ১২০০০ অশ্বরোহী ও কতকগুলি হস্তী লইয়া ইতালী যাত্রা করিলেন এবং ৫ মাসের মধ্যে পিরিনীজ পর্বত অতিক্রম করিয়া রোণ-নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। পিরিনীজ পর্বতে অসভ্য জাতি সকলের সহিত যুদ্ধে তাঁহার অনেক সৈন্ত হ্রাস হইয়াছিল। রোমকগণ হানিবলের যুদ্ধযাত্রা শুনিয়া অবিলম্বে একদল সৈন্যসহ কন্সল পি-কার্থলিয়াস্ সিপিওকে হানিবলের পথ অবরোধ করিতে পাঠাইলেন। কিন্তু সিপিও মেসালিয়া পৌছবার পূর্বেই হানিবল রোণ নদী উত্তীর্ণ হইয়া আরস্ পর্বতের সরিহিত হইলেন। সিপিও হানিবলকে সেই স্থানে রোধ করা অসম্ভব বুঝিয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তাঁহার সহোদর নেসিয়াস্ সিপিওকে স্পেন অধিকার করিতে পাঠাইলেন। এই কোশলেই পরবর্তী কালে রোম হানিবলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কারণ হানিবল স্পেন হইতে সাহায্য পাইলে রোমনগর সমূলে ধ্বংস করিতে পারিতেন।

হানিবল বিরাট সৈন্তদলসহ নিউকরুদরে ছুরারোহ শৈলমালা এবং নিবিড় বনাচ্ছাদিত আরস্ পর্বতের মধ্য দিয়া ক্রান্তববেগে ইতালীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বে সিসাগ্রাইন গলে আসিয়া পর্বত হইতে উপত্যকার অবতরণ করিলেন। তাঁহার অন্তর্কিত ক্রিপ্র আগমনে রোমকগণ বিস্মিত এবং ভীত হইলেন। আরস্ পর্বতের দুর্গম পথে গমনকালে হানিবলের বহুসৈন্য অসুস্থ হইল। যখন তিনি উপত্যকার আসিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন, তখন তাঁহার বিরাট সৈন্যবলের কেবল ২০০০০ পদাতিক এবং ৬০০০ অশ্ব-

রোহী অবশিষ্ট ছিল। কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া তিনি সৈন্য দিগের পথপ্রাপ্তি অপনোদন করিলেন।

এদিকে রোমক-সৈন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। টিশিনাশ্ এবং টেব্রিয়া নামক স্থানে দুইটা ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল। হানিবলের নিউমিডিয়া অশ্বরোহীর ভীমবিক্রমে রোমক-সৈন্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পরাজিত হইল; সিপিও গুরুতররূপে আহত হইলেন। সিপিও পিছাইয়া ট্রাস্টিয়ার প্রাচীর মধ্যে আশ্রয় লইলেন। হানিবল পোনদী উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রোমক-সৈন্য যুদ্ধে পরাধুণ হইল। সেই সময়ে সেন্সোনিয়াস্ নামক অন্যতর কন্সল সৈন্যে সিপিওর সাহায্যার্থ আগমন করিলেন। রোমক-সৈন্য সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হানিবলকে আহ্বান করিল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। হানিবলের রণনৈপুণ্যে বিশাল রোমক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। কিন্তু শীতকাল আগত হওয়ায়, হানিবল রোমের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। দারুণ শীতের প্রকোপে তাঁহার বহুসৈন্য বিনষ্ট হইল। একটা ব্যতীত সমস্ত হস্তী যুদ্ধাশুণ্ডে পতিত হইল। হানিবলের চক্ষুর পীড়া হইয়া একটা চক্ষু নষ্ট হইল। তখন তিনি শীত কাটাইবার জন্য ফিসালি নগরে গমন করিলেন।

সান্তিনিয়াস্ এবং ফ্রেমিনিয়াস্ এই বৎসর রোমের কন্সল নিযুক্ত হইলেন। ফ্রেমিনিয়াস্ পুনরায় সৈন্য লইয়া হানিবলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। কিন্তু হানিবলের কোশলে তিনি সৈন্যে একটা গিরিসঙ্কটে বদ্ধ হইলেন, একটা ক্ষুদ্র পথের সন্ধান পাইয়া তিনি ট্রাসিমিন হ্রদের তীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে সহস্র সহস্র রোমক-সৈন্য প্রাণ-ত্যাগ করিল। কন্সলও প্রাণ হারাইলেন। বহুসহস্র সৈন্য হ্রদের জলে নিমগ্ন হইল। এই যুদ্ধে হানিবল ১৫০০০ রোমক-সৈন্য বন্দী করিলেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে কেবল ১৫০০ সৈন্য বিনষ্ট হইল। হানিবল কেবল রোমের অধিবাসীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া অন্যান্য ইতালীয় সৈন্যদিগকে সম্মুখীন হইতে দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি অন্যান্য জাতি-দিগের সহায়তায় লাভ করিয়া রোমের উচ্ছেদসাধন করিবেন, তজ্জন্যই তিনি এই নীতি অবলম্বন করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বহু জাতীয় লোক হানিবলের প্রতিভা এবং বীরত্ব দেখিয়া তাঁহার পক্ষপাতী হইল। কিন্তু অনেক বৈদেশিক আক্রমণকারীর প্রতি বিশেষ আশাধাপন করিল না। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হানিবল অবিলম্বে রোম আক্রমণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তুরবারি এবং অগ্গিয়ারা বহনগর ধ্বংসসাধন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার কেবল ২৬০০০ পদাতিক ছিল, কিন্তু রোমকগণ সহযোগী ভূপতিগণের সাহায্যে ৭০০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। হানিবল সৈন্যে আপুলিয়ার শত-সমৃদ্ধ প্রবেশে গমন করিয়া লুন্নাদি দ্বারা রোমের সহযোগি-রাজ-গণের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, এইরূপে উৎকৃত হইয়া অনেক তাঁহাকে রোমের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে। এই সময় ইমিলিয়াস্ পলাস্ এবং টেরেণ্টিয়াস্ ভারো কন্সল নিযুক্ত হইয়া সৈন্যে আপুলিয়া প্রবেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের অধুপস্থিতিতে রোমকগণ আর এককল সৈন্যসংগ্রহ করিয়া কমিশিয়া সেকুরিস্ দ্বারা কেব্রিয়াস্ মাল্লিনাস্কে ডিক্টেটর নিযুক্ত করিলেন। কেব্রিয়াস্ কোণে হানিবলকে পরাজিত করিতে মনস্থ করিলেন।

হানিবল আপিনাইন পৰ্বত অতিক্রম করিয়া কাম্পেনিয়ার সমতলভূমিস্থিত সমৃদ্ধ নগরাদি লুণ্ঠন এবং ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তথাপি কেব্রিয়াস্ সমুদ্র-যুদ্ধে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। কেব্রিয়াস্ কাম্পেনিয়ার গিরিসঙ্কট অধিকার করিয়া মনে করিলেন, এই পার্শ্বতাপে হানিবলকে বিনষ্ট করিবেন। কিন্তু অদূরকোণে হানিবল এই বিপদ হইতে উদ্ধীর্ণ হইলেন। তিনি তৎপূর্বে কাম্পেনিয়া লুণ্ঠন করিয়া বহু-সংখ্যক বৃষ ও গাভী অধিকার করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে তিনি ২০০০ বৃষের শৃঙ্খল ছই ছইটা মশাল দ্বাৰা সেই মশালে অগ্নি-প্রদান করিয়া, স্বীয় সৈন্যগণকে বাহিত রোমক-সৈন্যের অভিমুখে সেই বৃষদিগকে তাড়াইতে কহিলেন। বৃষগণ শৃঙ্খল মশালালোকে ভীত হইয়া চতুর্দিকে ছুটিতে লাগিল। রোমক-সৈন্য অসংখ্য প্রাণহীত মশাল দর্শনে মনে করিল, হানিবল অত্যন্ত নৈশ আক্রমণে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে। তজ্জন্য তাহারা অবিলম্বে সজ্জিত হইয়া বাহিত গিরিসঙ্কট পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত দিকে ধাবমান বৃষগণের পশ্চাতে অগ্রসর হইল। হানিবলও সেই সুযোগে নিক্সিরোধে গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া আপুলিয়ার সমতলে পৌঁছিয়া শীতবাসের জন্য জিরোনিয়াস্ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তিনি (২১৬ খৃঃ পূঃ) শীতকাল এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া বসন্ত সমাগমে সময়সম্মত করিতে লাগিলেন, কিন্তু খাদ্যভ্রমের অভাবে তিনি এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া কানি নামক স্থানে রোমক-সৈন্যের সমুদীন হইয়া শিবিরস্থাপন করিলেন।

পূর্বোক্ত রোমক কন্সলদ্বয় ৮০০০ পদাতিক এবং ৬০০০ অশ্বারোহী লইয়া হানিবলের সমুদীন হইলেন। হানিবলের পদাতিক ৪০০০০ এর অধিক ছিল না, কিন্তু তাঁহার ১০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত হইল। অকিলিয়াস নদীর

দক্ষিণতীরে বিতীর্ণ প্রান্তর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই কানির যুদ্ধ ভুবনবিখ্যাত। হানিবলের অশ্বারোহী সৈন্য ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রোমের বিশাল অসীমিকী একেবারে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল। রোমক-সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ৫০০০ রোমসৈন্যের শোণিত-তরঙ্গে কানির সমরক্ষেত্রে ভীষণ লুপ্ত ধারণ করিল। কন্সল এমিলিয়াস্, পূর্ববৎসরের কন্সলদ্বয় এ ২ অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষ মিনিউশিয়াস্, ৮০ জন সেনেটের সত্য ও বহুসংখ্যক সেনাপতি এই যুদ্ধ পরাজিত পাইলেন। অন্যতর কন্সল ভারো কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভেগুসিয়ার আশ্রয় লইলেন। বহুসংখ্যক রোমক-সৈন্য বন্দী হইল।

হানিবল এই সময়ে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই রোম অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তজ্জন্য অনেক ঐতিহাসিক তাঁহার নীতির নিন্দা করিয়াছেন। হানিবলের অধীনস্থ সেনানী মহর্ষল রোমে অগ্রসর হইবার কথা বলিলে, হানিবল বলিয়াছিলেন, “তুমি অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ কর, আশ্রয় ৫ দিনের মধ্যে কাপিটোল বসিয়া ভোজন করিবে।” কিন্তু নগর অবরোধে তাঁহার সৈন্যগণ অনন্তাশ্রয় থাকায় তিনি তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং আপুলিয়ায় বসিয়া রোমের সহযোগি-রাজাদিগের গতিবিধি পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল। সামনাইটগণের অধিকাংশ আপুলিয়ান, লুকানিয়ান, এবং ক্রটিয়ানগণ কার্থেজের পক্ষ অবলম্বন করিল। ইতালীর দক্ষিণ-ভাগের অধিকাংশই রোমের বিরুদ্ধে কার্থেজের পক্ষাশ্রয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। লাতিন উপনিবেশগণ কেবল দৃঢ়ভাবে রোমের সহায়তা করিতে লাগিল।

হানিবলও সহযোগী রাজাদিগকে রোমের হস্ত হইতে নিষ্কৃত পাইবার জন্য সৈন্ত পাঠাইয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। হানিবল সামনিয়াস্ হইতে যাত্রা করিয়া কাম্পেনিয়া পৌঁছিলেন এবং তথাকার প্রসিদ্ধ নগর কাপুয়া অধিকার করিলেন। নগরবাসি-গণ বিনা বাক্যব্যয়ে নগরদ্বার উন্মোচন করিয়া তাঁকে অভিনন্দন করিল। এইস্থানে তিনি শীতকালের জন্ত শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই পঞ্চাশ পিউনিক যুদ্ধের আশুকালা। এইকালে হানিবল সর্বতোভাবে সাক্ষ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বাণিজ্য-সমৃদ্ধি, বিলাসবৈভব, শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতি এবং সাধারণ ঐক্যে কাপুয়া নগরী সর্বাংশে রোমের সমকক্ষ ছিল।

রোমের আলংকারিকগণ এবং বিখ্যাত ঐতি-
হাসিকগণ রহস্তচ্ছলে লিখিয়াছেন যে,
বিলাস বাতাস্যোপলিত সুখম্পর্ষে হানিবলের
সৈন্তগণ অনেকাংশে দৃঢ়তা ও উত্তম হারািয়া ছিল। যাহা হউক,

এই সময়ে বৃহৎ আকারে নতুন তাব ধারণ করিল। হানিবল পূর্ব-নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রোমের সম্মেলনিকদের দ্বারা রোমের ক্রসসম্মেলন করাই তাঁহার বৃহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

২১৪ খৃঃ পূঃ সময় হইতে রোমের যুদ্ধবীরিত্ব নতুন প্রকাশিত হইল। রোমকগণ চতুর্দিকে সৈন্ত পাঠাইয়া দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। অকর্বিয়া প্রদেশের জন্ম নানা কোশল অবলম্বন করিলেন। কার্বেজ ও স্পেনে সৈন্ত পাঠাইয়া তথার হানিবলের কতি করিতে সকলে বদ্ধ পরিকর হইলেন। হানিবলও রোমের সম্মেলনিকদের সাহায্যার্থ ইতালীর এক প্রান্ত হইতে অস্ত্র প্রাপ্ত পথান্ত দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ২১৪ খৃঃ পূঃ পুনরায় মহাসমর আরম্ভ হইল। কেব্রিয়াস এবং সেরোনিয়াস নামক কলকলয় বৃহৎ সৈন্য করিতে লাগিলেন। হানিবলও টিকাটা পর্বতে যুদ্ধ গঠন করিলেন। এইস্থানে তিনি ইতালীবাসী সাহায্যকারী রাজগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কার্বেজ হইতেও অবারোহী সৈন্তের জন্ম তিনি প্রতীক্ষা করিলেন। এই সময়ে নোলা নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাঁহার অনেকগুলি সৈন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। টিকাটার অবস্থানকালে তিনি চতুর্দিকে হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মাকিনন-পতি ফিলিপ ও সাইরাকিউজ-রাজপুত্র ইরোনিয়াস হানিবলের নিকট দূত পাঠাইয়া সাহায্য করিতে চাহিলেন। এই প্রকারে রোমের বিরুদ্ধে দুইটা পরাক্রান্ত সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইলেন।

২১৪ খৃঃ পূঃ কেব্রিয়াস ও সেরোনিয়াস পুনরায় কলকলয় নিযুক্ত হইলেন। হানিবল আগুগিয়া হইতে টিকাটার গমন করিয়া কাপুয়ানগরী রক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি পিউটোলি অধিকার করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময়ে টেরেণ্টাস নগর অধিকার করিবার এক সুযোগ হইল। তদনুসারে তিনি অবিলম্বে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। রোমক-সৈন্তও টেরেণ্টাসে পৌঁছিয়া হুর্গরক্ষা করিতে লাগিল। হানিবল পুনরায় সীতাযাসের জন্ম আগুগিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন। ২১৩ খৃঃ পূঃ গ্রীষ্মকালে সিসিলিতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। একবল কার্বেজীয় সৈন্ত সিসিলিতে আসিয়া যুদ্ধ উপস্থিত করিল। রোমক-সৈন্তের কিয়ৎখণ্ড সিসিলিতে যাইল। ইতিমধ্যে টেরেণ্টাস নগরের দুইজন অধিবাসী বিশ্বাসবাদকতাপূর্বক হানিবলকে নগর সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করিল। কিন্তু হুর্গ মধ্যে রোমক-সৈন্ত থাকার হানিবল তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিলেন না।

সাইরাকিউজের রাজা ইরো রোমকদিগের মিত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ইরোনিয়াস জিন্ন প্রকৃতির লোক। তিনি রোমের বিরুদ্ধে কার্বেজের সাহায্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ১৫ মাস রাজত্বের পরে তিনি শুণ্ডবাতক দ্বারা হত

হইলে সাইরাকিউজে সাধারণতঃ লংঘনিত হইল। রোম ও কার্বেজ উভয়ই ইহার আধিপত্য লাভে লুব্ধক হইলেন। অবশেষে রোমকগণ প্রবল হওয়ার, হানিবলপ্রেরিত কার্বেজীয় প্রতিনিধিদের এপিসাইডেস ও হিপোক্রোটস পলাইয়া লিওন্টিনি নগরে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে কলকলয় মাসেলাস্ সৈন্যে সিসিলিতে উপস্থিত হইলেন (২১৪ খৃঃ পূঃ)। তিনি অবিলম্বে লিওন্টিনিতে হানিবলের প্রতিনিধিদের সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি জয়গত করিয়া লিওন্টিনি অধিকার করিলেন। তিনি অধিবাসীদিগকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু ২০০০ পলাতক রোমকসৈন্যের প্রাণদণ্ড হইল। ইহাতে সিসিলিবাসী সৈন্যগণ ভীত ও বিরক্ত হইয়া পলায়নপূর্বক কার্বেজীয় প্রতিনিধি হিপোক্রোটসের আশ্রয় লইল। সাইরা-কিউজের অধিবাসিগণও ঐ পক্ষ আশ্রয় করিয়া কার্বেজীয়-দিগকে নগর দ্বার খুলিয়া দিল।

মাসেলাস্ অগ্রসর হইয়া স্থল ও জলপথে সাইরাকিউজ অব-রোধ করিলেন। রোমকগণ প্রাচীর ভঙ্গের নিমিত্ত নানা প্রকার যন্ত্র ও কলকোশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভুবন-বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত আর্কিমিডিসের প্রতিভাবলে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। অনেক ঐতিহাসিক কহেন যে, বৃহৎ কাচ (আতঙ্গী)-খণ্ডে প্রতিকূলিত যুধ্যতিরণ দ্বারা তিনি রোমকদিগের বহু লংঘক রণতরী দগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলের নিকট আত্মরিক বাহুবল হার মানিল। রোমক-সৈন্তগণ আর্কিমিডিসের আহ্বাজ দগ্ধকারী এঞ্জিনের ভয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। মাসেলাস্ তখন স্থলপথে দৃঢ়রূপে উক্ত স্থান অবরোধ করিলেন। একদিন রাত্রিতে যৎকালে সাইরাকিউজের দুর্গস্থ সৈন্যগণ মহোৎসবে ভোজনপ্রবৃত্ত, মাসেলাস্ অদ্বুত কৌশলে সেই নৈশাঙ্ককার ভেদ করিয়া মই লাগাইয়া দুর্গ-প্রাচীর উন্নত্বন করিতে লাগিলেন এবং অভ্যন্তরভাবে আকস্মিক আক্রমণে এপিপোলাই অধিকার করিলেন। এদিকে মহোৎসাহে নগরের অস্ত্রাস্ত্র অংশে লুণ্ঠন চলিতে লাগিল। এপিপাইডেস অবিলম্বে এই দুর্গ পরিত্যাগপূর্বক আক্কাডিনা এবং ইউরেলাস্ দুর্গে আশ্রয় লইলেন। মাসেলাস্ ইউরেলাস্ অধিকারপূর্বক আক্কাডিনা অবরোধ করিলেন। হিমিকো এবং হিপোক্রোটসের অধীনস্থ কার্বেজীয় সৈন্ত দুর্গরক্ষার্থ সমাগত হইল। কিন্তু মহামারী উপস্থিত হওয়ার কলংঘ্যক কার্বেজীয় সৈন্যের মৃত্যু হইল। মাসেলাস্ জরলাভ করিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। নগরবাসিগণ দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল। রোমকগণ নগর লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যৎকালে রোমকসৈন্ত জীর্ণ কোলাহলে নগর লুণ্ঠন করিতেছিল, তৎকালে আর্কিমিডিস

একাধিকটি ক্যামিতির প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাহার উপপত্তি করিতেছিলেন। একজন রোমক-সৈন্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও একাগ্রতানিবেশন তিনি উত্তর দেন নাই। তাহাতে উক্ত রোমকসৈন্য তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিল। মার্সেলাস তৎকালে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন এবং মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি দিয়া সমস্ত পরিবারবর্গকে বহু অর্থ প্রদানপূর্বক সাহায্য করিয়াছিলেন। আর্কিমিডিসের সমাধিস্তম্ভে তৎস্মৃতিতরৈরূপগণিতের সিদ্ধান্ত সকলের প্রতিচ্ছবি এবং বৃত্তহট্টাক্ষরের চিত্রাবলী অঙ্কিত ছিল।

সাইরাকিউজ প্রাচীনকালে বাণিজ্যজাত বিলাস-বৈভবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শিরবিক্রিত ভূখনমোহন চিত্রাবলীতে এবং রমণীর ভাস্কর্যের প্রচুরতার কারকারণে ইহার চিত্রশালিকা অনরাবতীর উপমা-স্থল ছিল। মার্সেলাস নগরদূর্জন করিয়া আশাতীত ধনরত্ন লগ্নিসূতা প্রাপ্ত হইলেন এবং শিরজাত অপূর্ণ দ্রব্য সামগ্রী সকল রোমের দেবমন্দিরের শোভনার্থ লইয়া গেলেন। ইহার পূর্বে প্রাচীনকালে কেহ শিরবিক্রিত ভাস্কর্য চিত্রাবলী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে নাই।

রোমকসৈন্য সাইরাকিউজ জয় করিয়া অবিলম্বে সমস্ত সিসিলিতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল। কিন্তু অল্পদিকে রোমের বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটিল। সিপিও বর স্পেনের যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। ইহারা স্পেনে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হানিবলের সহোদর হাস্‌ড্রবলকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইতালী গমন প্রতিরোধ করিয়া হানিবলের সাহায্যপ্রাপ্তি বিফল করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্নদিনের মধ্যে কার্থেজীয়দিগকে স্পেন হইতে বিভাড়িত করিলেন, এরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পৃথকভাবে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া উত্তর সেনাপতিই দুইটা যুদ্ধে হুগণৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। হাস্‌ড্রবল এক্ষণে বিপদগ্রস্ত হইয়া হানিবলের সাহায্যার্থ ইতালী গমন করিতে সক্ষম করিলেন।

• • এদিকে ২১২ খৃঃ পূঃ, কন্সলবর এপিরাস্‌ ক্লডিয়াস্‌ এবং কিউ ক্যাব্রিয়াস্‌ কাপুরা উদ্ধার করিতে যাত্রা করিলেন। হানিবল সমুদ্রবীন হইলে তাঁহারা কিঞ্চিৎ হট্টয়া আসিলেন। হানিবল টরেন্টোমের দুর্গলাভের জন্য পুনরায় তথায় যাত্রা করিলেন। তথায় তিনি ২১১ খৃঃ পূঃ এর দীর্ঘকাল বাপন করেন। কন্সল-বর এই সুযোগে কাপুরা আক্রমণ করিবার সক্ষম করিলেন এবং অবিলম্বে তাই প্রেরী সৈন্যে নগর ঘেরিয়া ফেলিলেন। এই সংবাদে হানিবল ক্রতবেগে রোমকসৈন্যের সমুদ্রবীন হইলেন। দুর্গস্থ সৈন্যগণও ভিতর হইতে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। বাহির ও অভ্যন্তর হইতে আক্রমণ করিয়াও

হানিবল রোমক-সুহৃৎকে করিতে পারিলেন না। তখন তিনি রোম অধিকার করিবার মানসে যাত্রা করিলেন এবং ডাবিলেন, ইহাতে কন্সলবর রাজধানী-রক্ষার্থ অকস্মাৎ অবরোধ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। হানিবল সঙ্গেতে রোমের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোমবাসী হানিবলের আগমনে ভীত হইলেও যুদ্ধে পতাংপক হইল না তৎকালে রোমের প্রাচীরাত্তরেও অনেক সৈন্য ছিল। এদিকে ক্যাব্রিয়াস্‌ কাপুরা অররোধের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া এককল সৈন্যসহ রোম যাত্রা করিলেন। হানিবল রোম আক্রমণে অনর্থক হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থান সকল দূর্জন এবং অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি হত্যা হইয়া প্রত্যাগমনে বাধ্য হইলেন। তিনি স্বীয় বাহিনী সেবাইন এবং সামনাইট প্রবেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি পুনরায় কাপুরা নগরের সাহায্যার্থ গমন করিতে অক্ষম হইলে সেই নগর-বাসিগণ রোমকদিগের নিকট আশ্রয়-সমর্পণ করিল। বিক্রোহিগণের প্রাণ নষ্ট হইল। সমস্ত ব্যক্তিগণ কারাকন্ড হইলেন এবং অবশিষ্ট অধিবাসিগণ ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইতে লাগিল। অতুল ঐশ্বর্য ও বিলাসবৈভবপূর্ণ কাপুরানগরী মহাশূন্যে পরিণত হইল। (২১১ খৃঃ পূঃ)

তৎপরে রোমক কন্সল মার্সেলাস্‌ সাল্যাপিরা অধিকার করিলেন। কিন্তু হার্ডেনাইএ নামক স্থানে ক্যাব্রিয়াসের সৈন্য পরাজয় লাভ করিল। ইহা হট্টক, রোমের পুনরায় উত্তরোত্তর উন্নতিতে বিক্রোহী সহযোগিগণ পুনরায় রোমের পক্ষ আশ্রয় করিতে লাগিল। ২০৯ খৃঃ পূঃ গ্রীষ্মকালে সামনাইট ও লুকানিগণ রোমের সহিত পূর্বলক্ষে বন্ধ হইল। এদিকে দুর্গস্থ সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতার টমেন্টাম নগর রোমকদিগের অধিকৃত হইল। ক্যাব্রিয়াসের রণকৌশলে রোমকগণ পুনঃ পুনঃ ক্লতকার্য হইতে লাগিলেন। হানিবল এখন সমুদ্র যুদ্ধে বিশদাশঙ্কা করিয়া নগরবাসী দূর্জনপূর্বক বন্ধিণ ইতালীতে শিবির সরিষেণ করিয়া হাস্‌ড্রবলের সাহায্যপ্রত্যাশায় দিন গণিতে লাগিলেন। এইরূপে ২০৭ খৃঃ পূঃ অব্দে ইতালীতে পিউনিক যুদ্ধ অবসানপ্রায় হইয়াছিল।

সিপিওবরের মৃত্যুর পর, হাস্‌ড্রবল ক্রম গতিতে সহোদরের সাহায্যার্থ ইতালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ২০৭ খৃঃ পূঃ বলন্ত কালে তিনি আরস্‌ পর্বত উন্নয়নপূর্বক ইতালীর সমভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। এই বৎসর ক্লডিয়াস্‌ নিরো এবং এর সিজিটাস্‌ কন্সল নিযুক্ত হন। নিরো সঙ্গেতে বন্ধিণ ইতালীতে হানিবলের সমুদ্রবীন হইলেন এবং সিজিটাস্‌ হাস্‌ড্রবলের প্রতিরোধ করিতে আরম্ভিনিয়ানে যাত্রা করিলেন। গলগণ হাস্‌ড্রবলের সাহায্য

করিতে লাগিল। তিনি শীঘ্র শীঘ্র ইতালীর মধ্যে গমন না করিয়া প্রাসেটিয়া অধিকারের জন্য সময় নষ্ট করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি বীর ভ্রাতা হানিবলকে তাঁহার সহিত আশ্রয় দান করিয়া লইয়া আসিলেন। হানিবল এই সময়ে প্যারিসে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দূত ও সমস্ত চিঠিপত্র নিরোক্ত কর্তৃক ধ্বংস হইল। নিরোক্ত এই অভিযোগে অবিলম্বে ৭০০০ সৈন্য লইয়া হাস্‌ড্রবলের অভিযুক্ত প্রত্যবেগে যাত্রা করিলেন। হানিবল এই সংবাদ পাইবার পূর্বেই কলস্বয় সন্নিহিত সৈন্য লইয়া হাস্‌ড্রবলের সমুদ্রীণ হইলেন। নিরোক্তের প্রধান সন্ধে হানিবল পূর্বে কিছুই জানিতে পারেন না। নিরোক্ত ৭ দিনে ২৫০ মাইল পথ হাঁটিয়া লিভিয়ারের সহিত মিলিত হইলেন। কার্থেজীয় সৈন্যগণ তাঁহার আগমন সংবাদ জানিতে পারিল না। একদিন বিশ্রাম করিয়া উত্তর কক্ষলে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। হাস্‌ড্রবল দুইরূপ যুদ্ধভেদী গুলিয়া অস্থান করিলেন যে হানিবল পরাজিত হইয়াছেন এবং কলস্বয় মিলিত হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি যুদ্ধে পরাধীন হইয়া পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোমকসৈন্য তাঁহার অস্থগমন করিল। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া মেটোরাঙ্গ নদীর দক্ষিণ তীরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল। হাস্‌ড্রবল অত্যন্ত বীরত্ব এবং রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভীমকর্মা হাস্‌ড্রবলের ভয়াবহ যুদ্ধে সংগ্রহ সহস্র রোমকসৈন্য ধ্বংস হইল। পরে যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া হাস্‌ড্রবল, হানিবলকে পুত্রের এবং হানিবলের সহোদরের উপস্থিত হৃত্য লাভে উৎসাহিত হইলেন। তখন তিনি বস্ত্রমুণ্ডিত তরবারি হস্তে রণস্থলে ভীম পরাক্রমে শত্রুসংহার করিতে করিতে সমুদ্র যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন করিলেন। তাঁহার পুত্র একটীও অস্ত্রলেখ্য ছিল না। কলস্বয় নিরোক্ত হাস্‌ড্রবলের ছিন্ন মস্তক লইয়া বিদ্রোহে আগুনিয়া হানিবলের শিবির সমীপে যাত্রা করিলেন এবং শিবির মধ্যে ছিন্নমস্তক দিক্ষেপ করিয়া হাস্‌ড্রবলের পরাজয় ও মৃত্যু হানিবলকে জ্ঞাপন করিলেন। তদুপরে হানিবল মর্মভেদী বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি জানিরাছি, কার্থেজের হৃত্যগ্য আসন্ন প্রায়।”

মেটোরাঙ্গের যুদ্ধে রোমকগণ পুনরায় ইতালীর আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। হানিবল সমুদ্র যুদ্ধ বা স্থল প্রত্যগমন অসম্ভব মনে করিয়া বিভিন্ন স্থানস্থিত সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পর্তুত-পরিবৃত ক্রটিরাই নামক স্থানে দৃঢ়ভাবে শিবির সন্নিবেশ করিয়া ৪ বৎসরকাল অবস্থান করিলেন। এবার পিউনিক যুদ্ধের পরিবর্তিত হইল। আফ্রিকা ও স্পেনে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, সিপিও ২১২ খৃঃ পূঃ স্পেনে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রীসহ পুত্র সিপিও

একশ্রে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তখন বয়সেই শৌর্যবীর্যে আশ্চর্য পরিচয় প্রদান করিলেন। রোমবাসীরা তাঁহাকে দেবতার বরণ্য বলিয়া বলিয়া অভিহিত করত যুদ্ধের স্থলীয় বা এবং এ সময়ে তাঁহার মনেও ঐরূপ ধারণা ২১২ খৃঃ পূঃ ছিল যে, দেবতার তাঁহাকে সমস্ত কার্যে পরামর্শ দিয়া থাকেন। পরবর্তী রোমের ইতিহাস ইহার উজ্জল কীর্তিতে উজ্জাসিত। ইনি সমুদ্র বৎসর বয়ঃক্রমকালে ২১৮ খৃঃ পূঃ চিনিাসের ভীষণ যুদ্ধে পিতার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কানির রণক্ষেত্রেও তিনি ট্রিউনক্সে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আপিয়াস ক্লডিয়াসের সহিত স্পেনে সৈন্য পরিচালনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে রোমের প্রো-কন্সলের পদ শূন্য হওয়ার ২৪ বৎসর বয়স সিপিও উক্ত পদের প্রার্থী হইলেন। ২১০ খৃঃ পূঃ তিনি স্পেনে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন তদানীন্তন কার্থেজীয় সেনাপতি বার্কাসের হাস্‌ড্রবল, জিস্‌গোপুত্র হাস্‌ড্রবল এবং মাগো এই তিন জনের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি অকস্মাৎ কার্থেজীয় স্পেনের রাজধানী নিউ-কার্থেজ অধিকার করিতে সক্ষম করিলেন। অবিলম্বে উহা তাঁহার হস্তগত হইল। এই নগরের অভ্যন্তরে যুদ্ধোপকরণ এবং খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। সিপিও নগরধিকার করিয়া বন্দিগণের প্রতি বিশেষ সন্মত্বহার করিলেন। তাঁহার বীরত্ব এবং সন্মত্বহার দেখিয়া স্পেন-সর্দারগণ কার্থেজের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল এবং মাগোনিয়াস ও ইভিবিগিস নামক পরাক্রান্ত রাজ্যদ্বয় সিপিওর পক্ষপ্রণয় করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হাস্‌ড্রবল গোয়াডালকুইবার নদীতীরবর্তী বিকুলা নামক নগর সন্নিহানে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। কিন্তু এই স্থানের যুদ্ধে তিনি সিপিও কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। ইহার পরে ইনি হানিবলের সাহায্যার্থ ইতালীতে যাইয়া মেটোরাঙ্গের যুদ্ধে নিহত হন। সিপিও সমস্ত স্পেন জয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। পর বৎসর পুনরায় বিকুলার ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মাগো এবং জিস্‌গো-হাস্‌ড্রবলকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। কার্থেজীয় সেনাপতিদ্বয় গেডুস নামক এক প্রাচীন কিনিজীয় নগরে আশ্রয় লইলেন। স্পেনের আধিবাসিগণ রোমের জয় ঘোষণাপূর্বক, সকলেই সিপিওর পরণাম হইল। তাহার সিপিওর বীরত্ব, ক্ষমতা এবং সদর-ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

সিপিও এক্ষণে আফ্রিকার কার্থেজীয়গণকে পরাজয় করিবার সক্ষম করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া নিউমিডিয়ায় রাজপক্ষের সহিত সন্মত্বধারণ করিলেন। সিপিওর আকার সূচক প্রোজতা এবং বুদ্ধিমত্তার যুদ্ধ হইয়া

সকলেই তাঁহার সহিত বধ্যযন্ত্রে আবদ্ধ হইল। তিনি পশ্চিম নিউমিডিয়ায় মেসিনিয়াবিশিষ্ট পুত্র মেসিনিয়ার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। এইরূপে তিনি পূর্বে নিউমিডিয়ায় সাইকাসের মিত্রতা লাভ করিলেন। কিন্তু তৎপূর্বে জিস্গো হাস্‌ফ্রবলও সেই উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সিপিও তাঁহার সহিতও বন্ধুভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। জিস্গোর সকেনিসবা নারী এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। সাইকাস তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। অগত্যা সিপিও সাইকাসের সাহায্য হারাইলেন। স্পেন হইতে সিপিওর অল্পপরিচিতে বিবম বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সিপিও অবিলম্বে তথায় গমনপূর্বক ইলিটাজিস্ নামক নগর-বাসিনীগকে ভয়ানক শাস্তি প্রদান করিয়া বিদ্রোহানল নির্বাণ এবং অবিলম্বে গেডুস অধিকার করিলেন। মাগো স্পেন হইতে সিগারিয়া গমনপূর্বক হানিবলের সাহায্য করিতে লাগিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে স্পেন সম্পূর্ণরূপে সিপিওর করায়ত্ত হইল। সিপিও ২০৬ খৃঃ পূঃ রোমে গমনপূর্বক কমলপদের প্রার্থী হইলেন এবং ২০৫ খৃঃ পূর্বাক্ষের জন্ত কমল নিযুক্ত হইয়া আফ্রিকার বাইরা পিউনিক যুদ্ধের শেষ করিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রবীণ কমলদয় তাহাতে সম্মতি দিলেন না। তখন সিপিও সিসিলি জয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সেনেট তাঁহাকে সৈন্ত দিতে অনিচ্ছুক হইলেন। সিপিওর অদ্বুত প্রতিভায় শত সহস্র রোমক যুবক বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। সেনেট ইহা নিবারণ করিতে পারিলেন না। সিপিও সিসিলিতে বাইরা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে রোমে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে ফিরিয়া আনিবার জন্ত সেনেটকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সিপিও গ্রীক-সাহিত্যে অদ্বয়ত এবং অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন, তজ্জন্ত অনেক প্রাচীন রোমক তাঁহাকে ভাগবাসিতেন না। তাঁহার শত্রুগণ সংবাদ দিল যে, সিপিও সিসিলিতে বসিয়া বিলাসপ্রস্রোতে ভাসিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অরিলখে রোমে আহ্বান করা উচিত। কিন্তু সেনেট তাঁহাকে কিরাইতে সাহসী না হইয়া অল্পসঙ্কানের নিমিত্ত কমিশন পাঠাইলেন। তাঁহার বাইরা সিপিওর যুদ্ধোদ্যোগ এবং অভিনব রণকৌশল দেখিয়া বিস্মিত হুগরে ভূরসী প্রকাশ করিলেন। তখন সেনেট তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরিবর্তে আফ্রিকার বাইরা যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ২০৪ খৃঃ পূর্বাক্ষে সিপিও লিবি-বিদ্যান হইতে যাত্রা করিয়া আফ্রিকার উপকূলে উটিকা নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। কার্থেজীয় সৈন্য সিপিওর পূর্ব প্রতিদ্বন্দী জিস্গো হাস্‌ফ্রবলের অধীনে পক্ষিপাতি হইল

এবং তাঁহার আনাজ সাইকাস সাইকাস কার্থেজের গুরু যুদ্ধ করিতে আগিলেন। ২০৩ খৃঃ পূঃ রীতিমত যুদ্ধ হইল। মেসিনিয়া পূর্ব সৌম্য অল্পসারে সিপিওর গণ অবলম্বন করিলেন।

দ্বিতীয় নিম্নে সিপিও কার্থেজীয় বিধির আক্রমণপূর্বক অগ্নি প্রদান করিলেন। সমস্ত শিবির তরীভূত হইল। অধিকাংশ কার্থেজীয় সৈন্য তরবারি ও অগ্নিযুগে জীবন বিসর্জন করিল। হাস্‌ফ্রবল পুনর্বীর আর একল সৈন্য লইয়া সাইকাসের সাহায্যে যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইল। কিন্তু সিপিও ও মেসিনিয়ার মিলিত সৈন্য তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল। সাইকাসের প্রণয়িনী সকেনিসবা বন্দিী হইলেন। মেসিনিয়া বহুদিন ইহার পাণ্ডিপ্ৰার্থী ছিলেন, এক্ষণে চিরান্তিলবিত দয়ালমাতাকে বন্দিী পাইয়া তাহাকে সিপিওর অজ্ঞাতসারে বিবাহ করিলেন। সিপিও তাহিলেন, পাছে এই বিবাহে মেসিনিয়া স্বীয় স্বপ্নের হাস্‌ফ্রবলের পক্ষাভ্র করে, এইজন্য তিনি উক্ত কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে বলিলেন। মেসিনিয়া সকেনিসবাকে যথার্থ ভাল বাসিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহার অকলম্বী হইয়া সে যে বন্দিী হইবে, তাহা তাঁহার সহ্য হইলনা। তিনি প্রণয়িনীকে বিব প্রদান করিলেন। এইরূপে সকেনিসবার চূর্তাগ্যের শেষ হইল। কার্থেজীয়গণ সিপিওর পরাক্রমে ব্যতিব্যস্ত হইয়া রোম হইতে আসিবার জন্য হানিবল ও মাগোর নিকট দূত পাঠাইল। হানিবল সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল ইতালীতে যুদ্ধ করিয়া ইতালীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। হানিবলের স্বদেশগমনে রোমকগণ মহা আনন্দিত হইল। হানিবলের সহিত যুদ্ধে রোমকদিগের ৩০০০০০ সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, ধনসম্পৎ কত যে লুপ্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা দুকর। রোমকগণ তৎপূর্বে এতাদৃশ যুদ্ধপ্রতিভা নয়নগোচর বা কর্ণগোচর করে নাই।

অধিতীয় পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আজ্ঞাপালনের জন্য যে মহাব্রতের উদ্যাপন করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ পূর্ণ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া হানিবল জাহাজে উঠিলেন। তিনি কার্থেজে উপস্থিত হইবা মাত্র কার্থেজীয়গণ পুনরায় নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। কিন্তু হানিবল বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ অপেক্ষা সন্ধির অস্তাবের অল্পমোদন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধোদ্যত কার্থেজীয় সৈন্যগণ রোমক-সেনাপতি সিপিওর সন্ধির সর্তে স্বীকৃত হইল না। হানিবল স্বয়ং সিপিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন কোন সর্ত পরিবর্তন করিতে বলিলেন, কিন্তু সিপিও তাহা গুলিলেন না। অগত্যা যুদ্ধ বাধিল। ২০২ খৃঃ পূঃ, জেরা নামক স্থানে উক্ত সৈন্যের তবস্তর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হানিবল অদ্বুত রণকৌশল প্রদর্শন

করিতে লাগিলেন, কিন্তু যে অব্যাহতীয় অমিত বিরুদ্ধে তিনি রোমক রাজ্য ছিন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা ছিল না। তৎকালিত বহুসংখ্যক রণযাতক সিণ্ডিগর অকৃত্ত বীর্যে অকর্তব্য হইয়া গেল। নিহত সৈনিকের রক্তস্রোতে শোণিত নদী প্রবাহিত হইল। যোরতর যুদ্ধের পরে সিণ্ডিগর অরণ্যে অকর্তব্য করিলেন। ২০০০০ কার্বেজীয় সৈন্যের ছিন্ন যুদ্ধে রণস্থল ভীষণ দূস্ত ধারণ করিল। ২৫০০০ কার্বেজীয় বন্দী হইল। হালিগল অতিক্রমে প্রাণ রক্ষা করিলেন। মেনিনিয়া তাহার অধ্বস্তী হইলেন।

পুনর্বীর যুদ্ধ অনন্তব বুদ্ধি কার্বেজীয়গণ সন্ধির প্রস্তাব করিল। সিণ্ডিগর সন্ধির সর্ব পূর্ণাঙ্গাঙ্গাও কর্তৃত্ব করিলেন। কিন্তু কার্বেজের উপায়ান্তর ছিল না। ২০১ খৃঃ পূঃ সন্ধির স্বাক্ষরিত হইল। কার্বেজীয়গণ আক্রমণ স্বাধীন ভাবে রাজ্য করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের অন্যান্য সমস্ত অধিকার বিলুপ্ত হইল। ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, তাঁহারা রোমের আদেশ ব্যতীত যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে পারিবেন না এবং রণস্থলী সকল রোমকদিগকে দিবে। মেনিনিয়াকে তাহারা নিউমিডিয়া রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১০০০০ রোপ্য মুদ্রা ৫০ বৎসরের মধ্যে রোমকে প্রদান করিবেন।

এইরূপে রোম বাহুবলে পশ্চিম প্রদেশের সার্কডোম অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। রাজ্যসীমা দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে চলিল। রোমকগণের রণতরী ভূমধ্যসাগরে অকৃত্তোত্তরে বিচরণ করিতে লাগিল। বিশাল স্পেন-রাজ্য রোমক শাসনাধীন হইল। এবং তদানীন্তন প্রাচীন জগতে রোমের সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত বলিয়া সর্বতোভাবে স্বীকৃত হইল। এই যুদ্ধের পরে রোমের রাজ্য পরিধি এসিয়াখণ্ডেও বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময়ে বিখ্যাত আলেকসান্দরের উত্তরাধিকারিণ কঠক সংস্থাপিত গ্রীক রাজ্যগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল। যে সিরীয়া রাজ্য সিঙ্কুন হইতে ইজিরন সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রদেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। এসিয়া মাইনরের রাজগণ সিরীয়ায় শাসন অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন। ফ্রাইজিয়া এবং গালেশিয়ার গণগণ প্রবল হইয়াছিল। মাইসিয়া নামক নতুন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার রাজধানী পার্গামাস্। পার্গামাসের রাজা আটাল্লাস দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় রোমের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ওর অস্তিত্বকাল সিরীয়ার রাজা ছিলেন, তিনি পার্গামাসদিগকে পরাজিত করিয়া "গ্রেট" বা মহারাজ আখ্যা পাইয়াছিলেন। এই সময়ে টলেমীকীয় গ্রীক রাজগণ মিসরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ইটালীও পিরহাসের সময়ে দূত

পাঠাইয়া রোমের সহিত সন্ধিসন্ধি আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ২০৫ খৃঃ পূঃ ৪র্থ টলেমীর যুদ্ধ হওয়ার বালকসম্রাট টলেমী এসিকেনিস্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার মন্ত্রিগণ সিরীয়া ও মাকিদনের আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া রোমক-সেনাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইজিরনসাগরে রোডসের সাধারণতঃ সামুদ্রযুদ্ধে অধিতীর বলিয়া বিবেচিত ছিলেন, এই সাধারণ তত্ত্বও মাকিদনের আক্রমণ আশঙ্কায় রোমের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। মাকিদনিয়া এই সময়ে প্রাচ্যজগতে পরাক্রমশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। স্বদক্ষ নরপতি ৫ম ফিলিপ ইহার শাসনকণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি ২২০ খৃঃ পূঃ ১৭শ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রীসদেশে তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তৎকালে গ্রীসে 'এক্সানলিগ্' ও 'ইতোলিগানলিগ্' নামে দুইটি নতুন সম্রাটের অত্যাধীন হইয়াছিল। আথেন্স এবং স্পার্টা তখন পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু পূর্বগোরব এখন ছায়াবশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। যখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের এইরূপ অবস্থা, তখন রোমের সহিত মাকিদনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল।

পূর্বেরই উক্ত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধকালে মাকিদনপতি ফিলিপ কার্বেজের পক্ষ হইয়া রোমের সহিত শত্রুতা-চরণ করিয়াছিলেন। দিমিত্রিয়াস্ নামক একজন বিশ্বাস-ঘাতক গ্রীকবিরোধী ইলিরীয় প্রদেশ হইতে রোমকগণকর্ষক বিভাড়িত হইয়াছিল। সে ফিলিপের রাজসভায় যাইয়া রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং পরামর্শদাতা হইয়াছিল। ফিলিপ সর্বদা তাহার আজ্ঞাবহ থাকিতেন। দিমিত্রিয়াস্ যুবক ফিলিপের

অন্তঃকরণে জিগীষা বলবতী করিয়া দিয়া
মাকিদনীয় সিরীয়া রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।
ও গালেশিয়ার যুদ্ধ
(২১৪-২০৮ খৃঃ পূঃ) ২১৪ খৃঃ পূঃ ফিলিপ কএকখানি রণতরীর

সাহায্যে অত্রিকম অধিকার করিয়া আপোলনিয়া অবরোধ করেন। কিন্তু রোমক-সৈন্য আগমন করায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিন বৎসর আর কোন ঘটনা নাই। পরে ২১১ খৃঃ পূঃ বৎসর 'ইতোলিগানলিগ্' রোমের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল, তখন তাহার ফিলিপের বিশেষ বিরোধভাজন হইল। এই সময়ে 'এক্সানলিগ্' ফিলিপের সহিত মিলিত হইল। ইতোলিগানলিগ্ অগত্যা ফিলিপের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এই সময়ে রোম আক্রমণ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় রোমকগণও ২০৫ খৃঃ পূঃ ফিলিপের সহিত সন্ধি করিল। এই প্রকারে প্রথম মাকিদনীয় যুদ্ধের অবসান হইল। কিন্তু উত্তরণকই তৎকালে বুদ্ধিরাছিলেন যে, এই সন্ধি স্থায়ী হইবে না। সিণ্ডিগর বৎসর আক্রমণ প্রসিদ্ধ জেবার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তৎকালে

কিলিপ হানিবলের সাহায্যে ৪০০০ সৈন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি ইলিরন সাগরে প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য সমস্ত গ্রীস্ স্বরূপে আনাগন করিতেছিলেন। উক্ত্যনা রোড্‌সের সাধারণতর এবং পার্গামাসের রাজা আটাল্লাসকে অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন। ইহারা উভয়েই রোমের সহিত মিত্রতা-গ্ৰহণে বদ্ধ ছিলেন। কিলিপ যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে সিরীয়ারাজ অস্তিওকাসের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। হুতরাং রোম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এই প্রকারে দ্বিতীয়বার মাকিদনীর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে (২০০ খৃঃ পূঃ) কিলিপ প্রথমে আথেন্স আক্রমণ করিলেন। তাহাতে কলস সাগপে-নি-রাস্ গল্‌বা কএকখানি রণতরী লইয়া আথেন্সের সাহায্যার্থ আসিলেন। কিলিপ ক্রোধাক্ত হইয়া আথেন্সবাসীদিগের উপর উদ্বাসনক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ নব্বাটত হওয়ার কোন পক্ষই অর পরাজয় লাভ করিতে পারিলেন না। গল্‌বায় পরে ভিলিয়াস্ কলস নিযুক্ত হইলেন (১৯৯ খৃঃ পূঃ)। তিনিও কিলিপের কিছু করিতে পারিলেন না। তৎপরে ১৯৮ খৃঃ পূঃ ক্রেমিনিয়াস্ কলস নিযুক্ত হইয়া নবো-ভ্রমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে থেসালী অধিকারপূর্বক ফোসিস এবং লোক্রিসে শীতকাল কাটাইলেন। পরবৎসর ১৯৭ খৃঃ পূঃ শিনো-সেফাগে বা "কুজুর যন্তক" নামক স্থানের যুদ্ধে দ্বিতীয় মাকিদনীর যুদ্ধের অবসান হইল। রোমক-গণ প্রথমে বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পরে ইতোলিয়ান অখারোহী সৈন্যের ভীম বিক্রমে রক্ষা পাইলেন। মাকিদনীর সৈন্যও (phalanx) অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৮০০০ মাকিদনীর সৈন্য হত এবং ৫০০০ বন্দী হইল। কিন্তু রোমকপক্ষে ৭০০এর অধিক সৈন্য ক্ষয় হয় নাই। কিলিপ অগত্যা সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৬ খৃঃ পূঃ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইহা দ্বারা কিলিপ গ্রাসদেশ হইতে সৈন্ত উঠাইয়া লইলেন। রণতরী সকল রোমকদিগকে প্রদান করিলেন এবং রোমের অনুমতি ব্যতীত কোন দেশের সহিত মিত্রতা করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ১০০০ মুদ্রা রোমকদিগকে প্রদান করিলেন।

ক্রেমিনিয়াস্ গ্রীকদেশকে অবিলম্বে রোমের শাসনাধীন করা সম্ভব নহ্ন মনে করিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। পরে ৫ বৎসর গ্রীসে অবস্থানপূর্বক শাসনপদ্ধতি সংস্থাপন করিয়া অরোলাসে মহাসমারোহে রোমে প্রত্যাপন করিলেন এবং সর্বজন কর্তৃক বিপুল সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে সিরীয়ারাজ অস্তিওকাস্ এলিয়া মাইনর অবরোধ করিয়া গ্রীস আক্রমণের উদ্যম করিতেছিলেন।

এদিকে গ্রীসের ইতোলিয়ানগণ উক্ত্য বৃত্ত: কিলিপ ও অস্তিওকাসকে রোমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল। কিন্তু কিলিপ পুনরায় রোমের বিরুদ্ধে অনুস্থান করিতে সাহসী হইলেন না। অস্তিওকাস এক নেবিল্ ইতোলিয়ানদিগের প্রার্থ-নার সম্মত হইলেন। এই সময়ে হানিবল স্বদেশ হইতে নির্বা-সিত হইয়া সিরীয়ার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কারণ তিনি পুনরায় রোমের বিরুদ্ধে অনুস্থানের উদ্যোগ করার তত্ত্বা-সেনেট তাঁহাকে নির্বাসিত করেন। সিরীয়ারাজ মহানন্দে হানিবলকে অভিনন্দন করিয়া সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। অস্তিওকাস্ ১৯২ খৃঃ পূঃ থেসালীর স্ত্রাসিক মিমেনিয়াস্ নামক ছুরক্ষিত চূর্ণে উপস্থিত হইলেন। ১৯১ খৃঃ পূঃ রোমকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কলস এলিয়াস্ ম্রেত্রিও থেসালী যাত্রা করিলেন। অস্তিওকাস্ থার্মোপলি নামক গিরিপথে শিবির সন্নিবেশপূর্বক রোমক-সৈন্তের দ্ব্যগ্রীসে বাইবার পথ আটকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু রোমকগণ আর একটা গিরিসঙ্কটের সম্মান পাইয়া কেই পথে অবিলম্বে সিরীর সৈন্তের পশ্চাদ্দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে সিরীর সৈন্ত রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। অস্তিওকাস্ গ্রীস-বিজয় নিশ্চল মনে করিয়া এলিয়ায় স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ১৯০ খৃঃ পূঃ হানিবলজ্যেতা সিপিও আফ্রিকেনাসের ভ্রাতা এল-সিপিও এবং সি লেলিয়াস্ কলস নিযুক্ত হইলেন। এল-সিপিও অস্তি-ওকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাইবার প্রার্থনা করার, সেনেট তাঁহার কার্যদক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া সম্মতি দেন নাই। কিন্তু সিপিও আফ্রিকেনাস্ ভ্রাতার সঙ্গে যাইবেন শুনিয়া সেনেট পরে অনুমতি প্রদান করিলেন।

এদিকে অস্তিওকাস্ এক বিরাট্ সৈন্তদল সংগঠন করিয়া পার্গামাস্ রাজ্যে সূঠন ও অত্যাচার করিতেছিলেন। রোমক-সৈন্ত হেলেন্‌পন্ড অতিক্রম করিয়া তাঁহার সমুখীন হইল। সিপাইলাস্ পর্বতের পাদদেশে মাগ্নিসিয়া নামক স্থানে যুদ্ধ চলিল। রোমকদিগের লোকতরফর বীর্যে অশিক্ষিত সিরীয়-সৈন্ত একেবারে ধ্বংস পাইল। ৫৩০০০ সিরীয়-সৈন্তের রক্তে যুদ্ধক্ষেত্র রঞ্জিত হইল। রোমকদিগের কেবল ৪০০ মাত্র সৈন্ত হত হইয়াছিল। অস্তিওকাস্ গত্যন্তর নাই বুঝিয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। রোমকগণ সন্ত করিলেন যে, (১) তিনি টরাস্ পর্বতের পশ্চিমস্থ সমস্ত প্রদেশ রোমকদিগকে প্রদান করিবেন অর্থাৎ তিনি কেবল এলিয়া মাইনরের রাজা থাকিবেন, (২) ১১ বৎসরের মধ্যে ১৫০০০ মুদ্রা যুদ্ধের কতি পূরণ স্বরূপ প্রদান করিবেন, (৩) রণতরী এবং রণতরী সকল রোমকদিগকে প্রদান করিবেন, (৪) এবং হানিবলকে বন্দী

করিয়া রোমকদিগের হাতে সমর্পণ করিলেন। অস্তিত্বকাল নিরূপায় হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। হানিবল বেগতিক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রীতবীপে পলায়ন করিলেন, তৎপরে তিনি বিখ্যাতিনিয়ার রাজ-সভায় গমন করিলেন।

এল্‌ সিপিও অতুল ধনসম্পদ লইয়া মহাসমারোহে জনগণ হৃদয়ে রোমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অগ্রদূত যেমন আফ্রিকা জয় করিয়া ‘আফ্রিকেনাস’ উপাধি পাইয়াছিলেন, তিনি তদনুসারে এসিয়া মাইনর জয় করিয়া ‘এসিয়াতিকা’ উপাধি লাভ করিলেন। এক্ষণে রোমকগণ বিজোহী ইতোলিয়ানদিগকে শাস্তি দিতে বসিবার হইলেন। ১৮২ খৃঃ পূঃ ককল কালভিয়ার্স নোবিলিওর গ্রীসে গমনপূর্বক তত্ত্বায়া এসিক নগর এথেন্সিয়া অধিকার করিলেন। ইতোলিয়ানগণ নিরূপায় হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিল। সন্ধির শর্ত অনুসারে তাহারা স্বাধীনতা হারািয়া সর্বতোভাবে রোমের অধীন হইল এবং যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৫০০ টালেণ্ট প্রদান করিল। এই রূপে এসিক ইতোলিয়ানদিগের ক্ষমতা ধ্বংসীকৃত হইল। নোবিলিওরের সম্ভ্রান্ত ককল মানলিয়ার্স ডলসো এক্ষণে এসিয়ারাইনরের সম্বন্ধিত রাজ্য সমূহে শাস্তি স্থাপনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে বিজয়ীবা এক অর্থলালসা বলবতী হইয়া উঠিল, তজ্জন্ত তিনি সেনেটের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই একেবারে গালেশিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপূর্বে কোন ককল সেনেটের বিনামুমতিতে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। মানলিয়ার্স প্রবল বিরুদ্ধে গালেশিয়ানদিগকে পরাজয়পূর্বক প্রভূত ধনস্বয় লাভ করিলেন। কিন্তু রোমকগণ এখন এসিয়ার বিজিত প্রদেশে কোন মুখ্য শাসনপ্রণালী প্রবর্তন দ্বারা রোমের অধীন করিলেন না। তাঁহারা পার্গামাসের রাজা ইউমিনসকে চার্সোনিজ, মাইসিয়া এবং লিভিয়ার শাসন ভার প্রদান করিলেন এবং কেরিয়ার অধিকাংশ রোডিয়ান সাধারণতন্ত্রের অধীনে স্থাপন করিলেন। মানলিয়ার্স ১৮৭ খৃঃ পূঃ মহাসমারোহে রোমে প্রবেশ করিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ রোমের এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহকে (তুলতান মাক্‌দের ভার) কেবল অর্থলব্ধনের অজ্ঞাতর পদা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

৪৭কালে রোমকগণ এসিয়া খণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে বিপুল অর্থ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিলেন, তৎকালে পশ্চিম যুরোপে উপরোক্ত জাতি সকলের সহিত তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ইতালীর উত্তরে পো নদীর (২০০-১৭৫ খৃঃ পূঃ) তীব্রবর্তী যুদ্ধবিষয়ক গল এবং লিগারিও জাতিগণ হামিলকার নামক অন্য এক কার্যকরী সেনানীর উদ্ভেদনায় রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে সক্ষম হইয়াছিল। ২০০

খৃঃ পূঃ পুনরায় রোমাবিরুদ্ধে রোমেলিও ও তৎসম্বন্ধিত ক-একটি স্থান লুণ্ঠনপূর্বক যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রোমকগণ এই পার্শ্বতা বর্কর জাতিগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে মনস্থ করিলেন। প্রথমে পো নদীর উত্তর ইনসুবার এবং সিনোনিগণ পরাজিত হইয়া বস্ততা স্বীকার করিল। পরে ১৯১ খৃঃ পূঃ কর্ণিদিয়ার্স পি-সিপিও বো-আইগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত সমস্ত যুবকদিগকে তরবারি মুখে নিহত করিলেন। এই সময় হইতে সিলাল্পাইনগণ সম্পূর্ণরূপে রোমের অধীন হইল। এই পার্শ্বতা জাতিগণকে দমনে রাধিবার জন্য বোনোনিয়া এবং বোলন নামক স্থানে দুইটা উপনিবেশ সংস্থাপিত হইল এবং বড় রাস্তা নির্মাণ দ্বারা ঐ সকল স্থান রোমের দহিত সংযুক্ত হইল। ১৮০ খৃঃ পূঃ ককল ইমিলিয়ার্স লেপিডাস এই প্রকাণ্ড পথ নির্মাণ করেন। কিন্তু লিগারিয়ারদিগকে পরাজয় করিতে আট বৎসর লাগিয়াছিল। স্মারূপ ইহারা একান্ত ভাবে যুদ্ধ না করিয়া পর্ত্ত গছবরে ও বনান্তরালে লুণ্ঠিত থাকিত। এই সকল যুদ্ধে রোমের রাজ্যসীমা আপিনাইন পর্ত্তপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সিপিওকর্ক স্পেনদেশে অবিকারের পরে তথায় রোমক-শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। স্পেনদেশ উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত হইজন রোমক প্রিটর বা মাজিষ্ট্রেটকর্ক শাসিত হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিমে অনেক যুদ্ধপ্রিয় জাতি তখনও রোমের অধীনতা স্বীকার করে নাই। মধ্যে স্পেনের কেভিবেরিয়ানগণ, পর্তুগালের লিউসেটেনিয়ানগণ, এবং কেটেব্রিয়ান ও গালেশিয়ানগণ তখন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিল। রোমকগণ শাস্তি স্থাপনের জন্য পরাক্রান্ত চারিদল সৈন্য রোমে রাধিয়াছিলেন এবং ইহাদিগের ব্যয়-নির্বাহার্থ অধিবাসিদিগের নিকট হইতে সর্বপ্রথমে করগ্রহণ-প্রথা প্রবর্তিত হয়। রোমকশাসন স্পেনে স্থায়ীভাবে বহুমূল হইতেছে দেখিয়া অধিবাসিগণ বিজোহী হইল। ককল এম্‌ পোসিয়ার্স কেটো বিজোহমনের জন্য স্পেনে প্রেরিত হইলেন (১৯৫ খৃঃ পূঃ)। সমস্ত দেশ রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। কিন্তু কেটোর শাসন-কুশলতা এবং ক্রমৈপুণ্যে পুনরায় রোমক-শাসন দৃঢ়ীকৃত হইল। কেটো যেদ্রপ নরহত্যা করিয়াছিলেন তাহা ওনিলে ভীত হইতে হয়। তিনি নগরখনসে ও নরহত্যার অভ্যন্ত পৌরষ অঙ্গত্ব করিতেন। কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর ও কুশলব্যবহারে সকলেই রোমের শাসনে বিরক্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে ককল সেপ্তিমিয়ার্স প্রাকাসের শাস্তিবর্তী নীতিতে স্পেনবাসিগণ পুনরায় রোমকশাসনের অঙ্গবর্তী হইতে লাগিল (১৭২ খৃঃ পূঃ)।

এই সময়ের রোমের 'কনস্টিটিউশন' বা শাসনব্যবস্থা অতি-সংক্ষেপে বলা উচিত। পূর্বে প্রিবিয়ান পিটিশিয়ান পক্ষের

রোম-শাসনপ্রণালী
ও নৈতিকতাব্যবস্থা

বিরোধ ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে। এখন প্রিবিয়ানগণ সকল বিষয়েই পেটিশিয়ান-বিগের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পর হইতে উত্তর দলে আর কোন বিরোধ ঘটে নাই। কারণ প্রতি বৎসর দুইজন কন্সল এবং দুইজন সেন্সর প্রিবিয়ান পক্ষ হইতে নিয়মিতরূপে নির্বাচিত হইতেন। পেটিশিয়ানবিগের কোন কোন কাল্পনিক উৎকর্ষ ভিন্ন অন্য কোন সুবিধা ছিল না। প্রত্যেক রোমবাসী ভিন্ন ভিন্ন সরকারী কার্য্য করিবার পরে কন্সল হইতে পারিতেন। কিন্তু ঐহারা নিরতন পক্ষে কার্য্য করিতেন না, তাঁহাদের গুণাধিক্য থাকিলেও কন্সল হইতে পারিতেন না। কেবল প্রসিকুটিওর সিপিওর নিয়োগবিষয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ১৭৯ খৃঃপূঃ 'লেগ্ন আনালিস' নামে এক আইন প্রণীত হয়, তদনুসারে 'কোয়েষ্টরশিপ' বা নিরতন ম্যাজিষ্ট্রেট পক্ষে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির বয়স ২৮ বৎসর নির্দিষ্ট হয় এবং তদুচ্চতর 'ইডাইলশিপের' ৩৭, প্রিটরশিপের ৪০ এবং কন্সল পদের জন্ম ৪৩ বৎসর বয়স নির্দিষ্ট হইল। ঐহারা উক্ত পদে ক্রমান্বয়ে কার্য্য করিতেন তাঁহারা যথাকালে কন্সল পদের প্রার্থী হইতে পারিতেন। উপরোক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটগণ দুইভাগে বিভক্ত ছিলেন—রাজচিহ্নালঙ্কৃত কিউরিউল যথা কন্সল, প্রিটর ইত্যাদি এবং নন-কিউরিউল ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডিক্টেটর প্রভৃতি।

১। কোয়েষ্টরগণ রাজ্যের বেতন প্রদানের এবং রাজস্ব-সংগ্রহের কর্তা ছিলেন। তাঁহারা রাজস্ব আদায় এবং সামরিক ও দেওয়ানী কার্য্যের কর্মচারীদিগকে বেতন দিতেন। তাঁহাদের অধীনে কোষাগার থাকিত।

২। ইডাইলগণ ঠিক পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্ট বা সরকারী পুস্তকাগারের নির্বাহক ছিলেন। ইহাদের তত্ত্বাবধানে সরকারী অট্টালিকা-নির্মাণ ও মেয়ামতাদি হইত, পথ প্রস্তুত, নদীমা নির্মাণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য ইহাদিগের অধীনে থাকিত। এতদ্বিন্ন ইহারা পুলিশের পরিরক্ষক ছিলেন। সরকারী ক্রীড়া কোড়ুক, আমোদপ্রমোদ ও উৎসবাদি ইহাদিগের পরিচালনে নির্বাহিত হইত।

৩। প্রিটর ও কন্সল (বা রাজকীয় ম্যাজিষ্ট্রেট) প্রিটরগণ সেনেট-সভা আহ্বান, ব্যবহার-শাস্ত্রপ্রণয়ন এবং সামরিক শাসন বিধির অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেক প্রিটরের ৬ জন লিঙ্কর থাকিত। প্রথমে সিবিল বিচার বা নাগরিক বিচার-কার্য্যের জন্ম একজন প্রিটর নিযুক্ত হইতেন। ২৪৬ খৃঃপূঃ হইতে অন্ত

একজন প্রিটর নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। ইনি বৈদেশিক শাসনের বিচার-নির্বাহক ছিলেন। কিন্তু ২২৭ খৃঃপূঃ সিসিলি ও সার্ডিনিয়া-শাসনের জন্ম অন্ত দুইজন প্রিটর নিযুক্ত হন। পরে ১৯৭ খৃঃপূঃ স্পেনের জন্ম আর ২ জন প্রিটর নিযুক্ত হইলেন। এই প্রকারে প্রিটরের সংখ্যা ৬টি হয়, তন্মধ্যে দুইজন রোমের ও অপর চারিজন বিদেশস্থ রাজ্যের।

৪। কন্সলগণ উচ্চতর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহারা রাজ্য-শাসন ও সামরিকবিভাগের পরিচালক ছিলেন। তাঁহারা সেনেট আহ্বান এবং সাধারণ সভার অধিবেশন করিতে পারিতেন। তাঁহারা সেনেটের সভাপতিরূপে কর্তৃত্ব করিতেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণের সম্মতিক্রমে ইহারা সৈন্যবিভাগের সর্কমর কর্তা ছিলেন। তাঁহারা ই প্রকৃত প্রস্তাবে সৈন্যগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে ১২ জন লিঙ্কর থাকিত। উপরোক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রতি বৎসরেই নূতন করিয়া নির্বাচিত হইতেন। ইহাদের অধীনে কখন কখন প্রো-কন্সল ও প্রো-প্রিটরগণ নিযুক্ত হইতেন। সাধারণ তত্ত্বের পরবর্তিকালে কন্সলগণের শাসনকাল কুহাইলে তাঁহারা প্রো-কন্সলরূপে বৈদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতেন।

৫। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত ডিক্টেটরশিপের বিশেষ প্রচলন ছিল। কিন্তু রোমের প্রাধাত্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অসাধারণপদের তত আবশ্যকতা হইত না। তবে কন্সলগণ কোন যুদ্ধবিগ্রহের সময় ডিক্টেটরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেন।

৬। সেন্সরগণ—প্রত্যেক ৫ বৎসরে দুইজন সেন্সর নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু ১৮ মাসের অধিক কেহ উক্ত পদে কার্য্য করিতে পারিতেন না। ইহাদিগের কার্য্য বিশেষ প্ররোজনীয় ও দায়িত্ব-পূর্ণ ছিল। ইহাদিগের কার্য্য ৩ ভাগে বিভক্ত ছিল—

(১) ইহাদের সর্বপ্রথম কার্য্য মারুয় গণনা এবং তৎপরে ইহারা গণনাতালিকা প্রস্তুতপূর্বক প্রত্যেক অধিবাসীর সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করিতেন, আরকর ও রাজস্বনির্ধারণের জন্মই সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারিত হইত। পরে সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে অধিবাসিগণের শ্রেণীবিভাগ হইত। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, সার্ডিনিয়া টালিয়াস্ এই প্রথা সর্বপ্রথমে প্রবর্তিত করিয়া যান।

(২) সেন্সরগণের দ্বিতীয় কার্য্য—অধিবাসিগণের চরিত্র ও ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা। এ বিষয়ে তাঁহারা নিজের কর্তব্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেন, কাহার অসুযোগাদি ও প্রশংসাপত্র মানিতেন না। তাঁহারা ব্যক্তিগত ও সাধারণ অসুযোগবাহকের জন্ম শাস্তি বিধান করিতেন। ইহাদিগের শাসন মতে সকলেই প্রাচীন রোমকের জাতীয় ধর্মরক্ষা করিতে বাধ্য

ছিলেন। অন্যসবকেই বিবাহিত জীবন বাসনপূর্বক বিলাসিতা ভোগ এবং মিথ্যার করিতে বাধ্য হইতেন। কেহই অন্যু তাবে থাকিরা বিলাসে এবং অমিত্যচারে জীবন বাসন করিতে পারিতেন না। সেলসরণ উচ্চশ্রেণীর পোককে নির প্রেসীতে আনয়ন, সেলসেটের সবতপকে মোবের জন্ত বৃত্তিকরণ, এবং সাধারণকে রাজকীয় সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিতেন।

(৩) এতদ্ব্যতীত ইহার সেলসেটের পরামর্শ মতে রাজ্যশাসনের ও রাজস্বসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। পূর্তকার্যের উন্নতিকল্পার্থ ইহানিসের হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ব্যয়িত। তাহাযারা বড় বড় রাজস্ব নির্দিষ্ট হইত।

সেনেট।

সেনেট প্রথমে একটি ক্ষুদ্র মন্ত্রিসভা মাত্র ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহা রাজ্যের শাসনব্যয়ের একমাত্র পরিচালক হইয়া উঠে। রাজিট্রুটগণ কেবল সেনেটের কার্যকারিতারূপে পরিণত হন। ৩০০ সদস্য লইয়া সেনেটসভা গঠিত হইত। বিশেষ কারণে কোন সদস্য অভিযুক্ত না হইলে সকল সভাই আত্মীয় সভ্যরূপে নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু এই সভাপদ পুরুষাত্মকমিক হইত না। প্রত্যেক ৫ বৎসর অন্তর নির্বাচন ঘা। শূন্য সভ্যের পদ পূর্ণ হইত। সরকারী রাজিট্রুটগণের মধ্য হইতেই অধিকাংশ সভ্য নির্বাচিত হইতেন। রাজনীতিবিদ্যার প্রবীণ ও বিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারিলে কেহ সেনেটের সভ্য হইতে পারিতেন না।

সেনেটের সর্বভোগ্য ক্ষমতা ছিল। সেনেটের অমুখতি হইলে কোন কোন আইনে সাধারণের সম্মতি বৃদ্ধি হইত। কিন্তু অনেক বিষয়ে সেনেট সাধারণের সম্মতি ব্যতীত আইন প্রচলন করিতে পারিতেন। যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়েও সেনেটের নির্দেশ অনুসারে কললগণ কার্য করিতেন। পররাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধিস্থাপন বিষয়েও সেনেটের সার্বভৌম প্রভাব ছিল। এতত্তির কমিশিয়া কিউরিনাটা, কমিশিয়া সেকুরিটো, কমিশিয়া টিবিউটা পপুলি প্রভৃতি একাটী সাধারণ সমিতিও সময়ে সময়ে গঠিত হইরাছিল।

রোমের আভ্যন্তরিক অবস্থা।

রাজকীয় বৃদ্ধের পরে রোমে লানা বিষয়ে লানা পরিবর্তন ঘটরাছিল। এলিরাথও জরলাত করিবার পর হইতে রোমের জাতীয় চরিত্রে বিবিধ পরিবর্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। ইহার পূর্বে রোমকগণ উচ্চশ্রেণী, পরিপ্রবী, ধর্মভীরু এবং সংযত-চরিত্র বলিয়া জগতে বিখ্যাত ছিলেন। মিথ্যার উদাহরণ প্রদান শূন্য ছিল। বড় বড় রাজিট্রুটগণ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বহুতে হলাচলনা করিতেন এক কল ও সেলসরণ

সর্ববিধ পার্হস্যকার্য বহুতে সম্পাদন করিতে মুগ্ধ হইতেন না। সাহিত্য ও শিল্পে রোমকবিশেষ অগ্রগতি ছিল না। কোন কোন বিষয়ে তাহার উন্নত ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিল।

কিন্তু অর্ধের এলিরাথ যে, এলিরাথও জরলাতপূর্বক জনসকল হইবারাজ রোমের জাতীয় চরিত্রে মহাপরিবর্তনের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। যাহারা ত্যাগকেই ধর্ম বলিয়া জানিতেন, তাহারা অর্থ পাইয়া ভোগকেই প্রধান ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং ইতিহাসলেখকেই মহত্বভোগের চরমোৎকর্ষ মনে করিয়া জন্মসাধনে প্রমত্ত হইলেন। শিল্প ও আর্কিটেকনাস্ এবং প্রেমিনিরাস্ গ্রীক শিল্প ও সাহিত্যের রসাধারন করিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিবর্গ গ্রীকগণের বিলাসবাসনা ও মোবের অলঙ্করণ করিতে লাগিলেন। যাহারা বহুতে রকন করিতেন, তাহারা পাচক নিযুক্ত করিলেন। পাচকের সংখ্যা অল্প বলিয়া পাচক মহার্ঘ হইয়া উঠিল এবং অল্পদিনেই রোমক নরনারীর নৈতিক চরিত্রে লানা দোষ স্পর্শ করিল।

বাকাসেলিয়ার বড়বড়।

কোন জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে—জাতীয় চরিত্রের উন্নতি অবনতির সঙ্গে সঙ্গে—জাতীয় দেবদেবীগণের উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। দক্ষিণ-ইতালী হইতে বেকাস্ নামক মদিয়া ও মদমের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা রোমে স্থাপিত হইলেন। মদিয়াবোলে মদনচতুর্দশী প্রভের অমুষ্ঠান হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে গৃহে গৃহে মদিয়া ও মদনদেবতা বেকাসের পূজা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। স্থপিত ও গর্হিত ব্যক্তিচারের প্রোত দেবপূজার অল্প বলিয়া উচ্চরবে উদ্বোধিত হইল। শেষে পক্ষমকারমর তাত্ত্বিক পূজা সামাজিক শৃঙ্খলার গণ্ডীরেখা উন্নয়ন করিতে লাগিল। তখন সেনেটের চৈতন্ত হইল। ব্যক্তিচারিগণ প্রাপদগুে দগ্ধিত হইল—দেবতাও রোম হইতে নির্বাসিত হইলেন।

বিলাসপ্রোত অল্প প্রণালীতে প্রবাহিত হইল। বড় বড় রাজসরে অজ্ঞাতীয় আদোদ সপ্তমে উঠিল। নরহত্যা কোতুকহাতের চরমসাধন বলিয়া গণ্য হইল। এট্রিস্কানগণ পূর্বে আত্মীয়স্বজনের আভ্যন্তরিকতার উৎসবে বনিগণকে বলিমান করিয়া আদোদ উপভোগ করিতেন। এই প্রথা ২৬৩ খৃঃ পূঃ রোমে প্রচলিত হয়। কিন্তু তখন কেবল আভ্যন্তরিকতার উদাহ প্রচলন ছিল। শেষে ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইভাইল বা পূর্তকর্তারিগণ সাধারণ জীভাগ্যের নিদান করিলেন। এই হানে রাজিট্রুটগণ বা অজ্ঞাতীয়কবিশেষ জীভা হইত, তাহা নৃশনে ও নিষ্ঠুরপ্রচার পরাকর্ষপ্রকাশক।

খনরুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্যের অবনতি ঘটিল। পূর্বে ধনী করিও সকলেই কৃষিকার্যই সঙ্গীর নিবাস বলিয়া গণনা করিতেন। পেট্রিনিরান ও গ্রিবিয়ান উক্তর সম্প্রদায় হইতে এক মৃতদ অন্তিমজাতগণের উদ্ভব হইল। ইহারা পুরুষাঙ্কুরে প্রাচীর বড় বড় কার্কে ধনসঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ইহাদের অংশাবলী শেষে সরকারী কার্য সকল একচেটিয়া করিয়া লইলেন এবং বিনিয়োগ কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তাহাদের পিতৃপিতামহ কোন সরকারী কার্য করে নাই, তাহাদের রাজকাব্য পাওরা হ্রাস হইয়া উঠিল। অর্থবান্ ব্যক্তিগণ অর্থব্যয় করিয়া উৎকোচ দিয়া সরকারী পদপ্রাপ্ত করিতে লাগিলেন। এই কারণে সর্বপ্রথমে (১৮১ খৃঃ পূঃ) 'উৎকোচগ্রহণনিবন্ধ' এই মর্মে আইন প্রচারিত হইল।

ধীরকাল বড় বড় ভূদ্ব্যপার এবং বিলাসের আকর্ষণে কৃষকসমাজের অবনতি ঘটিল। ক্রীতদাসপ্রচার প্রবর্তনে স্বাধীন প্রমজীবীগণ অস্বাভাব্যে কষ্ট পাইতে লাগিল। এইক্ষেপে দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃহৎ বন্দীকৃত ব্যক্তিগণের সংখ্যাবিহীন ক্রীতদাস প্রচুর পরিমাণে পাওরা বাইতে লাগিল। বড়লোকের কৃষিক্ষেত্রে ক্রীতদাসেরা কর্ষণ করিতে লাগিল। এই প্রকারে রোমবাসী কৃষক ও প্রমজীবীগণের অসহন্য করা কঠিন হইয়া উঠিল। 'ভোট' দিয়া অর্থপ্রাপ্তি ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন উপায় অবশিষ্ট থাকিল না। তজ্জন্ত যিনি বেশী টাকা দিতে পারিতেন, তিনিই সকল 'ভোট' পাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে যে সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রোমের জাতীর চরিত্র এবং প্রাচীন গুণাবলী অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এম-প্রোপার্স-কেটো সর্বপ্রধান। পূর্বে ইহার কথা কিছু বলিয়াছি। কেটো প্রাচীন রোমের আদর্শ চরিত্র এবং একজন মহাপুরুষ। বাল্যকালে হলচালনা এবং বিবিধ ব্যাগামে তাঁহার আস্থা খুব ভাল ছিল। তিনি ধর্মীর সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাসাদের অনতিদূরে বিখ্যাতবীর কুইরিয়ান্স ডেন্টাসের কুঠার ছিল। বিলাসবিষেবিতা এবং সজ্ঞারিততার জন্য ডেন্টাস রোমের নৃপতিস্থানীয় বলিয়া লোকমুখে কীর্তিত হইতেন। তাঁহার লুপ্তাতিশ্রবণে কেটোর অন্তঃকরণে ডেন্টাসের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্তি বর্ধিত হইল। তৎপরে তিনি বিলাসবর্জন এবং সপাচারব্রতে আত্মবলী বীক্ষিত হইলেন। ১৮৮ খৃঃ পূঃ ইনি সার্ডিনিয়ার প্রিটর হইয়া গমন করেন। তথায় তিনি বৈরপ ভাবে কার্য করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্যজনীয়। তিনি পদোচিত বিলাস এবং পাতীর্থ পরিভ্যাগপূর্বক একজন রাজ্য ভূতা রাখিয়াছিলেন।

অসম্প্রদায় বিচারের রাজ্য তিনি সকলের অংশদাতা হইয়া ছিলেন। কুলীন (দ্ব্য) একজন তিনি অংশদাতা করণ বিবেচনা করিয়া অংশদাতার মহাজনসিগকে বিবেচনা রাখি প্রদান করিতেন। ১৮৫ খৃঃ পূঃ ইনি কন্ডল নিযুক্ত হইয়া প্রাসিন প্রেরণের জাতীর-বর্জের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রোমে এক অশুভ ঘটনা ঘটিল। ২১৫ খৃঃ পূঃ প্রথম পিউনিক যুদ্ধের সময়ে টিবিউন ওপিরাসকর্কুস "লেন্স-ভিনিয়া" নামে এক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তদনুসারে কোন রোমকর্মসমী অর্ধ আউন্সের অধিক ভূষণ ব্যবহার, বিচিহ্নরাজিত বস্ত্র পরিধান এবং মগরের বাহিরে অস্ত্রব্যবহালা অপ্রতি কার্য করিতে পারিতেন না। একজন রোমবলের পরাজয়ে কার্ভেলের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সাধারণ কোষাগার নীত হইয়াছিল, তত্ক্ষণে বিলাসিনী রোমলীমজিনীগণ একগুণে উক্ত আইন রহিত করিবার প্রস্তাব করিয়া টিবিউনের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইহারা উক্ত আইনরহিতকরণের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সহযোগিতার তাহার বিরোধী হইলেন। রোমকর্মসমী-গণের ধর্মব্রত রোমে হলহুল পড়িয়া গেল। যৎকালে সন্দর্ভগণ সজ্ঞিত হইয়া কোষাগারে গমন করিলেন, তৎকালে রুমলীগণ প্রত্যেকপদ অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সকলে তখন তাহাদের প্রার্থনার সম্মত হইলেন, কিন্তু কেটোর সংযতভ্রমে কোন বিলাসিনীর বিলোল কটাক্ষ বিদ্রম উৎপাদন করিতে পারিল না। কিন্তু পরিশেষে লগনাইলদেরই জয় হইল। তাঁহার বিচিহ্নরাজিত বস্ত্রে সজ্ঞিতা এবং স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা হইয়া বহুদলে বেড়াইতে লাগিলেন।

এই সময়ে সিপিও আফ্রিকেনাস্ এবং সিপিও এসিয়াটিকাস্ দুই সহোদর অনেকের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। কেটোর প্রেরণার নেতিয়াস্ নামক একজন টিবিউন কমিষ্ট সিপিওর নামে লুপ্তিত অর্থের অসব্যব্যহার সর্বমুখে অভিযোগ আনয়ন করিলেন। তিনি হিসাব প্রস্তুত করিয়া টিবিউনগণের হস্তে প্রদান করিতে বাইবেন, এমন সময়ে তাঁহার অগ্রজ সিপিও আফ্রিকেনাস্ হিসাব-পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন। এবং রাগান্বিত হইয়া কহিলেন—“যে কোটি কোটি মুদ্রা আমিরা কোষাগার পূর্ণ করিয়াছে, কএক সহস্র টাকার জন্য তাহার নিকট হিসাব গ্রহণ।” কিন্তু তাঁহার এই গর্হিত ব্যবহারে অনেকের বিরক্ত হইল এবং এই অপরাধের বিচারে কমিষ্ট সিপিও গুরুতর করিমালা দিতে আদিষ্ট হইলেন। তৎকালে কারারুদ্ধ হইবেন, ইহাও প্রচারিত হইল। যখন টিবিউনের স্বকির্ঘ্য কমিষ্ট সিপিওকে ধরিয়া কারাগারে লইয়া বাইতেছিল, জোট সিপিও তখন বন্ধনকারী কর্মচারীগণের হস্ত হইতে জাতাকে

হিনাইয়া লইলেন। এই রাজস্রোহিতার জন্য তাঁহার গুরুতর বণ্ড হইত, কিন্তু এসিয়ার গ্রাকাসের বুদ্ধিমত্তা এবং দুক্তিকৌশলে কনিষ্ঠ সিপিও মুক্তি পাইলেন।

পুনরায় ট্রিউনপদকর্তৃক সিপিও আফ্রিকেন্স অতিক্রম করিয়াছিলেন। যৎকালে তাঁহাকে অভিক্ষেপের জন্য গ্রায়া জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি তাহার উত্তর না দিয়া রোমের সাধারণতন্ত্রের জন্য তিনি যে অকৃত কর্ম করিয়াছেন তাহা অজ্ঞানতাবার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা শেষ না হইতেই সন্ধ্যা হইল। পরদিন বিচারপতিগণ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া সিপিওর নিকট অভিক্ষেপের উত্তর চাহিলেন। সিপিও উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “যে ভুবনবিখ্যাত জেনার যুদ্ধে আমি হানিবলকে পরাজিত করিয়াছিলাম, অতঃপরে সাধারণিক দৃষ্টি-দিন। বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, অতঃপরে আপনারা সেই গৌরবাবিত যুদ্ধদিনে কাপিটোলে বাইরা দেবতারিগের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ না দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া প্রদ্রোহিত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আপনারা অবিলম্বে বাইরা দেবতার নিকট প্রার্থনা করুন, যেন রোমভূমি সিপিওর জায় ভুবনবিখ্যাত পুত্র ভবিষ্যতে প্রসব করে।” সিপিওর এই উকীপনাময় বাক্যে বিচারালয় সমস্ত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাপিটোলে বাইরা দেবারাধনা করিতে লাগিল। বিচারক একাকী বিচারাসনে বসিয়া রহিলেন। এই প্রকারে সিপিও বিচারালয়ের নিয়ম শৃঙ্খল পরিহার করিয়া অকৃতর রোম পরিত্যাগপূর্বক লিটার্গাম নামক স্বীয় পত্নীভবনে গমন করিলেন। রোমের সম্পর্কবিহীন হইয়া এইখানে শতশ্রামলা কাননকুতলা ভূমিতে তিনি অবশিষ্ট জীবনযাপন করিয়াছিলেন। ১৮৩ খৃঃ পূঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন যেন অকৃতর রোমের কেন্দ্রে তাঁহার দেহ সমাহিত না হয়।

হানিবলও এই বৎসর মানবলীলা সম্পন্ন করেন। যৎকালে সেনেট হানিবলকে হনন করিবার চেষ্টা করেন (সিরিয়ারাজের সহিত যুদ্ধে) সিপিও কেবল সেই আদেশের প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। সিপিও আফ্রিকাসের সভার হানিবলের সহিত যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সিপিও হানিবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাকে আপনি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি বলেন?” হানিবল কহিলেন, “বিধিজয়ী আলেকসান্দর।” সিপিও কহিলেন, “তাঁহার দ্বিতীয় কে?” উত্তর হইল “পিরহাস।” পুনরায় সিপিও কহিলেন “তৃতীয় কে?” হানিবল কহিলেন “স্বয়ং আমিই তৃতীয় সেনাপতি।” সিপিও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “কি আপনি আমাকে পরাজয় করিতেন, তবে কি হইতেন?” হানিবল হাসিয়া উত্তর দিলেন, “আপনাকে পরাজয় করিলে,

আমি আলেকসান্দর ও পিরহাস আপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারিতাম।” তাঁহার উত্তরে উত্তরকে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, হানিবল বিখ্যাইনিয়ার রাজসভার বাস করিতেছিলেন। কিন্তু সেখানে রোমকরিগের আগমন সন্ধান্তা বুঝিয়া বিবশানে প্রাণত্যাগ করেন।

এই সময়ে ১৮৪ খৃঃ পূঃ, কেটো সেনেটের পদলাভ করিয়া এসিয়ার হন এবং রোমে নানাবিধ সন্ত্রাসের প্রবর্তন করেন। বিলাসিতানিবারণের জন্য তিনি বিলাসপণ্যের উপরে গুরুতর কর স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সেনেটের অনেক অকর্মণ্য সভানিগকে বিদূষিত করেন। কিন্তু স্বরোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রক্ষণশীলতা হ্রাসীভূত হয়। তৎকালে তিনি গ্রীক সাহিত্যের আলোচনার মনোনিবেশ করেন। তিনি নিজে একজন ঐতিহাসিক এবং বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। ডিমোফ্রিস্ট এবং থুকিডাইডসের গ্রন্থ পাঠ করিয়া রাজাদিগের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় রূপা জন্মিয়াছিল। যখন পার্গামাসের রাজা ইউমিনস রোমে আগমন করিয়া সেনেটকর্তৃক অভিনন্দিত হইয়াছিলেন, কেটো তাহাতে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং রূপাকৃত মুখে বলিয়াছিলেন, “রাজার মাংসাশী হিংস্রজন্তু বিশেষ” (kings are naturally carnivorous animals) এতদ্ব্যতীত চিকিৎসকদিগের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় রূপা ছিল। কারণ তাঁহাদের অধিকাংশই গ্রীক ছিলেন। কেটোর চরিত্র প্রাচীন রোমকদিগের সর্বতোভাবে আদর্শহানীয় ছিল। কিন্তু ক্রীতদাসগণের উপর তিনি নৃশংসরূপে নিষ্ঠুর ছিলেন।

তৃতীয় মাকিনীয় যুদ্ধ। রোম পশ্চিম যুরোপে প্রাধান্ত সংস্থাপন ও এসিয়ার পশ্চিমাংশে প্রতিনিধিত্ব করিয়া শান্তির আশার কাল কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। ১৭২ খৃঃ পূঃ মাকিননপতি ফিলিপের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র পার্গামাস সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিলিপ তৃতীয় মাকিনীয় এক-রায় ও সিউসিক যুদ্ধ যুদ্ধের পূর্বে হইতে রোমের সহিত পুনরায় (১৭২-১৪৪ খৃঃ পূঃ) যুদ্ধের আরোহন করিয়াছিলেন। পার্গামাস যখন রাজা হইলেন, তখন তাঁহার কোবাগার ধনপূর্ণ। বিপুল সৈন্ত-সংগ্রহের নিমিত্ত এসিয়ার রাজগণ, গ্রীকগণ, হেসিরান, ইল্লিরিয়ান এবং কোর্টেক্সাতি সকলের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছিলেন। রোমকগণ এ সকল আরোহন লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই সময়ে পার্গামাস রোমের মিত্ররাজ পার্গামাসপতি ইউমিনসের প্রাণনাশের চেষ্টা করায় ১৭২ খৃঃ পূঃ প্রকাজ যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

পার্মিয়ারের অধীনে প্রকাজ সৈন্তবল সজ্জিত হইল, ড্রিসিয়া-

রাজা কোটিস্ তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন। রোমকসৈন্যও
বুদ্ধিরত করিল। কিন্তু প্রথম তিনবৎসর রোমকগণ বিশেষ কিছু
করিতে পারিলেন না, বরং পার্শ্ববাসীরাই অনেকাংশে জয়লাভ
করিতে লাগিলেন। এইজন্য সাম্রাজ্যটি আসিরা পার্শ্ববাসীদের
সৈন্যদল বর্ধিত করিতে লাগিল। অবশেষে ১৬৮ খৃঃ পূঃ রোম
হইতে কন্সল এমেলিয়াস্ পলাস্ বুদ্ধার প্রেরিত হইলেন। উক্ত
সৈন্যদল পিডনা নামক স্থানে সম্মুখীন হইল। তীক্ষ্ণ আক্রমণে
পার্মিয়াস্ প্রথমে পেরা ও পরে আফ্রোপোলিস্ এবং তথা হইতে
সেমোথেসে পলায়ন করিলেন। কিন্তু অবশেষে ধরা পড়িয়া
আত্মদগমণ করিলেন। রোমকগণ প্রথমে তাঁহার প্রতি
বিশেষ ভয়ঙ্কর ব্যবহার করিয়াছিলেন। রোমকগণ মাকিদনীয়ার
বিপুল ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন, কিন্তু মাকিদনীয়া অবিলম্বে
রোমক-শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইল না। মাকিদনীয়া ৪ ভাগে
বিভক্ত হইল এবং উহার অর্ধেক রাজ্য রোমের জন্ত
নির্দিষ্ট হইল। ঐ সময়ে সেনেট পলাস্কে এশিয়াস্ রাজ্য
অধিবাসিগণের প্রতি শান্তি-বিধান করিতে আদেশ করিলেন।
তিনি এশিয়াস্ রাজ্যের ৭০টা স্বরমানগর মরুভূমিতে
পরিণত করিলেন, অগ্নি এবং তরবারি দ্বিগুণিত ক্রীড়া করিতে
লাগিল। লক্ষ লক্ষ অধিবাসী ক্রীপ্তের সহিত অকারণে নির্দয়-
রূপে নিহত এবং ১৫০০০০ দাসরূপে বিক্রীত হইল। প্রাচীন
অসমৃদ্ধ এশিয়াস্ নগর অগষ্টাসের সময় পর্যন্ত মহাপ্রাশনে
পরিণত ছিল।

- ১৬৭ খৃঃ পূঃ পলাস্ ইতালীতে উপস্থিত হইলেন, তিনি বিপুল
ধনভাণ্ডার আনিয়া রোমের কোষাগার পূর্ণ করিলেন। তৎপরে
৩দিন পর্যন্ত মহাভ্রমরে বিরাট সমারোহ সহকারে তাঁহার বিজয়োৎসব
সম্পন্ন হইল। বিজিত মাকিদনীয়ারাজ পার্মিয়াস্ তাঁহার
জয়পতাকা ধরিয়া সঙ্গে চলিলেন। ইহার পর প্রবল
পরাক্রান্ত মাকিদনীরপতি পার্মিয়াস্ কারাক্ষ হইয়াছিলেন,
তিনি অবশিষ্ট জীবন আত্মহার স্বাপন করেন এবং তাঁহার
• পুত্র আলেক্সান্দর কেরাণিগিরি করিয়া উত্তরায়ের সংস্থান
করিয়াছিলেন। মাকিদনীয়া জয় করিয়া রোম ভূমধ্যসাগরের
পূর্ব-উপকূলেও সার্বভৌম প্রাধিকার লাভ করিলেন। তদানীন্তন
পরাক্রমশালী সম্রাটগণও রোমের নামে কম্পিত ও লজ্জিত হইতে
লাগিলেন। অস্তিওকাস্ এপিফেনিস্ মিলর আক্রমণের উদ্যোগ
করিতেছিলেন, কিন্তু রোমের নিবেদাজ্ঞার আর তিনি মিলর জয়ে
সাহসী হইলেন না। বিবাহনিমিত্ত রাজা এসিয়াস্ হৃত্ততমত্বকে
চিরকাল পরিধান করিয়া রোমের প্রবেশ শিরোধার্য করিলেন।
• পার্শ্ববাসীপতি ইউমিনিসের রাজ্যের কিয়দংশ রোমকগণ অধিকার
করিলেন। এই সময়ে রোম গ্রীকনগর সকলের স্বাধীনতা হরণ

করিয়া রোমকশাসনের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। প্রবলতর একিসান-
লিম পার্মিয়াসের পলায়নবশতের ক্ষয় হইলেন। ১ হাজার
সত্তর একিসান ১৬ বৎসরকাল রোমে বন্দী থাকিলেন।
১৬ বৎসর পরে যখন তাঁহার মুক্তি পাইয়াছিলেন, তখন কেবল
৩০০ হাজার জীবিত ছিলেন। অবশিষ্ট ৭৮০ অসংখ্যক অত্যাচারে
প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার বিরক্ত হইরা অনেক বিদ্রোহী
হইয়া উঠিল। তন্মধ্যে আন্ড্রিয়ান্ নামে একজন বানীপুত্র
আপনাকে পার্মিয়াসের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া মাকিদনীয়ার
সিংহাসন দাবী করিলেন (১৪৯ খৃঃ পূঃ) এবং কিলিপাস্ নাম
প্রহরণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথমে ইনি
অনেকাংশে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। রোমক প্রিটর জুকে-
টিয়াস্ ইহার হস্তে পরাজিত হইলেন। কিন্তু এক বৎসর রাজত্ব
না করিতেই মেটোলাস্ কর্তৃক ইনি পরাজিত এবং বন্দী হইলেন।

আন্ড্রিয়ান্ কর্তৃক কৃত কার্য্যভার একিসানগণ উত্তেজিত
হইয়া উঠিল এবং স্পার্টা আক্রমণ করিল। কিন্তু ১৪৭ খৃঃ পূঃ
ইউজেন রোমক কমিশনার এই বিষয়ের সীমান্তার জন্ত গ্রীসে
প্রেরিত হইল। কিন্তু অবিলম্বে করিহ প্রভৃতি স্থানে
বিদ্রোহ ঘটিল। স্পার্টা একিসানগণকর্তৃক আক্রান্ত হইল।
কমিশনারগণ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। তখন সেনেট
একিসান-লিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, মেটোলাস্ সৈন্যে
গ্রীসে পৌঁছিলেন, একিসান-সেনাপতি ক্রিটোলস্ যুদ্ধক্ষেত্রে
উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন না। পরে স্পার্টা নামক স্থানে
যুদ্ধ ও বন্দী হইলেন। তৎপরে ডিয়াস্ একিসান-লিগের অধি-
নায়ক হইয়া করিহ নগরে সৈন্যগণকে সুরক্ষিত করিয়া
কিছুকাল যুদ্ধ চালাইলেন। কন্সল মান্নিয়াস্ করিহ অবরোধ
করিলেন। ডিয়াস্ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন, অধিকাংশ
অধিবাসীও পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। মান্নিয়াস্ নগরে
প্রবেশপূর্বক অবশিষ্ট পুরুষগণকে তরবারি মুখে নিক্ষেপ করিলেন
এবং স্ত্রীলোক ও বালকগণকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিলেন।
তৎপরে তিনি প্রাচীন করিহনগরের বিপুল ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া
নগরে অগ্নিপ্রদান করিলেন। করিহ নগরে প্রাচীন পৃথিবীর
শিল্পশ্রম্য পরিপূর্ণ অধিতীর চিত্রশালিকা ছিল। সমস্তই পুড়িয়া
ভস্মরূপে পরিণত হইল। তখনবিশ্রান্ত করিহ বিবর্ত হইয়া
গেল। গ্রীস স্বাধীনতা হারা ইয়া রোমকশাসনের অন্তর্ভুক্ত হইল।

হানিবলের নির্বাসনের পর কার্থেজীয়গণ ২০১ খৃঃ পূর্বাব্দে
সন্ধি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। কার্থেজীয়গণ
৩৪ পিউমিক যুদ্ধ ও রোমের সহিত সন্ধির শর্ত বজায় রাখিয়া
কার্থেজের ধ্বংসপ্রাপ্ত (১৪৬-১৪৭ খৃঃ পূঃ) অবশেষে বিলুপ্ত পৌরবশের পুনরুদ্ধার
করিতেছিলেন। তৎকাল তাঁহার রোমক সেনেটের চক্ষুশূল

হইয়া পড়িলেন। সেনেট ঘূরের হুল অবশ্য করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে নিউমিডার রাজা বেনিদিয়ার সহিত কার্বেজীর-
গণের বিরোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সেনেট যিক্রান্ত ছিলেন।
তৎক্ষণত কেটো কার্বেজকে ধ্বংস করিবার জন্য অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষ-
ণার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সেনেট তাহাতে সন্মত হইলেন না।
তখন কেটো প্রযুক্ত একজন যুদ্ধ কার্বেজের অবস্থা জানিতে
তথ্য গমন করিলেন। বাৎসর্য বশত: কার্বেজের ঐশ্বর্য
দেখিয়া কেটো গাভ্রজাল্য হৃদিত হইলেন এবং কার্বেজকেসের
নিমিত্ত রোমবাসীকে পুন: পুন: উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।
অবশেষে রোমকগণ কেটোর কথা শুনিলেন।

কার্বেজীরগণ রোমে যুদ্ধ প্রেরণ করিয়া সেনেটের সমস্ত
কথার সম্মতি প্রদান করিল এবং সেনেটের আদেশানুসারে
৩০০ সহস্র কার্বেজীর যুদ্ধকে প্রতিদ্বন্দ্বরণ রোমে রাখিতে
সন্মত হইল। সেনেট তাহাতেও তৃপ্ত হইলেন না, পুনরায়
হুলাধরণ করিতে লাগিলেন এবং তাহারা কার্বেজে গমন
করিয়া কার্বেজীরদিগকে তাহাদের সমস্ত অস্ত্র শস্ত রোমকদিগের
শিবিরে সমর্পণ করিতে কহিলেন। কার্বেজীরগণ তাহাতেও
সন্মত হইল এবং ২০০০০০ অস্ত্রশস্ত্র ও ২০০০ প্রাচীরভঙ্গ ও
নগরব্যরোধ করিবার এঞ্জিনাদি সমস্তই রোমকদিগকে সমর্পণ
করিল। তাহারা ভাবিল রোমকগণ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি
লইয়াই কান্ত হইবেন। কিন্তু রোমকগণ তখন কহিলেন—
“তোমরা কার্বেজনগর পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রস্থানে যাইয়া বাস
কর—কার্বেজ বিধ্বস্ত হইবে।”

নির্দোষ কার্বেজীরগণ তখন হতাশ ও নিরুপায় হইয়া বীরের
জ্ঞায় মরিতে সন্মত করিল। অবিলম্বে নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহারা
সমস্ত ইতালীয়দিগকে নিহত করিল এবং এই অজ্ঞায় শত্রুর
সহিত যুদ্ধ করিতে রক্তসঞ্চয় হইয়া স্বদেশবৎসল কার্বেজীরদিগকে
উত্তেজিত করিতে লাগিল। কর্মকারগণ দিবারাত্র অস্ত্রনির্মাণ
করিতে লাগিলেন, রমণীগণ কেন্দ্রেখনপূর্বক ধ্বংসের গুণ
নির্মাণে নিরতা হইলেন, আবালবৃদ্ধবনিতা স্বদেশবাৎসল্যের
মোহনমত্তে বীক্ষিত ও প্রণোদিত হইয়া অবিরাম অস্ত্রশিল্পা
করিতে লাগিল। কার্বেজ বেন একটা প্রকাণ্ড অস্ত্র কারখানায়
পরিণত হইল। নগরবাসী ১০০০০০ নরনারী যুদ্ধশিল্পা করিতে
লাগিলেন। ইমিলিয়াস্ পলাসের জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণেলিয়াস্ সিপিও
সৈন্য কার্বেজে গমন করিলেন। হাসড্রবল নামক এক
নির্দোষিত সেনানী কার্বেজীর সৈন্যের অধিনায়কতা গ্রহণ
করিলেন। কার্বেজীরদিগের দুইটা আক্রমণে রোমকসৈন্য ছি-
ড়িত হইল, কেবল সিপিওর রণকোণে সৈন্যবল সংস্রব হইতে
ক্ষম পাইল। সিপিও মিশর অধিকার করিয়া কার্বেজের

খাজানির সংগ্রহ-পথ অবরোধ করিলেন। কার্বেজীরগণ অধিতীয়
বীরবে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল এবং অবিলম্বে ৫০০ রণতরী
নির্মাণ করিয়া জলপথে সমরসজ্জা করিল। তৎকালে রোমকগণ
ভীত হইলেন, সিপিও প্রমাদ গণিলেন। অবশেষে ৩ দিনের
অবিভ্রাত যুদ্ধের পর রণতরীসমূহ বিনষ্ট হইল। তখন সিপিও
যুদ্ধরূপে কার্বেজ অবরোধ করিলেন এবং রোমকসৈন্য রাত্রির
অন্ধকারে কখন-কখন অধিকারপূর্বক কার্বেজের উচ্চ প্রাচীর
উল্লঙ্ঘন করিল। নগর মধ্যে হৃদয়বিদারক দৃষ্টের অভিনয়
হইতে লাগিল। খাজানাবে অধিবাসিগণ শবদাংল ভক্ষণপূর্বক
রোমকসৈন্যের হস্ত হইতে নগররক্ষা করিতে লাগিল, সর্বত্রই
অস্ত্রশস্ত্রের বনংকার ও ভীষণ যুদ্ধ। প্রত্যেক রাত্রিপথে সপ্ততল
প্রাসাদের কক্ষ কক্ষে কার্বেজের নরনারী অতুতপূর্বক অশ্রুচর
অন্তকীড়া করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। বহির লেহিহান
জিহ্বা শিরৈর্ষধ্যবিমণ্ডিত হুচাকভাঙ্ক্যবিশোভিত সহস্র সহস্র
শ্রেণীবদ্ধ সৌধমালা তন্মসং করিয়া ফেলিল। নরনারীর রক্ত-
প্রোতে সন্মুদ্র পর্য্যন্ত ভীষণ রক্ততরঙ্গে প্রবাহিত হইতে
লাগিল। সিপিও অস্ত্রপূর্ণ নরনে এই ভয়াবহ দৃষ্ট দেখিয়া
হোমারের ইলিয়াড হইতে শ্লোক আত্মিতপূর্বক (“সে দিন
আসিবে যখন পবিত্র টুর বিধ্বস্ত হইবে”) কহিতে লাগিলেন,
“হায়! একদিন রোমের ভাগ্যও এই অভিনয় ঘটবে!”
৫০০০০ কার্বেজীয় নরনারী সপ্তমদিন অলিভশাখা হস্তে করিয়া
সিপিওর নিকট জীবন ভিক্ষা করিল। সিপিও তাহাদিগকে
ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিলেন। হাসড্রবল ইকালেপিয়াসের
মন্দিরে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি ভীত হইয়া
সিপিওর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু তাহার বীরপত্নী
নিভীকহৃদয়ে অস্ত্রের শিশুসন্তানদিগকে একে একে বলিযুগ্মে
আছড়ি দিয়া শেষে আপনাকে পূর্ণাহতি দিয়া স্বদেশবাৎসল্য-
যজ্ঞের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন। এই সাধীরমণী পতিপুত্রের
শোকানলে দগ্ধ হইয়া অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিবার পূর্বে
রোমের প্রতি যে জলন্ত অভিশপ্তা করিয়াছিলেন, তাহা
৫০০ শত বৎসর পরে কলিয়াছিল। এই প্রকারে ঐশ্বর্যশালী
বিশাল কার্বেজ মহাপ্রশানে পরিণত হইল। অত্যাতি তাহার
কংসাশেষের দর্শকদিগকে সেই অতুতপূর্ব ভয়াবহ ঘটনার ভীষণ-
চিত্র শ্রবণ করাইয়া দেয়।

১৪৬ খৃঃ পূঃ জুলাইমাসে কার্বেজ বিধ্বস্ত হইল। সিপিও
রোমে প্রত্যাগমন করিয়া মহাসমারোহে বিজয়োৎসব সম্পন্ন
করিলেন এবং তিনিও হানিবলজ্যেতা সিপিওর জ্ঞায় আফ্রিকেনাস্
উপাধি ধারণ করিলেন। অবশিষ্ট কার্বেজরাজ্য আফ্রিকা নামে
রোমক-শাসনের অধীন হইল। প্রাচ্যবাসিদের প্রধান কেন্দ্র

করিব এবং প্রতীচা বাসিন্দাদের মিলন কার্যে এই দুই বাসিন্দা-প্রধান নগর রোমকগণকর্তৃক নিষেধ হইল। এই সময় হইতেই রোম বিজিতভাবে সকলে সাম্রাজ্যের স্বরূপান্তর করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে স্পেনের শাসনকর্তা সেন্সোনিয়াস্ প্রাকাসের পক্ষবাহর ও হুশাসনে তথার শান্তির শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল।

কিঃ ১৪৩ খৃঃ পূঃ সেগেডা নগরের অধিবাসিগণ নগর প্রাচীর নির্মাণ আরম্ভ করিলে রোমকগণ তাহাতে

সেনার যুদ্ধ
(১৪৩-১৩০ খৃঃ পূঃ) বাধা প্রদান করিলেন। তৎকাল স্পেনে

বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের স্বরূপান্তর হইল।

কেণ্টেবেরিগণ সেগেডার পক্ষাবলম্বন করিল। কালব্রিয়াস্ নোবিলিওর যুদ্ধে তাহাদিগের কিছু করিতে পারিলেন না।

পরে ক্লডিয়াস্ মার্সেলাস্ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। তৎপরে সাল্পিসিয়াস্ গলবা লিউসিটানিয়া

আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি স্পেনিয়ার্ডগণকর্তৃক বিশেষরূপে পরাজিত হইলেন। পরে লিউসিনিয়াস্ লুকালস্ তাহার

সহযোগী হইয়া পুনরায় লিউসিটানিয়া আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাহারা সন্ধির অন্ত গলবার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন।

তখন গলবা লিউসিটানিয়ারিগকে অন্তরধানপূর্বক সপরিবারে তাহার শিবিরে আসিতে আদেশ দিলেন। তাহারা তাহার

কথার বিশ্বস্ত হইয়া সপরিবারে আগমন করেন। তাহারা শিবিরে পৌঁছিবামাত্র গলবা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক অসামান্য

অত্যাচারে তাহাদিগকে সপরিবারে তরবারিমুখে প্রেরণ করিলেন। বহুসংখ্যক নির্দয়রূপে হত হইল। কেবল ভিরিয়েথাস্ ও অন্যান্য

কএকজন পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। ভিরিয়েথাস্ রোমক-দিগের এই নৃশংসব্যবহার ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইতে

বহুপরিশ্রম করিলেন। তিনি প্রথমে মেগালক ছিলেন, পরে ডাকাতি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। কিন্তু রোমকদিগের

এই অত্যাচারে তিনি স্বদেশবাসিন্যে প্রেরিত হইয়া উঠিলেন। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাহার অধীনে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল।

ভিরিয়েথাস্ রোমকদিগের সহিত একান্ত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া অল্প যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহার বিরুদ্ধে রোমকসৈন্য বহুযুদ্ধে

পরাজিত হইল। পরে ১৪৫ খৃঃ পূঃ রোম হইতে কেব্রিয়াস্ মাক্সিমাস্ তাহাদের সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইলেন। তিনি

ভিরিয়েথাস্কে বিশেষরূপে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধ লিউমান্টিনান যুদ্ধ নামে খ্যাত।

যাহা হউক, তাহাতেও যুদ্ধের বিরাম হইল না, একদল রোমক-সৈন্য উত্তর-স্পেনে কেণ্টিব্রিদিগের সহিত এবং অন্য

দল দক্ষিণ-স্পেনে ভিরিয়েথাস্ ও লিউসিটানিয়ার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪১ খৃঃ পূঃ ভিরিয়েথাস্ কেব্রিয়াস্কে

একটা গিরিনকটে বন্ধ করিয়া বহির্দ্বার নথ বন্ধ করিলেন। কেব্রিয়াস্ উপায়ান্তরহীন হইয়া ভিরিয়েথাস্কে মিত্ররাজরূপে

স্বীকারপূর্বক সন্ধি করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন। কিন্তু সেনেট এই সন্ধি গ্রাহ্য করিলেন না। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

অবশেষে ভিরিয়েথাসের যুদ্ধে স্পেনিয়ার্ডগণ হীনবল হইয়া পড়িল। তৎপরে ক্লডিয়াস্ ক্রটাস্ এই সকল স্থানে শাস্তি স্থাপন

করিলেন। কিন্তু কেণ্টেবেরিদিগের সহিত, তখনও যুদ্ধের নিবৃত্তি হইল না। ১৩৭ খৃঃ পূঃ হটিলিয়াস্ মান্সিয়াস্ লিউমা-

টাইন সৈন্যকর্তৃক বেষ্টিত হইলেন, এক গতান্তরহীন হইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু সেনেট এই সন্ধি অগ্রাহ্য

করিলেন। অবশেষে ১৩৪ খৃঃ পূঃ সিপিও আফ্রিকেনাস্ স্পেনে প্রেরিত হইলেন। সিপিও তাহাদিগের নগর অবরোধ করিলেন।

স্পেনীয়সৈন্য ভীমবিক্রমে নগর রক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে খাভাভাবে বহুসংখ্যক লোক শবমাস খাইয়া জীবনধারণ করিল

এবং পরিশেষে আত্মসমর্পণ করিল। সিপিও নগরপ্রাচীর সমভূমি করিয়া অধিবাসিদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিলেন।

লিউমান্টাইন যুদ্ধের সময়ে রোমে ভীষণ সমাজ-বিপ্লবের স্বরূপান্তর হইল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্রীতদাসের প্রাচুর্য্যে

রোমের কৃষক ও শ্রমজীবী-সমাজ অধঃ-
গমনের পতনের স্রোতে পতিত হইয়াছিল।

(১৩৪-১৩২ খৃঃ পূঃ) পক্ষান্তরে ক্রীতদাসগণও নানা প্রকার

নির্দিষ্ট ব্যবহারের অধীন হইয়া ধ্বংসপ্রায় হইতেছিল। বিতাড়িত দাসগণের জীবিকাক্ষণের কোনরূপ উপায় ছিল না। সিসিলিতে

দাসসংখ্যা বর্দ্ধাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। তথায় এরা প্রবেশের ভূমাসী ডেমোফিলাস্ দাসগণকে অত্যন্ত নির্দয়রূপে শাস্তি দিয়া

ছিলেন। তাহাতে প্রায় ৪০০ ক্রীতদাস ইউনাস্ নামক এক সিরীয় ক্রীতদাসের নেতৃত্বে মিলিত হইয়া এরা আক্রমণ ও ভীষণ

অত্যাচার সহকারে নগরবাসিগণকে নিহত করিল। ইউনাস্ মন্তকে রাজমুকুট ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সংবাদ

পাইয়া ৭০০০০ দাস আসিয়া তাহার দলপুষ্টি করিল। রোমক প্রিটরগণ একদল সৈন্যসহ তাহাদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন,

কিন্তু দাসগণের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। অবশেষে ১৩৪ খৃঃ পূঃ কলল কালতিয়াস্ ক্রেকাস্ তাহাদের সহিত যুদ্ধার্থে

প্রেরিত হইলেন। কিন্তু তিনি দাসগণকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইলেন। অবশেষে ১৩২ খৃঃ পূঃ কলল রুপিগিয়াস্ যুদ্ধে

গমনপূর্বক টরোমেনিয়ার্ এবং এরা আক্রমণ করিয়া বিরোধী দাসগণকে পরাজিত করিলেন। ২০০০০ দাস হত এবং অবশিষ্ট

কুশাব্যাহতে বিনষ্ট হইল। ইউনাস্ বন্দী হইয়া রোমে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু পশ্চিমদ্যে তাহার যুদ্ধ হয়।

এ সময়ে রোম এশিয়াখণ্ডেও এক প্রকাণ্ড রাজ্য লাভ করিলেন। পার্শ্বদেশের রাজা সিসিলিয়াস সিসিলিয়ায় অপরাজিত হইয়া বহুত্বকালে আপনার সিংহাসনে ৩ বিপুল ধনভাণ্ডার রোমের নামে দানপত্র করিয়া বিসেন (১৩৩ খৃঃ পূঃ)। কিন্তু তাঁহার পিতা অরিস্টোনিয়াস অরিস্টোনিয়াস গোত্রের উপস্থিত করিলেন। রোমক কনসল সিসিলিয়াস ক্রেসাস তৎকর্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৩৩ খৃঃ পূঃ)। কিন্তু পর বৎসর অরিস্টোনিয়াস রোমক সৈন্যকর্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন এবং পার্শ্বদেশ রাজ্য এশিয়া নামে রোমসাজাজের অন্তর্ভুক্ত হইল (১২৯ খৃঃ পূঃ)। এই সময়ে যুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশে রোমের রাজ্যশক্তি প্রসারিত হইল। এই প্রকাণ্ড রাজ্য একশ ১০ টী প্রদেশে বিভক্ত হইল। ১ সিসিলি। ২ সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা। ৩-৪ স্পেনের দুই প্রদেশ। ৫ গালিয়া সিনাল্পিনা। ৬ মাকিডনিয়া ও এথিয়া। ৭ ইলিরিয়াম। ৮ আফ্রিকা (কার্থেজ)। ৯ এলিয়া (পার্শ্বদেশ)। ১০ ট্রান্সালপাইনাস গাল বা প্রেভিনিয়া। রোমের সাধারণতঃ এই বিশাল রাজ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু ধনহীন সন্তান সন্তান বিলাসবৃত্তিতে রাজ্য-সমৃদ্ধি নষ্ট হইতে লাগিল। রোমের রাজ্যশাসনবিষয়ে আভ্যন্তরিক বিদ্রোহ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। রোমবাসী যে বদেশ-বাৎসল্যপ্রভাবে বিবিধ করিতে সমর্থ হইরাছিলেন, এক্ষণে সেই ধর্ম ভোগবिलासे পরিণত হইল। তাঁহারা ভ্যাগের ধর্ম ছাড়িয়া ভ্যাগের ধর্মে রত হইলেন। বীরব্রত রোমকগণ অসি ছাড়িয়া বংশী বাজাইয়া গান করিতে শিখিলেন।

রোমের এই বিধম অশান্তির সময় টাইবেরিয়াস ও ক্রেয়াস গ্রাকাস বিশেষ এসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই দুই সহোদর বিখ্যাত সেন্সোনিয়াস গ্রাকাসের পুত্র এবং হানিবলেজতা সিপিও আফ্রিকেনাসের দৌহিত্র। ইহাদের জননী কবিতা পুত্রদ্বয়কে সর্বতোভাবে হুশিয়ার প্রদান করিয়াছিলেন। তৎকাল গ্রাকাস ব্রাহ্মণ তবানীকন রোমক যুবকসমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইরাছিলেন। ইহাদের কোষ্ঠ টাইবেরিয়াস গ্রাকাসের গুণে সুদৃঢ় হইয়া সেনেটের প্রধান সদস্য এশিয়াস রুডিয়াস তাঁহার সহিত বীর কন্ডার বিবাহ দিয়াছিলেন। আবার টাইবেরিয়াসের ভগিনী সেন্সোনিয়ার সহিত কনিষ্ঠ সিপিও আফ্রিকেনাসের বিবাহ হইরাছিল। সুতরাং এই ব্রাহ্মণ শিক্ষা ও কোলীভ উভয় সম্পর্কেই রোমের সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইতেন। টাইবেরিয়াস ১৩৭ খৃঃ পূঃ কোরেটর পদে নিযুক্ত হন। এট্রুরীয় মধ্য দিয়া মাতারাত্ত সময় তিনি রোমের ভুবন-সমুদ্রবায়ের হুশিয়ার ও অধ্যাপন অকলোক্ষ করিয়া তাঁহার সাক্ষারে জনোনিবেশ করেন। তদনুসারে তিনি ১৩৩ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউনেট

পদের প্রার্থী হইয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তিনি ভবনিনী ভাষায় ভুবনকুলের হুশিয়ার সেনেটকে জানাইলেন এবং ৩৩৭ খৃঃ পূঃ প্রবর্তিত সিসিলিয়াস বা “ক্লিসিবর্কীর আইন” সাক্ষার করিয়া বিবিধ করিতে প্রার্থনা করিলেন। সেনেটের বিজ্ঞ ও বেশ-হিতৈষী সভ্যগণ এবং সাধারণ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার প্রস্তাবিত আইনের অমুমোদন করিলেন, কিন্তু সেনেটের যে সকল সভ্য ক্লিসিবর্কীর সহিত সম্পৃক্ত এবং সাক্ষারবিষয়ে ছিলেন, তাঁহারা টাইবেরিয়াসের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের নিমিত্ত অট্টোনিয়াস নামক এক সদস্য নিযুক্ত করিলেন। অট্টোনিয়াস টাইবেরিয়াসের সাক্ষারের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইলেন। তখন টাইবেরিয়াস অট্টোনিয়াসকে পদচ্যুত করিতে সক্ষম করিলেন এবং তৎকাল সাধারণের “ভোট” বা সম্মতি গৃহীত হইল। ৩৫ টী জাতির মধ্যে ১৭ টী প্রথমে অট্টোনিয়াসের পদচ্যুতি পক্ষে ভোট দিল। পরে অষ্টাদশ ভোট অট্টোনিয়াসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। তখন অধিক ভোটের বলে টাইবেরিয়াস সেনেটের উপবেশনমক হইতে অট্টোনিয়াসকে বলপূর্বক স্থানান্তরিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে গ্রাকাসের শত্রুপক্ষ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহাকে রাষ্ট্রবিদ্রোহের পক্ষপাতী বলিয়া অভিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিল।

যাহা হউক “ক্লিসিবর্কীর আইন” তৎকালে প্রবর্তিত হইল। তখন গ্রাকাস প্রস্তাব করিলেন যে, পার্শ্বদেশের রাজার দানপত্রে রোম যে বিপুল ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হইরাছেন, তাহা ভুবনকুলের সাহায্য এবং ভবিষ্যৎসম্প্রদায়ের জন্য ব্যয়িত হউক। এইরূপে গ্রাকাস সেনেটের সভ্যদিগের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলেন। প্রদেশশাসন এবং কোবাগারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের বিবিধ অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু গ্রাকাসের এই প্রস্তাবে সম্রাট ধনিসম্রাটের বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এমিকে গ্রাকাসের ট্রিবিউন পদের সময় শেষ হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু তিনি পরবর্তী বৎসরের জন্য প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ধনিগণ দুইবৎসর উক্ত পদে থাকা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। টাইবেরিয়াস বীর পুরুষকে কোলে করিয়া সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন, সকলে তাঁহাকে সাহায্য করিতে ত্রিভ্রান্ত হইল এবং পাছে তাঁহার জীবন হানি হয়, এইজন্য সকলে সমস্ত রাত্রি তাঁহার বাটী রক্ষা করিতে লাগিল। পর দিন কুশিটোরের মন্দিরের সম্মুখে কপিটোলে পুনরায় বিচার-সমিতির অধিবেশন হইল। সিপিও নেনসিকা টাইবেরিয়াসের আশ্বাসের জন্য কৃতজ্ঞ করিতে লাগিলেন এবং সেনেটের সদস্যদিগকে উত্তেজিত ভাবে কহিতে লাগিলেন,—“গ্রাকাস রাজ্যভাণ্ডার চেষ্টা করিতেছেন। ধীরা

পবিত্র সাধারণতঃ রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহার আমাকে
অঙ্গসম্পন্ন করুন।" তাহাতে সেনেটের সভ্যগণ ও অভিজাতগণ
সকলেই সেনেট গৃহের বেকের পায়া ভঙ্গ করিয়া ও লাঠি সহিয়া
টাইবেরিয়াসের পক্ষই সকলকে আক্রমণ করিলেন। ট্রিবিউনের
সভ্যগণ টাইবেরিয়াসের সহিত পলারনপূর্বক জুপিটারের মন্দিরে
আশ্রয় লইলেন। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশকালে টাইবেরিয়াস পড়িয়া
পেলেন এবং উত্থানের সময়ে শত্রুপক্ষ লাঠীর আঘাতে তাঁহার
মাথা ভাঙিয়া দিল ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার
পক্ষীর ৩০০ ব্যক্তি লগ্‌ড়াবাতে গতান্বিত হইল। তাঁহাদের
মৃতদেহ টাইবার নদীর জলে নিক্ষেপ হইল।

এই প্রকারে রোমে সর্বপ্রথমে আন্তর্জাতিক বিবাদ বা
গৃহ-যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। রোমের রাজাকে নির্দাসন করিবার
পরে এক্সপ ঘটনা পূর্বে আর উপস্থিত হয় নাই। রোমের
অভিজাত সম্প্রদায় এইরূপে জরলাত করিলেও তাঁহার প্রাকাস-
প্রবর্তিত "এগ্রেরিয়ান" আইন রহিত করিতে সাহসী হইলেন না।
প্রাকাসের পদে কার্ণো নামে একজন নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে
প্রাকাসের ভগিনীপতি কনিষ্ঠ সিপিও আক্সিকেনাস্ স্পেন হইতে
প্রত্যাগত হইয়া ভ্রাতৃকে মৃত্যুতে বিশেষ সন্তোষপ্রকাশ করিলেন।
তাহাতে সাধারণে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইল। সিপিও এক্ষণে
সাধারণের হিতার্থে প্রবর্তিত এগ্রেরিয়ান আইনের বিপক্ষতা
করিতে লাগিলেন এবং মিথিয়ার সম্প্রদায়ের অধিকারে হস্তক্ষেপ
করিতে লাগিলেন। প্রাকাসের পক্ষ কার্ণো কোরাসে দাঁড়াইয়া
তীব্রভাবে সিপিওকে প্রজ্ঞাপত্র বলিয়া তিরস্কার করিলেন।
সিপিও পুনর্বার প্রাকাসের মৃত্যুতে আনন্দ প্রকাশ করিবামাত্র
সম্মিলিত প্রজাবর্গ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "অত্যাচারীকে দূর
করিয়া দেও"। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল, সিপিওর
মৃতদেহ শয্যা পতিত রহিয়াছে, কার্ণো সিপিওর অংশসংহার
করিরাছেন বলিয়া অভিজাতগণ সন্দেহ করিতে লাগিলেন।
কিন্তু এই সংবাদে ধনিসম্প্রদায়গণ ভীত হইলেন। কার্ণো এই
সময়ে সমস্ত ইতালীবাসীকে সভানির্দাসনে সম্মতি বিচার
অধিকার প্রদানে কৃতসম্মত হইলে অস্ত্রাভ্যাসের অধিবাসীরা
১২৬ খৃঃ পূঃ রোমে সমাগত হইল। কার্ণোর প্রত্যাবর্তন
করিবার অভিপ্রায়ে ট্রিবিউন জুনিয়াস্ পেপাস্ রোমের প্রবাসি-
গণকে অবিলম্বে রোম পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্র বাইতে আশেপাশ
করিলেন। কিন্তু টাইবেরিয়াস্ প্রাকাসের কনিষ্ঠভ্রাতা কেয়াস্
প্রাকাস্ ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি, কার্ণো এবং
তাঁহাদের অস্ত্রাভ্যাস ইতালীবাসীর পক্ষে নির্দাসনাধিকার
প্রদানে বন্ধপরিকর হইলেন। পেপাস্ ইহার প্রতিফলস্বরূপ
করিতে লাগিলেন যেখান ইতালীবাসীগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল

এবং জেরিকি নামক স্থানের অধিবাসীরা অস্ত্রধারণ করিল।
কিন্তু প্রিটর ওপিমিয়াস্ অবিলম্বে সেই বিরোধস্থল করিলেন
(১২৬ খৃঃ পূঃ)।

এই সময় হইতে সাধারণের ক্ষত কেয়াস্ প্রাকাসের দৃষ্টি
আকর্ষিত হইল। তিনি সার্ভিসিয়ার খামসে দিগ্‌ত থাকিয়া ১২৬ খৃঃ
পূঃ অকস্মাৎ রোমে কিরিয়া আসিলেন এবং ১২৩ খৃঃ পূঃ
ট্রিবিউন নিযুক্ত হইলেন। তিনি সাধারণের হিতার্থে সেনেটের
কমতা খর্ব করিয়া সমাজ ও রাজ্যশাসনের আত্ম সংহারে
মনোনিবেশ করিলেন। দরিদ্রগণের উন্নতির জন্য এবং রোম
ও রোমবাসীর হিতার্থে কেয়াস্ প্রাকাস্ অনেকগুলি আইনের
পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি
খীর প্রত্যাহার এগ্রেরিয়ান বিধি পুনঃ প্রবর্তিত করিয়া সাধারণের
অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তিনি ১২২ খৃঃ পূঃ পুনরায়
ট্রিবিউন নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে কাল্‌ভিয়াস্ ক্রেয়াস্
কলস নিযুক্ত হইয়া কেয়াসের সহায়তা করিতে লাগিলেন।
তাহাতে কেয়াস্ প্রাকাস সমস্ত ইতালীবাসীকে রোমের ভ্রাতৃ
নির্দাসনাধিকার প্রদান করিলেন। সেনেট প্রাকাসের প্রতিপত্তি
দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে লিভিয়াস্ ড্রাসাস্ নি নামক একজন ধনী
সদস্যকে নিযুক্ত করিলেন। ড্রাসাস্ প্রথমে প্রাকাসের মতামতগ্রহী
হইয়াই কার্য করিতেছিলেন। কিন্তু কেয়াস্ আক্সিকার উপ-
নিবেশস্থাপনে গমন করায়, অবসর বুঝিয়া ড্রাসাস্ অনেক
লোককে কোশলে কেয়াসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন।
কেয়াস্ প্রাকাস্ যখন রোমে ফিরিলেন, তখন আর পূর্বের ভ্রাতৃ
সাধারণের সহায়ত্ব পাইলেন না। তিনি ও তাঁহার বন্ধু
ক্লাকাস্ পুনর্বার ট্রিবিউন নিযুক্ত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু
তাহাতে কৃতকার্য হইলেন না। তাঁহার শত্রুপক্ষ প্রাধান্যলাভ
করিল এবং কলস নিযুক্ত হইল। ১২১ খৃঃ পূঃ কেয়াসের
শত্রুপক্ষ প্রাধান্যলাভ করিয়াই প্রাকাস-প্রবর্তিত আইন সকল
রহিত করিয়া দাখিল করিলেন এবং সেনেটের অভিজাত সভ্যগণ
প্রাকাস্ এবং ক্লাকাস্কে সাধারণত্বের শত্রু বলিয়া ঘোষণা
করিলেন। এদিকে কলসের ডিটেটরের কমতালাভ করিয়াই
প্রাকাস ও ক্লাকাসের বিরুদ্ধে সাধারণকে উত্তেজিত করিলেন।
ক্লাকাস্ও সহযোগী প্রাকাসের সহিত মিলিত হইয়া অস্ত্রধারণ
করিলেন। এই প্রকারে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হইল। তখন
কলসের শত্রু আতিষ্ঠাইনে ক্লাকাস্কে আক্রমণ করিতে
অগ্রসর হইলেন। ক্লাকাস্ খীর পুত্রকে সন্ধির জন্য সেনেটে
পঠাইলেন। কিন্তু সেনেটের সভ্যগণ তাঁহাকে বধ করিলেন।
তৎপরে কলসগণের আক্রমণে ক্লাকাস্ বধ হইলেন এবং প্রাকাস্
অকার্য্য নরহত্যা হইতে বিরত হইয়া একজন বিবত কৃত্যর

জয়লাভ করিয়াও যুদ্ধার্থে রোমে অগ্রসর হইল না, কারণ বেশ জর করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সমগ্র ইতালীবাসী উক্ত যুদ্ধের সংবাদে ভয়ে কলিত হইতে লাগিল।

রোমকগণ এই বিপদের সময়ে মেয়াদাসকে তৃতীয়বার কঙ্গল নিযুক্ত করিলেন (১০৩ খৃঃ পূঃ)। কিন্তু বাবাঘরণ ইতালীর দিকে অগ্রসর না হইয়া স্পেনে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন ও লুণ্ঠনসাধনে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে মেয়াদাস এক নতুন সৈন্তদল সংগঠন করিয়া তাহারিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন এবং সৈন্ত-বিভাগে বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিলেন। পরে ১০২ খৃঃ পূঃ মেয়াদাস ৪র্থ বার কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে সিথিগণ পুনরায় গলপ্রদেশে হাঙ্গা করিল। মেয়াদাস সৈন্তে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং এই স্থান সুরক্ষিত করিবার জন্য ভূমধ্য-সাগর হইতে এইস্থান পর্যন্ত একটা খাল খনন করাইলেন। বাবাঘরণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া ইতালী হাঙ্গা করিল। টিউটন-সৈন্ত মেয়াদাসের অভিযুগে ধাবিত হইল। একুই সেক্সটিআই নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইল। মেয়াদাসের সুশিক্ষিত সৈন্তদল পূর্বে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত ছিল। টিউটনগণ সেইস্থান দিয়া গমনকালে ভীমবেগে রোমকসৈন্তকর্ক আক্রান্ত হইল। নৈরায়ণযুদ্ধের প্রথম ক্রিয়ণে অসভ্যগণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। নতুবা মেয়াদাস সৈন্ত বিধ্বস্ত হইতেন। রোমের উদ্ধাপে টিউটন সৈন্ত পলায়ন করিল। তখন রোমকসৈন্ত তাহারিগকে বীতংসভাবে আক্রমণ করিয়া সংহার করিতে লাগিল। বাহারা অবশিষ্ট থাকিল, তাহারাও অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা করিতে লাগিল। গোলকটহ তাহাদের রমণীগণ পতিপুত্রের পরাজয় দর্শনে শাণিত আত্মে শিশুসন্তানদিগকে সংহার করিয়া আত্মহত্যা করিতে লাগিল। নরশাণিতের প্রোত বহুক্রোশ-দ্রবন্তী ভূমধ্যসাগরে যাইয়া মিলিত হইল। মেয়াদাস যুদ্ধ জয় করিয়া শিবিরে ক্রিয়বন, এমন সময়ে অখারোহী দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি ৫ম বার কঙ্গল নিযুক্ত হইয়াছেন।

এদিকে সিথিগণ বজ্রপ্রোতের দ্বার আক্রমণ কর্তৃক হইতে ইতালী-অভিযুগে ধাবিত হইল। তাহারা টিউটনগণের ধ্বংসবার্তা অজ্ঞাত থাকায় তাহাদের সহিত মিলিত হইবার আশায় মিলানের যদ্যবন্তী ভার্সেলি নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিল। ১০১ খৃঃ পূঃ ৩০এ জুলাই লোকভরস্বর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মেয়াদাসের কুটকৌশলে সিথিগণ পরাজিত হইল। তাহাদের ১৪০০০ সৈন্ত রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইল এবং ৬০০০০ সৈন্ত বন্দীকৃত হইয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল। কিন্তু শোণালিনী সিথিরমণীগণ তাহাদের পতিপুত্রের দ্বার বন্দী হইল না। কটিক শাণিত ছুরিকাঘাতে লক্ষ লক্ষ রমণী আত্মহত্যা করিল। মেয়াদাস এই-

রূপ অসামান্য প্রতিভাবলে এবং অভূতপূর্ব রণকৌশলে রোমের সৌভাগ্য-স্বর্গকে রাহগ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন। রোমবাসী যোদ্ধারানাকালে তাঁহার পূজা ও তর্পণ করিতে বিন্মত হইল না। তিনি রোমের তৃতীয় উদ্ধারকর্তা বলিয়া লোকমুখে কীর্তিত হইলেন। পরে মেয়াদাস অপূর্ণ আত্মায় বিরাট সমারোহে বিজয়োৎসব সমাধাপূর্বক গৌরব দৃশ্যভিষে রোমে প্রবেশ করিলেন এবং ৬ষ্ঠ বারের জন্য কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। ইতঃ-পূর্বে এত সন্মান কোন রোমবাসী প্রাপ্ত হন নাই। বড় বড় ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই যশঃস্বর্গের মধ্যাক্ষকালে মেয়াদাসের মৃত্যু হইলে বড় ভাল হইত, তাহা হইলে সেই যশোরবির অন্তগমন রূপ দুর্দিন অবলোকন করিতে হইত না।

এই সময়ে সিসিলিতে ভরস্বর দাসবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। চারিবৎসরব্যাপী এই যুদ্ধ দেশের বিঘম অনিষ্ট ঘটিল।

দুকালাস ও সার্ডিনিয়াস কঙ্গার অধীনে
(১০০-১০১ খৃঃ পূঃ) দুইদল রোমকসৈন্ত দাসদিগের দ্বারা
পরাজিত হইল। সার্ডিনিয়াস নামক এক

দৈবজ্ঞ স্বীয় অসামান্য প্রতিভার অবিলম্বে ২০০০০ পদাতিক ও ২০০০ অখারোহী সৈন্ত সুশিক্ষিত করিয়া লইলেন এবং ট্রাইফন নাম ধারণপূর্বক মহাভরস্বর রাজ্যভিষেক সম্পন্ন করিলেন। এদিকে দাসগণ দুইদলে বিভক্ত হইল এবং আথেনিও পশ্চিম দলের রাজা হইয়াও ট্রাইফনের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন। ট্রাইফনের মৃত্যুর পরে আথেনিও দাসরাজ হইলেন। একুই-লিয়াস সিসিলিতে প্রেরিত হইলেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শ্রহস্তে আথেনিওকে রোমের আক্ষিথিয়েটারে সিংহ-পার্দুলের সহিত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহারা হিংস্রজন্তুর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর রোমবাসীর চিত্তবিনোদন অপেক্ষা আপনারা পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে আক্ষিথিয়েটারে বিনষ্ট হইল (৯৯ খৃঃ পূঃ)।

এই সময় রোমের শাসনপ্রণালীতে পুনরায় বিপ্লবের সূচনা উপস্থিত হইল। মেয়াদাস শাসন ও সৈন্তবিভাগে একাধিপত্য করিবার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শাসনকর্মতা ও বক্তৃতাশক্তি আদৌ ছিল না। তজ্জন্ত সাটার্নিনিাস ও মলিয়া নামে দুইজন বাগ্মীকে হস্তগত করিয়া স্বকথাসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাটার্নিনিাস ট্রিবিউন পদে নিযুক্ত হইলেন এবং এগ্রিয়ারান আইন প্রবর্তনপূর্বক গল প্রদেশের ভূমিখণ্ড সকলকে মেয়াদাসের সৈন্তগণকে বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। এই আইনের একটা সর্ভ ছিল যে, যদি এই আইন সর্বসম্মতিক্রমে বিধিবদ্ধ হয়, তবে সেনেটের সভ্যগণ উহা পালন করিতে লগথব্দ হইবেন এবং যিনি অসম্মত

হইলেন তিনি সবত পদ হইতে বহিষ্কৃত হইবেন। মেটেলাস্ মেসারাস্ উভয়ে কেনেটরমণ সর্বসম্মতিতে এই “প্রজ্ঞাবিধি” গ্রহণ করিলেন, কেবল মেটেলাস্ আপন প্রতিক্রিয়াতঃ পশপ পালন করিতে চাহিলেন না। এই সূত্রে মেটেলাস্ ও মেসারাস্‌র পক্ষীয়গণের মধ্যে ঘোরতর মনোবৈর উপস্থিত হইল। বিরোধিগণের অভ্যুত্থানে সেনাচারে রোমসাম্রাজ্যতানী, ভীষণ মুক্তি ধারণ করিল। এইরূপ রাষ্ট্রবিষয়ে কিছুকাল ক্ষতীত হইবার পর, প্রথম প্রধান নেতৃবর্গের পদাধিকারকাল সংক্ষেপ হইয়া আসিল। তখন সকলের পুনর্নির্বাচনে বাস্ত হইয়া পড়িলেন। নির্বাচনসূত্রে ঘোরতর দাঙ্গা হাকামা খাটে দেখিয়া সেনেট কম্পল মেসারাস্‌কে বিরোধিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হইয়া রাজ্যরক্ষা করিতে আদেশ করিলেন, তখন স্যাট্যুরিনাস্ ও মোসিয়া হত্যাকাণ্ডে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেনেট তাহাদের রাজদ্রোহিতার বিচার করিবার অবসরে সাধারণ লোকে তাহাদিগকে যিরা নিহত করে।

সেনেটের সহিত বিবাদে, প্রজ্ঞাবলয়ের পরাজয়ে এবং মেসারাস্‌কে ছয় বার কম্পল পদদানে, প্রজ্ঞাবর্গের আধিকার-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, রোমীয় প্রাচীন প্রজাতন্ত্রের অনেক পরিবর্তন হইয়া গেল। মেসারাস্‌র ৬ বার কম্পল পদপ্রাপ্তি সেনেটের অধুমোদিত উপযাপি নেতৃপরিবর্তনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। এই দীর্ঘকাল নেতৃত্বে মেসারাস্ স্যাট্যুরিনাস্-প্রবর্তিত সাময়িক সংস্কারপদ্ধতির অমুকরণ করিয়া এক এক জন সেনাপতির অধীনে সাধারণ সেনাদল নিযুক্ত করিলেন। ঐ সকল সেনাদল আপনাপন সেনাপতি বা অধিনায়কের বাক্য মান্ত করিবে। সাধারণ সেনাদলের মধ্যে বংশাভিমান বা অর্থ-গরিমায় কোনই স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। বিবৃত রোম-চম্ব বা ‘লিজন’ (Legions) হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত রহিল।

খৃঃ পূর্ব ৯৩ অব্দে এসিয়াখণ্ডে পি, কুটিলিয়াস্ ককাস্ অথবা প্রজ্ঞার রক্ষা শোষণ করিয়া রোমীয় ধনাঢ্যসমাজকে কলঙ্কিত করেন। তাহার এই দ্বন্দ্বিত অভ্যুত্থানবাহী রোনক-সমিতিতে দণ্ডনীয় হইল। অর্থবানের অভ্যুত্থান-বনমচেষ্টা ধনহীন রোনক প্রজ্ঞাধারগণের মধ্যে ক্রকল আনয়ন করিল। রাজনীতির আবুলসংকার আবর্তক হইল বটে, কিন্তু ধনশালী ক্ষেত্রীয় রাজপুত্রবংশের বিরুদ্ধে দণ্ডাশাসন হইয়া কাণ্ডপরিচালনা করা অসম্ভব হইল না। যুদ্ধ ও কলের একমাত্র সহযোগী ইতালীয়গণ ক্ষিত্যাক্ষিত্যপাশে আবদ্ধ থাকিবার পর এক্ষণে রোম-রক্ষাক্ষেত্রে বৃদ্ধি একত্র মিলিবার বাধ্য প্রকল্প করিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতির রোমকগণ তাহাদিগকে সভাসমিতির অধিকার দান করিতে পরাজয় হইলেন, ক্রমশঃই তখন তাহারা বৃদ্ধি

যে, এই রোমীয় সৈন্যতীর কেবল রোমের বোকার রক্ষিত অঞ্চল বোকার হ্রাস হইতেছে এবং তাহাদের রক্ষণায় অর্জিত রাজ্যসমূহের ক্ষয়সাধনে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রোমক-গবর্নেন্টই একাধিপত্য বিস্তার করিতেছেন; তখন ক্রোধে ও সন্দেহে রোমের রাজপক্ষি খর্ব করিবার জন্য তাহারা রোমের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

মার্কস্ কালবিয়াস্, পেরাস্ গ্রাকাস্, স্যাট্যুরিনাস্ প্রভৃতি ৫০ বৎসর ধরিয়া ইতালীয়গণকে সম্মিলনের আশা দিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। বতবারই ইতালীয়গণ আশঙ্ক হইয়া রোমে সমবেত হইয়াছিলেন, ততবারই তাহারা কম্পলের কঠোর আদেশে নিগৃহীত হইয়া রোম হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। এই সকল অসম্মতবাহারে ইতালীয়দিগকে উত্তেজিত দেখিয়া ট্রিবিউন মার্কস্ লিভিয়াস্ ড্রাস্ বহুতঃ সঙ্কো-রের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি সেনেট-সভার রাজবিধি সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থাপন করিলে সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত (equestrian order) সম্বন্ধে তাহার উপর ক্রোধে অমিশ্র হইয়া উঠিলেন। ড্রাস্‌র প্রস্তাবিত বিধিগুলি সাধারণে গৃহীত হইলেও সেনেট তাহা অগ্রাহ করিলেন, ড্রাস্‌কে ইতালীয়দিগের সহিত বড় যুদ্ধে লিপ্ত ও রাজদ্রোহী বলিয়া সেনেট-সভা বোষণা করিলেন। সভা-গৃহ হইতে বহুতঃ প্রত্যাবর্তনকালে ড্রাস্ গুপ্ত হত্যকের হস্তে নিহত হইলেন।

ড্রাস্‌র গুপ্তহত্যার ইতালীয়সিগণ সেনেটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তদানীন্তন ট্রিবিউন স্কিউ-ডেরিয়াস্ বড়বলকারীদিগের শাস্তিবিধান নিমিত্ত একটা সমিতি গঠন করিলেন। এই সমিতির বিচারে বহুসংখ্যক বড়বলকারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

ইতালীয়সিগণের নির্বাচনাদিকার লইয়া এক মহাবল্কের সূত্রপাত হইল। এই যুদ্ধে ইতালীবাসী অভিজাতসম্ভ্রান্তের ৩ লক্ষ লোক যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ৯৫ খৃঃ পূঃ লি-

আন্তর্জাতিক বা
মাসিক বুদ্ধ

নিয়াস্ ক্রেসাস্-প্রবর্তিত আইন অনুসারে

প্রবাসী ইতালীবাসী রোমবাসীর সমস্ত

(৯৫-৯৮ খৃঃ পূঃ) অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাহাতে

সমগ্র ইতালীয়গণ উত্তেজিত হইয়া এবং মার্সিয়ান, শেলগুমিয়ান, মেরিউসিয়ান, ভেট্টিয়ান, সাবেলিয়ান, পিসেটাইনস্, সামু-নাইটস্, আপুলিয়ান ও লুকানিয়ান প্রভৃতি পরাজিত জাতির সহিত মলবদ্ধ হইয়া রোমের প্রাঙ্গণসমূহের জন্য একত্র মিলিত হইয়া অস্ত্রধারণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে মার্সিজাতি অধিনায়কত্ব গ্রহণ করার উক্ত বুদ্ধ “মার্সিক বুদ্ধ” বলিয়া কথিত হয়। এই সময়ে লাক্টিয়গণ কোন পক্ষে যোগদান না করিয়া নিরপেক্ষতাব ধারণ

করিয়াছিলেন। সম্মিলিত ইতালীয়গণ, রোমবাসিনদের সহিত সমভাবে নির্বাচনাধিকার না পাইবার আশায় ইতালীয়ে এক নতুন রাজধানী স্থাপন ও রোমকগণ বিক্ষুব্ধ করিতে মনস্থ করিল। পলিটিকার বাস্তবায়ন করিলেন মসপেরী এই নব প্রকল্পিত সাধারণতরের রাজধানী ইতালিকা নামে বোধিত হইল। এখানে ১০০ সমস্ত পট্টিত এক সেমেট ও এসের প্রতিষ্ঠিত করিল। এই সাধারণতরের প্রতি বৎসর দুইজন কন্সল এবং ১২ জন প্রিটর নিযুক্ত হইতে পারিলেন। সিটোপেডিয়াস্ নামক একজন মাসিরাই হইয়া প্রথম কন্সল নিযুক্ত হইলেন।

এল-কুলিয়াস্ সিজর এবং কুটিলিয়াস্ ককাস্ রোমের কন্সল নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধাৰ্থ যাত্রা করিলেন। মেগারাস্ ও কর্ণেলিয়াস্ দ্বারা তাঁহাদের অধীনস্থ হইয়া যুদ্ধাৰ্থ সজ্জিত হইলেন। প্রথম বৎসর মাসিরা জয়লাভ করিতে লাগিল। কুটিলিয়াস্ ককাস্ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিয়াও বিপক্ষে হস্তে হস্ত হইলেন এবং মাসিরা কন্সল কেটো যুদ্ধ জয়লাভ করিলেন। কিন্তু রোমকগণ চিত্ত হারাইলেন না। বিশেষ দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধচালনা করিয়া মেগারাস্ ও সান্না উভয়ে এবং কন্সলসিজর, ক্যাম্পেডিয়াস্, মাসি প্রভৃতি শত্রুদলকে পরাস্ত করিলেন। মেগারাসের পরিচালনার রোমকসৈন্ত সুরক্ষিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। এই সময়ে রোমকগণ বিপদের আশঙ্কা করিয়া কুলিয়াস্ সিজরের পরামর্শ অনুসারে 'লেজ কুলিয়া' নামে এক আইন প্রণয়িত করিলেন (২০ খৃঃপূঃ)। তদনুসারে রোমের পক্ষে বিশ্বস্তভাবে যুদ্ধকারী ও শান্ত প্রজাবর্গকে রোমবাসীর সহিত সমভাবে নির্বাচনাধিকার (Franchise) বিবার ব্যবস্থা হইল। এই ঘটনায় রোমের পক্ষ প্রবল হইয়া উঠিল, এবং যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে রোমকসৈন্ত কৃতকাৰ্য্যতা লাভ করিতে আরম্ভ করিল। ৮৯ খৃঃ পূঃ পম্পিয়াস্ ট্রাযো এবং পোদিয়াস্ কেটো কন্সল নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে কেটোর মৃত্যু হইলেও রোমকসৈন্ত হীনবল হইল না। কেটোর লেপ্টেনাণ্ট সান্না প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশঃসুধের প্রথম কিরণে মেগারাসের খ্যাতি মনঃশ্রুত হইয়া উঠিল। তিনি মাসিরা-সেনাপতি মিউটিলাস্কে পরাজিত করিয়া বডিওনাম্ নামক সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিলেন।

এরিক পম্পিয়াস্ ট্রাযো উভয় ইতালীতে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। প্রবল যুদ্ধের পরে আঙ্কোলাম নগর অধিকৃত হইল। বিপক্ষপক্ষের অধিকাংশ অস্ত্রত্যাগপূর্বক অধীনতা স্বীকার করিল। সেই সময়ে পোদিয়াস্ সিলাভেনাস্ এবং পোপি'রাস্ কার্বো নামক ট্রিবিউনর 'লেজ মৌট্রা-পোপি'রাস্' নামক আইন প্রণয়ন করেন (৮৯ খৃঃ পূঃ)। ইহাযাত্রা যে কারণে যুদ্ধের উপলব্ধি

হইয়াছিল, সেই কারণ বিবৃত হইল। অকস্মাৎ অধিকাংশ বিক্রোহী মহাবীর পুনরায় রোমের পক্ষাবলম্বন করিল। এই যুদ্ধে ইতালীর সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায় আর বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। অবশেষে রোমের ৩৫৪ জনি এক অস্ত্র ১৫৪ জন ইতালীবাসী জাতি রোমবাসীর দ্বারা নির্বাচনাধিকার প্রাপ্ত হইল। উভয়ে পেডাস্ হইতে দক্ষিণে মেলিমাগ্রালা পর্যন্ত সমগ্র ইতালীবাসী রোমের সহিত সমানধিকার প্রাপ্ত হইল। ইহার পরে সামনাইট ও লুকানিয়ানগণ কিছুকাল পর্যন্ত রোমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। লাবিনিয়' যুদ্ধক্ষেত্রে সান্না উভয় পক্ষেরই শক্তি হ্রাস করিয়া দিলেন। তৎপরে সমস্ত ইতালী রোমের প্রাধান্য স্বীকারপূর্বক সম্মিলিত হইল।

এই অশান্তিবিপ্লবের (The Social war) অবসান হইলেও রোমে শান্তি স্থাপিত হইল না। পূর্বতন কলহদ্বয়ে পুনরায় বাদবিসবাদ চলিতে লাগিল। অধিকার-প্রাপ্ত মবীন ইতালীয় সম্প্রদায় রোমক সমস্তবর্ণের 'স্বকপাতিতা' ও নির্বাচন বিষয়ে নিজপক্ষে রাজকীয় শক্তির পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সমস্তবর্ণের ধোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সেমেট সভা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সাম্প্রদায়িক বাদবিসবাদ, পরস্পরে শত্রুতা এবং প্রজাবাসীর মধ্যে চিরন্তন প্রসিদ্ধ ও রাজ্য-ব্যাপ্ত জয়যতেহী মধ্বলীকার লিখেবনে সমগ্র রোমরাজ্য লীড়িতের আর্জিনাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে ও অসহ্য হইতে সমস্ত রোমক প্রজাবর্গ কষ্টের মুখ চাহিতে চাহিতে বৎস পথে আসিয়া মিশ্রিত হইল। প্রজার এই সর্বনাশ রাজ্যের সকল শ্রেণীর লোককে সংক্রমণ করিয়াছিল।

এই গোলাবোগের শান্তি হইতে না হইতেই মিথি'দেভিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইল। এই সময়ে পট্টালের রাজা ৬ষ্ঠ মিথি'দেভিস বা ইউডেজের সহিত রোমের যুদ্ধ অনিবার্য

এখন আন্তর্জাতিক
বা যুদ্ধ
হইয়া উঠিল। পূর্বযুদ্ধে সান্না বেরপ
পরাক্রম এবং যুদ্ধপ্রতিভা প্রদর্শন করিয়া-
(৮৯-৮৬ খৃঃ পূঃ) ছিলেন, তদনুসারে 'মিথি'দেভিস যুদ্ধে

সাধারণতঃ তাঁহাকেই কন্সল নিযুক্ত করিলেন (৮৬ খৃঃ পূঃ)। কিন্তু সপ্ততিপয় যুদ্ধসেনাপতি মেগারাস্ উক্ত পক্ষের অন্য প্রাণ-পুষে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ক্যাম্পেডিয়াস্ ককাস্ নামক একজন বক্তৃতাকুশল এবং কল্যাণবাসী ট্রিবিউমকে যুদ্ধের দৃষ্টিত ধর্মরত্নের প্রণোদন প্রদর্শনপূর্বক হতভম্ব করিয়া দ্বীপ উদ্বেগ-দ্বিধার অস্থিরতা উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। লাব্গিলিয়াস্ মেগারাস্কে মিথি'দেভিস যুদ্ধের অধিনায়ক্য প্রদান করিবার জন্য এক নতুন আইন প্রবর্তন করিলেন। সেমেটের সভাগণ ইহা নিষারণ করিবার উদ্দেশ্যে 'ক্যাম্পেডিয়াস্' খোলা করি-

লেন। তৎকালে সেই সময়ে কোন আইন-বাঁচক কার্য বিরম-
বিরুদ্ধ বলিয়া বিবিত ছিল। কিন্তু সাল্পিসিয়াস্ বলপূর্বক উহা
সহিত করিতে কৃতসঙ্কর হইলেন। তিনি স্বীয় অধীনস্থ ও সহস্র
জনসংখ্যিত অস্ত্রভীত লইয়া একটা “অ্যান্টি-সেনেট” বল
গঠন করিলেন এবং ইহাধিগত সাহায্যে তিনি বলপূর্বক
কন্সলদিগকে কোরাস হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নিজে নিজে
অভীষ্ট সাধনে উদ্ভূত হইলেন। সাল্পিসিয়াস্ পলায়ন করিলেন।
তাহার পুত্র এবং সাল্লার জামাতা কুইন্টাস্ নিহত হইলেন।
সাল্লা নিজে কোরাসের নিকটবর্তী মেসারাসের গৃহে আশ্রয়
লইয়া রক্ষা পাইলেন। এবং প্রায়ের ভয়ে তাহার পুত্রকে
“জাউসিয়াস্” প্রত্যাহার করিলেন।

সাল্লা রোম পরিত্যাপসূর্বক কাম্পিনিয়াস্ অন্তর্ভুক্ত মোলা
নামক স্থানে অবস্থিত স্বীয় সৈন্তদলের সহিত সন্নিবিষ্ট হইলেন।
এরিকে সাল্পিসিয়াস্ ও মেসারাস্ রোম অধিকার করিলেন।
মেসারাস্ নিখিলৈতিক যুদ্ধের কলঙ্গ নিযুক্ত হইলেন এবং
সাল্লার সৈন্তদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে মোলায় লোক প্রেরণ
করিলেন। কিন্তু মেসারাস্ প্রেরিত প্রতিনিধিগণ সাল্লার
সৈন্তদলের ইষ্টকাঙ্ক্ষাতে হত হইল। তখন সাল্লার সৈন্তগণ
তাহার আদেশানুসারে রোমের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে সম্মত
হইল। সাল্লা সৈন্তে রোম অধিকার করিতে চলিলেন।
মেসারাস্ তাহার গতিরোধ করিতে মানা চেষ্টা করিলেন,
কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। সাল্লা রোমে প্রবেশ
করিলেন, স্বীয় মেসারাস্ পুত্র ও অমুচরবর্গের সহিত পলায়ন
করিলেন। সাল্লা রোম অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু
নগর লুণ্ঠনপূর্বক আবাসাধিকারকে নিহত করিলেন না।
সাল্পিসিয়াস্ স্বীয় ক্রীতদাসের বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা পড়িয়া
হত হইলেন।

মেসারাস্ জাহাজে চড়িয়া জাউয়া এবং তথায় হইতে
দক্ষিণ ইতালীতে গমন করিলেন। কিন্তু তাহাকে ধরিবার
অস্ত্র অধারোহিগণ চক্ৰবর্তীক প্রেরিত হইল। মেসারাস্
পুত্রের সহিত চূর্ণন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্কোচ্যে বাসস্থাপন
করিলেন। তাহার পুত্র নিপথে অভিভূত হইল, মেসারাস্ আশঙ্ক-
চিত্তে এই বলিয়া পুত্রকে তরঙ্গা বিলেন যে, তিনি সম্ভবতঃ
রোমের কন্সল হইবেন, ইহা বৈষয়গণ গণনা করিয়াছিল। মিটার্ণি
নামক স্থানে অধারোহিগণ তাহাদের পঞ্চাভী হইলে তাহার
সমুদ্রে লঙ্ক প্রদানপূর্বক পত্তন করিয়া এক জাহাজে উঠিলেন।
কিন্তু জাহাজ লোক সকল তাহাদিগকে গিরিস্থলী মোহানার
তীরে জলমগ্নে নিক্ষেপ করিয়া গেল। কিন্তু তথায় ধরা পড়িয়া
মিটার্ণির মাজিষ্ট্রেটগণ কর্তৃক কারাবদ্ধ হইলেন। রোমের

আদেশ নাই। তাহার মেসারাস্কে বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।
কিন্তু কেহই মেসারাস্কে বধ করিতে সাহসী হইল না। অবশেষে
এক ক্রীতদাস অসিহস্তে মেসারাস্কে বধ করিবার অস্ত্র কারাগারে
প্রবেশ করিল। কিন্তু যোয় অকস্মাতঃ কারাগারে মেসারাসের
চক্ৰ জলত প্রবীণের দ্বারা রক্ষা বিকিরণ করিতে লাগিল, তৎকালে
যাতক বিচ্ছিন্ন ভবিত হইলে, মেসারাস্ গভীর স্বরে করিলেন,
“তুমি কি কোরাস্ মেসারাস্কে হত্যা করিতে সাহসী হইবে?”
তৎকালে যাতক ততবারি কেলিয়া পলায়ন করিল। তখন মিটার্ণির
মাজিষ্ট্রেটগণ দ্বাপরবশ হইয়া পোডারোহলে মেসারাস্কে
আত্মিকার প্রেরণ করিলেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র
তৎকৃত প্রিটর সেকুটিয়াস্ তাহাকে সে স্থানে ত্যাগ করিতে
আদেশ করিলেন। তৎকালে মেসারাস্ কৃতক বলিয়াছিলেন—
“সুত তুমি প্রিটরকে বাইরা বল যে, মেসারাস্ পলায়নপর হইয়া
কার্থেজের জংলাবশেষের উপরে উপবিষ্ট আছেন।” তৎপরে
মেসারাস্ পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া কার্দিয়া বীর্ষে কিছুদিন
নিরাপদে ছিলেন।

এই অবসরে রোমের রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত ভিন্ন
প্রণালীতে প্রবাহিত হইল। এই সময়ে ৮৭ খৃঃ পূঃ সিয়া এবং
অক্টেভিয়াস্ কন্সল নিযুক্ত হইলেন। সাল্লাও কন্সল নির্বাচন-
ব্যাপার সমাধানান্তে উক্ত বর্ষের প্রথমেই এসিয়ার প্রত্যাগ
করিলেন।

সাল্লা জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে রোমকসভা
বিশেষ লাভবান হইলেন না। যখন তাহার দেখিলেন যে রাজ-
কীয় মেতুর্বার্গের অমুদ্রোদনে যে কাণ্ড সম্পন্ন হইত, এখন তাহা
সৈন্তগণের অস্ত্রবলেই সকল নির্বাহিত হইতে পারে এবং সেনাদলও
তাহাদের অধিনায়কের আদেশ বাতীত আর কিছুই দ্রাস্ত করিত
না, তখন তাহাদের মনের ধোয় খুঁচিল। সাল্লার রোমত্যাগের
অব্যবহিত পরেই কন্সল সিয়া সাল্পিসিয়াসের প্রস্তাবিত ৩৫ টা
জাভির মধ্যে সমভাবে নির্বাচনাধিকার বিধি প্রচলন করিতে
কৃতসঙ্কর হইলেন। যে সমস্ত নূতন নাগরিক এই বিষয়ে অভি-
মত দিবার অস্ত্র কোরাসে সমুদ্রে লম্বিত হইয়াছিলেন, সিয়ান
প্রতিযোগী অক্টেভিয়াস্ তাহাদিগকে নিহত করিলেন। সিয়া
উপারান্তর না দেখিয়া পলাইলেন এবং রোমীয় লিজনে আসিয়া
আশ্রয় চাহিলেন। সেনেট তাহাকে কন্সলপদত্যাগ করিতে
তিনি কাম্পিনিয়াস সেনাবৃন্দকে প্রজাবর্গের অধিকার নাশের
কথা জ্ঞাপন করিয়া উত্তেজিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে
সহস্র সহস্র লোক সাল্লার দ্বারা তাহার পদাঙ্গুলের ক্রিতে অগ্র-
সর হইল। নিকটবর্তী ইতালীর সম্রাট এই নাগরিকহত্যার
ব্যাপারে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাহার সিয়ান বলভূত

হইয়া সৈন্ত ও অর্থ সাহায্য পাঠাইলেন। এভাবে সান্নার অত্যাচারে রোম হইতে পলায়িত সেনারাও এক সহস্র নিউমিডিয়া অশ্বারোহী সেনা লইয়া ইটালির উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহার দলই প্রাচীন বোঙ্কুস তাঁহার ছত্রতলে বাইরা সংমিলিত হইল। অল্পকাল মধ্যেই তিনি ৬ সহস্র সেনা সংগ্রহ করিয়া জেনিকিউলাম অবরোধ করিলেন ও পরে রোমের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে সান্নার সহিত মিলিত হইলেন।

সেনেট প্রথমে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু দুর্য্যবশতঃ অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। কাজেই পরাস্তব স্বীকার করিতে হইল। সান্না পুনরায় কল্ল পদ লাভ করিলেন এবং রাজস্বেচ্ছাসিদ্ধিতে নির্ধারিত মেমোরাস পুনর্গৃহীত হইলেন। তখন সান্না ও মেমোরাস সসৈন্তে রোমনগরে প্রবেশ করিলেন।

মেমোরাস নগরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার ঐতিহাসিক পিণাসা শাস্ত করিলেন। প্রসিদ্ধবায়ী আটোনিয়াস ও অষ্টেবিয়াস নিহত হইলেন। বিধেবিধলের রক্তপাতে রোম-রাজপথ রঞ্জিত হইল। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে রোম জীবনমুর্তি ধারণ করিয়াছিল। এবার শত্রুসৈন্য রোমে মেমোরাসের স্বপক্ষীয়গণ তাঁহাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় ৭ম বার কল্লপদে বরণ করিলেন, কিন্তু এক সপ্তাহ ব্যতীত তিনি ঐশ্বর্য্যসম্ভোগ করিতে পারেন নাই। ৪৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দের প্রারম্ভেই তাঁহাকে ভবলীলা শেষ করিতে হয়। সান্না উহার পর ৩ বৎসর কাল পূর্ণ প্রতিপত্তির সহিত রোমশাসন করিলেও বাস্তবিক পক্ষে রোমের শাসনসম্প্রদায় উন্নতির পথ সম্যক ক্ষত হইয়াছিল। তিনি সান্নার আগমনভয়ে সর্কদাই শঙ্কিত ছিলেন। এই জন্ত ৮৬ খৃঃ পূঃ কল্ল ভালেয়িয়াস ক্লাকাস সান্নাকে ক্রান্ত্রি করিবার অভিপ্রায়ে প্রেরিত হন, কিন্তু হৃৎযাত্রাক্রমে তিনি স্বীয় সৈন্ত দ্বারা নিকোমিডিয়া নামক স্থানে নিহত হন।

কল্লসাগর-ভীরবর্তী এসিয়া-মাইনরের মধ্যে মিথ্রিদ্বেতিসের সমুদ্রাশ্রয়ী রাজ্য অবস্থিত ছিল। ৫ম মিথ্রিদ্বেতিসের গুপ্তহত্যার পরে যষ্ঠ মিথ্রিদ্বেতিস ১২৭ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শত্রু ও শাস্ত পাণ্ডিত্যে ভুবনবিখ্যাত ছিলেন। ২৫টি বিভিন্ন ভাষার তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ক্রমে ক্রমে স্বীয় বাহুবলে চারিদিকে রাজ্যসীমা বাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে বিখ্যাত ইটালির রাজা ২য় নিকোমিডিসের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ৩য় নিকোমিডিস সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; কিন্তু মিথ্রিদ্বেতিস উক্ত বংশীয় অন্য এক জনকে সিংহাসন দিতে কৃতসম্মত হইয়া একদল সৈন্ত প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ৩য় নিকোমিডিস পলাইয়া রোমের শরণাপন্ন

হইলেন। রোমকর্ণণের সাহায্যে নিকোমিডিস পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রোমকর্ণণের আরোচনার মিথ্রিদ্বেতিসের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মিথ্রিদ্বেতিস অবিলম্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন এবং বিখ্যাত ইটালি হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তদনন্তর তিনি ফ্রিজিয়া ও গালেসিয়া অধিকারপূর্বক এসিয়ায় রোমক প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। কল্ল একুইলাস মিথ্রিদ্বেতিসের হস্তে বন্দী হইলেন।

তৎপরে মিথ্রিদ্বেতিস পার্শ্বাশ্রয় অধিকারপূর্বক স্বাধিকৃত প্রদেশমধ্যস্থ সমস্ত ইতালী ও রোমবাসীদিগকে বধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনুসারে ৮০০০ রোমক একদিনে নিহত হইল। মিথ্রিদ্বেতিসের জয়লাভে গ্রীসবাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া রোমের অধীনতা অস্বীকারপূর্বক তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইল। এমন সময়ে সান্না সসৈন্তে গ্রীসের অন্তর্গত এপিরাসে আগমন করিলেন এবং আথেন্স ও পিরিয়াস অবরোধ করিলেন। সান্না অল্পদিনের মধ্যে আথেন্স অধিকার ও লুণ্ঠন করিলেন।

মিথ্রিদ্বেতিসের সৈন্তাধ্যক্ষ আর্চেলাস বিশাল সৈন্তদল লইয়া বিওট্রিয়ার সান্নার সম্মুখীন হইলেন। চেরোনিয়া নামক স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। কিন্তু এই সময় এক নতুন বিপদের সূত্রপাত হইল। মেমোরাস পক্ষীয় ব্যক্তিগণ ভালেয়িয়াস ক্লাকাসকে একদল সৈন্তসহ গ্রাসে মিথ্রিদ্বেতিস ও সান্নার সহিত যুগপৎ যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফিখিয়া নামক সেনাপতির বড়যন্ত্রে ক্লাকাস নিহত হইলেন। পরে ফিখিয়া সেনাপতি হইয়া মিথ্রিদ্বেতিসের বিরুদ্ধে একটী যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন (৮৫ খৃঃ পূঃ)। এদিকে অর্কোমেনাস নামক স্থানের যুদ্ধে সান্না আর্চেলাসকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। তখন মিথ্রিদ্বেতিস নিরুপায় হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করেন (৮৪ খৃঃ পূঃ)। তদনুসারে মিথ্রিদ্বেতিস এসিয়া খণ্ডের বিজিত প্রদেশ সকল রোমকদিগকে প্রত্যাৰ্পণ করিলেন এবং ৭০ খানি সুসজ্জিত রণতরী রোমকদিগকে দিলেন ও যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ ২০০ টালেন্ট প্রদান করিলেন। সান্না সন্ধি স্থাপিত করিয়া মেমোরাস পক্ষের প্রেরিত ক্লাকাসের হত্যাকারী সেনাপতি ফিখিয়াস বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। তাহাতে ফিখিয়ার সৈন্তগণ তাহাদের সেনাপতিকে পরিত্যাগপূর্বক সান্নার আশ্রয় গ্রহণ করিল। ফিখিয়া আত্মহত্যা করিলেন। সান্না তখন ইতালী-বাজার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। সান্না এসিয়া-বিজয়কালে অপরিসীম ধনরত্ন সম্ভার করিয়াছিলেন। এতব্যতীত তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়াও গ্রীস হইতে টিওস নগরের ‘এপেলিকন’ নামক বিরাট গ্রন্থালয় রোমে আনয়ন করিয়াছিলেন, ঐ পুস্তকালয়ে আরিষ্টটল এবং থিওফ্রাস্টাসের গ্রন্থনিচয় সুরক্ষিত ছিল।

প্রথম মিথ্রিদ্বেতিক
যুদ্ধ (৮৮-৮৬ খৃঃ পূঃ)

৮৩ খৃঃ পূঃ বসন্তকালে ৪০ হাজার সৈন্য এবং বহুসংখ্যক পারি-
ষদসহ সাম্রাজ্য প্রাচীরে অবতীর্ণ হইলেন। তখন এল-সিপিও
এবং নোর্থিনাস্ কঙ্গল ছিলেন। সিদ্ধ ও সিলাপাইন গেলের
প্রোকঙ্গল কার্যে সাম্রাজ্য সহিত যুদ্ধার্থে সৈন্য সংগ্রহ করিতে-
ছিলেন। কিন্তু সিদ্ধ নিজ বিদ্রোহীসৈন্যের হাতে নিহত হইলেন।
মেরায়াসের পক্ষ নেতৃহীন হইয়াও সাম্রাজ্য প্রতিরোধের
নিমিত্ত আরোহণ করিতে লাগিলেন। ২০০০০ সৈন্য
মেরায়াসের পক্ষে যুদ্ধ করিতে অস্ত্রধারণ করিল। কিন্তু
সাম্রাজ্য কেবল মাত্র ৪০০০ সৈন্যসহ প্রাচীরে উপস্থিত
হইলেন। কিন্তু মেরায়াসপক্ষীয় সৈন্যদল অধিনায়ক এবং
জুসিকা অভাবে কাপুয়া, টিনাম ও প্রিনেট্রির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া
ছত্রভঙ্গ হইল।

কঙ্গল নোর্থিনাস্ কাশ্পিনীয়র রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া
রোডস্ দ্বীপে প্রস্থান করিলেন। সাম্রাজ্য কাশ্পিনীয়র শিবির
সন্নিবেশ করিয়া রহিলেন। এদিকে কার্ণো ও কনিষ্ঠ মেরায়াস্
রোমের কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। ৪২ খৃঃ পূঃ সাম্রাজ্য সৈন্যের
সহিত কনিষ্ঠ মেরায়াসের সাক্সিপোটার্স নামক স্থানে যুদ্ধ হইল।
মেরায়াস্ পরাস্ত হইয়া প্রিনেট্রি নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন।
প্রিনেট্রি উদ্ধারের জন্য ২০টি যুদ্ধ করিলেন। এই সময়ে পম্পি এবং
কার্ণো মেটালাস্ সাম্রাজ্য পক্ষ হইয়া কার্ণোর সহিত যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন। সাম্রাজ্য নির্বিকারে রোমে প্রবেশ করিলেন। কার্ণো
পরাজিত হইয়া আত্মকীয় পলাইলেন। কিন্তু সামনাইট ও
লুকানীয়গণ সাম্রাজ্য বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে রোমের অভিমুখে ধাবিত
হইল। কলিনগেট নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল। সামনাইট-
সেনাপতি পিটায়াস্ ক্রাসের অধুত বীরত্বে পরাস্ত ও নিহত
হইলেন। কাপ্পাস্ মার্শিয়াস্ নামক রক্ষকত্রে সাম্রাজ্য নৃশংস
আদেশে বহু সহস্র সামনাইট এবং লুকানিয়ান্ বন্দিগণের
শিরচ্ছেদ সাধিত হইল। এই ঘটনার প্রিনেট্রি চূর্ণস্থ সৈন্যগণ
আত্মসমর্পণ করিল, কনিষ্ঠ মেরায়াস্ আত্মহত্যা করিলেন।
লুকানিয়ানগণ নির্দয়ভাবে হত হইল। সাম্রাজ্য এখন ইতালীর
সর্বময় কর্তা, তিনি মেরায়াস্ পক্ষীয় যাবতীয় ব্যক্তির ছিন্নমুণ্ড
আনিতে আদেশ প্রচার করিলেন ও পুরস্কারের লোভ
সেধাইলেন। তদনুসারে ভীষণ লোমহর্ষণ দৃষ্টের অভিনয়
হইতে লাগিল। ২০০ সেনেটের সমস্ত, ৪৬ জন কঙ্গল, ১৬০০
বিচারক, এবং ১৫০০০ রোমবাসীর শোণিতস্রোতে রোম বীভৎস
দৃষ্ট ধারণ করিল।

এই লোকতরস্কর নৃশংস কার্যের সময়ে সাম্রাজ্য রোমের
ডিক্টেটর বা সার্কটোম কর্তা হইলেন। কঙ্গল-নির্যাসন বিপুল
হইল, তাহাতে রোমে সাম্রাজ্য যথেষ্টাচার শাসন প্রচলিত হইতে

মেথিয়া ৮১ খৃঃ পূঃ দুইজন কঙ্গল নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য
অনিচ্ছিকালের জন্য ডিক্টেটর রহিলেন। প্রকৃত প্রজ্ঞাবে
রোমের সাধারণতন্ত্র শাসন তিরোহিত হইয়া ব্যক্তিগত যথেষ্টা-
চারের প্রতিষ্ঠা হইল। সাম্রাজ্য স্বর্ণময় অম্বারোহি-মূর্তি সেনেটে
স্থাপিত হইল। এই সময়ে সাম্রাজ্য শাসনপ্রণালী শওকত করিয়া
নানাপ্রকার পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার সৈন্যদলকে
নানাহানে জাগির দিয়া অধিবাসীদিগকে বিভাজিত করিলেন
এবং ১০০০০০ ক্রীতদাসকে কর্ণিলিও নামে রোমের ৩৫টি জাতির
অন্তর্নিবিষ্ট করিলেন। ৭৯ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসনপ্রণালীর
নাম পরিবর্তন করিয়া হর্তাং বিশাল রোমসাম্রাজ্যের রাজত্ব
পরিচয়গুরুক প্রজ্ঞা পরিগ্রহ করিলেন এবং স্বীয় জীবনের
ও শাসনকালের নিকালী হিসাব প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।
৭৮ খৃঃ পূঃ ৬০ বৎসর বয়সে সাম্রাজ্য শমনসদনে গমন করেন।
সাম্রাজ্য আদেশ অম্বলারে কাম্পাস মার্শিয়াস্ নামক স্থানে তাহার
শবদণ্ড করা হইয়াছিল। তাহার বরচিত একটি কবিতা তাহার
বৃত্তিতে উৎকর্ষ ছিল, তাহার মর্ম এই যে, “মিত্রের উপকার ও
শত্রুর অপকার সাম্রাজ্য শতধারে পরিশোধ করিয়াছিলেন।”
তৎপ্রযুক্ত শাসনের মধ্যে সেনেটের পুনর্গঠন, প্রাদেশিক শাসন-
ব্যবস্থা এবং কোজনারী আদালতের সংস্কার, তাহার প্রতিষ্ঠার
পরিচায়ক। সেইগুলি রোমে স্থায়ী হইয়াছিল।

সাম্রাজ্য মৃত্যুর পরে চারিদিকে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল।
তিনি কুবককুলকে নির্যাস করিয়া সৈন্যদলকে জাগির দিয়া-
ছিলেন। সেই সকল লোক একত্রে উত্তেজিত হইতে লাগিল।
সাম্রাজ্য সহযোগী ইমেলিয়াস্ লেনিডাস্ সাম্রাজ্য-প্রযুক্ত শাসনব্যবস্থার
মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম করিলেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য
হইয়া এট্রাকান বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া রোমের
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। সাম্রাজ্য লেপ্টেনান্ট কেটালাস্
মালভিয়ান্ সেতু নামক স্থানের যুদ্ধে লেনিডাস্কে পরাজিত
করিলেন। মেরায়াস্ পক্ষীয় শাসনকর্তা কিউসারিয়াস্
স্পেন দেশে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন। ৭৯ খৃঃ
পূঃ মেটালাস্ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইয়া পরাজিত ও
অবশেষে শ্রো-কঙ্গল পদে উন্নীত হইয়া পম্পি (গ্রেট) স্পেনে
প্রেরিত হইলেন। সার্টোরিয়াস্ অনেক যুদ্ধ পম্পিকে পরাস্ত
করিলেন। দুইবর্ষ পরে সার্টোরিয়াস্ স্বীয় বিদ্রোহী সৈন্য
পার্শ্বগুরুক গুণভাবে নিহত হইলেন। পার্শ্বগাই তাহিয়া-
ছিলেন যে, তিনি পম্পিকে পরাস্ত করিবেন। কিন্তু প্রথম যুদ্ধেই
তিনি পম্পিকর্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। পম্পি অবি-
লম্বে স্পেন জয় করিয়া ইতালী বাহ্যে করিলেন। এই সময়ে
রোমে বিষম বিপদের হুচলা হইল। স্পার্টাকাস্ নামক এক

থ্রেসিয়ান ক্রীতদাস যুদ্ধে বন্দীরূপে ধৃত হইয়া কাপুয়ায় অন্তর্ক্রীড়া-
শালায় (Gladiator's training school) শিক্ষিত হইতেছিল।
আম্ফিথিয়েটারে এই অন্তর্ক্রীড়কগণ পরস্পরকে বধ করিয়া
রোমক-দর্শকদিগের শোণিত পিপাসায় শান্তি করিত।
৭৩ খৃঃ পূঃ স্পার্টাকাস্ ৭০ জন অন্তর্ক্রীড়কের সহিত ব্যারামমন্দির
হইতে পলায়ন করিয়া বহু অশুচরবৃন্দের সহিত বিলুবিয়াস্
পর্বতে আশ্রয় লইয়া দলপুষ্টি করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক
অন্তর্ক্রীড়ক ও ক্রীতদাস অবিলম্বে স্পার্টাকাসের দলভুক্ত হইল।
ছুই বৎসরের মধ্যে স্পার্টাকাস্ ৭০ হাজার সৈন্তসংগ্রহপূর্বক
সমগ্র দক্ষিণইতালী অধিকার করিলেন (৭২ খৃঃ পূঃ)। কন্সল-
ধর পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন। তখন
স্পার্টাকাস্ সমগ্র ইতালী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেনেট
এই বিষয় বিপদের সময় (৭১ খৃঃ পূঃ) প্রিটর ক্রাসাস্কে ৬ দল
সৈন্তের অধ্যক্ষ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। লুকানিয়ার
পেট্রা নামক স্থানে স্পার্টাকাসের সৈন্তের সহিত ক্রাসাসের
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। স্পার্টাকাস্ পরাজিত ও আপুলিয়ার নিহত
হন। বন্দীকৃত ৬ হাজার সৈন্ত কাপুয়া হইতে রোম পর্য্যন্ত
রাস্তায় দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে শুলে আরোপিত হইল। অবশিষ্ট
সৈন্ত সকল পম্পি কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। পরে পম্পি ও
ক্রাসাস্ উভয়ে কন্সল পদের প্রার্থী হইলেন। নিরমায়ুসারে
তাঁহার উক্ত পদের যোগ্যপাত্র না হইলেও সেনেট তাঁহাদিগকে
কন্সল নিযুক্ত করিলেন। ৭১ খৃঃ পূঃ ৩১ এ ডিসেম্বর পম্পি
জ্যোয়ান্সে মহাসমারোহে রোমে প্রবেশ করিলেন। ইহাদের
কার্যকালে সামার শাসনব্যবস্থা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইল।
এই সময়ে অরেলিয়াস্‌কট্টা লেজ অরেলিয়া নামক আইন
প্রবর্তন করেন।

সাম্রা এসিয়া হইতে ইতালীতে প্রত্যাগমন করিবার পরে
রোমক সেনাধ্যক্ষ মরেনা আটেলাসের প্ররোচনায় মিথ্রিদের
রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তাহাতে মিথ্রিদের রোমীয় সেনেট
সমক্ষে মরেনার নামে সঙ্কলভবনের অভি-
যুক্ত মিথ্রিদের
যুদ্ধ (৬৩-৬২ খৃঃ পূঃ)
যোগ উপস্থাপন করিয়া প্রতিবিধানের আশা
করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল
না, বরং মরেনা উত্তরোত্তর মিথ্রিদের রাজ্য আক্রমণ করিয়া
তাঁহাকে ব্যতবাস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন নিরুপায় হইয়া
মিথ্রিদের একদল সৈন্তসংগ্রহপূর্বক হেলিস্ নদীর তীরে
মরেনাকে আক্রমণ করেন। তাহাতে মরেনা পরাজিত হইয়া
ক্রিট্রিয়ার পলাইয়া বান। তখন মিথ্রিদের কাপাডোকিয়া
প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া লন। এই সময়ে ৬২ খৃঃ পূঃ
গার্বিনিয়াস্ সামার আদেশে এসিয়ার গমন করিয়া মরেনাকে

যুদ্ধ ত্যাগ করিতে বলেন, তদনুসারে মিথ্রিদের পূর্বসন্ধির
সর্ত্তানুসারে কাপাডোকিয়া পরিত্যাগপূর্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন
করেন। এইরূপে দ্বিতীয় মিথ্রিদের যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

কিন্তু মিথ্রিদের রোমকদিগের দুঃখিত্তি জানিতে পারিয়া
গোপনে যুদ্ধের আরোজন করিতে লাগিলেন। মেরায়াস্পক্ষীয়
সেনাপতিগণ, স্পেনের সাটোরিয়াস্ ও বহুতজ্ঞদল্য তাঁহার দলে
মিলিত হইল। এই সময়ে মিথ্রিদের রাজ্য ৩য় নিকোমিডিস্
দ্বিতীয় বা মহা-
মিথ্রিদের যুদ্ধ
(৭৪-৬৬ খৃঃ পূঃ)
মৃত্যুকালে সমস্ত রাজ্য রোমের সাধারণ
তত্ত্বের নামে অর্পণ করিয়া বান। কিন্তু
নিকোমিডিসের নাইসা নামী ক্রীত গর্ভজাত
সন্তানের সিংহাসনপ্রাপ্তি বিষয়ে মিথ্রিদের সাহায্য করিতে
লাগিলেন। এই সূত্রে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল।

রোমক কন্সল লুকাস্ এবং অরিলিয়াস্‌কট্টা তাঁহার বিরুদ্ধে
যুদ্ধার্থ প্রেরিত হইলেন। মিথ্রিদের প্রথমে সমস্ত বিথাইনিয়া
অধিকার করিলেন, অবশেষে কট্টা কালচেডন নামক স্থানের যুদ্ধে
মিথ্রিদের পরাজিত করিলেন এবং তাঁহাকে মিজিকাস্
নামক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া খাৎসংগ্রহপথ বন্ধ করিলেন। তখন
তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু লুকাস্
তাঁহার অনুসরণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে পরাজিত করিলেন।
মিথ্রিদের স্বীয় জামাতা আর্মেণিয়াপতি টাইগ্রেনসের মিলিত
সৈন্ত লইয়া রোমক-সেনাপতি কেরিয়াস্কে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত
করিল। তৎপরে ৬৭ খৃঃ পূঃ রোমকসেনাধ্যক্ষ ট্রিয়ারিয়াস্ জেলা
নামক স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। রোমক শিবির ও
যুদ্ধভাণ্ডার শত্রুর হস্তগত হয়।

এদিকে লুকাসের বিপক্ষগণ রোমে প্রাধান্য লাভ করায়
তাঁহার লুকাস্কে বণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ
পাঠাইলেন। তাহাতে লুকাসের সৈন্তগণ বিদ্রোহী হইয়া
উঠিল। এই সুযোগে মিথ্রিদের টাইগ্রেনস্ উভয়ে পুনরায়
পন্টাস্ ও কাপাডোকিয়া অধিকার করিলেন। লুকাসের
বিপক্ষগণ তাঁহার পরিবর্তে মেত্রিওকে কন্সল নিযুক্ত করিয়া
যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে শত্রুক্ষেত্র কিছুই
করিতে পারিলেন না। মিথ্রিদের ৬৭ খৃঃ পূঃ পুনরায় স্বীয়
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময়ে পম্পি মিথ্রিদের
যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ার লুকাস্ স্বপদ পরিত্যাগ
করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে ভূমধ্যসাগরে জলদস্যুগণের অত্যন্ত উপদ্রব
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সিরিয়া, সাইপ্রাস্ এবং ক্রীতদ্বীপের লোক
সকল প্রধানতঃ এই কার্যে লিপ্ত ছিল। তাহার বাণিজ্যপাথ
লুণ্ঠনকারী বহুদল সঙ্ঘ করিয়া ছিল এবং একসংঘে বণতরী

এবং বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য ও নাবিক লইয়া অত্যন্ত পদা-
ক্রান্ত হইয়া উঠে। ইহারা এই সময়ে অষ্টিয়া বন্দরে কএক-

জলদস্যুদিগের
সহিত যুদ্ধ

খানি রোমক জাহাজ দগ্ধ করায় এবং
আটোনিয়াসের কন্যা ও পুত্রকে হরণ করার
মার্ভিলিয়াস্ ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে

রোম হইতে প্রেরিত হইলেন। ৬৭ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউন
গেবিনিয়াস্ “লেগ্ন—গেবিনিয়া” নামক এক আইন প্রবর্তন
করিয়া ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধাধি নির্বাহের জন্ত একজন সর্বময়
শাসনকর্তা নিয়োগের নিয়ম করিলেন। তদনুসারে ২০০ রণ-
তরী যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইল। পম্পি এই সমস্ত রণতরীর অধিনায়ক
হইয়া যুদ্ধার্থে গমন করিলেন এবং ৩ মাসের মধ্যে জলদস্যুগণকে
সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। ২০০০০ জলদস্যু বন্দী হইল—
কিন্তু পম্পি ইহাদিগকে বধ না করিয়া এসিয়া মাইনর ও অন্যান্য
স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করাইলেন। তৎপরে পম্পি সিলিসিয়া
নামক স্থানে জলদস্যুগণের সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল ধ্বংস
করিলেন। ৬৬ খৃঃ পূঃ ট্রিবিউন মানিলিয়াস্ লেগ্ন মানিলিয়া
নামক আইন প্রবর্তন করিয়া পম্পিকে মিথিদ্বেষিতক যুদ্ধের
অধ্যাক্ষতা অর্পণ করিলেন। সিসিরো এবং জুলিয়াস্ সিজার
পম্পির পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র পম্পি
এসিয়ায় যাইয়া লুকালাসের নিকট হইতে সেনাপতিত্ব গ্রহণ
করিলেন এবং কোশলে পার্থিব নরপতিকে হস্তগত করিয়া সঙ্গে
মিথিদ্বেষিতসের বিরুদ্ধে স্থলপথে যাত্রা করিলেন। মিথিদ্বেষিতস্
সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু পম্পি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত
হইলেন না। তখন মিথিদ্বেষিতস্ আর্মেনিয়ার পলায়ন করিলেন,
এবং পম্পি কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। পরে সিনোরি-
য়াসের দুর্ভেদ্য দুর্গে থাকিয়া তিনি পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ করিলেন।
কিন্তু এইবার জামাতা টাইগ্রেনস্ তাঁহার সাহায্য করিলেন না।
মিথিদ্বেষিতস্ সৈন্যসহ বন্দেরসের নিকটবর্তী স্বীয় রাজ্যে
পলায়ন করিলেন।

পম্পি তাঁহার অমুসরণ না করিয়া টাইগ্রেনস্কে আক্রমণ
করিলেন। টাইগ্রেনসের পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া
পম্পির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সেই সঙ্গে আর্মেনিয়ার নগর
সকল পম্পির বশতাস্বীকার করিল। নিরুপায় টাইগ্রেনস্
পম্পির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পম্পি তাঁহার প্রতি
সদয় ব্যবহার করিয়া ৬০০০ টালেণ্ট প্রার্থনাপূর্বক তাঁহাকে
আর্মেনিয়ার রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিলেন। সিরীয়া,
ফিনিসিয়া, সিলিসিয়া ও কাপাডোকিয়া রোমকদিগের অধিকৃত
হইল। পম্পি আর্মেনিয়াবিজয় সমাপ্তপূর্বক উত্তরদিকে মিথি-
দ্বেষিতসের অমুসরণে যাত্রা করিলেন। পশ্চিমধ্যে আইবেরিয়ান

ও আলবেনিয়ানদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। উভয় জাতিই
পরাজিত হইয়া রোমের বশতাস্বীকার করিল (৬৫ খৃঃ পূঃ)।
কিন্তু মিথিদ্বেষিতসের অমুসরণ কঠিনাধ্য ভাবিয়া কিরিনা আসিয়া
পন্টাসে রোমকশাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপরে পম্পি
সিরিয়ারাজ্যের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে যে সকল স্বাধীন রাজ্য
উদ্ভূত হইয়াছিল, সেই সমস্ত অধিকার করিতে লাগিলেন।
অন্তিওকাস্ এসিয়াটিকাস্ রাজ্যচ্যুত হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য
অধিকৃত হইল। এই প্রকারে সমস্ত সিরীয়া এবং তৎসমীপবর্তী
দেশসমূহে রোমকশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া ৬৩ খৃঃ পূঃ পম্পি
কিনিকিয়া ও পালেস্তিন প্রদেশে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে
হির্কানাস্ ও অরিস্টোবুলাস্ নামক পালেস্তিনের পুরোহিত নরপতি-
দ্বয় অস্ত্রযুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। পম্পি হির্কানাসের পক্ষ অবলম্বন
করায় অরিস্টোবুলাস্ অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু রাজা
পরাজিত হইলেও জেরুজেলমবাসী রিহদী প্রজাবর্গ রোমক
অধীনতা স্বীকার করিল না। তিন মাস অবরোধের পরে জেরু-
জেলম অধিকৃত হইল। পম্পি সেই পবিত্রতম মন্দিরে (Holy
of Holies) প্রবেশ করিলেন। তৎপূর্বে পবিত্র রিহদী
পুরোহিত ব্যতীত কোন মহত্ব এই স্থানে পদক্ষেপ করিতে পারে
নাই। পম্পি হির্কানাস্কে পুরোহিত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
অরিস্টোবুলাস্কে বন্দী করিয়া স্লামে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে
তিনি মিথিদ্বেষিতসের মুক্ত্যসংবাদ পাইলেন। মিথিদ্বেষিতস্ মুক্তার
পূর্বে বিরাট সৈন্যদল সংগঠন করিয়া হানিবলের শ্রায় ইতালী
আক্রমণের সঙ্কল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু
হইল। তাঁহার পুত্র ফার্নাসেস্ কিছু দিন বিপক্ষতা করিয়াছিলেন।
পরে তিনি বন্দেরাসের রাজা হইয়া রোমক অধীনতা স্বীকার
করিলেন, ডিওটেরাস্ গ্যালেশিয়ার, এবং এরিও বার্জেনাস্
কাপাডোকিয়ার করদ রাজা হইলেন। পম্পি বিজিত প্রদেশে
৩৯টি নূতন নগর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে রোম-
রাজ্যসীমা অদূর পূর্বে বিস্তৃত হইয়াছিল।

বহিঃপ্রদেশে রোমের বিজয়বৈজয়ন্তী উজ্জ্বল হইলেও রোমে
বিশেষ কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। গেবিনিয়ান ও মানিলিয়ান
আইনের দ্বারা সেনেটের ক্ষমতা খর্ব হইয়াছিল। সাধারণপক্ষ
আপনাদের অবনতি উপলব্ধি করিয়া ক্রাসাসের মুখাপেক্ষী
হইলেন। এই সময়ে সাধারণ পক্ষের মধ্যে রোমে জুলিয়াস্
সিজারের প্রতিভা পরিব্যাপ্ত হয়। তিনি রোমে প্রাধান্য লাভপূর্বক
গোরবের সোপানে অবিরোধে করিতে ছিলেন। তিনি ১০০ খৃঃ
পূঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং পম্পি অপেক্ষা ছয়বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ
ছিলেন। তাঁহার পিতৃশ্রম জুলিয়ার সহিত বিখ্যাত মেয়াদাসের
পরিণয় হইয়াছিল। সিজার নিজে সিমার কন্যা কর্ণিলিয়ার

পাশিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, একদিন অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য এই

রোমের তৎসাময়িক
আন্তরিক ইতি-
হাস (৩১-৩২ খৃঃ পূঃ)
বালক হইতে হুসীকৃত হইবে। সাম্রাজ্য
বক্তৃতাশক্তিগতও বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া
ছিলেন। তিনি রোডসের আলকারিক-

বিগের নিকটে বাগ্মিতা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আপলো-
নিয়াস তাঁহার অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। মেসারাসের পক্ষ
পুনরুজ্জীবিত করাই সাম্রাজ্যের আন্তরিক বাসনা ছিল। খ্রী
অসাময়িক ব্যবহারে তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন।
৩৬ খৃঃ পূঃ, তিনি কোরেটের পদলাভ করেন, কিন্তু এই সময়ে
তৎপত্নী কর্ণিলিয়া এবং মেসারাসের বিধবা পত্নী ক্লিলিয়া প্রাণভাগ
করেন। এই শোকাবেদ ঘটনায় তিনি সাধারণ পক্ষকে সন্তোষন
করিয়া কোরোমে ওজস্বিনী ভাবায় এক বক্তৃতা করেন। তিনি
গেবিনিয়ান ও মানলিয়ান আইনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ছিলেন। ৩৫ খৃঃ পূঃ তিনি মেসারাসের প্রতিমূর্ত্তি গোপনে
রাজ্যযোগে কাশিটোলে প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্বে এই প্রতিমূর্ত্তি
সাম্রাজ্য কর্তৃক রিন্ট হইয়াছিল। তাহাতে সাধারণপক্ষ আনন্দাভি-
শ্যে উত্তেজিত হইয়া সাম্রাজ্যের অরক্ষণ করিল। কেটালাস
এই ঘটনা সেনেটের গোচরে আনয়ন করিলে সেনেট উত্তেজিত
জন-সাধারণের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারিলেন না। এই প্রকারে
সাম্রাজ্য মেসারাস, সিল্লা এবং লার্গিনিয়াস প্রভৃতি সাধারণ পক্ষের
বীরগণের ক্রোধে স্বতন্ত্র পুনরুজ্জীবন বহুপরিচর্য হইলেন।

এই সময়ে মার্কাস টাল্লিয়াস সিসিরো সাম্রাজ্যের সহযোগিতাপ্রাপ্ত
অভ্যুদিত হইলেন। সিসিরো ১০৬ খৃঃ পূঃ আর্পিনিয়া নগরে
জন্মগ্রহণ করেন, এবং খ্রী অসাধারণ প্রতিভাবলে ২৫ বৎসর
বয়সে সেনেটের সিসিরো প্রাণদণ্ডপ্রাপ্তকালে ডিক্টেটর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে
ওজস্বিনীভাবে বক্তৃতা করিয়া সাধারণকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।
১১ খৃঃ পূঃ তিনি রোম পরিত্যাগপূর্ব্বক আথেন্স ও এসিয়া-
মাইনরে বাইয়া অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে
রোমে প্রত্যগমন করিয়া তিনি ভুবনবিখ্যাত এবং সর্বপ্রধান
বাক্যী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ব্যবহারজীবী-সম্প্রদায়ের
প্রসিদ্ধ বাক্যী হর্টেনসিয়াস ও কট্টা তাঁহার নিকট নভম্বর হইলেন।
বৈবেচনিক হইলেও প্রতিভাবলে সিসিরো ১৩ খৃঃ পূঃ কোরে-
টের পদলাভ করেন। তৎপরে তিনি সিসিলিতে গমন করেন।
৩৬ খৃঃ পূঃ তিনি প্রিটরের পদলাভ কালে ভুবনবিখ্যাত বাক-
শক্তির অপরূপ ব্যায়ে লোকারণ্যকে তন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রোমে কাটালাইনের বড়বস্ত্রের বিশেষ আন্দোলন
চলিতেছিল। অভ্যন্তরীণ শত্রুপক্ষের সহিত রোম নগরকে অধিবাসী
সমস্ত ধ্বংস করিবার জন্য ডেটাল-কুমারীগণের লিখিত বড়বস্ত্র

করিতেছিলেন। কাটালাইন অয়েলিয়া অয়েলিয়া নারী এক
পরিচর্য প্রেরণার্থে খ্রী পত্নী ও পুত্রকে সহজে হত্যা করেন।
তাঁহার রোমধ্বংসের বড়বস্ত্র সিসিরো কর্তৃক প্রকাশিত এবং
সিসিরোর বক্তৃতায় বড়বস্ত্রকারিগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।
৩৩ খৃঃ পূঃ সিসিরো কন্সল পদলাভ করেন। সেই সময়ে এক-
দিকে ট্রিবিউন কন্সল কুবিসক্টর এক আইন বিধিবদ্ধ করিবার
চেষ্টা পান এবং অন্যদিকে কাটালাইনের দ্বিতীয় বড়বস্ত্র নূতন
বিপ্লবাত্মক চরিত্র করে। সিসিরো কাটালাইনের বিরুদ্ধে
অভিযোগ করিয়া ৮ই নবেম্বর কুপিটরের মন্দিরে সেনেটের
সদস্যগণকে লইয়া এক সভা করেন। বড়বস্ত্রকারিগণ এবারেও
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কাটালাইন এই সময় সৈন্যসংগ্রহ-
পূর্ব্বক রোম আক্রমণের চেষ্টা করিলেন। ৩২ খৃঃ পূঃ তাঁহার
সৈন্যের সহিত কন্সল সৈন্যের যুদ্ধ হয়। কাটালাইন পরাজিত
ও নিহত হন। সিসিরোর বুদ্ধিবলে রোম এই বিপদ হইতে মুক্ত
হইল। তন্মধ্যে কেটো তাঁহাকে “রোমের পিতা” বলিয়া
অভিহিত করিলেন। সমস্ত দেবমন্দিরে সিসিরোর কল্যাণে পূজা
প্রদত্ত হইল। কিন্তু বড়বস্ত্রকারিগণকে পিনা বিচারে প্রাণদণ্ডের
অন্য অনেকে সিসিরোকে অপরাধী স্থির করিল।

৩২ খৃঃ পূঃ পম্পি এসিয়া-বিজয় সম্পন্ন করিয়া ইতালীতে
উপস্থিত হইলেন। ৩১ খৃঃ পূঃ ৩০এ সেপ্টেম্বর তিনি মহা
সমারোহে বিরাট বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিলেন। পম্পির বিজয়-
রথের সম্মুখে বন্দীকৃত রাজগণ পদব্রজে চলিতে লাগিলেন।

পম্পি রোমে আসিয়া উভয় সপ্তকে পড়িলেন। অভিজাত
পক্ষ বা সাধারণপক্ষ, কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির
করিতে পারিলেন না। তবে অভিজাতপক্ষের বিবেচনায় তিনি
সাধারণপক্ষ আশ্রয় করিলেন। তিনি এসিয়ার যুদ্ধে বিশিষ্ট
সেনাপতিগণকে জায়গীরদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, এক্ষণে
সেনেটে তাহার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেনেট তাঁহার প্রার্থনা-
পূরণে অসম্মত হইলেন। তখন পম্পি কোশলে খ্রী প্রতিজ্ঞা
পূরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই কারণে তিনি ক্রাসাস
ও সাম্রাজ্যের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। সাম্রাজ্য এই সময়ে
স্পেন এবং লিউসিটানিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমে প্রত্যাগত
হইয়াই কন্সল পদলাভ করিলেন। পম্পি, সাম্রাজ্য ও ক্রাসাস,
রোমের এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের সহযোগিতা প্রথম “ট্রায়ালিস্টেট”
নামে খ্যাত। প্রকৃত প্রস্তাবে এই তিন ব্যক্তিকে এক্ষণে রোমের
সার্বভৌম নায়ক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বর্তমানে ইটালিগের
মধ্যে সাম্রাজ্যের প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। সাম্রাজ্য কন্সল
পদ লাভ করিয়া পম্পির প্রার্থনা পূরণ করিলেন এবং কাশ্পিনিয়া
প্রদেশের প্রচুর ভূমিখণ্ড পম্পির সেনাদিগকে বিভাগ করিয়া

ছিলেন। সিজারের মধ্যস্থতার সেনেটও পম্পির এসিরাবিজয়-কার্যের সমর্থন করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপরে সিজার পম্পির সহিত বন্ধুতা চিরস্থায়ী করিবার জন্ত নিজের একমাত্র হুহিতা জুলিয়াকে পম্পির সহিত বিবাহ দিলেন। সিজার ক্রমে সকল পক্ষের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সিজার রোমসাম্রাজ্যের প্রাধান্যলাভের জন্ত সেনাবল বৃদ্ধির উপায় দেখিতে লাগিলেন, তজ্জন্ত তিনি গলপ্রদেশের শাসনকর্তৃক প্রার্থনা করিলেন, এবং ট্রিবিউন ভেটিনিয়াসের অহুকুলতায় তিনি সিসাল্পাইন গল ও ইলিরিকাম প্রদেশের শাসনভার ৫৮ হইতে ৫৪ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইলেন। এইখানে তিনি এক সুবিশাল সৈন্যদল সূক্ষ্মিত করিতে লাগিলেন। যে গলগণ এক সময়ে ইতালীর বহু অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ধমন করিবার আশা মনে মনে পোষণ করিতে লাগিলেন।

উক্ত ত্রয়স্বীর-সমিতি বা ট্রায়ান্তিরেট সিসিরোকে আহ্বান করিলেও সিসিরো তাঁহাদের দল মিলিত হন নাই। এই সূত্রে ট্রিবিউন পি, ক্লডিয়াস্ সিসিরোর শত্রুতাচরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। ৬২ খৃঃ পূঃ সিজারের স্বীর “বোনাসিয়া” ত্রোতাপলকে পুরুষের প্রবেশাধিকার নিষেধসম্বন্ধে ক্লডিয়াস্ রমণীর বেশে এই স্ত্রীদলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ক্লডিয়াসের অভিযোগ সম্বন্ধে সিসিরোর সাক্ষ্যদানই উভয় পক্ষের বিরোধের কারণ। বিচারক-গণের অবিচারে ক্লডিয়াস্ মুক্তি লাভ করেন। ক্লডিয়াস্ এক্ষণে এক আইন প্রণয়ন করিলেন যে, যাহারা বিনা-বিচারে রোমবাসীর প্রাণদণ্ড করিয়াছে, তাহারা নির্দাসিত হইবে। সিসিরো তজ্জন্ত ৫৮ খৃঃ পূঃ রোম পরিত্যাগপূর্বক গ্রীসে গমন করিলেন। এই কার্য সম্বন্ধে ক্লডিয়াস্ ট্রায়ান্তিরগণের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। পূর্বে পম্পিকর্তৃক কারারুদ্ধ টাইগ্রেন্সকে মুক্তিদান করার পম্পির সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইল। পম্পি ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত সিসিরোর পুনরাহ্বানের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেনেট পম্পির প্রার্থনা পূরণে কৃতসম্মত হইয়া এই বিষয়ে সাধারণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই সিসিরোর পুনরাগমনে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তদনুসারে ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৫৭ খৃঃ পূঃ সিসিরো রোমে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার কল্যাণ কামনার জুপিটারের মন্দিরে পূজা প্রদত্ত হইল। সিজার ৫৮-৫০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত গলপ্রদেশে রোমকশাসন বহুমূল করিতে নানা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া সমগ্র ট্রান্সাল্পাইন গলে, রাইন নদীর অপর তীরে এবং বৃটেনে রোমক আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। বৃটেনে এতদিন পর্যন্ত রোমকদিগের অজ্ঞাত ছিল। সিজার ৫৮ খৃঃ পূঃ হেলভেটিয়াই নামক গলদিগকে ত্রিবোউ নামক স্থানের

যুদ্ধে পরাজয় করেন। এই সময়ে গলগণ অরিওভিটাস্ নামক জর্ঘণ রাজার বিরুদ্ধে সিজারের সাহায্য প্রার্থনা করে। সিজার তাঁহাকে পরাজয়পূর্বক রাইন নদী পর্যন্ত রোমের রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। ৫৭ খৃঃ পূর্বোক্ত মধ্য ও উত্তর গলের বেলগাও সম্প্রদায় সিজারের বিরুদ্ধে ৩ লক্ষ সৈন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। কিন্তু তাহারা ক্রমে ক্রমে সিজারের নিকট পরাভূত হইয়া রোমক প্রাধান্য স্বীকার করিল। নার্ডাই নামক বেলজিক জাতি সিজারের সঙ্গে তরুণ যুদ্ধ করিয়াছিল। সিজারের বিপুল বিক্রমে জয়লাভ করিলেন। ৬ লক্ষ নার্ডাই সৈন্তের রক্তশ্রোতে রণভূমি স্নানিত হইয়াছিল। ৫৬ খৃঃ পূঃ সিজার বৃটানী প্রদেশে ভেনেট জাতির বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং তথা হইতে ক্যালো ও বোলন প্রদেশের সমীপবর্তী মরিনি ও মেনোপাই জাতিগণের দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল অধিকার করেন।

এই অভিযানে সিজার রাইন নদীর তীরবর্তী কেল্টিক জাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে জর্ঘণগণ সিজারের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। জয়লাভ করিয়া সিজার দশদিনের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণ করিয়া রাইন নদী অতিক্রম করিলেন এবং ৫৫ খৃঃ পূঃ সিজারের ৪র্থ অভিযান কোলন ও সেলাস্ট্রী নামক স্থানের অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া গলে প্রত্যাগমন করিলেন। সিজার এই সময়ে বৃটেন আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া ক্যালোর নিকটবর্তী ইটিয়াস্ নামক স্থানে জাহাজে চড়িয়া সাউথফোরলও নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। বৃটেনগণ তীব্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইল। বাসন্তিক ক্রান্তিপাতের পূর্বে সিজার গলমুখে যাত্রা করিলেন। সিজারকর্তৃক জর্ঘণদিগের পরাজয় এবং সুদূরবর্তী বৃটেন বিজয়সংবাদপ্রবণ রোমকগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কেটো তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

এইবার সিজার ৫টা লিজন লইয়া বৃটেনে উপস্থিত হইলেন।

৫৫ খৃঃ পূঃ সিজারের বৃটেনগণ মিডলসেক্স এবং এসেক্স প্রদেশের ৫ম অভিযান। অধিপতি কাসিভেলানাসকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। বৃটেনগণ উপদ্রুপরি করেকটী যুদ্ধে সিজারের নিকট পরাজিত হইল। সিজার কিংসটনের সন্নিকটে টেম্‌সনদী পার হইয়া এসেক্স ও মিডলসেক্স অধিকার করিলেন। তখন কাসিভেলানাস সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সিজার বৃটেনদিগের নিকট বার্ষিক কর দাখ্য করিয়া গল যাত্রা করিলেন। এই সময়ে গলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, অন্নপীড়িত একুরোনস্ ও নার্ডাইগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা রোমক

শিবির আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু সিজারের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু শীঘ্রই বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং বহুসংখ্যক রোমক-

৫০ খৃঃ পূঃ সিজারের সৈন্য সংগ্রহ করিল। সিজার মিসরায়ীন ৩৩ অভিযান।

গল হইতে দুই দল সৈন্য সংগ্রহপূর্বক গল-গণকে পরাজয় করিয়া পুনর্বার স্ববশে আনয়ন করিলেন। জর্জগণ। গলদিগের সাহায্য করার সিজার পুনরায় রাইননদী উত্তীর্ণ হইয়া জর্জদিগকে পরাজয় করিলেন। গলগণ পুনরায় প্রবলবেগে রোমকদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল।

৫২ খৃঃ পূঃ সিজারের ভার্গিংগেটোরিক্স নামক একজন প্রসিক ৭ম অভিযান।

বীর গলদিগের সেনানীকূপে সিজারের বিরুদ্ধে সমরসম্মা করিলেন। ইহার প্রত্যাপে ও স্বদেশবাৎসল্যে সিজারের ৬ বৎসরব্যাপী গলবিজয় নিষ্ফল হইবার উপক্রম হইল। সিজার অদম্য উৎসাহে ও প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। ভার্গিংগেটোরিক্স গলপ্রদেশের প্রসিক নগরাদি ধ্বংস করিয়া সমস্ত দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন। এভারিকাম নামক অবশিষ্ট দুর্ভেদ্য দুর্গ ও সুরক্ষিত নগর সিজার অবরোধ করিলেন। দুর্গ অধিকারপূর্বক সিজার নগরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদিগকে নিহত করিলেন। অবশেষে ভার্গিংগেটোরিক্স বর্গাণ্ডী প্রদেশের এলিসিয়া নগরের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইলেন। বহুসংখ্যক গলসৈন্য রোমকসৈন্যকে পরিবেষ্টন করিল। এই বিপদে সিজার অত্যন্ত সাহস, রণপাণ্ডিত্য ও অতুল বীরত্বে গলসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। এলিসিয়া সিজারের অধিকৃত হইল। ভার্গিংগেটোরিক্স বন্দীকৃত হইলেন। এই সংবাদে রোম সেনেটের সদন্তগণ পুনরায় ২০ দিন পর্যন্ত দেবমন্দিরে মাজলিক ক্রিয়ার আয়োজন করিলেন।

এই অভিযানে সিজার সমস্ত গলদেশ স্ববশে আনয়নপূর্বক তথায় রোমকশাসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব নিদ্ধারিত করিয়া রোমে প্রত্যাগমনের সন্মত করিলেন। এই প্রকারে

৫১ খৃঃ পূঃ সিজারের ৮ম অভিযান

২ বৎসরব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধে সিজার রোম-সাম্রাজ্যের সীমা উত্তরদিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিলেন। বহু সংখ্যক অসভ্যজাতি পরাজিত হইয়া শিলা ও মৃত্যুভার আলোক পাইয়াছিল। সিসিরোর নির্বাসন হইতে রোমে প্রত্যাগত হইয়া পূর্বপ্রকৃতি একবার ত্যাগ করিলেন। তিনি এক্ষণে সেই ট্রান্সজিরের পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। পম্পির প্রভাব ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতেছিল। কারণ ক্রাসাসের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য

ঘটিয়াছিল। এক্ষণে সিজারের বিপক্ষগণ তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত

রোমের অভ্যন্তর-

রিক ইতিহাস

(৫৭-৫০ খৃঃ পূঃ)

করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। এই সময়ে সিজার রোমে উপস্থিত হইয়া লুকা নামক স্থানে পম্পি ও ক্রাসাসের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন। সিজারের প্ররোচনার পম্পি ও ক্রাসাস ২২ বার যুগপৎ কন্সল নিযুক্ত হইলেন এবং ট্রেবোন্ডাস প্রবর্তিত আইন অহুসারে পম্পি স্পেনের এবং ক্রাসাস সিরিয়ার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে পম্পি মর্শ্বপ্রভবত্রে এক বিরাট রক্তাশ্রয় নির্মাণ করাইলেন। এই রক্তাশ্রয়ে ৪০০০০ বর্ষক স্বহস্তে উপবেশন করিয়া সিংহ হস্তী প্রভৃতি জন্তুর অদ্ভুত ক্রীড়া সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

৫৪ খৃঃ পূঃ ক্রাসাস পার্থিয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সিরিয়ায় গমন করিলেন। কিন্তু নির্বুদ্ধিতা বশতঃ ২০০০০ রোমক তাহাদের হস্তে পরাজিত ও হত হইল। তাঁহার ছিন্ন-মুণ্ড পার্থিয়রাজ অরোভেসের রাজসভায় প্রেরিত হইল। ক্রাসাসের মৃত্যুতে পম্পি ও সিজার রোমের অধিনায়ক থাকিলেন। অন্যতকাল মধ্যেই তাঁহাদের মধ্যে বিরোধের সূচনা হইল। সিজারের কন্যা এবং পম্পির পত্নী ক্লিয়ার মৃত্যু হওয়ার উভয়ের সম্বন্ধসত্ত্বে ভয় হইয়া গেল। সকলের মুখে সিজারের গলবিজয়-কীর্তি পম্পির অসম্ব হইয়া উঠিল। তখন পম্পি ডিষ্টেটের পদলাভ পূর্বক সার্কভোম আধিপত্য লাভের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে বিধম অরাজকতা উপস্থিত হইল। মাইলো কন্সলপদ লইয়া রুডিয়ানকে নিহত করিলেন। উদ্বেজিত সৈন্যগণ অগ্নিপ্রস্থানে সেনেটগৃহ ভস্মীভূত করিল। সিসিরো ও সেনেটের সদন্তগণ মাইলোর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পম্পিকে একমাত্র কন্সল নিযুক্ত করিলেন। মাইলো অভিযুক্ত হইয়া বিচারে মেসালিয়া নামক স্থানে নির্বাসিত হইলেন। সিজারের কন্যা ক্লিয়ার মৃত্যুর পর পম্পি মেটালার, সিপিরোর কন্যা কর্নিলিয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় স্বগুরুকে অবিলম্বে সহযোগী কন্সল নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি সিজারকে কন্সলপদের প্রার্থী জানিয়া, এক আইন করিলেন যে, স্বয়ং উপস্থিত না হইলে কেহ কোন সরকারী পদের প্রার্থী হইতে পারিবে না এবং কেহ সরকারী কার্যে প্রবেশের তারিখ হইতে ৫ বৎসরের অধিক কোন প্রদেশের শাসনকর্তা থাকিতে পারিবে না। পম্পি সেনেটের সদন্তগণের মতামতবস্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। সেম্প্রে এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, সিজার অবিলম্বে তাঁহার শাসনকর্তৃত্ব পরিভ্রাণ করিবেন। কারণ তাঁহার নির্দিষ্টকাল অতীত

হইরাছে। ইহার পর সেনেট পার্থি বৃদ্ধের ভাণ করিয়া তাঁহার দুই লিজন সৈন্ত চাহিয়া লইলেন। পরে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পত্রদ্বারা সৈন্তাধ্যক্ষতা পরিভাগ করিতে বলিয়া পাঠাইলে, সিজার তখন উত্তর ইতালীর রাভেন্না নামক স্থানে অবস্থিত থাকিয়া পত্রোত্তরে লিখিলেন, “যদি পম্পি সৈন্তাধিপত্য পরিভাগ করেন, তবে আমিও করিব।” এই সময়ে পম্পির স্বস্তর সিপিও আজ্ঞা দিলেন যে, “যদি সিজার নির্দিষ্টদিনে সৈন্তাধ্যক্ষতা ত্যাগ না করেন তবে তিনি রোমের শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইবেন।” সেনেট নবনিযুক্ত কন্সলদিগকে ডিক্টেটরের ক্ষমতা প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু টিবিউন আটোনিয়াস্ ও কাসিও এই বিরুদ্ধ আদেশের প্রতিবাদ করিয়া রোম হইতে বিতাড়িত হইলেন। পরে তাঁহারা ছদ্মবেশে রাভেন্নার সিজারের শিবিরে উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে পুনরায় আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। সেনেট পম্পিকে বৃদ্ধের সেনাপতি করিলেন।

সিজার সেনেটের দৃঢ়স্বরূপ দেখিয়া সৈন্তসমাবেশপূর্বক সৈন্তদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সৈন্তগণ একবাক্যে তাঁহার আদেশ পালনে প্রতিজ্ঞা করিল। ইতালীর উত্তর সীমা রবিকন

নদী অতিক্রম করিয়া তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্ত লইয়া ইতালীর অভিমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। অনায়াসে আরিমিনিয়াস্ নগর হস্তগত হইলে নগরবাসিগণ সিজারের পক্ষাবলম্বনপূর্বক তাঁহাকে নগরদ্বার খুলিয়া দিল। সিজারের লোক-রঞ্জকতাপ্রণে ক্রমে ক্রমে সকল নগরই তাঁহাকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল এবং তাঁহার যুদ্ধযাত্রা যেন বিজয়োৎসবের

স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সিজারের এই জৈত্রযাত্রায় রোমবাসিগণ ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সিজার বিজয়লাভ করিতে করিতে পিসেনাস্ ছাড়াইয়া কর্ণিনিয়াস্ পৌছিলেন। এই স্থানে পম্পির পক্ষীয় ডমিসিয়াস্ অহেনোবার্বাস্ একদল সৈন্তসহ অবস্থিত ছিলেন। তিনি সসৈন্তে বহুসংখ্যক সেনেটের সমস্ত এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহিত বন্দী হইলেন, কিন্তু সিজার তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন না, তাহাতে সাধারণে সিজারের প্রতি অত্যন্ত অহুরক্ত হইয়া উঠিল।

সিজারের পুনঃ পুনঃ বিজয়লাভে পম্পি এবং সাধারণ তত্ত্বের প্রতিনিধিগণ ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পম্পির সৈন্তগণ তাঁহাকে পরিভাগপূর্বক সিজারের দলভুক্ত হইল, এই সমস্ত কারণে পম্পি কাপুরুষতাপূর্বক পলায়ন করিতে সম্মত করিলেন। সমস্ত অক্ষমতারে পম্পি গোপনে রোম পরিভাগ করিলেন। ভয়ে তিনি কোবাগার হইতে অর্ধ পর্যন্ত লইতে

পারিলেন না। কন্সলগণ, সেনেটের সমস্ত সকল এবং বহুসংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তি পম্পির সহিত পলায়ন করিলেন। রোমবাসিগণের মধ্যে বাহারা পলাইতে অক্ষম হইলেন, তাঁহারা সান্না ও মেরা-রাসের বীতংসকাহিনী পুনরায় আগতপ্রায় মনে করিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এদিকে পম্পি পলায়নপূর্বক প্রথমে কাপুয়া, পরে তথা হইতে ব্রাথুসিয়ামে উপস্থিত হইলেন। সিজার এই সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে পম্পিকে ধৃত করিবার জন্য ব্রাথুসিয়াম অবরোধ করিলেন। কিন্তু পম্পি অহুচরবর্গের সহিত কোশলে জাহাজে আরোহণপূর্বক গ্রীসে পলায়ন করিলেন। জাহাজের অভাবে সিজার তৎকালে তাঁহার অহুসরণে ক্ষান্ত থাকিলেন; সুতরাং সিজার তথা হইতে রোমে প্রত্যাগমনপূর্বক ৩ মাস মধ্যে সমগ্র ইতালীবিজয় সম্পন্ন করিলেন। সিজার রোমসাম্রাজ্যশাসনের সর্বময় প্রভু হইয়া উঠিলেন। কেবল টিবিউন মেট্রাস্ তাঁহাকে পবিত্র ধনভাণ্ডারে হস্তক্ষেপে বাধা প্রদান করিয়া ছিলেন। তত্ত্বির নির্বিনাশে সিজার শীঘ্রই রোমের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সিজার লেপিডাসের উপরে রোমরক্ষার এবং আটোনিয়াস্কে সৈন্তসহ ইতালি রক্ষার ভার দিয়া পম্পিপক্ষীয় সেনাপতিদিগকে পরাজয় করিতে স্পেনদেশে যাত্রা করিলেন এবং কিউরিওকে ও তালেরিয়াস্কে মিসিলি ও সার্ডিনিয়া রক্ষা করিতে পাঠাইলেন। তাঁহারা উভয়ে উক্ত দুই স্থান অনায়াসে অধিকারপূর্বক পম্পিপক্ষীয় সেনাধ্যক্ষদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আফ্রিকা যাত্রা করিলেন। কিন্তু কিউরিও পম্পির সহযোগী মরেকিনিয়ার রাজা জুব্রার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন।

এদিকে সিজার মাসেলিয়ার আসিয়া দেখিলেন, সেই স্থানের অধিবাসিগণ অধীনতা স্বীকারে অসম্মত। তখন সিজার ট্রেবোনিয়াস্ ও ব্রুটাস্কে উক্ত স্থান অবরোধ করিতে আজ্ঞা দিয়া সসৈন্তে স্পেনযাত্রা করিলেন। পম্পির লেপ্টেনান্টস্বরূপ আফ্রিনিয়াস্ ও পেট্রিয়াস্ সিজারের বিরুদ্ধে ইলরেডা নামক স্থানে বিশাল সৈন্তদল সম্মিলিত করিলেন। সিজার অকৃত রণকোশলে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন। উত্তর লেপ্টেনান্ট গত্যন্তরহীন হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। সিজার তাঁহাদিগকে যুক্তিদানপূর্বক তাঁহাদের সৈন্তদলকে নিজ সৈন্তভুক্ত করিয়া লইলেন। সিজার তখন পশ্চিম স্পেনে ভার্যার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ভার্যোও অবিলম্বে পরাজিত হইয়া কর্তোবা নামক স্থানে আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে ৪০ দিনে সমগ্র স্পেন দেশ জয় করিয়া সিজার গলে উপস্থিত হইলেন। মাসেলিয়া নগর এ পর্যন্ত অধিকৃত হয় নাই। কিন্তু সিজারের আগমনসংবাদে ভীত হইয়া দুর্গবাসিগণ অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করিল।

এদিকে সিজারের অস্থপস্থিতিতে সেগিডাস্ নবপ্রবর্তিত এক আইন অনুসারে তাঁহাকে ডিক্টেটর নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সিজার ১১ দিন মাত্র এই সম্মানার্থ পদ লাভ করিয়াই বেজায় উহা পরিত্যাগপূর্বক কন্সল নিযুক্ত হইলেন। সার্ভিলিয়াস ভেটিয়া তাঁহার সহিত কন্সল পদ পাইলেন। কিন্তু সিজার ১১ দিন মাত্র ডিক্টেটরের পদ অলঙ্কৃত করিয়া অনেক হিতকর আইনের অমূল্যতা করিয়াছিলেন। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণদিগের সুবিধার জন্য তিনি এক আইন প্রণয়ন করেন। তৎপরে সান্নার “প্রসক্রিপশন” অনুসারে যে সমস্ত ব্যক্তি নির্কাসিত এবং সম্পত্তি-হৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের পুত্রাদিকে আনয়নপূর্বক পূর্ব-সম্পত্তি প্রদান করিলেন এবং আদম্ পর্যন্ত সমস্ত প্রজাবর্গকে রোমবাসীর জ্ঞায় সমভাবে নির্কাসনাধিকার প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহার সমস্ত সৈন্য ত্রাণুসিয়ানে সমবেত হইলে, সিজার ৪৯ খৃঃ পূঃ ডিসেম্বর মাসে পম্পির অস্থসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে পম্পি গ্রীস্, মিসর এবং এশিয়া খণ্ডের নানারাজ্য হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। বিব্লাস্ তাঁহার সেনা-পতি হইলেন। নির্ভীক ধীর সিজার তথাপি সৈন্য ত্রাণুসিয়াম হইতে এপিরাস্ যাত্রা করিলেন। জাহাজের অল্পতানিবন্ধন সিজার প্রথম-বারে কেবল মাত্র ১৫০০০ হাজার পদাতিক এবং ৫০০ অশ্বরোহী লইয়া এপিরাসে উপস্থিত হইলেন। এপিরাসে পৌঁছিয়া পুনরায় সৈন্য আনিতে তিনি জাহাজ পাঠাইলেন, কিন্তু বিব্লাস্ এই সমস্ত জাহাজ পথি মধ্যে ধৃত করিলেন। ত্রাণুসিয়ামই সেনাদলের আগমন অপেক্ষা না করিয়া সিজার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ওরিকম ও এপোলিনিয়া অধিকার-পূর্বক সিজার পম্পির আশ্রয়স্থান ডিরহাচিয়াম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আপ্লাস্ নদীর উভয় তীরে সিজার ও পম্পির সৈন্য সকল সজ্জিত হইল। সিজার অবশিষ্ট সৈন্যের জন্য এক্রপ উদ্বিগ্ন হইলেন যে, একদিন রাত্রিতে তিনি একাকী ক্ষুদ্র নৌকা-যোগে আশ্রিত্যাতিক সমুদ্রের মধ্যদিয়া ত্রাণুসিয়ামে যাত্রা করিলেন। অবশেষে আণ্টোনিয়াস্ অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সিজারের সহিত মিলিত হইলেন। পম্পি বহু সৈন্যসংখ্যেও সিজারকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন। সিজার অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া পরিখা খননপূর্বক পম্পিকে বেঠেন করিলেন। অকস্মাৎ পম্পি শিবির হইতে নিষ্কান্ত হইয়া অত্যন্ত আক্রমণে সিজারের এককল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। তখন সিজার অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ-পূর্বক থেসালী যাত্রা করিলেন। থেসালীর অন্তবর্তী কার্সিলাস্ বা কার্সিলিয়া নামক স্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। ৪৮ খৃঃ পূঃ ৯ ই আগষ্ট বহুসৈন্য থাকিলেও সিজারের বিপুল বিক্রমে পম্পি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। পম্পির বিপুলবিলাসবৈভবপূর্ণ

ধনভাণ্ডার ও শিবিরাদি সমস্তই সিজারের হস্তগত হইল। পম্পি ভয়ংগসাহ হইয়া এককটা বন্ধুর সহিত পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য এবং সেনাপতিদিগের প্রতি সত্য়বহারপূর্বক সিজার তাহাদিগকে স্ববলভূক্ত করিয়া লইলেন।

এইরূপে ধীর ভূজবলে সিজার উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া স্বহস্তে সুবৃহৎ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি যে কূটনীতিবলে রোমের শাসক-সমিতিসমূহের সংস্কার ও পরিবর্তন করিয়াছিলেন, সেই অসাধারণ প্রতিভাবলেই তিনি বিজিত নবরাজ্যসমূহের সীমান্ত-প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিতে যত্নবান হইলেন। এই সীমান্ত শাসনে বহুপরিকর হইয়া তিনি আবশ্যকীয় দুর্গাদি নির্মাণে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু রোমের চরদৃষ্টক্রমে তিনি সে সীমান্তভিত্তি দৃঢ় করিয়া যাঁতে পারেন নাই। অপরের হস্তে তাহার সমাধাভার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হয়। তাঁহার বাহুবলে অক্ষুণ্ণ রোম-সাম্রাজ্য পূর্বে যুক্ত্রেটিস্ নদীতীর ও ককেশস প্রদেশ, উত্তরে রাইন, দানিউব ও এলব্ নদী এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগের কার্যকাল কমাইয়া স্থানীয় অর্থভাণ্ডার লুণ্ঠনের পথ রোধ করেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, অগাষ্টস্ এই পথায়বর্তী হইয়া তাঁহার প্রবর্তিত পদ্ধতির অমুকুলতা করবেন; কিন্তু দৈবদুর্কিপাকে অগাষ্টস্ প্রতিকূল গতিতে ফিরিলেন। তিনি স্বাধিকার দান (franchise) দ্বারা সাম্রাজ্যভিত্তি দৃঢ় রাখিতে মানস করিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণকে রাজস্বের অংশাধিকার এবং ট্রান্সপেডেন গলদিগকে রোমবাসীর অধিকার অর্পণ করিয়া সমগ্র ইতালীকে রোমকাধিকারভূক্ত করিয়া লইলেন। এতদ্বিত্ত তিনি সমগ্র ইতালীয় প্রায়োবীপে একরূপ স্বায়ত্তশাসনপদ্ধতি বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গ ক্রমশঃ ঐ সকল প্রথা বিভিন্ন প্রদেশে পরিবাণ্ট করিয়া একটা বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পত্তন করিতে থাকেন।

৫৩ খৃঃ পূর্বাব্দে পারলগণ কর্তৃক কড়্‌হির যুদ্ধে ক্রাসাসের হত্যার প্রতিশোধ লইতে এবং পারলরাজশক্তি ধ্বংস করিতে সিজার ধীর বিজয়বাহিনী লইয়া রণযাত্রার আয়োজন করিলেন। প্রজাতন্ত্রী সম্রাট অভিজাতবর্গ পূর্বে সিজারকর্তৃক অপমানিত ও লাঞ্চিত হইয়া মরমে মরিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের আড়ম্বর দেখিয়া তাঁহাদের ঈর্ষাকটাক আরও যেন কুটিল গতিতে ফিরিতে লাগিল। তাঁহারা যত্নবলে সিজারের সর্কানশ করিতে অগ্রসর হইলেন। যে দিন সজ্জার সময় সিজার পূর্বদিকৃবিজয়ে গমনার্থ প্রস্তুত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন, সেই সময়ে ক্রটাসপ্রসূখ

সাহিত্য অভিজাতগণ তাঁহার সমক্ষে আসিয়া উপনীত হইল। বিবাসবাসক ক্রটাস্ সিজারের কঠোর বন্ধে ছুরিকা বসাইয়া তাঁহাকে ইহজন্মের মত এই ভবধাম হইতে অন্তর্হত করিল। (১৫ই মার্চ, ৪৪ খৃঃ পূঃ)। এইদিন হইতে অক্টেভিয়ান্ কর্তৃক এন্টিয়ান্ রণক্ষেত্রে আন্টনির পরাভব তারিখ (২রা সেপ্টেম্বর ৩১ খৃঃ পূঃ) পর্যন্ত রোমসাম্রাজ্যে বোরতর অরাজকতা বিরাজ করিয়াছিল। অসংখ্য নরমুণ্ডপাতে রোমরাজ্য জনহীন মরু প্রান্তর সূদৃশ লক্ষিত হইয়াছিল। শৃগালাদি শব্দকূল অন্তর্গণের বিকট চীৎকারে এবং শব্দরাশির পুতিগন্ধে রোম শ্মশানসূদৃশ বীভৎসদৃশ্যে পরিপূর্ণ হইয়া জনসাধারণের হৃদয় তন্ত্রিত করিয়া দিয়াছিল। সেই শাসনশৃঙ্খলাপরিপূর্ণ চতুর্দশ বর্ষ কাল কি ভয়ানক, তাহা রোমের ইতিহাসপটে সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত রহিয়াছে।

সিজারের প্রতিনিধি আন্টনি আশ্চর্য্যাপূর্ণ রাজনীতি অবলম্বনে রোমের প্রাচীন শাসনপদ্ধতির প্রায়শাধনে অগ্রসর হইলেও, সিসিরো তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে পরাভূত হন নাই। তিনি অদম্য উৎসাহে স্বীয় ওজস্বিনী বক্তৃতাভাষা সেনেট পুনর্গঠন করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সাধারণ প্রজাবর্গ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ প্রাচীন নীতির পক্ষপাতী হইয়া আন্টনির অবলম্বিত শাসনপ্রথার বোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। সেনেট-মন্দিরে অথবা কোরামে সিসিরোর বক্তৃতা ও সাধারণের প্রতিবাদ সেই পরিবর্তিত ঘটনাস্রোতকে ভিন্ন গতিতে ফিরাইতে পারিল না। এইরূপে বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের প্রতিপক্ষতায় প্রায় বর্ষকাল অতীত হইয়া আসিলে, ৪৩ খৃঃ পূর্বাব্দের প্রারম্ভে পুনরায় অভ্যুত্থানের সূচনা হইল।

উক্ত বর্ষের পরৎকালে আন্টনি ১৭টা লিজন্ সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়া ইতালী আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সকলেই এই অভিনব অভিযান ব্যাপারে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার উপর ঐ বৎসরের অক্টোবরের শেষভাগে আন্টনি সেনেটের প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করিয়া সহযোগী লেগিডাসের সাহায্যে বিশতিবর্ষীয় কনিষ্ঠ অক্টেভিয়ান্কে কলন মনোনীত করিয়া

বিভীত ট্রায়ালেরে করিলেন। বিভীত এরষীর-সমিতি সংগঠন করিলেন। ইহাতে সাধারণের ভয়ের মাত্রা ৪০-২৮ খৃঃ পূঃ।

অধিকতর পরিবর্তিত হইল। এই সমিতির শাসনকার্য্যও তদনুরূপে আচরিত হইয়াছিল। সিজারের জ্ঞান সময় ব্যবহারে প্রজাপুঞ্জকে শ্রীতিপূর্ণ দ্বন্দ্বের বাস করিতে না দিয়া এরষীরগণ সাম্রাজ্যের কঠোর শাসনপ্রথার অবলম্বন করিলেন। অনন্তর প্রেসকিপশন জাহির করিয়া তাঁহারা সিসিরো-প্রমুখ অভিজাতবর্গের বহুশাখন করিয়া আশ্বপক্ষ সৃষ্টি করিলেন। পরবৎসর আন্টনি ও অক্টেভিয়ানের মিলিত সৈন্যের সহিত

কিসিপিতে ক্রটাস্ ও কেসাসের যুদ্ধ সংঘটিত হইল। এই যুদ্ধে ক্রটাস্-পরিচালিত সাধারণভ্রমপক্ষীয় সেনাবহলের পরাভব ঘটিলে সাধারণভ্রমের পূর্বতন পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠার শেষ আশা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

৪০ খৃঃ পূর্বাব্দেরে উক্ত বিজয়ী সেনানায়কদ্বয়ের মধ্যে মনো-বাদ উপস্থিত হয়, কিন্তু ট্রায়ুসিয়ামের সন্ধিসন্ধিতে উভয়ে একমত হওয়ার সেই ভয়াবহ বিবেকবহিঃ প্রমুখিত হইয়াই নির্ধারিত হইয়া যায় এবং রোমরাজ্য অসংখ্য নরমুণ্ডপাতরূপ কলঙ্ক-কালিমা হইতে পরিমাণ পায়।

এই সম্মিলন হইতেই উভয়ের মিত্রতাস্রয় ক্রমশঃই সূক্ষ্ম হইতে থাকে। আন্টনি অক্টেভিয়ানের ভগিনী অক্টেভিয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া আত্মীয়তা দৃঢ় করিয়া লইলেন। তখন সেই এরষীরসম্মুখ নিরোত্তররূপে রোমসাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া আপনাপন স্বার্থপন্থা উন্মুক্ত করিয়া লইলেন। আন্টনি রোমসাম্রাজ্যের সমগ্র পূর্বার্ধ স্বীয় আয়ত্তাধীন করিলেন, অক্টেভিয়ান্ ইতালী ও সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এবং লেগিডাস্ আফ্রিকার বিজিত প্রদেশসমূহ গ্রহণ করিয়া সমুদ্র তীরে থাকিতে বাধ্য রহিলেন।

ইহার পরবর্তী দ্বাদশ বৎসরে যখন আন্টনি অলোক-সাম্রাজ্য স্পার্টারী ক্লিওপেট্রাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া আপনাতে আপনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সেই মুগ্ধত্বের বোরে প্রোচাজগতের সমুদ্ররাশি ও বিলাসবৈভবপূর্ণ একটা সুবিভূত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া রোমক-জগৎ সীমাবদ্ধকে আলোড়িত করিতে মত্ত ছিলেন; তখন প্রতীচ্য প্রদেশে তাঁহারই প্রতিযোগী অক্টেভিয়ান্ ধীরে ধীরে স্বীয় শক্তিবিক্রমানসে সেনাদল সংগঠন করিতে বহুপরিশ্রম করিলেন। তাঁহার প্রতিযোগী ট্রায়ালের মধ্যে তিনি ৩৬ খৃঃ পূঃ লেগিডাস্কে আফ্রিকা হইতে কিসিআই (Circeii) প্রদেশে নির্ধারিত করেন। মুণ্ডরণক্ষেত্রে পরাজিত সেটাস্ পম্পিয়াস্ দ্বারা প্রভূত ধনরত্ন লব্ধ করিয়া স্থানীয় লোকের ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। অক্টেভিয়ান্ লেগিডাস্-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে সমুদ্রে ধবংস করিলেন। ৩৫ খৃঃ পূঃ পম্পিয়াসের মৃত্যু হয়, তদবধি অক্টেভিয়ান্ পশ্চিম সাম্রাজ্য ভাগের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার রাজশক্তির কটক স্বরূপ আর অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না।

অচিরে তাঁহার ও আন্টনির শক্তিশরীকার সুযোগ উপস্থিত হইল। সুখলালসানুদ্র আন্টনির বেচ্ছাচারিতা কণ্ঠবীর অক্টেভিয়ানের মনোমত হইল না। ৩২ খৃঃ পূর্বাব্দেরে আন্টনি অমাহবিক অত্যাচারে ও ব্যভিচারিতার রোমকমাত্রেরই হৃদয়ে আর এক দারুণ পেল্যঘাত করিলেন। তিনি শিশুর-

সিংহাসন সমুজ্জলকারিণী টলেমিকজা বীরাঙ্গনা ক্রিওপেটোর মনোমোহনরূপে যুগ্ম হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করিবার জন্য স্বীয় সাম্রাজ্য বিনিময় করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না। কামপ্রসূতির কৃতদাসরূপে তিনি আপনার অমূল্য জীবন রাজ-কুমারীর চরণতলে বিকাইলেন। তাঁহাতে কায়মন সমর্পণ করিয়া প্রণয় ভিক্ষা চাহিলেন। শেষে বিবাহবন্ধনচ্ছেদন করিয়া আপনার প্রিয়তমা পত্নী অক্টেভিয়াকে বিসর্জন করিলেন। একদিকে আন্টনি যেমন জীবনপথে প্রাণের আরাধ্য প্রণয়প্রতিমা লাভ করিলেন, অপরদিকে তেমনি তিনি অক্টেভিয়ার অপমানে ও হৃদয়ে তদ্রাজ্য অক্টেভিয়ানের হৃদয়ে দারুণ প্রতিহিংসাবাহি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। অক্টেভিয়ান্ স্বীয় ভগিনীপতি আন্টনিকে সমুচিত দণ্ড দিতে প্রস্তুত হইলেন।

এই কুকর্মের জন্য সেনেট আন্টনিকে সেনানায়কত্ব হইতে বঞ্চিত ও পূর্ব-সাম্রাজ্যের আধিপত্য হইতে পদচ্যুত বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং রাজ্ঞী ক্রিওপেটোর বিরুদ্ধে রোমক অভিযান প্রেরণে আদেশ প্রচার করিলেন। তদনুসারে অক্টেভিয়ান্ রোমকবাহিনীর অধিনায়ক হইলেন। ৩১ খৃঃ পূঃ ২রা সেপ্টেম্বর অক্টোব্রাস্ রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে যৌর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। আন্টনি যুদ্ধ পরাভূত হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু শত্রুহস্তে লন্ধানরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি ও ক্রিওপেট। আত্মহত্যা করিয়া ইহজীবনের ভার হরণ করিলেন (৩০ খৃঃ পূঃ)। তদনন্তর রোমকসেনা ২৯ খৃঃ পূর্বাব্দের মধ্যে সমস্ত প্রাচ্য ভূভাগ বশীভূত করিয়া লইলেন। অক্টেভিয়ান্ বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া রোমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, মহাসমারোহে বিজয়োৎসব সমাহিত করিলেন। তদনন্তর তিনি এই সুদীর্ঘকালব্যাপী অরাজকতার অবসান দিন জ্ঞাপনার্থ জেনাসের (Janus) মন্দিরদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। অতঃপর রোম-সাম্রাজ্যের সুশাসন বন্দোবস্তে কিছুকাল অভিবাহিত করিয়া তিনি পরবর্তী বর্ষের শেষ-ভাগে একটি অমামুল্যিক রাজশক্তির প্রকৃত পত্তন করিয়া লইলেন। ৪৩ খৃঃ পূঃ রোমের কল্ল হইয়া ট্রায়ান্তির অক্টেভিয়ান সহযোগিত্বের সহিত যে শাসনবণ্ড স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া রোমসাম্রাজ্য-শাসনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এতদিনের পর ২৮ খৃঃ পূঃ শেষ-ভাগে তিনি এককই পূর্ণ প্রভাবে ও ধর্মবলে সেই শাসনবণ্ড পরিচালিত করিয়া প্রকৃত গবমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এটিটার রণক্ষেত্রে আন্টনির দর্পপূর্ণকারী ডিক্টেটার সিজারের ভ্রাতৃপোত্র অক্টেভিয়ান্ সিজার এক্ষণে রোমবাসী জন সাধারণের পূজার বস্তু হইলেন। প্রায় বিংশতি বৎসরব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে রোমকগণ একরূপ জর্জরিত হইয়া

উঠিয়াছিলেন। শাসনবিশৃঙ্খলার রাজ্যের নানা অনাচার সূচিত হইয়াছিল। এই সকল বিশৃঙ্খলাতনিবারণার্থে এবং রোমসাম্রাজ্যের মৌলিক ও স্বায়ত্ত্বরক্ষার নিমিত্ত সাধারণ লোকে সাগ্রহে অক্টেভিয়ান্কে আত্মনির্ভর্য্যক রাজপদে নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, একচ্ছত্রাধিত্যের পূর্ণপ্রভাব অক্লান্ত রাধিয়া এবং সাধারণ তন্ত্রের সম্মাননা ও শাসনপদ্ধতি রক্ষা করিয়া রাজকাব্য পরিচালনার কঠোর ভার, তিনি ভিন্ন গ্রহণ করিবার আর বিতীর্ণ নাই। সমগ্র রোম-সাম্রাজ্যবাসী আজ অকপটহৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক আপনার শিরোদেশেই রাজমুকুট পরাইতে ইচ্ছুক। তখন অক্টেভিয়ান্ সেনেটের অভিমতে রাজ্যশাসন গ্রহণ করিলেন। সেনেট তাঁহার মহামুত্তম লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে “অগাষ্টস্” নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

মহতী শাসন-শক্তি, উদ্দেশ্যসিদ্ধিবিধয়ে গাভীর্ঘময়ী দৃঢ়তা, সুতীক্ষ্ণ বিচার-বিবেক এবং সর্ব্বকার্য্যে অসাধারণ কূটবুদ্ধি ও অদম্য উত্তম প্রভৃতি সঙ্গুণে ভূষিত হইয়া তিনি সাধারণের পূজ্য-হইয়াছিলেন। তিনি আরিকিয়া নগরের একটা নগণ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশোদ্ভূত অক্টেভিয়ান্, তাঁহার পিতামহ ভিলেট নগরের একজন সামান্য নাগরিক বলিয়া গণ্য ছিলেন। পরে তাঁহার খুলতাত তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করিলেন, তিনি তাঁহার বংশগত সিজার উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধিই তিনি ইতিহাসে অক্টেভিয়ান্ সিজার নামে পরিচিত হইলেন। পূর্ব্বকথিত ডিক্টেটার সিজারের ন্যায় তাঁহার রক্ত-পিপাশা বলবতী ছিল না। বরং তাঁহার অপেক্ষা কোমলতর হৃদয় লইয়া তিনি সাধারণের হৃদয়ে স্বীয় উচ্চাভিলাষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

২৮-২৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত অগাষ্টস্ রাজত্বকালে উপবিষ্ট থাকিয়া প্রজাতন্ত্রের পূন্য-প্রতিষ্ঠাসহকারে তদনুসরণেই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং প্রাদেশিক জনপদসমূহে খণ্ডরাজ্য স্থাপন-পূর্ব্বক স্বয়ং সেই সকল রাজত্ববর্গের অধিনায়ক হইয়া সার্কডোম আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার প্রবর্তিত এই রাজ্যশাসন-প্রণালী অনুসারে (Constitution of princeps) রোমসাম্রাজ্য ২৭ খৃষ্টপূর্ব্ব হইতে ২৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসিত হইয়াছিল।

এক বৎসর এই বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তিনি মনে মনে পূর্ব্ববর্তী অধিনায়কবর্গের সার্কডোম আধিপত্য স্রণ করিয়া বুঝিলেন যে প্রজাতির মনোরঞ্জনই প্রয়োজন্য। বেজা-চারিভার দাস হইয়া প্রজাবর্গের বিষেবভাজন হওয়া নিত্যক গর্হিত কর্ম্ম, ইহাতে আপনার অদৃষ্ট অন্তঃ সংঘটনেরই সম্ভাবনা। সুতরাং বাহাতে প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট ও নির্ভীকভাবে কালযাপন করে

তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখাই রাজার একমাত্র কর্তব্য। এইরূপ বিচার করিয়া অগষ্টস্ যেছার রাজসিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং যে অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে তিনি ৪৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে রোমের শাসন লগু ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা “রোমের সাধারণ প্রজাপুঞ্জের ও সেনেটের সমস্তবৃন্দের কর্তৃত্বাধীনে সাধারণতঃ প্রত্যাখ্যান করিলাম” বলিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পুনরায় রোমরাজ্যে সেনেট, এসেম্রি ও মার্জিষ্ট্রিসের কার্য প্রবর্তিত হইল এবং অক্টেভিয়ান রোমের “স্বাধীনতাবাহক” (Restorer of Common wealth and Champion of freedom) বলিয়া বিবেচিত হইলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে রোম-সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড ৪৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে তিনি “Imperium” শক্তিতে ভূষিত ছিলেন। তৎপরে ৩৩ খৃঃ পূঃ সাধারণের সম্মতিতে “Imperator” বলিয়া গৃহীত হন। তদনন্তর ২৭ খৃঃ পূঃ হইতে ১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত “Proconsulare imperium” শক্তিদ্বারা করিয়া তিনি সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিনায়ক সম্রাটের তুল্যমর্যাদা হইয়াছিলেন। ২২ খৃঃ পূঃ তিনি “Cura annonae” এবং লেপিডাসের মৃত্যুর পর ১২ খৃঃ পূঃ তিনি “Pontifex maximus” পদলাভ করিয়া একাধারে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের পূর্ণ প্রভাব হইয়া বিদ্যমান ছিলেন। রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় শ্রেষ্ঠ পদে আসীন হইয়া তিনি বিবিধ সংস্কার দ্বারা রাজ্যের কুশলতা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের প্রজাবর্গের ক্ষেত্রজাত প্রবাদির হিসাব লইতেন এবং বাহাতে রোমরাজ্যবাসী জনগণ অন্নবিনা মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ইহা দ্বারা তাঁহার ধর্ম, অর্থ ও কার্যে সাধারণের বিশেষ সুবিধা ঘটাইয়াছিল। পট্টক্ষেত্র মালিকানা হইয়া তিনি বিজ্ঞানিক উন্নতিক্রমে মানসিক বৃত্তিনিচয়ের ক্ষুদ্রিকার দ্বারা লোকের মোক্ষমার্গ ও সুসংস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সুস্বাক্ষরিত শাসনপ্রণালীকে লোকে “Maxims of Augustus” বলিত। ডাইওক্লিসিয়ানের রাজত্বকাল পর্যন্ত এই নীতিকুশল প্রণালীতেই রোমরাজ্য শাসিত হইয়াছিল। জুলিয়াস্ সিজার বাহুবলে রোমবাসীর চিত্ত তীব্রবিজড়িত করিয়া যাঁহা করিতে পারেন নাই, অগষ্টাস সিজার অন্যায়সে শান্তি ও সহিষ্ণুতাবলে তাঁহা সুসম্পন্ন করিয়া গেলেন। তিনি লোকের চিন্তাবিনোদনার্থে যে রাজপথ একদিন তুচ্ছ করিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রভাববৃদ্ধির জন্য সেনেট ও এসেম্রির হস্তে যে শাসন ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে তাঁহারাই তাঁহাকে অতিরিক্ত শক্তিদান করাইলেন। কেবল মাত্র “কমিসিয়া” তাঁহার জীবদ্দশায় রাজবিধিপ্রণয়নে অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী টাইবেরিয়াসের রাজ্যকালে এই ব্যবস্থাপক

সভা দুইটা মাত্র আইন প্রবর্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পর ঐ সভার ক্ষমতা হ্রাস হয়।

অগষ্টাস্ জীবিতকালে যে সকল বিষয় কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার চিরপোষিত শেবজীবনের সেই আশাগুলির নিশ্চাদনভার স্বীয় উপযুক্ত দত্তকপুত্র টাইবেরিয়াসের উপর হস্ত করিয়া যান। তিনি স্বীয় দত্তককে পূর্বোক্তই রাজশক্তির প্রেতিভা দান করিয়াছিলেন। আইন প্রবর্তন ও প্রচলিত-বিধির সংস্কারাধিকার (Censorial and tribunitian) লাভ করিয়া অবধি টাইবেরিয়াস্ রাজসরকারে যথেষ্ট প্রতিপত্তি বাড়াইয়া লইয়াছিলেন, অগষ্টাসের জীবৎকালে তাঁহার কার্যে প্রতিবাদ করিবার জন্য একজন লোকও দণ্ডায়মান হইতে সাহস করে নাই।

পিতার এই অমাহুবিধ শক্তি ও প্রভুত্ব দেখিয়া টাইবেরিয়াস্ স্বীয় শক্তি আরম্ভ করিতে চেষ্টা করিলেন। ক্রমশঃই তিনি দান্তিক ও মদগর্বে মত্ত হইয়া পড়িলেন। নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, শঠতা, কপটতা প্রভৃতি তাঁহার অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা পাইলেন। অগষ্টাস্ যে রাজশক্তির পরাকাষ্ঠায় প্রজাতন্ত্রের অধীশ্বরত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র টাইবেরিয়াস্ স্বীয় দান্তিক বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া প্রজাতন্ত্রের সমস্ত স্বাধিকার লোপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কমিসিয়া, মেজিষ্ট্রেসী, কলল, প্রিটর, ইডাইল, ট্রিবিউনেট, কুইটর প্রভৃতি পদ বা তৎপদাধিকারের কার্য নাম মাত্র রহিল, কেহ পূর্বমত আপনাপন ক্ষমতা পরিচালন করিতে সমর্থ হইলেন না।

টাইবেরিয়াসের মৃত্যুর পর ৩৭ খৃষ্টাব্দে কালিগুলা সাম্রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি দুর্জয়, কোপনস্বভাব, গর্জিত ও জ্ঞানশূন্য উন্মাদপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পর ৪১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে নিকোদেমাস্ ক্লডিয়াস্, ৫৪ খৃষ্টাব্দে নরপিশাচ নিরো, ৬৮ খৃঃ অঃ গালবা, ৬৯ খৃষ্টাব্দে ওথো এবং পশুপ্রকৃতির নিষ্ঠুর অত্যাচারে আমোদ প্রিয় ভিটেলিয়াস্ রোমের রাজপথ অধিকার করেন। তদনন্তর উক্ত বর্ষের শেষকালে ভেনেসিয়ান্ মসনদে আরোহণ করিয়া ইতালীয় নগরবাসী এবং পশ্চিম-সাম্রাজ্যবিভাগের প্রদেশবাসী ল্যাটিন্ জাতির মধ্য হইতে সেনেটের সভ্য মনোনীত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। ইহাতে রোমক সেনেটের শক্তি অনেকটা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার পর ৭১ খৃষ্টাব্দে ডাইক্লস্, ৮১ খৃষ্টাব্দে কাপুসুব ডোসিট্যান্, ৯৬ খৃষ্টাব্দে নেভা, ৯৮ খৃষ্টাব্দে ট্রিজান ও ১১৭ খৃষ্টাব্দে হার্মিয়ান্ যথাক্রমে রোমের রাজপদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার সকলেই ভেনেসিয়ানের প্রবর্তিত প্রথার অনুসরণ করিয়া রোমীয় সেনেটের প্রবল প্রতাপ খর্ব করিয়াছিলেন। রোমকগণ যেছার ও সজ্ঞানে যে

গবর্মেণ্টের অনুমোদন করিয়া একজনের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন, তাহাদেরই অত্যাচারে তাহারা অন্তরে ক্রোধ প্রকাশ করিলেও, বাহিরে তোষামোদ্য করিতে বাধ্য হইরাছিলেন, কিন্তু তাহারা শতাব্দ-লুপ্ত স্বাধীনতাবৃত্তি একবারে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

অগাঠাসের পর হইতে হাদ্রিয়ান পর্যন্ত রাজগণের অধিকা-কালে রোমের বাহ্য আড়ম্বর অনেক পরিমাণে বর্ধিত হইরা-ছিল। এই সময় হইতেই প্রিন্সেপগণ ব্যতীত রোমের অপরাধর শাসকশক্তি হ্রাস হইতে থাকে। অগাঠাস, টাইবেরিয়াস ও ক্লডিয়ান্ সম্রাট্‌দের শাসনকালে রাজশক্তি ও শাসনকর্তৃ-সর্বভোক্তাভাবে তাহাদের উপরই স্তম্ভ ছিল; কিন্তু যখন অত্যন্ত শাসকশক্তি নিখিল হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন রোমরাজ্যের একটা আমূল পরিবর্তন অবশ্যস্বার্থী হইয়া উঠিল। অগাঠাস ও টাইবেরিয়াস কূটনীতিবলে ও নিশিগ্ধভাবে যে রাজশক্তির প্রভাব প্রদর্শন করিতে গোপনে গোপনে চেষ্টা পাইতেছিলেন, কালিগুলা, ক্লডিয়ান্ ও নীরো সেরূপ-শুণ্ডপ্রয়াস ক্রুর সহিত পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃতভাবে শাসনকাণ্ডে, রাজবিস্তারে, সামরিক বিভাগে এবং বৈদেশিক রাজ্যাশাসন-সম্পর্কে প্রিন্সে-পের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন। লিগেট, প্রিকুইট, প্রোকিউরেটর ও মুক্তিপ্রাপ্ত দাসগণ (Freedmen) তাহাদের অধীনে গবর্মেণ্টের কার্য পরিচালনা করিতে আদিষ্ট হইলেন। এইরূপ শক্তিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সেপের মর্যাদাও সাধারণ অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে স্থাপিত হইল। তিনিই ক্রমে প্রকৃত রাজ্যেশ্বর হইয়া উঠিলেন।

অগাঠাস বীনহীন প্রজার দ্বার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অট্টালিকায় বাস করিয়া সামান্য ও সরলভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পরবর্তী শাসনকর্তৃগণ ঐশ্বর্যমগ্নে মত্ত হইয়া সে সরলতা পদমর্যাদার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তাহারা সকলেই রাজার দ্বার জাকজমকের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। নীরোর রাজত্বকালে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ হইরাছিল। রোমক-সম্রাটের রাজকাণ্ডানির্কাহের আবশ্যকীয় ও উপযোগী সমুদায় ত্রব্য রাজসরকারে বিবাজ করিতেছিল। তাহার যত্নে স্বতন্ত্র রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়, প্রাসাদেরক্ষিত বিশেষ আড়ম্বরে রাজত্ববন রক্ষা করিত। তিনি পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাটের দ্বার সগর্বে বিচরণ করিতেন এবং তাহার প্রাসাদে নিভা উৎসব সমাহিত হইত। তাহার মৃত্যুর পর, এই অবস্থার কতক পরিবর্তন ঘটে; কারণ তৎপরবর্তী গালবা ও ক্লাবীরবংশীয় ভেস্পেসিয়ান প্রকৃতি সম্রাট্‌গণ, ট্রাজান, হাদ্রিয়ান ও আন্টোনিনাস্‌র সে লুপ্তশক্তির অকুণ্ড-বাসনার

নিমজ্জিত না হইয়া অপেক্ষাকৃত সরলভাবেই জীবনযাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কালিগুলা বা নীরোর ন্যায় তাহারা অত্যন্ত তোষামোদ্যপ্রিয় ছিলেন না। তাহাদের এই সরল ও সরলভাবের পরিবর্তনে রোমে একটা নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। সামরিক ও রাজকীয় শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিল। কালিগুলা ও নীরো প্রথমে সেনা-বিভাগ কর্তৃক “ইম্পারেটর” বলিয়া সম্মানিত হইরাছিলেন এবং পরে সেনেট তাহাদের সেই শক্তিশাসন করেন। অকস্মাৎ রাজ্য-শাসকবৃন্দের এই ভাবপরিবর্তনে রোমে কোন ভাবান্তর লক্ষিত না হইলেও, রোমবহির্ভূত প্রদেশে তাহার যথেষ্ট আভাস দেখা গিয়াছিল। স্পেনে লিজনকর্তৃক গালবার সম্মাননা হইতেই রোমে নূতন যুগের অবতারণা হইল। তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে প্রিন্সেপদিগের নির্দ্বন্দ্বসম্মতি লিজন হইতে গৃহীত না হইলেও বস্তুতঃ তাহাদের অভিমতেই রাজা রাজশক্তিসম্পন্ন হইতেন এবং তাহা রক্ষার জন্য তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সৈন্যবৃন্দের উপর নির্ভর করিতে হইত। এইরূপে জর্জাণ ও সিরির লিজনের অভিমতাহুসারে ভিটেল্লিয়াস ও ভেস্পেসিয়ান সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইরাছিলেন। ডোমিসিয়ান্ বোদ্ধবেশে সগর্বে সেনেটে প্রবেশ করিয়া স্বীয় রাজ্যকালের সামরিক প্রভাব (Military character) জ্ঞাপন করিয়া যান। সম্রাট্‌ নেভার দত্তক বিখ্যাত বীর ও অদ্বিতীয় যোদ্ধা ট্রাজান হইতেই সামরিকবিভাগের সর্বময় কর্তা বা “ইম্পারেটর” পদ প্রাচীন শাসনপদ্ধতির প্রিন্সেপের শক্তিকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

সম্রাট্‌ হাদ্রিয়ানের পর যথাক্রমে আন্টোনিনাস্‌ পাবাস্‌ (১৩৮ খৃঃ অঃ), মার্কাস উরেলিয়াস্‌ (১৬১ খৃঃ অঃ), মার্কাস আন্টোনিনাস্‌ (১৬১ খৃঃ অঃ), কোমোডিয়াস্‌ (১৮০ খৃঃ অঃ), থ্যাটানাস্‌ (১৯২ খৃঃ অঃ), ডিডারাস্‌ জুলিয়ানাস্‌ (১৯৩ খৃঃ অঃ), এবং সেপ্টিমিয়াস্‌ সেভেরাস্‌ (১৯৩ খৃঃ অঃ) রোমকসিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে ‘টাইরাণ্ট’ নামে অভিহিত ছিলেন।

গালবা, ভিটেল্লিয়াস্‌ ও ভেস্পেসিয়ান্ সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইয়াই স্ব স্ব জন্মভূমি হইতে রোমে প্রবেশপূর্বক সেনেটের অভিমত গ্রহণ করেন। ট্রাজান ও হাদ্রিয়ান ভিন্ন প্রদেশ জাত ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ট্রাজান সম্রাট্‌ পদলাভ করিয়াও এক বৎসরের মধ্যে রোমনগরে প্রবেশ করেন নাই; কিন্তু হাদ্রিয়ান সেনেটকর্তৃক অভিনন্দিত হইবার পূর্বে সিরিয়ার “ইম্পেরিয়াস্‌” গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সেনেটের সম্মুখে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। ট্রাজান ও মার্কাস উরেলিয়াস্‌র বিগত-নিমিত্তিক বিদ্রোহী

স্ববন্দ্যবস্ত ও প্রতিষ্ঠাতাতক হইয়াছিল; জুতরাং আবশ্যক
বোধে রোম হইতে ভিন্ন স্থানে রাজপাটপরিবর্তনের ব্যবস্থা হুচিত
হয়। প্রেডেমিটরাস্ ব্যতীত ডেশেনিয়ান হইতে ওরেলিয়াস্
পর্যন্ত নরপতিবর্গ সেনেটের সহিত একযোগ হইয়া অতীব
গুরুতর রাজকার্য সমুদায় সম্পাদন করিতেন। কিন্তু কালক্রমে
গ্রীক দর্শনশাস্ত্র শিকার প্রভাবে যখন রোমকগণের মানসিক
শক্তি পরিবর্তিত হইল, তখন তাঁহারা জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া
সমসাময়িক একটা সংস্কৃত রাজকীয় শাসনপদ্ধতির (Imperial
System of government) আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন।
তদনুসারে তাঁহারা একমাত্র সম্রাটের হস্তেই সমগ্র শাসনপ্রণালী
কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিলেন। হাজিরান্ এ বিষয়ের উদ্বোধনা
ছিলেন। তাঁহার এই অভীষ্টসিদ্ধির দ্বারা রাজ্যের শাসন বিভাগের
সমূহ উন্নতি সাধিত হইবার আশা ছিল; কিন্তু তাহা না হইয়া
বরং তদ্বারা সাম্রাজ্যশক্তির অনেক হ্রাস ঘটিয়াছিল।

মার্কাস্ ওরেলিয়াসের মৃত্যু হইতে ডাক্সিসিয়ানের
সিংহাসনাধিকার পর্যন্ত শতাব্দিকালে (১৮০-২৮৪ খৃঃ অঃ) রোমের
প্রাচীন অগাঠান-পদ্ধতির সম্যক-বিলয় সাধিত হইয়াছিল। পটিনক্স
সেভেরাস্ আলেক্সান্দার মাক্সিমাস্ ও বাসবিনাস্ এবং টাসিটাস্
প্রভৃতি সম্রাটগণ সেনেট কর্তৃক রাজপদে নির্বাচিত
হইলেও সেভেরাস্ আলেক্সান্দার ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে
অপর কেহই নিজনের আবশ্যকীয় আনুগত্যলাভ করিতে পারেন
নাই। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর রোমক সম্রাটগণ প্রধানতঃ সেনা-
সঙ্ঘের নির্বাচন দ্বারাই মনোনীত হইতেন। এই সকল সম্রাট-
গণ সীমান্তপ্রদেশবাসী নগণ্যব্যক্তির সন্তান। তাঁহারা ঐশ্বর্য-
গর্বে মত্ত হইয়া পরের মর্শ্ববেদনা বুঝিতে মর্শ্ব হইতেন না।
অত্যাচার ও নির্যাতন তাঁহাদের অঙ্গের আভরণ হইয়াছিল।
অসামান্য অত্যাচারে তাঁহারা সাধারণকে ভয় করিয়া আপন
আপন পালনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। এই সকল নীচপ্রকৃতিক
নৃপতিগণের নিকট সেনেট সর্বদাই অপদস্থ, লালিত ও বিভ্রমিত
হইতেন। বাহারা রাজ্যশাসনের উপযোগী এবং সমাচারী ও দয়াবান
ছিলেন, তাঁহারাও সেনেটকে গবর্নমেন্টের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে
দিতেন না। সেপ্টিমিয়াস্ সেভেরাস্ আফ্রিকাবাসী ছিলেন।
সেনেটের নিকট হইতে অতিমত (Formal Confirmation) না
লইয়া তিনি রাজকার্যভার গ্রহণের পথ প্রদর্শন করেন। রোমে
থাকিয়াই তিনি “প্রোকন্সল” উপাধি ধারণ এবং কোরানে
উপবেশনপূর্বক শাসন ও বিচারকার্য সমাধা না করিয়া প্রাসাদ-
প্রাচীরের অভ্যন্তরেই সেই সকল কার্য সমাধানের ব্যবস্থা করিয়া
ছিলেন। অবশেষে তিনি প্রিটোরিয়-রক্ষিকদের প্রিকেটকেই
সম্রাটের অধস্তন রাজকর্মচারিরূপে নিয়োজিত করিয়া যান।

ইহাতে তাঁহার অসীম প্রভুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার
শিলাকলকে তিনিই প্রথমে সম্রাটকে “dominus” শব্দে
উল্লিখিত করেন।

২৪৯ খৃষ্টাব্দে ডিসিয়াসের অভ্যুদয় ও রোমসাম্রাজ্যাধিকার
হইতে আমরা দানিয়ুব প্রবাহিত প্রদেশসমূহে কএকজন হুদক
সম্রাটকে উপস্থাপি রোমসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে দেখিতে
পাই। সেই নরপতিগণের রাজ্যকাল হইতেই রোমসাম্রাজ্যের
সামরিক ও রাজকীয় শক্তির পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হয় এবং ক্রমশঃই
তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই সময় হইতে
“ইম্পিরিয়াল” ও “সেনেটোরিয়াল” প্রদেশ বিভাগ বিলুপ্ত হয়
এবং রাজকোষ ও সম্রাটের নিজস্বের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়।
তখনকার সেনেটরগণ সামরিক ও রাজকীয়কার্যে স্বাধিকার-
বিচ্যুত হন। বাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বিখ্যাত বীর ওরেলিয়ানের
(২৭০-২৭৫ খৃঃ অঃ) যেরূপ তাহা সম্পন্ন হইল। তিনি রাজ্য-
শাসনের কঠোর দণ্ড স্বহস্তে লইয়া প্রাচীন প্রথাগত সম্পূর্ণ বিলয়
সাধন করিলেন। তিনি বীর অধিকারকালে রোম-গবর্নমেন্টে
ডাক্সিসিয়ানের অধিকরণেই রাজশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন
করিয়াছিলেন এবং প্রাচ্য জনপদসমূহের সমৃদ্ধি অধিকরণপূর্বক
তিনি বীর রাজসমৃদ্ধির গাষ্ঠী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, ক্লিয়ার্স্ নিজার রোমসাম্রাজ্যে
সীমা বৃদ্ধি করিয়া, নানা বিষয়ে সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন;
কিন্তু মুহূর্ত্ত যুক্তিবশে বিপর্যস্ত রোমীয় জগতের শান্তি বিস্তার
বিষয়ে তিনি কিছুই করিয়া যান নাই।
রোমসাম্রাজ্যের
সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত
মহাভূতব অগাঠাস্ বীরপাদবিক্ষেপে
সুবুদ্ধিবলে সেই কার্য সমাধা করিয়া যান।

রোমীয় প্রজাতন্ত্রের নির্বাচিত সেনাপতিবৃন্দ এবং স্বয়ং নিজার
দক্ষিণ ও পশ্চিম ভূভাগ জয় করিয়া যান, সুতরাং আফ্রিকার
মরুপ্রদেশ ও আটলান্টিক মহাসমুদ্র ভিন্ন রোমরাজ্যসীমা আর
অধিক বিস্তৃত হইতে পারে নাই। নিজার গলরাজ্যজয় করিয়া-
ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অগাঠাস্ এই সকল
জনপদে হুসম্বন্ধ শাসনপদ্ধতি বিস্তার এবং রাজশক্তির পত্তন
করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ রাজকীয় বিধিতেই তিনি রোমরাজ্য-
সীমারক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন।

২৫ খৃঃ পূঃ নিউমিডিরারাজ্য প্রাচীন আফ্রিকা প্রদেশের
অন্তর্ভুক্ত, এবং তৎসংলগ্ন ইজিপ্তজনপদ একটা স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে
পরিগণিত হয়। স্পেনের উত্তর-পশ্চিমাংশবাসী অসভ্য পার্শ্বভা-
জাতিকে জয় ও লুণ্ঠিটানিয়ার শাসন বিস্তার করা হইয়াছিল। ২৭
খৃঃ পূঃ অগাঠাস্ আকুইটানিয়ার গলডুনেন্সিস্ ও বেলজিকা প্রদেশ
রাজ্যভুক্ত করিয়া ইউট্রাইন্ হইতে জার্মানাগরভীর পর্যন্ত

রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। তৎপরে তিনি তাহার দক্ষিণস্থিত মিসিয়া (৬ খৃঃ অঃ), পানোনিয়া (৯ খৃঃ অঃ), নোরিকাম্ (১৫ খৃঃ পূঃ), রিটিয়া (১৫ খৃঃ পূঃ) ও গালিয়া-বলজিকা প্রভৃতি প্রদেশ অধিকারপূৰ্ণক স্থাপন প্রতিষ্ঠা দ্বারা শাস্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা পান। ৯ খৃষ্টাব্দে ভেরুসের পরাজয়ের পর, তিনি রাইন অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে অগ্রসর হন নাই, তাঁহার বংশধর টাইবেরিয়াস্ শিল্পা টিউটোবার্গেসিসের বিপত্তির প্রতিশোধ লইয়া জর্মানিকাসকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ প্রদান করেন এবং ১৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর দানিউবের মার্কোমারি প্রদেশের রাজা মারবোভোড্রাস্ সহিত লড়ি করিয়া তিনি স্বীয় পিতার নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থল সুরক্ষার বন্দোবস্ত মনোনীত করিয়াছিলেন। তদনুসারে রাইন নদীতীরে, উত্তর ও নিম্ন জর্মানিতে, দানিউব সীমান্তে এবং পানোনিয়া ও মিসিয়ার চারিদিকে রোমীয় লিজন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজসরকারের নিরোজিত লিগেটগণ ঐ সকল সেনাদলের অধিনায়ক হইতেন। আবশ্যক-মতে স্থানে স্থানে ছাউনী ও সৈনিকোপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। নদী-বক্ষে ছিপে চড়িয়া সেনাদল অহরহঃ গমনাগমন করিয়া আততায়ী শত্রু অথবা বিদ্রোহী প্রজার মনে ভীতি উৎপাদন করিত।

অগাষ্টাস্ রোমসাম্রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। পরবর্তী সম্রাটগণ সকলেই স্নদক ছিলেন, তাহারা অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যাগমন করিয়া গিয়াছেন। গেলস, ক্লডিয়াস্ ও নীরা হর্স্কৃৎকিষতঃ ও অত্যাচারনিবন্ধন রোম ও ইতালীবাসীকেই উত্তাক্ত করিয়াছিলেন। রাজ্যের অপর কোন স্থানে তাহাদের স্বৈরাচারিতার বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই। নীরোর মৃত্যুর পর, প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটগণের বিরোধজনিত যুদ্ধে রোম-সাম্রাজ্যের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, ভেস্পেসিয়ান্ তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া যান। ওথো, ভিটেলিয়াস্ ও ভেস্পেসিয়ানের পরস্পর যুদ্ধের অবসরে ৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে সিভিলিসের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ট্রাজান্ হাদ্রিয়ান্ ও আন্টোনিয়াস্‌র পর অসাধারণ শক্তিবলে রোমসাম্রাজ্যের বিশ্ববিজয়িনী শক্তির পুনরাবির্ভাব করিতে সমর্থ না হইলেও, স্থাপন ও শাস্তি স্থাপনে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ক্লডিয়াস্ বৃটেন জয় করিতে অগ্রসর হন। আগ্রিকোলা (৭৮-৮৪ খৃঃ অঃ) তথাকার উত্তর দেশ জয় করিয়া “হাদ্রিয়ান্-প্রাচীর” দ্বারা রোমকধিকার নির্দেশ করিয়া যান। ১০৭ খৃষ্টাব্দে বর্করজাতির আক্রমণে ভীত হইয়া ট্রাজান্ নিম্ন দানিউব প্রদেশে অভিযান করেন এবং ডাকিয়ারাজ ডুসে-বালাসকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হস্তগত করিয়া লন। তদবধি ২৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত প্রদেশ রোমধিকারে ছিল।

সম্রাট ট্রাজান্ আরাবিয়া-পিট্রিয়া প্রদেশ রোমসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

মার্কাস্ ঔরেলিয়াসের রাজত্বকালে (১৬২-১৭৫ খৃঃ) মার্কো-মরি প্রভৃতি অসভ্যজাতি সীমান্ত হইতে দলে দলে আসিয়া রোম-সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তাহারা ধীরে ধীরে উত্তর দানিউব প্রদেশ অতিবাহন করিয়া ক্রমশঃ রিটিয়া, নোরিকাম্ ও পানোনিয়া প্রদেশ লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া আরম্ভ অতিক্রমপূৰ্ণক ইতালী প্রান্তে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। এই বৈদেশিক বর্করদিগের সহিত রোমরাজকে চতুর্দশ বর্ষ যুদ্ধ করিতে হয়।

রোমের হৃদয় পূর্ণপ্রান্তেও এরূপ যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। পার্থিয়া, আর্মেনিয়া ও ইউফ্রেটস্ তীরবর্তী প্রদেশে রোমের রাজ-নৈতিক সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ট্রাজান্ যে সকল স্থান অধিকার করিয়া যান, হাদ্রিয়ান তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন; কিন্তু সেপ্টিমিয়াস্ সেভারাস্ পুনরায় সীমান্ত প্রদেশে রোমীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া পূর্বা-বহার অনেক পরিবর্তন ঘটান। ১৮০ খৃষ্টাব্দে মার্কাস্ ঔরেলিয়াসের মৃত্যু ঘটে। তদবধি ২৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উপযুগপরি যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনবিশৃঙ্খলার রোমসাম্রাজ্যে একটা ঘোর বিপর্যয় উপস্থিত হয়, কিন্তু সেপ্টিমিয়াস সেভারাস, ডেসিয়াস্ ক্লডিয়াস, ঔরেলিয়ান্ ও প্রোবাস্ প্রভৃতি রণহর্মদ সম্রাটগণের কঠোর শাসনে তাহা ধ্বংসমুখ হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু অবিশাল রোমসাম্রাজ্যে রাজকীয় শক্তির সুব্যবস্থা-সংস্থাপনার্থ বিশেষ কোন নৈতিক পন্থা অবলম্বিত হয় নাই। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে কাব্যতঃ ও অন্ততঃ বাহ্য কিছু সাধিত হইয়াছিল; খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে রোমসাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তা বা লিজনের অধিনায়কগণের পদস্ফারণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে ভয়াবহ ধারাবাহিক যুদ্ধবিগ্রহ সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই রোমসাম্রাজ্যের বিধি-বদ্ধ গ্রন্থি সমূহ শিথিল হইয়া যায়। ঐ সকল প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিগণ রাজস্বকুট শিরে ধারণ করিবার জন্য ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ২১১ খৃষ্টাব্দে সেভেরাসের মৃত্যুর পর হইতে ২৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাওল্লিসিয়ানের রাজ্যারোহণ পর্যন্ত কিছু কম ২৩ জন সম্রাট অগাষ্টাসের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে কেবল মাত্র তিনজনের অতীত শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল। ডিসিয়াস্ গথজাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, ভালেয়িয়ান্ হৃদয় পূর্ণপ্রান্তে কারাগারে নিক্ষেপ হইয়া অন্ধকার মধ্যে কলুষ-পূর্ণ জীবনের অবসান করেন এবং ক্লডিয়াস্ সেই দুদিনের মহা-মারীতে জীবন হারাইলেন।

রাজস্বকুট-আহরণোদ্দেশ্যে জনসংকরকারী এই সকল অভিনবী সম্রাটগণ “স্টাইরাক্ট” নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কোমোডাস নিজ বুদ্ধিভাবে ও অত্যাচারিতার ক্রমশঃ রাগে বিশ্বশ্রী বটাইলেন। প্রথমে তিনি পিতার সমুদ্র সেনাদল লইয়া ক্রিয়াকর্মব্যবিত্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনবৎসর-কাল তিনি স্বীয় পিতার বিশ্বস্ত পূর্বতন রাজকর্মচারীদের দ্বারা রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিয়া লইতেন। কিন্তু অচিরে তিনি পারিষদবর্গের এরোচনার উৎসরের পথে প্রেরিত হইলেন। মৃত্যু-পান ও বেস্তাসক্তি দ্বাৰে তাঁহার জীবন কলঙ্কময় হইয়া উঠিল। মন্তকবিবর্তিতর সঙ্গে তিনি ঘোর অত্যাচারী হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে তাঁহার শত্রুদল জীবননাশের চেষ্টার ক্রিতে লাগিল। তাঁহারাই ভগিনী লুসিনাস্ ডেক্সের বিধবা পত্নী ও ক্রুডিয়াস্ পম্পিনেনাসের দ্বিতীয়-পরিণীতা রমণী লুসিনা ভ্রাতার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আক্ষিথিয়েটার হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনকালে সম্রাট কোমোডাস গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। ১০৯খৃঃ অঃ ৩১ ডিসেম্বর লুসিনা নির্দোষিত হইলেন।

কোমোডাসের মৃত্যুতে সাধারণে শোকপ্রকাশ না করিয়া সাধারণের রাজধানীর প্রফেট পাটিনাক্সকে তৎপদে অভিযুক্ত করিতে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। তখন অত্যন্ত কমল সোসি-রাস্ ফাল্কা তাঁহার প্রতিযোগী হইয়া সিংহাসনাধিকারে প্রয়াস পান। পাটিনাক্সের অভ্যুদয়ে তিনি সন্দেহে বিশ্বস্ত হইয়াছিলেন।

কোমোডাসের মৃত্যুর ৮৬ দিন পরে (১৯৩ খৃঃ অঃ ২৮এ মার্চ) ৩শত "প্রিটোরীয় গার্ডস্" নামক রক্ষিসৈন্য অলঙ্কৃতভাবে প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া পাটিনাক্সকে নিহত করে। তদনন্তর তাহারা নগরপ্রাচীরস্থ উচ্চভূমে দাঁড়াইয়া উচ্চমূল্যে রোমসাম্রাজ্য বিক্রয় করিতে থাকে। অবশেষে ও সম্রাটের স্বপুত্র সার্ডিয়াস্ সাল-পিসিয়ানাস্ ও প্রসিদ্ধ ধনী সিনেটর ডিডিয়াস্ কুলিয়ানাস্ ক্রেতারূপে অগ্রসর হন। সেই দিনে সেইরূপে ডিডিয়াস্ প্রত্যেক সৈন্যকে দুইশত পাউণ্ড মুদ্রা দিবার অঙ্গীকার রাজপদ গ্রহণ করেন। তৎকালে এই রক্ষি-সেনাদল অর্থলাভের আশায় কুলিয়ানাস্কে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া নগর মধ্যে লইয়া চলিল; কিন্তু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থানে সন্নিবেশিত প্রিটোরীয়-গার্ডস্ দলের এইরূপ অস্ত্রাঘাত অত্যাচার সাধারণের অন্তরে অসন্তোষাগ্নি জ্বালাইয়া দিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহা রোমের সুদূরপ্রান্তে বাইয়া উপনীত হইল। তখন ব্রুটন সিরিয়া ও ইলিরিকামস্থিত রোমীয় সেনাবৃন্দ প্রিটোরীয় সেনাদলের পাটিনাক্স হননরূপ ঘণিত ব্যবহারের জন্য শোকপ্রকাশ করিলেন এবং এই অসহপায়লক অর্থ যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তখন তাহারা স্ব স্ব সশস্ত্র অধিনায়কের অধীনে পরিচালিত হইয়া উপরোক্ত হত্যাকারীদের দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হইল। ব্রুটনস্থিত লিজনের নায়ক ক্রোডিয়াস্ আলবিনাস্, সিরিয়ার সেনাপতি ও

পিসিসিরিয়াস্ নাইগার এবং পানোনিয়া সেনাদলের অধ্যক্ষ সেন্টি-মিয়াস্ সেভেরাস্ পাটিনাক্সের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আসিয়া পরস্পরে পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়া সিংহাসন পাইবার আশায় যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। লুগুডুনাম্ রণক্ষেত্রে হেলেনস্পন্ট ও সাইলিসিয়ার যুদ্ধে এবং বৈজয়ন্তী নগর অবরোধকালে জীবণ যুদ্ধে আলবিনাস্ ও নাইগার-পরিচালিত প্রতিপক্ষ রোমকসৈন্য নায়কসহ নিহত হইল। ধরা নররক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীরাত্মী সেন্টিমিয়াস্ সেভেরাস্ এইরূপে শত্রুপক্ষ নাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। বিখ্যাত নীতিবৎ পাপিনিয়ান্ তাঁহার অধিকারকালে মোটিনাসের পর "প্রিটোরিয়ান্ প্রফেট" হইয়াছিলেন। উক্ত পাপিনিয়ান্ ব্যতীত, তৎকালীনগণের অধিকারকালে পলাস্ ও উলপিয়ান্ নামক অপর দুইজন ব্যবহারবিৎ সমুদ্ভূত হন। তাঁহাদের লেখনী হইতে জানা যায় যে, তৎকালে রোমের রাজনীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রথম পত্নীর বিরোধে সেভেরাস্ এমেলিাসী কুলিয়া ডোম্বা নামী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রমণী রোমসাম্রাজ্যী হইয়াও এবং নানা সঙ্গণে ভূষিত হইলেও চরিত্রহীনতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই রাজমহিষীর গর্ভে কারাকাল্লা ও গেটা নামে দুইটা চরিত্রহীন ও পাশবপ্রকৃতি প্রতিমূর্তির আবির্ভাব হয়। ২০৮ খৃষ্টাব্দে যষ্টিপরবৃদ্ধ সেভেরাস্ পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া ব্রুটনবিজয়ে গমন করেন। কিন্তু রণজয় করিয়াও তিনি পুত্রদ্বয়ের অসম্মতবাহারে ভয়মনোরথ হন। কারাকাল্লা তাঁহার শেষ দিনে তাঁহাকে গোপনহত্যার ষড়যন্ত্র করেন। বিশ্বস্ত লিজনের সতর্কতায় তিনি রক্ষা পান। সেভেরাস্ কঠোর শাসনপ্রথার বশবর্তী হইয়া পুত্রকে নানারূপ পীড়ন করেন ও ভয় দেখান। তাহাতেও পুত্রের চরিত্র সংশোধিত হইল না দেখিয়া তিনি অবশেষে ৬৫ বর্ষ বয়সে ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইয়র্ক নগরে চিরশান্তি ধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সৈন্তদলে সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই সেনাসমাজেরই পুত্র; কিন্তু হৃর্তাগ্য পুত্রদ্বয় পরস্পরে মিল রাখিতে পারে নাই।

সম্রাটের মৃত্যুর পর, সৈন্তদল ভ্রাতৃত্বকে রোমের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তখন তাহারা অর্ধনির্জিকৃত কালিডোনিয়-দিগকে শাস্তিহীন পরিত্যাগ করিয়া পিতৃকৃত্য সমাপনান্তে রাজত্বকে উপবেশনার্থ রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গল ও ইতালী অতিক্রম করিতে না করিতেই উভয় ভ্রাতার মনোবিবাহ ঘটিল। এমন কি সেনেট ও সাধারণ প্রজাবর্গ তাঁহাদের বক্তব্য স্বীকার করিলেও তাঁহারা পরস্পরে যুদ্ধ দেখা-দেখি করিতেন না, সুতরাং পিতার আদেশ মত তাহারা রাজ্য-বিভাগ করিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠ কারাকাল্লা দুরোপ ও পশ্চিম

আফ্রিকা প্রদেশ পাইলেন এবং গেষ্টা এমিলিয়া ও নিম্ন প্রদেশ লইয়া আলেকসান্দ্রিয়া ও অন্তিমতঃ রাজধানী স্থাপন করিলেন। দুইটি কেন্দ্রে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বরাজ্য আন্তর্জাতিক বিবাদের সূত্রপাত হইল। যুরোপীয় সেনেটর প্রায়ে রহিলেন এবং এমিলিয়ায় পূর্বাধিকার সম্রাটের পদাঙ্গুলরণ করিলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলে দাতা কুলিয়া উভয়ের করনা ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে উভয়কে যুদ্ধে অবস্থানপূর্বক পুনর্নির্দেশের চেষ্টা পান। কিন্তু কারাকান্নার বড়রয়ে সেইখানেই গুপ্তবাতক-দিগের হস্তে গেষ্টা জীবন হারান।

প্রাত্যহিক শমনসদনে প্রেরণ করিয়া কারাকান্না প্রাণের আশঙ্কা জানাইয়া সেনাবৃন্দ ও দেবমন্দিরের সমক্ষে জীবন ত্যাগ চাহিলেন। সেনেট ও সেনাদলকর্তৃক আশ্রয় হইলে তিনি যথারীতি মৃত সম্রাটের সৎকার করাইয়া ২২ খৃষ্টাব্দে একেবারে অধীশ্বর হইলেন।*

গেষ্টার মৃত্যুর একবৎসর পরে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাধিকার প্রদেশসমূহের শান্তিবিধানার্থ তৎক্ষেপ গমন করেন। তাঁহার শাসনে পূর্বরাজ্যে অত্যাচার ও অনাচার-প্রভেদ প্রবাহিত হইয়াছিল। আলেকসান্দ্রিয়ার ভীষণ হত্যা-কাণ্ড সাধিত হইল। ওপিলিয়ান্স মাক্রিনাশ দেওরানী (civil) বিভাগের এবং আড্‌ভেন্টাস সামরিক বিভাগের সর্বময় কর্তা হইলেন। সম্রাটের আশঙ্কিতরাই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার অনাচারে সেনাদলও ক্রমশঃ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। মাক্রিনাশ ভবিষ্যৎকালীন বশবর্তী হইয়া সাম্রাজ্য পদলাভে সচেষ্ট রহিলেন। ২১৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ এডেসা হইতে কড়ংহিতে তীর্থযাত্রাকালে কারাকান্না মার্সিয়ালিস্ নামক জনৈক শরীর-রক্ষীর হস্তে নিহত হইলেন।

কারাকান্নাকৃত্যর পর তিনদিন পর্যন্ত রোম সিংহাসন রাজ-শূন্য থাকে। তৎপরে প্রেট্রাক্টেট আড্‌ভেন্টাসের অভিমতে সকলেই মাক্রিনাশক রাজপদে অভিষিক্ত করেন; কিন্তু তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় দশমবর্ষীয় পুত্র ডারাদুমেনিয়ানাসকে আট্টোনিয়ান্স নাম ও রাজোপাধি দান করিয়া রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল বাৎকের মোহন-মুষ্টিতে বুদ্ধ করিয়া সেনাবৃন্দের বিতরণপূর্বক স্বীয় সংশয়পূর্ণ সিংহাসন হ্রাস করিবেন। তিনি এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া রাজমাতা কুলিয়া ডোম্নার ভগিনী কুলিয়া মিলাকে অস্তিওকের রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গমনের আদেশ দেন। এই রবণী বহ-ধনরত্ন ও স্বীয় সৌমিয়ার্স ও মামিরা নামক বিধবা কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া এমেলার উপনীত হন এবং অপকণ শিল্পোপাধি করিয়া ডোম্না সৌমিয়ার্সের পুত্র বাসিয়ানাসকে সম্রাট করিয়া কারা-

কান্নার বিবাহিতাপুত্রীগর্ভজাত পুত্র অধিরা বোধগা করেন। সেনাদল মিলার বনে পুষ্ট হইয়া বাসিয়ানাসকে অস্তিওকন্স নামে সম্রাট বলিয়া গ্রহণ করিল। মাক্রিনাশ কঁকরে পড়িলেন। কূচক্ষে পড়িয়া তিনি অস্তিওকের অধিবর্তী ইজির বৃদ্ধ পরাজিত হইলেন। তাহার সঙ্গে, পুত্র ডিরাডুমেনিয়ানাসের অদৃষ্ট বিচূর্ণ হইয়া গেল। শত্রুমিত্র সকলেই বিজৈতার ছত্রতলে সমাগত হইল। কারাকান্নার ক্রান্ত পুত্র বাসিয়ানাস এমেলার সূর্যমন্দিরের দেব-মুষ্টির নামাঙ্কসারে ইলাগাবালস্ অস্তিওকন্স নাম ধারণ করিয়া ইম্মির বুদ্ধ হইতেই রোমসাম্রাজ্যোৎপন্ন হইলেন (খৃঃ অঃ ২১৮, ৭ই জুন)।

সৌমিয়ার্সের পুত্র রাজা হইলেন এবং মামিয়ার পুত্র আলেক-সান্দার তাঁহার সহযোগিতাপে রাজসংসারে পরিচালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু নবাসম্রাট মাসকৃত প্রাত্যহিক জীবন কাতর হইয়া প্রাণবিনাশের চেষ্টা পান। প্রিটোরিয়ান গার্ডস্ দল বালক আলেকসান্দারের প্রাণরক্ষার জন্য অগ্রসর হন। একদিন এই প্রিটোরিয়া গার্ডস্ দল তাহাকে রাজপথে আনিয়া নিরুন্নরূপে হত্যা করে (২২২ খৃঃ অঃ ১০ মার্চ)। সেনাদল মাক্রিনাসের প্রাণনাশকারী ১৭শ বর্ষীয় আলেকসান্দারকে সিংহাসন দান করেন। তদনুসারে আলেকসান্দার সেভেরাস্ নাম গ্রহণপূর্বক সম্রাট হন। আলেকসান্দার চূড়ায়াবশতঃ পারশ্বাভিযান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাইন নদীতীরে স্বীয় সেনাদল সমবেত করিলেন এবং মাক্সিমিন্ নামক একজনকে নতুন সেনাদল গঠন ও তাহা-দের শিক্ষার ভার দিলেন। ঐ ব্যক্তি ক্রমে প্রধান সেনানায়ক পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাটের চরিত্রদোষে ও অত্যাচারে উত্তরোত্তর প্রসিদ্ধিত হইয়া সৈন্যদল বড়বয়সপূর্বক তাঁহার জীবন নাশ করিল এবং তদ্ব্যতীত তাঁহার মাক্সিমিন্কে (২৩৫ খৃঃ অঃ ১৯ই মার্চ) সম্রাটপদে আরোহণ করাইল।

মাক্সিমিন্কেই সর্বস্বামী সামন্ত কুবকসন্তান উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী 'টাইরাণ্টের' দ্বারা সাধারণের সর্বস্ব লুণ্ঠনে মানস করিলেন। অর্থলোভের বশবর্তী হইয়া তিনি দেবমন্দিরের পূজা-ব্যয় হ্রাস করিয়া ও প্রতিমার সঙ্কিত অর্থ লইয়া আপনার উন্নয়ন-পূরণের চেষ্টা পাইলেন। তাঁহার এই ধ্বংসাত্মক লুণ্ঠনকাণ্ডে সমগ্র সাম্রাজ্যবাসী ও সেনাবৃন্দ উচ্চত হইয়া উঠিল। থিসড্রুস্ নগরে আফ্রিকার প্রোকন্সল গর্ডিয়ানাসের অধীনে বড়বয়সকারী দল সম্রাটের ধ্বংসসাধন করিল।

অসীতিপরবুদ্ধ গর্ডিয়ানাস্ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্রোহী দলে লিপ্ত হইয়া স্বীয় পবিত্র জীবন আন্তর্জাতিক বিপ্লববানিত রক্তপাতে কলুষিত করিলেন। বুদ্ধ গর্ডিয়ান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সর্বস্বিক্ত সহকারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পুত্র কনিষ্ঠ গর্ডিয়ান বীরত্ব ও নৃকৃত্য সহিত তাহা রক্ষায় তৎপর

কার্বেজ নগরে তাঁহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রিটোরীয় গার্ডস্-সেনাবলের মারক ডিটালিয়ানাস্ নগররক্ষার জন্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি স্বীয় অত্যাচারিতার সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া সেনেট ও নগরবাসীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। প্রজাবিরোধে তাঁহাকে জীবন হারাইতে হইল, তখন গডিয়ানস্ অর্থলোভে সেনাদলকে কষ্টভূত করিয়া আত্মপক্ষ সুদৃঢ় করিয়া রাখিলেন; কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। ২৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই মোরটিনিয়ার শাসনকর্তা কালিলিয়ানাস্ অরক্ষিত কার্বেজ প্রবেশ আক্রমণ করিলেন। কনিষ্ঠ গডিয়ান্ রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধ গডিয়ান্ আত্মহত্যা করিলেন। তিনি ৩৬ দিন মাত্র রাজত্ব করেন।

এদিকে গডিয়ানস্‌দের মৃত্যুতে আমম্ব্রাক্সপাত করিয়া রোমীয় সেনেটরগণ মাক্সিমাস্ ও বালবিনাস্কে একত্র সম্রাটপদে বরণ করিলেন। মাক্সিমাস্ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে লিপ্ত রহিলেন এবং সুবাস্তী ও কবি বালবিনাস্ রাজবিধির প্রভাব-বিস্তারে বয়বান্ হইলেন। মাক্সিমাস্ সৌরমতীর ও জর্জন জাতিকে পরাজিত করিয়া সেনানায়কত্বের বখেষ্ট পরিচয় দিয়া ছিলেন। কিন্তু যখন এই সম্রাটের বিরোধে সবে মন্ত হইয়া দেবমন্দিরসমূহে পূজাদানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ একটা জনসমাজ সেই স্থখশান্তি ভঙ্গ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল যে, “গডিয়ান্ বংশধরকে লইয়া তিনজন সম্রাট নির্বাচন করা হউক।” সম্রাটের স্বল্পসেনা লইয়া তাহাদের গতিরোধের য্থা চেষ্টা পাইলেন, তাহারা বৃদ্ধ গডিয়ানের পৌত্র এবং কনিষ্ঠ গডিয়ানের ভ্রাতৃপুত্র গডিয়ান্কে সিজার নাম দিয়া সর্বসমক্ষে সমুপস্থিত করিল। এই বিরোধ উপশমিত হইলে রোম আশ্রয়কার জন্য প্রস্তুত হইরাছিলেন।

রাজদ্রবী উক্ততত্ত্বাব মাক্সিমাসের সহিত বিশাল রোমসাম্রাজ্যে সুশাসন বিস্তারকালে বালবিনাসের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। সমগ্র নগর ক্যাপিটোলাইন্-ক্রীড়ার উন্মত্ত হইরাছিল। সম্রাটের রাজ অন্তঃপুরের নিহৃতককে বিশ্রামস্থ অমৃতব করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদল প্রিটোরিয় গার্ডস্ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সেনেটের নির্বাচিত সম্রাটের অঙ্গ রাজ্যভরণপুত্র ও গুণবিশিষ্ট করিয়া ফেলিলেন (৩২৮ খৃঃ ১৫ই জুলাই)।

এইরূপে একে একে ছয়জন দুর্ভাগ্য সম্রাট কএকমাসের মধ্যে বিদ্রোহী প্রজামণ্ডলীর হস্তে জীবনপ্রাণীপ নির্বাপিত করিল, গডিয়ান্ প্রজাপুত্রের অহুগ্রহে রাজত্বকে উপবেশন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মাতার অহুগ্রহীত খোকা তাঁহার বাল্যবয়সে বিস্তর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তাহারা প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারপরাধ হইয়াও নিশ্চিন্ত হইল না। অবশেষে তাহারা

বালক সম্রাটের ছই চকু অন্ধ করিয়াছিল, তখন (২৪৩ খৃঃ অঃ) সম্রাট প্রাপ্তবয়সে প্রধান মন্ত্রীর নিকট পলাইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার বিবর্ত পরামর্শদাতা ও প্রিটোরিয়-প্রক্ষেপ মিসিথিয়াস্ সম্রাটের পক্ষ হইয়া মিলোপোটোমিয়া-আক্রমণকারী পারস্তপতিকে পরাজিত করেন। সেই ঘটনা অরণ রাশিবার জন্য তিনি ২৪২ খৃষ্টাব্দে জার্মানির মনিরবার খুলিয়া দিলেন।

পারস্যসৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া সম্রাট তাহাদের পশ্চা-দ্যাবিত হইলেন এবং অধঃস্থিত ইউক্রেটিস্‌তীর হইতে টাইগ্রীস সীমান্ত পর্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া সেনেটকে স্বীয় সচিবের প্রথর বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ মিসিথিয়াসের মৃত্যুতে সম্রাট গডিয়ানের সমুদ্রির অবসান হইল। তিনি আরব-বেশজাত এসিড দল্য ফিলিপ্কে প্রক্ষেপ পদে নিয়োগ করিয়া আপনার মৃত্যু আপনাই ডাকিয়া আনিলেন। ফিলিপ সাম্রাজ্যলোভে প্রেরণী হইয়া সৈন্তগণকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তে-জিত করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সৈন্তদল আবোরাস্ নদীতীরে তাঁহার মন্তক সেহাট হইতে বিচ্যুত করিয়া অধিনায়ক ফিলিপ-কেই রোমসাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন।

ফিলিপ পূর্বদেশ হইতে রোমে আসিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি রোমবাসীর অন্তর হইতে স্বীয় নীচ-বংশোদ্ভবতা লোপ করিবার জন্য পবিত্র ক্রীড়া-সমূহের প্রচলন করিলেন। অগাঠাসের পর ক্লডিয়াস্, ডোমিটিয়ান্ ও সেতেরাস ব্যতীত আর কেহ এই ক্রীড়ার প্রবর্তন করেন নাই। তাঁহার রাজত্ব কালের ২৪২ খৃষ্টাব্দে মিসিনার লিজনদিগের মধ্যে ঘোর-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মারিনাস্ নামক রাজানুগৃহীত জনৈক সেনাপতি বিদ্রোহিসদের নেতৃত্বগ্রহণ করেন। তখন সম্রাট ডিসিয়াস্ নামক জনৈক সেনেটরকে বিদ্রোহদমনে প্রেরণ করিলেন। ডিসিয়াস্ অনিচ্ছাসহেও ঈজাদেশে সেনাদলের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মিসিনার লিজনসমূহের অহুগ্রোধে রাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেনাদল তাঁহাকেই রাজমুকুট পরাইয়া সমলে অগ্রসর হইলেন এবং ভেরোগার যুদ্ধে ফিলিপ্কে পরাস্ত করিয়া ডিসিয়াস্কে রোমীয় জগতের সম্রাট, বলিয়া মনোনীত করিলেন।

ডিসিয়াস্ কএকমাস নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াই সীমান্ত আক্রমণ-কারী গথ-জাতিকে দণ্ডবিধানার্থে দানিয়ুস্‌ তীরে উপনীত হইলেন। এদিকে এক দল ডাকিরা-প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মিসিনার অন্ততম রাজধানী মার্সিানোপোলিস্ অবরোধপূর্বক রক্ষণ বহু অর্থ অধিকার করিয়া লইল। গথ-সেনাপতি নিজা ডিসিয়াস্কে সমলে অগ্রসর হইতে দেখিয়া

পলায়ন করিলেন। গথগণ পশ্চাতে ছুটিয়া খুসের নিকটবর্তী হিমাল্ পার্বত্যের পাদমূলস্থ কিলিশোপোলিস-নগর অবরোধ করিল। ডিসিরাস তাঁহাদের অধুবর্তন করিয়াও বুরগুন্ডসের ভয়ে অগ্রসর হইলেন না। শত্রুদল একদিন অকস্মাৎ সম্রাটের শিবির আক্রমণ করিল, রোমকসৈন্য উদ্ভ্রান্ত হইলে কিলিশোপোলিস শত্রুর হতগত হইল। ডিসিরাস সর্বদা উদ্ভ্রমের সহিত পুনরায় সৈন্যদল গঠন করিয়া আন্তর্জাতীর্বিগণকে শান্তিদানে ও রোমের প্রদেগোরব উদ্ভোগে সচেতিত হইলেন; কিন্তু এমার তিনি রোমকসৈন্যের অবনতির প্রধান কারণ বুঝিতে পারিলেন। উৎকণ্ঠ প্রহরণে মহাকলঙ্কসম্মিলিত তখন সমগ্র রোমই নিমজ্জিত, তাহাদের মস্তিষ্ক অর্থশাল্যসার বিকৃত এবং রীতি-নীতি হীনাবস্থা-পূর্ণ। সম্রাট এই জাতীর অবনতির আনুলসংস্কারের জন্য ভালেসিয়ানকে নিযুক্ত করিলেন। গথ জাতির উপর্যুপরি আক্রমণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া তিনি এই জাতীর-কালিমা উদ্মূলন করিতে অবসর পাইলেন না। সিসিরা প্রবেশের কোরাম টেবোনিয়াই নামক নগর সান্নিধ্যে উভয়পক্ষে যুদ্ধ ঘটিল। সম্রাট সপ্তম এই যুদ্ধে নিহত হইলেন।

রোমীয় লিজন তখন ভয়মনোবধ হইয়া ডিসিরাসের পুত্র হটিলিয়ানাসকে সম্রাট করিলেন (২৫৩ খৃঃ অব্দ ডিসেম্বর) এবং গাল্লাস্ তাঁহার হইয়া রাজকাৰ্য্য পরিচালন করিতে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা গথ-শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অর্থদানে তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। এই দুর্দিনের সময় অকস্মাৎ হটিলিয়ানাসের মৃত্যু হয়। লোকে গাল্লাসের প্রতি সন্দেহকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেও বিশেষ কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। তাহারা তাঁহার সমুদগে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিল।

গথ-হস্তে রোমক প্রভাব ধ্বংস ও বর্তমান সম্রাটের মৌর্খল্য অবগত হইয়া নৃতন বর্করসম্রাটের পার্শ্বতীর স্রোতের দ্বার রোমসাম্রাজ্যে উপনীত হইল। পানোনিয়ার শাসনকর্তা এমিলিয়ানাস্ রাজার নিশ্চেষ্টতাবকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং সেনাদল লইয়া বহির্গত হইলেন এবং বর্করদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হানিহুব নদীর অপর পারে তাড়াইয়া দিলেন। এমিলিয়ানাসের অদ্যুত বীরত্ব দেখিয়া সেনাদল সেই রণক্ষেত্রেই তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল।

সম্রাট গাল্লাস্ এই সংবাদ পাইয়া বিজ্রোহিতসেনাদলকে ও সহযোগীকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য স্পোলেটো-রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তখন গাল্লাসের পক্ষীয় সেনাদল এমিলিয়ানাসের বলবীৰ্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারই প্রাণবলন করিল। গাল্লাস্ ও তাঁহার পুত্র ভোলুসিয়ানাস্ সেনাদলের হস্তে নিহত

হইলেন এবং তাঁহা হইতেই অন্তর্বিগ্রহের অবসান হইল (২৫৩ খৃঃ অব্দ)।

উক্ত বর্ষের মে মাসে এমিলিয়ানাস্ রাজসম্মান লাভ করিলেন। তিনি সেনেটের হস্তে শাসনবিভাগের ভারার্ণ করিয়া স্বয়ং রোম-রাজ্য রক্ষার অভিপ্রায়ে উত্তর ও পূর্বদিকে বর্করজাতির বিরুদ্ধে সৈন্যপত্য় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রায় অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার এ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হয় নাই। কারণ গাল্লাস্ ইতিপূর্বেই ভালেসিয়ানকে সৈন্যসংগ্রহার্থ গল ও অল্লগিতে প্রেরণ করেন। ভালেসিয়ান দণ্ডবল লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। উভয়ের সংঘর্ষের পূর্বে সেনাহস্তে এমিলিয়ানাস্ নিহত হইলেন (২৫৩ খৃঃ অব্দ আগষ্ট)।

সেনসর ভালেসিয়ান্ ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে সাম্রাজ্যোত্তর হইলেন; কিন্তু পুত্র গাল্লিয়েনাসের হস্তে রাজকাৰ্য্যের স্বত্ব ভায় অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। ইহাতে রাজ্যময় বোর বিশৃঙ্খলা ঘটতে লাগিল। ফ্রাঙ্কস্, গথ, আলেমন্নি ও পারসিকগণ উপর্যুপরি রোমসাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে রাজা স্বয়ং যুদ্ধার্থ পূর্বাভিমুখে সর্বোচ্চ অগ্রসর হইলেন, গাল্লিয়েনাস্ রাইন তীরে ছিলেন। সেনাপতি পম্পুয়াস্ ফ্রাঙ্কসদিগকে পরাজিত করিয়া গলরাজ্য রক্ষা করিলেন এবং আলেমন্নিদিগকে রোমীয় প্রজাবর্গ পরাস্ত করেন। বর্করজাতিকে পরাস্ত করিয়াও গাল্লিয়েনাস্ বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কারণ তৎকালে সেনেট মহাশয়দ্বয়ে লিপ্ত ছিলেন, তিনি মিলান নগর সন্নিকটে সহস্র আলেমন্নি-সৈন্য পরাভূত করিয়া মার্কোমর্রি-রাজতনয়া পীপার পাণিগ্রহণ করেন।

যখন গথজাতি বজ্রাঙ্গোত্তর দ্বার গ্রীসের প্রবেশসমূহ ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত ছিল, তখন পারস্তরাজ সাপূর শুণ্ডভাবে আর্মেনিয়া-পতি খুস্রকে নিহত করিয়া তদধিকারভুক্ত প্রদেশ বীর রাজাসীমা-ভুক্ত করেন। ইহাতে আর্ন্তজরাকসের পুত্র জুড হইয়া ইউ-ফ্রেটিস নদীর উত্তর তীর মক্কায়ে পরিণত করেন। ভালেসিয়ান্ তাহার প্রতিবিধানার্থ ইউফ্রেটিস্ তীরে উপনীত হইলেন। নবী অতিক্রম করিবারাই পারস্তসম্রাট শাহ সাপূরের সৈন্যদল তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিল (২৬০ খৃঃ অব্দ)। এই সময়ে বিখ্যাত বীর ডিমোহেনিস কাপাডোকিয়ার রাজধানী সিজারিয়া-রক্ষার ব্যাপৃত ছিলেন। শাহ সাপূর অবাধোদগ করিয়া রোমক-সম্রাটের কর্ণধে পথলিত করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার চর্য্যে খড় পুরিয়া পারস্তবিজয়ের কীৰ্ত্তি বরণ রাজপথে স্থাপন করেন।

গাল্লিয়েনাস্ পিতার মৃত্যুতে মনে মনে আনন্দিত হইলেন। তিনিই এংন রাজকুমাৰিণি। তাঁহার বাহিত্যভরণে, কবিশ-পাঠে, উচ্চমপরিপাঠে এবং উৎকৃষ্ট পাচকভায় সর্বত্রই তাঁহার উপর প্রীতি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভায় নীচপ্রকৃতির

সম্রাট আর রোমসিংহাসন কলঙ্কিত করে নাই। তাঁহার এই খ্রীষ্টান রাজ্য ক্রমশঃ বৈদেশিকের বিপক্ষে বীভৎস আকার ধারণ করিল। বর্করগণ রোমসাম্রাজ্য আটলাড়িত করিতে লাগিল। আলেকসান্দ্রিয়ার আন্তর্জাতিক বিপ্লব সুসুস্থিত হইল। সিসিলী-দ্বীপে হস্তমলের প্রাচুর্য্য জন্ম রাজকর রহিত হইয়া গেল। ইস্টেরিয়ায় টিবেল্লানাস্ রাজদ্রোহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। স্বাধীনবর্ষ যাবৎ ক্রমাগত এইরূপ বিপ্লবে বিপ্লব এবং পঞ্চদশবর্ষ-ব্যাপী মহামারীতে রোমনগর ধ্বংসপ্রায় দেখিয়া তিনি বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। আলেকসান্দ্রিয়ার প্রায় অর্দ্ধাংশেরও অধিক লোক হতভিক্ষা প্রকোপে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন সেনাবর্গ “বেজাচারী রাজার পাশে রাজ্যনষ্ট” জ্ঞান করিয়া দানিয়ুস নদীকূলে ঔরোলাসের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া আন্ডার রণক্ষেত্রে গাল্লিরেনাসকে পরাভূত করিল। গভীর রাত্রে গুপ্তচরের দ্বারা তাঁহার নিধন-সাধন হইয়াছিল (২৬৮ খৃঃ অঃ ২০এ মার্চ)। মৃত্যুকালে সম্রাট স্বীয় রাজ-পরিচ্ছদ ও বেশভূষা পাতিয়ার সেনানায়ক রুডিয়াসকে অর্পণ করিয়া রাজতত্ত্ববানের ব্যবস্থা করিয়া যান। তদনুসারে ইল্লিরিয়ান সীমান্তের অধিনায়ক রুডিয়াস্ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মিলান হস্তগত ও ঔরোলাস্ নিহত হইলে তিনি সেনাদল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু গণ ও বর্কর-জাতির সহিত সৌরমতীর ও অস্ত্রাশ্রয় জন্মজাতি জল ও স্থলপথে যুদ্ধ করিয়া রোমসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে ব্যাপৃত হইলে, রুডিয়াস্ সসৈন্তে তাহারদিকে বিমূখ করেন। পুনরায় নাইসাসের যুদ্ধে রুডিয়াস্ যুদ্ধবিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই সময়ে সম্রাটের প্রধান শত্রু টেট্রিকাস্ পশ্চিমাঞ্চলে ও জেনোবিয়া পূর্বপ্রদেশে রাজ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা পান। প্রথমে তাহারদিকে দণ্ডবিধানার্থ সম্রাট বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন নাই। অতঃপর তিনি মিসিয়া, থ্রেস ও মাকিডোনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৌরবের তুলনুদে আরোহণ করিতে না করিতেই মড়কের রোগে আক্রান্ত হইয়া শিরমিয়াস্ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুসম্মার তিনি ঔরেলিয়ানকে রাজতত্ত্ব দানের অভিমত প্রকাশ করিলেও, তাঁহার ভ্রাতা কুইন্টিলিয়াস্ ১৭ দিনের জন্ম আকুইলেইরা নগরে রাজকল্পে শিবে ধারণ করিয়াছিলেন। ঔরেলিয়ানদের শুভাগমনে শত্রুদল দানিয়ুস নদীর পরপারে যাত্রা করিল।

শিরমিয়াস-নগরবাসী কুবকলন্তান লামান্ত সৈনিক হইতে অষ্টটক্ষে ও রুডিয়াসের অগ্রগৃহে সাম্রাজ্যপদ লাভ করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালের ৪ বৎসর, ৯ মাসের মধ্যে “গবিক যুদ্ধের” অবদান হইয়াছিল। অঙ্গরাজ্যে বৃত্তবর্ষের উপরূপ শান্তিলাভ

করিল। একুইটেন প্রদেশের শাসনকর্তা টেট্রিকাস্ রাজকল্পে লাভের প্রয়াসে বিদ্রোহী হইয়া ঔরেলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধজ্ঞা করিলে সম্রাট সর্বদে উপহিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। আটোনিয়াসের প্রাচীর হইতে হার্কিউলিস্ তত্ত্ব পর্য্যন্ত সম্রাট শান্তিবিভার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন (২৭১ খৃঃ)।

অতঃপর উক্ত বর্ষেই তিনি পামিয়া ও পূর্বরাফোর অধীশ্বরী জেনোবিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করেন। ঐ রাজকুলকারিনী ক্ষণে ক্ষণে সমলক্ষ্যতা ছিলেন। গ্রীক, সিরীয় ও মিশর ভাবার তাঁহার কথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার স্বামী বীরশ্রেষ্ঠ ওডেনেথাস্ সেনেটকর্তৃক সিরিয়ার শাসনকর্তৃপদ লাভ করেন। জেনোবিয়া স্বামীর মৃত্যুর পর একক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পায়ত্তরাজ এমন কি, রোমসম্রাট গাল্লিরেনাসের সেনাপতিও তাঁহার হস্তে পরাভূত হয়। এই সময়ে তিনি স্বীয় রাজ্যসীমা বিধিনয়া-সীমান্ত হইতে ইউক্রেটিস-তীর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। শত-শালী মিশর-রাজ্য তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

সম্রাট ঔরেলিয়ান্ বিধিনয়ার আসিয়া পৌঁছিলে সকলে তাঁহার বশ্ততাপীকার করিল। অন্ত্রিকার ও তিরানা পদানত হইল। জেনোবিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। অস্ত্রিক ও এমেসার যুদ্ধে (২৭২ খৃঃ অঃ) পরাজিত হইয়া জেনোবিয়া পুনরায় চতুর্থ-বার যুদ্ধার্থ উৎসাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মিসরবিজয়ী সেনাপতি জাবলাস ও তিনি স্বয়ং রণক্ষেত্রে সৈন্তচালনা করিয়া-ছিলেন। এদিকে সম্রাটের বিশ্বস্ত সেনাপতি প্রোবাস একটা বাহিনী লইয়া মিশর জয় করিলেন। তখন রাণী জেনোবিয়া রাজধানীর দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। তৎকালে পামিয়া নগরীর সমৃদ্ধিগৌরব রোমের সমকক্ষ ছিল। সম্রাট পামিয়া অবরোধ করিলেন। পায়ত্তপতি সাপুয়ের মৃত্যুতে বিশৃঙ্খলাহেতু সাহায্যলাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া এবং মিশরজয়ান্তে প্রোবাসকে সর্বদে সমাগত দেখিয়া জেনোবিয়া পলায়ন করিলেন; কি অঙ্গসরণকারী সেনাদলের হস্তে মৃত হইয়া তিনি সম্রাট সকাশে আনীত হইলেন। সম্রাট রাণীর প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সম্রাট রণজয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতেই পামিয়াবাসী জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া রোমকশাসনকর্তা ও দুর্গস্থ সেনাদলকে নিহত করিল। এই সংবাদে সম্রাট পুনরায় পামিয়ার প্রত্যাগমন করিয়া নগর ধ্বংস করিলেন এবং যুদ্ধ যুদ্ধা, যুদ্ধযুবতী ও বালকবালিকা তাঁহার কঠোর আদেশে নিধনপ্রাপ্ত হইল। এখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি মিসরের বিদ্রোহ দমন করেন। দলপতি-কার্য্য নিহত হয়।

বিজয়গৌরবে উন্মত্ত হইয়াও সম্রাট বন্দী রাজাবিগের প্রতি অসহ্যবহার করেন নাই। জেনোবিয়াকে তিনি টিডোলায়

উদ্ভানবাটিকার সবকিছু রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কস্তা-গণের সহিত সম্রাটবংশীর রোমকগণের বিবাহ দিয়াছিলেন। টেট্রিকাস ও তাঁহার পুত্র পুনরায় রাজসম্পদ ভোগ করিতে অধিকারী হইয়াছিলেন। পূর্বাধিকার বিদ্রোহ দমন ও বিভিন্ন স্থান বিজয় করিয়া তিনি সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে শান্তিবিধান করিয়াছিলেন। অতঃপর সম্রাট ২৭৪ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে ভালে-রিয়ানের কারারোধের অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারস্ত-বিজয়ে অভিযান করেন। এই সময়ে তিনি বীর জনৈক সেক্রেটারীর অযথা অত্যাচারে ও প্রজার সর্বস্বত্বের বিলুপ্ত হইয়া তাঁহাকে জীবননাশের ভয় দেখাইলেন। তখন উক্ত রাজকর্মচারী প্রাণরক্ষার জন্য আরও কতকগুলি রাজকর্মচারীকে বললে ভুক্ত করিয়া লইলেন। সম্রাট তাহাদিগকেও ভয় দেখাইবার জন্য অপ-স্বার্থপরভাবে বিচারে নিহত ব্যক্তিদের এক তালিকা সহজে প্রস্তুত করিয়া সকলকে দেখাইলেন। তাহার তাহা নয়নগোচর করিল, তাহারাই বুঝিল—সম্রাট আমাদের প্রাণনাশের জন্য এই ভয়াবহ নৃশংসতা জাগাইয়া দিতেছেন। তখন তাহার বড়বয়স করিয়া সম্রাটকে বিদূষিত করিবার উপায় দেখিতে লাগিল। বৈজ্ঞানী হইতে হিরাক্লিয়ার আগমনকালে ২৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সম্রাট বীর বিশ্বস্ত সেনাপতি সুকাপোর হস্তে নিহত হইলেন। রোমবাসী এতদিনে একজন উদারচেতা রাজকুমার ও যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি হারাইলেন।

সেনাদল ও সেনেট যখন সম্রাটের অযথা মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং আপনাদের ক্ষতি উপলব্ধি করিলেন, তখন তাঁহারা সেই কপট ও বিশ্বাসঘাতক রাজকর্মচারীকে যথোচিত শাস্তিবিধান করিলেন। লিজনদল ঘোষণা করিলেন “একের পাপে ও নব্বোকের প্রলোভনে আমরা প্রিয়তম সম্রাটকে লোকান্তরে প্রেরণ করিয়াছি; তাঁহার অলোকে দেবগণ পার্শ্বে স্থান হউক এবং আপনারা তাঁহার পদে একজন উপযুক্ত অধীশ্বর নিয়োগ করুন” (২৭৫ খৃষ্টাব্দ, ৩রা ফেব্রুয়ারী)। তৎপরে সেনাদল তাহাদের মধ্য হইতে একজন সেনানায়ককে রাজপদ দানের জন্য অগ্রদূত করিল। ৮ মাস বিচারের পর রাজত্বকে উক্ত বর্ষের ২১ শে সেপ্টেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান সেনেটের টাসিটাস ৭৫ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সম্রাট ঐরেলিয়ান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আলানী নামক শক জাতির সংযোগে পারস্তবিজয়ের প্রস্তাব চালাইতে ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটায় পারস্তবাদী রহিত হইল দেখিয়া এবং রোম অরাজক জানিয়া বর্ষরূপে রোমসীমান্তে আসিয়া উপনীত হইল। আলানীগণ সন্ধির নিরূপিত অর্ধশতকে বঞ্চিত হইয়া পন্টাস, কাপাডোকিয়া, সাইলিসিয়া ও গালাসিয়া প্রদেশ অধিকার

করিল। তখন টাসিটাস আলানীদিগের সহিত পূর্বসন্ধিস্ত পূরণ করিয়া অপরাপর শকজাতীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাক্রান্ত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। বৃদ্ধবয়সে অনভ্যস্ত যুদ্ধ বিগ্রহে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি ৬ মাস ২০ দিন রাজত্বের পর কাপাডোকিয়ার দেহভ্যাগ করিলেন (২৭৬ খৃষ্টাব্দে ১২ এপ্রিল)।

টাসিটাসের ভ্রাতা ক্লোরিয়ানাস সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু পূর্ববিভাগের প্রসিদ্ধ সেনাপতি প্রোবাস্ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। তিন মাস সম্রাটপদে অভিষিক্ত থাকিয়া উক্ত বর্ষের জুলাই মাসে ক্লোরিয়ানাস্ বীর উদ্ধত সেনা-বৃন্দের হস্তে টাসিস নগরে নিহত হন এবং ইল্লিরিকামবাসী কুবকসভান সেনাপতি প্রোবাস্ ওরা আগষ্ট সম্রাট নির্বাচিত হইলেন। সৈন্তগণ আফ্রিকা, পন্টাস, সাইন, দানিয়ুব, ইউক্রেটিন্স ও নীলনদের তীরবর্তী প্রদেশে তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া পূর্বেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাহার তাঁহাকে মন্ত্র ও স্পর্ধাজ্ঞাপক অগাঠাস্ উপাধি দান করিল।

ঐরেলিয়ানের মৃত্যুর পর, রোমের শত্রুগণ সম্রাটদিগকে বলহীন জানিয়া মন্তকোত্তোলন করিতেছিল। অগাঠাস্ প্রোবাস্ তাহাদের গর্ক গর্ক করিবার জন্য সেনেটের হস্তে রাজ্যশাসনভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রিটরা-বাসিগণ, সৌরমতীরজাতি ও ইসৌরিয়ানজাতি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কোন্টাস্ ও টলেম-প্রদেশের নগর-সমূহ এবং জর্জনির অন্তর্গত ৭০টা সমৃদ্ধিশালী জনপদ তিনি বর্ষের জাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তদেদশবাসীদিগকে কঠোর অত্যাচার হইতে পরিমুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়ক সাটার্গিনাস্ পূর্বাঞ্চলে এবং গলরাজ্যে বোনাসাস্ ও প্রোকিউলাস্ বিদ্রোহী হইলে তিনি ২৮১ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে বিশেষ শিকা দিয়া রাজ্যের স্থূলশূল স্থাপনে যত্নবান হইলেন। এই সময়ে তিনি কৃষিকার্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বেতনভোগী সেনাদল-পালনের অনাবশ্যকতা জানাইলে, ২৮২ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে তাহার বিদ্রোহী হইয়া রাজমুণ্ড বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। পরে তাহার মর্শ্বশীড়িত হইয়া মৃত সম্রাটের বিজয়কীর্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে কতকগুলি মূর্তিসমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

লিজনের আবেদন-মতে প্রিটোরীয়-প্রক্রেট কাক্স ৭০ বৎসর বয়সক্রমকালে রোমসাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। তাহার কারিনাস্ ও নিউমেরিয়াস্ নামক পুত্রের তখন প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত। এই রশনিপুত্র সম্রাট রাজত্বকে উপলব্ধি করিয়াই পুত্র কারিনাস্কে সিদ্ধার উপাধি দিয়া গলের বিদ্রোহ-শান্তি

করিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং রোমক জাতির চিত্রপোষিত পারস্ত-বিজয়াশা ফদরে পোষণ করিয়া পুত্র নিউমেরিয়ানকে সঙ্গে লইয়া পারস্তসাম্রাজ্যসীমান্তে উপনীত হইলেন। কিন্তু সন্ধি হইল না। সম্রাট্ কেরুস্ মিশোপোটেমিয়া হারবার করিয়া সিনিউকিয়া ও টেমিকোন্ নগর অধিকার করিলেন। তখনকার তাইগ্রীস নদীতট পর্যন্ত স্বীয় বিজয়কৈশরী লইয়া যান, এই সময়ে পারসিকগণ সকলে ভারতসীমান্তে আসিয়া আত্মরক্ষা করেন। রোমকগণ আশা করিয়াছিলেন, পারস্তসাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও মিশররাজ্য রোমের পবনিত হইবে এবং শতপ্রভাব বর্ধন হইয়া রোম মুক্তি পাইবে, কিন্তু অকস্মাৎ ২৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ডিসেম্বর বজ্রাঘাতে সম্রাটের মৃত্যু হওয়ার তাহারে সে আশাতরঙ্গা লুপ্ত হইয়া গেল।

সৈন্তগণ কেরুসপুত্র নিউমেরিয়ান্ ও কারিনাস্কে একযোগে সম্রাট্ করিলেন। কিন্তু বজ্রাঘাত নিবন্ধন কেরুসের মৃত্যুতে জৈবের ক্রোধ মনে করিয়া রোমকগণ আর তাইগ্রীস অভিযান করিলেন না। তাহারা পারসিকদিগের পলায়নের পরিত্যাগ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কারিনাস্ গালিক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাঁহার ব্যক্তিচারি-প্রকৃতি তাঁহাকে সাধারণে চুগিত করিয়া তুলিল। তিনি ইজির-লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য কএক মাসের মধ্যে ৯টা রমণীকে পত্নীভে বরণ করিয়া পুনর্বার ত্যাগ করিলেন। তিনি কুসজী-বিগের মধ্য হইতে একজনকে পরামর্শদাতা ও মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। একজন জালিয়াত তাঁহার নাম-স্বাক্ষরের অধিকারী হইল। তাঁহার রাজত্বে আমোদ-প্রমোদ, নৃত্যগীত, ব্যায়াম, ক্রীড়া, সার্কাস ও আশ্চর্যবিষেটারে জৈবিক ক্রীড়া সমুদয় সমাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রোম হইতে প্রায় ৯শত মাইল দূরে নিউমেরিয়ানের মৃত্যু ঘটে (২৮৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর)।

কেরুসপুত্র নিউমেরিয়ানের মৃত্যুর পর, সকলে মরিবর আপেরকে রাজত্বের আকাঙ্ক্ষী দেখিয়া তাঁহাকেই বড়বরকারী ও সম্রাটের হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিলেন। সম্রাটের শরীর রক্ষিদলের সেনাপতি ডাইওক্লিসিয়ান্ হুর্ক্‌ভের বিচারভার গ্রহণ-পূর্বক প্রারচিত্তস্বরূপ তাঁহার বকে স্বীয় তরবারি আনুল বসাইয়াছিলেন।

কারিনাস্ এখন একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনি রোম-সাম্রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য বলে বলীয়ান্ হইয়া সৈন্তসামন্ত লইয়া ডাইওক্লিসিয়ানের বিক্রেত হুর্ক্‌ভের আরোজন করিলেন; কিন্তু নিজের পাগেই নিজের শক্তি ও স্বীকন হারাইলেন। মিসিরারাজ্যের অন্তর্গত মার্গান্ নগর লইয়া পূর্ব ও পশ্চিম সেনাদের অধিনায়ক ডাইওক্লিসিয়ান্ ও কারিনাস্ স্ব স্ব সেনাবল সমবেত

করিলেন। পারস্তপ্রত্যাগত সেনাদের স্বপ্নিষ্ট ছিল। তাহাদের বৃদ্ধ করিতে হইল না। কারিনাস্ নিজের পাশে প্রবৃত্ত চরিতার্থের জন্য যে টিবিউনের শরীর সতীত্ব অপবরণ করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিকে গোপনে ২৮৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শিরির মধ্যে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। এই ব্যক্তিচারী রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিগ্নবের শান্তি হইল এবং ডাইওক্লিসিয়ান্ রাজহুকুট ধারণ করিলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান্ রাজসং হতে লইয়া অগাঠাস্ ও মার্কার্স্ জাটোনিয়ানের পলায়নেরপূর্বক রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে মনস্থ করিলেন। তৎকালে তিনি মাক্সিমিয়ান্কে সহযোগী রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার হতে রাজ্যশাসনভার দিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। উভয়ের মানসিক প্রকৃতিভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইলেও কখনও সম্রাট্‌দ্বয়ের মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হয় নাই।

ডাইওক্লিসিয়ান্ রোমসাম্রাজ্যকে শত্ৰুপরিবেষ্টিত দেখিয়া ইহার চারি অংশেই এক একজন সমকক সম্রাট্ রাখা আবশ্যক বোধ করিলেন। তৎকালে তিনি স্বীয় রাজ-শক্তিকে পুনরায় দুইভাগ করিয়া গালেরিয়ান্ ও কনষ্টান্টিয়ান্ নামক সেনাপতিদ্বয়কে সমান ভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসম্মানের দ্বিতীয় স্থান (Second honour of the imperial purple) লাভ করিলেও আপন আপন নির্দিষ্ট বিভাগে পরস্পরে সমান শক্তি-সঞ্চালন করিতে সমর্থ ছিলেন। কনষ্টান্টিয়ান্ স্পেন, গল ও ব্রুটেনের শাসনভার পাইলেন, গালেরিয়ান্ দানিয়ুবতীরবর্তী প্রদেশের শাসনকর্তা হইলেন, মাক্সিমিয়ান্ ইতালী ও আফ্রিকা প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিলেন এবং স্বয়ং ডাইওক্লিসিয়ান্ থ্রেস, ইজিপ্ত ও এশিয়াস্থ ধনধান্যপূর্ণ রাজ্যসমূহের শাসনভার লইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। তাঁহার প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিভাগের সম্রাট্ বলিয়া পূজিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মিলিত শক্তিই সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে প্রভুত্ববিস্তার করিয়াছিল। ডাইওক্লিসিয়ান্ গালেরিয়ান্কে এবং মাক্সিমিয়ান্ কনষ্টান্টিয়ান্কে কছাদান করিয়া এবং উভয়কে নিজস্ব উপাধি দিয়া পরস্পরে আত্মীয়তা সূচু করিয়া লইলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান্ আফ্রিকান্স-বংশীয় একজন সিনেটরের ক্রীতদাসপুত্র। তিনি বুদ্ধি ও বাহবলে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। রাজা হইয়া একবর্ষ পরেই ২৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মাক্সিমিয়ান্কে স্বীয় সহযোগী করিয়া লন। তৎপরেই বর্ষে তাহারা বাগাভীবাসী বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন। এই সময় হইতে রোম-সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে বিদ্রোহবহি প্রকলিত হইয়া উঠে। বর্কর-জাতি, রোমকসৈন্ত, রাজব-সংগ্রাহকগণ ও স্বয়ং রাজ্যেশ্বরদিগের

অপূর্ণ অত্যাচারে প্রণীড়িত গলভাতি বিলোহী হইয়া উঠিল। পণ্টাস উপকূলে ক্রান্তিপন্যবেশিকরণ সমুদ্রভূমি অবলম্বন করিল। আফ্রিকা, গ্রীস ও এসিয়ার উপকূলে অহরহঃ লুণ্ঠন চলিতেছিল। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ফুলে নগরে অবস্থিত সেনাপীর সেনাধ্যক্ষ কারোদিয়াস্ ইংলিস্ প্রণালী উত্তরণপূর্বক ব্রুটন অধিকার করিল (২৮২ খৃঃ অব্দ)।

ডাইওক্লিসিয়ান্ ও মাক্সিমিয়ান্ হত্যা হইলেন, কিন্তু পুনরায় সিংহাসনস্থলের সহযোগিতা লাভ করিয়া তাঁহারা নববলে ব্রুটন আক্রমণ করিলেন। কনস্তান্টিয়াস্ এই অভিযানে নায়ক হইয়াছিলেন। ২৯২ খৃষ্টাব্দের ফুলে নগরের যুদ্ধে কারো-দিয়াস্ পরাজিত হইল এবং তাঁহার কতক সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল। অতঃপর কনস্তান্টিয়াস্ নৌযুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতাবসরে যন্ত্রী আলেক্টাস্ রাজাকে নিহত করিয়া ২৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্রুটনাধিকার লাভ করিলেন। রোমক প্রিন্সেপ্টে আর্সক্রিপ ওডাস্ রণতরী লইয়া আলেক্টাস্কে আক্রমণপূর্বক নিহত করিলেন। কনস্তান্টিয়াস্ ব্রুটনবাসীকে রাজতন্তাই দেখিলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান প্রোবাসের জায় রোমসাম্রাজ্যভিত্তি দৃঢ় করিতে সংকল্প করিয়া সীমান্তস্থিত দুর্গাদি সুরক্ষিত করিলেন। ইঙ্গিত হইতে পারন্তু পঞ্চাশ শিবির সরিবেশিত হইল। অস্ত্র-ওক, এমো ও দামাস্কাসে অস্ত্রাগারে স্থাপিত হইয়াছিল। এই-রূপে সাম্রাজ্য সুদৃঢ় হইলে গথ, ভাণ্ডাল, গেপিডি, আলেমন্নি প্রভৃতি বর্ষরজাতগণের বলদর্প হত হইল এবং তাহারা রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিল। আলেমন্নিগণ লাজে ও বিন্দেনিসার যুদ্ধে কনস্তান্টিয়াসের হস্তে পরাজিত হইল। গলবাসী আলেমন্নি জাতির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইল।

রাইন ও দানিযুব সীমান্ত সুরক্ষিত হইল; কার্পি, বাস্তারি ও সৌরমতীরগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া শান্তিময় জীবন অতিবাহন করিতে আদিষ্ট হইলেন। দক্ষিণ বিভাগে ৫টা সুরজাতি বিদ্রোহ ঘটাইল। জুলিয়ান্ কার্থেজে এবং আকিলিয়াস্ আলেকসান্দ্রিয়ার রাজহত্য ধারণ করিলেন। ত্রেমাইস্গণ পুনরায় মিশর লুণ্ঠন করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। ডাইওক্লিসিয়ান আলেকসান্দ্রিয়া আক্রমণপূর্বক অভিযানের সূত্রপাত করিলেন। বৃশিরিস্ ও কোন্টাস্ বিধ্বস্ত হইল। এই অভিযানে ডাইওক্লিসিয়ান শিখাগোরস, সলোমন ও হার্মিস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থ ভস্মীভূত করিয়া কিম্বদন্তিভার ইতি-হাসের অনেকটা লোপ করিয়া গিয়াছেন।

মিশর-বিজ্ঞানে তিনি পারস্তবিজ্ঞেয় যাত্রা করিলেন। রোম-সাম্রাজ্যের চতুর্বিভাগের সমবেত বাহিনী তাঁহার সাহায্যার্থ

প্রেরিত হইবার ব্যবস্থা হইল। গালেরিয়াস্ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অস্ত্রওকে ছাউনী করিয়া তাঁহারা মিনোপোটেনিয়ার প্রান্তরে উপনীত হইলেন। উপযুগপরি তিনটা যুদ্ধে রোমীয় সেনা পরাস্ত হইয়াও নিরুত্তম হইল না। তাহারা পুনরায় জীবনবেগে আক্রমণ করিল। আর্থেগিয়ারাজ ভিরিছেতিস্ ইউক্রেটিস্ নদী সত্তরণপূর্বক অপর পারে পলায়ন করিলেন। এদিকে গাল-রিয়াস্ নববলে আর্থেগিয়া আক্রমণ করিলেন। পারস্তপতি জয়-গর্ভে মত্ত ছিলেন, এক্ষণ পূর্ণ হইতেই যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন করেন নাই। পারস্তরাজ নারশেব মানাচ্চান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াও কোন শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া তিনি মিসিয়ার মরুদেশে পলায়ন করিলেন। গাল-রিয়াস্ তাঁহার পত্নী ও পুত্রকে বিশেষ যত্নের সহিত ও সম্মানে রণক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব হইল। পারস্তরাজ রোমের বশতা স্বীকার করিলেন এবং ইন্ডিগিন, জাবদিসিন, আর্জানিন, মোসিন ও কার্দুইন প্রদেশ এবং ইবেরিয়ার রাজকর্তৃক রোমসম্রাটের হস্তে প্রদান করিয়া বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তিরিদেরিস্ ও পিতুসম্পদ লাভ করিলেন।

রোমরাজ্যকে নানাবিপদপাত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি ৩০৩ খৃষ্টাব্দের ২০এ নবেম্বর একটা বিজয় মহোৎসবের অমুষ্ঠান করেন। এই সময়ে তিনি দুই মাস মাত্র রোম রাজধানীতে থাকিয়া স্বীয় বিভাগীয় রাজধানী নিকোমিডিয়ার ৩০৮ খৃষ্টাব্দে উপনীত হন। এই দীর্ঘ যাত্রার তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তখন তিনি অধীনস্থ সেনাগণকে এবং প্রজা-সাধারণকে নিকোমি-ডিয়ার প্রেশস্ত প্রান্তরে সমবেত করিয়া বলিলেন, “রোমমুকুট স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া আমি অবশিষ্ট জীবন নির্জনে বাস করিতে ইচ্ছা করি।” তদনন্তর তিনি ডালমেসিয়ার অন্তর্গত সলোনা নগরে গমন করিলেন (৩০৫ খৃঃ ১লা মে)। ঐ দিনেই তাঁহার সহযোগী অন্ততম সম্রাট মাক্সিমিয়ান্ তাহার মিলান রাজধানীতে ঐরূপ ভাবে ধোষণা দিয়া স্বয়ং লুকানিয়া নামক গওগ্রামে যাইয়া নিশ্চিত হইলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান্ ও মাক্সিমিয়াস্ রাজকর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, রোমরাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। কনস্তান্টিয়াস্ ও গালেরিয়াস্ সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিলেন বটে, কিন্তু শৃশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। গালেরিয়াস্ ও কনস্তান্টিয়াস্ পূর্বমত অগাষ্টাস্ উপাধি ধারণ করিলেন এবং গালেরিয়াস্ স্বীয় ভাগিনের মাক্সিমিন্ ও ইতালীয় সেনানায়ক সেডেরসকে সিজার করিয়া চারিবিভাগে রাজ্য শাস-নের ব্যবস্থা দেখিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা বিশেষ ফলবতী হইল না। পশ্চিম বিভাগে কনস্তান্টাইন এবং আফ্রিকা ও ইতালীতে

মাক্কেণ্ডিয়ার্স বিদ্রোহী হইয়া তত্ত্বাবধায়ক অধিকার করিয়া বসিলেন। কালেক্টোনিয়াস বর্করবিগকে পরাস্ত করিয়া সম্রাট কনস্তান্টিয়াস কালকবলে নিপতিত হইলেন (৩০৬ খৃঃ ২৫এ জুলাই)। তখন গালেরিয়াস রাজ্যের বিভ্রাট উপশান্ত করিয়া তাঁহার পুত্র কনস্তান্টাইনকে সিংহার উপাধিসহ তত্ত্বাবধায়ক কর্ত্তা করিলেন এবং পূর্বকথিত সেভেরাসকে অগাষ্টাস উপাধি দিলেন।

কনস্তান্টাইনের একমুখী সোভাগ্যবুদ্ধিতে জর্জাবিত হইয়া মাক্সিমিয়ানের পুত্র এবং গালেরিয়াসের জামাতা মাক্কেণ্ডিয়ার্স রাজকৈশিক্যলাভের আশ্রমে উক্ত বর্ষের ২০এ অক্টোবর উৎকৃষ্ট রোমকগণকে স্বদলে আনয়ন করিয়া রোম-নগরে বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করিলেন। পুত্রের প্রতি মেহাধিকাবশতঃ বৃদ্ধ মাক্সিমিয়ান বিদ্রোহিগণকে অবলম্বন করিলে অনেকেই প্রত্যাশীকর তাঁহার ছত্রতলে আসিয়া উপনীত হইল। সম্রাট সেভেরাস খ্রীঃ সহযোগীর পরামর্শানুসারে সদলে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নগরদ্বার রুদ্ধ এবং সৈন্যদলকে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া মাক্সিমিয়ানের পক্ষাবলম্বনে উদ্ভত দেখিয়া তিনি রাভেন্নার পলাইয়া গেলেন। এখানে মাক্সিমিয়ানের অধীনস্থ সেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেভেরাস বন্দী ও নিহত হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধ মাক্সিমিয়ান আরস্ পূর্বতমালা অতিক্রম করিয়া ৩০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ দরবারে কনস্তান্টাইনকে আহ্বানপূর্বক অগাষ্টাস উপাধি ও স্বীয়কর্ত্তা কণ্ঠকে দান করেন।

সেভেরাসের নিধন সংবাদ পাইয়া রোমবাসীকে দণ্ডবিধানার্থ গালেরিয়াস্ ইল্লিরিকাম হইতে সৈন্যে যাত্রা করেন। নার্সি নামক স্থানে উপনীত হইলে সৈন্যগণ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিতেছে দেখিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। এই সময়ে রোমসাম্রাজ্যে ছয় জন সম্রাট (মাক্সিমিয়ানের অধীনে কনস্তান্টাইন ও মাক্কেণ্ডিয়ার্স এবং গালেরিয়াসের অধীনে লাইসিনিয়াস্ ও মাক্সিমিন) রাজ্যশাসন করিতেছিলেন (৩০৮ খৃঃ)। বৃদ্ধ সম্রাট মাক্সিমিয়ান খ্রীঃ পুত্রের জন্ম সমগ্র পশ্চিমবিভাগ হস্তগত করিতে বড়বয়স করিলেন, কনস্তান্টাইন ক্রাঙ্কজাতিকে পরাস্ত করিতে রাইন নদীতটে অগ্রসর হইলে বৃদ্ধ সম্রাট অর্ধদানে সেনাদলকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পান। কনস্তান্টাইনের জয়দৃশ সৈন্যের সমক্ষে বৃদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া মাক্সিমিয়ান মার্শীএল নগরে আশ্রয় লইলেন। বিলক্সেসজ নগর অবরোধ করিলে নগরবাসী তাঁহাকে শত্রুকে সমর্পণ করে এবং কনস্তান্টাইনের আদেশে ৩১০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাহার তাঁহাকে বন্দিগারে প্রেরণ করে। ইহার এক বৎসর পরে ৩১১ খৃষ্টাব্দের বে মাসে অত্যধিক পানদোবে পীড়িত হইয়া গালেরিয়াস্ ভবীলা শেষ করেন।

গালেরিয়াসের মৃত্যুতে প্রাচ্য লইয়া লিসিনিয়াস ও মাক্সিমিনের বিরোধ ঘটে। অবশেষে মাক্সিমিন প্রাচ্য বিভাগের এমিরাস্ খণ্ড এবং লিসিনিয়াস্ যুরোপখণ্ড অধিকার করিয়া লন। হেলস্পণ্ট ও থ্রেসীর বন্দরাস, উত্তরের অধিকারসীমা নির্দিষ্ট থাকে। এই সময়ে রোমসাম্রাজ্যের উন্নতিবিধান জন্ম লিসিনিয়াস ও কনস্তান্টাইন একমত হইলেন, কিন্তু মাক্সিমিন ও মাক্কেণ্ডিয়ার্স একযোগে হইয়া গোপনে আন্তর্জাতিক বিদ্রোহের কুটিল কল্পনা পোষণ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট মহাদ্বা কনস্তান্টাইন ১ম, ৩০৬ ও ৩১২ খৃষ্টাব্দে ক্রাঙ্ক ও আলেমনি-জাতিতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভিত করেন। তৎপরে ৩১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইতালীবাসীর বিরুদ্ধে বৃদ্ধ যোষণা করিয়া তুরিগ রণক্ষেত্রে তাহারিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ভেরোণা অবরোধ করেন। মাক্সিমিনের সেনাপতি ক্রিসিয়ান্স্ পম্পিয়ানাস্ নগররক্ষায় ব্রতী ছিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর পম্পিয়ানাস্ পরাজিত হইলেন। কনস্তান্টাইন খ্রীঃ বাহিনী লইয়া রোমের নিকটবর্তী সেক্স-ক্লভা নামক স্থানে আসিলেন, তখন সম্রাট্ স্বখনিজায় রুগ্ন ছিলেন। শত্রুকে অকস্মাৎ নগর সমুখে উপনীত দেখিয়া তিনি যুদ্ধসজ্জা করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল তাঁহাকে ত্যাগ করিল, তখন তিনি মিলিভিয়ান সেতু পার হইয়া পলাইতে উদ্ভত হইলেন। সমবেত জনতা তাহাকে নদীর জলে ফেলিয়া দিল। বর্ধতায় তিনি অতল জলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। তাঁহার বংশীয় সকলে বিজয়ী সম্রাটের আদেশে নিহত হইল।

সম্রাট্ কনস্তান্টাইন এক্ষণে সহযোগী লিসিনিয়াসের সহিত খ্রীঃ ভগিনী কনস্তান্সিয়ার বিবাহ দিবস উদ্ভোগ করিলেন। ৩১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উভয়ে মিলান নগরে সমবেত হইলেন। বিবাহোৎসবে ব্যাপৃত থাকিতে থাকিতেই উভয়কেই পুনরায় রণক্ষেত্রে গমন করিতে হইল। কনস্তান্টাইন ক্রাঙ্কজাতির ঐক্য নিবারণার্থ রাইন-তটে গমন করিলেন এবং লিসিনিয়াস্ বিদ্রোহী মাক্সিমিনের দর্পচূর্ণ করিতে বৈজন্তিনগর অধিকার-পূর্বক উক্ত বর্ষের ১৩ এপ্রিল তারিখে হিরাক্লিয়ার পরম্পরে সমুখীন হইলেন। মাক্সিমিন পরাস্ত হইয়া নিকোমিডিয়ায় পলাইয়া যান। এখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৩১৪ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্টাইন ও লিসিনিয়াস্ রোমীর জগতের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। সহযোগী সম্রাট্‌র বলদর্পে উত্তেজিত হইয়া একাধিপত্য লাভের আশায় পরম্পরে যুদ্ধবিগ্রহে মতিয়া উঠিলেন। কনস্তান্টাইনের অজ্ঞতম ভগিনীপতি বাসিয়ানাস্ নিজার উপাধি লাভ করিয়া ইতালীর শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে লিসিনিয়াসের দ্বন্দ্বের বিষয়বাহি অসিদ্ধ।

উঠিল। তিনি তাঁহার অধিকারে আশ্রয় লব্ধ কমন্ডাভাইনগকে অপর সম্রাটদের অধিকারে বিচারার্থ প্রেরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এই দ্বয়ে বোর যুদ্ধ বাধিল। ৩১৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই অক্টোবর পানোনিয়ার অন্তর্গত কিম্বালিস্ নগর যুদ্ধে বোর সংঘর্ষণের পর, লিসিনিয়াস্ পরাজিত হইয়া ডাকিয়া হইতে থ্রেসে পলায়ন করিলেন। শেখোক্ত হামের মাদিরা যুদ্ধক্ষেত্রে দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হইল। লিসিনিয়াসের সেনাদল এবারও রাডির অধিকারে পলায়ন করিল।

হুইবার উপর্যুগরি পরাজয়ের লিসিনিয়াসকে শ্রীশ্রী দেখিয়া কমন্ডাভাইনের দয়া হইল। তিনি লন্ডির প্রস্তাব দ্বারা উত্তরের মনোমালিন্য দূর করিলেন এবং যুদ্ধের কতিপয়শব্দরূপ পানোনিয়া, ডালমাসিয়া, ডাকিয়া, মাকিডোনিয়া ও গ্রীস প্রদেশ পশ্চিম সাম্রাজ্যাংশে ভুক্ত করিয়া লইলেন। ক্রীস্পাস্ ও কনিষ্ঠ কমন্ডাভাইন পশ্চিমের সিজার নিযুক্ত হইলেন। এবং কনিষ্ঠ লিসিনিয়াস্ পূর্বপ্রদেশের সিজার পদ পাইলেন।

এই ঘটনার ৮ বৎসর পরে, ৩২৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই কমন্ডাভাইন সহযোগী লিসিনিয়াসের সর্বনাশ সাধনে উদ্যুক্ত হইলেন। হেত্রস্ নদী উত্তরণপূর্বক তিনি ভীমবেগে বীর শত্রুকে আক্রমণ করেন। লিসিনিয়াস্ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বৈজ্ঞানী দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানে অবরুদ্ধ হইয়া পুনরায় কালসিডনে ও পরে নিকোমিডিয়ার পলায়ন করিলেন। অবশেষে ভগিনী কমন্ডান্তিয়ার প্রার্থনায় সম্রাট কমন্ডাভাইন বীর ভগিনীপতি লিসিনিয়াসের নিকট হইতে রোমসাম্রাজ্যের অধিকার কাড়িয়া লইলেন। তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্তা মার্টিনিয়ানাসকে ঐ সঙ্গে অন্তর্হিত করা হইল। লিসিনিয়াস্ থেসেলোনিকা নগরে নজরবন্দী রহিলেন, পরে রাজ-দ্রোহিতার অপরাধে তিনিও শমনভবনে প্রেরিত হইলেন। ডাইও-ক্লিসিয়ান স্বশাসনব্যবস্থার জন্য যে রোমসাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যান, সেই দিন হইতে ৩৭ বৎসর পরে ৩২৪ খৃষ্টাব্দে রোম-সাম্রাজ্য পুনরায় একচ্ছত্রাধীন হইল। রাজ্যবিভাগগুলির একীকরণ-ফলে ও রাজকাণ্ডের সুবিধার জন্য তিনি বনামে কমন্ডান্তিনোপল নগরী স্থাপন করিলেন এবং আলেকসান্দার নেভেরাস্ যে খৃষ্ট ধর্মের প্রসার বিয়া গিরাহিলেন, তিনি তাহার সম্যক প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।

সম্রাট কমন্ডাভাইনের দুই পত্নী ছিল। প্রথম মিনাতিয়ার গর্ভে একমাত্র ক্রীস্পাস্ এবং দ্বিতীয় পত্নী কষ্টার গর্ভে কমন্ডাভাইন ২য়, কমন্ডাক্লিয়াস্ ও কমন্ডাল কমগ্রহণ করেন। কমন্ডাক্লিয়াস্কে সিজার উপাধিহীন গলপ্রদেশের শাসনভার অর্পণ করার ক্রীস্পাসের ক্ষমতা বিধেবধি প্রজ্ঞাপিত হইয়া উঠে। এই সময়ে

রাজার জীবননাশের সময়ে বহুব্রকারী বলিয়া ক্রীস্পাস্ দৃঢ় ও নিহত হন। সম্রাট কমন্ডাভাইন ১ম, তাঁহার জীবনে বিংশ ও ত্রিংশ বার্ষিক রাজ্যভোগোৎসব সমাপন করিয়া ৩৩৭ খৃষ্টাব্দ, ২২মে, নিকোমিডিয়ার আকুইরিন্ প্রাসাদে শেহত্যাপ করেন। ভদ্রমন্তর তাঁহার কষ্টার গর্ভজাত পুত্রের রাজ্যাদিকারী হন। জ্যেষ্ঠ কমন্ডাভাইন নূতন রাজধানী; কমন্ডাক্লিয়াস্ থ্রেস ও পূর্ববর্তী জনপদ সমুদায় এবং কমন্ডাল ইতালী, আফ্রিকা ও ইলিরিয়াম্ লাভ করেন। এই সময়ে নারশেবের শৌর ও হরকুজের পুত্র লাগুর প্রাচ্য রোমসাম্রাজ্য অধিকার করিয়া স্বকীয় শাসন-প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। কমন্ডাক্লিয়াস্ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পারস্ত-পতিকে হারাইতে পারিলেন না। ৩৪৮ খৃষ্টাব্দে শিলাভার যুদ্ধে রোমকগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। এই সময়ে ভারতীয় সৈন্তগণ পারস্তরাজের সহায়তা করিয়াছিল।

ইতাবসরে মসেসেগিটার অধীনে শকগণ পারস্তের পূর্বভাগ লণ্ডতও করিতেছিল। পারস্তরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া রোম-সম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন। এদিকে ভ্রাতৃত্বোদ্যমী কমন্ডাভাইন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমন্ডালের ঐক্যে জর্জবপতন্ত্র হইয়া তত্ত্বাভ্য আক্রমণ করেন। তাঁহার আগমনে ভীত কমন্ডালের প্রেরিত ইলিরীয় সেনাদল পলায়নপর হইয়া একদিকে কমন্ডাভাইনকে ছলে ভুলাইয়া লইয়া যায় এবং গোপনে তাঁহাকে সমলে হত্যা করে (৩৪০ খৃঃ মার্চ)। ইহার ঠিক দশবর্ষ পরে ৩৫০ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সেন্টিয়াস্ নামক জনৈক রাজদ্রোহী ম্যাক্সিমিয়ানাসের উদ্ভেজনার কনডাসকে নিহত করেন। কমন্ডাক্লিয়াস্ ম্যাক্সেন্টিয়াসকে অব্যাহতি দিলেন না। ভ্রাতৃত্বোদ্যমের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য পারস্তযুদ্ধ পরিহার করিয়া তিনি ভেট্রিনিওর সহিত মিলিত হইতে বাসনা করিলেন। ভেট্রিনিও সমলে উপনীত হইলে তাঁহার পক্ষীয় সেনাদল কমন্ডাক্লিয়াসের পক্ষ অবলম্বন করিল, তখন তিনি সম্রাটের বস্ত্রা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং প্রসার নজরবন্দিক্রমে কালাতিপাত করিতে বাধ্য রহিলেন। সিলিউকাস্ পর্তুগের সমীপস্থ যুদ্ধে ম্যাক্সেন্টিয়াস্ ৩৫৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

৩৫০ খৃষ্টাব্দে কমন্ডাক্লিয়াস্ একক ছত্রপতি হন। ৩৫১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তিনি গাল্লাসের সহিত বীর কস্তা কমন্ডান্তিনার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে রাজকীয়কাণ্ডের সুবন্দোবস্তের জন্য নিয়োগ করেন। ৩৫৩ খৃষ্টাব্দে কমন্ডাক্লিয়াসের রাজ্য নিশ্চল হইলেও গাল্লাসের অন্তাচার ও আধিপত্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তৎকালে সম্রাট তাঁহার কমতা থর্ক করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি কোথলে বীর তনয়ার প্রাণসংহার করিয়া জামাতাকে, বিলাসে লাকাতের আকাঙ্ক্ষা জনাইয়া বার্ষিকিত নামক সেনাপতির সাহায্যে তাঁহাকে শেটোক্তিও নামক স্থানে বন্দী করিলেন।

অনন্তর পোলা সামরিক হাঙ্গে কারাগার করিয়া তাঁহাকে ভব-
বন্দী হইতে যুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে তিনি স্রাটপুত্রদের
অনুলক্ষেই প্রায় নিহত করেন; কেবল সাম্রাজ্যী ইউনিভার্সার
অধ্যাপক জুলিয়ান্স আবেল নগরে নির্বাসিত হইয়া জীবনান্তি-
শ্রুতি করিতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু এখানে তাঁহাকে অধিক
কাল বাস করিতে হয় নাই। ইউনিভার্সার অধ্যাপক তিহি
কনস্টান্সিয়াসের তদ্বিনী হেলেনাকে বিবাহ করিয়া নিজার
উপাধিহই আরম্ভ করিলেন অপর পার্শ্ববর্তী প্রদেশের শাসনকার
প্রাপ্ত হন। এই ক্ষেত্রে তাঁহাকে মিলানে আসিয়া সম্রাটের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। এখানে মাত্র ২৪ দিন থাকিয়া
তিনি গলরাজ্যশাসনে বহির্গত হন। (৩৫৫ খৃঃ অব্দ।)

৩৫৭-৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কনস্টান্সিয়াস পূর্বভাগ পরিদর্শনে
আসিয়া কাদি, সোরনতীর ও মিসিগাসিস্ প্রভৃতি জাতিকে বশ
আনয়ন করেন। শেষোক্ত বর্ষে তাঁহাকে পারস্তরাজ শাপুরের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। এই যুদ্ধে বন্ধে বাণবিক্ত হইয়া তাঁহার
পুত্রের মৃত্যু ঘটে, তাহাতে তিনি কতিপুত্রস্বরূপ আসিয়া নগর
গইয়া ধ্বংস করেন। ইহাতে রোমকগণ উত্তেজিত হইয়া তাঁহার
বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সময়ে বর্ধরগণ পারস্ত-
রাজের পক্ষভাগ করার তাঁহার বলহীন ঘটে। ৩৬০ খৃষ্টাব্দে
রোমকগণ শিজাড়া ও মিসোপোটামিয়া অধিকার করে এবং তীর্থা
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারস্তপতি পরায়ন করেন। অতঃপর
সম্রাট কনস্টান্সিয়াস বীর সেনাপতির কার্যে বিরক্ত হইয়া স্বয়ং
হানিয়ুব তীর হইতে পূর্বভাগে রওনা হইলেন। বেশাশে-হর্গ
অবরোধকালে বর্ধককু সমাগত দেবিরা রোমক সম্রাট সমলে
অস্তিত্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হাউনী করিলেন।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার নিশ্চিত হইয়া সম্রাট কনস্টান্সিয়াস
জ্যাক আলেমরি প্রভৃতি অঙ্গণির অসত্য অধিবাসিবৃন্দকে গল-
রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে
নামাশাস্ত্রবিদ জুলিয়ান্স গলের শাসনকর্তা হন। ইনি যুদ্ধবিভার
পাণ্ডিত্য লাভ না করিলেও ৩৫৭-৩৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কএকটি
যুদ্ধে অঙ্গণির বর্ধরগিকে পরাস্ত করিয়া রাইন নদীর অপর পার
পশ্চিম রোমরাজ্যলীলা বিভার করিয়াছিলেন।

জুলিয়ানের এই প্রতিজ্ঞা ও সৌভাগ্য সম্রাটের চক্ৰবুৎ
হইল। তিনি অধিলে তাঁহার নিকট আবেশ পাঠাইলেন যে,
ক্রিষ্টীয়ের নিকট জোয়ার চারিত্রী লিখন পূর্বাঞ্চলে পাঠাইবে।
এই লেখনে সেল্যেল উত্তেজিত হইল। তাহার পারস্ত-অভি-
বাদের অত্যধিক কষ্ট সহ করিতে চাহিল না। তাহার সম্রাটের
আবেশ উপেক্ষা করিয়া জুলিয়ানের দ্রষ্টা প্রকট উৎসর্গ করিতে
স্বীকৃত হইল। তাহার সম্রাট তখনে জোন্ডোয়ে রাজ্যকালে

পর্যবৃত্ত করিয়া আগ্রহে ও উৎসাহে রাজ্যপ্রাসাদ খিরা "জুলিয়ান্স
অগাঠাস" নাম উচ্চারণপূর্বক জোরজোরে প্রীংকার করিতে লাগিল।
এছাড়া তাহার বনপূর্বক রাজ্যপ্রাসাদে আবেশ করিয়া
জুলিয়ানকে সবদানে ধরিয়া আসিল এবং সিংহাসনে বসাইয়া
তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। এই ক্ষেত্রে উত্তরপক্ষে
বোর যুদ্ধ বাধিল। জুলিয়ান্স ৩৬১ খৃষ্টাব্দে বাসিল নগরের
সন্নিকটে বীর সেনাধন হই তাগে বিতস্ত করিয়া সেদাশতি
মেবিতাকে রিটরা ও নোরিকাসের মধ্য দিয়া এবং জোন্ডোয়া
ও জোন্ডোয়াস্কে আরম্ভ অতিক্রম করিয়া উত্তর ইতালীতে বাইতে
আবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি স্বয়ং হানিয়ুব নদী বন্ধে
কিণুলবাহিনী ব্যক্তিরা খিরা খিরা আসিয়া তাঁহাদের সহিত
একত্র সমবেশ হইলেন। এদিকে কনস্টান্সিয়াস বীর বাহিনী
গইয়া পথপার্শ্বটানে অত্যধিক ক্ষান্ত হইয়া পড়িলেন, দারুণ
পরিশ্রম ও দ্রুতগতিরবন্ধন স্বাভাবিক হওয়ার মোপুত্রজীন্
নগর শিবিরেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ২৪ বৎসর
রাজত্ব ভোগ করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সে এই যোগে তাঁহার মৃত্যু
ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যুবক জুলিয়ানকে সম্রাট মনোনীত
করিয়া যান।

জুলিয়ান রাজ্যশাসনে আগ্রহী হইয়া গষ্মেটে সংক্রান্ত নান্য
বিষয়ের সংস্কারে প্রযত্ন হইলেন। তিনি পূর্বতন পৌত্তলিক
মতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং খৃষ্টানস-স্রমার তাঁহার অধিকার-
কালে বিশেষ প্রয়োগ লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি জেদ্দ-
সালেমের প্রাচীন মন্দির-সংস্কারান্তে পারস্ত-বিজয়ে অগ্রসর হইয়া-
ছিলেন। মাগামালুকা হর্গধ্বংসের পর পারসিকগণ হতশ
হইলেও রোমক-সৈন্তের বিপক্ষতাচরণ করিতে ছাড়ে নাই।
৩৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ জুন জুলিয়ান্স স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হইলেন। বিপক্ষ-সৈন্তের নিকিপ্ত বড়শা তাঁহার বক্ষস্থলে
বিদ্ধ হইলে তিনি হুজিত হইয়া পড়িলেন। সংজালাভান্তে
তিনি অশপুটে আরোহণ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে চলিলেন,
কিন্তু চিকিৎসকগণ তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তাঁহাকে সে
কার্য হইতে বিরত করিলেন। মৃত্যুর পথায় তিনি দার্শনিক-
শ্রেষ্ঠ প্রিফাস ও মাক্সিমাসের সহিত আহার প্রকৃতি সম্বন্ধে
বিচার করিয়াছিলেন।

জুলিয়ানের মৃত্যুর পর রোমীর সৈন্তের অধিনেতা বীরবর
জোন্ডোয়াস সেদাশলের আগ্রহে রাজত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু
তাঁহাকে অধিক দিন সুখসাম্রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই।
৩৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী অপরিমিত পানভোজন-নিবন্ধন
সাদাভাসা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রোমক-
সাম্রাজ্য দশদিন কাল প্রকৃষ্ট থাকে। নির্বাসনক্রমে ডালেস্টি-

নিরান ২৬শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা পদ লাভ করেন। তিনি উক্ত বর্ষের মার্চ মাসে স্বীয় ভ্রাতা ভালেসকে কনস্টান্টিনোপল রাজধানীসহ রাজ্যভাগ সমর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং মিলানে থাকিয়া ইরিরিকাস্, ইতালী, গল প্রভৃতি পশ্চাত্য-রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ৩৬৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জুলিয়ানের নিকটাত্মীয় প্রোখোপিয়াসের বিদ্রোহ এক তৎসাময়িক জয়যুদ্ধ তাঁহাকে বিশেষরূপে বিব্রত করিয়া তুলে। শেষোক্ত যুদ্ধের সময় প্রেন্সবর্গের অন্তর্গত ব্রেগেসিও নগরে স্বীয় লুইনগ্রি সৈন্যগণকে তিরস্কার কালে মনের আবেগে তাহার একটা রক্তক্ষয়ী বীর্য হইয়া যায় এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটে (৩৭৫ খৃঃ অব্দ)। তাহার ভ্রাতা ভালেস আরও তিন বৎসর কাল গ্রাচ্য সিংহাসনে আসীন থাকিয়া ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে গণ-সমরে পরাস্ত হইয়া শত্রুহস্তে নিহত হন।

ভালেস্টিনিয়ানের মৃত্যুকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রাসিয়ান্ ট্রিভস্ প্রাসাদে অবস্থিত ছিলেন। তিনি রাজপদের অধিকারী হইলেও সেনাদল ব্রেগেসিও রণক্ষেত্রে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ২য় ভালেস্টিনিয়ানকে রাজ্য বলিয়া বোষণা করিল। তখন গ্রাসিয়ান্ চারি বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিমাতার তত্ত্বাবধানে মিলান নগরে রাখিয়া স্বয়ং আরম্-বহিষ্ঠৃত-প্রদেশ শাসনে অগ্রসর হন। ৩৭৫-৩৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রাসিয়ানের, ৩৭৫-৩৯২ পর্য্যন্ত ভালেস্টিনিয়ানের এবং ৩৬৫-৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভালেসের রাজ্যকাল। সুতরাং ৩৭৫-৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমজগৎ তিন জন সম্রাটের কর্তৃত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল। ভালেসের জীবদ্দশায় পূর্ববিভাগে রোমকাজির প্রাচুর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার মৃত্যু হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতন কল্পনা করা যায়।

গণজাতির হস্তে ভালেসের মৃত্যুর পর, পূর্ব-রোমরাজ্য উৎসর্গপ্রায় দেখিয়া সম্রাট্ গ্রাসিয়ান্ স্বীয় খুলতাতের সাহায্যার্থ আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই খুলতাতের মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হইয়া তাবী বিপন্ন নিবারণার্থ বুটেন ও গল-বিজ্ঞতার নিকটাসিত পুত্র থিওডোসিয়াসকে সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত করেন। ৩৯২ খৃষ্টাব্দে ২য় ভালেস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর হইতে ৩৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১ম থিওডোসিয়াস্ রোম সাম্রাজ্যের এক মাত্র অধীশ্বর ছিলেন। এই সময়ে, তিসিগণ, অট্টোগণ, ডাঙাল, ফ্রেবী, আলানী ও হুণ প্রভৃতি বর্বর জাতি রোমসাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সাম্রাজ্যে স্থাপন-প্রতিষ্ঠা দূরে থাকুক, ইহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বলকর হইয়া রোমকাজি ক্রমশঃই হীনভেজা হইয়া পড়িতে ছিলেন।

আর্কোগাটাস্ নামক জনৈক যেনাপতি ৩৯২ খৃষ্টাব্দে ভালেস্টিনিয়ানকে হত্যা করিয়া স্বয়ং ইউজিনিয়াস্ নামে ধারণ-পূর্বক পশ্চিম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর লাভ করেন। রাজ্যপহারক ইউজিনিয়ানকে পরাস্ত করিয়া থিওডোসিয়াস্ রোমের এক-চ্ছাধিপতি হইলেন। তিনি খৃষ্টানধর্মের পক্ষপাতী হইয়া পৌত্তলিকধর্মের অবসাদ ঘটাইয়াছিলেন। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী মিলান নগরে সম্রাট্ থিওডোসিয়াসের প্রাণব্যয় বহির্গত হয়। তাহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ আর্কোডিয়াস্ পূর্বসাম্রাজ্যভাগ লইয়া কনস্টান্টিনোপলে রাজপাট স্থাপন করিলেন এবং কনিষ্ঠ ওনোরিয়াস্ পশ্চিম বিভাগের অধীশ্বর রহিলেন।

৩৯৫ খৃষ্টাব্দে ওনোরিয়াস্ পশ্চিমরাজ্যপাটে উপবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাহার রাজকীয় প্রতিভা না থাকায় রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। আফ্রিকায় গিল্ডোর বিদ্রোহ, আলারিক ও রাগাইসাসের ইতালী আক্রমণ, জর্জকটুক গলরাজ্য উৎসাদন, টিলিকোর ও কুিনিয়াসের বড়বড় গণজাতির পরাস্তব, আলারিকের মৃত্যু, কনস্টান্টাইনের অভ্যুদয় ও পতন, টিলিকোর হত্যা প্রভৃতি কারণে রোমসাম্রাজ্যের উত্তরোত্তর বল-ক্ষয় হইতে থাকে।

ওনোরিয়াসের পর হীনবীৰ্য্য নিরাক্ত কয়জন রাজা পশ্চিম-সাম্রাজ্য-সিংহাসনে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৪২৪ খৃষ্টাব্দে ৩য় ভালেস্টিনিয়ান্ রাজ্যসনে উপবেশন করেন। তৎপরে যথাক্রমে ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে মাক্সিমাস্, উক্ত বৎসরেই অবিতাস্, ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে মেজরিয়ানাস্, ৪৬১ খৃষ্টাব্দে সেভেরাস্, ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে এথিমিয়াস্, ৪৭২ খৃষ্টাব্দে ওলিভিয়াস্, ৪৭৩ খৃঃ অঃ গ্লিসেরিয়াস্, ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে জুলিয়াস্ নেপোস্ এবং ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে রোমুলাস্ অগাষ্টালাস্ পশ্চিম রোমসাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। শেষোক্ত সম্রাট্ পরে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের হস্তে রোমরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিলে পশ্চিমসাম্রাজ্যে বিলুপ্ত হয়। ওনোরিয়াসের শাসনকাল হইতে অগাষ্টালাসের আধিপত্য পর্য্যন্ত আটলা ও হুণজাতির উপজবে সমগ্র পশ্চিম রোমরাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল। প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয়ে অভ্যন্ত শাসন-সমিতির অপেক্ষা খৃষ্টধর্মীয়ক পোপেরই আধিপত্য বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পোপ গ্রেগরি দি গ্রেট বা ১ম এর সময় ধর্মশক্তি রাজশক্তিকে অতিক্রম করিল।

[পোপ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মহাত্মা থিওডোসিয়াসের পুত্র আর্কোডিয়াস্ ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ববিভাগের শাসনাধিকার গ্রহণ হইয়া ৪০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। এই সময়ে গাইনাসের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তৎপরে তাহার পুত্র ২য় থিওডোসিয়াস্ ৪০৮ হইতে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ এবং মার্সিয়ান্ ও আর্কোডিয়াস্-তনয় ফ্লাভেরিয়া ৪৫০ হইতে

৪৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। তখনত্তর নিম্নোক্ত রাজগণ রোমীয় সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন—

নাম খৃষ্টাব্দ

১ লিও ১ম ৪৫৭—৪৭৪

২ লিও ২য় ৪৭৪—৪৭৪

৩ জেনো ৪৭৪—৪৯১, ইনি ২য় লিওর পিতা।

৪ আনাঠাসিয়ান্স ৪৯১—৫১৮ ইনি সাইলেন্ট্রিয়ার উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

৫ জাষ্টিন ১ম বা জ্যোর্জ ৫১৮—৫২৭

৬ জাষ্টিনিয়ান্স ৫২৭—৫৬৫, ইনি জাষ্টিনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

৭ জাষ্টিন ২য় বা কনিষ্ট ৫৬৫—৫৭৮, ইহার অধিকারকালে ইসলাম-ধর্ম প্রবর্তক মহম্মদের জন্ম হয়।

৮ টাইবেরিয়াস ২য় ৫৭৮—৫৮২, ইনি কনস্টান্টাইন উপাধি লইয়া রাজ্যশাসন করেন।

৯ মরিস ৫৮২—৬০২, ইনি কাপাডোকিয়ারবাসী অবশেষে গুপ্তশত্রু কর্তৃক নিহত হন।

১০ ফোকাস ৬০২—৬১০, শেষোক্ত বর্ষে শত্রুহস্তে নিহত।

১১ হিরাক্লিয়াস ৬১০—৬১১

১২ হিরাক্লিয়াস (২য়) ৬১১—৬৪১, ইনি ১১ সংখ্যকের পুত্র, কনস্টান্টাইন নাম গ্রহণ করেন।

১৩ হিরাক্লিওনাস ৬৪১—৬৪১, ১২ সংখ্যকের ভ্রাতা, নির্বাসিত হন।

১৪ কনস্টাস (২য়) ৬৪১—৬৬৮, হিরাক্লিয়াস কনস্টান্টাইনের পুত্র।

১৫ কনস্টান্টাইন ৪র্থ ৬৬৮—৬৮৫, উপাধি প্রাগোনেটাস।

১৬ জাষ্টিনিয়ান্স (২য়) ৬৮৫ রাজ্যাধিকার, ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্বাসিত ৭০৫ খৃষ্টাব্দে পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তি ও ৭১৫ খৃষ্টাব্দে নিহত।

১৭ লিওনিস্তাস ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে শাসনাধিকার ও ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্য হইতে বিতাড়িত।

১৮ আদিমার টাইবেরিয়াস ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার ও ৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত।

১৯ কিসিপিকাস বার্ভেনিস ৭১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ ও ৭১৩ খৃষ্টাব্দে নিহত।

২০ আনাঠাসিয়ান্স (২য়) ৭১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনপ্রাপ্তি, ৭১৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত ও ৭১৯ খৃষ্টাব্দে শত্রুহস্তে নিহত।

২১ থিওডোসিয়াস (৩য়) ৭১৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যপ্রাপ্তি, কিন্তু ৭১৮ খৃষ্টাব্দে প্রজার মনোরঞ্জনার্থ সিংহাসনত্যাগ।

২২ লিও (৬য়) ৭১৮—৭৪১, ইনি ইসৌরীয় দেশবাসীর পুত্র।

২৩ কনস্টান্টাইন (৫ম) ৭৪১—৭৭৫।

২৪ লিও (৪র্থ) ৭৭৫—৭৮০, ইহার উপাধি 'ছাভার' ছিল।

২৫ কনস্টান্টাইন (৬ষ্ঠ) ৭৮০ খৃষ্টাব্দে মাতা ইরেনের সহযোগে রাজ্যশাসন করেন, অবশেষে ৭৯৭ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত বাতকের হস্তে নিহত হন।

২৬ ইরেনে ৭৯৭—৮০২, ২৫ সংখ্যকের মাতা, শেষোক্ত বর্ষে রাজ্যবহিষ্কৃত হন।

২৭ নিসেকোরাস ৮০২—৮১১

২৮ টোরেসিয়ান্স ৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার, ২৭ সংখ্যকের পুত্র। উক্ত বৎসরেই স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করেন।

২৯ মাইকেল ৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার ও ৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত।

৩০ লিও (৫ম) ৮১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার এবং ৮২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-শত্রুর হস্তে নিহত। ইনি আর্মেনিয়াজাতীয় ছিলেন।

৩১ মাইকেল (২য়) ৮২০—৮২৯, ইনি 'মিষ্টামার' বা তোতলা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

৩২ থিওফিলাস ৮২৯—৮৪২

৩৩ মাইকেল (৩য়) ৮৪২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীর্ষ রাজ্যশাসন করিয়া ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

৩৪ বাসিল ৮৬৭—৮৮৬, ইনি 'মাক্রোনিয়' বলিয়া পরিচিত।

৩৫ লিও (৬ষ্ঠ) ৮৮৬—৯১১, ইনি 'দার্শনিক বলিয়া' খ্যাত।

৩৬ আলেকসান্দার ৯১১—৯১২, ইনি ৬ষ্ঠ লিওর ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র কনস্টান্টাইন ৭মের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসন করেন।

৩৭ কনস্টান্টাইন ৭ম 'পোফাইরোজেনিটাস' ৯১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার, কিন্তু পিতামহ রোমানাস কর্তৃক ৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত, অবশেষে ৯৫৫—৯৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পুনরায় সিংহাসনপ্রাপ্তি ও রাজ্যশাসন।

৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, রোমানাস (১ম) বা লেকাপেনাস এবং তাঁহার তিন পুত্র খৃষ্টোফর, টিকেন ও কনস্টান্টাইন ৮ম, ইহারা যথাক্রমে ৯১৯, ৯২১ ও ৯২৮ খৃষ্টাব্দে শাসনাধিকার প্রাপ্ত এবং ৯৪৪ ও ৯৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত।

৪২ রোমানাস (২য়) বা (কনিষ্ট) ৯৫৯—৯৬৩, ইনি ৬ষ্ঠ কনস্টান্টাইনের পুত্র।

৪৩ নিসেকোরাস (২য়) বা (কোফাস) ৯৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব উপবিষ্ট এবং ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত বাতকের হস্তে নিহত।

- ৪৪ জন কিসিবেস্ ১৬১—১৭৬
৪৫ ৪৬ বাসিল (২য়) ও কনস্টান্টাইন (১ম) ১৭৬—১৯৫
এবং কনস্টান্টাইন ৪ম, পরে ১৯৫—১৯৮ খৃঃ।
৪৭ রোমানাস্ (৩য়) ১৯৮—১৯৮৪, ইনি 'আগাইরাস্'
বলিয়া পরিচিত।
৪৮ মাইকেল (৪ম) ১৯৮৪—১৯৮১, ইনি 'পাল্লাগোথীর'
বলিয়া বিখ্যাত।
৪৯ মাইকেল (৫ম) ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন ও
১৯৮২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য বিতাড়িত হন। ইনি 'কালাকেট্'
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।
৫০ ৫১ জেই এবং কনস্টান্টাইন (১০ম) ১৯৮২—১৯৮৪।
৫২ থিওডোরা ১৯৮৪—১৯৮৬, ইনি সম্রাট জেই'র ভগিনী।
৫৩ মাইকেল (৬ম) ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন
এবং ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে উহা পরিত্যাগ করেন। ইহার
অন্ত নাম ট্রাটিওটিকাস্।
৫৪ আইজাক্ (১ম) বা কোরেনাস্ ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজপদে
নিয়োগ এবং ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দে বেজার রাজ্যত্যাগ।
৫৫ কনস্টান্টাইন (১১ম) বা (ডুকাস্) ১৯৮৭—১৯৮৯, ইনি
আইজাকের সহিত একযোগে রাজ্য করেন, ইহার পর
১৯৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমসাম্রাজ্যে বৈদেশিকের
আক্রমণজনিত ঘোর বিপুলতা আসিয়া সুস্পষ্ট হইল।
৫৬ ইউডোকিয়া ও রোমানাস্ (৩য়) ১৯৮৭—১৯৭১।
৫৭ মাইকেল ৭ম (বা আন্দ্রোনিকাস্ ১ম) এবং কনস্টান্টাইন
(১২ম) একযোগে ১৯৭১ খৃঃ অব্দে।
৫৮ মাইকেল ৭ম, উক্ত বর্ষেই একেধর সম্রাট হন।
১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বেজার সিংহাসন পরিত্যাগ
করিতে হয়।
৫৯ নিসেকোরাস্ (৩য়) বা (বোটারিওটস্) ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে
সাম্রাজ্যপদপ্রাপ্তি ও ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুতি।
৬০ আলেক্সিয়ার্স ১ম বা (কোরেনাস্) ১৯৮১—১১৮৮।
৬১ জন কোরেনাস্ ১১৮৮—১১৮৩
৬২ মাইকেল কোরেনাস্ ১১৮৩—১১৮০
৬৩ আলেক্সিয়ার্স (২য়) বা (কোরেনাস্) ১১৮০ খৃষ্টাব্দে
রাজ্যাধিকার, কিন্তু ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত ও নিহত।
৬৪ আন্দ্রোনিকাস্ (১ম) কোরেনাস্ ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্য-
প্রাপ্তি ও ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে শত্রুহস্তে নিহত।
৬৫ আইজাক্ ১ম (আন্দ্রোনাস্) ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার
ও ১১৯১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত; কিন্তু ১২০৩—১২০৫ খৃঃ
পর্যন্ত পুনরায় রাজ্যশাসন। এই সময়ে বিনুয়ান

বাসরসীর পট্টনসম্মান কুৎসিতকর্তৃক দ্বিতীয়
রাজধানীতে পট্টনশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

- ৬৬ আলেক্সিয়ার্স (৩য়) আন্দ্রোনাস্ ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহা-
সনারোহণ ও ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুতি এবং ১২০৫ খৃঃ
পুনরায় শাসনভারপ্রাপ্তি।
৬৭ আলেক্সিয়ার্স (৪র্থ) আন্দ্রোনাস্ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে পিতা
আন্দ্রোনাসের সহযোগে রাজ্যশাসন করেন, কিন্তু
অচিরে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।
৬৮ আলেক্সিয়ার্স (৫ম) বা আন্দ্রোনাস্ মোজুক্লে ১২০৪
খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিকার এবং ঐ সময়ের অব্যবহিত
পরেই শত্রুকর্তৃক রক্তিত বাতকের হস্তে তাঁহার জীবন-
লীলা শেষ হয়।

কনস্টান্টিনোপলের ল্যাটিনজাতীয় সম্রাটত্ব।

- ৬৯ বলডুইন (১ম) ১২০৪—১২০৬, ইনি ক্রাণ্ডার জাতির
একজন কাউন্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন।
৭০ হেনরী ১২০৬—১২১৬
৭১ পিটার ফ্রাংক ১২১৭—১২১৯
৭২ রবার্ট ১২১৯—১২২৮
৭৩ বলডুইন (২য়) ১২২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া
১২৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন। অবশেষে মাইকেল
পেলিওলাগাস্ কর্তৃক উক্ত বর্ষে তাঁহাকে রাজ্য হইতে
বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

এই সময়ে নিস্নগণের রাজধানী স্থাপন করিয়া চারিজন
মাত্র গ্রীকসম্রাট রোমসাম্রাজ্যের কড়কংশ স্বতন্ত্রভাবে শাসন
করিতে থাকেন :—

- থিওডোর লাকারিস্ (১ম) ১২০৬—১২২২ খৃঃ।
জন ডুকাস্ ডালেসিস্ ১২২২—১২৫৫।
থিওডোর ডুকাস্ লাকারিস্ ১২৫৫—১২৫৯।
জন লাকারিস্ ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন বটে,
কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন রাজ্যেবধি ভোগ করিতে
হয় নাই। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া
পেলিওলাগাস্বংশীয় মরশপতিগণ রোমসাম্রাজ্যে প্রভাব
বিস্তার করেন।

পেলিওলাগাস্বংশীয় গ্রীকসম্রাটগণ।

- ৭৪ মাইকেল ১২৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ১২৬১ খৃষ্টাব্দে
তিনি কনস্টান্টিনোপল জয় করিয়া ১২৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত
রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।
৭৫ আন্দ্রোনিকাস্ (২য়) ১২৮২—১৩০৫, মাইকেল এই

সময়ে ১২৯৫—১৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার সহযোগিতা-রূপে রাজ্যশাসন করেন।

৭৬ আন্দ্রোনিকাস (৩য়) ১৩৮৮ ও পরে ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে দুই-বার রাজপদ পান। শেষোক্ত বর্ষ হইতে ১৩৪১ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি তুর্কজাতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হন। এই সময় হইতে তুর্কসাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা হয়। ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তবীয় দ্বিতীয়া পত্নী আনের গর্ভজাত সন্তান জন পেলিগলোগাস রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইরাছিলেন।

৭৭ জন (১ম) ১৩৪১—১৩৯১, রাজ্যাধিকার কালে তিনি নবমবর্ষীয় বালক ছিলেন। এই জন্ত রাজমাতা আন রাজ্যপরিচালনার্থ বীর স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধু জন কাণ্টাকুজেনকে রাজপরিদর্শক (Regent) নিযুক্ত করেন। উক্ত বর্ষে তাঁহার প্রভাবদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া শত্রুপক্ষ তাঁহাকে রাজদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে এবং তাহার তাঁহার মাতাকে কারারুদ্ধ করিলে তিনি ডেমেটিকা নগরে বীর মন্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সেনাদল অচিরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করার তিনি অসভ্য সাক্ষীয় জাতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে নোসেনাপতি আপোকোকাস ও ধর্ম্যাধ্যক্ষ জন (John of Apri, the Patriarch) রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইলেন। রাজ্যে অত্যাচার ও অনাচার-স্রোত প্রবাহিত হইল। নোসেনাপতি নিহত হইলেন। রাজ্যময় ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া রাণী আন কাণ্টাকুজেনের নির্দাসন-দণ্ডাজ্ঞা রদ করিবার জন্ত ধর্ম্যাধ্যক্ষ জনের নিকট প্রার্থনা করিলেন, পক্ষান্তরে জন তাঁহাকে রাজ্য ও ধর্ম্মচ্যুতির ভয় দেখাইলেন। এই গোলযোগের অবসরে কাণ্টাকুজেন সদলবলে উপস্থিত হইয়া কনস্টান্তিনোপল অবরোধ করিলেন। রাজ্ঞী আন সন্বাদ পাইয়া তাঁহার পলানত হইলেন। আক্রমণকারী বীর কন্ডার সহিত রাজকুমার জনের বিবাহ দিলেন এবং বরং তাঁহাদের অভিভাবক হইলেন (১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে)।

এইরূপে ছয় বৎসর অত্যাচারের পর কাণ্টাকুজেনের শাসনে রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপিত হইল। কিন্তু আন্দ্রোনিকাসের বংশধর আর রাজা রহিল না;

কোশলে কাণ্টাকুজেনই রাজ্যে বসে হইলেন। তখন জন বীর অধিকারপ্রাপ্তির আশায় বিদ্রোহাচরণে প্ররুষ্ট হইলেন, কাণ্টাকুজেনের অল্পবয়সী তুর্ক সেনাদল তাঁহাকে পরাজিত করিল। তখন কাণ্টাকুজেন বালক-রাজের সহিত পুনর্মিলনের আশা অন্ন জানিয়া বীর পুত্র মাথিউ কাণ্টাকুজেনের সহযোগে রাজ্যশাসন করিতে বাসনা করিলেন। ১৩৫৫ খৃঃ তিনি রাজকাৰ্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বীর পুত্রের হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন; কিন্তু মাথিউ কাণ্টাকুজেন ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

৭৮ মাছুএল ১৩৯১—১৪২৫।

৭৯ জন (২য়) মাছুএলের সহিত ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে শাসনভার গ্রহণ ও ১৪০২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যত্যাগ করেন।

৮১ জন (৩য়) ১৪২৫—১৪৪৮।

৮২ কনস্টান্টাইন, ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯মে তুর্কসেনা কর্তৃক কনস্টান্তিনোপল অবরোধ ও জয়কালে নিহত হন।

রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতন।

সম্যক সমুদ্র রোমকজাতির উত্থমে এককাল ধরিয়া ধীরে ধীরে যে বিস্তীর্ণ রোমসাম্রাজ্য পরিপুষ্ট হইয়া সমগ্র সভ্যজগতকে আলোকিত করিয়াছিল, যাহার স্ববিমল সভ্যতা ও বীরত্বপ্রতিভার অসভ্য বর্করণ এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন আসিরীর, পারস্ত প্রভৃতি জনপদবাসিগণ রক্তশ্রোতে ধরা রঞ্জিত করিয়াও পরাভূত হইয়াছিল, সেই স্বমহান রাজতন্ত্রের কিরূপে বিলম্বাধীন ঘটিল, রোমের রাজচরিত্র ও ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে তাহার একটা পূর্ণ-চিত্র প্রকাশিত হইতে পারে। সম্মাননীয় অত্যাচার ও অসীম বীরত্ব রোমীয় নেতৃবর্গ রাজপদাভিষিক্ত হইয়া প্রজাসাধারণের প্রাণে যে ভয় সন্মুৎপাদিত করিয়াছিলেন, তাহাই রোমসাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল। সিপিও সান্না ও সিজারের অদ্বিতীয় বীরত্ব ও রণজয়কালীন নৃশংস পরহত্যা ভাংকালিক দুঃসভা ও অধঃ-সভা জাতিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। তত্বেপরি রোমের রাজনৈতিক প্রভাব—পূর্বতন সেনেট, এসেট্রি, কমিলিয়া ও মাজিষ্ট্রেসি প্রভৃতি রাজকীয় বিধিবলে—অধিকৃত রাজ্যমধ্যে শাসন প্রতিষ্ঠা করিলেও তত্ত্ববিভাগের শাসনকর্তৃগণ প্রজার সর্বস্বদুর্গে বিরত থাকিতেন না। তাঁহারা রোমের অঙ্গুর প্রভাপ প্রজাবর্গকে বিশেষরূপে জানাইয়াছিলেন। ভাংকালীন সমগ্র সভ্যজগৎ রোমকজাতির ভয়ে সর্বদাই কম্পিত ও বিচলিত হইয়াছিল।

সম্রাট অগাস্টাসের রাজবিধি পরিবর্তন হইতে রোমসাম্রাজ্যে শান্তিলাভ প্রতীকার আশা সম্বন্ধিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে অরাজকতা ও অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় নাই। কারণ তদার রাজবংশ পরম্পরাগত ছিল না। বীরত্বপ্রতিভার লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা সেনানায়কগণই অধিকাংশ স্থলে সম্রাট পদে নির্বাচিত হইতেন। বার্ষিক্যজ্ঞ বা অপর কোন কারণে তাঁহার সামর্থ্যাহিত্য ঘটিলে অর্থলোলুপ সেনাসম্প্রদায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত বা নিহত করিয়া একজন প্রতিভাবান নবীন বীর সেনানায়ককে তৎপদে বরণ করিত। কখন কখন তাহারা অর্থের লোভে সম্রাটবংশীর ধনিসন্তানগণকে রাজসিংহাসনে বসাইতে বিরক্ত করিত না। রাজসিংহাসনের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া সম্রাটগণ ধনলালসার স্বতঃই খেচ্চাচারী "Tyrant" হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা লুণ্ঠনোদ্দেশে সর্বত্রই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন এবং তাঁহাদের অধীনস্থ সেনাবৃন্দও রাজ্যজয়ান্তে ধনাপহরণের আশার উদ্ভূত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইত। বর্তমান সমাজগতে যুদ্ধসময়ে বা যুদ্ধবসানে যে সকল ক্ষুদ্রতম অত্যাচারের কথা শুনা যায়, রোমীর যুদ্ধের তুলনায় তাহা অতি সামান্য, সে সকল কাহিনী শুনিতে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন কলুষিত হইয়া উঠে। কার্বেজ ধ্বংস, সাইরাকিউজের পতন এবং এনিসারু বিভিন্ন প্রদেশ বিজয়ান্তে যে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা অমানুষিক! নররক্তে রোমীর জগৎ (Roman world) ও ভূমধ্যসাগর রঞ্জিত হইয়া ভয়াবহ নরহত্যার ভীষণতম দৃষ্ট প্রকটিত করিয়াছিল।

রোমসাম্রাজ্যের এই নিদারুণ আধিপত্যকালে ঠোইক্, প্লেটো-নিট, আকাডেমিক ও এপিকিউরীয় প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা অর্থলিপ্সা ও জীবহিংসা বিসর্জন দিয়া জীবাত্মার মঙ্গল কামনার শান্তিরত্নের উদ্দেশে প্রবাহিত হইয়াছিলেন। সংসারের ঘোর অন্ধারাত হইতে অপস্থত হইয়া তাঁহারা রাজ্যাকাজ্জা ত্যাগ করিলেন এবং একজন সম্রাট মনোনীত করিয়া তাঁহার হস্তে সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে আপনাপন জ্ঞানচর্চার কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঠোইক্গণ বৈশেষিকের জ্ঞান আদর্শিক ও ভৌতিক সিদ্ধান্তে (Contemplation of original matters) মত্ত রহিলেন, প্লেটোর শিষ্যসম্প্রদায় আত্মার অবি-নশ্বরত্ব (Immortality) প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইলেন, আকাডেমিকগণ সাধারণ জ্ঞান প্রত্যাখ্যাত জগতের বস্তুত্বা বীকার লা করিয়া তর্ক ও বীমাংসার সাগরে নিমজ্জিত (Lost in scepticism) রহিলেন এবং এপিকিউরীয় সম্প্রদায় চার্বাকের মতাদ্-

শাসী হইয়া পরসেবের ঐশ্বর্য আরাধন করিতে অস্বীকার (denied the providence of a supreme power) করিলেন। তর্কে পাড়িয়া বা সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া ভীষনের অতি অস্বীকার করিলেও তাঁহারা কখন দেবমন্দিরের অবমাননা করেন নাই। রোমীর মাজিষ্ট্রেটগণও এই দার্শনিক শিক্ষার ফলে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে কুসংস্কারের ছায়া লইয়া কার্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। বলবতী অর্থ-লালসা নিবন্ধন তাঁহারা দেবমন্দিরাদি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিলেও কখন দেবমূর্তি ধ্বংস করিতে প্রয়াস পান নাই, কেবলমাত্র তাঁহারা দেব-অঙ্গ হইতে আভরণগুলি খুলিয়া লইতেন। তাঁহারা দেবপ্রতিমা সমক্ষে নরহত্যা নিষেধ করিয়া যান। ক্লাবিরিয়বংশীর রাজত্বের শাসনকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মমন্দিরে উপাসকগণের প্রদত্ত উপহারসমূহ রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, জ্ঞানবুদ্ধির সুহকারে দুর্ভিক্ষ ও দুশংস-প্রকৃতি রোমক-গণের হৃদয়ে কোমল ও কমলীয়তা আশ্রয় করিয়াছিল। সেই উগ্র ও প্রচণ্ডপ্রকৃতির রোমকগণ ক্রমশঃ নরহত্যাভ্যন্তিত পাপপথে নিমজ্জিত হইয়া আপনাদের আত্মা কলুষিত করিতে বিরত হইলেন। তাঁহারা ডাক্ষিণ, সিসিরো প্রভৃতির জ্ঞানগর্ভ উপদেশ অগ্রসরণ করিয়া তাঁহাদের ভাব ও ভাবাধুশীলনে নিরত রহিলেন। চিন্তের শাস্তি হেতু আর তাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহে চিত্ত বিরক্ত করিতে চাহিলেন না। এতদ্বির ব্যবসা বাণিজ্যে অতুল ঐশ্বর্যসম্পন্ন হইয়া তাঁহারা প্রাচ্যসমৃদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করিতে-ছিলেন। স্বধসম্পদে মত্ত হইয়া তাঁহারা অলস হইয়া পড়িলেন এবং তজ্জন্ম ক্রমশঃই জাতীর উত্তম হারািতে লাগিলেন। রোমীয় নগরবাসীর অপরিমিত সমৃদ্ধিরাশি অবলোকন করিয়া বৈদেশিক বর্করণ উপযুক্তি সেই সকল স্থান ধ্বংস করিয়াছিল। ইতালী আলস্তলিলে নিমজ্জিত হইলেও গল, স্পেন, বৃটেন প্রভৃতি যুরোপীয় প্রদেশসমূহ শক্তিহীন হন নাই, তথাপি তাঁহারা অর্থের দাস হইয়াও রোমকজাতির গৌরবরক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। ঐতিহাসিক গিবন্ লিখিয়াছেন :—

But though the tranquil and plentiful state of the Empire was felt and confessed by the provincials as well as the Romans, though the latent causes of decay and corruption might escape the eye of contemporaries, yet Rome was gradually declining and slowly verging towards desolation. A secret poison had been introduced by the long peace and lethargic inactivity into the bowels of the Empire. Military spirit no longer existed; the fire of enterprise was extinguished, and the commanding genius of Rome forsook the polluted

habitations of a luxurious and effeminate people. The improvement of arts, whilst it refined, had gradually enervated the country; the splendour of their cities served only to allure the impending rapacity of hardy race of Barbarians.

জানোৱতিসহকাৱে ৰোমসাম্ৰাজ্যগণেৰে জ্বৰেও বজাতি-প্ৰিয়তাৰ প্ৰভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল। সম্ৰাট হাদ্ৰিয়ান ও আণ্টো-নাইনৰয় দয়াপূৰণ হইয়া হতভাগ্য ক্ৰীতদাস জাতিৰ মুক্তি বিধান এক নতুন ৰাজবিধিৰ প্ৰচাৰ কৰেন। তৎকালে প্ৰভুগণ স্বয়ং ক্ৰীতদাসগণেৰে উপৰ অথবা অভ্যাচাৰ কৰিত। এমন কি, তাহাদেৰে জীবনমৃত্যু সকলই প্ৰভুৰ ইচ্ছাধীনে ছিল। ৰাজহুশাসনেৰে আশ্ৰয় লাভ কৰিয়া তাহাৰা সকলেই মাজিষ্ট্ৰেটেৰে বিচাৰাধীন হইল, সাধাৰণ লোকে তাহাদেৰে উপৰ কোন আধিপত্য কৰিতে পাৰিল না। তাহাৰা মুক্ত হইয়া ৰাজ্যসমূহ-লাভেৰে আশাৰ বিশেষ বিশ্বভাৱে দিনপাত কৰিতে লাগিল। অনেকে পাৰিতোৰিক স্বৰূপ ৰাজপ্ৰদত্ত ভূমি পাইয়া গণ্যমান্য হইয়া উঠিল। শিক্ষাগুণে কেহ কেহ ৰাজনৈতিক সমিতিতে স্বীয় প্ৰভুৰ পাৰ্শ্বে উপবেশন কৰিবাৰও অধিকাৰ লাভ কৰিয়াছিল। এইৰূপে ক্ৰীতদাসগণ হতভূত হওয়ায় সম্ৰাট ৰোমকগণ হীনবীৰ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ৰাজালিপ্সা ও পৰম্পৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু তাহাদেৰে মনকে উদ্ধত কৰে নাই। অষ্টটক্ৰে ও প্ৰতিভাবলে যিনি যখনই ৰাজমুকুট শিৰে ধাৰণ কৰিবাৰ অবসৰ পাইয়াছিল, তিনিই তখন সময়োচিত ব্যবস্থা কৰিয়া গিয়াছেন। সাম্ৰাজ্যভিত্তি হৃদয়-ৰাশিতে কাহাৰও তাৎক্ষণিক আগ্ৰহ উপস্থিত হয় নাই।

সমগ্ৰ সাম্ৰাজ্যে কাব্য ও সাহিত্যেৰে উন্নতি প্ৰয়াসে পূৰ্ণকোন্ট সম্ৰাট্ৰয়ৰ বখাৰাধ্য পোষকতা কৰিয়াছিল। অদ্ৰুৰ বুটেন ৰাজ্যেৰে উত্তৰোপকূলবৰ্তী প্ৰদেশ অলঙ্কাৰ-শাস্ত্ৰাধ্যয়নেৰে কেন্দ্ৰস্থান হইয়া-ছিল। দানিয়ুৰ ও ৰাইন্ নদীৰ কূলে হোমৰ ও ভাৰ্জিলেৰে ওজস্বিনী গীতি প্ৰতিধ্বনিত হইত। গ্ৰীকগণ পদাৰ্থবিজ্ঞা ও জ্যোতিষ আলোচনাৰ শীৰ্ষস্থান অধিকাৰ কৰিয়াছিল। টলেমি ও গালেনেৰে নাম আজিও প্ৰাচ্য ও প্ৰতীচ্যজগতে তাহাৰে স্মৃতি জাগাইছে। কুসিয়ানেৰে কবিত্বপ্ৰতিভা আৰু নাই। পূৰ্বপুৰুষগণেৰে সেৱণ অসাধাৰণ প্ৰতিভা লইয়া আৰু ৰোমে কেহ জয়গ্ৰহণ কৰেন নাই। শোফিষ্টগণ জ্বৰত্যাৰ স্থান অধিকাৰ কৰিয়াছেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীৰে মধ্যভাগে উৎসাহসম্পন্ন পাশ্চাত্য ৰোমক জাতিৰে মধ্যে অবসাদ ও অধঃপতন লক্ষ্য কৰিয়া পূৰ্বাঞ্চলবাসী শিক্ষিত ক্ৰীতদাস লজ্জিনাস বসিয়াছিল;—
“In the same manner (says he) as some children

always remain pigmies, whose infant limbs has been too closely confined; thus our tender minds, fettered by the prejudices and habits of an unjust servitude, are unable to expand themselves, or to attain that well proportioned greatness which we admire in the the ancients, who living under a popular government, wrote with the same freedom as they acted.” (Gibbon Chap. I.)

এইৰূপে দৰ্শন ও কাব্যমোদে বতই লোকেৰে মন মাজিয়া উঠিল, ততই তাহাৰা পূৰ্বপুৰুষগণেৰে শৌৰ্যবীৰ্য ছাড়িয়া কোমলা কলাবিত্যাসমূহেৰে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিতে বাধ্য হইল। ৰোমকজাতি মহুৰাসমাজেৰে নিৰ্দিষ্টভাৱে হইতেও অধঃপতিত হইল। অস্ত্ৰেৰে সহায়তা ব্যতীত আৰু তাহাদেৰে মাথা তুলিয়া ৰাজত্বসমাজে মুখ দেখাইবাৰ উপায় ৰহিল না।

জানসাগৰে উত্তৰণ-কামনাৰ যৈশেৰিক সেফু অতিক্ৰমপূৰ্বক আশ্ৰয়তত্ত্বাবধাৰূপ ভেলাৰ আৱোহণ কৰিয়াও ৰোমকগণ এক-বাৰে পৌত্তলিকতাৰ আশ্ৰয়-বলকৰ ছাড়িয়া দিতে পাৰে নাই। তাহাৰা যেমন জাতীয় ইষ্টদেব কুপিটাৰেৰে (বৃহস্পতিৰ) পূজা-প্ৰচাৰমানলে ও বিজিত ৰাজ্যসমূহে তদেবেৰে উপাসক বৃদ্ধি সহ-কাৰে মন্দিৰাদি স্থাপনে বৰপৰিকৰ হইয়াছিল, তদুপৰি ভিন্নধৰ্মী সূৰ্যোপাসক পাৰসিকগণ মিত্ৰেৰে উপাসনা-বিস্তাৰ কামনাৰ পাশ্চাত্য জনপদে আধিপত্যস্থাপনে সচেতিত ছিলেন। অহৰমজদেৰে শিষ্যসম্প্ৰদায় তৎকালে জ্ঞানালোকেৰে বিমলতম জ্যোতি লাভ কৰিয়া জগতেৰে অজ্ঞতম সভ্য গ্ৰীক ও ৰোমক প্ৰভৃতি পাশ্চাত্য জাতিৰে মধ্যে সেই জ্ঞানজ্যোতি বিকিৰণ কৰিতে নিরন্তৰ চেষ্টা কৰিতেছিল। পক্ষান্তৰে উদ্ধতবৰ্তাব কুপিটাৰ-পূজক ৰোমকসম্প্ৰদায় বাহৰলে তাঁহাদিগকে বশীভূত কৰিয়া স্বধৰ্মেৰে প্ৰচাৰ-সভ্য পোষণ কৰিবছিল। এইৰূপে হুইটী ভিন্নধৰ্মীজাত পৰম্পৰ-বিৰোধী জাতিৰে বৰ্ধমানপ্ৰতিষ্ঠাপনে যোৱা সংঘৰ্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

উচ্চশিক্ষাগ্ৰাণ্ড ও সম্যক সমুন্নত পাৰসিকগণেৰে সহিত উপযুপৰি যুদ্ধে ৰোমকগণ উত্তৰোত্তৰ বলকৰ কৰিয়াছিল। চিত্ৰশক্ততা পোষণ কৰিয়া তাঁহাৰা উভয়েই আত্মপক্ষ ৰক্ষা কৰিতে সমৰ্থ হন নাই। পাৰসিকদিগেৰে বীৰ্যবল ও ধৰ্মবল অপনয়নেৰে সৰে ৰোমকজাতিৰে আভ্যন্তৰিক প্ৰভাব ও ধৰ্মপ্ৰাণতা ক্ৰমশঃই হীনভেজ হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময়ে ৰোমাধিকৃত পালেস্তিন ভূমে খৃষ্টধৰ্মেৰে প্ৰতিষ্ঠাতা মহাবাৰী বীণ আত্মবাদ প্ৰচাৰ কৰিয়া ধনলিপ্সু ৰোমকগণেৰে জ্বৰে শাস্তিবাৰি ঢালিয়া দিলেন। সম্ৰাট কনষ্টান্টাইন ১ম ও থিওডোসিয়াস খৃষ্টধৰ্মেৰে বিমল প্ৰতিভা লাভ কৰিয়া পৌত্তলিকতাৰে অনাচাৰ বন্ধ কৰিলেন। দেব-

মন্দিরে বলি রহিত হইয়া গেল। মন্দিরে পূজা ও উৎসবের আয়োজন হইত বটে, কিন্তু তাহাতেও বিবাহ বা স্বয়ংর আগ্রহ ছিল না। পৌত্তলিকপূজা ও আরাধনা ছাড়িয়া যখন তাহারা জ্ঞানময় পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে শিখিল, তখন তাহারা প্রকৃত সত্যধর্মের আশ্রয় লাভ করিল। ক্রমে তাহারা হিংসা-দেব তুলিল। পরস্পরপর হা বা পরের জীবন-নাশ করিয়া অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইতে আর তাহারা অভিরুচি প্রকাশ করিল না। বিমল স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিয়া তাহারা ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছাধীন হইয়া রহিল। ক্রমে তাহাদের চিত্তবৃত্তি জড়ের দ্বারা নির্ভিকার ও নিশ্চেষ্ট হইয়া একমাত্র ধর্মার্থেবশেই ব্যাপ্ত রহিল। তাহারা পূর্বে হইতেই ঐশ্বর্যহুখে মত্ত ছিলেন তাহারাও এপিকিউরিয়াসের “নাচ গাও পান কর প্রফুল্লিত মন।” রূপ ধর্মতত্ত্বেরই অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের শেষভাগে সম্রাট্ সার্লিমেনের অভ্যুদয়ে ও তাহারই সহায়ত্বভূতিতে সমগ্র যুরোপ ভূমে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টধর্মের এই অমিত-প্রভাব পশ্চিম সাম্রাজ্যে যতদূর বিস্তারলাভ করিয়াছিল, পূর্বাংশে ততদূর পারেন নাই। রোমকগণ খৃষ্টধর্মে আস্থাবান হইয়া ক্রমশঃই আপনারা ধর্ম-স্রোতে ভাসমান হইলেন। রোমুলাস্ অগাষ্ট্‌লাসের ৪৭৬ খৃঃ রাজাসন ত্যাগ হইতে যতই প্রজাতন্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই নবধর্মে দীক্ষিত খৃষ্টানসম্প্রদায়ের আধিপত্য রোমে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। খৃষ্টান রোমক প্রজাবৃন্দ মুশিক্ষা-গুণে শৌকিক-রাজ্যে রাজার পরিবর্তে ধর্মগুরুকেই আধ্যাত্মিক জগতের সর্বময় কর্তা করিয়া তুলিলেন। ধর্মপ্রচার ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তিনি রোমক-সমাজে ‘রাজগুরু’ বলিয়া পূজিত হইলেন। রোমের পোপ খৃষ্টান জগতের রাজচক্রবর্তী হইয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক নৃপতিবর্গের উপর আধিপত্য চালাইতে লাগিলেন। তিনিই নরপতির পতি; রোমের সার্বভৌমত্ব তাহার করতলগত। তিনি ইচ্ছা করিলে ধর্মবিধি-লঙ্ঘনকারী রাজাকেও রাজ্যচ্যুত করিতে পারিতেন। এমন কি, হুদ্র ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী একসময়ে পোপের শাসনে ধর্মশীমা বহিষ্কৃত (Excommunicated) বলিয়া ঘোষিত হইয়া-ছিলেন। শারীরিক বলের অপেক্ষা এক্ষণে রোমের মানসিক বা নৈতিক বল অধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল।

[খৃষ্টান, বীত ও পোপ শব্দ দেখ।]

এই নূতন ধর্মবলে রোমকগণ প্রাক্তে হীনবল না হইলেও ধর্মভাব্যক্তির কোমলতার তাহাদের উচ্চাচিন্তবৃত্তিসমূহ শিথিল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। যুদ্ধবিভার তাহারা সম্পূর্ণরূপে অনভ্যস্ত ও অশিক্ষিত রহিলেন। এমন সময়ে ৪৭০ খৃষ্টাব্দে

মকানগরে ইসলাম্ ধর্মের অভ্যুদয়। প্রবর্তক মহম্মদ যেরূপে প্রতিহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উল্লেখন করিয়া নীর পুণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা রোমক ও মুসলমানজাতির ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

মহম্মদের মদিনার পলায়ন হইতেই ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে মহম্মদীয়গণ অস্ত্রধারণপূর্বক আপনাদের প্যাগবরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারা আপনাদের ইসলাম-ধর্মে অবিবাহী বা বিরোধীকে শত্রু বলে পদানত করিতে কুন্তিত হন নাই। অচিরে আরববাসী পবিত্র ইসলামধর্ম গ্রহণ করিল। সুযোগ্য আলী ধর্মগুরু ও সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইলেন। ক্রমে আরবীয় ও সারাসেনগণ ধর্মবলে ও নবীন উত্তমে পারস্ত, সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা ও হুদ্র স্পেনরাজ্য অধিকার করিল। হতবীর্য রোমকগণ ইহাদের সমরে পরাজিত হইলেন। খৃষ্টান-দিগকেও এই সময়ে নানা নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

[মহম্মদ ও মুসলমান দেখ।]

মুসলমানসাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে প্রতিভাশালী খলিফাগণের আবির্ভাব ঘটিল। খলিফা মুলোমেনের রাজত্ব সময়ে আরবগণ ৭১৬ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ও ফ্রান্স আক্রমণ করেন। ওমাইদ ও আব্বাসাইদবংশীয় খলিফাগণের যত্নে মুসলমানগণ জ্ঞান ও স্মৃতিধর্ম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন খলিফা ওমার ও হারুন-অলরশিদের বীরত্ব ও প্রতিভার পরিচয় ইতি-হাসে বিশদরূপে বিবৃত আছে। খলিফাগণের ভোগবিলাসই মুসলমান প্রভাবের কাল হইল। অর্জিত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিল। স্থানে স্থানে খলিফার অধীনস্থ শাসনকর্তা বা সেনাপতিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপনে যত্নশীল হইলেন (৭৮১ হইতে ৯৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)। দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ রোমসাম্রাজ্য ৭৬৩ খৃঃ মুসলমানরাজ্যে পরিণত হইল। এই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে তুর্কজাতি মহাপ্রভাব-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাহাদের বলবীর্ঘ্যে রোমসম্রাট্‌গণ পুনঃ পুনঃ বিপর্যস্ত হইয়া ত্রিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। সালজুকবংশীয় তুর্কসর্দার তুঘরাংলবেগ ও জাকর পারস্ত জয় করিয়া খলিফাগণের সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। সর্দার আল্প আর্সলান্‌ গ্রীকসাম্রাজ্যী ইউডোজিনসকে পরাস্ত করিয়া রাজত্ব হস্তগত এবং উক্ত সাম্রাজ্যী ও সম্রাট্‌ রোমানাস্‌ ডাইওজেনিসকে বন্দী করিলেন (১০৬৪ খৃঃ)। তৎপরে ১০৭২ খৃষ্টাব্দে মালিক শাহ এসিয়ামাইনর ও জেরুজালেম অধিকার করিয়া বসিলেন। ইহার পরে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রারম্ভে মোগলসর্দার চেংগিস্‌ খাঁ ও শেষভাগে তৈমুরলঙ্গ রোমসাম্রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন। তদনন্তর ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে তুর্ক হস্তে রোমসম্রাট্‌

কনস্টান্টাইনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রোমনাজ্জার অবদান ঘটে। [পারড, ক্রুক, কনস্টান্টিনোপল, নিরীরা প্রভৃতি নামে বিখ্যাত বিদ্যর প্রভাব।]

এবিকের দুইশত ভূভাগেও গ্রীক, ত্রাক, ফ্রাগেরীয়, হাঙ্গেরীয়, রুব, লর্ডস, নর্দাণ প্রভৃতি জাতি সভ্যতালোকে ক্রমশঃই উন্নতি-মার্গে আরোহণ করিতেছিলেন। খ্রীস্ট ৯ম, ১০ম ও ১১শ শতাব্দী খ্রীষ্টাব্দের প্রায়ান্ত (the reign of the gospel and the emperor) ফ্রাগেরিয়া, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া, মার্সি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পোল্যান্ড ও রুসিয়ার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বিভিন্ন বর্ষকালি খ্রীষ্টাব্দের আলোক পাইরা পথচাচর হইতে বিরত হয়।

খ্রীষ্টাব্দের দীক্ষাশ্রমে অত্যন্ত জাতি বা বিভিন্ন মতের লর্ডার-শপ, রাজা বা লর্ডাণ্ড উপাধিতে সমানিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও পক্ষান্তরে আপনাপন অধীনস্থ প্রজা বা প্রতিবেশিগণের মধ্যে কাৰণিক মত বিস্তার করা স্বর্গকর্ণের অধিকৃত বলিদানই মনে করিয়াছিলেন। হলটিন্ হইতে কিন্গও পর্যন্ত বন্টিকলাপনোপ-কূলে যতন্তঃ স্বর্গকর্ণ সংগঠিত হইয়াছিল। খ্রীস্ট ১৪শ শতাব্দী খ্রীষ্টাব্দের প্রায়ান্তে খ্রীষ্টাব্দের দীক্ষা হইতে পৌত্তলিকতার রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। জামসুজি সহকারে নর্দাণ, হাঙ্গেরীয় ও রুসিয়ারাণী বিভিন্ন জাতির পরস্পর-সম্মিলিতা বিলর পার এবং স্বর্গকর্ণকণের বস্ত্রে যুরোপভূমে রাজবিধির প্রতিষ্ঠা সহকারে শাস্তিময় স্বর্গকর্ণা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ রাজা উপাধি মাত্র লইয়া রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতে থাকেন।

রোমনগর ও তাহার প্রত্যয়।

রোমনগরই রোমনাজ্জার প্রধান রাজধানী। দুইশতাব্দীর অন্তর্গত ইতালী রাজ্যে অবস্থিত টাইবার নদীর কূলে সমুদ্রতট হইতে প্রায় ৩৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষাঃ ৪১° ৪৩' ৫২" উঃ এবং দ্রাঘিঃ ১২° ২৮' ৪০" পূঃ।

টাইবার নদীর উত্তরকূলবর্তী ক্রমোচ্চ নিম্ন পার্শ্বভাগে প্রবেশো-পরি এই নগর স্থাপিত। এখানকার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এই স্থান এক সময়ে একটা জ্বলন্তীর্ণ সামুদ্র-প্রান্তরে পর্যাবসিত ছিল। কালে সমুদ্রের সেই পলিময় বোলাভূমি নিকটবর্তী কোন আরোহণগিরির অঙ্গুষ্ঠপদমে ও গলিত ধাতবজাতাবে পরিবাসিত হইয়া ইতস্ততঃ অসমানভাবে বিক্ষিপ্ত ভূপরাশিতে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। পরে তাহাই বিভিন্ন প্রস্তর-স্তরে স্তাপিত হইয়া এক একটা পতলোনে পরি-ণত হয়। এইরূপ কতকগুলি শৈলশিখরে ও তাহার সাহসর ভূভাগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রোম নগরগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নগরমধ্যবর্তী সমতল প্রান্তরমধ্যস্থ কুপর্ভূত তলে এখনও

সামুদ্রিক-দীর্ঘকর্তর প্রস্তরীকৃত ককাল-বিদ্যমান দেখা যায়। উহার দ্বারা প্রতিশ্রুত হয় যে, নগরমধ্যস্থ এক সময়ে আরোহ-গিরি অবস্থিত ছিল। এক্ষণে এই আরোহ-পর্বতের সাতবজ্রাব-স্থিত হইয়াছে।

লাগো ব্রাক্সিগো ও রোমের নিকটস্থ আলবান-কাল-প্রস্রীয় মধ্যে কতকগুলি আরোহগিরির মুখ (Orator) খ্রী-গোচর হয়। এই সকল পর্বত হইতে অশোকাকৃত সামুদ্রিক কুশেও কলুকাবি ও ধাতবমিশ্রণে নির্গত হইয়াছিল। কুপর্ভূ-নিহিত জল সুশপাত, জ্বলন্ত বাতুনিহিত শব্দনি ও মলককাল-ভাষা প্রমাণ করিতেছে। প্রবাস্যক জ্বালি কুলাজের (Mafic mass) এক শোবাক নির্দর্শন আলবান-পর্বতনিহিত-বিশুল-জাতা প্রবাহের মধ্যে নিমজ্জিত দেখা যায়। এই লাভ্যপ্রোত (Flood of lava) রোমের ৩ মাইল দূরস্থিত সিক্সিলা-মেটে-লার সমাধিমন্দির পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিল। রোম-নগরের অন্তর্গত ৯ বা ১০টা পর্বত বাসুকা, তর ও প্রস্তরকর্ণ মিশ্রণে (conglomerated sand and ashes) গঠিত। কুপ-বিশুল-প্রায় প্রস্তর-স্তরকেই 'তুকা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

রোমনগরের ভূমিভাগ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত;—
১ টাইবার নদীর বামকূলে অবস্থিত সমতল ও উপত্যকা ভূমি।
উহা সমুদ্রতটকর্তর পলিময় প্রান্তরে পূর্ণ, ২ উচ্চ সমতলক্ষেত্রো-পরি আরোহ-গিরিকাত শৈলময় ভূভাগ এবং ৩ টাইবার নদীর দক্ষিণকূলে অনিফিউলান্ ও ভাটিকান্ পর্বতমালায় মধ্যবর্তী সাহসর সমতল ভূখণ্ড।

প্রাচীনতমকালে এই স্থান সমুদ্রগর্ভে ছিল। এখনও এখান-তাহার বহুভর নিদর্শন রহিয়াছে। স্থানীয় স্বর্গকর্ণ বাসুকারেণ্ এবং মুক্তাও প্রস্তরোপবাসী খেতলুর মৃত্তিকা তাহার প্রমাণ ও প্রধান উল্লেখযোগ্য বস্তু। অনিফিউলান্ পর্বতশ্রেণীতে প্রচুর পরিমাণে হরিত্রাধরণে বাসুকারাণি বিদ্যমান থাকার উহা স্বর্গ-পর্বত (Golden hill) নামে কথিত হইয়া থাকে। এখনও এই পর্বতশিখরই মোন্টোরিও বিভাগের S. Pietro সিক্সার স্বর্গ-পর্বতের (Monte d' Oro) উল্লেখ রহিয়াছে।

উপরোক্ত তিনপ্রকার আরোহস্তর (Volcanic deposits) ও পলিময় ভূমি (Alluvial deposits) স্বভাবতঃ আবহকালি ও পিথির শৈলমালায় মধ্যে একপ্রকার সূক্ষ্মপ্রস্তর-স্তর সৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ববর্ণিত তুকা বা ভিউকা শৈলস্তরগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে গঠিত হইয়াছে। আরোহগিরি-উৎপাদিত কলুকা ও কল-স্তর দীর্ঘকাল অসমাপ্ত প্রকোপে এক উপরিপ্রস্তর পলিক প্রাতব-পদার্থসমূহের চাপকিন্দবে কোমল ও ভঙ্গপ্রিয় বস্তু। প্রস্তর

(Soft and friable rocks) পরিণত হইয়াছে এবং কোথাও বা উপরোক্ত কারণে বায়ুগণার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

পালেটাইন শৈলের সমীপদেশে যে সকল অগ্নির রক্তবর্ণ ভগ্নরাশি নিপতিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহা একটা বনমালার উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে, কারণ সেই বন ভগ্নরাশির প্রমাণে বিমর্দিত ও বন্য হইয়া বৃক্ষকাষ্ঠ করলার পরিণতি পাইয়াছে, এরূপ প্রচুর নিদর্শন সেইখানে পাওয়া যায়। এই সকল তুলা পর্কতের স্থানে স্থানে এইরূপ পাথুরে করলার স্তর বিস্তারিত আছে। কোথাও কোথাও করলাকারে পরিণত বন্য বৃক্ষশাখাদিও সাবরবে সুরক্ষিত দেখা যায়। রোমুলাসের প্রসিদ্ধ রোম-প্রাচীর এইরূপ প্রস্তর (conglomerate of tufa and charred wood) গঠিত। উহার “স্কাপি কাকি” (Scalae caci) বিভাগে বৃক্ষাবরণের পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য-সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতার সুকৃট-মণি রোমরাজধানী সেই প্রাচীনতম যুগ হইতে কতই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ করিয়াছে, ঐতিহাসিক যুগে প্রভাতকালীন অন্ধলোহরের জ্বর রাজ্যোন্নতির ক্রমবিকাশ-সমৃদ্ধির কতই বিবর্তন ঘটয়াছে, তাহার একটীরও মূলচিত্র অঙ্কিত করা কঠিন ব্যাপার। প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির পরিচয় এবং রাজ্যশাসন-শ্রীযুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোমরাজধানীর কত পরিবর্তন ও কত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা একমাত্র Forum Romanum, Velabrum, Campus Martius (বর্তমান রোমের বহুজনতাপূর্ণ অংশ) এবং বিভিন্ন উপত্যকাদির প্রতি লক্ষ্য করিলেই সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। একসময়ে যে উপত্যকাবলী জলাভূমিপূর্ণ ও দুর্গম ছিল (Diouys. ii. 50, Ov. Fast, vi. 401), পরবর্তিকালে তাহাই জলরাশিপরিপূর্ণ সুরমা প্রান্তরে পর্যাবসিত হইয়াছিল। প্রাচীন রোমরাজ্যের স্থাপত্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠতম নিদানভূত চুগর্ভস্থ জলপ্রণালীর (Cloacae) দ্বারা ঐ সকল দূষিত জলরাশি নিষ্কাশিত হইয়া সেই-স্থানকে কৃষিক্ষেত্র ও উদ্যান উপবনাদির উপযোগী করিয়াছে। (Varro Ling. Lat., IV. 149)। একসময়ে চূড়াবিলম্বী যে শৈলশিখরসমূহ গ্রামাণ্ডিতে সমাক্ষিপিত ছিল এবং প্রত্যেক পর্বত-শিখরবাসিগণ আপনাপন গ্রামাদি রক্ষার্থে যে পর্বতের অভ্যুচ্চদেশে এক একটা গ্রামাট্টা (Village forte) স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহারা তৎকালে শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে নিরাপদ রাখিবার জন্য সেই পর্বতগাত্র দ্বারোহ ও দুর্গম করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্তিকালে বখন ঐ সকল গ্রামবাসিগণ পরস্পরে ভেদভাব ভুলিতে শিখিল এবং

সমগ্র রোম গ্রামাট্টাগুলির সামাজিক শাসনব্যবস্থা উদ্ভেদ করিয়া এক রাজকীয় শাসনশৃঙ্খলার (Government) বশবর্তী হইল, তখন হইতেই রোমনগরীর একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হইতে লাগিল। যে শৈলমালা স্বীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে পরস্পর বিরোধী অধিবাসী প্রজাতন্ত্রের আত্মরক্ষার উপযোগী হইয়াছিল এবং নিরুপদ্রব থাকিয়া নির্ধির-বাসের প্রত্যাশায় যে সকল পার্শ্বত্যাগিগণকে বহুসংখ্যক নরনারী দলবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিল; এক গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হওয়ার সেই সকল পার্শ্বত্যাগি আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল না। শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভময় অট্টালিকা সমৃদ্ধিতে এক্ষণে রোমনগরকে ভূষিত করাই গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য হইল। তাহারা অসীম কার্যসাধনে স্থাপত্যবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের এই অদ্বৈত কীর্তি (gigantic engineering works) জগতের ইতিহাসে একটা অলৌকিক ঘটনা।

এই সময়ে রোমবাসীর উৎসাহে অভ্যুচ্চ পর্বতশিখরগুলি সমতল হইয়া বাসযোগ্য অধিত্যকার পরিণত এবং দুর্গম চূড়া ও পর্বতগাত্রগুলি কাটরা স্তূপ ঢালু ও সোপানতরে পর্যাবসিত হইয়াছিল। পরে ঐ সকল স্থানও কণ্ঠিত হইয়া রোমীর কীর্তি-মালায় বিভূষিত হয়। ভেলিয়াশূলের সমতলীকরণ (levelling) এবং টাঁজান-কোরামনির্মাণার্থে তথাকার পর্বতসার উৎখান (Excavation) রোমীয় বাস্তবিকতার (Engineering) চরম নিদর্শন।

মধ্যযুগে (Middle ages) এই বাস্তবিকতার প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান ছিল। খ্রীষ্ট ১৪শ শতাব্দীতে ক্যাপিটোলিন আর্কস (Capitoline Arx) প্রবেশার্থে আর্য কিঙলীর অন্তর্গত সেন্ট-মারিয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী বিলম্বিত করা হইয়াছিল। কারণ ইহার পূর্বে উপরোক্ত কোরামের পার্শ্বদেশ ঘুরিয়া ভিন্ন এইস্থানে আলিবার আর অল্প পথ ছিল না। মধ্যযুগে কতকগুলি সরল পর্বতচূড়া দণ্ডায়মান থাকিয়া গমনাগমনের পথ রোধ করিয়াছিল।

মধ্যযুগে রোমসাম্রাজ্যমণ্ডলের স্থাপত্য-নিকেতনে যে সৌভাগ্যবোধে সমুদিত হইয়াছিল, আজিও তাহা সমস্তোত্তে ভাসমান রহিয়াছে। বর্তমান রোমগবর্মেণ্টের ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের “piano regolatore” নামক প্রস্তাবানুসারে স্থাপত্যকার্যে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছায় হইতেছে। মধ্যযুগে যে শৈলচূড়া ভাঙ্গিয়া সমতল অধিত্যকার পরিণত এবং প্রণালীপথে স্থির-জল প্রবাহিত করাইয়া যে উপত্যকাগুলি সাধারণের বাসযোগ্য করা হইয়াছিল, বর্তমান পৃথিবীভাগীর বিশ্ব-ব্যবহার তৎসমুদায়ই একটা সম্পূর্ণ সমতল প্রান্তরে (uniform level) পর্যাবসিত

করিবার আয়াস হইতেছে এবং তত্পরি আমেরিকাবেশের নগর-সমূহের অঙ্কুরণে বৃক্ষশ্রেণীসম্বিত দ্বারার ছকের (Chessboard plan) তার প্রশস্ত চতুর্ভুজ রাস্তার দ্বারা নুতন রোমনগর গঠনের কল্পনা স্থগিত করা হইতেছে।

পুনঃপুনঃ অধিসংযোগে রোমনগরী ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত হওয়ার, ইহার প্রাক্তলীমা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যদ্বারা কোন স্থান হইতে কোন স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। অগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত স্থানবিশেষের ঐক্লপ ধ্বংসস্থল এবং অপরাপর কারণে বিধ্বস্ত প্রাচীন নিদর্শনসমূহ কোন কোন স্থানে ৪০ ফিট নিম্ন ভূগর্ভ মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উপত্যকাদির মধ্যবর্তী স্থানে ঐক্লপ ধ্বংসকীর্তিই অধিক পরিচর পাওয়া যায়। প্রস্তরবিদ্যুৎ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও উহার প্রকৃত তথ্য নিরূপণে পরাধু্য হইয়াছেন।

বর্তমান রোম অপেক্ষা প্রাচীন রোমে শৈত্যের আধিক্য ছিল। তৎকালে রোমনগরের মধ্যস্থলে ও চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থানে মালেরিয়ারের প্রকোপ অত্যন্ত কম ছিল, কিন্তু এখন তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। রোমের উপকণ্ঠস্থিত হাদ্রিয়ানের উদ্যানবাস (villa of Hadrian) এবং তরিকটবর্তী অপরাপর নিষ্কল্পকানন বাহা একসময়ে স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া কীর্তিত ছিল, তাহা এক্ষণে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সাধারণে ঘোষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে একমাত্র সুপ্রণালীবদ্ধ জলই নালীর জন্ত কাম্পানার (Campagna) স্বাস্থ্য-খ্যাতি প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ স্থান তৎকালে বহুজনপূর্ণ থাকায় স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতির নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বলিয়া যে তৎকালে আদৌ জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, একথা বলা যায় না। পালেটাইন ও অন্তান্ত শৈলচূড়া কেব্রিস্ দেবীর উদ্দেশে স্থাপিত বৌদ্যসমূহ এবং এডুইলাইন পর্কতোপরি মেকাইটিসের স্থিতি ও সম্ভার্য প্রদত্ত উপবন দর্শন করিলে স্বতঃই মনে রোগ-প্রাবল্যের উদ্বোধন করিয়া দেয়। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতেই রোমের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। তৎপূর্বে ঐ স্থান নিত্য অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। *Monografia di Rome* (vol iii, 1878.) পাঠে জানা যায় যে, উক্ত শতাব্দীতে রোম-নগরে প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। সেই মহাসমৃদ্ধিশালী রোমনগরীও তৎকালে তত্পরোগী সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া সমগ্র সভ্যজগতে রোমসাম্রাজ্যের কীর্তিগৌরব বিকাশ করিয়াছিল।

তৎকালে রোমনগরে *Tufa, Lapis Albanus, Lapis Gabinus, Silex, Lapis Tiburtinus, Pulvis Puteolanes*. (pozzolana) প্রভৃতি প্রস্তরে অট্টালিকাধি নির্মিত

হইয়াছিল। বিট্রুবিয়াস্, মিনি প্রভৃতি স্বল্প গ্রন্থে এই সকল প্রস্তর ও তাহার গাণ্ডীয়ায় মসলায় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্থাপক ও পাঁচা-পোড়া ইষ্টকেরও তৎকালে বর্ধিত ব্যবহার ছিল। আবার কোন সময়ে প্রাচীন রোমের কোন প্রাসাদ অট্টালিকা বা প্রাচীর ইষ্টকে নির্মিত হয় নাই, কেবল প্রাচীর, বিলান ও গৃহতল প্রভৃতি কংক্রিট (concrete) করিতেই কাজে লাগিত। গৃহতল বহু করিবার জন্ত কুচা ইট, পাথর ও সিমেন্ট-বিশেষের ব্যবহার ছিল। রোমকগণ সিমেন্ট প্রস্তুত করিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রাফিও পাঠে জানা যায় যে, *tectorium, opus albarium, Structura testacea* প্রভৃতি নামধের সিমেন্ট, পলতারা (Stucco) ও গাথনির মসলা (Mortar) তাঁহাদের দ্বারা ই উদ্ভূত হইয়াছিল। মৃত্তা-ও-চূর্ণ বা মৃত্তকীর্ণ ও পোজোলানা নামক লাল বালুর দ্বারা আয়েরগিরির নিঃপ্রাবজ পদার্থবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত সিমেন্টকং মসলায় তাহার গৃহতলের মর্শ্ব-প্রস্তর আটরা লইত। প্রাচীরাদির উপর প্রায় ৫ ইঞ্চি পুরু ও ৪ ইঞ্চি পুরু পলতারা (Coats of stucco) দেওয়া হইত। প্রথমে পোজোলিনা ও চূর্ণ এবং সর্বোপরি স্বেতমর্শ্ব-প্রস্তর চূর্ণের (Opus albarium) মসৃণ পালিশ দিয়া বিচিত্র বর্ণচিত্র সম্পাদন করিয়া লইত। কোন কোন মর্শ্ব-প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকার এইরূপ মসৃণ স্বেতমর্শ্বচূর্ণ পলতারায় ব্যবহার দেখা গিয়াছে। বিট্রুবিয়াস্ লিখিয়াছেন যে, মসলা ও পলতারার জন্ত এখানে সমুদ্র ও নদীকূলজাত এবং ভূমিজ (pit-sand) বালুকাই ব্যবহৃত হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট পূর্ব ১ম শতাব্দী সর্বপ্রথমে রোমনগরে মর্শ্ব-প্রস্তরের প্রচলন হয়। বিখ্যাত বাস্তুী ক্রেসাস্ গ্রীক-ভোগবিলাসের রসা-বাদনে উৎসুক হইয়া ৯২ খৃঃ পূর্বাব্দে ব্রীশ পালেটাইন শৈলস্থ প্রাসাদে হাইমেলিয়ান মর্শ্বের তত্ত্ব অধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিলাসবনবর্তিতাকে উপহাস করিয়া প্রসিদ্ধ প্রজাতন্ত্রাঙ্গী মঃ ক্রটাস্ তাঁহাকে 'Palatine Venus' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এমিলিয়াস্ ক্রাউরাসের কাঠনির্মিত রজমন্ডের ৩০০ টি তত্ত্ব ও 'সিনা'র নিম্নভাগ গ্রীক-দৌলী মর্শ্ব-প্রস্তরে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে, সম্রাট্ অগাষ্টাসের শাসনকালে মর্শ্ব-প্রস্তরের আদর সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কি সাধারণ ও সম্রাটব্যক্তির গৃহ, কি রাজ-কাৰ্যালয় বা প্রাসাদ সকল স্থানেই চাক্চিক্যময়ী মসৃণ মর্শ্ব-প্রস্তর বিলাস করিয়াছিল।

তত্ত্বাদি নির্মাণার্থ এখানে প্রধানতঃ স্বেতমর্শ্ব-প্রস্তরেরই অধিক প্রচলন ছিল। ঐ প্রস্তরসমূহ গাত্রবর্ণের ঐকং পার্শ্বকা

অন্যদিকে স্থানবিশেষে পৃথক পৃথক নামে পরিচিত, কিন্তু সেপের বা স্থানের নামানুসারে উহা চারিটা বিশিষ্ট বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ১ লুণা নদীতীর জাত *Marmor Lunense*,—হোগনা ভি টেরায় করিহিরাৎ তত্তগুলি এই প্রস্তরে নির্মিত। ২ আথেন্সের নিকটবর্তী হাইমেটাস পৈলজাত *Marmor Hymettium*,—জিভোলীর *S. Pietro*র তত্তগুলি এবং *S. Maria Maggiore* নিকটবর্তীস্থলের ৪২টা তত্ত এই প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছিল। ইহার পাথর প্রায় ও নীলবর্ণের সন্মিশ্র দেখা আছে। স্থানীয় ভাষায় পাথর অপেক্ষা ইহার দানা অনেক ঘোঁসে। ৩ আথেন্স নগরের নিকটই পেটেলিকান্ পর্বতজাত *Marmor Pentelicon*,—ইহার দানা স্থল ও পরিষ্কার বেত-বর্ণ। ভোটকানের কুমার অগাটাসের আবক-প্রতিমূর্তি এই প্রস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাক্সেরা দেবমূর্তি বা মহাবাহুটি খোদাই করিবার জন্য এই দেশীয় মর্ম্মরের আদর করিয়া থাকে। ৪ পেরাস্ বীণের স্থান *Marmor Parium*,—ইহার গঠন *Crystal* পৃথকের দ্যায়।

এতদ্বিধা সেই প্রাচীনকালে রোমনগরে নানাবর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরের ব্যবহার দেখা যায়, তন্মধ্যে সিনি, ট্রাবো, টাট্রাস্ প্রভৃতি বর্ণিত নিম্নোক্ত নয় প্রকার মর্ম্মরই প্রধান। রোমের কোন্ কোন্ স্থানে উক্ত নরী প্রাচীর কোন্ কোন্ বর্ণের প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার নাম ও নিম্নর্ণন অতি স্মৃতিশক্তিই উল্লিখিত হইল।

১ *Marmor Numidicum* ও *M. Libyenum* জাতীয় মর্ম্মরের বর্ণ উজ্জল ও গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, কোন কোন স্থলে ককলা-কেন্দ্র দ্বারা লোহিতভাতও দেখা যায়। কনস্টান্টিনের প্রসিদ্ধ বিধান সংক্রান্ত ৭ম তত্তে ও পাহিয়ারের ৬ম তত্তে নিম্নর্ণন রহিয়াছে। ২ *M. Oxyatium* মর্ম্মরের বর্ণ সূর্য ও সাধা মিশ্রিত কটি রঙের দ্যায়। কষ্টিনার সন্নিহিত তত্তে ইহা প্রতিষ্ঠিত আছে। ৩ *M. Phrygium* ও *M. Synnadicum* উভয় উজ্জল, কিন্তু বর্ণ বোধে বেগুণী হইতে ক্রমশঃ কালের আধিক্যবৃত্ত। মধ্যে মধ্যে সিন্দুরের ডোরাটীনা আছে। এবাদ *Alys* এর রক্তচিহ্ন উহাতে মাখান ছিল, তাহা আজিও রহিয়াছে। (*Stat. Sic.* i, 5, 36.) ৪ *S. Lorenzo fuori Mura* ও *S. Paoli fuori* তত্তে উহার স্মৃতি বিভ্রম। ৫ *M. Isium* ককাল সন্মিশ্র বর্ণের দ্যায় সূর্য ও সাধা মিশ্রিত চক্ৰবর্তী। গ্রীকোইটালিস্ ও কুমার এরিস্ মন্দিরে ইহার নিম্নর্ণন দেখা যায়। ৬ *M. Chium* বর্ণ আরশিয়াম-মর্ম্মরের দ্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উজ্জল। কসি-লিকা কুমিরা ও সেন্ট পিটার্স মন্দিরে এই প্রস্তরের পাটাতন ও স্তম্ভাদি নির্মিত দেখা যায়। ৭ *Rosso antico* প্রস্তর দ্বারা

উজ্জল লালবর্ণ। *S. Prassedes* উক্ত বর্ণী এক *Rospigliosi Casino dell' Aurora* ১২ কিট্ উক্ত দুইটা তত্ত এই উজ্জল মর্ম্মরে নির্মিত হইয়াছিল। ৮ *Nero antico* বা *M. Tene-rium* পাটী দ্বারা টিনারাস্ অন্তরীপ হইতে সমানীত, *Ara Ovale* পীঠায় উপাসনাস্থানে (*Ochoir*) ইহার নিম্নর্ণন আছে। ৯ *Lapis Atracius*—থেসেলিয় অন্তর্গত আট্রাক্স নামক স্থানে পাওয়া যায়। বর্ণ-বৈচিত্র্যনিবন্ধন স্থাপত্যকার্য্যে ইহার সমধিক সম্ভব। লেটারান বাসিলিকা (Lateran Basilica) ২৪টা তত্ত এক মেজের নিক্ (*niches in the nave*) তুলি এই স্তম্ভায় প্রস্তরে প্রতিষ্ঠিত। ১০ *The oriental Alabaster* বা *onyx* নামক মর্ম্মর আদর, দানাদার ও নীলমণ্ডলীমণ্ডী খেলি নামক জনপদের নিকট হইতে রোমে আনীত হইয়াছিল। ইহা অর্ধবৃত্ত এবং তাহার মধ্যে মধ্যে সন্মিশ্র চক্ৰবর্তী ও তরঙ্গাকৃতি তরঙ্গোচ্চ (Marks of wavy strata) দৃষ্ট হইয়া থাকে। পালেটাইন শৈলে এক কানাকানার দানাদারে এই প্রস্তরের নিম্নর্ণন আছে। এতদ্বিধা দানাদার (*Granite and basalts*) পাথর প্রাচীর মধ্যে আলেকসান্দ্রিয়াজাত *Opus Alexandrinum*, লাসিডিমোনিয়াজাত *Lapis Lacedaemonius* এবং *L. pyrrho paecilus* ও *L. psaro-aius* নামক লোহিতবর্ণ প্রস্তরেরই অধিক ব্যবহার দেখা যায়।

এ সকল প্রস্তর লইয়া স্থাপত্যকার্য্যে যে সকল শিল্পবিদ্যার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, রোমনগরে তিনটা বিভিন্নরূপে তিনটা বিভিন্নদেশীয় বা জাতীয় স্থাপত্যবিদ্যার সমাধার বাড়িয়া ছিল। রোমনগর স্থাপনের প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যে সকল অট্টালিকা নির্মিত ও ভাঙাতে যে সকল কারাদিক স্থাপত্যকৌশল চিত্রিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের গঠন ইটুকান-ধরণের, তৎপরে রোমে গ্রীক মঠন-প্রণালীর প্রবর্তন হয়। সেই প্রাচীনতম কালে রোমকরাজগণ পালেটাইন শৈলোপরি মন্দিরাধি এবং অপরাপর স্থানের মন্দিরাধি নির্মাণকালে গ্রীকদেশীয় ভাষায় নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই সকল স্থাপত্যকৌশলের নিকট হইতে রোমকগণও স্থাপত্যবিদ্যা অভ্যাস করে। ক্রমে তাহারা জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যবিদ্যা-বিষয়ক নানা জীবুফিলাধন করিয়া জাতীয় জীবনের গৌরববর্ধক রোমীয়স্থাপত্য (*Roman architecture*) নামে স্বতন্ত্র শিল্পবিদ্যার প্রবর্তন করেন। খৃষ্টপূর্ব ১৪ শতাব্দীে বিট্রুবিয়াস্ ও লি-কিউটিলাস্; নীকোর রাজ্যকালে সেক্রেতারস্ ও বেলার এবং ডেমিথ্রিসের রাজ্যকালে ডিমিত্রিয়ান্ প্রভৃতি লভ্যভ্য আথেন্সনগরে স্থাপত্যবিদ্যার শিক্ষা করিয়া রোমের নুদোজল করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার প্রতিষ্ঠা-প্রবর্তনবিধে

রোমকদিগের বিশেষ গুণগণনা না থাকিলেও, ইজিস্মারী কার্যে তাঁহারা বেশ স্রবক ছিলেন। এই কারণে স্থাপত্যভাণ্ডারে অভ্যাসকালের মধ্যে নতুন ও বিস্তৃত রোমীয়-প্রকার পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

প্রথমে তুকারের Opus quadratum পাথরে রোমুলাসের প্রাচীর প্রথিত হইরাছিল। তৎপরে গ্রেট সার্কির প্রাচীরে অপেক্ষাকৃত কঠিন Peperino প্রস্তরের গাঁথনী চলিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দে মর্মর প্রস্তরের ভ্রাতৃ গৃহাদির শিল্পশোভা-সম্পাদনার্থ travertine প্রস্তরের কণিস, শিলান প্রভৃতি নির্মাণ হইতে থাকে, পরে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভেস্পে-সিয়ান্ মন্দিরের ও কোলোসিউম্ (Colosseum) নামক জগদ্বিখ্যাত অটালিকা প্রভৃতির গৃহভিত্তি ও দেওয়াল নির্মাণ কার্যে এই প্রস্তর প্রচুত পরিমাণে ব্যবহৃত হইরাছিল।

উপরোক্ত বিভিন্নশ্রেণীর প্রস্তরসমূহ একত্র প্রথিত করিতে রোমক রাজমিস্ত্রিগণ যে মসলা ও সিমেন্ট ব্যবহার করিত, তাহা অমুখাবন করিলে বিমিত হইতে হয়। একপ্রকার পাথরের প্রাচীরের বা গৃহভিত্তির কোন স্থানে গুরুভার আবস্তক হইলে, তাহারা সেই স্থানে তদনুরূপ গুরুত্বের পাথরই বসাইত। পূর্বকথিত কোলোসিয়াম প্রাসাদে চাপের আবস্তকতা নিবন্ধন গাথনিকোশলে ঐরূপ অনেক জটিলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্বির সেই সময়ে ইষ্টক গাঁথনীর পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হইয়াছিল। ২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাহিওন প্রাসাদের গৃহতলে অথবা দেওয়ালবিশেষে মর্মর বসাইবার জন্য ত্রিকোণাকার ইষ্টকের পাটাতন বা জরি করা হইরাছিল। সেভারাসের সময়ে ও তৎপরবর্তী কালে ক্লাবীর বুগাপেকা কুদ্রাকার ইষ্টক ব্যবহৃত হইরাছিল, ঐ ক্ষুদ্র ইষ্টকের গাঁথনি মসলার শুণে এতাদৃশ দৃঢ়তর হইরাছিল যে, অজ্ঞাপিও তাহার নির্দশনগুলি প্রস্ততবদ্বি-গণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইরাছে। নিম্নে ইষ্টকনির্মিত কীর্তিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

নাম	তারিখ	ইষ্টক-মান
ক্লডিয়াস সিজারের রোষ্ট্রা	৪৪ খৃঃ পূঃ	১৪০ ইঞ্চি
এগ্রিফার পাহিওন	২৭ " "	১৪০ " "
টাইবেরিয়াসের প্রিটোরীয়মন্দির	২৩ " "	১১-১৬০ " "
নীরোর জলপ্রপাতী	৩২ " "	১-১১০ " "
টাইটাসের দানাপার	৮০ " "	১৪০ " "
ডোমিনিয়ানের প্রাসাদ	৯০ " "	১৪০ " "
৷ বাজিলান্ধৃত ভিনাস ও জেনের মন্দির ১২৫	" "	১৪০ " "
সেভারাসের প্রাসাদ	২০০ " "	১ " "
উলপীয় প্রাকার	২৭৩ " "	১১-১৬০ " "

মসলা ও সিমেন্ট দ্বারা মর্মরপ্রস্তরের গাঁথনী ব্যতীত রোমকেরা অভ্যস্ত গাঁথনির উপরও মর্মরের পাত (Marble lining) বসাইতে জানিত। প্রাচীন Concord মন্দিরের গর্ভগৃহের তুফানির্মিত অভ্যন্তর ভিত্তিপ্রাচীর স্তম্ভিত মর্মর দ্বারা অলঙ্কৃত করিবার জন্য তাহারা নানা জব্যের বিভিন্ন পলতার প্রস্তত করিয়া দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া দিত। ঐ concrete cement backing লাভা, ফ্লাইট, মর্মরখণ্ড, তুফাখণ্ড ও ট্রাকটাইন্ প্রভৃতি জব্যের মিশ্রণে (অর্থাৎ বিভিন্ন ধরে মিশ্র) কিছু থাকিত, তাহাই একত্র করিয়া উহা প্রস্তত হইত। কখন কখন গৃহভিত্তি অথবা প্রাচীরাদি এই মিশ্র মসলার পরিমাণমত ঢালাই করিয়া লইত। তদনন্তর ঐ পলতারার উপর মর্মর-পাত বসাইয়া আঁকড়ীমুক্ত দাঁতব বন্ধনী (Clumps of metal, hooked at the end) দ্বারা দেওয়ালগায়ে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইত। ৬৪ খৃষ্টাব্দে নীরোর রাজত্বকালে অগ্নি-সংযোগে সমগ্র নগর ভস্মীভূত হইলে তিনি নগরবহিঃপ্রাচীর দহনসহিষ্ণু পদার্থ (Fireproof materials) দ্বারা নির্মাণের জন্য একটা বিধি প্রবর্তন করেন, তাহাতে পোড়া ইট অথবা পেপারিণো পাথরে গাঁথনীর ব্যবস্থা হয়। তৎকালে পাকা রাস্তা নির্মাণেরও যথেষ্ট প্রয়াস চলিয়াছিল। লাভা-সজুত দৃঢ়ীভূত বেসান্ট পাথরের চতুর্দশ টুকরা কাটিয়া তদ্বারা রাস্তা বাধান হইরাছিল। উহার উপরিভাগ বৃত্তাকার এবং উভয় পার্শ্বে খাদ কাটিয়া বারিপাতক বা গৃহনিঃসৃত জলধারণমনের পরোনালী প্রস্তত হয়। সেই প্রাচীন কীর্তির নির্দশন অজ্ঞাপিও পনিমন্দিরের সমুখস্থ Olivus Capitolinus নামক স্থানের কতকাংশে বিদ্যমান আছে।

রোমরাজধানী হইতে বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধার্থ প্রাচীন রোমক-সমাজ ঐরূপ কএকটি প্রবাহৎ রাস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল রাস্তা যে যে স্থান দিয়া রোমের প্রসিদ্ধ প্রাচীরগুলি ভেদ করিয়া গিয়াছে, তত্তৎ স্থানে এক একটা প্রবেশদ্বার নির্মিত ছিল। ঐ সকল তোরণদ্বার তর ও বিধত হইলেও তাহাদের নির্দশন একবারে গৃহিবহির্ভূত হইয়া নাহি। সেই প্রাচীন কালে বিভিন্ন প্রদেশে গমনার্থ সর্বসম্মত ১৯টা রাস্তা তত্তদদেশাতিমুখে প্রসারিত হইরাছিল। তন্মধ্যে আপিয়া, লাটিনা, লবিকানা, টাইবারটিনা, নোমেন্টানা, সামারিয়া, ক্লামিনিয়া, গাবিনা উরেন্সিয়া, পট্রেন্সিস, অন্ট্রেন্সিস ও আর্ডিরাতিনা প্রভৃতি বারটা রাস্তা প্রধান। যে করটা পথ টাইবার নদী অতিক্রম করিয়া পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাতিমুখে গিয়াছে, সেই সেই পথের সমুখে নদীর উপর এক একটা বেন্দু নির্মিত হইরাছিল।

উপরে যে রোমের সীমান্ত প্রাচীরের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে রোমক ইতিহাসের অনন্বিত্য রোমুলানের কথিত প্রাচীরের (Wall of Romulus) নিদর্শনই সর্বাঙ্গেকা প্রাচীন। তৎপরে রোমপতি সার্কিনাস টালিরানের জুহুৎ ও সর্ব প্রাচীর (Wall of Servius Tullius) উল্লেখযোগ্য। এই অতীত কীর্তির স্মৃতিস্মরণ অথবা ভূমিগর্ভ হইতে বাহির হওয়ার সাধাধারণে দুই স্মৃতিস্মরণ করিয়াছে। ইহার পর ২৭২-৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুবিশালতর ওরেলীয় ও প্রোবাস প্রাচীর (Wall of Aurelianus and Probus) নির্মিত হয়। তদনন্তর ৮৫০ খৃষ্টাব্দে পোপ লিও দি কোর্থ চাইবার নদীর পশ্চিম পারে একটি নির্মাণ করান। তৎপরে ১৫৬০ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নদীর পশ্চিমকূলবর্তী ভাটিকানাস্ ও ভেনিকিউলাস্ পর্বত পরি-কটনপূর্বক রোমসম্রাটগণ এক সর্ব ও সুবৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করাইয়া নগরের পশ্চিমপার্শ্ব সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

হাপত্যবিভার প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমকগণ শিল্পবিভারও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। রোমক-প্রভাতর ও রাজত্বের আধিপত্যকালে রোমনগরে যে সকল অসুত কীর্তিতত্ত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ভরাবশিষ্ট নিদর্শন অতাপিও সুরক্ষিত থাকিয়া প্রাচীন শিল্পের গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। এতদ্বির মৃতিকাতত্ত্ব হইতেও প্রকা ও রাজত্বীর উক্ত যুগের পূর্ববর্তী কালেরও যথেষ্ট শিল্পনিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল জ্বয়ের প্রাচীনত্ব নিরূপণের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পালেটাইন্ ও একুইলিনাস বিভাগের সার্কীয় প্রাচীরের সমীপে ও তলদেশে প্রাচীন প্রোঙ্ক-যুগের চক্ৰকী নির্মিত ঘুড়ার ও চাকচিহ্নসম্বলিত বিশেষ বিশেষ মৃৎপাত্র নিহিত ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে একুইলিনাস পর্বতোপরিষ জুহুৎ গাল্লিরেনাস-খিলানের সন্নিকটে মৃত্তিকা মধ্য হইতে একটি প্রাচীন সমাধি-প্রাঙ্গণ (neoropolis) আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে প্রাচীন কিনি-কীর বা ইটাকানদিগের নানা প্রকার শিল্পপূর্ণ সমাধিস্তম্ভ ও মৃৎপাত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি নব্ব মৃৎপুতলির প্রতিকৃতি মিশর, আসিরীয়া, প্রকৃতি প্রাচ্য জনপদসমূহের প্রাচীন পুত্তলীর অনুরূপে নির্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই সকল নিদর্শন দেখিলে পাইই প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাসোক্ত প্রাচীন রোমকজাতির পুঙ্কে ও এখানে আর একটি প্রাচীনতম জাতি বাস করিত। ডিওন কেসিরাসের লেখনী হইতে জানা যায়, 'রোমা কোরাভ্রাটা' স্থাপিত হইবার পূর্বে পালেটাইন্ শৈলে আরও একটি নগর বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীনযুগের কীর্তি ও ইতিহাসসমূহের বিশেষ উল্লেখ নিম্নো-

জন; কেন না, তাহার কোন ঐতিহাসিক ইতিহাস উল্লেখের উপায় নাই। রোমকজাতির ইতিহাসের আরম্ভ হইতে যে সকল কীর্তি নিদর্শন অতাপি রক্ষিত রহিয়াছে, অথবা প্রকৃত-তত্ত্ববিদগণের চেষ্টায় মৃত্তিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে কিংবা কিসকলীপরা বা ঐতিহাসিক আখ্যান বাহা আজিও লোক-সমাজে প্রচারিত রহিয়াছে, নিয়ে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত হইল; এই সকল পবিত্র অতীত কীর্তিসমূহের প্রত্যেকটির আনুলভ্যতা সন্ধান করিতে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

পালেটাইন্ শৈলোপরিষ কীর্তিনিদর্শন।

সর্বপ্রথমে পালেটাইন্ শৈলোপরিষ রোমা-কোরাভ্রাটার 'রোমুলানের প্রাচীর' উল্লেখযোগ্য। এই প্রাচীর-পরিবৃত্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে কিউরি ভেটারিন্, সেশেলাস্ শাস্ত্রাম, কোরাথ রোমানাস্, নগরবার, কুপিটার ভিক্টরের মন্দির, সার্কাস্ মাজিমাস্ প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। তদনন্তর রোমীয় রাজবৃগে (৭৫৩ হইতে ৫০৯ খৃষ্টপূর্বাব্দ) সার্কীয়ানের প্রাচীর এবং সর্ব (agger of Servius), ভূগর্ভস্থ-জলনালী (cloacae), টালিরানাস্ বা মার্টেটাইন্ কারাগৃহ (Tullianum or Mamertine prison), বন্দরপ্রাচীর (the great quay wall) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কোরাথ রোমানাস্ ও তাহার চতুর্দিকে যে কএকটি পবিত্র মন্দির ও অট্টালিকাদির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। নিয়ে তাহার নামমাত্র উক্ত করা গেল :—

I Basilica Julia, ইহার নিকটে Tabernæ Veteres নামক দোকানশ্রেণী ও তাহার অন্তরে Tabernæ Argentariae বা সেকরাপটী এবং Tabernæ Novæ, 2 Altar of Saturn, 3 Altar of Vulcan, 4 Curia of Diocletian, 5 Comitium, 6 Original and existing Rostra, 7 Græcoostasis, 9 Basilica Porcia, Basilica Æmilia, 10 Temple of Janus, 11 Umbilicus Romæ, Milliarium, 12 Temple of Saturn, 13 Vicus Jugarius, Vicus Tuacus, 14 Temple of Castor (এখানে সেনেট ও ড্রিবিউনাল সভার অধিবেশন হইত) ইহারই পার্শ্বে Tribunal Aurelium প্রতিষ্ঠিত। 15 Temple of divus Julia, Temple of Vesta, 16 The Regia or the residence of the pontifex maximus, 17 Palace of Caligula, 18 Atrium Vestæ, 19 Arch of Fabius, 20 Temple of Faustina, 21 Temple of Concord, 22 Temple of Vespasian, 23 The Porticus xii. Deorum Consentium 24 Arch of Severus.

25 Temple of Jupiter Victor, 26 Statue of Oybela, 27 Temple of Jupiter Stator, 28 Domus Tiberiana, 29 House of Livia 30 Palace of Augustus and Area Apollinis, 31 Temple of Victory, 32 Flavian Palace, 32 Domus Gelotiana, 33 The great Stadium, 34 Hadrian's Palace 35 Palace of Severus, 36 Velia and Germulus, 37 Summa Sacra Via নামক পথের ধারে অগাষ্টাস্ বারান্দা সম্বন্ধে Atrium Larum ও Secellum Larum, 38 Velabrum,

কাপিটোলিন বৈদ্যোপরিষ আটান কীর্তি ।

1 Temple of Jupiter Capitolianus, 2 Tabularium, 3 Forum Julia 4 Forum of Augustus, 5 Forum Pacis, 6 Forum Nervae, 7 Forum of Trajan, 8 Trajan's column, 9 Temple of Trajan, 10 Temple of Fortuna Virilis, 11 Porticus Octaviae, 12 Temple of Neptune 13 Temple of Venus and Rome. এই সকল মন্দিরের সংস্পর্শে আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। উহাদের প্রত্যেকটিতে ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

কলিয়ার্ন শৈলস্থিত ধ্বংস্তু পুরাণি পর্যবেক্ষণ-পূর্বক বুনলেন প্রকৃতি প্রকৃতবিশিষ্ট এখানকার অট্টালিকার বহুপ পরিচর প্রদান করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত বলিয়া সাধারণে গৃহীত হইয়াছে। নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল :—১ ভেঁটি-ট্রাসের প্রাসাদ যেখানে নির্মিত ছিল, তদুপরে সম্রাট কোমোডাস্ একটা সংস্কৃত ও পরিবর্তিত প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রাসাদ হইতে সুবিধায় 'কলোসিয়া' বাটিকার বাতায়নের দ্বার মুক্ত ছিল। এখানকার মিনার্ভা-মেডিকার মন্দিরের গঠন দেখিয়া মনে হয়, উহা কোম সময়ে কোন আটান প্রাসাদের স্থানগায়ের অংশবিশেষ ছিল। ঐ স্থান ভবনে মিনার্ভা দেবীর একটা প্রতিমূর্তি ছিল, পরবর্তিকালে তথায় সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর নামেই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। এটির সামান্যতর বাসভবন, সম্রাট টাইবেরিয়াস্ দ্বারা সেনানিবাস (Praetorian camp), ২৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে এগ্রিপ্পা বিনির্মিত প্রাসাদ 'Pantheon' প্রাসাদ বা দেবমন্দির ও তৎসংলগ্ন সুবৃহৎ দানান (Thermae of Agrippa) এবং Firemen's barracks, Golden House of Nero ও ক্লিয়ার্ন সিজার প্রতিষ্ঠিত Septa Julia প্রকৃতি আরও বহুতর অট্টালিকার নিৰ্মাণ পাওয়া গিয়াছে। কেবলক গৃহে প্রথমে Comitia Centuriataর সভ্য-নির্বাচনার্থ সঙ্গতিগ্রহণ (vote) করা

হইত। পরবর্তী সম্রাটগণের রাজত্বকালে ঐ স্থানে কীর্তন-বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়।

রোমের আটান কীর্তনগুণ ও রক্ষালয় সমূহের বিবরণ প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হওয়ার এখানে আর বিশেষরূপে আলোচিত হইল না। সার্কাস্ মাজিমাস্, সার্কাস্ মাজিমিনাস্, কলিগুলাস সার্কাস্, হাজিয়ারেনের সার্কাস্ প্রকৃতি দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যেন। লিভি ১৭৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিবর্তিত হয়, এ মিলিয়ার লেগিওনের রক্ষালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ৫৬—৫২ খৃষ্টপূর্বাব্দে পম্পি প্রকৃতনির্মিত রক্ষক প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ভিক্টোর মন্দিরের সহিত এই রক্ষালয় সংলগ্ন ছিল। ইহার পর মার্সেলাসের রক্ষক ১৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে বিবর্তিত হয়। এড্রিস কলোসিয়াস্ প্রকৃতি বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্টের নিৰ্মাণ রোমরাজ-ধানীতে দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে। [রক্ষালয় দেখ।]

আটান কীর্তির গৌরববর্ধক হইলেও আমরা রোমের ইতিবৃত্ত: বিক্ষিপ্ত খিলান, তত্ত্ব, সমাবিত্ত ও সেতু প্রকৃতির বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। ১২৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে কোমাস বোরিয়ারাম ও সার্কাস্ মাজিমাসের বিস্তৃত তোরণদ্বার (Triumphal Arches) স্থাপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ১২ শ শতাব্দী মধ্যে নানাবিধে খৃষ্টধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কঠোর গোলাকার ধর্মমন্দির রোমের তাৎকালীন স্থাপত্যশিল্পের চরম নিদর্শন। ইহার পর অর্থাৎ ১২০০ হইতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমীয় শিল্পের সমগ্র উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়কে ঐতিহাসিকগণ কস্মতিয়ুগ (Era of Cosmati) বলিয়া থাকেন। কারণ ঐ যুগে কস্মতিয়ুগীয় ৭ জন উপযুক্ত কারিকর বংশোদ্ভূত রোমের নানা মন্দির স্বয়ং শিল্পচাতুর্যে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। রোমের ধর্মমন্দির সমুদায় মণ্ডপ (Campanili) ও ধর্মবাহক-গণের প্রাসাদগুলি একবারে শিরনৈশপুণ্যহীন নহে। দেশীয় শিল্পের পরাকাষ্ঠারূপে সম্রাট্ নিরোর রাজ্যকালে প্রোটোরাস্ লটারানাস্কৃত 'লেটারান্ প্রাসাদ'—নির্মিত হয়। (সম্রাট্ কনস্তান্টাইনের রাজ্যকালে ভেটিকান্ প্রাসাদ গৃহের পত্তন হইয়াছিল। পরে আধুনিক ১২০০ খৃঃ পোপ ৩য় ইনোসেন্ট ও পরে ১২৭৭—১২৮০ খৃষ্টাব্দে ৩য় নিকোলাস্ বহু বহু উহার আকার পরিবর্তিত করিয়াছিলেন ;) কুইরিনাল-প্রাসাদ—ইহাই বর্তমান ইতালীপতি ইম্মানুয়েলের রাজত্বকালে গৃহীত হইয়াছে। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ৩য় গ্রেগরী ক্রিমিনিস্ পোজিওর দ্বারা উহার কার্য্যরূপ করান, কিন্তু পরবর্তী পোপগণের অধিকাংশে কঠোর ও মদ্যনা নামক স্থপতিবিশেষ দ্বারা উহার কার্য্য সমাধা হয়।

ক্রোয়েটাইন যুগ।

১৪৫০-১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমের ক্রোয়েটাইন যুগ। এই সময়ে মিনো দা কিলোলে বা Mino di Giovanni, Bramante, Baldassare Peruzzi প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থপতি-গণের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের জীবদ্দশার রোমীয়-শিল্প কলাবিদ্যার শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহার পর ভিন্সেন্সো (১৫০৭-১৫৭০), কার্লে মন্টানি (১৫৫৬-১৬০২), বার্তোলোম্মে (১৫৬০-১৬০০), কার্লে কন্টানি (১৬০৪-১৭১৪ খৃ:) প্রভৃতি স্থপতিগণ স্থাপত্যবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে অগ্রসর হইলেও তাহা দৃঢ় করিতে সমর্থ হন নাই। তখন রোমবাসী স্থাপত্য-সৌন্দর্য বিম্বিত হইয়া রাইকেল আন্জিলোর চিত্রনৈপুণ্যে মোহিত হইতেছিলেন। তৎপরে সুবন্ধ রাকেল, কনিষ্ঠ আন্টোনিও বা সাললোজাক্, সালোভিনো প্রভৃতি চিত্রকরগণ (artist) য য় মোমোত করনা চিত্রে প্রাণাদ নির্মাণ করার প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অবসাদ ঘটাইয়াছিল।

বর্তমান যুগ।

ক্রোয়েটাইন যুগের অবসানে ধীরে ধীরে কএকজন স্থপতির অভ্যুদয় ঘটিলেও চিত্রবিদ্যার প্রাধান্য ও উৎকর্ষতা নিবন্ধন রোমক স্থলশিল্পের পরিবর্তে স্থল কলাবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রের ও চিত্রবিদ্যার যথেষ্ট আদর বাড়িতে লাগিল। নানা বাস্তব প্রভুত করিয়া রোমকগণ মোহন বাণী নিনাদে জনসাধারণের চিত্ত হরণ করিয়া লইলেন। আর কেহ প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের পক্ষপাতী রহিলেন না। এই সময়ে যে সকল অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল; তাহা কদাচার ও শ্রীহীন।

খৃষ্টীয় ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে রোমকদিগের পছন্দ করিবার শক্তি লোপ পায়। এই সময়ে Cosmati বা Renaissance যুগের শিল্পচাতুর্য্য আদৌ অট্টালিকাদি পরি-শোধিত করে নাই—সামাজিকরূপে অট্টালিকাদি গ্রথিত হইলেও তাহাতে বাসিলিকাসমূহের সরল গাভীর্ষ্য রক্ষিত হয় নাই। ১৯শ শতাব্দীতে উহার কতক পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রোমসাম্রাজ্যধীনরূপে পুনঃগৃহীত হইবার পর, রাজকর্ণটারিগণ স্থাপত্যশিল্পের উন্নতিসাধনে বহুপর্যকর হন। কোসোপরি স্থাপিত Cassa di Risparmio নামক প্রাঙ্গণ ও টাইবার নদীতীরস্থ কএকটি অট্টালিকা Strozzi ও ক্রোয়েটাইন প্রাঙ্গণের অমুকরণে নির্মিত হইয়াছে। পিরামিড নিকোলিয়ার একটি অট্টালিকা ব্রাজিলের “পালাজো পিরোদ” প্রাঙ্গণের এবং ব্রিটল হোটেল ভিনিসের একটি স্থল প্রাঙ্গণের অমুকরণ প্রাণের নির্মিত হইয়াছে। এতদ্বিধি বর্তমান রাজপুরুষগণের যত্নে

S. Paolo fuori le Murae বাসিলিকা প্রভৃতি প্রাচীন কীর্তির জীর্ণসংস্কার সাধিত হইতেছে।

এখানকার মিউজিয়াম ও চিত্রমন্দির (galleries) দেখিবার জিনিস। মিউজিয়াম গৃহে ভাস্কর নিরুদৈপুণ্যপূর্ণ প্রতিকৃতিসমূহ এক চিত্রমন্দিরে নানানেশীর স্থলনিত চিত্রাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। বিদ্যোন্নতির প্রতিজ্ঞাহুচক এখানে কর্তা স্থলর পাঠাগার নিশ্চিত হইয়াছে। [পুস্তকালয় দেখ।]

রাজবিধি ও সাহিত্য।

রোমকজাতি সভ্যতামার্গে আরোহণ করিয়াই সভ্যজাতির গৌরবজাপক কতকগুলি রাজবিধির অবদান করিয়া বান, উহাই ইতিহাসে “Roman Law” নাম পরিচিত। প্রথমে পেট্রিনিয়ান, প্রিবিয়ান ও ক্লায়েট এই তিনটি বিভাগে রোমকদিগকে বিভক্ত করিয়া রাজশাসনপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। যখন রোমীয় সৌভাগ্যমার্গে বিমলজ্যোতিতে মধ্যগগনে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছিল, তখন অগাষ্টাস-কেসারজাত রাজনীতি যুরোপীয় সমগ্র সভ্য জগৎকে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কমিসিয়া, ট্রিবিউন, মেজিষ্ট্রেসি, প্রিটর, কুইষ্টর প্রভৃতি রাজব্যবস্থাসমূহ রোমরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেই রোমীয় জুরিস্প্রুডেন্স আজিও সংস্কৃতরূপে সমগ্র যুরোপীয় সভ্যজাতির শাসনপদ্ধতিতে বিরাজিত রহিয়াছে।

রাজবিধিপ্রণয়ন সাপক্ষে রোমীয়-সাহিত্যের (Roman Literature) অভ্যুদয় হয়। খৃষ্টপূর্ব ২৪০ হইতে ৮০ অব্দ মধ্যে লিভিয়াস, আন্ড্রোনিকাস, নিভিয়াস, প্লোরাস, ইন্ড্রিয়াস, পোপ্লিয়াস, ফেটো, টেরেন্স, লুসিয়াস প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিত্তীয় যুগে অর্থাৎ ৮০ হইতে ৪২ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে সিসিরো, সিজার, হর্টেন্সিয়াস, ও সাল্লাষ্ট, লুক্রেসিয়াস ও কাটুলাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাগ্মিণ জন্মগ্রহণ করিয়া রোমীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়া বান। তদনন্তর অগাষ্টান যুগে (৪২ খৃ: পূ: হইতে ১৭ খৃ: অ:) তার্কিল, হোরেশ, টাইবুলাস, প্রোপার্সিয়াস, ওভিড প্রভৃতি স্বকবি ও ঐতিহাসিক লিভি প্রভৃতি হন। ইহার পর ১৭—১৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে টাসিটাস, জুবিনাল, সেনেকাধর, লুকান, কুইন্টিলিয়াস, মার্শাল, ভার্গেইয়াস, ভালেরিয়াস, মাল্ভিয়াস, পেট্রোনিয়াস, ক্রাসিয়া, ভেলেরিয়াস ক্রাকাস, প্রিনি প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক, পদার্থ-বিদ, কবি সাহিত্য লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ট্রাজান ও হাদ্রিয়ানের রাজ্যাবসানে রোমক-সাহিত্যেরও একরূপ অবসান ঘটে। জুবিনালের মৃত্যুর পর খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে কুইন্টিলিয়াস অলাস পেলিয়াস; ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে ডোনেটাস, সান্তিয়ার ও মাক্সিমিয়াস সাহিত্যভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রোমকরণ (কী) রমিকাল। (রসেজলায়ন।)

রোমকর্ষ (পুং) রোমাং কর্ণঃ। রোমাক।

“বেগবৃত্ত পরীয়ে মে রোমকর্ষত জায়তে।” (নীতা ১১২১)

রোমকর্ষণ (কী) রোমাং কর্ণয়ঃ। ১ রোমাক। (অমর)

রোমাং কর্ণয়ঃ বসাত্। (ত্রি) ২ রোমাককর।

“করোয়ামিমমশ্রোমকর্ষণঃ রোমকর্ষণঃ।” (নীতা ১৮১৪)

(পুং) ৩ পুত, ইনি ব্যালকেষের শিবা।

“অত তে সর্করোমকশি কচনা কুমিতাসি বৎ।

বৈশ্যনয়ত ভগবন্ততো বৈ রোমকর্ষণঃ।

ভবন্তমেব ভগবান্ ব্যালহার স্বরঃ প্রকৃঃ।” (কৃষ্ণপুং ১ অঃ)

[রোমকর্ষণ শব্দ দেখে।]

৪ বিত্তীতকবুক। (বৈতকনিং)

রোমকর্ষিত (ত্রি) রোমকর্ষ জাতার্থে ইত্যচ্। সজাতপুলক, রোমাকিত।

রোমাখ্য (কী) রোম ইতি আখ্যা বক্ত। শাস্তবলবণ।

রোমাঞ্চ (পুং) রোমাং অঞ্চঃ উৎপন্নঃ। রোমকর্ষণ। ইহা একটা সাধিকভাব।

“ভক্তঃ বেবোহেথ রোমাঞ্চঃ স্বরতকোহেথ বেগথুঃ।

বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যভৌ সান্তিকাঃ স্মৃতাঃ।” (শাংব ৩১৬৬)

হর্ষ, অরুত ও ভয়ানি হইতে রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

“হর্ষাভুতভয়ানিভ্যো রোমাঞ্চে রোমবিক্রিয়া।”

(সাহিত্যসং ৩ পরিং)

রোমাঞ্চকী(ন) (পুং) নাগভেদ।

রোমাঞ্চিকা (কী) রোমাঞ্চ উৎপাদ্যেনাত্যক্তা ইতি রোমাঞ্চ-ঠনু। রুদতীহুক। (রাজনিং)

রোমাঞ্চিত (ত্রি) রোমাঞ্চঃ সজাতোহুজ্জতি, রোমাঞ্চ (ভদ্রত সজাতং তারকাদিত্য ইত্যচ্। পা ৫২১৩৩) ইতি ইত্যচ্।

জাতপুলক, রোমাঞ্চবিশিষ্ট, পর্যায়—হুটরোমা। (ত্রিকাং)

“স চ শান্তিগতে বহৌ পরিভুট্টেন চেতসা।

হর্ষরোমাঞ্চিততরঃ প্রবিবেশালমং গুরোঃ।”

(মার্কণ্ডেয়পুং ১০০।২০)

রোমান্ত (পুং) হস্তের উপরিভাগ।

রোমান্তীকুর (পুং) অরবিশেষ। হায়জর। এই করে প্রতি রোমকুণে হাম নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে কক্ষ ও পিণ্ডের আধিক্য এবং কাস ও অরুচি হয়।

“রোমকুণোন্নতিসম্য রোগিণ্যঃ কপিত্তভাঃ।

কাসারোচকসংকুলা রোমান্তো অরপুর্বিধাঃ।” (মাতৃরনিং)

রোমানী (কী) রোমাং আলী-প্রোমিধঃ। ১ বয়ঃসন্ধি। (শব্দমালা)

রোমাং আলী। ২ রোমাবলী।

“নিমিনিঃকেশহানতোপরি ত্রিলাবমিব লতা নিমিতা।

কোভরতি তব তনুয়ি অযনভটীহুপরি রোমানী।”

(আভাসপুণ্ডরী ৩০৮)

রোমানী (পুং) রোমবিশিষ্ট। রোমন-আলু। শিঙাশু।

রোমানুবিটপী(ন) (পুং) রোমানুরিব বিটপী বৃক্ষঃ। কোষণ-সেনপ্রসিদ্ধ কুটীহুক। (রাজনিং)

রোমাবলী (কী) রোমাং আবলী। নাভির উর্দ্ধ লোমশ্রেণী, পর্যায়—রোমনলতা, রোমানী, লোমরাশি। এই রোমাবলী যৌবনের আরম্ভে হইয়া থাকে।

“নীরাভীরবুগাংগতা প্রবণরোঃ নীরি ক্ কুদ্রয়েজ্যোঃ

শ্রোত্রে লমমিষং কিলুংপলমিত্তি ক্কাভুং কক্ক ভ্রততি।

সৈনালানুহুশকরঃ শশিবুবা রোমাবলীং প্রোহতি

শ্রান্তারীতি মুহঃ লমীমবিরিতপ্রোণীতরা পুহুতি।” (রসমঞ্জরী)

রোমাঙ্গরকলা (কী) রোমাঙ্গরঃ কলপভাঃ। বিকিরিতা মূল।

রোমোদগতি (কী) রোমাং উদগতিঃ উদগমঃ। রোমাঞ্চ।

রোমোদগম (পুং) রোমাংদগমঃ। রোমাঞ্চ।

রোমোদ্ভেদ (পুং) রোমাংদভেদঃ। রোমাঞ্চ।

“ক্ কুদ্রোবোভেদতরলতরতারানুহুশপ্শো

ভরোংকল্পোভুভ্রতনবুগতরাসলহুভগঃ।” (প্রবোধচক্রোঃ ১ অং)

রোমিষ্টবেকটবুধ, তর্কভাষ্যভাবপ্রণেতা।

রোয়াক (আরবী) গৃহের ছাদ। (সেনজ) গৃহের চতুর্পার্শ্ব চত্বর।

রোয়বণ (কী) অভিশয় শব্দ, ভীষণ শব্দ।

রোরুক (কী) জনপদভেদ।

রোরুদা (কী) রুদ-বত্ত্ রোরুদ-অ-টাপ্। অভিশয় রোয়ব।

রোল (পুং) ১ পানীরামলক। (শব্দচং) ২ আভ্রগুটী।

৩ তালীপত্র।

রোলদেব (পুং) একজন চিত্রকর। (কথাসরিৎসাং ৫০।৩৭)

রোলক (পুং) রৌতীতি ক-বিচ্, রৌট কুল্লং, সন্ লম্বতি কানান্ হানান্তরং গচ্ছতীতি রো-লক-অচ্। ভ্রমর। (ত্রিকাং)

রোশংসা (কী) ইচ্ছা।

রোশনাই (পারসী) আলোকমালার বাহুল্য।

রোশন আরা (বেঙ্গল) যোগলসম্রাট শাহজহানের কনিষ্ঠা কন্যা। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে মিল্লিরাঙ্গধানীতেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং শাহজাহানাবাদের স্বরচিত রোশন আরা উদ্ভাসে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে।

রোশন উদৌলা রক্তন জঙ্গ, মহাষ্ট মহম্মদ শাহের অল্পবয়সী একজন ভ্রমর। ইহার প্রকৃত নাম রক্তন রী ইনি ১৭২২ খৃঃ মিল্লি রাঙ্গধানীর কোভরাষ্ট চক্রেতে মিল্লিট সোনেবী মসজিদ নির্মাণ করাইরাছিলেন। অল্পবয়সে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি মূল-
২৩

মানগণের শিকার দিল্লীর কালিণাভার নিকটে মসজিদ নির্মাণ করান। উহা রোশন উদৌলা মসজিদ নামে খ্যাত ও সোণার পাত দিয়া সজ্জিত ছিল। এই বিজ্ঞানবিরোধের ফলে ঠাঁহাইরা পারত-পতি নাদিরশাহ দিল্লীবাসীর হত্যাকাণ্ডসাধন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে রোশন উদৌলার মৃত্যু ঘটে।

রোশন উদৌলা (নবাব), হারবারবারের নিজামের ভ্রাতা, ইনি সুশিক্ষিত ও সবাচারী ছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

রোশনচৌকী (পারসী) সানাই প্রভৃতি বস্ত্রযোগে একাতান বানান। নহবৎ যেমন একস্থানে পাটাতনের উপর বসাইয়া বসিত হয়, রোশনচৌকী সেইরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত বা দেবদ্বারের সম্মুখে একটা চৌকীতে বাজাইতে বাজাইতে গমন করে। রাজারা বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে গমন করিলে সেই গৃহের চতুর্দিকে রোশন-চৌকী বাজান হয়।

রোশেনাবাদ, বাঙ্গালার ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। ভূগরিমাণ ৫৮ বর্গমাইল। ৫৩টা পরগণা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। পার্শ্বর্ত্তরিপুরার রাজা ইহার অধিকারী। ইংরাজগবর্নমেন্টকে বার্ষিক ১৫০০১০ টাকা রাজস্ব দিতে হয়।

রোশেনীয়া, মুসলমানধর্ম-সম্প্রদায়ভেদ। বরাজিদ্ আনসারী নামক জনৈক মুসলমান সাধু ইহার প্রবর্ত্তক। তিনি পীর-ই-রোশান নামে আফগান সমাজে পরিচিত ছিলেন।

বরাজিদ্ কান্দাহার সীমান্তবর্ত্তী কানিগুরম জেলার বুর্দ-বংশীয় আফগান জাতির মধ্যে আবদুল্লা নামক একজন বিদ্বান ও স্বধর্মনিরত মুসলমানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার যত্নে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি গম্বীতে হইয়া উঠিলেন এবং অর্থচিন্তার অশ্বব্যবসারী হইয়া সময়কল্প রাজ্যে গমন করেন। এখানে হইতে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কালিজেরে মোজা মুসলমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন হইতেই তাঁহার ধর্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। পিতা পুত্রের এই অধর্মীচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে অস্ত্রাঘাত করেন ও পুত্রকে ইসলামধর্মের আদেশসমূহ পালন করিতে প্রোত্ক্ষিপ্ত করাইয়া দেন, কিন্তু তাহাতেও পুত্রের বিকৃত চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয় না। কতকাল আরোগ্য হইবামাত্র তিনি জন্মভূমি পরিভ্রমণ করিয়া নিন্দাহর নামক স্থানে আসিয়া ধর্মমত বিস্তারে প্রয়াস পান। তিনি হুমায়ুন পাতশাহের পুত্র মীর্জা মহম্মদ হেফিমের সমসাময়িক ছিলেন। মোগলসম্রাট অকবর শাহের সমকালে ৯৪৯ হিঃ তিনি প্রাধান্যলাভ করিয়া স্বীয় ধর্মমত স্থাপন করেন। ঐ নোয়ান্ ইহার পূর্বে কাবুলে মীর্জা মহম্মদ হেফিমের সভায় মীর্জা বরাজিদের সহিত বিচারে ভৎসনালী মুসলমান সাধুগণকে পরাস্ত হইতে দেখিয়াছিলেন।

প্রবাদ, বরাজিদ্ পাঠশালার বর্ণবিভাগও শিক্তা করেন নাই, কিন্তু পূর্বজন্মের স্মৃতিগুণে ধর্মনাদির মীমাংসাতত্ত্ব তাঁহার কণ্ঠাগ্রে ছিল, তিনি কোরাণের প্রসিদ্ধ বাক্যসমূহের অতি সরল ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রতি-কথার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বিরাজ করিত। তিনি ‘আত্মবাদ’ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যে হিন্দু আত্মার স্বরূপ বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তি মুসলমান অপেক্ষা পূজ্য। যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় নাই এবং যে আত্মার অবিন-শ্বর স্বীকার করেন না, সে অজ্ঞ; সুতরাং সেই অজ্ঞব্যবিস্মৃত ব্যক্তির ঐশিক ঐশ্বর্যের কোন অধিকার নাই। ঐরূপ অজ্ঞ ও জীবন্ত ব্যক্তির বংশধরেরাও যখন মৃতবৎ আচরণ করিবে, তখন জীবিত ও জ্ঞানীরাই ঐ সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অনেকগুলি অজ্ঞলোকের প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দিয়া ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র চতুর্দশ প্রথমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা আত্মীয় ওমরাহ প্রভৃতি ধনাঢ্য মুসলমানগণের ধ্বংসকর্ম্মে হরণ করিয়াছিলেন। লক্ষসম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ তিনি একস্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং আবশ্যক মতে স্বীয় বিশ্বস্ত অহুচরবর্গের মধ্যে বিতরণ করিতেন।

দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত থাকিলেও বরাজিদ্ বা তাঁহার পুত্র চতুর্দশ কখনই ধর্মপথভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহারা সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, কখনও কোনরূপ কুকার্যে নিরত হন নাই। তিনি একেখরোপাসনাকারীর ধনলুপ্তন বা তাহাকে কোনরূপ অথবা পীড়ন করিতেন না। তিনি এই সময়ে ইসলামধর্মের ক্রিয়াকর্ম্মে বিশেষ আত্মবান্ ছিলেন। নিত্য ৫ বার ‘নমাজ’ করিতেন। এমন কি, একেখরে বিশ্বাসী ভিন্ন অস্ত্র কাহারও হস্তে নিহত পশুমাংস ভোজন করিতেন না। তিনি একদিন আপনাত পিতা আবদুল্লাকে বলিলেন যে, পরগণার মহম্মদ-বণিত সরিয়াং রাত্রির জ্বার, তরিকাং তারকার জ্বার, হকিকৎ চন্দ্রের জ্বার এবং মারিকৎ সূর্য্যের জ্বার। আত্মাকে উজ্জ্বল করিবার মারিকৎ ভিন্ন আর অস্ত্র উপায় নাই। ইসলামধর্মের সরিয়াং বা পঞ্চাঙ্গ সাধন মুসলমানমাত্রেরই কর্তব্য। নিত্য ঐশ্বরের নামজপ, ভজনগান এবং তসবির ও তহলীল করা মুসলমানমাত্রেরই কর্তব্য।

বরাজিদ্ রচিত কএকখানি উপদেশ গ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা আরবী, পারসী, হিন্দী ও পেগু (আফগানী) ভাষায় লিখিত। তাঁহার ‘মক্কা-অল-মুমেগিন্’ গ্রন্থ আরবী ভাষায় রচিত। ঐ গ্রন্থে লিখিত অল্প, পরম পিতা পরমেশ্বর মিক্রাজী জব্রাইলের দ্বারা তাহাকে ঐশ-প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ‘খায়র-অল-গিয়ান্’ নামক গ্রন্থখানি উপরোক্ত চারিটা

জাহার লিখিত। ইহাতে বরাজিদের প্রতি স্বয়ং পরমেশ্বরের উপদেশের কথা আছে। হালনাখানি তাঁহারই ধর্মমতের ইতিবৃত্ত। এই ধর্মমত অনেকটা মুসলিমতের অনুরূপ।

বরাজিদের এই অভিনব ধর্মমতে বিবর্ত হইয়া দলে দলে আকগানগণ তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিল। কাবুল, কান্দাহার, হুজুর্কৈ প্রভৃতি প্রদেশবাসী তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া একটা শক্তিসম্পন্ন আকগান সম্ভারের সৃষ্টি করিল। সেই উচ্চত সাম্প্রদায়িকগণ ভদ্রানীত্বল সমৃদ্ধ মোগলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সম্রাট অকবরশাহের রাজত্বকাল হইতে শাহজহানের সমৃদ্ধির অবসান পর্যন্ত রোশোনিরাগণ দিল্লীখণ্ডের প্রতিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। বরাজিদের জীবিতাবস্থায় এই সম্ভার শক্তির শীর্ষ-সীমার উপনীত হয়। তখন তাহারা ধর্মগুরু বরাজিদকে আপনাদের অধিনায়ক করিয়া অকবরের শাস্তিময় রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল। আকগানি-স্থানের অন্তর্গত ভাতাপুরে তাঁহার সমাধিসমির বিদ্যমান আছে।

বরাজিদের ওয়ারশেখ, কামালউদ্দীন, নূরউদ্দীন ও জেলাল-উদ্দীন নামে চারিপুত্র এবং কামালখাতুন নামে কন্যা ছিল। মিজা বরাজিদের মৃত্যুর পর জলালউদ্দীন ধর্মগুরু হইয়া গদিতে উপবেশন করেন। ১০০৭ হিজিরায় তিনি গিজনী অধিকার করিলে অকবর-প্রেরিত সেনাপতির হস্তে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ওয়ারশেখের পুত্র মিজা আহাদাদ গদীতে উপবেশন করেন। তিনি ১০৩৭ হিজিরায় জাহাজীরের সেনাপতির হস্তে নবাগড় দুর্গে নিহত হন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী আহাদ বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

অতঃপর আহাদাদের পুত্র আবদুল কাদের গদীতে আরোহণ করেন। তিনি শাহজহানের সম্ভার বিশেষ সমাসূত হইয়াছিলেন। ১০৪৩ হিজিরায় তিনি কালকবলে পতিত হইলে পেশাবরে সমাধি হন। ইহার পর মোগলের বড়বয়ে একে একে বরাজিদবংশ লোপ পায়। শাহজহানের রাজত্বকালে নূর-উদ্দীনের পুত্র বীজী দৌলতাবাদ বৃদ্ধে নিহত হন। জালাল উদ্দীনের এক পুত্র করিমদাদ মোগল-সেনাপতি সৈয়দ খাঁর কোশলে ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে ভবলীলা শেষ করেন এবং অপর পুত্র আল্লাদাদ খাঁ রনিবখানি উপাধি সহ দাক্ষিণাত্যের ৪ হাজারি মনস্বদার হন। ১০৫৭ হিঃ তারিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রোশ (পুং) কব-বঞ। ১ ক্রোধ।

“মুকুনি কিং মানবতী ব্যবসারাদ্ বিগুণমহ্যবেগতি।

রোহতক পরসামিঃ সাধেবুত রোশ-উম্বিতি।”

(আখ্যাসপ্তশতী ৪৪১)

রোষণ (পুং) রোহতি তত্বীলঃ কব (ক্রুণমণ্ডার্বোভ্যন্ত। পা

৩২।১৫১) ইতি যুৎ। ১ পায়ন। ২ হেমবর্ষণোপল। (মেঘিনী) ৩ উবরভূমি। (ত্রি) ৪ ক্রোধন।

রোষণতা (স্ত্রী) রোষণত ভাবঃ তল-টাণ্। রোষণের ভাব বা ধর্ম, ক্রোধ।

রোষময় (ত্রি) রাগবৃদ্ধ।

রোষাচ্ছপ (পুং) ভীতিপ্রদর্শন।

রোষাবরোহ (পুং) দেবাসুর যুদ্ধকালে দেবযোদ্ধভেদ।

রোষিন্ (ত্রি) কব-ইনি। রোষবৃদ্ধ, কষ্ট।

রোষ্টু (ত্রি) কব-কৃচ্। রোষবৃদ্ধ, ক্রুদ্ধ।

রোহ (পুং) রোহতীতি কব-অচ। ১ অকুর। (ত্রি) ২ রোহীয়।

“ভেন রোহমায়রূপ মেধ্যাসঃ” (ওরুযুৎ ১৩৫১)

‘রোহং রোহীয়ধর্ম’ (বেদবীপঃ)

রোহক (পুং) কব-বুল্। ১ প্রেতভেদ। (ত্রি) ২ রোণ।

“সিনীবাশীমহমতিং কুহং রাকাক হুতভাং।

বোক্তৃণি চকুধাধাণাং রোহকাত্তত্র কণ্টকান্ ॥” (ভার ৮।৩৪।৩২)

রোহগ (পুং) পর্তভেদ। (জটায়ু)

রোহণ (স্ত্রী) রোহত্যানেনতি কব-করণে ল্যট্। ১ গুরু।

(রাজনিঃ) ২ জন্ম। ৩ প্রাহৃত্য। (পুং) রোহত্যাখিহিতি কব অধিকরণে ল্যট্। ৪ পর্তবিশেষ, পথ্যার—বিদূরাজি।

“অপারপুলিনহলীভুবি হিমালয়ে মালয়ে

নিকামবিকটোরতে চুরথিরোহণে রোহণে।

মহত্যমবভূধরে গহনকন্দরে মন্দরে

প্রমত্তি ন পতন্ত্যাহো পরিগতা ভবৎকীর্তয়ঃ ॥”

(রাশেস্ত্রকর্ণপুঃ ৫২)

রোহণক্রম (পুং) ১ চন্দনবৃক্ষ। ২ মলয়াগুরু। (বৈজ্ঞকনিঃ)

রোহণা, মধ্যপ্রদেশের বর্দাজেলার অন্তর্গত একটা নগর।

অক্ষা° ২০° ৩২’ ৩০’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৫’ পূঃ। নগরের সমুদ্রে একটা ক্ষুদ্রনদী প্রবাহিত আছে, উহাতে সময় সময় ভয়ানক বজা হয় বলিয়া, তীরভূমি একটা বিস্তৃত বাধ আছে। ঐ বালুকাময় তীরে প্রতিসন্ধ্যাহে হাট বসে। প্রতিবৎসর মাঘমাসে এখানে একটা মেলা হয়। শতাব্দ পূর্বে কৃষ্ণজী সিন্ধে নামক জনৈক ব্যক্তি এখানকার দুর্গ নিদ্রাপ করা। তিনি হারদরবাদ ও ভৌসলে গবর্নমেন্ট হইতে ২০০ শত অরোহীসেনা পালায় করিবার অঙ্গীকারে এই নগর নিষ্কর ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এখানে অহিকেন, ইকু ও এলাচাদি চালের উত্থান আছে।

রোহৎপর্বা (স্ত্রী) বস্তুপর্বা। (রাজনিঃ)

রোহতক (রোহিতক), পলায় প্রদেশের হিসার বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। তথাকার ছোট্টাটের শাসনাধীন।

স্বাক্ষর ২৮১৯ হইতে ২৯১৭ খ্রিঃ অব্দে ১৮১৭ হইতে ১৭৩০ খ্রিঃ অব্দ। ভূপরিমাণ ১৮১১ বর্গমাইল।

গোহানা, বাজর, পাঁপলা ও রোহতক নামক চারিটা উপবিভাগ লইয়া এই জেলা গঠিত। বাজর, পাঁপলা ও রোহতক তহসীলের সংযোগে মধ্যস্থলে দুজানা ও মহরাণা নামক সামন্তরাজ্যের অবস্থিত। রোহতক নগরে জেলার বিচার-সভার প্রতিষ্ঠিত।

যমুনা ও শতদ্রু নদীর উপত্যকা দেশকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া যে বিস্তৃত অধিত্যকা ভূমি বিস্তারিত রহিয়াছে, তাহারই ঠিক মধ্যস্থলে এই জেলা অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-শোভা সাধারণের চিত্ত হরণ করিতে পারে না। তবে পার্শ্বত্যাভূমের ক্ষুদ্র জঙ্গলে বনশূকর, হরিণ, খরগোশ এবং শতকুলুট, শেফ প্রভৃতি পশু ও পক্ষী প্রভূত পরিমাণে বিস্তারিত থাকার সুগয়াগ্রয় শিকারিদিগের বিশেষ আনন্দবর্ধক হইয়াছে।

পূর্বে এই স্থান প্রাচীন হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেই প্রাচীন কালে সমুদ্রসীমার মধুর মগরই ইহার প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্র ছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। প্রসিদ্ধ সাহাবুদ্দীন যোদী ভারতবিজয়কালে এই স্থান অধিকার ও ধ্বংস করেন। তদনন্তর ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় সংযুক্ত হয়। কিন্তু উক্ত বৎসর হইতে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানের কোন ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধির কথা শুনা যায় নাই। শেবোক্ত বর্ষে সন্ন্যাসী ফরুখসিয়ার সমগ্র হরিয়ানা বিভাগ স্বীয় মন্ত্রী রুকন উদৌলকে দান করেন। অমাত্যপ্রধান ও পক্ষান্তরে ঐ সম্পত্তি ফৌজদার খাঁ নামক এক জন বেলুচীস্থানবাসী ওমরাহকে দান করিয়া ১৭৩২ খ্রিঃ অব্দে তাঁহাকে ফরুখনগরের নবাবী মসনদে অভিষিক্ত করিলেন। নূতন নবাব রাজত্বকালে উপবেশন করিয়া বর্তমান হিসাব, রোহতক ও গুরগাঁও জেলার কতক অংশ এবং পাতিয়ালা ও বিন্দ রাজ্যের কতক অংশ শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা নির্বিঘ্নেই ভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর দিল্লী সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে তাঁহারও অগৃহীতক ভাঙ্গিয়া পড়িল। আলমগীর-হত্যার ও সন্ন্যাসী শাহ আলমের নাম মাত্র সিংহাসনাধিকারে রাজ্যে অরাজকতার লক্ষণ সূচিত হইতে লাগিল। পরবর্তী বৎসরে পাণিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র-শক্তির অধঃপতনের সঙ্গে যোগদলক্ষিত ও হতবল হইল। ফরুখনগরের নবাব প্রতিপালকের চরমস্থান আপনাকে চূড়শা-গুণত বসিয়া অসুস্থ হইলেন। তিনি সামর্থ্যহীন হইয়া নাম মাত্র মসনদের শোভাবর্ধন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সোভাগ্যাবেশী শিখসর্দারগণ লুণ্ঠপ্রতি ও অর্থলালসা ছাড়িয়া রাজ্য জয়পূর্বক রাজপাট স্থাপনে মনোনিবেশ করেন, তাহাতে

উত্তরোত্তর নবাব বিপর্য্য হইয়া অবশেষে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তদন্তপূর্বক আটসর্দার জরায়ির সিংহ কর্তৃক রাজ্যবহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

ইহার পর প্রায় ২০ বৎসরকাল উত্তর ভারতের অরাজকতা-নিবন্ধন হরিয়ানার মান্যরূপ বিশৃঙ্খলা আসিয়া লম্বুপস্থিত হয়। নবাব ফৌজদারের পুত্র কিছুকালের জন্য শৈতৃক সম্পত্তি অধিকারপূর্বক পুনরায় রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর নজফ-খাঁ এই স্থান জয় করিয়া আপনায় জনৈক অল্পচরকে দান করেন। তাহার পর সর্দানারাজী বেগম সন্ন্যাসী স্বামী ওয়ালাটার রিমহার্ডট ইহার কতকাংশ জায়গীর দ্বারা ভোগ করিতে থাকেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই সকল বিশৃঙ্খলা হইতে রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু সুসমৃদ্ধ সিংহ-রাজশক্তি শিখদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। শিখগণ উপর্যুপরি আক্রমণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে সিংহরাজ হরিয়ানা বিভাগের অধিকাংশ কৈথাল ও বিন্দের সর্দারকে সমর্পণ করিয়া উপদ্রবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

ইত্যবসরে সোভাগ্যাবেশী সৈনিক জর্জ টমাস হরিয়ানার অপারূপ হস্তগত করিয়া একটা জলপথ স্থাপনাত্তর স্বয়ং রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি বাজরের নিকট জর্জগড় নামক স্থানে ও হিসার জেলার হাসিতে দুইটা দুর্গ নির্মাণ করাইয়া আপনায় অধিকার সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সেনানায়কের অধীনে পরিচালিত মহারাষ্ট্রদল টমাসকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। তৎপরে বর্ষে ইংরাজ সেনাপতি জর্জ লেক শতদ্রু হইতে শিখালিক পাদমূল পর্য্যন্ত ইংরাজশাসনভুক্ত করেন।

এই সময়ে কৈথল ও বিন্দের শিখসর্দারগণ এই জেলার উত্তরাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ বাজরের নবাবকে লক্ষিণ, লাহি ও বাহাহরগড়ের নবাবকে পশ্চিম এবং দুজানার নবাবকে মধ্যভাগ শাসনার্থ ভাগ করিয়া দেন। শেবোক্ত নবাব শিখ ও ভট্টজাতির উপর্যুপরি আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া রাজ্যশাসনে অসমর্থ হইলে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সেই রাজ্যে লুণ্ঠপ্রতি স্থাপনাথ ইংরাজসৈন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে বর্তমান জেলার কএকটা পরগণা ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কৈথল-রাজের মৃত্যুর পর এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বিন্দের সর্দারের নিকট কতক ভূভাগ ক্রোশে হস্তগত করিয়া রোহতক জেলা গঠিত হয়। শেবোক্ত বর্ষেই হিসার ও শিখা বিভাগ রোহতক হইতে বিচ্ছিন্ন এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ (বর্তমান কর্ণাল) জেলা স্বতন্ত্র শাসনভুক্ত করা হয়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীরাজধানীই ইংরাজ রেসিডেন্টের অধীনে একজন পলিটিকাল এজেন্ট এহান শাসন করিতে থাকেন। পরে উহাকে যুক্তপ্রদেশের সাধারণ রাজনিয়মের শাসনাধীন করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপোহী বিদ্রোহের সময় এই জেলা ইংরাজরাজের হস্তচ্যুত হয় এবং কর্ণওয়ালিস, ঝাংর, ও বাহাদুরগড়ের নবাবের স্ত্রীগণ ও হিসারবাসী বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া এইখানে আশ্রয় পান। পরে শিখ ও হিসারের ভট্টিসর্দারগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলে তাঁহারা রোহতক আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। দিল্লী ইংরাজের হস্তগত হইবার পর পঞ্জাবী সেনাবলের সাহায্যে ইংরাজরাজও এখানে শাস্তিহস্তাপন করিতে সমর্থ হইরাছিলেন। ঝাংর ও বাহাদুরগড়ের নবাবের মৃত হইয়া ইংরাজবিচারে দণ্ডিত হইলেন। দিল্লী-নগরে ঝাংরপতির কঁাসী হইল। তাঁহার আত্মীয়গণ সাহেব নগরে বন্দী রহিলেন। খিল, পাতিরালা ও নান্দা রাজবিরোধের সময় ইংরাজরাজের সহায়তা করার পারিতোষিকস্বরূপ ঝাংর রাজসম্পত্তির ভাগ পাইলেন। ইহার পর রোহতক পঞ্জাবগবর্নেন্টের অধীন হয় এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঝাংর জেলার কতকাংশ রোহতক জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখানকার মধ্যে রোহত, ঝাংর, বতানা, গোহনা কালানোর, মহীম, বেরী, বাহাদুরগড়, বরোনা, মণ্ডলানা, কান্‌হোর, সিংহী, খড়খড়া প্রভৃতি নগর প্রধান। রোহতক সদরের লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার।

ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের বর্ধে উন্নতি দেখা যায়। ভায়াচারা ও তলাদারী নামে দুইটা জমি জমার প্রথা আছে। যে সকল প্রজারা কৃষিকার্য করে না, ভূমাদিকারী তাহাদের উপর একটা স্বত্ত্ব কর ধার্য্য করিয়া থাকেন। উহাকে “কমিন” বলে। অনাবৃষ্টি জন্ত এখানে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়া থাকে। ১৮২৪, ১৮৩০, ১৮৩২, ১৮৩৭, ১৮৬০-৬১ ও ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে এখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। শেষোক্ত বর্ষে এই জেলায় প্রায় ২০ হাজার লোকে অনাহারে ও মহামারীতে কালকবলে পতিত হয়, তাহার উপর গোমহিবাদি বিনষ্ট হওয়ার প্রজাবর্গকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইরাছিল।

১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এবার জলাভাবে দান পর্য্যন্ত অনিরা যায়। সুতরাং গোমহিবাদি ষাণ্ডাভাবে মরিতে আরম্ভ করে। দুর্ভিক্ষ জট, ভট্টি ও মুসলমান প্রজাবর্গ অল্পকষ্টে সীড়িত হইয়া দস্যুত্ব অবলম্বন করিল। কুড় ডাকাইতিতে পরিকল্পিত হইয়া অবশেষে জাটগণ বাদলীর বাজার লুণ্ঠন করিল। এই সময় লোকের দুর্দশা এক্ষণ হইরাছিল যে, তাহারা এক পরসার জন্ত উষ্ট্রবিক্রয় করিতে এবং একবেলায়

কটার জন্ত একটা গোর বেচিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। একে একে জেলার সকল গো মহিব নষ্ট হইরাছিল। ৩৩টা জাতির মধ্যে ৩৪টা জাতি প্রায় লোপ পাইল, রহিল এক কসাই আর ষাংসারী। বাহার বাহা ছিল একজন ছুরি বসাইয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইল এবং অপর পণ দিয়া পাল্লার জায়াগড়া ওজন করিয়া ষণগ্রস্ত অধিবাসিবৃন্দকে কাঁকি দিল।

২ উক্ত জেলার একটা তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৮৭ বর্গমাইল। এখানে বিলক্ষণ ইক্ষুর চাষ আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রাচীন নগর ও বিচার সদর। দিল্লী হইতে হইতে ৪২ মাইল উত্তরপশ্চিমে হিসার বাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮° ৫৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৮' পূঃ। এই নগর অতি প্রাচীন, কিন্তু হুঃখের বিষয়, ইহার সেই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের উপায় নাই। বর্তমান নগরের অদূরে উত্তরদিকে থোক্তারকোট নাম স্থানে বহু প্রাচীনত্বের নিদর্শন দেখা যায়। এক সময়ে এই স্থান যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, ধ্বংস পূর্ণ পুণ্ডলি তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। খ্রিস্টাব্দ ১১৬০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে এই সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট নগরের পুনরায় জীর্ণসংস্কার হইরাছিল; যতান্তরে প্রকাশ খৃষ্ট পূঃ ৪র্থ শতাব্দের মধ্যভাগে ঐ স্থান সংস্কৃত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে এই স্থান উত্তরোত্তর ভিন্ন ভিন্ন সর্দারের অধীনে হস্তান্তরিত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজাধিকৃত একটা জেলারূপে পরিগণিত হইতে থাকে। তদবধি উহা ইংরাজাধিকারেই রহিয়াছে। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে এখানে একটা ঘোড়ার মেলা হয়।

রোহতকী, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী বেগিয়া জাতির একটা শাখা।

রোহতাক (রোহিতাক), পঞ্জাব প্রদেশের হিমালয় শৃঙ্গোপরিস্থ একটা গিরিসঙ্কট। কর্ণাল জেলার অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ২২' ২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৭' ২০" পূঃ। এই পথ লাহলের অন্তর্গত কোকসর হইতে কুলু বিভাগের পলচান পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের সর্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩ হাজার ফিট উচ্চ। পথের উত্তর পার্শ্ববর্তী পর্বতমালা ১৬ হাজার ফিট উচ্চ প্রাচীরের স্থায় রহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় ২০ হাজার ফিট উচ্চ এক একটা শৃঙ্গ উন্নত মস্তকে গাঁড়াইয়া আছে। স্থূলতান-পুর ও কাঙরা হইতে যে প্রশস্ত পথ লেহ ওয়ারখল গিয়াছে, তাহা এই রাস্তার উপর দিয়া চম্রা ও ভাগা নদীর উপত্যকা দেশে অতিক্রম করিয়া বারানচারা পড়িয়াছে। ভিসেশ্বর মাল ব্যতীত সকল সময়ই এই রাস্তা গমনাগমনের উপযোগী থাকে।

রোহত (পুং) কহাদিতি কহ (কহিন্দিজীবপ্রাপিভ্যঃ

বিদ্যাপিণি। উৎ ৩১২৭) ইতি ৮৮। ১ বৃক্ষভেদ।
২ বৃক্ষভা। (উজল)

রোহতী (ত্রী) ৮৮-৮৮, সিংহ ৩১৩, ১ লতাভেদ। ২ লতাভা।
রোহরি, (লোহরী) সিদ্ধপ্রদেশের শিকারপুর জেলার অন্তর্গত
একটা উপবিভাগ। কেরিহান, লইরা ইহার ভূপরিমাপ
৪৪১০ বর্গমাইল। ইহার পশ্চিম ও উত্তরে সিদ্ধনদী, উত্তরপূর্ব
ও পূর্বে বহালপুর ও অরণ্যমণ্ডিত হইয়া হানীর শোভাবর্ধন
করিতেছে। ইহার পশ্চিম ও উত্তরে সিদ্ধনদী, উত্তরপূর্ব
ও পূর্বে বহালপুর ও অরণ্যমণ্ডিত হইয়া হানীর শোভাবর্ধন
করিতেছে। ইহার পশ্চিম ও উত্তরে সিদ্ধনদী, উত্তরপূর্ব
ও পূর্বে বহালপুর ও অরণ্যমণ্ডিত হইয়া হানীর শোভাবর্ধন
করিতেছে। ইহার পশ্চিম ও উত্তরে সিদ্ধনদী, উত্তরপূর্ব
ও পূর্বে বহালপুর ও অরণ্যমণ্ডিত হইয়া হানীর শোভাবর্ধন
করিতেছে।

রোহিতান নামক বহুপ্রদেশ ও শিকারপুরের সমতল প্রান্তর
লইরা এই বিভাগ গঠিত। মধ্যে মধ্যে বনমালাপরিণোভিত
শৈলশ্রেণী বিরাজিত। ঐ পর্বতগুলি বালুকাভূমি।
কালবশে দৃঢ়পৃষ্ঠ ও অরণ্যমণ্ডিত হইয়া হানীর শোভাবর্ধন
করিতেছে। একসময়ে সিদ্ধনদী ঐ সকল গভীরতলের পার্শ্ব দিয়া
অরোর নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে কোম প্রাকৃতিক
পরিবর্তনে স্রোতোগতি বধন শৈলের মধ্য দিয়া কিরিয়াছে।
সত্তবন্ত: সিদ্ধনদীকিন্তু বালুকারাশির বিকারেই ঐ শৈলমালার
উৎপত্তি। রোহিতান বিভাগের রেন নদী একসময়ে মূল-
সিদ্ধনদী ধরপ্রোতে প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে মঙ্গলগতি হওয়ার
উহার পরিসর কমিয়া গিয়াছে এবং উত্তর পার্শ্ব বালুকাপূর্ণ
মরুপ্রান্তরে পর্যাবসিত হইয়াছে। এতদ্বিধা চাসবাসের সুবিধার্থ
এখানে কএকটা কাটা-খাল আছে, তন্মধ্যে পূর্বমারা ১৩ মাইল,
দুটি ১৬ মাইল, অরোর ১৬ মাইল, দহর ২৬ মাইল,
মহর ৩২ মাইল, কোরাই ২৩ মাইল, মহারো ৩৭ মাইল ও
সেঙ্গরো ১৬ মাইল লম্বা। এই সকল খাল হইতে হানীর
ভূম্যধিকারীরা আবার ৭৭টা খাল কাটিয়া স্ব স্ব এলাকা মধ্যে
লইরা গিয়াছেন। এখানে দহরি (২০ মাইল লম্বা), গরবার
(১০ মাইল লম্বা), কাদেরপুর (১২ মাইল লম্বা) এবং চম্বান
(২০ মাইল লম্বা) নামক করটা বিস্তৃত বাঁধ আছে।

এখানে মৃদাও, কার্পাসবস্ত্র ও চুণের বিস্তৃত কারবার আছে।
ঘোটকী ও ধরেরপুর ধর্ম নগরে উৎকৃষ্ট কসি, নস্তান, কাঁটা
ও রক্তনপাত্রে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রোহরি হইতে নানাবিধ
শস্ত্র, মাজিমাটা, চুণ, তৈল, পশম, রেশমীকাপড়, নীল ও
খাজোপত্রাদি কল্যাণি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। নর্থ
ওয়েস্টার্ন স্টেট রেলপথের রোহরি, লক্ষি, পানো-অফিল, মহা-
শের, ঘোটকী, শিরহদ-বীরপুর, ধরেরপুর-বর্কি ও রেহতী-ঠেসন
এই উপবিভাগে বিস্তৃত থাকার হানীর বাণিজ্যের বিশেষ
সুবিধা হইয়াছে।

২ উক্ত উপবিভাগের একটি ভানুক। ভূপরিমাপ ১৪৪০ বর্গ-
মাইল। ইহার মধ্যে কোহিতানবিভাগ ১১৩৫ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার একটি নগর। সিদ্ধনদের পশ্চিমস্থলে
একটা পর্বতসারের উপরি অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪২' উঃ
এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৫৬' পূঃ। প্রবাদ ১৪২৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ রুকন
উদ্দীন শাহ এই নগর স্থাপন করেন। মুলমানগণের আধি-
পত্যের সময় এখানে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হয়। তন্মধ্যে
১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে সল্লাহ্ অকবরশাহের অধীনস্থ শাসনকর্তা
ফতে খাঁ নানা শিল্প ও কারুকার্য-সম্বন্ধিত জমা-মসজিদ এবং
১৪৯০ খৃষ্টাব্দে মীর মুশাম শাহ ইদগাহ্ মসজিদ প্রতিষ্ঠা
করাইরা ছিলেন।

১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে হানীর কলহোয়া-রাজ মীর মকসুম খাঁর বন্ধু
ধরেরপুরাধিপতি মীর আলীমুদ্দানের নিকট হইতে পরগণার
মহরদের একগাছি বাড়ির চুল পান। তিনি সেই মেঘনতি-
রকার্ণ নগরের উত্তরাংশে "বার-মুবারক" নামক এক চতুর্ভুজ
ধর্মভবন নির্মাণ করান। ঐ মসজিদের মধ্যস্থলে চুণী ও পালা-
বিমণ্ডিত একটা বর্ষ কোটার সেই অক্ষকেশ সম্বন্ধে রক্ষিত
আছে। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে ঐ কেশ দেখাইবার সময় এখানে
একটা ক্ষুদ্র মেলা বসে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়।
তদধি এখানে স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে। নর্থ ওয়েস্টার্ন স্টেট
রেলপথ বিভাগে বাণিজ্যের বৃদ্ধিসহকারে নগরেরও সৌন্দর্য্য ও
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলপথ গমনার্থ নগরের সম্মুখেই
সিদ্ধনদী একটা তুলসী সৌহ-সেতু নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতা
হইতে করাচীবন্দর গমন করিতে হইলে রোহরির মধ্য দিয়া
গমন করিতে হয়। রোহরির অপর পারে সিদ্ধনদী চরের
উপর পীর খাজা খিজিরের পীঠস্থান আছে। ঐ স্থানে হিন্দু
ও মুলমান একত্র পূজা দিয়া থাকে।

রোহস্ (ত্রী) উক্ত প্রদেশ। (৮৮ ৩৭১৫)

রোহসেন (পুং) মুচ্ছকটিক নাটকোক্ত ব্যক্তিত্ব।

রোহা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাবা জেলার একটি উপবিভাগ।
ভূপরিমাপ ২০০ বর্গমাইল। এই মহকুমার অধিকাংশ স্থানই
পর্বতময় ও জলাশয়, কেবলমাত্র কুণ্ডলিকা নদী প্রবাহিত
উপত্যকাপ্রদেশই কর্ণাটগোবর্গী ও উর্বর।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। রোহা-অষ্টমী নামে
পরিচিত। কুণ্ডলিকা নদীর বারকুলের মোহানা হইতে ১২ ক্রোশ
দূরে রোহানগর অবস্থিত। ইহার অপরতীরে অষ্টমী গ্রাম।
অক্ষা° ১৮° ২৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৫' পূঃ। এই দুইটা
স্থানই রোহা মিউনিসিপালিটির অধীন। রোহার শতভাগের
হইতে বোম্বাই নগরে চাউলাদি সরবরাহ হইয়া থাকে।
১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে অলেক্সেণ্ডর এই স্থানকে "Rohomy" নামে

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে ইহার বাণিজ্যসমৃদ্ধিও যথেষ্ট ছিল।

রোহাং, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছপ্রদেশের অন্তর্গত বিভাগের অন্তর্গত একটি প্রধান বন্দর। অন্তর্গত নগর হইতে ১২ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে ২ হাজার মণ বোম্বাই কাছাঝাদি এই বন্দরে অনায়াসে আসিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে লক্ষ্যভ্রষ্টের অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে। সেইজন্য স্থানীয় ভূরূপ পরিবর্তিত হওয়ার ভয়াবহার পতিত রহিয়াছে। এখানে একটি নতুন বাধ নির্মিত হওয়ার স্থানীয় পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

রোহি (পুং) রোহতীতি কহ (হপিবিব্রহীতি। উণ্ ৪।১।১৮) ইতি ইন্। ১ বীজ। ২ বৃক। ৩ ধারিক।

রোহিক (পুং) বনরোহি নামক মৃগ, বনরোহ। ৩প—ইহার মাংস হিত ও বলকর, ষাৎ ও শ্রেয়বর্ধক। (অত্রিসং ২২ অং)

রোহিকাশ্রিয় (পুং) মহাকরম। (বৈজ্ঞানিকং)

রোহিণ (পুং) রোহতীতি কহ (কহেচ। উণ্ ২।৫৫) ইতি ইনন্। ১ কাশভেদ, দিবাভাগের নবম মুহুর্তের নাম রোহিণ। এই সময়ের মধ্যে একোড়িষ্টপ্রাক্ক করিতে হয়। কুতপমুহুর্তে প্রাক্ক আরম্ভ করিয়া রোহিণিকালের মধ্যে শেষ করিবে।

“আরম্ভ্য কুতপে প্রাক্ক কুর্ধ্যানরোহিণং বৃধঃ।

বিধিভো বিধিমাছার রোহিণ্ড ন লম্বয়েৎ ॥” (প্রাক্কতম্)

ইহার নামান্তর রোহিণও লিখিত আছে।

(পুং) ২ ভূতৃণ। ৩ বটবৃক। ৪ রোহিতকবৃক। (রাজনিং)

৫ শাখলবীপহ পর্কতবিশেষ। (মৎসাপুং ১২।১৬)

৬ কটকলবৃক। (রত্নমালা)

রোহিণি (স্ত্রী) রোহিণীনক্ষত্র। (শব্দরত্নাং)

রোহিণিকা (স্ত্রী) রোহিণের স্বার্থে কন্ টাপ, হৃদয়।

কোপাদি দ্বারা রক্তবর্ণা স্ত্রী। (জটায়র)

রোহিণিনক্ষত্র (পুং) রোহিণীপুত্র, বলরাম।

রোহিণিসেন (পুং) রোহিণী নক্ষত্রের চতুর্দিকে অবস্থিত তারকামণ্ডলী।

রোহিণী (স্ত্রী) কহ-ইনন্, গৌরাদিবাৎ স্ত্রী। ১ স্ত্রী-গবী।

“স্ত্রীত্যা নিম্বকান্নিহতীঃ জম্বদ্বা-

রিগৃহ পানীমুতয়েন জাম্বনোঃ।

বর্জিকুধারাকনি রোহিণীঃ পর-

শ্চিরং নিম্বো হৃদয়ঃ স গোহঃ ॥” (মাঘ ১২।৪০)

২ ভক্তিং। ৩ কটুভা। ৪ সোমক। ৫ মহাবেতা।

(বৈজ্ঞানিকরত্নাং) ৬ গোহিতা। (মেঘিনী) ৭ জিনদিসের

বিজ্ঞা দেবীবিশেষ। (হেম) ৮ কাশরী। ৯ হরীতকী।

১০ মজিষ্ঠা। (রাজনিং) ১১ কশিকবর্ণ বর্জনাচার বিরোচনে প্রোথ হরীতকী। (রাজবং) ১২ বহুব্রহ্মের তর্জা, ইনি কস্তপপত্নী হুরতির আগে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পুত্র বলরাম (হরিবংশ) ১৩ হুরতিকতা। (কালিকাপুং) ১৪ লববীরা কতা।

“অষ্টবর্ষা ভবেন্দোদারী লববর্ষা চ রোহিণী।” (উবাহতম্)

১৫ পঞ্চবর্ষা কতাকো রোহিণী কহে, রোহিণিরোগের রোগনাশের জন্য এই কুমারীকে পূজা করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

“রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ বহুবর্ষা কালিকা কতা।”

(দেবীভাগং ৩।২৬।৪২)

“রোহিণীং রোগনাশার পূজাযেবিধিকরঃ।”

(দেবীভাগং ৩।২৬।৪৮)

রোহিণীকে পূজা করিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

মন্ত্র—“রোহয়স্তী চ বীজানি প্রাপ্তব্রহ্মসক্তিতানি বৈ।

বা দেবী সর্গভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্ ॥”

(দেবীভাগং ৩।২৬।৫৬)

এই কুমারীপূজার মানাবিধ হৃদয়সম্পদ লাভ হইরা থাকে।

১৬ হিরণ্যকশিপুয় কতা। (ভারত ৩।২২।১৮) ১৭ অশ্বিনী প্রকৃতি সপ্তবিংশ নক্ষত্রের অন্তর্গত চতুর্থ নক্ষত্র। পঞ্চাংস—রোহিণী, ত্রাশ্বী। এই নক্ষত্র শকটাকার এবং পঞ্চতারাকাক, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, এই নক্ষত্রে দ্বৈরাশি হয়।

রোহিণী নক্ষত্র চত্বের অতিশয় প্রিয়তমা, চত্বের সপ্তবিংশতি পত্নী হইলেও চত্রে রোহিণীর নিকট থাকিতেন, নক্ষত্রপত্নীগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইরা নক্ষত্রের নিকট এই কৃতান্ত বলেন, নক্ষত্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইরা চত্রে অতিশয় দেন, রোহিণীর জন্য চত্রে নক্ষত্রের অভিযোগে বন্দারোপাক্রান্ত হন। (কালিকাপুং)

এই নক্ষত্র উর্জবৃহ, সর্পজাতি, শতপদ চক্রাঙ্কসারে এই নক্ষত্রে নামকরণ হইলে এই নক্ষত্রের চারিপাশে “ও, ব, বী, বৃ” এই চারিটা অক্ষর আদি নাম হইবে।

“কবৃকটি। পত্নীলুকতো মতো মধ্যমাগন্ততি প্রোপাতো।

পঞ্চতে গজকূপকগিতিকা নিম্বতাঃ হৃদুশি। নিহলয়তঃ ॥”

(কালিদাসকৃত রাজসিংহনিং)

পাঁচটা নক্ষত্রবৃত্ত শকটাকার রোহিণী নক্ষত্র আকাশ পথে মতকের উপর প্রকাশিত হইলে, নিহলয়ের ভিতর ৩৬ পল অতীত হইয়াছে ব্রি করিতে হইবে।

এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাত বালক, কুশল কুলীন, হুজাকসেহ, বনী, মনী ভ কারক হইরা থাকে। (কোটিজং)

অষ্টোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে সুখের বশা এবং বিশোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দ্রের বশা হয়। নক্ষত্রের পরিমাণাদি অনুসারে ভোগ্যভুক্তাদি নিরূপণ করা বাইতে পারে।

তাত্র মাসের ক্রমটীকায় অর্থাৎ জন্মটীকায় দিন রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে জন্মভোগ্য হইরা থাকে। এই রোহিণী নক্ষত্র রাজিকাল পাইরা যদি পরদিনেও থাকে, তাহা হইলে বহুবংশ রোহিণী থাকে, ততক্ষণ উপবাস করিতে হয়। রোহিণী থাকিতে পারিলে করিতে নাই। [জন্মটীকী দেখ]

১৮ গলরোগ তেজ।

ইহার নিধান ও চিকিৎসার বিধ তাৎপ্রকাশে এইরূপ নির্দিষ্ট আছে। গলরোগ ১৮ প্রকার, তাহার মধ্যে রোহিণী ৫ প্রকার।

নিধান—দুর্ভিত বায়ু, পিত্ত, কক ও রক্ত-গলবেগই মাসকে দুর্ভিত করিয়া কঠোরোষকারী ঔষধাদির উৎপাদন করিলে তাহাকে রোহিণী রোগ কহে। এই রোগে প্রায়ই রোগীর জীবন মট হইরা থাকে।

বাতক রোহিণীর লক্ষণ—বাতক রোহিণীরোগে জিহবার চারিধিকে অতিশয় বেদনাবিশিষ্ট, কঠোরোষকারক, মাংসাত্মক উৎপন্ন হয় এবং রোগী তত্ত্ব প্রভৃতি বাতজনিত উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইরা থাকে।

পিত্তক লক্ষণ—পিত্ত জন্ম রোহিণীরোগে মাংসাত্মক হয়, এবং অতিশয় দাহ ও পাকযুক্ত হইরা থাকে, ইহাতে রোগীর অতি প্রবলবেগে জ্বর হয়। ককলক্ষণ—কক জন্ম রোহিণীরোগে মাংসাত্মক শুষ্ক, স্থির ও অল্পপাকবিশিষ্ট হয়, এবং কঠোরোষকারক হইরা থাকে।

সমিশ্রিত লক্ষণ—ত্রিদোষক রোহিণী রোগে উপরি উক্ত তিনটি দোষের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইরা থাকে এবং মাংসাত্মক গভীরগামী হয়, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই রোগ চিকিৎসিত হইরা থাকে, প্রায়ই ইহাতে জীবনের হানি ঘটে।

রক্তক লক্ষণ—রক্তজন্ম রোহিণী রোগে জিহ্বাভূত কোটক দ্বারা পরিষ্কৃত এবং পিত্তক রোহিণীর তরল লক্ষণ হইরা থাকে, এই রোগ সাপ্ত।

ঔষধোক্ত রোহিণী রোগ রোগীর জীবন সত্তা দুই করে, কক রোহিণী তিন দিনের মধ্যে, পৈতিক রোহিণী ৫ দিনের মধ্যে ও বাতক রোহিণী ৭ দিনের মধ্যে জীবন মট করিয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—সাধা রোহিণী রোগে রক্তভক্ষণ, বমল, মুশলান, গণ্ডুযবারণ এবং সস্ত্র হিতকারক। বাতক রোহিণী

রোগে রক্তভক্ষণ করিরা সৈন্ধ্য দ্বারা প্রতিসারন করিবে, এবং কিকিং উক দেহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডুযবারণ করিবে। পিত্তক রোহিণী রোগে রক্তভক্ষণ করিরা ত্রিধনুর্দূর্ণ, চিনি ও শুষ্ক মিলিত করিরা বর্ষণ এবং ত্রাক্ষ ও পল্লব কলের কাথদ্বারা কবল করিতে হইবে। কক রোহিণীতে গৃহস্থ, ওঠি, পিল্লী ও মরিচ চূর্ণদ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

বেত অপরাপিতা, বিড়ল, দধী, ও সৈন্ধ্যদ্বারা তৈল পাক করিরা নল্য ও কবল করিলে কক রোহিণী রোগ প্রশমিত হয়। পিত্তজানিতভেদে পিত্তাদিশাশক ঔষধ ব্যবহারে ঐ সকল লক্ষণ নিরাকৃত হইরা থাকে।

(তাৎপ্রঃ রোহিণীরোগটিঃ)

১৫ শরীরের বর্জক। (জন্মত শারীরস্থাঃ ৫ অঃ)

১৬ অধের বুখরোগতেজ। (জন্মত ২৯ অঃ)

১৭ জলচর পক্ষিবেশঃ। (চরক হস্তঃ ২৭ অঃ)

(ত্রি) ১৮ স্থল।

“নৈব হুতা ন মহতী ন রূপা নাপি রোহিণী। নীলকুঙ্কিত-
কেশী চ তরা দীপ্যামহং স্বরা” (ভারত ২৬১৩৩)

রোহিণীকান্ত (পুং) রোহিণ্যাঃ কান্তঃ। রোহিণীপতি চন্দ্র।

রোহিণী চন্দ্রব্রত (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ।

রোহিণীচন্দ্রশয়ন (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ।

রোহিণীতনয় (পুং) রোহিণ্যাতনয়ঃ। রোহিণীর পুত্র। বলরাম।

রোহিণীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

রোহিণীত্ব (স্ত্রী) রোহিণী তাৎবে ত্ব। রোহিণী নক্ষত্রের তাব বা ধর্ম। (শতপথত্রঃ ২১১২৬)

রোহিণীপতি (পুং) রোহিণ্যাঃ পতিঃ। চন্দ্র। (হেম)

২ কহুবেব। ৩ বৃষভ।

রোহিণীপ্রিয় (পুং) রোহিণ্যাঃ প্রিয়ঃ। রোহিণীপতি।

রোহিণীভব (পুং) ১ রোহিণীর পুত্র, বলরাম। ২ বুখগ্রহ।

রোহিণীবোণ (পুং) রোহিণ্যাঃ বোণঃ। রোহিণীনক্ষত্রের বোণ, জন্মটীকায় দিন রোহিণী নক্ষত্র হইলে রোহিণীবোণ হয়, এই রোহিণী নক্ষত্রের বোণ হইলে তাহাকে জন্মভোগ্যও কহে। [জন্মটীকী দেখ]

রোহিণীরমণ (পুং) রোহিণ্যাঃ রমণঃ। ১ বৃষভ। (রাজনিঃ)

২ কহুবেব। ৩ চন্দ্র।

রোহিণীবল্লভ (পুং) রোহিণ্যাঃ বল্লভঃ। ১ চন্দ্র। ২ কহুবেব।

রোহিণীব্রত (স্ত্রী) ব্রতভেদ।

রোহিণীশ (পুং) রোহিণ্যাঃ ঈশঃ। ১ চন্দ্র। ২ বলরাম।

রোহিণীবেশ (পুং) রোহিণীনক্ষত্রের চতুর্ধিকে অবস্থিত নক্ষত্রযুগল।

রোহিণীভূত (পুং) রোহিণ্যাঃ রূপঃ । ১ রোহিণীর পুত্র, বসন্তায় ।
২ বৃষভঃ ।

রোহিণের (পুং) রোহিণের, বসন্তভবনি । (রাজনিং)

রোহিণ্যকটমী (স্ত্রী) রোহিণীকটমী । রোহিণী মক্ষরকটমী
ভাক্ষরকটমী, জম্বাটমীর বিন রোহিণীমক্ষরের বোগ হইলে
তাহাকে রোহিণ্যকটমী কহে ।

“রুকাটম্যাক রোহিণ্যাক্ষরোহিণ্যকটমঃ ।

কাট্য বিকাশি লগ্ন্যা হন্তি পাণ্য জিহ্বালম্ব ॥”

(গরুড়পুং ১৩২ অং) [জম্বাটমী শব্দ দেখ]

রোহিণ্যামৃত (স্ত্রী) জম্বাটমীকরে জম্বাটমীমূলে ।
(চরক চিকিৎসা ৫ অং)

রোহিৎ (পুং) রোহিতীতি কহ (কহকহিযুতি ইতি ত । উপ
১১৯) ১ সূর্য্য । (মেদিনী) ২ বর্ষভব । ৩ মৎস্যভব, কই মাছ ।

“কপিত্তকরা মৎস্য রোহিতঃ মনুং বিনা ।” (বৈয়াক)

মৎস্যভব কহ ও পিত্তবর্দ্ধক, কিন্তু রোহিত ও মৎস্যভব
কহ ও পিত্তবর্দ্ধক নহে । ৩ শব্দভূগ ।

“মহাব্যাজার মকটঃ শার্দ্ধিলায় রোহিৎ” (তরুণক ২৪১০)

‘একো রোহিৎ শব্দঃ’ (বেদবীণা)

(ত্রি) ৪ রোহিতবর্ণবিধিষ্ট ।

“রোহিৎস্তাবা সূর্য্যঃ” (ঋক ১১০০১৬)

‘রোহিৎ রোহিতবর্ণা’ (সারণ)

(স্ত্রী) ৫ সূর্য্য । ৬ লতাভব । ৭ বড়বা ।

“বৃক্ষাকরী রথে হরিতো দেবা রোহিতঃ” (ঋক ১১৪১২)

‘রোহিতঃ রোহিচ্ছাতিথেয়াবীরা বড়বাঃ’ (সারণ)

৮ নদী । ‘রোহতি আতিবীজানি তন্মলেন হি বীজানি
প্ররোহতীতি তথাক্ষ ।’ (নিঘণ্টু ১১০১৮) এই অর্থে এই
শব্দ নিগদে প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে, এই জন্য এই শব্দ
ব্যবহৃত হইয়াছে ।

রোহিত (স্ত্রী) কহ—(কহরকট লোবা । উপ ১১৪) ইতি ইতন্ ।
১ কুহুম । ২ রক্ত । ৩ কৃষ্ণ শব্দভবঃ ।

শব্দভবোহনিনেবাংচ রোহিতেপ্রধনুবি চ ।

উকানিধাতকেকুৎ জ্যোতীয়াভ্যাক্ষরানি চ ॥” (মনু ১০৮)

(পুং) ৫ বীনবিশেষ, রোহিতমৎস্য (Labris Rohita)
কইমাছ ।

“ইরীশো লিতপীকুর্ক বাচাবাচানমোচনঃ

রোহিতো নো হিতঃ প্রোক্তো মনুরো মনুরো প্রিয়ঃ ॥”

ইহার লক্ষণ—এই মৎস্য কৃষ্ণবর্ণ, লম্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ
বৈতর্য্য এক বকু, কৃষ্ণাকার ও রোহিতবর্ণ, মৎস্যের মধ্যে ইহা
শ্রেষ্ঠ । ৩৭—কৃষ্ণবর্ণ, বালক, বাতলাশব্দ এবং বীড়বর্দ্ধক ।

“ককঃ নদী বেতকুনিভ মৎস্যঃ

কঃ প্রোক্তোহসৌ গোহিতবৃত্তকঃ ।

কোকে বলাং রোহিততাপি মালাং

বাতং হন্তি দিগ্ভয়ান্ভাবীর্ণ্য ॥” (রাজনিং)

ভাব-প্রকাশ কৃত পর্ধ্যা ও গুণ—

রক্তোদর, রক্তবর্ণ, রক্তাক, রক্তপাক, রক্তপাক, রক্তপাক
ও রোহিত, এই মৎস্য লক্ষণ মৎস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ৩৭—
কৃষ্ণবর্দ্ধক, আর্দ্রভোগনাশক, জীবৎকবার লক্ষণ, মধুরস,
বাতলাশব্দ ও জীবৎ পিত্তকারক । (ভাবপ্রং)

হারীতে লিখিত আছে যে, এই মৎস্য পৈবাল ভোজন করে
এক বসন্তরিত্ত বসিরা বীণসীরা ও লক্ষণাক ।

“পৈবালভোজিতোহিমাং বসন্ত চ বিকলনাং ।

রোহিতো বীণসীরা লক্ষণাকো মহাবলঃ ॥”

(হারীত ১১১ অং)

৫ শব্দামখ্যাত হরিতঃ রাজারপুত্র । (মেদিনীভাঃ ১১৫১৫)

৬ বৃষভভব । ৭ রোহিতকবৃক । (মেদিনী)

৮ অগ্নিঘোটক ।

“রোহতি আগ্নেহন্তি রথং বহন্ত্যমিষজিতি রোহিতঃ”

(নিঘণ্টু ১১৫)

৯ রক্তবর্ণ । (ত্রি) ১০ রক্তবর্ণবিধিষ্ট ।

“নমো রোহিতায় হৃদয়ে কৃষ্ণাণাং পতয়ে নমঃ”

(তরুণক ১০১১)

১০ নদীভব । (জৈনহরি ৫৪৪)

রোহিতক (পুং) রোহিত এবং আর্য্য কন । (Amoorah
Rohitaka syn Andersonia Rohitaka) কৃষ্ণবিশেষ,
দাড়িমপুশ্পক নামক শব্দামখ্যাত বৃক । এই বৃক দুই
প্রকার, যেত ও রক্তবর্ণ । চলিত রোহা, রক্তা, কড়ার ।
পর্ধ্যাং রোহী, ব্রীহমজ, দাড়িমপুশ্পক, রোহিতক, রোহিৎ,
কুশাঙ্গলি, দাড়িমপুশ্প, মধ্যপ্রদেশ, কুশাঙ্গলি, মিরোচন,
শালিক । ৩৭—কটু, বিষ, কবার, পীতল, কুসি, রক্ত, ব্রীহা
ও রক্তভোগনাশক । (রাজনিং) ২ হরিৎকপেব ।
৩ কৃষ্ণবৃক । ৪ কেশভব । [রোহিতক দেখ ।]

রোহিতকাক্ষণ (স্ত্রী) কানভব । (ভারত উদ্যোগপং)

রোহিতকট, পর্ধ্যভব । (জৈনহরি ৫১১২)

রোহিতকুল (স্ত্রী) কানভব । (পকবিশ্বকোষ ১৪১১২)

রোহিতকুলী (স্ত্রী) কানভব ।

রোহিতগিরি (পুং) পর্ধ্যভব ।

রোহিতপুত্র (স্ত্রী) রোহিতক নামক । হরিতঃ পুত্র রোহিতক
এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন । [প্রোতপুত্র দেখ ।]

রোহিতবৎ (ত্রি) রক্তাক্তযুক্ত। (দাটায়ণ ১৪১৪)

রোহিতবস্ত্র (স্ত্রী) নগরভেদ। (ললিতবিং)

রোহিতা (স্ত্রী) রোহিত-টাপ, (বর্ণবিজ্ঞানভাষ্যোপধাতো নঃ।

পা ৪।১।৩২) ইতি পাকিকো ভীষ, তকারত নকারাদেশশ্চ ন।

রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণ। পক্ষে ভীষ ও তহানে ন করিয়া রোহিণী পদ হয়।

‘রোহিণী রোহিতা রক্তা লোহিনী দোহিতা চ সা।’ (জটায়র)

রোহিতাক (পুং) রক্তচক্ষুঃ। রক্তলোচন।

রোহিতাক, বেশভেদ। [রোহিতক দেখ।]

রোহিতাক্সি (ত্রি) রক্তচিহ্নবিশিষ্ট।

রোহিতাশ্ব (পুং) রোহিতোহশ্বো বস্ত্র। ১ অগ্নি। ২ হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র। (মেদিনী)

রোহিতিকা (স্ত্রী) রোহিতো বর্ণেহত্যক্তা ইতি রোহিত-ঠন, টাপ। রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণ। (জটায়র)

রোহিতেয় (পুং) রোহিত এব বার্ধে চ। রোহিতবৃক্ষ।

“দ্রীহাবী রোহিতেয়ঃ ত্রাং রক্তপুষ্পক রোহিতঃ।”

রোহিতশ্ব (পুং) অগ্নি। (জু ১।৪৫।২)

রোহিন্ (পুং) অবশ্যং রোহিতীতি রুহ আবশ্যকে গিনি।

১ রোহিতবৃক্ষ। ২ অশ্ববৃক্ষ। ৩ বটবৃক্ষ। (মেদিনী)

রোহিলখণ্ড, যুক্তপ্রদেশের ছোটনাট বাহাদুরের অধীন একটি শাসনবিভাগ। বিভাগীয় কমিশনের কর্তৃত্বাধীন। অক্ষা° ২৭°৩৫’ হইতে ২২°৫৮’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২’ হইতে ৮০°২৮’ পূঃ মধ্য। জুপরিমাণ ১০৮৮৩ বর্গমাইল। বিজনোর, মোদানাবাদ, বুদাউন, বরেলী, পিলিভিৎ ও শাহজহানপুর জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে সর্বসমেত ১১৩২৭ থানি গ্রাম ও নগর আছে, তন্মধ্যে কেরলীর জনসংখ্যা লক্ষাধিক, শাহজহানপুর প্রায় ৭৫ হাজার, মোরাদাবাদ ৬৭ হাজার, আমরোহা ৩৬ হাজার, বুদাউন ৩৪ হাজার, পিলিভিৎ ৩০ হাজার, চন্দৌলী ২৮ হাজার, শম্ভল ২২ হাজার, নাগিনা ২০ হাজার, নজিবাবাদ ১৮ হাজার, তিলহার ১৫ হাজার, বিজনোর ১৫ হাজার, কোরকোট ১৫ হাজার, শাসাবান ১৫ হাজার, আগুনলা ১৩ হাজার, কীরাতপুর ১৩ হাজার, সরাইতরগী ১১ হাজার ও টাটপুর প্রায় ১১ হাজার। এই ১৮টা প্রধান নগর ব্যতীত আরও ২৮টা ক্ষুদ্র নগর আছে। নগরসমূহে স্থানীয় বাণিজ্যের প্রভাব নিতান্ত মন্দ নহে। আউধ-রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন-রোহিলখণ্ড রেলপথ এখানে বিস্তৃত থাকার স্থানীয় ব্যবসার বিশেষ সুবিধা হইরাছে।

রোহিলা আফগান জাতি এক সময়ে এই বিস্তৃত বিভাগে বাস করে এবং তাহারা স্বকীয় বীর্ঘ-বলে এইস্থান অধিকার

করিয়া আফগান শাসন বিস্তার করিয়াছিল। তদবধি এই স্থান রোহিলখণ্ড নামে আখ্যাত হয়। দুর্ভাগ্য রোহিলাজাতির বীরপ্রকৃতি ও বুদ্ধবিগ্রহের পরিত্র রোহিলা শব্দে এবং বিভাগীয় ইতিবৃত্ত প্রতি জেলার তত্ত্বাধিক শব্দে বিবৃত হইরাছে।

রোহিলা (রোহেলা), ভারতবাসী আফগান (পাঠান) জাতির একটি শাখা। ইহারা প্রধানতঃ যুক্তকষ্টে আফগাননামে পরিচিত। দিল্লীতে পাঠান-আধিপত্যকালে ভারতে আসিয়া ইহারা নানা রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময়ে আফগান-সর্দারগণ কারাগীর বা শাসনকর্তৃক হইরা স্ব স্ব প্রাধান্ত্যস্থাপনে যত্নবান্ ছিলেন। পঞ্জাবের পেশবার বিভাগে ভারতাক্রমণকারী কএকদল আফগান উপনিবেশ স্থাপন করিলেও, ভারতের অন্তর্ভুক্ত স্থানে আফগানগণ বসবাস করিবার সুবিধা পায় নাই। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট বাবরশাহ যখন ভারতে রাজপুট স্থাপন করেন, তখন হইতে অরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্যন্ত ভারতে পাঠানজিগের বিশেষ প্রোত্খ্যাত ছিল। প্রতিষ্ঠাপন ও প্রতাপশালী যোদ্ধা রাজপুত বা হিন্দু-রাজস্বগণের শাসনসময়ে আফগানগণ মন্তকোত্তোলন করিতে পারে নাই। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, মোগল-প্রভাবের উত্তরোত্তর অবসান হইতে দেখিয়া লুঠন দ্বারা ধনাহরণের চেষ্টার বা সৈনিকবৃত্তি লাভের আশায় দলে দলে আফগানজাতি পার্শ্বত্যাগ-অধিত্যকা ছাড়িয়া কন্ধ্যাযেবণে ভারতে আসিয়া পদার্পণ করিল। কএকজন রাজকাণ্ডে নিয়োজিত হইলেও অধিকাংশই দম্ভাবৃত্তি দ্বারা জীবিকাার্জন করিয়াছিল।

হিন্দুস্থানবাসী এই আফগানজাতি তৎকালে রোহিলা নামে পরিচিত ছিল। হিন্দুগণ কেন তাহাদের রোহিলা নাম দিয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না। সম্ভাব্যায় রোহশব্দে পর্কত এবং রোহেলাই শব্দে পর্কতবাসী বুঝায়। এতদ্বিধ তারিখ-ই-শাহী ও কিরিতায় আফগানস্থানের অন্তর্গত রোহ নামক জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ স্থান স্বাত ও স্বাকোর হইতে ভক্তরের অন্তর্গত শিখি নগর পর্যন্ত এবং হাসন-আবদাল হইতে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ এই রোহ নামক জনপদ বা পার্শ্বত্যাগপ্রণেয় হইতে সমাগত আফগানজাতি ভারতে রোহিলা নামে পরিচিত হইরাছিল। উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতে বিশেষতঃ হারদরাবাদে আফগান উপনিবেশিকগণ “রোহেলা” নামে কথিত হইরা থাকে। উত্তরভারতবাসী আফগানজাতি সাধারণতঃ পাঠান নামেই পরিচিত।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলসাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, নানাভাবে সেকুগণ আপন আপন প্রকৃত-সংস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশবাসী আফগানগণ

মহাবীর দ্বারা উদর পূরণ করিতে ছিলেন। সৌভাগ্যবশী আকগানসেনানী দাউদ মোগলসরকারে ক্রীতদাসরূপে নিযুক্ত থাকিয়া খীর সঙ্গণে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অবশেষে সেই ব্যক্তি খীর প্রভু শাহ আলমকে নিহত করিয়া কাতিহর নামক স্থানে প্রাধান্যলাভের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পুরুষকারে বিমোহিত হইয়া আকগানগণ তাঁহার কলিত ও দলভুক্ত হইতে লাগিল। দাউদ প্রথমজীবনে পৃষ্ঠনকালে একটা জাট-বালককে অপহরণ করিয়া লালনপালন করেন। ঐ বালকের নাম আলী মহম্মদ। আলী প্রতিপালক দাউদকে নিহত করিয়া স্বয়ং আকগানসম্রাটের অধিনেতা হইলেন এবং খীর সাহস ও কার্যতৎপরতাগুণে শীঘ্রই কাতিহরের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি বহুশত আকগান যোদ্ধাকে স্বকার্যে নিয়োগ করিয়া আপনার বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

দিল্লীর রাজসরকারের চরবন্ধা দেখিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহ মোগলসম্রাটের গর্ভ আরও ধরু করিলেন। তাহাতে আলী মহম্মদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল। অনেক শিক্ষিত আকগানসেনা ও সেনাপতি তাঁহার পক্ষে আসিয়া যোগ দিল। মহম্মদ এইরূপে বলীয়ান হইয়া তাবী প্রতিযোগীর বিরোধের আশঙ্কা অপনোদনার্থ খীর খুলতাত রহমৎ খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। রহমৎ তৎকালে রোহিলখণ্ডের সর্বপ্রধান আকগান-সর্দার, তিনি আলীর নিকট হইতে কিছু জায়গীর লইয়া তাঁহার সহযোগে কার্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। রহমতের পিতা শাহ আলম বাদলজৈ আকগান। তিনি কান্দাহার ত্যাগ করিয়া কাতিহরে আসিয়া বাস করেন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রহমতের জন্ম হয়।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড নামক সুবৃহৎ দেশভাগ আলী মহম্মদের অধিকারভুক্ত হয় এবং সম্রাট তাঁহাকেই তৎকালীন শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ৫ বৎসর নির্বিরোধে রাজ্যশাসন করিবার পর ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে অবোধার সুবাহার সফরজন্দের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। এই সময়ে সম্রাট মহম্মদশাহ উজীরের পক্ষাবলম্বন করায় আলীমহম্মদ বক্তব্যস্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি নজর-বন্দীরূপে দিল্লীতে রক্ষিত হইলেও তাঁহার অধীনস্থ দুর্ব্ব আকগানগণ ক্রমশঃই অভ্যচার ও উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন সম্রাট আলীকে সরহিন্দের শাসনকর্তৃত্ব দান করিয়া তাহারিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আবদালীর ভারতক্রমণে সুযোগ পাইয়া আলীমহম্মদ পুনরায় রোহিলখণ্ড হস্তগত করিয়া লইলেন এবং অভ্যন্তরীণতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। শাসন-

মূল্যে সুবৃদ্ধ করিবার অভ্যাস কাল পরেই ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কালগ্রাসে নিপতিত হন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র করকুলা খাঁ ও আবদুল্লা খাঁ আবদালীর সহিত কান্দাহার যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং অপর শাবালক চকুউরের উপর রাজ্যভার না দিয়া আলী খীর খুলতাত রহমৎ খাঁকে 'হাকিম' অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান অতিথ্যক ও রহমতের জাতিভ্রাতা হুজীখাঁকে সেনাপতি করিয়া যান।

আলীমহম্মদের মৃত্যুর পর, তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি ও বিজ্ঞানোন্মত্ত জায়গীরদার মাজির খাঁ হুজীখাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়া মাজিব উদৌলা নামগ্রহণপূর্ব্বক বিজ্ঞানোন্মত্ত রাজপাট স্থাপন করিলেন। মধ্য অন্তর্দেশীতে বঙ্গবংশীয় আকগান কাএমজন্ম করুণাবাদে খীর প্রভাব বিস্তার করিয়া আকগানশাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময়ে উজীর সফরজন্ম তাহাদের দর্শন করিবার মানসে প্রথমে সেনাপতি কুতব উদ্দীনকে প্রেরণ করেন। হুজী খাঁ-পরিচালিত রোহিল্লায় হস্তে কুতবের পরাজয় ও প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে সফর কাএমজন্মের সহায়তার ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন। বদাউনের যুদ্ধে হাকিম রহমৎ ও হুজী খাঁর হস্তে কাএমজন্ম নিহত হইলে তিনি আর রোহিলখণ্ড আক্রমণ না করিয়া কাএমের পুত্র আকম খাঁকে কতাবাবাদে আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে বিশেষরূপে অপমানিত, লালিত ও পরাজিত হওয়ার সফর প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন এবং আকগানগণ আলাহাবাদ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে।

এই অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া সফর মহারাষ্ট্রসেনাপতি মলহর-রাও হোলকর ও জয়সিংহের সাহায্যে পুনরায় রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। আকম খাঁ রহমৎ ও হুজীখাঁর সাহায্য লাভ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রসেনা রোহিলখণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক আকমখাঁকে পরাজিত করিল। আকম খাঁ পুনরায় করুণাবাদ সিংহাসন পাইলেন।

এই সময়ে করকুলা খাঁ, আবদুল্লা খাঁ, হাকিমরহমৎ ও হুজী খাঁর মধ্যে রাজ্যবিভাগ লইয়া গোলযোগ ঘটিল। অবশেষে চারি-জনেই আলীর সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী গাজীউদ্দীনকর্তৃক সম্রাট আকমশাহের রাজ্যচ্যুতি এবং সফরজন্মের মৃত্যু ও সুজা উদৌলার অর্থোদ্য-মসন্দ প্রাপ্তিতে রোহিল্লা জাতির অদৃষ্টবশি ক্রমশঃই তিমিরাবৃত্ত লইয়া আসিতে লাগিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আবদালী ৩য় বার ভারত আক্রমণ করিলেন। এবার তিনি পূর্ব্বকথিত মাজিব উদৌলাকে সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী করিয়া গেলেন। গাজী উদ্দীনের এ করতাবাস ভাল লাগিল না, তিনি মহারাষ্ট্রের সহযোগে তাঁহার সর্বনাশে সম্মত

হইলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-সেনা রাজিৎ উদ্যোগকে রোহিলাখণ্ডে তাড়াইয়া গেল। ইংরেজের নজর না হইয়া অবশেষে তাহার ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বাসিন্দাদের স্বাধীনতা করেন। হাকিম-রহমৎ ও অন্তান্ত রোহিলা সর্দারগণ মহারাষ্ট্রের গভিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া জুজা উদ্যোগে সাহায্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বর্ষে নবম্বর মাসে ব্রিটিশ সৈন্যদের নিকট পরাজ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় বল পলাইয়া যায়।

মহারাষ্ট্র-সেনার পলাইবার আরও কারণ ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আকবালী ৪র্থ বার ভারতাক্রমণার্থ পঞ্জাবে পর্য্যপন করেন। পঞ্জাব তৎকালে মহারাষ্ট্র অধিকারে ছিল। রাজ্যকর্ত্তা মহারাষ্ট্রগণ রোহিলাদিগকে ছাড়িয়া আব-দালীর সম্মুখীন হইবার উৎসাহ দেখিতে লাগিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে আকবালী রাজিৎ উদ্যোগ, হাকিম রহমৎ ও অন্তান্ত রোহিলা সর্দারগণ সমবেত হইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ৬ই জানুয়ারী ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথযুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি বিলুপ্ত হইলে আকবরশাহ আকবালী বিরুদ্ধবোধগতঃ শাহ আলমকেই দিল্লীর সম্রাট মনোনীত করিয়া রাজিৎ উদ্যোগকে প্রধান মন্ত্রী ও জুজা উদ্যোগকে উজীর করিয়াছিলেন। তিনি হাকিম রহমৎ ও জুজা খাঁকে স্বতন্ত্রকমে এতাবা এবং আগ্রা ও কাল্পী প্রদেশ দান করিলেন। অন্তান্ত রোহিলা সর্দারগণ অন্তর্কেন্দ্রীয় মধ্যবর্তী প্রদেশ ভোগ করিবার অধিকার পাইলেন। এই সময়ে কএকবৎসর মাত্র রোহিলাগণ শাস্তির সুখরাজ্য ভোগ করিয়াছিল।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জুজা উদ্যোগের সহিত ইংরেজের বিরোধ ঘটে এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গারের যুদ্ধে তাহা কতকটা স্থগিত থাকে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে আকবানগণ পুনরায় এতাবা ও দোরাবের মধ্যবর্তী জেলা সমুদায় আক্রমণ করিলে জুজা খাঁর মনে নানা কুচিন্তার উদয় হইতে থাকে। কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রাজিৎ উদ্যোগের মৃত্যুতে তৎপুত্র জাবিতা খাঁ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু রোহিলা জাতির গর্ভে অনেকাংশে বর্ষ হইয়া গেল। উক্ত বর্ষেই রোহিলাখণ্ডে জুজা খাঁর মৃত্যু হওয়ার রোহিলাগণ আর মহারাষ্ট্রীয় গভিরোধ করিতে পারিল না। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাহার ১৮বর্ষ পরে পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করিল। জাবিতা খাঁ বিগ্ন নিকটবর্তী জানিয়া রাজা ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। উক্ত বর্ষে ২৫এ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের সহিত একটা চুক্তি করিয়া সম্রাট নগরে প্রবেশ করিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রবল রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করিলেন। জাবিতা খাঁ ও হাকিমরহমৎ প্রভৃতি রোহিলা সর্দারগণ এবং বঙ্গা জুজা উদ্যোগ মহারাষ্ট্রীয় সেনার গভিরোধ করিতে অসমর্থ হই-লেন। মহারাষ্ট্রবল পাণিপথযুদ্ধের ঐতিহাসিক সীমার রোহিলা-

খণ্ড উৎসাহিত করিয়া অধোদ্যোগে অগ্রসর হইলে উজীর জুজা উদ্যোগ কলিকাতার ইংরাজগবর্নমেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন ও রোহিলাখণ্ড বিভাগের কতকংশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিবার অস্বীকার করেন। তৎফলস্বরে সত্য প্রেসিডেন্ট কর্ত্তিয়ারের আদেশে সন্ন্যাসী বেকার মধ্যস্থ হইয়া মহারাষ্ট্র, রোহিলা ও জুজা উদ্যোগের সম্মেলনের চেষ্টা পান। উক্ত বর্ষের ২৫এ মে পর্য্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব চলিল, কিন্তু বিশেষ কিছু হইল না। বর্ষান্তে মহারাষ্ট্রবল গঙ্গা পার না হইয়া কিরিয়া গেল। রোহিলাগণ এবং জাবিতা খাঁ পত্নীপুত্র লইয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। উজীর বেকার সাহেবকে লইয়া অধোদ্যায় চলিলেন।

এদিকে হেষ্টিংস মাস্রাজ হইতে আসিয়া উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাসে বালুয়ার গবর্ণর হইলেন। মহারাষ্ট্র, রোহিলা, উজীর ও দোরাবসম্রাটের পরস্পরের স্বার্থ ও লক্ষ্য রক্ষা করাই তাঁহার মূল করণ হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রগণ রোহিলাখণ্ড পরিত্যাগে স্বীকৃত হইয়া রোহিলাখণ্ড আক্রমণে বিরত থাকিলেও তদ্রূপে শান্তি স্থাপিত হইল না। রোহিলাদিগের মধ্যে গৃহবিবাদে মূচ্ছনা হইল। রোহিলাসর্দার সর্দার খাঁ বলির মুক্তিতে তাঁহার পুত্রগণ উত্তরাধিকার লইয়া গোলাবোগ উত্থাপন করিল। হাকিম-রহমতের পুত্র ইনারৎ খাঁ পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। এই সময়ে অন্ততম রোহিলা সর্দারগণ ক্রমশই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সর্দার শেখ কবীর ভবলীলা সমরণ করিলেন, ফরুখ-বাবের মুজঃকরজ অকর্ণগত্যনিবন্ধন হারল হইয়া পড়িলেন এবং জাবিতা খাঁ স্বজাতির সহায়ত্বিত হারাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিশ্রুত হইলেন। তিনি দিল্লীধরের প্রধান মন্ত্রকের আশায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মহারাষ্ট্রবলে মিলিত হইলেন।

উক্ত বর্ষের শেষভাগে মহারাষ্ট্রবল দিল্লীপ্রবেশ করিলে, নজর খাঁ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্রবল তখন আর প্রকৃতভাঃ সম্রাটকে কোনরূপ সম্মান না দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে আলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ বিজয় করিয়া লইলেন। এই সংবাদে ভীত হইয়া জুজা উদ্যোগ ইংরাজগবর্নমেন্টকে সাহায্যপ্রার্থনাপূর্বক পত্র লিখিলেন। কোরা ও আলাহাবাদ লইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া মহারাষ্ট্র-সেনাপতি হাকিমরহ-মতের সহিত সম্মিলিত হইবার আশায় গঙ্গা পার হইয়া রোহিলাখণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

হাকিমরহমতের সহিত মহারাষ্ট্রবলের সন্ধির প্রস্তাব চলিতে দেখিয়া হেষ্টিংসে চিন্তাচক হইলেন। তিনি অধোদ্যায় উজীরের পক্ষ ও ইংরেজের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ সেনাপতি সন্ন্যাসী বেকারের

অধীনে একতল ইংরাজসৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাত্রিদিনকে রোহিলখণ্ড হইতে তাড়ানই বুখা উদ্দেশ্যে রহিল। সেনাধ্যক্ষ বেকার হুজা উদ্দৌলার সহিত সৰ্ভ সাব্যস্ত করিয়া হুই দল ইংরাজ, হরদল সিপাহী ও একতল কামানবাহী সৈন্য লইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে অবোধ্যা হইতে রোহিলখণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবোধ্যার সেনাধল ও ইংরাজসৈন্য রোহিলাদিগকে সাহায্য করিবে জানাইয়া, হুজা-উদ্দৌল হাকিম রহমৎকে পত্র লিখিলেন এবং মহারাত্রিরপনের বিরুদ্ধে যুদ্ধবোধনা করিতে কৃতসঙ্কর হইলেন। এ প্রস্তাবে হাকিম রহমৎ সম্মত হইলেন না; তিনি জাবিতা খাঁ ও মহারাত্রি-পক্ষাবলম্বন করিলেন দেখিয়া সেনাপতি বেকার সমলে রামঘাট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এইখানে নদীর অপরপারে মহারাত্রিগণ সমলে অবস্থান করিতেছিলেন। হাকিম রহমৎ শঠতাপূর্বক এতদিন মহারাত্রি বা হুজার দলে যোগদান করেন নাই, মহারাত্রিসেনাপতি আর বিলম্ব না করিয়া বলপূর্বক তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইলেন। মহারাত্রিগণ নদী পার হইয়া হাকিম রহমতের শিবির-সম্মুখস্থ রোহিলাদুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ইংরাজের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন না।

এদিকে ২১ মার্চ হাকিম রহমৎ উপায়শূন্য হইয়া হুজার প্রস্তাবে সম্মতিদানপূর্বক তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দিলেন। ইহাতে মহারাত্রিগণ পশ্চাদ্গমন হইলেন। কএকবার আক্রমণের ভয় দেখাইয়া তাহারা ইংরাজ ও হুজাকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিলেন, অবশেষে মে মাসে দাক্ষিণাত্যে মহারাত্রি-সর্দারগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়ার, তাহারা বাধ্য হইয়া উত্তর-ভারত ত্যাগ করিল। তাহাতে উজীর ও ইংরাজের অদৃষ্ট-লক্ষী সুপ্রসঙ্গ হইলেন এবং মহারাত্রিশক্তি জন্মের মত লোপ পাইল। এই ভীষণ বিবাদের মহারাত্রির সর্দারগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহারা একত্র বে লক্ষাধিক অশ্বারোহী সেনা ও ১০ কোটি তক্তা রাজস্ব আদায় করিয়া মহারাত্রি-সাম্রাজ্যের পত্তন করিতেছিলেন, তাহাই সকল সর্দারগণ বিভাগ করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সময় হইতে মহারাত্রি-শক্তির অবসান ঘটে।

এই যুদ্ধবিগ্রহে উজীরের বিলম্ব ব্যয় হওয়ার তিনি রোহিলাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্যসুজার দাবী করিয়া পাঠাইলেন। হাকিম রহমৎ অর্ধপ্রদানে অস্বীকৃত হওয়ার, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধবোধনা করিবার আদেশ হইল। কিন্তু হুজা প্রথমে যুদ্ধ করিয়া রাজকোষ পূর্য করিতে চান নাই। তখন হেষ্টিংস বারানসীর নদী অঙ্কন্যারে তাঁহাকে ৪০ লক্ষ নিকাড়ার আলাহাবাদ ও কোরা ফির করিলেন। সতঃপর রোহিলাদিগকে তাড়াইবার

কোষবস্ত চলিতে লাগিল। উজীর তাহাতে সার দিলেন বটে, কিন্তু সৈন্তসাহায্য করিতে চাহিলেন না।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুজা মহারাত্রিদিনকে হোরাব হইতে তাক্কা-ইরা দিরা জাবিতা খাঁ ও অভ্যন্ত রোহিলা সর্দারগণের সহিত মিজতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহার মনের গতি কিরিল। তিনি রোহিলাদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় হেষ্টিংসের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি বেকারের উপর বখারীতি আদেশ প্রেরিত হইল। দেখিতে দেখিতে ইংরাজসৈন্য অবোধ্যাপ্রান্তে উপনীত হইল। কর্ণেল চাম্পিয়ানের নিকট সজির প্রস্তাব পাঠাইয়াও হাকিম রহমৎ-প্রার্থিত অর্থদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন যুদ্ধ অবশ্যস্বার্থী হইয়া উঠিল। উক্ত বর্ষের ২৩এ এপ্রিল সাইকান-পুর জেলার মিরাপুর কাটুরায় যুদ্ধ বাধিল। রণক্ষেত্রে হাকিমরহমতের সঙ্গে আর দুই সহস্র রোহিলা প্রাণবিসর্জন করিল। ইহার পর কয়ক্লা খাঁ রোহিলাদিগের নেতৃত্বগ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া রামপুর, তরাই ও অবশেষে গড়বালের পর্বতমাছদেশে পলাইয়া আশ্রয়কার্য সজির প্রস্তাব পাঠাইলেন। জুনমাসে ইংরাজ ও উজীরসৈন্য পর্বত-সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া ভয়ে তিনি সজির সঙ্গে অহুমোদন করিলেন।

ইংরাজসৈন্য ও উজীর তখনস্তর সেই স্থান ত্যাগ করিলে পাঁচ সহস্র রোহিলা লইয়া কয়ক্লা রামপুরে আসিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং অবশিষ্ট রোহিলাসৈন্য সর্দার সহ রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জাবিতা খাঁর এলাকায় আসিয়া বাস করিল। এই যুদ্ধে রোহিলাজাতির উপর যে অভ্যাতার হইয়াছিল, তাহা মহামতি বার্কের ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের বক্তৃতার ও লর্ড মেকলের 'বিবরণীতে' বখাবধ বিবৃত হইয়াছে।

রোহিলা, বোখাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাদ বিভাগের জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটা গণপ্রাণ। সমুদ্রতট হইতে একপোয়া দূরে ও উদ্যানগরের ৪ কোশ পূর্বে অবস্থিত। পালিতানা রাজবংশের মধ্যে এইরূপ একটা আচার্য দৃষ্ট হয় যে, যখন কোন সর্দার গহিতে আরোহণ করিবেন, তখন তিনি তাঁহার কোন পূর্বপুরুষকর্তৃক বিলিত এই রোহিলা নগরী হইতে একখণ্ড প্রস্তর লইয়া বাইবেন। ইহার ১১০ কোশ উত্তরে 'চিরাগর' নামক একটা সুবিহৃত বাঘ। ইহার চারিদিক অষ্টালিকাদি পরিপোক্ত।

রোহিলালা, বোখাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাদ বিভাগের গোহেলবান্দ প্রান্তস্থ একটা সামন্তরাজ্য। এখানকার

সর্বাঙ্গের স্তন্যপানের সর্বাব ও বসন্তের পাইকোবাড়কে কর
সিরা থাকেন।

রোহিষ (স্রী) ১ কুল, ১৩ কুল। বিলী অগ্নিরাবাস।
(পুং) ২ রোহিষকুল। ৩ রোহিষকুল। (অবসর)

রোহীতক (পুং) রোহীতক প্রাণার্থে কুল। রোহিতককুল।

রোহীতককুল (স্রী) রোহীতককুলে। এই ঔষধ বিবিধ
যন্ত্র ও বসন্ত। ইহার প্রত্যঙ্গপ্রণালী—মুত ৪ সের, কাখার
রোহীতক হাল ২৫ পল, কুল গুঁঠা ৩২ পল, পাখার জল
৫৭ সের, শেষ ১৪ সের ২ পল। কাখার পিণ্ডুল, চই, চিতা-
মূল, গুঁঠা প্রত্যেক ১ পল, রোহীতক হাল ৫ পল, পাকের জল
১৬ সের। পরে বখাবিধানে এই মূল পাক করিবে। এই
মূল পান করিলে স্রীহা ও গুল প্রভৃতি বিবিধ রোগ আত
প্রশমিত হয়। (ভৈবজ্যরত্নাং প্রাণার্থকর্মণিঃ)

মহারোহীতককুল। প্রত্যঙ্গপ্রণালী—মুত ৪ সের, কাখার
রোহীতক হাল ১২৪০ সের, কুল গুঁঠা ৮ সের, জল ১২৮ সের,
শেষ ৩২ সের। হাগ্রহ ১০ সের। কাখার ত্রিকটু, ত্রিকলা, হিঙ্গু,
যমানী, ধনে, বিটুলবণ, ভীরা, ককলবণ, হাড়িমবীজ, মেবদার,
পূর্ণবা, রাখালপাণীয় মূল, ববকার, কুড়, বিড়ল, চিতামূল,
হুয়া, চই ও বচ প্রত্যেকে ২ তোলা, পাকের জল ১৬ সের।
বখাবিধানে পাক শেষ করিয়া নামাইতে হয়। এই মূলের
মাত্রা ১০ আনা হইতে দুই বা তিন তোলা। অল্পপান বাসসর,
মুখ ও হৃদয় প্রভৃতি। এই মূল বিশেষ বৃষ্টিকর এবং ইহা সেবনে
স্রীহা, যক্ষ্ম ও তক্ষ্ম মূল, কুকিশূল, কঙ্কাল, পার্শ্বমূল প্রভৃতি
বিবিধ রোগ আত প্রশমিত হইয়া থাকে। প্রাণার্থকর্মণিকারে
ইহা একটা উৎকৃষ্ট মূল। (ভৈবজ্যরত্নাং প্রাণার্থকর্মণিঃ)

রোহীতকলোহ (স্রী) ঔষধবিশেষ। প্রত্যঙ্গপ্রণালী—
রোহীতক হাল, ত্রিকটু, ত্রিকলা, বিড়ল, মুতা, চিতামূল, এই
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ; এই সকল দ্রব্যের সমান লোহ।
এই সমস্ত উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে।
অল্পপান সোবের বল বিবেচনা করিয়া স্থির করা আবশ্যক।
ইহা সেবনে স্রীহা, অগ্রদান ও শোথ বিনষ্ট হয়।

(ভৈবজ্যরত্নাং প্রাণার্থকর্মণিঃ)

রোহীতকলোহ (স্রী) স্রীহাধিকারে লোহভেদ।

প্রত্যঙ্গপ্রণালী—রোহিতক, গুঁঠা, পিণ্ডুল, নরিত, হরীতকী,
আমলকী, বহেড়া, বিড়ল, চিতা, ও মুতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে
এক এক ভাগ এবং এই সকলের সমান লোহ একত্র মিশ্রিত
করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ও অল্পপান রোগের
বলাবল অল্পসারে স্থির করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে
অগ্রদান ও যক্ষ্মরোগ ভাল হয়। (রসেজলাসং প্রাণার্থকর্মণিঃ)

রোহীতকাদ্যচূর্ণ (স্রী) চূর্ণার্থবিশেষ। প্রত্যঙ্গপ্রণালী—
রোহীতক হাল, ববকার, চিতা, কটকী, মুতা, নিখাবল,
আতাইচ, গুঁঠা, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ
করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ১ মাত্রা।
অল্পপান শীতল মল। এই ঔষধ সেবনে স্রবর যক্ষ্ম পীড়া
উপশমিত হয়। (ভৈবজ্যরত্নাং প্রাণার্থকর্মণিঃ)

রোহীতকারিক (পুং) অরিত ঔষধবিশেষ। প্রত্যঙ্গপ্রণালী—
রোহীতক হাল ১২৪০ সের, জল ২৫০ সের, শেষ ৩৪ সের।
এই কাখ উত্তমরূপে ছাকিয়া লইয়া ইহাতে ২৫ সের শুষ্ক গুলিয়া
মিতে হইবে, পরে বাইকুল ১০ পল, পিণ্ডুল, পিণ্ডুলমূল, চই,
চিতামূল, গুঁঠা, শুভক, এলাইচ, ভেজপত্র, হরীতকী, বহেড়া
ও আমলা প্রত্যেক ১ পল পরিমাণ চূর্ণ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ
করিতে হইবে। ইহা একটা ভাণ্ডে করিয়া তাহার মুখ উত্তম-
রূপে বন্ধ করিয়া এক মাস কাল রাখিয়া মিতে হইবে। এক
মাস পরে এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া ছাকিয়া
লইতে হইবে। এই অরিত অর্ধ ছোটা পরিমাণে সেবন করিতে
হয়। এই অরিত দিবাতাগে ২ বার বা ৩ বার সেবনীয়। ইহা
সেবনে প্রাণা, গুল, উদরী প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈবজ্যরত্নাং প্রাণার্থকর্মণিঃ)

রৌক (ত্রি) কল্প-অণু। কল্পনির্মিত। সুবর্ণনির্মিত।

“বজ্রোপবীতং দেবক গুণ্ডে রৌক্রে চ কুন্তলে।” (মহা ৪। ৩৬)

রৌক্লিণেয় (পুং) ১ কল্পীগণ্ডসম্বল। ২ প্রহায়।

রৌক্কক (পুং) কল্পের গোত্রাপত্য বহিভেদ।

রৌক্কায়ণ (পুং) কল্পের গোত্রাপত্য বহিভেদ।

রৌক্ক্য (স্রী) কল্পত তাবঃ কল্প-ব্যঞ। কল্পতা, কল্পণতা।

“তৈলং যদ্যোক্ত্যদোবসত তৈলং বজ্রাক্রমং বৃত্তং।

যেন বাঃ সাপরাশ্যতঃ লগ্নকাত্তমবিকাম্।”

(দেবীপুং মহানবদীর্ঘানপ্রঃ)

রৌচনিক (ত্রি) ১ রৌচনাধারা সজিত। হরিত্রাণ্ড। (স্রী) ২ বস-
মূলে অস্থিৎ কঠিন মল।

রৌচা (পুং) কচেরপত্যমিতি কচি-ব্যাণ। স্রববিশেষ, রৌচ
মহ। কচি প্রজাপতির পুত্রের নাম রৌচ।

“রৌচাদ্যদন্তধাত্তেহপি যনবঃ সঃ প্রকীর্তিতঃ।

কচঃ প্রজাপত্যঃ পুত্র রৌচো নাম ভবিততি।”

(বৎসপুং ৩ অঃ)

রৌচা ক্রোড়শ মহু, এই মহুয়ের স্থপকী প্রভৃতি মেঘতা, ইহা
বিষম্পতি এবং বৃষ্টিমান, অধার, তববর্ণী, নিরুৎসব, নিরোধ,
মৃতপা, নিরাকম্প, চিত্রসেন, বিচিত্র, মহৎ, নির্ভর, লু, হুলস,
অবদ্বি ও মহত এই সকল মহপুত্র। (মার্কণ্ডেয়পুঃ)

- ১০ কুস্পতি বহুসংখ্যক অক্ষরিত চতুঃশক্যং বর্ষ।
 ১১ কুস্পতি। ১২ অক্ষরিতভাষ্যে। এই অর্থে রৌপ্যশব্দ
 ব্যবহৃত। ১৩ জাতিবিশেষ। ১৪ আত্মনাক্রম। ইহার
 অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কৃত্তিক। এই জাত রৌপ্যনামে অভিহিত।
 ১৫ নামভেদ। ১৬ লিঙ্গভেদ।

রৌপ্যক (স্ত্রী) ক্রমশঃ কৃত্তিক-রূপ-বর্ণনা-বর্ণনা। পা
 ৪।৩।১১৮) ইতি কৃত্তিক। কৃত্তিককৃত্তিক কৃত্তিক।

রৌপ্যকর্মণ (ত্রি) রৌপ্য কর্মণঃ কৃত্তিক। ভীষণকর্মণ, রৌপ্যকর্মণ-
 কারী। (স্ত্রী) ২ ভীষণ এইরূপ কর্মণঃ।

রৌপ্যগণ, কলিত-জ্যোতিষোক্ত গণভেদ। এই গণে জন্ম হইলে
 সেই ব্যক্তি প্রতিদিন পাণাচারী হয়। (কোমলপ্রবীণ)

রৌপ্যজা (স্ত্রী) রৌপ্য জাভঃ তল টাণ্। রৌপ্য, রৌপ্যের
 জাভ বা ধর্ম।

রৌপ্যদর্শন (ত্রি) রৌপ্য দর্শনঃ কৃত্তিক। ভীষণাক্রম।

রৌপ্যধানী, জৈনসম্প্রদায়ভেদ। (হুবিরাং ১৭৮)

রৌপ্যপাদ (স্ত্রী) রৌপ্য নক্ষত্রবিশেষত পাদং। আত্মনাক্রমের
 পাদভেদ।

রৌপ্যমনস্ (ত্রি) রৌপ্য মনোভবঃ। ভয়ানক মনোযুক্ত।
 নিষ্ঠুরচিত্ত। জুর।

রৌপ্যায় (ত্রি) রৌপ্য ও অগ্নিসম্বন্ধীয়।

রৌপ্যায়ণ (পুং) রৌপ্যের গোত্রাপত্য।

রৌপ্যশ্ব (পুং) পুষ্কর পুত্র ও তক্ষশীল একজন রাজা।

রৌপ্যি (পুং) রৌপ্যের গোত্রাপত্য।

রৌপ্যী (স্ত্রী) রৌপ্য-জীপ্। ১ রৌপ্যজাটা। (মেঘিনী) ২ চণ্ডী।

মহারাত্রী চান্দ্রোদয়ে কল্কনামক মহামৈতাক্যে বিনাশ করিয়া
 মহারাত্রী এই নামে বিখ্যাত হইরাছিলেন।

“এক এবং মহামৈতাক্যে কল্কনামক মহামুখে।

স চ মারাত্ত মহারাত্রী রোরবীং বিনসর্জ হ ॥” ইত্যাদি।

(বরাহপুং ত্রিশক্তিমাং)

রৌপ্যীভাব (পুং) রৌপ্যের ধর্ম।

রৌপ্য (পুং) রৌপ্যজাভাষ্যে রৌপ্য (শিবাবিভোক্ত্যে। পা ৪।১।১১২)
 ইতি অণ্। রৌপ্যের অণ্যভাষ্য।

রৌপ্যাদিক (ত্রি) রৌপ্যাদিগণসম্বন্ধীয়।

রৌপ্যুর (ত্রি) রৌপ্য-অণ্। রৌপ্যের সম্বন্ধীয়।

রৌপ্য (স্ত্রী) রৌপ্যসম্বন্ধ অণ্। রৌপ্য, রৌপ্য। (রাজনিং)

চলিত রৌপ্য বা রৌপ্য। ইহা একটা খনিজ পদার্থ এবং
 অষ্ট ধাতুর মধ্যে গণ্য। এই ধাতু হইতে নানারূপ অলঙ্কার
 ও ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দারুণিক দৌর্ভাগ্যজনিত
 রোগে আত্মকর্তব্য মতে স্বর্ণ বা লৌহবর্ণে রৌপ্যঘটিত ঔষধ

প্রয়োগের বিধি আছে। ডাক্তার এমার্সন ঐ ঔষধের উপ-
 কারিতা সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

এই ধাতু নানাহানে নানা নামে পরিচিত। হিন্দী, বাঙ্গলা,
 মরাঠী, দক্ষিণী, উজরাটী ও তোটে-চাঁদী, রূপা ও রূপা;
 সিন্ধু প্রদেশে—রূপো, তামিল—বেল্লী, বেণ্ডি; তেলগু—বেল্লী,
 কাণাড়ী—বেল্লী; আরব—রূপা, রূপা; পারস্য—সিন্ধু, রূপ-
 রাহ; সংস্কৃত—বেত, রজত, রৌপ্য; সিংহাশ্ব—পেটী, রিচি;
 ত্রুক্ষু—নোয়ে, চীন—বিন্, পেরিন্; মলয়—পেরাক্, শলকা;
 বর্মী—শলাকা; মলয়ালম্—রিয়াকি; তুর্কী—বুলমুল;
 ইংরাজী—Silver; দিনেমার—Solva; ওলন্দাজ—Silver;
 জার্মানি—Silber, ফরাসী—Argent, ইতালী—Argento,
 লাতিন—Argentum; পোলিশ—Srebro; পর্তুগীজ—
 Prato; রুস—Serebro, স্পেন—Plate; জার্মেডিস্—
 Silver, হিব্রু—কেসেক্।

কি প্রাচ্য কি প্রাচীন যুগে বহু পূর্বকাল হইতেই রূপার
 আদর ও ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ঋকসংহিতার (৮২৩২২)
 এবং বৈদিক ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থেও ঋষিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার
 জানিতেন। পুরাণাদি এবং মহাদি স্মৃতিতে রূপার উল্লেখ
 দেখা যায়। স্মৃতিকারগণ ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের নিকট রৌপ্যদান-
 গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা পতিত হইবেন না।
 এই সকল রত্ন তৎকালে ব্রাহ্মণগণ দেবসেবার জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়া-
 দিতেন। [রজত দেখ]

প্রাচীন যুগেও প্রাচীনকালে রূপার প্রচলন ছিল।
 মোজেসের লেখনীতে তাহা বিবৃত রহিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব পুস্তক
 বাইবেল গ্রন্থের জেনেসিস বিভাগে (xx. 16) প্রথমে
 রূপার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত বিভাগের xxiii. 16,
 অংশে রূপার বাণিজ্যপ্রভাবের কথা আছে। জেরার (vi
 18-19) লিখিত আছে “এই সকল অভিশপ্ত বস্তু হইতে
 সর্বদা দূরে থাকি কর্তব্য; কিন্তু স্বর্ণ বা রৌপ্য বাহ্য আছে এবং
 লৌহ ও পিত্তল নির্মিত পাত্রাদি ভোগবিলাসের সম্পত্তিরূপে
 সঞ্চয় না করিয়া যেরাখে নিয়োগ করাই সর্বতোভাবেই উচিত।”
 বাতবিক বাইবেল গ্রন্থের বহু পূর্ববর্তী সংহিতা যুগ হইতে
 ব্রাহ্মণধর্মসম্বন্ধী নানাহানের হিন্দুগণ এই আচার বেদব্যং পালন
 করিয়া আসিতেছেন।

খনিতে রূপা কখন মূলধাতুরূপে, কখন বা ক্রোমি, সাল-
 কাইড মিশ্রণে অথবা সীসক, স্বর্ণ, স্নায়ক, সোঁকা ও তাম্রাদি-
 বোনে মিশ্রধাতুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মিশ্রধাতুরূপে
 প্রথার পরিষ্কার করিতে হয়, সেই প্রণালীকে ইংরাজীতে
 Process of Amalgamation বলে। পরিষ্কৃত রৌপ্য চাঁদি

আমেরিকায় বিস্তৃত। ইহাতে ধাতু (Alloy) যোগ দিয়া সাধারণতঃ মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কখন কখন কোন ভিন্ন পদার্থের সহযোগে (Alloyed by re-agents) উহার প্রকৃতি পরিবর্তন করিয়া উহা দ্বারা অস্বাভাবিক কার্যের উপযোগী অস্ত্রাদি (Surgical instruments) ও রসায়নকার্যের আবশ্যকীয় পাত্র-বিশেষ প্রস্তুত করিতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে, বিশেষতঃ কর্ণালজেলা মধুরা ও মহিষুর প্রদেশে এবং দাশা, সানটেট, মার্জাবান, আসাম, কোচিন-চীন, বুনান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মিশ্র অবস্থার রূপা পাওয়া গিয়াছে।

রৌপ্যের দর সকল সময়ে সমান থাকে না। পূর্বে রূপার দর অধিক ছিল, কিন্তু আমেরিকাতেও সোণা ও রূপার ধনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে রূপার বাজার দর ন্যূন পড়িয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১ তোলা (১৮ গ্রেণ) সোণার দাম ১৫ বা ১৬ টী তুল্যমান রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা ছিল, কিন্তু ১৮৭০ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২৩ তোলা রূপা = ১ তোলা সোণার দাম চড়িয়াছিল, পরে এক সময়ে ২৭ হইতে ২৯ কোম্পানীর মুদ্রার ১ ডির পাকা সোণার দাম হইয়াছিল। সোণার বাজার প্রায় স্থির থাকার এক্ষণে রূপার দর অনেকটা স্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজরাজ্যের প্রচলিত ২২৬/০ রৌপ্যমুদ্রার সম্বন্ধে গিলির ১ ডির অর্থাৎ পাকা ১৫/০ তন্মাত্র ১ খানি গিলি। মুসলমান-রাজত্বের রাজত্ব প্রচলিত সিকা মুদ্রার তুলনায় বর্তমান মুদ্রা ১/০ এক আনা কম।

ইংলণ্ডের ৩য় এডওয়ার্ডের শাসনকালে রূপার দাম কম ছিল। রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে তাহা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। তৎপরে মেক্সিকো ও পেরুরাজ্যে রূপার ধনি বাহির হওয়ার ক্রমশঃ দর নামিতে থাকে এবং ১ম চার্লসের রাজত্বকালে তাহা এলিজাবেথের যুগের একতৃতীয়াংশ মূল্যে বিক্রীত হয়। এইরূপে ইংলণ্ড ও টিউডরগণের রাজত্বকালের মধ্যভাগে রূপার দর নামিতে থাকে, তাহার পাঁচ আনা আন্দাজ দর বলবৎ থাকে এবং ক্রমশঃ দর নামিতে থাকে এবং ক্রমশঃ দর নামিতে থাকে হইয়া যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইংলণ্ডে মধ্যযুগে রূপার দর অধিক ছিল। তৎকালে ১ ঠুল সোণা ১০ ঠুল রূপার বিনিময়ে পাওয়া হইত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডলার মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার উহার পরিমাণ ১ : ১৫ অর্থাৎ ১৫ টী স্বর্ণডলার পরিমিত একটি রৌপ্যডলার নির্ধারিত হয়। আমেরিকার এই নূতন বিধিতে রূপার দর অত্যধিক বর্ধিত হইতে দেখিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কনগ্রাঙ্গস দ্বারা মুদ্রা প্রচলন

করেন। তাহাতে কনগ্রাঙ্গস দ্বারা নির্ধারিত রূপার দাম কনগ্রাঙ্গস উহার পরিমাণ ১ : ১৫০ করিয়া দেন। তাহাতে বাজারে রূপার খেলা চলিতে লাগিল। ১৫ টী ডলার পরিমিত রূপা দিয়া কেহ ১ ডলার পরিমিত সোণা ক্রয় করিতে পারিত না। যুক্তরাজ্যের পর উহা "Standard coin" বা প্রচলিত মুদ্রারূপে গৃহীত হওয়ার প্রকল্পেই লোকে ১৫ টী ডলার মুদ্রাবিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিতে পারিল। এই রৌপ্যমুদ্রার কনগ্রাঙ্গসবিধির বেতন দিবারও বেশ সুবিধা হইল। কারণ ১৫ টি রূপা ১৫ ডলার পরিমাণ ও ১৫ টী ডলারমুদ্রার মূল্য অনেক বড় হয়। লোকের ঘরে বড় রূপা ছিল, তাহারাও টাকশালে আনিয়া চাহিরূপার মুদ্রা গড়াইয়া লইলেন, ইহাতে বাজারে রৌপ্য-মুদ্রার অধিক প্রচলন হইল। জবাবি ক্রয় করিবার পক্ষেও রৌপ্যমুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অধিক উপলব্ধি হইতে লাগিল। কেন না একটি স্বর্ণমুদ্রা না ভাঙাইলে অথবা তন্মূল্যের ত্রুটি ক্রয় না করিলে স্বর্ণমুদ্রার বিনিময় সহজসাধ্য ছিল না। রৌপ্যমুদ্রার প্রচলনে এই অসুবিধা অপনোদিত হইল বটে, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন অনেক কমিয়া আসিল।

রূপা ও সোণার মূল্য আইনমতে ধার্য করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যে উক্ত উভয়প্রকার মুদ্রার বিনিময়ই সাব্যস্ত করা হইল। কিন্তু ঐ পরিশোধ কালে স্বর্ণমুদ্রাদানে কতির আধিক্য দেখিয়া তাহারা এই bi-metallic system গ্রহণ করিয়া দিলেন এবং সমগ্র স্বর্ণমুদ্রা ক্রমশঃ প্রেরণ করিলেন। কনগ্রাঙ্গস-রাজত্বকালে পূর্বে হইতেই রূপার দর কম (under-valued) ধার্য হওয়ার, তাহারা আমেরিকার bi-metallism প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং তাহারা দেশের রৌপ্যমুদ্রা আমেরিকাকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

আমেরিকা হইতে স্বর্ণ স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া তৎকাল-বাসীরা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উভয়প্রকার মুদ্রাপ্রচলনের প্রস্তাব করিলেন। তৎকালে রূপার দর ১ : ১৬ ধার্য হইল। ইহাতে পুনরায় সোণা বাধিল, রাজ্য পুনরায় রৌপ্য বা রৌপ্য-মুদ্রাপুঞ্জ হইল এবং স্বর্ণমুদ্রা তাহার স্থান অধিকার করিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার টাকশালে একটিও রূপার মুদ্রা প্রস্তুত হয় নাই। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার Statute Book নামক রাজবিধিতে রূপাকে সোণার সমমূল্য (silver a legal tender equally with gold) বলিয়া নির্দিষ্ট থাকিলেও বিশেষ কোন কল হয় নাই, কারণ তৎ পরবর্তিকালে সোণারূপার দর বাজারে উঠিতেছে ও নামিতেছে। লক্ষণগণ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পর স্বর্ণমুদ্রার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত এক প্রকার রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। কলিকোপরা ও

অষ্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজারে যুগ-প্রলয় ঘটয়াছে।

শোধিতরূপা রূপার পাত বা রূপালী (Silver leaf) সাধারণতঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ঔষধার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। হেকিমগণ আমলকীফলের (Phyllanthus Emblica) সহিত রূপার পাত অজীর্ণ অথবা দ্বারবিক দৌর্জল্যজনিত রোগে সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। বোজকজগোষরোগে (Conjunctivitis) Argemum Nitrus ১০ গ্রেণ জলে মিলাইয়া কঞ্চল দিলে উপকার দর্শে। জালা অধিক বোধ হইলে যন্ত্রণাহানে লবণজল লাগাইয়া দিলে বেদনার উপশম হয়। কক্সপ্রদেশের ভূজনগরের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বেরেন সাহেব দায়ুর বলকারক ঔষধরূপে রৌপ্যভয়ের উল্লেখ করিয়া যান। উহার প্রস্তুত-প্রণালী—একভাগ সেকোবিষ অর্দ্ধগ্রেণ নেবুর রস ও ১/১০ ভাগ রূপার পাত খলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা নববস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। যথেষ্ট উত্তাপে অভ্যন্তরস্থ ঔষধ ভস্মীভূত হইলে তাহাকে পুনরায় লইয়া ঐ রূপে বস্ত্র ও মৃত্তিকালেপন দ্বারা চতুর্দশবার দগ্ধ করিলে রৌপ্যভয় প্রস্তুত হয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রূপার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। রূপার বাসন বা খেলনা প্রস্তুত করিতে স্মার বিশেষ কার্য করে। নাইট্রিক এসিড রূপার উপর বিশেষ কার্য করে, হাইড্রোক্লোরিক ও উত্তপ্ত সালফিউরিক এসিড এবং উত্তপ্ত লবণজল ও একোয়া-রিজিয়া কতক পরিমাণে রূপান্তর ঘটাইতে সমর্থ।

নাইট্রিক এসিডে বাজারে রূপা (Commercial silver) ডুবাইলে বিগুহ রূপা পাওয়া যায়। পাত্রে যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে, তাহা জাল দিলে ক্লোরাইড অব সিল্ভার বাহির হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপার যে কয়টি মিশ্রপদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া গেল,—

Suboxide of silver, Molybdate of Suboxide of silver, Protoxide of silver, Peroxide of silver, Sulphide of silver, Sub & Proto Chloride of silver, Bromide of silver, Iodide of silver, Sulphate of Silver Nitrate of silver বা Lunar caustic. এতদ্বিন্ন রৌপ্য হইতে triphosphate, pyrophosphate, metaphosphate, Carbonate, borate, chlorate, monochromate, bi-chromate ও arseniate প্রভৃতি লবণ বাহির হইয়া থাকে।

ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে হইলে শোধিত রৌপ্যের অভাবে কাস্তলোহ নেওয়া বাইতে পারে।

“স্বর্ণমথবা রৌপ্য মৃতং বস্ত্র ন লভ্যতে।

তত্র কাস্তেন কর্ম্মণি ভিষক্ কুর্ধ্যাদিচক্ষণঃ ॥” (ভাষপ্র০)

(ত্রি) ২ রৌপ্যবিশিষ্ট।

“স্বর্ণরৌপ্যায়সে শৃঙ্গৈঃ সঙ্কলাৎ সর্কভো গৃহৈঃ।”

(ভাগবত ৪।২৫।১৪)

রৌপ্যাগিরি, প্রাচীন বিদেহরাজের অন্তর্গত একটি শৈল।

রৌপ্যময় (ত্রি) রৌপ্য-স্বরূপে মনুষ্য। রৌপ্যস্বরূপ, রৌপ্যনির্মিত।

রৌপ্যমুদ্রা, (Silver coinage) রৌপ্য ধাতু হইতে প্রস্তুত রাজচিহ্নিত রৌপ্যচক্র বা চতুষ্কোণ খণ্ড। ইহা মুদ্রা বা তকা নামে রাজ্যদেশে কার্যব্যাপারে বিনিময়রূপ গৃহীত হইতে থাকে। ইংরাজরাজত্ব বর্তমান যেরূপ রৌপ্যমুদ্রা বা টাকা = বোল আনা বা ৬৪টা তাম্রমুদ্রা প্রচলিত আছে, মুসলমান অধিকারে সেরূপ সিদ্ধা প্রভৃতি মুদ্রা ছিল, ঐ মুদ্রার পরিমাণও স্বতন্ত্র। প্রাচীন হিন্দুরাজ-গণের অধিকারে নানারূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজগণের অধিকারে ছেনী কাটা বা ছাঁচে ঢালাই যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিই কিছু কিছু খাদ মিশ্রিত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সার্জন মেজর সেকন্টন (Surgeon Major Shekton) এক খানি পত্রিকায় ১০২ প্রকার স্বর্ণমোহর, ৩২ প্রকার হুণ বা পাগোডা, ১ প্রকার অর্দ্ধপাগোডা, ২৪ প্রকার সোণার ফানম (পরিমাণ ২.৬ হইতে ৫.২ গ্রেণ) ও ২১ প্রকার বৈদেশিক স্বর্ণমুদ্রা, এবং রৌপ্যের মধ্যে ৪৫৬ প্রকার রূপী, ২৩ প্রকার আধুলী, ৬ প্রকার ফানম ও ১টা নাম্ভী মুদ্রার খাদের পার্যক্য নির্দেশ করিয়া যান।

আবুলফজলের লেখনী হইতে জানা যায় যে, ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে হুমায়ূনের নিকট হইতে দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিয়া শেরশাহ প্রথমে ভারতে স্বনামে মুদ্রাঙ্কন করেন। ঐ শেরশাহী মুদ্রার এক পৃষ্ঠে ইসলামধর্মের নিশানা ও অপর পার্শ্বে পারস্তভাষায় শেরশাহের নাম লেখা ছিল। তাহার পূর্বে ভারতে আরব-দেশীয় রূপার দরহাম, স্বর্ণ দিনার ও তামার ফুলাস প্রচলিত থাকে। পাঠান ও মোগলের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল মুদ্রাও এদেশে আনীত হয়। প্রাচীন হিন্দু ও শক-রাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা সেই বিপ্লবের দিনে একরূপ লোপ পাইয়াছিল। [বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রাতত্ত্ব শব্দে দেখ।]

সম্রাট অকবর শাহ শেরশাহীমুদ্রার সংস্কার করিয়া চতুষ্কোণ রৌপ্য জালীমুদ্রা প্রচলন করেন। উহার ওজন ১১।০ মাষা। ইহাকে ‘চারি-ইয়ারী’ মুদ্রাও বলিত। কারণ ইহার চারিকোণে মহম্মদ, আবুবকর, ওমর ও ওসমানের নাম এবং কিনারায় আলীর নাম খোদিত ছিল। তৎকালে ভারতের নানাস্থানে

নানারূপ মাধাশরিমাণ প্রচলিত থাকার মুদ্রাবিশেষের ওজন-নির্দেশের বড়ই অভাব ছিল। অধ্যাপক কোলক্লক্ অকবর-শাহের রাজ্যকালের বহুসংখ্যক পরিষ্কার স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ওজন লইয়া ১৫৫ গ্রেণ মাধার গড় ধার্য করেন। অর্থাৎ এক একটা বিত্তক রৌপ্যমুদ্রা ১৭৪.৪ গ্রেণ পরিমাণে অকবর-শাহের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর, শাহজহান ও অরঙ্গজেবের সময়ে যে সকল মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণও ১৭৫ গ্রেণ। মহম্মদশাহের রাজত্বকালে সুরাট, দিল্লী, আক্কাবাবাদ ও বাল্লামার ঐরূপ ওজনের মুদ্রাই ঢালাই হইয়াছিল। সুতরাং মোগলশাহীকারের আকবরী, জাহাঙ্গীরী, শাহজহানী, আলমগিরী, মহম্মদশাহী, আক্কাবাবী, শাহআলমী (১৭৭২ খৃঃ) মুদ্রা একরূপই ছিল। মহারাষ্ট্র ও অন্ত্যান্ত হিন্দু-রাজ্যধিকৃত এদেশে মোগলসম্রাটগণের নাম রাখিয়া স্বতন্ত্র মুদ্রাঙ্কণ চলে। ইংরাজের আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে প্রচলিত মুদ্রারও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। নানাহানে নানারূপ মুদ্রা প্রচলিত থাকার ও দ্রব্যবিনিময়ে মুদ্রার মূল্যবিভ্রাট ঘটায় ইংরাজকোম্পানি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ৩৫ ধারা দ্বারা শাহআলমের রাজত্বকালে ১৯ বর্ষে সিকা মুদ্রার সহিত দিল্লীর প্রাচীনমুদ্রার সমান করিয়া লন। মোগল সম্রাটগণের সুরাটী মুদ্রার পরিমাণ ১৭৮.৩১৪ গ্রেণ ছিল। উহাতে ১৭২.৪ গ্রেণ বিত্তক রূপা থাকার উহার মূল্য দিল্লী মুদ্রার সহিত সমান ছিল। পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সুরাটী মুদ্রা ১৭৯ গ্রেণ ওজন ১৬৪.৭৪ বিত্তক রূপায় পুনরায় ঢালাই হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ বোম্বাই ও মাদ্রাজের মোহর ও টাকা ১৮০ গ্রেণ ধার্য করিয়া ঢালাই করান। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আকটী টাকা ১৭০ গ্রেণ বিত্তক রূপায় প্রস্তুত হইত; তৎপরে ১৬৬.৪৭৭ গ্রেণ বিত্তক বা ১৭৬.৪ গ্রেণ ওজনে ঐ টাকা প্রস্তুত হয়। পরে ১৮০ গ্রেণ ওজনেই চলিত হয়।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতার প্রথমে যে সিকা মুদ্রা ঢালাই করেন, তাহার এক পৃষ্ঠায় “হমি-ই-দিন-ই-মহম্মদ, সরা-হি ফজলউল্লা সিকা জাদ বরহফত কিস্বর শাহআলম বাদশাহু” এবং অপর পৃষ্ঠে “মুর্শিদাবাদ” ও মোগলসম্রাট শাহআলম বাদশাহের ‘সৌভাগ্যশালী রাজ্যের ১৯শ বর্ষ’ অঙ্কিত হয়। পশ্চিম-ভারতের করুণাবাদ, বারাণসী ও সাগর নগরের টাঁকশালে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহার এক পৃষ্ঠে ঐরূপ নাম ও উদ্দেশ্যিক ‘করুণাবাদ’ নগর এইরূপ মুদ্রাঙ্কণ আছে। মাদ্রাজ ও বোম্বাই মিণ্টের টাকার ঐরূপ স্থানের নামের পরিবর্তন ঘটয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত মুদ্রার এক পার্শ্বে রাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটহীন মূর্তির ছবি ধারে Queen Victoria লেখা এবং উদ্দেশ্যিক

One Rupee এক রূপের। শিশাহী বিদ্রোহের পর ভারত ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ১৮৬২ খৃঃ যে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে ভারতসম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুট মণ্ডিত আবক মূর্তির পার্শ্বে Queen Victoria এবং উদ্দেশ্যিক One Rupee India 1862 লেখা হইয়াছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৬ আনার এক টাকা হয়। কিন্তু রূপা বা তামার আনা মুদ্রা হয় নাই। তামার অর্দ্ধ আনা বা দুই পরলা, এক পরলা, অর্দ্ধ পরলা ও পাই পরলা প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাতে সিংহ ও ইউনিকর্ন মূর্তি এবং Auspicious regis at Senatus Anglae লেখা ছিল। উহার অপর পার্শ্বে ‘East India Company—Half anna, দো পাই’ লেখা থাকে। ঐ তাম্র মুদ্রাগুলির পরিমাণ—

ডবল পরলা—২০০ গ্রেণ (Troy)

এক পরলা—১০০ “ “

অর্দ্ধ পরলা—৫০ “ “

পাই পরলা—৩০ “ “

বাঙ্গালার প্রথমে যে স্বর্ণমোহর প্রচলিত ছিল, তাহাতে ৯৯০ ভাগ সোণা ১০ খার দেখা যায়। ১৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ ধারা অনুসারে $\frac{1}{4}$ সোণা ও $\frac{3}{4}$ খাদ শিশাহীবার ব্যবস্থা হয়। পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ বিধিতে ঐ খাদ ধার্য করিয়া ৩০ টাকা মূল্যে এক খানি ডবল মোহর, ১৮০ গ্রেণ ওজনের ১৫ টাকা মূল্যে মোহর, ১০ টাকা মূল্যে $\frac{1}{2}$ মোহর এবং ৫ টাকা মূল্যে $\frac{1}{4}$ মোহর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩ নং মুদ্রাদ্বারা (Indian Coinage Act XXIII of 1870) রাজবিধি রূপে গৃহীত হইয়া ঐরূপ মোহরাক্ষনই প্রচলিত হয়। কেবল ডবল মোহরের মূল্য ৩২ টাকা ধার্য থাকে। মুদ্রার পরিমাণ মোহরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৬০ গ্রেণ ও ৯১৬.৬৬৬ কন্স (touch)। মুর্শিদাবাদে যে আসরফি মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার পরিমাণ ১৯০.৮৯৫ গ্রেণ (troy) সিল্বে ও হোলকর-রাজ প্রাচীন উজ্জয়িনীতে রৌপ্যমুদ্রা ঢালাইতেন। হায়দরাবাদে আসফজাঈ রাজবংশের আধিপত্য কালে সামসিরি ও হালী সিকা ও তামার ঢেবু চলিত ছিল। দ্রাবাকুরে ফানম্ ও চক্রম্ মুদ্রা চলিত।

আসামে দুই প্রকার রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটার ওজন ৫৬৯ গ্রেণ ও অপরটা ৫৮৯৫ গ্রেণ। এরূপ বৃহৎ মুদ্রা পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই।

রৌপ্যায়ণ (পুং) রূপের গোত্রাপত্য।

রৌপ্যায়নি (পুং) রূপের গোত্রাপত্য।

রৌম (ক্লী) কমায়া লবণাকরে তবং, কমা-অণ্। শাস্ত্রিলবণ।

(অমরটীকার রামানন্দ)

রৌমক (ক্ৰী) শাস্ত্রলবণ। রুমনদী হইতে এই লবণ অয়ে, এই অস্ত্র ইহার নাম রৌমক হইরাছে।

“শাকস্তরীং কথিতং শুদ্ধাখ্য রৌমকস্তথা।” (ভাবপ্র০)

রৌমকীয় (ত্রি) রৌমক চতুর্ষু অর্থেষু (কৃশাখাদিত্যঙ্গ। পা ৪।২।৮০) ইতি ছণ্। ১ রৌমকদেশবাসী। ২ রৌমকদেশ।

৩ রৌমকদেশের অদূরভব। ৪ রৌমকদেশ হইতে নিবৃত্ত।

রৌমণ্য (ত্রি) রৌমণদেশবাসী বা রৌমণসম্ভব। (পা০ ৪।২।৮০)

রৌমলবণ (ক্ৰী) রৌমং লবণমিতি। শাস্ত্রলবণ। (রত্নমা০)

রৌমশীয় (ত্রি) রৌমশ চতুর্ষু অর্থেষু (কৃশাখাদিত্যঙ্গ। পা ৪।২।৮০) ইতি ছণ্। ১ রৌমশ দেশবাসী। ২ রৌমশভব।

৩ রৌমশদেশের অদূরভব। ৪ রৌমশ দেশ হইতে নিবৃত্ত।

রৌমহর্ষণক (ত্রি) রৌমহর্ষণ সংযুক্ত।

রৌমহর্ষণি (পুং) রৌমহর্ষণ ঋষির গোত্রাপত্য।

রৌম্যায়ণ (ত্রি) রৌমণসম্বন্ধীয়। (পা০ ৪।২।৮০)

রৌম্য (পুং) মহাদেব। (মহাভারত ১৩।১৭) বহুবচনপ্রয়োগে ঋষির অগুচর অপদেবতাবিশেষকে বুঝায়।

রৌরব (পুং) রুক্ষভবিশেষস্ত্যায়মিতি রুক্ষ-অণ্। ১ ঘোর। ২ নরকবিশেষ, রৌরব নরক। (মেদিনী) এই নরক ছই হাজার যোজন বিস্তৃত। এই নরক অতি ভয়ানক, বাহারা কুট-সাক্ষী এবং মিথ্যাবাদী, তাহাদের এই নরক হইয়া থাকে।

“রৌরবে কুটসাক্ষী তু ষাতি যশ্চান্তী নরঃ।

তস্ত স্বরূপং বদতো রৌরবস্ত নিশাময় ॥

যোজনানাং সহস্রে ষে রৌরবো হি প্রমাণতঃ।

আত্মমাত্রপ্রমাণস্ত তত্র স্বত্রং সূত্বতম ॥” ইত্যাদি।

(মার্কপুং পিতাপুত্রনামাধ্যায় [নরকশব্দে দেখ]

(ত্রি) ৩ চকল। ৪ ধূর্ত। ৫ ঘোর। (শব্দরত্না০) রুক্ষো-মৃগস্তেদমিতি অণ্। ৬ মৃগসম্বন্ধী।

“কাঙ্ক রৌরবাস্তানি চন্দ্রাণি ব্রহ্মচারিণঃ।

বসীরম্মাপূর্বেণ শাণকোমাবিকানি চ ॥” (মহু ২।৩১)

(ক্ৰী) ১ সামভেদ। (ঐত০ ব্রা০ ৩।১৭)

রৌরব, শৈবধর্মপ্রবর্তক আচার্যভেদ। অভিনবগুপ্ত ইহার নামোন্মেষ্ট করিয়াছেন।

রৌরবক (ক্ৰী) রুক্ষণ কৃতং (কুলাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩। ১১৮) ইতি রুক্ষ-বুঞ্। রুক্ষ কর্তৃক কৃত।

রৌরকিন্ (পুং) রুক্ষপ্রবর্তিত সস্ত্যায়ভেদ।

রৌশর্মান্ (পুং) আতঙ্কদর্শণপ্রণেতা বাচস্পতির ভ্রাতা ও প্রামোদের পুত্র। ইনি একজন অধিতীর পণ্ডিত ছিলেন।

রৌহিক (ত্রি) রুহ ইব (অক্ল্যাদিত্যঙ্ক। পা ৫।৩।১০৮) ইতি ইবর্থে ঠক্। রুহের জায়; রুহত্বা।

রৌহিণ (ক্ৰী) রৌহিণমিব স্বার্থে অণ্। দিনমানের নবম মুহূর্ত্ত, একোন্দিষ্টপ্রাঙ্কে পূর্বাঙ্ককালে একোন্দিষ্টপ্রাঙ্ক আরম্ভ করিয়া রৌহিণকাল লক্ষ্যন করিতে নাই, অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে প্রাঙ্ক সমাপন করিতে হইবে। যদি সম্ভব মুহূর্ত্তের পর রৌহিণ পর্যন্ত তিথি লাভ হয় এবং পর দিন তিন মুহূর্ত্ত পর্যন্ত ঐ তিথি যদি থাকে, তাহা হইলে পূর্নদিনে প্রাঙ্ক হইবে। কিন্তু উভয় দিন যদি সম্ভব মুহূর্ত্ত লাভ হয়, তাহা হইলে কিন্তু পরদিনে প্রাঙ্ক হইবে।

“ততশ্চ পূর্নদিনে সমবাং পরং রৌহিণপর্যন্তং তিথের্লাভে পরদিনে মুহূর্ত্তদ্বয়মাত্রে ততিথিলাভে পূর্নদিনে প্রাঙ্কঃ।” (প্রাঙ্কতত্ত্ব)

(পুং) রুহ-ইনন্ স্বার্থে অণ্। ২ চন্দন বৃক্ষ। (ত্রিকা০)

রৌহিণক (ক্ৰী) সামভেদ। (লাট্যা০ ১।৩।৩৫)

রৌহিণায়ন (পুং) রৌহিণ্য গোত্রাপত্যং রৌহিণ অখাদিত্যঃ কঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি অপত্যার্থে কঞ্। রৌহিণের গোত্রাপত্য।

রৌহিণি (পুং) ১ সামভেদ। ২ রৌহিণের গোত্রাপত্য।

রৌহিণেয় (পুং) রৌহিণ্য অপত্যমিতি রৌহিণী (ভ্রাতৃদিভ্যন্ত)।

পা ৪।১।১২২) ইতি ঢক্। ১ বলদেব, (ভারত ১।১২২।১২)

২ বুধগ্রহ। (অমর) ৩ পুরুষোত্তমস্থিত তীর্থপঞ্চকের অষ্টম তীর্থবিশেষ। পুরুষোত্তমে যাইয়া পঞ্চতীর্থ করিতে হয়, পুরুষোত্তমস্থ পঞ্চতীর্থ করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না।

“মার্কণ্ডেয়ে বটে কৃষ্ণে রৌহিণেয়ে মহোদধৌ।

ইন্দ্রজয়সঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥” (তীর্থতত্ত্ব)

(ক্ৰী) ২ মকরত মণি। (রাঙ্গনি০) (ত্রি) ৩ গোবৎস। (মেদিনী)

রৌহিণেশ্বরতীর্থ (ক্ৰী) তীর্থভেদ।

রৌহিণ্য (পুং) রৌহিণের গোত্রাপত্য।

রৌহিত (ত্রি) ১ রৌহিতমন্ত্ৰ সম্বন্ধীয়। ২ রৌহিতমন্ত্র পুত্র। ৩ রুক্ষের পুত্রভেদ।

রৌহিতক (ত্রি) রৌহিতক কাষ্ঠসম্বৃত্ত।

রৌহিত্যয়নি (পুং) রৌহিত্যের গোত্রাপত্য।

রৌহিদ্ভ (পুং) বসুমনার বংশধর। রৌহিদ্ভের গোত্রাপত্য।

রৌহিষ্ (ক্ৰী) রৌহতীতি রুহ—(রুহেবৃদ্ধিচ। উণ্ ১।৪৮)

ইতি টিঘ্, ধাতোচ্চ বৃদ্ধিঃ। কত্বণ, রৌহিষত্বণ, পর্যায় দেব-জঘ, সৌগন্ধিক, ভূতীক, ধ্যাম, পোর, স্ত্রামক, ধূপগন্ধিক। শুণ—তিক্ত, কটুপাক, হৃদ্র, ও কঠব্যাদি, পিত্ত, অন্ন, শূল, কাস ও অরুণাশক। (ভাবপ্র০)

(পুং) ২ মৃগবিশেষ। (অমর) ৩ রৌহিতমন্ত্ৰ। (অজয়পাল)

রৌহিষী (ক্ৰী) রৌহিষ-ভীপ্। ১ মৃগী। ২ দুর্গা।

(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ০)

রৌহী (ক্ৰী) ক্রী মৃগ।

ল

ল, লকার। বর্গের তৃতীয় এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অষ্টাবিংশ বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। এই বর্ণ উচ্চারণে অভ্যন্তর প্রমত্ত, জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্তমূলের ঈষৎ স্পর্শ, এইজন্য এইবর্ণের ঈষৎ স্পষ্টতা, বাহ্যপ্রবন্ধ সংবান, নাদ ও ঘোষ, অন্ন প্রাণ।

বদভাব্য ইহার লিখনপ্রণালী—

বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে তিনটা কুণ্ডলী করিয়া উর্দ্ধাধোভাবে একটা রেখা করিলে এই অক্ষর হইয়া থাকে, এই তিনটা কুণ্ডলীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিশক্তি অবস্থিত আছেন।

“কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্তা বামাক্ষরগতা তথাঃ।

পুনরাক্ষরগতা রেখা তাস্মৈ নারায়ণঃ শিবঃ।

ব্রহ্মশক্তিশ্চ সন্তিষ্ঠেৎ ধ্যানমন্ত্র প্রাচক্ষতে ॥” (বর্ণোচ্চারতন্ত্র)

ইহার নাম বা পর্যায় চন্দ্র, পুতনা, পৃথ্বী, মাধব, শত্রু, বলাহুজ, পিণাকীশ, ব্যাপক, মাংস, খড়্গী, নাদ, অমৃত, দেবী, লবণ, বারুণীপতি, শিখা, বাণী, ক্রিয়া, মাতা, ভামিনী, কামিনী, প্রিয়া, আলিনী, বেগিনী, নাদ, প্রচ্যন্ন, শোষণ, হরি, বিশ্বাত্মা, মন্ত্র, বলী, চেতঃ, মেক্স, গিরি, কলা ও রস।*

ইহার ধ্যান—

“চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং রক্তপক্ষজালোচনাম্।

সর্কদা বরদাং ভীমাং সর্কালঙ্কারভূষিতাম্ ॥

যোগীশ্রসেবিতাং নিত্যং যোগিনীং যোগরূপিনীম্।

চতুর্ভুজপ্রদাং দেবীং নাগহারোপশোভিতাম্।

এবং ধ্যান লকারন্ত তন্ত্রস্ত দশধা জপেৎ ॥” (বর্ণোচ্চারতন্ত্র)

এইরূপে ধ্যান করিয়া লকার দশবার জপ করিতে হয়।

এই লকার কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্ত, পীত বিহঙ্গতাকার, সর্করঙ্গ-প্রদায়ক, পক্ষদেব ও পক্ষ প্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিষ্ণুস্বর এবং আত্মাদি তত্ত্বের সহিত এই বর্ণকে হৃদয়ক্ষেত্রে ভাবনা করিতে হয়।

“লকার চক্ৰলাপাঙ্গি কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্তম্।

পাতবিহঙ্গতাকার সর্করঙ্গপ্রদায়কম্ ॥

* সন্তত্রঃ পুতনা পৃথ্বী মাধব শত্রুবাচকঃ।

বলাহুজঃ পিণাকীশো ব্যাপকো মাংসসংজ্ঞিতঃ।

বলী নাদোহমৃতং দেবী লবণং পৃথিবীগতিঃ।

শিখাবাণী ক্রিয়া মাতা ভামিনী কামিনী প্রিয়া।

আলিনী বেগিনী নাদঃ প্রচ্যন্নঃ শোষণো হরিঃ।

বিশ্বাত্মনো বলী চেতঃ মেক্সগিরিকলারসঃ।” (তন্ত্রশাস্ত্র)

পক্ষদেবময়ং বর্ণঃ পক্ষপ্রাণময়ঃ সদা।

ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিষ্ণুসহিতং সদা।

আত্মাদিতত্ত্বসহিতং হৃদি ভাবন পার্শ্বতি ॥” (কামধেনুতন্ত্র)

মাতৃকাঙ্কাসে এই বর্ণ—ককুদ্ দেশে জ্ঞাস করিতে হয়।

কাবের আদিত এই শব্দের প্রয়োগ করিতে নাই, প্রয়োগ করিলে বিপত্তি ঘটয়া থাকে।

“বাসনঞ্চ লবৌ” (বৃত্তরত্নাংটালা)

ল, (লী) লীরতেহজ্যেতি লী অভিধানান্নিরূপণমেহপি ডঃ।

১ পৃথিবীবীজ। ‘লমিতি পৃথিবীজং’ ‘ল’ এই মন্ত্র পৃথিবীর

বীজ। ভূতওকিকালে এই মন্ত্রদ্বারা জ্ঞাস করিতে হয়। ২ অদ্

ধাতুর অমুবন্ধবিশেষ। “অদ্ লৌ ভক্ষণে”, এইস্থলে ল অমুবন্ধ

অর্থাৎ “ইৎ”বিশেষ, কেবল অদধাতুই বুঝাইবে। ৩ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত

লমু সংজ্ঞক গণবিশেষ। ছন্দের লক্ষণে লকার বলিতে একটা

লমু বর্ণ বুঝাইবে।

“গুরুরেকো গকারন্ত লকারো লমুরেককঃ।” (ছন্দোমঃ)

(পুং) ৪ ইজ্জ। ৫ মেদিনী)

ল’ (ইংরাজী Law শব্দ) রাজবিধি, আইন।

লই (হিন্দী) নেওয়া। গ্রহণ।

লওন (দেশজ) ১ গ্রহণ। ২ অবনত হওন।

লওয়াজিমু (আরবী) আবশ্যকীয় বস্তু। গৃহের আসবাব।

লওয়ান (দেশজ) ১ চাতুরীপূর্বক ভুলাইয়া আনয়ন। ২ তোষা-

মোদদ্বারা মতান্তর্বর্তন করণ। ৩ মনোরঞ্জক বাক্যে রমণীকে

কুপথে প্রবর্তন।

লক্ (দেশজ) ১ রেশমী সূত্র।

লক্, রসোপাদান, আত্মরসোপাদান। চুরাদি পদার্থে সক-

সেট। লট্ লাকরতি। লোট্ লাকরতু। লুঙ্ লালীলকৎ।

লকলক্ (দেশজ) মুখব্যাধানপূর্বক জিহ্বাকম্পন দ্বারা অব্যক্ত

শব্দ।

লকচ (পুং) লকুচ বৃক্ষ। (শব্দরত্নঃ)

লকত্রাই, বস্ত্রের পার্শ্বতাপ্রস্থার অন্তর্গত একটা গিরিস্রোতী।

পার্শ্বত্যা অধিবাসীদিগের দেবতা বিশেষের নাম হইতে এই পর্ক-

তের নামকরণ হইয়াছে। ইহা পার্শ্বত্যা ত্রিপুরার উত্তরদিকে

ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া শ্রীহট্টের সমতলক্ষেত্রে মিলিয়াছে।

গিরিশৃঙ্গ খেঙ্গপুই ও সিমু বাসিয়া যথাক্রমে ১৫৮১ ফিট ও

১৫৫৪ ক্রিষ্ট উক্ত। এই পার্বত্য ভূভাগে বাস ও শালবন আছে। বর্তমান মানচিত্রে ইহা লাক্তারাই নামে লিখিত।

লকবল্লী, মহিষর-রাজ্যের কছুর জেলায় অন্তর্গত একটি তালুক। ভূপরিমাণ ৫০৪ বর্গ মাইল। ৭২২ খানি গ্রাম লইয়া এই উপ-বিভাগ গঠিত। চন্দ্রকোণ বা বাবাবুন শৈলমালা এই উপ-বিভাগের দক্ষিণাংশে বিস্তৃত আছে। বাবাবুন শৈলের সর্বত্র এবং বনমালা-সমাকীর্ণ জাগর উপত্যকায় কাকিচাষের বহু বিস্তৃত উদ্যানরাজি বিস্তারিত দেখা যায়। পশ্চিমাংশে ভদ্রানদীর উত্তর কূলে লকবল্লী গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত শাল ও সেণ্ডন বন।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গণগ্রাম। অক্ষা° ১০° ৪২' ৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪১' ৪০"। রাজা বজ্রমুক্ত রায়ের সুপ্রাচীন রাজধানী রত্নপুরী ইহার সন্নিকটেই অবস্থিত। যেহেতু নগরে বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত আছে।

লকার (পুং) ল-স্বরূপে কারঃ। লস্বরূপবর্ণ, লকার এই অক্ষর। “অম্বুফলাং বিনলাদীঃ ফুলজাং ফুললাং সুল্লালসম্পন্নঃ।

পঞ্চলকারাং ভাষ্যাং পুরুষঃ পুণ্যোদরাজভতে ॥” (উক্ত) লকি, পঞ্জাবপ্রদেশের বয়ুজেলার একটি তহসীল। ভূপরিমাণ ১২৬৯ বর্গ মাইল। অক্ষা° ৩২° ১৬' হইতে ৩২° ৫১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ২৫' ১৫" হইতে ৭০° ১৮' ৪৫" পূঃ মধ্য। কুরাম ও তোচী-বিশোধ উপত্যকায় দক্ষিণ প্রান্তের লইয়া এই তহসীল গঠিত। এখানে মারবাত নামক একটি জাতির বাস আছে। তাহাদের প্রাধান্যহেতু পার্শ্ববর্তী স্থানবাসী লোকে ইহাকে মার্বাং বিভাগ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্তু লকি নগরে রাজকীয় সদর প্রতিষ্ঠিত থাকায় সরকারী বিবরণীতে উহা লকি নামে গৃহীত হইয়াছে।

এই স্থান বালুকাপূর্ণ বলিয়া কৃষিকার্যের বিশেষ সুবিধা নাই। গম্ভীরা প্রভৃতি পুরুষতপ্রাধানী কএকটি প্রোতগিনী ভিন্ন এখানে ভালরূপে জল সরবরাহ হয় না। অধিকাংশ নদীতেই বর্ষা ব্যতীত অপর ঋতুতে জল থাকে না। কেবল বালুময় জলখাত পতিত থাকে মাত্র। যেখানে বালুর মাত্রা কম, সেইখানে অধিবাসিগণ একত্র হইয়া বাস করে। উহাই এক একটি গ্রামরূপে গণ্য। বর্ষার সময় জলপ্রবাহ গ্রাম সন্নিকটেই নিম্নভূমে সঞ্চিত হইবার জন্য গ্রামবাসিগণ নালা কাটিয়া দেয় এবং সেই খাতে ধাঁধ দিয়া জল বাধিয়া রাখে। অনেক গ্রামে তাহারা এক একটি ক্ষুদ্র পুকুরিগিও কাটিয়া লয়, কিন্তু বালুকাময় মৃত্তিকায় তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় না। তখন অধিবাসিগণ একমাত্র গম্ভীরা নদী হইতে অথবা ১০ হইতে ১৫ মাইল পর্যন্ত দূরবর্তী পুরুষত মধ্যস্থিত জলখাত বা পুকুরিগি হইতে জল আনয়ন করিয়া থাকে। গাধা বা বলদের পৃষ্ঠে জলের মশক চাপাইয়া রমণীয়াই

জল আনে, কখন কখন তাহারা নিজেও কিছু কিছু সঙ্গে লয়।

২ উক্ত জেলার একটি নগর এবং মার্বাং বা লকি তহসীলের বিচার সদর। গম্ভীরা নদীর দক্ষিণকূলে এডওয়ার্ডসাবাদের ১৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৩৬' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৭' পূঃ। এই নগরের অপর পারে পূর্বতন কেশানপুর নগর ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে শিখগবর্নমেন্টের রাজসংগ্রাহক ফতে খাঁ তিব্বান এখানে দুর্গ স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। গম্ভীরা নদীর প্রবল বজ্রার নগরভাগে জলপ্রাণিত হওয়ার এবং কুরাম ও গম্ভীরা-সঙ্গমস্থ খাড়ি-জাত মশকের দোষাভ্যে স্থানীয় রাজকর্মচারী ঐ রাজধানী পরিত্যাগ প্রেরঃ বিবেচনায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অপর পার্শ্বস্থিত বালুকাপূর্ণ উক্ত বেলাভূমে নগর পরিবর্তন করেন। এখানে পূর্বে মীণাখেল, ধোয়দামখেল ও মৈয়রখেল নামে তিনটি গ্রাম ছিল, কেশানপুরের অধিবাসীরাও পরে নূতন নগরে আসিয়া সমবেত হয় এবং কয়টি গ্রামের লোক একত্র হওয়ায় একটি সমৃদ্ধিশালী নগর গঠিত হয়। মিউনিসিপালিটির অধীন থাকায় এই নগর অপেক্ষাকৃত শ্রীসম্পন্ন।

লকি, সিন্ধুপ্রদেশের করাচী জেলার অন্তর্গত একটি গিরিশ্রেণী।

[লিখি দেখ।]

লকি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শিকারপুর জেলার একটি নগর।

[লিখি দেখ।]

লকুচ (পুং) লক্যতে ইতি লক স্বাদে + বাহলক্যচুচঃ। বৃক্ষ-বিশেষ। চলিত ডহয়া, মাদার। পর্যায়—লিকুচ, শাল, কযারী, দৃঢ়বল, ডহ, কাশ্য, লুর, তুলস্ক। ইহার গুণ—তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, লঘু, কঠিনোদহর, দাহজনক ও মল-সংগ্রহকারক।

ভাবপ্রকাশমতে পর্যায়—ক্ষুদ্রপনস, ডহ। আমগুণ—উষ্ণ, গুরু, বিষ্টম্ভকর, মধুর, অন্ন, জিহোববর্দ্ধক, রক্তকর, গুরু ও অম্মিনাশক, চক্ষুর অহিতকর। সুপকগুণ—মধুর, অন্ন, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, কক ও অম্মিবর্দ্ধক, কটিকর, হৃদ্য ও বিষ্টম্ভক।” (ভাবপ্রঃ)

লকুচগ্রাম, বিদ্যাপাদমূলস্থ একটি প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্যতন্ত্র খ° ৮১৬২)

লকুট (পুং) লগুড়।

লকুটিন্ (ত্রি) লগুড়-হস্ত। লগুড় লইয়া গমনকারী।

লকুল (পুং) ল অক্ষরের অল্পপ্রাসম্বন্ধ। ল বহুল।

লকুলিন্ (পুং) মূনিবিশেষ।

লকুল্য (ত্রি) লকুলসম্বন্ধীয়।

লক্ষা (আরবী) ১ বিহুতপুচ্ছ পারাণভেদ (Faintailed pigeon)।

২ লক্ষা পারার মত ফিটকাট অর্থাৎ নিশ্চয় ব্যক্তিকে বুঝায়।

লক্ষাপায়রা (দেশজ) কপোতভেদ। ইহাদের পুচ্ছ প্যাখম ধরা ময়ূরপুচ্ছের মত। বর্ণ নানা প্রকার দেখা যায়।

লক্ষক (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (রাজতরং ৮৪৩৪)

লক্ষ (ত্রি) রক্তবর্ণ, লাল।

লক্ষক (পুং) রক্তেন রক্তবর্ণেন কারতীতি কৈ-ক রক্ত লক্ষ, বা লক্ষ্যতে হীনৈরাখ্যভ্যন্তে অল্পভূরতে লক্ষ কর্ণিঞ, ততঃ স্বার্থে কঃ। ১ অলক্ষক, আলজা।

“প্রকৃত্য লক্ষকরসপ্রাথ্যো তদ্রসবর্জিতো।

তথৈব দেহতত্ত্বাত্মরশো পদ্মবর্জসৌ ॥” (রামায়ণ ২।৬০।১৬)

২ জীর্ণবরখণ্ড, চলিত-নেকড়া, পর্যায়—কর্ণট, নক্তক। (ভরত) লক্ষকর্ম্মন (পুং) লক্ষ্য রক্তবর্ণ করোতীতি ক্-মনিন্। রক্ত-বর্ণ লোত্র। (শব্দচক্রিকা)

লক্ষনচন্দ্র (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

(রাজতরং ৭।১১৭৪)

লক্ষ, ১ দর্শন। ২ অক্ষ। চুরাদি। উত্তরং স্ক-সেট্।

লট লক্ষ্যতি-তে। লোট্-লক্ষ্যতু-ভাং। লুঙ্ অলক্ষৎ-ত।

লক্ষ (ক্ৰী) লক্ষ্যতীতি লক্ষ-অচ্। ১ ব্যাক। ২ শরব্য, লক্ষীভূত।

“মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লক্ষলক্ষান্ কুলোদগতান্।

সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুবীত পরীক্ষিতান্ ॥” (ময়ূ ৭।৫৪)

৩ পদ। ৪ চিহ্ন। ৫ সংখ্যাত্তেদ, লক্ষসংখ্যা, একশত

হাজার লাক্, দশ অযুত সংখ্যা।

“তত্রৈকাদশভিমিত্রৈঃ সহাবাটৈরুত্তমত্।

লক্ষমভ্যধিকং দেব বর্জতে বরবালিনাম্ ॥”

(কথাসরিৎসাং ৪৩।১০২)

সংখ্যাত্তেদ অর্থে লক্ষলক্ষ ক্রীষ ও ক্রী এই দুই লিঙ্গই হইয়া থাকে।

লক্ষক (ক্ৰী) লক্ষ্যতীতি লক্ষ-ধূল্। লক্ষণের নিমিত্ত অর্থ-বোধক লক্ষ।

“হানুশার্থস্ত সঞ্চবতি শতস্ত বহুবৎ।

তত্র তল্লক্ষকং নাম তচ্ছক্তিবিধুসং বহি ॥” (শব্দশক্তিপ্রঃ)

লক্ষণ (ক্ৰী) লক্ষ্যতেহেনেনেতি লক্ষ-লুট্। যদা লক্ষ্যেট্ চ।

উণ্ ২।৭ ইতি নপ্রত্যয়ভূতাদাগমচ। ১ চিহ্ন। ২ নাম।

(মেঘিনী) লক্ষ্যতে জ্ঞারতেহেনেনেতি লক্ষণং। বাহাষায়া

জানা যায়, তাহাকে লক্ষণ কহে। এই লক্ষণ বিবিধ ইতরভেদাদ্-

১. মাপক ও ব্যবহারপ্রবোধক। (স্তায়মত)

“কৃত্তভিত্তসমানান্নভিধানং নিরামকম্।

লক্ষণকনভিধানাং তদভিধানসূচকম্ ॥” (বোপদেব)

কৃৎ, ভক্তিত ও সমাসের নিরামক অভিধান এবং অনভিজন-দিগের অভিধানসূচকই লক্ষণপদবাচ্য। লক্ষ্যে লক্ষ্যার্থের অভিনিবেশকে লক্ষণ কহে। সমাস ও অসমানজাতীর ব্যব-ছেদই লক্ষণার্থ।

“সমানাসমানজাতীরব্যবচ্ছেদে লক্ষণার্থঃ” (সাংখ্যভাষ্যকোঃ)

৩ দর্শন। (পুং) ৪ সৌমিত্রি, লক্ষণ। ৫ সারসপক্ষী।

(শব্দরত্না) ৬ চামচ। (দিবাং ৫।৩।১৫)

৭ রোগবিনিম্ভারক শারীরিক চিহ্নাদি। জ্বর বা কোন-রূপ ব্যাধি হইলে মনুষ্য শরীরে কতকগুলি চিহ্নের বিকাশ হইয়া থাকে। সেইগুলি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসক ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে। শারীরিক, মানসিক, আগন্তক ও সহজভেদে রোগ চারি প্রকার। ইহাদের লক্ষণও স্বতন্ত্র। ইংরাজীতে ইহাকে (Symptoms) বলে।

লক্ষণক (পুং) লক্ষণযুক্ত।

লক্ষণভূত (ত্রি) লক্ষণ জানাতীতি জ্ঞা-ক। লক্ষণবেত্তা, যিনি লক্ষণ অবগত আছেন।

লক্ষণজ্ঞ (ক্ৰী) লক্ষণজ্ঞ ভাবঃ জ্ঞ। লক্ষণের ভাব বা ধর্ম।

লক্ষণলক্ষণা (ক্ৰী) লক্ষণভেদ। [লক্ষণা দেখ]

লক্ষণবৎ (ত্রি) লক্ষণং বিত্ততেহন্ত মতুপ্ মন্ত বঃ। লক্ষণবিশিষ্ট, লক্ষণযুক্ত।

লক্ষণসম্পিপাত (পুং) ১ অক্ষপাত। ২ জব্যবিশেষে কোন চিহ্ন বা নিশানা অঙ্কিতকরণ।

লক্ষণা (ক্ৰী) লক্ষ (লক্ষ্যেট্ চ। উণ্ ৩। ৭) ইতি ম-স্তত্। ডাগমচ, লক্ষণমন্ত্যতেতি অচ্, ততষ্টাপ্। ১ হংসী। ২ সারসী। ৩ অঙ্গরোবিশেষ।

“অধিকা লক্ষণা কেম্ম দেবী রত্না মনোরমা।”

(ভারত ১।১২৩।৫২)

৪ শক্যসম্বন্ধ।

তাৎপর্যের অল্পপত্তি হেতু (তাৎপর্যের বোধ হয় না, এই জন্ত) শক্যার্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণা কহে।

“লক্ষণা শক্যসম্বন্ধতাৎপর্যাহুপত্তিতঃ।” (ভাবাপরিচ্ছেদ)

কেবল শক্যার্থে প্রিয়া অর্থবোধ বা শাক্যবোধ করিতে হইলে অনেক স্থলে তাৎপর্যের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ তাৎপর্য বোধ হয় না, এইজন্ত লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণা স্বীকার করিলে তাৎপর্যবোধের জন্ত আর কোন কষ্ট হয় না, অভিসংহজেই এই লক্ষণাশক্তিবলে তাৎপর্যের বোধ হইয়া থাকে। শিকান্তমুক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, “গন্ধারায় বোধ ইত্যাদৌ গন্ধাপদত শকার্থে প্রবাহরূপে যোষ্যতাব্যবহুপত্তিভাৎ-পর্যাহুপত্তিকী বত্র প্রতিদক্ষীয়তে তত্র লক্ষণদ্বা তীরস্ত বোধঃ,

সা চ শক্যসম্বন্ধা, তথাহি এবাহরুপশকাব্যবন্ধত্বীয়ে গৃহী-
তত্বাৎ তীয়াত্ব মরণং ততঃ শাকবোধঃ" (শিদ্ধান্তকোষাধী)

"পূর্বেই বলিয়াছি, তাৎপর্যার্থগ্রহণের জন্য শক্যসম্বন্ধের নাম লক্ষণা। এখন ইহার উদাহরণ দ্বারা দেখা যাক। 'গন্ধারঃ বোধঃ প্রতিকল্লজি' শব্দভেদে বোধ বাস করে, এই একটা বাক্য, গন্ধারী কলিলে প্রবাহাদিম্বর জলরূপকে বুঝায়। প্রবাহময়জলে ক্ষেব বাস করিতে পারে না, লোক ভুলিতেই বাস করিয়া থাকে, জলে বাস করা অসম্ভব, অতএব এই স্থলে শব্দার্থের কোন প্রতীতি হয় না, গন্ধার বাস করে, ইহাতে কোন অর্থ বোধই হইল না, অতএব ইত্যাদিরূপ স্থলে অর্থবোধের জন্য লক্ষণাশক্তি স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণা স্বীকার করিলে অনার্যসেই তাৎপর্যার্থের বোধ হইয়া থাকে। 'গন্ধার বোধ বাস করে' এই শব্দ বলিয়াছি, জলময় গন্ধার বাস বখন অসম্ভব, তখন গন্ধার সমীপে কি আছে? ইহার অমুসন্ধান করিলে প্রথমেই তীর দেখিতে পাই, অতএব গন্ধা শব্দের অর্থ লক্ষণা-দ্বারা গন্ধাতীর বলিলে আর কোন গোল থাকে না, এবং ইহাতে তাৎপর্যেরও উপপত্তি হয়; অতএব এইস্থলে তাৎপর্যের উপপত্তি হওয়ার শাকবোধেরও কোন ব্যাঘাত হইল না। অতএব এইস্থলে গন্ধাতীরে শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণা হইল। এইরূপ যে যে স্থলে তাৎপর্যার্থ ধরিয়া অর্থ প্রতীতি হইবে, তথায় লক্ষণা হইবে।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় লিখিত আছে যে,

"জহৎস্বার্থাজহৎস্বার্থা নিরুঢ়াধুনিকাদিকাঃ।

লক্ষণা বিবিধাত্তাভিলক্ষকং স্তাদনেকাঃ" (শব্দশক্তিঃ)

শব্দশক্তিপ্রকাশিকার মতে এই লক্ষণা জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরুঢ়া ও আধুনিকাদিভেদে অনেক প্রকার।

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে,—

"মুখ্যার্থবাধে তদযুক্তো যদাত্তোহর্থঃ প্রতীয়তে।

ক্লৃপে: প্রয়োজনান্বাসৌ লক্ষণাশক্তিরপিতা ॥"

(সাহিত্যদ. ২।১৩)

যে স্থলে মুখ্যার্থের বাধ হইয়া তদযুক্ত অর্থাৎ মুখ্যার্থযুক্ত হইয়া ক্লৃপি (প্রসিক) বা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যে শক্তি দ্বারা অর্থের প্রতীতি হয়, তাহার নাম লক্ষণা।

শব্দের তিনপ্রকার শক্তি—লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও অভিধা। এই তিন প্রকার শক্তি দ্বারা সকল স্থলেই অর্থবোধ হইয়া থাকে। অর্থবোধের জন্য এই তিন প্রকার শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এই তিন প্রকার শব্দের শক্তি যদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে কিছুতেই সকল স্থলে অর্থ প্রতীতি হয় না। এই জন্য শব্দশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতগণ শব্দের তিন প্রকার শক্তি স্বীকার করিয়া-

ছেন। অভিধা ও ব্যঞ্জনার বিষয় কতৎপক্ষে অভিধা—এইস্থলে শব্দশব্দের বিষয় কিছু লেখা হইতেছে। লক্ষণারই লক্ষণা শক্তি দ্বারা বোধ হইয়া থাকে। শব্দের দ্বারা লক্ষ্য, তাহাই মূল করিয়া যে শক্তি দ্বারা ঐ মূল অর্থের প্রতীতি হইবে, সেই স্থলেই লক্ষণা হইবে।

"বাচ্যোহর্থোহভিধা" বোধো লক্ষ্যো লক্ষণা মতঃ।

ব্যাক্যে ব্যজনরা তাঃ স্ত্যভিধা: শব্দত শব্দভঃ ॥"

(সাহিত্যদ. ২।১১)

কাব্যপ্রকাশে লক্ষণার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"মুখ্যার্থবাধে তদযোগে ক্লৃপিতেহৎ প্রয়োজনাতঃ।

অভ্যোহর্থো লক্ষ্যভেৎ যৎ সা লক্ষণা যোপিতা ক্লিরা ॥"

(কাব্যপ্রকাশ ২।১০)

মুখ্যার্থের বাধা হইলে তাহার যোগে প্রসিক শব্দের বা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বাহা দ্বারা অর্থ লক্ষিত হয়, তাহাকে লক্ষণা কহে। "সা শব্দভাপিতা স্বাভাবিকৈতরা ঈশ্বরানুভাবিতা বা শক্তির্লক্ষণা নাম" (সাহিত্যদ. ২ পরিঃ)

শব্দ শব্দে অর্পিত স্বাভাবিকৈতর অর্থাৎ স্বাভাবিক হইতে ভিন্ন, বা ঈশ্বরানুভাবিত শক্তিবিষয়েই লক্ষণাপদবাচ্য। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই লক্ষণা পণ্ডিতগণ-কল্পিত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—এই শক্তি স্বাভাবিকী ও ঈশ্বরানুভাবিতা। বিষয়গণ শব্দের শক্তি করনা করিলেই যে তাহা গ্রহণীয় হইবে তাহা নহে। লক্ষণা অবিধা ও ব্যঞ্জনা এই তিনটা শক্তি ঈশ্বরানুভাবিতা হইয়াছে। অতএব এই শক্তি দ্বারা তাৎপর্যার্থের গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে কিছুতেই সকল স্থলে তাৎপর্যার্থের বোধ হইবে না।

'কলিল: সাহসিক:' কলিল সাহসিক, এই বাক্য বলিলে কলিল শব্দ দেশবাচক, কলিল বলিলে কলিল দেশকে বুঝায়, কলিলদেশ সাহসিক, এই অর্থ সম্ভব হয় না, অতএব এইস্থলে 'কলিলদেশ সাহসিক' এই মুখ্যার্থের বাধা। এই স্থলে কলিলকে যোগ করিয়া কলিল শব্দে কলিলদেশবাসী এইরূপ অর্থ করিলেও অনার্যসেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে অর্থ প্রতীতি হয়, সেই অর্থগ্রহণ করিতে কেন না হইবে, অতএব এই স্থলে লক্ষণাশক্তি দ্বারা কলিল শব্দে কলিলদেশবাসী লোক-সমূহ সাহসিক বুঝাইতেছে, এবং সেই লক্ষণাশক্তি বলিলে এখানে ঐরূপ অর্থ প্রতীতি সহকারে বক্তার প্রয়োজন সিদ্ধি হইতেছে। অতএব এইস্থলে লক্ষণার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি হওয়ার ইহা প্রয়োজনসিদ্ধির উদাহরণ বুঝিতে হইবে।

ক্লৃপির উদাহরণ—'ক্লৃপি ক্লৃপল:' ক্লৃপিতে ক্লৃপল, এইস্থলে ক্লৃপল শব্দের মুখ্যার্থ কি? 'ক্লৃপল' ইতি ক্লৃপল:' যিনি ক্লৃপ-

গ্রহণকারী তিসিই কুশল, ইহা ভিন্ন কুশল শব্দের আর একটা অর্থ রূপ, এই অর্থটা রূপার্থ, এই রূপার্থ সিদ্ধির জন্য কুশলগ্রহণকারী এই কুশলার্থের বাধা লক্ষণাশক্তি দ্বারাই বন্ধ এই অর্থের গ্রহণ হইল এবং ইহাতে অন্যায়সেই তাৎপর্যার্থেরও সিদ্ধি হইল। কণ্ঠবিবরে বন্ধ এইরূপ অবস্থাপন হওয়ার ক্ষতি বা প্রয়োজন সিদ্ধি হইয়া তাৎপর্যার্থের বোধ হইরাছে।

ক্ষতির সিদ্ধি ও প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য লক্ষণা বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ লক্ষণা স্বীকার না করিলে রূপার্থেরও সিদ্ধি হয় না এবং প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় না। অতএব এই দুই দুইটা বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইহা স্বীকার করা হইরাছে।

এখন রূপ শব্দের বিবর একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক। সঙ্কেতবুদ্ধ নামকে রূপ কহে। যে নাম প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ অল্পসারে প্রস্তুত হয় না, সমুদায়ের অর্থ অল্পসারে প্রস্তুত হয়, অর্থাৎ বাহ্যর ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধ অর্থ গৃহীত না হইয়া সমুদায়ের অর্থ অস্বীকৃত হয়, তাহাকে সঙ্কেতবুদ্ধ রূপ কহে। যেমন গো প্রকৃতি শব্দ। গম্ ধাতু ভোস্ প্রত্যয় করিয়া গো শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, গম্ ধাতুর অর্থ গতি বা গমন, ভোস্ প্রত্যয়ের অর্থ কৰ্ত্তা। সুতরাং গোশব্দের ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধ অর্থ গমনকৰ্ত্তা। এই অর্থ অল্পসারে গো শব্দের প্রয়োগ হয় না, কারণ তাহা হইলে গমনকৰ্ত্তা মনুষ্যানিতেও গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে এবং শূন ও উপবেশন অবস্থায় অর্থাৎ যে অবস্থায় গমনক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থায় প্রকৃত গোতে গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না।

এই দুইটা দোষের যথাক্রমে দার্শনিক নাম অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি। অতিব্যাপ্তি—অতিরিক্ত সৰ্ব্ব বা অতিরিক্ত সৰ্ব্ব। সৰ্ব্বব্যাপ্য হুলকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ বাহ্যর সহিত সৰ্ব্ব হওয়া উচিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া অন্তের সহিত সৰ্ব্ব হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। সৰ্ব্বব্যাপ্য হুলকে অতিক্রম করিয়া বলাতে এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে না যে, সৰ্ব্বব্যাপ্য হুলে আরো সৰ্ব্ব থাকিবে না। সৰ্ব্বব্যাপ্য হুলে সৰ্ব্ব থাকিয়াও সৰ্ব্বের অব্যাপ্য হুলেও যদি সৰ্ব্ব হয়, তাহা হইলেই অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়া থাকে।

উক্ত হুলে ব্যুৎপত্তি অল্পসারে গমনশীল গো পদতে গো শব্দের প্রয়োগ হইবার কোনও বাধা হয় নাই, অথচ গমনশীল মনুষ্যানিতেও গো শব্দের প্রয়োগ হইতে পারিতেছে। গমনশীল মনুষ্যানি গো শব্দের সৰ্ব্বের ব্যাপ্যহুল নহে। এই

• অব্যাপ্য হুলে সৰ্ব্ব হইতেছে বলিয়া অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে।

অব্যাপ্তি শব্দে অসম্বন্ধ বুঝায়। কোন অর্থের সহিত শব্দের সৰ্ব্ব থাকিবে না, ইহা অসম্বন্ধ। সুতরাং যে হুলে সৰ্ব্ব থাকা

উচিত, সে হুলে সৰ্ব্ব না থাকিলেই অসম্বন্ধ বুদ্ধিতে হইবে। যেমন শূন্য বা উপবিষ্ট গো পদতে গো শব্দের ব্যবহারও তাহার সহিত গো শব্দের সৰ্ব্ব থাকা উচিত, কিন্তু গো শব্দের ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধ অর্থ অল্পসারে শূন্য বা উপবিষ্ট গো শব্দের সহিত গো শব্দ থাকিতে পারিতেছে না, এইজন্য অব্যাপ্তি দোষ হইতেছে। গো শব্দ বৌদ্ধিক-বলিলে উক্তরূপ অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়, সুতরাং গো শব্দ বৌদ্ধিক নহে, রূপ।

কোন কোন প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পদ্যন্ত বুঝায় কটে, কিন্তু লক্ষণ প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পদ্যন্ত বুঝায় না। সাধারণতঃ ক্রিয়াকৰ্ত্তাকেই বুঝিয়া থাকে। এহলে ভোস্ প্রত্যয়ের অর্থ ক্রিয়াকৰ্ত্তা। সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ ঘটিতেছে। ক্রিয়া করিবার যোগ্য পদ্যন্তই ভোস্ প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা মানিয়া নইলে আপত্তি হইতে পারে যে, যে পাচক ব্যক্তি যে সময়ে পাক করে না, সে সময়েও তাহাকে পাচক বলা যায়। কেননা তৎকালে পাক না করিলেও তাহার পাক করিবার যোগ্যতা আছে। এইরূপ শূন্য বা উপবিষ্ট গো পদ তৎকালে গমন না করিলেও গমন করিবার যোগ্যতা তাহার সহিরাছে বলিয়া শূন্যাদিকালেও গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। সুতরাং গো-শব্দ বৌদ্ধিক হইলেও অব্যাপ্তিদোষ হইতেছে না, এতদ্ব্যতীত বক্তব্য এই যে, উক্তরূপে কথঞ্চিৎ অব্যাপ্তিদোষের পরিহার করিতে পারিলেও কিছুতেই অতিব্যাপ্তিদোষের পরিহার হইতে পারে না। সুতরাং গো শব্দ রূপ ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গমনকৰ্ত্তা এই অবয়বার্থ (গম্ ধাতু ও ভোস্ প্রত্যয়ের অর্থ) গোশব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত বাল্য, কিন্তু প্রকৃতিনিমিত্ত নহে। গো-শব্দের প্রকৃতিনিমিত্ত গোহ জাতি। যে অর্থ অবলম্বন করিয়া শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়, বা শব্দের ব্যুৎপত্তি অল্পসারে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত এবং যে অর্থ অবলম্বনে শব্দের প্রকৃতি অর্থাৎ প্রয়োগ হয়, তাহাকে প্রকৃতিনিমিত্ত বলে। অতএব গোহজাতি বা গোহজাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে গোশব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া ঐ অর্থে গোশব্দের সঙ্কেত অস্বীকার করিতে হইরাছে, ঐ সঙ্কেত গো—এই বর্ণাবলীসত্ত গোশব্দের ঘটক, গম্ ধাতু বা ভোস্ প্রত্যয়গত নহে। পাচক শব্দ বৌদ্ধিক রূপ নহে। কারণ পাচক এই বর্ণাবলীর কোন অর্থবিশেষে সঙ্কেত নাই। অবয়ব সঙ্কেত অর্থাৎ পদ্ ধাতু বৃণ্ প্রত্যয়ের সঙ্কেত দ্বারাই পাককৰ্ত্তারূপ অর্থের অবগতি হইতে পারে। সমুদায়ের সঙ্কেত স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। এইজন্য পাচক শব্দ রূপ নহে, বৌদ্ধিক।

পূর্বে যে সঙ্কেতের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সঙ্কেত দুই প্রকার আদ্যাত্মিক ও আনুমানিক। যে সঙ্কেত অনাদিকাল হুলিয়া

আনিত্তে, বাহা নিভা, তাহা আত্মানিক এবং যে সত্ত্বত অনাদিকাল চলিয়া আনিত্তেই না, কালবিশেষে প্রবর্তিত হইরাছে, তাহা আধুনিক। আত্মানিক সত্ত্বতের অপর নাম শক্তি। আধুনিক সত্ত্বতের অপর নাম পরিভাষা। যোগ্য গবরাণি সত্ত্বত আত্মানিক এবং চৈতন্যময়াদি সত্ত্বত আধুনিক। আত্মানিক সত্ত্বত শক্তি অতুল্যে যে শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন করে, অনাদিকাল হইতে সেই শব্দের সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। আধুনিক সত্ত্বত বা পরিভাষা অতুল্যে যে শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন করে, সে অর্থে সে শব্দের অনাদিকাল হইতে প্রয়োগ হয় না। কেননা আধুনিক সত্ত্বত বা পরিভাষা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাঅতুল্যে প্রবর্তিত হইয়া থাকে। পরিভাষা খুটি হইবার পূর্বে পারিত্যবিক অর্থবোধ একান্ত অসম্ভব।

[রূপ শব্দ দেখ।]

এইরূপ রূপশব্দ সিদ্ধির জন্য লক্ষণা বীজিত হইরাছে। গোশল যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গমনশীল মনুয্যাদিকে না বুঝাইয়া গোপিত এবং কুশলশব্দে কুশগ্রাহী অর্থ না বুঝাইয়া দক্ষ এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। এইরূপ যে যে স্থলে রূপশব্দের সিদ্ধি হইবে, তথায় লক্ষণা হইবে। আরোজন সিদ্ধির বিপর্যয় পূর্বে অভিহিত হইরাছে।

সাধারণ ভাবে লক্ষণার লক্ষণ বলা হইল। এই লক্ষণা আবার নানা প্রকার। সাহিত্যদর্শন, কাব্যপ্রকাশ ও সরস্বতী-কণ্ঠভরণ প্রভৃতিতে ইহার বিপর্যয় বিশেষভাবে পর্যালোচিত হইরাছে। উপাদান লক্ষণা ও লক্ষণলক্ষণা প্রভৃতি ভেদেও এই লক্ষণা অনেক প্রকার।

“মুখ্যার্থভেদরাক্ষেপে বাক্যার্থেহধরসিদ্ধিরে।

তদাঙ্কনোৎপাদানাদেবোপাদানলক্ষণা।” (সাহিত্যদ্য ২।১৪)

বাক্যার্থে অধরবোধের জন্য অর্থাৎ বাক্যের অর্থবোধক অধর-সিদ্ধির জন্য যে স্থলে মুখ্যার্থের ইত্যর অর্থের গ্রহণ হয়, সেই স্থলেই ইহা মুখ্যার্থের উপাদান হেতু হইরাছে, এইজন্য ইহাকে উপাদান-লক্ষণা বলা হয়।

“অর্পণং যন্ত বাক্যার্থে পরভাষরসিদ্ধিরে।

উপলক্ষণহেতুস্বাস্থ্যে লক্ষণলক্ষণা।” (সাহিত্যদ্য ২।১৭)

যে স্থলে পরের (ভিত্তিার্থের) অধরসিদ্ধির জন্য মুখ্যার্থ নিজের অর্পণ অর্থাৎ স্বার্থপরিভাষ্য করে, তথায় এই লক্ষণা হয়। এই লক্ষণা উপলক্ষণ হেতুই হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম লক্ষণলক্ষণা। এই লক্ষণা সারোপাণ্ড ও অধ্যবসানা ভেদে দ্বিবিধ।

“আরোপাধ্যবসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা।”

(সাহিত্যদ্য ২।১৬)

এইরূপে লক্ষণা সকল চত্বারিংশভেদযুক্ত।

“তদেবং লক্ষণা তদাঙ্কচাচারিংশভ্যত বুধে।” (সাহিত্যদ্য ২।২১)

এই সকল লক্ষণার ভেদ শব্দ ও শব্দার্থ লইয়া আলোচিত হইরাছে। [শব্দ ও শব্দার্থ দেখ]

লক্ষণা (লখনা), ব্রহ্মপ্রদেশের এতাবাজেলার তর্কাল তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৩°৩৬'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১১'৩০" পূঃ। নগরলোকে রাজা যশোবন্ত-সিংহ ৫০০ খ্রীঃাব্দ'র প্রাসাদ বিস্তারিত আছে। উক্ত মহাশয় নগরে একটি ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আয়ে এখানে কালিকাজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরের পরিষ্কারতা লক্ষণ কর আদায়ের ব্যবস্থা আছে। এখানে ঘৃত ও তুলার বিহৃত কারবার চলিয়া থাকে। এখানে পূর্বে তহসীলী কাছারী ছিল। ১৮৬৩ খ্রীঃাব্দে তর্কানার তহসীলি স্থানান্তরিত হওয়ার, পূর্কের কাছারী গৃহে একটি বিভাগের প্রতিষ্ঠিত হইরাছে।

লক্ষণাদোন, মধ্যপ্রদেশের সিওনজেলার একটি তহসীল। ভূপরিমাণ ১৫৮০ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম।

লক্ষণালোহ (লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লক্ষণা-মূল, হস্তিকর্ণপাশমূল, ত্রিকটু, ত্রিকলা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মূতা, অম্বগন্ধামূল প্রত্যেকে ১ তোলা, লোহ ১২ তোলা, এই সকল উত্তমরূপে মর্দন করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। অতুপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধসেবনের পর চিনির সহিত দুগ্ধ পান বিধেয়। এই ঔষধকিণেয় বলকর। এই ঔষধসেবনে স্ত্রীদিগের কষ্টা-প্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্রপ্রসব হয়। বাজীকরণাধিকারে ইহা একটি উত্তম ঔষধ। (তৈবজ্যরত্না' বাজীকরণাধি°)

লক্ষণিনী (ত্রি) ১ লক্ষণ বা চিহ্নযুক্ত। ২ লক্ষণজ।

লক্ষণীয় (ত্রি) লক্ষণা দ্বারা জ্ঞাতব্য বা বোধ্য।

লক্ষণোক্ত (ত্রি) উক্তদেশে চিহ্ন বা লক্ষণযুক্ত। (পা° ৪।১।৭০)

লক্ষণ্য (ত্রি) ১ লক্ষণযুক্ত। ২ লক্ষণার্থ। ৩ বৈবশক্তিসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ। (দ্বিবা° ৪৭।২৭)

লক্ষদত্ত (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসং° ৫০।৮)

লক্ষপুত্র (লী) প্রাচীন নগরভেদ। (ঐ ৫৩।২)

লক্ষসিংহ (রাণা), মিবানের এক জন রাণা। বীরবর হামিরের পৌত্র ও ক্ষেত্রসিংহের পুত্র। তিনি আত্মমানিক ১৩৬৩ খ্রীঃাব্দে পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হন। রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়াই তিনি পিতৃপুরুষদিগের পদ্ধতিমুসরণ করিয়াই বিজয়বিলাসমুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রথমে মারবার রাজ্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি বিজয়গড়ের পার্শ্বতা চূর্ণ অধিকার-পূর্বক দখল করিয়া কেলিলেন এবং বীর বিজয়কীর্তির অক্ষরস্বত্ব স্বরূপ তদুপরি বেদনোর চূর্ণ নির্মাণ করাইলেন। এই সময়ে তাঁহার অধিকৃত জীল প্রদেশের অন্তর্গত জাহুরা নামক স্থানে

রোপ্য ও টিনের খনি আবিষ্কৃত হয়। তিনি বহু বস্ত্র ঐ খনিজ রোপ্য উত্তোলন করিয়া বীর রাজ্যের নবুদ্দি গোঁরব শত ভণ্ডে বন্ডিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাণা লক্ষ অবর রাজ্যের অন্তর্গত নগরাতলনিবাসী শাফল রাজপুত্রদ্বিগকে পরাজিত করিয়া বন্ডিত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী মহাম্মদ শাহী এই সময়ে রাজপুতনা আক্রমণ করিলে রাণাশালক তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। বেঘমোর হুর্গ সমুখে মুসলমান সেনার সহিত রাজপুত সৈন্তের যোঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইহাতে বহু সংখ্যক পাঠানসেনা ভূপতিত হইল এবং অবশিষ্ট পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়ন করিল।

লক্ষের রাজ্যকালে বিধবী মুসলমানগণ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গয়াধাম আক্রমণ করে। ধর্মক্ষেত্র গয়াপুরী মুসলমান কবল হইতে উদ্ধার করিবার মানসে তিনি সৈন্তে তৎপ্রবেশান্তিমুখে যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধযাত্রার সঙ্গে রাজার তীর্থযাত্রাও উদ্দেশ্য ছিল।

তিনি স্থলী কাল রাজ্যভূখ সজোগ করিয়া বার্ষিকের চরম সীমার উপনীত হইয়াছেন এমন সময় মিবারের ভাবী রাণা চণ্ডকে জামাতৃয়ে বরণ করিয়া মারবারপতি রণমন্ড বিবাহের প্রস্তাবসহ নারিকেল প্রেরণ করিলেন। তৎকালে চণ্ড রাজ-সভার উপস্থিত ছিলেন না। কার্য-ব্যপদেশে হানাস্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ততরাং বৃদ্ধ রাজা রণমন্ডের যোবোৎপাদনের ভয়ে অসং সেই নারিকেল গ্রহণ করেন। সেই কস্তার গর্ভে মুকুল-জীর জন্ম হয়। মুকুলজী পঞ্চমবর্ষে পরীক্ষা করিলে রাণা তাঁহার উপরে প্রজাপাশনভার প্রদানপূর্বক অসং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজ্যভারপরিত্যাগের পর পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত জিতেন্দ্রিয় বীর চণ্ড বালক মুকুলের পক্ষ হইয়া রাজকার্য্য নিকাঁহ করিয়াছিলেন।

লক্ষ বুদ্ধকালোচিত ধর্মব্রতচরণে লক্ষ্য করিয়া সনাতন হিন্দু-ধর্মের বিরুদ্ধাচারী ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণের বিরুদ্ধে গয়াধামে গমন করিলেন। এখানে মুসলমান-হত্যা তাঁহাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হয়।

মহারাজা লক্ষ শিল্পোন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়া যান। আলাউদ্দীন বিজাতীর বিধেবে যে মিবার রাজ্য শ্রমদ্রুমে পরি-ণত করিয়াছিলেন, রাণা জাব্বার আকরলক্ষ উপলব্ধ হইতে সেই মরুপ্রদেশে অমরাপুরীসদৃশ এক নগরী নির্মাণ করিলেন। লোক-মনোহর সৌধমালা ও মন্দিরনিচয় মিবারবন্দ পরিশোভিত করিয়া-ছিল। তিনি বহু অর্থব্যয়ে একটি হুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একেবরের উপাননার জন্য একটি সুবৃহৎ ভবনমন্দির দাঁশন করেন। উহা এখনও বিদ্যমান

আছে। স্থানীয় লোকের কল্যাণের দৃষ্টি করিবার জন্য তিনি উক্ত প্রাচীর পরিবেষ্টিত কএকটা বীথিকা খনন করিয়া রাজ্যের সৌন্দর্য্য বর্ধন করেন।

তাঁহার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি ছিল। চণ্ডই তাহার দ্ব্যে-সর্ব জ্যেষ্ঠ; কিন্তু তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। অমুনা অস্ত্রাণা, পালোর ও আরাবরীর নানা প্রান্তবাসী মুশাবৎ ও হুলাবৎ বংশের লক্ষ্যগণ লক্ষের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

লক্ষা (ত্রী) লক্ষরত্নীত লক্ষ অট্ট-টাপ্। লক্ষ, বশ্যভূতসংখ্যা, একশতহাজার। (মেঘিনী)

লক্ষান্তপুরী (ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লক্ষিত (ত্রি) লক্ষ-ক। ১ আলোচিত। ২ চুই।

“কৈ লক্ষিতা লক্ষিতপূর্বকেকতু

তানেব সামর্ঘ্যতয়া নিজরুঃ।” (রঘু ৭।৪৪)

৩ অচিত। ৪ লক্ষণাত্মক। ৫ লক্ষণা পক্ষিয়ারা বোধিত অর্থ। ৬ অহুমিত।

লক্ষিতব্য (ত্রি) নির্দেশ্য।

লক্ষিতলক্ষণা (ত্রী) লক্ষিতে লক্ষণা। লক্ষণাত্মক, যে স্থলে লক্ষিতার্থে লক্ষণা হয়, তাহাকে লক্ষিতলক্ষণা কহে।

[লক্ষণা শব্দ দেখে।]

লক্ষিতা (ত্রী) লক্ষ-ভ্র, ত্রিরা টাপ্। পরকীর্ত্তনগত নারিকা-ভেদ, এই নারিকা পুংস্তলীভাবনিপুণা। উদাহরণ—

“যদুতং তদুতং বহুয়াং তদপি বা ভূয়াং

যদবতু তদবতু বা বিকলন্তব গোপনোপায়ঃ॥” (রসমঞ্জরী)

“পরগতি রতিচিহ্ন চাক্ষিতে যে নারে।

লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে॥

আজি এতু দেশে এলে, রতিচিহ্ন কিসে পেলে,

সোহাগ পঙ্কু মরে সতিপনা হরিলে।

তুমি এলে বার্তা পেয়ে, যেখিতে আইছ খেয়ে,

আছাড় খাইছ পথে সে তব না করিলে॥

মুখে বল দস্তচিহ্ন বুক বল নখে ভিন্ন,

আলুবাগুবোশ দেখি বুকি লতা ধরিলে।

নষ্ট হই, চুষ্ট হই, তোমা বিনা কার্য্য নই,

কলহ এড়াবে নাহি সেজন না হরিলে॥”

(তারতচন্দ্র-রসমঞ্জরী)

লক্ষীসরাই (লক্ষীসরাই), বাদালার সুন্দরজেলার অন্তর্গত একটি রেলস্টেশন। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের ‘কর্ড’ ও ‘গুপ’ লাইন মিলিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে এই স্থান ২৬২ মাইল। এখানে ফিউল নদীর উপরে একটি হুন্দর সেতু নির্মিত আছে। সেতুর পশ্চিম পাশে লক্ষীসরাই নগর।

বর্তমানে লক্ষ্মণরই-কন্যার কিউল-কালের বলিয়া লিখিত
হইয়াছে।

লক্ষ্মণ, যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটা জেলা ও নগর।

[লক্ষ্মণে দেখ।]

লক্ষ্মণ (স্রী) লক্ষ্মণভট্টের লক্ষ্মণে ইতি বা লক্ষ-লক্ষ্মণ। ১ চিহ্ন।

“সম্মিলনকবির পৈকলেনাপি রম্য

লক্ষ্মণপি বিদ্যাপদার্পণলক্ষ্মণী জনোতি।

ইক্ষ্মণিকলমোক্ষা লক্ষ্মণেনাপি তবী

কিমি বি লক্ষ্মণাণাং নতনং নাক্তলীনাং ॥” (শকুন্তলা ১৮০)

২ প্রধান। (অবর)

লক্ষ্মণ (স্রী) ১ চিহ্ন। (বনব্রত) ২ নাম। (অবরত)

লক্ষ্মণভট্টেতি লক্ষ্মী পামাধিবাং ন, লক্ষ্মা অচ্চেতি পপহুত্রেণাং

বাধ্যং। (স্রি) ৩ অবিশিষ্ট। (পুং) লক্ষ্মণভট্টেতি অর্প

আধিবাং। ৪ সাধারণ। (হেম) ৫ অীরামভ্রাতা, অধিকারনন।

৬ কুরুক্সাং দুর্যোধনের পুত্র।

লক্ষ্মণ, রামায়ণোক্ত একজন অধিতীর বীর ও বনব্রতভিত্তিক

অীরামভ্রাতার কনিষ্ঠ বৈশ্বক্সের ভ্রাতা। অধিতীরগর্ভস্থ হইয়া

তিনি সৌমিত্র নামেও খ্যাত। লক্ষ্মণকে তিনি ইন্দ্রবিজয়ী

বেশনামকে নিহত করিয়াছিলেন।

অধ্যাত্মরামায়ণে লিখিত আছে যে, অতিশয় স্নানলক্ষণবিশিষ্ট
ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মণ এই নাম হইয়াছিল।

“ভরণাভরণো নাম লক্ষ্মণ লক্ষণাযিত্তম্।

শত্রুং শত্রুহন্তারমেবং গুরুভাবত ॥” (অধ্যাত্মরামা ১।৩।৪৫)

রামায়ণের বালকাণ্ডে লক্ষ্মণ রামভ্রাতার অপর প্রাণের ভ্রাতা

বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাম উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইতেন,

গমনোচ্ছত হইলে পশ্চাৎগমন করিতেন, শয়ান হইলে পার্শ্বে

উপবেশন করিতেন, তিনি আজ্ঞার ছারার ভ্রাতার অঙ্গগামী

ছিলেন। রামের প্রেমাধ ভিন্ন কোন উপাধের খাণ্ডে তাঁহার ভূষি

হইত না। রাম যখন অখারোহণে যুগ্মার হাতা করেন, অমনি

লক্ষ্মণ ধর্মহুত্রে তাঁহার শরীররক্ষা করিয়া বিধৃত অঙ্গচরক্রে

তাঁহার পশ্চাৎগামী হইতেন। যে দিন বিখ্যামিত্রের সঙ্গে রাম

তাড়কাপি লাক্ষন্যবধক্রে নিবিষ্ট বনপথে বাইতেছেন, সে দিনও

কাকপক্ষর লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিয়াছেন। পৈশবনৃত্যবলীর এই

সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা লক্ষ্মণের ভ্রাতৃত্বের ছবি

মোনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে বনপথে খাণ্ড-

জ্যেথের অতাবহতু মহারুনি বিখ্যামিত্র বালকবধকে অনাহার-

ক্রেপ অপনোদনার্থ একটা মন্ত্রান করেন। তখনস্তর উভর

ভ্রাতার মোতমাশ্রমে উপনীত হইয়া অহল্যা উভারতে রাজর্ষি

জনকভনে আসিলেন, হরখণ্ডকাণ্ডে রাম লীতার এবা

লক্ষ্মণ উর্ধ্বাধার পাণিগ্রহণ করিলেন। উর্ধ্বাধার গর্ভে
লক্ষ্মণের অবন ও চন্দ্রকেতু নামে দুই পুত্র জন্ম।

রামের অভিষেকসময়ে লক্ষ্মণই কক লক্ষ্মণেরকর্তৃত্বের

কক হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে লাক্ষ্যামিত্রের কথা নাই, লীতার

রামের হারার কক লক্ষ্মণ পক্ষাবর্তী। কিন্তু কক লক্ষ্মণ

ভ্রাতার কক লক্ষ্মণের, অভিষেক সময়ে লক্ষ্মণই লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের কক লক্ষ্মণ হইয়া বলিলেন, “আমি লীতার ও রামা

ভ্রাতার কক লক্ষ্মণ করি।” এই কথা শ্রবণে রামের স্রি

আজ্ঞার “লক্ষ্মণকি” লক্ষ্মণের পক্ষ লীতার প্রেমভার লক্ষ্মণ

হইয়া উঠিল। তিনিও লক্ষ্মণের লক্ষ্মণ, তথাপি রামের

প্রতি কেহ লক্ষ্মণ করিলে তাহা কক লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের না।

যে দিন কৈকেয়ী অভিষেকেরকর্তৃত্বের প্রেম রামভ্রাতার

বনব্রতের কক লক্ষ্মণের, রামের লক্ষ্মণ লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের লক্ষ্মণের

করিতেন, কখনও পরিত্যক্ত লাগনাখা কর্তন করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বুকের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি আদিবার ব্যবস্থা করিতেন। কখন শীতকালের ভুবারমলিন ষোড়শয়ার পৌরষ্মিতে বনগোধূম্রর বনপহার নাল-শেব মলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেন। আবার কখনও চিত্রকূটপর্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতে বাইবার পথটি চিহ্নিত করিবার জন্য তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখার চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কখনও বা তিনি কোমল বর্ষাকুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বারা রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেন, কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কালিনী উত্তীর্ণ হইবার জন্য বৃহৎ কাঠগুলি ঢুক ও বন্ধ ও বেতসলতা দ্বারা অসংবদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে জলপাখা দ্বারা সীতার উপবেশন জন্য অখাসন রচনা করিতেছেন। এই সংঘী রেহবীর ভ্রাতৃসেবার ঠাহার নিজসত্তা হারাইয়া কেলিরাহিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষণকে বলিয়াছিলেন,—“এই অঙ্গুর তরুজি-পূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালা রচনার জন্য একটা স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও।” লক্ষণ বলিলেন, “আপনি যে স্থানটি ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্ভর্য্যতনের ভার দিবেন না।” ভ্রাতৃসেবার এরূপ আশ্বহারা ভৃত্য কুহাপি দৃষ্ট হয় না। রামচন্দ্র স্থান নির্দেশ করিয়া মিলে লক্ষণ ভূমির সমতা সম্পাদন করিয়া ধনিদ্রহস্তে বৃত্তিকাখননে প্রস্থত হইলেন।

আর এক দিন কৃষ্ণসর্পসঙ্কুল গভীর অরণ্যে অনশন ও পর্যটনরীতি সীতার অঙ্গুর মুখখানি একটু হতভী দেখিয়া রাম-চন্দ্রেরও সেই দৃঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি লক্ষণকে অব্যাহার করিয়া বাইবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন, “এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি কিরিয়া যাও, শোকের অবস্থার সাহ্যাদান করিয়া আমার মাতাঙ্গিকে পালন করিও।” রামের এবধিধ কাতরোক্তিভে দৃঃখিত হইয়া লক্ষণ বলিলেন—“আমি পিতা, স্ত্রিমিত্রা, শত্রু, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।”

এইখানে দশাননভগিনী শূর্ণপথা আসিয়া রামের প্রেম-তিথারিণী হইলে রাম তাহাকে লক্ষণের সমীপে প্রেরণ করেন। সংঘী, জিতেন্দ্রিয় ও অনাহাররীতি লক্ষণের রমণীপ্রেম আদৌ ভাল লাগে নাই। তিনি শূর্ণপথার নাক কাণ কাটিয়া তাহার নিলজ্জতার পুরকার মিলেন। শূর্ণপথার প্রার্থনার রাক্ষস-সেনাপতি ধরমরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভর ভ্রাতার শাবিত শরে রাক্ষসসুল নির্মূল হইল। শূর্ণপথার বাক্যে সীতার রূপাবশেষের কথা শুনিয়া দশানন ভীষণর ও ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাহরণ করিলেন। স্বর্ণবর্ণরূপধারী মারীচ রামশরে নিহত হইল।

ককর ময়িল, জটায়ু ময়িল; লক্ষণ নিঃশব্দে সমাবস্থান খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক ককর ও জটায়ুর সংকার করিলেন। শিবারাজ তাঁহার বিশ্রাম ছিল না—বনে আসিবার সময় তাই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন—“দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসাছবেশে বিহার করিবেন, লাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম আবিহী করিয়া দিব। ধনিদ্র, পিটক এবং ধরুহস্তে আমি আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে করিব।” বনবাসের শেষ বৎসর বিশপ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সীতার শোকের রায় কিশোরী হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই লক্ষণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষণও লাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অজ্ঞতার তিনি বারংবার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া আসিলেন।

অতঃপর হনুমানক শাপব্রত ককর নির্দোহসারে রাম লক্ষণের সহিত পম্পাভীরে স্ত্রীভবের সন্মানে গেলেন। তখন হনুমান্ স্ত্রীভবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্ সন্নম ও আদরের সহিত বলিলেন, “আপনারা পৃথিবীজয়ে সম্পন্ন, আপনারা চীর ও বকুল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত মহাবাহু সর্কভূষণ ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণ-হীন কেন?” এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লক্ষণের চিরকুদ্ধ হৃৎ উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে স্নেহপ্রী-ক্লমর বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি স্নেহের ছন্দ ও তাহা রোধ করিতে পারিলেন না। পরিচয় প্রদানের পর তিনি বলিলেন—“দম্বর নির্দেশে আজ আমরা স্ত্রীভবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, ত্রিলোকবিক্রমকীর্তি রমণ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু সেই জগৎপুত্র্য রামচন্দ্র আজ বানরাধি-পতির শরণ লইবার জন্য এখানে উপস্থিত। সর্কলোক বাহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুত্রের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া স্ত্রীভবের নিকট উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত, স্ত্রীভব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।”—বলিতে বলিতে লক্ষণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌনী হইলেন। রামের হ্রস্ববদ্যর্পনে লক্ষণ একান্তরূপে অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার দৃঢ়চরিত্র আর্ত ও করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

অশোকবনে হনুমানের নিকট সীতা বলিয়াছিলেন, লক্ষণ আমা অপেক্ষা রামের নিম্নত প্রিয়তম। রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষণ বেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিন রাম আহত

শাবকে ব্যতী বেলুণে রক্ষা করে, কবিরাজকে সেইরূপ আও-
লিয়া বসিরা আহেন;—রাবণের অকল্যাণের দ্বারা পৃথিবী হির
জির করিতেছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাম লক্ষণের প্রতি
দয়ালু চিত্ত করিয়া তাঁহাদের রক্ষা করিতেছিলেন। অনন্তর
বানরসৈন্য লক্ষণের রক্ষাকর্ত্তর প্রার্থ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-
লেন এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গিয়া ভস্মিয়া গেলে মৃতকর প্রাতাকে অতি
অকোমলভাবে আশ্বিন করিয়া রাম বলিলেন, “তুমি যেসময় বনে
আমার অঙ্গুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি বনালয়ে
তোমার অঙ্গুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব
না।” বেশে বেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া বাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ
দেখিতে পাই না, যেখানে প্রভাবার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায়
পাওয়া বাইবে। এখন উঠ, মনন উন্নীত করিয়া আমার
একবার দেখ; আমি পর্তুতে বা বন-মধ্যে শোকাক্ত, প্রেমন্ত
বা বিষন্ন হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমার সাধনা দিতে,
এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ?”

রামায়ণী যুদ্ধ বীরবর লক্ষণ বিশেষ বলবীৰ্য ও সাহসিকতার
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সহযোগী সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করা
ব্যতীত তিনি খাঁর ভূজবলে অতিকার, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে স্বয়ং
শমনত্বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেঘনাদ নিধনে তাহার
কৃতিত্ব ছিল। চতুর্দশবর্ষ অনাহারী ও জিতেজির না হইলে
ইন্দ্রজিৎকে কেহ নিধন করিতে পারিবে না এইরূপ বর ছিল।
লক্ষণ বনবাসকালে সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। তাড়কা-
নিধনকালে বিশ্বামিত্রপ্রভৃৎ মন্ত্রই তাহা অনশনক্লেশ নিবারণের
সহায় হইয়াছিল।

রামের আত্মপালনে লক্ষণ কোনকালে বিরক্তি করেন নাই,
জ্ঞানসত্ত্ব হউক বা না হউক, লক্ষণ সর্বদা মৌনভাবে তাহা
পালন করিয়া গিয়াছেন। রাকোতুলের বিনাশসাধন হইলে যে
দিন রাম সীতাকে বিপুল মৈত্ৰসংঘর্ষের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ
করিয়া পদব্রজে আসিতে আত্মা করিলেন। শত শত দৃষ্টির
গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জার বেন মরিয়া যাইতে ছিলেন,
সীতামরীর সর্বাদ্ধ কল্পিত হইতেছিল। লক্ষণ এই দৃষ্ট
দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্যের প্রতিবাদ করিলেন
না। যখন সতীত্ব পরীক্ষার সময় সীতা অজ্ঞিতে প্রাণবিসর্জন
দিতে ক্লান্তকল্যা হইয়া লক্ষণকে চিত্ত প্রস্তুত করিতে
আদেশ করিলেন,—তখন লক্ষণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া
সম্মতভাবে চিত্ত প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ
করে নাই। ভাঙ-মেহে তিনি বীর-অভিভূত হইয়া গিয়া-
ছিলেন। সীতাকে উদ্ধার করিয়া রাম অবোধার অর্ধমিরা
স্বাভা হইলেন। লক্ষণ ভ্রাতৃত্বজবশতঃ তাঁহার সাথার

হয়-বিরিয়াছিলেন। তিনি রাজকর্মে আত্মর-সহায়তা করি-
তেন। কিছুদিন পরে একদিন সীতার চরিত্রকে লক্ষণ-
জনক করেন উৎখাণন করিলে রাম তাঁহাকে কল্যাণ দ্বারা
পরামর্শ করেন। লক্ষণ এই শুকনোর লইয়া পরামর্শার্থ সীতা-
দেবীকে বাস্তবিকর আশ্রমে প্রার্থিয়া আসেন। এই সময় হইতে
লক্ষণের চিত্তবিকৃতি ঘটে। অর্থাৎ লক্ষণের সময় তিনিই অহা-
মুনির আশ্রম হইতে সীতাদেবীকে আশ্রমার্থ গমন করেন।
সীতার পাতালপ্রবেশের পর, একদিন কালপুরুষ আসিয়া
রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে বসুপাণ্ডুহে কাহাকেও
প্রবেশ করিতে দিবে না অমর্যত দিয়া রাম লক্ষণকে বারপাল-
করণে রক্ষা করেন। অকস্মাৎ রোহমুর্তি দুর্ভাঙ্গা আসিয়া রামের
সাক্ষাৎ জন্ত অঙ্গুর হইলে তিনি আদেশ জানাইয়া তাঁহাকে
নিরস্ত করেন, কিন্তু দুর্ভাঙ্গার শাপের ভয়ে জোঠের নিকট
প্রবেশাধিকারের অনুরোধ লইবার জন্ত গৃহে প্রবিষ্ট হন।
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম লক্ষণকে বর্জন করিলে, তিনি সন্ন্যাসিনী
জীবন বিসর্জন করেন।

অধ্যাত্মরামায়ণের মতে লক্ষণ “শেষ” নাগের অবতার।

লক্ষণের চরিত্রে আতন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়।
একদা লক্ষণ রামকে বলিয়াছেন, “জল হইতে উদ্ধৃতমীনের জ্ঞায়
আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারিব না।”
বনবাসাজ্ঞা অত্যন্ত অজ্ঞার এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন
তিনি ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে রাম
লক্ষণকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কি এই কার্যে দৈবশক্তির
কল বলিয়া মনে করিবে না? আরজ্জুকার্য্য নষ্ট করিয়া যদি
কোন অসংকল্পিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্তিত হয়, তবে তাহা
দৈবের কর্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই
আমাকে ভরতের জায় ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহার জায়
গুণশালিনী মহৎকুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে সীতাদান করিবার
জন্ত ইতর ব্যক্তির জায় এইরূপ প্রতিজ্ঞাতিতে রাজাকে কেনই বা
আবদ্য করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম, ইহাতে মাতৃবের কোন
হান্ড নাই।” লক্ষণ উত্তরে বলিলেন, “অতি বীন ও অশক্ত
ব্যক্তিরাই দৈবের নোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা বাহারা
দৈবের প্রতিকূল দণ্ডারমান হন, তাঁহারা আপনার জায় অবলম্ব
হইয়া পড়েন না। যুদ্ধ ব্যক্তিরাই সর্বাদ্ধ নির্দোষন প্রাপ্ত হন—
“মুদ্রাই পরিত্রুতে।” ধর্ম ও লজ্জার ভাণ করিয়া সীতা যে
যোরতর অজ্ঞার করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতে-
ছেন না? আপনি যেহুলা, কল ও লজ্জা এবং রিপুসং আপ-
নার প্রার্থনা করিয়া থাকে। এমন পুরুষে তিনি কি অপরাধে
বনে ভাড়াইয়া দিতেছেন? আপনি যে ধর্ম পালন করিতে

চাঁদুল, এই বর্ষ আমার নিকট নিত্যই অবশ্য করিয়া যেন হয়।
 গ্রীষ্ম বর্ষভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে কন্যাসংগে—ইহাই কি
 সভ্য, ইহাই কি বর্ষ? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভ্যন্তর
 সম্প্রদায় করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার নক্ষি প্রভিরোধ
 করে? আজ পুরুষকারের অঙ্গুরি বিরাট দান দৈবকর্তাকে আমি
 স্বপ্নে আনিব। তাহা আপনি দৈবসংজ্ঞার অভিহিত করিতেছেন,
 তাহা আপনি অন্যাসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি
 নিমিত্ত তুচ্ছ অকিকিৎসক যৈবের প্রকলা করিতেছেন?”

লক্ষণের এই ভক্তচিহ্নাঙ্গ পুরুষকর্তব্যাক্রিতে ভরতের
 মত করুণারসের মিষ্টতা ও ত্রীলোকস্থলভ খেদপূর্ণ
 কোমলতা নাই। উহা সত্যতঃ সূত্র, পুরুষোচিত ও বিপদে নির্ভীক।
 কোনরূপ অবহাবিগর্ভের লক্ষণ নমিত হইয়া পড়েন নাই।
 বিরোধরাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসংহারভাবে পতিত দেখিয়া
 রামচন্দ্র “হায়, আজ মাভা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল” বলিয়া
 অবসর হইয়া পড়িলেন। লক্ষণ প্রাত্যহিক ভদ্রবৎ দেখিয়া ক্রুদ্ধ
 সর্পের জ্বালা নিখাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—“ইহুতুল্য পরাক্রান্ত
 হইয়া আপনি কেন অন্যাত্মের জ্বালা পরিচাল্য করিতেছেন?
 আত্মন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।”

শেলবিদ্ধ লক্ষণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া বধন দেখিতে পাই-
 লেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে ত্রীলোকের
 মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অকহাতেই
 রামকে এরূপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির জন্ত তিরস্কার করিয়া-
 ছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিবলতা দেখিয়া
 তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে “আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না”
 “আপনার এরূপ দৌর্বল্যপ্রদর্শন উচিত নহে” “পুরুষকার
 অবলম্বন করুন” ইত্যাদিরূপ উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—
 “দেবগণের অমৃতলাভের জ্বালা বহু তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া
 মহারাজ নশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কণা
 আমি ভরতের নৃপে গুনিয়াছি—আপনি তপস্যায় কলম্বরপ।
 যদি বিপদে পড়িয়া আপনার জ্বালা ধর্ম্মাশ্রয় সঙ্ক করিতে না
 পারেন, তবে অমলময় ইন্দ্র ব্যক্তিরূপে কিরূপে সঙ্ক করিবে?”

রামের জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে
 কেহ অস্ত্রায় করিয়াছে, লক্ষণ তাহা কমা করেন নাই, এ কথা
 পূর্বেই বলিয়াছি। নশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিবিত
 ছিল, কোণের উদ্ভেজনার তিনি বাহাই বদুন না কেন, নশরথ
 যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্বেই অনু-
 মিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি নশরথকে মনে মনে কমা
 করেন নাই। স্নান বিহারকালে বধন লক্ষণকে জিজ্ঞাসা করি-
 লেন, “কুমার, পিতৃসংকালে আপনার কিছু বস্তু আছে কি?”

লক্ষণ লক্ষণ বলিলেন, “রাক্ষসকে বলি, রাক্ষসে তিনি কেন মনে
 পাঠাইলেন, নিরপরাধ ভোক্তপুত্রকে কেন পরিচাল্য করিলেন,
 জ্ঞান আমি কহ চিত্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহা-
 রাজের চরিত্রে পিতৃবধের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না।
 আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, তর্ক ও শিতা, সকলই নাস্তর।”

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সম্মতি ছিল। কৈকেয়ীর পুত্র
 ভরত যে মাভা হইতে অসংপ্রাপ্ত হইবেন, এ সময়ে তাঁহার
 আঁট ধারণা ছিল, কেবল রামের ভৎসনার ভয়ে তিনি ভরতের
 প্রতি কঠোরবাদ্য প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু বধন
 জটিলকেশকল্যাণ অঙ্গকল্যাণ ভরত রামের চরণে প্রান্তে পড়িয়া
 মূল্যবোধিত হইবেন, তখন লক্ষণস্বীকারে তিনিতে পারিয়া সজ-
 দেহপরিচাল্যে স্মরণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাতে
 বহু ভূবার পড়িতেছিল, শীতাত্মক পক্ষিগণ কুলারে গুপ্তিত হইয়া-
 ছিল, ভরতের অন্ত সেই সময় লক্ষণের শ্রোণ কাঁপিয়া উঠিল, তিনি
 রামকে বলিলেন—“এই তীব্র শীত সঙ্ক করিয়া ধর্ম্মাশ্রয় ভরত
 আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ,
 মান, বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিরতাহারী ভরত এই শীতল
 শীতকালের রাত্রিতে মুক্তিকার শরন করিতেছেন। পারিত্রিকের
 নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেখরাক্রিতে ভরত সরযুতে অবগাহন
 করিয়া থাকেন। চিরস্থখোচিত রাজকুমার শেখরামের তীব্র
 শীতে কিরূপে সরযুতে স্নান করেন।”

এই লক্ষণ পূর্বে ভরতের প্রতি অভিযোগ প্রকাশ
 করিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি
 বনে বনে হুরিয়া রামের যেরূপ সেবার নিরত, অবোধায়
 মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ
 কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার স্বর এইরূপ
 মেহার্জ ও বিনয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে
 কখনই কমা করেন নাই, রামের নিকট এই দিন বলিয়াছিলেন,
 “নশরথ বিহার স্বামী, মাধু ভরত বিহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী
 এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?”

শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিপ্রতির অস্থায়ী উদযো-
 গের কোমল চিত্ত না পাইয়া রাম স্ত্রীকে প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন,—
 প্রামাণ্যে রত নৃপ স্ত্রীকে উপকার পাইয়া প্রত্যাগমনে অবহেলা
 করিতেছে। রাম লক্ষণকে স্ত্রীকে নিকট পাঠাইয়া দিলেন—
 বন্ধুকে ধীর কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া উত্তরোত্তর প্রবর্তিত
 করিবার জন্ত যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, তদ্বারা কোণস্থচক
 করেকটি কথা ছিল—

‘যে পথে বাণী গিয়াছে, সে পথ সন্মুখিত হয় নাই; স্ত্রীকে,
 যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাতে স্বেচ্ছাভিত্তি হও, কলীর পথ কল্য-

সরণ করিও না।” কিন্তু লক্ষণের চরিত্র জানিয়া রাম একটা “পুনশ্চ” ছুড়িয়া লক্ষণকে সাবধান করিয়া দিলেন। আজ সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, বাণীর পুত্র অঙ্গব এখন বানরগণকে লইয়া জানকীর অববণ করুন।”

লক্ষণের ভীক্ৰ অভ্যাবোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। তিনি স্ত্রীবকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভৎসনা করিয়া রোষকুরিতাধরে ধর লইয়া পাড়াইয়া ছিলেন। ভরে বানরাধিপতি তাঁহার কণ্ঠবিলম্বিত বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদনপূর্বক তখনই রামচন্দ্রের উদ্দেশে বাজা করিলেন। এতাদৃশ তেজস্বী সুবক্কে তেজস্বিনী সীতা যে কঠোর বাক্য প্ররোপ করেন, সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপে সহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কোতূহল হইতে পারে। মারীচরাক্ষস রামের স্বর অশ্রু করিয়া করিয়া বিপন্নকণ্ঠে “কোথা রে লক্ষণ” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীতা ব্যাকুল হইয়া তখনই লক্ষণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। লক্ষণ রামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন এবং মারীচ যে প্রকৃপ স্বরবিক্রিত করিয়া কোন চরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা পাই-তেছে, তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা তখন স্বামীর বিপদাশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য, লক্ষণকে সাশ্রুনেত্রে ও সক্রোধে “তুমি ভরতের চর, প্রচুর জাতিশত্রু, আমার লোভে রামের অতুবর্তী হইয়াছ, রামের কোন অণ্ডত হইলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব।” এ কথা শুনিয়া লক্ষণ কণকাল তন্ত্রিত ও বিমূঢ় হইয়া পাড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় তাঁহার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—“দেবি! তুমি আমার নিকট সেবাস্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত নহে। স্ত্রী-লোকের বুদ্ধি স্বভাবতঃই ভেদকারী; তাহার বিমুক্তধর্মা, ক্রুরা ও চপলা। তোমার কথা তপ্তলৌহশেলের মত আমার কণ্ঠে প্রবেশ করিতেছে,—আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অন্তঃলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি”—এই বলিয়া প্রহান করিবার পূর্বে সীতাকে বলিলেন, “বিশালাক্ষি! এখন সমগ্র বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।” ক্রোধকুরিতা-ধরে এই বলিয়া লক্ষণ রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন।

লক্ষণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্বত্র সতেজ, তাঁহার পৌরুষদৃষ্ট মহিমা সর্বত্র অনাবিল,—ওত্র শেফালিকার জ্ঞান হসির্শল ও স্থপবিত্র। সীতা কর্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি স্ত্রীব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে সকল রাম এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত করা হইলে লক্ষণ বলিলেন, “আমি হার ও কেয়ুরের প্রতি লক্ষ্য করি নাই, হৃতরাং তাহা চিনিতে পারিতেছি না। নিত্য পদ-বন্ধনাকালে তাঁহার নৃপস্বয়্য দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে পারিতেছি।” বিক্ষিয়ার গিরিগুহাহিত রাজধানীতে প্রবেশ

করিয়া গিরিবাসিনী রমণীগণের নৃপ ৩ কাশীর বিলাস-মুখরনিখন শুনিয়া লক্ষণ লজ্জিত হইলেন; এই লজ্জা প্রকৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান সাধু পুরুষেরাই এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন। যখন মদবিহ্বলাক্ষী নমিতাদবদ্বি তারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল,—তাঁহার বিশাল শ্রোণী-খলিত কাশীর হেমহুত্র লক্ষণের সম্মুখে মুদ্রতরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তখন লক্ষণ লজ্জার অধোমুখ হইলেন। এইরূপ হই একটা ইন্দ্রিতবাক্যে পরিবাক্ত লক্ষণের সাধুস্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। তখন প্রকৃতই তাঁহাকে সেবতারি জ্ঞান পূজার্ন মনে হয়।

লক্ষণ, কএকজন গ্রন্থকার ও পণ্ডিত। ১ শুকবংশটীকা-রচয়িতা। ২ চূড়ামণিসার, দৈবজবিধিবিলাস ও রমণগ্রন্থ নামক তিন খানি জ্যোতিগ্রন্থগ্রন্থেতা। ৩ পরমহংসসংহিতা-রচয়িতা। ৪ সমতাপবগ্রন্থেতা। ৫ বৈদ্যকযোগচক্রিকা বা যোগচক্রিকা নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি দত্তের পুত্র এবং নাগ-নাথ ও নারায়ণের শিষ্য। ৬ মহাভাষ্যাদর্শগ্রন্থেতা। মুরারি পাঠকের পুত্র। ৭ পত্নামৃততরঙ্গিনীমৃত একজন কবি। ৮ মুচ্ছ-কটিকটীকা-গ্রন্থেতা লক্ষা দীক্ষিতের পিতা ও শঙ্কর দীক্ষিতের পুত্র। লক্ষণ, ১ একজন হিন্দু মহারাজ ছিলেন। কোসামহ শিলাফলকে ঐ সম্বত উৎকীর্ণ দেখা যায়। ২ কচ্ছপাত বংশীয় একজন রাজা বজ্রদামনের পিতা। ইনি খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ৩ বাঙ্গালার সেনবংশীয় একজন কায়স্থ রাজা। রাজা কেশব সেনের পৌত্র ও নারায়ণের পুত্র। ঐতি-হাসিক আবুলকজল এই নারায়ণকে “নৌজিব” নামে ও সেন বংশের শেষ স্বাধীন রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

লক্ষণ আচার্য্য, ১ চণ্ডীকুচপঞ্চতীগ্রন্থেতা। ২ জগন্মোহন নামক জ্যোতিগ্রন্থ-রচয়িতা। ৩ পাত্ৰকাসহস্র, বিরোধপরিহার ও বেদার্থবিচারগ্রন্থেতা।

লক্ষণকবচ (স্রী) ১ লক্ষণের স্ততিজাপক তোত্রভেদ। ২ ধরণীবিবেশ।

লক্ষণ কবি, ১ ককবিলাসচম্পুররচয়িতা। ২ চম্পুরামরণ নামক গ্রন্থের মুদ্রকাওগ্রন্থেতা।

লক্ষণকুণ্ড (স্রী) তীর্থভেদ।

লক্ষণগড়, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটা নগর। জয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত শীকর বংশীয় সর্দাররাও রাজা লক্ষণসিংহ কর্তৃক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয়। এই নগর দুর্গাদি দ্বারা পরিরক্ষিত এবং জয়পুর নগরের অধিকরণে নিৰ্মিত। এখানে বনী মহাজনদিগের কএকটা স্থানীয় স্থান অট্টালিকা আছে।

লক্ষণগণ্ড, রাজপুতনার আলবার সাবড-রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। আলবার নগর হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

পূর্বে এই স্থান তোর নামে পরিচিত ছিল। রাজা প্রতাপ সিংহ হর্ষনির্ধাণান্তে এই স্থানের নাম পরিবর্তন করেন। নজ্খা এই হর্ষ অবরোধ করিয়াছিলেন।

লক্ষণগুপ্ত, কান্দীরবাসী একজন শৈব-দার্শনিক। উৎপল ও ভট্টনারায়ণের শিষ্য। তিনি ১৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

লক্ষণচন্দ্র (পুং) কীরগ্রামের একজন হিন্দু সামন্তরাজ। উপাদি রাজানক। ইনি ত্রিগর্ত (জালন্ধর)-রাজ জয়চন্দ্রের অধীনে রাজত্ব করিতেন। ইহার মাতা লক্ষণিকা ত্রিগর্ত-রাজপুত্রবন্দনচন্দ্রের কন্যা। কীরগ্রামের নিবৈদ্যনাথ মন্দিরে ইহার প্রসতি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

লক্ষণঠাকুর, মিথিলার একজন রাজা। মহারাজ নিবসিংহের পূর্বপুরুষ।

লক্ষণতীর্থ, পুরাণোক্ত একটা প্রাচীন তীর্থ। এই নদীর পূতশলিলে অবগাহন করিলে অশেষ পুণ্যসুখ হইয়া থাকে। নারদপুরাণ উৎ ৭৫ অধ্যায়ে এই তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দক্ষিণভারত-প্রবাহিত প্রসিদ্ধ কাবেরী নদীর একটা শাখা। কুর্গ রাজ্যের ব্রহ্মগিরিসমিহিত কুর্ছিগ্রামের পার্শ্বদেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া উত্তরপূর্বাভিমুখে মহিস্বররাজ্যের মধ্য দিয়া সাগরকটে নগর সমুখে কাবেরীসমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। এখানে নদীবক্ষে ৭টা বাঁধ বাঁধিয়া জলপ্রপাতীযোগে শক্তিক্ষেপিতে জলসরবরাহ করা হইয়া থাকে। এই সকল বাঁধের মধ্যে হানাগোঁধ বাঁধই প্রধান।

উৎপত্তি-স্থান হইতে পর্বতবন্ধে কিয়দূর অতিক্রম করিয়া আসিলে ব্রহ্মগিরিতে একটা সুবৃহৎ জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়, ঐ প্রপাতই প্রসিদ্ধ লক্ষণতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে জানোপলক্ষে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। যে পথ দিয়া এই তীর্থে আসিতে হয়, তাহা অতীব বিষমাবহ। পথের দক্ষিণপার্শ্বের ছুরারোহ পর্বতশৃঙ্গ এবং বামপার্শ্বের সুগভীর নদীঘাত। এতদ্বত্বের মধ্যবর্তী সুঁড়ি-পথে বাহিগণ গমনাগমন করিয়া থাকে। অন্তমনস্ক হইলেই পতনের সম্ভাবনা। বীতংস পুত্র ভিক্কু ও স্যাসিকুম্ব পথের ধারে স্থানে স্থানে তীর্থ-বাহিগণের আশঙ্ক ভয়েংগাধনের কারণ হইয়া থাকে।

লক্ষণদাস, ঐহিকভাষ্যরচয়িতা।

লক্ষণদেব, তর্কভাষ্য-সারসংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যবর্তনের পিতা।

লক্ষণদেশিক, একজন প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক পণ্ডিত। বারেন্স ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়প্রাচ্যের পৌত্র ও ঐহিকের পুত্র। ইনি কার্তবীৰ্য্যচন্দ্র-বীণাশানপতি, কুণ্ডলভগবতী, ভায়াগ্রহীণ, শারদাতিলক,

শ্রীশ্রীচিন্তামণিনারী শারদাতিলকটীকা ও তত্ত্বগ্রহীণ নামে ভায়াগ্রহীণটীকা প্রণয়ন করেন।

লক্ষণদ্বিবেদিন, উপসর্গভোক্তব্যবিচার, বিকল্পবাদ ও সারসংগ্রহ নামক ব্যাকরণগ্রন্থের লেখক।

লক্ষণনায়ক, জৈনিক নায়কসদর। ইনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বালঘাটের অন্তর্গত পরনবাড়া নামক স্থানে একটা জমিদার হাশন করিয়াছিলেন।

লক্ষণপাণ্ডিত, সারচক্রিকা নামে রাঘবপাণ্ডবীর টীকা ও দক্ষিণ-মুক্তাবলী-রচয়িতা।

লক্ষণপতি, গৌরীজাতকগ্রন্থের লেখক।

লক্ষণপ্রসূ (স্ত্রী) লক্ষণপ্রসূজননী। হুম্মি। (শব্দরত্নাংক)

লক্ষণভট্ট (পুং) গীতগোবিন্দটীকা-গ্রন্থের লেখক।

লক্ষণভট্ট, ১ কাব্যপ্রকাশটীকাগ্রন্থের লেখক। চণ্ডীমাসের একজন ব্রহ্মণ্য। গ্রন্থকার বীর টীকার বহুবচনের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ২ পদ্মরচনা ও রত্নমালাগ্রন্থের লেখক। ৩ মহাভারত-টীকা-রচয়িতা। ইনিই সম্ভবতঃ ভারতভাবদীপগ্রন্থের লেখক। ৪ হোত্রকরুণগ্রন্থের লেখক। নারায়ণভট্টের পুত্র। ইনি বাঘেলসদর রাজা ভাবসিংহদেবের অমৃতভাস্যসারে উক্ত গ্রন্থখানি সম্বলন করেন। ৫ আচার্যরত্ন, আচার্যসার, গুরুশতক-টিপ্পণ ও গোত্রপ্রবররত্নরচয়িতা। রামকৃষ্ণভট্টের পুত্র, নারায়ণভট্টের পৌত্র ও রামেশ্বর ভট্টের পুত্রপৌত্র। ৬ লক্ষণভট্টীর নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

লক্ষণমাণিকা, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বারভূঁয়ার একজন, ভুলুয়ার ইহার রাজধানী ছিল, ভূম্যধিকারহুই ইনি মেঘনার পূর্ববর্তী অনেকগুলি পরগণার উপর বীর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার এই ভূঁয়াংশের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে পুরুষ-পরম্পরার নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ঐ সকল অহসরণ করিলে জানা যায় যে, আদিপুরুষবংশীয় বজ্রকায়রশ্মি-সমুদ্ভূত রাজা বিম্বর্তর রায় চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ড-তীর্থক্ষেত্রে বাজা করিয়া পথিমধ্যে রাহি হওয়ার মেঘনার একটা চোরাবালুর চরে নম্বর করিয়া সেই রাহি ভাষার বাসের বন্দোবস্ত করেন। রাজা নিঃশব্দে বস্ত্র মেঘনে বে, ভগবান বলিতেছেন, “তুই যে স্থানে অভ্যস্তিত্তি রহিয়াছিস, তাহার চতুর্দিক্ সমুদায় স্থানেরই তুই একমাত্র অধীশ্বর হইবি।” রাজনীপ্রভাতে নিম্নোক্তের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বপ্নবিবরণ আলোচনা করিয়া উহাকে স্মরণের আদেশ বলিয়াই প্রেং

* প্রবালম্ব দ্বিতীয় বক্তব্য, ইনি আদিপুরুষবংশীয় বজ্রকায়রশ্মি-সমুদ্ভূত পরমবার ঐশ্বর্যপূর্ণ প্রায় এই বংশীয় অনেক ব্রহ্মকায়রশ্মি-সমুদ্ভূত।

করিলেন এবং সেই স্থান অধিকারে কৃতসঙ্কর হইয়া অক্লেশে-
ময়েই রওনা হইলেন। প্রত্যন্তে তিনি প্রশান্ত নবীষকে
দ্বিগুনরূপণ করিতে না পারিয়া ব্রহ্মক্ৰমে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া
বেড়ান। এইজন্ত তিনি সেই স্থানের নাম ভুলুয়া রাখেন।

প্রধান, ১০ই মাঘ অথবা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।
তৎপূর্বেই মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজি বাল্গা আক্রমণ
করেন। প্রবাদ-বর্ণিত কালনির্ণয়ে আস্থা স্থাপন না করিয়াও
আমরা লক্ষণমণিকোর বংশলতা হইতে জানিতে পারি যে,
রাজা বিশ্বকরের ১১শ পুরুষে রাজা লক্ষণমণিক্য প্রোহৃত
হইয়াছিলেন। বিশ্বকরের মৃত্যু ও লক্ষণের জন্ম এতদূরের
মধ্যে ৩৫০ বৎসর।

এদিকে ঐতিহাসিক প্রমাণেও জানা যায় যে, ১৫৮৩
খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপপতি রাজা কন্দর্পরায়ণ জীবিত ছিলেন।
রাজা লক্ষণমণিক্য তাঁহারই সমসাময়িক। কন্দর্পরায়ণের
মৃত্যুর পর, বালক রামচন্দ্র রায় রাজা হন। বালক রামচন্দ্রকে
লক্ষণমণিক্য বিশেষ তুচ্ছতাচ্ছিয়া করিতেন। এই স্লেষোক্তি চন্দ্র-
দ্বীপে রামচন্দ্র রায়ের কর্ণে উপনীত হইলে তিনি ক্রোধে অধীর
হইয়া ভুলুয়া আক্রমণার্থ রণতরীসমূহ সজ্জিত হইতে আদেশ দেন।
তদনুসারে তাঁহার দলবল অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মেঘনা অতিক্রম করিয়া
এবং ভুলুয়ার উত্তীর্ণ হইয়া রাজা লক্ষণকে সংবাদ প্রেরণ করিল।
ভুলুয়ারাজ কোন আশঙ্কা না করিয়া প্রতিবেশী রাজার সম্বন্ধনার্থ
স্বয়ং উপস্থিত হইলেন, তাঁহার শরীররক্ষী গ্রহরিদল কেহই
সঙ্গে আসিল না। শত্রুর নৌকায় আরোহণ করিবামাত্রই
তিনি বিন্দুভাবে চন্দ্রদ্বীপে আনীত হইলেন। এখানে কারাগৃহে
অবস্থানকালে একদিন রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।
ঐ সময়ে লক্ষণমণিক্য তাঁহাকে নিষ্ঠুররূপে আহত করার তিনি
ক্রোধে অধীর হইয়া লক্ষণের প্রাণবিনাশের আদেশ প্রচার
করেন। রাজাদেশ অচিরেই প্রতিপালিত হইল।

[বিস্তৃত বিবরণ বারভূঁয়া শব্দে দেখ।]

লক্ষণমণিপুরকায়স্থ, লক্ষণোৎসব ও বৈভবসর্গ নামক বৈভব-
গ্রন্থপ্রণেতা। অমরসিংহের পুত্র।

লক্ষণরাজদেব (পুং) ঢৌরীজ্যোত কলচূড়িকায় একজন রাজা।
কেয়ুরবর্ষ ১ম যুবরাজদেবের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ৯৫০
খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। ইনি রাজকন্ডা রাহড়ার
পাণিগীড়ন করেন। তবীয় তনয়া বোহাদেবীর সহিত পশ্চিম-
চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের বিবাহ হয়। রাজ-দৌহিত্র ২য় তৈলপ
৯৭৩-৯৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রভূত প্রভাবের সহিত রাজ্যশাসন
করিয়াছিলেন।

বিলহরি-কলক হইতে জানা যায় যে, রাজা লক্ষণরাজদেব

কোশলধিপতিতে পরাজিত করিয়া পশ্চিমপ্রদেশ জয় করিতে
গমন করেন এবং গুজরাতে সোমেশ্বরলিঙ্গের উপাসনা
করিয়াছিলেন।

লক্ষণবন্দ্যোপাধ্যায়, একজন বাল্যলী কবি। ইনি সম্ভবতঃ
বশিষ্ঠকৃত অধ্যাত্মরামায়ণের বঙ্গানুবাদ সম্বলন করিয়াছিলেন।
এই রামায়ণ গ্রন্থের ছইশতবৎসরের প্রাচীন পুঁবি পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষণবেদান্তাচার্য্য, ভারপ্রকাশিকা নারী শ্রীভাষ্যটীকা-রচয়িতা।
লক্ষণশাস্ত্রিন, অমরকোষব্যাখ্যাপ্রণেতা। বিখ্যাত শাস্ত্রীর পুত্র।
লক্ষণসিংহ, শতকোটিমণ্ডলপ্রণেতা।

লক্ষণসেন (পুং) বাল্যলার সেনবংশীয় একজন রাজা। বঙ্গাল-
সেনের পুত্র। ইহার সময়ে মুসলমানসৈন্য বাল্যলার আক্রমণ
করে। যাক্ববদ্বারীপকলিকাপ্রণেতা শূলপাণি, হলানুধ, পশুপতি,
জয়দেব ও ধোয়ীকবি তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই
সকল পণ্ডিতগণের সহীসে তিনিও একজন স্নকবি হইয়া
উঠেন। পদ্যাবলীতে তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত
হইয়াছে। প্রাচীন তাম্রলিপিতে তিনি দক্ষিণাঙ্কিবিজয়ী বলিয়া
উল্লেখ দেখা যায়। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের আগমনে উৎকোচগ্রাহী
পণ্ডিতগণের আরোচনায় বৃদ্ধরাজ্য কিরূপে রাজ্য ছাড়িয়া জগন্নাথ-
দর্শনচ্ছলে পলাইয়া যান, তাহাও সাধারণের অবদিত নাই।
কুলশাস্ত্রে তিনি কুলপদ্ধতিসম্ভারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

[সেনরাজবংশ দেখ]

লক্ষণসোমযাজিন, সীতারামবিহারকব্যপ্রণেতা। ওর্গাণি-
শব্দরের পুত্র।

লক্ষণস্বামিন, বাঙ্গীরহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত লক্ষণ-মূর্তি।

(রাজতরং ৪১২৭৬)

লক্ষণা (স্ত্রী) লক্ষণমন্ত্যস্তা ইতি অর্শ আদিহাদচ, টাপ্।
১ খেতকণ্টকারী। (রাজনিং) ২ সারসী। ৩ ওষধিভেদ। (মেদিনী)
পর্যায়—লক্ষণাকন্দ, পুত্রকন্দা, পুত্রদা, নাগিনী, নাগাহা,
নাগপত্নী, তুলিনী, মজ্জিকা, অস্ত্রবিদুচ্ছদা, পুচ্ছদা। গুণ—
মধুর, শীতল, গ্রীষ্মকাতানাশক, রসায়ন, বলকর ও ত্রিদোষ-
নাশক। (রাজনিং)

২ মজ্জাধিপতির এক কন্যা। (ভাগবত ১০।৫৮।৫৭)

৩ দ্রুঘোধনের কন্যা, এই কন্যা যখন স্বয়ম্বর হয়, তখন
শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাত এই কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন।

“দ্রুঘোধনহৃতং রাজন লক্ষণাং সমিতিজরং।

স্বয়ম্বরসময়ং সাধো জাযবতীভূতঃ ॥” (ভাগবত ১০।৬৮।১)

৪ জবাগাছ। ৫ যুচুচ্ছদক। (বৈভবনিং)

লক্ষণাচার্য্য (পুং) গ্রন্থকারভেদ। [লক্ষণ আচার্য্য দেখ।]

লক্ষণাজটী (স্ত্রী) লক্ষণামূল।

লক্ষ্মাদিত্যরাজপুর, জনৈক কবি। ইনি কেমেন্সের শিষ্য ছিলেন। কবিকর্তৃত্বের ইহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

লক্ষ্মাবতী, বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী। ইহার অপর নাম গোড়। গোড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মসেন (মতান্তরে সেনবংশীর শেখ রাজা লক্ষ্মণিয়া) গোড় রাজধানীর নানাবিধ সংস্কার সাধন করিয়া “লক্ষ্মাবতী” নাম রাখিয়াছিলেন। তৎপূর্ববর্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণও এই নগরকে “লক্ষ্মনোত্তী” নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে মিন্‌হাজ এই নগরে বাস করিয়াছিলেন। লক্ষ্মাবতীর তোরণদ্বার এবং অস্ত্রাস্ত্র হিন্দু ও মুসলমান কীর্তির নিদর্শন স্বরূপ অত্য়পি বাহা গোড়রাজধানীতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গোড় শব্দে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণের অধ্যবসারে এই প্রাচীন জনপদের লুপ্ত ইতিহাসের অনেকাংশ বঙ্গালসেন ও লক্ষ্মসেন প্রভৃতি সেনবংশীর রাজগণের জীবনচরিত্র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবৃত হইবে।

[গোড়, বাঙ্গালা ও সেনরাজবংশ দেখ]

লক্ষ্মণোক্ত (ত্রি) [লক্ষ্মণোক্ত দেখ]

লক্ষ্মণ্য (পুং) লক্ষ্মণপুত্র। (ঋক্ ৫।৩।১০)

লক্ষ্মাবতী (স্ত্রী) লক্ষ্যপথ।

লক্ষ্মী (স্ত্রী) লক্ষ্যতি পশ্চতি উদ্যোগিনিমিত্ত লক্ষি (লক্ষ্মীমূট চ। উৎ ৩।১০) ঐ প্রত্যয়ে মুড়াগম্। ১ বিজুপত্নী। পর্যায়— পরানয়া, পরা, কমলা, শ্রী, হরিপ্রিয়া, ইন্দ্রিয়া, লোকমাতা, মা, কীরাক্তিনয়া, রমা, জলধিা, ভার্গবী, হরিবল্লভা, হৃদ্যাক্তিনয়া, কীরাদাগরভূতা। (কবিকল্পলতা)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লক্ষ্মীর উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—কোন সময়ে নারদ নারায়ণকে লক্ষ্মীর উৎপত্তি ও পূজার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সৃষ্টির আগে রাসমণ্ডলস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে লক্ষ্মীদেবী উৎপন্ন হন। তিনি অতিশয় স্নানদয়ী ও তপস্বীকণ-বর্ণিতা, তাঁহার অঙ্গসকল শীতকালে সুখজনক উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল, কটদেশ ক্ষীণ, স্তনদ্বয় কঠিন ও নিতম্ব অতি বিশাল। এই দেবী স্থিরযোবনা এবং তাঁহার বর্ণশ্বেতচন্দ্রকান্তত্বা। তাঁহার স্তনমণ্ডল শারদীয় কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকেও লজ্জা দেয়। লোচনদ্বয় শরৎকালীন মধ্যাহ্নের সুবিকসিত পদ্মকেও ভিরঙ্কর করে। এই দেবী উৎপন্ন হইয়াই সহস্র ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুই রূপে বিভক্ত হন। এই উভয় মূর্ত্তিই রূপে, বর্ণে, ভেদে, বসনে, প্রভার, বশে, ভূষণে, ভূষণে, হাতে, দর্শনে, বাক্যে, মধুরস্বরে, নীতিতে ঠিক সমান। এই দুই মূর্ত্তি

রাধিকা ও লক্ষ্মী। কৃষ্ণের বামাংশসমূহা মূর্ত্তি লক্ষ্মী এবং দক্ষিণাংশসমূহা দেবীই রাধিকা। রাধিকা উৎপন্ন হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেন। পরে লক্ষ্মীও কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে উভয়কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া উভয়েরই অভিলাষ পূরণ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দক্ষাংশ হইতে বিভূজ ও বামাংশ হইতে চতুর্ভূজ এই দুইভাগে বিভক্ত হন। পরে বিভূজ মূর্ত্তিতে কৃষ্ণ রাধিকাকে গ্রহণ করেন এবং বীর চতুর্ভূজ নারায়ণমূর্ত্তি হইয়া লক্ষ্মীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী মিত্র মূর্ত্তিতে সমুদ্র বিষ লক্ষ্য করেন বলিয়া তিনি দেবীগণের মহতী— এই জন্ত মহালক্ষ্মী নামে খ্যাত। এইরূপে বিভূজ কৃষ্ণ রাধিকা-কান্ত এবং চতুর্ভূজ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও গোপগোপীর সহিত গোলোকে থাকিলেন এবং চতুর্ভূজ নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কৃষ্ণ ও নারায়ণ উভয়েই সর্বাংশে তুল্য। এই লক্ষ্মীদেবী শুদ্ধস্বরূপা। বৈকুণ্ঠধামেই তাঁহার পূর্ণাধিষ্ঠান নির্দিষ্ট হইল। তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল রমণীগণের প্রধানা হইলেন। এই লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রের সম্পত্তি-রূপিণী স্বর্ণলক্ষ্মীরূপে, পাতালে ও মর্ত্ত্যে রাজগণের নিকট রাজলক্ষ্মীরূপে, গৃহিণীর গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে, কলাংশ দ্বারা গৃহিণী ও সম্পদরূপে, গোপগণের প্রস্তুতি স্বরূপে, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণারূপে, কীরোদসাগরের কস্তারূপে, চন্দ্রস্বর্ধ্বমণ্ডলে, রসে, ফলে, নৃপপত্নীতে, দিব্যরীতে, গৃহে, সমস্ত শব্দে, বস্ত্রে, পরিকল্প-স্থানে, দেবপ্রতিমাতে, মঙ্গলঘটে, মাণিক্যে ও মুক্তা প্রভৃতিতে শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন। যেখানে যেখানে সামাজ্যরূপ ও শোভা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার লক্ষ্মীদেবী অবস্থিত। জানিতে হইবে; কারণ লক্ষ্মীদেবীই একমাত্র শোভার আধার। তাঁহার অবস্থান ব্যতীত শোভা থাকিতে পারে না। লক্ষ্মীদেবী যেখানে বিরাজিত থাকেন না, তাহা হতশ্রী হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীদেবী প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণ কর্তৃক পূজিত হন। পরে ব্রহ্মা ও মহাদেব তাঁহাকে পূজা করেন। অনন্তর কীরোদসাগরে বিষ্ণু, ভারতে স্বায়ম্ভুব মনু, মানবেন্দ্রগণ, ঋষীজ-গণ, মুনীজগণ, সাধুগৃহিগণ ও পাতালে নাগগণ যথাক্রমে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পূর্বে ব্রহ্মা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে সমস্ত পক্ষ তত্ত্বপূর্বক তাঁহার পূজা দিরাছিলেন, তদবধিই ত্রিলোক মধ্যে সেই পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে।

চৈত্র, পৌষ ও ভাদ্রমাসে শুদ্ধ ও মঙ্গলজনক দিনে বিষ্ণু তাঁহার পূজা করেন, পরে ত্রিলোকবাসীও এই তিনমাসে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকে। মনু পৌষমাসের সাক্রান্তিদিনে প্রাণ-মধ্যে লক্ষ্মীর পূজা করেন, ক্রমে ইহাও জগতে প্রচারিত

হয়। পরে রাজেন্দ্র, মদল, কেহার, বলদেব, সুবল, কব, ইন্দ্র, বলি, কস্তুর, নক প্রভৃতি সকলে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

এইরূপে সেই সর্বসম্পৎস্বরূপিনী সকল ঐবর্ষীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সর্বদা সর্বত্র সর্বজন কর্তৃক বন্দিত ও পূজিত হইতেছেন। লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠে পূর্ণভাবে এবং চণ্ডাচর ত্রয়োদশে অংশভাবে বিদ্যমান আছেন।

নারদ নারায়ণের নিকট লক্ষ্মী দেবীর উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ শুনিয়া তাঁহার মনে একটা মহা সংশয় উপস্থিত হয়, এই সংশয় নিবারণের জন্ত তিনি ভগবানের নিকট প্রশ্ন করেন যে, 'লক্ষ্মীদেবী রাসমণ্ডলে আবির্ভূতা হন, কিন্তু লোকে তিনি সিদ্ধতনয়া নামে কিরূপে খ্যাতা হইলেন? সাগরমহন করিয়া দেবগণ কিরূপেই বা লক্ষ্মীকে লাভ করেন? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ করিয়া কৃতার্থ করুন।'

তখন ভগবান্ নারদের প্রশ্নে উত্তর দিয়া কহিলেন, নারদ! পূর্বে দুর্ক্সাণা মুনির অভিলাশে দেবরাজ, দেবসমূহ ও মর্ত্যবাসী সকলে ত্রীভূত হইলে লক্ষ্মীদেবী রূপে হইয়া পরম হুঃখিতান্তঃকরণে স্বর্গাদি পরিত্যাগপূর্বক বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিয়া মহালক্ষ্মীতে লীন হইলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় কামোদিত-ভাবে রক্তাকে লইয়া শূন্যে প্রস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ দুর্ক্সাসুনি শব্দরকে পূজা করিবার জন্ত সেইস্থান দিয়া গমন করেন, দেবেশ্ব মুনীন্দ্রকে দেখিয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থার তাঁহাকে প্রণাম করাতে মহামুনি দুর্ক্সা তখন তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া পারিজাতপুষ্প প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন যে, এই পুষ্প সকল পাপনাশক ও সকল প্রকার মঙ্গলনিদান। তিনি আরও বলেন যে, যিনি ভাস্করপূর্বক ত্রীহরির চরণে নিবেদিত এই পুষ্প মন্তকে ধারণ না করেন, তিনি স্বর্গের সহিত ত্রীভূত হন।

ইন্দ্র তখন অতিশয় কামোদিত ছিলেন, তাঁহার কর্তব্যাকর্তব্য বোধ ছিল না। ক্ষতরাং দুর্ক্সা প্রদান করিলে পর তিনি ভ্রম-বশতঃ ঐ পুষ্প লইয়া ঐরাবতের মন্তকে প্রদান করেন। ঐরাবত ঐ পুষ্প মন্তকে ধারণ করিয়াই ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিল, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ স্বজনগণের সতি ত্রীভূত হইল, ইন্দ্রকে ত্রীভূত হইতে দেখিয়া রক্তা তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন ইন্দ্রের চক্ষু ভাঙিল।

ইন্দ্র নিরানন্দভাবে অমরাবতীরত গমন করিলেন। অমরাবতীতে বাইরা তিনি পুরী অমরাবতী মিত্রানন্দনন্দ, শঙ্করসুহ পরিপূর্ণ, লীনভাবাপন্ন এবং বহুবলবান্ দেখিলেন, পরে হৃদয়ে সমস্ত কৃত্য প্রবল করিয়া দেবদেবের সহিত একত্র নিকট গমন করিলেন। ত্রয়োদশ পূজার সর্বগণ হইয়া

ইন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, দেবেশ্ব! তুমি আমার প্রপৌত্র, নিরন্তর ত্রি আশ্রয়ে তুমি উজ্জ্বলা বীতি ধারণ করিয়াছিলে, তুমি লক্ষ্মীসদৃশী শরীর ভর্তা, "তথাচ সর্বদা তুমি পরমহীতে সোভ করিয়া থাক, পূর্বে তুমি গৌতমের অভিলাশে ভগ্না হইয়াছিলে, পুনর্বার লজ্জাবিহীন হইয়া পরমহীতে সোভ করিয়াছ। যে পরমহীত করে, তাহার ত্রি ও বশ নষ্ট হয়। ইত্যাদিরূপে ইন্দ্রকে তিরস্কৃত করিয়া লোকপিতামহ ত্রয়োদশকে কহিলেন, এখন ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে পুনরায় লক্ষ্মীপ্রাপ্তির উপায় নিকারণ করিয়া দিবেন।

অনন্তর ইন্দ্র অতি কঠোর-ভাবে নারায়ণের উদ্দেশে তপস্তারম্ভ করিলেন। নারায়ণ ইন্দ্রের তপস্তার সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকে সিদ্ধ-কল্পারূপে জন্ম লইতে আদেশ করিলে দেব ও দানবগণ মিলিয়া সমুদ্র-মহন করিয়াছিলেন। এই সমুদ্রমহনে ইন্দ্র সম্পৎস্বরূপিনী লক্ষ্মী লাভ করেন। নারায়ণের আজ্ঞার তাঁহার নিজাশে হইতে সিদ্ধকল্পারূপে লক্ষ্মী প্রোছূত হন। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া লক্ষ্মী দেবগণ প্রভৃতিতে বরদান করেন, লক্ষ্মীর রূপায় ইন্দ্র ব্যাভা ও ত্রীযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন সকলে মিলিয়া লক্ষ্মী দেবীর স্তব করেন। (ত্রয়োদশপুং ৩৩-৩৬ অং.)

লক্ষ্মীচরিত।

লক্ষ্মী কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করেন এবং কোথায় বা অবস্থান করেন না, তাহার বিবরণ পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—এই লক্ষ্মীচরিত পরম পবিত্র, যিনি ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করেন, তাঁহার অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইলে পরে অঙ্গিরা, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাকে পূজা ও স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন, মাতঃ! আপনি দেবভাগিণের গৃহে ও মর্ত্যলোকে গমন করুন। জগ-জ্ঞানী লক্ষ্মী মুনীন্দ্রদিগের সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণদিগের অহমতি ক্রমে দেবগণের গৃহে ও মর্ত্যলোকে গমন করিব। হে মুনীন্দ্রগণ! ভারত মধ্যে আমি বাহাদিগের গৃহে গমন করিব, তাহার বিবরণ শ্রবণ কর।

আমি পৃথাবান্ কলীভিত্ত গৃহ এবং রাজাদিগের গৃহে হির ভাবে থাকি। তাহাদিগকে পুত্রের দায় প্রতিপালন করিব। শুক্ল, শ্বেতা, মাতা, পিতা, বাহুব, অতিথি এবং পিতৃলোক বাহাদিগের প্রতি রূপ থাকেন, আমি তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করে এবং লক্ষ্মী ভবতীত, লজ্জাত, যে ভক্তি পাতকী, যে কপটত্ব বা অতিশয় কপট, সেই সকল পাপিষ্ঠের গৃহে পদা করিব না। যে ব্যক্তি লীলা প্রবল করেন নাই, যে সর্বদা পোষকভিত্ত, দয়ালু, যে

সর্বদা স্ত্রীর বশীভূত, বাহার স্ত্রী ও মাতা বেড়া, যে ব্যক্তি কটু ভাবী, নিরন্তর কলহ করে, বাহার গৃহে নিরন্তর কলহ হয়, বাহার গৃহে স্ত্রীলোক প্রধান, তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিব না। যে ব্যক্তি হরিপূজা ও হরির গুণ কীর্তন করে না, অথবা বাহার হরির প্রশংসা করিতে ইচ্ছা নাই, যে ব্যক্তি কষ্টা-বিক্রয়, আত্ম-বিক্রয়, ও বেদ-বিক্রয় করে, যে নরহত্যাকারক, হিংসক, তাহাদিগের গৃহ নরক-ভূতা, তথায় আমি বাইব না। যে ব্যক্তি কার্পণ্য-দোষে দূষিত হইয়া মাতা, পিতা, ভাৰ্যা, গুরুশ্রী, গুরুপুত্র, অনাথা, ভগিনী, কষ্টা এবং আশ্রয়রহিত বান্ধবদিগকে পোষণ না করিয়া সর্বদা ধনসঞ্চয় করে, আমি কদাচ তাহাদের নিকট গমন করিব না। যে ব্যক্তির দত্ত অপরিহৃত, স্বস্ত মলিন, মস্তক রুদ্ধ, গ্রীস ও হস্ত বিকৃত এবং যে মন্দবুদ্ধি মূঢ়-বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার সময় মূঢ়াদি ত্যাগ-কর্তাকে দর্শন করে, যে ব্যক্তি অগ্রে মস্তকে তৈল প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অস্ত্র অঙ্গ স্পর্শ করে বা গাত্রে তৈল প্রদান করে, তৈল মর্দন করিয়া যে বিষ্টামূঢ়-ত্যাগ, প্রণাম বা পুষ্প চরন করে, যে ব্যক্তি নথ দ্বারা তৃণ ছেদন এবং ভূমি খনন করে, বাহার গাত্রে ও পদে মলা থাকে, তাহারা আমার কৃপা পায় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক আশ্রয়ন্ত কিংবা পরদত্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা দেবতার বৃত্তি হরণ করে, তাহার গৃহে আমার স্থান নাই। যে মন্দবুদ্ধি, শঠ, দক্ষিণাবিহীন, দ্বেষকারক, পানী এবং মস্ত ও বিষ্টা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, যে ব্যক্তি গ্রামযাজী, চিকিৎসক, পাচক ও দেবল, যে ব্যক্তি কোদধবশতঃ বিবাহকর্ম বা অন্ত্র ধর্মকার্যের ব্যাঘাত করে এবং দিবাভাগে মৈথুন আচরণ করে, আমি এই সকল ব্যক্তির গৃহে গমন করি না। (ব্রহ্মবৈবর্তপুং গণেশখং ২১, ২২ অং)

পরম্পরাগে লিখিত আছে যে, একদা কেশব মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দেবি! তুমি কোন স্থানে নিশ্চল হইয়া অবস্থান কর, লক্ষ্মী তদন্তরে বিষ্ণুকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

“মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনা লক্ষ্মী পূজিত কেশবঃ।

কোনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবতি নিশ্চলা।

—শ্রীকবচ।

গুরুঃ পারাবতা বত্র গৃহিণী বত্র চোচ্চলা।

অকল্যাণ বসতিবত্র তত্র কৃক বলামহম্।

ধাত্ত্ব সুবর্ণসূক্ষ্ম ততুল রজতপাশাঃ।

অন্নৈকাত্ম্যং বত্র তত্র কৃক বলামহম্।” (কল্পপুং লক্ষ্মীচরিত্র)

যে স্থলে গুরুবর্ণ পারাবত সকল থাকে, যে স্থলে গৃহিণী সুন্দরী ও কলহ-হীনা, তথায় আমি অবস্থান করি। যে যে স্থলে ধাত্ত্ব সুবর্ণসূক্ষ্ম এবং ততুল রজতবর্ণ, অন্ন তুষরহিত অর্থাৎ পরি-কৃত, তথায় আমার অবস্থিতি জানিবে। বাহার প্রিয়বাক্যভাবী, বুদ্ধোপদেশী, প্রিয়বর্শন, অন্নপ্রদাপী এবং অদীর্ঘস্থায়ী, বাহার ধর্মশীল, জিতেপ্রিয়, বিভাবিনীত, অগর্ভিত, অনাহুয়ানী ও বাহার পরোপতাপী নহে, আমি সর্বদা এই সকল পুরুষে অবস্থান করি। বাহার দীর্ঘকাল ধরিয়া দান ও কৃত তোজন করে, স্নগন্ধ পুষ্প পাইয়া ভ্রাণ করে না, নখা-স্ট্রীকে দর্শন করে না, সেই সকল লোক আমার প্রিয়। যে পুরুষে ত্যাগ, সত্য ও শৌচ এই তিনটা মহাগুণ আছে, তিনি আমার প্রিয়।

আমলক ফল, গোময়, শম্ব ও গুরু বস্ত্র, পদ্মোৎপল, চন্দ্র, মহেশ্বর, নারায়ণ, বসুন্ধরা ও উৎসব-মন্দির এই সকল স্থলে লক্ষ্মী নিত্য অবস্থান করেন।

যে সকল স্ত্রী গুণভক্তিযুক্তা, পতির আজ্ঞাভাবিত্তী, এবং পতির ভুক্তাবশেষ ভোজন করে, সদা সন্তোষী, ধীরা, প্রিয়বাদিনী, সৌভাগ্যযুক্তা, লাভ্যামরী, প্রিয়দর্শনা, স্ত্রীমা, যুগাকী, সুশীলা, পতিব্রতা এই সকল গুণযুক্তা স্ত্রীতে আমি সর্বদা অবস্থান করি।

পুত্র ও পর্ষ্যবিত পুস্ত্রাণ, বহুব্যক্তির সহিত শয়ন, ভ্রাসনে উপবেশন এবং যিনি কুমারীগমন করেন, লক্ষ্মী তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। চিত্তদার, অস্থি, বহি, ভদ্র, দ্বিজ, গাড়ী, ভূষ, গুরু এই সকল দ্রব্য পাদ দ্বারা সংস্পর্শ-কারী লক্ষ্মীহীন হইয়া থাকে।

(কল্পপুং লক্ষ্মীকেশবসংবাদে লক্ষ্মীচরিত্র)

গুরুপুরণ ১১৪ অধ্যায় এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণ ঐকৃত্তিতেও এই লক্ষ্মীচরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্যলভ্যে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা।

স্বর্গ দেবগণ কর্তৃক লক্ষ্মী পূজিত হইয়াছিলেন, এইজন্য ভারতেও তিনি লোক কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজার বিধান আছে। বিষ্ণু এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তিন মাসেই লক্ষ্মীপূজা বিধেয়। এই তিনমাসে যে তিনবার পূজা হইয়া থাকে, চলিত কথায় তাহাকে লক্ষ্মীর ‘ধনপাশা’ পূজা কহে। লক্ষ্মী-পূজা করিয়া তদুচ্চে হবিষ্যাদি হইয়া নিরমপালন করিত হইত। ইহাকে চলিত কথায় ‘পালনী’ কহে।

গুরুপক্ষে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। গুরুপক্ষীয় বৃহস্পতিবারে শুক তিথিকালের যদি যোগ না হয়, হইলে

রবি ও সোমবারে পূজা করা যাইতে পারে, এই পূজার বৃহস্পতিবার মধ্য এবং রবি ও সোমবার গোণ। বৃহস্পতিবারে যদি পূর্ণা অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী বা পূর্ণিমা তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিতে পূজা করাই বিশেষ প্রশস্ত। ইহার মধ্যে আরও একটু বিশেষ আছে যে, পৌষমাসে দশমী, চৈত্রমাসে পঞ্চমী এবং ভাদ্রমাসে পূর্ণিমা তিথি বিশেষ উপযোগী। তিথি প্রতিপদ, একাদশী, দ্বিতী, চতুর্থী, নবমী, চতুর্দশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, অমাবস্তা ও অষ্টমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজা নিষিদ্ধ। সংক্রান্তি, প্রথমমাস, অপরাহ্নকাল, ত্রাহস্পদ দিন, ও রাত্রিকালে এই পূজা করিতে নাই। দ্বৈপা, ধনিষ্ঠা, শততিথা ও পূর্ণভাদ্রপদ এই চারিটা নক্ষত্র ও বৃকপক্ষে কখন পূজা করিবে না।

একটা আটকবাণ্ড পূর্ণ করিয়া তাহা নানাতরগভূষিত করিবে, পরে ঐ আটক অঙ্গক গুরুপুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হয়। এই পূজার পৌষমাসে পিঠক, চৈত্রমাসে পরমার এবং ভাদ্রমাসে পিঠক ও পরমার এবং নানাবিধ উপহার দ্বারা পূর্ণমুখে পূজা করিতে হইবে। যিনি যথাবিধানে এই লক্ষ্মীপূজা করেন, তিনি ইহলোকে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া অন্তকালে বিহ্বলোকে গমন করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবীর পূজা জীলোকে করিবে, এইকণ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে লক্ষ্মীপূজা হইবে, তথায় ঘটাবান্ধ করিতে নাই। ঝিণ্টী ও কাঞ্চন পুষ্পদ্বারা লক্ষ্মীপূজা করিবে না। পদ্মদ্বারা লক্ষ্মীপূজা বিশেষ শুভজনক। *

* “পৌষে চৈত্রে তথা ভাদ্রে পূজয়েৎ: ত্রিঃ ত্রিঃ।

সিংহে ধনুবি মীনে চ হিতৈ নপ্তুরনমে।

প্রত্যক্ষং পূজয়েন্নক্ষীং গুরুপক্ষে শুভাৰ্ছিনে।

নাশরাত্রে ন রাত্রৌ চ নাসিতৈ ন ত্রাহস্পশি।

দ্বাদশটাকৈব নন্দারায় রিক্তারাক নিরপক্ষে।

ত্রয়োদশ্যং তথাষ্টম্যং কমলাং নৈব পূজয়েৎ।

ন পূজয়েৎ শনৌ ভোমে ন বুধে নৈব ভার্গবে।

পূজয়েৎ শুক্রাবারে চাষ্মাণ্ডে রবিনোমস্রোঃ।

জরবারে বি পূর্ণা চ যত্নেন যদি লভ্যতে।

জন্ত পূজ্যা কু কমলা ধনপুত্রবিবর্দিনী।

ন কুর্ধ্যাৎ অথমে মাসি নৈব কুর্ধ্যাৎশির্ষকনং।

ন ঘটায় বাহরেৎ জন্ত নৈব ঝিণ্টীং এরাপরেৎ।

পৌষে চ লক্ষ্মী শক্তা চৈত্রেৎ পঞ্চমী তথা।

নভতে পূর্ণিমা জেরা গুরুবারে বিশেষতঃ।

আটকং ধাতুসম্পূর্ণং নানাতরগভূষিতং।

হৃদয়গুরুপুণ্যে গুরুপক্ষে প্রপূজয়েৎ।

পৌষে কু পিঠকং দ্বাদ্যং পরমারক চৈত্রেৎ।

পিঠকং পরমারক নভতে কু বিশেষতঃ।

এই লক্ষ্মীপূজার লক্ষ্মী, নারায়ণ, ও কুবের এই তিনজনের পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দিনে সরস্বতীর পূজা এবং সরস্বতী পূজার দিনও লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে।

ত্রয়োবৈবর্তপুরাণে লক্ষ্মীদেবী যেতবর্ণা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন।

“যেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃষ্টা মনোহরা

শরৎপার্বণকোটাঙ্গপ্রভাপ্রজ্ঞাতিতাননা।”

(ত্রয়োবৈবর্তপুং প্রকৃতিঃ ৩৫ অং।)

কিন্তু অস্ত্র স্থলে ইনি গৌরবর্ণা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যে ধ্যানে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে, সেই ধ্যানানুসারে ইনি গৌরবর্ণা।

ধান—

“পাশাকমালিকান্তোজ্জ্বলগিতিধাম্যাসোম্যয়োঃ।

পদ্মাসনস্থায় ধ্যায়েক ত্রিঃ ত্রৈলোক্যমাতরম্॥

গৌরবর্ণাং সুরপাক সর্কালঙ্কারভূষিতাম্।

রৌপ্যময়ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥”

জন্মপুরাণোক্ত ধ্যান—

“হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং স্তবর্ণরজতপ্রভাম্।

চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদসমাবহাম্॥

গৌরবর্ণাং বিভূজাং সিতপদ্মোপরিহিতাম্।

বিকোর্বকঃস্থলস্থাকং জগজ্জোভাপ্রকাশিনীম্ ॥”

‘শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ’ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। পরে লক্ষ্মী,

পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, ধৃতি, কমা, তুষ্টি, পুষ্টি, কান্তি, মেধা, বিদ্যা, রমা, শ্রুতি, হরিশ্রিয়া, বিষ্ণুশ্রিয়া ও নারায়ণশ্রিয়া ইহাদিগকে লক্ষ্মীবীজঃ-‘শ্রীং’ এই মন্ত্রে পূজা ও লক্ষ্মী নারায়ণ এবং বৃহস্পতি কুবের ইহাদিগেরও পূজা বিধেয়।

“ধ্যায়েনাত্যং সদা দেবীং পূজাকালে বিশেষতঃ।

ততঃ পূজাদিকং কুর্ধ্যাৎ শ্রীং লক্ষ্মীং নম ইচ্ছতা ॥

গুরুবারসম্যুক্তা নভতে পূর্ণিমা শুভা।

কমলাং পূজয়েত্ত্বং পুনর্জন্ম ন বিঘাতে।

একেন কমলানৈব কমলাং পূজয়েৎযদি।

ইহলোকে স্থায় আশ্য পরন্তু কেনবাঃ ব্রজেৎ।

প্রাচ্যুদী পূজয়েন্নক্ষীং পশ্চিমাননসংহিতাম্।

গুরুপুষ্পদ্বারা পদৈবোদ্যাহ্যপট্টাকৈঃ।

নভবারেতি নত্রেণ গজেনাবাহয়েনৌ।

জিয়ে জাত ইতি ষাণ্ড্যং পুষ্পোদ্যাহয়েনৈবতঃ।”

(কল্পপুরাণতৃতীয়া)

ন বৃকপক্ষে রিক্তারায় দশমী দ্বাদশী চ।

অথবা বি চতুর্দশী লক্ষ্মীপূজা ন কাঙ্কয়েৎ। (কালক্রিয়া)

লক্ষ্মী: পরাশরা পরা কমলা শ্রীধৃতি: কমা।

তুষ্টি: পুষ্টিত্বা কাতির্মধা বিভা রমা ক্রতি: ॥

হরিপ্রিয়া তথা বিকো: প্রিয়া নারায়ণ চ।

এতাভি: সপ্তদশতিলক্ষ্মীবিজ্ঞানির্করয়েৎ ॥

লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাক নমোহস্তেন প্রণুজয়েৎ।

বীষণক কুবেরক পুজয়েত্তদনন্তরম্ ॥" (কল্পপুং লক্ষ্মীচং)

তন্ত্রসারে লক্ষ্মীর মন্ত্র ও পূজাদির বিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"অথ বাক্যে প্রিয়ো মন্ত্রান্ শ্রীসৌভাগ্যফলপ্রদান্।

যন্তা: কটাক্ষমাত্রেণ ত্রৈলোক্যমপি বর্জতে ॥" (তন্ত্রসার)

'শ্রী' এই একাক্ষর বীজই লক্ষ্মীর মন্ত্র, এই মন্ত্রে পূজা করিলে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

পূজাপ্রণালী—প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পূজা প্রণালী অনুসারে পীঠস্তানাদি সকল কর্তব্য করিবে। পরে লক্ষ্মীর ধ্যান করিয়া পীঠপূজাদি করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

"কাস্ত্যা কাকনসমিভাং হিমগিরিপ্রাথ্যেচ্চতুর্ভুজগঞ্জ-

হৃতোৎকৃষ্টহিরণ্ময়ামৃতবট্টেরাঘিচ্যমানাং প্রিয়ম্।

বিভ্রাণাং বরমজগুগ্ধমভয়ং হস্তৈ: কিরীটোচ্ছলাং

কৌমাবকুণ্ঠিতম্ববিবললিতাং বন্দেহরবিদ্যাস্বিতাম্ ॥"

এই ধ্যানে যথাবিধানে পূজা করিয়া বিসর্জনাদি কর্তব্য সমাপন করিবে। লক্ষ্মী মন্ত্রের পুরস্চরণ ষাটশ লক্ষ অংগ।

মন্ত্রান্তর—'ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং' এই লক্ষ্মীর মন্ত্র চতুর্ভুজফলপ্রদ। এই মন্ত্রে পূজাদি করিলে সুখসৌভাগ্যাদি সম্পদ লাভ হয়। ইহা ভিন্ন 'নম: কমলবাসিন্তে স্বাহা' এই দশাক্ষর মন্ত্রও সকল অতীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ।

মহালক্ষ্মীমন্ত্র—'ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হেমা জগৎপ্রসূতৈ নম:' এই ষাটশাক্ষর মন্ত্রে মহালক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়।

এই সকল পূজার পদ্ধতি ও নিয়ম তন্ত্রসারে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বাহ্যভায়ে তাহা লিখিত হইল না। (তন্ত্রসার) তন্ত্রসারে লক্ষ্মীদেবীর স্তব ও কবচাদির বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, যিনি প্রতিদিন লক্ষ্মীদেবীর স্তব ও কবচ পাঠ করেন, তাহার পরিত্রতা থাকে না এক নানাবিধ সুখসৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। [শ্রী মেধ।]

আখিনী পূর্ণিমার দিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও কার্তিকী জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ার দিন দীপাবিতা লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে।

[দীপাবিতা ও কোজাগরী পক্ষে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

• ২ চূর্ণা।

"ভূতি: সিদ্ধিরিতি ধ্যান্তা প্রিয়া সংপ্রদাচ্চ বা।

লক্ষ্মীর্বা ললনা বাপি ক্রমাৎ সা কস্তিরচ্যতে ॥" (দেবীপুং ৫৫অ)

৩ সম্পত্তি। ৪ শোভা। ৫ ঋকোবধ। ৬ বুদ্ধিনামোবধ।

৭ ফলবান্ বৃক্ষ। (মেঘিনী) ৮ সীতা। ৯ বীরপত্নী।

(শব্দরত্নাং) ১০ হলপয়িনী। ১১ হরিত্রা। ১২ শমী।

১৩ দ্রব্য। ১৪ মুক্তা। (রাজনিং) ১৫ মোক্ষপ্রাপ্তি।

(চণ্ডীটীকার নাগেশচট্ট) ১৬ পদ্ম। ১৭ বেতভুলসী।

১৮ মেঘশূদী। (বৈভবকনিং)

লক্ষ্মী, একজন বিহবী ক্রীকবি। [লক্ষ্মীদেবী মেধ।]

লক্ষ্মীক (ত্রি) লক্ষ্মীবস্ত। সৌভাগ্যযুক্ত।

লক্ষ্মীকবচ, ধারণীর মন্ত্রোবধভেদ। আগমসার, কুর্মপুরাণ ও কন্দপুরাণে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

লক্ষ্মীকাস্ত্র (পুং) লক্ষ্ম্যা: কাস্ত্র:। ১ নারায়ণ। ২ কল্লোলেশ-লক্ষ্মীকাস্ত্র নামক দেবভাত্তেদ।

লক্ষ্মীকাস্ত্র ম্যায়ভূষণ (ভট্টাচার্য্য), রথপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি ককনগরাধিপ রাজা গিরীশচন্দ্রের আর্থনাট্যসারে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীকুমার তাতাচার্য্য, লঘুভাবপ্রকাশিকা ও সারচক্রিকা-রচয়িতা।

লক্ষ্মীকুলার্ণব (পুং) তন্ত্রভেদ।

লক্ষ্মীগৃহ (ক্লী) লক্ষ্ম্যা: গৃহং আবাসস্থানং। ১ রক্তোৎপল। ২ লক্ষ্মীবৈথ, লক্ষ্মীর আলয়।

লক্ষ্মীচন্দ্র মিত্রা, শৈবকর্মসমুদ্রপ্রণেতা।

লক্ষ্মীজনর্দিন (পুং) লক্ষ্ম্যা সহিতো জনর্দিন:। শালগ্রাম-শিলা বিশেষ। ইহার লক্ষণ—একদ্বারে চারিটা চক্র বিভ্রমান, নবীন নীরদতুল্য অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং বনমালারহিত শালগ্রাম শিলাকে লক্ষ্মীজনর্দিন কহে।

"একদ্বারে চতুশ্চক্রং নবীননীরদোপমম্।

লক্ষ্মীজনর্দিনো জ্যেয়ো রহিতো বনমালয়া ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্তপুং প্রকৃতিখং ও দেবীভাগং ৯২৪।৫২)

২ লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

লক্ষ্মীতাল (পুং) লক্ষ্মীমূলতাল:। ১ শ্রীতালবৃক্ষ। (রাজনিং)

২ তালভেদ, তৌর্ধারিকের পরিচ্ছেদবিশেষ।

"যৌ লো পুণ্ডো বিরামাতৌ দলৌ পুণ্ডবিরামকঃ।

বিরামাতৌ ক্রতৌ লশ্চ ক্রতৌ লঘুবিরামকঃ ॥"

(সকীতদামোং লক্ষ্মীতাল)

লক্ষ্মীত্ব (ক্লী) লক্ষ্মীভাবে ত্ব। লক্ষ্মীর তাব বা ধর্ম। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য।

লক্ষ্মীদত্ত, ১ সহমন্ত্রিকাটীকা ও হিরাজবীণিকাটীকা-রচয়িতা।

২ পাণ্ডবচরিতকাব্যপ্রণেতা। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র।

লক্ষ্মীদত্ত আচার্য্য, আকাশনিরূপণ নামক জ্ঞানগ্রন্থ, বচনভূষণ (বেদান্ত) এবং পদার্থবীণিকা ও সংগ্রহ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

লক্ষ্মীদাস (পুং) যোগশতকগ্রন্থপ্রণেতা।

লক্ষ্মীদাস, ১ অমরান-লক্ষণপ্রণেতা। ২ যোগশতক নামক গ্রন্থ-কর্তা। ৩ কেরলবাসী একজন কবি। ইনি শুকসম্বোধ কাব্য রচনা করেন। ৪ ভাস্কর্য্যার্থকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের গণিত-তত্ত্বচিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ টীকাকার, বাচস্পতি মিশ্রের পুত্র ও কেশবের পৌত্র। ইনি ১৫০১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় গ্রন্থ সমাপন করেন।

লক্ষ্মীদেব, মন্মথের সমসাময়িক একজন পণ্ডিত। শ্রীকণ্ঠচরিত কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে।

লক্ষ্মীদেবী (স্ত্রী) মিথিলারাজ চক্রসিংহের মহিষী। লহিমা ও লহিমা নামে প্রসিদ্ধ। বিবাহচক্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মিসরমিশ্র ও মিতাক্ষরা-টীকারচয়িতা বালভট্ট তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। রাণী স্বয়ং পণ্ডিতদিগের যত্নে মিতাক্ষর্য্যাবাখ্যান নামক প্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা-টীকা রচনা করেন।

লক্ষ্মীধর, ১ একজন কবি। পদ্মাবতীতে ইহার উল্লেখ আছে। ২ দ্রাবিড়বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ভোজপ্রবন্ধে ইহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ৩ অলঙ্কারমুক্তাবলীপ্রণেতা। ৪ চক্রপাণিকাব্য ও নলবর্ণনকাব্যরচয়িতা। ৫ পিঙ্গলটীকাপ্রণেতা। বৃন্দরত্নাকরাদর্শে ইহার নামোল্লেখ আছে। ৬ শ্রুতিকল্পদ্রুম বা গৃহসূকাওরচয়িতা। ৭ গণিতপ্রদীপপ্রণেতা। ইনি নাগনাথের ভ্রাতা ও নিম্বদেবের পুত্র। ৮ বড়ভাষাচক্রিকা-রচয়িতা; ইনি কোণ্ডভট্টের শিষ্য এবং যজ্ঞেশ্বর ভট্টের পুত্র। ৯ ইষ্টিকারিকা-প্রণেতা। শ্রীকণ্ঠের পুত্র ও বিভাধরের পৌত্র। ১০ বিরুদ্ধবিধিবিধংস নামক গ্রন্থের রচয়িতা। মন্দদেবের পুত্র ও বামনের পৌত্র।

লক্ষ্মীধর আচার্য্য, নামচিন্তামণি, জায়ভাস্কর ও ভগবদ্রাম-কৌমুদীরচয়িতা। বিট্টলাচাধ্যের পুত্র। অনন্তানন্দ রঘুনাথ যতি ও শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীর নিকট ইনি শিক্ষা সমাপন করেন।

লক্ষ্মীধর কবি, স্মৃতিতমকরন ও জায়মকরন-রচয়িতা।

লক্ষ্মীধর দেশিক, আনন্দলহরীটীকাপ্রণেতা।

লক্ষ্মীধর ভট্ট, ১ কুণ্ডকারিকা-রচয়িতা। ২ কৃত্যকল্পতরু-প্রণেতা। ইনি কাশ্যকৃত্যধিপতি রাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের মন্ত্রী ও মহানন্দিবিগ্রহিক জয়ধরের পুত্র। দানকল্পতরু, রাজধর্ম্ম-কল্পতরু ও ব্যবহারকল্পতরু নামে ইহার রচিত আরও তিনখানি খণ্ডগ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা সম্ভবতঃ উক্ত কৃত্যকল্পতরুরই অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্মীধরসেন, একজন বৈজ্ঞ পণ্ডিত। কাকুৎস্থাসেনের পুত্র ও সাক সেনের পৌত্র। তত্ত্বচক্রিকা নামী চিকিৎসাসংগ্রহটীকা প্রণেতা শিবদাসসেন ইহার প্রপৌত্র।

লক্ষ্মীনারসিংহ, ১ বিলাস নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। বিশেষণ-স্বরবৈষম্য নামক জায়শাস্ত্রপ্রণেতা।

লক্ষ্মীনাথ (পুং) বিষ্ণু।

লক্ষ্মীনাথ, গোপালার্জনচক্রিকা রচয়িতা।

লক্ষ্মীনাথ ভট্ট, শিখার্থপ্রদীপপ্রণেতা রায় ভট্টের পুত্র ও নারায়ণের পৌত্র। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন।

২ একজন পণ্ডিত। বৃত্তমৌক্তিকপ্রণেতা চন্দ্রশেখর ইহার পুত্র। লক্ষ্মীনাথ মিশ্র, লীলাবতীটীকা ও সিদ্ধান্তশিরোমণিটীকা নামক দুইখানি টীকা ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ।

লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মন, শিশুপালবধব্যাখ্যা রচয়িতা। নারায়ণ শর্ম্মার পুত্র ও বঙ্গীধর শর্ম্মার পৌত্র।

লক্ষ্মীনারায়ণ, ১ উপশমার্য্য, কাণীভোক্তা, কৃষ্ণাষ্টক, দেব্যাষ্টক, নীরাঙ্গনপদ্মালিঙ্গবিবর্তিত, পাণ্ডুলাবৃত্তিপ্রকাশ, প্রাতঃ-স্মরণাষ্টক, ভারতীনীরাঙ্গন, মঙ্গলদশক, মদনমুখচপেটিকা, রামচন্দ্র-পঞ্চদশী, রামপঞ্চদশীকল্পলতিকা, বিদ্যাবাসিনীদশক, বিবেচন-নীরাঙ্গন, বিষ্ণুনীরাঙ্গন, শঙ্করাষ্টক, শিবদশক, শিবভোক্তা, সূর্য্যমট-পদী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ২ তত্ত্বপ্রকাশিকাব্যাখ্যা নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা। ৩ দারাদিকারিকমপ্রণেতা। ৪ লঘুসংগ্রহ নামক জ্যোতির্গর্হরচয়িতা। ৫ শ্রুতবোধটীকাপ্রণেতা।

লক্ষ্মীনারায়ণ, কুর্গরাজ্যের দেওয়ান। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তালপ্রদেশবাসী গোড়গণ বিদ্রোহী হয়। ক্রমে সেই বিদ্রোহবল্লি দক্ষিণ-কাণড়া হইয়া কুর্গরাজ্যে বিস্তারলাভ করে। এই সময়ে অভ্রম্বর নামক একজন রাজদ্রোহীর প্ররোচনায় দেওয়ান লক্ষ্মীনারায়ণ ইংরাজের শত্রু হইয়া উঠেন। কিন্তু বিশ্বস্ত কুর্গসেনার সাহায্যে শীঘ্রই দেওয়ানজীর উচ্চম ব্যর্থ হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ (পুং) লক্ষ্ম্যায়িতো নারায়ণঃ। শালগ্রাম-শিলা-বিশেষ। ইহার লক্ষণ,—যে শালগ্রাম শিলায় একদ্বারে চারিটা চক্র, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও বনমালাবিভূষিত, অর্থাৎ বনমালা-চিহ্নযুক্ত। “একদ্বারে চতুর্চক্র বনমালাবিভূষিতম্।

নবীননীরদাকারং লক্ষ্মীনারায়ণাভিধম্ ॥” (ব্রহ্মবৈবর্তপুং)

লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

লক্ষ্মীনারায়ণ জ্যোতির্লঙ্কার, ব্যবহাররত্নমালা নামক নীতি-লঙ্কার। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গদাধর তর্কবাগীশ ভট্টা-চাধ্যের পুত্র।

লক্ষ্মীনারায়ণ যতি, জায়মুক্তরচয়িতা ব্যাসতীর্থ বিন্দুর গুরু। লক্ষ্মীনারায়ণ (রাজা), কোচবিহারের একজন রাজা। বাল-গোবিন্দীর পুত্র ও নরনারায়ণের পৌত্র। ইনি রাজা মানসিংহকে ১০০৫ হিঃ সর্ধদানপূর্ব্বক স্বরাজ্যে লইয়া যান। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণব্রত, ব্রতবিশেষ।

লক্ষ্মীনিবাস, শিষ্যহিতৈষিনী নামী মেঘদূতটীকাপ্রণেতা।

রত্নপ্রভাহরির শিবা ও শ্রীরঙ্গের পুত্র। ইনি ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত গৃহরচনা করেন।

লক্ষ্মীনিবাস (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ নিবাসঃ। লক্ষ্মীর নিবাসস্থান।

লক্ষ্মীনৃসিংহ (পুং) লক্ষ্মীমূতো নৃসিংহঃ। শালগ্রামশিলাবিশেষ।

লক্ষণ—ঘিচক্র, বিহুতান্ত ও বনমালাবিভূষিত, এই শালগ্রাম গৃহীদিগের পক্ষে বিশেষ শুভপ্রসঙ্গ।

“ঘিচক্রে বিহুতান্তঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্।

লক্ষ্মীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহিণাঞ্চ ভূষণম্ ॥” (ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ)

লক্ষ্মীনৃসিংহ, ১ সর্গতোষিলাস নামক সতানিধিবিলাসের ঢাকাকার। ২ অনঙ্গ-সর্কর ভান-রচয়িতা। নৃসিংহাচার্যের পুত্র। ৩ অমলানন্দকৃত বোম্বাইরত্নর আভোগ নামক ঢাকা ও তুর্কীশিকাপ্রণেতা। কোও ভট্টের পুত্র।

লক্ষ্মীনৃসিংহকবচ, (স্ট্রী) ধারণীয় মন্ত্রোৎসববিশেষ।

লক্ষ্মীনৃসিংহ ভট্ট, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। রমলশার-রচয়িতা শ্রীপতির পিতা।

লক্ষ্মীপতি, ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। ইনি ইষ্টদর্পণোদাহরণ, জাতকচিত্তামণি, জৈমিনিমুদ্রটীকা, কুব্জরত্ন, নীলকণ্ঠটীকা, পদ্মকোষপ্রকাশ, পারাশরী-টীকা, মকরন্দসারিণী, মুহূর্তসংগ্রহটীকা, শঙ্খবিচার, শ্রীমদ্বোধটীকা, ষোড়শযোগব্যাখ্যান, সত্রাড়যন্ত্র, সারণী, হিম্মাজদীপিকাটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ নৃপনীতি-গর্ভিত নামক বৃত্তকার। ৩ শিক্ষানীতি নামক কাব্যপ্রণেতা। ৪ প্রাক্কররচয়িতা। ইনি ইন্দ্রপতির শিষ্য। ৫ ছন্দোদ্যম বিচরণা-প্রণেতা রামচন্দ্রের গুরু।

লক্ষ্মীপতি (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ পতিঃ। ১ বায়ুদেব। ২ নরপতি, রাজা।

“অথ কাম্যমেব নিরন্তরিক্রমশ্চিরায় পর্য্যেসি ব্রহ্মত্ব সাধনম্।

বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ্মীকামুং জটীধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্ ॥”

(কিরাত ১৪৪) ৩ লবঙ্গ বৃক্ষ। ৪ পুং।

লক্ষ্মীপাশা, বাঙ্গালার যশোহরজেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম।

• মধুমতীর তীরে অবস্থিত। এখানে রাষ্ট্রদ্রোহের বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বাস আছে।

লক্ষ্মীপুত্র (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ পুত্রঃ। ১ কামদেব। ২ ঘোটক।

৩ কুশ। ৪ লব। ৫ (দেপজ) ধনবান্ ব্যক্তি। লক্ষ্মীর বরপুত্র।

লক্ষ্মীপুর (স্ট্রী) প্রাচীন নগরভদ্র।

লক্ষ্মীপুর, রাজ্যপ্রসিদ্ধলক্ষ্মীর বিজাপাটায় জেলায় অন্তর্গত একটি গিরিপথ বা বাট। সমুদ্রতট হইতে ৬ হাজার কিটু উক্ত। অক্ষাঃ ১১° ৬' উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮৩° ২০' পূঃ। এই পথ দিয়া পার্বত্যপুর হইতে জয়পুর যাতায়াত হয়।

লক্ষ্মীপুর, একটি প্রাচীন দেবতীর্থ। ব্রহ্মাওপুরাণে লক্ষ্মীপুর-মহাশ্মে এই তীর্থের বিবরণ লিখিত আছে।

লক্ষ্মীপুত্ৰ (পুং) লক্ষ্মীপুত্ৰঃ সৌন্দর্য্যবিশিষ্টঃ পুণ্ড্রবিধাত্ত।

১ পদ্মরাগমণি। (স্ট্রী) লক্ষ্মীপ্রিয়ঃ পুত্ৰঃ। ২ পুং।

লক্ষ্মীপূজা (স্ট্রী) লক্ষ্ম্যাঃ পূজা। ১ লক্ষ্মীদেবীর পূজা। ২ ব্রত-বিশেষ। [লক্ষ্মীপূজা দেখ।]

লক্ষ্মীপেঁচা, পেচকজাতীয় ক্ষুদ্রাকার পক্ষিপেঁচ (Strix flammea)। ইহাদের গায়বর্ণ হরিদারঞ্জিত সিন্দূরবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে ছাপ আছে। [পেচক শব্দ দেখ।]

লক্ষ্মীকল (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ কলঃ কলঃ যত্র। বিশ্বকল (রাজনিঃ)

লক্ষ্মীকল (দেওয়ান), একজন নিখসকার। সিদ্ধপ্রদেশে শিখাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎপ্রদেশে শাসনার্থ নানাধানে শাসনকর্তা মিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সাবমন্ড ও মুলরাজ যে সময়ে মুলতান প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মীকল উত্তর-দেওয়াজাতের শাসনভার গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সোলত রায় উক্ত প্রদেশ শাসন করেন।

লক্ষ্মীযজুস্ (স্ট্রী) মন্ত্রভেদ।

লক্ষ্মীয়া, বাঙ্গালার প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের একটি শাখা। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরদীঘলবর্তী তোক গ্রামে মূল নদকে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যেমনা-ধলেশ্বরীসকলের অদূরে ধলেশ্বরীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে (অক্ষা° ২৩° ৩৪' উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৩৪' পূঃ)। ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ নারায়ণগঞ্জ বন্দর এই নদীর কূলে অবস্থিত। এই নদীর জল পরিষ্কার ও সুশীতল, উত্তর তীরে বনরাজি বিরাজিত থাকায় তটশোভা বিশেষ মনোহরী হইয়াছে। বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র এই নদীতে জল ভাটা খেলে। এক মাত্র একদালা নামক স্থানে এই নদী পায় হওয়া যায়। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্রের স্থানে স্থানে চর পড়ায় এই নদীর জলজোতেরও একান্ত অভাব ঘটিতেছে।

লক্ষ্মীরমণ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ রমণঃ। নারায়ণ।

লক্ষ্মীবৎ (পুং) লক্ষ্মীঃ শোভাহত্যন্ততি মতৃশ, মস্ত বঃ।

১ পনসবৃক্ষ। (শব্দমালা) ২ খেতরোহিতবৃক্ষ। (রাজনিঃ)

৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩। ১৪৯। ৫২) (ত্রি) ৪ শ্রীযুক্ত। ৫ ধন-

বান্। পর্যায়—লক্ষণ, শ্রীল, শ্রীমান্।

“শেষে ধরাতরাক্রান্তে শেষে বিশ্বস্তমঃ শ্রিয়া।

লক্ষ্মীবন্তো ন পশ্যন্তি দুঃসংহাং পরধননাম্ ॥” (উত্তট)

৩ অর্থবৃক্ষ। (বৈতকনিঃ)

লক্ষ্মীবন্তী, দৌলরীডাজ কেশবদাস মহিষী।

লক্ষ্মীকর্ণদেব (পুং) মালবের পরমারবন্ধীর একজন হিন্দুরাজ।

রাজা মালবরাজের পুত্র। ইনি রাজ্যাপহারী অজয়বন্দীর নিকট হইতে মালবরাজ্যের কতকাংশ বিধির করিয়া লইয়া অমানে রাজপাট স্থাপন করেন। ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি উজ্জয়িনী-সিংহালনে

অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও পরে পৌত্র উদয়বন্দ্যদেব সিংহাসন অধিকার করেন।

লক্ষ্মীবল্লভ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ বল্লভঃ। ১ বিহু। ২ প্রাচীন গ্রন্থ-কারভেদ।

লক্ষ্মীবসতি (স্ত্রী) পদ্মপুশ্প।

লক্ষ্মীবহিষ্কৃত (ত্রি) ধনহীন। ঐর্থ্যাশূন্য। চলিত কথায় 'লক্ষীহাড়া' বলে।

লক্ষ্মীবাস্তী, একজন মহারাষ্ট্র ভূমাধিকারিণী। ইনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় চান্দার বিদ্রোহী দলপতি বাবু রাওকে কোশলে ধৃত করিয়া ইংরাজকে সমর্পণ করেন। [চান্দা দেখ।]

লক্ষ্মীবাস (পুং) রহস্পতিবাস—ঐ দিন লক্ষ্মীর পূজা প্রশস্ত।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল, বাতব্যাধিরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী;—মস্তিষ্কা, চোরকাঁচকী, দেবদারু, সরলকাঠ, ব্যাড্রী (গন্ধ-দ্রব্যবিশেষ), বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়ফল, গন্ধহুণ, শটী, হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও মূতা প্রত্যেক ২ পল; এই গন্ধক দ্বারা তিল তৈল ৪ সের প্রথম পাক করিবে। পরে জটমাংসী, মুরমাংসী দনা, চন্দ্রকপুশ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ফল, গোটোলা, বালা, কুড়, মরুবকপুশ্প, পিড়িংশাক প্রত্যেক ২ পল এবং গন্ধবিরাজা, কুন্দুরখোটা, নগী, নালুকা গুলফা প্রত্যেক ১ পল; ইহার দ্বারা দ্বিতীয় কড় পাক করিবে। অতঃপর এলাইচ, লবঙ্গ, শিলাস, যেতচন্দন, জাতীপুশ্প, খাটানী, কঁকলা, অগুরু, লতা-কস্তুরী, কুম্ভুম প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা বা ৬ মাষা ৪ রতি এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৃতীয় কড় পাক করিবে। পাক সাজ হইলে তৈল হইতে খাটানী উদ্ধৃত করিয়া উত্তমরূপে শিলাপেষিত করিয়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া দিবে। অথবিশ—বিবাদি পঞ্চপল্লব কাথ দ্বারা প্রথম কড় পাক করিবে, গন্ধাষু দ্বারা দ্বিতীয় কড় এবং অগুরু ধূপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় কড় পাক করিবে। এই তৈলেও গন্ধ দ্রব্য সকল শোধন করিয়া লইতে হইবে। ইহা ব্যবহারে বিবিধ বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। ইহা মহানুগন্ধি তৈল নামে খ্যাত।

উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে তৈলে দিয়া পাক করিলে উহাকে লক্ষ্মীবিলাস তৈল কহে। (ভৈষজ্যরত্না বাতাবিঃ) লক্ষ্মীবিলাসরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—অত্র ৮ তোলা; পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা; বৃক্ষদারকবীজ, সিন্ধিবীজ, ভূমিকুয়াওমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলমূল, বেড়োলামূল, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া লইতে হইবে। পরে এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র পানের রসে মাড়িয়া ৩ গুণ্য প্রমাণ বটী করিতে হইবে। অমুপান হৃদ্য, দধি ও কঁজি

প্রভৃতি। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার জ্বর, প্রমেহ, মাড়ীত্রণ প্রভৃতি বিবিধ রোগ আণ্ড প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাঃ অরাধিঃ)

২ কাশাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—পারদ, হরিতাল প্রত্যেক দুই ভাগ, স্বর্ণর, বঙ্গ, কান্তলৌহ, অত্র, তাম্র, কাংস্ত, গন্ধক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপে মর্দন করিয়া কেণ্ডরের রসে ভাবনা দিবে, পরে উহা কুলথকলারের রসে ৭ বাস ভাবনা দিয়া এলাচি, জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিকলা প্রত্যেক এক একভাগ মিশাইয়া চণক পরিমাণ বটিকা করিয়া ছায়ার শুকাইতে হইবে। অমুপান গীতলজল। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার কাশ আণ্ড প্রশমিত হয়। ঔষধসেবনকালীন পথ্য—মৎস্ত, মাংস, হৃদ্য ও স্নিগ্ধভোজন। শাক, অন্ন, ভাজা ও পোড়া জিনিস নিষিদ্ধ। এই ঔষধ ক্ষরকাশ, শ্বাস, হলীমক, পাণ্ডু, শোণ, শূল, প্রমেহ, ও অর্শ প্রভৃতি রোগেও বিশেষ উপকারক।

(রসেন্সারসঃ কাশাধিঃ)

৩ বাতব্যাধিনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—কৃষ্ণ-অত্র, পারদ, গন্ধক, বেড়োলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুয়াও, কৃষ্ণধূতুরবীজ, হিজলবীজ, বৃক্ষদারকবীজ, গোক্ষুরবীজ, ভাজের বীজ, জাতীফল, জৈত্রী, কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা; স্বর্ণভস্ম ২ মাষা এই সকল দ্রব্য একত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া চণক পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অমুপান ত্রিকলার জল বা ঘোবের বলাবল অমুসারে স্থির করিতে হইবে। এই ঔষধ পুষ্টিকারক, বলকর এবং বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ প্রভৃতি রোগনাশক। (রসেন্সারসঃ বাতব্যাধিরোগাধিকাঃ)

৪ রসায়ন ও বাজীকরণ রোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী;—কৃষ্ণাচূর্ণ ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জায়ফল, জৈত্রী; বৃক্ষদারক বীজ, ধূতুরবীজ, ভাজের বীজ, ভূমিকুয়াও, শতমূলী, বেড়োলা, গোরক্ষচাকুল, গোক্ষুর, হিজলবীজ, প্রত্যেক ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া পানের রসে মর্দন করিয়া তিনরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে ঘোর সন্নিপাত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মাড়ীত্রণ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

ঔষধ সেবনান্তর হৃদ্য, দধি, মাংস, স্নান প্রভৃতি পানে কাম-বুদ্ধি ও বৃদ্ধ যুবায় জ্ঞান হয়। কদাচ শুক্রকর্ম ও লিঙ্গ শিথিল হয় না। মস্তহস্তীর জ্ঞান বলী হইয়া নিত্য শত ক্রীড়াসংগে সক্ষম হয়। নেত্রের তেজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মহাত্মা নারদের উপদেশে জগৎপতি ভগবান বামদেব এই রস সেবনে লক্ষ নারীর বলভ হইয়াছিলেন। (রসেন্সারসঃ রসায়নাধিকাঃ)

লক্ষ্মীবেষ্ট (পুং) লক্ষ্মীযুক্ত বেষ্ট:। ব্রীবেষ্ট নামক দুগন্ধ
দ্রব্য, সলনিধাস। (রাজনিং) চলিত তর্পিন্ (Turpentine)
লক্ষ্মীশ (পুং) লক্ষ্ম্যা: ঈশ:। ১ বিষ্ণু। ২ ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি।
৩ আত্মবৃক্ষ।

লক্ষ্মীশ সূরি, জৈনহরিভেদ। পরমারাধ্যের পুত্র ও মন্ত্রদেবতা-
প্রকাশিকা নামক গ্রন্থরচয়িতা বিষ্ণুদেবের পিতা।

লক্ষ্মীশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) হলপদ্বিনী। (বৈভকনিং)

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, মিথিলার একজন রাজা। ইনি উবাহরণ
নাটকপ্রণেতা হর্ষনাথের প্রতিপালক ছিলেন।

লক্ষ্মীসখ (পুং) ১ লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র বা বরপুত্র। ২ রাজা বা
ধনী ব্যক্তি।

লক্ষ্মীসনাথ (ত্রি) রূপ ও ঐশ্বর্যশালী।

লক্ষ্মীসাগর সূরি, জৈনহরিভেদ। ইনি ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ
করেন, ইহার শিষ্য শুভলীল গণি পঞ্চশতীপ্রবন্ধসম্বন্ধে ও দ্বাভ-
পঞ্চাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীসিংহ, রঙ্গপুরের একজন রাজা। রাণী কমলেশ্বরীর
পুত্র। (দেশাবলী)

লক্ষ্মীসিংহ নরেন্দ্র, আসামের ইন্দ্রবংশবংশীয় একজন রাজা।
১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন।

লক্ষ্মীসমাহবরা (স্ত্রী) লক্ষ্ম্যা সহ আহবরো যন্তাঃ। নীতা। (শবরং)

লক্ষ্মীসংজ্ঞ (পুং) লক্ষ্ম্যা সহ জ্ঞাতঃ ইতি জন-ড, ক্ষীরাক্ষিজাত-
জাদস্ত তথাক্। চন্দ্র। শবরভাঃ)

লক্ষ্মীসূক্ত (স্ত্রী) ত্রীহুক্ত। [ত্রীহুক্ত দেখ]

লক্ষ্মীসেন (পুং) কথাসরিংসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (৬৬।১৭৩)

লক্ষ্মীস্তোত্র (স্ত্রী) লক্ষ্মীদেবীর স্তব।

লক্ষ্মীশ্বর (লক্ষ্মীশ্বর), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-মরাঠা এজেন-
সীর মিরাজরাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষাং ১৫° ৭'
১০" উঃ এবং ৭৪° ৩০' ৪০" পূঃ। এখানে কএকটি প্রাচীন
দেবমন্দির বিদ্যমান আছে।

লক্ষ্ম্যারাম (পুং) লক্ষ্ম্যা আরামঃ। বনভেদ। (শবরং)

লক্ষ্য (স্ত্রী) লক্ষ্যতে বসিতি লক্ষ-ণ্যৎ। শরবেধ স্থান। পর্যায়—
লক্ষ্য, শরবা, প্রতিকার, বেধ্য, বেধ। (ত্রি) ২ দর্শনীয়। ৩ ব্যাজ।
রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গাভ্রয়টিং

ভিষ্মা নিরাক্রামদরালকেশঃ।" (বৃ ৬।৮১)

৪ অশ্রুমেয়। ৫ লক্ষ্যশক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ।

"অর্থো বাচ্যস্ত লক্ষ্যস্ত ব্যক্তচেতি ত্রিধামতঃ।" (সাহিত্যদ ১০)

বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যক্ত এই তিন প্রকার অর্থ যে স্থলে লক্ষ্য-
শক্তি দ্বারা প্রতীত হয় তাহাকে লক্ষ্য কহে। [লক্ষ্যশব্দ দেখ]

লক্ষ্যক্রম (ত্রি) ১ যে অজ্ঞাত প্রণালীদ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুর আকার

ও ইঙ্গিত উপলব্ধি হয়। ২ কাব্যোক্তিতে অনির্দিষ্টবোধক জ্ঞান,
যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক থাকে না।

লক্ষ্যান্তর (স্ত্রী) ১ চিন্তাহীনজন জ্ঞান। ২ দৃষ্টান্তদ্বারা যে
জ্ঞান জন্মে।

লক্ষ্যাত্মা (স্ত্রী) লক্ষ্যাত্ম ভাবঃ তন্ম টাপ্। লক্ষ্যের ভাব বা ধর্ম,
লক্ষ্যত্ব।

লক্ষ্যভেদ (পুং) চিহ্নিতস্থান বিচ্ছিন্নকরণ। অর্জুন আকাশ-
মার্গে ভ্রম্য মৎস্তচিহ্ন চক্রপথে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্যবীথী (স্ত্রী) লক্ষ্যাবীথী। ১ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধক
পন্থা। ২ ব্রহ্মলোকমার্গ, দেবযান পথ।

লক্ষ্যবেধিন্ (ত্রি) চিহ্নবিচ্ছকারী।

লক্ষ্যস্থপ্ত (ত্রি) নিদ্রার ভানকারী।

লক্ষ্যহনু (ত্রি) লক্ষ্যং হন্তি হন-কিপ্। ১ লক্ষ্যভেদকারী। ২ তীর।
লথ, গতি। জ্বাণি পরমৈঃ সকং সেট্। লট লথতি। ইনিৎ
লথি লথাতু লম্মতি। লুঙ অলম্মীৎ।

লখতার (খান-লখতার), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়
বিভাগের অন্তর্গত একটি দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষাং ২২° ৪৯'
হইতে ২৩° উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৭১° ৪৬' হইতে ৭২° ৩' পূঃ। থানু
ও লখতার নামক দুইটা ভূসম্পত্তি ও আক্ষদাবাদ জেলার কএকটি
গ্রাম লইয়া এই রাজ্য গঠিত। ভূপরিমাণ ২৪৭ বর্গমাইল।

এখানে নদী বা শৈল নাই। অধিকাংশস্থানই সমতল অথচ
পর্বতসামুদ্রিত উপলব্ধও পূর্ণ। তুলা ও শস্তাদির চাষই অধিক।
খের ও বোরোদেশীর মূলসমানগণ স্থানীয় কার্পাস হইতে
একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করে। থানের কুন্ডার জাতির
মৃৎ-শিল্প প্রশংসারযোগ্য। অরুরোগ ব্যতীত এখানে আর অন্য
পীড়ার প্রাদুর্ভাব নাই। স্থানটা বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ।

এখানকার সর্দারগণ তৃতীয়শ্রেণীর লামান্ত বলিয়া গণ্য।
১৮০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসন্ধিতে ইহার ও ইংরাজরাজের অধীনতা
স্বীকারে বাধ্য হন। বর্তমান সর্দার ঠাকুর কর্ণসিংহজি (১৮৮৪)
কালাবংশীয় রাজপুত্র। ইনি স্বয়ং রাজকাব্য নির্বাহ করিয়া
থাকেন। ইহার সেনাসংখ্যা ৪০০। ইনি স্বরাজ্যে পণ্যদ্রব্যের
কোন শুল্ক গ্রহণ করেন না। ক্ষুণ্ণগড়ের নবাব ও ইংরাজরাজকে
কর দিতে হয়।

লখন্দ্ৰৈ (লক্ষণদ্বৈ), বাংলায় প্রবাহিত বাঘমতীনদীর একটি
শাখা। নেপালের পর্বতমালা হইতে উদ্ভূত হইয়া ইতারা গ্রামের
সন্নিকট দিয়া মুক্তকরণপুরজেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে।
শোরান ও বাসিমাড় নামক দুইটা জলধারার পুষ্টকলেবর হইয়া
দক্ষিণাভিমুখগতিতে বারবজ-মুক্তকরণপুর রাস্তার ৭৮ মাইল
দক্ষিণে বাঘমতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। উক্ত রাস্তা নদ

উপরিস্থ লৌহেনকুর উপর দিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে এই নদীতে সীতামাচী পর্যন্ত নৌকাযোগে যাতায়াত হয়। রাজাপতি, চমড়া, বেলাহী, শেরপুর ও রাজখণ্ড নীলকুমী এই নদীর তীরে অবস্থিত।

লখনৌর, বোহাগাখণ্ডের লাকপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। পূর্বে এই স্থান কাটারিয়া জাতির রাজধানী ছিল। বর্তমান কালে শাহাবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে প্রাচীন কীর্তির অনেকগুলি ধ্বংস নিদর্শন পড়িয়া আছে।

লখনৌতী (লক্ষণাবতী), যুদ্ধপ্রদেশের শাহারগপুর জেলার নাকুর তহসীলের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। এক্ষণে ধ্বংসাবস্থায় পতিত ও ত্রিভ্রষ্ট। অক্ষা° ২৯° ৪৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৬' পূঃ। প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনস্বরূপ একটি ভগ্নদুর্গ এখানে বিদ্যমান আছে।

এই নগর ও তাহার উপকণ্ঠস্থিত পাঁচখানি গ্রামে পূর্বে হইতে তুর্কজাতির একটি উপনিবেশ ছিল। বহুকাল বলবীর্ষ ও সমৃদ্ধি-হীন হইয়া তথায় বসবাস করিলেও, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে তাহারা ক্রমশঃ দলপুষ্ট হইয়া শক্তিসন্ধারে প্রয়াস পায়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে শাহারগপুরের মহারাত্রীর শাসনকর্তা বাপু সিঙ্গে তাহাদের ঔদ্ধত্য ধমানে বন্ধপরিচয় হন। অবশেষে জর্জ টমাসের অধীনে প্রেরিত সাহায্যকারী সেনাদল উপনীত হইয়া দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গ করিলে তুর্কগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

লখাহাণ্ডাই, বাক্সালার ত্রিহতজেলার প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র নদী। লখাত, আসামপ্রদেশের খ্রীষ্টজেলার সীমান্তস্থিত একটি গণগ্রাম। খসিয়া শৈলের পাদমূলে অবস্থিত। এখানে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। পার্বত্য ধ্বংস ও ননুতেজ জাতি তথায় পর্তুজাত মানাদ্রব্য লইয়া আইসে।

লখি, বোহাগা-প্রেসিডেন্সীর সিদ্ধপ্রদেশান্তর্গত একটি গিরিশ্রেণী। বলুচস্থানের হালা বা ব্রাহ্মই পর্তুজাতির সহিত সংযোজিত। ইহা প্রায় ৫০ মাইল লম্বা। উচ্চতা ১৫০০ হইতে ২ হাজার ফিট। অক্ষা° (মধ্যের) ২৬° উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৭° ৫০' পূঃ। এই পর্তুতে অনেকগুলি উচ্চ প্রস্তবণ আছে। সেবানু নগর সারিধ্যে এই পর্তুভাংশ ক্রমশঃ সিদ্ধনদের সমতল বোলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পর্তুতবন্ধে স্থান বিশেষে সীসক, রসাজন ও তাম্র পাওয়া যায়।

লখি, সিদ্ধপ্রদেশের কয়াজীজেলার সেবান উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গণগ্রাম। সিদ্ধনদের পশ্চিমকূলের অধূরে ও লখি-গিরিসঙ্ঘটের প্রবেশপথে অবস্থিত। সিদ্ধ, পজাব ও দিল্লী রেলপথ লখিনগর হইয়া গিরিপথের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানে

উক্ত রেলপথের একটি ষ্টেশন আছে। এখান হইতে প্রসিদ্ধ ধারাতীর্থ দুই মাইল। ঐ উচ্চ প্রস্তবণে গমনার্থ প্রস্তুত রাস্তা আছে।

লখি, সিদ্ধপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৭° ৫১' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৮° ৪৪' পূঃ। এই নগর হইতে সিদ্ধ, পজাব ও দিল্লী রেলপথের কক্স-জংসন ৩৬ মাইল মাত্র। এই নগর বহু প্রাচীন। এখন বর্তমান শীকারপুর বিভাগ বনমালার সমাক্রম তখন সিদ্ধপ্রদেশের প্রসিদ্ধ বর্দিকা ও লখানা বিভাগের প্রধান কেন্দ্র বলিয়াই লখি-নগর পরিগণিত ছিল। এখন সে সৌন্দর্য অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লখিমপুর, আসামপ্রদেশের পূর্বসীমান্তস্থিত ইংরাজাধিকৃত একটি জেলা। ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর তীরবর্তী ভূভাগ লইয়া গঠিত। অক্ষা° ২৬° ৫১' হইতে ২৭° ৫৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৪৯' হইতে ৯৬° ৪' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১১৫০০ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশস্থানই জঙ্গলাবৃত ও পর্তুতময়। মধ্যে মধ্যে পার্বত্য-জাতির বাস আছে। ইংরাজরাজের বর্তমান অরীণে বাসযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩৭২৩ বর্গমাইল নির্দিষ্ট হইয়াছে। ডিব্রু নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ডিব্রুগড় নগর ইহার বিচার সদর।

এই জেলার উত্তর সীমায় দফলা, মীরী, আবর ও মিশ্রী শৈলশ্রেণী; পূর্বে মিশ্রী ও সিদ্ধকা-শৈলমালা, দক্ষিণে পাটকে পর্তুত ও নাগাশৈলের অববাহিকাপ্রদেশ এবং পশ্চিমে দরঙ্গ ও শিবসাগর জেলার প্রান্ত-প্রবাহী মরা-মরণাই, দিহিজ ও দিল্লনদী। উত্তর ও পূর্বপ্রান্তস্থিত শৈলমালায় তত্তরামীয় পার্বত্যজাতির বাস থাকায় অত্যাগি পর্তুতপ্রান্তে ইংরাজাধিকারের সীমা নির্দিষ্ট হয় নাই। দক্ষিণসীমা লইয়া ইংরাজরাজ ও ব্রহ্ম-গবর্মেণ্টের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এখন ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজাধিকৃত হইলেও তদদেশবাসী বহুসংখ্যক পার্বত্যজাতি আজিও স্বাধীনভাবে পর্তুতবন্ধে বিচরণ করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্রনদের উত্তর তীরবর্তী সমতল প্রান্তর ভ্রামল শস্ত-ক্ষেত্র মণ্ডিত। ইহার উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমায় চূড়াবিশীর্ণ পর্তুতসমূহ বনমালার বিভূষিত হইয়া আসাম-উপত্যকায় এই শ্রেষ্ঠ স্থানকে নানা মনোরম দৃষ্টে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদ নানাপ্রাণে বিস্তারপূর্বক হিমালয়-কন্ডর পথে নির্গত হইয়াই আসাম-উপত্যকা বিদ্রোত করিয়া নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। নদীকূলবর্তী স্থানসমূহ সুবিধুত ধাতুক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। বাঁশবন ও কলহুক পরিবেষ্টিত গ্রামসমূহ সেই ভ্রামল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে বিদ্যাজিত থাকিয়া গ্রামবাসী প্রজাবর্গের সুখসুখিত্তির পরিচর প্রদান করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্রনদী এখনকার প্রধান। বর্ষার সময় এই নদে সদিয়া পর্য্যন্ত স্রীমার যাতায়াত করে, কিন্তু অজ্ঞাত ঋতুতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যায়। ঐ সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাগুলি “ব্রহ্মকুণ্ড”-তীর্থ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। দিবঙ্গ ও দিহঙ্গ নামক শাখা-নদীদ্বয় হিমালয়পাদিনিঃসৃত হইয়া এখানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। দিহঙ্গই তিব্বতের প্রসিদ্ধ ঔসানপু নদী। এতদ্বিন্ন সুবর্ণস্রী নব-দিহঙ্গ, ডিব্রু, বুড়ী-দিহঙ্গ, তিঙ্গরাই নদী ও লোহিতনদী ব্রহ্মপুত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত আছে।

রুকিয়ার্যের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্ত এখনকার কোন নদী বা জলায় বাধ দেওয়া হয় নাই। প্রাচীন আসামরাজগণ রাজ্যের মঙ্গলার্থ যে সকল স্থান বাধ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই অত্যাধি সেইভাবে রক্ষিত আছে। উহার কোন কোনটা সামান্য-রূপে সংস্কৃত হইয়াছে মাত্র। বহুবিভাগের উৎপন্ন জ্বায়ের মধ্যে “রবার” নামক প্রসিদ্ধ বৃক্শনির্ঘাসই প্রধান। এতদ্বিন্ন রেশম, মোম ও নানাবিধ ওষধি পাওয়া যায়। হস্তী, গণ্ডার, বহুমহিব, মিথুন নামক বহুগোবু, হরিণ ও ভল্লুক প্রভৃতি পশু ও নানা জাতীয় পক্ষী বনপ্রদেশে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা যায়।

ব্রহ্মকুণ্ড বা পশুরামকুণ্ড এখনকার প্রধান তীর্থ। এখানে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা প্রবাহিত। প্রতি বৎসর বহু তীর্থ-যাত্রী পর্তুগীজপরিহৃত এই তীর্থসন্ধাননে আসিয়া থাকে। নিকটস্থ প্রসিদ্ধ দেও ডুবি (রাক্ষসকুণ্ড)—একটা গভীর পর্ত্তগহ্বর। দিসঙ্গ নদী যেখানে নাগাশৈল পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইস্থানে অবস্থিত।

এই স্থানের ইতিবৃত্ত অনেকাংশে আসামের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। আসাম অধিকার-মানসে পূর্বাঞ্চলবাসী রাজজন্মবর্গ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া প্রথমেই লখিমপুরে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই, বাক্সালার পালরাজগণ এক সময়ে এতদ্দেশে প্রভাববিস্তারপূর্ব্বক হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে বাক্সালার বারভুঁয়ারাজগণ আত্মকলহে প্রপীড়িত হইয়া বিবাদবিরহিত এই নিবিড় প্রদেশপ্রান্তে আসিয়া আর একটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। অত্যাধি বাঁশকাটা ও লখিমপুরনগর-সন্নিহিত দীর্ঘিকাঙ্ক তাহাদের কীর্তিধরুপ বিদ্যমান রহিয়াছে। শানবংশীয় চুটিয়াগণই প্রথমে পূর্ব্ব হইতে আসাম আক্রমণ করে। তাহারা বারভুঁয়ারদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিয়া সুবর্ণস্রী নদীতীরে বাস করিয়াছিল; কিন্তু এই রাজ্যসম্ভোগ তাহাদের অন্তর্গত অধিক কাল ঘটে নাই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে আহম রাজগণ আসাম অধিকারপূর্ব্বক প্রাধান্য স্থাপন করেন। চুটিয়া-জাতি ঐ সময়ে কিছুকালের জন্ত আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া পার্শ্ববর্তী দরজেলার

পলাইয়া আইসে। এখানে তাহারা যে স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা অত্যাধি চুটিয়া নামে পরিচিত।

এই আহমগণও শানজাতীয়। তাহারা পোঙ্গ-রাজ্যের পার্শ্বভাগ-ভূভাগ হইতে দলবলে অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে আসামে আসিয়া সমুপস্থিত হয় এবং বলসংকর করিয়া ক্রমে একটা চূর্ণ-জাতি হইয়া উঠে। এই সময়ে তাহারা বাহুবলে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত উপত্যকাভূমে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। মোগলসম্রাট অরঙ্গজেবের প্রেরিত সেনাপতি শীরজুলাকে তাহারা পরাস্ত করিয়া বঙ্গসীমান্ত হইতে তাড়াইয়া দেয়। এই বংশীয় মহাপ্রতাপবিশিষ্ট রাজা ক্ষত্রসিংহের শাসনকালে আসামরাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিদ্যমান করিয়াছিল।

[আহম ও আসাম দেখ।]

রাজা গৌরীনাথের রাজ্যকালেই লখিমপুরে আহমবংশের শাসকশক্তির লোপ হয়। চূর্ণরাজা গৌরীনাথ বিদ্রোহিনীদের বড়যন্ত্রে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত ও নিম্ন আসামে নির্বাসিত হন। তদনন্তর শত্রুপক্ষীয়েরা সেই সমৃদ্ধ রাজধানী ধ্বংস করিয়া দেয়। এই সময়ে মোয়ামারিয়া বা ময়নজাতি ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূল স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং খমতীয়া সদিয়া-বিভাগ লুণ্ঠন করিয়া উৎসাদিত করিতে থাকে। সেই অরাজক রাজ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় নাই, রাজ্যাপ-হারক বড় গোঁসাক্রী কিছুতেই সুশাসনব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। প্রভাবর্গ উপদ্রব ও অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিদ্রাণ পাই-বার জন্ত রাজা ছাড়িয়া পলায়ন করিল। অবসর বুঝিয়া ব্রহ্মরাজ উপযুগ্যপরি লখিমপুর আক্রমণ করিলেন, যুদ্ধবিগ্রহে আরও জনসংঘটিল। জনশূন্য প্রজাবর্গ নিরুপায় হইয়াও লখিমপুর নগরের সমুখে পুনরায় যুদ্ধার্থ আয়োজন করিল, চূর্ণরাজ-সৈন্যের সমক্ষে হতবল আসামীগণ পীড়াহীতে পারিল না। তাহারা পরাস্ত হইয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিজৈতুল পশ্চাৎবর্তিত হইয়া তাহাদের সমূলে নিহত করিল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্য লখিমপুর হইতে বিতাড়িত হইল বটে, কিন্তু লখিমপুরের অদৃষ্ট অত্যাচারপ্রোক্ত সমভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইরাজরাজ নামে মাত্র আসাম প্রদেশ অধিকার করিলেন। তাহারা তখনও এতদ্দেশে সুশাসন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ডিব্রুগড় উপবিভাগের অন্তর্গত মটকবিভাগ তৎকালে দেশীয় সর্দারের অধীনে শাসিত হইত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃক্সসর্দারের মৃত্যুর পর, তাহার বংশধরগণ ইরাজরাজের প্রস্তাব-মত রাজ্যশাসন করিতে অস্বীকৃত হওয়ার পরচ্যুত হন। এই বৎসরে ইরাজরাজ উত্তর-লখিমপুর ও শিবসাগর-বিভাগ রাজ্য পুনরায় সিংহের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। কারণ ঐ রাজ্য

রাজ্যশাসনে অকর্মণ্য ছিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিবর্গ অবধা অত্যাচারপূর্বক করসংগ্রহ করিয়া প্রত্যাঘর্ষণ প্রদীপ্ত করিতেছিল। এই অত্যাচারের জন্যে পার্শ্ববর্তী অসভ্যজাতিরা মলে মলে অবতীর্ণ হইয়া রাজ্যলুণ্ঠনপূর্বক জনশূন্য করিয়া ফেলে। এই সময়ে সদিয়া-নগরে একজন বহুতী সর্দার স্থানীয় শাসনকর্তারূপে রাজকাণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ একজন সেনাদারকে অধীনে সদিয়া নগরে এককল সিপাহী স্থাপন করেন। উহার চারবৎসর পরে অকস্মাৎ একদিন পার্শ্ববর্তী বহুতীগণ সর্কত হইতে সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজসেনানী ও পলিটিকাল এজেন্ট মেজর হোরাইটসহ সিপাহীদিগকে নিহত করে। তখন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ আসামপ্রদেশের পূর্ণ-শাসনভার গ্রহণ করিয়া পার্শ্ববর্তী শত্রুর আক্রমণ নিবারণের বিধিযত চেষ্টা করেন। তদবধি এখানে শান্তিরাজ্য স্থাপিত হয়।

আবর, আহম, দফলা, কাছারী, বম্ভী, জুবী, জালদ, মণিপুরী, মটক, চুটরা, মিকির, মিশমী, মাগা, মেপালী, রাভা, সোঁওতাঙ্গ, শিম্পো প্রভৃতি অসভ্যজাতি এই জেলার পার্শ্বভাগে বাস করে। ঔপনিবেশিক হিন্দু মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কার্বত, আগরবালা বেণে ও কলিতা (ইহার অসভ্য ও পার্শ্ববর্তী আসাম-রাজ্যগণের পৌরোহিত্য করিত, বর্তমানকালে সকলেই কৃষিকৃতি অবলম্বন করিয়াছে। ইহার এখানে সংখ্য বালিয়া পরিগণিত।) প্রভৃতি জাতি বিদ্যমান আছে।

এই ক্ষুদ্র পূর্বপ্রান্তে ইসলামধর্ম বিস্তৃতি লাভ করে নাই। মোগল-সম্রাটের অধিকারকালে মুসলমান সৈন্য আসাম-প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিলেও জলবায়ুর প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া এতদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আহম রাজগণ রাজসমৃদ্ধি বৃদ্ধিমানসে কয়েক ঘর মুসলমান কারিকর রাজধানীতে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন, ঐ সময়ে ঢাকা নগর হইতেও কয়েক ঘর মুসলমান দোকানদার লখিমপুরে আসিয়া বাস করে; উহার সকলেই ফরাইজী মতাবলম্বী। মরন বা মোরামারীগণ বর্তমান সময়ে বৈকবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। দক্ষিণউপাসক আসাম-রাজগণের অত্যাচারে এই বৈকব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কএক ঘর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অবশেষে বৈকবগণেই প্রাধান্য লাভ করে।

এখানকার অধিবাসীদিগের অবস্থা নিম্নোক্ত নহে। লবণ, অহিফেন প্রভৃতি কএকটা জব্য ব্যতীত তাহারা আপনা-দের আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই পরিশ্রমদ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। কার্পাস-বস্ত্রাদি ব্যতীত এখানকার লোকে রেশমীবস্ত্র বহন করে। এখানে চাই একর রেশম প্রস্তুত হয়। উহার

কীট এড়িরা ও মুগা নামে প্রসিদ্ধ। স্রীলোকেরাই প্রধানতঃ রেশমীকাপড় প্রস্তুত করে। পুরুষরা বাগানে পোকা পালন কার্যে ব্যস্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য ও সন্নিবা হইতে তৈল প্রস্তুত করা পুরুষদিগের অপর আর একটি প্রধান কার্য।

এখানকার চা-বাগানে উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ চা এবং কার্পাস বস্ত্র, মুগা ও এণ্ডি-রেশমের কাপড়, মাটির বাসন, পাট, মাছুর, রবার ও মোম ইহা হইতে প্রভূত পরিমাণে বাঙ্গালার মণ্ডানী হইয়া থাকে। সদিয়ার গবর্নমেন্টের ভবাবধানে প্রতিবৎসর একটি মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে মুম্বাই, ডিব্রুগড় ও কাছাড় যাত্রারান্তর জন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ রেলপথে এবং টীম্বার ও নৌকাযোগে নদীপথে এখানকার বাণিজ্য চালিত হইতেছে।

২ উক্ত জেলার উত্তরস্থ একটি উপবিভাগ, উত্তর-লখিমপুর নামে খ্যাত। ভূপরিমাণ ৭৭৫০ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে দফলা ও মীরীশেল এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ। লখিমপুর নগর ইহার সদর।

৩ উত্তর-লখিমপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। সুবর্ণপ্রদেশীয় গড়িয়াজান শাখার কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°১৪'৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৪°৭'১০" পূঃ। এখানে ইংরাজ-রাজের একটি ছাউনী আছে।

লখিমপুর, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলার একটি তহসীল। অক্ষা° ২৭°৪৭'১৫" উঃ হইতে ২৮°২৯'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২০' হইতে ৮১°৪' পূঃ মধ্য। ভূ-পরিমাণ ১০৭৮ বর্গমাইল। খেরী, শ্রীনগর, ভূর, গৈলা ও কুজ-মৈলানী পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ খেরীজেলার প্রধান নগর ও লখিমপুর তহসীলের সদর। উল নদীর দক্ষিণকূলে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৬'৬৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪২'২০" পূঃ। এই নগরটা বাণিজ্যবাহুল্যহেতু বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

লখীপুর (লক্ষীপুর), আসামের গোয়ালপাড়া জেলার দক্ষিণস্থ একটি গওগ্রাম। গোয়ালপাড়ার উত্তরশাখাকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩'৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ২'৫০" পূঃ। এখানে মেচাপাড়ার এসিক জমিদারের প্রাসাদ বিদ্যমান। ইনি স্থানীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। লখীপুর (লক্ষীপুর), আসামপ্রদেশের কাছাড় জেলার পূর্ব-দিকস্থ একটি গওগ্রাম। কল্লং ও বিরী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গ্রামপ্রান্তে মণিপুর-মহারাজের একটি কাছারী আছে।

লখেরা, লাকা বা গালা হইতে চুরি প্রভৃতি অস্ত্রাধার ও খেলনা প্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ। লখনভা সংস্কৃত লাকাকার শব্দের

অপভ্রংশে লগ্নের শব্দের উৎপত্তি। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইহার আগনাসিগকে পটক্স জাতির অন্তর্ভুক্ত পাখা এবং তাহাদের জার কারুজাতি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া বীকার করে। অস্ত্র একটা উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, পার্শ্বতীর বিবাহকালে, দেবাসিদেব মহাদেব হিমালয়-কন্টার হস্তের বলর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পার্শ্বতীর গায়ত্রল লইয়া এই জাতির সৃষ্টি করেন। এই অস্ত্র ইহার দেবকণী নামেও খ্যাত আছে। আর একটা উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বলর প্রস্তুত করিবার অস্ত্র এই জাতির সৃষ্টি করেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত আছে যে, ইহার প্রথমে বহুবংশীর রাজপুত্র ছিল। পাণ্ডবদিগের বিনাশসাধন মানসে কুরুরাজ যে অতৃপ্ত নিষ্ঠা করাইয়াছিলেন, ইহার সেই গৃহনিষ্ঠা-কাৰ্য্যে চর্য্যোদনের সহায়তা করায় নিমিত্ত ও লমাজ্যাত হয়। তদবধি ইহার সেই পালার ব্যবসা দ্বারাই জীবিকানির্ভর করিতেছে।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইচ্ছা করিলে ইহার বিবাহবন্ধনও ছেদন করিতে পারে। সকলে মস্ত ও মাংস খায়। বিহার অঞ্চলে ইহার লহরী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লগ্ন, ১ খন্ড। ২ গতি। জুদিং পরমৈং খন্ডার্থে অকং গতার্থে সকং সেট্। লট্ লগতি। লিট্ লগাণ। লুট্ লগিতা।

লুৎ অলগীৎ। গিট্ লগয়তি। ইরিৎ লগি লগখাতু লট্ লগতি।

লগড় (ত্রি) ঢাক। (ত্রিকাং)

লগত (পুং) বেদান্তজ্যোতিষপ্রণেতা জ্যোতির্বিদভেদ। লগণ এইরূপ নামও পাওয়া যায়।

লগরি, পার্শ্বতীর জাতিবিশেষ।

লগা (দেশজ) বাঁশের ধরজা, নদীতে নৌকা চালাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। কোনস্থানে নৌকা বাঁধিতে হইলে লগা পুতিয়া তাহাতে নৌকা বাঁধা হইয়া থাকে। লগার মাথার “আঁকসী” বাঁধা হয়।

লগালিকা (স্ত্রী) চারিচরণাঙ্ক ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে চারিটা অঙ্কর। প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ গুরু এবং অপর দুইটা লঘু।

লগিত (ত্রি) লগ-কর্ম্মণি ক্ত। লগযুক্ত, চলিত লগা।

লগী (দেশজ) লগা।

লগুড় (পুং) দণ্ড, চলিত লাঠী, বংশাদিময় দণ্ডকে লগুড় কহে।

(অমর) ২ লৌহময় অস্ত্রভেদ। (বৃহত্)

ইহার আকৃতি ও পরিমাণাদির বিষয় ত্তক্রনীতিতে এইরূপ

নিখিত আছে।

“লগুড়ঃ স্তম্ভাখ্যঃ ভাং পৃথংঃ স্তম্ভীর্ধকঃ।

লৌহবদ্ধাগ্রভাগস্ত হস্তদেহঃ স্তম্ভীবরঃ।

দণ্ডাকারো দৃঢ়াঙ্গস্ত তথা হস্তদেহোদিতঃ।

উখানং পাতনৈকং পেশণং পোখনং তথা।

চত্বশ্চো গতরতন্ত পক্ষ্মী নেহ বিস্ততে।

দৃঢ়কল্পঃ পত্তিবর্গভেদে যুধ্যত পত্ততিঃ ॥” (ত্তক্রনীতি)

লগুড়ের পাশ্চাত্য দৃক, অংশ পৃথু এবং শীর্ষ স্থল হইবে, ইহার অগ্রভাগ লৌহদ্বারা বদ্ধ, স্তম্ভীবর ও হস্তদেহ, দণ্ডের জার আকৃতিবিশিষ্ট, অঙ্গ অতিক্রম এবং পরিমাণ হইয়াত। দৃঢ়কায় পদাতি লক্ষণ এইরূপ লগুড়ের দ্বারা পত্ততিগের সহিত দৃক কল্পিবে। উখান, পাতন, পেশণ ও পোখন ইহার এই চারি প্রকার গতি।

লগে (দেশজ) লগে। লগ্গার্কো।

লগ্ন (স্ত্রী) লগতি কলে ইতি লগ লগে (ভুক্তলভেৎকান্তলগেতি।

পা ৭।২।১৮) ইতি নিপাতনান্ সাধুঃ। রাশিদিগের উদয়।

অহোরাত্রের মধ্যে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়, সুতরাং অহোরাত্রের দ্বাদশটি লগ্ন কল্পিত হইয়াছে। “রাশীনামুদয়ো লগ্নং” (দীপিকা) প্রতিবিবারণের মধ্যে যথাক্রমে দ্বাদশটি রাশির উদয় হইয়া থাকে। ঐ এক এক রাশির উদিতকালের মানকে লগ্ন-মান কহে।

পৃথিবী ৬০ দণ্ড একবার আপনার কক্ষ আবর্তন করে।

ইহাকেই পৃথিবীর আন্থিকগতি বলা যায়। এই এক আন্থিক-গতিবশতঃ পৃথিবী মেবাদিক্রমে দ্বাদশটি রাশি অতিক্রম করে। সুতরাং ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, একরাশি অতিক্রম করিতে প্রায় ৫ দণ্ডকাল লাগে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে গণনা করিতে হইলে সকল লগ্নের লগ্নমান সমান হয় না, ইহার কারণ পৃথিবীর আকাশ সম্পূর্ণ গোলা নহে, সেই অল্প লগ্নমানের ভ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সূর্যের উদয়কালে যে লগ্নের উদয় অর্থাৎ পূর্বাকাশে প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকে উদয়লগ্ন এবং সূর্যের অস্তগমন-কালে যে লগ্নের উদয় হয়, তাহাকে অস্তলগ্ন কহে। এই লগ্নমান সকল দেশে সমান নহে।

কলিকাতা ও তাহার পশ্চিমস্থ দেশসমূহের অরনাংগ-পোখিত লগ্নমান—

রাশি	দণ্ড	প	বি	রাশি	দণ্ড	প	বি
মেঘ	৪।	৭।	০	চুলা	৪।	৩৭।	০
বৃষ	৪।	৪২।	৪০	যুজিক	৪।	৪০।	২০
মিথুন	৪।	২৮।	৪০	ধনু	৪।	১৭।	২০
কর্কট	৪।	৪০।	২০	মকর	৪।	৩৩।	২০
সিংহ	৪।	৩০।	০	কৃত্তিক	৩।	৫৭।	০
কন্যা	৪।	২৩।	০	বীন	৩।	৪৭।	০

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের অন্ননাশশোধিত লগ্নমানের তালিকা।

রাশির নাম।	নবদীপ, বর্ডমান, ঢাকা ও ভংসুর সমপাত্তিত পূর্বাংশ দেশের লগ্নমান।	মুর্শিদাবাদ ও তাহার সম- স্বর পাত্তিত পূর্বাংশ দেশের লগ্নমান।	চট্টগ্রাম ও তাহার সমস্বর- পাত্তিত পূর্বাংশ দেশের লগ্নমান।	রঙ্গপুর ও তাহার সমস্বর- পাত্তিত পূর্বাংশ দেশের লগ্নমান।	কুচবিহার ও ভংসুর- পাত্তিত পূর্বাংশ দেশের লগ্নমান।
মেঘ	৪। ৬। ৫০	৪। ৬। ৩১	৪। ৮। ৪	৪। ১। ৩৬	৫। ৫৫। ৫১
বৃষ	৪। ৪৯। ৪৭	৪। ৪৯। ৩৩	৪। ৪৯। ৩	৪। ৪৬। ২৮	৪। ৫৫। ৫১
মিথুন	৫। ২৮। ৪৯	৫। ২৮। ৪৬	৫। ২০। ২২	৫। ২৯। ২৯	৫। ২০। ২১
কর্কট	৫। ৪০। ৩৫	৫। ৪০। ৪১	৫। ৪৯। ৪০	৫। ৪৪। ৩২	৫। ৪০। ৩০
সিংহ	৫। ৩৩। ২২	৫। ৩৩। ৩৩	৫। ৩২। ৪	৫। ৩৬। ৩১	৫। ৪১। ৪৭
কন্যা	৫। ২৯। ৪০	৫। ৫০। ০	৫। ২৮। ২০	৫। ৩৩। ২০	৫। ৩৮। ২০
তুলা	৪। ৪৬। ৪০	৫। ৩৮। ১৫	৫। ৩৪। ২০	৫। ৩১। ২৭	৫। ৩৮। ১৬
বৃশ্চিক	৪। ৪১। ৩৫	৪। ৪০। ৪৮	৫। ৩৯। ২৫	৫। ৪৭। ৪৭	৫। ৪৮। ৩৮
ধনু	৫। ১৭। ২	৫। ১৭। ২০	৫। ১৬। ৩২	৫। ২৬। ২৫	৫। ২৯। ২৮
মকর	৩। ৫৭। ৩	৪। ৩৩। ৪০	৪। ৩৫। ২৬	৪। ৩১। ২৩	৫। ৩৫। ২৬
কুম্ভ	৪। ৪২। ৪১	৩। ৫৫। ৪৯	৩। ৫৮। ১৮	৩। ৫৬। ৫	৩। ৫৯। ৪০
মীন	৩। ৪৭। ২০	৩। ৪৬। ৯	৩। ৪৭। ৩৯	৩। ৪৯। ৪০	৩। ৩। ৪০

এই তালিকার যে লগ্নমান লিখিত হইল, এই সকল লগ্নমান যে সকলকালেই সমভাবে থাকিবে, তাহা নহে। স্বর্ঘ্যের অন্ননগতিবশতঃ ইহার পরিবর্তন হইয়া থাকে। ৬৬ বৎসর ৮ মাসে স্বর্ঘ্য এক অংশ সরিয়া যায়, সুতরাং লগ্নমানেরও কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসরের পঞ্জিকায় অন্ননাশ-শোধিত লগ্নমান দেওয়া হয়, তাহা দেখিয়া লগ্নমান স্থির করা হইয়া থাকে। ৬৬৮ মাস পরে স্বর্ঘ্য এক অংশ সরিয়া গেলেও এই লগ্নমান অল্পসারে লগ্ন স্থির করিলে প্রায়ই ঠিক হয়। সামান্য ২১ পনের তারতম্য হইতে পারে।

প্রাচীন লগ্নমান—

রামোগবৈদেজলধিত্ব মৈত্রৈবীণোরাসৈঃ পঞ্চথসাগরৈশ্চ।

বাণঃ কুর্বেদৈর্বিবরোদ্ধয়গ্নৈঃ ক্রমাৎ ক্রমাৎবেতুলাদিমানম্ ॥”

(জ্যোতিঃসারসং)

মেঘ, মীন	৩। ৪৭	কর্কট, ধনু	৫। ৪০
বৃষ, কুম্ভ	৪। ১৭	সিংহ, বৃশ্চিক	৫। ৪১
মিথুন, মকর	৫। ৯	কন্যা, তুলা	৫। ২৯

প্রাচীন লগ্নমানের সহিত বর্তমান কালের লগ্নমানের কত পার্থক্য হইয়াছে, তাহা পূর্কোক্ত তালিকা দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

লগ্ননিরূপণপ্রণালী—কোন নির্দিষ্ট সময়ের লগ্ননিরূপণ করিতে হইলে অর্থাৎ কোন একটি বালকের জন্ম হইলে কিংবা কোন ব্যক্তিকর্তৃক একটি প্রশ্ন করা হইলে বালকটির কোন লগ্নে জন্ম হইয়াছে অথবা কোন লগ্নে প্রশ্ন হইয়াছে, ইহা জানিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রণালী অল্পসারে লগ্ন স্থির করিতে হয়।

লগ্ন স্থির করিতে হইলে প্রথমে সেই দিনের রবিত্ত্ব স্থির করিতে হয়। সাধারণঃ রবিত্ত্ব অর্থে রাশিমান বা লগ্নমানের যত অংশ রবিকর্তৃক ভুক্তি হইয়াছে, বা যতখানি অংশ রবি ভোগ করিয়াছেন। রবি এক এক মাসে এক এক রাশিতে অবস্থিতি করিয়া ষাশ মাসে ষাশটা রাশি ভোগ করে। যে মাসে যে রাশিতে স্বর্ঘ্য উদিত হয়, তাহার সপ্তমরাশিতে রবি অন্ত যায়। যেমন বৈশাখমাসে স্বর্ঘ্যের মেঘরাশিতে উদয় ও তাহার সপ্তম তুলা, তাহাতে অন্ত হয়। স্বর্ঘ্য প্রত্যহ রাশির কিঞ্চিদংশ

করিয়া অগ্রসর হইয়া বাসাতে রাশির সীমান্তপ্রদেশে উপনীত হয়। এইরূপে সমস্ত রাশিটী রবিকর্ক ভুক্ত হইয়া থাকে, স্বর্গের পূর্বোক্ত প্রকারে প্রত্যহ রাশির কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হইতে যে পরিমিতকাল অভিবাহিত হয়, তাহাকে স্বর্গের দৈনিক রবিকৃত্তি কহে। উদয়-লগ্নের রবিকৃত্তিকে উদয়-রবিকৃত্তি এবং অস্তলগ্নের রবিকৃত্তিকে অস্ত-রবিকৃত্তি বলা হয়।

লগ্নমানকে মাসের দিন-সংখ্যা দ্বারা হরণ করিলে লব্ধ ভাগ-ফলই দৈনিক রবিকৃত্তি হইবে। অস্ত উপায় দ্বারাও রবিকৃত্তি জানা যায়, কিন্তু এই উপায় দ্বারা ইহা ব্রহ্মরূপে রবিকৃত্তি হির হইয়া থাকে।

“লগ্নদণ্ডপলং হিরং তৎসংখ্যা ক্রমতঃ পলম্।

বিপলঞ্চ রবের্ভোগ্যমেব করনবৃত্ততে ॥” (পীপিকা)

লগ্নমানের দণ্ডপলকে দিগুণ করিয়া তাহার দণ্ডকে পল এবং পলকে বিপল করিলে দৈনিক রবিকৃত্তি হির হইবে। যেমন মেঘ লগ্নমান ৪।৭ পল, ইহার দিগুণ করিলে ৮।১৪ পল হইবে, এখানে ৮ দণ্ডকে পল করিলে ৮ পল ১৪ বিপল দৈনিক রবিকৃত্তি হইবে, ইহা হির করিতে হইবে। এই যে নিয়ম বলা হইল, ইহা ৩০ দিন মাস ফলেই ঠিক হুস্ত হয়। মাসের কশিবেশীতে সমস্তেরও একটু তফাৎ হইয়া থাকে।

রবিকৃত্তি হির করিবার আরও একটি নিয়ম আছে।

“লগ্নঞ্চ দিগুণং কৃত্বা গণনীয়তথা দিনৈঃ।

বহিভাগেন দণ্ডঞ্চ শেষঞ্চ পলমুচ্যতে ॥” (জ্যোতিঃসারসং)

যে মাসের যে লগ্নের বতদিনের রবিকৃত্তি গণনা করিতে হইবে, সেই লগ্নকলকে দিগুণ করিয়া গুণকলকে মাসের অতীত মিনসংখ্যা দ্বারা পুনরায় গুণ করিয়া ৬০ দিবা ভাগ করিবে, পরে ভাগকলকে দণ্ড ও ভাগাবশিষ্টকে পল মনে করিতে হইবে। এইরূপে প্রাপ্ত দণ্ডপল অতীত দিনের রবিকৃত্তি হইবে।

এইরূপে রবিকৃত্তি হির করিয়া দিবাভাগে লক্ষ্যগ্রহণ করিলে বা প্রের হইলে উদয় লগ্নের রবিকৃত্তি জানিতে হয় এবং রাশি-কালে লগ্ন বা প্রের হইলে অস্তলগ্নের রবিকৃত্তি জানা আবশ্যক। এইরূপে নির্দিষ্টদিনের উদয় বা অস্ত লগ্নের রবিকৃত্তি বামে লগ্নের অবশিষ্টভোগ্য অংশ বাহা থাকিবে, তাহার সহিত পর পর লগ্নের মান ক্রমান্বয়ে বোগ করিবে, যখন বেশা যাইবে যে ইষ্ট দণ্ডপলাদি সমষ্টীকৃত লগ্নমানের মধ্যে শেষ লগ্নের দণ্ডপলাদির মধ্যে অন্তর্নিহিত হইয়াছে, এবং শেষ লগ্নের পূর্বে লগ্নের দণ্ডপলাদিকে অতিক্রম করিয়াছে, তখন জানিবেন যে, উক্ত শেষ লগ্নটী ইষ্টলগ্নের উদিত লগ্ন অর্থাৎ উক্ত লগ্নেই লগ্ন বা প্রের হইয়াছে, বৃত্তিতে হইবে।

একটি উদাহরণ দিলে ইহা উত্তররূপে পরিষ্কৃত হইবে।

XVII

১২৯৯ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রাশি ৯, বহিষ্কার একটি শিশুর জন্ম হইয়াছে, ঐ শিশুর কোন লগ্ন হইবে, ইহা জানিবার করিতে হইলে প্রথমে রবিকৃত্তি হির করিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে সুবরাশিতে সূর্য উদয় এবং বৃশ্চিক রাশিতে অস্তমিত হইয়াছেন। এই শিশুর রাশিকালে জন্ম হওয়ার অন্তর্য হইতে ধরিতে হইবে। দিবাভাগে জন্ম হইলে দিবাভাগ এবং রাশিতে অস্তলগ্ন ধরিতে হয় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

বৃশ্চিক লগ্নের মান ৫।৪০।২০ বিপল, ঐ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস ৩২ দিনে শেষ হইয়াছে, সুতরাং উক্ত লগ্নমানকে ৩২ দিবা ভাগ করিলে প্রত্যেক দিনের রবিকৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এক মাসের মিনসংখ্যা বৃত্ত হইয়াছে, সেই সংখ্যা দ্বারা উক্ত দৈনিক রবিকৃত্তিকে গুণ করিলে সেই দিনের রবিকৃত্তি পাওয়া যায়। এই ফলে দৈনিক রবিকৃত্তি বাদ দিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে লগ্নমান হির করা যাইতে পারে।

যথা—

বৃশ্চিক লগ্নমান—৫।৪০।২০

মাসের মিনসংখ্যা ৩২ = ০ দ ১০ পল ৩৮ ৬ বি.

দৈনিক রবিকৃত্তি ০।১০।১৩ ৬ বিপল। X দৈনিক রবিকৃত্তি ২২ জন্ম তারিখ—৩।৫৪।৪৮।৫৫ অস্থপল। ঐ দিন ইংরাজী ৬।৩৭ মিনিট গতে সূর্য—অস্ত গিয়াছেন, অতএব রাশি ৯ টার সময় জন্ম হইলে ২।২৩ মিনিট রাশির সময় জন্ম হইয়াছে, হির করিতে হইবে। এবং ইহাকে দণ্ডপলাহিতে পরিণত করিলে ৫।৫৭।৩০ বিপল হইবে। সুতরাং ঐ সময় রাশি-জাত দণ্ডপলাদি হইবে।

পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে বৃশ্চিক লগ্নমান ৫।৪০।২০ হইতে উক্ত ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের রবিকৃত্তি ৩।৫৪।৫৮।৫৫ বাদ দিলে ১।৪৫।২১।১৫ বৃশ্চিক লগ্নের অবশিষ্ট ভোগ্যমান থাকিবে, তাহার সহিত পর পর লগ্নমান বোগ করিতে হইবে। এইরূপে বোগ করিতে করিতে যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমষ্টীকৃত লগ্নমানের মধ্যে যে রাশিতে জাত দণ্ড পতিত হইয়াছে, তখন সেই রাশিতে লগ্ন হইয়াছে হির করিতে হইবে। যদি বৃশ্চিক লগ্নের অবশিষ্ট ভোগ্যমানের মধ্যে জাত দণ্ডের সময় পতিত হইত, তাহা হইলে ইহার পরবর্তী লগ্নমান আর বোগ করিতে হইবে না।

এ ফলে বৃশ্চিকভোগ্য লগ্নমান—১।৪৫।২১।১৫

বহুগলমান—৫।১৭।২০।১০

সমষ্টি—৭।২।৪১।১৫

পূর্বে ৫।৫৭।৩০ বিপল জাতকাল নির্ণীত হইয়াছে। বৃশ্চিকভোগ্য লগ্নমান অতিক্রম করিয়া প্রথম লগ্নমানের সময় নির্ণীত-

কালে জাতক ভূমিষ্ট হওয়ার ধর্মলগ্নে তাহার জন্ম হইয়াছে স্থিরীকৃত হইল। যদি জাতক রাশি ২ টার সময় না অগ্নিরাশি ২ টার সময় জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে পর পর লগ্নমান ক্রমশঃ যোগ করিতে হইত।

এইরূপ নিয়মে লগ্নস্থির করিতে হয়। দিবাভাগে জন্ম হইলে সূর্যোদয়কাল হইতে ধরিয়া লগ্ন স্থির করিতে হয়।

লগ্নস্থির না হইলে জাতকের ফলাফল কিছুই নির্ণীত হয় না, এইজন্য বিশেষ যত্নসহকারে লগ্ন নিরূপণ করা আবশ্যিক, লগ্ন নিরূপিত হইলে নিঃসন্দেহ শাস্ত্রোক্ত ফল ফলিয়া থাকে। অনেক জ্যোতির্বিদ লগ্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া ফল নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ফল কিছুতেই মিলে না। এইজন্য শাস্ত্রে লগ্নপরীকার বহুবিধ উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে, অতিসংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচিত হইতেছে।

অনেক সময়ে এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে যে, যখন কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তখন সেখানে ঘটিকা বস্তু না থাকায় অথবা নিশ্চিতরূপে সময় নিরূপণ করিতে না পারায় আত্মমানিক সময় ধরিয়া লগ্ন স্থির করা হয়, কিন্তু আত্মমানিক সময় ধরিয়া যে লগ্ন নিরূপিত হয়, তাহা প্রকৃত কি না, তাহা পরীকার নানা উপায় আছে। যথা—

সন্দেহসংশয়পরীক্ষা।

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর ও মীন ইহার অজ্ঞাতম লগ্ন হইলে ধাত্রী সধবা এবং প্রসূতি বিবস্ত্রা হইয়া প্রসূত হয়; মেঘ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ ইহার অজ্ঞাতম লগ্ন হইলে ধাত্রী বিধবা এবং প্রসূতি একবস্ত্রা হইয়া প্রসূত হইয়াছে জানিতে হইবে।

“যুগ্মে চ সধবা ধাত্রী অযুগ্মে বিধবা স্ততা।

অযুগ্মাদবস্ত্রমযুগ্মা যুগ্মাদযুগ্মা ক্রমাধু যৈঃ ॥ (বৃহজ্জাতক)

জাতকচক্রিকার বর্ণিত হইয়াছে যে, মেঘ, সিংহ ও ধনু লগ্নে জন্ম হইলে সূতিকাগৃহ বাটীর পূর্বভাগে ও সূতিকাগৃহের ত্রীলোকসংখ্যা ৫ জন; কন্যা, বৃষ ও মকর লগ্নে সূতিকাগৃহ বাটীর দক্ষিণাংশে ও ত্রীলোকসংখ্যা ৫ জন; কুম্ভ, তুলা ও মিথুন লগ্নে সূতিকাগৃহ বাটীর পশ্চিমাংশে ও ত্রীলোক সংখ্যা ৭ জন; মীন, কর্কট ও বৃশ্চিক লগ্নে সূতিকাগৃহ বাটীর উত্তরাংশে ও ত্রীলোকসংখ্যা ৩, ৬ বা ৭ জন জানিতে হইবে।

মেঘ, কর্কট, তুলা, বিছা ও কুম্ভ ইহাদের মধ্যে একটি জন্মলগ্ন অথবা লগ্নের উদিত নবাংশ রাশি স্বরূপ হইলে বাস্তববাটীর পূর্বদিকভাগে; ধনু, মীন, মিথুন ও কন্যা লগ্ন হইলে উত্তরদিকে; বৃষ লগ্ন হইলে পশ্চিমদিকে; সিংহ ও মকর লগ্ন

হইলে বাস্তব দক্ষিণভাগে সূতিকাগৃহ হইবে। স্থিরলগ্নে জন্ম হইলে সূতিকাগৃহের একটি দ্বার; দ্ব্যাক্ষক লগ্নে দুইটি দ্বার, এবং চরলগ্নে হইলে বহু দ্বার হয়। বৃহজ্জাতকে আরও উক্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রস্থিত বলবান গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সূতিকাগৃহের দ্বার সেই দিকে নির্ণয় করিবে। কেন্দ্রস্থিত বহু গ্রহ বলবান হইলে বহুদ্বার হয়, আর যদি কেন্দ্রে গ্রহ না থাকে, তাহা হইলে জন্মলগ্ন হইতে রাশিদিক অনুসারে সূতিকাগৃহের দ্বার নির্ণয় করিবে।

মেঘ ও বৃষলগ্নে সূতিকাগৃহের পূর্বভাগে, মিথুন লগ্নে অগ্নিকোণে, কর্কট ও সিংহলগ্নে দক্ষিণভাগে, কন্যালগ্নে নৈঋত কোণে, তুলা ও বৃশ্চিক লগ্নে পশ্চিমভাগে, ধনু লগ্নে বায়ুকোণে, মকর ও কুম্ভলগ্নে উত্তরভাগে এবং মীনলগ্নে ঈশানকোণে শিশুর প্রসব ও সন্ধ্যাহীন নিরূপণ করিতে হয়।

শিশুর মস্তক পতন দ্বারা লগ্ন রাশির যে দিক, সেই দিকেই শিশুর মস্তক পতিত হয়, অর্থাৎ মেঘ, সিংহ ও ধনু লগ্নে পূর্ব-শিরা; বৃষ, কন্যা ও মকর লগ্নে দক্ষিণশিরা; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ লগ্নে পশ্চিমশিরা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন লগ্নে উত্তরশিরা হইয়া ভূমিষ্ট হয়। কোন কোন মতে লগ্ন গ্রহ অথবা লগ্নাধিপতি গ্রহ যদি বলবান হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহের যে দিক সেই দিকে প্রসবগৃহ বা প্রসবগৃহের দ্বার এবং শিশুর মস্তক পতন নিরূপণ করিতে হইবে। আবার কোনও মতে লগ্নের স্বাদশাংশ-পতির দিক হইতে সূতিকাগৃহের দ্বার নিরূপিত হয়।

রাশ্যাধিপ গ্রহের স্থিতি অনুসারে লগ্নপরীক্ষা।—চন্দ্র যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশির অধিপতি গ্রহ জন্মকুণ্ডলীচক্রে যে রাশিতে অবস্থিত করেন, সেই রাশিতে অথবা সেই রাশির পঞ্চম বা নবম রাশিতে কিংবা সপ্তম রাশি হইতে পঞ্চম বা নবম রাশিতে জন্ম লগ্ন হইবে। এই নিয়ম প্রায় অধিকাংশ স্থলেই মিলিতে দেখা যায়। চন্দ্র রাশ্যাধিপতির অবস্থিতি স্থান হইতে উক্ত যে ৬টি স্থানে জন্মলগ্নের সম্ভাবনা লিখিত হইল, ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে পূর্বাপর রাশিতেই লগ্ন হইয়া থাকে।

“চন্দ্ররাশ্যাধিপো যত্র তত্রিক্রাণমথাপি বা।

তৎসপ্তমং ত্রিকোণং বা জাতলগ্নমুদাতম্ ॥”

রবিস্থিত নক্ষত্র অনুসারে লগ্নপরীক্ষা।—যদি দিবা দুই প্রহরের মধ্যে জন্ম হয়, তাহা হইলে রবি যে নক্ষত্রে আছেন, সেই নক্ষত্রে অর্থাৎ সেই নক্ষত্রযুক্তিত যে রাশি অথবা রবিস্থিত নক্ষত্রে হইতে সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি হয়, সেই রাশি জন্মলগ্ন হয়। দিবা দুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে স্বাদশাংশ-পতিত যে রাশি সেই রাশিই জন্মলগ্ন হয়। সন্ধ্যার পর

রাশি ২ প্রহরের মধ্যে জন্ম হইলে রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে সপ্তদশ বা ঊনবিংশ নক্ষত্র এবং রাশি দুই প্রহরের পর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি নক্ষত্রবটত যে রাশি তথায় লগ্ন হইবে। চন্দ্ররাশিধি ও রবিভোগ্য নক্ষত্র এই যে দুইটা নিয়ম কথিত হইল, এই দুইটা নিয়মামুসারে প্রায়ই লগ্ন নিরূপণ করিতে দেখা যায়। এবং এই অনুসারেই লগ্ন প্রায়ই স্থির হইয়া থাকে।

“যশ্মিন্ ক্বে স্থিতো ভাস্করশ্চন্দ্রঃ সপ্তমেহপি বা।

বাংবিন্দুপ্রহরঃ ক্ষেত্রং পশ্চাদ্বাদশশতে পুনঃ।

সপ্তদশশতে তু রাশৌ যাবদ্ব্যমো ভবেদধরম্।

চতুর্বিংশতিতে পশ্চাক্ষাতলগ্নমুদ্বাহৃতম্” (বৃহজ্জাতক)

অন্যলগ্নে যদি শীর্ষোদয় হয়, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু মৃতক দ্বারা, পৃষ্ঠোদয় হইলে পাদ দ্বারা এবং উত্তরোদয় হইলে হস্ত দ্বারা প্রসূত হইয়া থাকে। আর অন্য লগ্নে যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি বা বোগ থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী এবং পাপগ্রহের দৃষ্টি বা বোগ থাকিলে কষ্টে প্রসব জানিতে হইবে। ইহাতে মনিখনামে এক জ্যোতির্বিদ বলেন যে, লগ্নপতি বা লগ্নের নবাংশপাত যদি বক্রী হয়, অথবা যদি কোন বক্রী গ্রহ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে বিপরীতভাবে অর্থাৎ হস্তপদাদি দ্বারা গর্ভস্থ শিশু প্রসূত হয়। বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন যে, শীর্ষোদয় লগ্নে গর্ভস্থ শিশু উর্দ্ধোদয়, উর্দ্ধমুখ ও নিরপৃষ্ঠ হইয়া এবং পৃষ্ঠোদয় লগ্নে অধোমুখ ও উর্দ্ধপৃষ্ঠ হইয়া প্রসূত হয়।

মেঘ, বৃষ বা সিংহ ইহার অশ্রমত লগ্নে যদি জন্ম হয়, এবং যদি তাহাতে শনি বা মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু নাকী-বেষ্টিত হইয়া প্রসূত হইয়াছে জানিতে হইবে। লগ্নের উদিত নবাংশ যে রাশির স্বরূপ হইবে, সেই রাশিতে জাতকের যে অঙ্গ নিরূপিত হয়, সেই অঙ্গেই নাকীবেষ্টিত ছিল জানা যায়। অন্য-লগ্ন রাশি ও লগ্নের নবাংশ স্বরূপ রাশি এই উভয়ের মধ্যে যে রাশি বলবান হয়, সেই রাশির সঙ্করণ হানে প্রসবস্থান করনা করিতে হইবে। লগ্ন বা নবাংশ রাশি চরসংজ্ঞক হইলে গৃহের বাহিরে, প্রবাসে, পথিমধ্যে বা পরকীর স্থানে প্রসব স্থির করিতে হইবে। স্থিরসংজ্ঞক রাশি হইলে স্বগৃহে, স্বসম্পর্কীয় আশ্রয়গৃহে, প্রসব করনা করিতে হইবে।

দীপবর্তি দ্বারা লগ্নের অংশ নিরূপণ।—মেহমর চন্দ্র যদি রাশির আরম্ভে থাকেন, তাহা হইলে প্রবীণে তৈলপূর্ণ ছিল, সেইরূপ মধ্যভাগে থাকিলে প্রবীণে অর্দ্ধতৈল এবং শেষভাগে থাকিলে প্রবীণে স্বদ্রতৈল ছিল জানা যায়। কেহ বলেন, চন্দ্রের পূর্ণাপূর্ণত-ভেদে তৈলবিস্তি নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু যদি প্রবীণের বর্তি কেবল বদ্ধ হইতেছে এইরূপ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে লগ্নের আরম্ভে প্রথমভাগে জন্ম হইয়াছে। সেই বর্তির অর্ধেক

বদ্ধ হইলে লগ্নের মধ্যভাগে এবং বর্তি অধিকাংশ বদ্ধ হইলে শেষ-ভাগে জন্ম হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে।

লগ্নই জাতকের শরীর, এইজন্য বিশেষরূপে লগ্নপরীক্ষা আবশ্যক। জাতকের পিতৃরিষি, মাতৃরিষি, বীররিষি প্রভৃতি দ্বারাও লগ্ন নিরূপিত হইয়া থাকে। জাতকের লগ্নে কি কি বিষয় চিন্তা করিতে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ নিশীত হইয়াছে।

“শরীরবর্ণাকৃতিলক্ষণানি দশোণগননানুধাতুখানি।

প্রবাসভোজ্যাবলম্বনানি কলানি লগ্নত বদন্তি সন্তঃ।

ভনো রূপক জ্ঞানক বর্ণকৈব বলাবলম্।

শীলং বৈ প্রকৃতিকাথ তদুদ্যানারিীরীক্ষয়েৎ॥

আরোগ্যপূজাণগননানুধাতুখানি দশোণগননানুধাতুখানি।

ক্লেশাকৃতি লক্ষণরূপবর্ণাকৃতিগননানুধাতুখানি দশোণগননানুধাতুখানি।

আকৃতিঃ প্রকৃতিবৈবা গুণাগুণবয়োৱনসাঃ।

পুংস্ত্রীচেষ্টাশ্রবণচ গ্রামাদি স্থিতিকর্ষ চ॥

লগ্ননাথবশাশি লগ্নসংগ্রহাদপি।

বক্তব্যং দৈববিদ্বা প্রাচীনমনিময়তাং॥”

(পরামর্শ, শঙ্করোরা ইত্যাদি)

লগ্নে মেহের পরিমাণ, রূপ, বর্ণ, আকৃতি, শরীরচিকি, বশঃ, গুণ ও নিগুণ, স্বস্থ ও দুঃস্থ, প্রবাস ও বদেশবাস, সবল ও দুর্বল, জ্ঞান, চরিত্র, স্বভাব, আরোগ্য, অশংসা, মান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বয়োমান অর্থাৎ আয়ুর মূল পরিমাণ, জাতি, ক্রেশ, ভাগিনেয়বধূ, পুংস্ত্রীবিচার, চেষ্টা, কটু, লবণ ও তিক্তাদিরস, পিতামহী, মাতামহ, পুত্রের ভাগ্য, শত্রুর মৃত্যু, বৈজ্ঞ, শ্রাদ্ধকপূত্র, স্বাভাভীয় মাতা, পিতামহের সম্পত্তি, বদেশভাগ্য ও বিদেশভাগ্য, মন্তক, স্তৃতিকাগার ও কীর্তি এই সকল চিন্তা করিতে হয়। অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ চিন্তা করিতে হইলে লগ্ন হইতেই দেখিতে হয়।

জাতকালদ্বারে উক্ত হইয়াছে যে, লগ্ন ও লগ্নপতি উভয়ই বলবান হইলে লগ্নভাবোচ্চ ফলের বৃদ্ধি এবং দুর্বল হইলে ফলের হানি হইয়া থাকে। এইরূপ অজ্ঞাত ভাবহলেই ভাবরাশির ও ভাবপতির শুভাশুভ অনুসারে শুভাশুভ করনা করিতে হইবে।

“লগ্নরাশিধিপৌ ভ্রাতাং বলবিক্তরৌ যদ্বি।

ভৎকলানাং প্রবৃদ্ধিঃ শ্রাদ্ধীনা হানিকরঃ স্মৃতঃ।

এবং ভাবেবু সর্কেবু ভাবভাবেশমোৱনাং।

ভতো অমুখি বক্তব্যো হানিবৃদ্ধিঃ কোবিশঃ॥”

(জাতকালদ্বার)

এক লগ্নের উপরই সমস্ত ভাবকলের নির্ভর করে, লগ্নের গোলাবোগ হইলে সমস্ত ফলেরই গোলা হইয়া থাকে। এইজন্য লগ্নই সর্বাপেক্ষা বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। লগ্ন স্থির না

হইলে জাতকের জীবনের শুভাশুভ নির্ণীত হয় না। লগ্ন হইতে রাশিচক্রের দ্বাদশ গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, যথা—লগ্ন, ধন, সোমর, বহু, পুত্র, রিগু, পত্নী, নিধন, ধর্ম, কর্ম, আর ও ব্যয় এই দ্বাদশ গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, যথা ধন লগ্ন, সোমর লগ্ন, বহু লগ্ন ইত্যাদি। কিন্তু রাশিতে রবির উত্তর কালরূপ লগ্নই প্রধান। উহাকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া অজ্ঞাত বিষয় চিন্তা করিতে হয়। লগ্নভাবকলবিষয়ে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

“বহুভাবপতিবিদ্যভবনাৎ যট্টাষ্টরিঃক্ষাপণঃ।

ভাবাভাবপতিবিদ্যারিগুগুণভাবনাং বদেৎ ॥” (দীপিকা)

যে যে ভাবপতি লগ্ন হইতে অথবা ভাবস্থান হইতে বট, অষ্টম ও দ্বাদশে থাকে, তাহা হইলে সেই সেই ভাবোপ কলের হানি হয়। অতএব কোন ভাবের শুভাশুভ বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সেই ভাবপতি লগ্ন হইতে এবং সেই ভাবস্থান হইতে কোথায় আছেন, যদি উত্তর স্থান হইতেই শুভ স্থান স্থিত হয়, তাহা তদ্ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ শুভ এবং শুভাশুভ স্থান যোগে কলেরও শুভাশুভ কল্পনা করিতে হয়।

বৃহজ্জাতকের টাকাকার তটোৎপলের মত এই যে, কেবল বটস্থান ভিন্ন অজ্ঞ স্থানস্থ শুভগ্রহ ভাববুদ্ধিকর হইয়া থাকেন, বটস্থ অশুভ গ্রহ অশুভগ্রহ হইলেও শত্রুনাশক হইয়া থাকেন। লগ্ন হইতে বট, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থান দুঃস্থান, এই স্থানস্থিত গ্রহ বা এই ভাবপতি অশুভগ্রহ হইয়া থাকেন। অতএব গ্রহদিগের যট্টাষ্টম ও দ্বাদশ সন্ধ্য হইলেই কলের নুনতা কল্পনা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে,—

“অরাতিব্রহ্মদোঃ যট্টে চাষ্টমে মৃত্যুরক্ষ্যদোঃ।

ব্যয়স্ত দ্বাদশস্থানে বৈপরীত্যেন চিন্তন ॥” (দীপিকা)

পূর্বে বলিয়াছি যে, শুভ ও স্বামিগ্রহের যোগে শুভফল হইয়া থাকে; কিন্তু বট, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানসম্বন্ধে বিশেষ বিধি এই যে, উহা বিপরীতক্রমে চিন্তা করিতে হয়, অর্থাৎ শুভগ্রহ এই স্থানে থাকিলে অশুভ এবং অশুভগ্রহ থাকিলে শুভ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ লগ্নসিদ্ধি।—মেঘ লগ্নে যদি জন্ম হইয়া লগ্নে চন্দ্র, মঙ্গল এবং মকর ভিন্ন অস্ত্র কোন রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে জাতকবালকের তিন দিন মধ্যে মৃত্যু হয়। যদি বুধ লগ্নে জন্ম হয় এবং ঐ লগ্ন বৃহস্পতি বা শনি হইতে বটস্থানে থাকে, অর্থাৎ শনি ও বৃহস্পতি ধর্মরাশিতে থাকে, আর অষ্টমস্থানে মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে জাতকের চতুর্দশ দিনে মৃত্যু হয়। মিথুনলগ্নে জন্ম হইয়া কর্কটে শনি, সপ্তমে রবি থাকিলে মিথুনলগ্নসিদ্ধি হয়। কর্কটলগ্নে জন্ম হইয়া তুলায় বা কুন্তে যদি বৃহস্পতি থাকে এবং গ্রহ

বা মঙ্গল কর্কট দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কর্কটলগ্নসিদ্ধি; যদি সিংহ-লগ্নে জন্ম হয় এবং চন্দ্র লগ্নে অবস্থিতি করে ও মকর ভিন্ন অস্ত্র রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে সিংহলগ্নসিদ্ধি, যদি কন্যালগ্নে জন্ম হয় এবং ঐ লগ্নে চন্দ্র আর বৃহস্পতির কেহে শনি থাকে, তাহা হইলে কন্যালগ্নসিদ্ধি, তুলালগ্নজাত ব্যক্তির বট্টে শুক্র এবং লগ্নে চন্দ্র থাকে, তাহাতে তুলালগ্নসিদ্ধি, বৃশ্চিক-লগ্নজাত ব্যক্তির কর্কটে চন্দ্র, ধর্মলগ্নজাত ব্যক্তির লগ্নে বৃহস্পতি এবং মঙ্গল শনি থাকে, মকরলগ্নজাত ব্যক্তির মেঘে চন্দ্র ও সিংহে রবি, কুন্তলগ্নজাত ব্যক্তির চতুর্থে চন্দ্র বা কন্যা অথবা তুলায় শুক্র, মীনলগ্নজাত ব্যক্তির লগ্নে চন্দ্র ও বৃশ্চিকে শনি থাকিলে এই সকল লগ্নসিদ্ধি হয়। এই সকল সিদ্ধি হইলে জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রত্যেক লগ্নকে দুই করিয়া বড়বর্ণ করা হইয়া থাকে, এই বড়বর্ণ যথা—লগ্ন, হোরা, দ্রোণাণ, লগ্নাংশ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ও ত্রিংশাংশ। ইহা ভিন্ন লগ্নের ক্ষুটসাধন করিলে আরও দুই হয়। ক্ষুট ব্যতীত অংশ দুই হয় না। সিংহলগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিলে ক্ষুটসাধন করিলে সিংহলগ্নের কত অংশ কত কলার জন্মিয়াছে, তাহা জানা যায়। [ক্ষুটসাধন দেখ]

লগ্নকল—যদি মেঘ, সিংহ বা ধর্মলগ্ন হয়, আর সেই স্থানে যদি রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক গৃহস্থ, ধর্মশালক, বহুবর্গের হিত-কারী, উদ্ধত, বলবান, কর্তৃত্বাভিমাত্রী, কমাঙ্গীল, মানী, উদারচিত্ত, দাত্তিক ও উচ্চাভিলাষী হয়। কিন্তু কর্কট, কিংবা তুলা লগ্ন হইলে আর ঐ লগ্নের ৮ অংশের মধ্যে রবি অবস্থিতি করিলে বক্রচন্দ্র, নেত্ররোগ ও শিরঃশূল্য হয় এবং জাত ব্যক্তি প্রায় আত্মহারা, স্থণারহিত ও পুত্রহীন হইয়া থাকে। ঐ রবির উত্তর পার্শ্বে কিংবা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অদ্রাব্য ও তাহার শিড়িগিটি হয়। যদি মেঘ, বুধ, কিংবা কর্কট লগ্ন হয়, তথায় পূর্ণ বা বলবান চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে জাতক রূপবান, প্রিয়-বর্শন, শুণবান, ধনী, গর্জিত ও ভাগ্যবান হয়। উক্ত তিন রাশি ভিন্ন লগ্নগত চন্দ্র কীর্ণ হইলে এবং উহার সহিত কিংবা উহার সপ্তমে কোন শুভগ্রহ না থাকিলে মানব মলিন, অসুস্থ, ব্রহ্মশীল, কীর্ণদেহ ও অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ কখন হাস বা কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ চন্দ্রের উত্তর পার্শ্বে কিংবা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অদ্রাব্য ও তাহার সাতুগিটি হয়।

শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া মঙ্গল লগ্নে থাকিলে জাতক তেজস্বী, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, সাহসী, বলবান, দাত্তিক ও বীরসুন্দর হয় এবং ঐ মঙ্গলের সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে সেই জাতক ঐশ্বর্য-শালী ও রাজসদৃশ হয়। কিন্তু পাদদৃষ্ট হইলে ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জাতক কলহপ্রিয়, কণ্ডপন্থীর বা কল্যাণ-

বিশিষ্ট, জুগ্‌ষ্টোদিত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ক্রোধী, মদ্যমাংসপ্রিয়, চঞ্চল, বিকলাঙ্গ, মলিন, উদর বা দন্তরোগী ও অর্শাদি গুরুরোগী হইয়া থাকে।

লগ্নে বিশেষতঃ মিথুন ও কন্ডালয়ে বৃষ অবস্থিতি করিলে জাতব্যক্তি মেধাবী, প্রিয়বদ, সূচত্বর, মিষ্টভাবী, বন্ধুবর্গের হিতকারী, কোতূকী, ধনী, সম্বন্ধা, বণিক বা শাস্ত্রবেত্তা হয়। কিন্তু লগ্নস্থ বৃষ শনি বা মঙ্গলের দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতক, বাচাল, মিথ্যাবাদী, মন্দমতিসম্পন্ন, শঠ, অবিবাহী, প্রবঞ্চক, কপটজন, চোর বা উন্মাদ হয়।

মকর ভিন্ন অল্প কোন লগ্নে বৃহস্পতি অবস্থিতি করিলে জাতক বুদ্ধিমান, স্বধর্ম্মানুরত, বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সহৃদয়, লোকপুত্র, রাজসন্মানিত, ভাগ্যবান ও ঐশ্বর্যাশালী হয়।

লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক বিলাসী, গুণবান, সুন্দরী স্ত্রী অথবা বহু ললনায়ুক্ত, শিরশাঙ্গবিহারক, সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্রপ্রিয়, সদালাপী ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। যদি তুলা লগ্ন হয় এবং জাহাতে শুক্র থাকে, আর কুন্তরাশিতে বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে পুরুষ স্ত্রীর এবং তাহার স্ত্রীগণ সর্কাসসুন্দরী হয়। কিন্তু লগ্নগত শুক্র পাপযুক্ত বা তৎকর্তৃক দৃষ্ট হইলে মানব নীচসঙ্গ-প্রিয়, নীচামোদরত, অপব্যয়ী, ক্রীড়াসক্ত ও পরস্পরিত হয়।

যদি তুলা, ধনু, কুম্ভ বা মীনরাশি লগ্ন হয়, আর লগ্নে শনি থাকে, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্যাশালী ও বহু লোক-প্রতিপালক হয়। মতান্তরে বৃষ, মিথুন বা কন্ডালয়ে শনি থাকিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। ঐ শনির সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মানব পরম ঐশ্বর্যাশালী হয়। কিন্তু লগ্নগত শনি অল্প রাশিতে থাকিলে মানব কান্তিহীন, অশোভন, দম্বযুক্ত, সর্কদা ব্যাধিপীড়িত, নীচাশয় ও সুখবিহীন হয়। মেঘ হইতে কষ্টা পর্য্যন্ত এই ৬ রাশির মধ্যে কোন রাশি লগ্ন হইলে এবং রাহ তথায় থাকিলে মানব অল্প গ্রহরাশি হইতে মুক্তি লাভ করে, ইহার বিপরীত হইলে রাহ অশুভফলপ্রদ হয়। কেতু লগ্নে থাকিলে লগ্নাধীন ফল হ্রাস হইয়া থাকে। লগ্নস্থিত গ্রহ বৈরুপ ফলপ্রদ হয়, তদ্রূপ লগ্নাধিপতি দ্বারাও ফল নির্ণয় করা যায়।

লগ্নাধিপতল—লগ্নাধিপতি লগ্নে অবস্থিতি করিলে জাতক ভাগ্যবান, রিপুন্মরী, বহু পরিজনযুক্ত ও বীর বন্ধুবর্গের প্রেষ্ঠ হয়। লগ্নাধিপ দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য বীর যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা ধনোপার্জন করে। লগ্নাধিপ তৃতীয় স্থানে থাকিলে জাতক দান্তিক, অতিমানী, ভ্রাতা, জ্ঞাত বা প্রতিবাসীর বশতাপন্ন এবং ভ্রমণরত হইয়া থাকে। চতুর্থ স্থানে থাকিলে জাতক পিতৃ-সম্পত্তি, উত্তম বাহন, উত্তম বাসস্থান ও সুমিলাভ করে এবং

সেই ব্যক্তি প্রায় কৃত্রিমকামে সফলকাম হয়। লগ্নাধিপ পঞ্চম স্থানে থাকিলে মানব সন্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসক্ত, অলস, বিলাসপ্রিয়, কলনশক্তিবিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান হয়। লগ্নাধিপ ষষ্ঠে থাকিলে তদন্ত পীড়া, শত্রুবৃদ্ধি বা বধ-বন্ধন হয়, কিন্তু শুভগ্রহদৃষ্ট হইলে মাতুল বা পিতৃব্যভায়া উপরূত হইবার সম্ভাবনা। লগ্নাধিপ সপ্তম স্থানে থাকিলে যৌবনাবস্থায় একাধিক স্ত্রীলাভ, বাসস্থানের পরিবর্তন, বিদেশ যাত্রা ও শত্রুবৃদ্ধি হয় এবং জাতক প্রায় নিজ বুদ্ধিদোষে স্বীয় অনিষ্ট সাধন করে এবং কোন ব্যবসা দ্বারা তাহার ধন ও প্রতিপত্তিলাভ হয়। লগ্নাধিপ অষ্টম স্থানে থাকিলে মানব ক্রয়, অন্নাদ্য, শোকার্ত, ভয়ানক ও সর্কদা বিপদাপন্ন হয়। কিন্তু লগ্নাধিপতি শুভ ও বলবান হইলে স্ত্রীধন বা কোন সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। লগ্নাধিপ নবম স্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, বিদ্বান, শাস্ত্রানুরাগী, ধার্মিক বা গোতবণিক হয়। লগ্নাধিপ দশম স্থানে থাকিলে মাত্ত, উচ্চপদ, কার্যসফলতা ও কোন সমাজের প্রাধিকার লাভ হয়। লগ্নাধিপ একাদশ স্থানে থাকিলে বহু মিত্র, প্রচুর অর্থাগম, উৎসাহ, বুদ্ধি ও উত্তম বাহন হয়। লগ্নাধিপতি দ্বাদশ স্থানে থাকিলে হর্জাবনা, বন্ধনভয়, ধ্বংস, নিকারসন, ক্ষীণ-দেহ, শোক ও গুরু শত্রু হয়।

দ্বিতীয়পতি লগ্নে থাকিলে মনুষ্য ধনী ও সৌভাগ্যাশালী হয়। তৃতীয়াধিপতি লগ্নে থাকিলে বহু ভ্রমণ ও বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে এবং জাতক পরিজন বেষ্টিত, কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী হয়। চতুর্থাধিপতি লগ্নে থাকিলে বন্ধুবাহন ও দ্বারক সম্পত্তি লাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি লগ্নে থাকিলে জাতক বুদ্ধিমান, বিজ্ঞানানুরাগী, পুত্র-বান, বিলাসপ্রিয়, প্রফুল্লচিত্ত ও স্বীয়বংশের ভূষণ স্বরূপ হয়। ষষ্ঠাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব ক্রেশবৃত্ত, শত্রুদ্বারা পীড়িত, অন্নাদ্য, কিংবা ষষ্ঠাধিপতি গ্রহদন্ত পীড়াদ্বারা সর্কদা অসুস্থ হয়। সপ্তমাধিপতি লগ্নে থাকিলে অল্পবয়সে বিবাহ, বাণিজ্যকুশল ও বিদেশ যাত্রা হয়। অষ্টমাধিপতি লগ্নে থাকিলে বিপদ, শোক, অন্নাদ্য, বা সেই গ্রহদ্বারা দীর্ঘস্থায়ী পীড়া হয়। নবমাধিপতি লগ্নে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, বুদ্ধিমান, ধর্ম্মপরায়ণ, বিজ্ঞা বা বাণিজ্যদ্বারা ধনী ও বহুভ্রমণশীল হয়। দশমাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব ক্ষমতাশালী, গণ্য মাত্ত ও কীর্তিশালী হয়। একাদশাধিপতি লগ্নে থাকিলে প্রচুরপরিমাণ আয়, বহুমিত্র ও পদে পদে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। দ্বাদশাধিপতি লগ্নে থাকিলে অপব্যয়ী, সন্তত বিপদা-পন্ন ও অন্নাদ্য হয়।

লগ্ন ও লগ্নপতি শুভগ্রহ দ্বারা বেষ্টিত হইলে জাতক সৌভাগ্যা-শালী ও ধনবী হয়। এইরূপ প্রণালীতে লগ্নের ফল বিচার করিতে হয়। (দীপিকা, জাতককো. ইত্যাদি)

(পুং) লগ্ন-ক নিপাতমাংস সাধুঃ, বহা লগ্ন-ক তত্ত্ব নক্ষ।

২ ভক্তিপাঠক। পর্যায়—প্রাতঃকৃত, ভক্তিভক্ত, হৃত। (জটায়ু)
(ত্রি) ৩ সক্ত। ৪ লম্বিত। (মেঘিনী)

লম্বকঙ্গণ, বোম্বাই প্রদেশের চিৎপাবন ব্রাহ্মণগণের বিবাহ
কালে বর ও কস্তার হাতের কব্বিতে যে হৃত বাঁধিয়া দেওয়া যায়।

লম্বকাল (পুং) লম্বত কালঃ। লম্বসময়।

লম্বগ্রহ (পুং) ১ দৃঢ়লগ্নিষ্ট। ২ লম্বহিত গ্রহ।

লম্বদিন (স্ত্রী) লম্বত দিনঃ। লম্বের দিন, বিবাহদিন, যে
দিনে বিবাহলগ্ন হইয়াছে, তাহাকে লম্বদিন কহে।

লম্বদৃষ্টি (স্ত্রী) লম্বে দৃষ্টি।

লম্বনিবস (পুং) লম্বদিন।

লম্বদেবী (স্ত্রী) পুরাণবর্ণিত অন্তরময় গাভী।

লম্বপত্র (স্ত্রী) লম্বত পত্রঃ। বিবাহের দিনস্থিরকরণ।
বিবাহের সন্ধ্যা স্থির হইলে বিবাহের দিন ও বে লম্ব স্থির করা
হয়, তাহাকে লম্বপত্র কহে।

“লম্বপত্র করিয়া নারন মূনি যায়” (অন্নবান্)

লম্বফল, লম্ববিশেষে অম্বাহেতু প্রীতের শুভাশুভ ফলভোগ।

লম্ববেলা (স্ত্রী) লম্বত বেলা। লম্বকাল, লম্ব সময়।

লম্বায়ু (স্ত্রী) লম্বের পরিমাণায়ুসারে নির্দিষ্ট আয়ুফল।
(কলিত জ্যোতিষ।)

লম্বাহ (পুং) লম্বদিন, বিবাহদিন।

লম্বিকা (স্ত্রী) লম্বিকা, চলিত নেজ্‌টা স্ত্রীলোক।

লম্বিকাপ্রশ্ন, মঠভেদ। (বৃহদ্রীলং ২০)

লগ্‌বগ্‌ (দেশজ) যে সকল ধ্বজাদি দৃঢ় নহে, উচা করিলে
হোঁলয়া হুঁলিয়া পড়ে, তাহাকে লগ্‌বগ্‌ করা কহে।

লগ্‌বগ্‌গীয়া (দেশজ) কোমল, বাহা দৃঢ় নহে।

লম্ব, লম্বি লম্বযাত্ৰ, ১ শোষণ, অন্নীকরণ। ২ গতি, গমন।

৩ ভোজননিবৃত্তি। শোষণার্থে ভূদি পঠ্যৎ লক্‌ সেট্। গত্যাৰ্থে
ভূদি আস্থানে। লট্ লম্বতি-তে। লিট্ লম্বত্ব-তে। লুট্
লম্বিতা। লুঙ্ অলম্বীৎ, অলম্বিতাৎ। লন্ লম্বতি-তে।

বঙ্ লালম্ব্যতে। বঙ্‌লুক্ লালম্বতি। ৪ দীপ্তি। লম্বন।
চুম্বাদি। লট্ লম্বয়তি। লুঙ্ অলম্বত্বৎ।

লম্বট্ (পুং) লম্বতে মধ্যস্থানম্পৃষ্ট। উত্তরস্থানে পতিত প্লুতঃ
ইত্যন্তো গচ্ছতি বা লম্ব (লজ্জেন লোপচ। উণ ১। ১০৪)
ইতি অট, নলোপচ ধাতোঃ। ১ বাহু।

লম্বটি (পুং) লম্ব-গতো-অটি, ইত্যভাবে। বাহু।

লম্বস্তী (স্ত্রী) নদীভেদ।

লম্বরি, অসভ্যভাতি বিশেষ।

লম্বিত্র, অস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্কেন্দ্রে ইহার আকার,
প্রকার ও কার্যকরিতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

“লম্বিত্র ভূয়াকার ত্রাৎ পৃষ্ঠে গুরু পুরঃ শিতম্।

ভ্রাম্য পকাকুলিবালং নার্কহস্তসমুন্নতম্।

ৎসরুণা গুরুণা নক্‌ মহিষাদি নিকর্জনম্।

বাহুদ্ব্যন্তোমোক্ষেণৌ লম্বিত্রে বসিতে যুক্তে।” (ধনুর্কেন্দ্র)

লম্বিত্রের কারা ভূয় অর্থাৎ কোলকোঁকো, পূর্বভাগ হুল ও
ভক্‌ভারযুক্ত, লম্বুভাগ তীক্ষ্ণ, বাস পিচ্‌ অজুলি ও বর্ষ কাল।
ইহার মূট অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষ প্রভৃতি কঠিন
করা যায়। ছই হাতে উঠান ও প্রহার, এই ছই ক্রিয়া ভিন্ন
ইহার তৃতীয় ক্রিয়া নাই।

লম্বিমন্‌ (পুং) লম্বোভাবঃ লম্বু (পৃথাদিত্য ইমনিজ্‌ পঃ ৫। ১। ১২২)
ইতি ইমনিচ্‌। ১ লম্বুৎ। ২ অগ্নিাদি ঐশ্বর্যের অন্তর্গত
ঐশ্বর্যবিশেষ। সাধনা দ্বারা এই ঐশ্বর্যলাভ হইয়া থাকে।

“ততোহগ্নিমাগ্নিপ্রতিষ্ঠাবঃ কায়সম্পদঞ্চক্ষীনিভাবান্ত্য।”

(পাতঞ্জলদে বিভূতিপা° ৪৬)

যোগিগণ সংঘম সিদ্ধিযায়া কিত্যাদি পঞ্চভূত জন্ম করিতে
পারিলে তাহাদিগের অগ্নিমাগ্নি অষ্ট ঐশ্বর্যের সিদ্ধিলাভ হইয়া
থাকে। লম্বুত্বকে লম্বিমা বলে, যে ব্যক্তির লম্বিমা শক্তির সিদ্ধি
হয়, সেই ব্যক্তি তুলার দ্বারা লম্বু হইতে পারে এবং তাহার
জলাদির উপরে অনায়াসে বিচরণ করিবার শক্তি জন্মে।
৩ অবহমতত্ব। ৪ হৃদ্বত।

“অগ্রে লম্বিমা পশ্চাৎ মহতাপি বিধীরতে নহি মহিমা।

বামন ইতি ত্রিবিক্রমভিধখতি দশাবতারবিদঃ।”

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬০)

লম্বিষ্ঠ (ত্রি) অন্নমনয়োরবাং বা অতিশয়েন লম্বুঃ, লম্বু-ইষ্ট।
অতিশয় লম্বুত্বযুক্ত। ব্যাকরণোক্ত প্রেযাযুক্ত প্রয়োগভেদ। বিলম্ব-
মুখমণ্ডনে সীতা ও দ্বাবণের উক্তি প্রভৃতিতে লম্বুত্বের বর্ণন দ্বারা
“দশবকনমানি” “হাতা যুধি” ও “উঠেঃ পদম্” লম্বুত্বের মাত্রা
পূর্ণ পরিকট হইয়াছে।

লম্বিষ্ঠসাধারণ গুণনীয়ক, অল্পবিশেষ (Least Common
multiple)।

লম্বীয়স্‌ (ত্রি) অন্নমনয়োরবাং বা অতিশয়েন লম্বুঃ লম্বু-
জয়হন্‌। অতিশয় লম্বুত্বযুক্ত।

“ন বৈ সমুচ্চি পালয়তে লম্বীয়স্‌

যথাং সমানেষ্যতি রাজপুত্রি।” (ভারত ২। ৬২। ১৪)

লম্বু (স্ত্রী) লম্বতেভ্যেনেতি লম্ব (লম্বিত্যেন লোপচ। উণ
১। ৩০) ইতি ক্‌, ধাতোর্মলোপচ। ১ শীত। ২ কৃষ্ণভক্ত।
(মেঘিনী) ৩ লাম্বক। (রাজনিঃ) ৩ হস্ত, অধিনী ও
পৃষ্ঠালক, এই তিনটী লম্বক লম্বুগুণ।

“লম্বুত্বাখিনপুণ্ডাঃ পশুরতিকানবৃষকলায়।” (বৃহৎসং ৯। ২)

৪ কাল পরিমাণ বিশেষ। পঞ্চদশকণ পরিমাণ কালকে লঘু কহে। পঞ্চাশত পরিমাণ কালে এককণ হয়।

“কণান্ পঞ্চ বিদ্যুঃ কাঠাঃ লঘুতা নন পঞ্চ চ।

লঘুনি বৈ সমান্তা তা নন পঞ্চ চ নাড়িকাঃ ॥” (ভাগ্য ৩।১।৭)

(পুং) ৫ প্রাণায়ামবিশেষ। যে স্থানে প্রাণায়ামের নিয়মামুসারে ছাদশ মাত্রায় প্রাণায়াম হয়, তাহাকে লঘু প্রাণায়াম কহে। ইহাতে পুরক, কূড়ক ও রেচক এই তিনই হইবে।

“লঘুমধ্যোত্তরীয়াখ্যাঃ প্রাণায়ামস্ত্রিধোনিভঃ।

তস্ত প্রমাণং বক্ষ্যামি তদলঙ্ক শৃণুয মে ॥

লঘুর্দ্বাদশমাত্রস্ত্রিধোনিঃ স তু মধ্যমঃ।

ত্রিধোনিভস্ত্রি মাত্রাতিরুক্তমঃ পরিকীর্তিত্যনাম”

(সংস্কৃতশৃণু ২৯। ১৩-১৪)

(ত্রি) ৬ অঙ্ক, শুক্লহীন।

“তৃণাদপি লঘুত্ব লতু লাদপি চ তিক্রমঃ।

ন নীতো বাহুনা কামাদর্থপ্রার্থনশতরা ॥” (উট্ট)

৭ মনোজ্ঞ। ৮ ইষ্ট। ৯ নিঃসার। (মেদিনী)

“প্রজা রামঃ প্রিরোদন্তং যেনে তৎসঙ্গমোৎসবকঃ।

মহাবর্ষপরিক্ষেপং লঙ্কারাঃ পরিখালঘুম ॥” (রঘু ১২। ৬৬)

১০ ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, লঘুসংজ্ঞা, অ, ই, উ, ঋ, ও ১কার এই সকল বর্ণ লঘু। “হ্রস্বো লঘুঃ দীর্ঘো গুরুঃ” সংযোগের পূর্বে যদি লঘুবর্ণ থাকে, তাহা হইলে গুরু হয়। ১১ ছন্দঃ-শাস্ত্রোক্ত লঘুগণভেদ। ছন্দের লক্ষণে ‘ন’ এই শব্দ থাকিলে তিনটা লঘু, ‘স্ত’ শব্দে আদিগুরু এবং শেষ হ্রী লঘু, ‘থ’ শব্দে আদি লঘু, ‘জ’ আদি ও শেষ লঘু, ‘র’ লঘু, ‘ন’ প্রথম হ্রী লঘু ‘ত’ শেষ লঘু ‘ল’ একটা মাত্র লঘু বুঝাইয়া থাকে।

মস্ত্রিগুরুস্ত্রিগুরু নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরাহিলঘুর্ঘঃ।

জো গুরুমধ্যগতো বলমধ্যঃ সোহন্তে কথিতোহন্তলঘুত্বঃ ॥

গুরুরেকো গকারস্ত লকারো লঘুরেককঃ ॥” (ছন্দোম ১)

১২ রোগমুক্ত। (রাজনি) রোগ শরীর হইতে মুক্ত হইলে শরীর লঘু হইয়া থাকে। ১৩ বায়ু ও অগ্নিগুণবহল। (সুশ্রুত) ১৪ আকাশগুণভূরিষ্ঠ। (ত্রী) ১৫ পূজা নামক ঔষধি। পিঞ্জিলাক। (মেদিনী)

লঘু আচার্য্য, ত্রিপুরহস্তরীতোজ বা ত্রিপুরাজোজ, দেবীতোজ ও লঘুত্বপ্রোক্ত। লঘুগণিত নামকও প্রসিদ্ধ।

লঘুকঙ্কোল (পুং) বৃকভেদ (Pimenta Acris)

লঘুকণ (পুং) গুরুশীতক। (বৈয়াকনি)

লঘুকণ্টকী (ত্রী) লক্ষ্মাব, লক্ষাবতীলতা (Mimosa pudica)।

লঘুকর্কছু (পুং) ছিম্ববন, মেটেকুল (Zizyphus)। (বৈয়াকনি)

লঘুকণী (ত্রী) বুলী, বুলী। (বৈয়াকনি) বরাটী-মোরবেল।

লঘুকায় (পুং) লঘুঃ কারো বস্ত। ১ ছাদ। (ত্রি) ২ কুজশরীর। লঘুকান্দ্য (পুং) লঘুঃ কান্দ্যঃ। কটুকলঙ্ক। (রাজনি) লঘুকৌমুদী (ত্রী) বরদরাজকৃত সিদ্ধান্তকৌমুদীর সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগ্রন্থ।

লঘুক্রেম (ত্রি) ক্রতগমন। (অব্য) ক্রতপারবিধিক্রমে।

লঘুক্ৰিরা (ত্রী) ক্রুদ বা ক্রুদ কার্য্য।

“অজায়ুকে কবিশ্রান্তে প্রোভাতে মেঘভক্রে।

লক্ষ্যন্তোঃ কলহে চৈব বহ্নারন্তে লঘুক্ৰিরা ॥”

লঘুখটিকা (ত্রী) লঘুখটিকা। ক্রুদ খটা, পর্ধ্যার-আঙ্গনী।

লঘুখতর (ত্রী) প্রাচীন বাশভেদ। খরতর গছ। [জৈনশব্দ দেখ]

লঘুগন্ধাধর (পুং) উদরামর রোগে প্রযোজ্য চূর্ণক (ঔষধ) ভেদ।

লঘুগণ (পুং) লঘুগণঃ। অশ্বিনী, পূষা ও হস্তানক্ষত্র।

“উগ্রঃ পূর্বমধ্যান্তকাঞ্চবগণত্রিগুণ্যতরানি বত্-

কাতাদিত্যহরিব্রহ্ম চরণগণঃ পূষ্যবিহতা লঘুঃ ॥” (নীলিকা)

লঘুগর্গ (পুং) লঘুগর্গ ইব। ত্রিকণ্টকমৎস্ত, গর্গর মৎস্ত, চলিত গাগড়া মাছ। (হারাবলী)

লঘুগোধুম (পুং) হ্রস্বগোধুম, ছোট গম। গুণ—ষিষ্ট, শুষ্ক, বৃষ্য, কফর, আমদোষকর, মধুর, বীর্ঘ ও গুটিকর। (রাজনি)

লঘুচন্দন (ত্রী) কাঠাশুষ্ক। (বৈয়াকনি)

লঘুচিত্ত (ত্রি) লঘু চিত্তং যস্ত। ক্লান্তচিত্ত, দুর্বলচিত্ত।

লঘুচিত্ততা (ত্রী) চক্ৰলমনার ভাব ধর্ম্ম। চিত্তের হৈহয়হীনতা।

লঘুচিত্তামণিরস (ত্রি) রসোবধ বিশেষ।

লঘুচিতিটা (ত্রী) লঘুচিতিটা। মৃগেবাক, ছোট কাকুল (Colocynth)।

লঘুচেতস্ (ত্রি) লঘু চেতো বস্ত। ক্লান্তচিত্ত, নীচাশ্রয়।

লঘুচ্ছদা (ত্রী) মহাপাতাবরী। (বৈয়াকনি)

লঘুচ্ছদ্য (ত্রি) সহজে বাহা কাটা বা ধ্বংস করা যায়।

লঘুজঙ্কল (পুং) লাক্ষকণী। (ত্রিকা)

লঘুতর (ত্রি) অক্ষিপাশু, চলিত হালকা।

লঘুতা (ত্রী) লঘু তাবে তল-টা। লঘু, হীনতা, ক্রুদ্র, অরহ, লঘু তার বা ধর্ম্ম।

লঘুদন্তী (ত্রী) লঘুঃ কুজা দন্তী। কুজদন্তীক। ছোট দন্তী। (ভাবপ্র) [দন্তী দেখ]

লঘুদুন্দুভি (পুং) লঘুদুন্দুভিঃ। বাতভেদ, জগদ্বাত। (শঙ্কর)

লঘুদ্রাক্ষা (ত্রী) লঘুঃ কুজা দ্রাক্ষা। কাকলীদ্রাক্ষা। (রাজনি) কিসমিস।

লঘুদারবতী (ত্রী) বর্তমান দারবতী-নগরী।

লঘুনাভমণ্ডল (ত্রী) মণ্ডলাক্ষক চক্রভেদ।

লঘুনাম (ত্রী) লঘু লঘুবর্ণভূত নাম বস্ত। অঙ্কক। (শঙ্কর)

লঘুনারায়ণোপনিষৎ, উপনিষত্ত্বয়।

লঘুপঞ্চমূল (স্রী) লঘু ক্ষুদ্র পঞ্চমূল। 'ক্ষুদ্রপঞ্চমূলপাচন, শালপলী, পল্লিপলী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই ৫টা লঘুপঞ্চমূল। এই পাচন—লঘু, স্বাদু, বলকর, পিত্তানিলনাশক, নাড়্যক্ষ, বৃহৎ, গ্রাহক, অন্ন, বাস ও অশ্রুনাশক। (ভাবপ্র.)

লঘুপণ্ডিত (পুং) একজন নৈরাসিক। ইনি লঘুপণ্ডিতীয় নামক ভায়শাখ গ্রন্থের করেন। [লঘু আচার্য দেখ।]

লঘুপতনক (পুং) ১ দ্রুত পতনশীল। ২ হিতোপদেশোক্ত কাক।

লঘুপত্রক (পুং) লঘুনি পত্রাণি বস্ত্র কপ। রোচনী, শুভা-রোচনী। (শব্দচ.)

লঘুপত্রফলা (স্রী) লঘু উদ্বারিকা। (রাজনি.)

লঘুপত্রী (স্রী) লঘুনি পত্রাণি বস্ত্রাঃ ভীষ্ম। অশ্বখবৃক্ষ। (রাজনি.)

লঘুপরীশর (পুং) স্ততিশাস্ত্রভেদ।

লঘুপর্ণী (স্রী) ১ মূর্খা। ২ শতমূলী। (রাজনি.)

লঘুপাক (পুং) লঘুঃ পাকঃ যন্ত। পাকে লঘু, বাহা শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহাকে লঘুপাক কহে।

লঘুপাকিন্ (ত্রি) চীনাধাতু, চিনে ধান। (পর্যায়সূ.)

লঘুপাতিন্ (ত্রি) ১ শীঘ্র পতনশীল। ২ কাক।

লঘুপাণ্ডুরপুষ্পক (পুং) বীপান্তর খর্জুরিকা। (বৈজ্ঞানিকনি.)

লঘুপিচ্ছিল (পুং) লঘুঃ পিচ্ছিলঃ। ভূকর্কসূদারক, কাকলগাছ।

লঘুপুলস্ত্য (পুং) পুলস্ত্যকৃত ধর্মশাস্ত্রভেদ।

লঘুপুষ্প (পুং) লঘুনি ক্ষুদ্রাণি পুষ্পাণি যন্ত। ছুমিকদম্ব। (রাজনি.)

লঘুপ্রযত্ন (ত্রি) অন্নচেষ্টা আলস্যপ্রিয় বা কুঁড়ে।

লঘুফল (পুং) লঘু উদ্বার, ছোট ডুমুর। (বৈজ্ঞানিকনি.)

লঘুবদর (পুং) লঘুঃ ক্ষুদ্রো বদরঃ। ক্ষুদ্র কুল, মেটোকুল।

পর্যায়—হৃদয়ল, বহুকর, হৃদয়পত্র, হৃদয়পর্শ, মধুর, সরস, শিথিল-প্রিয়। পঞ্চকলগুণ—মধুরাঙ্গ, কক্ষবাতনাশক, রুচিকর, স্নিগ্ধ, ঈষৎ পিত্তাতি, দাহ ও শোষণনাশক। (রাজনি.)

লঘুবদরী (স্রী) ভুবদরী। (রাজনি.)

লঘুবৃক্ষপুরাণ (স্রী) ললিতবিস্তর গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

লঘুবাস্য, বৃত্তিবল্লভ নাটক-রচয়িতা।

লঘুব্রাহ্মী (স্রী) লঘুঃ ক্ষুদ্রা ব্রাহ্মী। ক্ষুদ্রব্রাহ্মী। পর্যায় জলোদ্ভবা, হৃদয়পত্রা। (রাজনি.)

লঘুভর্কী (স্রী) চিকোটক, চলিত চোঁচকা। (বৈজ্ঞানিকনি.)

লঘুভব (পুং) ১ নিমগ্ন। ২ নিরুপ্ত জ্ঞান।

লঘুভাগবত (স্রী) ভাগবতপুরাণের একখানি চূর্ণক।

লঘুভাব (পুং) ১ হালকা। ২ গুরুত্বহীন। ৩ সহজসাধ্য।

লঘুভূজ্ (ত্রি) লঘু লঘুপাকপ্রিয় ভূজ্ভুক্ত ভূজ-কিপ্। ১ লঘুপাকপ্রিয় ভোজনকারী। ২ অন্নভোজী।

লঘুভোজন (স্রী) বাহা সহজে ও অল্পসময়ের মধ্যে পরিপাক হয়, এরূপ পথ্য আহার।

লঘুমুছ (পুং) লঘুঃ ক্ষুদ্রো মছঃ। ক্ষুদ্রাঘ্রিমছ, চলিত ছোট গনিয়ারি (Premna spinosa)। (রাজনি.)

লঘুমাংস (পুং) লঘু শব্দং মাংসং যন্ত। (রাজনি.) তিত্তির-পক্ষী। (ত্রিকা.)

লঘুমাংসী (স্রী) গজমাংসী, হস্ত জটামাংসী। (রাজনি.)

লঘুমূত্র (স্রী) বীজগণিতোক্ত অল্পবিশেষ (The lesser root of an equation)। ২ বাহার আরম্ভ প্রাঞ্জল।

লঘুমূলক (স্রী) লঘু মূলং যন্ত কপ্। হৃদয়মূলক, নেপালমূলক।

লঘুযম (পুং) যযোক্ত স্ততিবিশেষ।

লঘুরাশি (পুং) অশ্বশাস্ত্রোক্ত রাশি বিশেষ, বহুরাশির বিপরীত।

লঘুলতা (স্রী) ১ কারবেলক, উচ্চ গাছ। ২ অনন্তা, অনন্তমূল। (বৈজ্ঞানিকনি.)

লঘুলয় (স্রী) লঘু শীঘ্র লীয়েত ইতি লী-অচ্। ১ বীরণ মূল। (অমর) ২ পীতোদরী। (বৈজ্ঞানিকনি.)

লঘুবাসস (ত্রি) পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়বাসপরিধানকারী।

লঘুবিক্রম (পুং) দ্রুত গমন।

লঘুবিক্রু (পুং) বিক্রু-কথিত স্ততি বিশেষ।

লঘুবৃদ্ধি (ত্রি) নীচ কার্যাবলম্বী। নিরুপ্ত জীবনবৃদ্ধি।

লঘুবেধিন্ (ত্রি) শীঘ্র বেধকারী। বেধকার্যে স্নিগ্ধপুণ।

লঘুশমী (স্রী) শমীবৃক্ষভেদ।

লঘুশঙ্খ (পুং) ক্ষুদ্রশঙ্খ, ছোট শাঁক। (বৈজ্ঞানিকনি.)

লঘুশান্তিপুর্নাণ, ক্ষুদ্র উপপুরাণভেদ।

লঘুশিবপুরাণ, উপপুরাণভেদ।

লঘুশিখরতাল (পুং) সঙ্গীতোক্ত তালভেদ।

লঘুসত্ত্ব (ত্রি) লঘুপ্রকৃতিক। লঘুচিত্ত।

লঘুসদাফলা (স্রী) লঘু সদা ফলাঃ যন্তাঃ সা লঘুসদাফলা।

লঘুদ্বারিকা, ছোট ডুমুর। (রাজনি.)

লঘুসার (ত্রি) লঘুঃ অন্নঃ সারো যন্ত। অন্নসারযুক্ত।

লঘুসুদর্শন (স্রী) আয়ুর্কেন্দ্রোক্ত চূর্ণবিষভেদ।

লঘুস্থানতা (স্রী) চঞ্চলতা। বাহারা একস্থানে অধিক সময় থাকিতে পারে না।

লঘুহস্ত (পুং) লঘুঃ ক্ষিপ্ৰকারী হস্তো যন্ত। শীঘ্রবেধী, যিনি অতিদ্রুত বাণক্ষেপ করিতে পারেন।

“ভূয়ঃ বজ্রপ্রহারেণ লঘুহস্তো বিধাকরোৎ ॥”

(কথাসরিৎসাং ৪২/১০০)

লঘুহস্ততা (স্রী) লঘুহস্ততা ভাবঃ তল-টাপ্। লঘুহস্ত, লঘুহস্তের ভাব, ধর্ম বা কার্য। শীঘ্র বাণক্ষেপ। ক্ষিপ্ৰকারিতা।

লঘুহস্তবৎ (ত্রি) লঘুহস্ত সূত্র। কিপ্রকারী।
 লঘুহারিত, হারিত কবি-প্রবর্তিত কৃতিশাস্ত্রভেদ।
 লঘুহস্তদয় (ত্রি) চকল চিত্ত। অস্থির মতি।
 লঘুহেমহৃদা (ত্রি) লঘুহেমহৃদা। লঘুহৃদিকা, ছোট-
 হৃদয়। (রাভনিং)
 লঘুকরণ (ত্রি) ১ হালকা করণ, কমান। ২ পণিতোক্ত অঙ্ক-
 বিশেষ।
 লঘুক্তি (ত্রি) লঘু: উক্তি:। লঘুকথন, অল্পকথন।
 লঘুস্থানতা (ত্রি) ১ সহজে উত্থান সমর্থ। ২ উত্তম স্বাস্থ্যসম্পন্ন
 (Good-health)। (দিব্যং ১৫৮১৩)
 লঘুতুষ্ণরিকা (ত্রি) ছোট তুষ্ণর। (রাভনিং)
 লঘুজীৱ (ত্রি) অজীৱভেদ।
 লঘুত্রি (পুং) অত্রিকবি-প্রবর্তিত কৃতিভেদ।
 লঘাত্মাডুস্বরাহা (ত্রি) লঘু উচ্চস্বরিকা, ছোট তুষ্ণর।
 লঘানন্দ (ত্রি) লঘু: আনন্দো বস্তু। ১ অল্প আনন্দবস্তু।
 (পুং) ২ অল্প-আনন্দ।

লঘানন্দরস (পুং) রসোবধবিশেষ। প্রকৃতপ্রণালী—পায়া,
 গন্ধক, লৌহ, বিব, অত্র প্রত্যেক ১ ভাগ; মরিচ ৮ ভাগ,
 সোহাগা চারিভাগ, ভূসরাঙ্ক ও অল্পবেতসের রসে সাতবার
 ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অল্পপান
 পাণের রস। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু, অরুচি, মলার্শি, প্রকৃষ্ট,
 অর ও বাতশ্লেষরোগ আত প্রশমিত হয়।

(রসেসজসারসং পাণ্ডুরোগাধিং)

২ বাতব্যাধি রোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রকৃতপ্রণালী—পায়া,
 গন্ধক, লৌহ, অত্র, বিব প্রত্যেক একভাগ, মরিচ ৮ ভাগ,
 সোহাগা চারিভাগ, ভূসরাঙ্ক ও পাড়িমের রসে প্রত্যেকটা পাঁচ
 বার ভাবনা দিয়া পাড়িমের কাথে বটী প্রকৃত করিতে হইবে।
 অল্পপান পোষ অল্পসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ-
 ২ সেবনে ভ্রম ও দাহের সহিত বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(রসেসজসারসং বাতব্যাধিরোগাধিং)

লঘাধিসিক্ত (পুং) আধিসিক্তের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।
 লঘাশিন্ (ত্রি) লঘু অল্প লঘুপাক গ্রন্থ বা অন্নোতি অন্ন-পিনি।
 লঘুভোজী, অল্পভোজী, হাহার লঘুপাক গ্রন্থ ভোজন করে।
 লঘাহার (ত্রি) লঘু: আহার: বস্তু। লঘুভোজী, যিনি অল্প
 আহার করেন। (পুং) ২ লঘু ভোজন।

লঘী (ত্রি) লঘু-ভীপ্ ১ লঘবস্তু, অতি ক্ষুদ্র।
 ২ সাদৃশ্যভেদ। ৩ পৃষ্ঠা, পিড়িপোক। ৪ ভক্তিকোষী।

লক্ষ (পুং) ব্যক্তি বিশেষ। (সানিনি ৪১১৩৯)

লক্ষক, বখশ ব্রাতা। পূর্ণ নাম অলক্ষার। (ঐকর্ষভরিত)

লক্ষটকট (ত্রি) ১ লক্ষের লক্ষসের লক্ষ ও বিলম্বলক্ষের কটা।
 (রামায়ণ ৭৪:২০) ২ লক্ষার কটা।

লক্ষা (ত্রি) রমভেদভাষিত রম্ বাহনকণ্ড কং রত লক্ষ (উণ-
 ৬৪০) টাপ। রক্ষ:পুত্রী, রাবণের রাজ্য।

ল্যোভি:শাস্ত্রভেদে এই লক্ষা পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত।

“লক্ষাভ্যন্তরে বমকোটরিতা: প্রাকৃপতিমে রোমকপত্তনক।

অবতত: সিদ্ধপুরং হুমেকসেরোহোৎথ বামো বড়বানলক।”

(সিদ্ধান্তিরোমনি)

অগ্নিপুত্রগণ লিখিত আছে যে, লক্ষাপুরী ত্রিংশৎ বোজন
 বিস্তীর্ণ, এই পুরীর প্রাকার সকল লক্ষানির্মিত। দক্ষিণসমুদ্রের
 তীরে ত্রিকূট নামে একটি পর্বত আছে, ঐ পর্বতের শিখরে
 মধ্যম লম্বা সমীপে কটা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া ইন্দ্রের জন্ম
 এই পুরী নির্মাণ করেন। এই পুরীতে পক্ষিগণও গমন করিতে
 সমর্থ নহে। লাক্সগণ হুবে এই পুরীতে বাস করিত।
 লাক্সেরা অমরাবতী লম্বা এই লক্ষানগরী প্রাপ্ত হইয়া তদানিক
 হ্রদাধর্ষ হইয়াছিল।

“ত্রিংশদবোজনবিস্তীর্ণং স্বর্ণপ্রাকারতোয়গাম্।

দক্ষিণতোমবেতীরে ত্রিকূটেন্দ্র নাম পর্বত:।

শিখরে তত শৈলত মধ্যমাধুনির্মিতৌ।

পতত্রিভিত্ত হ্রদাপাং টক্কিরিণং চতুর্দিশম্।

শত্রার্থং মংকতা পূর্ণং প্রেতগ্ৰাং বহুবংসরৈ:।

বসন্ত তত্র হৃদ্বর্ষা: স্থখং লাক্সসমুদ্রবা:।

লক্ষাঙ্গং সমাস্তাৎ শত্রুণাং শত্রুহননাং।

হ্রদাধর্ষা ভবিষ্যতি লাক্সসৈবাহতিবৃত্তা:।”

(অগ্নিপুং কশিলদর্শন নামাধ্যায়)

রামায়ণে লিখিত আছে যে, দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট
 নামে একটি পর্বত আছে, তাহার শিখরে অমরাবতীর দ্বার
 বিশালা লক্ষানামে একটি পুরী আছে। ঐ রক্ষসীরা পুরী হেরমর
 প্রাকার ও পরিখার পরিবৃত্ত এবং তোরণ সকল স্বর্ণ ও বৈদ্যু-
 দগিধারা রচিত ও সকল স্থান বজ্রলম্বুহে সজ্জিত। লাক্স-
 দিগের বাসের জন্য বিধকরী অতি বজ্রলম্বুহে এই পুরী
 নির্মাণ করেন। লাক্সগণ এই পুরীতে বাস করিয়া অতিশয়
 হৃদ্বর্ষ হইয়াছিল। পরে বিক্রম ভরে লাক্সগণ এই পুরী
 পরিত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুদিন এই
 পুরী লাক্সসমুদ্র অক্ষর থাকে।

পরে কুবের বিদ্রোহ আরম্ভে লক্ষাপুরীর অধীশ্বর হইয়া
 তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। পরে লাক্সগণ কখনও কখনও
 বসীরা হইয়া উঠিল এক কালিতে শাসিল যে, লক্ষাপুরী
 আমাদের পুণ্ডরীকস্থলকে নিবানকৃত। লক্ষ্য রাবণ

এই পুরী ছাড়াই দ্বিবার জন্ত কুবেরের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। কুবের রাবণের ভয়ে এই পুরী ত্যাগ করিয়া বাইলে রাবণ লঙ্কার অবস্থার হন। (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড)

[রাবণ দেখ।]

‘উপনিবেশ’ শব্দে লঙ্কার বর্তমান অবস্থিতি নিরূপণ করিবার জন্ত যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণপ্রয়োগ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রামচন্দ্র কপিলেন্দ্র সঙ্গে লইয়া সীতা উদ্ধারের জন্ত লঙ্কার গমন করিয়াছিলেন। সেই লঙ্কা কোথায়? তাহার বর্তমান নাম কি? সেই লঙ্কাপুরীর উৎপত্তি এবং তাহার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস লম্বন্ধে নিম্নে বর্ণনাসম্ভব প্রমাণ উদ্ধৃত হইল;—

বর্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় ভৌগোলিকগণ একবাক্যে বলেন, এখন বাহাকে আমরা সিংহল বা সিলোন বলি, তাহারই প্রাচীন নাম লঙ্কা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অতি পূর্বকাল হইতেই আমাদের পুরাণাদি-শাস্ত্রকারগণ লঙ্কা ও সিংহলকে দুই স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই জানিতেন। মহাত্মারও পুরাণাদিতে তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

“সিংহলান্ বর্করান্ রেঙ্কান্ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ।”

মহাভারত বন ৫১ অঃ, ২২ শ্লোক।

“লঙ্কা কালাজিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটাত্মা ॥ ২০

স্বত্বতাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাকীনিবাসিনঃ ॥” ২৭

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮ অধ্যায়।

এতদ্বির ভাগবত ৫। ১৯। ৩০, বৃহৎসংহিতা, ১৪। ১৫, প্রকৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লঙ্কা ও সিংহল দুইটা স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণে দক্ষিণদেশীয় স্থানাদির উল্লেখকালে লিখিত আছে— মলয় পর্বতের পরে তাম্রপর্ণী নদী, এই নদী সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদী উত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডুনগর, এই নগরের পুরণার স্বর্ণনির্মিত। পরে সাগরের নিকটে উপস্থিত হইবে, সমুদ্র পার হইয়া সাগরের মধ্যে অগস্ত্যানিবেশিত মহেন্দ্র পর্বত দেখিতে পাইবে। অপর পারে শতবোজন-বিস্তৃত অতিশয় প্রভাস্যন্ত একটা দ্বীপ আছে, এইখানে রাবণ বাস করে।

বর্ণা—

• • • মলয়ন্ত মহোদসঃ ॥

দ্রাক্ষাধানিত্যাক্ষমগন্ত্যমৃগিস্তমম্।

ততন্তেনাভ্যাজ্ঞাতাঃ প্রসঙ্গেন মহান্দনা ॥

তাম্রপর্ণাঃ প্রোহঙ্কুর্হাং তরিতাথ মহানদীম্।

না চন্দ্রনবনৈশ্চিহ্নৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপধারিণী ॥

কান্তেব যুবতী কান্তঃ সমুদ্রমবগাহতে।

ভতো হেমময়ঃ দিব্যঃ মুক্তামণিবিভূষিতম্ ॥

যুক্তং কণাটং পাণ্ডুনানং পতা দ্রাক্ষাথ বানরাঃ।

ততঃ সমুদ্রানাত্ত সস্ত্রধার্যার্থনিচ্চরম্ ॥

অগস্ত্যানাত্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ।

চিত্রসামুদ্রনগঃ ক্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পর্বতোত্তমঃ ॥

জাতরূপময়ঃ ক্রীমান্ অবগাতো মহাবলম্।

দ্বীপস্ততাপরে পারে শতবোজনবিস্তৃতঃ ॥

তত্র সর্কাস্তানা সীতা মার্গিতব্যা বিশেষতঃ।

তে হি দেশান্ত বধ্যস্ত রাবণস্ত ছুরাশ্বনঃ।”

কিষ্কিন্দ্যাকাণ্ড ৪১ সঃ। ১৫—২৫ শ্লোক।

মলয় পর্বতের বর্তমান নাম পশ্চিমবাট, এই পর্বতের যে স্থান হইতে তাম্রপর্ণী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থানকে এখনও অগস্ত্যাদি বলে। (Caldwell's Dravidian Grammar, Intro.p.48) তাম্রপর্ণী নদী তিনবেলী প্রদেশের মধ্য দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে সমুদ্রের নিকটে যে পাণ্ডুনগর স্থাপিত ছিল, তাহাকে প্রাচীন আরব্য ও গ্রীক ভৌগোলিকগণ ‘কোলক’ ও ‘কোএল’ এবং নিকটস্থ সাগরকে কোলকিকম্ • বলিতেন। সমুদ্র পার হইয়া মহেন্দ্র পর্বত। ইহাই সিংহল দ্বীপের বর্তমান মহিস্তল পর্বত বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, বোধ হয় তৎকালে তাম্রপর্ণী নদী-প্রবাহিত ভূমিখণ্ড দক্ষিণাংশে আরও অনেকটা বিস্তৃত ছিল। এই নদী অতিক্রম করিয়াই সিংহলদ্বীপে যাইতে হইত, এজন্য সিংহলদ্বীপকে পৌরাণিককালে তাম্রপর্ণী বলিত। গ্রীসের প্রাচীন পুরাণবিদগণ বলেন, পাণ্ডুনগর মুক্তা আহরণ জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহাভারতের মতে, সিংহলদ্বীপে লোকে মুক্তা আহরণ করিত। রাজহর-যজ্ঞকালে সিংহলদ্বীপের লোকেরাই রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুক্তা উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

“সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মুক্তাসম্ভবাত্তথৈব চ।

শতশচ কুখ্যন্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্ ॥”

সভাপর্ব ৫১। ৩৬।

রামায়ণেই আবার অপর স্থানে লিখিত আছে, হনুমানাদি বানরগণ সীতারেষণ করিতে করিতে দক্ষিণদেশ অতিক্রম করিয়া এক অজ্ঞাতপূর্ব পর্বতগন্ধারে উপস্থিত হয়। এই স্থানের নাম ঞ্জবিল। ইহার চারিদিকেই দুর্গম পর্বতশ্রেণী। বানরগণ এইস্থানে আসিয়া ক্লান্ত ও পথভ্রান্ত হইল। (তাহারা পূর্বে অগ্রীবেয় নিকট গুনিয়াছিল, মহেন্দ্র পর্বতের পরে, সমুদ্রের পরপারে রাবণনিবাস লঙ্কাদ্বীপ; কিন্তু এই স্থানের বিবরণ তাহারা পূর্বে কখন অবগত হয় নাই।) অনেক অমুসন্ধান করিতে

• কোলকিকম্ সাগরের বর্তমান নাম বারার উপসাগর। (Lasten.)

করিতে এই ভয়ঙ্কর গম্বীর মধ্যে এক বোজন গম্বীর পর তাহার এক রমণীর স্থান দেখিতে পাইল। সেই স্থানে নীল, বৈদূর্ঘ্য মণি ও পরিণী সকল পতঙ্গদলে পরিবৃত্ত রহিয়াছে, রক্ত ও কাকনির্মিত বিমানসকল শোভা পাইতেছে, মুক্তা-জালে সমাবৃত্ত সুবর্ণগবাক্ষুক্ষ হেম ও রক্তনির্মিত গৃহসকল বিভ্রম্যমান রহিয়াছে (ইত্যাদি।) তাহার অনতিদূরে একজন তপ-স্বিনীকে দেখিতে পাইল। এই তপস্বিনীর নিকট হইতেই সকলে জানিতে পারিল,—

“মরো নাম মহাভোজা মারাবী বানরবর্ষ।
ডেনেবঃ নির্মিতঃ সর্গঃ মারায় কাকনঃ বনম্ ॥
পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্মা বচুঃ হ।
স তু বর্ষসহস্রাণি তপতগু। মহাবনে ॥
পিতামহাশ্বঃ শেতে সর্কমৌশনসঃ ধনম্।
বিধায় সর্গং বলবান্ সর্কামেশ্বরত্বা ॥
উবাস স্মৃতিং কালঃ কক্ষিধস্মিন্ মহাবনে।
তনুপরাশি হেমায়ঃ সক্তঃ দানবপুংসবম্ ॥
বিক্রম্যেবাশনিং গৃহ জ্বালামেশঃ পুরন্দরঃ।
ইদঞ্চ ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়ৈ বনমুত্তমম্ ॥”

কিকিঙ্ক্যা ৫১ সঃ। ১০—১৫ শ্লো।

মহাভোজা মারাবী মরাদব মারাবলে এই কাকনমর বনভূমি নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্বে দানবদিগের বিশ্বকর্মা ছিলেন। তিনি এই মহাবনে সহস্রবর্ষ তপস্তা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে বরস্বরূপ ঔশনস-রচিত সর্কপ্রকার শিল্পশাস্ত্র লাভ করেন। এইরূপে তিনি সর্কশক্তিসম্পন্ন ও স্বসৃষ্ট ভোগ্য বিষয়ের ভোক্তা হইয়া কিছুকাল সুখে এই বনে বাস করেন। সেই সময়ে হেমা নারী অঙ্গরাতে আসক্ত হওয়ার দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা হেমাকে এই অমৃতময় বন প্রদান করেন।

মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থের মতে সিংহলদ্বীপের একটি বিভাগের নাম ময়। বর্তমান আদমশৃঙ্গ বা ত্রীপাদশৈল ও তন্নিকটস্থ স্থান ময়রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। (Tennent's Ceylon, Vol. I p. 337 n.) বদিও মহাবংশে সিংহল, নাগদ্বীপ ও তান্ত্রপ এক দ্বীপের পর্ধ্যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই বোধমত অনেকটা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রথমেই মহাবংশপ্রণেতা সিংহল এই নাম লুইয়াই পোল রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্বে এই স্থানের নাম সিংহল ছিল না, বজ্ররাজকুমার বিজয়-সিংহ এই দ্বীপ জয় করিলে তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম ‘সিংহল’ হয়। কিন্তু সেই সময়ের অনেক পূর্বে যে এই

স্থানকে সিংহল বলিত, তাহা মহাভারতের অনেকস্থলেই উক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া তান্ত্রপ (সিংহল) ও নাগদ্বীপ যে দুইটি স্বতন্ত্র, তাহা সকল পুরাণ পাঠেই জানা যায়।

রামকপিলেন্দ্র মতে নাগরভীরে উপনীত হইবার পর নল ১০০ বোজন পরিমিত সেতু নির্মাণ করিয়াছিল। ইহাতে জানা যাইতেছে, সেই সমুদ্রতীর হইতে লঙ্কা বেলাকুমি ১০০ বোজন অর্থাৎ ৪০০ কোশ।

কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বরদ্বীপ হইতে সেতু আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বর্তমান আদমশৃঙ্গ ত্রিকোণেই কেহ কেহ নল-নির্মিত সেতু বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা আধুনিক লোকদিগের কল্পনামাত্র। রামেশ্বর দ্বীপ হইতে নলসেতু হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান আদমশৃঙ্গত্রিকোণে আদমশৃঙ্গনগর নির্দশন বলিতে প্রস্তুত নহি। যে সকল সর্পিণী স্থান সেই নলসেতুর প্রস্তরখণ্ড বলিয়া অনেক মনে করেন, সে শুধি সমুদ্রতটোতে তৃপীকৃত বালি অথবা বেলপাথর (Sandstone) মাত্র। ভূতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ খণ্ড সকল নিতান্ত আধুনিক সময়ে গঠিত। (Ouden Nieuw Oost Indien, Ch. XV. P. 218.) ইহার নিকটেই সমুদ্রের বক্ষললিলা মধ্যে বিস্তর প্রবাল দেখা যায়। কালে প্রবালসমূহ ঐ খণ্ড সকলে মিলিত হইয়া দ্বীপাকারে পরিণত হইবে।—অনেকের মতে পূর্বে সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের সহিত মিলিত ছিল। বিশেষতঃ বর্তমান রামেশ্বর দ্বীপ হইতে সিংহলের বেলাকুমি ১০০ বোজন নহে।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পালিগ্রন্থ মহাবংশ প্রথম রচিত হয়। ঐ মহাবংশের মতে সিংহলের অপর নাম লঙ্কা। কিন্তু ঐ সময়ে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে) প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং সিংহল-দ্বীপে গমন করেন। তিনি সিংহল দ্বীপকে লঙ্কা বলেন নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—“সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে একটি পর্বত আছে, ঐ পর্বতকে লোকে লঙ্কা বলে। সেখানে যক্ষ প্রকৃতি বাস করে।” সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, হিউএনসিয়াংএর সময়েও সিংহল-দ্বীপকে কেহ কেহ লঙ্কাদ্বীপ বলিত না। সিংহল-দ্বীপের সুদূর দক্ষিণ-পূর্বে লঙ্কা নামে একটি সামান্ত পর্বত থাকিলেও সমগ্র সিংহলকে আমরা রামায়ণোক্ত লঙ্কা বলিতে পারি না। সিংহলে লঙ্কা-পাহাড় আছে শুনিয়াই কেহ যদি সিংহলকেই লঙ্কা বলিতে চান, তাহা হইলে অনেক কান্দীরের অন্তর্গত লঙ্কা দ্বীপকে অনান্যাসেই রাবণের লঙ্কা বলিতে পারেন। কেবল একটি নামের মিল পাইলে প্রাচীন জনপদাদির অবস্থিতি নিরূপিত হইতে পারে

না। সেই সেই স্থানের ভূতব, চতুর্দিক ও উপর দিকাবির সহিত কর্তমান নির্দিষ্ট স্থানবির ভূতবাবির সোসানু হইলে তবে সেই সেই প্রাচীন জনপদাবির কতকটা লক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা লক্ষা-সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতানুসারে লক্ষা ও নিম্নলিখিত দুইটি বড়ই বীপ। এখন দেখা যাউক, কোন স্থানকে আমরা লক্ষা বলিতে পারি।

অধিকারাদে লিখিত আছে—

“ত্রিংশবোজনবিতীর্ণা বর্ণপ্রাকারতোরণাম্।

বর্ণিকাজোবধেতীরে ত্রিকুটো নাম পর্বতঃ।

শিখরে তত শৈলত মধ্যমেত্বুলসিগিহে।

পতত্রিত্তিত্ত হস্তাপাং টকজিরে চতুর্দিশম্।

শত্রুর্ধং মৎকতা পূর্বাং প্রেতাদ্বেববৎসরেঃ।

বসন্ত তত্র চরুর্বাঃ ব্রুথং বাক্সপুস্বাঃ।”

লক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকুট নামক পর্বত আছে, সেই পর্বতের মধ্য শিখরে সাগরের নিকটে ৩০ বোজন-বিতীর্ণা বর্ণ-প্রাকার ও ভোরণাশিখোড়িত লক্ষাপুরী। এই পুরী পক্ষি-নিগেরও হ্রদ। পূর্বকালে ইত্রের জন্ত বহু বৎসর ধরিয়া বহুকে আমরা (বিষকর্ণা) দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। হে চরুর্বা বাক্সপুস্বা! সেই স্থানে ব্রুথং বাস কর।

সামাগ্রেণও লিখিত আছে,—

“বর্ণিকাজোবধেতীরে ত্রিকুটো নাম পর্বতঃ। ২২

হবেল ইতি চাপ্যাডো বিতীয়ো বাক্সপুস্বাঃ।

শিখরে তত শৈলত মধ্যমেত্বুলসিগিহে ২৩

শতুর্দৈরপি হস্তাপাং টকজিরে চতুর্দিশম্।

ত্রিংশবোজনবিতীর্ণা পতবোজনমারতা ২৪

বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবীতা।

মহা লক্কেতি নগরী শত্রুজ্ঞপ্তেন নির্মিতা।” ২৫

(উত্তরকাত ৫৫ সর্গ।)

হে বাক্সপুস্বা! লক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকুট নামক পর্বত এবং তাহার মত আর একটি হবেল নামক পর্বত আছে। সেই শৈলের মধ্য শিখরে মেঘসদৃশ, বিশেষতঃ পাখা সকল চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ার, উহা পক্ষীনিগেরও হ্রদ। আমি (বিষকর্ণা) সেই শিখরে ইত্রের আবেশে লক্ষা নির্মাণ করিয়াছি, ঐ নগরী ত্রিংশবোজনবিত্তিত্ত, একশত বোজন আরত, বর্ণপ্রাকার-শোভিত এবং হেমময় তোরণে পরিবৃত।

আবার অপর স্থানে লিখিত আছে,—

“শিখরত ত্রিকুটত প্রাণ্ড চৈকং বিবিশ্বশুশ্ব।

সমস্তাং পুশসমাজ্ঞং মহারজতসমিতম্।

শতবোজনবিতীর্ণা বিমল চারুদর্শনম্।

নিবিষ্টা তস্য শিখরে লক্ষা রাবণপালিতা।

বর্ণবোজনবিতীর্ণা ত্রিংশবোজনমারতা।

শা পুরী গোপ্তরকটকঃ পাণ্ডুরাশ্বসরিভেঃ।

লক্ষাকমেস শালেন রাজভেন চ শোভতে।

প্রাসাদৈশ্চ রিধানৈশ্চ লক্ষা পরমভূষিতা।”

(লক্ষাকাণ্ড ৩৯ সর্গ।)

যাহার মহোচ্চ শিখর আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই ত্রিকুট-পর্বত পুশসমাজ্ঞ হওয়ার চরুদর্শন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সেই গিরি শতবোজন বিতীর্ণা বিমল চারুদর্শন, তাহারই শিখরে রাবণপালিতা লক্ষাপুরী। সেই লক্ষাপুরী বর্ণবোজন বিতীর্ণা এবং ত্রিংশবোজন আরত। সেই নগরী পাণ্ডুরাশ্ব মেঘসদৃশ সূর্য ও রজত প্রাসাদ এবং বিমানসমূহে বিভূষিত।

সামাগ্রেণ মতে লক্ষার নিম্নলিখিত উদ্ভিদ আছে—

“চন্দ্রকাশোবকুলশালিতালসদাকুলা।

তমালপনসম্ভরা নাগমালা-সমারতা।

হিতালৈরক্ষ্মৈর্নৈশৈঃ সপ্তপঠৈঃ স্তম্ভপাতিতঃ।

ভিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমস্ততঃ।”

(লক্ষাকাণ্ড ৩৯ সর্গ।)

চন্দ্রক, অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, পনস, নাগ-ফেনর, হিতাল, অর্জুন, কদম্ব, সপ্তপর্ণ, ভিলক, কর্ণিকার ও পাটল।

ভাষ্করাচার্য লিখিয়াছেন,—

“লক্ষাপুরেবকর্ণ্য যদ্বাদয়ঃ ত্রাং

তত্রা নিদার্কং বমকোটিপৃষ্ঠাম্।

অথতলা সিদ্ধপুরেবস্তকালঃ

তাদ্রোমকে রাজিবদং তদৈব।

যদোজ্জরিতাঃ কুচভূর্ভাণে

প্রাচ্যাং বিনি জন্ম বমকোটিরেব।

ততস্ত পশ্চাৎ ভবেববতী

লকৈব ততঃ ককুত প্রভীচ্যাম্।”

গোলামার ৩৪৪—৪৩।

যখন লক্ষার দ্ব্যোদয় হয়, তখন (তাহার নব্বই অংশ পূর্বে) বমকোটিতে মধ্যাক, শিখপুরে সূর্য্যাক এবং দোমকপদ্মনে জিহ্মর জাতিকাল। বমকোটি উজ্জয়িনীর ঠিক পূর্বে নব্বই অংশে ঘুরে অবস্থিত, আবার লক্ষা বমকোটির ঠিক পশ্চিমে, উজ্জয়িনী পশ্চিমে নহে।

কদম্বদ্বারের কুমারিকা-খণ্ডের মতে লক্ষাঘেণে ৩৬০০০ প্রাণ আছে।

“বট্‌জিৎসহ সহস্রাণি লক্ষ্যমেশঃ প্রকীৰ্ত্তিত।”

(কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অধ্যায়)

স্বর্গাসিদ্ধান্তের মতে—“লক্ষা ভারতবর্ষের একটি নগর।”

(স্বর্গাসিদ্ধান্ত ১২।৩৯)

ব্রহ্মাওপুরাণের মতে—বব্বীপের পর মলয়বীপ, এই মলয় নামক বীপের অন্তর্গত পর্বতের সাহস্রদেশে লক্ষাপুরী।

“তথাচ মলয়বীপং মেরুমেব স্তম্ভতম্।

মণিরত্নাকরঃ ক্ষীতমাকরঃ কমলস্য চ ॥

অনেকযোজনাবিধে চিত্রাশঙ্করীপুংহে।

তস্য কূটতে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণে ॥

নির্বৃহবহুবিচিত্রা হর্ম্যপ্রাসাদমালিনী।

শতযোজনবিতীর্ণা ত্রিংশদযোজনমারতা ॥

নিত্যপ্রমুখিতা ক্ষীতা লক্ষা নাম মহাপুরী।

স্বা কামরূপিণ্যং স্থানং রাক্ষসানাং মহাস্থানাম্।

আবাসো বলদৃষ্টানাং তদ্বিদ্ধ্যাদেববিদ্বিষাম্ ॥”

(ব্রহ্মাও অম্বুজপাদে ৫৩ অঃ।)

সাধারণে লক্ষাকে স্বর্ণলক্ষা বলিয়া থাকেন। রামায়ণে একস্থানে লিখিত আছে,—

“ময়বস্তো বব্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।

স্ববর্ণরূপাকবীপং স্ববর্ণকরমণ্ডিতম্ ॥” কিঃ ৪০।৩০

উক্ত শ্লোকের দ্বারাও জানা যাইতেছে, বব্বীপের কাছেই স্ববর্ণ ও রূপাকবীপ। অতএব ব্রহ্মাওপুরাণের সহিত রামায়ণের বিশেষ ঐক্য হইতেছে।

স্বর্গাসিদ্ধান্তে লক্ষা ভারতবর্ষের একটি নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্বকালে ভারতমহাসাগরীয় বীপগুলিও ভারতবর্ষের মধ্যেই গণিত হইত। ব্রহ্মাও প্রকৃতি পুরাণে লিখিত আছে,—

“অম্ববীপং বব্ববীপং মলয়বীপমেব চ।

শম্ববীপং কুম্ববীপং বরাহবীপমেব চ ॥ ১৪

এবং বড়োতে কথিতা অম্ববীপাঃ সমস্ততঃ ॥ ৪১ ॥

ভারতবীপদেশো বৈ হক্ষিপে বহুবিশ্রবঃ।”

(ব্রহ্মাওপুরাণ ৪৮ অঃ)

অতএব ব্রহ্মাওপুরাণের মতানুসারে মলয়বীপের অন্তর্গত লক্ষাপুরী বলিলে, পৌরাণিক মতে তাহা ভারতবর্ষ হাড়া নহে। হুতরাং স্বর্গাসিদ্ধান্তের সহিত অনেক হইতেছে না।

বব্ববীপকে এখন সকলে “বাবা” বলিয়া থাকেন। ভারতমহাসাগরে এই বীপটির অবস্থিতির বিষয় অনেকেরই অবগত আছেন, তাহা বলা অনাবশ্যক।

তবে বব্ববীপের নিকটেই যে লক্ষা ছিল, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। আবার ব্রহ্মাওপুরাণ নির্দেশ

করিতেছে, লক্ষাপুরী মলয়বীপের অন্তর্গত। এক্ষণে পূর্ব-ঈশ-বীপের অন্তর্গত ভ্রামনেশের নিকটস্থিত বিতীর্ণ কুম্ববীপকে মলয় প্রারোবীপ বলে, উহা বব্ববীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার মলয়ভাতির প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তাহারাজ্ঞানাহা বীপস্থ ফেলডাবু নামক স্থানে পূর্বে থাকিত, উহা তাহারদের অদি-বাসস্থান এবং ঐ স্থানকে তাহারাজ্ঞান মলয় বলিত। *

এই মলয়ভাতির তাহা এখনও স্তম্ভাঙ্গ প্রকৃতি বীপ হইতে অট্টেলিয়া এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কার পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।† ভারতমহাসাগরের বীপসমূহে প্রায় এক তাহা প্রচলিত থাকায় সহজেই বোধ হয় এই মলয়ভাটী তিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতিগণ পূর্বে একজাতি ছিল, কেহ অনভ্যাবহার থাকিয়াও কালক্রমে সভ্য হইয়াছে, কেহ বা সভ্য হইয়াও পুনরায় অবসৃত্যেবে নিতান্ত অসভ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই মলয়ভাটী জাতিগণ রকঃ বা রাক্ষস জাতি বলিয়া রামায়ণাদিতে উক্ত হইয়াছে। এখনও বব্ববীপের নিকটবর্তী ক্রোরিনবীপে এক প্রকার কদাকার ভীষণ রক্তবর্ণ অসভ্যজাতি বাস করে,‡ তাহারদের সকলকেই রক্তঃ বলিয়া থাকে। তাহাদের বভাবও রাক্ষসের মত। ঐ বীপের মধ্যেই নরাত্তক নামে নামে একটা নগর আছে, এই নামটিও সংস্কৃত নরাত্তক শব্দের বিকৃত পাঠ বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। এই বীপের নিকটেই এখনও রাম, লক্ষণ, নীল ও মল প্রকৃতি রামায়ণোক্ত বীরগণের নামানুসারে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীপও রহিয়াছে।

বাবা হউক ব্রহ্মাওপুরাণের মতানুসারে বীকৃত হইতেছে মলয়ের মধ্যেই লক্ষাপুরী। রামায়ণের মতে, এই মলয়ের নাম স্ববর্ণ-বীপ, তাহার বর্তমান নাম স্তম্ভাঙ্গ।

বর্তমান মানচিত্রে দেখিতে পাই, স্তম্ভাঙ্গ বীপের উত্তর পূর্বাংশে পর্বতের সাহস্রদেশে ও সমুদ্রের নিকটে ‘দোনীলংকা’ নামক একটি নগর রহিয়াছে, উহা “স্বর্ণলক্ষা” শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। আবার এই বীপের অন্তর্কর্তী হীরক অন্তরীপের (Diamond Pt.) নিকট একটি বন্দরকে এখনও

* Crawford's Indian Archipelago, Vol II. p. 371-2
ব্রীসদেশীর প্রাচীন ভৌগোলিকগণ এই মলয়কেই Chersonosus Area অর্থাৎ স্বর্ণবীপ বলিতেন।

† English Cyclopaedia, Vol. xi. p. 656.

‡ English Cyclopaedia (Geography), Vol. II. p. 1045 ; III, 704.

§ সংস্কৃত রাক্ষসবীর প্রাকৃত রূপ।

¶ নরাত্তক শব্দের অর্থও রাক্ষস। রাক্ষসের একজন পৌরাণিক নামও নরাত্তক।

‘লক্ষ্য’ বলে। এখনিও এই দ্বীপের উত্তরপশ্চিমাংশে কাকনগরি (Golden Mt.) রহিয়াছে।* ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ হইতেছে, রামায়ণোক্ত ‘লক্ষ্যপুত্রী’ অথবা ‘সুবর্ণদ্বীপ’ বর্তমান সুমাত্রাদ্বীপকে বুঝাইত। সুমাত্রা, সুবদ্বীপ ও স্রেগিস দ্বীপের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত বিত্তীর্ণ সমুদ্রকে এখনও এখানকার বৃগী জাতিরা ‘লক্ষ্যই’ সাগর বলিয়া থাকে। এতদ্বারাও লক্ষ্য কতকটা স্থান নির্ণয় হইতে পারে। বহুবার ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উৎপাত প্রকৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবে সুমাত্রার দক্ষিণস্থ বিত্তীর্ণ ভূভাগ লব্ধপূর্ণদ্বীপ হইয়াছে, প্রাচীন লক্ষ্যরাজ্যের সেই অংশই লক্ষ্যবতঃ ‘লক্ষ্যই’ সাগর নামে পরিচিত হইয়াছে।

বহিও এই সুমাত্রাদ্বীপে হিন্দুজাতি এখনও বাস করেন না, বহিও হিন্দুনির্মিত মন্দিরাদির কিছুমাত্র ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না, কিংবা ইতিহাসেও লিখিত নাই, কিন্তু এমন অনেক প্রমাণ আছে, দ্বারা আমরা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের পর হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণ স্বর্ণলভের আশার এই স্থানে আগমন করিতেম।† সুমাত্রার মধ্যস্থল হইতে প্রাচীন হিন্দু রাজগণের নানা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও হিন্দু-প্রাধান্যের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

এই দ্বীপে এখনও মঙ্গল, ইন্দ্রগিরি, ইন্দ্রপুর ইত্যাদি হিন্দু-ঐশ্বর্য সংকৃত নাম নগর ও নদীবিশেষে রহিয়াছে। এখন মলয়জাতি যে স্থানকে আপনাদিগের আদিজন্মভূমি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা যে স্থানে সমধিক সুবর্ণ উৎপন্ন হইত, এখনও সেই স্বর্ণময়ী ভূমির নিকট দিয়া ইন্দ্রগিরি নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নামগুলি পাঠেও স্পষ্টই দৃশ্যমান হয়, যে এক সময়ে হিন্দুগণ এই সুমাত্রাদ্বীপে আসিরা উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপে অলঙ্কেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন।

(সহস্রাব্দিক ১৯১৪)

* ত্র্যম্বকপুরাণে ইহাই ‘কাকনগর’ নামে মলয়দ্বীপের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। “তথা কাকনগরিত মলয়তাপরত হি।” ব্রহ্মাণ্ড ৫৩ অঃ

† পুস্তকের পর হইতে এই লক্ষ্যদ্বীপে অনেকই স্বর্ণলভাভাগ্য গমনাগমন করিতেম। কলকাত্তারের সাধারণতঃ দিগলিখিত বচনের দ্বারা তাহা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে।

“তবিসাধি কলো কালে করিতা বৃণমানবাঃ।

ভেদ্য স্বর্ণত লোভেন দেবভার্ষগমার চ ৪০।

মিত্যকবাগমিষ্যক্তি তাকু। রক্ষকৃতং ভদ্রম” ৪১ সাগরবন্দ ১৪ অঃ

রাম স্বর্ণায়োজন করিলে পর তৎপুত্র কুল লক্ষ্যর আগমন করিয়াছিলেন, তাহাও সাগরবন্দে উল্লিখিত হইয়াছে। [সাগরবন্দ ১৮ অঃ ১০-১২ প্রাক দেখ]। এই সুমাত্রার পাশ্চিমে উপসাগর নামে একটি দ্বীপ আছে, উহা স্বাভাবিক রূপক দ্বীপ বলিয়াই অনুমিত হয়।

২ মাথা। ৩ শাকিনী। ৪ কুলটা। (মেদিনী) ৫ ধাতু-বিশেষ। পর্যায়—করালত্রিষ্টা, কাস্তিকা, কক্ষণাশ্বিকা। ইহার গুণ—রুচিকর, শীতল, শিত্তনাশক, বাতকারক ও শুষ্ক। (রাজনিঃ)

লক্ষ্য (দেশজ) কু-মরিচ। [লক্ষ্যমিচ দেখ।]

লক্ষ্যাদাহিন (পুং) লক্ষ্য দহতি তচ্ছীলঃ দহ-গিনি। হনুমান্। লক্ষ্যাদ্বীপ, ভারত মহাসাগরস্থিত একটি দ্বীপ। রামায়ণোক্ত রাক্ষসপতি রাবণ এখানে রাজত্ব করিতেম। [লক্ষ্য দেখ।]

লক্ষ্যধিপতি (পুং) লক্ষ্যায় অধিপতিঃ। রাবণ। (জটধর)

লক্ষ্যনাথ, লক্ষ্যদ্বীপের অধিপতি। রাক্ষসরাজ রাবণ। অর্ক-চিকিৎসা ও নিবন্ধসংগ্রহ নামক হুইথানি বৈদ্যকগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্যপিকা, লক্ষ্যয়িকা (স্ত্রী) পুষ্কা, চলিত পিড়িং শাক। (শব্দরত্নাঃ) লক্ষ্যপিকা পাঠও পাওয়া যায়।

লক্ষ্যমরিচ, অনামপ্রসিদ্ধ দ্রুপবিশেষ। ইহার ফল বা বীজকোষ ‘লক্ষ্য’ নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্রে, কাশ্মীরের নিম্নতর শৈলমালা-সমূহে এবং চন্দ্রভাগা-প্রবাহিত উপত্যকা ভূমির ৬০০ ফিট উচ্চ স্থানেও এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পর্বতজাত লক্ষ্য স্বভাবতঃই বেশী ঝাল হইয়া থাকে। কাশ্মীরের পার্শ্বা-প্রদেশে ৭ প্রকার লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য, গঠন ও বর্ণ দ্বারা উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি হয়। বাঙ্গালারও ৫টি বিভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য আছে। কিন্তু পার্শ্বাভ্যন্তরীণ লক্ষ্যের স্থায় তাহা ঝাল হয় না। লক্ষ্যর আকৃতি প্রধানতঃ লক্ষ্য, কতকগুলি চেপ্টা, চোকা, বক্রাকার, তীক্ষ্ণমূখ, শিষ্টিদ্রুপ, মৃদুগণ্ডা বা অমৃদুগণ্ডা বিশিষ্ট, বর্ণ প্রায়ই শোহিত, তবে কোন কোন স্থানে শ্বেত, হরিদ্রাবর্ণ অথবা লাল, সবুজ সাদা বা হরিদ্রাবর্ণ বৃত্তও দেখা যায়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং যুরোপীয় রাজ্যসমূহে লক্ষ্যমরিচ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—মউশ, বাজক, লালমরিচ, মরুচা, মিরুচ, গাছমিরুচ; বাঙ্গালা—লালমরিচ, লক্ষ্যমরিচ, গাছমরিচ; ভোট—সুজ-কমশা; কুমায়ুন—মাটংসা-বজক; কাশ্মীর—মিউল-আ-বদুন, মিরুচ-বামুন; গুজর—লালমরিচ, মরুচ; কচ্ছ—মিরুচ; মরাঠী—মিরুশিলা; তামিল—মিলগাই, মুলাগাই, মোর্গে, মোলাগু; তেলগু—মিরপাকর, মেরপুকাই; মলবার—কপু-মোলগু, কল্ল-মোলক; কণাড়ী—মেনমিনা-কায়ি; সংস্কৃত—মরিচকলম; আরব—কিলকিলে, অহম্মুর; পারস্য—ফিলকিলে-সুর্থ, শিলপিলে-সুর্থ; শিলাপুর—মিরিশ, রত-মিরিশ; ব্রহ্ম—নারু-শি, না-যোপ; ইংরাজী—Chilly, করাসী—Poivre de Guinée, poivre du Brésil,

d' Inde. এবং অন্তান্ত রাজ্যে—Red pepper ও chilly বা Chilensis প্রভৃতি নামে পরিচিত।

উদ্ভিদতত্ত্বের Solanaceae বিভাগের Capsicum শ্রেণীমধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্যমরিচকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার আশ্বাষ ঝাল ও কটু। চৈ, গোলমরিচ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক খাদ্যাদির ঝাল-আশ্বাষ বৃদ্ধি করিতে বাজ্ঞানিকিতে দেওয়া যায়, সেইরূপ লক্ষ্য ও রন্ধনকালে বাজ্ঞানিকিতে বাটুনা বা কোড়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহা বেগেতি মসলার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

উদ্ভিদবিদগণের বিশ্বাস—লক্ষ্য আমেরিকার প্রথমে উৎপন্ন হইত। দক্ষিণআমেরিকার চিলিবিভাগে প্রথমে লক্ষ্য দেখা গিয়াছিল, তদবধি উহার ইংরাজি নাম চিলি হইয়াছে। ইহার উৎকট কটুতা দারুণ শীতের জ্বার তীব্র বলিয়াও হয় ত Chill শব্দ হইতে (Chilly নামকরণ হইয়া থাকিবে; কিন্তু অধিক সম্ভব চিলিদেশ হইতে প্রথমে উহা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সমানীত হয়। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রাচীনকালে লক্ষ্য ও মহালক্ষ্য নামে প্রচারিত ছিল। সেই লক্ষ্যদ্বীপ হইতে উহা ভারতে আইসে বলিয়া উহা এখানে লক্ষ্য নামেই খ্যাত হইয়াছে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে Bontius চিলি ও ব্রজিলদেশজাত লক্ষ্যর উল্লেখ করিয়াছেন। (Jac. Bontii, Dial. V. p. 10.) ক্রাশীরাঙ্গো প্রচলিত লক্ষ্যর নামদৃষ্টে বোধ হয় যে, গিনি, ভারত ও ব্রজিলই এককালে লক্ষ্য উৎপাদনের প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ হোভ বোম্বাই প্রদেশে লক্ষ্য উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন। বিদেশজাত এ দ্রব্য ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তিনি কোহুল প্রকাশ করেন নাই। তৎকালে গোয়া প্রদেশে যে মরিচ উৎপন্ন হইত, তাহা সাধারণে গোয়াই-মরিচ নামে পরিচিত ছিল।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে প্রথম লক্ষ্যর চাস হয়। তাহার বলনে, উহার পরবর্ত্তিকালে ভারতে লক্ষ্য আমদানী হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পশ্চিমীজ নাবিকগণ ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ হইতে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও পরে ভারতে আনিয়া থাকিবেন, কিন্তু এ মীমাংসা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ যে হিন্দুগণ এক সময়ে জুমরা, যব, বলি ও লক্ষ্য প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারা কি আমেরিকার স্পিকটবর্ত্তী মহালক্ষ্য-দ্বীপজাত 'লক্ষ্য' নামক এই উদ্ভিদ ভারতে আনয়ন করেন নাই? গোল মরিচের জ্ঞান কটু জানিয়া তৎকালীন সম্ভ্রান্ত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থে উহাকে "মরিচ" জাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অধিক সম্ভব গোলমরিচের জ্ঞান সম্পূর্ণসম্পন্ন নহে দেখিয়া উহা তৎকালে অনাদৃত হইয়াছিল। তাই বৈজ্ঞানিকগণে কুমারিচ নামে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। লক্ষ্যদ্বীপজাত বলিয়া

ইহা লক্ষ্য বা লক্ষ্যমরিচ নামে পরিচিত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার গুণ—কোপন, বিদাহী, অর্শবৃদ্ধিকর, অন্নকর, গুরুপাক, বিষ্টী ইত্যাদি। [মরিচ শব্দ দেখ।]

লক্ষ্যচাষের জন্ত মৃত্তিকার বিশেষ সার দিবার আবশ্যক করে না। কোদাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া উহা সামান্য ভাবে সার সংযুক্ত করিলেই যথেষ্ট হয়, পরে ঐ ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে মেরুশৃঙ্খলার মৃত্তিকারানি উত্তোলিত করিয়া তাহাতে গাছগুলি রোপণ করিতে হয়। প্রথমে একস্থানে বীজ ছড়াইয়া গাছ উৎপাদন করা হইয়া থাকে। ৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত চারা বড় হইলে রোপণ করাই নিরম। চারাগুলি ১৪ বা ২ ইঞ্চি অন্তর পুতিয়া সেই ক্ষেত্রে উদ্ভিন্নরূপ জলসেক আবশ্যক এক ক্ষেত্রে অপর কোন আগাছা না জন্মে তথিবারে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

উপরে লক্ষ্যর জাতিবিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংরাজীতে বাহাকে Red Popper বলে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম Capsicum annum এবং বাঙ্গালার উহা লাল গাছমরিচ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর একটা জাতি C. frutescens ইহার ইংরাজী নাম Chilly, Goat pepper, Cayenne pepper, Spur pepper। এই জাতীয় লক্ষ্যর গাছগুলি কোপা কোপা এবং লক্ষ্য উপরোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহা গাছমরিচ প্রভৃতি নামে পরিচিত; কিন্তু হিমালয় প্রদেশে "খর্সানি", মলয়ালমে "চব-লোম্বোক চীনা মরিচ ও লবামেরা", শিঙ্গাপুরে "বাশ মিরিশ" নামে খ্যাত। দক্ষিণ আমেরিকা, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এই জাতীয় লক্ষ্য প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই আমাদের দেশে চীনে লক্ষ্য বা খর্গামুখী লক্ষ্য বলিয়া খ্যাত। C. grossum শ্রেণীর লক্ষ্য বাঙ্গালার ও হিন্দুস্থানে কামরাজা লক্ষ্য বা কাক্রি লক্ষ্য বলিয়া খ্যাত। ইহা অতিশয় ঝাল। কৃষকেরা এই জাতীয় লক্ষ্যর চাস করেন না। কোন কোন উদ্ভানে সখের বনবর্তী হইয়া উদ্ভানপালক এই লক্ষ্যর গাছ রাখে। ইহার ফলগুলি সিল্পুরের জ্বার গাঢ় লোহিতবর্ণ, দেখিতে ঠিক রক্তবর্ণবর্ণের মত। ফালের উগ্রতা দেখিয়া লোকে ইহাকে কাঁচা বা বাজ্ঞানিকিতে দিয়া খায় না। যুরোপীয়গণ প্রায়ই অল্পের আচারে অথবা বীজ বাহির করিয়া অন্তান্ত নমুনা তদ্ব্যবহারে পুত্রিয়া এই লক্ষ্য তিনি-গারের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। বাঙ্গালীরা "আমতিল" প্রভৃতি আচারে লক্ষ্য ভিজাইয়া রাখে। C. minimum বা C. fastigiatum বাস্তব জাতের ক্ষুদ্রাকার হয় বলিয়া ধানীলক্ষ্য নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্বিন্ন বরী ফল বা বটফলের জ্বার লালবর্ণ ও গোলাকার আর এক প্রকার লক্ষ্য দেখা যায়। উহাকে লোকে

বোচ কলের নামাইলারে বুঁচিলক্ষা বা কুলে লক্ষা বলে। চতুর্মণি-লক্ষা নামে ছোট লক্ষার আর একটী প্রেমী দেখা যায়।

কাচা, পাকা, তকনা ও আচরে ডিঙান সকল প্রকার কুকাই লোকে খায়। বাঙালিদিগের কাল ও আচারাদির গন্ধ বৃদ্ধি করিতে লক্ষার ব্যবহার অধিক হয়। বাঙালীর লক্ষার কাথ হইতে রোগাক্রান্তের জ্বর একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার কুকাই কাল। অল্পকালান্তর 'জাম' বা 'জেলির' সহিত ইহা মিশাইয়া খাইতে উত্তম লাগে। ইংলণ্ডেও লক্ষ্যসেবনের যথেষ্ট সমাদর আছে। তকনা লক্ষা চোঁকিতে কুটরা ও জাঁতার পিথিয়া করে যাহা হাঁকিয়া বোতলে রাখিলে নষ্ট হয় না। ক্যারি প্রাইডারের সঙ্গে এই লক্ষ্যচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজভাষি লক্ষ্যপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় :—"Try a chili with it, Miss Sharpe," said Joseph, really interested. "A chili ?" said Rebecca, hesitating. "Oh yes !" . . . "How fresh and green they look," she said, and put one into her mouth. It was hotter than the curry ; flesh and blood could bear it no longer."—*Vanity Fair*, ch. iii.

বৈষ্যক্যে লক্ষা কুম্মিচ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা লীপন, জরিরকর ও বলবর্ধক। বেদনামুক্ত হানে লক্ষা বাটরা প্রলেপ দিলে সেই স্থান শাল হইয়া উঠে এবং বেদনা নাশ করে। আলজিরা বাভিলে অথবা জিহ্বামূলে কাঁটা হইলে সেই স্থানদ্বয়ে লক্ষা বসিয়া বা টিপিয়া ধরিলে উপকার দর্শে। সাময়িক বা দ্রুতিত গলকন্ঠরোগে লক্ষ্যসিঁড় জলের কুলকুচা অথবা জিহ্বামূলে জল রাখিয়া কুলকুল করিলে বেদনার উপশম হয়। চিনি ও কতলা সহযোগে লক্ষার লোকেজ্ঞ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গদোষ বিদূরিত হয়। গায়ক ও বক্তাদিগের এই লোলেজ্ঞ অতি প্রিয়। ইহা ম্যালেরিয়ানাশক ও গলগণ্ডনিবারক। কুহুরের কামড়ানি ক্ষতে ও সর্পদষ্ট হানে লক্ষা বাটরা প্রলেপ দিলে বিবনাশ করে। মহাত্যারোগে (Delirium Tremens) ২০ গ্রেণমাত্রা সেবনে ফল দর্শে। গলকন্ঠে একবোতল জলে ৪ ভ্রাম লক্ষা সিঁড় করিয়া সেই জল লাগাইলে ক্ষতস্থান শুকাইয়া আইসে। পাঁচভাগ নারিকেলতৈলে উত্তমরূপে লক্ষা টোরাইয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়। অজীর্ণরোগে রেউচিনি, লক্ষা ও গুঁট সমভাগে পেষণপূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। বিহুচিকারোগপ্রাপ্ত রোগিকে অহিকেনমিশ্রিত লক্ষার কাথের সহিত হিষ্টবীজ মিশাইয়া স্বর যাত্রার বাইতে দিলে উপকার দর্শে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ জীপপুঞ্জে আরক্তজ্বরে (Scarlatina) এইরূপ একটা লক্ষার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা আছে। জা খাইবার চামচের দুই চামচ লক্ষ্যচূর্ণ ও দুই চামচ

লবণ থলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহাতে এক পাইন্ট (Pint) উত্তম জল ঢালিয়া দিবে। ঐ জল শীতল হইলে কাপাসবস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহাতে পুনরায় অর্ধ পাইন্ট মাত্রা তিনিগার মিশাইয়া লইবে। প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে চাপানের ১ চামচ প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর। বালকগণের বয়স ও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Bucholz ও Bracconnot লক্ষা (capsicum) হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা Capsicin নামক একটা পদার্থ আবিষ্কার করেন। ইহাই লক্ষার সার বা কটুত্ব (acridity)। Capsiacin এর ধানা বর্ণনীয় $C_8 H_{14} O_2$; ৫০° সেন্টি° উত্তাপে গলিয়া যায় এবং ১১৫°C উত্তাপে উপিত থাকে।

লক্ষ্যারি (পুং) রামচন্দ্র।

লক্ষ্যারিকা (স্ত্রী) পিঙ্কিশাক।

লক্ষ্যাবতার, সমস্তভ্রুকৃত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থভেদ।

লক্ষ্যশিজ, বৃক্ষভেদ (Euphorbia Tirucalli)।

লক্ষ্যস্থায়িন্ (পুং) লক্ষ্যবৎ তিষ্ঠতীতি স্থা-গিনি। বৃক্ষবিশেষ, লক্ষ্যসিঁড়। (শব্দচ.) লক্ষ্যায় তিষ্ঠতীতি। (ত্রি) ২ লক্ষ্য-বাসী, বাহায়া লক্ষ্য অবস্থান করে।

লক্ষ্যেশ (পুং) লক্ষ্যায় জ্ঞঃ পতিঃ। রাবণ। (ত্রিকা.)

লক্ষ্যেশ্বর (পুং) ১ রাবণ। কালায়িকদ্রোণনিবৎ, প্রাকৃত কাম-ধেহ ও শিবভক্তি নামক তিনখানি গ্রন্থ ইহার বিরচিত বলিয়া প্রকাশ। [লক্ষ্যনাথ দেখ।] ২ লক্ষ্যাবীপ শিবলিঙ্গভেদ।

লক্ষ্যেশ্বররস (পুং) কুষ্ঠরোগাধিকারে রসৌষধিবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পায়দ, অত্র, তাত্র, গন্ধক, হরিভাল, শিলাজতু, অল্পবেতস এই সকল তিন দিন মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটা প্রস্তুত করিতে হইবে। অল্পপান—মধু ও দুগ্ধ। ইহা ভিন্ন ত্রিকলা, মজিষ্ঠা, বচ, পাটলা, মূলা, কটুকী ও হরিদ্রাকাথ অল্পপানেও সেবন করা বাইতে পারে। এই ঔষধসেবনে কুষ্ঠরোগে বিশেষ উপকার হয়। (রসেন্দ্রসারসং কুষ্ঠরোগাধি.)

লক্ষ্যেশবনারিকেলতু (পুং) অর্জুন। "লক্ষ্যেশ বনারিঃ হনুমান্ স কেতুর্ভক্ত সঃ" (ভারত ৪।১২।১৪ স্লোকে লীলকর্ষ)

লক্ষ্যোপিকা (স্ত্রী) পূকা। (শব্দরত্না.)

লক্ষ্যোয়িকা (স্ত্রী) পূকা। (শব্দরত্না.)

লক্ষ্যনী (স্ত্রী) অশ্বরশ্মির অংশভেদ।

লক্ষ (পুং) লক্ষতীতি লক্ষ-গতো-অচ্। ১ লক্ষ। ২ বিড়গ, জার, উপপতি। (বেদিনী)

লক্ষ (বিশেষ) লবণ শব্দের অপভ্রংশ লবণ।

লক্ষক (পুং) উপপতি। জার।

লঙ্গতারাঈ, পার্বত্য ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত একটি গিরিশ্রেণী।
ইহার প্রধান শৃঙ্গ কৈলপুই ১৫৮১ এবং সিম্বাসিয়া ১৫৪৪ ফিট
উচ্চ। [লক্বাই দেখ।]

লঙ্গদন্ত, একজন প্রাচীন কবি।

লঙ্গফুল (দেশজ) ১ গুল্মভেদ (Loncera quinquelocularis)।

২ গ্রীলোকমিগের একপ্রকার অলঙ্কারভেদ, ইহা কর্ণে কিংবা
নাসিকায় ব্যবহৃত হয় ও লবঙ্গ ফুলের স্তায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লঙ্গুর (পারসী) নোহিনির্মিত বড়শীর স্তায় বক্রাকার শলাকা-
ভেদ। সমুদ্রবক্ষে অথবা নদীতে পোত আটকাইয়া রাখিবার
নিমিত্ত আবশ্যক। প্রধানতঃ ইহাতে বড়শীর ফলার স্তায় দুইটি
বা চারিটি বৃহদাকার বক্র শলাকা একত্র গাঁথা থাকে। এক
একটি জাহাজের লঙ্গুর ৫০৬০ মণ পর্যন্ত ভারি হয়। ইহার
এদেশে প্রচলিত নাম লোঙডু বা নোঙর।

লঙ্গুরীন, আসাম প্রদেশের খসিয়া পর্বতের অন্তর্গত একটি সামন্ত-
রাজ্য। ইউ-বোর নামক একজন সর্দার এখানকার অধিকারী।
চুণের কারবার জন্য এখানে যে চুণাপাথর উত্তোলিত হয়, তাহার
স্বত্বগ্রহণই ইহার প্রধান রাজস্ব। খাঙ, ছোলা, লঙ্কা ও হরিদ্রা
এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এখানে কয়লার খনি আছে।

লঙ্গুল (ক্বী) ১ লাসুল। ২ লাসুল নামক জনপদ।

লঙ্গাই, আসামের শ্রীহট জেলার অন্তর্গত একটি নদী। আসাম-
সীমার বাহির হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে উত্তরপূর্ব-
গতিতে পার্বত্য ত্রিপুরা ও লুসাইশৈলের মধ্য দিয়া এই জেলার
মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে প্রবাহিত
হইয়া করিমগঞ্জের নিকট শরমা বা বরাক নদীর কুশিয়ারা শাখায়
মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উত্তরকূলে জারুল (Lagerstrœ-
mia Flos-Reginæ) ও নাগেশ্বর (Mesua ferrea) বৃক্ষের
বন আছে। এই বনভাগের একস্থানে গবর্মেণ্টের হাতি
খরিবার খেলা আছে।

লঙ্গিম, লঙ্গিময় (ত্রি) সংযোগের উপযুক্ত।

লঙ্গুল (ক্বী) লাসুল। (উচ্চল)

লঙ্গুলিয়া, দক্ষিণভারতের মধ্যপ্রদেশ বিভাগে প্রবাহিত একটি
নদী। সংস্কৃত নাম লঙ্গল এবং তেলগু ভাষায় নাঙল নামে
কথিত। গোণ্ডবান পর্বতের কালাগুড়ী নামক স্থানের নিকট
হইতে উদ্ভূত তিনটি পার্বত্য জলধারার সম্মিলন হইতে এই নদীর
উৎপত্তি। অনন্তর দক্ষিণপূর্বাভিমুখে জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া
প্রবাহিত হইয়া মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন ও গঙ্গাম
জেলার ভিতর দিয়া চিকাকোলের দক্ষিণে সমুদ্রে পড়িয়াছে।
এখানে নদীবক্ষে ২৪টি খিলানবৃত্ত একটি লঙ্ঘন সেতু নির্মিত
আছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া “গ্রেট ট্রাঙ্করোড” নামক রাস্তা

চলিয়া গিয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জীবন ঋটিকার সেতুর বিশেষ
ক্ষতি হইয়াছে। এই নদীর তীরে শিলাপুর, বিরাণ, রায়গড়
(রায়গড়), পার্বতীপুর, পালকোণ্ডা ও চিকাকোল নগর
অবস্থিত। সালুর ও মল্লুবা নামক দুইটি শাখা নদী ইহার
কলেবর পুষ্ট করিতেছে।

লঙ্গুর, যুক্তপ্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটি গিরিশৃঙ্গ।
এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত। অক্ষা° ২৯° ৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°
৪০' পূঃ। এইস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৪০১ ফিট উচ্চ। এখানে
জলসরবরাহের সুবিধা না থাকায় ঐ শৃঙ্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লঙ্কাক (ত্রি) ১ অতিক্রমকারী। ২ নিয়মতন্ত্রকারী। ৩ সীমা-
বহির্গামী।

লঙ্ঘন (ক্বী) লঙ্ঘ-লুট। উপবাস।

“জগ্রে লঙ্ঘনমেবাদ্যাবুপদিষ্টমুতে জরাৎ।

করানিগভয়ক্রোধকামশোকক্রমোদ্রবাৎ॥” (চক্রপাণি জরাধি°)

নবজগ্রে প্রথমে লঙ্ঘন দিতে হয়। তাহা দ্বারা বাতশিষ্ট
কফের পরিপাক, অগ্নির বীপ্তি, শরীরের লঘুতা, জ্বরের উপশম
এবং ভোজনে ইচ্ছা ক্রিয়ায় থাকে। বাতজ্বরে; ভয়, ক্রোধ,
শোক, কাম ও পরিশ্রমজনিতজ্বরে; ধাতুকরজনিতজ্বরে এবং
রাজযন্ত্রজনিতজ্বরে লঙ্ঘন বিধেয় নহে। যাহারা বায়ুপ্রধান,
ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, মুখশোষযুক্ত, লম্বযুক্ত এবং বালক, বৃদ্ধ, গভীণী
বা দুর্বল এই সকল ব্যক্তিরও লঙ্ঘন কর্তব্য নহে।

লঙ্ঘনবিহিতজ্বরেও অধিক লঙ্ঘন দ্বারা দুর্বল হওয়া বিধেয়
নহে। বিশেষতঃ অধিক লঙ্ঘন দ্বারা অহিসঙ্কিতে বা সমস্ত
শরীরাবয়বে বেদনা, কাশ, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা,
শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা, মনের চঞ্চলতা বা ভ্রান্তি,
অধিক উল্কার, মোহ, অরিমান্দ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব
উপস্থিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণে যথারীতি উপবাস দেওয়া
হইলেই সম্যাক্রূপে মল, মূত্র ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা,
বর্ধনির্গম, মুখ ও কণ্ঠপরিষ্কার, তন্দ্রা ও স্নান্ধির নাশ, আহায়ে
রুচি, একসময়ে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয়, অন্তঃকরণের প্রশান্ততা এবং
বিকৃত উল্কার প্রভৃতি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। (হৃঙ্গত)

২ প্রবন, চলিত ডিগান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অগ্নি
লঙ্ঘন করিতে নাই।

“ন চাগ্নিঃ লঙ্ঘয়েদীমান্নানোপদধ্যায়ঃ কচিৎ।

ন চৈনং পাদতঃ সূর্য্যঃ সূর্যেন ন ধমেষুঃ॥” (কুর্ধপু-উপনি° ১৫অ°)

৩ অতিক্রম।

“ন চাপ্যধর্মঃ কল্যাণ বহুপত্নীকতা নৃণাং।

শ্রীণামধর্মঃ হুমহান্ ভর্তৃঃ পূর্ব্বত লঙ্ঘনে॥” (ভারত ১।১৬৯।৩৬)

৪ অঘের গতিভেদ, অঘের প্রুত গতির নাম লঙ্ঘন।

‘পুত্ৰ লজ্জনাং পক্ষিগুণগতাহারিক’ (হেম)

৫ লায়বকর বিবি। ৬ লঘুজ্ঞান। ত্রিরাং টাপু।

৭ অবমাননা।

“অন্তঃপাণি ববংশস্ত লজ্জনাং ত্রিরাং হি বা।

তাং নালাং কত্রিঃ সোচুং কিং পুনঃ পিতৃদারপনুঃ”

(মার্কণ্ডেয়পুঃ ১৩৪১৩৩)

লজ্জনক (ত্রি) ১ বদ্যায় লজ্জন করা যায়। ২ সেতু।

(দ্বিবাং ৩৪০।২২)

লজ্জনীর (ত্রি) লজ্জ-অনীরয়। লজ্জনের যোগ্য, লজ্জনাই, লজ্জনের উপযুক্ত।

লজ্জনীরতা (ত্রি) লজ্জনীর-তল-টাপু। লজ্জনীরের ভাব বা ধর্ম, লজ্জনীরত্ব, লজ্জন।

লজ্জালজ্জি (দেশজ) ১ লাকালাকি। ২ পুনঃ পুনঃ প্রাচীর উন্নয়ন। ৩ ঘূসোঘুসি।

লজ্জিত (ত্রি) লজ্জ-ক্ত। কৃতলজ্জন, যিনি লজ্জন করিয়াছেন।

লজ্জ্য (ত্রি) লজ্জ-যৎ। লজ্জনীয়।

লজ্জ, লজ্জ, চিহ্ন। ত্রিাণি পরমৈ সৰ্গ সেট্। লট্ লজ্জতি। লিট্ লজ্জ। লুঙ্ অলজ্জীৎ।

লজ্জমন্ (হিঙ্গি) লজ্জণ।

লজ্জমণ্ড, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটি নগর। শীকর-সর্দার রাও রাজা লক্ষ্মণসিংহ কর্তৃক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। [লক্ষ্মণগড় দেখ।]

লজ্জমন্জি, খন্দভাবার একখানি ব্যাকরণগ্রন্থ।

লজ্জমির্চাঁদ, কুমায়ূনের টাংবংশীর একজন রাজা।

লজ্জমিনারায়ণ, বারাণসীবাসী একজন ঐতিহাসিক। ইনি গুল-এ-রাণা নামক এক তজ্জিকিরা প্রণয়ন করেন।

লজ্জমিরাম, একজন হিন্দু কবি। ইনি স্বীয় কবিত্বশক্তির জন্ত সুরুর উপাধি লাভ করেন।

লজ্জমিবাই, বরদারাজ মলহররাওর মহিবি। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার একটি পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া গৃহীত হয়।

লজ্জমাদেবী, মিথিলার একজন রাজমহিবি। [লক্ষ্মীদেবী দেখ।]

লজ্জ, ১ ভৎসনা। ২ বীপ্তি। ৩ লজ্জা। ৪ ভজ্জন। ভাদি-পরমৈ সৰ্গ সেট্। লজ্জার্থে অক° আয়ানে°। দীপ্যার্থে অক°। লট্ লজ্জতি। ইতিং লজ্জি লজ্জাতু লজ্জতি। লিট্ লজ্জ, ইতিংপক্ষে লজ্জ। লুঙ্ অলজ্জীৎ, অলজ্জীৎ।

লজ্জার্থে লট্—লজ্জতে। লিট্ লেজে। লুট্ লজ্জিতা। লুঙ্ অলজ্জিষ্ট। সন্ লিলজ্জিষতে। যঙ্ লালজ্জাত। যঙ্ লুক্ লালজ্জি। পিচ্ লাজ্জতি। লজ্জতে। ললজ্জ। লজ্জিতা।

লজ্জিষ্যতে। অজ্জিষ্ট। লজ্জ-অবস্ত চুরাদি। ভাষণ। পরমৈ অক° সেট্। লট্ লজ্জতি। লজ্জ-ক্ত। লজ্জিত, লজ্জ।

লজ্জকারিকা (ত্রি) লজ্জ লজ্জা করোতীত্ব কৃ-ণুল, টাপু, অত ইৎ। লজ্জালুতা। (শব্দমালা)

লজ্জর, পার্শ্বত্যা আভিভেদ। (দেশজ) নজর, দৃষ্টি।

লজ্জবর্দ, বনাকমানের অন্তর্গত একটি নগর।

লজ্জক (ত্রি) ১ বনকার্পাসী Gossypium। ২ ব্রাহ্মণশ্রেণী ভেদ। (সহ্যং ২।৫১৫)

লজ্জরী (ত্রি) লজ্জালুকা। (রাজনি°)

লজ্জা (ত্রি) লজ্জনমিতি লস্ক ব্রীড়নে (শুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ টাপু। অস্তঃকরণগুণবিশেষ, ব্রীড়া, অহুচিত কর্ম করিলে পরে জানিতে পারিবে এই যে ভয়। চলিত লাজ, পর্যায়—মন্দাক, হ্রী, ত্রপা, ব্রীড়া, অপত্রপা, মন্দাক, লজ্জা, ব্রীড়া, ব্রীড়ন। (শব্দরত্না°)

“লজ্জা ত্রিরাং যদি চেতসি তাদসংশয়ঃ পর্ত্তরাজপুত্র্যোঃ।

তং কেশপাশং প্রসন্নীক্য কুর্খ্য্যালপ্রিয়ং শিথিলং চমধ্যঃ”

(কুমারসং ১।৪৮)

২ লজ্জালু। (রাজনি°) ৩ বরাহক্রান্তা। (চক্রধ°)

লজ্জাকর (ত্রি) লজ্জাজনক।

লজ্জাস্থিত (ত্রি) লজ্জা অধিতঃ। লজ্জায়ুক্ত।

লজ্জাপ্রদ (ত্রি) লজ্জাদানকারী।

লজ্জালু (পুং ত্রি) লজ্জবাস্য অস্তীত্যর্থ আনুঃ। বনাম-খ্যাত ক্ষুপবিশেষ। (Mimosa pudica) লজ্জাবতীলতা। ভিন্নদেশীয় নাম—হিন্দী—লজ্জালু, লজ্জাবতী; বাঙ্গালয়—লাজক, লাজকীলতা, লজ্জাবতী; কুমায়ুন—লাজবাতী; পঞ্জাব—লাজবতী; পশ্চ—ঝান্স; মরাঠী—লাজালু, লাজরি; গুজর—লাজালু-খওয়ানি; তামিল—তোতলবড়ি; তেলগু—পেঙ্গনিজা-কটী, অওপত্তি; কণাড়ী—মুহুগুড়বরে; ব্রহ্ম—তকমুম; সংস্কৃত—বারাহক্রান্তা, লজ্জালু; পর্যায়—রক্তপানী, শমীপত্রা, স্পৃকা, খদিরপত্রিকা, লকোচিনী, লম্বী, নমস্কারী, প্রসারিকী, সপ্তপর্নী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জা, লজ্জরী, স্পর্শলজ্জা, অন্তরোধিনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা, বগুপ্তা, অজবিকারিকা, মহাতীতা, বশিনী, মহোবহি।

ভারতের উচ্চপ্রধান দেশমাজ্জেই, বিশেষতঃ নিম্ন বঙ্গে এই গাছ প্রভূত পরিমাণে জন্মে। তথায় রাতার উত্তর পার্শ্বই সপুষ্প লজ্জাবতীর জন্মে সমাবৃত দেখা যায়। যদি কোন পথিক ঘটনাক্রমে সেই বনের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তাহার পশ্চাত্তাগে সমস্ত পত্রই অবনত হইয়া স্থলিয়া পড়ে।

গুণ—কটু, শীতল, শিথাতিলার, শোক, দাহ, শ্রম, ঝাস,

ত্রণ, কুষ্ঠ ও কফনাশক। (রাহনি°) ভাবপ্রকাশমতে—নীতল, তিক্ত, কবার, ককপিভনাশক, রক্তপিত্ত, অতীসার ও বোমি-
রোগনাশক।

Ainslie বলেন, মলবার উপকূলবাসী পাথরীর বেদনার
ইহার শিকড়ের কাথ পান করে। কয়মগুল উপকূলবাসী
বাইতীজাতি অর্শ ও ডগন্দর রোগে ইহার শিকড়ের
কাথ এবং ছই বা ততোধিক পরিমাণ ছুয়ের সহিত
দিবাভাগে ইহার পত্রচূর্ণ সেবন করে। ডগন্দর ক্ষতো-
পরি ইহার রস লাগাইয়া দিলে উপকার দর্শে। পক্ষাব প্রবেশেও
পূর্বেক্লপে লজ্জাবতীর মূল ও পত্রের ব্যবহার আছে। অজ
কুসংস্কারাপন্ন লোকে নির্দিষ্ট ঋতুতে পত্র ও শিকড় তুলিয়া দেয়।
মূলোৎপাটনের শুভ মুহূর্ত্তে তাহারা একটা উৎসব সম্পন্ন করে।
ঐ মাসের প্রথম সপ্তাহে যে মূল উৎপাটন করা হয়, তাহা পিত্তজ
পীড়ায় ও জ্বরাদিতে উপকারক। দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তোলিত
পত্রমূলাদি কামলা, অর্শ প্রভৃতি রোগে এবং তৃতীয় সপ্তাহের
মূলাধি কুষ্ঠ, বসন্ত ও মামড়ী রোগে (Scab) বিশেষ ফলদায়ক
হয়। কোকণ জেলায় ইহার পত্র বাটিয়া কোরগের উপর
দিবার ব্যবস্থা আছে এবং ইহার রস সমমাত্রায় ঘোড়ার মূত্রের
সহিত মাড়িয়া যে অগ্নন প্রস্তুত হয়, তাহা চক্ষুপক্ষের ঝগুরোগে
(cornea) লাগাইয়া দিলে বিশেষ ফল দান করে। উহা
স্বস্তপরি লেপন করিলে প্রথমে জ্বালাবোধ হয় এবং সেই স্থান
লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। তখন ঐ স্থানে নূতন বেদনা জন্মে
এবং পরে ঐ পূর্ব বেদনা নাশ হইয়া থাকে। স্ফোটকাদিতে
তুলার সহিত ইহার পত্ররস নিষিক্ত করিয়া ক্ষত মধ্যে পুরিয়া দিলে
উপকার দর্শে।

রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, লজ্জাব লতার
সক্ সক্ শিকড়ে শতকরা ১০ ভাগ tannin থাকে। হীরাকসের
(Salt of iron) সহিত মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট কালি
প্রস্তুত হয়।

২ লজ্জাবুতন। [হৃদিকা শব্দ দেখ] (ত্রি) লজ্জা অন্তর্ভবে
আপু। ৩ লজ্জাবীল, চলিত লাজুক।

লজ্জাবৎ (ত্রি) লজ্জা বিত্তভেদত মতুপ্ মত বঃ। লজ্জাবুক।
ত্রিয়াং ঙীপ্।

লজ্জাবীল (ত্রি) লজ্জা এব লীলং বত। লজ্জাবুক। লাজুক।
ত্রিয়াং টাপ্।

লজ্জাবানু (ত্রি) নিরাজ্জ।

লজ্জাবাহীন (ত্রি) বাহার লজ্জা নাই। লজ্জাবানু।

লজ্জিত (ত্রি) লজ্জাবুক।

লজ্জিতভাব, গ্রহগণের বহুতাবের অন্তর্গত এক ভাব।

“পূজ্যপেইগতঃ ষোড়ো রাহবৃক্ষেণ বহু ভবা।

রবিমন্দকুর্জৈবৃক্ষেণ লজ্জিতো গ্রহ এব ঙ।” (কলিত জ্যোতিষ)

কোন গ্রহ যদি লস হইতে পক্ষম গৃহে রাহর সহিত মিলিত
ভাবে অবস্থান করে, অথবা রবি কিংবা শনি বা মঙ্গলের সহিত
মিলিত হইয়া লজ্জা দ্বিগুণ স্থান মধ্যে যে কোন স্থানে অবস্থিত
হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহ লজ্জিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে।
যে মহাব্যের পুত্র (পক্ষম) স্থানে লজ্জিত কোন গ্রহ থাকে,
তাহার সকল সন্তানই নষ্ট হয়, কেবল একটামাত্র জীবিত থাকে।

লজ্জিরী (স্ত্রী) লজ্জালুকা। (রাহনি°)

লজ্জিকা (স্ত্রী) লজ্জালুকা লতা। লাজুক। (রাহনি°)

লজ্জ্যা (স্ত্রী) লজ্জা। (শকরত্ন°)

লজ্জা (স্ত্রী) ১ উপহার, উপঢৌকন। ২ উৎকোচ।

লজ্জুন (স্ত্রী) শক্তের (Eleusine coracana)

লজ্জ, ভাসন, দীপ্তি। অদন্তরূপাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্
লজ্জয়তি। লজ্ অললজ্।

লজ্জ (পুং) লজ্জয়তি শোভতে ইতি লজ্-অচ্। ১ পদ, চরণ।
২ কচ্ছ, কাছা। ৩ পুচ্ছ, লেজ। ৪ অনিচ্ছা। ৫ লাম্পট্য।
৬ লজ্জী। ৭ শ্রোত।

লজ্জিকা (স্ত্রী) লজ্জয়তি শোভতে ইতি লজ্-বৃল্, টাপ্ অত ইৎ।
গণিকা, বেস্তা। (হেম)

লট, ১ বালা। ২ উক্তি। ভাদি° পরস্মৈ° অক° উভ্যর্থং সক°
সেট্। লট্ লটতি। শোট্ লটত্। লুট্ অলটাৎ।

লট (পুং) লটতি বধেচ্ছা বদতি লট্-অচ্। ১ প্রমাদবচন,
অনবহিত হইয়া বাক্যকথন। ২ দোষ। (বিখ°) ৩ পাগল।
৪ নিরোধ। ৫ চৌর।

লটক (পুং) লটতীতি লট্ (কুন শিরিশংজয়ারপূর্বতাপি।
উপ্ ২। ৩২) ইতি কুন্। ছজন, অসাধু ব্যক্তি।

লটকন, গুজরাতির পাঁকভেদ (Psittacus minor)

লটপর্ণ (স্ত্রী) লটমুগ্ধা পর্ণমত। গুড়ম্বক্। (রাহনি°)

লট্, ব্যাকরণোক্ত সংখ্যাবিশেষ। ব্যাকরণমতে লটের ১৮টা
বিত্তি আছে, ইহার মধ্যে ৯টা পরস্মৈপদ এবং ৯টা আশ্মনে-
পদ। এই লট্ বর্তমানকালবোধক, ‘বর্তমানে লট্’ বর্তমান-
কালে লট্ বিত্তি হইয়া থাকে। বুদ্ধবোধমতে ইহার নাম
কী ও কলাপমতে বর্তমান। [বাহু দেখ।]

লট্ কান (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ (Bixa orellana) ইহার ফলের
বীজে একপ্রকার লাল রঙ্গ পাওয়া যায়। উহাকে ‘লট্ কানের রঙ্গ’
বলে। বুলাইয়া দেওন। ৩ কঁাসি দেওন।

লট্ খট (হিন্দী) ১ অমায়ালে বাহা নির্বাহযোগ্য মতে। ২ বিলজ্জি-
জনক।

লটখটিয়া (দেশজ) ১ গোলমালযুক্ত। ২ বাহা সহজসাধ্য নহে।

লটপট (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দভেদ। ২ বৃহৎ বস্ত্র পরিধান করিলে খড়মড় শব্দ হয় বলিয়া লোকে বলে 'বড় কাপড় লটপট করে'। ৩ বীর্ঘ জিহ্বিত ও পরস্পরের সংস্পর্শে অব্যক্ত শব্দকারী। "লটপট জটাকটজাল"। ৪ বেহনার যন্ত্রণায় ছটকট বা এপিট ওপিট পড়া। যেমন কাটা ছাগলের মত লটপট কো'ছে।

লটাপাটি (দেশজ) পরস্পরে বিবাদকালে বাহতে জড়াজড়ি করিয়া ভূমিতে পড়ন। ২ খুঁটাপট।

লটুআ, লটুকুথুরে (দেশজ) লম্পট। (লোচ্ছা পুরুষ)

লটু (পুং) দুর্জন। (শব্দরত্নাং)

লটুনভট্ট, একজন প্রাচীন কবি।

লটু (পুং) লটতীতি লট (অজপ্রাযিলটীতি। উণ ১।১৫১) ইতি কন। জাতিবিশেষ, নেটুয়া, এই জাতি সঙ্করজাতি। ২ রাগভেদ। ৩ তুরঙ্গম। (উজ্জল)

লটুকা (স্ত্রী) লটু।

লটু (স্ত্রী) লটু-কন-টাপ। ১ করঞ্জভেদ, চলিত নাট্যকরঞ্জ। ২ বাগ্ভভেদ। ৩ পক্ষিবিশেষ, গ্রামচটক পক্ষী। (মেদিনী) ৪ কুহুম্ব। ৫ ভ্রমরক। ৬ শিলী। ৭ তুলিকা। ৮ দ্যুত। "লটু তু তুলিকা খ্যাতা লটু দ্যুতহপি দৃশ্যতে।" (ব্যাড়িরভসৌ) ৯ চূর্ণকস্তুর। ১০ হুচরিত্রা স্ত্রী। ১১ মিষ্ট খাণ্ডদ্রব্যবিশেষ।

লটুয়া (হিন্দী) লম্পটশব্দের অপভ্রংশ। বাঙ্গালায় লটুয়া বলে। লড়, ১ বিলাস। ২ উৎক্ষেপণ। ৩ উপসেবা। ৪ বীক্ষা। ৫ উন্নয়ন, পীড়িতীভাব ও উৎকিণ্ডাভাব। ৬ ভাষণ। বিলাসার্থে 'ভাদি' পরস্মৈ সক্ সেট্। ভাষণার্থে 'চুরাদি' পক্ষে 'ভাদি' পরস্মৈ সক্ সেট্। উপসেবার্থে 'চুরাদি'। বীক্ষার্থে 'চুরাদি'। আয়নের্থে 'ক্ষেপার্থে' অদন্ত 'চুরাদি'। উন্নয়নার্থে 'ভাদি' পরস্মৈ সক্ সেট্। লট্ লড়তি। লোট্ লড়তু। লিট্ ললাট। লুণ্ অলড়ীৎ। চুরাদি লট্ লাড়য়তি, লুণ্ অলীলড়ৎ। চুরাদি আয়নে লট্ লাড়য়তে। লুট্ অলড়িষ্ট। উপসেবার্থে লট্ লাড়য়তি।

লড়ক (পুং) জাতিবিশেষ।

লড়চড় (দেশজ) বিভিন্ন প্রকার, পরিবর্তন, অচরুপ। যথা—কথা যেন লড়চড় হয় না। ইত্যাদি।

লড়ন (স্ত্রী) লড়-লুট্। স্পন্দন, দোলন।

লড়ন (দেশজ) যুদ্ধ বা কুস্তি কার্য।

লড়হ (ত্রি) ১ মনোজ্ঞ। স্তম্ভর (ত্রিকাং) ২ জাতিবিশেষ।

লড়হচন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি।

লড়া (দেশজ) ১ যুদ্ধকার্য। ২ কন্দন।

লড়াই (দেশজ) যুদ্ধ।

লড়াক (দেশজ) যোদ্ধা।

লড়াককুড়া (দেশজ) যে সকল কুকুড়া লড়াই করে।

লড়াচড়া (দেশজ) নড়াচড়া, সঞ্চালন।

লড়ান (দেশজ) ১ নড়ান। ২ যুদ্ধ করান।

লড়ালড়ি (দেশজ) পরস্পর যুদ্ধ।

লড়ি (দেশজ) লাঠি, যষ্টি।

লডোলে (লাটোল), বড়োদা রাজ্যের বিজাপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটা নগর। গাইকবাড়ের শাসনাধীন।

লডু (ত্রি) দুর্জন। (ত্রিকাং)

লডু (পুং) লডুক, লাডু।

লডুক (পুং) পিষ্টকবিশেষ, চলিত লাড়। শুণ—দুর্জর ও গুরু।

"তৈলেন হবিষ পকং ভবেৎ চূর্ণঞ্চ লডুকঃ।" (শব্দচো)

ছত বা তৈলদ্বারা পক হইয়া চূর্ণ হইলে লডুক হয়।

লডুকেশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ। (শিব) ৫৪।১।১৯)

লড়বড় (দেশজ) নড়বড়, অস্থির, অস্থায়ী।

লণ্ড (স্ত্রী) লণ্ডাতে উৎকিণ্ডাতে ইতি লণ্ড-বঞ্। পুরীয়, চলিত লাড়।

"সমেধমানেন সুরুষবাহনা নিরুজ্জ্বায়ুশ্চরণাশ্চ নিক্ষিপন্।

প্রস্থিরগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাত লণ্ডং বিস্মজ্ঞনকিতৌ ব্যসুঃ॥"

(ভাগ০ ১০।৩৭।৮)

লণ্ডন, ইংলণ্ডের রাজধানী। টেম্‌নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাসাদতুল্য নানা অট্টালিকার ও কলকারখানার এই নগর বিভূষিত রহিয়াছে। [ইংলণ্ড ও বৃটেন্ দেখ।]

লণ্ডলণ্ড (দেশজ) ১ নষ্ট, ধ্বংস। ২ লুটপাট।

লণ্ডজ (করাসী শব্দ) লণ্ডজাত, ইংরেজজাতি, লণ্ডনজাত।

"পূর্বায়ো নবশতঃ বড়লীতিঃ প্রকীর্তিতাঃ।

ফিরজ্জাবরা তন্ত্রান্তেবাং সংসাধনাং ভূবি॥

অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষপরাজিতাঃ।

ইংরেজা নব বট্ পঞ্চ লণ্ডজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥"

(সেরুতন্ত্র ২৩ প্রকাশ)

লতা (স্ত্রী) লততি বেটয়তে বাস্তমিতি লত পচাচ্চ টাপ্।

শাখাদিরহিত শুষ্কচ্যাদি, ব্রতভী। পর্যায়—বলী, বলি, বেলি, প্রতি। লতা যদি শাখা ও পত্রসমাহত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতালিনী কহে, ইহার পর্যায় বীক্ষণ, শুদ্ধিনী, উলপ। (অমর) অমাবস্তার দিনে লতা ও বীক্ষণ ছেদ করিতে নাই, করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়।

"অপহ্ন তক্ষিহোরাতে পূর্বং বিশতি চন্দ্রমাঃ।

ততো বীক্ষণং বসতি প্রয়াত্যাং ততঃ ক্রমাৎ॥

হিন্তি বীৰুধো যন্ত বীৰুৎসংহে নিশাকরে।

পত্রং বা পাতরত্যেকং ব্রহ্মহত্যং স বিলতি ॥”

(বিকৃপুং ২।১২ অং)

২ শাখা। ৩ প্রিয়ঙ্বু। ৪ পৃষ্ঠা, পিড়িশাক। ৫ অশনপর্ণী।

৬ জ্যোতিষ্মতী। ৭ লতাকন্তুরিকা। ৮ মাধবীলতা। ৯ দূরী।

১০ কৈবর্তিকা। ১১ সারিবা। ১২ বৃহতী। (রাজনিং)

১৩ হুম্মরী নারী, জীলোকমাদ্র।

“নয়ান পরলতাং পশ্চন অমৃতং যন্ত সাধকঃ।

প্রজপেৎ স ভবেৎ শীত্ৰং বিজ্ঞার ব্রহ্মতঃ স্বরং ॥”

(ভক্তসার ভ্রামাঙ্গং)

১৪ অঙ্গরোবিশেষ। (ভারত ১২১৭।২০)

১৫ ষেতসারিবা। ১৬ ষেতবৃথিকা। ১৭ জাতীফুলের গাছ।

১৮ রক্তপটল গাছ। (বৈজ্ঞানিকিং)

১৯ মেরুর কণ্ডা ও ইলা-বুতের পত্নীভেদ। ২০ ছন্দোভেদ। ইহার চারিটা চরণ। প্রতি-চরণে ১৮টা অক্ষর। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ১৭ গুরু ও তত্রি লঘু।

লতাকর (পুং) নর্জনকালে নর্তকীগণের হস্তবিজ্ঞাসভেদ।

লতাকদম (দেশজ) লতাবিশেষ (Urtica nauciflora)

লতাকরঞ্জ (পুং) লতারূপঃ করঞ্জঃ। করঞ্জবিশেষ (Guilandina Bonduc)। হিন্দী—কণ্টকরেজ। সংস্কৃত পর্যায়—দ্রুপা, বীরাখা, বজ্রবীজক, ধনদাকী, কণ্টকল, কুবেরাকী। ইহার পত্রগুণ—কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক। বীজগুণ—দীপন, পথ্য, শূল, শুষ্ক ও বিষনাশক। (রাজনিং)

লতাকন্তুরিকা (স্ত্রী) লতারূপা কন্তুরী, তৎসং গন্ধমাং, ততঃ স্বার্থে কন্। লতাকন্তুরী, সংস্কৃত পর্যায়—কটু, দক্ষিণদেশজা। ইহার গুণ—তিক্ত, বাত, কৃষ্ণ, শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, রোমা, তৃষ্ণা ও মুখরোগনাশক। (পথ্যাপথ্যবিং)

লতাগৃহ (পুং স্ত্রী) লতানির্ধিতং গৃহং। লতাঘারা প্রস্তুত গৃহ, লতা ঘারা যে ঘর প্রস্তুত করা যায়।

লতাকী (স্ত্রী) কর্ণটপৃষ্ঠী। (বৈজ্ঞানিকিং)

লতাজিহ্বা (পুং) লতাব জিহ্বা যন্ত। সর্প। (শব্দমাং)

লতাভুমুর (দেশজ) ভূমুর বৃক্ষভেদ (Ficus vagana)।

লতাতরু (পুং) লতাব দীর্ঘতরুঃ ১ নারদ বৃক্ষ। ২ তালবৃক্ষ। (শব্দমালা) ৩ শালবৃক্ষ। (ত্রিকাং) ৪ পুষ্পলতিকাতেন, তরু-লতা নামে প্রসিদ্ধ।

লতাতাল (পুং) হিন্দালবৃক্ষ, হৈতালগাছ। (রাজনিং)

লতাক্রম (পুং) লতাব ক্রমঃ দীর্ঘমাং। লতাপাল, সংস্কৃত পর্যায় ভাক, অধকর্ণ, কুশিক, বন্ত, দীর্ঘ। (রাজনিং)

লতানন (পুং) লতাকালীন হস্তবিজ্ঞাসভেদ।

লতাস্ত (স্ত্রী) ১ পুষ্প। ২ লতার ডগা।

লতাপনস (পুং) লতারায় পনসমির কলমস্ত। কল-লতা বিশেষ, চলিত তরমুজ। পর্যায় চোলাল, চিত্রকল, জুখান, রাজভেমি, নাটোল, সেছ। (ত্রিকাং)

লতাপকটীভুমুর (দেশজ) ভূমুরভেদ (Ficus hederacea)। লতাপর্ণ (পুং) বিহু।

লতাপর্ণী (স্ত্রী) ১ তালমূলা। ২ মধুরিকা, মউরি। (বৈজ্ঞানিকিং)

লতাপৃষ্ঠা (স্ত্রী) লতাপ্রতানা পৃষ্ঠা। সম্ভ্রান্তা, চলিত পিড়িশাক। (শব্দমাং)

লতাপ্রতানিনী (স্ত্রী) লতাপ্রতানোহত্যভ্যন্তে ইনি। শাখা-প্রচয়বতী লতা। পর্যায়—বীৰুধ, শুদ্রিনী, উলপ, বীৰুধা, বরুধ, প্রতানা, কক্ষ। (জটায়র)

লতাকল (স্ত্রী) লতারায় কলমস্ত। গটোল।

“বাস্তু করকারবেদন্ত বার্তাকুচ গুতপ্রদা।

লতাকলক গুতন্ত সর্বং সর্বত্র নিশ্চিতম্ ॥”

(ত্রিকবেবর্তপুং ত্রীককজং ১০২ অং)

লতাবৃহতিকা (স্ত্রী) বৃহতীলতা। (পর্যায়মুং)

লতাভদ্রা (স্ত্রী) লতায় ভদ্রা যন্তাঃ। ভদ্রালী বৃক্ষ। (শব্দমাং)

লতাভবন (স্ত্রী) লতানির্ধিতং ভবনং। লতাগৃহ।

লতামউয়া (দেশজ) শুষ্কভেদ। (Achyranthes alternifolia)

লতামণি (পুং) লতাসদৃশো মণিঃ। প্রবাল। (ত্রিকাং)

লতামণ্ডপ (পুং) লতাগৃহ।

লতামরুৎ (স্ত্রী) লতারায় মরুৎ যন্তাঃ। পৃষ্ঠা। (শব্দমাং)

লতামাধবী (স্ত্রী) লতাপ্রতানা মাধবী। মাধবীলতা।

লতামাল (দেশজ) লতাবিশেষ (Uvaria Fornicata)।

লতামুগ (পুং) শাখামুগ, বানর।

লতামুজ (স্ত্রী) শমাতেন।

লতায়ষ্টি (স্ত্রী) লতা যষ্টিরিব। যষ্টিভা। (শব্দমাং)

লতায়াবক (পুং) লতারায় যাব ইব যন্ত কন্। প্রবাল।

লতারসন (পুং) লতাব রসনা যন্ত। সর্প। (হারাবলী)

লতার্ক (পুং) লতা অর্ক ইব তীজা যন্ত। হরিৎপলাতু, রুক্ষম। (অমর)

লতালক (পুং) হতী। (ত্রিকাং)

লতালয় (পুং) লতানির্ধিতঃ আলয়ঃ। লতাগৃহ।

লতাবলয় (পুং) ১ লতাগৃহ। ২ যিনি হস্তে কলসাকরে লতা জড়াইরাছেন।

লতাবৃক্ষ (পুং) শালবৃক্ষ। (রাজনিং)

লতাবেষ্ট (পুং) লতাবেষ আবোষ্টো বেষ্টব্যং ক্রমঃ। যোড়শপ্রকার রতিবন্ধের অন্তর্গত তৃতীয় প্রকার রতিবন্ধ।

“বাহুভ্যাং পানবুধ্যভ্যাং বেট্টিক্কা ত্রিঃ সন্মৎ।

সমুলিক্তাঃ সন্মৎ বেট্টিক্কা লতাসাধনভ্যাক্তে।” (রত্নমঞ্জরী)

২ পর্যন্তবিশেষ। এই পর্যন্ত বারকানগরীর দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত।

“দক্ষিণভ্যাং লতাসাধনঃ পর্যন্তকর্ণ বিরাজতে।

ইত্য়াক্তঃ প্রতীক্যঃ পশ্চিমভ্যাং তথা সুপঃ।” (হরিন° ১৫৫:১৬)

লতাবেট্টিক (স্রী) আলিঙ্গনভেদ। ভূম্বলীয়ারা বন্ধন।

লতাবেট্টিক (পুং) ১ লতাবেট্টিক। ২ আলিঙ্গনভেদ। (ত্রি)

৩ লতায়ারা বেট্টিক।

লতাবেট্টিক (স্রী) লতায়ের বেট্টিক বেট্টিক যত্র। কন। আলিঙ্গনভেদ।

‘উট্টকং পীড়িতকং লতাবেট্টিকং তথা।’ (শব্দমা°)

লতাপুত্ৰতরু (পুং) লতাপালক। (ত্রিকা°)

লতাপুত্ৰ (পুং) পালক। (শব্দরত্ন°)

লতাপৈল, নামরূপের অন্তর্গত একটি গিরি। (ভবিষ্যতস্মৃতি° ১৬৫১)

লতাসাধন (স্রী) লতার সাধন। তন্ত্রোক্ত সাধনবিশেষ।

এই সাধনের প্রধান অধিকরণ স্রী, এইজন্য ইহাকে লতাসাধন কহে। এই সাধনের বিষয় তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—এই সাধন করিতে হইলে একটি স্রী আনিয়া প্রথমে যথাবিধি ইষ্টদেবীর পূজা করিয়া ঐ স্রীর কেশে শত, কপালে শত, শিরঃমণ্ডলে শত, হৃদে ত্রিশ, হৃদে শত, নাভিদেশে শত এবং ঘোনদেশে শতবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে, পরে উখিত হইয়া পুনরায় তিনশত জপ করিতে হয়। এইরূপে সহস্রজপ করিলে ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অন্তপ্রকার—মহারাত্রিতে একটি গুরুমতী নারী লইয়া তাহার ঘোনদেশে ইষ্টদেবতাকে পূজা করিয়া জপ করিতে হইবে, এইরূপে তিন দিন পূজা ও জপ বিধের। তিনশত করিয়া জপ করিতে হয়, পর পর দিবস হইতে ৬০ করিয়া অধিক জপ বিধের। পরে চন্দ্রবজ্রে অষ্টোত্তর শতজপ করিয়া নবপুষ্পাঞ্জলি দিয়া পুনরায় অষ্টোত্তর শত জপ করিবে, তৎপরে পূর্ণাহুতি দিয়া আবার অষ্টোত্তর শত জপ করিতে হইবে। এইরূপে জপাদি করিলে ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিলে ধনবান্, বলবান্, বায়ী এবং বোঝাবিগিরের প্রিয় হইয়া থাকে।

“লতারঃ সাধনং যক্ষ্যে পুত্ৰং হরষমভ্যে।

শতং কেশে শতং ভালে শতং শিরঃমণ্ডলে।

শতমুখং শতদন্ডং শতং নাভৌ মহেশ্বরী।

শতং ঘোনৌ যক্ষেশানি উখার চ শতজরম্।

এবং নবপুষ্পাঞ্জলী সর্বাঙ্গীভার্য ভবেৎ।

অথাভ্যং সংপ্রবক্ষ্যামি সাধকং ভূমি ক্লান্তম্।

রজোহবহাং সমানীর তদ্ব্যোমনৌ বেট্টিক্কাভ্যাম্।

পুত্ররিত্য মহারাজৌ ত্রিধিনং পুত্রসংগ্রহম্।

শতত্রয়ক বট্টিক্কাধিকং প্রত্যহং জপম্।

অষ্টোত্তরশতং পূর্ণাং চন্দ্রবজ্রে জপেন্দ্রুম্।

তন্তত্যং নবভিঃ পুষ্পৈর্ঘোষদ্ব্যষ্টোত্তরং শতম্।

ততঃ পূর্ণাহুতিং লব্ধা জপেন্দ্ব্যষ্টোত্তরং শতং।

ধনবান্ বলবান্ বায়ী সর্বব্যোবিত্তপ্রিয়তরঃ।

বোড়িশাহেন চ ভবেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।”

(মারাতন্ত্র ১২শ পটল)

এই সাধনের বিষয় অল্পদাকরে ১৬শ পটল এবং শুক্ল-সাধনতন্ত্রে ৪র্থ পটলে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য-তরে তাহা আর লিখিত হইল না।

লতিআম (দেশজ) আশ্রলতিকা (Willoughbeia edulia)।

এই লতার যে আশ্রফল উৎপন্ন হয়, তাহার আবাদ বৃদ্ধি আশ্রের জায় নহে।

লতিক (স্রী) লতা।

“ইয়াং সক্ষা নুরাবহমুপগতা হন্ত মলয়াৎ-

তদেকাং ভগ্নগেহে কিনরবতি নেব্যামি রজনীম্।

সমীরেণোষ্টকং নবকুহুমিতা চূতলতিকা-

ধুনান স্ফাণং নহি নহি নহীতোব ক্লান্তে।” (উট্ট)

লতু (পুং) লত-ততু (উৎ ১৭৮)

লতৌদগম (পুং) লতার উদগম। অবরোহ। (ত্রিকা°)

লতিক (স্রী) লত-মাত্রে (কৃত্তিকাবিশতিত্যাঃ কিং। উপ-অঃ ৪৭) ইতি তিক্কা-টাপ। গোখ। (উজ্জল)

লখিলা, যুক্তপ্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম।

জামানিয়ার ১ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানে প্রাচীনকালের নিদর্শন স্বরূপ ২৬ ফিট উচ্চ একটি স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভের শিরোদেশ নানা শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। যথার যে ছইটি নারীমূর্তি স্থাপিত ছিল, তাহা তদ্বৎ হওয়ার এক্ষণে স্তম্ভের পার্শ্বদেশে রক্ষিত হইয়াছে।

লদনী (স্রী) একজন বিহীন স্রীকবি।

লদাক্, কাশ্মীরের পূর্বাংশস্থিত একটি প্রদেশ। মহারাজের অধীনস্থ একজন শাসনকর্তার দ্বারা পরিচালিত। [লাদক দেশ]

লনী (দেশজ) ননী, নন্দীত, মাখন।

লন্দোর, যুক্তপ্রদেশের বেহরান জেলার অন্তর্গত একটি শৈলা-

বাস। এই নগরে ইন্দ্রোজলের একটি ছাউনী আছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৫০ ফিট উচ্চ, হিমালয়ের সাহস্রদেশে অবস্থিত।

অক্ষা° ৩০° ২৭' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৩০" পূঃ। নগরী

শৈলমাগার অন্তর্গত হইলেও ইহা অল্প কয়েকটি বাড়িহেঁটের

লক্কবিদ্ভা (ত্রি) লক্ক বিজ্ঞা যেন। পণ্ডিত, যিনি বিজ্ঞানাত করিয়াছেন।
লক্কব্য (ত্রি) লভ-তব্য। লাভার্থ, লাভের উপযুক্ত। “লক্কব্য-
বর্থ লভতে মহুযঃ” (হিতোপদেশ)

লক্কশব্দ (ত্রি) লক্কনাম। খ্যাত।

লক্কসিদ্ধি (ত্রি) লক্ক সিদ্ধিঃ যেন। যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

লক্ক। (স্ত্রী) লভ-ক-টাপ্। নারিকাতেল।

‘বর্ণিতোৎকৃষ্টতা লক্ক তথা প্রোবিতভর্জক।

কলহান্তরিতা বাসসজ্জা স্বানিনভর্জক।” (জটধর)

এই লক্ক শব্দে বিপ্রলক্ক বুঝিতে হইবে। [বিপ্রলক্ক দেখ]

লক্কানুজ্ঞা (ত্রি) লক্ক অনুজ্ঞা যেন। যিনি অনুজ্ঞা লাভ
করিয়াছেন।

লক্কাবকাশ (ত্রি) লক্কঃ অবকাশঃ যেন। যিনি অবকাশ
প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লক্কাবসর (ত্রি) যিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন,
অর্থাৎ পেন্সনপ্রাপ্ত।

লক্কি (স্ত্রী) লভ-কিন্। ১ লাভ, প্রাপ্তি। ২ গ্রহণ।

লক্কোদয় (ত্রি) লক্কঃ উদয়ঃ উৎপত্তিবন্ত। ১ জাত, উৎপন্ন।
(কুমারসং ১২৫) ২ যিনি সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন।

লক্কিম (ত্রি) প্রাপ্ত, উপার্জিত। (ভট্ট ৭৬৫)

লভ, প্রাপ্তি, লাভ। ভূদিং আত্মনে-সক-অনিট্। লট্
লভতে। লোট্ লভতাং। লিট্ লভে। লুট্ লভা। লুট্
লভ্যতে। লুঙ্ অলক্ক, অলল্যাতা, অলল্যত। সন্ লিম্পতে।
যঙ্ লালভাতে। যঙ্ লুক্ লালভীতি, লালক্কি। শিচ্ লভয়তি
লুঙ্ অললভৎ। আ+লভ=আলভ, স্পর্শ, বধ। উপ+লভ
=উপলক্কি, অমুভব। উপ+আ+লভ=ভৎ+সনা। সম্+
আ+লভ=স্পর্শ, অমুলেপন। বি+প্র+লভ=বিপ্রলভ,
প্রভারণা, বঞ্চনা।

লভন (স্ত্রী) প্রাপণ।

লভস (পুং) লভ (অভাবচমীতি। উণ্ ৩।১।১৭) ইতি অসচ্।

১ বাজিবন্ধনরত্ন। ২ ধন। ৩ বাচক। (উজ্জল)

লভ্য (ত্রি) লভ্যতে ইতি লভ (পোররূপাৎ। পা ৩।১।২৮)
ইতি বৎ। ১ জ্ঞাত্য। (অমর) ২ লক্কব্য, লাভের যোগ্য।

“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন বোধয়া বহুধা-ভেদেন।

সম্যবৈষ বৃণতে ভেন লভ্যন্তত্বেব আত্মা বিরূপতে তন্ম জ্ঞাৎ”

(বৃণকোপনিঃ ৩২।৩)

লম্বক (পুং) রমতে ইতি রম (রমস্চ লোপঃ। উণ্ ২।৩০)

ইতি কন্ রত লক্ক। ১ বিদগ্, জার, উপপতি। ২ তীর্থশোধক।

(উজ্জল) ৩ বিলাসী।

লম্বান, ঘোষাই প্রেসিডেন্সীর আম্বনগর, ধারবাড় প্রভৃতি

জেলাবাসী জাতিবিশেষ। চারণ-বজ্জারি নামে প্রসিদ্ধ। রাজপুতনার
মারবাড় প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহা-
দের মধ্যে চাবন হোলকর, মধু, পবার, রতবার ও সিন্ধে
প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। বর ও পাত্রপক্ষের উপাধি সমান
হইলে ইহারা বিবাহ দের না, তত্ত্বিন্ন বিবাহ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে
আর কোন বাধা নাই। ইহারা হিন্দু, লক্কেই টিকিয়াছে,
কিন্তু বেশভূষা ও পরিচ্ছাদি বড়ই অপরিচ্ছন্ন। এমন কি,
সপ্তাহে দুই বারের অধিক পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করেন না।

গোকুলাষ্টমী, শিমগা, দশেরা ও দিবালী উৎসবে ইহারা
বিশেষ সমারোহ করে। বিবাহকার্য্যে গ্রামস্থ ঘোঁরীরাই ইহাদের
পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি
ভিন্ন ইহাদের মধ্যে আর অশ্রুতম সংস্কার নাই। বিধবা-বিবাহ
ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। সন্তানাদি হইলে প্রসূতির ৪০
দিন অশৌচ থাকে।

বিবাহসম্বন্ধে পাক্কা করিবার সময় বরের পিতাকে কস্তার
হস্তে ১০ হইতে ১০০ টাকা, জামা, কাপড় বা ঘাঘরা ও ১টা
হইতে ৪টা রাঁড় দিয়া থাকে এবং কস্তার পিতার নিকট হইতে
বর একখানি উড়ানি ও পাগড়ী পায়। বিবাহের দিন বর
কস্তালগ্নে যায়, বরবাত্র সঙ্গে যায় না। কেবল একটা বা
দুইটীমাত্র লোক সঙ্গে যায়। যাত্রাকালে প্রথামত বরকে ধর্ম্ম-
শুদ্ধর প্রণামী স্বরূপ ১টা টাকা উড়ানির কোণে বাঁধিয়া লইতে
হয়। বস্ত্রভঃ তাহাদের কোন ধর্ম্ম শুদ্ধ নাই, উহা সংস্কারমাত্র।
বর কস্তাগৃহে উপস্থিত হইলে কস্তাকর্তা পাত্রকে সন্তাষণপূর্ব্বক
গৃহে বসায় এবং ব্রাহ্মণ আসিয়া সম্প্রদান কার্য্যে তৃতী হন।
বধারীতি সিদ্ধুরদানাদি সমাপ্ত হইলে দেবতা ও শুদ্ধজনদিগকে
প্রণাম করিয়া বর ও কস্তা বাসরগৃহে গমন করে। তদনন্তর
উপস্থিত আত্মীয়েরা নাড়ু ভক্ষণ করিয়া গৃহে যায়। বর
স্বস্ত্রালগ্নে দুই তিন মাস বাস করে। বর পিতৃগৃহে সস্ত্রীক
উপস্থিত হইয়া বিবাহের ভোজ দের।

বিবাহিত পুরুষ বা রমণীর মৃত্যু হইলে ইহারা শব দাহ করে।
অবিবাহিত ব্যক্তিমাত্রই সমাহিত হইয়া থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
সমাপনান্তে সকলে দান করিয়া বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক গৃহে
ফিরিয়া আইসে। মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনের অপৌচ হয়
না। তৃতীয় দিনে জাতিবৃদ্ধদের ভোজ হয়। কোনরূপ
শ্রাদ্ধাদি হয় না। সামাজিক কোন বিরুদ্ধের ধীমাঙ্গা করিতে
হইলে জাতীয় পক্ষবস্তের হস্তে তাহা নির্কাহিত হইয়া থাকে।

লম্বোতাঘাট, বর্ম্মা তীরবর্তী শৈলভেদ।

লম্বান, কাবুলের অন্তর্গত একটা প্রদেশ, লম্বান নাম লম্বাক
ও লুক্ক। (বেঙ্গলী) [লম্বাক দেখ।]

লম্ব (পুং) জাতিবিশেষ।

লম্পাক (পুং) জৈন-সম্প্রদায়ভেদ। [শৈল দেখ।]

লম্পাট (ত্রি) বিড়গ, উপপতি।

“অথৈতরাব্রবীমৈবং যতপি জীবু লম্পাটঃ।

তথাপি ন স দুঃখেহস্মিন্নীশঃ স্তান্তথাবিধঃ ॥” (কথাসরিং ৪৭।১০১)

২ আসক্ত। “যথৈহিকমুম্বিককামলম্পাটঃ

সুতেষু ধারেষু ধনেষু চিত্তয়ন ॥” (ভাগ০ ৯।১৫ অং)

৩ কামুক, লোভা।

লম্পা (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। ২ জনপদভেদ।

লম্পাক (পুং) ১ লম্পাট। ২ পুরাণোক্ত দেশভেদ। অপর নাম মুরগু। (ভারত দ্রোণপর্ক ১১৯।৪২) ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ও কাবুলের অন্তর্গত বর্তমান লম্বন প্রদেশ প্রাচীন লম্পাক জনপদ বলিয়া অনুমিত হয়।

৩ পন্নানাকৃত স্বরশাস্ত্রভেদ।

লম্পাটিহ (পুং) পটহবান্। (হারাবলী)

লম্ফ (পুং) প্লুতগতি, চলিত লাক্।

লম্ফবাম্ফ (দেশজ) লাফান ঝাপান, অতিশয় আশ্চর্যজনক।

লম্ফন (স্ত্রী) লাফান।

লম্ব (পুং) লম্বতে ইতি লবি অবজ্ঞাসনে অচ্। ১ নর্তক।

২ অঙ্গ। ৩ কান্ত। ৪ উৎকোচ।

‘প্রামৃতং চৌকনং লম্বাংকোচঃ কোশলিকামিবে।

উপাচারঃ প্রমা নন্দা হারো গ্রাহারনেহপি চ ॥’ (হেম)

৫ অঙ্গভেদ।

‘চরলম্বগমাতেরাঃ পাটিকোহকাদিচালনে।’ (শব্দমালা)

৬ কেক্রাদিতে লম্বমান রেখা বা স্তর। ত্রিভুজক্ষেত্রের লম্বমানরেখা; স্ক্রলরেখার উপরে ঠিক খাড়া হইয়া যে রেখা থাকে।

“বিভুজে ভূজরো যোগতদনন্তরগুণোভূবাহুতো লম্বা।

স্থিহা ভূকণ্ণভূতা দলিতাবাধে তরোঃ স্তাভাং ॥

স্বাবাধাভূজকৃত্যোরন্তরমূলং প্রসারতে লম্বঃ।

লম্বগুণং ভূমার্জং স্পষ্টং ত্রিভুজে কলা ভবতি ॥” (নীলাবতী)

৭ সৈত্যবিশেষ। (হরিকেশ ৪৩।২২) (ত্রি) ৮ দীর্ঘ।

“দূরতঃ শোভতে নৃখ্যে লম্বাটপটাবৃতঃ।

ভাবজ শোভতে নৃখ্যে যাবৎ কিঞ্চিৎ ভাবতে ॥” (চাপকা)

৯ লম্বমান।

“পাণ্ডোহরমংসাপিতলম্বাধাঃ।” (রঘু ৩।৬০)

১০ জ্যোতিষোক্ত বিষুবরেখার সমান্তররেখাভেদ। ১১ মুনি-

ভেদ। ১২ জ্যোতিষোক্ত গ্রহবিধের গতিভেদ।

লম্বক (পুং) লম্ব-বার্ধক্য-ক্। ১ লম্ব। ২ বহুরিবেশ। ৩ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চদশযোগ।

লম্বকর্ণ (পুং) লম্বো কর্ণো বক্ত। ১ হাঁস। ২ অকৌটুক। (মেদিনী)

৩ রাকস। ৪ হতী। ৫ স্তেনপক্ষী। (রাহুলি) ৬ লম্বকর্ণবরগোব।

“লম্বকর্ণঃ লম্বঃ শূলী লোমকর্ণো বিলম্বনঃ” (ভাষ্যঃ)

লম্বঃ কর্ণঃ কৰ্ণধাং। ৭ দীর্ঘপ্রোথ। (ত্রি) ৮ তদ্রূপ, দীর্ঘকর্ণবিশিষ্ট।

“লম্বোদ্যো লম্বকর্ণাত্মা লম্বপয়োধরাঃ ॥” (ভারত ৯।৪৬।৩৪)

লম্বকেশ (পুং) লম্বঃ কেশ ইবাশ্রভাগো বক্ত। দীর্ঘগ্রন্থক কেশময় বিষ্টর।

“উর্দ্ধকেশো ভবেৎ ব্রহ্মা লম্বকেশত বিষ্টরঃ।

দক্ষিণাবর্তকো ব্রহ্মা বামাবর্তকঃ বিষ্টরঃ ॥” (লংকারতম্)

বিবাহকালে বরের উপবেশনের ক্রম বিষ্টর বিতে হয়।

কতকগুলি কুশা গছা তাহার অগ্রভাগে বামাবর্তে সাজ্বিতর (আড়াইপেচ) বেটন করিয়া অগ্রগুলি নিম্নের দিকে লম্বমান করিয়া বিলে বিষ্টর হয়। [বিষ্টর দেখ] (ত্রি) ২ দীর্ঘকেশযুক্ত।

লম্বকেশক (পুং) মুনিভেদ।

লম্বজঠর (ত্রি) লম্বোদর, লম্বা পেটা।

লম্বজিহ্ব (ত্রি) রাকসভেদ।

লম্বজ্যা, লম্বজ্যাকা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত জ্যা-রেখাভেদ।

Sine of co-latitude

লম্বদন্তা (স্ত্রী) লম্বা দন্তা ইব কদানি বক্তাঃ। ১ সৈংহলী পিন্নলী। (রাহুলি) (ত্রি) ২ বৃহদননবিশিষ্ট।

লম্বন (স্ত্রী) লম্বতে ইতি লম্ব-লুট্। ১ নাতিলম্বিত কটিকানি,

নাতিলম্বিতহার, পথ্যার লম্বনিকা। (অমর) ২ অবলম্বন,

আশ্রয়। ৩ ঝোলান, দোলন। ৪ আশ্রয়গ্রহণ। (পুং)

লম্ব-লু। ৫ কফ। (শব্দক্)

লম্বপয়োধরা (স্ত্রী) ১ লম্বমান তনযুক্ত স্ত্রী। ২ কন্দাশ্রুচর যাতুভেদ।

লম্ববীজা (স্ত্রী) লম্বানি বীজানি বক্তাঃ। সৈংহলী পিন্নলী। (রাহুলি)

লম্বমান (ত্রি) লম্ব-শানচ্। লম্বারমান বক্ত।

লম্বর (দেশজ) ১ আড়ম্বর। ২ ইংরাজী lumber শব্দের অপভ্রংশ।

লম্বক্ষিচ্ (ত্রি) লম্বা ক্ষিক্ বক্ত। বিপুলনিতম্ব।

লম্বা (স্ত্রী) ১ লম্বী। ২ গোষ্ঠী। ৩ তিত্তকুবী। (মেদিনী)

৪ দক্ষকৃত্যবিশেষ। (হরিকেশ) ৫ স্বাবরবিষের অন্তর্গত পত্র-বিব। (সুশ্রুতকর্ণ) ৬ হিমালয়কজা।

“ততঃস্বাক্ষরঃ ক্রমা দেবীমবামথাব্রবীৎ।

গচ্ছ লম্বে শীঘ্রং অং বাপ সরকণং কুরু ॥” (হরিকেশ)

(দেশজ) ৬ দীর্ঘ।

লম্বাংশ, জ্যোতিষোক্ত অক্ষাংশ রেখা বিশেষ। ইংরাজীতে ইহাকে Complement of latitude বা Co-latitude বলে।

লম্বাই (দেশজ) লম্বমান। খাড়াই।

লম্বাই চৌড়াই (দেশজ) > কৈরো গ্রহে বিদ্যুত । ২ বৈদ্য
বাগাড়কা ।

লম্বাকীটা হরিণাবাটানা (দেশজ) বৃক্ষভেদ ।

লম্বাক (পুং) সুনিভেদ ।

লম্বানটীজাম (দেশজ) বৃক্ষভেদ । (*Eugenia claviflora*)

লম্বানি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড়জেলাবাসী ভ্রমণশীল
জাতিবিশেষ ।

লম্বামুখ (দেশজ) বাহার মুখ একটু লম্বা অর্থাৎ দীর্ঘ ।

লম্বালম্বি (দেশজ) সোজামুজি । সমান লম্বমানভাবে ।

লম্বিকা (স্ত্রী) লম্বতে বা লম্বা-বুল-টাশি অত ইক । তালুর্ক
সুজ্জিহবা, চলিত আলজি, পর্যায় বটিকা, জুখাঅবা, গলগুণ্ডিকা,
অলিজিহবা, অলিজিহিকা । (শব্দরত্ন)

লম্বিকাকোকিলা (স্ত্রী) দেবতাভেদ ।

লম্বিন্ (ত্রি) লম্বযুক্ত । লম্বিত ।

লম্বিত (ত্রি) লম্ব-ক্ত । ১ অংগিত ।

“বদধরচূষনলবিতকজলমুজ্জলয়প্রিরলোচনে ।”

(গীতগোবিন্দ ১২।১৮) ২ মাংস । বৈভবকনিং)

লম্বিয়া, পঞ্জাবপ্রদেশের সুাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরিপথ ।
ফুনাবর হইতে ক্রমশঃ উত্তরে হিমালয়পৃষ্ঠ অভিক্রম করিয়া
গিরাছে । অক্ষা° ৩০°১৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২০' পূঃ । এই
স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭ হাজার ফিট উচ্চ ।

লম্বুক (পুং) ১ নাগভেদ । ২ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চদশ যোগ ।

লম্বুমা (স্ত্রী) সাতনল হার ।

লম্বোদর (পুং) লম্বমূদর বস্ত । ১ গণেশ । (অমর) ২ নৃপ-
বিশেষ । (ভাগবত ১২।১।২২) (ত্রি) ৩ ঔষধিক, পেটুক ।

“ততো লম্বোদরেণৈত্যাং পুংসারোপিতবাহকঃ ।

সম্পাদিতঃ স বাতন্তকনং কেশরীকুতে ॥”

(কথাসরিংসা° ৩০।১০২)

লম্বোষ্ঠ (পুং) লম্ব ওষ্ঠো বস্ত, ওষ্ঠোষ্ঠোঃ সমাসে ইতি অকার-
লোপেন সাধুঃ । ১ উষ্ট্র । (রাজনিং) (ত্রি) ২ লম্বমান
ওষ্ঠযুক্ত । ৩ ক্ষেত্রপাল দেবতাবিশেষ ।

“মৃগাক্তো বাহকস্তাখ লম্বোষ্ঠো বসবস্তথা ।”

(প্রয়োগসার ক্ষেত্রপালপ্র°)

লম্বোষ্ঠ (পুং) ১ উষ্ট্র । (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ দীর্ঘ ওষ্ঠবিশিষ্ট ।

লম্বু (পুং) ১ লাত ।

লম্বুক (ত্রি) প্রাপক ।

লম্বুন (স্ত্রী) লতি লম্বাভূ লুট্ । ১ প্রতিলম্ব । ২ ধনি ।

৩ লাহনা ।

লম্বা (স্ত্রী) লতি লম্ব-অচ্ টাপ্ । বাটম্বালা । (হাদ্রাবলী)

লম্বাড়ি, দাক্ষিণাত্যের আর্কটিকাগবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি ।

লম্বুক (ত্রি) নিত্যগ্রাহী, যে প্রতিদিন গ্রহণ করে ।

লয়, গতি । ভূদিং আশ্রমে সন্ম সেট্ । লট্ লয়তে । লুঙ্
অলয়িষ্ট ।

লয় (পুং) লী-অচ্ । ১ বিনাশ । ২ সংলয় । ৩ প্রলয় ।

বেদান্তসারে লিখিত আছে যে, অথঃ বস্ত অবলম্বন করিয়া
চিন্তবৃত্তির যে নিজা, তাহাকে লয় কহে ।

“অথওবলম্বনেন চিন্তবৃত্তেন্নিজা” (বেদান্তসা°)

স্ববোধিনী-টীকা-মতে—এই লয় দুই প্রকার, প্রথম প্রকার
লয় যথা—শব্দমাদি অষ্টাষ্ট যোগাচ্ছান দ্বারা নির্বিকল্পক সমাধিতে
পরমানন্দরূপ ত্রয়ে চিন্তবৃত্তির লীনতারূপ যে অবস্থা, তাহাকে
লয় কহে । অতিশয় উত্তপ্ত লৌহতলে ক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ভ্রম
অর্থাৎ ঐ লৌহপাত্রে জলনিষ্ক্ষেপ করিষামাত্র তাহা যেরূপ
গুচ্ছ হইয়া যায়, সেই রূপ যোগাঙ্গাদির অচ্ছাদনে নির্বিকল্প
সমাধিলাভ হইলে চিন্তবৃত্তির ধর্ম্ম হুৎখাদি হইতে পারে না ।
জল যেরূপ লৌহাগ্নিতে গুচ্ছায়া যায়, তদ্রূপ চিন্তবৃত্তিও
পরমানন্দত্রেয়ে লীন হইয়া যায়, স্তত্ত্বাৎ চিন্তবৃত্তিই যখন লীন
হইয়া গেল, তখন চিন্তের বৃত্তি যে বিক্ষেপাদি তাহা আর
উপস্থিত হয় না । মুক্তাবস্থার জ্ঞান আলম্ব্যাদিতে চিন্তবৃত্তির
বাহু শব্দাদিবিষয় গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রত্যাক্ আশ্রয়রূপে
অনবতাসন হেতু চিন্তবৃত্তির যে শুদ্ধীভাব, তাহাই দ্বিতীয় লয়,
তামসিক যে কোন বিকার দ্বারা চিন্তবৃত্তি যখন গুচ্ছ বা জড়
হইয়া থাকে, তখনই এই লয় হয় ।

৪ তৌর্য্যজিকের সাম্য, নৃত্য গীত ও বাজাদির যে সমতা
তাহাকেও লয় কহে । যে স্থলে গীতাদি সমতা পায়, গীতবাজাদির
ভাল বা সমান সময় । সঙ্গীতরসমোদরে লিখিত আছে যে,
কলর, কণ্ঠ ও কপাল এই তিনস্থলে লয়ের স্থিতি । কোন কোন
পণ্ডিতের মতে, লয় ৪০ প্রকার, তগবান্ একমাত্র লয়ে বঙ্গীভূত
এক জনার্দন ইহাতে লীন আছেন ।

লয় যথা—বিপদী, বলতিক, বলিকা, দ্বিরথতিক, বামক্রব,
দ্বিরা, খণ্ডধাবা, কড়কক, জড়টিকা, কলতিক, খণ্ডক, থরিক,
চতুরস্র, অর্ধচতুরস্র, নর্ভক, ত্রাস, বটী, উল্লাননা, অবকটী,
নন্দঘটী, কাদম্ব, চর্করী, বটী, মিস্র, অর্ধবলিতা, অতিচিহ্ন,
সময়, বলিত, অর্ধমল, আবিহ, টম্বক, চিহ্ন, বিচিহ্নিক,
আত্মী, বিরুতধাবা, বৃহল, বিলোলক, রমণীয় ও করকণ্টক, এই
৪০ প্রকার লয় । (সঙ্গীতজামো°)

৫ অথ লয়াঃ কবিহিতঃ কণ্ঠস্থিতঃ কপালস্থিতিস্থিতি লয়ত্রয়ঃ । অপর্যু—

বিপদী ভাবলতিক বলিকা দ্বিরথতিক ।

বামক্রবতদ্বিরা খণ্ডধাবা কড়ককঃ ।

(মি) ৫ আধরণ্যক।

“যদি অয়েলক: সন্ধ্যা তমোমুখঃ সন্ধ্যা জড়ম্।

সুজ্যেত পোকমোহাভ্যাং নিদ্রাহিংসরাশরা ॥” (ভাগঃ ১১।২৫।১৫)

(স্রী) ৬ লায়জক। (ভাবপ্র°)

লয়ন (স্রী) ১ বিশ্রাম, শান্তি। ২ বাটী, বিশ্রামস্থান। ৩ আশ্রয়-গ্রহণ।

লয়পুত্রী (স্রী) লয়ত পুত্রী। নর্তকী। (শব্দরত্না°)

লয়যোগ (পুং) তত্ত্বোক্তসাধন যোগভেদ। (প্রাণভেদ° ২৪০।১।১)

লয়লীমজমু, পারস্তোপাখ্যানোক্ত নারক নারিকাতেল। ইহাদের প্রেমের চিত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার কএকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

লয়াদা, বাঙ্গালার ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটা নৈল-শ্রেণী। সিংহভূম জেলা পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

লয়রস্তু (পুং) লয়ত আরজো যশাৎ। নট। (ত্রিকা°)

লয়ালম্ব (পুং) লয়মালম্বতে ইতি লম্ব-অণ্। নট। (ত্রিকা°)

লরাবর, মধ্যভারতের ভোপাল এজেন্সীর ধার ও দেবাস্রাজ্যের অন্তর্গত একটা বিভাগ। ভূপরিমাণ ৩০ বর্গমাইল। ১৮৮০

খৃষ্টাব্দে স্থানীয় জায়গীরদার রামচন্দ্র রাও পোবাবের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে মাসিক বৃত্তিদান করিয়া ঐ সম্পত্তি ধার ও দেবাস্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

লরেন্স (লর্ড Sir John Lawrence Bart. K.C.B) ভারতের একজন ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় লর্ড এলগিনের (Alexander Bruce Earl of Elgin and Kincardine) মৃত্যু হওয়ার এবং ওহাবী নামক মুসলমান-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহিতার বড়োয় লক্ষ্য করিয়া লণ্ডনস্থ মন্ত্রিসভা ভয়ভীতচিত্তে মহামতি সরজন লরেন্সকে ভারতের গবর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তদনুসারে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতার পদার্পণ করিয়া লর্ড লরেন্স রাজকার্য্যভার গ্রহণ করেন। ভারতে আসিয়াই তিনি

বাঙ্গালা অভিযানের অবদান বেশিরা কতক নিশ্চিত হইলেন, কারণ তৎকালে চীনের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও খর্বোখত মুসলমান-গণের বিদ্রোহিতা ইংরাজের বাণিজ্যস্বার্থের অন্তরায় হইরাছিল। তিনি উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসে মহাসমারোহে লাহোরে দরবার করিয়া ৬ শত রাক্তবর্ণে পরিবৃত্ত হইরা ভারতরাজ্যে শান্তি বিধান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গালা-গবর্নেন্ট জোটান জাতির উপজবে বিশেষরূপ উদ্ভাবিত হইরাছিলেন। এই দ্রুত বহুবিধগণকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মালকাঠার, ডালকোর্ড, রিচার্ডসন, গাক্, পিউ প্রভৃতি সেনানায়কের অধীনে ইংরাজসেনাদলকে নানানিক্ হইতে জোটান আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ইংরাজসৈন্ত জোটান অভিমুখে প্রেরিত হইল। নানাহানে যুদ্ধ করিয়াও জোটানবাসী ইংরাজ-বাহিনীকে পরাস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ইংরাজের সহিত সন্ধি করিল। ইংরাজ-রাজ জোটানের দেবরাজ্যের যে সকল প্রদেশ ভারতসীমান্তভুক্ত করিয়া লইলেন, তন্মধ্যে তিনি জোটান-পতিকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন। ইহা হইতে রক্তক্ষরকারী জোটানযুদ্ধের অবসান হয়।

এই সময়ে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতি লর হিউরোজ পদত্যাগ করেন এবং তৎপরে লর উইলিয়ম্ রোজ মালকিন্ড কে, সি, বি, নিযুক্ত হন। ইনি শতক্র, পঞ্জাব, সিপাহীবিদ্রোহ ও ক্রিমির যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

উক্ত বর্ষেই রাজপ্রতিনিধি লরেন্স পঞ্জাব ও অযোধ্যায় প্রজা-বৃন্দের আর্থরক্ষার ব্যবস্থান্ হইরাছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায়ায় মহা চুক্তিক উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ ৪ শত মাইল দৈর্ঘ্য ও ৭০ মাইল প্রস্থ স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মাদ্রাজের লাট হারিশ এই সময়ে বিশেষ বদান্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মহামারীতে প্রায় ৮ লক্ষ লোক কালকবলে নিপতিত হইরাছিল।

এই সময়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহিষ্মরাজের রাজ্যাধিকার লইয়া মহিষ্মরে গোলামাল উপস্থিত হয়। মহিষ্মররাজ উপাধীপরি আপনায় প্রার্থনা জানাইয়া লর্ড ডালহৌসী, কানিং, এলগিন ও লরেন্সকে আবেদন পাঠান। লরেন্স বীরতাবে ও বিচক্ষণতার সহিত সে কার্যের সীমান্তাতার ভারতসচিবের (Conservative Secretary of State for India) হস্তে সমর্পণ করেন। ভারতসচিব মহিষ্মররাজের দতকপুত্রকে রাজ্যের কর্তৃত্ব দান করিতে স্বীকৃত হইরাছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে মিশর ও আর্মেনিয়ার যুদ্ধে ভারত হইতে সৈন্য সেনাদল স্বেচ্ছা পশ্চিমে প্রেরিত হইরাছিল। উক্ত বর্ষের ভারত-প্রতিনিধি

জড়ভিত্তি কলভিক: বওক: ব্রুকভুতবা।

কথিততত্ত্বসোহর্ষতত্ত্বসোহর্ষ নর্তক:।

প্রাস: বহুশালনাবহুটা নন্দবটীতাপি।

কানবন্দর্ভর বট্টা সিংহোহর্ষবিতা তত্ত:।

প্রতিচিত্র: সমস্ত বলিতোহর্ষদলতত্ত:।

আবিষ্কৃত টকবক্ততত্ত্ববিচিত্রকো।

অত্রী বিকৃতধা ৫ মুদ্রোহর্ষ বিলাকক:।

০ রনপীতবক্তক বরকটকসজেক:।

ওহাঃসিঃসিঃ প্রোক্ত লম্ব লয়বিদ্যারম্ভে:।

লরেন্স বক্তা ভগবান্ লরে ঐশ্যো জ্ঞানার্থিন:। (সরীত বাচোদর)

লখনৌ নগরে একটি রাজদরবারের আয়োজন করেন। তাহাতে তথাকথিত উত্তরপশ্চিম-ভারতবাসী তালুকদার, জমিদার ও অযোধ্যার প্রজাসাধারণ ভারতবর্ষী ভিক্টোরিয়ার প্রতি সম্মাননা ও ইংরাজ গভর্নমেন্টের প্রতি রাজকৃত্তির চরম নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিল।

এই বৎসরে কবরাজ-সেনাপতিগণ মহা এসিয়ার বোখারা-রাজ্যে ও উজ্বেকিস্তান প্রদেশে আসিয়া তথাকার আমীরকে আশ্রয় দান করেন। আমীরগণ বিদ্রোহী প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পিভুসিংহাসন অধিকারে সচেষ্ট ছিলেন। কবরসেনার আশ্রয়প্রাপ্তিতে বীর রাজপদ হ্রাস করিয়া আমীর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কবরদিগকে বোখারায় দান দান করিলেন। কবর আগমনে ভারতের বিপদের কারণ হইবে জানিয়া লর্ড লরেন্স আফগানপতি ও ইংরাজসিদ্ধ মোস্তাফা মহম্মদের পুত্র শের-আলীকে কাবুল-সিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজজাতির ও রাজ্যের মঙ্গলবিধানে তৎপর হইলেন। শের-আলী রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং একজন আফগানরাজপুত্র কবরসেনাদলে মিলিত হইয়া রাজ্যাধিকারে বড় বড় করিতে লাগিলেন। এই দারুণ গোলাবোগের সময় মহামতি লরেন্স বিশেষ গাউন্টের সহিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার এই নিরপেক্ষ রাজনীতিকে রাজনীতিজ্ঞেরা "as masterly inactivity" বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তিনি ভারতে প্রজার সুখকৃতির জন্য খাল বিস্তার করিয়া যান। তৎকালে তিনি ভারতের সর্বত্র খালবিস্তারের (complete canalisation of India) প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বহুবাটা টাকা ব্যয়সাধ্য হওয়ার এবং রাজকোষ হইতে অর্থের সম্বলান না হওয়ার সে প্রস্তাব স্থগিত হয়। তাহার আদেশে ভারতের গবর্নেন্ট খুল সমূহে বাইবেল গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিয়া ২৭শে মার্চ তারিখে বুটেনরাজ্যে ফিরিয়া যান। ভারতসাম্রাজ্যী তাহাকে (Baron Lawrence of the Panjab and Grately in the county of Southamton) মর্যাদা এবং নানাবিধ মাতৃসূচক উপাধি ও পারিতোষিক প্রদান করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু ঘটে।

লরেন্স (সর-হেনরী), একজন ইংরাজ সেনাপতি। তিনি নিপাহীবিদ্রোহকালে, অযোধ্যার বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিশেষ বীর্য প্রদর্শন করেন। লখনৌ অবরোধকালে ও চিন্‌হতের যুদ্ধে তিনি ইংরাজের স্বার্থরক্ষায় অত্যন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। চিন্‌হতের যুদ্ধে বিদ্রোহীদল জয়লাভ করিয়া

বীরদর্পে রেনিডেলী আক্রমণ করে। তাহাদের একটি গোলা হেনরী লরেন্সের কক্ষ মধ্যে প্রবেশিত হয়। তাহার আঘাতে ৩টা ছুলাই তাহার মৃত্যু ঘটে।

লর্ড (ইংরাজী) ১. বন্যাত্যাক্তির সম্মানসূচক উপাধি। ২. মহাপ্রভু, ধর্মপ্রবর্তক বীণধর ইনি Lord, the saviour অর্থাৎ মহাপ্রভু ও পরিত্রাতা বলিয়া খৃষ্টানসমাজে পূজিত। ৩. পরমপিতা পরমেশ্বর।

লর্ড গাফ, একজন ইংরাজসেনাপতি। [গাফথ্যে।]

লর্ড লেক, একজন ইংরাজসেনাপতি। [লেক থ্যে।]

লর্ক, গতি। তাদি' পরস' স' সেট্। লট্ লর্কতি। লুৎ অলকোৎ। লিট্ লর্ক। লুট্ লর্কতি।

লল, জ্ঞান। অদভুতাদি' উত্তর' স' সেট্। লট্ ললয়তি, লালয়তি-তে।

ললজিহ্ব (পুং) ললন্তী জিহ্বা যত। ১ উট্ট। ২ কুকুর। (ত্রি) ৩ হিংস্র। (মেদিনী) ৪ চলদরসনাত্মক।

"তাবচ্চ একটী ছুর ভগবান্ ভৈরবাকৃতিঃ।

উক্ত তাসিল লজ্জিহ্বঃ কৃষ্ণা হৃদ্যারমভ্যধাৎ ॥" (কথাসরিৎ ১০৬। ১২৭)

ললৎ (ত্রি) লড় শত্ৰু ডস্ত ল। ১ বিলাসবৃত্ত। ২ উদ্বাহবিধি। ৩ জিহ্বাক্রিয়াবিধি। ৪ ভঙ্গবিধি। ৫ উৎক্ষেপবিধি।

ললদম্বু (পুং) ললৎ চলদম্বু যত। ১ গিল্পাক। (জটায়ু) ললন (ক্ৰী) লল-লুট্। ১ কেলি। (হেম) ২ চালন। (নাগোজীতট্)

"বীপিচর্মপরিধানা শুকমাংসাতীভৈরবা।

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বা ললনভীষণা ॥" (মেঘমালাছাণ্ড্য)

(পুং) লল্যতে জ্ঞপ্যতে ইতি লল-কর্মণি লুট্। ৩ বাস।

৪ সাপ। ৫ প্রিয়াল। (রাজনিং)

ললনা (ক্ৰী) ললয়তি জ্ঞপতি কামান্ লল-লুট্-চাপ্। কামিনী।

"রতিমূলিতললিতললনা কুমললববাহিনী মুহুর্ভব।

প্রথকেশকুমলমপরিমলবাসিতদেহা বহন্ত্যনিলাঃ ॥" (কলাবিং ১। ৫)

২ নারীভেদ। ৩ জিহ্বা। (মেদিনী) ৪ ছন্দোভেদ।

এই ছন্দের ২, ৩, ৭, ৮, ১০, ১১ অক্ষর শুক্ল, তদ্বিত্ত বর্ণ লঘু, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। ৫ অস্ত্র প্রকার ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে, তন্মধ্যে ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ বর্ণ শুক্ল, তদ্বিত্ত লঘু। ৬ গাথাভেদ।

ললনাশ্রিয় (ক্ৰী) ললনান্যে প্রিয়। ১ ক্রীবেদ। (রাজনিং)

(পুং) ২ কবচ। ৩ কামিনীবস্ত্রভ, ক্রীবিগের প্রিয়।

ললনিকা (ক্ৰী) ললনা।

ললন্তিকা (ক্ৰী) ললন্ত্যে বার্থে কন্। ১ নাতিলম্বকষ্টিকাদি, সংকট পর্ধ্যায় লখন, নাতিমুখিত্যয়। ২ গোপা। (লক্ষ্মণাং)

ললাট (পুং) মেহন।

ললাটি (স্ত্রী) ললাটস্থাপ অতি জাপরতি অট-অণ্। অবব-
বিশেষ, চলিত কপাল। সংস্কৃত পঠ্য—অলিক, গোমি, মহাশম,
লম্ব, ভাল, কপালক, অলীক, ললাটক। গরুড়পুরাণে লিখিত
আছে যে, বাহাদের ললাট উন্নত, বিপুল ও বিমল, তাহারা নিধন
এবং বাহাদের ললাট অর্ধচন্দ্রাকৃতি, তাহারা ধনবান। এইরূপ
স্ততিবিশাল হইলে ধর্মিক ও শিরাস হইলে পাণকারী, বৃত্তিকারি-
রোথ ও উন্নতশিরাস থাকিলে ধনবান; সংস্কৃত হইলে কপণ, ও
উন্নত হইলে নৃপ এবং নিম্ন হইলে পাণকারী হইয়া থাকে।
ললাটের উপরি বাহাির ভিনটী রেখা আছে, তাহার শতবর্ষ
পরমায়ু, এইরূপ চারিটা রেখা থাকিলে ১৫ বৎসর পরমায়ু ও
রাজা, রেখা না থাকিলে ১০ বৎসর পরমায়ু, রেখা দ্বিগুণ ভিন্ন
হইলে পুংস্কল, কেশাভ পঠ্য থাকিলে ৮০ বৎসর পরমায়ু,
৫, ৬, ৭ বা বহুরেখা থাকিলে ৫০ বৎসর, বহু হইলে ৪০ বৎ-
সর এবং ক্রুরগামী রেখা হইলে ৩০ বৎসর এবং সাময়িক
বহুরেখা হইলে বিংশতিবৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে। রেখা
ক্ষুদ্র হইলে অল্পায়ু হয়।* (গরুড়পুং)

সামুদ্রিকোৎ ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহারা
সামুদ্রিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাহারা ললাট দেখিয়া মানবে আয়ু ও
ভাণ্ডাভ্যন্ত প্রভৃতি নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ললাটক (স্ত্রী) ললাটমের ললাট-কন্। ১ প্রপত্তললাট।
(শব্দরত্না) ২ ললাটমাত্র। (ধনঞ্জয়)

ললাটস্থপ (ত্রি) সামুদ্রিক তপতীতি ললাটস্থপ (অনু্যললাটস্থো-
দৃশিতপোঃ। পা ৩। ২। ৩৬) ইতি বসু স্মৃ। ১ ললাট-
তাপক, ললাটতাপকারী। ২ স্থ্য।

*“হবির্জামেদবতঃ চতুর্থাং মধ্যে ললাটস্থপসমুদ্রাঃ।” (রঘু ১৩। ৪১)

* উন্নতবিশুলৈঃ শাখৈল ললাটবিশবৈলভ্য।

নির্ধনা ধনবন্তস্ত অর্ধচন্দ্রশূন্যবৈলঃ।

আচাধ্যাঃ স্ততিবিশালৈঃ শিরাসৈঃ পাণকারিণঃ।

উন্নতান্তিঃ শিরাসিত্ত বৃতি কামিত্তিধৈবরাঃ।

নিম্নললাটের বাহাি কুরকরুণতাপ্য।

সংস্কৃত ললাটক কপণা উন্নতপুংসঃ।

ললাটপাঠ্য চা-তিম্রো রেখাঃ হাঃ শতবর্ষিণঃ।

নৃপাঃ তাক্তবর্ষিণাঃ পঞ্চবর্ষাঃ।

অরোহণায়ুঃ বৃত্তিবিজ্ঞাতিক পুংস্কলাঃ।

কেশাভ্যাপসত্যিক অশীতায়ুঃ যো ভবেৎ।

পকতিঃ শততিঃ বহুতিঃ পঞ্চাশৎবহুতিঃ।

চত্বারিংশৎ বহুতিঃ পঞ্চাশৎবহুতিঃ।

বিশ্বকর্ম্মসমুদ্রাতিগাঃ পুংস্কলাঃ।

ললাটস্থপস্থিতঃ কবেঃ ১৫ বৎসর পরমায়ুঃ (গরুড়পুং ৩৬। ৩৬)

ললাটপুর (স্ত্রী) নগরভব। (পা ৩। ৪। ১৪)

ললাটকলক (স্ত্রী) কপাল।

ললাটরেখা (স্ত্রী) কপালের রেখা। ললাটরেখা। প্রবাদ
আছে যে, বিধাতা ভাতকের বহী আগর-বাসনের অর্ধাধি ৬-বিনের
বিন-রাতে ললাটে অক্ষর-লম্বের ওভাওত লিখিয়া দিয়া থাকেন।
ললাটাক্ষ (ত্রি) ললাটে অক্ষিণী বহু। শিব। ত্রিরাত্রী ধীপ।
হুগী। (ভারত সভাপর্ক)

ললাটিক (স্ত্রী) ললাটে ভবোক্তকার্য্যঃ (কর্ণললাটঃ কলকলারে।
পা ৪। ৩। ৩৫) ইতি কন্। স্বর্ণনিরচিত ললাটাতরণ,
কপালের গহনা। পঠ্য পত্রাভ্যন্ত। (অমর) ২ ললাটস্থ
চন্দ্র। পঠ্য পত্রাভ্যন্ত। (শব্দরত্না) ৩ ভিন্দক।

*“তদা একত্বাভ্যন্তা পিতৃপুংসে ললাটিকা চন্দ্রলম্বরাক্ষক।

ন জাতু বালা লভতঃ শিবুতিং-

ত্বারসংঘাতশিলাতলেশিঃ” (কুমার ৫। ৫৫)

ললাটিল (ত্রি) উক্ত কপালযুক্ত।

ললাটেন্দুকেশরী, উক্তিকার কেশরীমণ্ডীর একজন রাজা।

[উক্তিয়া দেখ।]

ললাট্য (ত্রি) ললাট লবকারী।

ললাম (স্ত্রী) লড়া বিলাসে কিণ, তন্ম অমতি প্রায়োজীতি অম-
গতো অন্ ডয়া লয়। ১ চিক। ২ ধব। ৩ শূ।
৪ প্রধান। ৫ কুবা, কুপণ।

*“পোত্রব্রত ত্রীললনাললাম

ব্রতী ক্ষুরং কুন্তলমণ্ডিতানাং।” (ভাগ ৩। ১৪। ৪৮)

৬ বাগধি। ৭ পুণ্ড। ৮ কুলক। ৯ প্রভাব। (মেঘিনী)

১০ অললাটে অভবণিক। ১১ গবায়ির ললাটচিক।

১২ অখের ভূষণ। এই শব্দ পুং স্ত্রী এই দুই লিঙ্গই হয়।

*“ললামোহস্ত্রী ললামাপি প্রভাবে পুরুষে ধরজে।

প্রোভূয়াপুণ্ড পুংস্কলকিলাবলিদিবুঃ”

(রত্নীকায় ললিনাপম্বত বাদব)

(ত্রি) ১৩ রত্ন, প্রোভুঃ

*“ললামোহস্ত্রীকিলাবলিদিবুঃ ললিনাপম্বতবুধিঃ।

রাজাঃ মন্যে মহেদানঃ শাক্তীভারতভারতঃ” (ভারত ৭। ২২। ১৩)

ললামক (স্ত্রী) পুরোক্তললামাঃ; ললাটোপরি লবকারী ললাম।

*“তদৈব ললাম পুংস্ক লম্বভাগে কৃত্য ললাটপঠ্যভবোক্তক ললামকঃ
তিলকদিব ইতি ইবার্ণে ভ্যঃ” (ভরত)

ললামন্ত (পুং) শির।

ললামন্ (স্ত্রী) ললাম।

*“প্রধানধনস্বত্বং পুংস্ক ললামন্।

কুপারিপ্রভাবঃ ললামন্ ললামন্।” (ভরত)

২ পুরুষ। (নবটীকার মল্লীখবুত বাঘব)

ললামবৎ (ত্রি) হৃদয় অলঙ্কৃত।

ললামী (ত্রি) কর্ণকৃৎকশিষ্য, কামের গহনা। পর্যায় উৎ-
কৃষ্টিকা। (শব্দমালা)

ললিত (স্ত্রী) লল-ক্। ১ শূভারভাবক ক্রিয়াবিশেষ। সুকুমার-
রূপে জনৈকাদির ক্রিয়ায় সহিত করচরণাদির অলঙ্কৃত্যাস।

“জনৈকাদিক্রিয়াশাসিতসুকুমারবিধানতঃ।

হৃৎপদাঙ্কবিন্যাসভরণ্যা ললিতং বিহঃ।” (অমরটীকা ভরত)

সুকুমাররূপে অলঙ্কৃত্যাস লক্ষ্য হইলে তাহাকে ললিত কহে।

“সুকুমারালঙ্কৃত্যাসে লক্ষ্য ললিতং ভবেৎ।” (ভরত)

উজ্জলনীলমণিতে লিখিত আছে, যে স্থলে অঙ্গসমূহের
বিন্যাসভঙ্গি সুকুমার এবং জীবিতাশাধি দ্বারা মনোহর হয়, তথায়
ললিত হইয়া থাকে।

“বিজ্ঞানভঙ্গিরূপাং জীবিতাসমনোহরা।

সুকুমারা ভবেৎ যত্র ললিতং ভবীকরিতম্।” (উজ্জলনীলমণি)

“সঙ্গতকং করকিশলয়াবর্তনৈরাপততী

সা লিপ্ততী ললিতললিতা লোচনভাঙ্গনেন।

বিভক্ততী চরণকমলে লীলয়া শৈরবাত-

নিঃশাচা প্রথমবরসা নপ্তিতা পদ্মাক্ষী।” (অমরটীকার ভরত)

(পুং) লল্যতে ল্পতে ইতি লল কশ্মণি ক্। ২ রাগবিশেষ।

এই রাগ প্রাতঃকালে গান করিতে হয়। ইহার রূপ—এই রাগ
একটুই সপ্তক (পুন্ড্রমালাধারী, ধ্রুবা, অতিশয় গোরবণ,
লোচনতরী অলস, (ভাবে চলচল) বিলামবেশে বিভূষিত হইয়া
প্রভাতকালে গৃহ হইতে বিনির্গত হইতেছেন।

“প্রকুলসপ্তকমালাধারী ধ্রুবাতিগোরোহলসলোচনতরীঃ।

বিনিঃসরন বাসগৃহাৎ প্রভাতে বিলাসিবেশো ললিতঃ প্রদ্বিষ্টঃ।”

গানসময়—

“প্রাতঃগেয়াস্ত দেশাগো ললিতঃ পটমঞ্জরী।

বিভাষা তৈরবী চৈব কামোদা গোওকীর্যসি।” (সঙ্গীতদামো)

(ত্রি) ৩ হৃদয়, মনোহর, মনোজ্ঞ।

“অথ তত্ৰ বিবাহকৌতুকং ললিতং বিভ্রতঃ এষ পার্থিবঃ।” (রঘু ৮।১)

৪ ললিত। (যেহিনী) ৫ চলিত। (বিষ)

ললিতক (স্ত্রী) প্রাচীন তীর্থভেদ।

ললিতকান্তা (স্ত্রী) ললিতা কান্তা চ। মঙ্গলচণ্ডিকা, দুর্গা।

লোকে মঙ্গলকামনার এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে।

“বৈবা ললিতকান্তায়া দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।

বরদাতরহতা চ বিদুলা ধৌরমহিকাঃ

রক্তকোবেরবত্ৰা চ শিতবত্ৰাঃ শুভাননা।

নবমৌলবন্দনা চার্কসী ললিতপ্রভা।” (ত্ৰিবিভব)

ললিতচৈত্য (পুং) চৈত্যভেদ।

ললিততাল (পুং) সঙ্গীতের তালভেদ।

ললিতপদ (ত্রি) ১ হৃদয় পদযুক্ত। ২ হৃদ্যভেদ। এই হৃদয়ের
প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪,
৬, ৭, ৮, ১০ বর্ণ শুক্ল, তদ্বিধ বর্ণ লবু।

ললিতপুর (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৪।১৮৭)

ললিতপুর (ললিতপুর), যুক্তপ্রদেশের ইম্রাজবিল্লিত একটা
জেলা। বঁসি-বিভাগের অন্তর্গত ও তথাকার ছোটলোটের
শাসনাধীন। ভূপরিমাপ ১৯৪৭ বর্গমাইল। অক্ষা- ২৪°২৩’
হইতে ২৪°১৪’ উঃ এবং দ্রাঘি- ৭৮°১২’২০’ হইতে ৭৯°২১’১৫’
পূঃ মধ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে বেতবা (বেত্রবতী) নদী,
দক্ষিণপশ্চিমে নারায়ণ নদ, দক্ষিণে বিজাচল খাটমালা ও সাগর
জেলা, দক্ষিণপূর্বে ও পূর্বে উজ্জারাজ্য ও ধলান নদী; এবং
উত্তরপূর্বে যামুনী নদী। ললিতপুর নগর ইহার বিচার সদর।

বৃন্দলখণ্ডের পার্শ্বত্যাগ্রদেশে লইয়া এই জেলা গঠিত। সেই
ক্রমোচ্চনিম্ন পার্শ্বত্যা ভূমিভাগে বেত্রবতী ও যামুনী নদী প্রা-
বিত। দক্ষিণের বিজাচল-সীমান্তবর্তী প্রদেশ বনমালাসমাকুল
জালবর্ণের কঙ্কর পূর্ণ ভূমিভাগে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না।
মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ পলিমাটি দৃষ্ট হয়; উহা স্থানবিশেষে মোড়ি
ও মার নামে খ্যাত।

এই সমগ্র জেলাই নদীমালায় পূর্ণ। বিজাপাদনিঃসৃত নানা
গিরিনদী পরস্পরগাত্রাবিধোত করিয়া এই জেলার মধ্যদ্বিষা যমুনা
নদীতে মিশিয়াছে। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোতগিনী এই ক্রমোচ্চ-
নিম্ন অববাহিকার মধ্যদ্বিষা প্রবাহিত হওয়ার সমগ্র জেলাটা বেন
নদীসমূহে সমাকুল হইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতম নদীর মধ্যে
বেত্রবতী, ধলান ও যমুনা উল্লেখযোগ্য।

নদী ভিন্ন এখানে অনেকগুলি বড় বড় বাঁধ ও দীর্ঘিকা আছে।
তন্মধ্যে ভালবেহাত সর্কাপেক্ষা বড়, উহার জলকর প্রায় ৪৫০
একর। ধৌরীসাগর, দুধী, বাড় প্রভৃতি কতগুলি প্রাচীন
দীর্ঘিকা আজিও স্থানীয় কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। স্থানীয় বন-
মালার মধ্যে বালাবহৎ ও লক্ষণজীর বন উল্লেখযোগ্য। এখানে
সহায়রা নামে এক পার্শ্বত্যাভ্যতির বাস আছে। তাহার বন-
জাত মহুয়া, চিরোজী, লাফা, মধু, মোম, গঁদ ও অন্যান্য মূল্য-
বিশিষ্ট বস্তু নগরাদিতে আনিয়া বিক্রয় করে। এই সকল বন
বাঘ, চিতা, ভক্ক, হারনা, সেকড়ে, বনবরাহ, বড়কুকুর ও শাবুর,
চিতল, চৌশিলা প্রভৃতি হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ললিতপুরের প্রাচীন কোন ইতিহাস নাই, পূর্বে এখানে
অলপ পৌড় জাতির বাস ছিল। এখনও কিছুশৈলমালার চূড়া-
দেশে সেই পার্শ্বত্যাভ্যতির প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীদিগি সেই অতীত

শ্রুতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। বর্তমান সময়েও পক্ষত প্রাচ-
স্থিত এককটি গ্রামে এখনও গৌড়ভাষির বাস দেখা যায়।

পরবর্তিকালে এখানে আর্থ উপনিবেশ স্থাপিত হইলে সেই
গৌড়গণ ক্রমশঃ হিন্দুধর্মে আব্রাহাম হইয়া তাহারই অনুসরণী
হয় এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহার শিক্ষা ও সভ্যতা গুণে
সমুন্নত হইয়া উঠে। তাহারের স্থাপত্যবিভাগের পরিচয় স্বরূপ
আজিও অট্টালিকা ও জলনালীসমূহ এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে।
তাহারের অধঃপতনের পর মহোদার চন্দ্রলবঙ্গীর রাজগণ এখানে
আধিপত্য বিস্তার করেন। বাল্মা ও হামীরপুরে তাহারের রাজধানী
ছিল। তৎপরে এই রাজবংশের সংকীর্ণ পরিচয় বিবৃত
হইয়াছে। [বাল্মা ও হামীরপুর দেখ।]

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই চন্দ্রল রাজবংশের
অধঃপতন ঘটে। তখন এই জনপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণের
শাসনাধীন হয়। ঐ সামন্তগণ দিল্লীর সুলতান-রাজগণের
প্রোক্ষিত স্বীকার করেন নাই। তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে
রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে চুর্চব বৃন্দলা
জাতি এই প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকার করে। তাহার প্রথমে
ঝাঁসীতে ও পরে সমগ্র বৃন্দলখণ্ডে আপনাদের প্রভাব বিস্তার
করিয়াছিল।

বর্তমান ললিতপুর জেলা চন্দ্রলর বৃন্দলরাজ্যের অন্তর্গত
এবং এখানকার রাজবংশ রাজা রুদ্রপ্রতাপের বংশধর। ১৭০২
খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তৎকালীয় নরজান রাজা চন্দ্র-
লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে
দিল্লীর শোগলসম্রাটগণও মধ্যে মধ্যে এইখানে আধিপত্য বিস্তার
করিয়াছিলেন। অবশেষে নবম রাজা রামচাঁদ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে
অধোধ্যায় গমন করিলে, তাহার অল্পপুত্রিত লক্ষ্য করিয়া মহা-
রাত্রীরগণ এই প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু তাহার
অধিক দিন এদেশে প্রভিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮০০

খৃষ্টাব্দে তৎপুত্রকে তাহার অধিকাংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী
করিতে বাধ্য হন। ইহার দুই বৎসর মধ্যে জনৈক অমাত্যের
প্ররোচনার রাজকুমার গুপ্তভাবে নিহত হন এবং তাহার ভ্রাতা
মুরপ্রহ্লাদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি উচ্ছৃঙ্খল এবং
শাসনকার্যে অকর্মণ্য ছিলেন। তাহার অধীনস্থ ঠাকুর সামন্ত-
গণ পূর্বাভাসে লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহে
উপর্যুপ করিতে থাকে। রাজা মুরপ্রহ্লাদ কিছুতেই তাহাদিগকে
বশে রাখিতে পারিলেন না। উপহুঁগরি এইরূপ আক্রমণ ও
লুণ্ঠন করিতে করিতে বধন তাহার ১৮১১ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ার
সীমান্তে উপস্থিত হইয়া সিন্ধেরাজের প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার
আরম্ভ করিলেন, তখন গোয়ালিয়ারপতি তাহার প্রতিহিংসা

সাধনে অগ্রসর হইলেন। মহারাজের আদেশে সিন্ধ-সৈন্ত চন্দ্রলী
আক্রমণ করিল। গোয়ালিয়ার-সেনাপতি জিউ বাপ্তিষ্টে (Joan
Baptiste) সমলে অগ্রসর হইয়া কোটরাখিণ্ডী, রাজবাড়া ও
ললিতপুর হর্গ অধিকার করিলেন। মুরপ্রহ্লাদ ঝাঁসীতে পলা-
ইয়া গেলেন, কিন্তু তাহার সেনাপতিগণ নগররক্ষার অঙ্গের
হইলেন। কএক সপ্তাহকাল অবরোধের পর তীর্থবর্গে হস্ত
করিয়া চন্দ্রলী-সৈন্ত আত্মসমর্পণ করিল। একজন ঠাকুর
সামন্তের বিশ্বাসঘাতকতার চন্দ্রলী শত্রুহস্তগত হইল। দেখিতে
দেখিতে তালবেহাংবাসীও সিন্ধেরাজকে আত্মসমর্পণ করিলেন।
সিন্ধে মহারাজ তখন সেই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া
কর্ণেল বাপ্তিষ্টকে তথাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করিলেন।

গোয়ালিয়ার-মহারাজ অল্পকাল্য করিয়া পূর্বতন জারদীরদার-
দিগকে তাহারের জারগীর কিরাইদী দিলেন এবং রাজা মুর-
প্রহ্লাদ খীর ভরণপোষণের জন্য ৩১ খানি গ্রাম পাইলেন।

ইহার পর ৩৫ বৎসর কাল এই প্রদেশে শান্তি বিরাজিত
ছিল। সিন্ধেরাজের নির্দিষ্ট শাসনপ্রণালীতে এখানকার শাসন-
কার্য নির্মিমে সম্পাদিত হইতে লাগিল, কিন্তু অকস্মৎ বৃন্দলা-
গণ পূর্বরাজকে নারক মনোনীত করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।
তখন সিন্ধেমহারাজ পুনরায় কর্ণেল বাপ্তিষ্টকে রাজ্যে শান্তি
বিধানার্থ প্রেরণ করিলেন। তাহার বন্দোবস্তানুসারে ললিত-
পুররাজ্য তিন ভাগ হইল। একভাগ রাজা মুরপ্রহ্লাদ পাইলেন
ও দুইভাগ সিন্ধেরাজের রাজ্যভুক্ত রহিল, রাজা মুরপ্রহ্লাদ
এই ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়াও আপনাদের অধীনস্থ ঠাকুর সামন্তদিগের
সহিত বিবাদ করিতে করিতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে খীর কলহপূর্ণ
জীবনের অবসান করিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মর্দন-
সিংহ রাজা হইলেন। উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরে মহারাজপুর-
বৃদ্ধের অবদানে সিন্ধেরাজ গোয়ালিয়ার-সেনাদলের ভরণ
পোষণ-ব্যয়ভার-বহনের জামিন স্বরূপ ইংরাজ-রাজ-করে চন্দ্রলী-
রাজ্যের নিজ অংশ সমর্পণ করিলেন।

ইংরাজগবর্নেন্ট ঐ সম্পত্তি লাভ করিয়া উহাকে একটি
স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত করিয়া লইলেন, কিন্তু সন্ধির মর্ম্মানুসারে
সিন্ধে মহারাজের প্রভুত্ব অঙ্গুর রাখিতে ও প্রজাবর্গের স্বাধিকার
রক্ষা করিতে ইংরাজগবর্নেন্ট বীরত্ব রহিলেন। সিপাহীবিদ্রোহ
পর্য্যন্ত এই প্রভাব মতে কার্য চলিয়াছিল। বাণপুররাজ মর্দন-
সিংহ আপনাদের সম্মানহানি হুঁশিয়ার হইয়া এই সময়ে বৃন্দলা-
সদস্যদিগকে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করেন। ১৮৫৭
খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে রাজা মর্দন সিংহ বিদ্রোহিবলে
পরিবৃত হইয়া ঝাঁসী ও গোয়ালিয়ার বিদ্রোহীদিগের সহিত
যোগদান করেন। এইরূপে অল্পকাল বিদ্রোহী সেনা এক

ইংরাজের দেশীয় অনেক সৈনিককে সঙ্গে আনয়ন করিয়া রাজা মর্দনসিংহ আপনাকে বাগপুরের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ইংরাজ-রাজের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বাগপুরে কাদামি প্রভৃতির দ্বারা একটি কারখানা স্থাপন করেন। রাজা ক্রমশঃ সাগর জেলার উত্তরাংশে আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছেন দেখিয়া ইংরাজগবর্নেন্ট নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জাহুয়ারী মাসে সেনাপতি সর হিউ রোজের অধীনস্থ সেনাদল তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিল। রাজা মর্দনসিংহ বনবধিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চন্দ্রেরী অভিমুখে পলাইয়া আসিলেন। মার্চ মাসে ইংরাজ-সৈন্ত তাঁহাকে ললিতপুর হইতে বাগপুর ও তালবহৎ অভিমুখে পুনঃপ্রদর্শন করিতে বাধ্য করিল। রাজার পরাজয়ের অধীনস্থ সেনাদল তীত হইয়া শান্তভাবে ধারণ করিল। ঐ সময়ে গোয়ালিরের বিদ্রোহমনার্থ ইংরাজ-সৈন্ত চন্দ্রেরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ার বিদ্রোহদল পুনরায় চন্দ্রেরী-রাজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন। অতঃপর উক্ত বর্ষের আক্টোবর মাসে ইংরাজসৈন্ত পুনরায় ললিতপুর আক্রমণ করিল। দুন্দা-গণ তীব্রবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ললিতপুর ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিল। এই বিদ্রোহের সময় ব্রহ্মল ঠাকুর সর্দারগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করিয়া আপনাদের সর্বনাশ সাধন করিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর এখানে শান্তি স্থাপিত হয়। অশিক্ষিত সর্দারগণ ইংরাজগবর্নেন্টের কঠোর শাসনে নিরস্ত্রিত হইয়া শাস্তিময় জীবন বহন করিতে বাধ্য হইল। তৎবধি আর এখানে কোনরূপ গোলাযোগ ঘটে নাই।

এই জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের মিকট ঠাকুর সর্দারদিগের নির্মিত বাসভবন ও চূর্ণ দৃষ্ট হয়। সকল চূর্ণের অধিকাংশই ধ্বংসাবস্থায় পতিত। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ললিত-পুর-বিজয়ের পর সেনাপতি সর হিউ রোজ উহার অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া দেন। এখন আর ঐ ঠাকুরেরা পথিকের নিকট অবশ্য কর আশ্রয় করিতে পারেন না। বিচ্ছিন্নলোকের সমু-দ্রস্ত যুদ্ধে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ ভাঙ্গি প্রাচীন গোড় অধিবাসীদিগের কীৰ্ত্তি। বর্তমান জৈন অধিবাসিগণের উপযোগে এখানে একটি সুচারু মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি উহাশাল। ললিতপুর, বংশী, ভানসেহাৎ ও বালাসেহাৎ পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভূমিমাণ ১০৫১ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। কালী

হইতে সাগর বাইবার পথে সঙ্গাম নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। এই নদী বায়ুনী নদীর একটি শাখা। রাণী ললিতা দেবীর নামানুসারে এই নগরের নামকরণ হইয়াছিল। প্রবাদ—একদা রাজা সুমেরুসিংহ জলোদরীরোগে অক্রান্ত হইয়া সপত্নীক অবো-ধ্যায় তীর্থযাত্রা করেন। বর্তমান ললিতপুরের সন্নিধানে আসিয়া রাজা ও রাণী রাত্রিবাস করিলেন। রাত্রে রাণী স্বপ্ন দেখিলেন যে, “মিকটবর্ষী জলাধার হইতে কাই (Conferve) উদ্ভোজন করিয়া ভক্ষণ করিলে রোগ আরোগ্য হইবে।” তৎকাল্পারে প্রাতে রাজা রাণীর স্বপ্নাদেশ পালন করিলেন। রাজা রোগ-মুক্ত হইলেন। তিনি রাণীর স্বপ্নের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া রাণীর নামানুসারে সেই স্থানে ললিতাপুর নগর স্থাপন করিলেন। এখনও রাজার প্রতিষ্ঠিত “সুমেরুসাগর” বিদ্যমান রহিয়াছে।

এখানকার একটি মসজিদে হিন্দুকীর্্তির নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে, মুসলমানগণ হিন্দু মন্দিরটিকে সামান্য পরিবর্তন দ্বারা মসজিদে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ঐ মন্দিরে নাগরী অঙ্করে একখানি শিলালব্ধ উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ১৪১৫ সনৎ দৃষ্ট হয়। উক্ত লব্ধে পাঠানরাজ ফিরোজ শাহ “রাখাধিরাজ-পতে শ্রীসুরতান পেরোজশাহী” নামে বর্ণিত হইয়াছেন। অধিক সম্ভব, মালবের খিলজিবংশীয় রাজগণ হিন্দুকীর্্তি নাম করিয়াছিলেন।

ললিতপুরাণ (কী) বৌদ্ধপুরাণভেদ। [ললিতবিস্তর দেখ]

ললিতপ্রহার (পুং) অন্ন প্রহার।

ললিতললিত (কী) অতি সুন্দর।

ললিতলোচন (ত্রি) সুন্দরচক্ষুঃ। (স্ত্রী) বিভাধর বাণদত্তের কন্যা।

ললিতবনিতা (স্ত্রী) সুন্দরী স্ত্রী।

ললিতবিস্তর (পুং) বৃক্ষদেবের (শাক্যসিংহ) জীবনচরিতবিবরণ সুপ্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থভেদ। [গাথা দেখ]

ললিতবাহু (পুং) ১ বৌদ্ধমতে সন্ন্যাসভেদ। ২ দেবপুত্রভেদ। ৩ বোধিসত্ত্বভেদ।

ললিতা (স্ত্রী) ললিত-টীপ। ১ কন্তুরী। ২ নারী। (স্বাভাবিক) ৩ নদীবিদেহ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

পুরাকালে ব্রহ্ম-নন্দন বশিষ্ঠ নিমিষাকার শাপে মেহরীন এক রাজর্ষি নিমিষ বশিষ্ঠশাপে দেহরীন হন। তখন বশিষ্ঠ ঋষার উপদেশে কামরূপপীঠে সন্ধ্যাচলে কঠোর তপোহস্তান করেন। বিষ্ণু তপস্তার চুট হইয়া তাঁহাকে বর দেন, বশিষ্ঠ এই বরপ্রভাবে অমৃতকুণ্ড নামে এক মহাকুণ্ড নিৰ্ম্মাণ করেন, এই কুণ্ডের পূর্বে ললিতা নামে মনোহারিনী ও বক্ষিণসাগরগামিনী এক নদী আছে, যদ্যবেশ এই নদীকে অবতারণিত করেন। ত্রৈলোক্য মন্দির সন্ধ্যাকৃতীয়ার দিন এই নদীকে হান করিলে নিম্নলো-ক-

প্রাপ্তি হয়। ললিতানবীর পূর্বতীরে ভগবান নামে এক পর্বত আছে, এই পর্বতে ভগবান বিষ্ণু লিঙ্গরূপে বিরাজিত আছেন। যাহারা শুক্লাবংশীতে ললিতান্নান করিয়া এই পর্বতে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করে, তাহাদের ইহলোকে নানানুখ ও পরলোকে বিহুলোকে গতি হইয়া থাকে। (কালিকাপু. ৮১ অ.)

বৃহদ্রীলতয়ের ২০ অধ্যায়ে এই তীর্থের বিবরণ বর্ণিত আছে।

২ গোপীবেশঃ। এই গোপী শ্রীরাধিকার সখী। শ্রীমতী রাধিকার প্রধান অষ্টসখীর মধ্যে একজন। গোপীলোকে রাসমণ্ডলে শ্রীমতী রাধিকার লোমকূপ হইতে এই সকল গোপীর উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্মবৈবর্তপু.)

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে লিখিত আছে যে, যিনি ললিতা, তিনিই দুর্গা এবং রাধিকা, ইহাতে কোন ভেদ নাই।

“যা দুর্গা সৈব ললিতা ললিতা সৈব রাধিকা।

এতাসামন্তরং নান্তি সত্যং সত্যং হি নায়কঃ।”

(পদ্মপু. পাতালখ. রাসলীলা)

৩ রাগিণীভেদ। সঙ্গীতবাদ্যের মতে এই রাগ মেঘ-রাগের পত্নী।

“ললিতা মালসী গোড়ী লাটী দেবকীরী তথা।

মেঘরাগত রাগিণ্যা ভবন্তীমাঃ সুমধ্যমাঃ।” (সঙ্গীতবাদ্যের)

হনুমন্তে এই রাগিণী হিন্দোলরাগের পত্নী, সোমেশ্বরমতে বসন্তরাগের পত্নী। এই রাগিণী বধা—স, গ, ম, ধ, নি, স। অথবা স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স ইহা প্রথম। ধ, নি, স, গ, ম, ধ ইহা দ্বিতীয়। ইহার স্বরূপ ও ধ্যান—

“রিগুবজ্যা চ ললিতা শুভবা সত্রয়া মতা।

মুচ্চনা শুভমধ্যা ত্রাং সম্পূর্ণা কেচিচ্চিহ্নে।

ধৈবতত্রয়ঃযুক্তা দ্বিতীয়া ললিতা মতা ॥

ধর্মস—

প্রকৃৎসপ্তক্কাশ্যাক্ষাঃ। হৃগৌরকান্তিযুবতী স্মৃষ্টিঃ।

বিনিবসন্তী সহসা প্রভাতে বিলাসবেশা ললিতা প্রদীপ্তা ॥

(সঙ্গীতরসাকর)

ললিতাতন্ত্র (স্ট্রী) তন্ত্রভেদ।

ললিতাতৃতীয়াব্রত (স্ট্রী) বৈষ্ণবব্রতভেদ।

ললিতাদিত্য (পুং) কান্দীরের কর্কাটকবীর একজন বিখ্যাত রাজা। ইহার উপাধি মুক্তাপীড়। চন্দ্রবর্দ্ধনের পুত্র। মহারাজ তারাপীড়ের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ চন্দ্রাপীড় ইহাকে নীনসরাট্র ব্রহ্মসিংহের সভার হুতরূপে পাঠাইয়া ছিলেন। ইনি কনৌজরাজ যশোবর্দ্ধাকে পরাজিত করিয়া ছিলেন। ৭২০-৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি রাজশাসন করেন।

[কান্দীর দেখ।]

ললিতাদিত্য (২য়), কান্দীরের একজন রাজা। [কান্দীর দেখ।]

ললিতাদিত্যপুর (স্ট্রী) ললিতাদিত্যকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ।

ললিতাপঞ্চমী (স্ট্রী) আশ্বিন মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথি, এই দিবে ললিতাদেবীর (পার্বতী) পূজা হইয়া থাকে।

ললিতাপীড় (পুং) কান্দীররাজ ললিতাদিত্য।

ললিতাপুর, প্রাচীন নগরভেদ। এখানে ললিতাদেবী বিরাজিত আছেন। (বৃহদ্রীল. ২২) [ললিতপুর দেখ।]

ললিতাব্রত (স্ট্রী) ব্রতভেদ।

ললিতাযন্ত্রী (স্ট্রী) ব্রতভেদ।

ললিতাসপ্তমী (স্ট্রী) ললিতাখ্যা সপ্তমী। তাত্রমাসের শুক্লা-সপ্তমী ব্রতবিশেষ, এই সপ্তমীতিথিতে ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়, এই ব্রত ঐ ব্রতের নাম ললিতাসপ্তমীব্রত, ইহাকে কুচুটী-ব্রতও কহে।

ললিত, প্রাচীন জনপদভেদ। (মার্ক. ৫৭৩৭) বাসমপুরাণে (১৩৩৮) ললিক এবং অপরাগণ পুরাণে কলিক পাঠ দৃষ্ট হয়।

ললিত (পুং) জাতিবিশেষ।

ললিতিকা (স্ট্রী) তীর্থভেদ। চম্পাজনপদে অবস্থিত।

(তারত ৩।৮৪।১২৬)

লল্যান (স্ট্রী) জনপদভেদ। (রাজতর. ৩।১৮০)

লল (পুং) জ্যোতির্বিদভেদ। ললাচাখ্য।

লল, বিধানমালাপ্রণেতা। হুস্তিরাজ ললোপাখ্য নামে আর একজন পদ্ধতিকার দৃষ্ট হয়। তাহার রচিত বৃত্তপত্রীকাধান, স্বর্ণধারেরীটসমুদ্রায়োগ ও হৌজামাহাত প্রাচীন বোধ হয় যে উভয়েই এক ব্যক্তি।

লল, জ্যোতিষরসকোষ, গণিতাখ্যার ও গোলাখ্যার এবং দিব্যী-বৃদ্ধি-মহাতন্ত্র নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের রচয়িতা জিবিক্রম ভট্টের পুত্র। তারারচাখ্য সিদ্ধান্তনিরোমণিতে খেবোক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

লল(ভল্ল), হিন্দবংশীর একজন রাজা। মল্লেশ্বর পুত্র ও বৈদ্য-বর্ধার পৌত্র। ইহার মাতা অপরীলা চুলুকীখরকবীর ছিলেন।

ললবারাহব্রত (পুং) ১ লল এক বারাহের পুত্র। ২ লল-সমুদ্রপ্রণেতা।

ললাদীক্ষিত, বৃহৎকটকটাকা-রচয়িতা। ললপেত্র পুত্র এবং পত্র বীক্ষিতের পৌত্র। ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

ললিতশাহী, কাশ্মীরের শাহবংশীর একজন বিষ্ণু রাজা। ইহার অপর নাম কল্লুত। উদ্ভাটপুত্রে ইহার রাজবাণী ছিল। রাজ-তরঙ্গিনীতে (৪।১৪৪) বর্ণিত আছে, মহারাজ প্রতাপরসিংহের স্ত্রী সোণালকবী ইহার পুত্র ভোরনাথকে সিংহাসনাচ্যুত করিয়া-

ছিলেন। খোরাসানপতি আমর ইবনু-সেইর সমসাময়িক (৮১৪-৯০১ খৃঃ) ছিলেন।

লবঙ্গজীলাল (পুং) একজন গ্রন্থকার।

লব (স্রী) লু-অপ্। ১ জাতীকল। (শব্দচো.) ২ লবঙ্গ।

৩ লামজক। ৪ জীবৎ। (পুং) লবঙ্গমিতি লু-অপ্। ৫ লেশ।

“বক্রোত্তরাট্রেরলকৈত্তরক্যাক্তূর্ণাক্ষণান্ বারিলবান্ বমন্তি।”

(রঘু ১৩।৬৬)

৬ বিনাশ। ৭ ছেদন। ৮ কালভেদ। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাঠা, দুই কাঠার এক লব।

‘অষ্টাদশ নিমেষাত কাঠা কাঠাধ্বং লবঃ।’ (হেম)

৯ পক্ষিভেদ, লাবানামক পক্ষী। (রাজনি.) ১০ কিল্ক।

১১ পক্ষ। ১২ গোপুচ্ছলোম। (রঘুটীকার মলিনাথধৃত বৈজয়ন্তী)

১২ রামচন্দ্রের পুত্র। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র সীতাদেবীর গর্ভাবস্থায় লোকপবান্ডরে ভীত হইয়া তাঁহাকে বর্জন করিতে লঙ্কায় প্রেতি আবেশ সেন, লঙ্কায় সীতাকে লইয়া গিয়া বান্দীকির তপোবনে রাখিয়া আইসেন। সীতা বান্দীকির আলয়ে বসন্ত দুইটা সন্তান এসব করেন, এই পুত্রদ্বয়ের নাম লব ও কুশ। বান্দীকি এই পুত্রদ্বয়কে কত্রিমাণ্ডিত সংকৃত করিয়া রামায়ণ গান শিক্ষা দেন। লব ও কুশ রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ গান করিলে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করেন। (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড) [সীতা ও রাম শব্দ দেখ।]

লবক (পুং) ১ ছেদক। ২ জ্বাভেদন।

লবঙ্গ (স্রী) লুনাতি মেদাদিকমিতি লু (তরত্যাভিভাঙ্ক। উণ্ ১।১১৯) ইতি অজচ্। সনামখ্যাত বণিকৃদ্রব্যভেদ। (Caryophyllus aromaticus = Cloves) হিন্দী—লোঙ, লোঙ্ক, মহারাষ্ট্র ও কলিঙ্গ—লবঙ্গকলিকা, লবিজ; তামিল—কিরমবের, কিরাযু, ইলবঙ্গ-অঙ্গ, কলবাসু ইক্রুযু; তৈলঙ্গ—লবঙ্গলু, জাবিড়—লবঙ। মলয়ালম্—ছকি, শিঙ্গাপুর—বঙ্গল; পারস্ত—মেথক; বাঙ্গালা—লজ, লবঙ্গ। সংস্কৃত পর্য্যায়—সেবকুসুম, জীসজ্জ, জীপ্রহল, লবঙ্গক, লবঙ্গকলিকা, দিব্য, শেখর, লব, জীপুশ, কচির, বারিসম্ভব, ভুলায়, গীর্ষণকুসুম, চন্দনগুণ।

এই বৃক্ষ মালাক্কা দ্বীপে প্রভূত জন্মে। ওলন্দাজ বণিকেরা যখন আশয়না দ্বীপে লবঙ্গের চাস একচেটিয়া করিতে সচেষ্ট ছিলেন, তখন কোন ভূবোগে লক্ষিপভারতে ও অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে উহার চাস বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাজারে বাণিজ্যার্থ আনীত যে লবঙ্গ আমরা দেখিতে পাই উহা উক্ত বৃক্ষের ফুলকলিকামাত্র।

উত্তম সারসুত বৃত্তিকার লবঙ্গ রোপণ করাই নিরন। প্রথমে

বধারীতি বৃত্তিকার পাট করিয়া ১২ ইঞ্চি অন্তর এক একটা ফুল পুতিতে হয়। ৫ সপ্তাহের মধ্যে গাছের ফলা বাহির হইয়া থাকে। ঐ সময়ে গাছের উপর আতপতাপ না লাগে, এইরূপ ভাবে আচ্ছাদন দেওয়া আবশ্যিক। সময় মত কমিতে ফল না দিলে গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। গাছ ৪ ফিট আলাব বড় হইলে এক একটা উঠাইয়া ৩০ ফিট অন্তর পুতিতে হয়। বাগুকার অথবা আগের-শৈলোদ্গারিত বৃক্ষেরো রোপণ করিলে ইহার ফল অধিক হয়। বৃক্ষরোপণের ছয় বৎসর পরে ফল হইতে আরম্ভ হয় এবং ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদনন্তর বৃক্ষের প্রৌঢ়াবস্থা। ঐ সময়ে এক একটা বৃক্ষে বৎসরে ৩০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। তৎপরে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সুমাত্রা দ্বীপে প্রায় এক বৎসর অন্তর ফুল হয়। সেখানে ২০ হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত গাছ জীবিত থাকে। ঐ সময়ে গাছের পল্লবগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্রীকষ্ট হইয়া যায়। আশয়না দ্বীপে ১২ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত গাছের ফুল ধরে না। তার পর প্রচুর ফুল হয়। ১৫ হইতে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ফল হইতে দেখা যায়। এই কারণে প্রতি ৮ বৎসর অন্তর তথায় লবঙ্গের চাস হইয়া থাকে। তাহাতে ফুলকলিকার হ্রাস উপলব্ধি হয় না।

ফুলকলিকাগুলি উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলেই বৃক্ষ হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। হাতে করিয়া এক একটা কলিকা উত্তোলন করাই প্রকৃষ্ট উপায়, কারণ তাহা হইলে ফুল নষ্ট হইবার কোন ভয় থাকে না। উক্ত ডালে যে ফুল থাকে, তাহা ছিড়িয়া লইবার জন্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার উপযোগী সঁজি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় গাছের নিম্নে কাপড় বিছাইয়া বৃক্ষোপরি কণ্ঠশক্তি দ্বারা আঘাত করা হইয়া থাকে। এই প্রকার গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া গাছ নষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। ইহার পর উত্তোলিত কলিকাগুলিকে নিরমিত প্রণালীতে শুকাইয়া কটাশেবর্ণ (Brown) হইয়া আসিলে ধলিতে শুকা হয়। সুমাত্রা দ্বীপে মাছের উপর কলিকা বিছাইয়া হৃৎযাত্রে শুকান হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য স্থানে চোটাইর উপর মাছের বিছাইয়া ততুপরি লবঙ্গ-কলিকা ছড়াইয়া দেয় এবং তাহাই মুহু অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া কলিকাগুলিকে ধূমনিষিক্ত বা ঘেমনবৃত্ত করিয়া লয়; কিন্তু এই ধূমনিষিক্ত করিবার পূর্বে কখনই গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লয় না। যখন লবঙ্গগুলি অঙ্গুলঘরের মধ্যে টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই তাহা বাণিজ্যের উপযোগী হইয়া থাকে।

লবঙ্গের কলিকা ও তাহার বোটা জলে চোরাইলে এক প্রকার স্পঞ্জ তৈল পাওয়া যায়। উহা বর্ণহীন এবং কখন কখন সাদাভাষ হরিদ্রাবর্ণের হইতে দেখা যায়। স্পঞ্জি দ্রব্য

(perfumery) এবং বলা, সাবান ও মত্তের গন্ধযুক্তি করিতে ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যাহা কার্কেলিক এসিডের সহিত ইহা মিশান হইয়া থাকে। ৪ ওল লবঙ্গ তৈল এক গালন স্পিরিটে মিশাইয়া লইলে লবঙ্গসার (essence of cloves) প্রস্তুত হয়।

বেনকুলেন, পিনা, আধরনা ও জাঞ্জির জাত লবঙ্গই সর্বোৎকৃষ্ট। ঐবার্থ যে সকল লবঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তাহা উগ্রগন্ধ-বিশিষ্ট ও তীব্র কষ্ট এক নখাগ্র দ্বারা পেষণ করিলে তৈল বাহির হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বাজারে যে সকল লবঙ্গ পাওয়া যায়, ইহা পুরাতন বৃক্ষজাত, ইহা বিশেষ কোন কার্যে লাগে না। আকৃতি, বর্ণ ও আভ্যন্তরিক তৈল পরীক্ষা করিলেই লবঙ্গের প্রভেদ সহজে নির্ণীত হইতে পারে।

লবঙ্গ উত্তেজক, বায়ুনাশক ও উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত। দীর্ঘকাল-স্থায়ী উদরাময়ে, পাকস্থলীর বেদনায় ও গর্ভাবস্থায় নিরতিশয় বমন হইতে থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারক। ডাঃ ঐঙ্গলি, শারীরিক অবসন্নতা ও অজীর্ণ রোগে দিবসে দুই বা তিনবার লবঙ্গের কাথ সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহার মতে অর্দ্ধ পাইন্ট উত্তপ্তজলে ১ ড্রাম লবঙ্গচূর্ণ দ্রব করিয়া তাহার ১ বা ২ ওল প্রতিবার সেবনীয়। দারবিক দৌরুলো ও অগ্নিমান্দ্যে চিরতা ও লবঙ্গের কাথ বিশেষ উপকারগ্রন্থ। ইহাতে পিপাসা, বমন, উদরাগ্নান ও পেটের বেদনা উপশম হয়। গেষ্টোবাত, শিরঃশীড়া ও দস্তশূলে সবর্জ্যতৈল লাগাইলে উপকার দর্শে। হেকিরা মতে ইহার গুণ—উত্তেজক ও স্নেহ-নাশক, বিষনাশক ও মস্তিষ্ক শিথিলকারক। ইহা চক্ষুরোগে হিতকর, হৃদয়ের ব্যাধনা-নিবারক, বসকর ও পুষ্টিবর্ধক।

তাত্রপাত্রে অথবা পাথরে পদ্মধূ ইহা লবণ বসিয়া চক্ষের পাতায় পালাকে করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষের জলপড়া ও বোলকজগোব (Conjunctivitis) নিবারিত হয়। লবঙ্গ প্রদীপের নিখার গুড়াইয়া ভক্ষণ করিলে খুশ্বসে কানি বিপ্লবিত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনবিতে পরম স্নানার সঙ্গে ও পাণে লবঙ্গ দ্রব করিয়া খাইবার ব্যবস্থা বাজারায় অধিক প্রচলিত।

ইংরাজী ভৈষজ্যভাষ্যে লবঙ্গ-তৈল-বিশেষ Oleum Caryophylli নামে পরিচিত। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহাতে Eugenol বা Engenic acid, Salicylic acid, Caryophyllie acid, Carmusellie acid ও সামান্য মাত্রায় tannic acid পাওয়া গিয়াছে।

প্রতিবৎসর ১১০০০০১ টাকার লবঙ্গ জাঞ্জির, আদেন ও ভারতীয় দীপপুত্র হইতে বাঙ্গালা, বোম্বাই, ও মাদ্রাজে আকরানী হয় এবং প্রতিবৎসর এখান হইতে প্রায় ৩০৭২৪২

টাকা মূল্যের লবঙ্গ ইংলণ্ড ও ইউলণ্ড, ফ্রান্স, ট্রেসিটেলস্বেট, এসিরাহ্ তুরস্ক, আদেন, ত্রাপ ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিকমতে ইহার গুণ—তীব্র, তিক, কষ্ট, স্নেহহিতকর, দীপন, পাচন, ক্রান্তিকর, কক, শিত ও অম্বাদোদানাশক, কৃকা, হৃদি, আশ্মান, শূল, আভ্যন্তরিক, কাশ, বাস, হিকা ও ক্ষয়নাশক। (ভাবপ্রঃ রাজনিঃ)

“বিরহানলসন্তাপ্তা তানিনী কাপি কামিনী।

লবঙ্গানি সন্মুখ্য্য গ্রহণে রাহবে নদৌ ॥” (উটট)

লবঙ্গক (কী) লবঙ্গ বার্থে কনু। লবঙ্গ। (পদ্যরত্ন)।

লবঙ্গকন্দপত্রী (কী) লবঙ্গ তালীপত্র। (বৈজ্ঞানিক)

লবঙ্গকলিকা (কী) লবঙ্গ। (রাজনিঃ)

লবঙ্গলতা (কী) পুশ্পলতাবিশিষ্ট।

“শলিতলবঙ্গলতাপরিধীনকোরলমলসরশীরে।

মধুকরনিকরকরিতকোকেলিহুজিতহুজুটীরে ॥” (করবেব)

২ রাধার নবী বিশেষ।

লবঙ্গাদি (পুং) অজীর্ণাধিকারে ঐবধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, তুঁঠ, মরিচ ও সোহাগা একত্র সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে ইহা অপামার্গ ও চিতার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। অগ্নির বলাবল অল্পস্বাদে উপযুক্ত মাত্রায় এই ঐবধ সেবন করিলে অজীর্ণরোগ আত প্রশমিত হয়। (রসেশ্বরদাস অজীর্ণার্থি)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার মাত্রা এক রতি নির্দিষ্ট আছে।

লবঙ্গাদিচূর্ণ (কী) এইবীষদোগাধিকারোক চূর্ণবৈষধবিশেষ।

এই চূর্ণ ময় ও বৃহদভেষে দুই প্রকার। প্রস্তুতপ্রণালী—দলনদাদি চূর্ণ—লবঙ্গ, আতাইচ, মুখা, বেলতুঁঠ, আকনদি, মোড়েল, গীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, বেতুনা, কীকড়াশুলী, পিপুল, তুঁঠ, বরাকাতা, দবকার, সৈন্দবলন ও রসায়ন এই সকল ত্রয় সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ১০ রতি হইতে ২০ রতি, অল্পপান ভুজ্যোদক, মধু বা ছাগমুত্র। এই চূর্ণ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি উদররোগ আত প্রশমিত হয়। বৃহদবলদিচূর্ণ—লবঙ্গ, আতাইচ, মুখা, পিপুল, মরিচ, সৈন্দব, হবুবা, ধনে, কটফল, কুড়, জয়িত্রী, জারকল, কুড়জীরা, সচল লবণ, রসায়ন, ধাইফুল, মোচরস, আকনদি, ভেজপত্র, তালীপ-পত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, রিটলবণ, তিতলাউ, বেলতুঁঠ, শুক্লকক, এলাচ, পিপলমূল, কনবানী, কমানী, বরাকাতা, ইন্দ্রযব, তুঁঠ, দাক্ষিণ কলের ছাল, দবকার, নিমহাল, বেতুনা, লম্বিচকার, সবুজকেনা, সোহাগার বই, বালা, কুটজ মূলের ছাল, জারছাল, আমছাল, কটকী, জয়, সোহা, গন্ধক ও পায়দ প্রত্যেকে

সমভাগ চূর্ণ। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অস্থপান শুষ্ক ও তত্বসোদক। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতীসার ও প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

অস্ত্রবিধ—লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈন্ধব, শুড়যক, তেজপত্র, এলাচি, বনযমানী, বনানী, মৃণা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, গুলফা, আকনামি, চিরতা, গোক্ষুর, জৈরী, জারকল, লাক্ষহরিত্রা, নলদ (জটামারী), রক্তচন্দন, মৃণামাংসী, শটী, মউরী, মেথি, সোহাগার খই, কৃষ্ণজীরা, বনকার, সাচিকার, বালা, বেলেতুঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে, পায়দ, অত্র, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক সমভাবে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া লইবে, যাত্রা এক মাঝা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত বাড়াইতে হইবে। এই চূর্ণ অত্যন্ত অমিষ্টকারক ও গ্রহণীরোগনাশক। ইহা ভিন্ন অস্ত্রান্ত্র উদররোগেও বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্নাংগ্রহণীরোগাধি)

৩ গ্রীষ্মরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, সোহাগার খই, মৃণা, ধাইমূল, বেলেতুঠ, ধনিয়া, জারকল, বেত-মূল, গুলফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরল, সুশিমূল, মলাকন, অত্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, তুঁঠ, আতাইচ, কীকড়া-মূলী, ধবির ও বালা প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। অস্থপান হাগ্রহণ। গর্ভাবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী অতিসার, অর ও আমরক্তাতিসার হইলে ইহা প্রয়োজ্য। এই চূর্ণ তুলসীরূপে ভিজাইয়া তিনদিন তাবনা দিতে হয়।

৪ শুষ্করোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, তেউকীমূল, মজীমূল, বনানী, তুঁঠ, বচ, ধনিয়া, চিতামূল, ত্রিফলা, পিপুল, কটীকী, ত্রাফা, চই, গোক্ষুর, বনকার, এলাচি, বনযমানী (অকমোদা) ও ইন্দ্রযব সমভাগে চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণ উক জলের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার শুষ্ক, অর্শ, শৌখ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

লবঙ্গাদিমোদক, অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ।

(চিকিৎসাসার)

লবঙ্গাদিবটী, অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—লবঙ্গ, তুঁঠ, মরিচ ও সোহাগার খই প্রত্যেক সম-ভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া এক্ষণে অপামার্গ ও চিতামূলের কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ রসিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্রভূত মাংসাদি ভীষণ হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্নাংগ্রহণীমান্দ্যাধি)

লবঙ্গাদিবটী (৩) অজীর্ণরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, জাতিফল, রস, কুড়, লাবাজীরা, কাল-করুণা, এলাচি, দাড়িম, সোহাগা, বিড়ঙ্গ, মৃণা, বচ, বনানী, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, কীকড়কে একতরফ; পারা, গন্ধক, লৌহ, অত্র প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া পানের

রসে মর্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অস্থপান উষ্ণজল। ইহা সেবনে গ্রহণী, আমদোষ, পেটবেদনা, প্রবাহিকা, অর, ককলনিত-শূল, কুষ্ঠ, অর, পিত্ত, প্রবলবায়ু, মল্যাদি ও কোষ্ঠগতবাত প্রভৃতি আণ্ড প্রশমিত হয়। (রসেত্রসার অজীর্ণরোগাধি)

লবট (পুং) কান্দীরূপ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

(রাজতরঙ্গিণী ৪।১৭৬, ২০৪)

লবণ (স্ত্রী) লুনাতি জাতিমিতি লুনাম্যাদিবাৎ লু, পৃষোদরাদিবাৎ গন্ধ। কারয়সমুদ্র জবা।

বিভিন্ন স্থানীয় নাম। হিন্দী—লোণ, নমক, নুন, লবণ, নিমোক; বোম্বাই—নমক, নিমক; মরাঠী—মীঠা, শুজর—মিঠু, তামিল—উন্নু; তেলগু—লবণম, উন্নু; কণাড়ী—উন্নু, মলয়ালম—উন্নু, লবণম; ব্রহ্ম—ন; শিলাপুর—লুগু; আরব—মিললুল মাজিন, পারস্য—নমক, নমকে, খুদানি, হুমকে তারাম; যব—উরা; চীন—রেন; ইংরাজী—Sea-salt, common salt, table-salt, ফরাসী—Sel Commun, sel de Cuisine, sel Marin; জার্মান—Chlorantrium Kochsalz, বিনেমার ও সুইডিস—Salt, ইতালী—Chloruro-di-Sodio, Sal commune, স্পেন—Sal.

ভারতে প্রধানতঃ দুই প্রকার লবণের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম সাদা লবণ (Sodium Chloride) এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণ-লবণ বা বিটলবণ। বিটলবণ সাধারণ লবণের ভাগ থাকিলেও উহাতে অস্বাদ্য জ্বারের মিশ্রণ থাকার উহা অনেকাংশে ভেদ-গুণযুক্ত হইয়াছে। স্থানবিশেষে ঐ গুণের অনেক তারতম্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ বিটলবণে Sulphuret of iron পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ক্রোমাইড ও কার্বনেট অব সোডিয়াম উদ্ভূত করিয়া তাহাতে আমলকী ও হরীতকী মিশাইলে যে গুণ পাওয়া যায়, বিটলবণে প্রধানতঃ সেই গুণ থাকে।

হিন্দুগণ অস্বাদ্যভোজন হইতেই লবণের ব্যবহার জানি-ভেন। অকালক ৩।৭৬।১, আবলারনপ্রোতস্থ ২।১৬।২৪, ছানোগা উপনিষদ ৪।২৩।৭, শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৫।৪।১২, আবলারনব্রাহ্মণ ১।১০।১, গোতিল ২।৩।১৩ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লবণের বহুপ্রকার দেখা যায়। মহাবলি ব্রহ্মত বরুত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে লবণের নির্যাক্ত করণী তেজ নির্দেশ করিয়াছেন।

ভারতে লিখিত আছে যে, সৈন্ধব, সায়ুর, বিট, সৌকরল, হোমক ও উত্তর প্রভৃতি লবণ সকল পর পর ক্রমে উক, বায়-নাশক, এবং বক ও পিত্তের এক পূর্ণ পূর্ণক্রমে নিব, দ্বাছ ও মলমূত্রের সঞ্চয়ক। সৈন্ধব, অত্র, বিট, পারা, সোহাগ, সাহু, পঙ্কি, বনকার, উৎকার ও হুবারিকা প্রভৃতি লবণবর্ণ।

ইহাদের গুণ লবণরস, পাচক ও সংশোধক। ইহা দ্বারা রস-সমূহের বিশোধন এবং শরীরের স্নেহ ও শৈথিল্য সাধিত হয়। ইহা সকল রসের বিরোধী উষ্ণগুণযুক্ত ও মার্গবিশোধক এবং সকল শরীররোগের কোমলতাসাধক। এই রস অধিকমাত্রায় সেবন করিলে গাত্রে কণ্ডু, মণ্ডলাকার ত্রণ, শোথ, বিবর্ণতা, মুখে ও মেত্রে ত্রণ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, পুষ্কবহানি ও অগ্নোদ্গার প্রভৃতি পীড়া হয়।

সৈন্ধব লবণ—চক্ষুর হিতকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, লঘু, অগ্নি-রুচিকর, মিষ্ট, মধুররস, বৃষা, শীতল, দোষনাশক এবং উক্ত সকল লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও কলদারক।

সামুদ্র লবণ—পরিপাকের মধুর, অমতি উষ্ণ, অবিদাহী, ভেদক, জ্বংগি, শূলনাশক এবং নাতিশিথিবর্ধক।

সৌবর্জল লবণ—পরিপাকে লঘু, উষ্ণবীর্য, বিশদ, কটু, শুষ্ক, শূল ও বিবকনাশক, মুখপ্রিয়, স্নেহভি ও রুচিকর।

রোমক (পাণ্ডুলবণ)—তীক্ষ্ণ, অতিশয় উষ্ণ, গ্রীসসর্গ-শক্তির বর্ধনকর, পাকে কটু, বায়ুনাশক, লঘু, বিষাদী, হৃদয়, মলভেদক ও মূত্রকর। ঔজ্জ্বললবণ লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, হৃদয় ও রেণুসঞ্চয়কর, বায়ুর অমূলোৎসারী, তিক্ত, ও কটু। গুটিকাললবণ কদ, বায়ু ও কুমিশাস্তিকর, লেখনকর, পিত্তবর্ধক, অমিকর, পাচক ও ভেদক। উবকার (কারমৃত্তিকাসমৃদ্ধ লবণ)—ইহা বায়ু-কের অর্থাৎ বায়ুকাজাত পর্কতের মূলদেশস্থ আকর হইতে উৎপন্ন, কটু ও ছেদনকর। [এই সকল লবণের বিবরণ তত্তৎ-পক্ষে বিশেষ বিবরণ প্রদেয়া।]

এই সকল লবণের মধ্যে সৈন্ধব, সৌবর্জল, বিটু, সামুদ্র ও সান্তার এই পাঁচটিকে পঞ্চলবণ কহে। একলবণ বলিলে সৈন্ধব, দ্বিলবণ বলিলে সৈন্ধব ও সচল, ত্রিলবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল ও বিটু, চতুর্লবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল, বিটু ও সামুদ্র এবং পঞ্চলবণ বলিলে পূর্বোক্ত পাঁচটা বুরিতে হইবে। চরকে কিন্তু পঞ্চলবণ হলে সান্তার লবণের পরিবর্তে ঔজ্জ্বল লবণ গৃহীত হইরাছে। (সুশ্রুত সুখ্রাঃ ৪৩ অঃ)

সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন সৈন্ধব অর্থাৎ সিন্ধুপ্রদেশজাত পার্শ্বতা লবণ (Rock-Salt), সামুদ্র অর্থাৎ সুযোভাগে তৎ সামুদ্র-জলজ লবণ বা কর্কট, রোমক অর্থাৎ ক্রমান্বীজলজাত এবং শাকভরী বা শাক্তর হৃৎকাজ লবণ, পাণ্ডুল ও উবাহিত অর্থাৎ লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন লবণ, বিটুলবণ, সৌবর্জল বা সৌবর্জল অর্থাৎ কালমিস্রক, ঔজ্জ্বল অর্থাৎ রেহা বা কালর-লবণ এবং গুটিক প্রভৃতি লবণের উল্লেখ আছে, সেইরূপ বর্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানে সাধারণ লবণের (Sodium Chloride = NaCl) দুইটা বিভাগ আছে। উহারা সাধারণতঃ

Rock-Salt ও Sea Salt নামে পরিচিত। কিন্তু ভারতে তন্নি Marsh Salt ও Earth salt নামে আরও দুইটা শ্রেণী-ভেদ নির্ণীত হইরাছে।

ভারতবাসী জনসাধারণ খাদ্যভোজ্যে সহিত প্রযোজ্যতঃ যে কয় প্রকার লবণ ব্যবহার করে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

১ পল্লাবী-সৈন্ধব (লাহোরী ও সৈন্ধব-লবণ)—ইহা সিন্ধুনদের দক্ষিণদিকে উৎপন্ন হয়। “কোহাটা” ও নিমক-সবন নামক লবণস্থল সিন্ধুনদের পশ্চিমোত্তরভাগে পাওয়া যায়। এতন্নি হিমালয় অঙ্গদেশের দত্তিরাঙ্গ হইতে আর একপ্রকার লবণের আমদানী হইরা থাকে।

২ দিল্লীর “হুলতানপুরী” লবণ—ইহা দিল্লীর লবণাক্ত মৃত্তিকা বসি (Pit-brine salt) হইতে প্রস্তুত হয়।

৩ শাক্তরলবণ—শাক্তপুতনার শাক্তরহরের জল হইতে প্রস্তুত হইরা থাকে।

৪ বিল্ললবণ—শাক্তপুতনার বিল্লবান বিভাগের মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হয়।

৫ কোশিয়ার লবণ—শাক্তপুতনার পঞ্চভদ্রা (পচবদ্রা) নামক স্থানের মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। মধ্যভারতেও এই লবণ প্রচলিত।

৬ কলোড়ী-লবণ—শাক্তপুতনার কলোড়ীপ্রদেশের মৃত্তিকাজাত।

৭ বরাগড়া-লবণ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ওজরাত-বিভাগে প্রস্তুত হয়।

৮ কোঙ্কণী-লবণ—বোম্বাই-উপকূলজাত।

৯ কর্কট ও বনবার (কর্কট) লবণ—মাত্রাজ উপকূলে প্রস্তুত হইরা থাকে।

১০ পল্লা (পাণ্ড)-লবণ—বালারার সমুদ্রোপকূলে যে লবণ সাধারণতঃ প্রস্তুত হয়।

১১ খারি (কার) লবণ—লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে যে লবণ প্রস্তুত করা হয়।

১২ পাকবা বা নিমক-পোর—সোরা (Salt-petre) হইতে যে লবণ পাওয়া যায়।

১৩ নেকুরুলী অর্থাৎ শিতারশূল-লবণ—ইংলণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্সেরাজ হইতে যে লবণ ভারতে আমদানী হইরা থাকে।

উহা প্রধানতঃ Liverpool Salt নামে কথিত। বর্তমান-কালে এই পরিষ্কৃত লবণ ভারতবাসী জনসাধারণের ব্যবহার্য হইরাছে। তবে কোন কোন স্থানে কর্কট ও সৈন্ধবের প্রচলন আছে। সোফা-বিষ্ণু ও হিন্দু-বিষ্ণুসংগ লৈন্ধব ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১৪ লুক্কী-লবণ—নিম্নলিখিত প্রস্তুত হয়।

১৫ অয়ুদিয়াপুরী-লবণ—লোহিতসাগরের উপকূলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৬ আদেন-লবণ—আদেন নগরের নিকট প্রস্তুত হয়। এই লবণ প্রায় প্রতিবৎসর ৩০ হাজার টন আমদানী হয়।

১৭ মরুট ও মরুটসেছা—পারস্ত উপসাগর উপকূলে প্রস্তুত।

১৮ লেন্চা লবণ—তিব্বতদেশে উৎপন্ন।

১৯ মণিপুর প্রাকৃতিক ক্ষুদ্রদেশজাত বিভিন্ন প্রকার লবণ।

এই সকল লবণ ভারতে প্রচলিত থাকিলেও লিডারপুল সহর হইতে যে 'Cheshire Salt' কলিকাতা, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন ও ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ বন্দরে আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ সর্বদাপেক্ষা অধিক।

ভারতবর্ষের ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে, মুক্তিকান্তর বিশেষ লবণের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভূতত্ত্ববিদ ব্রান-কোর্ড ও মেডুলিকোট—কোহাট, কাঙড়া, বাহাদুরখেল, মণ্ডি, লবণপর্কত ও হিমালয়-সম্বন্ধিত শিলাবদ্ধ পর্কতভাগে প্রচুর লবণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইউসিন বা নিউমুলটিকন্ডরে-সিলিউরীয়-যুগন্তরে, শেলিওজোইক-স্তরে, জিপসাম-স্তরে এবং প্রাচীন ও আধুনিক টার্সিয়ারি-যুগন্তরে সৈন্ধব লবণস্তর (beds of rock-salt) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও কোহাট প্রভৃতি স্থানের লবণ-খনি হইতে সৈন্ধব লবণ উত্তোলিত হইতেছে।

যুগান্তরীয় যুগন্তর হইতে প্রাপ্ত লবণ ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাগরোপকূলে ও হ্রদতীরে স্থানীয় লোকের ব্যবহারার্থ যে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল;—

মাস্তাজ—এই প্রেসিডেন্সীতে পূর্বে সমুদ্রের লবণ-জল বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া লবণ প্রস্তুত করিত। স্থানবিশেষে লবণাক্ত মুক্তিকা অথবা ক্ষারজাতীয় জলনিমুক্ত করিয়া সেই লবণাক্ত জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া লইত। শেবোক্ত প্রথা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত প্রণালীতে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাই স্থানীয় লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। এতদ্বিধি বোম্বাই হইতে কতক লবণ এখানে আমদানী হয়।

বাক্সালা—পূর্বে মেদিনীপুর ও বশোহর জেলার লবণ প্রস্তুতের প্রধান কারখানা ছিল। বেহার, ভাগলপুর ও মুন্সের বিভাগে কতক পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত। কলিকাতার সন্নিকটবর্তী সোনার কলসমূহে সোরা হইতে লবণ বাহির করিয়া লওয়া হইত। উড়িষ্যায় এখনও সূর্য্যোত্তাপে লবণজল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্বে কৃত্রিম উত্তাপ দ্বারাও পাঙ্গা-লবণ প্রস্তুত হইত।

বেয়ার—এখানে লোণার-হ্রদের জল হইতে এবং আকোলার অন্তর্গত পূর্ণা বিভাগের লবণজলপূর্ণ কূপ হইতে লবণ তৈয়ারী হইত। এখন আর এখানে লবণ প্রস্তুত হয় না।

রাজপুতনা—শাস্তরহ্রদ, বিদ্বানাহ্রদ ও কাচোর-রেবাসা-হ্রদের জল হইতে প্রভূত লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোম্বাই—সমুদ্রের লবণজল সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া উপকূল-দেশে বহুপূর্ব হইতেই লবণ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কাষে উপসাগর তীরে, কচ্ছের রণপ্রদেশে ও সিন্ধুপ্রদেশে এবং ঠানায় লবণ প্রস্তুতের কারখানা (Thana salt-works) আছে। ইংরাজরাজ্য লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিবার অভিপ্রায়ে কাষের নবাবকে বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিয়া ঐ লবণের ব্যবসা রহিত করিয়া দেন।

পঞ্জাব—এখানে প্রধানতঃ সৈন্ধব লবণই উত্তোলিত হয়। সিন্ধুনদীর অপর পারে বরুজেলার কোহাট ও কালাবাগ এবং লবণগিরিতে (Salt-range) প্রভূত সৈন্ধব উৎপন্ন হয়। কালাবাগ ও লবণগিরির সৈন্ধব শিলিউরীয় যুগন্তরীয়, কাঙড়ার ও কোহাটে মণ্ডিস্তরের (Mandi deposits) অন্তরূপ। এতদ্বিধি এখানে গুরগাঁও জেলার লবণান্বাদযুক্ত কূপজল হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা শাস্তর-হ্রদজাত লবণ হইতে নিষ্কৃষ্ট।

যুক্তপ্রদেশ—লবণাক্ত কূপবারি হইতে এই বিভাগের নানা-স্থানে লবণ প্রস্তুত হয়; কিন্তু ইহা অপরাপর স্থানজাত লবণের ত্রায় বিগুহ্য নহে। এখানকার লবণে Sodium Sulphate, magnisium sulphates, sodium carbonate ও nitre মিশ্রিত দেখা যায়। বুলন্দসহর ও মুজফ্ফরনগরে সামান্য পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়।

আসাম—লবণাক্ত কূপ এবং জোরহাট ও মদিয়ার লবণ-প্রস্রবণ হইতে প্রভূত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়। কাছাড়, মণিপুর ও চট্টগ্রামের পার্শ্বত প্রদেশেও ঐরূপ কূপের লোণাজল হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ সভ্য-জাতিরা বাঁশের চোদে লবণজল ফুটাইয়া লবণ প্রস্তুত করে।

ব্রহ্ম—পেশবার টার্সিয়ারি যুগন্তরীয় পর্কতসমূহে বহুশত লবণ-প্রস্রবণ আছে। উহা হইতে স্থানীয় লোকে লবণ প্রস্তুত করে। আকারাব হইতে মাড়ই পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলে সমুদ্রজল হইতে সামুদ্র লবণ প্রস্তুত হয়।

ভারত গবর্নমেন্ট লবণের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লবণের প্রতিমণ ২৫০ টাকা ওক ধাৰ্য্য করেন। ব্রিটিশ বিংশশতাব্দের প্রারম্ভে ঐ ওকের হার ২৮ টাকার কম হয়। বর্তমান সময়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বাজারে

১০ আনা সের লবণ বিক্রয় হইতেছে। পূর্বহারে প্রতি সের ১৫ মণে বিক্রয় হইত। তখন প্রতি মণের ৩৫০/০ মূল্য নির্দিষ্ট ছিল। বর্তমান হারের লবণ উহা অপেক্ষা প্রায় ১৮ টাকা কম হইয়াছে। পূর্বহারে ভারতের নানান্থানে বৈরূপ হারে লবণ বিক্রয় হইত, নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

স্থানের নাম	টাকা	আনা	পা	স্থানের নাম	টাকা	আনা	পা
শ্রীহট্ট	৪	৩	৪	লাহোর	৩	৫	৪
কামরূপ	৪	০	০	মুলতান	৩	৫	৪
কলিকাতা	৩	১৪	০	করাচী	৩	১	০
কটক	৩	৬	৬	সকর	৩	৫	৪
পাটনা	৩	৮	০	বোম্বাই	৩	৮	২
কাণপুর	৩	৪	২	মুরাট	৩	১	০
মীরাত	৩	৫	৬	হোসদাবাদ	৪	৭	০
জয়পুর	৩	৫	৪	জব্বলপুর	৪	৫	৬
আবু	৩	৮	০	আকোলা	৪	০	০
লাখনৌ	৩	৫	০	সিকন্দরাবাদ	৪	৭	০
সীতাপুর	৩	৮	০	মহিন্দর	৪	৭	০
ইন্দোর	৩	১২	০	শিমোগা	৪	০	০
গোয়ালিয়র	৩	১৪	০	মাস্তাজ	২	১২	৬
				বেরেলি	৩	৫	৪

মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে লবণের উপর শুক-আদারের ব্যবস্থা ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৩৮ খারা অম্বলারে ইংরাজ-গবর্নেন্ট সর্বপ্রথম প্রতি মণ (৮২ $\frac{১}{২}$ পাউণ্ড) লবণের উপর ১৮ টাকা শুক ধার্য করেন। ক্রমে প্রতিমণের শুক ৩০ তিন টাকা চার আনা পর্যন্ত উঠে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অজ্ঞাত প্রদেশ অপেক্ষা বাদ্খালার লবণওক অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিয়া ভারতরাজ-প্রতিনিধি ভারতের সর্বত্রই সমান শুক গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া প্রতিমণ ২৪০ ধার্য করেন; কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে গোলমাল ঘটবার ভয়ে কোহাট ও মণ্ডির লবণ-খনির উপর তিনি কোন কর ধার্য করেন নাই। কেবল কোহাট-খনি হইতে যে লবণ আকগান সীমান্তে যাইত, তাহার প্রতি মণ (শিক্কা ওজম=১০২ পাউণ্ড) ৪০ আনা ধার্য হইয়াছিল। মণ্ডির খনিজাত হৈম-লবণের ভলুমেণ্ডা অধিক শুক নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী লবণ অপেক্ষা তাহাও অনেক কম। লবণের এই শুকগ্রহণের জন্য ইংরাজ-গবর্নেন্ট দৈন্যের রাজা, সর্দার ও জমিদার-দিগকে কতিপূরণ বরূপ রাজস্বের কতকাংশ সম্মুখ করিয়া নেন।

বাণিজ্য ও কারবার জন্য ভারতে বহু প্রকার লবণ প্রচলিত আছে, ভারত গবর্নেন্টের রাজবিবরণীতে তাহার একটা তালিকা

দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বিভিন্ন প্রকার লবণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে :—

১ খনিজ বা সৈকত লবণ (Rock-salt)—কোহাট, মণ্ডি প্রভৃতি স্থানের খনি হইতে এই লবণ বিক্রয়ার্থ নানান্থানে আমদানী হয়।

২ হ্রদ ও কূপজ লবণ (Lake and Pit salt)—শাভর, সিদ্ধাবনা, পচভঙ্গা ও দিল্লীর লবণের কারখানার ইহা প্রস্তুত হয়।

৩ সামুদ্র লবণ (Sea salt & Pit salt)—ভারতের সমুদ্রোপ-কূলবর্তী বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪ আনু লবণ (Marsh salt)—লবণাক্ত জল হইতে উৎপন্ন। দিল্লী প্রভৃতি স্থানের লোণামাটী খুড়িরা লওয়ার যে খাত হইয়াছে, সেইরূপ খাত-জল হইতে প্রস্তুত।

৫ খাড়িজ লবণ (Swamp salt)—সমুদ্রোপকূলবর্তী জলখাড়ি-সমূহের লবণাক্ত কর্দম হইতে গৃহীত। সমুদ্রজল ঐ সকল খাড়িতে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পান না, পরে স্বভাবতঃ শুকাইয়া মাটির উপর দানাকারে নিপতিত থাকে। উহা বিপাক্য। উহাতে প্রায় ৯৭ ভাগ Chloride of sodium থাকে।

৬ ক্ষিতিজ-লবণ (Saline efflorescence) বর্ষা ঋতুর পর স্থানবিশেষে নুন ফুটিয়া উঠে। যে স্থানে এরূপ লবণ ফুটিয়া উঠে, সেই সকল স্থানে কখন বৃক্ষাদি জন্মে না। এই জাতীয় লবণ উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে খরিয়ার, লোণহা, রেহ ও কল্লার-সোরা (সোরার কলে যে মাটিতে সোরা শুকান হয়, সেই মুক্তিকা হইতে প্রস্তুত) বলে।

৭ ক্ষারলবণ (Earth salt)—হিম্মাহানে ইহাকে খারি নিমক বলে। গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা ও মধ্যভারতে এই লবণ উৎপন্ন হয়।

৮ নিমক সোরা (Saltpetre salt)—সোরা হইতে যে মিশ্র-লবণ প্রস্তুত হয়।

উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে যতগুলি লবণখনি আছে, তৎ-সমূহের মধ্যে বৈরূপ স্তরে লবণ অবস্থিত থাকে, তাহা বিশেষ আলোচনার জিনিষ। এই সকলের মধ্যে লবণগিরির স্তর-সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সৈলমালা ৭১°৩০' হইতে ৭৩°৩০' জাতিমা পূর্বে এবং ৩২°২০' হইতে ৩০° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত। সিদ্ধাসাগর ঘোরাবের অধিত্যাকাভূমি ও কোহি-স্থানবিভাগ লইয়া লবণশৈল গঠিত। ইহার একপ্রান্তে বিলান নদী ও অপরপ্রান্তে সিদ্ধনদ। প্রায় ১৫২ মাইল বিস্তীর্ণ এই পার্বত্যপ্রদেশে বৈরূপ স্তরগঠিত স্তরে লবণরাশি নিহিত রহিয়াছে

নিম্নে সাধারণের ব্যবহার্য লবণ উল্লেখ করা হইল—

নাম	ভরের বসন
কর্ষ্যম গঠিত ভর—	
Debris of gypsum	... ১৫০ ফিট
চূর্ণাণুগত ভর—	
Granulitic limestone	... ২০০ ফিট
করলাভর—	
Coal stone hab marl	... ২০ ফিট
বেলে পাথরভর—	
Green sandstone	... ৬০০ ফিট
Blue marl	... ১২৫ ফিট
Red sandstone	... ৬০০ ফিট

লবণভর—

Upper layer of white gypsum	৫ ফিট
Brick red marl	... ১৩০ ফিট
Brown gypsum	... ১৪০ ফিট
Lower layer of white gypsum	২০০ ফিট
Salt marl and salt	... ৬০০ ফিট

এই লবণগিরিবিভাগে প্রধানতঃ মেণ্ড-খনি, বার্চ-খনি, কালাবাগ-খনি ও নূরপুর খনি হইতে সৈন্ধব লবণ উত্তোলিত হইয়া থাকে।

কোহাটের লবণময় প্রদেশ সিদ্ধনগরের পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা. ৩২°৪৭' হইতে ৩৩°৫২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৩২' হইতে ৭২°১৮' পূঃ। এখানে জুটী, মালগিন্, নক্ষি, থরক ও বাহাছর-খেল নামক স্থানে খনি আছে। ভারতের প্রায় ৬০ হাজার বর্গমাইল স্থান এবং কাবাহার, বালুণ ও পঞ্জাব প্রভৃতি জুতাগে এই লবণ প্রচলিত।

মস্তুর লবণখনি হিমালয়দেশের মতিরাঙ্কো অবস্থিত। অক্ষা. ৩২° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ। শুমা ও ব্রাহ্ম নামক স্থানে দুইটা খনি আছে। ইরাকেরাজকে মস্তি-লবণ বিক্রয় হয় বলিয়া মতিরাঙ্ককে ইরাক-সরকারে বার্ষিক কর দ্বারা লবণের লভ্যাংশ দিতে হয়। এতদ্বারা Delhi salt works, Sambhar salt-lake, Didwana salt marsh, Pachhadra salt works, Lunni and Faledia salt ও Tibet or Loncha salt নামে কতকগুলি বিশিষ্ট স্থানীয় লবণের প্রচলন দেখা যায়।

এতদ্বারা আরুর্থে সোডিয়াম-খনি প্রভৃতি আরও কতকগুলি লবণ (Sodium salts) উল্লেখ্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকলের বিবরণ তৎপক্ষে প্রাপ্য। [কার ও লোহার দেখ।]

বাণিজ্যিক লবণ প্রস্তুতের প্রণালী।

লবণের বাণিজ্য ইরাক গবর্নেন্টের অধিন্তে পরিচালিত হইতেছে; তাহানিসের অধুনাতি ভিন্ন কোষ লবণ প্রস্তুত করিলে তৎক্ষণাৎ সে লবণেরে বন্ডিত হয়। কলকোষে যে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তৎক্ষণাৎ ইরাকেরাজ কর করিয়া লইয়া, আট বা ততোধিক ভণ মূল্যে তাহা প্রজাতিগের ব্যবহারার্থে বিক্রয় করেন। এই একচেটিয়া বাণিজ্যে গবর্নেন্টের বার্ষিক প্রায় ৩ কোটি টাকা লাভ হইয়া থাকে। এই সকল কার্য-সম্পাদনার্থ তাহারা বিপুল অর্থব্যয় করিয়া বহু সংখ্যক কার্যালয় সংস্থাপন ও অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রশাসন জন্ত স্থানে স্থানে অনেক ইরাকেরাজপুত্র নিযুক্ত আছে। বঙ্গদেশীয় লবণের কারখানার ব্যবস্থাপক সাহেবেরা কলিকাতার অবস্থিতি করেন এবং তাহারা যেখানে একত্র হইয়া মতপা করেন, ঐ গৃহ “সল্টবোর্ড” নামে খ্যাত। ঐ বোর্ডের অধীনস্থ সমস্ত কার্যালয়ে একই নিয়মে কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাহ্যভারে সকল স্থানের লবণপ্রস্তুতপ্রণালী না লিখিয়া কেবল প্রস্তুত বিষয়ে প্রসিদ্ধ তমলুকেরই উল্লেখ করিলাম।

তমলুক নগর কলিকাতার ২২ কোশ দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদীতটে অবস্থিত। পূর্বকালে এই নগর সমৃদ্ধ ও বাণিজ্য-কার্যে বিখ্যাত ছিল; সস্ত্রাতি সে খ্যাতি লুপ্তপ্রায়; কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু লবণ সম্বন্ধে এই নগর সামান্য নহে। এখানে যে কুঠি আছে, তাহা হইতে প্রতি বৎসর ২১০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয় এবং উহা হইতে কোম্পানির প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

তমলুকের সমরকুঠার অধীন পাঁচটা কার্যালয় নির্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তমলুক, মহিবানল, জলামুঠা, আরদাবাদ এবং তুন্দুকের আড়লই প্রধান ও বিশেষ বিখ্যাত; আবার প্রত্যেক আড়লের অধীনে দুই দুই কার্যালয় আছে। এই দুই কার্যালয়ের নাম “হুদা”। এই সকল হুদার দারোগা, মোহরর, আমলদার, জেলাদার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামবিশিষ্ট অনেক কর্মচারী নিযুক্ত থাকে; তাহারা কার্তিক মাস হইতে বর্ষার প্রারম্ভে পর্যন্ত লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় কার্য নিযুক্ত থাকে। কার্তিক মাসের প্রারম্ভে লবণসমিতির (সল্ট-বোর্ড) সাহেবেরা কোন্ আড়লে কত লবণ প্রস্তুত করা কর্তব্য তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেন। সেই পরিমাণের নাম “ভারদান”। ঐ ভারদান অনুসারে প্রত্যেক হুদার কার্যকারকেরা নিজ নিজ হুদার অন্তর্গত প্রজাতিগকে ডাকাইয়া কে কত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিবে ও কি প্রকারে কৃত্য হইবে, তাহা নির্ধারিত করে এবং তাহাব্যবস্থাপক এক এক সুত্রিত কান্দ কেতবা হয়। এই

নির্ধারণ-ক্রিয়ায় নাম "সওদাপত্র" এবং যে কাগজে তাহা লিখিত হয় তাহার নাম "হাতচিটা"। যে সকল ব্যক্তির এইরূপে সওদাপত্র হির করিয়া হাতচিটা লয়, তাহার "মলক" নামে খ্যাত। লবণ-প্রস্তুতের কার্যে অত্যন্ত লাভ। সুতরাং কেবল এই কার্যে কেহই দিনপাত করিতে পারে না, মলকী মায়েই লবণ প্রস্তুত করা বাতীত রুবির্কার্যও করে, পরন্তু এই উভয় কার্যও তাহাদের দায়িত্ব্য দূর হয় না, সকলেই বিপুল অগণ্য ও অভ্যস্ত দরিদ্র।

তমলুকের লবণ তত্ত্বতা ভাগীরথী, হলদী, টেকরাখালী, রায়খালী প্রভৃতি কএকটা নদীর জলে প্রস্তুত হয়, সুতরাং লবণ প্রস্তুত-করণের কার্যালয় সকল ঐ নদীতে নিশ্চিত আছে। মলকীরা বথোপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাহা চারি অংশে বিভাগ করে। তাহার প্রথমংশের নাম "চাতর"; উহা সর্বাংশে বৃহৎ এবং তাহাতে লবণের মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়ংশের নাম "জুরি" অর্থাৎ কুণ্ড; লবণাক্ত জল রাখিবার জন্য উহার প্রয়োজন; তৃতীয়ংশের নাম "মাধা" অর্থাৎ লবণ ছাঁকিবার স্থান; চতুর্থ "ভূঁরি ঘর" অর্থাৎ লবণ পাক করিবার গৃহ; এই অংশ-চতুষ্টয়ের সমষ্টির নাম "খালাড়ি" বা "মলক।" এইরূপ এক এক খালাড়ির জন্য দুই তিন বিঘা জমির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, খালাড়ির অস্তান্তাংশ হইতে চাতর বৃহৎ; তদন্ত এক বিঘা বা ততোধিক স্থান আবশ্যক হয়। মলকীরা তাহা অতি সাবধানে পরিষ্কার করে, তথা হইতে কয়েক অঙ্গুলীপরিমিত মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ও চতুর্দিকে বাধ দিয়া ঐ স্থান তিন অংশে বিভাগ করে। তৎপরে ঐ ক্ষেত্রের খনন করিয়া তদুপরি মই দিয়া ভূমি চৌরস করিয়া লয়। ঐ চৌরস করা ভূমি ৮১০ দিবস রোদ্রে শুকাইলে তাহার উপরিভাগের মৃত্তিকা, ইষ্টক-প্রাচীরে লোণা লাগিলে যে প্রকার চূর্ণ জন্মে তদ্রূপ, চূর্ণ হইয়া যায়। চূর্ণ প্রস্তুত হইলে তদুপরি পাঁচ ছয় জন মহুয়া ইতস্ততঃ প্রমণ করিয়া সেই সমস্ত উত্তমরূপে দলিত করে, পরে এক সস্ত্রাহ তাহা রোদ্রে শুক হইলে ঐ চূর্ণ খুঁতীয়া চাচিয়া একত্র করে। অনন্তর কোটালের জলে চাতর সিক্ত থাকিলে ও রোদ্রের সাহায্য পাইলে লবণ-মৃত্তিকা উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়। অপর বস্তার জলে চাতর ধৌত হইলে তথা কার্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে অভ্যস্ত বর্ষার বা কোরানার অথবা মেঘে আকাশ সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন থাকিলে লবণোৎপত্তির হানি জন্মে। পৌষ ও মাঘ মাসে জোরারের জলে জুরি নামক কুণ্ড সকল পরিপূর্ণ না হইলে লবণ-প্রস্তুত-কার্যের হানি ঘটে। একটা জুরি নির্মাণ করিতে চারি কাঠ ভূমির আবশ্যক। ঐ

ভূমিতে ৫ কি ৬ হস্ত গভীর এক হাত দৈর্ঘ্য ও এক হাত প্রস্থ একটা গর্ত খনন করিয়া এক পরোনালী দ্বারা কোন কোন নদীর সহিত সংযুক্ত করিলে উক্ত জুরি প্রস্তুত হয়। কোটালের দিবস উক্ত নালা দ্বিগুণ নদীর লবণাক্ত জুরি পরিপূর্ণ হইলে, মলকীরা নালা রুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যাে ঐ জল রক্ষা করে। বর্ষাকালে জুরি মৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; কার্তিক-মাসে সেই জল সেচনপূর্বক জুরি পরিষ্কার করে। কোটালের লবণাক্ত দ্বারা তাহা পূরণ করাই লবণ-প্রস্তুত-করণ কার্যের এক প্রধান উপাধান; সাবধানে এই কার্যটা সম্পন্ন না হইলে সকল শ্রম ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। চাতর জোরারের জলে সিক্ত করিয়া রোদ্রে শুকাইবার নাম "সাজন"। কার্তিক মাসে চাতর প্রস্তুত করিলে ক্রমাগত তিন মাস তাহাতে লবণ-মৃত্তিকা জন্মিতে পারে, মাঘের শেষে বা কাশ্বনের প্রারম্ভে তাহা পুনরায় জোরারের জলে সিক্ত করিয়া খনন না করিলে ও তদুপরি ভয় ও মাদার অকর্ণ্য মৃত্তিকা না ছড়াইয়া দিলে তাহাতে লবণ-মৃত্তিকা উত্তমরূপে জন্মে না।

খালাড়ির তৃতীয়ংশের নাম মাধা; এই মাধা প্রস্তুত করিবার জন্য মলকীরা ষাট হস্ত পরিধি ও ৪১০ হস্ত উচ্চ এক মৃত্তিকা তৃণ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ১১০ হস্ত গভীর ও ৫ হস্ত পরিমিত মালসাবয়ব এক গর্ত খুঁড়িয়া মাখে এবং মৃত্তিকা, তদ্ব, বালুকা দি দ্বারা তাহার তল এইরূপ স্তূপ করে যে, তাহা জলের অভ্যন্ত। তদনন্তর তাহার তলে "কুড়ি" নামক একটা মৃৎপাত্র স্থাপন করিয়া এক বংশ-নল দ্বারা তাহার সহিত তৃণের নিকটস্থ এক প্রকাণ্ড জালার সংযোগ করিয়া দেয়। ঐ জালার নাম "নাদ", এবং তাহাতে ৩০।৩২ কলস জল ধরিতে পারে।

চাতরে লবণ-মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে মলকীরা পূর্কোক্ত কুঁড়ির উপর বংশনির্মিত একখালি ছাকনি ও তদুপরি কিঞ্চিৎ খড় রাখিয়া ঐ মৃত্তিকার মাদার গর্ত পরিপূর্ণ করিয়া পাদ দ্বারা তাহা উত্তমরূপে চাপিয়া দেয় ও জুরি হইতে কলসী কলসী লবণ-জল তদুপরি ঢালিতে থাকে। এইরূপে ক্রমাগত ৮০ কলস জল ঢালিলে তাহা লবণ-মৃত্তিকা-ধৌত করিয়া ক্রমশঃ বংশনল দ্বারা নাদে আসিয়া পতিত হয়, কিন্তু তৎসমুদায় জল লবণ-মৃত্তিকা হইতে পৃথক হয় না। উক্ত ৮০ কলস জলের ৩০।৩২ কলস মাত্র নাদে আসিয়া পড়ে, অবশিষ্ট ঐ জল মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকে। নাদে জল পড়া রহিত হইলে মলকীরা ঐ লবণ-জল এক পৃথক কলসীতে রাখিয়া দেয় এবং মাদার-ধৌত মৃত্তিকা চাতরে নিক্ষেপ করিবার জন্য হানাত্তরে রাখিয়া নূতন লবণ-মৃত্তিকা দিয়া ঐ মাদার পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় নূতন মৃত্তিকা হাঁকিতে আরম্ভ করে।

লবণ জলে দিবার ঘরের নাম সুন্দরী ঘর; তাহা চাকরের সন্নিকটেই নির্মিত হয়। তাহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২৫।২৬ হাত, এবং প্রস্থ ৭ বা ৮ হাত। মল্লকীমাঠেই এই ঘর উত্তরদিক্কে দীর্ঘ, এবং তাহার দক্ষিণ ভাগাংশেই উত্তর ভাগ অধিক উচ্চ করিয়া নির্মাণ করে; তাহার কারণ এই যে দক্ষিণ ভাগ তাহাদিগের আবাসস্থান, তাহা অধিক উচ্চ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উত্তর-ভাগে লবণজালের উন্নয়ন নির্মাণ করিতে হয়; তৎকাল-ধূমনির্গমনের নিমিত্ত উহা উচ্চ না করিলে গৃহমধ্যে অবস্থিতি করা কঠিন হইয়া উঠে। উক্ত উন্নয়ন যুক্তিকায়রা নির্মিত হয়; তাহা তিনহস্ত উচ্চ। এই উন্নয়নের উপরিভাগে কর্দম দিয়া তরুণির ছই শত বা ছই শত পচিশটা মিহিরির কুম্ভাকার ছোট ছোট মৃৎপাত্র স্থাপিত করিতে হয়; এই পাত্রের নাম “কুড়ি”, তাহার প্রত্যেকটীতে বেড় সের জিনিস আঁটে। তৎসমুদায় উন্নয়নের উপর কাহার স্থাপিত করিলে যে অবরব হয়, তাহা পার্শ্বে প্রদর্শিত হইল; মল্লকীরা তাহাকে “খাঁট” এবং যে মৃৎপিণ্ডের উপর তাহা স্থাপিত করে, তাহাকে “খাঁটিচক্র” কহে।

উন্নয়ন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে কর্দম শুষ্ক হইয়া তদ্রূপ সমস্ত কুড়ি-পাত্রের এক পিণ্ড হইয়া উঠে। চারি পাঁচ বা ছয় খণ্ডকাল তাহাতে নাদের লবণ-জল পাক করিলে ছই ঝোড়া লবণ প্রস্তুত হয়। এই ঝোড়া উন্নয়নের পার্শ্বে স্থাপিত থাকে, এবং তাহা হইতে যে জল নিঃসৃত হয়, তাহা ঝোড়ার নিম্ন তৃণের উপর পড়িয়া লবণের শূল-পিণ্ডরূপে পরিণত হয়। এই লবণ-পিণ্ডের নাম “গাছা-লবণ”; অল্প লবণাপেক্ষায় তাহা বিশেষ নিম্নল; কিন্তু মল্লকীরা এই লবণ কোম্পানিকে না দিয়া অনারালে গোপনে অল্পকে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া গাছা-লবণ প্রস্তুত করণের নিষেধ আছে।

লবণপাকের অল্প আর একটা নাম পোস্তান। কারখানার এই পোস্তান শব্দটিরই ব্যবহার হইয়া থাকে। ছই ঝোড়া লবণ পোস্তান হইলে কোম্পানীর আদলদার নামক কর্মচারী আসিয়া তাহা কাঠে মুদ্রা (মোহর) দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেয়। এই মুদ্রার নাম আদল, এই আদল হইতে আদলদার নাম সৃষ্টি হইয়াছে।

লবণের মোহর হইলে উহা মল্লকীর খাঁটিতে রাখা হয়, তথায় একদিন ও একরাত্রি থাকিয়া শুকাইলে গোলাঘরের মৃত্তিকার উপর তুপাকারে রাখিয়া দেয়। বর্ষ কি বায় দিন

গোলাঘরে রাখিয়া পরে বাহিরে আনিয়া গোলাঘরের সম্মুখে তুপাকার করিয়া রাখে। এই তুপার নাম “বহির কাড়ি”। ১০।১৫ দিন এই কাড়িতে থাকিয়া লবণ শুষ্ক হইলে পর পোস্তান দারোগা আসিয়া উক্ত লবণ মল্লকীর নিকট হইতে ওজন করিয়া লয় ও উক্ত পরিমাণ মল্লকীর হাতচিঠার তুলিয়া দেয়। লবণ ওজন করিবার সময় ওজনদার (কম্বাল) অনবরত নিয়োজিত প্রকার নুতন পদ বলিতে থাকে,—

“রামগোপালে পছড়ে

মাল দিতে হবে পছড়ে ॥

জলদি চলা তইয়া রে।

এক পাও দিতে হবে পছড়ে” ॥

পোস্তান-দারোগা কর্তৃক লবণ ওজন হইলে তখন তাহা কোম্পানির হইল। তাহারা এই লবণ বাটনারায়ণপুর নামক স্থানে আনয়ন করিয়া আপনাদিগের গোলা পূর্ণ করেন; অবকাশ-মতে তাহা লবণবিক্রেতাদিগকে আপনাদিগের নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় থাকেন। মল্লকীরা কোম্পানির নিকট লবণের মূল্য আড়ল তেমে মণ করা ১০/০ আনা বা ১০/১০ আনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরে কোম্পানির এই লবণ ৩০/১৭।০ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। স্তত্রায় ক্রয়বিক্রয়ের মূল্য কর্মকর্তাদিগের বেতন ও অজ্ঞাত সমস্ত ব্যয় ব্যতীত তাহারা মণ করা অনূন ২১০ টাকা লাভ করিয়া থাকেন।

লবণ, অম্লবিশেষ। রামায়ণে লিখিত আছে,—পতাবুগে দৈত্যবংশে লোলার মধুনামে একপুত্র জন্মে, এই মধু মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপস্চরণ করিয়া এক শূললাভ করে। মহাদেবের শূলপ্রাপ্ত হইয়া মধু অতিশয় বলীয়ান হয়। কিন্তু মধু দৈববলে বলীয়ান হইয়াও পরমার্থমুখি ছিল, কাহারও কোন অনিষ্টাচরণ করিত না। পরে মধু পুনর্বার তপস্চরণ করিয়া এই শূল যাহাতে বংশপরম্পরাক্রমে থাকে, মহাদেবের নিকট এই বর প্রার্থনা করে, কিন্তু মহাদেব তাহাকে এই বর না দিয়া তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র এই শূলপ্রাপ্ত হইবে, এইবর দেন।

বিদ্যাবন্তর ভক্তা অনলার গর্ভে কুন্তীনসী নামে এককন্যা হয়। মধু কুন্তীনসীকে বিবাহ করিলে স্বর্গীয় গর্ভে লবণের জন্ম হয়। ক্রমে লবণ অতিশয় দুর্ভুজ হইয়া উঠিল। মধু পুত্রকে দুর্ভিক্ষীভূত দেখিয়া ক্রোধে শোকাবিত্ত হইয়া তাহার হস্তে শূল দিয়া ইহলোক পরিভ্রমণ করিল। লবণ এই শূলপ্রভাবে ত্রিলোকের অবধ্য হইয়া পড়িল। লবণের ভীষণ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ঋষিগণ রামচন্দ্রের শরণাগত হন। তখন ভগবদবতার রামচন্দ্র ইহাকে বধের জন্য ভরতকে আদেশ করিলে শত্রু স্বয়ং তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। শত্রুর

প্রার্থনার সামগ্র্য তাহাকেই লবণধার্থে প্রেরণ করেন। “লবণের হস্তে শূল থাকিলে দেবদানবাদি যে কেহ যুদ্ধার্থে তাহার সমুখে উপস্থিত হইবে, সেই তন্নীভূত হইয়া যাইবে” শত্রুর ইহা অবগত হইয়া যখন তাহার হস্তে শূল ছিল না, সেই সময় তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। শত্রুর হস্তে লবণ নিহত হইলে দেবগণ তাহার ভূরসী প্রশংসা ও তদীয় মন্তকোপরি পুষ্পগুটি করিয়াছিলেন।

পরে দেবগণ তৎসদীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন, তখন শত্রু দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করেন, “দেববিনিশ্চিত এই লবণাসুরের মনোহারিণী মধুপুরী (মথুরা) অবিলম্বে জনসমূহে পরিপূর্ণা হউক” দেবগণ তাহাই হইবে, এই বর দিয়া গ্রহান করেন। পরে শত্রুর এই মগরীতে দ্বাদশবর্ষকাল অবস্থিতি করিয়া অযোধ্যা-নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৭৩-৮৪ অং)

২ রাক্ষসবিশেষ। (মেঘিনী) ৩ সমুদ্রবিশেষ, লবণ-সমুদ্র। এই সমুদ্রের উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে এইরূপ আছে,—শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিরজার গর্ভে সপ্তপুত্র হয়। বিরজা এই সপ্তপুত্রের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, একদা বিরজা শৃঙ্গারে আসক্তচিত্তা হইয়া শ্রীহরির সহিত পুনরায় বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার কনিষ্ঠপুত্র অপর ভ্রাতৃগণ কর্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ে তথায় জননীর ক্রোড়ে আগমন করিল। হরি নিজপুত্রকে ভীত দেখিয়া বিরজাকে ত্যাগ করিলেন। বিরজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে সাধনা করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীমতী রাধিকার নিকট গমন করিলেন, বিরজা পুত্রকে সাধনা করিয়া প্রিয়তম হরিকে নিকটে দেখিতে পাইলেন না, তখন বিরজা শৃঙ্গারে অতৃপ্তমনা হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ দিলেন যে, তুমি লবণ সমুদ্র হইবে, কোন প্রাণী আর তোমার জলপান করিবে না, অপর পুত্রগণ ইক্ষু প্রভৃতি সমুদ্র হইবে। বিরজার শাপে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লবণ সমুদ্র হইয়াছিল। বিরজার সপ্তপুত্র সপ্তরীপে সপ্তসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। (ব্রহ্মবৈবর্তপু. শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৩ অং)

(ত্রি) লবণেন সসৃষ্টঃ লবণ-ঠক্ (লবণাৎ ঠক্। পা ৪।৪.২৪)

ইত ঠকোপক্ বধা লবণো রসোহ্যাস্মিন্ভি অর্শ আভ্যচ্।

৪ লবণরসযুক্ত। ৫ লাবণ্যযুক্ত।

লবণ, চট্টলের অন্তর্গত একটা গুপ্তগ্রাম। (ভবিষ্যতকথণ্ড ১৫।৪৫)

লবণকিংশুকা (ত্রি) মহাজ্যোতিষতী। (রাক্ষসি°)

লবণকার (পুং) লবণ্য কারঃ। লোণার কার। (রাক্ষসি°)

লবণখনি (পুং) লবণাকর, লবণের খনি, যেহান হইতে লবণের উৎপত্তি হয়।

লবণজল (ত্রি) লবণা জলং যস্য। ১ লবণসমুদ্র। (স্ত্রী) লবণা জলং। ২ লবণাক্ত জল, লোণাজল। ৩ লবণমিশ্রিত জল।

লবণজলধি (পুং) লবণসমুদ্র। (ভাগবত ৫।১৭।১১)

লবণজলনিধি (পুং) লবণসমুদ্র। (রামায়ণ ৫।১৭।১২)

লবণতা (স্ত্রী) লবণ্য ভাবঃ তন্-টাপ্। লবণের ভাব বা ধর্ম, লবণত্ব, লবণাক্ত, লবণরসযুক্ত।

লবণভূগ (স্ত্রী) লবণরসবিশিষ্ট ভূগং। ভূগবিশেষ। চলিত লোণা ঘাস। সংস্কৃত পর্যায়—লোমভূগ, ভূগার, পটুভূগক, অন্নকাণ্ড।

ভূগ—অন্ন, কবায়, জনহৃদ্যনাশক, অন্নগুদ্ধিকর। (রাক্ষসি°)

লবণতোয় (ত্রি) লবণজল, লবণসমুদ্র। (রামা° ৫।৭।২১)

লবণত্রেয় (স্ত্রী) লবণ্য ত্রেয়ং। ত্রিবিধলবণ, সৈন্ধব, খিট, সচল।

লবণত্ব (স্ত্রী) লবণধর্মাবিহিত। লোণা।

লবণজয় (স্ত্রী) ত্রিবিধ লবণ, সচল ও সৈন্ধব।

লবণনিত্য (ত্রি) প্রতিদিন লবণরসসামানশীল। (দশক°)

লবণধেহু (স্ত্রী) লবণনির্মিতা ধেহুঃ। দানার্থ লবণনির্মিত ধেহু। বরাহপুরাণে এই ধেহুদানের বিধান এইরূপ আছে—মহীতল প্রথমে গোময়াদি দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিয়া তাহার উপর কুশচর্ম আন্তর্য করিতে হইবে, ঐ চর্মের উপর ঘোড়শপ্রহ পরিমাণ লবণের দ্বারা একটা কলিত ধেহু প্রস্তুত করিবে। চারিপ্রহ দ্বারা ইহার বৎস প্রস্তুত করিতে হয়, ইক্ষুদণ্ড দ্বারা এই ধেহুর পাদ, সুবর্ণদ্বারা মুখ ও শূল, রৌপ্যদ্বারা খুর, শুভ্রদ্বারা মুখ, কলমর দন্ত সকল, শর্করা দ্বারা জিহ্বা, গন্ধদ্রব্যে ভ্রাগ, রক্তদ্বারা নেত্রদ্বয়, পত্রদ্বারা কর্ণদ্বয়, নবনীত দ্বারা স্তন, সূত্রদ্বারা পুচ্ছ, তাম্রময় পৃষ্ঠ, কুশময় রোম, কাংস্যের দ্বারা মোহনীপাত করিবে; পরে এই ধেহুকে দ্বন্দ্বাত্তরগে ভূষিত করিতে হয়। তদনন্তর স্নগন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিয়া এই ধেহুকে যুগবৎস্বদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। সংক্রান্তি, গ্রহণ, ব্যতীপাতাদিবিষেগ ও উত্তম-কালে দান করা বিধেয়। যথাবিধানে ধেহু দান করিয়া ইহার দক্ষিণা সুবর্ণ দিতে হয়। দানান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

“পূর্বোক্তেন বিধানেন ষণ্ডত্যা কনকেন তু।

ইমাং গৃহাণ ভো বিশ্বে রক্তরূপে নমোহস্ত তে ॥

রসজ্ঞা সর্বভূতানাং সর্বদেবনামমৃতত।

কামং কামদ্রবে কামা কারধেনো নমোহস্ত তে ॥”

(বরাহপুং খেতোপাং লবণধেহুঃ।)

যথাবিধানে এই লবণধেহু দান করিলে ইহলোকে বিবিধ-দুঃখ ও অন্তকালে রক্তলোকে গতি হইয়া থাকে।

“লবণধেনুঃ বক্ষ্যামি তাং নিবোধ কথীপতে ।

অহুলিষ্ঠে মহীপুতে কৃকাজিনকুশোভরে ॥

যেহুং লবণময়ী কৃষা বোড়শপ্রহসংবৃত্তাম্ ।

বৎসং চতুর্ভী রাজেন্দ্র ইকুশায়াংস্ত কারয়েৎ ॥

সৌবর্ণমুখশূক্যাদি কুমা রৌপ্যমরাতথা ।

মুখং শুভ্রময়ং ভস্মা বস্ত্রাঃ কদমরা নৃপ ॥

জিহ্বাং শর্করয়া রাজন জ্ঞাপ্য গন্ধমরতথা ।

নেত্রৈ রত্নময়ে কুণ্ড্যাং কর্ণে পত্রমরৌ তথা ॥

ঐশ্বৰ্য্যং শূলকোটৌচ নবনীতমরাঃ তনাঃ ।

মুত্রশূক্যং তাত্রপুষ্ঠাং দর্ভরোম্নাং পরশ্বিনীম্ ॥

কাংস্যোপদোহাং রাজেন্দ্র বশ্টাভরণভূষিতাম্ ।

সুগন্ধপুশ্পধূপৈশ্চ পুত্রিয়িা বিধানতঃ ।

আচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥” ইত্যাদি ।

(বরাহপুং ষ্ঠোতাপাখ্যানে লবণধেনুমা°)

লবণপত্নন, চট্টলের অন্তর্গত একটা নগর। (ভবিষ্যত্ৰক্ষণ° ১৫।৩৪)

লবণপাটলিকা, লবণপালালিকা। (স্ত্রী) লবণের থলী ।

লবণপুর (স্ত্রী) নগরভেদ ।

লবণভেদ (পুং) লবণকার, লোণার কার। (বৈজ্ঞকনি°)

লবণমদ (পুং) লবণত মদঃ । লোণার কার। (রাজনি°)

লবণমস্ত্র (পুং) লবণ উৎসর্গকালীন মস্ত্রবিশেষ ।

লবণমেহ (পুং) মেহরোগবিশেষ। এই মেহরোগে রোগীর লবণতুল্য প্রস্রাব হয়। (সূত্রত নি° ৬ অ°)

লবণযন্ত্র (স্ত্রী) ঔষধপাকের জন্য লবণপূর্ণ যন্ত্রবিশেষ ।

“উদ্ধং ভঙ্কলহীনং চেৎ যজ্ঞং ডমরুকাধরম্ ।

তদ্যজ্ঞং লবণৈঃ পূর্ণং লবণাধ্যমিতীরিতম্ ॥” (বৈজ্ঞক)

ডমরুকাধর উর্দ্ধদেশে জলহীন করিয়া উহা লবণদ্বারা পূর্ণ করিলে এই যন্ত্র হইবে ।

লবণবর্ষ, কুশধীরের অন্তর্গত বর্ষভেদ । (লিঙ্গপুং ৪৬।৩৬)

লবণবারি (ত্রি) লবণজল, লবণসমুদ্র ।

লবণব্যাপাৎ (স্ত্রী) অথের অত্যন্ত লবণভক্ষণজনিত পীড়া-বিশেষ ।

“প্রভুতং লবণং বস্য ভোজনে বাজিনো ভবেৎ ।

কেবলং বাততন্মাস্য ব্যাপাৎ স্তমহতী ভবেৎ ॥” (জয়দ° ৬° অ°)

অথ সকল যদি প্রভূত লবণ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে বায়ু কুণ্ডিত হইয়া তাহার স্তমহতী পীড়া হইয়া থাকে, এই পীড়াকে লবণব্যাপাৎ কহে ।

লবণসমুদ্রে (পুং) লবণসাগর । (ত্রিকা°)

লবণস্থান (স্ত্রী) জনপদভেদ ।

লবণা (স্ত্রী) দুর্গাতি বা-দু-দু-চাপ। ১ নবীভেদ। ২ বীতি ।

(যেমিনী) ৩ মহাগোতিদ্রতী । (রাজনি°) ৪ চুক্রিকা ।

৫ চাক্ষেয়ী, আমরুল । ৬ লবণশাক ।

লবণাকর (পুং) লবণস্রা আকরঃ । লবণের খনি, যে স্থান হইতে লবণের উৎপত্তি হয় ।

লবণাখ্যা, চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটা লাবণ-প্রস্রবণ ।

লবণাচল (পুং) লবণনির্মিতঃ অচলঃ । দানার্থ লবণাদিনির্মিত পর্বত । লবণের পর্বত প্রস্তুত করিয়া দান করিতে হয়, তাহাকে লবণাচল কহে । মৎস্যপুরাণে এই পর্বতস্থানের বিধান আছে ।

“অথাংতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি লবণাচলমুত্তমম্ ।

যৎপ্রদ্বাতা নরো লোকং প্রাপ্নোতি শিবসংযুতম্ ॥”

ইত্যাদি । (মৎস্যপুং ৭৭ অ°)

বোড়শ দ্রোণ পরিমাণ লবণ লইয়া তাহার পর্বত করিতে হইবে, অর্থাৎ পর্বতাকারে স্থাপিত করিতে হইবে, এই পরিমাণ লবণে প্রস্তুত করিলে তাহা উত্তম, যদি কেহ ইহাতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তদধিক পরিমাণ দ্বারা করিলে মধ্যম, ইহাতেও অশক্ত হইলে তাহার অধিকপরিমাণ দ্বারা অধম পর্বত প্রস্তুত করিবে, কিন্তু বিস্তৃহীন ব্যক্তি দ্রোণ পরিমাণের উর্দ্ধ যথাশক্তি তাহার দ্বারা এই পর্বত করিতে পারিবে। যে পরিমাণে পর্বত প্রস্তুত হইবে, তাহার চতুর্থভাগের দ্বারা বিকৃত পর্বত করিতে হইবে। পর্বতস্থানের বিধানানুসারে স্তবগাদি দ্বারা ব্রহ্মাদি ও লোকপালাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া যথাবিধানে তাহাদের পূজা করিয়া দান করিতে হইবে। দানের সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

“সৌভাগ্যরসসম্বৃত্তো যতোহয়ং লবণো রসঃ ।

তদাশ্বকচ্ছেন চ মাং পাহি পাপপারগোত্তম ॥

যন্মান্বয়সঃ সর্কে নোৎকটা লবণং বিনা ।

প্রিরক শিবরোরিত্যং তন্মাৎ শান্তিপ্রদো ভব ॥

বিকুদেহসমুদ্রুতং যন্মান্বায়োগ্যবর্জনম্ ।

তন্মাৎ পর্বতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥”(মৎস্যপুং ৭৭ অ°)

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই পর্বত দান করিয়া দক্ষিণাধান ও ব্রাহ্মণভোজনাদি করা হইতে হয়। এইরূপ বিধি অনুসারে যিনি লবণপর্বত দান করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিয়া উমালোকে কলকাল বাস করেন, তৎপরে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। (মৎস্যপুং ৭৭ অ°)

লবণাদ্যমোদক, লবণযোগে প্রস্তুত মোদকোদ্যবিশেষ। ইহা উষ্মার ও অগ্নিমান্বায়রোগে হিতকর। (চিকিৎসাসার)
লবণান্তক (পুং) লবণত অন্তকঃ । শক্লয়, ইনি লবণান্তক বধ করিয়াছিলেন। (রঘু ১৫।৪০)

লবণাক্তি (পুং) লবণসমুদ্র। (মার্কণ্ডেয়পুং ৪৪।৭)

লবণাক্তিক্র (ক্ৰী) লবণাক্তো লবণসমুদ্রে জায়তে ইতি জন-ড।
সামুদ্র-লবণ। (রাজনিং)

লবণাশুরাশি (পুং) লবণশ অশুরাশি। লবণসমুদ্রের জল-
সমুহ। (রঘু ১২।৭০)

লবণাস্তম্ (পুং) লবণজল। সমুদ্র।

লবণার (ক্ৰী) লবণকার, লোণার কার।

লবণারজ (ক্ৰী) লোণার কার। (রাজনিং)

লবণার্ণব (পুং) লবণসমুদ্র। (রামাং ১।১৭০)

লবণালয় (পুং) লবণস্ত আলয়ঃ। লবণাস্রের আলয়, মধুপুরী।

শব্দে লবণাস্রকে বধ করিয়া এই নগর মধুরা নামে আখ্যাত
করেন। (রামাং ৪।৪১০৪) [লবণ দেখ।]

লবণাশ্ব (পুং) ভারতবর্গিত জনৈক ব্রাহ্মণ। (ভারত বনপর্ব)

লবণিমন্ (পুং) লবণস্ত ভাবঃ (বর্ণদ্রুমিত্যঃ) ষাঞ্ চ পা ৫।১।-
১২৩) ইতি ইমনিচ। লবণের ভাব বা ধর্ম।

লবণোত্তম (ক্ৰী) লবণে উত্তমঃ। সৈন্ধব, সর্ষপ প্রকার
লবণের মধ্যে সৈন্ধব সর্বোৎকৃষ্ট।

লবণোত্তমাদিচূর্ণ, অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক ঔষধভেদ।
প্রস্তুতপ্রণালী :- সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবের তণ্ডুল,
ডহরকরঞ্জবীজ ও ঘোড়নিমের ছাল প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ
একত্র করিয়া উত্তমরূপে মিলাইয়া লইবে। ঔষধের মাত্রা ২ মাষা
পরিমাণ। ইহা তক্রের সহিত পান করিলে অর্শোরোগে আরোগ্য
হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং অর্শোরোগাধিকার)

লবণোত্তমাদ্যচূর্ণ (ক্ৰী) অর্শোরোগাধিকারে চূর্ণৌষধবিশেষ।
প্রস্তুতপ্রণালী :- সৈন্ধব, চিত্রক, ইন্দ্রযব, করঞ্জমূল ও মহাপিচু-
মর্দমূল, এই সকল মূলের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া একত্র
উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে এই ঔষধ হয়। এই ঔষধের পরিমাণ
৮ মাষা, অমুপান বোল। অর্শোরোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

(চক্রদত্ত অর্শোরোগাদিং)

লবণোথ (ক্ৰী) লবণাহুতিষ্ঠীতি উৎ-থা-ক। লোণার কার।

লবণোথ (ক্ৰী) হ্রস্ব জ্যোতিষ্মতী লতা, ছোট লতা, কটকী।

লবণোৎস (পুং) নগরভেদ। (রাজতরং ১।৩৩১)

লবণোদ (পুং) লবণ উদকং বহু, উত্তরপদস্ত চেতুদকতো-
দাধেঃ। লবণসমুদ্র। (অমর)

লবণোদক (ত্রি) ১ লবণমিশ্রিত জল। ২ সমুদ্র।

লবণোদধি (পুং) লবণসমুদ্র। (রামাং ৫।৭৪।১৯)

লবন (ক্ৰী) লু-ভাবে লুট্। ছেদন। (অমর)

লবনী (ক্ৰী) ১ কলরুকবিশেষ। (Anona Reticulata) লোণা,
পর্ধ্যায়—গ্রায়জা, অগ্রিয়া। (শব্দচং)

লবনীয় (ত্রি) লু-অনীয়ত্ব। ছেদনীয়।

লবন্য (পুং) জাতিবিশেষ। (রাজতরং ৭।১২৪১)

লবরাজ (পুং) কাম্বীরস্থ একজন ব্রাহ্মণ। (রাজতরং ৮।১৩৪৭)

লবলী (ক্ৰী) লবং লেশঃ লাভীতি লা-ক, গোলাদিভ্যাং ভীষ্।
কলরুকবিশেষ, চলিত নোয়াড়। পর্ধ্যায়—সুগন্ধমূল, শম্পু, কোমল-
বকলা। কলরুক—ছত্র, সুগন্ধি ও ককবাতনাশক। (রাজনিং)

লববৎ (ত্রি) কণস্থায়ী।

লবশম্ (অব্য) শব্দ শব্দ। মুহূর্তের জ্ঞাত।

লবাক (পুং) লবার্থং ছেদনার্থং অকতীতি অক-অচ্। ছেদন
ক্রিয়া। (উৎকৃষ্ট)

লবাগক (পুং) লুয়তেহনেতি লু (আগকো-লু-ধৃ-শিক্ষিধাঞ্ ভাঃ।
উণ্ ৩।৮৩) ইতি আগক। দ্বাদ্বাদি ছেদনক্রিয়া।

লবি (ত্রি) লুয়তেহনেতি লু অচ্চৈঃ। উণ্ ৪।১।৮) ই। ছিহর।

লবিত্র (ক্ৰী) লুয়তেহনেতি লু (অস্তি-লু-ধৃ-স্থানসহচর
ইত্রঃ। পা ৩।১।৮৪) ইতি ইত্র। দ্বাত্র।

লবেরণি (পুং) লবিভেদ। (সংস্কারকোম্বী)

লব্দরিয়া, সিদ্ধপ্রদেশের, শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটা
তালুক। অক্ষা° ২৭°১৫' হইতে ২৭°৩১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°২'
হইতে ৬৮°২৩' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২০৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত তালুকের একটা নগর। এখানে হুইটা কোজদারী
আদালত আছে।

লক্সিসাগর, শ্রীপালকথা-প্রণেতা।

লব্য (ত্রি) ছেদনযোগ্য।

লকবয়, মাজাজ ও বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীবাঙ্গালী মুসলমান জাতি-
বিশেষ। মলবার উপকূলে ও ইহাদের বাস আছে। ইহারা
আরব ও পারস্যদেশীয় ঔপনিবেশিক মুসলমানগণের সন্তান।
অধিক সম্ভব, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ইহাদের শাসনকর্তা হাজাজ-ইবন
মুসকের অত্যাচারে উদ্ভূত হইয়া তদদেশবাসী আরব ও পারস্যিক-
গণ এদেশে আসিয়া বাস করে। এতদ্বিধি যে সকল আরব
ও পারস্যদেশীয় মুসলমান বণিক পশ্চিমভারতের বাণিজ্যের জ্ঞাত
সর্বদা ভারতে যাতায়াত করিত, তাহাদের অনেকেই এ স্থানের
অধিবাসী হইয়া পড়ে। ঐ বণিকসম্প্রদায় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর
প্রারম্ভ পর্যন্ত দক্ষিণ-ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল।
পর্তুগীজ বণিকদের প্রভাবে উক্ত মুসলমান বণিকসম্প্রদায়ের
বাণিজ্য ক্রমশঃই ধ্বংস হইয়া আইসে। ভারতবাসী ঐ সকল
মুসলমান-বংশধরগণই বর্তমানে লকবয় নামে পরিচিত। ইহারা
প্রধানতঃ মলবারী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

ইহাদের মুখকৃতি ও কৃকর্ষণ চক্ষু দেখিলে অস্বাভাবিক হয় যে,
নানা বৈদেশিক রক্তের সংমিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা

সভাবতঃ ক্ষুদ্রকার, কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন। আচার-ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চর্ম, মুক্তা, মূল্যবান পাথর, চাউল ও নারিকেল বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ইহারা সাফাট সম্প্রদায়ভুক্ত ও হরীমতাবলম্বী। ধর্মকর্ণে ইহাদের বেশ আস্থা আছে। অধিকাংশ লোকেই চর্মের ব্যবসা করিয়া থাকে। যুবলার কত তাহারাই মৃদু সিংহলদ্বীপে গমন করে।

লশ, শিরযোগ। চুরাদি পরমৈ অকং সেট্। লট্ লশরতি। লুৎ অলীলমৎ।

লশুন (স্ট্রী) অশ্রুতে ভূজাতে হীত অশ (অশ্লীলপদ)। উণ্ ৩৫৭) ইতি উনন্, লশাদেশশচ ধাতোঃ, রহন। পর্যায়—মহোষধ, গুজন, অরিষ্ট, মহাকন্দ, রসোনক, রসোন, স্নেহকন্দ, ভূতগ্র, উগ্রগন্ধ। শূণ - অন্নরস দ্বারা উন, গুরু, উষ্ণ, ককবাতনাশক, অগুচি, কুমি, হৃদ্রোগ ও শোফনাশক, রসায়ন। (রাসনি) তাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, যখন পক্ষীজ গরুড় সুররাজ ইন্দ্রের নিকট হঠাৎ অমৃত হরণ করিয়া গমন করেন, তখন ঐ অমৃত হইতে এক বিষ্ণু অমৃত ভূমণ্ডল নিপতিত হয়, ঐ ভূপতিত অমৃতবিষ্ণু হইতে লগুনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই লগুন মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরসযুক্ত, কেবল ইহাতে অন্নরস নাই। 'রসেন উনঃ' অর্থাৎ অন্নরস দ্বারা উন বা অন্ন এইজন্ত পণ্ডিতগণ ইহার 'রসোন' এইরূপ নাম নির্দেশ করিয়াছেন। ইহার মূল কটুরস, পাত্রে তিক্তরস, নাগে কষায়রস, নাগের অগ্রভাগে লবণরস এবং বীজে মধুর রস।

লগুন—মাংসবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীৰ্য, পাচক, সারক, কটুমধুর রস, কটুবিপাক, ভীক, ভয়সঙ্কানকারক, কঠুশোষক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কৃষ্ণিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শঃ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কুমি, বায়ু, শ্বাস ও ককনাশক। লগুনসেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে মত্ত, মাংস এবং অন্নদ্রব্য হিতজনক; কিন্তু ব্যায়াম, রোদ্র, ক্রোধ, অত্যন্ত জল, চর্মে ও গুড় বিশেষ অহিতজনক। লগুন ভোজনকারীর এই সকল দ্রব্যভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। (তাবপ্রা°)

ধর্মশাস্ত্র মতে, লগুন ভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, হস্তরাজ দ্বিজাতিদিগের ইহা অভক্ষ্য। ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিজাতি কদাপি লগুন ভক্ষণ করিবেন না।

“লগুনং গুজনং চৈব পলাগুং কবকানি চ।

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামেধ্যাপ্রভবাণি চ॥” (মহু ৫৫)

লগুন, গুজন, পলাগু, কবক ও অমেধ্যপ্রভব অর্থাৎ বিটাদি দ্ব্যত বহু দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য। কুরুকট্ট এই লোকের

টীকার লিখিয়াছেন যে, 'দ্বিজাতিগ্রহণং শূদ্রশূদ্রাদিসার্থং' দ্বিজাতি পদদ্বারা শূদ্রাদিসার্থ অর্থাৎ অপ্রশস্তার্থ বুঝাইতে শূদ্রও ভক্ষণ করিবেন না; যদি করে, তাহা হইলে বিশেষ সোম্যবহ হইবে না, ইহাই ভাৎপর্থাৎ। লগুন দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য, শূদ্র দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত নহে, অতএব শূদ্র লগুন ভক্ষণ করিতে পারিবে, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে।

মহু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ের মতেই যদি কোন দ্বিজাতি জ্ঞানপূর্বক লগুন ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি পণ্ডিত হইবেন। অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে তাঁহাকে কেবল চাক্ষায়ণ এবং জ্ঞানপূর্বক ভক্ষণ করিলে চাক্ষায়ণাদি করিয়া পুনঃসংস্কার আবশ্যক, নচেৎ তিনি অব্যবহার্য ও পণ্ডিত থাকিবেন।

“ছত্রাকং বিড়ব্রাহ্মক লগুনং প্রাম্যকুটুম্।

পলাগুং গুজনংকৈব মত্যা লঘু। পরেদ্বিজঃ ॥

অমত্যোতান বড়জম্বু। কুন্তং লাভপনং চরেৎ।

যতিচাক্ষায়ণা বাপি শেষেযু পবসনহঃ ॥”

(মহু ৫১২-২০, যাজ্ঞবল্ক্য ১১১৭৬)

[পলাগু শব্দে দেখ।]

লশুনাত্তৈল, কর্ণরোগে উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—তিস তৈল ১ সের, ছাগহস্ত ৪ সের। কদার্থ—লগুন, আমলা, ও হরিতাল মিলিত ২ পল। ইহা কর্ণরন্ধ্রে দিলে বধিরতা নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যসম্মতঃ)

লশুন (পুং) রসেন উনঃ, রস্য লব্ধং, পৃথোদরাদিত্যাং সস্য শঃ অকারলোপশ্চ। লগুন।

লম্ব, ১ কাস্তি। ২ ইচ্ছা। ৩ শূহা। ৪ শিরযোগ। ভূদি° উভয়° পক্ষে চুরাদি° পরমৈ° অকং। শূহা ও কাস্ত্যার্থে সক° সেট্। লট্ লম্বতি-ভে। লিট্ লম্বাতি, লেবে। লুৎ অলম্বীৎ অলম্বীৎ। অলম্বিষ্ট। লুট্ লম্বিতা। চুরাদিপক্ষে গিচ্ লাম্বতি। লুৎ অলীলমৎ। লন্ লিলাম্বতি-ভে। যঙ্ লালম্বাতে। যঙ্ লুক্ লালম্বিত। অভি+লম্ব=অভিলাম্ব।

লম্বণ (স্ট্রী) বাহন।

লমণাবতী (স্ট্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লময়ণ (পুং) লম্বণ।

লম্বমাদেবী, রাজকন্তাভেদ। অপন্ন নাম লম্বীদেবী।

লম্ব (পুং) লাম্বয়তি নৃত্যে শিরঃ যুনক্তীতি লম্ব (সকলিন্দ্রবে-
রিতেতি। উণ্-১১৫০) ইতি কনপ্রত্যয়েন সাধুঃ। লম্বক।
(উজ্জল)

লস, ১ লেবণ। ২ জীড়া। ৩ শিরযোগ। ভূদি° পরমৈ° অকং সেট্। শিরযোগার্থে চুরাদি° পরমৈ° অকং সেট্। লট্ লসতি। লিট্ ললাস। লুৎ অলম্বীৎ অলম্বীৎ।

চুয়াদিপক্ষে লট লাসয়তি। লুঙ অসীলসৎ। উৎ + লস = উলস,
লমুৎ + লস = সমুলাস, ক্ষুণ্টি। বি + লস = বিলাস।

লসক (পুং) নর্তক। নট।

লস। (স্ত্রী) লসতীতি লস-অচ্, টাপ্। হরিত্রা। (হারা°)

লসিকা। (স্ত্রী) লসতীতি লস-অচ্, ততঃ কন্ ততঃ টাপ্, অত
ইৎ। লাল।

“লালায়াং পিচ্ছলা ব্যাভা লসিকা লাসিকা তথা ॥” (শব্দচ°)

লসীকা। (স্ত্রী) ১ ইন্দুরস। ২ স্বপ্ন মাংসমধ্যগত রস।

“লসীকা উদকবিশেষঃ, যথাহ চরকঃ—যত্ত্ব মাংসমধ্যগত্বৈ

উদকং তল্লসীকাশবৎ লভতে” (বিজয়রক্তিকৃত প্রমেহরোগবাণ্য°)

লস্জ, ব্রীড়া। ভূদি° আয়নে° অক° সেট্, নিষ্ঠায়ামনিট্।

লট্, লজ্জতে। লঙ্, অলজ্জিষ্ট।

লসোফরক (স্ত্রী) নগরভেদ।

লস্কর, অর্ধবপোভাদি-পরিচালক কর্মচারিভেদ।

লস্করপুর, উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত একটি বিভাগ। মুসলমান
অধিকারে পুটিয়া ভূস্বপ্তি এই নামে অভিহিত ছিল। মুর্শিদ-
কুলী খাঁর সময়ে ১৫টা পরগণা লইয়া এই বিভাগ গঠিত হয়।
রাজস্ব ১২৫৫১৬ টাকা।

লস্করী, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভেদ। ইহার রামাং সম্প্রদায়ের
অন্তর্নিবিষ্ট। রামানন্দীদের মত ইহার তিলকে সিংহাসন করে,
কিন্তু তাহাদের মত রক্তবর্ণ শ্রী না করিয়া ধৌতবর্ণ শ্রী (উজ্জ-
পুণ্ড্রের মধ্যরেখা) ধারণ করিয়া থাকে। অযোধ্যায় এই সম্প্র-
দায়ী বৈষ্ণবদিগের একটি আস্তানা আছে। এই সম্প্রদায়ী
বৈরাগীরা কখন কখন সাম্প্রদায়িক তিলকের পরিবর্তে ললাট-
দেশে গোপীচন্দন, কখন বা সমগ্র মুখমণ্ডলে আপন আপন চিহ্ন-
মত রামরাজনামক মৃত্তিকা বিশেষ লেপন করিয়া থাকে। ইহাদের
অজ্ঞান আচার-প্রকরণ রামানন্দীদিগের মত। [রামাং দেখ।]

লস্তু (ত্রি) লস-ক্ত। ১ ক্রীড়িত। ২ শিরযুক্ত।

লস্তুক (পুং) ধনুকের মধ্যভাগ। (অমর)

লস্তুকিন্ (পুং) লস্তুকোহত্যাক্তেতি লস্তুক-ইন্, ধনুঃ। (শব্দমালা)

লস্তুজুনী (স্ত্রী) বড় হুটী। (শতপথব্রা° ৩৫।৩।২৫)

লস্বারী, (নাসবারি), রাজপুতনা আলবার-রাজ্যের অন্তর্গত
একটা গুপ্তগ্রাম। রামগড় নগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে
এক আলবার রাজধানী হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।
অক্ষা° ২৭°৩০'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৫৪'৪৫" পূঃ। এই
স্থানে ১৮-৩০ বৃষ্টাব্দে বিখ্যাত লস্বারীর বুদ্ধ হয়। এই বুদ্ধ
ইংরাজের হস্তে প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র শক্তির পরাভব ঘটে।

মহারাষ্ট্র সৈন্য গোপনে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া
সেনাপতি লর্ড লেক তাহাদের পতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে

অঝারোহী সেনাদল লইয়া গভীর রজনীতে এই গ্রামে আসিয়া
উপনীত হন। ১লা নবেম্বর দুই বেলো ঘোরতর যুদ্ধের পর,
ইংরাজসৈন্যের পরাজয় অবশ্যস্বার্থী দেখিয়া লর্ড লেক প্রত্যাঘর্ষন
করেন। ঐ পরাতিক সেনাদল তাঁহার সাহায্যার্থ উপনীত
হইলে, তিনি কএক দণ্ড বিশ্রামের পর পুনরায় যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে
অবতীর্ণ হইলেন। এবার সিঙ্গে সৈন্য ভীমবিক্রমে ইংরাজ-
দিগকে আক্রমণ করিল। মহারাষ্ট্র সৈন্য শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ
করিয়া ভারতে গৌরব রক্ষা করিয়াছিল; অবশেষে তাহার বহু
সৈন্য করে ভীত হইয়া রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিল। ৭১টা
কামান ও রত্নাদি লাভ করিয়া ইংরাজ কোম্পানী রণজয়ী
হইলেন।

লহড় (স্ত্রী) ১ কামীরের অন্তর্গত একটি জনপদ। বর্তমান
লাহোর বলিয়া অধ্বনিত হয়। ২ তদেশবাসী। (বৃহৎসং ১৪।২২)

লহনা (দেশজ) বাকী পড়া বা ধার পড়া টাকা (Outstanding)।

লহর (পুং) ১ জাতিবিশেষ। ২ কামীরান্তর্গত লোহর জনপদ।

লহর (দেশজ) জলপ্রণালী। নহর।

লহরা, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। পাল-লহরা
রাজ্যের রাজধানী। [পাল-লহরা দেখ।]

লহরি (স্ত্রী) মহাতরঙ্গ। পধ্যায়—উল্লোল, কল্লোল। (হেম)

“সরিত ইব যত গেহে শুভাতি বিশালগোত্রজা নাথঃ।

কারাশ্বেব স তুপ্যতি জলনিধিলহরিসু জলর ইব ॥”

(আখ্যাসপ্তশতী ৬১৪)

লহার, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটি দুর্গা-
মিষ্ঠিত নগর। সিন্ধু নদের দক্ষিণকূলের ৩ ক্রোশ পূর্বে অব-
স্থিত। অক্ষা° ২৫°১১'৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫৯'৫৫" পূঃ।
১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য এই দুর্গ আক্রমণ করিলে উভয়
পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তখন দুর্গ মধ্যে ৫০০ সেনা রক্ষিত
ছিল। কর্ণেল পপহাম দুর্গাবরোধের পর দুর্গের উপর গোলা
বৃষ্টি করিতে থাকেন। এই সংঘর্ষে কিল্লাদার ও তাঁহার কয়
জন অশুচর মাত্র জীবিত ছিলেন। সেনাদল প্রাণের মমতা না
করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল।

লহারপুর, অযোধ্যা প্রদেশের শীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটি
পরগণা। ভূপরিমাণ ১১২ বর্গমাইল। লহারপুর নগরের
২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কেন্দ্রীয় নাসক নগর এখানকার
প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই পরগণার মধ্যভাগে ১০ হইতে ৩০ ফিট
উচ্চ একটি অধিত্যকা ভূমি বিলম্বিত দেখা যায়। ঐ উচ্চ ভূমির
উত্তরাংশ তরাই নামে খ্যাত। এখানকার মৃত্তিকা কঠিন
‘মাটিরাড়’। উহার দক্ষিণভাগের ভূমি উর্বর ‘সোমটি’।

সোগল-সব্রাট্, অকবর শাহের রাজত্বকালে রাজা টোডর

ময় ১৩তী তরা লইয়া এই পরগণার গঠন করেন। গোড় ও জানবার রাজপুতগণ এখানকার স্বাধিকারী। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, রাজা অরাজক দেখিয়া গোড়রাজ চন্দ্রসেন সীতাপুর আক্রমণ করেন। তাঁহারই বংশধরগণ এই সম্পত্তির অধিকারী। স্থানীয় জানবার রাজপুতগণ কুশী পরগণার সৈন্দুর গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করার সৈন্দুরী নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা গোড়রাজবংশের পূর্বে এখানে সমাগত হইয়াছিল।

২ উক্ত পরগণার প্রসিদ্ধ নগর। ঘররনম-তীরবর্তী মন্না-পুর নগর ঘাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৪২'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৬'২৫" পূঃ। এই নগরে প্রায় ১১৫০০ লোকের বাস আছে। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান আধাআধি।

এই নগরে ১৩টী মসজিদ, ২টী মুসলমানের সমাধিমন্দির, ৪টী হিন্দুদেবমন্দির ও ২টী শিখদিগের মন্দির বিদ্যমান আছে। রবি-উল্-সানি মাসে এখানে একটা মেলা হয় এবং মহাসিমারোহে মহরম-পূর্ণিমা নির্বাহিত হইয়া থাকে। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফিরোজ তোগলক কুম্ভাইচে সৈয়দ সালার মসজিদের সমাধিমন্দির সম্বন্ধে আসিয়া এই নগর স্থাপনপূর্বক স্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেন, উহার ৩০ বৎসর পরে লহরী নামক একজন পাসী এই নগর অধিকার করিয়া উহার লহারপুর নাম দেন। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে প্রেরিত মুসলমান সেনাপতি শেখ তাহির গাজি পাসীদিগকে সম্মুখে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে গোড় রাজপুতগণ মুসলমানদিগকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। সম্রাট অরঙ্গজেবের শাহের রাজস্বসচিব ও সেনাপতি রাজা টোডর মল এই নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লহল (লাহল), পঞ্জাবপ্রদেশের কাড্ডা জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। অক্ষা° ৩২°৮' হইতে ৩২°৫৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪৯' হইতে ৭৭°৪৬' ৩০" পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২২৫৫ বর্গমাইল। উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত চবা পর্বতমালা ও দক্ষিণ-পূর্বে কজামগিরিমালার মধ্যবর্তী উপত্যকাভূমি লইয়া ইহা গঠিত। ইহার উত্তর-পশ্চিম সীমায় চবামেল। উত্তর ও পূর্বে লামকের অন্তর্গত রূপহু উপবিভাগ, দক্ষিণপশ্চিমে কাড্ডা ও কুলু এবং দক্ষিণপূর্বে লিপিতি বিভাগ।

হিমালয়ের সান্নিধ্যবিশিষ্ট এই উপত্যকা ভূমি গওশৈলে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যদিয়া ভূয়ারমণ্ডিত হিমশিখর-বিগলিত চব্রা ও ভাগা নামক নদীদ্বয় পার্কৃত্য বেলা ভূমি ভেদ করিয়া ধরপ্রস্তো প্রবাহিত রহিয়াছে। ঐ নদীদ্বয় বড়-লাচা গিরিসঙ্কটের চানু প্রদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৫০০ ফিট উচ্চস্থান হইতে

উদ্ভূত হইয়া ভাণ্ডী গ্রামের নিকট মিলিত হইয়াছে, পরে চব্রাভাগা নামে চব্রার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাবের সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই নদীদ্বয়ের অববাহিকা প্রদেশের উত্তর পার্শ্বে চিরভূয়ার-বৃত্ত ও সমুদ্রত হিমালয়শিখর বিস্তারিত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন সেই ভয়াবহ ও বনমালা-সমাক্রম পর্বতকন্দর ভেদ করিয়া নদীদ্বয় এই ক্ষুদ্র উপত্যকা মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। বড়-লাচা গিরিপথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬২২১ ফিট উচ্চ এবং তাহার উত্তরপূর্বে যে সকল শৈলমালা সমুদ্রত শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহারাও ১৯ হইতে ২১ হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চ। এই নদীদ্বয় পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডেও একটা বিস্তৃত পর্বত-পঙ্কতি দৃষ্ট হয়। উহার শিখরদেশও বরফ আবৃত। দক্ষিণদিকের শৃঙ্গটা ২১৪১৫ ফিট উচ্চ। এই স্থানের চতুর্দশে প্রায় ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বরফ জমিয়া থাকে, ঐ বরফরাশি ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া চব্রা ও ভাগার কলেবর পুষ্টিকরিতেছে।

এই পার্কৃত্য উপত্যকার অধিকাংশ স্থানই লোকালয়-শূন্য। মহুয়ার বাসোপযোগী নগর বা গ্রামাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মকালে কুলুবাসী রাখালেরা এই বিভাগে মেঘচারণে আসিয়া থাকে। তৎকালে তাহারা আপন আপন বাসোপযোগী গৃহাদি নির্মাণ করিয়া থাকে। হিমালয়ের পুষ্পমালমণ্ডিত পার্কৃতির শিখরের সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে রাখালদিগের কুটীরগুলি বড়ই মনোরম। এইরূপ কতকগুলি কুটীর যেখানে আছে, সেইখানেই এক একটা নদীপ্রবাহিত, মধ্যে মধ্যে লামা বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের স্তুতি-রক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত কোণাকার গৃহ ও বৌদ্ধসঙ্ঘারামাদি স্থানীয় মজ্জান্তের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

চব্রাতীরবর্তী কোকসার হইতে ভাগাতীয়ে অবস্থিত দার্চা পর্যন্ত প্রায়ই বাসোপযোগী স্থান নাই। এই উপত্যকাভূমির নিম্নভূভাগে অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০ হাজার ফিট উচ্চ স্থানে মানবজাতির বাসোপযোগী গ্রামাদি দৃষ্ট হয়। ১১৩৪৫ ফিট উচ্চ অধিত্যকাভূমে কাড্ডেশের নামক গ্রাম অবস্থিত। ইহাপেক্ষা উচ্চ স্থানে আর কোন গ্রাম নাই। রোহ-তল ও বারলাপ গিরিপথ দিয়া লামক ও ইয়ারখন্দ ঘাইবার প্রশস্ত পথ এই উপত্যকাদেশে বিস্তৃত রহিয়াছে। এখনও বণিকেরা এইপথ দিয়া বাতায়ত করে।

বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন। পূর্বকালে এখানে

মৌর্যধর্মের প্রাচুর্য্য ছিল এবং এইস্থান তিব্বতরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ভোটারাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইলে এই স্থান তিব্বতীয় অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লাদাকের শাসনভুক্ত হয়। কোন সময়ে এই স্থান তিব্বতীয় অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে লাদাকের শাসনপদ্ধতির লংকারসংঘটনের পূর্বে যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিছুকাল এইস্থান ঠাকুরসামন্তগণের অধীনে শাসিত হইয়াছিল। স্থানীয় উক্ত সর্দারগণ সকলেই চম্বারাজকে কর দিতেন। এখনও ঐ সর্দারদিগের ৪৫টি কংশ তৎপ্রদেশ শাসন করিতেছে। তাঁহারা পূর্বপুরুষদিগের ঐ সম্পত্তি জায়গীরদাররূপে দখল করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দে রাজা জগৎসিংহের পুত্র বৃহৎসিংহের রাজত্বকালে ইহা কুলুর্জায়ের অধিকারভুক্ত হয়। রাজা জগৎসিংহ মোগল-সম্রাট শাহজহান ও অরঙ্গজেবের সমসাময়িক ছিলেন। বৃহৎসিংহের অধিকার হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লাহল কুলু-রাজ্যের অধিকারে থাকে। তদনন্তর উহা ইংরাজরাজ্যের শাসনাধীন হয়।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ঠাকুর উপাধিধারী সামন্তগণই প্রধান। ইহারা আপনাদিগকে রাজপুত্র বলিয়া পরিচিত করিলেও ভূটিয়া বা তিব্বতীয় রক্ত ইহাদের শরীরে প্রবাহিত রহিয়াছে। কুনেত নামক পার্বত্য জাতি ভারতীয় ও মঙ্গোলীয় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও বর্তমান ঠাকুরদিগের উদ্ভোগে এখানে কীরে ধীরে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নিম্নতম উপত্যকা-ভাগে কএকখর ব্রাহ্মণ-ধর্মাবলম্বকের বাস আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পুরোহিতেরা উভয় ধর্মাবলম্বিত। অনেক স্থলেই তিব্বতীয় প্রথার ধর্মচক্র ঘূর্ণিত হয়। পর্তুগীজগণ অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে চম্বা ও তাগা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত গুরুগঙাল-মঠই প্রধান। এখানকার অধিবাসীরা মন্ডলারী ও লম্পট। কিল্যা, কার্জোং ও কোলগ গ্রামই এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। অধিবাসীরা পশম, সোহাগা, গর্দভ, ছাগ, তেড়া ও ঘোড়ার ব্যবসা লইয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে অভিশর দ্বীপ বিদ্যমান। চৈত্রমাসে কার্জোংয়ের লম্বুর তাপ ৪৬° F, জ্যৈষ্ঠে ৫১° F, এবং আশ্বিনে ২৩° F, তাপের ক্রমঃ কম হইতে থাকে।

সাহিক (পুং) ব্যক্তিরূপে। [লাহোড় দেখ।]

সাহোড় (পুং) গাণিত্যক ব্যক্তিরূপে। (পুং ৫১৩৩৩)

সাহু (পুং) ব্যক্তিরূপে। ২ ভরগধরগণ। (কৃষ্ণবাহন্যক ৩৩১)

লা ১ গ্রহণ। ২ দান। অদাধি পদ্যেই সর্ক অনিট্। লট্ জাতি। লিট্ লনো। লুট্ অলালীং।

লাইৎ-মাও-দো, আসামের বসিরা-পার্বত্যভাগের অন্তর্গত একটা গিরিশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৭৭ ফিট্ উচ্চ।

লাইরা, (লেহিরা), বঙ্গপ্রদেশের সখলপুর জেলার অন্তর্গত একটা ছু-সম্পত্তি। সখলপুর নগর হইতে ৮০ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। লেহিরা গওগ্রাম (অক্ষা° ২১°৪৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ১৭' পূঃ) এখানকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সমগ্র সম্পত্তির ভূপরিমাণ ৪৬ বর্গমাইল।

লেহিরা-সর্দার কোন বুদ্ধে সখলপুররাজের সহায়তা করিয়া-ছিলেন। তদনন্তরে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সখলপুররাজ লাহিয়ার বর্তমান সর্দারবংশের সেই পূর্বপুরুষকে এই সম্পত্তি দান করেন। এই সর্দারগণ পৌড়জাতীয়। ১৭৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে এখানকার সর্দার শিবমাখ সিংহ ইংরাজরাজ্যের বিরুদ্ধে যোগদান করেন নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নাবালক পুত্র কুলাবন সিংহ জারগীরী-মসনুনে অভিষিক্ত হন।

লাউ (দেশজ) অলাবু।

লাউমাচা (দেশজ) লাউগাছ উঠাইবার কণমক।

লাওবা, আসামবিভাগের বসিরা ও জয়ন্তী পার্বত্য জেলায় অবস্থিত একটা পৈলশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪৬৪ ফিট্ উচ্চ।

লাও-বের-সাং, বসিরা ও জয়ন্তী-পার্বত্য জেলার অবস্থিত পৈলভেদ। ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৪০০ ফিট্।

লাও-সিঙ্গিয়া, আসামের বসিরা ও জয়ন্তী পার্বত্য বিভাগে অবস্থিত একটা গিরিমালা। ইহার সর্বোচ্চশিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৭৭৫ ফিট্।

লাক্ (দেশজ, লক শব্দের অপভ্রংশ) লক।

লাক্‌সাম, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। এই স্থানে আসাম-বেঙ্গল রেলপথের একটা জংসন আছে।

লাকাদোন্, আসামপ্রদেশের জয়ন্তী পৈলমালায় দক্ষিণে অবস্থিত একটা গ্রাম। এই স্থান সরস্বার শাখা হরিনদীতীরবর্তী বোরবাট হইতে ৬ মাইল দূরে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এখানে একটা ক্ষুদ্র করলার বনি আছে। এই বনি হইতে উত্তোলিত করলা প্রায় ইংরাজী উৎকৃষ্ট করলার অনুরূপ। ইংরাজগবর্মেণ্ট এই বনির স্বত্বাধিকারী। লাকাদোন্ হইতে কুলীটানা গাফীতে বোরবাটে আসিয়া করলা নৌকা বোকাই হইত। তাহাতে অনেক ধরত পড়ে বলিয়া এখন করলা উত্তোলনকার্য বন্ধ হইয়াছে।

লাকাবাদার, বোবাই প্রেসিডেন্সীর কার্ণাটাক-বিভাগের লালাবাড় আন্ডহ্ একটা ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ-

মাইল। এখানকার সর্দার বড়োয়ার গাইকবাককে বার্ষিক ১৫৪ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৪ টাকা রাজকর দিয়া থাকেন।

লাকিনী (স্ত্রী) বোগিনীভেদঃ। তন্মধ্যে এই বোগিনীর বিবরণ বর্ণিত আছে। জুর্গোৎসবপদ্ধতিতে ‘লাং লাকিনীভো নমঃ’ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

লাকুচ (ত্রি) লকুচ-বৃক্ষভব।

লাকুচি (পুং) লকুচের গোত্রাপত্য।

লাক্ষ (ত্রি) লাগ্ন বা লগ্নী শব্দের অপভ্রংশঃ।

লাক্ষকী (স্ত্রী) সীতা।

“রাবণ তে ইমং সীতাং হারকেশভ কল্পিণী।

বিদ্যোহবতারমাত্রস্ত লক্ষীর্থা কমলালয়া ॥

লক্ষণঃ কমলা দাত্তো যস্তাঃ সা লক্ষকী মতাঃ ॥

এবং শতসহস্রাণামীষরী রাধিকাধিকা ॥”

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৫৫ অধ্যায়)

লাক্ষণ (ত্রি) ১ লক্ষণস্বকীয়। ২ লক্ষণবিৎ।

লাক্ষণি (পুং) লক্ষণের গোত্রাপত্য।

লাক্ষণিক (পুং) লক্ষণমধীতে দেবা বা লক্ষণ (কতুকথা-দিত্রাত্মা ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি ঠক্। ১ লক্ষণাভিজ্ঞ, লক্ষণবেত্তা। ২ লক্ষণ শক্তি দ্বারা প্রতিপাদক অর্থ। ‘লক্ষণয়া প্রতিপাদকঃ লাক্ষণিকঃ’ (সাহিত্যদ) লক্ষণাত্মক বৃত্তিমৎ পদদ্বয় লাক্ষণিকত্ব। ‘লক্ষণাত্মকবৃত্তিমৎ পদদ্বয় লাক্ষণিকত্ব’ (সারস্ব) বিভক্তিতত্ত্বার্থবাদে লিখিত আছে যে, শব্দ ৬ প্রকার শব্দ, লাক্ষণিক, রূঢ়, যোগরূঢ়, যোগিক, ও যোগিকরূঢ়।

“শক্তো লাক্ষণিকো রূঢ়ো যোগরূঢ়শ্চ যোগিকঃ।

কচিৎ যোগিকরূঢ়শ্চ শব্দঃ বোধ্য নিগন্ততে ॥”

(বিভক্তিতত্ত্বার্থবা) [লক্ষণা দেখ]

লাক্ষণ্য (ত্রি) লক্ষণবিৎ।

লাক্ষা, কামরূপের দক্ষিণে প্রবাহিত একটা নদী। (কালিকাপু- ১৭ অঃ) রামপালের দক্ষিণেও এই নদী প্রবাহিত। (দেখাবলী)

লাক্ষা (স্ত্রী) লক্ষ্যভেদনয়তি লক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০০) ইতি অ-টাপ্ যদ্বা-‘বাহুলকাৎ রাজভেরপি সঃ’ কপিলিকা-দিহাৎ বা লহাৎ (উণ্ ৩৬২) রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্ধাস বিশেষ, চলিত লাহা, গালা। সংস্কৃত পর্যায়—রাক্ষা, জহু, যাব, অলক্ত, ক্রমাময়, খদিরিকা, রক্তা, রক্তমাতা, পলঙ্করা, কুমিহা, ক্রমযাথি, অলক্তক, পলাশী, মুজ্রিনী, দীপ্তি, জহুকা, গন্ধমাসিনী, নীলা, ত্রবরসা, পিত্তারি।

বিভিন্ন দেশে লাক্ষা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—লাক্ষা,

লা, লাহা; বাঙ্গালা—গালা; উজরাত—লাক্; তামিল—কোবুরুকী; তৈলঙ্গ—কোয়লক, লতুক, লক্ত; মলয়ালম্—অবুলু; ব্রহ্ম—খেনিজক্; শিলাপুর—লক্ষদ; মহারাষ্ট্র—লাথ; কলিঙ্গ—অরগু।

আপনা, বট, মহরা, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ-জাত লাক্ষাকীটের (Coccus lacca) অবস্থানহেতু যে রক্তবর্ণ নির্ধাস উৎপন্ন হয়, তাহাই লাক্ষা বা গালা নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, লাক্ষাকীট বৃক্ষবিশেষের জ্বক ভক্ষণ করিয়া যে মল ত্যাগ করে, তাহাই জলবায়ু ও বৃক্ষের রসগুণে লাক্ষার পর্যাকসিত হয়। এই লাক্ষা বা গালা উৎপাদনের জন্য ভারতবর্ষের স্থান-বিশেষে চাস হইতে দেখা যায়। তত্তৎস্থানের অধিবাসীরা এক বৃক্ষ হইতে লাক্ষা কীট লইয়া অপর বৃক্ষে ছাড়িয়া দেয়, সেই কীট হইতে বৃক্ষজাত নূতন কীটের উৎপত্তি হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই নূতন কীটবংশ বৃক্ষকে ছাইয়া ফেলে। যখন লাক্ষা-কীটে বৃক্ষের আপান-মস্তক আচ্ছন্ন হয়, তখন আর বৃক্ষটী সজীব থাকে না, বরং রসহীন হওয়ার তাহার প্রভাবি করিয়া যায় এবং শুঁড়ি হইতে সমগ্র পত্রবাণি লাক্ষামলে আবৃত হইয়া মলসংযুক্ত হরিদ্রাভ-লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। লাক্ষাপালনকারি-গণ উপযুক্ত সময়ে ঐ লাক্ষামল সুপরিপক হইয়াছে জানিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। ঐ লাক্ষা দেশীয় বাণিজ্যের একটা গণ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য। উহা হইতে নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খেলনা প্রস্তুত করিবার পূর্বে উহাকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে সেই জল ক্রমশঃ লাল হইয়া উঠে। সেই লোহিতবর্ণ জল শুকাইয়া গাঢ় হইলে পর ফে লাল রঙ তলার জমে, তাহা পুনরায় শুকাইয়া লইলে ‘Lac dye’ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাই বাণিজ্য-দ্রব্যরূপে বাজারে বিক্রীত হয়। আমাদের দেশের অলক্তক নামক কাপাল-পত্র (তুলার পাত) এই লাক্ষার রঞ্জই প্রস্তুত।

ময়লাযুক্ত লাক্ষাকে সাধারণতঃ লোকে ধামলাথ বা লাক্ষার খামি বলে। লাক্ষা ভিজাইয়া পরিষ্কৃত করিবার পর উহা এক একটা ক্ষুদ্র বীজের জায় চূর্ণ হইয়া যায়। উহা লাক্ষানাং বা Seed-lac নামে পরিচিত। এই দানাগুলি অগ্নির উত্তাপে সামান্য পরিমাণ রজন যোগে গলাইয়া যে পাতগালা (Shell-lac) প্রস্তুত হয়, বাঙ্গালার ও হিন্দুস্থানে তাহা চাপড়া-গালা বা চাঁচ-গালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোতামের জায় ক্ষুদ্র ও গোলাকার মোটাগুলি বড়া-গালা বা Button-lac নামে প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষের স্থানবিশেষে লাক্ষার উৎপত্তি ও পরিমাণ ভ্ৰতঃ। পশ্চিমবঙ্গের ও আসামের পার্বত্য-প্রদেশে এক মধ্যপ্রদেশের মানাহানে প্রচুর গালা জন্মে। বৃক্ষপ্রদেশে তদপেক্ষা

অনেক কম। পঞ্জাব, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিভাগে তত অধিক জন্মে নাই। ব্রহ্মের কোন কোন স্থানে পর্যাপ্ত ও কোন কোন স্থানে অল্প উৎপন্ন হয়। শ্রাম, সিংহল, পূর্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের কোন কোন দ্বীপে এবং চীনমাদ্রাজ্যে অল্পবিস্তর লাক্ষ্য জন্মিয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে শ্রাম, আসাম ও ব্রহ্ম-দেশজাত লাক্ষ্যই সর্বোৎকৃষ্ট।

মুহুর-বিহিতা ও মহাভারতে লাক্ষ্যর উল্লেখ আছে। চুখোদন কর্তৃক পঞ্চপাণ্ডবের জতুগৃহদাহকথা কাহারও অবিদিত নাই। তৎকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে লাক্ষ্যর যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহা এই মুহুর-অট্টালিকা-নিৰ্ম্মাণেই উপলব্ধি করা যায়। এই জতুগৃহই তৎকালীন লাক্ষ্য-শিল্পের (Lac-industry) প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভারতীয় লাক্ষ্যর ইংরাজী নাম Lac এবং লাক্ষ্যজাত দ্রব্য-গুলি Lacquer ও Lacked ware নামে পরিচিত, ইতিহাস অন্বেষণ করিলে জানা যায় যে, ভারত হইতে এই দ্রব্য আরবীর বণিকৃদিগের দ্বারা সুদূর পশ্চিম এশিয়াপথে নীত হইত। তাঁহারা এই দ্রব্য লাখ নামেই বিক্রয় করিতেন। আনুমানিক ৮০০-৯০ খৃষ্টাব্দে পেরিপ্লাসের লেখনী হইতে জানা যায় যে, Ariake দেশের মধ্য হইতে বহু প্রকার লাক্ষ্যজাত দ্রব্য লোহিত-সাগরের পশ্চিমোপকূলস্থিত Barbarikō বন্দরে আমদানী হইত। উক্ত গ্রন্থকার অলঙ্কর বর্ণের (Lac-dye) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। Aelian-কৃত প্রাণিতত্ত্বে (২৫০ খৃষ্টাব্দে) লাক্ষ্যকীটের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতীয়গণ বৃক্ষে ঐ কীট পালন করে। তাহারা উহা যথাসময়ে ধরিয়া শুঁড়া করে এবং সেই শুঁড়া জলে ভিজাইয়া যে রঙ পায়, তাহাতে গৈরিক বসন ও আসা প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকে। ঐরূপ রঞ্জিত বস্ত্রাদি তৎকালে পারস্তরাজসমীপে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। (Nat. Animal Vol IV. 46) গার্সিয়া বলেন যে, আরবীয় বণিকৃগণ লাক্ষ্যকে 'লাক্ মুম্ব্রী' বলিতেন, অধিক সম্ভব, পেণ্ডজাত লাক্ষ্য প্রথমে হুমাত্রার বাণিজ্যভাণ্ডারে আনীত হইত। উক্ত দ্বীপের বন্দর হইতেই আরবীয় বণিকৃগণ উক্তদ্রব্য ক্রয় করিতেন বলিয়া তাহারা উহাকে লক্‌মুম্ব্রী নামে অভিহিত করিয়া-ছিলেন। ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে Della Decima (III 365), ১৫১০ খৃঃ (Varthema, 238), ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে Barbosa, ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে Correa প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ ভারতীয় এবং পেণ্ড, মার্তাবান ও করমণ্ডল উপকূলজাত লাক্ষ্যর উল্লেখ করিয়াছেন। গার্সিয়া ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে পরাদি আঁটিবার জন্ত গালায় বাতি এবং আবুল কজল আইন-ই-অকবরীতে গালায় পালিশের কথা লিখিয়া-ছেন। উক্ত শতাব্দে ব্রণকারী লিনসোটেন (Linschoten)

মলবার, বাকলা ও দাক্ষিণাত্যের লাক্ষ্যর বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গড়বাল জেলায় বিস্তৃত বনভূমে ও অযোধ্যার দক্ষিণপূর্ববিভাগের বনরাজিতে প্রচুর লাক্ষ্য জন্মে। মুজাপুরের গালায় কারখানায় অযোধ্যানীত লাক্ষ্যরই অধিক আমদানী হইয়া থাকে। পঞ্জাবে সামান্য মাত্রায় গালা উৎপন্ন হয়। সিদ্ধপ্রদেশে হায়দরাবাদের অন্তর্গত বিভাগে যে গালা জন্মে, তাহার অধিকাংশই স্থানীয় প্রসিদ্ধ খেলানাদি নিৰ্ম্মাণ-কার্যে ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশের পার্কত্যা বনভূমে যে পরিমাণ গালা উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা স্থানীয় লোকে গালায় চুড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। উহার অধিকাংশই রেলপথে চালিত হইয়া কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে আনীত হয় এবং তথা হইতে তাহাজে বোম্বাই হইয়া যুরোপে যায়। মধ্যপ্রদেশে বাহেলিয়া, রাজহোড়, ডিরিঙ্গা, কুর্, ধামুক, নহিল ও ভোই প্রভৃতি অসভ্যজাতিরা এবং স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ লাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া পটুয়াদিগের নিকট বিক্রয় করে। লাক্ষ্যজাত বৃক্ষপল্লব যাহা বনান্তরণ প্রদেশ হইতে সহরে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়, তাহাকে লাক্ষ্যদণ্ড বা Stick-lac বলা যায়। মহিমুরে এবং ব্রহ্মরাজ্যের শানট্টে ও উত্তরব্রহ্মবিভাগে প্রচুর লাক্ষ্য উৎপন্ন হয়। এখান হইতে লাক্ষ্যদণ্ড কলিকাতায় আনীত হয়, পরে তথা হইলে চাঁচগালা প্রস্তুত হইয়া যুরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশজাত লাক্ষ্যর বৈদেশিক বাণিজ্যই প্রধান। তবে বাকলা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে তদ-পেক্ষা অনেক অল্প-পরিমাণে লাক্ষ্য দেশান্তরে প্রেরিত হয়। দেশীয় লোকের ব্যবহারার্থ কতক পরিমাণ এদেশে থাকে। বাকলায় বীরভূম, ছোট-নাগপুর ও উড়িষ্যাবিভাগে বিস্তর লাক্ষ্যর চাষ আছে। সিংহভূম, পুরুলিয়া ও হাজারিবাগ হইতে প্রতি বৎসর অনেক লাক্ষ্য কলিকাতায় আমদানী হয়। বীজুড়ার অন্তর্গত সোণামুখী, কালিমা প্রভৃতি স্থানে বড়গালা এবং মুজাপুরে চাঁচগালায় কারখানা আছে। কলিকাতায় উপকর্মে গাণ্ডেট গালা প্রস্তুতের দুইটা কারখানা দৃষ্ট হয়। অধুনা দুইটাই যুরোপীয় বণিকৃ দ্বারা পরিচালিত।

বাকলায় বৎসরে দুইবার গালা সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম কাষ্ঠিক হইতে পৌষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বারে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। সময়ের ভারতমাসানুসারে ইহা কুম্বী, রজিণ, বৈশাখী, জলচালা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে প্রসিদ্ধ।

বনে বাবানল, অনাবৃষ্টি অথবা অত্যধিক কুস্রা হইলে লাক্ষ্য-কীট নষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্বিধি পিপীলিকা মায়েই ইহাদের

বিশেষ অপকারক। ইহারা বৃক্ষে উঠিয়া লাকাকীটের গ্রী-কোটর-(Female cell)গুলির মধ্যে প্রব্রিষ্ট হয় এবং ক্রমশঃ তদুপরি স্তম্ভ হিমিটেরসমপন্ন মোমবৎ সাদাহাল খাইতে আরম্ভ করে। তাহাতে কোটরস্থ কীট পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই বায়ু ও উত্তাপের প্রভাবভর হইয়া যায়। যে বৃক্ষে পিণ্ডা ধরে, সে গাছের গালা আর লুই হইতে পারে না। এতদ্বির Galleria ও Tinea শ্রেণীর আরও দুই প্রকার কীট ইহাদিগের অপকার করে। উহারা কেবল গ্রী-লাকাকীটের রঙের অংশ ও শিশু কীটগুলিকে খাইয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা লাকার বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশ নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সকল পদার্থে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকার এবং উহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া, উহা এত অধিক আগ্রহের সহিত পণ্যব্রহ্মরূপে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। অধ্যাপক হাচেট্-বিল্লেবর্গ দ্বারা যেখিয়াছেন যে, পল্লবমণ্ডিত লাকার (Stick lac) ৬৮ ভাগ রজন, ১০ ভাগ রঙ, ৬ ভাগ মোম, ৫১০ ভাগ আর্থাবৎ পলার্ধ, ৩১০ ভাগ মাড় ও ৪ ভাগ ধূলাওঁড়া ইত্যাদি আছে। লাকার্চূর্ণ (Seedlac) ৮৮°৫ রজন, ১২১০ রঙ, ৪১ মোম ও ২ ভাগ আর্থা এবং চাঁচ গালায় (Shell-lac) ৯০ ভাগ রজন, ১০ ভাগ রঙ, ৪ ভাগ মোম এবং ২৮ ভাগ নাইট্রোজেনসম্বন্ধীয় পদার্থ থাকে। উন্ডারডোরবেন্ বলেন, চাঁচগালায় রজন নামক পদার্থ আলকোহল ও ইথারে দ্রবীভূত হয়। আবার ঐ ধূলাবৎ পদার্থের কতকংশ আলকোহলে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু ইথারে হয় না। উহা দানা বাঁধে। উহাতে লাকাকীটের বলা (unsaponified fat) এবং ওলিক ও মার্গারিক এসিড আছে। কতক পরিমাণে মোম ও laccine পাওয়া যায়।

গালায় পাত প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—প্রথমে পল্লবমণ্ডিত লাকগুলিকে জাঁতার পিষিয়া চূর্ণ করিতে হয়, তদনন্তর বড় কাটিকুটা বাছিয়া ফেলা হয়। পরে সেই লাক ৭০ গুলি ক্রমশঃ কল-বীজের ছায় ক্ষুদ্রতম করিবার জন্য তিন বা চারিপ্রকার জাঁতায় উপযুক্ত পরিমাণে পিষিত ও চূর্ণ করিয়া ছাঁকনী দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে ছাঁকিতে ছাঁকিতে বখন কেবল গালার্চূর্ণ মেজের উপর পড়ে এবং কাটিকুটা ছাঁকনীতে আলাহিদা থাকে, তখন সেই কাটিকুটা কেলিয়া দিয়া লাকার্চূর্ণগুলি উঠাইয়া ক্রীলোকেরা কুলার কাড়িয়া পরিকার করে। কুলার পরিকার করিবার সময় আবর্জনামিশ্রিত লাকার্চূর্ণগুলি একবারে রাখিয়া পরিকার লাকার দানাগুলি পাতগালা প্রস্তুতের জন্য সরাইয়া রাখে এবং ঐ আবর্জনামিশ্রিত অপরিষ্কার লাকার্চূর্ণ চুই ও রাশাদের নিকট বিক্রয় করে। তাহার উহা

গলাইয়া ভারতীয় রবীন্দ্রগণের হস্তান্ধার প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অতঃপর সেই পরিষ্কৃত দানাগুলি লইয়া একটা লম্বমান নলের মধ্যে পুরিয়া জলে কচুলান হইয়া থাকে। নলের ভিতর জল থাকার গালায় রঙ ক্রমশঃ জলে মিলিত হইয়া লালবর্ণ ধারণ করে। ঐ দানাগুলি উত্তমোত্তম জল-আলোড়নে চূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম দানায় পরিণত হয় এবং বর্ণপদার্থ (Colouring matter) একবারে লাক হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। তখন সেই রঙ্গিন জল খিতাইবার জন্য একটা বড় চৌবাচ্চার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাকাল রাখা হয়। নীল গাঁজাইবার মত চৌবাচ্চার জলে রঙ সঞ্চিত হইলে একটা ছিদ্রপথে উপরের জল চালিত করিয়া চৌবাচ্চার বাহির করা হইয়া থাকে। পরে সেই সঞ্চিত রঙ্গিন পদার্থ উত্তমরূপে ছাঁকিয়া একটা পাত্রে রাখা হয়। ঐ স্থানে উহা শুকাইয়া গাঢ় হইলে তাহাকে রব্বীর আকারে ৭০ ৭০ করিয়া কাটিয়া রোড়ে পুনরায় শুকাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। উহাই বাণিজ্যের ‘লাক্-ডাই’ নামক পণ্যব্রহ্ম।

উপরোক্ত কলদোত লাকাকণাই “Seed-lac” নামে পরিচিত। উহাকে আবৃত পাত্রে বাশোভাণে তরল করিয়া লইয়া পাত্রগাত্রস্থ উত্তম নালীপথ দিয়া রজন মিশ্রিত করা হয়। তাহা হইলে অভ্যন্তরস্থ লাক্ আরও তরল হইয়া পড়ে। উহা আর পাত্রের গাত্রে কান্ধাইয়া ধরে না, বরং অগ্নির উত্তাপে থাকিয়া ফুটিতে ফুটিতে কিছুকাল পরে ঐ রজন উপরি যায়।

পূর্বকথিত ভাণ্ডের চারিপার্শ্বে হস্তানির্ধিত কতকগুলি নল সজ্জিত থাকে। উহার শিরোধেশ ৪৫° কোণে বক্র। উহাদের ভিতর কাঁপা এবং অভ্যন্তরে নিরন্তর উষ্ণ জল রাখা হয়। তাহার তাপ অতি সামান্য, কারণ অধিক তাপ হইলে গালা জ্বল ওঠাও হইতে পার না, ক্ষুদ্রাং জমিতেও পারে না, আবার একবারে ঠাণ্ডা হইলে গালা শীঘ্র দৃঢ় হইয়া বাইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ অবস্থার তাহাতে তরল গালা লাগাইয়া টানিলে সহজেই তাহা ঐ দস্তাভাণ্ডে আটকাইয়া রাইবে। অতএব নিরমিত উত্তমরূপে ঐ দস্তার চোকাগুলি পূর্ণ হইলে, একজন ব্যক্তি কলার পেটোতে খানিকটা গলিত গালা লইয়া একটা স্তম্ভের শিরোধেশে লাগাইয়া দেয়। গোলাকার ও মধ্য ঐ দস্তার উপর লম্বানভাবে উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া গালা সরল ও পাতলাভাবে হুড়াইয়া পড়ে, তখন একব্যক্তি আনারস, ডাল বা নারিকেলপত্র ছুই হাতে ছুই কোণে ধরিয়া নলের দাখা হইতে সেই তরল গালা টানিয়া রক্ষাইতে থাকে। থানায় উত্তাপ ও তরলতা করিয়া বাইতে ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিলে উপরের মোটা অংশটুকু তাড়িয়া

কেনিরা দিয়া অবশিষ্ট চাষের জায় পাতলা অংশটুকু একটা ঘরের উপর তুলাইয়া দেওয়া হয়। এই নত সাধারণতঃ গ্রী-লোকেরাই ধরিতা থাকে। তাহার সেই গালা কাপড়ের জায় তুলাইয়া সেই স্থান হইতে অল্প একটা গৃহে নতসহ স্নাতকের মধ্যে প্রবেশক আকারে সজ্জিত করিয়া রাখে। এই স্থানকে 'Drying shed' বা শুকাইবার ঘর বলে। উহা কতকাংশে তামাক-কুঠার (Drying-houseএর) মত। পর দিন সেই শুক গালায় পাত ভাঙ্গিয়া বাজের মধ্যে পুরিয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

কলিকাতার হাতিবাগানে অধিকাকুমারের গালায় কল প্রসিদ্ধ। যুরোপে তাহার O. C. C. মার্কা গার্বেন্ট গালায় খেতে আদর ছিল। অপ্রসিদ্ধ বণিক রেলীভ্রাবার এই কল কিনিয়া গলটন সাহেবকে বিক্রয় করেন। উহা এখন উন্টাডিসিতে স্থানা-স্তরিত হইয়াছে। কলিকাতার উত্তরউপকণ্ঠস্থ এজিলো ব্রাদারের কলেও গার্বেন্ট গালা প্রস্তুত হয়। দমদমার নিকটে পিট্রোক-চিনো ব্রাদারের বড় গালায় একটা কারখানা আছে।

গালায় রঙ চিরপ্রসিদ্ধ। পদতলে আলতামাথা হিন্দুগালায় বড়ই আদরের জিনিস। মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানে রেশমী বস্ত্রের পূতা আলতার রঙে রঞ্জিত হইয়া থাকে। এই আলতা চর্মরোগেও বিশেষ উপকারী। পায়ে পোকুই বা হাজা হইলে অথবা গায়ে চুলকনা হইলে তাহার মুখে আলতা তুলিয়া গায়ে রঙ টিপিয়া দিলে উপকার দর্শে। হিন্দুর আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে লাক্ষাদি-তৈলে ইহার ভেষজ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার বর্ণ সর্দাপেক্ষা আদরপূর্ণ। কাপড় ছোপান ব্যতীত পূর্বে এই বর্ণের সাহায্যে অপরাপর রঙ প্রস্তুত করা হইত, ইহার রঙ পাকা।

গালা হইতে চুড়ী, ছড়ি, নানা গহনা এবং বাগানাদি অতি চমৎকার খেলনা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুমুদী গালায় প্রস্তুত গালায় হার ঠিক গিনি-সোপানির্জিত হারের জায় বোধ হয়। একটা কলকুলপরিপোষিত উজান-বাটিকা প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা হইলে সহজেই গালায় দ্বারা সামান্য বাইতে পারে। গালায় উপর বেখানে যে রঙ লাগান আবশ্যক, তাহাও ঠিক সেইখানে দেওয়া যায় এবং উহার গায়ে পালিসের জায় বন্ধ ও চাক্‌চিক্যশালী হইতে পারে। বাজারায় সোণাবর্ণী ও রাসনা প্রভৃতি স্থানে গালায় অলঙ্কার ও খেলনাদি প্রস্তুত হয়। কলিকাতা সহরেও কোন কোন কারিগর গালায় খেলনা প্রস্তুত করিতেছে। পজাব, সিন্ধ ও পাঞ্চপড়নে প্রসিদ্ধ গালায় খেলনার কারখানা (Lac-turnery) আছে। কার-খানায় প্রস্তুত গালায় দ্রব্যগুলি যুরোপে Lacquerwork নামে

অভিহিত। অপর কাঠের উপর গালা জমাইয়া তাহাকে যে কোন কাঠের আকারে পরিণত করা যায়। কলিতে নানা বাঁধারিতে হুতার গাট বাঁধিয়া চীনা বাঁধের লাট প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। এইরূপে মুলার মুলার বাজ, মুলারী, টেপারা প্রভৃতি হুতকারী হয়। বর্ণালঙ্কারাদিতে গালা তরবার প্রচলন আছে।

ভারতীয় লাক্ষাকার হইতে জাপানী লাক্ষাণির বস্ত্র। তাহার কাঠের উপর গালায় পরিবর্তে Rhus Vernicifera নামক বৃক্ষের আটার পালিস দিয়া থাকে। গালায় পালিস বস্ত্র। আলকোহলে টাট গালা, ধূনাখারানী, লোহান ও কই-মুতকী বোগ করিলে গালায় পালিস প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ বাজ, আলমারী, বরজা জানালা প্রভৃতিতে ইহা লেপন করিয়া চাক্‌চিক্য সম্পাদন করা হইয়া থাকে।

লাকা ও লাক্ষারঙের বাণিজ্য পূর্বাশ্রয় সমভাবে চলিয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে টাটগালা অপেক্ষা লাক্ষাবর্ণের দাম বিপণ বাড়িয়া উঠে। এই সময় নীলের চান চলিতেছিল, নীলে রঙের উৎকৃষ্ট জমি হওয়ার লাক্ষারঙের পরিবর্তে তাহাই ব্যবহৃত হইতে থাকে। নীলের আদরে লাক্ষারঙের হত্যার বাড়িয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহার দর একবারে কমিয়া যায়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৭এ নবেম্বর ভারত-গবর্নমেন্টের বিজ্ঞাপনে উহা রপ্তানীর তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। কারণ তখন যুরোপীয় বাজারে উহার বিক্রয় না থাকার আদৌ শুক আদারের সম্ভাবনা ছিল না। এখনও লাক্ষার বাণিজ্য চলিতেছে। যুটেনরাজ্যে ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রস্তুত গালা রপ্তানী হইয়া থাকে। ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, ইতালী, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, চীন, ট্রেন্টেলমেন্ট, স্পেন ও হলও রাজ্যেও বাজালা হইতে লাক্ষা রপ্তানী হইয়া থাকে।

সমুদ্রপথে যে ডাক্কিত-বার্তাবহ-ভার পরিচালিত হইয়াছে, তাহার উপর লাক্ষার আভরণ দেওয়া হয়। কারণ জল ও সূক্ষ্মিকা সংযোগে গালা নষ্ট হয় না। সুতরাং তাহার অভ্যন্তরস্থ ভারও নষ্ট হইতে পার না।

ইহার গুণ—কঠু, তিক্ত, কষায়, মেহ, পিত্তরোগ, শোক, বিষদোষ, রক্তদোষ ও বিষমজরনাশক এবং বলকর।

ভাবপ্রকাশ মতে, লাক্ষা বর্কর, শীতল, বলকর, মিষ্ট, লঘু, কক, পিত্ত, অম, হিকা, কাস, অর, ব্রণ, উরকত, বিলপ, ক্রমি, ও কুট-রোগনাশক। (জাবএ) তৈবজ্যারসবীরিত লিখিত আছে যে, লাক্ষা নুতন গ্রহণ করিতে হইবে এক উহা যেন সূক্ষ্মিকানি-সেবযুক্ত হয়।

“লাকা চ নুতনা গ্রাহা সূক্ষ্মিকানিবিবর্জিতা।” (তৈবজ্যারস)

২ শতপত্রী। ৩ সেবতী। (ভাবপ্র°)

লাক্ষাগুগুন্ডুল, আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লাক্ষা, হাড়জোড়া, অর্জুনছাল, অখণ্ডা, গোরক্ষচাকুল প্রত্যেক এক তোলা এবং গুগুন্ডুল ৫ তোলা একত্র মর্দন করিয়া লইবে। তদ্ব্যন্থে ইহার প্রলেপ দিলে তদ্ব্যন্থে স্থানচ্যুত অস্থির বেদনা নিবারিত হইয়া অঙ্গ সকল বজ্রের স্থায়ী দৃঢ় হয়।

কেহ কেহ বলেন, উক্ত পাঁচ প্রকার চূর্ণের তুল্য পরিমাণ গুগুন্ডুল মিলাইলে যথেষ্ট হয়।

লাক্ষাতৈল (পুং) লাক্ষাংপাদকরতঃ। পলাশ বৃক্ষ। (শব্দমা°) লাক্ষাতৈল (স্ত্রী) লাক্ষাদিভিঃ পকং তৈলং। পকতৈলবিশেষ, লাক্ষাদি দ্বারা এই তৈল প্রস্তুত হয়, একত্র ইহাকে লাক্ষাতৈল কহে। এই তৈল দ্বিবিধ স্বর ও বৃহৎ। প্রস্তুতপ্রণালী—

স্বরলাক্ষাতৈল—সমপরিমাণ লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা তৈল পাক করিয়া পাক শেষ হইলে উহাতে গন্ধদ্রব্য মিলাইয়া নামাইতে হয়। এই তৈল দাহ, শীত ও জরনাশক। (স্বধ্বোদ)

২ বালরোগাধিকারে তৈলভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—ভিল তৈল ৪ সের, লাক্ষার কাথ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। ককার্থ—রাসা, রক্তচন্দন, কুড়, মুখা, অখণ্ডা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলকা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগরাশুল, কটুকী ও রেণুক মিলিত ১সের; এই সকল কক দ্বারা যথাবিধানে তৈল পাক করিতে হয়। এই তৈল মর্দনে বালকের অঙ্গাদির উপশম হয় ও বলবৃদ্ধি পায়।

(ভৈষজ্যরত্না° বালরোগাধিকা°)

অজবিধ—কুটিত লাক্ষা ৩ শরাব, জল ১৬ শরাব, ২১ বার শোলাঘস্তে পরিশ্রুত করিয়া ১৬ শরাব গ্রহণ করিবে। অথবা লাক্ষা ৮ শরাব, জল ৬৪ শরাব, পাক করিয়া শেষে ১৬ শরাব গ্রহণ করিতে হইবে। পরে ভিলতৈল ৪ শরাব, লাক্ষারস বা কাথ ১৬ শরাব, দধিমস্ত ১৬ শরাব, ককার্থ গুলকা, হরিদ্রা, মুর্কামূল, কুড়, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রাসা, অখণ্ডা, দেবদারু, মুস্তা ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা, যথাবিধানে পাক সিদ্ধ হইলে কপূর, শিলারস ও নখী প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া উহা মিশ্রিত করিতে হইবে। এই তৈল জ্বরাদি রোগনাশক। (রসব°)

লাক্ষাদিতৈল, জ্বররোগে উপকারক তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—মুর্জিত ভিলতৈল ৪ সের, পুরাতন কীজি ২৪ সের; ককার্থ—লাহা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সের। এই তৈল-মর্দনে জ্বর এবং তজ্জনিত দাহ ও শীত নিবারিত হয়।

মহালাক্ষাদি তৈল নামে ইহার আর একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রণালী—মুর্জিত ভিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার কাথ ১৬ সের (লাক্ষা ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের।) দধির মাত ১৬ সের। ককার্থ—গুলকা, হরিদ্রা, মুর্কী-

মূল, কুড়, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রাসা, অখণ্ডা, দেবদারু, মুস্তা, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সমাপ্ত হইলে কপূর ২ তোলা, শিলারস ২ তোলা, ও নখী ২ তোলা এই তৈলে মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দনে বিষম-জ্বরাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

লাক্ষার ছয় গুণ জলে অর্থাৎ ১৮ সের জলে ৩ সের লাক্ষা কুটিয়া নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর এই জল শোলাঘস্তাহায্যে পরিশ্রাবিত করিয়া সেই জল ১৬ সের গ্রহণ করা যাইতে পারে, উহার অবশিষ্ট ভাগ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। অথবা ৮ সের লাক্ষা ৬৪ সের জলে পাক করিয়া তাহারই এক পাদ কাথ ঔষধ-প্রস্তুতকালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাদিকা°)

লাক্ষাদিবর্গ (পুং) স্তুপ্রতোক্ত লাক্ষাদি গণভেদ। এই গণ যথা—লাক্ষা, রেবত, কুটজ, অখম্বর, কটফল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, নিম্ব, সপ্তজ্জ, মালতী ও ত্রায়মাণ। (স্তুপ্রত স্তুঃ ৩৮অ°) লাক্ষাত্তিতৈল, মুখরোগে হিতকর ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ভিলতৈল ৪ সের, লাক্ষারস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, খদিরের কাথ ১৬ সের। ককার্থ—লোধ, কটুকল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল, যষ্টিমধু, প্রত্যেক ১ পল। এই তৈলের গণ্ডুষ করিলে, দালন, দস্তচাল, দস্তমোক্ষ, কপালিকা, শীতাব, মুখদোষকা, অরুচি ও মুখের বিরসতা নষ্ট হইয়া দস্ত সকল দৃঢ় হয়।

লাক্ষাদ্বীপ, দক্ষিণভারতের মলবার উপকূলের অদূরবর্তী একটি দ্বীপপুঞ্জ। ভারতমহাসাগরে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° হইতে ১৪° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪০' হইতে ৭৪° পূঃ মধ্য। ভারত উপকূল হইতে প্রায় ২০০ মাইল ব্যবধান। ১৪টা দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। উহার ১৮টিতে লোকের বাস আছে। ২টিতে আদৌ বসতি নাই এবং ৩টা কেবলমাত্র সাগর-জলের উপর ভাসমান রহিয়াছে। ইহার উত্তরাংশ দক্ষিণ-কর্ণাড়ার কলেক্টরের অধীন এবং অবশিষ্ট দক্ষিণভাগ কোন্নূরের আলীরাজার শাসনাধীন। উহা মলবার জেলার একটি অংশ বলিয়া পরিগণিত।

এখানে একত্র বহুসংখ্যক দ্বীপ থাকায় লক্ষদ্বীপ শব্দ হইতে লাক্ষাদ্বীপ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সম্ভবতঃ একসময়ে মাল-দ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ একযোগে শ্রেণীবদ্ধভাবে গঠিত হইয়াছিল। তখন লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষদ্বীপ দেখিয়া উহার নাম লাক্ষাদ্বীপ রাখে। আবার অনেক বলেন, প্রবালসমষ্টিযোগে এই দ্বীপের উৎপত্তি। প্রবাল ও লাক্ষার আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া লোকে ইহাকে লাক্ষাদ্বীপ বলিয়া থাকে। অধিক সম্ভব, আরবীর বণিকগণ

বহুকাল হইতে লাকার বাণিজ্যের জন্য মলবার উপকূলে যাতায়াত করিত। তাহার লাকার নাম হইতেই এই দ্বীপের নাম লাকাধীপ বলিয়া বোধিত করিয়া থাকিবে। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বার্বোসা লাকাধীপকে মলনদ্বীপ ও মালদ্বীপকে পলনদ্বীপ শব্দে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তুহফ-উল-মজাহিরীন্ গ্রন্থে ইহা মলবার-দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নিম্নে বর্তমান দ্বীপপুঞ্জগুলির নাম প্রদত্ত হইল,—

দক্ষিণ কণাড়া বা আমীনদ্বীবি দ্বীপাবলী—	লোকসংখ্যা
আমীন বা আমীনদ্বীবি	২০৬০
চেংলাং	৫৭৭
কদম	২৪৫
কিলতান	৭২০
বিভ্রা (বসবাস নাই)	—
কোন্নুর দ্বীপাবলী—	
অগতি	১৩৭৫
কবরতি	২১২২
অজ্রোথ	২৮৮৪
কালপেণি	১২২২
মিনিকোই (মীনকট)	৩১৯১
সুহেলী (বসবাস নাই)	—

মিনিকোই দ্বীপবাসীরা লাকাধীপবাসীর ভ্রায় মলয়ালম ভাষায় কথা কর না। ইহাদের কথিত ভাষায় লাকাধীপি ভাষার অনেকটা পার্থক্য ও মালদ্বীপবাসীর ভাষার সহিত অনেক সাদৃশ্য দেখিয়া এই দ্বীপকে মালদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে।

ইহার প্রত্যেক দ্বীপগুলিই প্রবালসমষ্টির সংযোগে উৎপন্ন। সকলগুলিই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০ বা ১৫ ফিট উচ্চ এবং ভূপরিমাণ ২ হইতে ৩ বর্গমাইল। ইহাদের চারিপার্শ্বেই প্রবালজ পর্বতশিখর দৃষ্ট হয়। পূর্বাংশের প্রবাল গিরি পশ্চিমের অপেক্ষা কম। পশ্চিম দিকে উহা ৫০০ গজ হইতে কোন কোন স্থানে এক মাইলের তিন পোয়া ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐ স্থানের স্বল্প-গভীরতা নিবন্ধন জল 'লেগুণের' মত স্থির। এমন কি, ভীষণ ঝটিকার সময় সেই জলে নির্ভয়ে কয়ার (নারিকেলের ছোবড়া) ভিজান বাইতে পারে। ভাসিয়া বাইবার কোন ভয় থাকে না। ক্রুরের সময় এই স্থির ভাগ জল পূর্ণ থাকে, তাটা পড়িলে খাত্তর মধ্য দিয়া জল ক্রমশঃ নিকাশ হইয়া যায়। তখন উহার উপরি ভাগ শুষ্ক দেখায় এবং সেই নালী দিয়া দেশীয় বড় বড় নৌকাগুলি চালিত হইয়া লেগুণের বন্দরস্থানে যেখানে অধিক জল আবদ্ধ থাকে, সেই

অংশে সরিয়া আইসে। উক্ত দ্বীপসমূহের পশ্চিম ভাগে বেরুপা শ্রেণত প্রবালজ গিরি বিস্তারিত, পূর্বভাগে সেরুপ নাই। সে-দিকের উচ্চ পর্বতগার একেবারে সমুদ্রগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, পশ্চিম অপেক্ষা পূর্বদিক অনেক পূর্বে গঠিত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেকের উপরি ভাগে চূণা পাথর বা প্রবালজস্তর দৃষ্ট হয়। উহার উপর কখন জল উঠে না। ঐ সময় হইতে ১৪০ ফুট পর্যন্ত মোটা। ইহা খনন করিলে নিম্নে বালুমাটি পাওয়া যায়। কোদালে করিয়া ঐ বালুকা তুলিয়া ফেলিলে সেই গর্ত জলে পূর্ণ হইয়া পড়ে। এইরূপে কূপ, তড়াগ ও পুষ্করিণ্যাदि কাটিয়া জল উৎপন্ন হইলে কয়ার ভিজান হইয়া থাকে।

এখানে প্রভূত পরিমাণে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। অল্প কোন প্রকার সবজি সেরুপ উৎপন্ন হয় না। ইন্দুর ব্যতীত অল্প কোন চতুষ্পদ পশু নাই। ইহার নারিকেলের পরম শত্রু। কচ্ছপ ও মৎস্ত প্রচুর পাওয়া যায়।

প্রায় সার্ব দ্বিশতাব্দ কাল এই দ্বীপপুঞ্জ কোন্নুর-রাজ্যের শাসনাধীন রহিয়াছে। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে কোলভিত্তী-রাজ অপ্রসিক চিরকাল এখানকার সর্দারকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ইহার অনেক পরে মালদ্বীপের সুলতানের নিকট হইতে মিনিকোই দ্বীপ অধিকার করিয়া লওয়া হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বীপ-বাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া রাজার অধীনতাশাশ ছিন্ন করিয়া মহিমুররাজের বশতা স্বীকার করে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কণাড়া বিভাগ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতল গত হয়, তদবধি এই সকল দ্বীপ কোন্নুরের নবাব-জাদীকে আর প্রত্যর্পিত হয় নাই; কেবল তাঁহার রাজত্বের ৫২৫০ টাকা ইংরাজরাজ ক্রয় হইয়া দেন। সেই সময় হইতেই এই দ্বীপমালার দুইটা বিভাগ হইয়াছে।

১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ দ্বীপাংশের খাজনা বাকী পড়ায় উহার রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য জাসী নিযুক্ত হয়। তদনন্তর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজত্বের অনাদার ঘটিলে উক্ত বিভাগ মলবারের রাজস্ব-সংগ্রাহকের (Collector of Malabar) অধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষ ঘটে। ইংরাজ গবর্নেন্ট উক্ত বিভাগে এবং কোন্নুরের আলী রাজা স্বীয় অধিকৃত বিভাগে উৎপন্ন কয়ারের উৎস হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। তাহার উত্তরেই প্রজাবর্গের নিকট নির্দিষ্ট মূল্যে কয়ার খরিদ করিয়া উপকূলস্থ বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করেন। মূলধনবানো যাহা লভ্য হয়, তাহাই উত্তরে রাজস্ব বান্দে বাণিজ্যের লভ্যাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। আলীরাজা স্বয়ং যে অংশ শাসন করেন, তাহার জন্য ইংরাজ গবর্নেন্টকে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা পেস্‌কস দিয়া থাকেন।

ইসরায়েলপ্রশাসিত কণাড়ার অধীন বীপভাগে ক্রমবর্ধমান হুজুর বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় নাই। ইসরায়েল-কর্তৃত্বাধীন চট্টিল ও লগন টাঙ্গা বিরা উহার মূল্য পরিমাপ করিয়া দেন। আলীরাজার অধিকৃত ভূভাগে তাহার ঠিক বিপরীত। তথাকার সেনীর সর্কারগণ ক্রমবর্ধমান হুজুর লইয়া রাজ্যের সহিত নানা গোলাবোম উৎপাদিত করে। তাহাতে রাজ্যের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। দারিকেল, কড়ি, কল্লপের বোলা প্রভৃতি দ্রব্যে রাজ্যের একচেটিয়া বাণিজ্য চলিতেছে।

কণাড়ার অধীন বীপসমূহ একজন লস্‌মাজিষ্ট্রেট ও মুসলেকের দ্বারা এবং কোরমুর-বীপসমূহ আলীরাঙ্গের অধীনে পরিচালিত হইতেছে। এখানকার অধিবাসিগণ শান্তিপ্রিয়। কোন ধর্মবিশ্বাস উপস্থিত হইলে তাহারা গ্রামে অধ্যক্ষের নিকট তাহার মীমাংসা করিয়া লয়।

অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান। উপকূলবাসী মণিলা-মিগের জার তাহারাও পূর্বে হিন্দু ছিল। তাহাদের মধ্যে এই-রূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ ধার্মিক প্রধান রাজা চেরমান্ পেঞ্চমলের অঙ্গুলস্বামিনাথ মলয়াল হইতে বহুতীক্ষ্মে অভিবাসন করেন। পশ্চিমধ্যে এই বীপে আট্‌কাইরা জাহাজ ভগ্ন হইলে তাহারা এখানে উঠিত বাধ্য হয়। বাস্তবিকই এখানকার অধিবাসীরা প্রথমে হিন্দু ছিল। আত্ম-মানিক তিন শত বর্ষ পূর্বে তাহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হই-রাছে। তথাপি তাহারা জাতিগত কএকটা চিরন্তন প্রথা বিসর্জন করে নাই। তাহাদের কতরাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। পুরুষেরা বাণিজ্য ব্যাপসে অথবা রাজকর্মের অধিকার মলবার উপকূলে আসিয়া থাকে। বালকেরাও পিতার সঙ্গে বিশেষে আইলে। এই কারণে বীপসমূহে রমণীকুলেই বাহুল্য ঘটে হয়।

রমণীগণ নির্ভরে মগরে বিচরণ করিয়া থাকে। নৌকা-চালন ব্যতীত তাহারা ক্রী ও পুরুষের অঙ্গুলের ব্যবহার কার্য সম্পাদন করে। কেহ মাথার খোঁচটা বের না। তাহাদের কথিত ভাষা মলয়ালম্ কিন্তু আরবীয় বর্ণমালায় তাহারা লেখা পড়া করে। যিনি কেহি বীপের ভাষা মালবাসী ও মলয়ালম্-মিশ্রিত।

লাকাপ্রাসাদ (পুং) লাকারায় প্রাসাদে বসায়। পটিকা দোহ। (রাজনিং)

লাকাপ্রাসাদিন (পুং) লাকার প্রাসাদবাসীতি প্র-স-প-পি-ত্ব। হুজুরাও, পর্ষাদ ক্রমক, পটিকা, পটী। (ভাষ্যঃ)

লাকারস (পুং) লাকারায় রস। লাকারস বা কাথ। লাকার রস। প্রভৃতি প্রণালী—

“বহু-কলেন্দারস লাকার বোলকিপ্রসিদ্ধি।

জিনগুধা পরিপ্রাধ্য লাকারসমিক বিহঃ ১” (পরিপ্রাধ্যঃ ২ বং)

বে পরিপ্রাধ্য লাকার তাহার ৩ জন জন নিরা দোলায় প্রে জিনগুধার পরিপ্রাধ্য করিয়া লইলে তাহাকে লাকারস কহে।

লাকাবটী (ক্রী) ঐবধিবেশ। প্রভৃতিপ্রণালী—লাকা, তেলা, বহানী, খেত অপরাজিতার ছাল, অর্জুন কল ও পুশ, বিড়ল, মাকিক ও শুগ-গুল এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বটী প্রভৃতি করিবে। এই ঐবধি গৃহে থাকিলে সর্প হুবিবাহি দূরে পলায়ন করে। (রসপ্রসারণ-পাত্তুরোপাধিকাং)

লাকারুক্ষ (পুং) কোশারুক্ষ, চলিত জলপাই গাছ। ২ পলাশ রুক্ষ। (রাজনিং)

লাক্ষিক (ত্রি) লাকারবটী। ২ লাকারভাষ।

লাক্ষের (পুং) লক্ষের গোত্রাপত্য।

লাক্ষ্যণ (পুং) ১ লক্ষণের গোত্রাপত্য। ২ লক্ষণাবলম্বণীয়।

লাক্ষ্যণি (পুং) লক্ষণের গোত্রাপত্য।

লাক্ষ্যণের (পুং) ১ লক্ষণের গোত্রাপত্য। ২ লক্ষ্যণার সেন-দ্বারীর একজন রাজা। [সেনরাজবংশ দেখ।]

লাক্ষ্যিক (ত্রি) লক্ষ্যণবীতে বেদ বা (কৃতৃকথাসিদ্ধান্তঃ ঠক্। পা ৪।২।৩০) ইতি লক্ষ্য-ঠক্। যিনি লক্ষ্যাত্ম্য করেন বা যিনি ভেদ করিতে পারেন।

লাখ, ১ শোষণ। ২ ভূষণ। ৩ সাধারণ্য। ৪ নিবারণ। ভাদি’ পরসৈ’ অক’ সেট্। লট্। লাখতি। লিট্। ললাখ। লুঙ্। অলাখীৎ। লিট্। লাখতি। লুঙ্। অলাখাৎ।

লাখ (দেশজ) লক্ষণের অপভ্রংশ।

লাধুনৌ (লখনৌ, লকৌ), অবাধ্যা প্রদেশের কমিশনারের অধীন একটা বিভাগ। হুজুরপ্রদেশের হোটেলারের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৬°৩’ হইতে ২৭°২১’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৭’ হইতে ৮১°৫৬’ পূঃ মধ্যে। লাধুনৌ, বারাবাধী ও উপাও জেলা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহার উত্তরে হারদেহি ও লীতাপুর জেলা, পূর্বে বরাইচ ও সোণ্ডা জেলা, দক্ষিণে কৈলাবাদ, হুজুরানপুর ও রায়বরেলী জেলা এবং পশ্চিমে গজানবী। ভূ-পরিমাপ ৪৫০০৫ বর্গ মাইল। এখানে সর্বনিম্ন ১৮মি নগর ও ৪৬৭৬টা গ্রাম আছে।

লাধুনৌ, হুজুরপ্রদেশের অন্তর্গত একটা জেলা। তথাকার হোটেলারের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৬°৩০’ হইতে ২৭°১৬’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪৪’ হইতে ৮১°১৫’ পূঃ মধ্যে। ভূ-পরিমাপ ৪৮০৬ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে হারদেহি ও লীতাপুর, পূর্বে বারাবাধী, দক্ষিণে রায়বরেলী এবং পশ্চিমে উপাও জেলা। লাধুনৌ নগর ইহার বিচার-সদর।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই উর্দুর ও শ্রামল শাস্ত্রে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও বনমালাবিরাজিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরসমূহ রণক্ষেত্রের অতীতস্থিতি বহন করিয়া সাধারণের দৃশ্যে বীরকীর্তির উদ্বোধন করিয়া দিতেছে। স্থানীয় নদীমালার বালুকাময় সৈকতভূমি ভূয় নামে এবং অম্বুরুর লোণাজমি উবর নামে পরিচিত। গোমতী ও সাইনদী শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্বক এখানে প্রবাহিত আছে। তন্মধ্যে বেহতা, নাগবা, সোনী ও বাকী নদীই প্রধান।

এখানকার বিশেষ কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। শাহাব-উদ্দীন কর্তৃক বিজিত (১১৯৪ খৃঃ) প্রসিদ্ধ কনোজরাজ অয়চাঁদের রাজত্বকালের পূর্বে লখনৌ নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই বিভাগে ঔপনিবেশিক রাজপুতগণের আগমনপ্রসঙ্গ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মুসলমান আক্রমণের পরই এখানে নানা রাজপুত শাখার বসবাস ঘটিয়াছে।

মুসলমান জাতির অভ্যুদয়ের পূর্বে জানবার, পরিহার, ও গৌতমগণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। জানবার জাতির ইতিহাস ভর ও বহরাইচ জাতির সহিত সংমিশ্রিত। গৌতমদিগের প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা কনোজরাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বাকীজাতি এদেশে আসিয়া ও কনোজরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিত। পণবার ও চৌহান রাজপুতগণ দিল্লীখরের অধীনে এই প্রদেশ আক্রমণের জন্য আসিয়া নানাহানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

পাঠান-রাজগণের আক্রমণে ও রাজ্যজরে গৃহদ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মনাশভয়ে অনেকানেক রাজপুত পরিবার এখানে পলাইয়া আইসে এবং তাহারা ক্রমশঃ এক একটা স্থান অধিকারপূর্বক তথাকার প্রভু হইয়া পড়ে। মোহল, লালাগঞ্জ ও নিঘোহান পরগণার আমেঠীয়া ও গৌতমগণ এইরূপে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শেখগণ আমেঠী পরগণা হইতে আমেঠীয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা প্রভুত্ব বিস্তার করে। তাহাদের অধীনে ইকোনাবাসী জানবারগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

বাকী ও চৌহানগণ বিজ্ঞানীর অধিকার করে। তদনন্তর বাকীগণ কাকোরী অধিকার করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জানবার ও রাইকবাড়গণ মোহন-ওরস্ নামকস্থানে আসিয়া বাস করে। অতঃপর নিকুন্ত, পাহরবাড়, গৌতম ও জানবারগণ মলিহাবাদ পরগণার ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পণবার ও চৌহানগণ মহোদয় আক্রমণ ও অধিকার করিবার পর, জানবারগণ উত্তরের কুর্নী ও দেবা জয় করে। তদনন্তর তাহারা কুর্নী হইতে কল্যাণী নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত চূতাগ

অধিকার করিয়াছিল। পরে বাকীগণ তাহাদের নিকট হইতে দেবা অধিকার করিয়া লয়।

ইহার পর মুসলমানদিগের অভিযান আরম্ভ হয়। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সৈয়দ মসউদ্ এই স্থান আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তবে কোন কোন পরগণার প্রাচীন নগরাদিতে মুসলমানগণের ভয়প্রার কীর্তি নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি যে যে স্থান দিয়া এই জেলা মধ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার অল্প-চরগণ কর্তৃক মহল্লাদি নিশ্চিত হইয়াছিল। মোহনলালগঞ্জের নগ্রাম ও আমেঠী গ্রামে তিনি ছাউনী করিয়া সমলে কিছুদিন বাস করেন। সন্নিধ-নগরে তাঁহার সদর ছিল। সেনাদল ছাউনী পরিত্যাগ করিবার পর, সম্ভবতঃ আর সদর হইতে তথায় আসিয়া বাস করিতে সাহসী হন নাই।

অনন্তর শাহাবুদ্দীনের অধিকারকালে ১২০২ খৃষ্টাব্দে খিজীপুসব মহম্মদ-ই-বখতিয়ার এই স্থান আক্রমণ করেন। তাঁহার সাময়িক কোন মুসলমানকীর্তি এখানে নাই। অধিক সম্ভব, তিনি মলিহাবাদের নিকটবর্তী বখতিয়ার নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নগরে একটা পাঠান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পাঠানগণ কাকোরীর বাকী-রাজা সাখনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এখানে পাঠানপ্রভাব বিস্তার করিয়া অন্ততঃ উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে নাই।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই এখানে মুসলমানের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিকের মধ্যে পরগণার ফসমন্দীরবাসী শেখগণ ও সলিমাবাদের সৈয়দগণই প্রথম। তদনন্তর কিদ্বাড়ার শেখগণ আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। ইহার পর, অজ্ঞাত মুসলমান-সম্প্রদায় কুর্নী ও দেবার মধ্য দিয়া এখানে আসিয়া নানাহানে বাস করিয়াছিল। এখানে প্রভাব এইরূপ যে, ঐ মুসলমানগণ সন্নিধ-হইতে এখানে আইসে।

সন্নিধ-হইতে মুসলমানগণ উপর্যুপরি এই জেলার নানা স্থান আক্রমণ করিয়া ও স্থায়ী প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা সালর মসউদের সেনাপতি শাহ বেগের অধীনে প্রথমে দেবা নগর আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ লাখনৌ অভিমুখে আসিয়া মণ্ডিয়াওন্ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে শাহবেগ হিন্দুগণের নিকট পরাভূত ও নিহত হন। নিকটবর্তী একটা গ্রামে তাঁহার সমাধিমন্দির বিস্তারিত আছে। উহার চূড়ার উচ্চতানিবন্ধন লোকে উহাকে নৌ-গজাঙ্গীর বলিয়া অভিহিত করে। অনন্তর, এখানে মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবার পর, ক্রমশঃ দেবাস, কুর্নী ও জাবুনৌ হইতে কাকোরী পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানের প্রাধিকারে মুসলমানের

উপনিবেশ ঘটে এবং তাহার ক্রমশঃ এক এককীয়ক অধিকার করিয়া উক্ত বিভাগের স্বাধিকারী করিয়া গৃহীত হয়।

স্থানীর প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, রাজপুত ও মুসলমান ঔপনিবেশিকগণের পূর্বে এখানে ভর, অরুণ ও পানী নামক নিরস্ত্রের কএকটি জাতিই বাস ছিল। অযোধ্যার সূর্যবংশী রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত হইলে, ভরগণ এই প্রদেশে লুণ্ঠন করে। এখানকার রক্ত অস্ত্রে আত্মরক্ষা তপত্নার নিরস্ত্র থাকিতেন, এইজন্য কোম কোমর বন স্থানীর লোকের নিকট পরম পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত হইত, ঐ সকল অধিবাস যে যে স্থানে বাস করিতেন, তাহা এখন অপরূপে পরিণত হইলেও সেই সেই অধিবাসীর নামে সাধারণে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। মণ্ডিওরাও—মণ্ডল অধিবাসীর নামে, মোহন—মোহনগিরি গোবামীর নামে, জগোর অগমেব গোীর নামে এবং দেবা—দেবল অধিবাসীর নামে খ্যাত হয়। ভর-মহাগণ সেই সকল অধিবাসীর আশ্রয় লুণ্ঠন করিয়া খৃষ্টাব্দ ১২শ শতাব্দে সেই নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে শালনগর পরিচালিত করিয়াছিলেন।

ইহাঙ্গ ক্রান্ত নামক পার্শ্বভাগের ভ্রাতা ভর্যাই প্রদেশ হইতে এখানে আগমন করে। এখনও ভরভিহির ভ্রাতাংশেব এখানকার নাম গ্রামে নিপতিত রহিয়াছে। কনোজ-রাজবংশ অধঃপতনের পূর্বে ভরভিগণকে উৎসাদন করিতে প্রদান পাইরা-ছিলেন। রাজা জয়চাঁদ অলা, উদন ও বপাওর রাজপুত জাতির সাহায্যে বিজয়নগরের নিকটস্থ নাথবল আক্রমণ করেন। তিনি এখানকার পানীরাঙ্গ বিপ্লবীকে পরাজিত করিয়া সর্বাং ও দেবা পর্যন্ত অগ্রসর হন। পানী ও অরুণগণ মলিহাবাদ এবং কাকোরী ও বিজয়নগরের দক্ষিণে সহতীরবর্তী সালৈকী পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইহারই পূর্বে ভরভিগণ অধিকার ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল।

পানী ও অরুণগণ এখানকার আধিবাসী। ইহার হুর্দ ও মতগ। অস্ত্রাভ অধিবাসীকে মতগামে ভুলাইয়া তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করিত। ভরভিগণের সম্বন্ধেও পূর্বেপর ঐরূপ একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ১১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা ভিলকটাদ হইতেই এখানে ভরভিগণের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বরাইচ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি দিল্লীপতিকে পরাভূত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। তাঁহার বংশে ৯ জন রাজা দিল্লী হইতে অযোধ্যায় পরতপ্রাতঃ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই কংশের রাজা মোবিন চাঁদের মহিষী তীমাবৌ রাজ্যশাসন করিয়া ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কৃত্য সময় নীর সম্পত্তি আপন ধর্মগুরু হরগোবিন্দকে দান করিয়া দান। উক্ত হরগোবিন্দের বংশ ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন।

লাখনৌ নগর ও সেনাবাস, কাকোরী, মলিহাবাদ ও অমেঠী এখানকার প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। রবি, খারিক ও হৈমন্তিকাধি নানা শত এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নৌকাপথে এখানকার বাণিজ্য বড় চলে না। অধিকাংশই রেলপথে ও পাকা রাস্তার গোশকটে পরিচালিত হইতেছে। নীতাপুর, কৈজাবাদ ও কাশপুর যাত্রারাতের জন্য যে পাকা রাস্তা আছে, উহা প্রায় ৫ শত মাইল দূর, এতদ্বির কুসী, দেবা, মুলতানপুর, গোসাইগঞ্জ ও আমেঠী হইয়া মুলতানপুর; মোহন-লালগঞ্জ হইয়া রায়বেরী; সেই নদীর তীরে সেতু পার হইয়া মোহন ও উপাও জেলার রমলাবাদ ও মলিহাবাদ হইতে হারদোই জেলার শাওলা নগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সকল রাস্তা ধরিয়া লাখনৌ নগরে আসা যায়। এতদ্বির কএকটা রাস্তা এখান হইতে অস্ত্রান্ত জেলার প্রধান প্রধান নগরে গিয়াছে। তন্মধ্যে মহোনা হইতে কুসী ও দেবা অতিক্রম করিয়া বারাবাকী পর্যন্ত, গোসাইগঞ্জ ও মোহনলালগঞ্জ হইয়া কাশপুরের রাজবন্দী পর্যন্ত বনি সেতু হইতে মোহন ও ওরু পর্যন্ত, সেই নদীর পাকা পুল পার হইয়া মোহন-ওরুসের উত্তর হইতে রহিমাবাদ পর্যন্ত এবং লাখনৌ হইতে বিজয়নগর পর্যন্ত করিয়া রাস্তা প্রধান। জেলার উপরোক্ত করিয়া রাস্তাই উত্তমরূপে বাধান। বর্ষাকালে পথ ধারাপ হয় না। সকল স্থানেই নদীর উপর পাকা সেতু নিৰ্ম্মিত আছে।

অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই জেলার মধ্যে বিস্তৃত। ইহার তিনটা শাখা পূর্ব-দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপূর্বে গিয়াছে। একটি লাখনৌ হইতে বারাবাকী ও ধর্মরা-তীরবর্তী বহরামঘাট পর্যন্ত গিয়া কৈজাবাদ হইতে বারানসী পর্যন্ত আসিয়াছে। অপর একটি লাখনৌ হইতে কাশপুর এবং পেরোজটা কাকোরী ও মলিহাবাদ নগর হইয়া হারদোই নগর অতিক্রমপূর্বক শাহ-মোহনপুর, বরেলী ও মোহনাবাদ পর্যন্ত গিয়াছে। এখানকার বাণিজ্যের লাখনৌ নগরই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ। অপরাপর নগরে সামান্য বাণিজ্যকাণ্ড পরিচালিত হইয়া থাকে।

লাখনৌ সহর ব্যতীত কাকোরী, মলিহাবাদ, আমেঠী, বিজয়নগর, চিমহাট, আমানীগঞ্জ, ইতোহা ও গোসাইগঞ্জ নগরে জিউনিলাপালিটা স্থাপিত হওয়ার নগরের শ্রীতিসাধিত হইয়াছে।

১৭৬২, ১৭৮০-৮৬, ১৮০৭, ১৮৩১, ১৮৪৫-৪৬, ১৮৬২, ১৮৭৩, ১৮৭৭-৭৮ প্রকৃতি বৎসরে এখানে জলাভাবে হস্তিন দেখা দেয়।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। অক্ষাঃ ২৩°-২৬°-৩০" হইতে ২৭°-১৫" উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮০°-৪২" হইতে ৮৩°-৩০" পূঃ মধ্যে। লাখনৌ, বিজয়নগর ও বারাবাকী নগরপা উহার অন্তর্ভুক্ত।

৩ উক্ত জেলার উপবিভাগের অন্তর্গত একটি পরগণা লাধুনৌ সহরের চতুর্দিক লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ১৬৫ বর্গ-মাইল। লাধুনৌ নগর ব্যতীত এই পরগণায় মধ্যে উজারিয়াওন, জগগম, চিন্‌হাট, মহাবল্লিপুর ওথাবাড় নামে পাঁচটা নগর আছে। লাধুনৌ[লাধুনৌ] (নগর), অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী। গোমতী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৫১'৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৪'১০" পূঃ। কলিকাতা হইতে এই নগর ৬১০ মাইল এবং বারাণসী হইতে ১৯৯ মাইল দূরবর্তী। নগর ভাগ ও সেনানিবাসের লোকসংখ্যা সর্বসমেত প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার। নগরের ভূপরিমাণ ১৩০ বর্গমাইল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৩ ফিট উচ্চ।

ইংরাজাধিকৃত ভারতীয় নগরসমূহের মধ্যে ইহা চতুর্থ। সৌধমালা ও বিপণিসৌন্দর্যে ইহা অপরাপর নগর অপেক্ষা মনোরম; কেবল কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহর ইহার স্থাপত্য বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছে। মুসলমান-রাজ-ত্বের শেষ সময়ে ইহা উত্তরপশ্চিম ভারতের রাজধানীরূপে পরি-গণিত হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পরও এখানে

তথ্যভাণ্ডার বিচার নগর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এখানে সভ্যতা ও উন্নতির পরাকর্ষ্য যথেষ্টই বিস্তারিত আছে। সঙ্গীতবিভাগ, ব্যাকরণ-বিকাশমিতি ও ইসলামধর্মের আলোচনার জন্য কএকটা সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় অতাপি হামীর সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

গোমতী নদীর উত্তর তীরভূমি নানা সৌধমালার পরিবৃত্ত হওয়ার নগরের সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম হইয়াছে। নগরসীমা অতিক্রম করিলে, নদীতীরে দৃশ্যপী উদ্যানবাটিকাসমূহ স্থানীয় সৌন্দর্য্যের মাত্রা আরও বর্ধিত করিতেছে। নগরের পারাপার হইবার জন্য উত্তরতীরস্পর্শী চারিটা সেতু গোমতীবক্ষে ভাসমান আছে। উহার দুইটা স্থানীয় মুসলমান রাজগণের যত্নে এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, ইংরাজরাজের উদ্যোগে অপর দুইটা সেতু নির্মিত হইয়াছিল। নদীবক্ষে নবনির্মিত সেতু অতিক্রম করিলে আর জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রাসিত মর্ম্মরসমিত সুরমা হর্ম্মমালা দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন ক্রমশঃই ফলফলভারাবনত শ্রামল-বৃক্ষরাজি সমাহৃত উদ্যান-বাটিকাই সাধারণের মনোরঞ্জন হইয়া উঠে। এইরূপ কতকদূর নদীবক্ষে অতিক্রম করিলে নবাব আসফুদ্দৌলার প্রাচীন



লাধুনৌ সেতু

প্রস্তরসেতু দৃষ্টিগোচর হয়। উহারই বামভাগে মন্দিরবন ভূর্ণের স্মৃৎহ প্রাচীর, তাহার অভ্যন্তরে লগুন-টলা নামক প্রাচীন নগরভাগ। ইহারই পার্শ্বদেশে নানা অট্টালিকাধি-পরিশোধিত আসফুদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ ইমামবাড়া। এখানে হইতে কিছুদূরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জমা-মসজিদ উচ্চত্বা ভুলিয়া যেন নগরভাগ পরিদর্শন করিতেছে। ইহারই সন্নিকটে নদীর তীরে রেসিডেন্সী ভবনের তথ্য প্রাচীর। তথাকার স্মৃতিকূপ (Memorial Cross) আজিও দর্শকের দৃষ্টিতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহবিব্রোহকথা ও ইংরাজের বীরত্বকাহিনীর পরিচয়

দিতেছে। এই সুবিবৃত্ত প্রাঙ্গণের সমুখভাগে নদীসৈকতোপরি স্থাপিত ছয়মজিল লামক বিখ্যাত প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদো-পরিহ্র স্বর্ণময় ছত্র দ্বারা লোকে প্রভাবিত হইয়া দূরদূরান্তবাসীকেও প্রাসাদভূঁড়ার ওজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহারই কিছু দূরে বামদিকে দুইটা মসজিদ। উহারই মধ্যে দিয়া কৈসরবাগ নামক প্রাসাদ। এখানে অযোধ্যারাজত্বের সিংহাসনচ্যুত বংশ-ধরগণ বাস করিতেন।

যোগল-সাম্রাজ্যের শেষ সময়েও অযোধ্যার উন্নয়নের প্রাধান্ত্যসময়ে, লক্ষী রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উক্ত

মুসলমান রাজবংশ বথাক্রমে রোহিলখণ্ড, আলাহাবাদ, কাণপুর, গাজিপুর ও এই বিভাগে শাসন বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পূর্বে সন্ন্যাস খাঁর বংশধরগণ এই নগরে আধিপত্য বিস্তার করে। তাহার পূর্বে এখানে ব্রাহ্মণ ও কার্ঘ্যগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। মজ্জিভবন দুর্গের প্রাকারমধ্যস্থ লক্ষণটীলা নামক উচ্চভূমিই সেই প্রাচীন জনপদের নিদর্শন। প্রবাদ, এই স্থানে অযোধ্যারাজ রামচন্দ্রের ব্রাহ্মণ লক্ষণ শেখনাগের পবিত্রতীর্থের নিকটে স্থানান্তরে লক্ষণপুর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই পবিত্রতীর্থের উপর মোগলসম্রাট অরঙ্গজেব একটি মসজিদ স্থাপন করেন, কিন্তু লক্ষণপুরের পবিত্র স্থিতি আজিও লক্ষ্যবাসীর জন্ম হইতে অপসৃত হয় নাই।

শেখ বা লখনৌর শেখজাদা নামে প্রসিদ্ধ মুসলমান রাজ-বংশই প্রথমে অযোধ্যা জয় করিয়া এখানে প্রতিপত্তি লাভ করেন। তদনন্তর রায়নগরের পাঠানগণ গোল-নরবাজা পর্যন্ত মুসলমান শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। ইহার ঠিক পূর্বেই শেখ-দিগের অধিকারনীড়া। তাহারাই ধ্বংসপ্রায় মজ্জিভবন দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্রমে ঐ দুর্গের চতু-স্পার্শ্বে জনসমাগম হইতে থাকে। মোগলসম্রাট অকবরশাহের রাজত্বকালে উহাই লখনৌ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজা টোডরমল্লের জরিপ-বিবরণীতে গোমতী-তীরবর্তী সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে। আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, এখানে মুসল-মান সাধু শেখ মীনা শাহের সমাধিমন্দির ছিল, লোকে তাঁহার পূজার জন্য এখানে আসিয়া ভজনাদি করিত। তৎকালে এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল, সম্রাট অকবরশাহ তাঁহা-দের ভূটিবিধান জন্য লক্ষ টাকা দিয়া বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিল। তাঁহার পূর্বে এইস্থানের বিশেষ কোনরূপ সমৃদ্ধি ছিল না। তাঁহার উদ্বোধনে ও পরে সন্ন্যাসখাঁ ও আসফ-উদ্দৌলার অধ্যবসায়ে এই নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। প্রাচীন নগরভাগ যেখানে বর্তমান চক ও চকের সংলগ্ন নগরের দক্ষিণাংশ সম্রাট অকবর শাহ বিশেষ যত্নে নির্মাণ করান। তদ্বিধি তিনি অজ্ঞাত স্থানের অজ-সৌষ্টব সম্পাদনার্থ বিশেষ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মীরজা সেলিম শাহ (জাহাঙ্গীর) বর্তমান দুর্গের পশ্চিমপার্শ্বে 'মীর্জামতি' স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর অযোধ্যা-রাজবংশের পূর্বে আর কোন মোগলসম্রাটই প্রাসাদাদি স্থাপন দ্বারা এই নগরের উৎকর্ষ-সাধন করেন নাই।

নৈশাপুরের সুপ্রসিদ্ধ পারসিক বণিক সন্ন্যাস খাঁ বাণিজ্য-ব্যপদেশে ভারতে উপনীত হইয়া বহু ব্যবসারে স্বীয় সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মোগল-সম্রাটের অজ্ঞাপ্রাপ্ত

১৭০২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং লখনৌ নগরে স্বীয় রাজপাট-স্থাপন করেন। তদবধি অযোধ্যার এই স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশই পরে অযোধ্যার উজীর-বংশ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল।

সন্ন্যাসের বংশধরগণ রাজ্যসমৃদ্ধিতে গৌরবান্বিত হইয়া লখনৌ নগরী বিচিত্র চিত্রসম্পন্ন নানা অট্টালিকার ভূষিত করিয়াছিলেন। স্বয়ং সুবাদার সন্ন্যাস খাঁ মজ্জিভবনের পশ্চাভাগে একটি সামান্য অট্টালিকার বাস করিতেন। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে যেখানে ইংরাজরাজের অস্ত্রাগার (ordnance stores) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই স্থানে এখানকার সেখরাজ-গণের নির্মিত দুইটা সুপ্রাচীন অট্টালিকার নিদর্শন পাওয়া যায়, সন্ন্যাস খাঁ সুবাদার হইয়া আসিয়া উহার একটি ভাঙা লন। তিনি মাসে মাসে উহার নির্দিষ্ট ভাড়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ আর অধিকারীদিগকে ঐ অট্টালিকার কোনরূপ খাজানা দেন নাই। সফদর জঙ্গ ও সুজাউদ্দৌলার ঐ অট্টালিকার একখানি বন্দোবস্তী খত লিখিয়া মাসিক ভাড়া ধার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই। অবশেষে নবাব আসফ-উদ্দৌলার ঐ অট্টালিকা রাজসম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

সন্ন্যাস খাঁ প্রথমে যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন সেখগণ উপর্য্যাপরি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে কাতর হন নাই, অবশেষে তাঁহারা সেই বীরবরের বলবীৰ্য্য দেখিয়া নিজে নিজেই বশীভূত হইতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পূর্বে সন্ন্যাস খাঁর শত্রুকুল নির্মূল করিয়া অযোধ্যাবিভাগে একটি স্বাধীন জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। যুদ্ধবরসেও তাঁহার বলবীৰ্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস ঘটে নাই। হিন্দুগণ তাঁহার যুদ্ধকৌশলে পূরাজিত ও ভীত হইতেন। প্রসিদ্ধ হিন্দুবীর তগবন্ত সিংহ বাঁচি তাঁহার সহিত বন্দুকে নিহত হন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল ও অধ্যক্ষের শিক্ষাগুণে তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

তাঁহার জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব সফদরজঙ্গ (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে) বিল্লীতে উজীরপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাইসবাড়ার হুদুর্দ বাজেন্দ্রাভিক্রে ভীত রাখিবার জন্য নগরের ও মাইল দক্ষিণে জলালাবাদ দুর্গ স্থাপন করেন এবং লক্ষণ-পুরের প্রাচীন দুর্গের পুনঃসংস্কার করিয়া মজ্জিভবন নাম দেন। ঐ দুর্গ বাটিকার চূড়াদেশে একটি মৎস্ত স্থাপিত থাকার উহা মজ্জিভবন বা মটীভবন নামে খ্যাত হয়। তিনি নগরপ্রাচীর নদীবেকে দুইটা সেতুনির্মাণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, আর আসফ-উদ্দৌলার যত্নে তাহার নির্মাণ কার্য্য প্রসম্পন্ন হইয়াছিল।

কারণ তৎপুত্র সুল্লা উকোলা (১৭৫৩ খৃঃ) বরাদ্দ হুদের পর, কৈম্বাদেই বাস করিতেন। তিনি লাখনৌ নগরে না থাকার নগরের কোনরূপ সৌষ্টব সাধিত হয় নাই।

অস্বাভাব্য এই নবাববংশের প্রথম তিনজন রাজাই বেঙ্গা ও প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ছিলেন। তাঁহারা ইংরাজ, মহারাষ্ট্র ও রোহিলা এবং দিল্লীর প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার তাঁহারা রাজ্যশাসন ব্যতীত রাজ্যের স্থাপত্যশিল্পের কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের উপযোগী দুর্গমালা, কুপসমূহ ও সেতু প্রভৃতি নির্মাণে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট ছিল।

চতুর্থ নবাব আসক্ উকোলা হইতে লাখনৌর রাজনৈতিক চিত্র পরিবর্তিত হইল। তিনি ইংরাজরাজের বন্ধুত্ব লইয়া সুখী হইলেন। ইংরাজ-সেনার সাহায্যে তিনি রোহিলখণ্ড অধিকার করিয়া বারানসী পর্যন্ত আপনার শাসন বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইলেন। এইরূপে সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে মনে বীর শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লইলেন এবং বিশেষ উদ্ভমসহকারে ও বহুল অর্থব্যয়ে নানা সেতু ও মসজিদ এবং লাখনৌ সহরের পৌরবর্কী ও স্থাপত্য-বিভার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া নামক প্রাসাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ অটালিকা দিল্লী ও আগ্রার ইমামবাড়ার ভার খাঁতি মুসলমান ধরণে গঠিত না হইলেও ‘রমিদরবাজা’ নামক মসজিদের সংলগ্ন থাকার সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার গঠন সাধাসিধা ও গাভীর্ঘ-পূর্ণ, ইহাতে গ্রীক ও ইতালীয় গঠনের অনেক সৌন্দর্য আছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে অস্বাভাবিক প্রকোপক পারিশ্রমিক বিয়া তথিবিষয়ে এই ইমামবাড়া নির্মিত হইরাছিল। প্রবাদ, অনেক মাতৃগণ্য নগরবাসী অর্থাভাবে ইমামবাড়া-নির্মাণকার্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পারিশ্রমিক পণ্ডীর স্বার্থে প্রদান করা হইত, কারণ দ্বিভাগ্যে একত্র বেতন লইতে আসিলে অপরের চিনিবার সম্ভাবনা ছিল। ঐ অটালিকার একটা প্রকোষ্ঠ ১৩৭ ফিট x ৪২ ফিট লম্বা, উহাতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই গৃহের বেগুনালে চিত্রিকাশালী ও প্রকৃষ্টলক্ষ্য যে সকল চিত্রশিল্পি চিত্রিত হইরাছিল, এক্ষণে কেবল তাহার চিত্রনাট্য বহিরাছে, মূলমূহ হান-এই না অপরকত হইয়া সার্বভূমির দৃষ্ট বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হান মূলনীতির মধ্যে থাকার ইংরাজের এক্ষণে তাহাতে প্রভাবিত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসক্ উকোলা বিদ্য এই যে,

অটালিকার কাঠের কোনরূপ শিল্পোৎপাদিত হয় নাই। কাঠসম সাহেব ইহার খিলানাদির বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ইমামবাড়া ব্যতীত রমিদরবাজাও আসক্ উকোলার একটা প্রধান কীর্তি। তৎপরে হুগের পশ্চিমবঙ্গ নবীতীরবর্তী দৌলৎ-খানা নামক প্রাসাদ। উহাই পরে ইংরাজরাজের রেসিডেন্সীতে পরিণত হইয়াছিল। গোমতী-তীরবর্তী এই গুরুত্ব অটালিকা লাখনৌর একটা গৌরব। নবাব সন্ন্যাস আলী করহুৎবর নামক সন্ন্যাস প্রাসাদে আপনার বাসভবন স্থানান্তরিত করিলে, এই অটালিকার ইংরাজ রেসিডেন্টের বাসভবন নির্মিত হয়। নগরের বহির্ভাগে ও নদীর অপরাপারে নবাব আসক্ উকোলা-প্রতিষ্ঠিত বিবিদ্যাপুর নামক প্রাসাদ। নবাব বাহাদুর মুগবার বহির্গত হইলে প্রথমে এই প্রাসাদ-ভবনে আসিয়া বাস করিতেন। এতদ্বিধা নগরের অপরাপার স্থানেও এই নবাবের উদ্যোগে নির্মিত আরও অনেক অটালিকা বিদ্যমান আছে। সেগুলির গঠনপরিপাট্য ও দৃঢ়-গাভীর্ঘ লাখনৌ নগরের মহত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সময়ে সেনাপতি রুড্ মার্টিন Martiniere নামক ফ্রান্সিষ্ক বিভাগের স্থাপন করেন। উক্ত সন্ন্যাস উদ্যানবাটিক সম্পূর্ণরূপে ইতালিয়ান শিল্পে নির্মিত হইয়াছিল। পাছে মুসলমানরাজ ঐ অটালিকা হস্তগত করিয়া লন, এই ভয়ে তাহার মধ্যে স্থাপত্যের অধি সমাহিত করা হয়, কিন্তু লিপাহীবিজ্ঞানের সময় মুসলমানগণ সেই সমাধি খুঁড়িয়া অস্তিত্বলি বাহিরে ছড়াইয়া ফেলে।

আসক্ উকোলার রাজত্বকালে লাখনৌ-রাজত্বের জাঁক-জমকের শীর্ষসীমায় উন্নীত হইয়াছিল, এই সময়ে রাজাসীমার বৃদ্ধি সহকারে রাজত্বেরও খেতে বৃদ্ধি ঘটাইয়াছিল, নবাব আসক্ উকোলা বীর বহাভক্ত ও জাঁকজমকের বশবর্তী হইয়া রাজকোষে সঞ্চিত সেই প্রচুর রাজস্ব প্রোচ্যসমৃদ্ধির উপকরণ-সংগ্রহে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ইউরোপে বা ভারতবর্ষে আসক্ উকোলার পৌরবহর কীর্তিকলাপের সমকক্ষতা দেখাইতে কোন রাজাই এতদধিক অর্থব্যয়ে বহুদায় স্থাপত্যপৌরব সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তাঁহার উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে সাধারণ লোকের বহির্ভূত করিয়াছিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুসলমানরাজ টিপু সুলতান বা সিরাজ বাহাতে হতী বা হীরকাদি সম্পত্তিতে তাঁহার ভার প্রাধান্য না হইতে পারেন, তথিবিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার বিখ্যাত পুত্র উলীর আলী খাঁ (যিনি ফি. ডেরির হস্তাধীনে চুনার দর্পে বন্দী থাকিয়া অবশীলা সম্রাট করেন) কিংবা সমারোহে তিনি করপাণ্ডীদিগের সঙ্গে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পড়িয়াছিলেন।

তাহার যুবক পুত্রের গাত্রে তৎকালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার হীরা-জহরতের অলঙ্কার শোভিত হইয়াছিল।

তাহার এই অতুল সম্পত্তি তিনি যে ভারতীয় প্রজার রক্ত-শোষণ দ্বারা সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহা Tenant এর বিবরণী পাঠে জানা যায়। তিনি লখনৌ সৰ্ব্বশেষ লিখিয়াছেন—
“I never witnessed so many varied forms of wretchedness, filth and vice.” অর্থাৎ এরূপ ভীষণ পাপকলঙ্ক-কালিমালিপ্ত নগরী আমি আর কোথাপি দেখি নাই। তৎকালে খোজামিঞা আলমাসের শাসিত প্রদেশ ভিন্ন আসফ্ উদৌলার অধিকৃত সমগ্র অবোধ্যারাজ্য স্বশাসনভূমে পরিণত হইয়াছিল।

আসফ্ উদৌলার পুত্র সরাদৎ আলী খাঁ (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজরাজের আত্মগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ-সেনার আশ্রয়স্থান নির্বিশেষে নিরস্ত্র থাকিয়া ঐশ্বর্য্যহরের ভোগবিলাস স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সরাদৎ পূর্বপুরুষদিগের জ্ঞান বলবীৰ্য্যে জাতীয় গৌরবের পুষ্টসাধন না করিয়া ভোগবিলাসে উন্নত হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজকে স্বীয় সম্পত্তির অর্ধেকাংশ সমর্পণ করিয়া অবশিষ্ট লইয়াই আত্মহুপ্তির পথে অগ্রসর হইলেন। মসজিদ, কুপ, ছুর্গ, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ দ্বারা রাজ্যের ঐশ্বর্য্য সাধন না করিয়া তিনি ভোগবিলাসের জন্য উপযুগপরি কএকটা প্রাসাদ নির্মাণ করান, ঐ প্রাসাদগুলি উত্তরোত্তর নূতন ভাবে ও নূতন প্রণালীতে গঠিত হইয়াছিল। তৎপরবর্তী রাজাদিগের অধিকারকালেও এরূপ প্রাসাদ-নির্মাণেরই প্রয়াস বাড়িয়াছিল। অট্টালিকার অধিকাংশ স্থলেই যুরোপীয় স্থপিতা-শিল্পের অমূল্যরূপ দৃষ্ট হয়।

যে সরাদৎ খাঁ ও তাহার বংশধর সম্রাট একটা বাস-ভবনে থাকিয়া এই সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন; ইমামবাড়া, চক্ ও বাজারাদির প্রতিষ্ঠাতা জাকজমকপ্রিয় বে আসফ্ উদৌলার একটা মাত্র প্রাসাদ লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, সেই বংশে সরাদৎ আলী বহুসংখ্যক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ভোগবিলাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই বংশে নবীর উদ্দীন হাইদার অপরিমিত অর্থব্যয়ে রাজপরিবার ও রাজমহিলাগণের জন্য কএকটা অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহার বিবাহিত-পত্নীগণ প্রাসাদে বাস করিতেন, তাহা ছত্রমঞ্জিল নামে খ্যাত। কৈসর-পসন্দ ও অন্তান্ত আলরে তাহার রক্ষিতা রমণীবৃন্দ স্থান পাইয়াছিল। শাহমঞ্জিল নামক প্রসিদ্ধ ভবন-প্রাঙ্গণে তাহার কোকুতল উদীপনার্থ বহু পশুপক্ষ রক্ষিত হইয়াছিল। নবাব স্বয়ং করহংবদ, হজুর বাগ, বিবিদাপুর ও অন্তান্ত প্রাসাদে বাস করিতেন। ওরাজিদ আলী শাহ ৩৬০ জন রমণীকে পত্রীভূত করণ না করিয়া আশ্রিতরূপে স্বীয় বেগম

মহলে রক্ষা করিয়াছিলেন। উহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল।

সরাদৎ আলী খাঁ করহংবদ নামক প্রমোদভবন নির্মাণ করাইয়া রাজপ্রাসাদ পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-গণের বাসবিভাগের (হিন্দু টোলার) পূর্বাংশ হইতে মিলখুস পর্যন্ত নগরবহিঃপ্রান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ গুলি বর্তমান সেনানিবাসের উত্তরাংশে অবস্থিত। উহাধারা নদীকূল, নগর ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্য্য বিশেষ পরিবর্তিত হইয়াছিল। তৎপরে ওরাজিদ আলী নদীতীরে কৈসর-বাগ নামক নন্দনকাননে দেবপুরী সন্মুখ নানা শিল্পপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া তাহাই স্বীয় বাসভবনরূপে পরিণত করেন। তিনি পূর্বোক্ত জেনারেল মার্টিনের নিকট হইতে এই প্রাসাদের নদীতীরবর্তী কতকাংশ ক্রয় করিয়া লন। পরে বহু অর্থব্যয়ে সেই সুরম্য হস্ত্যের সংস্কারসাধন করিয়া তাহাকে অভিনব ও স্বীয় অভিলষিত প্রাসাদে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। উহার রাজদরবার গৃহ, অর্থাৎ বেখানে স্তব্ধত নানা শিল্পনিপুণ্যমণ্ডিত রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা লালবার দ্বারী বা কসর উব্ সুলতান নামে পরিচিত। ওরাজিদের রাজত্বকালে লখনৌ নগরী চিত্র-বৈচিত্র্যের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে দিন হইতে এই মুসলমান-রাজবংশ ইংরাজরাজের আত্মগত্য স্বীকার করেন এবং যে সময় হইতে লখনৌ নগরে ইংরাজ রেসিডেন্ট থাকিবার ব্যবস্থা হয়, তৎপরবর্তিকাল হইতেই কোন নবীন নবাবের রাজ্যাভিষেক সময়ে ইংরাজ-রেসিডেন্ট আসিয়া তাহাকে সিংহাসনে বসাইতেন এবং এই প্রদেশে তাহার রাজশক্তির প্রাধান্ত-জ্ঞাপনার্থ তাহাকে রাজনজর দিতেন।

সরাদৎ আলী খাঁর পুত্র গাজি উদ্দীন হাইদার ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে অবোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনিই এ বংশে প্রকৃত রাজনায়কের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার অনুষ্ঠিত মোতিমহল গম্বুজের চতুঃপার্শ্বে মোতিমহল প্রাসাদ নির্মাণ করান। নবীর প্রাচীন নৌকা-সেতুর উত্তর তীরবর্তী মুরারক মঞ্জিল ও শাহ মঞ্জিল নামক প্রাসাদ তাহার আগ্রহে সংস্কৃত হইয়াছিল। এই শেবোক্ত প্রাসাদে তিনি রোমক-সম্রাটগণের জ্ঞান চরিত্র বহু পণ্ডিতগণের রণকৌতুক সম্বর্ধন করিতেন। লখনৌ-রাজ-বংশের অবসান পর্য্যন্ত এই প্রাসাদে উদ্রাবহ পাশব বৃদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত গাজি উদ্দীন হাইদার টানি-বাজার, সুপ্রসিদ্ধ ‘ছত্রমঞ্জিল কলান’ ও তৎপশ্চাতে ‘ছত্রমঞ্জিল খুঁদ’ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

তাহার সমাধির জন্য তিনি গোমতীতীরে শাহ নজফ নামে

একটা মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার বালাবহার তিনি ঐখানে বাস করিতেন, তাহার উপর তাঁহার পিতা ও মাতার জন্ত দুইটা সমাধিমন্দির স্থাপন করেন। জলসরবরাহের সুবিধা তিনি একটা খাল কাটাইতে চেষ্টা পান। উহার নির্দর্শন নগরের পূর্ব ও দক্ষিণে রহিয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ তিনি উক্ত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তিনি কহ্ম-রহুল অর্থাৎ মহম্মদের পদচিহ্নস্থাপিত কৃত্রিম স্তূপোপরি একটা মূরুহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্বে একজন মুসলমান ঐ পদচিহ্ন আরব হইতে এদেশে আনয়ন করেন। তিনিই উহা উক্ত ভূমে স্থাপন করিয়া উহাকে একটা মুসলমান তীর্থরূপে ঘোষিত করিয়া যান। গাজি উদ্দীনের আগ্রহে উহার মাহাত্ম্য বাড়িয়া উঠে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঐ প্রস্তর স্থানান্তরিত হয়, তদবধি উহা আর কহ্ম-রহুল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

গাজি উদ্দীনের পুত্র নাসির উদ্দীন হাইদার ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রাজকাৰ্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ঐকান্তিক আসক্তি বশতঃ তিনি বহু অর্থব্যয়ে 'তারাবালী কোঠা' নামক একটা বেধালয় স্থাপন করেন। বিখ্যাত ইংরাজ জ্যোতির্বিদ কর্ণেল উইলকিন্স তাঁহার কৰ্মচারিরূপে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত বেধালয়ের যন্ত্রাদির পরিদর্শন করিতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উইলকিন্সের মৃত্যুর পর, ওয়াজিদ আলীশাহ এই বেধালয় বন্ধ করিয়া দেন, সিপাহীবিদ্রোহের বোর-বিস্ফেবে বিদ্রোহীদিগের উপজ্জবে উক্ত বেধালয়স্থ যন্ত্রাদি নষ্ট হইয়া যায়। বিদ্রোহিন্সের নেতা ও পরামর্শদাতা ফৈজাবাদবাসী মোলবী আব্দুল উল্লাহশাহ সেই সময়ে এখানে আসিয়া বাস করেন। তিনি বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহদানার্থে ইহার প্রাঙ্গণ মধ্যে সময় সময় এক একটা সভার অনুষ্ঠান করিতেন।

নাসির উদ্দীন হাইদার উপরোক্ত বেধালয় ভিন্ন ইয়াদৎ নগরে একটা মহতী 'কারবালা' নির্মাণ করাইয়াছিলেন, উহার মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত রহিয়াছে।

নাসির উদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্রতাত মহম্মদ আলীশাহ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া খীর কীর্ত্তিস্তম্ভ হসেনাবাদের ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। লাখনৌ চূর্ণের প্রসিদ্ধ রূমী দরবালা ছাড়া গোমতী-তীরবর্তী প্রশস্ত পথ দিয়া এই ইমামবাড়ার বহিঃপ্রাঙ্গণে আসা যায়। এই স্থানে সাতার একটু পশ্চিমে পাড়াইয়া দেখিলে দক্ষিণদিকে আসক্ উম্মোলার ইমামবাড়া ও রূমীদরবালা এবং ক্রমভাগে হসেনাবাদের ইমামবাড়া ও কুমা মসজিদ দৃষ্টগোচর হয়। এই কয়টা অট্টালিকার সমাবেশ দেখিয়া অনেক স্থাপত্য-

বিৎ যুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিরাজেন যে, স্থাপত্যশিল্পের একশ অঙ্কাত্তর নির্দর্শন অগতে অতি বিয়ল।

রাজা মহম্মদ আলীশাহ খীর ইমামবাড়ার আশিবার জন্ত ছত্রমঞ্জিল হইতে চূর্ণমধ্য দিয়া ইমামবাড়া পর্যন্ত একটা প্রশস্ত পথ বাহির করিয়া দেন। এই পথের ধারে তাঁহার বড় একটা দীর্ঘিকাও কাটা হইয়াছিল। তিনি দিল্লীর কুমা মসজিদের অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট প্রণালীতে বনিদ্রিত ইমামবাড়ার পার্শ্বে একটা মসজিদের পত্তন করিয়াছিলেন। অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ার, তাহার নির্মাণকাৰ্য্য সমাধা হয় নাই। তদবধি উহা অর্ধপ্রাথিত অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। তিনি "সাতখণ্ড" নামে আর একটা চূর্ণস্তম্ভ নির্মাণের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। উহার চারিখণ্ড নির্মিত হইবার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাও ঐরূপে অসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

তদনন্তর লাখনৌর চতুর্থ রাজা আমজাদ আলীশাহ (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) কাণপুর পর্যন্ত পাকারাতা, হজরৎ গজের খীর সমাধিমন্দির ও গোমতীর দৌহসেতু নির্মাণ করান। রাজা গাজি উদ্দীন হাইদার এই সেতু ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিবার আদেশ দেন। উহা এখানে পৌছিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র নাসির উদ্দীন রেসিডেন্সীর সম্মুখে উহা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নদীগর্ভে তত্ত্ব নিৰ্দ্ধার সহজসাধ্য না হওয়ার সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে। অবশেষে আমজাদ আলী তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

অযোধ্যারাজবংশের শেষরাজা ওয়াজিদ আলীশাহ ১৮৪৭ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লাখনৌসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত কৈলসবাগ নামক প্রমোদোদ্ভান নগর মধ্যে সর্বত্রই ও মনোজ্ঞ অট্টালিকা হইলেও অমার্জিত কচিনিবন্ধন উহার নির্মিতা বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট প্রশংসাজনক হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে উহার কাঁচারস্তম্ভ এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে উহার নির্মাণকাৰ্য্য সমাধা হয়। উহাতে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বেধালয়ের সম্মুখই উত্তরপূর্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দর্শক প্রথমে জিলোখানা নামক প্রাসাদদ্বার অতিক্রম করিবেন। এই প্রাসাদ হইতে রাজকীর বাত্রোৎসব সাধিত হইত। এই স্থান হইতে দক্ষিণে ফিরিয়া একটা আচ্ছাদিত দ্বার অতিক্রম করিলে চীনবাগে আসা যায়। এখানে চীনে কাচের পাত্রাদিতে উদ্ভানভাগ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। তথা হইতে নদীকূর্ত্ত রমণীমূর্ত্তিপরিশোভিত একটা প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলে হজরৎ-বাগে উপনীত হওয়া যায়। ঐ নগর প্রতিভূতিসমূহ অট্টালপ শতাব্দীর অমার্জিত মুরাপীর রুচিপ্ৰসূত।

জাতিবাসী, বারবারী এবং বাস কুচাম বা বাশাখ হইল। এই বারবারীর মেজে একসময়ে রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। বাশাখমণ্ডিত লম্বাৎ খুপী বীর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ওয়াজিহ আলী শাহ তাহা আপনাদেবতার আরাধনার অঙ্গভূত করিয়া লন। উহার বাসভাগে আর কতকগুলি অট্টালিকা আছে, তন্মধ্যে রাজকোষ-কার আজিম উল্লা বীর উজ্জলী নামক বাসভবন উল্লেখযোগ্য। ইহার ওয়াজিহ আলী ও লক্ষ টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করেন। এই অট্টালিকার প্রধানদেবগণ ও রাজমহিষীরা বাস করিতেন। নিপাহীবিদ্রোহের সময় এই প্রাসাদে থাকিয়া তাহার একজন বেগম বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে দরবারের অঙ্কন করিয়াছিলেন। ইহারই পার্শ্ব আভাষনে ইংরাজবন্দী রক্ষিত হইয়াছিল।

ইহার পার্শ্ব রাজার খারে মর্দরপ্রভরে বাধান একটি কুক-তলে যেবার দিন নবাব কবিরের জায় হরিদ্রারঞ্জিত পরিচ্ছদে অবস্থান করিতেন।

পূর্বদিকের লাখীয়ার লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। উহা অতিক্রম করিয়া আসিলে কৈসরবাগের প্রকৃত উদ্যান-প্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারিদিকে রাজাশ্রম-কামিনীগণের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রতিবৎসর তাজ মাসে একটি মেলা হয়, তাহাতে লাখনৌবাসী সকলেই সমবেত হইয়া থাকে। ইহার পর প্রত্যয়নির্মিত বারবারী, উহা এক্ষণে রক্তমণ্ডে পর্যাবসিত হইয়াছে। পশ্চিমের লাখীয়ার অতিক্রম করিলে “কৈসর-পলক” নামক প্রসিদ্ধ প্রাসাদ। উহা নাসির উদ্দীন হাইদারের মন্ত্রী রৌশন উদ্দৌলা কর্তৃক বিনির্মিত হইয়াছিল। উহার উপরিভাগ অর্ধগোলাকার স্বর্ণ-ময় আবরণে আচ্ছাদিত। নবাব ওয়াজিহ আলীশাহ উহা হস্তগত করিয়া বীর প্রিয়তমা মহিষী মল্ল-উৎসবলতানাকে বাসার্থে দান করেন, তৎপশ্চাৎ আর একটি জিন্দোখানা অতিক্রম করিলে পুনরায় রাজপথে সমুপস্থিত হওয়া যায়।

লাখনৌ ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর, এখানকার স্থাপত্যশিল্পের গৌরবজাপক আর কোনরূপ অট্টালিকাই নির্মিত হয় নাই। কএকটি হাতয চিকিৎসালয়, বিভাগ ও রাজকাৰ্য্যালয় মাত্র নির্মিত হইয়াছিল। বলরামপুরের মহারাজ লক্ষ্মীকান্তসিংহ কে সি এন্ড আই রেসিডেন্সীর পার্শ্বে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উপরোক্ত ইমামবাড়ার, ছত্রমণ্ডিত, কৈসরবাগ ও অযোধ্যার রাজকম্পদরগণের অজস্র প্রাসাদ ব্যতীত এখানে লম্বাৎ আলী খাঁ, হুসিদ্দাবি, মল্লখ আলী শাহ ও বাজি উদ্দীন হাইদারের সমাধিস্থির স্থাপত্যশিল্পের পদ্যকার্য্য প্রভূত করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি উদ্যানবাটিকা, হাওয়াদার, সেকেন্সি,

মসজিদ ও খনাচা নগরবাসীদিগের বাসভবনও স্থাপত্যশিল্পে পরিপূর্ণ। খুটীর ১৮শ শতাব্দির স্থাপত্যকৃতি ইংলণ্ড হইতে দ্রুতকৃত হইলে ভারতে আসিয়া প্রবেশ লাভ করে এবং তাহারই কবর্য্যে প্রতিভূতিসমূহ ভোগবিলাসলোলুপ মুসলমান-রাজগণের পলাতনের পরিদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। প্রায়তঃস্থাপত্যশিল্পে কান্তন এই নগরের স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখ করিয়াছেন;—
“No caricatures are so ludicrous or so bad as those in which Italian detail are introduced.”

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই ক্ষেত্রমণ্ডিত ইংরাজরাজ অযোধ্যাপ্রদেশ ইংরাজসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লাখনৌর রাজা ওয়াজিহ আলী শাহকে কলিকাতার আনিরা গঙ্গাতীরবর্তী মুচীখোলা নামক স্থানে নগরবন্দীরূপে রাখিয়া দেন। উক্ত বাসভবনেই খুটীর ১৯শ শতাব্দির শেষ ভাগে লাখনৌর শেষ নবাবের আগবায় বহির্গত হয়।

নিপাহীবিদ্রোহ।

মিরাত নগরে নিপাহীবিদ্রোহবলি প্রজ্জলিত হইবার মাসদ্বয় পরে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ সম্মেলনী লরেন্স নবাধিকৃত অযোধ্যা প্রদেশের চিক্ কমিশনার নিযুক্ত হন। সেই সময়ে লাখনৌ ছুর্গে ৩২ সংখ্যক ইংরাজ সেনাদল, একদল স্বরোপীয় কামানবাহী সৈন্ত, ৭১ সংখ্যক দেশীয় অঝারোহী সেনাদল এবং ১৩শ, ৪৮শ ও ৭১ সংখ্যক দেশীয় পদাতি সেনাদল এবং নগর সন্নিকটে ছইদল স্থানীয় ইরেগুলার পদাতিক, একদল সামরিক পুলিশ সেনা, ছইদল দেশীয় কামানবাহী ও একদল অযোধ্যার ইরেগুলার পদাতিক অবস্থান করিতেছিল। মোট কথায় তৎকালে তথায় ৭৫০ জন ইংরাজ ও প্রায় ১০০০ ভারতীয় সেনা ছিল। এপ্রিল মাসের আরম্ভেই দেশীয় নিপাহীদিগের মধ্যে বিষয়ভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময়ে জাতিভাষার অপরাধের প্রতিশোধ স্বরূপ নিপাহীগণ ৪৮ সংখ্যক পদাতিক দলের সার্জনের গৃহ আগুলাইয়া দেন। লর্ড হেনরী লরেন্স উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা করিয়া রেসিডেন্সী ছত্রমণ্ডিত করিবার ও খাড়াবি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। ৩০শে এপ্রিল তারিখে ৭১ সংখ্যক অযোধ্যার ইরেগুলার সেনাদল গো-বলা মিশ্রিত আনিরা কাষ্ট্রিক্ কাটিং অধীকার করিল। তৎপাশি নানা প্রকল্পনার তাহাবিলম্বে পুনরায় লাইনে আনিয়া রীতিবৃত্ত প্রকল্পনাআগাধানে বাধ্য করা হইল। ৩রা মে তারিখে হেনরি লরেন্স বিদ্রোহী সেনাদলকে অঙ্কুরিত করিতে সক্ষম করিয়া অগ্নিরে অক্রমণ করিয়া লইতে আরম্ভ প্রচারা করিলেন। তৎকালেই সেই আদেশস্বরূপ কার্য্য হইল।

২২ই মে তারিখেই হেনরী লরেন্স একটা দলদ্বারা করিয়া

সাধারণ লোককে হিন্দুস্থানী ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, ইংরাজ-শাসন হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে বিশেষ হিতকর; সুতরাং সকলেরই ইংরাজশাসনের প্রকৃপাতী হইয়া তাহারই অনুগামী হওয়া কর্তব্য। উক্ত তারিখের পরদিন প্রভাতে মিরাতের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ লাঞ্ছনো নগরে আসিয়া পৌঁছিলে, এখানে সেনাদলের মধ্যে বিপ্লবের সূচনা হইতে লাগিল। ১৯শে তারিখে সর হেনরী লরেন্স অধ্যাধ্যক্ষ সেনাদলের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়া রেসিডেন্সি মধ্যে যুরোপীয় নরনারী সংস্থাপনপূর্বক দুর্গ এবং মজিডবন সুরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ৩০শে মে রজনীতে লাঞ্ছনো নগরে বিদ্রোহী সেনাদলের ক্ষয়নিহিত অগ্নি ধুম উদ্দীর্ণ করিতে লাগিল। ৭১ সংখ্যক সেনাদলের ও অস্ত্রাস্ত্র দলের কতকগুলি লোক একত্র হইয়া অধ্যক্ষগণের বাঙ্গালার অগ্নি প্রদানপূর্বক জ্বালাইয়া দিল এবং গৃহস্থিত ব্যক্তিবর্গকে নিহত করিল। পরদিন প্রাতে যুরোপীয় সেনাদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া হটাঁইয়া দিল। কিন্তু ৭ম সংখ্যক অখারোহিদল বিদ্রোহিদলে যোগ দিয়া একত্র সীতাপুর অভিমুখে প্রস্থান করিল। ১২ই জুন পর্যন্ত লাঞ্ছনো নগর ইংরাজ অধিকারে থাকিল বটে, কিন্তু অধ্যাধ্যক্ষের অপরাপর অংশ বিদ্রোহীরা অধিকার করিয়া লইল।

১১ই জুন সামরিক পুলিশ ও দেশীয় অখারোহী বিদ্রোহী সেনাদল প্রকাশ্যে ইংরাজদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। পরদিন দেশীয় পদাতিক দল তাহাদের সহিত যোগ দিয়া নগর ভাগ আলোড়িত করিয়া কেলিল। ২০এ জুন কাণপুর বিদ্রোহিদলের হস্তগত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া সিপাহীগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ২৯এ জুন ৭০০০ হাজার বিদ্রোহী কৈজাবাদ পথে অগ্রসর হইয়া রেসিডেন্সীর আট মাইল অনূরবর্তী কিনহাট গ্রাম আক্রমণ করিলে সর হেনরী লরেন্স যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তিনি শত্রুর সম্মুখে অধিক-ক্ষণ থাকিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকারপূর্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুপক্ষের বল অধিক দেখিয়া মচীভবন পরিত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সীর বলপুষ্টি করিতে তথায় সমস্ত সৈন্য সমবেত করিলেন। ১লা জুলাই শত্রুদল রেসিডেন্সী অবরোধপূর্বক গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ২য়া শত্রুপক্ষের একটা গোলা সর হেনরীর শরনকে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আহত করিল। সেই আঘাতের বরণায় অস্থির হইয়া তিনি ৩ঠা তারিখে পঞ্চ প্রান্ত হইলেন। তখন বেজর বাড়স্ সিভিল বিভাগের ও ব্রিগেডিয়ার ইন্সপেক্টর সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ হইলেন। ২০এ জুলাই শত্রুদল পুনরায় ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। পরদিন বেজর বাড়স্ নিহত হইলে, ব্রিগেডিয়ার

ইন্সপেক্টর সর্বময় কর্তা হইলেন। ১০ই ও ১৮ই আগষ্ট তারিখে উপযুক্ত হইবার আক্রমণ করিয়াও শত্রুদল ইংরাজদিগকে বিপর্যস্ত করিতে পারিল না। রেসিডেন্সীস্থিত ইংরাজগণও পুনঃ সাহায্যলাভের আশায় ক্রমশই হতাশ হইয়া পড়িতে-ছিলেন। এমন সময়ে আউট্রাম ও হাবেলকের আগমন বার্তা শুনিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর হাবেলক আলমবাগে উপনীত হইয়া তথাকার বিদ্রোহীদিগকে বিপর্যস্ত করিলেন এবং ২৪এ পর্যন্ত শত্রু-দিগের সহিত খণ্ডযুদ্ধ করিতে করিতে বীরদর্পে ২৩শে রেসি-ডেন্সীর দ্বারদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তৎপূর্বেই শত্রুপক্ষের আক্রমণে জেনারল নীল নিহত হইয়াছিলেন। শত্রুদল ইংরাজের বলহীনতার পরিচয় পাইয়া পুনরায় নগর আক্রমণ করিল, আউট্রাম ও হাবেলক বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত দিবারাত্র যুদ্ধ করিয়া নগররক্ষার নিযুক্ত ছিলেন।

অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইংরাজগণ বিশেষ বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ১০ই নবেম্বর সর কলিন কাষেলের অধীনস্থ সেনাদল কাণপুর হইতে আলমবাগে আসিয়া উপনীত হইলে তিনি কলিকাতার উপনীত হইয়াই লাঞ্ছনো উদ্ধারমানসে নানাস্থান হইতে সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। ১২ই নবেম্বর তিনি সদলে আলমবাগ আক্রমণ করিলেন। অণকাল যুদ্ধের পর শত্রুদল পরাস্ত হইল। তদনন্তর তিনি দিল্লী প্রাসাদ অধিকারপূর্বক মাটিনেয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে কামানাদির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিদ্রোহী সিপাহীদল অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত স্থান অধিকার করিয়া তিনি ঋণ উত্তরণপূর্বক ১৬ই তারিখে শত্রুদলের প্রধান কেন্দ্র সিকন্দরাবাগ আক্রমণ করিলেন। এখানে উত্তর পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিদল পরাজিত হইল। ইংরাজসেনা দুর্গ অধিকারান্তে নব্বলে বন্দীমান হইয়া মোতিমহল পর্যন্ত অগ্রসর হইলে হাবেলক রেসিডেন্সী হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের সহিত সদলে মিলিত হইলেন।

এইরূপে বিজয়ী দ্বিতীয় সাহায্যকারী সেনাদল লাঞ্ছনো নগরে উপস্থিত হইলেও ইংরাজের পক্ষে নগর-রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন সর কলিন কাষেল শত্রুপক্ষের প্রতাপক্ষতাচরণ দূরস্থ বিবেচনা করিয়া ইংরাজ পুন্ড্র, রয়ষ্ট ও বালকবালিকাদিগকে এখান হইতে উদ্ধারপূর্বক কাণপুরে লইয়া কলিকাতার পাঠাইতে বন্দন করিলেন। তদনন্তরে তিনি ২০এ নবেম্বর সদলে অগ্রসর হইলেন। রেসিডেন্সী পুনরায় শত্রুর হস্তগত হইল। পথিমধ্যে সর হেনরী হাবেলকের মৃত্যু হওয়ার আলমবাগে তাঁহার সমাধি হয়।

সকলেই কাপপুর অভিমুখে চলিলেন, কেবল সন্ন্যাসী জেমস আউট্রাম ৩৫০০ সৈন্য লইয়া আলমবাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি নগর উদ্ধারের আশা পোষণ করিয়া প্রধান সেনাপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে অবসর বুঝিয়া বিদ্রোহিণী নগরের চতুঃসীমা ঘিরিয়া কেলিল এবং আশ্রয়-রক্ষার জন্য চারিদিক্ সূচু করিতে লাগিল। প্রায় ৩০ হাজার শক্তিক সিপাহী ও ৫০ হাজার তর্পাণ্টারার একত্র হইয়া নগরের চারিদিকের প্রায় ২০ মাইল স্থান আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের নিকট ১০০ কামান ছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ সন্ন্যাসী জেমস আউট্রাম লাথেনো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দিলখুস অবিকার করিয়া মার্টিনবার রক্ষার জন্য কামান সজ্জিত করিয়া লইলেন। এই ব্রিগেডিয়ার কমান্ড সেনাপতির প্রেরিত ৩ হাজার গোখা ও ৩ হাজার ইংরেজ সৈন্য লইয়া সন্মুখিত হইলেন, আউট্রাম তখন সমলে গোমুখী অতিক্রম করিয়া কৈজাবার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে সিপাহীদল দক্ষিণপূর্ব হইতে তাহাকে আক্রমণ করে। এক সপ্তাহ কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর (১ই হইতে ১৫ই পর্যন্ত) সিপাহীদল পরাজিত হইল। ইংরাজগণ একে একে তাহাদের সমস্ত সুরক্ষিত স্থানই অধিকার করিয়া হইলেন। সিপাহীদল লাথেনো ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তখন সেনাপতি কাবেল অযোধ্যার সেনাদলকে বিভক্ত করিয়া তাহার সংস্কারকাণ্ডে ত্রুটি হইলেন। উক্ত বর্ষের ১৮ই অক্টোবর লর্ড কানিং সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া ধ্বংস নগরের পুনঃসংস্কার কাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

এই নগরে নানা প্রকার শিল্পের বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে জরি, রেশম ও জহরতের কার্যই প্রসিদ্ধ। কএক ঘর কাম্বীসীবাণিক এখানে শাল প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করিয়াছে। কাচের বাসন ও কাগজ প্রভৃতির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফলগজ, শিখরগজ, সয়াংগজ, বাহগজ, চিকমণ্ডী ও নখাস প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত হাটে স্থানীয় শস্ত, তুলা, চৰ্ম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে।

শিক্ষাবিভাগে মার্টিনবার ব্যতীত লাথেনোর কানিং কলেজ প্রসিদ্ধ। বিভাগীয় কমিশনার পেন্ডোক কলেজের সভাপতি। এতদ্ব্যতিরিক্ত আমেরিকান মিশনের অধীনে ৭টি ও ইংলিস চার্চ মিশনের অধীনে ৫টি বিদ্যালয় আছে। হিন্দুস্থানীদিগের বাধ্যতাবৃত্ত ও সঙ্গীতশিক্ষার জন্য এখানে অনেক ওস্তাদের অধীনে বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। লাথেনোর কেন্দ্রীয় মন্দিরক সাধারণের আদরের জিনিস। ঐ মন্দিরের অভিনীত পুস্তকগুলি ভারত-বাসী ইংরাজগণের জীবনী লইয়া সাধারণতঃ রচিত।

লাথপতি (সেশক) ১ ধনশালী ব্যক্তি। যিনি লক্ষ্মীদেবীর অধিকারী।

লাথরাজ (আরবী) নিকর ভূমি, যে জমির কোন খাজনা দিতে হয় না।

লাথরাজী (আরবী) লাথরাজকৃত জমি।

লাথেরী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীবাণী আভিষ্করণ। লাক্ষা হইতে চুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহাদের উপজীবিকা। তাহারা বলে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ মারবাড় হইতে আন্ধ্রনগর, ধারবাড় প্রভৃতি দক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান নগরে আসিয়া বাস করিয়াছে। সকলেই হিন্দুধর্মাবলম্বী। তাহাদের মধ্যে শ্রেণীগত কোনরূপ বিভাগ নাই। এক উপাদিগবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আহান প্রদান চলে না। বাল্যকীর প্রতিমূর্তি ও তিরুপতির ব্যাঘ্রো মূর্তিই তাহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা। বিবাহাদিতে তাহারা মতপান করে।

রমণীগণ ও বালকেরা পুরুষের সহিত একত্র চুড়ি প্রস্তুত করে। তাহারা স্থানীয় কুন্দিদিগের অপেক্ষা সামাজিক মর্যাদার উচ্চ এবং ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা হীন। সিমগা, দেশেরা, দিবালী, একাদলী ও শিবরাত্রি পর্বে ইহারা উপবাসাদি করিয়া থাকে। জাতকর্ম ও অন্ত্যেষ্টী ব্যতীত তাহাদের আর অন্য কোন সংস্কার নাই। জাতকর্ম অনেকটা উচ্চ হিন্দুর মত। বিবাহকাণ্ডে রমণীরা মারবাড়ীভাষার গান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ আসিয়া সম্প্রদান করে। সিন্দুরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিবাহান্তে বর কন্ডাকে অগুহে লইয়া যায় এবং আত্মীয়কুটুম্বদিগকে একটী ভোজ দেয়। বালিকাবধূ স্বতন্ত্র হইলে তিন দিন অপৌচ থাকে। চতুর্থ দিনে তাহার গাত্রে হরিদ্রা শেপন করিয়া উচ্চ ভোজ দান করান হয়। পরে রমণীরা আসিয়া বালিকার ক্রোড়ে চাউল, নারিকেল, পঞ্চ কল ও পাণ দিয়া থাকে। তদনন্তর সে স্থানিসংবাস করিতে পায়। একবৎসরের অনধিক বর্ষ বয়স্ক শিশুদিগের মৃত্যু ঘটিলে তাহাদিগকে পুতিয়া ফেলে; তদূর্ধ্ব সকলেরই গৃহের ব্যবস্থা আছে। মৃতের পুত্র বা নিকট আত্মীয় দাহান্তে ক্ষৌরকর্ম করিয়া শুদ্ধ হয়। সেই দিন সে বহুতে পাক করে না। কোন আত্মীয়ের বাচিতে খিচুড়ী খাইয়া থাকে। তৃতীয়দিনে তাহারা মৃতের তদ্রূপিত একত্র কঁচর এবং দধি ও তেল খায়। ষপদিনে তাহারা ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মৃতের উদ্দেশে গৃহে বসিয়া পিণ্ড এবং দাহশাহে আত্মীয় কুটুম্বদিগকে একটী ভোজ দেয়। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণিক প্রাচ্য ও বৎসরান্তে বাৎসরিক প্রাচ্যও তাহারা আভিষ্করণ দিয়া থাকে। মহালয়া পক্ষেও তাহারা পিতৃপণের উদ্দেশে প্রাচ্য করে। জাতক পক্ষের সাধারণ বিবাহের নিষিদ্ধি

করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বাণ্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।

লাগ্ লাগ, পকিবিষেব (Ciconia alba)।

লাগা (দেশজ) ১ কোন দ্রব্যের সহিত মিলিত হওয়া ২ বাহ-বিসম্বাদ করা।

লাগাই (দেশজ) সংযোগ পর্যন্ত।

লাগাইদ (হিন্দী) সেই সময় পর্যন্ত।

লাগাইল (দেশজ) নিকট পর্যন্ত। ঠিক পশ্চাতে। হেরাহেরি।

লাগাও (দেশজ) ১ বেত্রাঘাতের আঘাত। ২ মারা। ৩ পার্শ্ব।

লাগান (দেশজ) এক ব্যক্তির নিকট অন্য ব্যক্তির নিন্দাবাদ শুনিয়া নিমিত্ত ব্যক্তির নিকট তাহা করা।

লাগানঘাট (দেশজ) নদীর বে ঘানে নৌকাদি বাঁধা হয়, সাধারণ লোকে বে ঘানে নৌকা হইতে উঠিয়া ও নামিয়া বাতায়ত করে, তাহাকে লাগান-ঘাট, খেরাঘাট বা পারাঘাট বলে।

লাগাম (পারসী) অধবন্ধনরজ্জু।

লাগালাগি (দেশজ) একজনের কথা আর একজনের নিকট বলা। কোন লোকের একজনের কুৎসাদি শুনিয়া আবার তাহার নিকট সেই কথা বলা।

লাগুড়িক (ত্রি) ১ লগুড়যুক্ত। ২ গ্রহরী।

লাগোয়া (দেশজ) পাখিহিত।

লাব, শক্তি, সামর্থ্য। ভূমি° আয়নে° অক° সেট। লট° লাথতে। লিট° ররাথে। লুট° রাথিতা। লুঙ° অরাথিষ্ট।

গিচ, লাঘতি। লুঙ° অলাঘৎ।

লাঘরকোলস (পুং) কামলা রোগের প্রকারভেদ।

লাঘব (ক্লী) লঘোভাবঃ কণ্ঠ বা (ইগত্যাক লঘুপূর্বাৎ। পা ৫।

১। ১৩১) ইতি অণ্। ১ আরোগ্য। (রাজনি°) ২ লঘুত্ব, লঘুর ভাব। ৩ অন্নত্ব। ৪ ক্রৈব্যা।

“বমোহপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতস্তিবা।

কুকুতেহস্মিন্নমোহেপি নিক্কাণালাতলাঘবম্ ॥”

(হুমার ৪১। ১৭)

লাঘবায়ন (পুং) প্রেকর্কভেদঃ। ইনি একখানি প্রৌতহ্রদ ও তাহার ভাস্ক প্রণয়ন করেন।

লাঘবিক (ত্রি) সর্পিপু।

লাঙ্কাবায়নি (পুং) লঙ্কায় লগত্য (পা° ৪। ১। ১৫৮)

লাঙ্কায়ন (পুং) লঙ্কায় গোত্রাপত্য। (পা° ৪। ১। ১৯)

লাঙ্গল (পুং) লক্ষ্যভিত্তি রূপি গজো বাহুল্যং কলচ্। (রুচিক ভাষ্যোঃ। উণ্ ১। ১০৮) ঘনাবস্থায় ভূমিকর্ষণবহু। পঞ্চায়— হল, সোলায়ণ, বীর, বঙ্গ, স্কির। (ভারত) ২ লিঙ্গ। (ত্রিক°) ৩ পুণ্যবিশেষ। ৪ তালবৃক্ষ। ৫ গৃহদেবী। (সেবিলী)

লাঙ্গলক (পুং) লাকলাকার ভগ্নকরুণ্য বিশেষ। ভগ্নকরুণ্য হইলে অজ্ঞানরা লাকলের দ্বারা যে ছেদ করা হয়, তাহাকে লাকলক বলে। “কুটী সহিতঃ হল্যকারঃ পার্শ্বকরুণ্যঃ স লক্ষ্মণ-হল্যকারঃ” (বাতট উ° ২৮ অ°) হ্রস্বত মতে, দুই পার্শ্ব সমান-ভাগে ছেদ করিলে তাহাকে লাকলক বলে।

“যাভ্যাং সমাভ্যাং পার্শ্বাভ্যাং ছেদো লাকলকো মন্তঃ ॥”

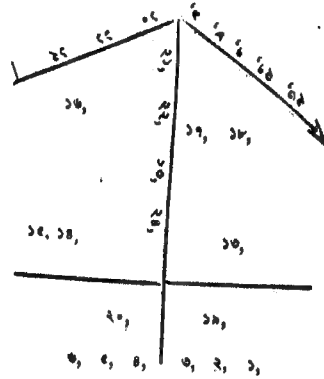
(হ্রস্বত টি° ৮ অ°)

লাঙ্গলকী (ক্লী) লাকলীকুপ, বিষলাঙ্গুলিয়া।

লাঙ্গলগ্রহ (পুং) লাকল গ্রহাতি (লক্ষ্মীলাঙ্গলগ্রহাতিভোমর-ধটধটীধনুঃ। পা ৩। ২। ৯) ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা অচ্। কৃষক।

লাঙ্গলগ্রহণ (ক্লী) লাকলগ্রহণ।

লাঙ্গলচক্র (ক্লী) লাকলাকার চক্র। কৃষিকার্যের গুণ্যগুণ-জ্ঞাপক চক্রবিশেষ। এই চক্রানুসারে গণনা করিলে কৃষিকার্যে শুভ বা অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়।



লাঙ্গলের আকৃতি অঙ্কিত করিয়া ঐ রূপে নক্ষত্রবিজ্ঞাস করিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

“লাঙ্গলং দণ্ডিকাবূপযোক্ত্যে ধরণমবিতম্।

দণ্ডিকাদি লিখেং তানি যিনেশাক্রান্ততাহিতঃ ॥

দণ্ডিকা হলপূর্ণান্য যিহিহানে ত্রিকং ত্রিকম্।

যোক্ত্যে দণ্ডিকত্রিকের মধ্যে পঞ্চগ্রকে দিকম্ ॥

দণ্ডে ৮ গণ্য হানিহুপথে যানিনো ভরম্।

লক্ষ্মীলাঙ্গলযোক্ত্যে স্যাৎ ক্ষেত্রান্তমিনক্ষকে ॥”

(যোক্ত্যে)

এই চক্র লাকলাকার করিতে হইবে, এই লক্ষ ইহার নাম লাকলচক্র হইয়াছে। যে দিন গণনা করিতে হইবে, সেই দিন স্বর্গাক্রান্ত নক্ষত্র ধরিয়া গণনা করিবে। নক্ষত্র লক্ষ্য বৎসানে বিভ্রাস করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই দিনের নক্ষত্র

কোন স্থানে আছে, যদি দত্ত থাকে তাহা হইলে গোহানি, বৃশ্চ হইলে আমিভর, লাঙ্গল ও বোকে হইলে লক্ষীলাভ হয়।
হুতরাং লাঙ্গল ও বোক্তৃষ্টিত নক্ষত্রে ক্ষেত্রকর্ম করিলে কৃষিকার্যে শুভফল হইয়া থাকে।

লাঙ্গলদণ্ড (পুং) লাঙ্গলদণ্ডঃ। লাঙ্গলের ঈশ, পর্যায় ঈশা, ঈশা। (শব্দরত্না°)

লাঙ্গলধ্বজ (পুং) ১ বলরাম। (ত্রি) ২ লাঙ্গল বাহার বংশচিহ্ন।

লাঙ্গলপদ্ধতি (ত্রি) লাঙ্গলত পদ্ধতিঃ। লাঙ্গলখেতা, চলিত সিরাল। পর্যায়—শীতা, শীতা। (শব্দরত্না°)

লাঙ্গলফাল (পুং স্ত্রী) লাঙ্গলের অগ্রভাগস্থ লৌহফলক।

লাঙ্গলাখ্য (ত্রি) বিবলাখুলিয়া নামক বৃক্ষভেদ।

লাঙ্গলাপকর্ষিন্ (ত্রি) ১ লাঙ্গল অপকর্ষণকারী। (পুং) ২ বৃষ।

লাঙ্গলায়ন (পুং) লাঙ্গলের গোত্রাপত্য।

লাঙ্গলাহর্য (স্ত্রী) লাঙ্গলিয়া কুপ।

লাঙ্গলি (পুং) লাঙ্গলী।

লাঙ্গলিক (পুং) লাঙ্গলবৎ আকৃতিরস্ত্যভ্যন্তি। লাঙ্গল-ঠন্।

হাবরবিভেদ। (হেম)

লাঙ্গলিকা (স্ত্রী) লাঙ্গলমিবাকারোহিত্যস্তা ইতি ঠন-টাপ্।

লাঙ্গলীষক। (শব্দরত্না°)

“কুঙ্গলাঙ্গলিকামূলং হিঙ্গুলত তথৈব চ।

ডেন ব্রণমুখং লিগ্নং শলো নিঃসরতি ক্ষণাৎ ॥”

(গুরুড়পু° ১২২ অ°)

লাঙ্গলিকী (স্ত্রী) লাঙ্গল-ঠন্-ভীষ্। বৃক্ষবিশেষ। লাঙ্গলিয়া,

চলিত বিবলাঙ্গলিয়া, পর্যায়—অমিশিখা, অমিজালা, লাঙ্গলিকা,

লাঙ্গলী, গৈরী, বীণ্ডা, হলিনী, গর্ভখাতিনী, অমিজিহ্বা, ইন্দ্রপুষ্পা,

অমিমুখী, বহিশিখা। ইহার গুণ—কুষ্ঠ ও হৃষ্টব্রণনাশক। (রাজনি°)

লাঙ্গলিন্ (পুং) লাঙ্গলমস্ত্যভ্যন্তি লাঙ্গল-ইনি। ১ বলরাম।

(শব্দরত্না°) ২ নারিকেল।

“নারিকেলো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কুর্চশীর্ষকঃ।

তুঙ্গদ্বন্দ্বলশ্চৈব তুগরাজঃ সদাফলঃ ॥” (ভাবপ্র°)

৩ সর্প। (শব্দচ°) (ত্রি) ৪ লাঙ্গলবিষিষ্ট।

“ভ্রাসী৭ পিঙ্গলো গার্গ্যগ্রিকটো নাম বৈ বিজঃ।

কতবৃত্তিবর্গে নিত্যং ফালকুঙ্গলাঙ্গলী ॥” (রামায়ণ ২।৩২।৩০)

স্রিয়াং ভীষ্। ৫ নদীবিশেষ। (মার্ক° পু° ৫।৭।২২)

লাঙ্গলী (স্ত্রী) লাঙ্গলাকারোহিত্যস্তাঃ ইতি লাঙ্গল-অচ্-ভীষ্।

লাঙ্গলাকার পুশ, জলজশাকবিশেষ। এই শাক জলে জন্মে

এবং ইহার পুশ লাঙ্গলাকৃতি, চলিত কাঁচড়া শাক। পর্যায়—

শারদী, ভোরশিল্লী, শুল্লাঘনী, জলাকী, জলশিল্লী, শিঙলা,

জামিনী, মৎস্তগন্ধা, কলিকারী। (রাজনি°) ২ শালপল্লী।

“স্তিরা বিনারীগন্ধা চ শালপর্ণান্তমতাপি।

লাঙ্গলী কলসী চৈব ক্রোষ্টপুচ্ছা শুধা মতা ॥” (গুরুড়পু° ২০৮অ°)

লাঙ্গলীশ, শিবলিঙ্গভেদ। (সৌরপুরাণ ৬অঃ)

লাঙ্গলীষা (স্ত্রী) (এতি পরম্পং। পা ৩।১।১৪) ইতি দ্রুত

বাষ্টিকোক্ত্যা সাধুঃ। ঈষ শব্দ পরে লাঙ্গলশব্দের অকারটী লোপ

হইয়া এই শব্দটা সাধু হইয়াছে। লাঙ্গলের ঈষা বা দণ্ড।

লাঙ্গুল (স্ত্রী) পুচ্ছ। (অমরটীকা সারসং°)

লাঙ্গুল (স্ত্রী) লজ (খর্জিপিজামিত্য উরোলটো। উণ্ ৪।১০°)

ইতি উলচ, বাহলক্যং বৃদ্ধিচ। পশুদিগের পশ্চাৎভী লম্বমান

লোমাগ্রাবয়ব বিশেষ, চলিত লেজ। পর্যায়—পুচ্ছ, লুম,

বাগহস্ত, বাগধি, লঙ্গল, লাঙ্গুল, লুলাম, আবাল, লজ, পিচ্ছ,

বাল। (জটাধর) গোলাঙ্গুলের জল মস্তকে দিলে পাশ

বিনষ্ট হয়। এই জল তীর্থজলের স্তায় পবিত্র।

“লাঙ্গুলেনোদ্ধৃতং তোরঃ মুদ্রা গৃহ্মতি যো নরঃ।

সর্গতীর্থফলং প্রাপ্য সর্গপাঠৈঃ প্রমুচ্যতে ॥” (বরাহপু°)

২ শেক। (মেদিনী) ৩ কুশল।

লাঙ্গুলিন্ (পুং) প্রশস্ত লাঙ্গুলমস্ত্যভ্যন্তি লাঙ্গুল-ইনি।

১ বানর। ২ যযত নামোষধ।

লাঙ্গুলিয়া, মধ্যপ্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী। সম্ভবতঃ ইহাই

পুরাণোক্ত লাঙ্গলিনী নদী(?)।

লাঙ্গুলীকা (স্ত্রী) লাঙ্গলাকৃতিরস্ত্যস্তা ইতি লাঙ্গুল-ঠন্।

পুন্নিপণী। (রাজনি°)

লাঙ্গু, লঙ্গ, চিহ্ন। ভূদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লাঙ্গতি।

লুঙ্ অলাঙ্গীৎ।

লাঙ্গ, ১ ভণ্ডসন। ২ ভর্জন। ভূদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্

লাঙ্গতি। লুঙ্ অলাঙ্গীৎ।

লাঙ্গ (স্ত্রী) লাঙ্গ-অচ্। ১ উবীর। (মেদিনী) ২ কুষ্ঠধাতু। চলিত

খই, সকল ধান ভাজিলেই যে খই হয়, তাহা নহে। কনকচূর

প্রভৃতি কএক প্রকার ধান আছে, তাহা ভাজিলেই খই হয়।

“যেবাং স্রাত্তণ্ডুলাস্তানি ধাত্তানি সত্বমপি চ।

কুষ্ঠাপি কুটুটাত্তাঙ্গলজানীতি মনীষিণঃ ॥” (ভাবপ্র°)

যে সকল খাজে তণ্ডুল আছে, সেই সকল সত্ব-ধাত্ত

ভাজিলে কুটুটা যে তক্ত্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে লাঙ্গ এবং চলিত

কথায় খই কহে। শুণ্—মধুরস, মীতবীর্ষ, লঘু, অগ্নিসমীপক,

মলমূত্রের অন্নতাকারক, রূক্ষ, বলকারক; শিথ, কফ, বমি,

অভীমার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেহ ও শিশামানাক।

(ভাবপ্র°) (পুং) লাঙ্গ-অচ্। ২ অজিত্তণ্ডুল। (মেদিনী)

লাঙ্গতপর্ণ (স্ত্রী) লাঙ্গকৃত তপর্ণ। লাঙ্গশব্দকৃত

তপর্ণবিশেষ।

“দাহবম্যদ্বিতং কামং নিরমং তুফায়িতম্।

শর্করামধুনংযুক্তং পায়রেন্নাজতর্পণম্॥” (ভাবপ্র° জরচি°)

দাহ ও বমিতে রোগী অতিশয় কাতর হইলে শর্করা ও মধুসংযোগ করিয়া লাজতর্পণ প্রয়োগ করা বাইতে পারে। খই উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়।

লাজপেয়া (স্ত্রী) লাজেন কৃত্য পেয়া। খইয়ের মণ্ড।

“লাজপেয়া শ্রমরী তু কামকর্ষন্ত দেহিনঃ।

কুত্ স্ফায়ানিরে বৈল্যাকুরোগবিনাশিনী॥” (রাজব°)

লাজভক্ত (পুং) লাজভক্ত ভক্তঃ। খইভক্ত, খইয়ের ভাত। গুণ—
লঘু, শীতল, অগ্নিদীপ্তিকর, মধুর, বলকর, নিদ্রা ও রুচিকর,
কফ ও পিত্তনাশক এবং ব্রণশোধনকারী।

“লাজভক্তো লঘুঃ শীতলশ্চায়ীদীপ্তিকরো মধুঃ।

বৃষ্যো নিদ্রারুচিকরঃ কফপিত্তবিনাশকঃ।

ব্রণশোধনকারী জ্ঞাবিভিঃ পরিকীর্ষিতঃ॥” (বৈভক্তনি°)

লাজমণ্ড (পুং) লাজভক্ত মণ্ডঃ। খইয়ের মণ্ড।

লাজবর্ণা (স্ত্রী) লাজভক্ত বর্ণ ইব বর্ণো যন্তাঃ। অসাধ্য লুতা-
বিশেষ। (সুশ্রুত কল্পদ্রা° ৮ অ°)

লাজশ[স]ক্ত (স্ত্রী) লাজভক্ত শক্তাঃ। খইয়ের ছাতু, খই
উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে লাজশক্তু হয়।

লাজহোম (স্ত্রী) লাজধারা কৃত হোমবিশেষ।

লাজা (স্ত্রী) লাজ-যঞ্-টাণ্। ১ অকৃত। ২ ভূষ্টধাতু, খই।
পর্য়ায়—অকৃত, অকৃত্য। গুণ—তৃষ্ণা, হর্ষি, অতীসার, প্রমেহ,
মেদ ও কফনাশক, কাস ও পিত্তোপশমক, অগ্নিকারক, লঘু
ও শীতল। ইহার মণ্ডগুণ—অগ্নিকারক, দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও
অতীসারনাশক, অশেষ দোষনাশক ও আমপাচক। ইহার পেয়া-
গুণ—কামকর্ষক শ্রমনাশক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মানি, দৌর্বল্য ও
কুরোগনাশক। (রাজনি°) (পুং) ৩ ভূমা।

লাজুক (দেশজ) লজ্জাশীল।

লাজুন (স্ত্রী) লাজ-লুট্। ১ নাম। ২ চিহ্ন। (মেদিনী)

“দিবাপি নিষ্ঠ্যতমরীচিভাষা

বালাদানা বিচ্ছতলাঞ্ছনেন।” (কুমার ৭।৩৫)

(পুং) ৩ রাগীধাতু। (রাজনি°) কোন কোন পুস্তকে
লাজুনী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

লাজি, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার বৃহা তহসীলের অন্তর্গত
একটা নগর। অক্ষা° ২১°৩০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৫' পূঃ।
এই নগরের চারিদিক পুষ্করিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উত্তরাংশ
পতীর জলদে সমাচ্ছাদিত। ঐ বনাভ্যন্তর মধ্যে একটা প্রাচীন
বিষ্ণুমন্দির ও কতকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির দেখা যায়। তাহা
প্রাচীন লাজি নগরের অবশেষ বলিয়াই মনে হয়। এখানে

একটা দুর্গ অসংকুলত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ১৭০০
খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে গৌড়-রাজগণ ঐ দুর্গ নির্মাণ
করাইয়াছিলেন। ঐ দুর্গ পরিবার প্রান্তভাগে লাজকাই নামে
কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত একটা দেবালয় আছে। উক্ত দেবীমূর্তির
নামাঙ্ঘসারেই এই নগরের নামকরণ হইয়াছে।

লাট (পুং) দেশবিশেষ। বর্তমান গুজরাট প্রদেশের প্রান্তভাগ।
“নদৌ তথৈ সপুত্রায় শ্রীত্যা বীরবরায় চ।

লাটদেশে ততো রাজ্যং সর্গণটিযুতে নৃপ।” (কথাসরিৎসা° ৭৮।১১৯)

নর্মদানদীর মোহানা ও মহী নদীর তীরস্থ গুজরাত
এবং খামেশ বিভাগ লইয়া এই প্রাচীন জনপদ গঠিত ছিল।
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা লাট নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমান
ভৌগোলিক মসূদী (A D. 940 Vol. 1. 381), অল্
বিরুণী (A D 1020 in Elliot. I. 66) এবং টলেমি
AD. 150, VII. ii. 63), পেরিপ্লাস প্রভৃতি ইহাকে লাড়,
লারিস বা লারিয়াক নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার এই
জনপদের স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে নানা স্থানের নাম নির্দেশ করিয়া
থাকেন। অল্‌বিরুণী, আবুল ফাযা ও ইবন্‌ সৈয়দ বলেন যে,
ঠানা ও সোমনাথ পত্তন লইয়া এই লাটদেশ গঠিত হয়। মুসলমান
বণিক্‌ মুসলমান কাষে উপসাগর হইতে মলবার উপকূল পর্যন্ত
সাগরাংশকে লাটনমুদ্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। মসূদী
সৈমুর, সুপার, ঠানা ও অজান্ত নগর লইয়া লারিয়া (লাট)
প্রদেশের সীমা নির্দেশ করিয়া যান। বর্তমান প্রায়তঃবিদগুণের
সিদ্ধান্ত হুয়াট, ভরোচ, কৈরা ও বড়োদার কতকাংশ লইয়া
এই লাট দেশ গঠিত হইয়াছিল।

এই স্থানের অধিবাসিগণ লাট (লাড়) জাতি নামে পরিচিত।
ইহার অল্‌হিলবাড়রাজের অধীন ছিল। কোন কারণে
তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজা কুমারপাল লাটদিগকে রাজ্য
হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তদবধি তাহারা ভারতের নানা
স্থানে ঘাইরা বাস করিয়াছে। রাজপুতনার মরুদেশে, বেরারের
মৈকের বিভাগে এখনও এই জাতির বাস আছে। তবে
তাহারা আর সেরূপ সুবিষৃত ভাবে ও প্রাচীন নামে পরিচিত
নহে। ইহার সর্বশেষ হিন্দু, আবার অনেকে জৈনধর্মও
গ্রহণ করিয়াছে। রাজপুতনার লাড়গণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত
আছে, বেরারের লাড়রা রেশমী বস্ত্র বরন করে। বিখ্যাত
ব্রহ্মণ্যকারী টাভার্নিয়ার মলবার উপকূলে এবং গুনবার্গ সিংহল
দ্বীপে লাড়ী নামে এক প্রকার পাকান খাতব মুদ্রার প্রচলন
দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ মুদ্রা সুপ্রাচীন লাট দেশে
প্রচলিত ছিল এবং পরে সেই নামের অপভ্রংশ লাড়ী
নামে খ্যাত হইয়াছিল। [আধ্যাত্ম ও লাহরী বন্দর দেখ।]

২ বছর। (মেরিনা) ও দীর্ঘভূষণাদি। (শকরুল্লাহ)

লাট (ইংরাজী Lord শব্দের অপভ্রংশ)। বাংলার লাট সাহেব অর্থে গবর্নর-জেনারেল এবং ছোট লাট সাহেব অর্থে লেফটেন্যান্ট গবর্নরকেই বুঝায়। কখন কখন সামরিক ও রাজকীয় বিভাগের প্রতিনিধিত্বকে স্বীকারী লাট সাহেব ও মুন্সী লাট সাহেব বণ্য হয়। হিন্দুস্থানীরা চিফ্‌জাষ্টিসকে লাট জাষ্টি সাহেব এবং লর্ড বিশপকে লাট পাব্লিক সাহেব বণেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবার লাট সাহেব ও লাট পাব্লিক শব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

দেশের ভাষায় লাট শব্দ লর্ডের ছায় সমানত্বক অর্থও প্রকাশ করে, যেমন, বাবু যেন লাট। কখন কখন লাট শব্দ প্রেমায়ক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন, মেয়ে লাট কোরে দিব।

লাট (ইংরাজী Lot শব্দ)। নিলামের সময় উঠ মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রযাসমূহের বিভাগ।

লাট (হিন্দী ও সংস্কৃত) স্তম্ভ। উত্তরপশ্চিমভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতে কতকগুলি প্রস্তরস্তম্ভ বিরাজিত রহিয়াছে। প্রাচীন কীর্তির আদর্শ বলিয়া এগুলি বিশেষ বিখ্যাত ও সাধারণের আদরের জ্ঞানস। ইহা ভিন্ন এই সকল স্তম্ভের উপর অতি প্রাচীন অক্ষরে যে সকল ইতিহাস উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা প্রত্ন-তত্ত্ববিদগণের বড়ই চিত্তাকর্ষক, তাহারা বহুপ্রশংসা ও আলোচনা দ্বারা এই সকল লিপিমাল্য পাঠ করিয়া উহার প্রকৃতত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। মহামাত জেমস প্রিন্সেপ প্রথমে এই বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। উহা এখন লাট বর্ণমালা (Lat Character) বলিয়া পরিচিত।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদে এইরূপ লাট-স্তম্ভ উন্নতসত্ত্বকে বসুন্ধরমান আছে, তন্মধ্যে আলাহাবাদের লাটই সুপ্রসিদ্ধ। এই স্তম্ভের একপার্শ্বে গুপ্তরাজবংশের সাময়িক অক্ষরে এবং অপর পার্শ্বে বৌদ্ধসম্রাট অশোকের প্রশস্তির অক্ষরপ অক্ষরে খোদিত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। দিল্লীর লাটের লিপির সহিত কটকের বৌদ্ধলিপির ও গিরগের পার্শ্বলিপির বর্ণমালায় অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাতে কপদাগিরির সেমিতিক অক্ষর-মালার অক্ষরপ লিপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই লাটে ২৬টী মার-শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ভারতবর্ষস্থিত জনপদাদির বিভাগ ও তাহার নাম, তৎকালীন রাজবংশের বিবরণ এবং পারস্ত ও শকজাতির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলেও এবং মমুসংহিতা বা মহাভারতে শ্রলেন (জেলার) বিশেষ কোনরূপ উল্লেখ না থাকিলেও আমরা এই লাট হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টপূর্ব

৩য় শতাব্দী বৌদ্ধসম্রাট অশোকের রাজত্বকালে এই আলাহাবাদ ভূভাগ একটা প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

২ ভিতরী লাট—গাজীপুর জেলার অন্তর্গত একটা স্তম্ভ। উহাতে আলাহাবাদ লাটের অক্ষরপ রাজবংশের পরিচয় ও বংশ-তালিকা বিদ্যমান আছে।

৩ দিল্লীলাট—ফিরোজস্তুত নামে পরিচিত। পাঠানরাজ ফিরোজ তোগলক (১৩৫১-১৩৮৮) ইহার শিরোভাগে স্বর্ণময় একটা কলস লাগাইয়া দেন। তদবধি উহা স্বর্ণলাট বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পূর্বকালের সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় রাজধানী সমগ্র দিল্লী বিভাগে ইহাপেক্ষা আর কোন প্রাচীন নিদর্শন নাই। ইহাই কোটলা বিহারের অন্তর্ভুক্ত একটা অদ্বিতীয় কীর্তিস্তম্ভ। পূর্ব-কাল হইতে এই স্তম্ভ সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল,— হি যুগে উহাকে ভীমসেনের গদা, মুসলমানেরা সম্রাট ফিরোজের ভ্রমণবষ্টি এবং কেহ কেহ উহাকে মহাজ্ঞা আলেকসান্দারের পুরু-বিজয়স্তুতিস্তম্ভ এবং টম কোরিয়ারেট প্রভৃতি প্রাচীন ইরাজ ভ্রমণ-কারিগণ উহাকে অশোকস্তম্ভ বলিয়াই জানিতেন। পরবর্তিকালে যুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণের চেষ্টার উহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত হওয়ায় সাধারণের ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে।

এই স্তম্ভ পূর্বে যমুনার অপর পারে সালোরা জেলার নিম্না-লিক পাদমূলস্থ খিজিরাবাদের সন্নিকটে ছিল। পরে উহা দিল্লী-দ্বারের বহির্ভাগে আনিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে। ডাঃ বানিংহাম বলেন যে, এই স্তম্ভ প্রাচীন শ্রম রাজধানীর কোনস্থানে ছিল, চীনপারিত্রাজক হিউএনসিয়ায় উহার পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধবিহার ও বুদ্ধ-স্থাপত্য সংযুক্ত সম্রাট অশোকের সমকালীন স্তূপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ, উক্ত প্রাচীন জনপদ হইতে এই স্তম্ভ শকটসাহায্যে খিজিরাবাদে আনীত হয়, পরে তথা হইতে নদীবেগে নৌকার উপর স্থাপিত করিয়া নূতন দিল্লী রাজধানী ফিরোজাবাদে সমানীত হইয়াছিল। আনুমানিক ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিরোজশাহ হিন্দুর মুখে উহার নিশ্চলতা অবগত হইয়া বহু অর্থ-ব্যয়ে উহাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। তিনি উহার শিরো-দেশ স্বেত ও ক্লকবর্ণ প্রস্তরে স্তম্ভোদ্ভিত করিয়া স্বর্ণকলস স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে উহা মিনার জরিন্ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ফিফ্‌ দিল্লী নগরে আসিয়া ইহার স্বর্ণময় কলস ও অর্দ্ধচক্রাকৃতি চুড়ার উল্লেখ করিয়া গিয়া-ছেন। তাহার মতে উহার নিম্ন কএকতলের উপরিভাগ ভীম-সার প্রস্তরস্তম্ভ বলিয়া কথিত।

ইহা অস্ফাট অশোকস্তম্ভের ছায় গাঢ় লালবর্ণ প্রস্তরে গঠিত। উচ্চ ৪২ ফিট ৭ ইঞ্চি। উহার উপরিভাগ ৩৫ ফিট উৎকৃষ্ট পাশা-বুদ্ধ ও মন্থন, নিম্নভাগ ধর্ম্মক্ষে। উহার পরিমাপ প্রায় ৮ শত মণ।

এই স্তম্ভগায়ে দুইটা প্রধান ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দের শেষভাগে বৌদ্ধসম্রাট অশোকের প্রশস্তিই সর্বাধিক প্রাচীন। উহা পালী অক্ষরে লিখিত। উহার বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালায় সর্বপ্রাচীন নিদর্শন, এখনও উহার অক্ষরাবলী পরিষ্কার খোদিত রহিয়াছে, কেবল মাত্র দু'একটা স্থানে পাথরের চটা উঠিয়া যাওয়ার সেই স্থানের লিপি নষ্ট হইয়াছে। উহার শেষভাগে একটা ছায়ে সম্রাট অশোকের এইরূপ অমুজ্ঞা উৎকীর্ণ আছে :—“ধর্মের রক্ষা হেতু শিলাস্তম্ভোপরি এই শিলাফলক উৎকীর্ণ কর, যেন ইহা আবহমানকাল বিদ্যমান থাকে।” উহার উপরিভাগের চারিপাশে চারিখানি ও নিম্নে একখানি শিলালিপি দেখা যায়। পূর্বমুখী ফলকের শেষ দশ ছত্র ও অন্ত্যস্ত ফলকগুলির লিপি এই দিল্লীস্তম্ভের পার্থক্য জ্ঞাপন করিতেছে। দ্বিতীয় একখানি ফলকে চৌহানরাজ বিশাল (বিগ্রহ) দেবের বিজয়বাস্তা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উহা পাঠ জানা যায় যে, তিনি হিমালয় হইতে বিদ্যাগিরি পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ একচ্ছত্রাধীন করিয়াছিলেন।

চৌহান-রাজবংশের গৌরবজ্ঞাপক এই লিপি দুইখণ্ডে বিভক্ত। উহার অর্দ্ধাংশ প্রাচীন অশোকলিপির উপরে এবং শেষাৰ্দ্ধ তাহার নিম্নে উৎকীর্ণ। উভয় লিপিখণ্ডই ১২২০ সংবৎ লিখিত আছে। নিম্নখণ্ডের বর্ণমালা আধুনিক সংস্কৃত। উহাতে লিখিত আছে, শাকস্তরীয়া বিশালদেব ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে এই শিলাফলক নূতন খোদিত করিয়া দেন। ঐরূপ আর একটা লাটস্তম্ভ মীরাট হইতে আনীত হইয়া দিল্লীনগরে স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাট অশোক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অমুণাসন রাজ্য-মধ্যে প্রচারার্থে যে সকল স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই পরবর্তী রাজ্য ও বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ আপন আপন বীর-কীর্তি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের আর নূতন স্তম্ভ নির্মাণের কল্পভোগ করিতে হয় নাই।

৪ দিল্লীর লৌহস্তম্ভ—মসজিদের মধ্যস্থলে স্থাপিত। উচ্চতা ২২ ফিট্ এবং বাস ১৬ ইঞ্চ। প্রস্তরবর্ণে প্রিন্সেপ্স উহাকে খৃষ্টীয় ৩য় বা চতুর্থ শতাব্দে নির্মিত বলিয়া অনুমান করেন। উহার গাত্রস্থ লিপি “কনোজী নাগরী” ও অন্ত্যস্ত মিশ্রবর্ণমালায় লৌহ-গাত্র খোদিত। ইহাতে হুইনসাং-রাজ্যাপহারক রাজা ধব এবং বাহলিকাদি জাতির উল্লেখ থাকায় উহাকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী বলিয়াই মনে হয়।

৫ নিগমবোধ—যমুনাতীরবর্তী একটা তীর্থস্থান, দিল্লী হইতে কএকমাইল দক্ষিণে স্থাপিত। চাঁদ কবির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, চৌহানরাজবংশের গৌরবপ্রকাশক একটা স্তম্ভ এখানে বিদ্যমান ছিল। কালবশে উহা নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

৬ বারানসীস্থ অশোকের প্রশস্তিবৃক্ষ স্তম্ভ। উচ্চতা ৪২ ফিট্ ৭ ইঞ্চ। ইহার গায়ে নানা প্রকার কারুকার্য আছে।

৭ গাজিপুত্রস্তম্ভ—গাজিপু্রে স্থাপিত একটা বৌদ্ধস্তম্ভ। উহার বর্ণমালা পূর্ণসংস্কৃত নহে, এই কারণে সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নহে। ইহার গায়ে যে শিলাফলক খোদিত আছে, তাহা আলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্তম্ভের ছায় বৌদ্ধস্তম্ভোপরি স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত হইতে যুবরাজ মহেন্দ্রগুপ্তের নাম পাওয়া যায়।

৮ রূপবাস-শৈলস্তম্ভ—ভরতপুর রাজ্যের রূপবাসবিভাগের একটা গুপ্তশৈলোপরি স্থাপিত। ইহা বেলেপাথরে নির্মিত এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। উহার বৃহৎ দুইটির একের উচ্চতা ৩৩।০ ফিট্ এবং অপরাপর ২২।০ ফিট্।

৯ ধৌলীস্তম্ভ—কটকের ধৌলীগ্রামে অবস্থিত। ইহাতে লাটবর্ণমালা এবং মধ্যে মধ্যে বলজী ও সিওনী লিপির অক্ষর-মালা দৃষ্ট হয়। উদ্ভিয়া-বিভাগে যে সকল অশোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমুদায়ই বেলেপাথরে গঠিত।

১০ জুনরস্তম্ভ—ইহাতে দুইখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। নানাঘাটের স্তম্ভোপরি উৎকীর্ণ লিপির সহিত দিল্লী-স্তম্ভের ও গিরীর পর্বতস্থ শিলাফলকের সোসাদৃশ্য আছে। গিরীরের পার্শ্ব-লিপিকে জেমস প্রিন্সেপ্স পালি বলিয়া অনুমান করেন।

লাটলিপি।

মহামতি কর্ণেল টড রাজস্থানের প্রাচীন কীর্তি ও স্তম্ভখোদিত লিপিমাল্য দেখিয়া মুগ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, “অগ্রে ইঙ্গপ্রস্থ, প্রয়াগ, মেবার, জুনগড়ের শৈলমালা, বিজলী ও আরাবরী শিখরে স্থাপিত স্তম্ভাদির, পর্বতগাত্রখোদিত লিপির এবং ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত জৈন ও বৌদ্ধমন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ শিলাফলকসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, অবশ্যই আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে অগ্র-সর হইতে পারি।” সেই মহৎ সঙ্কল্পে ত্রুতী হইয়া মহামতি জেমস প্রিন্সেপ্স গভীর গবেষণার সহিত ভারতীয় প্রস্তরস্থ-শীলনে যত্নবান হন। তিনি প্রথমে লাটলিপি উদ্ধারে কৃত-সম্মত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, উহা পালী ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণে গঠিত। উহার বিশেষ্য ও অপরাপর লক্ষণগুলি পালিবিভক্তি ও প্রত্যয়যোগে সাধিত এবং ক্রিয়াপদগুলি প্রায় সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। তিলস স্তম্ভে ও গুপ্তবংশীয় ফলকাদির অনুরূপ ভাষার প্রয়োগ আছে, তিনিই প্রথমে তিলস স্তম্ভের সংখ্যানিরূপণ দ্বারা কালনির্ণয়

সম্বন্ধ হইয়াছিল। বৌদ্ধভাষিতে পদবিভাগ দ্বারা কালমান বর্ণিত দেখা যায়।

লাটলিপির অক্ষরমালা প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভ্রূজোপরি ভিন্ন অল্পতরু ঐরূপ বর্ণমালা লুই না হওয়ার উহা লাটলিপি বলিরাই প্রসিদ্ধ। আকস্মিকভাবে কপকীগিরির বর্ণমালা উহা অপেক্ষা কিছু বৃহৎ এবং প্রাচীন সেমিতিক-ধরণে অঙ্কিত; কিন্তু কটক, দিল্লী, আলাহাবাদ, বেতিরা, মুলটরা ও রাথিয়া প্রকৃতি হাতিয়া ভ্রূজলিপি ভারতীয় ব্রাহ্মী।

উপরে বক্তৃতি লাটভাষার কথা বিবৃত হইল, তৎসমুদায়ের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। কোনটা চতুর্ভুজ, কোনটা পলকাটা, কোনটা বা কোণাকার গোল, ঐ সকলের মধ্যে দিল্লীর কিরোজতন্ত নামে পরিচিত লাটই সাধারণতঃ স্থপরিচিত। উহা একটা উচ্চ অষ্টালিকার উপর স্থাপিত। যে স্থানে এই তন্ত গৃহস্থানে সংস্থাপিত হইরাছে, তথায় উহার পরিধি ১০০ কিট্; উহার ৩৭ কিট্ মন্থাংশ একত্র কঠিন গোলাকার প্রস্তরে গঠিত। ইহার উপরের লাটলিপি বহুপ্রাচীন এবং নিরদোষে অপেক্ষাকৃত শ্রবণকালের সংস্কৃত অক্ষরে খোদিত আর একখানি শিলাকলক উৎকীর্ণ আছে।

অনুনা বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের প্রতিষ্ঠিত যে চতুর্দশটি লাট-তন্ত আবিষ্কৃত হইরাছে, তাহাতে যে সকল রাজ্যস্থাপন বিবৃত আছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

অশোকের অস্থাপন ও তাহার বিবরণ।

১ম—খাওয়ার্থ বা বজ্রার্থে পণ্ডিতসংসার নিবেদন এবং ধর্মনীতির পরিচয়াদেশ।

২ম—রাজ্যের আয়ুর্কর্মপিকা প্রচার ও কিনামুল্য চুঃহ প্রজাবর্গের চিকিৎসা ব্যবস্থা, পঞ্চার্থে কৃষকজন ও বৃক্ষরোপণ।

৩ম—প্রিয়মণীর রাজত্বকালের দ্বাদশবার্ষিক সমারোহ প্রচার ও পঞ্চদশবার্ষিক রাজ্যস্থগত্য বা রাজভক্তিপ্রদর্শন।

৪র্থ—প্রিয়মণীর রাজত্বকালের বিগত দ্বাদশবার্ষিক রাজ্য-স্থাপনের সহিত বর্তমান নির্দিষ্ট রাজত্বের সামঞ্জস্য প্রচার।

৫ম—বৌদ্ধধর্মপ্রচারার্থে ধর্মগুরু ও প্রচারকনিয়োগ।

৬ম—পতিবৈবাহিক, রাজ্যরক্ষক, ধর্মীয়করণ প্রকৃতি পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের মঙ্গল ব্যবস্থা প্রচার।

৭ম—বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মত পার্থক্যের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ঐক্য-মত স্থাপনে রাজ্যের আশ্রয়স্থাপন।

৮ম—পূর্ববর্তী রাজত্বের পার্শ্ববর্তী ভৌগোলিকালের সহিত ঐক্য-মত আয়োজনের পার্শ্বনির্দেশ ও পরিচয় সাধনপূর্বক সম্পদ, তৎস্থাপন ও ধর্মগুরু প্রকৃতি মাননীয়গণকে বধ্যবোধ সাধননা দানের অস্থাপন।

৯ম—ধর্ম ও নীতিবিষয়ক কথা, ধর্মনিবন্ধ, ধর্মসেবীর সুখ, ভিক্ষুকদিগকে দান, সর্বজননে দয়া ও স্তম্ভকন্যাসিংহের প্রতি মাত্তের কলনিবেদন ও তাহার কর্তব্যতা সম্বন্ধে আবেশ-প্রচার।

১০ম—‘বশো বা ক্রিতি বা’ বাচকের শীর্ষমালা, অনিত্য সংসারের অবিকল্পিত গর্তের প্রত্যাখ্যান ও ধর্মবুদ্ধির প্রকৃতি প্ৰদর্শন।

১১ম—মৌলী ও গির্পর প্রাপ্তিতে বর্ণিত “ধর্মই ঈশ্বরের সর্বপ্রতি দান।”

১২ম—বৌদ্ধধর্মে অবিশ্বাসীদিগের প্রতি সাধুদের মত-ভিত্তিক।

১৩ম—সমগ্র অস্থাপনের সারমর্ম ও লক্ষিত উপদেশ।

লাট(লাড্), কোরাগোজ অপদেবতাস্তেব। মহাব্দের সময়ে কামিরা ও কোরেন ভাতি এই দেবতার উপাসনা করিত।

লাটিক (পুং) লাটজাতিসম্বন্ধীয়।

লাট ভিত্তীয়, একজন প্রাচীন কবি। কেমেন্দ্রকৃত মুহূর্ত্তিলাকে ইহার উল্লেখ আছে।

লাটীচাৰ্য্য, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত।

লাটিকা (স্ত্রী) রীতিভেদ। বৈবর্তী, পাঞ্চালী, গৌড়ী ও লাটিকা এই চারিপ্রকার রীতি। মোটামুটি রচনাপদ্ধতিকে রীতি বলা যায়।

“লাটী তু রীতিবৈবর্তীপাঞ্চাল্যরত্তরাহিতা।”

(সাহিত্যদর্পণ ২।৬২২)

বৈবর্তী ও পাঞ্চালী রীতির মধ্যস্থিতা যে রীতি তাহাকে লাটী কহে। তাৎপৰ্য্য এই যে, কেবল বৈবর্তী রীতি অমুসারে রচনা বা পাঞ্চালী রীতি অমুসারে রচনা না হইয়া ইহার মাঝ-মাঝি ভাবে যে রচনা হইবে, তাহাই লাটীরীতি। বৈবর্তী ও পাঞ্চালী এই উভয় রীতিরই নিয়ম অমুসরণ করিয়া যে রচনা, তাহাই লাটী-রীতি। কাহারও কাহার মতে ইহার লক্ষণ—

“মুতপদসমাসহৃতগান্ধীভবৈর্ন চাতিভূরিটী।

উচিতবিশেষণপুত্রিতত্ত্বভাষা ভবেন্দ্ৰাটীঃ”

(সাহিত্যদর্পণ ১ পদ্য)

এই রীতিতে মুহূহ পদবিভাগ হইবে, অল্পতরু ধর্মসমাস বহুল ও বৃক্ষবর্গ অধিক না থাকে এবং উচিত বিশেষ দ্বারা বহু বিভাগ হইলে এই রীতি হইবে। এইরূপ ভাবে বিশেষণ প্রয়োগ করিতে হইবে যে, বর্ণনীয় বস্তু সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে। অত্রবিধ লক্ষণ—

“গৌড়ী ভবনবন্ধা ভাব বৈবর্তী ললিতকমা।

পাঞ্চালী নিম্নভাবে লাটী তু মুহূর্ত্তিঃ পদৈঃ (সাহিত্যদর্পণ ১ পদ্য)

ভবনবন্ধক রচনা হইলে গৌড়ী রীতি, ললিতকমা বিভাগ

হইলে বৈদ্যুতী, মিশ্রভাবে পাঞ্চালী এবং মুছ পদবিজ্ঞান করিলে
লাঠি রীতি হয়। উদাহরণ যথা—

“অয়মুদয়তি মুদ্রাভজনঃ পদ্মিনীনা-
মুদ্রগিরিবনালী বালমন্দারপুষ্পম্।
বিহরবিধুরকোকচন্দ্রবজ্রবিত্তিল্পন
কুপিতকশিকগোলকোড়তান্ত্রমাসি ॥”

(সাহিত্যদ° ৯ পরি°)

লাটামুপ্রাস (পুং) অমুপ্রাস অলঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ।—

“শকার্থরোঃ পোনরুত্তং ভেদে তাৎপর্যমাত্রতঃ।

লাটামুপ্রাস ইত্যুক্তোহমুপ্রাসঃ পঞ্চমা মতঃ ॥”

(সাহিত্যদ° ১০/৬৩৮)

তাৎপর্যমুসারে শব্দ ও অর্থের পোনরুত্ত হইলে এই
অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কার লাটজনপ্রিয় বলিয়া ইহার নাম
লাটামুপ্রাস হইয়াছে। উদাহরণ—

“স্মেররাজীবনয়নে নয়নে কিং নিমীলিতে।

পশু নির্জিতকন্দপং কন্দপবশগং প্রিয়ম্ ॥”

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

লাটায়ন (পুং) লাটায়ন।

লাটিম (দেশজ) ক্রীড়নকভেদ, ছেলেরদের একপ্রকার খেলাইবার
জিনিস।

লাটীয় (জি) লাটক।

লাটেখর, পশ্চিমভারতস্থিত একটি শৈবতীর্থ।

লাট্টু (হিন্দী) লাটিম।

লাটায়ন (পুং) শ্রোতস্থত্রপ্রণেতা ঋষিভেদ।

লাঠামাছ (দেশজ) মৎস্তভেদ (Nandus murmoratus)।

লাঠি (দেশজ) লণ্ড, কশবটী।

লাঠিয়াল (দেশজ) বাহারা লাঠি খেলে। লাঠীবাজ।

লাঠী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাড় বিভাগের গোহেলবাড়
প্রান্তস্থ একটি সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২১°৪১' হইতে ২১°৪৫'
৩০'' এবং দ্রাঘি° ৭১°২০' হইতে ৭১°৩২' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ
৪৮ বর্গমাইল। এখানকার কতক স্থান গওঠৈলে পূর্ণ এবং
অবিশিষ্টাংশে কৃষ্ণবর্ণ বৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ঐ উর্বর বৃত্তিকার ভূলা,
ইক্ষু ও কলাই শত প্রচুর জন্মে। নিকটবর্তী ডাবনগর বলয়ে
এখানকার পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

ডাবনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যমভ্রাতা শাহজী হইতে
এখানকার সর্দারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কবীর এক জন
ঠাকুর-সর্দার দামাজী গাইকোবাড়কে বীর কত্যা সমর্পণ করেন।
তিনি বিবাহের বৌতুকস্বরূপ বীর কত্যা কে হস্তান্নামক
ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

উক্ত সম্পত্তি এক্ষণে দামনগর নামে খ্যাত। গাইকোবাড়-
রাজ দামাজী এই সম্পত্তিলাভের পর বীর বস্ত্রের নিকট হইতে
রাজকর গ্রহণ রহিত করিয়া দেন। তদবধি এখানকার সর্দারগণ
উক্ত সম্পত্তি প্রায় নিকর ভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং
গাইকোবাড়রাজকে প্রতিবর্ষে একটি করিয়া অর্থ পাঠাইতে
বাধ্য আছেন। তাঁহার বার্ষিক রাজস্ব ৭৫০০ টাকা, তন্মধ্যে
তিনি বড়োদার গাইকোবাড়কে এবং কুনাগড়ের নবাবকে এক-
যোগে ২০০৭ টাকা কর দিয়া থাকেন। তাহাদের মতকগ্রহণে
অধিকার নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃপদের অধিকারী। এখানকার
সর্দার বাপুতা (১৮৮৪ খৃঃ) গোহেলবংশীয় রাজপুত। ইনি
ইংরাজ-রাজসরকারে ৪র্থ শ্রেণীর সামন্তরূপে গণ্য। ইনি বীর
রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার পণ্যদ্রব্যের গুরুগ্রহণ করেন না।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধাম নগর। অক্ষা° ২১° ৪৩'
২০'' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°২৮'৩০'' পূঃ। ডাবনগর-গোণ্ডাল-
রেলপথের ধোরাডী শাখা এই রাজ্য মধ্য দিয়া গিয়াছে। নগরের
অর্ধেকোশ দূরে ঐ রেলপথের একটি ষ্টেশন আছে। এখানে
ধর্মশালা, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে।

লাড় (ক্ষেপ) অদন্তচূরাদি পরমৈঃ সর্বং সেট্। লট্ লাড়তি,
লুঙ্ অললাড়ৎ।

লাড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীবাঙ্গী জাতিবিশেষ। দক্ষিণ গুজরাতি
নামেও পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহারাই মুসলমান লাট-জনপদ-
বাসী লাটজাতির বংশধর। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে,
উত্তরভারত হইতে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া
বাস করিয়াছে। কৃক ও পাণ্ডুরঙ্গ এবং তুলজাভবানী ও
বেল্লাই ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা।

ইহার দৃঢ়কার, বলিষ্ঠ ও স্থলর গঠন। দেখিতে অনেকাংশে
শিম্পিদিগের মত। চক্ষুর বৃহৎ, তকপাকীর ভায় নাসা উন্নত,
ওষ্ঠদ্বয় পাতলা এবং মুখাকৃতি মৃগোল। আচার ব্যবহারে উচ্চ
শ্রেণীর হিন্দুর মত ও বেশ পরিহার পরিচ্ছন্ন। ইহার মতপান
বা মাংস ভোজন করে না। অধিকাংশই নিরামিষাশী। হস্তের
জন্ত সকলেই গোমহিষ পালন করিয়া থাকে। ত্রীলোকেরা
যাযরা করিয়া অথবা পশ্চাতে কাছা দিয়া কাপড় পরে।
আতিথ্যসংকার প্রকৃতি সকল সদ্গুণই ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান
আছে, কিন্তু সকলেই বিশেষ আলস্যপ্রিয়। ইহাদের কাজির
লাড় থাকের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। আভর প্রকৃতি গম্ভীর
ব্রহ্মবিক্রমই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

ইহাদের মধ্যে নাম ব্যতীত বংশগত অস্ত্র কোন উপাধি দৃষ্ট
হয় না। পুত্রের বিবাহ অপেক্ষা কন্যার বিবাহেই অধিক খরচ
হয়। কারণ ঐ সময়ে ভ্রাতৃত্বকে বৌতুক স্বরূপ টাকা দেওয়া

হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই ধার্মিক, ব্রাহ্মণের প্রতি সকলেই বিশেষ ভক্তিমান। বিবাহাদি কার্যে ব্রাহ্মণেরাই পৌরোহিত্য করে। পটরপুর ও তুলজাপুরে দেববর্ননে যায় এবং হিন্দুর প্রধান প্রধান সকল পর্কাবেই উপবাসাদি করিয়া থাকে। বারাগসীতে ইহাদের ধর্মগুরুর বাস আছে। তাঁহারা জাতিতে গোসাঁবি(গোস্বামী)। তাঁহারা সময় সময় দক্ষিণাত্যে শিব্যদিগকে মন্ত্র দিতে আসিয়া থাকেন। অস্ত্র জাতির শিষ্য গ্রহণ করেন না।

বালকের জন্মের পর মাতিচ্ছেন করা হইলে প্রমুখিতিক মান করান হয়। পঞ্চমদিবসে বটীপূজাতে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণকে ভোজ দেওয়া হয়। ত্রয়োদশ দিনে সকলে বালককে ক্রোড়ে লয় এবং ঐ দিনেই আতবালকের নামকরণ হইয়া থাকে। উহার পর তিনমাস পর্যন্ত প্রতি সোমবারে প্রমুখিতি বটীদেবীর পূজা করে। এইরূপে তিনমাস অতীত হইলে প্রমুখিতি পুত্র লইয়া নিকটবর্তী কোন দেবালয়ে গমনপূর্বক দেবতাকে পুত্র সন্দর্শন করায় এবং দেবতার তৃপ্তিবিধান জন্ত পান ও কদলী দিয়া পুত্র কোলে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে।

ঐ দিন হইতে বিবাহ পর্যন্ত আর কোনরূপ সংস্কার নাই। বিবাহের পূর্বদিন "দেবরুতা", ঐ দিনে কুলদেবতার পূজা দেওয়া হয়। বিবাহদিনে বর ও কস্তাকে হরিদ্রা মাখাইয়া মান করান হইয়া থাকে। বিবাহের সময় বর ও ক'নেকে একত্র বসাইয়া বালক ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করে এবং তাহার মাথায় হিন্দুমাথা চাউল ছড়াইয়া দিলেই বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহান্তে একটা ভোজ হয়।

ইহারা সূতদেহ সমাহিত করে এবং দশদিন মাত্র অশোচ পালন করিয়া থাকে। পাঁচ দিন হইতে ত্রয়োদশ পর্যন্ত সূতের প্রোড়কৃত্য হয়। শেষ দিনে জাতিকুটুম্বের ভোজ হইবার পর সকল চুকিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পরস্পরে বেশ মিল আছে। সামাজিক কোন গোলযোগ ঘটিলে জাতীয় প্রধান-গণের বিচারে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধের নিষ্পত্তি গুরুর দ্বারাই হয়। বহি কেষ্ট এই বিচার লব্ধন করিয়া কার্য করে, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে এবং লজ্জব্রূণ লশ টাকা দিলে পুনরায় স্বজাতিসমাজে আসিতে পার।

লাড় কসাব, বোম্বাই-প্রদেশবাসী মুসলমান-প্রবীণতম। তেড়া ছাগ প্রভৃতি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা পূর্বে হিন্দু ছিল। মহিল্লুররাক টিপুলতানের (১৭৮৫-১৭৯৯ খৃঃ) প্রভাবে সকলেই ইসলামধর্মে রীক্ষিত হইয়াছে। খ্রী ও পুরুষদ্বিগের বেশভূষা স্থানীয় হিন্দুদিগের মত। কোন কোন পুরুষ কেবল মাত্র দক্ষিণকর্ণে একটা ক্ষুদ্র কাপবালা

মুলাইয়া থাকে। খ্রীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী, তাহার রাতার বাহির হইতে লজ্জা বোধ করে না। স্বচ্ছন্দে দোকানে বসিয়া মাংস বিক্রয় করে। ইহারা মিতব্যয়ী, কর্মঠ, চতুর ও বিনয়ী, কিন্তু বতাবতঃ কিছু অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন।

ইহারা আপনাদের সমাজেই বিবাহাদি করে। 'পাটিল' নামক নির্ধাচিত সমাজের অধ্যক্ষের আদেশ সকলেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইলে পক্ষান্তরে তাহার নিষ্পত্তি হয়। পক্ষান্তরে দোষীর অপরাধ সাব্যস্ত করিলে, পাটিল তাহাদের ইচ্ছামত অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। ইহারা হিন্দুদেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়া থাকে। হিন্দুর দেবতার পূজাদিতে এবং পর্কোৎসব পালন করিতে ইহারা বিশেষ সমারোহ ও উপবাসাদি করে; কেহই গোমামসভরণ করে না। কাজির দ্বারা বিবাহকার্য ও সমাধি সম্পাদন ব্যতীত অস্ত্রান্ত্র সকল বিষয়েই ইহারা হিন্দুগ্রন্থায় অঙ্গসরণ করিয়া থাকে। ইহারা কোরাণ বা কল্মা পড়ে না অথবা মসজিদে যায় না। অস্ত্রান্ত্র মুসলমান-সম্প্রদায়ের সহিত একত্র ভোজন করিতে ইহারা যুগ্ম বোধ করে।

লাড়খান, একজন মুসলমানরাজ। ইনি অনঙ্গরঙ্গপ্রণেতা কল্যাণ মন্দের প্রতিপালক।

লাড়বানী, বোম্বাই-প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। রাজা কুমারপাল-কর্তৃক দক্ষিণ-গুজরাতে লটদেশ হইতে বিতাড়িত হইলে ইহারা সম্ভবতঃ এখানে আসিয়া বাস করে। ইহারা হিন্দু। ইহাদের মধ্যে অগস্ত্য, তরবাজ, গর্গ, গৌতম, জমদগ্নি, কৌশিক, কাশ্যপ, নৈঋব ও বিশ্বামিত্র গোত্র প্রচলিত। সগোত্রে অথবা একপদবীযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইহাদের বিবাহ হয় না। ইহারা প্রত্যহ নান ও কুলদেবতার পূজা করিয়া থাকে। এতদ্বিন্ন তুলজাপুরের ভবানীদেবী, সাতারার অন্তর্গত সিদ্ধনাপুরের মহাদেব, পটরপুরের বিঠোবা প্রভৃতি দেবতীর্থে ইহারা সচরাচর গমন করে। ইহাদের লৌকিক আচার ব্যবহার ও বেশভূষাদি স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের মত। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কর্মঠ, আতিথেয় ও চতুর। চাউল, কাপড় ও নানা মসলা বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। গ্রামবাসী লাড়গণ অনেকেই কৃষিকার্য করে। বর্তমান সময়ে অনেকে শিক্ষালাভ করিয়া গবর্নমেন্টের অধীনে কর্ম করিতেছে। খ্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত আপন আপন দোকানে বিক্রয় কার্য করিয়া থাকে। তথ্যতীত তাহারা গৃহস্থালীর সকল কর্মই করে।

ইহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা সর্বাঙ্গে নীচ এবং কুনবি-দ্বিগের অপেক্ষা উচ্চ। বেশশ ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সকল কার্যেই পৌরোহিত্য করেন। হিন্দুর সকল দেবদেবীর পূজায় ইহাদের

বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। ইহার হিন্দুর সকল পক্ষই পালন এবং প্রতিবৎসর শ্রাবণী পৌর্নমাসীতে (নারিকেলপূর্ণিমা নামে খ্যাত) সকলে জনাও বা যজ্ঞস্থল পরিধান করিয়া থাকে। বাণ্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। বালকের অষ্টমবর্ষই উপনয়নের প্রশস্তকাল। ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বালকের বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের মন্ত্র বৈদিক, সংকুত নহে। উহা দেশীয় ভাষায় অনুদিত। ইহার শব্দাহ করে। ১০ দিন মাত্র অশৌচ থাকে। তদনন্তর শ্রাদ্ধান্তে শুদ্ধ হইয়া জাতিভোজ দেয়। সামাজিক গোলাযোগ জাতীয় পক্ষায়তের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। অপরাধী ব্যক্তির অর্ধদণ্ডই ব্যবস্থা। কখন কখন সে জাতিভোজ দিয়া পরিত্রাণ পায়।

লাড়সূর্য্যবাংগী, বোম্বাই-প্রদেশের ধারবাড়-জেলাবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। ছাগাদি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহার অল্প হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কয়।

ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ নাই। পুত্র জন্মিলে নাতিছেদের পর ইহার জাতবালকের মুখে কএক বিন্দু রেড়ীর তৈল ঢালিয়া দেয় এবং পঞ্চমদিনে একটা ছাগহত্যা করিয়া আত্মীয় স্বজনকে ভোজ দিয়া থাকে। ত্রয়োদশ দিনে জাতাশৌচান্তে সকলে বালককে ক্রোড়ে লয় এবং নামকরণ করে। তাহার পর বিবাহ পর্য্যন্ত আর কোন সংস্কার নাই। বিবাহের দিন বর ও কস্তাকে একটা উচ্চ বেদীর উপর বসাইয়া গ্রাম্যজ্যোতিষী কস্তা সম্প্রদান করেন। মন্ত্রপাঠকালে তিনি উভয়ের মন্তকোপরি হরিত্রাঙ্গিত চাউল ছড়াইয়া দেন। তদনন্তর বর ও কস্তা পরস্পরের কপালে হরিত্রা মাথাইলে পুরোহিত বস্ত্রিকা জালিয়া উভয়কে নীরাজন করেন। বিবাহান্তে আত্মীয় স্বজনের ভোজ হইয়া থাকে।

মৃত্যুর পর ইহার শবদেহ দান করাইয়া উপবিষ্টভাবে রাখিয়া দেয় এবং নুতন বস্ত্র পরিধান করায়। তার পর তাহাকে পুষ্পমালা ও অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া সমাহিত করে। তৃতীয় দিনে ইহার সেই কবরে আসিয়া হুঙ্কার ঢালিয়া দেয়। যদি কোন অন্তঃতদিনে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই বাড়ীর সকলে তিনমাস কাল ঐ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্তর হাইয়া বাস করে। তৎকালে ঐ বাড়ীতে চাৰি দিয়া দ্বারদেশে ইহাদ্বা-কাটা ছড়াইয়া রাখে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে, অন্তঃ-ক্ষেপে মৃত্যু জন্ত যে দোষ হয়, তাহা ঐ বাড়ীতে থাকিলে গৃহস্থিত অপর ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহই স্পর্শ করিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বাণ্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। সামাজিক কোন বিষয়ের মীমাংসা পক্ষায়তের দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। যদি কেহ তাহাদের বাক্য অমান্য করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সমাজচ্যুত হইয়া থাকে।

ইহার ধার্মিক, ধর্মকর্মে ইহাদের মতি আছে। কেলগাদ-জেলায় সবদিক নগরহ যেলসা দেবীভীর্থে এবং নবলগুণ্ডের মুসলমান সাধু দবল-মানিকের সমাধি-সন্মুখস্থ ইহার আসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও ইহাদের ভক্তি আছে। বিবাহাদি ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণেরাও বাধ্যকতা করে। ইহাদের কোন ধর্ম-শুধু নাই।

লাড়া (দেশজ) আলোড়ন।

লাড়লাড়ি (দেশজ) ছানাত্তরিত করণ।

লাড়ি (পুং) পাণিনীর ক্রোড়্যদি গণোক্ত একটী শব্দ। (পা ৪।১।৮০)

লাড়ু (দেশজ) লড্ডুক, লড্ডুক শব্দের অপভ্রংশ।

লাঠীগী (স্ত্রী) কুলটা স্ত্রী। (হেম)

লাং (হিন্দী) লাথি।

লাতব্য (পুং) বিক্রমোর্কশীর্গণিত রাজপুরস্কিতে।

লাতি } (দেশজ) পদাঘাত।

লাথি } (দেশজ) পদাঘাত।

লাথলাথি (দেশজ) পরস্পরে পদাঘাত।

লাদখ (লাদাক), কাশ্মীর-মহারাজের অধিকৃত হিমালয়-সীমান্তবর্তী একটা বিভাগ। ইহা কাশ্মীরের পূর্বাংশে স্থাপিত এবং একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তার দ্বারা পরিচালিত। হিমালয়-শৈলের চিরতুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত থাকায় ইহার সীমা নির্দেশ করা শ্রুতকঠিন। এইস্থান দিয়া সিঙ্কন ও তাহার শাখা-প্রশাখাসমূহ প্রবাহিত থাকায় ইহাকে সিঙ্কনের উপত্যকা ভূমি বলা যায়। অক্ষা° ৩২° হইতে ৩৫° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৯' হইতে ৭৯° ২৯' পূঃ মধ্য।

রূপস্থ ও নিওগ্রা নামক মধ্যভাগের দুইটা জেলা, হিমালয়ের, তুষারাবৃত শৃঙ্গসমূহ এবং জনশূন্য কুএনগুনের অধিত্যকা ভূমি ও লিন্ঝিথদের পার্শ্বতা প্রাপ্তর লইয়া এই বিভাগ গঠিত হইয়াছে। ডাঃ কনিংহামের মতে জনসংখ্য সহ ইহার ভূপরিমাণ ৩০ হাজার বর্গমাইল।

হিমালয় পর্বতের মধ্যাংশবর্তী সুবিষ্ফৃত শৈলশৃঙ্গে স্থাপিত হওয়ার ইহার জনতানিরূপণ করা শ্রুতকঠিন। উক্ত মহাদ্বার গণনানুসারে এখানকার লোকসংখ্যা ১৬৮০০০, কিন্তু মুরফক্ট ১৬৫০০০ ও ডাঃ বেলিউ ২০০০০০ সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। লাদকের বর্তমান ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনিতা এক ভূর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারি মতে লোকসংখ্যা ২০৬০১। ডাঃ বেলিউ ও মিঃ ডু একই বৎসরে এরূপ লোকসংখ্যার পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় যে, সম্ভবতঃ মিঃ ডু নির্দিষ্ট জেলায়েরই লোকসংখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লাদকের দ্বার পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ উচ্চ স্থানে

মহুয়ের বাস নাই। এখানকার অধিত্যকা ও উপত্যকামাঝেই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯০০০ ও ১৭০০০ ফিটের মধ্যবর্তী এবং তদুপর্যবর্তী অনেকগুলি পর্বতশৃঙ্গ ও ২৫ হাজার ফিটের কম নয়। এখানে সিদ্ধ এবং তাহার সাথক, নিওভ্রা, চান্‌চেনমো ও জানকর শাখা প্রবাহিত। পার্শ্বত্যা খাতবিশেষ লবণজলে পূর্ণ, তদ্বাধ্যো পানকোজ ও ছোমোরিরি প্রধান।

এই জনপদের প্রাকৃতিক পরিবর্তন ও অসাধারণ তুষার-শীতল হিমালয় শিরে স্থাপিত হইয়াও এখানে গ্রীষ্মের মাত্রা অত্যধিক বলিয়া বোধ হয়। দিবাভাগে এখানে দারুণ উষ্ণতা এবং রাত্রিতে মর্দভেদী শৈত্য। শীতের অধিক্য এবং বায়ুর রুদ্ধতানিবন্ধন এখানে বিশেষ কোন ফসলাদি উৎপন্ন হয় না। স্থানীয় তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ব্যতীত এখানে আর কোন বিষয়েই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গাঢ়াধী পরিলক্ষিত হয় না, কেবল মাত্র পল্লভশিখরজাত বাউ, কক্কপ্রকার ফল বৃক্ষ ও কোন কোন কলাই স্থানবিশেষে জন্মিতে দেখা যায়। এই প্রদেশের উত্তরপূর্ব অধিত্যকায় এবং পর্বতের ঢালু সাহুদেশে মধ্যে মধ্যে বনমালা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই বৃক্ষগুলি প্রায়ই পরহীন এবং সেই জন্মিতে কোন প্রকার সব্জিই উৎপন্ন হয় না। এখানকার বহু জন্তর, মধ্যে কিয়দংশ নামক বহু-গর্দভ, ভেড়া, ছাগল, খরগোষ ও Marmot এবং পক্ষীর মধ্যে জগল, পের, পাট্টিক ও বাল-হাঁস প্রধান। পালিত পশুর মধ্যে সচরাচর পনিখোড়া, গর্দভ, গোরু, ছাগল, ভেড়া ও কুকুর দেখা যায়। লারকবাসীর পালিত ভেড়ার লোম শাল প্রস্তুত হয়। ঐ লোম প্রধানতঃ কাম্বীর, নেপাল ও ইংরাজাধিকৃত ভারতে প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ কনিংহাম লাদক হইতে কাম্বীরে ২৪০০ মণ পশমের রপ্তানীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এখানকার ছাগল সাধারণের বিশেষ উপকারে লাগে। ঐ সকল বৃহদাকার পার্শ্বতীয় ছাগলের চুড় তাহার পান করে এবং ছাগলের পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্যসমূহ চাপাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়। কনিংহাম একদিন ঐরূপ ভয় হাজার ছাগপৃষ্ঠে শাল, পশম, সোহাগা ও গন্ধক প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বহনের উল্লেখ করিয়াছেন। লারকবাসী বণিক সম্প্রদায় ঐ সকল দ্রব্য লইয়া পার্শ্বতাপথে দক্ষিণপশ্চিমপ্রদেশভাগে অবতরণ করিত।

এখানে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পশম, সোহাগা, গন্ধক ও গুজ ফলাদি প্রধান। ঐ সকল দ্রব্য তাহার কাম্বীর ও নিকটবর্তী হিন্দুস্থান, ইয়ারকন্দ, থোটান এবং উত্তর ও পূর্বে তিব্বতীয় প্রদেশভাগে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্যবিক্রয়ে তাহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। তাহারাই সেই মূল্যের বিনিময়ে ভারত হইতে কাপাসবস্ত্র, কাঁচা চামড়া,

পরিষ্কৃত চর্ম, নানাপ্রকার শস্ত, বন্দুক, কামান ও চা প্রভৃতি দ্রব্য এবং চীনসাম্রাজ্য হইতে ছাগ ও ভেড়ার পশম, চা, স্বর্ণরেণু, রূপা, নানারূপ প্রাচীন-মুদ্রা, রেশম ও চরস প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে। এই প্রদেশের মধ্যবর্তী রূপসু জেলার আশিতে চুইটা উৎকৃষ্ট পথ আছে। রূপসু হইতে বড়-লাচা গিরিসঙ্কট দিয়া ইংরাজাধিকৃত ভারতে উপনীত হওয়া যায় এবং পরঙ্গ-বাট দিয়া লাহল ও সিমলার শৈত্যাবাসে যাতায়াতের সুবিধা হয় বলিয়া অনেক ভ্রমণকারী বণিক ঐ পথে ভারত হইতে রূপসু ও সিমলা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া থাকে। লাসা-নগরবাসী চা-ব্যবসারিগণ লে প্রদেশে গমনকালে রূপসুর মধ্য দিয়া যাতায়াত করে।

এখানকার অধিবাসিগণ লাদখি নামে পরিচিত। ইহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ইহাদের ধর্মাক্রান্তি ও দৃঢ় গঠন দেখিলে কদর্য তুরানীয় জাতির শাখাত্বক বলিয়াই মনে হয়। ইহারা সাধারণতঃ নির্ধীরোধী। দলবদ্ধ হইয়া একত্র গ্রামে বাস করে, চাষাবাসই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৫০০ নাগাদ ১৩৫০০ ফিট উচ্চ স্থানে ইহাদের বাস আছে। ইহারা সর্কদাই মনের আনন্দে বিভোর; কোন বিশেষ কারণে, মদিরাদি মাদকদ্রব্য বা চক্ষপানে উন্মত্তপ্রায় না হইলে ইহারা কখনও কাহার সঙ্গে বিবাদ করে না। ইহাদের বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য নাই। পশমনির্মিত চোগা, পায়জামা, কোমরবন্ধ ও পায় মোটা জুতা ব্যবহার করে। পুরুষেরা এবং স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরার ছায় এক প্রকার অজরাধায় সর্কাল আবৃত করে, স্বল্প-দেশে সলোম চর্মচ্ছদ ও মস্তকে কড়ি বা শামুক দ্বারা অলঙ্কৃত বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া থাকে। ঋতুর পরিবর্তনানুযায়ী ইহাদের বেশপরিপাট্য বা কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সকল লাদখী পরিবারেই অল্প বিস্তর কৃষিক্ষেত্র রাখে। এখানে যবেরই অধিক চাষ হয়। কোথাও কোথাও নিম্নজন্মিতে গম ও কলাই বোনা হয়। খননুচ্ছে যব সিদ্ধ করিয়া ইহারা খাইতে ভালবাসে। চক্ষ নামক মদ্য সাধারণের প্রিয়। অপেক্ষাকৃত ধনবান্ ব্যক্তিরাই চা পান করিয়া থাকে। ইহারা সবলকায় ও কর্মঠ। অনারসেই বড় বড় বোকা উচ্চ পর্বতোপরি লইয়া যাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ছায় বলিষ্ঠ ও কর্মপটু। ইহাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। ইহারা ইচ্ছামত বণাঙ্গানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ধনবান্ ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণতঃ রমণী-মিগের একাধিক স্বামী দৃষ্ট হয়। ইহাতে তাহার কোন দোষ বিবেচনা করে না। সম্ভবতঃ এতোক পরিবারের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি থাকার, তাহার উৎপন্ন শস্তাদি হইতে ইহারা আপন আপন পরিবারস্বিককে লালন পালন করিতে পারে

না। এই ক্ষত রমণীগণও বহুসংখ্যক অত্যাচার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এক একটা বৌদ্ধমঠ বা বিহার আছে। প্রত্যেক গ্রামের অধীনে একটা জনপুত্র মৈলমুদ্রাপত্রি এই মঠগুলি স্থাপিত। এই সকলে প্রায়ই এক বা দুইটা লামা এবং কখন কখন বহুসংখ্যক বৌদ্ধব্রতী বাস করে। এখানকার মঠাধিকারী উপাধ্যায়ের কখন অভাব ঘটে না। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এক এক পরিবারের বালক পর্যায়ক্রমে এই ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। মঠে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াই তাহারা বিদ্যাস্তাস করে। পর্তুগিজগণের দ্বারা বহু বুদ্ধমঠ, প্রত্ন-স্থাপত্য, শিলালিপি ইত্যাদি প্রাচীর এবং অস্তিত্ব পবিত্র প্রতিষ্ঠা দিগেলে বহুই মনে হয় যে, এখানে ধর্ম পূর্ণপ্রভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ কিএ-ছ শৃঙ্গে এই জনপদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি Akhasa Regio নামে এখানকার অধিবাসিবৃন্দের কতক ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং এই স্থান পরিদর্শন করিয়া এখানকার বৌদ্ধমঠাদির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্বে এই স্থান সুপ্রসিদ্ধ ভোটরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তৎকালে একজন রাজকুমার স্বাধীনভাবে এই প্রদেশ শাসন করিতেন এবং লামার প্রধান লামা এখানকার বৌদ্ধমঠের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে পূজিত হইতেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে যখন সুলতান তিব্বত-সাম্রাজ্য অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে, তখন প্রান্তরীমাহিত জনপদসমূহ এক একটা স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তৎকালে পালগিগোং এখানকার রাজা ছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের সর্দার শেরখানী এইস্থান আক্রমণ করিয়া মঠ, মন্দির ও বিহারাদির দাবতীয় হস্তনিধিত পুণ্ড্রসমূহ অগ্নিবোলে তবীভূত করিয়া দেন। তদবধি এখানকার ইতিহাসে একটা সুখীর্ণ অবস্থা দেখা যায়। এখন প্রায়ভাবে তাহার একটা অধ্যায়ও উদ্ধারের উপায় নাই।

রাজা সিউকে নাকগালের রাজত্বকালে লামকরাজ্যের অনেক ঐতিহ্য স্মরণীয়। তিনি মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের সাহায্যপ্রাপ্ত কলি-সর্দারকে পরাস্ত করিয়া লামকী জাতির বলবীর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনন্তর লোকপো ও লামকী জাতির মধ্যে উপদ্রুপের একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে লোকপো পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। এই সময়ে জাহাঙ্গীরাবাদী মুসলমানগণ লামকীস্থিত লামকী করিয়াছিল।

লোকপোগণ তৎকালে বাসের ক্ষমতা রাখা বিভাগ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। মুসলমানগণের সাহায্যলাভের কড়াকড়ী প্রকাশার্থে লোকপোগণ সেই সময়ে লামকরাজ ইসলামখানকে বীজিত হইয়া ছিলেন এবং তদবধিই তাহার কাম্বীররাজকে রাজকর দিয়া আসিতেছেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ব্রজকৃষ্ণ লামক পরিদর্শনে আগমন করেন। তৎকালে গালগো বা লামকের শাসনকর্তা ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু লামকের তৎকালীন সমুদ্রি দেখিয়া তিনি সেই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করেন নাই। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাম্বীররাজ গোলাব সিংহ স্বীয় প্রসিদ্ধ সৈন্য সৈন্য লইয়া লামক আক্রমণ করেন। সেনাপতি জোরাবর সিংহ এই বুদ্ধদলের নারক হইয়া বখাজে দুইটা অভিযানের পর, লামক ও বলাতি প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া শিখসেনাপতি লামক আক্রমণ করিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে কোন কল লাভ হইল না। সমবেত চীন ও লোকপো সেনার সহিত যুদ্ধে এক দারুণ পার্জাত্য দ্বীতে শিখসৈন্য সমূলে নিহত হইল। উক্ত বর্ষে আকগানস্থানে একদল ইংরাজ-সৈন্যও ঐরূপে বিপর্যস্ত ও নিহত হয়। ইংরাজ-সৈন্যের পলায়নবিষয়ের পর, কাম্বীর ও তদবধি প্রদেশসমূহ ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্নেন্ট পুনরায় ইহা গোলাব সিংহকে প্রত্যর্পণ করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-গবর্নেন্ট এখানকার বাণিজ্য বিবরণ সংগ্রহ করিতে Dr Cayleyকে লামকে পাঠাইয়া দেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কাম্বীর মহারাজের সহিত ইংরাজরাজপ্রতিনিধি লর্ড মেণ্ডের একটা সন্ধি হয়। তদনুসারে এখানকার বাণিজ্যকার্য পরিদর্শনার্থ একজন ইংরাজ ও একজন দেশীয় কমিসনার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাহার উত্তরে একযোগে এই কার্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। (Dr Aitchison কৃত Trade Products of Loh 1874, নামক গ্রন্থে এখানকার পণ্যব্রণের সুবিবৃত্ত বিবরণী প্রদত্ত আছে।)

লাঙ্গ, পলায়প্রদেশের অবালা জেলার পিপলী তহসীলের অন্তর্গত একটা নগর। পিপলী হইতে রনোর বাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৪৮'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫' পূঃ। ইহা পূর্বে একটা সামন্তরাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিখবৃন্দের সময় এখানকার সর্দার রাজা অজিৎসিংহ বিনয়ন আচরণ করার, উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এখনও দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ এবং অস্তিত্ব এখান এখান অষ্টাদশ শতাব্দীর আদ্যে। সিউনিগিপানিয়ার অধীন থাকার সময়ের পুরস্কারের কোসরূপ হ্রাস হয় নাই।

লাস্তু (পুং) ভদ্রোক্ত সম্বোধন, এই শব্দ বলিলে 'ব' স্থান।
 লাস্তুকজ (পুং) জৈনমতে দেবগণভেদ। (জৈনহরিকণ ২০)
 লান্দীখানা, আফগানস্থানের অন্তর্গত "খাইবার-পাস" নামক
 এনিক গিরিপথের একটি অংশ। এরূপ কঠিন ও দুর্গমস্থান
 আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পূর্বস্থলের কদম নামক স্থান হইতে
 এই স্থান ২০ মাইল এবং পশ্চিম মুখ হইতে ৭ মাইল। গিরি-
 সঙ্কটের এই স্থলেই লান্দীখানা নামক গ্রাম। অক্ষা° ৩৪°৩' উঃ
 এবং দ্রাঘি° ৭১°৩' পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪৮৮ ফিট উচ্চ।
 এই গিরিপথের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ লান্দীকোটাল ৩০৭৮ ফিট উচ্চ।
 এখানে একটি দুর্গ আছে। খাইবার গিরিপথ দিয়া ইংরাজসৈন্য
 গমনকালে ঐ দুর্গে আশ্রয় লইয়া থাকে। দুর্গ-পরিবার নিয়ন্ত্র
 বশত্রে একটি সরাই আছে। স্রমকারিগণ এবং বণিকগণ
 গমনাগমনকালে ঐ স্থানে থাকিয়া আহাৰাদি করেন।

লান্দীকোটাল ইংরাজরাজের একজন কর্মচারীর (Political officer) অধীনে এই সঙ্কট রক্ষিত হয়। পার্শ্বত্যাগী হইতে
 গৃহীত একটি সেনাদল (Irregular Levies) এই স্থান রক্ষা
 করিতেছে। লান্দীকোটালের অধুনে পিন্গাহ নামক পর্বতশৃঙ্গ।
 বিগত আফগানযুদ্ধের সময় এই শিখরে আরোহণ করিয়া স্থানীয়
 ইংরাজকর্মচারী জালালাবাদ পর্যন্ত আফগানস্থানের সমতলক্ষেত্র
 পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

লান্দীকোটাল অতিক্রম করিয়াই গিরিপথের পরিসর ক্রমশঃই
 কমিয়া গিয়াছে, সেই কন্দরমুখেই লান্দীখানা গ্রাম। তথা হইতে
 কএক মাইল অগ্রসর হইলে আফগানস্থানের সমতলক্ষেত্রে আসা
 যায়। আফগানসীমান্ত-রক্ষিণ বণিকৃদিগকে এই সঙ্কটমুখে
 আনিয়া নিলে ইংরাজরাজের রক্ষিত ইরেগুলার সেনা নামক
 সেনাদল তাহাদের লান্দীখানায় ইংরাজ অধিকারে আনিয়া
 ছাড়িয়া দেয়।

লাস্তু, পাণিনীর আখ্যায়িকানোক্ত একটি শব্দ। (পা° ৫।৪।২৯)

লাপ (পুং) লপ-ব.ঞ। কথন, লপন।

লাপিন্ (হি) লপ-গিনি। কথনশীল।

লাপ্য (হি) লপাতে ইতি লপ-ণ্যৎ। কথনীয়।

লাফ (দেশজ) লক্ষ।

লাফ (দেশজ) ১ লক্ষ। ২ খরগোস।

লাফা, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর-জেলায় অন্তর্গত একটি অমিশারী
 সম্পত্তি, ভূপরিমাণ ২৭২ বর্গমাইল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এখান-
 কার অমিশারবংশ এই সম্পত্তি অধিকার করিতেছে। স্থানীয়
 অধিকারী কুন্বার বংশীয়।

লাফাগড়, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটি গিরি-
 দুর্গ। বিলাসপুর নগর হইতে ২৫ মাইল উত্তরে লাকটেশোপরি

স্থাপিত। অক্ষা° ২৩°৪১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১°৩' পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ
 হইতে এইস্থান ৩২০০ ফিট উচ্চ। দুর্গের চারিপার্শ্বের অধিকতর-
 ভূমির পরিমাণ ৩ বর্গমাইল। এক্ষণে উহা ক্ষুদ্র জনপদে
 আবৃত হইয়াছে।

এই দুর্গশীতল অধিকাত্মে এক সময়ে ছত্রিশগড়ের হৈহয়-
 বংশীয়রাজগণ বাস করিতেন। পরে তাঁহারা রত্নপুরে রাজধানী
 পরিবর্তন করেন। এখনও দুর্গ ও তাহার প্রাচীরাদি অল্প-
 অবশ্যায় রহিয়াছে।

লাফালাফি (দেশজ) লাফাইরা কেড়ান।

লাভ (পুং) লভ-করণে ব.ঞ। মূলধনের অধিক উপার্জিত
 ধন। পর্যায়—কল, লভ্য, বৃদ্ধি। (শব্দরত্না°)

"সুখদুঃখে ভরকোথো লাভলাভো ভবাভবো।

যচ কিস্তিধাতুতং নহু দৈবত্ব কর্ম তৎ ॥" (রামায়ণ ২।২২।২২)

২ প্রাপ্তি। সপ্তপ্রকার ধর্মজনক বিভাগের মধ্যে একপ্রকার।

"সপ্তবিভাগমা ধর্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রমো জয়ঃ।

প্রয়োগঃ কর্মযোগে সৎপ্রতিগ্রহ এব চ ॥" (মহু ১০।১১৫)

লাভক (পুং) লাভ স্বার্থে কন্। লাভ।

লাভলিপ্সা (স্ত্রী) লাভের ইচ্ছা।

লাভলিপ্সু (ত্রি) লাভ করিতে ইচ্ছুক।

লাভবৎ (ত্রি) লাভঃ বিত্তভেদন্ত মতুপ্ মত্ বঃ। লাভযুক্ত,
 লাভবিশিষ্ট।

লাভস্থান (স্ত্রী) : লাভস্থ স্থানং। জাতবালকের তদাদি
 দাদণ্ডভাবের মধ্যে লগ্নাবধিক একাদশ স্থান, এই স্থানে লাভের
 বিষয় বিচার করিতে হয়, এই জন্ত ইহাকে লাভস্থান কহে।
 বহীদাস লাভস্থানে নিম্নলিখিত বিষয় চিন্তা করিতে বলিয়াছেন—

"গজাখ্যানবস্ত্রাদি শয্যাকাঙ্ক্ষকজ্ঞাঃ।

আয়ুর্বিভার্থলাভক লক্ষ্যেন্নাতলমতঃ ॥" (বহীদাস)

হস্তী, অশ্ব, যানবাহনাদি, উত্তমভূষণাদি, শয্যা, ধনরত্নাদি,
 কস্তা, আয়ু, বিত্তা ও অর্থলাভ এই সকল বিষয় লাভস্থানে
 অর্থাৎ লগ্নাবধিক একাদশ স্থানে চিন্তা করিতে হয়।

লাভ্য (স্ত্রী) লভ-ণ্যৎ। লাভ। (শব্দরত্না°)

লামকায়ন (পুং) ১ লমকের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।৯৯)
 ২ আচার্যভেদ।

লামকায়নি (পুং) লমকের গোত্রাপত্য।

লামকায়নি (পুং) লামকায়ন শাখাধারী।

লামজ্জক (স্ত্রী) বীরশৃঙ্গ। [বীরশব্দ দেখ] ২ উদ্বীর্ণবৎ
 শীতজ্বরবিহীনবিশেষ। পর্যায়—সুনাশ, অমৃণাল, লব, লঘু,
 ইষ্টিকাশথিক, শীঘ্র, শীঘ্রমূল, কলাশর। ভণ—হিম, তিক্ত, বাত,
 পিত্ত, তৃকা, বাহ, শ্রম, দুর্জা, রক্ত ও অরুণাক। (রাজনি°)

লামা (ব'লামা), তিব্বতস্থ বৌদ্ধভিত্তিক। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধমাসী হলই লামা নামে পরিচিত। মোঙ্গলীয়গণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিব্বতস্থ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচাৰ্যকে এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় ব'লামা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং মোঙ্গলীয় দলই শব্দ সমুদ্র বুঝায়।

রাজা খিৎসোঙ্গদে-৭সান্ (৭২৮-৮৬ খৃষ্টাব্দ) তিব্বতীয় বৌদ্ধভিত্তিকদের মধ্যে জৈবিত্যাপ করিয়া তাঁহাদের আচার ব্যবহার প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কালে সেই প্রাচীন পদ্ধতির বিলোপ ঘটে এবং খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দির আরম্ভে বর্তমান ধর্ম্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীনভাবে গঠিত হয়। জুপ্রসিদ্ধ লামা ৭সেন্খাপা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে লাসা নগরীতে গাংলুদন সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন এবং বয়স সেই মঠের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হন। সাধা-রণে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত, এই জন্য তিনিও সকলের উপর মহতী শক্তি সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি লোকের এরূপ অচলা ভক্তি জন্মিয়া ছিল যে, তাঁহার সন্তানসন্ততিদিগকেও তাহারাই সেই দেবাংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিত। সেই বিশ্বাসবলেই, তাঁহার পুত্রপোস্ত্র-গণ অত্যাশি সেই মঠের অধ্যক্ষ হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু লাসা নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য হলই লামা এবং তবিলুগপোর পঙ্কেন্-গ্ন-পোছের ধর্ম্মপ্রভাব সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিলে, পূর্বোক্ত গাং-লন্দু মঠাধিকারিগণের সমস্ত প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া যায়। শেবোক্ত লামাঘরকে দেবাংশে অবতীর্ণ জানিয়া তাহার দেবতারূপে পূজা জ্ঞান করে।

হলই লামা সাধারণের নিকট ধ্যানী বোধিসত্ত্ব চেন্দ্রেণীর অংশসমুদ্ভূত বা তাঁহারই অবতার বলিয়া গৃহীত। তাহাদের বিশ্বাস, বোধিসত্ত্ব চেন্দ্রেণী যখন যে মন্ত্রবোয় সেহে প্রবিষ্ট হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি স্বীয় শরীর হইতে একটা অপূর্ণ জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া তাহাই সেই মন্ত্রবোয় সেহে মিশাইয়া দেন। তাহাতে সেই মন্ত্রবোয় সেহে দেবতাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পঙ্কেন্-গ্ন-পোছে নামধেয় লামা চেন্দ্রেণী বোধিসত্ত্বের পিতা অমিত্যভের অবতার বলিয়া পূজিত।

কিংবদন্তী আছে, ৭সেন্খাপা তাঁহার দুইটা প্রধানতম শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা ও পরিপালন জন্য আদেশ দেন। তিনিই প্রথমে তাঁহাদের আচার্য্যমর্য্যাদার পার্থক্য ও আধিক্য নির্দেশ করিয়া যেন তদনুসারেই উপরোক্ত দেবাংশসমুদ্ভূত লামাঘরের উৎপত্তি ঘটয়াছে। আশ্রয় Osomaয় ধ্বংসালিকা হইতে জানিতে

পারি যে, সেহুন্-গ্ন-ব (জন্ম ১৩৮৩ খৃঃ, মৃত্যু ১৪৭৩ খৃঃ) সর্ব-প্রথমে গোল্-গ্ন-পোছে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্যাশি হলই লামাও সেই উপাধিতে পরিচিত আছেন; সুতরাং ইহাযারা স্পষ্টই অসম্মান হয় যে, সেহুন্-গ্ন-বই প্রথমে হলই লামারূপে সাধারণের নিকট গৃহীত হইয়াছিলেন; গাংলন্দু সঙ্ঘা-রাসের মঠাধ্যক্ষ ৭সেন্খাপার বংশধর ধর্ম্ম-গ্যচেন্ উক্ত মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তবিলুগ-পোর অধ্বংস সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। উক্ত মঠের উপাধ্যায়ই সম্ভবতঃ পঙ্কেন্-গ্ন-পোছে নাম ধারণ করিয়া হলই লামার জ্ঞান স্বীয় ঐশী শক্তি বিস্তারে সচেষ্ট হন। তিনি আপনায় বৈশেষিক সাধারণকে জ্ঞাপন করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইলেও, হলই লামার জ্ঞান ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার তাম্র প্রভাব বিস্তৃত অথবা তদধিকৃত ভূভাগে তাঁহার ন্যাক বা উপদেয় ততদূর দেবব্যাক্ষণ্য সন্মানিত ও প্রতিপালিত হয় নাই। কেবলমাত্র তিব্বতভূমে হলই লামার জ্ঞান তিনি সমভাবে রাজশক্তিবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৫ম গোল্-গ্ন-পোছে লখক লোব্জক গাম্-৭সো উচ্চাভি-লাবী ছিলেন। তিনি ভোটারাজের সহিত বিরোধকালে কুন্-নোর নামক হুদতীরবতী কোবোৎ-মোল্লীয়দিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ভোটারাজধানী দিগাচী আক্রমণার্থ তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দিগাচীর ভোটারাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধে মোঙ্গলীয়গণ তিব্বত অধিকার করিয়া লখক লোব্জককে সমর্পণ করেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। সুতরাং তৎকাল হইতেই সমগ্র তিব্বত রাজ্যে হলই লামার অধিকার (temporal government) বিস্তৃত হয়।

পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি যে, লামাগণ বোধিসত্ত্বের অংশসমুদ্ভূত। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তাঁহাদের কেহ কেহ নরমেহে ভূতলে অবতীর্ণ, কেহ বা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ লাভদ্বারা অংশাংশতারূপে পূজিত। বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ বোধিসত্ত্বগণ বৈরূপ সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক প্রেক্ষাক্রান্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই লামাগণও তদনুসারে প্রাচীনতম বৌদ্ধধর্ম্ম (ভিক্সু)দিগের সত্য, শ্রমণের ও অর্হৎ-ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। মঠবিহারিণী বৌদ্ধভিক্ষুগণ লামাদিগের সহিত সমধর্ম্মাভিলাষে রত থাকিলেও সাধারণের চক্ষে সেরূপ সন্মাননার সহিত গৃহীত হন না। তাঁহারা সাধারণ উপাসক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

সংসারধর্ম্মনিরত গৃহবাস্তবিক যদি পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ধার্মিক গৃহস্থ বলিয়া কথিত হন। ধর্ম্মোপদেশ প্রবণে তাঁহাদের অধিকার আছে। তাঁহারা পঞ্চো-পদে পালন করিয়া সংসার-কাঁড়-নির্দ্ধাৰ করিলে উপাসক বা

উপাসিকা', ব্রহ্মচর্যাবলম্বন না করিলে 'পবিত্রকর্মা' (সংসান-নৃপ্যাদ) এবং চারিটা উপদেশ পালন করিলে জেন্ম-খো বা জেন্ম-না নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ধর্মপ্রাণ তিব্বতীর সমাজে লামাগণ পার্শ্ব ও আধ্যাত্মিক শক্তির আধারভূত এবং সর্বসম্পদের ভোগাধিকারী জানিয়া-সাধারণে সেই আচার্য্যপদের প্রার্থী হইয়া থাকে। এই কারণে তদ্বন্দ্বিতাসী অধিকাংশ লোকেই বাল্যকালে সংসার ধর্মের জলাঞ্জলি দিয়া লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, রাজশক্তি ও ধর্ম-শক্তিবলে অনুপ্রাণিত এই আচার্য্যগণ লামাপন প্রার্থী বালকবিশেষের উপর যথেষ্ট অর্থদণ্ড ও (বংশস্থল এল) করিয়া রাখেন। শিকানবিশী কালে তাহাদিগকে যথেষ্ট কারিক শ্রেণী জোগ করিতে হয়। এই সকল অমাহুতিক কঠোরতা সত্ত্বেও তিব্বতবাসী প্রত্যেক গৃহস্থই আপন আপন প্রথম বা প্রিয়তম পুত্রকে লামাপদে নিয়োগ করিবার জন্য তথাকার মঠে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের অজ্ঞাত সম্ভানসম্বত্তিরা বিবাহিত হয় এবং গৃহস্থের ভরণপোষণার্থ নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকে। বাহার প্রথম পুত্র ব্যতীত অপর পুত্রও লামা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি ছুই বা ততোধিক পুত্র পাঠাইতে পারে। এই কারণে বোধপ্রধান ভোটদ্বারা প্রতি ছয় বা আট জনের মধ্যে একটা লামা হইয়া পড়িয়াছে। সিকিমে ঐরূপ ১:১০ জন, লামকে ১:১০, ভোটাং ১:১০, শ্চিতিতে ১:১, সিংহলে ১:৩০ বের্মার ১:৩০, এবং উত্তর এসিয়ায় কালমক্ জাতির মধ্যে ১৫০ হইতে ২০০ তাহুতে ১টা মাত্র লামা বিদ্যমান দেখা যায়।

লুগিন্দুইট, ডা: কনিংহাম, ডা: কাশেল, বুরক্কট, মিড্ ট্রাক্ প্রভৃতির তিব্বত ও লাদকভ্রমণ বিবরণী পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিব্বত রাজধানী লাসা নগরীর দ্বাদশটা মঠে এবং তাহার সন্নিহিত ভূভাগে প্রায় ১৮৫০০ লামা আছে। পশ্চিম তিব্বত বা লাদক বিভাগের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৩০শই লামা।

সাধারণ সন্ন্যাসাশ্রমে পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ১ শিষ্য বা শিকানবিশ, ২ বীক্ষিত শিষ্য। ইহারা পুরোহিতপদপ্রাপ্ত এবং ৩ মহামাভ আচার্য্য বা ধর্মগুরু পদাধিকারী হইবার ব্যবস্থা আছে। ভারতীর বৌদ্ধসমাজে প্রমথের, প্রমণ বা ভিক্ক এবং ধর্মির বা উপাধ্যাক্ প্রভৃতি পদ দৃষ্ট হয়; তিব্বতীর লামা-সম্প্রদায় মধ্যেও সেইরূপ লামাভ বালক বইতে মহামাভ আচার্য্যপদ লাভ করিবারও চারিটা জন্ম আছে। তাহাদের শিকানবিশকাল ছইভাগে বিভক্ত।

১ 'গে-জেন্ম' বা উপাসক। ধর্মজীবন অভিবাহনের অভি-প্রায়ে বাহারা মঠে প্রবেশপূর্বক শিকাকার্যে ব্রতী হয়। এই উপাসক বিবিধ,—পক্ষ-মহাপাতক পরিবর্জনপূর্বক ধর্মবতাহ-

বর্তনকারী ব্যক্তিমাত্র এবং ২ সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী শিষ্য। পোহোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বাহারা ১০টা উপদেশ পরিপালন এবং সাম্প্রদায়িক পরিজ্ঞানাদি পরিধানপূর্বক এই ধর্মপথের পথিক হইতে প্রকৃত হন, তাহারা 'ব্রহ্মজু' নামে খ্যাত। মোহালের তাহাদিগকে দ্বাবি, বন্দি, বন্দ বা বস্তে বলে। কালমাকগণ তাহাদিগকেই মীন্নি বলিয়া থাকে।

২ গে-জেন্ম বা শিকাজীবনের প্রাথমিক পর্যায়। এই সময়ে তাহাদিগকে ৩৬টা ধর্মনিয়ম পালন করিতে হয়। মঠের অপ-রাপর লোকের নিকট তাহারা তখন কক্ষকীটা উপধর্মাত্মক বলিয়া বিবেচিত, কিন্তু বৌদ্ধভিত্তি দ্বারা সম্মানিত নহে।

৩ গে-লোজ—ধর্মচার্য্য ও ভিক্ক। ২৪ বৎসর বয়স না হইলে কেহই এই পদমর্যাদা পাইবার অধিকারী নহেন। এই সময়ে তাহারা প্রকৃত বীক্ষিত-বতি বলিয়া গণ্য হয়। ঐরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে ২৫০টা নিয়ম রক্ষা করিতে হয়।

৪ থান্-পো—মঠাধ্যাক বা উপাধ্যাক। ইহাই লামা-সন্ন্যাস-ভ্রতের চরম সীমা; কারণ 'থান্-পো'ই শিকিত, বীক্ষিত ও যতিদিগের প্রকৃত গুরু। তিনি এক্ষণে উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক বিভাগত্রয়ের শিক্ষকতাকার্যে ব্রতী থাকিবেন। কেবলমাত্র বাহারা ঐশীশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত বা বোধিসত্ত্বাবতার, 'ছুতু', এবং আচার্য্য-দেব বলিয়া রাজশক্তিতে ভূষিত ঐরূপ লামাই থান্-পোদিগের উপর রহিলেন। বাস্তবিক, ইহারাও পূর্ব-কথিত উপাধ্যাক বা গুরু ভিন্ন আর কিছু নহেন। বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই রাজশক্তিসম্পন্ন দেবরূপী ধর্মবাজকগণই লামা বা আচার্য্য বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। অজ্ঞাত মঠাধিকারী হইতে তাহার পার্থক্য নির্দেশে জন্য তাহাকে গ্রেট লামা (Grand Lama) নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। কেবল বড় বড় মঠেই এক এক জন থান্-পো থাকেন। নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লামাস্থান ও মন্দিরাদির পরিদর্শকরূপে তাহারা তথাকার দ্বাবতীর কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহাদের এই পদ কতকাংশে কাথলিক বিশপদিগের মত।

লামার শিক-প্রণালী।

বেপুখ, সেরা, গাং-ল্যন ও তবিল্জুনগো প্রভৃতি ভোটরাজহু অনুপ্রদিত সন্ন্যাসাশ্রমে যে প্রণালীতে (গো-মুগ-প) লামা-শিষ্য গৃহীত হইয়া থাকে, নিজে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল। তিব্বতের অজ্ঞাত মঠাধ্যাকগণও ঐ সকল মঠের আচরিত প্রথা অনুসরণ করিয়া কার্য করিয়া থাকেন।

যে বালককে (বংশস্থ-হইত) শিকাকার্যে লামা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, সে বীর ভবনে অষ্টম বৎসর (হয় হইতে যায় পর্যন্তও) কাল বাস করিবে, কিন্তু সেই সময়ে সে

মঠে বাইরা বিভাজ্য করিতে পার। মঠে বাইরার সময় তাহাকে মতকে লাগ বা হরিদ্রাবর্ণের টুপি দিয়া দাইতে হয়। এখানে পাঠ্যভাষ্যকালে শিক্ষাভিলাষী হাজির শিক্ষারূপে উত্তরোত্তর উন্নতিতে উন্নত হইয়া থাকে। ঐ প্রেরিত্বনি দ্বারা, গো-বৃ-উল ও গো-দো-অর্থাৎ বহাদ্রের শিক্ষানবিশ-শিক্ষা, দীক্ষিত দ্বারা এক বহি। তাহার শোভিত্বাদির অধিকারী হইয়া শিক্ষাবিত্তির কোন একটা বিশেষ বিভাজনের উন্নতিলাভে প্রসন্ন হইতে পারেন।

অনেক বালকই প্রধান মঠে বা সন্ধ্যারামে লাগ-পা ও তদন্তরপ শিক্ষাভাষ্য প্রকৃতি হইবার পূর্বে গ্রাম্যকৃত্যমঠে গ্রাম্যমিকপাঠ শিক্ষা সমাপন করিয়া থাকে এবং শিক্ষাভাষ্যের সময় মঠে আসিয়া সমাগত হয়। সিকের শেরিওজি মঠে এবং মিকোলিদের নিঙ-ম-সন্ধ্যারামে যেরূপ প্রধান বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, নিজে তাহাই প্রকাশিত হইল।

উক্ত মঠের কোন বালক শিক্ষার আসিয়া উপস্থিত হইলে, প্রথমে তাহাকে তাহার পিতার নাম, কুলমর্যাদা ও পদমর্যাদা জিজ্ঞাসা করা হয়। কোন কোন মঠে পিতা কখনবা হইলেই তাহার তনয়কে মঠে রাখিয়া দেয়, কিন্তু সাধারণতঃ সকলজনই আবৃত্তক। বালকের আভিজাত্য পরিজ্ঞাত হইবার পর, তাহার শারীরিক বল পরীক্ষা করা হয়; কেন না, তাহার শরীর দুর্বল হইলে সে কখনই এতাদৃশ কঠোর ব্রতপালনে সক্ষম হইবে না। প্রথমে তাহার বালক বয়স, বয়স, মুখ বা তোতলা কি না, তাহা ভালরূপে পরীক্ষা করেন। যদি বালক দ্বার্ষিক পৌরুষাণি কোন সো-ব-মুত হয়, তাহা হইলে সে কখনই মঠে প্রবেশ করিতে পার না। শারীরিক পরীক্ষার উপযুক্ত বলিয়া নির্ধারিত হইবার পর, বালকের পিতা বা অভিভাবক যত্নে কোন বহি বা লামার নিকট বীর পুত্রকে রাখিয়া আইসেন। যে বহি বালকের পল্লিশক ও উপদেষ্টা হন, তিনি প্রকৃতি তাহার নিকট আশ্রয়। যেখানে এইরূপ কোন নিকট আশ্রয়ের অভাব হইবে, সেইখানে বালকের কোষ্ঠী-কল বিচার করিয়া মঠে কোন বৃত্ত বহির হইতে বালকের ভার্য্য করিয়া হয়। তখন সেই বৃত্ত বহি বালকদিগের উপদেষ্টা হন। তখন হইতে সন্ধ্যাকালে বালকের পিতা বহিকে সন্ধ্যা প্রদর্শনার্থ কিছু টাকা, গাভাসদ্রী ও মত দিয়া থাকেন। কৃষকদিগের এই টাকা দ্বারা পার্শ্বক আছে। দিকিদের পেমিওজি লামারামে প্রায় এককণ টাকা এবং জেতিয়ে ১-০ জেতিসী দ্বারা দিতে হয়। কৃষক-মুত মঠে ১-০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

গো-বৃ-উল উপদেষ্টক লামারামে অর্থাৎ লামারামে লাগ করিয়া বালককে মঠের মধ্যে লইয়া যান। পদমর্যাদা-বিশুদ্ধ ককে

বহিরা লমবেত হইয়া বসিয়া থাকেন, সেই পুত্র বালককে আনিয়া সকলের সম্মুখে তাহার কপশরিত্ত এবং তাহার পিতার প্রদত্ত উপহারাদিপ্রাপ্তির কথা জানাইয়া প্রথমে বহির বা বৃ-উ-উলের নিকট বালককে শিষ্যের নিয়োগ করিবার অন্বেষণ প্রার্থনা করেন। প্রেত-বহি এবিধে অনুমোদন করিলে ঐ বালক শিক্ষাবিরূপে বৃত্তি হয়।

শিক্ষানবিশ অনুহার ঐ বালকের বেশ হাটরা দেওয়া হয়। তখন সে শিক্ষকের অধীনে সাধারণ বাস পরিধান করিয়া পাঠ্য-ভাষ্য করিতে পার। ক, খ ও গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সে ক-একখানি কৃত্ত কৃত্ত ধর্মগ্রন্থ কঠিন করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত তাহাকে নীতি-উপদেশ ও ব্যাকরণের কতকংশ শিক্ষা এবং তাহার চরিত্র সংশোধনার্থ এই সময়ে তাহাকে—সম্বিধ কৃত্ত, নীচের লক্ষণ, লজ্জার উদ্ভেদ ও ব্যাক্যকথনপ্রণালী বিষয়েও নানারূপ উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এই পাঠ্যবহির প্রথম বৎসরে বালকের পিতা বা আশ্রয়বর্ণ মাসে একদিন মাত্র বেধিতে আইসেন এবং শিক্ষকের বেতন ও বালকের ধোরাবী ধরুচ দিয়া তাহার কতদূর শিক্ষাপ্রাপ্তি হইয়াছে জানিয়া চলিয়া যান। এই-রূপ অবস্থার দুই বা তিন বৎসর মধ্যে বালক আবৃত্তকীয় সকল পাঠ্য কঠিন এবং তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত হইলে শিক্ষক তাহাকে গো-বৃ-উল পদের উপযুক্ত জানিয়া প্রধান বহির (শিষ্য-বৃ-উল) নিকট প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিয়া পাঠান। দরখত পাঠাইবার সময় বালককে একখানি উত্তরীয় ও ১০ টাকা পাঠাইতে হয়। প্রধান বহি পুনরায় তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির পরীক্ষা লন, তদনন্তর তাহাকে গো-বৃ-উল পদের উপদেষ্টা জানিয়া তৎপরে নিয়োগার্থ একখানি জামিন-নামা লিখাইয়া কৃষ্ণবুলির ছাপ দিয়া লন। পরে শাখা-বিশেষে শিক্ষা সম্বাদনার্থ নিকট বীর হাতকে তথাকার প্রধান ষষ্ঠাধ্যক্ষের (উপাধ্যায়) নিকট লইয়া যান। ঐ উপাধ্যায়কে তৎকালে প্রণামী বরণ ১০ টাকা ও একখানি উত্তরীয় দিতে হয়।

তক শিষ্যলদে উপাধ্যায়ের সমক্ষে উপনীত হইলে উপাধ্যায় তদ্রূপে এই করটা প্রশ্ন করেন। “লামা-বর্গ গ্রহণ করিতে ইহার সলবতী ইচ্ছা আছে কি না? এ বালক ক্রীতদাস, ধনী কিংবা সৈনিকবৃত্তিধারী কি না? ইহার বংশমর্যাদা কিরূপ, কেহ ইহার এই বর্গগ্রহণে আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছে কি? একজন কৃষকের আজ্ঞার অধীনতা করিয়াছে? জলে বিব চালিয়াছে বা পার্শ্বভারতাল হইতে পক্ষীদিগকে চোলা ধরিরিয়াছে?” ইত্যাদি। উপদেষ্টক প্রশ্নসমূহের বহাধন উত্তর পাইয়া মঠে হইলে উপাধ্যায় তাহাকে অধীত পাঠ্যগ্রন্থসমূহের আবৃত্তিক পাঠ আবৃত্তি করিতে বলেন। ষষ্ঠাধ্যক্ষ বালকের দেহা ও বহিরাদি তপে

বুদ্ধ হইলে মঠের নাম-তালিকার ঐ শিষ্যের ও গুরু নাম লিখিয়া বুড়ামুলির ছাপ দিয়া রাখেন এবং ঝালককে একখানি উত্তরীয় পারিতোষিক দেন। তদনন্তর তাহাকে শাক্যমুনির সংসারভ্যাগ ও সন্ন্যাসপ্রমুখগণকালীন বাসধারণের অমূল্য লাল বা হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করান হয়। বালক উপাধ্যায়ের পরীক্ষায় লামা ধর্মগ্রন্থের অমূল্যযোগী হইলে তাহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার শিক্ষক দণ্ডনীয় হন। উপাধ্যায় তাহাকে বেত্রাঘাত করেন এবং ঐ শিক্ষক মঠে আলোক জ্বালাইবার জন্ত কএক সের মাখম দিতে বাধ্য হন।

উপাধ্যায়কর্তৃক অনুরোধিত হইলে, শিক্ষক পুনরায় ঐ বালককে লইয়া মঠে ‘জাল-ডো’ বা শ্রেষ্ঠ লামার নিকট লইয়া যান এবং তাহাকেও একখানি উত্তরীয় ও একটা টাকা প্রণামী দিয়া স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। শ্রেষ্ঠ লামা তাহাকে মঠবাসের অধিকার ও স্থানদানপূর্বক পুনরায়, একখানি খাতার তাহার নাম লিখিয়া রাখেন। এই বালক যদি ভবিষ্যতে কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে সে ও তাহার গুরু দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

জালডো-লামা কর্তৃক নাম লেখা হইবার পর, সেই বালক ডাপা পদাভিষিক্ত হইয়া মঠে কিরিয়া আইসে। অবস্থানসারে সে সেই মঠের অপরাপর সহাধ্যায়ীদিগকে চা পান করাইয়া থাকে। যদি সেখানে তাহার কোন আত্মীয় না থাকে এবং খাড়াদি রন্ধনের অসুবিধা ঘটে, তাহা হইলে মঠের ভাণ্ডার হইতে সে খাদ্যাদি পায়। তাহার আত্মীয়েরা খাড়াহিসাবে বাহা কিছু পাঠাইয়া দেন, তাহা তিনভাগ করিয়া তাহার একভাগ মঠ-ভাণ্ডারে গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট হইতে সে স্তোত্র-গণ, ব্ধ-মঠা-ব্ধ, গজেন, জু-গম, বাব-সর, স্ত্রো-লুগস প্রভৃতি যতির উপযোগী বস্ত্র, পানপাত্র, ময়দার খলি ও একছড়া মালা পায়। অতঃপর প্রত্নজাত অবলম্বন করিয়া সে যত দিন না সন্ন্যাসিবৎ আচার্য্যস্থান করিতে পারে, ততদিন সে গেংবুল বা স্রমণপদ পায় না এবং মঠের ধর্ম-কাণ্ডে যোগ দিবার অধিকারী হয় না।

ডাপা পদাভিষিক্ত বালক কর্ণনিষ্ঠার পারদর্শী হইয়া ধর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত হইবার আশার মঠাধিকারী শ্রেষ্ঠলামাকে (দগে-লসেন-খু-খান-পোছে) স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। ঐ সময়ে তাহাকে একখানি উত্তরীয় ও সাধারণতঃ অধিক টাকা (পূর্বাণেকা বেশী) প্রণামী দিতে হয়। শ্রেষ্ঠ লামার অভিনন্দন অনুসারে সে গেংবুল-পদলাভ করিয়া থাকে। বালককে গেংবুল পদাভিষিক্ত করিতে একটা দিন নির্দিষ্ট হয়। সাধারণতঃ ‘উপোসথ’ বা উপবাসদিনই প্রশস্ত। ঐ দিনে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। কেবলমাত্র মধ্যস্থলে একটা শিখা থাকে। তদনন্তর তাহাকে সঙ্ঘের প্রধান প্রকোষ্ঠে উপাধ্যায়ের সম্মুখে আনিয়া

সন্ন্যাসীর বর্ণধারণ করান হয়। একটা মস্ত পাঠের পর, শ্রেষ্ঠ লামা অথবা মঠাধ্যক্ষ লামা তাহার সন্ন্যাসপ্রমের একটা স্বতন্ত্র নামকরণ করেন। তৎপরে ঐ বালক সন্ন্যাসধর্ম স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে জানাইলে মঠাধিকারী বা দীক্ষা-কাণ্ডের সময় উপস্থিত লামা সেই শিখা কাটরা দেন। তখন সেই গেংবুল ৩৬টা ধর্মোপদেশ ও ৩৬টা নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হয়। সে প্রধান লামাকে নয়দেহী বুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাহার কথিত “আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের আশ্রম গ্রহণ করিলাম।” এই মহামন্ত্র তিনবার উচ্চারণ পূর্বক অঙ্গীকার করিলে সংস্কারকাণ্ড সমাধা হইয়া যায়। সংস্কার-সমাধানান্তে সে লামাকে একখানি কাপড় ও ১০টা টাকা প্রণামী দেয়। এখন হইতে সেই গেংবুল লামাপ্রদত্ত নাম ও উপাধিতে মঠমধ্যে পরিচিত থাকে।

ইহার পর তাহাকে সঙ্ঘের দালানে আনিয়া ‘মঠের সহিত তাহার বিবাহরূপ’ একটা প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। তখন তাহার মাথার টোপর এবং হস্তে প্রজ্জলিত ধূপ থাকে। তদনন্তর তাহাকে নির্দিষ্ট আসনে বসান হয়। যে বোধ যতি এই সময়ে তাহাকে যতিধর্মের রীতিনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দেয় তিনি ব-গ্রাগ্ নামে অভিহিত। বজ্রাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিক-বৌদ্ধাচার্য্য-গণের এই দীক্ষাপ্রথা কতকটা নেপালী ‘বাঁচা’দিগের মত।

[নেপাল দেখ।]

যতিরূপে দীক্ষিত এবং তৎসাম্প্রদায়িক সমুদায় কণ্ঠে অধিকারী হইলেও, সে ডাপা বা ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এ সময়েও প্রায় ও বৎসর কাল তাহাকে বিভ্রান্ত্যাস করিতে হয়। তদনন্তর সেই বালক যতিধর্মের ‘খগ-ছ’উন’ শিক্ষাকাল অতিক্রম করে। তাহার পর সে স্বতন্ত্র বাসের জন্য একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ পায়। এইরূপে শিক্ষার পারদর্শিতানুসারে সে পর-পা ও গে-লোঙ (পূর্ণ যতি) পদে উন্নীত হয়। তিব্বতীয় প্রধান প্রধান সঙ্ঘসম্মেলনের অধ্যক্ষ যতিরাই কেবলমাত্র লামা উপাধি লাভ করিয়া থাকেন।

খগ-ছ’উন পদাধীন হইলেও সে শিক্ষাকাল অতিক্রম করিতে পারে না। এখন হইতে তাহাকে কঠোর পরিশ্রমের সহিত ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে হয়। শাস্ত্রালাোচনা ব্যতীত সেই শিষ্য কোনরূপ শিল্প বা চিত্রবিজ্ঞা অধ্যাস করিতে পারে। তখন পাঠে অবহেলা করিলে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইয়া থাকে। এই সময়ে যে আচার্য্য গেংবুলকে বোধধর্মের গূঢ়-রহস্য উদ্ভেদন করিয়া দেন, তিনি ‘ব’স-বৈ-লামা’ নামে ঐ বালকের নিকট চিরদিন পূজিত হন। এই সময়ে প্রায়ই তাহাঙ্গিকে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

একটা সজ্জারামের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মঠেই এক একজন ধর্মচার্য থাকেন। তাহার তথ্য প্রেষ্ঠ-লামার পক্ষে অধিষ্ঠিত। হুত্র, বিনয় ও অভিধর্ম নামক ধর্মশাস্ত্রের একটা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ না করিতে পারিলে কেহই লামা পদ পান না। লামাদিগের মধ্যে যিনি বড় অধিক ধর্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি পণ্ডিতমহলে তত অধিক পূজ্য। এই কারণে গেৎসুল-গণও স্ব স্ব উপাধ্যায়ের অধ্যাপনার এক একটা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যহ পাঠের সময়ে ঘণ্টা-দশ হয়। ঐ শব্দ শুনিয়া তাহার পাঠ গৃহে গিয়া পাঠাভ্যাস করে এবং স্বীয় আচার্যের নিকট নূতন পাঠ লয়। এইরূপে আবশ্যকীয় পাঠ সমাপ্ত হইলেই তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। প্রথমে এক বৎসর পরে এবং তদনন্তর এক বা দুই বৎসর পরে পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই দুইটা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে চা প্রস্তুত ও সজ্জের বৃদ্ধ যতিদিগের আজ্ঞাবহন করিতে হইয়া থাকে।

পরীক্ষাকালে প্রত্যেক সজ্জারামের সর্বপ্রাচ্য উপাধ্যায় ও প্রতিগণ একটা প্রকোষ্ঠে সমবেত হন। তথায় সকলেই নিতরূপ ভাবে বসিয়া থাকেন এবং তাহার মধ্যস্থলে গেৎসুল দাঁড়াইয়া স্বীয় নির্দিষ্ট পাঠ আবৃত্তি করে। যদি সে কোন স্থান ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পাঠ স্মরণার্থে অপর একজন তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই স্থানবিশেষ ধরাষ্টরা দেয়। প্রথম পরীক্ষার সমস্ত পাঠ্য-পুস্তকগুলি এইরূপে আবৃত্তি করিতে প্রায় ৩ দিন লাগে এবং প্রত্যেক দিনে সেই বালক নয় বার বিশ্রাম করিতে পায়। ঐ অবসরে সে পরবর্তী গ্রন্থখানি পুনরায় দেখিয়া লইতে পারে।

যে সকল যুবক এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তাহাকে বিশেষ লাক্ষনার সহিত ঐ গৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া ‘ছ’ওন্-ধুমস্পা’ উত্তম-মধ্যম প্রহার করিয়া থাকে। যদি এক বালক উপযুক্তি পূর্ণ তিন বৎসর পরীক্ষার অগ্রতীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মঠ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কেবলমাত্র ধনী সন্তানেরাই এরূপ স্থলে অধিক অর্থদণ্ড দিয়া মঠে লামাপদ প্রার্থী থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। নিব্বানীপুত্রেরা এরূপ অবস্থার ধর্মজীবন অতিবাহন করিতে প্রয়াসী হইলে সাধুচেতা গৃহীকল্পে দিনপাত করিতে পারে; কিন্তু তাহাকে সজ্জারামের কোন কোন মঠের দাসত্ব করিতে হয়। যদি সে পরে পারদর্শিতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে কোন গ্রাম্য মঠের লামাচার্য করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তখন সে লামার জ্ঞান স্বাধীভূক্ত হইলেও তৎপরাধিকারে প্রকৃত অধিকারী নহেন।

উপরোক্ত পরীক্ষা অপেক্ষা ছাত্রসংখ্যার পন্থাপন বিচার বড়ই

মনোরম। উহাতে ছাত্রের শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ দে-পুল, তবিলুগু-পো, সের ও গাংলুন সজ্জারামে সময় সময় এরূপ বিচার-সভা আহূত হইয়া থাকে। ঐ স্থলে প্রায় ৪ হইতে ৮ হাজার পর্যন্ত বৌদ্ধ-যতি সমবেত হয়। ইহাকে তিব্বতীয় ভাষায় ‘মুৎখান-ক্রিন্’ বলে। শিষ্যগণ ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্বের সারমর্ম অবগত হইয়াছেন কি না, তাহা এই বিচার সভায় আলোচিত হয়। যেখানে এই সভা হয়, তাহা শালগাছের তুড়ি ও পাথর দিয়া ঘেরা। বৌদ্ধযতি ভিন্ন অপর লোকের তথায় প্রবেশ নিষেধ। উহার মধ্যস্থিত সর্বোচ্চ প্রস্তরাসনে স্ব্যবস্-মুগান্, তন্নয়ের ক্ষুদ্রাসনে মুখান্-পো এবং তদপেক্ষা নিম্নতম নির্দিষ্ট আসনে প্রধান গায়ক উপবেশন করে। তাহার চতুর্দিকে সাতভাগে বিভক্ত দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান। প্রমুখ-কারী হরিদ্রাবর্ণের উষ্ণীয় পরিশোভিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে করযোড়ে স্বীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সমবেত ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে যে কেহ ঐ প্রশ্নগুলির সমাচ্ উত্তর দান করিতে পারে, সেই ছাত্র লামার আদেশে উক্ত শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া থাকে।

বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্তকালে চারিবার এই বিচার-সভা আহূত হইয়া থাকে। এইরূপে দ্বাদশবর্ষকাল শিক্ষা করিয়া সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে, অন্ততঃপক্ষে বিশ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষের পর গেৎসুল স্বীয় অধ্যবসায়বলে গে-লোঙ-পদ প্রাপ্ত হন। গেৎসুল হইবার সময় যেরূপ প্রার্থার অমুসরণ করিয়া উপাধ্যায় ও প্রেষ্ঠ-লামার অভিমত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবারও তাহাকে সেইরূপ করিয়া মঠের তালিকার নাম লিখাইয়া প্রকৃত যতি হইতে হয়। যে যতি স্বীয় অধ্যবসায় বলে প্রকৃষ্ট বিচার-সভায়, অথবা মঠের প্রধান পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনিই বৌদ্ধ-ধর্মতত্ত্বের প্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। উপাধি প্রাপ্তির পর তিনি সকল প্রকার আচার্যমর্যাদা লাভের অধিকারী হন।

গে-বে এবং রব্-জম্-পা বৌদ্ধধর্মের প্রেষ্ঠ উপাধি। গে-লোঙ শিক্ষা বলে ‘গে বে’ হইয়া কোন এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার নিযুক্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু বর্তমান না তিনি ঐ পদে উন্নীত হইবেন; ততদিন তাহাকে ধর্মশাস্ত্রই আলোচনা করিতে হইবে। গে-বে উপাধি প্রাপ্ত অনেক বৌদ্ধযতি তিব্বত, মোঙ্গ-লিয়া, আম্‌লো ও চীন-রাঙ্গোর গবর্মেন্টের পরিদর্শনে পরিচালিত সজ্জারামের প্রধান লামা বা স্ব্যবস্-মুগান্ পদে অভিষিক্ত আছেন। বাঁহারা মঠাচার্যের পন্থগ্রহণ করেন না, তাহারা মঠে থাকিয়া তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন। পরে তত্ত্বশাস্ত্রের

বক্যমান পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া সর্বজনস্বাক্ষর পত্র-সমূহ সম্বাদসময়ের 'বৃণ' পত্র লাভ করেন।

বৃ-জ-প পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেই সমস্তরূপে সামা বলিয়াই গৃহীত। তাঁহার প্রত্যেকস্থানে লক্ষ্যকে বোঝাযের উপদেশ দিয়া থাকেন। তিব্বতের হাবসি প্রেসিড লজারাম ব্যতীত অন্য কোন মঠাধ্যক্ষের এই উপাধি-বস্ত্রের অধিকার নাই। দেবাংশসমূহ সামাগণের জন্য নির্দিষ্ট পত্র ও কার্যাবলীতে তাঁহাদের অধিকার আছে। রাজশক্তিধারী হইল সামা একজন ছাত্রদিগকে 'হ'ওজে' ও 'শক্তি' উপাধি দিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত মধ্যবর্তী উপাধির নাম সো-ৎ-ব। 'বৃ-জ-প' ও 'হ'ওজে' উপাধি আর সমান। ইহারা তৈ-জী বলিয়া সম্মানিত। সুতরাং দেবাংশসমূহ সামা-দিগের নিম্নে বথাক্রমে থান-পো, হ'ওজে এবং বৃ-জ-প পদাধিকারিগণ মর্যাদাসম্পন্ন। হ'ওজে ও বৃ-জ-প শ্রেণী হইতে থান-পো নির্বাচন হইয়া থাকে। কোন কোন মঠে থান-পো'র সহকারীরূপে হ'ওজে নিযুক্ত দেখা যায়। ছোট ছোট মঠে প্রধান সামার কার্য হ'ওজে বা বৃ-জ-প-দিগের হস্তে স্তৃত আছে।

রমো-ছে ও মো-ক নামক মঠে ভৌতিকবিজ্ঞা ও ভৌতিকবিজ্ঞা শিক্ষার জন্য বড় শাখা প্রতিষ্ঠিত আছে। বাহারা এই বিদ্যালয়ে থাকিয়া এই বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যের মর্ম অবগত হইয়া পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন, তাহারা ও-গ-র-ম-প নামে অভিহিত। তাঁহারা আরবের, রসায়ন, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিয়া থাকেন। শৈবসম্প্রদায়ের ভায় তাঁহারা বেশভূষা ধারণ করে। সম্ভবতঃ তান্ত্রিক কাপালিক-মত অনুসরণ করিয়াই এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া থাকিলে। এই শ্রেণির অন্য ব্যক্তির 'উগ-প' বা ভবিষ্যৎ বলিয়া পরিচিত। তাহারা ঝড়, কুকন ও ভূতদান প্রভৃতি কার্য দেখাইয়া থাকে।

মঠের নাম ব্যবস্থা।

এক একটা স্তম্ভ ৭৭০০ সন্ধ্যারাম সহস্র সহস্র বৌদ্ধমতি বাস করে। একটা স্তম্ভের-সমস্ত শাসনপ্রণালী ব্যতীত উহার কার্য-পরম্পরা স্বেচ্ছাক্রমে পরিচালিত হইতে পারে না যেহেতু সামাগণ তথাকার কার্যাবলী নির্দিষ্টরূপে নির্বাহ করিবার জন্য একটি শাসনস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন। তথাকার একজন রাজস্বই বিদ্যমান দেখা যায়। এই পদ্ধতি পরিচালন জন্য পরিবর্তন রূপে একজন কর্মচারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহার তথাকার হিসাব দেখকের কার্য করেন এবং আবশ্যকমতে হু'ওজে ছাত্র-সমূহের ও অপরাধাঙ্কন লণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

'হু' হো, হু-কু প্রভৃতি উপাধিধারী যোদ্ধাগৃহীত সামারাই

এই সকলের সম্বারামের একমাত্র কর্তা। যোদ্ধার যোদ্ধা সমস্তরূপে তাঁহার সুবিধময় নহে বরং। কোন কোন সম্বারামে থান-পো বা উপাধ্যায়ই অধ্যক্ষ। এই সকল থান-পো নলই সামার অনুমতিক্রমে বা প্রাদেশিক সামা-প্রধানগণের আদেশানুসারেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা একক্রমে সাতবৎসর মাত্র একটা মঠের অধ্যক্ষ থাকিতে পারেন। তাঁহাদের অধীনে নির্যাক্ত কর্মচারিগণ মঠের জমীন্দার ও জমিদার রক্ষা করিতে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহার লক্ষ্যেই মঠবাসী প্রতিদিনের অভ্যাসক্রমে নির্বাচিত এক লক্ষ্যেই নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত নির্যাক্ত পদের মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য।

১ লো-পো-পো বা অধ্যাপক—ইনি সম্বারামের ধর্ম ও বিজ্ঞা-শিক্ষার পরিবর্তক।

২ হু-গ-সো—কোষাধ্যক্ষ ও বাজারী।

৩ ফ্রে-প বা প্যা-ফ্রে—ভাণ্ডারী।

৪ গে-কো এবং বাল-নো—হাকিম ও মেনাধ্যক্ষ। ইহারা দুই ব্যক্তি, পুলিশ কর্মচারির ভায় ইত্যদ্যঃ প্রহরীরূপে পরিভ্রমণ করেন এবং মঠবাসিগণের যোজ্ঞার ক্রিয় করিয়া থাকেন। ইহাদের সহকারীরূপে দুই জন হু-গ-ফ্রে আছেন।

৫ উ-সে—প্রধান গায়ক।

৬ হু-ফ্রে—ধর্মালয়ের পরিচারক।

৭ হু-অ-ফ্রে—জলদানকারী।

৮ জ-ম—চা-সরবরাহকারী।

ইহা তিন্ন প্রত্যেক মঠেই সম্পাদক ও পরিবর্তকগণ, পাঠকাল, পুরস্কী, অভিধি-সংহারক, হিসাবরক্ষক, করসংগ্রাহক, চিকিৎসক, চিত্রকর, বশিক-বতি, ভূতের রোখা ও লাক্ষ্য-দণ্ডসাহী প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন।

সম্বারামসমূহের কার্যাবলী সুনিয়মে পরিচালিত করিবার জন্য বড় বড় স্থান স্থাপন নির্দিষ্ট হইয়াছে। দে-পুজ সম্বারাম ৭৭০০ বতি বাস করেন। তাঁহার থান-পো-গাল-সিঙ, সো-গো-মড, ব-কো-পু ও স্বে-গ-প নামক চারিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই এক একজন উপাধ্যায়ের কর্তৃত্বে পরিচালিত। বিভিন্ন প্রাদেশিক ও জাতীয় বিভাগসমূহের বিভিন্ন মঠবাসে স্থান পাইয়া থাকে। সেই বিভিন্ন প্রদেশীয় বাসাবলি জম-ৎ-ৎম (Provincial meeting place) এক বিদ্যালয়গুলি প্রে-ৎ-ৎ (College) নামে ক্যাত। প্রত্যেকের ক্রমে বিভিন্ন আহার, শরন ও অধ্যয়ন করে এবং প্রত্যেকের ক্রমেই ইহা কাহারও হ'ওজে মঠের মঠের আলাচনার প্রবৃত্তি হয়। এই সম্বারামের সর্ব হু-ওজে (ইহা হু-ওজে-স-ৎ-ৎ) নামের প্রাদেশিক আহার।

সেই সন্ধ্যারামে ৪৫০০ বতি বাস করেন। তন্মধ্যে বয়েরা, লুগ্‌স-প শব্দ-প বিভাগের প্রত্যেকের অধীনে এক একটা শাখাসমিতি আছে। গাঃ লুন্ সন্ধ্যারামে ৩০০ বৌদ্ধ বতি থাকেন। বাঙ-৭সে ও বর-৭সে নামক দুইটা শাখা বিভাগের ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং তৎসম্পর্কে বাসা আছে। তিব্বতগুণের প্রসিদ্ধ সন্ধ্যারামে তিনটা 'ত-৭বক' বা বিভাগের আছে। তদবধি প্রায় ৪০টা থমৎবন্ বা শিষ্যবাস দেখা যায়।

বয়ের প্রসিদ্ধ পরিভ্রাজক শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাসবাহাদুর যু-প্রসিদ্ধ তিব্বতগুণো সন্ধ্যারাম পরিভ্রমণ করিয়া তাহার বর্ণনায় বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। (উহা তৎসম্পাদিত Jour. Bud. Text. Socy. India IV. p. 14 (1893) এক Journey to Lhasa and Central Tibet নামক গ্রন্থে বিশদরূপে বিবৃত আছে।) শেখোক্ত গ্রন্থের ৭৬ষ্ঠায় লিখিত আছে—তু-থম্ প্রদেশ-বাসী তিব্বতগুণের একজন দেবরূপালক নবীন লামা ১৮৮১ খ্রষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর উপবাস ও পূর্ণদিন জানিয়া বৌদ্ধবতি-দিগের তু-থম্‌সন্ পদলাভের ইচ্ছা করেন। তদনুসারে তিনি কুন্-খ্যাব লিঙ্গ হইতে পঙ্কজকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তিনি উক্ত সন্ধ্যারামের মধ্যস্থ ৩৮০০ বতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাকা, শ্রেষ্ঠ লামাকে উপহার ও প্রণামী এবং লামাবিভাগে (College of Incarnate Lamas) বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছিলেন। পঙ্কজ আসিলে সকলে বাস্তোভাসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠের প্রধান প্রকোষ্ঠে লইয়া আসেন। তিনি এই উপাসনা-গৃহে (৭সো-বক) আসিয়া বৌদ্ধ উপর উপবিষ্ট হইলে এই উৎসবের ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ হয়। তাহা সমাপ্ত হইতে রাত্রি ১০টা হয়। তৎপরে ভোজাদ্রব্য, মালা ও অপরাপন্ন দ্রব্য লইয়া যতিগণ স্ব স্ব মঠাবাসে ফিরিয়া আইসেন। এই যজ্ঞ সমাপনের পর উক্ত নবীন লামা তিব্বতগুণো সন্ধ্যারামে শিক্ষা-নিবিশ্রমে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন। পরে তিনি পরীক্ষা দিয়া লামাপদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এদেশে তিব্বত লামা নামে খ্যাত। সম্ভ্রতি তিনি বৌদ্ধতীর্থদর্শনোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সন্ধ্যারাম-সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসসমূহে দুই জন করিয়া লামা থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ লামাই ছাত্রাবাসসমূহের মঠের পরিদর্শক ও মন্দিরের পূজক এবং ছাত্রসমূহের উপদেষ্টা। কনিষ্ঠ লামা কেবল ভাণ্ডারগৃহের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকেন। যদি তাঁহাদের অধীনস্থ মঠের কোন ছাত্র অসদাচরণ করে, তাহা হইলে তাহার দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই দুই কর্মচারীর পরিবর্তন হয়। এই সকল কর্মচারিণিরোগকালে স্বতন্ত্র প্রকিসার অভ্যন্তর হইতে দেখা যায়।

প্রত্যহ প্রভাত সময়ে অর্থাৎ ৪টার সময় একজন বালক মন্দিরের চূড়ার উঠিয়া ছাত্রাবাস গান করে। এই গীত শ্রুত হইবামাত্র ছাত্রাবাসস্থ ছাত্রসমূহ শয্যা পরিত্যাগপূর্বক জাগিয়া উঠে এবং স্ব স্ব আবাসস্থ বস্তুসমূহ করিয়া সকলকে প্রবেশ করে। তদনন্তর তাহার মুখ ও হস্তপাদাদি প্রকালন করিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্বক যৌতবস্ত্র পরিধান করে। পরে মাথার ভূ-গন্ড ঢাকা দিয়া এবং হরিদ্রাবর্ণের টুপি মস্তকে দিয়া একটা বাটা ও ময়দার খলি হস্তে লইয়া তাহার ভাণ্ডারীর নিকট ময়দা আনিতে যায়। পরে তাহার মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রণত হইয়া মঠপ্রদক্ষিণ করে এবং কেহ কেহ মন্দিরমন্দিরে বাইরা গুন্-৭-প-৭৮-নদি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকে।

বেলা ১টার সময় মিগ্-৭সে-ম লামা মিগ্-৭সে-ম ভোজ উচ্চবরে গান করিতে থাকেন। তখন ছাত্রগণ সেই স্থানের দ্বারদেশে আসিয়া শিরে হরিদ্রাবর্ণের উকীষ ধারণ করিয়া সম্মুখে সেই ভোজ গান করে। কিছুকাল পরে হস্তিলা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে তাহার মন্দিরে প্রবেশপূর্বক পরস্পর সুখোমুখি করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করে ও মাথার টুপি খুলিয়া রাখে। তৎকালে তাহাদের খলি ও বাটা হাঁটুর নীচে লুকাই থাকে। অতঃপর প্রধান গায়ক কর্তৃক দেবপদ্যসমূহ গীত গীত হইবার পর, কনিষ্ঠ মঠপরিদর্শক হরিদ্রা-উকীষ মাথার দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া লোহদণ্ডদ্বারা তন্তুগায়ে আবৃত করিলে ছাত্রগণ জল খাবার করে বাইরা চা পান করে এবং তাহার পর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হয়। এই জলখাবার ঘরের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। যে প্রণালীতে ছাত্রগণ চা পান করে বাহ্যাবোধে তাহা এখানে উল্লিখিত হইল না। চা বটনকার্য পরিদর্শনার্থ ৫ জন কর্মচারী নিযুক্ত আছে। দুই জন জপোন্‌ রাজদত্ত চা-পরিবেশক ও পরিদর্শক, একজন মঠাধ্যক্ষের আদিষ্ট চা-বটনের কর্মকর্তা এবং দুইজন জ-ম ও একজন পরিদর্শক ঠব গ্যাগ্‌গি মপোন্‌ পো ও তদবধি ২৫ জন পরিবেশক অহরহঃ এই কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। মঠস্থ যতিগণ দিবসে তিন বার (প্রত্যেক বারেই ৩ বাটা) চা খাইতে পার। অধিকাংশ চাই চাবার প্রাপ্ত। কোন কোন ধনী ব্যক্তি, প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও চীনের সম্রাট বিশেষ বিশেষ দিনে লামাদিগকে চা পান করাইয়া থাকেন। লামামঠের যে কটাচৈ চা'র জল গ্রহণ হয়, তাহাতে প্রায় ২০০ মণ জল ধরে।

মঠের প্রচলিত প্রথা উল্লিখিত করিলে, কোন প্রকার অসৌজন্য বা অসদ্যবহার প্রকাশ করিলে অথবা ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করিলে প্রতিষেধকবিধি অনুসারে তাহার বিচার ও শাস্তা হইয়া থাকে। সামান্য অপরাধে তিরস্কার বা শাস্তা দ্বারা অব্যাহতি

পায়, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি একই অপরাধ আরংবার করে ; তাহা হইলে অপরাধ গুরুতর বলিয়া গণ্য হয় এবং অপরাধীর তদন্তরূপই শাসন হইয়া থাকে। যদি কোন ছাত্র উপযুক্ত পরিশ্রম করিয়া বাচুর করে, তাহা হইলে সেই অপরাধীর শিক্ষক ও ছাত্রাশ্রম-পরিদর্শক বিচারসভায় সমবেত যতিমণ্ডলীর সম্মুখে নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন। পরে দুইজন লোক ঐ ছাত্রের পায় দড়ি বঁধিয়া মন্দিরের বাহিরে লইয়া যায় এবং তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে উপযুক্ত ব্রতপ্রতিশ্রুতি করিতে থাকে। এক সময়ে তাহার উপর প্রায় সহস্রাবিধ ব্রতপ্রতিশ্রুতি হয়, তদনন্তর তাহাকে মঠের সীমাবহির্ভাগে টানিয়া ফেলিয়া আইসে। যাহারা যেকোন ব্রতচর্যা ভঙ্গ করিয়া মঠ পরিত্যাগ করে, তাহারা বন-লোক নামে খ্যাত।

মঠের বহিঃপ্রদেশেও লামাদিগের প্রভাব বিস্তৃত আছে। কোন ব্যক্তি কাহার উপর অহিতাচরণ করিলে হেই-হো-সদ বা কশালে ক্লকবর্ণ রেখাদারী গেকোর লামাগণ মঠপ্রাচীরের বহির্ভাগে আসিয়া সেই দ্রুতক্কে দমন করিতে পারেন। এই গেকোর লামাগণ মঠাধক্ষক অপর প্রতিযোগিত্বের সাহায্যে লামা বা ব্রতচর্যাগ্রমের নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন। এই লামাগণ প্রাচীন বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের ছাত্র সুখস্বাস্থ্যবর্জিত নহেন। সন্ন্যাসীর ছাত্র তাহারা অর্থালসলা ও ভোজনলিপসা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সাধারণ লোকে তাহাদের ভোজ্য এবং চন্দ্র, চা প্রভৃতি পানীয় যোগাইতে যোগাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। গে-লুগ-প প্রভৃতি তিব্বতীয় প্রধান সম্ভার্যামের অধীনে অনেক ভূমিসম্পত্তি আছে। উহার আয়ে তাহাদের ব্যয়ভার চলিয়া থাকে। এতদ্বিন্ন পরন্তর শত্রুকর্তনকালে বহনত লামা মঠের বাহির হইয়া ভিক্ষা করিয়া শস্ত এবং চা, নবনীত, লবণ, মাংস প্রভৃতি ভরণশোধবর্ণোপযোগী জব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। কোন কোন লামা পুতুল গড়িয়া বা প্রতিমূর্তি কাটিয়া, ছবি আঁকিয়া, কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া, বুদ্ধকবী দেখাইয়া, চিকিৎসা করিয়া ও ঝাড়া কুকা দিয়া নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠের ব্যয় সম্বলান করিয়া থাকেন। যে সকল লামা তাত্ব প্রথর বুদ্ধি-সম্পন্ন অথবা পণ্ডিত নহেন, তাহারা মঠের অজ্ঞাত কাব্য করেন। কেহ কেহ বাগিজে লিপ্ত হইয়া সম্ভার্যামের ঐশ্বর্য্য বুদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণ ব্যবসা ব্যপদেশে শ্রম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। স্বাভাবিক পক্ষে তাহারা সুব্যবসারী এবং দেশের মহাজন বলিয়া পরিগণিত।

ভারতীয় বৌদ্ধগণের বেশভূষা ভারতীয় বস্ত্রগুলির অমূল্য-কুলে নিরিত হইয়াছিল। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রভৃতি চুব্বারময় প্রদেশে বিস্তার লাভ করিল, তখন হইতেই

বেশভূষার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। তিব্বতীয় লামা বা বৌদ্ধ-যতিগণ দারুণ শীত ও মশকদংশনাদি শারীরিক পীড়াদায়ক যন্ত্রণা হইতে পরিভ্রাণ পাইবার অস্ত্র জুতা, মোজা ও গাত্র-বস্ত্র প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়াই নির্মাণ করেন এবং ক্রমশঃ তাহার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি পড়ে। প্রাচীন বৌদ্ধগণের চীরবাস ও বর্তমান লামাদিগের জপমালা, শিরদ্বাগ, আলখালা, কোমরবন্ধ, ছোটজামা, চোগা, ডোয়াকাটা পশমী জোকা, ইজার, পায়জামা এবং জুতা প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপাদানসমূহের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে!

তিব্বতীয় লামাগণ শিরোদেশে যে বিভিন্ন প্রকার উচ্চীষ শোভিত করেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই ভারতীয় অমূল্যরূপে গঠিত, কএকটা মাত্র চীন ও মোঙ্গলীয় ধরণে নিরিত দেখা যায়। তিব্বতীয় লামাগণের বিশ্বাস এই যে, লামা-ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধভিক্ষু পদ্মসম্ভব এবং তাহার সহযোগী শাস্ত্ররক্ষিত খুইয় ৮ম শতাব্দীতে ভারত হইতে যে শিরদ্বাগ পরিধানপূর্ব্বক তিব্বতে পদাশ্রণ করেন, তাহারই আকৃতি অনুসারে বর্তমান টুপীগুলি গঠিত হইয়া থাকে। পক্ষে-অ-দমর নামক লাল উচ্চীষ দিয়া স্বয়ং শাস্ত্ররক্ষিত তিব্বতে আসিয়াছিলেন। গে-লুগ-প বাতীত তিব্বতের সর্বত্রই ঐ টুপীর প্রচলন ছিল। উহা ভারতের শীতপ্রধান দেশে ব্যবহৃত তুলার 'কাণ ঢাকা' টুপীর মত। ৭সোঙ-খাপা সেই লাল বর্ণ-টুপীর পরিবর্তে হরিদ্রাবর্ণের উচ্চীষ (য-সের) প্রচলন করিয়া যান। উহাই গে-লুগ-প সম্ভার্যামের পরিধেয়।

মঠবিহারিণী বৌদ্ধভিক্ষুীগণ পশমী বস্ত্র বা শোমের দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার শিরদ্বাগ ব্যবহার করেন। সম্ভার্যামভেদে উহা লাল ও ক্লকবর্ণের হয়। সিকিম, ভোটান ও হিমালয়ের প্রান্তস্থ অনেক জনপদে যেখানে বৃষ্টিপাত হয় না, সেই সকল প্রদেশ-বাসী বৌদ্ধলামাগণ গ্রীষ্মকালে খড়ের টুপী পরিধান করিয়া থাকেন। কেহ বা আর্দ্র টুপী পরেন না। চীনবাসীর ছাত্র উহারা টুপী খুলিয়া আগন্তুককে অভিবাদন করেন, এই কারণে দেব-মন্দিরে প্রবেশকালে কেহই মাথায় টুপি রাখেন না, কেবলমাত্র কএকটা ধর্ম্মকাণ্ডে টুপি পরিধানের বিধি আছে।

তাহাদের গাত্রবস্ত্রেও উক্ত দুই প্রকার বর্ণ দেখা যায়। গে-লুগ-প সম্ভার্যামের আচার্য্যগণ কুতুম্বরচিত হরিদ্রাবাস ধারণ করেন। যদি কেহ গে-লুগ-প আচার্য্যের নিকট কোন উপঢৌকন দিতে আসে, তাহা হইলে সে ঐরূপ হরিদ্রাবাস পরিধান করিতে পারে, তব্বিন্ন যদি অপর কোন ব্যক্তি ঐ বাস পরিধান করে, তাহা হইলে বণ্ডনীয় হয়। প্রাচীন বৌদ্ধদিগের

সজ্জাটি, অন্তর্বাসক ও উত্তরাসজ্জাটির সহিত তিব্বতীয় লামা-দিগের জ্ঞান, নম্ জার ও ব্ ল্ গোম্ নামক গায়ত্রাদির অনেক সৌন্দর্য আছে। এতদ্বির শাক্ত ও বৈকবদিগের জ্ঞার তাহারা মালা জপ করে। ঐ মালায় ১০৮টা দানা থাকে এবং উহার ছই পার্শ্বের সূত্রে ১০টা করিয়া ‘সাক্ষী’ রাখা। ১০৮ বার মালা-জপের পর এক একটা সাক্ষী ধরিয়া তাহারা মনঃসংখ্যা নিরূপণ করে। এইরূপ ছই দিকের ১০×১০ সাক্ষীতে তাঁহাদের ১০৮০০ জপসংখ্যা হয়। এই সকল মালা দানাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সৰ্ব্বপ্রধান তবিলাগার নিকট মুক্তা, চুনি, পালা, নীলা, প্রবাল, ক্ষটিক প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তরে নিৰ্মিত মালা দেখা যায়। এতদ্বির সম্প্রদায়ভেদে ও দেবারাধনা বিশেষে মালায় দানা পৃথক্ হইয়া থাকে। গেলুগ্ প সম্প্রদায় মধ্যে হরিদ্রা বর্ণ কাঠের মালা প্রচলিত। তম্-দ্দি প্জার লাল চন্দন-কাঠের এবং ছ-ল্লী উপাসনায় খেতশখের মালা, তান্ত্রিক উপ-দেবতাগণের প্জার রুদ্রাক (Elaeocarpus Janitus), সাপের হাড়ের মালা, অবলোকিতের প্জার ক্ষটিকের মালা, পদ্মসম্ভবের ও তাম্ দিনের প্জার প্রবাল এবং বজ্রভৈরবের উপাসনার নুকরোটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লামারা যখন মালা জপ করেন না, তখন তাহা গলায় বা দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া রাখেন। মালা-জপের সময় প্রত্যেক দানা ধরিবার অগ্রে তাঁহারা ওম্ প্রণব উচ্চারণ করেন, পরে দানা ধরিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জপমন্ত্র বিভিন্ন। এই সকল লামাগণ সচরাচর আরও কএকটা দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ভজনচক্র, বজ্রদণ্ড, বটী, কুরোট-নিৰ্মিত ঢকা, খন্ডনী, কবচ, পুথি ও অলঙ্কার প্রধান। তবিল হুণপোর প্রধান লামা সময়ে সময়ে জহরতাদি গঠিত কর্ণহার ধারণ করেন। কাহার কাহারও ভিক্ষাপাত্র ও সন্ন্যাসদণ্ড আছে।

তিব্বতবাসী লামাগণ ধর্মের জন্ত প্রাণ নিঃসর্জন করিলেও কর্মকাণ্ডে তাঁহাদের বিশেষ আসক্তি দৃষ্ট হয়। মঠবাসী যতি, গ্রাম্য পুরোহিত, গুহাবাসী তপঃপরায়ণ লামা ভিক্ষু অথবা কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্মে লিপ্ত লামাগণ পৃথক্ পৃথক্ কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীর লামাদিগের নিত্যকর্মপদ্ধতিও স্বতন্ত্র।

লামানগরীর পোতল পর্বতস্থ শ্রেষ্ঠ লামাসজ্জারামে বৌদ্ধ-যতিগণ যে প্রথা অবলম্বনে দৈনিক কার্য সমাধা করিয়া থাকেন, তাহাই নিম্নে সংক্ষেপভাবে উক্ত হইল,—

রাত্রিকালে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তখনই যতিগণ শয্যাভ্যাগ করিয়া থাকেন। পরে গাত্রোখানপূর্বক পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া স্নান করিয়া পূর্বমুখী হইয়া সন্ধ্যার সময় তিনবার দেবোদেশে

প্রণাম করিবেন। তদনন্তর জীবনযাত্রানির্বাহের উপায় প্রার্থনা করিয়া বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের উদ্দেশে ত্তব এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদ-গ্রন্থ হইতে কএকটা মন্ত্র পাঠ করিবেন। ত্তব ও মন্ত্র পাঠান্তে “ওঁ খেচরগণর হ্রী হ্রী হ্রাহা” এর তিনবার পাঠ করিয়া যতিগণ স্ব স্ব পদতলে খুত্ প্রদান করিবেন। তাহাদের বিশ্বাস, দিবা-ভাগে ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ জন্ত যে সকল জীব পদদলিত হইয়া পক্ষ প্রাপ্ত হয়, এই মন্ত্রবলে তাহারা অমরাবতীর ইন্দ্রপুরে দেবরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

এই সকল দেবারাধনার পর, যদি রাত্রি প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে সেই যতি পুনরায় শয্যাশায়ী হইয়া নিদ্রা হইতে পারেন, কিন্তু যদি ছই বা চারি দণ্ড বাকী থাকে, তাহা হইলে তিনি আর নিদ্রিত হইবেন না, সেই স্বর-কাল “মোন্ লম্” ভজনগীতি বা মন্ত্র পাঠ করিয়া রাত্রি যাপন করিবেন এবং ঘণ্টাধ্বনি হইলে যখন সকলে জাগ্রত হইবেন, তখন তিনিও শয্যা ত্যাগ করিয়া শঙ্খধ্বনি ও শিলাধ্বনি পঠ্যন্ত আপনার বেশ পরিধানাদি কার্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। শিলা-ধ্বনি হইবামাত্রই সকলে স্ব স্ব মঠক পরিভ্যাগ করিয়া ‘সোঁ-ব্ছল্’ নামক প্রস্তর মণ্ডপে উপাসনার্থ সমবেত হইবেন। ঐ সকল প্রস্তরাসনে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহারা “ওম্ অর্থ চার্বং বিমনসে। উৎস্রম্ মহাকোষ জংকট্” মন্ত্র পাঠপূর্বক মনের পাপ ও কলুষাদি চিত্তা করিবেন। উহার দ্বারা তাহাদের চিত্তপাতক বিদূরিত হইয়া থাকে। তদনন্তর স্তম্ পা নামক ক্ষারমুক্তিকা বা সাবান যোগে স্ব স্ব তাল্ল খারিহ জল দ্বারা হস্ত পদাদি প্রক্ষা-লন করিবেন। হস্তপদের স্থান বিশেষ প্রাকালনকালে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সুখাদি প্রাকালনের পর শৌচ নেহে তাঁহারা হস্তে মালা লইয়া জপ করিতে করিতে তারা দেবী ও মন্ত্রস্ত্রীর উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করেন, সময় থাকিলে কেহ কেহ স্ব স্ব কুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্তুতি পাঠও করিয়া থাকেন।

এই সকল কার্য সমাধান করিতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগে। তাহার পর দ্বিতীয় বার শঙ্খধ্বনি হইলে গে-লোঙ যতিগণ মন্দিরদ্বারের সম্মুখে যাইয়া এবং গেংবুলেরা মন্দির-সম্মুখস্থ প্রাক্ষেপে পাড়াইয়া দেবোদ্দেশে প্রণাম করেন। তাহার পর মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইলে একে একে সকলেই মন্দিরে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে দণ্ডহস্তে গেলো দ্বারপথে দণ্ডায়মান থাকেন। সকলে নিজ নিজ মন্দিরে শ্রেণীবদ্ধভাবে ও মধ্যায়াসরূপে ভূদ্বার জায় আসনপিড়ি হইয়া উপবিষ্ট হইলে তৃতীয়বার শঙ্খধ্বনি হয়। তখন সকলে সম্মুখে ঐ সময়কার কএকটা নির্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর চা পান করেন। চা পান করিবার পূর্বে অথাক লামা সমবেত সকলের স্তুতি দ্বারা উচ্চারণ করিলে আপন আপন চা-

পানপাত্র বাহির করেন। মঠস্থ শিকানবিশ বা কোন ভৃত্য চা খুলিয়া দিয়া যায়। পানের পূর্বে বস্ত্রিগণ অকুলী দ্বারা দুই কোঁটা ছুঁতে নিকেশ করিয়া বুদ্ধ, অপরাপর দেবতা ও পিতৃপুরুষদিগকে নিবেদন করিয়া পরে স্বয়ং পান করেন। মিঠার ও বাসন্তোক্তনের সময়েও ঐরূপ নিবেদনমাত্র-পাঠের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণের কৌতুকল নিবারণার্থ নিম্নে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির ভাবার্থ উদ্ধৃত হইল,—

চ্যা চ্যা লেহ পেয়াদি গুণযুক্ত এই আশ্বাসমধুর ভোজ্য ত্রব্য আমরা ধ্যানী বুদ্ধ ও বর্গস্থ বোধিসত্ত্বদিগকে নিবেদন করিতেছি। তাঁহারা এই খাদ্যোপরি করুণা বিতায় করুন। “ওম্ অঃ হুং।” তদনন্তর যথাক্রমে “ওম্ গুরু বজ্র নৈবিত্ত অঃ হুং। ওম্ সর্গ বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বজ্রনৈবিত্ত অঃ হুং। ওম্ দেব ডাকিনি শ্রীধর্মপাল সপরিবার বজ্রনৈবিত্ত অঃ হুং।” ভূতেশ্বরের উদ্দেশে—“ওম্ অগ্রপিণ্ড অসিত্যঃ স্বাহা। ওম্ হারিতে মহা বজ্রযক্ষিণি হর হর সর্গপাপবিমোক্ষি স্বাহা” ইত্যাদি। জীবমাংস হইলে জীবহিংসা ও তদ্ভাংস ভক্ষণ জাত পাপকালনের নিমিত্ত এবং পণ্ডর বর্গকামনার “ওম্ অবির খেচর হুং” মন্ত্র পাঠ করা হইয়া থাকে। তদনন্তর মঠ ভাণ্ডারে খাদ্যত্রব্যপ্রভাতার মঙ্গল-কামনার এই মন্ত্র পাঠিত হয়—“নমো। সমস্তপ্রভাতাগার তথাগতার অক্লান্তে সম্যকবুদ্ধার নমো মন্ত্রপ্রিয়ে। কুমারভূতার বোধিসত্ত্বার মহা সন্মার। তদ্বৎখা। ওম্ রলন্তে নিরন্তরে জরে জরে লকে মহামন্তরক্ষিণ্যে পরিশোভার স্বাহা।” ইহার পর তাঁহারা আরও কতকগুলি জুতি পাঠ করিয়া থাকেন। ঐ গুলি ধর্ম, নির্বাণ, চিন্তামণি, কলতরু, মঙ্গল ও প্রভৃতিনিবৃত্তির প্রার্থনা মাত্র।

চা-পানের পর, ধর্মীছবেদকগণের অর্চনা, স্থবিরগণের পূজা, মণ্ডলার্চন, ভৈরব এবং তারার, দেব-হোম্ ও সত্ত্ব প্রভৃতি কুলদেবতাগণের পূজা যথাক্রমে অঙ্কুরিত হয়। এই সকলের পূজা সমাধান করিতে অনেক সময় লাগে বলিয়া মধ্যে মধ্যে চা পানের বিধি আছে। কুলদেবতার পূজাকালে মধ্যে মধ্যে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার এবং পীড়িতের রোগমুক্তির জন্ত মঙ্গল কামনা করা হইয়া থাকে। পীড়িতের রোগমুক্তি-কামনার নাম “কু-রিঙ্ক” পূজা। অনন্তর অবশিষ্ট কুলদেবতাগণের পূজা সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা চা ও হুপ পান করেন। তাহার পর সকলে শেব-মাংস সঞ্চিত-পো পান করিয়া লভ্যভক্ষ করেন এবং একে একে মন্দিরের বাহির হইয়া স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। প্রধান লামা সর্বশেষে মন্দিরের বাহির হন।

গৃহে আসিয়া তাঁহারা আপন আপন অট্টী নর কপ ও কুল-দেবতার পূজা করেন। তাহার পর উক্ত দেবতারদিকে ভোগ দিয়া

থাকেন। পূজাকালে “ভজনচক্র” ঘুরাইয়া সকলে সময় নিরূপণ করিয়া লয়। এই সময়ে সূর্য্যদেব আকাশচক্রে দৃষ্টপথাক্রম হইলে তাঁহারা স্ব স্ব প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া দুই হস্ত উত্তো-লনপূর্ব্বক “ওম্ মরীচীনাম্ স্বাহা” মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জুতি গান করেন। তদনন্তর প্রাতে বেলা নয়টার সময় বখন সূর্য্যালোক বিগত উডাসিত এবং আতপ তাপে শীতল বায়ু অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইলে পুনরায় একবার শম্মধ্বনি হইয়া থাকে। তখন মঠবাসী সকল সন্ন্যাসীই মলভ্যাগার্থ নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং শৌচ ক্রমাদি সমাধানান্তে প্রত্যাবৃত্ত হন। দ্বিতীয় শম্মধ্বনি হইলে সকলে পাঠার্থ প্রস্তরপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া থাকেন। ঐ সময়ে যদি বৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে সকলে একটা বিস্তৃত কক্ষে আসিয়া পাঠ করেন। পনের মিনিট পরে তৃতীয় শম্মধ্বনি হইলে সকলে তথা হইতে মন্দিরে বাইরা পুনরায় উপাসনার প্রবৃত্ত হন। দ্বিপ্রহরের পর পুনরায় শম্মধ্বনি হইলে তাঁহারা ঐরূপে প্রথমে প্রাঙ্গণে ও পরে মন্দিরে সমবেত হইয়া উপাসনা করেন। এই সময়ে তাহারা তিনবার চা পান করিতে পারেন।

অতঃপর সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জুতা খুলিয়া অট্টী দেবতার পূজা ও ভোগ দান করেন। তাহার পর মঠের ভৃত্য আসিয়া তাঁহাদের খাদ্য সামগ্রী দিয়া যায়। ঐ খাদ্য ত্রব্য হইতে কিছু কিছু তাহারা পিতৃপুরুষগণকে এবং হারিতী ও তাঁহার পুত্রদিগকে অর্পণ করিয়া আপনারা ভক্ষণ করেন। তার পর যত্নের কতকক্ষণ পর্যন্ত নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত থাকেন। বেলা ৩টার পর, তাঁহারা চতুর্থবার মন্দিরে সমবেত হন। ঐ সময়েও পূর্ব্বের মত তিনবার শম্মধ্বনি হইয়া থাকে। এবার দেবতাদিগকে ভোগদানের সময়ে তিনবার চা খাইয়া গৃহে ফিরিয়া আইসেন। শিকানবিশ ও ‘পার-পা’ বস্ত্রিগণ এই সময়ে ঘরে আসিয়া পাঠাত্যাস করিয়া থাকেন। বেলা ৪টার সময় পক্ষমথার সাঙ্ঘ্যসম্মিলন হয়। ঐ সময়ে তিনবার শম্মধ্বনি পুনঃ পুনঃ সকলে পূজাদি সমাপন করিয়া ৩বার চা পান করেন এবং তদনন্তর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। রাত্রিকালে দ্বিতীয়বার বটী নিদ্রানিহিত হইলে শিকানবিশ ও বীক্ষিত বস্ত্র সস্ত্রদ্বার স্ব স্ব অধ্যাপকের নিকট বর্ষগ্রহ পাঠ ও আবৃত্তি করে। তৃতীয় বার বটী নিদ্রানিহিত হইলে সকলে তট্টে যায়।

জিঙ্-মা সস্ত্রদ্বারের মঠসমূহে প্রায় ঐরূপ প্রণালী আচরিত হইয়া থাকে। পার্ব্বত্যের মধ্যে ভক্ত্যৎ সাস্ত্রদ্বারিক মঠে সকল সময় শম্মধ্বনি হয় না। বেলা ৮টার সময় শম্মধ্বনি বাজিলে সকলে মন্দিরে সমবেত হইয়া পূজাদি উৎসব সমাপন করেন এবং তথার দসিরা চা ও হুড়ি খান। প্রাতে ১০টার সময় টিমস্কৌর হুড়ি বাজিত হয়। ঐ সময়ে সকলে সন্ধ্যারবের প্রবৃত্ত কক্ষে

সমবেত হইয়া ভোজন করেন। সকলেই ভোজ্যব্রব্য দেবতারিগকে নিবেদন না করিয়া খান না, বৈকালেও তাঁহারা শম্বকনি গুনিয়া একত্র সমবেত হন ও চা পান করেন। তদনন্তর চীন চক্কা নিনাদিত হইলে সকলে চক্কা মন্ত পান করিতে পান। এই সময় মহাকালের পূজা এবং তাহার পর সাধারণের মঙ্গলকামনায় দেবপূজা হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ১০৮টা প্রার্থীপ আলিয়া তাঁহারা জঙ্-বাগ্ পূজা সমাধা করেন। গুরু পদ্মসম্বরের পূজাই ক্রিঙ্-মা সাম্প্রদায়িক মঠের প্রধান অঙ্গ। এখানকার যতিরা দিবসে নববার চা ও খাত পান। সৌন্দর্যসম্মিলনের পর চক্কানিনাদে আর একবার যতিগণ একত্র আহুত হইয়া থাকেন। রাত্রিকালে একত্র হইয়া তাঁহারা অন্ন ও মাংস ভক্ষণ করেন।

গ্রাম্য পুরোহিতগণ সম্পূর্ণরূপে লাসার মহামঠের অধিকরণ করেন। তবে পূজা ও কর্মকাণ্ডের অহুষ্ঠানে কতকটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গের পর ভজনকালে অনেকে হঠ-যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। বাহাদের রাতে নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, তাঁহারা প্রাতঃকালে মুখাঙ্গি প্রাকালনের পর উপরোক্তরূপ আচারাহুষ্ঠান করেন। তদনন্তর দেবার্চনা, প্রেতার্চনা ও ভোগ দিয়া তাঁহারা চা মুড়ি প্রভৃতি দ্বারা জলযোগ করেন। বেলা ২টার সময় সকলে উদয়পূর্তি করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। সন্ধ্যা ছয়টার সময় তাঁহারা গুনরায় কুলদেবতা প্রভৃতির পূজা ও স্তবাদি পাঠ করেন। রাত্রি ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে তাঁহারা শয়ন করিয়া থাকেন।

তপঃপরায়ণ লামা যোগীদিগের এক্রপ ক্রিয়াকাণ্ডের অহুষ্ঠান নাই। তাঁহারা পর্বতগুহার মধ্যে থাকিয়া নিরন্তর কীষরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন এবং প্রকৃত সন্ন্যাসীর পালনীয় আচারাহুষ্ঠান করিতে বাধ্য হন। এই যোগাভ্যাস তিন মাস তিন দিন ধরিয়া করিতে হয়। ঐ সময়ে ‘মূলযোগ স্ফোন গো’র চারিশাখাই তাঁহারা লক্ষ্যব্রজপ করেন এবং আশ্রমে তিকা-মন্ত্রপাঠকালে লক্ষ্যব্রজ দেবোদ্দেশে নত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বজ্রবান-মতাবলম্বী এবং সন্ন্যাসীর হঠযোগসাধনকারী। ইহারা সিদ্ধিলাভের আশায় এই কার্যাহুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

পশ্চিম ভোটরাজ্যবাসী অধিকাংশ লামাই বাণিজ্য ও শিল্প লইয়া ব্যাপৃত। তাঁহারা ক্রয়কর্ষণ ও দানাদি বিক্রয় করিয়া বাহা লাভ করেন, তৎসমুদায়ই মঠের জন্ত ব্যয়িত হইয়া থাকে। অনেকে মঠের লামাদিগের পরিধের বাস প্রস্তুত করিয়াভিপ্রায়ে শর্কি, মুটী ও চিজবিভাদি শিকা করিয়াছে। কেহবা গ্রামে গ্রামে তিকা করিয়া মঠের ভাতার পূর্ণ করিতেছে।

লামাগণ প্রধানতঃ চাউল, দুগ্ধ, নবনীত, হুশ, চা ও মাংস

খান। মাংসের মধ্যে ছাগ, ভেড়া, ও চমরী গো তাহাদের সেবনীয়, মৎস্ত এবং কুছুটমাংস নিষিদ্ধ। গে-লোঙগণ কোনরূপ মাংসই ভক্ষণ করেন না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ত্র্যক্ষচর্যা-বলম্বন করিয়া থাকেন। তবিল্লুগণের প্রধান লামা মাংস ভক্ষণ করেন। শ্রেণিক লাসা-মঠের লামাগণ সাধুপ্রকৃতিক, তাঁহারা মন্তপান করেন না। অজ্ঞাত হানের লামাদিগকে চক্কা মন্ত পান করিতে দেখা যায়, লাসা-মঠের লামারা ভূতাদির ভূতির জন্ত মন্ত উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

লামাধর্মের উৎপত্তি।

কিরূপে ও কোন্ সময়ে ভোটরাজ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা-সহ তত্ত্বমতপ্রসূত এই লামাধর্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রতিপত্তি বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহের উপায় নাই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এখানে প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্মের বীজ উপ হইলেও তিব্বত-জনপদবাসিমাঝে বর্করতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ভোটরাজ শ্রোঙ-ংজান্ গম্পো (৬৩৬-৪১ খৃঃ) বীর ভূজবলে চীন-রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত জয় করিয়া একটা বিস্তৃত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। খল-বংশীর চীনসম্রাট থৈংহুজ বীর কছা বেন্ছেদের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। চীন ইতিহাসে ভোটরাজ শ্রোঙ-ংজান্ গম্পো ছিংহুজ পুঙ-সান্ নামে পরিচিত। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। ইহার দুইবৎসর পূর্বে তিনি নেপালরাজ অংশুবর্মার কছা ক্রকুটী দেবীর পাণিপীড়ন করেন। উভয় রাজকছাই বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। স্তত্রায় পত্নী-দিগের অমুরোধে রাজাও অচিরে বৌদ্ধধর্মাসক্ত হইয়া পড়েন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া পরে বৌদ্ধরাজকছাকে বিবাহ করেন। তিনি বীর মহাবীরের সাগ্রহ প্রার্থনায় এবং তিব্বত রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার কামনার বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ সংগ্রহে কৃতসংকল্প হন। তাঁহারই উদ্যোগে ভোটরাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মচার্য আনয়নের ব্যবস্থা ঘটাইয়াছিল। ভারত, নেপাল ও চীন-রাজ্যের নানান্থানে ভোটরাজদূত গমন করিয়া গ্রন্থাদি সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

তাঁহার আদেশে যে দূত ভারতে আসিয়াছিল, তাহার নাম থোন্ মি সন্তোটা। এই ব্যক্তি ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন এবং ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভোট রাজ্যে ফিরিয়া যান। তিনি ভারতে থাকিয়া ব্রাহ্মণ লিপিদত্তের এবং পণ্ডিত মেববিং সিংহের (সিংহদোব) নিকট বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। বঙ্গদেশ-বাত্মকালে তিনি বহু শত বৌদ্ধগ্রন্থ লভ্য লইয়া যান। তিনি উত্তর ভারতীয় কুটিল কর্মখালা মিশ্রিত যে অন্ধরে পৃথিবলি লিখিয়া লইয়াছিলেন, সেই অন্ধরে তিব্বতীয়

তাহার ব্যক্তিগত জীবন করিয়া প্রচার করেন। কেবল তিব্বতীয় বর্ণমালার স্বরনামসমূহ ২৩ তিনি সেই অক্ষরমালার আনন্দকর কতকগুলি চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্তীকালে তিব্বতীয় বর্ণমালা বলিয়া পরিচিত হয়।

ধোম্বি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের অনুসারে কার্যে জীবন অভিযান্ত্রিক করিলেও, প্রকৃত ধর্মপ্রচারক বা বৌদ্ধবক্তারূপে আসনাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই; কিন্তু রাজা শ্রোঙ-ৎসন গম্পো বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বোধিসত্ত্ব অবলোকিতের অবতাররূপে পুজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী চীনরাজহুহিতা বেনছেল অবলোকিতের পত্নী তারাদেবীর নামে বেতাজিনী তারা এবং সেনাপারাকমতা ক্রুটী তারা দেবী বলিয়া পুজিতা হন। ক্রুটী তারার কণ্ঠমৌল এবং মূর্তি অতীব ভীষণ। তিনি অহরহঃ স্বীয় স্ত্রীপত্নী বেনছেলের সহিত কলহ করিতেন বলিয়া তাঁহার উগ্রমূর্তি করিত হইয়াছে।

আনুমানিক ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা শ্রোঙ-ৎসন গম্পো পরলোক গমন করিলে তৎপৌত্র মঙ্গশ্রোঙ মঙ্গ-ৎসন রাজার বৌদ্ধধর্মবাক্য ধর্মের প্রতিিনিধিৎ রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার পরবর্তীকাল হইতে তিব্বতে কুসংস্কারাজ্ঞের তুতোপাসক বাসান ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। আর শতাব্দী পরে উক্ত বংশ রাজা খি-শ্রোঙ-ৎসেন্সামের রাজত্বকালে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। চীনসম্রাট ৭৫৬-৭৫৯সালের পাণ্ডিত্য কক্ষা হিন্ হুয়ের গর্ভে এই রাজকুমারের জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্মে মাতার আসক্তিবশতঃ পুত্রও বৌদ্ধধর্মে লীকিত হন। তিনি কুলপুরোহিত ভারতীয় বৌদ্ধবক্তা শান্তরক্তিতের পরামর্শ অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে শুরু পদ্মসত্ত্বকে আনিতে দূত প্রেরণ করেন। পদ্মসত্ত্ব তৎকালে বিহারস্থ নালন্দা মঠে তাত্ত্বিক ধোণাগার্য সাধার বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এবার, শুরু পদ্মসত্ত্ব শান্তরক্তিতের তগিনী মঙ্গারবাকে বিবাহ করেন।

রাজার আজ্ঞানে উৎসূহ হইয়া পদ্মসত্ত্ব নেপাল রাজ্য মধ্য দিয়া তিব্বতে যাত্রা করেন। ৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজধানীতে উপনীত হইয়া রাজসভাশে যাত্রা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পথি মধ্যে তিনি কিল্পন ডাকিনী ও বক্ষীগণের প্রভাব বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহাও রাজসভীপে নিবেদন করিয়া বলেন যে, "তাহারা বুদ্ধের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছে, আর কাহারও অপকার করিবে না। আমিও তাহাদিগকে অস্ত্র দিয়া বলিয়াছি যে, তোমরাও আমার আদেশে পূজা ও বলি পাইবে।" ইহাতে পাইটই বৃদ্ধা বার যে, ভারতের অর্ধ-সত্য ও অসত্য জাতিক বৌদ্ধধর্মে লীকিত করিতে প্রয়াস পাইয়া এখন বৌদ্ধাচার্যসমূহ লেখেন যে, তাহারা কুসংস্কারে এবং পর্বত, বৃক্ষ ও ভূতাদির উপাসনা

পইয়া এতই মোহান্তিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহাদের জ্বর হইতে এই কুসংস্কারগণ মুক্তকটিকা অপনোদিত করিয়া নির্দোষ-মুক্তি ও প্রতীত্য-সমুৎপাদনগ মহাধর্মবীজ তাহাদের বশন করা নিত্যতই দুষ্কর ব্যাপার, তখন তাঁহার স্বেচ্ছরূপে পূজা সেই সকল ভীষণমূর্ত্তি অপসেবতাধিগকে প্রকৃত স্বেচ্ছরূপে গণ্য করিয়া "ন দেবায়ঃ পুটিনাশকাঃ" বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহার প্রচার করিতে লাগিলেন, "এই সকল শিলা, বৃক্ষ, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি বুদ্ধের মঙ্গলময় করুণায় মঙ্গলকারী শক্তি বিসর্জন করিয়া এক্ষণে জীবের মঙ্গল কামনার প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা আর জীবের অপকার করিবেন না। বরং কাহাতে জীবসত্ত্বের মঙ্গল ও সুকিলাত হয়, তাহায়ে সহায়তা করিবেন; অস্তরূপে তাঁহারা সাধারণের পূজ্য, তাহাদেরও বলি বেগর কর্তব্য।" এইরূপে যেমন ভারতে বৌদ্ধ-তাত্ত্বিক-রূপে সাধারণের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে বশবাহ-শালিনী হুর্গা, সোলরসনা করালবদনা কালী, বিকারিতমের কিল্পাক, রক্তবর্ণ ভীষণমূর্ত্তা শীতলা, করালমুণ্ডা বারাহী প্রভৃতি দেব দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, বৌদ্ধ শুরু পদ্মসত্ত্বও তিব্বতে উপনীত হইয়া কুসংস্কারাজ্ঞের তিব্বতবাসীকে পূর্বতন ধর্মে বিমুগ্ধ রাখিয়া তাহাদের জ্বরে বুদ্ধের প্রাধান্য স্থাপনপূর্বক বৌদ্ধধর্মবীজ বপন করিয়াছিলেন। এই পৌত্তলিকমিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম মূলধর্মের সহিত মিলিত হইয়া লামা (ব্রহ্ম) বা ব্রহ্মধর্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তিব্বতীয় তাহার লামা-ম শব্দে পরম পুরুষ বুঝায়; বুদ্ধই পরম পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর মহীয়নী শক্তি-প্রভাবে অপকর্মী ভূতগণও বশীভূত হইয়া সাধারণের মঙ্গলার্থে প্রণোদিত হইয়াছিল। সেই পরম-পুরুষার্থ ক্রমে শ্রেষ্ঠ মঠাধ্যক্ষ উপাধ্যায় মারে ও বৌদ্ধবক্তা সাধারণে আরোপিত হইল।

শুরু পদ্মসত্ত্বের নিকট বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মর্ম ও প্রভাবে অবগত হইয়া এবং তিব্বতীয় প্রাচীন ভৌতিক জিজ্ঞাসাও-তলিতে তাঁহার সবিশেষ আস্থা দেখিয়া রাজা খি-শ্রোঙ-ৎসেন্সন তৎপ্রবর্তিত লামা বা শ্রেষ্ঠ ধর্মের পক্ষপাতী হন। তাঁহারই আগ্রহে এবং উৎসাহে ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের মঙ্গ-বাসু মঙ্গের প্রথম বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। উহা মঙ্গের তৎপুত্রীর দুঃখ-বিদ বৌদ্ধমঠের অনুকরণে নির্মিত হয়, বরং পদ্মসত্ত্ব ঐ মঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিভিন্ন শাস্ত্ররচিত প্রতিষ্ঠাকার্যে শুরু কথোই সহায়তা করিয়াছিলেন। ঐ মঠেই প্রথমে লামা-সম্মার্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শাস্ত্ররচিত ভাষ্যকার প্রথম অলম্ব্য বা উপাধ্যায় হইয়া প্রবেশ বর্ষকাল অধীন পরিশ্রমে বর্ষব্যাপ্য পঞ্জিকাক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে লামাধর্মকে অলম্ব্য-বোধিসত্ত্বরূপে পুজিত। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য পঞ্জিকাক্ষ, অলম্ব্য

নাগার্জুন, তত্বব্রত, শ্রীভদ্র ও জ্ঞানগর্ভ প্রভৃতির দ্বারা তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশাব্দভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

ভিক্রমভবানিগণ এই নবপ্রবর্তিত লামাবৃত্তকে ধর্ম বা বৌদ্ধ-ধর্ম বলিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে প্রকৃত বৌদ্ধ-ধর্মের ছায়ামাত্র বিদ্যমান আছে। তাত্ত্বিক বীরাচারে উহা সম্যক রূপে বিপ্রাণিত। নানাদেবতার উপাসনা এবং ভৌতিক ক্রিয়া ও ভৌতিকবিজ্ঞা সেই প্রাচীন স্মৃতিতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে নবভাবে গঠিত করিয়াছে। এই ধর্ম-বিধানিগণ “নত্ প” এবং বাহারী এই মতবহির্ভূত তাহার “শ্যি ডিঙ” নামে কথিত।

উপাধায় শাস্ত্রসম্বন্ধের পর “পল বঙ্গ” আচার্যের আসন গ্রহণ করেন; প্রকৃত প্রত্যয়ে “ব্য বৃগ্ জিগ্ স” সর্বপ্রথম লীকিত লামা হইরাছিলেন। শিকানবিশ শিবাগণের মধ্যে লামা সগোয় বৈরোচনই সর্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত হইরাছিলেন। তিনি লামা-সমাজে বুদ্ধের ভ্রাতা ও সহচর আনন্দের অংশবিশেষে সম্মানিত। বৈরোচন ভিক্রমভবী তাহার অনেক সংকৃত গ্রন্থের অঙ্ক-বাদ করিয়াছিলেন।

সুত্র পদ্যসম্বন্ধ লামাধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারপ্রসঙ্গে যে সকল আচার্যহুতান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তৎসম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত জন শিষ্য তাঁহার তিরোধানের কএক শতাব্দী পরে তৎপ্রবর্তিত প্রকৃত ধর্মমত ও পদ্ধতি বলিয়া যে সকল গ্রন্থ সংকলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ তৎকালীন আচার্যবিমিশ্রিত বলিয়াই বোধ হয়। তবে আদি পদ্ধতি অল্পকৃত এবং ভৌতিকবিশ্বাসমাপ্রিত ক্রিষ্ণ-ম-প সম্প্রদায়ের আচার পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে সহজে উপলব্ধি হয় যে, পদ্ধতিবদ্ধ তাঁহার জন্মভূমি উত্তান এবং কান্দীরে প্রচলিত ঘোর তাত্ত্বিক ও ভৌতিকবিজ্ঞাপ্রবৃত্ত মহাবান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে মন্থনলব্ধ শৈবধর্ম ও ভূতোপাসক বোন্-পা ধর্ম মিশ্রিত ছিল।

সুত্র পদ্যসম্বন্ধের যে পদ্ধতিবিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন, তাঁহার সকলেই ভৌতিক ও ভৌতিকবিজ্ঞার পারদর্শী। তাঁহার মন্ত্রকলে ভূতপদকে বশীভূত করিয়া ভিক্রম ভূমে তৎপ্রবর্তিত ধর্মস্থাপনে বহুপরিচয় হয়। ভিক্রমভবানী বৌদ্ধগণ পদ্যসম্বন্ধের অসামান্য তিরোধান ও তাঁহার ভৌতিকবিজ্ঞাপ্রত্যয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় বুদ্ধরূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন। এখনও প্রাচীন লামাদেবতারবিশেষের মধ্যে তাঁহার আট প্রকার মূর্তির উপাসনা হইয়া থাকে। ভিক্রমভবানীর বিশ্বাস, সুত্র পদ্যসম্বন্ধ সময়ে সময়ে এই বিভিন্ন মূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজা খি-শ্রো-সেং-সু-ক তাঁহারই জন-কণ্ঠস্বর প্রকাশ

উৎসাহে ভিক্রমভবানী হু-প্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তমোত্তম বিদ্বত হইয়া পড়িল। বোন্-পা ধর্মপ্রতিষ্ঠিত ভিক্রমভবানী আচরিত প্রার্থার সাময়িকসাধক এই নবীন মতের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া বরং রাজ্যের ভয়ে তাহার শোষণতাই করিয়াছিল। তাহার মূর্তি-ছিল-যে, এই মতে বিশ্ব ভাবিবার কোন কারণ নাই, অধিকন্তু ইহাতে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই শত্যাঙ্ক নবধর্মে ভিক্রমভবানী অল্পকৃত হওয়ার লামাধর্ম মতই পুষ্টি ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু শিকাবলে ভিক্রমভবানী মতই মানসিক উন্নতি সাধন করিতে লাগিল, ততই তাহার লামাধর্ম-সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভব করিল। জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপদ্ধতিরও সংস্কার হইরাছিল; এই কারণে ভিক্রমভবানী বৌদ্ধধর্মের তিনটি যুগ নির্ধারণ করা যায়। ১ম আদি-কুণ্ড অর্থাৎ রাজা খি-শ্রো-সেং-সু-ক-রাজ্যকালে লামাধর্মের প্রতিষ্ঠা হইতে বৌদ্ধধর্মের তাত্ত্বিক পর্য্যন্ত। ২য় মধ্যযুগ বা লামাধর্মের সংস্কার কাল পর্য্যন্ত এবং ৩য় বর্তমান লামা ধর্ম বা খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত লামার প্রাধান্য ও রাজবিস্তার কাল।

১২২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ লামানগরীর লাটসম্বন্ধের অঙ্কশাসনপাঠে জানা যায় যে, ভিক্রম ও চীনবাসিগণ তিনটি পদ্য পুরুষ এবং পবিত্রচেতা সাধুগণ হৃদয়, চক্ষু, গ্রন্থ ও তারাগণের উপাসনা করিতেন। উহাই প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন আদি-লামাধর্মের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যায়।

৭৮৬ খৃষ্টাব্দে খি-শ্রো-সেং-সু-ক-র মৃত্যুর পর তৎপুত্র সুবিং-সান পো রাজা হন। ইনি রাজ্যাধিকারের পর বিধব্রয়োগে নিহত হইলে তবীর ভ্রাতা সদন লেগ-সু সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্মবিস্তারার্থে কমলশিলাকে ভিক্রমভবানীর আনয়ন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মালপছন ৮১৬ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে) সিংহাসনে আরোহণ হন। তাঁহার রাজ্যকালে নাগার্জুন, বনব্রত ও আর্ঘ্যদেবের প্রসিদ্ধ টীকা ও ধর্মগ্রন্থসমূহ ভোটভাবার অনূদিত হয়। এতদ্বারা তিনি ভারতবাসী কএকজন বৌদ্ধভক্তিকে ধর্মগ্রন্থসমূহের অনুবাদার্থে লিপ্ত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে সুবিরমতির শিষ্য জিনমিত্র, শীলেন্দ্রবোধি, সুরেন্দ্রবোধি, প্রজ্ঞাবর্ন, দানদীল এবং বোধিমিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজা মালপছনের বৌদ্ধধর্মবিস্তারার্থে ভূখণ্ডপত্র হইয়া তবীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লঙ-বর্গ বৌদ্ধধর্মেরই হইয়া পড়েন এবং ৮২০ খৃষ্টাব্দে বীর ভ্রাতাকে নিহত করিয়া বরং সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজপদাঙ্ক হইয়া লামাধর্মের উপর বহুতর অত্যাচার করিতে থাকেন; এমন কি, তিনি মন্দির ও মঠ বন্ধ করিয়া লামাধর্মাবিরোধিতার দীর্ঘবিসেকারী কলহের কাণ্ড

করিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন। তন্নিম্ন তাঁহার আদেশে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ ভগ্নসাৎ হইয়াছিল।

স্বপ্নের বিধর, তাঁহার বৌদ্ধধর্মে বিবেচন বহুকালহারী হয় নাই। তাঁহার রাজ্যকাল তৃতীয়বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে লালুঙ-বাসী লামা পাল-দোর্জে মুখোশ প্রভৃতি ভয়াবহ বৈশভূষা পরিধান করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। লামা পাল দোর্জে বাউলের ছায় কিল্লুত কিম্বাকার বৈশভূষা সজ্জিত হইয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। রাজা কোতূহলবিষ্ট হইয়া সেই মুক্তি দর্শন করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে বাণবিক করেন। পরে রাজসৈন্য তাঁহাকে ধৃতকরণ মানসে পশ্চাৎকাষিত হইলে তিনি একটা কৃষ্ণবর্ণরঞ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী সম্ভরণপূর্বক পলাইয়া যান। জলমগ্ন হওয়ার অবশেষে কৃত্রিম গাএবর্ণ বিধোত হইয়া মূলবর্ণ বাহির হয় এবং তিনি তাঁহার ছায়াবেশ ফেলিয়া দিয়া নূতন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া অপর পারে উঠেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসী তাঁহাকে অপর ব্যক্তি মনে করিয়া অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন জানিয়া আর তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে নাই। তাঁর আঘাতে রাজা পঞ্চম পাইবার কালে বলিয়াছিলেন যে, “বৌদ্ধধর্ম উৎসাদনরূপ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবার পূর্বে তিন বৎসর আগে কেন আমাকে নিহত করা হয় নাই।” রাজা লঙু ধর্মের মৃত্যুকালীন এই বাক্যে বৌদ্ধধর্মে তাহার বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহার বালক পুত্র আর লামাদিগের প্রতি বিরূপাচরণ করিতে সাহসী হন নাই। স্মৃতরাং লামাগণ ধীরে ধীরে আপনাদের নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১১শতাব্দের প্রারম্ভে ভারতের নানাহানে বিশেষতঃ কাম্বীর হইতে কএকজন বৌদ্ধযতি তিব্বতপরিদর্শনে আগমন করেন। তাহাদের মধ্যে শ্রুতি, ধর্মপাল, সিদ্ধপাল, গুণপাল, প্রজ্ঞাপাল এবং প্রজ্ঞাপারমিতার অনুবাদক সুভূতি, শ্রীশান্তি প্রভৃতি যতিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহার পর ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে লামাধর্মসংস্কারক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধযতি অতীশ তিব্বতে পদার্পণ করেন। তিনি লামাগণের নিকট “জো-বো-র্জে-দ্পাল-ল্হন অতীশ” নামে পরিচিত ও দেবতার দ্বায় সম্মানিত।*

* ভারতে তিনি লীপকর ঈজান নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কলাপদী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। ডোট-ইতিবৃত্তমতে বাজা-লাম গোড়াক্যের অন্তর্গত বিরূপসুয়ের রাজ্যবাসে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ভকতপুত্রবিধারে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম-ধর্মে লীকিত হইয়াছিলেন। স্বর্ণরীপ বা স্বর্ণ-নগরের বৌদ্ধচার্য্য স্থাপিত চক্রবর্তী, মহাবোধিবিহারের উপাধ্যায় মতিবিহার এবং মহাসিদ্ধি নামের নিকট তিনি মহাবানমত ও মহাসিদ্ধি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতমাসিকালে

অতীশের প্রধান শিষ্য ডোম-টোন সংস্কৃত কদম-সম্প্রদায়ের প্রধান মোহন্ত হইয়াছিলেন। উহাই সার্ক ত্রিশতাব্দের পরে তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ গে-লুগ-প সম্প্রদায়ে পর্যাবসিত হইয়া তন্মানেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অতীশের প্রাবর্তিত বাদম-প সম্প্রদায়ের অনুকরণে অর্দ্ধ সংস্কৃত কর-গ্যু-প এবং শক্য-প সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের শেষভাগে লামাধর্ম তিব্বতে দৃঢ়মূল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও শক্য প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রতিযোগী সম্প্রদায়সমূহ উদ্ভূত হয় এবং তাহার স্বতন্ত্রভাবে পারমার্থিক মণ্ডল স্থাপন করিয়া আপনাদের পোরোহিত্য শক্তি বিস্তার করিতে থাকে। ধর্মবাজকগণের শক্তিবৃদ্ধিসহকারে স্থানীয় সর্দারগণের শক্তি হ্রাস হইতে থাকে। সেই সুযোগে চীন ও মোঙ্গলজাতি তিব্বতের নানা স্থানে আসিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করে।

খৃষ্টীয় ১২০৬ অব্দে খানকমোগল বংশধর জেন্‌ঘিজ্ (জেঙ্গিস) খাঁ তিব্বত অধিকার করেন। তাঁহার বংশধর প্রসিদ্ধ চীন-সম্রাট খুবিলই (কুবলাই) খাঁ বর্ষের অশিক্ষিত ও অসভ্য-প্রধান চীন ও মোঙ্গলীয় রাজ্যে একটা সদ্‌ধর্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ শাক্যের শ্রেষ্ঠ লামাকে (শাক্য পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত) স্বীয় রাজসভায় আহ্বানপূর্বক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তদবধি উহা একটা নূতন শক্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজধর্মরূপে সর্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে।

খুবলাই খাঁ স্বীয় ধর্মোপদেষ্টা শাক্যপণ্ডিতকে লামাধর্ম-

তিনি মগধের বিরমশিলা সম্রাটের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত থাকেন। রাজা মহীপালের পুত্র নরপাল তাঁহার সমসাময়িক।

১০৩৮ খৃষ্টাব্দে লামা নগ-বতোর সহিত যখন তিনি মারি বোহ্ম গণে তিব্বতে আইসেন, তখন তাঁহার বয়স্ক্রম দ্বি বৎসর। তিনি এখানে আসিয়া লামা-ধর্মের সংস্কারকার্যে ব্রতী হন। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে লামানগরীর নিকটবর্তী লুক্রোঙ, সম্ভারানে তাঁহার দেহাবসান হয়। লামানগরের সংস্কারকার্যে লিপ্ত হইয়া তিনি সমস্তপ্রতিপাদক করখানি গ্রন্থ সম্বলন করেন, নিজে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল:—বোধিব্যগ্রলীপ, চর্যাপগ্রহলীপ, সত্যবহা-বতার, মহামোঘেশ, সংগ্রহ-পর্ড, লম্বনসিদ্ধিত, বোধিসত্ত্বমজ্জাবলী, বোধিসত্ত্ব-কর্মাবিসার্বাভ্যাস, শরণাগতোপদেশ, মহাবানপদ্যসাদানবর্ণসংগ্রহ, মহাবান-পদ্যসাদানবর্ণসংগ্রহ, সুজার্ঘ্যসুভূতোরোপদেশ, মনুশুলকর্মোপদেশ, কর্মবিভক্ত, মহাবিসম্বরণপর্যবর্ত, লোকান্তর সম্বন্ধবিধি, শুদ্ধকিরাক্রম, চিত্তোৎপাদন-সম্বরণবিধিকর্ম, শিকাসমুদ্র-অভিসমর (স্বর্ণরীপাবিশিষ্ট রাজা ধর্মপাল, লীপকর ও কমলকে যে ধর্মবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার সারমর্ম) ও বিমলরত্নালোক। তিব্বতমাসিকালে লীপকর অতীশ দেবগ্রন্থ মগধরাজ নর-পালকে লিখিয়া পাঠান। তিব্বতে ইনি বোধিসত্ত্ব মনুশীর অবতার বলিয়া পূজিত।

মণ্ডলের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুপদে অতিথিত করিয়া তাহাকে চীন-রাজপৌরোহিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তিব্বতরাজ্যের শাসন-কর্তৃক দান করেন। তদনন্তর ১২৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই বয়ে উক্ত পণ্ডিতের ব্রাহ্মপুত্র মতিধ্বজ (ভোটনাম লোদোই গ্যল-২বন) কাঙ্গ-প উপাধি সহ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি রাজ্যগ্রহণে রোমক পোপের ভার শক্তিসম্পন্ন হইরাছিলেন।

সম্রাট খুবিলাই খাঁ লামাধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে মোঙ্গলীয়ার নানাহানে এবং পেকিন নগরে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ একটীয়ায় সজ্জারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে শাকা-পণ্ডিত মতিধ্বজ পণ্ডিত-মণ্ডলে সমাবৃত হইরা লামাধর্ম্মের প্রসিদ্ধ কর-ণ্ডার গ্রন্থ মোঙ্গলীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

পরবর্তী মোগলসম্রাট গণের অধীনে শাকা-পুুরোহিতগণের রাজকীয় প্রাধান্য ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী লামাসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারী হইরা তাঁহাদের উপর আত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বিকুলের হুপ্রসিদ্ধ কর-ণ্ড-প সজ্জারাম ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে মিদরাজকণ চীনসাম্রাজ্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। উক্ত কনীর সম্রাট-গণ শাকা-পণ্ডিতদিগের ক্ষমতা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে কর-ণ্ড-প বিকুল ও ক-নম-প-২বন সজ্জারামের আচার্য্যদ্বয়কে তদনুরূপ শ্রেষ্ঠ পৌরোহিত্য শক্তি দান করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের আরম্ভে লামা ২সোঙ-৬-প অতীশ-প্রবর্তিত সংস্কৃত-লামাধর্ম্মের পুনঃসংস্কার সাধন করিয়া উহাকে গেলুগ-প নামে পরিচিত করেন। এই সম্প্রদায় উত্তরোত্তর গ্রীষ্ম লাভ করিয়া তিব্বতে প্রচলিত অজ্ঞান সম্প্রদায়কে হীনতম করে এবং পাঁচ পুরুষের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মবাক্যক তিব্বতের পুরোহিতরাজ বলিয়া বিখ্যাত হন। উক্ত সাম্প্রদায়িক প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য আজিও সেই সন্মানে ভূষিত আছেন।

লামা ২সোঙ-৬-প'র ব্রাহ্মপুত্র গেনেন-ডু-ব্ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Grand Lama) হন। তিনি সাধারণের নিকট অবতাররূপে প্রতীয়মান হইরাছিলেন। পরে তাঁহার পক্ষ পুনরুৎপত্ত শ্রেষ্ঠ লামা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতের বিদলজ্যোতি প্রাপ্ত বলিয়া বিবোধিত হইলেন। ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গলরাজ তিমুর খাঁ তিব্বত জয় করিয়া পক্ষ লামাচার্য্য ৩গ-৬-সো-জবকে দান করেন। তদবধি সে-সুগ-প সম্প্রদায়ের লামাচার্য্যগণ রাজপণ্ডিতে ভূষিত হন। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে

চীনসম্রাট তাঁহাকে তিব্বতের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার-পূর্বক মোঙ্গলীয় 'দলই' (সম্রাট) উপাধি দান করেন; তদবধি যুরোপীয় পরিব্রাজকগণের নিকট তিনি এক তাঁহার ধর্ম্মপ্রদর্শন দলই-লামা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিব্বতীয় সমাজে তিনি গল-ব-রিগ-শোহে নামে অতিথিত।

১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লাসানগরের সন্নিকটে শৈলোপরি হুপ্রসিদ্ধ পোতল প্রাসাদ-মন্দির স্থাপন করেন। তিব্বতের অপরাপর লামা সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহাকে ও তৎসংস্কার-বিগকে অবলোকিতের অবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজশক্তিপ্রাপ্ত লামা ৩গ-৬ শেবজীবন শাস্তিতে অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। প্রকৃতস্থাপনে উদ্ভাস আকাজ্ঞা এবং মাছুজাতির বিদ্রোহে প্রসীড়িত হইরা তিনি লীলাবসান করেন। কললামা চীনসম্রাটের আদেশে নিহত হন। তদনন্তর তিনি বহুতে তিব্বতের কর্তৃক গ্রহণ করিয়া সমগ্র রাজ্যে ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তৎসংস্কার মোহন্ত-নিয়োগের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু সে-সুগ-প সম্প্রদায় পক্ষ লামার প্রণোদিত প্রচার দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকে। এ সময়ে একজন রাজা চীনরাজকর্ত্তারী তিব্বতে উপস্থিত থাকিলেও এই সম্প্রদায়ের লামাচার্য্যগণ প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লামাগণ তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করিতেন।

এই লামাধর্ম্ম ক্রমশঃ তিব্বত অতিক্রম করিয়া দূরদেশে বিস্তৃত হয়। বর্তমান সময়ে উহা পশ্চিমে যুরোপীয় ককেনস্ হইতে পূর্বে কাম্বোজ কা এবং উত্তরে ব্রিহাৎ সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণে সিকিম ও হুন-নান্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই বিস্তৃত ভূভাগে লামাধর্ম্ম বিস্তৃত হইলেও, তৎসংস্কার অধিবাসিনঃখ্যা নিতান্তই কম; কিন্তু সকলেই লামাকে রাজা ও ধর্ম্মগুরু বলিয়া মান্য করে।

সমগ্র তিব্বতরাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের অধিক নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে লামাধর্ম্মোপাসক, পূর্ব-ভোটবাসিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মসেবী এবং ততকাল উত্তরধর্ম্মই মান্য করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণ লামাধর্ম্মের পূর্ণপোষকতা করিতে বিরত হন না।

দুরোপে কালমাক্ তাতার জাতির বাসভূমি তল্লা নদীতীর পর্য্যন্ত লামাধর্ম্মের শেষ লীলা। তোরগোং জাতির লগা-রনের পরেও দুরোপের কবরাজ্যে তন ও বৈক নদীর মধ্য-বর্তী স্থানে ২০ হাজার বর কালমাক্ তাতারের বাস ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় লক্ষ লোক লামাধর্ম্মে বিবর্ত হইয়াছে। উক্ত পলারনের পর হইতে তাহার নাম সেবজীবী পুরোহিত লামাকে শ্রেষ্ঠ-লামা বলিয়া সম্মান বা তাঁহার আদেশ-পালন

করে না এবং কখনও কোন উপঢৌকমাদি পাঠায় না; তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আছে। আজিও তিনি গোপনে তাহাদের ধর্মরক্ষার ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন। অভাগি ভুলগাতিয়ে তাঁহার ধর্মশক্তি বিচারিত হইতেছে। কালমাক্গণের শ্রেষ্ঠ-পুরোহিত আজিও লামা নামে পূজিত। বলই লামাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ না করিলেও কৃষকগণের নির্ভর্য্যিত এক প্রধান লামার উপদেশানুসারে তাহারা আপন ধর্ম রক্ষা করিতেছে।

ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, পূর্বে স্ত্রীর ভুলগা-
তীর পর্য্যন্ত বলই লামার অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাঁহার নিকট
অসংখ্য অনেক বৌদ্ধ-পুরোহিত বৎসর বৎসর তাঁহাকে লামা-
নগরীতে রাজকর পাঠাইতেন। এই সকল লামা-পুরোহিত
একগুণে কামিনী নামে পরিচিত। তোরগাংদিগের পলায়নের
পর হইতে আর কামিনীগণ এই কর পাঠান না। অবশিষ্ট উল্লুসের
(Ulluse) কামিনীগণ এখন বিভিন্ন চুক্রে বিতস্ত। ১৮০৩ খৃষ্টা-
ব্দের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কালমাক্জাতির জনসংখ্যার
দশমাংশ পুরোহিতপ্রধান হওয়ার এবং তাহারা স্বভাতি-
সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের অর্থে প্রতিপালিত হইত
বলিয়া কৃষকগণের ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান-লামা জখোনম্বকের
সাহায্যে উক্ত অর্থোক্তিক প্রভাব থর্ব্ব করিয়া দেন। পূর্বে
হুই ও অলস লোকে অর্থোপার্জনে অক্ষম হইয়া এই পুরোহিত-
সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইত এবং ধর্মপ্রাণ নিরীহ বৌদ্ধ কালমাক্-
দিগের নিকট হইতে ধর্মের তান করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত।
কৃষকগণের সহস্র সহস্র অকর্ম্মণ্য পুরোহিতকে সম্প্রদায় হইতে
বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কৃষকসমাজের আদমরুমারি
হইতে জানা যায় যে, তথায় ৮২ হাজার কিকিজ, ১১২১৩২
কালমাক্ ও ১৯০০০০ বুরিরাং লামাধর্ম্মসেবী বিস্তারিত আছে।
অপরূপ স্থানের লামা ও লামাচারী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের তালিকা
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

নেপালে গোষ্ঠীজাতির প্রারম্ভেবৈ শৈবহিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত
হয়। তাহারা অনেকাংশে বৌদ্ধধর্ম্মী হইলেও, অধিকাংশ
নেপালীরাই লামাধর্ম্মাবলম্বী। বর্তমান ভোটান (ভোটাঙ্গ)
জনপদে লামাধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিস্তারিত। তথাকার ভাসিহুন
জেলার ৫শত, পুগাখার ৫শত, পায়োজেলার ৩শত, তোকসোরে
৩শত, টাগনার ২৪০শত, ও বর্ধীপুরে (অকিপুর) ২শত লামা-
পুরোহিত আছে। এ ছাড়া স্থানে স্থানে পর্ব্বতগুহা মধ্যে
অসংখ্য লামাসন্ন্যাসী এবং মঠে বৌদ্ধভিক্ষুরী দেখা যায়। মঠবাসী
ভিন্ন প্রায় ৩ হাজার লামা-পুরোহিত রাজকর্মে ও ব্যবসাবাণিজ্যে
শিল্প রহিয়াছেন।

সিকিমে লামামতই রাজধর্ম্ম। তথাকার লামা ও সাধারণ
লোকের বিশ্বাস, ধর্ম্মাশ্রয় পদ্মসত্ত্ব (গুরু রিন্-বো-ছে) লামামত-
স্থাপনার্থ তিব্বতে গমনকালে এই জনপদ দিয়া যাত্রা করিয়া-
ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের লামাপরিব্রাজক লুং-৭নুন-
ছেবো তিব্বত হইতে সিকিমে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণী
হইতে জানা যায় যে, তৎকালে তদ্রাজবাসীরা অজ্ঞানান্ধকারে
নিমজ্জিত ছিল, সম্ভবতঃ তাঁহার আগমনের পর সিকিমবাসী
লামাধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তিনি এখানে পরিব্রাজকরূপে ধর্ম্মাশ্রয়
পূজিত হইয়া থাকেন। *

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে লুং-৭নুন ছেবোর মৃত্যুর
পর হইতে সিকিমে লামাধর্ম্ম ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে থাকে
এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধবতি ও সম্ভারামে সিকিমরাজ্য
আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং সিকিমবাসীর সভ্যতা ও সাহিত্যে
এবং লেখ্য জাতির বর্ণমালার উৎপত্তিকাল লামাধর্ম্মের
সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিয়া গণনা করা যায়। সিকিমে
ক্রিঙ-ম-প ও কর-গু-প (কর-ম-প) সম্প্রদায়ের প্রভাবই
অধিক। তথায় দুই-প সম্প্রদায়ের কোন মঠ দৃষ্ট হয় না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তিব্বতে লামাধর্ম্মের বিস্তারের
সঙ্গে সঙ্গে তাহার কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিভাগ গঠিত হয়।
ভারতীয় মহাবান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধমত এবং ভোট-জনপদস্থ
প্রাচীন বোন ধর্ম্ম একত্র করিয়া তথাকার লামামতের উৎপত্তি
ঘটে। ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ওয়েগেন বা উজানবাসী গুরু পদ্মসত্ত্বের চেষ্টায়
পরিবর্তিত হইলেও তাহা লেপ্চা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।
৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজা লঙ-নর্গ বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছিন্নকামনার বৌদ্ধ-
দিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করেন। সেই সময়ে
তিব্বতে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমত ক্রমশঃই হীনপ্রভ হইতে থাকে।
তৎপরবর্ত্তিকাল হইতে মহাশ্রা অতীশের শুভাগমন পর্য্যন্ত
লামাধর্ম্ম আর কোনরূপ পুষ্ট প্রাপ্ত হয় নাই। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে
অতীশ ও তাহার শিষ্য ব্রহ্মমুক্তোঙ করম-প সম্প্রদায় স্থাপন
করিয়া আদি লামাধর্ম্মের সংস্কারক বলিয়া পূজিত হন। এই
লামামতাবলম্বী স্প্রাসিক লামা ওসোন-খ-প ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে গাল-

* লুং-৭নুন ছেবো দক্ষিণপূর্ব তিব্বত ভূভাগের কোলবু জেলায় ওসঙ্গুণো
(ব্রহ্মপুর) উপত্যকার ১৪০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তথা হইতে
সিকিম আসিবার সময় পথিমধ্যে বর্ধী নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপনীত হইয়া ১৪৪৮
খৃষ্টাব্দে লামাধর্ম্মের সমুদয় হন। এখানে প্রথম বলই-লামা ওগু-বত্তের
সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্য মহাশ্রা অতীশের
অনুসার বলিয়া এসিহ। বর্তমান পেন্ডিকোয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জি-মি-
প-কো তাঁহারই অনুসরণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে উহাই তিব্বতের পারমার্থিক-মণ্ডলরূপে পরিগণিত হইয়া সংস্কৃত গেলুগপ (কদম-প শাখাস্তত্ব) সম্প্রদায় নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পারমার্থিক মণ্ডলের বর্তমান সময় পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক মত ও আপনায় প্রভাব সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

১০৬২ খৃষ্টাব্দে ক্রিঙ-ম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা ১৩শ শতাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত নানারূপে সংস্কৃত হইয়া পরিশেষে ক্রিঙ-ম-প সম্প্রদায়রূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষার্ধ্বে হইতে ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের শাখারূপে যথাক্রমে ওগোম-প, ঘোজ্জ-তক-প, মিলোলিন-প, ড-মক-প, কতের্ক-প ও ল্যা-ৎসুন-প প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় ক্রিঙ-ম-প বা প্রাচীন অজস্রুত লামা মতসম্বন্ধীয় শাখা বলিয়া কথিত।

১০৭২ খৃষ্টাব্দে শাক্য মোনু যে শাখা প্রবর্তিত করেন, তাহা শাক্য-প শাখা নামে সমভাবে প্রচার লাভ করিয়াছে। তাহা হইতে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের মধ্যভাগে জোনঙ-প শাখার উৎপত্তি হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে তারনাথ জোনঙ-প শাখার মতপ্রাধান্য স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রথমার্ধে শাক্যপ শাখা হইতে নোর-প নামে আর একটা শাখা গঠিত হয়, কিন্তু তাহা প্রাধান্যলাভ করে নাই।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের শেষভাগে মনু-প ও মিল-রদু-প কর-গ্য-প শাখার পত্তন করিয়া বান। লামা ষগ্-পো-ল্জ্জ্জ উক্ত সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণে উহার প্রবর্তকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। অল্পমান ১১৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কর-গ্য-প সম্প্রদায় হইতে পৃথক ও সংস্কৃতভাবে বিজুন-প, কর্শপ এবং প্রাচীন বা উত্তর চুক-প (১১৬০ খৃঃ) শাখার উৎপত্তি হয়। পরিশেষে ১২১০ খৃষ্টাব্দে উক্ত চুক-প সম্প্রদায় হইতে সংস্কৃতভাবে মধ্য ও দক্ষিণ ভোটাঙের চুক-প এবং পুনরায় ১২২০ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভোটাঙ চুক-প হইতে আধুনিক বা দক্ষিণ চুক-প শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষভাগে বিজুন-প শাখা হইতে তলুন-প নামে আর একটা স্বতন্ত্র শাখার উৎপত্তি হয়। কর-গ্য-প ও শাক্যপ সম্প্রদায়প্রতি শাখাগুলি অর্ধসংস্কৃত-লামামত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বর্তমান সময়ে কোন কোন লামা গুরু পদসম্বন্ধের গুহার লুকায়িত প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সোহাই দিয়া যে সকল শাখা মত প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তৎসমুদয় “তের-ম” বা গুরুর অভিব্যক্ত সাম্প্রদায়িক মত ক্রিঙ-ম-প সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে শামানী বোনু-প ও ভুতাদির উপাসনার সহিত বিস্কৃষ্ট লামা মতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। উপরোক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পদ্ধতি পরস্পর পৃথক্। তাহাদের পরিচ্ছদ ও শিরদ্বাগ অনেকটা বিভিন্ন। নিম্নচিত্রে তাহা বিবৃত হইল।



বৌদ্ধলমাসা পে-জাব।

কর-গ্য লামা।

শক্যলামা।

লামা উগোম-পা-ৎসো।

ক্রিঙ-ম লামাঘর।

কর্শলামা।

উপরোক্ত সম্প্রদায়সমূহের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠামহকারে লামাবর্গের মধ্যে অসংখ্য মঠ ও সন্ন্যাসীদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সকল

বিভিন্ন শাখা-সম্প্রদায় ও তত্ত্ববৃত্ত বিভিন্ন মঠাদির বিবরণ এবং তত্ত্বমতপ্রতিষ্ঠাতৃদিগের জীবনকীর্ত্তি লক্ষ্যম লামাচর্য্যে লিপি-

বহু হইল না। সাংসারিক প্রয়োজন হইতে নির্দিষ্টভাবে অবস্থান করাই বোধবোধিগের প্রধান কর্ম, কেন না তাহা হইলে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে কৈশরের উপাসনা করিতে পারেন; এই কারণে তাহারা নির্জন ও প্রয়োজনশূন্য বিজন প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। এই সকল বাসভূমিই বোধবিগের সন্ধ্যারাম বা মঠ নামে খ্যাত। লামাধর্মবিভাগকরে তিব্বত রাজ্যে এবং তৎপার্শ্বস্থ চীন, মোঙ্গলীয়, রুব প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে নানা সন্ধ্যারাম ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল স্থান ভোট-তাহার গোম-প (নির্জন স্থান) নামে পরিচিত। নিম্নে কএকটি বিভিন্ন দেশীয় এশিয়ার সন্ধ্যারামের নামমাত্র উদ্ধৃত হইল,—

তিব্বত—তরিলুগপো, শাস্তা, মিস্মোলিঙ, হীমিস (লামক), লঙ ও ছো-লিঙ, পদ্ম-বঙ-ৎসে (পেমিওঙ্গি), ভ-ক-তবি নিঙ, ফো-বঙ, ল-বঙ, মোর্জোলিঙ (বার্জিলিং), মোঠাঙ, রি-গোন, তু-লুঙ, এন-চে, ছু-সে, ফেনজঙ, কচো-পল-রি, মগি, সে-নোন, বঙ গঙ, লুঙ-ৎসে, নম-ৎসে, ৎসুন-ঠাঙ, রব-লিঙ, ছু-লিঙ মে-ক্যা-লিঙ। এইগুলি স্থানের নামানুসারে এসিঙ। এতদ্বির সম-হাস, গাংলুং, সে-পুজ, সে-র, নম-গ্যাল-ছোই-সে, রমো-ছে ও কর্মকা, দেবেরিপ-গর, জন-লাছে, ছম্নমরিন্ (১২২০ ফুট উচ্চ), দৌকা-লুঙ-দোঙ, শাক্য বা শকা, র-সেল, তিব-গে, ফু-ৎসোগ্সমিঙ, সম-দিঙ (১৪৫১২ ফিট উচ্চ), মি-কুজ (ত্রি-ঙঙ), মিন্-গোল্ মিঙ (মিস্মোলিঙ), দোজ্-মগ, দপল-রি, বালু, গুজ ছো-বঙ, লজ-কল্প-ঙ-খোক, কলুজ, গ্যান-ৎসি, দেজ্, ছাবমলো, কার্খোক, রিহচে শোজ্-য়, ময়-পুঙ লে-পুঙ, মেন্দেলগেম, জু-প-রোন, কোন-সেম, ভো-সুন, ছম্নক, কোন-স, নর্তোন, রিপ-ছেল-নুন, ৎসেনচুক, গাপুন, গিলিন্ ও বেরু প্রভৃতি প্রধান প্রধান কএকটি সন্ধ্যারাম বিদ্যমান আছে। সমগ্র তিব্বতের মঠাশ্রম বা সন্ধ্যারাম লইয়া গণনা করিলে আর ৩ হাজার হইবে। এই সকল এশিয়ার সন্ধ্যারামের পার্শ্বে পবিত্র ছোর্ডেন (চৈত্য বা গুপ) এবং মেনলোঙ (বৃত্তাকার) বিদ্যমান দেখা যায়।

চীন—চুন-হো-কুক বা এশিয়ার পেরিন-সন্ধ্যারাম, বৃত্ত-বান, কুয়ু (এখানে ঐক্য বৈতরণ্য বৃক আছে।) এবাদ ঐ বৃক ৎসোঙ-খ'পার অক্ষাংশীয় নিঃস্রাবিত রক্ত উৎপন্ন হইয়া ছিল। উহার প্রত্যেক পত্রই বিভিন্ন চিত্রলক্ষণিত। উহাতে নরসিংহ তথাগতের মূর্তি অঙ্কিত আছে। পাশ্চাত্য প্রভুতাব্যবহু ঐ পত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, উহার পত্র তিব্বতীয় কর্মমালা বিস্তৃত রহিয়াছে। এই অমসঙ্গিক ব্যাপার উপেক্ষার বিষয় নহে।) এবং জো-বো-খ ও মামক প্রভৃৎ বহু।

মোঙ্গলীয়া—উল্কা-কুয়েন্ ও জারানাবকনির—এখানে ৩০ হাজার বোধবোধি এবং কুহু-জোফুন বিভাগের ৪০০০ সন্ধ্যারামে আর ২০ হাজার লামার বাস আছে।

সাইবেরিয়া—বৈকাল হ্রদের নিকটবর্তী পেলিকিনদের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি সন্ধ্যারাম। এখানকার ঋতাত্মক বুরিরাংনিগের মধ্যে বাসিন্দা পবিত্র মায়ে পরিচিত।

ইরোপ—ভল্গা নদীতীরবর্তী কালমাক্ তাতারদিগের মঠ "কুকল" নামে কথিত। উহা সাধারণতঃ তাঁবুতেই নির্মিত হইয়া থাকে। এই সকল তাঁবু প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্তঃ—যে স্থানে পুরোহিতগণ বাস করেন, তাহার কুকলু-ওএর্গো এবং যেখানে সেবমূর্তি ও ধর্মসংক্রান্ত চিত্রাবলী সজ্জিত থাকে, তাহা শিতানী বা ব্জালিন্-ওএর্গো নামে প্রসিদ্ধ। এক একটি কুকল মধ্যে শতাধিক পুরোহিত থাকিতে দেখা যায়।

লমাক্ বা ছোট তিব্বত—হেমি বা হীমিস, লম-বুর-ক, ম্খো-মিঙ (তুর্কিস্থানের মানচিত্রে খোংলিমঠ), খেগু-ছোস, কোর দজোগ্, বম্ সে, মবো, স্পিগু; শের-গল, ক্যা-লঙ, গু-গে, কয়ুম ছু-লিঙ, সোমি ও পজাগি।

নেপাল—এখানকার নিম্ন উপত্যকার কোন সন্ধ্যারাম দৃষ্ট হয় না। উত্তরমধ্যস্থ অধিত্যকাবিভাগে আছে কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। এখানকার বৌদ্ধতীর্থ-সমূহে কতকগুলি লামার বাস আছে।

ভোটািন—তাবি-ছো-মসোজ, পুং-খাঙ, উ-গ্যান-ৎসে, বাকুরো, বাহ, শু-ম্জোগ-গল, জে-হ-লি, লম-কিন, খা-ছাগ-গ-গল-খা, ছাল-কুগ, কালিমশোল, পেছোজ প্রভৃতি। ভোটািনের অধাশাস্য ধর্মরাজ ও দেবরাজ তাবিছোংলুং সন্ধ্যারামে বাস করেন।

সিকিম—সক্লেলিঙ, ছু-বি, পেমিওঙ্গি, গটোক, তবিবিল, সেমন্, সিন্চিনপোজ, রলোজ, মলি, রম-খেক, কলু (কোজঙ), ছেউলটোল, কেউলপেরি, লকুজ, তলু (দৌ-লুঙ), এক্ছি, বের্জেল, কতোক, মলি (দৌমিঙ), মনগল (পাঙ-লুঙ) মজঙ, লাকু, লুঙ-ৎসে, সিনিক (জিমিঙ), মিলি (কমোং), শিঙ-বেম, ৎসপ-নেস, লুঙেন, সিলোজ, কলু (কপ-লুঙ), কনালি (ছু-মিঙ), মম্ছি (ম'ৎসে), পবিরা শে-কিলুং), লঙ লুডান্।

এই সকল সন্ধ্যারামবাণী বোধবোধিগণ তিব্বতীয় বিভিন্ন সন্ধ্যারামকে ভ্রমণ করিয়া আপন আপন লামাধর্মিক বৃত্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ধর্মসন্ধ্যারামের পার্শ্বক অঙ্গারের উভয়দিক লামা ও হরিমাবর্গ উভয় দেখা যায়। সিকিমে কলুজি মঠ

আছে, তাহার অধিকাংশই গ্রিঙ্-ম সম্প্রদায়ভুক্ত। কেবল নমছি, তাবিদিঙ্গ, সিনোন ও খঙ মোছে সজ্জারামে ভদ্রক প এবং কতোক ও দোলিঙ্গ মঠে কতোক-প শাখামত বিস্তারিত দেখা যায়।

পূর্বকথিত সজ্জারাম ও মঠ ব্যতীত তিব্বতের নানাহানে মন্দির বিরাজিত আছে। ঐ সকলের মধ্যে লাসানগরীর স্তূরহৎ মন্দিরই সর্বপ্রধান। মন্দিরের দ্বার হঠতে গর্ভপীঠ পর্যন্ত স্থানে স্থানে নানা দেবমূর্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে দ্বার-পালগণের আকৃতি অতীব ভয়াবহ। লামারাজ্যের পশ্চিম দিকপতি বিরূপাক্ষ, দক্ষিণ দিকপতি বিরূদক, ভূতগণের ঈশ্বরী দেবীমূর্তি, দ্বাদশ তান্ মা ভূতিনী মূর্তি, বজ্রপাণি মূর্তি; পূর্বদিকপতি ধৃতরাষ্ট্র এবং উত্তরদিকপতি যক্ষেশ্বর বৈশ্রবণ; যম, অগ্নি বায়ু, বরুণ, যক্ষ, রক্ষঃ, সোম, ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও ভূপতি নামক দশলোকপালমূর্তি প্রভৃতি দেবচিত্র বিস্তরপ্রদ। এতদ্বিধ তথায় অমিতাভ, অমিতায়ঃ, নাগার্জুন, মঞ্জুশ্রী, সমন্তভদ্র, একাদশশিরস্ক, অবলোকিত, নারো, এককিংশ তারামূর্তি, পদ্ম-সম্ভব, শান্তরক্ষিত, অতীশ, বজ্রধর, মরপ, মিল-সঃ প, শাক্যবুদ্ধ, অক্লোভা, অমোঘসিদ্ধি, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, মরীচী বা বারাহীমূর্তি, বজ্রভৈরবমূর্তি, হয়গ্রীবমূর্তি, বিভিন্ন শক্তি (কালী) মূর্তি, বিভিন্ন ডাকিনী, যক্ষিনী, গন্ধর্ব্ব, অসুর, কিন্নর, মহোরগ, গরুড় প্রভৃতি অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, বৌদ্ধাচার্য্য, কুলদেবতা, গ্রাম্যদেবতা এবং ডাকিনী, ভূতিনী ও তান্ত্রিক হিন্দু-দেবদেবীমূর্তি তিব্বতীয় লামা সমাজে পূজিত দেখা যায়।

লামাগণ পিতৃপুরুষগণের প্রেতোদিত শ্রাদ্ধ ও পিতৃদানাদি বিশেষ ভক্তিসহ করিয়া থাকে। তাঁহারা যমরাজকে নরকের অধিপতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। সঞ্জীব, কলাপুত্র, সজ্জাট, রোরব, মহারোরব, তাপন, প্রতাপন ও অবাচি নামক ৮টি অগ্নি-ময় এবং অর্কুদ, নিরর্কুদ, অতত, হহব, অহব, উৎপল, পদ্ম ও গুণ্ডরীক নামক ৮টি শীতময় ও তদ্বিধ পৃথ্বীপৃষ্ঠে, পর্বতে, মরুদেশে, উচ্চ প্রস্তর ও হ্রদাদিতে প্রায় ৮৪ হাজার নরক নিরূপিত আছে। এই সকল নরক 'লোকান্তরিক' নামে কথিত। নরক হইতে উদ্ধে এবং সিতবন হইতে নিয়ে তাঁহারা প্রেতলোক কল্পনা করিয়া থাকেন।

লামাযতিগণের মৃতদেহ ধ্যানিবুদ্ধের দ্বারা আসনে বসাইয়া সমাধিস্থ করা হয়। যে স্থানে তাঁহাদের সমাধি হয়, ঐ স্থান • তীর্থরূপে গণ্য হইয়া থাকে। নিম্নপ্রণীত লামাগণের দেহ দাহ করা হয় এবং সেই ভস্ম বা অস্থি সমাধি দিয়া তত্ক্ষণে এক একটা বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত করিয়া দেয়। সাধারণ ব্যক্তির মৃত্যুতে ঐরূপ কোন উৎসবই হয় না। কোন কোন স্থলে তাঁহারা মৃতদেহ

পর্বতোপরি লইয়া কেলিয়া আইসেন। স্থানে স্থানে মৃতদেহ নিঃক্ষেপের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। মোঙ্গ-লীর লামাগণ কখন কখন মৃতদেহ প্রোথিত করেন ও তত্ক্ষণে প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়া জন্মমৃত্যুর সংকল্প ইতিহাস লিখিয়া রাখেন। কখন বা শীতপর্বতশিখরে কেলিয়া দেন। মাংসাশী পক্ষী পশু প্রভৃতিকে সেই শবদেহ ভক্ষণ করানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। স্থলবিশেষে তাঁহারা শবদেহ ভস্ম করিয়া থাকেন। শিশু সন্তানাদির মৃত্যু হইলে পিতামাতা পথের ধারে কেলিয়া দেয়। স্পিতিতে দাহ, সমাধিস্থ বা নদীর জলে ডাসাইবার নিয়ম আছে। মৃত্যুর পর প্রেতের মঙ্গলকামনার তাঁহারা মন্ত্র পাঠ করেন। একমাত্র লাল উকীষধারী সামানি গে-লোঙ লামারাই বিবাহ করিতে পান।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের অপরাপর বিবরণ পরিত্রাজক বৌদ্ধ-চার্য্যগণের জীবনী প্রসঙ্গে এবং বৌদ্ধধর্ম, প্রতীতি সমুৎপাদ, ভবচক্র, ভৌতিকবিদ্যা, ভোজবিদ্যা ও তিব্বত শব্দে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরায় উল্লিখিত হইল না।

[তত্ত্বৎ শব্দ দেখ।]

সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে তিব্বতের কএকটি প্রসিদ্ধ সজ্জারামের মঠাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ আচার্য্য লামাগণের বংশতালিকা ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল :—

১ হলই লামা-বংশ।

সংখ্যা	নাম	আবির্ভাব	ও তিরোভাবকাল
১	দগেড্রন গুবু	১৩৯১	১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ
২	দগেড্রন গ্যাম্বে	১৪৭৫	১৫৪৩
৩	ব্লেসাদ্ নম্	১৫৪৩	১৫৮৯
৪	বোন্ তান্	১৫৮৯	১৬১৭
৫	ঙগ হুঙ ব্রোব্ সন্ গ্যাম্বে	১৬১৭	১৬৮২ প্রথম 'দলই'
৬	ংবুন্ দ্যান্ গ্যাম্বে	১৬৮৩	১৭০৬
৭	কল্ জন্	১৭০৮	১৭৫৮
৮	কম্ দপল	১৭৫৮	১৮০৫
৯	লুঙ তোর্গন্	১৮০৫	১৮১৬
১০	ংবুল ধুমন্	১৮১৬	১৮৩৭
১১	ম্খন্ গুব্	১৮৩৭	১৮৫৫
১২	ফ্রিন্ লন্	১৮৫৫	১৮৭৪
১৩	ধুব্ ব্তান	১৮৭৪	— বর্তমান

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহালামা গেড্রন গুবু ল-ক্যোয় নিকট কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনি তবিল্ হুগপো সজ্জারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ লামা চরিত্রানুসারে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে তাহার রাজ্য গিক্সি বঁা পোতলের মঠের অধ্যক্ষপদে

ছপ্‌কোরিলাস গুণ্ডবুৎ বেবে গামথুংকে নিরোপ করেন, কিন্তু অচিরে রটনা হইল যে, লিখক লগরে সেনপুদ সজ্জারামের একজন বৌদ্ধবতির পুত্ররূপে কলকাত্ত নামে বহু লামা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। তখন চীনসম্রাট ঐ বালককে কারাবদ্ধ করিয়া ১৭২০ খৃষ্টাব্দের বৃহৎপাণ্ডা ভাতিয়া-রাজের নিরোপিত লামাকেই লামা গগরীয় ধর্মরূপে নিযুক্ত রাখেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে হত্যাপরোধে তিনি ভোটিয়াজকে পদচ্যুত করেন এবং ছোচিন সজ্জারামের কেশরী রিন্পোছে তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। ইহার কিছু পরে তিনি পুনরায় গীর শক্তিযারা প্রাধাত্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালের ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে চীনরাজশক্তি তিব্বত হইতে অপসৃত হইয়াছিল।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মহালামা লামাব্যবহাতেই স্ব স্ব অভিভাবক কর্তৃক কোশলে বিবাহরোপ অথবা দ্বাতকযারা গোপনে নিহত হন। শেবোক্ত লামা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক ছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কালকবলে পতিত হইলে ১৩শ লামা থুং-ৎসান তৎপদ অধিকার করেন।

সুপ্রসিদ্ধ “তাৰি-লামাবংশ।

- ১ থুং-প লুস্-ৎসান—তর্নগ সজ্জারামের একজন বৌদ্ধবতি।
- ২ শাক্য পণ্ডিত (১১৮২—১২৫২ খৃঃ)।
- ৩ য়ুং-তোন দ্বোজোপাল (১২৮৪—১৩৭৬ খৃঃ)
- ৪ থগ্যুব গেলোগশালজ্ঞপা (১৩৮৫—১৪৩৯ খৃঃ)
- ৫ পঙ্কেন সোদনম কোগ্-ফিংগুঙপো (১৪৩৯—১৫০৫)
- ৬ বেন্‌স প লোজন্‌জো গুব (১৫০৫—১৫৭০)

উপর উক্ত বৌদ্ধবতি বা লামাগণ ‘তবি’ বা ‘তাৰি’ লামা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। কেননা তবিলুগলোর প্রসিদ্ধ সজ্জারাম খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রথম ভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ততরাং উক্ত তালিকার শেষ দুইজন লামাকেই তৎসাময়িক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। “পঙ্কেন রিন্পোছে উপাধিবাহী নিরোক্ত লামাগণই প্রকৃত তাৰি-লামারূপে সর্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন।

	জন্ম বৃঃ	তিরোভাব
১ দোংগুং ছোস্‌ কিয় গ্যালম্‌বন	১৫৬৯	১৬৬২ খৃঃ।
২ “ বেজ দপল জুং পো	১৬৬৩	১৭৩৭
৩ “ দপল লাম্‌ বেবে	১৭৩৮	১৭৮০
৪ জে তাম পহি জির	১৭৮১	১৮৫৪
৫ বেদপায়াসন ছোস্‌কি	১৮৫৪	১৮৮২
৬ “	১৮৮৬ এক	১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে

কেশরী মাসের শেষে তিনি লামাগণ প্রাপ্ত হন।

শাক্যসাম্রাজ্যিক লামাচার্যগণ।

- | | |
|------------------|------------------------|
| ১ শাক্য ব্‌সঙপো | ১২ ওদ-সের-সেঙগে |
| ২ যঙ-ব্‌ৎসুন | ১৩ কুনরিন্ |
| ৩ বন্‌-করপো | ১৪ দোন,চোদ-দপন |
| ৪ ছাঙরিন্‌ কোম্প | ১৫ বোন-ব্‌ৎসুন |
| ৫ কুন্‌-রঙ | ১৬ ওদ-সের সেঙগেহের |
| ৬ যঙ-বঙ | ১৭ গ্যাল-ব-সঙপো |
| ৭ ছঙ বোর | ১৮ যঙ-ফ্যক দপল |
| ৮ অঙ লেন | ১৯ সোদ-নম-দপল |
| ৯ লেগন্‌-প-দপল | ২০ গ্যব্‌-ব-ৎসন পোয়েক |
| ১০ সেঙ-গে দপল | ২১ যঙ-ব্‌ৎসুন। |
| ১১ ওদ জের দপল | |

এই মঠাচার্যগণ অতাপিও “শাক্য পন্‌ ছেন্‌” নামে পরিচিত।

ভোটােনের মঠাচার্য মহালামাগণ কর-গ্যা-প সস্ত্রাদায়ের দক্ষিণ-ছুক-প শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই ভোটােনীগণ শতাব্দের পূর্বে বাঙ্গালার উত্তরসীমা কোচবিহার আক্রমণ করে। ভোটােনী-মলে কতকগুলি তিব্বতীয় সৈন্য ছিল, তাহাদের অধিনায়ক ছপগি বেপতুন নামক একজন লামা ক্রমশঃ সেনাবিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধর্মরাজরূপে গণ্য হইলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তদীয় আত্মা লামানগরীর যে বালকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাকে ভোটােনে আনা হয়। এই লামাবতার ‘রিন্পোছে’ ও ‘ধর্মরাজ’ নামে পরিচিত। বালক লামা রাজদণ্ড পরিচালনায় জ্ঞাত যে অভিভাবক নিযুক্ত করেন, তিনিই দেবরাজ নামে পরিচিত।

ভোটােনের লামাচার্যগণ।

- ১ ওগ বঙ-র্নম গ্যাল-ছুং ছোস্‌ দ্বোজে।
- ২ “ বিগ্‌ মেদ তর্গস্‌ পা।
- ৩ “ ছোস্‌ কিয় গ্যাল ম্‌ৎসান।
- ৪ “ যিগ্‌ মেদ যঙ পো।
- ৫ “ শাক্য সেঙ গে।
- ৬ “ কম ছাঙন্‌ গ্যাল ম্‌ৎসান।
- ৭ “ ছোস্‌ কিয় যঙ ফুগ।
- ৮ “ যিগ্‌ মেদ তর্গস্‌ প (দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ)
- ৯ “ ঐ ঐ সোর্‌
- ১০ “ ঐ ঐ ছোস্‌ গ্যাল

(ভোটােনের মহালামা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে)

এই ১০জন লামাবতারের বড়জ জীলী আছে। প্রথম লামা বিবাহিত ছিলেন। তিনি মহালামা সোনম গাম্‌থো

পন্থাসামরিক। অবশিষ্ট লামাগণ ব্রহ্মচর্যাবলম্বী। ধর্মরাজ গ্রীষ্মকালে তবিলে ভ্রমণে অবস্থান করেন। এই প্রাসাদ প্রস্তর-নির্মিত এবং সাত তোলা উচ্চ। এখানে প্রায় ৫ শত বৌদ্ধবতির বাস আছে। নেপালবাসী লামামিগের উপর ইনিই কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। গোষ্ঠী গবমেণ্ট তাহার বিরোধী নহেন।

খড়প্রদেশবাসী মোঙ্গলীয়দিগের প্রধান ধর্ম্যাধ্যক্ষ উর্গ্য-কুরেন নামক হানে বাস করেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ-দম্প নামে পরিচিত। খড়বাসী মোঙ্গলগণের বিশ্বাস যে, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারনাথ তাহাদের জ্যেষ্ঠ-দম্পদিগের শরীরে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া ধর্মবিস্তার করিতেছেন। মোঙ্গলীয়দিগের উর্গ্য সজ্জারাম প্রথমে শাক্যসম্রাটবৃত্ত ছিল, পরে উহা গেন্দুপ সাম্রাজ্যিক মঠপ্রমে পরিণত হইয়াছে।

সম্রাট কঙ্গ-হি'র রাজত্বকালে (১৬৬২-১৭২৩ খৃঃ) পীত নদী তীরস্থ কোকো-খোতোন নগরে ধর্ম্যাচার্য জ্যেষ্ঠ-দম্প বাস করিতেন। এই সময়ে কালমাক বা সুউখ জাতির সহিত খড়দিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। খড়গণ পরাভূত হইয়া চীন-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন কালমাকগণ চীনসম্রাটের নিকট জ্যেষ্ঠ-দম্প ও তাঁহার ভ্রাতা রাজকুমার তুশেতু খাঁকে প্রত্যর্পণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট উভয় ভ্রাতাকে কালমাকদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, তাহার দলইলামাকে মধ্যস্থ মানিলেন। দলই লামা বা তাঁহার প্রতি-নিধি বিচার করিয়া উক্ত রাজকুমারদ্বয়কে প্রত্যর্পণের আদেশ করিলেন, ইহাতে সম্রাটের সহিত কালমাক জাতির যুদ্ধ বাধিল। এই সময়ে একদিন সম্রাট জ্যেষ্ঠ-দম্পের সহিত দেখা করিতে যান এবং তৎকর্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ দেন। এই ঘটনার খড়গণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং জ্যেষ্ঠ-দম্প তাঁহার অকারুণ্যতার প্রতিহিংসাসাধনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। চীনসম্রাট বিদ্রোহের সূচনা দেখিয়া দলই লামার শরণাগত হইলেন। তাঁহার বিচারে দ্বিতীকৃত হইল যে, জ্যেষ্ঠ-দম্পের পরবর্তী অবতারগুলি তির্যক্‌ভেদেই হইবে। খড়বাসীগণ এই সময় হইতেই স্বদেশপ্রেমিক শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান হইতে বঞ্চিত হইল।

একদম মধ্য বা পশ্চিম তিব্বত হইতেই সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ-দম্পের অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বর্তমান জ্যেষ্ঠ-দম্প লাক্সনগরীর রাজ্যের নিকট একগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্য তাসিকার ৮ম দাবীর পুত্র। তিনি বেপুং সজ্জারামে গেন্দুপ লামা-শিকারিক্রমে প্রতিষ্ঠিত হন, কিন্তু তিনি পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতেই বৈদ্যক তাহাকে উর্গার লইয়া যায়, সঙ্গে এক জন বেপুং লামার শিকারক্রমে গমন করেন।

অবতাররূপে পূজ্য পূর্বোক্ত ধর্ম্যাচার্যগণ স্বাভীত তদপেক্ষা ইনপ্রভাবসম্পন্ন আরও কতকগুলি লামাচার্য্য আছেন, তাঁহার জ্যোতিঃপ্রাপ্ত বা দেহান্তরধারী বলিয়া পূজিত। এই শ্রেণীর লামাচার্য্য তিব্বতে ৩০টা, উত্তর মোঙ্গলীয় ১০টা, দক্ষিণমোঙ্গলীয় ৫৭টা, কোকোনোরে ৩৫টা, ছিয়ামদো ওর্জেছবনে ৫টা এবং শেকিনে ১৪টা আছেন। এই সকল দেহান্তর-প্রাপ্ত লামার মধ্যে পশ্চিম-তিব্বতেই সেঙছেন রিগপোছে, বঙ্‌জিন্‌ লো প, বিলুঙ, লো ছেন, কি জর তিঞ্চি, যে ছম অলিগ, কঙ্‌লা ও কোঙ এবং ধামবিভাগে তু, ছম্বো দোর্জে প্রভৃতি প্রধান।

শেকিনের লামামণ্ডল তিব্বতীয় ভাষায় হঙ-দ্যা (শাক্য ?) বলিয়া কথিত এবং এখানকার লামাচার্য্য রোল পহীর অবতার-রূপে পূজিত। সম্রাট কঙ্গ-হি'র রাজত্বকালে ১৬৯০ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দৈবশক্তি সম্পন্ন হইয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার প্রতি বিশ্বাসনিবন্ধন তাহাকে মধ্য মোঙ্গলীয়র ধর্ম্যাধ্যক্ষ পদ দান করেন।

লামকের অবতীর্ণ লামাগণ হু-বৌ নামে পরিচিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যে লামাবতার ছিলেন, তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর। ইনি ১৪শ বর্ষকাল তিব্বতে থাকিয়া বিজ্ঞানভাস করেন। লামাচার্য্য তালিকায় ইনি সপ্তদশ।

যমদোক হুদতীরস্থ সজ্জারামে একজন বৌদ্ধ রমণী আচার্য্যগণী পদ পাইয়াছেন। তিনি বজ্রবাহারীর অবতার বলিয়া সম্মানিত। মিঃ বোগল্‌ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

লামাচার্য্যগণ দেহত্যাগ করিবার সময়, স্ব স্ব পুনর্জন্ম প্রকটন করিয়া যান। তাঁহার কোন্‌ গ্রামে ও কোন্‌ পরিবারে জন্মপরিগ্রহ করিবেন, তাহাও নির্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই লামাবতারের নির্ধারিত ও পরীক্ষা স্বতন্ত্র প্রথা গৃহীত হইয়া থাকে। মৃত লামাচার্য্য কি নামে অবতীর্ণ হইতে পারেন, প্রথমে ১১৭ জন বিত্তহীনতা লামা একত্র হইয়া তাহার নাম নির্ধারণ করিয়া লন। নামনির্দেশকালে ভজন ও পূজা হয়। বসন্তপলি পবিত্র নাম তাঁহাদের মনে উঠে, তাহাই তাঁহার এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া একটা স্বর্ণপাত্রে রাখেন, পরে তাঁহার সকলেই ভোজগান করিতে করিতে ৩২ম হইতে ৭১ম দিন পর্যন্ত তাহার মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া এক একখানি কাগজ উঠাইয়া লন। এই কাগজগুলির মধ্যে নব অবতারের নাম পাওয়া যায়। শেকিনরাজ "ন'জুঙ"র ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিয়া মহালামা নিয়োগ করিয়া থাকেন। লামাচার্য্য নির্ধারিত-প্রণালীর গুণ রহত ও তাহার প্রকৃত ভবের মর্শ্বোদ্ঘাটন অনাবশ্যকবোধে উদ্ধৃত হইল না।

লালক (পুং) সালয়।

লালকা কোল, পশ্চিমবঙ্গাঙ্গার পার্শ্বপ্রদেশবাসী প্রসিদ্ধ কোল-
জাতির একটি শাখা। ইহারা অতিশয় দুর্ভর্য। [কোল দেখ।]

লার্খানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার
অন্তর্গত একটি উপবিভাগ। লার্খানা, লবণরিয়া, কমর,
রতমেরা ও সিজাবল নামে ৫টা তালুক লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ
১৮৯৪ বর্গমাইল।

ইহার উত্তরসীমার থিলাভের ধীর অধিকৃত প্রদেশ, পূর্বে
সিন্ধু ও শকর নদী এবং শিকারপুর উপবিভাগ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে
মেহর, খেলাং এবং বীরথর পর্তুগীষ। বীরথর পর্তুগীষের
নিকটবর্তী স্থান ভিন্ন অপর সকল স্থানই সমতল। এই বিস্তীর্ণ
সমতল প্রান্তরে দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোনরূপ প্রাকৃতিক শোভা
নাই; কেবলমাত্র সিন্ধুনদ ও পশ্চিম নারানদী এবং নারা
হইতে গার-খাল পর্য্যন্ত ভূভাগ শুামল শতক্ষেত্রে পরিপূর্ণ।
এখানেই ধনজনপূর্ণ গ্রামাদি আছে, অপর সকল স্থান “কালর”
বা লবণময় উবর ভূমি। সিন্ধুকূলের বাসুকামর প্রদেশের স্থানে
স্থানে বাব্বা প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষুদ্র জঙ্গল দৃষ্ট হয়।

এখানে অনেকগুলি খাল আছে। উহার জলেই স্থানীয়
চাসবাসের সুবিধা হইয়া থাকে। ঐ সকল খালের কতকগুলি
স্থানীয় জমিদারদিগের যত্নে এবং কতকগুলি ভারত গবর্নমেন্টের
বায়ে সাধিত হইয়াছে। গবর্নমেন্টের খালের মধ্যে পশ্চিম নারাই
সর্বপ্রধান, উহা ৩০ মাইল লম্বা ও প্রায় ১০০ ফিট্ প্রস্থ।
এতদ্ভিন্ন গার-(২২ মাইল, ৮০ ফিট্), নোরদ (২১ মাইল-২০
ফিট্), বীরে-জি-কুর (২৭ মাইল ও ৪৮ ফিট্) এবং ইদেনবাহ
২৩ মাইল লম্বা। জমিদারী খালের মধ্যে শাহজিকুর এবং দাতে-
জি কুর ২২ মাইল এবং মীরখাল ২০ মাইল লম্বা।

লার্খানা এখানকার প্রধান নগর ও বিচার সদর। এখানে
স্থানীয় প্রাচীন কীষ্টির নিদর্শনস্বরূপ একটি পুরাতন কেল্লা, শাহাল
মহম্মদ কল্‌হারা এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শাহ বাহরার
সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। শাহাল মহম্মদের পৌত্র আদম
শাহ একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার কবধরগণ পরে
সিন্ধুপ্রদেশের অধীশ্বর হন।

রভো বেরো ও কব্বর নগর এখানকার অত্যন্ত প্রধান নগর
ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মেজর গোল্ডন
এখানকার জরিপ ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটি তালুক। ভূপরিমাণ
২২০৬ বর্গমাইল।

৩ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। গারখালের দক্ষিণকূলে
অবস্থিত। অক্ষা. ২৭° ৩৩' উঃ এবং দ্রাঘি. ৬৮° ১৫' পূঃ।

এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম দেখিয়া ইংরাজ-
ভ্রমণকারিগণ ইহাকে সিন্ধুপ্রদেশের নন্দনকানন (Eden of
Sind) বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এখানে ৩টা বাজার ও
কতকগুলি রাজকাখ্যার আছে। তালপুর মীর রাজগণের
অধিকারকালে পূর্বকথিত দুর্গ অস্ত্রাগাররূপে ব্যবহৃত ছিল।
ইংরাজাধিকারে আসিবার পর হইতে উহার কতকাংশ হাসপাতাল
ও কতকাংশ কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শাহবাহরার
সমাধিমন্দির ও পূর্বোক্ত দুর্গ এখানকার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

লার্খানী (লাড়খানী), রাজপুতনার প্রসিদ্ধ দস্যুসম্রাট।
খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দির প্রারম্ভে উহার দস্যুত্বের দ্বারা বিশেষ
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ক্রমে পেশবারি ও কজক দস্যু-
সম্রাটদের দ্বারা একটি সুপ্রণালীবদ্ধ দলগঠন করিয়া তাহারা
নিকটবর্তী জনপদবাসীর জীভির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই
দলে প্রায় ৫ শত অখারোহী দস্যু সৈন্য এবং বহু সংখ্যক পদা-
তিক ও লাঠিয়াল ছিল। তাহারা যখন ভীমবেগে কোন স্থান
আক্রমণ করিত, তখন তথাকার অধিবাসিবর্গ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া
পলাইত। লার্খানী মারবাড় রাজ্যের সীমান্তস্থিত শব্বরাজের
অধীনস্থ দস্তরামগড় ভূভাগ জয় করিয়া ক্রমশঃ একটি ক্ষুদ্র সামন্ত
রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত দস্তরামগড় ব্যতীত
এই দস্যুসম্রাটের নতুন তল্লা ও ৮০টা মোজা লাভ করিয়াছিল।
এই দস্যুসম্রাটকে শাস্ত রাখিবার জন্য মারবাড় ও বিকানের-
রাজ তাহাদিগকে অনেকগুলি মোজা প্রদান করেন।

লালু (গারনী) ১ রক্তবর্ণ। ২ রোপা। ৩ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।
(Fringilla Amendava)

লাল উদ্দীন, নাজিবাবাদের নবাব ভ্রাতা। ইনি ১৮৫৭
খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ১৮৫৮
খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইংরাজরাজের বিচারাধীন হইয়াছিলেন।

লাল (পুং) ১ একজন জ্যোতির্বিৎ ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। দেবী-
দাসের পিতা, কান্তকূজ ইহার জন্মস্থান। ২ একজন লুসাই দল-
পতি। ইনি ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয়
দিয়াছিলেন। (ত্রি) রক্তবর্ণ।

লালক (ত্রি) লালনকারী, বস্ত্রকারক। (পুং) একজন হিন্দু
রাজা। ইহার পৌত্র হুসিংসিংহের কন্যাকে কলিজরাজ খারবেল
(তিখুরাজ) বিবাহ করেন।

লালকঙ্ক, লোহিতবর্ণ কঙ্কাজাতীয় পক্ষিভেদ (Ardea
purpurea)।

লালকরবী (দেশজ) রক্তকরবীর বৃক্ষ।

লাল কবি, বুদ্ধেলখণ্ডবাসী একজন হিন্দুকবি।

লালকাটা বাটানা (দেশজ) দেবদারুভেদ (Quercus armata)

লালকেশুরিয়া। (দেশজ) শুভভেদ, রক্তকেশুর।

লাল খাঁ, ভারতের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। ইনি দিল্লীর অকবর শাহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের সভার বিদ্যমান ছিলেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

লালখানি, উত্তরপশ্চিমভারতবাসী মুসলমান-সম্প্রদায়ভেদ। ইহার পূর্বে রাজপুত ছিল, পরে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাদের সর্দার লাল খাঁর নামানুসারে “লালখানি” নামে পরিচিত হইয়াছে।

ইহারা আপনাদিগকে রাজপুতনার অন্তর্গত রাজকোড়ের বড় শুভরবংশীয় ঠাকুর-সামন্ত কুমার প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়া স্বীকার করে। কুমার প্রতাপসিংহ মহোদে-যুদ্ধে দিল্লীর পৃথ্বীরাজের সহায়তা করেন। যুদ্ধব্যাধী কালে তিনি পশ্চিমে মীনাভাতির বিদ্রোহ দমনকার্যে কৈলা ও আলীগড়ে ডোর-রাজের সাহায্য করার রাজা সানন্দচন্দ্রে রাজকন্ডার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন এবং পুরস্কার বা বৌতুক স্বরূপ তাঁহাকে বুলন্দশহরের নিকট ১৫০ খানি গ্রাম দান করেন। উক্ত প্রতাপসিংহের অধস্তন একাদশ পুরুষে রাজা লালসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। মোগলসম্রাট অকবরশাহ লালসিংহের বীর্য ও রাজতত্ত্ব দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে খাঁ উপাধি দান করেন। তদবধি এই রাজবংশ লালখানী নামে পরিচিত হয়। লালখানের পৌত্র ইতিমদ্ রায় মোগলসম্রাট অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন। ইতিমদ্ রায় হইতে সপ্তম পুরুষ অধস্তন নহর আলী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র দুল্লু খাঁ বুলন্দশহরের কুমোনা চূর্ণে থাকিয়া ইংরাজসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ চূর্ণাধি দ্বারা অধিকৃত করেন। ইংরাজরাজ পরে এই সম্পত্তি আলীমর্দন খাঁ নামক এই বংশের একজনকে দান করেন। এক্ষণে ছিতাবী, পহাঙ্গ ও ধর্মপুর প্রভৃতি স্থানে এই সামন্তবংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত বাস করিতেছে। ইহারা এখনও আপনাদের হিন্দুযর্গাদা তুলিতে পারেন নাই। কুমার ও ঠাকুরাণী উপাধি এবং বিবাহ কার্যে হিন্দু পদ্ধতি অত্যাধি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ছিতাবীর পাখাবংশ বর্তমান সময়ে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

অনেকে ইহাদিগকে সৌ মুসলিম নামেও অভিহিত করে। ইহাদের আচার অনুষ্ঠান হিন্দু ও মুসলমান উভয় পদ্ধতি-বিজড়িত, ইহারা ইসলামধর্মে দীক্ষিত ঠাকুরবংশ জিন্ন অস্ত্র কাহারও সহিত প্ররক্তদ্বারি আদান প্রদান করে না। বিবাহকালে কুলমর্গাদা ও গোত্রাধির উপর লক্ষ্য রাখে। বিবাহ, কন্য ও কন্য সৎকার মুসলমানদিগের মত। বিবাহে কাড়ি পৌরোহিত্য করেন এবং

শবদেহ সমাধি হয়। কেহই কন্যা পাঠ বা “সিদ্ধা” করে না। ইহারা হিন্দু দেবদেবীরও পূজা বিদ্যা থাকে। হিন্দু জাতিকুটুম্বের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার যোগদান করে এবং পৃথক আসনে উপবেশন ও পৃথক স্থানে ভোজনাদি করিতে পার। লালকুমারী, দিল্লীর জাহাঙ্গীর শাহের এক প্রিয়ভাষা রক্তিতা রমণী। নর্ত্তকীকূলে ইহার জন্ম। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও লালকুমারী বেস্তার ভ্রাতৃ প্রকাশ স্থানে নৃত্যগীতাদিতে সমাগত অভ্যাগত-বৃন্দকে পরিভূত করিত। মোহনকর্ণনিঃসৃত সুললিত সঙ্গীত ও অতুলনীর রসমাধুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর শাহ ইহার পদতলে আশ্রয়বিন বিক্রম করেন। তাঁহারই আশ্রয়ে এই বেস্তা রাজকুলাজনারূপে পরিগণিত এবং তাহার বংশ রাজপুতবংশের নিকট বিশেষ সম্মান্য হয়। এমন কি, অনেক সময় লাল-কুমারীর আশ্রয়েরা ওমরাহদিগকে অবমাননা করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

লালখলিশা, একপ্রকার খলিশা মাছ। (Trichogaster lalia) লালগঞ্জ, বাঙ্গালার মুন্সিংগপুর জেলার হাজীপুর তহসীলের অন্তর্গত একটা নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। গওক নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫১' ৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ১২' ৫০" পূঃ। এখান হইতে চামড়া, তৈলশক্ত, সোরা প্রভৃতি দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। নগরের এক মাইল দক্ষিণে যে গজঘাট হইতে মালপত্র নৌকা-বোকাই হয়, তাহা বসন্তঘাট নামে খ্যাত।

লালগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র নগর। কুয়াহ নামক একটা ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিত। গোরখ-পুর-সেনানিবাস হইতে মুলতানপুর ঘাইবার রাস্তা এই নগর দিয়া গিয়াছে। এখানে একটা মন্দির বাজার আছে। অক্ষা° ২৬° ৪৩' উঃ এবং ৩২° ৫৬' পূঃ।

লালগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের বীরূপপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। গাজের উপত্যকার তারাবাট শৈলের সাহস্রদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ২৫' পূঃ। এখানে একটা বাজার আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৫০৪ ফিট উচ্চ।

লালগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের রায়বরেলী জেলার বালমৌ তহ-সীলের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা° ২৬° ৯' ৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ০' ৪২" পূঃ। এই নগরে নিকটবর্তী স্থানের শতাদি বিক্রয়ার্থ সপ্তাহে দুইবার হাট বসে। পূর্বে এখানে তহসীলী সদর ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাহা বালমৌ নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

লালগড়, বাঙ্গালার বিনায়কপুর (১) জেলার অন্তর্গত একটা গও-গ্রাম। এখানে একটা প্রাচীন পীরদান বিদ্যমান আছে।

(ভবিষ্যৎ ব্রহ্মণ্ডঃ ৪৮১২৫)

লালগুণাগিয়া (দেশজ) বৃকভেন (Dioscorea purpuria)
লালগলা, উড়িষ্যা প্রদেশে প্রবাহিত একটি নদী। জয়পুর
সামন্তরাজ্যের উত্তরাংশে (অক্ষা° ১৯° ৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°
১৮' পূঃ) উদ্ভূত হইয়া জয়পুর ও বিজাপাণাটম জেলার মধ্য দিয়া
প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে (অক্ষা° ১৮° ১২' উঃ এবং দ্রাঘি°
৮৪°) পতিত হইয়াছে।

লালগুলি, বোম্বাই প্রদেশের চেন্নাপুর উপবিভাগের একটি
প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত। চেন্নাপুর নগর হইতে ৮ মাইল উত্তরে
কালী নদী প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ স্থান হইতে নিয়াভিমুখে নিপতিত
হইতেছে। এই প্রপাতপার্শ্বে একটি প্রাচীন হর্গ আছে।
স্থানীয় প্রবাদ, গৌড় সর্দারগণ চুদান্ত শত্রু বা বন্দীদিগকে হুগের
ছাদ হইতে এই গভীর জলপ্রোতে নিক্ষেপ করিত।

লালগুরু, উত্তরভারতবাসী ভদ্রি জাতির পূজিত দেবতাতেন।
ইনি রাক্ষস আরণ্য-কিরাত নামে পরিচিত।

লালগোরি, পক্ষিবিশেষ (Himantopus Candidus)
লালগোলা, বাদ্বালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি গও-
গ্রাম। পদ্মনারী কূলে অবস্থিত। ইহা একটি স্থানীয় বাণিজ্য-
কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত।

লালঘড়ী (দেশজ) গুণভেদ।

লালঙ্গ, আসামের পার্বত্যবাসী জাতিবিশেষ। [আসাম দেখ।]

লালচন্দ্র (পুং) ভাবালীশাবতীপ্রণেতা।

লালচাঁদ, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশবাসী একজন হিন্দু কবি। ইনি
পারস্ত ভাষায় একখানি দিবানু রচনা করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে
ইহার মৃত্যু হয়।

লালচ (দেশজ) লালসা।

লালচাঁদা (দেশজ) ক্ষুদ্রমৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য অতি সুবাস।

লালচিত্তা (দেশজ) রক্তচিত্তা।

লালচিয়া (দেশজ) ১ লালসা। ২ রক্তাভ।

লালচেঙ্গুয়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, রক্তবর্ণ চেঙ্গুয়াহ।

লালঝাউ (দেশজ) রক্তবর্ণ ঝাউগাছ।

লালতরুলতা (দেশজ) লতাভেদ (Ipomoea quamoolit)।

লালদঙ্গ, বৃকপ্রদেশের বিজেনার জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম
অক্ষা° ২৯° ৫২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৩' পূঃ। এখানে ১৭৭৪
খৃষ্টাব্দে রোহিল্লাসর্কার কৈফুদা খাঁ ডেবুনার যুদ্ধে ইংরাজসেনার
নিকট পরাজিত হইয়া আশ্রয় লাভ করেন। ইংরাজ ও অবোধা-
রাজসৈন্য তাঁহার পশ্চাৎদ্রাবিত হইলে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া
এই স্থানে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

লালদরবাজা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের শাহারাণপুর ও বেহরাহুল
জেলার মধ্যবর্তী শিবালিক গিরিমালায় একটি গিরিপথ। সমুদ্র-

পৃষ্ঠ হইতে ২২০৫ ফিট উচ্চে স্থাপিত। অক্ষা° ৩৩° ১৩' উঃ
এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৮' পূঃ।

লালদাস, আগবারবাসী মেওজাতীয় একজন সাধু। লালদাসী
নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়প্রবর্তক ; ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান
ছিলেন। তিনি কিছুকাল ধাওলীধুব, বাজোলী ও গুরগাঁও
জেলার ডোড়ী গ্রামে বাইরা স্বমত প্রচারের চেষ্টা পান। বান্দো-
লীতে বাস কালে তাঁহার এক পুত্রের মৃত্যু ঘটে। তথায়
তাঁহাকেও সমাহিত করা হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকালে
তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত ছিলেন।

লালন (স্ত্রী) লল-গিচ-ন্যাট্। অত্যন্ত মেহকরণ। প্রেমপূর্বক
বালকদিগের আদরকরণ, চলিত সোহাগ।

“লালনে বহবো মোহান্তাড়নে বহবো গুণাঃ।

তমাং পুত্রক শিষ্যক ভাড়য়েম তু লালয়েং ॥” (চাণক্য)

লালনটিয়া (দেশজ) রক্তবর্ণ নটেশাকবিশেষ।

লালনপালন (স্ত্রী) লালন এবং পালন, যত্নপূর্বক প্রতিপালন,
ভরণপোষণ।

লালনীয় (দ্বি) লল-গিচ-অনীয়র। লালনাহ, লালনের যোগ্য।

লালপুঁই (দেশজ) রক্তপুঁতিকা।

লালপুর, বাদ্বালার পূর্ণিমা জেলার অন্তর্গত একটি নগর।
অক্ষা° ২৫° ২৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ২০' পূঃ। পূর্ণিমা নগর
হইতে ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অৱস্থিত।

লালপুর, বৃকপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি
গওগ্রাম। মোরাদাবাদ হইতে আলমোরা বাইবার পথে অব-
স্থিত। অক্ষা° ২৯° ৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪' পূঃ।

লালপুর, গুজরাত প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের হালার জেলার
অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২২° ১২' উঃ এবং দ্রাঘি°
৭৪° ৬' পূঃ।

লালপুর, বৃকপ্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম।
কতেগড় সেনানিবাস হইতে কাণপুর আসিবার পথে অবস্থিত।
অক্ষা° ২৬° ৪৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৯' পূঃ।

লালমণি, প্রসন্নহৃদয় ও সুহৃৎদর্শনপ্রণেতা।

লালমণি ত্রিপাঠিন, পরিত্যক্তাশিরোমণি ও বিদ্যাকৌমুদীনামক
ব্যাকরণপ্রণেতা।

লালমণি ভট্টাচার্য্য, নির্মলয়রচিত্রিত।

লালমণির হাট, বাদ্বালার রতনপুর জেলার অন্তর্গত একটি
নগর ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এখানে পাট, তামাক প্রভৃতি
ক্রয় পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

লালমাই, বাদ্বালার পার্বত্য ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটি
গওশৈব। সুবিদ্যা নখরের ৪ মাইল পশ্চিমে ও উত্তরদিক্ণে ১০

বিস্তৃত। এই শৈলশ্রেণী কোথাও ১০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে। ইহার অধিকাংশ স্থান গভীর বনমালাসমৃদ্ধ। স্থানে স্থানে ত্রিপুরাবাসী লুপ্ত প্রাচীর চাল করে। এখানে লৌহ ও সোণা খনি আছে। ইংরাজ-গবর্নেন্ট ২১ হাজার টাকার ময়নামতী ও লালমাই শৈল ত্রিপুরারাজকে বিক্রয় করেন। এই শৈলপৃষ্ঠোপরি জঙ্গলায়ত স্থানে একটা প্রাচীন দুর্গ ও কতকগুলি প্রস্তর প্রতিমূর্তি নিপতিত আছে। তারুগোদিত প্রস্তর চিত্রের মধ্যে নাগ ও বরাহমূর্তি দেখিয়া যুরোপীয়গণ অস্বাভাবিক করেন যে, ঐ সকল ধ্বংস নিদর্শন পর্তুগীজী অসভ্য অহিন্দু জাতিরই কীর্তি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজধানী কুমিল্লার এতাবস্থানিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত থাকার স্পষ্টই অস্বাভাবিক হয় যে, উহা ত্রিপুরারাজবংশের কোন প্রাচীন রাজারই কীর্তি, মূর্তি শেখ-নাগের এবং বরাহ অবতারের প্রতিপাদক। ভারতের অঙ্গুর পূর্বের পার্শ্বাতিবাগে যখন প্রথম হিন্দুধর্ম বিস্তৃত হয়, তখন সম্ভবতঃ ঐ দুর্গ ও দেবালয়সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। ত্রিপুরার বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে শাক্তধর্মের বিলোপ সাধিত হয়, বোধ হয় সেই সময়ে ত্রিপুরাবাসী শক্তি উপাসনার সেই পূজা স্থান পরিত্যাগ করে এবং ক্রমশঃ তাহাই জঙ্গলে আবৃত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ এই শৈলশিখরে লালমাই নামক শক্তিমূর্তি ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালে সেই মন্দির ও দেবমূর্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজিও দেবীর নামে ঐ পর্তুগীজী ঘোষিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন ত্রিপুরা-রাজকুমারী লালমাইর নামানুসারে এই পর্তুগীজ নামকরণ হইয়া থাকিবে। অস্বাভাবিক হয়, উক্ত রাজকুমারী নামে পর্তুগীজ-পরি দেবমন্দির ও দুর্গাদি স্থাপন করিয়া থাকিবেন। তাঁহারই যেই কীর্তির নিদর্শন নানা প্রস্তর-প্রতিমূর্তি আজিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

লালমাটি, (হিন্দী) মৃত্তিকাত্তে। চলিত কথায় গেরিমাটি বলে। সংস্কৃত পঠ্যায়—গৈরিক মৃত্তিকা। ভূত্বকের বেথানে গ্রিন্‌স্টোন (greenstone) অর্থাৎ চূর্ণিত ট্রাপরক (trap-rock) থাকে, তাহার উপরেই প্রধানতঃ লালমাটি পাওয়া যায়। বর্তমান ও রাজগৃহের স্থানে স্থানে লাল মাটি দেখা যায়, উহা গৈরিক মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—“বর্তমানের রাজমাটি।”

লালমুনিয়া, ক্ষুদ্র মুনিয়া পক্ষিভেদ (Estrilda amandera) লালমুর্গা (পাকী) নামে।

লাললঙ্কামরিচ (দেশজ) লঙ্কা (Red pepper)।

লাললতাকদম (দেশজ) লতিকাভেদ (Urtica globulora)

লালবাক্যা, বাঙ্গালার কিছুত জেলায় প্রবাহিত একটা শাখানী।

অদৌরী গ্রামের নিকট বাঘমতী নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বর্ষায় সময় মূর্ণা পর্যন্ত এই নদীকে নৌকা গমনাগমন করিতে পারে।

লালয়িতব্য (ত্রি) লল-গিচ্-তব্য। লালনের যোগ্য।

লালবৎ (ত্রি) লাল।

লালবাঁধ, বাঙ্গালার ময়ূরভূমির অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এখানে একটা প্রাচীন দুর্গ ও দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। (দেশাবলী)

লালবাগ, মুর্শিদাবাদ জেলার একটা উপবিভাগ। ইহা মুর্শিদাবাদ সদরবিভাগ নামেও পরিচিত। অক্ষা° ২৪°৬'২৬" হইতে ২৪°২৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩৫'৫৫" হইতে ৮৮°৩২'৪৫" পূঃ মধ্যে। ভূগরিমাণ ২৫০ বর্গমাইল। মাহুল্লাবাজার, শাহনগর, ভগবানগোলা, সাগরদীঘী, মহিমাপুর ও আসনগুতখানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

লালবাগ, (হিন্দী ও পারসী) ভারতীয় মুসলমান-রাজগণের প্রসিদ্ধ প্রমোদোদ্যান। পদ্মরাগ মণির জায় ইহা সর্বমাই উল্লাসে প্রদীপ্ত থাকিত বলিয়া উহার নাম লালবাগ হইয়াছে। ক্রমে এই উদ্যানবাটিকার চারি ধারে লোকালয় স্থাপিত হইয়া তাহা এক একটা ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের আন্ধ্রদেশগণের ও বঙ্গদেশের এক প্রকার সৌধমালাসমূহ প্রসিদ্ধ উদ্যান-নগরী বিদ্যমান আছে।

লালবাগ, খামেশ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। সৌধমালা ও বাগিচা সমৃদ্ধিতে এই নগর পূর্ণ।

লালবাজার, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটা বন্দর। লালবাহাদুর, মহিমতোষ ও শূদ্রকৃত্যপ্রণেতা। ইনি লাল পণ্ডিত নামেও পরিচিত।

লালবিছুটি (দেশজ) রক্তবর্ণ বিছুটি।

লালবিহারিন, পরিভাষেনুশেখরটাকাপ্রণেতা।

লালবেগী, কাড়দার মেহতর সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা মুসলমান বলিয়া পরিচিত, কিন্তু কেহ ভুল করেন করে না। নিষিদ্ধ শূকর-মাংস ভক্ষণে ইহাদের কোন কোন বিধাই নাই। যুরোপীয় রাজপুরুষ অথবা বণিকদিগের গৃহে এবং সিপাহীবিরিক ইহারা প্রধানতঃ কাড়দারের কাধ্য করে। পরিকার পরিচ্ছন্ন থাকে বলিয়া অপরাপর ভৃত্যেরা ইহাদিগকে জমাদার বলিয়া ডাকে।

ইহারা যুরোপীয় মনিবের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য এবং সকল প্রকার মদ্য পান করিয়া থাকে। মৃতদেহ স্পর্শ করিতে ইহারা অশুচি বোধ করে। ইহাদের আচারিত ধর্ম ও ক্রিয়াপদ্ধতি অনেকাংশে হিন্দু ও মুসলমান রীতির অনুরূপ। মুসলমানগণের জায় ইহাদের মধ্যেও এক বৃদ্ধা রমণী ঘটকী হইয়া পাক ও পাতীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে; কিন্তু “কাকী” বা বিবাহের চুক্তিপত্র না লিখিয়া ইহারা

একরার ঘের, তাহাতে বিবাহিত পত্নীকে ভালবাসিবার ও লালন-পালন করিবার এক পুরস্কার বিবাহ করিয়া দ্বিতীয়পত্নী ঘরে না আনিবার অস্বীকার থাকে।

বিবাহের পূর্বদিন ইহারা "খন্দুরী" উৎসব ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আচারিত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করে, কিন্তু ঐ সময়ে ইহারা আচার্য্য জ্ঞান থাকে না। ঘরের গৃহে কতাকে আনিয়া বিবাহ দেওয়ার হইলে পক্ষান্তরে ১।০ সিকা এবং কতায় গৃহে হইলে ১।০ আনা সেলামী দিতে হয়।

কোন কোন লালবেগী রমজান পর্বে উপবাস করে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তাহা পালন করে না। ইহারা মসজিদে প্রবেশপূর্বক উপাসনা করিতে পায় না।

ইহাদের অত্যন্ত প্রথা স্বতন্ত্র। মুসলমানের 'নির্দিষ্ট সমাধি-ক্ষেত্রে ইহারা মৃতদেহ গৌর দিতে পারে না। জঙ্গলের মধ্যে অথবা জনমানববিশিষ্ট কোন অস্থলীয় ভূখণ্ডে ইহারা শব লইয়া গিয়া প্রোথিত করে। মৃতদেহ সমাধি করিবার পূর্বে ইহারা পাঁচখানি বস্ত্রে সেই দেহ আবৃত করে, দুই বাহুর নীচে দুইখানি ক্রমাল বাঁধে, মস্তকে একখানি কসা বা গামছা জড়াইয়া দেয় এবং তাহার পর একখানি "খিরকা" (জামা বিশেষ) পরাইয়া গম্বর মধ্যে স্থাপন করে। পরে ঐ কবর মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তত্পরে একখানি চাদর বিস্তার করিয়া দেয়, উহাকে "ফুল কা চাদর" বলে। ঐ বস্ত্রের চারি কোণে চারিখানি গুণ্ড কাঠ পুঁতিয়া আগুন লাগাইয়া ভস্মসাৎ করে। ইহার পর মুসলমানদিগের আচারিত বাবতীর সংস্কারপ্রথাই অনুষ্ঠান করে। মৃত্যুর পর চার দিন পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির গৃহে কোনরূপ আলোক বা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয় না। ঐ চারি দিন তাহার প্রতিবেশী বা কোন আত্মীয়ের গৃহে ভোজনাদি করিয়া থাকে। পঞ্চম দিনে ইহারা মৃতের গৃহ সমুখে এক খালা হুসারী রাখিয়া তত্পরে ফুল দিয়া ঢাকা দেয় এবং সেই দিনে ব্রাহ্মতীর ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া ভোজ দিয়া থাকে।

ইহারা হিন্দুর অনেক পর্বেই পালন করিয়া থাকে এবং অনেক বিষয়ে হিন্দুর আচারপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কার্য করে। বিবাহী ও হোমী পর্বে ইহারা বিশেষ সমারোহ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে ইহারা আপনাদের আধিপুত্রব লালকেগের উদ্দেশে মৃত্তিকা দ্বারা পক্ষান্তরে একটা মসজিদ বা সমাধি-মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার সমুখে দুইখানি বলি এবং তাহার নামে পোলাও, সরবৎ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া পূজা দেয়।

ঐতিহাসিক ইলিফট বলেন, ইহাদের উপাত্ত আধিপুত্রব বা ফুলদেবতা লালবেগী সম্ভবতঃ উত্তরপশ্চিম ভারতীয় লালগুজ (রাফস আরণ্য কিয়ত) হইবেন। কিন্তু বারানসীনাগী লালবেগী

সীর জহরকেই (চিতিয়া নামু সৈয়দ শাহ জহর) লালবেগ বলিয়া অনুমান করেন, পঞ্জাবের কামারগণ যেমন জহরৎ হাউন্ড ও রক্ত-গণ যেমন সীর আলী রক্তরেজের পূজা করে, সেইরূপ তথাকার মেথরেরা লালসীর বা বাবা ককিরের উপাসনা করিয়া থাকে।

[লালগুজ দেখ।]

লালবেগীরা ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইবার পরই কোন মুসলমান সাধুকে আপনাদের কণ্ঠপ্রবর্তক বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছে। উত্তর-ভারত হইতে ইহারা বাঙ্গালার কন্দাঘেবনে আসিয়া বাস করিয়াছে।

লালবেগী, বাঙ্গালার গ্রিহত জেলার প্রবাহিত একটা নদী।

লালবেড়েল (দেশজ) রক্তবেড়েল।

লালবেহারী দে, (রেতারেও), ইংরাজী শিক্ষিত এক জন বদ সন্তান। তিনি খৃষ্টধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রেতারেও উপাধি লাভ করেন। ইংরাজ-গবর্নমেন্টের স্থাপিত হুগলী কলেজের ইংরাজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি স্বীয় জীবন অতিবাহিত করেন। গোবিন্দসামন্ত ও বাঙ্গালার গরু গাধার (Govinda Samanta, a Bengal Peasant life ও Folktales of Bengal) নামক গ্রন্থের তাহার ইংরাজী জ্ঞান ও রচনাশক্তির চরম নিদর্শন। এতদ্বির তাহার সঙ্কলিত আরও কএকখানি ফুলপাঠ্য ইংরাজী গ্রন্থ আছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

লালশর্করাকন্দ (দেশজ) শকরকন্দ আদু।

লালশাক (দেশজ) রক্তশাক।

লালশোলৈক্ষি (দেশজ) ধাত্যোপযোগী শাকবিশেষ।

লালশ্যামা (দেশজ) লালবর্ণের ভামা বাস।

লালস (পুং) লালসা।

লালসর্বজয়া (দেশজ) পুষ্পভেদ। (Cama Indica)

লালসা (স্ত্রী) লব-বস্ত্র-তন্তঃ (অঃ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩।১০২)

ইতি অ, টাপ্। ১ মহান্তিলাব। (অমর) ২ ওৎসুক্য। ৩ বাচুঞ। (মেঘিনী) ৪ মোহদ। 'মোহদং মোহদং শ্রী লালসা হতি মালিত্ব' (হেম) ৫ লোল।

(জি) ৬ লোলুপ। "ভবিন্ মুহুর্ভে পুরুষস্বরীণামীশান-সমর্পণলালসানাম্।" (কুমারবংশঃ)

লালসাত, রাজপুতনার জহর রাজ্যের বৌধা জেলার অন্তর্গত একটা নগর। এখানে প্রায় ১ হাজার লোকের বাস আছে।

লালসাবনী (দেশজ) ত্র্যন্তম (Trianthema oboordata)

লালসাহবাজ, এক জন মুসলমান মহাপুরুষ। সেখানে তাহার সমাধিভবির বিস্তার আছে। মুসলমানগণ প্রায়ই এই পবিত্র তীর্থ সন্ধানের আসিয়া থাকে। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত

মন্দির ও তাহার চূড়া নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের ধারণা। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তখন রাজবংশীর মীর্জা জানি এই সাধুর উদ্দেশে আর একটি স্তূপস্থ সমাধিস্থির নির্মাণ করেন। সিদ্ধরাজ মীর করম আলী খাঁ তালপুর ইহার দ্বার ও চূড়ার প্রবেশ রূপার পাত দিয়া মুড়িয়া দেন। এই মন্দিরে আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ কএকখানি শিলালিপি আছে।

লালসিংহ (রাজা), এক জন শিখসদস্য। তিনি রাণী চাঁদ কুমারীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই স্ত্রী রাজসরকারে তাহার প্রতিপত্তি ও অক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা জবাহির সিংহের মৃত্যুর পর, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনিই প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। নিপাহীবিজ্রোহের পূর্বে তিনি কিছুকাল আগ্রা নগরীতে নজর-বন্দীরূপে বাস করিয়াছিলেন।

লালসিংহ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ।

লালসীক (স্ত্রী) পিচ্ছিল। (শব্দরত্না)

লালা (স্ত্রী) লল—গিচ্, অচ, টাপ্। মুখবজল, চলিত নাল।

পর্যায়—সুগন্ধিকা, সন্দিগী, ত্রাণিকা, স্নগীকা, মুখস্রাব। (রাজনি)

“হীনচ্ছোনাং ভবেচ্ছোপো লালানিভ্রামন্তমঃ।” (সুশ্রুত ৪।২২)

লালা, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী কারহজাতির সন্মানসূচক উপাধি। কখন কখন বিভাগালের শিক্ষক, কেরানী বা হিসাব রক্ষকদিগকে সন্ত্রম প্রদর্শনার্থ লালাজী বলিয়া সম্বোধন করিতে দেখা যায়।

লালা জয়নারায়ণ, চণ্ডীকাব্য ও হরিলীলাপ্রণেতা। ইনি লালা রামপ্রসাদের পুত্র। [রামপ্রসাদ দেখ।]

লালাট (ত্রি) ১ ললাটসম্বন্ধী।

লালাটি (পুং) ললাটের গোত্রাপত্য। (সংস্কৃতকোষ)

লালাটিক (ত্রি) ললাটে পশ্চাতীতি ললাট (সংজ্ঞায়াং ললাট-কুচুটৌ পশ্চতি। পা ৪।৪।৪৬) ইতি ঠক্। প্রভুর কপালদর্শী, কার্যাক্ষম, বে ভূতা ক্রোধ ও প্রসাদাদি চিহ্ন জ্ঞানের লক্ষ প্রভুর ললাট অবলোকন করে। “লালাটিকঃ সদাশান্তে প্রভুভাব-নির্দর্শিনী।” (অজয়) (পুং) ২ আলোবণবিশেষ। (ত্রি) ৩ ললাটসম্বন্ধী। বধা “প্রাপ্তিভ ললাটিকী”

লালাটী (স্ত্রী) ললাট।

লালাটচক্র, আক্ষিকসংক্ষেপ-রচয়িতা বামদেবের প্রতিপালক।

লালাভক্ষ, (ত্রি) ১ লালা-ভোজনকারী। ২ নরকভেদ। জাহারা দেবতা, পিতৃগণ ও অতিথিকে ভোজ্য বস্তু নিবেদন না করিলে ভোজন করে, তাহারা এই যৌর নরকে গমন করে।

লালামিক (ত্রি) ললামগ্রাহী, সৌন্দর্য্যগ্রাহী।

লালামেহ (পুং) দ্বালাবৎ মেহভীতি মিহ-অচ্। প্রমেহ বিশেষ। এই মেহরোগে লালার দ্বার ও প্রস্রাব হয়, এই লক্ষ্য ইহাকে লামামেহ কহে।

“লালাতুযুতং যুতং লামামেহেন পিচ্ছিলম্।” (ভাবপ্র)

[প্রমেহ রোগ শব্দ দেখ]

লালায়িত (ত্রি) লালা-“নমস্তাপো ববিবঃ কণ্ঠাদিত্যঃ কণ্ঠতো” ইতি-ক্য, লালায়-ক্ত। লালাবিশিষ্ট, কাতর। অত্যন্ত কাতর হইলে মুখ হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে।

লালাবাবু, একজন প্রসিদ্ধ বঙ্গালী সাধু ও পরম বৈষ্ণব। মুর্শিদাবাদ জেলার কালী নগরের সুপ্রসিদ্ধ উত্তররাঢ়ীর কারহ জুম্মাখকারী হরেকৃষ্ণ সিংহের বংশে তাহার জন্ম। কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠস্থিত পাইকপাড়া গ্রামে তাহারের একটি বাসভবন আছে। এইজন্য তাহার পাইকপাড়ার রাজা বলিয়া খ্যাত। লালাবাবু—অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিলেন এবং বীর ধর্ম-জীবনে পরমুখে কাতর হইয়া মুক্ত হতে অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া লোকে তাহাকে লালাবাবু বলিয়া সম্বোধন করিত। তাহার পিতামহ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ভারতপ্রতিনিধি ওয়ারেন্ হেস্টিংসের শাসনকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ (পরে দেওয়ান) বীর জ্যেষ্ঠতাত রাধাগোবিন্দের (বলেশ্বর নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক) তহাবদানে থাকিয়া বিষয়কর্মে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। তিনি পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া বীর স্বভাবজাত দয়াদ্রতানিবন্ধন যথেষ্ট উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

এই মহামুভবের পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালা-বাবু পিতার দ্বার সঙ্গুণশালী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বর্দ্ধমান ও কটকের কলেক্টারীর দেওয়ান হইয়াছিলেন। পরে তাহার বিষয়ত্বকা ক্রমশঃই নির্দীপিত হইয়া আইসে। গুনা যায়, একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি বীর প্রাসাদোপরি বায়ুসেবনার্থ পদচালনা করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরস্থ রজস্রগৃহ হইতে এক রজকিনী তারস্বরে বলিয়া উঠিল, “ও বেলা গেল গেল বাসনা গুলা জালিয়ে দে।” সাধকের প্রাণ অকস্মাৎ ঐ কথায় চমকিয়া উঠিল। রজকের ব্যবহারের কলার বাসনা তাহার মনে হইল না, তিনি মনে করিলেন কে যেন তাহাকে বিষয়মগ্নে মগ্ন দেখিয়া বিক্রপ করিয়া বলিতেছে, “সময় অতিবাহিত হইয়া চলিল, বাসনা গুলি জ্বালাইয়া দাও।” তখন তাহার হৃদয়ে দাবান্নবিধ বৃষ্টি-ভাস্কর্য কীটের পীড়ার দ্বার বিবম জ্বালা উপহিত হইল। তিনি বৈরাগ্যাবলম্বন করিলেন।

বৈরাগ্যোদয় হইলে তিনি বিষয়-ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাকলে তীর্থযাত্রার বহির্গত হন। এখানে আসিয়া প্রতি তীর্থেই তিনি বীর দক্ষিণীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণাবনে আসিয়া তিনি রাজপুতনার

মর্শর-প্রস্তরে একটি স্মৃৎহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উহা অভ্যাপি 'লালাবাবুর কুন্ড' নামে পরিচিত আছে। রাজপুতনার মর্শর-প্রস্তর ক্রয় করিতে আসিয়া তিনি কয়েকটি রাজকীয় কার্যে বিব্রত হইয়া পড়েন, পরে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভপূর্বক পুনরায় বৃন্দাবনবাসী হইয়া ঐকান্তিকচিত্তে ভগবান্ নারায়ণের ধ্যানে নিরত হন। বৃন্দাবনবাসীর বিবাস, তিনি ঐক্যের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, কখন কখন প্রেমোন্মাদে তাঁহার মোহন মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বসুনাঙ্কুলে প্রাধাবিত হইতেন।

বৃন্দাবন-বাসকালে তিনি মথুরা জেলার অন্তর্গত "রাধাকুণ্ড" নামক তীর্থের চতুর্দিক্ বেদপ্রস্তরলোপানদ্বারা বাধাইয়া দিয়াছিলেন। ঐক্যের চরণধানে করিয়া বৃন্দাবনেই তিনি দেহত্যাগ করেন। যে স্থানে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল, ব্রজবাসীরা তাহা একটি তীর্থ বলিয়া যাত্রীগণকে দেখাইয়া থাকে।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বালকপুত্র শেওরান শ্রীনারায়ণ-সিংহ ঐ সম্পত্তির অধিকারী হন।

লালাবিষ (পুং) লালার বিষ বস্ত। লুতাদি, ইহাদিগের লালার বিষ।

লালাস্রাব (পুং) ১ লাল-নিঃসরণ। ২ লুতা, মাকড়সা।

লালাস্রাব (পুং) লালার স্রাবরূপীতি ক্র-গিচ্-অণ্। ১ উর্ণনাত। (হেম) (ত্রি) ২ লালাকারক।

"লালাস্রাবী স বিজ্ঞেয়ঃ কণ্ঠম্ শোণিত্রো গদঃ।" (সুশ্রুত ২।১৬)

লালাস্রাবিন্ (ত্রি) লাল-স্রাবকারী।

লালিক (পুং) মহিষ। (হেম)

লালিত (ত্রি) বাহাদিগকে লালন করা হইয়াছে। (ক্লী) ২আচ্ছাদ, উন্নাস।

লালিতপুর, যুক্তপ্রদেশের একটি নগর ও জেলা। [ললিতপুর বেধ]

লালিত্য (ক্লী) ললিত-ব্যঞ্। ললিতের ভাব বা ধর্ম, ললিত-গুণবিশিষ্ট।

"লক্ষিণাকরকোমলমলপদৈর্গালিত্যলীলাবতী।" (লীলাবতী)

লালিয়াদ, কাঠিরাবাদ-বিভাগের ঝালাবারগ্রামস্থ একটি নামক রাজ্য ও তদবীন গওগ্রাম, ভাবনগর গোস্তাল রেলপথের চুড়া ট্রেনস হইতে ১৪০ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। বর্তমান সম্পত্তির হই জন অংশীদার। তাঁহার ইংরাজগবমেণ্টকে বার্ষিক ৩৬২ টাকা কর দিয়া থাকেন।

লালী, একজন করাসী সেনাপতি। সমগ্র নাম কাউন্ট লালী টেনেওল। করাসী রাজাধিকৃত ভারতীয় প্রদেশসমূহের প্রধান সেনাপতি হইয়া ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন। ইহার শিতা সহ জিরার্ড ও'লালী আয়র্নওবাসী ছিলেন। লিমা-রিক্ যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া তিনি করাসী সেনার অধিনায়ক

হইরাছিলেন। তিনি তৎপাকার সামরিক বিভাগে থাকিয়া "আইরিশ জিগেড্" নামক সেনাদল সংগঠন করেন এবং তাঁহার পুত্র টমাস আর্চার এক বৎসর বয়সেই (১৭০২ খৃঃ) করাসী সেনাদলের প্রাইভেট পদে মনোনীত হন। ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে (১৭৪৫ খৃঃ) তিনি বীর জ্যোতির্ভাভ কাউন্ট ডিল্লোর পরিচালিত ব্রিগেড বেনাদলের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া কণ্টিনর যুদ্ধক্ষেত্রে অমিত বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। অটল ইংরাজ-বাহিনী তাঁহার আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পরাজিত হয় এবং সেই দিন হইতেই করাসী সৈন্যের যুগপাতিত্যাগীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর লালী কবচকে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া বীর গুণে করাসী রাজপুত্রবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি করাসী সেনাপতি Marshal Saxoএর অধীনে যেরূপ যুদ্ধকৌশল ও কার্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই বীর পুরুষকে একতাই ফ্রান্সের ভাবী সেনা-নায়ক (Marchal de France) জ্ঞান করিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা করিতে অবসর পাইরাছিলেন।

ইহারই কিছু পরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর চুয়ার বৎসর বয়সে তিনি এশিয়াস্থ করাসী অধিকারসমূহের (French possessions in the East) প্রধান সেনাধ্যক্ষ হইয়া ভারতসীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি নীতি-তত্ত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতে আসিয়া সেই স্বভাবসিদ্ধ নীতিমার্গের অনুসরণপূর্বক তিনি ভারতীয় করাসী সেনাদলের শিক্ষা ও সংস্কারকার্যে ত্রুটি হইলেন। এই সময়ে মদগর্বে এবং বীর নতিক্রোধান্তে মত্ত হইয়া তিনি যথেষ্ট হঠকারিতার ও শক্তিশালনার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও দান্তিকতা অচিরে তাঁহাকে অবনতির পথে আনিয়াছিল। ভারতে আসিয়া তিনি রাজনীতিবিশারদ ডু'প্নের সাম্যবাদ বিসর্জন দিলেন এবং রাজা প্রজা সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে করাসীর অধিকৃত প্রদেশসমূহে বীর প্রভাব বিস্তার মানসে প্রজাবর্ণের উপর কঠোর শাসন প্রবর্তিত করিলেন। বাহা স্পর্শ করিলে শরীর অণুটি হয়, এরূপ নিষিদ্ধ বস্তুও ব্রাহ্মণকে বহন করাইতে অথবা স্ত্রীদিগের সহিত তাঁহাদিগকে একা গাড়ী টানাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইরূপ বখেচ্ছক ও লক্ষ্য করিয়া De Layrit ও কন্সিল (Council) তাঁহাদের অস্বস্তিত কার্যাবলির নিন্দাবাদ করিয়া যথেষ্ট প্রতিবাদ করিলেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উৎকোচক্রোহী অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি তদুপযোগী ব্যবহারে কৃতসম্মত হইলেন।

মাত্রাজে যুদ্ধকালে মাত্রাজ নগরের লক্ষ্যে আসিয়া তাঁহার

অধীনস্থ সেনাপতিগণ তাঁহার ব্যবহারে বিশেষরূপে উদ্ভক্ত হইয়া-
ছিলেন। তাঁহারা স্থানীয় সহিত তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া
মাত্রাজ আক্রমণে বিরত হইলেন। তিনি প্রত্যেক সেনাকর্তৃক
স্থপিত ও লালিত হইলেন এক তাঁহার উপর বিজোহী সেনাদলও
খীর নৌবাহিনীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে বিশেষরূপে অব-
মানিত বোধ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার-
লাভের আশায় তিনি বাধ্য হইয়া মুশিকে যুদ্ধের অভিনায়কপদে
বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। হুমিলাস
রণক্ষেত্রে কর্ণেল কুটের নিকটে তিনি সবলে পরাজিত হইয়া-
ছিলেন। অভঃপর বিজোহী সেনাবৃন্দ ও অত্যাচারী প্রজাবর্ণের
মধ্যে থাকিয়া তিনি পুঁদিকেরী রক্ষার দৃশ্যভঙ্গ হইল। ক্রমশঃ
খাদ্যভাবের যখন দুর্গবাসীর জীবনকাল কুরাইতে লাগিল,
(১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৬১ খৃঃ) তখন তিনি আত্মসমর্পণ করিতে
বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই অবরোধকালে ফরাসি-সৈন্য ও নগরবাসিগণ হতী, অশ্ব,
উষ্ট্র প্রভৃতি নিহত করিয়া তাহাদের মাংস দ্বারা উদর পূর্তি
করিত। এমন কি, তৎকালে ২৪ টাকা মূল্যে একটি দৈনী
কুকুর ফরাসীদিগের খাদ্য সামগ্রীরূপে বিক্রীত হইয়াছিল।

তিনি ফ্রান্স রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাঁহার ভারতীয়
কার্যাবলির তথ্যসন্ধান ও বিচার আরম্ভ হয়। তাহাতে
তিনি রাজপ্রোহী ও সেনাপতিবৃন্দের উপর অথবা অত্যা-
চারী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তজ্জন্ত তাঁহাকে মরলার
গাড়ীতে বসাইয়া প্রকান্ত রাজপথে লইয়া বধ্যভূমিতে আনয়ন
করা হইয়াছিল। তথায় তিনি তারম্বরে চিৎকার করিয়া
বলিয়াছিলেন, “জগদীশ্বর বিচারকদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য
তাঁহাকে যথেষ্ট অমুগ্রহ দান করিয়াছেন। যদি তাহাদিগের
সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ আমার সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি
কখনই সে কার্য করিতাম না।” এই কথা বলিবার পর জজলাল
আসিয়া তাঁহার শেষ কার্য করিয়া গেল।

লালী (দেশজ) ভৈবং লালবর্ণযুক্ত। যাহাতে লালের আমেজ আছে।
লালীনদী, আসামে প্রবাহিত একটি নদী। দিপুদের সহিত
মিলিত হইয়াছে। অক্ষা° ২৮° উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১১' পূর্বে
আবরোধিত। বালুনি জলস্রাবত পর্যন্তব্য হইতে উদ্ভূত।

লালীল (পুং) অমি। (তৈত্তিরীর আর্য ১০।১।৭)

লালুকা (স্ত্রী) কঁহাডভব।

লালুনন্দলাল, একজন কবিগুরা। ইহার রচিত অনেক
“কবি” পান পাওরা যায়।

লালের-ফোর্ট (লালের দুর্গ), যুক্তপ্রদেশের বুলন্দশহর
জেলায় অবস্থিত একটি গুপ্তপ্রাচ। অক্ষা° ২৮°১৩' উঃ এবং

দ্রাঘি° ৭৮°৭' পূঃ। খাসগজ হইতে দীর্ঘাট খাইবার পথে অব-
স্থিত। এখানে একটি তরু হ্রগ ছিল।

লাল্য (ত্রি) লল-গিচ-ণ্যৎ। লালনীয়, লালনার্থ।

লাব (পুং স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ, লাওয়া। ইহার মাংসগুণ—লঘু, কটু,
মলবদ্ধকারক, বাহু, শীতল, ও ত্রিদোষনাশক। (রাজব°)
ভাবপ্রকাশমতে গুণ—অমিকর, মিষ্ট, স্নেহবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্ষ,
বাহুনামক, লঘু, ত্রিদোষজিৎ, শীতল, ক্ষয়রোগ ও রক্তপিত্ত-
রোপনাশক। (ভাবপ্র°)

লাবক (পুং) লাব এব স্বার্থে কনু। ১ লাবপক্ষী। পর্যায় লঘুজাদল।
(ত্রিকা°) সুনাতীতি লু-ণুলু। ২ হেমক।

“যথা প্রাগ্‌ব্যাপকঃ ক্ষেত্রী পালকো লাবকত্বাৎ।” (স্বাক্ষর° পুঃ ৪৬।১৬)

লাবণ (ত্রি) লবণ-অণ্। লবণ দ্বারা সংকৃত, যে বস্তুর লবণ
দ্বারা সংস্কার করা হয়।

‘সাপিঞ্চং দাধিকং সর্পির্দধিত্যাং সংকৃত্য ক্রমাৎ।

লবণোদকাত্যামুদকং লাবণিকমুদমিতি।

উদমিতমোদমিৎকং লবণে ভাতু লাবণম্।” (হেম)

(ত্রি) ২ লবণ সন্ধী।

“স মাং পরিভবয়েব স্বাং বেলাং সমুপাক্রমন্।

ক্লেদয়ামাস চপলৈর্লাবণৈরঙ্গ বিদ্রবৈঃ।” (হরিবংশ ৫৩।২০)

(স্ত্রী) ৩ নস্ত। (রত্নমালা)

লাবণিক (ত্রি) লবণ-ঠঞ্। লবণ দ্বারা সংকৃত, লবণোদক
দ্বারা সংকৃত। (হেম) ২ লবণ সন্ধী। (পুং) ৩ লবণবিক্রেতা।

“লীলয়ৈব হৃতনোত্তলয়িত্বা গৌরবাচ্যমপি লাবণিকেন।” (মাঘ ১০।৩৮)

(স্ত্রী) ৪ লবণপাত্র।

লাবণ্য (স্ত্রী) লবণ-যাঞ্। ১ লবণত্ব, লবণের ভাব বা ধর্ম।

লবণা দ্বিটু বিকৃত্যে বভেতি লবণঃ অর্শা আদিস্বাদচ্ তত্ভ ভাবঃ
দৃঢ়াদিহাৎ স্বার্থে যাঞ্। সৌন্দর্য্যবিশেষ, শরীরের কাষ্ঠি,
চাক্ষুচিক্য। ইহার লক্ষণ—

“মুক্তাকলেবু ছায়ারাত্তরলক্ষ্মিবাস্তরা।

প্রতিভাতি যদ্বলেনু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে।” (উজ্জলনীলমণি)

মুক্তাকলের মধ্যে ছায়ার তরলতার দ্বারা অঙ্গে বাহা প্রতি-
ভাত হয়, তাহাকে লাবণ্য কহে। শরীরাবয়বের যে একট
সৌন্দর্য্য, তাহাকেই লাবণ্য বলে।

“নীতিভূমিকুজাং নতিগুণবত্যাঃ দীপনানাম্‌ দ্বিতিঃ

লক্ষ্যতোঃ শিশবো গৃহত কবিতা বৃদ্ধেঃ প্রসারো গিয়াং।

লাবণ্য বপুঃ দ্বিতীয়া মনসা শান্তিযুক্ত কমা

শক্তত্ববিৎ গুণপ্রমত্তাং স্বাহাং সত্যং মণ্ডনম্।” (অমরসিংহ)

৩ শীলনৈশুণ্যাদি।

লাবণ্যশর্দূল, লাবণ্যশরতঙ্গ ও শকুনপ্রবীণ প্রণেতা।

লাবণ্যার্জিত (দ্বী) লাকশান অর্জিত। বিবাহকালীন যতন ও শাতকী কর্তৃক প্রেরণবিশেষ। বিবাহের সময় যতন ও শাতকী যে ঘন বৌদ্ধক যরণ বেন।

“প্রীত্যা দত্তক বৎকিঞ্চিৎ স্বয়ং বা যতরেন বা।

পাদবন্দিকং বজ্রাবক্যনিজিতমুদাতে।”

(বিবাহচিহ্নানিধিত কাত্যায়নবচন)

লাবা, পঞ্জাবপ্রদেশের ফিলান্ জেলার অন্তর্গত একটি নগর। জুবেয়ার ও লখন পর্বতের উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°৪১'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৮'৩০" পূঃ। ইহা একটি সুবৃহৎ ‘আবান্’ গ্রাম বলিয়া কথিত। ইহার চতুর্দিশাঙ্গিত হুটার গহীরা হুপারি-মাণ ১০৫ বর্গমাইল।

লাবা, রাজপুতনার অন্তর্গত একটি দেশীয় সামন্ত-রাজ্য। হু-পরিমাণ ১৮ বর্গমাইল। জয়পুররাজ কোন সময়ে তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়কে লাবার সামন্তপদ প্রদান করেন। পরে মহারাজ-সর্দার আত্মীয় খাঁ লাবা অধিকার করিয়া তৎকালীন ঠাকুরকে মহারাজের পদানত করিয়াছিলেন। উহার পর লাবার ঠাকুরগণ তৎকালের সামন্তরাজের অধীন হইয়া পড়েন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণের ঐ এই অধীনতাশাপ ছিন্ন করিয়া বেন।

লাবা নগর তৎকালে ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

লাবা (দ্বী) লাব-টাণ্। পল্লিবিশেষ, পর্যায় লাবক, লাব, লব।

লাবাড়, হুজপ্রদেশের বীরাট জেলার অন্তর্গত একটি নগর। বীরাট নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে মহল-সরাই নামে একটি সুন্দর প্রাসাদ বিদ্যমান আছে। এই প্রাসাদ-সংলগ্ন অবিহৃত উদ্যান এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। বীরাট নগরের নিকটস্থ জলীর্ঘ বৃক্ষকুণ্ড-বীর্ধিকার প্রতিষ্ঠাতা বণিকশ্রেষ্ঠ অবাহির সিংহ অল্পমান ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন।

লাবাণক (পুং) নগরপ্রাচ্যের নিকটবর্তী জনপদভেদ।

লাবাকক (পুং) ত্রীহিভেদ। (‘জুক্তত্ব’ ৩৬ অ’)

লাবিক (পুং) লালিক, লবিব। (হেম)

লাবিন্দু (পুং) লু-নিমি। ছেবক। জনকাদী।

লাবু, লাবু (ত্রী) অলাবু। (নবরত্নঃ)

লাবুয়ান্, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। বর্ণিত দ্বীপের উত্তরপূর্বে উপকূল হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে দুঃপ্রসিদ্ধ ভিক্টোরিয়া কবর এবং তাহারই সম্মুখ-ভাগে কএকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ (Islet) আছে। ইহা দক্ষিণে প্রায় ১০ মাইল এবং প্রস্থে ৫ মাইল। সমুদ্রতীরবর্তী কুপুটর কর্দম ও রেলগাড়ের উপস্থাপি ভর বেগিয়া অল্পমান ভর বে, উক্ত তরই এই দ্বীপ গঠিত।

এখানে করলার খনি আছে। তাহাতে উৎকৃষ্ট করলা পাওয়া যায়। হালে হালে অধিকতর লৌহের খনি দৃষ্ট হয়। দ্বীপবাসীরা সেই লৌহ গলাইয়া পান্নাধি প্রস্তুত করে। পূর্বে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরাজের বে সকল উপনিবেশ আছে, তাহার মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল।

লাবুর্দনে, এক জন করালী শাসনকর্তা। ইনি খৃষ্টাব্দ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত মহাসমুদ্র করালী অধিকারসমূহের শাসনকর্তা হইয়া পূর্বদেশে আগমন করেন। তিনি ভারত উপকূলে করালীবাহিনী আনিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

লাবেরণি (পুং) লবেরণির গোত্রাণ্ডতা।

লাবেরণীয় (ত্রি) লবেরণির গোত্রাণ্ডতা।

লাব্য (ত্রি) দৃ-ণ্যৎ। ছেদ্য, ছেদনযোগ্য।

লাবুক (ত্রি) লব-উকন্। গুরু, সোভী।

লাস (পুং) লস-লজ্। ১ নৃত্যমাত্র। ২ ত্রীদিগের নৃত্য।

“মদনজনিতলাসে দৃষ্টিপাতেন্দু নীতান্।

তনুতরনতমার্গ্য কামরতি প্রোক্তান্।” (ঋতুসংহার ৬।৩১)

২ বু। (শব্দচঃ)

লাস (দেশক) ১ লব। ২ আঁটা। (হিদি) ৩ নিরুই জমি।

লাস, আকগানছানের হিরাট বিভাগের নিকটস্থ একটি গ্রামে। সিংহানের উত্তরে অবস্থিত। কামরান্ বখশ লাস নগর আক্রমণ করেন, তখন এখানকার হুর্গবাসী সেনাপণ গণেই বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

লাস, বলুচস্থানের অন্তর্গত একটি গ্রামে। আংরোপাশাগরের উপকূলে অবস্থিত। নিম্নলিখের ‘ব’দ্বীপভূমি ও হাশাপার্কতমালা দ্বারা ইহা নিম্ন সিদ্ধপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই সমুদ্রোপ-কূলকর্তী গ্রামে দক্ষিণে প্রায় ১০০ মাইল এবং প্রস্থে ৬০ মাইল। ইহার উত্তর সীমার কালবান পর্বত ও কুয়াজা, পূর্বে ও পশ্চিমে উক্তচূড় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে ভারত মহাদেশ। এখানকার শাসনকর্তা জাম (সর্দার) নামে খ্যাত।

এখানে জামোত, সাব্রা, জাহা, ডমোত, জলারিও, জকা, ডকা, কুগা, কুয়ানি, বেখ, হুলোনা, ডব্কা, কুয়, বরাফিরা, মেরী, বীরা কুয়োর, বলা, বাওগ, জোর, কুয়ি বা কুয়রি, কলবল, ডবর, লকু, হোরমার প্রভৃতি জাতির বাস আছে। জামোত জাতির দাবলী থাকের একটি গাও হইতে প্রায়শ্চারণ লক্ষ্যত। লোপমিনী এখানকার প্রধান বাসিন্দাসমূহ। ইহার কিছু উত্তরে খেলার নগর। উহা দ্বীপীয় রাজবাসী বলিয়া কথ্য। এখানে অনেক খ্রীষ্টান চুরা ও কুপারাবি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনুমান হয় যে, এই খ্রীষ্টান কাল বহুতর এখানে ইহুদয়িক

বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। মেক্রান ও সিদ্ধ গ্রন্থে মুসলমান সমাগমের সমকালে এখানে সম্ভবতঃ আরববাসী মুসলমান বণিকগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

লাসক (কী) লসতীতি লস-খুল। ১ মটক, চলিত মটকা।

(পুং) ২ লাভকারী। ৩ মদুর। ৪ লসক। ৫ বেট।

৬ দীপ্তিকারক। “নবজলকণসেকাজীততামাদধানঃ

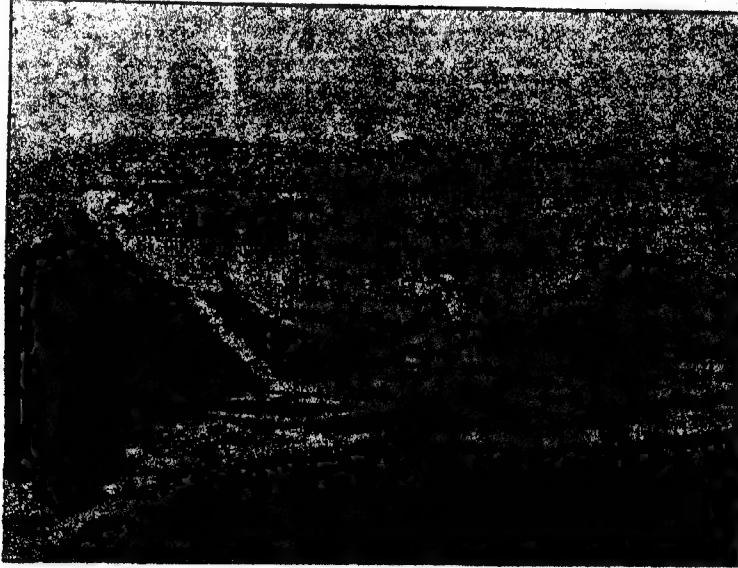
কুস্তমভরনতানঃ লাসকঃ পাদপানাম্।” (কুস্তমহার ২।২৬)

লাসকী (কী) লাসক-ভীর্। নর্তকী। (অমর)

লাসা, (Lhasa) হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত তিব্বত-রাজ্যের রাজধানী। এই জনপদ ডোট ভাষায় ল্হা-স-প বা তুব্বার প্রদেশ নামে অভিহিত। আবার তিব্বতীয় ভাষায় ল্হা শব্দের অর্থ দেব এবং সা শব্দে বিশ্রাম-নিকেতন। লাসা অর্থাৎ দেবস্থান। স্তূপসং ল্হাসা বা লাসা শব্দে দেবস্থানই বুঝাইয়া থাকে*।

এই নগরবাসী জন সাধারণ বৌদ্ধ। বৌদ্ধ লামাচার্য্য ও বহু প্রকৃতি ধর্মকর্মনিরত থাকিয়া এখানকার মঠে অবস্থান করিয়া থাকেন। ভারতবাসীর পূজ্য ও এসিদ্ধ বুদ্ধাবতার শাক্যমুনির প্রসাদে এখানকার ধর্মমণ্ডল আজিও বৌদ্ধধর্মের উদার মত পালন করিয়া আসিতেছে, তবে বর্তমান লামাধর্মে পার্শ্বভাষ্য জাতির বৌদ্ধ-পা ধর্মের অনেক প্রভাব ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই নগরে তিব্বতের সর্বপ্রধান লামাচার্য্য “দলইলামা” রাজনৈতিক সম্পন্ন হইয়া রাজসংসদের প্রভাবে ধর্মরাজ্য ও কর্মরাজ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। [তিব্বত ও লামা দেখ।]

বর্তমান লাসা নগরীর উত্তরে শৈল শৃঙ্গোপরি পোতল গুপ্তা নামক দলই লামার রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। উহার গঠন-বৈচিত্র্য এবং তথাকার অপর দুইটি এসিদ্ধ সজ্জারামের প্রস্তুত প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই মনে বিস্ময় সঞ্চিত হয়।



দলইলামার পোতল প্রাসাদ।

দলই লামা এখানকার রাজ্যশাসন-কার্য্যের এবং ধর্মরক্ষা ও প্রচার-বিষয়ের সর্বময় কর্তা হইলেও এই নগরে চীনরাজ্যের দুইজন অধিবাসী বা রাজদূত বাস করেন। তাঁহাদের পরামর্শমতে লাসাপতি দলই-লামা ব্যবতীয় রাজকীয় কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। লাসাবাসী উক্ত চীন-রাজকর্মচারিদের অধীনে দলু-হে নামে দুইজন প্রধান সেবাদিগ্গাজি আছেন। তাঁহারা বৎসর ও বৎসরান্তের তিব্বতরাজ্যের প্রশাসন বন্দোবস্তের জন্য সকল বিষয়ই পরিদর্শন করিয়া থাকেন। দলু-হের নিরতন চীনকর্মচারিদের কোপুন নামে খ্যাত। তাঁহারা সেবাদিগ্গাজির

বেতনদাতা বকী ও ইংরাজসেনাবিভাগের এডজুটেন্ট ও কোর্ট-উটার-মাষ্টার সেনাদের দ্বারা কার্য্য করেন। একজন দলু-হে ও একজন কোপুন দীঘাঠীতে থাকিয়া তিব্বতীয় সেনাদের সাধারণ পরিদর্শকের কার্য্য করিয়া থাকেন।

এই দুই কর্মচারী বা সেবাদিগ্গাজির নিয়ে তিনজন “চোং-বর” আছেন। তাঁহারা চীনসৈন্যের এক এক একটা সেনাবিভাগের নামক রাজ। ইহাদের মধ্যে একজন দীঘাঠীতে ও অপর এক জন নেপাল সীমান্তবর্তী উক্ত নগরে সৈন্য অবস্থিত থাকিয়া তিব্বত সীমান্ত রক্ষা করিতেছেন। উক্ত সেবাদিগ্গাজির

* ঐতিহাসিক হু-ফেন, লাসা শব্দে প্রকৃতই বুঝায়। বৌদ্ধলিপি “মোজ্জত বৌত” বা কসীর সেবীর্ট এবং হেবু লামাপন ইহাদের সেবকর বলে।

প্রধানদিগকে ভোজ দিয়া অবাহতি পায়, কিন্তু ভিন্ন-সম্প্রদায়ের অপর পুরুষ আসক্ত হইয়া যদি ঐ রমণী পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়, তাহাঁ হইলে তাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

বেহার প্রদেশের প্রকৃষ্ট হিন্দু মধ্যে পুরুষজ্ঞার উত্তরাধিকার মিভাক্ষরা যাতে প্রচলিত আছে। ইহারা মুখে সেই মত অমরগণ করিলেও কার্যতঃ পক্ষ্যবস্তুর আদেশেই যথাকর্তব্য নির্ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে পজাবের “চুড়ামন” প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। তাহাতে ত্রীসংখ্যাহুসারেই স্বামীর সম্পত্তি বিভক্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম ত্রীর যদি একমাত্র পুত্র জন্মে এবং দ্বিতীয় ত্রীর যদি বহু পুত্র থাকে, তাহা হইলে মৃত পিতার সম্পত্তি দুইভাগ করিয়া প্রথমার একমাত্র পুত্র অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবে এবং দ্বিতীয়ার সন্তানগণ অপর অর্দ্ধ সমভাগে বন্টন করিয়া লইবে। সম্পত্তিবন্টনকালে বিবাহিত ও নিকা-পত্নীর কোন রূপ পার্থক্য থাকে না।

ইহারা আপনাদিগকে গোড়া হিন্দু বলিয়া জানে। ভগবতীকে আরাধ্য দেবী জানিয়া তাঁহারই উপাসনা করে, কিন্তু হিন্দু অপরাপর দেবতাকে অবজ্ঞা করে না। ত্রিহত্যয় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের বিবাহাদি কার্যে যাজকতা করেন, তাহাতে তাঁহারা সমাজে নিম্ননীয় হন না। বন্দী ও গোরাইয়া নামক গ্রাম্য দেবতাকে প্রত্যেক গৃহস্থই পূজা করে। তাহাতে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য আবশ্যক করে না। এই দুই দেবতাকে গৃহকর্তাই ছাগ, হুগ, রুটী ও মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিয়া দেয়।

ইহারা সমাজে কোইরী ও কুম্দিগের সমশ্রেণী বলিয়া বিবেচিত। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। গালায় চুড়ী ও খেলানা প্রস্তুত ব্যতীত ইহারা চাসবাস করে।

লাহোর, পজাবের অন্তর্গত একটি বিভাগ। লাহোর, ফিরোজপুর ও গুজরাণবালা জেলা লইয়া গঠিত। ইহার উত্তরসীমা শাহপুর ও গুজরাত জেলা; পূর্বে শিয়ালকোট ও অমৃতসর জেলা, কপূরথলা রাজ্য ও জালন্ধর জেলা; দক্ষিণে পাতিয়ালা রাজ্য এবং দীর্ঘা, মন্টগোমরি ও ঝজ জেলা। অক্ষা° ৩০° ৮' হইতে ৩২° ৩৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১১' ৩০" হইতে ৭৫° ২৭' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৮২৮৭ বর্গ মাইল। এখানে ২৬টি নগর ও ৩৮৪৫টি গ্রাম আছে। স্থানীয় কমিসনরের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। [লাহোর, গুজরাণবালা ও ফিরোজপুর দেখ।]

লাহোর, পজাব প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীনে পরিচালিত একটি জেলা। অক্ষা° ৩০° ৩৭' হইতে ৩১° ৫৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪০' ১৫" হইতে ৭৫° ১' পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৬৪৮ বর্গ মাইল। লাহোর বিভাগের মধ্যাংশ লইয়া এই জেলা

গঠিত। ইহার উত্তর পশ্চিমে গুজরাণবালা, উত্তরপূর্বে অমৃতসর দক্ষিণপূর্বে শতদ্রু নদী এবং দক্ষিণপশ্চিমে মন্টগোমরি জেলা।

সমগ্র পজাব প্রদেশের ৩২টি জেলার মধ্যে লোকসংখ্যাহুসারে ইহা তৃতীয় এবং ভূমির পরিমাণাহুসারে একাদশ স্থানীয়। ইহা চারিটি স্বতন্ত্র তহসীলে বিভক্ত। শরণপুর তহসীল ইরাবতী নদীর বহির্ভূত প্রদেশ লইয়া গঠিত। দক্ষিণপশ্চিমাংশের চুনিয়ান তহসীল ইরাবতী ও শতদ্রু মধ্যস্থলে অবস্থিত, কপূর তহসীল শতদ্রু কূলে বিস্তৃত এবং উত্তরপূর্বাংশের লাহোর তহসীল ইরাবতীতট হইতে শতদ্রুতীরবর্তী কপূর উপবিভাগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বড়ই মনোরম। শতদ্রু হইতে ইরাবতী এবং তথা হইতে রেকনা-মোয়াব নামক শতদ্রুমুখ অন্তর্ভুক্তদীর মধ্যস্থলে পর্যন্ত এই জেলা বিস্তৃত। শতদ্রু, ইরাবতী ও দেঘ নামক নদীত্রয় প্রভূত স্রষ্টে জল বহন করিয়া এই জেলার অবিকাশস্থান, বিশেষতঃ উক্ত নদীত্রয়প্রবাহিত অববাহিকা ও উপত্যকা প্রদেশ উর্বর করিয়া তুলিয়াছে। ঐ শ্রামল শতক্ষেত্র-সমূহ যেন সমান্তরাল বন্ধনীর স্থায় উপত্যকাভূমির স্থানে স্থানে এক একটা গড়শৈল বেটন করিয়া আছে। পর্তুগীসরাও উর্বরতায় সাধারণের নিকট সুপরিচিত রহিয়াছে।

শতদ্রু ও ইরাবতী নদীর মধ্যস্থলে মাঁঝা নামক অধিত্যকা বা উচ্চভূমি অবস্থিত। উহা একসমন্যে শিখজাতির আদি বাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সেই বিস্তৃত প্রদেশের উত্তরাংশ উর্বর শতক্ষেত্রপরিমাণে রহিয়াছে, কিন্তু তাহারই দক্ষিণাংশ ক্রমশঃ ক্ষীণকালের হইয়া অহরহর মরুভূমে পরিণত হইয়াছে। উহার সর্বপ্রাথমিক সামান্য মাত্রায় খাস জন্মে বটে, কিন্তু খালে না নদীতে জল না থাকায় তত বেশী তৃণ গজায় না। বর্ষা ভিন্ন অত্যন্ত ঋতুতে তথায় যে তৃণ ও গুণাদি বিরাজিত থাকে, তাহা ভক্ষণ করিয়া উল্লুগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বর্ষার জলে সেই সকল তৃণ সজীব হইয়া আবার বাড়িতে থাকে। তখন সেই সুবৃহৎ তৃণপূর্ণ প্রান্তর গবাদির চারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এক একটা গুপ্তগ্রাম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই উচ্চভূমির অধিকাংশ স্থানেই প্রাচীন পুষ্করীণী, কূপ, নগর ও গুপ্তাদির ধ্বংস নিদর্শন নিপতিত দেখিয়া অস্বাভাবিক হয় যে, এই অধিত্যকা ভূমিতে এক সময়ে একটা সুসমৃদ্ধ জাতির বাস ছিল। সেই অর্ন্তাত গোয়বাস্তি আজিও ভয় অটালিকাসমূহ বহন করিয়া আশ্রিত আছে। শতদ্রু নদী হইতে কিছু দূরে পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত একটা উচ্চ বাধ দৃষ্ট হয়, উহা এই মাঁঝা ভূমির দক্ষিণসীমা নির্দেশ করিতেছে। এই বাধ হইতে নদীতীর পর্যন্ত যে জিকিণাগার উর্বরভূমি পতিত রহিয়াছে, তাহা হীতায় নামে খ্যাত। ইরাবতী নদীর পশ্চিম কূলাংশে নানা বৃক্ষ এবং ফল ও ফুল জন্মিতে

দেখা যায়। তাহার উত্তরপশ্চিম অভিমুখে দেখ নদী তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূপুঞ্জ জলস্রাবত।

উপরোক্ত নদীসমূহের অববাহিকা প্রদেশ এবং খালপ্রবাহিত স্থান ব্যতীত এই জেলার আর কোথাও পর্য্যাপ্ত শস্ত উৎপন্ন হয় না। জলের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। যেখানে কৃপ খনন করিয়া জল পাওয়া যায়, অথবা খাল হইতে বা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে শস্তক্ষেত্রে জলসেচন করা যায়, তথায় অল্পাংশ জেলার সমান শস্ত উৎপাদন করিতে পারা যায়; কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিলেও তথায় শিয়ালকোট, হসিয়ারপুর বা জালন্ধরের ভায়ে শস্তোৎপাদন করা যায় না।

ইরাবতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া এবং লাহোর নগরের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে ইহার জলগতি পার্শ্বভূমিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াও পুনরায় কিছু দূরে আসিয়া পরস্পরে সম্মিলিত হইয়াছে। শতদ্রু ও বিপাশা নদী এক্ষণে জেলার সীমান্তভাগে পরস্পরে মিলিত হইয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। এক সময়ে উহা স্বতন্ত্র শাখায় এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া সিদ্ধনদে মিলিত হইয়াছিল। এখনও মাঝার পূর্বাংশে বাধের নিকট বিপাশা নদীর পূর্বতন খাত দৃষ্ট হয়। গ্রামবাসীদের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে কোন অনৈসর্গিক কারণে এই নদীর গতি পরিবর্তিত হয়। লোকে বলিয়া থাকে, বিপাশা নদীর প্রবলস্রোত প্রবাহিত হইয়া এইখানে তপ্তান্নবিরত শিখগুরুর কুটার ভাঙ্গিয়া লইয়া যায়। সাধকপ্রবর তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া অভিসম্পাত করেন। তদবধি তৎপ্রদেশে বিপাশার গতিরোধ হইয়াছে। কন্থর ও চুনিয়ান নগর এবং বহুসংখ্যক প্রাচীন গণগ্রাম এই পুরাতন নদীগর্ভের পার্শ্বে অবস্থিত।

চাঁদবাসের সুবিধার জন্য এই জেলার চতুর্দিকে খাল কাটিয়া জুমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নানা শাখা বিস্তৃত বড়িদোয়াব খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা শতদ্রু হইতে আরম্ভ করিয়া লাহোর নগর ও মিঞান মীরের সেনানিবাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিয়াজবেগের নিকট ইরাবতীতে সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার কন্থর শাখা ও দোভাওন শাখা পুনরায় ঘুরিয়া শতদ্রুতে মিশিয়াছে। মোগলসম্রাট শাহজহানের প্রসিদ্ধ স্থপতি আলীমর্দন খাঁ এখানকার হস্টী খাল কাটাইয়াছিলেন। উহা পূর্বে শালিমারের বিখ্যাত উদ্যান ও কোয়ারার জল সরবরাহ করিত, কিন্তু এক্ষণে বড়িদোয়াব খালের কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এতদ্ভিন্ন কটোয়া, খানবা ও সোহাগ নামক তিনটা খাত শতদ্রুর গর্ভ হইতে কাটাইয়া মাঝা ও উক্ত নদীর মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকার ভূমিভাগে জলদান করা হইতেছে।

এখানে কীকর, সিরীষ, তুখ, বন্দ, বান, ফুলাহি, করীল, শিত, আম্র, বকাইন, আমলতা, বর্ণা, পিপুল, বট প্রভৃতি বৃক্ষ প্রধানতঃ জন্মে। বনভাগে অল্পাংশ নানাজাতীয় বৃক্ষ এবং নেকড়ে চিতা, নীলগাই, বনবরাহ ও হরিণাদি পশু এবং নদীতীর প্রভৃতি স্থানে নানাজাতীয় পক্ষী বিচরণ করিতে দেখা যায়।

বহু পূর্বকাল হইতে এই জেলা আর্ঘ্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। এখনও জনশ্রুতি বনাস্ত্রাল-প্রদেশস্থ ধ্বংস নগর এবং কুপতড়াগাদি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ সকল প্রাচীন কীর্তি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমে অবস্থিত থাকায় অমুমান হয় যে, তৎকালে এখানকার জলরাশি অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে প্রবাহিত ছিল এবং অধিক সম্ভব তৎকালীন স্থপিতিকর্ত ও সভ্য-দেশবাসিগণ সূর্যকোশলে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত নগরাদিতে জলানয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও সেই প্রাচীন আর্ঘ্য-সভ্যতার কএকটা মাত্র নিদর্শন এখানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এই জেলার ইতিহাস লাহোর নগরের ইতিবৃত্তের সহিত সর্বতোভাবে সংযুক্ত। উক্ত নগরের নামানুসারেই এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। আফগানস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি সুপ্রশস্ত রাস্তার উপর অবস্থিত হওয়ার, এই নগর সাকিনদনবীর আত্মক-সাম্রাজ্যের স্মারতাক্রমণের পূর্বে হইতেও পাশ্চাত্য বৈদেশিক শত্রু হস্তে আক্রান্ত হইয়াছে। পঞ্চনদের সহিত গান্ধাররাজ্যের সম্বন্ধ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত দেখা যায়। ইসলাম-ধর্মস্রোত রোধ করিবার জন্য এক সময়ে এই নগরে হিন্দুধর্মের একটি প্রবল কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। তদনন্তর গজনিরাজ-বংশ এখানে রাজধানী স্থাপন করিলে, ধীরে ধীরে মুসলমানগণ উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর মোগলসম্রাটগণ কিছুকালের জন্য এখানে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে এই স্থান উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে উহা পঞ্চনদ রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। বর্তমান সময়ে উহা ইংরাজাধিকৃত একটি সুবিস্তৃত প্রদেশের বিচারসদরদপ্তরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

সাকিনদনপতি আলেকসান্দার যে সময়ে ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময়ে লাহোর জনপদের প্রসিদ্ধির বিশেষ কোঙ্ক পরিচয় পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দে যখন চীন-পরিব্রাজক বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শনে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি এই স্থান অতিক্রম করিয়া জালন্ধরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে লাহোর নগর ব্রাহ্মণ্যধর্মের কেন্দ্রস্থান ছিল। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে যখন মুসলমানগণ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন লাহোর নগরে আজমীর রাজবংশের একজন রাজা

রাজ্য করিতেন। সেই সময় হইতে প্রায় তিন শতাব্দী কাল এখানকার হিন্দু রাজগণ মুসলমান আক্রমণ হইতে পক্ষনয় প্রবেশ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। ষষ্ঠী ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে গজনীপতি হুলতান সবক্তগীন্ প্রবল বজ্রার ঙ্কার বীর বিপুল মুসলমানবাহিনী লইয়া হিন্দুস্থানবিজয়ে অগ্রসর হন। লাহোররাজ জয়পাল মুসলমানসেনার হস্তে পরাজিত হইয়া হতশঙ্কনয়ে অধি-
কৃত্তে প্রাণ বিসর্জন করেন। ইহার কিছুকাল পরে গজনীরাজ হুলতান মাদ্ধ ভারতলুঠনে আসিয়া পেশাবর সন্নিকটে জয়-
পালের পুত্র অনঙ্গপালকে পরাস্ত করিয়া সদলে অগ্রসর হন এবং পক্ষনদের সঙ্গীপন্থ অস্ত্রাশ্রয় প্রদেয় জয় ও লুঠন করিয়া বহু ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্বক বরাহো প্রত্যাবৃত্ত হন। অনঙ্গপালকে জয় করিবার জয়োৎসবপরে তিনি পুনরায় ভারতে আসিয়া লাহোর অধিকার করেন। তদবধি ঐ স্থান কোন না কোন মুসলমান-রাজবংশেরই অধিকারে থাকে। শিখজাতির অভ্যুদয়ে এখানকার মুসলমান-
রাজবংশ হীনপ্রভ হন এবং শিখসর্দারগণ এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। পঞ্জাব-
কেশরী মহারাজ রঞ্জিং সিংহের সময় লাহোর রাজধানী শিখ-
গৌরবের পরাকাষ্ঠী প্রদর্শন করিয়াছিল।

[সবক্তগীন্, মাদ্ধ, জয়পাল ও অনঙ্গপাল দেখ।]

হুলতান মাদ্ধের অধস্তন আটজন গজনীরাজের রাজত্ব-
কালে লাহোরনগর মুসলমান রাজ-প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত
হইয়াছিল। ১১০২ খৃষ্টাব্দে সেলজুক- (তাভার) গণ গজনীর
হুলতানকে পরাজয় করিয়া তাহার সিংহাসন অধিকার করিলে,
তিনি ভারতে পলাইয়া আইসেন। তদবধি মহম্মদ ঘোরীর
ভারতবিজয় পর্যন্ত লাহোর নগর উক্ত রাজবংশের এবং ভারতীয়
মুসলমান-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইতে থাকে।
মহম্মদ ঘোরী ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকারপূর্বক তথায় রাজপাট
ও রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। খিলজী ও তুগলকবংশীর পাঠান
রাজগণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের উল্লেখযোগ্য কোন
পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে মোগলী সর্দার তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন।
তাহার একজন সেনাপতি বরং এই নগর লুণ্ঠন করেন।
তৎকালে লাহোর সম্পূর্ণরূপে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৪০৬
খৃষ্টাব্দে বহু লোক লোহী ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া লাহোর
আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাহার পৌত্র হুলতান ইব্রাহিম
লোহীর রাজ্যকালে এখানকার আকস্মিক শাসনকর্তা রাজদ্রোহী
হইয়া মোগল-সম্রাট বাবর শাহকে ভারতাক্রমণে আমন্ত্রণ করিলে,
বাবর ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লাহোরপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হন।
লাহোরের নিকটে ইব্রাহিমের সেনাপলের সহিত বাবরের যুদ্ধ

হয়। বাবর ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া লাহোরনগর লুণ্ঠন
করিয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন।
পাণিপথের ঐশিক যুদ্ধে পাঠানরাজকে পরাস্ত করিয়া তিনি দিল্লী
অধিকারপূর্বক ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
ভারত সাম্রাজ্যে এই রাজবংশের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সন্দেহ
সন্দেহ লাহোর নগরের শ্রীশক্তি সাধিত হয়। মোগলসম্রাটগণের
রাজপ্রাসাদ এবং রাজপুত্রবংশের নানা শিল্পসম্বিত অট্টালিকা
ও সমাধিসম্মিতির প্রকৃতি অত্যাধি মোগলকীর্তির গৌরব জ্ঞাপন
করিতেছে। [লাহোর নগর দেখ।]

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে পারস্তপতি নাদির শাহ অপ্রতিহত গতিতে
এই জনপদের মধ্য দিয়া ভারতে আগমনপূর্বক মোগলরাজশক্তিকে
পদদলিত করিয়াছিলেন। তাহার অকস্মাৎ আক্রমণ ও বিজয়-
লাভ সন্দর্শন করিয়া বলবীৰ্য্যসম্পন্ন শিখজাতি আপনাদের স্বরে
অভ্যুত্থানের এক অভিনব আশা সঞ্চারিত করিতে লাগিল।
জয় নানকের ধর্মমত পূর্বকই তাহাদের স্বর দৃঢ়মূল হইয়া
সমগ্র পঞ্জাবে ধীরে ধীরে একটা জাতীয় শক্তি বিস্তার করিয়া-
ছিল। শিখগণ সেই ধর্মমতের অহুবেল ক্রমশঃ একতাবদ্ধ ও
বলবৃদ্ধ হইয়া বৈদেশিকের পদাধাত অসহ্য ভ্রাম করেন এবং
সাগ্রহে সকলে বৈদেশিক রাজার অধীনতাশাশ উচ্ছেদের প্রয়াস
পান। তাহার প্রথমে দস্যুর ঙ্কার দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ
লুণ্ঠন দ্বারা ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্বক পঞ্জাবের এক একটা প্রদেশে
সর্দাররূপে শাসন বিস্তার করেন। পরে তাহার পরস্পরে সন্ধি-
লিত হইয়া দুই বা তিনটা মিশ্রলৈ এক একটা শক্তিপুঞ্জ সংগঠন-
পূর্বক প্রবল শক্তির আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে অগ্রসর
হইয়াছিলেন। [পঞ্জাব ও শিখ দেখ।]

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে হুয়ানী সর্দার আকন্দশাহ অরেন্দালী লাহোর
আক্রমণ করেন। এই সময়ে মুসলমান শক্তগণের উপায় পরি
আক্রমণ ও লুণ্ঠনে লাহোরনগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান
উৎসন্ন যায় এবং জনশূন্য হইয়া পড়ে; শিখগণ এই সময়ে
বহুশ্রী বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আকন্দ শাহ
শেখবার ভারত লুণ্ঠন ও বিজয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।
তাহার পর প্রায় ৩০ বৎসর কাল লাহোর নগরে আর কোনরূপ
অভ্যুত্থান ও অবিচার ঘটে নাই এবং উক্ত শিখসম্রাজ্য এই
সময়ে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে রিষ্ট না হইয়া বরং ক্রমশঃ বলপূর্ণ
হইতেছিল। সমগ্র লাহোর জেলার তৎকালে তর্কী মিশ্রলৈ
তিন জন সর্দার আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শিখসর্দার রঞ্জিংসিংহ আকস্মিক-
কারী জমান শাহের নিকট হইতে লাহোর সম্পত্তি লাভ করিয়া

বীর রাজপুত্র প্রতিষ্ঠার সময় করেন :— প্রথমে তিনি বীর-বৃত্তি ও ভুলবলে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের অধীশ্বরপদে উন্নীত হইয়া “পঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ” বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল উদ্ভবে ও বীরত্ব-প্রতিভায় অর্জিত এই পঞ্চনাম-রাজ্য তৎসময়স্থগণের শ্রদ্ধাভক্তি অত্যধিক এবং গৃহবিগ্ৰবে অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় :— তৎপরেই লাহোরে বৃটীশ শাসনপদ্ধিকার আরম্ভ হইল। [রণজিৎসিংহ ও পঞ্জাব দেখ।]

পঞ্জাব-প্রদেশ-শাসনকালে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরাজরাজ লাহোর নগরে প্রতিনিধিসভার (Council of Regency) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংরেজ রেসিডেন্টই প্রকৃত-পক্ষে তৎকালে লাহোরের প্রধান শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার অনতিদূরে কোন শিখসৈন্যই রাজ্যশাসনসংক্রান্ত কোন কার্যেই সম্পাদন করিতে পারিতেন না। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসান হয়। যুবক মহারাজ দলীপ সিংহ ইংরাজকরে লাহোর রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং রাজপদ ত্যাগ করেন। তদবধি এই জেলায় শাসনকার্য ইংরাজের শাসনপ্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে।

[খজাসিংহ, নবনেহাল সিংহ ও দলীপ সিংহ দেখ।]

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার মিঞান-বীর সেনাবাহিনীর দেশীয় সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া লাহোর দুর্গ আক্রমণের বড়যন্ত্র করে। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের গুপ্তকল্পনা বৃটীশ গবর্নেন্ট জানিতে পারেন। ইংরাজসেনাপতি তথাকার ইংরাজ-কামানবাহী ও পরাভিক সেনাবাহিনীসহায়ে সেই বিদ্রোহী সেনাদলকে বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অস্ত্র শস্ত কাড়িয়া লয়। তাহাতে তাহাদের পোষিত আশা ব্যর্থ হইলেও লাহোর রাজ্যের বিদ্রোহবলি উপশমিত হয় নাই। দীর্ঘকাল-ব্যাপী সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তথাকার শিখগণও মধ্যে মধ্যে ইংরাজরাজকে লক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছিল। উক্ত বর্ষের জুলাই মাসে মিঞান-বীর ২৬ সংখ্যক দৈনিক পত্রিকার দ্বারা বিদ্রোহী হইয়া কএক জন সেনাদায়কে নিহত করে এবং বাতাসমুখিত খুলিয়াশির মধ্য দিয়া গোপনে পলাইয়া যায়। অযত্নস্বরের ডেপুটী কমিশনার মিঃ কুপার-পরিচালিত একদল ইংরাজসেনা ইহাভিত্তি নীতিতে তাহাদের সমুখীন হইয়া যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে দেশীয় পত্রিকাদল সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়। তৎনন্তর দিল্লী-নগরের অধঃপতন পর্যন্ত ইংরাজরাজ লাহোর রক্ষার বেশ অস্বকোষত করিয়াছিলেন। দিল্লী রাজধানী ইংরাজের পদানত হইল দেখিয়া এখানকার বিদ্রোহী দল ইংরাজের বলবীৰ্য ও বীরত্ব দেখিয়া তর্জিত ও ভ্রাসবৃত্ত হইয়া পড়ে। তদবধি এখানে আর কোনরূপ বিপদের সূচনা হয় নাই।

লাহোর নগর ও মিঞানবীর-গোত্রবাজার, কনক, মুন্সিরন-পট্ট, কেশবর্গ, রাজা জল ও খুয়সিংহ নগর এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। খুয়সিংহ ও শরখপুরে নিউনিসিগালিটী থাকিলেও লোকসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অল্প। গবর্নেন্ট সাহাবো এবং দেশীয় লোকের যত্নে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ব্যতীত এই সকল নগরে আমেরিকান বাণিজ্য মিসন, চার্চ মিসনারি সোসাইটী ও জেনানা মিশন শিক্ষা-বিভাগ ও খৃষ্টধর্মপ্রচারকরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন মিলিটারি ট্রাষ্ট সোসাইটীর সহযোগে পঞ্জাব মিলিটারি ট্রাষ্ট সোসাইটী এখানকার আর্থিকালী বাজারে একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছে।

ইংরাজরাজ পঞ্জাব বিভাগে স্থানিক ও স্থানীয় বিভাগে প্রায়শী হইয়া স্থানে স্থানে যথারীতি রাজকর্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন। শিক্ষাবিভাগপ্রসঙ্গে তাঁহার পঞ্জাব ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠা করেন। লাহোর নগরের ওরিয়েন্টাল কলেজ, গবর্নেন্ট কলেজ, ট্রেনিং কলেজ, নব্বীল বিদ্যালয় সমূহ, জুল অব-আর্ট (চিত্র বিদ্যালয়), ল' স্কুল, জেনানা-মিসনের অধীনে ও আমেরিকা প্রেসবিটেরিয়ান মিসনের অধীনে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ, চার্চমিসনারি সোসাইটীর কর্তৃক অধীনে রক্ষিত সেটজনস্ ডিভিনিটি স্কুল এবং যুরোপীয় দেশীয় বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থে নানা বিদ্যালয় এই ইউনিভার্সিটীর নিয়মাবধীনে চলিতেছে। কনকবিভাগে ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একটি শ্রমজীবী বিদ্যালয় (School of Industry) স্থাপিত হয়। উহাতে এখনও কার্পেন্ট ও বস্ত্রবয়ন, সল্লা চুমকীর কাজ, দর্পিত কাজ, চর্ম ও খাতুর শিল্পকৃত্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতির মেডিক্যাল কলেজ, মেওহাসপাতাল, ভেটেরিনারি স্কুল (পশুচিকিৎসার বিদ্যালয়) ও লুনালিক এসাইলাম (পর্শিলা-গারহ) এখানকার ব্লোগবিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

এই জেলায় অধিবাসীদিগের মধ্যে আট জাতির সংখ্যাই অধিক। উহারা প্রধানতঃ কুবিজীবী। উহাদের প্রায় নয় আনা ভাগ অর্থাৎ ৮০ হাজার লোক পুরুষকর্মদিগের আচরিত হিন্দু বা শিখধর্ম পালন করিতেছে এবং অবশিষ্টাংশ ইসলামধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অপরূপ অধিবাসিন প হিন্দু হইলেও মুসলমানজাতির সারচর্য ক্ষেত্র অনেকাংশে আপনাদের ধর্ম-কর্মে মুসলমানের আচার্য্যি মিশ্রিত করিয়া কেলিতেছে; কোন কোন জাতির মাঝে ইসলামধর্মবীকিতের সংস্কার বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। এই শেষোক্ত দেশীয় মধ্যে হুজরা, অরাইন, রাজপুত, জুলাহা, অয়েয়া, কবি, কুহার, তর্ধান, সজি, তেলী, কিন্‌বার, ব্রাহ্মণ, মোচী, কুহো, খোবী, নাই, মোহার, মিরানী, লবানা, খবর, সোয়াখ, জবর ও মোহর জাতিই

উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রেক্ষি দেখিত পাওরা যায়। প্রকৃত মুসলমানদের মধ্যে শেখ, বোকা, কাবীরের সৈয়দ, পাঠান, কচুতা ও মোহলই প্রধান। ইহারা সকলে সিরি, গুলি বা ওয়াবী হত্যাবলম্বী।

ঐ সকল অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই কৃষিকারী। কতকংশ বিকা ও সভ্যতাগুণে রাজকার্যে অথবা অব্যাপনা কার্যে নিযুক্ত আছেন। নিয়মকর প্রজাবৃত্ত গৃহকর্মে নিরত থাকিয়া অথবা পরের দাসত্ব অবলম্বন করিয়া জীকন অভিবাহিত করে। অসংকলিত ধনী লোকে ব্যবসা বাসিয়া অবলম্বন করিয়া কেহ বা মুটেগিরি করিয়া দিনপাত করিতেছে।

এখানে রবি ও খরিক দুই প্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়। ভল্লো গম, যব, শস্য, জোয়ার, বজরা, মকা, ছোলা এবং তৈলশস্য ও অন্যান্য শস্য প্রধান। তুলা, ভামাক ও শণ এখানে পর্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এই সকল শস্য নৌকাপথে, রেলপথে এবং যান-সোত্রে নানা দূরবর্তী স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। সিদ্ধ-পল্লব-সিল্লী এক ইণ্ডাস তেলী রেলপথ দিয়া এই জেলার পণ্যদ্রব্য রারবিল হইয়া করাচী বন্দরে সমানীত হইয়া থাকে। অপর দিকে মর্দান পল্লব ট্রেট রেলপথ পেশবার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এখানকার মাল পত্র লইয়া যাইতেছে। গ্রাণ্ডট্রাকরোড নামক পথ ইরানবর্তী ও শতদ্রু নদীর সেতু অতিক্রম করিয়া লাহোর নগর হইতে উত্তরাসিগুথে পেশবার পর্যন্ত গিয়াছে। ঐ পথে এবং জেলার অপরাপর নগর-সংযুক্ত পথে এখানকার পণ্যদ্রব্য গোশকটে নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে। সুমিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ফলের মধ্যে এখানে আম্র, কমলালেবু, তুংকল, কুল, লকাট, খরবুজা, পেয়ারা, আনারস, কলা, দাড়িম, সরষা মেবু ও কলী প্রচুর পাওয়া যায়।

২ উক্ত জেলার একটা তহসীল। বড়িয়ারাবের উত্তরপূর্ব-বিভাগ লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ৭৪০ বর্গমাইল। অক্ষা° ৩১° ৩০' হইতে ৩১° ৪৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২১' পূঃ হইতে ৭৪° ৪২' পূঃ। এখানে ৭টা থানা, ৪২০ রেওয়াজ পুলিশ ও ৩২২ জন-প্রাক্স চৌকীদার আছে।

লাহোরনগর, পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী ও লাহোর বিভাগের নিচায় সদর। ইরানবর্তী নদীর অর্ধকোণ দক্ষিণে (অক্ষা° ৩১° ৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২১' পূঃ) অবস্থিত। প্রাচীন লাহোরনগরের কনসাথেনের উপর বর্তমান নগর স্থাপিত হইলেও এখন তাহার সন্মুখ প্রাচীন কীর্তি প্রাণ করিতে পারে নাই। অতাপি ইতস্ততঃ বিকিষ্ট নানা প্রাচীন নিধন—অতীত কৃতির কীর্তিসাধা সাধারণের নয়নপথে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

লাহোরনগরের অগ্রাঙ্গী ইতিবৃত্ত ও প্রেক্ষিত্য সম্বন্ধে আলিও

কোনরূপ লবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন হিন্দুগণের কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, লাহোরগণ্ড অথবা বাধি-পতি প্রিয়ামচন্দ্রের রাজত্বকালে লাহোর জনপদ কতকাংশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার দুই পুত্র লম ও সুপ য য় সামান্যগৌরে লবাধাত ও সুপের নগর স্থাপন করিয়া উদ্দেশে আপনাদের শাসন-বিভার করিয়াছিলেন। উহাই পরে লাহোর ও কছর নামে খ্যাত হয়। কোম কোম প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থান লবারণ (লবারণা) নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরোক্ত কিংবদন্তী ব্যতীত লাহোর নগর প্রতিষ্ঠার আর কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলেকসান্দারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এই জনপদের কোনরূপ উল্লেখ করিয়া যান নাই, অথবা গ্রীক-যবনবংশীর (Græco Bactrian) রাজগণের প্রচলিত কোন প্রকার খুদ্রা এখানকার ধ্বংসস্থাপন মধ্য হইতে আলিও বহির্গত হয় নাই। এই সকল লক্ষ্য করিলে সহজেই অনু-মিত হয় যে, ভারতেতিহাসের প্রাথমিক অবস্থায় লাহোর নগরের কোনরূপ সমৃদ্ধির পরিচয় ভারতবাসী অবগত ছিলেন না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দির প্রারম্ভে বৌদ্ধ-ধর্মতত্ত্বাবহুসন্ধিৎসু চীন-পরি-ব্রাজক হিউএনসিয়াং বীর ভ্রমণবৃত্তান্তে এই নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় যে, খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ৭ম শতাব্দির মধ্যে লাহোর নগর খ্রীসমৃদ্ধিপূর্ণ থাকিয়া সাধারণের নয়ন আকর্ষণ করিয়াছিল। খোশী হিন্দুরাজগণ এবং প্রাচীন মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে লাহোর নগরের প্রাথমিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা লাহোর জেলার ইতিহাসে কতকাংশে বিবৃত হইয়াছে। আজমীর রাজবংশীর এক জন চৌহানরাজপুত্র এখানে রাজত্ব করিতেন। তৎপুত্রের জরপাল ও অনঙ্গপালের শাসনকাল পর্যন্ত এই স্থানে হিন্দুরাজপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদনন্তর যথাক্রমে গজনী ও খোরাসানের মুসলমান সুলতানগণ পকনর বিজয়ের পর এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার যে সকল সৌখিন্যের এই নগর বিবৃতি করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ধ্বংসাবস্থায় পতিত।

মোগল-সম্রাটগণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের সীমা পরিবর্তিত এবং নানা সুবৃহৎ অট্টালিকার ইহার সিন্ধুস্পাদিত হইয়াছিল, মোগলরাজ হুমায়ুন, অকবর শাহ, জাহাঙ্গীর, শাহ জহান ও অরঙ্গজেব এখানকার স্থাপত্য শিল্পের পরাকাষ্ঠা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহাদের অধিকারকালে লাহোর নগরের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে সর্বপূর্ণ উপস্থিত হইয়াছিল।

সম্রাট অকবর এখানকার সূর্যের আকার পরিবর্তিত করিয়া তাহার সন্মুখ স্থাপন করেন। তিনি এই নগরের চতুর্দিকে

যে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল, তাহার কতকাংশ অভ্যন্তরীণ ভিত্তি আছে। মহারাজ রণজিৎসিংহ সেই প্রাচীরই বর্তমান প্রাচীরের মধ্যে পাঁথাইরা লম। হিন্দু ও মুসলমান-শিখের অসংখ্য নিদর্শন অকবর শাহের প্রতিষ্ঠিত লাহোর দুর্গে বর্তমান দেখা যায়। বর্তমান সময়ে দুর্গের স্থানবিশেষে পরিবর্তন করিতে গিয়া তাহার কতকাংশ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহারা অকবর শাহের রাজ্যকালে লাহোর নগরে জনতার বৃদ্ধি-সহকারে নগরের পরিসরও বর্ধিত হয়। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বসতি হইয়াছিল, তাহাই বর্তমান লাহোর নগর বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। প্রাচীন নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগস্থ বর্তমান জনশূন্য এদেশে এক্ষণে সুবৃহৎ বাজার এবং বহুলোকের বসতি হইয়া একটি উপকণ্ঠ গঠিত হইতেছে।

মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। তখন লাহোর নগর সমৃদ্ধিতে ভূষিত ছিল। এখানে থাকিয়া তাঁহার পুত্র খুশু শিবির বিজিতে অসি ধারণ করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে “আদিলশাহ”-সম্রাটের শিখণ্ডক অর্জুনমল্ল এখানকার কারাবাসে থাকিয়া জীবন বিসর্জন করেন। মোগলরাজ প্রাসাদ ও রণজিৎ সিংহের ভজনমন্দিরের মধ্যস্থলে ধর্মার্থ জীবনদানকারী ঐ শিখগুরু সমাধিমন্দির বিস্তারিত রহিয়াছে। বাদশাহ জাহাঙ্গীর এখানকার সুপ্রসিদ্ধ খাবাগা (বিজ্ঞানমন্দির), মোতি মসজিদ ও আর্গাকালীর সমাধিমন্দির নির্মাণ করান। জাহাঙ্গীরের প্রাসাদ ইয়াবতী-তীরে অবস্থিত।

শাহজাদা পর্শিতে নির্মিত জাহাঙ্গীরের ভজনাগার লাহোরের একটি প্রধান ভূষণ। মুসলমান-রাজগণের ও শিখদিগের উপ-ক্রমে ঐ সুপ্রসিদ্ধ সমাধিভবন এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত মন্দিরের সমাধিভবনের উপরিস্থ মর্ম্মর-প্রস্তরনির্মিত দে সুপ্রসিদ্ধ গম্বুজ ছিল, বাদশাহ অরজজেব তাহা ভাঙিয়া হান-স্তরে লইয়া যান। জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী নূরজহান ও শ্রীলক আসক খাঁর সমাধিমন্দিরের মর্ম্মর-প্রস্তরসমূহ এবং নানা বর্ণের মীনার শিল্পকর্ম্মসমূহ শিখদিগের দ্বারা লুপ্ত হওয়ার উহা সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছে।

উপরোক্ত জাহাঙ্গীর-প্রাসাদের পার্শ্বদেশে তৎপুত্র শাহজহান বাদশাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার আর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন ঐ প্রাসাদের শিল্পশোভা বিস্তারিত আছে। উহার মর্ম্মর-প্রস্তরগুলির উপর এক প্রকার কঠিন চূর্ণকাম আচ্ছাদিত থাকার নিষগণ প্রদে পণ্ডিত হইয়া সেই মর্ম্মর-গুলি উঠাইয়া লইতে পারে নাই। উক্ত সম্রাট “খাবাগা” প্রাসাদের বামপার্শ্বে বারিকের ভায় হুদীর্ঘ অষ্টালিকাশ্রেণী

নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার মধ্যভাগে ‘সমান বুরুজ’ নামে একটি অষ্টকোণ দুর্গ আছে। তাহার মধ্যভাগের বিস্তৃত চান্দনী নানা মূল্যবান প্রস্তরে খোদিত পুষ্পমালাদি শিল্পচাতুর্য্যে পূর্ণ। উহা নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণে “নোলাখ” নামে প্রসিদ্ধ। উহারই পার্শ্বে “শিমু মহল” নামক প্রাসাদাংশ। মহারাজ রণজিৎসিংহ ঐ স্থানে বসিয়া বৈদেশিক ও সামন্তরাজগণকে অভ্যর্থনা অথবা তাঁহাদের প্রেরিত হুজুমিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ঐ গৃহে বসিয়াই তাঁহার পুত্র দ্বলীপ সিংহ ইংরাজ-গবর্নমেন্টের হস্তে পঞ্জাবের রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। এই কারণে উহা ইংরাজের বিশেষ আদরের জিনিষ হইয়াছে।

অরজজেবের চিরপ্রসিদ্ধ অত্যাচারে উৎকণ্ঠিত হইয়া লাহোর-বাসী ক্রমশঃ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। তাঁহার রাজ্যাধিকারের পূর্বে জাহানাবাদ (বর্তমান দিল্লী) নগর স্থাপনকালেও কতক (রাজকর্ম্মচারী ও রাজাহুগৃহীত ব্যক্তি) লাহোর নগর শূন্য করিয়া তথায় বাইরা বাস করে। জাহানাবাদ-প্রতিষ্ঠার পর মোগল-সম্রাটগণ আরই লাহোর-রাজধানীতে পদার্পণ করিতেন না, সুতরাং সম্রাটের স্থানত্যাগে এই নগরের তাবী উন্নতির আশা কম জানিয়া ধীরে ধীরে অনেক নগরবাসীই লাহোর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে ইংরাজরাজের Council of Regency সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দ্বলীপ সিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন। তদবধি লাহোর ইংরাজাধিকৃত পঞ্জাবপ্রদেশের রাজধানীরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে ইংরাজরাজপুরুষগণও এখানকার শ্রীমুখি-সাধনে ব্যয়ীল হইয়া ক্রমশঃ নগরভাগের উন্নতি বিধান করিতেছেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিবার পরও এই নগরের চতুর্পার্শ্ববর্তী স্থান ভিন্ন অষ্টালিকার সুপরিপাতিতে পরিব্যাপ্ত ছিল। পূর্ব্বতন যুরোপীয়দিগের বাসগৃহ নগরের দক্ষিণে নিরুভূমে প্রাচীন গোরাবাখারের চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিল। পরে ক্রমশঃ উহা পূর্ব্বমুখে বিস্তৃত হয় এবং যে স্থান পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত অষ্টালিকার ও জম্মুলে সমাচ্ছাদিত ছিল, ক্রমে সেই সকল স্থান নানাবিধ সৌধমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তদনন্তর প্রতি বৎসরে নূতন অষ্টালিকাধি বিদিনির্মিত হইয়া নগরের নূতন শ্রীসম্পাদন করিতেছে।

বর্তমান লাহোর নগর আর ৬৫০ একর জমি লইয়া ব্যাপ্ত আছে। উহা পূর্বে আর ৩০ কিট্, উক্ত ইষ্টকপ্রাচীরে পরি-

বেষ্টিত এক ভাৱ্য চতুশাৰ্ধে পৰিখা ও নগৰস্বৰূপাশৰোণী ভূগ্ৰ বুক্কাৰ্ণিও বিনিৰ্মিত হইয়াছিল। পৰে ঐ পৰিখা ভৱাট কৰিয়া দেওৱা হয় এবং পূৰ্বতন ৩০ কিট্ উচ্চ প্ৰাচীৰ ভগ্ন হওৱাৰ সংস্কাৰকালে উহাৰ চতুৰ্দ্ধিকে ১৬ ফিট্ উচ্চ প্ৰাচীৰ প্ৰাৰ্ণিত হইয়াছে। প্ৰাচীৰেৰ চতুশাৰ্ধে উচ্চ পৰিখাৰ পৰিবৰ্তে একপে নানা জাতীয় বুক্ৰপূৰ্ণ উদ্ভানে পৰিশোভিত হইয়া নগৰেৰ চতুৰ্দ্ধিক্ বেঠন কৰিতেছে, কেবল মাত্ৰ উত্তৰদিক্ৰেৰ কতক স্থান খালি আছে।

ইয়াবতী নদীৰ পলিময় সৈকতোপৰি এই নগৰ স্থাপিত হইলেও কালবশে বৰ্ত্তমান নগৰস্থান উচ্চ স্থাপে পৰিণত হইয়াছে। নগৰেৰ বপ্ৰস্থানেৰ বহিৰ্ভাগে একটা পাকা ৰাস্তা নগৰকে বেঠন কৰিয়াছে। ঐ পথ দিয়া প্ৰাচীৰগাত্ৰ ১৩টা ধাপৰপথে নগৰে প্ৰবেশ কৰা যায়। নগৰেৰ উত্তৰপূৰ্বকোণে প্ৰাচীন নদীৰপাত পৰ্য্যন্ত লাহোৰ ভূগ্ৰ বিস্তৃত। ভূগেৰ সমুখস্থ ময়দান দক্ষিণ ও পূৰ্বদিকে বিস্তৃত ৰহিয়াছে।

লাহোৰ নগৰেৰ ৰাস্তাগুলি সৰু ও বৰুৱাকৰ হওৱাৰ এবং তথাকৰ অট্টালিকাগুলি উন্নত মন্তকে ও শ্ৰেণীবদ্ধভাবে বিলম্বিত থাক্ৰ নগৰেৰ কোনৰূপ শোভা সম্পাদিত হয় নাই। বোঁসা ঘেণী বাড়ী থাক্ৰ ৰাস্তাগুলি স্বভাবতঃই দেখিতে কদৰ্ঘ্য, কিন্তু মোগলসম্ৰাটগণেৰ ৰাজ্যকালে যে সকল অত্যাংকুষ্ট ও শিল্পনৈপুণ্যসমৰ্ণিত স্তূৰহুং অট্টালিকা নিৰ্মিত হইয়াছিল, তাহা স্থানীয় সাধাৰণ অট্টালিকাদিৰ স্থাপত্যশিল্পেৰ অভাব ঘুচাইয়া চিত্তবিনোদনে সমৰ্থ হইয়াছে। মোগলকীৰ্ত্তিৰ মধ্য নগৰেৰ উত্তৰপূৰ্বকোণে স্থাপিত মসজিদেৰ মসজিদ ও ৰণজিৎ সিংহেৰ সমাধিমন্দিৰ বিশেষৰূপে উল্লেখযোগ্য। মসজিদেৰ বেত মৰ্ম্মৰ নিৰ্মিত গুৰুত্ব ও চূড়ান্তগুলি; ৰণজিতেৰ সমাধিমন্দিৰেৰ বাৱাণ্ডা ও গোল ছাদ এবং অপব্যবহৃত ও অপবিত্ৰীকৃত মোগলপ্ৰাসাদেৰ সমুখদেশ ভাৱতীৰ স্থাপত্য-শিল্পসৌন্দৰ্যেৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন।

নগৰপ্ৰাচীৰেৰ বহিৰ্ভাগে লাহোৰী ৰাৱেৰ সমুখে একটা ৰাস্তা দক্ষিণাভিমুখে আসিয়াছে। উহা আৰ্ণাকালী বা সদৰ-ৰাজাৰ ৰাস্তা নামে খ্যাত। ঐ পথ দেশীয় নগৰভাগ য়ুৰোপীয় নিবাসেৰ ও আৰ্ণাকালীৰ পূৰ্বতন সেন্দ্ৰানিবাসেৰ সহিত লংযুক্ত। লাহোৰ নগৰেৰ য়ুৰোপীয় বিভাগে ৰাজকীয় কাৰ্যালয়-লম্হ, আদালত ও ষ্টেশনচাৰ্জি বিভৰ্মান আছে। আৰ্ণাকালী হইতে পূৰ্বাভিমুখে লৰেল উদ্ভান ও গবৰ্ণমেণ্ট হাউস পৰ্য্যন্ত প্ৰায় ৩ মাইল বিস্তৃত স্থানে য়ুৰোপীয়গণেৰ বেনুতন বসতি হইয়াছে, তাহা ডোনাৰ্ডটোউন নামে পৰিচিত। স্থানীয় ছোটলাট সৰু ডোনাৰ্ড মাক্ৰলিওডেৰ নামাৱসানে ঐ নগৰেৰ নামকৰণ হয়।

মাল (Mall) নামক প্ৰশস্ত ৰাস্তা এই য়ুৰোপীয় নগৰভাগেৰ মধ্য দিয়া আৰ্ণাকালী পৰ্য্যন্ত গিয়াছে। এই ৰাস্তাৰ উত্তৰাংশে ৰেলষ্টেশন ও ৰেলওয়ে কৰ্মচাৰীদিগেৰ বাসস্থান এবং উহাৰ দক্ষিণে মুৰুদ নামক নগৰোপকণ্ঠে য়ুৰোপীয়গণেৰ বাসভবন দৃষ্ট হয়।

লাহোৰ নগৰে নিম্নোক্ত কৰাটী ৰাজকীয় ও শিক্ষাবিতাণীৰ প্ৰধান অট্টালিকা দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে পঞ্জাব-ইউনিভাৰ্চিটি ও সেনেট হল (দেশীয় ৰাজা ও নবাববৃন্দেৰ চাদাৰ প্ৰতিষ্ঠিত), ওয়িএণ্টাল কলেজ, লাহোৰ গবৰ্ণমেণ্ট কলেজ, মেডিকাল স্কুল, সেন্ট্রাল-ট্ৰেনিং কলেজ, ল'স্কুল, ভেট্যারিনাৰী স্কুল, লাহোৰ হাইস্কুল, মেও হাসপাতাল, মিউজিয়ম, ৰবাৰ্টস ইনিষ্টিটিউট, লৰেল ও মণ্টগোমৰী হল এবং এগ্ৰিহাৰ্টকালচাৰাল সোসাইটী গৃহ দেখিবাৰ সামগ্ৰী।

এথানকাৰ প্ৰশস্ত ৰেশমবজ্ৰ, শাল, সোণালী ও ৰূপালী সাঁচা জৰি, ধাতব পাত্ৰ, পাথৰেৰ খেলানা ও শস্তাদিৰ বিস্তৃত কাৰবাৰ আছে। ৰেলপথে কৰাটী বন্দৰে আনীত হইয়া অনেক মাল পত্ৰ পোত যোগে বিদেশে ৰপ্তানী হইয়া থাকে। কলিকাতা, অৰ্ঘালা, পেশবাৰ, মুলতান ও দিল্লী প্ৰভৃতি ভাৱতেৰ প্ৰসিদ্ধ নগৰে আবস্তক মত তদেৰ্শবাসিককৰ্ত্তক জৰাণি প্ৰেৰিত হইতেছে। স্থানীয় এবং য়ুৰোপীয় বণিক্ৰসমিতিৰ অৰ্থসমাগমেৰ সচ্ছলতা নিবন্ধন এখানে বেবুল ব্যাঙ্ক, আৰ্ণা ব্যাঙ্ক, সিমলা ব্যাঙ্ক ও এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব্ সিমলা প্ৰভৃতি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক প্ৰতিষ্ঠিত আছে।

লাহোৰিবন্দৰ, বোৰ্কাই-প্ৰসিডেন্সীৰ সিদ্ধ প্ৰদেশেৰ কৰাটীৰ অন্তৰ্গত একটা প্ৰাচীন ও প্ৰসিদ্ধ বন্দৰ। সিদ্ধ নদেৰ পশ্চিমাভি-মুখে প্ৰবাহিত বাঘিৱাৰ নামক শাখাৰ বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা-২৪°৩২' উঃ এবং দ্ৰাঘি° ৬৭°২৮' পূঃ। পিতি মোহানা হইতে ১০ ক্ৰোশ অদূৰে অবস্থিত। সমুদ্ৰেৰ এই খাড়িৰ মুখে য্তৃতিকা পড়ায় খাতেৰ গভীৰতা ক্ৰমশঃ কমিয়া আসিতেছে। একপে পণ্যজৰাবাহী ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পোত সকল সেই খাড়ি দিয়া বন্দৰে আসিতে পাৰে না। মৰ্ণটন বলেন, ১৬৯৯ খৃঃ অৰ্কে ইহা সিদ্ধ-প্ৰদেশেৰ একটা প্ৰসিদ্ধ বন্দৰ বলিয়া পৰিগণিত ছিল এবং ২০০ টন বোৰ্কাই এইৰূপ পোতগুলি অনাৱাসে এ বন্দৰে প্ৰবেশ কৰিয়া মাল পত্ৰ লইয়া যাইত। অষ্টাদশ শতাব্দেৰ শেষভাগে এখানে ইংৰাজ বণিক্ৰদিগেৰ একটা কুঠী প্ৰতিষ্ঠিত ছিল।

এই স্থানেৰ প্ৰকৃত নাম লাড়ী-বন্দৰ, কাৰণ ইহা প্ৰাচীন লাট বা লাড়ুদেৰেৰ অন্তৰ্ভুক্ত বলিয়া ঐৰূপ নামকৰণ হয়। পৰে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উহাকে পঞ্জাবেৰ নিকটবৰ্ত্তী জানিয়া লাহোৰ নগৰেৰ নামাৱসানে উহাৰ লাহোৰী বন্দৰ নাম দেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে আলবিকশী এই নগৰকে লহৰাণী

এবং ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে ইবন্ বতুতা লাহরি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তারিখ, ই-তাহিরি নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে কিরিলীগণ "লাহোরী বন্দর" আক্রমণ করে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সেন্সবারি, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে থেবনে" এবং ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে আলেকসান্দার হামিটন এই নগরকে লোরে বন্দর ও লাড়িবন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন্ বতুতা বলেন, তিনি আদীর আলউল্ মুলকের নিকট শুনিরাছেন যে, তৎকালে এই স্থানের বার্ষিক রাজস্ব ৬০ লক্ষ টাকা আদায় হইত।

লাহু (পুং) লাহের গোত্রাপত্য।

লাহায়নি (পুং) কুহার গোত্রাপত্য। (শতব্রাহ্ম ১৪৩৭৫১)

লি (পুং) ১ শ্রান্তি, ক্লান্তি। ২ ক্ষতি, ধ্বংস। ৩ শেষ। ৪ সমতা। ৫ হস্তালকারভেদ।

লি, একজন চীন দার্শনিক। খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দের শেষভাগে অর্থাৎ কনফুচির প্রায় শতাব্দ পূর্বে বিস্তারিত ছিলেন। তিনি জ্ঞানোন্নতিবিষয়ে যে মত বিস্তার করিয়া যান, তাহাই পরে চীন-সাম্রাজ্যের বৌদ্ধধর্মবিশ্তারের পরিপোষক হইয়াছিল।

লি (চীন) ১ চীনদেশীয় মুদ্রাভেদ। ১০ লিতে ১ কান্দারীন, ১০০ লিতে ১ মণ, ১০০০ লিতে ১ তারেল=ইংরাজী ৫ শিলিং।

২ ভূমির প্রস্থজ্ঞাপক মানভেদ। ২৯৩ গজ বা ইংরাজী মাইলের বর্গাংশ। চীনপরিভ্রাঙ্ক হিউএনসিয়াং এই দৈর্ঘ্যমানে ভারতীয় নগরাদির দূরত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

লি, পূজাবের কাণ্ডা জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। [স্পিতি দেখ।]

লিঙ, পূজাবপ্রদেশের বনহর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। কাণ্ডারের অন্তর্গত স্পিতি ও লিপক নদীর সঙ্গমস্থলে স্পিতির দক্ষিণকূলে একটা গও শৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষা° ৩১° ৫৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭' পূঃ। গ্রামের পূর্বাংশে শৈলশিখরোপরি একটা ভগ্নহুগের নিদর্শন আছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৩৬২ ফিট উচ্চ। এখানকার অধিবাসিগণ ভোটজাতীয় ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

লিকুচ (স্ত্রী) লক্যতে আশ্রয়ভেদ ইতি লক-বাহলকাৎ উচ, পৃথোদরাধিবাধিক। ১ চুক্র। (রাশনি.) ২ ডহ। ডেহয়া কল। গুণ—শিত্তরেণবর্ধক।

"পিঙ্গলমুদ্রাপ্রকাশীণি কর্কটলিঙ্গচাতি।" (চরক সূত্র) ২৭অং। (পুং) লকুচ। (অমর)

লিকুচি, একজন পণ্ডিত। ইনি শিবকৃতিপ্রণেতা নারায়ণ পণ্ডতের পিতা।

লিঙ্গা (স্ত্রী) লিখা। (শব্দরত্না°)

লিঙ্গা (স্ত্রী) লিঙ্গ-গতৌ বাহগকাৎ ল, লচ কিং। (উৎ ৩৩৬) ১ মুকাণ্ড, চলিত লিঙ্গ। পর্ধ্যায়—লিঙ্গ, লীকা, লীকা, লিঙ্গিকা। (শব্দরত্না°)

"বৃহপাদাশ স্ত্রীশাশ্বিকা লিঙ্গাক নামতঃ।" (বাভট নিং ১৪অং)

২ পরিমাপবিশেষ।

"জালাস্তরগতে তানৌ বশ্যাপুং ক্রতে রজঃ।

তৈশ্চতুর্ভবৈলিকা লিঙ্গবৃত্তি সর্বপঃ।" (শব্দচ°)

ইহের আরোহণ হইয়াছে পতিত হইলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজঃকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অণু কহে, চারিটা অণুতে এক লিঙ্গা এবং ৬ লিঙ্গার এক সর্বপ হয়।

লিঙ্গিকা (স্ত্রী) লিঙ্গা। (শব্দরত্না°)

লিধ, গতি। ভূমিদি° পরশৈ° সক° সেট। এই ধাতু ইধিৎ।

লট লিখতি। লুৎ অলিখ্যৎ।

লিথ, লেখন, অক্ষরবিশ্বাস। ভূমিদি° পরশৈ° সক° সেট।

লট লিখতি। লিট লিলেখ। লুট লেখিতা। লুট লেখিষ্যতি।

লুৎ অলেখীৎ, অলেখিষ্ঠাৎ অলেখিষ্যৎ। সন্ লিখিষ্যতি,

লিলেখিষ্যতি। যৎ লেখিষ্যতে। গিহ—লেখয়তি। লুৎ

অলিখিৎ। উদ+লিথ=উল্লেখন, কর্ণণ। বি+লিথ=

বিলেখন, ভেদ।

লিথ (ত্রি) লিখতীতি লিথ (ইণ্ডপথজ্জতি। পা ৩। ১। ১৩৫)

ইতি ক। লেখক।

লিখন (স্ত্রী) লিথ-লুট। ১ লেখন, লিপি। বিধিলিপি

অখণ্ডনীয়, বিধাতা যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন

করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

"যন্ত যল্লিখনং পূর্কং যত্র কালে নিরূপিতম্।

তদেব খণ্ডিতং রাধে কস্মৈ নাহক কো বিধিঃ ॥

বিধাতৃশ্চ বিধাতাং বেধাং যল্লিখনং কৃতম্।

ব্রহ্মাধীনাক্ষ কৃত্যণাং ন তৎ খণ্ডং কথ্যচন ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্তপু° শ্রীকৃষ্ণস্মরণং ১৫ অং)

লিখা (দেশজ) লিখনকাব্য।

লিখাবৎ (হিন্দী) ১ হস্তলিপি। ২ লিখিত দলিলপত্র।

লিখিথিল্ল (পুং) মধুর।

লিখি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্দা এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটা

ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার সর্দারগণ ঠাকুর উপাধিধারী

মুকবান্দা কোলীকশোড়ব। ইহার ইংরাজরাজ অথবা কোন

দেশীয় রাজাকে কর বেন না। জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকার পাইরা

থাকে। ইংরাজ গবর্নমেন্টের অন্তর্মোদিত বক্তব্যপ্রণেতা কোন

ব্যবস্থাপত্র বা সন্ধি ইহাদের নাই।

লিখিত (স্ত্রী) লিখ-ভাবে ক। ১ লিপি। ২ লেখন।

(ভরত) লিখ—কর্ষণি ক। (ত্রি) ৩ লিখিত পত্রাদি।

"প্রমাণং লিখিতং তু ক্ৰিয়মাণং কীর্তিতম্।"

(মিতাকরাহিত বাতকব্য)

ও ধর্মশাস্ত্রের প্রবোজক কথিতেন। ইনি যে সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে লিখিতসংহিতা কহে। এই সংহিতা উনকিশংহিতার মধ্যে একখানি।

“পরিশরবাসশাস্ত্রলিখিতা দক্ষগোতমৌ।

শাতাতপো বশিষ্ঠঃ ধর্মশাস্ত্রপ্রবোজকঃ।” (শ্রীমদ্ভাগবতঃ)

শিতপুরুষদিগের শ্রাদ্ধকালে ধর্মশাস্ত্রপ্রবোজক এই সকল কবির নাম উচ্চারণ করিতে হয়।

লিখিতরত্ন, একজন প্রাচীন বৈরাচরণ। রায়মুক্ত ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লিখিতস্মৃতি, একখানি প্রাচীন স্মৃতি। ভাটভট্ট প্রভৃতি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লিখ্য। (স্ত্রী) ১ কীটবিশেষের ডিম। ২ পরিমাণবিশেষ, লিঙ্গ পরিমাণ। [লিঙ্গা শব্দ দেখ।]

লিগ, গতি। ভূমি পয়সে সর্ব স্টেট। এই খাতু ইন্দি। লট লিগতি। লিট্ লিগি। লুট্ অলিগীৎ। লিগ—চিত্রণ, চিত্রকরণ। চুরাদি পরস্মৈ সর্ব স্টেট। লট্ লিগয়তি, লুট্ অলিগিৎ।

লিগ্ (ইংরাজী) ভূমির দূরত্বজ্ঞাপক পরিমাণভেদ (League)। তিন মাইলে ১ লিগ্ হয়।

লিগু (স্ত্রী) লিগতি বিষয়াৎ বিষয়ান্তর গচ্ছতি লিগ (ধরশংকুপীণুলীললিগু। উণ্ ১।৩৭) ইতি কুপ্রত্যয়েন সাধু। ১ মন। (উজ্জল) (পুং) ২ মূর্খ। ৩ ভূপ্রদেশ। ৪ মৃগ। (নানার্থরত্নমালা)

লিগু, তিগু, ভেদ। পানিনিতে ধাতুর উত্তর লিঙ্ এই ১৮টা প্রত্যয় হয়, তন্মধ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ, আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ এবং উত্তরপদী ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ এই দুইই হয়। এই বিভক্তি যথা, পরস্মৈপদ—যাৎ, যাতাং যু। যাস, যাতাং, যাত। যাৎ, যাব, যাম। জেত, জেতাং, জেতন্। জেথাস, জেথাং জেথং। জেয়, জেয়ি, জেয়িহি। এই ১৮টি করিয়া বিভক্তি তিনটা পুরুষে বিভক্ত, প্রথমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষ। এই এক এক পুরুষ একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনরূপে বিভক্ত। যথা—যাৎ, যাতাং যু। ইহা পরস্মৈপদের প্রথমপুরুষ এবং যাৎ এক বচন, যাতাং দ্বিবচন ও যু বহুবচন বলিয়া জানিতে হইবে। লিঙ্কে সাধারণতঃ বিধিলিঙ্ কহে। বিধি অর্থে ধাতুর উত্তর বিধি-লিঙ্ হয়। বিধি বিধি—প্রবর্তবিধি ও নিবর্তবিধি।

[বিশেষ বিষয় ধাতুশব্দে দেখ।]

লিঙ্গ (স্ত্রী) লিঙ্গতে জন্মেন হতি লিঙ্গ-বৎ। “পুংসি বৎসপ্” ইতি নিরুপেখি অভিধানাৎ স্ত্রীবলিঙ্গঃ। ১ চিহ্ন।

“যেন লিঙ্গেন যো দেশো যুক্তঃ সনুশলকভেদঃ।

ভেদৈব নারা তং দেশং বাচ্যমাত্মনীরিণঃ।” (ভারত ১।২।১২)

২ অঙ্কমান। ৩ সাংখ্যিক প্রকৃতি।

“তত্র জয়ামরণকৃতং হংখং প্রায়োতি চেতনং পুরুষঃ।

লিঙ্গতাবিনিবৃত্তেত্তদ্বাদ্ধংখং বভাবেন।” (সাংখ্যকা ৫৫)

সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতিই লিঙ্গ এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধিকার্যও লিঙ্গ নামে কথিত।

“হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাপ্রিতং লিঙ্গং।

সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্।” (সাংখ্যকা ১০)

বিকৃতি তাহার প্রকৃতিতে লীন হয় বলিয়া তাহাকে লিঙ্গ কহে। সাংখ্যতত্ত্বকোমুদীতে লিখিত আছে যে ‘লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গং’ লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে লিঙ্গ কহে। [প্রকৃতিশব্দ দেখ]

৪ ব্যাপ্য। ৫ ব্যক্ত। ৬ পুংস্বাদি।

“এক লিঙ্গে গুণে তিস্রস্তথৈকত্র করে নশ।

উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যো যুগঃ শুদ্ধিমতীশতা।” (মহা ৫।১৩৬) ১ ৬ সামর্থ্য।

“দাবতামেব ধাতুনাং লিঙ্গং কৃতিগত্যং ভবেৎ।

অর্থশ্চৈবান্তিধেয়স্ত বাস্তবিত্তং পথিগ্রহঃ।” (তিথিতত্ত্ব)

৭ শেক। পর্যায়—শিগ, বয়ন্ত, উপস্থ, মদনাস্থ, কন্দর্প-মুঘল, মেহন, শেকস্, মেহ, লাঙ্গ, ধ্বজ, রাগলতা, ব্যজ, লাঙ্গুল, সাধন, সেক, কামাস্থ। (জটীধর)

তন্ত্রে লিখিত আছে যে, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক বড়ল পদ আছে, এই পদে বকার আদি করিয়া লকার পর্যন্ত বর্ণ থাকে।

“মুলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়ায়াকে।

মধ্যে স্বয়ম্বলিঙ্গ কোটিস্বয়ংসমপ্রভম্।

ভবাত্তে হেমবর্ণান্তং ব স বর্ণচতুর্দশম্।

তদুচ্চৈরিসমপ্রাখ্য বড়লং ধীরকপ্রভম্।

বাদি লান্ত বড়বর্ণেদ যুক্তধাধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্।

অশ্বেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিহঃ।” (তন্ত্র)

লিঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ সামুদ্রিকে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—লিঙ্গ বড় হইলে ধীরবীরী, ক্ষুদ্র হইলে ধনী এবং ছল হইলে নিঃসন্তান ও দরিদ্র হয়। লিঙ্গ বামদিকে নত হইয়া থাকিলে মহত্ব নিঃসন্তান ও নির্ধন, দক্ষিণদিকে বক্র হইয়া থাকিলে পুত্রবান্ ও নিরদিক নত হইয়া থাকিলে দরিদ্র হয়। লিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে মানব পুত্রবান্, শিরাবিশিষ্ট হইলে স্ত্রী এবং ছলগ্রন্থিত হইলে পুত্রাধি নামাধি ব্রহ্মসাম্পদ্যুক্ত হয়। ধীরবলি হইলে দরিদ্র, ছললিঙ্গ হইলে অরহীন, ক্রকবর্ণ-লিঙ্গ হইলে ভাগ্যবান্ এবং সন্থলিঙ্গ হইলে রাজা হয়। লিঙ্গ

কঠিন ও কর্কশ হইলে পরস্পরিত; লিঙ্গ কুরুবর্ণ, হস্ত বা রক্তবর্ণ হইলে স্ত্রী, পরস্পরীণী ও কামিনীজনপ্রিয় হয়। কৃশ বা রক্তবর্ণ লিঙ্গ হইলে মহাব্যের উত্তমা স্ত্রী, রাজ্য ও অর্থ সম্পদ হইয়া থাকে।*

৮ শিবমূর্ত্তিবিষেব, শিবলিঙ্গ। হিন্দুমাত্রেয়ই এই লিঙ্গপূজা অবশ্য কর্তব্য। শাস্ত্রে শিবলিঙ্গপূজার অনন্ত ফল কথিত হইয়াছে। এমন কি ব্রাহ্মণের শিবলিঙ্গপূজা না করিয়া জল-গ্রহণও করিতে নাই।

মহাদেব কিজন্ত এই লিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় পাদ্যোক্তরে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

“বেদ্বিমাংসং বিজ্ঞপ্রেষ্ঠ রজস্ত্রিপুরহস্তকঃ।

কস্মাদিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ সহ ভার্য্যয়া ॥

যোনিলিঙ্গস্বরূপক কথং স্ত্রাৎ হুমহাশ্বনঃ।

পঞ্চবক্তৃ শতকূর্মাঃ শূলপাণিগ্নিলাচনঃ ॥

কথং বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ বিজ্ঞপুঙ্গব।

এতৎ সর্বং সমাচক্ষু মিত্রাবরুণনন্দন ॥”

(পদ্মপুঁ উত্তরখণ্ড ৭৮ অ°)

দেবাদিদেব মহাদেব ভার্য্যার সহিত এই বিগর্হিত রূপ কেন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দিলীপ বশিষ্ঠের নিকট এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, পূর্বকালে স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে মল্লরপর্কতে ঋষিগণ এক দীর্ঘসত্বের অন্তষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞে সকল মুনী সমাগত হইলে মুনিগণ পরস্পরে আলোচনা করিয়াছিলেন যে, বেদবিদ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন দেবতা পূজা, তাহা আপনারা নির্দেশ করুন। তখন ঋষিগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, আমাদের এই সংশয়চ্ছেদ করি-

বার জন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করা কর্তব্য। অনন্তর তাঁহাদিগকে অবলোকন ও প্রণাম করিলে যিনি বিষ্ণু সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিয়া বোধ হইবে, তিনিই আমাদের পূজনীয় হইবেন। তখন ঋষিগণ সমবেত হইয়া প্রথমে কৈলাসে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। ঋষিগণ হারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন হার রক্ত, নন্দি হারদেশে রক্ষা করিতেছে। তখন ঋষিগণ নন্দিকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র গিয়া মহাদেবকে আমাদের আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন কর। আমরা প্রণাম করিবার জন্ত উপস্থিত হইয়াছি। নন্দি তখন পরষ বাক্যে অবজ্ঞার সহিত অমিত-ভেজাঃ ঋষিগণকে কহিলেন, তোমাদের যদি জীবনের ভয় থাকে, তাহা হইলে এখনই প্রস্থান কর, দেবাদিদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, তিনি দেবী পার্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। নন্দি এই কথা বলিলে ঋষিগণ বহুদিন তথার অবস্থান করিলেন, তথ্যচ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইল না। তখন প্রবল তপোদগুণ মহর্ষি ভৃগু অতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইয়া মহাদেবকে নিম্নোক্ত রূপ শাপ প্রদান করেন, “হে শব্দর! তুমি নারীসঙ্গমে প্রমত্ত হইয়া আমাদের নিকট ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই, এইজন্ত তোমায় নিবেদিত জল, অন্ন, পুষ্প, পত্র প্রভৃতি সকলই অগ্রাহ্য হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ তোমার পূজা করিবে না, যদি পূজা করে, তাহা হইলে অত্রকণ্যায় প্রাপ্ত হইবে। ভয়লিপ্তাধিদারী যে সকল লোক রক্তভক্ত হইবে, তাহারা পাবিত্র্য প্রাপ্ত হইবে।” ভৃগু এইরূপ শাপ দিয়া মুনিদিগের সহিত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।

“এবমুক্তান্ততত্ত্বং কৈলাসঃ মুনিসত্তমঃ।

অগাম্য বামদেবেন যত্রাত্তে বৃষভধ্বজঃ ॥

গৃহস্থারমুপাগম্য শব্দরস্ত মহাশ্বনঃ।

শূলহস্তঃ মহারোহঃ নন্দিঃ দৃষ্ট্বাবীক্ষিতঃ ॥

সংপ্রাপ্তো হি ভৃগুর্বিপ্রো হরঃ ত্রৈলোক্যেশ্বরোত্তমম্।

নিবেদয়ত্ব মাং শীঘ্রং শব্দরাস্ত মহাশ্বনে ॥

তত্ত্ব ভবচনং শ্রব্য নন্দিঃ সর্বগণেশ্বরঃ।

উবাচ পরষং বাক্যং মহর্ষিমতিভোজসম্ ॥

অসারিধ্যঃ প্রোভোক্তব্যং দেব্যো ক্রীড়তি শব্দরঃ।

নিবর্তত্ব নিবর্তত্ব যদি জীবতিমুচ্ছসি ॥

এবং নিরাকৃতন্তেন তত্রাত্তিভবহাতপাঃ।

মহুনি দিবসাত্তমিন্ গৃহস্থারে সুবীষরঃ ॥

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভৃগুঃ প্রোবাচ শব্দরম্।

বিনষ্টমসার্কটো মাং ন জানাতি শব্দরঃ ॥

* “মহত্তির্য্যুতায়াক্তং কুরলিঙ্গে ধনী নরঃ।
অপত্যারহিতো লোকঃ স্থললিঙ্গে বিপথ্যঃ।
যেতে, স্বামনতে চৈব বৃত্তারহিতো ভবেৎ।
যজ্ঞেহস্তথা পূজবান্ স্ত্রাৎ দারিত্র্যং বিনতে স্বয়ং।
অজ্ঞে তু ভবনো সিন্ধে শিরালেহস্ত ধনী নরঃ।
স্থলগ্রস্থিতস্ত সিন্ধে ভবেৎ পূজ্যাসিন্ধুতঃ।
দীর্ঘলিঙ্গে দারিত্র্যঃ স্থললিঙ্গে ন নির্ধনঃ।
কৃশলিঙ্গে সৌভাগ্যঃ কৃশলিঙ্গে কুপতিঃ।
ককশৈঃ কট্টৈর্নৈলিঃ পরদারভঃ নরঃ।
হস্তে চ নরঃ দারিঃ নির্ধনো ভবতি ক্রবঃ।
কৃশলিঙ্গে হস্তেহস্তঃ কৃশলিঙ্গে কুপতিঃ।
পরস্পরঃ সমতে বিভাঃ দারিণ্যঃ বরোভঃ ভবেৎ।
কৃশলিঙ্গে নরঃ নরঃ চোভদানান্।
রাজ্যং স্বয়ং দিভ্যাক্যঃ ককশাক্যঃ পতিভবেৎ ॥” (সামুদ্রিক)

নারীসঙ্গমতোহসৌ বস্মান্নামবমস্ততে ।
 বোনিশিঙ্গবরণং বৈ রূপং তন্মাৎ ভবিত্তি ॥
 ব্রাহ্মণং মাং ন জানাতি তমসা চাপ্যুপাগতঃ ।
 অত্রকণ্যক্যাপন্নো ন পূজ্যোহসৌ বিলম্বনান্ন ॥
 তন্মাং জলময়ন্ত তন্মৈ দত্তং হবিত্ত্বা ।
 শিবস্তান্নং জনৈকৈব পত্রং পূর্ণাং কলাত্মিকম্ ।
 নিৰ্ধাণ্যমস্ত চাপ্রাক্ষং ভবিত্তি ন সংশয়ঃ ॥
 এবং শশ্চ, মহাতেজাঃ শঙ্করং লোকপুঞ্জিতম্ ।
 উবাচ গণমতুগ্ৰং নৃশিঃ শূলভূতং নৃপ ॥
 রুদ্রভক্তাশ্চ যে লোকে ভক্তলিঙ্গাধিধারিণঃ ।
 তে পাশুপতমাপরা বেদবাহা ভবন্তি বৈ ॥”

(পদ্মপু. উত্তরখণ্ড ৭৮ অ°)

লিঙ্গপুরাণপাঠে জানা যায় যে, দেবর্ষি নারদ রুদ্রদেবের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রসমূহ সন্দর্শন করিয়া ভক্তহৃদয়ে লিঙ্গপূজা করিয়াছিলেন। (১।১২) ঐ লিঙ্গ কি, এবং কেনই বা তাহা সংসারে সকলের পূজ্য হইয়াছে, তাহা স্থতের অভিযুক্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

“শব্দব্রহ্মতত্ত্বং সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মপ্রকাশকম্ ।
 বর্ণাবয়বব্যাক্তলক্ষণং বহুধা স্থিতম্ ॥
 অকারোকারমকারঃ স্থলাং স্থল্যং পরাংপরম্ ।
 ওঙ্কাররূপমৃগত্বং সাম জিহ্বাসামধিতম্ ॥
 যদ্বর্কেদমহাগ্রীবমথর্কধরং বিভূম্ ।
 প্রধানপুরুষাতীতং প্রলয়োপত্তিবর্জিতম্ ॥
 তমসা কালরূপাধায়ং রজসা কনকোজম্ ।
 সঙ্কেন সর্গগং বিভূং নিগুণং মহেশ্বরম্ ॥
 প্রধানাবয়বং ব্যাপ্য সপ্তধাধিষ্ঠিতং ক্রমাৎ ।
 পুনঃ ষোড়শধা চৈব বদ্ভিংগমকম্ভোভবম্ ॥
 সর্গপ্রতিষ্ঠানাহারলীলার্থং লিঙ্গরূপিণম্ ।
 প্রণম্য চ বখ্যস্তান্নং বক্ষ্যে সিদ্ধোত্তমং শুভম্ ॥”

(লিঙ্গপু. পূর্ব ১। ১৮-২০)

এই লিঙ্গরূপ সাধারণতঃ দুই প্রকার। নিম্নিঃ ও নিগুণ-
 ময় শিব অলিঙ্গ একজগৎকারণরূপ শিবই লিঙ্গ। এই অলিঙ্গ
 শিব হইতে লিঙ্গ শিবের উৎপত্তি; তিনি স্থল, স্থল্য, জন্মরহিত,
 মহাত্বত্বরূপ, বিশ্বরূপ ও জগৎকারণ। লিঙ্গ বলিলেই শিব-
 সম্বন্ধীয় লিঙ্গ বুঝিতে হইবে। (লিঙ্গপু. ৩। ১-১০) আবার
 উক্ত পুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে “প্রধানং লিঙ্গমাখ্যাতং
 লিঙ্গী চ পরমেশ্বরঃ” বচন দৃষ্টে অজ্ঞান হই যে, লিঙ্গই প্রধান
 এবং সেই প্রধানের প্রকৃতি বা শিবশক্তি বিশেষকেই লক্ষ্য
 করিয়া মহেশ্বরকে লিঙ্গী পদবাচ্য করা হইয়াছে। উক্ত

অধ্যায়ের অপরাপর কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিরোধ
 তত্ত্বনার্থ শতসংখ্যক কালানলসদৃশ লিঙ্গরূপী মহাদেবের আবি-
 র্ভাবের কথা আছে (১৭। ৩১-৩২)। লিঙ্গরূপ দর্শনে বিষ্ণু ও
 ব্রহ্মা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন অকস্মাৎ ওঙ্কার বাণী
 সমুখিত হইল। এই ওঙ্কারের তাৎপর্য্য কি তাহা নিম্নোক্ত
 শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে—

“অন্ত লিঙ্গানবভূবীজমকারঃ বীজিনঃ প্রভোঃ ।

উকারবোনৌ বৈ কিণ্ডমববর্তত সমস্ততঃ ॥” ৬৪

অর্থাৎ বীজি মহেশ্বর লিঙ্গ হইতে অকার বীজ উৎপন্ন হইল,
 এবং তাহা উকাররূপ বোনিতে নিষ্কিপ্ত হইয়া চতুর্দিকে বৃত্তি
 পাইতে লাগিল। এই শ্লোক বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে
 স্পষ্টই বুঝা যায় যে, লিঙ্গই সৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক। এই শিব-
 শক্তির উত্তরসাধক লিঙ্গমুষ্টিতে যেমন শিবপূজা বিহিত
 হইয়াছে, সেইরূপ শক্তিবোধক যোনিমুষ্টিতেও শক্তিপূজার
 ব্যবস্থা দেখা যায়।

“পীঠাকৃতিক্রমাদেবী লিঙ্গরূপশ্চ শঙ্করঃ ।

প্রতিষ্ঠাপ্য প্রযত্নেন পূজয়ন্তি সুরাসুরাঃ ॥”

(লিঙ্গপু. উত্তরখণ্ড ১১।৩১)

উক্ত অধ্যায়ের ৩৭ হইতে ৪০ শ্লোকে লিখিত আছে যে,
 ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঐশ্বর্য্যশালী রাজগণ, মানবগণ ও মুনীগণ
 সকলেই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুও
 ব্রহ্মার বরপুত্র রাবণকে নিহত করিয়া সমুদ্রতীরে বিশেষ ভক্তির
 সহিত বিধিবৎ লিঙ্গাধারনা করিয়াছিলেন। লিঙ্গার্চনা করিলে
 শত ব্রাহ্মণবধজনিত মহাপাতক বিদূরিত হয়।

একবিংশ অধ্যায়ের ৭৯—৮৩ শ্লোকে লিখিত আছে যে,
 অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, বহুদক্ষিণক যজ্ঞাদি শিবলিঙ্গার্চনার এক
 কলাংশেরও সমকূল্য নহে। দিবসে একবারমাত্র লিঙ্গার্চনা-
 কারীও সাক্ষাৎ রুদ্র বলিয়া কথিত। শিবপূজার ধর্ম্ম অর্থ কাম
 ও মোক্ষরূপ প্রাপ্তি ঘটে।

লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বভাগে ২৫-২৭ অধ্যায়ে শিবপূজার স্থান
 নির্ধাচন ও পূজাপকরণাদির বখ্যবধ বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।
 শক্তি বিনা শিবপূজা করিতে নাই। একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজার
 শিব ও শক্তি উভয়ের পূজা বলিয়া পুরাণে ও তন্ত্রে তৎপূজার
 বিধিই কীর্তিত হইয়াছে *।

* “লিঙ্গদেবী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ ।

জয়োঃ সাংসৃজন্যারিত্যং দেবী দেবস্ত পূজিতৌ ॥”

(জাগত্যোক্তিগীত লিঙ্গপুরাণযতন)

আবার লিঙ্গার্চনাতন্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে,—

“শক্তিঃ বিনা মহেশ্বরী প্রেতব্যঃ তন্ম নিশ্চিতম্ ॥

লিঙ্গপূজা প্রবর্তন ও লিঙ্গোৎপত্তি বিষয় বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন-রূপ বর্ণিত হইয়াছে। বামনপুরাণের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিঙ্গোৎপত্তি-প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মা শিবলিঙ্গমূর্তি ধারণ করিয়া স্বীয় উপাসনা প্রচার করত শৈব, পাণ্ডপত, কালবদন ও কপালী নামে চারিটা শৈবসম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। বশিষ্ঠপুত্র শক্তি ও তাঁহার শিষ্য গোপায়ন প্রথম শৈব, তপস্বী ভারদ্বাজ ও তাঁহার শিষ্য সোমকাদিপতি রাজা ঋষভ পাণ্ডপত, আপত্য ও বক ক্রাণেশ্বর নামক বৈষ্ণব কালবদন, ধনদ ও তাঁহার পুত্রবংশীয় শিষ্য কন্দোদয় কপালী হইয়াছিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, লিঙ্গো-পাসনাপ্রসঙ্গে কালে শৈবসম্প্রদায়ে চারিটা শাখাবিভাগ ঘটিয়া-ছিল এবং চারিজন প্রধান গোষ্ঠী এই বিভিন্ন মত প্রচার করেন।

হৃদয়পুরাণে লিঙ্গেশ্বরের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে;

“আকাশঃ লিঙ্গমিত্যাহঃ পৃথিবী তন্ত গীঠিকা।

আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥” (হৃদয়পু)

“গেহে লিঙ্গময়ঃ নার্ক্যঃ শালগ্রামময়ঃ তথা।

দে চক্রে দ্বারকায়াস্ত নার্ক্যঃ স্বর্গময়ঃ তথা॥

অন্তর্য্যঃ শিবনির্ম্মালায়ঃ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।

শালগ্রামশিলাযোগাৎ পাবনং তদভবেৎ সদা॥”

আকাশ নামে লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাহার গীঠিকা। ইহা সকল দেবতার আলয়। ইহাতে সমস্ত লয়গ্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে লিঙ্গ কহে। একগৃহে লিঙ্গময় পূজা করিতে নাই, এইরূপ শালগ্রাম শিলাঘরেরও পূজা নিষিদ্ধ। শিবের নির্ম্মালা গ্রহণ করিবে না, কিন্তু শালগ্রাম শিলায় যোগে নির্ম্মালা গ্রহণীয়।

লিঙ্গশব্দে সাধারণতঃ শিবলিঙ্গই বুঝায়। দেবাদিদেব মহাদেব হিন্দুজগতে কি কারণে লিঙ্গরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং কেনই বা হিন্দু প্রধান ভারতভূমে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচারিত হইয়াছিল, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ ও পাদ্যোত্তরখণ্ডে তাহার যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভারত-সাম্রাজ্যে অর্দ্ধাই হাজার বর্ষের পূর্বে হইতে এই লিঙ্গমূর্তির উপাসনা প্রচলিত দেখা যায়।

মহুসংহিতায় শিবশক্তি ভদ্রকালী এবং বিষ্ণুশক্তি ত্রীম উল্লেখ আছে (মহু ৬৮৯)। উক্ত গ্রন্থের ৩১৫১-১৫২ স্লোকে বহু যাজক ও দেবলগিরের নিম্নাবাদ এবং দেব-প্রতিমার (মহু ৯২৮৫) প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয়, উহা রচিত হইবার পূর্বে প্রতিমাপূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহা-ভারতের প্রসঙ্গাধীন আখ্যায়িকা ঐতরেয় (৮২১-২৩) ও শতপথব্রাহ্মণে (১৩৫৪১১) থাকায় এবং মন্ত্রতে রাম ও

কৃষ্ণের নামোল্লেখ না দেখিয়া অনুমান হয় যে, মহুসংহিতাখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। মহুসংহিতা-কালে দেবগণকে স্বতাহতি দিবার বিধি ছিল, এখনকার ছাত্র পুষ্পচন্দনলিঙ্গ মৈত্রেয়াদি দানের ব্যবস্থা ছিল কি না বলা যায় না। যে বিষ্ণু ও শিব মহু-সংহিতা-লঙ্কলনকালে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা বলিয়া পূজিত ছিলেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তদ্বাদি গ্রন্থে তাঁহাদের মহিমা পরিবর্তিত হইয়াছে; তদবধি তাঁহারা পরাংপর পরমেশ্বর রূপে পূজিত হন।

রামায়ণ (৭।৩।৪২) ও মহাভারতে সৌপ্তিক পূর্বে ৭ম অঃ শিবলিঙ্গের পরিচয় আছে। রাজতরঙ্গিনী (১।১২৪ ও ২।১২২-১৩০) পাঠে জানা যায় যে, জলোক (Selenkos) রাজার অধিকারকালে বিজয়েশ্বর, নন্দীশ ও ক্ষেত্রজ্যোতেশ নামক শিবলিঙ্গের পূজা প্রচলন ছিল। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, বুদ্ধদেবের পূর্বে হইতেই ভারতবর্ষে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টপূর্বে শককুণ্ঠ ও খেরোঙ্গী রাজগণের সময়েও লিঙ্গোপাসনার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। গুপ্তরাজ্যগণের শিবভক্তি কাহারও অবিরত নাই। তাঁহাদের মুদ্রায় ঐকিত বৃষ, ত্রিশূল ও শিবশক্তি সিংহবাহিনী প্রভৃতির প্রতিকৃপাই তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কেবল উত্তরভারত বলিয়া নহে, দক্ষিণভারতও খৃষ্টপূর্বে ৫ম শতাব্দীে লিঙ্গারাদনা প্রচারিত ছিল। ট্রাবোর বর্ণনা হইতে জানা যায়, পাণ্ডুরাজ রোমকসম্রাট অগাঠিসের সভায় দূত প্রেরণ করেন, খৃষ্টপূর্বে ৩৫০ হইতে ২১৪ অব্দ মধ্যে পাণ্ডু ও চোলরাজ্য এক হইয়া যায়। উভয় রাজ্যের প্রথমকার ভূপতিগণ লিঙ্গস্থাপক ও শিবভক্ত ছিলেন *। দাক্ষিণাত্য হইতে শৈব ধর্ম্মপ্রভোত খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীে যবদ্বীপ ও বালীদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তথাকার প্রথমন নামক স্থানে দুইশত অপেক্ষা অধিক দেবমন্দির এবং শিব, দুর্গা, গণেশ, স্বর্ঘ্য প্রভৃতির পায়ণময় ও পিতৃলয় প্রতি-মূর্তি অত্যাধি বিদ্যমান আছে।† [যব ও বালি দেখ।]

গ্রীক ভৌগোলিক আরিয়ান কথাকুমারীর বর্ণনামতে লিখিয়া-ছেন, কুমারীনাদী দেবীর নামে ঐ স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

* লিঙ্গমত্রে Sounerat লিখিয়াছেন, “The lingam may be looked upon as the phallus or the figure representing the virile member of Atys, the well-beloved of Cybele, and the Bacchus which they worshipped at Heiropolis. The Egyptians, Greeks and Romans had temples dedicated to Priapus, under the same form as that of the lingam. The Israelites worshipped the same figure, and erected statues to it.”

† Vide Journal of the Indian Archipelago, vol. iii.

ছায়ায় একটা নাম কুমারী। আরিয়ানের সময় (২য় খৃষ্টাব্দে) তখন ঐ দেবীর একটা প্রতিমূর্তি ছিল। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য-প্রসিদ্ধ কোন শিবলিঙ্গেরই উহা শক্তি হইবে।

অগণ্যসংখ্যক আদিভূতা প্রকৃতিপুরুষাদ্বিত্ব উৎপাদিকা শক্তিই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল উপাদান জানিয়া শৈবগণ হর-ধার্মিকতার লিঙ্গশক্তিকেই জীবোৎপত্তির মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। যোনি ও লিঙ্গের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গমেই সৃষ্টি সাধিত হয় বলিয়া তাহারই চিত্ত্বরূপ লিঙ্গমূর্তি সংগঠিত হইয়াছে। একটা মঙ্গলময় ইচ্ছার প্রণোদিত হইয়া পরমপিতা অগতের হিতসাধনার্থ প্রকৃতিপুরুষসঙ্গমে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ প্রকৃতির উপাসকগণ সেই লিঙ্গরূপেই শিবকে আরোপ করিয়া থাকিবেন। তদবধি শৈবসম্প্রদায় সেই লিঙ্গরূপী যুগ্মমূর্তিই শিব নামে উপাসনা করিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন ভারতবাসীরা সেই সৃষ্টিব্রতিলয়কারী অব্যায়স্বায় নিরাকারত্ব অপনোদন করিয়া ক্রমে লিঙ্গরূপে তাঁহার সাকারত্ব কল্পনা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই ক্রমশঃ জগদ্বাসীর উপাস্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শুধু ভারতে নহে, সূপ্রাচীন চীন, গ্রীক ও রোমকজাতির মধ্যেও লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল।* রোমকদিগের মধ্যে “প্রিয়াপস” এবং গ্রীকগণের মধ্যে “ফালাস্” নামে লিঙ্গমূর্তিসমূহ পরিচিত ছিল। তিব্বতীয়দিগের উপাস্ত লিঙ্গমূর্তি-গুলি চীনভাষায় ফুঙ-হি-ফু-হ নামে কথিত। ইসরাইলগণও পূর্বে লিঙ্গপূজা করিত। মক্কার যে মক্কেত্বের লিঙ্গমূর্তি আছে, তাহা এক সময়ে ইসরাইলগণের উপাস্ত ছিল। ভবিষ্যপুরণে ব্রাহ্মপর্বে এই মক্কেত্বের লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাইবেল পাঠে জানা যায়, যেরোবোয়ামের পুত্র আশা তাহার মাতা মায়াকাকে লিঙ্গ সমক্কে বলি দিতে নিষেধ করিয়া-ছিলেন। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ লিঙ্গমূর্তি ভাঙ্গিয়া দেন (1 Kings xv. 13)। যিহুদীগণ সোৎসাথে লিঙ্গরূপী দেবতা বেলক্ষেগোর গুপ্তমন্ড্রে লীকিত হইতেন। মোরাবীয় ও মদিনাবাসিগণ ক্ষেগোর পর্বতস্থিত এই লিঙ্গেরই উপাসনা করিতেন। তাহাদের উপাসনাপদ্ধতি সর্বতোভাবে মিশরীয়দিগের বেলক্ষেগোর উপাসনাপদ্ধতির অনুরূপ ছিল। জুদা-(Judah) বাসিগণ পর্বতশৃঙ্গ বন ভাগে এবং সুবুহৎ বৃক্ষ-ডালে দেবমন্দির ও দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম পিতার অগ্রিয়-আর্জন হইরাছিলেন। বাল্ (Baal) তাহাদের উপাস্ত ছিল

এবং লিঙ্গাকার প্রস্তরস্তম্ভই তাহার মূর্তির চিত্ত্বরূপ গৃহীত হইরাছিল। তাহারা এই দেবতার বেদী সমক্কে ধূপ ফুলা জালাইত এবং প্রতি অমাবস্যায় সেই লিঙ্গমূর্তির সমুখস্থ বৃব-সমক্কে পূজোপহার দিত। ইসরাএল লিঙ্গমূর্তি সমুখস্থ এই বৃবত-মূর্তি হিন্দুর সঙ্কল্পপ্রদান বাগেশ্বর শিবলিঙ্গসমুখস্থ ধর্মরূপী বৃব-মূর্তির অনুরূপ। মিশরীয় ওসিরিস মূর্তির এপিসের সহিতও তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পাশ্চাত্য লেখকগণ ভ্রমক্রমে ঐ বৃবমূর্তিকে শিবামুরচর নন্দী* বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ উহাকে শিবের বাহন বলেন।

কর্ণেল টড্ বলেন, আরবীয় দেবমূর্তি লাভ বা অলহাভের সহিত হিন্দুর লিঙ্গমূর্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রোমকজাতির প্রভাববিস্তারের সহিত এই লিঙ্গোপাসনা ও মূর্তিপ্রতিষ্ঠা ফ্রাঙ্ক-রাজ্যে বিস্তৃত হয়। নিস্মেস্ নগরীর প্রসিদ্ধ সার্কাসগৃহে, ইতালীর সূপ্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরসমূহে, টোলোস্ নগরের গীর্জায় এবং বৃন্দোর কএকটা ধর্ম্মমন্দিরে অতাপিও ঐ শিবলিঙ্গমূর্তি বিদ্যমান দেখা যায়।†

রাজস্থানের ইতিবৃত্তে মহাত্মা টড্ লিঙ্গোপাসনার ভাব নির্ণয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—মিশর, গ্রীক, রোমক, এমন কি, খৃষ্টান-দিগের দ্বারা ব্যঙ্গপরম্পরা ক্রমে লিঙ্গপূজা সাধিত হইলেও গ্রীক phallic শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কোনরূপ পরিষ্কৃত অর্থ নিরাকৃত হয়। অধিকসম্ভব, দেবভাষা সংস্কৃতের জননিত্য আদি আখ্য-ভাষা হইতেই এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইরা থাকিবে। সর্ব-সিদ্ধিপ্রদাতা কলেশ শব্দে ঈশ্বরের লিঙ্গকে আরোপ করিয়া গ্রীক ফালাস্ শব্দের উৎপত্তি করনা করিলে শব্দার্থের প্রকৃতি-প্রত্যয়সাধ্য কোণ-রূপ বৈষম্য ঘটে না, বরং তাহা হইলে ওসিরিসের সহিত শিবলিঙ্গের অগাধ্য বিষয়ে অনেক সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে। উভয় দেবতাই নদীর অধিষ্ঠাত্রী। ওসিরিস যেমন ইথিওপয়ার অন্তর্গত চন্দ্রশৈলনিঃসৃত নীল-নদের (Nile) অধিষ্ঠাতা, ঈশ্বরও সেইরূপ সিদ্ধনদ (ইহার অপর নাম নীল—কিরিতা) ও চন্দ্রগিরিনিঃসৃত গঙ্গার পতি। এই চন্দ্রগিরিতুষারাবৃত কৈলাসশিখরে শিব পার্কীতীসহ বিবাজিত বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীকবাসী মিশরীয়দিগের নিকট হইতে, অথবা তাহাদের অনুরূপ উপায়েই এই কলেশ লিঙ্গপূজার

* দাক্ষিণাত্যে শিবস্বায়ম্বুরের অপর একটা নাম নন্দী।

* উল্লুংক বৃবতঃ বেদি নামা নন্দী প্রকীর্ণিতঃ। (লিঙ্গার্চনতত্ত্বে ২য় পটল)

† ম. ডাকের লেখকী হইতে জানা যায় যে, মিশরীয় দেবতা ওসিরিস সর্বত্রই লিঙ্গরূপে বিবাজিত (with the Priapus exposed) ছিলেন। Pthal Sokari মূর্তিও ইরান আকারে প্রদর্শিত হইরা থাকে। এইরূপ লিঙ্গমূর্তি সকল তৎকালে Pthal Sokari Osiri নামে খ্যাত ছিল।

পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। তাহারা কলের আকারে লিঙ্গমূর্তি স্থাপন অথবা কখন কখন সেই কলকেই দেবতারূপে পূজা করিতেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সংস্কৃত সকল ফলেশ (কল+ঈশ) হইতে গ্রীক Phallus শব্দ গৃহীত হইয়াছে। ফাল্গুনে নবপল্লব, পুষ্প ও ফলভারে অবনত বৃক্ষরাজি যখন ধরিত্রীকে নবাধারে সূচিত করিয়া শোভা দান করে, তখন জগদ্বাসী আপনাপন ইষ্টদেবতাকে অতীষ্ট ফল-পুষ্পদানে তুষ্ট করিতেন। আবহমান কাল হইতে ফাল্গুনমাসে এই পূজোৎসব বিহিত হইয়া আসিতেছে *।

বাসন্তীদেবীর (Goddess of the Spring Saturnalia) এই ফাল্গুন মহোৎসব, গ্রীকদিগের ডাইওনিসেরাসের ফাগো-সিয়া উৎসব, মিসরের ফালিকা (Phalles) এবং হিন্দুস্থানের ফলগুৎসব বা হোলিকার সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বসন্তোৎসবের পর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রিতে পার্কে এবং চড়ক সংক্রান্তিতে শিবকে বিহঙ্গল, নারিকেল প্রভৃতি ফলদানের বিধি আছে। [মদনমহোৎসব ও বসন্তোৎসব দেখ।]

আর্য্যজাতির ও ভারতীয় আর্য্যসমাজের প্রথমারক লিঙ্গ-পূজার চিরন্তন পদ্ধতি, উৎপত্তি ও বিস্তারের সমাক্ষ ইতিবৃত্ত বিলুপ্ত হইয়া মিশরবাসীর জ্ঞান ক্রমশঃ কিংবদন্তীমূল হইয়া পড়িতেছে। পরবর্ত্তিকালে লিঙ্গাদি মহাপুরাণে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে লিঙ্গার্চন বিধি স্বতন্ত্রভাবে ও তৎসাময়িক রীতি অনুসারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সেই আদিম উপাসনাপদ্ধতির কতকাংশ অর্থাৎ লৌকিক ও কৌলিক আচারাদি যে উহাতে গৃহীত হয় নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। রাজা কাশিশ, পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া পুরোহিতদিগকে দণ্ড দেন এবং পবিত্র এলিস্ ধ্বংস করেন।

* "I have derived Phallus from Phalisa the Chief fruit. The Greek, who either borrowed it from the Egyptians or had it from the same source, typified the fructifier by a Pine apple the form of which resembles Sitaphala. * *. In like manner Gouri the Rajpoot Ceres is typified under the coco-nut or sriphal, the Chief of fruit or fruit sacred to Sri or Isa (Isis), whose other elegant emblem of abundance the Camacumpan is drawn with branches of palmyra, or coco-tree gracefully pendent from the vase (cumbha).

The sriphala is accordingly presented to all the votaries of Iswara and Isa on the conclusion of the spring festival of Phalguna, the Phagasia of the Greeks, the Phenomenon of the Egyptians and the Saturnalia of antiquity, a rejoicing at the renovation of the powers of nature, the empire of heat over cold—of light our darkness." Tod's Rajasthan, Vol. I. p. 603.

সেঙ্গপ কর্ত্তারচাঁদ অবলম্বন করিয়াও তিনি লিঙ্গোপাসনা উচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তিকালে গ্রীক ও রোমকজাতি নীলনদের অববাহিকা প্রদেশ জয় করিয়া মিশরীয় দেবমণ্ডলী রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহারা ভক্তিসিদ্ধ সেই সেই দেবতার মন্দির সংস্কার করিয়া তাহা স্থাপত্যশিল্পে পরিশোধিত করেন *।

ঐতিহাসিকের অভ্যুদয়ে এবং প্রভাববিস্তারে ক্রমশঃ পাশ্চাত্য জনপদবাসিগণ পৌত্তলিক উৎসব ও আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিল। নীলনদের বেষ্টন্য, রোমের দেবলোক এবং আবেল নগরীর দেবসমাজ কিছুতেই যুট-ধর্ম্মের পৌরব অতিক্রম করিতে পারিল না। পারিপাট্যহীন ও আড়ম্বরপূর্ণ উপাসনার লিপ্ত হইয়া ভক্তদেববাসিগণ পৌত্তলিক উপাসনার হত্যার করিল। দেবতা ও মন্দিরাদি অনাদরে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। থিয়োক্লিাস কর্ত্তক আলেকজান্দ্রিয়ার সিরাপিসের মন্দিরসমূহ ধ্বংস হয়। কালে মেক্সিকের ওসিরিস্ মন্দিরও লিঙ্গপ্রষ্ট হইয়া যুট ধর্ম্মমন্দিরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

এই সকল আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জগতের আদিকারণস্বরূপ প্রকৃতিপুরুষাত্মক লিঙ্গ ও যোনীই জীবোৎপত্তির অবাস্তর কারণ জানিয়া জগদ্বাসী জাতি-মাত্রই পরমপিতা মহান ঈশ্বরের সেই সুখ্য শক্তির উপাসনা করিতে থাকে। প্রাচীন আর্য্যসমাজে সমাদৃত ও পূজিত সেই মহেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি আর্য্য জাতির প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উপনিবেশে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারতীয় ও রোমীয় লিঙ্গমূর্ত্তির এত অধিক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন হিব্রুগণ যে "বাল্" দেবতার উপাসক ছিলেন, তাহা ভারতীয় বালেশ্বরের অভিন্ন লিঙ্গ ত্রিন্ন আর কিছুই নহে। বাইবেলগ্রন্থেও এই লিঙ্গমূর্ত্তি Ohion বা শিউন নামেই উক্ত হইয়াছে*। ভারতবাসী হিন্দুমাত্রই এই মূর্ত্তিকে শিব, শিউ, প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যুটধর্ম্মের স্বত্বপূর্বে অল্প ও শাকবীপের আর্য্যসমাজে শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যজাতি যে সময়ে শিবলিঙ্গের উপাসনাপদ্ধতি অব-

* "Isis and Osiris, Serapis and Canopus, Apis and Ibis adopted by the Romans, whose temples and images yet preserved, will allow full scope to the Hindu antiquary for analysis of both systems. The temple of Serapis at Pannouli is quite Hindu in its ground plan." Tod's Rajasthan vol I. 606 n.

* Ezekiel xvi. 17. Amos. v. 26-27. পাঠ্য জানা যায় যে, ১০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেও বর্তমান শিবলিঙ্গ মূর্ত্তিতে লিঙ্গোপাসনা ও কপালে ভিক্ষাবসন প্রচলিত ছিল।

পত ছিলেন, সেই সময়ে হিব্রুগণও বালু দেবের লিঙ্গরূপ উপাসনা করিতেন; কিন্তু কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা এই লিঙ্গোপাসনা ভারতে অথবা হুদ্র পশ্চিম যুরোপ খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ধারণা, যখন হিব্রুজাতি অথবা গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে প্রথমে লিঙ্গোপাসনার প্রভাব দেখা যায়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবাসী উহা প্রতীচ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যখন রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান হয় নাই, যখন যীশু-খৃষ্ট আদৌ জন্মগ্রহণ করেন নাই, বাইবেল গ্রন্থের পৃষ্ঠা হইয়াছিল কি না সন্দেহ, তখন হইতেই ভারতে আৰ্য্য সভ্যতাপ্রভাব-পূর্ণশক্তিতে প্রবাহিত ছিল। বুদ্ধনির্ভাণের শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধের প্রতিকৃতি বৌদ্ধদিগের দ্বারা সমগ্র জম্বুদ্বীপে এবং উত্তর-পশ্চিম এশিয়া খণ্ডের নানাহানে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। ললিতবিস্তর হইতে জানিতে পারি যে বুদ্ধের পূর্বে হইতেই শিব, বিষ্ণু ও হর্যাপূজা প্রচলিত ছিল। শৈব, বৈষ্ণব ও সৌরদিগের নিকট বৌদ্ধেরা মূর্তিগঠন শিক্ষা করিয়া থাকিবে। [শিব দেখে।]

আমেরিকা মহাদেশের শেরুভিয়া নামক স্থানে 'রাম-সীতোরায়' মহোৎসব এবং তথাকার নৃপতিবংশের সূর্য্যবংশোদ্ভবতার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঐ স্থলের মধ্যবর্তী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম শিব। আসিয়ার অন্তর্গত ত্রিভুজিয়া নামক জনপদবাসীরা সেবা বা সেবাজিয়াস নামক দেবতার উপাসনা করে। ঐ দেবোপাসকগণ দীর্ঘকালে সর্পঘটিত একটী অমুঠান করিয়া থাকেন। মিশরবাসীর বাকাস্ (ব্যাক্সেস?) ভিন্ন অপর একটা দেবতার নাম সেব, সেব্বা বা সেবক দেখা যায়; এই নামসদৃশ এবং সর্পগত প্রক্রিয়ায় অমুঠাবন করিলে, আমাদের ব্যালমালবিবৃত্ত ও ব্যাভাষরপরিহিত শিবের কথাই মনে পড়ে।*

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, বিষ্ণুর উপাসনাপদ্ধতি প্রাচীন তাতাররাজ্য (শাক্যবীণ?) হইতে ভারতে সমানীত হইয়াছে; কিন্তু সোভাগ্যের বিপর, তাঁহারা শিবপূজা সম্বন্ধে ঐরূপ কোন একটা অকৃত নীমাসার উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা বলেন যে, খৃষ্টজন্মাব্দের প্রথম হইতেই এই শিবোপাসনাপদ্ধতি সিল্লসৈকত হইতে রাজপুতনার মধ্য দিয়া আর্য্যাবর্ত্তভূমে বিস্তার লাভ করে। কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উজ্জয়িনী নগরে মহাকাল এবং ওড়ার-

ধরের মহোৎসব সাধিত হইত। মুসলমান আক্রমণের পূর্বেও হিন্দুভাজগণের অধিকারে ঐ স্থানে লিঙ্গোপাসনা প্রবল ছিল। তখনকার বিন্দুস্বর্ণ নামক শিবলিঙ্গ অতি প্রসিদ্ধ।

আমাদের দেশে এক খণ্ড লম্বমান গোলাকার বা কোণাকার প্রস্তরস্তম্ভ লইয়া সাধারণতঃ শিবলিঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে। উহার নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত স্থল ও আসন নামে অভিহিত; বস্তুতঃ এই আসন রাধিবার আবশ্যক নাই। স্তম্ভের মধ্যস্থলে কোষার আকার যোনিপট বা গোৱীপট স্থাপিত। উহা স্থল-বিশেষে প্রণালিকা বলিয়া গৃহীত। এই গোৱীপটই পার্শ্বতীর যোনি বা মূলপ্রকৃতির প্রী-চিহ্ন এবং উহা ভেদ করিয়া তদুপরিহ উচ্চারিত শলাকা বা দণ্ডমূল পুরুদের লিঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। একযোগে এতদুভয়ই, অথবা যোনিপটের উপরিহ পুংচিহ্নই শিবলিঙ্গ নামে কথিত; এই কারণে প্রধান প্রধান শৈবপীঠে আসন না রাধিয়াই যোনিপটের উপর লিঙ্গ স্থাপিত দেখা যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় অন্যান্য আট কোটি লোক শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ বরদিকাপ্রম ও পশুপতি-নাথ হইতে হুদ্র দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে অসংখ্য শিবলিঙ্গ নয়নপথে সমুদিত হইবে। গঙ্গার উভয় কূলে বিশেষতঃ বারাগলীক্ষেত্রে ও বাল্গালার মন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গমূর্তিস্থাপনের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। বারাগলীর বিবেশ্বরাদি মন্দির, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, সেতুবন্ধে রামেশ্বরমন্দির, সোমনাথের সোমনাথমন্দির এবং বাল্গালার অন্তর্গত বৈতানাথ এবং কালনা নগরে বর্ত্তমানরাজের প্রতিষ্ঠিত ১০৮টা মন্দির শৈবকীর্তির নিদর্শন। এতদ্বিন্ন কাঞ্চীপুর, জম্বু-কেশ্বর, তিরুমলর, চিদম্বরম ও কালহস্তী প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন শৈব কীর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবপুরাণ (৩৮ অধ্যায়) এবং নন্দি উপপুরাণে শিব বলিতেছেন যে, 'আমি সর্ব্বজ্ঞাপী, কিন্তু সোৱাট্টে—সোমনাথ, কঙ্কাতীরস্থ প্রীশৈলে—মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীনগরে—মহাকাল, ওড়ার, ও অম-রেশ্বর, চিত্তাভূমে—বৈতানাথ, দক্ষিণে সেতুবন্ধে—রামেশ্বর, বারাগলীক্ষেত্রে—বিবেশ্বর, গোমতীতীরে—জ্যাক, হিমালয় পৃষ্ঠে—কেদারনাথ, দাক্ষবনে—নাগেশ, শিবালয়ে—দুগ্বেশ, ডাকিনীতে—ভীমশঙ্কর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মূর্তিতে আমি বিস্তারমান আছি।'

১০২৪ খৃষ্টাব্দে বা ৪১৫ হিজিরার হুসতান মাহমুদ গজনীতে জামিয়া সোমনাথ লিঙ্গ ধ্বংস করেন। ১১৫২ শকে হুসতান আলতামাস উজ্জয়িনীর মহাকাল মূর্তি ভাঙ্গিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। হিমালয়স্থ কেদারতীর্থে অভাশি হিন্দুতীর্থবাত্তী পমন করে। দক্ষিণে রাজমহেশ্বরের অন্তর্গত দ্রাক্ষারাম তীর্থে ভীমেশ্বর মূর্তি

* * Serpent and Siva worship and Mythology in Central America, Africa and Asia, by Hyde Clarke. p. 10-11.

বিভ্রম, উহা পুরাণোক্ত ডাকিনীহিত ভীমশব্দর বলিয়া উক্ত। নরনাভীয়ে ওকারনাকাতা নামক স্থানে ওকার শিব বিভ্রমান। কাশীতে বিবেশ্বর, বৈষ্ণবে ও সেতুবে রামেশ্বর অতাপি পূজিত হইয়াছেন। এতদ্ভাষ, বৃন্দেশ, ও নাগেশ লিঙ্গ কোথায় কিরূপে অবস্থিত আছেন, তাহার কোন নির্দশন পাওয়া যায় নাই।

গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের বর্ণনায় জানা যায় যে, মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্জাবপ্রান্তে শিবপূজা ও শৈবোৎসব দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার বহুপূর্ব হইতেই উত্তরপশ্চিমভারতে শৈবসম্প্রদায়ের প্রাকৃত্যব খটরাছিল। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে হুয়ান পূর্বে আনাম ও কবোজে শৈবপ্রতাব বিস্তৃত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ বা রূদ্রোপাসক শৈব-সম্প্রদায়ের পুনঃ প্রাকৃত্যব হয়। তাঁহার বৌদ্ধদিগকে উৎসন্ন করিয়া ভারতে হিন্দুপ্রাধান্ত স্থাপনকরে শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৌদ্ধশাস্ত্রবিরোধ ভারতীয় হিন্দু-ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা।

দাক্ষিণাত্যের তেলিঙ্গ রাজ্যে ত্রিলিঙ্গ বা ত্রিমূর্তি, ইলোরায় গুহার ও অস্ত্রান্ত স্থানে চৌমুর্তি বা চতুর্ভূষ, মথুরাসমিহিত স্থানে পঞ্চমুখ এবং উদয়পুরের উত্তরস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একলিঙ্গনাথ মূর্তি ভারতের বিভিন্ন সাম্রাজ্যিক শিবলিঙ্গের নিদর্শন।

একলিঙ্গ মূর্তি একখণ্ড নলাকার অথবা কোণাকার প্রস্তরে গঠিত। ঐরূপ কোন কোন লিঙ্গের চারি পার্শ্বে এবং উর্দ্ধদিকে চারিটা বা পাঁচটা মুখ খোদিত করিয়া চতুর্ভূষ বা পঞ্চমুখ শিবমূর্তি কল্পিত হইয়াছে। এতদ্বিন্ন অগণিত মূর্তিবিশিষ্ট আরও কএকপ্রকার শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শেবলিঙ্গ, কোটাধর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একটা হুহুং প্রস্তর-স্তম্ভে সহস্র হইতে লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গ খোদিত করিয়া উক্ত মূর্তির গঠিত হইয়াছে। সিদ্ধনদের পূর্বভাগে ঐরূপ একটা কোটাধর লিঙ্গের হুপ্রাচীন মন্দির এবং সোরাষ্ট্রজনপদে শেব-লিঙ্গের কএকটা মূর্তি ও মন্দির বিস্ত্রমান আছে। গ্রীস ও মিশর-রাজ্যে ব্যাকাস্ (Bacchus) দেবের চক্রপীঠস্থ যে সকল লিঙ্গমূর্তি আছে, তাহার সহিত কোটাধরের বর্ণাধা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ব্যাকাস্কে ব্যাক্রেশ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া গ্রহণ করিলে হিন্দুর ব্যাক্রেশ শিবমূর্তির অঙ্কনরূপে ব্যাকাসের লিঙ্গমূর্তি স্থাপনার কল্পনা করা হইতে পারে। কোটাই উক্ত মূর্তিই সর্বতোভাবে এক এবং ব্যাক্রেশবাহারী। প্রাচীন টোলপুর্ (বর্তমান বাদোয়ী নামক স্থানে) খোদিতকৃত গ্রাম্যমণ্ডল একটি লিঙ্গমূর্তি স্থাপিত আছে। ঐ মূর্তি বাটেশ্বর মহাদেব নামে খ্যাত। বহু তীর্থবাহী কোটাইল পরম্পর হইয়া বিদ্যমান অপর্যম্প্রসিদ্ধ এই বাটেশ্বরতীর্থ লিঙ্গমূর্তি সন্দর্শনে আসিয়া থাকেন।

পূর্বকালে লিঙ্গোপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। এখান হইতে প্রায় ১৮ শত শ্রোশ পশ্চিমে মিশর দেশে ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। ওসীরিস্ তথাকার একটা প্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া পরিগণিত। এই ওসীরিস্ ও তাঁহার ভাৰ্যা আইসীস দেবীর সহিত শিব ও শক্তির অনেক বিবরে ঐক্য দেখা যায়। তন্মতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা। তন্মতী শক্তিবদ্য যেমন ত্রিকোণাকৃতি, আইসীস দেবীর পরিচায়ক সেইরূপ একটা ত্রিকোণায়ত্ন ছিল। শিব যেমন লংহারকর্তা, ওসীরিস্ সেইরূপ প্রাণসংহারক যমস্বরূপ। শিবের বাহন ধর্মরূপী বুব যেমন পূজনীয়, ওসীরিস্ দেবের এপিস্ নামক বুবও সেইরূপ তাঁহার অংশস্বরূপ বলিয়া পূজিত।

পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত একটা উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, ব্যাকাস্ দেব ভারতবর্ষ হইতে হুইটা বুবেক মিশর দেশে লইয়া যান, তাহারই একটীর নাম এপিস্। শিব ও ওসীরিস্ উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, ওসীরিস্ দেবের হস্তে সেইরূপ একটা ত্রিকলকয়ল দণ্ড বিলম্বিত দেখা যায়। মিশর দেশের ওসীরিস্ দেবের অনেক পাষণময় প্রতিমূর্তির সহিত ব্যাক্রেশপরিহিত শিবমূর্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে। মিঃ উইলকিন্স রূত প্রাচীন মিশরবাসীর ইতিহাসে ওসীরিস্ দেবের চর্চাপরিণত প্রতিরূপ বিস্ত্রমান আছে। শিবপ্রিয় বিষ্ণু-বুদ্ধের জ্ঞান তাঁহার একটা প্রিয় বুদ্ধ ছিল, এই বুদ্ধের পত্র বিষ্ণুপ্রের মত ত্রিধা বিভক্ত। কাশীধাম যেমন মহাদেবের প্রধান তীর্থ,—মেক্সিস্ নগরও সেইরূপ ওসীরিস্ দেবের সর্বপ্রেষ্ঠ মাহাভ্যাক্রেশ। দুই দিবা যেমন শিবের অভিব্যেক করা হইয়া থাকে, ফিলিপীয়ে ওসীরিস্ দেবের পীঠস্থানেও সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের সহিত ওসীরিস্ দেবের বিভিন্নতা এই যে শিব বেতবর্ণ, ওসীরিস্ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিবমূর্তিবিশেষও কৃষ্ণবর্ণ। এ ছাড়া ভারতের নানা তীর্থে ঐপ্রস্তরনির্মিত ঘোর ও উজ্জল কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ বিস্ত্রমান দেখা যায়।

ভারতবর্ষের শিবলিঙ্গ পূজার জ্ঞান মিশরদেশেও ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল। এই পূজাবিভার প্রসঙ্গে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে যে, টাইকন্ নামক দেবতা যজ্ঞপূর্বক ওসীরিস্কে নষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অন্তত সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভাৰ্যা আইসীস দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে

* মহাকালঃ কলবেতাবলিঙ্গ পূর্ববর্ণকম্।

বিভক্তঃ বতখটোয়ী বট্টালীকম্। শিবম্ ১ (ভগবতঃ)

প্রোথিত করিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি লিঙ্গদেব না পাইয়া প্রতি-
মূর্তি নির্মাণপূর্বক তাহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত করেন।†

মিশর দেশের স্থানে স্থানে তও নামে এইরূপ একটা লিঙ্গ-
মূর্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা এ দেশীয় বোনিলিঙ্গের
প্রতিরূপ। তারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের
কৃষ্টিশক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মিশর দেশীয়
ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজার বিষয়েও
অবিকল্পসেইরূপ ধীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

ধর্মতত্ত্বসংক্রিয় বাস্ কেনেডি এ দেশীয় লিঙ্গ উপাসনার
সহিত মিশর দেশীয় লিঙ্গপূজার দুইটা শিবের পার্থক্যনির্দেশ
করিয়াছেন। তিনি বলেন, মিশর দেশের জায় তারতবর্ষে লিঙ্গ-
মূর্তির গ্রামযাত্রা বা নগরযাত্রা প্রচলিত নাই। তাঁহার একথাটা
নিভান্ত অমূলক। বাব্বালা দেশে চৈত্র্যমাসের সময়ে সন্ন্যাসীরা
সমারোহপূর্বক জলাশয় হইতে শিবলিঙ্গকে পূজার স্থলে আনয়ন
করে, পরে মুক্তকৈ করিয়া গ্রামস্থ লোকের গৃহে গৃহে লইয়া যায়
এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনপূর্বক তাঁহার অর্চনাদি করিয়া থাকে।
বহমিন হইতে উড়িয়ার ভূবনেশ্বরকক্ষে চৈত্র্যমাসে লিঙ্গরাজের
রথযাত্রা চলিয়া আসিতেছে। চৈত্র্যমাসে নববীপে শিবের
বিবাহ নামে একটা মহোৎসব হয়, তাহাতে মহাদেব
বান্ধভাণ্ডারি সহকারে মহাসমারোহপূর্বক ভগবতীর বাটাতে
যাত্রা করেন, এবং বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, তথা হইতে স্বীয়
মন্দিরে প্রত্যাগত হন। এই উপলক্ষে সাত আট ক্রোশ হইতে
অনেক লোক নববীপে আসিয়া থাকেন। কেনেডি সাহেব
আরও বলেন যে, ওসীরিসের লিঙ্গপূজার জায় শিবলিঙ্গের
অর্চনার মতপানাদি প্রচলিত নাই। প্রেকাশ্রুত্রেপে এরূপ
ব্যবহার প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু বীরাচারীরা অপ্রকাশ্য
ভাবে কুলাচারের অহুতান সহকারে শিবলিঙ্গের অর্চনা করিয়া

থাকেন। বোগসারে এবিষয়ের প্রতিপোষক সম্প্রদায়
বিভিন্ন আছেন।*

গ্রীকদেশেও এক সময়ে লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল।
তথাকার নগরসভার আর প্রত্যেক পথেই বহমিনিস ও শিব-
লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত লিঙ্গমূর্তির মধ্যে কএকটা
প্রধান ও প্রসিদ্ধ লিঙ্গের উদ্দেশে সময় সময় নানা অহুতানের
সহিত এক একটা উৎসব সম্পন্ন হইত। ব্যাকাস্ দেবের
কোলিকোরিয়া নামক মহোৎসবে তথাকার লোকেরা মেঘচর্চ
পরিধান ও সর্কাদে মসীলেপন এবং একটা জ্বরীর্ষ কাঠদণ্ডে
চন্দ্রলিঙ্গ বন্ধন করিয়া পথে পথে নাচিয়া বেড়াইত। ব্যাকাসের
পূত্র প্রোপোলের উৎসব কুৎসিত ও বীভৎসব্যাপার। তাঁহার
প্রধান প্রধান মহোৎসব কেবল জীলোক দ্বারাই সম্পাদিত
হইত। ঐ রমণীমণ্ডলী তাঁহার অর্চনাকালে গর্দভ বলি দিত
এবং মন্ডাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া নৃত্য গীত ও বাতসহ
তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিত।

ব্যাকাস্ ও প্রোপোলের পূজা এবং মহোৎসব প্রসঙ্গে
তদদেশবাসীর কুৎসিত আচার ও অহুতানাদি লক্ষ্য করিলে
বেশ প্রতীয়মান হয় যে, যুররুরোপ মহাদেশেও বহুকাল পূর্বে
তত্ত্বোক্ত বীরাচারের অল্পরূপ আচার প্রচলিত ছিল। আমাদের
দেশে চড়ক-পূজার সময় ধুলিজীড়া ও বাণকোঁড়ার সময়
সন্ন্যাসিগণ এবং গ্রামস্থ অপরূপ লোকেরা নীলোৎসবের
দিন গায়ে ধূলি, কর্দম, মসী, চূর্ণ প্রভৃতি সর্কাদে লেপন করিয়া
গ্রামের মধ্য দিয়া নানা কুৎসিত ব্যবহার করিতে করিতে
গমন করে। এতদ্রুত দেশবাসীর এই আচার এতই লজ্জাকর,
যে তাহা কোনক্রমেই তত্ত্বকুলাঙ্গনাদিগের দর্শনীয় নহে।

আথেনিসার লেখনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে,
গ্রীকবাসিগণ ব্যাকাস্ দেবের মহোৎসব বিশেষে ১২০ হস্ত দীর্ঘ
একটা স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত। আলেক-
সান্দ্রিয়ারাজ টলেমি এই উৎসবের অহুতান করিয়াছিলেন।
(Athenaeus. lib. v.)

* “বাণলিঙ্গ নদীয়ার বোগিনা বোগসাধনে।

কৌলিকানা কুলাচারে পশুনা শক্রিগ্রহে।”

বাণলিঙ্গতোষে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে—

“পরিজাণা বোগিনা কৌলিকানা শ্রিয়ার চ।

কুলাঙ্গনাং তত্কা কুলাচারতর চ।

কুলতকার বোগাং কুলসারগার চ।

মহুগামএমকার বোগেণার নদোমঃ।”

(শব্দকল্পদ্রুম পুত বোগসারকন)

+ G. A. St. John's Hist. of the Manners and Customs
of ancient Greece, Vol I. p. 411.

† এই ঘটনা হইতে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত যক্ষের বড়বর, বিনা শিমুরেপে সতীর
পিজালিরে পদম এবং শিবের শিখাজবনে সতীর দেহভাগ, সকলই মনে পড়ে।
পরে শিববহুবিধ সেই সতীরেই বিকলকর্তৃক স্বর্ণনির্ন চক্র সাহায্যে ৫১ খণ্ডে
বিভক্ত হয়। সেই সতী-অঙ্গ হইতে ৫১ পীঠের উৎপত্তি। এখনও কামরূপে
বোনিষ্ট্রী বিদ্যমান। ঐ সকল সতীপীঠের পূজা ও উৎসব প্রচলিত আছে।
জানিনা ওসীরিসের অঙ্গবতঙলি বতর পীঠরূপে পূজিত হইয়াছিল কি না ?
এই পান্ডিত্য উপাধ্যানে সতী পতিকে লঙ্কার বিপর্যয় সাধিত হইয়াছে।
দ্বাব-কনের সময় রতি কামদেবের ভর সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; সতবতঃ
শিব-প্রসঙ্গাধীনে এই দুইটা উপাধ্যানের সম্বন্ধে বিশদীর উক্ত কিংবদন্তী
বিস্তৃত হইয়া থাকিবে।

* J. Vans Kennedy's Researches into the nature and
affinity of Ancient and Hindoo Mythology, p. 305.

প্রাচীন ক্রিনীকীয় রাজ্যেও (কানানরাজ্য) অতি জঘন্ড-ভাবে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। লুসিয়ানের বর্ণনা হইতে জানা যায়, সিরিয়ার একটা শহর ৩০০ ফাদম (?) উচ্চ লিঙ্গ ছিল। প্রাচীন আসিরীয় ও বাবিলন রাজ্যবাসীরা ৩০০ হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গমূর্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করিত। বাবিলন হইতে যে সকল পিতৃলনির্মিত পুরাতন লিঙ্গমূর্তি আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা অবিকল ভারতীয় শিবলিঙ্গের অনুরূপ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএনসিং কাশ্মীরে আসিয়া ১০০ ফিট উচ্চ ভাস্কর্য শিবলিঙ্গ এবং নূনাদিক ৬৬ হস্ত দীর্ঘ একটা পিতৃলময় শিবমূর্তি ও ২০টা ক্ষুদ্র মন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। [কাশ্মীর দেখ।] কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রতাপ করিয়াছেন যে, পূর্বকালে খৃষ্টানদিগের মধ্যেও একরূপ লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, এখনও ইতালীর রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ে তাহার অজবিশেষ বিদ্যমান আছে কি না, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইতে পারে। মিশরদেশীয় প্রথম খৃষ্টানগণ লিঙ্গাকৃতিমূলক পুরোহিত 'তও' নামক বস্ত্র গলে ধারণ করিতেন। পূর্বতন খৃষ্টানদিগের অনেকানেক সমাধিমন্দির বা স্তম্ভে ঐ তওমূর্তি অঙ্কিত আছে। ঐ তও-লিঙ্গ পরে খ্রীষ্ট-চিহ্নে রূপান্তরিত হইয়াছে কি না বলা যায় না। ভারতীয় হিন্দুদিগের এবং পাশ্চাত্য খৃষ্টানদিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া মুর সাহেব লিখিয়াছেন,—

"This last lingering relic of a very ancient rite—Phallic, Lingaic, or Ionian, as one may be differently disposed to view it—in Christendom, has been thought to deserve a separate and somewhat lengthy dissertation. I have compiled such a one from sources not mentionable, with a running commentary showing its close correspondence with existing Hindu rite"—*Moor's Oriental Fragments*, p. 147.

ভারতে শিবলিঙ্গপূজার চারি বর্ণেরই সমান অধিকার আছে। শিবলিঙ্গের মধ্যে পার্শ্ব শিবলিঙ্গপূজাই বিশেষ প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন, স্বর্ণ, রক্ত, তাম্র, কাঁচ ও পারদাদির লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

লিঙ্গমহিমা—জগতে যে সকল পুণ্য কার্য আছে, তাহার মধ্যে শিবপূজা প্রধান, অখমেশ ও বাজপেয়সি বজ্র অপেক্ষা শিবপূজার অধিক ফল হইয়া থাকে। যথা—

"অখমেশসহস্রাণি বাজপেয়সতানি চ।

মহেশার্চনপুণ্যন্ত কলাং নারহিতি বোধনীয়ম্ ॥" (যজুর্ভূত ১৬পং)

শিবলিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, অগ্নিহোত্রাদি বজ্র তাহার কোটি ভাগেরও এক ভাগ নহে। যিনি শিবলিঙ্গ পূজা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই জগতে জীব নানা বোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজার দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

"অগ্নিহোত্রান্নিবেদ্যন্ত যজ্ঞান্ত বহুদক্ষিণাঃ।

শিবলিঙ্গার্চনস্ততে কোটিংশেনাপি ত্তে সমাঃ ॥

হিমা ভিক্ষা চ ভূতানি হিমা সর্বমিদং জগৎ।

যজ্ঞেদেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেণ লিপ্যতে ॥

অনেকজন্মসাহস্রং ত্রায়ামাণস্ত জন্মত্।

কঃ সমাপ্নোতি বৈ মুক্তিং বিনা লিঙ্গার্চনং নয়ঃ ॥" (হৃদয়পুরাণ)

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, একমাত্র শিবলিঙ্গপূজনে চতুর্কর্ণ ফল এবং অষ্টৈশ্বর্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াছেন যে স্বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি স্থানে যে সকল দেবতা আছেন, একমাত্র শিবপূজা করিলেই সেই সকল দেবতার পূজা হইয়া থাকে।

"শিবস্ত পূজনাদেবি চতুর্কর্ণাধিপো ভবেৎ।

অষ্টৈশ্বর্য্যযতো মর্ত্যঃ শত্ৰুনাথস্ত পূজনাৎ ॥

স্বয়ং নারায়ণেনোক্তং যদি শব্দং প্রপূজয়েৎ।

স্বর্গে মর্ত্যে চ পাতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাঃ সদা।

তেষাং পূজা ভবেদেবি শত্ৰুনাথস্ত পূজনাৎ ॥" (লিঙ্গপুরাণ)

হৃদয়পুরাণে লিখিত আছে যে, লিঙ্গার্চন ব্যতীত বাহার কাল অতীত হয়, তাহার মহা অমঙ্গল হইয়া থাকে। একদিকে সকল প্রকার দান, বিবিধ বাগ যজ্ঞাদি আর একদিকে লিঙ্গপূজা এই উভয়ই তুল্য। লিঙ্গারাধনা ব্যতীত বাগ যজ্ঞাদি বিফল হইয়া থাকে, এতএব লিঙ্গপূজা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও বিবিধ পাপনাশক, শিবলিঙ্গারাধনাবলে অন্তকালে শিবসাক্ষ্য লাভ হইয়া থাকে।

"বিনা লিঙ্গার্চনং বস্ত্র কালা গচ্ছতি নিত্যশঃ।

মহাহানির্ভবেত্ত দূর্গতস্ত দুরাত্মনঃ ॥

একতঃ সর্বদানানি ত্রতানি বিবিধানি চ।

তীর্থানি নিয়মা যজ্ঞা লিঙ্গারাধনমেকতঃ ॥

ন লিঙ্গারাধনান্যত্র পুরা বেদে চতুর্ষপি।

বিভতে সর্বশাস্ত্রাণামেব এষ স্তুতিশ্রুতিশ্রুতিঃ ॥

ভুক্তিমুক্তিঃ এবং লিঙ্গং বিবিধাণ্যবিবারণম্।

পূজয়িত্বা নরো নিত্যং শিবসাক্ষ্যমাদ্য যুগে ॥

সর্বমন্ত্রং পরিভাষ্য ক্রিয়ারালমশেষতঃ।

তু ক্রিয়া পরমরা বিধান লিঙ্গমেকং প্রপূজয়েৎ ॥" (হৃদয়পুরাণ)

লিঙ্গার্চনতত্ত্ব মতে, লিঙ্গপূজা ব্যতীত অন্ত পূজাদি নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, এই অস্ত্র যে কোন পূজাদি করিতে হইবে, তাহার প্রথমে লিঙ্গপূজা করিতে হয়।

“সর্বপূজায় দেবেশি লিঙ্গপূজা পয়ঃ পদম্।

লিঙ্গপূজাং বেনা দেবি অন্তপূজাং কুর্যেতি যঃ।

বিফলা তন্ত পূজা তাদন্তে নরকমায়ু য়াৎ।

তস্মিন্মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ”

(লিঙ্গার্চনতত্ত্ব ১ পৃ°)

যে রাজ্যে শিবপূজা হয় না, সে রাজ্য পতিত বলিয়া হির করিতে হইবে, সেই স্থানে বাস করিতে নাই।

মৎস্তস্কন্ধ, স্বল্পপুরাণ, বীরশিবজ্যোত্সব, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্র প্রভৃতি সকল ধর্মশাস্ত্রেই শিবলিঙ্গ পূজার অবশ্য-কর্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই অস্ত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এক সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেরই শিবলিঙ্গ পূজা অবশ্যকর্তব্য। শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিলে প্রত্য-বায়ভাগী হইতে হয়, অতএব সন্ধ্যা বন্দনাদির ছায় শিবপূজা নিত্যকর্ম। স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্মৃতির মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্শ্ব শিবলিঙ্গপূজার অবশ্যকর্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়া পূজার মন্ত্র ও বিধি ব্যবস্থাদি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহার প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিলাম না।

ভারতের প্রায় সর্বত্রই পার্শ্ব শিবলিঙ্গপূজার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ভিন্ন যে সকল স্থলে অনাদি লিঙ্গ বা প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাষণময়।

যে সকল জবা দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করা হইতে পারে, তৎ-সবকে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“কন্তুরিকার্য্য যৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্ত ৮।

কুঙ্কুমস্ত ত্রয়শ্চৈব শশিনা ৮ চতুঃসমম্ ॥

এতৈঃ গন্ধলিঙ্গস্ত কৃৎস্না সম্পূজ্য ভক্তিতঃ।

শিবসায়ুজ্যামোতি বহুভিঃ সহিতো নরঃ ॥” (গরুড়পুরাণ)

গন্ধলিঙ্গ—দুই ভাগ কন্তুরিকা, চারি ভাগ চন্দন এবং তিন ভাগ কুঙ্কুম ইহা দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিলে তাহাকে গন্ধলিঙ্গ কহে, এই লিঙ্গ ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে শিবসায়ুজ্য লাভ হয়।

পুষ্পময় লিঙ্গ—নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিলে তাহাকে পুষ্পময় লিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ পূজা করিলে পৃথি-বীর আধিপত্য লাভ হয় এবং অস্ত্রে গর্বাধিপতি হইয়া থাকে।

গোময়লিঙ্গ—(গোবরের শিব) কঙ্ক কপিল বর্ণ গোময় দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে, এই লিঙ্গপূজনে ঐশ্বর্য লাভ হয়। এ বিষয়ে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বাহার অস্ত্র গোবরের শিবপূজা করায় হয়, তাহার সূত্র্য হইয়া থাকে।

গোবরের শিবপূজার একটু বিশেষ এই যে, স্তম্ভিকাপতিত গোবরের দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিতে নাই।

রজোময় লিঙ্গ—রজঃ দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিলে বিভাধরত্ব এবং তৎপরে শিবসায়ুজ্যলাভ হইয়া থাকে।

ঘবগোময়শালিঙ্গ—ঘব, গোময় ও শালিঙ্গ তত্ত্বলয় লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে শ্রী, পুষ্টি ও পুত্রাদিলাভ হইয়া থাকে।

সিতাধনুসর লিঙ্গ—সিতাধনুসর লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে আরোগ্য লাভ হয়।

লবণজলিঙ্গ—হরিতাল ও ত্রিকটু লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া লিঙ্গ নির্মাণপূর্ব্বক পূজা করিলে উত্তম বশীকরণ হয়।

লবণজলিঙ্গ সৌভাগ্যপ্রদ, পার্শ্বলিঙ্গ সকল কামনাসিদ্ধি, তিলপিষ্টোথ লিঙ্গ অভিলাষসিদ্ধি, তুর্বাথ লিঙ্গ মারণশীল, ভস্মময় লিঙ্গ সর্বফলপ্রদ, শুভোথ লিঙ্গ শ্রীতিবর্দ্ধন, গন্ধময়লিঙ্গ গুণদায়ক, শর্করাময় লিঙ্গ সুখপ্রদ, বাশাফুরনির্মিত লিঙ্গ বংশকর, গোময়লিঙ্গ সর্বরোগপ্রদ ও কেশাঙ্গিসম্ভব লিঙ্গ সর্বশত্রুনাশক। এ ছাড়া ক্রমোদ্ধৃত লিঙ্গ দারিদ্র্যপ্রদ, পিষ্টময় লিঙ্গ বিদ্যাপ্রদ, দধি-হৃদ্ধোদ্ভব লিঙ্গ কীর্তি, লক্ষ্মী ও সুখপ্রদ, ধাতুজ লিঙ্গ ধাতুপ্রদ, ফলোথ লিঙ্গ ফলপ্রদ, ধাত্রীফলজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ, নবনীতজাত লিঙ্গ কীর্তি ও সৌভাগ্যবর্দ্ধক, দুর্কাণ্ডজাতলিঙ্গ অপমৃত্যুনাশক, কর্পূরজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ। কোভণ ও মারণ কার্যে পিষ্টময় লিঙ্গ প্রশস্ত।

অয়রাস্তম্ভগিঞ্জ লিঙ্গ সিদ্ধিপ্রদ, মৌক্তিক লিঙ্গ সৌভাগ্যপ্রদ, স্বর্ণনির্মিত লিঙ্গ মহামুক্তিপ্রদ, রাজতলিঙ্গ ভূতিবর্দ্ধক, পিত্তল ও কাংস্তজ লিঙ্গ সামান্য মুক্তিপ্রদ; ত্রুপু, আয়স ও সীসকজাত লিঙ্গ শত্রুনাশক; মিশ্র অষ্টধাতুনির্মিত লিঙ্গ সর্বসিদ্ধিপ্রদ, অষ্টলোহ-জাত লিঙ্গ কুষ্ঠরোগনাশক, বৈদূর্যমণিজাত লিঙ্গ শত্রুদর্পনাশক, ফাটিকলিঙ্গ সর্বকামপ্রদ। উপযুক্ত ধাতু ও প্রবাসি দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে ঐ সকল ফল লাভ হইয়া থাকে।

* “কার্ধ্যং পুষ্পময়ঃ লিঙ্গঃ হরগন্ধসমবিশ্রুতঃ।

নবযন্তাং ধর্য্যং ভূত্যাং গণেশোহবিপাতিগতির্ভবেৎ ॥

রজোতিনির্মিতং লিঙ্গং যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ।

বিদ্যাধরণং প্রাপ্য পদ্মাজ্জিহ্বসমো ভবেৎ ॥

শ্রীকারো গোপকুঞ্জিনঃ কৃৎস্না ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ ॥

বজ্রেন কাপিসেনৈব গোময়েন প্রকরয়েৎ ॥

কার্ধ্যং বটীকমঃ লিঙ্গং ঘবগোময়শালিঙ্গম্।

শ্রীকামঃ পুষ্টিকামস্ত পুত্রকামস্তদধরয়েৎ ॥

সিতাধনুসরং লিঙ্গং কার্ধ্যমারোগ্যবর্দ্ধনম্।

পূর্বে যে সকল লিঙ্গপূজার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কলিকালে তাত্র্যনির্দিষ্ট লিঙ্গপূজা করিতে নাই। যথা—

“তাত্র্যলিঙ্গ কলৌ নার্চেৎ রৈত্যাত্ত সীসকত চ।

রক্তচন্দনলিঙ্গঞ্চ শঙ্খকাংতায়নং তথা।

তুটীকামস্ত সততং লিঙ্গং পিতৃলসত্ত্বম্।

কীর্তিকায়া যজ্ঞেরিত্যং লিঙ্গং কাংতসমুত্তমম্।

শক্রমারণকামস্ত লিঙ্গং লৌহময়ং সনা।

সদা সীসময়ং লিঙ্গমাদুকামোহর্করয়নম্।” (যজ্ঞসংক্রান্ত মহাত্ম্য)

তাত্র্যনির্দিষ্ট লিঙ্গ, রৈত্যা, সীসক, রক্তচন্দন, শঙ্খ, কাংত, লৌহ এবং সীসকনির্দিষ্ট লিঙ্গ কলিকালে পূজা করিতে নাই।

পায়র দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে মহা ঐশ্বর্য লাভ হয়।

যন্তে লবণজং লিঙ্গং তাদ্রিকটুকাখিতম্।
গব্যদুতময়ং লিঙ্গং সংপূজা বৃদ্ধিবর্ধনম্।
লবণেন চ সৌভাগ্যং পার্থিবং সর্বকামদম্।
কামদং তিলপিষ্টোৎপাদ্যং তুয়োৎপাদ্যং স্তবম্।
ভস্মোৎপাদ্যং তুয়ি সর্বকামদং হৃৎপ্রদম্।
বাশ্পদ্রবোৎপাদ্যং বাশ্পকরং গোময়ং সর্বকামদম্।
কেশাখিতময়ং লিঙ্গং সর্বকামদম্।
কোষ্ঠেণ দ্বারং পিষ্টময়ং লিঙ্গমুত্তমম্।
দারিদ্র্যং ক্রমোদ্ধৃতং পিষ্টং সারবতপ্রদম্।
দধিহুঙ্কৃতময়ং লিঙ্গং কীর্তিলক্ষ্মীহৃৎপ্রদম্।
ধাতুং ধাতুজং লিঙ্গং কলোৎপাদ্যং স্তবম্।
পুষ্পোৎপাদ্যং দিব্যভোগ্যমুত্তমম্।
নবনোত্তমময়ং লিঙ্গং কীর্তিলক্ষ্মীহৃৎপ্রদম্।
দুর্বাশিতময়ং লিঙ্গং সর্বকামদম্।
কপূরময়ং লিঙ্গং চন্দ্রং বৈ তুষ্টিমুত্তমম্।
অমৃতময়ং চতুর্ভূজং স্তবম্।
যজ্ঞমুত্তমময়ং হৈমং রাজতং তুষ্টিমুত্তমম্।
আমৃতময়ং তথা কাংতং স্তবম্।
ত্রিশূলীসারসং লিঙ্গং শত্রুনাং হাননে হিতম্।
কীর্তিকাং কাংতজং লিঙ্গং রাজতং পুষ্টিমুত্তমম্।
পৈত্তজং তুষ্টিমুত্তমম্।
পিষ্টময়ং লিঙ্গং পূজাং রক্তচন্দনম্।
হৈমজং স্তবমুত্তমম্।
ঐশ্বর্যং বজ্রজং লিঙ্গং দিব্যজং সর্বকামদম্।
ধাতুজং ধনং সাক্ষাৎকরং স্তবম্।
লিঙ্গং গোমোহর্করং স্তবম্।
কীর্তিকাং স্তবং লিঙ্গং স্তবম্।
যজ্ঞমুত্তমময়ং মহাবৃদ্ধিবর্ধনম্।
ধারবাহিকং লিঙ্গং কলিকালমুত্তমম্।”

(যজ্ঞসংক্রান্ত মহাত্ম্য)

“পায়রঞ্চ মহাত্ম্যে সৌভাগ্যায় চ মৌক্তিকম্।” (পদ্মপুরাণ)

লিঙ্গ নির্মাণপূর্বক তাহার সংস্কার করিয়া পূজা করিতে হয়। কেবল পার্থিব লিঙ্গের সংস্কার করিতে হয় না। নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে সংস্কার করিবে। রৌপ্য বা স্বর্ণনির্দিষ্ট লিঙ্গ স্বর্ণপাত্রে তিন দিন হুঙ্কৃত মথ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে ‘দ্রাবকং যজ্ঞমহে’ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দান করা হইয়া কালকৃত্তের পূজা করিবে, পরে বৈদীতে বোদ্ধ উপচার দ্বারা পার্কর্তীর পূজা বিধেয়। তৎপরে ঐ পাত্র হইতে লিঙ্গ তুলিয়া গলাজলে তিন দিন রাখিয়া দিতে হয়। পরে যথাবিধি সংস্কার অর্থাৎ প্রীতি করা ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিতে হইবে।

“সংস্কারঃ সংপ্রেক্ষ্যামি বিশেষ ইহ যজ্ঞবেৎ।

রৌপ্যঞ্চ স্বর্ণলিঙ্গঞ্চ স্বর্ণপাত্রৈঃ নিধায় চ।

তস্মাহুস্তোত্রা তল্লিঙ্গং হুঙ্কৃতম্।

দ্রাবকং দ্বাপরিষ্ঠা কালকৃত্তং প্রপূজয়েৎ।

বোদ্ধে নোপচারেণ বোদ্ধাত্ত পার্কর্তীং যজ্ঞেৎ।

তস্মাহুস্তোত্রা তল্লিঙ্গং গলাতোরে দিনত্রয়ম্।

ততো বোদ্ধাত্তবিধিনা সংস্কারমচারয়েৎ সুধীঃ।”

(মাতৃকাত্তেদন্ত ৭ পটল)

পার্থিব শিবলিঙ্গপূজনে মৃত্তিকা ১ তোলা বা ২ তোলা পরিমাণ লইয়া তাহার দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়।

“লিঙ্গপ্রমাণং বেবেশ কথয়স্ব ময়ি প্রভো।

পার্থিবে চ শিখাদৌ চ বিশেষো যজ্ঞ যো ভবেৎ।

মৃত্তিকাতোলকং গ্রাহমথবা তোলকম্।

এতদন্তর কুর্বীত কদাচিদপি পার্কর্তি।”

(মাতৃকাত্তেদন্ত ৭ পটল)

পার্থিব লিঙ্গপূজনে মৃত্তিকাত্তেদের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গ নির্মাণ কালে ব্রাহ্মণ গুরুবর্ণ মৃত্তিকা, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, বৈশ্য পীতবর্ণ মৃত্তিকা এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে। যে স্থলে ঐরূপ মৃত্তিকার অভাব হইবে, তথায় বিভিন্ন বর্ণের মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করিলে মোহ হইবে না।

“চতুর্ধা পার্থিবং লিঙ্গং যুগ্মা ভেদেন পার্কর্তি।

গুরুং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণকং পরমেশ্বরীং।

গুরুত ব্রাহ্মণে শূদ্রে ক্ষত্রিয়ে রক্তমিষাতে।

পীতত বৈশ্যভোক্তাং কৃষ্ণকং শূদ্রে প্রকীর্তিতম্।”

(লিঙ্গার্কনতন্ত্র ৩৭)

লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হইলে লিঙ্গের বৈদ্য বিদ্যায় ও পরিমাণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ বিদ্যায় ও পরিমাণ করিতে হইবে।

লিঙ্গের দ্বিগুণা বেদী এবং তদৰ্থ পরিমাণ বোনিপীঠ করিতে হইবে। লিঙ্গ অসুষ্ঠ প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু পাবাণাদি লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হইলে সুল করিতে হইবে। রত্নাদি খাটু-নির্মিত লিঙ্গ স্থলে পরিমাণ ইচ্ছাক্রমে হইবে।

“লিঙ্গস্ত বাস্তুয্যন্তঃ পরিণাহোহপি তাদৃশঃ।

লিঙ্গস্ত দ্বিগুণা বেদী বোনিপীঠসম্বিতা ॥

কুর্বাঁতাসুষ্ঠতো হুং ন কহাতিদপি কচিৎ।

রত্নাদিশিবনির্মাণে মানমিচ্ছাবশাত্তবে ॥

শিলাদৌ চ মহেশানি সুলক কলদায়কম্।

অসুষ্ঠমানং দেবেশি যথা হোমাদ্রিয়মানকম্ ॥”

(লিঙ্গার্চনতন্ত্র ও তন্ত্রান্তর)

লিঙ্গ সুলক্ষণযুক্ত করিতে হয়। অলক্ষণ লিঙ্গ অশুভকর, এই জন্ত উহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। লিঙ্গের দৈর্ঘ্যহীন হইলে শত্রু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিমাণের হুং দীর্ঘ করা উচিত নহে। বোনিপীঠ এবং মন্তকাদিহীন করিয়া লিঙ্গ করিবে না। তাহাতে নানাবিধ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পার্শ্বি লিঙ্গে স্বাসুষ্ঠ পর্ক প্রমাণ লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে।

“লিঙ্গং সুলক্ষণং কুর্য্যাৎ তাজেন্নিঙ্গমলক্ষণম্।

দৈর্ঘ্যহীনে ভবেচ্ছাদিরধিকে শত্রুবর্জনম্ ॥

মানহীনে বিনাশঃ ভাদধিকে চ শিউকয়ঃ।

বিত্তারে চাধিকে হীনে রাষ্ট্রনাশো ভবেদ্বজবম্ ॥

পীঠহীনে তু দারিদ্র্যঃ শিরোহীনে কুলক্ষয়ঃ।

ব্রহ্মহবিহীনে চ রাজ্যং রাষ্ট্রঞ্চ নশতি।

তন্নাং সৰ্ব্বপ্রযত্নেন লিঙ্গং কুর্য্যাৎ সুলক্ষণম্ ॥”

(মাতৃকাভেদত° ৭ প°)

“স্বাসুষ্ঠপর্কমানন্ত কৃৎস লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ।

মুদাদিলিঙ্গগঠনে প্রমাণং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥” (ঘটকর্ষদীপিকা)

এক লিঙ্গ পূজা করিলে দেব ও দেবী এই উভয়েরই পূজা করা হইয়া থাকে। লিঙ্গের মূলে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণু, উপরে প্রণবাত্ম মহাদেব অবস্থিত। লিঙ্গবেদী মহাদেবী এবং লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহেশ্বর। অতএব লিঙ্গপূজার সকল দেবতার পূজাই হইয়া থাকে।

“মূলে ব্রহ্মা তথা মধ্যো বিষ্ণুত্রিভুবনেশ্বরঃ।

রুদ্রোপরি মহাদেবঃ প্রণবাত্মাঃ সদাশিবঃ ॥

লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষাৎমহেশ্বরঃ।

তন্মোঃ প্রপূজনাস্মিত্যং দেবী দেবন্ত পূজিতৌ ॥” (লিঙ্গপুরাণ)

পারদ-লিঙ্গপূজার বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, যখন পারদ লিঙ্গ নির্মাণ করা হয়, তখন নানাপ্রকার বিয় ঘটবার সম্ভাবনা। এই জন্ত সেই সময় শাস্তি সন্তান করা

আবশ্যক। পকার শব্দে বিষ্ণু, আকার অর্থে কালিকা, রকার শব্দে শিব, এবং বকার ব্রহ্মা, হুত্বস্তাং পারদ শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কালিকা বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবায়ক পারদ লিঙ্গ যিনি পূজা করেন, তিনি শিবতুল্য হইয়া থাকেন এবং ধন, জ্ঞান ও অগ্নিাদি ঐশ্বর্য লাভ করিয়া থাকেন। যদি জীবনকালে এক দিনও পারদ লিঙ্গ পূজা করা যায়, তাহা হইলেও উত্তমরূপ কল হইয়া থাকে।

“পকারং বিষ্ণুরূপকং আকারং কালিকা স্বয়ং।

রেকং শিবং বকারঞ্চ ব্রহ্মরূপং ন চাত্তথা ॥

পারদং পরমেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবায়কম্।

যো যজ্ঞেং পারদং লিঙ্গং স এব শঙ্করোহব্যয়ঃ ॥

আজ্ঞায় মধ্যো বো দেবি একদা যদি পূজয়েৎ।

স এব ধত্তো দেবেশি স জ্ঞানী স চ তত্ত্ববিৎ ॥

পারদে শিবনির্মাণে নানা বিয়ং যতঃ প্রিয়ে।

অতএব মহেশানি শাস্তিযত্নায়নকরং ॥”

এই যে সকল লিঙ্গের বিবরণ বলা হইল, এই সকল লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হয়, ইহা ভিন্ন নর্যাদি নদীতে এক প্রকার লিঙ্গ পাওয়া যায়, তাহাকে বাণলিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়ক। নর্যাদি, দেবিকা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পুণ্য নদীতে বাণ-লিঙ্গ সকল আছে, ইত্যাদি দেবগণ এই লিঙ্গের পূজা করিয়া-ছিলেন। স্বয়ং মহাদেব এই লিঙ্গে সর্গনা অবস্থিত আছেন।

“বাণলিঙ্গং তথা জ্ঞেয়ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।

উৎপত্তিঃ বাণলিঙ্গস্ত লক্ষণং শেবতঃ শৃণু ॥

নর্যাদাদেবিকায়াক্ষ গঙ্গায়মুনরোত্তথা।

সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি যম্মথৈ ॥

ইত্যাদি পুজিতান্ত্র তত্ত্বিহে বিহিতানি চ।

সদা সন্নিহিতস্তত্র শিবঃ সর্কার্ধ্যদায়কঃ।

ইন্দ্রলিঙ্গানি তান্ত্রাহঃ সাম্রাজ্যার্থপ্রদানি চ ॥”

(বীরমিত্রোদয়ধৃত কালোত্তর)

বাণলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে তাহার বেদিকা করিয়া তাহার উপর এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। তাম্র, ক্ষতিক, স্বর্ণ, পাষাণ, রজত বা রৌপ্যের বেদি করিবার বিধান আছে।

“তাত্রী বা ক্ষাটিকী স্বাপী পাবাগী রাজতী তথা।

বেদিকা চ এককর্তব্য তত্র সংস্থাপ্য পূজয়েৎ ॥”

(হোমপ্রিথুত বচন)

নর্যাদি পুণ্যনদী হইতে বাণলিঙ্গ উত্তোলনপূর্বক পরীক্ষা করিয়া পরে সংস্কার করিবে। পরীক্ষার নিয়ম—প্রথমে তুলাদণ্ডে একদিকে বাণলিঙ্গ, অপরদিকে তুলা সমান করিয়া দিয়া একবার ওজন করিবে। পরে আবার ঐ তুলা দ্বারা ওজন করিলে যদি

ঐ তুল্য অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ গৃহস্থদিগের পূজনীয়।
জন ৩, ৫ বা ৭ বার করিতে হয়। যদি তুল্য প্রত্যেক
বারই যদি সমতা হয়, অর্থাৎ এক জনই থাকে, তাহা হইলে
ঐ লিঙ্গ জলে কেল্লা নিতে হইবে। তুল্য অপেক্ষা যদি
লিঙ্গ অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ উদাসীনদিগের
পক্ষে হিতকর।

“ইত্যেতন্নক্ষত্রং প্রোক্তং পরীক্ষাতত্ত্বকাবিনৈঃ।

ত্রিঃসপ্তপঞ্চবারং বা তুলাসাম্যং ন জায়তে।

তদা বাণং সমাখ্যাতং শেখং পাবাণসম্ভবম্ ॥”

(বীরমিত্রোদয়ঃ শ্লোক)

‘তুলাকরণত্ব তুল্যেন, অপরতুলাদিবৃত্ততুলা বত্থিকাঃ স্যাত্তপা
তল্লিঙ্গং গৃহিণী, পূজ্যমবধায়াং লিঙ্গক্ষেত্রিকাং তদোদাসীনপূজ্য
তদিতি কিংবদন্তীতি হেমাম্রিখত লক্ষণাক্রান্তম্।’

“সপ্তকৃত্যন্তলারঃ বৃদ্ধিমতি ন হীয়তে।

বাণলিঙ্গমিতি খ্যাতং শেখং নার্ষদমুচ্যতে ॥

ত্রিপঞ্চবারং যত্বেব তুলাসাম্যং ন জায়তে।

তদা বাণং সমাখ্যাতং শেখং পাবাণসম্ভবম্ ॥”

(সূতসংহিতা)

বাণলিঙ্গ কি না এইরূপ প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করিয়া
তাহার সংস্কারপূর্বক পূজা করিবে।

লিঙ্গপূজাবিধি। বাণলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্য
পূজাপদ্ধতিক্রমে গণেশাদি দেবতা পূজা করিয়া বাণলিঙ্গকে জান
করাইতে হইবে। পরে নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপ-
চারে পূজা এবং পুনরায় ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। পূজা
যথাসক্তি বোড়শাদি উপচারে করা যাইতে পারে। ধ্যান—

ও প্রমত্তঃ শক্তিসংযুক্তঃ বাণাখ্যং মহাপ্রভম্।

কামবাণাধিতঃ দেবঃ সংসারদহনকমম্।

পূজারাদিরলোভাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্ ॥”

এই ধ্যানে পূজা ও জপাদি করিয়া তব পাঠ করিতে হয়।

বাণলিঙ্গপূজার আবাহন ও বিসর্জন নাই।

বাণলিঙ্গ বহু প্রকার,—আগ্নেরলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, নৈঋতলিঙ্গ,
বায়ুলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, সৌম্যলিঙ্গ, বৈকুণ্ঠলিঙ্গ, বরহুলিঙ্গ,
মৃত্যুঞ্জয়লিঙ্গ, নীলকণ্ঠ লিঙ্গ, মহাদেবলিঙ্গ, জগন্নিব, ত্রিপুরারি-
লিঙ্গ, অর্জুনায়ীশ্বর লিঙ্গ ও মহাকাল লিঙ্গ প্রভৃতি। ইহাদের
প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই
সেই লক্ষণ দ্বারা ঐক লিঙ্গ হিঙ্গ করিতে হয়। বাণলিঙ্গের শুভ-
শুভ লক্ষণ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়।

নিম্নলিঙ্গ—বাণলিঙ্গ কর্কশ হইলে পুত্রদ্বারাদিকর, চিপিটা-
কার অর্থাৎ চোপ্টা হইলে গৃহভঙ্গ, এক পার্শ্বস্থিত হইলে

পুত্রদ্বারাদি ধনকর, নির্যোশেপ ক্ষুতিত হইলে ব্যাধি, লিঙ্গ ছিন্ন
হইলে বিদেশগমন, এবং লিঙ্গে কর্ণিকা থাকিলে ব্যাধি হয়,
সুতরাং এই সকল দোষবৃত্ত বাণলিঙ্গ পূজা করিতে নাই। ইহা
ভিন্ন তীক্ষ্ণগ্রা, বক্রশীর্ষ, এবং ত্র্যস্ত্র (ত্রিকোণ) লিঙ্গ পরিবর্জনীয়।
ইহা ভিন্ন অতি মূল, অতিক্রম, বর ও ভূষণবৃত্ত লিঙ্গ গৃহী পূজা
করিবে না, এই লিঙ্গ যাহারা মোক্ষার্থী তাহাদের পক্ষে হিতকর।

“কর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদ্বারকরো ভবেৎ।

চিপিটে পুজিতে তস্মিন্ গৃহভয়ো ভবেৎপ্রবম্ ॥

একপার্শ্বস্থিতে মেঘপুত্রদ্বারধনকরঃ।

শিরসি ক্ষুতিতে বাণে ব্যাধির্দুর্গমেষ চ ॥

ছিন্নলিঙ্গেহচ্ছিতে বাণে বিদেশগমনং ভবেৎ।

লিঙ্গে চ কর্ণিকা দৃষ্টা ব্যাধির্দান জায়তে পূমান্ ॥

তীক্ষ্ণগ্রাং বক্রশীর্ষকং ত্র্যস্ত্রলিঙ্গং বিবর্জয়েৎ।

অতিমূললক্ষ্যতিক্রমং বরং বা ভূষণাধিতম্ ॥

গৃহী বিবর্জয়েত্তাদৃক্ তন্নি মোক্ষার্থিনো হিতম্ ॥” বীরমিত্রোদয়

শুভলিঙ্গ—ঘনাভ ও কপিল বর্ণ লিঙ্গ বিশেষ শুভ, এই লিঙ্গ
পূজার শুভ হইয়া থাকে। লঘু বা মূল কপিল বর্ণ লিঙ্গ গৃহী
কপাশি পূজা করিবে না। ভ্রমরের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ সপীঠ অপরী
বা মস্ত্র সংস্কার রহিত হইলেও তাহা গৃহস্থ পূজা করিতে পারে।

“অর্থদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাক্ষিকং।

লঘু বা কপিলং মূলং গৃহী নৈবার্কসং কচিং ॥

পূজিতবাং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্।

তৎসপীঠমপীঠং বা মস্ত্রসংস্কারবর্জিতম্ ॥” (বীরমিত্রোদয়)

বাণলিঙ্গের আকার পয়বীজের সদৃশ। এই বাণলিঙ্গ ভুক্তি
ও মুক্তিপ্রদায়ক। পক্ষ জন্তু ফলের স্তায় ও কুহুটাও সমাকৃতি যে
লিঙ্গ তাহাও বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত, এই লিঙ্গও পূজার বিশেষ
প্রশস্ত। মধুবর্ণ, গুরু, নীল, মরকত মণির বর্ণ এবং হংসভিষের
আকৃতিবিশিষ্ট যে লিঙ্গ, তাহা স্থাপনে প্রশস্ত। এই লিঙ্গ
নন্দনাদি নবী জলে পক্ষত হইতে বরংই উভূত হন। সুতরাং
নবী হইতে তুলিয়া আনিয়াই সংস্কার করিয়া পূজা করিতে পারা
যায়। পূর্বে বাণ তপজা করিয়া মহাদেবের নিকট বর লইয়াছিল
যে, তিনি সর্বদা পক্ষতে লিঙ্গরূপে আবিস্কৃত থাকিবেন, এইজন্য
জগতী তলে ঐ লিঙ্গ বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত। একটী বাণলিঙ্গ
পূজা করিলে বহুলিঙ্গ পূজার ফলপ্রাপ্ত হয়।

“পক্ষজন্তু কদাকারং কুহুটাওসমাকৃতি।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদং বাণলিঙ্গমুদাহৃতম্ ॥

পক্ষজন্তুকালারং কুহুটাওসমাকৃতি ॥

প্রশস্তং নার্ষদং লিঙ্গং পক্ষজন্তুসমাকৃতি ॥

মধুবর্ণং তথা গুরু নীলং মরকতপ্রভম্ ॥

হংসভিকারিত পুনঃ স্থাপনার্থে প্রস্তুত ।
 স্বয়ং সংস্রবতে লিঙ্গঃ গিরিতো নর্যবাতটে ।
 আবিরাসীং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ।
 বাণলিঙ্গমপি খ্যাতমতোহর্থী জগতীতলে ॥
 অভ্যেবাং কোটিলিঙ্গানাং পূজনে বৎ কলং ভবেৎ ।
 'তৎ কলং লভতে মর্ত্যো বাণলিঙ্গকপূজনাত্ ॥'

(হেমাদ্রিযুত পুরাণবচন)

পার্শ্ব লিঙ্গপূজা—পার্শ্ব লিঙ্গপূজা করিতে হইলে প্রথমে লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হয় । 'ও হরায় নমঃ' এই মন্ত্রে এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা লইয়া 'ও মহেশ্বরায় নমঃ' বলিয়া অজুষ্ঠ পরিমিত লিঙ্গ নির্মাণ করিতে হইবে । মৃত্তিকা সমান তিন ভাগ করিয়া উপরের ভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গোব্রীণীঠ এবং শেষ ভাগ দ্বারা বেদী অর্থাৎ আসন প্রস্তুত করিতে হয় । উপরের ভাগকে লিঙ্গ, মধ্যভাগকে গোব্রীণীঠ এবং নিম্নভাগকে বেদী কহে । দুই হাতের মধ্যে যে কোন হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করা যাইতে পারে, এক হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণ করাই প্রস্তুত । নিত্য জসমর্থ হইলে দুই হস্ত দ্বারাও লিঙ্গ গড়ান যাইতে পারে । এইরূপে নির্মাণ করিয়া একটা ক্ষুদ্র গোলাকার মৃত্তিকা লিঙ্গের মন্তকোপরি দিতে হইবে । ইহার নাম বজ্র । অপরে লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া দিলে পূজক শিবের গাত্রে হাত দিয়া 'ও হরায় নমঃ' ও 'ও মহেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্র পড়িবে । পূজার সময় শিবলিঙ্গের পিণাক উত্তরদিকে করিয়া বিষ্ণুপত্রের উপর বসাইতে হয় । সামান্য পূজাবিধি অনুসারে আসনভুক্তি, জলভুক্তি, গণেশাদি প্রকৃতি দেবতা পূজা করিয়া লিঙ্গপূজা করিতে হইবে । পূজার সময় ললাটে তম্ব বা মৃত্তিকার ত্রিগুণ এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ বিধেয় ।*

পরে শিবের ধ্যান করিতে হইবে । ধ্যান বথা—

"ও ধ্যারেন্নিষ্ঠাং মহেশং রজতগিরিনিভং চাক্রচক্রাবতঃসং
 রজাক্রমোচ্ছলান্বং পরশুমুগবরাভীতিহন্তং প্রসন্নম্ ।

পদ্মাসীনং সমভ্যং স্তম্ভমমরগণৈর্গায়ত্রীকৃতিং বসানং

বিষাডং বিষবীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্ ।"

এই ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পরে ধ্যান পাঠ করিয়া শিবের মন্তকে জল দিতে হইবে । পরে 'ও পিণাক-ধ্বক ইহাগজ, ইহাগজ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ ।' এইরূপে আবাহনাদি করিবে । আবাহনী প্রকৃতি পাচটা ব্রহ্ম দেখাইয়া আবাহনাদি করিতে হয় । পরে 'ও শূল-

পাণে ইহ স্প্রোতিষ্ঠিতো ভব' এইরূপে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া 'ও পশুপত্রে নমঃ' এই মন্ত্রে তিনবার শিবের মন্তকোপরি জল দিয়া শিবের মন্তকের বস্ত্র কেলিয়া দিয়া তরুণরি চারিটা আতপ তরুল দিতে হয় । পরে পাভাদি দশোপচার দ্বারা পূজা বিধেয় । 'ও এতৎ পাভং ও নমঃ শিবায় নমঃ ।'

"ইদমর্থ্যং ও নমঃ শিবায় নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পাভ, অর্থ্য, আচমনীয়, মধুশর্ক, দ্বানীয়, গন্ধ, পুষ্প, বিষ্ণপত্র, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দিতে হইবে । শিবের অর্থ্য কলা ও বিষ্ণপত্র দিতে হয় । পরে শিবের অষ্টমূর্তির পূজা করিতে হয় । পূর্বদিকে—এতে গন্ধপুষ্পে 'ও সর্কার কিতমূর্ত্তরে নমঃ' ঈশান-কোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও ভবায় জলমূর্ত্তরে নমঃ' উত্তরে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তরে নমঃ' বায়ুকোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তরে নমঃ' পশ্চিমে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও ভীমায় আকাশমূর্ত্তরে নমঃ' নৈঋতে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও পশুপত্রে বজ্র-মানমূর্ত্তরে নমঃ' দক্ষিণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও মহাদেবার সৌম্যমূর্ত্তরে নমঃ' অগ্নিকোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ও ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তরে নমঃ' এইরূপে অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিয়া বথান্ধিক জপ ও গুহ্যতিগুহ্য মন্ত্রে জপ ও বিসর্জন করিতে হইবে । তৎপরে দক্ষিণকরের বৃদ্ধামূর্ত্ত ও তজ্জনী বোণ করিয়া তদ্বার্য বম্ বম্ শব্দে দক্ষিণ গাল বাত করিতে হয় । এই সময় মহিষঃ তব প্রকৃতি শিবের তবকবচ পাঠ করা আবশ্যক । অসমর্থ হইলে অভাবপক্ষে ২।১টা শ্লোকও পাঠ করা বিধেয় । পরে নির্যোক্তমন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে ।

মন্ত্র—ও নমস্তভ্যং বিরূপাক সমন্তে দিব্যচক্ষুবে ।

নমঃ পিণাকহস্তায় হংসপাশাসিপাণয়ে ।

নমঃশৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পত্রে নমঃ ॥

বাণেশ্বরায় নরকপীতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়নাগরায় ।

কপূরকুন্দলশেলশূভ্রাধরায় দারিদ্ৰ্য্যহংসধনানায় নমঃ শিবায় ॥

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে ।

নিবেদয়ামি চান্ধানং স্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

নমস্তে কং মহাদেব লোকানাং শুক্লবীশ্বরম্ ।

পুংসামপূর্ণকামানায় কামপূরায়ামি পম্ ॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণহস্তে অর্ধাজল গ্রহণপূর্বক নির্যোক্ত মন্ত্রে আত্মলম্পণ করিয়া শিবের মন্তকে একটু জল দিতে হইবে ।

মন্ত্র বথা—'ইতঃ পূর্বাং প্রাণবুদ্ধিবেদধর্মাদিকার্যতো জাগ্রৎ-
 স্বপ্নস্থত্ব্যবস্থায় মনসা বাচ্য হস্তাত্ম্যং পত্যাভ্যুদয়েণ শিরাঃ স্ব-
 ত্বতঃ স্বত্বতঃ কহত্যং তৎসর্কারী শ্রীশিবায় বাহ্যঃ, মাং মর্দীয়ঃ সফলঃ
 সম্যক শ্রীশিবচরণে সমর্পয়ে ।'

* "বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রং ন বিনা রজ্জ্বকলায়াম্ ।

বিদ্যঃ মাদুরপঞ্চেণ মার্কণ্ডেয়ঃ পার্শ্বিকং শিষ্যঃ ।"

এইরূপে আব্রহ্মমৰ্ণপূৰ্ণক কৃতান্তলি হইয়া কমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

“ও আবাহনঃ ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।

বিসৰ্জনঃ ন জানামি ক্মম্ব পরমেশ্বরঃ।”

এইরূপে কমা প্রার্থনা করিয়া বিসৰ্জন করিতে হয়। ঈশান-কোণে জলের দ্বারা একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া পরে সংহার-মুদ্রা দ্বারা একটি নির্মাল্য পুন্স লইয়া আত্মাণ করত ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর দিতে হয়, এই সময় চিত্তা করিতে হয় যে, পূজিত দেবতা আমার হৃৎপদ্ম মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পরে ‘এতে গন্ধপুন্সে ও চতুশ্চরায় নমঃ’ ও মহাদেব ক্মম্ব’ বলিয়া শিব লইয়া ঐ মণ্ডলের উপর কাত করিয়া দিতে হয়।

প্রত্যহ্নয় শিবলিঙ্গপূজা—আবাহন, বিসৰ্জন ও গঠনাদি নাই। পূজাপ্রণালী সমস্তই পূৰ্ণরূপ, কেবল দ্বানের সময় ‘ও নমঃ শিবায় নমঃ’ মন্ত্রে দ্বান করা হইতে হইবে। জলে শিবপূজা করিলে আবাহন ও বিসৰ্জন নাই। ধ্যান পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ‘হৌ বাণেশ্চরায় নমঃ’ এই মন্ত্রে উপচারাদি দিতে হয়। সকল পুন্সে শিবপূজা করিতে নাই। মল্লিকা, মালতী, জাতী, শেলিকা, জবা, বকুল ও কাটি উপরপুন্স নিষিদ্ধ।

বাণলিঙ্গ পূজার পর নিম্নোক্ত ত্রয় পাঠ করা বিধেয়, ত্রয় যথা,
“বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারান্ত্রাং হি মাং প্রভো।

নমস্তে চোগ্রুপায় নমস্তে হব্যকরণায় ॥

সংসারকারিণে তুভ্যং নমস্তে হৃদয়করণকৃৎ।

শ্রমন্তায় মহেশ্চরায় কালরূপায় বৈ নমঃ ॥

দ্বনায় নমস্তভ্যং নমস্তে যোগকারিণে।

ভোগিনাং ভোগকর্ত্তে চ মোক্ষদাত্রে নমোনমঃ ॥

নমঃ কামপ্রণাশায় নমঃ কন্মবহারিণে।

নমো বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্বরূপিণে ॥

বাণস্ত বরদাত্রে চ রাবণস্ত ক্ষরায় চ।

রামস্তাস্ত্রগ্রাহার্যায় রাজায় ভরতস্ত চ ॥

সুনীনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষরায় চ।

নমস্তভ্যং নবমস্তভ্যং নমস্তভ্যং নমো নমঃ ॥”

ইত্যাদি।

শিবপুরাণে দ্বাদশটি জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ আছে, এই জ্যোতির্লিঙ্গ সকল লিঙ্গ হইতে ভ্রষ্ট। এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে কাশীক্ষেত্র প্রধান। এই স্থলের বিবেচনায় নামক লিঙ্গ প্রথম, বদরিকাশ্রমে কেদারেশ্বর, ত্রিশৈলে মল্লিকার্জুন নামক লিঙ্গ ও ভীমশঙ্কর লিঙ্গ, ওকারে অমরেশ, উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বর, সুরাটে সোমনাথ, পারলীতে বৈষ্ণনাথ, ওড়িশায়ে নাগনাথ, শৈবালে হৃবশেশ, ব্রহ্মগিরিতে ত্র্যম্বক এবং সেতুবন্ধে রামেশ্বর

লিঙ্গ এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, এই জ্যোতির্লিঙ্গ হর্শনপূজনাদিতে ইহ ও পরলোকে অশেষ কল্যাণসাধন হইয়া থাকে।*

লিঙ্গক (পুং) লিঙ্গেন কায়তীতি কৈ-ক। কণিথ বৃক।

লিঙ্গজা (স্ত্রী) লিঙ্গিনী লতা। (রাজনি)।

লিঙ্গগুণ্ডমরাম, শূনাররসোদর নামক মিশ্রভাণপ্রণেতা।

লিঙ্গতোভদ্র (স্ত্রী) ১ ভদ্রোক্ত মন্ত্রাঙ্কক চক্রভেদ। ২ দীধিতিভেদ।

লিঙ্গত্ব (স্ত্রী) লিঙ্গত্ব ভাবঃ। লিঙ্গের ভাব বা ধর্ম।

লিঙ্গদেহ (পুং) হৃদ্যদেহ, লিঙ্গশরীর।

লিঙ্গদ্বাদশত্রয় (স্ত্রী) ত্রয়ভেদ।

লিঙ্গধর (ত্রি) চিহ্নধারণকারী। গুণবান।

“ধর্ম্যং পরিচ্যুতো রামো ধর্মলিঙ্গধরশ্চ সন।” (রামাং ৩।১৬।২০)

“হৃদ্যলিঙ্গধর” (ভাগ০ ৭।৫।৮)

লিঙ্গধারণ (স্ত্রী) বংশ বা ধর্মসম্প্রদায়ের পার্থক্যসূচক চিহ্নাদি ধারণ।

লিঙ্গধারিন্ (ত্রি) ১ চিহ্নধারিমাাত্র। ২ বাহারা শিবলিঙ্গ ধারণ করে। শৈব বা জগৎসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুরা গলদেশে অথবা বাহুতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

লিঙ্গধারিণী (স্ত্রী) নৈমিষস্থ দাম্পত্যগী মূর্ত্তিভেদ।

লিঙ্গনাশ (পুং) লিঙ্গং ইন্দিয়শক্তিং দৃষ্টিং নাশয়তীতি ১ নেত্ররোগবিশেষ, নীলিকা নামক নেত্ররোগ। ইহাকে চলি কণায় তিমির, বা বাপস্ বা বলে।

“কাচে উপেক্ষিতে তৃতীয়ং চতুর্থং

পটলং বা গতে লিঙ্গনাশো জায়তে”

* “কুত্র কুত্র স্থলে লিঙ্গং ভবেজ্যতিপ্রদং ভব।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

জায্যস্থানে এবক্যামি কাশীক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্।

তত্র বিবেচয়ং নামা জ্যোতির্লিঙ্গং ভবিষ্যতি ॥

বদরিকাস্রমে পুণ্যে দ্বিতীয়ং লিঙ্গমুত্তমম্।

কেদারেশ্বরিতি খ্যাতং মম জানীহি হৃদয়তী ॥

তৃতীয়ং যিকি মল্লিঙ্গং ত্রিশৈলে মল্লিকার্জুনম্।

চতুর্থং শৃগু মন্তব্যং ভীমশঙ্করমুত্তমং।

ওকারে অমরেশ্বক পঞ্চমং লিঙ্গমীরিতম্।

পত্ন্যঙ্কলিত্যং বটক মহাকালেশ্বরং হ্রস্বম্ ॥

সৌরট্যাং সোমনাথক সপ্তমং লিঙ্গমীরিতম্।

পারল্যাশ্রমং লিঙ্গং বৈষ্ণবাণাং সপ্তমীরিতম্ ॥

ওড়ে চ মধ্যমং লিঙ্গং নাগনাথং হ্রস্বম্বকং।

শৈবালে হৃবশেশক ষষ্ঠমং লিঙ্গমীরিতম্।

একাদশং ব্রহ্মগিরৌ ত্র্যম্বকং নাথমুত্তমম্।

সেতৌ রামেশ্বরং লিঙ্গং দ্বাদশং পরিকীর্তিতম্ ॥

ইমানি জ্যোতির্লিঙ্গানি ভূক্তিমুক্তিপ্রদানি বৈ।

অমৃতপ্রদং সর্বকর্ম কথিতানি তথাশ্রুতঃ ॥ শিষ্যপু উত্তরঃ ৩ ৷

দোষ তৃতীয় বা চতুর্থ পটল প্রাপ্ত হইলে এই রোগ উপস্থিত হয়।

স্বপ্নতে এই রোগ সঘর্ষে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—দৃষ্টি-বিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানবের দৃষ্টি পক্ষত্বের ভগ্ন হইতে সমুৎপন্ন, বাহুপটল অথবা তেজ কর্তৃক আবৃত, শীতল-প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং খড়োতের বিকূলিলক্ষণে নির্মিত মনুষ্যল-পরিমাণে বিবরাকৃতি দোষ সকল বিগুণ হইয়া শিরাসমূহের অভ্যন্তরে গমনপূর্বক দৃষ্টিশক্তির হ্রাস করিয়া থাকে। দোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিনিরোগ হয়। ইহাতে এক-কালে দর্শনশক্তির রোধ হইলে লিঙ্গনাশ কহে। এই রোগ অতিগতীর না হইলে চক্ষু, শৃংখা, বিভ্রাৎ ও নক্ষত্রবিশিষ্ট আকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং নির্মলতেজ ও জ্যোতিঃ-পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। লিঙ্গনাশরোগের এই অবস্থাকে নীলিকাকাচ কহে।

এই লিঙ্গনাশরোগ বাতাদি দোষে ছুট হইয়া নানাবিধ হইয়া থাকে। লিঙ্গনাশরোগ বায়ুকর্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ বর্ণ, সচল ও আবিল দেখায়। পিত্ত কর্তৃক হইলে আদিত্য, খড়োত, ইন্দ্রধনু, তড়িৎ ও ময়ূরপুচ্ছের জ্ঞার বিচিত্র নীল অথবা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, অথবা সমস্ত জলপ্রাবিতের জ্ঞায় দেখায়। রক্ত কর্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময় দেখায়। ককজ্ঞাত এই রোগ জন্মিলে—সমস্তই ষ্ঠেতবর্ণ ও সিদ্ধ দেখায়। সন্নিপাত কর্তৃক হইলে সকল পদার্থ হরিত, কৃষ্ণ, ধূস্র প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট ও বিভ্রাতের জ্ঞায় বোধ হয়। সকল পদার্থই দ্বিধা বা বহুধা দৃষ্ট হয়, অথবা ব্রহ্ম, দীর্ঘ, বা জ্যোতিঃস্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লিঙ্গনাশরোগে ছয় প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। বায়ুরোগে দৃষ্টিমণ্ডল রক্তবর্ণ, পিত্ত কর্তৃক পরিমারিরোগ বা নীলবর্ণ, স্নেহকর্তৃক ষ্ঠেতবর্ণ, শোণিত কর্তৃক রক্তবর্ণ এবং সন্নিপাত কর্তৃক বিচিত্রবর্ণ হয়। পরিমারিরোগে দৃষ্টিমণ্ডলে রক্ত জন্ত অরুণবর্ণ মণ্ডলাকার স্থলকান্ড জন্মে, অথবা সমস্ত মণ্ডল ঐবৎ নীলবর্ণ হয়। এই রোগে কখন কখন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় হইয়া দৃষ্টি-শক্তি প্রকাশ পায়। (স্বপ্নত উত্তরত নেত্ররোগাধিঃ)

[ইহার চিকিৎসাদির বিবরণ নেত্ররোগশব্দে দেখ।]

২ লিঙ্গত নানঃ। স্বপ্নদেহের বিনাশ, মোক্ষ। “বহুত্বা বোনিগতত বৃদ্ধিঃ দৃষ্টতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।” (বেতাভতর উপঃ ১।১০) লিঙ্গনাশঃ স্বপ্নদেহত বিনাশঃ। (শঙ্কর)

৩ বজ্রভঙ্গ রোগ। শিরোনানশক্তির রাহিত্য। ৪ পরিবৃত্ত মধ্যাক চিহ্নাদির বিলয়।

লিঙ্গপরাশর্য (পুং) ভাষ্যোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট দীর্ঘায়ু প্রকার-

ভেদ। যেমন ধূম্র, ধূমচিহ্নই অগ্নির উল্লেখক। ধূমচিহ্নের অল্পমান দ্বারা অগ্নি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া উহা লিঙ্গপরাশর্যে সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

লিঙ্গপীঠ (স্ত্রী) মন্দির মধ্যে যে চত্বরোপরি দেবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকে, উহাকে গর্ভপীঠও বলা যায়। (রাভতরঙ্গিনী ২।১২৬)

লিঙ্গপুরাণ (স্ত্রী) মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত একখানি পুরাণ গ্রন্থ। ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে লিখিত হইয়াছে।

[পুরাণ দেখ।]

লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি (পুং) লিঙ্গাদি লিঙ্গস্থাপনপদ্ধতি।

লিঙ্গভট্ট, জনৈক অমরকোষটীকা-রচয়িতা।

লিঙ্গমাহাত্ম্য (স্ত্রী) দেবলিঙ্গের মহত্ব। পুরাণাদিতে তীর্থকালকে তত্তদ্বাহনের দেবলিঙ্গের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। কন্দপুরাণের অবস্থিৎও ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

লিঙ্গমূর্ত্তি (পুং) লিঙ্গরূপ মূর্ত্তিভূত। শিব।

লিঙ্গময়সূত্রি, অমরকোষপদবিবৃতিগ্রন্থেতা। বঙ্গলকামর ভট্টো-পাধ্যায়ের পুত্র।

লিঙ্গরোগ (পুং) লিঙ্গজ রোগঃ। লিঙ্গের রোগ, উপদংশরোগ, চলিত গরমির পীড়া।

“হস্তাভিঘাতাম্রধদস্তাভাদ্যাদানাদতুপসেবনাদা।

যোনিপ্রদোষাত ভবন্তি শিশ্রে পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ॥

(ভাবপ্রঃ উপদংশরোগাধিঃ)

লিঙ্গদেশে হস্ত, নখ বা দস্ত দ্বারা অভিঘাত হইলে, শির-প্রক্ষালন না করিয়া অপরিষ্কার রাখিলে, অতিরিক্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গ করিলে, দূষিত যোনিতে উপগত হইলে এবং অজ্ঞাত নানাপ্রকার অপচার দ্বারা শিশ্রদেশে বাতিক, স্নায়িক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ এই পাঁচ প্রকার উপদংশ রোগ হয়। [উপদংশরোগ শব্দ দেখ।]

লিঙ্গলেপ (পুং) রোগভেদ।

লিঙ্গবৎ (ত্রি) ১ চিহ্নযুক্ত। (ভাগঃ ৭।২।২৪), লিঙ্গোপাসক বা শিবলিঙ্গধারী শৈব সম্প্রদায়ভেদ। অধিকসম্ভব এই লিঙ্গবৎ শব্দ হইতে দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে।

লিঙ্গবর্দ্ধ (পুং) লিঙ্গ বর্দ্ধতীতি বুধ-পিচ-অচ্। ১ কপিখ-বৃক্ষ। (শব্দচ) ২ লিঙ্গবৃদ্ধিকরণ, লিঙ্গের বর্দ্ধন। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে—

“কটুতৈলং ভস্মাতকং বৃহতীফলদাড়িমম্।

বহুলৈঃ সপ্তিভ্যং লিঙ্গং লিঙ্গং তেন বিবর্দ্ধতে॥ অপিচ—

কুষ্ঠমাবরীচানি তগন্ধা নমুগিঙ্গলী।

অপামারীখল্যা চ বৃহতীলিতসর্বপাঃ॥

ববতিলা সৈন্দবক পাণিকোষভট্টনং শুভম্।

লিঙ্গবাহুত্বনাক কর্ণদোষ দ্বিগুণতবেৎ॥” (গরুড়পুঃ ১৮.জ)

কুষ্ঠ, মাঘ, মরীচ, তগর, মধুশিঙ্গলী, অপামার্গ, অম্বগন্ধা, বৃহতী, সিতসর্ষপ, যব, তিল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া লিঙ্গ ও স্তন্যদ্বিতে মর্দন করিলে উহার বৃদ্ধি হয়।

লিঙ্গবর্দ্ধন (ত্রি) শিল্পের বৃদ্ধিকরণ।

লিঙ্গবর্দ্ধিন্ (ত্রি) ১ লিঙ্গবৃদ্ধি। ত্রিমাং ভীপ্। লতাভেদ (Achyranthes Aspera)।

লিঙ্গবর্দ্ধিনী (স্ত্রী) লিঙ্গ বর্দ্ধয়তীতি বৃধ্-ণিচ্ ইনি, ভীপ্। অপামার্গ। (শব্দচ°)

লিঙ্গবিপর্যায় (পুং) ব্যাকরণগোক্ত পুংস্ত্র্যাদি লিঙ্গের পরিবর্তন। চিত্তের বৈপরীত্য।

লিঙ্গবৃদ্ধি (পুং) লিঙ্গমেব বৃদ্ধির্জীবনোপায়ো যন্ত। জীবিকার্থ জটাদি চিহ্নধারণ। পর্যায়—ধর্মধ্বজী।

“জীবিকাদিনিমিত্ত যো বিত্তস্তি জটাদিকম্।

ধর্মধ্বজী লিঙ্গবৃদ্ধির্হং তত্র নিগজতে ॥” (শব্দরত্না°)

লিঙ্গবেদী (স্ত্রী) দেবমূর্তি স্থাপনের চত্বর।

লিঙ্গশরীর (স্ত্রী) লিঙ্গদেহ। হস্তশরীর, মূত্ৰাধারা যাহার ধ্বংস হয় না। [প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

লিঙ্গশাস্ত্র (স্ত্রী) ব্যাকরণগোক্ত শব্দসমূহের লিঙ্গাদিনির্গায়ক নিয়মাবলী। ২ ব্যাকরণ গ্রন্থভেদ।

লিঙ্গসমূহা (স্ত্রী) লতাবিশেষ, লিঙ্গিনী।

লিঙ্গস্থ (পুং) লিঙ্গে ব্রহ্মচার্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ব্রহ্মচারী।

“ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্যো ন কারককুশীলবো।

ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্কেতো বিনির্গতঃ ॥” (মহাভাষ্যে)

‘লিঙ্গস্থঃ ব্রহ্মচারী’ (কুল্লুক°)

লিঙ্গহনী (স্ত্রী) মূকা।

লিঙ্গাগ্র (স্ত্রী) মেঢ়াগ্রভাগ।

লিঙ্গানুশাসন (স্ত্রী) ১ লিঙ্গব্যবহারপ্রণালী। ২ ব্যাকরণগোক্ত শব্দাদির লিঙ্গনিরূপণার্থ যে নিয়ম বিহিত হইয়াছে।

লিঙ্গায়ৎ, দক্ষিণ-ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শৈবসম্প্রদায়। লিঙ্গমূর্তির উপাসনা তাঁহাদের ধর্ম এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য কোটার কবচরূপে স্বর্ণ বা প্রস্তরনির্মিত শিবলিঙ্গমূর্তি বাহতে বা গলদেশে ধারণ তাহাদের প্রধান কর্ম। এতদ্বির তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ, অস্ত্রোষ্টি প্রভৃতি বিষয়েও নানারূপ বিভিন্ন আচারপদ্ধতি প্রচলিত আছে।

দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থানে জঙ্গম, লিঙ্গধারী, লিঙ্গধর, লিঙ্গবন্ত, লিঙ্গমৎ প্রকৃতি নামে পরিচিত। তাঁহারা বীরচারী শৈব। গলদেশে বা বাহতে লিঙ্গধারণ ও তাঁহারা উপাসনাদি ব্যতীত তাঁহারা বিশেষ কোন ধর্মপদ্ধতির অনুসরণ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই।

ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা জাতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন না। কৃষিকার্য ও বাণিজ্যপরিচালনই তাঁহাদের জীবিকাকর্জনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির বাহু ক্রিয়া-কাণ্ড বিশেষ প্রকার সহিত সম্পাদন করিলেও, নীতিসম্পর্কে তাঁহাদের বিশেষরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়। বেদ ও ব্রাহ্মণে তাঁহাদের কোনরূপ আস্থা নাই।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণভারতে শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তথাকার বর্তমান লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় লিঙ্গায়ৎ নামে প্রসিদ্ধ। কল্যাণপত্তনের অধিপতি বিজল রাজার সময়ে ঐ অঞ্চলে জৈনধর্মের সমধিক প্রাচুর্য্য ছিল। ১১৬০ খৃষ্টাব্দের পর, বাসব নামক এক ব্রাহ্মণকুমার জৈন ধর্মমত নিরসন করিয়া শিবপূজা প্রচার উদ্দেশে দাক্ষিণাত্যভূমে জঙ্গম-সম্প্রদায় প্রবর্তিত করেন। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাম্ জেলার মধ্যবর্তী ভাগোয়ান গ্রামে এক শৈব ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বীয় মতবিস্তার ও তৎসংক্রান্ত নানাকার্য সাধন করিয়া ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। বাসবপুরাণে তাঁহার চরিত্র সবিশেষ বর্ণিত আছে। জঙ্গমেরা উক্ত পুরাণ ও সাম্প্রদায়িক অজ্ঞাত গ্রন্থসমূহের তাঁহাকে শিবানুচর নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, উপনয়নের সময়ে সূর্যোপাসনা করিতে হয় বলিয়া বাসব বাল্যকালে সূর্যোপবীত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, “আমি শিব ভিন্ন অস্ত্র গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিব না। পরে তিনি স্বীয় মত-প্রতিপোষক একটা অভিনব উপাসক সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিতে প্রবৃত্ত হন।’

বাসব হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত সূর্য্য, অগ্নি ও অজ্ঞাত দেবদেবীর পূজা, জাতিভেদ, মরণান্তর যোনিভ্রমণ, ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মসন্তান ও গুহ্যজ্ঞা, তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রভাব ও অভিসম্পাতের আশঙ্কা, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, স্থানবিশেষের মাহাত্ম্য, স্ত্রীলোকদিগের অপ্রোখাত ও অপবিত্রতা, নিকট সম্পর্কীয় কন্ডার পাণিগ্রহণ-প্রতিষেধ, গঙ্গাদি তীর্থজল সেবন, ব্রাহ্মণতোষন ও উপবাস, শৌচাশৌচ, স্থলকণ, কুলকণ, অস্ত্রোষ্টিক্রিয়ার আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয় ভ্রমাত্মক বলিয়া অগ্রাহ করেন এবং তাহা পরিবর্তন করিতে আদেশ দেন।

তিনি কৃত্ত কৃত্ত লিঙ্গমূর্তি প্রস্তুত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ শিষ্যগণের হস্তে ও গলদেশে ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ঐশ্বর্য, স্বর্গ, ভূক, লিঙ্গ, ও জঙ্গম এই চারিটি পরমেশ্বর-রূপ পবিত্র পদার্থ। লিঙ্গায়তগণ ঐ লিঙ্গ ব্যতিরেকে বিবৃতি ও ব্রহ্ম নামক শৈবচিহ্ন দুইটি ধারণ করেন।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রী পুরুষ উত্তর জাতিই বহুপদপ্রবণের অধিকার আছে। বীকাকালে গুরু শিবের কর্ণকূহের মন্ত্রোপদেশ দান করেন এবং তাহার গলবেশে কিংবা হস্তে লিঙ্গমূর্তি বাঁধিয়া বেন। গুরুর পক্ষে মন্ত্র, মাস ও তাৎপল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন। এই বিধবাবিবাহের ক্রিয়াপদ্ধতি স্বতন্ত্র। ইহাতে বিশেষ খরচ নাই। পাত্র বিধবাকে ৫ হইতে ১০ টাকা দিলেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। এই সময় বিধবা কঙ্কাকৈ স্বামিগৃহেই পিত্রা-লগ্নে আসিয়া বিবাহ করিতে হয়। প্রাধিকারদিগের পুত্রের প্রথম বিবাহে ২০০ টাকা লাগে; কিন্তু ঐ পুত্র যদি বিধবাবিবাহ করে, তাহা হইলে ৫ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হয়। এই বিবাহের উদ্দেশ্য ভাল থাকিলেও, তদ্বশ-প্রচলিত কতকগুলি কুৎসিত প্রথা ইহাকে আরও জঘন্য বলিয়া তুলিয়াছে। লক্ষিণাপথের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে বিবাহের পর, প্রী বীর স্বামীর সহবাস না করিয়া ইচ্ছামত অজ্ঞাত পুরুষে আসক্ত হয়। জলমেরাও এই ভূগিত প্রথার অনুসরণ করিয়াছে।

বাসব শব্দাহপ্রথা পরিভ্যাগ করিয়া বীর সাম্প্রদায়িক-দিগকে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা দিয়া বান। সহমরণেচ্ছু সতী-দিগকে তিনি জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন। তীর্থযাত্রানিবেশাদি এবং জীবিত-সমাধি প্রকৃতি তৎপ্রতিষ্ঠিত কতকগুলি কথ্য নিষিদ্ধ ও কঠোর উপদেশ পালনে অন্তর্ভুক্ত হইয়া তৎসম্প্রদায়ী শিষ্যেরা আর তাহা পালন করে না। বরং তাহারা এক্ষণে শিবরাজ্যাদি শিবস্ত্রয় পালন এবং ঐশল, কালহস্তী প্রকৃতি এসিদ্ধ শৈবতীর্থে গমন করিয়া থাকে; দাক্ষিণাত্যের কোন কোন নিবাসিনের তাহাদিগকে পূজারি কার্যে নিযুক্ত দেখা যায়। কান্দি কেদারনাথ শিবের পাণ্ডারা জন্ম। পুরোহিতগণের জন্ম উপাধি হইতেই সাম্প্রদায়িকগণ জন্ম নামে অভিহিত। বারানসীর বে অংশে তাহারা বাস করে, তাহা জন্মবাড়ী নামে খ্যাত।

অনেকেই ভিকারারা জীবিকার্জন করে, কোন কোন ভিক্ষুক হস্তে ও পথে বাঁধিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। গৃহস্থ লোকে সেই বটীকানি তুলিয়া তাহাদিগকে গৃহে আহ্বান করে অথবা পথে আসিয়াই ভিক্ষা দিয়া যায়। স্থানে স্থানে এই সম্প্রদায়ের এক একটা মঠ আছে। ঐ মঠে অনেকে পরিচারক বস্ত্র অধাধিত করে। মঠাধীরা কতকগুলি নিয়ম রাখেন এবং বৃদ্ধকালে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে আপনায় উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া বান।*

* Vide Buchanan's History of Mysore, vol. I. and Jour. Roy. As. Soc. Vol V. pt I. art. 8th.

দক্ষিণ-ভারতের কর্ণটি-প্রদেশে এই সম্প্রদায়ের আদিভূত হইয়া ক্রমশঃ মহারাষ্ট্র, উজ্জয়িনী, তামিল ও তেলগু দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু আধাবর্তে এই সম্প্রদায়ের সেরগ প্রাধান্য স্থাপিত নাই। তবে কান্দি প্রকৃতি এসিদ্ধ শৈবতীর্থে স্থানে স্থানে এই সাম্প্রদায়িক সাধুপুরুষদিগের সন্ধানের সৈন্ধিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের অল্প কোনও একটা শাখা বাঙ্গালার অন্তর্গত বৈষ্ণব অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা কর্ণকাকি ঘারা সজ্জীভূত হইয়া ঘূষ-বিশেষকে স্নেহে লইয়া বেড়ায়। এদেশের লোকে ঐ গোষ্ঠকে বৈষ্ণবদের বাঁড় বলে।

তেলগু, কর্ণাটী প্রকৃতি তাহার এই সাম্প্রদায়িক মতের অনেক গ্রহ বিচক্ষণ আছে। মেকেজী সাহেবের সুগৃহীত পুস্তক-তালিকার বাসবেশের পূর্ণাঙ্গ, প্রকৃলিঙ্গী লীলা, স্বল্পলীলা-ভূত, বিরক্তার কাব্য প্রকৃতি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম ভারতে নীলকণ্ঠ রচিত বেদান্তমহাত্ম্যবাই এই সম্প্রদায়ের এক বাসি প্রামাণ্য ঐহ।

মতপ্রবর্তক বাসবের উপদেশানুসারে জাতিভেদ, পুং-প্রী-ভেদ, ব্রাহ্মণকত্রিভেদ এবং বেদাদি শাস্ত্রবাক্য প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত না হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও সমাজগত বা বাণিজ্যগত নামা পার্থক্য দেখা যায়।

ধর্মপ্রবর্তক বাসবের আদিষ্ট উপদেশ পালন করিয়া তাহারা জাতিগত ও সমাজগত অথবা সম্প্রদায়গত সকল ভেদ-জ্ঞানই বিসর্জন দিয়াছে। আর্থিকবিদগণের আদি ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদাদি সংহিতা তাহারা যেমন বিবাহত বসিয়া বীকার করে না, ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও তাহাদের সেরগ তক্ষি বা প্রথা নাই। লিঙ্গারত ব্রাহ্মণ-ভনরগণ আরাধ্য নামে সমাজে পরিচিত থাকিলেও শূদ্র শ্রেণীর লিঙ্গারত সন্তানগণ তাহাদিগকে সেরগ সম্মাননার চক্ষে দেখে না। আরাধ্য লিঙ্গারতেরাই প্রথমতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা করিয়া থাকেন। এতদ্বিধা সমাজ ভেদ ও বিশেষ ভেদ নামে তাহাদের মধ্যে হইটা স্বতন্ত্র বিভাগ দৃষ্ট হয়।

সামাজ্য ভেদের সহিত সামাজ্য লিঙ্গারতদিগের মধ্যে ঐতেন আছে। এই শ্রেণীক সম্প্রদায়ের পরম্পরের বিভাগগত সামাজিক ব্যবস্থা ও জাতিভেদ সম্পূর্ণভাবে বিচক্ষণ আছে। বিশেষ ভক্তগণ সর্বাভ্যাসে গুটী পিতৃরিচার্যদিগের মত। তাহারা জাতিভেদ নামে না। তাহারা কবচ মধ্যে পুরিয়া গলবেশে বে লিঙ্গ ধারণ করে, তাহা অগ্নিগু নামে পরিচিত। শিবের এই মূর্তি জন্ম লিঙ্গ ও স্বমির মধ্যে স্থাপিত মূর্তি স্বাধীন লিঙ্গ নামে কথিত। তাহাদের কর্ণকাকিতে জাতিগত পার্থক্য-বিচার রহিত হইলেও, অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশেরা তাহা-

দের মধ্যে জাতীয়তার গোঁড়ামী অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। এতদ্বিধকন তাহারা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া আপনাপন ধর্মকর্ম পালন করে, কখনও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক লোকের সহিত মিলিত হইয়া আহারাদি করে না। মাস্ত্রাজের দেশীয় সেনাবিধাগে লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ী বিরল। তাহারা নিরামিষাশী, কখনও ভোজনার্থে হস্তব্য পণ্ড বিক্রয় করে না, এমন কি স্বীয় প্রভুকর্তৃক আদিষ্ট হইলেও উহা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনে না।

তাহারা মন্ত্রদাতা গুরুকে যথেষ্ট ভক্তি ও মাত্র করে। ঐশ্বর্য, গুরু, লিঙ্গ ও জন্ম ভিন্ন তাহাদের ধর্ম কর্মের আচরণীয় আর কিছুই নাই। ব্রহ্মগ্যধর্মের আচরিত পৌরোহিত্য তাহাদের শিক্ষা নাই। ব্রাহ্মণেরা পাছে গ্রাম মধ্যে আসিয়া বাস করে, এই ভয়ে তাহারা গ্রাম মধ্যেও কুপাদি খনন করে না। ঘাটপ্রভা নদীর অদূরবর্তী কালাদিগি নগরের নিকটবর্তী একটি গ্রামে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তথাকার লোকেরা গ্রামমধ্যে কুপ বা তড়াগ খনন না করিয়া ঘাটপ্রভার জল ব্যবহার করিয়া থাকে। সাম্প্রায়িকস্বাভাব্যনিবন্ধন প্রতিমূর্তি-উপাসক পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ যাজকগণের স্পৃষ্ট জল গ্রহণীয় নহে বিচার করিয়া তাহারা এই বিশেষ কল্পনা করিয়াছে।

দক্ষিণাত্যের সমগ্র মহারাষ্ট্রপ্রান্তে বিশেষতঃ কর্ণাটকবিভাগে এই সম্প্রদায়ের অধিক বাস আছে। তাহারা লিঙ্গোপাসনা ভিন্ন অন্য কোন দেবতাই পূজা করে না; কিন্তু হিন্দুর অপরাপর দেব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত মন্দির, মুসলমানের মসজিদ, অথবা খৃষ্টানের গির্জার সমুখ দিয়া গমনকালে, তাহারা শিবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ সকল ধর্মগৃহে স্বয়ং মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজিত আছেন।

বাম বাহতে অথবা গলদেশে কোটায় করিয়া লিঙ্গমূর্তি ধারণ এবং কপালে 'ডম্বাচুলেপন সাম্প্রদায়িক পুরুষ ও রমণীগণের প্রধান কর্ম। তাহারা সাধারণতঃ আতিথেয়ী ও মিতব্যয়ী, ধীরপ্রকৃতি, কর্মঠ ও হুসভা। সকলেই বাণিজ্যব্যবসায় জীবন পাত করে। তাহাদের মধ্যে জাতিগত শ্রেণীবিভাগ নাই, কেবল গদকর, হিঙ্গরী, জীরে, জীরেশল, কালে, মিতকর, পরমালে, ফুতানে, বৈকর ও বীরকর নামে করটা উপাধি আছে। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিগত ব্যক্তির মধ্যেই আদান প্রদান হইয়া থাকে। পুরুষ ও রমণীগণের নাম প্রধানতঃ হরপার্বতীর নামেই রাখা হয়। সকলেই গৃহে কণাড়ী এবং বাহিরে মরাঠী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। বেশভূষা মরাঠীদিগের জায়, সকলেই নিরামিষাশী। তাহাদের পুরোহিত জন্ম নামে খ্যাত। এই পুরোহিতদিগকে তাহারা বিশেষরূপ ভক্তি করিয়া থাকে।

পূর্ববধূ গর্ভিণী হইলে তাহাকে তাহার পিতালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেইখানেই সে প্রসব করে। বালকের জন্ম হইবার পর, ধাত্রী নাভিরজু ছেদন করিয়া দিলে, পুত্রের জন্মবার্তা তাহার পিতালয়ে পাঠান হয়। সংবাদ পাইয়া জাত বালকের পিতা স্বীয় আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদিগের গৃহে পাণ ও চিনি পাঠাইয়া থাকে। প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চমদিনে মাতার গলদেশে এবং জাত বালকের মাথার বালিসের নীচে একটি লিঙ্গ রক্ষা করা হয়। পঞ্চমদিনে সন্ধ্যা কালে স্তৃতিকাগৃহের এক কোণে একটি চতুষ্কোণ ঘর আঁকিয়া তাহাতে চাউল, ময়না ও বালুকা স্থাপন করে, পরে তাহার উপরে একখণ্ড কাগজ ও একটি কলম এবং তাহার নিম্নে নাভিকর্তন ছুরিকাখানি রাখিয়া দেয়। তাহাই যজ্ঞদেবী জানিয়া প্রসূতি প্রণাম করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ রাত্রে তাহারা একটি রৌপ্যান্বিত পার্শ্বতীমূর্তি স্তৃতিকা-গৃহে কাঠের চৌকিতে স্থাপন করে। তদনন্তর ধাত্রী তাহার সমুখে ফুল ছড়াইয়া দেয় এবং কপূর ও ধূনা জ্বালাইয়া থাকে। প্রসূতি সেই দেবীমূর্তিকে পূজা ও প্রণাম করিবার পর, স্তৃতিকা-গারের সমুখে জন্মকে আনিয়া উক্ত চৌকীতে বসান হয়। বাটার গৃহকর্ত্তী তখন একখানি থালে পুরোহিতের পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দেন। সেই পাদোদক পরে বাটার সকল ঘরেই ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সকলে পান করে। ভোজনান্তে দক্ষিণা লইয়া জন্ম বিদায় হইয়া কস্তার প্রসূত হইলে ছাদশ দিনে এবং পুত্র জন্মিলে ত্রয়োদশ দিনে জাত বালকের নামকরণ হইয়া থাকে। নামকরণ দিনে পাঁচটা সধবা স্ত্রীলোক (এয়ো.) আসিয়া বালকের নামকরণান্তে সমবেত কুটুম্বরমণীগণের সহিত একত্র ভোজন করে।

অশৌচান্তদিনে প্রসূতি স্নানান্তে নিকটস্থ কোন মহাদেব-মন্দিরে পুত্রসহ গমন করিয়া থাকে। তাহার পর পুত্র কোলে করিয়া সে পুত্রদেহে গৃহকর্মে লিপ্ত হইতে পারে। ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দিবস বিধি আছে। এক বৎসর বয়সে শিখা রাখিয়া জাত বালকের মস্তকমুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। বালিকা হইলে তাহার মাতুল আসিয়া সমুখস্থ কেশাগ্র ছাটিয়া দেয়। ইহাই সম্ভবতঃ তাহাদের চূড়াকরণ।

বালক পঞ্চম বৎসরে স্নানার্চন করিলে তাহাকে বিভাগলয়ে পাঠান হইয়া থাকে এবং ছাদশবর্ষে তাহাকে শৈব মন্ত্রে লীলা দিয়া ত্রোত্রাদি পাঠ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকা বোড়শ-বর্ষের না হইলে কখনই শিব-মন্ত্র অভ্যাসের অধিকারিণী হয় না। বালিকার ৮ হইতে ১২ বৎসর এবং যুবকদিগের ১২ হইতে ২৫ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে। বালকের পিতাই প্রথমে কস্তাকর্ত্তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। বরকর্ত্তা, জন্ম

ও বরপক্ষীয় নিকটাত্মীয়েরা কস্তাগৃহে বাইরা বিবাহ লবণক হির করিয়া আসেন। কথা পাকা হইলে, তাহারা কস্তাকে নব বস্ত্র ও অঙ্গরাখা পরিধান করাইয়া তাহার মুখে চিনি দেয় এবং কস্তা-কর্ত্তী অতিথিদিগের হস্তে পাণ দিয়া বিদায় দেন।

জন্ম বা স্থানীয় আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য হয়। ঐ দিনে বরগৃহে ও কস্তাগৃহে একটা চাঁদোরা পাটান হইয়া থাকে। কস্তাগৃহে বিবাহের জন্ত একটা বেদী বা মণ্ডপ বাঁধা হয়, ঐ বেদীর উপর সিন্দূর চিত্রিত চারিটা সাদা মাটির বটী পাঁচ থাকে উপরি উপরি সাজান থাকে। বর অঝারোহণে বাঙাদি সহকারে সন্মলে কস্তাগৃহে গমন করে। তখন কস্তাপক্ষীয়েরা বরকে লইয়া যায় এবং উভয়কে হরিদ্রা মাখাইয়া পরস্পরের বস্ত্রাক্লে গাঁইট বাঁধিয়া দেয়। তদনন্তর তাহারা সেই নবদম্পতীকে লইয়া নিকটস্থ মহাদেবমন্দিরে প্রণাম করাইয়া আনে। তাহার পর নির্দিষ্ট চতুর্কোণ শিলার মধ্যভাগে স্থাপিত কাঠের চৌকীতে তাহা-দিগকে আনাইয়া বসান হয়। উহার চারি কোণে চারিটা ও সম্মুখে একটা পিত্তল কলস জলপূর্ণ থাকে। অনন্তর বর ও কস্তা জন্মের সাহায্যে সম্মুখস্থ বুধভবাহন শিবমূর্ত্তি পূজা সমাপন করিলে, জন্ম বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে আত্মীয়েরা সকলে উভয়ের মস্তকের উপর চাউল ফেলিতে থাকেন। জন্ম কর্ত্তক বিবাহমন্ত্র পাঠ সমাধা হইলে বর ও কস্তা উভয়ে সম্মুখস্থ শিব ও নন্দীকে প্রণাম করে। তখন হইতেই তাহারা স্বামিন্দ্রীকূপে পরিগণিত হয়। অতঃপর কস্তাকর্ত্তী বর ও কস্তাকে উপরোক্ত বেদীতে বসাইয়া স্বীয় জামাতার হস্তে একটা তাম্রা (তাম্রনির্ম্মিত কলস) ও পিত্তলের থাল (পিত্তলী) উপহার দিয়া থাকে। তাহার পর জাতি কুটুম্ব ও বরব্রাহ্মণের ভোজ হয় এবং একটা পাণের খিলি লইয়া সকলে চলিয়া যায়। বিবাহের পর দিন উভয় পক্ষে নমস্কারী বস্ত্রের উপহার বিনিময়ের পর বরকর্ত্তী পুত্রবধূ সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং নববধূ মঙ্গলনার্থ আগত বন্ধুবান্ধবকে পাণ দিয়া বিদায় করেন।

কোন লিঙ্গায়তের মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে, আত্মীয় স্বজনদের মরণাপন্ন ব্যক্তির আত্মার শুভকামনায় ভিক্ষাদান করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করিলে গৃহস্থ অপর আত্মীয়েরা সেই শবদেহ একখানি কাঠচৌকীর উপর বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে গৃহপ্রাচীরে ঠেসাইয়া রাখে এবং ছুই জনে ছুই পাশে ধরে। তার পর সেই চৌকীর চারি-দিকে বাঁশের বেড়া দিয়া উহার চারি কোণে চারিটা কলাগাছ বাঁধিয়া দেয় এবং ঐ বেড়ার তিন দিক রান্নাবস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়া শবসহ ঐ কাঠচৌকী গৃহের বাহিরে আনে। এখানে

শীতল জলে স্নান করাইয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে নববস্ত্র পরিধান করায়। তাহার কপালে, বকে ও বাহুতে ডিম্ব মাখাইয়া দেয় এবং কর্ণদেশে পুষ্পমালায় সুশোভিত করে। তদনন্তর একটা প্রদীপ আলিয়া তাহার মুখমণ্ডল ও শরীরে আরতি সমাপন করিয়া চারি জনে সেই চৌকী দ্বন্দ্ব করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যায়। শবের সম্মুখে এক জন জন্ম মুহূর্ত্তঃ শম্ব ও বণ্টাধ্বনি এবং অপরপার স্ত্রীপুরুষগণ তাহার পশ্চাতে “হর, হর, মহাদেব” শব্দে চীৎকার করিতে করিতে গমন করে। সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইয়া তাহারা সেই বাঁশের বেড়া খুলিয়া ফেলে এবং যে স্থানে শবদেহ প্রোথিত করিতে হইবে, সেই স্থানে জল ছিটাইয়া চারি হাত গভীর একটা গর্ত্ত খনন করে। ঐ গর্ত্তে তাহারা শবদেহ স্থাপন করিয়া তাহার গলদেশ হইতে পূর্ব্বদ্বার লিঙ্গ খুলিয়া লইয়া হস্ত তালুতে রক্ষা করে এবং সেই লিঙ্গোপরি বিষপত্র দিয়া মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় স্বীয় সাধ্যানুসারে শবদেহ লবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে পুনরায় সেই গর্ত্ত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকে। তৎপরে সেই গর্ত্তের উপর এক থও প্রস্তর স্থাপন করা হয়, জন্ম সেই প্রস্তরে দাঁড়াইয়া প্রেতের মঙ্গলকামনায় মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে জন্ম সেই প্রস্তরনির্দিষ্ট স্থানে বিষপত্র দিয়া পূজা করেন। অবশেষে সকলে মৃত ব্যক্তির গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যে স্থানে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটয়াছে, তথাকার প্রাঙ্গণে হীপ বন্ধি সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়, তখন ঐ প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া হয়।

ইহা ভিন্ন তাহাদের শোকপ্রকাশের আর কোনরূপ ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয় না। সমর্থ হইলে তাহারা মৃতের সমাধির উপর লিঙ্গ ও নন্দী সমেত একটা সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে তাহারা আত্মীয় স্বজনকে একটা ভোজ দেয়, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দিনে তাহারা ঐরূপ আর একটা ভোজ দিয়া থাকে, তদ্বিন্ন মৃতের প্রোত্যায়ার উদ্দেশে আর কোন কর্ম্ম করেনা। তাহাদের সামাজিক দলাদলি পঞ্চায়ত দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

লিঙ্গার্চন (স্ট্রী) লিঙ্গপূজা।

লিঙ্গার্চনতন্ত্র (স্ট্রী) তন্ত্রভেদ। ইহাতে শিবলিঙ্গের উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত আছে।

লিঙ্গালিকা (স্ট্রী) ক্রয় মূল্য, পর্যায়—দীনা। (হারাবলী)

লিঙ্গিন্ (পুং) লিঙ্গমত্যাগেতি ইনি। ১ হস্তী। (জটধর)

(ত্রি) ২ ধর্ম্মধ্বজী, কপট ধার্মিক।

“অলিন্দী লিঙ্গবেশেন গো লিঙ্গমুপজীবতি।

স লিঙ্গানং হরেন্দেন তিথ্যগ্ৰনো চ গচ্ছতি ॥” (কুশ্মপুং ১৫৮)

৩ বাসনাশ্রয়।

“তেনান্ত তানুং রাজন শিঙ্গিনো মেহসত্তব্বং।

অত্রংবানহুতোতংখো ন মনঅট্টু লিচ্ছতি ॥” (ভাগ ৪।২৯৩৫)

৪ সন্ন্যাসাদি চিক্খারী।

লিঙ্গিনী (জী) লিঙ্গ-ইসি, জীপ। লভাবিশেষ, হিন্দী পঞ্চমুরি, পথ্যার—বহুপত্নী, জীবনী, শিববল্লিকা, বরহু, লিঙ্গলজ্জতা, দেবী, চিত্রকলা, চাণ্ডালী, লিঙ্গকা, দেবী, চণ্ডা, আপতন্তিনী, শিবজা, শিববলী। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, দ্রব, রসায়ন, সর্বসিদ্ধিকর, ও বলসিদ্ধায়ক। (রাজনি)

২ সন্ন্যাসাদি চিক্খারিণী। ধর্মবলী জী।

“লিঙ্গিনী ওরুপতীক সগোত্রামথ পরুহু।

বুদ্ধন্ত সন্নারোচাপি গচ্ছতো জীবিতকরঃ ॥” (ব্রহ্মত ৪।২৪)

লিঙ্গিবেশ (পু) অজিন, দণ্ড ও পানপাত্র প্রভৃতি সন্ন্যাসাভ্রমাচারীর চিহ্ন।

লিচ্ছবিরাজবংশ, ভারতের একটি প্রাচীন রাজবংশ। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত লিচ্ছবিরাজ জরনবের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে—

“শ্রীমন্ত জরনবত্তো নপরথঃ পুত্রৈস্ত শৌত্রৈঃ সমা
রাজোহষ্টাবপন্নান বিহার পরতঃ শ্রীমানভুলিচ্ছবিঃ ॥”

উক্ত প্রশ্ন হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মসিংহ স্বর্গ্যবন্দীর নপরথের অধস্তম অষ্টম পুরুষে লিচ্ছবি অন্ন গ্রহণ করেন, তাহা হইতেই লিচ্ছবিবংশ সনুভূত।

এই লিচ্ছবি শব্দ প্রাচীন সংস্কৃতে লিচ্ছবি, লিচ্ছবি এবং পালিতাবার লিচ্ছবি নামে ব্যবহৃত। মহাসংহিতার মতে—

“বল্লো মল্লন্ত রাজজাত্যত্রাত্যারিচ্ছবিবিরে চ।

নটন্ত করণট্টব খণো ত্রবিড় এব চ ॥” (১০।২২)

অর্থাৎ ত্রাত্য কত্রির হইতে সর্বা ত্র্যখ্যার (সেনতেদে বিভিন্ন নামে) বল্ল, মল্ল, লিচ্ছবি, নট, করণ ও ত্রবিড় জাতির উদ্ভব। কিন্তু পালিগ্রন্থে উৎপত্তি অন্য প্রকার। পালিগ্রন্থ মতে কান্দীরাজের পুত্রাবলী নামে এক মহিষী ছিলেন, তিনি একটা বাস সিংহ প্রসব করেন। সেই বাসসিংহ লইয়া কোন প্রয়োজন নাই তাহারা ধাত্রী আনিয়া গন্ধার জলে কেলিয়া দেন। গন্ধার প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই বাসসিংহ বিধা বিভক্ত হইল এবং তাহাতে একটা বালক ও একটা বালিকা দেখা দিল। জন্মক কবি তাহাবিগকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। উত্তর শিশু হবি বা নৃতিতে কোন রকম তেজ ছিল না, একারণ তাহারা লিচ্ছবি নাম পাইল।

এখানে সাধারণতঃ ন হানে ল উচ্চারণ করে, যেমন ‘নবীন’ হানে ‘নবীন’ ‘লোক’ হানে ‘লোক’। ঐরূপ লিচ্ছবি হানে পালি লিচ্ছবি হইয়াছে।

অতি পূর্বকালে কোশল ও মিথিলার লিচ্ছবি কত্রিগণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বংশই জৈনদিগের শেব তীর্থঙ্কর মহাবীর ও বুদ্ধ শাক্যসিংহ আবির্ভূত হন। মিথিলা অঞ্চলে লিচ্ছবিগণ এক সময় এতই প্রবল হইয়াছিল যে, মিথিলা-রাজ্যও একসময়ে লিচ্ছবি নামে পরিচিত হইয়াছিল। লিচ্ছবি-বংশ বৈদিককর্মবোধী।

জানবীর তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হওয়ার এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্যে জন সাধারণে ব্রহ্মশাস্ত্রের প্রতি আস্থাশ্রুত হইয়া পড়ার, বৈদিক ও দার্শনিক ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই লিচ্ছবি জাতির উপর বিবেচ্যতা প্রকাশ করিতেন, সেই কারণেই তাঁহারা পরবর্তীকালে লিচ্ছবিশাসিত মিথিলার অংশ ‘বজ্রিতরাজ্য’ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। লিচ্ছবিতত্ত্ব পালিগ্রন্থকারগণ কোন তাহার উদ্ভবে বজ্রিতরাজ্যের ভিন্নরূপ নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পালিগ্রন্থের মতে, যে কবি পূজাবন্দীর পুত্রকল্পকে আনিয়া লিচ্ছবি নাম দেন, কিছু দিন পরে তিনি প্রতিপালন করা কঠিনকর মনে করিয়া শিশুদেহকে একজন গৃহস্থকে অর্পণ করেন। গৃহস্থ তাহাদিগকে অতিশয় পালন করিতে লাগিল। তাহারা বড় হইয়া অপরাপর বালক বালিকার সহিত খেলা করিত। লিচ্ছবি শিশুমাছুহীন বলিয়া, তাঁহাদের সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে ‘বজ্রিতক’ অর্থাৎ কেলানে বলিয়া ডাকিত। উত্তর-কালে সেই ‘বজ্রিতক’ বংশধরগণ ৩০০ যোজন বিস্তৃত একটা পরাক্রমশালী রাজ্য স্থাপন করিল। সেই রাজ্যই ‘বজ্রিত’ (অর্থাৎ বজ্রিত) আখ্যা পাইয়াছিল। তাহাই মিথিলারাজ্যের অধিকাংশ।

লিচ্ছবিদিগের এক শাখা বৈশালীতে, এক শাখা নেপাল-প্রান্তে মিথিলার এবং এক শাখা পুন্ড্রপুর বা পাটলিপুত্র অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈশালী শাখার মহাবীর স্বামী, ও নেপালপ্রান্তে শাক্যশাখার বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহাসংহিতার এই জাতি ত্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারহীন কত্রির বলিয়া চিহ্নিত হইলেও সকল প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে তাঁহাদের উপদ্রব সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মক শত শত প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি বজ্রোপবীত চিহ্নিত রহিয়াছে। পরবর্তীকালেও নেপালের প্রবল পরাক্রান্ত লিচ্ছবি রাজগণও সকলে বিত্ত কত্রির বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। একদ্বারা মনে হয় যে, মহাসংহিতারচলনাকালে লিচ্ছবিগণ ত্রাত্য কত্রির বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও তৎপরবর্তীকালে সংস্কারাদি দ্বারা তাঁহারা বিত্ত কত্রির হইয়াছিলেন। নচেৎ অশ্বমেধযজ্ঞকারী পরম ব্রাহ্মণতত্ত্ব অন্তঃসম্রাট সনুদ্রগুপ্ত আপনাকে লিচ্ছবিরাজকর্তার গর্ভকাত বলিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিলেন কেন?

লিচ্ছবিগণ সাধারণতঃ প্রিয় ছিলেন। কোন কোন বৌদ্ধ-

এছে 'বজ্জি রাজ্য ৭৭০৭টী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং অধিপতিগণ স্বাধীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বহিঃশত্রু উপস্থিত হইলে সকলে সম্মিলিত হইয়া এরূপ সিংহনাদ করিতেন যে, তাহাতে সমস্ত উত্তরভারত স্তম্ভিত হইত। এ কারণে মগধের মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাটগণও তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। সম্মিলিত লিচ্ছবিরাজ্যের শাসনবিধিব্যবস্থাপনের জন্য বৈশালী নগরে একটা মহাসভা ছিল। সেই মহাসভা বাহ্য বাবস্থা করিতেন, তদনুযায়ী হইয়াই সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র লিচ্ছবিরাজ্য সুশাসিত হইত।

লিচ্ছবি-সমাজের ঐতিহাস আলোচনা করিলে মনে চইবে তাঁহাদের কেহ জৈন, কেহ বৌদ্ধ, আবার কেহ কেহ পূর্ণপুণ্ড্রাচারিত ব্রহ্মবাদী ছিলেন।

মগধপতি বিম্বিসার বৈশালীর লিচ্ছবিরাজকুলে বিবাহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব মগধপতিকে 'সেচনক' নামে এক প্রকাণ্ড হস্তী এবং অষ্টাদশরত্নখচিত একছড়া হার প্রদান করেন। বিম্বিসার সেই হস্তী ও হার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র বেহল্লকে দিয়া ছিলেন। তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাতশত্রু পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে বুদ্ধনির্করণের ৮ বর্ষ পূর্বে পিতাকে বিনাশ করিয়া অজাতশত্রু মগধ সিংহাসন কলঙ্কিত করেন। আশ্চর্য্য করিবার জন্য বেহল্ল বৈশালীতে গিয়া মাতামহকুলে আশ্রয় লইলেন। তখন জাতীয় একতাহুত্রে সম্মিলিত মাতামহকুলকে কি রূপে শাসন করিবেন, অজাতশত্রু সেই ভাবনার কাতর হইলেন। বৌদ্ধদিগের মহাপরিনির্করণ-হুত্রে লিখিত আছে—নির্করণের অল্পকাল পূর্বে বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহের নিম্নটবস্তী গৃধকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার প্রধান ব্রাহ্মণমন্ত্রী বিখাকরকে ডাকিয়া জানাইলেন, 'মন্ত্রি! আপনি ভগবানের নিকট গমন করুন, তাঁহাকে জানাইবেন যে, মগধরাজ প্রবল পরাক্রমশালী লিচ্ছবিদিগকে সমূলে উৎপাটন করিবেন। ভগবান শুনিয়া কি বলেন, তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিয়া জানাইবেন। তাঁহার কথা অজ্ঞাথা হইবার নহে।'

মন্ত্রিবর বুদ্ধ সনীপে আসিয়া অভিবাচনপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন। তাঁহাকে উত্তর দিবার পূর্বেই ভগবান আনন্দকে বলিলেন, 'তুমি জান, বজ্জি (লিচ্ছবিগণ) সর্ব্বদা সাধারণ সভার সমবেত হইয়া একতার সহিত সকল বিষয় সীমাংসা করেন। তাঁহারা বয়োবৃদ্ধের প্রতি উপবৃত্ত সম্মান দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাচীন প্রথাগুলি নষ্ট করিতে বিমুখ ও প্রাচীন প্রথা অনুবর্তনের সহিত গ্রহণ করেন। নারীজাতির প্রতি তাঁহারা কখন অভ্যাচার করেন নাই।' তাঁহারা চৈতন্য সম্বান ও পূজা

করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অর্হৎদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও রক্ষা করিয়া থাকেন।' আনন্দ উত্তর করিলেন, 'হাঁ ভগবান! আমি এ সমস্তই জানি।' বুদ্ধ তখন পুনরায় কহিলেন, 'তাই কেহই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না।' পরে তিনি রাজমন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আমি বৈশালী-নগরীস্থিত সারস্বদ চৈত্রে থাকিবার সময় লিচ্ছবিদিগকে যে লাভটী উপদেশ দিয়াছিলাম, যতদিন তাঁহারা সেই সকল উপদেশ বৃত্তের সহিত পালন করিবে, তত দিন কেহই তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না, তত দিন তাঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রীশ্রুতি হইবে।' রাজমন্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া মগধপতিকে বুদ্ধবাক্য জানাইল। মগধপতি আপাতঃ বিবাদের কাত হইলেন। উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে বুদ্ধদেব বৈশালী যাত্রা করেন। তিনি গঙ্গাতীরস্থ পাটলীগ্রামে আসিয়া দেখিলেন যে, লিচ্ছবিদিগকে উৎসীড়ন করিবার অভিপ্রায়ে বিখাকর ও সিদ্ধ নামক মগধরাজের প্রধান মন্ত্রিবর এক দুর্গ নির্মাণ করাইতেছেন। বুদ্ধদেব বৈশালীতে আসিয়া আত্মপালীর উদ্যানে কিছুকাল অবস্থান করিলেন। লিচ্ছবিগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্ব হইল। তাঁহাদিগের সমক্ষেই বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন যে, আর তিন মাস অন্তে তিনি কুশীনগরে মহানির্করণ লাভ করিবেন। তৎপরে বুদ্ধ বৈশালী পরিত্যাগ করিয়া কুশানগরান্বেষণে অগ্রসর হইলেন। লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বুদ্ধকে চিরদিনের জন্য কেমন করিয়া বিদায় দিবেন?

তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কাদিতে কাদিতে সকলেই বুদ্ধের অনুগমন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তথ্যগতের এ নিদারুণ আদেশ তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিলেন না। 'এ দেহ জগদ্বাদী, সকলকেই মগ্নিতে হইবে' এইরূপ বৃথাইরা বুদ্ধ আবার ফিরিতে কহিলেন। কিন্তু ভক্ত লিচ্ছবিগণ কিছুতে নিবৃত্ত হইলেন না। সমুদ্রে এক গভীর নদী আসিয়া পড়িল। তখন নদী অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া লিচ্ছবিগণ আত্মনাদ করিয়া উঠিলেন। বুদ্ধদেব মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল ত্রিকাণ্ড দিয়া চলিলেন। সেই ত্রিকাণ্ড লইয়া লিচ্ছবিগণ বৈশালীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই পবিত্র ত্রিকাণ্ড রাখা করিলেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্করণের পর তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া তুমুলবুদ্ধ বাধিবার সূত্রপাত হইয়াছিল। এ সময় কুশীনগর পাবার মল্ল-ক্ষত্রিয়রাজগণের অধিকারভুক্ত। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন

* এই পাটলীগ্রাম হইতেই কালে বিশ্বমিত্রের গাটলীগ্রাম বন্দরী হইল।

যে, ভগবান যখন আমাদের অধিকার মধ্যে দেহ বিসর্জন করিয়াছেন, তখন আমরাই দেহাবশেষ পাইবার একমাত্র অধিকারী। এদিকে বৈশালীর লিচ্ছবিরাজগণ, মগধপতি অজাতশত্রু, অলকাপুরের বালেশ্বর ক্ষত্রিয়গণ এবং উটুঘীপের ব্রাহ্মণগণ দেহাবশেষ পাইবার জন্য মল্লরাজবিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত। অবশেষে দ্রোণ নামক এক বৌদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শে ভগবানের দেহাবশেষ ৯ ভাগে বিভক্ত হইল। লিচ্ছবিগণ তাহার এক ভাগ পাইলেন। তাহারাই সেই অপার্থিব পরার্থ মহাসমারোহে বৈশালীতে আনিয়া তাহার উপর এত রূহৎ স্তূপ নির্মাণ করিয়া দিলেন।

অথকথা নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, যতদিন ভগবান ধরাধামে ছিলেন, ততদিন অজাতশত্রু লিচ্ছবিগণের কিছুই করিতে পারেন নাই। মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর বুদ্ধের নিকট লিচ্ছবিদিগের সাধারণতন্ত্র অবগত হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। পরিনির্বাণের ৩ বর্ষ পরে বহুকাল চেষ্টার পর তিনি কৃতকার্য হইলেন। তাঁহার কূটনীতিগুণে লিচ্ছবিদিগের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে অজাতশত্রু লিচ্ছবিরাজ্যে গিয়া বৈশালীনগর ধ্বংস করিলেন এবং তিন শত লিচ্ছবিকে সপরিবারে বন্দী করিয়া রাজগৃহে ফিরিলেন।

অজাতশত্রুর নির্ধাতনে লিচ্ছবিরাজগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কেহ নেপালে, কেহ তিব্বতে, কেহ বা লামাকে আশ্রয় লইলেন। পরে সেই সেই স্থানে এক একটা লিচ্ছবিরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

বৌদ্ধগ্রন্থের মতে মগধপতি নাগালোকের ঔরসে লিচ্ছবিকন্ডার গড়ে সুসুনাগ (পুরাণোক্ত শিশুনাগ) রাজার জন্ম। তিনি মাতামহকুলের কিছু পক্ষপাতী ছিলেন। তাহারই যত্নে বিখ্যাত বৈশালী নগরী পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। তৎপুত্র কালশোকের সময়েই বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসমিতি আহূত হয়। যাহা হউক, মগধসম্রাটগণের প্রত্যাপে আর লিচ্ছবিরাজগণ একতান্ত্র্যে সম্মিলিত হইতে পারিলেন না। তন্মধ্যে যিনি একটু প্রধান হইয়া উঠিতেন, মগধপতি তাহার সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনায় করিয়া লইতেন;—বলিতে কি এই রাজনীতি মগধপতিগণ পুরুষপরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বরাবর মগধরাজ্যের সহিত সন্ধি সূত্রে লিচ্ছবিরাজগণ পাটলিপুত্রের সভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন;—এই কারণেই বোধ হয় পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজকন্ডার গড়ে জন্ম বলিয়া আপনাকে গৌরবাবিহীন মনে করিয়াই নিজ মুদ্রায় “লিচ্ছবরঃ” ইত্যাদি স্বতি রাখিয়া গিয়াছেন।

নেপালে লিচ্ছবি-রাজবংশ।

পূর্বে বলিয়াছি, মগধপতি অজাতশত্রুর নির্ধাতনে লিচ্ছবিগণ নেপালেও পলাইয়া গিয়াছিলেন। নেপালে গিয়াও তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে লিচ্ছবিরাজগণের বহুতর শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরের দ্বারদেশে উৎকীর্ণ ২য় জয়দেব বা পরচক্রকামের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ রঘুবংশে এখানকার লিচ্ছবিরাজগণের জন্ম। লিচ্ছবির বংশে সুপুংশ নামে এক রাজা পুংশপুত্র (পরে পাটলিপুত্র) থাকিতেন, তিনিই নেপালে আগমন করেন। মহাপারিনির্বাণসূত্রেও লিখিত আছে, ভগবান বুদ্ধদেব যখন পাটলিপুত্রের নিকট দিয়া যান, তৎকালে মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর লিচ্ছবিদিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্য এখানে হর্গ নির্মাণ করাইতেছিলেন। এই হর্গ নির্মাণের পর যে লিচ্ছবিপতি সুপুংশ বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, সুপুংশের পর ২৩জন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া গেলে তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ জয়দেব নামে এক নৃপতি আবির্ভূত হইলেন। ইনিই নেপালের লিচ্ছবি ইতিহাসে প্রথম জয়দেব নামে খ্যাত।

জয়দেবের পর একাদশ জন নৃপতি রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, তৎপরে বৃষনামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মামুরাগী ছিলেন। তাহার বংশধর মানদেবের শিলালিপিতে তিনি দ্বিতীয় বীর ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন। তৎপুত্র শঙ্করদেব সংগ্রামে অজয়ে, অতি তেজস্বী, অহুগতপ্রিয় ও সিংহসম বীৰ্যবান ছিলেন। তৎপুত্র রাজা ধর্ম্মদেব পরম ধার্মিক, অতি নম্র-প্রকৃতি ও পূর্বপুরুষাচারিত ধর্ম্মামুরাগী ছিলেন।

ধর্ম্মদেবের ঔরসে মহাবীরা রাজ্যবতীর গর্ভে নিম্নলিখ শারদীয় শশাব্দসদৃশ সুন্দর রাজা মানদেব জন্ম গ্রহণ করেন। নেপালের চহুনারায়ণের মন্দিরবারে এই মানদেবের ৩৮৬ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। প্রমত্তব্রহ্মবিদ স্ক্রিট সাহেব এই অঙ্ক গুপ্তসংবৎস্রাপেক্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* কিন্তু মানদেবের লেখমালা আলোচনা করিলে উহা কোন মতেই এত আধুনিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি আপন গ্রন্থে সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি প্রথম গুপ্তসম্রাটদিগের যে সকল শিলালিপি খুঁজিয়া ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—সেই সকল আদিগুপ্তলিপির বর্ণবিভ্রাসের সহিত উক্ত মানদেবের

লিপির বিশেষ পার্থক্য নাই, উভয় লিপি মিলাইলে এক সময়ের বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। উত্তর-ভারতে গুপ্তসম্রাটদিগের পূর্ক হইতে যে সকল ‘সংবৎ’ নাম নামধের লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা প্রধানতঃ ‘শকসংবৎ’ জ্ঞাপক বলিয়া পুরাবিদগণ স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমরাও মানদেবের উক্ত লিপিস্থানি ৩৮৬ শক সংবৎজ্ঞাপক অর্থাৎ ৪৬৪ খৃষ্টাব্দের বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। লিপির বর্ণবিজ্ঞাস দ্বারাও মানদেবকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহই আপত্তি করিবেন না।

নেপালের পার্বত্য বংশাবলিতে লিখিত আছে যে, ভারত হইতে বিক্রমাদিত্য নেপাল জয় করিতে গিয়াছিলেন। সমুদ্র-গুপ্তের পিতা ১ম চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ স্তম্ভলিপিতে ‘লিচ্ছবিদৌহিত্রস্ত মহাদেব্যাং কুমারদেব্যামুৎপন্নস্ত মহারাজাধি-রাজশ্রীসমুদ্রগুপ্ত’ ইত্যাদি পরিচয় লুপ্তপ্রতিষ্ঠ। অধিক সম্ভব চন্দ্রগুপ্ত ভারতসাম্রাজ্য অধিকার করিবার পর শৈবধর্মপ্রচার, ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্তস্থাপন ও দ্বিধিক্রয় উপলক্ষে নেপাল যাত্রা করেন। তৎকালে নেপালে বুদ্ধভক্ত বৃষদেব অধিষ্ঠিত ছিলেন। লিচ্ছবিপতি ১ম গুপ্তসম্রাটের নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও আপনাব্য কন্যা বা আত্মীয় কুমারদেবীকে প্রদান করিয়া আত্মগত্য করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের প্রভাবে নেপাল-রাজ-কুমার শৈবধর্ম স্বীকারের সহিত শঙ্করদেব নাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। নেপালের পার্বত্য বংশাবলিতেও লিখিত আছে যে, মানদেবের পিতামহ শঙ্করদেব পশুপতিনাথের ত্রিশূল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তর দ্বারে এক প্রস্তরবেদির উপর প্রায় ১৪ হাত উচ্চ শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত সেই ত্রিশূল বিস্তৃত। সেই প্রস্তরবেদিকায় মানদেবের সময়কার ৪১০ (শক) সংবতে উৎকীর্ণ খোদিত লিপি রহিয়াছে। এই লিপি পাঠে জানা যায় যে, জয়বর্মা নৃপতি মানদেব ও অগতের হিতার্থ জয়বর্ম নামক লিচ্ছবিপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবানির্বাহার্থ ‘অক্ষয়নী’ অর্থাৎ চিরস্থায়ী সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

মানদেবের পর তৎপুত্র মহীদেব সিংহাসন লাভ করেন। মহীদেবের পুত্র বসন্তদেব। কাটমান্ডুর লগনতোলস্থ লুগাল-দেবীর মন্দির হইতে বসন্তদেবের ৪০৪ (শক) সংবতের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই শিলাফলকের উপর শঙ্কর চিহ্নিত থাকায় বসন্তদেবকে বিজ্ঞাত বলিয়া মনে হয়। ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে ইনি ‘শান্তারিবিগ্রহ’ ও ‘উদ্যানসামন্তবল্লভ’ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। বসন্তদেবের পুত্র উদয়-দেব। ২য় জয়দেবের লিপি মতে, উদয়দেবের পর তৎপুত্র ১৩

জন রাজ্য করেন। এই ত্রয়োদশ নৃপতির নাম পাওয়া যায় নাই। তদ্ব্যতীত কেবল মাত্র জয়দেব নামক এক রাজার নাম বাহির হইয়াছে। এই জয়দেবের সময়ে মহাসামন্ত অংগবর্মার অভ্যুদয়। নেপালে বর্তমান কালে অঙ্গ বাহাদুর যেমন কতকটা সর্ক সর্কা হইয়া পড়িয়াছিলেন, জয়দেবের পর অংগবর্মা কতকটা সেইরূপ কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অংগবর্মা প্রথমে মহাসামন্ত বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি অনেক শ্রেষ্ঠ নরপতির সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী ভোগদেবীর সহিত শূরসেন-নৃপতির বিবাহ হয়। অংগবর্মার শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার ভগিনী শূরসেন-নহিষী ভোগদেবীর গর্ভে রাজা ভোগবর্মা জন্ম গ্রহণ করেন। ভোগদেবী নিজ পতির পুণ্য কামনার (দেবপাটনে) শূরভোগেশ্বর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভোট ও চীনের ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, ভোট (তিব্বত) দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি জোন-ৎসন গমপো ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে নেপালপতি অংগবর্মার কন্যা ক্রকুটী দেবীকে বিবাহ করেন; আজও ভোটদেশে ক্রকুটী দেবী পূজিত হইতে-ছেন। [লামা দেখ।]

অংগবর্মার সময়েই লিচ্ছবিবংশে নরেন্দ্রদেব ও তৎপুত্র শিব-দেব আবির্ভূত হন। নেপালে গোলমাটিটোল হইতে শিবদেবের এক পানি শিলাফলক পাওয়া যায়। তাহাতে ৩১৬ বা ৩১৮ সংবৎ অঙ্কিত আছে। এই লিপিতে মহাসামন্ত অংগবর্মার প্রসঙ্গ থাকায় ঐ লিপিকে আমরা খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। গুপ্তসম্রাটদিগের সহিত নেপাল রাজগণের বহুকাল হইতে সন্ধ ছিল, এরূপ স্থলে উহা গুপ্ত সংবৎজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করিলেও ৩১৯+৩১৮=৬৩৭ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক হইয়া পড়ে।

লিচ্ছবিপতি শিবদেবের সহিত মোধরিপতি ভোগবর্মার কন্যা ও মগধপতি মহারাজ আদিত্যসেনের দৌহিত্রী শ্রীমতী বৎসদেবীর বিবাহ হয়। সেই বৎসদেবীর গর্ভে লিচ্ছবি-কুলকেতু পরচক্রকাম উপাধিধারী ২য় জয়দেব জন্ম গ্রহণ করেন। এই ২য় জয়দেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি গোড়, গুড, কলিঙ্গ ও কোশলপতি ভগদত্তবংশীয় শ্রীহর্ষদেবের কন্যা রাজ্য-মতীকে বিবাহ করেন। তিনি শিলাফলকে ত্যাগী, মানধন, বিশালনয়ন ও সৌন্দর্য্যবান বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

২য় জয়দেবের খণ্ডর শ্রীহর্ষদেবকে লইয়া বহুদিন হইতে গোল চলিতেছিল। ভগদত্তবংশীয় রাজগণ প্রাগজ্যোতিষে (আসামে) রাজ্য করিতেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বাণভট্ট হর্ষ-চরিত রচনা করেন। তিনি এইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

“নরকো...মহাশ্বনোহত্যায়ৈ ভগদন্ত-ব্রজদন্ত-পুশ্পদন্তপ্রভৃতিবু
বচসু মরুমহিতেনু মরুংসু মহীপালেনু প্রপৌত্রো মহারাজ ভূতি-
বর্ষণঃ পৌত্রশচন্দ্রমুখবর্ষণঃ পুত্রো দেবত্ব কৈলাসস্থিতেঃ স্থলবর্ষণঃ
সুরবর্ষণ নাম মহারাজাপিরাজ জন্মে...তত্ ৫ অগৃহীতনামো
দেবত্ব মহাদেব্যাং শ্রামাদেব্যাং ভাস্করভ্যতিভাস্করবর্ষাপরনামা
শস্ত্রনোস্তনমো ভীষ্ম ইব কুমারঃ সমভবৎ ।”

(শ্রীহর্ষচরিত ৭ম উল্লাস)

মরক মহাশ্বার বংশে ভগদন্ত, ব্রজদন্ত, পুশ্পদন্ত প্রভৃতি বহু
মহীপাল রাজ্য করিবান্ধ পর (ঐ বংশে) মহারাজ ভূতিবর্ষার
প্রপৌত্র, চন্দ্রমুখ বর্ষার পৌত্র এবং কৈলাসবাসী দেব শ্রীস্থলবর্ষার
পুত্র সুরবর্ষা নামে মহারাজাপিরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। এই
সুরবর্ষার ঔরসে মহাদেবী শ্রামাদেবীর গর্ভে শাস্ত্রচর পুত্র ভীষ্ম-
সূত্র ভাস্করের জন্ম তৎক্ষণী ভাস্করবর্ষা কুমার জন্ম গ্রহণ করেন।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং এই ভাস্করবর্ষাকে ব্রাহ্মণবংশীয়
লিখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় পাশ্চাত্য
অনেক পুরাবিদ ও চীনপরিব্রাজকের অনুসরণ করিয়াছেন।
মহাভারতে ভগদন্ত কহিয় বীর বলিয়া পরিচিত। বর্ষা উপাধিও
কহিয় নির্দেশক। একপ স্থলে বাণভট্টের অম্বুবর্তী হইয়া আমরা
নিঃসন্দেহে প্রাগুক্ত্যোতিব-রাজবংশকে কহিয় বলিয়াই গ্রহণ
করিলাম।

ভাস্করবর্ষা একজন অতি পরাক্রান্ত ও ধাঞ্চিক নরপতি
ছিলেন। সম্রাট চর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার বহুপুত্র আদিত্যাসেন
মগধে মহারাজাপিরাজ উপাধি গ্রহণ করিলে সেই সুযোগে ভাস্কর
বর্ষার বংশধরও গোড়, ওড়ু, কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোশল অধিকার
করিয়া একজন রাজচক্রবর্তী হইয়া ছিলেন। এই সময়ই ভগদন্ত-
বংশীয় কামরূপপতিগণ “গোড়াদ্রু কলিঙ্গকোশলপতি” বলিয়া প্রসিদ্ধি
লাভ করিয়া থাকিবেন। লিচ্ছবিপতি ২য় জয়দেবের পুত্র ভগদন্ত-
বংশীয় হর্ষদেব উক্ত ভাস্করবর্ষার পুত্র অথবা পৌত্র ছিলেন।
তৎকর্তৃক গোড়োড় কলিঙ্গবিজয় কিছু অসম্ভব নহে। আসামের
ডেঙ্গুর হইতে আবিষ্কৃত ভগদন্তবংশীয় বনমালবর্ষদেবের তাম্র-
শাসনে উক্ত শ্রীহর্ষদেব “শ্রীহরিশ্য” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন *।

২য় জয়দেবের সহিত শ্রীহর্ষদেব কিরূপে সন্ধ হইয়া আনন্দ
হইলেন ? ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে—

“অঙ্গশ্রিয়া পরিগতো জিতকামরূপঃ

কাঞ্চীণ্ডাচাবনিতান্তিরিপাত্তমানঃ।

কুর্কন্ সুরাষ্ট্রপরিপালনকার্য্যচিহ্নাঃ

যঃ সার্বভৌমচরিতঃ প্রকটীকরোতি ।”

উক্ত শ্লোকটার দ্বারা থাকিলেও উহা হইতে ইহাও জানা যায়
যে, ২য় জয়দেব অঙ্গ, কামরূপ, কাঞ্চী ও সুরাষ্ট্রদেশের রাজগণকে
জয় করিয়া রাজচক্রবর্তী হইয়াছিলেন। কামরূপ জয়কালেই
সম্ভবতঃ তিনি কামরূপপতি হর্ষদেবের কজার পাণিগ্রহণ করিয়া
ছিলেন। ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবংশীয় আর কোন রাজা
নেপালের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার
উপায় নাই। পার্বত্য বংশাবলীতে কতকগুলি নাম থাকিলেও
সাময়িক লিপির সহিত তাহার পৌরুষার্থ্য রক্ষিত না হওয়ায়
গৃহীত হইল না।

অধিক সম্ভব, ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবংশধরগণের প্রভাব
হ্রাস হইয়া পড়ে এক তাঁহাদের অধীন ঠাকুরীবংশীয় সামন্তগণ
শেষে নেপালের আধিপত্য লইয়া বসেন।

লিচ্ছবি-সংবৎ।

নেপাল হইতে মহাসামন্ত অংগুবর্ষা, লিচ্ছবিপতি ২য় শিবদেব
ও ২য় জয়দেবের যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে
অংগুবর্ষার নামাঙ্কিত শিলাফলকে ৩৪, ৩৯, ৪৫ ও ৪৮ সংবৎ,
২য় শিবদেবের শিলাফলকে ১১৯, ১৪৩ ও ১৪৫ সংবৎ এবং ২য়
জয়দেবের শিলাফলকে ১৫৬ সংবৎ উৎকীর্ণ আছে।

পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী, প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ বৃহ্লর ও
ফ্রিট্ সাহেব অঙ্কগুলি শ্রীহর্ষসংবৎ জ্ঞাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়া-
ছেন! কিন্তু আমরা এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করি না।
কারণ নেপালে সম্রাট হর্ষদেবের প্রভাব কোন কালে যে গিয়া
ছিল, তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। নেপালপতিগণের তাঁহার
সহিত কোন কালে সন্ধ হইতে নাই। একপ স্থলে নেপালপতি
হর্ষসংবৎ ব্যবহার করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। উত্তর-
ভারতে লকাধিপত্য বিস্তারের সহিত সর্বত্র লকসংবৎ প্রচ-
লিত হইয়াছিল। এইরূপ গুপ্তসম্রাট কর্তৃক নেপালবিজয় ও
লিচ্ছবিরাজগণের সহিত সন্ধ হইতে তথায় গুপ্তসংবৎ প্রচলিত
হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু কনোজপতি হর্ষদেবের প্রবর্তিত
সংবৎ নেপালে প্রচলিত হইবার পক্ষে সেরূপ কোন সুবিধা
ঘটে নাই।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষসংবৎ আরম্ভ। একপস্থলে অংগুবর্ষার
শিলালিপি ধরিলে ৬০৬ + ৪৮ = ৬৫৪ খৃষ্টাব্দে অংগুবর্ষার অস্তিত্ব
স্বীকার করিতে হয়। ৬০৭ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্
সিয়ং নেপালে যাত্রা করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায়
যে তৎকালে অংগুবর্ষার রাজ্যবাসন ঘটিয়াছিল। † চীন-
পরিব্রাজকের উক্তি হইতেও আমরা অংগুবর্ষা প্রভৃতির অঙ্কগুলি
হর্ষসংবৎজ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের

* Journal of the Asiatic Society of Bengal,

Vol. IX. p. 768.

† Beal's Si-yu-ki, Vol. II. p. 18.

বিবাস, উহা কোন পরাক্রান্ত লিঙ্গবিভাজের প্রবর্তিত অক্ষ। উপ-
বৃত্ত অক্ষসন্ধান ও আলোচনা হইলে সেই রাজার নাম ও বিবরণ
পরে বাহির হইতে পারে।

লিট্, ব্যাকরণের পর্যায়ার্থবোধক বিভক্তিসংজ্ঞাভেদ।

লিট্য, অন্ন চিন্তা করা। লিট্যতি।

লিদের, (লদর), পঞ্চাব-প্রদেশের কান্দীর রাজ্যের অন্তর্গত
একটা নদী। বিস্তারত শাখারূপে প্রবাহিত। কান্দীর উপ-
ত্যকার উত্তরপূর্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪ হাজার ফিট উচ্চ হইতে
নির্গত। অক্ষা° ৩৪°৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৮' পূঃ। দ্রুতপান-
বিক্ষেপে পর্বতের ঢালু প্রদেশ অতিক্রম করিয়া কান্দীর উপ-
ত্যকার ইহা দীর্ঘগতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অক্ষা° ৩৩°৪৫' উঃ
এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৫' পূর্বে ইসলামাবাদের ৫ মাইল দক্ষিণে
ঝিলাম নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

লিধু, ব্যাকরণোক্ত নামধাতুর সংজ্ঞাভেদ। লিধ ও ধাতু বুঝাইতে
সংক্ষেপে “লিধু” এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লিন্দু (পুং) পিচ্ছিল। (ছান্দোগ্য উপা° ৪।১৪)

লিন্সোটেন্, (Jan Hugo Van Linschoten) এক জন
পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী। ইনি ১৫৮৩-১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে
থাকিয়া একখানি ভারতবর্ষবিবরণী সম্বলন করেন। ঐ গ্রন্থ-
খানি “Voyages into the East and West Indies”
নামে খ্যাত। উহাতে তৎকালীন পর্ন্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিক্-
গণের পরম্পর বিরোধবৃত্তান্ত এবং ভারতজাত বৃক্ষ ও খনিজ ধাতু
প্রভৃতির পরিচয় স্ফটিকরূপে বিবৃত আছে।

লিপ্, উপদেহ। ২ বৃদ্ধি। ৩ লেপন। তুদাধি° উত্তর-
সক° অনিট্। লট্ লিম্পতি-তে। লিট্ লিলেপ, লিগিপতুঃ,
লিলিপে। লুট্ লেপ্তা। লট্ লেপ্ততি-তে। লুঙ্ অলি-
পৎ, অলিপত, অলিপ্ত। অলিপাতাং, অলিপ্সাতাং অলিপন্ত,
অলিপ্সত, সন্ লিলিপ্সতি-তে। বঙ্ লেলিপ্যাতে। বঙ্ লুক্
লেলেপ্তি। পিচ্ লেপয়তি। লুঙ্ অলীলিপৎ। অব+লিপ=
অবলেপ, পর্ক। আ+লিপ=আলেপন। উপলেপ, লেপন।

লিপ (পুং) লিম্পতীতি লিপ-ক। লেপনকর্তা।

লিপি (স্ত্রী) লিপ (ইগুপথাৎ কিং। উপ° ৪।১১২) ইতি ইন্
স চ কিং। লিখিত বর্ণ; পর্যায়—লিখিত, অক্ষরসংস্থান, লিবি,
লিখন, লেখন, অক্ষরবিভাস, লিপী, লিবি, অক্ষররচনা,
লিপিকা। (শব্দরত্না°)

“অন্ন ধরিত্রো ভবিততি বৈবসীঃ

“ লিপিং লগাটেব্বিজনন্ত আগ্রতীম্।

যুবান চক্রেহন্নিতকল্পপাশপঃ

প্রণীয় দারিদ্র্যব্রহ্মতঃ বৃণঃ।” (নৈষধ ১।১৫)

তন্মৈ লিখিত আছে যে, লিপি পাঁচ প্রকার, যথা মুদ্রালিপি,
শিল্পলিপি, লেখনীসম্বন্ধ লিপি, শুভিকালিপি ও বৃণলিপি।

“মুদ্রালিপি: শিল্পলিপিলিপিলেখনীসম্বন্ধা।

শুভিকা বৃণসম্বন্ধা লিপের: পঞ্চা: বৃত্তা:।” (বারাহীজয়)

এই সকল বিভিন্ন প্রকার লিপির উৎপত্তি-বিবরণ দেবনাগর
শব্দে আলোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং অধুনা
পশ্চিমে বাবিলোনীয়, আসিরীয়, ফারসীয়, মিসর ও পূর্বে চীন
প্রভৃতি রাজ্যে বহু প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার লিপি
প্রচলিত দেখা যায়। তন্মধ্যে ভারতীয় লিটলিপি, বাবিলোনীয়
ফলকলিপি, আসিরীয় কোণাকার লিপি ও মিশরীয় হাইরোগ্লি-
ফিক বর্ণ-লিপিই সর্বপ্রাচীন। [দেবনাগর ও বর্ণমালা দেখ।]
লিপিকর (পুং) লিপিং করোতীতি লিপি-ক (দ্বিবাচিনশ্চেতি।
পা ৩।২।২১) ইতি ট। ১ লেখক। (অমরটীকা) যিনি লিপি
প্রস্তুত করেন। ২ খোদাইকর। ৩ লেপক।

লিপিকা (স্ত্রী) লিপিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্। লিপি। (শব্দরত্না°)

লিপিকার (পুং) লিপিং করোতীতি ক-অণ্। লেখক, লিপি-
কারক। (অমর)

লিপিক্ত (ত্রি) স্তুললেখক।

লিপিসম্বন্ধ (পুং) লেখনী দ্বারা মলীযোগে পত্রাদিতে বর্ণবিভাস।

লিপিফলক (পুং) যে পত্রে লেখা যায়। প্রস্তর তাম্রপত্র বা
বৃক্ষপত্রাদি যাহাতে লিপি ভ্রাস করা হইয়া থাকে।

লিপিশালা (স্ত্রী) লিপীনাং শালা। লিপিগৃহ, বেথানে লেখা
বা অক্ষরবিভাস শিক্ষা দেওয়া হয়। (ললিতবি°)

লিপিসম্বন্ধ (স্ত্রী) লিপিকরণোপযোগী যন্ত্র বা দ্রব্যাদি।

লিপী (স্ত্রী) লিপি কৃদিকারাদিতে লিপী। লিপি। (শব্দরত্না°)

লিপ্ত (ত্রি) লিপ-ক্। ১ ভক্ত। ২ কৃতলেপন, পর্যায়—
দিদ্য, বিলিম্পিত, চর্চিত। (জটায়ু)

“তল্লিপ্তাশ্চেলখণ্ডাশ্চ চ্চারো বিহিতান্তথা।” (কথাসরিৎসা° ৪।৪৮)

৩ মিলিত, সংযুক্ত, বদ্ধ। ৪ বিবলিদ্ধ্য। (মেদিনী)

লিপ্তক (পুং) লিপ্ত এব স্বার্থে কন্। বিবাক্ত বাণ। (অমর)

লিপ্তহস্ত (ত্রি) রক্তাক্ত বা দ্রবিত হস্ত।

লিপ্তা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত ৬০ ডিগ্রীর একাংশ, এক মিনিট।

লিপ্তাক্ত (ত্রি) বাহার শরীর হৃগ্গত জ্বালাদির দ্বারা লেপা হইয়াছে

লিপ্তিকা (স্ত্রী) লিপ্তেব স্বার্থে কন্। দত্ত।

“বৈবস্ত চতুর্ধোঃশঃ প্রবণাদৌ লিপ্তিকাচতুঃ অভিজিৎ”

(সংস্কৃত্যমুক্তা°)

লিপ্লা (স্ত্রী) লক্ষ্মী লত্-সন্, অ-টাপ্। ইচ্ছা, অভিলাষ,
লাভ করিবার ইচ্ছা।

“লিপ্লাং চক্রে এসেনাদু মণিরয়ে ত্রমন্তকে।” (হরিকণ্ঠ ৩৮।২৬)

লিপ্‌সিতব্য (ত্রি) লিপ্‌ন-তব্য। লাতাই, লাত করিবার উপযুক্ত।

লিপ্‌সু (ত্রি) লিপ্‌সিচ্ছ: লত্‌-লন, সমস্তাহ:। লাত করিতে ইচ্ছুক, পর্যাণ গৃহ, গর্জন, তৃচ্ছ, লুক, অভিলাষুক, লোলুপ, লোলুভ। (হেম)

“উপপ্রধানং লিম্বু নামকং স্বাক্ষরগোবধম্ ॥”

(কথাসরিৎসাং ২৪।১১১)

লিম্বুতা (স্ত্রী) লিম্বু-তল্‌-টাপ্‌। লিম্বুর ভাব বা ধর্ম, লাত করিবার ইচ্ছা।

লিম্ব্য (ত্রি) পাইতে বাহনীর। বাহা লাত করিতে স্বত: ইচ্ছা জন্মে।

লিবি (স্ত্রী) লিপ-ইন্‌, বাহলকাৎ পত্‌ বহু। লিপি। (অমর)

লিবিকর (পুং) লিবিং করোতীতি কু- (দিবাবিভানিগেতি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। লিপিকর।

লিবিকর (পুং) লিবিং করোতীতি কু-ট, পূর্বোদয়াদিত্যং দ্বিতী-য়ায় অলুক। লিপিকার। (অমরটীকা ভাষ্যদীকিত)

লিবী (স্ত্রী) লিবি কৃদিকারাদিতি ভীব্‌। লিপি। (শব্দরত্নাং)

লিবুজা (স্ত্রী) লতিক।

লিম্প (পুং) লিম্পতীতি লিম্প- (অম্পসর্গাৎ লিম্পবিশ্লেতি। পা ৩।১।১৩৮) ইতি শ। লেপনকর্তা।

লিম্পট (পুং) বিড়্‌গ্‌, লম্পট। (হারাবলী)

লিম্পাক (স্ত্রী) নিষ্কবিশেষ, পাতিলেব্‌। গুণ—সুরভি, স্বাদু, নাত্যয়, অন্নকটিকর, বাতশ্লেষহর, হৃদয়, ছর্দিনাশক, জ্বং পিত্তবর্ধক। (রাজব) (পুং) নিষ্কবৃক্ষ, পাতিলেবুর গাছ। ২ খর। (শব্দরত্নাং)

লিম্পি (পুং) লিপি।

লিম্বুরা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এক্ষণে এই রাজ্য তিন জন অংশীদারের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। বার্ষিক রাজস্ব ২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে বড়োদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ৯৩৪ এবং জুনাগড়ের নবাবকে ২৭৮ টাকা রাজস্ব দিতে হয়। লিম্বুরী নগর শোগগড় হইতে ৯ কোশ পশ্চিমোক্তে অবস্থিত। ভাবনগর গোণ্ডাল রেলপথের ধোরাঙ্গী শাখায় জানিয়া টেনসন এই নগর হইতে ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। নগরভাগ সমুদ্রসামুদ্র।

লিম্বুরী, (লিম্বু), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত-বিভাগের খালাবারপ্রান্তস্থ একটা দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২২°৩০' ১৫" হইতে ২২°৩৭' ১৫" পূঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৪' ৩০" হইতে ৭১°৫২' ১৫" পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৪৪ বর্গমাইল। এখানে সর্বসমেত ১৮ নগর ও ৪৩টা গ্রাম আছে।

এই স্থান স্বভাবতঃই সমতল। খালকামর ভূমিভাগে চাস-বাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ও লালবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই স্থানে তুলা এবং অন্যান্য নানাজাতীয় শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে ভোগবতী নামে একটা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত, গ্রীষ্মকালে উহার জল লবণাক্ত হয়। সময় সময় নদীতে বহু আসিয়া স্থানীয় শস্তাদির বিশেষ ক্ষতি করে। এখানকার সামন্তরাজ অর্থের পরিবর্তে শস্তাদি দ্বারাও রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই স্থান উচ্চপ্রধান হইলেও বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। লিম্বুরী নগরে এক প্রকার মোটা কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ভাবনগর-গোণ্ডাল রেলপথ বিস্তৃত হইবার পূর্বে এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি ধোলেরা বন্দর হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত।

লিম্বুরী রাজ্য কাঠিয়াবাড় বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্তরাজ্য বলিয়া গণ্য। এখানকার সর্দার ইংরাজ-গবর্নমেন্টের সহিত ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিগ্রহে আবদ্ধ। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু দত্তক গ্রহণের জন্য তাঁহার কোন সন্দ পান নাই। ঠাকুর সাহেব বশোবস্ত সিংহজী ফতে-সিংহজী ঝালাবংশীয় রাজপুত। ইনি রাজকোটের রাজকুমার-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি শাসনশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পুলিশকাল এজেন্টের বিনা পরামর্শে ইনি স্বীয় অপরাধী প্রজাবৃন্দকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন।

রাজার বার্ষিক রাজস্ব ২২১৩৭০ টাকা। তন্মধ্যে ৪৫৫৩০ টাকা ইংরাজরাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিতে হয়। রাজা পুণ্য দ্রব্যের উপর কোনরূপ কর গ্রহণ করেন না। তাঁহার উৎসাহে এখানে ১৭টা বিজ্ঞান্য স্থাপিত হইয়াছে।

২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। ভোগবতী নদীর উত্তর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৩৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৫৩' পূঃ। এই নগর পূর্বে ধনজনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এখানকার প্রাচীন দুর্গাদি এক্ষণে ভয়াবহায় নিপতিত।

লিম্বুভট্ট (পুং) একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। শূর্ণানন্দ প্রবন্ধ-প্রণেতা নারায়ণের পিতা।

লিম্বু, নেপাল ও সিকিমের সীমান্তবাসী জাতিবিশেষ। পার্শ্বত্যা ক্রিয়াত জাতির একটা শাখা বলিয়া গণ্য। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও ইহারা অনেকেংশে ব্রহ্মণ্যধর্মসেবী। ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কঠোর; গো, শূকর ও পালিত পশুপক্ষিরক্ষা এবং পার্শ্বত্যা ভূমে শস্তাদি উৎপাদন ভিন্ন ইহারা অন্য কোন কার্যই করে না। অধিকাংশ সময়ই ইহারা আগতে দিনুপাত করিয়া থাকে। ছোঁচা বাশের বেড়ার উপর বন আশা ও এলাচী গাছের পাতা দিয়া ইহারা আপনাপন বাসগৃহ নির্মাণ করে।

দার্জিলিংয়ের সমীপবাসী লিখুগণ অতিরিক্ত মত্ত পান করে এবং দেবোদ্দেশে উৎসব পণ্ডমাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, বলিরূপে নিহত পশুর প্রাণবায়ুই দেবতার গ্রহণীয় এবং তাহার মাংসপিণ্ড মনুষ্যেরই উপভোগ্য।

ডাঃ কাম্বেল ইহাদের ভাবার জিহ্বামূলীয় ও তালব্য বর্ণের আধিক্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, লেপ্‌ছা জাতির ভাষা অপেক্ষা লিখু ভাষাই অধিকতর ক্রটিমধুর। ভারতীয় ও তিব্বতীয় ভাষার সহিত উক্ত ভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। লেপ্‌ছা-দিগের নিকট ইহারা ছদ্ম নামে পরিচিত। ইহাদের শারীরিক গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয়।

লিখু, ১ তৌচ্ছা, অলীভাব। ২ গতি। দিবাদি° আশ্বনে° অক° অনিট্। গত্যাৰ্থে তুদাদি° পরমৈ° অক° অনিট্। লট্ লিখতে লিখতি। লিট্ লিখেশ লিখিশে। লুট্ লেট্টা। লুট্ লেঙ্কতি-তে। লুঙ্ অলিঙ্কৎ-ত। সন্ লিলিঙ্কতি-তে। বঙ্ সেলিঙ্কতে। বঙ্ লুক্ সেলেট্; পিচ্ লেশয়তি। লুঙ্ অলীলিখৎ।

লিখু (পুং) লব-কর্তরি বন, নিপাতনাৎ সাধুঃ, উপাধায়া ইৎ। নর্ন্তক।

লিসরি, হিমালয়-পর্বতপ্রান্তবাসী জাতিবিশেষ। মিথুন-কোটের অদূরস্থ গুর্জানি শৈলের নিকট লিসরি শৈলে ইহাদের বাস। ইহারা গুর্জানি জাতির একটা শাখা বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহাদের অপেক্ষা বঙ্গহীন। ১৮৫০ ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ছইবার এবং ১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে উপর্যাপরি আটবার ইংরাজ সৈন্য ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়াও পরাজিত করিতে পারে নাই।

লিহ, আশ্বাদন, লেহন। অদাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ লেঢ়ি, লীঢ়, লিহতি, লেঙ্কি। লীঢ়ে। লোট্ লেঢ়ু। লীঢ়ি, লেহানি, লীঢ়াং। লিঙ্ লিহাৎ, লিহীত। লঙ্ অলেট্, অলীঢ়। লিট্ লিলেহ, লিলিহত্। লুট্ লেঢ়া। লুঙ্ অলিঙ্কৎ, অলিঙ্কত, অলীঢ়, অলিঙ্কাতাং অলিঙ্কত। সন্ লিলিঙ্কতি-তে। বঙ্-সেলিহতে, বঙ্ লুক্ সেলেঢ়ি। পিচ্ লেহয়তি। লুঙ্ অলীলিহৎ। অব+লিহ—অবলেহন। আ+লিহ—বেধ।

লী, ১ শ্লেষণ, লীনভাব। ২ দ্রাবণ। ক্র্যাদি° পরমৈ° পক্ষে দিবাদি° আশ্বনে° অক° অনিট্। দ্রাবণার্থে চুরাদি° পক্ষে তুদাদি° পরমৈ° সক° অনিট্। লট্ লিনাতি, লীয়তে। লিট্ লিনায়, লিলো, লিন্যত্, লিল্যে। লুট্ লেতা, লাভা। লুট্ লেযতি, লাভতি। লেযতে, লাভতে। লোঙ্ লীরাৎ, লেবীট, লালীট। লুঙ্ অলৈলীৎ, অলালীৎ, অলৈট্যাং অলাট্যাং অলৈবুঃ অলাসিবুঃ অলেট্, অলীত, অলেবাতাং অলাসাতাং। অলেবত, অলাসত। সন্ লিলীযতি। বঙ্ সেলীয়তে।

বঙ্লুক্ সেলরীতি, সেলেতি। চুরাদি° পক্ষে লাপরতি, লাররতি। তুদাদি° পক্ষে লরতি।

লীকা (স্ত্রী) হ্রস্বম্বিকমারী। চলিত ছোট ইন্দুমারী।

লোকা (স্ত্রী) লিকা। (শব্দরত্ন°)

লীক্ষা (স্ত্রী) লিকা। (শব্দরত্ন°)

লীন (ত্রি) লী-ক্ত (ওদিতচ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠাতত্ত্ব ন। ১ লয়প্রাপ্ত। ২ দ্রিষ্ট।

“দিবাকরাদ্রকতি যো শুভাহু লীনং দিবাতীতমিবাঙ্ককারম্।

কুত্রেহপি নুনং শরণং প্রপশ্যে মমমুখৈঃ শিরসামতীৰ্ণম্”

(কুমারসং ১।২১)

লীলা (স্ত্রী) লয়নমিতি লী সম্পদানিহাৎ কিপ্, লিয়ং লাতীতি লা-ক। ১ কেলি। ২ বিলাস। ৩ শৃঙ্গারভাব চেষ্টা।

(মেদিনী) ৪ খেলা। (বিখ)

“লীলাবিন্দিতঃ শৈবরমীশ্বরভাষ্যমায়রা” (ভাগবত ১।২।১৮)

এ নারিকাদিগের প্রিয়তমের সমাগম লাভ না হইলে স্বচিন্ত-বিনোদনের জন্য প্রিয়তমের বেশ, গতি, নৃষ্টি, হস্ত ও ভণি-তাদির অনুকরণের নাম লীলা।

“অপ্রাপ্তবল্লভসমাগমনান্নিকার্যঃ

সখ্যাঃ পুরোহিত্য নিজচিন্তাবিনোদবৃত্ত্য।

আলাপবেশগতিহাস্তবিলোকনাত্তৈঃ

প্রাণেশ্বরানুকৃত্যভ্রমকথ্যক্ লীলাম্” (অমরটীকার ভরত)

৬ ভগবানের ক্রীড়া বা কার্য্যাবলীকে লীলা কহে। চলিত প্রবাদ আছে যে,—

“ভগবানের বেলা লীলাখেলা,

পাপ লিখিছে মানবের বেলা।”

প্রকট ও অপ্রকটভেদে ভগবানের লীলা বিবিধ।

“প্রকটাপ্রকট চৈতি লীলা শেখং বিধোচ্যতে।” (পদ্মপুরাণ)

ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া বালাক্রীড়া ব্যাপদেশে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই প্রকট লীলা, এবং যে লীলা অব্যক্ত থাকে, তাহাকে অপ্রকট লীলা বলা যায়।

শ্রীভাগবতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরবিধ লীলার এইরূপ পরিচয় আছে—

“সদানন্তঃ প্রকাশঃ বৈদৌল্যভিচ্ছ স দীব্যতি।

তত্রৈকেন প্রকাশেন কথ্যচিন্তাঙ্গরস্তরে ॥

সহৈব স্পর্শরীবারৈর্জগদী কুরুতে হরিঃ।

কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যাশক্তিরেব সা ॥

তেষাং পরিকরাণ্যক তৎ তৎ ভাবং বিভাবয়েৎ।

প্রপঞ্চগোচরয়েন সা লীলা প্রকটা নৃত্য ॥

অজ্ঞানপ্রকটা ভক্তি তাদৃশভবগোচরাঃ।

তত্র প্রকটলীলান্নমেব জ্ঞাতাং গমাগমৌ ॥

গোমুখে মধুস্বারা ক বারকারাক নদীঃ ।

যাত্রা তত্রাশ্রয়টী-কর কর্তব্যে গতিতঃ ॥ (শ্রীভাগবতভূত)

১ ছন্দোভেদ । ইহার উল্লিখিত চরণ, প্রত্যেক চরণে ১, ৪, ৭, ১০, ১৫ ও ১৬ বর্ণ স্বর এবং ৫০, ৫, ৩, ৮, ২, ১১, ১২, ১৪, ১৫ বর্ণ লঘু ।

লীলাকমল (স্রী) লীলার্থ কমল । ক্রীড়াসর । (যেব ৩০)

লীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ ।

লীলাকলহ (পুং) কলহের ভাস ।

লীলাখেল (ত্রি) ক্রীড়াসি। স্রিরাং টাণ্ । ছন্দোভেদ । ইহার প্রত্যেক চরণে ১৫টি অক্ষর আছে, সকল শুনিই স্বর ।

লীলাগার (স্রী) লীলার্থ আগার । লীলাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ ।

লীলাগৃহ (স্রী) খেলাঘর ।

লীলাগেহ (স্রী) ক্রীড়াগার ।

লীলাঙ্গ (ত্রি) চকল বা মিরছর ক্রীড়ক অঙ্গদুত । (বুদাদি)

লীলাচন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি ।

লীলাজন, (নৈরজন) বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার প্রবাসিত একটা নদী । গরাবাসের ৩ কোশ দক্ষিণে বোহনায় সহিত মিলিত হইয়া কলঙ্গ নামে গঙ্গার মিলিত হইয়াছে ।

লীলাচল (পুং) জনপদভেদ । [লীলাচল দেখ ।]

লীলাতমু (স্রী) লীলাশ্রয়টীয়ার্থ তমুদেহ ।

লীলাতামরঙ্গ (স্রী) ক্রীড়াকমল, লীলাকমল ।

লীলাদ্বন্দ্ব (ত্রি) বোঝার তরীদ্বন্দ্ব ।

লীলানটন (স্রী) কোতুকাবহ দ্বন্দ্ব ।

লীলাদ্রি (পুং) লীলাচল ।

লীলাধর ভট্ট, দক্ষিণাভাবানী অনেক কবি । কবীপ্রচন্দ্রাবরে ইহার উল্লেখ আছে ।

লীলাপদ্ম (স্রী) লীলার্থ পদ্ম । ক্রীড়াকমল ।

লীলাপর্বত (পুং) লীলাচল ।

লীলাঙ্গ (স্রী) লীলাকমল ।

লীলাভঙ্গ (স্রী) পদমালার নির্মিত অলঙ্কার ।

লীলাবসুধ্য (পুং) হস্তবন্ধি বসুধ্য । বসুধ্যাকার কিন্তু বসুধ্য নহে এইরূপ বোঝাইনিশ্চিত ।

লীলাময় (ত্রি) লীলাবস্ত্রণে বহুই । লীলাবস্ত্রণ ।

লীলামাত্র (অব্য) বেশিভ বেলিতে ।

লীলামানুসংগ্ৰহ (ত্রি) ১ হস্তবন্ধি বহুত । ২ ক্রীড়ক ।

লীলামুখ (স্রী) লীলাপদ্ম । (কবাসংগ্রহঃ ২৩। ৩১)

লীলামুখ (পুং) জাতিবিশেষ । [লীলামুখ দেখ ।]

লীলারতি (স্রী) ক্রীড়া

লীলারবিন্দ (স্রী) লীলাকমল ।

লীলাবজ্র (স্রী) বজ্রাকার পদ্মভেদ ।

লীলাবতায় (পুং) লীলাশ্রয়টীয়ার্থ বিহুয় অবতার ।

লীলাবৎ (ত্রি) লীলা বিভভেদত মতুশ্ বত বঃ । লীলা-
বিশিষ্ট, ক্রীড়াকৃত ।

লীলাবতী (স্রী) লীলাবৎ-স্রিরাং ক্রীব্ । ১ কেলিযুক্ত ।

২ বিলাসবতী । ৩ শৃঙ্গারতাবচ্ছোভিতা । ৪ খেলাবিশিষ্টা ।

৫ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্য ভাস্করাচার্যের পত্নীর নাম লীলাবতী ।

এই লীলাবতী একখানি অঙ্কগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার নামও লীলাবতী । লীলাবতীদললাচরণ প্রোক্তের টীকার গণেশ লিখিয়াছেন যে,—

“গোদাবরীতীরনিবাসিনঃ বহারাষ্ট্রবেশোদ্বকত শ্রীভাস্করা-
চার্যত গ্রন্থকর্তুঃ সুপ্রিয়া লীলাবতী বিরহবিকিরক্লমরত তায় পঠৈ-
লীলাবত্যা লীলাবতীমিব” (লীলাবতীটীকার গণেশ)

ভাস্করাচার্যও লীলাবতী নামে একখানি অঙ্কগ্রন্থ প্রণয়ন করেন । ঐ গ্রন্থের মতলাচরণ প্রোক্ত এইরূপ লিখিত আছে—

“প্রীতিং ভক্তজনন্ত যে জনরতে বিয়া বিনিয়ন্ত্ বৃত্ত-

ত্বা বৃন্দারকম্বুবন্দিতপলং নম্রা মতলাননম্ ।

পাটায় সদগণিতত বচ্মি চতুরপ্রীতিপ্রদায় প্রমুখটায়

সংকিপ্তাকরকোমলমলপঠৈর্লীলাবতী ॥” (লীলাবতী)

৬ অবিকিৎ বৃণতিয় স্রী । (মার্কণ্ডেয়পুং ১২৩।১৭)

৭ বেস্তাবিশেষ । (নন্দপুরাণ)

৮ ভ্রাতৃগ্রন্থ বিশেষ ।

“অব্যং নাহুলসুচ্ছলো গুণগণঃ কর্ণাধিকং প্রাচ্যতে

জাতিবিশুতিমাগতা ন চ পুনঃ প্রাচ্য্য বিশেষ স্থিতিঃ ।

সবন্ধঃ সহজো ভণামিভিরয় যদ্যন্ত নংপ্রীতয়ে

সাবীকানবন্ধেরকর্ম্মফলো শ্রীভারলীলাবতী ॥” (নন্দমিশ্র)

লীলাবধূত (ত্রি) বন্ধবে বিচরণশীল ।

লীলাবান্ধি (স্রী) অলকেসির লিখিত পুস্তকশ্রী ।

লীলাবেশ্যম্ (স্রী) লীলাগৃহ ।

লীলাশুক (পুং) ভক্তকবি বিকলজের নামান্তর ।

লীলাসাধ্য (ত্রি) সহজসাধ্য । সাধ্য অবহেলার নিপাত করা যায় ।

লীলাসাক্ষ্যপ্রিয় (পুং) তাত্ত্বিক আভ্যাসভেদ । শক্তি (হুগী) ভক্তগণের মধ্যে স্থাপরিচিত । শক্তিরসিকারে ইহার উল্লেখ আছে ।

লীলোচ্ছান (স্রী) লীলার্থউচ্ছান । সেবন । (ত্রিকা)

“অথ নামসমুচ্ছান্দে দেবর্ষি-ভ্রাতৃসেবিতম্ ।

লীলো গতশৈলক লীলোচ্ছানং হ্রাসোচ্ছিতম্ ॥” (কবাসংগ্রহঃ ২০। ৩১)

লীলোপবতী (স্রী) হস্তবন্ধন । ইহার প্রতি চরণে ১৫টি অক্ষর থাকে ।

লুজাডি (দেশজ) বৃক্‌বিশেষ। (Phyllanthus longifolius)
লুই (দেশজ) লোমযারা প্রভৃত বস্ত্রভেদ। স্বনামপ্রসিদ্ধ
পশরী বস্ত্র।

লুক্ (পুং) লোপ, ব্যাকরণের সংজ্ঞাভেদ, লুক্ ও লোপে প্রভেদ
আছে।

লুক, কদম্ব প্রভারভেদ। এই প্রভারযোগে ধাতুর বিশেষরূপ
হইয়া থাকে।

লুকা [ন] (দেশজ) গোপন।

লুকা (লুঘা), আসাম প্রদেশে প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্রনদী।
পৰ্বতগাত্র-বিধৌত কতকগুলি সরিৎমালায় পৃষ্টকলেবর হইয়া
ইহা উত্তর-কাছাড় ও জয়ন্তী শৈলবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত
হইয়াছে। জয়ন্তী পার্বত্যজেলা অতিক্রম করিয়া ইহা
ঐহট্টজেলার ম্লাদুল গ্রামের নিকট জয়ন্তী নদীতে মিলিত
হইয়াছে।

লুকচুরি (দেশজ) বালকদিগের ক্রীড়াবিশেষ। ইহাতে এক-
জন চোর সাজিয়া অপর সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

লুকিবিদ্যা (স্ত্রী) ১ গুপ্তবিদ্যা। ২ রহস্যপূর্ণ ভৌতিক প্রক্রিয়া।

লুকোলুকি (দেশজ) পুনঃ পুনঃ গোপনের চলনা।

লুকায়িত (ত্রি) লুক-কায়ত যন্ত তাদৃশ ইবাচরতীতি লুকা-
কিপ্ ততঃ ক্র। অন্তর্হিত।

লুকেশ্বর (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

লুগু, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার মধ্য-অধিত্যকা ভূমির দক্ষিণে
একটি গগুশৈল। অক্ষা° ২৩°৪৬'৪৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°
৪৪'৩০" পূঃ। এই শৈলখণ্ডের উত্তর মুখে ২২০০ ফিট উচু
একটি প্রাচীন দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা স্থানীয় প্রাচীন
সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচয় স্থল। এই পৰ্বতভাগের সর্বোচ্চ শিখর
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩২০৩ ফিট উচ্চ।

লুঘাসী, বুন্দেলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটি বৈদ্য সামন্ত-
রাজ্য। ভারতগবর্মেণ্ট ও মধ্যভারত এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে
পরিচালিত। ইহার দক্ষিণপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্বসীমা পর্যন্ত
ছত্রপুর রাজ্য, এবং পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমাংশ হাথীরপুর রাজ্য
দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ইংরাজরাজ যখন বুন্দেলখণ্ডের আধিপত্য লাভ করেন, তখন
এখানকার সর্দারেরা ১১ খানি গ্রামের অধিকারী ছিলেন।
তিনি বখারীতি ইংরাজরাজের আয়গত স্বীকার ও
স্বাধীনতাগত স্বাক্ষর করার বীর সম্পত্তি ও সামন্তপদ
লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়,
এখানকার সামন্ত সর্দারসিংহকে ইংরাজরাজের প্রতি বিশেষ
অঙ্গরক্ষ দেখিয়া বিদ্রোহিণ লুঘাসী লুণ্ঠন করিয়া বহু কতি করিয়া

ছিল। রাজা বিদ্রোহীর অত্যাচার সহ্য করিয়াও অধিষ্ঠিত ভাবে
ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ তাঁহার এই
রাজতন্ত্রের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রাও বাহাদুর উপাধি, রাজ-
পরিচ্ছদ এবং ২ হাজার টাকা আয়ের একটি জায়গীর দান করেন।
এতদ্বি সন্মেলের দ্বারা তাঁহাকে দত্তক গ্রহণেরও অধিকার দান
করা হয়। তাঁহার পৌত্র রাও বাহাদুর ক্ষেত্রসিংহ ১৮৮৬
খৃষ্টাব্দে পৈতৃক রাজ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নাবালক
অবস্থায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট রাজকাব্য পরিচালন করেন। ঐ
সময়ে লুঘাসী রাজ্যের বখেট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজস্ব
প্রায় ১০ হাজার টাকা।

কাল্পী হইতে জবলপুর বাইবার পথে কাল্পী হইতে ৪৩
ক্রোশ দক্ষিণে লুঘাসী নগর অবস্থিত। এখানে একটি ছন্দর
বাড়ার আছে। নগর মধ্যে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ স্থাপিত। ঐ
দুর্গে রাজার ৯০ জন পদাতিক সৈন্য এবং ৭টী কামান ও কামান-
বাহী সেনাদল বাস করে।

লুজ্ (পুং) মাতুলজ বৃক্, চলিত হোলজলেবুর গাছ। (বৈদ্যকনিঃ)

লুজ্‌মাংস (স্ত্রী) মাতুলজমাংস। (বৈদ্যকনিঃ)

লুজ্‌দান (স্ত্রী) মাতুলদান। (রসস্রসারসং)

লুজ্‌ম (পুং) হোলজ লেবু। (রসমাং)

লুচি (দেশজ) গোঁঘমূর্ণ (ময়দা) জলে মাখিয়া ও পিণ্ডাকৃতি
করিয়া ঢাকী ও বেগুন সহযোগে বেগিয়া যে ঢাকাকার ময়দার
পাত উত্তপ্ত দ্রুতে ভাজা হয়, তাহাই লুচি। ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য
বসিয়া গণ্য। গরমলুচি লবণ যোগে তক্ষণ করিলে রক্তমাশর
আরোগ্য হয়।

লুচা (পারসী) ১ কামুক। ২ পরতীয়াবী। ৩ বেশাদি দ্বারা
রমণীর চিত্তহরণপ্রয়াসী।

লুচাপনা (পারসী) কামুকের হাবভাব বা কাব্য। এই অর্থে
লুচাম ও লুচামী শব্দেরও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লুজ্, দীপ্তি। চুরাদি-পর্যন্তে। অকং সেট্। এই ধাতু ইমিৎ।
লট্ লুজয়তি। লুজ্, অহলুজ্।

লুক্, ১ অপনয়ন, অপসারণ। তাদি-পর্যন্তে। সকং সেট্।
লুকতি। লিট্ লুক। লুট্ লুকতি। লুজ্, অলুকীৎ।

লুক্কিতকেশ (পুং) জৈন সাত্ত্বানারিকভেদ। তাহার ঔষধাদি
যোগে দ্বাধার কেশ ও পাজলোম নষ্ট করিয়া কেলে বলিয়া
এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

লুট্, বিলোড়ন। তাদি-পর্যন্তে। অকং সেট্।
লট্ লোটতি। দিবাগিপকে লুটতি। লিট্ লুটতি, লুটুক্।
লুট্ লোটতি। লুজ্, অলোটীৎ, অলুটীৎ। দিচ্ লোটতি।
লুজ্, অলুজুৎ। লুট্ প্রতিবাত। তাদি-প্রাচ্যানে। সকং

সেট্. লট্. লোটতে। লুট্. লোট্টি। লুও. আলোট্টি।
প্রগুট্.—হুতি, অগহুত্. চৌধা। ভূদি. পরমৈ. সক. সেট্।
এই ধাতু ইদিৎ। লট্. লুট্টি। লুও. অনুলুট্টিৎ। এই অর্থে
চুয়াদি. পরমৈ. সক. সেট্। লট্. লুট্টিরতি। লুও. অনুলুট্টিৎ।

লুট (শেষ) লুট্. লুট্টির অগহুত্. পরমাপহরণ।

লুটপাট্ (শেষ) লুট্. লুট্টি।

লুট্. লুট্টি (শেষ) গোলে পড়া। বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাটড়ান।

লুট্টি (শেষ) ১ গড়াগড়ি। ২ লুট্. করা।

লুট্টি (শেষ) ১ লুট্. করা। ২ ধ্বংস বিলুপিত করণ।

লুট্টিয়া (শেষ) ডাকাইত। লুট্টিয়া।

লুট্টি (শেষ) ১ গোলাকার দ্রব্যের শিঙ। ২ ভাঙান কয়ল।

লুট্টিয়া (শেষ) গোলাবোঁগ। বিশৃঙ্খলা।

লুট্টিয়া (শেষ) লুট্. লুট্টিয়া লুট্. লুট্টিয়া।

লুট্, ১ উপভাষ। ২ আলত। ৩ তের। ৪ খোঁড়। ৫ প্রতীক।

৬ সেট্। উপভাষার্থে ভূদি. পরমৈ., প্রতীকার্থে
আত্মনে. চৌধার্থে চুয়াদি. পরমৈ. লোট্. চৌধার্থে ভূদি. পরমৈ.
উত. সেট্। লট্. লুট্টি, লোট্. লুট্টি। লুও. আলোট্টিৎ,
অনুলুট্টিৎ।

লুট্. (সী) লুট্. ভাবে লুট্। ভূমিতে অধের পুনঃ পুনঃ
প্রমোহনন, চলিত লোট্, গড়াগড়ি বেওয়া, পর্যায়
বেয়ন। (ত্রিকা.)

লুট্. লুট্. (সী) লুট্. ভাবে লুট্। ভূমিতে অধের পুনঃ পুনঃ
প্রমোহনন, চলিত লোট্, গড়াগড়ি বেওয়া, পর্যায়
বেয়ন। (ত্রিকা.)

লুট্. লুট্. (সী) লুট্. ভাবে লুট্। ভূমিতে অধের পুনঃ পুনঃ
প্রমোহনন, চলিত লোট্, গড়াগড়ি বেওয়া, পর্যায়
বেয়ন। (ত্রিকা.)

“লিলাকলাপো লুট্. ভাবে লুট্। ভূমিতে অধের পুনঃ পুনঃ
প্রমোহনন, চলিত লোট্, গড়াগড়ি বেওয়া, পর্যায়
বেয়ন। (ত্রিকা.)

কিন্তু কালকল্পাভ্যাসে পতিতো ভূবি।”

(কথাসরিৎসাং. ১০২। ৭৭)

লুড্, ১ মছন, আলোড়ন। ২ লুট্. ৩ মের। মছনার্থে—
ভূদি. পরমৈ. সক. সেট্, লুট্. লুট্টি ও রেবার্থে ভূদি. পরমৈ.
লট্. লুট্টি। লুট্. লুট্টি। লুও. আলোট্টিৎ, ক লোট্টিৎ,
লিট্. লোট্টিৎ। আ+লুড্=আলোড়ন। বি+লুড্=বিশা-
ড়ন। ভূদি. পরমৈ. লুট্. লুট্টি। লুও. অনুলুট্টিৎ।

লুড্. লুড্ (শেষ) লুড্. লুড্. (শেষ) (Cuscuta glomerata)

লুড্. লুড্ (শেষ) লুড্. লুড্. (শেষ) লুড্. লুড্. (শেষ)

লুড্. লুড্ (শেষ) লুড্. লুড্. (শেষ) লুড্. লুড্. (শেষ)

লুণ (শেষ) লুণ।

লুণাবাড়, যোয়াই প্রেক্ষিত্যবিশেষ লুণাবাড় প্রেক্ষিত্যবিশেষ রেবার্থে

পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটি লুণাবাড় সামন্তরাজ্য।
ইহার উত্তর সীমার রাজপুতনার অন্তর্গত জলপুর সামন্ত রাজ্য,
পূর্বে রেবার্থের অন্তর্গত তুং ও কহানা রাজ্য, দক্ষিণে গজ
মহলের অন্তর্গত গোখড়া উপবিভাগ এবং পশ্চিমে মহীকাহার
ইদর রাজ্য ও রেবার্থের অন্তর্গত বালাসিনোর রাজ্য। অক্ষা°
২২°৪০' হইতে ২৩°১৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°২১' হইতে ৭৩°৪৭'
পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৩৮ বর্গমাইল। এখানে সর্বসমেত
১টি নগর ও ১৬৫টি গ্রাম আছে।

মহীনদী এই রাজ্যমধ্যে প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত
বাঁধ আছে। কুপারি খনন করিয়া তথাকার লোকে চাসবাস
করে এবং তাহাই স্থানীয় জলাভাব দূরীকরণের এক মাত্র উপায়।
জলরাত হইতে মালব পর্যন্ত একটি বিস্তৃত পথ লুণাবাড় নগরের
পার্শ্ব দিয়া গমন করার এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির বর্ধষ্ট উন্নতি
হইয়াছে। গম, কলাই এবং সেগুন কাঠ এখানকার প্রধান
বাণিজ্য দ্রব্য। জলরাতের অত্যন্ত স্থানাপেক্ষা এই স্থানের
জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল। অর ভিন্ন এখানে সাধারণতঃ
অন্ত ব্যাধি দৃষ্ট হয় না।

অনুহিলবাড়পত্তনের-রাজপুত রাজবংশ হইতে এখানকার
রাজবংশ উৎপন্ন। প্রবাদ, এই রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ ১২২৫
খৃষ্টাব্দে বীরপুর নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর
১৪০৪ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশীর কোন রাজা লুণাবাড় রাজপাট পরিত্যক্ত
করেন। অধিক সম্ভব, জলরাত প্রদেশে মুসলমান-রাজগণের প্রভাব
বিস্তৃত হইলে, তাহার রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মহীনদী অতিক্রমপূর্বক
এখানে আসিতে বাধ্য হন। অতঃপর এখানকার সামন্তরাজগণ
গাইকোবাড় ও সিন্ধেরাজের অধীন সামন্তরূপে রাজ্যাশাসন
করিতে থাকেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্নেন্ট সিন্ধেরাজের
কর্তৃত্ব অঙ্গমোদন করিয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লুণাবাড়
মহীকাহার পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে
সিন্ধেরাজ পঞ্চমহল জেলার সহিত এই রাজ্যের শাসনকর্তৃত্বও
ইংরাজগবর্নেন্টের হস্তে সমর্পণ করেন।

মহারাজা বংশ (ভক্ত) সিংহদেবী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভিত্তিক
হন। তিনি সোলাউকবীর রাজপুত। পলিটিকাল এজেন্সীর
বিশেষ অধ্যক্ষি ব্যতীত তিনি বীর অপরাধী প্রোবিসগকে প্রাণ-
হণে হতিত করিতে পারেন। ইংরাজরাজের নিকট হইতে তিনি
সাতহুচক শ্রী তোপ পান। ছোট পুন্ডই রাজ্যখিকারী হইয়া
থাকেন। রাণার বক্তব্যবশেষে কল্যাণ হাই। যেটি রাজ্য ১৯২৩-২৪
টাকা, তদ্রূপে ইংরাজরাজকে ও কল্যাণের গাইকোবাড়কে বার্ষিক
১৮০০০ টাকা দিতে হয়। রাজসংলগ্নতা ২০৪ জন। এখানে
১২৫টি বিভাগ আছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। হুগল ও জোঁড়িয়ায় দ্বারা পরিচালিত। মহী ও পনাম নদীর সন্মিলনের স্থানে জোঁড়িয়া পূর্বে এবং পনাম তীর হইতে অর্ধ কোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৩০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩০' পূঃ।

১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা ভীমসিংহজী এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় প্রবাদ, এক দিন রাজা মহীনদী উত্তরণ করিয়া বৃন্দার বহির্গত হন। ঘটনাক্রমে বনপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তিনি বীর দল ছাড়া হইয়া পড়েন। রজনী সমাগমে বন্যাসুরের পথ হারাইয়া তিনি নিকটস্থ এক সাধুর আশ্রমে উপনীত হন। রাজা সেই বোগনিরত সাধু সমক্ষে উপনীত হইয়া সসম্মানে তাঁহাকে অশিষাতপূর্বক কুটারের একপার্শ্বে দণ্ডারমান রাখিলেন। সাধু বোগবলে রাজার দৈন্ত্যতা জানিতে পারিয়া মনে মনে তাঁহার সাধুতাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বোগভক্ত হইলে রাজাকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন—তোমার ও তোমার বংশধরদের অষ্ট বড়ই সুপ্রসন্ন; তুমি এই বনে একটা নগর স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন কর। কল্যাণক্রমে এই স্থান হইতে পূর্বাভিমুখে গমন করিয়া বেখানে তোমার সমুদ্র দিয়া একটা নদী গমন করিতে দেখিবে, সেই স্থানেই নগর স্থাপন করিবে। রাজা সন্ন্যাসীর বাক্যানুসারে পথ অভিযোজিত করিয়া পার্শ্বস্থিত শুভলভ্যভ্যন্তর হইতে একটা নদী নির্গত হইতে দেখিলেন এবং বন্যের আশ্রমে তাহাকে সেই স্থানেই নিপাতিত করিলেন। সেই স্থানেই পরে তিনি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করান। বোগবির লুণ্ঠনের উপাসক ছিলেন। রাজা সেই সাধু ও দেবতার প্রতি ভক্তিমান হইয়া নগরের নাম লুণাবাড় রাখেন। নগরের দরকুলী দ্বারের বহির্ভাগে আজিও লুণেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান আছে।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই নগর গুজরাত ও মালবের বাণিজ্যসম্বন্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। ঐ সময়ে এখানে উৎকৃষ্ট অল্পশস্য প্রস্তুত হইত। বোম্বে-বড়োদা-মধ্যভারত রেলপথের গোষ্ঠা শাখার শেষ স্টেশন শেরা নগর হইতে লুণাবাড় পর্যন্ত একটা পাকা রাস্তা আছে, এই পথে এখানকার মালপত্র গোষ্ঠার আনীত ও বিক্রীত হয়। এখানে কয়েকখানা, বিভিন্ন ও চিকিৎসার আছে।

লুণিরা (শেফ) ১ শব্দভেদে। (Portulaca oleracea)

২ লবঙ্গাবশ্যবী।

শুষ্ঠ, অবজা, চৌধ্য। হুয়াবিং পক্ষে ভুবিং পরমৈঃ সৰ্বং সেট্, শুষ্ঠরতি, পক্ষে শুষ্ঠতি। শূঙ্খ, অশূষ্ঠ্য, পক্ষে অশূষ্ঠ্যৎ।

শুষ্ঠক (পুং) শুষ্ঠতীতি শুষ্ঠ-কৃৎ। ১ শব্দভেদে। চলিত নটপাক।

শুষ্ঠা (স্ত্রী) শুষ্ঠ-অঙ-টাপ্। শুষ্ঠন। (শব্দরত্নাঃ)

শুষ্ঠাক (পুং) শুষ্ঠতীতি শুষ্ঠ- (অর-ভিক-হুইশূষ্ঠকঃ) যাক্। পা ৩২।১৫৫ ইতি কন্। ১ চৌর।

শুষ্ঠাকী (স্ত্রী) শুষ্ঠাক-বিহাং স্ত্রীপ্। স্ত্রীচৌর।

শুষ্ঠক (মি) শুষ্ঠতীতি শুষ্ঠ-কৃৎ। তেরকারক, শুষ্ঠনকারী, চলিত শুষ্ঠরা।

“যে চৌরা বহিনা হুষ্ঠা গরদা গ্রামশূষ্ঠকাঃ।

সারমেরামনে তে বৈ পাতাক্তে পাতকরিভাঃ ॥” (পদ্মপুং পাতালধঃ)

শুষ্ঠন (স্ত্রী) শুষ্ঠ-শ্যুট্। শুষ্ঠন, শূষ্ঠ করা।

“হরণং শূষ্ঠনং তবৎ তৎপত্নীনাং নরাবিধাঃ ॥” (দেবীভাগঃ ৫।১।১৮)

২ গড়াগড়ি দেওন।

শুষ্ঠনদী (স্ত্রী) নদীভেদে।

শুষ্ঠা (স্ত্রী) শুষ্ঠ-অঙ-ট্রিয়াং টাপ্। শুষ্ঠন। (শব্দরত্নাঃ)

শুষ্ঠাক (পুং) শুষ্ঠ-যাক্। ১ কাক। (ত্রিকাঃ) ২ চৌর।

“বিরোধতিসারিকাণাং ভবনগণফাটিকপ্রতানিকরঃ।

যত্র বিরাজতি রজনীতিমিরপটপ্রকটশূষ্ঠাকঃ ॥” (কলাবিঃ ১।৩)

শুষ্ঠি (স্ত্রী) দ্রব্যবৃদ্ধি। অপহরণ।

শুষ্ঠী (স্ত্রী) শূষ্ঠন, শূষ্ঠ হওয়া।

শুণ্ড, চৌধ্য। হুয়াবিং পরমৈঃ সৰ্বং সেট্। লট্, শূণ্ডরতি শূঙ্খ, অশূণ্ড্যৎ।

শুণ্ডিকা (স্ত্রী) শূণ্ডী স্বার্থে কন্, ততটাপ্। ১ জারসারিণী। (হারাবলী) একত্র বেষ্টিত মেঘলোমাদি, মেঘলোমাদি একত্র করিয়া যে দলার মত হয়, তাহাকে শূণ্ডিকা কহে। চলিত ইহাকে হুড়ি কহে।

“সৈন্ধবক দ্রুতাত্যক্তং তাত্রভাজনমাতপে।

প্রতপ্তশূণ্ডী শূষ্ঠং তদলক সমাহরেৎ ॥

তাত্রভাজনে দ্রুতং সৈন্ধবং দধা রৌদ্রে তপ্তং কৃৎ মেঘলোম-শুণ্ডিকরা যুট্। মলগ্রহং কৃৎ তেন প্রকরেৎ ॥” (ঔষধসংগ্রহঃ)

শুণ্ডী (স্ত্রী) জারসারিণী। (ত্রিকাঃ)

শুণ্ড, কুখন, বধ ও ক্রেশ। ভুবিং পরমৈঃ সৰ্বং সেট্, শূণ্ডতি। শূঙ্খ, অশূণ্ড্যৎ।

শুণ্ডু, (শাস্ত্র), গীন ও ভারতীয়শাস্ত্রবাসী পার্শ্বতীর জাতি বিশেষ। নৌকিরাম নামক স্থানে পশ্চিমে শূণ্ড নামক স্থানে ইহাদের বাস। আচার ব্যবহারে ইহারা সম্পূর্ণ বর্জর। কতকগুলি কাটের খুঁটি পাশাপাশি শূণ্ডিরা তাহারা গৃহ নির্মাণ করে। খাড়াবি লব্ধে তাহাদের নির্মাণ বিচার নাই। শাস্ত্র-মতঃ তাহারা চিতাবাঘ, হাপল, বেহুশিয়াল প্রভৃতি পশুদের আপনাদের গাভ আনৃত করে। যোদ্ধার চরিত্রেরই মেঘলোম কহে, কিন্তু শূণ্ড ও জাতির পক্ষাঘাত কাপিল বধ পরিধান

করিয়া থাকে। তাহার ঋতুপঞ্জর আলর লাভ করিরাছে, তাহার চীনবাসীর অরূপ পরিষ্কার পরিধান করিতেছে।

ইহাদের গাভ্রণ পাখবর্ষী অপরাপর জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত কৃৎসর্ণ। মাথার তাহার চীনবাসীর ভ্রাতৃ নড়া বিনাইয়া বড় চুল রাখে। যুদ্ধ কাণ্ডে তাহার হুনিপুণ। পার্শ্ববর্তী দেশ-বাসীগণকে, বিশেষতঃ য়ুন্-নান্ জাতিকে নিরন্তর উপদ্রবে উৎকণ্ঠিত করিতে তাহার কাতর হয় না। বড় ছুরি, বড়শা ও ধনুক তাহাদের এক মাত্র অস্ত্র। আসাম সীমান্তস্থিত খামতী জাতির বাসভূমি হইতে তাহার ঐ সকল অস্ত্রাদি লইয়া যায়। চীনরাজকে তাহার কোন কর দেয় না অথবা তাহার রাজশক্তির কবীকৃত বলিরা বীকার করে না; কিন্তু চীনরাজের আদেশ পাইলে তাহার বেজার লুণ্ঠনের লোভে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১২ শত হৃদ্ব বোকা আছে। ছুতাবির ভূমিসাধনার্থ তাহার য়ুয়ী বলি দিয়া থাকে।

লুথিয়ানা, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলা। ছোট্ট লাটের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে শতদ্রু নদী, পূর্বে অঝালা জেলা, দক্ষিণে পাতিয়ালা, সিন্ধ, নাভা ও মালের কোটীলা সামন্তরাজ্য এবং পশ্চিমে কিরোজপুর জেলা। অক্ষা° ৩০°৩৩' হইতে ৩১°১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৪' ৩০" হইতে ৭৬°২৭' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৩৭৫ বর্গমাইল। সরমালা, লুথিয়ানা ও জগরাওন্ তহসীল লইয়া এই জেলা গঠিত।

এই জেলার সর্বত্র সমভল। কোথাও একটি গওঁশৈল দৃষ্ট হয় না। নদী না থাকার জন্যই বিশেষরূপে অরুচুত হয়। দক্ষিণসীমায় শতদ্রু নদীর একটি প্রাচীন খাত আছে, তাহার নিকটবর্তী স্থান অপেক্ষাকৃত উর্বর। বর্ষাকৃত্তে বিশেষতঃ বৃষ্টিপাতের পর এই খাত পূর্ণ হইয়া উঠে। গ্রীষ্মের সময় জলাভাবে তাহা শুকাইয়া যায়। অঝালা হইতে সরহিন্দ-খাল এই জেলার পূর্বাংশে প্রবেশ করায় স্থানীয় জলাভাব কতকাংশ বিদূরিত হইয়াছে। ঐ খালের অপর ছুইটা শাখা জেলার পশ্চিম পল্লগা-সবুহে প্রসারিত থাকায় চাসবাসের বিশেষ সুবিধা ঘটাইয়াছে। জেলার অধিকাংশ স্থানই বালুকায় মকসূর্ণ। মধ্যে মধ্যে ভূমিকাপূর্ণ ভূমিখণ্ড জ্বাল শতে পরিবৃত্ত হইয়া স্থানীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে।

এখানে বজ্রজন্মসমূহ সেলপ গভীর বনপ্রদেশ নাই। শতদ্রুর প্রাচীন গর্ভ সসীপবর্তী 'বেং' বিভাগ স্বতীত জেলার আর কোথাও ফুলকিরা, শিমুল, কঁকট, অকব প্রভৃতি বড় বড় গাছ দেখা যায় না, কেবল প্রোভ্যক গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এক একটি অকব ও বট দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের অভাব দূর করিবার জন্য এখন রাতার উত্তর পার্শ্বে বড় জাতীয় ফুলসমূহ রোপিত

হইতেছে। এখানে স্থানবিশেষে ভূতিকা হইতে কঁকর উত্তোলিত হয়। উহা রাতার ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কঁকর পোড়াইয়া চুপ প্রস্তুত হয়, তাহা বিক্রীত হইয়া থাকে।

বর্তমান লুথিয়ানা নগর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের অধিক পূর্বে গঠিত হয় নাই, কিন্তু এই জেলার অভ্যন্তর স্থানে অনেক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয়, ঐ সকল নগর বহুকাল পূর্বে প্রসিদ্ধ ছিল। কালসহকারে ও দৈবকলিকাকে তাহা ধ্বংসমুখে নিশ্চিত হইয়াছে। বর্তমান লুথিয়ানা নগরের সন্নিকটে সুনেন নামক স্থানে একটি সুদূর বিবৃত ও ইষ্টকনির্মিত অষ্টালিকাদি-পূর্ণ প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ ধ্বংস স্তূপরাশি আজিও তাহার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ভারতে মুসলমান সমাগনের পূর্বে ঐ জনপদের গৌরব ও কীর্তিকলাপাদি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তদপেক্ষা পূর্বতন হিন্দু-রাজধানী মন্তব্যট নগরীর পূর্বসৌন্দর্যের নিদর্শন মাত্র পরি-লক্ষিত না হইলেও মহাভারতে তাহার সমৃদ্ধির পরিচয় আছে।

মুসলমান অধিকারে এই স্থানের রাজকোটের রাজপুত রায়-বংশ প্রবল ছিলেন। পরে ইসলামধর্ম প্রসারিত হইয়া রাজ্যগ্রহ-ভাজন হন। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশ দিল্লীর সৈয়দ রাজ-বংশের নিকট হইতে এই প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর লৌদীবংশীয় রাজগণের উত্তরাংশে লুথিয়ানা নগর স্থাপিত হয়, পূর্বোক্ত সুনেন নগরীর ইষ্টকাদি লইয়া মুসলমানগণ এই নগর পত্তন করিয়াছিলেন, অনেক অষ্টালিকার আজিও ভি-অল্লিচিকগুক্ত সুনেন নগরীর প্রাচীন ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্রাট বাবর শাহ কর্তৃক লৌদীবংশের অধঃপত্তন সাধিত হইলে, এই নগর মোগলরাজবংশের অধিকৃত হয়। তদবধি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উহা মোগলবাদশাহগণের শাসনাধীনে থাকে। তৎপরে রাজকোটের রায়বংশ পুনরায় উক্ত নগরের শাসনাধিকারী হইয়াছিলেন।

মোগল অধিকারে এই স্থান দিল্লী সুবার সরহিন্দ সন্নিকারে অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজকোটের রায়বংশ তৎকালে এই জেলার পশ্চিমাংশের ইজারাদার ছিলেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনে মোগলরাজশক্তি হতবল দেখিয়া রায় রাজগণ স্থানীয়তাবলবদন করেন। তাহার ঐ জেলার বর্তমান অধিকৃত বিভাগ ও কিরোজপুরের কতকাংশ লইয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিখগণ সরহিন্দ জয় করেন। তৎকালে কএকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখসর্দারের হস্তে এই জেলার পশ্চিমাংশ নিশ্চিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে রায়কোট-

রাজসিংহাসনে বালক রাজাকে উপবিষ্ট দেখিয়া শিখসর্দারগণ রাজকোটরাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে রাজকোটরাজ উপাস্তর না দেখিয়া সোভাগ্যাবেদী ভারতীর সামন্তরাজ জর্জ টমাসের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহ সিদ্ধ নদ অতিক্রম করিয়া এই বিভাগের অপরাপর শিখ-সর্দারদিগকে পরাজয় করেন। ঐ সময়ে রাজকোটের রায়-বংশের অধিকৃত রাজ্যও রণজিৎের করকবলিত হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ রাজকুমার ও তাঁহার দুইটা বিধবা মাতার ভরণ-পোষণার্থ দুইটামাত্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎের তৃতীয় অভিযানের পর, ইংরাজ-গবর্নমেন্টের সহিত পঞ্জাবপতির যে সন্ধি হয়, তাহাতে রণজিৎ শতদ্রু পার হইয়া আর অধিক রাজ্য হস্তগত করিতে পারেন নাই। উক্ত সন্ধির পর, ইংরাজরাজ স্বাধিকাররক্ষণমানসে মুঘলানার একটি সেনানিবাস স্থাপন করেন। তৎকালে ঐ সেনাবাস বিন্দুলারাজ্যের অধিকার মধ্যে স্থাপিত হওয়ার, ইংরাজগবর্নমেন্ট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিন্দুলারাজকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বিন্দুলারাজবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবে মুঘলানার চতুর্দশবর্ষী কতকস্থান ইংরাজাধিকারে আইসে, তাহা হইতেই বর্তমান মুঘলানা জেলার উৎপত্তি।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১ম শিখযুদ্ধের অবসানে লাহোর রাজ্যের কতকাংশ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। তদবধি এই নগরের উত্তরোত্তর প্রসারিত হইতে থাকে। অতঃপর শিখ-জাতি শাস্তাব্য ধারণ করিলে ইংরাজগবর্নমেন্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেনানিবাস উঠাইয়া লন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বরসংখ্যক সেনা লইয়া এখানকার ডেপুটি কমিশনার দিল্লী অভিযুগে বাজাকারী জালদার বিদ্রোহী সেনাদলের গতিরোধ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু সিপাহী-দলের নিকট তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কুকাশভদ্রারের কতকগুলি ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি রাজদ্রোহী হইয়া এখানে ঘোরতর অনিষ্ট করে। ইংরাজ-রাজ সেই বিদ্রোহিদলকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের মূলপতি রামসিংহকে ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্যে বন্দীরূপে প্রেরণ করেন। সিদ্ধ, পঞ্জাব, দিল্লী রেলপথ ও সমুদ্রি খাল বিভাগের সঙ্গে এখানকার শান্তি ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছে। ১৮৩৯-৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের পর কাবুল রাজ্য হইতে বিতাড়িত হুলতান শাহজাদার বংশধরগণ এই নগরে বাস করিতেছে।

মুঘলানা, জলপাণ্ড, রাজকোট, মজিরাফা, ধারা ও বহলোল-পুর নগরে সাধারণতঃ এখানকার বাসিন্দাকার্য পরিচালিত হয়।

অধিবাসীবিশেষ মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান জাতি জাতিই প্রধান। রাজপুত, ভজর, কাবীর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানবাসীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ব্যবসায়ীশ্রেণীর মধ্যে খাদী ও বেশিয়ার সংখ্যাই অধিক।

এখানে পশুপী কাপড়ের প্রকৃত কারবার আছে। দাল, মোজা, লতানা, রামপুরী চাবর প্রভৃতি নানাপ্রকার পশুপী বস্ত্র এবং খেল, লুণী, গাব্বল প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কাপড়ি বস্ত্র এখানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। এতদ্বিধা আসবাব, পাড়ী ও কানান বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্ত এখানে বড় বড় কারখানা আছে। পাকা রাস্তার ও রেলপথে এখানতঃ এখানকার বাণিজ্য-কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। জুপরিমান ৬৭৮ বর্গমাইল। অক্ষা° ৩০°৪৫'২০" হইতে ৩১°১'উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫০'৩০" হইতে ৭৬°১২'পূঃ মধ্যে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর, শতদ্রুসঙ্গীত দক্ষিণ উচ্চকূলে বর্তমান নদীধাত হইতে ৪ কোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৪৫'২৫"উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫০'৩০"পূঃ। এখানে সিদ্ধ-পঞ্জাব-দিল্লী রেলপথের একটা ষ্টেশন থাকার স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

নগরের উত্তরাংশে প্রাকৃত প্রান্তরে এখানকার কোলা অবস্থিত। সিপাহীযুদ্ধের পর ঐ স্থান পরিকার করিয়া একটি বিস্তৃত মরদানে পরিণত করা হইয়াছে। দিল্লীর পোহী রাজ-বংশের কুতুব ও নিহত নামক দুই জন রাজকুমার ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মোগল রাজসরকার হইতে ইহা রাজকোটের রাজবংশের অধিকারে আইসে। ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে রণজিৎসিংহ এই নগর অধিকার করিয়া বিশ্বের রাজা ভাগসিংহের হস্তে অর্পণ করেন (১৮০৯ খৃষ্টাব্দ)।

শতদ্রুপ্রবাহিত সামন্তরাজ্যসমূহের পলিটিকাল-এজেন্ট জেনারেল অক্টোবরী এই নগর দখল করিয়া অস্থায়ী সেনাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তারত-গবর্নমেন্ট এই অবৈধ আচরণের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিন্দুলারাজকে উপযুক্ত অর্থদান করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বিন্দুলারাজবংশধরের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার রাজ্য ইংরাজ-গবর্নমেন্টের শালনভুক্ত হয়। তদবধি এই নগর ইংরাজ-সেনার একটা ক্ষুদ্র হাউলীরূপে পরিগণিত ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে সেনাবল অস্তিত্ব পরিচালিত হয়, কেবল একবল মাত্র সৈন্য দুর্গরক্ষার জন্ত রাখিয়াছে। মুসলমান সাধু শেখ আবদুল কাহির-ই জলানীর পবিত্র তীর্থে আগমন করেন। এখানে প্রকৃত বংশধর একটি সেনা হয়। ঐ সময় বহু হিন্দু ও মুসলমান তীর্থযাত্রী এখানে

নদবেত হইয়া থাকে। এখানে কুলদ্বার, পাঠার ও কাছারী-
বিপের বাসই অধিক। কাছারীদিগের কুলদ্বার ১৪০ লক্ষ টাকা
পাল প্রদত্ত করে।

লুপ, ১ ছেন, উচ্চেন। ২ লোপ। কুদ্বারি- উচ্চেন। লক-
অনিষ্ট। লট্ লুপ্ত-উচ্চেন। লিট্ লুপ্ত, লুপ্তে। লুট্
লোপ। লুট্ লোপ-উচ্চেন। লুট্ অলুপ, অলুপ, অলুপ-
লোপ, অলুপ-উচ্চেন। লুপ-বিমোহন, ব্যাকুলীকরণ। দিবাদি-
পন্নয়ন। অক- সেট্। লট্ লুপ্তি। লিট্ লুপ্ত, লুট্
লোপিত। লুট্ লোপিত। লুট্ অলুপ। লুপ লুপ্ত-সতি-
উচ্চেন। লুপ্ত-সতি, লুপ্ত-সতি। লুট্-লোপিত। লুপ-
ব্যাকুলীকরণ। লুট্-লোপিত। লুট্-লোপিত। লুট্-
লোপিত, লুট্ অলুপ, অলুপ। অব+
লুপ-উচ্চেন, ছেন।

লুপ (পু) লুপ ছেন-কিপ। লোপ।

লুপ (সী) লুপ-ক। ১ চৌধুরন, চলিত লোভ। (শক-
রায়)। (সি) ২ লোপ-ক।

"পরিতৃপ্তাতিপুত্রবিন্দিতামৃতনাগ্রমলসাকি।

বহুবলবদনরংগ বসুন্ পুরুষাবিতং সহতে ॥"

(আর্যাসমুদ্র ৩৩০)

লুপ্তবিসর্গতা (সী) সাহিত্যমর্গশোক দোষভেদ।

"বর্ণনাং প্রতিফলক লুপ্তাহত বিসর্গতে।

অধিকন্যাসকিতপদাহতেবৃত্ততা ॥"

(সাহিত্য ৭। ৫৩৭)

বিসর্গের লোপ হইয়া এই দোষ হয়, এইজন্য ইহার নাম
লুপ্তবিসর্গতা হইয়াছে। 'গতা নিশা ইমা বালে' এইস্থলে সমস্ত
ছন্দে বিসর্গের লোপ হওয়ার এই দোষ হইয়াছে।

লুপ্তোপম (সি) উপমাশব্দ।

লুপ্তোপমা (সী) উপমাশব্দভেদ। ইহার লক্ষণ—

"লুপ্তা সামান্তধর্ম্মাদেবকত যদি বা বয়োঃ।

অত্রাণাং বাহুপাশানে শ্রোতব্যার্থী সাপি পূর্ববৎ ॥"

(সাহিত্য ১০। ৩৫১)

যেখানে উপমান বা উপমেয়ের সামান্ত ধর্ম্মাদির এক বা দুইটি
বিষয়ের লোপ করিয়া সাধিত হয়, তাহার এই অলঙ্কার হয়।

[উপমা শব্দ দেখ]

লুদ্র (সি) লুদ্র-ক। আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষাবৃত্ত, পর্যায়
গুণ, গর্ভন, অভিলাষ, ক্রোধ। (অমর)

"লুদ্রা বশি নদর্শে তীক্ষ্ণাঃ পাপাক্ষরকতঃ।

মুখঃ পরাপদেষু ন চ পাত্রেব বোধভবৎ ॥"

(কথামরিচ ৪ঃ। ৩০)

লুদ্র (পু) লুদ্র এব স্বার্থে কন্। ১ ব্যাধি। (অমর) ২ লুপট।
"নিভতির্নাম পদ্যবাস্তব্যা বাতি পুরজনঃ।

বৈশং নাম বিবরং লুদ্রকেন সমমিতঃ ॥" (ভাগবৎ ৪। ২৫। ৫৩)

লুদ্রতা (সী) লুদ্রত ভাবঃ তল-টাপ্। লুদ্রের ভাব বা ধর্ম্ম-
লুদ্রত, লোভ।

লুভ, গাভা, আকাঙ্ক্ষা, লোভ। দিবাদি- পন্নয়ন। লক-
অনিষ্ট। লট্ লুভাতি। লিট্ লুভোত লুভতুঃ, লুভোতিথ। লুট্
লোভা, লোভিত। লুট্ লোভিত। লুট্ অলুভৎ। লু-
লুভিত। লুভিত। লুট্ লোভিত। লুট্ লোভিত। লুট্
লোভিত। লিট্-লোভিত। লুট্ অলুভতঃ। লুভ-
বিমোহন, আকাঙ্ক্ষা। তুদ্বারি- পন্নয়ন। অক- সেট্।
লট্ লুভতি। লিট্-লুভোত। লুট্-লুভোত, অলো-
ভিতাং অলোভিতুঃ।

লুভিত (সি) লুভ-ক। ১ বিমোহিত। ২ বিরক্ত।

লুদ্রিকা (সী) বাহুবলভেদ।

লুদ্রিনী (সী) রাজকন্ডাভেদ। ইহার নামে একটি বিহার নির্মিত
ছিল। (ললিতবিস্তর)

লুদ্রস্থান, পায়তের অন্তর্গত একটি প্রদেশ। কার রাজ্য
সীমা হইতে পশ্চিমে কর্ণাট শা পর্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষা° ৩১°
হইতে ৩৪° ৫' উঃ। ইহার মধ্য দিয়া হিজকুল নামক নদী
প্রবাহিত। ঐ নদীর দক্ষিণস্থিত বখ্ তিরারীর পার্শ্বভাগে ক্ষেত্র
লুদ্র-বুর্জ এবং আসিরীর প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত নদীর উত্তর
লুদ্র-কুদ্র নামে খ্যাত।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে লুদ্র নামক একটি পার্শ্বভাগ জাতির বাস
আছে। তাহাদের মধ্যে কোবিদ লোক ও খুর্দ নামে কন্নড়ী
শাখা আছে। কিন্তু শীতকালে তাহারা পার্শ্বভাগে পরিভ্রমণ
করিয়া হিজকুল অথবা আসিরীর সমস্ত প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়
এবং তথাকার তুর্কিদের সীমান্তস্থিত ভ্রমণকারী আরব ও তুর্ক-
জাতির সহিত তাহারা একপক্ষে মিশিয়া থাকে যে, দেখিলেই
তাহাদিগকে আরবীর অথবা তুর্কজাতীর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু
বাস্তবিকই তাহারা আরব বা তুর্কজাতীর নহে। তাহারা মহাদ
এবং তাহাদের প্রবর্তিত কোরাণ শাস্ত্রকে মান্য করে না। তাহারা
এক মাত্র বাবা বুদ্র ও অপর সাতটি পন্ডিত্রাজ্য উপাসনা
করিয়া থাকে। তাহাদের অনেকগুলি ত্রিরাশিগণে সহস্রের
পূর্ববর্তী সংখ্যার নিম্নপদ পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে
শকজাতির উপাত্ত মিলে ও অসাহিত্য দোষভার উপাসনা হুই হয়।
ঐ পুত্রের জন্য তাহারা রাজ্যকালে লম্বক হইয়া ভৌতিক
আচারাদির অহমান করিয়া থাকে।

লুদ্রি কুদ্র বা উদ্র বিস্তারে পের-কো জেলায় শিলাগিরি,

মিলকুল, আমলহ ও বাগধেরিবে (বাগগ্রীব) নামক চারিটি শাখার বাস আছে। উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি লোক শাখা সমুদ্রত এক শেখোক্ত দুইটি লুয় বসিয়া থাকে। শিলা-শিলে ও মিলকুলদিগের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ঘরের বাস দেখা যায়। শিলাশিলেগণ অতিশয় পরাক্রমশালী ও বুদ্ধবিতার হুমিগুণ। সহজে তাহাদিগকে বশ করা যায় না।

বর্তমান কাজর বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা মকরর বায় আদেশে আমলাগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কার রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তদবধি তাহাদের সংখ্যা অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। আলামহম্মদের মৃত্যুর পর তাহাদের অনেক উপ-নিবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহারা আর পূর্ববৎ বীরশালী নহে। ভ্রমণকারী De Bode পার্সিপোলিস প্রান্তরস্থ ইত্যখর পর্বতশাখায় আমলাহ শাখার একটি বিভাগের বাস দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বীভৎস ভৌতিক আচারের উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা কোন রাজশক্তির বশতা স্বীকার করে না, কিন্তু মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া যে কার্যে তাহাদের ব্রতী করা যায়, তাহারা অনায়াসে তাহা পালন করিয়া থাকে।

লুয় শাখাও অপর কাহারও অত্যাচার বা উৎপীড়ন সহ্য করিতে চাহে না। যদি কোন রাজা তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহারা তদুৎপীড়িত হইয়া বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। বাগগ্রীব শাখার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার ঘর লোকের বাস আছে। তাহারা বিশেষ অত্যাচারী ও হৃদ্বর্ষ। পার্শ্ববর্তী জনপদবাসীদিগকে তাহারা নিরন্তর উৎপীড়িত করিয়া থাকে।

পুস্ত-ই-কোহ বা জাগ্রোস শৈলবাসী লুয়জাতির একশাখা কেইলি নামে পরিচিত। তাহাদের মধ্যে খুর্দ, দিনারবেদ, স্রহোন, কলহর বদরাই, ও মকি নামে করটি বিভাগ আছে। খুজিস্তান প্রদেশেও কেইলি জাতির বাস আছে। ঐতিহাসিক রলিনসনের মতে, এই জাতির মধ্যে ১২ হাজার ঘর লোক আছে; পুস্ত-কোহ এবং পুস্ত-ই-কোহবাসীরা বিখ্যাত দস্যু। তাহাদের উপদ্রবে ভ্রমণকারী, যাবসারী অথবা তীর্থযাত্রিগণ নিরাপদে গমনাগমন করিতে পার না। পথিকের নিকট একটি কপর্দক থাকিলেও তাহারা অসুস্থতিচিন্তে গ্রহণ করে, কখন কখন তাহাদিগকে শমন সন্দেশ প্রেরণ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়। সমগ্র গুরিস্তানে প্রায় ৫ হাজার আবাসোহী ও ২০ হাজার বন্ধুধারী সেনা আছে, এই সকল পার্শ্ববর্তী সৈন্য আবশ্যক হইলে একত্র হইয়া আত-তাবীকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

কেইলিগণ বখতিয়ারদিগের দ্বারা বরংকতে বজা কসুবিত করিতে ও পাশপাশে লিষ্ট হইতে চাহে না। তাহারা অপেক্ষা-

কৃত সভ্য ও বরাস। পেশ-কোহ ও পুস্ত-ই-কোহ পর্বতবাসী ব্যতীত খুজিস্তান ও খোরাসানের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র প্রান্তরে বলিসানি ও খেইরানদেবেদ নামে দুইটি জাতির বাস আছে। তাহা লোক শাখা সমুদ্রগ।

লুল, বিলোড়ন। তুবি. পরটের. সন্. সেট. লট. সোমতি. লুৎ. আলোশীৎ।

লুলাপ (পুং) লুল্যতে ইতি লুল বিমর্দনে ভিবাধিবাৎ অত, লুলাঃ আয়োজীতি আপ-অপ্. মহিব।

“মহিবো বোটিকারিঃ জাৎ কাসরত রজবলঃ।

পীমকন্যঃ কুককারো লুলাপো বনবাহনঃ।” (ভাবপ্রঃ)

লুলাপকল্প (পুং) লুলাপপ্রিয়ঃ কল্পঃ, মধ্যপদলোপিকর্মণা। মহিবকল্প। (রাজনিঃ)

লুলাপকাস্তা (স্ত্রী) লুলাপত কাস্তা। মহিবী। (রাজনিঃ)

লুলায় (পুং) মহিব।

লুলিত (ত্রি) লুল-ক। আকোলিত।

‘প্রোজ্জ্বলিততরলিতো লুলিতাকোলিতাবপি।’ (ছুরিপ্রয়োগ)

২ বিকীর্ণ। (ভাগবত) ২।৩৫।১০) ও ব্যাপ্ত।

“ন ম বিভ্রান্তে দেবী শোকাঙ্গলুলিতাননা।” (রাধা) ২।৩৫।১০) ৪ গ্রান।

“প্রোতর্নিদ্রাতি যথা যথাস্তজা লুলিতনিঃসহৈরদৈঃ।

জামাতরি সুদিতমনাতথা তথা সাদরা যজঃ।” (আর্যাসম্ভবতী)

৫ উল্লুপিত। (ভাগবত) ৩।১২।২৪) ও বঞ্চিত।

(ভাগবত) ৪।২।১০) ৭ বিবস্ত।

“যেহংপিভুঃ সুপিতহাসবিভুক্তিক্র-

বিদুর্জিতেন লুলিতাঃ সতু তে নিরন্তঃ।” (ভাগবত) ৭।২০)

লুবানি, মধ্যভারতবাসী কুবিজীবী জাতিবিশেষ। কেত্রকর্ণ এক শত বপন, কর্ভন ও বহন তাহাদের প্রধান কার্য। উজ্জরাত প্রদেশ হইতে তাহারা দক্ষিণভারতের মানাস্বাসে এক পজাব-বিভাগের ইরাবতীতটে বাইরা বাস করিয়াছে। তাহারা শান্ত ও নির্বিরোধ এবং পুস্ত্রপ্রসূ মধ্যে পরিগণিত।

লুল (পুং) কল্পদ্রব্যী কথিতেন, ১০।৩৫-৩৬ বৃক্ষ-সকলনকর্ভা।

লুলাকপি (পুং) প্রাচীন ঋষিভেদ। (শকবিশ্বকোষ ১।৭।১০)

লুয, তের। তুবি. পরটের. সন্. সেট. লট. সোমতি।

লুৎ. আলোশীৎ। হিংসার্থে “লুৎ” এই বাহু সৌমধ্যাক্ষ।

লুবভ (পুং) রোহতীতি লুব হিলোয়াৎ (কবেদ্রিহুভ. উ. ২।১২৪) ইতি অত, লুব্যদেশত থাকে। মতবহী।

মুসাইপর্বতমালা, ভারতের উত্তরপূর্বসীমান্তস্থিত একটি পার্বত্য প্রদেশ। আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার দক্ষিণ হইতে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পার্বত্য

বিভাগের পূর্বদিকে ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্গত একটা হ্রদবিশিষ্ট পর্বত-
ময় ভূখণ্ড। উহার মধ্যস্থলে কোন্ কোন্ জাতির বাস আছে,
তাহা আজিও জানা যায় নাই। কোন ভ্রমণকারী সেই
বনমালাপূর্ণ ও বন্য জন্তুসম্বল পার্বত্যপথে অগ্রসর হইয়া হৃদ্ব
পার্বত্যগণের সহিত মিলিতে সাহসী হন নাই।

এই মুসাই পর্বতে নানা বন্য জাতির বাস আছে। তন্মধ্যে
বলদীর্ঘাসম্পন্ন কুকী ও মুসাই জাতি সমধিক সাহসী। তাহারা
ইংরাজরাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে ভীত হয় না। কুকী-
দিগের বন্যবিক্রম ও তীরের অব্যর্থ সন্ধান ইংরাজসৈন্য আসাম
সমাক্রম উপলব্ধি করিয়াছিল। ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে মুসাই
অভিধানে ইংরাজ সেনাদলকে বৈরাগ্য বিব্রত হইতে হইয়াছিল,
তাহা ইতিহাসপাঠকবর্গের অবিস্মিত নাই।

এই পর্বতবাসী আদিম জাতি প্রধানতঃ মুসাই নামে পরি-
চিত। পর্বতের অংশবিশেষে বাসহেতু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন
জাতীয় অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ নামগুলি প্রধান
সর্দারদিগের নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। মুসাই পর্বতের
সর্বোত্তরভাগে অর্ধাং মণিপুর ও নাগাল্যান্ডের মধ্যভাগে
কোইরেয়িং জাতির বাস। তাহার দক্ষিণাংশে কুপুই জাতি,
ইহার মণিপুররাজ্যের প্রজা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইংরাজ-
রাজ মণিপুর হস্তগত করিবার পর ইহার ইংরাজগবমেণ্টের
অধীন হইয়াছে। কাছাড়ের দক্ষিণস্থ পর্বতভাগে প্রকৃত
মুসাইদিগের বাস। ঐ মুসাইগণ তিনটা প্রধান প্রধান
সর্দারের অধীন ও তিনটা স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম
সীমান্তে এই মুসাইজাতির যতগুলি শাখার বাস আছে, তাহাদের
মধ্যে হোলোদ, সাইলু ও থল্লাবাগনই প্রধান। ইহার
সকলেই ভ্রমণশীল, কখনই এক স্থানে বাস করে না। শত্রু-
পক্ষীয়ের আক্রমণ নিবন্ধন, অথবা ছুমির উর্ধ্বরতা দি সঙ্কে
অসুবিধা 'বোধ করিলে তাহারা বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া
অল্পকাল অন্তর স্থানে বাইরা বাস করে। মুসাই সীমান্তে জনরব
এইরূপ যে, ব্রহ্মরাজ্যের পূর্বকথিত পার্বত্য প্রদেশবাসী
সোস্তি জাতির আক্রমণে ও উপদ্রবে প্রসিদ্ধিত হইয়া মুসাইগণ
পর্বতের পূর্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ইংরাজা-
ধিকারে সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

আসাম-সীমান্তবাসী অন্যান্য পার্বত্য জাতির সহিত মুসাই-
দিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে
এক এক জন সর্দার থাকে। ঐ সর্দারবংশ পুরুষাবলীক্রমে
তাহাদের রাজপদের অধিকারী। প্রত্যেক মুসাই-গ্রামেই এক
এক জন 'লাদ' থাকে। তাহারাই দলের নেতা হইয়া বিপক্ষের
সহিত যুদ্ধ করে। লাল সর্দারগণ সাধারণতঃ কোন রাজবংশ-

সমুদ্রত, প্রজা সাধারণ ইচ্ছাপূর্বক তাহাদের আদেশ মান্য করিয়া
থাকে এবং তিনিই গ্রামের হর্তাকর্তা বলিয়া বিবেচিত। এই
সকল লাল সর্দার সীমান্ত হইতে লুণ্ঠন করিয়া যত অধিক অর্থ
সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার দলে তত অধিক অনুচরসংখ্যা
বর্দ্ধিত হয়। সর্দারেরা অবহায়াসারে ক্রীতদাস রাখে, তাহারা
এই সকল লোককে যুদ্ধকালে বিপক্ষপক্ষ হইতে বন্দী করিয়া
আনে। ক্রীতদাস ব্যতীত গ্রামস্থ অপরাপর প্রজাবর্গও আপন
আপন পরিভ্রমলক্ষ্য অর্থের কতকাংশ সর্দারকে ভাগ দিয়া থাকে।

মুসাইগণ জল কটিয়া খুম প্রণায় ধাতাদির চাস করিয়া
থাকে। যুদ্ধবিগ্রহ ও বস্ত্রপশুশিকার তাহাদের অন্ততম উপজীবিকা।
তাহারা গয়াল নামক বস্ত্র গোক, পার্বত্য ছাগ, শূকর ও
অস্ত্রাস্ত্র গৃহপালিত পশু পালন করে। ঐ গয়াল তাহারা
মেবপূজার উৎসর্গ করিয়া থাকে।

পুরুষেরাই গৃহস্থালীর যাবতীয় কর্ম করে। তাহারা খদির,
গর্দ, হস্তদন্ত, বনজ তুলা ও মোম লইয়া পর্বতপ্রান্তস্থিত
ইংরাজাধিকৃত নগর বা বাজারে বিক্রয় করে এবং তৎপরিবর্তে
চাউল, লবণ, তামাক ও পিত্তলের বাসন, কাপাস বস্ত্র এবং রোপ্য
কিনিয়া লইয়া যায়। তাহারা পুরী নামক এক প্রকার মোটা
কাপড় প্রস্তুত করিয়া আপনারা পরে এবং তাহা বাজারেও বিক্রয়
করিতে আনে। জীলোকেরা অলঙ্কার পরিতে ভাল বাসে।
কর্ণালঙ্কারের পক্ষপাতী হইয়া রমণীরা কর্ণের নিম্নস্থ মাংসপে
হস্তদন্ত বা গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড পুরিয়া রাখে। এই ছিন্ন সময়
সময় একরূপ বাড়িয়া পড়ে যে, তাহাতে তাহাদের মুখাকৃতি
কদাকার দেখা যায়। পুরুষেরা দৃঢ়কার ও মাংসল, কিন্তু
তাহাদের মুখাকৃতি সর্দারাই বিরক্তিকর ও উগ্রভাবব্যঞ্জক।

বহুকাল হইতে মুসাইজাতি ইংরাজাধিকার মধ্যে আসিয়া
দস্যুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। লুণ্ঠনকালে
তাহারা অসংখ্য নরহত্যা করিয়া তাহাদের যুগু কাটিয়া লইয়া
যাইত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় নরমুণ্ডদানে প্রোতাহার
সদৃশ হইবে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা
এরূপ অমানুষিক অত্যাচারে ব্রতী হইত। কাছাড়, ত্রিপুরা,
চট্টগ্রাম, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মণিপুরের অধীনস্থ সামন্ত
রাজ্যসমূহে তাহারা সময়ে সময়ে দলে দলে নামিয়া আসিয়া
নররক্তে ধরা প্লাবিত করিয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের
সর্বপ্রথম গবর্নর জেনারল ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজত্বকালে
কুকীদিগের এইরূপ প্রথম উপদ্রবের কথা শুনা যায়। তৎকালে
চট্টগ্রামের একজন সর্দার কুকীদিগের অত্যাচার হইতে বীর
প্রজারূপে অসমর্থ হইয়া ইংরাজপ্রতিনিধির নিকট একতল
সিপাহী সেনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে

কাহাড় সীমান্তে আসিয়া একজন মুসাই স্বাধীন জাতিবর্গ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বরাক নদী অভিক্ষেপপূর্বক উত্তরদিকে বাইরা বাস করিতে বাধ্য হয়। এই মুসাইবল শাস্ত্যাব ধারণ করিয়া এখন ইংরাজসরকারের প্রজা মধ্যে গণ্য হইরাছে। এই সকল মুসাইগণ অত্যাধি 'পুরাতন কুকী' নামে অভিহিত।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাহারা পুনরায় ত্রিপুরা জেলায় আসিয়া ১৮৬ জন বাক্সী গ্রামবাসীকে নিহত করে এবং প্রায় শতাধিক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ইংরাজ গবর্নেন্ট এই উপক্রম-সমন্বিত সময় সময় সিপাহী সেনাবল প্রেরণ করিতেন বটে, কিন্তু পার্শ্বভাগে হুরারোহ হওয়ার ও শত্রুদল পর্তুত গহ্বরে মুসাইতে অভ্যস্ত থাকার সিপাহী সেনা তাহাদের পক্ষাৎ অগ্রগমন করিয়াও বিশেষ কোন কলসাধন করিতে পারে নাই।

সীমান্ত প্রদেশে মুসাই জাতির উপক্রমের শান্তিবিধান করিতে না পারিয়া ভারত-গবর্নেন্ট বিশেষরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরিত হইলেও কার্যতঃ কোন ফল হইল না। পার্শ্বভাগে প্রবেশ পত্রের অগম্য জানিয়া এবং ইংরাজসৈন্ত তাহাদের পক্ষাভাবিত হইয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, মুসাই দল ক্রমশঃ স্পষ্টিত হইয়া উঠিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কাহাড়, ঐকট ও ত্রিপুরা জেলায় এবং তদানীন্তন স্বাধীন মণিপুর রাজ্যের নানা গ্রাম আক্রমণ করিল। কাহাড়ে একজন হোলোজ আলেকজান্দ্রাপুরের চাবাগাম লুণ্ঠন করে। উত্তরপক্ষের বিরোধে চাকর ইংরাজ-অধ্যক্ষ নিহত হন এবং তাহার কড়া মেরি উইকেটার বশিভাবে অপরিত হন। নগরায় খাল থানার প্রেহরীগিরের সহিত আর এক মুসাই দলের দুইদিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অবশেষে রণজয়ী হইয়া মুসাইগণ ধনসম্পদ, বস্তু, কামান ও বহুসংখ্যক কুলীকে বন্দিরূপে লইয়া প্রস্থান করে।

এই সংবাদ পাইয়া ভারত-প্রতিনিধি লর্ড মেও বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তিনি মুসাই-উপক্রম হইতে ইংরাজ-সীমান্তপ্রদেশ নিষ্কটক করিবার অভিপ্রায়ে বৃন্দাবজার আরোজন করেন। তৎকালে প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ারের অধীনে একটি ক্ষুদ্র সেনাবল গঠিত হয়, তাহাতে দুইজন গোঁড়া, দুইজন পজারী ও দুইজন বন্দোবস্তী পদাধিক সৈন্ত, দুইজন ধনক ও একজন পরীক্ষকশী পেশাবরী সৈন্ত সম্বলিত হইল। জেনারল ব্রিটার কাহাড়পথে এবং জেনারল ব্রাউনলো চট্টগ্রাম পথে উক্ত বাহিনী দুইভাগে লইয়া অগ্রসর হইলেন। কাহাড়-সেনাবল উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে শিক্ত হইতে অগ্রসর হইয়া

তিপাই-যুদ্ধ নামক স্থানে মুসাই পর্তুতে প্রবেশ করিল। তাহারা ১১০ মাইল পর্যন্ত বনভাগে অগ্রসর হইয়া মুসাই জাতিকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে বিপর্যস্ত করিয়া কেনে। চট্টগ্রামের বাহিনীও ঐরূপে ৮০ মাইল অগ্রসর হইয়া মুসাই সর্দারদিগকে ক্রমে আনয়ন করিয়াছিল। মুসাই সর্দারগণ ইংরাজের আত্মগত্যা স্বীকার করিলে, সেনাবিভাগের অধিপকারিগণ প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল স্থান ত্রিকোণমিতি প্রথায় অবধারিত করিয়া লইয়াছিলেন, এই সময় হইতে চট্টগ্রাম ও কাহাড়ের সংযোগ পথ পরিষ্কৃত হয়। চাকর-কড়া মেরি উইকেটার ও প্রায় শতাধিক ইংরাজ-প্রজা বন্দনবশা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষে বিশেষ কতি হয়; পর্তুতে অবস্থান কালে বহুসংখ্যক সৈন্ত বিহুচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

এই যুদ্ধের পর হইতে মুসাই জাতি শাস্ত্যাব ধারণ করিয়াছে। তদবধি তাহারা সমস্তল ক্ষেত্রবাসী জনগণের সহিত নির্ধিরোধে বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে। এই বাণিজ্য-বিত্তার ব্যাপরণে তিপাই-যুদ্ধ, মুসাইহাট ও ঝাপুয়াচারা নামকস্থানে তিনটি প্রেসিডেন্ট হাট স্থাপিত হইয়াছে। এই তিনটি নগরই পর্তুতগাত্রবাহী এক একটি নদীতে অবস্থিত। ঐরূপে চট্টগ্রামসীমান্তেও সেনাগিরি, কলসক ও রাধামাটা নামক স্থানে বাজার খোলা হইয়াছে। মুসাই সর্দারগণের সহিত এক্ষণে সন্তোষের সহিত বাণিজ্যকার্য পরিচালিত হইতেছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের পার্শ্বভাগে মুসাইবল রাধামাটা নদীতে সিপাহীদিগের দুইখানি নৌকা আক্রমণ করে। একজন সিপাহী আহত ও একজন নিহত হয়। তাহারা নৌকাহিত অর্থ ও বস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করে। মুসাইজাতি তাহাদের চিরশত্রু হোলোজ জাতির উপর ইংরাজসরকারের বিরুদ্ধে আকর্ষণপাতিপ্রায়ে সন্দেহাত্মক এই অভিযাত্রার করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল বলিয়াই অনেকের ধারণা। ইংরাজসরকার গোপনে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই বিরোধী জাতি হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় তাহারা কেবল সীমান্তহিত ধান্যর বলসুতি করিয়া এবং ইংরাজ-পক্ষীয় গ্রামবাসীদিগকে বস্তু ও বাক্য দান করিয়া আশ্বস্তকার উপায় নির্দেশ করিয়া বিরাজিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম পার্শ্বভাগে প্রদেশের তেপুটি কমিশনার রাধামাটাতে একটি দলবাহ ও মেসার অলুটাম করেন। তাহাতে প্রায় সকল মুসাই সর্দারই সম্মুখিত হইয়াছিলেন, কেবল দুইজন মাত্র প্রধান হেউলোজ সর্দার উপস্থিত হয় নাই। উক্তবর্ষে আসাম ও চট্টগ্রাম-সীমান্তে মুসাইদিগের পুনরাক্রমণের ভয়বশে উঠে, কিন্তু তাহারা আর উপক্রম করিতে সাহসী হয় নাই। (মুখিকবর দেখ।)

সৌবর্ণিকা, লাক্ষণা, জালিনী, এইশী, ইক্ষা, অগ্নিকণা, কাঞ্চা ও মালতীরা এই সাত প্রকার মুক্তাবি অশাণ্ড। ইক্ষাকিণের দংশনে হস্তস্থান ক্ষত ও তাহা হইতে রক্তনিঃসৃত হয়। বেদ, বাহ, অগ্নিসার ও সপ্তপাত লক্ষ অস্ত্রাঙ্গ যোগ করবে,

নিবিধ আকার বিশিষ্ট পীড়কা ও বৃহৎকার মস্তক সকল হয় এবং রক্ত বা ভাসবর্ণের আরম্ভ ও কোমল শোক সমস্ত জন্মিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়।

মৃত্যুবিষয়ের চিকিৎসা।

ক্রিয়াকলা মংশন করিলে সেই দষ্টহানি হইতে রক্তবর্ণ পোষিত নিঃসৃত হয় এবং বহিরতা, স্নেহকণের দাহ ও দুষ্টির কলুষতা জন্মে, ইহাতে অর্জুন, হরিদ্রা, নাফুলী, পুষ্টিশর্কিকা এই সকল দ্রব্য মত্ত, পান ও দষ্টহানে মর্দন করিলে উপকার হয়।

যেতার মংশনে কণ্ডূযুক্ত বেতপীড়কা, ভজ্ঞত দাহ, মুছাঁ, ও জর হয় এক সেই সকল পীড়কা প্রসারিত ও ক্রেশবৃত্ত হয় ও তাহাতে অতিশয় ব্যথা হইতে থাকে। ইহাতে চন্দন, রাসা, এলাইচ, রেণুকা, মল, অশোক, কুঠ, বেণামূল ২ ভাগ, ও চক্রে এই সকল দ্রব্য একত্র বাটরা প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

কপিলার মংশনে দষ্টহানি তাব্রবর্ণ হয়, অপ্রসারণশীল পীড়কা জন্মে এবং মস্তকের ভার, দাহ, ত্রিমিররোগ ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে পদ্মকাঠ, কুঠ, এলাচি, করুল, অর্জুনবৃক্ষের বৃদ্ধ, অগামার্ম, দুর্লা, ব্রাকী, ইণের মূল ও খালপলী এই সকল দ্রব্য একত্র পরিমিত মাত্রায় সেবন করিবে।

অজিবিষের মংশনে দষ্টহানে রক্তবর্ণের মস্তক হয় ও এই মস্তকে সর্বপাকার পীড়কা জন্মে, এবং তাগুণাধ, ও দাহ এই দুইটা উপদ্রব হয়। ইহাতে প্রিয়ঙ্গু, কুঠ, বেণামূল, অশোক, বালা, গুলকা, শিল্লী ও বটের অম্বু, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

মৃত্যুবিষের দ্বারা দষ্টহানি পচিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয় ও তাহা হইতে রক্তবর্ণ পোষিত নিঃসৃত হইতে থাকে এবং কাস, খাস, বমি, মুছাঁ, জর ও দাহ এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে মনঃশিলা, এলাচি, বটমধু, কুঠ, চন্দন, পদ্মকাঠ, মধু ও বেণামূল একত্র সেবন করিবে।

রক্তমৃত্যুর বিবকর্ষক দষ্টহানে দাহ ও ক্রেশবৃত্ত পাণ্ডুবর্ণ পীড়কা জন্মে এবং তাহার অন্তস্তায় রক্তবৃত্ত হইয়া রক্তবর্ণ হয়, ইহাতে বালা, চন্দন, বেণামূল, পদ্মকাঠ এবং অর্জুনবৃক্ষ, পেলুর, ও আত্রাকের বৃদ্ধ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কন্দার বিধে দষ্টহানি হইতে শীতল ও শিঙ্খিল প্রবিরশাধ হয় এবং কাস, খাস ও উপদ্রব জন্মে, পূর্বোক্ত রক্তমৃত্যুর বিধের দ্বারা এই বিধের চিকিৎসা করিবে।

রক্তার মংশনে পুরীষের সম্বিশিষ্ট জর রক্ত নিঃসৃত হয়। জ্বর, মুছাঁ, দাহ, বমি, কাস ও খাস এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে এলাইচ, চক্রে, রাসা ও চন্দন এই সকল দ্রব্য বহাঙ্গুসি নামক জল সহযোগে সেবন করিবে। অগাধা

মৃত্যুবিষের দ্বলে রোগীর আশা পরিত্যাপ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

অজিবিষার মংশনে অতিশয় দাহ ও রক্তবর্ণের জন্ম হয়, এবং জর, কণ্ডু, রোমাঞ্চ, দাহ ও শরীরে কেউকের উপপত্তি এই সকল উপদ্রব হয়। ইহাতে পূর্বোক্ত রক্তার মংশনে বেদন প্রতীকার কথিত হইয়াছে, তদনুসরণ চিকিৎসা করিবে। ভালা-লতা, বেণামূল, বটমধু, চন্দন, উৎপল, পদ্মকাঠ ও রেণাকের বৃদ্ধ এই সকল প্রয়োগ কর্তব্য। কীরশিল্লীও সকল প্রকার মৃত্যুবিধে বিবেচ উপকারী।

অগাধা মৃত্যুবিষের বিধ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সৌবর্ণিকার মংশনে দষ্টহানি ফুলিয়া উঠে, তাহা হইতে কেনামুক্ত আমিষগন্ধবিশিষ্ট আশ্রাব নির্গত হয়, এবং অতিশয় খাস, কাস, জর, মুছাঁ ও তৃষ্ণা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। জালিনীর মংশন অতিশয় ভয়ানক, দীপ্তিমান ও বিদীর্ণ হয় এবং তত্ত্বাঙ্গ, অতিশয় তমোগৃষ্টি ও তাগুণাধ এই সকল উপদ্রব হয়।

এণীপদের মংশনের আকৃতি রক্তচিলের দ্বারা। ইহাতে তৃষ্ণা, মুছাঁ, জর, বমি ও কাস প্রকৃতি উপদ্রব জন্মে। কাঁকাতার মংশনে দষ্টহানি পাণ্ডু ও রক্তবর্ণ হয়, অতিশয় বেদনা জন্মে, চারিদিক বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং দাহ, মুছাঁ প্রকৃতি উপদ্রব হয়।

অগাধা মৃত্যুবিষের চিকিৎসা কালে দোষ ও তাহার প্রকোপ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে, কিন্তু সকল অবস্থায় ছেদন করিবে না। যে সকল মৃত্যুর বিষ মাধ্য, তাহাদিগের মংশনমাত্র বৃদ্ধিপত্র নামক শব্দের দ্বারা দষ্টহানি ছেদন করিয়া ফুলিয়া ফেলিবে এবং আঘাতের দ্বারা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া সেই দ্বান দত্ত করিবে। রোগী বতকণ নিবেদ না করে, ততকণ দত্ত করিতে থাকিবে, মর্দন না হইলে মৃত্যুর মংশনে অন্ন ফুলিয়া উঠিলেই দষ্টহানি কর্তন করিয়া ফুলিয়া লওয়া কর্তব্য। কিন্তু রোগীর যদি জর হয়, তাহা হইলে দষ্টহানি কর্তন করিবে না। কর্তিত্বহানে মধু ও সৈন্ধব সহযোগে নিরলিখিত অগ্নি লেশন করিবে। অগ্নি বধা—প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, কুঠ, মজিষ্ঠা ও বটমধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দষ্টহানে প্রলেপ দিতে হইবে। অথবা ভালালতা, বটমধু, ব্রাকী, কীরকাকালী, ইক্ষুল, ছুনিম্বাণ্ড, ও গোক্ষুর এই কএকটা দ্রব্য মধুসহযোগে পান করিবে। অর্জপ্রকৃতি কীরবিশিষ্ট বৃক্ষের বৃক্ষের শীতল কাথ দ্বারা সেবন করাও কর্তব্য। উপদ্রব সকল দোষ অল্পায়ে বিধর ঔষধের দ্বারা প্রতিক্রিয়া করা আবশ্যক। মত্ত, অজ্ঞান, অত্যন্ত, পান, দুহ, অমলীডন, বদনপ্রব, বদন ও বিরেচন এই সকলও দোষ অল্পায়ে ব্যবহার করা উচিত। অসৌকার দ্বারা রক্তসৌকর্য করাও করিবে। (মৃত্যুবিষের মংশন)

ইহার লক্ষণ—

“সর্বশোভাকরাজিঃ সর্বশোভাবিশারদঃ।

লেখকঃ কবিতো রাজঃ সর্বাধিকরণং বৈ।

শীর্ষোপেতান্ সঙ্গমপূর্ণান্ সঙ্গপ্রতিপত্তান্ সমান্।

অক্ষয়ান্ বৈ লিখং বহু লেখকঃ স বয়ঃ বৃত্তঃ।

উপায়বাক্যকুশলঃ সর্বশোভাবিশারদঃ।

বহুবধিতা চারেন লেখকঃ ভাদ্ভগুত্তমঃ।

ব্যাক্যান্তি প্রারতত্বজ্ঞো দেশকালবিভাগবিদুঃ।

অনাহার্যো নৃপে ততো লেখকঃ ভাদ্ভগুত্তমঃ।”

(সংস্কৃত ১৮৯ অ°)

যিনি সকল দেশের অক্ষরাজি এবং সর্বশোভাবিশারদী, তিনি রাজার সকল অবিকরণহলে লেখক হইবেন। যিনি অক্ষর সকল সমানভাবে সমানপ্রতিপত্তিতে উত্তমরূপে লিখিতে পারেন, অর্থাৎ সে সকল অক্ষর লিখিবেন, তাহা সমান হইবে, পঙ্ক্তি ঠিক থাকিবে, এবং অক্ষর সকল দেখিতে সুন্দর হইবে, তিনিই লেখকশ্রেষ্ঠ।

চাপক্যসংগ্রহে লেখকের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

“সকলহৃতগৃহীভার্থো লঘুহতো জিতাকরঃ।

সর্বশোভাসমালোকী প্রকৃষ্টো নাম লেখকঃ।” (চাপক্যসংগ্রহ)

যিনি একবার বলিলেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাহা ওনিরূপে বিতৃপ্তভাবে ক্রম ও সুস্পষ্ট রূপে লিখিতে সমর্থ এবং সর্বশোভাপ্রাপক, তিনিই উত্তম লেখক।

রাজলেখকের লক্ষণ—

“প্রবীণো মন্ত্রপাতিজ্ঞো রাজনীতিবিশারদঃ।

নানালিপিজ্ঞো মেধাবী নানাতাবাসমবিতঃ।

মন্ত্রপাচকুরো ধীমান্ নীতিশাস্ত্রার্থকোষিণঃ।

সন্ধিবিগ্রহভেদজ্ঞো রাজকার্যে বিচক্ষণঃ।

সদা রাজহিতাশ্রয়ী রাজসন্ধিবিশিষ্টঃ।

কার্যাকার্যবিচারজ্ঞঃ সভ্যবানী জিতেজিরঃ।

বহুপরাণী ওজাস্বা ধর্মজ্ঞো রাজধর্মবিৎ।

এবমাদিত্যশৈল্যুৎকঃ স এষ রাজলেখকঃ।

দুপাহুবর্তী সত্যং দুপবিতাসরক্ষকঃ।

দুপাত্তেহিতকারো ন এষ রাজলেখকঃ।” (পদ্মকৌমুদী)

প্রবীণ, মন্ত্রপাচক, রাজনীতিবিশারদ, নানা প্রকার লিপি বিধির অজ্ঞ, মেধাবী, নানা ভাবের পণ্ডিত, সন্ধিবিগ্রহ ও ভেদান্তে কুশল, রাজকার্যে বিচক্ষণ, সর্বদা রাজার হিতাভিলাষী, এবং রাজার মহীশ অধিষ্ঠিত, কর্তব্য ও অকর্তব্য বিধির বিশেষ জ্ঞান, সভ্যবানী, জিতেজির, বহুপরাণী, বিতৃপ্তবিশারদ, ধর্মিক ও রাজধর্মকুশল এই সকল গুণসম্পন্ন রাজার লেখক হইবেন।

পরাপরসংহিতার লিখিত আছে যে, লেখকের কার্যের কালঃ।

“লেখকানপি কারয়ান্ লেখ্যকৃত্যে তিলকপান্।”

(পরাপরসংহিতা ১০ ক°)

“ততীন্ প্রাজ্ঞান্দ ধর্মজান্ বিপ্রান্ মুখ্যাকরারিতান্।

লেখকানপি কারয়ান্ লেখ্যকৃত্যে হিতৈষিন্য।”

(বৃহৎপরাশর ন° ২০। ২০)

বৃহৎ পরাশরের এই ঘটনানুসারে বিদ্যান্ কারয়ই লেখক হইবে। উক্তনীতিতে লিখিত আছে যে—

“গণনাকুশলো বহু দেশতাব্যভেদবিৎ।

অসন্ধিময়গুচ্ছার্থ বিলিখং ন চ লেখকঃ।”

(উক্তনীতি ২। ১৭০)

যিনি গণনাকুশল, দেশভাষার ভেদভারিতে অভিজ্ঞ এবং নিঃসন্দেহ ও সরলভাবে লিখিতে পারেন, তিনি লেখক হইবেন। উক্তনীতির মতেও কারয় লেখক হইবেন।

“গ্রামণো ভ্রামণো যোজ্যঃ কারয়ো লেখকত্বা।

ওজগ্রাহী তু বৈজ্ঞো হি প্রতীহারশচ পাশজঃ।”

(উক্তনীতি ২। ৪২০)

গ্রামগতি ভ্রামণ, কারয় লেখক, ওজগ্রাহী নৈজ এবং পূর প্রতিহার হইবে।

মহাতারতের লেখক গণেশ। যাহা মহাতারত রচনা করিয়া গণেশকে ইহা লিখিতে বলেন, গণেশ ইহা ওনিরা বলিয়াছিলেন যে, যদি আমার লেখনী কণকালও নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে আমি ইহা লিখিতে পারি। তাহাতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি না বুঝিয়া লিখিতে পারিবে না।

“অদৈতৎ প্রোহ বিদ্যেশ্য যদি মে লেখনীকণম্।

লিখতো নাবতিষ্ঠেত তথা ভাং লেখকো হুহু।

ব্যাসোহপ্যুবাচ ত মেঘবজ্জা নালিখ কচিৎ।

উনিত্বাত্যুঃ গণেশোহপি বহুব কিল লেখকঃ।”

(ভারত ১। ১৭৮। ১৭)

লেখন (লী) লিখ-গৃহীত। ১ হর্ষন। ২ কুর্ষন। ৩ অক্ষর-বিভাগ, চলিত লেখা, অক্ষর লাজান। তন্ম লিখিত আছে যে, কুর্ষিতে লিখিতে নাই।

“ন কুর্ষো বিলিখং সর্ব বহু ন পুতক লিখং।” (বৈশিষ্টীভট্ট)

২ লেখনাজন। (ভাঞ°) (পুং) ৩ কাশ। (হারসি°)

লেখনপুতন (সেন) লেখা ও পড়া।

লেখনি (লী) কলম। [লেখনী দেখ।]

লেখনিক (পুং) লেখনী রক্ষক।

১ পরহত দ্বারা লেখক। ৩ পরহত দ্বারা লেখক। (সেনী)

স্বাক্ষরিত ইত্যাদি) ও নিজ পিতৃনামাধি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যিক। অনন্তর তাহাতে ব্যবহৃত বিবরণ লিখিত হইবে। অসমর্থ আমি অনুরোধ পূর্ব, অমুক ইহার উপরে বাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত। এই এককটী কথা অহস্তে লিখিতে হইবে এবং এই লেখাপত্রে সাক্ষিপণ পিতার নাম লিখিয়া লিখিবে যে, আমি অমুক এই বিবরণের সাক্ষী হইলাম। সাক্ষিপণ সংখ্যার ও স্থানে লম্বান হইবে। অনন্তর লেখক আমি অনুরোধ পূর্ব অমুক ধনী ও ধনী প্রার্থনামুসারে ইহা লিখিলাম।

সাক্ষী ভিন্নও অহস্তলিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে। কিন্তু বলাৎকার বা লোভপ্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা নিষ্পাদিত প্রমাণ হইলে ঐ লেখ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না। লেখ্য-লিখিত ঋণ তিন পুরুষের দেয়। ঋণগ্রহীতা যদি পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার পুত্র বা পৌত্র পরিশোধ করিবে।

লেখ্য দেশান্তরস্থ, কলকরলিখিত, মট, মুদ্রাকর, অপহৃত, অর্জিত, বিদলি, বহু কিংবা ছিন্ন হইলে অস্ত্র লেখ্যপত্র করিতে পারিবে। নিজ নিজ হস্তাকর, বৃত্তি, তত্তৎসাক্ষিনির্দেশাদি-ক্রিয়া, অসাধারণ 'ঐ' কারাদি চিহ্ন, অর্থাৎ প্রত্যর্ধীর চিরাগত ঋণবান ও ঋণ গ্রহণরূপ সাক্ষ এবং এতৎ সংখ্যক অর্থপ্রাপ্তপূর্ণার এই সকল হেতু সংশ্লিষ্ট লেখ্যপত্রের গুণি হইবে।

অধর্মণ সময়ে সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবে অথবা উত্তমর্ণ ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ হস্তাকরে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া রাখিবে। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ লেখ্যপত্র ছিন্ন করিয়া কেলিবে, কিংবা গুড়ির নিমিত্ত পরিশোধহস্তক আয় একখানি লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে।

(স্বাক্ষরসংহিতা ২ অ°)

বিবৃৎসংহিতার লিখিত আছে যে, লেখ্য ত্রিবিধ রাজসাক্ষিক, লসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। এই লেখ্যকে বর্তমান দলিল বলা হইতে পারে। রাজ্যের বিচারালয়ের রাজার নিযুক্ত কার্যস্থ লিখিত এবং বিচারপতির হস্ত পাক্ষাদি চিহ্নযুক্ত যে লেখ্য তাহাকে রাজসাক্ষিক কহে। (এই রাজসাক্ষিক দলিল বর্তমান কালে রেজিস্ট্রী দলিলের অন্তর্ভুক্ত)। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিপণের হস্তলিখিত লেখ্য লসাক্ষিক। পর-হস্তলিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। এই লেখ্য বলপূর্বক রূপ হইলে তাহা অপ্রমাণ হইবে এবং বলপূর্বক রূপ সকল লেখ্যই অপ্রমাণ। স্মৃতি-কর্ত্তই অর্থাৎ যে ব্যক্তি হস্তাকর করার সৌবি-বলিগত পরিচিতি, কুটুম্বাকী প্রভৃতি, অথবা গৃহিত এবং কর্ত্তই, সাক্ষিপণের অর্জিত লেখ্য বস্তুসাক্ষিক হইলেও অপ্রমাণ।

ঐক্যক, লসাক্ষ, পরসাক্ষ, মত, উদ্যত, সীত, এবং অর্জিত

অস্তির রূপ যে লেখ্য তাহা অপ্রমাণ। দেশান্তরের সাক্ষিক, সম্প্রতি হস্তলিখিত চিহ্নিত, অমুপস্থিত বর্ণদানায়ুক্ত লেখ্যব্যক্তি-লেখ্যই প্রমাণ। তৎকৃত বর্ণ চিহ্ন, ও পরাক্ষর, বৃত্তি এবং লেখ্যস্থিত লিখনপরিপাটীর দ্বারা লিখনপরিপাটী এই সকল দ্বারা সন্ধিত লেখ্য প্রমাণ হইবে। লেখক বা অধর্মণাদি বা সাক্ষী যদি কহে এ লেখ্য আমার নহে, তাহা হইলে তাহাঙ্গিনের অকরবার দ্বারা লেখ্য প্রমাণ হইবে। বেথানে ঐকী ধনী, সাক্ষী কিংবা লেখক মৃত হয়, সেই স্থলে সেই লেখ্য তাহাঙ্গিনের অহস্তলিখিত দ্বারা প্রমাণ হইবে। (বিবৃৎসংহিতা ৭ অ°)

লেখ্যপত্র (ত্রি) ১ চিহ্নিত। ২ লিখিত। ৩ অর্জিত।

লেখ্যচূর্ণিকা (ত্রি) লেখ্যত চূর্ণিকা। চূর্ণিকা। (পদস্বর্য)

লেখ্যপত্রে (পুং) লেখ্য লেখ্যং পত্র অগ্না। ১ তালবৃক।

(ভাবপ্র°) (স্ত্রী) ২ লেখ্যপত্র পত্র।

লেখ্যময় (ত্রি) ১ আলোচ্যবৃত্ত। চিহ্নিত।

লেখ্যস্থান (স্ত্রী) লেখ্যত স্থানং। লেখ্যের স্থান, যেখানে লেখ্য হয়, চলিত বসুধাধান, আফিস। পর্যায় প্রবৃত্তি।

লেট, বর্ণময় জাতিভেদ।

লেণ্ড (স্ত্রী) গুণ, চলিত ল্যাড।

"উৎসর্গ বৃহৎসং সূর্য তরবারঃ।" (ব্রহ্মসং ২২ অ°)

লেণ্ড (দেশ) পুঙ্খবিলীন।

লেত (পুং) অলবিন্দু। [লেত জেব।]

লেমদ্রা (স্ত্রী) লগ্নভেদ। (রাক্ষস ১৮৭)

লেপ, গতি, গমন। জ্বাধি আশ্রমে সন্ধ্যা সেট। লট লেপতে। লুট লেপিতা। লিট লেপে। লুৎ অলেপিত।

লেপ (পুং) লিপ-বৎ। ১ লেপন।

"কুমির্বিভ্রাত্যে কাল্যাৎ বাহসার্কানগোক্রমৈঃ।

লেপদ্যক্রমেনাৎ সেকাশেপদ্যসার্কানর্চনাৎ।" (দার্কণ্ডেরপু° ৩৫।১৫)

২ ভোজন। (মেদিনী) লিপ্যতেহনেনেতি। ৩ ভুখা, চলিত কলিচূপ। (বিহ)

লেপক (পুং) লিপ্যতীতি লিপ-বুল। ১ জাতিবিধেয়।

পর্যায় পলগত, লেপী, লেপ্যকৎ। (হেম) (ত্রি) ২ লেপনকারী।

লেপ্ছা, হিমালয়-পর্বতপৃষ্ঠবাসী জাতিবিধেয়। সিকি, পূর্ব-নেপাল, পশ্চিমভোটার ও দার্জিলিং নামক পর্বতভাগে এই পার্বত্য জাতির বাস আছে। উহা সাধারণতঃ লেপ্ছা জাতির বাসভূমি বলিয়া কীর্তিত। ঐ স্থানের প্রায় প্রায় ৬০ হাইল। ইহার কোটী ব্যতীত, নেপালে নেবার ও অপর্যায় জাতি এবং ভোটা-নের লোক জাতির সহিত ইহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সুসাহিত্য ও অব্যবহারি পঠন পঠ্যকোষ করিলে ইহাদিগকে সেই সৌন্দ-রীর জাতির শাখাসমূহ বলিয়াই বিবেচিত হয়।

এই লেপ্‌ছা জাতির মধ্যে রোল ও থাং নামে দুইটা থাকে। প্রথমেই লেপ্‌ছা সম্প্রদায় আপনাদিগকে সিকিমের আদিম অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করে। সাধারণের বিশ্বাস, ষাংগণ চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ষাং প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কিংবদন্তী এই—প্রায় আড়াই শতবৎসর পূর্বে অর্থাৎ সিকিমে বৌদ্ধধর্মবিস্তারের পর বৌদ্ধলামাগণ সিকিমজনপদের একজন রাজা নির্বাচন করিবার জন্য উক্ত ষাং প্রদেশে হুত প্রেরণ করেন। ষাংরা রাজা নির্বাচিত করিয়া পর্তুগীজের তিনি ও তাঁহার আত্মীয়গণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখন পূর্বতন বাসস্থানের নামে এখানে পরিচিত রহিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। উত্তর থাকের পরম্পরের মধ্যে অবশ্যে আদান প্রদান হইয়া উত্তরে একশ্রেণী জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বর্তমান জাতিতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, দুইটা মোঙ্গলীয় উপনিবেশ পরস্পরক্রমে সিকিমে আসিয়া বসতি করার সম্ভবতঃ এই নামপার্থক্য ঘটয়াছে।

ডাঃ কাশেল ডিক্‌সনযাত্রা উদ্দেশে সিকিমে অবস্থানকালে এই জাতির আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই জাতির আচারনীতি সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। লেপ্‌ছাগণ বর্ষাকৃতি, সাধারণ দৈর্ঘ্য ৪ ফিট ৮ ইঞ্চি, কদাচ ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি লম্বা লোক দেখা যায়। পুরুষের অঙ্গরূপ রমণীগণ ও বর্ষাকার। লেপ্‌ছারা চুচকা, বলিষ্ঠ এবং বিহুতবল্ক, দেহে মাংসের আধিক্য হেতু তাহাদের গঠন সুবলিত ও কমণীয় হইয়াছে। গাত্রবর্ণ চক্কর জায় সাদা, চক্কর কর্ণায়ত, চলিত কথায় বাহাকে পটোলচেরা বলে। শীতপ্রধান স্থানে বাস-নিবন্ধন তাহাদের গণ্ডগর, এমন কি, সর্বশরীর গোলাপের জ্বর গন্ধাভ হইয়া থাকে। মুখাকৃতি মোঙ্গলীয় চক্কর চেপ্টা ও গোল এবং নাক খোঁচা না হইলে তাহাদিগকে সর্বাসম্মুখর বলা যায়।

লেপ্‌ছা স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যপ্রভা এতই বলবতী যে, সহজে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় না। অবয়বাদির সুবলিত গঠন, মাথার মধ্যস্থানে শীতি, আলখাওয়ার জ্বর পরিচ্ছন্ন, মরনকোশে বিমল হাতেরখা, বিমান চুল ও কমণীয় স্বভাব দেখিলে বাস্তবিকই সুবকসিগকেও বুঝতী বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও রমণীদিগের মধ্যেও প্রায় ঐরূপ, বিশেষের মধ্যে এই যে, পুরুষের মাথার একটা বিনাদী ও ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুইটা বা তিনটা বিনাদী থাকে।

ইহারা স্বভাবতঃ অপরিষ্কার। প্রায় ও শীতের সময় ইহারা কখনই গাভ খোঁচ করে না। এই সময়ে ইহাদের

পাত্রে প্রচুর ময়লা জমে। তখন ইহারা কাছে আসিলে এবং প্রকার ভেপসা গন্ধ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে কখন বারিগাত হইতে থাকে, তখন ইহারা কার্য উপলক্ষে বাটার বাহিরে আসিলেই ঐ গাত্রমল খোঁচ হইয়া যায়। এই সময়ে ইহাদের শরীর দুর্গন্ধহীন হয় এবং কমণীয় কাস্তির সহিত রূপ-প্রভা উৎকলিত উঠে। ধর্মভীরুতা ও লোকরক্ষকতা-গুণে ইহাদের এই সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পার্শ্ববর্তী স্থানবাসী ভোটিয়া, লিথু, মুর্খি ও গুরুজ প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা লেপ্‌ছাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি অধিক। বিনয়াদি লক্ষণে ইহারা অপরের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারে। কখন ইহারা স্বজাতির সহিত বিবাদ করেন না। অকস্মাৎ কোন কারণে ক্রোধের উদ্বেগ হইলে, ইহারা রাগিয়া উঠে বটে; কিন্তু সময়ান্তরে ইহাদিগকে সেই অজ্ঞার ক্রোধের কারণ নির্দেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলে, ইহারা পরিতাপ করে। ইহাদের সকলের নিকট ভোজালী নামক ছুরিকা থাকে বটে, কিন্তু ক্রোধের উদ্বেগ হইলে কখনও কাহারও বক্ষে বসায় না। আহা, বিহার, বাক্যলাপ ও পানাদি বিষয়ে যের সামাজিকতা দৃষ্ট হয়। ইহারা পরস্পরজাত কলমুল ও শাকশব্দী খাইতে বরং ভালবাসে, তথাপি কাহারও অজ্ঞার ব্যবহার সহ্য করিতে চাহে না। দার্জিলিঙ্গে ইহারা ইংরাজের আদালতে আসিয়া বিচার-প্রার্থী হয়।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত ইহাদের মধ্যে বংশগত কর্ণা বিভাগ আছে, উহা ধর নামে খ্যাত। তাহার মধ্যে বরজুকপুয়ো ও অধিনপুয়ো বংশীয়গণ সর্বাঙ্গেকা সম্মানিত এবং সিঙডঙ, তিঙ্গিলমুল, রলোমুল, তাক্‌কমল, লুঙ্‌গটমুল, মামজিঙবুঙ, লুকসোম ও লুমি নামক অপর আটটা ধর সমাজে অপেক্ষাকৃত হীনমর্যাদা বলিয়া গণ্য। উপরোক্ত বরজুকপুয়ো ও অধিনপুয়ো নিম্নোক্ত আটটা ধরের মধ্যে আদান প্রদান করে না। পক্ষান্তরে অপর ৮টা ধরের পোকেরা পরস্পর একমুখ কি, লিথুজাতির মধ্যেও পুত্রকস্তাদির বিবাহ দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এক ধরের মধ্যেও বিবাহ হইতে দেখা যায়। কখন কখন মামেরা, চাচেরা প্রভৃতি প্রাথম ৩ বা ৪ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। যেখানে পাত্র 'মিঃ' লক্ষ্য লক্ষ্যকৃত হয়, সেই স্থানে মরপুরুষ বাদ চলে।

বিবাহকালে লামারাই পৌরোহিত্য করে। দুই জন বয়স পক্ষী আসিয়া বিবাহকালীন অপরাধের আরোজন ও জিন্মাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। বাসিকাদিগের প্রাধান্যতঃ ১৬ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয় এবং দুইজন অর্ধবয়স্ক করিতে পারিলেই বিবাহিত হইতে পারে। কস্তাপন দিবার শক্তি

থাকিলে অন্নবরসেই বিবাহ হয়, নচেৎ ঐ ব্যক্তি অর্থসংগ্রহ করিয়া বরসকালে বিবাহ করিতে পারে। কস্তাপন ৫০ হইতে ১০০ টাকা লাগে।

বিবাহের পূর্বে কস্তা তাহার মনোনীত ডাবিশপতির সহিত একত্র আহার বিহার করিতে পারে। এই অবস্থায় সহবাসাদি ঘোব ঘটিলেও তাহার কিছু মাত্র দ্বিধা করে না। কস্তা যদি গর্ভবতী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য, কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ সে ঐ কস্তার পাদিগ্রহণ না করে, তাহা হইলে সে কস্তার পিতাকে কতিপয় বরস কিছু অর্থও দিয়া নিষ্কৃতি পায়। ঐ কস্তার সহিত অপরের বিবাহ হইলে কস্তার পিতার আর পণ পাইবার আশা থাকে না।

সাধারণ বিবাহে কস্তার পিতা পাত্রের নিকট একজন পুত্র (ঘটক) পাঠাইয়া থাকে। বিবাহের প্রস্তাব পাত্রের পিতা, কর্তৃপক্ষ, অথবা বরস পাত্র কর্তৃক অল্পমোদিত হইলে পিতৃ কস্তার পিতার নিকট হইতে ৫ টাকা, ১০ সের মটরা মদ ও একখানি উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া পাত্রকে দিয়া আসে, উহাতেই বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। অতঃপর লামাকর্তৃক নির্দিষ্ট ওভরিয়ে প্রথমে কস্তালগ্নে ও পরে বরগৃহে বিবাহের অভ্যবসায় সম্পাদিত হয়। বিবাহের মন্ত্র তন্ত্র বিশেষ কিছু নাই। বাহা আছে, তাহাও অতি সামান্য। বর ও কস্তাকে একখানি আসনে উপবেশন করাইয়া লামা তাহাদের উভয়ের গলদেশে এক একখানি রেশমের উড়ানি বাঁধিয়া দেয়। পরে “মালাবদল” বস্ত্র তাহারই বিনিময় হইয়া থাকে। তদনন্তর তাহাদের মাথায় চাউল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর বর ও কস্তা একপাত্র ভোজন ও মটরা মদ পান করে। প্রথমে কস্তালগ্নে পরে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বরের বাটাতে এইরূপ ক্রিয়ায় পর বিবাহকার্য শেষ হইয়া থাকে। বিবাহান্তে জাতিবৃদ্ধের ভোজের পর উপস্থিত সকলে সানন্দচিত্তে আপন আপন গৃহে গমন করে। কস্তা তিন দিন মাত্র পুত্রগৃহে থাকিয়া এক মাসের অন্ত পিত্রালয়ে চলিয়া আইসে।

যে ব্যক্তি কস্তাপন দিতে অসমর্থ, সেও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু বস্ত্র দিন না তাহার ঐ পণের টাকা শোধ যায়, তত দিন তাহাকে বীর বস্ত্রালয়ে থাকিয়া বস্ত্রের আদিষ্ট কর্তব্য করিতে হয়। ঐ সময়ে সে তাহার বিবাহিতা পত্নীকে বীর গৃহে লইয়া যাইতে পারে না।

বহুবিবাহ ও বহুস্বামিকল্প ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। বিধবা রক্ষণগণ বেহামত বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু ঐ রক্ষণ বীর দেবর জির অপর ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে, দেবর ঐ ব্রাহ্মণ্যার গর্ভজাত স্বকন্যার সন্তানসন্ততিদিগকে পালন

করিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণ্যার বিত্তীয় স্বাধীন নিকট হইতে পূর্বপ্রদত্ত কস্তাপন আবার করিয়া লয়। বিধবাবিবাহকালেও পদ্ধতিমত বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ-স্থলেই লামা উভয়ের বিবাহসংবাদ মুখে ঘোষণা করিয়া মিলেই বিবাহ হইয়া যায়। দম্পতীর মনোগত ভাব বিবদ হইয়া উঠে, তাহা হইলে পিতৃদিগকে ডাকাইয়া বিসংবাদের কারণ নির্দেশ সহকারে মীমাংসা দ্বারা পরস্পরের মনোমানিষ্ট দূর করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। উপস্থাপিত হই বা তিন বার এইরূপ চেষ্টার পর যদি তাহাদের মনের মিল না হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহকালে যে লামা থাকে, তাহাকে ডাকাইয়া তাহার অল্পমতিক্রমে ঐ বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তখন ঐ শ্রী স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আইসে এবং ঐ স্বামীকে কতিপয় বরস পুনরায় বীর পত্নীর পিতাকে কিছু অর্থও দিতে হয়। শ্রী ব্যক্তিচারিণী হইলে পক্ষায়ত তাহার বিচার করিয়া উপপতিকে অর্থও করিয়া থাকে। যদি পক্ষায়তের বিচারে শ্রী সন্তীতহানি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। এই পত্নীত্যাগের নিমিত্ত তাহাকে কতিপয় বরস পত্নীর পিতার হস্তে অর্থদান করিতে হয় না, বরস সে বস্ত্র অলঙ্কারাদি পত্নীর গাত্র হইতে উন্মোচিত করিয়া লইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এইরূপ ব্যক্তিচার্যবোধট্টা শ্রীও পুনরায় স্বামিক্ত কস্তার বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত হইতে পারে।

বিবাহপ্রথার এইরূপ বিপর্যয় হেতু ইহাদের মধ্যে উত্তরাধিকারের বিশেষ কোন বিধি নাই। পক্ষায়তগণ জাতীয় প্রথমত মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কস্তাদিগকে গৈতৃক সম্পত্তির বৈরূপ বিভাগ মীমাংসা করিয়া দেন, সাধারণে তাহাই গ্রাহ্য করিতে বাধ্য, কেহ তত্ত্বজ্ঞান রাখায়ে উপনীত হয় না। যদি কোন ব্যক্তির একাধিক পুত্র থাকে, তাহা হইলে সকল পুত্র সমান অংশ পায়, তবে বিধবা মাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীগণ থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পালন করিতে হয় বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রই সর্বাংশে অধিক ভাগ পাইয়া থাকে। আবার পুত্রদিগের মধ্যে বাহারা রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত, তাহারা অন্ত্যস্ত ব্রাহ্মণ্য অপেক্ষা অধিক সম্পত্তি পায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না, তবে যদি পক্ষায়ত অল্পগ্রহ করিয়া তাহাকে অংশ দেয়, তাহা হইলে সে সম্পত্তির অংশভাগী হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রাকালীন দানপত্র লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা নাই, তবে মৃত ব্যক্তি অস্ত্রিন শয়্যার পারিত থাকিয়া বীর সম্পত্তির অংশ বাহাকে বৈরূপ দিতে হইবে, পক্ষায়তের সমক্ষে সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পক্ষায়ত মৃত ব্যক্তির ইচ্ছা অনুসারে কার্যসম্পাদন করিতে বাধ্য থাকে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অবিবাহিতা কস্তাগণ পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই কস্তা-দিগের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত, ভ্রাতৃবর্গ অথবা বিবাহিতা কস্তারা পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবে না। পুত্রাদি না থাকিলে বিবাহিতা কস্তাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, কিন্তু এই সম্পত্তিলাভের পর পিত্রালয়ে বাস করাই ইহাদের জাতীয় বিধি। সাধারণতঃ এই নিয়মে উত্তরাধিকারিণী নির্দিষ্ট হইলেও, অনেক সময়ে পক্ষান্তরের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লেপ্‌ছাই বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে সামান্য পশ্চাত্যের আভাব নাই। ইহারা পর্তুগাল বিশেষ ও তথাকার প্রোত-স্থানীয়গকে রোগাদি অমঙ্গলের উৎপাদক জানিয়া পূজা করে। তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতকে ঝড়, তুষার, বৃষ্টি ও বরফ পাতের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শাক্য বুদ্ধের শিক্ষাও বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকে। এই পর্বতগাত্রস্থ তুষাররাশি শূন্যোত্তাপে বিগলিত হইয়া সময় সময় ইহাদের বাসভূমি ও শত্ৰুজ্ঞানদি পরিদ্রাবিত করে। এতদ্বিত্ত এসেগেওপু, পালদেন, ল্‌হামো, লাপেন রিন্‌-পোছে, গেঙপু-মালেঙ এগাপু ও বহুজমা প্রভৃতির উপাসনাকালে ইহারা মাংস, মহরামদ, ফল, তণ্ডুল, পুস্প ও ধূপধূনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দিয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহারা চিরেঙ্গী বা লছেন-ওম-ছুপু-ছিম্যকে মহাদেব বলিয়া স্বীকার করে। তাহার পরীর নাম উমাদেবী। অধিক সম্ভব সিকিমে বৌদ্ধধর্মবিশ্বাসের পূর্বে ইহারা এই শব্দরম্ভি ও উমাদেবীর উপাসনা করিত। [লামা দেখ।]

বৌদ্ধধর্ম স্বাক্ষরী ক্রিয়াকলাপে তিব্বতীয় লামাগণই ইহাদের হস্তকর্তা করে। ইহাদের মধ্যে কেহই লামাধর্ম গ্রহণ করে নাই। অনেকে ভৌতিক বিদ্যা অন্বেষণ করিয়া “বিজুরা” (ওঝা) হইয়াছে। ভূতপ্রোতাদি অপদেবতাগণের প্রকোপ উপশমনার্থ ইহারা নানা ভৌতিক ক্রিয়া কলাপের অবতারণা করিয়া থাকে।

ইহারা প্রধানতঃ শবদেহ পূর্বসূরী রাখিয়া কবর মধ্যে গোর দেয়। সমাহিত করবার পূর্বে তিন দিন ঐ মৃতদেহ গৃহে বসাইয়া রাখে এবং তাহার সম্মুখে নিয়ম মত ভোজাদি স্থাপন করে। গর্তমধ্যে মৃতদেহ স্থাপনের পূর্বে উহার চতুর্দিক পাথর দিয়া বেড়া হয়, পরে তন্মধ্যে শবরক্ষা করিয়া চাপা দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহার উপর একটা গোলা-কার পাথরের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি নিশান দেওয়া হয়। রোজ-লেপ্‌ছাগণ মৃত্যুর একমাস পরে ওঝা ডাকাইয়া প্রেতের

শাস্তি ও মঙ্গলকামনায় একদিন শ্রাদ্ধ করে। ঐ সময়ে একটা বস্ত্র গোর বা ছাগ মারা হয় এবং সকলে মউয়া পান করিয়া নেশার বিভোর হইয়া থাকে। ইহারা ঐরূপে বাৎসরিক শ্রাদ্ধও সম্পন্ন করে। নবমস্ত্র ছেদনের সময় প্রত্যেক গৃহকর্তাই পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশে নূতন তণ্ডুল, মউয়া ও নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত করিয়া উৎসর্গ করিয়া থাকে।

উচ্চশ্রেণীর খাখা লেপ্‌ছাগণের মধ্যে শবদেহ দাহ করিবার প্রথা আছে। দেহ ভস্মীভূত হইবার পর, শবের দক্ষ অস্থি সকল চূর্ণ করিয়া নিকটবর্তী কোন নদী বা জোয়ারের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থা বিশেষে শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়ারও তারতম্য আছে। ব্রহ্মচারিণী রমণীদিগের শ্রাদ্ধপ্রথাও স্বতন্ত্র।

সিকিম রাজ্যের ব্রহ্মচারিণী এক রমণীর শ্রাদ্ধে যেক্রপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা নিয়ে বিবৃত হইল;—

শ্রাদ্ধকালে মৃত্যুর একটা প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে একখানি মেজের উপর নানা খাদ্য সামগ্রী, অপর এক খানিতে তাহার ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি এবং তৃতীয় টেবিলে ১০৮টা পিত্তলের প্রদীপ সারি দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উকীষ-ধারী ও রক্তাশ্রয়পরিহিত অনেকগুলি লামা ঐ সময়ে কএকদিন ধর্মমন্দিরে সমস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তার পর পেমিওঙ্গছি সজ্জারামে আনিয়া ঐ প্রতিকৃতিকে বেদীতে বসান হয় এবং তিন দিন প্রেতের মঙ্গল কামনায় উপরোক্তরূপ স্তোত্রাদি পাঠ হইয়া থাকে। শেষ দিনে মৃত্যুর আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবগণ বস্ত্র, অর্থ ও খাদ্যাদি উপহার যাহা পাঠাইল, তাহা ঐ প্রতিকৃতির সম্মুখে সাজাইয়া দেওয়া হয়। ঐ সময়ে মঠের প্রধান লামা সেই মৃষ্টির সম্মুখের আসনে উপবেশন করিয়া তত্বক্ষেপে প্রদত্ত দ্রব্যাদি ও দাতার নাম জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মচারিণীর সমক্ষে চা ও মউয়া পানপাত্রপূর্ণ করিয়া দেয় এবং লামারা আসিয়া ঐ সময়েই মৃষ্টির সমক্ষে চা ও মউয়া পান করে। তার পর সেই মৃষ্টি-প্রতিকৃতি বা রমণীর পরিচিত ও আত্মীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রোতাত্মার উদ্দেশে সেই মৃষ্টিকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া থাকে এবং তাহার ব্রাহ্মণ্য চূষন করিয়া তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় দিয়া আইসে। ঐ সময়ে সমবেত লামাগণ প্রোতাত্মার বিদায়কামনায় সর্বোচ্চস্বরে স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করে এবং প্রধান লামা স্বীয় আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটা মেজের নিকট আসিয়া কএকটা গুপ্ত প্রক্রিয়া সাধন করেন। রাতি ৯টা বাজিলে স্তুতিপাঠ সমাপ্ত হয়। তখন প্রধান লামা আপনার আসন সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া একটা মৃদু বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাহার

মর্থ এই যে, “তোমার তবপারে পমনের সুবিকার্য বাবতীর প্রক্রিয়াই অস্বীকৃত হইল। এক্ষণে তুমি স্বক্কে একাকী ধর্মরাজ বর্মের নিকট গমন করিতে পার।” ইহাই তাহাদের বৈতরণী-পারের ব্যবস্থা বলিতে হইবে।

প্রধান লামার বক্তব্য শেষ হইলে, অপরাপর লামাগণ আসিয়া সেই মুহূর্ত্তকে বস্ত্রহীন করিয়া ফেলে। ঐ সময়ে অপরাপর লোকে শব্দ, শিলা, ঢাক, করতাল প্রভৃতি বিবিধ বিকট বাজ্য করিতে করিতে মঠের বাহিরে আসিয়া মৃতব্যক্তির আত্মাকে অঙ্ককারময় স্থানে লইয়া নিক্ষেপ করণানন্তর পুনরায় মঠমধ্যে ফিরিয়া আইসে।

পূর্বেই বলিয়াছি, লেপু ছাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিচার নাই। যাহারা নেপালরাজ্য মধ্যে হিন্দুরাজ্যের অধীনে বান্ধ করে, তাহারা সেইরূপ রাজনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন ধর্ম পালন করে। নেপালে ইহারা গোহত্যা করিতে পারে না। রাজ্যলিঙ্গে কিন্তু ইহারা গো শূকর প্রভৃতি যাবতীয় পশুমাংসই ভক্ষণ করে। বনমধ্যস্থ মৃত পশুাদিতে ইহাদের অরুচি নাই। মৃত হস্তীর পচা মাংস ইহারা বিশেষ আদরে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এতদ্বিধ পক্ষতজাত ফল, মূল, চাউল ও ময়দার কটা প্রভৃতি তাহাদের ভক্ষ্য। চাউল, ও ময়দার জন্ত ইহারা ধাতু, গোদুম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্তের চাল করিয়া থাকে। এই চাউল, ভুট্টা বা মউয়া হইতে ইহারা মত্ত প্রস্তুত করিয়া পান করে। যখন কোন দূর স্থানে গমন করে, তখন ইহারা বাঁশের চোলায় মদ লইয়া যায়। পথিমধ্যে বাঁশের চোলায় চাউল সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু ঘরে থাকিলে সাধারণতঃ নৌহ কড়াতেই ভাত রাঁধে। খাদ্যাদি সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ কোন পারিপাটা নাই।

লেপন (স্ত্রী) লিপ-লুট্। লেপ, চলিত লেপা।

“বৈশাখ্যসিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংক্রান্ত।

তত্র মাং লেপয়েদগ্গলেপনৈরতিশোভনম্ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

গোময়াদি দ্বারা দেহে লেপন করিলে ইহলোকে বিবিধ সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রে লেপনের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে—

“শুভ তত্বেন মে দেবি লিপ্যমানস্ত বৎ ফলম্।

সর্বং তে কথয়িষ্যামি যথা প্রাপ্তোতি মানবঃ ॥

গোময়ঃ গৃহং বৈ ভূমে মম কোপালেপয়েৎ।

জ্ঞাত্বানি তত্র বাবস্তি পদানি চ বিলম্পিতঃ ॥

তাবৎসহস্রাণি দিব্যানি দিবি মোদতে।

বসি দ্বাদশ বর্ষাণি লিপাতে মম কর্ণস্থ ॥” (বরাহপুরাণ)

২ গাত্রে লেপপ্রদান, গাত্রে চন্দনাদি লেপন। হুশ্রুতে

লিখিত আছে যে, মানের পর লেপন বিধেয়, এই লেপন অঙ্গে প্রয়োগ করিলে সৌভাগ্য এবং দেহের লাভা বৃদ্ধি হয়। ইহা বেহের দৌর্গন্ধ ও প্রমনাশক। যে সকল অবস্থায় ঘান নিষিদ্ধ, সেই অবস্থায় লেপনও নিষিদ্ধ।

লেপন তিন প্রকার, দোষ ও বিষনাশক এবং বর্ণ্যকর। ইহা আবার ২ প্রকার, প্রদেহ ও আলেপ। ইহার মধ্যে আলেপ পিত্তনাশক এবং প্রদেহ বাতপ্লেয়নাশক। লেপ স্নান-কালে নিষিদ্ধ। কিন্তু ত্রণাদিতে লেপ দিতে হইলে স্নানিকালেও দেওয়া যাইতে পারে।

“দোষমো বিষহা বর্ণ্যা লেপেষ্বৎকিঞ্চিৎ ৥”

বৌ তত্ত্ব কথিতো ভেদো প্রলেপাখ্যপ্রদেহকো ॥” (হুশ্রুত)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, প্রতিদিন গাত্রে আমলকী লেপন করিয়া ঘান করিলে বলিপলিত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া শত বৎসর কাল জীবিত থাকিতে পারা যায়।

মানের পর পরিকৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া সুগন্ধি জব্য দ্বারা গাত্রে লেপন করিবে। শীতকালে চন্দন, কুসুম এবং কুকাণ্ডর একত্র মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিবে, ইহা উষ্ণ বায়ু এবং কফনাশক। গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে চন্দন, কপূর ও বালা মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে, ইহা সুগন্ধি ও অতি শীতল। বর্ষাকালে চন্দন, কুসুম এবং কস্তুরী মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে, কারণ এই লেপ উষ্ণও নহে, শীতলও নহে।

উপযুক্ত পরিমাণে লেপন প্রয়োগ করিলে পিপাসা, মুচ্ছা, হর্গন্ধ, ঘর্ম ও দাহ বিনষ্ট হয় এবং সৌভাগ্য, তেজ, বর্ণ, প্রীতি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানের অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে লেপন নিষিদ্ধ। ঘান না করিয়া লেপন প্রয়োগ করিবে না।

এই লেপন ককর, মেদোনাশক, শুক্রজনক, বলকারক, রক্ত-বর্দ্ধক এবং চর্ম্মের প্রশ্রুতা ও কোমলতাকারক। মুখ লেপ দ্বারা চক্ষু হ্রিহ, গণ্ডস্থল স্থূলতর এবং বদন স্থূল, কমণীয়, বাঙ্গ ও পীড়করহিত ও কমল সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। শরীর-লেপনের পর ভূষণ পরিধান বিধেয়। (ভাবপ্র. পূর্ব্বখ)

হুশ্রুতে লিখিত আছে, লেপ তিন প্রকার, প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। ইহার মধ্যে শুষ্ক হউক বা না হউক, শীতল বা অগ্ন হইলেই তাহাকে প্রলেপ কহে। উষ্ণ অথবা শীতল, অনেক বা অল্প এবং শুষ্ক এতদ্বয় হইলে প্রদেহ, এই উভয় প্রকারের মধ্যবর্ত্তী হইলে তাহাকে আলেপ কহে।

রক্তপিত্ত জন্ম রোগে আলেপ বিধেয় এবং বাতপ্লেয়জন্য রোগ হইলে অথবা তম অস্থির সংযোগ করিতে হইলে অথবা ত্রণের শোধান বা পুরণ করিতে হইলে বা ফুলা স্থানে বেদনা হইলে প্রদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত এই উভয় স্থানেই

প্রদেহ ব্যবহার করা যায়। তাহা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে সিরুজা লেপন **হইবে**, ইহা দ্বারা ত্রণের আবরণ ও ত্রণ কোমল এবং তাহা হইতে পুতিগন্ধযুক্ত মাংসনির্গম হইয়া থাকে। যে শোফ ক্ষতের দ্বারা দগ্ধ করা না হয়, তাহার পক্ষে আলোপ হিতকর। যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে বোঝের শাস্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শরীরে অক্ষত সেই বোঝের শাস্তি হয় এবং ত্রণের জ্বালা ও চুলকনাও নিবৃত্ত হয়। শরীরের অক্ষ সংশোধন ও ত্রণের দাহ শাস্তি করিতে হইলে আলোপনই প্রধান উপায়। ইহা দ্বারা মাংস ও রক্ত সংশোধিত হয় এবং শোফের চুলকনার শাস্তি হইয়া থাকে। শরীরের মর্মান্বানে বা গুহ্মস্থানে যে সকল রোগ জন্মে, তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আলোপন বিধেয়।

আলোপন প্রস্তুত করিতে হইলে পিত্তজ্বর রোগে সকল আলোপন দ্রব্য মিলিয়া যে পরিমাণ হইবে, তাহার বোড়শ ভাগের ছয় ভাগ যেহ দ্রব্য (যত তৈলাদি) সংযোগ করিতে হইবে। বায়ু জ্বর রোগে চারি ভাগ পরিমাণে এবং স্নেহজ্বর রোগে অর্ধ পরিমাণ সংযোগ করিয়া প্রয়োগ করিবে। মহিষের চৰ্ম্ম আঁঠু হইলে যে পরিমাণ উচ্চ হয় (ফুলিয়া উঠে), শরীরের আলোপনও সেই পরিমাণ বেধবিশিষ্ট (পুরু) হইবে। আলোপন দ্বারিকালে প্রয়োগ করিবে না এবং যে পর্য্যন্ত ত্রণ হইতে উদ্ভাব নির্গত হইতে থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে ক্ষীতল আলোপন প্রয়োগ করিবে না। কারণ ত্রণের উচ্চতা নির্গত না হইলে সেই উচ্চতা বন্ধ থাকিয়া ত্রণের মধ্যে বিকৃতিভাব জন্মায়।

শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে দিবাভাগে লেপন করাই চিতকর, বিশেষতঃ পিত্তজ্বর, রক্তজ্বর ও অতিঘাত জ্বর অথবা বিষ জ্বর রোগে দিবাভাগেই লেপন করা কর্তব্য।

যে প্রলেপ পূর্ণ দিন প্রস্তুত করা থাকে, তাহা কদাচ ব্যবহার করিবে না। কারণ সেই প্রলেপ গাঢ় হইয়া যায় এবং তাহা প্রয়োগ করিলে উচ্চতা, বেদনা ও দাহ জন্মে। প্রলেপের উপর প্রলেপ দিবে না। যে প্রলেপ একবার শরীর হইতে মোচন করা যায়, তাহা পুনর্বার শরীরে প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে। ইহা শুদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত অক্ষমণ্য হইয়া পড়ে।

(সুশ্রুত সুত্রাং ১৯ অ°)

২ সূতা, কলিচূর্ণ। ৩ ভোজন। (পুং) ৪ তুক্ষু নামক গন্ধদ্রব্য। (মাতনি°) ৫ সিল্ক, শিলারস।

লেপাপৌছা (দেশজ) দেয়ালদির গাত্রাদি হইতে কোন দাগ উত্তম রূপে মুছিয়া ফেলা।

লেপিন্ (পুং) লিপ্যন্তীতি লিপ-নি। ১ লেপক। (ত্রি)

২ লেপকর্তা, লেপবিশিষ্ট।

লেপ্য (ত্রি) লিপ-শাৎ। লেপনীয়, লেপ্য।

“শৈলী দাক্ষমণী শৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।

মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমার্বিধাশ্রুতা ॥” (ভাগবৎ ১১।২৭।১২)

লেপ্যকুৎ (পুং) লেপ্যং করোতীতি কৃ-কিপ্ তুচ্ চ। লেপক।

লেপ্যানারী (স্ত্রী) ১ অণুরচনচর্চিত রমণী। লেপ্যস্ত্রী।

২ প্রস্তর বা মৃদাদি দ্বারা নির্মিত রমণী মূর্তি।

লেপ্যাময়ী (স্ত্রী) লেপ্য-ময়ট, ভীপ্। কাষ্ঠাদি ঘটিত পুস্তলিকা, পর্য্যায় অঙ্কলিকারিকা। (হেম)

লেপ্যামোহিণী (স্ত্রী) লেপ্যানারী।

লেপ্যাস্ত্রী (স্ত্রী) লেপ্যা স্ত্রী। স্নগন্ধদ্রব্যলিপ্তা স্ত্রী। (শব্দরত্না°)

লেখ্যফা (আরবী) খাম, যাহার মধ্যে চিঠিপত্র প্রিয় দেওয়া হয়।

লেম (হিন্দী) ১ একতা। ২ সুমিলন। ৩ সন্ধ্যা, সন্ধ্যাস্তি।

লেমুরো, নিম্নত্রেতার অন্তর্গত একটা নদী। আয়াকান প্রদেশের উত্তরস্থ জঙ্গলাবৃত্ত শৈলমালা মধ্যে ইহার উৎপত্তি। পর্ব্বতবন্ধ অবতরণকালে এই নদী শৈলমালাদ্বারা নানা প্রোতোমালায় গুঁটকলেবর হইয়া আকায়াব জেলার সমতলক্ষেত্রে পড়িয়াছে। পরে তথা হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নানা শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক হাণ্টার্স নামক সাগরোপকূলে সমুদ্রবক্ষে মিশিয়াছে।

লে-মোং-ফা, ব্রহ্মরাজ্যের ইরাবতীবিভাগের বেসিন জেলার অন্তর্গত একটা নগর। বেসিন বা গুং-বুনা নদীতে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৩৪'৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১৩'৪০" পূঃ। নদীতে বহা হইলে এই নগরের পথখাট সময় সময় ৩ ফিট জলে ডুবিয়া যায়।

লেয় (পুং Leo) সিংহরশ্মি। (জ্যোতিষতত্ত্ব)

লেয়াকৎ (আরবী) ১ গুণ। ২ সামর্থ্য। ৩ দক্ষ। ৪ কুশলবৃদ্ধি।

লেয়াকতী (আরবী) ১ দক্ষতা, নিপুণতা। ২ যোগ্যতা।

লেলয়া (স্ত্রী) কম্পমানা।

লেলিহ (ত্রি) লিহ-যঙ, যঙ লুক্, লে-লিহ-অচ্। পুনঃ পুনঃ লেহন।

লেলিহান (পুং) পুনঃ পুনরভিষয়েন বা লেটীতি লিহ-যঙ, শানচ্ বা। ১ শিব। (শব্দরত্না°) ২ সর্প। (হেম) (ত্রি) ৩ পুনঃ পুনঃ লেহনকর্তা।

“সপ্তজিহ্বাননঃ কুরো লেলিহানো বিসপতি।” (ভারত ১।২৩।৫)

লেলিহান (স্ত্রী) তত্রাক্ত মুদ্রাবিশেষ। যথ বিবৃত করিয়া অধোমুখে জিহ্বা পরিচালিত করিবে, এবং উত্তর হস্তের মূর্তি উত্তর পার্শ্বে স্থাপন করিলে তাহাকে লেলিহান মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা তারাপুজার প্রস্তুত।

অষ্ট প্রকার—তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সমভাগে

আধোমুখ করিয়া অনান্নিকারে দুইখুলি নিশ্বাস করিয়া
কমিটাকে সরলভাবে স্নানিলে এই পেলিহান মুক্তা হয়। এই
মুক্তা জীবন্তে বিশেষ প্রশস্ত।

“বক্তঃ বিস্তারিতঃ কৃত্যাপ্যধোমুখিক চালয়েৎ।

পার্থক্যং মুষ্টিযুগলং পেলিহানেন্তি কীৰ্ত্তিত।।

এষাভারারাদনেচ্ছা পেলিহা বক্তব্য—

যোনির্ময়োরঃ সেক্ষণং কুর্ন্ত ক্রমাচ্ছিতঃ।

বীজানি চোকরেম্বরী মুক্তাবন্ধনমাচরেৎ।

তর্জনীমধ্যম্যানামাঃ সমঃ কুণ্ডাধোমুখম্।

অনামায়াং কিপেদ্বাং রজীং কৃত্য কনিষ্ঠিকাশ্।

পেলিহা নাম মুদ্রের জীবন্তাদে প্রকীৰ্ত্তিত।।” (তত্ত্বসার)

লেনা (ত্রি) গাঢ় সংলিপ্ত।

লেনবার (পুং) অগ্রগারভেদ। (রাজতরং ১৮৭)

লেনবোঙ্গ, যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটা গিরি-
শ্রেণী, হিমালয়-পর্বতের অংশ বলিয়া পরিগণিত। অক্ষা-
৩০°২০' উঃ এবং দ্রাঘি. ৮০°৩৯' পূঃ। এই গিরিশাখা বিয়ান
ও ধর্ম উপত্যকার মধ্য দিয়া বিস্তৃত আছে। পর্বতের উপর
দিয়া একটা পথ অপর দিকে গিয়াছে। ঐ সঙ্কটের সর্বোচ্চ
স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৯৪২ ফিট উচ্চ এবং চিরতুষারাবৃত।

লেশ (পুং) লিশ-বঞ। কণা। (অমর)

“এষ তে রাজমধ্যমাং লেশঃ সমভূবর্তিতঃ।” (ভারত ১২।৫৮।২৫)

লেশোক্ত (ত্রি) ১ সংক্ষেপে বর্ণিত। ২ আভাস কথিত।

লেশ্যা (স্ত্রী) দীপ্তি, আলোক।

লেফব্য (ত্রি) ১ নাশযোগ্য। ২ ছিন্নকরণোপযোগী।

লেফু (পুং) লিঙতে ইতি লিশ-বাহুলকাৎ তু। লোষ্ট্র।

“অথ যো ব্রাহ্মণান কৃষ্টঃ পরাভবতি সোহচিরাৎ।

যথা মহার্গবে কিন্তু আমলেষ্টু বিনশতি।”

(ভৃকৃত ১৩।৩৪।২৬)

লেফুয় (পুং) লেটুং হস্তি হন-চক্। লোষ্ট্রভেদন। (শব্দরত্নাং)

লেফুভেদন (পুং) লেটুং ভিনতীতি, ভিন-স্মৃট। লোষ্ট্রভ-
সাধন যন্ত্রের, পর্যায় কোটাপ, লেটুয়, লেটুভেদী, চূর্ণদণ্ড।

লেসিক (পুং) হস্ত্যারোহক, পর্যায় কটিরোহক। (শব্দমাং)

লেখ (পুং) লেহনমিতি লিহ-বঞ। আহার, ভক্ষণ। পর্যায়—
স্বাদন, রসন, স্বদন, স্বদি। (রাজনিং) লিহ-কর্ণগি বঞ। ২ রস।

“পচেলেহং সিভা কোত্র পলার্কভূতবারিতম্।”

(সুত্রত ১।৪৪) লেটীতি লিহ-বঞ। (ত্রি) ৩ লেহনকর্তা।

“দহেহং মধুনো লেহেদ্যবৈক্রেপ্রার্থা গিরিঃ।” (ভট্ট ৬।৮২)

৪ অবলেহ, চলিত অটা। দোষের বলাবল অনুসারে হান-

নিশেষে অবলেহ প্রয়োগ বিধেয়। অবলেহ প্রায়ই উচ্চজঙ্গত

যোগ নষ্ট করে, এ কারণে এই সারকালে প্রয়োগ করিতে
হয়। এই অবলেহ অটাক ও চতুরক প্রকৃতি ভেদযুক্ত।

অটাকাবলেহ—কারকল, পুষ্করগুণ, অভাবে হুড়, কাকড়াশুলী,
ময়িচ, পিপুল, গুঁঠ, ডুরালভা এবং হুম ককড়ীরা এই সকল
চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিতে হয়, ইহাকে অটাকাবলেহ
কহে। ইহা লেহন করিলে সন্নিপাত, হিকা, শ্বাস, কাস এবং
কর্পরোগ উপশম হয়। কফপ্রধান সন্নিপাতে ইহা আদার রসের
সহিত প্রয়োগ করিবে। মতান্তরে—লেহিক মধুর সহিত বা
আদার রসের সহিত সেবন করিলে তত্ত্বা ও কাসযুক্ত দারুণ
মোহ বিনষ্ট হয়।

চতুরকাবলেহ—সিদ্ধ আমলকী পেষণ করিয়া ত্রাণা ও
গুঁঠের সহিত মিলিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস,
কাস, মুচ্ছা ও অরুচি নষ্ট হয়। (ভাবপ্রং মধ্যখং)

দ্রব ও কক প্রস্তুত করিতে হইলে যে রূপ ভাগ নির্দিষ্ট
আছে, অবলেহের ভাগ তদ্রূপ জানিবে।

“লেহে যত্রান্তি যো ভাগো নির্দিষ্টো দ্রবকক্কয়োঃ।

তত্রাপি পাদিকঃ ককঃ দ্রব্যং কার্যো বিজানতা।।” (বাভট)

[অবলেহ শব্দ দেখ।]

লেখ, পঞ্জাবপ্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত লাদখ রাজ্যের
প্রধান নগর। সিদ্ধনদের উত্তর কূল হইতে ১১০ ক্রোশ দূরে
অবস্থিত। অক্ষা- ৩৫°১০' উঃ এবং দ্রাঘি- ৭৭° ৪০' পূঃ।
এই স্থান সিদ্ধনদ ও পার্শ্ববর্তী পর্বতমালায় মধ্যস্থিত সমতল
প্রান্তরোপরি স্থাপিত। নগরের চারিদিকে প্রাচীর, ঐ প্রাচীর
পর্বতগাত্র পর্যন্ত বিস্তৃত। তাহার স্থানে স্থানে গোলাকার
দুর্গবাটিকা নির্মিত আছে। কাশ্মীররাজ গোলাব সিংহ এখান-
কার রাজ্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়া এই স্থান কাশ্মীররাজ্যভুক্ত
করেন। [লাদখ দেখ।]

নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা দুর্গ আছে। প্রাচীন রাজ-
প্রাসাদ ত্রিতল ও সামান্য ধরণে গঠিত হইলেও উহার কাঠ-
নির্মিত বারাগাদি দেখিবার সামগ্রী। চীন, তাতার ও পঞ্জাব-
প্রদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পর্বতবন্ধিত তুষারব্যাপ্ত এই
নগর সাধারণের বিশেষ পরিচিত। এখানে শালনির্মিতার্থ পশম
বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার চলিয়া থাকে। একটা বেথালয়
এখানে স্থাপিত আছে।

লেখন (স্ত্রী) লিহ-স্মৃট। জিহ্বাধারা রসাস্বাদন, চলিত চাটা।

পর্যায়—জিহ্বাবাদ। (হেম)

লেখরা, বাঙ্গালার দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম।
মধুবন হইতে বহেরা যাইবার পথে অবস্থিত। পভোল নীল-
কুঠীর অধীনে এখানে একটা নীলের কারখানা থাকার স্থানীয়

সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকারে একশত ৩০টা বৃহৎকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ষোড়শক নামক বর্ণিকা দুই মাইল বিস্তৃত। এই বর্ণিকার ভিতরে প্রায় ১৫ বিঘা জমি ব্যক্তিগত ইষ্টকতুপ পড়িয়া আছে। উহা এখন জমলে আবৃত। স্থানীয় প্রবাদ, ত্রিহুতরাজ শিবসিংহ ঐ স্থানে বাস করিতেন, ঐ তুপ তাঁহারই প্রাণবলের জলসামগ্রীর মাত্র।

লেখাই (লেখ) মরকার কাই।

লেখিন্ (ত্রি) ১ লেহনুত। ২ লেহনকারী।

লেখিন (পুং) লিহ-বাহলকাদিনন্। টকপকার, চলিত সোহাগা, সোহাগার থৈ। (হেম)

লেখ (স্ত্রী) লিহ-বাৎ। ১ অমৃত। (শব্দমালা) ২ অষ্ট-বিধ আগের অন্ততম। (রাজনি) ৩ বহুবিধ আহারের মধ্যে আহার বিশেষ।

“আহারঃ বহুবিধকোষায় পেরং লেহং তথৈব চ।

ভোজ্যং তন্ময়ং তথা চর্য্যং শুকং বিভাদ্ যথোক্তরন ॥” (তাবপ্র°)

(ত্রি) ৪ লেহনীর, লেহনযোগ্য।

“তত্তনানবিধং তন্ময়ভোজ্যলোহাদি বহু রসম্।

দ্বিষামনং বহুবিধে পপুঃ পানমথোত্তমম্ ॥” (কথাসরিৎসা° ৪৫।২৩০)

লেখ (পুং) লেহের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।১১২)

লেখাত্রেয় (পুং) লেখাত্র বা লেখাত্রের গোত্রাপত্য।

লেখাবায়ন (পুং) লিঙের গোত্রাপত্য।

লেখাব্য (পুং) লিঙের গোত্রাপত্য।

লেখ (স্ত্রী) লিঙ্গমধিকৃত্য কৃতো গ্রহ ইতি লিঙ্গভেদমিতি বা লিঙ্গ-অণ্। লিঙ্গপুরাণ। [পুরাণ দেখ।]

“মাৎস্ত্র্য কোর্গং তথা লৈঙ্গং শৈবং কালং তথৈব চ।”

(পার্ব্যোক্তরখণ্ড ৩৪ অঃ)

(ত্রি) ২ লিঙ্গসম্বন্ধীয়।

লেখিক (ত্রি) ১ লিঙ্গসম্বন্ধীয়। ২ লিঙ্গ বা প্রতিসূর্তি-নির্মাণকারী।

লেখিকী (স্ত্রী) বমন ও বিরচনের শোষণবিশেষ। (চক্র-বমনবিঃ)

লেখী (স্ত্রী) ১ গিলিবী লতা। (রাজনি) ২ লিঙ্গসম্বন্ধিনী।

লো (পুং) ভদ্রো নন্দার্থঃ। নিরুপদ্রবী স্ত্রী ভাটিকে ডাকিবার শব্দ।

লো-আজির (আরবী) আবত্বকীর প্রবাদ।

লোক, লক্ষ, অবলোকন। ২ বীণা। ত্রাদি। আয়ন-সক-সেট্। বীণার্থে চুরাদি পরস্মৈ-অক-সেট্। লট্-

লোকে। লিট্-লু-বাকে। লুট্-লোকিতা। লুঙ্-অলো-

কিট্। চুরাদিগকে লট্-লোকরতি। লুট্-অলোকৎ।

অব+লোক=অবলোকন। আ+লোক=আলোকন, লক্ষন।

বি+লোক=বিলোকন।

লোক (পুং) লোকেতে ইতি লোক-বক্তব্যং হুবন, লোক ৭টা, মণ্ডলোক, ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহালোক, জন-লোক, ভগোলোক ও সভ্যলোক।

“ভূবঃ বর্ষহষ্টৈব জনশ্চ তপ এব চ।

সভ্যালোকশ্চ সপ্তৈতে লোকান্ত পরিকীর্তিতাঃ ॥” (অগ্নিপু°)

[বিশেষ বিবরণ তন্ত্বে দেখে]

সূত্রতে লিখিত আছে যে, লোক দুই প্রকার হাবয় ও জলম। বৃক্ষ, লতা ও তৃণ প্রভৃতি হাবয় এবং পশু, পক্ষী, কীট, মনুষ্য প্রভৃতি জলম। এই হাবয় ও জলম রূপ লোকদ্বয় উক্ত শীত ঋণভেদে পুনরায় আয়ের ও সৌম্য এই দুই প্রকারে বিভক্ত। অথবা ক্রিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ-ভূত ভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। এই লোকদ্বয়ের মধ্যে ভূতের উৎপত্তি চারি প্রকার—বথা বেদজ, অজ্ঞজ, উদ্ভিজ্জ ও জরাযুজ। একমাত্র পুরুষ এই সকল লোকের অধিষ্ঠাতা।

(সূত্রত সূত্রহা° ১ অ°)

বাহার্য পুণ্যকারী তাহাদিগের উত্তমলোক এবং বাহার্য পাপকারী তাহাদিগের অধমলোকে গতি হইয়া থাকে। পুণ্যাত্মাদিগের জন্ত নানাপ্রকার অতি বিচিত্র ও পবিত্র লোক আছে। এই সকল লোক কামময় অতি বিচিত্র।

“এবং বিভজ্য রাজ্যানি পুরা প্রোক্তানি বানি চ।

লোকান্ত বিধে দিব্যান্ দদাবথ পৃথক্ পৃথক্ ॥

কত্চিৎ হৃদয়স্বাক্ষান্ কত্চিৎচিরনির্মলান্।

কত্চিচ্ছিক্যবিভোতান্ কত্চিচ্ছিক্যনির্মলান্ ॥

নানাবর্ণান্ কামমরাননৈকশতযোজনান্।

সত্যং সূর্য্যভিনাং লোকান্ পাবনাং চ সংহিতান্ ॥”

(অগ্নিপু° বরাহ-প্রাচুর্ভাব নামাধ্যা°)

২ জন। (অমর)

লোককণ্ঠক (পুং) ১ মন্দ লোক। ২ দোষী ব্যক্তি। ৩ লক্ষ-ধর রাবণের নামান্তর।

লোককথা (স্ত্রী) প্রচলিত প্রবাদ, কিংবদন্তী। ২ নীতিমূলক গল্প।

লোককর্তৃ (পুং) লোকত্র কর্তা। ১ বিহু। ২ শিব। ৩ ব্রহ্ম।

লোককম্প (ত্রি) মানবের জীভিকর।

লোককল্প (ত্রি) ১ জনৎ সদৃশ বা অল্পরূপ। ২ জনৎস্থিতির তুল্য।

লোককান্ত (ত্রি) লোকানার কান্তঃ। লোকপ্রিয়, জনপ্রিয়।

“লোককান্ত প্রিয় পুংস্ সুনীরাধর বনম্।

প্রহিতঃ পত্রতো মেহন্ত দ্বয়ং কিং ন বীর্য্যতে ॥”

(গোঃ রামায়ণ ২। ৩৬। ৩৭)

ত্রিরাং চাপ্। লোককাত্তা, লোকপ্রিয়া। ২ বহু মানক ওষধ।

লোককার (পুং) লোককর্তা। ব্রহ্ম, বিহু ও শিবকে বলায়।

লোককৃৎ (ত্রি) ১ সৃষ্টিকারী। সৃষ্টিকর্তা। ২ স্থলকারী।

লোককৃত্ব (ত্রি) সৃষ্টিকর্তা।

লোকক্ষিৎ (ত্রি) স্বর্গগামী, আকাশচারী।

লোকগতি (স্ত্রী) জীবনযাত্রা।

লোকগাথা (স্ত্রী) লোকপরম্পরাগত গাথা।

লোকগুরু (পুং) জগৎসার উপদেষ্টা আচার্য।

লোকচকুস্ (স্ত্রী) লোকানাং চকুরিব। ১ সূর্য।

“লোকপ্রকাশকঃ স্রীমান্ লোকচকুর্গ্রহেবরঃ।” (সূর্যস্তুত)

২ লোকদিগের চকু, জনসমূহের লোচন।

লোকচর (ত্রি) ১ জীব। ২ জগৎপ্রদর্শনকারী।

লোকচরিত্র (স্ত্রী) জীবনযাত্রা। মানবের জীবনেতিবৃত্ত।

লোকচারিন্ (ত্রি) লোকচর।

লোকজননী (স্ত্রী) মাতী।

লোকজিৎ (পুং) লোকং জিত্বানিতি জি-ক্ৰিপ-ত্ব-চ।

১ বৃদ্ধ। (ত্রি) ২ লোকজ্ঞেতা। “স্বং কামং কামরতে তমাগায়তি

তথৈ তল্লোকজিৎ” (শতপথব্রাঃ ১৪।৪।১।৩৩)

লোকজ্ঞ (ত্রি) মানবতত্ত্বদর্শী।

লোকজ্যেষ্ঠ (ত্রি) ১ নয়শ্রেষ্ঠ। ২ বৃদ্ধভেদ।

লোকতত্ত্ব (স্ত্রী) মানবতত্ত্ব।

লোকতত্ত্ব (স্ত্রী) জগতের ইতিবৃত্ত।

লোকতস্ (অব্য) লোকহরুপ। পূর্কোক্তরূপ (ভাগবৎ ৪।২৪।৭)

লোকভুবার (পুং) লোকে ভুবার ইব। কপূর। (রাকনিং)

লোকত্রয় (স্ত্রী) স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতল।

লোকদম্বক (ত্রি) প্রবন্ধক।

লোকদ্বার (স্ত্রী) স্বর্গদ্বার।

লোকদ্বারীয় (স্ত্রী) সামভেদ।

লোকধাতু (পুং) লোকত্ব ধাতা। শিব।

লোকধাতু (পুং) বৌদ্ধমতে, জগতের জ্ঞানবিশেষ।

লোকনাথ (পুং) লোকানাং নাথঃ। ১ বৃদ্ধ। (ত্রিকাং)

“লোকে ভগবতো লোকনাথানায়া কেচন।

যে ভক্তবো গতক্ৰেপান্ বোধিসত্বানবেহি তান্।” (রাজতরং ১।১৩৮)

২ ব্রহ্মা। (শব্দরত্নাং) ৩ বিষ্ণু। ৪ শিব।

“অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং স লোকনাথঃ পিতৃসদৃশোচরঃ।

স ভীমরূপঃ শিব ইচ্ছাবীৰ্য্যতে স সতি বাখ্যার্থবিদঃ পিপাকিনঃ।”

(কুমাৰসম্ভব)

(ত্রি) ৫ লোকের প্রভু। (রাধারণ ২।৩৪।১৬) ৬ পারদ।

লোকনাথ, ১ অবৈতন্যলসারমচরিতা। ২ মন্ত্রপ্রকাশপ্রণেতা।

লোকনাথ চক্রবর্তী, কর্ণপুরস্থত অলঙ্কারকৌস্তভের চাকা ও
অন্যোহর্য নারী সাধারণচাকারচরিতা।

লোকনাথ ভট্ট, ইকাত্যাবর্য নারক প্রেক্ষকপ্রণেতা।

লোকনাথরস (পুং) দ্রীহারোগাধিকারে ঔষধবিশেষ, লোক-
নাথরস ও বৃহল্লোকনাথ রস ভেদে ইহা দুই প্রকার। প্রস্তুত-
প্রণালী—পারা, গন্ধক, অত্র, প্রত্যেক এক ভাগ, লৌহ দুইভাগ,
তাত্র দুইভাগ, কড়িতম্ব দুইভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া
পাণের রসের সহিত মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে।
শীতল হইলে দুই রতি পরিমাণ এই ঔষধ সেবন করিয়া পিপুল-
চূর্ণ ও মধু, বা শুড় ও হরীতকী কিংবা গোমূত্র ও শুড়ের সহিত
জীরা সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বহুৎ, প্রাহা,
উদরী, শুশ্র ও শোথনাশ হয়।

বৃহল্লোকনাথরস—পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগে কঙ্কণী
করিবে, একভাগ অত্র উহার সহিত মিশাইয়া দ্বুতকুমারীর রসে,
পরে ষিগুণ তামা ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া কাকমাটির রসে পুনঃ
পুনঃ মর্দন করিয়া গোলক করিবে। পরে গন্ধক ২ ভাগ ও কড়ি-
তম্ব ২ ভাগ জ্বলীরে রসে মর্দন করিয়া, মুষাধের মধ্যে ঐ ঔষধ
গোলক রাখিয়া দিবে; তদনন্তর উক্ত মুষাধ শরাবসম্পূট করিয়া
উক্ত শরাবের সন্ধিস্থান পোড়ামাটি, লবণ ও জলে লেপিয়া
গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে ছয়রতি পরিমাণ
বটা প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ, মধু, হরীতকী-
চূর্ণ, শুড়, স্লেয়ান বা গোমূত্র অল্পপানে সেবন করিলে বহুৎ,
প্রাহা, উদরী, শোথ, বাত, অঙালা, কামঠী, প্রত্যঙ্গীলা, কাসর,
অগ্রমাস, শূল, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য ও কাস আত প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারসং দ্রীহবহুধিঃ)

অতিসার রোগাধিকারে রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—
রসসিন্দূর একভাগ, গন্ধক চারিভাগ, কড়ির মধ্যে পুরিয়া
সোহাগা দ্বারা মুখ বদ্ধ করিয়া দিবে, পরে ইহা মুৎপাত্রে রুদ্ধ
করিয়া পুটপাকে পাক করিবে, এই ঔষধের মাত্রা ৪ রতি।
ইহা মধুর সহিত সেব্য এবং শুষ্ক, আতাইচ, মুতা, দেবদারু ও
বচ ইহাদের কষার অল্পপানে সেবন করিলে সর্ববিধ অতীসার
রোগ আত প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসং অতিসাররোগাধিঃ)

লোকনাথ লক্ষ্মী, অমরকোষটীকা পদমঞ্জরীপ্রণেতা।

লোকনির্মিত (ত্রি) লোকেষু নির্মিতঃ, জননির্মিত, যিনি
জনসমাজে নির্মিত।

লোকনেত (পুং) লোকানাং নেতা। ১ শিব। ২ জন-
সমাজের প্রভু। সমাজপতি।

লোকপ (পুং) লোকপাল।

লোকপত্তি (স্ত্রী) সত্ত্ব, ব্যাতি, বশঃ।

লোকপত্তি (পুং) লোকানাং পত্তিঃ। বিষ্ণু। (ভাগবৎ ২।৩।২০)

জনসমাজের পতি অর্থাৎ পালক।

লোকপথ (পুং) সাধারণ পথ বা উপায়।

লোকপদ্ধতি (স্ত্রী) চিরন্তন পন্থা।

লোকপাল (পুং) লোকান্ পালয়তি পাল-পিতৃ-অণু।

১ রাজা। (হলায়ুধ) ২ নিকপাল।

“সোমাস্বর্কানিলেন্দ্রাণাং বিদ্যারত্যাধর্মত চ।

অষ্টোনাং লোকপালানাং কপুধারকতে বুপা।” (মহু ৫।১০০)

৩ শিব। ৪ বিষ্ণু।

লোকপালক (পুং) লোকত পালকঃ। লোকপাল।

লোকপালতা (স্ত্রী) লোকপালত ভাবঃ ভল্-টাপ্।

লোকপালক, লোকপালের ভাব বা ধর্ম, লোকপালের কার্য।

লোকপিতামহ (পুং) ব্রহ্মা।

লোকপুণ্য (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদঃ। (রাজতরু ৪।১০৩)

লোকপুরুষ (পুং) ব্রহ্মাওদেব।

লোকপুঞ্জিত (ত্রি) লোকেষু পুঞ্জিতঃ। জনপুঞ্জিত। জনসমাজে মাত।

লোকপ্রকাশক (পুং) লোকত প্রকাশকঃ। হৃদ্য।

“লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুঃ হেধরঃ।” (হৃদ্যভব)

লোকপ্রকাশন (পুং) হৃদ্য, যিনি জনগণকে আলোক দান করেন।

লোকপ্রত্যয় (পুং) জগৎপাণ্ড, চিরপ্রসিদ্ধ (আচারাদি)।

লোকপ্রদোপ (পুং) বুদ্ধভেদ।

লোকপ্রবাহ (পুং) লোকে প্রবাহঃ। জনপ্রবাহ, জনসমাজে প্রচলিত প্রবাহ।

লোকপ্রসিদ্ধি (স্ত্রী) খ্যাতি।

লোকবন্ধু (পুং) ১ শিব। ২ হৃদ্য।

লোকবান্ধব (পুং) লোকানাং বান্ধবঃ। ১ হৃদ্য। (জটায়র) ২ জনসমূহের বন্ধু।

লোকবান্ধ (পুং) লোকাৎ লোকসমাজাৎ বান্ধঃ। সর্গাচার-বর্জিত। “লোকবান্ধ বাজিগবাচারবর্জিতঃ।” (জটায়র)

লোকবিন্দুসার (স্ত্রী) হুপ্রাচীন চতুর্ভুজ জৈন পূর্বীর শেখাংশ।

লোকভর্তৃ (পুং) জনসাধারণের অন্নদাতা।

লোকভাজ্ (ত্রি) হানাবিকারী। হানব্যাপী। (শতপথব্রা ৭।২।১৮)

লোকভাবন (ত্রি) জগতের মননবর্জনকারী। (ভাগ ৩।৪।৪০)

লোকভাবিন্ (ত্রি) জগৎকর্তা। (রাহা ৪।৪৪।৪৭)

লোকময় (ত্রি) হানময়। জগদ্বাধার। (ভাগ ২।৫।৪১)

লোকমর্যাদা (স্ত্রী) ১ চিরন্তন পদ্ধতি। ২ ব্যক্তিবিশেষের সম্মাননা।

লোকমাতৃ (স্ত্রী) লোকানাং মাতা। ১ লক্ষী, কন্যা। ২ লোকের জননী।

“প্রতিষ্ঠাকারঃ পূর্বো হোমসী লোকমাতরৌ।” (ভাগবত ২।৩।৫)

লোকমাগ (পুং) ১ প্রচলিত পদ্ধতি। ২ সাধারণ পন্থা।

লোকপুণ (ত্রি) ১ জগৎপাণ্ডি। ২ সর্গগামী। “লোকপুণঃ পরিমলৈঃ পরিপূরিতত কান্দীরকত” (ভাস্করীবিলাস) জিয়াং টাপ্। লোকপুণা—ইষ্টকভেদ। লোকপুণা, মন্ত্রপাঠ সহকারে এই ইষ্টক দ্বারা বজীর বোঁদী নির্মাণ করিতে হয়।

(বাজসনৈয়সংহিতা ১২।৫৪)

লোকযাত্রা (স্ত্রী) লোকানাং যাত্রা। সংসারযাত্রা, জীবন।

লোকযাত্রাবিধান (স্ত্রী) (Political Economy) সংসার-যাত্রানীকালের বিধিধর্মক নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

লোকযাত্রিক (ত্রি) জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয়।

লোকরক্ষ (পুং) রাজা, মন্ত্রপতি।

লোকরঞ্জন (স্ত্রী) লোকত রঞ্জনং। লোকের শ্রীতিসম্পাদন, লোককে সন্তুষ্ট করা।

লোকরব (পুং) জনরব।

লোকলেখ (পুং) রাজবিক্রান্তি।

লোকলোচন (পুং) লোকানাং লোচনমিব। ১ হৃদ্য। (শব্দরত্না) (স্ত্রী) ২ লোকের চক্ষু, জনসমূহের লোচন।

“সৌম্যবৃত্তং পাক্যবাতেন যন্ত্রণেবেবিতঃ শরঃ।

জগাম কাপ্যতিজবান্দলক্যো লোকলোচনৈঃ।”

(কথাসরিৎসা ১৮।২২)

লোকবচন (স্ত্রী) জনরব।

লোকবৎ (ত্রি) লোক সদৃশ।

লোকবর্তন (স্ত্রী) মহাচরিত্র। রীতি-নীতি।

লোকবাদ (পুং) লোকত বাদঃ। লোকপ্রবাহ, জনশ্রুতি, বাহা সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে।

লোকবার্তা (স্ত্রী) জনরব।

লোকবান্ধ (ত্রি) ১ লোকবান্ধিত, আচারভেদ। ২ লোক-বহনীয়। ৩ জাতিচ্যুত।

লোকবিক্রুৎ (ত্রি) যে স্থলে লোকসমূহের বিক্রোশ হয়। লোকবিধিষ্ট।

“পরিভ্যজেন্দ্রকাসৌ বৌ ভাতাৎ ধর্মবর্জিতৌ।

ধর্মকান্যাত্তথোর্মকং লোকবিক্রুৎমেব চ।” (মহু ৪।১৭৬)

‘লোকবিক্রুৎ বহু লোকানাং বিক্রোশঃ’ (কুহু)

লোকবিজ্ঞাত (ত্রি) বিখ্যাত, লোক জানিত, প্রসিদ্ধ।

লোকবিদ্ (পুং) বুদ্ধভেদ।

লোকবিধিষ্ট (ত্রি) লোকনিষিদ্ধ, জনসমূহের নিকট বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন।

“অনারোগ্যমন্যুয্যনধর্মকাকিত্তোজনম্।

অপুণ্যং লোকবিধিঃ তদ্যাক পরিবর্জয়েৎ।” (মহু ২।৫৭)

লোকবিধি (পুং) ১ লোকধর্ম। ২ জগতের নিয়ম।

লোকবিনায়ক (পুং) লোকে বিনায়ক ইহ। গ্রন্থবিশেষ।
ইহারো রোগের অবিত্যতা বলিয়া কথিত।

“কল্পগ্রন্থাদয়ো বে চ আর্থিকজ্ঞানকাষঃ।

কৌমারান্তে তু বিজ্ঞেরা বে চ লোকবিনায়কাঃ।

মহত্মনঃসংখ্যাতা মর্ত্যলোকবিচারিণঃ।” (অগ্নিপুং)

লোকবিন্দু (ত্রি) ১ স্থানকারী। ২ সুকি বা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত।

লোকবিশুদ্ধত (ত্রি) বিখ্যাত।

লোকবিশুদ্ধতি (ত্রি) লোকে বিশুদ্ধিঃ। জনকৃতি, কিংবদন্তী।

লোকবিসর্গ (পুং) কণ্ঠস্বর। প্রজাসংকলন।

লোকবিস্তার (পুং) লোকব্যাপ্তি।

লোকবীর (পুং) পৃথিবীর সুপ্রসিদ্ধ বীররূপ। এই শব্দ
বহুবচনান্ত।

লোকবৃত্ত (স্ত্রী) ১ অন্ন কথোপকথন। ২ শৌকিক আচার।

লোকবৃত্তান্ত (পুং) ১ মহাব্যচরিত্র। ২ জীবনের ঘটনা-
নিচয়। প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

লোকব্যবহার (পুং) সাধারণে প্রচলিত রীতিনীতি।

লোকব্রত (স্ত্রী) মহাব্যসাময়ের প্রচলিত ক্রিয়াপদ্ধতি।

লোকক্রান্তি (স্ত্রী) ১ জনকৃতি, কিংবদন্তী। ২ ব্যাতি, প্রসিদ্ধি।

লোকসংব্যবহার (পুং) বৈদেশিক বাণিজ্য।

লোকসংসৃতি (স্ত্রী) অর্হট। “জীবলোকত লোকসংসৃতিঃ”
(ভাগ০ ৩২৯৩)

লোকসঙ্কর (পুং) ১ জগতিক বিদ্রব। ২ জনসমাজে মিথ্যা-
চরণকারী। (রাবায়ণ ২।১০৯৬)

লোকসংক্রম (পুং) ১ জনকর। ২ জগতের ধ্বংস।

লোকসংগ্রহ (পুং) ১ লোকসমবয়। ২ সাংসারিক অভিজ্ঞান।
৩ জগৎবাসীর পরমায়ের সম্মতি ও সম্মতি। ৪ সমগ্র জনং।
৫ জগতিক মঙ্গল।

লোকসনি (পুং) ১ স্থানকারী। ২. নিরুদ্বেগদার্দ্রসাধক।
(ভৃগুসং ১২১৮)

লোকসাক্ষিক (ত্রি) ১ জগৎবাসীর অল্পমোদিত। (অজ্ঞ) সাক্ষি-
সমকে।

লোকসাক্ষিন্ (পুং) ১ ব্রহ্ম। ২ অগ্নি। (রাবায়ণ ৬।১০।১২৮)
৩ পৃথ্বী।

“লোকসাক্ষী ত্রিসোকেশঃ কর্তা হর্তা ত্রিবিদ্যায়” (সুখ্যক্তব)

লোকসাং (অব্য) সাধারণের মঙ্গলার্থে। (কবচসংগ্রহ ১০।৩০)

লোকসাহকৃত (ত্রি) লোকের মঙ্গলার্থে অর্হট।

লোকসাধক (ত্রি) জনসংস্কারকারী।

লোকসাম্র (স্ত্রী) লোকভেদ। (ললিতা ১।৪১১০)

লোকসিদ্ধ (ত্রি) ১ প্রসিদ্ধ। ২ প্রচলিত। ৩ সাধারণে গৃহীত।

লোকসীমাস্তির্ভিন্ (ত্রি) ১ সাধারণ সীমার বহির্ভূত।
২ অলৌকিক, অস্বাভাবিক।

লোকসুন্দর (পুং) ১ সুভেদ। (ললিতবিত্তর) (ত্রি) ২ লোক-
রূপে বাহ্যকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করে।

লোকসুন্দ (স্ত্রী) দৈনন্দিন ঘটনা। (সুহৃৎসংগ্রহ ৫৩৮)

লোকস্থিতি (স্ত্রী) ১ প্রচলিত পদ্ধতি। ২ জাগতিক নিয়ম।

লোকস্পৃহ (ত্রি) লোকসনি। (তৈত্তিরীয়লং ৭।৪।২৪।১)

লোকস্পৃহ (ত্রি) জগতের মঙ্গল অনুধ্যানকারী।

“লোকস্পৃহ পৃথিবীলোকত মর্ত্য” (মৈত্রেরোপনিষৎ ৩।৩৫ ভাব্য)

লোকহাস্য (ত্রি) ১ জগতের হাস্যাম্পদ। ২ সাধারণের উপ-
হাস্য (ঘটনা বা ঘট)।

লোকহিত (ত্রি) লোকস্য হিতঃ। জনসমূহের মঙ্গল। মানবের
হিতকর।

লোকাকাশ (পুং) ১ আকাশ, পৃথিব্যন। জৈনমতে, জগতের
অংশ বিশেষ, এইস্থান অমৃত জীবসত্ত্বের বাসভূমি।

লোকাঙ্কি (পুং) আচার্যভেদ। মহাসংহিতার ৩।১৬০ টাকার
কল্পকর্তৃ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লোকাঙ্কি, দাক্ষিণাত্যের কাকিপুরনিবাসী চিত্রকর্তৃর পুত্র।
তিনি কানোপার্জননের পর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গ্রীষ্মে
আসিয়া বাস করেন। “মহাজনঃ যেন গত্যঃ স পদ্ম” এই
নীতি বাক্য তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তিনি
একখানি জ্যোতিষ, স্থিতি ও ভ্রমগ্রহ রচনা করিয়া যান।

[লৌগাক্ষিক দেখ।]

লোকাঙ্কিন্, লৌগাক্ষির নামান্তর। [লৌগাক্ষিক দেখ।]

লোকাচার (পুং) লোকস্য আচারঃ। জনসমূহের আচার,
সাধারণলোকে যে আচার পদ্ধতি অল্পসারে চলিয়া থাকে, তাহাকে
লোকাচার কহে। অনেকস্থলে লোকাচার শাস্ত্রবৎ যাত্র।

লোকাচার্য্য, অষ্টাঙ্করমন্ত্রব্যাখ্যা, তত্ত্বর ও বচসকুপটীকা-
প্রণেতা। লোকাচার্য্যসিদ্ধান্ত নামক বৈদ্য গ্রন্থখানি ইহার
রচিত বলিয়া বোধ হয়।

লোকাতিপ (পুং) ১ অসামান্য। ২ অদ্বিত। ৩ সাধারণ নিয়মের
বহির্ভূত।

লোকাতিশয় (পুং) ১ লোকাতিপ। ২ নিত্যসাধ্য অধাবহির্ভূত।

লোকাঙ্কন (পুং) ১ জগতের আশা। ২ বিজ্ঞ। (রাব। ১।৪৫।৩১)

লোকাঙ্কি (পুং) জনসংস্কারের আদিকর্তা। ব্রহ্ম। (ভারত ৭।৭৮)

লোকাধিপ (পুং) লোকস্য অধিপঃ। ১ লোকপাল। ২ দেবতা
মাত্র। ৩ মরুপতি।

লোকাধিপতি (পুং) ১ লোকপাল। ২ দেবতা।

লোকানন্দ, কিয়তাব্দীর-সীল-সংগ্রহ।

লোকানুগ্রহ (পুং) ১ জগদ্বন্দ্বল। ২ প্রজাবর্ণের উন্নতি।
৩ সাধারণের প্রতি অহুৎসাহ।

লোকানুরাগ (পুং) জনসাধারণের প্রতি মেহ বা দয়া।

লোকান্তর (ক্ৰী) অস্তং লোকং। পরলোক। অন্তলোক।
(ভাগ০ ৪।২৮।১৮)

লোকান্তরগ (ত্রি) লোকান্তরং যাতি গচ্ছতি বা লোকান্তর-
গম-ড। ১ মৃত, লোকান্তরগত বা প্রাপ্ত। ২ লোকান্তরগামী।

লোকান্তরিক (ত্রি) লোকান্তরের মধ্যে অবস্থানকারী।

লোকাপবাদ (পুং) লোকে অপবাদঃ। জনাপবাদ, লোকনিন্দা।
‘লোকাপবালে হুনির্বাসঃ’ (উত্তরচ°)

লোকাভিভাবিন্ (ত্রি) সর্বব্যাপী (আলোক)।

*লোকাভিভাবিত (ত্রি) ১ জগদ্ব্যবহিত। ২ বুদ্ধভেদ।

লোকাভ্যুদয় (পুং) লোকস্য অভ্যুদয়ঃ। লোকসমূহের অভ্যুদয়,
জনসমূহের উন্নতি।

লোকায়ত (ক্ৰী) লোকেষু আরতং বিস্তীর্ণমিব। তর্কভেদ।
চার্বাকশাস্ত্র। (অমর) “প্রায়েণেব হি মীমাংসা লোকে
লোকাহতী কৃত্য” (কুমারিলভট্ট)

লোকায়তন (পুং) ১ চার্বাক। যাহারা চার্বাকের নাস্তিকমত
অম্বসরণ করিয়া চলে।

লোকায়তিক (পুং) লোকায়তঃ শাস্ত্রমত্যাগোতি, লোকায়ত-
ঠনু। চার্বাক।

“ঐক্যনামাশ্বসংযোগসম্বারবিহারদৈঃ।

লোকায়তিকমুখ্যেচ্চ শুশ্রূবঃ স্নানমীরিতম্ ॥”

(হরিবংশ ২৪৯।৩০)

২ বুদ্ধভেদ। ইহারা নাস্তিক লোকায়ত মতানুসারে চলেন,
এইজন্য ইহাদিগকে লোকায়তিক কহে। “নানুমানং প্রমাণ-
মিতি বদত্য লোকায়তিকেন” (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

লোকায়ন (পুং) নারায়ণ।

লোকালোক (পুং) লোকাভেদসৌ ইতি লোকঃ, ন লোকাভে
দসৌ ইতি আলোকঃ তন্তঃ কর্মধারয়ঃ। স্বনামখ্যাত পর্কত-
বিশেষ। পর্যায়—চক্রবাড়। এই পর্কত সাক্ষীপা পৃথিবীকে
বেটন করিয়া প্রাকারের দ্বার অবস্থিত আছে। এই পর্কতের
কোন স্থলে সূর্যালোক পরিতৃপ্তমান হয়, এইজন্য লোক এবং
কোন স্থলে সূর্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় না এই জন্য আলোক;
অতএব সূর্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় অথচ বার না, এইজন্য
লোকালোক নামে খ্যাত হইয়াছে।

“সৌহৃদমিচ্ছা বিতর্কাত্মা প্রজ্ঞালোপনিবীণিতঃ।

প্রকাশ্যপ্রকাশ্য লোকালোক ইবাচলঃ ॥” (রঘু ১।৬৮)

এই পর্কতের বিষয় দেবীভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—

ভগবান্ নারদকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ! শুদ্ধ সাগরের চরে
লোকালোক নামে পর্কত অবস্থিত। ঐ পর্কত লোক (প্রকাশ-
মান) ও আলোক (অপ্রকাশমান) এই উভয় স্থানের বিভাগের
জন্য কল্পিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম লোকালোক হইয়াছে।
মানসোত্তর ও মের উত্তরের মধ্যবর্তী সমস্ত ভূভাগই সূর্য্যময় ও
দর্পণের দ্বার নির্মল। ঐ স্থানে দেবতা ভিন্ন অন্য প্রাণীর
সমাগম নাই। ঐ স্থানে যে কিছু বস্তু স্থাপন করিলেই তাহা
সূর্য্য হইয়া যায়, এইজন্য ঐস্থলে কেহ আসে না। পরমেশ্বর
ঐ পর্কতকে তিন লোকের সীমাহানে রাখিয়াছেন, সূর্য্য প্রভৃতি
ঐবাবিধি জ্যোতিমান্ গ্রহগণের কিরণসমূহ উহার অধীনেই
চতুর্দিকে লোকত্রয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কদাচ উহাকে
পশ্চাৎ করিয়া বাহির হইতে পারে না। এই পর্কত এত উচ্চ
ও বিস্তৃত যে, গ্রহদিগের গতি ততদূর যায় না। স্ববিগণ এই
লোকালোকের পরিমাণ এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন যে,
পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমিত এই ভূমণ্ডলের চতুর্থাংশ।
আম্বাবোনি ব্রহ্মা এই পর্কতের উপরিভাগে চতুর্দিকে স্ববভ,
পুশ্পচূড়, বামন ও অপরাঞ্জিত নামে চারিটা দিগ্গজ স্থাপন
করিয়াছেন, এই দিগ্গজ সকল সমগ্র জগৎ রক্ষা করিতেছে।
ভগবান্ হরি এইস্থানে সকল লোকের মঙ্গলের জন্য নিজাংশসমুত্ত
দিক্‌পালদিগের বীর্ষ, সত্ত্বগুণ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া বিধ্ব-
সেনাদি অশুরগণের সহিত চতুর্ভুজ মূর্তিতে বিরাজিত আছেন।
সনাতন বিষ্ণু নিজ মায়ারচিত বিশ্বের রক্ষণ নিমিত্ত কল্মাশকাল
পর্য্যন্ত এই মূর্তিতে অবস্থিত থাকেন। (দেবীভাগ০ ৮।১৪ অ°)

লোকাবেক্ষণ (ক্ৰী) জগতের মঙ্গলসাধনার্থচিন্তা।

লোকিন্ (ত্রি) ১ লোকপ্রাপ্ত। ২ লোকপতি। ৩ জগদ্ব্যদি-
মাত্র, এই অর্থে কেবল বহুবচনেই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লোকেশ (পুং) লোকানাধীশঃ। ১ ব্রহ্মা। (অমর) ২ বুদ্ধভেদ।
(ত্রিকা°) ৩ পারদ। (রাজনি°) ৪ ইন্দ্র।

“যথ্যচ বৃত্তান্তমিমংসযোগতন্ত্রিলোচনৈকশান্তরা হুরাসদঃ।

তথৈব সন্দেশহরাধিশাস্পতিঃ শূণোতি লোকেশ তথা বিধীয়তাং ॥”

(রঘু ৩।৬৩)

৫ লোকপাল। (মহু ৫।২৭) (ত্রি) ৬ লোকাধিপতি।

(ভাগবত ৩।৬।১২)

লোকেশকর, তক্ষশীপিকা বা তক্ষবোধিনী নামী রামাশ্রমকৃত
লিঙ্গাস্তচক্রিকার টীকা-রচয়িতা। কেমন্ডরের পুত্র।

লোকেশপ্রভাব্যপন্ন (ত্রি) লোকপালগণ হইতে উদ্ভূত এক
তাহা হইতেই প্রতি নিবৃত্ত।

লোকেশ্বর (পুং) লোকানাধীশ্বরঃ। ১ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°)
২ লোকের প্রভু। ৩ লোকপাল।

"গ্রহনক্ষত্রতারাভিষেকচিহ্না নভস্তলম্।

স্বরাষ্ট্রেতবিত্তানাং পতীন্ লোকেশ্বরান্ হয়ান্॥"

(ভারত ৮।৩৪।২৯)

লোকেশ্বরাত্মজা (স্ত্রী) লোকেশ্বরত বৃহত্ত আয়ত্তেব।
বৃহৎশক্তিভেদ। পর্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কার, স্বাহা, শ্রী,
মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, ধর্মবাসিনী, তজ্রা,
বৈশ্রা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বহুধারা, ধনন্দা,
ত্রিলোচনা, লোচনা। (হেম)

লোকেশ্ঠি (স্ত্রী) ইষ্টভেদ। (আর্থ শ্রৌ ২।১০।১৯)

লোকৈকবন্ধু (পুং) লোকানাং এক এব বন্ধু। গোতম
বৃহ বা শাক্যম্।

লোকৈকমণা (স্ত্রী) স্বর্ণপ্রাপ্তির ইচ্ছা।

লোকোক্তি (স্ত্রী) প্রবাদ, কিংবদন্তী। প্রচলিত বাক্য।

লোকোত্তর (ত্রি) ১ অসামান্য, অলৌকিক। ২ আদর্শ
পুরুষ। ৩ রাজা।

লোকোত্তরবাদিন্ (পুং) বৌদ্ধমতাবলম্বী।

লোকোক্তার (স্ত্রী) তীর্থভেদ। এই তীর্থ ত্রিলোকপুজিত,
এই তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় সকল লোক উদ্ধার হয়।

(ভারত ৩৬।১১ শ্লোক)

লোক্য (ত্রি) ১ লোকাস্থিত। ২ বিহৃতস্থানযুক্ত। ৩ যুদ্ধার্থ
পরিকৃত স্থানযুক্ত। ৪ অগদব্যাপ্ত।

লোক্যতা (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠ লোকপ্রাপ্তি। (শতপথব্রা ১০।৩২।১৩)

লোগ (পুং) ১ যুৎপিণ্ড, লোষ্ট্র।

লোগাক্ষ (পুং) পণ্ডিতভেদ। [লোগাক্ষি দেখ।]

লোঙ্গর (পারসী) নদী বা সমুদ্রবক্ষে জাহাজ আটকাইয়া
রাখিবার জন্য বড়লীর আকার লৌহশলাকাবিশেষ।

লোগেষ্টকা (ত্রি) মৃত্তিকানিস্তিত ইষ্টকভেদ।

(শতপথব্রা ৭।৩।১।১৩)

লোচ, ১ জ্ঞান, দর্শন। দীপ্তি। ভাদ্ধি আয়নে সর্ক সেট।
দীপ্তার্থে চুরাদি পরস্মৈ অক সেট। লট লোচতে। লিট-
লুलोচে। লুট-লোচিভা। লুঙ্ অলোচিষ্টে, অলোচিভাতাং
অলোচিভত। সন্ লুलोচিভতে। বঙ্ লোলোচাতে। চুরাদিপক্ষে
লট্ লোচরতি। লুঙ্ অলুलोচৎ। আ+লোচ=আলোচন।

লোচ (স্ত্রী) লোচতে পর্য্যালোচরতি সুখঃ পারিক্রমতি
লোচ-অচ্। অশ্র। (ভট্টাধর)

লোচক (পুং) লোচতে ইতি লোচ-কুল্। ১ মাংসপিণ্ড।

২ অক্ষিতারকা। ৩ কঙ্কল। ৪ স্ত্রীদিগের ললাটভরণ।

৫ কদলী। ৬ নীলবস্ত্র। ৭ নির্ভুজি। ৮ কর্পূর। ৯ মুক্খী।

১০ ক্রমচর্চ। (মেঘিনী) ১১ নিম্বোক্ষ। (শকরায়)

লোচন (স্ত্রী) লোচাতেভবেনেতি লোচ-লুট্। চক্ষুঃ।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—বক্রান্ত ও পদ্মাত লোচন হইলে
সুখ, বিড়ালের জায় চক্ষু হইলে পানী, মধুপিঙ্গলবর্ণ হইলে মহাশয়,
কেকরাক (টেরা) হইলে ক্রুর, হরিণের জায় হইলে পানী,
কুটিল হইলে ক্রুর, গজচক্ষু হইলে সেনাপতি, গম্ভীর লোচন
হইলে প্রভু, হুলচক্ষু হইলে মন্ত্রী, নীলোৎপলাক হইলে বিদ্বান্,
ভাবচক্ষু হইলে সৌভাগ্যশালী, কৃষ্ণতারকাবিশিষ্ট হইলে চক্ষুর
উৎপাতক, মণ্ডলাক হইলে পানী ও দীর্ঘলোচন হইলে নিঃস্ব
হইয়া থাকে।

"বক্রান্তঃ পদ্মপত্রাভলৈর্লোচনৈঃ সুখভাগিনঃ।

মাক্ষারলোচনৈঃ পাশো মহাত্মা মধুপিঙ্গলৈঃ॥

ক্রুরাঃ কেকরনেত্র্যশ্চ হরিণাংকাঃ স কল্ববাঃ।

ভিত্তিশ্চ লোচনৈঃ ক্রুরা সেনাভোগলোচনাঃ॥

গম্ভীরাংকা জৈশ্বাঃ সুময়িণঃ হুলচক্ষুঃ।

নীলোৎপলাকা বিদ্বাংসঃ সৌভাগ্যং প্রাষচক্ষুঃ॥

ভ্রাতৃ কৃষ্ণতারকাংকাগামহামুৎপাতনঃ কিল।

মণ্ডলাকাশ্চ পাশাঃস্বা নিঃস্বাঃ স্থানীর্ঘলোচনাঃ॥"

(গরুড়পু ৬৫অ°)

২ জীরক। (বৈজ্ঞকনি) ৩ গবাক। (বাতট উ° ৩৯ অ°)

লোচনগোচর (পুং) দৃষ্টিপথ। দিঘলয়। (ত্রি) দৃষ্টি-
পথাক্রম।

লোচনকার (পুং) লোচন নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কারপ্রণেতা।
সাহিত্যদর্পণে (২২।১৫) ইহার নাম উল্লেখ আছে। অনেকে
ইহাকে অভিনবগুপ্ত বলিয়া মনে করেন।

লোচনপথ (পুং) লোচনস্ত পথঃ। নেত্রপথ, দৃষ্টিমার্গ।

লোচনপুর, বঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটা বন্দর।
কাসবাশ নদীতীরে অবস্থিত। বর্তমান কালে নদীর মোহনা
পলিময় চরে পূর্ণ হওয়ায় ঐ নগরের চারি পার্শ্ব এক্ষণে জলসা-
বৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে। ৪৫ টনের অধিক বোঝাই লইয়া
নৌকাদি এই নদীবক্ষে এখন আর ভাসিয়া যাইতে পারে না;
সুতরাং ক্ষুদ্র পোতসমূহে মাল লইয়া অদূরে সমুদ্রবক্ষে রাখিয়া
আসিতে হয়। চাউল ও অন্যান্য শস্যাদি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ
নৌকায় বোঝাই হয়। ভাঁটার সময় জল সরিয়া গেলে
বড় নৌকাগুলি কাদার পলির উপর আটকাইয়া থাকে।
সুতরাং সমুদ্রোপকূলবর্তী বড় তাহাদের বিশেষ ক্ষতি কল্পিতে
পারে না। ইহার পার্শ্বে চুড়ামণ নামক বন্দর অবস্থিত।
নদীর মোহনা ভরিয়া উঠার ক্রমশঃ বাণিজ্যের ক্ষতি
হইতেছে।

লোচনহিত (ত্রি) চক্ষুর হিতকর (অজানাধি)।

লোচনহিতা (ত্রী) লোচনাকার্য হিতক। তুখাঙ্গ।

লোচনা (ত্রী) লোচে পর্চালোচনকীতি লোচ-লু-টাপ।

লোচনা, বৃন্দকিত্তেব। (হেম)।

লোচনারস (পুং) লোচনরোমনসঃ। চক্ষুরোগবিশেষ, পর্চার
অভিসহ। (ত্রিকা) [চক্ষুরোগ কথ দেখ]

লোচনী (ত্রী) লোচনোক্তনৌ লোচ-ন্যট, ত্রীপ্। মহাপ্রাণিকা,
চলিত মুত্তরী। (রাজনি°)

লোচনোৎস (ত্রী) নগরভব। (রাজতর° ৪। ৩৭২) ইহার
অপর নাম লবণোৎস।

লোচমকটি (পুং) লোচমতক। (অমরটীকার বাকী)

লোচমতক (পুং) লোচঃ স্তব্ধঃ মতকঃ ময়ূরশিখের বস্ত।
ময়ূরশিখের, চলিত কড়কটা, কাহারও কাহার মতে কেত্র-
বাকী। পর্চার ধরাধা, কারবী, লীণ্য, ময়ূর, লোচমকটি।
(অমর) ২ অমরো। (ভাবপ্র°)

লোচিকা (ত্রী) খাত্তবিশেষ, লুচি, ধি ও ত্ত দ্বারা মর্দিত
এবং উৎকোষকের সহিত মলিত ও মণ্ডলাকারে নির্মিত ত্তদ্বারা
কৃতসমিত। (পাকস্থল্যের)

লোট, উন্নয়। জ্বাৰি° পরমৈ° অক° সেট্। লট্ লোটতি।
লুট্ অলোট্য। পিচ্ লোটয়তি। লুট্ অলুোট্য।

লোট, পাণ্ডিত্যক বিতক্তিত্তেব। লোটের বিতক্তি বখা—তুগ্,
তাম্, অত্। হি তং ত। আনি আব আম। তাং আতাং
অভাং। ব আধাং ধ্বং। ঐপ্ অবহৈপ্ আমহৈপ্। এই
১৮টা বিতক্তি, ইহার পূর্বোক্ত ৯টা পরমৈপদ এবং পোবোক্ত
৯টা আত্মনেপদ। ঐ সকল বিতক্তি প্রথমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও
উত্তম পুরুষভেদে তিন প্রকার। অমুজা ও আঙ্গীকাদির্থে
লোট্ প্রয়োগ হয়। [খাত্তব দেখ]

লোটন (ত্রী) ইতত্ততঃ চালন। ধ্বার লুটিত হওন।

লোটনপায়রা (বৈশজ) পায়রাভভেব, ইহাদের মাথা নাড়িয়া
কাটিতে হাড়িয়া মিলে পুনঃ পুনঃ ভিগ্বাকী থাইতে থাকে।

লোটা (ত্রী) চুকাপাল্য শব্দ।

লোটা (বৈশজ) ১ গড়াগড়ি। (হিন্দী) ২ ঘটি, জলপামপাত্র।

লোটান (বৈশজ) ১ বদপূর্বক লুটিত করান। ২ লুটন।

লোটা (বৈশজ) কুত্কাঠ গোলক, ক্রীড়ানামকী।

লোটিকা (ত্রী) চুকাপাল্য শব্দ।

লোটুল (পুং) লোটীতীতি লোট কালকাল্য উলচ্। অতি-
লোটক। (সকিন্দ্রান্য উবা°)

লোটক, ইইকন কনি। ১ ইইকনের পুত্র। ২ জহরকনের পুত্র।

লোড়, উন্নয়। জ্বাৰি° পরমৈ° অক° সেট্। লট্ লোড়তি।
লুট্ অলোড়্য। পিচ্ লোড়য়তি। লুট্ অলুোড়্য।

লোড়ন (ত্রী) ইতত্ততঃ চালন, চালা, ঘোটা। (মাধবনি°)

লোড়া (বৈশজ) ১ প্রভরৎক।

লোড়ী (বৈশজ) বৃকভেদ (Phyllanthus longifolius)

লোণক (ত্রী) লবণ। (বৈতকনি°)

লোণভূপ (ত্রী) লোণঃ লবণরসযুক্ত ভূপঃ। লবণভূপ। (রাজনি°)

লোণা (ত্রী) লবণমত্যা ইতি অচ্-টাপ্। পুর্বোদরাদির্থাৎ সাধুঃ।
১ ক্ষুদ্রালিকা।

"লোণা লোণী তু কবিতা বৃহন্নোণী তু ঘোটিকা।" (ভাবপ্র°)

২ চাকেরী, আমরুলপাক। লোণিকাবর, হোটলুটী ও
বড়লুণী। (রাজনি°)

লোণা (বৈশজ) লবণাক্ত লবণযুক্ত।

লোণাভাটা (বৈশজ) লুণবিশেষ (Solanum pubescens)

লোণামাছ (বৈশজ) ১ লোণাজলে বে মাহ জন্মে, তাহাকে
লোণামাছ কহে। ২ ইলিশাদি মৎস্ত। লবণ মধ্যে জন্মিয়া
যে মৎস্ত রক্ষিত হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ লোণামাছ
বলিয়া থাকে।

লোণান্না (ত্রী) ক্ষুদ্রালিকা, খুদেলুণী। (রাজনি°)

লোণার (ত্রী) লবণঃ বহুভীতি লবণ-ক-অণ, পুর্বোদরাদির্থাৎ
সাধুঃ। কারবিশেষ, পর্চার লবণোৎ, লবণাকরজ, লবণমদ,
জলজ, লবণকার, লবণ। শুণ—অভূক তীক্ষ্ণ, পিত্তবৃদ্ধিকারক,
ঔষধবণ ও বাতশুদ্ধ্যাদিশূলনাশক। (রাজনি°)

লোণার, মধ্যভারতের বেয়ার বিভাগের লুণান জেলার অন্ত-
র্গত একটি নগর। অক্ষা° ১৯°৫৮'৫০" উ° এবং দ্রাঘি° ৭৬°
৩৩' পূঃ। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই
অধিক।

এই স্থান অতি প্রাচীন। পর্বতের ক্রমনিম্নোক্ত পাদস্থলে
অবস্থিত। এখানে লোণার নামক লবণ-কলপূর্ণ একটি ব্রহ্ম
আছে। কিংবদন্তী আছে যে, ঐ ব্রহ্মগর্ভে দানবশ্রেষ্ঠ লবণাসুর
বাস করিত। গোলোকবিহারী বিষ্ণু ব্রহ্মের বাগকের রূপ
ধরিয়া ধরার অবতীর্ণ হন। বাগকের মোহনরূপে ব্রহ্ম হইয়া
লবণাসুরের তগিনীঘর তাঁহার প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল।
পরে বিষ্ণুর মোহজালে জড়িত হইয়া, তাহার বিষ্ণুর নিকট
ব্রাতার নিক্ত নিকেতনের সন্ধান বলিয়া দেয়। তখন বিষ্ণু
পারম্পর্যে সেই শুণ্ড বাসভবনের আবরণ প্রস্তর উন্মোচন
করিয়া ভূতলে প্রবেশপূর্বক গৃহমধ্যে নিদ্রিত লবণাসুরকে
নিহত করেন। বিষ্ণু কর্তৃক লবণাসুর নিহত হইলে সেই ভূ-
পর্ভেই তাহার সমাধি হয় এবং তাহার রক্তে ঐ পর্বৎ পূর্ণ হইয়া
উঠে। এখনও স্থানীয় লোকে লোণার ব্রহ্মের লবণাক্ত কলকে
লবণাসুরের রক্ত এক বিষ্ণুপারম্পর্য পবিত্র বলিয়া জানে।

করিয়া থাকে। নিকটবর্তী থাকেরাল নামক স্থানে একটা গওশৈল আছে। উহার বিস্তৃতি ও লোণাত্তরের বেড় প্রায় সমান। লোকে এই শৈলকে লবণাত্তর-ভবনের আচ্ছাদনপ্রস্তর বলিয়া মনে করে। বিষ্ণুকর্তৃক এই প্রস্তর পাথরুল স্পর্শে উৎকিষ্ট হইয়া এখানে নিকিষ্ট হইয়াছিল।

এই হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম, ইহার চারিদিকে বৃত্তাকারে ৪০০ ফিট উচ্চ পর্বতসাহু বিস্তারিত। এই সাহুদেশে অসংখ্য মন্দির ও কীর্তিত্ত্ব ধ্বংসাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, এখন সে সমুদায় প্রায় জললে আবৃত। উহার উপরের পাড়ের পরিধি প্রায় ৫ মাইল এবং জলের সীপবর্তী স্থানের পরিধি প্রায় ৩ মাইল। এতদ্বিন্ন পাড়ের খাড়াইএর কোণ ৭৫° হইতে ৮০°। হ্রদের গভীরতা ও তাহার ঢালু পাড়ের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন যে, উহা এক সময়ে কোন আগ্নেয়গিরির মুখ ছিল। পার্শ্ববর্তী পর্বতের প্রস্তররাশি আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই ঢালু পাড়ভূমি বনসমাকীর্ণ হইলেও, স্তরবিশেষে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়ার উহার সৌন্দর্য্য আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সর্বনিম্ন স্তরে প্রায় ৬০০ গজ বিস্তৃত বেষ্টনী মধ্যে কেবল তেঁতুল ও বাবলা গাছের সার দেখা যায়। তাহার উপরে সেগুন গাছের বন, মধ্যে মধ্যে অশ্রান্ত গাছও আছে।

হ্রদের দক্ষিণস্থ পর্বতপৃষ্ঠে একটা ক্ষুদ্র গর্ত বা প্রবেশ আছে। এই স্থান হইতে নিরন্তর স্মিষ্ট জলরাশি উল্লগত হইয়া স্রোতো-বেগে হ্রদগর্ভে আসিয়া পড়িতেছে। এই প্রবেশবণের সম্মুখে একটা মন্দির আছে।

হ্রদের ঢালু দেশের বনপ্রদেশ ও জলগর্ভের মধ্যবর্তী স্থানে একটা বিস্তৃত কর্দমাক্ত ভূমিভাগ দৃষ্ট হয়। বর্ষাঋতুতে উহা জলমগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু অপর সময়ে জল শুকাইয়া বা সরিয়া গেলে চতুর্দিকেই একটা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পতিত থাকে, উহাতে কখনও কোন শস্তাদি উৎপন্ন হয় না। হ্রদের জল লবণমিশ্রিত থাকায় এই কর্দমাক্ত ক্ষেত্রও লবণরসসিক্ত হইয়া থাকে। এই জল সামান্য শুকাইয়া আসিলে উহা সাদা দেখায়। তখন এই মুক্তিকা হইতে লবণ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। তথাকার লবণ শতকরা ৩৮ ভাগ অজারার, ৪০.২ কার (Soda), ২০.৬ জল ও ০.৫ কঠিন পদার্থ এবং সামান্য মাত্রায় সলফেট পাওয়া যায়। এই কার সাধান প্রস্তুত কার্যেই ব্যবহৃত হয়।

লৌগিকা (স্ত্রী) লৌগিশাক, খুদেলুণী, বনলুণী। (পর্যায়সূ) ২ চাঙ্গেরী, আরকল। ৩ চক্রিকা, চুকাপাল। (বৈজ্ঞানিক)

লৌগিতক, একজন প্রধান কবি। ইহার অপর নাম লৌগিতক।

লৌণী (স্ত্রী) পত্রশাকবিশেষ, (Portulaca quadrifida)

বড় বা বন লুণী, খুদেলুণী। হিন্দী—লুণিরাশাক বা লুণিরা, খুদল, তৈলক—পইলফুর, বচ—কুকা, তামিল—কোরিলকীরই। ইহা দুই প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। ক্ষুদ্রের গুণ—রুক্ষ, শুষ্ক, বাতরোধক, অর্শোষ, দীপন, অন্ন ও মলময়িনাশক। বৃহত্তের গুণ—অন্ন, উষ্ণ, বাতবর্জক, ককপিত্তনাশক, বাগদোষনাশক, ত্র্য, শুষ্ক, খাস, কাস ও প্রমেহনাশক, শোথনাশক এবং নেত্ররোগে হিতকর।

লৌণী, যুক্তপ্রদেশের মিরাট জেলার গাজিরাবাদ তহসীলের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এখন খ্রীষ্ট ও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লীর পৃথীরাজের প্রতিষ্ঠিত একটা প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ অত্মাপিও সেই কীর্তিবৃত্তি বহন করিতেছে। মোগলসম্রাটগণ যুগ্মর বহির্গত হইয়া আরই এখানে আসিতেন। তাহাদের আবাস খ্রীহীন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদশাহ এখানে একটা উপবন ও দীর্ঘিকা স্থাপন করান। এই দীর্ঘিকা ও উপবনে জল আনাইবার জন্য প্রথমে তাহারই উদ্যোগে পূর্ব-বসুনা-খাল কাটা হইয়াছিল। বাহাদুর শাহের মহিষী জিনাং মহল উললীপুরে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ও প্রবেশদ্বারাদি-পরিশোধিত একটা সুন্দর উদ্যান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে উজ্জল লোহিতবর্ণ প্রস্তরনির্মিত শুভেজশোভিত প্রসিদ্ধ বারদোয়ারী বিদ্যমান। এতদ্বিন্ন তথায় মোগল-রাজবংশধরগণের আরও অসংখ্যকীর্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরাজরাজ এই নগর মোগলাধিকার হইতে কাড়িয়া লন। এই স্থান এখন সৌন্দর্য্যহীন।

লোত, (পুং স্ত্রী) লুনাভীতি লু- (হসিমুগ্রিণিতি। উণা° ৩৮৬) ইতি ভন। ১ স্তেরধন। ২ লোপ্ত, লোত্র, লুপ্ত। ৩ নেত্রাধু। ৪ চিহ্ন। ৫ লবণ। ৬ অঙ্গপাত।

লোত্র (স্ত্রী) লুনাভীতি লু- (সর্গধাতুভাট্টন। উণ. ৪। ১৪৮) ইতি ট্রন, যথা লা (অশিতাদিভ্য ইত্রোত্রো। উণ. ৪। ১৭২) ইতি উত্র। লোত, নেত্রজল।

লৌদী, প্রাচীন রাজবংশভেদ। ২ দিল্লীর সুনামপ্রসিদ্ধ মূল-মান রাজবংশ। [ভারতবর্ষ দেখ।]

লোধ (পুং) রুধ-অচ, রক্ত লঃ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ।

লোধরানু, পঞ্জাবপ্রদেশের মুলতান জেলার অন্তর্গত একটা তহসীল। অক্ষা° ২৯°২১'৪৫" হইতে ২৯°২২'৪৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪' হইতে ৭১°৫১' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৭৮১ বর্গমাইল।

এই দেশভাগ শতক্রনদীকূলে অবস্থিত। অধিকাংশ স্থানই পর্বত ও বালুকাময় হওয়ার এখানে শস্তাদি উৎপাদনের বিশেষ সুবিধা নাই। গম, জ্বরার, বজরা, তুলা, ধব ও লীল এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য। লোধরানু নগরে একজন তহসীলদার থাকেন। তিনি এখানকার দেওয়ানী ও কোজদারী বিভাগের

বিচার করেন। এই তহসীলে সর্বসম্মত ১৭৯৮টি নগর ও গ্রাম আছে।

লোধা, ঠগী দস্যুসম্মহারের মুসলমানবিভাগের একটি শাখা। ইহার অধোধ্যার মুসলমান ঠগীকংশসমুদ্বৃত। নেপালের তুরাই প্রদেশে ও অধোধ্যার সীমান্ত প্রদেশে ইহাদের বাস আছে।

লোধি, কুবিকীর্ষী হিন্দু জাতিবিশেষ। মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের সন্নীপবর্তী স্থানে ইহাদের বাস দেখা যায়। আচার ব্যবহার ও সামাজিক প্রথা ইহারা কুর্মী জাতির অনুরূপ। এক সময়ে ইহারা অকলপুর ও সাগর জেলায় বিশেষ প্রতাপিত্তি বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে যুক্তপ্রদেশ হইতে মধ্যভারতে আসিয়া বাস করে। তৎপরে কুর্মীরা অল্পমান ১৬২০ খৃষ্টাব্দে দোয়ার হইতে তদ্রূপে গমন করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশে এই কারণে উত্তরভারতের লোধিরা 'লোধি পরদেশী' নামে কথিত। তথায় ইহারা রাখাল ও বরামীরা কার্য করিয়া থাকে।

ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কপঠ। কুবিকার্যে কুর্মীদিগের তুল্য; কিন্তু তাহাদের জ্ঞান শাস্তিপ্রিয় নহে। ইহারা দান্তিক, অত্যাচারী, পরস্বাপহরণপ্রিয় ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। নর্যসা সন্নিহিত প্রদেশে কুবিকার্য ব্যতীত ইহারা দস্যুর জ্ঞান অপরের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করে। বিদ্রোহের হুচনা দেখিলে সর্বত্রই বিদ্রোহি-দলে যোগ দিয়া আপনাদের অর্থাপহরণসূহা চরিতার্থ করিয়া থাকে। যুগয়ার ইহারা বিশেষ পটু। ইহাদের অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে দূরস্থ শিকার পরিভ্রাণ লাভ করিতে পারে না। তীর অথবা বন্দুক-চালনায় ইহারা বিশেষ ক্ষিপ্রহস্ত। এই কারণে ইহারা সর্বতোভাবে সৈনিকের কার্য করিবার উপ-যুক্ত। দক্ষিণভারতে এই জাতীয়ের অনেকেই সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহিত বিধবা পত্নী ও শাস্ত্রমতে পরিণীতা ভার্য্যার কোনরূপ পার্থক্য নাই। সাগাই মতে বিবাহিতা বিধবা স্বজাতীর না হইলে স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। অধিকাংশ স্থলে বহু দূরসম্পর্কীয় হইলেও বিধবাগণ দেবরকে বিবাহ করিয়া থাকে। এইরূপে বিবাহিতা পত্নীর সন্তানাদির পিতৃসম্পত্তিও যেরূপ অধিকার, অগ্নিসাক্ষাতে পরিণীতা পত্নীর পুত্রগণেরও সেইরূপ সমান অধিকার।

লোধিকা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাড় বিভাগের হম্মার প্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এই সম্পত্তি এখন হুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত উত্তর সামন্তরাজ্যবর্মের মোট আয় ২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১২৮৭ ও

কুনাগড়ের নবাবকে ৪০৫ টাকা কর দিতে হয়। লোধিকা গ্রাম রাজকোট হইতে ১৫ মাইল ও গোণ্ডাল হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

লোধিথেরা, মধ্যভারতের ছিন্দাবাড়া জেলার সৌসর তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২১°৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৪' পূঃ। মিউনিসিপালিটি থাকার নগরে রাজকীয় সমৃদ্ধির অভাব নাই। স্থানীয় শিল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট পিত্তলের বাসন ও তামার হাঁড়ি পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এখানে এক প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিকটবর্তী স্থানবাসীরা উহা পরিধানার্থ ক্রয় করিয়া থাকে।

লোধি (পুং) কণকীতি ক্রম-বাহুলকাৎ রনু রক্ত লঙ্ঘম্। লোধিবৃক্ষ। (Symplecos racemosa) লোধিকাঠ। হিন্দী—লোধ, তৈলঙ্গ—তেললোটিগচেট্টু, গর্জ, লোধর, লোদুগ। মহারাষ্ট্র—হরা। সংস্কৃত পর্যায়—গালব, শাবর, তিরীট, তিব্ব, মার্জিন, এই ৬টা যেত লোধের পর্যায়। রক্ত লোধের পর্যায়—লোত্র, ভিল্লতরু, তিব্বক, কাস্তকীলক, হেমগুণক, ভিল্লী, শাবরক। ইহার গুণ কষায়, শীতল, বাত, কফ ও অন্ননাশক, চক্ষুর হিতকর, বিব-নাশক। (রাজনিং)

এই বৃক্ষ নেপাল ও কুমায়ূনের পার্বত্যপ্রদেশে, কোটার জঙ্গলে, বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঘাট পর্বতমালার অতুল জঙ্গল মধ্যে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ ১০ হইতে ১২ ফিট পর্যন্ত উচ্চ হয় এবং গুড়ির পরিধি ২০ ইঞ্চির অধিক হয় না। ইহার কাঠ দৃঢ়, যেত বা ভেঁষ হরিদ্রাভ। ইহাতে উৎকৃষ্ট খোদাই হইতে পারে।

লোধ গাছের শিকড়ের ছাল হইতে এক প্রকার লাল রক্ত পাওয়া যায়। তৈল, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য রঙ করিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। ঐ শিকড় এখানে সাধারণতঃ প্রতি টাকায় ৮০ সের মাত্র বিক্রীত হয়। শিকড় চূর্ণ করিয়া আবার প্রস্তুত হয়। হিন্দুমাতেই ষোলপর্কে ঐ কাগ ব্যবহার করিয়া থাকে। [আবার দেখ।]

উত্তেজক, বলকর ও রেচকাদি গুণযুক্ত হওয়ার বৈজ্ঞানিক এই ভেষজের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

লোত্রকবৃক্ষ (পুং) লোত্র এব লোত্রক স এব বৃক্ষঃ। লোধ। লোধপুষ্প (পুং) মধুকবৃক্ষ, চলিত মউল গাছ। (বৈজ্ঞানিকনিং) লোধপুষ্পক (পুং) শালিখাত্তবিশেষ। (ভাবপ্রঃ) লোধপুষ্পিণী (স্ত্রী) হ্রস্বধাতুকী, ক্ষুদ্র খাইকুল। (বৈজ্ঞানিকনিং) লোনারা, অযোধ্যা প্রদেশের হাওর্দাই জেলার অন্তর্গত একটি নগর। গ্রাম সার্বভ্রাশ্রিত্য পূর্বে নিরুজ্জগৎ বৃহস্পতী হইতে

দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া এই স্থানের আধিম অধিবাসী কামান্গার-
দিগকে বিভাঙিত করিয়া আপনারা এই নগর অধিকার
পূর্বক বাস করে। এখনও নিকুন্তগণ এই স্থানের সম্বাদি-
কারী রহিয়াছে।

লোনেলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটা
নগর। ভোর গিরিসঙ্কটের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। গ্রেট-
ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার রেলপথের দক্ষিণপূর্ব শাখার মধ্যে ইহা
একটা প্রধান স্থান। এখানে রেলকোম্পানীর কারখানা থাকায়
বহু যুরোপীয় ও দেশীয় লোকের বাস হইয়াছে। নগরের ২
মাইল দক্ষিণে রেলকোম্পানীর একটা সুন্দর গাথনীকরা
বাঁধ আছে। ঐ বাঁধের জল নগরবাসীর গৃহে গৃহে পরিচালিত
হইয়া থাকে। এখানে অনেকগুলি সুন্দর আটালিকা,
প্রোটেষ্ট্যান্ট ও রোমান্ কাথলিক ধর্মমন্দির, মেসনিক লজ,
রেলওয়ে স্কুল, কো-অপারেটিভ স্টোর প্রভৃতি বিস্তারিত দেখা যায়।
নগর পার্শ্বে একটা সুন্দর বন আছে।

লোপ (পুং) লুপ-৩৭। ১ ছেদ। ২ আকুলীভাব। ৩ অভাব।

“সোহমিজ্যা বিগুচ্ছাত্মা প্রজালোপনিমীলিতঃ।

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ ॥” (রঘু ১।৬৮)

৫ ব্যাকরণমতে বর্ণনাশ, যাহাতে বর্ণের লোপ অর্থাৎ নাশ
হয়। সকল বিধি অপেক্ষা লোপবিধি বলবান।

“সকলেভ্যো বিধিতাঃ শ্রাব্যলী লোপবিধিতাঃ।

লোপস্বরাদেশয়োস্ত স্বরাদেশো বিধিবলী ॥” (হর্গাদাস)

লোপক (ত্রি) নাশকারী, বিয়কারী।

লোপন (ক্লী) লুপ-শ্যট্। নাশন।

“কস্তায়া দ্বর্ণকৈব বাক্ষ্যং ব্রতলোপনম্।

তড়াগারামদারাগামপত্যন্ত চ বিক্রয়ঃ ॥” (মহু ১।১৬২)

লোপাক (পুং) লোপাৎ শীঘ্রমদর্শনমকতি প্রাপ্নোতীতি অক-
অণ্। শৃগাল ভেদ। চলিত লোয়া, খ্যাক্শিয়াল, ইহাকে
লাজলকদৃগুও কহে। (ত্রিকা°)

লোপাপক (পুং) লোপাৎ ক্রতমদর্শনং আপ্নোতীতি আপ-অণ্।
শৃগাল ভেদ। (শব্দমালা)

লোপাপিকা (স্ত্রী) লোপাপক-ত্রিয়াং টাপ্, অত ইৎ।
শৃগালী। (শব্দমালা)

লোপামুদ্রা (স্ত্রী) লোপরতি যোবিভাং রূপাভিধানমিতি
লোপা পচাত্ত্বা, আমুদ্ররতি বহুঃ স্তম্ভিমিতি আ-মুদ্রা-অণ্, ততঃ
কর্মধারয়ঃ, কিংবা ন যদং রাস্তি অমুদ্রা পতিতশ্রাব্যো লোপে
অমুদ্রা। অগত্যমুনির পত্নী।

বৃত্তিতে লিখিত আছে যে, ভাদ্রমাসের শেষ তিন দিনে
অগত্যকে ও তৎপরে লোপামুদ্রাকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

“অপ্রাপ্তে ভাঙ্করে কস্তাং শেবভূতৈরিত্তিভির্ভিনৈঃ ॥

অর্ঘ্যং দ্বারগস্ত্যায় গোড়দেশনিবাসিনঃ ॥” (মলমাসতত্ত্ব)

এই অর্ঘ্য দক্ষিণদিকে শব্দে জল রাখিয়া বেতপুশ, অক্ষত
ও চন্দ্রনাড়ি রচনা করিয়া নিরাক্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক দিতে হয়।

“শব্দে তোয়ং বিনিষ্কিপ্য সিতপুশ্চাক্তৈর্যতম্ ॥

মন্ত্রেণানেন বৈ দত্তাদ্দক্ষিণাশামুপস্থিতঃ ॥”

অর্থ্যদানমন্ত্র—

“কাশপুশপ্রতীকাশ অধিমাৱতসম্ভব।

মিত্রাবরুণরোঃ পুত্র কুন্তযোনে নমোহন্ত তে ॥”

প্রার্থনামন্ত্র—

“জাতাপির্ভক্তিভ্যো যেন বাতাপিচ মহাসুরঃ।

সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেহগত্যঃ প্রসীদ তু ॥”

লোপামুদ্রার অর্থ্যদানের মন্ত্র—

“লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে।

গৃহাগার্যং ময়া দত্তং মৈত্রাবরুণিব্রতভে ॥” (মলমাসতত্ত্ব)

মহাভারতে লোপামুদ্রার জন্মাদির বিবরণ এইরূপ লিখিত
আছে। মহর্ষি অগস্ত্য একদা তাঁহার পিতৃগণকে এক বিবর
মধ্যে লম্বমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনারা
কি জন্ত এইখানে অতিকষ্টে এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন,
তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, পুত্র অগস্ত্য! তুমি পুত্র
উৎপাদন করিয়া আমাদের এই নিরয় হইতে উদ্ধার কর,
ইহাতে তোমারও মঙ্গল হইবে। তখন অগস্ত্য তাঁহাদিগকে
কহিলেন, আমি আপনাদের এই অভিলাষ পূর্ণ করিব। তৎপরে
অগস্ত্য আপনি পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন হিঁস করিলেন, কিন্তু
মনোমত কস্তা দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি মনে মনে
বিবেচনা করিয়া যে প্রাণীর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট,
সেই সেই প্রাণীর সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে মনে সংগ্রহ
করিয়া তৎসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা একটা কস্তা নির্মাণ করি-
লেন। এই সময়ে বিদর্ভাধিপতি অপত্যের নিমিত্ত তপস্তা
করিতেছিলেন। অগস্ত্য আপনার জন্ত নির্মিত এই কস্তা
বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন। রাজা এই কস্তার নাম লোপামুদ্রা
রাখিলেন। ক্রমে এই কস্তা যৌবনসীমায় অধিরোহণ করিল।

মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে যখন গার্হস্থ্যের উপযুক্ত বোধ
করিলেন, তখন তিনি বিদর্ভনাথের নিকট গিয়া কহিলেন,
রাজন! পুত্রের নিমিত্ত আমার গার্হস্থ্য ধর্মে রত হইয়াছে,
অতএব আপনি আমার লোপামুদ্রাকে প্রত্যর্পণ করুন। তখন
রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজ্ঞীকে এই কথা বলিলেন,
রাজ্ঞীও কোন সজ্জন করিতে পারিলেন না, তখন লোপামুদ্রা
রাজা ও রাজ্ঞীকে কাতর দেখিয়া কহিলেন, শিখঃ! আপনি

পরিভাষা পরিচয় অথবা লইবার কত কবরে যে অভিসার হয়, তাহাকে লোভ কহে। এই লোভ ত্র্যম্বর অর্থ বেশ হইতে উৎপন্ন হইরাছিল।

“ক্রমধ্যাত্তবং ক্রোধো লোভত্বেয়সম্বন্ধঃ ॥” (মৎসং ৩ অ°)

গীতার লিখিত আছে যে, মরকের তিনটি দার, কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন সর্বতোভাবে লোভ পরিহার করা কর্তব্য।

“ত্রিবিধং নরকভোগং দারং নাশনমানন্দম্।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভত্বেয়সম্বন্ধস্তত্ত্বং ভ্যজ্যেৎ ॥” (গীতা ১৩ অ°)

জগতে একমাত্র লোভ হইতেই বস্তু অনিষ্ট ঘটনা থাকে, লোভই পাপের প্রভুতি, লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ ও নাশ হইয়া থাকে, অতএব একমাত্র লোভই পাপের কারণ, জগতের লোক লোভে পড়িয়া স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও সহোদর প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া থাকে।

“লোভঃ প্রতীতা পাপস্ত প্রভুতির্লোভ এব চ।

যেবক্রোধাদিজননো লোভঃ পাপস্ত কারণম্।

লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।

লোভামোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্ত কারণম্।

লোভেন বুদ্ধিচলতি লোভো জনয়তে ত্বাং।

ত্বাকর্তো হুঃখমাশ্রয়তি পরত্রেহ চ মানবঃ ॥

মাতরং পিতরং পুত্রং ভ্রাতরং বা ব্রহ্মসন্তম্।

লোভাবিত্রো নরো হতি স্বামিনঃ বা সহোদরম্ ॥” ইত্যাদি।

(নানা পুরাণাদি নীতিশাস্ত্র)

লোভন (স্রী) লুভ-লুট। ১ লোভ। ২ মাস। (বৈয়াকরণি°)

লোভনীয় (ত্রি) লুভ-অনীয়ন্। লোভার্হ, লোভের উপযুক্ত।

লোভয়ান (ত্রি) লোভোদ্রেককারী।

লোভা (শেষ) লোভী।

লোভিন্ (ত্রি) লোভোহস্তাতীতি লোভ-ইনি। লোভবৃত্ত, লুভ। পর্যায়—গৃহ, পর্জন, লুভ, অভিসাহুক, ত্বক, লোভুত, লিন্। (হেম)

লোভ্য (ত্রি) লুভাতে ইতি লুভ-বৎ। ১ লোভনীয়, লোভার্হ। (পুং) ২ লুভা। (হেম) ৩ হরিভাল। (বৈয়াকরণি°)

লোম [লোমন্] (স্রী) ১ লাল্ল। ২ রোম। পর্যায়—তনুস্থ, শরীরস্থ কেশ। মহত্বদেহে এক অভ্যন্তরীণ জীববিশেষের গাত্র-চরোপরিহৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবর হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সূত্র ও হস্ত হস্ত সজ্জা শরীর কেশ বিনির্গত হইতে দেখা যায়, তাহাই সাধারণতঃ লোম, রোম বা রৌর্য বসিয়া প্রচলিত। ত্বকের উপরিভাগে উৎপন্ন হওয়ার ইহার অপর একটি নাম তনু-স্থ বা তনুস্থ হইরাছে। যে বিবরে সূক্ষ্মে রক্ষিত এই সকল শরীরস্থ কেশের পরিমার্জিত হয়, তাহা লোমকূপ নামে কথিত।

জীববৈবিশেষে এই লোম বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীর বিভিন্ন অংশে অতি হস্ত হইতে অশেষকাকত সূলাকার ও সূক্ষ্মরতন লোমরাশি বিব্রাজিত দেখা যায়। হৃদয় পার্শ্বকাছগারে উহাদের বর্ণ ও জিহ্বা। বিশেষ করিয়া পৃষ্ঠদেশে কেশের, মহত্ব শরীরের মস্তক, বক্ষ, পৃষ্ঠ, উরু, পাদমূল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে যৌর কৃষ্ণকুল হইতে ক্রমে কৃষ্ণবিশ্র পোষিত ও লোহিতভাঙ লোমরাশির সমাবেশ হই হইয়া থাকে। ঐ তিন সাধারণতঃ কেশ বা কুলল, চুল, লোম, রৌর্য প্রভৃতি কেশের বিশেষ পর্য্যায়ের সম্ভব। বিভিন্ন দেশীয় ভাষার ও মাধার কেশ ও গাত্রলোমের পৃথক নাম নির্দিষ্ট হইরাছে। মহত্বের গাত্র-লোম অশেষকাকত কুলতর হওয়ার তাহা কেশের কোন কাজে আইসে না। মহত্ব জাতির কেশের বিশেষতঃ রমণী-কুলের আলুলারিত কুললনাম বেশবিশেষে বিশেষ বিশেষ কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর ভারতের পুরাতন প্রাচীন প্রাচীন পুরুষ ও রমণীগণের মস্তকসুগুণের বিবি আছে, ঐ সকল সুদীর্ঘ কেশের তথায় রক্ষিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। উহাতে দড়ি প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী মানা বস্তু প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত “চুলের দড়ি” দিয়া বেশী বিনাইবার ব্যবস্থা দেখা যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রোমক কৃষ্ণ কার্বেজ নগরী অবস্থিত হইলে কার্বেজনিবাসিনী বীরনারীগণ রাজধানী রক্ষা কামনার স্ব স্ব শিরোভূষণ হুচিকশ কেশগুচ্ছ হির করিয়া দড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। [রোম-সাম্রাজ্য বেশ।]

শারীরিক রোমসংস্থান লক্ষ্য করিয়া চক্ষুপাত পত্রেপ্রীকে আবার স্বল্পলোম ও অতিলোম নামক দুইটা প্রেয়ীতে বিভক্ত করা যায়। তিক্তত দেশীয় হাণ, ভেড়া, কাবুলী হুবা, চানরী-গো (yak) এবং আইবেক ও লাহুলের বসোদ্বিক নামক হরিণজাতির লোম পশম বলিয়া খ্যাত। কোন কোন দেশীয় কুল্লর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তর গায়ে স্বল্প পরিমাণে লোম জন্মে। উকপ্রাধান্য দেশের বস্ত্র তন্তুকের এক সূত্রে প্রবেশ ও শীতপ্রধানস্থানবাসী যেতকার তন্তুককারিগণের গায়েও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লোম হইয়া থাকে। মহিষ, বরাহ প্রভৃতি স্বল্পলোম পশুর লোম বিশেষ কোন কার্যে আইসে না। বরাহের পৃষ্ঠদেশে বীর্ষাকার বোঁচা বোঁচা এক প্রকার কঠিন লোম উৎপন্ন হয়, উহা “শূকরের কুঁচি” নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে ক্রম প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিংহের বাঘের কেশ বা জটাগুলি কেশের; অথবা মস্তক ও প্রাণদেশে বিদ্যমান কেশ-রাশি চুল, কুঁচি এবং পুচ্ছের কেশগুলি মালাবুতি, একত্রিত প্রায় অপর সকল পশুর গাত্রকেশ চুলগুলি “বাঘ” বা প্রাণ নামে পরিচিত।

খিঁপাখ ও খেচর পক্ষিভাতির ডিম্বোদ্ভবনের পর শাবকগুলির পালককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমাখালী দেখা যায়। পরে ক্রমশঃ তাহা শালকে পর্যাবসিত হইয়া ঝংসপিণ্ডকে আবৃত করিয়া ফেলে। তখন আর বড় সেই লোমগুলি দৃষ্টগোচর হয় না, কিন্তু ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত বাহুভুক্ত ভাতির গাত্রে শালক জন্মিয়া ক্রমশঃ লোমের পরিবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উত্তর অর্থাৎ হলচর ও জলচর জীবজাতির মধ্যে বিবর, জলইন্দুর, ভোঁদড়, উছিড়াল প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীর গাত্রে লোম দেখা যায়। ইহাদের লোম এতাদৃশ মন্থন যে, জলময় হইয়া উপরে উঠিলে গাত্রলোম কচাচ জলসিক্ত হয়। পদ্মানদীতীরবাসী জালিকেরা “উছিড়াল” গোষে। উহার নদীবকে নামিয়া মাহ তাড়াইয়া আনে।

মহুঘের কেশ, সিংহের কেশর এবং ঘোড়ার গ্রীষালোম ও ঝালমুঠা মোটা হয় বলিয়া তাহা স্তম্ভকাধার উপযোগী নহে, উহাতে দড়ি, চেন, চোটাই প্রভৃতি বয়ন করা বাইতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে চুলের কাছিতে নোকা বাঁধা হইয়া থাকে; কিন্তু তিব্বত, কাবুল, কান্দাহার, সমরকন্দ, কির্মান, বোখারা প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশজাত ছাগাদি পশুর গাত্রলোম স্তম্ভতম এবং অশেপাকৃত নিষিদ্ধ হওয়ার শাল, রামপুরী চাদর, পটু, নামদা, লুই, মলিঙ্গা, কবল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পশমী শীতবস্ত্র-প্রস্তুতগোযোগী হইয়াছে। ছাগাদির গাত্রে ঐ ঘন সন্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র লোমরাঞ্জি বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে তদ্রূপবাসী বনিকগণ ছাগাদি পালন করিয়া বৎসর বৎসর পশম ছাঁটিয়া লইতেছে। চাঙ্গধান, তুর্কান ও কির্মানের সাদা পশম সর্কাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহাতে একমাত্র কান্দীরী শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তের লোমেও একপ্রকার মোটা চোগা নিষ্প্রতি হইতে দেখা যায়।

পাট, শণ বা কার্পাস সূত্রের সহিত রঞ্জীত পশম বিনাইয়া বুনিলে ‘কার্পেট’ নামক আসন প্রস্তুত হয়। পারস্ত ও তুর্কি-স্থানে পাটবৃত্ত কার্পেট-বরনের বিস্তৃত ব্যবসা আছে; কিন্তু ভারতে পাকান কার্পাসসূত্র সংযোগ দ্বারা উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে কান্দীর, পঞ্জাব, সিন্ধ, আফ্রা, মীর্জাপুর, অকলপুর, বরজল, মসলিপুস্তন ও মলবার প্রভৃতি স্থানে লোমমিশ্রিত কার্পেট বুনিবার কারখানা ও বাণিজ্য-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন প্রায় অনেক স্থলেই সেই প্রাচীন পশমী শিল্পের অবনতি ঘটয়াছে। বাগদাদীক্ষেত্রে এখনও বস্ত্রবলের কার্পেট ও মুর্শিধাবাদে রেশমী কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে। [বিস্তৃত বিবরণ পশম ও শাল শব্দে দেখ।]

লোমক (ত্রি) লোমযুক্ত।

লোমকরণী (স্ত্রী) মাংসজ্জ্বা, মাংসরোহিণী। (রাজনিং)

লোমকর্কটী (স্ত্রী) অজ্ঞবোনা। (বৈজ্ঞকনিং)

লোমকর্ণ (পুং) লোমযুক্তো কর্ণে বস্ত। ১ শব্দক।

“লম্বকর্ণঃ শশঃ শূলী লোমকর্ণো বিলেশরঃ।” (ভাবপ্রং)

(ত্রি) ২ লোমযুক্ত কর্ণবিশিষ্ট।

লোমকাগৃহ (স্ত্রী) স্থানভেদ। (পা ৩৩৩০)

লোমকিন্ (পুং) পক্ষী।

লোমকীট (পুং) উকুণ নামক কীট।

লোমকূপ (পুং) ভ্রুরন্ধ্র, লোমের গোড়ার ছিদ্র। শরীরে বস্ত্র লোম, ততগুলি লোমকূপ আছে।

“সত্তি যাবন্তি রোমশ্চি তাবন্তি লোমকূপকাঃ।” (ভাবপ্রং)

লোমগর্ভ (পুং) লোমকূপ।

লোমদ্ব (স্ত্রী) লোমানি হস্তীতি হন-টক্। ১ ইঙ্গুলুপক, চলিত টাক্। (ভূরিপ্রারোগ) (ত্রি) ২ লোমঘাতক, লোমনাশক।

লোমদ্বীপ (পুং) শোণিতজ কুমিভেদ। (চরক চিঃ ৭ অঃ)

লোমধি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগবত ১২।১২৫)

লোমন্ (স্ত্রী) লুপ্তে ছিত্ততে ইতি ল- (নামন্ সীমন্ ব্যোমন্ রোমন্ লোমন্ পাপুন্ ধ্যামন্। উণ্ ৪।১৫০) ইতি মনিন্ প্রত্য- যেন সাধুঃ। ১ শরীরস্থ কেশ, পর্যায় তনুকৃষ্ণ, তম্বুকৃষ্ণ, রোম, তনুকট্। (শব্দরত্নঃ)

“যথোর্ণনাভিঃ সজ্জতে গৃহুতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ প্রভবন্তি।

যথা সত্যঃ পুরুষাণ্ কেশলোমানি তথাঙ্করাণ্ সম্ভবন্তীহ বিশ্বম্॥”

মুগ্ধকোপনিষদে ১।১।৭।

গর্ভস্থিত বালকের যটমাসে লোম জন্মে। এই জন্ম ৬মাস গর্ভবতী নারীর বৈদিকাদি কর্ণে অধিকার থাকে না।

“ষষ্ঠে মাসি চ নারীণাং বৈদিকেনাধিকারিতা।

উদয়স্থত বালন্ত নথলোমপ্রবর্তনাৎ॥” (স্বতি)

অস্থির মল লোম, ইহা শরীরে অসংখ্য হয়।

“অহো মলানি লোমানি অসংখ্যানি ভবন্তি হি।” (বৈজ্ঞক)

লোমন (পুং) পাণিনিয় অধ্বজাদি গণোক্ত শব্দ। (পাঃ ২।৪।১০)

লোমপাদ (পুং) লোমানি পাদয়োর্বস্ত। অজ্ঞদেশীয় রাজ- বিশেষ। ইনি ঋষ্যশৃঙ্গমুনির পুত্র। মহাভারতে লিখিত আছে যে, অজ্ঞদেশাধিপতি লোমপাদ রাজা দশরথের বন্ধু ছিলেন। কোন সময় রাজা লোমপাদ ত্রাঙ্কণদিগকে অবমাননা করেন, তাহাতে ত্রাঙ্কণগণ সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এইজন্য তাহার রাজ্যে বহুদিন ধরিয়া অনায়াস হয়। এই অনায়াস নিবারণের জন্য তিনি হলক্রমে বেত্রাঘাত বিভাগক- পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে ডুলাইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন, এবং নিজ কন্যা শান্তাকে ইহার হস্তে সম্ভবান করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ

অলরাভ্যো অক্ষুণ্ণ করিষ্যামহি পশুভ্যেব কামরবো হইরা
ছিলেন। (ভারত বনপর্ব ১১০-১১২ অং)

লোমপাদপুরী, লোমপাদের রাজধানী, চম্পা।

লোমপাদপু (স্ত্রী) লোমপাদপু পুঃ। পুরীবেশে, পর্যায় চম্পা,
মালিনী, কর্ণপু। (হেম) প্রত্নতত্ত্ববিদ্রো এই নগরীকে বর্তমান
ভাগলপুর ও তৎসমীপবর্তী বলিরা অহমান করেন।

লোমপ্রবাহিন্ (ত্রি) লোমঃ প্রবাহতীতি প্র-বহ-ণিনি।
লোমযুক্ত শরাদি।

লোমফল (স্ত্রী) লোমযুক্ত ফল। ভবাফল, চলিত চালতা।

লোমমণি (পুং) লোমনির্মিত কবচ, পোটলি।

লোমযুক (পুং) ১ উকুণ। ২ রোমনাশক কীট, পশমীশালের
মধ্যে শূদ্রাকার যে সকল কীট জন্মিরা পশম কাটিতে থাকে।

লোমবৎ (ত্রি) রোম সূশ। রোমযুক্ত।

লোমবাহন (ত্রি) ১ লোমবহন। ২ রোমযুক্ত।

লোমবাহিন্ (ত্রি) রোমবাহী (শরাদি)।

লোমবিবর (স্ত্রী) লোমঃ বিবরঃ। লোমকূপ।

লোমবিধ্বংস (পুং) কুনি। (বৈজ্ঞকনিং)

লোমবিন্ (পুং) লোমি বিবং যজ। ব্যাভ্রাদি। (হেমচং)

লোমবেতাল (পুং) অপদেবতাভেদ। (হরিংগং)

লোমশ (পুং) লোমানি সন্ত্যজেতি লোমন্ 'লোমাদিভ্যঃ শঃ'
ইতি শ। ১ মূনিবেশে। যুধিষ্ঠির বনবাস কালে এই মূনির
নিকটে সমস্ত তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। (ভারত
বনপর্ব লোমশযুধিষ্ঠিরঃ) (ত্রি) ২ অতিশয় রোমাবিত্ত,
বাহাদের গাত্রে অতিশয় রোম আছে। সামুদ্রিকে লিখিত আছে
যে, লোমশ ব্যক্তি কদাচিৎ স্থধী হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোমশ
ব্যক্তি প্রায়ই দুঃখী হয়।

"কদাচিদন্তরো মূৰ্ধঃ কদাচিলোমশঃ স্থধী।" (সামুদ্রিক)

যে ধাতু চুরি করে, পরজন্মে সে লোমশ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"ধাত্তং হৃদ্য তু পুরুষো লোমশঃ সংপ্রজায়তে।"

(ভারত ১৩।১১১।১১২)

৩ মধ্যালু, চলিত মটু আলু। ৪ ধাতুকানীশ। ৫ মেঘ।

৬ কোকড় নামক বিলেশর যুগ। (রাজনিং)

লোমশকর্ণ (পুং) লক্ষক। (হুত্রত সূঃ ৪৬ অং)

লোমশকাস্তা (স্ত্রী) লোমশঃ কাস্তো যস্যঃ। ককটী, কাকুড়।

লোমশচ্ছদ (পুং) দেবভাড়া বৃক্ষ, চলিত দেয়াভাড়া। (পর্যায়-
মুক্তাং) ২ পীত দেবদালী। (ত্রিকাং)

লোমশপত্রা (স্ত্রী) পীত দেবদালী। (বৈজ্ঞকনিং)

লোমশপত্রিকা (স্ত্রী) লোমশপত্রা।

লোমশপর্ণিনী (স্ত্রী) লোমশঃ পর্ণমন্ত্যয়া ইতি ইনি স্ত্রীপু। মাংগনী।

লোমশপুষ্পক (পুং) লোমশানি পুষ্পানি বক্ষ্য, কপু।
শিরীষক। (রাজনিং)

লোমশমার্জ্জার (পুং) লোমশো লোমবহলো মার্জ্জারঃ।
মার্জার বিশেষ, গন্ধমার্জার, গন্ধকুল। পর্যায়—পুতিক, মারজাতক,
সুগন্ধী, মূত্রপাতন, গন্ধমার্জারক। (রাজনিং)

ইহার মুকুগুণ—বীণ্যবর্জক, কফবাতনাশক, কণ্ডু ও কোষ্ঠ-
পরিষ্কারক, চন্দ্র হিতকর, সুগন্ধ, বেদ ও গন্ধনাশক।

"গন্ধমার্জারবীণ্যন্ত বীণ্যন্ত কফবাতহৃৎ।

ককুকাষ্ঠহরং নেত্রং সুগন্ধং বেদগন্ধহৃৎ ॥" (ভাবপ্রকাশ)

লোমশাবক্ষস্ (ত্রি) লোমাক্ষাদিত বক্ষ বা বপুঃ।

লোমশাসকৃষ্ণি (ত্রি) পশ্চাভাগে লোমযুক্ত। উল্লম্বকুঃ (২৪।১)-
ভাষ্যে মহীধর "বহরোমশুক্ণিকা" অর্থ করিয়াছেন।

লোমশা (স্ত্রী) লোমানি সন্ত্যজ্য ইতি লোমন্-টাপু। ১ কাকজন্তা।
২ মাংসী, জটামাংসী। ৩ বচ। ৪ শূকশিখি। ৫ মহামোদ।
৬ কাসীস। ৭ শাকিনী ভেদ। (যেবিনী) ৮ অতিবলা।
(বিষ) ৯ শবপুশী। ১০ এক্ষাক। ১১ গন্ধমাংসী। ১২
কাকোলী, কাকলা। ১৩ মিসী, চলিত মটুরী। (রাজনিং)

লোমশাতন (স্ত্রী) লোমঃ শাতনং। লোমপাতন, লোমনাশক।
ঔষধবিশেষ, এই ঔষধ লোমহানে লাগাইরা দিলে লোম
আপনি উঠিয়া যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হরিভাল ও
শম্ভূর্গ, কদলীদলভয়ের সহিত একত্র করিয়া লোমহলে
প্রলেপ দিলে উত্তম লোমশাতন হয়। লবণ, হরিভাল,
তণ্ডুলীফল এবং লাকারস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রলেপ
দিলেও লোমশাতন হয়। কলিচূর্ণ, হরিভাল, শম্ভু, মনঃশিলা,
সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেয়ণ করিয়া উৎকর্ষন
করিলে তৎক্ষণাৎ লোমশাতন হয়।

"হরিভালং শম্ভূর্গং কদলীদলভয়ান।

এতচ্চৈবোপ চোষত্যা লোমশাতনমুত্তমম্ ॥

লবণং হরিভালক তণ্ডুলীফল কলানি চ।

লাকারসসমায়ুক্তং লোমশাতনমুত্তমম্ ॥

স্থধা চ হরিভালক শম্ভূর্গং মনঃশিলা।

সৈন্ধবেন সহৈকত্র ছাগমূত্রৈঃ পেয়ৈঃ ॥

তৎক্ষণাৎকর্তব্যং লোমশাতনমুত্তমম্ ॥" (গরুড়পুঃ ১৮৫ অং)

বৈজ্ঞকে লিখিত আছে যে, ভজাতক, বিড়ম্ব, বক্কার, সৈন্ধব,
মনঃশিলা, ও শম্ভূর্গ এই সকল দ্রব্য তৈলগুণ করিয়া তাহার
প্রলেপ দিলে লোমশাতন হয়। (ভৈবজ্ঞাধিকারি বন্ধীকরণাদিং)

লোমশী (স্ত্রী) ককটী বিশেষ। (বৈজ্ঞকনিং)

লোমশ্র (স্ত্রী) লোমবহলতা।

লোমসংহর্ষণ (স্ত্রী) লোমহর্ষণ।

লোমসার (পুং) মরকত মণি।

লোমসিক (স্ত্রী) লোপালিকা, শৃঙ্গালী।

লোমহর্ষ (পুং) লোমঃ হর্ষঃ। ১ রোমাক, পুন্ডক।

“বেণুশু শরীরে যে লোমহর্ষক আরতে।” (ঈতা ১ অং)

২ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৪।১২।১০)

লোমহর্ষণ (স্ত্রী) লোমঃ হর্ষণমিব। ১ রোমাক। লোমঃ হর্ষণ-মহাবর্তি। (ত্রি) ২ লোমহর্ষকারক।

“তন্নি মহাতরে ধোরে তুমুলে লোমহর্ষণে।

ববধুঃ শবজালানি কত্রিয়া বুদ্ধহর্ষনাঃ।” (ভারত ৬।৩৭।১৩)

(পুং) বিভিন্নপুত্রাণকথাপ্রবণং লোমঃ হর্ষণং উদ্গমো বস্মাৎ।

৩ মৃত। ইনি ব্যাসের শিষ্য, ব্যাসদেব পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়া মৃতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

“পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।

প্রথাতো ক্যাসশিষ্যোহুতুং মৃতো বৈ লোমহর্ষণঃ।

পুরাণসংহিতাং তন্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ।” (বিষ্ণুপুং ৩।৭ অং)

কতিপুত্রাণে লিখিত আছে যে, লোমহর্ষণ বলরাম কর্তৃক হত হইয়াছিলেন।

“তথা ক্ষেত্রে মৃতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।

বলরামাত্মবুদ্ধাত্মা নৈমিষেহুতুং শবাহরাঃ।” (কতিপুং ২৭ অং)

লোমহর্ষণকৃত সংহিতাকে লোমহর্ষণিকা সংহিতা বলা যায়।

লোমহর্ষণক (ত্রি) লোমহর্ষণ সম্বন্ধীয়।

লোমহর্ষিন্ (ত্রি) লোমহর্ষকারক।

লোমহারিন্ (ত্রি) লোমহারিন্।

লোমহুং (পুং) লোমানি হরতি নাশয়তীতি হৃ-ক্টিপ্। হরি-তাল। (হেম)

লোমা (স্ত্রী) বচ। (বৈজ্ঞানিকং)

লোমায়য়নি (পুং) লোমায়ণের গোত্রাণ্ড্য। এবরাধ্যায়ে লোমায়ণের অন্ত্যবাচক লোমায়ন বা লোমায়ণ শব্দ আছে।

লোমালিকা (স্ত্রী) লোমাণ্য লোমপ্রণ্যা কারতীতি কৈ-ক-টাপ্। শৃঙ্গালিকা। আদেয়া, খ্যাক্শিগালী। (ত্রিকাং)

লোমাশ (পুং) শৃঙ্গাল।

লোমাশিকা (স্ত্রী) শৃঙ্গালী।

লোম্বী (মুর্ধি), মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটা জমিদারী। এই সম্পত্তির অধিকারী একজন বৈরাগী।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পূর্বপুরুষকে এইস্থান জায়গীর স্বরূপ দান করা হইয়াছিল। জুলাই ২২ বর্ষবয়সে। লোম্বীগ্রাম এখনকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে মানাঘিষ শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লোল (ত্রি) লোড়তীতি লুড-কিলোড়নে অচ্। ১ ঢকল।

২ সাবাক। (অমর) (পুং) ৩ জামসঙ্গ। (শব্দকোষপুং ৭৪।৪১)

লোলা (স্ত্রী) লোল-টাপ্। ১ জিহ্বা। ২ লম্বী। ৩ ঢকলা স্ত্রী।

“সর্কাকর্মণস্তী লোলা হৃদং শ্রমেণ শব্যারান।

অদমসি ভাগ্যবতঃ ভজতে পুত্রবারিভেব ত্রীঃ।”

(আর্যাসপ্তশতী ৬০৯)

৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৪টা করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩ ও ১৪ অক্ষর স্তব্ধ, তস্ত্রি লব্ধ। এই ছন্দের ৭ অক্ষরে বতি।

ইহার লক্ষণ—“যিঃসপ্তছিদি লোলা মসৌ স্তৌ গো চরণে চেৎ।”

উদাহরণ—“মুণ্ডে যৌবনলক্ষ্মীবিহ্যৎ বিভ্রমলোলা।

ত্রৈলোক্যাত্মকরূপো গোবিন্দোহিত্তিহরণঃ।

তদ্বন্দ্বানকুলে গুণদ্বন্দ্বসনাথে

স্ত্রীনাথেন সমতো বহুলাং কুল কেলিঃ।” (ছন্দোমঞ্জরী)

লোলোফ্রিকা (স্ত্রী) ঘূর্ণিতলোচনা।

লোলার্ক (পুং) লোলানাং অর্কঃ। সূর্য।

“ততো দিবাকরঃ ভূয়ঃ পাণিনানায় শঙ্করঃ।

কৃতা নামান্ত লোলেতি রথসারোপয়ং পুনঃ।” (বামনপুং ১৫ অং)

মহাদেব সূর্যের লোল এই নামকরণ করেন, এইজন্য সূর্যকে লোলার্ক কহে। (কূর্মপুং ও কাশীধং)

লোলিকা (স্ত্রী) লোলতীতি লুল-গূল-টাপ্ অত ইৎ।

চাকেরী। ‘সুপ্রদত্তশতায্যচা চাকেরী লোলিকা চ সা।’ (অট্টধর)

লোলিত (ত্রি) লুল-বিমর্দে যৎ লোলঃ সোহন্ত জাতঃ ইতি।

ল্লথ, চলিত বোলা।

লোলিম্বরাজ (পুং) বৈজ্ঞানিকনিষ্ঠ প্রণেতা। দিবাকরের পুত্র ও হরিহরের শিষ্য। ইনি চমৎকার-চিত্তামণি, রত্নকলাচরিত্র, বৈজ্ঞানিক-জীবন, বৈজ্ঞানিক বা হরিবিনাস, বৈজ্ঞানিক-হরিবিনাসকাব্য ও লোলিম্বরাজীর নামে আরও কয়খানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

লোলুপ (ত্রি) গর্হিতঃ লুপ্ততীতি লুড-বঙ্ অচ্। অতিশয় লুভ।

লোলুপতা (স্ত্রী) লোলুপ্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। লোলুপ, লোলুপের ভাব বা ধর্ম, অতিশয় লোভ।

লোলুভ (ত্রি) লুপ্ত লুভতীতি লুড-বঙ্ অচ্। লোলুপ।

অতিশয় লুভ। “ত্রিরোহণীচ্ছন্তি পুংভাবঃ যঃ দৃষ্টাঃ ক্রপালোলুভাঃ।”

(কথাসরিৎসাং ১১৭।৪৬)

লোলুব (ত্রি) পুনঃ পুনঃ কর্তনশীল।

লোলুয়া (স্ত্রী) কর্তনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

লোলোর (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতরং ১।৮৬)

লোল্লট, কম্বুকলা নামক বীথিতরচিত্র।

লোল্লটভট্ট, কাব্যপ্রকাশকৃত আলঙ্কারিকভেদ।

লোবা, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটা নগর,

নই নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৯' উঃ এবং দ্রাঘি°

৮১° ১' পূঃ। পূর্বা ও উনাও নগরের সহিত এখানকার বাণিজ্যার্থ পরিচালিত হইতেছে।

লোবাগড়, পঞ্জাব প্রদেশের বঙ্গোপসাগর অন্তর্গত একটা পর্বত।
[মৈদানী দেখ।]

লোশশরায়নি (পুং) একজন প্রাচীন গ্রন্থকার।

লোষ্ট, সংহতি। ভাদ্রিণি আশ্বনে সৰ্গে স্টে। লট্ লোষ্টতে।
লিট্ লুলাষ্টে। লুট্ লোষ্টতা। লুঙ্ অলোটিষ্ট।

লোষ্ট (পুং ক্রী) লোষ্টতে ইতি লোষ্ট-ষঞ্, যথা লুতে ইতি লু
(লোষ্টপলিতো)। উপ্ ৩২২ ইতি ক্র প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ
সাধুঃ। ১ মৃত্তিকখণ্ড, চলিত ডেলা। পর্যায় লোষ্ট্র, দলি।
(হেম) ২ লৌহমল। (রাক্ষসি) ৩ লেট্র। (অমর)

লোষ্টক (পুং) ১ মৃৎপিণ্ড। ২ তিলকাদি ধারণযোগ্য পদার্থ-
বিশেষ।

লোষ্ট্র (পুং) লোষ্ট্র হস্তীতি হন-টক্। লোষ্ট্রভেদন। কৃষক-
দিগের ভূম্যাদির মৃৎপিণ্ড-চূর্ণকারী যন্ত্রবিশেষ। (অমরটীকা ভরত)

লোষ্ট্রদেব, দীনাক্রন্দনভোত্ররচিত। রম্যদেবের পুত্র। ইনি
ত্রীকর্ষচরিতপ্রণেতা মথুর সমসাময়িক ছিলেন।

লোষ্ট্রসর্বস্বত, একজন প্রাচীন কবি।

লোষ্ট্র (ক্রী) মৃৎপিণ্ড।

লোষ্ট্রভেদন (পুং) ভিনভীতি ভিন্-লু, লোষ্ট্র ভেদনঃ।
লোষ্ট্রভঙ্গসাধন মূল্যস, পর্যায় লোষ্ট্রভেদন, লোষ্ট্র, লোষ্ট্রয়,
কোটিশ, কোটীশ। (অমরটীকা)

লোষ্ট্রমর্দিন (ত্রি) লোষ্ট্রয়।

লোষ্ট্রময় (ত্রিঃ) লোষ্ট্ররূপে ময়ট্। লোষ্ট্র স্বরূপ।

লোষ্ট্রবৎ (ত্রি) যুদ্ধিকার। যুদ্ধিকা-নির্মিত। লোষ্ট্র স্বরূপ।

লোষ্ট্রাক্ষ (পুং) অবিভেদ। (সংস্কারকোমলী)

লোষ্ট্র (পুং) লোষ্ট্র। (হেম)

লোষ্ট্র (পুং) লোষ্ট্র-রন। লোষ্ট্র, ডেলা।

“মাতৃবৎ পরদারেন্ পরদ্রব্যেন্ লোষ্ট্রবৎ।

আশ্ববৎ সর্গভূতেষু যঃ পশুতি স পণ্ডিতঃ ॥” (চাণক্য)

লোসর, পঞ্জাব প্রদেশের কাঙড়া জেলার স্পিতিরাজোর অন্তর্গত
পর্বতপৃষ্ঠে একটা গণ্ডগ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান
১৩৪০০ ফিট্ উচ্চ। পৃথিবীপৃষ্ঠে আর কোথাও এরূপ উচ্চ
স্থানে স্থলমুখ গ্রাম দৃষ্ট হয় না। অক্ষা° ৩২°২৮' উঃ এবং
দ্রাঘি° ৭৭° ৪৬' পূঃ।

লৌহ (পুং ক্রী) লুতেহনেতি লু বাহুল্যং হ।
(Ferrum, Iron) ব্রহ্মাখ্যাত ধাতুবিশেষ, লৌহ ধাতু, চলিত—
লোহা, হিন্দী—লোওরা, তৈলক—ইছর। সংস্কৃত পর্যায়—লৌহ,
জোহক, সর্গভেদন, কবির। তীক্ষ্ণ, মৃদু ও কাত্তভেদে লৌহ

তিন প্রকার। সুওলৌহের পর্যায়—সুও, সুভারস, সুবংসার,
শিলাস্বজ, অম্বজ। কাত্তলৌহের পর্যায়—আর, কুকারস। তীক্ষ্ণ
লৌহের পর্যায়—তীক্ষ্ণ, শত্রাস, শত্র, শিও, শিতারস, শঠ,
আরস, নিশিত, তীত্র, খড়া, সুওজ, অরস, চিত্রারস, চীনক।

[বৈজ্ঞানিক বিবরণ লৌহ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বৈজ্ঞক্যতে ইহার গুণ রসক, উষ্ণ, তিক্ত, বাত, পিত্ত, কফ,
প্রমেহ, পাণ্ডু ও মূলনাশক। (রাক্ষসি)

মহাতে লিখিত আছে যে, অম্ব (প্রভর) হইতে লৌহের
উৎপত্তি হয়।

“অদ্যতোহস্মি-ব্রহ্মতঃ কত্রমশ্রমে লৌহমুখিতম্।

ভেবাং সর্গত্রাং ভেজঃ স্বাহ যোনিম্ শাম্যতি ॥” (মহুঃ ২৭৭)

বৈজ্ঞক্যে লৌহের উৎপত্তি, গুণ ও মারণাদির বিবরণ এইরূপ
বর্ণিত হইয়াছে—

“পুরা লোমিলমৈত্যানাং নিহতানাং স্তুরৈষু যি।

উৎপন্নানি শরীরেভ্যো লোহানি বিবিধানি চ” (ভাবপ্রা)

পুরাকালে যুদ্ধে দেবগণ কর্তৃক লোমিল নামক দৈত্য নিহত
হইলে তাহার শরীর হইতে বিবিধ প্রকার লৌহের উৎপত্তি হয়।
লৌহ বিশেষ উপকারক, ইহা সেবন বা ঔষধে ব্যবহার করিতে
হইলে, শোধন করিতে হয়। শোধিত লৌহই বিশেষ উপকারক।
অশোধিত লৌহ সেবন করিলে বসন্তা, কুষ্ঠ, হস্তোগ, মূল,
অশ্রী, ফল্লাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যু পর্যন্তও
হইতে পারে। এইজন্য উহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

শোধনপ্রণালী—লৌহের দুই পাত করিয়া অগ্নিতে
পোড়াইতে হইবে, পরে ঐ লৌহ অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় যথাক্রমে
তৈল, তক্ত, কাঁজি, গোমুত্র ও কুলখ কলারের কাথ এই সকল
দ্রব্যে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয়।

মারণবিধি—লৌহ শোধন করিয়া পরে উহার মারণ
করিবে। বিগুচ্চ লৌহের চূর্ণ পাতাল-গরুড়ীর রস দ্বারা পেষণ
করিয়া পুটে পাক করিতে হইবে, পরে দ্ব্যতকুমারীর রসে পেষণ
করিয়া তিনবার ও কুঠারছিমিকার রস দ্বারা মর্দন করিয়া ৬ বার
পুটে পাক করিবে।

অস্ত্র প্রকার—লৌহচূর্ণের মল অংশের এক অংশ হিঙ্গুল
নিক্ষেপ করিয়া দ্ব্যতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া দুই প্রহরকাল
পুটে পাক করিবে, এইরূপে ৭ বার পুটে পাক করিলেই লৌহ
মারিত হয়।

অস্ত্রবিধি—পারদের সহিত বিগুণ গন্ধক মিলাইয়া কঙ্কালী
করিতে হইবে। পরে কঙ্কালীর সমান পরিমাণ লৌহচূর্ণ
নিক্ষেপ করিয়া দ্ব্যতকুমারীর রস দিয়া দুই প্রহর কাল পেষণ
করিতে হইবে। যখন উহা শিতাকৃতি হইয়া আসিবে, তখন

ঐ লোহপিণ্ড একটা তাত্রপাত্রে স্থাপন করিয়া দুই প্রহরকাল রোয়ে রাখিবে, পরে এরও পরে বার আচ্ছাদন করিতে হইবে। দুই প্রহর পরে ঐ লোহপিণ্ড উৎক হইলে ধাতুয়ানির মধ্যে স্থাপন করিয়া পরা দ্বিতীয় আচ্ছাদন করিতে হইবে। তিন দিন পরে ঐ আচ্ছাদন তুলিয়া কেলিয়া ঐ লোহ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ লোহচূর্ণ চতুর্দশ জলের সহিত বাড়িমের পাতা পেষণ করিয়া সেই রসে লোহচূর্ণ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে রোয়ে শুষ্ক করিয়া পুটে পাক করিবে, এইরূপে এককিনশতি বার পাক করিলে লোহ নিম্ভরুই হারিত হয়।

স্বাস্থিত লোহগুণ—ভিক্র ও কয়ারমধুর রস, সারক, সীতবীৰ্য, জল, কক, বয়ঃহাপক, চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্ধক; কক, পিত্ত, গরোধো, শূল, শোথ, অৰ্শ, দ্রাহা, পাণ্ডু, মেহ, মেহ, কৃমি ও কুষ্ঠরোগনাশক। ইহার মাত্রা অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া একমাত্র হইতে নবরতি পর্যন্ত সেবন করা হইতে পারে।

(ভাবপ্র° পূর্বধ°)

রসজ্ঞসায়ংগ্ৰহের মতে শোধনপ্রণালী—কান্তলোহকে পাত করিয়া স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকলাচূর্ণ এবং সালিকা-শাকের রস মাখাইয়া ক্রমশঃ অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, উহা রক্তবর্ণ হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে হস্তিকর্ণ, পল্লশ, ত্রিকলা, বৃদ্ধারক, জ্ঞান, ওল, হাড়জোড়া, শুষ্ক, লক্ষ্মণ, মুক্তিৱী, ডালমুলী, ইহাদের প্রত্যেকের কাথ বা রসে পুটে দিলে লোহ শোধিত হয়।

লোহতত্ত্ব—বিশুদ্ধ পায়ব একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, লোহ তিন ভাগ, স্ততকুমারীর রসে মর্দন করিয়া তাত্রপাত্রে রাখিয়া এরও পাতা আচ্ছাদন করিয়া দুই প্রহরকাল পুটপাক করিতে হইবে, তৎপরে তিনদিন ধাতুয়ানির মধ্যে রাখিয়া পরে চূর্ণ করিবে। এইরূপে লোহতত্ত্ব হয়।

অভাবিধ—লোহের বারভাগের একভাগ হিঙ্গুল একত্র মিশ্রিত করিয়া ততকুমারীর রসে মর্দন করিবে, পরে উহা ৭ বার পুটপাক করিলে লোহতত্ত্ব হয়।

অভাবিধ—গব্যায়ত, গন্ধক এবং লোহ তত্ত্বখোলায় স্তত-কুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দন এক রুচ করিয়া গজপুটে পাক করিলে লোহতত্ত্ব হয়।

রসায়নে লোহ ব্যবহার করিতে হইলে নিরোক্ত নিয়মানুসারে করিতে হয়। শুভ, মধু, কুঁচ ও গোহাগা এই সকল দ্রব্যের সহিত লোহতত্ত্ব মর্দন করিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে রসায়নে প্ররোগ করিবে।

তথ—কক-লোহ শোথ, শূল, অৰ্শ, কৃমি, পাণ্ডু, প্রমেহ,

বিশদোষ, মেহ ও বায়ুনাশক, বয়ঃহাপক, শুষ্ক, চাক্ষু্য, আয়ু, শুক্র, বল ও বীৰ্যবর্ধক ও রসায়নশ্রেষ্ঠ। লোহ সেবন-কালে কুম্ভাণ্ড, তিলতৈল, সর্বপ, রক্তন, মত্ত এবং অন্ন দ্রব্য-ভোজন বিশেষ নিবিধ।

যে সকল ঔষধে লোহ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম।

বৃহৎগগনস্থলর, ক্রব্যাদরস, নবায়রচূর্ণ, অষ্টাদশাঙ্গলোহ, খণ্ডখাঙলোহ, অগ্নিরস, ভূতভৈরবরস, লোহরসায়ন, স্বাস-জব শুণ্ডগুণ, গলংকুঠারিরস, রতিবল্লভ, গদমুরারি, পর্ণটায়স, বাতপিত্তাত্তকরস, বিখম্বরস, চিন্তামণিরস, জয়বল্লভরস, নস্ত-ভৈরব, অন্নভৈরব, রসমাজেস, মৃতসঞ্জীবনীরস, কতরীভৈরব-রস, বৃহৎকতরীভৈরব, অঙ্কলানায়ক, অরাশনিরস, চন্দনাদি লোহ, বৃহৎসর্কজ্বরহর লোহ, মহারাজবটী, ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস, মহা-জরাচূর্ণ, বৃহৎজরাস্তকলোহ, চূড়ামণিরস, ভীমচূড়ামণি, বৃহৎচূড়ামণি, অমৃতাবর্ণরস, অতিসারবারণরস, কলাভলোহ, পর্ণকলা বটী, গ্রহণীজাজেসবটী, পীযুষজীৱস, পঞ্চামৃতপটী, গ্রহণীকপর্দক-পোটলী, গ্রহণীকপাট, অমিকুমাররস, নৃপতিবল্লভ, রাজবল্লভ, বৃহৎপবল্লভ, ভীকুম্বরস, অর্শঃকুঠাররস, চক্ররস, নিত্যোদিত-রস, চক্রপ্রভাণ্ডিকা, মালাভলোহ, চক্রংকুঠাররস, পঞ্চানন-বটী, পাণ্ডপতরস, রসরাকস, ত্রিকলাভলোহ, শম্ববটী, বিড়-দাদিলোহ, নিশাদলোহ, ধাত্রীলোহ, প্রাণবল্লভরস, দার্ক্যাদি-লোহ, সম্মোহ-লোহ, লঘুনন্দরস, স্ত্রধানিথিরস, রক্তপিত্তাত্তক-রস, শর্করাভলোহ, রামাদিলোহ, কাঞ্চনভ্রঙ্গ, বারিশোষণ-রস, সর্কভোভ্রঙ্গরস, ত্রিকটুভ লোহ, কটুকাভলোহ, ক্রুণাভ লোহ, ভুবল্লভ লোহ, নিত্যানন্দরস, তগম্বরহরস, কুষ্ঠ-কালানলরস, মহাতালেশ্বররস, অগ্নিপিত্তাত্তকরস, লীলাবিলাসরস, পানীরত্নবটিকা, স্খাবতীবটী, কালায়িরুদ্ররস, নেত্রাশনিরস, নরনামৃতরস, তিমিরহরলোহ, শিরোবল্লভরস, চন্দ্রকান্তরস, মহা-লক্ষ্মীবিলাসরস, প্রদরাস্তকলোহ, মহারাজনৃপতিবল্লভরস, বৃহদয়ি-কুমাররস, বৃহৎলবঙ্গাদি বটী, কুমিকালানলরস, কুমিবিলাসরস, কুমিরোগারিরস, ত্রিকটুভ লোহ, ত্রৈলোক্যস্থলরস, চক্র-স্বধ্যাস্তকরস, আমলক্যাভলোহ, শতমূল্যভলোহ, রক্তগর্ভ-পোটলীরস, সর্কাস্তকরস, বৃহৎকাঞ্চনভ্র লোহ, মৃত্যুঞ্জয়রস, মহামৃত্যুঞ্জয়রস, প্রদরাস্তক রস, হৃতিকায়রস, মহাজবটী, রস-শাৰ্দূল, বৃহৎশাৰ্দূল, ভীমকৃত্ররস, ত্রীমদ্র রস, মহেশ্বর-রস, পূর্ণচন্দ্ররস, কাণ্ডহরলোহ, বৃহৎপূর্ণচন্দ্ররস, মকরল্লভ, বলভতিক রস, বলভকুমাররস, নীলকর্করস, মহানীলকর্ক-রস, শিলাকাদি লোহ, বন্ধকেশরিরস, বৃহৎক্রান্তরস, জয়-কেশরী, বৃহৎসেত্রভূক্তিকা, শিত্তকাভাত্তক রস, কালসংহার-ভৈরব, লক্ষ্মীবিলাসরস, সর্কভোভরস, মহোদধিরস, জয়া-

ভড়িকা, বিজয়াগড়িকা, বহুদৈব, ত্রিচক্রাভূত লোহ, বিজয়াবটী, লোহপটী, পিশুলাভলোহ, খাসকানতিভা-
মণি, ভূতাহুপস, উদারভজনী, ইন্দ্রভবটী, বাতগজাভূ, বৃহদাভগজাভূ, বাতনাশনরস, বাতকটকরস, চতুর্ভুজ, গগনাবিটী, স্নেহশৈলেশ্বরস, শুক্লচাঁদি লোহ, শিতাভকরস, মহাশিতাভক রস, লালগাভ লোহ, বাতরক্তাভকরস, আম-
বাটারিবিটিকা, আমবাভেশ্বরস, বৃদ্ধদারভ লোহ, আমবাভ-
গজসিংহমোদক, সপ্তাভলোহ, চতুঃসমলোহ, শূলরাভলোহ, বিভাধরাভ, বৃহদ্বিভাধরাভ, শূলবজ্রিণী বিটিকা, শুদ্ধকালানলরস, মহাশুদ্ধ্যকালানলরস, শুদ্ধশাদূল, সর্বেশ্বরস, বরুণাভ লোহ, বৃহদ্বিভাধরস, মেঘদুগরস, মেঘনাথরস, চন্দ্রপ্রভাবটী, মেঘবজ্র, মেঘকেশরী, যোগেশ্বরস, তালকেশ্বরস, গগনাবি-
লোহ, সোমনাথরস, বৃহৎসোমনাথরস, সোমেশ্বরস, বড়বাঘি-
লোহ, বৈশানরী বটী, রোহিতক লোহ, লোকনাথ রস, বৃহলোক-
নাথরস, ভাস্করেশ্বরটী, অগ্নিকুমারলোহ, বক্রবিল্লোলোহ, মুক্তাভ-
লোহ, শ্রীহাদীল, শ্রীহারিরস, অর্শোহরস, পদ্মভূতরস, অগ্নিশূ-
লোহ, চব্বাঘি লোহ, পদ্মভূতরূপ, নবাবরস লোহ, যোগরাজলোহ, শোহামৃত, পদ্মভূতরস, শূঙ্গরস, বজ্রেশ্বরস, প্রাণপ্রাণরস, কামকলারস, চিত্রকান্ত চূর্ণ, ভূদারস, গৌড়ারস, কুম্ভাভ লোহ, বৃহত্তিফলাভ লোহ, লোহগড়িকা, কলারগড়িকা, লোহগুণ্ডুলু, ব্রহ্মকুহরলোহ, খন্ডট্রাঘি লোহ, মেঘবজ্ররস, মেঘবিল্লোলস, শুক্রমাতৃকা বিটিকা, উদারারিস, উদকারিলোহ, শোখোদারি-
লোহ, অগ্নিগর্ভবিটিকা, বক্রশ্রীহোদরলোহ, শ্রীপদারিলোহ, ব্রহ্মগজাভূ, কাকপরবটী, লঙ্কেশ্বরস, কুষ্ঠাভকরস, বেতাশরস, কুষ্ঠশৈলেশ্বর রস, সর্কসমলোহ, অমৃতাহুপলোহ, শোহামৃত-
লোহ, কালকচূর্ণ, রসাত্তচূর্ণ, ভক্তপাথকগড়িকা, ধাতুবজ্ররস, সুরসুন্দরীগড়িকা, মৃতসঞ্জীবনী গড়িকা, মহাকামেশ্বরমোদক, বৃহৎ কামেশ্বরমোদক, মদনসলীপচূর্ণ, কামদূতরস, মদনসুন্দর-
রস, রত্নগিরিরস, নবঅরোহসিংহ, পীতবসিন্দুরস, যক্ষানরস, ভক্তাভক লোহ, পাশুগজকেশরী, পাশুনিগ্রহরস, লোহসুন্দর-
রস, বিহরিভাভ লোহ, কালকটকরস, শোহাভদ্রাচূর্ণ, বৃহৎ পানীর ভক্তগড়িকা, অগ্নিতিলস, বৈশানরস ও পুষ্টাহুপ।

রসেশ্বরসংগ্রহ মতে, সামান্ত লোহ অশ্লেক্ষা ক্রোড়লোহ
বিগুণ গুণবৃত্ত, ক্রোড় হইতে কালিদ অষ্টগুণ, কালিদ হইতে
ভয় পতগুণ, ভয় হইতে বজ্র সহস্রগুণ, বজ্র হইতে পাতি
পতগুণ, পাতি হইতে নিরক্ত দশগুণ, এবং নিরক্ত হইতে কাত-
লোহ সহস্রকোটি গুণবৃত্ত। শোহার উপরিভাগে যে বহলা
পত্র, তাহাকে মণ্ডুর কহে, এই মণ্ডুরও ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া
থাকে। (রসেশ্বরসংগ্রহ) [মণ্ডুর শব্দ দেখ।]

ভ্রাক্ষণের লোহপাত্রে ভোজন করিতে নাই, যদি কেহ লোহ-
পাত্রে ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার মৌরব নামক নরক
প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

“কো ভু আয়সে পায়ে পকুময়্যতি বৈ বিজঃ।

স পাণিচৌহপি ভুঙক্তেহং মৌরবে পরিপচ্যতে ॥” (মৎস্তহৃত্তর)

“অয়ঃপাত্রে পয়ঃপানং গব্যং সিদ্ধায়মেব চ।

ভূট্টাবিকং মধুগুড়ং নারিকেলোরকং তথা।

কলং শূলকং বংকিকিণ্ডক্যং মুনিব্রবীৎ ॥”

(ত্রৈলোক্যপুঃ শ্রীককজয়ঃ)

৩ লক্ষপাণিত কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণজাগবিশেষ। (মহু ৩২৭২)

৪ পার্শ্বতা জাতি বিশেষ।

“লোহান্ পরমকাষোজানুবিবাহন্তরানপি।

সহিতাত্তান্ মহারাজ। ব্যজয়ৎ পাকশাসমিঃ ॥” (ভারত ২২৭২৫)

(ত্রি) ৫ রক্তবর্ণ। (ভারত ১১৩৩২৩) (শ্রী) ৬ অণ্ডক।

লোহক (পুং শ্রী) লোহ শব্দার্থ।

লোহকটক (পুং) লোহঃ কাভোহত। অরকাত। (রাজনিঃ)

লোহকান্ত (শ্রী) লোহঃ কাভোহত। অরকাত। (রাজনিঃ)

লোহকার (পুং) লোহং লোহময় শস্ত্রাদি করোতীতি কৃ-কন্।

লোহকারক, যাহারা লোহার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা
নির্ভর্য্য করে।

“প্রথ্যাতাশ্চর্ণকারাশ্চ লোহকারাতথৈব চ।” (সামায়ণ ২১০১২০)

লোহকারক (পুং) লোহং তন্ময়শস্ত্রাদি করোতীতি কৃ-কন্।

বর্ণগন্ধর জাতি বিশেষ, চলিত কামার, পর্য্যায় ঘোকার, লোহ-
কার, অরকার, বর্ষকার, কৰ্ম্মার। (অমরভট্টর) জাতিমালার
মতে গোপালের ঔরসে ও তত্ত্বারীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

“গোপালাস্ত্রব্যায়্যং বৈ কৰ্ম্মকারোহপ্যভূতঃ ॥” (পরশরমজ্জতি)

লোহকারী (শ্রী) তত্ত্বাক অতিশয়া দেবী।

লোহকিট (শ্রী) লোহত কিটং। লোহমল, পর্য্যায়—কিট,
লোহচূর্ণ, অরোমল, লোহজ, কৃষ্ণচূর্ণ, লোষ্ট। গুণ—মধুর, কটু,
উষ্ণ, ক্রমি, বাত, পিত্তশূল, মেহ, শুণ্ণ ও শোফনাশক। (রাজনিঃ)

[মণ্ডুর শব্দ দেখ।]

লোহগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত ভোর-
গিরিসঙ্ঘটের সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপিত একটি নগর ও দুর্গ।
খণ্ডলার দুইকোণ দক্ষিণশিখরে অবস্থিত। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে
মহারাষ্ট্র-জলদস্যু কান্হোজী আদ্রিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন।
পতন্য পরে, শেষ মরাঠা পেশ্বে বাজীরাওর সহিত ইংরাজের
যুদ্ধকালে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সেনাপতি লেফটেন্যান্ট-কর্নেল
প্রোধার এই স্থান অধিকার করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে
একজন সেনানায়কের অধীনে ইংরাজসেনাদল রক্ষিত হইয়াছে।

লোহগিরি (পুং) পর্বতভেদ।

লোহবাতক (পুং) কৰ্মকার। বাহার উত্তপ্ত লোহে
আঘাত করে।

লোহচারণী (স্ত্রী) নদীভেদ। (বায়ুপুরাণ) লোহতারণী
পাঠও দেখা যায়।

লোহচূর্ণ (স্ত্রী) লোহত চূর্ণ। লোহকিট। (রাজনি°)

লোহজ (স্ত্রী) লোহাঙ্কারভেদে ইতি জন-ড। লোহকিট,
মণ্ডুর। (রাজনি°) ২ কাংড।

লোহজঙ্ঘ (পুং) ১ একজন ব্রাহ্মণ। (কথাসরিংসা° ১২।৮৪)
২ জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ক)

লোহজাল (স্ত্রী) ১ লোহনির্মিত জাল। ২ বর্ষ, সঁজোরা।
৩ লোহার পাত। 'রথং লোহজালৈশ্চ সংহরম্' (হরিবংশ)

লোহজিৎ (পুং) হীরক।

লোহতারিণী (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ক)

লোহদারক (পুং) নরকভেদ।

"লোহদারকম্ পদানং শাস্ত্রীঃ নদীম্।

অসিপত্রবনৈকৈব লোহদারকমেব চ ॥" (মহু ৪।৯০)

লোহদ্রাবিন্ (পুং) লোহানি দ্রাবরতীতি ক্র-নিচ-গিনি।
১ টঙ্ককার, লোহাগা। (রাজনি°) ২ অন্নবেতস। (পর্যায়মুক্তা°)

লোহনগর (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ। (কথাসরিংসা° ২৭।১৮৮)

লোহনাল (পুং) লোহত নালং দণ্ডো বহু। নারাচ। (ত্রিকা°)

লোহপক্ষক (স্ত্রী) বর্ণ, রোপ্য, তাত্র, রস ও সীসক বা বর্ণ,
রোপ্য, তাত্র, ত্রপু ও কাত্তলোহ। বৈভক মতে পক্ষ লোহ
বলিলে উক্ত পাচটা ধাতু লইতে হয়।

লোহপাশ (পুং) লোহমূল্য। (হরিবংশ)

লোহপুর (স্ত্রী) একটা প্রাচীন নগর।

লোহপৃষ্ঠ (পুং) লোহত্রেব কঠিনং ক্রামলং বা পৃষ্ঠং বস্ত।
১ কৰ্মপক্ষী। (অমর) (ত্রি) ২ লোহমর পৃষ্ঠমুক্ত।

লোহপ্রতিমা (স্ত্রী) লোহত প্রতিমা। লোহমরী প্রতিমা,
পর্যায়--স্বরী, হুণা, সুর্ধি, সুর্ধ, সুর্ধিকা। (শব্দরত্না°)

লোহবন্ধ (ত্রি) লোহমণ্ডিত।

লোহমর (ত্রি) লোহ-বন্ধপে মরতী। লোহাঙ্ক, লোহ নির্মিত।

লোহমারক (পুং) লোহং মারয়তি মারয়তীতি মৃ-নিচ-বল।
১ শালিক শাক (Achyranthes Triandra) (ত্রিকা°)

২ রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্তে ত্রব্যপগতভেদ। এই গণোক্ত ত্রব্য দ্বারা
লোহে পুট দিলে লোহমারণ হয়, এইজন্য ইহাকে লোহমারক
কহে, এবং ইহাকে ত্রিকলাহিগণও কহে।

"মাণঃ খণ্ডিতকর্ণক গোজিহ্বাং লোহমারকঃ।

গিরিশাক্তনকঃ প্রোক্তঃ ত্রিকলাহিরণং গণঃ ॥" (রসেন্দ্রসারস°)

এই গণ বধা—ত্রিকলা, তেউড়ী, দস্তী, ত্রিকটু, ভালমূলী,
বৃদ্ধদারক, পূনর্বা, বাসকপত্র, চিতা, আদা, বিড়ল, ভুন্নরাজ,
ভেলা, শুঙ্গী, দাড়িমপত্র, শলুকা, তুলসী, সুতা, ওল, শুড়ুচী,
মণ্ডুকপর্ণী, হস্তিকর্ণপলাস, ফুলিশ, কেশরাজ, মাণ, খণ্ডিত-
কর্ণ, ও দাক্ষ্যশাক, এই সকল ত্রব্য দ্বারা লোহে পুট
দিতে হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

লোহমুক্তিকা (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা।

লোহমেখল (ত্রি) ১ ধাতুনির্মিত মেখলাধারী। ত্রিরাং টাপু
লোহমেখলা, বন্দাহুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ক)

লোহযষ্টি (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লোহর (স্ত্রী) জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লাহোর।

(রাজতর° ৪।১৭৭)

লোহরজস্ (স্ত্রী) লোহকিট। মরিচা।

লোহরাজক (স্ত্রী) রোপ্য। রূপা।

লোহল (ত্রি) লোহমিব লাতীতি লা-ক। ১ অব্যক্ত বাক্য।
২ লোহগ্রাহক। (অমর) (পুং) ৩ শৃঙ্খলাচার্য। শৃঙ্খলের
প্রধান আচার্য বা বন্ধনীর বৃদ্ধাকার গোলকড়া। (মেদিনী)

লোহলিঙ্গ (স্ত্রী) রক্তপূর্ণ ফোটকাদি।

লোহবৎ (ত্রি) লোহার সদৃশ।

লোহবর (স্ত্রী) লোহেব্ সর্কতেজসেব্ বরং। স্বর্ণ।

লোহবর্ণম্ (স্ত্রী) লোহার সঁজোরা।

লোহবাল (পুং) ধাতু বা তণ্ডুল জাতিভেদ।

লোহশঙ্কু (পুং) নরকভেদ। (মহু ৪।৯০) ২ লোহনির্মিত
কীলক।

লোহশ্লেশণ (পুং) লোহানি সর্কতেজসানি শ্লেশয়তি যোজয়-
তীতি শ্লেশি-শ্যু। টঙ্ককার, লোহাগা। (হেম)

লোহসঙ্কর (স্ত্রী) লোহানাং সঙ্করো যদ্র। ১ বর্তলোহ।
২ মিশ্রিত তৈজস।

লোহসিংহ (লোহসিং), মধ্যপ্রদেশের সখলপুর জেলার
অন্তর্গত একটা ভূ-সম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৬০ বর্গমাইল।
এখানে ২৬খানি গ্রাম আছে। অধিকাংশ প্রজাই গোঁড় ও
খন্দহাতীর। গ্রামসমীপবর্তী স্থানে তাহারা চাষাবাস করে।
ভক্তি অপর সকল স্থানেই শাল ও সর্ষপ গাছের নিবিড় বন।
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহিবলনেতা জুরেজ
শায় অধীনে এখানকার অধিবাসিবর্গ তরানক অভ্যাস
করিয়াছিল। স্থানীয় সর্দার চন্দক'র ভ্রাতা মধু ডাক্তার মুরক
নিহত করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিদ্রোহ-শান্তি
পর, ইংরাজরাজকে শান্তিরক্ষার অঙ্গীকারপত্র দান করার সর্দার
চন্দক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লোহাকর (স্রী) লোহত আকর। লোহের আকর, লোহার খনি।

লোহাকর্ণ (ত্রি) লোহিতবর্ণ কর্ণবিশিষ্ট। (কাত্য°শ্রৌ°২৪।১২২৯)

লোহাখ্য (স্রী) লোহসেব আখ্য। যত। ১ অস্তক। ২ শোহ।

লোহাগড়া, বাকালার যশোর জেলার অন্তর্গত একটি নগর।

মধুমতী নদীকূল হইতে অনুরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১১' ৪২" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪১' ৪০" পূঃ। এখানে শুষ্ক ও চিনি বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার আছে। থাকুরা প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রামবাসীগণ এখানে চাউল খরদের জন্য শুষ্ক বিক্রয় করিতে আসে। ঐ শুষ্ক হইতে এখানে পাকা চিনি প্রস্তুত হয়। ঐ চিনি কলিকাতা ও বাথরগঞ্জে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে এক কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বহু দূরদেশ হইতে অনেক যাত্রী ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা দিতে আইসে।

লোহাঘাট (বঙ্গেশ্বর), বৃহৎপ্রদেশের কুমারন জেলার অন্তর্গত একটি সেনাবাস। কুমারনদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২৪' ১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৮' ১০" পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৫৬২ ফিট্ উচ্চ। এই গোরাবারিকের চারি পাশ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে পরিবেষ্টিত। পূর্বে এই নগরের ৩ মাইল দক্ষিণে চম্পাবৎ নগরে গোরাবারিক ছিল। তথাকার স্বাস্থ্য ভাল না হওয়ার এই স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ঐ সেনাবাস ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এখানে চার চাস হইতেছে। আলমোরা হইতে এই নগর ৫৪ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

লোহাগাঁও, বৃহৎপ্রদেশের বৃন্দাবন ও বিভাগের অম্বরগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম, আলাহাবাদ হইতে ১২৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সাগর বাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৯' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২২' ২৫" পূঃ। পান্না ও বাঁদৈর-শৈলমালায় মধ্যবর্তী নিম্ন স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৬০ ফিট্ উচ্চে এই গ্রাম স্থাপিত। পূর্বে এখানে ইংরাজরাজের একটি সেনানিবাস ছিল, পরে উহা পরিত্যক্ত হওয়ার স্থানীয় লোকের অনেক হ্রাস ঘটয়াছে।

লোহাকারক (পুং) নরকভেদ।

লোহাচল (পুং) পর্বতভেদ। মহিষের অন্তর্গত সন্দররাজ্যে অবস্থিত একটি তীর্থ। লোহাচল বা কুমারমাহাশ্মে এই স্থানের বিবরণ উদ্ধৃত আছে।

লোহাজ (পুং) লালবর্ণ ছাগজাতি।

লোহাজ-বস্ত্র (পুং) কলাহুচর মাকুভেদ। (ভারত ৯ পং)

লোহাও (ত্রি) লালবর্ণ অগুরু জীব বিশেষ। ত্রিরা ৩। প। (পাণিনি গৌরবিশণ ৪।১।৪১)

লোহাভিসার (পুং) লোহানাম শব্দার্থীনাং ভূতিসারো বস। লোহাভিসার। (ভরত)

লোহাভিহার (পুং) লোহানামভিহারো বস। শব্দার্থী রাজবিশেষের নীরাঙ্গনা বিধি। 'মহানবদীকীকরণে অবধীনিৎ' নীরাঙ্গনে সতি পশ্চাৎ শব্দার্থিণাং রাজাং বঃ শাস্ত্রোক্তো নিরীহন-প্রধানো বিধিঃ প্রদান্যং প্রাক্ স লোহাভিহারঃ' (ভরত)

লোহামিস (স্রী) লাল গোময়ক ছাগমাংস।

লোহায়স (স্রী) তাম্র সংযুক্ত মিশ্র ধাতু।

লোহারভাগা, পশ্চিম বাকালার অন্তর্গত একটি জেলা। ছোট নাগপুর বিভাগে অবস্থিত ও পর্বতময় ভূভাগে ভূমিত। অক্ষা° ২২° ২৪' হইতে ২৪° ৩৯' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২২' হইতে ৮৫° ৫৫' ৩০" পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১২০৪৫ বর্গমাইল। ইহার উত্তরসীমায় শোণ নদী হাজারিবাগ, গয়া ও শাহাবাদ-জেলাকে পৃথক রাখিয়াছে; উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিমে দীর্ঘাপুর জেলা এক সমুদ্রা, বশপুর ও গাজপুর সামন্তরাজ্য; দক্ষিণে ও পূর্বে সিংহভূম ও মানভূম জেলা। ইহার পূর্ব-সীমায় একপার্শ্ব দিয়া সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত। রাঁচী নগর এখানকার বিচারসদর। বঙ্গেশ্বর ছোট লাটের অধীন স্থানীয় কমিসনর কর্তৃক পরিচালিত।

প্রাকৃতিক গঠন-বৈলক্ষ্য্য হেতু এই জেলা প্রধানতঃ তিন-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহা আসল ছোট নাগপুর, পক্ষ-পরগণা ও পান্নামৌ উপবিভাগ নামে খ্যাত।

এই জেলার মধ্য ও দক্ষিণ অধিত্যকা লইয়া ছোট নাগপুর বিভাগ গঠিত। এখানে জেলার বিচারসদর স্থাপিত হওয়ার, উহা আসল ছোট-নাগপুর নামে খ্যাত। এই অধিত্যকা পশ্চিমাভিমুখে ক্রমোন্নত ও বিস্তৃত হইয়া মধ্যভারতের সাতপুরা শৈলশ্রেণীতে মিশিয়াছে। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্বত্রই ২০০০ ফিট্ উচ্চ। উত্তরদিকে ইহা তোকী পরগণার মধ্য দিয়া বিস্তৃত হইয়া হাজারিবাগের মধ্য অধিত্যকার মিলিত হইয়াছে। এই কারণে সমগ্র ছোট নাগপুরবিভাগ পার্শ্বতঃ ক্রমোচ্চ নিম্ন ভূমিতে পরিণত। ঐ ঢালু ভূমিতে স্তর কাটির খাতের চাস হইয়া থাকে।

সিল্লী, রাহী, বৃন্দ, বরোদা ও তমাস লইয়া পক্ষপরগণা ভূভাগ গঠিত। এইস্থান উপরোক্ত মধ্য অধিত্যকার দ্বাট প্রদেশ হইতে পূর্বাংশে মানভূম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এতদ্রিম্ব বাসিন্দা পরগণার দক্ষিণাংশ, চৌরপরগণা ও চৌরী পরগণা ছোট নাগপুরের উত্তর ও মধ্য অধিত্যকার দক্ষিণে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

হাজারিবাগ ও ছোট নাগপুরের পূর্ব ও দক্ষিণাভিমুখী

অধিকাংশাংশ লইয়া জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে বে উপবিভাগ হইয়াছে, তাহাই পালামৌ নামে পরিচিত। অবশিষ্ট সমগ্র জেলাভাগ জনমানবপরিপূর্ণ উন্নত পরীতশিখর অথবা ইতস্ততঃ বিকিণ্ড গওশৈলে পূর্ণ। এই সকল শৈলমালা প্রধানতঃ পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত, কিন্তু স্থানবিশেষে তাহারও বৈলক্ষ্য্য দৃষ্ট হয়। সবুজপৃষ্ঠ হইতে এই পর্বতময় প্রদেশ সর্বত্রই প্রায় ১২০০ ফিট উচ্চ, স্থল বিশেষে শৈলোচ্চ শিখরভূমি ৩০০০ ফিটেরও অধিক উচ্চ দৃষ্ট হয়। গাঁচী নগরের পশ্চিমস্থ সান্দ্রশৃঙ্গ ৩৬১৫ এবং উত্তরদিকস্থ ববোগাই বা মরদবরচুড়া ৩৪৪৫ ফিট উচ্চ।

প্রকৃত ছোট নাগপুর উপবিভাগ অপেক্ষা, পালামৌ বিভাগে অধিকতর পর্বতমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার ভূমিভাগ এতই ক্রমোচ্চনিয় যে, কোথাও সমতল ক্ষেত্রাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। উত্তর কোয়েল ও অমানং নদীদ্বয়প্রবাহিত-উপত্যকা প্রদেশ তির অল্পত্র খাড়াই উৎপন্ন হয় না। এই জেলার স্তূর্ণগঠনা এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল নদী প্রধান। তন্নিম্ন কাকী, করুরী, অমানং, উরুঙ্গা, কাক ও বেও নামক শাখা কয়টী উপত্যকায় নদীদ্বয়ের কলেবর পৃষ্ট করিয়া এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত আছে।

ছোট নাগপুরের উচ্চ পর্বতবর ব্যতীত পালামৌ বিভাগে হুলবুল (৩৩২৯ ফিট), বুরী (৩০৭৮ ফিট) ও কোতাম (২৭৯১ ফিট) নামে আরও তিনটী উচ্চ শৈল আছে। এই সকল পর্বতের নিরদেশ বনকুলে ও পলাশবনে পূর্ণ। বরা-সোদ, পালামৌ প্রভৃতি বনভাগে শাল, মহুয়া, জামুন, কসজা প্রভৃতি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। শালকাঠ চেয়াই হইয়া নদীবক্ষে ডালাইয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থে সঞ্চিত হইয়া থাকে। বন-ভাগে কাঠ ব্যতীত মহুয়াফুল, জাম ও তুথকল, করজবীজ, লাক্সা, তেলর (গুটী), রজন, মধু, গদ ও আরারট প্রভৃতি জন্মে। সেই বনপ্রান্তবাসী আদিম অধিবাসিবর্গ ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্তী হাটে বিক্রয় করিতে আনে।

খনিজ পদার্থের মধ্যে এখানে লৌহ ও চুণা পাথর প্রধান। পলাশে বিভাগে তাম্র এবং সিংহভূম সীমান্তস্থিত সোণাপেট উপত্যকার নদীর বাসুকাকশা বিবোধ করিয়া স্বর্ণ আহৃত হইয়া থাকে। কোয়েল হইতে অমানং নদীর উপত্যকার কতকংশ পর্য্যন্ত এবং প্রায় পূর্বপশ্চিমে ৫০ মাইল বিস্তৃত আন্তঃমণ্ডিক ২০০ বর্গমাইল স্থানে কয়লার খাদ আছে। উহা ডালটনগঞ্জ কয়লার খনি নামে প্রসিদ্ধ। এতন্নিম্ন কর্ণপুর কয়লার খনি দক্ষিণে তৌরী পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এখানকার বনবিভাগে ব্যাঘ্র, চিত্রা, নেকড়ে, তরুণ, বনবরাহ,

হারনা, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ ও নীলগাই পাওয়া যায়। অপরা-পর ক্ষুদ্র জন্তু এবং শিকারযোগ্য পাখ্যবত, হংসাধ পক্ষীরও অভাব নাই। নদী ও পার্শ্বভাগে সন্মুক্ত নানাজাতীয় কই, কাতলা প্রভৃতি মৎস্ত জন্মে, তন্মধ্যে মহাশীর মৎস্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাল্যার সীমান্তস্থ হইলেও এই স্থানের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অধিক সম্ভব, পূর্বে এই স্থান পর্বতময় ও গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। উহার প্রাচীন নাম “কারখণ্ড” আজিও সেই খাপদসজ্জুল বিজ্ঞ অরণ্যপ্রদেশের পরিচয় দিতেছে। সেই বিজ্ঞ বনবাসে বাল্যার আদিম অধিবাসী মুণ্ডাগণ ও পরে ওরাওনগণ বহুপূর্বকাল হইতে বাস করিতেছে। এই দুইটী জাতি একস্থানে বহুকাল আবদ্ধ থাকিলেও পরস্পরে বিবাহাদি যৌবনসম্বন্ধে আবদ্ধ হয় নাই। পরস্পরে জাতীয় পাখ্য রক্ষাপূর্বক আজিও স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম ও কুলপ্রথা পালন করিতেছে; কিন্তু ইহাদের উত্তরেরই শাসননীতি প্রায় এক প্রকার। গ্রাম্য মণ্ডলের প্রবর্তিত “পর্হী” প্রথায় ইহারা এক একটী গ্রামকর্তা বা সর্কারের অধীনে থাকিয়া তাহারই আদেশ পালনপূর্বক রাজনিয়ম রক্ষা করিতে বাধ্য।

বাস্তবিক পক্ষে বহু পূর্বকাল হইতে এই বনান্তরাল প্রদেশে পার্শ্বভাগে অনাধ্যগণ স্বাধীন ভাবে ও সানন্দচিত্তে স্বেচ্ছা-বিহারী হইয়া বনবাস করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের এই নৈসর্গিক শাস্তিসুখ নাশ করিয়া কোন রাজাই তাহাদিগকে শাসনশৃঙ্খলার আবদ্ধ করিতে চান নাই। তাহারা পার্শ্ববর্তী রাজসত্তাগণকে রাজসম্মত দান করিতে শিখিলেও, সভ্যতার কুটিল সামাজিকতায় পদার্পণ করিতে চাহে না। তাহারা আনন্দরূপে বনবিহীনমের জার ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইত এবং কুটার বাঁধিয়া একত্র এক একটী গ্রামে দণ্ডবদ্ধ হইয়া বাস করিত। গ্রামস্থ এক এক জন দলপতি সমগ্র গ্রামবাসীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিত। তাহার আদেশ গ্রামবাসীরা রাজাজ্ঞা বলিয়া পালন করিত, এমন কি, ইহারা আপন আপন গ্রাম্য মণ্ডলের আদেশ বা পরামর্শানুসারে দূরস্থ কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে কাজর হইত না। তীর ধমক লইয়া ইহারা যুদ্ধ করিত।

অনাধ্য গ্রাম্য দলপতিগণ কাশে সভ্যতার সংমিশ্রণে সামন্ত-রাজরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের অধীনে ক্রমশঃ অনেক গ্রাম্য দলপতি সম্মিলিত হইয়া এক একটী রাজসম্মতি সংগঠন করিয়াছে। ঐ সকল গ্রাম্য দলপতির মধ্যে যাহারা দলবল লইয়া পর্বতকক্ষস্থ ঘাটী বা গমনপথ শত্রুর আগমন হইতে রক্ষা করিত, তাহারা ঘাটবাল বা সর্কার নামে পরিচিত।

ঐ সকল সর্দারেরা এখন স্বদেশে ও স্বসমাজে পূর্ববৎ পূজ্য। তথ্য ইংরাজরাজের প্রশাসন বিবৃত হইলেও, যুগ্ম বা ওরাওন-নেতৃগণের কর্তৃত্বের বিশেষ কিছুই বর্ণিতা ঘটে নাই। তবে ইংরাজরাজকে বাস করিয়া আর তাহার পূর্ববৎ রণজয়ে অথবা লুণ্ঠন দ্বারা লব্ধ বন্দীকে শৃঙ্গসজ্জা হত্যা, ও অমাত্যবিক মহিষোৎসর্গ প্রভৃতি পাশবিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে। বৃত্তীশ গবর্ণমেন্টের কঠোর শাসনে তাহার এখন শাস্ত শিষ্ট।

অমুমান ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যকালে মোগল-সৈন্য কোজ্জা (আসল ছোট নাগপুর) অধিকার করে। ঐ সময়ে এখানকার কোন কোন নদীতে হীরক পাওয়া গিয়াছিল। যুদ্ধবিজয় এবং হীরকপ্রাপ্তির সংবাদে দিল্লীর রাজদরবারে মহাসমারোহে আনন্দোৎসব হইয়াছিল। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, উক্ত ঘটনার পর ১৬৪০-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানগণ কএকবার উপর্যুপরি পালাদৌ আক্রমণ করিলে বিকলমানোরথ হন, অবশেষে শেখোক্ত বর্ষে লাউদ খাঁ পালাদৌ দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাঁহার কংখরগণ ঐ দুর্গ মধ্যে ৩০ × ১২ কিট্ আয়তন একখানি স্তূপহং চিত্রপটে তাঁহার আক্রমণ-কৌশল বিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। উহার অঙ্কন-পরিপাট্য সাধারণের দোখিবার জিনিষ।

লাউদ কর্তৃক পালাদৌ দুর্গ-জয়ের পর হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে আর ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় না। শেখোক্ত বর্ষে স্থানীয় সামন্তরাজ রণজিৎ রায় গুপ্তভাবে নিহত হন এবং তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র জয়রুক রায় গদীতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুদিন রাজ্যস্থল সন্তোষ করিয়া জয়রুক একটা ক্ষুদ্রযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন। তদনন্তর তাঁহার পত্নী ও পরিবারস্থ সকলে বেহার প্রদেশের অন্তর্গত মেগ্গা নামক স্থানে আসিয়া তথাকার কাছনগো উদ্বস্ত রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উদ্বস্ত রায় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মৃত রাজা রণজিৎ রায়ের পৌত্র গোপাল রায়কে পাটনার আনিয়াছিলেন, পরে তিনি গোপাল রায়কে সঙ্গে লইয়া তথাকার ইংরাজ এক্সেপ্ট কাপ্তেন কার্ণারের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পালাদৌ-রাজের বখাৰ্ণ উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। কাছনগোর প্রার্থনার কাপ্তেন কার্ণার গোপাল রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তি পক্ষে ইংরাজগবর্ণমেন্টের পক্ষে সাহায্য করিতে প্রীকৃত হন। তিনি তৎকালীন পালাদৌ-রাজকে পরাজিত করিয়া গোপাল রায় ও তাঁহার অপুত্র দুই ভ্রাতাকে পাঁচ বৎসরের সন্দ দিয়া ভদ্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। তদবধি পালাদৌ বিভাগ ইংরাজাধিকৃত সামগড় জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে,

কাছনগো উদ্বস্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অপরাধে বিশ্বাসঘাতক গোপাল রায় কারারুদ্ধ হন এবং বসন্ত রায় গদীতে আরোহণ করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে, পাটনামগরে গোপালরায়ের মৃত্যু ঘটে; ঐ বৎসরই রাজা বসন্তরায় পরলোকগত হইলে কুড়ামণ রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতা জড়িত হইয়া পড়েন। তৎকাল বাকী খাজনার দাবিতে পালাদৌ সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায় এবং বৃত্তীশ গবর্ণমেন্ট রাজস্ব বাবত উহা স্বয়ং খরিদ করেন।

গয়াজেলায় অন্তর্গত দেওবিভাগের রাজা কতেনারায়ণ সিংহের সাহায্যলাভে উপরুদ্ধ হইয়া ইংরাজগবর্ণমেন্ট প্রত্যাপকার ও পুরস্কার স্বরূপ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পালাদৌ সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ দান করেন। রাজা কতেনারায়ণ কুশলে রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই। তিনি বলপূর্বক মানা অত্যাচার করিয়া প্রজার সর্বস্ব অপহরণ করিলে প্রজাবর্গ তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেন্ট দানপত্রের সত্ত্ব রহিত করিয়া ঐ সম্পত্তি পুনরায় গ্রহণ করেন এবং রাজাকে কতিপয়বৎসর তাঁহার বেহারস্থ সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ৩ সহস্র মুদ্রা রাজস্ব কমাইয়া দেন।

ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে আসিবার পর, পালাদৌ শাস্ত্যাবধারণ করিয়াছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ছোট নাগপুরে কোল-বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহাই ইতিহাসে “চুয়াড় বিরোধ” নামে খ্যাত। ছোট নাগপুরের মহারাজের আত্মীয় ও অমুচর-গণের অত্যাচারই এই বিরোধের কারণ। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে ইংরাজের যত্নে উহা থামিয়া যায়। [মানকুম দেখ।]

এই ভীষণ বিরোধে কোলগণ এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিল যে, অসংখ্য নরশোণিত পাতে তাহা প্রশমিত হয় নাই। বহু-সংখ্যক গ্রাম লুণ্ঠিত ও দগ্ধ এবং নররক্তে কলুষিত হইবার পর গজানারায়ণ প্রভৃতি দম্ভাদলনেতা ইংরাজহস্তে পরাজিত হইলেও আত্মসমর্পণ করে নাই। এই ঘোর সংঘর্ষের সময় কোলগণ উদ্বস্ত পাদবিক্ষেপে এখানকার পার্কৃত্য প্রদেশ আলোড়িত করিলেও পালাদৌ বিভাগের কোন কতি হয় নাই; কিন্তু এই বিরোধের পর, ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের শাসনবিভাগীয় যে সকল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা হাজারিবাগ জেলার বিবরণী মধ্যে বিবৃত হইল। [হাজারিবাগ দেখ।]

উপরোক্ত চুয়াড়-বিরোধের অব্যবহিত পরেই চেরো ও খরবার আতি বিরোধী হইয়া উঠে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অবশিষ্ট তাহা থামিয়া যায়। তদবধি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিরোধে পর্যন্ত এখানে আর কোনরূপ বিপৎপাত হয় নাই। উক্ত বর্ষে খরবার আতি স্থানীয় রাজপুত্র ভূমাবিকারীর বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়।

ভোগ্যভার এই বিদ্রোহে যোগদান করার ক্রমশঃ তাহারের বল বল শূন্য হইতে থাকে। ঐ সময়ে রামগড়ের বিদ্রোহী সেনাবল পালানো নগরে আশ্রয় লাভ করিয়া তথাকার রাজস্বেরী ভূম্যধিকারী নীলাধর সিং ও শীতাধর সিংহের সাহায্যে বিদ্রোহের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ফুলে; ২৬ সংখ্যক রাজ্যে পৰ্য্যন্তিক হল এক রামগড়ের কক্ষকজনিক কক্ষক সেনার সাহায্যে ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। লাভ বারওরা দুর্গ সময়ে বিদ্রোহিদল পরাজিত হইলে নীলাধর ও শীতাধর বসিল্পে কারাগারে প্রেরিত হন, অবশেষে ইংরাজসরকারের বিচারে তাঁহাদের কারাদেশ হয়।

এই পর্য্যন্তের জেলার সর্বসমেত ৪টা নগর ও ১২১২৬ খানি গ্রাম আছে। আদমশুমারির তালিকা হইতে জানা যায় যে, ঐ স্থানে প্রায় ১৬০ লক্ষ লোকের বাস। ঐ সকল অধিবাসীর মধ্যে আদিম কোল ও ওয়াওনদিগের সংখ্যাই অধিক। তদ্বিধে হিন্দুধর্মাবলম্বী ও অর্ধ সভ্য ছুঁইয়া, খরবার, মোহর, গৌড় প্রভৃতিকে গণনা করা যায়। আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে অনেকেরই খুঁইধর্মের আলোক লাভ করিয়া সভ্যতা নোপানে আরম্ভ হইতেছে। বুড়া বা ওয়াওনদিগের মধ্যে অনেক খুঁইধর্মের বীজ গ্রহণ না করিলেও তথ্যেবৎ-তৎপর হইয়া আপনাদিগকে খুঁইধর্ম বলিয়া অভিহিত করিতে কুষ্ঠিত হয় না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাউরিয়াবাসী গ্রোসনার সর্ব-প্রথমে এখানে খুঁইধর্ম নিশান প্রদর্শিত করিয়া ধর্মপ্রচার করেন। তাহার পর ক্রমশঃ দুদারন ইভাংলিকান মিসন ও চার্লস অ' ইংলও মিসন পরস্পরে খুঁইধর্মের মাহাত্ম্যবিত্তারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোহারডাঙ্গা নগরে এখানকার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে তাহা রাঁচিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রাঁচিনগরের দক্ষিণে ধোয়দার: গোরাবাজার। মিউনিসিপালিটি না থাকিলেও এখানে প্রায় ১৮ হাজার লোকের বাস আছে। রাঁচি নগরের ২ মাইল পূর্বে ছুট্টা নামক গড়গ্রাম, ঐ গ্রামের মাঝে এই স্থান ছোট নাগপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পালানো উপবিভাগের বিচার সদর ডাউনগঞ্জ ও উত্তর কোএল নদীতীর-বর্তী গড়বা নগর বাণিজ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। রাঁচি নগরে মিউনিসিপালিটি থাকায় স্থানীয় বাহ্য উন্নয়নের বর্ধিত হইতেছে। লোহারডাঙ্গা, গড়বা ও ধোয়দার একএকটি চৌকি আছে।

রাঁচি নগরের ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত কলারাপুর গ্রামে একটা গড়শৈলের পিরোয়ানে একটা হস্তবৎ মন্দির বিদ্যমান আছে। উহা পুরীধামস্থ কলারামসেবের প্রসিদ্ধ মন্দিরের অনুরূপ প্রণালীতে পঠিত। হোইসা গ্রাম এক সময়ে

বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগররূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অদ্যপি সেই অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ছোট নাগপুর রাজবংশের পূর্বজন রাজগণ এখানে বাস করিতেন। ফিল্মী গ্রামে ছোট নাগপুর রাজবংশের অন্ততম শাখা ও ঠাকুর উপাধিধারী সামন্ত রাজগণের বাস ছিল। আজিও তথ্যর তাঁহাদের নির্মিত প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পঠিত রহিয়াছে। জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশে ছোকাহট্ট গ্রাম। এখানে মুণ্ডদিগের একটা বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান দেখা যায়। উহা সাধারণের দেখিবার জিনিস। ছুট্টা গ্রামে ও ডাউনগঞ্জ নগরে বৎসরে দুইটা মেলা হয়।

এখানে প্রধানতঃ গম, বব, মজা, কাউনিধানা, মটর, হোলা ও অন্যান্য তৈলকর শস্য, ধান, পাণ, তুলা, ভামাক, তিল, চা প্রভৃতি দ্রব্যের চাষ হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্য রাঁচী, লোহারডাঙ্গা, পালকোট, গোবিন্দপুর, বুন্দু, গড়বা, নাগর, উওয়ার, সাতবারওরা ও মহারাজপুর প্রভৃতি বাণিজ্যক্ষেত্রে আনীত হইয়া মনো স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। এতদ্বিধে এখানে গালা, রজন, ধনা, তসরের শুটী, চামড়া ও বম্ব জেব-জামি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। রাঁচী ও বুন্দুতে পাড়পালার কারখানা আছে। পূর্বে এখানে গালা রঙেরও কারবার ছিল। এখনও এখানে মোটা কাপড় এবং শিল্প ও লৌহনির্মিত পাত্রাদি নির্মাণের যথেষ্ট কারবার চলিয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার সদর উপবিভাগ। ভূপরিমাপ ৭৮০৪ বর্গ-মাইল। বালুমাং, বারোয়া, বাসিরা, বীর, ছোরিয়া, কোয়বে, লোধমা, লোহারডাঙ্গা, পালকোট, শীলি, ভামাক, তোরপা ও রাঁচী থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩°২৪'৪৮" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°৪৩'১৬" পূঃ। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে তাহা হইতে ৪১ মাইল পূর্বে রাঁচি নগরে স্থানান্তরিত হয়। মিউনিসিপালিটি থাকায় এই নগরী বেশ বাহ্যিকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশেষ মনোহর। এখানে স্থানীয় বাণিজ্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

লোহারী, মধ্যপ্রদেশের রাহপুর জেলার ধামডারি তহসীলের অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। ১২০ খানি গ্রাম ও ৩৬৬ বর্গমাইল ভূমি লইয়া এই বিষয় সঠিক।

ইহার পূর্বে ও পশ্চিম সীমান্ত ভাগে তেতুলা ও কর্কা নদী প্রবাহিত। এতদ্বিধে নৈলগঞ্জবাসী কয় নদী নামান শাখা প্রাণাধ এই স্থানে বিস্তৃত থাকায় এখানে অসহী কলারাম ছোটনা। উক্ত পর্য্যটনালয় একমাত্র বরীপ্রবাহ নামে খ্যাত। উহা প্রায় ২০০০ ফিট উচ্চ। এই পর্য্যটনালয় কন এখানে

সেগুন, বীজ, শাল, মহরা ও কুম্ভ বৃক্ষ পাওয়া যায়। সেগুন কাঠ কাটরা নষ্ট হওয়ার অনেক কম হয়। পড়িয়াছে। এই সকল বনে লাক্ষা, মোম ও মধু সংগ্রহ করিয়া গৌড়গণ বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে। বজারাগণ এখানে আসিয়া শণ ও তুলা ক্রয় করে। এখানে খনিজ লৌহ পালাই হয়। এখানকার অধিকারী গৌড় জাতীয় ময়ূরপুরজাতির অধীনে বৃহৎ-বিগ্রহে বিশেষ সহায়তা করার এই বংশের কোন রাজা ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপে প্রাপ্ত হন। লোহারি গণ্ড-গ্রামখানি বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, এখানে গবর্নমেন্টের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়, জমিদারের স্বাধীন রক্ষিত খানা ও সাধারণের বাস-সেবার্থ স্কুলের উদ্ভান আছে।

লোহারি সাহসপুর, মধ্য প্রদেশের ময়ূরপুর জেলার দুর্গ তহসীলের অন্তর্গত একটি ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ১১৭ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব সন্মত ৮৫ খানি গ্রাম ও আর ৫১০ হাজার ঘর লোকের বাস আছে। শালেটিক্রী শৈলের অঙ্গসমূহ নিম্ন প্রদেশ গিয়া এই জমিদারীর অধিকাংশস্থান গঠিত। প্রসিদ্ধ ও পণ্ডারিয়া বংশের সহিত এখানকার ভূমিধিকারীদের কুটুম্বিতা আছে। এই স্থান সমধিক উর্বরা। এখানে মানারূপ শত পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। লোহারি-সাহসপুর এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান।

লোহারি নাইগ, যুক্ত প্রদেশের গড়বাগ জেলার অন্তর্গত একটি জলপ্রপাত। অক্ষা° ৩৭°৫৭' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৪' পূঃ। কএকটি পর্বতভাগে ভীষণবেগে অতিক্রমের পর এই বিপুল জলরাশি ভাগীরথী বঙ্গে আসিয়া নিশ্চিত হয়। এখানে ভাগীরথী-তীরে একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে। প্রপাত হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ পর্যন্ত নদীতীরস্থ রাস্তার ধারে ৬টা হড়ির কোলা সেতু আছে। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৩৮২ ফিট উচ্চ।

লোহারু, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার বিভাগের কমিসনরের রাজকীয় ভদ্রাবধানে পরিচালিত একটি শ্রেণীর সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ৩৮°২১'৩০" হইতে ৩৮°৪৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২২' হইতে ৭৫°৫৭' পূঃ মধ্য। আন্দর বরু বী নামক একজন যোগল এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে আলবারাজের দূত বরুণ ইরাজ সেনাপতি লর্ড লেকের নিকট গিয়া পরস্পরের রাজকীয় সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রস্তাব বীমাঙ্গা করিয়া যান। এই কার্যের পূরকার স্বরূপ ইনি আলবারাণ্ডের নিকট হইতে লোহারু জনপদ লাভ করেন এবং লর্ড লেক হুজুর হইতে তাঁহাকে কিয়দকালের পরস্পর শাসনভার সমর্পণ করেন। ইরাজের সহিত যদি অল্পসময় ইনি বিবাহ রক্ষাপূর্বক হুজুরের পাছায় করিতে প্রতিশ্রুত থাকেন।

আন্দরের বৃত্তা হইলে কোর্ট পুত্র লালু উদীন বী সিং সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ডেসিডেন্ট সিং ক্রোম্বারের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকা অপরাধে দিল্লীসমরে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। ইরাজরাজ তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়া কিয়দকালের পরস্পর বাজেরাপ্ত করেন। অবশেষে আদীন উদীন বী ও জিরাউদীন বী নামক সামন্তদ্বীনের অপর দুই ভ্রাতাকে লোহারু সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহিবিরোধের সময় উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় দিল্লীতে বাস করিতে ছিলেন। বিরোধীকর্তৃক দিল্লী অবরোধকালে ইরাজপ্রতি-নিষিগণ তাঁহাদের উপর কড়া পাহারা বিহাছিলেন। তাঁহারা বিরোধে যোগদান না করার ইরাজ গবর্নমেন্ট বিরোধে খামিলে পর তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া পুনরায় রাজপদ ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আদীন উদীনের বৃত্তা হয়। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্র আলা উদীন লোহারু নবাবী মসনদে আরোহণ করেন। পূর্বে ইরাজরাজের বন্দোবস্ত অল্প-সময়ে আদীনের ভ্রাতা জিরা উদীন সহকারী নবাব হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি এই রাজ্যের শাসনবিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তিনি ইরাজরাজের নির্দিষ্ট ১৮০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইরাজ গবর্নমেন্টের বিশ্বাসভাজন হওয়ার এবং ইরাজরাজের আত্মগত বীকার করার, ভারত গবর্নমেন্ট ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আলা-উদীনকে নবাব উপাধি ও বহুপ্রহরের অধিকার দান করিয়া একখানি সনদ দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য ঝগড়ালে জড়িত হইয়া পড়ার সম্পত্তিরকার ভ্রত ১২ বৎসরে শোধ করিবার মিয়াদে স্থানীয় গবর্নমেন্টের নিকট ঝগড় প্রেণ করেন। এই সময়ে লোহারু রাজ্যের পরিচালনভার আলাউদীনের পুত্রের হস্তে ভ্রত হয় এবং নবাব আলাউদীন ভ্রতভর সামন্ত জিরাউদীনের ভার বার্ষিক ১৮ হাজার টাকা মাসহর পান। এই সম্পত্তির ভূপরিমাণ ২৮৫ বর্গমাইল। এখানে ৫৪টা গ্রাম আছে।

লোহারু নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। গুরগাঁও জেলার ককখনগরে এখানকার নবাবগণ আরই বাস করেন।

লোহারি (রী) লোহারু অর্থাৎ লোহারু। তীর্থ বিশেষ। বরাহ-পুরাণে এই তীর্থনাথ্য বর্ণিত আছে।

“ভক্তঃ সিদ্ধবটে গতা ক্রিপণদ্রোণমনুরতা।

ক্রোচ্ছন্যো বরাহোহে বিমবন্ত্য সনাত্রিতম্।

ভক্ত লোহারিগঃ নাম নিবাসো মে বিদ্যতে।

৪ ভাঃ পঞ্চপাঃ বহু সমভাঃ পঞ্চবোজনম্।”

(বরাহপুর লোহারিগন্যাত্মক)

২ লোহারিগন্যাত্মক।

লোহান্নর (পুং) অন্নরভেদ। লোহান্নর-মাহাশ্যে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

লোহি (স্ত্রী) বেতটঙ্গণ। (রাজনি°)

লোহিকা (স্ত্রী) লোহমস্ত্যভেতি লোহ-ঠন্। লোহপাত্র।
পর্যায়—খরসেনি, খরপাত্র। (ত্রিকা°)

লোহিত (স্ত্রী) কৃষ্ণতে ইতি কৃহ (কৃহেরণ লো বা। উণ্ ৩।২৪)
ইতি ইতন্ রক্ত লক্ষণ। ১ রক্তগোবীৰ্ণ। ২ কুহুম। ৩ রক্তচন্দন।
৪ পদ্মজ, পিতল। ৫ হরিচন্দন। ৬ তৃণকুহুম। ৭ কবির।
“নাম্পু সূত্রং পুরীষং বা কীৰ্ণং বা সমুৎসৃজেৎ।

অমেধালিপ্তমস্ত্য লোহিতং বা বিবাণি বা ॥” (মহু ৪।৫৬)

৮ যুক্ত। (হেম) ৯ সরোবর বিশেষ। (মৎস্তপু ১২০।১২)

১০ মাণিকা।

“মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্ত্রাক্ষোণররক্ত লোহিতং।” (ভাবপ্র°)

(পুং) ১০ নদবিশেষ। ইহা ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা।

[লোহিত্য দেখ।]

১১ সাগর বিশেষ। এই সাগরের জল রক্তবর্ণ, এইজন্য ইহার নাম লোহিত সাগর।

“ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্।

গঙ্গা প্রেক্ষত তাত্ৰৈব বৃহতীং কুটশাখলীম্।” (রামায়ণ ৪।৪০।৩২)

এই স্থান বরুণের আলয়। (ভারত বনপর্ব) ১২ ভোম।

(বৃহৎসংহিতা ৬।৮) ১৩ রক্তবর্ণ। (মেদিনী) ১৪ রোহিত-

মন্ত্র। ১৫ যুগবিশেষ। (শকরায়°) ১৬ সর্পভেদ।

“বাহুকিন্তককট্টৈব নাগট্টৈরাবগন্তথা।

কৃষ্ণ লোহিতকট্টৈব পদ্মশিট্রকট্ট বীর্ঘবান্ ॥” (ভারত ২।২।৮)

১৭ সুরভেদ। ষাটশ মনস্তরের দেবভাভেদ। ১৮ ময়র।

(শকর°) ১৯ রক্তানু। ২০ রক্তশালি।

“বটিকা ববগোধূমা লোহিতা যে চ শালয়ঃ।

মুলশাটকী ময়রাশ্চ ধাত্তেযু এবরাঃ স্ততাঃ ॥” (ব্রহ্মত ১।৪৬)

২১ বলভেদ। (হেম) ২২ পর্বতবিশেষ। (মৎস্তপু°

১২০।১১) ২৩ কুলদীপহ বর্ষভেদ। (মৎস্তপু° ১২১।৬৫) ২৪

চক্ষুরোগ বিশেষ। (শাল্ধরস° ১।৬।৮৭) ২৫ নাগভেদ। (ত্রি°)

২৫ রক্তবর্ণ যুক্ত।

“লোহিতান্ বৃক্ষনির্বাণান্ ব্রশ্চনপ্রভবান্তথা ॥” (মহু ৫।৬)

২৬ হ্রদবিশেষ। (হরিবংশ°)

লোহিতক (স্ত্রী) লোহিতনিব ইবার্ধে কন্। ১ রীতি। ২

কাণ্ড। (রাজনি°) (পুং) লোহিত এব ইবার্ধে কন্। ৩ মল-

এব। ৪ পদ্মরাগমণি।

“লয়নেযু লোহিতকমিখিতা কৃষঃ

শিতিরত্নরশ্মিহরিতীকৃতান্তরাঃ ॥” (মাঘ ১৩।৫২)

৩ ধাতুভেদ। ৪ বৌদ্ধত্বপভেদ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-
সিয়াং এই স্তূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

লোহিতকল্মাষ (ত্রি) লালবর্ণ চিক (ছাপ) যুক্ত।

লোহিতকুট, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লোহিত পর্বত-
সামুদ্রেশ্ব স্থান। (হরিবংশ°)

লোহিতকৃষ্ণ (ত্রি) কৃষ্ণাত লালবর্ণ। গাঢ়লাল। (খেতাখ-
তর উপ° ৪।৫) উক্ত গ্রন্থে “লোহিত গুষ্ণকৃষ্ণা” শব্দে মিশ্র
বর্ণের উল্লেখ আছে।

লোহিতক্ষয় (পুং) ১ রক্তক্ষয়। রক্তান্নতারোগ। ২ রক্তনাশ।
৩ রক্তক্ষরণ বা মোক্ষণ। (সুশ্রুত°)

লোহিতক্ষয়ক (ত্রি) রক্তান্নতা রোগগ্রস্ত বা তদ্রোগ-ভোগকারী।
(শাল্ধরসং ১।৭।১০২)

লোহিতক্ষীর (ত্রি) রক্তবর্ণ গাঢ় ছদ্মক্ষরণশীল।

(অর্থর° ১২।২।৮)

লোহিতগঙ্গ (স্ত্রী) প্রাচীন জনপদভেদ। (হরিবংশ°)

‘মধ্যে লোহিতগঙ্গস্ত (সিঙ্হোঃ) প্রদেশবিশেষত্’ (নীলকণ্ঠ°)

(অব্য) ২ যেখানে গঙ্গা লালবর্ণের দেখা যায়।

(পাণিনি ২।১।২১ ভাষ্য)

লোহিতগঙ্গক (স্ত্রী) প্রাচীন স্থানভেদ।

লোহিতগ্রীব (পুং) লোহিতং রক্তবর্ণং গ্রীবা যন্ত। অগ্নি।

(মার্ক°পু° ২২।৫২)

লোহিতচন্দন (স্ত্রী) লোহিতং চন্দনমিব। ১ কুহুম। জাফ-
রান্ নামে প্রচলিত। ২ রক্তচন্দন।

“পরিশ্রমন্ লোহিতচন্দনোচিতঃ

পদাতিরত্নগিরিরেণুকুংসিতঃ।” (কিরাতার্জুনীয় ১।৩৪)

লোহিতজঙ্ঘু (পুং) প্রাচীন ঋষিবিশেষ। (আবশ্রৌ° ১২।১৪)

লোহিতত্ব (স্ত্রী) ১ লোহিতের ভাব বা ধর্ম। ২ লোহিতবর্ণ।

লোহিতধ্বজ (ত্রি) ১ লালবর্ণ পতাকাযুক্ত। (ভারত উত্তোগপর্ব°)
(পুং) ২ সম্ভ্রমার ভেদ। ৩ পুং। (পা ৫।৩।১১২)

লোহিতপাদদেশ (পুং) দেশভেদ।

লোহিতপুর (পুং) নগরভেদ।

লোহিপিত্তিন্ (ত্রি) রক্তশিত্তরোগী। (সুশ্রুত°)

লোহিপুন্স (ত্রি) লালবর্ণ পুন্সধারী, রক্ত কুহুমসমবর্তিত।

লোহিতপুন্সক (পুং) লোহিতং পুন্সমত্ কপ্। বাক্ষিম-
বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ°)

লোহিতমুক্তি [মুক্তা] (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা।

লোহিতমুক্তিকা (স্ত্রী) লোহিতা মৃত্তিকা। ১ গৈরিক, গিরি-
ষাটী। (রত্নমালা°) ২ রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, রাঙ্গামাটি।

লোহিতরাগ (পুং) লালরঙ।

লোহিতবৎ (ত্রি) রক্ত সদৃশ, রক্ত বৃত্ত। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৭।৫১২।২)

লোহিতবাসস্ (ত্রি) রক্তবর্ণ বস্ত্রবৃত্ত।

“অমৃতা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।” (অথর্ব ১।১৭।১)

‘লোহিতবাসসঃ লোহিতবর্ণবস্ত্রাঃ। লোহিতবর্ণ ইত্যর্থঃ।

যথা লোহিতস্ত রুধিরস্ত নিবাসভূতাঃ বস আচ্ছাদনে, বস

নিবাসে। ইত্যনয়োঃ অন্ততরঙ্গাৎ বসোণৎ (ঊণ্ ৪।২১৭)

ইতি ঔপানিকঃ অম্বনপ্রত্যয়ঃ। তস্ত বিহ্বাৎ উপধা-

বৃদ্ধিঃ।’ (ভাষ্য)

লোহিতশতপত্র (স্ত্রী) রক্তোৎপল। লাল পদ্ম।

(ভাগবত ৫।২৪।১০)

লোহিতশবল (ত্রি) লালবর্ণের চির বা ছাপযুক্ত।

লোহিতসারঙ্গ (ত্রি) লাল বিন্দুবিশিষ্ট (শতপথব্রা° ৩।৩৪।২৩)

লোহিতা (স্ত্রী) লোহিত-দ্রিয়ার টাপ্। ১ ক্রোধাদিক্রান্ত

রক্তবর্ণা। (জটাধর) ২ বরাহক্রান্তা। (শবচ°) ৩ রক্ত-

পুনর্বা। (রাজনি°) ৪ অগ্নির জিহ্বাভেদ।

লোহিতাক্ষ (পুং) লোহিতে অক্ষিণী যন্ত (সকথ্যাক্রো-

বাসাৎ যচ্)। ১ বিষ্ণু। (শব্দমালা) ২ কোকিল। (শবচ°)

৩ লালবর্ণ অক্ষ বা পাশাভেদ। যুগিষ্ঠির বৈদূর্য ও কাঞ্চনময়

কৃষ্ণাক্ষ ও লোহিতাক্ষ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (ভারত ৪।১।২২)

৪ সর্পভেদ। (হুশ্রুত) ৫ স্কন্দাষ্টকের ভেদ (ভারত ৯ পর্ব)

৬ ঋষিভেদ। (আষ° শ্রৌ° ১২।১৪) (ত্রি) ৭ রক্তবর্ণ চক্ষুযুক্ত।

“যথা সূতো লোহিতাক্ষো মহাত্মা

পৌরাণিকো বেদিতবান্ পুরস্তাৎ ॥” (ভারত ১।৫৬।৬)

লোহিতাক্ষী (স্ত্রী) লোহিতাক্ষ-দ্রিয়ার ভীপ্। ১ রক্তলোচনা।

২ স্কন্দাষ্টকের মাতৃভেদ। (ভারত শল্য পর্ব) ৩ জাহ্নুসন্ধি ও বাহ-

সন্ধি (কহুই) হিত রক্তবাহী শিরাভেদ। (স্ত্রী) ৪ জাহ্নু ও

বাহুর সন্ধি-স্থান। (হুশ্রুত)

লোহিতাগিরি (পুং) পর্বতভেদ। (পা ৬।৩।১১৭)

লোহিতাক্ষ (পুং) লোহিতং অক্ষং বৃত্ত। ১ মঙ্গলগ্রহ।

(হরিবংশ ২২৮।১২) ২ কম্পিদ্মকবৃক্ষ। (রাজনি°)

লোহিতানন (পুং) লোহিতমাননং মুখং যন্ত। ১ নকুল।

(রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তবর্ণ মুখ।

লোহিতামুখী (স্ত্রী) অস্ত্রভেদ। (গৌ° রামা° ১।৩০।৯)

লোহিতায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ, লোহিতের

গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌমুদী) হরিকেশে ‘লোহিতায়ন-

পুত্ৰাচ্’ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

লোহিতায়নি (স্ত্রী) লোহিতায়নস্ত গোত্রাপত্যং স্ত্রী। লোহি-

তায়নের বংশোদ্ভবা। সম্ভবতঃ লোহিতায়নি শব্দের অপপ্রয়োগ।

“লোহিতোদ্ভবঃ কস্তা ধাত্রী কস্তস্ত সা সূতা।

লোহিতায়নিরিত্যেকং কথ্যে সা হি পুত্র্যতে ॥” (ভারতবনপর্ব)

লোহিতায়স্ (স্ত্রী) লোহিতময়ঃ। তাত্র। (ত্রিকা°)

লোহিতায়স্ (স্ত্রী) লোহিতং আয়সম্। ১ রক্তবর্ণ লোহ-

জাতি। (মুদ্রবোধ ব্যাকরণ) ২ তাত্র। (ত্রি) ৩ তাত্রনির্মিত

(পত্রাদি)। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ১।৪।৩।৫)

লোহিতার্ণ (পুং) স্ততপৃষ্ঠের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২১)

লোহিতাঙ্গ (ত্রি) রক্তাক্ত (শরাদি)। ২ রুধিরার্জ। (মা° ৬।১২।৫৯)

লোহিতার্শ্ব (স্ত্রী) চক্ষুগোলকের পার্শ্ববর্তী যেত স্বকের

উপরিস্থাগে সে রক্তগুটিকা বা ক্ষীতি উৎপন্ন হয়। (হুশ্রুত)

লোহিতাবভাস (ত্রি) রক্তাভ। (হুশ্রুত)

লোহিতাশোক (পুং) রক্তাশোক। লালবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট

অশোকবৃক্ষ। (কথাসরিৎসা° ১০।৪।১১)

লোহিতাশ্ব (ত্রি) লোহিতবর্ণ অশ্বারোহী।

লোহিতাস্ত্র (ত্রি) ১ রক্তবর্ণ মুখবিশিষ্ট। ২ রক্তাক্ত মুখ।

(অথর্ব ৮।৬।১২) ‘লোহিতাত্মান্ সর্কণা নবমাংসভক্ষণেন

লোহিতোপেতমুখান্ লোহিতবর্ণমুখান্।’ (ভাষ্য)

লোহিতাহি (পুং) রক্তবর্ণ সর্প। (শুরুযজুঃ ২।৪।৩১)

লোহিতিকা (স্ত্রী) রক্তবহা নাকী।

লোহিতিমন্ (পুং) লোহিতা। লালবর্ণ। (শা° ৬।১।১১)

লোহিতীভূত (ত্রি) রক্তবর্ণতাপ্রাপ্ত।

লোহিতেক্ষণা (স্ত্রী) রক্তচক্ষু। লোহিতলোচনা।

লোহিতৈত (ত্রি) রোহিতৈতত, লালচিহ্নবিগ্নিষ্ট।

লোহিতোৎপল (স্ত্রী) রক্তপদ্ম। (ভাগবত ৩।২৩।৪৮)

লোহিতোদ (ত্রি) লোহিতং উদকং যত্র। ১ লালবর্ণ উদক-

যুক্ত। রক্তবর্ণ জলবিগ্নিষ্ট। (রামা° ৪।৪৪।৬৫) ২ রক্ত।

(পুং) ৩ রক্তপূর্ণ নদ্রকভেদ।

লোহিতোর্ণ (ত্রি) লোহিতানি উর্ণানি যন্মিন্। লালবর্ণ উর্ণা-

বিগ্নিষ্ট। (শুরুযজুঃ ২।৪।৪) ‘লোহিতোর্ণী রক্তলোমবর্তী (বেদদীপ)

লোহিত্য (পুং) লোহিত-ম্যঞ্। ১ ধাতু বিশেষ। (হেম)

২ ব্যক্তিভেদ। (হরিবংশ) ৩ ব্রহ্মপুত্রনদ। [‘লোহিত দেখ।]

৪ প্রাচীন গ্রামভেদ। (রামা° ২।৭।১।৫) দ্রিয়ার টাপ্।

লোহিত্য—বর্ণনং দেবীমুক্তিভেদ। “লোহিত্য জনমাতা”

(হরিবংশ)। ‘লোহিতায়নমাতা’ এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

৫ নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব)।

লোহিতায়নমাতৃ (স্ত্রী) দেবীভেদ। “লোহিত্য জনমাতা।”

লোহিনিকা (স্ত্রী) ১ রক্তবর্ণা। ২ শিরাভেদ। [‘লোহিতক দেখ।]

লোহিনী (স্ত্রী) লোহিতা- (বর্ণাদি) হ্রস্বভাদিভি। পা ৪।১।৩৯)

ইতি ভীপ্। তকারস্ত নকারাদেশচ। ১ রক্তবর্ণা স্ত্রী। ক্রোধে

রক্তবর্ণা রমণী।

“লৌহিণী লৌহিতা রক্তা লৌহিনী লৌহিকা চ সাঃ” (অটম্বর)
লৌহিনীক (স্ত্রী) রক্তবর্ণ বীণাধারিণী। (তৈত্তিরীয়ব্রাঃ ২।১।১০২)
লৌহিত্য (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভব। (এবরাধ্যায়)
সম্ভবতঃ ইহা লৌহিত্যের প্রামাণিক পাঠ।

লৌহোত্তম (স্ত্রী) লৌহেহু সর্কটৈকসেহু উত্তম। বর্ণ। (হেম)
লৌকাক (পুং) ধর্মশাস্ত্রভেদ। পানিনি ৩।২।৩৭ শূত্রের
কার্যকোষপানিগে “কৌশুম লৌকাকঃ” শব্দে শাখা বিশেষের
উল্লেখ করিয়াছেন।

লৌকায়তিক (পুং) লোকায়তম্বীতে বেদ বা লোকায়ত-
(অনুশাসনবিদ্যাক্ষেপ) ১। পা ৪।২।৩০) ১ তাত্ত্বিকভেদ।

“কশিক্স লৌকায়তিকান্ ব্রাহ্মণানুপসেবসে।

অনর্থকুলশা হেতে মৃতাঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥” (সামাঃ ২।১০২২৯)
২ চার্বাকশাস্ত্রভেদ। লোকায়তং বেতি ইত্যর্থে কিক্স

প্রত্যয়েন নিশ্চয়োহয়ম্। [লোকায়তিকং দেখ।]

লৌকিক (ত্রি) লোকে বিমিতঃ প্রসিদ্ধো হিতো লোক-
বেতি বা। লোক-ঈঞ্। লোকব্যবহারসিদ্ধ।

“বৈদিকা লৌকিকৈক্স চ যে যথোক্তাত্তথৈব তে।

নির্গোষ্ঠার্থস্ত বিজ্ঞেয়া লোকান্তেবাসসংগ্রহঃ ॥”

(কলাপব্যাকরণ সম্বন্ধিত)

দ্রুঘবোধমতে,—লোকায় হিত ইত্যর্থে চ ঈঞ্-প্রত্যয়-
নিপাৎ ইতি। লৌকিক শব্দে পার্থিব বা লোকাচার সম্বন্ধীয়
ব্যবহার, ইহা বৈদিক আর্ব বা শাস্ত্রীয় হইতে ভিন্ন।

২ কান্দীরের অঙ্গভেদ। (রাজতরং ১।৫২) [কান্দীর দেখ।]

৩ ভায়ভেদ। ত্রিয়ার উপ।

লৌকিকজ্ঞান (স্ত্রী) শাস্ত্রাদিজ্ঞান। (কুল্লুক) মেধাতিথি
লিখিয়াছেন—“লোকে তবং লৌকিকং লোকাচারশিক্ষণমথবা
গীতব্যবহিকলান্য জ্ঞানং যাত্তয়নবিশাধিকল্যাবিবরণগ্রহজ্ঞানং বা।”

(মহু ২।১১৭ তাত্ত্ব্য)

লৌকিকতা (স্ত্রী) লৌকিকতা তাত্ত্ব্য। লৌকিক-ভল্ টাপ্।
১ লোকব্যবহারশিক্ষিত। ২ শিষ্টাচার (ভূরিপ্রয়োগ) আদ্যীয়
অনন্য মধ্যে সামাজিক কার্যবিশেষে বস্ত্র শিষ্টাচারি উপঢৌকনের
পরামর্শের আদান গ্রহণ। চলিত কথায় ইহাকে “লোকলৌকতা
বা লৌকিকতা” বলা ইহা ধাকে।

লৌকিকত্ব (স্ত্রী) লৌকিকতা। লোকপ্রসিদ্ধত্ব।

“পারিদিত্যলৌকিকত্বাং সান্তরায়তনা তথা।

অনুকার্যত রক্তাধিক্যেবোধোন রসোভবৎ ॥” (সাহিত্যবৎ ৪২)

লৌকিকবিষয়বিচার (পুং) প্রচলিত সাধারণ বিষয়ের
নীমাংসা বা বাস্তবত্ব।

লৌকিকায়ি (পুং) লৌকিকোচ্চিঃ। অসংকৃত অয়ি।

“ন পৈত্রাবজিরে হোমো লৌকিকেহুদৌ বিধীয়তে।” মহু ৩।২৮২।

‘লৌকিকে প্রোতমাত্র্যব্যতিরিকার্যো শাস্ত্রেণ বিধীয়তে।

তন্মাং ন লৌকিকান্নাবয়ৌকরণহোমঃ কর্তব্যঃ।’ (কুল্লুক)

লৌকিকাচার (স্ত্রী) ১ লোকাচার। ২ কুল্লাচার।

লৌকিকী (স্ত্রী) ১ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা। ২ প্রখ্যাতা।

“তস্মিন্ বৃক্ণতৈতি নিত্যং প্রেতকৃত্যৈব লৌকিকী ॥” মহু ৩।১৩৭।

লৌকিকীযাত্রা (স্ত্রী) ১ লোকব্যবহার। ২ বিবাহাদি
সাংসারিক কার্য।

“দারায়ত প্রাধানক বাত্রা চৈব হিলৌকিকী ॥” (মহু ১।১।৮৫)

‘লৌকিকীযাত্রা সমতরোঃ কুল্পপ্রদ্রাঘিকা বিবাহানৌ নৈমিতে
গৃহানয়নং ভোজনক্ষেত্রেব্যমাদি।’ (মেধাতিথি)

লৌক্য (ত্রি) লোকভব ইতি ব্যঞ্। ১ লোকসম্বন্ধীয়। ২ পার্থিব।

৩ সাধারণ। (পুং) ৪ ঋষিভেদ। (শাখাঃ ব্রাঃ ১।৫।১৭২)

লৌগাক্ষি (পুং) ১ লোগাক্ষের গোত্রাপত্য। ২ বৈদিক
আচার্যভেদ। ইনি ধর্মহৃত্তপ্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার
শিষ্যসম্প্রদায় তন্মামক অন্ততঃ শাখাধারী বলিয়া কথিত।

“লৌগাক্ষিমারসিঃ কুল্যঃ কুল্লীদঃ কুল্লিরেব চ।

পৌল্লিগিণিচা ভগুহঃ সংহিতান্তে শতং শতম্ ॥” (ভাগঃ ১২।৩।১২)

কাত্যায়ন প্রোতহৃত্তে (১।৩।২৪) লৌগাক্ষির উল্লেখ আছে।

আর্ষাধ্যায়, উপনয়নতন্ত্র, কাঠকগৃহহৃত্ত, এবরাধ্যায় ও ব্রো-
তর্পণ নামক কথখানি তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। পৈঠিনসী,
বিজ্ঞানেশ্বর ও হেমাদ্রি লৌগাক্ষি স্মৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

লৌগাক্ষিভাস্কর, অর্থসংগ্রহ নামক নীমাংসাশাস্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা।

ইহার রচিত আরও কতকগুলি দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

লৌড়, উদ্ভাঘ। ত্বাদি পরস্মৈ। লোড়, রোড়। চতুর্দশ
স্বরী। লট লোড়তি, লোডতি, লোটতি। ল্ল অল্ললোড়ৎ।

লৌপ্ল (স্ত্রী) সামভেদ।

লৌম (ত্রি) লোম সম্বন্ধীয়। লোমজাত।

লৌমকায়ন (ত্রি) লৌমক সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০ পক্ষাদিগণ)

লৌমকায়নি (পুং) লৌমকের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৫৪ তিকাদিগণ)

লৌমকীয় (ত্রি) লৌমক সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০ কৃশাধাদিগণ)

লৌমক্য (ত্রি) লৌমক্য। লৌমকুল। (পা ৪।২।৮০ সঙ্কশাদিগণ)

লৌমশী (ত্রি) লৌমশসম্বৃত্ত। ২ লৌমশসম্পর্কীয়।

(পা ৪।২।৮০ কৃশাধাদি)

লৌমহর্ষণক (ত্রি) লৌমহর্ষণকৃত (সংহিতা)।

লৌমহর্ষণি (পুং) লৌমহর্ষণের গোত্রাপত্য। (ভারত ১।৫)

লৌমায়ন (ত্রি) লৌম সম্বন্ধীয়, লৌমকুল। লৌমায়ন। (পা

৪।২।৮০ পক্ষাদিগণ) (পুং) লৌমনের গোত্রাপত্য। লৌমায়ন।

এই অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত। (পা ৪।১।৩৬ কুল্লাদিগণ)

লৌমায়ন্ত (পুং) লোমনের কণধর মাত্র।

লৌমি (পুং) লোমের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১০৬ বাহ্যনিগম)

লৌলাহ প্রাচীন স্থানভেদ। (রাজতরং ৭।১২৫২)

লৌলিক, একজন প্রাচীন কবি।

লৌল্য (স্ত্রী) লোলন্ত ভাব। ১ চাকলা, অস্থিরতা। ২ অস্থিরি, লোপস্ব। “ধর্মলৌল্যেন সংযুতাঃ” (হরিকণ্ঠ) ‘ধর্মলৌপেন’ নীলকণ্ঠ। ৩ ইচ্ছা, কলম্ভুহা। ৪ দৈবিল্য। (ভাগবত ৭।১৫।১১)

লৌল্যাতা (স্ত্রী) দৈন্ততানিবন্ধন বস্ত্র বিশেষে বলবতী আকাঙ্ক্ষা। “গৃহস্থত্র ক্রিরাভাগো ব্রতভাগো বচোরপি।

তপবিনো গ্রামসেবা তিকোয়িত্তিরলৌল্যাতাঃ”

(ভাগবত ৭।১৫।৩৮)

লৌলাবৎ (ত্রি) ১ অতিশয় স্নহাশীল। ২ অর্থগুরু। ৩ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। (কথাসরিৎসাং ২।১২০০)

লৌশ (স্ত্রী) কএক প্রকার সাম।

লৌহ (পুং) লৌহ এব। (প্রজ্ঞাতপ্প। পা ৪।৩।১৫৪ সূত্রে রাজতামিগণে এই পদের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়াছেন)। সুনাম-প্রসিদ্ধ লৌহ নামক ধাতু। ভূগর্ভে এই ধাতুর উৎপত্তি। বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায়, বিভিন্ন দেশীয় চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ ইহার রাসায়নিক বলাবল পরীক্ষা করিয়া ঔষধরূপে ইহা সেবন করিতে আরম্ভে দিয়াছেন। খনিজ লৌহ সংস্কারান্তে বথাবিধি গ্রহণ করিয়া অস্ত্রাত্ত ঔষধের বোগে পাক করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক মতে লৌহের ত্রয়োদশ প্রকার সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে—১ শালিষর্ষণ, ২ উর্ডন, ৩ অল্পভাবন, ৪ আতপশোষ, ৫ নিবেক, ৬ মারগ, ৭ লনন, ৮ ক্ষালন, ৯ সূর্যাপাক, ১০ স্থালীপাক, ১১ চূর্নন, ১২ পুটপাক, এবং ১৩ পাকনিম্পন্ন।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লৌহের আকর দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতে যুদ্ধের বিশেষে যে সকল বিভিন্ন প্রকার লৌহ পাওয়া যাইত বা যায়, তৎসমুদায় লৌহট সংস্থানানুসারে বিভিন্ন গুণ ও বলপ্রাপ্ত। আয়ুর্বেদপ্রবর্তক ঋষিগণ কাষ্ঠী, পাণ্ডি, কান্ত, কালিজ ও বজ্রক নামে লৌহের পাঁচটি ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চ নামধের লৌহই শ্রেষ্ঠ এবং ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলপ্রসূত হয়। ইহার গুণ—আহু, বল, বীৰ্য ও কামর, রোগনাশক এবং শ্রেষ্ঠতম রূপাশ্রয়। রক্তবর্ণ লৌহের গুণ—পোষণ, শূল, অর্শঃ, কুষ্ঠ, পাণু, প্রমেহ, মেহ ও বায়ুনাশক, বয়ঃহ্রৈদ্য ও চক্ষুজকারী, সারক ও শুষ্ক। শোধিত লৌহের গুণ—সর্বরোগনাশক, মরণরোধক। অনুদ্ধ লৌহের গুণ—জায়াগোষণ ও আয়ুর্নাশক। লৌহের জায়গ হারণাবির সন্ধিপ্ত পরিচয় বখানানে বর্ণিত হইয়াছে।

[রসায়ন ও লৌহ বেধা]

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং জিন্ন জিন্ন রাজ্যে এই ধাতু পৃথক পৃথক নামে পরিচিত। হিন্দী—লোহা, লোহা; বাজালী—লোহা, লৌহ; মরাঠী—রোখণ্ড; গুজরাটী—লোহু; জমিন—ইকু; ডেলওয়—ইরুম; কনাড়ী—কবিনা; মলয়ালম—ইকু, ব্রহ্ম—দান, থান; আরব—হুদি; পারস্য—আহন; শিলাপুর—বকন; ইংরাজী—Iron; লাতিন—Ferrum; ফরাসী—Fer; জার্মানী—Eisen; পর্তুগাল ও ইতালী—Ferro; স্পেন—Hierro; দিনেমার ও সুয়েডিস্—Jern; ওলন্দাজ—Jiser, Yzer; গাথ—Ain; গ্রীক—Sideros; তুর্ক—বেমির, জিমুর, শোলও—Zelazo; রুষ—Scheleso; পর্বত—অরসুপা; মলয়—বসি, বেসি। রাসায়নিকবিদের মতে এই ধাতু মলয়-গ্রহের প্রভাবসম্পন্ন।

ভারতের ভূগর্ভের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পার্থিব পদার্থের সহযোগে লৌহধাতু মিশ্রভাবে বর্তমান আছে। বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সমস্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপরি-কৃত লৌহ (Iron ores) বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রাকৃতিক অবস্থায় ধাতুবিশেষের সহিত বর বা অধিক পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত থাকে। আবার কোম কোম স্থলে লৌহের সহিত অল্প ধাতুর সংশ্লেষ থাকে না, কেবল কতকগুলি পার্থিব পদার্থের সমাবেশমাত্র দেখা যায়। যৌগিক-রূপে এই লৌহ প্রচুর পাওয়া যায়। মুক্ত লৌহ অপেক্ষাকৃত দুর্লভ পদার্থ। লৌহের স্বাভাবিক যৌগিক অসংখ্য প্রকার। ইহার অক্সাইড, কার্বনেট, সল্ফাইড, প্রভৃতি রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

কতকগুলি অপরিষ্কৃত যৌগিক লৌহকে পরীক্ষা দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ সকল খনিজ পদার্থে লৌহের পরিমাণ অস্ত্রাত্ত তরীর যুথিকারাদি লৌহ-সংস্থান অপেক্ষা অনেক অধিক, সাধারণের অবগতির জন্য দিবে কএকটি বিশুদ্ধ ও পরীক্ষিত লৌহের তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

চুম্বক-প্রস্তুত বলিয়া যে ত্রযটি সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা লৌহের একটি অক্সাইড মাত্র, ইহাকে Ferroso-ferric বা Magnetic Oxide (Fe₂O₄) বলে, ইহার অপর নাম Magnetite or magnetic iron. ইহাতে প্রায় ৭২.৪ অংশ বিশুদ্ধ লৌহ থাকে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই যৌগিককে Protohaematite বলা যায়। বিশুদ্ধ লৌহ-প্রাপ্তির আশায় ভারতের নান্য স্থানের লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ বায়ুকা বিশেষ (Black sand) অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লয়। উহাতে Magnetite ও hematiferous লৌহ যৌগিকরূপে মিশ্রিত থাকে। সিরিমাটা—বৈজ্ঞানিক ভাষায় Red hematite ও

ইংরাজীতে Red ochre (Fe_2O_3) নামে পরিচিত। ইহা Sesquioxide ও ইহাতে ৭০ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। এলাবাটা বা Yellow ochre ($2Fe_2O_3, 3H_2O$) রাসায়নিকের নিকট Brown hematite or Limonite নামে এসিদ্ধ। ইহাতে সাধারণতঃ ৫২-৯ লৌহ বিত্তমান আছে।

কার্বনেট অর্থাৎ আয়রণকে Spathic iron ore বা Siderite বলা যায়। উহাতে ৪৮-৫ ভাগ লৌহ থাকে। এই কার্বনেট বা স্পাথিক লৌহের সহিত কর্দম মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে Olay-ironstone বা Argillaceous ironstone ore বলে। Black-sand নামক ভূত্বিকাত্তর কার্বন মিশ্রিত স্পে-আয়রণ স্টোন লইয়া গঠিত। Hematite প্রেয়ীর অত্যন্ত বা তাহার সমশ্রেণীর বলিয়া কল্পিত Limonite নামে আর একপ্রকার ভূত্বিকা পাওয়া যায়। উহার কত-কংশ Titanium দ্বারা স্থানচ্যুত হওয়ার রাসায়নিকগণ উহাকে Tatiniferous iron বলিয়া থাকেন। এই সকল বৌগিক পদার্থে লৌহের মাত্রা সর্বত্র সমান নহে।

ভূগর্ভ-মধ্যে অতি প্রাচীনবয়স্কের তরে লৌহখাতুর সংস্থান দেখিয়া অস্বাভাবিক হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ধাতু সাধারণে প্রচলিত ছিল; কিন্তু কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা এই ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং কোন্ সুপণ্ডিত ইহার ব্যবহারোপযোগিতা নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণই ইতিহাসে বিবৃত নাই। তবে আর্ধ্য-হিন্দুগণের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থসংহিতা গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, আর্ধ্য-ঋষিগণ বৈদিক যুগেও লৌহের নির্মলীকরণবিধি (ব্ধ ৪২।১৭), তাহার কাঠি (ব্ধ ১।১৬৩৯) এবং তীক্ষ্ণধার (ব্ধ ৬।৩৫) অবগত হইয়াছিলেন। তন্ত্রযজুর্বেদের “মেঘন্থ যে ভাদক মে লৌহক মে সীলক মে ত্রু চ মে যজ্ঞেন কলস্তান্ ॥” (১৮।১০) মন্ত্রাংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তৎকালে আর্ধ্যহিন্দুগণ লৌহের একান্তাধিক অবগত হইয়াছিলেন। অথর্ববেদের ৫।১৮।১ ও ১১।৩২ মন্ত্রে লৌহের উল্লেখ আছে।

বৈদিক লিখিতাধুনের পর, ব্রাহ্মণ ও পুত্রযুগে লৌহের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলন হইয়াছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণ ৬।১।৩৫; কাঠ্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ৭।৪।৩৪, ২০।৭।১, ২০।৭।৪, আশ্বলায়ন গৃহসূত্র ১।৭।৯ প্রকৃতি পাঠ করিলে আরও সুরাধি ব্যবহারের নিবন্ধন পাওয়া যায়। মহাসংহিতার ৫।১১৪।১৬ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে বঙ্গপ্রান্তেও লৌহাদি ধাতুযোগে নিষিদ্ধ হইত। তাঁহারা তব ও অন্ন-যোগে লৌহপাত্র দার্দ্র্য করা করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিয়া খাইতেন, তাহাতেই ঐ পাত্র তব বলিয়া পণ্ড হইত। আবার

উক্ত গ্রন্থের ১।১১৬৭ শ্লোকে লৌহপাত্রেরূপের নিষেধ বচন লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মানবজাতি আরম্ভেই লৌহকে একটা মূল্যবান ধাতু বলিয়া জানিয়াছিলেন। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার (২।১০৭) লৌহপিণ্ড, মহাত্মারূতের বনপর্কে লৌহভাজন, রামায়ণে (১।৬০।১২) লৌহময় আভরণ, হুত্রেতে (১।২৩।২০) কুস্ত এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১২।৭।১২) লৌহী (সুবর্ণাদি অষ্টধাতুময়ী)-প্রতিমা নির্মাণের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, আর্ধ্য-হিন্দুগণ সর্বত্রই লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই ধাতু হইতে প্রকৃষ্ট দেবদেবী-প্রতিমা বিনির্মাণ করিয়া শিরমৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রাচীন শিল্পকীর্তির রেখামাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, আমরা আজিও তদনুসারে পরবর্ত্তিযুগের কীর্ত্তিতত্ত্ব লইয়া গৌরবান্বিত রহিয়াছি। দিল্লীর মুসলিম লৌহতত্ত্ব (সুবর্ণতত্ত্ব) সেই প্রাচীনকালের শিল্পকীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। ১৫শ শতাব্দিককাল জলবায়ুর প্রকোপ ভোগ করিয়াও উহা নষ্ট হয় নাই। [দিল্লী দেখ।]

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, লৌহখণ্ডসমূহ কোন সময় আকাশ হইতে উৎপাতরূপে পৃথিবীকে নিপতিত হইয়াছিল, কেন না প্রাকৃতিকবাহার লৌহ বেরূপ বৌগিকভাবে অবস্থিত দেখা যায়, উদ্যম ও প্রায় তদ্রূপভাবেই বিমিশ্রিত থাকে। ইহাতে বৃত্তঃই অস্বাভাবিক হয় যে, উহা প্রধানতঃ উৎপাত-(Meteoric origin) পদার্থ ভিন্ন আর অপর কিছুই নহে। বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, উহাতে নানা অম্লের (acids) ক্ষার-(soda) রূপে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন ও গন্ধক মিশ্রিত আছে; তন্নিমিত্ত তাহাতে অস্বাভাবিক ধাতু ও বিভিন্ন প্রকার ভূত্বিকার সমাবেশ থাকার সাধারণ দৃষ্টিতে উহার লৌহ-সংস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। [উক্ত দেখ]

চিরপ্রসিদ্ধ এই লৌহখাতু ভারতের যে যে বিভাগের ভূত্বরে বৌগিকভাবে অবস্থিত আছে, সাধারণতঃ অবগতির জন্ত নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা গেল :—

মাত্রা-বিভাগ।

স্থানের নাম	লৌহপ্রকার	পরিমাণের স্থান
বিহারের	ব্রাকমায়েটাইট ও ল্যাটেরাইট	ভেনকোটা
তিব্বত	ম্যাগ্নেটিক আয়রণ	বজ্রকুল
মহারা	ল্যাটেরাইট	এখন হস্তাশ্রয়
পুন্ড্রকোটি	ম্যাগ্নেটাইট	—
খ্রীষ্টানগরী	ফের্জানাস্ মডিউল	—
কোরবাতোর	ব্রাক্ ভাগ	—
সীলগিরি	বিহারাইট ও ম্যাগ্নেটাইট	—

স্থানের নাম	লৌহপ্রকার	পরিমাণের হার
মলবার	মারেটাইট ও ল্যাটেরাইট	কর্ণনাড়, শেরনাড়, বরবনাড় এরনাড় ও ভেমেলপুর তালুক।
সালেম *	মারেটাইট	পোর্টো-নভো
দক্ষিণআর্কট	ইল	তিরুগুনলুর, কন্নকুড়ি
উত্তর	ব্লাক-ক্রাফ্ট	—
চেলপ্পা	মারেটাইট ও হিমাটাইট	—
নেল্লুর	মারেটাইট ও হিমাটাইট	—
কোড়গ	হিমাটাইট	—
কর্ণুল	ঐ	—
বেলারী	ঐ	—
কুর্না	—	গুন্টুর, মসলীপত্তন
গোদাবরী	লাইমোনাইট ও হিমাটাইট	—

বিজাগাপটন, গজাম, অনন্তপুর ও দক্ষিণ-কানাকুর স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর লৌহ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

	মহিষ-রাঙ্গা	
অষ্টগ্রাম	মারেটাইট	—
বঙ্গলুর	ব্লাক-স্যাণ্ড	চীনপত্তন†
নাগর	ঐ ও হিমাটাইট	বাবা-বুন, চিত্তলুঙ্গ,

উপরোক্ত তিনটি বিভাগের বিভিন্ন জেলার পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নাগর-বিভাগের অন্তর্গত কছর নামক স্থানের চতুর্দিকে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। তথাকার ওত্রাণী নগরের চতুর্দিকে ও বাবাবুন গ্রামের পূর্বস্থিত শৈলপাদ-মূলে খনিজ লৌহ গালাই করিবার কারখানা আছে। তত্বে এখানে ইম্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হাইদরাবাদ বিভাগ

এখানে হিমাটাইট, টিটানিকেরাস্ সাণ্ড এবং বরদলে হরিদ্রা-বর্ণ এলামাটী ও লাল গিরিমাটিতে লৌহ দেখা যায়। লিঙ্গসাগর জেলার প্রস্থত ধারবাড়-শৈলমালার পেরার-হুগেরী-শৈলভূমিতে মারেটাইট লৌহেরও সংস্থান আছে। তথাকার সিংহেরী করলার খনিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায়। অনন্তপিরি, কন্নুর প্রভৃতি পরগণার লোহা গালাই করিবার কারখানা আছে। বেলগুন্ডের অন্তর্গত কএকখানি গ্রামে ইম্পাত প্রস্তুত হয়। এখানকার কোপসমূহের ইম্পাত-

কারখানা বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। পক্ষাৎ বৎসরের পূর্বনির্দিষ্ট একখানি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পারত্যাণী বণিক-সম্প্রদায় কোপসমূহে আসিয়া এখানকার লৌহ-উৎকৃষ্ট ইম্পাত ক্রয় করিয়া লইয়া বাইত। উহাতে দামাঙ্কালের চিরন্তন প্রসিদ্ধ তরবারির কলক প্রস্তুত হইত। ঐ ইম্পাত সাধারণতঃ দিট-পল্লীর Iron-sand এবং মিল্ক-ম্যাগনেটাইট magnetite লৌহ হইতে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

মধ্যপ্রদেশ

বস্তার, সখলপুর, বিলাসপুর, রায়পুর, চান্দা, বালাখাট, ভাওয়া, নাগপুর, মণ্ডল, শিওরী, হিম্বাবাড়া, নিমার, হোসদাবাদ, নরসিংপুর ও জবলপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে হিমাটাইট, মারেটাইট, লাইমোনাইট, ল্যাটেরাইট প্রভৃতি শ্রেণীর বৌদিক-লৌহ পর্যাপ্তভাবে বিকশিত আছে। ঐ সকলের মধ্যে সখলপুরের অন্তর্গত গড়জাত-মহলসমূহে, রায়রাখোলে, রায়পুরের অন্তর্গত নতী-লোহারা, বৈরাগড়, বোরার-বাড়, গড়াই, ঠাকুরতলা ও নন্দগাঁও ভূভাগে; বান্দা-জেলার মধ্যে লোহারা, দেকলগাঁও, পিল্লগাঁও, শুজাবাহী, ভোগোলপেট, মেটাশুর ও ভানপুর এবং সোরা পর্বতের অন্তর্গত মোগালা, গোয়া, দানবাই ও মোগাল-পুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। উমারিয়া-করলার খনির কারখানায়, জবলপুরের উত্তরপশ্চিমস্থ দাক্তীর স্থানের খনিজ লৌহ ইরোপীয় প্রথার পরিচিত হইয়া ব্যবহারোপযোগী লৌহে পরিণত হইতেছে।

রেবা, বুলেলখণ্ড, গোরাগিরির, ইন্দোর, ধার, চম্পড় ও আলি-রাজপুর প্রভৃতি ভূভাগে হিমাটাইট ও মালকানিকেরাস্ বৌদিক-লৌহ পাওয়া যায়। ঐ সকল লৌহ অধিকাংশই Coal-measure strata ও 'metamorphic rocks' নামক স্তরে বিস্তৃত রহিয়াছে। গোরাগিরির অন্তর্গত সাতান, দাইশোরা, গোহুলপুর, ধরৌলী, বানবারী, রায়পুর পার-শৈল, মাকোর, বিনাওরী, বরোয়া, ইমিসিরা শুজাবাহী, ও বারোন্ প্রভৃতি গ্রামে হিমাটাইট ও লাইমোনাইট শ্রেণীর লৌহার খনি আছে। ইন্দোর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বাব-গ্রামের Transition rocks স্তরে চিরন্তন প্রসিদ্ধ হিমাটাইট লৌহের আকর বিভবান।

বেঙ্গাল

উত্তর-কানাকা, ধারবাড়, কালানদি, বেঙ্গলান, গোয়া, সাবভাবাটী, কোলহাপুর, রঙ্গগিরি, সাতারা, হুমাট, রেবাখা, পঞ্চমহাল, কাঠিরাবাড় ও কল-প্রদেশে মারেটাইট, ল্যাটেরাইট ও হিমাটাইট শ্রেণীর লৌহ দেখিতে পাওয়া যায়। জম্মো রঙ্গগিরির অন্তর্গত সাতাবান পর্বতের নিকট, কোলহাপুরের

* এখানকার লৌহ অতি উৎকৃষ্ট এবং ভারতবাস্যদের চাষিগণ লৌহ বিক্রয় করে; বলা—১ গোহবরী গ্রুপ, ২ কুর্নাকী-কোদিবরী গ্রুপ, ৩ গিল্পিটী গ্রুপ, ৪ জীবরী গ্রুপ।

† বাবাখন্ডের ইম্পাতের ভারের জন্য ঐ স্থান বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ সাত করিয়াছে।

কোড়া, গিমোত্রা ও লাক্ষেবর নামক স্থানে এবং কাটিরাবাড়ের ওমিরা-শিখরে জুরাসিক-স্তরে প্রচুর লৌহ আছে; কিন্তু এখন অনেক স্থানেই লৌহা পলাইবার জন্য চুরীতে আশ্রয় জলে না।

রামপুরতলা

জয়পুর, মেঘার, আলবার, ভারবাড়, আজমীড়, বুলী, কোটা ও তরতপুর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বৌগিকভাবে লৌহ বিস্তারিত আছে। তন্মধ্যে আয়াবলী-পর্বতের ট্রাঙ্কশন-স্তর, সিদ্ধপ্রদেশের কীরথর ও রাণীকোট-শ্রেণী, মেঘারের গন্ধার কিতাগের নিকটবর্তী স্থান এবং আলবার-রাজ্যের রাজগড়ের নিকটস্থ বিস্তৃত লৌহ খনি উল্লেখযোগ্য। এখানকার লৌহ মাগেটাইট, হিমাটাইট, ও হ্যামাটিন্স অক্সাইডের বৌগিকরূপে অবস্থিত।

গজাব

বঙ্গ, পেশাবর, ঝিলাম্, কাণ্ডা, মতী, সিমলা-শৈলরাজ্য-সমূহ ও গুরগাঁও জেলার নানা স্থানে লৌহ দেখা যায়। তন্মধ্যে কাণ্ডার magnetic ironsand বিশেষ প্রশস্ত। কান্দীর রাজ্যের পক্ষ নামক নদীতীরবর্তী পার্শ্ব-প্রদেশে, পক্ষশিখরের উত্তর-ব্রাহ্ম-শৈলের নিকটে, ভীমবারা নদীর তীরবর্তী মুকাহন গ্রামে; কান্দীর উপত্যকার সোপুরে ও পামপুর নামক স্থানের নিকট দেশে এবং লাদখের অন্তর্গত বান্‌লা-গ্রামে লৌহ সংগ্রহের কারখানা আছে।

কুমারপুর

কুমারন, ললিত, বাল্লা ও মীর্জাপুর জেলার প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কুমারনের অন্তর্গত রামগড়, পহলী, লোস্টিয়ানী, নাতনা-খী, পামবাড়া, খৈরানা এবং শিবালিক স্তরের কাশখলী ও স্কোচী নামক স্থানের লৌহ শ্রেষ্ঠ। এই স্থানের লৌহ সকল micaceous haematite and limonite বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বারাকার

বারাকার-প্রদেশের মধ্যে বরাকরের লৌহার কারখানা (Barakar Iron-works) সর্বশ্রেষ্ঠ। রাণীগঞ্জের কয়লার খনির মধ্যে Ironstone shales ও nodules of clay-iron-stone পাওয়া যায়। বীরভূম, ভাগলপুর, মুন্সের, নরী, মানভূম, সিংভূম, লোহারভাঙ্গা, উড়িষ্যা, হোটনাগপুরের নামভরাজ্য সমূহ এবং হার্কিলিংএ লৌহ-সংস্থান দেখা যায়। Birbhum Iron-works Company চুরীতে কাঁচা মাথা প্রথার (a sort of puddling process) বৌগিক লৌহ গলায় হইয়া থাকে।

খসিয়া ও জয়ন্তী খৈলে, নাপা শৈলমালায় এবং মনিপুর রাজ্যে সাধারণতঃ টিটানিফের কয়লা-স্তরে titaniferous magnetic, pisolitic nodule of limonite ও nodules of clay ironstone দেখা যায়। খসিয়া ও জয়ন্তী টপের মধ্যে প্রচুর

স্তরে লৌহ পাওয়া যায়, তাহা ভঙ্গপ্রবণ হওয়ার তথাকার লোকে উহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লয়। পরে একটা মাণীপথে যথার প্রবলবেগে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানে ঐ চূর্ণগুলি লইয়া ধুইতে থাকে। তাহাতে মৃত্তিকা ও তদনুরূপ লঘু পদার্থগুলি জলপ্রোতে ভাসিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত শুষ্ক লৌহকণাগুলি নিরে সঞ্চিত হয়। এইরূপে উপযুক্ত পরিমাণের প্রাকালনের পর যখন সেই বৌগিক লৌহচূর্ণ মৃদাদি পার্থিব পদার্থ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা তাহা অম্ল্যুতাপে গলাইয়া লৌহ বাহির করে। এইরূপে উপযুক্ত পরিমাণে লৌহ গলাইলে উহা পরিষ্কৃত হয়। পরে তাহা পুনঃ পুনঃ অধিবৎ উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ী দিয়া পিটিলে উৎকৃষ্ট লৌহে পরিণত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মরাজ্য

উত্তরব্রহ্ম, শেঙ ও তেনাসেরির বিভাগে এবং শানরাজ্যের নানা স্থানে, মাণ্ড'ই নগরের ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং উহার ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত হুইটা হীপে লৌহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গোপসাগরস্থ আম্‌দানান বীপের পোর্টব্লেরার নগরের কএক মাইল দক্ষিণে 'রক-উ-ছাঙ্গ' নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে haematite বৌগিক আছে, কিন্তু উহা কোরাট্‌জ ও পাইরাইট্‌ মিশ্রিত থাকার কোন কাজে আইসে না।

এই বিশাল ধরিত্রীবক্ষে লৌহ প্রধানতঃ তিন অবস্থায় বিরাজিত দেখা যায় :—১ Sulphide or Iron Pyrites = FeS_2 ; ২ Carbonate $FeCO_3$; ৩ Oxide। এই অক্সাইড সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে; যথা,—Anhydrous ferri-oxide = Fe_2O_3 , hydrated ferri-oxide = $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$ এবং ferrous and ferric oxide। এই শেষোক্ত শ্রেণীতে magnetic oxide of iron = Fe_3O_4 এবং উহার প্রথমশ্রেণীতে গিরিমাটা Red haematite and specular ores ও দ্বিতীয়শ্রেণীতে এলামাটা (Brown haematite, bog-iron ore or limonite) অন্তর্ভুক্ত।

প্রধানতঃ Sub-metamorphic or transition rocks মধ্যে; বিক্ষিপ্তপর্বতের বিভিন্ন স্তরে (অর্থাৎ Conglomerates, Sandstones and shales of Gondwana system); রাণীগঞ্জ-খামটী ও হাবুধর-উপত্যকাভাগে; কয়লার খনি মধ্যে, দক্ষিণাত্যের ত্রিচীনপল্লী জেলার cretaceous rocks নামক স্তরে এবং ভারত বহির্ভূত দেশে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম হিমালয় প্রদেশে, আকপান-হাসে, পূর্ববর্তী ব্রহ্মরাজ্য Tertiary formation ও older metamorphic rock-স্তরে এই সকল লৌহশ্রেণীর লবণ দেখা যায়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

বাণিজ্যার্থ বাজারে যে লৌহ দেখা যায়, তাহা হইতে ঐ প্রাকৃত লৌহ সম্পূর্ণ বতর। পাথুরে কয়লার একটা প্রকাণ্ড চুল্লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লৌহের ধনিজ বৌগিকবিগকে সর্বপ্রথমে দগ্ধ করিয়া লইলে লৌহকে যুক্তাবহার আনয়ন করা যায়। এই প্রক্রিয়ার জল, কার্বনিক্ আনহাইড্রাইড্ ও গন্ধকাদি অক্সিজেনকর্তৃক সালফার ডাইঅক্সাইড্ রূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই কেরিক্ অক্সাইড্ রূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই কেরিক্ অক্সাইডের সহিত কয়লা, কিংবা কোক্ এবং লাইম্ স্টোন (কার্বনেট্ অব লাইম্) মিশ্রিত করিয়া ব্লাস্ট্ ফার্নেস্ (Blast furnace) নামক বিত্তীর্ণ চুল্লার উত্তপ্ত করিলে লৌহ অক্সিজেনবিহীন হইয়া আইসে।

হুইডেন, কসিরা ও পূর্ব ভারতীয় জনপদসমূহে এই প্রকার লৌহ গলাই হইয়া থাকে। নিম্নে লৌহ গলাইবার চুল্লী এবং লৌহের পর্যায়িক পরিণতির বিবরণ উক্ত হইল :—

ব্লাস্ট্ ফার্নেস্—ইষ্টক্ দ্বারা এই চুল্লা গঠিত হয়। ইহা প্রায় ৮০ ফিট্ উচ্চ। উহার উর্দ্ধ এবং নিম্নদেশ মধ্যদেশাপেক্ষা অল্প বিত্তীর্ণ। নিম্নদেশে বায়ু প্রবেশ করিবার ক্ষুদ্র নল এবং ধাতু গলিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত ছিদ্র থাকে। চুল্লীর উর্দ্ধদেশ দিয়া উপরোক্ত কেরিক্ অক্সাইডের মিশ্রণ প্রবেশ করা হইয়া দিতে হয়। ব্লাস্ট্ ফার্নেস্ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চুল্লীর নিম্নদেশস্থিত নলের দ্বারা যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তদ্বারা কোক্ দগ্ধ হইয়া কার্বনিক্ আনহাইড্রাইড্ উৎপন্ন করে। ঐ বায়ু যতই উর্দ্ধ-গামী হইতে থাকে, অজারের দ্বারা উহা ততই অক্সিজেনবিহীন হইয়া কার্বনিক্ অক্সাইডে পরিণত হইয়া যায়। পরে এই কার্বনিক্ অক্সাইড্ উত্তপ্ত কেরিক্-অক্সাইডের অক্সিজেন আকর্ষণ করিয়া লয়; তখন লৌহ যুক্ত হইয়া পড়ে। লৌহ যে সময় ত্রুণাভাবহার নিম্নদেশে সমাগত হয়, সে সময়ে উহা কিঞ্চিৎ অজারের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। লাইম্ স্টোন ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা উত্তপ্তাবহার কার্বনিক্ আনহাইড্রাইড্ বাষ্প বিবর্তিত হইয়া ক্যালসিয়াম্ অক্সাইডে (চুণ) পরিণত হয় এবং এই অবস্থায় কঠিন কয়লাদির সহিত সন্মিলিত হইয়া তরলাকারে লৌহের উপর ভাসিতে থাকে। ইহাকে স্লাগ্ (Slag) কহে। চুল্লীর নিম্নদেশস্থিত ছিদ্রবিশেষ দিয়া ইহা বাহির হইয়া যায় এবং লৌহ অপর ছিদ্র দ্বারা বাহিরে আইসে। এই তরল লৌহ কঠিন হইলে তাহাকে কাষ্ট বা পিগ্ (Cast or pig) বলে। ভারতের মাল্য দ্বানে সাধারণতঃ ৩।৪ ফিট্ হইতে ২০ ফিট্ পর্যন্ত উচ্চ কার্বেস দেখা যায়।

কাষ্ট আয়রনে শতকরা ২ হইতে ৫ ভাগ অজার এবং

সিলিকা, গন্ধক, কয়লাস, আনুমান্য প্রকৃতি দ্বারা বিধিত থাকে।

লৌহকে যুক্তাবহার পরিণত করিতে হইলে, উহাকে পুনর্বার গলাইতে হয় এবং সেই সময়ে বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা অজার পদার্থের সহিত লৌহকে সন্মিলিত করিয়া, পরে উহাকে পিটরা যে অবস্থায় আনয়ন করা যায়, তাহাকে রাই (Wrought) আয়রণ কহে। রাই আয়রণে শতকরা ০.১৫ হইতে ০.৫ ভাগ অজার থাকে। যখন শতকরা ০.৬ হইতে ২.৩ ভাগ অজার রাসায়নিক যোগে লৌহের সহিত অবস্থিত করে, তখন তাহা ইস্পাত (Steel) নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে।

ইস্পাত প্রস্তুত করিতে হইলে রাই আয়রণকে কয়লার অগ্নিতে দীর্ঘকাল উত্তপ্ত করিতে হয়। পরে লৌহিতোষণ সেই লৌহখণ্ড শীতল জলে কিংবা তৈলে লব্ধা নিষ্পত্তি করিলে অতি-শর কঠিন ইস্পাতে পরিণত হয়। ঐ ইস্পাত তদুপর এবং স্থিতি-স্থাপক ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকে। যে যে পদার্থ প্রস্তুত করিতে যে প্রকার ইস্পাত প্রয়োজন হয়, তাহাতে সেইরূপ পান দেওয়া আবশ্যিক। ইস্পাতকে ২২১° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে শীতল করিলে অতিশর কঠিন হয় এবং তদ্বারা ছুরি প্রকৃতি অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যতপি ২৮৭° সে: পর্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া শীতল করা যায়, তাহা হইলে ইহা অতিশর স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মলাভ করে। ইহার দ্বারা বড়ির আয় প্রকৃতি গঠিত হয়।

বেপূর, সালেস, পালম্বেট্ট, পেগাম্বুর ও পুচ্চোটি নামক স্থানে লৌহের যে magnetic oxide বৌগিক পাওয়া যায়, পার্থিব পদার্থ হইতে বিযুক্ত করিয়া Blast furnace মধ্যে তাহা গলাইলে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হয়, উহাতে শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ লৌহ থাকে। উহা গন্ধক, আর্সেনিক, অথবা কয়লাস-বিবর্তিত। পানপাড়া ও হোনার নামক স্থানের ধনিজ লৌহই ইস্পাত প্রস্তুত কার্যে বিশেষ প্রশস্ত।

বেপূর লৌহার কারখানার ভারতীয় কাষ্ট-স্টীল (cast-steel) প্রস্তুত করিতে যে প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাকে Bessemer-process বলে। হুইডেন প্রকৃতি পাচ্চাত্য জনপদে প্রায় উহার অনুরূপ প্রথাই ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রোট-কুটেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ সেকিন্ড মগরের হুগ্রেসিড লৌহার কারখানায় যে উপায়ে ইস্পাত প্রস্তুত হয়, তাহা উপরোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বতর।

লৌহের চুল্লী কাটি (Onlery) প্রস্তুত করিবার উপযোগী ইস্পাত নির্মাণপ্রণালী অতি কঠিন ও অল্প ব্যয়সাধ্যবোধে এ দেশের লৌহার কারখানাসমূহে পরিণত হইয়াছে। তদ্বারা "পিগ্-আয়রণ" প্রস্তুত করার একটা আয়োজন বা প্রতিষ্ঠাপকারী

চুলী (reverberatory furnace) থাকে। ঐ চুলীর উপায়ে কাঠ-আয়রণ গলিয়া নলপথে চালিত হইয়া Converter বা Bessemer vessel নামক পাত্রে সঞ্চিত হয়। সুইডেন বা মাক্সাজের বেপূর-কারখানায় সেরূপ চুলী নাই। ঐ চুলী স্থানে ব্রাউ-ফার্নেস হইতে অসংস্কৃত লৌহ-ধাতু দ্রাবিত হইয়া হাতার জায় পাত্র বিশেষে (ordinary founder's ladle) পরিচালিত হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ উত্তোলক যন্ত্রের (travelling crane) সাহায্যে ঐ লৌহপূর্ণ হাতা উর্কে তুলিয়া কনভার্টার নামক পাত্রে দ্রবলৌহ ঢালিয়া দেয়। উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, ইংরাজী প্রধায় রচিত কনভার্টার-পাত্র চক্রমণ্ডপরি (axles) স্থাপিত, উহা ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়; কিন্তু এ দেশীয় ও সুইডেনের উক্ত কনভার্টার-গুলি একস্থানে স্থিরভাবে স্থাপিত থাকে এবং উহার চারিদিকে অগ্ন্যুত্তাপসহ ইটকর্ণ (Fireclay, sand and pulverized english fire-bricks) প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া হয়। তৎপরে বয়লারে আয়ুর্মাণিক ৫০ পাউণ্ড শাম্প সমুথিত করিয়া ঐ গলিত ধাতুর প্রতিবর্ণ ইক্ষ স্থানে ৬০ হইতে ৭ পাউণ্ড পরিমাণ চাপ দেওয়া হয়। কনভার্টারে বায়ুবিভাড়াইয়া ইক্ষ ব্যাসযুক্ত ১১টা নালী (tuyeres) উক্ত পাত্রের তলদেশে সোজাশুঙ্গি ভাবে সংস্থাপিত থাকে। ঐ পাত্রস্থ ঈল নরম করিতে মাদানিজ বা অপূর কোন ধাতু-মিশ্রণ আবশ্যক করে না। কেবলমাত্র দুইমুহুর্ষা শীতাতা-সস্তাড়ন দ্বারা চাপ দিলে ও আবশ্যক-মত অধিকক্ষণ অগ্ন্যুত্তাপে জ্বাল দিতে থাকিলে ঐ ঈল বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইয়া আইসে।

যখন ঐ উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত লৌহধাতু প্রায় সম্পূর্ণরূপে কার্বন বিমুক্ত (decarbonized) হয়, তখন ঐ পাত্রস্থ নালীর ট্যাপ্ খুলিয়া দিলে তরল ইস্পাত দ্রুতবেগে বাহির হইয়া তলস্থ ladle নামক পাত্রে আসিয়া পড়ে। ঐ পাত্রেরও তলদেশে তরল ইস্পাত গড়াইয়া পড়িবার ছিদ্র আছে। তরল ইস্পাত পূর্ণ ঐ লাডল পরে ঢুলাইয়া ছাঁচের (Cast-iron ingot moulds) উপর লইয়া যায় এবং তথায় ছিদ্রের ছিপি (fire-clay plug) খুলিয়া দিলে ইস্পাত জলপ্রোতের জায় সেই ছাঁচের মধ্যে নিপতিত হয়। উহা শীতল হইলে পর ছাঁচের খামিগুলি উঠাইয়া Nasmyth hammer নামক হাতুড়ী যন্ত্রের নীচে রাখিয়া পিটিয়া লয় এইরূপে বিভিন্ন আকারের ইস্পাতের পাত প্রস্তুত করিয়া তাহার বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত ইংরাজী প্রধায় লৌহ গলাইতে হইলে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ চুলী আবশ্যক এবং উহাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঠের কয়লা সংযোগে উত্তরোত্তর উত্তাপ বৃদ্ধিকারে তাপের মাত্রা সমান রাখিতে হয়; এই অসুবিধা নিবন্ধন এবং কাঠের খরচ

অত্যন্ত অধিক দেখিয়া এখানকার কারখানাসমূহে ইংরাজী প্রধায় আয় লৌহ-গলান হয় না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আর্কটের সালেম জেলার শোর্টো-নভো নগরে এবং যলবার উপকূলে বেপূর নামক স্থানে কারখানা স্থাপিত হয়। সালেমের কারখানা হইতে পিগ্-আয়রণ গালাই হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত। পরে তথা হইতে ইস্পাতে রূপান্তরিত হইয়া উহা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। ঐ ইস্পাতে বৃটানিয়া ও মেনাই-সেচু নির্মিত হইয়াছিল। বেপূরের কারখানায় উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা বহু ব্যয়সাধ্য হওয়ার এবং অংশীদারগণ কিছুমাত্র লাভ না পাওয়ার, তথায় উক্ত প্রধায় আর ইস্পাত প্রস্তুত করা হয় না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বীরভূম-আয়রণ-ওয়ার্কস কোম্পানী কার্যারম্ভ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কুমায়ূনের লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইন্দোররাজ্যের অন্তর্গত বারবাই গ্রামে একটা লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কার্যারম্ভ হয় নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশের সিরমুর রাজ্যের অন্তর্গত নাহন নগরে একটা কারখানা স্থাপিত হয়। কিছুদিন কার্যারম্ভের পর পরিচালকগণ ব্যয়বাহ্য দেখিয়া কার্য স্থগিত করিতে বাধ্য হন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জের কয়লা-ক্ষেত্রের অন্তর্গত বরাকর নগরে 'Bengal Iron Company' লৌহা গলাইবার জন্য একটা কারখানা স্থাপন করেন। এই সময় পর্যন্ত কাঠের কয়লাই জ্বালানী-কর্ত্তরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় লোহা গালাই করিবার জন্য কাঠের কয়লার পরিবর্তে পাথুরে কয়লা ব্যবহৃত করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় বরাকরের লোহার কারখানায়ও কোককয়লা জ্বালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ কারখানায় ১২৭০০ টন পিগ্-আয়রণ প্রস্তুত হইলেও বাণিজ্যের ক্ষতি দেখিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কারখানা বন্ধ রাখা হয়। উহার তিন বৎসর পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে কারখানার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া Ritter von schwartz নামক একজন সুদক্ষ বৈজ্ঞানিককে তথাকার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী একটা বৃহৎ চুলী (ব্রাউ ফার্নেস) লইয়া প্রথমে কার্যারম্ভ হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে উহাতে ৩০৩১৬ টন মাল প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সংস্কৃত প্রধায় আর একটা ব্রাউ ফার্নেস স্থাপন করা হইল, তাহাতে ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে ১৫০০০ এবং তৎপরবর্ষে ২০ হাজার টন পিগ্-আয়রণ গলান হইয়াছিল। ঐ কারখানায় প্রতি বৎসর প্রায় দুই হাজার টন পিগ্-আয়রণ গলাইয়া Pipes, sleepers, bridge-piles railway axle-boxes এবং নানা ফুলের কাক ও সুবিচার্যের উপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে থাকে। শেখোক্ত বর্ষে ইংরাজ

গবর্ণমেন্ট বরাকর আয়রণ ওয়ার্কস্ একটা স্বতন্ত্র কোম্পানীকে বিক্রয় করেন। উপরোক্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এখানে সর্ব-প্রথমে যুরোপীয় প্রথায় লৌহ-গলাইবার কোশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পরীক্ষা

লৌহ এবং ইস্পাতের পার্থক্য-নির্দেশ করিতে হইলে, এক বিন্দু তীব্র নাইট্রিক এসিড উহাতে নিঃক্ষেপ করিবে; যতপরি তাহাতে কৃষ্ণবর্ণের দাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে ইস্পাত বলিয়া জানিবে, আর লৌহ হইলে সবুজ চিহ্ন দেখিতে পাইবে।

ধর্ম

বিশুদ্ধ লৌহ রূপার ভায় সাদা, পালিশ করিলে উজ্জ্বল দেখায়। লৌহকে ঘর্ষণ করিলে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। সূত্রগুচ্ছের ভায় ইহার গঠন, এই নিমিত্ত ইহা ভারবহন করিতে সমর্থ। আপেক্ষিক গুরুত্ব—৭.৭। লৌহ চুম্বকশক্তি ধারণ করিতে পারে। ইহা অক্সিজেনের বিশেষ পক্ষপাতী, এইজন্য ইহাকে অতি কঠোর রক্ষা করিতে হয়। ক্লোরিন, ব্রোমিন এবং আইওডিনের সহিত সহজে যৌগিকভাব লাভ করে। জল-মিশ্রিত সালফিউরিক এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডে গলিয়া যায় এবং সেই সময়ে হাইড্রোজেন বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে। ১.৪৫ আপেক্ষিক গুরুত্বের নাইট্রিক এসিডে লৌহের কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু জলমিশ্রিত নাইট্রিক এসিডে ইহা সহজে গলিয়া যায়। ইহার আণবিক গুরুত্ব ৫৬।

ব্যবহার

লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে বর্ণনা করা অত্যন্ত মাত্র। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই লৌহের উপযোগিতা বিষয়ে জ্ঞান আছে। লৌহ প্রচুর পরিমাণে ও নানাবিধ রূপে ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এলোপাথিক মতের ঔষধাদিতে লৌহের যে যৌগিক-গুলি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বৈজ্ঞানিকমতের ঔষধাদি ও লৌহের গুণাগুণ যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। [রসায়ন ও লৌহশল দেখ।]

লৌহের যৌগিকত্ব।

লৌহ প্রধানত দুই শ্রেণীর যৌগিক উৎপাদন করিয়া থাকে।

যথা,—ফেরাস্ এবং ফেরিক্।

Ferrous oxide FeO	Ferrous hydrate Fe(OH)2
Ferroso-ferric Oxide Fe3O4	Ferrous chloride FeCl2
Ferrous iodide FeI2	Ferrous sulphide FeS
Ferrous carbonate FeCO3	Ferrous Phosphate Fe3P2
Ferrous sulphate FeSO4	Os, 8H2O—FePO4, 2H2O.
Ferric oxide Fe2O3	Ferric hydrate Fe2(OH)6
Ferric Chloride Fe2Cl6	Ferric sulphide FeS2

ফেরাস্ অক্সাইড।—ইহা ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। হিরাকসের জলে ক্ষারখটিত জাবণ মিশাইলে শ্বেতবর্ণের হাইড্রেট অধঃস্থ হয়, কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা ফেরিক অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ হইতে ক্রমে ক্রমে সবুজবর্ণ এবং পরে গোহিতাভাযুক্ত হয়।

ফেরাস্ ক্লোরাইড।—লৌহকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করিলে প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় জলশোষক পদার্থ। দেখিতে সবুজ, জলে এবং আলকহলে জাবণ উৎপাদন করিয়া থাকে। বায়ুতে ইহা বিকৃত হইয়া ফেরিক্ ক্লোরাইড্ এবং অক্সাইডরূপ ধারণ করে।

ফেরাস্ আইওডাইড।—আইওডিনের জাবকের সহিত লৌহ মিশ্রিত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বায়ুতে বিকৃত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত চিনির রসের সহিত ঔষধ ব্যবহার করিবার বিধি আছে।

ফেরাস্ সালফাইড।—হিরাকসের জাবকে ক্ষারখটিত সাল্-ফাইড্ সংযোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণের সাল্ফাইড অধঃস্থ হয়। ইহাকে বায়ুতে রাখিয়া দিলে ফেরিক্ অক্সাইড এবং গন্ধক উৎপন্ন হয়।

ফেরাস্ সাল্ফেট বা হিরাকস।—জলমিশ্রিত সাল্ফিউরিক এসিড দ্বারা লৌহকে দ্রবীভূত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সবুজবর্ণ ও দানাদার পদার্থ। ইহার এক অণুতে ৭ অণু জল সংযুক্ত করিলেও দানার আকার নষ্ট হয় না। জলে এবং আলকহলে সহজে গলিয়া যায়। লৌহিতোক্তাপে হিরাকস বিকৃত হইয়া সাল্ফার ডাইঅক্সাইড্ ও ট্রাইঅক্সাইড্ বাষ্প এবং ফেরিক্ অক্সাইডে পরিণত হয়। নর্টসন্ (Nordhausen) সাল্ফিউরিক এসিড্ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। হিরাকসের জাবণ বায়ুস্পৃষ্ট হইলে বেসিক্ ফেরিক্ সাল্ফেট্ জন্মিয়া থাকে।

ফেরাস্ কার্বনেট।—হিরাকসের জাবকে কার্বনেট্ অব্ সোডা সংযোগ করিলে শ্বেতবর্ণের কার্বনেট্ অধঃস্থ হয়, কিন্তু হাইড্রেটের ভায় বায়ুস্থ অক্সিজেনের সংযোগে ফেরিক্ হাইড্রেট হইয়া থাকে।

ফেরাস্ ক্রোমাইট।—ক্রোমিক্ এসিড্ জাবণ হিরাকসের জাবণে ঢালিয়া দিলে শ্বেতবর্ণের ফেরাস্ ক্রোমাইট অধঃপতিত হয়।

ফেরিক্ অক্সাইড।—ফেরিক্ ক্লোরাইডের জাবকে ক্ষার-খটিত জাবক মিশ্রিত করিবার পাটকিলা বর্ণের গুঁড়োবৎ পদার্থ নীচে পড়ে। ইহাকে হাইড্রেট কহে। হাইড্রেটের জল বিদূরিত করিলে অক্সাইড পাওয়া যায়। ফেরিক্ অক্সাইড ক্ষারাদি পদার্থে দ্রবীভূত হয় না। ইহা এসিডে গলিয়া থাকে।

জুইনের ১১ই জুন George Pearson M. D. রয়েল সোসাইটির সম্মুখে "Experiments and observations to investigate the nature of a kind of steel, manufactured at Bombay and there called woots....."†। ইহার পর Mr. Heath একটা বিদ্যুত প্রবাহ লিথিয়া বুৎজের বাণিজ্য ও উপযোগিতা প্রকাশ করেন।‡

আমরা পেরিয়ারের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, সেই সময়ে ভারতীয় ইস্পাতের বহুল খ্যাতি ছিল। প্রাচীন আরবীর কবিতাসমূহে স্পষ্টভাবে ভারতীয় ইস্পাত-নির্মিত তরবারির উল্লেখ আছে। প্রাচীন স্পেনবাসীর নিকট ইহা অল-হিলে নামে পরিচিত ছিল। পারসিক বণিকগণ উহাকে 'হুন্সানী' বলিতেন। মার্কোপোলোর বিবরণীতে উহা "ওন্দানিক্" (ondanique) নামে বিবৃত রহিয়াছে। খৃস্ট ১৩শ শতকে পর্তুগীজ বণিকগণ কানাড়া উপকূলস্থিত তাটকল প্রভৃতি স্থান হইতে লৌহ লইয়া যুরোপে রপ্তানী করিতেন। ১৫২১ খৃস্টাব্দে পর্তুগীজ লরার গবর্ণরকে একখানি আবেদনপত্রে লিখিয়া পাঠান যেন তিনি প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত চেউল বন্দর হইতে আফ্রিকার উপকূলে এবং লোহিত-সাগরতীরবর্তী তুর্কীভাষির মধ্যে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। (Archivo Port. Orient, Fasc. 3, 318)

Wilkinson কৃত Engines of War (১৮৪১ খৃঃ) নামক পুস্তকে এবং Percy রচিত ধাতুবিজ্ঞান (Metallurgy, Iron and Steel) গ্রন্থে "বুৎজ" নামক ইস্পাতের বিশেষ প্রশংসা আছে। তাহার লিখিয়া গিয়াছেন যে, ডামাস্কাসের বিখ্যাত তরবারির কলক ভারতীয় বুৎজ ইস্পাত হইতেই নির্মিত হইত।

বর্তমান সময়ে ভারতীয় লৌহ অপেক্ষা যুরোপীয় লৌহেরই আদর অধিক। ইহা হইতে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য হাতা, বেড়ী, খুঁটি, বাঁকরী, কড়া, তাম্বা প্রভৃতি পাত্র এক ভড়ি, বরসা, পান, কল, কড়া প্রভৃতি সকলই প্রস্তুত হইতেছে। রেল-পথ, সেতু প্রভৃতি অনেকাংশে অসুস্থ অকালোহিক কার্যও লৌহের দ্বারা সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। লৌহের ইস্পাত হইতে ইজিন প্রস্তুত হয়।

২ হাস্যবিশেষ। "অজেন বাপি লৌহেন মধ্যবেব বতব্রতঃ।"
(ভারত ১৩৮৮১০)

লৌহকূর্ণ, চিকিৎসাসারোক্ত চূর্ণবিশেষ।

বাক্যে। অধিক সূত্র, ইস্পাতার্থব্যব এই উক্ত সূত্রই পরে ইস্পাত, উল নামক ব্রহ্মণ্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

† Philos. Transactions for 1795, pt II.

‡ Journ. Roy. As. Soc, Vol. V, p. 200.

লৌহকান্তক (স্ত্রী) কান্তলৌহ। (রাজনি")

লৌহকিট (স্ত্রী) নওর।

লৌহচারক (পুং) লৌহেন লৌহনিগড়েন চার্যঃ প্রচরো বহু। নরকভেদ। যেখানে নিগড়ে বন্ধন করিয়া সাজা দেওয়া হয়। [লৌহারক দেখ]

লৌহজ (স্ত্রী) লৌহাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ নওর। (রত্নমালা) ২ বর্জলৌহ, চলিত বিবরী। (রাজনি")

লৌহদাহ (পুং) অঘটিকিৎসাত্বেন। বায়ুপ্রকোপাধি হেতু অশ্বশরীরে যোগ অগ্নিতে লৌহশলাকা দ্বারা বহুক্ষয়জনক ব্যাপারভেদ।

লৌহনিরুখীকরণ (স্ত্রী) সম্যকরূপে লৌহকরীকরণ।

লৌহনিরুখীকরণমিত্রপাকক (স্ত্রী) হুত, মধু, হুঁচ, সোহাগা ও শুণ্ডলু পাচনী পর্বার্ধ বাতুপর্বার্ধে সংযুক্ত হয় বলিয়া মিত্রপাকক নামে অভিহিত। মিত্রপাককসহ বিশক ও হুত লৌহ সংযত না হইলেও ৪ রতি দ্বারা সেবন করা বাইতে পারে। (সমস্ত্রসারস")

লৌহপট্রী (স্ত্রী) ১ লৌহচটকা, লৌহার চটা। ২ লৌহ হারণ। ৩ লৌহপুর, একটা প্রাচীন নগর। (ভবিষ্যতস্মৃতি ৭৩২)

লৌহপর্পটী, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র কলসী করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা লৌহ মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে বর্দন করিবে। পরে কোন লৌহপাত্রে হুত মাখাইরা তাহাতে কলসী হাসন করিয়া দুই অর্ঘিতে বেসিত করিবে। ত্রীভূত হইলে কলসী পাত্রে চালিয়া বখাবিধি পর্পটী প্রস্তুত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া লইবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া দ্বারা বৃদ্ধি করিবে। এক সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ পর্যন্ত অর্থাৎ আরোগ্য লাভ পর্যন্ত সেবনীয়। অস্থ্যাদি শীতল জল অথবা জীরা ও ধনেয় জ্বা। ঔষধ সেবনকালে কিলারী ও পাকাদি দ্রব্য এবং চিন্তা, মৈথুন প্রভৃতি বর্জনীয়। লৌহপর্পটী সেবন করিলে প্রেক্ষী, হৃদিকা, অতীসার, পাণ্ডু, কাশলা, অগ্নিমান্দ্য ও ভ্রমক প্রভৃতি দানা রোগ নষ্ট হয়। (ঔষধসারস" গ্রন্থাধি")

লৌহপর্পটীরস, বাসকজ্ঞ ও কালাদি রোগনাশক ঔষধ-ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ও নরক প্রত্যেক ২ ভাগ এবং লৌহ ১ ভাগ একত্র বর্দন করিয়া দুই অর্ঘি উত্তাপে পলাইয়া বসি প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ক্রমশঃ, হুতিতী, বক, ত্রিকলা, জরতী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক, হুতুম্বারী ও আদা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে গাত লাভবার তাৎপর্য বিদ্যা গুত হইলে তদ্রূপে রাখিয়া গুত নির্গত হওয়া পর্যন্ত পুটীক করিবে। দুই রতি পরিমাণ এই ঔষধ পানের সহ্য পিণ্ডন

হরস কাথ, অথবা বাসক পাতার রস অল্পপানে সেবন করিলে বাস কাস প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। তেঁতুল, তৈল, বেগুন, কুম্ভাগ, কলা, মাংসঘূ ও ককজলক দ্রব্য তক্ষণ এবং ত্রীসন্ধ্যোগ নিবিদ্ধ। এই ঔষধে লৌহের পত্রিবর্ষে তাত্র দিয়া পাক করিলে তাত্রপণ্টা প্রস্তুত হইয়া থাকে। [তাত্রপণ্টা দেখ।]

লৌহবন্ধ (পুং স্ত্রী) লৌহত বন্ধনিত বন্ধনঃ যত্র। লৌহার শৃঙ্খল। শিকলী।

লৌহভাণ্ড (পুং) লৌহত ভাণ্ডমিবাভূতির্ভাণ্ড। অশ্বতাল। (শব্দচ.) চলিত কথায় হামানদিভ্য বলে। (স্ত্রী) লৌহনির্মিত পাত্র বা ভাণ্ড।

লৌহভূ (স্ত্রী) লৌহত ভূরিব। ১ কটিনী নামক লৌহপাত্র বিশেষ, চলিত কথায় কটাহ।

‘লৌহায়া চায়াগা লৌহা লৌহভূঃ কটিনীতাপি ॥’ (শব্দচ.)

লৌহভেদকীবাঁজ (স্ত্রী) রসজারণ বীজভেদ।

(রস’ চিন্তা ৩ অঃ)

লৌহময় (ত্রি) ১ লৌহমণ্ডিত। ২ লৌহবিনির্মিত।

লৌহমল (স্ত্রী) লৌহত মলম্। লৌহকিট, মগুর। ইহার বিষয় ভৈষজ্য-ধনুস্তরিতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

“সন্ধ্যা লৌহমল্যাম্যাকিকিস্তাতাঙ্গাঃ সমামানতঃ

পাত্রে তাত্রময়ে দিনাত্তমখিতং সংস্থাপয়েদাতপে।

পশ্চাত্তননত্যাং প্রাণীয় রজনীয়েকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ

পাত্রে তাত্রময়ে বিধেরমথবা পাত্রে হবির্ভাবিতে ॥

পশ্চাত্ত্যাবচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং অম্বু। জলং শীতলম্

পেরং তোজমপূর্বমধাবিরতোহথজলকতোজৈর্নরৈঃ।

জেকুং শূলহস্তাশম্যাকসনবাসিরপিত্তজরো-

দ্রাবাপনুতিমেহসর্কজঠরাভীর্ণাদিসর্কারজঃ ॥ (ভৈষজ্যধনুস্তরি)

লৌহমুডায়রস, স্রীহারোগনিবারক ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী :—পারব, গন্ধক, লৌহ, অত্র, তাত্র, মনঃশিলা, বিবমুট, কড়ি, কুঁড়ে, লব্ধ, রসাজন, জারকল, কটকী, সাচিকার, ববকার, জরশাল, তঁঠ, শিপুল, মরিচ, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেক সমভাগ স্বর্ধাবর্ষ রসে ও বেলপাতার রসে সাত সাত বার তাবনা দিয়া পরে পুনরায় স্বর্ধাবর্ষরসে উত্তমরূপে মর্দন করিবে। তদনন্তর চুই রতি পরিমাণ খটা প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। ইহাতে দ্রাহা, বক্ৰ, ভক্ষ, অজীর্ণা, অগ্রমাস, শোথ, উদরী, বাতরক্ত ও বিত্রবিরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

লৌহযন্ত্র (পুং) লৌহেন নির্মিতঃ যন্ত্র ইব। ১ লৌহার কল (ইঞ্জিন প্রভৃতি)। ২ রসারমোক্ত ভাণ্ড বিশেষ। ইহাতে ঔষধাদি পাক করিতে হয়।

লৌহরসায়ন, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রথ গোষ্ঠী-

বদ্ধ গুগ্গল, তালমূলী, ত্রিকলা, খদিরকাঠ, বাসকহাল, তেঁতুলী, ভূকম্ব, নিসিন্দা, চিতামূল, সিম্বল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই কাথ বস্ত্রপুত করিয়া তাহার সহিত চিনি ১ সের ও উক্ত গুগ্গল ১০ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনন্তর কোন তাত্রপাত্রে পুরাতন ঘৃত ৪ সের ও লৌহচূর্ণ ১২ পল দিয়া তাহার সহিত চিনি ও গুগ্গল মিশ্রিত কাথ জল দিয়া পাক করিবে। আসন্ন পাকে শিলাজতু ২ পল, এলাইচ ৪ তোলা, গুড়ক ৪ তোলা, বিড়ল ২ পল, মরিচ, রসাজন, শিপুল, ত্রিকলা প্রত্যেক ২ পল, এই সমস্ত চূর্ণ এক্কেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া শিলার গ্বেষণ করিয়া ঘৃত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা ৪ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে। অল্পপান দ্রুৎ ও ছাগাদি জাফল মাংসের ঘূষ। ইহাতে মেদোরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। কদলী, কন্দমূল, কীজি, করম্ভা, করীর ও করলা এই সমস্ত বর্জনীয়। (ভৈষজ্যরস মৌদোহিকার)

লৌহবিশুদ্ধিত (পুং) টঙ্কণকার, লৌহাঙ্গ। (রসেন্সসার’)

লৌহশাকু (পুং) লৌহত শকু যত্র। ১ নরকবিশেষ, এখানে পানীদিগকে হুচীদ্বারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ২ লৌহনির্মিত কীলক মাত্র।

লৌহশাস্ত্র (স্ত্রী) স্বর্ণাদি অষ্টধাতুর ব্যবহার ও উপযোগিতা-নির্দেশক গ্রন্থ বিশেষ।

লৌহশোধন (স্ত্রী) লৌহত শোধনং। লৌহ নামক ধাতু বিশুদ্ধাবস্থায় আনয়ন করিবার রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ। লৌহকে অগ্নিযোগে লোহিতোত্তপ্ত করিয়া সাতবার কদলীমূলের রসে নিমজ্জিত করিলে, অথবা অষ্টগুণ জলে বিপক এক চতুর্ধ ভাগাবশিষ্ট ২ সের ত্রিকলার কাথে, সপ্তপত্রবিভক্ত ১০ সের লৌহ আগুনের উত্তাপে লাল করিয়া সাতবার নিকেপ করিলে লৌহ বিশুদ্ধ হয়।

কাস্তি আদি লৌহকে পাত করিয়া স্বর্ণমাকিক, ত্রিকলাচূর্ণ ও শালিক শাদে রস মাখাইয়া ক্রমশঃ অগ্নির উত্তাপে পোড়াইয়া লালবর্ণ করিবে। তদনন্তর তাহা জলে ডুবাইয়া হস্তিকর্ণ, পলাশ, ত্রিকলা, বৃদ্ধদারক, মাণ, ওল, হাড়বোড়া, গুটী, দশমূল, মুণ্ডরী ও তালমূলী নামক দ্রব্য প্রত্যেকের কাথে বা রসে বস্ত্রপূর্বক পুট দিলে লৌহ বিশুদ্ধ হয়। গজশিমলী, বেতবেড়লা, শুভ্র চী, অপামার্গ, ক্ষুদ্র নটে, পুনর্নবা এই সকল পুরাতন মগুরের উচ্ছ ও অম্বোমুশে বিস্তৃত করিয়া গোমুত্র দ্বারা তিন দিন পাক করিয়া ঢাকা দিবে। ঐরূপে তিন দিন রাখিয়া দিলে অন্তর্বাসে উহা নিবিদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ শুক হইয়া আসিলে, উহাকে বাহির করিয়া ধুইয়া কেলিবে ও শুকাইয়া লইবে।

লৌহা (ত্রি) লৌহু। (শব্দ)

লৌহাচার্য্য (পুং) ১ ধাতুবিজ্ঞান-(Metallurgy)-শিক্ষাবাদ।
২ লৌহশিল্পজ্ঞ।

লৌহাঙ্গা (ত্রি) লৌহ আঙ্গা বক্তা। লৌহতু।

লৌহামৃতলৌহ, ঔষধভেদ। (চিকিৎসাসার)

লৌহায়ন (পুং) লৌহের গোত্রাপত্য।

(পা ৪।১।৯৯ মড়াগিপ)

লৌহায়স (ত্রি) ধাতুনির্ষিত।

লৌহাসব, অরোগনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—
লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিকলা, যমানী, বিড়ল, মুতা, চিতামূল
প্রত্যেক চূর্ণ ৪ পল, মধু ৮ সের, শুণ্ড ১২৪০ সের ও জল
১২৮ সের এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুণ্ডে রাখিয়া
তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া এক মাস রাখিবে। ইহাতে ঔষধ
সমস্ত অন্তরুৎসিক্ত হইয়া আসবরূপে পরিণত হয়। ইহা সেবন
করিলে অগ্নিবৃদ্ধি এবং জীর্ণজ্বর ও প্রীহা প্রভৃতি নানা রোগের
শান্তি হয়। (ভৈবজ্যরসাবলী অরাদিকার)

লৌহি (পুং) অষ্টকের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

লৌহিত (পুং) লৌহিতঃ ইতি লৌহিতশব্দাৎ স্বার্থে ক
(অণ্) প্রত্যয়েন নিশ্পন্নঃ। ১ শিবের ত্রিশূল। (ত্রি) লৌহিত-
স্বত্বীয়।

লৌহিতধ্বজ (পুং) লৌহিতধ্বজের মতানুবর্তী সম্প্রদায়-
ভেদ। (পা ৫।৩।১১২)

লৌহিতাস্থ (পুং) লৌহিতাস্থের বংশধর।

লৌহিতীক (ত্রি) লৌহিত ইব। লৌহিত-(কর্ক-লৌহিতা-
দীক্। পা ৫।৩।১১০) ইতি দীক্। ১ লৌহিতবর্ণতুলা।
২ ক্ষটিক।

লৌহিত্য (পুং) লৌহিত্য ভাবঃ। লৌহিত-ব্যঞ্।
লৌহিত্য। (মেদিনী)

(পুং) লৌহিত ইব। স্বার্থে ব্যঞ্। ১ সাগরভেদ।

(শব্দমালা) সম্ভবতঃ ইহাই আরব ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী
লৌহিত্যসাগর (Red sea)। ইহার জল ঘোর লৌহিতবর্ণ
এবং জলের আভ্যন্তরিক তাপও নিতান্ত কম নহে। সুয়েজ-
খাল কাটা হইবার পর লৌহিত্য-সাগরের সহিত ভূমধ্য সাগরের
সংযোগ ঘটিয়াছে। [সুয়েজ দেখ।]

২ নববিশেষ, ইহার অপর নাম ব্রহ্মপুত্র নদ। কালিকা-
পুরাণে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যের উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত
আছে—হরিবর্ষে শাক্তহুনি বাস করিতেন, তিনি ইন্দ্রশাপ-
বিনষ্টতা অমোঘাকে পত্নীভবে বরণ করেন। শাক্তর খীর প্রি-
তরা পত্নী নইয়া কখন কৈলাসে, কখন চন্দ্রভাগার উৎপাদক

বৃহৎ লৌহিত্য সরোবর তীরে ককলঃ গন্ধমাদন করিতে বাস
করিতেন। একদিন তপস্বী শাক্তর কল পুষ্প চন্দ্রনোদয়ে
বনান্তরে গমন করিলে, অবসর পাইয়া লোকপিতৃদেহ ত্র্যম্বক
শাক্তরুভার্য্য অমোঘার সমুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই
সুহৃৎসদৃশী দেবজনমনোলোভা যুগ্মী অমোঘার অনাথাভ রূপ-
সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া মদনপীড়ার সাত্তিয়ার ইন্দ্রবিবকার প্রাপ্ত
হইরাছিলেন। তখন কামশয়ে প্রেীড়িত হইয়া ত্র্যম্বক সেই
মহাসতী অমোঘাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে ধাবমান
হইলেন। সতী বলাৎকারের ভয়ে আশ্রম মধ্যে প্রবেশিত হইয়া
বার রুদ্ধ করিলে আশ্রম মধ্যেই বিধাতার রেতঃখলন হইল,
ত্র্যম্বক প্রস্থান করিলেন। শাক্তর আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া
হংসপদচিহ্ন ও ব্রহ্মবীর্ঘ্য নিরীক্ষণপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ জানিবার
উদ্দেশ্যে বিষমবিষল দ্বন্দ্বের খীর পত্নীকে প্রণয় করিলেন।
অমোঘার মুখে ব্রহ্মার আগমনবার্তা জানিতে পারিয়া তিনি
ধান্য হইলেন এবং দিবা জামবলে জগন্মের হিতার্থে তীর্থোৎ-
পাদন দেবগণের অতীষ্ট জানিয়া তিনি খীর পত্নীকে সেই
ব্রহ্মবীর্ঘ্য পান করিতে আদেশ করিলেন। পতি পত্নীতে অনেক
বাদানুবাদের পর শাক্তর পত্নীর পরামর্শানুসারে সেই ব্রহ্মবীর্ঘ্য
পান করিয়া পরে স্বয়ং সেই তেজ অমোঘাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে,
অমোঘা গর্ভবতী হইলেন। কালে সেই গর্ভ হইতে জলরাশি
ভূমিষ্ট হইল। সেই জলরাশি মধ্যে লীলাধরপরিহিত রত্নমালা-
বিভূষিত উজ্জল ক্রীড়াধারী চতুর্ভূজ পদ্মবিভাজনজপ্তিধারী
আরক্ত গৌরবর্ণ ও শিখরার মতকাক্ষ এক পুত্র বিভ্রম
রহিয়াছেন। শাক্তর সেই জলময় পুত্রকে কৈলাস (উত্তরে),
স্বর্গকানি (পূর্বে), গন্ধমাদন (দক্ষিণে) এবং জাক্ধি
(পশ্চিমে) শৈল চতুর্ভূতের মধ্যবর্তী উপত্যকাগর্ভে স্থাপিত
করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশিরূপে পাঁচ
খোজম বৃদ্ধি পাইলেন। মাতৃহত্যা পাপমোচনার্থ জামদগ্ন্য
পরশুরাম ঐ ব্রহ্মপুত্র মহাকুণ্ডে নানার্থ আগমন করেন।
তিনি স্বয়ং পাপ মুক্ত হইবার পর, লোকহিতাভিলাষে পরশু-
সাহায্যে হেম শৃঙ্গগিরি বিভেদপূর্ব্বক উপযুক্ত পথ করিয়া
লৌহিত্যকে অবতারিত করেন। ঐ নদ কামরূপ পীঠের মধ্য
দিয়া প্রবাহিত হইল। লৌহিত্য সরোবর হইতে নিঃসৃত
বলিয়া উহার আর একটা নাম লৌহিত্য হইরাছিল। কামরূপ
পরিমাণিত এবং সর্ব্বতীর্থ গোপন করিয়া লৌহিত্য দিবা-মুখ্য
সঙ্গে দক্ষিণসাগরের অভিমুখে চলিলেন। মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে
পরিভ্যাগপূর্ব্বক বাধন বোজন অতিক্রম করিয়া যক্ষা পুন্সরার
ঐ লৌহিত্যানয়ে মিলিত হইলেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়
হইয়া চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে লৌহিত্য জলে নান করিয়া

থাকেন, তিনি কৈবল্য ও ব্রহ্মণ্য প্রাপ্ত হন। (কালিকা-
পুরাণ আনন্দচোপাখ্যান ৮৪৪৫ অঃ।)

বর্তমান লৌহিত নদী ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখারূপে আসামের
মধ্য দিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। শিবসাগর ও লখিমপুর জেলার
মধ্য দিয়া এই নদী দক্ষিণপশ্চিম গতিতে প্রায় ৭০ মাইল
অতিক্রম করিয়া ধলেশ্বরী সঙ্গমের নিকট ব্রহ্মপুত্রে মিলিত
হইয়াছে। এই সঙ্গমনিবন্ধন উত্তর নদীর মধ্যে বীপাকার
যে বাদুকাবর চরভূমি নিপতিত আছে, তাহা 'মজুলিচর' নামে
খ্যাত। সুবর্ণপ্রী নদী ইহার পশ্চিমকূলে আসিয়া মিশিয়াছে।

লৌহিত্যগ্রন্থী (৳) লৌহিত্যের গোত্রাণ্ডা ৳। (পা ১৪১৮)

লৌহেব (৳) লৌহময় জেবামুক্ত। শকটাদির চক্রবৎ-সংলগ্ন
লৌহবৎ। (পা ৬৩৩৯)

লৌ, লিবি। সংলিষ্টকরণ। (কবিকল্পক্রম) ক্র্যাদি° পর°
সক° অনিট্। উঠাবগাঁড়োপধঃ। লিনাতি লীনঃ লীনিঃ।

“অন্তঃস্থোপধ ইতি।” (রমানাথ)

লুট্, ব্যাকরণগোক্ত কৃৎ প্রত্যয় সংজ্ঞাভেদ।

লী, গতাম্। গতিঃ। (কবিকল্পক্রম) ক্র্য° পর°
সক° অনিট্। বকারোপধঃ। বীনাতি বীতঃ বীতিঃ।

বিনাতি বীনাতি বীনঃ বীনিঃ। ‘সিনৈব ক্র্যাদিচলিতো
পকরণঃ পুন্নিবিকল্পার্থম্।’ (হর্গাদাস)

ব

ব, বকার। ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত ঊনত্রিংশবর্ণ, ইহা অন্তঃস্বর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ‘অন্তহা ব র ল বাঃ।’ (কলাপব্যাকরণ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে,—

“ততোহক্ষরসমাহারমন্তজং ভগবানজঃ।

অন্তঃস্বর্ণসম্পর্শস্থবীর্ষাদিলক্ষণম্ ॥” (ভাগ্য ১২।৩।৪৩)

“ততস্তেভ্যোহক্ষরাণাং সমাহারঃ সমাহারঃ তদেবাহ—
অন্তহা বরলবাঃ। উয়াণঃ শবসহাঃ, স্বরা অকারাদ্যাঃ স্পর্শাঃ
কানরো মাবসানাঃ। হ্রস্বীর্ষাশ্চ, আদিশব্দাং জিহ্বামূলীরাশচঃ।
ত এব লক্ষণং ব্রহ্মণ্যং ব্রত তম্।” (শ্রীধরস্মিত্তৃত টীকা)

কলাপমতে এই বকারের উচ্চারণস্থান দন্ত্য, কিন্তু অভ্যন্তরন্তোষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে—

“জিহ্বামূলে তু কুঃ প্রোক্তো দন্ত্যোষ্ঠো বঃ বৃতো বৃধেঃ ॥”

(শিক্ষা ১৮)

মুদ্রাবোধটীকার জর্জাদাস পর্বণীর বকার ও অন্তঃস্বর্ণ ব’র উচ্চারণস্থান নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—‘ববরলীয়বকারস্ত প ফ ব ভ ম বা ইত্যেকপদোক্তা উৎপত্তিস্থানমোষ্ঠমুক্তা। দন্ত্য-কার্যার্থং দন্ত্যমধ্যোহপি তথধ্বননসা ব ইতি ভিন্নপদে পঠিতবান্। যথা সংবৃদ্ধতি ইত্যাদৌ বকারস্ত ওষ্ঠস্থং উদ্র দন্ত্যস্থং অন্তঃস্বর্ণস্ত মকারো ন জ্ঞাৎ। বৈদিকান্ত অতোৎ-পত্তিস্থানং দন্ত্য এবোক্ত্যাহঃ। অতএব তদ্বিকোঃ পরমং পদং ইত্যাদৌ তথৈবোচ্চার্যন্তি ॥”

বীজবর্ণাভিধানতন্ত্রে, ক্রত্বয়ামলের মন্ত্রকোষে ও অজ্ঞাত তন্ত্রশাস্ত্রে ‘ব’ বর্ণের যে কয়টা পর্যায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

“বো বাণো বাক্ষণী পুন্না বরুণো দেবসংজ্ঞকঃ।

তোরাং লান্তস্ত বামাংশঃ ॥” (বীজবর্ণাভিধান)

“বকারো বরুণো বাণঃ বেদনঃ খড়্গীশ্বরো জিবঃ ॥”

(ক্রত্বয়ামলে মন্ত্রকোষ)

“বো বাণো বাক্ষণী পুন্না বরুণা দেবসংজ্ঞকঃ।

খড়্গীশো আলিনীষকঃ কলসধ্বনিবাচকঃ।

উৎকারীশস্ত নাবীতো বজ্রা দ্বিক সাগরঃ গুচিঃ।

জিহ্বাতুঃ শব্দরঃ শ্রেষ্ঠো বিশেষো বমসাদনম্ ॥” (নানা তন্ত্রশাস্ত্র)

এই বর্ণ পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিবিধ ও ত্রিশক্তি সমন্বিত, চতুর্কর্ণ-কলমাতা ও সর্কসিদ্ধিপ্রদ। দিব আদ্যাশক্তিকে ইহার ব্রহ্মপ নির্দেশ করিয়াছিলেন—

“বকারঃ চক্কাপাদি সুণ্ডলী মোক্ষমহারম্।

পঞ্চপ্রাণময়ঃ বর্ণঃ ত্রিশক্তিসম্বিতঃ সদা ॥

ত্রিবিধসম্বিতঃ বর্ণমাত্তাদিত্ত্বসংযুক্তম্।

পঞ্চদেবময়ঃ বর্ণঃ শীতবিদ্যারতাক্ষরী ॥

চতুর্কর্ণপ্রদঃ বর্ণঃ সর্কসিদ্ধিপ্রদারকম্।

ত্রিশক্তিসম্বিতঃ দেবি ত্রিবিধসম্বিতঃ সদা ॥” (কামদেহু তন্ত্র)

মহাশক্তিসম্পন্ন এই বর্ণের ধ্যানযোগালীও তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে; যথা—

“হৃদপুংস্প্রোভাং দেবীং বিদুজাং পঞ্চলক্ষণাম্।

গুরুমালাধরধরাং রত্নহারোজ্জ্বলাং পরাম্ ॥

সাধকাতীষ্টবাং সিদ্ধাং সিদ্ধিবাং সিদ্ধসেবিতাম্।

এবং ধ্যান্য বকারঃ তু তন্ত্রত্রয় মনসা জপেৎ ॥” (বর্ণোক্তারতন্ত্র)

বঙ্গীয় বর্ণমালার লিখিত ‘ব’ অক্ষরের লিখন-প্রণালী—

“কোণত্রয়যুতা রেখা ত্রিকবিভূতশাখিকী।

মার্যাক্ষিকঃ পরা নিত্যা ধ্যানমন্ত্ৰ প্রচক্রেতে ॥” (বর্ণোক্তারতন্ত্র)

সাধারণতঃ যে প্রণালীতে বাজালা বর্ণমালার ‘ব’ অক্ষর লিখিত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে উক্ত তন্ত্রবর্ণেরই অন্তর্গত। প্রথমে উর্দ্ধ হইতে বামভাগে কোণাকারে একটা রেখা টানিয়া পরে তাহাকে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে নিরমার্গে নামাইয়া আনিতে হইবে। যখন নিম্নাভিমুখী এই দক্ষিণরেখা উর্দ্ধরেখার আরম্ভস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিবে, তখন উহাকে পুনরায় লম্বভাবে উর্দ্ধদিকে তুলিয়া ঐ আরম্ভস্থানবিন্দুতে সংযুক্ত করিবে। এইরূপে বামাগ্রচূড় একটা উর্দ্ধায়ত ত্রিকূল অঙ্কিত হইলে তাহার উর্দ্ধকোণে সোলাসুজি ভাবে একটা সরল রেখা টানিয়া লইবে।

ব (অব্য) ইব অর্থবোধক। এইরূপ।

“ভাষুলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ।

নারিকেলাসবং যোধ্যাঃ শাশ্রবং ব বশঃ পপুঃ ॥” (রবু ৪।৪২)

ব (রী) বা ল গমনহিংসরোঃ কঃ। ১ প্রচেতা। (দেবিনী) ২ বরুণবীজ। (তন্ত্র)

ব (পুং) বানমিতি বা ভাবে বঃ। ১ সাধন। বাতি গজ্জাতীতি বাল-গমনে কঃ। ২ বায়ু। ৩ বরুণ। (দেবিনী) ৪ বাহ।

৫ মন্ত্রণ। ৬ কলাপ। ৭ বলবান্। ৮ বসতি। ৯ বরুণালয়।

(শব্দচ) ১০ শার্দূল। ১১ বজ্র। ১২ শালুক। ১৩ বন্দন।

ব [স্] (ত্রি) ব্রহ্মান, ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মকম্ পদার্থ। ব্রহ্ম

শব্দের বিত্যাগ, চতুর্থী ও বঙ্গীর বহুবচনে এইরূপ হইয়া থাকে।

“পুংকাত্ত বো নোখিপি হরিধনং বো।

দনাত্তো নো হবত্তানি বো নঃ ॥” (মুৎতবোধ)

বৈরাগ্যরূপগণ বলেন, পাম্বাক্যাদিতে ইহার প্রয়োগ হয় না।

বংকু (বকু) ইকুনদ। বর্তমানে Oxus নামে পরিচিত।

ইহা মধ্য-এসিয়ার একটা সুবহৎ নদী। এই নদীর অধিকাংশ তাতার-রাজ্যে প্রবাহিত। পামীরের সমুদ্র অধিকায় (অকাং ৩৭°২৭' উঃ ও দ্রাঘি ৭০°৪০' পূঃ) সরীকুল হইতে বাহির হইয়া তুর্কিস্তানকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া বোখারার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও তাতারের সুবিস্তৃত মরুস্থল ভেদ করিয়া ১৩০০ মাইল গিয়া বহাগ্র বিভক্ত হইয়া আরল সাগরে মিলিত হইয়াছে। পুরাবিদগণের বিশ্বাস যে, পূর্বে এই নদী কাস্পীয় সাগরে মিলিত ছিল, তৎপরে গতি পরিবর্তিত হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস যে, এই অক্স (Oxus) বা বংকু নদীর কুলেই আর্য্যজাতির নিবাস ছিল। এই সুপ্রাচীন নদী দিয়াই আর্য্য সভ্যতা সুদূর দূরমোপখণ্ডে প্রসারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো, হেরোদোটাস প্রভৃতির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পূর্বকালে এখানে শকজাতির আধিপত্য ছিল এবং এই নদী ইরাণ ও তুরাণ রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়া ছিল। তুরাণের উত্তরাংশ মৎস্তপুরাণ ও মহাভারতে শাকবীপ নামে অভিহিত হইয়াছে। [শাকবীপ দেখ] মৎস্ত ও মহাভারতে শাকবীপের সীমায় যে ইকু নদীর উল্লেখ আছে, তাহাই বর্তমান অক্স নদী। পুরাণ মতে বংকু নদী জম্বুদীপে প্রবাহিত। পুরাণের অম্ববর্তী হইলে মনে হইবে যে শাকবীপের সীমায় যে অংশ প্রবাহিত, তাহা ইকু এবং জম্বুদীপে যে অংশ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বংকু নামে খ্যাত ছিল।

এই নদীতীরে “বকু” বা “বখম্” জাতির বাস থাকায় ও ইহার বংকু নাম হইয়া থাকিবে। এখানে সূর্য ও অগ্নি উপাসক শকগণের অভ্যাসের পর বিশেষ বোধপ্রভাব ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্ট ৭ম শতকে চীনপরিব্রাজক এই নদী তীরে বহুতর বৌদ্ধ-কীৰ্ত্তি ও অশোক স্তূপের নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছিল। তিনিও এই নদীকে পোংহু বা বকু নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার বর্ণনার অনবতপ্ত (বর্তমান সরীকুল) হ্রদের পূর্বাংশ হইতে গঙ্গা, দক্ষিণ হইতে লিঙ্গ, পশ্চিম হইতে বকু এবং উত্তরাংশ হইতে সীতা নদী বাহির হইয়াছে। চীনপরিব্রাজক এই স্থান দর্শন করিয়া যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বিকু ও

মৎস্তপুরাণের বর্ণনার সম্পূর্ণ মিল আছে। চীনপরিব্রাজক বাহাকে “অনবতপ্ত” হ্রদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই পুরাণে “বিন্দুসর” বলিয়া পরিচিত। [বিন্দুসরঃ দেখ]

বংশ (পুং) বমতি উদগিরতি পুরুষানু বজ্রতে ইতি বা। টু বম উদগিরণে ইতি ধাতোর্ব্বা বন শব্দে ইতি ধাতোবাহুলকাৎ শঃ। যযা, বষ্টি উদ্ভতে ইতি বা বশ কাত্তো অব যজ্ঞ বা। ততো হুম্। ১ পুত্রপোত্রাদি। পণ্যায়—সমুত্তি, গোত্র, জনন, কুল, অভিজ্ঞ, অবর, অববায়, সন্তান, নিধন, জাতি। (জটোথর)

বিজ্ঞা ও জন্মদ্বারা একলক্ষণাক্রান্ত কুলপরম্পরাগত সন্তানই বংশ পদবাচ্য। ভিন্ন ভিন্ন টীকাকার এ বিষয়ে ঐরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন,—“কুলক বিজ্ঞা জন্মদ্বা বা প্রাণিনামেকলক্ষণঃ সন্তানো বংশঃ।” (জয়ামিত্য) ভূত্বতি বলিয়াছেন,—“ধনেন বিজ্ঞা বা খ্যাতস্যাপত্যাদারা বংশঃ।” অর্থাৎ ধন ও বিজ্ঞা-গোরবে প্রসিদ্ধ অপত্যাদারার নামই বংশ। ‘বমতি উদগিরতি পূর্বপুরুষানু বংশনামীতি শঃ।’ (অমরটীকায় ভরত)

“ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চান্নবিষয়া মতিঃ।

তিতীর্ষুর্ভুত্তর মোহাভূড়পেনান্মি সাগরম্ ॥” (রঘু ১১২)

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পূর্বকাল হইতে এখানে অনেকগুলি লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও বীর্য়শালী রাজবংশের আধিপত্য বিস্তার ঘটিয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন বংশীয় রাজসমুত্তিপরিম্পরা বিশেষ বিশেষ সময়ে স্থানবিশেষে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যাশাসন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদিতে পৃথুবংশ, ভরতবংশ প্রভৃতি অনেকগুলি সুপ্রাচীন বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ সর্বপ্রধান। সূর্য্যবংশে মহারাজ মাধ্বাতা, দিলীপ, রঘু ও দশরথাদি শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবিজয় সূর্য্যবংশের প্রসিদ্ধির কারণ। চন্দ্রবংশে বহুশত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভারতীয় মহাযুদ্ধের নায়ক যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব হইতেই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল।

[সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ দেখ।]

এই চন্দ্রবংশের অন্ততম শাখা যজ্ঞবংশে ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ বামব রাজবংশ সমুদ্ভূত। [বামব রাজবংশ দেখ]

তুর্কস্বয় বংশে (তুরার রাজবংশ?) উজ্জয়িনীপতি ক্কারাজ বিক্রমাদিত্য প্রোচ্ছত হইয়াছিলেন।

শকজাতির অভ্যাসে ভারতে শককুবণবংশীয় বৈদেশিক রাজবংশের অধিষ্ঠান হয়। এই বংশীয় রাজগণ ক্রমে হিন্দু ধর্ম্ম-ক্রান্ত হইয়া রাজপুত নামে অভিহিত লাভ করে। তদবধি রাজপুত সমাজে ৮৭ শাখার বিস্তৃত অধিকুলের উৎপত্তি হয়। পরমায়

পরিহার, চৌলুকা ও চাহমান এই চারিটা অধিকুল। ইতিহাসে এই চারি বংশের প্রতিপত্তির বর্ণনা পরিচয় আছে।

খৃষ্টপূর্বাব্দে জৈন ও বৌদ্ধ রাজবংশ ব্যতীত শিশুনাগবংশ, নন্দবংশ, কৌর্যবংশ, বনরাজবংশ, মিত্র, কাথ ও অন্ধ্রবংশ প্রভৃতি বংশের খ্যাতি ভারতগ্রসিত। শকবংশের বিলয় ঘটিলে ভারতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় ঘটে। কলচুরকে পরাজিত করিয়া তৌরমাণ ভারতে হুণবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মালবরাজ বশোবর্ষদেব হুণবংশীয় মিহিরকুলকে বিধ্বস্ত করিয়া উজ্জয়িনী রাজবংশের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তদনন্তর মগধ, বলজী, উজ্জয়িনী স্বাধীন, কনোজ প্রভৃতি জনপদে এক একটা প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর-বংশ, ভোজ ও চন্দেল এবং কনোজের আয়ুধরাজবংশের প্রভাব কাহারও অবিস্মিত নাই। এতদ্বিধ ভারতের নানাহানে বুল্লেলা, জাট এবং নিজামশাহী, কুতবশাহী প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমানজাতি হইতে অনেকগুলি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

উত্তরভারতীয় এই সকল মহাপ্রভাব আয়ুধ রাজবংশের সমকালে বঙ্গালায় শূরবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়ন-বিবরণ বঙ্গবাসী মাঝেরই জানা আছে। তাহার পর এখানে পাল ও সেনরাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া মহম্মদ-ই-বক্তিয়ায় খিলিজি বঙ্গালা জয় করেন।

ভারতে মুসলমান সমাগম হইতে এখানে গজনী, ঘোরী, দাসবংশ, খিলিজিবংশ, ভোগলকবংশ, সৈয়দ, লোদী, সুর ও মোগলবংশ রাজত্ব করেন। তদনন্তর ইংরাজরাজবংশের অভ্যুদয় ঘটয়াছে।

২ পত্র।

“নৃপত্ব বংশঃ স্মৃতিভূতজ্যোতিস্ততো বনঃ ॥”

(ভাগ ৯।২।১৭)

বংশ (পুং) তৃণজাতিবিশেষ। চলিত কথায় বাঁশ বলে। ভূগৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন স্থানীয় জলবায়ুর তারতম্যমুসারে বিভিন্ন প্রকার বাঁশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ বেহার ও হকার ২২ প্রকার বাঁশগাছের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভারত ও মলয়-প্রায়বীপের স্থানে স্থানে প্রায় ১৪ প্রকার বাঁশ দেখা যায়। এই বাঁশের দণ্ড, বাখারি, চটা ও চিরাড়ী কাটিয়া ভারত-বাসী নানারূপ গৃহকাঠে ব্যবহার করিয়া থাকে। একটা লবমান সুপক বংশ খণ্ডাকারে কাটিয়া ঘরের খুঁটী, চালের বাতা, ডাণী প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। বাখারি চিরিয়া আঙ্গুরের বেড়া ও ঘরের চালের পাটা বেড়ান হয়। বাঁশ কাটারি দ্বারা লম্বাভাবে বিখণ্ডিত করিয়া তহপরি উপর্যুপরি আবৃত করিয়া

চওড়া চটা প্রস্তুত করা হয়। উহা ঘরের দেওয়ালরূপে আটকানো তহপরি মুক্তিকা লেপন করিলে পরিষ্কার দেওয়াল হইতে পারে। চিরাড়ীর সন্ধ্যামোটা অহুসারে বুড়ী, কুলা, চাটাই বা ধরমা, ধুতুনী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত মোটা বা সরু গোল দলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিন্, খাঁপী, মাছধরা খুঁটী প্রভৃতি নির্মাণ করা বাইতে পারে।

এই বংশ শ্রেণীর মধ্যে বেউড় বাঁশ (*Bambusa arundinacea*) সর্ববিধে মহুঘোর বিশেষ উপকারী। বিভিন্ন দেশে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—বাঁশ, কাটাঁক, মগর বাঁশ, নল-বাঁশ; বাঙ্গালা—বেহুড় বা বেউড় বাঁশ, বাঁশ; আসাম—রাহ, কোলকতলা; সাঁওতালী—মাট; গারো—বাহ-কাডে; চট্টগ্রাম—বরিয়ালা; পঞ্জাব—মগর, নাল; গুজরাত—বংশ, কোড়প—কলক, পোদই; পক্ষমহল—বংশ; বোম্বাই—মঙ্গলে, মাগুগর; দাক্ষিণাত্য—ভাঁস, ছোট বাঁশ হইলে ভাঁসা ও বড় হইলে বাধু; গোঁড়—কটিবহর; আরব—কাসাব, পারস্ত—মই; তামিল—মনগল, মলগিল; তেলগু—মুলকাপ, কক, বোকা, বেহর, বোঙ্গ-বেহর, পোস্তে-বেদেক, বেঙ্গেমুক, বেঙ্গুর্নি, বেঙ্গু; কনাড়ী—বিহুগু, মব—বা-নাহ; ব্রহ্ম—ব-গাক্যাং, কাক-ংবা; শিঙ্গাহর—কাটুউনা, উনা; চীন—ছুহু, ইংরাজী—Bamboo। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহা উদ্ভিদতত্ত্বের তৃণবিভাগের (*Gramineae*) দণ্ডতৃণ (*Bambuseae*) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত পর্যায়—কীচক; বৃক্শার, কন্দার, বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্কী, যবফল, বেণু, ময়র, তেজল, কিকুশর্কী, রন্ত, তৃণ-কেতুক, কঠালু, কণ্টকী, মহাবল, দৃঢ়গ্রহি, দৃঢ়পত্র, ধনুঃস্রম, ধাতুয়া, দৃঢ়কাণ্ড, কিলানী, পুশ্ণধাতক।

এই বংশতৃণ সাধারণতঃ ৪০।৫০ হাত অর্থাৎ ১০০ হইতে ১৫০ ফিট পর্যন্ত উর্দ্ধে লম্বা উঠিয়া থাকে। ক্ষুদ্রজাতীয় বাঁশবাড় গুলি ৩০ ফিটের প্রায় কম হয় না। ভারত এবং পূর্বভারতীয় জনপদসমূহে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল বাঁশ গাছ দেখা যায়, পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিদগণ তাহাদের আবহবিক গঠন, নৈর্ঘ্যতা, গ্রহি ও পত্রপার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম, উৎপত্তিস্থান, উচ্চতা প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

১ *Bambusa affinis*—মার্ত্তাবানে জন্মে, মাথা কাঁকড়া কাঁকড়া, ১৫ হইতে ২০ ফিট লম্বা হয়। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় থৈকা ও বিশে বলে।

২ *B. Agrestis*—অস্থান চীন, কোচীন চীন ও মলয়-বীপপুঞ্জ। বক্রাকার পঠন, ১ ফুট মোটা ও ১০ ফুট খাড়াই। ভিত্তর কাঁপা নহে।

৩ *Amakussina*—পূর্বভারতীয় বীপপুঞ্জের আশ্রয়না ও মনিপা নামক স্থানে জন্মে। ছোট গাছ, মাথা কাঁপড়া কোপড়া, ঘন জ্বলের আকারে উৎপন্ন হয়। উপরের পাতাগুলি ছলের জায়গায় রূক্ষ। গাইটগুলি খুব বেস বেস হইয়া থাকে।

৪ *B. Apus*—বব্বীপের অন্তর্গত শালক পর্বতের উপরিতাগে এই জাতীয় বীপ জন্মে। গাছগুলি ৬০ হইতে ৭০ ফিট লম্বা ও মাছের উক দেশের জায়গা মোটা হয়। পাতাগুলি বড় বড় ও পূচা।

৫ *B. Aristata*—পূর্বভারতের নানা স্থানে; সুরু ও মঙ্গল গঠন, কিন্তু দণ্ডাকার নহে। এই প্রকার বীপগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর।

৬ *B. Arundinacea*—মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে প্রধানতঃ দেখা যায়। দণ্ডাকার, ৩০ হইতে ৫০ ফিট উচ্চ, ভিতর ততদূর কাঁপা নহে, গাছের আশ্রয় মঙ্গল ও কঠিন এবং দলে পুরু। পাতাগুলি ছোট ও পাতলা পাতলা। গাছগুলি ত্রিশ বৎসরে আটান হইলে ফুল হয়।

৭ *B. Arundo*—ছউড়ী বীপ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে মহাবলেধরের এসিদ্ধ ছড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৮ *B. Aspera*—আশ্রয়না বীপে উৎপত্তি। গাছগুলি ৬০ হইতে ৭০ ফিট লম্বা হয়।

৯ *B. Atra*—আশ্রয়না বীপ, বংশদণ্ড চিকণ ও কৃষ্ণবর্ণ। পাতার ডাঁটার কাঁটার মত গুঁয়া আছে।

১০ *B. baccifera*—চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রামবাসী ইহাকে পণ্ডটু বুলে। দক্ষিণাভ্যে ইহা বিয়া বীপ নামে খ্যাত। ইহাতে আমের মত এক প্রকার ফল হয়। উহার একটা মাত্র বীজ থাকে। এই বীপেই প্রচুর পরিমাণে তবাকার বা বংশলোচন পাওয়া যায়।

১১ *B. Balooa*—পূর্ববঙ্গ আসামের স্থানে স্থানে জন্মে। বাঙ্গালার বালকু বীপ বা খুলি বীপ এবং আসাম ও কাছাড় বিভাগে বেতবা, ভালুকা বীপ নামে পরিচিত। লেপহারা স্নিগ্ধ বলে। এই বীপ ত্রীজাতি বলিয়া গৃহীত।

১২ *B. Bitung*—বব্বীপজাত। পত্র চওড়া ও থলুসে।

১৩ *B. Blumeana*—বব্বীপ। দণ্ডাকার, নবপ্রস্তুত শিশুর হস্তের জায়গা সুরু।

১৪ *B. Brandisii*—ব্রহ্মদেশ ও চট্টগ্রামের ৪ হাজার ফিট উচ্চ পর্যন্ত পর্বতশৃঙ্গে জন্মে। বংশদণ্ড ১২৬ ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়। বণ্ডের পরিধি বা বেড়ার প্রায় ৩০ ইঞ্চি। কচি কচি কচি বা পল্লবাবিহীন লাল ও হালকা মিশ্রিত কটা বর্ণের গুঁয়া দেখা যায়। অভ্যন্তর দেশ কুচিত। এই বীপ

বাঙ্গালার ওড়া, ব্রহ্ম বা বো ও মগধিগের মধ্যে তুণ্ড বা নামে পরিচিত।

১৫ *B. Falconeri*—উত্তর-পশ্চিম হিমালয় শৈলশৃঙ্গে, বিশেষতঃ শিমলা শৈলের পাদমূলে ৫৫০০ ফিট উচ্চ স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। ডাঃ ব্রাউজ ইহাকে বালকু বীপের অনুরূপ প্রেরী বলিয়া অনুমান করেন। ইহার ফুলগুলি প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং আকৃতিগত সাদৃশ্যে কতকটা তল্লা বীপের ফুলের মত। পার্বত্য ভাষায় ছো, কাগ প্রভৃতি নামে খ্যাত।

১৬ *B. Glauca*—ভারতের নানা স্থানে পত্র ১ ইঞ্চির বড় হয় না। প্রস্থেও দুই স্তরের অধিক নহে। গাছ দুই ফিটের অধিক বাড়েনা; কিন্তু ডাল পালার বিজড়িত হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষুদ্র ও উচ্চল বর্ণ অনেক ফুল হয়।

১৭ *B. khasiana*—বশিরা শৈলজাত। ধনজাতি ইহাকে তুমার বীপ বলিয়া থাকে।

১৮ *B. Maxima*—কাষোজ, বাগি, বব প্রভৃতি পূর্বভারতীয় বীপপুঞ্জের অন্তর্গত অনেকগুলি বীপে এই বৃক্ষ জন্মে। ৬০ হইতে ৭০ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। বংশদণ্ডগুলি প্রায় মন্থবাদেহের জায়গা মোটা। ভিতর কাঁপা। উহার গাছ এতাদৃশ পাতলা যে, তাহাতে টেচাড়ি, ছিটাবেড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

১৯ *B. Mitis*—আশ্রয়নার বন মধ্যেও পর্যাপ্ত ভাবে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কোটীন-চীনে ইহার চাস আছে। গাছ ৩০ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। কিন্তু দণ্ডগুলি সাধারণতঃ সুরু হইয়া থাকে। স্থানবিশেষে উহার বেড়ের আয়তন বর্ধিত হইতে দেখা যায়। কখন কখন এক একটা বংশবীজ মাছের পায়ের মত মোটা হয়।

২০ *B. Multiplex*—কোটীন-চীনের উত্তরবিভাগে বেড়ার লাগাইবার জন্য প্রধানতঃ এই বৃক্ষের চাস হইয়া থাকে।

২১ *B. nana*—ব্রহ্ম ও চীনরাজ্যে জন্মে। এই বীপ ক্ষুদ্রাকার, পাতা ছোট ছোট, নীচের দিক সাধা হয়, ঘন করিয়া বেড়ার সরিষিট করিলে বড় সুন্দর দেখায়। চীনবাসীরা ইহাকে কিউ-কা এবং ব্রহ্মবাসীগণ শিলবগিন্ড বুলে।

২২ *B. Nigra*—চীন-সাম্রাজ্যের ইংরাজাধিকৃত কান্টন প্রদেশে এই বীপ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার, দণ্ডগুলি মাছের জায়গা দীর্ঘাকার হইতে না হইতেই কাটিয়া লওয়া হয়। উহাতে ব্যবহারযোগ্য উৎকৃষ্ট বীজ ও বব্বীপের ব্যবহার্য ছাতিয় সুন্দর বীজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেও এই বীপ জন্মে।

২৩ *B. nutans*—নেপাল, সিকিম, বশিরা শৈলমালা,

আসাম, শ্রীহট্ট ও ভোটাণের গ্রামাদির আশ্রয়ে এই বাপ-
কাড় দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিট পর্যন্ত উচ্চ
স্থানে জন্মে। এই গাছ দেখিতে অনেকটা তাল বা শেখের মত,
ভিত্তর কিছু কাঁপা নহে, নিরেট বলিলেও চলে। যেটি বাপ-
গুলির ভিত্তর কিছু কাঁপ হয়, খুব নরম ও ভারসহ। বাঙ্গালার
ইহা নল বাপ, মেপালে মহল বাপ, সেপহা দেশে মহল,
ভূট্টার মিউসিন্জ, আসামে বিহলী ও সুকিমাল এবং শ্রীহট্টে
পিছলে নামে খ্যাত।

২৪ *B. Orientalis*—একমাত্র দক্ষিণভারতেরই উৎপন্ন
হইয়া থাকে।

২৫ *B. Pallida*—পূর্ববঙ্গ ও আসামে জন্মে, ৫০ ফিট
দীর্ঘ হয়। খনিয়ারা ইহাকে উস্কেন এবং কাছাড়ীরা বুর্দাল ও
বখাল বলে।

২৬ *B. Picta*—সিয়াম, কেল্লা, নেমিত্তি ও তরিকটস্থ
অজান্ত বাপে এই বৃক্ষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। দুই ইঞ্চির
অধিক মোটা হয় না। প্রায় ৪ ফিট অন্তর এক একটা গাঁইট
আছে। কাঠ পাতলা, কিন্তু অতিশয় কঠিন। এই কারণে
ইহা সর্বতোভাবে লাঠির উপযোগী হইয়াছে।

২৭ *B. Prava*—আম্বারনার উপকূল দেশে ও অজান্ত
স্থানে ইহার বনমালা দৃষ্ট হয়। ইহার পাতা সাধারণতঃ ১৮
ইঞ্চ লম্বা ও ৩৪ ইঞ্চ চওড়া হইয়া থাকে। উহাতে কাঁটার
জায় গুরা আছে। ঐ বাপ বিক্রয়ার্থ উপকূল ভাগে আনা হয়।

২৮ *B. Polymorpha*—পেগুয়ায় শৈলে এবং মার্তাবান
বিভাগের পর্বত সাহস্রদেশে এই বাপবন দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবাসী
ইহাকে ক্যাথোলা বলে।

২৯ *B. Pubescens*—ইহার দণ্ড ৩০ ফিট দীর্ঘ হয়, কিন্তু
১৪ ইঞ্চ ব্যাসের অধিক মোটা হয় না। কাড় বাঁধিয়া উৎপন্ন
হয় না।

৩০ *B. Spina*—দাক্ষিণাত্যের গজায় ও শুস্কর জেলার
উৎপন্ন হয়, এই বাপ ৮০ ফিট পর্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়।
উড়িয়াবাসীরা ইহাকে কাঁটা বাপ বলে।

৩১ *B. Spinosa*—ভারতের পূর্বাংশজাত প্রসিদ্ধ বংশ-
জাত। হিন্দী—বুয় বা বেহর বাপ; বাঙ্গালা—বেউড় বাপ;
আসাম—কোটে; কাছাড়—কিউট; ব্রহ্ম—বকংবা। বাঙ্গালা,
আসাম ও ব্রহ্মদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মার্তাব প্রেসিডেন্সীর উত্তর-
পূর্বাংশ এবং ভারতের অজান্ত স্থানে কাড় বাঁধিয়া এই গাছ
উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে বুল্লর, গঠন মধ্যমাকৃতির
হইয়া থাকে। কলিকতায় সিকট সহরতলী ও ব্রহ্মারো ৩০
হইতে ৫০ ফিটের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহার কণি এরূপ বিকৃত

ও কঠিন হয় যে, সে বাপ কন প্রবেশ করা হ্রাসাধ্য। পাতা ক্রুর
ও মীচের নিক্ত গুরাকৃৎ। কৈলাস নামে বহীরাভের আশ্রানে
প্রাচীন গাছগুলিতে পুষ্পাঙ্গন হয়। এই বাপ চেরাই করিয়া
গৃহাদি নির্মিত হইয়া থাকে। বঙ্গব্রহ্ম ধারণ কালে এই বাপের
বাঁটি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানের হস্তে দত্ত দিবার বিধি আছে।

৩২ *B. Striata*—চীন দেশে জন্মে। কাড় হয় না।
ইহার দণ্ড সরু, হরিদ্রাবর্ণ, সুচিকণ ও সবুজ ভোলাকাটা, এই
বিভিন্ন গঠন সিঞ্চন ইংলণ্ডের ভেবকোভানের উষ্ণ-মিক্তভনে
(hot-houses) ইহার চাষ হইতেছে। এই গাছ ৩০ ফিট
পর্যন্ত উচ্চ হয়।

৩৩ *B. Striata*—কতকাংশে কাড় বাঁধিয়া থাকে। হিন্-
স্থানে ইহা কাড়-বাপ নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের তেলগ
ভাষার ইহার নাম সন্মনশবেহর। অতিশয় দৃঢ়, নিরেট ও
সরল হওয়ার ইহা বারা বরণার দণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা
পুঞ্জাতি বলিয়া খ্যাত।

৩৪ *B. tabacaria*—আম্বারনা, বব ও মনিপা বাপে প্রচুর
জন্মে। ইহার গায়ে ৩।৪ ফিট অন্তর এক একটা গাঁইট,
প্রায়ই নিরেট। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অপেক্ষা কখনও মোটা হয় না।
এই কারণে ইহার উপর পালিস দিয়া উৎকৃষ্ট বাঁটি প্রস্তুত
হইতেছে। ঐ দেশের বহিরাবয়ক এরূপ কঠিন যে, তরুণের
কুঠারাঘাত করিলে অসিতুলি নিগত হইয়া থাকে।

৩৫ *B. lereae*—বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে প্রধানতঃ
উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩৬ *B. trilda*—বাঙ্গালার সাধারণ বাপ। পেগুপ্রদেশের
জলময় বনভাগেও উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালার তলদা বাপ,
পিকা বাপ, জোবা বা জোরা বাপ; মিটোলা, মাটোলা ও জোবা
বাপ; হিন্দী—পেকা, সাঁওতাল—হাক, কোল—পেগেলিমান;
গারো—বিবি; ময়—মদইবা (মহারো?), ব্রহ্ম—বিইবা,
খোকো প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই বাপ গাছ দীর্ঘ শীঘ্র
বাড়িয়া উঠে। ত্রিশ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রায়
৭০ ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। ইহার দণ্ড ১২ ইঞ্চ
পরিধিবিশিষ্ট মোটা হইয়া থাকে। পাতাগুলি মধ্যমাকৃতি,
কোমল ও শিথিলবিশিষ্ট। গাঁইটগুলি কিছু উঁচু উঁচু, তাহার
চারি পার্শ্বে গুরার একটা চক্র আছে। এই বাপ চিরিয়া কিছু
দিন জলে ভুয়াইলে অতিশয় নরম ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। ইহাতে
করের খুঁটি, বাতা, ও বেড়ার বাঁধার প্রভৃতি এক বকসা, সুতি,
পাখা ও ঠিক প্রভৃতি ব্রহ্ম ইহাতে উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইয়া
থাকে। জোরা বাপ এই প্রকার হইলেও অপেক্ষাকৃত নরম
হয়। তলদা বাপের অপেক্ষা ইহার গ্রহিণী অধিকতর দৃঢ়।

এই বাঁশের কচি কৌড়া অনেকে খায়। গাছ দুই ফিট উর্কে উঠিলে সেই কচি তেউড় কাটিয়া আনে এবং তাহাতে মসলাদি মাখিয়া আচার প্রস্তুত করে। অনেকে বাঁশের কৌড়ার উপর হাঁড়ি চাপা দিয়া রাখে। ক্রমে সেই বংশাঙ্কুর পরিবর্তিত হইয়া হাঁড়ির আকারে পরিণত হয়। তখন উহা দেখিতে ঠিক বাঁধা কপির মত দেখায়। ঐ কৌড় কাটিয়া ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলে খাইতে উত্তম লাগে।

৩৭ *B. Verticillata*—আশ্বিনা বীপে জন্মে। প্রায় ১৫১৬ ফিট উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার পত্র গায় লাগিলে এল্লপ চুলকানি উপস্থিত হয় যে, যে সহজে তাহা নিবারিত হয় না। এই কারণে কেহ সাহস করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পায় না। *Rumphius* এই জাতীয় বৃক্ষকে *Leleba alba* নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৮ *B. Vulgaris*—ভারতের সর্বত্র, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং সিংহল বীপের দক্ষিণ ও মধ্যভাগে জন্মে। আমেরিকার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্থানে স্থানে ইহার চাস হইতেছে। এই বাঁশ দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে ইহার গায়ে সবুজ ভোরা থাকে। বাঙ্গালার ইহা বাসিনী বাঁশ নামে খ্যাত। বোম্বাই—কলক, বংশকলক ও শিলাপুরে উনা নামে পরিচিত। এই বাঁশগুলি সাধারণতঃ ২০ হইতে ৫০ ফিটের অধিক লম্বা হয় না এবং বালকদিগের বাহুমূলের জায় মোটা হইতে দেখা যায়। পাতাগুলি মোটা মোটা শিরায়ুক্ত। বাঁশের গাঁইটগুলির ব্যাস প্রায় ৪ ইঞ্চি। গায়ের দল কিছু পাতলা। বর্ষার সময় গোড়ার জল পাইয়া প্রতিদিন প্রায় ১৮ ইঞ্চি বাড়িতে থাকে। গাছ অনেক পুরাতন হইলে ফুল ধরে। ফুলগুলি দেখিতে অনেকাংশে *B. arundinacea* শ্রেণীর মত; কিন্তু বহিঃপত্রগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও চুচাল। এতদ্ব্যতী *B. Beechyana*, *B. flexuosa*, *B. marginata*, *B. regia*, *B. tuldoidea*, *B. Thouarsii* প্রভৃতি কএকটা শ্রেণীর নাম করা যাইতে পারে। শেষোক্ত শ্রেণী *B. Vulgaris* শ্রেণীর সমন্বীর্ণ বলিয়া কথিত। অপর কয়টা শ্রেণীর বিশেষ কোন বিষয় পাওয়া যায় নাই।

ঐ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বাঁশ-ঝাড়ের পরস্পর পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া উদ্ভিদবিদগণ উহাদের জাতিগত চারিটা থাক (sub-tribe) নির্দেশ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ১ম থাক *Arundinarieae*—ইহার মধ্যে *Arundinaria* শ্রেণীক বৃক্ষই গণ্য হইতে পারে। ২য় থাক *Eubambuseae*—*Bambusa*, *Gigantochloa* ও *Oxytenanthera* শ্রেণী ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৩য় *Dendrocalameae*—*Dendrocalamus*, *Melocalamus*, *Pseudo-*

tostachyum, *Teinostachyum* ও *Cephalostachyum* শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষ সমুদায় ইহার মধ্যে পরিগণিত হয়। এবং ৪র্থ *Melocnaceae*—*Dinochloa*, *Melocanna* ও *Ochlandra* শ্রেণীক বৃক্ষই এই থাকের অন্তর্গত।

উপরোক্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতীয় বাঁশগাছগুলির উপরে একটা কঠিন স্বগাবরণ আছে। তাহার নিয়ে ও ভিতরের কঁক পর্য্যন্ত যে কাঠভাগ থাকে, তাহাকে ‘দল’ বলা যায়। জাতি বিশেষে ঐ দল মোটা বা পাতলা হয়। দলের মাঝে মাঝে এক একটা নিরেট ও কঠিন মোটা গাঁইট থাকে। কোন কোন বাঁশের গাঁইট এত কাছাকাছি হয় যে, ভিতরের দল বা কাঠ নাই বলিলেও চলে। শিলাপুর, চীন প্রভৃতি দেশে এই বাঁশের সুন্দর সুন্দর ছড়ি প্রস্তুত হয়। উহা চীনে বাঁশের লাঠি বা ছড়ি বলিয়া পরিচিত। কোন কোন শ্রেণীর বাঁশ ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কোনগুলি বা ২০ মাসের মধ্যে শাখাসহ পরিবর্তিত হইয়া উঠে। প্রধানতঃ বর্ষা সমাগমেই বাঁশের কলা গজাইতে দেখা যায়। কাপ্তেন রিম্যান ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বর্ষা ঋতুতে বজ্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই বাঁশের কৌড় বাহির হয়। তদনন্তর উত্তরোত্তর বারিপাতে উহা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ কঞ্চি প্রভৃতি দ্বারা বিহ্বতায়তন হইয়া উহা প্রকৃত বাঁশঝাড়ে পরিণত হইয়া থাকে। চীন দেশে ‘চেঁকিয়াং’ নামে এক প্রকার চোকা বাঁশ পাওয়া যায়। উহা গৃহাদি সাজাইতে, অথবা আসবাব প্রস্তুত কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা উৎকৃষ্ট কলম-দানি প্রস্তুত হয়।

বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বাঁশের গোড়াকাটাগুলি স্থানান্তরে পুতিয়া দিলে তথায় নূতন কৌড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থান বিশেষরূপে চসিয়া তথায় ছই বা তিন ফুট লম্বা একটা কাটা গোড়া লম্বভাবে পুতিয়া দেওয়া হয়। ঐ গোড়ার শিকড়-বৃক্ষ গাঁইট (nodes) গুলি হইতে কিছুদিন পরে এক একটা কলা নির্গত হয়, তখন উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া নির্দিষ্ট ভূমিতে পৃথক্ ভাবে রোপণ করিয়া দেয়।

কাটা গোড়া জিন্ন বাঁশের বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন হয়। *Lodicules* ও *palea* সংযুক্ত বীজগুলি গাছ হইতে ভূমিতে পতিত হইবার পর সপ্তাহ মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কখন কখন উহা মূল বৃক্ষে সংলগ্ন থাকিয়াই ছয় ঠেক পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। তখন ঐ কচি কৌড়গুলিকে স্থানান্তরে স্থাপিত করা হয়। ঐ অঙ্কুরিত বীজগুলি বয়স্কাল মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ও সাবধানে সংগ্রহ-পূর্বক রক্ষা করিলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া গাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই গাছগুলি ১০

হইতে ১২ বৎসর অতিক্রম না করিলে স্থপক ও কাউবার উপযুক্ত হয় না।

বীশ গাছ প্রধানতঃ বেরুপ কৌড় লইয়া অঙ্কুরিত হয়, পূর্ণমাত্রায় পরিবর্ধিত হইলেও উহার গোড়ার পরিসর প্রায় একরূপই থাকে। দণ্ডের দৈর্ঘ্যতার বৃদ্ধি সহকারে ব্যাস তেমন হ্রাসতর হয় না। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, কিন্তু উহার দৈর্ঘ্যতার বা আয়তনের বিশেষ কোন ভারতম্য লক্ষিত হয় না, কেবল উহার কাঠ পরিপক হইতে থাকে। নারিকেল, তাল, খর্জুরাদি বৃক্ষের বেরুপ ডালের চিহ্ন দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা যায়, বীশ গাছের গ্রন্থি দৃষ্টে সেরূপ কোন কাল নির্দেশ করা যায় না। উহার পুশ্পোদগম বা বীজাধান দেখিয়া সাধারণে বয়স নির্ণয় করিয়া থাকে। মধ্যভারতের পার্শ্বভা প্রদেশবাসী জাতিরা পার্শ্বভা বীশের বীজাধান দেখিয়া আপনাদের বয়স পর্যন্ত গণনা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বীশের দুই “কাউজ” অর্থাৎ দুইবার বীজাধান দর্শন করে, তাহার বয়স ৬০ বৎসরের কম হয় না।

উপরে বীশের পুশ্পোদগমের বিষয় লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে বীশ গাছে ফুল ধরে। অনেক সময় ৪৪ বৎসর পরে ফুল হইতে দেখা যায়। সময় সময় বীশ গাছের বীজ হইতে চাউল পাওয়া যায়। ঐ চাউল অনেকে খাইয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস, চুর্ভিক বা মহামারী উপস্থিত লইলে সাধারণতঃ বীশ গাছে চাউল জন্মে; কিন্তু বস্ত্ততঃ সে সংস্কার ভিত্তিহীন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের Trans. Agri Horti. Soc of India Vol III p. 139-43 গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঐ সময় নানা স্থানে বীশ গাছে চাউল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তখন কুজাপি চুর্ভিক ছিলনা। ক্ষেত্রাদিতেও অপরিপািত খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সময়ে ক্ষেত্রজ তুল ১ টাকার ১৬ সের এবং বংশজ তুল ১ টাকার ২০ সের বিক্রীত হইয়াছিল। প্রত্যেক বীশ গাছে প্রায় ৪ সের হইতে ২০ সের পর্যন্ত তুল উৎপন্ন হয়। যে গাছ বত বিচ্ছিন্নভাবে ও বত উর্কর ভূমিতে থাকে, তাহাতে ততই অধিক মাত্রায় চাউল পাওয়া যায়। চাউল উৎপন্ন হওয়া শেষ হইলেই গাছটা আপনা আপনি ওকাইয়া আইসে, কিন্তু তাহার গোড়া হইতে পুনরায় কলা বাহির হয় এবং কখন কখন বীজ হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন করা হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষের বীশের কৌড়া ব্যক্তাদিতে রীতিরি অথবা আচার করিয়া যায়। গবাদি জন্তু বীশপাতা খাইতে ভাল বাসে। গোবর এসোয়োগে বীশ পাতা বিশেষ উপকারী। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের উড়িষ্যা-চুর্ভিকে লক্ষ লক্ষ লোক বীশের চাল খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে ধানবাড় ও বেলগাম-জেলাবাসী প্রায় ৫০ হাজার লোক কাণাতার আদিরা বাশের বীজ সঞ্চয়-পূর্বক তাহার তুলে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মালদহ জেলায় ১ টাকার ১৩ সের বীশের চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। ঐ সময় তথায় প্রতি টাকার ১০ সের চাউল ছিল। চুর্ভিকের দ্বারা পড়িয়া লোকে বীশের চাউলে উদর-পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলেও উহা বিশেষ সুখকর নহে। Dr. Bilie বলেন, উহাতে অস্বীর্ণ ও উদরাময় রোগ জন্মে।

বংশদণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত ফাঁকের মধ্যে সময় সময় জল পাওয়া যায়। ঐ জল বিশেষ শৈত্যগুণসম্পন্ন। বায়ুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে ঐ জল পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। বীশের উপকারিতা লব্ধে খনার এইরূপ একটি বচন প্রচলিত আছে,—

“পূবে হাঁস, পশ্চিমে বীশ * * * *।

উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে,

বাড়ী ক’ব্গে ভেড়ের ভেড়ে।”

অর্থাৎ পূর্ব দিকে কুম্ভকল্লার পরিশোধিত হংস বিরাজিত পুষ্করিণী এবং পশ্চিমে বংশবন সমাচ্ছাদিত গৃহবাটিকা গৃহস্থের বিশেষ মঙ্গলপ্রদ।

খাদ্যরূপে ইহার উপযোগিতার বিষয় সাধারণে বিশেষভাবে গৃহীত না হইলেও, গৃহস্থের নানা কাজে ইহার ব্যবহার দেখিয়া লোকে বীশবাড় রন্ধার ও পালনের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। সহরতলীর অন্তর্ভুক্ত খাপ্রেলের ঘরসমূহ এবং তদ্বহিত পল্লীপ্রদেশে উল, গোলপাতা, খড় প্রভৃতি দ্রব্যাদ্বারা নির্মিত যে সকল চালা ঘর দেখা যায়, তৎসমূহাই বীশ, দড়ি, খড় ও কাষার সাহায্যে নির্মিত হইয়া থাকে। এ সকল ঘরের খুঁটী, রোয়া, বাতা, টানা প্রভৃতি সকলই বীশের দ্বারা প্রস্তুত হয়। চামি পার্শ্বের দেওয়ালগুলিতে বীশের টাটী, চেটাই, অথবা ছেঁচা বীশের কাচা বা চাঁচের বেড়া দেওয়া হয়। বীশের সর গোলকাটা প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীর দ্বারা বিনাইয়া ‘চিক্’ প্রস্তুত হয়। ঐ চিক্ দরজা জানালা প্রভৃতির সমুদে আবরকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে একটি গৃহ পরিবারের আবশ্যকীয় আসবাব প্রভৃতি সকল পদার্থই বীশ হইতে নির্মিত হয়। একটি কেরণ পরিবারের গৃহের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহার পরিষ্কৃত চিত্র দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। কেরণগণ সপরিবারে অর্থাৎ ২০০ হইতে ৩০০ পর্যন্ত লোক একত্র একটি বাসস্থানে থাকে। উহা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও চলে। উহার সকলই বংশনির্মিত। বীশের মাচা বা পাটাতন করিয়া তাহাতে শয্যাতল বিনির্মিত হয়। এতদ্বিধ বংশখণ্ডে বসিবার

মোড়া, কেল্লা, ইজিডোর, ছেলের সোলা, টেপরা প্রভৃতি সমস্ত গৃহের নানা আসবাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। জানিকেরা জলাকমির উপর অথবা নদীবক্ষে বাঁশের ছুটির নির্মাণ করিয়া বাস করে। কানে স্থানে নদীপাড়ের উপর অথবা রাস্তার মাঝে মাঝে বাঁশের সেতু দেখা যায়।

যে সকল বাঁশ অমিক কাঁপা অর্থাৎ বাহার ভিতরের কাঁক অত্যন্ত শ্রেণীর কাঁপা বাঁশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, এইরূপ বাঁশ হইতে জলনাগী, জলপাত্র, পানপাত্র, রন্ধনপাত্র প্রভৃতি পার্শ্বীয় উপকরণসমূহ প্রস্তুত হয়। হিমালয়নিখরবাসী অনেক জাতিই এইরূপ বাঁশের পায়ে জল ও চাউল দিয়া অন্ন পাক করিয়া খায়। পার্শ্বীয় জলবাহকেরা মণকের পরিবর্তে ৩ কিটু হইতে ৬ কিটু পর্যন্ত লম্বা কণখণ্ড লইয়া উত্তপ্ত দোহ-শলাকা দ্বারা উপর হইতে তাহার গাইটগুলি ছুটা করিয়া লয়। পরে তাহা জল পূর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপনপূর্বক একখণ্ড হাড়ি দিয়া উহা কপালে বাঁধিয়া রাখে। ইহাতে তাহাদের পরিত্যাগোপক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় এবং ঐ চোলের অভ্যন্তর-স্থিত জল কএকদিন পর্যন্ত থাকিলেও উত্তপ্ত বা নষ্ট হয় না। কৈলাথে জলসংগ্রহের সময় অথবা সেবাহার উপর হইতে কলের জল অস্ত্র লইবার জন্য বাঁশের জলনাগীর ব্যবহার দেখা যায়, এখনও কুবকেরা বাঁশে তৈলপাত্র বা হুড়পাত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিবার হাতা, মাছকাটা ছুরি, সোহনপাত্র, মছান নগু, মই, চুকা, লাটা, আন্না, প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যই বাঁশে প্রস্তুত হয়।

মরিয়া বা জেলেরা ইহাতে নোকার দাঁড়, মাছল এবং মাছ ধরার অত্যন্ত আবশ্যকীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া লয়। আসাম ও পূর্ববঙ্গে জলাকমি ও বিল প্রভৃতি হইতে কৈ মাছ প্রভৃতি ধরিবার জন্য এক প্রকার বড়শি প্রস্তুত হয়। উহা চিরায়ীত দ্বারা গুপক বাঁশের একটা শলাকা দ্বারা। উহার মধ্যস্থলে হাড়ি বাঁধিয়া চুই সুখ নীচু করিলে ইংরাজী ইউ অক্ষরের মত হয়, ঐ চুই হুতাশ্র যুখে একটা কড়ি আটকাইয়া জেলেরা জলে ছাড়িয়া দেয়। মাছ কড়িএর গোড়ে ঐ বড়শি আসিয়া ধরিলেই কংশলাকা পূর্বাধিকার বিকৃত হইয়া পড়ে, এবং কানকুরা মধ্যে সব্বেষে প্রবর্তি হইয়া তাহা কাঁক করিয়া ফেলে, তখন আর মড়িবার শক্তি থাকে না। এতজি হিপি, বড়শা, বড়শার নগু, বটী প্রভৃতি অনেক জিনিস ইহা হইতে সম্রাচর প্রস্তুত হইয়া থাকে। নাগা প্রভৃতি পার্শ্বীয় জাতির বাঁশের কটিন আধরণাণ হইতে ছুরিক ও বড়শা প্রস্তুত করিয়া থাকে। নক হইতে প্রাচীন ককার জন্য তাহার 'পনী' নামে এক প্রকার ছুঁতাল ছুরিকা প্রস্তুত করিয়া প্রাচীন চতুর্দশবর্তী

মনান্তরাল প্রবেশের পথে পথে বিছাইয়া রাখে। উহার একটা শত্রুর অভিমুখে ও দুইটা তাহার বিপরীতে প্রাচীর অভিমুখে থাকে। শত্রুরা আসিয়া অগ্রসরী কাঁটার বিদ্ধ হইলে যেমন পা পটাদিকে টানিয়া লইতে চেষ্টা পায়, অমনি অপর দুইটা কাঁটার গোড়ালী বিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণার অধির হইয়া পড়ে। নাগারা চিড়া প্রস্তুত করিবার জন্য এক প্রকার বাঁশের কল নির্মাণ করিতে জানে। সাঁওতাল কোল, ভীল, নাগা, কুকী প্রভৃতি অসভ্য জাতির এখনও বাঁশের ধনুক লইয়া বেড়ায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্ধ্য-বোদ্ধ বর্ণের ভীল, ধনুক ও ছিল প্রভৃতি বাঁশে নির্মিত হইত। পূর্ববঙ্গে বাঁশের 'পাচড়া' দ্বারার রীতি আছে।

এই সকল ব্যতীত, বংশ উৎকৃষ্ট বাতব্রসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐক্ককের মোহন বাঁশরী এবং লোকপরিপাক্রিত মিশ্রা তানসেনসহ শানাই নামক বাতব্রস বেণু নামক বংশ দ্বারাই নির্মিত। এখানে সর্ব জলা বাঁশে বিভিন্ন প্রকার বাঁশী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মণিপুরবাসী এবং নাগারা এক প্রকার বাঁশের বীণা (Jom's harp) প্রস্তুত করিয়া বাজায়। উহার তার-গুলিও তাহার কাচা বাঁশের উপরের ছাল হইতে সর্ব ও গোল-ভাবে চাচিয়া প্রস্তুত করে। মলয়বাসীর শুক্লোল নামক বাতব্রস আব্রজ মত কুর বা বুর এক একটা গাইটব্রস বাঁশের চোলে নির্মিত। বাজাইবার সময় উহা কতকাংশে জলতরল বাজানার দ্বারা বাজান হয়। উহাতে সুরেরও তারতম্য স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। গোপীব্রস, সেতার ও একতারা প্রভৃতি যন্ত্রের পৃষ্ঠকণ্ডও বাঁশের নির্মিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ভিন্ন বংশদণ্ড হইতে মন্ব্যজগতে আর একটা মহত্বপূর্ণ সাধিত হইতেছে। উহা মন্ব্যসমাজের জ্ঞানোত্তির সৌকর্যসাধক নিষিবিভার অন্ত-তম অঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানবজাতির মনোভাব বা গ্রহাদি লিখিবার জন্য কাগজের আবিষ্কার হইয়াছে। এই বংশ-দণ্ড হইতে সেই কাগজের প্রকারবিশেষ উদ্ভূত হইতেছে। ঐ কাগজ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হওয়ার নিষিবিধায়ে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না, বরং দ্রব্যাদি বোদ্ধ করিয়া রাখিতেই উহার অধিক প্রচলন দেখা যায়।

Indian forester নামক পত্রিকার ৪র্থ ভাগে চীনদেশের বাঁশের কাগজ প্রস্তুত প্রথা প্রস্তুত হইয়াছে। উহা একরূপ সহজ যে সকলেই অনায়াসে সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া কার্য করিতে পারে। বাঁশদণ্ডকে কুকি ও পত্র নির্মূল করিয়া ভিন চারি কিট লম্বা বাঁধি কাটতে হয়। পরে সেই জলি সর্ব সর্ব খোজাকার দ্বাখারিতে পরিণত করিয়া তাহা বাঁধিয়া জলে

চুয়াইয়া বাধা কর্তব্য। পুষ্করিণিতে বা চৌবাচ্চার বাধারীর তাক্কা ভিত্তাইবার সময় একতর ঐক্লপ বাধারী সাজাইয়া তাহার উপর পর্য্যাপ্ত চূণ ছড়াইয়া দিতে হয়, কেন চূণে বাধারিত্তি চাকা পড়ে। এইরূপে উপর্যুপরি বাধারী ও চূণ চৌবাচ্চার সাজাইয়া উপর হইতে আস্তে আস্তে অন্ন অন্ন জল ঢালিতে হয়। ক্রমে তদ্রূপাক্রমে জলরাশি উপরের বাধারিত্তরকে ঢাকিয়া কেলিলে জল দেওয়া বন্ধ করা হয়। এইরূপে চূণ মিশ্রিত জল মধ্যে ৩।৪ মাস কাল নিমজ্জিত থাকিলে বাধারী পচিয়া আইসে। তখন উহাকে তুলিয়া ঢেকিতে বা উদুখলে ছুটিয়া শুঁড় করা করে। অতঃপর সেই শুঁড়াগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কারপূর্ব্বক পুনরায় পরিতৃপ্ত জলে মাখা হইয়া থাকে। কাগজের আরতন বা দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বুলতা অনুসারেই পরিষ্কার জল মাখান নিয়ম। অনন্তর ঐ জলমাখা বংশ-চূর্ণের মাড় চৌকা ছাক্‌নীর স্তার আকারের ছাঁচে ঢালিয়া যথারীতি কাগজ প্রস্তুত করা হয়। কাগজের অনুরূপ ছাঁচে ঐ মাড় সমানভাবে বিস্তৃত হইয়া কাগজের আকার ধারণ করে বটে, কিন্তু তখনও উহা ভিজা থাকে; ঐ ভিজা কাগজ শুকান আবশ্যক। ছাঁচ হইতে ভিজা কাগজ উঠাইয়া প্রথমে ঐষড়্জ একটা দেওয়াল গায়ে তাহাকে শুকাইতে দেওয়া হয়। তদনন্তর পুনরায় আতপতাপে শুকাইয়া লইতে হয়। এই প্রকারে বাঁশের কৌড়া কটকিরি মিশ্রিত জলে পচাইয়া কাগজ করিতে পারিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাগজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বংশ-বস্তির হরিবর্ণ নাপ করিয়া যে কাগজ হয়, তাহা মধ্যম এবং বংশ-চূর্ণ হইতে প্রধানতঃ যে কাগজ হয়, তাহা নিকৃষ্ট বলিতে হইবে। এক জন পাকা কারিগর প্রতি মিনিটে এইরূপে ছয়-খানি কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে।

আমেরিকা ও যুরোপবাসী কাগজব্যবসায়িগণ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বীণপুঞ্জ হইতে সহস্র সহস্র টন “বাঁশের আঁইস” (Bamboo fibre) আনাইয়া উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্রেজিল-বাসী বৈজ্ঞানিকগণ ইহার স্থল তত্ত্বসমূহ রেশম, অথবা পশুরের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রব্রনের উপযোগিতা প্রতিপাদনে সর্বোযোগী হইয়াছেন। Mr. Rontledge ভারতবর্ষে বাঁশের আঁইসে কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা প্রতিপাদন করেন। কিন্তু কচি কৌড় ব্যতীত, অপর পরিপক বাঁশে উহার উপযোগিতা অন্ন দেখিয়া এবং তাহাতে ব্যয় বাহ্য জালিয়া উক্ত প্রত্যয় পরিগৃহীত হয় নাই।

উপরে বংশের সামান্য ভেদভঙ্গণ নিম্নবৃত্ত হইয়াছে। বৈভক মতে এই বাঁশ বিবিধ—সামান্য ও রত্ন-বংশ। রাজনির্ব্বট মতে এই দুই প্রকার বংশের ভগ্ন—কবার, ঐষড়্জ, শীতল, সুকক্ক, প্রবেহ, অর্ণ, শিতলাহ ও অন্ননাশকারী। নতাতরে

অন্নকর। রত্ন-বংশের বিশেষ ভগ্ন এই যে, ইহা বীজন, অর্জী-নাশক, কচা, পাচন, কচ ও শুল্লর।

বংশপুঞ্জ বা বাঁশের কৌড়ের ভগ্ন—কটু, ভিত্ত, অন্ন, কবার, শীতল, শিত্তরক্কাহ-কুজুর ও হটিকর।

“করীয়ে বংশজো রকঃ বাত্পিত্তকঃ কটুঃ।

স কবারো বিবাহী চ রেয়ঃ পাকতঃ কটুঃ।” (রাজনির্ব্বট)

জাষপ্রকাশ মতে, ইহার ভগ্ন—

“বংশঃ সরো হিমাঃ বায়ঃ কবারো বতিপোষকঃ।

হেবনঃ ককপিভ্যঃ কুষ্ঠাভ্যেতপশোবলিঃ।

তৎকরীয়াঃ কটুঃ পাকে রসে রকো শুকঃ সরঃ।

কবারঃ কককৃৎ বাহুর্জিবাহী বাত্পিত্তকঃ।

তদ্ব্যবান্ত সরা রকোঃ কবারঃ কটুপাকিলঃ।

বাত্পিত্তকরা উকো বজ্রমুদ্রাঃ ককাপাঃ।”

অর্থাৎ বাঁশ সারক, শীতবীৰ্য, মধুর ও কবাররস, বতি-পোষক, হেবন এবং কক, শিত্ত, কটু, ত্রণ ও শোধনাশক; বাঁশের কৌড়—কটু, কবার, মধুর রস, কটু, বিপাক, রক, শুক, সারক, বিবাহী এবং কক, বায়ু ও শিত্তবর্ধক; বেগুন-নাশক, রক, কবার রস, কটু, বিপাক, বায়ু ও শিত্তবর্ধক, উকবীৰ্য, মূত্ররোধক ও ককনাশক।

নল, নর প্রভৃতি ভূপরিবেশেও বৈজ্ঞানিক বীমালাহ বংশ-জাতীর বনিয়া বর্ণিত। প্রাচীন বৈভক শাস্ত্রেও ইহা ভূপজাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত এবং বস্ত্র তাহাে আলোচিত হইয়াছে।

[নল ও সার, নক দেখ।]

বাঁশের পাতা ও কচি কৌড় লিভ করিয়া তাহার কাথ সেবন করাইলে গ্রীলোকের রক্তোনির্ম্ম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ও চীনরাজ্যের স্থানে স্থানে প্রসূতির পর প্রসূতিক ঐ কাথ খাইতে দেখ। তাহাতে রীতিমত রক্তজাব হইয়া অল্পাধু পরিষ্কার হইয়া থাকে। হস্তপদ তরু হইলে বাড় বাঁধিবার জন্য বাঁশের বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। স্থানস্থানে বাঁশ বিখ্যাত ও উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া লইলে অথবা বংশপাতারক লইয়া জরহাসে মূঢ়রূপে বীমিলে বাঁড়ের কাষ্ঠ হয়। ভরপদের হিরাগ্রে বাঁশের চৌহ পুঁরিয়া দিলে অথবা পায়লভি ছেদনের পর বাঁশের গাইট সেই স্থানে আবদ্ধ করিলে উহা সন্ধিস্থানের কাষ্ঠ করে।

২ পুহের উর্জকাঠ। অক্ষকাঠ।

“বংশঃ পৃষ্ঠাধি, গেহোজ্জকাঠে বোণী-পশে কুলে।”

(৭।৩৩ রত্নটীকার বহিঃসংস্কৃত কোষঃ)

৩ পূর্জাবর। শিঠের কাঠ।

“বহিঃশিঠিঃশিঠাবরকঃ-

শূণঃ কচা হোমনবৈঃ শিনকঃ।” (অঙ্গ ১১।১০।৩৩)

৪ বর্ণ।

“উৎপাদিতঃ সংযতিঃপূর্ব্বঃ

সানীকৃতঃ ভবনকংপটকঃ ॥” (বু ৭।৩২)

৫ বাতভাওবিশেষ। চলিত বানী।

“ন কীটকবীকৃতপূর্ণরূপে: কুজভিরাপাদিতকশকৃত্যং।

ওপ্রাং কুজেশ্ব বণ: সমুচ্চৈকদীয়ামানং বনদেবতাতি: ॥”

(বু ২।১২)

[বানী শব্দে বানীর বিবরণ দেখ।]

৬ ইকু। (রাজনি) ৭ সর্জ নামক সালবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

(জী) ৮ প্রাধাগর্ভসমুত অঙ্গরোবিশেষ। (ভারত ২।৬৫।৪৬)

বংশ (পুং) ১ বংশমধ্যোক্তভাগ। (বু সং ৫০।৩) ২ বৃক্ষসামগ্রী

পরম্পরা বা সমূহ (বংশধরাদি)। ৩ জনসংখ্যা। ৪ অতিথি।

৫ লবমান ভেদ = ১০ হস্ত। ৬ গ্রহবিদ্যুত হস্তপদাদির অস্থি।

‘বংশ শব্দেন দৈর্ঘ্যং বিবক্ষিতং বাহু চ নলকাবুরু জ্ঞেয়
চেতাষ্টবংশকা:। নলকাবল্ল্যাবিতি।’ (রাম্য ৫।৩২।৪৪ তীর্থ)

৬ বিকু। ৭ বংশলোচন।

বংশস্থি (পুং) বংশব্রাহ্মণবর্ণিত আচার্য্য ঋষিভেদ।

বংশক (স্ত্রী) বংশ ইব কায়ভীতি কৈ-ক:। ১ অঙ্কুর।

(হারাবলী) বংশ ইব প্রতিকৃতি: (ইবে প্রতিকৃতো)। পা

৫।৩৯৬) ইতি কনু। ২ মস্তক বিশেষ। চলিত বাঁশপাতা

মাছ। (শকমালা) ৩ ইকু ভেদ। ইহা বাঁশাই বা পামশাঁড়া

আক বলিরা পরিচিত। ইহার গুণ—শীতল, মধুর, মিষ্ট, পুষ্টিকর,

রোগহর, সারক, অবিদাহী, শুক, বৃষা ও সলবণ।

“বংশকবনভিষাক্ষী লঘুদোষত্রয়াপহ:।” (রাজবল্লভ)

আবার হস্তত বলিরাছেন—

“অবিদাহী শুকবৃষা: পৌণ্ড্রকো ভীকৃততথা।

আভ্যাং কুলাগুণ: কিকিং সন্ধারো বংশকো মত: ॥”

(হস্তত ১।৪৫)

হুবা বংশ: (সংজ্ঞায় কনু। পা ৫।৩৮৭) ৪ কুদ বাঁশ।

বংশকজ (স্ত্রী) ককাকককাট।

বংশকঠিন (পুং) বংশ বেণব: কঠিনা বলিলেশে স বংশকঠিন:।

বাঁশবন, বাঁশঝাড়।

বংশকড় (স্ত্রী) ১ আকাশে উড়ন্তীয়মান হস্ত। বৃক্ষ হইতে বায়ু

কর্জক আকাশে নীত পান্থলীকুলা। বংশকুলা। চলিত

বুড়ির হুতা।

“বৃদ্ধব্রহ্মকমিত্যাহরিত্রকুলাং মনীষিণ:।

ত্রীয়াহান: বংশককং বাতকুলং মরুজঙ্ঘন:।” (হারাবলী)

বংশকর (পুং) বংশ করোভীতি ক-অচ্। ১ বংশের কর্ণ

আদি পুরুষ, পূর্ব পুরুষ।

বংশকরা (স্ত্রী) মহেন্দ্রগর্ভতপাদিনি:স্বত নবীভেদ। (মার্ক
পু ৫।৭।২৯) বংশধারাত পাঠ দেখা যায়।

বংশকরা, চট্টগ্রামের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত একটি প্রাচীন

নগর। রামাই বা রামু নামে পরিচিত। টলেমির ভূত্বভাষে

Barakoura শব্দে এই স্থানের বাণিজ্যপ্রভাব উল্লিখিত আছে।

বংশকরীর (পুং) কশাহুর। বাঁশের কোড়। [বংশ দেখ]

বংশকপূর্ণ [রোচনা] (পুং স্ত্রী) বংশত কপূর্ণ:। কপূর্ণ

ইব শোভতে ইতি কচ-ল্য। তত: যজ্ঞীতংপুরুষ:। বংশরোচনা।

(রাজনি) [বংশলোচন দেখ]

বংশকর্ম্মকুণ্ড (ত্রি) ১ ব্রাহ্মীর কাধ্যকারী। ২ বাঁশ কাটিরা

যাহারা বুড়ি, কুলা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। (রামায়ণ ২।৮।৩)

বংশকর্ম্মনু (স্ত্রী) ১ বাঁশের কাজ। ২ বংশশিল্প (বুড়ি)

প্রভৃতি।

বংশকার (পুং) গছক। (বৈয়াকনি)

বংশকীর্ত্তি (ত্রি) বংশস্ত কীর্ত্তি:। বংশের গৌরব, কুলগরিমা।

বংশকূটজা (স্ত্রী) কৃষ্ণকূটজ। (বৈয়াকনি)

বংশকুণ্ড (ত্রি) ১ বংশকারী বা বংশপ্রতিষ্ঠাতা। ২ বাঁশের

কাধ্যকারী।

বংশক্রমাগত (ত্রি) বংশস্ত ক্রম: ইতি বংশক্রম: তেন

আগত:। ১ পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত, বংশাগত। ২ কুলপ্রথা-

প্রেসিদ্ধ। (কামন্দক নীতি ৭।৩১)

বংশক্ষয় (পুং) বংশস্ত ক্ষয়:। বংশনাশ, বংশলোপ।

বংশক্ষীরী (স্ত্রী) বংশস্ত ক্ষীরমিবাত্মা অতীতি অচ্। গোরাদি-

ভ্যাং ভীষ্। বংশরোচনা। (রাজনি)

বংশলুপ্তা (স্ত্রী) পবিত্র তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিলে

বহু পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। (ভারত বনপর্ব)

বংশঘটিকা (স্ত্রী) ক্রীড়া বিশেষ। (দ্রব্য্য ৪।৭।১২)

বংশচরিত্র (স্ত্রী) কশাখ্যান। প্রসিদ্ধ কশাখ্যির ইতিবৃত্ত।

বংশচিন্তক (পুং) বংশধারাত্তিজ। যিনি বাঁশ বংশপরিচয়-

দানে সম্যক অভিজ্ঞ।

বংশচ্ছেতু (পুং) ১ বংশচ্ছেদক। ২ ব্রাহ্মী। ৩ বাহা হইতে

বংশধারার ছেদ পড়ে। রাজবংশাখ্যির শেষ নরপতি, বাহা

হইতে বংশের গৌরব ও পৰ্য্যায় লোপ ঘটয়াছে।

বংশজ (পুং) কশাঙ্জায়তে ইতি জন-জ:। ১ বেণুধব। (ত্রি)

কশাং সন্ধাশাঙ্জায়তে ইতি জন-জ:। ২ সন্ধাশাঙ্জাত। পৰ্য্যায়—

বীজা, কস্ত। ৩ বেণুংপত্র (জব্যাদি)।

“যন্নিতনিতগুণং যন্ন কশাং বহু মিতানির্কপাম্।

কিং কুর্ত্তরিহিতং বহুং পবে দেবরাজেন ॥”

(আখ্যাসংগতী ৪।৯)

৪ বঙ্গীর ভ্রাণ ও কার্যকালতির কুলীনতর প্রণীতেন।

ইহারা কুলীনসন্তান হইলেও পরে কুল হারাইয়া ছিলেন।

৫ পুত্র, তনয়।

বংশজা (স্ত্রী) বংশ জায়তে ইতি জন-ডঃ ততটাপ। ১ বংশ-রোচনা। (শব্দরত্নাবলী)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, ইহা কুহণ, বুধা, বলা, বাহু ও শীতল গুণযুক্ত এবং তৃণা, কাস, জ্বর, শিথ, অশ্র, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, বাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক।

“বংশজা কুহণী বুধা বলা বাহী চ শীতলা।

তৃণাকাসজ্বরবাসকশ্চপিত্তাপ্রকামলাঃ।

হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডু কথারা বাতকৃচ্ছ্রজিৎ ॥”

(ভাবপ্রঃ পূর্বখণ্ড ১ম ভাগ)

২ কষ্টা। ৩ কলিত জ্যোতিষোক্ত ভূমিভেদ।

“পাবকে সোম্যনৈখ্যে ইন্দ্রবায়ুয়ং হরঃ।

জলায়ুত্তরনৈখ্যে পূর্বে চৈত্রাদিনাস্তঃ ॥

বংশজের মহাভূমিদ্ভিত্যবংশকয়করী।

দক্ষপৃষ্ঠগতা যুদ্ধে জয়না নাত্র সংশয়ঃ ॥”

(নরপতিজয়চর্যা স্বরোমর)

বংশতগুল (পুং) বংশজাততগুলঃ। বেণুবব, বাঁশের চাউল।

বংশতৈল (স্ত্রী) অরুণিকা রোগায় তৈলভেদ।

“কটুতৈলমরুণবিষঃ মুত্রে বংশকণ্ঠঃ শৃতম্।” (রসংরং)

বংশদলা (স্ত্রী) জীৱিকা নামক তৃণবিশেষ। বাঁশপাতা দ্বাৰ।

[বংশপত্নী দেখ]

বংশদা (স্ত্রী) পুরুষপত্নীভেদ। (নৃসিংহ ২৮১০)

বংশদূর্ব। (স্ত্রী) ১ কটকী। ২ শতপর্কী নামক দূর্বভেদ।

৩ কিংগক। (রাশনিং)

বংশধর (ত্রি) বংশ ধরতীতি ধৃ-অচ্। ১ বাঁশধারিমাত্র।

২ কংশমধ্যপারক্ষাকারী। ৩ পুত্রপাত্রাদি। ৪ বিভিন্ন

মতাবলম্বী সম্প্রদায় ভেদ।

“একৈকভাবভেদাৎ রাজস্বর্গমর্কমুদম্।

ভোক্ত্যভেদে বংশধরৈর্মহী মন্তরঃ পরম্ ॥” (ভাগঃ ৪১৮১০১)

“যেবাং বংশধরৈঃ বতপ্রযুক্তৈঃ সম্প্রদায়ভেদৈঃ কুলা মহী মন্তরঃ অতঃপরক ভোক্ত্যভেদে অবিত্তাকামকর্ণভোয়ানি রক্ষিত্যতঃ” (বাৰী)

৫ সহ্যদ্রিবিপতি রাজভেদ। (সহ্যঃ ৩৩৩৫)

বংশধরমিত্রা, একজন প্রসিদ্ধ নৈরায়িক। ইনি জায়তশ-পরীক্ষা, যোগকৃতিবিচার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বংশধাত্ত (স্ত্রী) বংশত ধাত্তম্। বেণুবব। দেশভেদে ইহা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। (রাশনিং)

বংশধারা (স্ত্রী) ১ মহেন্দ্রপার্বতিনুত নদীভেদ। এই নদী মধ্য প্রদেশের কালহস্তী জেলার গোবীণগড় জমিদারীর মধ্য হইতে উৎকৃত হইয়াছে। অক্ষা° ১১° ৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩২' পূঃ। ইহা দক্ষিণপূর্বাভিমুখে বিশাখপাটন জেলার মধ্য দিয়া কিমেড়ী বিভাগের বটলি নগর সরিকটে গঙ্গা জেলার প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে পুনরায় দক্ষিণপূর্বে গতিতে প্রবাহিত হইয়া কলিঙ্গপত্তনের নিকট বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই নদী ১৭০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার প্রায় অর্দ্ধাংশে নৌকাযোগে পণ্যস্রব্য লইয়া যাওয়া যায়।

২ কুলপকৃতি। ৩ বংশবলী।

বংশধারিন্ (ত্রি) বংশ ধরতীতি ধৃ-গিনি। বংশরক্ষাকারী। বংশধর।

বংশধার্তিন্ (পুং) ১ গৃহনর্ভক। তাঁড়। বাঁহারা বংশধ-ক্রমে কোন এক প্রসিদ্ধ রাজবংশে অথবা দেবালয়ে নর্তকের কার্য করিয়া আসিতেছে। (শুক্রবহুঃ ৩০।২১)

বংশনাড়িকা (স্ত্রী) বংশ এব নাড়িকা যত্র। ১ বংশনাঙ্গী। বংশনির্মিত নল। ২ বাঁঙ্গী।

বংশনাথ (পুং) বংশের প্রধান বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

(রামাঃ ৪।২৯।২৬)

বংশনালিকা (স্ত্রী) বংশনালোহন্ত্যতা ইতি বংশনাল-ঠন-টাপ্। বঙ্গী। (শব্দরত্না)

বংশনাশ (স্ত্রী) বংশত নাশঃ করঃ। বংশ-নশ-বঞ্। ১ বংশ-লোপ। ২ কলিতজ্যোতিষোক্ত যোগভেদ। গ্রহগণের যে সমাবেশভেদে মাহুদের অচিরে মৃত্যু ঘটয়া থাকে, তাহাকে বংশনাশ-যোগ বলা যায়। যদি জন্মকালে রবি, শনি ও রাহু একগুহে থাকে, তাহা হইলে সেই মাহুদের বংশনাশ হইয়া থাকে।

“রবিণা সহিতো মল্লো রাহুযুক্তো তবেবমি।

বংশনাশকরো যোগঃ কথিতো মুনিপুঙ্খৈঃ ॥” (কলিতজ্যো)

যনার বচনে আরও এককটা নাশযোগ বিবৃত আছে।

জ্যোতির্বিদগণ সহজেই তাহার অর্থ দৃষ্টকর করিতে সমর্থ হইবেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

“শগনে রোহিত শশিনুত দায়, তার কারা শৃগালে ধায়। ১

সাতে কুজা থাকে যবে, বাঁশের আগে ওকার তবে ॥ ২

বাঁশে পুত্র দেখে লগ্ন, তাহার কুটি না কর তগ্ন।

যবে হর তাহার দশা, তাহার জীবন না কর আশা ॥ ৩

বাঁশে পুত্র এক ঘরে থাকে, চৌর হইয়া তার সৌর না রাখে।

লগ্নে কুজা থাকে যবে, চক্রে কুজী হয় তবে।

কুজাকুজী কিসের কাজ, কুশাগুণি পড়ুক বাজ।

চান্দ লর না দেখে ততাত্তে, তাহার কুঠে পোকার গৃহে।

চান্দে শুক দেখে এক সন্ধ্যা, কুড়ে জীরা অতি বড় রল।
 ইহা ছাড়া সাতে পায়, সে নয় গজকন্ডে বার।
 হই কুলা মাখন পা, তাহার কুঠি ছেদা বোগা।
 কাকে পুগালে যায় তাকে, সাতে ইজ না তার রাখে ॥ ৪
 মকরে কুলা খল সন্ধ্যা, নিত্য জীড়ার বার রলে।
 ইষ্ট কুঠিবে করার ফোগ, সোম কুঠি নৃপতি বোগ।
 সাতে শনি লগে পাগ, পীড়ে জননী মরে বাপ ॥ ৫
 রাশি লগ সাগরে বান্দ, জলে বসিরা পাতিল কান্দ।
 লগে থাকে আকা বাকা, অগ্নি জলে করিবা শকা।
 বার মজল সাতে মেখে, মেখেব নাগে পাড়ে তাকে ॥ ৬
 যবে তুতে না দেখে সাতে, কি করিবে বাপে পুতে।
 লগে কুলা লগে হুজা, লগে থাকে তাহতহুজা।
 বাকা মিঠে শুকা চার, অষ্টদিনে বমবরে বার ॥ ৭
 চাইর সাগরে রাহুর মেলা, তবে কুঠি না কর হেলা।
 আছুক যোগে পায় সিদ্ধি, আপন কালে মিলার মিধি।
 চাইর সাগর রাহুর মেলা, তবে কুঠি ছাড়া তোলা।
 লগনে চান্দ হুরগুরুত, অবস্ত হর নৃপতি সমতা।
 কুজার বরে খোঁড়ার বাসা, গোত্র কুঠিবে নাহিক আশা ॥ ৮
 কুজা খোঁড়া থাকে সন্ধ্যা, এক কাল না আর রকে।
 জীবা যবে নিজ মরে, রাজপাশে অবস্ত বরে।
 রাজতোগে যায় কাল, তাই কুঠিবে অগ্নে উজ্জ্বাল।
 কোণে চান্দ সাগরে লগন, সকল রিষ্ট করেন ভগন ॥ ৯
 জীরা কুজা থাকে যবে, রাজা সম হর তবে।
 জীরা কুজা দেখে এক সন্ধ্যা, দেখে কুঠি করিব রকে।
 সন্ধ্যা পরিহারি থাকে সাতে, সকল কাল বার তাতে পুতে।
 এক পাশে অপার পায়, পাশগ্রহ যবে চান্দে পায়।
 চান্দে সাতে থাকে পাগ, পীড়ে জননী মরে বাপ ॥ ১০
 চাইর সাগরে লগন চান্দ * সাগরে তবে পাতিল কান্দ ॥ ১০
 * কুজা খোঁড়া না দেখে যবে, পানির ভিতর ডুবার তবে ॥ ১১
 তুতে না দেখে লগন সাতে, অবস্ত মরে জলাঘাতে ॥ ১২
 সন্ধ্যা থাকে সৌরি, হুইপতী উমাগৌরী।
 এক পতিনী মরে যবে, তিন পতিনী হইবে তবে ॥ ১৩
 শেবে কর্কটে থাকে জীরা, যবে থাকে লজী বসিরা।
 গজা-সাগর পুছে বাত, অবস্ত দেখে জগদাথ।
 বিস্তর গ্রহ দেখে মেলা, তার কুঠি না করি হেলা।
 ধন ভাত তাহা হইতে সিদ্ধি, অবস্ত কালে মিলার মিধি।

সরে যদি খোঁড়া যায়, শতকুলে রাজ পায়।
 খোঁড়া বহি দেখে সাতে, রাজহরত হর তাতে।
 তিন পাগ থাকে এক ঠাই, কর্ষ বরে যবে মজল পাই।
 শুভ গ্রহে দেখে পাগ, তারে না দেখে তাহার বাপ ॥ ১৪
 খোঁড়ার কাছে বোড়ার বাসা, ধন পুত্র তাতে করিব আশা।
 শুকা থাকে ধন বিনাশ, রাহ থাকে বৈরি নাশ ॥ ১৫
 খোঁড়ার বরে বোড়ার মিলন †, গলার দড়ি অবস্ত মরণ ॥ ১৬
 বংশনত্রে (রী) বংশন্তেব নেত্রাশ্রিত। ইক্ষুশূল। (রাজনি°)
 আকের চক্ষু।

বংশপত্র (পুং) বংশত পত্রাণিব পত্রাশ্রিত। ১ নল। বংশত
 পত্রম্। (রী) ২ বংশল, বাঁশের পাতা। ৩ হরিতাল তেন্দ।
 ইহা সর্কজ্রেষ্ঠ হরিতাল বলিরা কথিত। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে
 লিখিত আছে যে, বংশপত্রাখ্য নামক হরিতাল কুয়াণ্ড সলিলে
 ও চুণের জলে তিনবার বা সাতবার নিক্ষেপপূর্বক শোধন
 করিয়া লইবে, পরে সেই শোধিত তালক তণ্ডুলাকারে চূর্ণ করিয়া
 শরাবে স্থাপনপূর্বক জ্বাল দিবে। পরে পাত্র ঈতল হইলে
 মাণিক্যাত রস উঠাইয়া লইতে হয়।

“তালকং বংশপত্রাখ্যং কুয়াণ্ডসলিলে ক্রিপেৎ।

সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দ্ব্যধ্যেন চ বা পুনঃ ॥

শোধয়িতা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েত্তণ্ডুলাকৃতি।

ততঃ শরাবকে পাত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিন্নক্ ॥

বদরীপত্রকঙ্কম সন্ধিলেপক কারয়েৎ।

অরুণাতমধঃপাত্রে তাবচ্ছালা প্রদীরতে ॥

বাঙ্গলীভং সমুদ্ভূত মাণিক্যাতো তবৈদ্রসঃ ॥”

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

ইহার বিভিন্ন শোধনপ্রণালী, শুণ ও অপরাপর বিকর হরি-
 তাল শব্দে দ্রষ্টব্য।

৪ ছন্দোভেদ। সাধারণতঃ বংশপত্রপতিত ছন্দ বলিরা
 উক্ত হইরা থাকে।

বংশপত্রক (রী) বংশপত্রমেব বার্থে কন্। ১ হরিতাল। (হেম)
 (পুং) বংশত পত্রবিবাকৃতিরভেদে ইবার্থে কন্। ২ কুজ
 যন্ত্রবিশেষ (Cynoglossus Lingua) চলিত—লীচ-পাতা
 সাহ। [রংত শব্দ দেখ।]

৩ নল। ৪ বেতবর্ণ ইক্ষুভেদ। (রাজনি°)

বংশপত্রপতিত (রী) কণ্ঠলোমসঃ পান্ডুলোমসঃ।
 শিষ্ট হুনিকশপত্রপতিতঃ জডনজননসঃ। ইহার ১,২,৩,৪,৫
 ১৭ বর্ষ ভক এক জপারম্ভি লু। উদাহরণ—

* যেন কর্কি কুলা মকরে পানর, হইলে কর্কি। কেমন জলের ভিতর।
 শনিদুলা উকতয়ে যেখিনে বংশ, লজর পিতর তারে কুজার কখন।

† জরকালে পরিষক্ট একম বসিলে, শিষ্ট বহি থাকে তাহা আপন তখন
 গলে দড়ি দ্বিবিধক ছোড়িয়াসেত কর, উত্তর যেন এই দ্বিবিধক শিষ্ট

“নৃত্যবংশপত্রপতিভক্ত রজনিকলকঃ।

পত্নী মুকুন্দমৌক্তিকমিবোক্তমরকতগন্ধঃ।

‘এব চ তৎ চকোরনিকরঃ প্রণিবিতি বুদ্ধিতো

বাস্তববেতা চক্রাক্ষিপেরমুত্তমশিবঃ”

কেহ কেহ ইহাকে বংশপত্রচরিত হুন্দ বলিয়া থাকেন।

পণ্ডিত শঙ্কর মতে, ইহার অপর নাম বংশবল। (হুন্দোমজরী)

বংশপত্রিকা (স্ত্রী) ১ বেণুগল, বাঁশের পাতা। ২ বংশপত্রাকার তুল, বাঁশপাতা হাস। [বংশপত্রী দেখ।]

বংশপত্রী (স্ত্রী) বংশপত্র সৌরাসিদ্ধিৎ গ্রীষ্ম। ১ নাকী-হিঙ্গু।

২ তৃণবিশেষ। পর্যায়—বংশদলা, জীরিকা, জীর্ণপত্রিকা।

ইহার গুণ—স্নায়ুধর, শীতল, রুচ্য, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক এবং

পথ্যাদির হৃদয়বিহীন। (রাজনি) তাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে

যে, বংশপত্রী, বেণুগত্রী, পিণ্ডা, হিঙ্গু ও শিরাটিকা এই করটী

পর্যায়ক শব্দ। বংশপত্রী হিঙ্গুপত্রীর তুল্যগুণায়ক, অর্থাৎ

ইহা রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীৰ্য, পাচক, কটুরস এবং জ্বররোগ,

বস্ত্রগত দোষ, বিবক, জ্বর, কফ, গুল্ম ও বায়ুনাশক।

(তাবপ্রণু ১ ভাগ)

বংশপত্রপত্রা (স্ত্রী) সম্ভানসত্ত্বিক্রম। পুত্রপোত্রাদিক্রম।

বংশপাত্রে, সহস্রাবর্ণিত রাজভেদ। (সহা ৩৩১০৬)

বংশপাত্রকারিণী (স্ত্রী) বুদ্ধি চুবড়ী কুলা প্রভৃতি পাত্র যে

রমণী বাঁশ হইতে প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বংশপাত্রা, শিলাদিপরিবর্তিত একজন রাজা।

বংশপাত্ত (পুং) বংশঃ বংশপত্রমিব পীতঃ। গুণ-গুণু। (রাজনি)

বংশপুচ্চা (স্ত্রী) বংশত পুচ্চাবিব পুচ্চাশি বস্তাঃ। সহদেবী লতা।

বংশপুত্রক (স্ত্রী) বংশস্তেব পুত্রকমত। ইক্ষমূল।

বংশপ্রতিষ্ঠানকর (পুং) বংশখ্যাতি বা প্রতিপত্তিবিস্তারকারী।

বংশের আদিপুরুষ।

বংশবীজ (স্ত্রী) বংশত বীজঃ। বেণুবব। বাঁশের চাউল।

বংশব্রাহ্মণ (স্ত্রী) ১ বৈদিক আচার্য্যপন্নরাজভেদ। ২ সাম-

বেদের একখানি ব্রাহ্মণ।

বংশভান্ন (পুং) বাঁশের ভান্ন বা মোট।

বংশভূহ (পুং) ১ বাঁশের ভরণপোষণকারী। ২ বংশস্থ প্রধান ব্যক্তি।

বংশভোজ্য (ত্রি) ১ বাঁশের উপভোজ্য। ২ বংশাত্মক-

প্রাণ্ড। (স্ত্রী) ৩ পৈতৃক রাজ্য। (ভারত বনপর্ক)

বংশায় (ত্রি) বংশ ইহার্থে মরই। বংশনিবৃত্তি।

বংশমর্যাদা (স্ত্রী) বংশত মর্যাদা। ১ বংশপন্নপ্রাপ্ত

গৌরব। কুলক্রমাগত মর্যাদা। ২ রাজবংশ উপাধি বা খেতাব।

বংশমূলক (স্ত্রী) তীর্থভেদ। এই তীর্থে রান করিলে অনেক

পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। (ভারত বনপর্ক)

বংশযব (পুং) বাঁশের চাউল।

বংশরাজ (পুং) বংশানাম রাজা ইতি রাজাহলধিত্যট্।

১ কাড়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট বা সর্ব বৃহৎ বাঁশ। (হরিবংশ) ২ রাজ-

ভেদ। (ললিতবিস্তর)

বংশরোচনা (স্ত্রী) রোচতে ইতি, রুচ-মক্ষাদিহাং লুয়। টাপ।

বংশত রোচনা। বনামখ্যাত বংশপর্ক মধ্যস্থিত যেতবর্ণ

ঐবধিশেষ। সাধারণে বংশলোচন নামে পরিচিত। পর্যায়—

বক্কীরা, বংশলোচনা, তুগাক্কীরা, শুভা, বাংশী, বংশজা, কীরিকা,

তুগা, বক্কীরা, শুভা, বংশকীরী, বৈণবী, বক্সারা, কন্দরী, খেতা,

বংশকপ্পরোচনা, তুলা, রোচনিকা, পিলা, বংশপর্করা, বেণু-

লবণ। ইহার গুণ—রুচক, কষার, মধুর, হিম, বাসকাসর, তাপ-

নাশক, রক্তওজিকারক ও পিত্তোজকপ্রশমনকারী। (রাজনি)

তাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণাবলী বংশজা শব্দে বিবৃত

হইয়াছে। [বংশজা ও বংশলোচন দেখ।]

বংশলক্ষ্মী (স্ত্রী) কুললক্ষ্মী।

বংশলোচনা (স্ত্রী) বংশরোচনা রত লবণ। বাঁশের পর্কমধ্যে

নীলাভ যেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ। চলিত কথায় ইহার নাম

বংশলোচন। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Bamboo Manna

বলে। এই পদার্থ প্রধানতঃ বেহর বাঁশ বা মল বাঁশে

(*Bambusa arundinacea*) জন্মে। ভারতের বিভিন্ন

স্থানে এই ঐবধ প্রবা “তবাশীর” নামে প্রচলিত।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—

বংশলোচন, বংশকপ্পর; বাজালা—বাঁশকপ্পর, বংশলোচন,

আসার—ভুভোরিয়া; আরব ও পারস্য—তবাশীর; মরাঠী—

বংশলোচন, বনশীঠা; গুজর—বাঁশকপ্পর বাঁশ-ত-শীঠা;

তামিল—বক্কপ্পর, তেলগু—বেদকর, তবক্কীরি; মলয়া-

লম—মোলেউর; কনাড়ী—বিরকর, তবক্কীরা; শিলাপুর—

উগা, লুগ, উগাকপ্পর; ব্রহ্ম—বা-হা, বাঠেগা—কিরো বাঠেগসা,

বসন; সংস্কৃত—পর্যায়গুলি বংশলোচনা শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

বাজারে এই প্রবা সাধারণতঃ দুই প্রকার দেখা যায়—

১ কবুদী বা নীলাভ এবং ২ সফেদ বা যেতবর্ণ। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক

ইহার ভেদ গুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

“কবারমধুরা রুচ্য বাতরী বংশলোচনা।

তুগাক্কীরী কব্বাসকাসরী মধুরা হিমাঃ” (রাজবল্লভ)

গুহ ভারত বলিয়া নহে, সুদূর আরব ও গ্রীসবাসী ব্যবসায়

বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বংশক দ্রব্যের গুণ অবগত হইয়া-

ছিলেন। ডাক্তারাইডল, সিমি, লালসানিয়ার, জেফেল দি,

ক্রোর, হার্বোর্ট প্রভৃতি নবীবিগ এই মহাকুল্য দ্রব্যের উল্লেখ

করিয়াছেন। সিমির “Saccharon et Arabia fert sed

landatus India. Ex antem mel in arundinibus Collectum প্রকৃতি পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে তবাসীরের কথা বলিয়া মনে হয়। সালুসিয়ার প্রকৃতি তরু দ্বারা উৎপাদিত হয়। বালি পর্বত বলিয়া অভিপ্রেত করেন, কিন্তু হাথোটে তাহার মীমাংসা করিয়া বলেন, আরব্য বা পারস্ত তবাসীর শব্দ পর্বত-বোধক নহে উহা সংস্কৃত বৃক্ষকীয়া (Bark-milk) শব্দের অপভ্রংশমাত্র।

হিন্দু আয়ুর্বেদে ও মুসলমানগণের হেকিমী শাস্ত্রে তবাসীরের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা শীতল, বলকর, কামোদীপক ও খাসকাসনিবারক, অত্যন্ত ঔষধের সহিত ইহা ক্রোড়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অজীর্ণ, আমাশয় এবং উদরাময় প্রভৃতিতে ইহা আত্মকলপ্রদ। ইহা শিশুসানিবারক ও ককনিঃসারক। বিবম জরে শিশুসান অত্যন্ত বলবতী হইলে বংশলোচনের একটা চূর্ণক প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার কর্শে। ৮ ভাগ বংশলোচন, ১৬ ভাগ শিশু, ৪ ভাগ এলাইচ ও ১ ভাগ দারুচিনি একত্র চূর্ণ করিয়া স্নাত অথবা মধুবোলে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। চূর্ণের মাত্রা ১ হইতে ২ চুপল পর্যন্ত। ককনিঃসারনের নিমিত্ত ৪ হইতে ২০ গ্রেণ পর্যন্ত বংশলোচন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাণ গাছের মধ্যে বিরূপে এই মহত্বপূর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা আত্মক ও ঠিক নির্ধারিত হয় নাই। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে, বাণ বাড়তে বাড়ী নক্ষত্রের জল পড়িলে বংশলোচন উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদবিদগণের ধারণা, বাণ গাছের বর্ষাবসন্তে রস অর্থাৎ পর্বনবাহিত জলাকার তরল পদার্থ (Natural sap) বিকৃত হইয়া এই অমূল্য পদার্থ উৎপাদন করে। যে সকল কচি কোড়ে এই রসাদিকা থাকে, তাহাতে এক প্রকার স্মিট গন্ধ পাত্তা যায়। এই রস পরিপক হইয়া ক্রমে বৃক্ষকীয়ার পরিপক হয়। অধিকন্তু বিভাগীয় ইংরাজ-রাজকর্মচারী Mr. Peppé বলেন, “তিনি একজন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপন্ন করিতে দেখিয়াছেন। এই ব্যক্তি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বংশলোচনকারী এক প্রকার কীটের সমাবেশ হেতু বংশপর্জিত রস লবণাক্ত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে জিহ্বা আকার ধারণ করে। তিনি এক গাছ হইতে এরূপ কতকগুলি পোকা আনিয়া অল্পকাল পর কতকগুলি গাছে ছাড়িয়া দেন। ইহাতেও তিনি সত্যে বংশলোচন প্রাপ্ত হয়। উপস্থাপিত এইরূপে চেষ্টা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও

বিশ্বকণ অর্থ লাভ করেন।” আমার কেহ কেহ বলেন, বাণের পাত্তাগুলির ভিতরবিকে আভাবিক রসসঞ্চয় হেতু সিলিকা-মিশ্রিত অপর একরূপ পদার্থ (Silicious concretions, of an opaline nature) উৎপন্ন হয়, তাহাই তবাসীর নামে খ্যাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধাতুর রাসায়নিক সংযোগে উহার উৎপত্তি, পরীক্ষা জিন্ন তাহা জানিবার উপায় নাই।

গ্রাসগো নগরের রাসায়নাধ্যাপক টি, টমসন বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, ইহার একশত ভাগের মধ্যে ৯০.৫০ অংশ সিলিকা, ১.১০ পটাশ, ০.৯০, পেরক্সাইড অব আয়রন ০.৪০, আলুমিনিয়া ৪.৮৭ জল এবং নাশ—২.২৩ অংশ আছে। বংশলোচন জিন্ন বাণের অপরাপর অংশও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাণের কোড়ের অথবা অগ্রকলার আবরকের অভ্যন্তরে শিকড়ের দ্বারা সজ সজ যে সকল তরু থাকে, তাহা বিমুক্ত। এই শিকড় সহজে ছাড়ানির মধ্যে দিয়া সেবন করান যাইতে পারে। সেবনের পর ধীরে ধীরে নরদেহে বিষের ক্রিয়া চলিতে থাকে। কয়েক মাস পরে এই ব্যক্তি মৃত্যুবরণে পতিত হয়।

বংশবন্ধন (ত্রি) বংশ বংশমানং বন্ধনতি বংশ-বৃদ্ধ-লুট্। ১ বংশ-ভিমানরকারী, বংশগৌরববৃদ্ধিকারী। (রামায়ণ ২।২৩।৪২) ২ সহস্রবর্ষিষ্ঠ রাজভেদ। (সহস্র ৩৩।৯৫)

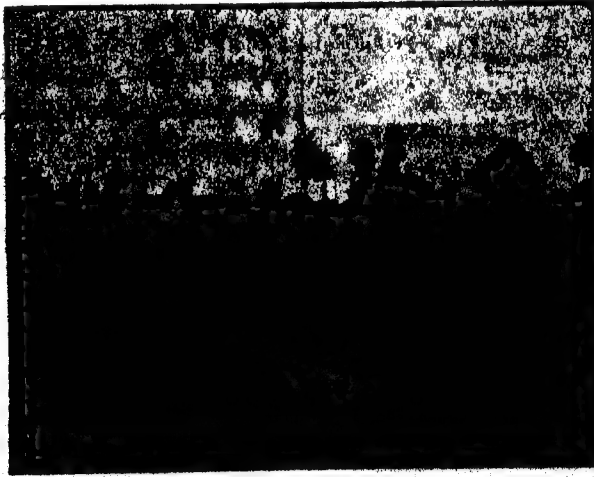
বংশবন্ধিনী (ত্রি) বংশ বন্ধনভীতি বংশ-বৃদ্ধ-গিনি। ১ বংশ-মধ্যাহ্নাপনকারী। “অম ক বংশবন্ধিনী” (ভারত বনপক) ২ বংশলোচনা। (বৈজ্ঞানিক)

বংশবাটী, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। ভাগী-রমীতীরে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২২°৪৫'৪০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৬' ৩৫" পূঃ। লোক সংখ্যা অনুমান ৮০০০ হাজার। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি আছে, বর্তমান বাণবন্দে নামে পরিচিত। মোগল-নবাব শাহজহানের আমলে বাণবাড়িয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ দ্বাব দ্বারা কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। বাণবাড়িয়া রাজবংশের সহিত এই নগরের ইতিহাস জড়িত থাকার নিমিত্তে এই রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

এখানকার রাজবংশের পূর্বপুরুষ দেবাবিত্য দত্ত বঙ্গদেশের রাজা বল্লালসেনের সমসাময়িক ছিলেন। মুরশিদাবাদ জেলার দত্ত-বাটী নামক গ্রামে ইহারের আদি নিবাস। দত্তবংশীর জমিদারদের বাসবাটী থাকার এই গ্রামটির ইঙ্গল নাম হইয়াছে। দেবাবিত্য হইতে চতুর্থ পুরুষ অবন্তি নামক নাথ দত্ত দত্তবাটী পরিভ্রমণ করিয়া বর্তমান জেলার অন্তর্গত জাইবরীতীর পাটুগী নামক স্থানে নগরস্থাপনপূর্বক বাস করেন।

হারকানাতের পৌত্র সহস্রাক দত্ত সন ১৮০০ খ্রিঃ (১৮৭০ খ্রিঃ অঃ) যোগল বামনাহ অকবরের নিকট এক কন্যা প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাহাকে “জমিদার” উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। সহস্রাক জাহানীর স্বরূপ—পরগণা কলকাতাপুর লাভ করেন। সহস্রাকের পুত্র উমর দত্তকে বামনাহ অকবর বংশাবৃত্তক্রমে “সত্যপতি রায়” উপাধি দিয়াছিলেন। সন ১০৩৫ সালে (১৬২৮ খ্রিঃ অঃ) উমরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জহানন্দ সন্ন্যাসী সাহ-জহানের নিকট হইতে “মহম্মদ” উপাধি ও কোটাক্তিয়ার-পুর পরগণার জাহানীর লাভ করেন। জহানন্দ রায় মহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়কে বামনাহ শাহজাহান ১২ হুজি ১০৬৬ হিজরী শকে (১৬৪৯ খ্রিঃ অঃ) “মহম্মদ” ও “চৌধুরী” উপাধি প্রদান করেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে চারিজন মহম্মদ ছিলেন, তন্মধ্যে রায় একজন। এই উপাধির সঙ্গে রায় নিম্নলিখিত ২১টা পরগণার জমিদারী ও বিত্তর নিষ্কর ভূমি উপহার পাইয়াছিলেন—আশা, চন্দা, মামদানিপুর, পাঙ্গনৌর, বোড়ো, কাহানাবাদ, শারোস্তানগর, শাহানগর, রায়পুর, কোতওয়ারি, পাউমান,

খোদালপুর, বকস কদর, পাইকান, আমিরাবাদ, জকলীপুর, হাইহাটী, হাবলী সের, মজারপুর, হাতিকানি, মেলপুর প্রভৃতি। সম্পত্তি শাসনার্থ রায় বাশবেড়িয়ার একটি গ্রাম নিৰ্ধার করেন। নদীগর্ভে পাটুলী গ্রামের অভুলীন হইবার আশঙ্কায় মেলিরা রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর বাশবেড়িয়ার রাজপাট পরিবর্তন করিলেন। তখন উহা একটি গজগ্রাম মাত্র ছিল। রামেশ্বর মানা স্থান হইতে ৩৬০ ঘর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কারক, বৈদ্য এবং বিবিধ আচরণীয় হিন্দুকে এবং শতাব্দিক সমরসুন্দর পাঠানকে আনাটয়া বাশবেড়িয়াতে বাস করাইয়াছিলেন। কানী হইতে পণ্ডিত রামশরণ তর্ক-বাগীশকে আনাটয়া রাজা রামেশ্বর আপন সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই গ্রাম মধ্যে ৪১টা টোল স্থাপন করিয়া এবং কানী ও মিলিলা হইতে অধ্যাপক আনাটয়া ছাত্রদিগের যুতি, সপ্তি, বেদান্ত, ছায়, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিখিবার উপায় করিয়া নিয়াছিলেন। টোলের সমস্ত ব্যয় রাজসংসার হইতে দেওয়া হইত।



বাশবেড়িয়ার রাজবাটী।

বগাঁনিরের অভ্যন্তরে ভরে রাজা রামেশ্বর বাশবেড়িয়ার রাজপ্রাসাদ পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া লন। রামেশ্বরের গড় হইতে এই রাজবাটী ‘গড়বাটী’ নামে খ্যাত হয়। এই পরিখার পরিধি প্রায় এক মাইল। ধর্মকাণ, চাপ, তরবারী ও বর্ষক সঙ্গে লইয়া পলাতিনগ এই গড়ের পাহারার নিযুক্ত থাকিত। আবহুতক সত তথার মাঝে মাঝে করেকটী কামানও রাখা হইয়াছিল। বগাঁরা ত্রিবেণী লুট করিতে আসিলে তথাকার লোক সকল এই গড়ের ভিতরে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। বগাঁরা এই সংবাদ পাইয়া একবার গড়বাটী

অধরোধ করে। রাজা রামেশ্বরের পুত্র রাজা নবুবেদ নৈসর্গে সজ্জিত হইয়া সৈন্যবৃন্দে হারকটাদিগকে পরাস্ত করেন এবং তখন হইতে নিবৃত্তি করিয়া যেন। নবুবেদ পূর্বদিশার অধিকার করিয়া তাহার চতুর্দিকে পুনরায় একটি দুর্গ প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন।

রাজা রামেশ্বর রায় ১০ই সফর ১০৩০ হিজরী খ্রিঃ (১৬২২ খ্রিঃ অঃ) মৃত্যুবরণ করেন। তার নিকট এক কন্যা প্রাপ্ত হন। তাহাকে তাহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রক্রমে “রাজা মহম্মদ” উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

এই সময়ের সঙ্গে বাশাহ তাহাকে পঞ্চ-পাটী (পঞ্চ-

পোষাক) খিলাত দিয়াছিলেন এবং রাজপদবী সম্বন্ধে সহিত রক্ষা করিবার জন্য বাণবেড়িয়া গ্রামে ৪০১ বিঘা জমি জায়গীর এবং কলিকাতা, বালিঙ্গা, হাতিরাগড়, আলোরায়পুর, সেননগল, মাগুরা, ধার্মা, খালোড়, হানপুর, স্থলতানপুর, কুলপুর ও কাউনিয়া মাষক স্বামশ্রী পরগণার জমিদারী দিয়াছিলেন।
উহার একখানি সনদের অন্তর্ভুক্ত নিম্নে দেওয়া গেল :-

“রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় বরাবরেন্দ্র—

মোকাম বাণবেড়িয়া,

পরগণা আর্শা সরকার সাড়গী

পরগণা অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া যে হেতু তুমি রাজাশাসনের সাহায্য করিয়াছ এবং যখন যে কার্য্য তোমাকে ভার দেওয়া গিয়াছে, যে হেতু তুমি যথেষ্ট ব্যয়ের সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়াছ, একত্রে তোমাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্চ পাট্টা খিলাত ও “রাজা মহাশয়” উপাধি দেওয়া হইল। পূর্ববাস্তবত্বে তোমার কণের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই উপাধি ধারণ করিবে, ইহাতে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ১০ সফর ১০২০ হিজরী।”

বাণবেড়িয়ার বাহুবংশধরিত্বও রাজা রামেশ্বর কর্তৃক স্থাপিত। ইহা ইষ্টক নির্মিত এবং তরুণি নানা শিল্পনৈপুণ্য খচিত।



বাহুবংশ মন্দির।

১৬০১ শকাব্দে (১৬৭২ খৃঃ-অঃ) এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐ মন্দিরের পাশ্বে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে এই শ্লোকটি অন্তর্ভুক্ত খোদিত রহিয়াছে—

“মহীযোগাঙ্গীতাং পণিতে শকবৎসরে।

ঐরামেশ্বরমতেন নির্মমে বিষ্ণুমন্দিরম্।”

রাজা রঘুদেবকে নবাব মুরশীদকুলী খাঁ “শূত্রমণি” উপাধি দিয়াছিলেন। রাজ্য আদারে মুরশীদকুলীর কঠোর বন্দোবস্ত বাঙ্গালার ইতিহাসে অস্বিকৃত আছে। কিন্তু মুরশীদের গুণ-গ্রাহিতাও সামান্য ছিল না। ওনা কার, যথাসময়ে রাজ্য উত্তল দিতে না পারায় একজন ব্রাহ্মণ জমিদার নবাব কর্তৃক বৈকুণ্ঠকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইতে আদিষ্ট হন। রাজা রঘুদেব একথা শুনিতে পাইয়া আপনি সেই মেনা শোধ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্ততার মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে “শূত্রমণি” উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তাঁহার নাম “শূত্রমণি রাজা রঘুদেব রায় মহাশয়” হয়।

বক্তব্য: এক সময়ে কি রাজকর্ধ্যো, কি সমরকৌশলে, কি দানধর্মে, কি নীতিনিপুণতার পাট্টলীর মহাশয় বংশ বাঙ্গালার গৌরব স্থান ছিলেন। বিচক্ষণ অকবর, জুরনীতি অরঙ্গজেব, তাঁহাদের ও সঙ্ঘর্ষশোভনাম সাহজহান পাট্টলীবংশকে গরীয়ান রাগকলাপটু করিতে সকলেই মুগ্ধহস্ত ছিলেন। মুরশীদকুলী ও মুরাজম প্রভৃতি সকলেই এই তাত্ত্বিক হিন্দু কারস্ববংশকে স্তনরনে দেখিয়াছিলেন। কুলজী-পত্রিকায় এবং মুসলমান ইতিহাসে পাট্টলীবংশের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। রাজা রঘুদেবের পুত্র রাজা গোবিন্দদেব বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদিগকে একসঙ্গে বিধা ভূমি ব্রহ্মান্তর দান করিয়াছিলেন।

রাজা গোবিন্দদেবের পুত্র রাজা নৃসিংহদেব পিতার মৃত্যুর তিনমাস পরে ১১৪৭ সালে (১৭৪০ খৃঃ অঃ) পৌষমাসে জন্মিষ্ট হন। নবাব আলীবর্দী খাঁ তখন বাঙ্গালা বিহারের সমন্বয়ে সম্রাট। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেকার মাণিকচন্দ্র আলীবর্দীখাঁকে সংবাদ দেন যে, বাণবাড়িয়ার রাজা গোবিন্দদেবের নিঃসন্তান অবস্থার মৃত্যু হইয়াছে। আলীবর্দী খাঁ গোবিন্দদেবের সমুদায় জমিদারী বর্দ্ধমানের জমিদারকে দান করেন। পাচ মাসের শিশু নৃসিংহ দেব শত্রুর কৌশলে নিমেষ মধ্যে বিপুল ধনে বঞ্চিত হইলেন। নৃসিংহদেব বহুতে এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন—“সন ১১৪৭ সালে মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব তারের কাল হয়, সে কালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেকার মাণিকচন্দ্র নবাব আলীবর্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুত্র পুতানের তরবারিলা সনদী জমিদারী আপন খালিকের জমিদারী সানিল করিয়া সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখ

শামাথা দখল করে ও হলদা পরগণা কিসমতের দালদুজারী রাজা রুক্ষচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল, তিনিও ঐ সম কিসমত মজকুস আপন পুত্র শ্রীশঙ্কর রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। যোজে কুলিহাঙা মজকুসি তালুক হুগলী ঢাকলার

সামিল ছিল। পীর খাঁ কোজদার বর্জমানের জমিদারকে দখল দিলেন না, অতএব তালুক মজবপুর আমার দখল আছে। তবে বাজালার কোন জমিদার বা তালুকদারের পর এমত বেআইন সাপি ও বেদায়ত কখন হয় নাই।”



রাজা হুসিং দেব।

এই ঘটনার অনতিকাল পরে বাজালার মুসলমান লিংহা-সন ছিলুগু হয়। যোল বৎসরে সাত জন লম্বা হুসিংদাবাদে নবাবীর জতিনয় করেন। তাহাতে বঙ্গের প্রজা ভীতচকিত ও ভুজিত হইয়া পড়ে। কুমার হুসিংহদেব ঐ সময়ে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের প্রস্তাৱ করিতেছিলেন। ইংরাজসিকারে বাজালার অরাজকতার কথকিত্ব হ্রাস ঘটিল। ওয়ারেন হেস্টিংস বাজালার শাসনকর্ত্তা হইলেন, হুসিংহদেবও তাঁহার শরণ লইলেন। তাহার কল, রাজা হুসিং দেব স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন,—

“সন ১১৮৫ সালে গবনর জনরল শ্রীযুক্ত মেন্স চিট্টম সাহেব ও সাহেবান কোবল হক ইমলাপ মতে তত্ত্বীক তৎকীক করিয়া, আমার মিত্রাব জানিয়া আমার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে বে লকল মহাল বর্জমান জমিদারের দখল হইতে চকিশ পরগণার সামিল হইয়াছিল, সেই মহালাভের জমিদারীতে ইজুক সন ১১৮৬ সাল আমাকে সরকরাজ করিয়াছেন ও কোবল ও কজিট হইতে সনক দিয়াছেন।”

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রবক্ত লর্ড অরুয়ারী হুসিং দেব তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে কোবল নয়গী

পরগণা পুনঃ প্রাপ্ত হন। নুসিংহের ভাঁহার পৈতৃক বিপুল জমিদারীর মধ্যে করেকটী দ্বারা পরগণা লাভ করিয়া লুপ্ত হইতে পারেন নাই। যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসেন, নুসিংহ ভাঁহার নিকট সমুদায় জমিদারী পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহাকে বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টারস্‌দের নিকট আবেদন করিতে বলেন। নুসিংহের বিলাতে আগমনের বিপুল ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থসঞ্চয় করিতে থাকেন। সেট উদ্দেশ্যে কিছুদিন কক্সবাহমে বাস করেন। সেখানে ধর্মিক যোগাযোগবলবী সন্ন্যাসীদের সহিত বিলিমা মিশিয়া ভাঁহার মতি গতি পরিবর্তিত হয়। তিনি এই সময় ভাঁহাদের সাহায্যে যোগনার্গে ননৈঃ ননৈঃ উদ্ভিলাভ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিলাত আগিলে বিপুল কর হইবে, অথচ ভাঁহার ফল অনিশ্চিত। যে অর্থ সঞ্চয় হইয়াছে, তদ্বারা কোনও দায়ী কীর্তি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলে অর্ধের সমান হইবে। এই মনে করিয়া তিনি বটচক্রভেদ প্রণালীতে হংসেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মন্দিরনির্মাণকার্য আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহা দেখ করিয়া বাইতে পারেন নাই। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। নুসিংহের ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ৩২য় বয়সে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রে একখানি প্রস্তর কলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অঙ্কিত আছে :—

“আশাচলেন্দুসম্পূর্ণ নাকে শ্রীমৎ স্বরত্নবা।

রেখে তৎ শ্রীগুরু শ্রীনুসিংহদেবভক্তঃ ॥”

নুসিংহ বেব সংস্কৃত ও কারাণী ভাষায় রুপান্তরিত ছিলেন। চিত্র ও সঙ্গীতবিজ্ঞান তিনি অসাধারণ নিপুণতা লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি উজ্জীপতর বাজনা কবিতার অহবাহ করেন। তিনি ধর্মমিবরক অতি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। কুটৈলাস-নার জয়নারায়ণ বোঝাল তাহা লিখিয়া গিয়াছেন—

“মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি শিখি।

ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥

সত্তরশ শ্লোক নকে পৌষ মাস হবে।

আমার মানস মত বোপ হইল তবে ॥

পুত্রমণি কুলে লজ পাট্টনী নিবাসী।

শ্রীযুক্ত নুসিংহ বেব সার্বভৌম কাশী ॥

• • • • •

সুখ্যা করেন সঙ্গ কবিতা পাভড়া।

তাহারে করেন সার ভক্ততা ধপড়া ॥

সার পুনর্বার সেই পাভড়া লইয়া।

পুত্রে লিখেন তাহা সমস্ত ওবিদ্যা ॥” (জয়নারায়ণের কাশীখণ্ড)

রাজা নুসিংহ দেবের পত্নী রাণী শঙ্করী হুবিয়াত হংসেশ্বরী মন্দির ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরগাত্রে একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে :—

শাকালে রসবন্ধিমৈত্রীগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং

মোক্ষদারচতুর্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং।

ভূপালেন নুসিংহদেবভক্তানারক্য তদাঙ্গাহুগা

তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্মমে ॥

শকাব্দ ১৭৩৬।



হংসেশ্বরী মন্দির।

হংসেশ্বরী মন্দির বাজালার একটি উৎকীর্ণ কীর্তি। নানা দান হইতে বহু যাত্রী এই দেবীমূর্তি দর্শনে আগমন করিয়া থাকে। একটি ত্রিকোণ যন্ত্রের উপরে দেবদেবের শায়িত আছেন। ভাঁহার নাভিকূণ হইতে প্রকটিত পদ্ম উদ্ভিত হইয়াছে, শঙ্করী দেবী মূর্তি হংসেশ্বরী ভাঁহার উপর বিরাজিত আছেন। ইহার গঠনৈপুণ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

যামীর মৃত্যুর পর রাণী শঙ্করী বৈবাহিক কার্য পর্যালোচনায় অতিনিবিষ্ট হন। তিনি সকলকেই সন্তানের জন্ম দেখে করিতেন। প্রজাবর্ণ ভাঁহার নবুয় ব্যবহারে লুপ্ত ছিল। তাহার ‘রাণীমা’র নাম শ্রবণ না করিয়া জনশ্রবণ করিত না। রাণীমাতা সামান্য চালচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। পুত্র কৈলাস দেবের সৌখীনতা ও বিলাসিতা আদৌ দেখিতে পারিতেন না। তাহা বলিয়া

তিনি ব্যয়কৃত ছিলেন না। দারুণত ব্যক্তিদিগকে তিনি বৃদ্ধ-
হস্তে দান করিতেন। পুত্রা পার্শ্ব প্রভৃতিতে বিশেষ দোহ-
বাংরার সময় রাগি বাগলা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলকে নিমন্ত্রণ
করিয়া এক শরা আহার ও এক শরা টাকা বিরা প্রত্যেককে
প্রদান করিতেন।

১২৪৪ সালে অগ্রহারণ মাসে পুত্র কৈলাস দেব পরলোক গত হন। কৈলাস দেবের পুত্র বেবেত্র দেব ১২৫৯ সালে বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন। পৌত্রের মৃত্যুর ছয় মাস পরে রাণী লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। রাণী ঝার সমস্ত জমিদারী মৃত্যুর কিছু পূর্বে এক উইল করিয়া ৬হংসেশ্বরী ঠাকুরাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া যান। নাবালক প্রাণোত্তর রাজা পূর্ণেন্দ্র দেব, সুব্রহ্ম দেব ও ভূপেন্দ্র দেবকে বংশাধিকারিক সেবাইত নিযুক্ত করেন। নাবালকবের মাতা রাণী কালীদেবী উইলে একজি-কিউটার হন। পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ লক্ষা বাবুর পুত্র শ্রীযুত রাজা শ্রীনারায়ণ সিংহের সহিত রাজা কৈলাস দেবের কন্যা কল্যাণেশ্বরীর বিবাহ হয়।

১২৯৭ সালে ৭ই কমিউন কুপেলের মেম্বর মৃত্যু হয়, ১৩০৩
সালের ১১ই শ্রাবণ জ্যোতিষ রাজা পুণ্ড্রকৃষ্ণের ইহলোক পরিত্যাগ
করেন। মর্মান্তিক রকুরে মেম্বর ১৩০৪ সালের ১৬ই চৈত্র মানব-
লীলা সম্বরণ করেন। সন ১৩০৭ সালের ৬ই মাঘ রাণী কীর্ষী-
দেবী এই নম্বর দেখে ত্যাগ করিয়াছেন।

জ্যোতের চারি পুত্র—সাঁঝা সতীন্দ্র দেব, কুমার কিতীন্দ্র দেব, কুমার সুবীন্দ্র দেব ও কুমার রত্নেন্দ্র দেব। যথামের এক পুত্র কুমার বীরেন্দ্র দেব ও কলিষ্ঠের এক পুত্র কুমার কুমারেন্দ্র দেব।

বংশাবিততি (ক্রী) ১ বংশজ্ঞান । ২ বাণবন । ৩ কুগজ-বংশ ।

বংশবিদল (মুঃ) বংশনির্ধারিত বংশাবলিকা, বাণেশ্বর চিহ্নট।

दशविदारिणी (श्री) वंश विदारणतीति वंश-वि-द-गिच्छ-
गिनि । वंशविदारणकारी रमणी ।

বংশবিশুদ্ধ (দ্বি) বংশানি বিস্তৃতানি যত। পশ্চিমবঙ্গ বংশ
বিনিশ্চিত। ২ বিস্তৃত কুলাগত।

वंशविखुर (गं) वंशज विखुरः । जगज्ज वंशधारा । वंशपरम्परा ।
 वंशवृद्धि (झी) वंशज वृद्धिः । १ पुर कलहासिज रुद्र धारा
 वंशज विखुर । २ वंशजवृद्धि ।

বংশবাজনবাস্তু, পুং) বংশনির্ধিত তালবৃক্ষের বাস্তু। বাণেশ
পাখার বাতাস। বৈজ্ঞক উহান গুণ লিখিত আছে। “বংশ-
বাজনহো বাতঃ ককোহো বাতঃকিমঃ।” (রাজঃ ২ পরিঃ)

বংশধর (স্বী) বংশধরদের। ১ বংশধর। (স্বামী)
২ বংশধরদের। স্বামী। স্বামীর চিনি। ইহার
৩য়—চন্দ্র হিতবর, বলা, মনুষ্য ও নর।

वसन्तनाथ (जी) वसन्त नारायण नाटिका । १ वीणाभूषण ।

মতান্তরে বীণা, সেতার প্রভৃতি বাজ যন্ত্রের বংশদণ্ড । বংশ-
নির্মিতা মলাজেতি মধ্যমলোপী সমাস । ২ বংশনির্মিত মলাকা ।

বংশসমীচারণ (পূঃ) বংশস্ত সমীচারণঃ । বংশাখ্যান ।

বংশস্তুতি (কী) জগতীহন্দোভেদ । [বংশহবিল দেখ]

वशन्त (द्वि) वशन्त तिष्ठतीति वशन्-हा-वा । १ वशन्ति ।

২. জন্মোৎসব।

বংশাবলি (স্ত্রী) বাহাদুর পান হানোবিশেষ যথা,—“বংশ
বংশাবলি জাতো জাতোঃ” ইহার ১,৩,৬,৭,১০ ও ১১ বর্গ লম্ব
এবং অর্ধচন্দ্রাকার। উদাহরণ যথা—

॥ विष्णोर्देवः महाविजयः सुखान्तिनः ॥

अनूया ४३ अक्षयव्रागभूविगत्रम् ।

अथान्नमानामनि शान्तानिना

अथात्र गान्धर्वा न हस्तिः पुनाकु वः ॥” (हनुमानचरित)

वंशान्विति (श्री) कथं विति: प्रतिपत्तिरिति । वंशमयादा ।

বংশগ্যাতি । (বঙ্গ ১৮৩০)

वःशहीन (जि) : पूज्यपू. २ आशीषपरिपू.

বংশাগত (ত্রি) ১ পুরুষপরম্পরাগত। ২ বংশক্রমাগত।

বংশাণ্ড (কৌ) বংশত অগ্রম্ । প্রথমজাতবাহু । বংশাঙ্গু ।

বাণেশ্বর কোড় । (ব্রাহ্মনি°)

বংশাকুর (পুং) বংশত অধুঃ । বংশকরী, বাণের কোড়া ।

(হলাবুধ) পর্যায়—কশাগ্র, যবকলাভূর। ইহা কট, তিভু,
অন্ন, কবার, লবু ও শীতল এবং কটিকর ও পিত্তাক্ত-নাশকদ্রব্য।

दशभानूकीर्तन (श्री) वाचस्पती कथन । राजवशपत्न्यपरात्र
परिचय अष्टाव ।

वंशानुक्रम (नं०) वंशतः अनुक्रमः । वंशपरम्परा ।

বংশানুক্রমে (অথ) পুত্রপৌত্রাদি অন্তর্গত।

বংশাঙ্কণ (ত্রি) ১ কাশ্মীর-ভাষা। ২ উন্নয়ন-মধ্য বঙ্গদেশ-
অঙ্গুগত। (বৃহৎ ৫০৩) ৩ একবংশ হইতে অঙ্গুগণে
অঙ্গুগমনকারী (নন্দী)।

বংশানুচরিত (কী) বংশত স্মৃতিচরিতম্ । বংশের চরিত্রবর্ণন ।

ইহা পুরাতনের পঞ্চলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিভেদ ।

“सर्गं च प्रति सर्गं च वरुणमहत्तयाणि च ।

বংশাচরিতাংকৃত পুৰাণ পঞ্চকণ্ঠম্ ৫

বংশানুবংশচরিত (কী) পুরাণোক্ত প্রাচীন ও আধুনিক
বংশের আখ্যান।

वशांतुर (पू) बल, भागद्व। (वाकनि°)

वशावती (श्री) पाणिनिप्र शब्दाणि गणोक्तं नृत्तमिदम् ।

(୩୩୭୨୦)

বংশাবলী (স্রী) পূর্বপুরুষগণের নামাবলী, কুললী।

বংশাবলোহ (পুং) বাণের ত্বক্।

বংশাঙ্গি (স্রী) মকটাহি। (বৈয়াকরণি)

বংশাঙ্গ (পুং) বেণুস্ব। (রাজনি)

বংশিক (স্রী) বংশোদ্ভূতভক্তি ঠন। ১ অঙ্গুরকাষ্ঠ। (অমর)

(স্রী) ২ বংশসম্বন্ধীয়। ৩ বংশোদ্ভব। বংশোৎপন্ন। (পুং)

৪ কৃষ্ণবর্ণ ইকুতন। কাকলী আধ।

বংশিকা (স্রী) বংশিক-টাঙ্গ। ১ অঙ্গুর। (ভরত) ২ বংশী,

মুরলী, বেণু। (শব্দচ) ৩ শিরলী।

বংশিন্ (স্রী) বংশ-ইনি। বংশসম্বন্ধীয়, বংশজাত।

“যথা খলু তবজ্ঞো যে বিজ্ঞাতীনাং স্ববংশিনঃ।” (হরিবংশ)

বংশিবাদ্য (স্রী) বংশীবাদ, বাশরী।

বংশী (স্রী) বংশকারণকেনাত্যজাঃ অচ, গৌরাদিবাং জীব।

১ মুরলী, বেণু। (শব্দচ) চলিত কথার বাশী বা বাশরী বলে।

“নির্মিতা কাপি গোপীনাং কুলশীলবিনাশিনী।

বিধিনা পামরেণেয়ং ন বংশী মুরবৈরিণঃ।” (কাব্যচন্দ্রিকা)

বংশীবাদনপট্ট শঠচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ গোপালনাগণের মনো-

রঞ্জনার্থ বৃন্দারণ্যে বাশরী বাজাইরাছিলেন, বৃন্দারণ্যে “বংশীধ্বনি”

অর্থে মনপ্রাণহরণকারী কৃষ্ণের বাশরী নিদানই অল্পকৃত হইয়া

থাকে। এই জন্তই কবিগণ কথিতে কবিও প্রভাব আরোপ

করিয়া গিয়াছেন। বাশী যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভূষণ ছিল, তাহা

প্রেমরসাবাহারী বৈক্য কবিগণের ভক্তিগাথাতেও সমুদাসিত দেখা

যায়। গোষ্ঠাবিবিরচিত নির্যাত জোকে তাহার আশ্রয়

পট্টান্ত বিস্তমান—

“সেয়াং ভক্তিভ্রমপরিচিডাং সচিবিদীপগুণিঃ

বংশীভক্তাধর কিশলয়ানুজ্ঞাং চক্রেণ।

গোবিন্দাধারিতমুখিতঃ কেশিভীর্ধোপকর্ষে

মা প্রকিষ্ঠাতব যদি সখে বহুসম্মেহতি রমঃ।”

সঙ্গীতশাস্ত্রে এই বংশীকণ্ড যন্ত্রের প্রকার ও প্রস্তুতপ্রণালী

নির্ণয়িত আছে।—যেমন তাল না হইলে গানের শোভা হয় না।

সেইরূপ বাজন্তর না থাকিলে তাল মহিমা বুঝা যায় না; কেন না

তাল বাজন্তর হইতেই সমুৎপন্ন। তন্মধ্যে মূখে লাগাইয়া কংকার

দিয়া যে কণ্ঠনির্মিত গুণির বাজান যায়, তাহাকে বংশী বলা

হইয়া থাকে। সঙ্গীত বামনোদরে এই গুণির যন্ত্রের তেল

নির্মিত হইয়াছে।

“বংশোহথ পারী মধুরী তিষ্ঠরী লক্ষ্যকাহলাঃ।

তোড়হী মুরলী বৃদ্ধা পুন্ডিকা ব্রহ্মলক্ষণঃ।

পূর্ব কাপাসিক বংশকর্ণবংশভবা গয়াঃ।

এত গুণিরকোষ কথিতঃ পূর্বস্মৃতিঃ।”

বংশী যে কণ্ঠ নির্মিতই করিতে হইবে সঙ্গীতশাস্ত্রে এরূপ

কোন বিধি নাই। তথাপি বর্তমান, সরল ও পূর্বকালোবধিবর্জিত

কাঠখণ্ড বিশেষ লইয়া শিল্পীর দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে কনিষ্ঠাঙ্গুলি

তুল্য ছিদ্র করাইবে। তাহার পর তরুণের উপর হইতে অধো-

দিকে অঙ্গুলি স্থাপনযোগ্য করিয়া কৌশলে সাঙুটি ছিদ্র করিবে,

যেন এই সত্তরক হইতে সত্তরক নির্গত হইতে পারে। আরম্ভক

কর্ত এক বা অর্ধ অঙ্গুলী অন্তর ছিদ্র করিয়া সেই স্থানে মধ্যম ও

কোয়লাদি স্তম্ব বাহির করা যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে বংশের মান ও

বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে

তাহা উদ্ধৃত করা গেল,—

“বর্তমানঃ সরলশৈব পূর্বকালোবধিবর্জিতঃ।

বৈশবঃ বারিরা বাপি রক্তচন্দনজোহব।

শ্রীধরজোহব সৌকর্ণ্য দণ্ডকমরোহপি বা।

রাজতত্ত্বজোহব বাপি পৌহবঃ ক্ষটিকোহব।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিতুল্যোন গর্ভরুদ্রেণ শোভিতঃ।

শিরবিজ্ঞাশ্রয়িণেন বংশকার্যো মনোহরঃ।

কশেটৈব রতোহপ্তীতিমতজঙ্গুনিনিগদিতম্।

ভতোহজ্ঞপতি তদানকার্য বংশা ইব প্রকীর্ণিতাঃ।

ভত্র ভাস্ক। শিরোদেশানুধোবিধিভিন্নমূলম্।

কংকাররুদ্রে কুর্কতি মিতমূলপূর্ণকণা।

পকাশুলানি সংভাষ্য তায়রুদ্রেণি কারয়েৎ।

কুর্ঘ্যাত্বাভ্যন্তরুদ্রেণি সপ্ত লংঘ্যানি কোশলাং।

করীবীজতুল্যানি সংভাষ্যার্দ্ধমূলম্।

প্রান্তরোক্ষণং কার্যং বরাটর্জনাৎসহেভবে।

সিদ্ধকেন কলা দেয়া তেন সুরতা ভবেৎ।

পকাশুলোহ্যং বংশঃ ভাদেকৈকাতুল্যনির্মিতঃ।

বজ্রতুল্যানি নান্য ভাং বাবদমূলমূলম্।

কংকারতাররুদ্রে বাবদমূলমূলম্।

ভদেব নাম বংশত বাণিতকৈঃ পরিকীর্ণিতে।

একাতুলো বাজুলশ্চ ত্র্যঙ্গুলশ্চতুর্ভুজঃ।

অতিভারতরুদ্রেণ বাণিতকৈঃ সমুপেক্ষিতঃ।

ত্রয়োদশাতুলো বংশোহপন্নঃ পঞ্চদশাতুলঃ।

নিম্নিক্তো বংশতত্রৈকত্বা সপ্তদশাতুলঃ।

মহানন্দাত্বানকো বিজয়োহথ ভরতবা।

তদ্বার উক্তমা কশা মতকমূলমূলম্।

বংশাতুলো মহানন্দো নন্য একাদশাতুলঃ।

বংশাতুলানন্ত বিজয়ঃ পরিকীর্ণিতঃ।

চতুর্দশাতুলানকো ভর ইত্যভিধীয়তে।

একাতুলো বরিকমলঃ ক্রমায় ব্যবহৃতকঃ।

সৈনিকের প্রেরিত্য চাপি হৃদয়কক ইত্যাদি।

বংশীবাদি পক্ষী কুৎসিতমু কণাঃ কুৎসিতঃ।

যদি কুৎসিত বেতরা নানা বাণী কুৎসিত শব্দকারকুলকর অথবা তাহা হইতে নব্বিশত নব্বিশ নব তর, বিজয়, কুটীত, লু ও অনধুর তনা বায়, তাহা হইলে সেই বক্তৃৎযোগিত কণী শব্দ-বাক্যে প্রেরণ করা অর্থে। বংশীবাদক একজন বোবাশ্রিত কণীকে নিশা করিয়া থাকেন। (সকীত-সংস্করণ)

২ কর্ণচতুইয়=৮ তোলা। ৩ বংশলোচনা। ৪ কংগ্রহী

চিকিৎসার জাতীকলাদি চূর্ণ।

বংশীদাস, তেজোজ্ঞান নামে বৈদান্তিক গ্রন্থগ্রন্থতা।

বংশীধর (পুং) ১ বংশী ধারণ করে। কণীধারী। ২ ঐক্যক।

বংশীধর, একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকার। তিনি বৈজ্ঞানিকত্ব ও বৈজ্ঞানিকত্ব নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পুত্র বিভাশ্রিত ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিকত্ব প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বংশীধর, একজন প্রসিদ্ধ নৈরায়িক। ইনি বাচস্পতি মিত্র-রচিত তত্ত্বকৌতুহীর টীকা ও শব্দপ্রাণাশাখণ্ডন রচনা করেন।

২ হনোমজরী ও শিল্পের শিল্পপ্রকাশ নামক টীকাকার।

৩ একজন বৈদিক, ইনি কুশপঞ্জিকা ও হোমবিধি নামে দুইখানি বৈদিকগ্রন্থ রচনা করেন।

বংশীধরদৈবজ্ঞ, দৈবজ্ঞানবিধি নামক সংস্কৃত জ্যোতির্গ্রন্থ-রচয়িতা।

বংশীধারিন্ (পুং) বংশী ধরতীতি হ-ধিনি। ১ ঐক্যক।

২ বংশীবাদক।

বংশীপত্রা (স্ত্রী) বোমিভের। “বংশাপত্রা কু ক কুৎসিতাপত্রবরা-কৃতঃ।” (লোকপ্রঃ ৫৭ অঃ)

বংশীয়া (স্ত্রী) কণে তর ইতি বংশ-ক্যা। সঙ্কশব্দত। বংশোত্তর। সম্ভ্রাত।

বংশীঘট (স্ত্রী) কুশারণ্য হানতেন। ঐক্যক এখানে লীলা করেন। [বৃন্দাবন দেখ।]

বংশীবদন (স্ত্রী) কণীতজ্ঞান। তিনি সর্বদা কণী বাজান।

বংশীবদন দাস, এক জন বৈজ্ঞানিক পক্ষী। হকড়ি চট্টো-পাধ্যায়ের পুত্র। হকড়ি পাটুলীতে বাস করিতেন, পরে তিনি নবীরার কুলিরাপাহাড়ে আসিয়া বাস করেন। ১৫১৬ শকে চৈত্র মাসে পুণিয়ার দিবে এই কুলিরাপাহাড়ে কণীদাসের জন্ম।

এ শব্দে প্রেমদাসের একটি পদও আছে বলা—

“নবীরার দাস বাসে, সকল মোকেছে দাসে,

কুলিরাপাহাড় নামে স্থান।

তবায় আদিক বাস, ঐহকড়ি হই বাস,

কহতেন কুলীদাস নাম।

ভাস্কর্য্য পতী ভাস,

বংশী কুলীদাস নাম,

বংশোদাসি নর্য কহে বাস।

ভীহার গর্ভেতে আসি,

কুলীদাস নামে বাসি,

তজকবে বৈদ্য অধিষ্ঠান।”

বংশীবদন আর বদন হইতেই প্রেমে উত্তর হইয়াছিলেন। ভীহার কুলিগিত পদাবলিতে গোঁড়াকপ্রেমের উৎস লুটয়াছে। ভীহার একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

“হেন রূপ কহু নাহি বেধি।

বে অকল নয়ন দুই,

সেই অকল হৈতে দুই,

কিহাইয়া আসিতেনে মারি খাঁকি।

অকল নানা আভরণ,

কামিনী তরল কেন,

টান বলিছে হেন বাসি।

নিশামিহি হইল রূপে,

কুলিদাস রূপের রূপে,

প্রতি অকল হেনি বত শবী।

বিনি বেধে বন আঁকা,

শীত বদন শোভা,

অলপ উড়িলে মল বাস।

কিবা বে মোহন চূড়া,

মোহিত হইয়া যেকা,

বত মনুষ্যক ভাস।

গলায় কবচমালা,

জিনিয়া ময়ন হলা,

অথবা মনুষ্যক হাংস।

তাহাতে মুকলী ধনি,

অথবা পরাণে কুলি,

বলিহারি বাও বংশীদাস।”

গোড়ীর বৈজ্ঞানিক-সমাজে কণীদাস ঐক্যকের বংশীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলিরাপাহাড়ে বংশীবদন “প্রাণবল্লভ” বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি বিগ্রহগ্রামে আসিয়া বাস করেন। বিগ্রহগ্রামের ভট্টাচার্য্যেরা বংশীবদনের জাতি।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর বংশীবদন কিছুদিন নবদ্বীপে গৌরান্দ-ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এখানে তিনি “বীণাবিতা” নামে একখানি কুর কাব্য প্রণয়ন করেন। ভীহার দুই পুত্র চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। চৈতন্যের পুত্র রামচন্দ্র ও নটীন্দ্র নামে বিখ্যাত পক্ষী ছিলেন। নটীন্দ্রের “গৌরান্দ-বিজয়” নামক একখানি কাব্যও রচনা করেন।

বংশীবদনপক্ষী, গোড়ীচন্দ্রের সাক্ষিগণের ব্যাকরণের টীকা এক নৈবদ্যকাব্যের টীকা-রচয়িতা।

বংশীবাদক (পুং) ওবিবর-বাদ্যাত্মক, বাহার উত্তরগণ বাদী বাজাইতে বাসে। হরতালক বংশীবাদকের লক্ষণ সকীত-নাটে এইরূপ বর্ণিত আছে—

“হানকাবিনরাতিয়ে দরকারঃ কুটীকরঃ।

শীতকঃ কণাতিয়ে বাবদিকা বত উত্তরঃ।

ঐক্যবদ্ধবুদ্ধি বুদ্ধিচৈতন্যলৈখ্যঃ ॥

স্বহানবৎ স্রবণক অঙ্গুলীসারথক্রিয়া ।

সমস্তসমকক্ষানং রাগরাগাবলিভা ॥

ক্রিয়াভাবাবিভাবাত দক্ষতা গীতবাদনে ।

বহানে চাপি হুঃহানে মাদনিন্দ্রাণকৌশলম্ ॥

গাতৃগাং হানদাতৃক তদোবাচ্ছাদনং তথা ।

বংশকন্ত শুণা ঐতে মরা সংকিপ্য দর্শিতাঃ ॥” (সঙ্গীতদামোঁ)

বংশোক্তবা (ত্রী) ১ বংশেরোক্তা। ২ বাস্যগুণ।

বংশ্য (ত্রি) বংশে ভবঃ। বংশ-সিগাদিত্যো যৎ। পা

৪।৩।৪৪ ইতি বৎ। ১ বংশসম্বন্ধে। পর্যায়—কুল্য, বীজ্য।

“বরকুব্জান্ত মনোঃ বড় বংশা মনবোহপরে ॥” (মহু ১।৩১)

২ বংশোৎপন্ন মাত্র।

“বংশা শুণাঃ ঋষি লোককাত্তা

প্রায়ত্ত্বম্ভাঃ প্রথিমানমাণাঃ ॥” (রঘু ১৮।৪৯)

৩ গৃহোক্ত কাঠবিশেষ। ৪ বালের বাঁশ। ৫ পৃষ্ঠাবরব-

বিশেষ।

“বদন্বিভিনির্ধিতবংশবংশ-

বৃণং ষষ্ঠা রোমন্থৈঃ পিনক্ষম্।” (ভাগবত ১১।৮।৩০)

‘বংশো নাম কুণ্ডাহ নিহিতকিঞ্চিৎপুং। বংশাঃ ভগ্নিরুভয়তো

নিহিতা বেষবঃ। অস্থিভিরেব নির্ধিতা বংশাদয়ো যমিস্তৎ।

তত্র পৃষ্ঠে বীর্ষমস্থি বৎ স বংশঃ। শাখ্যাহীন বংশ্যানি। কুণ্ডা হস্ত-

পদাহীন।’ (ঐতর্য্যবাসী)

বংসগ (পুং) বৃষভেদ। চলিত বাঁড়।

‘বৃষা বৃষে চ বংসগঃ কুটীরিরতি’ (অক ১।৭।৮)

বংহিয়স্ (ত্রি) বহল, প্রচুর।

বংহিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়, অধিক।

বক্, ই ঙ। কোটিল্য, বক্রীভাব কুটলীকরণ। গতি। (কবি-
কল্পদ্রুমঃ) ত্। আত্ম অক ও সক্ সেট্। কোটিল্যার্থে বক্-
ধাতু কুটলীভাবপ্রকাশন বা কুটলীকরণ বুঝায়। ই, লট
বক্ভতে ঙ, লট বক্ভতে কাঠ কুটিল্য ত্র্যমিতার্থঃ। বক্ভতে কাঠ
কুটিল্য করোতীত্যর্থঃ। (হর্গাদাস) লট ববক্ভে, লোট বক্ভিতা।
লুঙ অবক্ভিষ্ট।

বক্, ১ বন্যপ্রাণিক জলচর
পক্ষিপাতিবিশেষ (Ardea
Nivea) ইহারা জলে নাছ
ধরিয়া উন্নয় পূরণ করে।
২ হরপ্রিয় পুষ্পকুন্ডেদ।
চলিত বাসকোনা পাছ বা বক
কুলের পাছ। ৩ বৈভাধিশেষ।



ঐক্য ইহাকে নিহত করেন। ৪ ভীম কর্তৃক নিহত রাক্ষস-

ভেদ। ৫ কুবের। ৬ বক্রবিশেষ। ৭ দালভাগোদ্রীয় ঋষিভেদ।

৮ রাজভেদ। ৯ জাতিবিশেষ। এই অর্থে বহুবচনেই ইহার

প্রয়োগ দেখা যায়। [বিহৃত বিবরণ পরগীর বকশকে দ্রষ্টব্য।]

বককচ্ছ (ত্রী) প্রাচীন জনপদ ভেদ। নন্দবার তীরে অবস্থিত।

উজ্জয়িনীপতি সাতবাহন সর্ববর্ষা আচার্যের নিকট কলাপ-

ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া এই রাজ্য তাঁহাকে গুরুদক্ষিণা-

স্বরূপ দান করেন।

“স্বাহার্ননিচরৈরথ সর্ববর্ষা,

দেনাক্ষিতো গুরুর্নিতি প্রণতেন রাজ্ঞা।

স্বাহীকৃতশ্চ বিধয়ে বককচ্ছনারি

কূলোপকর্ষবিনিবেশিনি নন্দমারাঃ ॥” (কথাসরিৎসাং ৬তম্)

বককল্প (পুং) যুগান্তরীয় কল্পভেদ।

বককুণ্ড, বোম্বাই-প্রদেশে বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ড-

গ্রাম ও প্রাচীন তীর্থস্থান। সম্প্রগাঁও হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-

পূর্বে অবস্থিত। এখানে যখনচাণের একটি স্তম্ভর প্রস্তর-

মন্দির আছে। এ ছাড়া কএকটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

এখানকার বেথিবার জিনিস।

বকচর (বকচর) (পুং) বক্ভেব চরতীতি চর-অচ্। ১ বক্ভতিন,

বকের জ্ঞার বৃত্তী বা আচারধারী। (ত্রী) ২ বক্ভাতির বিচরণ-

স্থান।

বকচিকিৎসা (ত্রী) মৎস্যবিশেষ।

বকজিৎ (পুং) ১ ভীমসেন। ২ ঐক্যক।

বকজ্জ (ত্রি) বকের তাব বা ধর্ম। কুটিলজ।

বকজীপ, বিষ্ণুপুরের ও ক্রোশ দক্ষিণে মলভূমির অন্তর্গত একটি

প্রাচীন গ্রাম। এখানে কৃষ্ণনারের প্রসিদ্ধ মূর্তি বিদ্যমান আছে।

দেশাবলী পাঠে জানা যায়, এখানে শিলাঘাতী অবস্থিত। বক্ভ-

মান এইস্থান ‘বগড়ী’ নামে পরিচিত রহিয়াছে। (দেশাবলী)

বকধূপ (পুং) গন্ধদ্রব্য বিশেষ। বুদ্ধধূপ।

বকন (বেশজ) ১ বৃষা বক্ বক্ করা। অনর্থক ভাষণ। জল্পন।

২ তিরস্কারকরণ।

বকনধ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। বকনক একপ পাঠও

পাওয়া যায়।

বকনা (বেশজ) অন্নবরষা গবী। যে গবীর এখনও বাছুর

হয় নাই।

বকনি (বেশজ) অনর্গল কথন। বৃষা তিরস্কার।

বকনিসূদন (পুং) বক্ভত নিম্বনঃ। ভীমসেন।

বকপঞ্চক (ত্রী) কাঠিক গুরুপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা

পর্যন্ত পাঁচটি তিথি। [পর্যায়ে বকপঞ্চক দ্রষ্টব্য]

বকপুষ্প (পুং) অগস্তি বৃক্ষ, বাসনা ফুলের গাছ। (Dichydromene grandiflora)। (স্ত্রী) বকফুল। ত্রিমাং ৩।প বকপুষ্পী। [অগস্তি দেখ]

বকযন্ত্র (স্ত্রী) আসবাব পরিশ্রুত করিবার যন্ত্রবিশেষ। বক-
গীবার জার ইহার উপরিভাগে একটি বক্রাকার নল থাকায়
এই নাম হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে Retort বলে।

বকয়া, চম্পারণের অন্তর্গত একটি নদী। (ভবিষ্য ব্রহ্মণ্য ৪২।১৪১)

বকরাঙ্কস, একচ্ক্রানগরবাসী রাক্ষসভৈরব। কুত্বীদেবী পঞ্চ
পাণ্ডবসহ একচ্ক্রানর এক ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করেন। অকস্মাৎ
একদিন ব্রাহ্মণগৃহে আর্দ্রান উপস্থিত হইলে কুত্বীদেবী বরাধিতা
হইয়া ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে গমন করিয়া অবগত হইলেন, ঐ
নগরে বক নামে এক রাক্ষস বাস করিতেছে। নগরবাসিগণ
তাহাকে প্রত্যাহ পর্যায়ক্রমে আপন আপন পরিবার হইতে
এক একটি মনুষ্য ও দুইটা করিয়া মহিষ দিতে বাধ্য আছে।
অন্ত ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত, তাই ক্রন্দনের কারণ হইয়াছে।
যদি তাহারা ঐ দিন কাহাকেও না পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে
রাক্ষস আসিয়া তাহাদিগকে সবংশে নিধন করিবে। ব্রাহ্মণের
এবাধি বাক্য শ্রবণে কাতর হইয়া কুত্বী বলিলেন, হে ব্রহ্মণ!
তোমার একটি বালক পুত্র ও একমাত্র বয়স্ক কস্তা আছে,
তাহাদিগকে প্রেরণ কিংবা বয়স্ক ভূমি অথবা তোমার পত্নীর
উপহার লইয়া গমন করা উচিত নহে। আমার পঞ্চপুত্রের
একজন তোমার উপকারার্থ উপহার গ্রহণপূর্বক পাশ রাক্ষসের
নিকট গমন করিবে। অনেক বাদানুবাদের পর কুত্বীর কথায়
আবশ্য হইয়া ব্রাহ্মণ কুত্বীর সহিত ভীমসেনের নিকট আসিয়া
এই দুর্লভ কার্য সম্পাদনে অত্বনয় করিলেন। ভীমও মাতার
নির্লক্ষ্যভিগ্নে এই মহাত্মত্ব সাধনে উত্তোষী হইলেন।

রজনী প্রভাত হইলে ভীমসেন খাত সামগ্রী লইয়া রাক্ষসের
আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসগৃহে
প্রবেশ হইয়া তিনি সেই সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে
করিতে নামোচ্চারণপূর্বক রাক্ষসকে ডাকিতে লাগিলেন।
ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসের বক ভীমসেনকে আক্রমণ করিল।
ভীমসেন, রাক্ষসের পৃষ্ঠদণ্ড তালিয়া দিলেন। তাহাতেই তাহার
পঞ্চপ্রাপ্তি ঘটে। (মহাভারত আদিপর্ক)

বকরাজ (পুং) রাজধর্ম নামক রাজবিশেষ, ইনি কস্তুরের
পুত্র। (ভারত পার্বতীপর্ক)

বকরী (দেশজ) ছাগি। বর্করী শব্দ।

বকবধ (পুং) ১ বকাব্রহ্মের নিধন। ২ মহাভারতীয় আদি-
পর্কের অন্তর্গত একটি পরীক্ষাধার। এই অধ্যায়ে ভীমসেন
কর্তৃক একচ্ক্রানগরীতে বকাব্রহ্মের নিধনবৃত্তান্ত বিবৃত আছে।

বকবৃক্ষ (পুং) বকফুলের গাছ।

বকল (পুং) বৃক্ষবৃক্ষের অভ্যন্তর পাতলা বকল। "বক বৃক্ষত
এসব্যা বকলাঃ স বৃগাঃ" (শাখ্যো ব্রা ১০।২)

বকবৃত্তি (পুং) বকব্রহ্মে বার্ষসাদিকা বৃত্তিবৃত্ত। বকের জার
কপটাতারী সন্ন্যাসী। [পর্বগে বকবৃত্তি শব্দ দেখ।]

বকবৈরিন্ (পুং) বকত বৈরী বাতকথাৎ। ১ ভীমসেন।
২ ঐক্কক।

বকব্রত (স্ত্রী) বকের জার কপট বিনীত আচরণ।

বকব্রতচর (পুং) বকবৃত্তিধারী মাত্র।

বকব্রততিক, বকব্রতিন্ (পুং) কপট সন্ন্যাসী। যে ব্যক্তি
বার্ষসাদিনোদেশে কপটভাবে ধর্ম্মাচার পালন করিতেছে।

বকসক্খ (পুং) ঋষিভৈরব। বহুবচনে বকসক্খের বংশধর-
গণকে বুঝায়।

বকসহবাসিন্ (পুং) পয়।

বকসুহান্, প্রাচীন নগরভৈরব।

বকা (দেশজ) ১ তিরস্কারকরণ। ২ কুচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি,
কুপথগামী। বকাটে।

বকাই (দেশজ) কাপিল, বহুভাষী।

বকাচী (স্ত্রী) বকচিকিৎসা মন্ত্র।

বকাচী (দেশজ) তত্ত্বাবধিগের বস্ত্রবদনসাধনোপযোগী মণ্ড-
বিশেষ। তাঁত ঢালাইবার কালে পান্ডুলব্ধ মণ্ড সন্ধানকালে
ইহা ইচ্ছামত সন্ধানিত হইয়া মাকুর পথ পরিষ্কার রাখে।

বকাটে (দেশজ) কুপথগামী।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা (স্ত্রী) বৃথা আশা। জারোক্ত বিচারবিশেষের
মীমাংসাসাধ্য গল্পবিশেষ। [জার শব্দ দেখ।]

বকান (দেশজ) ১ কুপথে লওয়ান। ২ বৃথা কথা কওয়ান।

বকারি (পুং) বকত অরিঃ। ১ ঐক্কক। ২ ভীমসেন।

বকাম (দেশজ) কুপথগামীর আচার প্রদর্শন। জ্যোতিষীকরণ।

বকাল (আরব্য) ১ দোকানী, পণ্যারী, বেগিরা। ২ পুষ্কবলবাসী
চণ্ডালজাতি ভৈরব। ইহার বকালীনামেও খ্যাত। এট জাতি

চণ্ডাল হইতে বাহির হইলেও পরপত্রের মধ্যে বৈবাহিক আদান-
প্রদান অথবা আহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। অথচ একই
ব্রাহ্মণ উভয়ের পৌরোহিত্য করে। ঢাকা জেলাস্থ ব্রাহ্মণগণ ও
মাণিকগঞ্জ উপবিভাগেই অধিকাংশ বকালের বাস। ইহারা
চাষ করে না, কিন্তু অনেকেরই নৌকা আছে, নিজে নিজেই
নৌকা বাহিরা থাকে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ইহারা হরিজাতি বন্ধ-
নের কল্যাণ বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। সকলের এক কাড়পোড়
ও অধিকাংশ ব্যক্তিই কুকরত্নের উপাসক। ইহাদের বিব্রল
বে, ব্যবসা ব্যপিত্য দ্বারা ইহারা অনেকটা উন্নত হইয়াছে, একারণ

চঙালের সহিত আর সম্বন্ধ নাই। ইহার চঙালের মত বৃন্দ
পঞ্চমাল অথবা মত ব্যবহার করে না।

বক্তান্তর, দৈত্যবিশেষ। পুতনা নারক নাকলীর জাতি ও
কণ্ঠের অধুচর। কংলাদেশে বক্ত কুককে বধার্থ আগমন করে
এবং তাহাকে গিলিয়া ফেলে। পরে কুক ঠোট চিরিয়া তাহাকে
নিহত করেন। (আদিপুর্গ ও ভাগবত)

বকুনা (বৈশ্য) পিতৃশ্রমিত রক্তনপাত্র বিশেষ।

বকুয়া (বৈশ্য) অত্যন্ত কখনশীল।

বকুল (পুং) শ্রবানপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ। বকুল ফুলের গাছ।
ইহার বকপত্র ও পুষ্পত্র—ঐতল, দ্রুত, বিধবোধহর, মধুর,
কষায়, মলমূত্র, কৃতা, হৃৎ, স্রিধ, মলসংগ্রাহী, কীরাত ও সুরতি।
ইহার ছাল শুভ্রা করিয়া তাহাতে দস্তমার্জন করিলে ঐতলের
গোড়া দৃঢ় হয়। [বিতৃত পর্বগে বকুল শব্দ দেখ।]

বকুলপুষ্প (স্ত্রী) বকুলফুল।

বকুলা (স্ত্রী) বকুল-টাপ। কটুকা। (রাজনিং)

বকুলাগু তৈল, তৈলোধনভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—জাথার্থ বকুল
ফল, শোধ, হাড়ক, নীলকণ্ঠী, সোঁদালপত্র, বাবলার ছাল,
শালবৃক্ষের ছাল, খমিরকাঠ মিলিত ১২৪০ সের। তিল
তৈল ৪ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ককার্থ কাথ্য
দ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। এই তৈল মুখে ধৃত বা নড়রূপে
গহ্বিত হইলে চলিত দস্ত দৃঢ় হয়। (ভৈষজ্যরত্নাং সুখরোগাধিকাং)

বকুলিত (ত্রি) বকুলপুষ্পপরিশোভিত।

বকুলী (স্ত্রী) কাকোলী। কাকলা। (শব্দচং)

বকুলা (পুং) পর্বতগ। (সুশ্রুত)

বকেয়া (আরবী) পুর্কের বাকী, সাবেক। “বকেয়া বদমান”
বলিলে পুরাতন অর্থাৎ অতি ছুই বয়স।

বকেয়কা (স্ত্রী) বলাকা।

বকেশ (পুং) বক্তপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গভেদ।

বকোট (পুং) বক্ত পক্ষী।

বক্ত, গতি। তুং আয়ং সৎ সেটু। লট বক্ততে।

বক্তলিন্ (পুং) বক্তভেদ।

বক্তস (পুং) বক্তবিশেষ। ইহা কপল যতের ছায়। ইহার গুণ—
“শুভ্রঃ প্রবাহিকাটোপচূর্ণমামিলাশোকহৃৎ।

বক্তসো হৃৎসারদ্বাং বিষ্টী বাতকোপনঃ।

লীপনকটুবিষ্ট্রো বিশদোহরমো গুঃ।” (সুশ্রুত)

বক্তল, বোহভেদ।

বক্ত (আরবী) সময়। সুযোগ বা সুবিধা। চলিত ওক।

বক্তপূর, বোবাই প্রেসিডেন্সির বেণাকাহার পাণ্ডেশ্বরের
অন্তর্গত একটা সামন্তরাজ্য। এই সম্পত্তি হুসেন উসামিয়ারী

জিনজান নামকর অধীন। ইহার রাজ্যের পাইকোবাককে
কর বিরা থাকেন। বঙ্গরত্নগ ১১০ বর্গমাইল।

বক্তব্য (ত্রি) ক্র বা চ্ বা তব্য। ১ কুৎসিত, হীন।

“নাথ্যলীনো ন বক্তব্যো ন হস্তান্ বিকল্পকং।” (মহু ৮৬৬)

২ বচনীয়, কথনীয়, বচনাই, বলিবার যোগ্য।

“বক্তব্যশ্চাপি রাজানঃ সর্বৈঃ সহ বুদ্ধজনেঃ।

বৃথিষ্ঠিরস্যামেধো ভবতিরহুত্বতাম্।” (ভারত ১৪৭৭২৩)

বচ ভাবে তব্য। (স্ত্রী) ১ বচন। কথন। ২ বাচ্য।

৩ নিন্দা।

বক্তব্যতা, বক্তব্যত্ব (স্ত্রী) কথনযোগ্যতা, নিন্দনীয়তা, তির-
স্কারের উপযোগী।

বক্তশালী (পুং) শ্রবানথ্যাত মধ্যদেশসমুৎ শালিধাতু।
মরাঠী—থকোই ধান। ইহা লম্ব ও সুখপাচ্য।

বক্তা (বক্তৃ) (ত্রি) বচ-কৃচ্। ১ বাগ্মী। ২ ভাষণপটু।
বাকপটু, বক্তৃতাশক্তিযুক্ত। ‘যো বক্তৃং জানাতি সঃ’ (ভরত)
‘উচিত্যাং বহুবিধিঃ বদতি।’ (রায়মুট)

“ভক্তং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলাগমে।

দর্শয় যত্র বক্তারত্নত্ব মৌনং হি শোভনম্।” (হিতোপং)

পর্ষায়—বদ, বহাবদ, বহাভ, বক্তা, বৃষ্টবক্তা, বহুভাবী,
বাগ্মী, বাবদুক, বচক, সুবচা, প্রবাক, পণ্ডিত।

বক্তিত্তি (স্ত্রী) উক্তি, কথা, বাক্য। (বৃহদারণ্যক উপং ৪।৩।২৬)

বক্তৃ (পুং) মন্দবাক্যভাবী। যে কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করে।
“পরমবাক্যানাং বক্তৃ” ইতি সাধারণ; (শব্দ ৭।৩।১৫) কিন্তু অজ্ঞাত
ভাব্যকার ইহাকে বচ-ধাতুর “বক্তবে” ক্রিয়া রূপের আর্ষ উক্তি
বলিয়া গ্রহণ করেন।

বক্তৃকাম (ত্রি) বক্তৃং কামরতে যঃ যঃ বা বক্তৃং কামো যত
সঃ। বলিতে ইচ্ছুক বা অভিলষী।

বক্তৃমনস্ (ত্রি) বক্তৃং মনো যত সঃ বক্তৃমনাঃ। কথিত-
মানস, যিনি বলিতে মানস করিয়াছেন।

বক্তৃ (ত্রি) কথনশীল। বক্তা।

বক্তৃক (ত্রি) বক্তৃ-বার্থে কন্। কথনপটু। মতাব্যবী।

বক্তৃতা (স্ত্রী) বচ-কৃচ্, তত ভাবঃ ভক্ত-টাপ্। বাকপটুতা,
বলিবার ক্ষমতা। বাহিত্তাস, বাহিত্তিকা।

বক্তৃত্ব (স্ত্রী) বক্তার কার্য। বাহিত্তাসম্বন্ধি।

বক্তৃবশক্তি (স্ত্রী) বলিবার ক্ষমতা (Eloquence)।

বক্তৃ (স্ত্রী) বক্তি অনেনতি কৃ- (ভৃগুপিত্তিবাজমিসিদ্ধিকিত্যত্রঃ।
উৎ ৪।১৩৬) ইতি ক্রঃ। ১ বৃথ।

“বর্ষোপদেশঃ বর্ষণে বিপ্রাশ্রয়ঃ সুর্য্যতঃ।

তপশ্যালো চরয়েৎকং কৃচ্, প্রোক্তঃ ৫ পরিধঃ।” (মহু ৮।২২২)

বধন, আত, আনন, সুখার্ণবাচক। এই বন্ধুশব্দে বন্ধুকে
সুখ, হাতির তঁফ, পক্ষীর চকু, ভীরের কলক, কুমারের সল
প্রভৃতিও বুঝায়।

২ তগরকুল। (বন্ধুমালা) ৩ বন্ধুভেদ। (মেঘিনী)

৪ ছন্দোবিশেষ। ইহা অষ্টভূক্তের অষ্টরূপ। লক্ষণাদি বধা,—

“ভবভার্যসমং বন্ধুং বিবক্ষ্য কথ্যচন।

ভরোষ্যরোহণান্তেহর শব্দভবনুনোচ্যতে।

বন্ধুঃ স্তুভ্যাং মগৌ স্তাতামকোষ্যোহষ্টভূতিঃ শ্যাতম্॥

এখানে দ্বিরাবর্ত্য স্রোত পূরণ করা হইল—

“বন্ধুস্তোভ্যং সদা স্নেহঃ চকুনীলোৎপলং কুলম্।

বলবীনাং স্তরারাতেন্দ্রোক্তো কুলং মহারোহেঃ” (ছন্দোমঞ্জরী)

৫ কার্যের আরম্ভ। ৬ বীজগণিতোক্ত প্রথম গৃহীত সংখ্যা
(The initial quantity of a progression)। ৭ তগর-
কুল, টগর কুল। (রাজনি°)

বন্ধুক (ত্রি) বন্ধুশল্যার্থ। সুখস্বকীর।

বন্ধুকটুতা (ত্রি) মুখবৈর।

বন্ধুকুর (পুং) বন্ধুত্ব কুর ইব। পৃথোরাদিষাং ঞঃ।
মণ্ড। (ত্রিকা°)

বন্ধুজ (পুং) ব্রহ্মণো বন্ধুঃ জায়তে ইতি। “ব্রাহ্মণোহিত
মুখ্যাসীৎ” ইতি শ্রুতেঃ। জন-ড। ব্রাহ্মণ। (ত্রিকা°)
(ত্রি) মুখজাত।

বন্ধুতাল (স্ত্রী) বন্ধুত্ব তালম্। মুখবাণ্ড। ত্রিকাওপেয়ে
‘মুখবাণ্ডং বন্ধুনাগমিত’ লিখিত আছে। মুখ হইতে মুৎকার-
দানদ্বারা বন্ধুত্ববান। কেহ কেহ বলেন, মুখবিবরে বায়ু রাখিয়া
উত্তর গণ্ডে হস্ত তালুদ্বারা আঘাত করিলে শল্যোচ্চারণের সঙ্গে
যে বাত্ সন্নিবিষ্ট হয়।

বন্ধুভুণ্ড (পুং) গণেশ।

বন্ধুদংষ্ট্র (ত্রি) বন্ধুঃ মুখদেশে দংষ্ট্রাণি বস্ত। দীর্ঘবস্ত-
বিশিষ্ট। বক্রবন্ধধারী। শূকরাদি। [বক্রদংষ্ট্র দেখ।]

বন্ধুদল (স্ত্রী) তাসুদেশ।

বন্ধুদ্বার (স্ত্রী) মুখবিবর।

বন্ধুপট (স্ত্রী) মুখাবরণবস্ত্র। বোমটা।

বন্ধুপট্ট (পুং) বন্ধুত্ব পট্ট ইব। অবধিগের চণকভোজনপাত্র।
চলিত ভোজকা। পর্যায়—তলিকা, তলসারক।

বন্ধুপরিম্পন্দ (পুং) বন্ধুত্বাকালীন মুখকম্পন। ২ কখন, বাচন।

বন্ধুভেদিনি (পুং) বন্ধুঃ ভিন্নভীতি ভিৎ-গিনি। ১ ভিত্তর।
(ত্রি) ২ মুখবিদারক।

বন্ধুযোষিন্ (পুং) ১ অমরভেদ। (হরিবংশ) (ত্রি) ২ মুখ-
দ্বারা বৃদ্ধকারী (পক্ষাদি)।

বন্ধুশুদ্ধ (স্ত্রী) মুখবিবর।

বন্ধুশুদ্ধ (ত্রি) ১ মুখদেশে বাহা উৎপন্ন হয়। শব্দগুণ্যাদি।
২ হস্তিতত্ত্বিত্ত কেশরাশি। (বৃহৎসং ৬৭।১০)

বন্ধুরোগ (পুং) মুখরোগ।

বন্ধুরোগিনি (ত্রি) মুখরোগভোগকারী। (বৃহৎসং)

বন্ধুবাস (পুং) বন্ধুঃ বাসরতি ভ্রমরভীকরোভীতি বাসি-কর্ণশাণ্।
পা ৩২।১) ইতি অণ্। ১ নারদ। [নারদ দেখ।]

বন্ধুত্ব বাসঃ। ২ মুখতাম্।

বন্ধুশল্যা (স্ত্রী) ১ কাকাদনী লতা, বেতগুজা। ২ রক্ত-
গুজা। (বৈদ্যকনি°)

বন্ধুশোধন (স্ত্রী) বন্ধুত্ব শোধনমিব। ১ নিষফল, লেবু।

২ ভব্য, চালুতা। (রাজনি°) ৩ মুখশোধন। মুখতক্ষিকরণ।

বন্ধুশোধিন্ (পুং) বন্ধুঃ শোধরভীতি শুধ্-গিচ্-গিনি।
১ লবীয় লেবু। ২ মুখশোধক (তাম্বুলাদি)।

বন্ধুধিবাস (পুং) নাগরসম্বন্ধ।

বন্ধুবালু (পুং) বায়বীকম্।

বন্ধুসব (পুং) বন্ধুত্ব আসবঃ। অধরমধু। মালা।

বন্ধুশ্রী (স্ত্রী) শ্রীবক্তা।

বন্ধু (ত্রি) বন্ধুত্ব। বেদবাক্যার্থোপদেশ। (ঋক্ ৩।২৩।২)

‘বন্ধুনাং বন্ধুবান্যাম্ বেদবাক্যানাম্’ (সারণ)

বন্ধুন্ (স্ত্রী) ১ মার্গ, মার্গভূত।

‘মর্জেষে ভন্ন আপ্রভ বন্ধুদ্যবধুঃ’ (ঋক্ ১।১৩২।২)

‘বন্ধুনি বন্ধুনি মার্গভূতে’ (সারণ)

বন্ধুরাজসত্য (ত্রি) তোতৃকর্তৃনিগের বিবস্ত। (ঋক্ ৬।৫১।১০)

‘বন্ধুরাজসত্যঃ বন্ধবচনং তোত্রং। তত রাজান ঈশানা

বন্ধুরাজানঃ তোতারঃ ভেবু সত্য্য অবিতথাঃ।’ (সারণ)

বন্ধ্য (ত্রি) ১ প্রশংসার্থ। ২ স্তুতিযোগ্য।

‘প্র তং বিবন্ধি বন্ধ্যো এবাঃ মরুতাং মহিমানত্যো অতি।’

(ঋক্ ১।১৬৭।৬)

‘বন্ধ্যঃ সর্গৈঃ স্তুতোঃ সত্যোহবাধ্যোহমোহোহতি তম্।’

(সারণ)

বন্ধু (স্ত্রী) বন্ধুভে ইতি বন্ধি-কোটিল্যে বন্। পৃথোরাদিষাং

ন লোপঃ। বন্ধা, বন্ধভীতি বন্ধু গতোঁ ‘স্মারিতক্ষিকভীতি।

উণ্ ২।১৩) ইতি বন্ধু। ভৃদ্ধাদিষাং কৃষম্। ১ নদীবন্ধ,

নদীর বান্দ। পর্যায়—পট্টভেদ, বন্ধ। ২ তগরপাত্রকা।

‘কালাহশারি বা বন্ধঃ তগরঃ কুটিলং পটম্।

মহোরগং নক্তং লিঙ্কং বীলং তগরপাত্রিকম্॥’ (বৈদ্যকরসম্বাদা)

চক্রপাণি শিবোরোহণবিকারোক্ত বোভাকাত তৈলে ইহার
ব্যবহারোপযোগিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(পূ) বক্রগতি বক্র গতি (কবিত্ত্বিকবক্রগতি)। উপ ২।১০) ইতি বক্র। বক্রগতি বক্রগতি ১ নটনশ্বর। (মেদিনী) ২ মঙ্গলগ্রহ। (হেম) ৩ বক্র। ৪ বক্রপুষ্কর। ৫ পপট, ক্রোপাপড়া (রাজনি) ৬ বক্রগতিবিশিষ্ট গ্রহ। যে কোন গ্রহের আশ্রিতই হউক না কেন, সেই গ্রহ হইতে দ্ব্যর্থার্থিত রানি ক্রিশোবের মধ্যবর্তী হানে রবি থাকিবেন। [বক্রগতি দেখ।]

৭ ককবদনীর নৃপতিভেদ। (ভারত ২।১৪।১১) (পূ) ৮ হানচাত ও বক্রীভূত অস্থিতক বিশেষ। ৯ বাকসভেদ। (রামায়ণ ৫।১২।১০) ১০ জাতিবিশেষ। এই অর্থে বহুবচনান্তে প্রয়োগই হইতে দেখা যায়। পুরাণান্তরে 'চক্রা' এইরূপ পাঠও আছে।

(ত্রি) বক্রতে ইতি। বক্রি কোটিলো-রন। পৃথোদরাদিহাৎ ন লোপঃ। যদা বক্রি-রক্। ১১ অনুজ, অসরল। চলিত কথায় বাঁকা বলে। পর্যায়—অসরল, ব্রজিন, জিন্দ, উর্মিমং, কুক্ষিত, নত, আবিহ, কুটিল, ভুগ, বেগ্নিত, বক্রুর, বেজু, বিনত, উন্দুর, অবনত, আনত, ভুরু।

*স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়-
নটাবক্রঃ প্রোদিতো বৈ মহর্ষিঃ।" (ভারত ৩।১৩৫।১২)
কবিকল্পতার নিম্নোক্ত কয়টি বক্রচিহ্নের নাম উদ্ধৃত আছে, তদুপাং—

অলক, ভাল, ক্র, নখচিহ্ন, অজুণ, কুক্ষিকা, তরকঙ্কণ, বালেপু, দাজ, কুদাল, চক্রক, ওকাত, পলাপপুশ, বিহাৎ, কটাক, শক্রবহুঃ, কণা, প্রোবোধ, কয়, হস্তিনত, শুকর-দন্ত, সিংহনখাদি। (কবিকল্পতা) ১২ ক্রুর। ১৩ শঠ। (মেঘিনী)

বক্রকণ্ঠ (পূ) বক্রা: কণ্ঠা: কণ্ঠকা বস্ত। ১ বররুক, কুলগাঁহ। (রাজনি)। ২ কুটিলকণ্ঠক।

বক্রকণ্ঠক (পূ) বক্রা: কণ্ঠকা অস্ত। ধ্বিরযুক্ত।
বক্রধ্বজ [ক] (পূ) বক্র: ধ্বজা:। করবাল। (রাজনি)।
বক্রগ (পূ) বক্র বাতি গজগীতি গম-ড। সর্প। (বৈতকনি)।
বক্রগতি (ত্রি) বক্রা গতিবত্যা:। ১ বাহার গতি বাঁকা। ২ মঙ্গল অথবা মঙ্গাদি।

ধগোলবিত্ত গ্রহণ একস্থান হইতে গমন আরম্ভ করিয়া একনির্দিষ্টকাল মধ্যে পুনরায় সেই স্থানে কিরিয়া আইসে। গ্রহগণের এই চক্রকল প্রসিদ্ধ গমনের নাম গতি। গমনের কারণ থাকাতাই গ্রহগণ এই গতিবিত্তর দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। গ্রহগণ একপ্রকার গতির দ্বারা চালিত হয় না। তাহাদের পদ্যদের আকর্ষণ ও অভ্যন্তরীণ প্রভাবের একটি

বক্রগতি উপর হইয়া থাকে। জ্যোতিষে আটপ্রকার গতির উল্লেখ দেখা যায়—

"স্বর্গমুক্তা গ্রহা-নীতাতথা চার্কে বিতীর্ণগে।

সমাত্তীর্ণগে জেরা মন্দাত্তচতুর্ধকে।

বক্রা: স্ত্র্য: পক্ষবর্চেকর্কে দ্বিতিক্রা নগাষ্টগে।

নবমে দশমে ভানৌ আরতে সহজাগতি:।

দ্বাদশৈকাদশে স্বর্গে লভন্তে শীত্ৰতাং পুন:।

রবিহিতাংশকক্রিঃশাবধে: সংখ্যাত্ ক্রমাতে।

রাহকেতু সনাবক্রৌ শীত্ৰগৌ চক্রাক্রমৌ ॥" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

জ্যোতিষিকগণ মঙ্গলাদি গ্রহের বক্রগতির দিন সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, মঙ্গলের বক্রগতি ৭০ দিন, বুধের ২১ দিন, বৃহস্পতির ১০০ দিন, শুক্রের ১২দিন এবং শনির ১৮৪ দিন। [বিত্তৃত বিবরণ গ্রহশব্দে দ্রষ্টব্য।]

বক্রগামিন্ (ত্রি) ১ অসরল গতি। ২ বাহা সোজা হইয়া চলিতে পারে না। ৩ অসং ব্যক্তি। ৪ শঠ। ৫ প্রবঞ্চক।

বক্রগুন্মফ (পূ) উট্ট। (বৈতকনি)

বক্রগ্রীব (পূ) বক্রা গ্রীবাত্ত। উট্ট। (ত্রিকা)

বক্রচক্ষু (পূ) বক্রা চক্ষুঃ। শুকপক্ষী। চলিত টিয়াপাখী।

বক্রণ, বক্রণা (স্ত্রী, ত্রী) বক্রীকরণ।

বক্রতা, বক্রত্ব (স্ত্রী স্ত্রী) ১ বক্রের ভাব বা ধর্ম। অনুজ্ঞ। ২ ক্রুরতা, শঠতা।

বক্রতাল (স্ত্রী) বক্র তালং যত্র। বাতবিশেষ। পর্যায়—মুখবাড। বক্রনাল এইরূপ পাঠও আছে।

বক্রতালী (স্ত্রী) বক্রতাল-গোরাদিহাৎ ত্রী। মুখবাড। (শব্দরত্না)

বক্রভূ (পূ) বেবতাত্তেব। (মার্ক পূ ৮।১৬)

বক্রভুগু (পূ) বক্র ভুগুঃ বস্ত। ১ শুকপক্ষী। ২ গণেশ। (ত্রি) বক্রোষ্ঠ।

*স পানহস্তাংস্ত্রীং নৃষ্ট, পুরুষানতিদাকরণ।

বক্রভুগানুর্হরোর আদ্যানং মেতুমগতান্ ॥"

(ভাগবত ৬।১২৮)

বক্রদণ্ড (পূ) বক্রা দণ্ডো বস্ত। শুর।

বক্রদন্ত (পূ) দন্তবক্র নামক দাক্ষ।

বক্রদন্তী (স্ত্রী) দ্বন্দ্ববতী। (বৈতকনি)

বক্রদল (স্ত্রী) তাদু। [বক্রদল দেখ।]

বক্রদৃষ্টি (স্ত্রী) ১ বক্রি হাছনি। ২ ক্রোধানৃষ্টি। ৩ বক্রদৃষ্টি।

বক্রনক (পূ) বক্র: কুক্ষিকা বক্র ইব হিহ্রস-চ। ১ পিতল, খল। ২ শুকপক্ষী।

বক্রনাল (স্ত্রী) ১ মুখবাড। ২ বাঁক নল।

বক্রনাস (ত্রি) ১ বক্রনাস বা চক্রবৃক। (রামাং ৫।১।৬)

বক্রনৌমিক (পুং) বক্রা নাসিকা বক্র। ১ পেটকা (ত্রিকা°)
(ত্রি) ২ কুটিল নাসাবৃত্ত।

বক্রপাদ (ত্রি) বক্রঃ পাদঃ বক্র। বাঁক পাণবৃত্ত। ১৭।

বক্রপুচ্ছ (পুং ত্রী) বক্রঃ পুচ্ছঃ বক্র। ১ কুতুর। ২ সলোম-
কুটিললাঙ্গুল। বাঁকালোম।

বক্রপুচ্ছিক (পুং) কুতুর।

বক্রপুর (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ। (কথাসরিৎসাং ১০.৭।১৩৬)

বক্রপুষ্প (পুং) বক্রানি পুষ্পাণ্যত। ১ বক্রবৃক্ষ। ২ পলাশবৃক্ষ।

বক্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) লাক্ষ্মিকা। বিবলানুসিরা।

বক্রবালধি (পুং) বক্রো বালধিঃ কেশবৃক্সলাঙ্গুলঃ বক্র। ১ কুতুর।
২ কুটিলপুচ্ছ।

বক্রভণ্ডিত (স্ত্রী) বক্রঃ কুটিলঃ ভণ্ডিতম্। কুটিলবাক্য।
পর্ধ্যায়—ভ্রেকোক্তি। (ত্রিকা) বক্রোক্তি, স্নেহোক্তি।

বক্রভাব (পুং) ১ বক্রতা, বাঁকভাব। অসরলতা, কুটিলতা।

বক্রম (পুং) অবক্রমণমিতি অব-ক্রম-ভাবে বক্র। অন্নোপঃ।
পলায়ন। (শব্দরত্না°)

বক্রয় (পুং) মূল্য।

বক্ররেখা (স্ত্রী) বাঁকা রেখা। বে রেখা সরল নহে, বৃত্তাকার
অথবা কোণাকার রেখা।

বক্রলাঙ্গল (পুং) বক্রঃ লাঙ্গলঃ বক্র। ১ কুতুর। (স্ত্রী)
২ কুটিলপুচ্ছ।

বক্রবস্ত্র (পুং) বক্রঃ বস্ত্রমত। ১ শূকর। (ত্রি)
২ বক্রস্থবিশিষ্ট।

বক্রশল্যা (স্ত্রী) বক্রঃ শল্যমিবা পত্রাদিকং বক্রাঃ। কুটুধিনীকুপ।
২ কুতুধী, ভিৎলাউ। ৩ বক্রলাঙ্গুলিকা, লাঙ্গলবিবলানুসিরা।

বক্রশৃঙ্গ (ত্রি) বাহার শৃঙ্গ বাঁকা (মহিষাদি)। প্রবাদ—
“মহিষের শিঙ বাঁকা হুঁরিবার বেলা একা।”

বক্রা = বক্রা (দেশজ) ১ ঘর্জনশব্দ। (পুং) ছাগ। ২ ববসা,
যৌথকারবারের অংশ।

বক্রাগ্র (স্ত্রী) বক্রঃ অগ্রঃ বক্র। কবাটবক্রবৃক্ষ। চলিত
বেতুগাছ।

বক্রাঙ্গ (স্ত্রী) বক্রঃ অঙ্গঃ বক্র। ১ হংস। (হেম) ২ সর্প।
(স্ত্রী) ৩ কুটিল অবরব, বাঁকা অঙ্গ। (ত্রি) ৪ কুটিল-
অবরবিশিষ্ট।

“ভরববিবরাণীক চক্রবাকোবুধভনী।

বেগনভীরবক্রাণী ভ্রতবীমবিক্রুপাঃ” (হরিকণ্ঠ ১০.২।৩৬)

বক্রাজি (পুং) বক্রপাদ।

বক্রাতপ (পুং) ভাতিবিশেষ। (ভারত° ভীষ্মপর্ব) বক্রাতি
পাঠও দেখা যায়।

বক্রি (ত্রি) নিখাবারী, অনুভবী। বক্র বাহুর উত্তর ক্রিন্
প্রত্যয় দ্বারা এই পদ নিস্পন্ন হইয়াছে।

বক্রিত (ত্রি) বক্র-ইতচ্। ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ বক্র।
৩ বক্রগতি অনুভূত।

“বাক্যবদনমৈকাদশনকক্রাবক্রিতে কুরেৎপ্রবুধম্।”

(বৃহৎসং ৬।২)

বক্রিন্ (পুং) বক্রো বক্রতাত্ত্বীতি ইনি। বৈদিকধর্মবিশুদ্ধ-
বাদিধামন্ত তথাক্ষম্। ১ বৃদ্ধ। (শব্দরত্ন°) ২ গর্তবিকারভক্ত
পুরুষভেদ। বধা—

“শাক্ত্যুৎসাহপ্রতিবেদন বক্রী ভাবীকৌরব্যাতরা পিতৃশূচ।”

(ত্রি) ৩ বক্রতাবিশিষ্ট।

“লয়েনো যদি বক্রী তাৎ পুংসঃ কার্ণেবু বক্রতা।

লয়েনেশবন্তং গতে মর্ত্যো হুঃখাদিহাঘনিবৃত্তাঃ।”

কলিত জ্যোতিষে লিখিত আছে, যদি বক্রী কোন গ্রহ,
হিত-রাশি হইতে রাস্তায় গমন করে, তাহা হইলে সেই গ্রহ
অতিবক্রী বা মহাবক্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এই বক্র
বা অতিবক্র কুলাদি পক্ষ গ্রহেরই হইয়া থাকে।

বক্রিম্ (ত্রি) বক্র-ভাবে ক্রিয়চ্ বধা বক্র-ইম। বক্র, কুটিল,
অসরল।

বক্রিমন্ (পুং) বক্র-ইমনিচ্। বক্রতা, কোটিল্য, শঠতা।

বক্রী (দেশজ) বক্রী। ছাগী।

বক্রীকরণ (স্ত্রী) বাঁকান। কোন সরল বস্তুকে বক্র বা অয়িযোগে
বাঁকাইয়া কেলা।

বক্রীকৃত (ত্রি) অবক্রী বক্রীকৃতঃ অনুভূতভাবে চিঃ। ১ বক্র।
বাহার বক্রতাপ্রাপ্তি ঘটাইয়াছে।

বক্রীভাব (ত্রি) ১ বক্রতা। ২ কুটিলতা। ৩ প্রবন্ধকতা।

বক্রীভূ (ত্রি) ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ প্রবন্ধনাত্মক। ৩ অসরলচিত্ত।

বক্রোত্তর (ত্রি) বাহা বক্র সহে অর্থাৎ সরল।

“বক্রোত্তরাগ্রৈরলকৈঃ” (বৃহৎ ১৬.৬৬)

বক্রেশ্বর, বীরভূম জেলার বর্তমান প্রধান নগর মিউনিসিপালিটি হইতে
৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন তীর্থস্থান।

হরিশ্চন্দ্র পদ্মগণ্য তীর্থপাড়া নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই
অধীক্রোশ দক্ষিণে “বক্রেশ্বর” নামের দ্বারে উক্ত প্রাচীন তীর্থ-
ভূমির প্রবেশপথ দ্বারা পরিচালিত আছে। এখানকার প্রাচীন কীর্তি
অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও “বক্রেশ্বর” শ্রোতবতীর দক্ষিণে এখনও
৩০০ শিবমন্দির ও বহু উচ্চ প্রেমকণ তীর্থদ্বারীর বয়স বস আকর্ষণ
করিয়া থাকে। প্রাচীন বক্রেশ্বর জেলার নামানুসারে আজও
এই স্থান “ভূম বক্রেশ্বর” নামে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত।

গৌড়দেশের বঙ্গের বক্রেশ্বর শৈবমন্দিরের একটি প্রধান ও

প্রাচীন তীর্থ। এখানে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাববিস্তারের সঙ্গে ক্রমেই যে এই হু-প্রাচীন ক্ষেত্র দূর বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের অন্তর্গত বক্রেশ্বরনামাহায়ে বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের পূর্ণ পরিচয় ও বহিরা সন্নিহার বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীর এই তীর্থপরিচয় লক্ষ্যেব জ্ঞাতব্য মনে করিয়াই বক্রেশ্বর-নামাহায়ে হইতে এই তীর্থের পরিচয় সন্দেশে উদ্ধৃত হইল,—

“গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্র বক্রেশ্বরভূমদত্তম্।

যদ্যাম্বরশেখরোপিত মূঢ়ভেদে সর্বকিঞ্চিৎ।”

গৌড়দেশে বক্রেশ্বর নামে এক মহৎ ক্ষেত্র আছে, যাহার নাম অমরশাহ মানব সর্ব পাণ হইতে মুক্ত হয়।

এই বক্রেশ্বরের উৎপত্তি কিরূপে হইল, এ সম্বন্ধে দেখা যায়—

“পুরা কৃতযুগে বিপ্রা অষ্টাবক্রো মহাতপাঃ।

প্রথমে নাম তত্ত্বাসীৎ সূত্রতো নাম পূর্ববঃ।

পুরা দেবসভায়ান্ত নৃত্যমাসীদ্যনোহরম্।

লক্ষ্মীস্বরম্বরে পুণ্যে ত্রৈলোক্যোৎসর্গসংযুতে।

তত্র দেবাক্ষ গচ্ছতীং মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।

সমাজগুঃ পরং ব্রহ্ম কামলায়াঃ স্বরম্বরম্।

তদ্রামরম্বরো দেবঃ শচীনামঃ পুরন্দরঃ।

অগ্রে দত্তারামশার পাভাষ্যাচমনীরকম্।

লোমশক মহাশ্বানং দৃষ্টে। চ ভগবান্ মুনিন্।

সূত্রতো ন শবাপেক্ষং ভূপোভকভান্ মুনিন্।

মহাকোপেন চাষ্টাঙ্গে বক্রেশ্বরমমুনিন্।

অষ্টাবক্রান্তিধেয়কং ততঃ প্রাপ দ্বিজোত্তমঃ।

দেবপ্রথা। সমাগতা ক্রেত্রেহস্মিন্ হুচরং তপঃ।

চকার বিপুলং বিপ্রাঃ সর্বলোকপ্রতাপনম্।

দশবর্ষসহস্রাণি কেবলানুপিবত্তথা।

পর্শশনকৃততচ্চাসীৎ তাবৎ কালং মহামুনিন্।

তাবৎ কালং তদা বায়ুভক্যাবাসীজিতেন্দ্রিয়ঃ।

এবমেব ভগবত্রে স মুনিন্ সাংঘতান্বান্।...

নাতপ্তস্তং প্রবাক্তে মুনিন্ বক্রেশ্বরীরিণম্।

ত্রিকুণ্ডং বিভক্তে তত্র পাবক্যাপার এব চ।

লক্ষ্মীপারির্গার্হপত্যাহবনীয়াখ্যমেব চ।

তদ্বাৎ পার্বত্যং সূর্য্যভিজলং স্বর্ণপ্রদায়কম্।

অভিজয়ং হি পাতালে অভয়খ্যে তু ভিত্তিতি।

ভোগবত্যা জলং তত্র বিভক্তে শিবস্বর্গমেব।

হাটকাখ্যং মহাশ্রয়ং ত্রৈলোক্যং বক্রেশ্বরম্।

ভক্তশোভকং ব্যক্তি বহু চারিত্র্যম্ বৃণ।

ভগবান্ভ্য তত্কাভ্যং ভৈরবং পাবকেশ্বরম্ চ।

নিপত্য বেতগঙ্গারানুকূলেভ্যং বহেরদী।

কেচিভোগবতীং প্রাহর্গঙ্গাকং কেচিচ্চিরি।

কেচিৎ শেতস্ত নান্য তাম্ বেতগঙ্গায় বসতি বৈ।

পাতালেণ বটকৈব দ্বাভ্য চৈব নদীস্বরম্।

ব্রহ্মবোনিং ব্রহ্মশিলাং দ্বাপরিষা মহানদীম্।

একাদশেন শিবং দ্বাভ্য প্রারামে দক্ষিণাং দিশং।

বক্রেশ্বরস্ত পাস্চাত্যো তাগে পাপপ্রমোচনঃ।

ধম্মশ্রিকপ্রমাণা বৈতরণী পাপমোচনী।

ভামাক্রম্য নরো ভক্ত্যা মূঢ়ভেদে বনজাতয়ঃ।

ধম্মশ্রুতপ্রমাণা বৈ বহৎ পাপহরা ততঃ।

ভক্তাঃ সর্বশনে নাপি অতিরিক্তং কলং লভেৎ।

সর্গাকারঃ মহৎক্ষেত্রং পুণ্য পাপহরং শুভম্।

তত্র ভিষ্ঠেদ্রহাদেবত্রৈলোক্যক্রোধহেতবে।

ভুমুদিত্ত তপত্তেপে স চ বক্রো মহাতপাঃ।

তং মুনিন্ হু-প্রসন্নোহুভূৎ স স্বয়ং পার্শ্বতীপতিঃ।”

সত্যযুগে মহাতপা অষ্টাবক্রের প্রথমে নাম ছিল সূত্রভূত।

ত্রৈলোক্যে ঐশ্বর্যের আশ্রয়ীভূত লক্ষ্মীর স্বরম্বরে দেবসভায় মনোহর নৃত্য হইয়াছিল। দেব, গচ্ছতী, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলেই কমলার স্বরম্বরে দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথার অমরপতি শচীনাম ইন্দ্র লোমশ মুনিকে সর্বপ্রথমে পাঠ, অর্ঘ্য ও আচমনীয় অর্পণ করেন। তাহা দেখিয়া ভগবান্ সূত্রভূত তপোভক্তয়ে অভিসম্পাদ না করিলেও অভিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ক্রোধহেতু তাঁহার অষ্টাবক্র বক্র হইয়া পড়ে, তাহাতেই তাঁহার অষ্টাবক্র নাম হয়; এইরূপে বক্রাক হইয়া মুনিস্বর এই ক্ষেত্রে আসিয়া চরম্বর তপতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপত্তার সর্বলোক উত্তপ্ত হইয়াছিল। তিনি দশ হাজার বর্ষ কেবল জলমাত্র পান করিয়া, তৎপরে দশ হাজার বর্ষ কেবল মাত্র গাছের পাতা খাইয়া, তৎপরে উক্ত সংখ্যক বর্ষ বায়ু ভক্ষণ করিয়া জিতেজ্রিয় মুনিস্বর কঠোর তপস্চর্যা করিলেন। বক্রেশ্বরীর মুনির নিকট পাবক্যাপার তিনটা কুণ্ড বিদ্যমান হইল, তাহাই দক্ষিণাধি, গার্হপত্য্যধি ও আহবনীয়াধি। সেই অগ্নিত্রয় অতল নামক পাতালে অবস্থিত, সেই জরতি জল স্বর্ণপ্রদায়ক, তথার ভোগবতীর জলপ্রবাহিত যাহার মতকে স্নেহের সেই হাটক নামক মহাদেবকেও বক্রেশ্বরী আর্চনা করিলেন। তাহার উচ্ছ্রাবট হইতে জল পিয়া তিনটা অগ্নিকুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। পাবক সেই জল আলিঙ্গন করিয়া উকতোয়া বেতগঙ্গা নদীরূপে বহিতেছেন। এই নদীকেই কেবল ভোগবতী, কেহ বা বেতের নামানুসারে বেতগঙ্গা করিয়া থাকে। এখানে পাতালেণ, অক্ষরবট ও নদীকর নাম, পরে ব্রহ্মবোনি ও ব্রহ্ম-

শিলার দ্বান এবং নদীতে একাংশে শিককে দ্বান করাইয়া দক্ষিণদিকে, বক্রেশ্বরের পশ্চাত্তাশে তিন ধু নুয়ে পাশহারিধী বৈতরণীতে দ্বান ও তালী দর্শন করিলেও অতিরিক্তের কল হয়। এই পাশহর কেন্দ্র সর্পাকার। ত্রৈলোক্য জাপ করিবার জন্ত মহাদেব এখানে অবস্থান করেন। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই মহাতপা বক্র তপস্তা করিয়াছিলেন। বরং প্যার্বতীপতি শ্রুতির প্রতি অতি প্রেম হইয়াছিলেন। (বক্রশ্রুতি আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেব এখানে বক্রেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন।) তাঁহার প্রভাবে অষ্টাবক্র অতীত লাভ করেন।

এই কেন্দ্রের কোথায় কোন তীর্থ আছে এবং সেই সেই হলে কিরূপ পূজাদি করিতে হয়, বক্রেশ্বরের তীর্থপরিক্রমার এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—

‘এই বক্রেশ্বর কেন্দ্রের দক্ষিণ কারকুণ্ডাদি তীর্থক্রমে যাত্রা করিতে হয়। প্রথমে বক্রেশ্বরে গিয়া কৌরকর্ণ, দ্বান ও শিবকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া পক্ষ তীর্থ বিধানে এইরূপে যাত্রী পরিক্রমা করিবে। প্রথমে কারকুণ্ডে দ্বান করিয়া কুশোদক ছিটাইয়া সঞ্চয় করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে’—

ও মহাকারাকিসংজ্ঞাতো মহাপাতকনাশন।

কারকুণ্ড হরাত্ত্বং বং বরদা রুদ্রত্বং কৃত্বং।

শিবত্বং বৃহদে দেব কানোদ্যায় হরাত্ত্বং চ।

পশ্চিমবর্ত্তরে তুভ্যং নমঃ পাশাত্ত্বং চ।

জয়লক্ষ্মণত্বং পাশং যোগেশ্বর নমঃ প্রত্যো।

সংসারার্ধনমস্ত্বং কর্ণধারনমস্ত্বং।

এই কারকুণ্ডের পূর্বে সিদ্ধসেবিত সর্ঙ্গপানশাক ভৈরবকুণ্ড আছে। অনন্তর তীর্থযাত্রী তক্তিপূর্বক এই ভৈরবকুণ্ডে

গমন করিবে। ভৈরবকুণ্ডের জলস্পর্শ করিয়া এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে’—

অনেকজন্মসত্ত্বং বানাবোমিনু বংকৃত্বং।

পাতকং বাতু মে মাশং ভৈরবানুস্মিতবৎ।

ভৈরবকুণ্ডের পূর্বে সর্ঙ্গপানশাক মহাপূণ্যপ্রদ অগ্নিকুণ্ড আছে। পরে যাত্রী কুশসংযুক্ত অগ্নিকুণ্ডের জল দ্বারা অভিষেক করিয়া তক্তিপূর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—

ও মহানুস্মিতরূপোহসি সর্ঙ্গপানপ্রদানশ।

কুশানুস্মিতবৎ বাতু মন পাশদশনবৎ।

হময়ে সর্ঙ্গকুণ্ডভাষ্যত্বমসি পাশক।

জলরূপ মনস্তত্ত্বং সর্ঙ্গলৌকিককীর্তন।

অগ্নিকুণ্ডের পূর্বে জীবকুণ্ড (অপর নাম অন্তকুণ্ড), সর্ঙ্গপানশাক ও সর্ঙ্গসৌভাগ্যনিবারণ অগ্নিকুণ্ড হইতে এই জীবকুণ্ডে আসিয়া সর্ঙ্গপানশাক এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া দ্বান করিবে,—

ও যাত্রা যাত্রীদেবদেব বাবজীব্যং যত্রাশ্রিতত্বং।

দ্বানশ্রমি মনস্তত্ত্বং সর্ঙ্গলৌকিককীর্তন।

হর হৃদাশ্রিতত্বং হি অন্তত্বং বাঃ পিতামহং।

করং মে দ্রুতিং বাতু দ্রুতিং দেহি সান্দ্রত্বং।

জীবকুণ্ডের দক্ষিণে সর্ঙ্গসৌভাগ্যপ্রদ সৌভাগ্য নামক কুণ্ড আছে। সর্ঙ্গপানশাক ও সর্ঙ্গসৌভাগ্যপ্রদের জন্ত যাত্রী এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সৌভাগ্যকুণ্ডে দ্বান করিবে’—

ও সৌভাগ্যপ্রদসি মনস্তত্ত্বং সৌভাগ্যমুপদানত্বং।

সর্ঙ্গসৌভাগ্যসংযুক্তো ভবেত্বং জয় জয়মঃ।

পার্বতীদেবদেবত্বং মহেশ্বরমুপদানত্বং।

কুশানুস্মিতত্বং পাশকং সৌভাগ্যং চান্ত সর্ঙ্গনা। * * *

- (১) “অগ্নিঃ বক্রেশ্বরকেন্দ্রে দক্ষিণে ক্রমবোধতঃ।
কারকুণ্ডাদিতীর্থানাং যাত্রাঃ কুর্ধ্যাশ্রিতকণঃ।
মরো বক্রেশ্বরঃ কেন্দ্রে পশাৎ যাত্রা নতিং ততিঃ।
কৌরঃ কুশাঃ হরঃ বৃহীঃ। কুর্ধ্যাশ্রিতপানশাকঃ।
পক্ষতীর্থবিধানতঃ পুণ্ড্র শ্রুতিপূর্বকঃ।
পক্ষতীর্থবিধানেন কর্ণধারঃ তীর্থবৃত্তবৎ।
হতো গামো চ একালঃ যনোদ্যায়কামকর্ষিতঃ।
কেন্দ্রোপদানশাক্যঃ ত্রিভুজশ্রুতিপানশাক্যঃ।
প্রদান্যঃ কুশপাকঃ প্রদ্যোঃ লাপরঃ চরৎ।
বীতর্ক্যমৌক্ত্যঃ কুণ্ডেঃ ক্রীড়াকৌতুকবহনৈঃ।
অপরোহসি সংপ্রাপ্তে কেন্দ্রে পরবক্রত্বং।
প্রবক্রঃ কারকুণ্ডতঃ যাত্রিণাঃ প্রদানশাক্যঃ।
যাত্রাঃ সর্ঙ্গকুণ্ডতঃ যাত্রিণাঃ প্রদানশাক্যঃ। * * *

- (২) যাত্রাঃ সৌভাগ্যকেন্দ্রে সর্ঙ্গপানশাক্যঃ প্রদ্যোক্তঃ।
কারকুণ্ডতঃ পূর্বে তু ভাষে সিদ্ধানুস্মিতত্বং।
অতি তৎভৈরবঃ কুণ্ডঃ সর্ঙ্গপানপ্রদানশাক্যঃ।
ভক্তো গজেশ্বরো ভক্ত্যঃ কুণ্ডঃ ভৈরবসংজ্ঞিতত্বং।
পূহীত্বাঃ ভক্ত্যঃ ভক্ত্যঃ মনস্তত্ত্বমুপদানত্বং। * * *
- (৩) অগ্নিকুণ্ডঃ মহাপূণ্যঃ সর্ঙ্গপানপ্রদানশাক্যঃ।
অতি ভৈরবকুণ্ডতঃ পূর্বে সিদ্ধসেবিতঃ।
ভক্তোঃ সিদ্ধকুণ্ডঃ সর্ঙ্গপানপ্রদানশাক্যঃ।
অভিষেকঃ প্রদ্যোক্তঃ যাত্রিণাঃ ভক্তিত্বং। * * *
- (৪) অগ্নিকুণ্ডতঃ পূর্বে তু জীবকুণ্ডঃ পূহীত্বাঃ।
সর্ঙ্গপানশাক্যঃ চান্তি সর্ঙ্গসৌভাগ্যনিবারণত্বং।
জীবকুণ্ডঃ ভক্তো গজেশ্বরকেন্দ্রে ভক্ত্যঃ।
দ্বানঃ কুশাং প্রদ্যোক্তঃ সিদ্ধপানশাক্যত্বং। * * *
- (৫) সৌভাগ্যসংজ্ঞিতঃ কুণ্ডবতি ভক্ত্যঃ যাত্রিণাঃ।
দক্ষিণে জীবকুণ্ডতঃ সর্ঙ্গসৌভাগ্যনিবারণত্বং।

স্বকে আশীষক করিয়া পরে বক্রেশ্বরের স্তুতি করিলে ।
পাণ্ড অর্থাৎ বাগা অতিবেক করিয়া বক্রেশ্বরে পূজা করিলে । সুপ
স্তুতির পশ্চিমে কোী মধ্যে বক্রেশ্বরের অবস্থিত ।^{১০} তাঁহার মন্ত—

ও পার্শ্বভীত্যন্ত সেনৈ ভক্ত্যাপনায়ণঃ ।
বক্রেশ্বর মন্তব্যঃ পরমাম্বুজপিতং ।
অষ্টাবক্রার্জিতেশ্বর পরমাত্মহিতম্ ।
মৌরীপ সর্গভীষাঙ্গু পাশসংহারকারক ।
সামোরকারাভীত ভণ্ডাভীত ভণ্ডাকর ।
বিদগ্ধাক মন্তব্যঃ মন্তব্যঃ মন্তব্যঃ ।
মন্তব্যঃ ত্রিনেত্রঃ ত্রিশূলাধারঃ সন্যঃ ।

এই অষ্টাবক্র-নির্মিত পরম মনোরম পুণ্য শিবকেন্দ্রে যে
প্রণাম করে বা স্রগ কর, সর্গপাশ হইতে তাহার মুক্তি হয় ।^{১১}

পূর্বে যে সকল কুণ্ডের উল্লেখ করা হইল, কিরূপে ঐ সকল
কুণ্ডের নামোৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহাও বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে বিবৃত
হইয়াছে । বাহুল্য করে তাহা আর লিখিত হইল না ।

বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে একটা ঐতিহাসিক কথাও ইঙ্গিত আছে—

“বেতরাণা মহানাসীং সত্যবতা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সত্যবন্তো মহোদারঃ সম্ভবান্ দানভংগপঃ ॥
রাজা কৃত্তবুগে চাসীং শিবপাদার্চনে রতঃ ।
মলমকোটকং নাম পুংস ততঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
নিত্যং বক্রেশ্বরারাধ্য ভূক্তোহসৌ বেতপার্শ্বিকঃ ।
আরাতি নিত্যং স রাজা পদবোজনমাত্রকম্ ।
পূনরেব গৃহং বাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ ।
তমেবাসৌ বরং প্রোদাদ্বক্রেশো ভক্তবৎসলঃ ।
শক্রন্ জহি দুরাধ্বান্ ব্রহ্মণ্যো তব সর্গদা ॥
সেববিজগ্গিরঃ দত্তা ভূক্ত, রাজ্যমকটকম্ ।
অন্ত তে বিপুল্য কীর্তিরায়দান্ ধনবান্ তব ।
সর্গৈর্বর্ষসমাবৃত্তং ভবনং তেহম্ সর্গদা ।
ইতি বক্রেশ্বরচরনং শ্রদ্ধা যোক্তো সরাবিণঃ ।
তুষ্টিং প্রাপ্তো ভূতা ভক্তিভূক্তস চেষ্টসা ॥

(১০) ভক্তো কৃত্তবুগীন্দ্রাঃ সত্যবতঃসর্গদা ॥

কৃত্তবুগীন্দ্রাঃ সত্যবতঃসর্গদা ॥

কৌশল্যাক সেনা কৃত্তবুগীন্দ্রাঃ সত্যবতঃসর্গদা ॥

সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

(১১) অসেন বিপিনা বহু পদবক্রেশ্বর শিবঃ ।

সোমঃ সর্গদাঃ কৃত্তবুগীন্দ্রাঃ সত্যবতঃসর্গদা ॥

ইহা কৌশল্যাক সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

কৌশল্যাক সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

(বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে ১১ম অধ্যায়ঃ)

ভক্তাঃ প্রোদাদ্বক্রেশ্বরঃ সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥ (২ অধ্যায়ঃ)

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

ভক্তাঃ সত্যবতঃসর্গদা সত্যবতঃসর্গদা ॥

প্রাণান্ত হইলেও আমার নাম কেন থাকে এই প্রশ্ন বর চাই, এবং তোমার নিকটই কেন আমার অস্তিত্ব কাল শেষ হয়, এই বরও চাই। শিব কহিলেন, মহারাজ! তুমি বন্ধ, যেহেতু তোমার ঈদৃশী ইচ্ছা হইরাছে; তোমার অন্ত বর লইতে লোভও হইল না। মহারাজ যেত শোন, আমার নিকটে যে জাহ্নবী রহিয়াছে, আমার জানাৰ্হ বাহাতে নানা তীর্থের সমাগম হইয়া থাকে, আজ হইতে তাহা তোমার নামানুসারে যেতগঙ্গা নামে খ্যাত হইবে ও তুমিও অন্তকালে আমার পদ লাভ করিবে সন্দেহ নাই। তোমার চরিত্র যে তুমিও তোমার ত্যজ্য যে পাঠ করিবে, তাহার স্বর্ণলাভ হইবে, তাহাকে আর বদালয়ে বাইতে হইবে না। আমার নিকট এই যেতগঙ্গাজলে স্নান করিয়া যে পিতৃ স্নান করিবে, তাহার গরা ভ্রাতের সমান কল হইবে।

উক্ত প্রাচীন কাহিনী হইতে মনে হইবে যে, নানা উচ্চ-প্রশংসাপ্রাপ্তি এই নিত্য হান বহু ধর্মি তপস্বীর প্রিয় নিকে-তন বলিয়া গণ্য হইলেও যেত নামে কোন হিন্দু রাজার ঘরেই এই পুণ্যক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা ও তীর্থ বলিয়া পরিচিত হইরাছে। এখনও নানাস্থান হইতে বহু যাত্রী এই তীর্থ সন্দর্শনে গমন করিয়া থাকে। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর, এখানকার সুগুণপূর্ণ উচ্চ প্রশংসাসমূহের জল প্রকৃতই নানা রোগনাশক।

বক্রোক্তি (৩) বক্রা কুটীলা উক্তি: ১ কাকৃতি। চার্ঘ-উক্তি।

“অথ বৃন্তে বৃষাৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিতি: পদৈ:।

ব্রাহ্মণনাহ বৎকিকিং মরোৎপত্তি নির্জনে ॥

তৎকিকিণ্ডো ন নয়ের বিভাজ্য বাক্রমম।

ন বাক্র ন চ তৎকীর: পাতব্যং কেনচিং কচিং ॥”

(কামদেহকরতরুণত ব্রহ্মপুরাণ)

২ কুটীলোক্তি। বাক্য কথা।

“বাকী ব্যাকরণে কিসেব বিহ্বাং ধৃতি: প্রবর্তি: সত্যম্

জরুরমতি: দ্বালাৎ পটুইক্ৰ ভববক্রোক্তিতি:।

দ্বীত: সন্ন পদাসমেতি গণকো গোলামতিজ্ঞাতা

জ্যোতির্জিৎসবসি প্রাগলভ্যগণক: প্রঃপ্রাকোক্তিতি: ॥”

(সিদ্ধান্তশিরোমণি-গোলাখ্যার)

বক্রা অর্থান্তরগ্রহণেন কুটীলা উক্তি:। নবানুভাব বিশেষ।

কাব্যানিতে প্রেক্ষাকাংক্ষারোপ বা ব্যাকৃতিকে বক্রোক্তি বলা যায়। সাহিত্যকর্ণপুরে ১০ম পরিচ্ছেদে ইহার বিবরণ এইরূপ দ্রষ্টব্য—

“অন্তর্ভাষার্থক বাক্যমত্যা বোধ্যয়েৎ যি।

অন্তঃসেবেণ কাক্রা বা সা বক্রোক্তিভক্তো দিগা ॥”

(সাহিত্যকর্ণ ১০।৩৪১ প)

সাধারণত: বক্রোক্তিতে দুইরকম প্রকাশ করিয়া থাকে।

উহার একটি মেঘার্থক ও অপরটি কাহ্ন অর্থবাচক। নিম্নোক্ত উদাহরণে তাহা স্পষ্টীকৃত হইরাছে।—

“কে বৃহৎ হুল এব সস্ত্রতি বরং প্রোদ্য বিশেষাশ্রয়:

কিং ত্রুতে বিহগ: স বা কনিপতির্ভ্রান্তি ত্রুণো হরি:।

বামা বৃষমহো বিভবরসিক: কীদৃক্ মরো বর্ততে

যেনোয়াত্ বিবেকশূন্যমনসঃ পুংস্তেব যোষিঃ ত্রম: ॥”

‘কে বৃহৎ’ তোমরা কে? এই প্রশ্নে উত্তরদাতা বলিল, আমরা জলে নহি, সস্ত্রতি হুলাই আছি। এখানে ‘কে’ টীকে ক্রিয়াক্রমের প্রথমা বিভক্তির বহুবচন-নিশ্চয় গ্রহণ না করিয়া জলবাচক কং শব্দের সপ্তমী বিভক্তির একবচন-নিশ্চয় ‘কে’ পদ গ্রহণ করিয়া উত্তর সাধিত হওয়ার বক্রোক্তি ঘটরাছে। প্রত্যুত্তরে—‘প্রোদ্য-বিশেষাশ্রয়:’ পদে জিজ্ঞাস্ত জ্ঞাপন করা হইরাছে। এ হুলে ‘বি’ পক্ষী ও ‘শেষ’ অনন্ত (নাগ) এই বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াই উত্তর হইরাছিল; বিশেষ শব্দের সাধারণ অর্থ গৃহীত হয় নাই।—তবে কি তোমরা বলিতেছ, আমরা পক্ষী, অথবা সর্প যেখানে হরি শয়ন করিয়া আছেন? এখানে বিশেষ শব্দের সাধারণ অর্থ পরিত্যক্ত এবং বি-শব্দে পক্ষী ও শেষ শব্দে সর্প অর্থ গৃহীত হওয়ার বক্রোক্তি হইরাছে।

দ্বিতীয়ার্ধে—আহা! তবে কি তোমরা বামা, অর্থাৎ প্রতিকূল অর্থ গ্রহণ করিয়া থাক, (বামা শব্দের একটি অর্থ প্রতিকূলবাহী)। কারণ আমরা এক অর্থে প্রায় করিতেছি, তোমরা অন্ত অর্থে গ্রহণ করিতেছ! উত্তরবাহী বামাশব্দের প্রতিকূলবাহী অর্থ গ্রহণ না করিয়া বামাশব্দে সাধারণত: ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিল,—ওহে প্রোভারণাপটু, তোমার কিরণ কামনা হইতেছে, যে কামনোদিত হওয়ার বিবেকশূন্য হইয়া পুরুষেতে তোমার নারীভ্রান্তি উপস্থিত! এ স্থানে বামাশব্দের দুইটি অর্থ ১ম ত্রী—২য় প্রতিকূলবাহী। প্রত্যুত্তরে প্রতিকূলবাহী অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু উত্তরদাতা ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া উত্তর দিতেছেন, ইহাই বক্রোক্তি। এই অর্থ ঘরের যোগ হেতু ইহা সত্যই স্নেহ বলিয়া কথিত। অন্তপক্ষে ইহা অজ্ঞ।

“কালে কোকিলবাচালে সহকার মনোহরে।

কৃতাপসঃ পরিতাপাৎ তত্তাপস্তেজো ন ব্রুতে ॥”

কোকিল কলরব পরিপূর্ণ অন্তরকূল বিকলিত মনোহর বসন্ত কালে কৃতাপসরাজ কাক্রমে ত্যাপ করিয়া কামিনীর চিত্ত ব্যথিত হইতেছে না, বরং ব্যথিত হইতেছে। এখানে নিবেদার্থে মক্ শব্দ প্রযুক্ত হইরাছে, কিন্তু অপরপক্ষে কাক্রা অর্থাৎ কনি-বিশেষ দ্বারা বিধি অর্থও সংঘটিত হইতেছে।

বক্রোলক (পং) একটি স্তম্ভার। (কব্যানিৎসা ৭৩।১৮)

২ স্তম্ভার একটি স্তম্ভ। (কব্যানিৎসা ১০।৩)

বাক্যভিত্তিক (স্ত্রী) বাক্যভিত্তিকতা ইতি, ঠাণ্ডা। বাক্যভিত্তিকতা
হি-ওঁত বাক্যভিত্তিকতা জারতে অভ্যন্তরীণবাক্য। বাক্য ভিত্তিক
বাক্য। ততঃ বাক্যে কন, টাণি অভ ইত্যং। ১ অষ্টমবাক্য,
ইত্যং। পর্যায়—বিত। (চর্যাবাস)

বক (মি) ভিত্তিকগামী। ইত্যংতঃ পরিব্রজনশীল। নভাবির ভাব
বকগতিবিশিষ্ট। “প্রাগুবা নভবোহন বক কল্যা” (বক ৪১১১৭)

‘বক ন সেনা ইব ধ্বজা কলানার ধ্বজিকা’ (সারণ)

বকন (মি) গুণবক্তা। তোতা।

“বেদী বকরী যন্ত নৃগীঃ” (বক ৩২২১৫) “বেদী বেণো
যাগারিলকণ কণ্ঠ। ততঃ বকরী গুণানার বকরী” (সারণ)

বকরী (স্ত্রী) গুণবক্তা। (বক ১১১৪৩৬)

বকস (পুং) বৈতক্যকৃত মতবিশেষ। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার
বকস ও বকস পাঠ পাওয়া যায়। [বকস দেখ।]

বক্, বোষ, কোণ, সংঘাত। তু। পরং বোষে অকং সংঘতো
সকং সেটু। বকতি। ববক, ববকিণ, ববকুঃ, ববকে,
ববকিরে।

বক্শঃ [স্] (স্ত্রী) উচ্যতেহনেতি। বচ্ (পচিচিচিচ্য
হুট চ। উণ ৪১২১১) ইতি অন্তর্ন হুট্ বক্শেতরহন ইতি
রমানাথঃ ধাতুপ্রদীপক। ১ অকবিশেষ। কঠোর অধোভাগে
কনরোপরিহ যে দেহাংশভাগ তাহা বক্ বলিয়া পরিচিত।
ইহাকে চলিত কথায় বুক বলে। পর্যায় ক্রোড়, ক্রান্তর,
উরঃ, বৎস, অঙ্ক, উৎসঙ্গ, বকণ, গণপীঠক ও বক্শল।

গরুড়পুরাণে বক্শের শুভাশুভ লক্ষণ লিখিত আছে।

সমবক্যোবিশিষ্ট অন্নবান্ পীনবক্যোবাকি বীর ও নকিলাশী এবং
বিষমবক্ নিঃস্ব ও শত্রুহারা নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।

“অন্নবান্ সমবক্যঃ ত্রাং পীনবক্যোবাকিভিঃ।

বক্যোভির্বিষমৈঃ স্বঃ শত্রুণি নিধনতথা ॥”

(গরুড়পুরাণ ৬০ অঃ)

(পুং) বহুতীতি বক্-বহিবাধাঞ হান্-হসি। উণ
৪১২২০) ইতি অন্তর্ন, হুট চ। অন্তর্ন। (উচ্চলদত্ত)

বক্শ (মি) নকিলাশী, বলহারী। (স্ত্রী) বক্শ্যানেতি।
বক্শোবসংহত্যোঃ লুট্। ১ বক্। (শকট) ২ বাহক।

“ক্রিয়ান্ বক্শানি বক্শঃ” (বক ৩২০১৬)

‘বক্শানি বাহকানি তোহাশি ক্রিয়ান্ করবায়।’ (সারণ)

৩ অধি। (বক ৪১১১৫) ক্রিয়ান্ টাণ্। বক্শা।

বক্শা (স্ত্রী) ১ নবী। (বক ৪১২১১০) ২ নবীশর্ত। (বক ১১২৩১১)
৩ উর।

“স বঃ প্রোজা জনরঃ বক্শাভ্য” (অধ্ব ১৪২১১৪)

বক্শি (মি) নকিলাত। “ইহো বাক্ত বক্শিঃ” (বক ১১২১৪)

বক্শী (স্ত্রী) বক্শ ক্রিয়া টাণ্। ১ নকিলাতী। ২ আনন্দ-
বহিনী।

“সমবতী নয়ঃ সিদ্ধবিশিষ্টমহো নবীরবসা বক্শীঃ”

(বক ১০৬৪১২)

বক্শোহু (স্ত্রী) অধি মধ্য হসিত। (বক ৪১১১৫)

‘বক্শোহুঃ’ (সারণ)

বক্শ (পুং) ১ কলাধার। ২ বুদ্ধিপ্রকাশ।

“স্বর্গেণ বক্শো জ্যোতিরেবাৎ” (বক ৭১৩১৮)

৩ বাহক। বহুতীতি-সারণ। “অনেন বহুত বক্শেনোপ” (বক ৪১১১১)

বহুতঃ প্রকৃতেন বক্শেন বোহবোন স্বপরিপূরণেণ। বহা

বক্শেনোক্তলক্ষণেন কলানিবাধেকেন ত্রোত্রোণ (সারণ)

বক্শ (পুং) ১ কলোপরিহ দেহভাগ। ২ কন। [বক্শঃ দেখ।]

বক্শঃসংমর্দিনী (স্ত্রী) বকনি সমর্দিতে ইতি সং-বৃ-মিণি।
স্ত্রী, পত্নী।

বক্শঃস্থল (স্ত্রী) ১ বক্। ২ মদর।

বক্শোহুটোহাভ (পুং) বকসঃ তটঃ বক্শটঃ তেবু জাযাতঃ বকঃ।
স্থলোপরি দুটোহাভ।

বক্শী (স্ত্রী) অধিশিখা।

“তা অভ সঙ্ক বক্শা ন ভিগ্নাঃ স্পৃশিতা বক্শো বক্শোহাঃ”

(বক ৪১১১৫) ‘বক্শোহুটীতি বক্শো জালাঃ’ (সারণ)

বক্শ, সমানপ্রসিদ্ধ ইক্ (Oxus) নদী। বক্ বা বক্শ,
পাঠও দেখা যায়। [বক্ দেখ।]

বক্শোহুটী (পুং) বিধামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব)

বক্শোহু (স্ত্রী) বকনি জারতে ইতি জন-ভ। ১ জন।

“বহুতঃ প্রবিমানসেতি জননং বক্শোহুটীতি জননতঃ

বৃহৎ বাহুবাক্য লোমলভিকা মেত্রাভিঃ ধাবতি।

কন্দর্পঃ পরিশীল্য স্তম্ভমহোদ্যোতিভিত্তং কপাৎ

অজানীং পরশ্মদঃ বিবধতে নিমুঠমং বৃহৎ ॥”

(সাহিত্যদর্প ৩ পরি)

বক্শোহুটী (পুং) কৃত্যকালীন হস্তভিগ্নভেদ।

বক্শোহু (পুং) বকনি রোহিতীতি বহ-কঃ। তম। (ত্রিকা)

“বা শাক্তকপি শীতবক্শোহুটীতি বহ-কঃ।

নিম্বোহুটীতি বহ-কঃ। বক্শোহুটীতি বহ-কঃ ॥”

(আর্য্যাসম্বতী ৪৪৬)

বক্শোহু (মি) ভবিতঃ বক্শীং বিদ্য। বচ্-ধাতোঃ ক্রমান-
প্রত্যয়েন নিশ্চয়ঃ। বহা, অত্র বক্শোহুটীতি বহ-কঃ।
প্রত্যয়েন ভবিতঃ। (ভিগ্নভিগ্নভঃ)

২ বাহ, বক্শঃ। ৩ বহুতঃ।

বক্শোহু (স্ত্রী) ক্রিয়ানের ক্রিয়া টাণ্।

বধ, নশি, গতো। ভূদি' পর' স' সেট। লট বখতি।
লিট—ববাধ, ববধতু: বখিত। লুঙ অবাধৎ।

বধ, ই নশি। ভূ' পর' স' সেট; ইবিৎ। ই, বখাতে।
নশি গতো। (দুর্গাধাস)

বগ, ই, খজ্জ। ভূ' পর' অ' সেট। ই বজাতে।

বখতিয়ার খিলজী, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বকবিজেতা মুসলমান-
সেনাপতি। [মহম্মদ-ই বখতিয়ার দেখ।]

বগড়ী, (বকরীপ শব্দের অপভ্রংশ)—প্রাচীন গোড়রাজ্য ও তাগে
বিস্তৃত, তদন্তে বগড়ী একটা বিভাগ। বরাহমিহিরের বৃহৎ
সংহিতায় যে উপবনের উল্লেখ আছে, তাহাই বগড়ী বলিয়া
মনে হয়। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

“ভাগীরথ্য: পূর্বভাগে বিযোজনতঃ পরে।

পক্ষবোজনপরিমিতো হুপবলো হি ভূমিপঃ ॥

উপবনে যশোরাদিশেখাঃ কাননসংযুতাঃ।

জ্ঞাতব্যা নৃপশাব্দুল বহলাত্ৰ নবীষু চ ॥”

অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্বভাগে পক্ষ বোজন বিস্তৃত উপবন।

যশোরাদি দেশ, কানন ও বহু নদী এই উপবনের অন্তর্গত।

সেনবংশের অধিকারকালে ভাগীরথীর পূর্ব, পশ্চিম ও
মাগরের উত্তরবর্তী বরীপাংশ বগড়ী নামে খ্যাত ছিল। এখন
ভাগীরথীর পশ্চিম পার রূঢ় ও পূর্ব পার বগড়ী নামে খ্যাত।
রূঢ় ও বগড়ী বিভাগের বিশেষ এই যে রূঢ় ভূভাগ শৈল ও
কঙ্করময়, অধিকাংশ স্থল ডালা ও উচ্চ সমতল, কিন্তু বগড়ী
ভূভাগ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার সমস্ত জমিট নাবাল।
বজার সহজে ভূবিদ্যা যায় এবং সর্বত্রই উর্বরা।

[রূঢ় ও বকরীপ দেখ]

বগ্ন, চম্পারগের অন্তর্গত একটা নদী। (ভবিষ্য ব্রহ্মণ্ড ৪২।১৪১)

বগলা, বগলামুখী (ব্রী) বন মহাবিভার অন্তর্গত দেবীবিশেষ।

কিরূপে এই বনবিধ শক্তিসূক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা
দশমহাবিভা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। পুরাণাদি ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রেও
বগলামি দেবীর উৎপত্তি বিবরণ লুপ্ত হয়। [দশ মহাবিভা দেখ]

এই মহাদেবীর পূজামন্ত্র ও পূজামাহাত্ম্য তন্ত্রাদিতে কীর্তিত
রহিয়াছে। তন্ত্রসারে লিখিত আছে, ইহার মন্ত্র সাধকবর্গের
হিতকর ও শত্রুজনের তত্ত্বনকারী ব্রাহ্মজ্ঞানপ। এই মন্ত্র সকলকে
অভিত্ত করিতে পারা যায়। এমন কি, বায়ুরও গতিরোধ
হইয়া থাকে।

“ব্রহ্মাঙ্কং সং প্রবক্ষ্যামি সত্যঃ প্রত্যয়কারিণম্।

সাধকানাং হিতার্থায় তত্ত্বনায় চ বৈশিষ্ট্যম্ ॥

বতাঃ ব্রহ্মদাত্রেণ পর্বনোহপি স্থিরায়েত।

প্রথমে হিরন্ময়াক তত্ত্বত বগলামুখী

তত্ত্বতে সর্বহুটানং ততোবাচং মুখং পদম্।

স্বস্ত্যহেতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্ ॥

বুদ্ধিঃ নাশয় পশ্চাত্ত্ব হিরমায়াং সমালিখ্যেৎ।

লিখেচ্চ পুনরোক্তারঃ বাহেতি পদমন্ততঃ ॥

বটত্রিশংকরী বিভা সর্বসম্পৎকরী মতা ॥

হিরমায়াং হলীং। তথাচ।

বহুবীনেম্রমারাবৃক্ হিরণ্য প্রাকীর্তিতা ॥

“ও হলীং বগলামুখি সর্বহুটানং বাচং মুখং তন্তরঃ জিহ্বাং
কীলয় কীলয় বুদ্ধিঃ নাশয় হলীং ও বাহ।। এই বটত্রিশংকর
মন্ত্র সাধককে সর্বসম্পৎ দান করে। হিরমায়া শব্দে হলী বৃত্তিতে
হইবে।

তন্ত্রান্তরে চতুত্রিশংকর অপর একটা মন্ত্রের এইরূপ বিবরণ
লিখিত আছে যে,—

“বহুবীনেম্রমারাবৃক্ মায়া বগলামুখি সর্বদুক্।

হুটানং বাচমিত্যুক্তম্। মুখং স্বস্তর্য কাষ্ঠয়েৎ ॥

জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিঃ তৎ বিনাশয় পদং বেদেৎ।

পুনরুক্ত্যঃ ততস্তারঃ বহুবীনারাবিভবেৎ।

তারাদিকা চতুত্রিশংকরা বগলামুখী ॥

“ও হলীং বগলামুখি সর্বহুটানং বাচং মুখং তন্তরঃ জিহ্বাং
কীলয় বুদ্ধিঃ বিনাশয় হলীং ও বাহ।।”

উক্ত মন্ত্রের পূজাপ্রণালী এইরূপ—প্রথমে সামান্য পূজা-
পদ্ধতির নিয়মমুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কাৰ্য্য সমাপন
করিয়া অঘ্যাদি জ্ঞান করিবে। যথা—মন্তকে নারদমন্ত্রে নমঃ।
মুখে তৃষ্টপু ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বগলামুখ্যে দেবতারে নমঃ।
গুহে হলীং বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে বাহা শক্তয়ে নমঃ। এই
মন্ত্রের ঋষি নারদ, তৃষ্টপু ছন্দঃ, দেবতা বগলামুখী, বীজ হলীং
ও শক্তি বাহা।

“নারদোক্ত ঋষিঃ মুক্তিঃ তৃষ্টপু ছন্দশ্চ তন্ত্রম্।

শ্রীবগলামুখীদেবীঃ হৃদয়ে স্থিতিসম্ভবতঃ।

হলীং বীজঃ গুহ্যমুণ্ডে বাহা শক্তিস্ত পাদয়োঃ ॥”

অতঃপর অঙ্গস্তাস, করস্তাস করিতে হইবে। যথা—ও হলীং
অনুষ্ঠাত্য নমঃ। বগলামুখি তর্কনীত্য্য বাহা। সর্বহুটানং
মহামাত্য্য ববট্। বাচং মুখং তন্তরঃ অনামিকাভ্যং হুঁ। জিহ্বা
কীলয় কনিষ্ঠাভ্যং বোবট্। বুদ্ধিঃ নাশয় হলীং ও বাহা করতল
পৃষ্ঠাভ্যং কট্। এক জ্বরাদিমু।

বিষ্যতঃ মতে উক্ত মন্ত্রের চট্ট, পাঁচ, সাত ও অষ্টবর্ষ বধাক্রমে
করাঙ্গিতে জ্ঞান করিয়া অবশিষ্টবর্ষ সকল করতলে জ্ঞান করিবে।
এই নিয়মে করস্তাস সমাপন করিয়া উপরোক্ত প্রণালীতে
জ্বরাদি বহুদ জ্ঞান করিতে হইবে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ

পূর্বক 'আয়তব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাঠক পূজয়ামি নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে মূলধারাদি স্থানে ভাস করা আবশ্যিক।

"বৃগ্বাণেবু সপ্তাহি শ্বেবার্ণিক মনুভবৈঃ।

করণাধাহ তলমোঃ করাভক্তাসমাচরেৎ ॥"

ততো মূলান্তে আয়তব্যাপিনী শ্রীবগলামুখী শ্রীপাঠক পূজয়ামি নমঃ ইতি মূলধারে। মূলান্তে বিভ্রাতব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাঠক পূজয়ামি ইতি নিরসি। বগলামুখী শ্রীপাঠক পূজয়ামি ইতি সর্বক্ষে।"

অনন্তর মন্ত্রবর্ণ ভাস করিতে হয়। সাধক বধাক্রমে মন্ত্রবর্ণ গুলি বীর শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিস্তৃত করিবেন; অর্থাৎ মস্তকে ও নমঃ, কপালে জ্যৈঃ নমঃ, দক্ষিণ নেত্রে বাঃ নমঃ, বামনেত্রে গং নমঃ, দক্ষিণগণ্ডে লাং নমঃ, বাম কর্ণে মূঃ নমঃ, দক্ষিণ কর্ণে ঙিঃ নমঃ, বামগণ্ডে সং নমঃ, দক্ষিণ নাসিকায় কং নমঃ, বামনাসিকায় জং নমঃ। উত্তরগুঠে হোং নমঃ, অধরগুঠে নাং নমঃ, মুখে বাঃ নমঃ, দক্ষিণকণ্ঠে চং নমঃ, দক্ষিণকূর্ণে মং নমঃ, দক্ষিণমণিবন্ধে খং নমঃ, দক্ষিণহস্তাঙ্গুলিমূলে ত্বং নমঃ, গলে ত্বং নমঃ, দক্ষিণস্তনে ঙং নমঃ, বামস্তনে জিঃ নমঃ, হৃদয়ে হ্রাং নমঃ, নাভিতে কাং নমঃ, কটদেশে লং নমঃ, শুষ্কদেশে ঙং নমঃ, বামকণ্ঠে কোং নমঃ, বামকূর্ণে লাং নমঃ, বামমণিবন্ধে ঙং নমঃ, বামহস্তাঙ্গুলিমূলে বুং নমঃ, দক্ষিণ উরুতে ফিঃ নমঃ, দক্ষিণ জাহুতে নাং নমঃ, দক্ষিণগল্বে খং নমঃ, দক্ষিণ পদাঙ্গুলিমূলে ঙং নমঃ, বামোক্তে ওঁ নমঃ, বাম-জাহুতে জ্যৈঃ নমঃ, বাম-গল্বে স্বাং নমঃ এবং বাম পদাঙ্গুলিমূলে হাং নমঃ।

শরীরে মন্ত্রবর্ণ ভাস সমাপ্ত হইলে নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিতে হয়। ধ্যান বধা—

"মধো স্ত্রধাক্ষিমণিমণ্ডপরত্নবেদী

সিংহাসনোপরিগতাঃ পরিশীতবর্ণাঃ।

পীতাম্বরভরনমালবিভূষিতাঙ্গী

দেবীঃ স্মরামি হৃদমুদগিরবৈরিজিহ্বাং ॥

জিহ্বাগ্রমাদ্যঃ করোম দেবীঃ

বামেন শত্রুং পরিপীড়য়ন্তীম্।

গদাভিষাভেন চ দক্ষিণেন

পীতাম্বরভাষাং ভিত্ত্বাং নমামি ॥"

এই প্রকারে ধ্যান এবং মনে মনে দেবীর পূজা করিয়া বাহ পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমেই অর্ঘ্য স্থাপন আবশ্যিক। অষ্টাঙ্গুল পরিমিত চতুর্ভুজ মন্তল অঙ্কিত করিয়া তাহার ঈশানাদি কোণচতুর্ভুজ ও পূর্বাদি দিকে সন্তুচন্দনচর্চিত পুষ্প ও তণুল দ্বারা "সৌ গমপত্যয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া গজদ্ব বা ময় দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিবে। তৎপরে তিনবার পুনরায় মূল-

মন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে বড়কভাস করিবে। তাহার পর ধেনুযুজ্ঞা ও যোনিযুজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা বীর শরীর ও পূজার উপকরণ সামগ্রীতে প্রোক্ষণ করিবে।

বগলামুখী দেবীর পূজার বয় অঙ্কিত করিবার নিয়ম—

"জ্যৈঃ বড়মঃ বৃত্তমষ্টলপদ্রুতপূর্য্যতিতম্।"

প্রথমে ত্রিকোণ ও তাহার বহির্ভাগে বটকোণ অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত ও অষ্টল পদ্রুত অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহার বহির্দেশে পুনরায় তুপুর অঙ্কিত করিয়া বয় প্রোক্ষত করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক "ওঁ আধারশক্তি কমলাসদায় নমঃ এবং শক্তিপদ্মা-সদায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে পুষ্পকার ধ্যান করিয়া পীঠে দেবীর আবাহনপূর্বক "ওঁ জয়রায় নমঃ" ইত্যাদি পূর্ববৎ প্রক্রিয়ার বড়কভাস করিতে হয়। বড়কভাস সমাপ্ত হইলে পুরোভাগে বড়কমন্ত্রে মণ্ডলের পূজা এবং মূলমন্ত্রে অভিমুখিত করিয়া ধেনুযুজ্ঞা ও যোনিযুজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক "ওঁ আয়তবার বাহা, বিভ্রাতবার বাহা, শিবতবার বাহা" মন্ত্রে তিনবার তিনবিধ জল মুখে নিক্ষেপ করিয়া অষ্ট ও তর্জনী-যোগে মূলান্তে 'সাকামরণং বগলামুখী তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে সাধক বধাসম্বল উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবেন। তখন যন্ত্রস্থ বটকোণের পূর্বদিকে ওঁ স্তুতগায়ৈ নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ ভগমপিত্যৈ নমঃ, ঈশানে ওঁ ভগাবহায়ৈ নমঃ, পশ্চিমে ওঁ ভগমিত্যৈ নমঃ, নৈঋতে ওঁ ভগপাতিন্যৈ নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ ভগমালিত্যৈ নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া অষ্টলপদ্রে ব্রাহ্মী প্রসূতি অষ্ট শক্তির পূজা করিবে। পরে প্রত্যেক পত্রাংশে 'ওঁ জয়গায়ৈ নমঃ, ওঁ বিজয়গায়ৈ নমঃ ওঁ অজিত্যৈ নমঃ, ওঁ অপরা-জিত্যৈ নমঃ ওঁ তত্ত্বিত্যৈ নমঃ ওঁ জন্তিত্যৈ নমঃ, ওঁ মোহিত্যৈ নমঃ ওঁ আকর্ষিত্যৈ নমঃ, মন্ত্রে বধোক্ত ক্রমে পূজা করিবে। অনন্তর দ্বারদেশে ওঁ ভৈরবায় নমঃ এবং তাহার বহি-র্ভাগে ইন্দ্রাদি দশবিধ পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে দুপাদি দান ও বধাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবীকে ত্রিশূলযুজ্ঞা প্রদর্শন করাইবে এবং তিনবার পূজাঙ্গল দিয়া দেবীকে ধেনুযুজ্ঞা ও যোনিযুজ্ঞা দেখাইবে। তাহার পর ভৈরবকে বলি প্রদানপূর্বক বিসর্জনাধি কাণ্ড সমাপন করিবে। তদনন্তর ব্রহ্মচর্যাবলম্বী সংযতচিত্ত ও ধ্যানবশ সাধক পূর্বাভিমুখে অবস্থিত হইয়া পীতবস্ত্র পরিধানপূর্বক হরিদ্রাগ্রৈহিনির্মিত মালা লইয়া একলক্ষ জপে বগলামুখী দেবীর পূজা করণ এবং প্রতিদিন প্রিয়দু কুহুম অথবা অন্ন কোন পীতবর্ণের পুষ্প লইয়া চোম করিবেন।

পূর্বক বগলামুখী দেবীর যে বিতীর মন্ত্রের বিবরণ উল্লিখিত

হটরাছে, তাহার জাসাদি পূজা প্রণালী সকলই পূর্ববৎ, কেবল ধ্যান স্বতন্ত্র। ধ্যান যথা—

“গভীরাক মনোমত্তাং বর্ণকান্তিসমপ্রভাম্।

চতুর্ভূজাং শ্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্।

মুদগারঃ দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাক বক্রকম্।

পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়দীনপরোধরাম্।

হেমকুণ্ডলভূষাক পীতচন্দ্রাঙ্গিনেধরাম্।

পীতভীষণভূষাক রক্তসিংহাসনে স্থিতাম্॥”

পূর্বেই উক্ত হটরাছে যে, এষ্ট দেবীর পূজার বাক্তন্তন, বুদ্ধি-নাশ ও শত্রুকরাদি ঘটয়া থাকে। কিন্তু এষ্ট দেবীমন্ত্র প্রয়োগ করিলে এই সকল আধিতাত্তিক ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, তাহাই নিয়ে বিবৃত হইতেছে।

দশ সহস্রবার মন্ত্রজপ করিয়া নিশাকালে হরিদ্রা ও হরিতালের সহিত লবণ ছোম করিলে চুই ব্যক্তির বাক্তন্তন ও বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটে এবং ইহা দ্বারা শত্রুসৈন্যকে ভুজ্ঞন করিতে পারা যায়। ওত, মধু ও শর্করা যোগে পীতপুষ্পের ছোম স্তম্ভক কার্যবিশেষ ফলপ্রসূ। কার্যসাধনার্থ প্রথমে একটী যন্ত্র প্রস্তুত করা আবশ্যিক। তৎপরে তন্ত্রনার্থ ছোমাদি পূজাই বিধি।

যন্ত্র অঙ্কনপ্রণালী—

ঐকারয়োঃ সমুখরোক্ষর্দ্বাধঃ শিরসো লিখেৎ।

মধ্যগং নাম সাধ্যত তত্বে চাকরত্রয়ম্।

বীজং দ্বিতীয়বর্গস্ত তৃতীয়ং বিদ্যুভূষিতম্।

চতুর্দশবরোপেত্যং সংলিখেৎ পৃথিবীগতম্॥ (ত্রৌ)

ঐকারেণ সমাবেষ্ট্য চতুষ্কোণপুটং বতিঃ।

তৎকোণরেখাসংস্কৈঃ শৃঙ্খলৈঃ সঙ্কৈঃ লিখেৎ।

ত্রিশূল মধ্যরেখায়াঃ পৃথ্বীবীজানি পার্শ্বয়োঃ। (লং)

অষ্টবলি চ কোণেনু তদ্বিহর্জগলাং লিখেৎ॥

পৃথিব্যন্তরিতং বাহু মাটুকাপরিমণ্ডলম্।

ম্যাবেষ্ট্য চাষ্টধা পঞ্চাৎ তত্বে স্থিরমারুগা॥

নিরুখ্যাকুশবীজেন নাদসংমিলিতাঙ্গিণ্য।

লিখেৎ পূর্ববলাচেষ্টা পঞ্চাচ বগলামুখী॥”

অর্থাৎ ঐকার্যক্রমে মুখ সংযুক্ত করিয়া ঐকারয়র অঙ্কিত করিবে। তাহার মধ্যস্থলে সাধ্য বা উদ্ভিষ্ট ব্যক্তির নাম এবং উভয় পার্শ্বে ত্রৌ এই বীজ লিখিয়া লইবে। পরে তাহা ঐকার পাশা বেটনপূর্বক তাহার বহির্দেশে চতুষ্কোণ দ্বারা পুটিত করিবে, ঐ চতুষ্কোণদ্বয়ের অন্তর্কোণে অষ্টবল্লভ ত্রিশূল এবং সেই ত্রিশূলের মধ্যরেখার পার্শ্বদ্বয়ে লব বীজ আঁকিয়া রাখিবে। তাহার বহির্ভাগে ও ফলী কলারূপে সঙ্কল্পিতান্য রাজ মুখ তন্ত্রের জিহ্বা কীলয় কীলয় বুদ্ধি নাশর ফলী ও বাহা। এই যন্ত্র কৃতাকারে

লিপিবে। তৎপরে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া মাটুকা বর্ণ দ্বারা মণ্ডল করিবে। তদনন্তর তাহার বহির্ভাগে এই বীজ দ্বারা আটবার বেটন করিয়া ক্রোং এই বীজ দ্বারা একবার বেটনপূর্বক পুনর্বার বগলামুখী মন্ত্রে আটবার বেটন করিবে।

মাটুকালকে অথবা পাষাণপটে অথবা হরিদ্রা, ধুতুর ও হরি-তাল দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করাই প্রস্তুত। দেবতন্তন ও শত্রুগণের মুখস্তম্ভনার্থ উক্ত যন্ত্র লিখিয়া গাঢ় আক্রমণ করিবে। হরিত্রাদি পূর্বোক্ত দ্রব্যের দ্বারা ভূর্জপত্রে যন্ত্র আঁকিয়া সেই যন্ত্রে কুন্তকার-চক্রের মূর্তিকানির্মিত বৃষ পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া বগলামুখীর আরাধনা করিলে বিবাদে জয় লাভ হয়। ঐ বৃষের নাসিকান্তে পীতবর্ণ রজু নিক্ষেপ করিয়া প্রতিদিন পীতবর্ণ পুষ্পাদি উপহার দ্বারা স্বীয় গৃহে পূজা করিলে চুইর মুখস্তম্ভন হয়।

বগলামুখীমন্ত্রোক্ত।

“চলৎ কনককুণ্ডলোন্নতিচাক্রাগুণ্ডলীং

লসৎ কনকচম্পকজ্যতিমন্দিমুখিবদনানাম্।

গদাহতবিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং

অন্নানি বগলামুখীং বিমুখসম্মনঃস্তম্ভিনীম্॥১

পীযুষোদধিমধ্যাচারু বিলসৎ স্কোভংপলে মণ্ডপে

বৎসিংহাসনমৌলিপাতিতরিপুপ্রোভাসনাধ্যাসিনীম্।

অর্ণভাং করণীভিতারিরসনাং ভ্রাম্যক্ষদাবিলভতাং

ইৎং ধ্যায়তি বাস্তি তন্ত সহসা সদ্যোহং সর্বাধঃ॥২

দেবি ত্বচ্চরণাঙ্ঘ্র্যাকর্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাজলিং

ভক্তা বামকরে বিধায় চ মন্ত্রং মন্ত্রী মনোজ্ঞাকরম্।

পীঠধ্যানপরোহৎ কুন্তকবশাবীজং মদেৎ পার্থিবং

তস্তামিত্রমুপত্য বাচি জয়য়ে জাভ্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ॥৩

বাদী মুকতি রকতি কিত্তিপতির্কৈবলানরঃ পীতিতি

ক্রোধী শাম্যতি দুর্জনেঃ স্তম্ভনতি কিপ্রোভগঃ খণ্ডতি।

গৰ্বী খর্কতি সর্বাংক জড়তি তদ্ব্যগ্ৰণামহিতঃ,

ত্রীনিত্যে বগলামুখী প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ॥

মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রক তে,

বহুং বাহিনিবহিঃ জিহগতাং জৈত্রক চিত্রং হু তে।

মাতঃ ত্রীবগলেতি নাম ললিতং বস্ত্রাতি জ্যোত্স্নুখে

তন্মামগ্রহণেন সংসরি মুখস্তোত্রো ভবেদ্বারিনাম্॥৪

হটস্তম্ভনমুগ্রবিশ্রমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণং

কুন্তকদুশমনং বলদৃগ্গণাঃ চেভৎ সমাকর্ষণম্।

সৌভাগ্যৈকনিকৈভনং মম কৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং

সুতোয়ার্ণবাবিসক্ত পুরভোদ্যাক্ষরীং বহুঃ॥৫

অষ্টভক্তয়ঃ মে বিশপক্ষকনং জিহ্বাং চলাং কীলয়

ক্লীবীং কুন্তক নাশরাত্ত থিবশাস্ত্রোং গতিং তত্ত্বয়।

শব্দভূষণ দেবি ভীষণবরা গোরাধি পীতাকরে
 বিদ্রোহ বগলে হর প্রণমতাং কার্য্যাপূর্ণকরে ॥
 মাভৈরবী জয়কালি বিজয়ে বারাহি বিবাহরে
 শ্রীবিভে সমরে মহেশি বগলে কামেশি রাখে রয়ে ।
 মাভদি ত্রিপুরে পরাং পরভরে স্বর্ণাপবর্ণপ্রদে
 হাসোহং শরণাগতঃ করুণরা বিবেচরি ত্রাহি মাং ॥৮
 সংরস্তে চৌরসঙ্গে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
 বিভাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতো দিম্বাকালে দিশারায় ।
 বস্ত্রা বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নিষ্ঠুৰনে বা বনে বা
 গচ্ছন্তিষ্ঠান্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্ত্ব রানাপ্ত বীরঃ ॥৯
 নিত্যং স্তোত্রমিব পবিত্রমিহ যো দেব্যোঃ পঠতাদিমাং
 গুণা যজ্ঞমিব তথৈব সময়ে বাহো করে বা গলে ।
 রাজানো হরয়ো মদাক্করিণঃ সর্পাযুগেজ্ঞাদিকা-
 ত্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥১০
 তং বিভা পরমা ত্রিলোকজননী বিদ্রোঘলঙ্ঘেদনী
 যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহসন্ধানিনী ।
 তত্তোংসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্ধানিনী
 জিহ্বাকীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্তো যথা ॥১১
 বিদ্যা লক্ষ্মীঃ সর্বসৌভাগ্যমায়ুঃ
 পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্বসাম্রাজ্যসিদ্ধিঃ ।
 মানং ভোগো বস্ত্রমারোগ্যসৌখ্যং
 প্রাপ্তং তত্তত্বতলেহমিন্ নরেন ॥১২
 গং কৃতং জপসাহং গদিতং পরমেশ্বরি ।
 চষ্টানং নিগ্রহার্থং তদগৃহাণ নমোহস্ত তে ॥১৩
 ব্রহ্মত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু চরং ভম্ ।
 শুকভক্তায় দাতব্যং ন দেহঃ বস্ত্র কচচিৎ ॥১৪
 পীতাবধায় বিতুলাক ত্রিনেত্রাং গাত্রকোচ্ছলাম্ ।
 শিলামূলপরহস্তাক ররেক্তোং বগলামুখীম্ ॥১৫
 প্রাতে ও মধ্যাহ্নকালে এই ত্ত্বপাঠ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া
 কে । (রত্নবামল)
 দাগ্রা, বাকালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর ।
 সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার ।
 -রা, নিম্নত্বকের তানাসেরিম বিভাগের খোন্স জেলার
 অন্তর্গত একটি গণগ্রাম ব-গম-ম নদীকূলে অবস্থিত । ঐ নদীর
 তর তীরস্থ উপকণ্ঠাগ তব্-ত-নো নামে পরিচিত । এখানে
 দেশীর চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে ।
 ত, দক্ষিণত্বকের তানাসেরিম বিভাগের আমহাঁই জেলার
 অন্তর্গত একটি উপবিভাগ । ইহার পূর্বসীমায় তৌল-গ্রা পরভ-
 লা এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর । ভূপরিমাণ প্রায় ২৮ হাইল

এই উক্ত পার্বত্যজুড়ি বনমালা-সমাজের—মধ্যে মধ্যে বাত-
ক্ষেত্র ও গণগ্রাম বিরাজিত। হালাদার প্রান্তরের উত্তমূক্ত
পর্বতশিখরসমূহ সেই প্রাকৃতিক গাভীবা ভেদ করিয়া উন্নত
মস্তকে ঐশ্বরিক মহিমা বিকাশ করিতেছে। বাত্যাঙ্কোপিত
জলরাশির বাতপ্রতিঘাতে সমুদ্রোপকূলে অসংখ্য ঝাড়ি গঠিত
হইরাছে; উহা শ্রেণত হওয়ার এবং সমুদ্রপৃষ্ঠেই অবস্থিত থাকার
দেশীয় নৌকা-চালনার অল্পবোণী হইয়া পড়িরাছে।

বগবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিরাবাড় বিভাগের সোম্নাত প্রান্তর একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখন হই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সামন্তবংশের একগুণ গাইকোবাড়কে ১৩৫ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ১৯ টাকা বার্ষিক খাজানা দিয়া থাকেন। বগবাড়ী গ্রাম ও বর্গমাইল বিস্তৃত।

বগাসড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কানিয়াবাদের অন্তর্গত
একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখন হয় জন অংশীদারী বিতরণ
হইয়াছে। বর্তমান অধিবাসিগণ জুমাগড়ের নবাবকে ১৫৪০
টাকা এবং বড়োনার গাইকোবাবকে ২৫৫০ টাকা বার্ষিক কর
দিয়া থাকেন। বার্ষিক রাজস্ব ১০ হাজার টাকা।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ২২' উঃ এবং
 দ্রাঘি° ৭১° ৩৮'। হুগড়া হইতে ১৬০ মাইল পশ্চিমে কাটিয়া-
 বাড় প্রাদেশীপের মধ্যবর্তী গীর্ নামক উক্ত ভূমির সমীপ
 যেনে অবস্থিত।

বগাসপুর, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটি
নগর।

বগাহ (পু) অব-গাই তাবে বঞ। অলোপঃ। অবগাহ।
 ‘বহি তাকুরিন্নোপমবাপোন্নপসর্গদোঃ’ তাকুরি ব্রুনি অব ও
 অপি উপসর্গের অলোপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। (ব্রহ্মবোধটা ভদ্রত)
 “পূর্বাণদৌ তোরনিধী বগাহ। (কুমার ১১১) .

বগী (পারুল) ১ তরবারি। (দেশজ) ২ রেশমী সুত্রবিশেষ।
বগীলক। ভোজ্যপাত্রভেদ। (ইংরাজী) ৩ অখ্যানভেদ।

বগুলা, বাঙ্গালার নদীরা জেলার অন্তর্গত একটি গণগ্রাম। কলিকাতা হইতে ৭৭০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারন বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটি প্রধান ষ্টেশন আছে। নদীয়ার সদর কক্সবাজার ও নবাবী বাহিয়ার জন্ত এখান হইতে ১১ মাইল বিস্তৃত পাকা রাস্তা আছে।

বগেনপল্লী (বগেনহরী), মহিষুর রাজ্যের কোলাবা জেলার কল্যাণা তালুকের অন্তর্গত একটি পঞ্চায়াত্র। অক্ষা° ১০°৪৭'১৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫০'৩১" পূঃ। এখানে বিচার সদর স্থাপিত আছে।

বগৈসৱ, (বকসৱ), বুদ্ধ-প্ৰবেশেৰ কুমায়ূন জেলাৰ অন্তৰ্গত একটা

নগর। সরসু ও গোমতী সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৪২'২০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪৭'৩৫ পূঃ। কলিকাতা হইতে এই স্থান ২১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং আলমোরা হইতে ২৭ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। নগরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট উচ্চ। এই নগরের সহিত মধ্যএসিয়া ও তিব্বতের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে ভূট্টা জাতির একটি মেলা হয়। ঐ স্থানে সমতল ক্ষেত্রজাত ও হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গজাত জ্বাসসমূহের বিনিময় হইয়া থাকে।

প্রবাদ, মোগল সম্রাট তৈমুর প্রথমে বগসর উপত্যাকাজুমে একটি মোগল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই মোগল জাতির বাসের চিহ্ন মাত্র নাই। কেবল মাত্র পার্শ্বতা বেনিরাগণ বাণিজ্য কাণো লিপ্ত রহিয়াছে।

বগোর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটি নগর। উদয়পুর রাজধানী হইতে ৬৭ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত। পূর্বে ইহা মহারাণা সোহান সিংহের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।
বঘু (পুং) বস্ত্র ইতি। বচ্ (বচেনীচ। উপ্ ৩।৩৩) ইতি হ্রঃ গচ্চাস্তাদেশঃ। ১ বস্ত্রা, বাস্ত্রী, কথক। ২ বাবদুক। ৩ পশাদির চীৎকার। ৪ ভেকরব।

“গবামাহনমার্ঘ্যসিনীনাং মণুকানাং বয়রগ্রাসমেতি।”

(ঋক্ ৭।১০।৩২)

‘মণুকানাং বঘুঃ শব্দঃ সমেতি সঙ্গচ্ছতে’ (সায়ণ)

বগ্‌লা (দেশজ) ধলি।

বগ্‌ন (ত্রি) প্রিয়বাক্যকথনশীল। স্ততিবাক্য। (ঋক্ ১০।৩২।২)
“বগ্‌নান্‌ বচনেন স্তত্যা” (সায়ণ)

বঘ্‌মু (পুং) শব্দ। (ঋক্ ২।৩।৫)

বঘ্‌, ই ও, গতি নিন্দা গতীরন্ত আক্ষেপার্থ। ভা° আত্ম° সক° (জবাধে), অক° চ সেট্। ই বজ্যতে। ও বজ্যতে। টীকা-
কায় চূর্ণাদাস বলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি জব অর্থেও বজ্যতে পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। লিট্‌ ববজ্যে। লুঙ্‌ অববজ্যে।

বঘা (স্ত্রী) পতঙ্গবিশেষ। শলভ বা তৎসং অহিতাচরণশীল জীবভেদ।

“তর্দাপতে বঘাপতে তুইজন্তা আপুগোত মে। (অথর্ব° ৬।৫।৩)

‘হে তর্দাপতে তদান্যং হিংসকানাং আত্মনাং স্বামিন্‌ হে বঘাপতে। অবস্থান্তি অববাপন্ত ইতি বঘাঃ পতঙ্গাদয়ঃ। অব-
পূর্বাৎ হন্তে: “ভোক্তৃজাপি দৃক্ততে” ইতি উপ্রত্যয়ঃ। বষ্টী
জাণুরিরল্লোপম্” ইতি অববাপন্ত আদিলোপঃ। পূর্বোদরাদি-
হ্মাৎ ববম্। বঘানাং পতঙ্গাধীনাং অধিপতে তুইজন্তাঃ তীক্ষ্ণ-
দন্তা বৃহৎ’ (সায়ণ)

বঘাত, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটি পার্শ্বতীয় সামন্তরাজ্য। সিমলা শৈলাবাসের পার্শ্বদেশে অবস্থিত এবং অঞ্চাল বিভাগের কমিসনরের রাজকীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ভূমি-পরিমাণ ৩৬ বর্গমাইল। এখানে প্রায় ১৭৮টি গ্রাম আছে। রাজ্যের মধ্যস্থ অক্ষা° ৩০°৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৭' পূঃ।

এখানকার সর্দার রাণা দলীপ সিংহ (১৮৮৫) রাজপুত-
বংশীয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি ইংরাজরাজকে
বার্ষিক ২০০০ টাকা কর দিতেন; কিন্তু কালকা ও সিমলার
মধ্যবর্তী কসোলী ও সোলোন-সেনানিবাসের নিমিত্ত ইংরাজ-
গবর্নেন্ট তাঁহার নিকট হইতে স্থান লওয়ার রাজস্ব হইতে ১৩৯
টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাঘল-রাজ্যের স্ত্রায় এখানকার
সর্দারগণও ইংরাজ-গবর্নেন্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ।

[বাঘল দেখ]

বঘার (বঘিরাড়), সিদ্ধনদের একটি শাখা। কর্ণাটী জেলার
ঠাঠা নগরের দক্ষিণে অক্ষা° ২৪°৪০' উঃ সিদ্ধগাত্র হইতে
বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ
শতাব্দে এই নদী অতি বিস্তৃত ও বেগবতী ছিল। হালোরা বন্দরের
যাবতীয় পণ্যদ্রব্য এই নদীপথেই তৎকালে পরিচালিত হইয়া
সমুদ্রোপকূলে সমানীত হইত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বালুকার চর
পতিত হওয়ায় সিদ্ধর গতি পরিবর্তিত হইয়াছে এবং এই
নদীবন্ধ ক্রমশঃই গুরু হইয়া পড়িতেছে। এই নদীর মোহানা
স্থিত পিতি, পিতিয়ানী, জুনা ও রেছাল শাখায় এখনও নৌকা-
যোগে গমনাগমন করা যায়।

বঘেল, রাজপুত জাতির একটি শাখা। আদি সোলাকী বা
চৌলুকা শ্রেণি হইতে এই শাখা সমুৎপত্ত। রেবাপতি মহারাজ
রঘুরাজ সিংহ রচিত তন্তুমাল নামক গ্রন্থে এই রাজপুত-শাখার
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে,—তাহা হইতে জানা যায়,
প্রসিদ্ধ সাধু কবীর পশ্চিমসমুদ্রে স্নান করিবার জন্ত গুজরাতে
যাত্রা করেন। এই সময়ে চৌলুকা বা সোলাকী দেব গুজরাতের
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাজা অপূর্বক ছিলেন, তিনি কবীরের নিকট
পুত্রের জন্ত প্রার্থনা করেন। কবীরের আশীর্বাদে সোলাকী-
রাজের দুইটা পুত্র জন্মিল, তন্মধ্যে একটীর আকার ব্যাঘ্রের
মত ছিল। এই ব্যাঘ্রাকার পুত্রের নাম হইল ব্যাঘ্রদেব।
রাজপুত্রোহিতগণ সেই চূর্ণকর্ণ পুত্রকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার
পরামর্শ দিলেন। রাজাও সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্ত অম্মতি
করেন। এ কথা কবীরের কর্ণগোচর হইল। তিনি কুমারকে
কিরিয়া আনিতে কহিলেন এবং এই কুমারের নামে স্তম্ভ
থাকের উৎপত্তি হইবে, তাহাও নির্দেশ করিয়া দিলেন। দৈব-
বিড়ম্বনার ব্যাঘ্রদেবেরও পুত্র হইল না, অবশেষে কবীরের

কল্পগ্রহে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। ব্যাঘ্রদেবের নামানুসারেই তাঁহার বংশপরম্পরা “বঘেল” বা “বঘেলন” নামে খ্যাত হইল।

ব্যাঘ্রদেবের পুত্রের নাম জয়সিংহ। শিতামহের আদেশে তিনি বহু সৈন্তসামন্ত লইয়া দিঘিজরে বাহির হইলেন। নরসিং-কুলে আসিয়া তিনি গোড়ুলে অধিকার করিলেন। এখানে জুড়িয়া খেরায় বৈশরাঙ্গপুত্রকন্টার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহার বংশধর করগসিংহ ও কেশরীসিংহ দিঘিজর উপসঙ্গে নানা স্থান জয় করিয়া মুসলমান নবাবের অধিকারভুক্ত গৌরখপুর দখল করিয়া বসিলেন। তাঁহাদের পর মল্লার সিংহ, সারঙ্গ দেব ও ভীমল দেব যথাক্রমে রাজ্যভোগ করেন। ভীমলের পুত্র ব্রহ্মদেব গহরবাড় রাজপুত্রগণের সহিত সম্মিলিত হন। তাঁহার পরবর্তী প্রতাপশালী উত্তরাধিকারীর নাম বীরসিংহ। প্রবাদ, তাঁহার লক্ষ অশ্বারোহী ছিল।

বীরসিংহ মুসলমানের হস্ত হইতে কিছু দিনের জন্ত প্রয়াগ-ভীর্ষ উদ্ধার করেন। সে সংবাদ পাইয়া বাদশাহ সসৈন্তে চিত্র-কুটে বীরসিংহের সমুখীন হইলেন। বাদশাহ তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার প্রজাগণের শান্তিভঙ্গ করিতে তোমার ভয় হইল না। বীরসিংহ উত্তরে জানাইলেন, কত্রিরের নিজাধিকার থাকা চাই। চুঠের দমন শিঠের পাগনেই কত্রিরধর্ম। বাদশাহ তাঁহার বীরত্ব মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্র বীরভানুকে “রাজা” উপাধি দান করেন। বাদশাহের উৎসাহবাক্যে বীরসিংহ ১২ জন রাজাকে জয় করেন ও বাহাগাড়ে গিয়া বাস করেন। দক্ষিণে তমসা পর্যন্ত তাঁহার জয়ধ্বজ শোভিত হইয়াছিল। তিনি অস্তিমকালে পুত্রহন্তে রাজ্যভার দিয়া প্রয়াগে গিয়া জীবন বিসর্জন করেন। বীরভানু কচ্ছবহ-রাজকন্টার পাণিগ্রহণ করিয়া দোতুকবরুণ রতনপুর রাজ্য লাভ করেন। প্রকৃতদ্বিদ্ কনিংহাম সাহেবের মতে ১৮০ হইতে ৬৮৩ সংবৎ পর্যন্ত বঘেলগণ শোণ ও তমসার উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া-ছিলেন। তৎপরে কলচুরি, চমেল, চাহমান, সেঙ্গর ও অবশেষে গোড়গণ এই স্থান দখল করিয়া বসে।

করুণাবাদ্যের বঘেলেরা বলেন যে, মাধোগড়ে তাঁহাদের পূর্ব পুরুষের বাস ছিল। কনোজপতি জয়চন্দ্রের সময়ে তাঁহারা এদেশে আসিয়া বাস করেন। এখানকার বঘেলপতি চন্দ্রশাল বৃটীশ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করায় বঘেল রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁহাদের বাস হেতুই রেবারাজ্য “বঘেল” বা “বঘেলখণ্ড” নামে খ্যাত হয়।

যমুনার দক্ষিণে বঘেলেরা পরিহার ও গহরবাড় রাজপুত্রের হারে কড়া দিয়া থাকে এবং বৈশ্য, গৌতম ও গহরবাড়ের কড়া লইয়া থাকে।

আলাহাবাদ অঞ্চলের বঘেলেরা অভ্যন্ত অবাধ্য ও দুর্বৃত্তভাবে বলিয়া পরিচিত। সুবিধা পাইলে দস্যবৃত্তি করিতে বিরত হয় না।

বঘেলখণ্ড, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটি বিতীর্ণ ভূখণ্ড। বঘেল জাতির বাসভূমি বলিয়া এই বিস্তৃত ভূখণ্ড বঘেলখণ্ড নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজসিঁকারে এই সামন্তরাজ্যপুঞ্জ বঘেল-খণ্ড-এজেন্সী নামে পরিগণিত হয়। ভারতরাজপ্রতিনিধি বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের এজেন্ট, এবং রেবারাজ্যের পরিদর্শক পলিটিকাল এজেন্টরূপে এখানকার শাসনকার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। ঐ পলিটিকাল এজেন্ট সাতনা বা রেবারগরে অবস্থিতি করেন।

ইহার উত্তর সীমায় আলাহাবাদ ও মীর্জাপুর জেলা, পূর্বে ছোটনাগপুরের অধীনস্থ সামন্তরাজ্যসমূহ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর ও মণ্ডলা জেলা এবং পশ্চিমে অজলপুর ও বুন্দেল-খণ্ডের সামন্তরাজ্যসমূহ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিভাগ বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুন্দেলা ও বঘেল জাতির কীর্তিনিকেতন বলিয়া এই স্থান ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংক্ষেপে একতাবদ্ধ ছিল। কালে বুন্দেলাপ্রভাব থর্ব্ব হইল। ইংরাজগবর্নমেন্ট তাহাদের পরম্পরের বিচ্ছেদ সাধন করিয়া ভবিষ্যৎ শক্তিসংগ্রাহের পথ অবরোধের চেষ্টা পান। তদুদ্দেশ্যেই উক্ত বর্ষে বঘেলখণ্ড ভূভাগ লইয়া স্বতন্ত্র এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়।

[বুন্দেলখণ্ড ও বুন্দেলা দেখ]

এই সমগ্র দেশভাগের ভূপরিমাণ ১১৩২৩ বর্গমাইল। এখানে সর্বসমেত ৪৮১ নগর ও ৫৮৩২৮ গ্রাম বিস্তারিত। রেবা, নগোদ, সৈহার, সোহাবল, কোঠী, সিদ্ধপুরা ও জগীর রাজ্য লইয়া এই এজেন্সী গঠিত হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

ঐ সকল সামন্তরাজ্যের মধ্যে কেবল মাত্র রেবারাজ্যকেই ইংরাজরাজ্য সন্ধিপত্র দান করিয়াছেন। অপর সকলেই ইংরাজ-গবর্নমেন্টের সনদ লাভে অসুগৃহীত। এখানকার সামন্তগণ পণ্যপ্রবায় বাণিজ্য জন্ত কোনরূপ শুদ্ধ গ্রহণ করেন না।

বন্ধ কোটিল্য। বক্রীতাব ভুং আত্ম। লট্ বন্ধতে, লিট্ বন্ধে। বন্ধিতা। লুট্ অবন্ধিত।

বন্ধ (পুং) বন্ধতীতি বন্ধ-অচ্। ১ নদীবন্ধ, চলিত কথায় নদীর বঁক বা টেঁক বলে।

• যে বঘেলা জাতির নাম হইতে এই এদেশের নাম করণ হইয়াছে। তাহারা শিশোদায় রাজপুত্রগণের একজন শাখা। উক্তরূপে এদেশ হইতে পুরাতনবধে আসিয়া বাস করিয়াছে, সম্রাট অকবর শাহ এই বীর জাতিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। [বঘেল দেখ।]

বঙ্কটিক (পুং) পরমভেদ। (কথাসরিৎসাং ৪৮।৪২)

বঙ্কর (পুং) নদীর বাক

বঙ্কসেন (পুং) অগতিবৃক্ষ। বঙ্কবৃক্ষ।

বঙ্ক। (স্ত্রী) বঙ্ক-টীপ। বঙ্গপ্রভাগ। পল্যরন। চলিত পাগান।

‘বঙ্কঃ পর্য্যাপ্তাগে নদীপাথে চ ভঙ্কয়ে’ (মেদিনী)

‘পর্য্যাপ্তাগ্রভাগঃ’ ইতিশব্দিকাওশেষঃ।

বঙ্কালকাচারী, প্রাচীন জ্যোতির্বিদভেদ।

বঙ্কাল। (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতরং ৩.৪৮০) বাকালার
প্রাচীন রাজধানী।

বঙ্কিপী (স্ত্রী) কোলনাসিকা নামক ভূপভেদ। (হারাবলী)

বঙ্কিম (স্ত্রী) বঙ্ক-ইমনিচ। ১ বঙ্ক। ২ ঈবৎ বাক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গের প্রতিভাশালী অদ্বিতীয়
ঔপন্যাসিক, চিন্তাশীল কবি এবং একজন প্রধান দার্শনিক।
১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৭এ জুন, নৈহাট্টা জেলার পার্শ্ব কাঁটালপাড়ার
গ্রামে সাহিত্যরসী বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। (কোণীঅম্বসারে
শকা ১৭৬০।২।১২।৩২।৫০ তাঁহার জন্মকাল।)

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা বামবন্দ্য লর্ড হাভিলের শাসনকালে
ডিপুটি-কমিশনার ছিলেন। তাঁহার চারিপুত্র—ভ্রামাচরণ, সঙ্গী-
চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র।

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের মেধা ও প্রতিভার পরিচয়
পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদিনেই তাঁহার
বর্ণজ্ঞান জন্মিয়াছিল! কাঁটালপাড়ার পাঠশালায় তাঁহার প্রথম
শিক্ষা। তাঁহার বয়স অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময়ে তাঁহার
পিতা মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেक्टर। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা পুত্রকে
কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান, এই তাঁহার বরাবর ইচ্ছা
ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে মেদিনীপুরের ইংরাজী স্কুলে দিলেন। এ
সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও
অসাধারণ। প্রতিবর্ষে ছুইবার তিনি উচ্চ শ্রেণিতে উন্নীতেন,
অথচ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। মেদিনীপুর জেলার
কাঁধি মহকুমার অন্তর্গত শোভন নদীতটের দূতাবলী—জুহু,
বিরলজুহু, সিকতাজুহুর নির্জন স্বভাব-সম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে
চিরদিন অঙ্কিত ছিল, তাঁহার অপূর্ণ কপালকুণ্ডলার দূতাবলীতে
সেই আলোড়নের দ্বারা দৃষ্টান্তভাবে পতিত হইয়া তাহা পরম
জ্বল করিয়া ফুলিয়াছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বামবন্দ্য ২৪ পরমপার বয়সে হইলেন।
বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে হুগলীকলেজে প্রবেশ করিলেন। কলেজেও
তাঁহার গবেষণা ও শিক্ষার পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলী
বিস্মিত হইতেন! তিনি কেবল পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া
কৃত্তিবোধ করিতেন না। কলেজের পুস্তকালয়ে সিঁদা সর্বদাই

তিনি ভাল ভাল পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেন। হুগলীকলেজে
হইতে তিনি সিনিয়র-কলারসিপ্ পরীক্ষার বিশেষ প্রশংসার
সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কোন অধ্যাপকের
নিকট চারিবৎসর কাগ সংকলিতগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। কলেজে
পাঠকালে তাঁহার প্রশংসা সকল অধ্যাপকের মুখেই শুনা
বাইত। সাহিত্য বলিয়া নহে, অল্পশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ
দৃষ্টিপন্নি হইয়াছিল।

হুগলীকলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায়
আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন।
এই সময় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি.এ. পরীক্ষা
প্রচলিত হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ২০ বর্ষ। তিনি
আইন পড়িতে পড়িতেই বি.এ. পরীক্ষা দিলেন এবং বিশেষ
প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের বি.এ। বি.এ উপাধি তখন এ
দেশে এমন অপূর্ণ সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল যে বঙ্কিমবাবুকে
দেখিবার জন্য বহু ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া লোকজন আসিত,
এবং বঙ্কিমবাবু শিক্তিমণ্ডলীর মুখোজ্জল “বি.এ. বঙ্কিম” বলিয়া
সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বি.এ. পাশ করিবার অব্যবহিত পরেই ছোটলাট
হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া পাঠাইলেন।
কাজেই তাঁহার আইন পাশ দেওয়া হইল না।

বঙ্গদেশের প্রতি তাঁহার বরাবর অনুরাগ ছিল। পরের জিনিস
হইতে যে ঘরের জিনিস ভাল, এ কথা তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষিত-
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করেন। উচ্চ রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত হইয়াও
তিনি মাতৃভাষার-সেবাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলিয়া
গণ্য করিয়াছিলেন।

বালককাল হইতে তাঁহার বক্তাব্যায় প্রতি অনুরাগ লক্ষিত
হয়। তিনি ঈশ্বরগুণের কবিতামালা আনন্দের সহিত পাঠ
করিতেন। এরোদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি “মানস ও ললিতা”
নামধের কবিতা রচনা করেন। ঈশ্বরগুণ তাঁহার কবিতা শুনিয়া
বড়ই প্রীতিলভ করেন এবং প্রত্যেকে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে
উৎসাহিত করেন। সেই দিন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুণের
শিষ্য হইলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম ঔপন্যাসি হর্ষমল্লিনী বিব-
চিত ও তৎপর বর্ষে প্রকাশিত হইল। বনিও ইংরাজী
আদর্শ লইয়া হর্ষমল্লিনী রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু
তাঁহার এই প্রথম উদ্ভবই তিনি বক্তাব্যায় উপর অসাধারণ
আধিপত্য ও চরিত্রচিহ্নে অপূর্ণ দক্ষতা দেখাইয়াছেন,
উপন্যাস দিখিয়া কাহারও ভাবেরে এরূপ সাক্ষ্যলাভ হইত

তৎপূর্বে তিনি Indian field নামক পত্রিকার সম্পাদকের স্ত্রী (Rajinohar wife) নামে একখানি উপজ্ঞান লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ঐ পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যাওয়ার তাহার ইংরাজী উপজ্ঞানখানিও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

পূর্বেই পরিচয় দিয়াছি যে, ইংরাজীভাষার বঙ্কিমচন্দ্রের আসাধারণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। ষ্টেটসম্যান পত্রিকার জেনারেল এডসনের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল হেষ্টি লাহেবেব সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যে বান্ধব চলিয়াছিল, তাহাতে তাহার ইংরাজী লেখা পড়িয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হেষ্টি লাহেবেবও মুহূর্ত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন, “এতদিন পরে বাঙ্গালায় একজন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়াই।”

সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্নমেন্টের সহকারী সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহাকে দে পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।



বঙ্কিমবাবুর প্রতিমূর্ত্তি।

জগদীশচন্দ্র বসুর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎপরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যুগলিনী বাহির হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন বাহির হইল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের সহিত যেন বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। বঙ্গীয় লেখকগণের রুচিও পরিবর্তিত হইল। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকট বঙ্গদর্শনের যেরূপ আদর হইয়াছিল, এরূপ কোন সাময়িক পত্রের সমাদর দৃষ্টি-গোচর হয় না। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র আজ-কালকল্প শ্রেষ্ঠ অনেক লেখকেরই লিখিবার রীতি পিথাইয়া দিলেন এবং নিকটে কবদর্শনে বহু প্রবন্ধ ও উপজ্ঞান লিখিয়া

সাহিত্যজগতে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। বাহারা বঙ্গভাষাকে স্বীয় মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা-বোধ করিতেন, বটভলার পুঁথি দেখিয়া বাহারা নাসাহুকুন করিতেন, ইংরাজীভাষার লিখিত পুস্তকই বাহাদের একমাত্র বেদস্বরূপ ছিল, বিদেশীয় অতুলকরণকেই বাহারা জীবনের একমাত্র কৃতকৃতার্ঘ্যতার কারণ বলিয়া গণ্য করিতেন—সেই পরম উচ্চত প্রাজ্ঞমানী নবাবকে বঙ্কিমবাবুই বঙ্গভারতীয় মন্দিরে উপস্থিত করিয়া তত্ত্বরণে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে বাধ্য করেন, তদবধি ইংরাজীশিক্ষিত যুবকমণ্ডলীই বঙ্গভাষার সেবকগণের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,—বঙ্কিমবাবুর এই কার্য্য মাতৃভাষা-চর্চাকরে সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এই জন্যই তিনি “বঙ্গভাষার সন্ন্যাসী” পদলাভ। তিনি বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করেন :—

১২৭৯ সালে বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রিয়া ; ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয় ; ১২৮১ সালে রজনী ; ১২৮০-৮১ ও ৮২ সালে কমলাকান্তের দপ্তর, ১২৮৪ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল, ১২৮৬ সালে রাজসিংহ, ১২৮৭ ও ৮৯ সালে আনন্দমঠ, ১২৮৭ সালে মুচীরামগুপ্তের জীবনচরিত, ১২৮৮ সালে দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণী বঙ্গদর্শনে কিয়দংশ বাহির হইয়া শেষে পুস্তকাকারে সমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিলে তাহার জ্যেষ্ঠ সঙ্গী বচস্পতি সম্পাদক হন। সঙ্গী বচস্পতির মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শন উত্তীর্ণা যায়।

য এক বর্ষ পরে সাধারণী-সম্পাদক ত্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় নবজীবন প্রকাশিত হয়। নবজীবনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যেন নবজীবন লাভ করিলেন। আনন্দমঠের শেষে এবং দেবী চৌধুরাণীতে তিনি যে জ্ঞান ও কর্মযোগের স্বরূপাত করেন, সীতারামে তাহার পরিণতি।

বঙ্গের শেষ গৌরবরসি সীতারামের প্রকৃত জ্বালালতা তাহার তুলিকার একটু ভিন্নরূপে চিত্রিত হইলেও, তাহার জীবনে যে সন্ন্যাসিনী মহাপুরুষের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্র সেই চিত্রই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “প্রচার” নামক এক মাসিক পত্র প্রচার করেন। এই মাসিক পত্র খানি যে বঙ্কিমবাবুর সম্পূর্ণ পরামর্শানুসারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রচারে তিনি কৃষ্ণচরিত্র ও গীতামর্থ এবং নবজীবনে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাহার নবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সাধারণের চিত্তগোচর করিয়াছিলেন।

ডেপুটিমার্শে ও মৃদুপদমণ্ডলের নিকট সীতারাম বিশেষ স্নেহাতি ছিল। যথাকালে তিনি পেনশন গ্রহণ করিয়া অবসর

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গত পুণ্ড্রঃ স্তম্ভত তে স্তুতাঃ ।

ত্রেবাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রসিদ্ধা ভূবি ॥

অঙ্গভাঙ্গো ভবদেশো বঙ্গো বঙ্গত চ স্তুতঃ ॥

কলিঙ্গবিবরশ্চৈব কলিঙ্গত চ স স্তুতঃ ॥

পুণ্ড্রত পুণ্ড্রাঃ প্রখ্যাতাঃ স্তুতাঃ স্তুত চ স্তুতঃ ।

একং বলোঃ পুরাঃ বংশঃ প্রখ্যাতো বৈ মহর্ষিজঃ ।*

(ভারত ১১০৪৪৭-৪১)

এই বঙ্গ হইতে বাঙ্গালা জনপদের প্রতিষ্ঠা হয় ।

[বঙ্গদেশ শব্দে প্রায়ঃ দেখ]

২ কাপাস । (মেসিরী) ৩ বাস্তাভু ।

বঙ্গজ (স্ত্রী) বঙ্গাৎ ধাতুবিশেষাৎ জারতে ইতি জন-ড ।

১ শিল্প । (বি) ২ বঙ্গদেশ জাত । ৩ বঙ্গদেশবাসী কায়স্থ, যৈষ্ঠ প্রকৃতি জাতির শ্রেণীবিভাগভেদ । ইহা দক্ষিণ-রাষ্ট্রীয় শ্রেণীর অন্ততম শাখা বলিয়া পরিচিত । ঐ শাখা বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে আসিয়া বাস করায় বঙ্গজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

৪ পিতল ।

বঙ্গজীবন (স্ত্রী) রোপ্য ।

বঙ্গদেশ (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ ভারতীয় দেশভাগ । ভারতের উত্তর পূর্বাংশে হিমালয় পাদ হইতে দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত । বঙ্গভূমি, বঙ্গরাজ্য, বাংলা বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত । ভারত-বর্ষের পূর্বোত্তর প্রান্তস্থ পূণ্যতোয়া গঙ্গানদীপ্রবাহিত 'ব' দ্বীপাংশ লইয়া এই রাজ্য গঠিত । বহু প্রাচীন কাল হইতেই এই মহাসমৃদ্ধ জনপদের বাণিজ্যখ্যাতি ভূমূর আরব ও চীন-সাম্রাজ্য পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল এবং এতদেশবাসীর জ্ঞানবৃত্তা ও বুদ্ধি-মজার পরিচয় এবং শিল্পাদি বিভিন্নবিষয়ী কলাবিজ্ঞানের প্রথম পোতা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল । বৈদেশিক বণিক-সম্প্রদায় সমুদ্রপথে আসিয়া এখানকার সুবর্ণগ্রামাদি বন্দর হইতে এতদেশ-জাত বস্তুর দ্রব্য লইয়া যাইতেন । সেই সময় হইতেই বাঙ্গালার গৌরব দিগন্ত বিস্তৃত হয় । বঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত সমুদ্রভাগ ও দেশের নামে বঙ্গোপসাগর এবং বঙ্গবাসী ও তদবধি বাঙ্গালী নামে বিদিত হইয়াছিল । ভারতবাসী অন্ত্যস্ত জাতি হইতে এই বাঙ্গালী জাতির বিভাগগৌরব বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র মধ্যমা ও সমাদর দান করিয়াছে ।

মহামহিলা ।

এই বিশাল বাঙ্গালা রাজ্য মহাভারতীয় যুগে কিরণ সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার সঠিক কোন বিবরণ উদ্ধারের উপায় নাই । তৎ-কালে বঙ্গরাজ্য কেবল অঙ্গ রাজ্যের পার্শ্ববর্তী জনপদ বলিয়া উক্ত ছিল । তৎপরেবর্তী কালে যখন বঙ্গবাসী জ্ঞানমার্গে উন্নীত হইয়া তাত্ত্বিক আলোকলাভ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাহার

তত্ত্বের মহিমাবিজ্ঞার এক প্রভাব-প্রচার প্রলম্বেই বাঙ্গালার মৈত্রী ও বিস্তার কল্পনা করিয়া লম্বা : তাই আমরা শক্তিসঙ্গমভয়ে বাঙ্গালার একটা সীমানিক্ষেপে দেখিতে পাই । [বঙ্গ দেখ ।]

তবকাৎ-ই-নাসিরি নক্ষিক মুসলমান ইতিহাস অনুসরণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গালার সেনবংশীয় শেষ নরপতি মহারাজ লক্ষণ সেনকে পরাজয়পূর্বক মুহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন । তাহার আগমনে লক্ষণাবতী, বেহার, বঙ্গ ও কামরূপজনপদবাসিগণ মহাতীত হইয়াছিলেন ।* মার্কো পোলো (১২৯৮ খৃঃ) লিখিয়াছেন, ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা বিজিত হয় নাই । বঙ্গ উক্ত জনপদ চতুর্দিকের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল ।† উক্ত দুইটা বিবরণী পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, মুসলমান সমাগমের পূর্বে প্রাচীন বঙ্গরাজ্য চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল । মার্কোপোলো তাহারই দক্ষিণাংশকে বাঙ্গালা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন । রসিদউদ্দীন বলেন, আনুমানিক ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ দিল্লীশ্বরের অধীন হয় । ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে ইবনু বতুতা বঙ্গালা (বাঙ্গালা) রাজ্যের ও তথাকার ধাতু-প্রাচুর্যের উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি আরও বলেন যে, খোরাসানবাসী এতৎপ্রদেশকে বিবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য-পরিপূর্ণ নগর বলিত ।‡ সুপ্রসিদ্ধ কবি হাকিজের (১৩৫০ খৃঃ) কবিতায় বাঙ্গালার উল্লেখ দেখা যায় ।§ তাকো দা-গামা ১৪৯৮ খৃঃ বাঙ্গালার মুসলমানপ্রাধিক্ত এবং এখানকার কাপাস ও রেশমী-বস্ত্র, রোপ্য প্রভৃতির বাণিজ্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন, সুবাতাসে ৪০ দিনে কলিকট হইতে বাঙ্গালার আসা যায় ।¶ এতদ্বিল ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে লিওনার্দো ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বার্বেনা ও ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বার্কোসা বাঙ্গালা রাজ্যের ও তৎদেশবাসীর বাণিজ্যাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান । আবুল ফজলকৃত আইন-ই-জক্বরী নামক মুসলমান ইতিহাসে বাঙ্গালা শব্দের একটা ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে এই জনপদ বঙ্গনামে উল্লিখিত হইত । বঙ্গের পূর্বতন হিন্দুরাজগণ পর্তুগীজপালনস্থ নিম্নলিখিত বৃত্তিকার বীধ বা আল দিতেন । বাঙ্গালার বহুতানে উক্ত রাজত্ববর্ণের * বিনিমিত্ত ঐরূপ বহুশত আল বিজমান দেখিয়া আলবুত বঙ্গ অর্থে 'বঙ্গাল' নামকরণ হইয়াছে । সত্যি অরকজেব বাঙ্গালার

* Tabakat-i-Nasiri Ell'ot. ii, 507.

† Marco Polo Bk. ii, ch. 55.

‡ Ibn Batuta, iv. 210.

§ পদক শিবক শাখা হাফ্‌ তুজিরাই-ই-হিন্দ ।

¶ লিওনার্দো ই-পারলী কিং' ব আল মিরব' (হাকিজ)

¶ Roteiro de Vasco Gama 2nd. ed. p. 110.

সমুদ্র লক্ষ্য করিয়া দর্শের সহিত বঙ্গদেশ দিরাছেন যে, এই স্থান সকল জাতির পক্ষে বঙ্গ ভূমির ১৬ই খৃষ্টাব্দে ওভিটন লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা রাজ্য শারাকানের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে বিস্তারিত।

[বিস্তৃত বিবরণ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।]

বঙ্গ নামের উৎপত্তি এবং এই রাজ্যের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বহু বিবরণ পাওয়া যায়। অতীত পুরাতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিস্তৃত হইয়াছে। লুই বার্থেমা এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ ভ্রমণকারিগণ চট্টগ্রামের সমীপবর্তী বাঙ্গালা নামে একটি নগরের উল্লেখ করিয়াছেন।† প্রাচীন মানচিত্রে তাহার স্থান নির্দেশ রহিয়াছে।‡ অধিক সম্ভব, বার্থেমা বাঙ্গালার পদার্পণ করেন নাই, তিনি মলবার উপকূল থাকিয়াই, আরবীর বণিকদিগের প্রথা অনুযায়ী হইয়া দেশের নামানুসারে বাঙ্গালার প্রধান নগরের নাম বাঙ্গালা লিখিয়া যান; কিন্তু ঐ বাঙ্গালা নগরের কোন নিদর্শন বিদ্যমান নাই। বোধ হয়, পণ্ডিতগণ বাঙ্গালার প্রধান বন্দর চট্টগ্রামে আসিয়া তাহার দক্ষিণ উপকূলস্থিত একটি গণ্ডগ্রামকে বাঙ্গালীর বাসভূমি জানিয়া চট্টগ্রামকেই বাঙ্গাল-নগর নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।§

সীমা ও বিভাগ।

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার বহীপ এবং তাহাদের অববাহিকা প্রদেশের নিম্নতম উপত্যকাভূমি লইয়া বস্তুতঃ বর্তমান বাঙ্গালা গঠিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম-বিভাগ বাঙ্গালার অঙ্গভূত করিয়া স্বতন্ত্র শাসনাধীন করা হয়, তদবধি খাস-বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বিভাগ একত্র করিয়া ইংরাজবিক্রিত বাঙ্গালার সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। অক্ষা° ১৯°১৮' হইতে ২৮°১৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° হইতে ৯৭° পূঃ মধ্য। শেষে গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে

১৬ই অক্টোবর পূর্ববঙ্গকে আসামের সাংমিল করিয়া একজন ফির হোটলাটের অধীনে “পূর্ববঙ্গ ও আসাম” প্রদেশ স্বতন্ত্র গঠিত হইয়াছে। শাসন-সৌকর্য্যার্থে ইংরাজ-গবর্নমেন্ট ভারতবর্ষে যে হারশটী শাসন বিভাগ সংগঠিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালা সর্ব বৃহৎ। নদী, হ্রদ, শাখ, জলবিদ্যুৎ বনমালা ও পার্বত্য ভূখণ্ড বাদে এখানকার ভূপরিমাণ ১৮৭২২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যাও মূনাধিক আর ৮ কোটি।

ইহার উত্তর সীমা নেপাল ও ভোটাণ রাজ্য, পূর্বক আসাম এবং চীন ও উত্তর-ব্রহ্মের সীমান্তবর্তী অসাবিকৃত পার্বত্য কন-ভাগ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, বঙ্গোপসাগর ও মধ্য প্রদেশ; পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশের একজনীর অধিকতা ভূমি। এই অধিকতা ভূমিই বাঙ্গালা ও বৃহৎ প্রদেশের সীমান্ত রেখারূপে কল্পিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার বরাবর এক জন হোটলাটের শাসনাধীন ছিল, বিগত ১৬ই অক্টোবর হইতে দুই জন হোটলাটের অধীন হইয়াছে।

মুসলমানগণ বঙ্গবিজয় করিয়া গাজের বহীপকেই সঙ্কট নামানুসারে বঙ্গ বলিয়া অভিহিত করেন। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক রাজধানী লক্ষণাবতীর নামানুসারে এই প্রদেশকে লক্ষণাবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গৌড় ও লক্ষণাবতী-ধ্বংসের পর যখন রাজপাট ঢাকা ও নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়, তখনও নিম্নবঙ্গ বাঙ্গালা বলিয়া পরিগণিত থাকে। তৎপরে মুসলমানগণ পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রের পর্যন্ত অধিকার করিয়া বাঙ্গালার সীমা বৃদ্ধি করেন। দ্বিতীয় অধীনস্থ আকগান শাসন-কর্ত্তারা এবং তৎপরবর্তী অধীন আকগান নৃপতিবর্গের রাজ্য-শেষে মোগলসম্রাট অকবর শাহের বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ বাঙ্গালা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রাজা টোডরমলের জরীপের পর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্ত বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটি জুয়া গঠিত হয় এবং সেই জুয়েগুলি হইতে আবার জেলা, সরকার ও পরগণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই জুবে বাঙ্গালা শাসনের জন্ত দ্বিতীয়ের অধীন একজন শাসনকর্ত্তা নবাব বাঙ্গালার থাকতেন। এই শেখোক্তা নবাব কামরুদ্দোজ মুর্শিদাবাদের নবাব করিয়া পরিচিত। একজন নবাব দ্বারা এই বিস্তৃত ও মহাসমৃদ্ধিশালী জনপদের রাজস্ব আদায়ের সুবিধা না হওয়ার, তাহার অধীনে বেহার, উড়িষ্যা ও ঢাকার এক একজন নায়েব-নাজির (Deputy Governor) রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

[মুসলমান ইতিহাসে বিস্তৃত বিবরণ দেখুন]

ইংরাজবিকার বাঙ্গালার সন্ধিবেশ ধর্ম্মে প্রকৃত বঙ্গনামের অনেক বিপর্যয় সাধিত হইয়াছে। উড়িষ্যার উপকূলস্থিত বালেশ্বর

* Stavorinus, Vol I. p. 291n.

† Varthema লিখিয়াছেন, “আমি Banghella নগর পরিদর্শন করিয়াছি।” (Varthema 210) কিন্তু তিনি যে কালিকট ও কোটন ভিন্ন স্থানকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা সন্দেহ আছে। তাহা সন্দেহ আছে। (Colloquies. f. 30)

‡ A chart of 1748 in Dalrymple Collection.

§ “Arracan.....is bounded on the North West by the kingdom of Bengala, some Authors making Chatigam to be its first Frontier City; but Teizaira, and generally the Portugues, writers, reckon that as a City of BENGALA; and not only so, but place the City of Bengala itself..... more South than Chatigam. The I confess a late French geographer has put Bengala in his catalogue of imaginary Cities.” Orington, (1690) 554.

১৮০১ হইতে বেহারের মধ্যবর্তী পাটনা পর্যন্ত স্থানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বতগুলি কুঠি ছিল, তাহা উক্ত কোম্পানীর দপ্তরে 'Bengal Establishment' করিয়া বর্ণিত দেখা যায়। ক্রান্তিস কাণ্ডেজ চট্টগ্রামের সূত্র পূর্ব হইতে উড়িষ্যার অন্তর্গত পামিরা পয়েন্ট (Palmyra Point) পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল এবং গঙ্গা-প্রবাহিত ভূমিভাগ লইয়া বাঙ্গালা সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। পার্কারসের (Purchas) মতে, এই উপকূলভাগ প্রায় ৬০০ মাইল।

বাঙ্গালার ছোট লাটের শাসনাধীন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ নবীমালা ও তাহাদের অববাহিকা এবং উপত্যকা ভূমিতে পূর্ণ। ছোট নাগপুর বিভাগ, পার্শ্বভূমিতে, উহা মধ্যপ্রদেশের অধিকৃত হইতে বাঙ্গালাকে পৃথক রাখিয়াছে। উড়িষ্যা বিভাগ মহানদী ও অন্তর্গত কতগুলি নদীর বরাপে সমাচ্ছন্ন। ঐ নদীগুলি প্রধানতঃ উত্তরপশ্চিমে করম পার্বত্য রাজ্য (Tributary Hill State) হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত আসিয়াছে। উড়িষ্যার সন্দ্রোপকূল হইতে ইন্দো-বঙ্গীয় সীমা এবং উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত দেশভাগ প্রকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ পদবাচ্য। ইহার দক্ষিণাংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের বরাপ-ভূমি বলিয়া গৃহীত এবং উত্তরাংশ উক্ত নদীদ্বয়ের ও তাহার শাখা প্রশাখার প্রবাহ-ক্ষেত্র বা উপত্যকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেহার বিভাগ খাস-বাঙ্গালার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। উহা গঙ্গার উক্ত উপত্যকা লইয়া গঠিত। ব্রহ্মপুত্র ও বেহারের সীমার গঙ্গানদী দক্ষিণপূর্বাভিমুখে বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চিম পার্বত্য ভূখণ্ডই ছোটনাগপুর বলিয়া পরিগণিত।

পূর্বাংশের আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার সীমা কোর, সময়েই একটা স্থির ছিল না। পার্শ্ববর্তী রাজত্ববর্গের আক্রমণে সময় সময় ইহার অঙ্গচ্যুতি ঘটাইয়াছিল। বঙ্গের শেষ মুসলমান নবাব সিরাজউদ্দৌলার হত হইতে বঙ্গসিংহাসন চ্যুত এবং বঙ্গের দেওয়ানী দিল্লীর কর্তৃক ইংরাজকে সমর্পিত হইলেও আরাকান ও ব্রহ্মবাসিগণ বাঙ্গালার সীমান্তপ্রদেশ আলোড়িত করিয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন অঙ্গস্থত হইলে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন সুল্টানকেও ও সদর দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া নিষায়িত লইয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ইংরাজগবর্নেন্ট বিশেষ দৃষ্টিভার সহিত বাঙ্গালার শাসন-ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী "ভারতমহাভা" পদে অভিষিক্ত হইলে, ভারতে ইংরাজ প্রভাব অঙ্গু হইয়া উঠিল। ভোটানবৃদ্ধ ও মণিপুরবৃদ্ধবলানে বাঙ্গালার সীমা পরিবর্তিত হইল। ইংরাজগবর্নেন্ট বাঙ্গালাকে প্রেসিডেন্সীভূক্ত করিয়া লইলেন।

ইংরাজভিক্ত এই বাঙ্গালা রাজ্য ক্রমে একটা প্রেসিডেন্সী-রূপে বিস্তৃত হইল। উক্ত রাজ্য ও ব্রহ্মপুত্রপ্রবাহিত সমস্ত অব-বাহিকা প্রদেশ বলিয়া নহে, শিল্পসমৃদ্ধ সমগ্র অববাহিকা প্রদেশ ও তাহার হিমালয় পৃষ্ঠস্থ শাখা প্রশাখাধ্যাক্ষয়ান লইয়া প্রকৃতগণ্য এই বিভাগ গঠিত। মোট কথা, ব্রহ্মদেশলম্বার উত্তর দিক্তী প্রায় সমগ্র আধ্যাবর্ত্ত ভূমি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর এই বিভাগ সম্বন্ধে অধুনা কেবল ঐতিহাসিকতাই বিস্তারিত আছে, কলে তদ্বারা শাসনসম্পন্ন কর কোন কার্যই আর নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয় না। ইংরাজরাজের ভারতীয় সেনাদলের সাধারণ বিভাগে Commanders-in-chief for Bengal, Madras ও Bombay নামে আজিও সেই বিভাগের সাক্ষ্য রহিয়াছে। যে পাঁচটা স্বরূপ প্রদেশ মাত্র লইয়া 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' গঠিত হইয়াছিল, সেই পাঁচটা প্রদেশেই এখন বিভিন্ন বিভিন্ন শাসনকর্তার অধীন; কিন্তু সকলের উপর ভারতরাজপ্রতিনিধি কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী স্বতন্ত্র গবর্নরের দ্বারা শাসিত; কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অধীনস্থ ব্রহ্মপ্রদেশ, পঞ্জাব, আজমীর ও আসাম স্বতন্ত্র শাসনকর্তার অধীন হইয়াছে। বর্ত্ততঃ ছোটলাটের অধীন সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশ এখন প্রেসিডেন্সী পদবাচ্য হইয়া রহিয়াছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ইম্পিরিয়াল সেন্সাল রিপোর্টের ২য় খণ্ডে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর এইরূপ একটা বিভাগ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—

প্রদেশের নাম		ভূগর্ভস্থ মাইল
১	লেক্‌নাউ গবর্নরসিপ্	অব বেঙ্গল ১৯৩১৯৮
২	ঐ ঐ	ব্রহ্মপ্রদেশ ১১২২২২
৩	ঐ ঐ	পঞ্জাব ১৪২৪৪১
৪	চিক কমিসনরসিপ্	আসাম ৪৬০৪১
৫	কমিশনরসিপ্	আজমীর ১৭১১

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী এই ঐতিহাসিক বিভাগ, সযত্নে হইবার বহুপরে অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে একটা স্বতন্ত্র শাসনবিভাগ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যে বাঙ্গালা বঙ্গবাসীর জন্মভূমি, বাঙ্গা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা লইয়া প্রাধান্য গঠিত, তাহাই ইংরাজরাজের রাজকীর দপ্তরে নিম্ন বঙ্গ (Lower Bengal) নামে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক দৃষ্ট।

উপর্যুক্ত সীমা-সমিতি বাঙ্গালা প্রদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিশেষ কোন অঙ্গুই আছে নাই। দক্ষিণে তরল-সকল বঙ্গোপসাগর উত্তরে উড়িষ্যালার সারঙ্গ-সৈকত বিস্তৃত

করিতেছে। উত্তরে হিমালয়শিখর ক্রমোক্ত পূর্বমালার সমা-
য়েহিত হইয়া যেন একটা অভিস্রব দৃষ্টপট উন্মোচিত করিয়া
দিতেছে। সেই তুবারমণ্ডিত শিখরশিরে অরুণকিরণ
প্রতিফলিত হইয়া তুবারধবল পর্বতসাহু একটা জ্যোতির্ঘর
হৈমন্তপে পর্যাবসিত হইয়াছে। মিবাভাগে কখন তাহা
স্বধাকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া দিগন্ত আলোকে পূর্ণ করি-
তেছে, কখন বা গাঢ় কুসুমটিকার সমাচ্ছাদিত থাকিয়া অপূর্ণ
মেঘমালার স্তার নিশ্চল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ পর্বত-
গাজ বিধৌত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতবিন্দুসমূহ প্রথর গতিতে
সমতল উপত্যকা প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া পরম্পরের সংযোগে
পুষ্টকলেশ্বর হইয়া এক একটা প্রকৃষ্ট জলধারা রূপে প্রবাহিত
হইতেছে। উক্ত নদীমালার মধ্যে হিমপালনিঃসৃত গঙ্গা ও
ব্রহ্মপুত্রই এখানকার প্রধান প্রবাহ। অপরগুলি তাহারই শাখা
বা খাল মাত্র। [গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দেখ।]

এই নদীমালাই বাল্যলার শোভা ও শত-সমৃদ্ধির একমাত্র
কারণ। হিমালয়পৃষ্ঠ, অথবা উত্তর স্বর্গের উচ্চস্থানসমূহ বিধৌত
করিয়া এই নদীমালা নিরবঙ্গের নিরভূমিতে একটা নৃপুত্র আনিয়া
সকর করিয়া থাকে। ঐ স্তরের উর্বরভাষ্মিক এতাদৃশ অধিক
যে, যে স্থলে ঐরূপ স্তর লক্ষিত হয়, তথায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন
প্রকার শস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তর
উপত্যকা ঐও এখা নিরবঙ্গের সমতল প্রান্তর এইরূপে নদী-
জালে সমাচ্ছন্ন হওয়ার শতক্ষেত্রসমূহে জলদানের বিশেষ সুবিধা
ঘটিয়াছে। কখন কখন ঐ নদী সকল বস্তাবিভাঙিত হইয়া
উত্তর তীরবর্তী গ্রামসমূহ জলময় করিয়া ফেলে, তাহাতে ভূপৃষ্ঠে
এক প্রকার পলি পড়ে। ঐ পলিও শস্তোৎপাদনের বিশেষ
উপযোগী। অনেক সময় খাল কাটিয়া নানা স্থানে ও বিল
প্রভৃতিতে জল আনিয়া চাষবাসের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উক্ত
ভূমিতে কপ বা পুষ্করিণ্যাধি খনন দ্বারাও কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়।
এই সকল কৃষিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পরী, গওগ্রাম, নগর বা
বাণিজ্যপ্রধান বন্দরসমূহ বিরাজিত। নগর সন্নিধানে নগর-
বাসিগণের বহুস্তরোপিত শুল্কোস্তান, অথবা ফলবৃক্ষাদি
পরিশোধিত উপবনসমূহ ও তদ্ব্যবস্থা অট্টালিকাদি স্থানীয় সৌন্দর্য্য
বৃদ্ধি করিতেছে। গঙ্গাধি নদীতীরবর্তী গ্রাম বা নগরসমূহ,
বিশেষতঃ দানের ঘাটে দেবমন্দিরাধি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশ-
বাসীর ধর্মপ্রাণতায় ও স্থাপত্যশিল্পের পরিচর প্রদান করিতেছে।
গ্রাম-মধ্য বা পার্শ্ব এই সকল অট্টালিকা বা মন্দির স্ত্রীমল্য গ্রাম্য
বৈভিহ্মের একপ্রভা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। কোথাও কোথাও
ভরমন্দির বা প্রাচীন প্রাসাদাদি বিদ্যত হইয়া জলসম্পূর্ণ তৃপ-
নান্তিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন কীর্তিনিদর্শন

প্রায়তঃবিধের আলোচনার মিনিস। পার্শ্বভাষ্মনমালার। ঐ
সকল তৃপোপরি সঠিত জলদে জ্যোতির্ঘর সৌন্দর্যের বিশেষ
বিকাশ না থাকিলেও তাহাতে বিভিন্ন প্রাচীন হিংস্র জীবের বাস
ঘটিয়াছে। এই সকল বনরাতির অদূরেও ভিন্ন দৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
গ্রাম বিস্তারিত আছে। বাস্তবিকপক্ষে বাল্যলার বিভিন্ন নদী-
বর্তী গ্রাম বা নগরসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এতই
বৈষম্য দৃষ্ট হয়, যে সকল স্থানই যেন নবভূবার লক্ষিত হইয়া
দর্শকের চিত্ত আকর্ষণে প্রেরণ পাইতেছে।

এই বাল্যলা প্রদেশে বহুগুলি নদী বা শাখা নদী দেখা যায়,
তদ্ব্যবস্থা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রধান। বর্ধরা, শোণ, গওক, কুশী,
তিস্তা, ভাগীরথী, (জলঙ্গী-সক্রে হুগলী নদী নামে অধুনা খ্যাত),
দামোদর, রূপনারায়ণ ও মহানদী প্রভৃতি অপর করতী নদী অপেক্ষা-
কৃত ক্ষুদ্র হইলেও প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন
অনেকগুলি শাখা নদী, অথবা নদীর অংশ বিশেষ বিভিন্ন নামে
পরিচিত আছে। যথা—অজয়, আলংখালী, অমানং, অঁধার-
মাণিক, আড়িশাল-বা, আড়পাঙ্গালী, আঁঠারবাঁকা, আঁঠাই
(আঁঠেরী), ওরঙ্গা, বহুদোনা, বাগ্‌লা, বাগ্‌দেবী খাল, বাঘখালী,
বাঘমতী, বৈটাঘাটা খাল, বৈভরগী, বজ্রেশ্বর, বজ্রা, বলবীরা,
বলেশ্বর বা হরিঘাটা, বানর, বনাস, বলদুর্নী, বঙ্গালী, বাণগঙ্গা,
বাক্সা, বাঁকা, বড়কেনী, বরাকর, বড়মুগিয়া, বড়াল, বড়নাই,
বারাসিয়া, বর্গার, বরুয়া, বাটী, বরা, বেঙ্গী, বেগী, বেতনা বা বুধ-
হাটা, ভজা বা হরিহর, ভৈরব, ভাগবী, ভোলা, ভোলারী, ভোলা,
ভুরঙ্গী, বিভাধরী, বিজয়গঙ্গা, বিজাই, বিলুপা, বিষখালী, ব্রাহ্মণী,
বুড়া ধলী, বড়তিস্তা, বুড়ামন্ডেশ্বর, বড়বলক, বুড়ীগওক, বুড়ীগঙ্গা,
বুড়ীগঙ্গী, বুড়ীশ্বর, ছাইয়া, চলানী, চলনা, চাঁদখালী, চেকনাই,
চোপা, ছিরামতী, ছোটতিস্তা, চিংড়ী, চিতা, চিঙ্গা, চুগী, ডাকা-
তিয়া, দাঁক, দুর্গাবতী, দাউল, দমা, দেলুটী, দেও, ধাধার, ধলেশ্বরী,
ধলকিপোর বা দারকেশ্বর, ধামড়া, ধনাই, ধনাজি, ধনোতী,
ধাপা, ধর্পা, ধর্কী, চাউল, গোবা বা কাওনদী, ধেরেম, ধুবগা,
ডিমড়া, দুধকুমার, দুধুয়া, ঢলাই, গর্তেশ্বরী, গদাধর, গলঘসিয়া,
গওকী, গওর, গঙ্গানী বা কালিয়া, গাংড়ী, গড়াই বা গোড়ুট,
ঘাঘর, গাজীখালী, ঘোড়াখালি, গুগুদী, গোমতী, গুমানী,
গুয়াবুবা, গুজরিয়া, গুড়, হলহার, হলদা, হলদী, হাঁচা-কাঁচাখাল,
হালদা, হালী, হনু, হারোয়া, হারাবতী, হরগাংর, হাড়ভাঙ্গা,
হবোরা, হাতিয়া, ইব, ইছামতী, ইজুরী, জয়গাল, জলধক্কা,
যমুনা, যমনী, জামবাড়ী, রূপকপিয়া, বরাহী, বিকিয়া, বিনাই,
মৌসুমেশ্বরী, কপোতাক, কালাকুশী, কালাই, কালানদী,
করতোয়া, কালীমদা, কালীগাঙ্গী, কালীহুও, কালিকী, কাল-
জানী, কবলা, কাগানদী, কাঁকী, কাংসা, কড়াই, কাক্কা,

কাকশিয়ালী, কাল, কাসাবান, কাপ্তাই, করুরী, উত্তর ও দক্ষিণ কারো, কাশাই, কসালজ, কান্দী, কল্লুখাণ্ডী, কটকী, কটনা, কয়া, কোলো, কিউল, খয়রাবাদ, খানবানদী, খারী, খড়িয়া, খয়রাই, খণ্ডয়া, খাটসা, খোলপেটুয়া, খুঁধরা, কিমিরিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোরেল, কোহেরা, কোইনা, কুইয়া, কুহুট, কুলটাগাজ, কুমারী, কুপুর, কুশভদ্রা, কোশিকী বা কুশী, লাক্‌হাওয়াই, লক্ষীয়া, লক্ষ্যোদ্যোনা, লালবক্যা, লীলাজন, ছোট রণজিৎ, ছোট বলান, লোক, লোরান, মাদারি, মাতামুড়ি, মহোন, মহানন্দা, মাইপাড়া, মান, ময়, মরা হিরণ, মেঘনা, মহানদী, মরা-তিজা, মর্ত্তা বা কাকানদী, মরচ্চাপ-গাজ, মলান, মাতাভালা বা হাউলী, মাতাই, মাথামুড়ী, মাতলা বা মায়মাতলা, ময়ুরাকী, মেটী, মেনিখালী, মোহনী, মুর্ছার, মুক্তনাই, মুরহর, মুড়িখালী, নাগর, নক্টি, নন্দাকুজা, নারদ, নরশিলা, নর্ত্তা, নেয়র, নীলকুমার, নুনদী, নুনা, পয়া, পাইকা, পণার, পকান, পাঁচপাড়া, পাণ্ডাই, পাজালী, পর্কান, পসর, পাটকি, পাতরো, পটুয়াখালী, পল্ল, ফেরী, ফুলপুর, পিয়ালী, নীতাম, শিখরাগজ, প্রাচী, পুণপুণ, পূর্ণভবা (পূনর্ভবা), রায়চাক, রায়-মা, রামদান বা রমান, রামরায়কা, রামোজ, রংগুন, রণজিৎ, রাসো, রাগদা, রড়ুয়া, রেহর, রৌলী, রূপ-নারায়ণ, রূপসা, সালন্দী, শালী, শালিগ্রামী, (গণ্ডকাংশ), সন্দীপ, সজয়, সাকোশ, সরস্বতী, সওরা, সাতখড়িয়া, সোরা, শাহবাজপুর, শিয়ালডাঙ্গা, শিয়ালমারী, শিবসা, শিখরগা, শিলা, সিংহরগ, সিঙ্গিয়া, সিংহীমারী, শোভনালী, সোণাই, সোণাখালী, শঙ্কুয়া, শ্রী, স্বর্ণরেশা, তলক, শূরা, তলাবা, তালেশ্বর, তামলানদী, তপন, তেরলো, তিলেয়া, তিলাই, তিলগুণা, তিতাস, তুলসী-গঙ্গা, তুগীন্দী প্রভৃতি।

উপরোক্ত নদী বা তাহার শাখাসমূহ এবং তাহাদের সংযুক্ত খালগুলি বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত থাকায় কৃষিকেন্দ্রাদিতে জলদানের যেসকল সুবিধা ঘটিয়াছে, নোকাযোগে পণ্যবো গঠিয়া বাতায়তিরও সেইরূপ সুযোগ আছে। হুংখের বিঘর, প্রাকৃতিক পরিবর্তন নদীর গতি ভিন্নদিকে চালিত হওয়ার অনেক নদীর প্রাচীন পথ প্রায় শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ খাতগুলিতে বর্ষাক্ত বাতীত অল্প সময় অতি সামান্যই জল থাকে। এক্ষণে খাতগুলি মরাতিজা, বড়ীসঙ্গা প্রভৃতি নামে পরিচিত। অপর কতগুলিতে স্থানে স্থান আছে জল থাকে না। ইহার উপর, নানান স্থানে রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার নদীবক্ষে সেতু নির্মিত হইয়াছে। তাহাতে কোন কোন নদীর বেগ ধর্ম হইয়া পলিজাত চর দ্বারা উহার পরিসর ক্রমশঃ কম হইয়া পড়িয়াছে। অনেক মরা নদী ক্রান্তি করিয়া তরুণ শৌহদ্য বিস্তারিত

হইয়াছে। আবার রাজস্বের স্বাধীন ও বাণিজ্যের বিস্তারকর গবর্নেন্ট বাহাদুর স্থানে স্থানে নতুন খাল কাটরা একদেশবাসীর মঙ্গল এবং কোথাও নদীর গতি খালদ্বারা ভিন্ন দিকে চালিত করিয়া অপর প্রকার অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পূর্বতন অনেক নদীগর্ভ শুষ্ক হইয়া এখন শস্তক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। তাম্রবান্দী জলকটে হাহাকার করিতেছে। বারিপাতরূপ জগদীশ্বরের অনুকম্পা ব্যতীত তথাকার প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষার আর অন্য উপায় নাই। কোথাও বা লক্‌গেট, বাঁধ প্রভৃতির দ্বারা দেশেরকারি বিধান হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃই সেগুলি স্থানীয় লোকের উপকারার্থে সাধিত বলিতে হইবে। স্বর্ণপ্রস্থ বাঙ্গালার নদীর বাহলা থাকিতেও এখন জলাভাব বশতঃ দুর্ভিক্ষ ও অনাকটে প্রজাবর্গ প্রসিদ্ধিত।

নদী ব্যতীত স্থানে স্থানে কূপতড়াগাদি হইতে স্থানীয় জলাভাব বিদূরিত হইতেছে। সিংহভূম, মানভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি ছোট-নাগপুরের নানাস্থানে পার্বত্য ক্রমোচ্চ-নিম্ন ভূমিতে বীধ দিয়া জলরক্ষার ব্যবস্থা আছে। তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা ব্যতীত এই বীধগুলিই স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকারী। উড়িয়ার চিলকাহর ব্যতীত বাঙ্গালার আর সেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ হ্রদ দৃষ্ট হয় না। উহার জল লবণাক্ত থাকায় সাধারণের নিকট ততদূর আদরবীর্য নহে। কলিকাতার দক্ষিণস্থ বিস্তৃত “বান ভূমি” গবর্নেন্টের তালিকার “Salt Lake” বলিয়া উক্ত আছে।

মুন্সের, রাজগৃহ, ভাগলপুর, সিংহভূম, বীরভূম প্রভৃতি নানা স্থানে নানা শীতল, লবণ ও উষ্ণ জলপূর্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতেই তীর্থক্ষেত্ররূপে বিদিত হইয়া আসিতেছে। আকাশ-গঙ্গা, লবণাখা, মোতিঝরণা, ঝিকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, হৃদয়কুণ্ড প্রভৃতি নামে ঐ সকল প্রস্রবণতীর্থ বিদিত। ইহাদের বিশেষ বিবরণ জেলা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। প্রস্রবণগুলি যে প্রাচীনযুগের পরিচায়ক, তাহা বাঙ্গালার ভূতত্ত্ব-অধ্যয়নে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

চতুর্থ।

ভূতত্ত্ববিদগণ বিশেষ গবেষণা ও অধ্যয়ন করিয়াছেন যে, মিহরবান্ধর অবিকারিত নদী হইয়াছিল। কালক্রমে সমুদ্র-স্তর বৃদ্ধি পড়ায় হইয়া গিয়াছে, ততই নিম্নবহু চররূপে অভ্যাসিত হইয়া জনসমাজের বাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। ভূগর্ভস্থনিহিত শব্দক নদীগুলির প্রস্রবণবিধি অস্থি এবং নদীভূত বস্তুগুলি তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। মহা-ভারতের বনপর্কের ১:৩ অধ্যায় ভূতত্ত্বের তীর্থবান্ধবিকরণ

কৌশিকী তীরের কিছু দূরে পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসন্মম এবং তথা হইতে কিছু দূরে সাগরতীরে কলিকতায় থাকার বেশ বৃথা বার বে, সমগ্র তীর তৎকালে উত্তররাষ্ট্রের কিয়দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৌশিকীর বর্তমান নাম কুম্ভী। তারকেশ্বরের নিকটবর্তী হরিশাল প্রভৃতি গ্রামের নিকট কৌশিকীর প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। গ্রীকরাভ্যুত যোগেশ্বরিনস পাটনার ৩০০ মাইল দূরে গঙ্গাসাগর-সন্মমের কথা লিখিয়া গিয়াছেন *। এই বিবরণগুলি যে প্রাপ্তকৃত ভূপঞ্জর গঠনের সমর্থক, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আজকাল বঙ্গের আমরা নোয়াখালি জেলার সমুদ্রোপকূলে সন্ধীপ প্রভৃতি চরজাত বীপের উৎপত্তি দেখিতেছি, প্রাচীন কালেও সেইরূপ সমুদ্রতীরবর্তী নদী সকলের মোহানায় পলি পড়িয়া চর হইতে ক্রমে বীপের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই কারণে অনেক স্থানের নাম-শেষে ‘বীপ’ ‘দিয়া’ ও ‘চর’ শব্দ দৃষ্ট হয়। চন্দ্রবীপ, নববীপ, অগ্রবীপ, শুকচর, বকচর, কাঁটাদিয়া, রূপদিয়া প্রভৃতি স্থানগুলি সম্ভবতঃ ঐরূপেই পলিজ চর হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।

তৎকালীন লোকসমাজের প্রথিত চর কালে বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উপবন, গ্রাম ও ক্রমে নগরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আজিও সেই চরাভিধান অপলুত হয় নাই। চক্রদহ, বড়দহ, শিবদহ প্রভৃতি বঙ্গের নদীগর্ভ হইতে কালে সৌম্যমালা-মণ্ডিত সুরম্য নগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেইরূপ নদীপ্রান্তে সমানীত বালুকণাও মোহানায় সমুদ্রতটে সঞ্চিত হইয়া চরভূমির উৎপত্তি ঘটাইতেছে। আজ যেখানে মকরসংক্রান্তি দিনে সাগরতীরবাসিগণ সমবেত হইয়া স্নানাদি করেন, কিছুকাল পরে উহা সমুদ্রগর্ভ তেজ করিয়া উপরে উঠিবে এবং ক্রমে গ্রামে নগরে পরিণত হইয়া যাইবে।

কেননা নদীর সাগরসন্মম স্থলে বাহরা, মানপুরা প্রভৃতি বীপ বাহা ৭০৮০ বর্ষ পূর্বে কেবল তাঁটার সময় জাগিয়া উঠিত ও কোয়ারের সময় ডুবিয়া বাইত, বাহা তখন সম্পূর্ণ বাহার অবস্থায় পরিণত হয় নাই, এখন তাহাই উভয়ভূমি এবং বহুজনাকীর্ণ গ্রামসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহার পর নালীরচর, কালকন্ডের নামে আরও দুইটা ক্ষুদ্র বীপ উদ্ভূতবোধ্য। খৃষ্টীয় ১৮৩০ সালেও উহা জলমগ্ন জলাভূমি ছিল, এখন তথায় বহু লোকের বাসস্থান হইয়াছে। ঐরূপ আরও দক্ষিণে এবং সমুদ্র মধ্যে রাণাবাহা নামক কয়েকটা বীপ, কুড়িগুড়ি চর, খোপাচর প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূতকগুলি বীপ গত ৬০ হইতে ৪০ বৎসর মধ্যে জল হইতে জাগিয়াছে ও তাহাতে

লোকের বাস হইয়াছে। তার পর ২৪ পরগণা, খুলনা ও বরিশালের অভ্যন্তর দক্ষিণভাগে, যে সকল স্থানে শতবর্ষ পূর্বে সমুদ্রতীরে বহিত, এখন সে সকল স্থানে অসংখ্য গ্রাম নগর বসিয়াছে। এখনও নিত্য নূতন উদ্ভিত ভূমি সকল লাটে বিভক্ত হইয়া কালেক্টরী হইতে বিলি হইয়া থাকে এবং নূতন জল কাটাইয়া আবাস ও গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নদীপ্রান্তঃ-চালিত বালুকণা নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া চরের উৎপত্তি ঘটায়, এ কথা সর্ববাসিসম্মত। এই বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত গঙ্গানদী কিরূপ বেগে কত পরিমাণ মৃত্তিকা নিত্য বহন করিয়া সমুদ্রতটে ঢালিয়া দিতেছে, তাহা গণনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী গত হইল, কএকজন অভিজ্ঞ যুরোপীয় পণ্ডিত গাজীপুরে বসিয়া মানা উপারপ্রয়োগ দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, গঙ্গা প্রতি বৎসরে সাগরসন্মম স্থলে ১৭৩৬২৪০০০০ মণ মাটি বহন করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন। কিন্তু গাজীপুরের দক্ষিণে অয়ং গঙ্গা ও তাহার শোণ, অজয় প্রভৃতি শাখা নদী, হুন্দর-বনের মধ্যস্থিত দ্বিপঞ্চশত নদী এবং তাহার পর উত্তরপূর্ব-কোণ হইতে আগত ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী, এই হিসাবে আরও কত মাটি বাহরা আনিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

উপরোক্ত মৃত্তিকাতরয়ের গঠন ও পরিণতি বাঙ্গালার কোন কোন বিভাগে কিরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, নিয়ে বিভাগ নির্দেশ সহকারে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রথম বিভাগ।—রাজমহলের পূর্বতঃপ্রণী হইতে আরম্ভ করিয়া তালীরবীর উৎপত্তিস্থান ছাপঘাটা পর্য্যন্ত বড়গঙ্গার দক্ষিণে এবং ছাপঘাটা হইতে তালীরবীর পশ্চিমদ্বার বাহিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, মোটামোট প্রায় এক প্রকৃতির মাটি দেখা যায়। ভূতত্ত্ববিদের দৃষ্টান্তে দেখিলে, তাহাতেও বিভাগ দৃষ্ট হয়; কিন্তু স্থল দৃষ্টিতে উহা প্রায় একই প্রকার। ইহার সর্বত্রই সমান কীকর ও পাথর পূর্ণ, অথবা পাহাড়িয়া কঠিন মাটি বিভ্রম। বিষ্য ও পূর্বমাটি পূর্বতঃপ্রণীর মাটির প্রকৃতির সহিত ইহার অনেক বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ এক বিষয়ে উভয়ই সমান—কীকর ও পাথর পূর্ণ পাহাড়িয়া মাটি। যেখানে কীকর বা পাথর দেখিতে পাওয়া যায় না, (যেমন বর্তমান জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ এবং হুগলির পশ্চিমাংশ,) সেখানে মাটি এত কঠিন যে তাহাকেও পাথরের অনুরূপতাবস্থা বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে এবং তাহার প্রকৃতিও এরূপ যে, বাঙ্গালার আর কোথায়ও তদনুরূপ মাটি পাওয়া যায় না। এই ভূভাগের মাটি বহু হুগলীভার হইতে নির্ভিত, হুতরায় সোজা কথায় ইহাকে পাকা মাটি বলা যাইতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে, এক নগরে বহু

* Megasthenes Fragments, vi.

পৌড়ের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অথবা আরও পূর্বে, গঙ্গাসাগর সমন্বয় রাজমহলের সারিধো অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে সমুদ্রের জল কখনই এই মাটিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যেহেতু অল্পকাল সমুদ্র সরিয়া গেলে, যে সকল চিক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং যে সকল জলজীবের পঞ্জরাদি মৃত্তিকার অধীভূত হইয়া যায়, এ ভূভাগের কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

দ্বিতীয় বিভাগ। পদ্মা বা বড়-গঙ্গার উত্তর-তীর হইতে হিমালয়ের পাদদেশস্থ তরাই ভূমি পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ও হিমালয়ের ঢালু ভূমি। ইহা হিমালয়ের উক্ত প্রদেশ হইতে পদ্মার উত্তর তট পর্যন্ত ক্রমাগত ঢালু হইয়া আসিয়াছে। এই ভূভাগের সর্বত্রই জমির প্রকৃতি এক প্রকার—সর্বত্রই হিমালয়ের গাজ-বিধৌত বালুকামণি বিস্তৃত। তাহার উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণে বালুকামিশ্রিত শো-আঁশ মাটি জমিয়া এই মৃত্তিকাকে চাষ আবাদাদি কার্যের উপযোগী করিয়াছে। এই ঢালু বালুকাময় জমিতে, সর্বত্রই হিমালয়ের গাজ-মৌত জলরাশি অন্তঃ-সলিলভাবে প্রবাহিত থাকায়, সমস্ত দেশের ভূমিই স্বল্পপরিমাণে জনসিক্ত ও আর্দ্র রহিয়াছে। এই মৃত্তিকার বালীর আধিক্যবশতঃ এ সকল প্রদেশে কৃপ খনন ব্যতীত, অল্প উপায় নাই। পৃষ্ণরীণ খনন করিতে গেলেই, বাগী ভাঙ্গিয়া গর্ত বৃজিয়া যায়। ফলতঃ অতি দীর্ঘায়তন দীর্ঘিকা খনন করা বাইতে পারে।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, সমুদ্র হইতে এত দূরে ও হিমালয়-পাদদেশে এত বালুকা কোথা হইতে আসিল? ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন, পৃথিবীর ভূপঞ্জর নির্ধিত হওয়ার “ইওসিন” যুগে, হিমালয়ের ভূদেশ পর্যন্ত সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। কেবল তটভাগ বলিয়া নহে, তাহার বর্তমান উচ্চতার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তখনও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। ইওসিনের পর মিওসিন, পিওসিন এবং তাহার পরে ভূপঞ্জরের চতুর্থযুগের স্তর-নির্ধারণ করা চলিতেছে। ইহার মধ্যে মিওসিন স্তরেই প্রথম মহাব্যবহারি চিক প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার মধ্যেও আবার নিম্ন মিওসিনে প্রাপ্ত চিকগুলি অতি অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক। উপর মিওসিন হইতেই কেবল মানবীর অস্তিত্বের স্পষ্ট চিক প্রাপ্ত হওয়া ধর্য বলিয়া উহাকে মানবীর যুগের আরম্ভকাল বলা বাইতে পারে। এইরূপ এক একটা স্তর গঠিত হইতে কত লক্ষ লক্ষ বর্ষ গত হইয়া যায়। সুতরাং তত কালের সমুদ্র-পরিত্যক্ত বালী আজিও প্রত্যহব্যহার পরিণত না হইয়া যে নিষ্কাব্যহার পতিত রহিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

বর্তমান বালুকামণি হিমালয়ের গাজ-বিধৌত প্রস্তরভঙ্গক জির আর কিছুই নহে—একে হিমালয়ের ঢালু-প্রদেশে তার প্রস্তর-

প্রথম অববাহিকা ভূমি, সুতরাং বাগী জমিবার পক্ষে অল্পবিধা কোথায়? এ বিভাগের উপর অর্থাৎ উত্তরাংশের জমি, প্রথম বিভাগের সহিত সম-পুরাতন এবং নিরাংশের জমি তদনেকা কিছু আধুনিক হইলেও, অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা যে পুরাতন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকার যে পরিমাণে সূক্ষতা দেখা যায়, এই পুরাতন জমির কোন অংশে সেদুঃসূত্র দৃষ্ট হয় না। এই ঢালু ভূমিতে অন্তঃসলিলের প্রবল প্রবাহিক্রিয়া নিরন্তর সম্পাদিত হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ; তবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, এত সকল ভূভাগ জমিবার বহুকাল পূর্বে এই শুশীকৃত অসীম বালুকামণি ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হইয়াছিল।

তৃতীয় বিভাগ। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতট হইতে নগরামালি, চট্টগ্রাম প্রকৃতি প্রদেশ এবং পশ্চিমদিকে তমোলুকের নিকটবর্তী হামসমুদ্র। নৈসর্গিক কারণ বিশেষে সমুদ্র সরিয়া গেলে, যেদুঃসূত্র প্রকৃতির ভূমিভাগ উঠিয়া থাকে, অবিকল সেই প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট ভূমি লইয়াই এই সমস্ত স্থানের উৎপত্তি। সমুদ্র অস্তর্হিত হইবার সময় স্থানবিশেষে যে সকল বালির স্তূপ রাখিয়া গিয়াছে, (যাহাকে বালিয়াড়ী বলা হয়), তাহাই এই সকল নবোদ্ভিত স্থানের প্রাচীনত্বের হেতু। এই সকল স্তূপ কোথাও ঋণ্ড ঋণ্ড পরস্পরাকারে বিস্তারিত আছে, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনতি উচ্চ পাহাড়শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু স্থলবিশেষে এখনও অবিকল বালিয়াড়ী আকারেই রহিয়া গিয়াছে। তমোলুকের নিকটবর্তী বালিয়াড়ী সকল এখন অবিকল বালুকাস্তূপ মাত্র, কিন্তু চট্টগ্রামাদি অঞ্চলে, তাহা পরস্পরাকারে পরিণত। এই সকল পরস্পরের বহিরাবরণ ভেদ করিলে অভ্যন্তরে এখনও সেই বালুকাস্তূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে কোথাও কোথাও কিয়ৎপরিমাণে বালুকাস্তূপ পাথরের স্তরে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল পরস্পরের অভ্যন্তর ভাগের সর্বত্রই সামুদ্রিক জলজ জীবের পঞ্জরে পরিব্যাপ্ত। চট্টগ্রাম প্রদেশের সীতাকুণ্ড তীরের নিকট যে পরস্পরমালা আছে, তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে আরও বর্তাবিশিষ্ট হইলেও তাহাদের উৎপত্তি একা পরিণতি কতকংশ উক্ত প্রকারের সামুদ্রিক বালিয়াড় হইতে ঘটয়াছে বীকার কল্পিত হইবে। ব্রহ্মদেশের পূর্ব সীমার দক্ষিণ হইতে উত্তরযুগে যে পরস্পরমালা প্রবাহিত হইয়া হিমালয়ে

* ইওসিন যুগে যে সামুদ্র-জল হিমালয়ট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ত্রৈতা-যুগে লঙ্কাপ্রদেশের পর, তাহা বাতাবিক নিঃস্রব হিমালয় পৃষ্ঠ ভাগ করিয়া ক্রমশঃ লঙ্কাপ্রদেশে সরিয়া যায়। লঙ্কাপ্রদেশে বিস্তৃত ভূভাগও এই সময়ে প্রাকৃতিক নিঃস্রব জলপ্রবাহে হারাক্তরিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ক্রমশঃ ও দীর্ঘাবধী পুনর্ধীন করে। নবীকুল এই সাক্ষ্য প্রদায়। অধুনা বহু ভাষ্যই এই বা কবে নিঃস্রবের উৎপত্তি।

সংলগ্ন হইয়াছে, সে সকল পর্বত হইতে এই বাণিয়াড়ীনির্মিত পর্বতমালায় প্রকৃতি সম্পূর্ণ বতর। সে সকল পর্বতমালা বহুযুগ পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদ্র এক সময়ে তাহারই পাদদেশ বোত করিয়া প্রবাহিত ছিল। কাল তথা হইতে সরিরা গিয়া এই তৃতীয় বিভাগস্থ ভূমি সকল উত্থত করিয়াছে। এ ভূভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ হইতে আধুনিক। কিন্তু আধুনিক হইলেও, দ্বিতীয় বিভাগ হইতে বহুশরিমাণে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সে দৃঢ়তা প্রথম বিভাগের সমকক্ষ নহে।

চতুর্থ বিভাগ।—এই বিভাগের মৃত্তিকা সর্বত্র পল্লবসম, কোন কোন স্থানে কারণ বিশেষে কিছু দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। প্রথম ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকা পরস্পরে তুলনা করিলে স্পষ্টই পৃথক্ ধর্ম্মজ্ঞাত বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহলের পার এবং উত্তরে মালদহের পার, এ দুইয়ের মাটি তুলনা করিলে অতি সুন্দরভাবে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাজমহলের পারে গঙ্গার জলের ধার পর্যন্ত পাথর ও কঁকর-যুক্ত কঠিন রাস্তা ও এঁটেল মাটি এবং ঠিক তাহার ওপারের সমস্ত ভূমি, অথবা সমস্ত মালদহ জেলার দোআঁস পলিযুক্ত মাটি বা কেবল রাজমহল ও মালদহের পার বলি কেন, সমস্ত ভাগীরথীর বাম্প দুই পারের মাটির তুলনা করিলে, তত্ত্বের প্রকৃতিগত ভেদ সামান্য দৃষ্টিতেও পরিলক্ষিত হয়। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের নিতান্ত ধারের মাটি লইয়া তুলনা করিলে বিশেষ কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। যে পর্যন্ত নদীর ক্রিমার মাটির ভাঙ্গা গড়া হইতেছে বা পূর্বকালে হইয়া গিয়াছে, তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া মাটি পরীক্ষা করা আবশ্যক।

পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা ও তাহার শাখা প্রশাখা, পূর্বে ধলেশ্বরী ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র বিস্তৃত এই গাঙ্গেয় বর্ষীয় ভূভাগই চতুর্থ বিভাগের আয়তন। গঙ্গা এবং তাহার অন্যান্য শাখা নদীসমূহের প্রবাহ দ্বারা অনীত মৃত্তিকার সমুদ্র ভরাট হইয়া ক্রমে ক্রমে চর পড়িয়া বর্ষাপের সমস্ত ভূমিভাগই নির্মিত হইয়াছে। একান্ত প্রায় সমস্ত ভূভাগেই পলি মাটি সকল অতি অধিকৃতভাবে বর্তমান দেখা যায়। ফলতঃ এই পলি মাটির গুণে এই ভূভাগের প্রায় সমস্ত ভূমির উর্বরতা-শক্তিও এত অধিক যে, তাহার সঙ্গে অপার কোন বিভাগের মৃত্তিকার তুলনাই হইতে পারে না। এখানে বৎসরের মধ্যে একই ভূমিতে বহুবার কসল হইয়া থাকে এবং ভূমি পতিত থাকিলেও বত নীর জলদে পরিপূর্ণ হয়, এত আর কোথাও হয় না।

পূর্ব কথিত ভূমিসমূহের মধ্যে প্রথম বিভাগীয় ভূমি সর্বোপেক্ষ নীরস; বহুদিন পতিত থাকিলেও, চতুর্থ বিভাগের

ভূমির জায়, কোন কালেই যম জলদগুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না; অথবা তথায় উদ্ভিদাধির বৃদ্ধি এবং বিকাশও তাদৃশ সতেজ বা শীঘ্রতর নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগীয় ভূমির উর্বরতা গুণ প্রায়ই এক সমান এবং প্রথম বিভাগীয় ভূমি অপেক্ষা বহুগুণে সতেজ। এমন কি কোন কোন অংশ চতুর্থ বিভাগের অনেকটা অনুরূপ।

চতুর্থ বিভাগের মাটি এবং তৃতীয় বিভাগের মাটি যদিও উভয়ই ক্রমে সমুদ্র সরিরা বাওয়ার জাগিয়া উঠিয়াছে বটে; কিন্তু ইহাদের নির্মাণ-প্রকরণে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা অনেক। এই প্রকার মাটি নির্মাণে সমুদ্রের নিত্য জোয়ার ভাটার সময় জল সরিরা বাওয়ার সঙ্গে কতকটা সান্দ্র লক্ষিত হয়। ভাটার সময় সমুদ্রের ঢালু ভূমিতে যে প্রকার তরবে তরবে ধাণ রাখিয়া জল নীচে গিয়া সরিরা পড়ে; এখানেও সেইরূপ কোন দৈর্ঘ্যদিক কারণে কালক্রমে যেমন সমুদ্র জল তরবে তরবে সরিয়া গিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই প্রকারেই এই সকল ভূমির উদয় হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়ুর প্রবল আঘাতে বায়ুকারাণি সৃষ্টি হইয়া ও তথাবিধ কারণে ক্রমোত্তর গুটিলাত করিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাণিয়াড়ী সকল নির্মাণ করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ বিভাগীয় মৃত্তিকা-প্রকার নির্মাণ করিবার প্রকরণ অভাবিধ।

বাঙ্গালার দক্ষিণ চরিশ পরগণা, গুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণভাগ এবং স্বনন্দবনের অবস্থা নানোযোগপূর্বক পরিদর্শন করিলে এই চতুর্থ প্রকার ভূমিনির্মাণের কোশল অতি সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। নদীপ্রবাহে অনীত মৃত্তিকার ক্রিমাদ্বারা নদীর সঙ্গ-দলহ সমুদ্রে চর পড়ে বটে, কিন্তু তাহা একেবারে ধানিকটা পরিমাণ স্থান চারিদিকে সমানভাবে ভরাট করিয়া জমাট বাঁধে না বা একেবারে সেইভাবে উঁচু হইয়া উঠে না।

নদীপ্রবাহ সম্বাদিত ঐরূপ মৃত্তিকারানি সমুদ্রগর্ভে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে লম্বা ত্রিকোণ কেন্দ্রের আকারে মোহনাবিহিত সমুদ্রে ভরাট করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ ত্রিকোণ-কেন্দ্রের তলদেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবর্তী কোণ সমুদ্রের দিকে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল স্রোতোবেগ, অতি অল্প পরিসরযুক্ত স্থানসমূহকে কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, এই হেতু যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন এক অবিচ্ছিন্ন ত্রিকোণ-ভূখণ্ড নির্মিত হওয়ার পরিবর্তে কতক অংশ মূল ভূভাগে সংলগ্ন এবং অবশিষ্ট বহুখণ্ড বীপাকারে পরিণত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বীপগুলির মধ্যে যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, সেটা অদ্বিভর লম্বা আকার

প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ, ঐ ভরাট ভূখণ্ড যখন জল ছাড়াইরা জাগিয়া উঠে নাই, অথচ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, তখন সমুদ্রজলের স্রোত-বেগ আর তাহার পাত্র কাটিয়া বিক্ষিপ্ত বা বিধৌত করিতে পারে না। বরং তাহার মধ্যস্থিত নিম্ন ও নরম অংশ সকল কাটিয়া তথায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে। জমী জল ছাড়াইরা উঠিলে, এই সকল গভীর রেখাই, তখন বর্ষাপ মধ্যে অনেক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এবং খালের আকার ধারণ করে। এই নবোদ্ভূত ভূমিভাগ উহাদের জলক্রিয়া দ্বারা পুনর্বার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ও ক্রমাগত জোয়ারের প্রবলতার প্রাবল্য হইয়া, পলিমাটির দ্বারা পুনর্নির্মিত হইলে, একরূপ চিরস্থায়ি প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন অপেক্ষাকৃত পূর্ণনির্মিত মাটি হইতে নদীনালা বিরল হইয়া, অপূর্ণ নিম্নভাগে সরিয়া পড়ে এবং তথায় পুনরায় তথাবিধরূপে নির্মাণের কার্য্য করিতে থাকে। পূর্ণনির্মিত অংশে তখন যে কিছু নদী ও খাল থাকে, তাহা গণনার ও আরতনে সামান্য এবং তদ্বারা তাক্সা গড়ার কার্য্যও এত মুহূর্ত্তাবে পরিচালিত হয় যে, দেশমধ্যস্থ মৃত্তিকাও বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না।

গাঙ্গেয় বর্ষাপ এষ্টরূপেই গঠিত হইয়াছে এবং এখনও উহার দক্ষিণভাগের গঠন-ক্রিয়া উক্ত প্রকারে পূর্ণপ্রত্যাপে চলিতেছে। নিতাই মন্ডয়ের বাস ও ব্যবহার উপযোগী নূতন নূতন ভূমিখণ্ড সমুদ্রজল ছাড়াইরা উঠিতেছে। উপরোক্ত ভূগঠনপ্রক্রিয়ার অভিনয়ে, এখনও সমুদ্রগর্ভে মৃত্তিকা-নির্মিত এমন অসংখ্য চর দেখিতে পাওয়া যায়, বাহা জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু ভাটার সময় জাগিয়া উঠে। ঐ সকল জমির স্রোতবেগে তখন তাহাদের উপর নদী ও খালের যে খাত-রেখা পড়িতে দেখা যায়, তাহাই ভবিষ্যতে অতি সুন্দরভাবে জাগা জমির পৃষ্ঠে নদী ও খালের আকারে প্রকাশ হইতে থাকে। কালে এ সকল নদীনালাও বিস্তারিত হইয়া সময়ে শুষ্কগর্ভ হইয়া সরিয়া বাইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীপ সকল দেশভাগে সংলগ্ন হইয়া একাকার ধারণ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

সৌভ্যের পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রভাগও এইরূপে ভরাটপ্রাপ্ত ভূমি-খণ্ডের উত্তরে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে সরিয়া যায় এবং সম্ভবতঃ সেই উন্নত ভূখণ্ডে বর্তমান সুন্দরবনের দ্বার অসংখ্য নদী বা খাল পড়িয়াছিল। সেই সকল নদী ও খালের মধ্যে গঙ্গার মূল-প্রবাহই সর্বাঙ্গেকা প্রবল বা জলধারা ছিল। সেই মূলপ্রবাহ আজিও হ্রস্ব পন্থার আকারে ভটভূমি বিলুপ্ত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

কলঙ: সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার যখন সমুদ্রগর্ভে প্রথম বর্ষাপ সমুচিত হয়, তখন গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথী খাত দিয়া প্রবাহিত

হইয়াছিল এই কারণে চিরন্তন কাল হইতে লোকে গঙ্গার সাধারণ-সময়কে ‘গঙ্গাসাধারণসময়’ বলিয়া অভিহিত করে। পদ্মা বা মেঘনা সম্ভবতঃ প্রথমে সমুদ্রের খাড়ি ছিল, পরে নদীগর্ভে পর্য্য-বসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত পেরিপ্লুসে দেখা যায় যে, বর্তমান রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ভেলপাত ও অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য গঙ্গা বকে নৌকা বা জাহাজ বোঙ্গে গাঙ্গেয় বন্দর অর্থাৎ তমোলুক বা তাম্রলিপ্তিতে আনীত হইত। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথীর খানে প্রবাহিত না থাকিলে কিরূপে ঐ সকল বাণিজ্যদ্রব্য উত্তরবন্দ হইতে গঙ্গার দ্বারা বাহিত হইয়া তমোলুকমুখে আসিতে পারে না। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এখন যেমন মেঘনার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট সমুদ্র খাড়ীকেও মেঘনা বলিয়া থাকে; তখনও সেইরূপ গঙ্গার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট এবং তমোলুকের তটবাহী সমুদ্রখাড়ীকে গঙ্গা বলিয়া ডাকিত। পেরিপ্লুসে গাঙ্গেয় বন্দরে বাণিজ্য দ্রব্যাদির প্রসঙ্গে সেই অর্থেই গঙ্গার নির্দিষ্টবদ্ধ স্থিতি হইয়াছে। পেরিপ্লুস হইতে প্রাপ্ত হইবার আনুসঙ্গিক আরও এই ছুইটি প্রমাণ হইতে এই শেবোক্ত অসুমানই ঠিক বলিয়া অবধারণিত করা যায়,—গঙ্গার উপর বাণিজ্যদ্রব্য বহনার্থ যে সকল নৌকা ব্যবহৃত হইত, তাহারা সমুদ্রগামী পোত; নদীতে যে সকল নৌকা বাতায়ত করে, তাহারা সম্ভবতঃ তথায় বাইতে সাহস পাইত না বলিয়াই সামুদ্রিক পোত ব্যবহৃত হইত। এতদ্বিধ গঙ্গার মুখে ঘন সন্নিবিষ্ট জনপদ ও বাণিজ্য বন্দরাদি সহ “থ্রুসে” নামক একটা প্রকাণ্ড বীপ ছিল। হুতরাং গঙ্গা দক্ষিণভাগে নদীর পরিবর্তে বহুবিভক্ত সমুদ্রখাড়ী বিভ্রম্যমান না থাকিলে পেরিপ্লুসের এ ছুইটি উক্তির কোন সঙ্গতি থাকে না।

ভাগীরথীর পূর্বকূলস্থ মাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠিলে এবং বর্ষাপের অপরাংশেও বহুল পরিমাণে ভূমিখণ্ড সকল নির্মিত ও জলরেখা ছাড়াইরা মত্তকোত্তলন করিলে বিবিধ নৈসর্গিক কারণের প্রবলতার, গঙ্গার মূলস্রোত ভাগীরথী খান পরিভাগ করিয়া, পদ্মা নাম গ্রহণ ও স্বতন্ত্র খান অবলম্বনপূর্বক, ভাগীরথীর পূর্বকূলের আরও উত্তরপূর্বভাগে সরিয়া গিয়াছিল। এখনও পদ্মা ক্রমশঃ উত্তরদিকে সরিয়া বাইতেছে। গত শত বৎসরের মধ্যে পদ্মার গতি কতটা সরিয়া গিয়াছে, তাহা জাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। করিমপুর বেলায় মাধারিপুত্র মহকুমার কাছে যে ছোট খালটি এখন পালঙেয় নির দিয়া বাইরা কীটিনাশার দিয়া দিমিরছে, তথায় ১০৮০ বৎসর পূর্বে পদ্মার মূল খাত ছিল; কিন্তু এখন পদ্মা তাহার ১৯৩৭ কোশ উত্তরে। যে ক্ষুদ্র নদী কুমার নামে

করিনপুর জেলার কর্ণওয়ালিস, খ্রিস্টাব্দ ১২৪ বঙ্গাব্দ পূর্ব, তাহার অনেকাংশেই পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ ছিল। তথা হইতে পদ্মা এখন বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

গানের বর্ষাপের অবস্থা এখন এইরূপই ছিল; তখনকার দেশবিভাগ কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীম-পরিজ্ঞানক হিউএন্স সিরাস কাম্বিনগড়ের পরেই পৌণ্ডবর্ধন রাজ্য বিখ্যাত ছিলেন। বর্তমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ক্রাহেফোর্ড স্টেশনের নিকটবর্তী স্থান কাম্বিনগড় বলিয়া অনুমিত হয়। তথার পূর্বভোপরি তেলিগড় নামক একটা প্রাচীন কেল্লা, অনেক স্তম্ভ ও স্তম্ভের গৃহাদির ভগ্নাবশেষ এবং অনেক তর দেবদেবীর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাহা ইউক, এই কাম্বিনগড় ও কুশী নদীর পূর্বতট হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ণিরা, মালবহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, কোচবহার প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন পৌণ্ডবর্ধন রাজ্য। পৌণ্ডবর্ধনের পূর্বে এক ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকে প্রধাবিত সমস্ত ভূভাগ লইয়া প্রাচীন প্রাক্কোত্তি বা কামরূপ রাজ্য।

হিউএন্স সিরাস লিখিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে আর ২৫০ মাইল দক্ষিণে সমতট রাজ্য। এই দুইয় নিরূপণে, বোধ হয়, সমতট রাজ্যের পরিবর্তে তাহার রাজধানীর দূরত্ব নিরূপণই হিউএন্স সিরাসের অভিপ্রায়। বর্তমান ঢাকা, পাবনা, প্রভৃতি জেলা বোধ হয় তৎকালে সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং পদ্মার বর্তমান খালের দক্ষিণেও কিছুদূর পর্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত থাকে। পদ্মা ক্রমশঃ আরও উত্তরে অর্থাৎ তাহার বর্তমান স্থানে সরিয়া বাওয়ার পর, এই দক্ষিণাংশ, ক্রমে গানের বর্ষাপের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। সেকালের সমতট রাজ্যের আরম্ভন পদ্মার এসরণশীল গতির দ্বারা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল সেকালের সমতট কেন?—এ কালের বিক্রমপুরেরও বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সমস্ত ভূখণ্ড ছিল, কিন্তু এক্ষণে মধ্যস্থল দ্বারা পদ্মা প্রবাহিত হওয়ার, উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুর পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। বাহা ইউক, সমতটের দক্ষিণ-ভূভাগ যে সমস্তভাগে অবস্থিত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সমতট এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদিকে ভূভাগ সকল, অর্থাৎ আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তৎকালে কিসাতিদি বিবিধ অনাধিকারিত নিবাস ছিল।

পূর্বোক্ত কাম্বিনগড়ের দক্ষিণ হইতে এক ভাগীরথীর পশ্চিম তট দক্ষিণ প্রাচীন কামরাজ্য। উহা দক্ষিণে মেদিনীপুরের

সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বারান, মহাত্মা ও পুরাণাদিতে যে এক নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ এই বঙ্গ। ইহা কোন এক সময়ে রাঢ় ও কর্ণস্বর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। উহার দক্ষিণভাগস্থিত বর্তমানাদি প্রদেশ রাঢ় এবং তাহার উত্তর-ভূভাগ কর্ণস্বর্ণ বলিয়া নিরূপিত হয়। গৌড়-নগর গোড়ার প্রাচীন পৌণ্ডবর্ধনেরই অন্তর্গত ছিল; পরে গৌড়নগরের সমুদ্র চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইলে সমস্ত বঙ্গরাজ্য, এমন কি, বর্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশই গৌড়দেশ ও গৌড়রাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। মুসলমানাধিকারে লক্ষ্মণাবতীরও প্রসিদ্ধি ঘটে। গৌড় নাম প্রবল হওয়ার, কালে বাঙ্গালার প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ ও তাহাদের নামগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থ প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ হইতে সম্ভবতঃ সমস্ত মেদিনীপুর জেলা এবং বালেশ্বর জেলাও কিয়দংশ লইয়া তদানীন্তন তাম্রলিপি রাজ্য। বর্তমান তমলুক নগর উহার রাজধানী এবং বাগিয়া বন্দর ছিল। মহাত্মারতের বনপর্কে ১১৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চদশ নদীসমবিত গঙ্গাসাগরে ত্রীর্থমানাদি করিয়া, সমুদ্রের দ্বার দিয়া কলিঙ্গ দেশে উপনীত হন। ঐ কলিঙ্গের মধ্যে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। [তাম্রলিপি দেখ।]

উপরে বাঙ্গালার গঠন ও দেশাদির অবস্থান সম্বন্ধে বাহা লিখিত হইল, তাহার আত্মপূর্বিক ইতিহাস বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে সমিতির আলোচিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ ব্রান্‌কোর্ড, বাঙ্গালা প্রান্তরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রথমে বাসুকা-কর্দমমিশ্রিত জীবাশ্ম ও উত্তীর্ণাদিকাণ্ড পলিঙ্গ স্তরবিশেষ (Loam) রূপাক্রিতে হইয়া ভূপৃষ্ঠোপরি জন্ম হয়। ক্রমে তদুপরি নদীজলবিধৌত বাসুকা-কণা সঞ্চিত হইয়া উহা উচ্চ ভূমির আকারে পরিণত হইয়া থাকে। কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ, ২৪ পরগণা ও যশোর-জেলায় নানাস্থানের পুত্রিশী ধননকালে ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকাত্তর পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি তথাকার স্তরগুলির গঠন পর্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার শিবাবহের নিকটে একটা পুত্রিশী ধননকালে তিনি ভূপৃষ্ঠের পর বধ্যক্রমে 'কাইন্‌ সাও' লোয়, দুই ও পিট লেয়ার (Peat layer) বা অপরিণত পাথুরে কয়লার সমান্তর তর দেখিতে পান। নিরবধির স্থানবিশেষে এই পিট লেয়ার বা ককর্ষণ কয়লাস্তর ২০' হইতে ৩০' কিউ পর্যন্ত নিম্নে সন্নিবিষ্ট আছে। এই ককর্ষণের অব্যবহিত পরে আর ১১ কিউ পর্যন্ত বাসুকা-কর্দমমিশ্রিত কর্দমস্তর (Sand-slay), তাহার পর ১৫ কিউ পর্যন্ত পুনরায় দুই নামক স্তর। খোবোত হইয়া তর তলি অব্যবহিত উত্তরিশিঃ স্থানীয় গায়েব, কঁড়ি,

বাহাবন স্থলত বৃক্ষাদির বহু ও শব্দ শব্দ শ্রেণীর বহুবিধ জীবাহি নিহিত দেখিয়া ছিলেন। তাহাতে বেশ অস্বস্তি হইয়া য়ে, এক সময়ে শিবান্ন নদীগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, ক্রমশঃ উহা আগিয়া উঠিয়াছে এবং ঐ স্থলটী ওড়িগুণি স্থলবনের বিস্তৃতির সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কিছুকাল পূর্বে, কলিকাতা কোর্ট উইলিয়ম হর্গে ৪৮১ ফিট গভীর একটি কূপ কাটা হয়। কূপট হইতে যথাক্রমে ঐ কূপগর্ভ হইতে বালুকা, কদম, পিট ও প্রস্তর স্তর বাহির হইয়াছিল। কূপট হইতে ৩০ ফিট নিম্নে প্রথমে কঙ্কণের পৃষ্ঠাভি, তদনন্তর ৩০ ফিট নিম্নে স্মিট জলজীবী শব্দ জাতিক স্তর-স্তর এবং তাহার পর ক্ষুদ্র বনমালায় নিদগ্ন (a bed of decayed wood) লক্ষিত হয়। ঐ বৃক্ষাবশেষ নিরীক্ষণ করিলে উপলব্ধি হয় যে, বর্তমান কূপট হইতে ৩০ ফিট নিম্নে অবস্থিত কূপটস্তরটী বহুদিন পূর্বে নিবিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু ঐ কূপট বর্তমান স্থলবনের সমতল প্রান্তরের জায় যে উচ্চ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না হইলে অবশ্যই উহা সমুদ্রতলে নিম্ন হওয়াই সম্ভব। এরূপ স্থলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক সময়ে ঐ বৃক্ষাদি প্রাচীন বঙ্গপৃষ্ঠ পরিপোষিত করিয়াছিল, কালে উহা ভূমিকম্পাদি কোন নৈসর্গিক কারণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর নদীস্রোতে এই প্রভূত মৃৎপিণ্ড তরুপরি সঞ্চিত হইয়া বর্তমান স্তরগুলি সংগঠিত করিয়াছে; অথবা সেই সময়ে ঐ স্থান ক্রমশঃ চররূপে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উঠে উঠিয়াছিল।

ভূপঞ্জর মধ্যে নিহিত এই সকল বনমালা কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া করলায় রূপান্তরিত হইয়াছে। বাঙ্গালার এই করলার খনির অভাব নাই। রাণীগঞ্জের করলার খনি বিশেষ বিখ্যাত। এখন বরাকর ও বাঁকুড়া জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে করলার খাদ কাটিয়া করলা উত্তোলিত হইতেছে। এই সুবিধৃত খাদ দৃষ্টে অস্বস্তি হইয়া য়ে, প্রাচীনযুগে রাণীগঞ্জ হইতে বরাকর পর্য্যন্ত একটি নিবিড় বন বিস্তারিত ছিল। [করলা ও প্রস্তর শব্দ দেখ]

করলা ভিন্ন ভূগর্ভে লোহ ও পাওয়া যায়। বরাকর ও বীরভূমে কারখানা করিয়া লোহা গাশাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখনও স্থানে স্থানে কেশীর প্রখার লোহা গাশাই হইয়া থাকে। [লোহ দেখ]

পূর্বে এখানে সমুদ্র-জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ের জন্য একটি বিস্তৃত কারখানা ছিল। গবর্নেন্ট বিলাতী লবণ-বাণিজ্যের হিতার্থে কেশীর লবণ প্রস্তুত প্রথা রহিত করিয়াছেন। এখনও উড়িষ্যা ও ২৪ পরগণার স্থানবিশেষে রাজকীর বিবি অসুনারে কেশীর সাধারণ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। [লবণ দেখ]

বাঙ্গালার উল্লেখযোগ্য কোন পর্বত নাই। উত্তরে একমাত্র হিমাচলপৃষ্ঠ দার্জিলিং শৃঙ্গভাগ। বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাবর তথায় রাজকাব্যলয়াদি স্থাপন করিয়া একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখন ঐ স্থান ও তৎপারমূল্য কাঁচীও নগর বাহ্যাবাসরূপে পরিগণিত। এতদ্বিধ পশ্চিমাংশে বাঁকুড়া হইতে ছোট নাগপুর বিভাগ এবং সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে গওশৈলমালা দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ পর্বতগুলি বিদ্যাপাদ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস, আয়েরগিরির উদগারিত গলিত আব গড়াইয়া আসিয়া এই পর্বতশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল পর্বতের এক একটি অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। খশিয়া, জয়ন্তী প্রভৃতি পর্বতমালা এখন আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত পর্বত মালার বিভিন্ন স্তরাদির বিবরণ স্থানান্তরে বিবৃত আছে। [পর্বত ও প্রস্তর দেখ]

উৎপন্ন ভাষা ও অধিবাসী।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের শেষ এবং ২০শ শতাব্দের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা প্রদেশ ব্রিটিশরাজের শাসন-ব্যবহার সুবিধা-কল্পে ৪৭টা জেলার বিভক্ত ছিল। ঐ জেলাগুলির মধ্যে বরিশাল (বাধরগঞ্জ), ২৪ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, মুন্সিংগপুর, বীরভূম ও হুগলী জেলায় প্রভূত ধাতু উৎপন্ন হয়। বাকীপুর বা পাটনা, শাহাবাদ, ভাগলপুর, দরভাঙ্গা, মুন্সের, সারগ, সাঁওতাল পরগণা, নবীয়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ধাতু অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে গোষ্ঠ্য জন্মে। কয়দপুর, পাবনা, ঢাকা, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব-কথিত ২৪ পরগণা, নবীয়া ও হুগলী জেলায় স্থানে স্থানে পাট, তামাক, তুট, হরিদ্রা প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়া তথাকার নানা নগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। এতদ্বিধ বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বগুড়া, গয়া, পূর্ণিমা, হাজারিবাগ, লোহারডাঙ্গা, বালেশ্বর, কটক, দার্জিলিং, যশোর, মানচুন্স, পুরী, চম্পারণ্য (চম্পারণ), সিংহভূম, ক্রিত, বুলনা প্রভৃতি স্থানেও বিস্তৃত চাষ আছে। বর্তমান কালে বাঁকুড়া উপবিভাগে মেজিষ্ট্রেসী স্থাপিত হওয়ার উহা একটি সময় জেলারূপে পরিগণিত। রাজনৈতিক হিসাবে কলিকাতা মহানগরীও একটি জেলা বলিয়া পরিগৃহীত। এই সকল জেলার বিচার সময় তত্ত্ব স্থানের প্রধান নগরীতে স্থাপিত। বিশেষ বিবরণ জেলায় ইতিহাসে এবং তথাকার নগরসমূহের ভৌগোলিক বিবরণ-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। [তত্ত্ব শব্দ দেখ]

এই প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় ও তাহার বিভিন্ন উপবিভাগে অনেকগুলি নগর আছে, ঐ নগরগুলি প্রধানতঃ তথাকার

বাণিজ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। উন্নয়ো বে গুলি বিশেষ গুরুত্ব ও ধনজনশূণ্য, নিজে তাহাদের নাম উল্লেখ করা গেল—

নগরের নাম	লোক	নগরের নাম	লোকসংখ্যা
ফলিকাতা সহরতলী, ভবানী-	বর্ধমান		৩৪ হাজার
পুর কালীঘাট একত্র ৮ লক্ষ	মেদিনীপুর		৩৩৯ "
পাটনা ১ লক্ষ ৭১ হাজার	হুগলী ও চুঁচুড়া		৩১ "
হাবড়া ১ " ৫ "	আগরপাড়া		৩০৯ "
ঢাকা ৮০ "	বরাহনগর		৩০ "
গয়া ৭৭ "	শান্তিপুর		২৯৯ "
ভাগলপুর ৬৯ "	কৃষ্ণনগর		২৭৯ "
দরভাঙ্গা ৬৬ "	শ্রীরামপুর		২৫৯ "
মুন্সের ৫৬ "	হাজীপুর		২৫ "
ছাপরা ৫২ "	বহরমপুর		২৩৯ "
বেহার ৪৯ "	পুরী		২২ "
আরা ৪৩ "	নৈহাটা		২১৯ "
কটক ৪৩ "	বেতিয়া		২১ "
মুজফরপুর ৪২৯ "	সিরাজগঞ্জ		২১ "
মুর্শিদাবাদ ৩৯৯ "	চট্টগ্রাম		২১ "
দানাপুর ৩৮ "	বালেশ্বর		২০ "

বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় নিয়মামুসারে বঙ্গরাজ্যকে বিধিত করিয়া উহার কতকংশ লইয়া আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই মিলিত প্রদেশ এক্ষণে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কদিনপুর ও রাজশাহী জেলা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই বিভাগে সংযুক্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সীমা-সামঞ্জস্য রক্ষা হেতু মধ্যপ্রদেশ হইতে লখনপুর বিভাগ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীভুক্ত করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার জনসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি হইবে। এই ৭ কোটির মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বেকার। এই কারণেই বে দেশের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ ৪১০ কোটি লোকের মধ্যে শিশু বালিকা ও রমণীগণ গৃহীত। তন্মধ্যে ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার লোক গৃহকর্মাদি ব্যতীত অপর কোন কার্যই করে না। অবশিষ্ট ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রীলোকের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ কৃষিকার্যের সহযোগিতা করে এবং ভদ্রবশিষ্ট কলকারখানার ও গৃহস্থের বাটাতে কার্যে লিপ্ত থাকে। কতকগুলি বা বাণেশ কাজে, ডাকের গহনা ও জরি প্রভৃতি শ্রমত কার্যে বা তদনুরূপ সামান্য শ্রমিকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ পুরুষের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩০ হাজার লোক বেকার। ইহাদের

মধ্যে বালক ও বৃদ্ধের সংখ্যাই অধিক। প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩২ হাজার লোক কৃষি ও ভূসম্পত্তিভোগী, ২৫ লক্ষ কলকারখানার ও বিভিন্ন শ্রমিকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অল্পমান ১০ লক্ষ বাণিজ্যিকার্যে লিপ্ত। উদ্যোগে কিছু কম দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অবশিষ্ট প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার লোক গণমের্টের বেতনভোগী কর্মচারী।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতি লইয়া বাঙ্গালার এই অধিবাসিসংখ্যা গঠিত। প্রকৃত বঙ্গবাসীর মধ্যে সামাজিক মর্যাদানুসারে যে যে শ্রেণীগত বিভাগ হইয়াছে, নিজে তাহাদের নাম বা সামাজিকসংজ্ঞা লিখিত হইল:—

হিন্দু—ব্রাহ্মণ, কার্ব, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্র, বৈদ্য, বাতন, বেগিয়া, গোরালা, আহীরা, সন্দেশ, কৈবর্ত, জেলে, তিওর, পোদ, তেলী, কদু, তুঁড়ী, কুমার, কামার, গোঁড়, জাফরী, কোএরী, কুম্মী ইত্যাদি এবং অনার্য—সাঁওতাল, কোল, ওরাওন, মুণ্ডা, ভূইয়া, জুমি, খরবার, কোচ ইত্যাদি। অর্ধহিন্দু—চণ্ডাল, কোচ, পলী, রাজবংশ, বাগ্দী, বাওরী, চামার, মুচী, দোসাধ, মুসাহর, পালী প্রভৃতি। * এই সকল ও বঙ্গবাসী অজ্ঞাত জাতির বিবরণ অল্পতর প্রেরিত হইয়াছে। [ততৎ লক্ষ দেখে।]

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, কৃষিকার্যই এখানকার অধিবাসি-বর্গের প্রধান উপজীবিকা। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান ও পাট প্রধান, তন্নিম্ন এখানকার কৃষকগণ আবশ্যক মত তৈলকর বীজ, ছোলা, কলাই প্রভৃতি নানা শস্তের চাষ করিয়া থাকে। আমন, আউস, বোরো এবং উরী বা জাড়া (জলা) ধান বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন হয়। সরিষা, তিসি ও কলাই প্রভৃতি রবি শস্ত সমরাস্তরে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পাট বা কোষ্ঠার চাষ এখন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, কিন্তু নীলের চাষ উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ববঙ্গের নীল-কুটীমাত্রই এখন পতিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের কএকটা স্থানে মাত্র নীল পচান হইতেছে। হিমালয়-পাদমূলস্থ দার্জিলিং জেলাসমূহে চা ও সিনকোনা এবং ভাগলপুর ও বেহার অঞ্চলের নানাস্থানে অর্ধকেনের চাষ আছে।

বর্তমান অবস্থা।

অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসী বাঙ্গালী জাতির অন্তর্গত ও ক্রমশঃ মন্দ হইয়া পড়িতেছে। যে বাঙ্গালীর বীরত্ব-কাহিনী চিরন্তন কাল হইতে ইতিহাসের উজ্জ্বল চিত্রপটে প্রতিকলিত রহিয়াছে, সেই বাঙ্গালী আজি অরণ্যে লালসিত। মহাত্মারতীর যুগেও বঙ্গীয় বীরগণের প্রভাব নিগন্তে রাষ্ট্র হইরাছিল। স্বাধীন বাঙ্গালী রাজগণ সোঁদিত প্রকোপে রাজ্য-শাসন করিয়া গিয়াছেন। সুবংশ, পাশবংশ ও সেসবংশীয়

নরপতিগণের বীরত্বগৌরব শিলাবিস্তৃতিতে ও প্রাচীন কুলগ্রন্থে বিবৃত আছে। বাঙ্গালা মুসলমানের পদাঙ্কনত হইবার পরও বারহুঁরার অকুল প্রভাপ সমগ্র বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপাবিত্য, কনসারারাম, সীতারাম প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনী ও যুদ্ধনিপুণতার বিবরণ কে না অবগত আছেন? বৌ দিগের কথা নহে, বৃষ্টির অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে জ্ঞানকীর্ত্তি, বোহনলাল প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরকে আমরা বাঙ্গালার রক্তক্ষেত্রে সন্মিলনে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। তৎপরে উমরিখ শতাব্দে লেক্টেনাণ্ট কানুঘোষও সে বীরত্ব প্রভাবের অক্ষর রশ্মি বহন করিয়াছিলেন—আজিও শ্রীমান জরেশচন্দ্র দ্বিপ্রাস ব্রজিল রাজ্যে বাঙ্গালীর বীরত্ব ভাতি উদ্ভাসিত করিতেছেন। কিন্তু হুঃখের বিবরণ, ইংরাজরাজের কঠোর শাসনে ও রাজত্ববিধির নিয়মবশে সকল গৌরব ও খ্যাতি কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার নিদর্শনমাত্রও বেন নাই।

হুঃপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজবংশগুলি আর সেরূপ রাজশক্তিসম্পন্ন নহেন। দরিদ্রতাদোষে তাঁহারাও সকলে এখন নিবেদন ও নিশ্চত। তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে উপাধিতারমাত্র বহন করিয়াই সন্মত। কোন কোন রাজবংশ ধ্বংসলাভে অভিভূত হওয়ার গবর্মেন্টের অধীন থাকিয়া বৃত্তিমাত্রের উপভোগী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ধমান-রাজ, বিষ্ণুপুররাজ, ছোটনাগপুর ও চন্দ্র-ভাকরের রাজত্ব, বরভাঙ্গাপতি, খুর্দারাজ, বশোররাজ, কোচবিহার-রাজ, নদীয়ারাজ, নাটোররাজ, রামগড়ের রাজা এবং সরগুজা ও উমরপুরের নরপতিবংশ এক্ষণে বল, বীৰ্য্য ও সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এতদ্বির আরও অনেক জমিদার ও রাজা আছেন, তাঁহারা রাজ্য-গ্রহ লাভ তির, কখনও স্বাধীনতা লাভের আশা করেন নাই। বরং রাজ্যহরণলাভের এক বীর বিবরণসমূহ পরিচুষ্টি-কামনার নিরন্তর অবিবেচকের দ্বারা বহিঃ প্রকাশকের রক্ত-পোষণ করিতেছেন। অর্থব্যয়নিবন্ধন প্রকার বাহবল অপ-মোহিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তিরও অভাব ঘটতেছে। বনহারা প্রকাশ্য এইরূপে আর বিনা মারা বাইতেছে। তাহার উপর ভসবান্ কঠোর উপর কঠি দিতে-ছেন, বীলহুঃবীর হুঃবৃত্তকমে হুঃবৃত্তকের পর হুঃবৃত্তক আসিয়া দেখা বিতেছে, অনাড়ম্বর হুঃবৃত্ত জলাভাবে জলাভাব ঘটনা প্রকার সর্বনাশ সাধিত হইতেছে।

৩।

এই সকল অবিবাহিত মধ্য প্রবর্তনতঃ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্ট ও বৈদিক বৃত্তি এক আধিগ অনাধি-কর্ত্তসেবী হুঃবৃত্ত হইয়া হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বী হইলেও তাহার সম্প্রদায়-

বিশেষে বিভিন্ন। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বৈষ্ণব হিন্দু প্রণীতগ আছে এবং তাহার মধ্যে আবার রামানন্দী, কবীরপন্থী প্রভৃতি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক বিভাগ দেখা যায়, মুসলমানের মধ্যেও সেইরূপ সিয়া ও সুন্নী ব্যতীত গুহাবী, কব্রানী প্রভৃতি পৃথক্ মত বিস্তারিত আছে। আবার খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্ট্যান্ট ও এংলিকান সমাজ ব্যতীত মেথোডিস্ট চার্চেল, ওয়েসলিয়ান মিসন, এপিসকোপেলিয়ান মিসন, লুথারন মিসন প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনাধি সাম্প্রদায়িক ধর্মমত স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্।

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মপ্রভেদের প্রবল বক্তা এক সময়ে বাঙ্গালার অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত ছিল। পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজ-গণের অধিকারে বৌদ্ধধর্মের যে অক্ষর প্রভাব বাঙ্গালার বিজ্ঞান করিয়াছিল, আজিও তারিক উপাসনার তাহার প্রভূত নিদর্শন রহিয়াছে। বৈদিক উপাসনাপদ্ধতি তৎকালে একবারেই বঙ্গ-রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হয়। তাই মহারাজ আদিশুর কনোজ হইতে পঞ্চ সারিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাঙ্গালার বেদমার্গ প্রাশস্ত রাখিতে চেষ্টা হন। তাঁহার পরবর্ত্তী সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণও হিন্দুধর্মপ্রতিষ্ঠাক্রমে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। বঙ্গাঙ্গের কৌলীজ-মর্যাদা এই ব্রহ্মণ্য-প্রভাব বিস্তারের অবশ্যক বল।

বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমসময়ে বাঙ্গালার জৈনধর্মের বিস্তার ঘটয়াছিল। এখনও নানা স্থানে জৈন ও বৌদ্ধকীর্্তি পরি-লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল কীর্্তির বিবরণ বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। [হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

অতঃপর সেনবংশের অধঃপতনে বাঙ্গালার মুসলমানের অভ্যুদয় ঘটিলে এখানে পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রণীত ইসলাম-ধর্মাবলম্বীর অভ্যুদয় হয়। সেই সঙ্গে বঙ্গবাসিগণও ইসলাম-ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করে। সেই সময় হইতে বাঙ্গালার অনেক মুসলমান সাধু, কবিগণ পীর প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ সকল পীরদ্বানে আজিও মেলা হয় এবং হিন্দু মুসলমান উভয় প্রণীত লোক তথায় বাইরা ভক্তিপূর্বক পূজা দিয়া থাকে। বহুকাল মুসলমান সহবাসের ফলে, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের (সত্যপীর) পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। [মুসলমান শব্দ দেখ।]

বাঙ্গালার মুসলমানরাজত্বের মধ্যকালে অর্থাৎ বৃষ্টির ১৫শ শতাব্দের শেষ সময়ে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাবীশাসনে খ্রীষ্টচন্দ্র মহা-প্রভুর আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গের সুবিখ্যাত হুঃবৃত্তান হুঃবৃত্তান ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে তিনি বীর বৈষ্ণবমত প্রচার করেন। তাঁহার জিরোখানের পর, বৈষ্ণবধর্ম উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে। তাঁহার সম্ভাবনিক ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ

ধর্ম প্রচারের সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা এই রচনা এক কাহারও কাহারও বালালা অহবান করিয়া জন-সাধারণের নিকট ভাসবতাদি প্রোক্ত বৈষ্ণবধর্মের বিবরণ মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া যান। তাহাঙ্গের সেই জ্বলন্ত পদমহরী পাঠ ও শুন করিয়া অনেকেই বিমুগ্ধচিত্তে শ্রীচৈতন্যের পদে স্নান গ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী, রূপনাভন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিকর্ণপুর, নরোত্তম দাস, বাহুবোব, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ-দাস, শিষ্টাশ্রিত, অরুণের প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জ্ঞানপাথা অতাপিও বালালার এক শ্রোত হইতে অপর শ্রোত পর্যন্ত প্রতি-ধ্বনিত হইয়া থাকে। [শ্রীচৈতন্য ও অপরায়ণ কবির নাম দেখ।]

বৈষ্ণব-ধর্মগ্রন্থের শাখা প্রশাখারূপে কর্ত্তভজা, ক্ষুদ্রসত্য, সতী-মা, হরিবোলা, রাতভিকারী এবং উৎকলের সংকুলী, অনন্তকুলী, কবিরাজী, নিহঙ্গ, বিন্দুধারী, অতিবড়ী প্রভৃতি মতের উদ্ভব হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা অভিনব ধর্ম-মত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভকালে রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত মত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মমত প্রচার করেন। তাহা হইতেই আদি-ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতি। তৎপরে তাঁহার প্রবর্তিত মতের সংস্কার করিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নববিধান (ব্রাহ্ম) মত প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। [রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মহাত্মা রামমোহন বে সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গে ব্রাহ্মমত প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে সতীদাহারি নিবারণরূপে হিন্দুধর্ম মত বিদ্রুদ্ধ ঘোরতর সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন লইয়া হিন্দু অধিবাসিবর্গকে বিব্রত করিয়া তুলিতে ছিলেন, আর সেই সময়েই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-বঙ্গে হাজী সরিৎ উল্লা করাজী নামক সংস্কৃত ইসলাম ধর্মমত প্রবর্তন দ্বারা সুন্নী সম্প্রদায়ের এক অভিনব শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন *। [করাজী দেখ।]

বঙ্গের পুরাতন।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশ নানা জনপদ ও নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত। এখন বালালা বলিলে আমরা পশ্চিমে বেহারের সীমা হইতে পূর্বে চট্টগ্রাম ও আসামের সীমা এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও উদ্ভিয়ার সীমা পর্যন্ত বুঝিয়া থাকি। কিন্তু পূর্বকালে-এরূপ ছিল না। কখন ইহার আরতন বৃত্তি হইয়াছে, কখন বা নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া একটা ক্ষুদ্র বেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বেশ পরিচর পাওয়া যাইবে।

* Bhattacharya's Castes and Sects of Bengal এবং অন্যান্য বঙ্গদেশের সংক্রমে পরিচর দ্রষ্টব্য

বৈষ্ণব কবির নাম।

প্রথম দেখিতে হইবে, বঙ্গ নামটি কত প্রাচীন? এবং 'বঙ্গ' বলিলে কেন হান বুঝায়? অগতঃ আমি-গ্রন্থ অঙ্ক-সাহিত্যের অনার্যনিবাস 'কীকট' (পরবর্তী নাম মগধ), অগতঃ ঐতরের ব্রাহ্মণে 'পুণ্ড্র' এবং অর্ধক-সাহিত্যের 'অঙ্ক' নেশের উল্লেখ থাকিলেও 'বঙ্গ' নাম নাই। আমরা অগতঃ ঐতরের আরণ্যকে (২১।১) সর্বপ্রথম বঙ্গ নাম পাই। বলা—

"ইয়াঃ প্রজ্ঞাপিতো অভ্যার মাংস্তানীমানি বরাংসি।

বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যাক্ষম্য অর্কমতিতো বিবিশ ইতি"।*

'বলাঃ' অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, 'বগধাঃ' অর্থাৎ মগধবাসি-গণ এবং 'চেরপালাঃ' অর্থাৎ চেরজনপদবাসিগণ। এই ত্রিবিধ প্রজাই কি চূর্ণলতা কি চুরাহার ও কি বহু অপত্যতার কাক, চটক ও পারাবতাদি সন্ত।

বাস্তবিক বৈদিকযুগে বঙ্গদেশ অনার্যনিবাস বলিয়া গণ্য ছিল। এই অনার্যজাতিসিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন ভাষাকারগণ বলাবগধের ব্রাহ্ম অর্থ করিয়া থাকিবেন। আনন্দভীর্থ সেই প্রাচীন ভাষ্যেরই অমুভবী হইয়াছেন।

কেবল ঐতরের আরণ্যক বলিয়া নহে, অঙ্কসাহিত্যের কীকট বা মগধ অনার্যনিবাস বলিয়া নিশ্চিত। ঐতরের ব্রাহ্মণেও 'পুণ্ড্রাঃ' বা পুণ্ড্রজনপদবাসী 'দন্যনাঃ চুরিষ্ঠা'

(১) বঙ্গ সাহিত্য ৩৭৩১০। (২) ঐতরের ব্রাহ্মণ ৭।১৮। (৩) অর্ধক-সাহিত্য ৬২২।১৪।

(৪) এখানে ভাষ্যকার 'বলাঃ বনগতা বলাঃ' 'অবগধাঃ ত্রিবিধবান্য ওবগধাঃ' 'চেরপালাঃ উরঃপালাঃ সর্পাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আবার ভাষ্যকার আনন্দভীর্থ 'বরাংসি' অর্থে পিশাচ, 'বলাবগধাঃ' অর্থে ব্রাহ্মণ এবং 'চের-পালাঃ' অর্থে অহর নির্দেশ করিয়াছেন। হুতরা ভাষ্যকার ও টীকাকারের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাইতেছে। ভাষ্যকার বেধাং বলা, কথি ও সর্প অর্থ করিলেন, তাহারই টীকাকার সেই হুত্রে পিশাচ, ব্রাহ্মণ ও অহর অর্থ ব্রাহ্মণ করিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ দেখিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর সিদ্ধিরাছেন—“Possibly they are all old ethnic names like Vanga, Chera &c.” (Sacred Books of the East, Vol I. p.202f.) অধ্যাপক সত্যরত স্যামানী মহাপণ্ড ও তাঁহার ভ্রাতৃসিবার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

“অনন্তমতে বঙ্গ 'বলাবগধাঃচেরপালাঃ' ইত্যন্ত ব্যাখ্যানার্থে কটকরন্যে নিম্নোক্তমন্তব্যঃ অপি 'বলাঃ' বঙ্গদেশীয় 'বগধাঃ' মগধ, 'চেরপালাঃ' চেরনাক্ষ-পদবাসিনঃ। তাদ্রিবিধাঃ এষ এভাঃ 'বরাংসি' কাকচটকপারাবতাদিঃকুল্যঃ। চূর্ণলতেন ইত্যুক্তম্। ইহাঙ্গদেশতাপি মগধমগধ পরিগ্রহঃ, কলিঙ্গশৌর্য্যাদিঃ কলিঙ্গাঙ্গমগধমগধমগধমগধ ইতি।” (পৃঃ ১০০)

ঐতরের আরণ্যকের উক্ত অংশের সৌভাগ্য অর্থ সতীজন বলিয়া এই প্রস্তাব।

অর্থাৎ মহাদিগের জনক বলিয়া কৃষ্ণিত এবং অথর্বসংহিতার অঙ্গ ও মগধবাসীর প্রতি অনার্যোচিত শ্রোত্রোক্তি সেধা যায়। ঐ সকল প্রমাণ হইতে মনে হইবে যে, বৈদিকযুগে বর্তমান বেহার হইতে বাল্লা পর্যন্ত ভূভাগে অনার্য বা আর্যোত্তর জাতির প্রভাব বিস্তৃত ছিল। অনার্যপ্রভাব হেতুই ঐ সকল স্থানে আৰ্যগণ বাস করা সুবিধাজনক বা নিরাপদ মনে করিতেন না। এমন কি, বোধায়ন ধর্মসূত্রে লিখিত আছে যে বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে আসিলেও ভ্রমণ-কারীকে পুনস্তোম বা সর্কপট্টা ইটি করিতে হইত।

মহাসংহিতা-রচনাকালে সম্ভবতঃ বঙ্গের নির্জন বনমধ্যে দুই একজন আশ্রয়বির আশ্রম গঠিত এবং সেই সঙ্গে ঐ সকল স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মহাসংহিতাকার তাই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে কোন আৰ্য্যসন্তান বাইতে পারিবে না,—তীর্থযাত্রা ব্যতীত গমন করিলে ষিদ্ধান্তিক পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।*

ঐত্তরের ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রগণ * বিখামিত্রের সন্তান বলিয়া নির্দিষ্ট।* অথচ মহাসংহিতায় পৌণ্ড্রকগণের বুঘল বা শূদ্রজ্ঞ প্রাপ্তির কথা আছে। (১০।১৪) ইহাতে মনে হইবে যে যখন বিখামিত্রের বংশধরগণ এদেশে আসিয়া বাস করেন, তখন এদেশে অপর আৰ্য্য ত্রৈবর্গিকের বাস ছিল না, একারণ ব্রাহ্মণ অভিভাবে তাঁহাদের সংস্কার লোপের সহিত তাঁহারা বুঘল ও এখান-কার অনার্য্যজাতির সংশ্রবে দগ্ধা বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

[দগ্ধা ও বুঘল দেখ।]

কোন সময়ে বঙ্গদেশে আৰ্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। রামায়ণের সময়ে সূর্যপাত ও মহাতারতীয় যুগে আৰ্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে যে চন্দ্রবংশীয় অমর্ত্যরজা নামে এক রাজা ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাগজ্যোতিষপুর স্থাপন করেন।* শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বহু পূর্বকালে মিথিলার বিদেধ মাথব কর্তৃক আৰ্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল।* বর্তমান জলপাইগুড়ী রঙ্গপুর হইতে আসামের পূর্বসীমা পর্যন্ত প্রাচীন ‘প্রাগজ্যোতিষ’

দেশ বিস্তৃত ছিল, প্রাগজ্যোতিষপুর (বর্তমান গোহাটী) উক্ত প্রাগজ্যোতিষের রাজধানী। এখন কথা হইতেছে যে, মিথিলা (বর্তমান দরভাঙ্গা) ও আসামে আৰ্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইল, অথচ মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ ও পৌণ্ড্র আৰ্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই, তাহা কি কখন সম্ভবপর? মহাতারতে কর্ণপর্কে (৪৪:অঃ) লিখিত আছে, “পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চৈদি দেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাখত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন”।* এই মহাতারতের উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তৎপূর্বকই পৌণ্ড্র অর্থাৎ এখনকার উত্তর বঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম ও আৰ্য্যসভ্যতা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

হরিকণ্ঠ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র পুরুষ অধন্তন ২২শ পুরুষে মহারাজ বলি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরম যোগী ও নৃপতি ছিলেন। ইহার বংশধর পাঁচ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, স্কন্ধ, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। ইহারাই মহারাজ বলির কত্রিয় সন্তান, কিন্তু তাঁহাদের বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।*

মহাতারতের আদিপর্কে (১০৪ অধ্যায়) বর্ণিত হইয়াছে, “ভুলোক পরশুরাম কর্তৃক নিঃকত্রিয় হইলে অনেক কত্রিয়-পত্নী বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদের বিধান এই, যে পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান তাহারই হয়। অতএব ধর্ম্মাচরণ ভাবিয়াই কত্রিয়পত্নীগণ ব্রাহ্মণের সহবাস করিয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্র পুত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য মহাতারতকার এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন—

‘কত্রিরাজ বলির পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি একদিন গজানান করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধকৃষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্ম্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে তুলিয়া নিজ প্রাসাদে আনিলেন। সেই অন্ধ কৃষির নাম দীর্ঘতমা। ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য ঋষিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাঁহার মহিষী

(৪) “অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গবু সৌরাষ্ট্রমগধবু চ।

তীর্থযাত্রাঃ বিদ্যা গচ্ছন পুনঃসংস্কারমর্হতিঃ” (মহু)

(৫) রামায়ণের ৭ম অধ্যায় পুণ্ড্রদেশে বাস আছে। [পুণ্ড্র দেখ]

(৬) “এতৎকালং পুণ্ড্রাঃ মগধাঃ পুলিন্দাঃ সুতিবা ইতুর্ভিষ্যতঃ

কথ্যে কথ্যিত, বৈখানসিঃ বহুলাঃ কৃষিভাঃ।” (৭।১৮)

(৭) রামায়ণ ১।৩০ সর্গ।

(৮) বঙ্গের আত্মীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ৩০ পৃষ্ঠা।

(১০) “কোশলাঃ কাম্পৌত্তাপ্ত কালিঙ্গা দ্বাপথাত্থা

চৈবরক্ত মহাত্মাঃ ধর্ম্মা জাদন্তি শাখতঃ।” (কর্ণপর্ক ৪৪:১৪)

(১১) “মহাবোধী স তু বর্ষিষ্ঠত্বং ব্রূপতিঃ পুরাঃ

পুত্রোৎপাদনায়াম পক্ষপৎকরাং কৃষিঃ।

অঙ্গঃ এতৎকালে জন্মে বঙ্গঃ স্কন্ধভৈব চ।

পুণ্ড্র কলিঙ্গত্বং তথা বালোরঃ কল্মষ্যভূতঃ।

বালোরঃ ব্রাহ্মণ্যৈব ভক্ত বৎসকরাঃ কৃষিঃ”

গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমা পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। এই পঞ্চ পুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও হুঙ্গ। তাঁহাদের নামানুসারে এক একটা দেশ বিখ্যাত।^{১৭}

হরিবংশেও লিখিত আছে, পরমযোগী রাজা বলি উর্দ্ধরেতা ছিলেন। একজ্ঞ তাঁহার পত্নী স্বদেহকার গর্ভে মহাতেজস্বী সুনিবর দীর্ঘতমা হইতে পঞ্চ কৈবজ তনয় উৎপন্ন হয়। যোগাশ্রম্য বলি সেই নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে রাজ্যে অতিবিক্ত করিয়া যোগমার্গ আশ্রয় করেন। (৩১ অধ্যায়)

উক্ত প্রমাণবলে বলিতে হয় যে, বলি অথবা তাঁহার পঞ্চ পুত্র হইতেই অঙ্গবঙ্গাদি জনপদে বৈদিক সভ্যতা প্রচারিত ও চাতুর্ভূগ সমাজ গঠিত হয়।^{১৮}

মহাভারতকার বলিপুত্র অঙ্গ, বঙ্গাদির নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুরোক্ত অথর্ববেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যকের অমুবর্তী হইলে অবশ্যই বলিতে হয় যে আর্ষাভ্যাতা বিস্তারের পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, ও পুণ্ড্রের নাম করণ হইয়াছিল। বলিপুত্রগণ যিনি যে রাজ্যে অধিকার পাইয়াছিলেন, তিনি সেই রাজ্যের নামানুসারেই সম্ভবতঃ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যেমন পৌণ্ড্র অধিপতি মহাবল বাহুদেব নানা পুরাণে কেবল মাত্র 'পৌণ্ড্রক' নামেই পরিচিত আছেন।

বলিপুত্র অঙ্গের বর্ষ পুরুষ অধস্তন অঙ্গাদি প দশরথ লোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথের সখা ও ঋষ্যশৃঙ্গের ষষ্ঠর। লোমপাদের প্রপৌত্র চন্দ্র হইতে অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী চন্দ্রা নামে প্রসিদ্ধ হয়। অঙ্গাদি প চন্দ্রের প্রপৌত্র-পৌত্র বৃহন্নলার বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। হরিবংশে তিনি 'ব্রহ্মকৃত্রোত্তর'^{১৯} বিশেষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই বিজয়ের প্রপৌত্রপুত্র অধিরথ স্তত্বৃতি অবলম্বন করায় ক্ষত্রিয়সমাজে নিষিত হইয়াছিলেন। স্তত্ব অধিরথ কর্তৃক প্রতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া কর্তৃক সকলে স্তত্বপুত্র বলিত।^{২০}

(১২) "অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গক পুণ্ড্র হুঙ্গক তে হতাঃ।

ভেবাঃ দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ সনামকথিতা ভূবি।"

(মহাভারত আদি. ১০৪৫০)

(১৩) "কলে চান্দ্রিতমসং বৈ ধর্মভদ্রাধর্মবনম্।

চতুরো নিরতানু বর্ণিতকৃৎ স্থাপিতেন্তি হ।" (হরিবংশ ৩১৩৮)

(১৪) "ব্রহ্মকৃত্রোত্তরঃ সত্যঃ বিজয়োনাং বিজ্ঞঃ।" (হরিবংশ ৩১৪৭)

এখানে 'ব্রহ্মকৃত্রোত্তর' শব্দের কেহ অর্থ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় ধর্মাবলম্বী, আবার অনেকে অর্থ করিয়াছেন,—"শান্তি প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে উৎকৃষ্ট এবং ধর্মাবলম্বী দ্বারা ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ।"

(১৫) হরিবংশ ৩১ অধ্যায়ে পুরোঁপার বংশাবলি ও অপর বিবরণ প্রদত্ত।

বাহা হউক, হরিবংশের বিষয়ে যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রাজ বলির সময় অর্থাৎ মহাবীর কর্ণের সপ্তদশ পুরুষ পূর্বে হইতেই (বর্তমান সময়ের পাঁচহাজার বর্ষেরও পূর্বকালে) অঙ্গবঙ্গে ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটয়াছিল। এমন কি, এগানকার অনেক নৃপতি বোগবলে বা কর্তব্যকলে ব্রাহ্মণের পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালীর জন্মভূমি বহু সার্বিক যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, মানী ও মহাবীরের লীলাভূমী হইয়াছিল। এই কারণে যোগাশ্রম ধর্ম্মমত্রে ও মহাসংহিতায় যে স্থান আর্ঘ্যবাসের অঙ্গপুত্র বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, মহাভারতে বঙ্গপ্রান্ত সেই কলিঙ্গদেশ 'বিজয় গিরিশোভিত সত্যত বিজয়সেবিত' পুণ্ড্রস্থান বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে।^{২১}

মহাভারত হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের বঙ্গকালে এই বঙ্গদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তীমের পূর্বে দিগ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্কে লিখিত আছে,—

"তীমসেন স্বপক্ষ হইলেও হুঙ্গ প্রজ্ঞাদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অপরাপর মহীপালদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের সকলের সমবেত হইয়াই গিরিব্রজ উপনীত হইলেন এবং জরাসন্ধনন্দন সহদেবকে সান্নাযুক্ত ও করায়ত্ত করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ তীম চতুরঙ্গ বলে পৃথিবী কম্পিত করিয়া শক্রনাশন কর্ণের সহিত বোরতর যুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে সংগ্রামে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া পর্তবাসী রাজগণকে জয় করিলেন। অতঃপর পাণ্ডববীর মোদাগিরিহ অভিবলশালী রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। তৎপরে তীব্র পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ড্রাদি প বাহুদেব ও কোশিকীকচ্ছনিবাশী রাজা মহোজা এই দুই নৃপতিকে যুদ্ধে নিষ্কৃত করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্কটাদিপতি, স্তূদ্ধাদিপতি, ও সাগরবাণী সকল রেজগণকে জয় করিয়াছিলেন।"^{২২}

(১৬) "এতে কলিঙ্গাঃ কোত্তের যত্র বৈতরণী নদী।

যত্রাধমত ধর্ম্মোৎপি দেবাহরণমেতা বৈ।

কথিতঃ সমুদ্রায়ুক্তা যজ্ঞাঃ গিরিশোভিতম্।

উত্তরঃ তীরসেতচ্চ সত্যতঃ বিজয়সেবিতম্।" (সপ্তপর্ক ১১৪১০-৪)

(১৭) "ভতঃ হুঙ্গান্ প্র কাংক বপকানভির্ধর্ম্মবান্।

বিজিত্য যুধি কোত্তেরো মাগধানভাবাঙ্গী।১৩

উক্ত বিষয় হইতে বেশ বুঝা হইতেছে যে, মহাত্মার তের টকা অংশ রূচনাকালে বর্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি মগধ (বর্তমান বেহার), কর্ণের রাজ্য অঙ্গ (বর্তমান ভাগলপুর জেলা), মোহাগিরি (বর্তমান বুকের), পুণ্ড্র (বর্তমান মালদহ হইতে রক্তা পর্যন্ত), কোশিকীকঙ্ক (বর্তমান হুগলী জেলা), বঙ্গ (বর্তমান ভাগীরথীর পূর্বাংশ), হুন্ড (রাঢ়), প্রহর, তারলিগু (বর্তমান তমলুক জেলা), কর্ণট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে বিতক্ত ও তৎপ্রদেশ বিভিন্ন রাজার অধিকারে বিভক্ত ছিল। নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ সে সময়ে সমুদ্রগর্ভস্থায়ী ছিল। নদীরা, বশোর, করিমপুর, বরিশাল, ধুলনা, চক্ৰিশ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় কিয়দংশ বা বগড়ী বিভাগের তৎকালে অস্তিত্ব ছিল না।

বুধিষ্টির রাজত্বের হাজের পর পুণ্ড্রাধিপ বাহুবদেব অতিশয় প্রেত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হরিবংশ ও নানা পুরাণ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, কত্রিয় বীর পৌণ্ড্রক বাহুবদেব বর্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া একজন অতি প্রতাপশালী রাজাধিরাজ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহা নরপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিষাদপতি অম্বিতীর বীর একলব্য, মগধপতি জরাসন্ধ এবং প্রাগজ্যোতিষপতি ভগবন্তের পিতা নরক তাঁহার বন্দু ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকে নিধন করিলে পৌণ্ড্রক বাহুবদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অভ্যস্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য

বিস্তারের সহিত কৃষ্ণবেশিতাও বহুতরুণে বর্ধিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রভাবে অনেকেরই তাঁহার অমূল্য ভাগবত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অনেকের তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলেন, কিন্তু পৌণ্ড্রক বাহুবদেবের তাহা অসঙ্গ হইয়াছিল। তিনি সর্বসমক্ষেই প্রায় বলিতেন যে, “সেই গোপনজন কৃষ্ণ কি সাহসে আবার বাহুবদেব নাম গ্রহণ করিয়াছে? সে শম্ভু, চক্র, গদা, পদ্মধারী বলিয়া বুঝা গরু করিয়া থাকে। আমার নিশিত বুদ্ধদর্শন, আমার সহস্রাধ মহাশয় চক্র, আমার শাস্ত্রনামক মহারথসম্পন্ন মহাধনু, কোমোদকীনাথক আমার এই বৃহৎ গদা, কৃষ্ণের গরু থরু করিতে সমর্থ। অতএব আমি ধনু, শম্ভু, শাস্ত্র, থকু ও গদাধর হইয়া কৃষ্ণকে জয় করিব। হে নৃপগণ! যদি তোমরা আমাকে শম্ভু চক্র গদাধর না বল, তাহা হইলে তোমাদের শত ভার সুবর্ণ ও বহু ধাতু দণ্ড করিব।” ১০

উক্ত বিষয় হইতে মনে হইবে যে পৌণ্ড্রক বাহুবদেব আপনাকে প্রকৃত অবতার করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার অধিকারকৃত বাঙ্গালী সামন্ত ও প্রজাধিপ তাঁহাকে ভগবান বাহুবদেব কৃষ্ণ হইতে প্রেত মনে করিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয়, পুণ্ড্রাধিপ কৃষ্ণদেবী হইলেও একজন অসাধারণ বীর, ও কত্রিয়কুলগৌরব বলিয়া বিকুপুত্রাণ ও হরিবংশে কীর্তিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভূতপূর্ব বীর্যদর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা হরিবংশ ও পুরাণ হইতে আরও জানিতে পারি যে, বধন নরকহস্তা শ্রীকৃষ্ণের দিগন্তবিস্তারিত বশোগাথা পুণ্ড্রাধিপতির কর্ণগোচর হইল, তখন এই বজ্রবীর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অষ্ট সহস্র রথ, অশ্বত হস্তী ও প্রায় অর্কুদ পত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্বংসোদ্দেশ্যে ব্যাকার ব্যাজ করিলেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া বাঙ্গালী বীরগণ যে অশ্রুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণভক্ত পুরাণকারের লেখনীতেও স্থাপ্ত প্রতিভাত হইয়াছে। বলিতে কি, বঙ্গাধিপের অসাধারণ শরপ্রহারে শত শত বাদববীর ধরাধারী হইয়াছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধে পৌণ্ড্রকের অস্ত্রে নিশ্চ, সারণ, কৃষ্ণবর্মা, উগ্রসেন, উভব, অকুর, সাত্যকি প্রকৃতি মহাবীরগণ আহত হইয়াছিলেন। কলবীরকে পরাজয় করিতে কোন বাদববীর সমর্থ হন নাই। অবশেষে বধন সাত্যকীর সহিত যোড়তর যুদ্ধ করিয়া বজ্রবীর নিভাত পরিপ্রান্ত, সেই সময় ভগবান্দ শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পুণ্ড্রাধিপ সমুখে আততাবীরকে দেখিয়া সাত্যকীকে পরিচয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। যেকোনজন পুণ্ড্রাধিপের শক্তি মিরীক্ষণ করিয়া

১০৪ নওদারক বিজিতা পুশিগণতী।

তৈরব সহিত: সর্কগিগিরকমুপাত্রবং ১৩৭

জারাসন্ধি: নাছুরিকা কতে ৫ বিবেকত হ।

তৈরব সহিত: সর্ক: কর্ণকমুপাত্রবং ১৩৮

ন কম্পারিব মলীং যলেন চতুরজিগ।

দুহুধে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ: অর্ধেদাদিত্রবাতিনা ১৩৯

ন কর্ণ: দুধি মির্জিতা: যলেন কৃষ্ণা ৫ ভাতত।

জ্যেষ্ঠা: বিজিতো বনবান্ রাজ: পর্কভবানিন: ১৪০

অথ মোহাগিরৌ চৈব রাজান: বনবতরব্।

পাণ্ডবো বাহুবীর্যেণ নিজবান মহাযুধে ১৪১

জ্যেষ্ঠ: পুণ্ড্রাধিপ: শ্রীং যজ্ঞবল্য: মহাবলব্।

কৌশিকীকঙ্কমিলনঃ রাজানক মহৌজসন্ ১৪২

উভৌ বলভূতৌ বীর্যবৃত্তৌ ত্রৈরপরাক্রৌ।

মির্জিতাজ্যৌ মহারাজ বজ্রাকমুপাত্রবং ১৪৩

সমুদ্রসেনা মির্জিতা জ্যেষ্ঠেনক পার্শ্বিব্।

তারলিগুত রাজানঃ কর্ণটবিপলিঃ জন্ম ১৪৪

জ্যেষ্ঠাধিপিকবং যে ৫ সাধরবানিন:।

সর্কসু রেজগপাতৈক বিজিতো ভরতবর্মা ১৪৫ (সত্যপর্ক ৩০ অ:)

(১০) কৃষ্ণকে কেহ কেহ বৈদীপ্যর জেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কিন্তু মহাত্মার তের টকাকার বীলকটের ক্ষেত্রে “হুন্ড: নাট্য:।”

(১০) হরিবংশ অধিকরণ ১০ অ:।

সবিস্তরে বলিয়াছিলেন, “এই পৌত্তকের কি আশ্চর্য বীৰ্য্য ! কি হুসহ বৈর্য্য !” বাহা হটক অতিশ্রুত বদবীরকে নিশাতিত করাও শ্রীকৃষ্ণের সহজসাধ্য হয় নাই। হুই বাহুদেবে বহুৰূপ রূপকীকী চলিয়াছিল। অবশেষে কেশব মহাপ্রসঙ্গক নিশিত চক্রাধারা বদাধিপকে নিশাতিত করিলেন। সেইদিন বাকালীর অপূর্ণ সাহস ও অসাধারণ বীরব-কাহিনী পূণ্যভূমি হারকার কীৰ্ত্তিত হইয়াছিল। সেই বীর্য্য ও বাহুদেব হুই মহাবীর একলব্যও বদাধিপের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও বহুদেব বীরপুত্রগণ বোণবান করিয়াছিলেন, মহাতারতে তাহার উল্লেখ আছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, এই ভক্তির কারণ তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীর পূজা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু বীর্য্য ক্রিয়গণের মধ্যে বহু পূৰ্ণ হইতেই এরূপ নিষ্ঠার অভাব ছিল। তাঁহারা জ্ঞানীর আদর করিতেন, কেবল লোকের সম্মান বুঝিতেন না। তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের পূৰ্ণপুরুষগণ অনেকে জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন, অনেকে নিকাম কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত ও দেবগণেরও পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পূৰ্ণপুরুষই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে চাতুর্বর্ণ্য-সমাজের প্রবর্তক।^{১০}

কর্ণধর্ম্ম মহাতারতকার লিখিয়াছেন যে, পৌত্ত-মগধাদি দেশের মহাশাস্ত্রা পুরাতন শাস্ত্র ধর্ম্মপালন করিয়া থাকেন। সেই শাস্ত্র ধর্ম্ম কি? তাহা উপনিষদ ধর্ম্ম—তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। আমরা ছানোগোপনিষদে পাইরাছি যে, ব্রহ্মবিদ্যা ক্রিয়ের নিজস্ব, ক্রিয়ের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা ও ওঁকার-তত্ত্ব লাভ করেন।^{১১} উন্নত ক্রিয়সমাজ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের আবৃত্তকতা তত বেশী স্বীকার করিতেন না, তাঁহারা অন্তর্ভুক্তের শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণ্যবিকেরও শিখাইতেন।^{১২} বলিতে কি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের ক্রিয়ের নিকট পরাজিত হইয়া-ছেন।^{১৩} মিথিলার অধ্যাত্মবিজ্ঞান নৃত্যপাতি, যুগ্মে বিবৃতি এবং অঙ্গবদে পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছিল। এ দেশের জ্ঞানিগণ বেদের মন্ত্রভোতা অথবা কেবল ক্রিয়াকাণ্ডের আদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিতেন না, তাঁহারা ব্রহ্মবিজ্ঞান পারদর্শী ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতেন।^{১৪} তাঁহারা উপনিষদ হইতে এই

নিকা পাইরাছেন এবং পরবর্তীকালে ক্রিয়াজ্ঞানী বুদ্ধদেব তাঁহার বহুগুণে তাহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে আধ্যাত্ম হইতে ক্রিয়প্রাধান্ত বিলুপ্ত ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্ত স্থাপিত হইলেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে পূর্বাঙ্গের ক্রিয়প্রাধান্ত বিলুপ্ত হয় নাই। পূর্বভারতে বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্করগণের আবির্ভাবে বঙ্গ ক্রিয়প্রাধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল। এই কারণেই প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজ অঙ্গবঙ্গকে হীনশ্রেণে দেখিতেন। জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্রিয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীৰ্ত্তিত।^{১৫} ইহা যে বহুকাল ব্রাহ্মণ ও ক্রিয়-সংঘর্ষের ফল এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে বুদ্ধ শাক্যসিংহ অথবা জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী হইতেই ব্রাহ্মণবিষোধী মত প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে, যে বুদ্ধ বা মহাবীর প্রায় আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে যে বোধিতব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব বা কল্পিত নহে। উপনিষদেই তাহার বীজ উপ হইয়াছে।^{১৬} অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, অজিরা, তরুদাজ, বশিষ্ঠ, ভৃগু প্রভৃতি মন্ত্রপ্রস্তুত কবিগণও তাই সুপ্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন।^{১৭} পূর্ব ভারতে ক্রিয়প্রাধান্তের ফলেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মকে বৈষ্ণব সাধারণে অহিন্দু বলিয়া মনে করেন, আমরা সেন্স মনে করি না। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরই অপর শাখা, উপনিষদ-ধর্ম্মসমূহ। তাই বুদ্ধের প্রথম উপদেশে সাত্বিক ও ব্রহ্মবিদ্য ব্রাহ্মণের সম্মান^{১৮} ও সার্বভৌম শ্রেষ্ঠতা^{১৯} প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই আমরা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীকে চতুর্বেদ^{২০} ও সকল প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যের অধীত হইতে দেখি। তাই ব্রাহ্মণশাস্ত্র এবং

(২৫) জিনসংহিতা, ও আচার্য্য নর একুতি জৈন এবং মহাবর্ণন, অষ্টক-নৃত্য প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ।

(২৬) বৃহদারণ্যক উপনিষদে-৩২।৭ “জগৎ” এবং সৌতরপর্কসূত্রে ৩২।৭ “সামান্যক” ভিকৃষ্ণের এসক রহিয়াছে। বুদ্ধের ধর্ম্মশাস্ত্র ও আচার্য্যনৃত্যে অঙ্গবর্ণের লক্ষণ দেখ। এছাড়া জাপত্তব পর্কসূত্রে ২।৩।১০ ও সৌতর-পর্কসূত্রে (৩।১০-১১) বৈষ্ণব ভিকৃষ্ণের কর্ম্মব্যাপ্তি হইয়াছে, তাহার সহিত জৈন-বৌদ্ধশাস্ত্রের অঙ্গ-ধর্ম্মের ভিকৃষ্ণার পার্থক্য নাই।

(২৭) মহাবর্ণন ৩০৩।২ উল্লেখ।

(২৮) ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ।

(২৯) মহাবর্ণন বুদ্ধ বলিয়াছেন, “সকল বঙ্গ মধ্যে অধিবঙ্গ প্রধান, সকল বেদমন্ত্র হইতে সাত্বিকী যন্ত্র প্রধান।” (মহাবর্ণন ৩০৩।৮)

(৩০) Jacobi's Kalpantra (Sacred Books of the East, Vol. xxii. p. 221)

(২০) হরিবংশ ৩১ অধ্যায় বিবৃতি বিবরণ উল্লেখ।

(২১) ছানোগোপনিষদ ১।৩।১০, ১।৩।১১।

(২২) ছানোগোপনিষদ ১।৩।১১, কৌষীতকী উপনিষদ ২।৭।

(২৩) কৌষীতকী উপনিষদ ১।২-৩।

(২৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৩।১০।

হইরাছিল। এই সময়ে সগথাধিপ অজাতশত্রুর পুত্র উদারী গঙ্গাতটে পাটলিপুত্র নগরী স্থাপন করেন।

প্রাচীন জৈনগ্রন্থ মতে, বীর মোক্ষের ৩০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৪৬৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে ১ম নন্দের অভিষেক। ইহারই চারিবর্ষ পরে প্রসিদ্ধ জৈন গণধর জম্বুদ্বীপী মোক্ষলাভ করেন।^{১০০}

প্রথম নন্দের পুত্র আরও ৭ জন নন্দ রাজত্ব করেন, কলকপুত্র শকটালের প্রাক্তগণ তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব করেন। অবশেষে ২ম নন্দ সিংহাসন লাভ করেন, ইহারই প্রধান মন্ত্রী শকটাল। এই শকটালের পুত্র দ্বুলাভয়।

দ্বুলাভয়ের কিছু পূর্বে জৈনধর্মের শেষ প্রত্যক্ষকবলী জম্বুদ্বীপের অভ্যুদয়। তাঁহার শিষ্য প্রসিধ্যে সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ হইরা-ছিল। তাঁহার কান্তপ-গোত্রীয় চারিজন প্রধান শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রথম শিষ্যের নাম গোদাম। এই গোদাম হইতে চারিটা শাখার সৃষ্টি,—এই চারি শাখার নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও দ্বাদশী কর্কটীয়া।^{১০১} এই শাখা চতুর্ভুজের নাম হইতে সহজেই মনে হইবে যে, তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) কোটিবর্ষ (বর্তমান বিনায়পুর জেলায় বেঙকোট পরগণা), পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলার মধ্যে) এবং কর্কট (সম্ভবতঃ মানকুম জেলার) অর্থাৎ দুই হাজার বর্ষেরও পূর্ক-তন কালে বর্তমান বঙ্গদেশের নানা স্থানে জৈনধর্মের প্রতিপত্তি ও প্রসিদ্ধিভাগ ঘটিয়াছিল।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের অধিকার। চাপকোর কোশলে নন্দকে বিনাশ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইরাছিলেন। হেরোডটের পরিশিষ্টপর্কমতে—বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক।

এ সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাচার এক প্রকার বিলুপ্ত, সর্বত্রই জৈনাচার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত জম্বুদ্বীপের শিষ্য গ্রহণ করেন। এই চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালেই পাটলিপুত্রে জৈনধর্মের গ্রীসম্ম আহুত ও জৈন অঙ্গশাস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত এক প্রকার ভারত-সম্রাট হইরাছিলেন। তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহার অধীনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতেন। স্মৃত্তান্ত পাটলিপুত্রের জৈন অর্চনান সহজেই চন্দ্রগুপ্তের অধীন সামন্তগণের চোঁয়র মনস্ত ভারত পরিগৃহীত হইরাছিল।

(১০০) পরিশিষ্ট পর্ক ৪৮৩।

(১০১) জৈনধর্মগ্রন্থে ব্রহ্মণ্য।

* মূল “বালিবর্দ্ধনীয়া” আছে। “করকটীয়া” পাঠই নাই। মহাভারত “করকটী” নামই আছে। (সম্পাদক ২৫৭২)

জৈন-প্রভাববিত্তারের সহিত সমগ্র ভারত হইতে ব্রাহ্মণ-প্রভাব অতিশয় বর্ধক হইয়া পড়িল। কত্রিয়-রাজগণের চোঁয়র এরূপ পরিবর্তন সাধিত হইরাছিল বলিয়া কত্রিয়গণের উপর ব্রাহ্মণগণের জাতক্রোধ হইল, তাঁহারা পুরাণে রটাইলেন যে আর কত্রিয় নাই, কত্রিয়কণ নিবুল হইরাছে। চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণবিরোধী ও জৈনমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের নিকট তিনি ‘বৃষল’ বলিয়া লালিত হইলেন। ৩১৩ খৃঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তপুত্র বিন্দুসারের রাজসম্মতি এবং অশোকের অভ্যুদয়। অশোক-প্রিয়দর্শী চন্দ্রগুপ্তের অপত্য বলিয়া ‘চন্দ্রগুপ্ত’ (Sandrokoptas) নামেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের নিকট পরিচিত।

[ভারতবর্ষ শব্দ ৩৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থে অশোক শূদ্র বলিয়া চিত্রিত হইলেও প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি কত্রিয় এবং বিত্তক কত্রিয়চাচারী বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্বে তিনি কতকটা ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার জোজনখালার শত শত পশুবধ হইত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে প্রথমে তিনি জৈন, শেষে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ রক্ষা হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং চট্টগ্রাম হইতে ‘মাকগানভানের সীমা পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইরা-ছিল। সুদূর যুরোপ ও আফ্রিকার বৌদ্ধধর্মপ্রচারার্থ তিনি উপযুক্ত পরিব্রাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তখনকার শ্রেষ্ঠ যবন-রাজগণ তাঁহার সহিত আত্মীয়তা ও মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইরাছিলেন। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

অশোকের সময়ে তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশ নানা প্রদেশে বিভক্ত এবং এক এক জন পরাক্রান্ত সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। ভারতের অন্তর্গত প্রদেশের ভার বঙ্গের নানাস্থানে অশোকের ধর্ম্মাঙ্গশাসন ও ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। অশোকের সময় বঙ্গভূমে কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করিত্তেছিলেন, তাহার নাম পাওয়া যায় নাই। আবুলফজল এখানকার পুরাতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তৎপাঠে মনে হইবে যে বঙ্গভূমে ২০১৮ বর্ষ কত্রিয় অধিকার, তৎপরে ২০৬৮ বর্ষ কারক অধিকার, অতঃপর সুসলমান অধিকার চলিয়াছিল।^{১০২} পূর্বেই লিখিয়াছি যে, বলি-পুত্র অক বলাদি হইতে এখানে কত্রিয়বিচারের দ্বন্দ্বপাত। তাহা মহাবীর কর্ণের পঞ্চম পুত্রের পুর্ক বা পিতৃহত্যার বর্ষেরও পূর্ককার কথা। অর্থাৎ বর্তমান কলিকাতা প্রবর্তিত হইবার পূর্কই এক্ষণে কত্রিয়বিচার প্রচলিত হইরাছিল।^{১০৩} এখন আবুল-

(১০২) Col. H. B. Jarrett's Ain-i-Akbari. Vol I p. 148-149.

(১০৩) অশোক ভারত ইতিহাস, ১ম ভাগ ৪০-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কল্লের গণনা মোটামুটি ধরিয়া লইলে বলিতে পারি যে, সম্রাট অশোকের পূর্বেই এখানে কার্য অধিকার ব্যক্তিরা ছিল এবং সেই পুরাকালীন কার্যসম্পাদনগণ তাঁহাদের অধীশ্বর মগধাধিপ-গণেরই মতামতব্রতী ছিলেন।

অশোকের পয় তৎপোজ সম্রাট দশরথ জৈনধর্মাবলম্বক হইয়াছিলেন। বরাবরের নাগার্জুনীশৈলে উৎকীর্ণ দশরথের লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি জৈন আলীকগণের সম্মানার্থ বহুতর দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অশোকপৌত্র দশরথের পয় মৌর্যকালীয় পঞ্চ জন নৃপতি পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম সমত, শালিসূর্য, সোমশর্মা, শতধবা ও বৃহদ্রথ। এই পঞ্চ নৃপতির সময়ে মৌর্য-প্রভাব অনেকটা খর্ব হইয়াছিল। অশোক যে সুবিজ্ঞান সাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বান, তাঁহার পরলোকগমনের সহিত সেই বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার বংশধরগণের ছিল বলিয়া মনে হয় না। অশোক-দুর্যোগে শাসন-অনির্বাহের জন্য রাজপ্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহারা সুযোগ-ক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মৌর্যরাজ দশরথ যে রাজশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে তাহার কীমালোকও পাই নাই।

অশোক-প্রিয়দর্শী ৩১৫-৩১৬ খৃঃ পূর্বাব্দে হইতে ২৭৫-২৭৬ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। [প্রিয়দর্শী দেখ] অবধানাদি বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, অশোকের পর ১০০ বর্ষ মৌর্যধিকার চলিয়াছিল।

উদয়গিরির হাতীশুদ্ধার ১৬৪ মৌর্যাব্দে উৎকীর্ণ খারবেলের অস্থূহৎ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গপতি ভিক্ষুরাজ খারবেল তাঁহার ১২৭ রাজ্যাব্দে (অর্থাৎ ১৬৩ মৌর্যাব্দে) গঙ্গাতীরে গিয়া মগধপতিকে বশে আনিয়াছিলেন। মগধপতি তাঁহার অধরে মগধার পলায়ন করেন। ১০ পূর্বেই লিখিয়াছি যে বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হয়, ঐ অভিষেক-বর্ষ হইতে মৌর্য্যক আরম্ভ। এরূপ হলে ২০৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দে কলিঙ্গপতি মগধ জয় করেন। তিনি অপর বর্ষে বিদেহী না হইলেও নিজে নিষ্ঠাবান জৈন ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে জৈনাচারই প্রবল হইয়াছিল। বখাধিপ তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিঙ্গাধিপ শাকপতি হথাশাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদয়কালে কুস্থবকত্রিরগণ তাঁহাকে ৬৫ই সাহস্র করিয়াছিলেন। খারবেল ভিক্ষুরাজ যে

মগধপতিকে আক্রমণ করেন, তিনিই সম্ভবতঃ শেষ মৌর্য্যপতি বৃহদ্রথ। ভিক্ষুরাজ কলিঙ্গে প্রত্যাভর্তন করিলে বৃহদ্রথও পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

বৃহদ্রথের দুর্বলতা দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা হয়। বাগতটের হর্ষচরিতে লিখিত আছে, সৈন্তবল পরিদর্শন করাটবার চলনার চুই পুন্মিত্র নিজ স্বামী মৌর্য্য বৃহদ্রথকে শিখা কেলিয়াছিলেন।† এইরূপে সেনাপতি পুন্মিত্র মৌর্য্যসিংহাসন অধিকার করেন। মৌর্য্যরাজমন্ত্রী কারাক্ষ হইলেন। পুন্মিত্রের সঙ্গে প্রায় ১৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে উদ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রাহ্মণাচ্ছন্দঃ।

পুন্মিত্র দেববিপ্রভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণপুরোহিতের পরামর্শে তিনি অশমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

কলিঙ্গের মালিকামিত্রিয়ার নামে এক পুন্মিত্র বিদিশায় গিয়া পুত্র অমিত্রিকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যজ্ঞের কতকটা পরিচয় পাই। যথা—“অতি, যজ্ঞস্থল হইতে সেনাপতি পুন্মিত্র বৈদিশায় আসিয়া পুত্র অমিত্রিকে যেহে আলিঙ্গন করিয়া সংবাদ দিতেছেন, নিমিত্ত হও, আমি রাজ্যের যজ্ঞ লীক্ষিত হইয়া নিবর্তনীয় ও নিবর্তন অব হাতিয়া দিয়াছি, আমার আদেশ শতরাজপুত্র পরিবৃত্ত হইয়া সীমান্ত বহুমিত্র অধরে রক্তরূপে নিমুক্ত। সেই অব নিমুক্ত রক্ষিণ কুলে উপস্থিত হইলে অখারোহী বনসৈন্ত ধরিয়া ফেলে। তাহাতে উত্তর পক্ষীয় সৈন্তে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে মহাবলুর্ধ্বী বহুমিত্র তাহারদিকে পরাজয় করিয়া সেই অধরাজকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। সদরপৌত্র অণ্ডমাল বেহন অব ফিরিয়া আনিয়া বঙ্গ সমাধা করেন, আমিও এখন সেইরূপ করিব। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া বহুমিত্রকে লইয়া বঙ্গ সেবার্ধ আগমন কর।”

অশমেধসম্পন্ন করিয়া পুন্মিত্র ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন। বহুকাল পরে তিনি পূর্বভারতে বৈদিক ধর্মপ্রচারে মনোবোগী হন। এই পুন্মিত্রের রাজত্বকালে গ্রীকনৃপতি মিনিয়া (Menander) মধ্যমিকা ও লাক্ষেত জয় করিয়া পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। কিন্তু এখান হইতেই তাঁহাকে

† “ঐতিহাসিককালকালবর্ণনায়গণসেনলিপিতদেবসৈন্তঃ

সেনানীরদার্থ্যো মৌর্য্য বৃহদ্রথঃ পিপেথ পুন্মিত্রঃ বাহিনঃ।” (হর্ষচরিত)

‡ “অতি যজ্ঞসমরং সেনাপতিঃ পুন্মিত্রো বৈদিশং পুত্রবাহুবলমিত্রিয়ে যেহং পরিব্রাজ্যাহুদয়তি। যিদিবমতঃ। গোৱসৌ রাজবজ্ঞীকণ্ডেন ময়া রাজপুত্রশতপরিবৃত্তং বহুমিত্রঃ সোত্তারদানিত্ত বৎসরায় নিবর্তনীয়ো নিবর্তন-স্তরজ্যো দিসংজিতঃ। স সিতোহ/কিপে সোথলি চরত্বানীকেন বহবেন আধিতঃ। তত উত্তরোঃ সেনারাজ/হানাসীং সর্কেঃ।

ততঃ পরান্ পরাজিত্য বহুমিত্রেন ধখিত।

এসক গ্রন্থমধ্যে যে বাজিরাজো লিখিতঃঃ...

সোহচরিতানীকান্তমজয় সদরপৌত্রঃ প্রত্য/কিত্তার্থো যাকো। তদ্বিহীন-কালীনং বিবর্তরোহেতদা তবতঃ বহুমিত্রেন সহ অসেকসানাপকবর্মিত।” (মালিকামিত্রিয়ারপত্র)

* Actes du Sixieme congres Orient. tome iii. pp. 174-7.

কিরিতে হয়। পাটলিপুত্রের পূর্বে বঙ্গদেশ অঙ্গের হইতে সাহসী হন নাই। অনেক মনে করেন যে, তৎকালে বঙ্গদেশ অশোককীর্তিসমূহ ধ্বংস করিয়া যান। আবার বৌদ্ধগ্রন্থ মতে পুৰাণমতে অশোকের কীর্তিলিপের কারণ। বাহা হউক, বঙ্গ আক্রমণে মগধ রাজ্য অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তৎপরে দুই দুইটির দ্বারা হইলে তাহার বংশধরকে ক'ণিকি দিয়া অপরে রাজ্যগ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছিল। সেই ব্যবস্থার ফলে অভিন্ন কালে মিত্রবৈবের হতে অমিত্র দ্বিগুণিত হইলেন। বড়বড়কারীরা অমিত্রের কনিষ্ঠ সুলোকে রাজ্য করিলেন। কিন্তু ওক সুলোকে তাগো ও বৈদ্যদিন রাজ্যভোগ ঘটিল না। মহাবীর বহুমিত্র অগ্নিনি পেরেই পৈতৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বৈদিক ধর্মপ্রচার করিবার জন্যই মহাবীর বহুমিত্র দাক্ষিণাত্য হইতে বেদান্ত বিপ্র আনাইয়া তাহাদিগকে রাজ্যগ্রহণে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। বহুমিত্র ও তৎপরবর্তী অন্তক, পুলিন্দক, বোম্বল, বহুমিত্র, ভাগবত ও নৈমজুমি প্রভৃতি ওক রাজগণ সকলেই দেববিপ্রভূত ছিলেন। এই বংশ ১১২ বর্ষ অর্থাৎ আর ৬৪ খৃঃ পূর্বাংশ পর্যন্ত রাজ্যভোগ করেন।

দেবভূমি অভিলম্পট ও বাসনাশক্ত ছিলেন, তাহাকে বিদ্যাপ করিয়া তাহার ব্রাহ্মণস্বামী বহুবৈব সিংহাসন অধিকার করেন। বহুবৈব হইতেই কাথ বা কাথাসন ব্রাহ্মণ-বংশের প্রতিষ্ঠা। বহুবৈব, ভূমিত্র, নারায়ণ ও ব্রহ্মা কাথ বংশীয় এই ৪ জন বংশী ৪৫ বর্ষ রাজ্য (আর ২০ খৃঃ পূর্বাংশ পর্যন্ত) পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ওক ও কাথদিগকে শাক্যবংশী বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সময়ে কেবল পূর্বভারত বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে সৌরমত ও প্রতিমাপূজা প্রচলিত হয়। সৌর, ভাগবত, পাকরাত্র এবং পৌরাণিকগণেরও অভিন্ন অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

ওক ও কাথদিগের আধিপত্য কালেই উত্তর পশ্চিম ভারতে শক্যভিত্তি অনুভব। [ভারতবর্ষ শব্দে শক বিবরণ প্রত্যা।]

বহুমিত্ররাজ্যের রাজ্যপ্রভুক্ত বৈদিকবিপ্রগণ বংশ, উপমহা, বৌদ্ধ, বর্ষ, দ্ব্যস্তিত, সৌতন, শাভিলা, ভরদ্বাজ, বৌদিক, কান্তন, বশিষ্ঠ, বাৎস, সার্বথি ও পরাশর এই ১৪টা গোত্রে বিভক্ত ছিল। পরবর্তীকালে এই সকল দাক্ষিণাত্য বিপ্রসকল বঙ্গের নামাধানে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাহারাও বৈদিক-বৌদ্ধপ্রভাবের ফলে জনসাধারণে কিছুকাল পরে অনেকটা বৈদিকভাবপ্রাপ্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে বঙ্গের দ্বারা দ্বারা বঙ্গ প্রদেশে বৈদিক, বৈদিক প্রভৃতি ভাষার আধিপত্য হইতে দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজ্যগণের হতে কাথবংশ রাজ্য হারাইয়া উত্তর পশ্চিমভারতে শক্যবংশগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আন্ধ্রগণ পাটলিপুত্র অধিকার করিলেও এখানকার রাজধানী তাহাদের বাসগোবাসী হয় নাই। তাহারা এখানে প্রতিনিধি রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। বাহা হউক, তৎকালে পূর্বভারতে দ্রাবিড়ীয় আচার কতকটা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিনিধিগণের দ্বারা সাধনচেষ্টার রাজ্য মধ্যে অন্ধ্রবংশের সূচনা হইল; তাহারই ফলে অন্ধ্র, বঙ্গ ও মগধরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া এক এক বংশী নরপতির শাসনাধীন হইয়া পড়িল। এ সময়ে পশ্চিম প্রদেশে শক্যবিপত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাক্যবংশী কাথব্রাহ্মণগণের ধর্মোপদেশে শাক্যরাজগণ ভারতীয় দেববিপ্রভূত ও প্রজারাজ হইয়া পড়িলেন। প্রজাগণও তাহাদের অনুসরণ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পূর্বদিকে আধিপত্য বিস্তারের সময় তাহাদিগকে বৈদিক বর্ষ পাইতে হয় নাই। শক্যদিগের ওকদিন আসিয়া পড়িল।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে শক্যবিপ কনিষ্ঠ ভারত সন্ন্যাসী হইলেন। সারনাথের ভূগর্ভ হইতে সন্ন্যাসী মহারাজ কনিষ্ঠের যে ভক্ত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে মনে হইবে, যে পূর্বভারতও কনিষ্ঠের শাক্যব্রাহ্মণ হইয়াছিল। তিনি অনেকটা উদারনৈতিক হইলেও তাহার শিলালিপিমাঝে তাহার বৌদ্ধধর্মপ্রচার বোঝা করিতেছে। তাহার বয়ে ব্রাহ্মণসীরা ভার অন্ধ্র, বঙ্গ ও কলিঙ্গের মহাবান বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল।

মহারাজ কনিষ্ঠের পুরুষপরে (বর্তমান পেশাবরে) রাজধানী ছিল। তিনি এই স্থুর পশ্চিম সীমান্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও কালবর, সারকন্দ, খোতন প্রভৃতি নব্য এসিয়ায় স্থুর উত্তর প্রদেশ হইতে দক্ষিণে বিস্তারিত এবং পূর্বে অন্ধ্র-বঙ্গ-কলিঙ্গে পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 'বর্ষগিটকসম্রাট-নিধান'নামক বৌদ্ধগ্রন্থমতে মহারাজ কনিষ্ঠ পাটলিপুত্রে আসিয়া এখানকার রাজ্যকে জয় করিয়া বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশক লইয়া যান। সন্ন্যাসী সারনাথ হইতে তথাকার সমস্ত ভূমি ১০ হাত ভূমিকা নিয়ে সন্ন্যাসী কনিষ্ঠের শিলালিপি ও কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ শিলালিপি হইতে জানা যায়, তৎকালে ব্রাহ্মণসী-প্রদেশে মহারাজ কনিষ্ঠের অধীন বরপাল নামক এক (শক) কল্পের শাসনাধীন ছিল। পাটলিপুত্রের প্রাচীন ভূগর্ভ কীর্তিমত খনিত ও উন্মুক্ত হইলে সারনাথের ভারতীয় কনিষ্ঠকীর্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাহা হইলে আবার আশিতে পারি, পূর্বভারতে তাহার অধীনে কোন কল্প (Satrap) আধিপত্য করিতেছিলেন।

কনিকের প্রভাবেই শক, ধবন, পারল ও ভারতীয় ভাষা-শিল্পের সমীকরণ হয়। সম্রাট অশোকের সময় কেবল ভারত বলিয়া নহে, হুণের মধ্য-এসিয়া ও যুরোপখণ্ডে বৌদ্ধবর্ণ প্রচারিত হইলেও বুদ্ধদেবের কোন প্রকার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অশোকের সময় বুদ্ধপ্রতিমা-পূজার আবশ্যকতাও কেহ জ্ঞানকর করেন নাই। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি যে, শাক্যগণগণই ভারতে দেবপ্রতিমা নির্মাণ করিয়া প্রচার করেন। এই প্রথার অনুবর্তী হইয়া মহাবান মত প্রচারের সহিত শাক্যপতি বুদ্ধের লীলাবিস্তৃতি নানা প্রতিমা গড়াইয়া ভারতের নানা পুণ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। সেই সকল অপূর্ণ ভাস্করশিল্পের নির্দর্শন ভারতের নানা স্থান হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকলের বিরূপে পূর্ণাঙ্গদর্শনে ভারতীয় শিল্পীগণ সত্যজগতের প্রাণসাত্ত্বান হইয়াছেন।

কনিক যে মহাবান মত প্রচার করিয়া বান, কালে তাহা সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল, সে কথা পরে লিখিব।

মহারাজ কনিকের পর তৎপুত্র হবিষ বা হক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। পেশাবর হইতে পূর্ণ বঙ্গ পর্যন্ত তাঁহার অধিকারভূক্ত ছিল। নানাহান হইতে তাঁহার যে সকল শিলালিপি ও মুদ্রালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে, তিনি তাঁহার পিতৃদেব অপেক্ষা দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহারও সময়ে পূর্বভারত শাসন করিবার জন্য পাটলিপুত্রে তাঁহার অধীনে একজন কর্ণ অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হবিষের পুত্র শকাধিপ বহুব্রহ্ম বা বাহুব্রহ্ম। তিনি ৭৪ হইতে ৯৮ শকাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার সূত্রায় শিব, ত্রিশূল ও নন্দিস্তম্ভ অঙ্কিত থাকার তাঁহাকে শৈব নরপতি বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। কনিক যে সুবিশীর্ণ সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়া বান, বহুব্রহ্মের সময় তাহার ধ্বংসের সূত্রপাত হইল। সত্ত্ববতঃ তাঁহার ধর্মাত্তর গ্রহণে তাঁহার অধীন দূরদেশবাসী কর্ণগণ বিরক্ত হইয়া সকলে স্বাধীন হইতে থাকেন। তন্মধ্যে উচ্ছিন্ননীপতি রুদ্রদাম প্রধান। তিনি অল্পকাল মধ্যেই অবন্তী, অনূপ, নীলুদ্র, আনন্ত, সুরাট্র, বঙ্গ, তরুকাহ, নিম্ব, সৌবীর, কুহুর, অপরাভ, নিবাহ প্রভৃতি জন পদ অধিকার করিয়া মহাকর্ষণ উপাধি গ্রহণ করেন। পাটলিপুত্রের কর্ণও তদনুবর্তী হইয়াছিলেন। এই রাজপ্রোহিতার সময়ে পাটলিপুত্রের নিকট লিচ্ছবিগণ প্রবল হইয়া উঠে। অদ-বঙ্গের সামন্তরাজগণও স্বাধীনতা অক্ষত করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারসিক শাসনকর বজ্রকোড়লন করিতে

থাকেন। বলিতে কি, বহুব্রহ্মের সূত্রায় সহিত উচ্ছিন্নভারতীয় শাক্যসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল এবং আভীর, গর্জিতর, লিচ্ছবি, নাগ, হৈহয় প্রভৃতি জাতি নানাহান অধিকার করিয়া ক্রম ক্রম রাজ্যের সৃষ্টি করিল, কর্ণনাম উত্তরভারত হইতে নিম্নত হইল।

খ্রীষ্ট ২য় শতাব্দির শেষভাগে লিচ্ছবিগণ পাটলিপুত্র অধিকার করেন। হুঃখের বিবর, তাহাদের ইতিহাস লিচ্ছবিগণ উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। পূর্বভারতের নানা স্থানে কর্ণদ্বাপনে প্রমাদী সামন্তগণের দ্বারা অন্তর্বিদ্বেহ উপস্থিত হয়, তদনুসারে অনেক রাজকুমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া হুণর কথোজ (বর্তমান কথোজিয়া), অলবীণ (অলু) ও যবদীপে গমন করেন এবং নবজিত কথোজ প্রভৃতি স্থানে শৈব ও ব্রাহ্মকীর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; বহুশত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, এখনও সেই সকল হিন্দুকীর্তি বিস্তারিত রহিয়াছে।

খ্রীষ্ট ৩য় শতাব্দি মধ্যভাগে বৈষ্ণব বা হৈহয়বংশে প্রবল হইয়া উঠে। এই বংশীয় ঈশ্বরদত্ত ২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উচ্ছিন্ননীর কর্ণ-দিগকে পরাজয় করিয়া ত্রেমি বা কলচুরি নামে একজন করেন। তাহার অনুসরণে হৈহয়গণ অলবঙ্গ অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। খ্রীষ্ট ৩য় শতাব্দির শেষভাগে গুপ্ত ও তৎপুত্র ঘটোৎকচ নামে হইলেন সামন্ত-মহারাজ মগধে প্রবল হইয়া উঠেন। ঘটোৎকচের পুত্র ১ম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-রাজ-কর্তা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন লাভ করেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি আর্ঘ্যাবন্তের সম্রাট হইয়া পঙ্কি-ছিলেন। তাঁহার সময়ে পুন্ড্রাধিপ চন্দ্রবর্মী বঙ্গদেশ জয় করেন। বাহুব্রহ্ম হুঃখিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্মীর শিলালিপি উৎখা করিয়াছে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই অশ্বমেধ উপলক্ষে তিনি মহাবীর চন্দ্রবর্মী, রুদ্রদেব, সতিলা, মাগনন্দ, গণপতিনাগ, নন্দী, বলবর্মী প্রভৃতি আর্ঘ্যাবন্তের নরপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এছাড়া অচ্যুত ও মণিগুপ্তের ধ্বংস-সাধন, এবং কোশলাধিপ মহেন্দ্র, মহাকাশ্যপতি ব্যাসরাজ, কেরলপতি মণ্ডরাজ, পিটপুয়াধিপ মহেন্দ্র, কোট্টারপতি ঝানিক, এরণ্ডপতির দমন, কাঞ্চীর বিজ্ঞাপণ, অবিভক্তের লীলাসাজ, বেজির হস্তিবর্মী, পলকের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রপতি কুবের, কুহলপুয়াধিপ ধনঞ্জয় প্রভৃতি দক্ষিণাশ্বের নরপতিগণকে পরাজয় ও পরে মুক্তিদান করিয়া তিনি ভারতের সার্বভৌম অধীশ্বর হইয়াছিলেন। দৈবপুত্র, শাহী, শাহাফাশাহী, শক, কুন্ড, এবং সিংহল ও অপর দীপসালিপণ্ড তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। পশ্চিমে আকগানভান হইতে পূর্বে কামরূপ চট্টগ্রাম, উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত তাঁহার

অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে সম্রাট ও ডাকা রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ভূভাগ শাসন করিবার জন্য সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার আত্মীয় বহনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্ধস্বাধীন সামন্তরূপে পাটলিপুত্রাধিপতি গুপ্তসম্রাটগণের পরামর্শে অনেক সময় বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদের যত্নে বঙ্গদেশে নানা বৈদিক মিশ্রিত পৌরাণিক ধর্মমত প্রচারিত হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গের নানা-স্থানে গুপ্তরাজগণ প্রবল ছিলেন এবং তাঁহাদের অধীনে কার্য-সামন্তগণ বঙ্গশাসন করিতেছিলেন। কর্তৃত্বগণে প্রধানতঃ গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল। পূর্বেই দেখাটাইছি, অতি পূর্ব-কাল হইতেই বঙ্গদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সাধারণের দ্বারা অধিকার করিয়াছিল। মধ্যে গুপ্ত ও কাব্যবংশের যত্নে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচারিত হইলেও তাহা সাধারণের রুচিসম্পন্ন হয় নাই। মহারাজ কনিষ্কের সময় ক্রিষ্টাব্দ ৩৮০ অব্দে দেবদেবীপূজামূলক মহাবান মত প্রচারিত হয়, তাহাই জন সাধারণের মনোমত হইয়াছিল। দ্বিতীয় গুপ্তরাজগণের ব্রাহ্মণ্য-ধর্মপ্রচারে বর ও আগ্রহ থাকিলেও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত গোড়বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের সমান প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণতন্ত্র গুপ্তরাজগণ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সাধারণের মতিগতি ক্রিয়াবিরাজিত চেষ্টা করিলেও তিনি বৌদ্ধ-প্রমথ বা শ্রাবকের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইতে সাহসী হন নাই। মহাবান মতের রূপান্তর তাত্ত্বিক বৌদ্ধধর্ম-জন-সাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হওয়ার গুপ্ত নৃপালগণ নিতীবান্ শৈব অথবা বৈষ্ণব হইলেও সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য তাত্ত্বিক বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজার উৎসাহ দান করিতেন। এমন কি, কোন কোন গুপ্তরাজ গোড়া তাত্ত্বিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল গুপ্তরাজগণের দ্বারা তাত্ত্বিক দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বলিতে কি, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের আধিপত্য কালেই গোড়বঙ্গে তাত্ত্বিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহাদের উৎসাহেই সৌদী তাত্ত্বিকগণের নিকট হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তাত্ত্বিকগণের প্রভাবে বৈদিকভাষা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখানকার তাত্ত্বিক প্রভাব কেবল পৌড় ও বঙ্গ বলিয়া নহে, সুদূর উত্তরে কাশ্মীর ও চীনদেশে, পূর্বে চীনসমুদ্রের উপকূলবর্তী আনাম ও কম্বোজ রাজ্যে এবং দক্ষিণে বব্বীণ, স্ত্রমাত্রা ও সিংহলে পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কম্বোজ ও বব্বীণ হইতে নির্জন বন মধ্যে যে মন্ডল গ্রাটান তাত্ত্বিক দেবদেবীমূর্তি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ঐ সকল শিল্প মধ্যে পৌড়-বঙ্গের বৈষ্ণব, শৈব অথবা শাক্ত মূর্তির অভাব

নাই। উক্ত দেবদেবীর উপাসকগণের মূর্তিতে গোড়ীয় বা বব্বীয় আদর্শ রহিয়াছে। বর্তমান বীরজাতির আদর্শস্থান জাপানেও সেই সুদূর অতীত কালে গোড়-বঙ্গের তাত্ত্বিক প্রভাবের সূচনা দেখা গিয়াছিল। মহাবীর জাপগণের পূর্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বব্বীয় তাত্ত্বিকভাষা দীক্ষিত হইয়া এবং বব্বীয় তাত্ত্বিক আচার্যকে গুরুস্বরূপে বরণ করিয়া অভিনব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৫২৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য বোধিধর্ম তমলুক হইয়া সমুদ্র পথে কাণ্টনে যাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীন-সম্রাটের সভায় আহূত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্মের “কাব্যর” ও ভিক্ষাপাত্র জাপানের ইকরুগ-মঠে বহুকাল রক্ষিত ছিল। তিনি এ দেশ হইতে “প্রজ্ঞাপারমিতাভ্রমহত্র” ও “উকী-বিজয়ধারণী” নামক যে তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন, বঙ্গাঙ্গের লিখিত সেই গ্রন্থের জাপানের প্রসিদ্ধ ‘হোরিউজি’ মঠ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।* আজও জাপানের সিকোন বা তাত্ত্বিকগণ যে সকল গুরুবচনাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করেন, সে সমুদায় পূর্বোক্ত বঙ্গাঙ্গের আদর্শে লিখিত।

গুপ্তসম্রাটগণ সকলেই দেবপ্রাজ্ঞতন্ত্র, শৈব বা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা বিশেষ বৌদ্ধ বিধেয়ী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। খ্রীঃ ৪০৭ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ গুপ্ত-রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি এখানে অশোকের অশ্বচর্যি প্রভূত স্থাপত্যের আকর বিশাল রাজ-ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ত হইয়াছিলেন। তিনি হীনযান ও মহাবান উভয় সম্প্রদায়ের সম্ভাষণ ও মঠ দেখিয়া-ছিলেন। এই সকল সম্ভাষণে খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে আচার্য অব-স্থিত করিতেন। তখনও জগতের সকল স্থান হইতে বৌদ্ধভ্রাতা-ভ্রাতারী প্রধান আচার্যগণ এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন। প্রমথ ও পণ্ডিতগণ সকলেই এখানে ধর্মোপদেশ লাভ করিবার জন্য আগমন করিতেন। এখানে ফা-হিয়ান্ বুদ্ধদেবের রথ-যাত্রা মহোৎসব উচ্ছল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে তিন বর্ষকাল থাকিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং বুদ্ধের ধর্মোপদেশ মকল করিয়া লয়েন। পাটলিপুত্র হইতে চম্পার আসিয়াও তিনি বহুতর বৌদ্ধকীর্তি বর্ণন করিয়াছিলেন। ৬৭৭-৬৭৮ সনুগ্রোপকূলবর্তী তাত্ত্বিকগণ নগরে আসিয়াও তিনি ২৪টা সম্ভাষণ ও বহুতর বৌদ্ধাচার্য সাক্ষাৎ করেন। এখানেও চীনপরিব্রাজক হুই-কংকাল থাকিয়া বহুতর বৌদ্ধধর্ম মকল করেন ও বৌদ্ধ বেদমূর্তি আনিয়া লয়েন। তিনি হিন্দুধর্মকে স্থানীয়

চকে দেখিডেন, সেজন্য ঐ সকল স্থানের হিন্দুকীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যিক মনে করেন নাই।

কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলায় রাকামাটি) ও তরিকটবর্তী প্রাচীন ইষ্টকম্পূর্ণ মধ্য হইতে সময়ে সময়ে এখানকার গুপ্তরাজ্যগণের সময়ে প্রচলিত বহু স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে রবিগুপ্ত, জয়মহারাজ, নরগুপ্ত, প্রকটাদিত্য, ক্রমাগিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রগিত্য প্রভৃতি নাম পাওয়া গিয়াছে। এই সকল গুপ্তরাজ্যগণকে কোন সময়ে রাজত্ব করেন, তাহা জানিবার উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে নরগুপ্ত বা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি এক জন যৌরতর বৌদ্ধ-বিশেষী ছিলেন। তিনি বোধগয়ার বোধিক্রম সমূলে উৎপাটিত করিবার আয়োজন করেন এবং গ্রন্থশাস্তি ও পৌষ্টিক কৰ্ম্মাদি সম্পাদনের জন্য বহু শাক্যবীণী ব্রাহ্মণ আনাইয়া গোড়ে বাস করাইয়াছিলেন।† প্রায় ৩০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনোজপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন সৈন্তে আসিয়া শশাঙ্কের রাজ্য ধ্বংস ও তাঁহাকে বিনাশ করেন। শশাঙ্কের সহিত ব্রাহ্মণ্য প্রভাব কিছু দিনের জন্য এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। এমন কি, তৎকালে এ দেশে বোধিৎ কৰ্ম্মও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই ত্রিপুরপতি ধর্ম্মপালকে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে দিবিলা হইতে বোধিৎ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল।

হর্ষবর্দ্ধন আর্ঘ্যাবর্তের সম্রাট হইলে গোড়রাজ্য তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। এ সময়ে গোড়বংশ হিরণ্যকর্ত্ত (মুন্সের), চম্পা (ভাগলপুর জেলা), কল্লুঘর, পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলা), সমতট (পূর্ববঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (তম্রকুমার ও মেঘিনীপুর জেলার অধিকাংশ), এবং কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান রাড়ভূগাং) এই কয়টা ভিন্ন আদেশে বিভক্ত এবং বিভিন্ন সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিউ-এন্সিয়ং ঐ সকল জনপদে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের সম্ভারাদ, মঠ ও সেবানির দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ণসুবর্ণবাসী জন সাধারণের গৃহ ঘনঘাড়ে পরিপূর্ণ, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জনতা ও নানা কলকুলশালিতা, সমতটে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ এবং তাম্রলিপ্তে বানিজ্যসমারোহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর সহিত বর্দ্ধন-সাম্রাজ্য ছিন্ন বিছিন্ন হইলে বগবে গুপ্তবংশীয় আদিভাসেন প্রবল হইয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি ও পূর্ব ভারতের অধিকাংশ রাজ্য গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকে সৌর ছিলেন এক

তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব ভারতে অনেকেই সৌর সভাবলী হইয়াছিল। ইহারই কিছু কাল পরে তগবন্তবংশীয় ভাটবংশীয় বংশধর কামরূপপতি হর্ষদেব গৌড়, উত্তর, কলিঙ্গ ও কোশল জয় করিয়া এক জন পরাক্রান্ত অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি নেপালের প্রভাপশালী লিচ্ছবি ও মগধের গুপ্তরাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

কামরূপপতি হর্ষের ভাগ্যে বহু দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই। ইহারই অন্তর্য কালে পরে মগধে প্রাধান্য লইয়া গুপ্ত ও মৌর্যবংশে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কামরূপপতি ললিতাদিত্য গৌড় আক্রমণ করেন। এ সময়ে পরাজিত গৌড়পতি ললিতাদিত্যের প্রসাদলাভাশায় কামরূপে গমন করেন। কামরূপপতি গৌড়পতিকে বলেন যে, পরিহাস-কেশবের অল্পগ্রহে তাঁহার প্রাণ রক্ষিরাছেন মাত্র। অতঃপর তিনি ত্রিগ্রামী নামক স্থানে এক নরহস্তা ধারা তাঁহার বধ সাধন করিলেন। তৎকালে গৌড়রাজ্যের প্রজাসাধারণ অতিশয় রাজভক্ত ও বীরপুরুষাবাগ্য ছিল। কএক জন রাজভক্ত বীর কামরূপে রাজ্যে এই দুর্কার্যের প্রতিশোধ লইবার আশায় সন্ন্যাসীদর্শনমানসে উপস্থিত হইয়া পরিহাস-কেশবের মন্দিরভিত্তিতে এক দিন লহসা অগ্রসর হইল। ললিতাদিত্য তখন সেখানে ছিলেন না। গৌড়বীরেরা মন্দির আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণেরা পূর্বেই মন্দিরের কবচ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়বীরগণ রামবাসীর মন্দিরকেই ত্রিপুরবাসীকেশবের মন্দির ভাবিয়া মন্দির ধ্বংস করিল ও দেবমূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কেলিল। অল্পকাল মধ্যেই সাগরতরঙ্গের মত কামরূপ সৈন্ত আসিয়া পড়িল। মৃত্যুর গৌড়বীরগণের সহিত তাহাদের যৌরতর যুদ্ধ বাধিল।

রাজভক্ত গৌড়বাসী একে একে সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। ধন্য বাক্যলীর রাজভক্তি! ধন্য সাহস! কামরূপের ঐতিহাসিক কলহণ সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—

“ভাটবংশীয়সামন্তঃ সমুদ্রস্বামীকৃত।

বানিজ্যিকরসামন্তাঃ বহাঃ চেরঃ বহুতরা ১০০১

অব্যাপি বৃজতে পুত্রঃ রামবাসিমুপাসনম্।

ব্রাহ্মণঃ গৌড়বীরগাং সমাধং বনসা পুংঃ ১” (রাজতরঙ্গিণী ৪১০০৪)

অর্থাৎ তাহাদের রক্ষিতব্যবাসী অসামান্ত বানিজ্যিক আরও উচ্চলীকৃত হইয়া বহুতরা বহা হইয়াছিল। অতঃপর রামবাসীর গৌরবাসিন্য মন্দির মৃত্ত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ছদ্মভূমি গৌড়বীরগণের বশোরাগি গোষণা করিতেছে।

কামরূপপতির গৌড় আক্রমণ ও গৌড়পতির কামরূপে গমন হেতু গৌড়রাজ্যে অসামন্ততা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে

† কুমার রাজীর ইতিহাস ৭য় ভাগ (ব্রাহ্মণকণ্ঠ) ৩৭৭ অংশ দ্রষ্টব্য।

সামন্তব্রাহ্মণ বাহীনতা অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ ও রাঢ়ে বৈদিকতন্ত্র প্রবর্তন। ব্রাহ্মণবংশের যিনি প্রথম বাহীন হইলেন, তাঁহার নাম খড়্গোদ্ভম,* এবং পূর্ববঙ্গে যিনি প্রথম সন্তকোভাসন করেন, তাঁহার নাম কবিপূর।† উক্ত উভয় নৃপতির শাসন বহু বিস্তৃত হইরাছিল বলিয়া মনে হয় না। খড়্গোদ্ভম সম্রাট (কর্তমান ঢাকা জেলার) এবং কবিপূর উত্তররাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খড়্গোদ্ভমের পুত্র জাতধন্য এবং জাতধন্যের পুত্র দেবখল্ল। দেবখল্লের তাম্রশাসন হইতে মনে হয়, সমস্ত পূর্ববঙ্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইরাছিল এবং বহু সামন্ত নৃপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

পূর্ববঙ্গের অভ্যুদয়।

দেবখল্লের সময়েই উত্তররাঢ়ে বা কর্ণস্বর্গে আধিপত্যের অভ্যুদয়। আধিপত্যের প্রকৃত নাম জয়ন্ত, তিনি পূর্বোক্ত কবিপূরের পৌত্র ও মাধবপূরের পুত্র। তিনি অত্যন্ত কাল মধ্যে পৌত্র বর্দ্ধন করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন ও ৬৪৪ খৃস্টাব্দ বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে যথারীতি অভিষিক্ত হইলেন।

তাঁহার রাজধানীর গৌরবসম্বন্ধি কান্নীরের ঐতিহাসিক কলহণ উচ্চল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আধিপত্যের অভ্যুদয়ের পূর্বে কান্ধকুজপতি (বৈদিকমার্গপ্রবর্তক) যশোবর্ধদেব গৌড় আক্রমণ করেন। এখানকার গৌড়পতি তাঁহার হস্তে নিহত হন। মহাকবি বাসুদেব গৌড়বধ কাব্যে কমলায়ুধ যশোবর্ধদেবের বিজয়কাহিনী বিবৃত হইরাছে।

[যশোবর্ধদেব দেখ।]

ব্রাহ্মণতন্ত্র মহারাজ জয়ন্তপূর গৌড়ে অভিষিক্ত হইবার পরেই বৈদিকমার্গ প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তখন কান্ধকুজেই মহারাজ যশোবর্ধদেবের আশ্রয়ে প্রধান সার্বিক ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেন, এ কারণ আধিপত্য তাঁহার নিকটই ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। গৌড়দেশ বৌদ্ধবিস্মাচিত ছিল বলিয়া প্রথমতঃ কনোজপতি সার্বিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে আধিপত্য কোঁপল করিয়া কএক জন বীর সন্তপত্তী ব্রাহ্মণগণকে সার্বিক ব্রাহ্মণ আনাহঁতে পঠাইলেন। গৌড়ব্রাহ্মণ-

করের আশঙ্কা করিয়া কনোজপতি কএক জন সার্বিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণের যত্নে গৌড় বৈদিকীকরণ অল্পটানের স্বরূপে হইতে থাকে। পৌত্র বর্দ্ধনের সমুদ্রি কালেই কান্নীরপতি কারহবীর মলিতাধিত্যের পৌত্র মহারাজ জয়দিত্য নামাঙ্কন করিয়া জয়বংশে পৌত্র বর্দ্ধনগণের উপস্থিত হন। রাজধানীর সমুদ্রিগণে তিনি অতিশয় প্রীত হইরাছিলেন। সে সময়ে পৌত্র বর্দ্ধনের নিকটে নিহতের উৎপাত ছিল। একদিন রাত্রিকালে হস্তবেশী জয়দিত্য একটা সিংহবধ করেন, এই সময়েই তাঁহার নামান্তরিত কেয় পড়িয়া যায়। পরদিন প্রাতে স্থানীয় অধিবাসী যত সিংহ ও কেয় বর্দ্ধন করিয়া তাহা গৌড়পতির নিকট উপস্থিত করিল। কেয়র পাইয়া গৌড়পতি জানিলেন যে কান্নীরপতি মহাবীর জয়দিত্য হস্তবেশে তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত! অবিলম্বে চর পাঠাইয়া কান্নীরপতিকে বাহির করিয়া ফেলিলেন। জয়ন্তপূরের এক পরম-ভুল্লরী কন্যা ছিল, তাঁহার নাম কল্যাণদেবী। গৌড়পতি পরম সমাদরে জয়দিত্যকে নিজ প্রাসাদে আনাহঁয়া মহাসমারোহে তাঁহার করে কল্যাণদেবীকে সম্ভ্রমণ করিলেন। এইরূপে কান্নীরের কারহরাজবংশের সহিত গৌড়ের কারহরাজ জয়ন্তপূর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন।

মহারাজ আধিপত্যের অভ্যুদয়কালে তাঁহার অধিকার মধ্যে নানাবিধ নিরমিক এবং জৈন অথবা বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তন্মধ্যে রাঢ়দেশবাসী সন্তপত্তী ব্রাহ্মণেরাই প্রধান ছিলেন। পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বহু সংখ্যক সার্বিক ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা বর্তমান জেলার সন্তপত্ত ঘর একত্র বাস করিতেন; যে স্থানে এই সন্তপত্ত ঘর বাস করিতেন সেই স্থান “সন্তপত্তিকা” নামে প্রসিদ্ধ হইরাছিল এবং এই স্থাননাম হইতে এই প্রেশির ব্রাহ্মণেরাও পরবর্তী কালে “সন্তপত্তী” নামে প্রখ্যাত হইলেন। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা মতে তাঁহারা “ক্লিবেদ-বজ্রহিত” অর্থাৎ পুত্রাচারী হইলেও সকলে কুল্যচারী, আভিচারিক ক্রিয়ার চতুর, শাস্তিকার্যে পটু ও ভগবান ছিলেন। আধিপত্যের অল্পগ্রাহে নবগত সার্বিকব্রাহ্মণগণের সাহায্যে তাঁহারা প্রায়-শিষ্টাচারি দ্বারা পুনঃসংস্কৃত হইয়া হিন্দুস্বভাবের বিশেষত্ব বলিয়া সম্মানিত হইরাছিলেন। নিরমিক পৌত্রাচারী সন্তপত্তী বিশেষণ বৈদিকীকরণপ্রবর্তক আধিপত্যের নিকট সম্মানিত হইবার কারণ কি?

প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, পৌত্র-ভাস্ত্রিকতার প্রভাবে পৌত্রবধ হইতে এক কাহ্নে বৈদিকীকরণ বিদগুত হয়, এবং প্রজাসাধারণ পুত্রাচারী অথবা পুত্র বলিয়া গণ্য হইরাছিল। এইরূপ রাঢ়দেশবাসী প্রজাসাধারণ সন্তপত্তী ব্রাহ্মণ-

* আদ্যকপূর হইতে অভিষিক্ত দেবখল্লের তাম্রশাসন।

† বাচপতি শিবের হস্তরাম।

‡ কোন কোন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে ৬৪৪ খৃস্টাব্দ বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দ কনোজ হইতে সার্বিক ব্রাহ্মণগণের আগমন লিখিত হইরাছে। আধিপত্যের অভিযোজককেই সন্তপত্ত ব্রাহ্মণগণ কাল বলিয়া কুলগ্রন্থকারগণ বলিয়া থাকিবেন। [কলহণ জাতীর ইতিহাস (ব্রাহ্মণতন্ত্র) ১ম ভাগ ১ মার্গে প্রবৃত্ত]

দেশের বিশেষ অনুরক্ত তত্ত্ব ছিল। তৎকালে গোড়দেশের প্রতি গওগ্রামে বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল, অবিকাংশ কুলে সপ্ত-শতী ব্রাহ্মণেরাই এই সকল মঠ বা বিহারের আচার্য্য ছিলেন। গ্রামবাসী জনসাধারণ তাঁহাদের উপদেশেই কার্য্য করিতেন। এই সকল আচার্য্যের বিনা অনুমতিতে তাহারা কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ ছিল না। তাহাদের উপর সপ্তশতী বৌদ্ধাচার্য্যেরা অচল অটল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধতাত্ত্বিকভাষা আচ্ছন্ন ও বিবর সুখে কতকটা সিম্বর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে আভিচারিক ও শাস্তিকার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ নীচ সকলেই ভয় ভক্তি করিত। আদিশূরের অকৃত্রিম রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বর্তমান অবস্থা চিরদিন সমান থাকিবে না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের নিকট হের হইতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়ের সহিত যদি বৌদ্ধাধিকার লোপ হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে আর তাঁহাদের স্থান হইবে না; আজ তাঁহারা বৈষ্ণব জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব চালাইতেছেন, এই অসাধারণ প্রতিপত্তি জলবুদ্ববৎ বিলীন হইবে। বিচক্ষণ রাজা আদিশূরও নবলজ্জ রাজ্যের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশের প্রতি দেশের সাধারণ লোকের অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি বর্তমান। রাজ-শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমাজশক্তি আয়ত্ত্ব করা আবশ্যিক। সপ্তশতী বিপ্রগণ তৎকালে একরূপ সমাজশক্তির পরিচালক ছিলেন। তাই প্রথমেই মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-দিগকে বহু শাসন গ্রাম দান দ্বারা সমানিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সংবর্ধনার সময়েই সপ্তশতীর গাঞিমালা উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও পরিণাম চিন্তা করিয়াই আদিশূরের আহ্বানে রাজ্যের বীরপুত্রগণকে লইয়া গোড়াধিপের ছত্রতলে উপনীত হইয়া-ছিলেন। ১৪ সেই আতীর অকৃত্রিম কালে, সেই অসাধ্য সংসাধনে কান্দীরপতি জয়দিত্য গোড়াধিপ আদিশূরের মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। কল্পণও লিখিয়াছেন, মহারাজ জয়দিত্য গোড়ের পাঁচ জন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া স্বত্তর আদিশূরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। এই পাঁচ জন রাজার নাম জানা যায় না, এই পাঁচ জন সম্ভবতঃ হিরণ্য-পর্জিত, চম্পা, কজুবির, ভাদ্রলিপ্ত ও সমতট এই পঞ্চ প্রদেশের রাজা হইবেন।

† এই সভ্যতিকা জনসংগ্রহে বর্তমান জেলার অন্তর্গত "মাতলইকা" গ্রাম। [অমর্য্য জাতির ইতিহাস (ব্রাহ্মণকণ্ড) ১ম অধ্যায় ১৩৩৩ পৃষ্ঠা]

কারবীর জয়দিত্য কল্যাণকরীকে লইয়া মনোহর বিলিত হইয়া কান্দীর-মাতাকালে পথে কনোজের সিংহাসন জয় করিয়া লইয়া যান। এ সময়ে মহারাজ বশোবর্ধকবের সূত্র্য বটরাহে, তৎপুত্র চক্রাধ্ব আমরাজ জৈনধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বৈদিক বিপ্রগণ রাজপুত্রের বর্ধাক্তর গ্রহণ-ধর্মে ব্যথিত হইয়া অনেক শাসন ও সন্মান লাভের আশায় গোড়রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়েও কনোজ হইতে বহু বেদবিৎ সাধিক বিপ্রের আগমন ঘটয়াছিল এবং মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সহিত কনোজীর বিপ্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সপ্তশতীদিগকে পূত্রা-পত্য হইতে সুজ্ঞান করিয়াছিলেন।

তৎকালে অযোধ্যা, কাঞ্চন্য একুতি হান হইতেও কারবগণ আদিশূরের সত্য আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনের অন্তর্য্য কাল পরেই আদিশূর জয়ন্তের ইহলীলা শেষ হয়। এ সময়ে পুত্র-বর্ধনের সত্য গোলাম দেখিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণকার্য্য উত্তররাঢ়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে রাজ্যের সুপ্রাচীন রাজধানী কর্ণস্বর্ণ পরিত্যক্ত ও জললাবৃত হইয়াছে;—তৎকালে কর্ণ-স্বর্ণের নিকট সিংহেশ্বর নামক স্থানে আদিশূরের আত্মীয় আদিত্য-শূর রাজ্য করিতেছিলেন। সমাগত বিদেশীয় ব্রাহ্মণকার্য্যগণ তাঁহার আশ্রয়ে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উত্তররাঢ়বাসী হই-লেন এবং উত্তররাঢ়ে বাস হেতু সেই কারবগণের বংশধরগণ উত্তররাঢ়ীয় বলিয়া খ্যাত হইলেন।

যতদিন আদিশূর জীবিত ছিলেন, ততদিন কনোজাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গোড়মণ্ডলে বৈদিকধর্মপ্রচারে সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাবধান কালে পশ্চিমোত্তর গোড়ে ও মগধে বৌদ্ধ জনসাধারণ একত্র হইয়া বণ্যটের পুত্র গোপালকে অভিষিক্ত করিল এবং তাহা দ্বারা পুনরায় বৌদ্ধপ্রাধান্তস্থাপনের আরোহণ চলিতে লাগিল, কিন্তু মগধপতি গোপাল বরোহু ও জানবুজ আদিশূরের প্রত্যাব বর্ধ করিতে সমর্থ হন নাই।

দীর্ঘকাল পরগোড় শাসন করিয়া মহারাজ আদিশূর ইহ-লোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র ভূপূর শৌণ্ড বর্ধনের সিংহা-সনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পিতার মত সাহসী, রাজনীতি-কুশল ও শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহারই সময়ে মগধপতি

* আদিশূর হইতে অভিষিক্ত কর্ণপালের শিলালিপি। সুতরাং হইতে অভিষিক্ত কর্ণপালের উল্লেখসময় হইতে আর্য্য বংশ, কর্ণপাল ব্রাহ্মণপতি ঐক্যের কল্যায়ের পটভূমি বর্ণনা, তাঁহারই প্রজ্ঞা তাঁহার, এখিত পুত্র-বেশ্যালের জয়।

গোপালের পুত্র ধর্মপাল প্রায় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া বখেট বলসকর করিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত প্রতাপ ও আধিপত্য অন্নদিন মধ্যেই সমস্ত উত্তর গোড়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে গোবিন্দ শ্রীবরত এবং উত্তরভারতে বশোবর্ষপুত্র চক্রাধ্ব আমরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ দুই পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত ধর্মপাল আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।†

এইরূপে বলদ্রুপ হইয়া বোদ্ধভূপতি ধর্মপাল মহারাজ ভূমুরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভূমুর বোদ্ধ অভিযান কিছুতেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ধর্মপালের নিকট পৌণ্ড বর্দ্ধন হারাইয়া রাঢ়দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। রাঢ়বাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে আদিশূর গোড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের কংশধরগণ ভূমুরকে আশ্রয়দান করিলেন। ধর্মপাল ও তৎপরবর্তী পালরাজগণ এক প্রকার পূর্বস্মরণের অধীশ্বর হইলেও রাঢ়দেশে অধিকারে সমর্থ হন নাই। তিনি রাঢ়দেশ অধিকারের জন্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার তাম্রশাসন হইতেই জানা যায় যে, তিনি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণগণকে হস্তগত করিবার জন্য পৌণ্ড বর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে তাঁহাদিগকে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্মপালের সকল কৌশল ব্যর্থ হইরাছিল। রাঢ়ের কমতাপালী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণই আপনাদের স্বত্ব ও চরিত্র আশ্রয়ে শূর-রাজবংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে ভূমুর ও তাঁহার কংশধরগণ বহুকাল ব্রাহ্মণ ধর্মরক্ষাপূর্বক স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

পৌণ্ড বর্দ্ধন বোদ্ধ নৃপতি ধর্মপালের শাসনাধীন হইলে, দেশের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধসংঘর্ষে একটা আন্তর্জাতিক বিগ্নব উপস্থিত হইল। এই বিগ্নবের সময় উক্ত সাময়িক বিপ্র-গণের সন্তানগণ মধ্যে কেহ পৌণ্ড বর্দ্ধনের নিকটবর্তী বয়েসক্রমে স্ব স্ব ব্রাহ্মণশাসনে রহিলেন, কেহ বা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শূর-নরপতির সহিত রাঢ়দেশবাসী হইলেন। কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ বা পাশ্চাত্য সমাজে মিশিলেন। যে কয়েকজন সাময়িক বিপ্রসন্তান ভূমুরের সহিত রাঢ়দেশবাসী হইরাছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শান্তিলাগোত্র ভট্টনারায়ণ, কান্তপগোত্র বক, বাৎসগোত্র ছাঙ্কড়, তরবাকগোত্র শ্রীহর্ষ ও সার্বগোত্র বৈশম্বর্ত, এই পঞ্চ মহাত্মার নাম রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চ বিপ্র ব্যতীত আরও অনেকে রাঢ়বাসী হইরাছিলেন, কাজিবিহারী নারায়ণের “ছন্দোগ-

পরিশিষ্টপ্রকাশ” ও ভ্রমবেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।* তাঁহাদের সদাচার, বিজ্ঞা, ব্রহ্মণ্য ও কর্মনিষ্ঠার রাঢ়দেশে আবার সনাতন হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে এই নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের কংশধরগণ রাঢ়বাসী জন সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময় হইতেই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সমাজগত পার্থক্য দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

পূর্বেই লিখিয়াছি যে, গোড়পতি আদিশূর জয়ন্তের সময়ে তাঁহার প্রতিনিধিরূপেই হউক অথবা মহাসামন্তরূপেই হউক, আদিভাশুর নামে তাঁহার এক আত্মীয় উত্তররাঢ়ের সিংহেশ্বরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারও সভায় ব্রাহ্মণকায়স্থের আগমন হইরাছিল।† আদিশূরের পুত্র ভূমুর পৌণ্ড বর্দ্ধন হারাইয়া জাতিবিরোধের আশঙ্কায় উত্তররাঢ়ে না থাকিয়া দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া বাস করেন। আদিশূরবংশ ৭ পুরুষ রাজ্যশাসন করিয়া ছিলেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থে সপ্তজনের নাম এইরূপ পাওয়া যায়—

“আদিশুরো ভূমুরশ্চ ক্রিতিশুরোহবনীশুরঃ।

ধরনীশুরকচ্চাপি ধরশুরো রণশুরঃ ॥

এতে সপ্ত শূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ স্মৃতবর্ণিতাঃ।

বেদবাণীকশাকে তু নৃপোহভুচ্চাশুরকঃ।

বহুকর্মান্বিতিকে শাকে গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ॥”

(রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

অর্থাৎ ১ম আদিশূর, তৎপুত্র ভূমুর, তৎপুত্র ক্রিতিশূর, তৎপুত্র অবনীশূর, তৎপুত্র ধরনীশূর, তৎপুত্র ধরশূর এবং ধরশূরের পুত্র রণশূর শূরবংশে এই সপ্ত নৃপতি রাজত্ব করেন।‡ ইহাদের মধ্যে আদিশূর ৬৫৪ শকে (অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন এবং

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাত) ১ম খণ্ড ৩৪২ পৃঃ ও ৬ষ্ঠ অংক ২০-২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† কুলানন্দ রচিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকার লিখিত আছে—

“গোড়দেশে বহারাঙ্গা আদিভাশুর নাম।

পঞ্চায় সর্গেশে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম।

আদির করিয়া আনে বিপ্র পঞ্চজন।

দেই মর পঞ্চ মোহ আইন শ্রীকরণ।

জন জন কুলবর কথা পুরাতন।

রাজার সভায় কার্য করে পঞ্চজন।

অতি বড় মহারাজ নৃপে বৃহৎপতি।

পঞ্চমহার নাম পুঁইল পঞ্চ বৈরাটি ॥” ইত্যাদি।

‡ কেহ কেহ শূরবংশে একাদশই প্রকৃত কংশজন শূর নৃপতির নাম করিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন ইতিহাসে বা কুলগ্রন্থে একাদশের নাম নাই।

† ভয়লপুত্র হইতে আবিষ্কৃত বারাকপালের তাম্রশাসন ও একাবক-চিত্র দ্রষ্টব্য।

৬৬৮ খ্রিঃ (৭৪৬ খ্রিঃ) তাঁহার সত্য ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন। কুলমঞ্জরীকার আদিশুরকে শূরবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু তৎপূর্বে আদিশুরের পিতা মাধবশুর এবং পিতামহ কবিশুরও রাজত্ব করিয়াছিলেন, বাচস্পতি মিত্রের কুলরাম হইতে তাঁহার সন্ধান বাহির হইরাছে। জয়ন্তপুরই শূরবংশীয় মধ্যে সর্ব প্রথম সমস্ত গোড়ের অধীশ্বর হইরাছিলেন বলিয়া তিনি “আদিশুর” উপাধি লাভ করেন।

দাক্ষিণাত্যের তিরুমলার শৈলে উৎকীর্ণ দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্তী রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি প্রায় ১০১২ খ্রিঃ দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশুরকে জয় করেন। এ সময়ে পূর্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র, উত্তররাঢ়ে মহীপাল এবং দণ্ডভুক্তি বা বেহারে ধর্মপাল রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহারাও দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্রচোলের নিকট পরাজিত হন।

উক্ত শিলালিপি হইতে দেখা যাইতেছে যে শূরবংশীয় শেষ নৃপতি রণশুরের পূর্বেই উত্তররাঢ় বৌদ্ধ পালরাজাদিগের অধিকার-ভুক্ত হইরাছিল। [গোড় শব্দ দেখ]

এ দিকে আবার এসিদ্ধ নৈয়ারচিত্ত শ্রীধররচিত্ত জ্ঞানকন্দলী নারী হস্তলিখিত প্রাচীন টীকা পাঠে জানিতে পারি যে, ১১৩৩ খ্রিঃ (১১১৩ খ্রিঃ) দক্ষিণরাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠী (হগলী জেলায় বর্তমান ভূরগুট) নামক স্থানে পাণ্ডুদাস নামে এক কায়স্থ রাজা রাজত্ব করিতেন। শ্রীধর ভট্ট তাঁহারই প্রার্থনায় জ্ঞানকন্দলী নামে বৈশেষিক স্ত্রের টীকা রচনা করেন।*

জ্ঞানকন্দলীর উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে ভূরগুটে দক্ষিণ-রাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং রণশুরের পূর্বে তথায় পাণ্ডুদাস নামে এক বিজ্ঞানসাহী রাজকুমার বিত্তমান ছিলেন। ইনি ধরানুরের কোন আত্মজ অথবা কোন আত্মীয় হইবেন।

বাহাহউক শূরবংশের বিবরণ আলোচনা করিয়া এখন জানিতেছি যে, খ্রিঃ ৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শূরবংশের অভ্যুদয় এবং দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোলের প্রবল আক্রমণে হতবল হইয়া খ্রিঃ ১১শ শতাব্দীতে রণশুরের সহিত শূরবংশ স্বাধীনতা হারাইরাছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে সমুপাগত সেনবংশ ক্রমে শূর-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন।†

* “জ্ঞানবিশোক্তরসবতশব্দার্থে জ্ঞানকন্দলী রচিত। রাজসী পাণ্ডুদাস-কায়স্থখতি ভট্টস্বীয়রচন।। সত্যপুত্রঃ পলায়কেন্দ্রজ্ঞানকন্দলীটীকা।”

† খ্রিঃ ১১শ শতাব্দীতে রণশুর রাজত্ব হইলেও তাঁহার বংশধরগণ এককালে রাজসী হারাইরাছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ রাঢ় এবং মুসলমান-আক্রমণ কালে আদম বিজয়পুর নামে আদিশুরবংশীয় এক রাজার নাম প্রাপ্ত হই। তাঁহাকে এক জন এবং বাবীদ রাজা বলিয়া খ্যাত ন।

পালবংশের।

পূর্বেই লিখিয়াছি, প্রায় ১০০ খ্রিঃ বৌদ্ধনৃপতি ধর্ম-পালের অভ্যুদয়। ৭২০ খ্রিঃের সময়কালে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদি অধিকার করেন। তিনি রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য তাঁহাদের ছই এক জনকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আহ্বান করিয়া শাসন গ্রাম দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শূর-বংশের অত্যাচারে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে কোন ক্রমে স্বপক্ষে আনিতে পারেন নাই। উত্তররাঢ়েও এই সকল ব্রাহ্মণের প্রভাব ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে “ব্রহ্মধাতুজঃ” অর্থাৎ “ভূমাধিকারী” বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। নারায়ণের “ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাশে” লিখিত আছে যে, ঐ সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই আদিশুরের সময় কনোজাগত পরিতোষ উত্তররাঢ়ে তালবাটী, চতুর্ধখণ্ড, শিশাচখণ্ড ও বাপুলী এই পঞ্চ কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ধর্মপাল রাঢ়দেশে নিজ আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ না হইলেও তিনি পশ্চিমে কাশী হইতে পূর্বে কামরূপ এবং উত্তরবঙ্গের সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গোড় পুনরায় বৌদ্ধপ্রতিপত্তি বাটরাছিল, নানা স্থানে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল এবং বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চাও বাড়িয়াছিল।

ধর্মপালের পুত্র দেবপালও এক জন মহাবীর, শীল-বিনয়-সম্পন্ন ও নিজ কুলধর্মে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শান্তিলাগোত্রজ নর্দপাণির কোশলে দেবপালের রাজ্য বহু বিস্তৃত হইরাছিল। দেবপালের খুলতাত বাকপালের পুত্র জয়পাল বহু চেষ্টার পর উত্তর রাঢ় অধিকার করেন এবং অর্থবলে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে হস্তগত করিয়াছিলেন। ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে

করিলেও এক জন প্রধান সামন্তরাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কুসুমার ইতিহাস ও বঙ্গ-কায়স্থকারিকায় এই বিজয়পুরের পরিচয় আছে। তিনি মুসলমান ভয়ে বরাহা চাড়িয়া চন্দ্রনাথতীর্থ দর্শনে আগমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ভীষ্মভাটার পথজুড়ি হইয়া ১১২৫ খ্রিঃ (১২০৩ খ্রিঃ) তিনি বোরাখালী জেলায় কুসুমার আসিয়া উপস্থিত হন এবং বারাহী বৈদীর প্রভা-বলে এখানেই বাবীদ রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল অপ্রতি-হত প্রভাবে কুসুমার-রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। বারহু-কার অন্ততম মহাবীর লক্ষ্মণমণ্ডিক্য তাঁহারই অবন্তন বংশধর। রাজা লক্ষ্মণমণ্ডিক্যও এক সময়ে এ অঞ্চলের কার্য-পালিত্ব হইরাছিলেন। পূর্বাণের জেট কুলীন-কারকের সহিতই তাঁহার ও ভবানন্দধরগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। নিরঞ্জনীর কারকের ঘরে তাঁহার পদার্পণ করিতে ন।। কুসুমার পরিদর্শন অন্তর্গত শ্রীধরপুর ও কল্যাণপুর আদিও তাঁহাদের অধঃধরগণ কিম্বদন্তি এবং দণ্ডপাড়া, বাপুপাড়া ও ফিলপাড়া প্রভৃতি স্থানে এখনও তাঁহাদের কায়স্থ আত্মীয় হইবার বাল দৃষ্টিগোচর। [কুসুমার ও লক্ষ্মণমণ্ডিক্য দেখ।]

(ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ)

নারায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষ পরিভোষক গ্রামপতি হইয়া বিষ্ণুর ঐ অর্থবলে প্রাধান্য লাভ করেন। তৎপুত্র ধর্ম, পৌত্র ভদ্রেশ্বর ও প্রপৌত্র গদাধর রাজপ্রতিগ্রহে পরাধীন বলিয়া বিশেষ সম্মানিত হইলেও গদাধরপুত্র প্রাভাকর-গ্রামগী উদ্যাপতি মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে প্রভূত মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন।†

কেন জয়পাল উদ্যাপতিকে নানা কৌশলে বশীভূত করিয়াছিলেন? এই উদ্যাপতির বংশধর নারায়ণই লিখিয়াছেন যে 'সেই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি উদ্যাপতির শিষ্য ও উপনিষ্যবর্ণে সঙ্গাগরা ধরা পরিব্যাপ্ত হইরাছিল।' সুতরাং বৃষ্টিতে হইবে যে উদ্যাপতি এক জন লাধারণ লোক ছিলেন না। একরূপ লোককে হস্তগত করার বোধ নৃপতির কত সুবিধা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অল্পমের।

দেবপালের পর জয়পালের পুত্র ১ম বিগ্রহপাল খোড়-মগধের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের হৈহয়রাজ-কজা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে নৃপ্রসিক নারায়ণপালের জন্ম। এই নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী পূর্বোক্ত নর্ত্তগণির পৌত্র ও কৈবর্ত মিশ্রের পুত্র রামগুরুব মিশ্র। ইনিই বদলে গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন।

নারায়ণপালের পর তৎপুত্র রাজ্যপাল, তৎপরে রাজ্যপালের পুত্র ২য় গোপাল, তৎপরে গোপালের পুত্র ৩য় বিগ্রহপাল, তৎপরে বিগ্রহের পুত্র ১ম মহীপাল রাজ্য-সম্ভোগ করেন। এই মহীপালের সময় প্রসিক বৌদ্ধতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অভ্যাস।

বিদ্বিজরী রাজেন্দ্র চোল উত্তর-রাঢ়ে মহীপালকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র নরপালদেব রাজা হন। ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। নরপালের উৎসাহে শ্রীজ্ঞান সর্বত্র তান্ত্রিক জ্ঞানোপদেশ প্রচার করেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই তৎপ্রচারিত তান্ত্রিক তারাদেবীর (শক্তি) উপাসনায় ও তান্ত্রিক গুঢ় সাধনার অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

নরপালের পর তৎপুত্র ৩য় বিগ্রহপাল রাজ্য লাভ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও বেদান্ত, জ্ঞান, ধীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শাসন ও গ্রাম দান করিয়া সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র ২য় মহীপালের নাম এক সময় বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ,—রাজ্য লাভের অল্পকাল পরেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র শূরপাল এবং শূরপালের পর তাঁহার সহোদর রামপাল গোড়াধিপত্য লাভ করেন। ইহারই নামানুসারে পূর্ববঙ্গে রামাবতী বা রামপালনগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপাল মিথিলাধিপতি ভীমকে বুদ্ধে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন। রামপালের পর তৎপুত্র কুমারপাল, তৎপরে তৎপুত্র ৩য় গোপাল সিংহাসন লাভ করেন। গোপালের পর তাহার পিতৃব্য ও রামপালের পুত্র মদনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার তান্ত্রশাসন হইতে জানা যায় যে, রামাবতী নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বুদ্ধোপাসক হইলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যথেষ্ট ভক্তি লব্ধন করিতেন। মদনপালের পর কোন্ পাল রাজা সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। তৎপরে মহীন্দ্রপাল ও গোবিন্দপাল নামক দুই রাজার নাম পাওয়া যায়। নেপাল হইতে যে বহুতর বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ সকল পুথির শেষে 'গোবিন্দপাল-দেবানাং বিনষ্টরাজ্যে' এইরূপ লিখিত আছে। গরা হইতে গোবিন্দপালের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্যাবসানের কথা পাওয়া যায়।

[পালরাজবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

* ইনিই কোনক হইতে আসিয়া উত্তররাঢ়বাসী হন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-পণের নিকট হইতে ভালঘাটা প্রভৃতি ৫ খানি কুলস্থান লাভ করেন।

† "অবতি মহতি বেদাম্বরে সোমপীথী

সমজনি পরিতোষস্থলং বেহবন্ধঃ।

অলভত স হি বিপ্রাজ্ঞাসমঃ ভালঘাটাঃ

তদ্বিহ তজ্জতি পূজ্যবৃত্তা বেন রাজাঃ।

তদ্রাজ্যতুর্ধ্বং পিশাচবৎ তথাচ বাপুলী।

হিঞ্জলবনানিকমপরাঃ নিঃসৃতমনঃ কুলহানন্ ॥

বজ্রহস্ত ভুবলম্পাবনহেতুরেকঃ

জ্যোতে বিধৌ সত্ততদ্বির্গলদীপ্যমানঃ।

প্রাক্‌পুজিতো বিধিধঃসমি ধর্মদামা

নামানুস্মৃত্তিতঃ পরিতোষবহ্নুঃ ॥৫

তদ্রাজ্যভায়ত নদারতনঃ গুণমাঃ

ভদ্রেশ্বরো মিথিল-কোবিন্দ-বন্দরীঃ।

মধ্যে লভাঃ ক্ষিত্তিমত্যাঃ প্রবদান্তিভেরাঃ

সেবাভিবিদ্য-কলহঃ পদবোদ্যুতায়ঃ ॥৬

তদ্রাজ্যবংশ ইতি বিজ্ঞানবর্তী

রাজপ্রতিগ্রহপরাম্ভ-মানসোহত্মকঃ।

পুণ্যনি কেবলমহাদিগম্যর্জান্ বঃ

পাণ্ডিত্যায় সময়ঃ পয়সাংবহুঃ ॥

তদ্রাজ্যবিস্তারিত ভূমিবলঃ শিখোপনিষ্যত্রৈ-

বিদ্বদৌলিরত্নরূপাতিশ্রিত প্রাভাকরগ্রামগীঃ।

আপালাজয়পালতঃ স হি মহাজ্ঞাৎ প্রভূতঃ মহ-

দানঃ চারিবার্হবার্হভদ্রঃ প্রভৃৎ ১১৭ পুণ্যবাদ ॥

(হাশোপনিষদিত্যেকাদ)

নিম্নে পালরাজগণের রাজ্যকালনির্দেশের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

রাজার নাম	রাজ্যকাল
১। গোপাল (মগধে) ৭৭৫—৭৮৫ খৃঃ অব্দ।	
২। ধর্মপাল (মগধ ও গোড়ের) ৭৮৫—৮৩০ "	
৩। দেবপাল " ৮৩০—৮৬৫ "	
৪। শূরপাল ১ম " ৮৬৫—৮৭৫ "	
৫। বিগ্রহপাল ১ম " ৮৭৫—৯০০ "	
৬। নারায়ণপাল " ৯০০—৯২৫ "	
৭। রাজ্যপাল " ৯২৫—৯৫০ "	
৮। গোপাল ২য় " ৯৫০—৯৭০ "	
৯। বিগ্রহপাল ২য় " ৯৭০—৯৮০ "	
১০। মহীপাল ১ম " ৯৮০—১০৩৬ "	
১১। নরপাল " ১০৩৬—১০৫৩ "	
১২। বিগ্রহপাল ৩য় " ১০৫৩—১০৬৮ "	
১৩। মহীপাল ২য় " ১০৬৮—১০৭৮ "	
১৪। শূরপাল ২য় " ১০৭৮—১০৯১ "	
১৫। রামপাল (মগধ ও উত্তর গোড়ের) ১০৯১—১১০৩ "	
১৬। কুমারপাল " ১১০৩—১১১০ "	
১৭। গোপাল ৩য় " ১১১০—১১১৫ "	
১৮। মদনপাল " ১১১৫—১১৩০ "	
১৯। মহেন্দ্রপাল " ১১৩০—১১৪০ "	
২০। গোবিন্দপাল " ১১৪০—১১৬১ "	

পূর্বে লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে পূর্ববঙ্গে খড়্গাবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, আদিশূরের অভ্যুদয়ে এই খড়্গাবংশের শাসন বিলুপ্ত হয়। আদিশূরের পরলোক এক শূরবংশের প্রভাব-হ্রাসের সহিত এখানে পুনরায় বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের আত্মকূল্যে বৌদ্ধ পালরাজগণ অস্বাভাবিক সমতট বা পূর্ববঙ্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালবংশীয় কোন কোন রাজা এই প্রদেশ শাসন করেন, তাহাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া যায় না। গোড়ের মূল পালবংশীয় রাজা-দিগেরই কোন শাখা পূর্ববঙ্গে স্থানে স্থানে শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এখানকার প্রবাদ অনুসারে তালিপাবাদ পরগণায় মাধবপুরে বশপাল, তাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় শিশুপাল এবং সাতারের নিকটবর্তী কাটাঝাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব উত্তরে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রবাদ অনুসারে এই হরিশ্চন্দ্রের বংশেই বিষ্ণু-বিরাগী বৌদ্ধ নৃপতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র অন্য গ্রহণ করেন। মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের অপূর্ববার্হাতিয়া ও সন্ন্যাসের

গাথা আজিও রঙ্গপুর ও পূর্ববঙ্গে যোগী জাতির মধ্যে গীত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুবিরাগ এই সকল বৌদ্ধ নৃপতি সম্ভবতঃ পালবংশীয় ছিলেন, এই কারণেই বোধ হয় গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে "গোপীপাল" নামেও প্রখ্যাত হইয়াছেন। এই গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ মহা-তান্ত্রিক ও পরম জ্ঞানী দীপঙ্কর ত্রিভূতানের জন্ম হয়। ১০১১ কি ১০১২ খৃষ্টাব্দে দিঘিজয়ী দাক্ষিণাত্য-পতি রাজেন্দ্র চোল গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করেন।

পূর্ববঙ্গে বর্ষবংশ।

জৈনপতি রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে পূর্ববঙ্গ হীনবল হইয়া পড়ে। এই সময়ে বিক্রমপুরে বর্ষবংশের অভ্যুদয়। বর্ষবংশীয় কোন ভূপতি সর্ব প্রথম পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই বংশে হরিবর্ষদেব নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত বৈষ্ণব নৃপতির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি, তারশাসন ও বৈদিক কুলগ্রন্থে এই নরপালের কীর্তি ও গন্নিয় বিবৃত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলসম্বৃত মাধবেন্দ্র কবি-শেখর হরিবর্ষদেবের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

‘দীহার প্রচণ্ড ভূজদণ্ডাশঙ্কত কদল করবালভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ একশ্লিষ্ট হইত, জৈম ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ষিগণের যিনি শাস্তিহুৎ বিদূরিত করিয়াছিলেন, দীহার প্রভাবে সমস্ত রাজস্ববর্গের গর্ভ ও গোবৎস বর্ধ হইয়াছিল, যিনি নাগেন্দ্রপত্তন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন, যিনি একান্তকাননে হরিহর ব্রহ্মা নীতা রাম লক্ষণ হনুমান্ প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব পতাকা পরিশোভিত, সুরভিহুসুমসমুদায়ের সৌন্দর্য্যে নন্দন-কাননে অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উদ্যানসমূহে পরিবেষ্টিত অত্যাচ সুন্দর মন্দির সকল এবং মন্দাকিনীর জায় স্বচ্ছ-তোর কমলকল্লার শোভিত বিস্তৃত সরোবর সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি নানাপাত্র ও অস্ত্রবিভার বিলক্ষণ স্তম্ভক, অসাধারণ বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতিপ্রমুখ বিখ-বিখ্যাত সাত জন সচিবের সাহায্যে শীঘ্র এবং পরকীর রাষ্ট্রের সর্ব কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন, যিনি নিজ জননীর কাম্বুধর বিধেবরের পরাবিন্দ বর্ষনে বাইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাহার স্বচ্ছন্দ গমনের জন্য একটা প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন; অঙ্গ, বদ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নানাদেশে দীহার অদ্বুত কর্ম্মকাহিনী বিবোধিত হইয়াছিল, যিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি

০ "গোপীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।

ইহা গণিতে যে লোক আনন্দিত।" (চৈতন্যচরিতমৃত অধ্যায় ৩)

দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই রাজাধিরাজ নৃপকুলশিরোমণি রাজাধিরাজ হরিবর্ষদেবের জয় হউক।*

কবিশেখর প্রাচীন প্রমাণ বলে তিন শত বর্ষ পূর্বে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার একটীও অত্যুক্তি নহে। একাত্তরকানন বা ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাহুদেবের মন্দিরে ভবদেব-ভট্টের যে কুলপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতেও আমরা জানিতে পারি, রাষ্ট্রী শ্রেণী সিদ্ধল প্রাচীন অধিতীয় পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট বঙ্গাধিপ হরিবর্ষদেবের একজন সচিব এবং ভবদেবের কুলপ্রশস্তি-রচয়িতা বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।† অনন্ত বাহুদেবের স্থলর মন্দির ভবদেবেরই কীর্তি। তিনিও রাঢ়দেশে নানা পথ ও পাহনিবাস নির্মাণ করাইয়া সাধারণের সমুহ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কীর্তি উৎকলে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল? এক সময়ে এই সন্দেহ হইয়াছিল। এখন বৃত্তিতে পারিতেছি যে, উৎকলে হরিবর্ষার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ভবদেব এখানে মেঘকীর্তি রক্ষার সমর্থ হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের বর্তমান বিষ্ণুদেবের অপর পারে বহু মন্দির ধ্বংস অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ আমরা মহারাজ হরিবর্ষদেবের কীর্তি বলিয়া মনে করি। তিনি যে উৎকল ও নাগেন্দ্রপত্তন বা নাগপুর জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। তৎপূর্বে বঙ্গ ও উত্তর রাঢ়ে বৌদ্ধ-

* “স্বস্তি সমস্ত নরপতিকুলললাম প্রোক্তং ভূজগুপ্তসম্বন্ধিত-বিক্রমালকরবালভর-প্রেক্ষিতমঙ্গিলাপথাগতাশেবরিপুরাজজ্ঞৈন-বৌদ্ধাদি-বিধি-শর্মা-সম্বন্ধন-খণ্ডীকৃত-সকৌর্যপতি-গর্গগৌরবো নাগেন্দ্রপত্তনভনেকেশবিক্রমলকোদ্যাকমজরীকৈকাত্তকাননপ্রতি-ষ্ঠাপিত-হরিহর-বিরিক্তিবৈদেহীরাবলম্বন-হনুমদাষ্টটোত্তরশতাব্দুত-বৈজয়ন্তীবিভাগিতামঙ্গলক প্রস্থপ্রস্থনপটলসৌন্দর্য্যামিষ্টকৃত-নন্দন-কাননবৈভবপরমামোঘমোহানসমলকুতুভ্ররপথসংস্পর্শি ভূম্বর-মন্দির-মঙ্গাকিনী-বিমলকীলালকমলকল্লারেন্দীবরশোপারবিমলবৃন্দ-সংশোভিতহুশিলাগরোবরসংহতিঃ...বেশনিবাসনিখিলাস্ত্রাঙ্গনি-পূর্ণপরিজ্ঞানলঙ্কানভবৈচ্যক-বালভট্ট-ভট্টাচার্য্যগর্গবাচস্পতিপ্রমুখ-বিদ-বিখ্যাত সন্তসচিব সাহচর্য্যনির্ব্বৃতি-সম্যক্ বপররাষ্ট্রসর্গ-ব্যাপারো বারাগলীষরবিষেবরপদারবিষলসর্গনার্ধসমুত্তরজননী-বজ্রমেশপরিচারকুতে প্রবর্তিতপ্রশস্তবস্ত্রসিদ্ধমন্তপ্রতিনিয়তসরীতি পরিসেবনসম্প্রাপ্তপদবন্দ্য বজ্রালকলিলাভবেবজনপদবহনভাতুত-কর্ম্ম ভরাভ্রচেতা ভূবেবভূরানাক্ষিতাশেবন্দ্য ভরভাজির রাজাধি-রাজো দেব শ্রীহরিবর্ষা।” (রাঘবেজ কবিশেখর)

† জয়ের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ্য) ১ হাটন ভবদেবভট্টের কুল-প্রশস্তি এইখানে।

প্রভাব এবং জৈন নরপতি বিজয়ী রাজেন্দ্রচোলের সহিত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ জৈন প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল,—মহাবীর হরিবর্ষদেব সেই সকল বৌদ্ধ জৈন প্রভাব বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কবিশেখর হরিবর্ষদেবের সপ্ত সচিবের মধ্যে যে বালভট্ট ও বাচস্পতির কথা লিখিয়াছেন, অনন্তবাহুদেবের মন্দিরস্থ কুলপ্রশস্তি হইতে ঐ দুই প্রধান সচিবের নাম বাহির হইয়াছে। বালভট্ট কুলপ্রশস্তিতে “বালবলভী ভূজগুপ্তভবদেব ভট্ট” নামে খ্যাত। পরম বৈষ্ণব মহারাজ হরিবর্ষদেব গোড়, বঙ্গ ও রাঢ়দেশে বিগুচ্ছ বৈদিকচারণ প্রবর্তনের জন্ত বহুবান্ হইয়াছিলেন। করিমপুর জেলাস্থ সামন্তসার হইতে আবিষ্কৃত হরিবর্ষদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি বেদার্থবাচক ঋগ্বেদী বংস গোত্রজ রুক্মধর ভট্টারককে (করিমপুর জেলার অন্তর্গত) বেজগিয়ার প্রকৃতি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।* এইরূপে তিনি বৈদিক বিপ্রতিলক শুনক যশোধর মিশ্রকে কোটালিপাড় দান এবং অপরাপর বৈদিক ব্রাহ্মণকেও সম্মানিত করিয়া বৈদিকচারণ-প্রচারে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে সর্ক শাস্ত্রদর্শী মন্ত্রিবর ভবদেব ভট্ট রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিগুচ্ছ বৈদিকচারণ প্রবর্তন করিবার অভি-প্রায়ে “সামবেদীয় সংস্কারপদ্ধতি” রচনা করেন। অত্যাধি সেই পদ্ধতি অনুসারেই রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভবদেব ভট্ট যেমন এক জন অসাধারণ শীর্ষাসক ছিলেন, তাঁহার বহু বঙ্গাধিপের প্রধান মন্ত্রী বাচস্পতি মিশ্রও সেইরূপ এক জন সর্বদর্শনবিদ অসাধারণ নৈদারিক ছিলেন। তাঁহার বড় দর্শন টীকা ও ভারতটীনিবন্ধ সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের অশূর্ক রত্ন। তাঁহার ভারতটীনিবন্ধে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ “বব্বক বহু বংসরে” অর্থাৎ ৮৯৮ শকে (১৭৬ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইহার পর তিনি মিখিলায় রাজসভায় সম্মানিত হন এবং তথায় বড় দর্শনের টীকা রচনা করেন। পালরাজগণের প্রভাবে মিখিলায় বৌদ্ধাচার প্রবল হইলে বাচস্পতি মিশ্র ব্রাহ্মণভক্ত দক্ষিণরাঢ়ের সভায় আগমন করেন। জৈনধর্ম্মাবলম্বী রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণে রণপুর রাজ্যপ্রভৃতি হইলে বাচস্পতি মিশ্রও তীর্থবাস করিবার জন্ত উৎকল বাত্মা করেন। ঐ সময়ে হরিবর্ষদেবের অভ্যুদয়। তিনি বাচস্পতি মিশ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-দর্শনে তাঁহাকেই আপনার প্রধান মন্ত্রি প্রদান করেন।

রাজেন্দ্র কবিশেখর লিখিয়াছেন যে, কাভকুজে বঙ্গনাগ

* জয়ের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ্য) ৩ প্রাচীন হরিবর্ষদেবের তাম্র-শাসন দেখ।

ও রাজ্যনাশ দেখিয়া গঙ্গাগতি প্রভৃতি বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ অম্বুদ্রি পরিভাগ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। * এই সময়ে গোতমগোত্রীয় গঙ্গাগতি প্রভৃতি কএকজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গ হরিবর্ষরাজের রাজধানীতে আগমন করেন।† তাঁহারা কোটালিপাড়ে বাস করিতে থাকেন।

মুসলমান ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দেব-ঘোষী সুলতান সান্দু ১০১৯ খৃষ্টাব্দে বা ১০৪৩ শকে কনোজরাজের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণে কনোজরাজা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সময়ে বৈদিকবিপ্রগণের মধ্যে কেহ কেহ নিরাপদ হইবার আশায় দেববিপ্রভক্ত বঙ্গাধিপ হরিবর্ষদেবের অধিকারে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরদর্শনে বঙ্গদেশে বৈদিকাচার প্রতিপালনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১০১৯ খৃষ্টাব্দেরও পূর্বে হরিবর্ষদেবের অভ্যুদয় ঘটে। ১০১১ কি ১০১২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্রচোলের নিকট পরাজিত হইলে এবং বিজ্ঞেতা বঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে হরিবর্ষের পিতা জ্যোতির্বর্ষদেব বঙ্গ অধিকার করেন। তিনি বেশী দিন রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তৎপুত্র হরিবর্ষদেব রাঢ়, বঙ্গ ও কলিঙ্গ জয় করিয়া প্রায় ১০১৫ খৃষ্টাব্দে এক জন মহারাজাধিপাঙ্গ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার ৪২ রাজ্যাক্ষিত তান্ত্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বারা মনে হয় যে, প্রায় ১০৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

সেনরাজবংশ।

মহারাজ হরিবর্ষদেবের প্রভাব গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত হয় নাই। উত্তররাঢ় ও গঙ্গার পরপারস্থ বরেন্দ্র হইতে নয়। পর্য্যন্ত তখনও বৌদ্ধাধিকার চলিতেছিল। রাজেন্দ্রচোলের রাঢ়দেশ আক্রমণকালে দক্ষিণাপথের বহু সামন্ত নৃপতি তাঁহার বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোলের প্রত্যাবর্তনকালে সকল সামন্তই যে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তন্মধ্যে সামন্তসেনের নাম শিলালিপি ও তান্ত্রশাসন হইতে বাহির হই-
রাছে। মহারাজ হরিবর্ষদেবের অভ্যুদয়কালে দক্ষিণাত্যরাজবংশীর সামন্তসেন সম্ভবতঃ তাঁহারই অধীন সামন্তরূপে ভাগীরথীতীরে

তীর্থবাস করিতে থাকেন। তাঁহারই পুত্র হেমন্তসেন। ইঁহার বৈদিকের প্রাচীন বৈদিককুলপঞ্জীর মতে, হেমন্ত ওরফে ত্রিভিক্রম প্রথমে স্বর্ণরেখা নদীতীরে কাশীপুরী নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।† রাঢ়ীর কুলপঞ্জী মতে, সামন্ত বা হেমন্তসেন দক্ষিণরাঢ়ের পুরবংশীয় নৃপতির কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। পুররাজ নিজ বংশ ধ্বংস করিয়া স্বর্ণ গমন করিলে রাজ্যে অরাজকতা ঘটে, এই সময় হেমন্তসেন পুররাজা অধিকার করিয়া “প্রীধম” নাম গ্রহণপূর্বক ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন।‡ কিন্তু আমাদের বিবাস, এই অরাজকতা পুরবংশের রাজাহানির ক্ষয় ঘটে নাই, কারণ রণ-পুরের পরও যে এই রাজবংশ এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই, সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। অধিক সম্ভব, মহারাজ হরিবর্ষদেবের বৃত্তান্তে সমস্ত রাঢ়বঙ্গে অরাজকতা ঘটে, এই সুযোগে হেমন্তসেন রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু সমস্তট বা পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশ পাল রাজাদিগের অধিকারে এবং দক্ষিণাংশ রাজা হরিবর্ষের পুত্রের অধিকারে থাকে। হেমন্তসেনের অসাধারণ বীরত্ব, অপূর্ণ সাহস ও তদ্বারা নৃপালবর্গের পরাজয়কাহিনী মহাকাব্য উদ্যাপিতধরনের উজ্জল ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে।

তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ে বৌদ্ধ পালমহাপতিগণের রাজধানী ছিল। কিন্তু তাঁহার আক্রমণ সফল করিতে না পারিয়া মহীপালপুত্র নরপাল প্রায় ১০৬৫ শকে (১০৪৩ খৃষ্টাব্দে) বিক্রমশিলায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পূর্বেই লিখিয়াছি, রাঢ়ীয়কুলপঞ্জী মতে হেমন্তসেন ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। এ দিকে বিক্রমপুরের বৈদিককুলপঞ্জী মতে, হেমন্ত-ত্রিভিক্রমের পৌত্র ও বিজয়ের পুত্র জামলবর্ষা বিক্রমপুর অধিকার করিয়া ১১৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যে অভিষিক্ত হন।¶ এরূপ স্থলে ১১৪ শকের পূর্বে হেমন্তপুত্র বিজয়সেনের রাজ্যলাভ, এবং তাঁহার ৩৪ বর্ষ পূর্বে হেমন্তসেনের অভিষেক হইয়াছিল, বলিতে হয়।

বিজয়সেন প্রায় ১১০ শকে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। দেও-পাড়া হইতে আবিষ্কৃত বিজয়সেনের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি মিথিলা হইতে কামরূপ এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত আপনার অধিকারভূক্ত করিয়াছিলেন। “বরলাদায়” নামক

* “রাজ্যপ্রাণাৎ বন্যাবলম্ব্য গাংগাবলম্ব্য বহুভাগং বিত্যাগ।

এতন্নি সূত্রং বন্যবর্জিতব্রহ্মপাদিরকার্যমিত্যঃ প্রায়শ্চ।”

(রাধেন্দ্র কথিতধর)

+ “জ্যোতির্ভক্তঃ কিম্ব রাজধানীমবসন্তঃ শ্রীহরিবর্ষরাজঃ।

বঙ্গদেশে রাজ্যভোগে বসন্তঃ রাজ্যে ভবন্তঃ বিজয়ঃ।

তদাশিলা নৃপতিঃ বর্ষদিত্যঃ তত্র দ্বিতীয়াভ্যুদয়েনিত্যঃ।

দ্বিতীয়ে বাচস্পতিয়া সন্যাস পরমঃ কেমবদ্যবসন্তঃ।”

রাজের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণভাগ) ৩য় ভাগে ৩৪/১ পৃষ্ঠা।

* কর্তমান নাম কাশীপুরী।

+ রাজের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণভাগ) ৩য় ভাগে ১৪ পৃষ্ঠা।

‡ রাজের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণভাগ) ৩য় ভাগে ১১ পৃষ্ঠা ও ৩৪ ভাগে ২১ পৃষ্ঠা।

§ বোহার বর্তমান শিলাও নামক গ্রাম।

¶ “বন্যব্রহ্মবর্জিতঃ স বহুং রাজ্যং পৌত্রঃ কামঃ সিংহবলৈঃ পরিকৃত্য পুংঃ।

পুরাণরাজ্যভিমানঃ বিজিত্যস্তরাজ্যং শকঃ পুংঃ কলিঙ্গবীঃ বিজয়ত পুংঃ।”

(রাজের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণভাগ, ৩য় ভাগে ১০ পৃষ্ঠা।)

একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃতগ্রন্থে আছে, মহারাজ বিজয়সেন অন্ন, বন, কলিক্কেয় অধীশ্বর হইয়া কুরঙ্গের আয়োজন করেন, এই সময়েও কান্তকূজ হইতে যজ্ঞে ব্রতী হইবার জন্ত পঞ্চ বৈদিক বিপ্রের শুভাগমন হইয়াছিল। বিজ বাচস্পতির “বল্লভ কুলদীপারসংগ্রহে”ও লিখিত আছে—

“নরশ চোরানই শক পরিমাণে।

আইলেন বিজগণ রাজ সরিধানো ॥

পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোবানো।

সন্মান করিয়া ভূপ রাখিলা সর্বজনে ॥”

উক্ত কুলগ্রন্থের প্রমাণে ১১৪৪ শকে কনোজ হইতে বৈদিক বিশ্রাগমন এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণরাষ্ট্রীয় ও বল্লভ কায়স্থ-প্রধান-দিগের বীজপুরুষগণের গোড়াগমন সিদ্ধ হইতেছে। পঞ্চ বৈদিক বিপ্র বিনা কারণে গোড়-রাজসভায় আসেন নাই। বল্লভালোদয়ের কথা মানিলে বলিতে হয়, কুরঙ্গের সম্পন্ন করিবার জন্ত বৈদিক বিশ্রাগণ আহৃত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে ১১৪৪ শকে বিজয়সেনের রাজ্যে অভিষেক ও কুরঙ্গের যজ্ঞ এবং ঐ সময়ে বিজয় কর্তৃক তৎপুত্র শ্রামলবর্ষার যৌবরাজ্যে অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া থাকিবে।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের “চাকুর” নামক কুলগ্রন্থেও লিখিত আছে—

“গাহার বংশের লোক বলাল মধ্যাদা।

নরশ চোরানই শকে না ছিল একলা ॥”

অর্থাৎ ১১৪৪ শকে যে সকল কায়স্থ আগমন করেন, সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে বল্লভমধ্যাদা ছিল না।

নানা কুলগ্রন্থে ১১৪৪ শক দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ অল্প বঙ্গীয় ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। ঐ বর্ষে বিজয়সেনের অধিরাজপদে অভিষেক, কুরঙ্গের যজ্ঞোপলক্ষে বৈদিক বিপ্র ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন এবং বিক্রমপুরের শ্রামলবর্ষার যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রভৃতি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বিজয়সেন বারেন্দ্রের দক্ষিণাংশ জয় করিলেও উত্তরাংশ তখনও বৌদ্ধ-পালরাজ্যদিগের অধিকারে ছিল। দীর্ঘকাল বৌদ্ধাধিকারে থাকায় বারেন্দ্রের সকল লোকই প্রায় বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কুলগ্রন্থে “রাষ্ট্র-বারেন্দ্রজ্যোত্ব-কারিকা” হইতে জানা যায় যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও অনেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারী হইয়া উপবীতবর্জিত হইয়াছিলেন,—অবশেষে বৈদিক ধর্ম্মাভিষেক মহারাজ বিজয়সেনের অত্যাচারে তাঁহার বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিলেন।* বিজয়সেন ও তৎপুত্র

বল্লালসেনের সময়ে দক্ষিণ বারেন্দ্রের বিশ্রাগণ পুনরায় বৈদিকাচার গ্রহণ করিলেও উত্তর-বারেন্দ্রে বহুকাল বৌদ্ধাচার প্রচলিত ছিল। এই কারণেই বোধ হয়, দক্ষিণ-বারেন্দ্রের বিশ্রাগণ উত্তর-বারেন্দ্রের সহিত সন্ধত্যাগ করেন। বারেন্দ্রদিগের মধ্যে বৈদিকাচার ও বেদচর্চা অনেকটা লোপ হইয়াছিল, তাহা হলানুধের ব্রাহ্মণ-সর্কষ পাঠ করিলেও জানা যায়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যজুর্বেদের সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদিগকে বৈদিকাচার উপদেশ দিবার অভিপ্রায়েই সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মাধিকারী হলানুধ “ব্রাহ্মণসর্কষ” রচনা করেন।*

রাজা বিজয়সেনের শাসনকালে মূর্শিদাবাদ জেলায় উভয়ে প্রবাহিত গঙ্গা হইতে দক্ষিণে উৎকলের সীমা পর্যন্ত সর্কষ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মপ্রচারের বিপুল আয়োজন চলিয়াছিল। তিনি দেবব্রাহ্মণ-ভক্ত ও বৈদিকাচার-প্রবর্তনে বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া, কুলগ্রন্থকারগণ তাঁহাকে ২য় আদিশুর নামে পরিচিত করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বলিতে কি, মহারাজ বিজয়সেন ও তৎপুত্র শ্রামলের প্রভাবে গোড়মণ্ডলের উচ্চ জাতীয় জনসাধারণের হৃদয়ে আবার দেববিজ্ঞ-ভক্তি উদ্ভিক্ত হইতেছিল।

১০০১ শকে (১০৭৯ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ মহারাজ বিজয়সেনের কুরঙ্গের যজ্ঞের সপ্ত বর্ষ পরে শ্রামলবর্ষা বিক্রমপুরে শাকুনসত্র উপলক্ষে পুনরায় কর্ণাবতী হইতে শুনক, শোনক, শাঙিলা, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ প্রভৃতি গোত্রের বৈদিক বিশ্রাগণকে আনাইয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ নানা শাসনগ্রাম লাভ করিয়া বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজে প্রধান বলিয়া সম্মানিত।

মহারাজ বিজয়সেন ও শ্রামলবর্ষা তখনকার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমাজের জন্ম অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সকলেই বিজয়কে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারই প্রভাবে তৎপুত্র বল্লালসেন ব্রাহ্মণসমাজের ব্যবস্থাপক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয়ের তিন পুত্র—মল্ল, শ্রামল ও বল্লাল। মল্ল সুবর্ণরেখা-তীরবর্তী কাশীপুরী নামক সামন্তরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রামল পিতার সহিত মিথিয়ারে নিযুক্ত হন। বিজয়ের গোড় বঙ্গের অধিরাজ্যে অভিষেককালে শ্রামল ও বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং বিক্রমপুরের তৎপূর্ববর্তী বর্ধারাজ্য-গণের জায় তিনিও কর্ণোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* “কুণ্ডলবংশাধারনামসমগ্রীনাং বারেন্দ্রকবিজাতীনাং কাণ্ডশাখিকাজনেনিলাং কর্ণাধিপাধি...পার্শ্বকর্ণোপবৃত্তব্রহ্মণ্যা অষ্টৌতয়া।”—

(হলানুধের ব্রাহ্মণসর্কষ)

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণভাগ) ৩য় খণ্ড ২১-২৪ পৃষ্ঠায় বিজয়পুত্র শ্রামলের “বর্ধা” উপাধি ধারণের কারণ ও ইতিহাস উল্লিখিত।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণভাগ) ৩য় খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠায় বিজয় বিশ্রাগণ উল্লিখিত।

বিজয়ের দীর্ঘরাজকাল মধ্যেই সম্ভবতঃ মল্ল ও ভ্রামিল ই-
লোকে পরিত্যাগ করেন। এই কারণ বিজয়সেনের মৃত্যুর পরে
তাহার অপূর্ণ পুত্র বল্লাল ১০৪১ শকে (১১১২ খৃষ্টাব্দে) পিতৃ-
সিংহাসনে অতিবিক্ত হইলেন। বিজয়সেন গোড়াধিপ পালরাজকে
পরাজয় করিয়া বরেন্দ্রভূমে বিজয়চিহ্ন স্বরূপ প্রহারেখরশিখার
প্রতিষ্ঠিত করিলেও তাহার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমনের সহিত
ভাগীরথীর উত্তরতীরবর্তী অধিকাংশ জনপদ আবার পালবংশের
শাসনাধীন হইয়াছিল। বল্লালসেন রাজপদে আসীন হইয়াই
গোড় হইতে পালবংশকে বিতাড়িত করিয়া মিথিলা পর্য্যন্ত জয়
করিয়াছিলেন, মিথিলা বিজয়কালেই তাহার প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণ-
সেন ভূমিষ্ঠ হন, সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্তই তিনি
লক্ষ্মণ-সংখ্য (ল সং) প্রচলিত করিয়াছিলেন। গোড় হইতে
মিথিলা পর্য্যন্ত এক সময় সর্বত্র এই অক্ষ প্রচলিত ছিল, বল্লাল-
সেনের পিতা ও পিতামহ সকলেই বৈদ্যনিষ্ঠ শৈব ছিলেন।
বল্লালও প্রথমে শৈবধর্মের একান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন, কিন্তু
সমস্ত গোড়রাজ্য অধিকার ও গোড় নগরে রাজপাট স্থাপনের
সহিত বল্লাল দেখিলেন যে, তাহার অধিকাংশ প্রজাই বৌদ্ধ
তান্ত্রিকধর্মাবলম্বী। বহু চেষ্টাতেও তাহার পিতা পিতামহ বৌদ্ধতন্ত্রের
প্রভাব এক কালে ধর্ম করিতে সমর্থ হন নাই। পালরাজ্যের
প্রসঙ্গে পূর্বেই লিখিয়াছি, রাঢ়ের পূর্বতন প্রভাবশালী সারস্বত
(সম্ভ্রাস্ত) ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্ত ধর্মপালপ্রমুখ
পালরাজগণ অনেক রাঢ়ীয় সারস্বত বিপ্রকে আনিয়া বরেন্দ্র-
ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে পাল-
রাজ্যের অধিকরণে ও দীপস্বরী স্রীজানপ্রমুখ বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের
ধর্মোপদেশগুণে বৌদ্ধতন্ত্রে অগ্ররক্ত হইয়াছিলেন। বল্লাল এত-
রূপ বরেন্দ্র সারস্বত বিপ্রবংশসমূহ অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক এক
ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে তাহার মতিগতিও
কিরিল। তিনি প্রথমে তান্ত্রিক মতেই অগ্ররক্ত হইয়া পড়িলেন।
তিনি তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অতি নীচজাতীয়া রমণী ও বৈশ্যদি
লইয়া তৈরবী চক্রের অমুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; তজ্জন্ত
তাঁহার পিতা ও পিতামহের সমস্বকার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সম্ভ্রামগণ
বল্লালের আচরণে অত্যন্ত দুঃস্থ হইলেন, প্রজার বৌদ্ধতাব
বল্লালের জন্য অধিকার করিয়াছে ভাবিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণমাত্রেই
বল্লালের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই তাঁহার চর্যকার
বা ডোম-কস্তার পাণিগ্রহণপ্রবাদ রচিত হইল। এমন কি, বৈদিক
বিপ্রগণের বড়বয়ে লক্ষ্মণসেন পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সময় রাজনীতিকৌশল বল্লাল এক-
দিকে নিজ রাজপদ রক্ষা ও অপরাধিকে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট
রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া

কিছুদিনের জন্ত তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন।
ইহার পর তিনি হিন্দু জনসাধারণকে নিজ মতানুযায়ী করিবার
অভিপ্রায়ে প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রোক্ত ধর্ম আশ্রয় করিলেন, তখনও এ
দেশে হিন্দুতন্ত্রগুলি বৈদিকের নিকট বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই গণ্য ছিল,
সেই সময়ের হিন্দু ও বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের মত কতকটা মহানির্বাণ-
তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মহানির্বাণ-তন্ত্রকার ঘোষণা করিয়া গিয়া-
ছেন, “এখন বৈদিক মন্ত্র সকল বিবহীন সর্পের দ্বারা বীণ্যহীন।
কলিযুগে একমাত্র তন্ত্রোক্ত কার্য্যমাত্রই শীঘ্র ফলপ্রসূত”। মহারাজ
বল্লালসেন তন্ত্রানুযায়ী হইয়া প্রথমতঃ ঐরূপ বেদবিরুদ্ধ মতই প্রচার
করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈদিক বিপ্রসমাজ, বল্লালসেনের কোন
কোন আশ্রয় এবং উত্তরাচার্য ও অভিনব বরেন্দ্র কার্য-
সমাজ বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন; এ দিকে তান্ত্রিক
ধর্মের পক্ষপাতী কনৌজিয়া বিপ্রসমাজ রাঢ়ীয়-বরেন্দ্রগণ অনেকে
তাঁহাদের অধিপতির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সেনবংশের সম্প-
র্কিত বঙ্গ কার্য-সমাজও বল্লালসেনের পক্ষ সমর্থন করেন।
যে যে সমাজ গোড়াধিপের তান্ত্রিক ধর্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন,
বল্লালসেন তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া নূতন সমাজ গঠন করিলেন।
তাহা হইতেই বল্লালসেনের অভিনব কৌশল-মধ্যমাণ স্রষ্টা।
প্রথমে তাঁহার তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, কুলচাষী ও
তান্ত্রিক ক্রিয়ায় হৃদয় ছিলেন, তাঁহাদিগকেই গোড়াধিপ সর্ব
প্রথমে সম্মানিত করেন এবং তাঁহারাই প্রথমে কুলীন বলিয়া
বল্লালসেনায় পূজিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, অল্পকাল মধ্যে গোড়বঙ্গে সর্বত্রই রাজা বল্লাল-
সেনের উৎসাহে হিন্দুতান্ত্রিক মত প্রবর্তিত হইল, বৌদ্ধতান্ত্রিক-
গণ সহজেই এখন হিন্দুতান্ত্রিকগণের সহিত সম্মিলিত হইতে
লাগিল। রাজা বৌদ্ধধর্মী, তাঁহার প্রধান অমাত্য বৌদ্ধদিগকে
অতি যত্নের চক্ষে দেখেন; হস্তস্বাক্ষর রাজত্বেরই হউক, অথবা
রাজার অমুগ্রহলাভাশায় হউক, প্রজা সাধারণ বৌদ্ধ মত পরি-
ত্যাগ করিয়া হিন্দুতান্ত্রিকের আশ্রয় লইতে লাগিল। যাহারা
হিন্দু তন্ত্রোক্ত ধর্ম না মানিয়া বৌদ্ধধর্মে আস্থা দেখাইতে
লাগিল, তাঁহারা রাজ্যদেশে অতিহীন বর্ণ বলিয়া গণ্য হইল।
পূর্বেই বলিয়াছি, বল্লালও তাঁহার পিতা পিতামহগণের দ্বারা প্রথমে
শৈব ছিলেন, তাহা তাঁহার “নিঃশঙ্কস্বরগোড়েশ্বর” উপাধির
মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু শক্তিমত্রে দীক্ষার পর তিনি বোর
শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমস্ত বঙ্গবাসীকে শক্তিমত্রে
দীক্ষিত করিবার জন্ত তিনি কুলীন গুরু নিযুক্ত করেন, এবং
তাঁহাদের সম্মানবর্দ্ধনের জন্ত তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদিগকে বহু-
গ্রামও দান করিয়াছিলেন। আগমোক্ত প্রমাণস্বরূপও তিনি

কুলীন ভঙ্গ প্রভৃতি প্রচার করেন। ক্রমে বঙ্গাল-পুঞ্জিত কুলীনগণই পৌড়-বঙ্গের বিস্তৃত পাণ্ডুলসাজের মন্ত্রণক হইয়া পড়িলেন। বঙ্গালসেন তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পদব্যাখ্যা অঙ্গুর রাখিবার জন্য তাঁহাদের স্ব স্ব কর্তব্য ও তাঁহাদের মধ্যে পরিবর্তন বর্ণনা প্রচলন করিলেন।

কিন্তু ব্যোমুখি ও শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে সৌভাগ্যপেরও বৈদিক ধর্মের উপর আস্থা বর্তে হয়, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র কিছু পূর্বে রচিত “দানসাগর” পাঠ করিলে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র পূর্বে তিনি প্রিয় পুত্র লক্ষণকে আহ্বান করিয়া তৎ-প্রবর্তিত কুলবিধিগণন এবং সমরোগবোধি বৈদিকমিশ্রিত তাত্ত্বিকমার্গ প্রচারের উপদেশ দিয়া যান।

১১৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষণসেন গির্জাসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। লক্ষণসেনের পূর্বে হইতেই তাত্ত্বিক ধর্মে সঙ্গম অগ্রগতি ছিল না, তাঁহার শিষ্যরাহির মত তিনিও বৈদিক কর্তব্যসাধনে তৎপর এক বৈদিক বিদ্যা অঙ্গুরক ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পণ্ডপতি এবং তাঁহার প্রধান ধর্মাবিকারী (Chief-justice) হলান্দ বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার যে করণানি তাত্ত্বাগমন পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রতিশ্রুতিবিশিষ্ট বৈদিকবিপ্র-গণের উদ্দেশ্যেই নিবদ্ধ, রাজ্যীয় বা ব্যোমুখিবিপ্রগণের উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার কোন তাত্ত্বাগমনই পাওয়া যায় নাই।

সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরে লক্ষণসেন নিজের আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্যই গির্জাপুঞ্জিত কুলীন-সিগকে সভার আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমীকরণ করিলেন এবং হলান্দ ও পণ্ডপতির সাহায্যে অতি প্রাক্করভাবে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে সমস্ত পৌড়বঙ্গ তাত্ত্বিকতার আচ্ছন্ন। সাধারণে তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন শাস্ত্র প্রমাণ্য বলিয়া মনে করিতেন না। ক্ষুদ্র লক্ষণসেনকেও তত্ত্বের আশ্রয় নহিতে হইল। তাঁহার প্রধান ধর্মাবিকারী পরম পণ্ডিত হলান্দ প্রতি, বৃত্তি, পুরাণ ও তত্ত্বের সারসংগ্রহপুর্ক সেই সময়ের উপযোগী “মন্ত্রসূত্র” নামে এক মহাতত্ত্ব প্রচার করিলেন। হিন্দু সমাজের সনাতন রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ তাত্ত্বিকগণ বিরোধী না হয়, যেন এই মহাতত্ত্বপ্রচারেই মন্ত্রসূত্র তত্ত্ব রচিত হইয়াছে। এভাবেই মন্ত্রসূত্রতত্ত্বের বীরাচার্যবিশেষ অভিন্নত তারাকর, এককটা, উগ্রভাষা এবং ত্রিপুরা দেবীর পূজার্ত্ত ও মন্ত্রোচ্চারণ, তৎপরে বৌদ্ধভাষ্যবোধিত মহাচীনক্রম, তারার বীরসামন ও সীলসামনতন্ত্রম এক কথো মধ্যে বেদের প্রকাশ্য করিয়া যেন বৌদ্ধভাষ্যপ্রচারেই তারার তত্ত্ব রচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ পাঠ করিলে মন্ত্রসূত্রকে বৈদিকভাষ্যে প্রিয় বস্তু দিয়া মনে হইবে। কিন্তু বীরাচার্য সর্বকল্প মন্ত্রসূত্র-

তত্ত্বকার হলান্দদের উদ্দেশ্য নহে। প্রতি, বৃত্তি ও পুরাণে যে সনাতনের বিধান আছে, পরবর্তী পটল হইতেই সমাপ্তি পর্যন্ত তাহারই তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ বাহা সনাতন বলিয়া অভিধা পালন করিতে-ছেন, বর্তমান শাস্ত্র, শৈব ও বৈষ্ণবগণের প্রধানতঃ অঙ্কুরের আদিক ও মাসকৃত্য, বারপ্রত এবং দেবদেবীর পূজামন্ত্রাদিতে মন্ত্রসূত্রের অধিকাংশই ভূষিত হইয়াছে। মন্ত্রসূত্রের ৩১ পটল হইতে ৪১ পটল পর্যন্ত আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে যে, মহাবির প্রাচীন বৃত্তিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যভক্ষ্য, চাতুর্বাণ্যের অবশ্য কর্তব্য ও প্রারম্ভিকতা বাহা নিরূপিত হইয়াছে, হলান্দ তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়া মন্ত্রসূত্রে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে তার প্রকৃতি তাত্ত্বিক দেবদেবীর পূজা ও সাহায্য-প্রচার করিয়া বীরাচার্যবিশেষ হাতে আনিয়াছেন, তৎপরে মন্ত্র সাংসারির মধ্যেই নিবদ্ধ করিয়া তাহার অনাবিকৃত্য ও প্রারম্ভিকতাইতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৌদ্ধবির মধ্যেই নিবদ্ধ করিতেও মন্ত্রসূত্রকার পদ্ধতঃপদ হন নাই।

মহারাজ লক্ষণসেন একদিকে যেমন মন্ত্রসূত্রতত্ত্ব প্রচার করিয়া সাধারণ তাত্ত্বিকগণের কল্যাণবন্ধনের উপায় করিলেন, অন্যদিকে আবার ব্যোমুখ ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রধান মন্ত্রী পণ্ডপতি দ্বারা “সংস্কারপদ্ধতি” এবং রাজ্যীয় ও ব্যোমুখ বিপ্রসমাজের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার জন্য “ব্রাহ্মণসর্বক” প্রচার করাইলেন। এই সময়েই হলান্দদের অপর ভ্রাতা পণ্ডিতবর ঈশান গৌড়-বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের জন্য “আদিকপদ্ধতি” প্রচার করেন। মহারাজ লক্ষণসেন বিরূপে বেদের হিন্দু সমাজকে উন্নত করিবার জন্য যত্নবান হইরাছিলেন, তাহা উক্ত চারিখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসেই জব্দনয়ন হইবে। বিশেষতঃ মন্ত্রসূত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, লক্ষণসেন যে প্রাণালী অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, আর সেই প্রাণালীতেই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ আজও পরিচালিত হইতেছে।

মহারাজ লক্ষণসেন বৃদ্ধ বয়সে গৌড়া বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। অল্পবয়সে কোলকাত্তাপাবলির মনু আচার্যসেই তিনি অনেক সময় আতিথ্যভিত্তি করিতে আসিলেন। প্রথমে যে হলান্দ “শৈবসর্বক” লিখিয়া গৌড়সমাজের ঐতিহ্যজনক হইরাছিলেন, এখন তাঁহাকেই “বৈষ্ণবসর্বক” লিখিতে হইল। ভাগবতধর্মের গুঢ় রহস্য সাধারণের সহজবোধ্য নহে। সাধারণের পক্ষে তাহার বিপত্তি বস উৎপাদন করিয়াছিল। এই সময়ের রাজকবি গোবীন্দ “সনাতন” পাঠ করিলে দেখা যায়, বৃদ্ধ লক্ষণসেনের রাজধানীতে কিশোরিকার প্রোক্ত প্রবর্তিত হইতেছিল,—একান্ত ব্রাহ্মণ রাজকীয়ানিধিগণের বহিঃসমীপে

সুশ্রীত, নিশীথে স্বেচ্ছাচারী অভিসারিকাগণের অব্যাহত পণ্ডিতে সেনরাজধানী চমকিত, নগরের উত্তানসমূহ নাগরদোশার ঘৃণ্যমাণা নাগরীগণের উদ্ভাদ কলনাদে বিভ্রাবিত এবং প্রণয়-লিপ্সু কামিনীগণের প্রেমমালাপে সমস্ত বিভাবরী যেন উদ্ভাসিত—তাহারই ফলে গোড়ীয় সেনাবিভাগে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার, বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল এবং তাহারই পরিণাম ফলে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে নববীপ-রাজধানী মহারাজ লক্ষ্মণসেনের হস্ত হইতে মুসলমান-কবলিত হইল।

তাত্ত্বিক বোদ্ধাচার-বিপ্রাবিত হিন্দুসমাজকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার জন্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেন যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসী হিন্দু সাধারণের হৃদয়ষ্টক্রমে আর তাহা সম্যক পরিপুষ্ট লাভ করিতে পারিল না। বঙ্গদেশের সময় তিনটী রাজধানী ছিল। একটি উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলার অন্তর্গত গোড় নামক প্রাচীন স্থানে, একটি নববীপে ও অপরটী পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। লক্ষ্মণসেন মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের অকস্মাৎ আক্রমণ-ভয়ে নববীপ রাজধানী পরিত্যাগ করিলেও, তৎপুত্র কেশব গোড় সৈন্তসংগ্রহ করিয়া একবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী সৈন্তগণ লইয়া তিনি পরাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইলেন না, কাজেই তিনি গোড় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে পলাইয়া গেলেন। তখনও বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র মহাবল বিশ্বরূপ সেন শাসন করিতেছিলেন। যেকপ ঘোরতর যুদ্ধে পতিত হইয়া বৃদ্ধ নৃপতি লক্ষ্মণসেন নববীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, বিশ্বরূপের সভায় সেরূপ কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা যড়যন্ত্রের অভিনয় হয় নাই, অথবা স্বেচ্ছাচার ও বিলাসিতার তখনও পূর্ববঙ্গ উৎসর যায় নাই। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুসলমানের নিকট উৎকোচ গ্রহণপূর্বক ভবিষ্যদ্বাণীর দোহাই দিয়া রটনা করেন যে, দীর্ঘশত্রু ও আজাঘুলিভুক্ত মুসলমান শীঘ্রই আসিয়া নববীপ অধিকার করিবে। বৃদ্ধ নরপতি ও ব্রাহ্মণের এবং বিধি কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রাণভয়ে ছদ্মবেশে নববীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু সোভাগ্যক্রমে বিশ্বরূপের সভায় সেরূপ স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অধিষ্ঠান ছিল না, তাই স্বদেশভক্ত বঙ্গীয় বীর-গণকে লইয়া মহাবীর বিশ্বরূপ মুসলমানের কবাল কবল হইতে বঙ্গরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই বিশ্বরূপ নিজ ভ্রাতৃত্বশাসনে “গর্গবনাবর-প্রণয়-কালক্রম” ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। তাহার সভায় গিয়া কেশবসেন উপযুক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন ছদ্মবেশে তীর্থযাত্রার প্রকৃত হইলে, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধবসেনও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। কুমারসেন কেদার-

নাথ তীর্থে এখনও তাহার নাম ও তাহার সহচর বন্দ্যবংশীর ব্রাহ্মণের নাম ভ্রাতৃত্বশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে, এখনও তাহার উক্ত বন্দ্যবংশধরগণ বাস করিতেছেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্য পরিত্যাগ ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব সেনের হিমালয়যাত্রা ঘটিলে পর কেশবসেন পূর্ববঙ্গে কিছুদিনের জন্ত নামে মাত্র রাজা হইলেন, কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ বিশ্বরূপের হস্তেই প্রকৃত শাসনশক্তি পরিচালিত হইতে থাকে। তাহার মৃত্যুর পর আর ১২১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বরূপ পূর্ববঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজ্যরক্ষার ব্যস্ত ছিলেন, সেই জন্ত সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে সুবিধা পান নাই। তিনি পিতৃ-প্রবর্তিত তাত্ত্বিক নামধের প্রজ্ঞার বৈদিকচায়েই সমর্থন করিতেন, এবং বৈদিক বিদ্রোহকে বহুতর শাসন গ্রাম প্রদান করিয়া বৈদিকপ্রিয়তাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার সময় হইতেই লক্ষ্মণসেন-সংস্কৃত রাষ্ট্র ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের জ্ঞান বৈদিক-সমাজে ও মিশ্র-বৈদিক-তাত্ত্বিকচার প্রবেশ করিতে-ছিল। বিশ্বরূপ দীর্ঘকাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। ঐ সময়ের মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ নদীয়া আক্রমণের ৬০ বৎসর পরে লিখিয়াছেন, তখনও লক্ষ্মণসেনের বংশধর পূর্ববঙ্গ স্বাধীনভাবে শাসন করিতেছেন। সেই স্বাধীন নৃপতিকেই আমরা বিশ্বরূপ বলিয়া মনে করি। আইন-ই-অকবরীতে দেখা যায়, কেশবসেনের পর সদাসেন বা শুরসেন নামে একব্যক্তি রাজা হন। ইহার রাজত্বকাল ১৮ বৎসর লিখিত আছে।

সম্ভবতঃ মুসলমান ঐতিহাসিক মুসলমানধর্মী বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া তৎপরবর্তী সদাসেন বা শুরসেনের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে কুলগ্রহে দমুজমাধব বা দনোজা মাধবের নাম পাওয়া যায়। এই দনোজা আইন অকবরীতে নোজা নামে উক্ত হইয়াছেন। হরি-মিশ্রের কারিকা মতে, ইনি রাজা কেশবসেনের পুত্র। ময়মনসিংহ হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থান তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়ে যে বৈদিক-তাত্ত্বিক মিশ্রাচারের স্বরূপ লাভ হইয়াছিল, দনোজা মাধবের সময় উক্ত মিশ্রাচার পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে বিস্তৃতি লাভ করে। বৈদিকসমাজে এই মিশ্রাচার প্রকাশে স্বীকৃত না হইলেও এই সময় রাষ্ট্র ও বারেন্দ্রসমাজে তাত্ত্বিক ও বৈদিক এই উত্তরবিধ আচারই প্রতিসমুদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। দনোজা সভার রাষ্ট্রীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের চারিবার সমীকরণ হয়, তিনি ধার্মিক ও পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া কোলীভ-মর্যাদা দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গ

০ বছর রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণভাষ্য, ৩৪ অংশ, ২য় অধ্যায়ে বিবৃত বিষয় হইতে।

কার্য হুসীনের পুত্রবধূর কন্যাকে বিবাহ করেন* এবং বঙ্গ-কার্য-সমাজের গোষ্ঠিপতি হন। তিনিই গৌড় হইতে প্রধান কার্য হুসীনের ও মুলাচাৰ্য্যগণকে আনাইয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন।

১২৮২ খৃষ্টাব্দে বিল্লীর বলবন্ গৌড়াধিপ হুসুতান মুদিস-উদদৌলের বিরুদ্ধে আগমন করেন। তৎকালে দল্লত রায় জলপথে বিল্লীরদিকে সাহায্য করার পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সর্দারগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বলবনের দিল্লী-প্রস্থানের পর, এই সকল মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় অল্পকাল পরে দল্লতমাধব সুবর্ণগ্রাম হারাইলেন, এবং আত্মীয় স্বজনসহ সন্মুখের নিকটবর্তী চন্দ্রবীণে পিয়া বাস করিলেন।

পূর্ববঙ্গের উত্তরাংশ হারাইলেও দক্ষিণাংশে তাঁহার বংশধরগণ বহু কাল বাহীন ভাবে শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দল্লতমাধবের পর তৎপুত্র রমাবল্লভদেব, তৎপরে তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভদেব, তৎপরে তৎপুত্র হারিবল্লভ দেব, তৎপরে তৎপুত্র জয়দেব বৎসক্রমে বাহীনভাবে চন্দ্রবীণ রাজ্য শাসন করেন। জয়দেবের পুত্র সন্তান না হওয়ার তাঁহার দৌহিত্র বলভদ্র বহুর পুত্র পরমানন্দ বহুর চন্দ্রবীণের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বহুবংশীয় ৭ জন রাজার রাজত্বের পর, শেষ রাজা প্রেমনারায়ণের পুত্র সন্তান না হওয়ার তাঁহার ভাগিনের মিত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ উত্তরাধিকার লাভ করেন, তাঁহার বংশধরগণ অতাপি বাকলা চন্দ্রবীণে বিভ্রম। তাঁহাদের সেই সৌভাগ্য-স্বর্ঘ্য অন্তিমিত হইয়াছে, এখন আর রাজবংশের বলিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। তবে চন্দ্রবীণ-সমাজের সমাজপতি বলিয়া বঙ্গ কার্য-সমাজে আজও তাঁহারা বিশেষ সমানিত।

[চন্দ্রবীণ শব্দে বিবৃত বিবরণ ঐষ্ট্য।]

বাকলায় মুসলমান-প্রভাব।

১২০১ অব্দের আদব-জবানিতে লমত বাকলা প্রদেশের মুসলমানসংখ্যা ২৫,৪২৫,৪১৬ নির্দিষ্ট হইয়াছে। তদন্তে পশ্চিম বাকলায় ১০৮৪৮২০; উত্তর ও দক্ষিণ বেহারে ২,৯৬৬,৪৫০; মধ্যবঙ্গে ৩৭৭৩০২১; উত্তরবঙ্গে ৪৮৭৬৪০৮ ও পূর্ববঙ্গে ১১২২০৪২৭; একত্রিতি উড়িষ্যা-প্রদেশে প্রায় লক্ষাবিধ মুসল-

* পুত্রবধূর কন্যাদানক্রমে বঙ্গ কার্যকারিতার লিখিত আছে—

“সন্তান কার্যোদায় পঞ্চাৎ তীব্রতরঃ চ।

মহরাজে বহুবল্য বাধায়া বিপদতঃ চ।”

† “বহু বাধব রাজা চন্দ্রবীণপতি।

সেই হইল বঙ্গ কার্য গোষ্ঠিপতিঃ।

সৌভ হইতে আত্মা কর্তব্য হুসুপতি।

হুসানন্ড আত্মার্থে করাইল ইতি চ।”

(জি. বা. পত্রিকার বঙ্গ-হুসানী সারসংক্ষেপ)

মানের বাস আছে এক বহীরা কাঁঠর অধীন কর্তব্য রাজ্যভিত্তে, অর্থাৎ কোচবিহার, কতিপয় পার্শ্বপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত বেশীর সাদিকরাঙ্গাসমূহ আরও মুসলমানের বাস দেখা যায়। বাকলাশব্দী হিন্দুভাষায় যেট সংখ্যা ৪২৬২৮৭০৪ জন এবং অল্পমানিক যেট মুসলমান ২৬ লক্ষ। সুতরাং এতদ্ব্যতিরিক্ত তুলনার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই উক্তরাত্তর বেশী হইতেছে। হিন্দুপ্রধান বঙ্গরাজ্যে এতদু মুসলমানাবিকা কেন ঘটিল, বাকলার মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত অল্পসংখ্য জিন্ন তাহা জানিবার বিশেষ উপায় নাই।

মুহুৎবাকলায় বর্তমান আদম-জুমারীর যেট ৭৮৪২০৪১০ জন সংখ্যা লক্ষ্য করিলে মুসলমান সংখ্যা স্পষ্টতই তাহার এক-তৃতীয়াংশাধিক বলিয়া বোধ হয়। আত্মীয় বাধাযাহের সময়ে এই জনতার আধিক্য ঘটয়াছিল, তাহা তৎকালে লিখিত এক-খানি বিবরণী প্রযুক্ত বিবৃত আছে। সে সময় মুসলমানধর্ম পূর্ব-বাকলায় সন্মুখকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এক মুসলমান রাজা, তার মুসলমান জমিদার ও জায়দারদার এবং পীর ও কবীরদিগের অতুল প্রভাব—এই সকল কারণে জনসাধারণ সহজেই যে মুসলমানধর্মের অঙ্গবর্তী হইতে বাধ্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু গৌড়, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি মুসলমান রাজধানীপরিহিত প্রদেশ অপেক্ষা রাজসাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে অধিবাসীদিগের সংখ্যা অধিক দেখিয়া বেশ ব্যা-ধায় যে, বাহবল অপেক্ষা অস্তিত্ব কারণেও মুসলমান-ধর্মের পরিপূর্ণতার সহায়তা ঘটয়াছে। যে সকল জেলার মুসলমান অধিক, সেখানকার মুসলমানেরা প্রায়ই (কুবিলী) এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও বিদ্যান ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দু। ইহা দেখিয়া অল্পমান হয় যে, বহুকাল হইতে অনাথ জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ববাকলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অনাথবংশসমূহ বলিয়া তৎপ্রদেশে সেই অধিবাসীরা হিন্দুসমাজে অতি নীচ প্রেরিত হইল পাইয়াছিল। পরবর্তীকালে তাহারা অপেক্ষাকৃত সমাজ-সোপানে আরোহণ করিয়া সেক্ষণ হীনাবস্থা পরিত্যাগ-পূর্বক মুসলমানাবিকারে রাজ্যের সহিত সমবর্তী হইতে উৎসাহ ও আশ্রয় প্রকাশ করিল, রাজ্যপ্রদেশে তাহারা ইসলামধর্ম প্রীকিত হইল, অথবা অধিক সম্ভব, অনেক সেই সময়ে সমাজ বা রাজসভায় সম্মানলাভের আশায় ইচ্ছাপূর্বক ইসলামধর্ম প্রীকপ্রহণ করিয়া ইসলামধর্ম অঙ্গাঙ্গি দিল।

বিতীর্ণতঃ কুবিলীকাল মুসলমানের অধিবাস্য হইতেই বাকলায় মুসলমানজাতির প্রভাব বিস্তৃতি লক্ষ্যণীয় বলিয়া কল্পনা করা যায়। তাহার পূর্ববর্তী বাসিন্দাগণসমূহ অনেক মুসলমান বন্দি-প্রদেশে আনিয়া বাস করিয়া থাকিবেন। মুসলমান-রাজত্বের

অভ্যাসের ফলে, রাজ্যস্থ গ্রন্থাগারের আশায়, অথবা কোন রূপ দ্বারে পড়িয়া অনেক হিন্দু ইসলামধর্মে রীক্ষাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন হিন্দুসন্তান মুসলমানের গৃহবাগে আসিয়াই অথবা মুসলমান যুবতীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া হিন্দুধর্মোৎখাতি: পরিত্যাগপূর্বক রাজধর্মের বিমল স্বর্গীয় ইসলাম-আলোকে আপনার অন্ধ বিশ্বাসরূপ রুদ্ধদৃষ্টি উন্মোচিত করিয়াছিলেন।

তাজ্-উল-মুরাশীর, তবকাৎ-ই-নাসিরী, তারিখ্-ই-আলকি, তারিখ্-ই-কিরিতা, অকবর-নামা, জবেদৎ-জল্-তারিখ্, জাহাঙ্গীর-নামা, শাহজহান-নামা, জবেদৎ-আলমগীর-নামা, মুরাশীর-আলমগীরী, তারিখ্-খাকি খাঁ, মুরাশীর-অল্-ওমরা, রিয়াজ-উস-সলাতিন প্রভৃতি বিবিধ মুসলমান ইতিহাস পাঠ করিলে, বাঙ্গালার মুসলমান সমাগম ও তাহাদের প্রভাব বিস্তারের বখেট আভাস পাওয়া যায়।

তবকাৎ-ই-নাসিরীতে মধ্য-এসিরাবানী মুসলমানজাতির প্রভাব বর্ণনাস্রঙ্গে সবক্তগীনের অভ্যুদয় ও ভারতাক্রমণ বিবৃত হইয়াছে। সবক্তগীনের যুদ্ধের পর, তাঁহার পুত্র গুলতান মাস্কুদ গজনী রাজধানী হইতে সদলে বহির্গত হইয়া পশ্চিম ভারতের লানাহান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। মাস্কুদ মধ্যভারতের মুসলমণ্ড পর্য্যন্ত বিজয়ার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, ঐ সময় হইতে গুলতান মাস্কুদের বিখ্যাত সেনাপতি সৈয়দ সালর মসাতউল গাজী উত্তর-ভারত আলোড়িত করিয়া সুরাসিদ্ধ ভর আভিকে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহারই প্রভাবে নানা স্থানে মুসলমান উপনিবেশ ও মসজিদ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়।

[সবক্তগীন, মাস্কুদ ও সালর মসাতউল দেখ।]

মাস্কুদের যুদ্ধের পর, ১০৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ মসাতউল ১ম রাজা হন। মসাতউল-পুত্র মোহম্মদে হীনবল দেখিয়া দিল্লীপতি আকগানদিগের নিকট হইতে নাগরকোট কাড়িয়া লন। ১০৪৯ খৃষ্টাব্দে মোহম্মদের যুদ্ধে হাটিলে যথাক্রমে ২য় মসাতউল, আলী, রশিদ ও ফেরোজখান গজনীসিংহাসন অলঙ্ঘিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার্য্য ভারত অধিকারবিচারে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে ফেরোজের জ্যেষ্ঠ গুলতান ইব্রাহিম রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ১০৭২-৮০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুহান আক্রমণ করেন। তাঁহার যুদ্ধের পর তৎপুত্র আর্গিলা রাজা হন। আর্গিলার অভ্যাসে প্রজাবর্ণ প্রেরিত হইয়া উঠে। তাঁহার গুলতাত বহরাম শাহ সেই সময়ে প্রাণের সারায় পলাইয়া খোরাসান-পতি সাদাস্ত লাভ করেন। পরে তাঁহারই সহায়তার বহরাম শীর তাকুশুর আর্গিলাকে নিহত করিয়া স্বয়ং গজনী ও লাহোরের অধিপতি হন। ঐ সময়ে বোর-রাজবংশের অভ্যুদয় হইতে

থাকে। বহরামের পরবর্তী খুস্রো নামক রাজবর প্রতিপত্তিশালী বোররাজবংশের সমকক হইতে না পারিয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগপূর্বক পূর্বাঞ্চল লাহোর জনপদে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বোর গুলতান ২য় খুস্রোকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া কিরোজ-কো নামক স্থানে আনয়ন পূর্বক তথায় তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদবধি লাহোর জনপদ বোর-বংশের অধিকারভুক্ত হয়।

দীর্ঘকাল মুসলমান জাতির সহিত বাস করিয়া হিন্দুগণও অনেক বিধে মুসলমান-সংস্কারগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বিধব্রী হই-লেও হিন্দুসমাজে তাঁহাদের সংসর্গ তৎকালে ততদূর নিম্নদীর ছিল না। কেন না গাঙ্গারানি প্রাচীনতম রাজ্যের সহিত বহু-কাল হইতে ভারতবাসীর সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছিল। তখনও পাঠানজাতির ইসলামধর্মব্রীক্ষ বন্দী পুরাতন হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যেও তখন পূর্বতন ভারতীয় ধর্মলংকারের অনেক নিদর্শন বিস্তারিত ছিল। তখনও হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত বিরোধভাব সন্নিবিষ্ট হয় নাই; সত্তবত: সেই কারণেই বোধ হয়, কদোজপতি জরচন্দ্র বজাতির প্রতি দীর্ঘায়ত্ত্ব হইয়া বিশেষকৈ সাগরে আম-দ্রণ করিতে সূচিত হন নাই। [মহম্মদ বোরী ও জরচন্দ্র দেখ।]

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তিরোদী রণক্ষেত্রে দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া মহম্মদ বোরী দিল্লী প্রাপ্ত পর্য্যন্ত মুসলমানরাজ্য-সীমা বিস্তার করেন। মহম্মদ তাঁহার বিখ্যাত জীতদাস এবং সেনাপতি কুতব্-উদ্দীন আইবককে বিজিত প্রদেশের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিয়া যান। ঐই রাজপ্রতিনিধির আমোদেই মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার বাঙ্গালা-বিজয়ে আগমন করেন।

[কুতবউদ্দীন ও মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার দেখ।]

কুতবউদ্দীনের প্রেরিত বিজয়বাহিনী হইতেই পূর্বাঞ্চলে ক্রমশ: মুসলমানের বসতি বিস্তৃত হয়; কিন্তু হুংখের বিবর বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে পাশ্চাত্য মুসলমান উপনিবেশিকের সংখ্যা অতি অল্প। সুদীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে প্রাপ্তিভিত্ত এক রাজকর্মচারিবৃন্দ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া, অথবা মুসলমান সাধুগণের বুদ্ধব্রীক্ষ প্রভাবে নিবৃত্ত হইয়া এদেশীয় হিন্দুগণ অনেকে তৎকালে ইসলামধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই প্রাচীন সময়ে জুরর মুসলমান বিভাগেও ইসলামধর্মপ্রচারার্থ লোকের চিত্তরজনকর মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১২০০ অব্দ হইতে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার মুসলমান-শাসন আরম্ভ; তদবধিই তাঁহারা এ দেশে বসতি করিয়া আসিতেছেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ-কর্তৃক বাঙ্গালার "নেওরানী" প্রদেশের সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৪৬২ বৎসর মুসলমানশাসন এ দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা রাজ্যের পশ্চিম অংশ হতচ্যুত হওয়ার বহুদিন পর পর্যন্তও হিন্দুরাজগণ পূর্ব-বাঙ্গালার সোণারগাঁও প্রকৃতি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ১২০৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব হইতেই সোণারগাঁও নগরে মুসলমানগণের সমাগম ঘটয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও বসোরার আরব সওদাগরগণ ভারত-বর্ষ ও চীনের সহিত বহুল পরিমাণে সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা যে সকল দেশে পরিভ্রমণ করিতেন, তথায় এক একটা বাণিজ্যাবাস স্থির করিয়া যান। বাঙ্গালার বাণিজ্যপ্রাধান্য হইতে আমরা বেশ স্থিতে পারি যে, অতি পূর্বকাল হইতে বাঙ্গালার মুসলমানদের উপনিবেশ স্থাপন করার সুযোগ ঘটয়াছিল। প্রাচীনকালে পশ্চিম জগতের সহিত এ দেশের যেরূপ বহুল পরিমাণে বাণিজ্যাদি চলিত, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীে লিখিত হুই জন মুসলমান গরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। তাঁহারা “এ দেশকে রামি রাজ্যের দেশ বলিয়া” উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন! আরও বলিয়াছেন—“তাঁহার অসংখ্য হস্তী আছে। বাঙ্গালার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য পুষ্ক তুলার কাপড় (চাকাই মুসলিন?), অশুর চক্ষু, এক প্রকার চর্ম, গুণ্ডারের খড়্গ ইত্যাদি। এই সকলই কড়ি বিনিময়ে ক্রয় করা যায়। কড়িই এ দেশের প্রচলিত মুদ্রা।”

মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত।

(প্রথম শাসনকাল।)

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খিলজী বোয়ের একজন অমাত্য ছিলেন। জুলতান গিয়াস্ উদ্দীন মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে তিনি গজ-নীতে আসেন। সেই স্থানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং মালিক মুয়াজ্জিদ হিসাম উদ্দীনের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ইনি জুলতান শাহাব্ উদ্দীনের একজন প্রসিদ্ধ সন্ত ছিলেন।

১১৯৯ খৃঃ অব্দে তিনি বাঙ্গালা আক্রমণপূর্বক ১২০৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাঢ় ও বরেন্দ্র নামক প্রদেশ জয় করেন। “তবকৎ ই-নাসিরী” নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, লক্ষণাবতী নামক রাজ্যের অন্তর্গত নদীয়া নগর রায় লক্ষ্মণিয়ার রাজধানী। গঙ্গানদীর উত্তরকূলে এই রাজ্যের দুইটা বাহ আছে। পশ্চিম বাহকে রাঢ় বলে। লক্ষণাবতী নগরী এই অংশে অবস্থিত। পূর্ব বাহর নাম বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রা, দেওকোট নামক নগরী এই বরেন্দ্রভূমে অবস্থিত। নদীয়া এবং লক্ষণাবতী উভয় নগরই রাঢ় প্রদেশে বিভক্ত। ক্রিষ্ণভার লিখিত আছে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার নদীয়া জয়ের অব্যবহিত পরেই লক্ষণাবতী ও অন্ত্য রাজ্যগুলি অধিকার করিলেন। তাঁহার নামে পুংবা

পাঠ এবং মুদ্রা প্রচারিত হইল। যে সকল মুসলমান তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন, বা পরে বাহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই নুতন বিজিত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহারা জায়গীরবন্দর অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গোড় বা লক্ষণাবতী নগরে বখতিয়ার রাজধানী স্থাপন করেন। [লক্ষণসেন দেখ।]

বরেন্দ্র এবং রাঢ় ১২০৩ খৃঃ অব্দে মুসলমান শাসনাধীন হইলেও, প্রকৃত বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালার পূর্বাংশ মহম্মদ তোগলক শাহের রাজত্বকালে মুসলমানকর্তৃক ১৩০০ খৃঃ অব্দে অধিকৃত হয়। গোড়, সপ্তগ্রাম এবং স্বর্ণগ্রাম নগর বা বন্দরে উক্ত সম্রাটের প্রতিনিধিগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার খিলজী হইতে আরম্ভ করিয়া কানর ধীর শাসন সময় পর্যন্ত বাঙ্গালা দিল্লী-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তৎকালে দাস, খিলজী ও তোগলকবংশীয় দিল্লীস্বরগণ আপন আপন প্রতিনিধি দ্বারা বাঙ্গালা শাসন করিতেন। কিন্তু জুলতান ফখর উদ্দীনের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালা দিল্লীর অধীনতা উন্মোচন করিয়া স্বাধীন হইল (১৩৪০ খৃঃ অব্দ)। তিনি বাঙ্গালা রাজ্যের সমগ্র শাসনশক্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন। যতদিন দা অকবর বাদশাহ দায়ুরকে পরাজিত করিয়া খৃষ্টীয় ১৫৭৬ অব্দে বাঙ্গালার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন, ততদিন বাঙ্গালা পাঠানজাতির অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও অপরিদীর্ঘ অত্যাচারঅকৃষ্টিত চিতে সজ্জ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কবিকাহিনীতে তাহা বিশেষরূপে বিবৃত আছে।*

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার দ্বীয় অধিকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমি ও বগড়ীর কিয়দংশ লইয়া যে বিভাগ গঠিত হয়, দিনাজপুরের নিকটবর্তী দেবকোট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। অপর বিভাগের রাজধানী গোড় বা লক্ষণাবতী। রাঢ় ও মিথিলার কিয়দংশ তাহার অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানপতি উত্তর-প্রদেশবাসী হিন্দুরাজগণের আক্রমণ হইতে স্বাধিকৃত গোড়রাজ্যরক্ষার জন্য রঙ্গপুরে দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। অতঃপর কামরূপ ও তিব্বত অধিকারে মানস করিয়া তিনি কামাতপুর-রাজ্যের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন; কিন্তু কামরূপ-সেনার পরাক্রমে পাঠানসৈন্য সমূলে বিনষ্ট হয়। যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া মহম্মদ-ই-বখতিয়ার দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তথায় বলবত্রে ও চিত্তাভিনিবেশে অগ্নিদ্বিগ্নের মতোই

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাল, ১ম খণ্ড ৪৫৮।

তাহার মৃত্যু ঘটে (হিঃ ৬০২=১২০৫ খৃঃ অঃ)। তাহার শবদেহ বেহারে স্থানান্তরিত ও সমাধিস্থ হইয়াছিল।

উক্ত খিলজী বীরের সঙ্গে অনেক আক্রমণ, মোগল ও ইরানীয় প্রবেশে আসিয়াছিল। তিনি অগণিত মুসলমান সেনাদল লইয়া বাঙ্গালা, বেহার ও মগধের নানা স্থানে মুসলমান-শাসন বিস্তার করেন। তাহার আত্মীয় স্বজন ও আমীরগণ যাহারা তাহার সহিত বাঙ্গালার আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি জায়গীর দিয়া বাঙ্গালার বসাইয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের মৃত্যুসংবাদে তাহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও দেবকোটের সেনানায়ক মহম্মদ-ই-সিরানু খিলজী বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। কিন্তু বখন তিনি গুনিলেন, বখ্শলের শাসনকর্তা আলীমর্দান খাঁ তাহাকে ছুরিকাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়াছেন, তখন তাহার প্রতিহিংসা-বলি শতগুণে প্রাজলিত হইয়া উঠিল, তিনি সদলে বখ্শল অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে আলী মর্দানকে বন্দী এবং বাবা ইম্পাহানী নামক একজন কোতোয়ালের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহম্মদ সিরান লক্ষণাবতীতে ফিরিয়া আসিলে মুসলমান সেনাদলকে তাহার সমবেত হইয়া তাহাকে একবাক্যে সর্গপ্রদান মুসলমান অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিল। মহম্মদ সিরান আজ্ঞা উদ্দীন উপাধি সহ গোড়ের মননে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং মুসলমান-সেনাপতিগণকে অধীনস্থ সেনাদলের পোষণার্থ জায়গীর দান করিলেন।

এদিকে রাজ্যভিত্তিকের সুযোগে আলীমর্দান কোতোয়ালকে উৎকোচ-দানে সন্তুষ্ট করিয়া স্বয়ং কারাবোধে হইতে উদ্ধৃত হন। পরে তথা হইতে গোপনে দিল্লীযাত্রা করিয়া সম্রাট কুতুব উদ্দীনের সমক্ষে বাঙ্গালার রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা নিবেদন করেন। এই সংবাদ শ্রবণে এবং স্বীয় রাজশক্তির অবমাননা হইয়াছে ভাবিয়া সম্রাট ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তদন্তেই অবোধ্যার শাসনকর্তা কামার ক্রমিকে অবিলম্বে বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কামার ক্রমি বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সামন্ত সর্দারদিগকে বশীভূত করিয়া মহম্মদ সিরানকে দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরান দলবল সহ কোচবিহার অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। তথার মুসলমান সর্দারগণ পরস্পরে আত্মকলহ উপস্থিত করিল। এক জন সর্দারের তরবারির আঘাতে গোড়েশ্বর মহম্মদ সিরান নিহত হইলেন। কামার ক্রমি অবশিষ্ট সর্দারদিগকে জমা করিয়া বাঙ্গালা রাজ্য তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন।

আলীমর্দান খিলজী বন্দিবাজতা মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার খাঁর

হত্যাকারী বলিয়া সাধারণে নিন্দিত হইলেও, তিনি বীর, সং-সাহসী ও কর্মকুশল ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দিল্লীশ্বর কুতুব সদলে গজদী-বিজয়ে যাত্রা করিতেছেন। আলীমর্দান ও সম্রাটের সহকারিত্তবে তথার যাইয়া বিশেষ কৌশল ও রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট তাহাকে বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি পদ দিয়াছিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে হিলাম উদ্দীন অবুজ প্রভৃতি খিলজীবংশীয় সামন্ত-সর্দারগণ নবীন প্রতিনিধি আলীমর্দানকে অভ্যর্থনার্থ কুশীনদী-তীরে সমবেত হন। গোড়েশ্বর আলীমর্দান ঐ স্থানে সমাগত হইলে পরস্পরে মর্যাদাবিনিময়ের পর, সদলে দেবকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে কিছুদিন মননে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পুনরায় লক্ষণাবতী বা গোড় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। কেহই তাহার রাজ্যাধিকারে প্রতিবন্ধকতা করিল না। তিনি নিরীক্সোদে বঙ্গের শাসনও পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

১২১০ খৃষ্টাব্দে বা ৬০৭ হিজিরায় কুতুব উদ্দীনের মৃত্যু ঘটিলে আলীমর্দান খাঁ দিল্লী-রাজসরকারের অধীনতা-পাশ ছেদনপূর্বক স্বয়ং সুলতান আলা উদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মননে আরোহণের পূর্বে মর্দানের দ্বয় প্রকৃত বীরপুরুষের ছায় ছিল। তিনি তৎকালে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রাজকীয় দূরদর্শিতার বখেই পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজতন্তে উপবেশনান্তর গর্ক মদে মত্ত হইয়া তাহার ঘোর চিত্তবিকার উপস্থিত হইল, তিনি ঘোরতর অত্যাচারী ও আত্মসত্তী হইয়া উঠিলেন। তাহার প্রত্যেক কার্যেই অনৈতিকতা ও অবিমুখ্যাকারিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার অধীনস্থ খিলজীবংশীয় ওমরাহগণ এবং সম্রাট প্রজাবৃন্দ রাজকৃত এরূপ হটকারিতা প্রভৃতি দোষ উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাহার উত্তরোত্তর বিরক্ত হইয়া অবশেষে ১২১২ খৃষ্টাব্দে গোড়েশ্বরকে গোপনে হত্যা করিল।

রাজহত্যার অব্যবহিত পরেই, মুসলমান সর্দারবৃন্দ পূর্ববৎ সমবেত হইয়া গঙ্গোত্তরী জেলার সুপ্রসিদ্ধ সামন্ত হিলাম উদ্দীন অবুজকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি যোর রাজ্যের কোন সম্রাট সর্দারবংশসম্বৃত—অষ্টাধরণে ভারতে আসিয়া মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের অধীনে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে স্বীয় প্রভুর অশুগ্রহে গঙ্গোত্তরী বিভাগের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। তাহার বীরত্ব, সাহস ও কর্মনিষ্ঠার অপরাপর সর্দারগণ তাহার উপর প্রভাবান্বিত ছিল। মহম্মদ সিরানের রাজ্যকালে কামার ক্রমির সমক্ষে তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করার রাজতন্ত্রের পুরস্কারস্বরূপ বিশেষদণ্ড সমানিত হইয়াছিলেন।

হুসেন-ই-বখতিয়ারের মৃত্যুর পর খিলজীবংশীয় যে কয়েকজন সেনাপতি বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুলতান গিরাস্‌উদ্দীনই সর্বাঙ্গেকা বিখ্যাত। সুলতান হিরাস্‌ উদ্দীন আবুল গোড়ের মসনদে সম্মানিত হইয়া গিরাস্‌ উদ্দীন নাম ধারণ করেন। তাঁহার স্থাপিত কীর্তিমালা অজ্ঞাপি বঙ্গে তাঁহার বংশ ঘোষণা করিতেছে। তিনি গোড়নগরী নানা অট্টালিকার ও ধর্ম্মশাস্ত্রের স্তম্ভোদ্ভিত করিয়াছিলেন। তখন লক্ষণাবতী বা গোড়-রাজধানী গঙ্গার দুই দিকে বিস্তৃত ছিল। বর্ষাঋতুতে জলময় স্থান দিয়া রাজধানী হইতে অল্প দূরত্বের অস্থিবিধা দ্বিধা তিনি বীরভূমের অন্তর্গত নগর (লক্ষণনগর বা লখনোর) নামক স্থান হইতে গোড় দিয়া দেবকোট পর্যন্ত একটা জালাল (মুক্তিকান্ত) দ্বারা নির্মিত উচ্চ পথ) প্রস্তুত করান। ইহাতে সাধারণ লোকের ও রাজকীয় কর্মচারীদের বাঙ্গালার বিভিন্ন নগরে গমনাগমনের যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়াছিল।

মুসলমানবাহিনী সঙ্গে লইয়া তিনি বহু কামরূপ, মিথিলা এবং গঙ্গাখের (উড়িষ্যা) রাজ্যদিগকে ক্রম দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। আর ৭ বৎসরকাল মহাসমুদ্রের সহিত রাজত্ব করিয়া তিনি দেশভিত্তিক নানা কার্যের অসুষ্ঠান করিয়া যান। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জ্ঞানোন্নতি করে তিনি শত শত পণ্ডিতকে বৃত্তি দান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি হিন্দু, মুসলমান, ধনী বা দরিদ্রভেদে কোনরূপ বিচারের তারতম্য করিতেন না। ১২২৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীরের বিরোধী হইয়া তিনি প্রথমে দিল্লীতে রাজত্ব প্রেরণ বন্ধ করেন। সম্রাট আল-তামাস তাঁহাকে দণ্ডবিধানার্থ বাঙ্গালার সমাগত হইলে তিনি তাঁহার অধীনতা স্বীকারপূর্বক সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সম্রাট প্রত্যাগত হইলে, তিনি বেহারের শাসনকর্তা মুলক্‌ আলা উদ্দীনকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া পুনরায় দিল্লীর সুলতান আলতামাসের অধীনতা স্বীকার করেন, তাহাতে সুলতান আপনার দ্বিতীয় পুত্র নাসির উদ্দীনকে তদ্বিক্রে প্রেরণ করেন। গিরাস্‌ উদ্দীন সময়ে পরাজিত এবং নিহত হন (১২২৭ খৃষ্টাব্দ)।

গিরাসের মৃত্যুর পর লক্ষণাবতীর কতসর্বস্ব দিল্লীরাজধানীতে প্রেরণ করিয়া নাসির উদ্দীন বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্তা হন। ১২২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষণাবতী রাজধানীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই সুযোগে খিলজীবংশীয় সর্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া পুনরায় বাঙ্গালা হস্তগত করিতে চেষ্টা পান। সুলতান আলতামাস ৬২৭ হিজিরায় বহু বাঙ্গালার উপনীত হইয়া বিদ্রোহমূলক পূর্বকথিত মুলক্‌ আলা উদ্দীনকে গোড়সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। আলা উদ্দীন ৪ বৎসর এবং তৎপরে শৈব উদ্দীন তুর্ক ৩ বৎসরকাল রাজত্ব করিলে পর বাঙ্গা-

লার মসনদে তুঘান খাঁ আরোহণ করেন। ৬৩৪ হিজিরায় বিখ্যাত প্রোগে শৈব উদ্দীনের মৃত্যু ঘটে (১২৩৭ খৃঃ)।

নাসির উদ্দীনের পর বর্ষাৰ্ধ পক্ষে তুঘান খাঁই বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি নানা সমুদ্রে ভ্রমিত ছিলেন। সুলতান আলতামাসের অগ্রগৃহে তিনি ৬৩০ হইতে ৬৩৪ হিঃ মধ্যে বর্ষাক্রমে বুদাউন, বেহার ও গোড়ের মসনদে সমধিকৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আলা উদ্দীন তুঘান খান উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান রিজিয়ার সন্নিকটে উপচোকনাবিসহ একজন দূত প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি উচ্চ সম্মানলাভ এবং লোহিতবর্ণ ছত্র ধারণের অধিকার পান। অতঃপর তিনি ত্রিহস্তপতিক পশানত করিয়া ক্রম দিতে বাধ্য করেন এবং বহু ধনরত্ন লইয়া গোড় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন।

সম্রাট্‌ মসাদউদ্দেয় রাজত্বকালে দিল্লীর রাজসরকার বিশৃঙ্খল জানিয়া তিনি সেই রাজশক্তিকে অবজ্ঞাপূর্বক বহু স্বাধীন রাজরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কড়া-মাণিকপুর অধিকার করিয়া বীর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন (১২৪২ খৃষ্টাব্দে)। তথায় বাসকালে ৬৪০ হিজিরাব্দে তবকৎ-ই নাসিরী প্রণেতা মিনহাজের সহিত সুলতানের সাক্ষাৎ হয়। সুলতান তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালার আসেন।

১২৪৩ খৃষ্টাব্দে উৎকলপতি সুলতান তুঘানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি মুসলমান সেনা লইয়া যাজপুর রাজ্য সীমান্তবর্তিত কতাসন নামক স্থানে উপনীত হন। উড়িষ্যাবাসীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুলতান লক্ষণাবতীতে সদলে ক্রিয়া আসেন। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া উড়িষ্যাসৈন্য বাঙ্গালা আক্রমণ করে (১২৪৪ খৃঃ, ৬৪২ হিঃ)। গঙ্গবংশীয় নরপতি অনন্তভীমপুত্র মহাবীর নরসিংহদেব বহু এই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন। উড়িষ্যাসৈন্য গোড়নগর ও বীরভূমের প্রধান নগর লখনোর আলোড়িত এবং তথাকার সেনাপতি ক্রিম্‌ উদ্দীনকে বিপর্যস্ত করিলে উপায়াস্তর না দেখিয়া সুলতান দিল্লীরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে অবোধ্যার সুবাদায় তৈমুর খাঁ ক্রিয়া সদলে লক্ষণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া উৎকলসৈন্য লক্ষ্যবাসী লইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিল। তৈমুর খাঁ সুলতান তুর্কি-ই তুঘানকে হীনবল দেখিয়া বহু বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সুবে উত্তরবংশীয় মুসলমানসেনার যৌরভর বৃদ্ধ ঘটে। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরপক্ষে একটা সন্ধি হয়। তাহাতে তৈমুর খান সৌদের মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং সুলতান তুঘান বীর ধনরত্ন লইয়া দিল্লী রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দিল্লীর অধিষ্ঠিত

সন্ধানবানের পর তাঁহাকে অবোধার সুবাহার পথে নিরোজিত করেন।

ডৈমুর খান্ মুলতান আলতমাসের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার বীরত্বাদি সদৃশ্যে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে অবোধার শাসনকর্ত্তৃপদ দান করেন। তদনন্তর তিনি বাঙ্গালার মসনদ অলঙ্কৃত করিয়া দুই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, ৬৪৪ হিঃ গোড় নগরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। ঐ মাত্রিতেই মুলতান তুঘান্ অবোধানগরে দেহ রক্ষা করেন।

অতঃপর ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কবংশীর ক্রীতদাস শৈকউদ্দীন যুগন তাঁত বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। তিনি বিশেষ প্রতিভা ও যশের সহিত ৭ বৎসরকাল বাঙ্গালা শাসন করিয়া ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে (৬৫১ হিঃ) গোড়নগরে জীবলীলা শেষ করেন, তাঁহার সময়ে উড়িষ্যার রাজা গঙ্গবংশীর নরসিংহদেব বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া, গোড় নগর অবরোধ করেন। যুগন খাঁর প্রাধন্যমুসারে ও দিল্লীর আদেশে অবোধা হইতে সাহায্য আনিয়া উপনীত হইলে উৎকলসৈন্ত বশেষে প্রত্যাবর্তন করিল।

শৈক উদ্দীন যুগন তাঁতের পর অবোধার শাসনকর্ত্তা ইখ্-তিয়ার উদ্দীন তুঘল খাঁ। মূলক যজ্ঞবেগ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। তিনি বলদর্পিত উড়িষ্যাবাসীর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছার উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। দুইবার যুদ্ধে তাঁহার জয় লাভ হয়, কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া পরায়ন করিতে বাধ্য হন। রাজ্যারোহণের এক বৎসর পরে, তিনি অজমর্দিনরাজকে (সম্ভবতঃ শ্রীহট্টরাজ) পরাজয় করিয়া বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। এইরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীন হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি মুবিন্ উদ্দীন নাম ধারণ করিয়া বেত ছত্রডলে উপবিষ্ট হন। পরে ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণকালে তিনি শত্রুহস্তে বন্দীকৃত ও নিহত হন (১২৭৫ খৃষ্টাব্দ)।

৬৫৬ হিজিরার মালিক যজ্ঞবেকের মৃত্যু সংবাদ দিল্লী সরকারে উপনীত হইলে, সম্রাট্ নাসির উদ্দীন মহম্মদের মন্ত্রিবর্গ জলাল উদ্দীন খানি নামক একজন মুসলমান সেনাপতিকৈ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্ব নিয়োগ করিয়া তদ্রূপে অধিকারে প্রেরণ করেন।

জলাল বাঙ্গালার উপনীত হইলে তৎপাকার মুসলমান সামন্তগণ তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিল। অতঃপর মুলতান জলাল উদ্দীন বাঙ্গালার রাজধানী লক্ষণাবতীতে শাসন-মুখলা স্থাপন করিয়া পূর্ববঙ্গের বিদ্যেবী রাজগণের স্বাধীনতাহরণে অগ্রসর হইলেন। এই জুযোগে কড়ার শাসনকর্ত্তা আর্সিলাল খাঁ গোড়সিংহাসন অধিকার করেন। জলাল যুদ্ধে নিহত হইলে, আর্সিলাল তবীর সম্পত্তি ও হস্তাধরখাদির কতকাংশ দিল্লী সর্-

কারে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়া গোড়সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ আলতমাসের ক্রীতদাস ও সেনাপতি ইক্-উল্-মূলক তাজ্ উদ্দীন আর্সিলাল খাঁ সজর খারিজমী ১২৫৮ অব্দে কড়ার শাসনকর্ত্তা হইয়া মালব ও কালিঙ্গর আক্রমণের আদেশ পান। তিনি ঘটনাচক্রে লক্ষণাবতী অধিকার করেন। দুই বৎসরকাল গোড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ১২৬০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

অতঃপর উৎপূজ্য মহম্মদ তাতার খাঁ বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইনি উদারচেতা, বীর ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। দিল্লীর নাসির উদ্দীন ঐ সময়ে মোগল আক্রমণ হইতে ভারতপ্রান্ত রক্ষা করিবার জন্য ব্যত থাকার গোড়ের দিকে নরন কিরাইতে পারেন নাই। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনরশ্মি মূলক সম্রাট্ বলবনের হস্তে সমর্পিত হইলে, গোড়েশ্বর মহম্মদ দিল্লীরের তৃপ্তিবিধান জন্য নানা উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তদবধি ১২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীনস্থ সামন্তরূপে বাস করিয়া মুলতান তাতার খাঁ লক্ষণাবতীতে দেহত্যাগ করেন।

রাজসিংহাসন শূন্য জানিয়া সম্রাট্ বলবন্ খীর ক্রীতদাস ও প্রিয়পাত্র মুলতান মুবিন্ উদ্দীন তুঘলকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তুঘল বীরত্ব সেবাইয়া উত্তরপূর্ব-বঙ্গের হিন্দু রাজাদিগকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে করদানে বাধ্য করেন। ইতিহাসাত্তরে প্রকাশ, এই সময়ে আমীন নামে এক ব্যক্তি গোড়ের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন, তুঘল নামক তাঁহার একজন নারোব ছিলেন। সম্রাট্ বলবন্ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া তুঘল বিজোহী হন ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তা খীর প্রভুকে বন্দী করেন। তৎপরে বরং মুলতান মুবিন্ উদ্দীন নাম ধারণপূর্বক বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন (১২৭৯ খৃষ্টাব্দ)।

রাজাসনে আমীন হইয়া মুবিন্ বাজনগর (উৎকল)-রাজকে পরাজয় করিয়া তৎপ্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন। এই সময়ে সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি গোড়রাজহস্তে উপবিষ্ট থাকিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লীর বলবন্ এই সংবাদে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে দুই হল সৈন্ত পাঠান। প্রথম অভিযানে তিনি মালিক অবকজিনকে আমীন খাঁ উপাধি দান ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তা করিয়া অবোধাধ্যাপে বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। সম্রাট্-বাহিনী বর্ষা অভিক্রম করিয়া গোড়সিংহাসনে উপনীত হইলে তুঘলের সহিত যুদ্ধ হয়। অবকজিন পরাজিত হন। সম্রাট্ অবকজিনের কাঁবির আদেশ দিয়া তুঘলকে নামক রত্নক

তুর্ক সেনাপতিকে দ্বিতীয়বার গোড় বিজয়ে প্রেরণ করেন। এবারও দিল্লী-সৈন্যের পরাভব ঘটে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট বলবন্ শ্বয় পুত্র বন্না খানকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। তুঘল সম্রাটের আগমনে ভীত হইয়া ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্বক ত্রিপুরান্তিমুখে পলাইয়া যান। দিল্লীখর গোড়রাজধানীতে পদার্পণ করিয়া হিহাম্ উদ্দীনকে গোড়ের শাসনকর্তা নিয়োজিত করিয়া সঙ্গে ত্রিপুরান্তিমুখে অগ্রসর হইয়া সোণারগায়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন, এখানকার স্বাধীন হিন্দুগণ দম্ভজরায় (সেনবংশীয় দনোজা মাধব) তাঁহার সাহায্যকরণপ্রার্থনায় নদীপথ রক্ষাকার গ্রহণ করেন। মাসিক বারিক ও মহম্মদ শের প্রভৃতি সেনানায়কের অধীনে স্বীয় সেনাদল বিভক্ত করিয়া সম্রাট তাহাদিগকে বিদ্রোহীর অব্যবধে নিয়োগ করিলেন। তুঘল পথি মধ্যে আক্রান্ত ও বিনষ্ট হন (১২৮২ খৃষ্টাব্দে)। অনন্তর বলবন্ স্বীয় দ্বিতীয় পুত্রকে নাসির উদ্দীন উপাধি দিয়া বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

তুঘলান বন্না খান নাসির উদ্দীন গোড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয় এবং তিনি দিল্লীসাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু তিনি উক্ত গুরুভার বহন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে তৎপুত্র কৈকোবাদ সর্বসম্মতিক্রমে সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং নাসির শ্বয় গোড়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কৈকোবাদ ক্রমে অত্যন্ত দুষ্কিয়াসক্ত হইয়া পড়িলে নাসির উদ্দীন পুনঃ পুনঃ উপদেশপত্র লিখিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন সফল ফলিল না, বরং কুম্ভীর প্ররোচনায় ও মন্ত্রণায় উদ্দীন হইয়া কৈকোবাদ পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। উভয়ের সৈন্ত ঘর্ষা ও সর্বা নদীতীরে পরস্পরের নিকটবর্তী হইল। দুই দিন কিছুই হইল না। তৃতীয় দিবসে নাসির উদ্দীন সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইয়া স্বহস্তে পত্র লিখিলেন। মন্ত্রী পরামর্শে কৈকোবাদ পদের মধ্যাদা রক্ষা করিতে শিখিলেন। পুত্র সিংহাসনে আসীন রহিলেন, পিতা আসিয়া বধ্যারীতি হইবার কুণ্ঠি করিলেন, তিনবার করিতে বাইতেছেন, এমন সময়ে কৈকোবাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া পিতাকে অভিবাদনপূর্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর পিতাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি নীচে বসিলেন। পিতা পুত্র মিলন হইল। নাসির পুত্রকে সন্তুষ্টি দিয়া গোড়ে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ক্রিয়াকাল রাজ্যশাসন করিয়া দামবলীলা সংবরণ করিলেন (১২৯২ খৃষ্টাব্দে)।

এদিকে জলাল উদ্দীন খিলজীর হস্তে কৈকোবাদ রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন (১২৯০ খৃষ্টাব্দে)। জলাল উদ্দীন এবং তৎপরে জালা উদ্দীনের রাজত্বের প্রথমকালপর্যন্ত তুঘলান নাসির উদ্দীন

নির্ধিয়ে গোড়রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ সময়ে আলা উদ্দীন শক্তিসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিলে, তিনি সম্রাটের ভয়ে বেচ্ছার গোড়সিংহাসন ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবতী ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সামন্তরাজরূপে গোড়নগরে বাস করিতে অধিকার পান (১২৯৯ খৃষ্টাব্দে)। এই সময়ে কৈকায়স এবং ফিরোজ শাহ নামক নাসির উদ্দীনের পুত্রদ্বয় যথাক্রমে গোড়ে রাজত্ব করেন। ফিরোজ শাহের সময়ে তৎপুত্র বাহাদুর খান সমবেত মুসলমানশক্তির সাহায্যে দম্ভজরায়কে পরাজয় করিয়া পূর্ববাঙ্গালার শাসনাধিকার লাভ করিয়া সুবর্ণ গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৩১৭ বা ১৩১৮ খৃঃ অব্দে ফিরোজ শাহের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহাব্ উদ্দীন লক্ষণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই বাহাদুর খাঁ শাহাব্ উদ্দীনকে গোড় হইতে তাড়াইয়া দেন।

এই সময়ে মুবারক শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বল-দর্পিত বাহাদুর খান তাঁহার রাজশক্তিকে উপেক্ষাপূর্বক বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ ও স্বনামে যুদ্ধাধ্বন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মুবারকের অনতিকাল পরেই খিলজীবংশের বিলয় সাধিত হয় এবং গিয়াস্ উদ্দীন তোগলক দিল্লী-সিংহাসনে সমধিষ্ঠিত হন।

এদিকে রাজ্যচ্যুত শাহাব্ উদ্দীন ভারত-রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হইয়া সম্রাট গিয়াস্ উদ্দীন তোগলকের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু ইহার পরে কি হইল জানা যায় না। সম্রাট ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়া শাহাব্ উদ্দীনের ভ্রাতা নাসির উদ্দীনকে শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং বাহাদুরকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান।

বাহাদুর শাহকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীধামে উপনীত হইবা মাত্র সম্রাট নাসির উদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তিনি বঙ্গ পরিত্যাগকালে বহরম খাঁকে সুবর্ণগ্রাম এবং আফ্রম খাঁকে ত্রিহতরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যান। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দিল্লীখর হন। নাসিরের মৃত্যুর পর, তিনি কাদর খাঁকে লক্ষণাবতীর ও আজম্ উল্ মুলককে সপ্তগ্রামের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা বহরম খাঁর মৃত্যু ঘটে। তোগলকের প্রস্থানের পর হইতেই বাঙ্গালার নানা রাজনৈতিক বিপ্লব সূচিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতেই অল্পকালের মধ্যে বাঙ্গালার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলমানরাজ্য সংস্থাপিত হইবার ক্ষেপাত হয়।

বহরম খাঁর মৃত্যুতে উৎকল হইয়া তাঁহার কর্মচারী কখর উদ্দীন সুবর্ণগ্রামের মননে আরোহণপূর্বক আপনাকে স্বাধীন

রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে সম্রাট মহম্মদ তোগলক দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করণাভিপ্রায়ে বিশেষ ব্যস্ত ও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কথক উকীলের এই অবিস্মৃতিকারিতার দণ্ডবিধানার্থ লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা কাদর খাঁকে সমলে অগ্রসর হইতে আদেশ পাঠান। তদনুসারে কাদর খাঁ সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন। রণজয়ে উৎক্লম্ব হইয়া কাদর খাঁ মুসলমান সর্দারদিগকে এবং সেনাদলকে বিহার দিয়াছেন শুনিয়া কথক উকীন্ উৎসাহিত হইলেন। তিনি উৎকোচদানে বিপক্ষী সেনাদলকে বশীভূত করিয়া লক্ষণাবতীর শাসনকর্তার প্রাণনাশ করাইলেন। তদনন্তর তিনি সুবর্ণগ্রাম রাজধানীতে আসিয়া অধীকার মত রাজকোষের ধনরত্ন বিভাগ করিয়া দিলেন (১৩৪০ খৃষ্টাব্দ)।

এ পর্যন্ত যে সকল পাঠান-শাসনকর্তাদিগের নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই মুখে দিল্লীর প্রভু স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্যে প্রায় সকলেই স্বাধীনভাবে গোড়রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ একান্তরূপে সম্রাটের অধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিতে গিয়া বিলক্ষণ প্রতিকূলও পাইয়া-ছিলেন। তাঁহাদিগের শাসনকালে সময় সময় অরাজকতার বিষময় বহিঃপ্রজলিত হইয়া উঠিত, কখন বা গৃহবিগ্রবে রাজ-সিংহাসনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাবর্গেরও সর্বনাশ সাধিত হইত, আবার কখনও বা রাস্তা-নির্মাণ প্রভৃতি গুতকর কার্যও মধ্যে মধ্যে অসম্পন্ন হইত। বাঙ্গালার পূর্ব এবং দক্ষিণাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হইলে তাঁহারা সমস্ত প্রদেশটির নাম বাঙ্গালা রাখেন।* তৎকালে লক্ষণাবতী, সুবর্ণগ্রাম এবং সপ্তগ্রামে যথাক্রমে পশ্চিম, পূর্ব এবং দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বখ্তিয়ার খিলজীর সময় হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমুদায় দক্ষিণ বিহার ও কখন কখন সারণ পর্যন্ত উত্তর বিহার প্রদেশ গোড়ের শাসনকর্তাদিগের অধিকারে ছিল।

দিল্লীর অধীনস্থ বাঙ্গালার পাঠান শাসনকর্তৃবর্গ।

খৃঃ	হিঃ	অঃ	বঙ্গবধ	সাময়িক দিল্লীধর
১১৯৯	৫৯৫	মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার	খিলজী (লক্ষণাবতী)	শাহাবুদ্দীন যোদী
১২০৫	৬০২	মহম্মদ সিরান	খিলজী	কুতবুদ্দীন আইবক
১২০৮	৬০৫	আলী মর্দান খিলজী		ঐ
১২১১	৬০৮	জুলতান গিরাস উকীন্		আল্‌তমাস

* পৃষ্ঠীয় একাংশ পতাবীর রাজেন্দ্র চৌলসেবের একখানি সিরিগাব বোঝিত শিলালপকে “বঙ্গাল দেশের” উল্লেখ দেখা যায়। [পোড় মেঘ ।]

খৃঃ	হিঃ	অঃ	বঙ্গবধ	সাময়িক দিল্লীধর
১২২৭	৬২৪	নাসির উকীন্ বিন্ আলতমাস	আল্‌তমাস	
১২২৯	৬২৭	আলাউদ্দীন জালি	ঐ	
১২২৯	৬২৭	সৈক উকীন্ আইবক	ঐ	
১২৩৩	৬৩১	তুঘানখান্	জুলতান খিলজী	
১২৪৩	৬৪১	তাজি	আলাউদ্দীন মসউদ	
১২৪৪	৬৪২	তৈমুর খাঁ কিরাণ্	ঐ	
১২৪৪	৬৪২	মালিক যুক্তবেগ		
		তুঘলখান্	ঐ	
১২৪৬	৬৪৪	সৈক উকীন্	ঐ	
১২৫৩	৬৫১	ইখ্‌তিয়ারউকীন্ মালিক যুক্তবেগ	ঐ	
১২৫৭	৬৫৬	জলাউকীন্ মসউদ	নাসিরউকীন্ মাহমুদ	
১২৫৮	৬৫৭	ইজ্জ উকীন্ বলবন্	ঐ	
১২৫৯	৬৫৮	আরশলান খান খারীজমী	ঐ	
১২৬০	৬৫৯	আরশলান তাতার খান্	ঐ	
১২৭৭	৬৭৬	তুঘল (মুইজউকীন্)	গিরাসউকীন্ বলবন্	
১২৮২	৬৮১	নাসিরউকীন্ বখ্‌রা খাঁ		

(বলবনের পুত্র) ঐ

১২৯১	৬৯১	রুকনউকীন্ কৈকাউস	মুইজউকীন্ কৈকোবাদ	
			ফিরোজ শাহ খিলজী,	
			আলাউকীন্ খিলজী	
১৩০২	৭০২	সামসউকীন্	ফিরোজ শাহ ঐ	
১৩১৮	?	শাহাবউকীন্ বখ্‌রা শাহ মুবারক শাহ		
?	?	গিরাসউকীন্ বাহাউরশাহ তোগলক শাহ		
?	?	নাসিরউকীন্	মহম্মদ তোগলক	
১৩২৫	৭২৫	কাদর খান্	ঐ	

(দ্বিতীয় শাসনকাল)

সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে, তদীয় অনুচর কথক উকীন্ কাদর খাঁকে কোশলে নিহত করিয়া পূর্ব-বাঙ্গালার স্বাধীনতা-পতাকা উত্তীর্ণ করিলেন। এই সময় চরুল-জ্বর ওর মহম্মদ দিল্লীসিংহাসন কলঙ্কিত করিতেছিলেন। সম্রাট-হস্তে রাজকীয় শক্তির অপলাপ দেখিয়া এবং রাজপক্ষ হতবল জানিয়া জুলতান কথক উকীন্ বীর রাজ্যচুড়ি-মানসে সুখলিস খাঁকে লক্ষণাবতী আক্রমণে পাঠাইলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধশাসন-কর্তা কাদর খাঁর অশিক্ষিত সেনাপতি আলী মুবারকের হস্তে পরাস্ত হইলেন। আলী মুবারক আপনায় বিজয়বার্তা জ্ঞাপন করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালার মনন প্রার্থনা করেন। সম্রাটের আদেশপত্র আসিবার পূর্বেই তিনি আলা উকীন্ নাম

এহণপূর্বক গোড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তখনত্তর তিনি পূর্ববঙ্গে আসিয়া সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা কথর উদীনকে আক্রমণ করিলেন। কথর উদীন দ্বত ও নিহত হইলেন (১৩৪২ খৃঃ)।

তিনি কথর বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া গতান্ন হইলে, তৎপুত্র মুজফ্ফর গাজি শাহ পূর্ববঙ্গের (সুবর্ণগ্রাম) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে পশ্চিম বাংলায় আলিউদ্দীন আলী শাহ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া, গোড়সিংহাসিত পাণ্ডুরা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার ঐর্ষ্যা দেখিয়া হামি ইলদাস বা ইলদাস খাণ্ডা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। এই যুদ্ধে উভয়ে অনেকবার যুদ্ধ ঘটে, পরিশেষে আলী শাহ পরাস্ত হইয়াও নিরুজ্জ্বল লাভ করেন নাই। সের্বাপরম্বা ইলদাস গোপনে তাঁহাকে নিহত করিয়া বৈরজালা শাস্তি করিলেন। আলী সুবারক এক বৎসর পাঁচ মাস কালমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পাণ্ডুরা ইলদাসের হস্তগত হইল। তিনি ইলদাস খাণ্ডা সামন্তউদীন ভাঙ্গরা নাম ধারণ করিয়া বাংলার মননে উপবিষ্ট হইলেন। কয়েক বৎসর পরে সামন্তউদীন পূর্ববাংলা আক্রমণ ও অধিকার করেন (১৩৫০ খৃষ্টাব্দ)। এই সময়ে ত্রিশুরারাজও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া রাজকর ও নগর দিতে বাধ্য হন। অনন্তর তিনি পশ্চিমে বাঙ্গালী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে সম্রাট তৃতীয় কিয়োজ শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সম্রাটের সহিত যুদ্ধে ইলদাস-পুত্র বন্দী হইলেন, পাণ্ডুরা অধিকৃত হইল। এই সময়ে সামন্তউদীন পাণ্ডুরা হইতে ১১ ক্রোশ দূরে একডালা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট উক্ত স্থান অবরোধ করিয়া যখন দেখিলেন যে, সহজে উহা হস্তগত হইবে না, তখন তিনি সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন (১৩৫০ খৃষ্টাব্দে)। ইহার অত্যন্তকাল পরে বাহশাহ বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করেন (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে)। এই সময়ে বাংলারাজ্যের সীমা উত্তর-বিহারে গওক নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

কএক বৎসর বিশেষ বলদর্শে রাজ্যশাসন করিয়া সামন্তউদীন ৭৬০ হিজিরায় গতান্ন হন (১৩৫৮ খৃঃ)। তিনি স্বীয় ক্রুদ্ধবলে সমগ্র বঙ্গের অধীশ্বর হইরাছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপাট গোড়রাজধানী হইতে মালদহের নিকটবর্তী পাণ্ডুরা নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। হাজীপুর নগর তিনি অন্যমনে প্রতিষ্ঠা করেন। এদিকি আছে যে তিনি হিন্দুধর্মেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। একডালার নিকট রাজা ভদ্রাণী নামে এক সাধুর বাস ছিল। সম্রাট কিয়োজকর্তৃক একডালা অবরোধকালে ঐ সাধুর মৃত্যু হয়। সাধুরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিভিষকন মুলতান সামন্তউদীন কবিরবেশে তাঁহার সমাধি হলে উপনীত হইরাছিলেন এক

সেই হজরবেশেই সম্রাট-শিবিরে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান।

সামন্তউদীনের মৃত্যুর পর ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র “সেকন্দর শাহ” উপাধি গ্রহণপূর্বক রাজা হন। এই সময়ে কিয়োজ শাহ পুনর্ব্বার বাংলার আক্রমণ করেন, কিন্তু সেকন্দর পিতার অসুস্থতী হইয়া একডালা হ্রদে আশ্রয় লন এবং এরূপ যুদ্ধ-কৌশল দেখান যে, সম্রাট কয়েকটা হতী ও কতিপয় উপত্যকন লইয়াই প্রতিনিযুক্ত হইতে বাধ্য হন (১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে)। সেকন্দর একটা প্রকাণ্ড বৌদ্ধতপ্প ভগ্ন করিয়া তাহার উপর বিখ্যাত “আখিনা-মসজিদ” নির্মাণ করেন, পাণ্ডুরার উহার ভগ্নাবশেষ অতাপি দৃষ্ট হয়। সেকন্দরের দুই মহিবি ছিল, একের গর্ভে গিরাস উদীন, অপরের গর্ভে ১৩টা সন্তান জন্মে। গিরাস উদীন বিনাতার চক্রে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, সুবর্ণগ্রামে পলাইয়া আসেন ও সেনাপাল সংগ্রহপূর্বক রাজবিশ্রোহী হন। তথায় কিয়ৎকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার পর তিনি সোণার-কোটে আসিয়া শিবির স্থাপনপূর্বক স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে সেনাপালপাড়া পর্যন্ত অগ্রসর হন। পিতাপুত্রের পরস্পরের যুদ্ধে সেকন্দর গুরুতররূপে আহত হইরাছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে (৭৬৯ হিঃ = ১৩৬৭ খৃঃ)।

গিরাস উদীন রাজা হইয়া চিরন্তন প্রথামত আশ্রয়কার্থে বৈমাজের জাতাবিগকে অধ করিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন নিষ্ঠুরাচরণের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। তিনি সচিচার দ্বারা সকল লোককে সম্বৃত্ত করিয়াছিলেন। তিনি শয়র কবি, কবির মধ্যমা রক্ষার সততঃ সচেষ্টিত ছিলেন। পূর্ববাংলার রাজত্বকালে তিনি পারসিক কবি হাফেজকে আনিয়া বাস করাইতে বিবিধতে চেষ্টা পান। কিন্তু উক্ত কবি আগমদ করেন নাই। ৭৭৫ হিঃ (১৩৭০ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি মিনাজপুরের রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হন। এ কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের রাজত্বকালে রাজা গণেশ যে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইরাছিলেন এক পরিশেষে উক্ত পৌত্রকে বিনাশ করিয়া তিনি যে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাও সন্দেহ নাই। গিরাস এদিক মুলতান সাধু ফুজ্জ উল আলমের সহপাঠী ছিলেন এক লখনৌর এদিক সাধু হামিদ উদীনের নিকট তিনি পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা করেন।

গিরাসের মৃত্যুর পর, অসাত্যাবর্ষ তাঁহার পুত্র সৈক উদীনকে মুলতান উল মলান্ভিন উপাধিসহ বাংলার মননে অতিবিত্ত করেন। সৈক উদীন নির্বিরোধে ও শান্তির সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়া ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে গতান্ন হইলে, তাহার বড় পুত্র ২য় সামন্ত

উকীন্ হই বৎসর কাল শান্তিময় রাজ্য ভোগ করেন। এই সময়ে তাত্ত্বিক পদগণার জমিদার রাজা গণেশ (মতান্তরে রাজা কং) রাজদ্রোহী হইয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন (১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে)। মুসলমান সর্দারগণ কেহই তৎকালে বঙ্গেশ্বরের সহায়তা করেন নাই। তৎকালে অপর করজন মুসলমান রাজার শাসনোন্মেষ ঘটে অহুমান হর, মুসলমান সমাজেও রাজ্যাধিকার বিভ্রাটে বিশেষরূপে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল।

দিল্লীর সার্বভৌমতাই বঙ্গীর রাজবিশ্ববের একমাত্র কারণ। ৮০১ হিজিরার তৈমুরলক তারত আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে দিল্লীরকে হীনবল দেখিয়া গুজরাত, মালব, কনোজ, অঝোধী, কড়া, জৌনপুর, লাহোর, দেবলপুর, মুলতান, সমানা, বয়ানা, মহোবা প্রভৃতি স্থানের মুসলমান সর্দারগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। খাজা জহানকর্তুক বেহার অধিকারের পর বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সর্দারগণও স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালন করিতে চেষ্টা করেন। এই সুযোগে দিনাজপুরগতি গণেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ বাঙ্গালার অধিপতি হন, এবং ৭৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অপকৃপাতে রাজ্যব্যাপ্তি করিয়া হিন্দু মুসলমান উভয়ের প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর 'বয়াজিন্ শাহ' নাম দৃষ্ট হয়। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্র জিৎমর 'জলাল উকীন্ মহম্মদ শাহ' নাম গ্রহণপূর্বক মুসলমান হন এবং পৌড়নগরে পুনরায় রাজধানী স্থাপন করেন। জলাল গৌড় ও পাণ্ডুরায় অনেক সুরমা হস্তা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাপীড়ন করিতেন এবং অবশেষে দুইজন ক্রীতদাসের হস্তে (১৪০৯ খৃষ্টাব্দে) নিহত হন। রাজা গণেশ পূর্ববঙ্গে নানা দেবমন্দির স্থাপন করিয়া পৌত্তলিকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে সে প্রভাব বাধা প্রাপ্ত হয়। পৌড়নগরে তিনি এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এ সময়ে বাঙ্গালার পরাক্রম অনেক কমিয়াছিল। উত্তরপূর্বে কামরূপ রাজ্য করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্চিমে জৌনপুরের মুলতান খাজা জহান্ সম্ভার বেহার প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজাও মধ্যে মধ্যে বঙ্গীমাত্ত আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতেছিলেন।

জলাল উকীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আফস শাহ বাঙ্গালার বসনদে উপস্থিত হন (১৪০৯ খৃঃ)। এই সময়ে জৌনপুররাজ মুলতান ইব্রাহিম বাঙ্গালা আক্রমণে উত্তেজিত হইলে কামরূপ ঠৈতুপুত্র শাহকবেদ সাহায্যপ্রার্থী হইয়া হিরাটে দূত

প্রেরণ করেন। তাতার-রাজত্ব গোড়রাজধানীতে আধমন কালে জৌনপুরগতিক বীর সম্রাটের বকবির-নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া বান। ১৮ বৎসর রাজত্বের পর আফস ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে গত হন।

আফসের মৃত্যুর পর, মুসলমানেরা মুলতান সামল উকীনের বংশধরী দাসির উকীন্ নামক একজনকে রাজা করেন। হিন্দু-রাজবংশের অভ্যুদয়ে মুসলমান সর্দারগণ রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। এখন তাকরাবংশের হস্তে রাজ্য-দক্ষিণ নিপতিত হওয়ার সর্দারগণ রাজসংসারের বলহুতি কামনার রাজসংগণে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাহাদের সাহায্যে বলীয়ান হইয়া নসির শাহ ১৪৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিরীকিরোধে রাজত্ব করেন। উক্ত বর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র বার্কক শাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার নির্মিত গোড়ের প্রাকারাদি ও প্রবেশদ্বার অচ্যুপি বিভ্রাম আছে।

নসির শাহের পুত্র বার্কক শাহ বীর রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ অনেকগুলি হাবসী (আবিসিনিয়ান ক্রীতদাস) ও থোকা নিযুক্ত করেন। ইহারা ক্রমে আট সহস্র পরাক্রান্ত অঝারোহী হইয়া উঠে এবং রাজসংগ্রহে কেহ কেহ রাজসরকারে উত্তম ও সম্মান লাভ করে। মুলতান বার্কক ১৪৭৪ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত নিরীকিরোধে রাজ্যশাসন করিয়া গতাত্ত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ শাহ রাজা হন। রাজ্যসনে আসীন হইয়াই তিনি ভ্রাতৃ-বিচারের সুব্যবস্থা করেন এবং রাজবিধির সংস্কার করিয়া বান। কাজী ও মুকতীগণ তাঁহার নিকট বিচারে পরাত্ত হইতেন।

১৮৭ হিজিরায় অপুত্রক মুহম্মদ গতাত্ত হইলে মুসলমান ওমরাহগণ রাজবংশীয় সেকন্দর শাহ নামক একজন ব্যক্তিকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু সেকন্দর রাজকাব্য পরিচালনে অক্ষম দেখিয়া তাহারাই হইয়াস পরে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তবীর খুলতাত্ত কতেপাহিকে সিংহাসন অর্পণ করেন।

মুলতান কতেপাহ বিজাদি দানা লক্ষণে ভূষিত ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন, হাবসী ও থোকাগণ পূর্ব হইতেই রাজসরকারে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের অভ্যাচারে নীরব বঙ্গীর প্রজাবর্গের ওষ্ঠাগতপ্রাণ। তিনি ইহার প্রতিবিধান জত কএকজনকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের মর্যাদার হ্রাস করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহার মুলতানের পরম নজ্জ হইয়া গাড়াইল। তাহার মুলপুর-রক্ষী "পাইক"দিসকে প্রলোভিত করিয়া একদিন গভীর নিশীথে রাজ্যভূগুর মধ্যে মুলতান কতেপাহকে বধ করিল।

রাজসরকারের প্রোষিত মুলতান প্রভৃতে রাজসভাতলে উপস্থিত হইতেন না দেখিয়া লতাহ সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া

পড়িয়াছেন, এমন সময়ে সাধারণের বিষয় সমুৎপাদন করিয়া খোজা-সর্দার বারিক রাজপরিষদে তুবিত হইয়া সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে উজীরপ্রধান খাঁ জাহান এবং হাবসীশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ মালিক আওগল রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা রাজধানী রক্ষার্থ পাইকমাত্র নিযুক্ত রাখিয়া সমগ্র সেনাদল লইয়া কোন হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, পাইক-সর্দারও পূর্বে হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তুফীয়াধার ধারণ করিয়াছিল, সুতরাং বারিকের সিংহাসন গ্রহণে সে কোনও আপত্তি উত্থাপন করিল না। খোজা বারিক সুলতান শাহজাদা উপাধি ধারণ করিয়া ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শাহজাদা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের অভিমত হইল না। মালিক-আওগল সুলতান-কর্তৃক স্বপক্ষে নিয়োগাধিকার সত্ত্বেও তাঁহার বিরোধী হইয়া রাজবিযোগে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক সহযোগী যুগ্মিগ খাঁর সাহায্যে তাঁহাকে নিহত করিলেন এবং সাধারণের অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত বর্ষে সৈক-উদ্দীন ফিরোজশাহ হাবসী নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি বেরূপ বীর ছিলেন, তদনুরূপ দয়াও তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তাঁহার উদারতা সত্ত্বে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে,— একসময়ে তিনি দরিদ্রদিগকে ১ লক্ষ মুদ্রা ভিক্ষাদানার্থ মন্ত্রীরা প্রেরিত আদেশ করেন। মন্ত্রিবর মনে ভাবিলেন, ‘লক্ষ টাকা নিত্য ক্রম নয়। সুলতান বোধ হয়, লক্ষ টাকার পরিমাণ না জানিয়াই এত অধিক অর্থ বিতরণের আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই অর্থ তাঁহাকে চক্ষে না দেখাইয়া বিতরণ করা হইবে না; এই বুদ্ধি করিয়া তিনি লক্ষ পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা সুলতানের বাইবার পথের ধারে রাখিয়া দিলেন। সুলতান তাহাতে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এ মুদ্রা কিসের? উজীরপ্রবর তাহা ভিক্ষার্থ দের বলিয়া অভিবাদন করিলেন। তাহাতে সুলতান বলিয়াছিলেন, “এই সামান্য মুদ্রা করজনকে দিবে। ইহার বিপুল পরিমাণ বিতরণ করিয়া দাও।”

ফিরোজ শাহ গোড়নগরে একটা সুবৃহৎ মসজিদ, মিনার ও স্তম্ভ বাধা পুষ্করী নিৰ্মাণ করিয়া বান। এই কীৰ্ত্তিগুলি আজিও সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

প্রায় ৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ ভবলীলা সম্বরণ করিলেন ওমরাহগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির উদ্দীন মাক্কু শাহকে * রাজা করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাবসী-

* ৩টি মহম্মদ কাম্বোজীকৃত টিঙ্কাসে লিখিত আছে মাক্কু শাহ হাবসীজাতীয় ছিলেন না, তিনি পূর্বস্বর্গত সুলতান কুতবশাহের পুত্র। তাঁহার মাতা সেনাপতি মালিক আওগলের পক্ষে সিংহাসন ভ্রাণ করেন।

জাতীয় উজীর হাবেশ খাঁই রাজ্যের সর্বমম্বর্ত্ত কর্ত্তা ছিলেন। মন্ত্রিবরের অগ্রিম আচরণ বিরক্ত ও উদ্ভ্যস্ত হইয়া অপরাধর হাবসীগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার বিনাশের চেষ্টা পান। সেই সময়ে সিদ্দিক বদর দেওয়ানে অত্যাচারী উজীরকে নিহত করিয়া সুলতানের বন্ধনমুখা মুক্ত করিয়া দেন। মাক্কু শাহের রাজ্যকাল একবৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে উক্ত সিদ্দিক বদর সুলতানকে গোপনে বধ করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন।

সিদ্দিক বদর দেওয়ানে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়া মুজফ্ফর শাহ নাম গ্রহণ করিলেন। এরূপ অত্যাচারী ও যথেষ্টাচারী রাজা কখনও বঙ্গসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। তিনি প্রথমে তুর্কজাতীয় ওমরাহগণের নিধনসাধন করিয়া স্বীয় বিজাতীয় জালা নির্দোষ করেন। তদনন্তর তিনি হিন্দুনাশ্ত-রাজ ও জমিদারদিগকে নির্জিত, নিহত ও বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহাদের বধ্যসর্গস্থ লুণ্ঠন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার কলুবরয় জীবনের বিজাতীয় তৃষ্ণার বিলম্ব হয় নাই। তিনি সকল প্রকার অত্যাচারেই স্বীয় প্রজাবর্গকে উদ্ভ্যস্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী মক্কাবাসী সৈয়দ হুসেন সরিফ মুসলমান ও হিন্দু সর্দারগণে মিলিত হইয়া ১৪৯৭-৮ খৃষ্টাব্দে রাজধানীতে সুলতানকে অবরোধ করেন। এই সময়ে সুলতানের অধীনে ৫ হাজার হাবসী এবং ২৫ হাজার পাঠান ও বকীয় সেনা ছিল। ৪ মাস গোড়নগরে অবরুদ্ধ থাকিয়া সুলতান মনে করিলেন যে, এই যুহতী বাহিনী লইয়া তিনি অনায়াসেই বিজোহিদলকে বিপর্যস্ত করিতে পারিবেন। এই আশায় উৎকুল হইয়া তিনি দুর্গপ্রাকার প্ৰতিক্রমপূর্বক গোড়নগর-সমুখস্থ সুবৃহৎ ময়দানে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইলেন। যোঁরতর যুদ্ধের পর সুলতান রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিলেন (১৪৯৮ খৃঃ)। তাঁহার সঙ্গে গোড়-প্রাঙ্গণে ২৩ হাজার সেনা প্রাণ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, বিজোহিদলের নেতৃবর্গ বকীভাবে সুলতান মুজফ্ফর শাহের সমুখে আনীত হইলে তিনি বহুতে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতেন। নিজাম উদ্দীন বলেন, মন্ত্রিপ্ৰধান সৈয়দ হুসেন পাইকদিগের সহিত বড়বস্ত্র করিয়া রাত্রিতে শয্যাগৃহে তাঁহাকে নিহত করেন।

বিগত সার্বক্ক শতাব্দী কালের মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ধর্ম্মরক্ষাকল্পে হিন্দুগণ এক সময়ে বেরূপ নির্দোষ ভোগ করিয়াছিলেন, অন্ত সময়ে আবার তাঁহারা লুণ্ঠন মুসলমান নরপতিবর্গের করুণায় স্বধর্ম্মপালনে সেইরূপই সামর্থ্যবান হইয়াছিলেন। চুঃক্ষেপে পর প্রথোবর, অত্যাচারের ও অনাচারের পর সমাধির যেমন হর্ব্বজনক, মুসলমান রাজত্বগণের এই বিজাতীয় বিধেবির পর হিন্দুসমাজের প্রতি সর্বরূপ কৃপাকটাক-পাত সেইরূপ দয়ানন্দকর হইয়াছিল। ইহার উপর মুসলমান

সর্দারগণের পরম্পর বিবেচ ও বাক্যলার মনন-লাভের আকাঙ্ক্ষা পরম্পরের জাতীয়তাকে শত্রুতার পরিণত করিয়াছিল। সুলতান-গণের গুপ্তহত্যাই সেই বৈজাত্য পরিণতির মুখ্য কারণ। পক্ষান্তরে উপরোক্ত মুসলমান সর্দারগণ বা তদবধীন সেনাবৃন্দ যুদ্ধবিভা-বিশারদ ও অর্থগুরু ছিলেন। তাঁহারা নিরীহ ধর্মভীত বঙ্গবাসীর অর্থ-শোষণ করিয়া, অথবা কোশলপূর্বক তাঁহাদের ভূসম্পত্তি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া আপনাদের উদর পূর্ণ করিতেছিলেন; কিন্তু অর্থহানিনিবন্ধন উপস্থিত দরিদ্রতা হিন্দুর অজত্বগ্ৰহণ হইলেও জাতীয় চিরন্তন গৌরব বিভাভূষণ হিন্দুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই; নবধীপের তাত্‌কালিক বিভা-গৌরব জগতে অবিস্মৃত ছিল না। সেই বিভাবলে হিন্দুগণ মুসলমান সুলতানগণের পরামর্শ-দাতা বা মন্ত্রী হইতেন। সেই মেশামিশিতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে অনেক সাময়িক বিব্রব সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

প্রায় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও সে সময় বস্ততঃ পক্ষে পূর্ববঙ্গে হিন্দু সমাজের উপর ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ কর্তৃত্ব ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের সুবিভূত শাস্ত্র সমাজের মন্ত্রগুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হস্তে সমাজের নেতৃত্ব ও ধর্মনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল। সুতরাং এক্ষণ ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিতে পারিলে রাজ্যশাসনের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে, তাহা মুসলমান রাজপুরুষগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন, কিন্তু সাধারণতঃ পশ্চিমাগত মুসলমানগণ বাঙ্গালীদিগকে ঘোর শত্রু মনে করিতেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সত্‌ব ও প্রীতি স্থাপনের পক্ষে এ কারণে প্রথমতঃ যথেষ্ট অসুবিধা ঘটয়াছিল। যতদিন দিল্লীশ্বরের অধীনে মুসলমান নবাবগণ বঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতে ছিলেন, ততদিন হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে পরম্পরে প্রীতি ও সহানুভূতি জন্মিতে পারে নাই, কিন্তু যখন বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্তারা দিল্লীশ্বরের প্রভাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন হইতেই বঙ্গবাসীর সাহায্য আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ৭৩৯ হিজরি সনে (১৩৪৮ খৃঃাব্দে) হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল। এই বর্ষে কথন উকীন্‌ মুজঃফর মুবারক শাহ দিল্লীশ্বরকে অমাত্য এবং পূর্ববঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু জমিদার-সাহায্যে সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহার আবাবহিত পরেই লক্ষণাবতীতে শাম্‌স্‌ উকীনের প্রোত্‌সাহ, বহুসংখ্যক বাঙ্গালী-কর্তৃক জলপথে কথন উকীন্‌কে আক্রমণপূর্বক সুবর্ণগ্রাম অধিকার, শাম্‌স্‌ উকীন্‌ ইল্লাসকে শাসনোদ্যোগে সফ্রাট ফিরোজ শাহের বঙ্গে আগমন প্রভৃতি ঘটনাপ্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের বেশামিশির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মুবারক বাহাদের আত্মকুল্যে স্বাধীন হইলেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত খেলাত ও জারগীর দিয়া সম্মানিত করেন, কিন্তু এ সত্‌ব স্বাধীন হয় নাই। তিনি বঙ্গাভীর ওমরাহগণের পরামর্শে অল্প দিন পরেই হিন্দু সামন্তবর্গকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। সেই কারণে অত্যন্ত কাল মধ্যেই তাঁহার অধঃপাতের পূত্রপাত হইল। তাঁহারই অভ্যুদয়কালে পশ্চিম বঙ্গে শাম্‌স্‌ উকীন্‌ ইল্লাস্‌ তাঁহারই নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে আপনায় সৌভাগ্যপথ গ্রহণ করিবার অবসর খুঁজিতে ছিলেন। মুবারকের হিন্দু বিবেকের পরিচয় পাইয়া মাত্র তিনি স্বদল বলে বাঙ্গালী নোসেনাগণের সাহায্যে মুবারককে আক্রমণ ও সুবর্ণগ্রাম দখল করিয়া লইলেন। তৎপূর্বেই দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ গিরাঙ্গ্‌উকীন্‌কে দমন করিবার জন্য সৈন্তে রাঢ়দেশে আগমন করেন। এ সময় পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু-জমিদারবর্গ অনেকেই ফিরোজ শাহের পক্ষ অবলম্বন করেন, ও দিকে পূর্ব বঙ্গের অনেক সম্রাট হিন্দু জমিদারবর্গ ও পূর্ব বঙ্গের বাঙ্গালীবীরগণ ইল্লাসের পক্ষ হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যখন বঙ্গাধিপের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন সহদেব নামে এক জন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি এক লক্ষ ৮০ হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করেন। বাঙ্গালী বীরগণের ভীষণ পরিণাম বর্ণন করিয়া শাম্‌স্‌উকীন্‌ দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন; পশ্চিম বঙ্গ হইতে শাম্‌স্‌উকীন্‌ যখন পূর্ব বঙ্গে আসিলেন, সে সময় বহু জমিদার তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, তিনিও কথন উকীন্‌ মুবারকের জায় তাঁহার পক্ষীয় হিন্দুবীরগণকে উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কুলগ্রহ ক্রবানন্দের মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, চট্টবংশাবতংশ কুলীনপ্রবর ডাকরপোত্র মহাধনী মনোহরের পুত্র জ্যোত্‌ধন “বঙ্গভূষণ” উপাধি এবং মুবারকের পক্ষীয় হিন্দু জমিদার-বর্গকে পদান্ত করার পুত্রিত্বওবংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন চক্রপাণি “রাজজয়ী” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অল্প জাতীয় বীরগণও উপাধি পাইয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ বাহাদের নিকট সাহায্য পাইয়া-ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাগরবীর্য মহাধনী ও কবিকল্প উপাধিধারী উদয়ন এবং তাঁহার মৃত্যুর, আঘব প্রভৃতি সপ্ত বীর-পুত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দিল্লীশ্বর প্রোত্‌সাহগন কালে রাঢ়ীয় বীরদিগকেও উপযুক্ত মর্যাদাদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত রাঢ়ীয় কুলীনপ্রবর সুবর্ণগ্রামে বিকর্তন চট্ট “রাজা” উপাধি এবং মনোহর বঙ্গভূষণের পৌত্র শ্রীরাম “রাম” উপাধি

লাত করিয়াছিলেন, এতদ্বিধি আরও অনেক সম্ভাবিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় অপেক্ষা বারেন্দ্রদিগের সহিতই অধিক পরিমাণে মুসলমান রাজসংগ্রহ বাটরাছিল; তাহারাই গোড়াধিপের অতি নিকটেই বাস করিতেন; মুসলমান রাজসভার তাঁহাদের সর্বদাই গতিবিধি ছিল, এ কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান রাজাদিগের নিকট উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন, তৎকাল রাষ্ট্রাশ্রয়ী অপেক্ষার বারেন্দ্রাশ্রয়ী বেশী বিব্রী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মুসলমান রাজসরকারে তাঁহাদের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহারই কালে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাত্ত্বিয়ার হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ মুসলমান অধিপতির সর্বময় কর্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই গণেশই বারেন্দ্রমন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে মুসলমান নৃপতিকে বিনাশ করিয়া সমস্ত গোড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য বহুপরিকর হইলেও তাঁহার চাল চলন ও আদব কারবার যথেষ্ট মুসলমানী প্রভাব সংক্রমিত হইয়াছিল। তিনি এক জন প্রকৃত হিন্দু হইলেও তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে “বরাজিদ্ শাহ” এই মুসলমানী নাম অঙ্কিত দেখা যায়। তিনিও যে মুসলমান নৃপতিগণের অধুকারেণ বাদশাহী নাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার প্রচলিত মুদ্রা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণপ্রবর সময়কালের অগ্রসিদ্ধ চীফকার বৃহস্পতি গণেশবংশীয় মুসলমান অধিপতির নিকট “রায়মুকুট” উপাধি এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র কবীন্দ্র শ্রীরাম “বিবাস” উপাধি লাভ করেন।

যাহা হউক, এই সময় ও পরবর্তীকালের ইতিহাস আলোচনা করিলেও বেশ বুঝা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান ক্রমেই বন্নিষ্ঠতা দ্বয়ে আবদ্ধ হইতেছিল, মুসলমান নরপতিগণ হিন্দু প্রতি অভক্তি বা অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহারাই হিন্দু সমাজকে আয়ত্তাবধানে আনিবার জন্য সমাজসেতা ব্রাহ্মণগণকে জ্ঞানগুণ করিতে লগ্ণেই ছিলেন। তাঁহারাই বাঙ্গালার হারি-প্রভাব বিস্তারোদ্দেশ্যেই যাজ্ঞ, গণ্য ও বিচক্ষণ বাঙ্গালীদিগকে রাজকীয় উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন। রাজসংগ্রহ ক্রমশঃই বিবন হইতে বিবন হইয়া দাঁড়াইল। মুসলমান ধরবারে নিরন্তর গতিবিধি মিলকন ব্রাহ্মণেরাও মুসলমানী আদবকারলা, চাল-চলন বা রীতি-নীতি অভ্যাস করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে এই সংক্রামক ব্যাধিতে অনেক নির্ভাবান ব্রাহ্মণসন্তানও আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু-মুসলমানের এই কোষাধিশির কলস রাজা গণেশ কর্তৃক

গৌড়েশ্বরের বিনাশ সাধিত হইয়াছিল। * উক্তর দলের বিশেষ বন্নিষ্ঠতাগ্রন্থকই রাজা গণেশের পুত্র মুসলমানের উচ্চিষ্ট জাযুল গ্রহণে ও নিজস্ব সংগ্রহদ্বারা পড়িয়া ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হন। গণেশবংশধরগণ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইলেও হিন্দুসমাজ তৎকালে জাতীয় শক্তি হারায় নাই। গণেশবংশের গৌরবরবি অন্তিমিত হইলে ১৪৪০ হইতে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালার ধর্মসময়ে উচ্চবংশীয় মুসলমানগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং বাঙ্গালার বিধবীর অভ্যাচার-প্রোতঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এই অভ্যাচারের দিনেও নসির শাহ, বার্কক শাহ, মুহুক শাহ, সেকন্দর শাহ ও কতেশাহ নামের কয়েকজন ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান শাস্ত্রিয়র শাসন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করেন। বার্ককশাহ রাজ্যশাসনের সুবিধার্থ হাবলী ও খোজাদিগকে সেনাবিভাগে এবং যোগ্যতাসম্মানে অজ্ঞাত রাজকর্মে নিয়োগ করিয়া যে বিবমর বীজ ধপন করিয়া যান, তাহাই অল্পব্রিত হইয়া কালে হিন্দুসমাজের সর্বনাশ সাধন করে। মুসলমান রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণদিগকে মুসলমান করিবার অভিপ্রায়ে অতি অবজ্ঞারূপে নির্বাসন আরম্ভ করেন। উপর্যুপরি অভ্যাচারে অনেক হিন্দু বংশ মুসলমানদোষসংগঠিত হয়। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ কুল, জাতি ও মানের ভয়ে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া ভিন্নদেশে পলাইয়া যান। অনেকে মানসজয়রক্ষা করিতে না পারিয়া মুসলমানজোতে জাতিকুল বিসর্জন দিয়াছিলেন। এই পাঠান-শাসনকালে হিন্দুসমাজের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কুলীসমাজেরও তৎকালে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদিত এবং তাহা হইতেই এদেশে অনেক সামাজিক পরিবর্তন প্রবর্তিত হইয়াছিল।

১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে বার্কক শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র মুহুক শাহ গোড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার ভায়রপতা ও বরাবাকিণ্যগুণে হিন্দু-প্রজা শাস্ত্রিয়র যুগ দেখিতে পাইল। ১৪০২ সকে অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দেবীর বটক, রাষ্ট্রীয় কুলীস ব্রাহ্মণসমাজের সংহার সাধন করিয়া মেলনিরন প্রচারিত করিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে বারেন্দ্র কুলশাত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য তাত্ত্বিকী বারেন্দ্র কুলীসসমাজকে আটটা পটিতে বিভক্ত করেন। এদিকে দক্ষিণ-বঙ্গে দেবীকরের সমকালবর্তী পুন্ডর বহু বক্ষিপরাষ্ট্রীয় কারকসমাজে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সম্ভাব্য গর্ভায়ে

* ইশানবাসনকৃত অষ্টমপ্রকাশে লিখিত আছে যে, অষ্টমপ্রকাশের পিতামহ মুনিহে বা নরসিংহ নাড়িয়াল সিদ্ধজ্যোতির ও আদ্য কবীর সন্তান।

স্বাধার প্রজা যল জীবনেন রাজা।

গৌড়ের বার্কক শাহি গৌড়ের হইল রাজা। (অষ্টমপ্রকাশ)

বিবাহ বিবাহ কুলবিধি প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দ্র-
দীপেও রাজা পরমানন্দ দ্বারা বঙ্গ কায়স্থবিগ্ণের সামাজিক কুলচ্যুত
লব্ধকে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া বান। ইহারই কিছু পরে
নববীপধামে প্রেম ও শান্তির পূর্ণ সূত্রী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবি-
র্ভূত হইয়া বৈকুণ্ঠধর্ম প্রচার করেন। হিন্দুসমাজ তখন হরিনামের
প্রভাবে মাতোয়ারা হইয়া নগরে নগরে হরিনাম কীর্তন করিয়া
শান্তি ও প্রেমের লীল্যধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। বৃহৎ শাহের
পূর্ববর্তী কুলতানগণের অধিকারকালে রাজকর্মচারিগণের
অত্যাচার এবং তৎসাময়িক শাস্তিতাব জয়ানন্দের চৈতন্যমন্ডলে
বিস্তৃত আছে।

তৎপূর্বে হাবসীবংশীয় শেখ কুলতান মুজিবর শাহের শাসন-
কালে মুসলমানের অত্যাচার চরমসীমায় উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ
এই অমানুষিক অত্যাচারের প্ররম্ভ দর্শন করিয়াই নববীপের
মনীষিমণ্ডলী নববীপ ছাড়িয়া নানা স্থানে পলায়ন করেন।
প্রধান নৈরাসিক বাহাদুর সার্কতোম এই সময়ে সপরিবারে
উৎকল যাত্রা করেন।*

বলিতে কি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে বিভাচর্য্য ও
গঙ্গাবাস উপজাতি নানা গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া নববীপে
বাস করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ
মিশ্রও সেই সময়ে হ্রীষ্ট হইতে নববীপে আসিয়া নীলাদ্র
মিশ্রের কন্যা শ্রী দেবীকে বিবাহ করিয়া নববীপবাসী হন।

শ্রীচৈতন্যদেব নববীপধামে বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রাণধা
দেখাইয়া ভারতবাসীকে মোহিত করেন। তৎকালের নিকট তিনি
অলৌকিক শক্তিপ্রভব মহাপুরুষরূপে একটু হইয়াছিলেন।
শ্রীধর, গঙ্গাধর ও ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীশ্রী আবেতাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার
ধর্মকর্ত্তের সহায় ছিলেন। ঈশ্বরপুরীর ভক্তিমাধা মুখখানি
দেখিলে মহাপ্রভু পাগলের মত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন।

এ হেন মহাপ্রভুর সহপাঠীরূপে নববীপধামে আবির্ভূত হইয়া
ও সেইরূপ জ্ঞানবস্তুর পরিচর দিয়া রত্ননাথ শিরোমণি ভারতবাসী
অধিতীয় প্রতিভা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়েই স্মৃতি-
নিবন্ধকার হার্ডপ্রবর রত্ননাথ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই
সময়ে নববীপধামে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কালীনাথ বিদ্যানিধি,
ও তৎপুত্র বিদ্যনাথ ভট্টপঞ্চানন প্রভৃতি অসাধারণ বীশক্তিসম্পন্ন

পণ্ডিতমণ্ডলী জন্মগ্রহণ করিয়া বাক্যলার মুখোজ্জল করিয়া
গিয়াছেন। সুখের বিষয়—মুসলমানের কঠোর শাসন ও
অত্যাচার মহাপ্রভুর প্রেমপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল।

[নববীপ ও চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কেশব ভারতীর নিকট
মহালীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামগ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ ত্যাগ করিয়া
প্রব্রাজ্যব্রত অবলম্বন করেন। মলিনপ্রভ বৈকুণ্ঠধর্মের পুন-
রুজ্জীবন ও জন্মসমাজে তাহার প্রচার, তাহার জীবনের মূল লক্ষ্য
ছিল। তাহার পার্শ্ব ও ভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই
হুকবি ছিলেন। তাহার মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনাসময়ে অনেক
তরুণের পরিচর দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্বীকার করিতে
হইতেছে যে, স্বাধীন পাঠান মরশতিগণের রাজত্বকালে বাক্যলার
সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের বখেট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।
হিন্দুগণ ধার্মিকপ্রবর কুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের
রাজ্যকালে সুখে বহুদলে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমার্থ চিন্তা
করিবার অবসর পাইয়া ছিলেন। তৎপূর্বে ব্রাহ্মণবংশে
সুপ্রসিদ্ধ কবি বিভাচর্য্য, চণ্ডীদাস ও কুন্তিবাস এবং কায়স্থ-
বংশে গুণরাজ খান প্রভৃতি হন। উক্ত কবিগণ ব্যতীত
অপর সকল পদকর্ত্তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক,
অথবা তাঁহার পরবর্তী। পদকর্ত্তার, রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি,
পদকল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে যে সকল পদকর্ত্তা-
নিগের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মুসলমানভক্ত অকবর
আলী, কমরানী, নাসির, মাহমুদ, কবির, হাবীস, ফতুন, সাল
বেগ, শেখ জালাল, শেখ ভিক্ত, শেখ লাল ও সৈয়দ মৃত্যুঞ্জয়ার
নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্বিধি জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম
দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং রামী, রসময়ী, মাধবী নাসী প্রভৃতি
সাময়িক বহু পুরুষ ও ব্রীকবিগণ তৎকালে প্রোচুত হইয়া
বাক্যলার সাহিত্যের শ্রীসম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

[বাক্যলার ভাষা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এককথায় বলিতে কি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর মধ্য
হইতে ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত মুসলমান-শাসনে
বাক্যলার কি ধর্ম, কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি
সকল বিষয়েই একটা অলৌকিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।
উদয়নাচার্য্য, দেবীদাস, পুরন্দর বহু ও পরমানন্দ দ্বারা সমাজবিধি
সংস্কার করেন। ১৫০৯ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অকর্ম্মদাস কাল
পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য শেখ মুসলমান অত্যাচারে বিলীনপ্রায় হিন্দুধর্মের
পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভক্তিপ্রাধান বৈকুণ্ঠধর্মের পুনরুজ্জীবন ও
শ্রীকৃষ্ণ সাধন করেন। শ্রীমৎ আবেতাচার্য্য ও বিদ্যানন্দ প্রভৃ
মহাপ্রভুর সহযোগিতারূপে বৈকুণ্ঠধামে বিশেষ সম্মানভাজন

* "অতঃপর নববীপে হইল রাজত্ব।

ব্রাহ্মণ হরিয়া রাজা জাতি এখা লয়।

বিদ্যারবত সার্কতোম ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গদেশ উৎকলে দেখা হাড়ি শিখ রাজা।

তার আশা বিদ্যাকলপিত পৌড়বাসী।

বিশাল বিদ্যার কলি কায়শ্রী" (জয়নন্দভূত চৈঃ পঃ)

হন। খ্রীঃপূ ও সনাতন বৈষ্ণবচার্য্যগণের অগ্রণী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপালভট্ট, মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬—১৫১৪ খৃঃ), শ্রুতগ্রামবাসী কোটীপতি গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস (১৪৯৮ খৃঃ জন্ম), এবং শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ণবচার্য্যগণ মহাপ্রভুর পার্শ্বচর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

যে সকল বৈষ্ণবভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর উজ্জোগে বাদলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রূপ, সনাতন, জীবগোষামী, গোপাল ভট্ট, মার্ত্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি মহাজনগণের নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। চিন্তা-মণি-দীপ্তিপ্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণি অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়া নবযুগে শ্রায়শাস্ত্রের প্রাধিক্ত স্থাপন করেন। মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিভূষের ব্যবস্থাসূত্রে আজিও বাদলায় ধর্ম্মকর্ম্ম চলিতেছে। এই সময়ে বারাগসীধানে বারেন্দ্র-বংশীয় পণ্ডিতপ্রবর কুলকুন্ডটু মহুসংহিতার টাকা প্রণয়ন করিয়া পণ্ডিত-সমাজে স্মৃতিশাস্ত্রের সমায় বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রূপগোষামিহিত ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, দানকলিকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সনাতন-বিরচিত হরিভক্তিবিলাসটীকা ও বৈষ্ণব-তোষিণী নারী ভাগবতটীকা ভক্তিরসের ও সংস্কৃতসাহিত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন।

রঘুনন্দন ও কুলকুন্ড যে সময়ে স্মৃতিব্যবহার প্রতিষ্ঠা এবং রূপসনাতন ও অপরাপর বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধিক্তস্থাপন ও প্রচারকামনায় বঙ্গপরিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিছু পরে রূক্ষানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র ভক্তের সার সঙ্কলন করিয়া শক্তিপূজার সুব্যবস্থা করিলেন।

[বিস্তৃত বিবরণ বাদলাভাষা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য ও জাতিগত পার্থক্যনিবন্ধন বঙ্গভূমে নিম্নতই সামাজিক বাদাধ্ববাদ লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইত। মুসলমান নরপতি বা সর্দারগণের অত্যাচারিত ব্যক্তিই তৎকালে সমাজবান্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতেন। এই সামাজিক আন্দোলন সময় সময় রাজ্যের মহা অশান্তিকর হইত বলিয়াই মুসলমান সুলতানগণ জাতিবিচারের জন্য একটা স্বতন্ত্র ‘জাতিমালা-কাছারী’ নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন। কুলগ্রহে লিখিত আছে, দেবীঘরের অভ্যুদয়ের পূর্বে দস্তখাস উপাধিধারী এক ব্যক্তি মুসলমানরাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই জাতিমালা কাছারির প্রধান বিচারপতি হন। তাঁহার সজ্জার রাষ্ট্রীয় ভ্রাম্যঙ্গগণের ৫৭মঃ সমীক্ষরণ

হইয়াছিল। বাদলায় বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাসে (কুলগ্রহে) ইহার বিস্তৃত পরিচয় আছে।

এই জাতিবিভ্রাটের দিনে সকলেই দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া সমাজসংগঠনে বঙ্গপরিব্যস্ত হইয়াছিলেন। ঘটক দেবীর নানা দোষের একত্র সমাবেশ দেখিয়া ও রাষ্ট্রীয় কুলীন-সমাজে পরস্পরের বিবাহজনিত সংশ্রব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক একটা ‘মেল’ নির্দেশ করেন। তিনি স্বয়ং ঐ সময়ে ‘দোষ-নির্গর’ ও ‘মেলবিধি’ নামে দুইখানি কুলগ্রহ রচনা করিয়া-ছিলেন। তৎপরে ১৪০৭ শকে ধ্বনানন্দমিশ্র কর্তৃক মহাবংশাবলী রচিত হয়। এতদ্বির এই সময়ে আরও কতকগুলি কারিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।*

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর এই সংস্কারযুগে, মুসলমান-রাজত্বের যেরূপ রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আলাউদ্দীন হুসেন শাহের রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়।

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভু হাবসী-বংশীয় রাজা মুজ্জফর শাহকে নিহত করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। রাজসিংহাসনে সমাসীন হইয়া সৈয়দ হুসেন আলা উদ্দীন সেরিফ মক্কা নাম ধারণ করেন। রিয়াজ-উল-সলাতিন-প্রণেতা বলেন, ‘গোড়ের স্তম্ভখোদিত লিপিতে তাঁহার হুসেন শাহ নাম বিদ্যমান আছে। অল্পমান হয়, তাঁহার পিতা বা তৎপুত্রীয় কোন পূর্বপুরুষ মক্কার সেরিফ ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই বংশগরিমা স্বরণ করিয়া তিনি ঐ নাম প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।’

তিনি পূর্ববর্তী সুলতানগণের শ্রায় হীন-জাতীয় ছিলেন না। ইসলামধর্ম্মপ্রবর্তক হজরৎ মহম্মদের বংশে তাঁহার জন্ম। আরবের মরুভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি সৌভাগ্যবশে বাদলায় উপনীত হন। গোড়পতি তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার ও বিনয়-নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সুলতান তাঁহাকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম উজীরপদ দান করেন। মস্ত্রিপদে অবস্থানকালে তিনি সকল শ্রেণীর ওমরাহ ও সামন্তদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন এবং সকল কার্য্যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইতেন, তাহাতে সকলেই তাঁহার প্রতি ক্রীত ও বিশ্বস্ত হইয়াছিল। অদৃষ্টক্রমে পাশবপ্রকৃতি মুজ্জফরের অসহনীয় অত্যাচার তিনি শির পাঞ্জিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, অবশেষে বিশেষ সতটে পড়িয়াই তিনি রাজবিদ্রোহী হন। সৌভাগ্যবশে পরিচালিত হইয়া অন্তঃপর তিনি বাদলায় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়া-

* মুসলমান রাজত্বের অবসানে এবং ইরাজাধিকারের প্রারম্ভে কাসিম শাহজাহান তৎকালীন ‘কুলকান্ড’ নবী জাতিমালা কাছারির সজ্জা হইয়াছিলেন।

* সর্ব্বের জাতীয় ইতিহাস ১ম ও ২য় ভাগে ঐ সকল গ্রন্থের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। সকল শ্রেণীর মুসলমান-সামন্ত এবং হিন্দুরাজগণ তাঁহাকেই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনিও পক্ষান্তরে তাঁহাদের মনোঃপ্রসন্নার্থ নির্দিষ্ট সময় মত সৌভাগ্যরাজধানী লুণ্ঠনের আদেশ দেন। ঐ সময়ে গোড়নগরের অনেক ধনশালী হিন্দু-প্রজা সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত নগর-লুণ্ঠন-ব্যাপার উপস্থাপরি করতিনি অবাধে চলিতে লাগিল। জুলতান ইসলাম-খানের পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুর এই সর্বনাশ দেখিয়াও দেখিলেন না। কিন্তু অচিরেই দীনহীন প্রজার আর্ন্তমানে তাঁহার ধর্মপ্রাণ বিগলিত হইয়া উঠিল, তিনি হিন্দুর প্রতি চিরন্তন বিবেকভুলিয়া লুণ্ঠন বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। লুন্ড সর্দারবন্দ ও সৈনিকসম্প্রদায় এবং অভ্যন্তর মুসলমানগণ লোভের বশবর্তী হইয়া তখন রাজ্যদেখ লক্ষ্যন করিল। তাহাদের পরস্পারহরণপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না। রাজ্য ক্রমশঃই অরাজক ও দস্যু-প্রধান হইয়া পড়াইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া জুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ অভ্য্যচারী মুসলমানদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ সহস্র মুসলমান নিহত হইল এবং রাজ্য-জার তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থরাশি রাজকোষে সমাচ্ছত হইল।

অন্তঃপর যখন আলাউদ্দীন দেখিলেন যে, হাবসী সৈন্ত ও দেশীয় পাইকগণই বেশে বাবতীয় রাজকীয় গোণবোগের একমাত্র কারণ; তখন তিনি তাহার প্রতিবিধানের উদ্ভোগী হইলেন; তত্ক্ষণাত্ সাধনার্থ তিনি হাবসিদিগকে কর্তৃত্ব্যত করিলেন এবং পাইকদিগকে বাঙ্গালার পশ্চিম-দক্ষিণ সীমার অন্ন নিষ্কর ভূমি দিয়া বিপদের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা কার্যে নিয়োজিত করিলেন।*

আলাউদ্দীন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই হাবসী নির্কাসনরূপ এই দেশহিতকর কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। হাবসী ও খোজদিগের অভ্যচার হইতে হিন্দু প্রজাদিগকে রক্ষা করার তিনি সাধারণের পূজনীয় হইয়া পড়েন। অভ্যচারব্রিষ্ট হিন্দু-গণের মলিন মুখ সন্মর্দন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব দয়ার উদ্বেগ হয়, তদবধি তিনি অপত্যনির্কিশেবে ও বিশেষ জ্ঞান-পরতায় সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানে বিশেষ প্রভেদ রাখিতেন না।

এই সময়ে তিনি একডালা জুর্গের সংস্কার করিয়া তথায় রাজ-

প্রাসাদ মনোনীত করেন এবং তথা হইতে রাজ্যশাসন স্বকীয় বাবতীয় ব্যবস্থা আজ্ঞা করিতেন। উক্ত কলীক ও সম্রাট সৈয়দ, যোগল ও পাঠানদিগকে তিনি রাজকর্ণে নিযুক্ত করিয়া আপনায় রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাট কণোত্তব হিন্দু-বিগকেও বধেই উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে রাজাহুগ্রহ দান করিতেন। নানা শাস্ত্রবিদ্যার ও বৈকবুড়ামণি শ্রীরণ ও মনাতন তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

উক্তিমাত্র সামন্ত-রাজগণকে বশীভূত করিয়া এবং বীর রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া জুলতান হুসেন শাহ আসাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন, কিন্তু তথায় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অন্তঃপর তিনি কামতাপুরে (কোচবিহারের) রাজা নীলাধরকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করেন (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে)। তৎপরে সেই অধিকৃত প্রদেশে হুসেন আপন পুত্রকে প্রাধিকার আদিরাহিলেন, কিন্তু কোচবিহারের আক্রমণে বহু বলক্ষয়ের পর তিনি কোচলেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তদবধি এই স্থানে বর্তমান কোচবিহার-রাজবংশের পূর্বপুরুষদিগের রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

কামরূপ-বিজয়ে বার্ষমনোরথ হইয়া জুলতান হুসেন শাহ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তথায় অবস্থানকালে তিনি বীর রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ়করণমানসে গণকনকীতীয় সীমান্তদেশে একটা সুবিস্তৃত দুর্গ নির্মাণ করান। অনন্তর রাজ্যের প্রজাবৃদ্ধি কামনায় তিনি প্রত্যেক জেলার সাধারণের উপাসনার্থ মসজিদ, মুশাফির খানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। তিনি জামী ও সাধুপুরুষদিগের ভরণপোষণার্থ মাসিক বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দান। আজিও পাণ্ডুরায় কুতব-উল আলমের আত্মনার ব্যয়াদি তাঁহারই প্রদত্ত ভূমির আর হইতে নির্কাসিত হইতেছে।

জুলতান হুসেন শাহ বেহারের কিয়দংশ হস্তগত করিয়া-ছিলেন। দিল্লীর সেকন্ডর লোদি জোনপুর অধিকার করিলে তিনি রাজ্যচ্যুত জুলতানকে বধেই সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মাসিক বৃত্তি দান করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত সম্রাট বেহার অধিকার করিয়াই জুলতানকে বাঙ্গালা আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। বাঙ্গালার সীমায় আসিতে আসিতেই কার্যগতিকে উত্তর পক্ষে লুণ্ঠি হইয়া গেল; এতদ্বারা বিজিত বেহার প্রদেশ দিল্লীরের থাকিল এবং বাঙ্গালা আক্রমণ নিবারিত হইল। উত্তর পক্ষে বন্ধন স্থাপিত হইবার কিছুদিন পরে, ১৪২০ বা ১৪২১ অব্দে হুসেন শাহ মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি যেমন প্রজাদিগের প্রিয়, তেমনিই অপর লোকের প্রজ্ঞান্দব্দ ছিলেন। তাঁহার সময়ে ওমরাহগণ বন্দী কবিদিগের বিশেষ সমাদর করিতেন, এমন কি অনেকে কবিদিগের প্রতিপালক

* পরবর্তী সময়ে ইংরাজ পক্ষের রাজকোষে অসুপযোগিতা নিরূপণ করিয়া ইহাদের ভূমিসম্বল হইতে বঞ্চিত করেন। সেই কারণে ১৭৯০ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেদীপুর জেলার প্রজাবাসী পাইকবলপরণ কএকবার প্রিভেটের দৃঢ়তা করিয়াছিল।

হিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদির কবি-ভণিতার ঐ সকল ওমরাহবর্ণের বদান্ততার পরিচয় পাওয়া যায়।

[বাঙ্গালা ভাষাভাষে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এইখানে]

মুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর ১৫২১ খৃষ্টাব্দে তবীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথমে তিনি অনেক লক্ষণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অস্ত্রাত্ত মুলতান মুলতানদিগের ভায় জ্যৈষ্ঠবর্গকে নিহত বা তাহাদের চক্ষু অন্ধ করেন নাই, বরং পিতৃপুত্র হৃদয় বিকণ করিয়া দিয়া যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আত্মীয় কুটুম্বগণের প্রতি স্নেহ দেখাইতে তিনি জ্ঞেয় করেন নাই। মোগলপতি বাবরের আগমন-সংবাদে দিল্লীধরকে বিব্রত দেখিয়া ও স্বেযোগ বুঝিয়া তিনি সেই অবসরে বিবিলা, হাজিপুর, মুলের প্রভৃতি আগমার রাজ্যভূক্ত করিয়া গইলেন এক ভয়ঙ্করানে যথাক্রমে আপন পুত্র, জামাতা ও পৈতৃপতিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে মোগল-সাম্রাজ্যসংস্থাপক বাবর শাহ পানিপথের যুদ্ধে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া স্বয়ং দিল্লীর অধীশ্বর হইলেন। ইব্রাহিমের প্রাতা মাঝু গোবী গোড়রাজধানীতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। শত্রুর আশ্রয়প্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া বাবর শাহ বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিলে, নসরৎ শাহ বহুমূল্য উপচোকন দিয়া চাইবার মোগলপতির প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

অতঃপর ১৫২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে মুলতান ইব্রাহিম লোদীর প্রাতা মাঝু শাহ পুনরায় আকগান সর্দারমুলের সাহায্যে বীর পৈতৃক-রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা পান। এই সংবাদে সম্রাট বাবর সমলে আগ্রা হইতে আসিয়া পক্ষাভীরবর্ষী হিবেদী নামক স্থানে উপনীত হন। যুদ্ধে মাঝুদের পক্ষ পরাজিত হইয়া শোণ নদ অতিক্রম-পূর্বক পলায়ন করে। নসরৎ শাহ মোগলসম্রাটের ক্রোধোৎপন্নোদনার্থ বহুবলহতক সজি করিয়া নিষ্ঠুরিত্যক্ত করিলেন।

ঐ সন্ধিসন্ধে নসরৎ মাঝুকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া বীকৃত হইলেন এবং লড়াইও আর কবেবরকে উজ্জ্বল করিলেন না এই অঙ্গীকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৫৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে বাবর শাহের মৃত্যু হয়।

বাবর শাহের মৃত্যুবর্তনে আকগান সর্দারগণ উৎফুর হইলেন। করিয়া গোলাপীস পুত্র মাঝু বোহার অধিকার করিলেন। দিল্লীর ইব্রাহিমের প্রাতা মাঝু এই হুকুমের জোনপুরের মোগল-শাসনকর্তা কুনিং বর্গসমিকে পরাজিত করিয়া তৎপ্রদেশে বীর শাসনবিভাগে কর্তৃত্ব হইলেন। নসরৎ শাহ পূর্ব অঙ্গীকৃত সন্ধিসন্ধি উলঙ্ঘন করিয়া জোনপুর

অধিকারকার্যে মাঝুদের সহায়তা করিয়াছিলেন (১৫৩২-৩ খৃঃ)। এই সময়ে বাবরপুত্র হুমায়ুনকে হীনবল দেখিয়া তিনি দিল্লীরবের চিরশত্রু কামেরপতি মুলতান বাহারই শাহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া তাহার নিকটে দূত প্রেরণ করেন।

অতঃপর কোন অভাববীর কারণে মুলতান নসরতের চিত্ত-বৃত্তি পরিবর্তিত হইল। তিনি উত্তরোত্তর শত্রুপ্রকৃতির পরিচয় দিতে লাগিলেন। লক্ষ্যবতঃ উল্লীসমান চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের উপর অভ্যাসচারপ্ররাসী হইয়াই তাহার চিত্তবিকার সমুপস্থিত হইরাছিল। তাহার রাজত্বকালে বৈকুণ্ঠসম্রাটকে বৈরাগ্য সিংহ সহ করিতে হইরাছিল, তাহা তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে। শুধু হিন্দু বা বৈকুণ্ঠ প্রজা বলিয়া নহে, তিনি বীর মুলতান প্রজা, এমন কি, আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও উচ্চতম রাজকর্মচারীদের প্রতি কঠোর অভ্যাসচার করিতে ক্ষুণ্ণিত হন নাই। এক্ষণে নিষ্ঠুরাচরণে ক্রমশঃই তাহার প্রজাগণ ও কর্মচারীগণ অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে একজন খোজার হতে মসজিদ মধ্যে তিনি নিহত হইলেন (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)। ঐ বৎসরেই মহাপ্রভুর লীলাদেহের অবসান হয়। সৌভাগ্যেরে মুলতান নসরৎ শাহ যে সকল অট্টালিকা নির্মাণ করান, তন্মধ্যে দোশা মসজিদ ও কদম-রত্নল অতাপি বিস্তারিত আছে। সাহুনাপুরের হজরৎ মথলুমের সমাধিসমির তাহারই ব্যয়ে নির্মিত হইরাছিল।

নসরতের মৃত্যুর পর, ওমরাহগণ ৯৪০ হিজরায় তৎপুত্র কিরাজ শাহকে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন; কিন্তু এই বালক রাজার রাজ্যকাল তিন মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে, মুলতান আলাউদ্দীনের অন্ততম পুত্র মাঝু শাহ গোপনে তাহার প্রাণসংহার করিয়া রাজ্যাসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রাতু-পুত্র নিহননরূপ কথাচারে লিপ্ত হওয়ার অনেকেই মাঝুদের আচরণে বিরক্ত হইল। হাজীপুরের শাসনকর্তা মথলুম আলম প্রকান্তে বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তিনি বেহারের তাৎকালিক রাজঅভিব্যক্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শের খানের সহিত সংমিলিত হইয়া যশোরের প্রতিবন্ধিতারূপে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝু শাহ জালিগঞ্জে মথলুমের দণ্ড-বিধানার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যশোরের শাসনকর্তা কুতব খান শেরকে পাতি দিয়ার কড় প্রেরিত হইলেন; ইতিমধ্যে কয়েকটি সেনাপতি যশোরে প্রাণবিসর্জন করিলেন। রাজসৈন্ত আর হুজুত হইয়া পলায়ন করিল। যশোর এই পরাক্রমে কুতব খান ইক হতভাগ্য সেনাপতির পুত্র ইব্রাহিম খাঁকে পুনরায় দুর্ভাগ্য প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে বেহার-রাজমুখার লমায় বীর অতিভাবক শের-খানের কঠোর অভ্যাসচার হইতে অসহ্যকৃত ব্যতের অসহ্য

বঙ্গবর্মের নিবিরে পলাইয়া আইসেন এবং খীর অচ্যুতবর্মকে শের খাঁনের সহ ত্যাগ করিতে আদেশ পাঠান। শের এইরূপে সেনাসংখ্যার হ্রাস হইতে দেখিয়া বেহারদুর্গে আশ্রয় লইলেন। এ দিকে বঙ্গীর সেনা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। এক মাস অবরোধের পর সেনাপতি ইব্রাহিম সাহাবাখ হুতম সেনাদল প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ সেনা আসিবার পূর্বেই শের এক মিল অকস্মাৎ দুর্গ দখল হইতে সক্ষম হইয়া তীক্ষ্ণবেগে বঙ্গীর সেনাকে আক্রমণ করিল। অত্যন্ত আক্রমণে বঙ্গীর সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি নিহত হইলেন এবং জলাল গৌড় নগরে পলাইয়া আশ্রয়লাভ করিলেন (১৫৩৫-৩৬ খৃঃ)।

পর বৎসর ১৪৩ হিঃ, শের চুনার দুর্গ অধিকারপূর্বক সমগ্র বেহার প্রদেশে আপনাদিগের শাসনমণ্ডল স্থাপন করিলেন। তদন্তর তেলিগাওড়ি ও পক্ষী-গড়ি সঙ্ঘট অতিক্রম করিয়া তিনি মুলতামের অত্মবর্তী হইলেন এবং জামশ: রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গৌড়নগর খীর সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন। কিন্তু অধিক কাল বন্ধ থাকিতে সমর্থ না হওয়ার তিনি থাবাস্ খানের হস্তে সৈন্যপতা প্রদানপূর্বক স্বয়ং বেহারে প্রত্যাহৃত হইলেন। এই অবসরে নাক্কুদ শাহ মোগল-সম্রাট হুমায়ুন এক পত্নীস্বামিকৃত ভারতের প্রতিনিধি হুনা-দে মুন্সার সাহাবা লাভের চেষ্টা পান। চূর্তাগের বিবর, ঐ সহকারিত্ব আসিয়া সমুপস্থিত হইবার পূর্বেই মগরবাসিগণ খাড়াভাবে আত্মদমর্পণ করিতে বাধ্য হন (হিঃ ১৪৩ = ১৫৩৭-৮ খৃঃ)। মুলতান নাক্কুদ এই সময়ে নোকারোহণপূর্বক গৌড় হইতে হাজিপুরে পলাইয়া আইসেন।

বিপাক সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিল। মুলতান বাধা হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। যোরতর বৃদ্ধ বাধিল। মগকেন্দ্রে মুলতানকে আহৃত দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল এবং চুনার দুর্গ অবরোধকারী সম্রাট হুমায়ুনের নিবিরে আশ্রয় লাভ করিল।

সম্রাট হুমায়ুন বঙ্গবর্মের দুর্দশার লক্ষ্যে দুঃখিত হইলেন এবং অধীকার বস্ত চুনার দুর্গ-বিজয়ের পর বঙ্গভিষানে উত্তোগ করিলেন। এই সময়ে শের খান তেলিগাওড়ি ও পক্ষী-গড়ি সঙ্ঘট হ্রাস করিতে সক্ষম হইলেন। জাহাঙ্গীর কুলীবেগের অধীনে মোগলসৈন্য সমাগত হইলে শেরপুরে জলাল খান খীর পার্শ্ব-লগ্নতনয় হুমায়ুন করিলেন। কলিকত্রে মোগল সেনাপতি আহৃত হইলে মোগলসৈন্য পলায়ন করিল। তৎপরে হুমায়ুন স্বয়ং যুদ্ধাভ্যাস করিলেন। কলিকতায় নিকট নোবলমহাধিনী উপনীত হইলে নাক্কুদ ওকিলদ, আত্মদল তাঁহার পুত্রবধক নিহত করিয়াছে। এই হুমায়ুনকে শোকসন্তপ্ত করে নাক্কুদ প্রাপত্য

করেন (১৫৩৭-৩৮ খৃঃ)। তাঁহার রাজ্যকাল হইতেই একতরফে বাকালার বাধীন মগপতিবংশের অবলান হইল।

হুমায়ুনকে সমাগত দেখিয়া জলাল খান নীচাত্তর হুসি পরি-ভাগপূর্বক গৌড়নগরে শিকুলিবাগ্নি সজ্জিত হইলেন। সম্রাট এই অবসরে শকরাগড়ি সঙ্ঘট অধিকারপূর্বক গৌড়-নগরভিমুখে খীর বাহিনী প্রবাহিত করিলেন। শের খাঁ মোগল-সৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া রাজকোষের সমুদয় অর্থ সংগ্রহ-পূর্বক মালদারের অন্তর্গত বারবগ প্রদেশে পলায়ন করিলেন এবং তথায় অন্তর্যাকালের মধ্যে অত্যন্ত কোমল হুমায়ুন রোহতাস দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

হুমায়ুন বৈজ্ঞানিক সমীপে উপনীত হইলে মগরবাসী সাহাবা খার উদ্ধৃত করিল। তাঁহার আদেশে রাজ্যের সকল কর্মসময় রাজনামেই পুংখা পাঠ হইল। তিনি মগরের দায় ভারত্যাগ দাখিলেন। তাঁহার মায়ে বে বুদ্ধিগণ হন, তাহাতে মগরের মূল মায় সজ্জিত হইয়াছিল।

বঙ্গরাজ্য জয়ের পর মুলতান হুমায়ুন বিলাসমুখে নিমগ্ন হইলেন। তিসমাল ভোগমুখে রত থাকিয়াও তাঁহার আত্ম-প্রসাদ উপহিত হইল না, তিনি বঙ্গলখিমিসিদ্ধমরনা মগর-গমনা বাসাদমাফুলের মৃত্যুগীতে সর্বদা বিভোর হইয়া রহিলেন। ক্ষতদল এই অবসরে পুনরায় বলপূর্ণ করিয়া লইল। শের খান বলপূর্ণিত মোগল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

অনতিকালপরেই গুপ্তচরমুখে শত্রুপক্ষীর উত্তোষ ও বধ্য-সংবাদ পাইয়া সম্রাট হুমায়ুনের ত্রুণস্থিতি ভঙ্গ হইল। তিনি কতকটা যেন ভীত হইয়াই সেই বর্ষা ঋতুতে আগ্রা অভিমুখে প্রবাহন করিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসনার্থ তিনি ১৪৬ হিজিরায় জাহাঙ্গীর কুলীবেগকে বাকালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া যান, তাঁহার আদেশে রাজ্যরক্ষার্থ তথায় ও হাজার মোগল অধারোহী রক্ষিত হইয়াছিল।

মোগল সৈন্য বাকালার জলবাহুপ্রকোশে অবস্থান ছিল। তাঁহার নিরন্তর বাসিপাতে স্তিরচিত ও ক্রমেই মামা মোগপ্রান্ত হইয়া দুঃস্থ্যে পতিত হইতে লাগিল। এই সময়েই সম্রাটের অন্তিম জ্ঞান ফিরেহী হইলেন। শের খাঁ কৌশলে রোহতাস দুর্গবিজয়ে সকল সন্দেহ হইয়া পুনরায় বঙ্গরাজ্য উদ্ধারে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার উত্তোষে হুজতন আকগনি সৈন্য পুনরায় কর্মনাশা তীরস্থ চৌসর প্রদেশ পর্যন্ত হইল। সম্রাট পলাতীয় উত্তরপূর্বক জায় অধিকার অগ্রসর হইতে পারিলেন না। মোগল সেনা পাঠান শিকুলিবাগ্নি করিতে দাহনী হইল না, অবশ্য পলা পুনরুত্তরপূর্বক অত্যন্ত

* কোরানি হু বঙ্গ দেশ, শের খাঁ কৌশল করিয়া হইয়াছিল।

চইতে পারিল না ; সুতরাং অল্পপথে গমনের আশাও রহিল না । তখন সম্রাট্ বাধ্য হইয়া সন্ধির প্রস্তাবসহ পাঠানশিবিরে স্ত পাঠাইলেন । শের খাঁর ধর্মগুরু পবিত্র ধার্মিক দরবেশ খলিল মধ্যস্থ হইলেন । সন্ধিপত্রের দ্বিগু হইল, সম্রাট্ শের খাঁকে বাজালা ও বিহার ছাড়িয়া দিবে । পক্ষান্তরে শের খাঁও কখন সম্রাটের পতিরোধ বা তাঁহার শত্রুকে সাহায্য করিতে পারিবেন না । সন্ধির পর উত্তর শিবিরে আনন্দপ্রোত প্রবাহিত হইল । মোগলগণ বাজালার আসিয়া নানা কঠোর পর আজ আহ্লাদ-সাগরে ভাসমান হইয়া সমস্ত বিপদের আশঙ্কাই ভুলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক শের খাঁ শত্রুর প্রতিজ্ঞাবাসা তুলেন নাই । যে দিন সম্রাট্ সমক্ষে সে কোরাণস্পর্শে শপথ করিল, সেই দিনে রক্তনীর গাঢ় অন্ধকারে অতর্কিতভাবে সেই আফগানদল্য মোগল শিবির আক্রমণ করিলেন । মোগল সৈন্ত দলে দলে আহত, নিহত ও পলায়নপর হইল । সম্রাট্ প্রাণ লইয়া অশুপথে আরোহণপূর্বক গঙ্গা পার হইলেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ আট সহস্র মোগল সৈন্ত নবীন্দ্রোত্তে তাসিয়া গেল (১৫৩৯ খৃঃ অবঃ) ।

হমায়ূনের পরাজয়ে বাজালার সুরবংশীয় আফগানগণের প্রতিষ্ঠা হইল । তাঁহার অভ্যুদয়ে তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারত প্রকম্পিত হইয়াছিল । কোন্ হুজে শের খাঁ বেহার-রাজ-সরকারে নিযুক্ত হইয়া কিরূপ প্রতিভা বলে বঙ্গ ও বেহারের অধীশ্বর হইরাছিলেন, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইরাছে ।

তিনি রোহাঙ্গী সুরবংশীয় আফগান । তাহার পিতার নাম হুসেন । তিনি খাঁর পুত্রের নাম করিম রাখেন । এই কারণে শের খাঁ রাজাসনে আসীন হইয়া করিমউদ্দীন শের শাহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন । সুলতান বহলোল লোদীর রাজ্য-কালে তাঁহার পিতামহ ইব্রাহিম কল্লভূমি পরিত্যাগপূর্বক দিল্লী রাজধানীতে উপনীত হন এবং সামরিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করিয়া খাঁর সৌভাগ্যবশে প্রয়াস পান ।

বহলোল-পুত্র সিকন্দর দৌদীর শাসন কালে জোনপুরের শাসনকর্তা সর্দার জরমল ইব্রাহিম-পুত্র হুসেনকে সঙ্গে আনেন । হুসেনের রণশাসিতা ও সঙ্গুগামি লক্ষ্য করিয়া জরমল তাঁহাকে সাসেরাম ও তাঁড়া জেলা জায়গীরস্বরূপ দান করেন । তাহার আর হইতে ৫ শত অশ্বারোহী সেনাদল রক্ষা করিয়া হুসেন রাজার অধীন সামন্তরূপে পরিগণিত হন ।

হমায়ূনের পাঠান জাতীয় পতীর গর্ভে করিম ও নিজামের জন্ম হয় । পিতা পুত্রের বিজ্ঞা নিকা দ্বিধার বিশেষ বন্ধ লইভেন না বলিয়া করিম বেছাপ্রোদিত হইয়া জরমলের অধীনে সৈনিকরূতি অবলম্বন করেন । এই সামরিক নিকাফালে তিনি

রাজা জরমলের অমুগ্রহে নানাবিধতার পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন ।

তিন চারি বৎসর পরে হুসেন জোনপুরে আসিয়া পুত্রের বিভাবতার পরিচয় পাইলেন । তিনি তখন উপযুক্ত পুত্র হস্তে খাঁর সম্পত্তির পরিচালন ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিত হন । ইহাতে তাঁহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুলেমানের ঈর্ষা বৃদ্ধি হয় । বিমাতার পীড়নে পিতার মানসিক বিপর্যয় লক্ষ্য করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন । এখানে তিনি ইব্রাহিম বাদশাহের প্রসিদ্ধ ওমরাহ দৌলতের সাহায্যে সম্রাটের অমুগ্রহ-ভাজন হন এবং খাঁর পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন ।

১৩২ হিজিরার সম্রাট ইব্রাহিমের পরাজয় সংবাদে, দিল্লীখরের অধীনস্থ সামন্তবর্গ স্ব স্ব প্রাধান্ত স্থাপন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন । শেরও সে সুযোগ ছাড়িলেন না । তিনি দরিয়া লোহানীর পুত্র পার খাঁর সহিত বোগদান করিয়া বেহার অধিকার করিলেন । পার খাঁ সুলতান মাক্কূন লোহানী নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হইলেন । এক দিন মাক্কূনের সহিত শের শীকারে বহির্গত হইয়া অহতে একটি বৃহদাকার ব্যাঘ্র বধ করেন । সুলতান তাহাতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সের আখ্যা দিরাছিলেন । পরে তিনি পাঠানবংশীয় চুনায়গতি তাজিরের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া চুনায় চূর্ণ হস্তগত করেন ।

শের মাক্কূনের নিকট বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন ; এ জন্ত মাক্কূনের মৃত্যু হইলে যুঁরাজ জলাল অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া শের বেহারের রাজপ্রতিনিধি হন । কিছুদিন পরে লোহানি সর্দারেরা শেরের বিনাশার্থ একটি ষড়যন্ত্র করে, এবং ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, জলাল স্বপক্ষ ওমরাহগণসহ বাজালার ১৫৩৫-৬ খৃষ্টাব্দে পলাইয়া যান ও বঙ্গেশ্বর মাক্কূন শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন । এইরূপে শের বেহারের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন । অনন্তর তিনি মাক্কূন শাহকে গোড় হইতে তাড়াইয়া দেন, এক ছলে তুলাইয়া ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রাজা বরকশের নিকট হইতে চূর্তে “রোহিতাস্ চূর্ণ” অধিকার করিয়া সেখানে খাঁর পরিবার ও ধনরাশি নিরাপদে রাখিবার উপায় করেন ।

রাজ্যচ্যুত মাক্কূন শাহ বিল্লীখর হমায়ূনের খরণাপার হইলে, হমায়ূন বাজালা আক্রমণ ও গোড় নগর অধিকার করেন । শের পশ্চিমাভিমুখে বাইরা বাঘাঙ্গী হস্তগত এবং বাজালা হইতে হমায়ূনের প্রত্যাগমনের পথ বন্ধ করিলেন । কখন হমায়ূন বিল্লীতে ফিরিয়া বাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন গঙ্গা ও কর্মনাধার সলমহলের নিকটে শেরের সৈন্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । উত্তর বলই শিবির সন্নিবেশ করিয়া

তিনি মাস অবধি করিলেন। অকসেবে কোঁরাণ স্পর্শ করিয়া শের অধীকার করিলেন যে, যদি হুমায়ুন তাঁহাকে কাশালা ও বেহারের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি সত্ৰাটের প্রতিগমনের কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। এই সংবাদ শুনিয়া বোঙ্গলেরা কিঞ্চিৎ অসাবধান হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল; এবং রাত্রিকালে শের তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সহসা আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। হুমায়ুন অতি কষ্টে গলা সত্তরণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন এবং অভয় সহচর সঙ্গে আগ্রার উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর শের শা বাঙ্গালার শাসনকার্যের বন্দোবস্ত করিয়া ৯৪৬ হিঃ শেষভাগে ৫০ হাজার পাঠান সৈন্য লইয়া হুমায়ুনের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধবাজা করিলেন। কনোজের নিকট উত্তর পক্ষে যুদ্ধ বাধিল (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে); হুমায়ুন পরাস্ত হইয়া পারস্তে প্রস্থান করিলেন। শের দিল্লীধর হইলেন।

শের বখশ দিল্লীধরের বিরুদ্ধে যুদ্ধোত্তম করেন, তখন তিনি খিজির খাঁকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বান। খিজির খাঁ এই পদোন্নতির পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি মাস্কুদ শাহের কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। সেই যুদ্ধে পূর্ব রাজবংশের অল্পমুখীত অনেক আকগান তাঁহার দলভুক্ত হয়। তাহাতে স্পর্ধিত হইয়া খিজির খাঁর প্রভু শের খাঁর অধীনতা অমাত্য করিয়া রাজদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ করেন। এই বিদ্রোহ নিবারণার্থ শের খাঁকে আর একবার বাঙ্গালার আসিতে হয়। তৎপরে তিনি এদেশকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডের এক এক জন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের সকলের কার্যাবলী পরিদর্শন করিতে কাজী কজিলাং নামে একজন উচ্চতম কর্মচারী নিযুক্ত হন। তদনন্তর ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি আসিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেখানে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শেরের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার চরিত্র লক্ষ্য করিলে ধর্ম ও পাণের সমশ্রোত প্রবাহিত দেখা যায়। তিনি একজন সমরকুশল সেনাপতি হইলেও বিশ্বাসঘাতকতার খ্যাতি চলিত করিয়া ছিলেন, লোকহিতকর কার্যেও তাঁহার মতি ছিল। তিনি উৎপন্ন এক চতুর্বাংশ রাজকর ধরিয়া বাঙ্গালার ছুমির বন্দোবস্ত করিয়া বান; এই বন্দোবস্ত অবলম্বন করিয়াই অকবর শাহের দলম্বল একদেবে রাজ্য নির্ভারিত হয়। শের শাহ জুবর্ণগ্রাম হইতে সিদ্ধির পরাণ্ড একটা রাজ্য প্রস্তুত করাইয়া তাহার হুমারে কুক দলান এক প্রয়োজনানুসরণ পাহনিবাস নির্মাণ ও কুপ কলস করান। তিনিই এখনে ভান্ডকর্ষে বোকার ভাকের স্রষ্টা করেন। তাঁহার রাজ্যে বহুতর ছিল না। পশ্চিম ও বঙ্গদেশ বহু বহু পশ্চিম দিকে প্রসারিত করিয়া বহুতর দিল্লী বাইত।

বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নরপতিবর্গ।

খৃঃ	হিঃ	নাম	সামরিক দিল্লীর
১৩৩৪	৭৩৭	কখর উদ্দীন সুবারক শাহ	মহম্মদ জোঙ্গলক
১৩৪১	৭৪২	আলা উদ্দীন আলি শাহ (গৌড়)	ঐ
১৩৪৩	৭৪৪	ইলিয়াস শাহ (গৌড়)	ঐ
১৩৪৬	?	গাজি শাহ (পূর্ববঙ্গ)	ঐ
১৩৫২	?	ইলিয়াস শাহ (সর্ববঙ্গ)	কিরোজ শাহ
১৩৫৮	৭৫৯	সেকন্দর শাহ	ঐ
১৩৬৮	৭৬৯	সিরাস উদ্দীন শাহ বিন্ সেকন্দর	ঐ
১৩৭৪	৭৭৫	সৈক উদ্দীন বিন্ সিরাসউদ্দীন	মহম্মদ শাহ
১৩৮৪	৭৮৫	হামজা জলতান উন-সলাতিন	নসির শাহ
?	?	শাহাব উদ্দীন বরাজিদ শাহ	মাস্কুদ শাহ
১৩৮৬	৭৮৭	রাজা গণেশ	ঐ
১৩৯২	৭৯৪	জলাল উদ্দীন মহম্মদ শাহ বিন্ গম্ভা	খিজির খাঁ
১৪০২	৮১২	আবদশাহ বিন্ জলাল	সুবারক শাহ
১৪২৭	৮৩০	নাসির উদ্দীন মাস্কুদ শাহ	আলম শাহ
১৪৫৭	৮৬২	বার্কক শাহ	বহলোল দৌলী
১৪৭৪	৮৭৯	মুহম্মদ বিন্ বার্কক	ঐ
১৪৮২	৮৮৭	সেকন্দর শাহ	ঐ
১৪৮২	৮৮৭	কতে শাহ	ঐ
১৪৯১	৮৯৬	জলতান শাহজাহা	ঐ
১৪৯২	৮৯৭	সৈক উদ্দীন কিরোজ শাহ হাবসী	ঐ
১৪৯৪	৮৯৯	নাসির উদ্দীন মাস্কুদ	সেকন্দর
১৪৯৫	৯০০	মুহম্মদ শাহ হাবসী	ঐ
১৪৯৮	৯০৩	আলা উদ্দীন সৈয়দ হুসেন শাহ	ঐ
১৫২১	৯২৭	নসরত শাহ	ইব্রাহিম ও বাবর
১৫৩২	৯৩৯	কিরোজ শাহ ওর	হুমায়ুন
১৫৩৪	৯৪০	মাস্কুদ শাহ বিন্ হুসেন শাহ—ইনিই প্রকৃতপক্ষে শেষ স্বাধীন নরপতি।	
১৫৩৭	৯৪৪	করিম উদ্দীন শের শাহ	ঐ
১৫৩৮	৯৪৫	হুমায়ুন—ইনি গৌড় বা জয়তাবাদে রাজপাট স্থাপন করেন।	
১৫৩৯	৯৪৬	শেরশাহ (পুনরায়)	
১৫৪৫	৯৫২	মহম্মদ খাঁ	

(তৃতীয় শাসনকাল।)

শের শাহ মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র ইলিয়াস শাহ (মতাজের সেলিম শাহ), মহম্মদ খাঁ মুরক বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইলিয়াস মনবলীলা নবরণ করিল, তাঁহার তনয়কে বিনাশ করিয়া তৃতীয় জুসক আদিল শাহ দিল্লীধর

হইলেন (১৫৫০ খৃঃ)। এই লোকের পাইয়া মহম্মদ খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন এবং জৌনপুরের কতকংশ অধিকার করিয়া লইলেন। মহম্মদ খাঁ পরে স্বনামে সুপ্রসিদ্ধ করে। কিয়দলী আছে, তিনি বিশেষ ভ্রমশরতায় সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবৈধ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া পরবৎসর মহম্মদ আদিল খাঁর হিন্দুসেনাপতি হিন্দুকে বাঙ্গালার প্রেরণ করেন, হিন্দু হাতে কুলদীর নিকটস্থ ছাপর-বাটার যুদ্ধে বঙ্গেশ্বর পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৫৫৫)। মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র খিজির খাঁ মুসলমান সর্দারদিগের অভিমতে বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করিলেন। বাহাদুর শাহ সর্বদা গোড়ো উপনীত হইয়া দেখিলেন, সর্দার শাহবাজ খাঁ দিল্লীর মহম্মদ আদিলের পক্ষ হইয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছে। তিনি শাহবাজকে নিহত করিয়া খাঁর শিকড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আরোহণ করিলেন। ১৬০৩ হিজিরার যুদ্ধের যুদ্ধে আদিল শাহকে সংহার করিয়া তিনি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন (১৫৫৬)। অনন্তর কিছুকাল রাজপরিষদনিবন্ধন বাঙ্গালার অরাজকতা বলিল। যুদ্ধের পর বাহাদুর শাহ বাঙ্গালার একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনি পুত্রনির্বিষশেষে কএকবৎসর প্রজা পালন করিয়া ১৬০৮ হিজিরায় (১৫৬০-১ খৃষ্টাব্দে) গোড়নগরে দেহত্যাগ করেন।

অপুত্রক অবস্থার বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাতা জালাল উদ্দীন বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭১ হিজিরায় গোড়নগরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার যুবকপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বালক রাজাকে গোপনে নিহত করিয়া গিয়াস উদ্দীন বাঙ্গালার শাসনভার বহিতে প্রেরণ করিলেন। এইরূপ অরাজকতার ও অভ্যাতারে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পাঠানজাতীয় কিরাগিবাগীর জুলেমান এই সময়ে ইসলাম শাহ কর্তৃক বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন, তিনি বাহাদুর শাহের বন্ধ ছিলেন। যুদ্ধের-যুদ্ধে বঙ্গেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তিনি দিল্লীধরকে পরাজিত করেন। জালাল উদ্দীন পুত্র গিয়াসের অভ্যাতারে নিহত হইয়াছে শুনিয়া তিনি খাঁর ভ্রাতা ডাঙ্গ খানকে পাঠাইয়া দিয়া বাঙ্গালা অধিকার করেন। ১৫৬৪ অব্দে ডাঙ্গখাঁর মৃত্যু হয়, এবং জুলেমান আদিল গৌড়ের অপরপারবর্তী ডাঙ্গ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

এই সময়ে হুমায়ুন শাহের পুত্র মোগলকুলর অকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে আপনার ক্রমতা বিস্তার করিতেছিলেন। জুলেমান তাঁহার নিকটে উপহার প্রেরণ করেন, তাঁহার এই চতুরতায় সম্রাট্ বুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহাতে সম্রাটের সহিত তাঁহার সন্ধা অল্প রহিল।

১৫৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে মোহতাস হুর্গ আক্রমণ ও ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাবিষয় জুলেমানের রাজত্ব-সম্বন্ধে প্রথম ঘটনা। সম্রাট্ অকবর শাহের আগমনে তিনি মোহতাস হুর্গের অবরোধ ত্যাগ করিয়া খাঁর রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি খাঁর বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড়কে (রাঙ্) উৎকলে প্রেরণ করেন। কালাপাহাড় তৎকালীন শেখ স্বাধীনরাজা মুহুম্মদকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিলেন এবং অনেক বেহমুর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কালাপাহাড় প্রথমে ভ্রাণ ছিলেন; পরে বঙ্গীর মুসলমান রাজবংশীর কোন রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন; এবং হিন্দু দেবদেবীর শত্রু হইয়া উঠেন। ইনি ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণ করেন ও অসংখ্য দেবালয় ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেন। উড়িষ্যা ও কামরূপের অধিবাসীরা এখনও কালাপাহাড়ের নাম ভুলে নাই।

খৃষ্টীয় ১৫৭০ অব্দে জুলেমানের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বরাজিহ রাজা হন। আকগান সর্দারেরা বরাজিহের আচরণে উন্মত্ত হইয়া পর বৎসর তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ভ্রাতা হাউমকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। হাউম রাজ্য-শাসনভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার ১৪০০০০ পণ্ডিতিক, ৪০০০০ অশ্বারোহী, ২০০০০ কামানাদি সৈন্য এবং ৩,৬০০ হস্তী ও বহু শত যুদ্ধ-মোকা প্রস্তুত রহিয়াছে। এই বিস্তৃত সেনাদল লইয়া তিনি সম্রাট্ অকবর শাহের সমকক্ষ হইতে পারেন ভাবিয়া তাঁহার দ্বন্দ্বের রাজ্যবিত্তারের বাসনা জন্মিল। তিনি বাঙ্গালা ও বেহারের সর্বত্র স্বেচ্ছায় যুদ্ধে পড়িতে হুকুম দিলেন এবং জমানিয়া নামক গাজিপুর সন্নিহিত একটা মোগল দুর্গ বলপূর্বক হস্তগত করিলেন। অকবর হাউমের বিরুদ্ধে সেনাপতি মুনাইম খাঁ এবং রাজা টোডরমলকে পাঠাইলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কএকদিন অবরোধের পর পাটনা অধিকৃত হইল এবং বাঙ্গালার মোগল-সৈন্য প্রবেশ করিল, হাউম নোকারোহণে উড়িষ্যার পলায়ন করিলেন। পরে মেঘিনীপুর এবং জলেশ্বরের মধ্যবর্তী মোগলবারি (তুকারো) নামক স্থানে মোগল ও পাঠান সৈন্যের একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ)। প্রথমে পাঠানবিগেরই জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে, কেবল রাজা টোডরমলের অদৃষ্টে মোগলবিগেরই জয়লাভ হইল। হাউম সমরক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করেন; কিন্তু মোগল-সেনাপতিরা কটক পর্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলে, তিনি তাঁহা-দিগের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের অহুগ্রহে সম্রাটের প্রত্নস্বাধীন কটক রাজ্যের শাসনাধিকার লাভ করেন।

[হাউম খাঁ দেখ।]

সেনাপতি মুনাইম খাঁ, তাঁড়ানগর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া

মুনসারি পৌড়ে রাজধানী করিলেন। তখন যের বর্ষাকাল। সেই সবুজ-পরিব্যাপ্ত মহানগরী অসংখ্য অসংখ্য ও পতিত থাকার তথাকার জলাধার ধারণা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে জনসিক্ত ভূমি। উপযুক্ত বাসস্থান না থাকার অনেকে ভূতিকাশ পরল করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িল। সকল্য মারীভর উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। মুনাইম খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইলেন; কত সৈনিক ও কর্ণগারী প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে যে বৎসর বাঙ্গালা মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়, সে বৎসর প্রাচীন রাজধানী গৌড় বিজয় প্রদেশে পরিণত হইল। [গৌড় দেখ।]

মুহম্মদের অধীন শাসনকর্তৃগণ।

ক্. নং:	বি:	নাম	সাময়িক সিলসিলা
১৫৫৫	১৬২	খিজির খাঁ বাহাদুর শাহ	শেরশাহ্
?	?	মহম্মদ মুর	সলিম শাহ্
১৫৫৫	১৬২	বাহাদুর শাহ্	মহম্মদ আমলী
১৫৬১	১৬৮	জালাল উদ্দীন বিন্ মহম্মদ	ঐ
১৫৬৪	১৭১	মুসলমান কররামি	ঐ
১৫৭০	১৮১	হাজিজ বিন্-মুসলমান	ঐ
১৫৭০	১৮১	দাউদ খাঁ বিন্ মুসলমান অকবর-সেনাপতি	মুলাইম খাঁ ইহাকে মোগলপন্যাস করেন।

(চতুর্থ শাসনকাল।)

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের মহামারীতে মোগল-সর্দার মুনাইম খাঁ ভয়লীলা শেষ করিলে অন্ততম মোগল-সেনাপতি সারেম খাঁ কিছুকালের জন্য বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। মুনাইম খাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিল্লীসরকারে পৌঁছিলে তথা হইতে শাসনকর্তা নিয়োগ হইবার পূর্বেই বাঙ্গালার পাঠানগণ রাজ্যচ্যুত দাউদের অধীনে বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিল। মোগল-সেনাপতি সারেম খাঁ বুঝে পরাজিত হইয়া প্রথমে হাজিপুরে ও পরে পাটনার বাহিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন।

বখাসময়ে মুনাইমের মৃত্যুসংবাদ অকবর শাহের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি পজাবে শাসনকর্তা হসেন কুলী খাঁ খান-জহানকে বাঙ্গালার শাসনকার্যে নিযুক্ত করিলেন। খাঁর সৈন্তসামন্ত সংগ্রহপূর্বক বাঙ্গালার আসিতে হসেন কুলীর বিলম্ব ঘটিল। ইত্যবসরে দাউদ খাঁ প্রায় ৫০ হাজার অশ্বরোধী পাঠান ও বহুশত পদাতিক সংগ্রহ করিয়া অকবর শাহের প্রতিকর্ষী হইল।

খান্ জহান্ সম্মুখে ডেলিরাগড়ের নিকট উপনীত হইয়াই লক্ষ্যে আকগান-সেনা দেখিতে পাইলেন (১৫৭৬ খৃ: অ:)। উভয় পক্ষে একটা বড় যুদ্ধ হইয়া গেল। সফটহিত আকগান

সেনাকে সম্মুখে নিম্নলি করিয়া মোগল-শাসনকর্তা ক্রোধে অগ্নয় হইতে লাগিলেন। আগমহলের (রাজমহল) নিকট দাউদ খাঁ স্বয়ং মোগল-সেনার সহিত যুদ্ধার্থ লক্ষ্যবীন হইলেন। আকগান ও মোঘলে যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, দেখিতে দেখিতে মোগলের গোলাঘাতে অসংখ্য আকগান নিহত হইল। আকগান-সেনাপতি দাউদের ভ্রাতা কুলি কদুরাণী ও অন্যান্য অনেক সেনাধ্যক্ষ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিল। দাউদ খাঁ বন্দী হইলেন। রাজস্রোহিতাপরাধে তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল। খান্ জহান্ তাঁহার মৃত্যু দৃষ্টান্তে আগ্রায় অকবর শাহের সম্মুখে পাঠাইয়া দিলেন। দাউদ খাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার পাঠানরাজ্য লোপ পাইল।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আগমহলযুদ্ধে রণজয়ী হইয়া হসেন কুলী খাঁ খান্ জহান বাঙ্গালার মননধে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি উক্ত যুদ্ধে লক্ষ সম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি রাজ্য টোড়রময়ের তত্ত্বাবধানে সম্রাট নকাশে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর বেহার প্রদেশে লুণ্ঠারিত পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রেরিত সেনা-পতি মুজঃফর খাঁ রোহতাস দুর্গ অধিকার করিলেন। ক্রমে উড়িষ্যা ও কোচবিহার প্রদেশ মোগলের অধীনতা স্বীকার করিল। ১৬৬ হিজিরায় তাঁহার নিকট খান্ জহানের মৃত্যু হয়। এই অত্যন্ত কালের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সর্বত্র মোগল অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে মুজঃফর খাঁ তরবুতি বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সহকারিত্বপে রায় পাত্রদাস ও খাঁর আদম রাজস্ববিভাগের সহযোগী পরি-দর্শক, রিজ্‌বি খাঁ বক্সী এবং আবুল কতে প্রধান বিচারক হইয়া আসিলেন। সম্রাট সাময়িক বিভাগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য খাঁর প্রতিনিধি মুজঃফরের উপর আদেশ পাঠাই-লেন। তৎপরে তিনি পাঠানদিগের জারগীর-আত্মসাৎকারী ও তাঁহার বৃত্তিতোগী কমতাসালী মোগল সর্দারদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে য য জারগীরের আদায়ের হিসাব চাহিলেন, তাহাতে সর্দারেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কারণ তাহারা ঐ সম্পত্তিতে আপন অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে স্থান দিয়াছিল। ক্রোধ ক্রমে বিদ্রোহে পরিণত হইল। বিদ্রোহবধি বেহার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তথাকার সেনাধ্যক্ষ মহম্মদাবুলীর অধীনে বিদ্রোহ-বল প্রথমে রাজস্বপরিদর্শক প্রভৃতিকে শমনসম্মে প্রেরণ করিল। তৎপর তাহারা তাঁড়া অবরোধ করিয়া শাসনকর্তা মুজঃফরকে নিহত করিল (১৫৮০ খৃ: অ:) এবং শৈক উদ্দীন হসেন নামক একজন ওসরাহকে আপনাদের অধিনায়ক বলিয়া সম্বলিত করিল।

এই বিপদের দিনে, সম্রাট অকবর শাহ মহসেন এক শাসন-কর্তা, জারগীরদার ও জমিদারদিগের প্রতি আদেশ দিয়া রাজা টোডরমলকে বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন। তখন বাঙ্গালা ও বেহার বিদ্রোহি-শত্রুসঙ্ঘুল। বিদ্রোহিদল বাঙ্গালার মোগলশাসিকার উৎসর করিতে বহুশীল। কাজেই হিন্দুস্বাক্ষণ হিন্দুর পক্ষাবলম্বন করিলেন। টোডরমল হিন্দু জমিদারদিগকে হস্তগত করিয়া তাহাদের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগের সমর বন্ধ করিয়া গিলেন। পরে তিনি মুন্সের ও ভাগলপুর হইতে বিদ্রোহীদিগকে বেহারে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। খাজাতাবে বিদ্রোহীদিগ বিশেষ কষ্টে পড়িল। এই সময়ে ককেশলান-বংশীয় পাঠান সর্দার বাবা খাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্রোহিদল তাহাতে উত্তরনোরথ হইয়া পড়ে।

এদিকে মহম্মদাবাদী সমলে বেহারে আসিলেন। ককেশলান সর্দার জেহাবাদী খাবালপুর হইতে তাঁড়ার বদলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আরচ, বাহাহুর পাটনা আক্রমণের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। রাজা টোডরমল সংবাদ পাইবা মাত্র তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা সমলে হাজিপুরে আসিয়া ছাউনী করিলেন এবং উজীর শাহ মনসুরের দুর্ভাবহারের কথা সম্রাটকে জানাইলেন। তদনুসারে সম্রাট আজিম খাঁ মীর্জাকোই নামক একজন ওমরাহকে বেহারের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইয়া দেন।

এই সময়ে কাঁশী ও ঐরাগের শাসনকর্তা রাজদ্রোহী হইলে টোডরমল শাহবাজ খাঁকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শাহবাজ খাঁ কাঁশী ও ঐরাগের বিদ্রোহ দমন করিয়া অবোধ্যার বিদ্রোহ শান্তি করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অবোধ্যার শাসনকর্তা মহম্মদ কেশ জুদি রাজ্যচ্যুত ও গণহত্যার বন্দী হন। তাহার মঙ্গলার সম্পত্তি রাজকোষে সংগৃহীত হয়।

এইরূপে বিদ্রোহের অনেকটা শান্তি হইল বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইল না। মুসলমান সেনাপতি-দিগের সহিত হিন্দুস্বাক্ষণ টোডরমলের মনের মিল না হওয়ার বড়ই বিভ্রাট ঘটতে লাগিল। আজিম খাঁ বেটীরে আসিয়া সমুদার অবস্থা অবগত হইলেন। তিনি বিদ্রোহিদলকে বশে আনিতে না পারিয়া ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আগ্রার সম্রাটের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে গেলেন। তথায় স্থির হইল যে, রাজা টোডরমলের কানে আজিম খাঁকেই বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হউক। তদনুসারে তিনি খান আজিম নাম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা জয়ী হইয়া আসিলেন। রাজা টোডরমল বেহার হইতে প্রত্যাবলম্বন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের একটা রাজবহিনী প্রেরণ করেন। উহার নাম

“ওরাশিন তুমার কমা।” ইহাতে ককেশি ১৮টা সরকারে ও ৬৮২ মহলে; বেহার প্রদেশ ৭টা সরকারে ও ২০০ পরগণার এবং উড়িষ্যা ৫টা সরকারে ও ১১টা পরগণার বিভক্ত হইয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালার রাজস্ব ১০৮৮৫১৫৪ টাকা, বেহারের ৫৫৪৭২৮৪ এবং উড়িষ্যার ৪২৬৮৩০০ টাকা বার্ষিক হয়।

[টোডরমল দেখ।]

খান আজিম মীর্জা কোকা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার আসিরাই বিদ্রোহী জারগীরদারদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইলেন। মহম্মদ কানুদী খাঁর অধীনস্থ সেনাদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার দেশীয় জমিদারের অধীনে আশ্রয় তিচ্ছা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে একে একে সকল বিদ্রোহসেনেতাই মোগল সর্দারের হস্তগত হইল। ১২০ হিজিরার খান আজিম তাঁড়া নগরী অধিকার করিলেন। এতদিনে এই ভরফর বিদ্রোহের শান্তি হইল।

মোগল জারগীরদারদিগের এই বিদ্রোহের সময়ে পাঠানেরা আকগান কতলুখাঁর কর্তৃত্বাধীনে সমবেত হইয়া সমুদার উড়িষ্যার ও দামোদর নদ পর্যন্ত বাঙ্গালা অধিকার করিল। আজিমের আদেশে করিম উদ্দীন বোখারি কতলু খাঁকে দমনার্থ অগ্রসর হন। কতলু খাঁ পরাজিত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে সম্রাটের আদেশে খান আজিমকে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া আগ্রার আসিতে হয়; সুতরাং বাঙ্গালার বিদ্রোহাবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই।

আগ্রার উপনীত হইয়াই খান আজিমকে মোগল-সাম্রাজ্যের সৈন্যপত্যাগ্রহণ করিতে হইল; কাজেই সম্রাট অকবর শাহ শাহবাজ খাঁ কবেকে বহুসংখ্যক সেনা ও মুসলমান সর্দারগণসহ বাঙ্গালার পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। সম্রাটের আদেশ মত শাহবাজ বোড়াবাটে ককেশলানবংশীয় বিদ্রোহী পাঠানদিগকে বিপর্যস্ত করিলেন। বিজয়ী মোগল সেনা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্রতীর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ মোগলশাসিকারভুক্ত করিল।

এই সংবাদে কষ্টচিত হইয়া সম্রাট শাহবাজকেই বাঙ্গালার শাসনকর্তা করিয়াছিলেন। রাজ্যপরিচালনভার স্বত্বে লইয়া শাহবাজ বড়ই বিভ্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি ককেশলান ও অন্যান্য বিদ্রোহীদিগকে দমন করা অথবা তাহাদের জারগীর বাজেয়াপ্ত করা একরূপ অসম্ভব বোধ করিলেন। অবশেষে তিনি বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকৃত সম্পত্তি নির্বিবাদে ভোগ করিতে আদেশ দিলেন। আকগান সর্দার কতলু খাঁর সহিত তাহার একটা সন্ধি হইল, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশে রাজস্ব করিতে অস্বত্তি দিলেন। কথা রহিল, পাঠানগণ বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বাইবে, আর বাঙ্গালা আক্রমণ করিবে না।

শাহ বাজের এই কার্য দিল্লী দরবারে অনুমোদিত হয় নাই, তাহার কারণকে উৎকোচগ্রাহী বিবেচনা করিয়া তৎপরে উজীর খান হেরেবীকে নিযুক্ত করিলেন এবং শাহ বাজকে আগ্রার প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন। শাহ বাজ রাজধানীতে উপনীত হইলে তিনি তিন বৎসরের জন্ত কারারুদ্ধ হন।

উজীর খান হেরেবী বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করিয়া বেশী কিছু পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন নাই, তিনি উক্ত বর্ষে (১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে) তীক্ষ্ণ নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

উজীর খান মৃত্যুসংবাদ আগ্রা দরবারে পৌছিলে সম্রাট অকবর শাহ বেহার ও বাঙ্গালার শাসনভার রাজা মানসিংহের হস্তে অর্পণ করিয়া বীর উত্তির চিত্তের শান্তি বিধান করিলেন, এই সময়ে মানসিংহ পেশবার প্রদেখে আকগান আভির বিরুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি বঙ্গশাসনভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত পাটনার সেনাধ্যক্ষ সৈয়দ খাঁর প্রতি বঙ্গরাজ্যভার তার অর্পিত হইল।

১২৭ হিজিরার (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে) মানসিংহ পাটনার পদাৰ্পণ করিয়া গুনিতে পাইলেন যে, হাজীপুরের ভূমালিকারী পুরণমল খেজুরিয়া এই সুযোগে বিদ্রোহী হইয়া বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছে। রাজা মানসিংহ তাঁহার এই দুর্ব্যবহারের জন্ত তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। হাজীপুরে রাজা পুরণমল মোগল-সম্রাটের বশতা বীকার করিলে তিনি তাহাকে মুক্তিদান করেন, এই সময়ে মানসিংহ স্বয়ং বেহারে থাকিয়া সৈয়দ খাঁকে বীর সহকারিরূপে তাঁহার রাখিয়া দেন, এবং যোড়াবাটের মোগল-সেনাপতিবিশেষ অর্থস্বল্পতা উপশমনার্থ বীর পুত্র জগৎসিংহকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোগল-সর্দারগণ রাজ-সৈন্তের আগমনে ভীত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অতঃপর রৌহতাসুন্দর-সংহারান্তে রাজা মানসিংহ ১২৮ হিজিরার উজ্জ্বলরাজ্য পুনরুদ্ধারের সক্ষম করেন। প্রথমে তিনি কুতকাধ্য হইতে পারেন নাই; তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ এই যুদ্ধে পাঠানবিশেষের হস্তে পতিত হন। ইহার কিছুকাল পরে কতগুলি বৃত্তা হইলে পাঠানেরা জগৎসিংহকে প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করে। এই সন্ধি দ্বারা পাঠানেরা উজ্জ্বলরাজ্য শাসনভার প্রাপ্ত হয় এবং সম্রাটের অধীন থাকিতে বীকার করে; কেবল রাজ পুণ্যতীর্থ জগন্নাথক্ষেত্র রাজা মানসিংহের অধিকারে থাকে। দুই বৎসর পরে পাঠানেরা জগন্নাথক্ষেত্র লুণ্ঠ করে; তাহাকে রাজা মানসিংহ তাহারিগকে সুবর্ণসেখাভীরে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া উজ্জ্বল প্রদেশ পুনর্বীর মোগলরাজ্যভুক্ত করেন। অনন্তর তিনি আগমহল দপুরুকে রাজমহল নামে অভিহিত করিয়া তথার রাজধানী স্থাপন এবং রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ নিৰ্মাণ করিয়া কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন।

১৫৯৫ খৃঃ অব্দে কোচবেহার-রাজ্যের ভদ্রাবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে অকবরশাহে মোগল-রাজ্যের অধিনায়করূপে সঙ্গে বাইবার জন্ত সম্রাট তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। এই সময়ে তিনি জগৎসিংহকে এতিমিদি রাখিয়া বান। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই জগৎসিংহে মানসিংহের সংবরণ করিলে, পাঠানেরা ওলমান খানের অধীনে উজ্জ্বল এবং বাঙ্গালার কিয়ৎকাল জয় করে। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা মানসিংহ ত্বরিত বাঙ্গালার প্রত্যাগমন করেন এবং বর্ডমান ও মুর্শিদাবাদের মধ্যবর্তী শেরপুরনামক স্থানে পাঠানবিশেষকে পরাস্ত করেন। ইহার পরে তিনি কয়েক বৎসর মৃত্যুরূপে রাজকাব্য নির্বাহ করিয়া ১৬০৪ খৃঃ অব্দে কৰ্ম পরিচ্যাপ্তপূর্বক আগ্রার প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনভার ত্যাগ করিলে সম্রাট তৎপরে আবুল ফজল আসফ খানকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন রাজকাব্য পরিচালনা করিতে হয় নাই। কারণ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে অকবর শাহের মৃত্যু ঘটিলে তৎপরে সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজ্যাবিকার প্রাপ্ত হন। অভ্যন্তরকাল পরেই তিনি মানসিংহকে বড়বহকারী আনিয়া স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গরাজ্য-শাসনে নিয়োগ করেন। তথাকার বিদ্রোহী আকগানবিশেষকে মোগল-পদাৰ্পিত রাখিবার জন্ত সম্রাট তাঁহাকে অবিলম্বে বাঙ্গালার অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। আশ্চর্যকর ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মানসিংহ এইবার বাঙ্গালার আসিয়া বাঙ্গালার মহাবীর কেশরপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করিয়া সমগ্র মুন্সেরমন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। [প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহ দেখ]

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ রাজধানীতে ফিরিয়া বান এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে উজ্জ্বল কোকল-তাস বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন। কুতব উদ্দীন খাঁ কোকলতাস কোকাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তৃদান করার উদ্দেশ্যে কেবল আলী কুলী শের আকগানের হস্ত হইতে জগৎসিংহের লগ্নাত্মতা মুন্সেরী মেহের-উদ্দিনকে হত্যাগত করা। কিন্তু বড়বহ শের আকগান নিহত এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী জাহাঙ্গীরের অঙ্গগত হইরাছিল, তাহা ইতিহাসে উজ্জ্বল অকরে লিখিত আছে। [জাহাঙ্গীর, মুন্সেরান ও শের আকগান দেখ]

শের আকগানের সহিত যুদ্ধে কুতব খাঁ নিহত হইলে সম্রাট বড়ই দরপীড়িত হন এবং অবিলম্বে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বেহারের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী খান কাবুলীকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিবে বরণ করেন। ইনি কোকল বর্ডমান ছিলেন, তৎকালীন অত্যাচারেই কোকলবাসীকে উত্তাপ করিয়া দিয়াছেন।

বাকালার ওতাপুটে যে, তাঁহাকে বহুকাল জীবিত থাকিতে হয় নাই। সর্বাধিকমাত্র জীবিত থাকিয়া তিনি কালের করাল কবলে নিগতিত হইলে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ১০৮৭ হিজিরার শেষ আলা উদ্দীন ইসলাম খাঁকে বাকালার মসনদে এবং আফজল খাঁকে বেহারের শাসনকর্ত্ত্বপদে নিযুক্ত করেন। ইসলাম খান রাজ-মহল হইতে ঢাকা সহরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করিয়া উহার নাম জাহাঙ্গীর-নগর রাখেন।

এই সময়ে আরাকান ও চট্টগ্রামবাসী পর্তুগীজ দস্যদিগের অত্যাচারে নিরবধি উৎসর্গ প্রার হইতে থাকে। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গজালে সমীপ অধিকার করেন। তথাকার মুসলমান সেনানায়ক কতে খাঁ উপরাস্ত্র না দেখিয়া একটা ক্ষুদ্র দুর্গে আশ্রয় লন।

এই সময়ে ওসমান খাঁর অধীনস্থ পাঠানেরা পুনরায় অস্ত্র ধারণ করে। ইসলাম খাঁ সুজাত খাঁ নামক একজন দক্ষ সৈন্যধ্যক্ষকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়; ওসমান যুদ্ধে নিহত হন এবং তদীয় ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়সকল সম্রাটের বশতঃ স্বীকার করেন (১৬১২ খৃষ্টাব্দ)।

এই বিদ্রোহাবকাশে কুতব নামে একজন মোহিলা আকগান জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুর পরিচয় দিয়া বেহারে বিদ্রোহ উপ-স্থিত করে এবং পাটনা নগরী অধিকার করিয়া লয়। শাসনকর্ত্ত্ব আফজল খাঁ তখন গাজিপুরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া সসৈন্তে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছয়বেলী খসরু পাটনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পুনরায় পাটনা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল; শাসনকর্ত্ত্ব উক্ত নগরী অবরোধ করিলেন। পরিশেষে দূরস্থ গৃহহান হইতে নিকৃষ্ট ইষ্টকের আঘাতে কুতবের আশ্রয়স্থল বহির্গত হয়। [পাটনা দেখ।]

ইসলাম খাঁর মৃত্যুর পরে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) তাহার ভ্রাতা কাশিম খাঁ সম্রাটের আদেশে বাকলা ও উড়িষ্যার সুবাদার হন। কাশিম খাঁর রাজ্যশাসনকালে গজালে বিধাসম্বাদকতা দ্বারা আরাকান-রাজের বুদ্ধজাহাজগুলি হতগত করিয়া আরাকানের উপকূলপ্রদেশ লুণ্ঠনপূর্ব্বক গোয়ানগরীস্থ পর্তুগীজদিগকে আরাকান জয় করিতে আহ্বান করে। রাজা ওলন্দাজদিগের সাহায্যে পর্তুগীজদিগকে পরাজিত করেন; এবং সমীপ আক্রমণ ও অধিকার করেন।

অন্তঃপর আরাকানের মগেরা বারংবার বাকালার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া বাকলা উৎসন্ন করিতে থাকে। এই কারণে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কাশিম খাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদ-

চ্যুত করিলেন এবং নূর-জহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ কতে জব্বকে বাকলা ও উড়িষ্যার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন (১৬১৮ খৃঃ)।

ইব্রাহিমের সময়ে বাকালার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। আগ্রার রাজসভাসদস্যগুলির নিকট ঢাকার সুচিকিৎসক পাণ্ড এবং মালমহের পটুবস্ত্রের বিশেষ আদর হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর এক্সেন্টগণ পাটনার আসিয়া একটা কুঠী স্থাপন করেন (১৬২০ খৃষ্টাব্দে)। ইব্রাহিমের শাসনকালে বাকলা-দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। সহসা (১৬২৩ খৃঃ) তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল; শাহ জহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ-পূর্ব্বক দক্ষিণাপথে পরাজিত হইয়া বাকালার প্রবেশ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ তাহার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। বাকলা ও বেহারে প্রায় দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া শাহ জহান সম্রাট-প্রেরিত সৈন্তের নিকট পরাস্ত হইলেন এবং আত্মসমর্পণ করিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল, কিন্তু এই প্রদেশে অল্প শাসনকর্ত্ত্ব নিযুক্ত হইল।

শাহ জহানের পরে, অরদীন মধ্যেই (১৬২৪-২৮ খৃঃ) মহব্বত খাঁ, তৎপুত্র বানুজাদ খাঁ, মকরম খাঁ ও কিদাই খাঁ নামে যে কয়-জন ক্রমে ক্রমে বাকালার শাসনকর্ত্ত্ব হন, তাহাদিগের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। মকরম খাঁর রাজ্যশাসন সময়ে সম্রাট্ মীর্জা রুমত নামক এক ব্যক্তি বেহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৬২৮ অব্দে শাহ জহান সম্রাট্ হইয়া কিদাই খাঁকে পদচ্যুত করিয়া খাঁর প্রিয়পাত্র কাশিম খাঁ জব্বনিকে বাকালার সুবাদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে হুগলী ও চট্টগ্রামে পর্তুগীজদিগের সুরক্ষিত কুঠী ছিল। এ দেশে তাহাদিগের বখেট ক্ষমতাও বিস্তৃত হইয়াছিল। শাহ জহান যখন বাকালার ছিলেন, তখনও তিনি পর্তুগীজের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহারা এক্ষেত্রবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টান-ধর্মে দীক্ষিত করিত। ইচ্ছাতে বৈদেশিক পর্তুগীজজাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ কাশিম খাঁর প্রতি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। সুবাদার খাঁর পুত্র ইনারজুলাকে তদ্বিধা-ক্রেত পাঠাইয়া হুগলি অধিকার করিলেন (১৬৩২ খৃঃ)। সেই অবধি এদেশে পর্তুগীজদিগের প্রভাব কমিল, হুগলি রাজবন্দর এবং প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই সমুদ্রপ্রদেশে দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। রাজকর্ত্ত্বসিগিগণ তথা হইতে হুগলিতে চলিয়া আসার ক্রমশঃই সমুদ্রপ্রদেশে পরিভ্রমণ হইয়াছিল।

কাশিম খাঁর পরে আখিম খান সুবাদার হন, তাঁহাকে দেশ-রক্ষার্থে অর্থতঃ দেখিয়া সম্রাট্ তৎপরে ইসলাম খাঁ মনসুফিকে নিযুক্ত করেন (১৬৩৭ খৃঃ)। অরকাল মধ্যে (১৬৩৮ খৃঃ) চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্ত্ব মুকুট রায় আরাকান-রাজের অধীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক

মোগলসম্রাটের বশ্তাস্বীকার করিলেন। আসামবাসীরা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইল (১৬৩৮ খৃঃ); এবং ইসলাম খাঁ আসামে প্রবেশপূর্বক অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিলেন। তিনি কোচবেহার-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উজিরী শব্দ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই আগ্রায় প্রতিগমন করিলেন। তখন সম্রাটের বিত্তীয় পুত্র জুলতান মহম্মদ জুলা বাঙ্গালার সুবাদার হইলেন।

১৬৩৮ অব্দে ভোজপুরের রাজা বিজোহী হন এবং তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্ত শাহ জহান খীর প্রিয় সেনাপতি আবদুল্লা খাঁকে বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করেন। আবদুল্লা খাঁইয়া ভোজপুরের দুর্গ অধিকার করেন ও রাজার ছিন্ন মস্তক সম্রাটের নিকট পাঠান।

জুলা শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াই ঢাকা পরিত্যাগপূর্বক পুনরায় রাজমহলে রাজধানী করেন। এই সময়ে নূর-জহানের ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েরতা খাঁ বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন। জুলাইর আমলে বাঙ্গালার ইংরাজ-বাণিজ্য বন্ধনুল হয়।

জুলাইর রাজ্যশাসনকালে কয়েক বৎসর প্রজাগণ ভূখে বহুদুঃখ ভাষ করিয়াছিল। ১৬১৭ খৃঃ অব্দে তিনি বাঙ্গালার রাজস্বের নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন। ইহাতে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহলে বিভক্ত হইয়া ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। অক্টবর শাহের পরে এদেশে মোগলদিগের অধিকার বৃদ্ধিই এক প্রকার রাজস্ববৃদ্ধির প্রধান হেতু। প্রায় এই সময়েই উড়িষ্যা ১২টা সরকার ও ২৭৬ মহলে বিভক্ত হইয়া উহার রাজস্ব ৫২,৬১,৫২৭ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে বেহারে বন্দোবস্ত হয়। এতদ্বারা বেহার প্রদেশ ৮টা সরকার ও ২৪৬ পরগণার বিভক্ত হইয়া উহার ৮৫,১৫৬৩৩ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়।

সম্রাট শাহ জহানের পীড়া হইলে জুলা সাম্রাজ্য-লোভে আগ্রা যাত্রা করেন; কিন্তু বারণসীর নিকটে দারায় তনয় জুলমানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালার প্রত্যাবৃত্ত হন (১৬৫৮ খৃঃ)।

অরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত এবং মুরাদকে বন্দী করিয়া মোগল-সিংহাসন হস্তগত করেন। অতঃপর প্রয়াগের (আলাহাবাদের) নিকটে জুলাইর সহিত অরঙ্গজেবের একটা যুদ্ধ ঘটে। ঐ যুদ্ধে জুলা ভ্রাতৃহন্তে পরাজিত হন (১৬৫৯ খৃঃ)। জুলা প্রথমে রাজমহলে ও তৎপনস্তর তাঁহার আগ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি মীর জুমা তাঁহার পশ্চাৎবর্তী হইলে তিনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া আরাকান রাজ্যে আগ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। [জুলা দেখ।]

অনন্তর সেনাপতি মহম্মদ সৈয়দ মীর জুমা নবাব মুজাফির খাঁ খান খান সিপা সালার সুবাদার হইয়া ঢাকা নগরীতে রাজধানী করিলেন। ১৬৬০ অব্দে তিনি কোচবেহার জয় করেন; এবং পর বৎসর আসাম আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী হস্তগত করেন। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে, তাহার সৈন্যগণ পীড়িত হইতে লাগিল সেখান। তিনি প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ঢাকার পৌছিয়া অমকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৬৪ খৃঃ)।

মীর জুমা পরে নূর জাহানের ভ্রাতৃপুত্র সায়েরতা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন এবং সম্রাট অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র জুলতান মহম্মদ আজিম বেহারের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে তিন বৎসর ব্যতীত সায়েরতা খাঁ ১৬৬৪ হইতে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ফরাসিরা চন্দন-নগরে, (১৬৭৩ খৃঃ) এবং দিনেমার ও ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ার কুঠী স্থাপন করেন। আরাকানরাজ জুলাইর প্রতি অসদাচরণ করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তি না পাওয়ার সাহসী হইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশ লুণ্ঠন করিতেছিল; সায়েরতা খাঁ আরাকান আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালাভুক্ত করিলেন।

সায়েরতা খাঁ বেহার বর্ধসিংহাসন ত্যাগ করিলে, সম্রাট অরঙ্গজেবের অভিমতে ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ উপাধিসহ ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকার উপনীত হন। পর বৎসর সেখানে তাহার মৃত্যু হইলে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র জুলতান মহম্মদ আজিম বাঙ্গালার সুবাদার হন। তিনি উক্ত বর্ষের পেষকালে আসামীদিগের উপদ্রব দমনার্থ সেনাদল প্রেরণ করেন। ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা এই সময়ে ঢাকায় কুঠী নির্মাণ করিয়াছিলেন।

বোধপুর-রাজকুমার রাজা যশোবন্ত সিংহের নাবালক পুত্রের রাজ্যাধিকার লইয়া সম্রাটের সহিত রাজপুতদিগের বিবাদের সূত্রপাত হয়, ঐ সময়ে দক্ষিণে শিবাজীর অধীনে মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে; এই গোলাযোগে বিব্রত সম্রাট খীর পুত্রকে বাঙ্গালা হইতে নিকটে আনাইয়া রাজপুত সামন্তগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁহার আদেশে নবাব সায়েরতা খাঁ আমীর উলু ওমরা বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আইসেন।

এবার সায়েরতা খাঁর অত্যাচারের মাত্রা বিস্তৃত বাড়িয়া উঠে। তিনি জিজিয়া কর আদায়ের জন্ত হিন্দু মসিদাদি দুর্গ বিচূর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি খৃষ্টানের নিকট হইতেও বলপূর্বক জিজিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিং হেজেস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম গবর্নর নিযুক্ত হন। ওষ লইয়া

নবাবের সহিত কোম্পানীর বিবাহ বাধে। সুএকটি বণ্ডুকের পর ইংরাজগণ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা হিজলী হইতে মুতাভূতীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কোম্পানীর সমস্তেরা পুনরায় স্বার্থ প্রস্তুত হইলে, নবাব নানারূপে ইংরাজদিগকে নিরুদ্ধিত করেন। এই সময়ে ইংরাজসৈন্যকর্তৃক বালেশ্বর লুণ্ঠিত হয়। ইংরাজদিগকে মোগল-সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য সারেন্ডা খাঁ মিলী হইতে পরওয়ানা আনাইরা ছিলেন। উহার কিছু পরে তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্তৃক ত্যাগ করেন। [সারেন্ডা খাঁ ও ইট ইতিহাস কোম্পানী দেখ।]

তদনন্তর ১৬৮৯ খৃঃ অঃ নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি সম্রাট অরঙ্গজেবের নিকট হইতে ইংরাজদিগকে এসে প্রত্যাবর্তন করিবার অহুমতি আনাইরা দেন। ইহার কারণ এই যে, ইংরাজেরা মোগলদিগের করকথান জাহাজ হস্তগত করেন এবং মুসলমানদিগকে জলপথে ভায়তবর্ষ হইতে দূর্য্য বাইতে খেন মাই। ইব্রাহিম খাঁর আহ্বানে চার্লস স্বয়ংস্বলে প্রত্যাগমন করেন (১৬৯০ খৃঃ)। অনন্তর সম্রাটের হুকুম আসিল যে, বাণিজ্যার্থ ইংরাজদিগের বার্ষিক ৫০০০ টাকার অধিক গুরু দিতে হইবে না (১৬৯১)। ইহার পরে বাদশাহ হুইবার ইংরাজদিগের বাণিজ্য বন্ধ করিতে আদেশ দেন; ইব্রাহিম খাঁর অহুগ্রহে তাহাদিগের কোন বিপদ ঘটে মাই।

১৬৯৬ খৃঃ অঃ শোভাসিংহ নামে বর্ধমানের একজন জমিদার, বর্ধমানাধিপতি রাজা কুরুদামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং রহিম খাঁ নামে একজন পাঠান দলপতির সঙ্গে যোগ দিয়া রাজাকে নিহত ও চতুর্দশবর্ষী বেশ লুণ্ঠন করিলেন। হগলী তাহাদিগের হস্তগত হয়; চুচুড়ার ওলন্দাজেরা, চন্দননগরে কয়লাগিরা এবং কলিকাতার ইংরাজেরা আত্মরক্ষা করিতে নবাবের অহুমতি পান। এই সুযোগে ইংরাজেরা “কোর্ট উইলিয়ম” হুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।

ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইব্রাহিম খাঁ হগলী পুনরধিকার করেন। শোভাসিংহ বর্ধমান রাজকুমারীর ধর্ষণ করিতে গিয়া তাহারই অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এই রাজ্য বিপ্লবের সময়ে সম্রাট অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উসমান বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা হইয়া আগমন করেন। হুবাচারের পুত্র জব্বারখান খাঁ রাজবহলের নিকট রহিম খাঁকে পরাজিত করেন (১৬৯৮ খৃঃ)। পর বৎসর বর্ধমানের নিকট সংগ্রামে রহিম খাঁর মৃত্যু ঘটে এক তরী অস্ত্রচরমের মধ্যে কিলকণ নিহত এক কিলকণে বোমলনকৃত হয়। আজিম উসমানের নিকট হইতে ইংরাজেরা হুজুড়ী, সোমিকপুর এবং কলিকাতা

এই কয়েকটা নৌজা ক্রয় করিবার অহুমতি পান (১৬৯৮ খৃঃ)। এই সময়ে ভায়তবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার নিষিদ্ধ আর একটা ইংরাজ কোম্পানি স্থাপিত হয়। পুরাতন এবং নতুন এই দুই কোম্পানির পরস্পর বিবাদে উভয়ের স্বার্থহানি হর দেখিয়া, কোম্পানিদের মিলিত হইল (১৭০৬ খৃঃ) এবং উভয়ের যোগে কোর্ট উইলিয়ম হুর্গে ১৩০ জন যুরোপীয় সৈনিক রক্ষিত হইল।

আজিম উসমানের শাসনকালে মুরশিদকুলি খান বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া আসেন (১৭০১ খৃঃ)। তিনি দরিদ্র ভ্রাক্ষণ-সন্তান ছিলেন। পরে পায়তলীর বণিক হাজি হুক্রি কর্তৃক ক্রীত ও মুসলমানধর্মে লীকিত হইলেন। ইহার পূর্বে অকবর শাহের সময় হইতে বাঙ্গালার দেওয়ান ও নাজিমের পদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। দেওয়ান রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আরব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। নাজিমের প্রতি দেশ-রক্ষা ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল, এবং তাহার অধীনে সৈন্য ও শান্তিরক্ষকগণ থাকিত। তিনি সরকারী কার্যের জন্য পত্রদ্বারা বখন যে টাকা চাহিতেন, দেওয়ান তাহা দিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু টাকা ব্যয়ের দায়ী নাজিম থাকিতেন। বাদশাহের ইহাই আদেশ ছিল যে, বড় বড় কার্যে উভয়ে একমত হইয়া চলিবেন। নাজিমের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রদেশীয় শাসনকর্তা বরূপ এক একজন কোজদার ছিলেন।

মুরশিদকুলি খাঁ দেওয়ান হইলে তরী পরামর্শদ্বারা সম্রাট বাঙ্গালার জারগীরদারদিগের ভূমি খাস করিয়া লইয়া তাহার সম পরিমাণ ভূমি উড়িষ্যা প্রভৃতি বেবলবতী প্রদেশে জারগীররূপে প্রদান করিলেন। এইরূপে ও অস্ত্রাভ উপায়ে প্রদেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া মুরশিদ বাবশাহের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ব্যয়-বিষয়ে অভ্যস্ত লভ্য হওয়াতে এবং বুদ্ধবল জারগীরদারদিগকে অসন্তুষ্ট করিতে, তিনি নাজিমের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। আজিম উসমান একবার তাহাকে মারিয়া কেলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকাব্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর মুরশিদ কুলি খাঁ ঢাকার রাজধানী রাখা স্থবিধা নহে বুঝিয়া, মুকুতবা-বায়ে খাঁর বাসস্থান স্থির করিয়া আপনার নামানুসারে উক্ত নগরের নাম মুরশিদাবাদ রাখিলেন। এই সকল সন্ধান সম্রাটের নিকটে পৌঁছিলে তিনি আজিম উসমানকে ভৎসনা করিয়া পত্র লিখিলেন এক বাঙ্গালা পরিত্যাপ করিয়া বেহার বাইবার আদেশ ছিলেন। পর বৎসর মুরশিদ কলিঙ্গাপথে বাইরা সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আরব্যয়ের হিসাব প্রদান করিলেন। তাহার কার্যকরতা দেখিয়া বাদশাহ এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাহাকে রাজালা ও উড়িষ্যার দেওয়ানী এক সহকারী নাজিমপদে নিযুক্ত করিলেন।

১৭০৭ খৃঃ অব্দে খীর পূজা করুখসিয়রকে প্রতিনিধি রাবিরা আজিম উসমান দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার অর্থ ও সৈন্তবলে পর বৎসর তাঁহার পিতা শাহ আলম বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া মোগল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। করুখসিয়র মুরশিদাবাদ রাজপ্রাসাদেই থাকিতেন, তিনি মুরশিদ-কুলি খাঁর কোন কার্যে বাধা দিতেন না। স্ততঃ ১৭০৬ খৃঃ অব্দ হইতে প্রকৃতই মুরশিদ এদেশে দেওয়ান ও নাজিম পদের লম্বদয় কার্যই করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় এই সময়েই সৈয়দ আবু হুসাইন খান আলাহাবাদের এক সৈয়দ হসেন আলী খান বেহারের শাসনকর্তা ছিলেন।

১৭১২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়; আজিম উসমান বাদশাহ হইবার চেষ্টা করিয়া নিহত হন এক করুখসিয়র বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে বাইরা সম্রাট হন। করুখসিয়র বাদশাহ হইয়া মুরশিদ কুলি খাঁকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিমী পদ প্রদান করেন (১৭১৩)। ১৭১৮ অব্দে মুরশিদ বেহার প্রদেশেরও নাজিম ও দেওয়ান হন।

মুরশিদ দেওয়ান ও নাজিম হইয়া অল্প লোকের কাছে বৈরুপ বাগিচায় মাণ্ডল পাইতেন, ইংরাজদিগের নিকটেও তরুণ মাণ্ডল চাহিলেন। ইংরাজেরা সম্রাট লমীপে দূত পাঠাইলেন। সম্রাট করুখসিয়র তখন পীড়িত ছিলেন। ঐ দূতবলের মধ্যে ডাক্তার হামিটন সাহেবের স্ত্রীকিৎসার স্নেহ হইলে, তিনি সন্তট হইয়া তাহাদিগের প্রার্থনামুখারী সনন্দ ছিলেন। এই সনন্দ দ্বারা হিরীকৃত হইল যে, (১) ইংরাজ কোম্পানি বিনা মাণ্ডলে বাঙ্গালার বাণিজ্য করিতে পারিবেন; (২) তাহার কলিকাতার নিকটবর্তী ৩৬ মোজা জম্ম করিতে পারিবেন; (৩) মুরশিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন তাহাদিগের জন্ম টাকা মুদ্রিত হইবে; (৪) বাহার ইংরাজদিগের কাছে ৬৬, নবাবের কর্মচারিগণ তাহাদিগকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইংরাজেরা এই সনন্দ লইয়া আসিলে সুবাদার ক্রম হইলেন এবং কলিকাতার সমীপস্থ জমিদারদিগকে ইংরাজদিগের নিকটে জমি বিক্রয় করিতে নিবেদন করিলেন। কিন্তু অপর তিনটা সত্ত্ব সন্মুখে তিনি কোন বাধা দেন নাই। সনন্দ দ্বারা ইংরাজদিগের বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইল এবং কলিকাতার সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মুরশিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালার রাজস্বের যে নুতন হিসাব প্রস্তত করেন (১৭১২ খৃঃ), তাহার বার্ষিক রাজস্ব ১,৪২,৮৮,১৮০ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। তিনি বঙ্গভূমিকে ১৩ চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬০০ পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। সুবাদার জমিদার দিগের নিকট এক জমিদারের প্রজাদিগের নিকট হইতে টাকা

আদায় করিতেন; রাজস্ব-সংগ্রহের জন্ত মুরশিদ জমিদারদিগকে অনেক কষ্ট দিতেন। তাহার বৈরুতের কথা কাহারও অবদিত নাই। রাজস্ববিভাগের কর্মচারিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন। মুরশিদ কুলি খান এমন প্রতাপাশিত হইয়াছিলেন যে ত্রিপুরা, আসাম, কোচবেহার ও বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজারাও তাঁহার নিকটে উপচোকন পাঠাইতেন। [মুরশিদ কুলি খাঁ দেখ।]

১৭২৫ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যু সময় তিনি খীর দৌহিত্র সরকারজ খাঁকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিগণ উত্তরাধিকারী বলিয়া দান। ঐ সময়ে সরকারজ খাঁর পিতা নবাব মোতিম উল হুসক খুজা উলীন মহম্মদ খান খুজা উলৌল আকবর জঙ্গ বাহাদুর মুরশিদ-কুলি খান অধীনে উড়িষ্যার শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে গোপনে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনাধিকার হস্তগত করিতে চেষ্টা পান। মুরশিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে তিনিই প্রথমে তৎপদ অবিকার করেন এবং পুত্র সরকারজ খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে রাবিরা তাহার জোখ শাস্তি করিলেন। এই সময়ে বাদশাহ নসরৎ খাঁকে বেহারের শাসনভার প্রদান করেন। তখনকার তিনি তৎপদে কথর উলৌল নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজস্ব বন্ধ করা দোষে যে সকল জমিদার কারাক্ত হইয়াছিলেন, দয়াপরবশ খুজা তাহাদিগকে মুক্তি দেন এবং আলমচাঁদ নামক একজন হিন্দুকে সহকারী দেওয়ান করিয়া তাহার জন্ম দিল্লী হইতে 'রায়-রায়' উপাধি আদান। আলমচাঁদ, জগৎশেঠ এবং হাজি আকবর ও আলিবর্দী খান নামক দুইজন আত্মীয়, এই চারি জন লইয়া খুজা একট মন্ত্রিসভা গঠিত করেন। তিনি ঐ সভার পরামর্শ গ্রহণপূর্বক রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। এই সকল কারণে নবাব খুজা প্রথমে হিন্দুদিগের বিশেষ ভক্তিতাজন ছিলেন।

মুরশিদ কুলি খাঁর দৌহিত্র প্রতাপে বাঙ্গালার লক্ষিত ছিল। তখন বাঙ্গালার সৈন্তসংখ্যা অনেক কম ছিল। খুজা বাঙ্গালার সৈন্তসংখ্যা বৃদ্ধি করেন; এতদ্বিত্তি তিনি অত্যন্ত কাকতল্যকেও মত্ত ছিলেন। তিনি মুরশিদ কুলি খাঁর দ্বার নিরনিভরূপে দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাইতেন। যথা আত্মবরপ্রেরতার তাহার দ্বার অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এই নিমিত্ত তিনি নির্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত আবগার নামক কর সংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। আবগার তাহার সময়ে প্রায় ২২ লক্ষ হইয়া উঠে। আলিবর্দী ও বীর-কাশিদের শাসনকালে উহা অল্পসং পরিবর্তিত হইতে থাকে। যখন কোম্পানি বাহাদুর হস্তে বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করেন (১৭৬৫ খৃঃ), তখন বাঙ্গালার মোট রাজস্ব আত্মই কোটিরও অধিক ছিল।

১৭১৯ খৃঃ অব্দে বেহারের শাসনকর্তা জব্বার উদ্দৌলা পদ-
চ্যুত হইলে জালা উল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আলিবর্দি
খাঁকে বেহারের শাসনভার দেন। আলিবর্দি যেতিয়া ঢাকাভাটী,
ফুলবাড়ী ও কোলারপুরের বিরোধী কনিষ্ঠাধিপত্যকে পরাজিত ও
শাসিত করিয়া বেহারে শাস্তিপ্রাপ্ত করেন। ১৭৩২ অব্দে
ঢাকার সেওয়ান বীর হুসৈন খাঁ করিয়া তাহার রোশেনা-
বাদ নাম রাখেন। অনন্তর সরকারী বী চাকার শাসনকর্তৃপদে
নিয়োজিত হন; কিন্তু তিনি মুরশিদাবাদেই বাস করিতেন।
তাঁহার সেওয়ান বশোবত তার জ্যেষ্ঠরূপে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ
করিয়া সরকারের ঐতিহ্যজনন হন। তাঁহার আমলেও সারোপা
বীর সমরের ভার পুনরায় ঢাকার ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল
(১৭৩৪ খৃঃ)। ইহার দুই বৎসর পরে রঙ্গপুরের কোলহার
হাজি আকবের মধ্যমপুত্র সৈয়দ আকবর বিনোদপুর ও কোচবেহার
আক্রমণ করিয়া তৎস্থতা রাজ্যবিগের বহুকাল লুণ্ঠিত ধনরাশি
হস্তগত করেন।

তাঁহার শাসনকালে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অষ্টেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া
কোম্পানী বাঙ্গালার বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। বাঁকি-বাঁজারে
তাঁহাদের কুটী স্থাপিত ছিল। এই লুণ্ঠন-বণিকসম্প্রদায়ের বাণিজ্য
বৃদ্ধিতে কণ্ঠাধিত হইয়া ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ তাঁহাদের
বিক্রমচ্যাবী হইলেন। তাঁহাদের প্রয়োচনার নবাব হুজা উদ্দীন
১৭৩০ খৃষ্টাব্দে লুণ্ঠনবিগের কুটী অবরোধ করিলেন। অবশেষে
নবাব সেনাপতি বীর আকবর বাঁকিবাঁজার হস্তগত করিয়া ঐ কুটী
ধ্বংস করেন।

১৭৩৯ খৃঃ অব্দে হুজা উদ্দীন মানবলীলা সংবরণ করেন।
মৃত্যুকালে তিনি হাজি আকবর, অগণেশ্বর ও আলমচাঁর এই
কয়েকজনের পরামর্শ লইয়া বীর পুত্র জালা উদ্দৌলা সরকারকে
রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতে আদেশ করিয়া যান। কিন্তু সরকার
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হাজি আকবর ও অগণেশ্বরকে
অসহনীয় করিলেন। তাঁহাদের তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লী হইতে
আলিবর্দি খাঁর নিষিদ্ধ বাঙ্গাল্য, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী
পদের নিরোধপত্র সংগ্রহের সঙ্কল্প করিতে ছিলেন। এই

৩. হুমায়ুন ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বঙ্গদেশের বাঙ্গালার অবস্থিতি
সম্বন্ধে একমত করেন। কেবল কয়েক জনের মতামত মূল্যায়ন করিয়া শাসনকর্তাই
কর্তৃক বণিকবিগের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ঐতিহাসিক অধি বসন, ১৭২৮
খৃষ্টাব্দে তাঁহারা এ স্থান হইতে উড়িষ্যে হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টেও কোম্পা-
নীর বিলম্বিত প্রবেশ ১ বৎসর সেক্ষেত্রে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ্য
তাঁহাদের বাণিজ্যভাণ্ডার বর্ধিত হইতে পারেন এবং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু
পরে অবশিষ্ট মোটামুটি আকাঁ হইতে নিষিদ্ধিত তাঁহারা ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত
কোম্পানী বণিক হইয়া পড়ে এবং ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে উক্ত বণিক হইয়া যায়।

মহাবাদিত্য লাভ করিয়া আলিবর্দি খাঁসহে সরকারকে বিরুদ্ধে
বুদ্ধবাজ করিলেন। মুরশিদাবাদ পরিত্যক্ত গড়িয়া মাঝে হানে
সরকার পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৭৪০ খৃঃ) আলিবর্দি
বাঙ্গালার সুবাদার পদে অবস্থিত হইলেন।

আলিবর্দি সুবাদার হইয়া দিল্লীতে অনেক উপচৌকন
প্রেরণান্তে রাজ্যশাসনের নুতন বশোবত করেন। তাঁহার
তিন কন্যার সহিত তাঁহার জাতী হাজি আকবের তিন পুত্রের
বিবাহ হইয়াছিল। ঐ সময়কালের মধ্যে নিবাইল লক্ষ্যবশে তিনি
ঢাকার এবং কলিকতা জৈন উদ্দিনকে বেহারের শাসনভার প্রদান
করিলেন। জৈন উদ্দিনের পুত্র শিবাজ উদ্দৌলাকে তিনি অভ্যন্ত
জাল বাসিতেন। এই কারণ ঐ বালককে তিনি সর্বদাই দস্তক-
পুত্ররূপে পালন করিতেন; অন্তঃপন সরকারী বীর ভগিনী-
পতি উড়িষ্যার শাসনকর্তা মুরশিদ খাঁকে পরাজিত করিয়া তিনি
বীর মধ্যম জামাতা সৈয়দ আকবরকে সে প্রদেশের শাসনভার
অর্পণ করেন। কিন্তু আকবরের অসহযোগে দিল্লী উৎকলে
বিদ্রোহ হয়; এবং মুরশিদ খাঁর মল প্রবেশ হইয়া আকবরকে
কারাবদ্ধ করে। এই সংবাদ পাইয়া আলিবর্দি উড়িষ্যার গমন
পূর্বক কাষাতার উদ্ধার সাধন করেন।

এই সময়ে ১৭৪১ খৃঃ অব্দে চৌধুরে দাবী করিয়া মহারাষ্ট্রগণ
বাঙ্গালার আক্রমণ করিয়া ভাঙ্গীরা বীরপতিতীরকর্তী প্রদেশ
অধিকার ও মুঠপাঠ করিয়া প্রজাধিপত্যকে অগণ্যমান্য কষ্ট
প্রদান করে। তাঁহাবিগের অত্যাচারতরে কলিকাতাবাসিগণ
নগররক্ষার্থে 'মারহাটী খাত' কাটিতে আরম্ভ করেন।

নবাব হুজা উল্লাহ, হিঙ্গল উদ্দৌলা মহম্মদ আলিবর্দি খাঁ
সহায়ত জন বাহাদুর এই সংবাদে উড়িষ্যার বিজয়ের আমোদ-
প্রমোদে মুরশিদাবাদে বীর্য বর্ধন করিবার জন্য মুক্তের উত্তোষে
ব্যাপৃত রহিলেন। পর বৎসর তিনি তাঁহাবিগকে কাটোয়ার
নিবন্ধে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন (১৭৪২ খৃঃ)।
অনন্তর তাঁহারা বাসবার একদেশে আক্রমণ করিয়া সুবাদারকে
ব্যতিক্রম করে; পরিশেষে আলিবর্দি তাঁহাবিগকে কটক প্রদেশ
প্রদান করিয়া এবং বাঙ্গালার চৌধুরগণ বৎসর বৎসর বার
লক্ষ টাকা নিতে বীজিত হইয়া লুণ্ঠিত করেন (১৭৪৩)। এই মহারাষ্ট্র
আক্রমণ তাঁহাদের "কর্ণি হাজিলা" বলিয়া খ্যাত।

বর্মির বাঙ্গালার সর্বত্র প্রবেশ তিনবার বিদ্রোহ উপস্থিত
হয়। প্রথম সেনাপতি হুজালা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বেহারের
শাসনকর্তা জৈন উদ্দিন কর্তৃক নিহত হন। অনন্তর শাসনের বী
বিদ্রোহভাণ্ডার পূর্বক জৈন উদ্দিন ও তাঁহার পিতা হাজি
আকবরকে নিহত করে। কিন্তু আলিবর্দি সহিত পাইয়া মুক্ত
তিনি বাঁকি মাঝে হানে পরাজিত ও নিহত হন (১৭৪৩ খৃঃ)।

কৃত্রিম সিরাজউদৌলা। মাতামহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আশায় পাটনা আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি তথাকার শাসনকর্তা রাজা মানসিংহ কর্তৃক কারাবদ্ধ হন (১৭৫০ খৃঃ)। এরূপ আচরণেও সিরাজের প্রতি আলিবর্দীর বিরাগ জন্মে নাই; বরং সিরাজ কিংস সত্বে থাকিলে তৎপ্রতি হৃদয়বাক্যের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই কারণেই সিরাজ উর্দৌলার অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। তাঁহার সমরে নিবাহিত মহম্মদের প্রিয়পাত্র ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা হোসেন কুলি খাঁর বিনা অপরাধে বিনাশ সাধিত হয়। [আলিবর্দী, মহারাষ্ট্র ও হোসেনকুলি দেখ।]

১৭৫০ অব্দে আলিবর্দী বেহারের রাজস্বের নুতন কনোবত করেন। এতদ্বারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ৩২০ মহলে বিভক্ত হয়, এবং ইহার রাজস্ব ৯৫, ৬, ০৯৮ টাকা অবধারিত হইয়াছিল।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে আলিবর্দী নানবলীয়া সংগ্রহ করেন; তাহার পূর্বেই সিরাজ-উদৌলার পিতৃব্যকরের মৃত্যু ঘটে। ইহাদের মধ্যে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সৈয়ব আকবের পুত্র সওকত জঙ্গ আলিবর্দীর আদেশে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন।

আলিবর্দী খাঁ ইরাজমিসের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন, এজন্য বাণিজ্য লইয়া তাঁহাঙ্গিসের সহিত কোনরূপ বিরোধ করেন নাই, তাঁহাঙ্গিসকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি বলিল যে, "হলের অগ্নি নির্বাপন করাই কঠিন; জলে আত্মন লাগিলে কে নিবাহিবে?" করানী এবং ওলদাওয়ার তাঁহার সমরে অগ্নে বাণিজ্য চালাইয়া ছিল। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষে "চুশিওরালা" মিসের প্রাধাত্য স্থাপিত হইবে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে দিনেদারেরা শ্রীরামপুরে কুঠী স্থাপন করেন।

সিরাজ উদৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হস্তরিত্রতা ও নিষ্ঠুরতামিথকন শত্রুই লোকের অস্তিত্ব হইয়া উঠিলেন। সকলে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সওকত জঙ্গকে হৃদয়বাক্য করিবার উদ্দেশে একটা বক্তব্য করিল। সিরাজ ইহার সন্ধান পাইয়া নৈসর্গে পূর্ণিয়ারভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার সমরে প্রতি পরিণতি হইল—তাঁহার ক্রোধ ইরাজমিসের বিরুদ্ধে প্রকটিত হইল।

ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজবল্লভের সম্পত্তি হস্তগতকরণ-মুখে ইরাজমিসের লবিত্র নবাবের বিরোধ হয়। কামিনবাজারের কোম্পানির কুঠী হস্তগত করিবার পর নবাবসৈন্য কলিকাতার ইরাজমিস হৃদয়বাক্য করে। নবাবের সৈন্যে জগদগে আলিয়া কলিকাতার দখলিলেন। কলিকাতার ইরাজমিসনিগণ কারাবদ্ধ থাকিলেন। [অতঃপর ইচ্ছা দেখ।]

কলিকাতা অবরোধ ও অবিকারের পর সিরাজ পুণ্য প্রভা করিলেন। নবাবের নবাব-সেনাপতি রাজা মোহনলালের হস্তে শাসনকর্তা সওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর লাইব, বীরজাঙ্গ, উমিটায় প্রভৃতির অবরোধে সিরাজকে রাজ্য-চ্যুত করিবার বক্তব্য হয় এবং তৎপ্রসঙ্গে বিখ্যাত পলাশীক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩ জুন হুদে ইরাজমিসের জয় হইলে নবাব হস্তবোধে পলায়ন করেন ও পথিমধ্যে ধরা পড়িয়া বীরপ-হস্তে প্রাণ হারান। [বিভক্ত বিবরণ সিরাজ ও লাইব খণ্ডে দেখ।]

পলাশীর যুদ্ধের পর ইরাজমিসই বাঙ্গালার হর্তাকর্তা হইলেন। অতঃপর বীরজাঙ্গ, বীরজাঙ্গি বা সজদ উদৌলা প্রভৃতি যে করজন নবাব বাঙ্গালার জগদগে অধিকৃত হইয়াছিলেন, তাহা ইরাজমিসেরই অধিকার-কলম লিপিত হইল। বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রতিষ্ঠার পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার মোগল কর্তৃক অপসৃত হইয়াছিল।

মোগল-সরকারের অধীনস্থ বাঙ্গালার শাসনকর্তৃপক্ষ:

খৃঃ অব্দ	খিঃ	নবাব	সামরিক বিশেষ
১৭৭৬	১৮৩	খাঁ জহান	জহানপুর
১৭৭৯	১৮৭	মুজিব খাঁ	ঐ
১৭৮০	১৮৮	রাজা চৌদ্দ মল	ঐ
১৭৮২	১৯০	খান আজিম	ঐ
১৭৮৪	১৯২	শাহ বাহা খাঁ	ঐ
১৭৮৬	১৯৭	রাজা মানসিংহ	ঐ
১৭৮৮	১৯৯	কুতব, উদ্দিন কোকলতান	জাহাঙ্গির
১৭৮৯	১৯৯	জাহাঙ্গির কুলি	ঐ
১৭৯০	১৯৯	সেখ ইসলাম খাঁ	ঐ
১৭৯১	১৯৯	কামিন খাঁ	ঐ
১৭৯২	১৯৯	ইরাজিম খাঁ	ঐ
১৭৯৩	১৯৯	শাহ জহান	ঐ
১৭৯৪	১৯৯	বাদশাহ খাঁ	ঐ
১৭৯৫	১৯৯	বক্তব্য খাঁ	ঐ
১৭৯৬	১৯৯	মির্জাই খাঁ	ঐ
১৭৯৭	১৯৯	কামিন খাঁ জহুরী	শাহ জহান
১৭৯৮	১৯৯	আজিম খাঁ	ঐ
১৭৯৯	১৯৯	ইসলাম খাঁ বক্তব্য	ঐ
১৮০০	১৯৯	জগদগে জহা	ঐ
১৮০১	১৯৯	বীর জহা	অবসর
১৮০২	১৯৯	সারদা খাঁ	ঐ
১৮০৩	১৯৯	মির্জাই খাঁ	ঐ
১৮০৪	১৯৯	জগদগে বক্তব্য জাহাঙ্গির	ঐ

ক্ৰঃ	বিঃ	নাম	নাগরিক দিৱাংস
১৭৮০	১০২০	সারোজা খাঁ	ঐ
১৭৮২	১০২২	ইব্রাহিম খাঁ ২য়	ঐ
১৭৮৭	১১০৮	আজিম উসমান	ঐ
১৭৮৮	১১১০	মুহাম্মদ মুসি খাঁ	ঐ
১৭৮৯	১১০৯	মুজা উদ্দিন খাঁ	মহম্মদ শাহ্
১৭৯১	১১১১	আলা উদ্দৌলা সরকারজা খাঁ	ঐ
১৭৯৩	১১১৩	আলিবর্দী খাঁ মহম্মদ জল	ঐ
১৭৯৬	১১১৬	সিরাজ উদ্দৌলা	আলমগীর
১৭৯৭	১১১৭	মীর জাকর আলী খাঁ	ঐ
১৭৯৮	১১১৮	কাশিম আলী খাঁ	শাহআলম্
১৭৯৯	১১১৯	মীর জাকর আলী খাঁ	ঐ
১৮০০	১১২০	নজিমউদ্দৌলা	ঐ

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরী মাসে মীর জাকরের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র নজম উদ্দৌলা ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধিহুজে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজকরে বঙ্গরাজ্য-রক্ষাতার সমর্পণ করেন। তিনি কেবলমাত্র নামে নবাব-নাজিমের পদাভিষিক্ত রহিলেন, বাঙ্গালার কোজবাহী ও বেওয়ারী বিচারের পরিদর্শনভার তাঁহার উপর প্রাপ্ত থাকিল না; তিনি বস্তুতঃই বিচারবিভাগের ব্যবস্থাপক ও সর্বমরকর্তৃ হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ এক জন বেওয়ারীর তত্ত্বাবধানে নিজামতের কার্য চলিতে লাগিল। অবোধায় উকীর মুজা উদ্দৌলার পরাতনের পর, ইংরাজ কোম্পানী আলাহাবাদ ও কাড়া প্রদেশ দিৱাংসকে উপঢৌকন দিয়া তৎপরিবর্তে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা দেওয়ারী সনন্দ লাভ করেন, তাহাতে নবাব-নাজিমের “নিজামত” রক্ষার জন্য বার্ষিক ৫৩৬১০১ সিকা টাকা বৃত্তি ধার্য হইয়াছিল। ইংরাজগণ সেই পুত্র মুর্শিদাবাদের নবাববিগণকে ঐ বৃত্তি দিতে বাধ্য হন। পরে ইংরাজের কুটনীতিতে উহা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই সময় হইতে ইংরাজ কোম্পানী বাঙ্গালার প্রকৃত শাসন-কর্তা হইয়াছিলেন। নিজামত মসলেকের উপসংক্ষেপে বাঙ্গালার পরবর্তী নবাব নাজিমগণের কং-তালিকা নিম্নে প্রস্তুত হইল;—

বৃত্তিভোগী বাঙ্গালার নবাববংশ।

১৭৮৫ নজম উদ্দৌলা—মীরজাকর আলীর পুত্র, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে ৭ ইয়ার বৃহস্পতি। ইনি দেওয়ান ইংরাজ কোম্পানীর নিকট হইতে বার্ষিক ৫৩৬১০১ সিকা টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

১৭৮৬ শৈব উদ্দৌলা—মীরজাকরের ২য় পুত্র; ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৩০ই মার্চ বৃহস্পতি। ইহার সময় বার্ষিক বৃত্তির হার কমিয়া ৪১৮৩১০১ সিকা টাকা ধার্য হইয়াছিল।

১৭৭০ মবারক উদ্দৌলা—মীরজাকর ৩য় পুত্র; ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৃহস্পতি। বৃত্তি ৩১৮১২২১ সিকা টাকা প্রাপ্ত হন। ইহারই অবিকারকালে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উক্ত বৃত্তির টাকা কমাইয়া বার্ষিক ১৬ লক্ষ রোপ্যমুদ্রা ধার্য হয়। সেই হার অভ্যাসিত চলিয়া আসিতেছে।

১৭৮০ নাশির উল্ মুলক উকীর উদ্দৌলা দেলবার জল—মুবারকের পুত্র, ১৮১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

১৮১০ সৈয়দ জৈন্ উকীন আলী খাঁ ওরফে আলী জাহ—নাশির-উল মুলকের পুত্র।

১৮২১ সৈয়দ আব্দুল আলী খাঁ ওরফে বালা জাহ—আলী জাহের ভ্রাতা, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ৩০ই অক্টোবর মৃত্যু।

১৮২৫ সৈয়দ মুবারক আলী খাঁ ওরফে হুমায়ুন জাহ—বালা জাহের পুত্র।

১৮৩৮ ফরিদুন্ জাহ সৈয়দ মনসুর আলী খাঁ নসরৎ জল—হুমায়ুন জাহের পুত্র। ইনি নানা কারণে গণজালে জড়িত হওয়ার ইংলণ্ড প্রবাসী হন।

এই সময়ে ইংরাজ-গবর্নেন্ট তাহাকে অর্থনাহায্য করিতে বীরকৃত হওয়ার, তিনি বার্ষিক লক্ষ টাকা শানহরা ও গণমুক্তির জন্য ১০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর (মতান্তরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) চিরপোষিত নবাব নাজিম মর্যাদা ত্যাগ করিতে বীরকৃত হইয়া বীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র সৈয়দ হসন আলী খাঁ সনদ দ্বারা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর উপাধি পান। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে নবাব সন্ন সৈয়দ হসন আলী খাঁ বাহাদুর জি, সি, আই, ই ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে বীর পিতৃকৃত নবাব-নাজিম পদত্যাগাঙ্গীকার সাব্যস্ত ও বীরকৃত করিয়া সেক্রেটারী অব্ ট্রেটসের ইণ্ডেক্সের পক্ষে বীর অভিব্যক্তি জ্ঞাপন করেন। উক্ত বর্ষের উক্ত মাসের ২১ই তারিখে সর্কেষিল ভারতপ্রতিনিধি কর্তৃক (by the Council of his Excellency the Viceroy and Governor General of India) ১৮৯১ সালের ১৫ নং রাজবিধিতে (Act XV. of 1891) তাহা বিবীকৃত ও পরিশুদ্ধীত হয়। এই মর্যাদা ত্যাগ করিয়া তিনি তৎপরিবর্তে ইংরাজরাজের নিকট হইতে একটা বংশোদ্ভূত বার্ষিক বৃত্তি এবং মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, বেবিনীপুর, ঢাকা, মাদারহ, পূর্ণিমা, পাটনা, বনসুর, হুগলী, রাঙ্গাবাহী, বীরভূমি ও নীওজাল-পন্নপার মধ্যে কতকগুলি নির্দিষ্ট আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পাচপুত্র—আবদুল কাবর সৈয়দ

রাজিক্, আলী মীরজা, ইকান্দর কাদর সৈয়দ নাশির আলী মীরজা, আসক্, আলী মীরজা, সৈয়দ রাহুব আলী মীরজা ও মহব্বিন আলী মীরজা।

মোগলশাসনে বাঙ্গালার অবস্থা।

দিল্লীর মোগলসম্রাটগণের অধীন সুবাদারদিগের শাসনকাল হইতে ইংরাজ কোম্পানিগণের প্রাধান্য বিস্তার পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালে বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে তৎকালীন দেশের অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, নিম্নে অতি সংক্ষেপভাবেই তাহা বিবৃত হইল।

দাউদ খাঁর মৃত্যুর পরেও প্রায় ৩৬ বৎসর পাঠানপ্রভাব বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত হয় নাই। তদনন্তর বাঘা হইরা তাহার মোগলশাসনের বশীভূত হয়। এই সময়ে পূর্বদক্ষিণ বাঙ্গালায় পৃষ্ঠপুঞ্জেরা বিলক্ষণ উৎপাত আরম্ভ করে। দেশীয় জমিদারদিগের মধ্যেও অনেকে রাজসরকারে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান না করিয়া সময় সময় বিদ্রোহ সম্পাদিত করিয়াছিল। সম্রাট অকবর শাহের রাজত্বকালে পূর্বদেশে “বারুঁয়া”র প্রাচুর্য্য হয়; তদাধো যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভুবণার মুকুন্দরায়, চন্দ্রবীপের কন্দর্পরায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কেমার রায়, ভাওয়ালের ফজল গাজি, খিজিরপুরের ইশা খাঁ, সাত্তেলের রাজা রায়কৃষ্ণ, চাঁদ-প্রতাপের চাঁদ গাজি প্রভৃতি নর জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই জমিদারদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন ক্ষমতা ছিল। তাহাদিগের স্বতন্ত্র সৈন্য, গড় ও বিচারালয় ছিল। তাহার প্রজাদিগের নিকটে পাক্সনা আদায় করিতেন এবং সুবাদার পরাক্রান্ত হইলে তাহার সমীপে দেয় রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, নতুবা বলপ্রয়োগ ভিন্ন তাহাদিগের নিবঃ হইতে রাজস্ব সংগ্রহ হইত না। কখন কখন তাহার বিদ্রোহেরও হুচনা করিতেন এবং সুবাদারগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। [বারুঁয়া দেখ।]

সরফরাজ খাঁ ও সিরাজদৌলা ব্যতীত বাঙ্গালার অপর সকল সুবাদারই দিল্লীর বাদশাহকর্তৃক নিযুক্ত হইরাছিলেন; সরফরাজ খাঁও মুর্শিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া দিল্লীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বাদশাহের মনোনীত আলীবর্দীকর্তৃক নিহত হন। নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লীধরের ক্ষমতা অনেক বর্ধ হয়। এই সময়ে বর্গির হাজাদার ও রাজকর্মচারীদিগের বিদ্রোহে নবাব আলীবর্দী খাঁর প্রকৃত অর্থব্যয় হইরা থাকে। এ কারণে কিঞ্চিৎ উপচৌকন ব্যতীত তিনি দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ করিতে পারেন নাই। সিরাজ উদৌলা এক বৎসর যাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজসংক্রান্ত নানা-প্রকার

জটিল কার্যে ব্যাপ্ত থাকার বোগল-সম্রাটের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ঘটে নাই। [সিরাজ উদৌলা দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ১৭শ শতাব্দীর আরম্ভ সময়ে এদেশে পৃষ্ঠপুঞ্জদিগের প্রাচুর্য্য ঘটে। ১৬৩২ খৃঃ অব্দ হইতেই তাহাদিগের প্রতাপ হ্রাস হইতে থাকে। তদনন্তর নিম্নের বাণিজ্য করিবার অল্পমতি পাইয়া ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজদিগের প্রতাপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে এবং ক্রমে তাহারা অর্থ ও ক্ষমতা বলে দেশীয় লোকের যোগে এতদেশের সর্বস্বয় কর্তা হইরা উঠেন। [ইংরাজ দেখ।]

মোগলদিগের শাসনকালে কেবলমাত্র রাজা টোডরমল ও রাজা মানসিংহ নামক দুই জন হিন্দুধর্মী বাঙ্গালার সুবাদার হন। তৎকালে রাজকীয় উচ্চতম পদে ও অত্যন্ত প্রধান কর্মেও হিন্দুরা নিযুক্ত হইতেন। পরবর্ত্তিকালে যশোবন্ত রায় ঢাকার দেওয়ান এবং আলমচাঁদ বাঙ্গালার সহকারী দেওয়ান ও মন্ত্রিসভার সভ্য হইরাছিলেন। জগৎশেঠ ও মন্ত্রিসভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। যখন সিরাজ উদৌলা সিংহাসনচ্যুত হন, তখন রাজা মোহনলাল সেনাপতি ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা, রাজা রায়রত্ন দেওয়ান, * রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা এবং রাজা রামরায় সিংহ মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তারূপে বর্ত্তমান ছিলেন। ভূতপূর্ব দেওয়ান জানকী রাম, রায় রাঁরা চন্দ্রায় চাঁদ ও রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির পরিচয় ইতিহাস পাঠকমাত্রেরই অবদিত নাই।

[তত্তৎশব্দে বিবৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

অধীন পাঠানদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মোগলধীন সুবাদারদিগের শাসনকালে সেক্ষপ কাহারও আবির্ভাব ঘটে নাই। তৎকালে সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যের এবং ভাষ্যশাস্ত্রাদির যেরূপ আলোচনা ও বিস্তার ঘটাইয়াছিল, এ যুগেও তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্যপ্রাপ্ত হয় নাই; বরং সংস্কৃতালোচনার অবনতির সূত্রপাত হইতেছিল বলা যায়। চৈতন্যযুগের শেষ সময়ে বাঙ্গালা পররচনা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদির পড়াহুবাদ আরম্ভ হয়। উহার পরে ক্রমে কবিকল্পের চণ্ডী, কাণ্ডাসের মহাতারত এবং শেখোক্ত সময়ে রামপ্রসাদের পদাবলী, ভারতচন্দ্রের অন্নব্রহ্মলয় প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিত হইরাছিল। কবিকল্পাদি কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ মার্জিত হইরা পররচনা সন্ধে ভারতচন্দ্রের হস্তে উহা বিলক্ষণ উন্নতি ও পুষ্টলাভ করিয়াছিল। সৈয়্যিকদিগের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর তর্কচর্চা, রঘুনাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ,

* প্রকৃতপক্ষে ইহা ইতিহাস কোশালী ইহারই পর গ্রহণ করেন (১৭৬৫)।

এবং স্বার্থগণের মধ্যে সারিগণ বন্দোপাধ্যায় ও অগম্য তর্ককালন পূর্ণগুরুদিগের শেষ গৌরব কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

যদিও বিভালাচনা সবচেয়ে সুন্দরান শাসনকর্তৃগণের বিশেষ বস্তু ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে তৎকালিক জমিদারদিগের অনেক উৎসাহ দেখা যায়। তাঁহারা ব্রাহ্মপণ্ডিতদিগের অর্থভিত্তি হ্রাস করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে 'অক্ষোত্তর' ভূমি দান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সংকৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের নিমিত্ত টোল বা চতুষ্টায়ীর ব্যয় বোগাইতেন। তাঁহারা গুলী লোক দেখিলে তাঁহাকে আশ্রয় দিতেন। কবি রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্র রায় নদীরার জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কবিকল্প সুকুমার চক্রবর্তী মেদিনীপুরের জমিদার বাঁকড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থকপিভার গ্রন্থ প্রতীপালকের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। [বালালাতাবা দেখ।]

ইংরাজাভ্যাস।

বালালার বাগিছাগ্রস্তিতান্তের আশায় ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাম্রাজ্য হইতে সমুদ্রপথে বলাতিমুখে আগমন করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সর টমাস রো মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কুপায় বাগিছা করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে বালালার মোগল-প্রতিনিধি ইব্রাহিম খাঁ কতে জঙ্গের শাসনকালে উক্ত কোম্পানী পাটনায় বস্ত্রবিক্রয়ের জন্য কুঠী স্থাপন করেন। তদবধি ক্রমশঃই বালালার অতি প্রকৃতভাবে ইংরাজের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। কোম্পানীর কর্মচারিগণ কিরূপে আপনাদের কুঠী রক্ষার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠক রাড্রেই অবগত আছেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরে এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বরে কুঠী সংস্থাপিত হয়। ১৬৪৫-১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজহানের আত্মহুল্য ও ডাঃ সার্কিন গেরিয়ল দাঁউটনের প্রার্থনায় হুগলীতে ইংরাজ-বনিকসম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তদবধি উক্ত কোম্পানী আপনাদের বাণিজ্যিক রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হন। কারণ ঐ সময়ে প্রতিদ্বন্দী ওলন্দাজ, নিদেহার, ফরাসী, জর্জন প্রভৃতি বিভিন্ন বনিকসম্প্রদায়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ইংরাজবিনিকে আপনাদের স্বার্থরক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সময় ইংরাজগণ আপনাদের বাণিজ্যকুঠী তৎকালীন পরিচালিত করিবার জন্য এক এক জন একেই নিযুক্ত করেন।

ইংরাজ কোম্পানীর এই প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টরের আদেশে একেকের পরিবর্তে এক এক জন পদবর্তী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে অব চার্লস কলিকাতাবাসী হন। ১৬২২

খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ বৎসরে হুগলী হইতে কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানীর একজনী হানাকরিত হইয়াছিল। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে অরজুজ-পুঞ্জআজিম উসমান বালালার শাসনকর্তা হন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজ কোম্পানীকে কলিকাতা ও তৎসম্বন্ধিত ভূখানি গ্রাম দান করিয়া তৎকালকার প্রজাবৃক্ষের দোষ ভগ্নের ভ্রামবিচার করিবার ক্ষমতা দেন। তাঁহারই আদেশে উক্ত বর্ষে কলিকাতার 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইংরাজসম্বর্ষ ড্রেকের বিনশ্রু আচরণে বিরক্ত হইয়া নবাব সিরাজ উদৌল্লা ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণ ও জয় করেন। পর বৎসর সাম্রাজ্য হইতে আসিয়া কর্ণেল ক্লাইব কলিকাতা পুনরায় সুন্দরমানের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সিরাজকে দাখ্যাত ও নিহত করিয়া ক্লাইব মীরজাকর আলী থাকে বঙ্গসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এখান হইতে ইংরাজ কোম্পানীর রাজত্বের শুরুরাত। মীরজাকর ইংরাজের অতিমতে বালালা শাসন করিতে পরাভূত হওয়ার মীর কাসিম আলীকে বালালার শাসনভার বেওয়া হয়, কাসিম আলী ইংরাজবেদী হইলে তাঁহাকে পরচূড় করিয়া পুনরায় মীরজাকরকে বঙ্গসিংহাসনে বসান হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাকরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নজম উদৌল্লাকে বালালার মননে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের জুন মাস হইতে নজম ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হন। এ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে মোগল-সম্রাট ক্লাইবকে জারগীরস্বরূপ বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার বেওয়ানী দেন। এই বেওয়ানী সনন্দই বালালার ইংরাজ রাজত্বের প্রধান ও প্রথম দলিল। তদবধি ইংরাজগণই বালালার প্রকৃত শাসনকর্তা হইয়া পড়েন এবং সুসিদ্ধাবাদের নবাববংশ ইংরাজের বৃত্তিভোগ করিতে থাকেন। পূর্বোক্ত তালিকার অতি সংক্ষেপে এই প্রতিভাশালী নবাববংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ বালালার একেই বণ।

নাম	কার্যপ্রণয়কাল
মিঃ রালফ কার্টরাইট	১৬৩৩
" জইস	...
" ইরাত	...
কাপ্তেন জন্ ক্রাকাভেন	১৬৫০
মিঃ জেবন্ ব্রিক্সন	...
" পল ওয়াশ্লেড গ্রেভ	১৬৫৩
" জর্জ পব্‌টন	১৬৫৩
" জোনাথান জেবিন্স	১৬৫৮
" উইলিয়ম ড্রেক	১৬৬৩

নাম	কার্যগ্রহণ কাল
" শের জিজেস	১৬৬২
" ওয়াণ্টার ক্রোওয়েল	১৬৭০
" মাথিয়ার্স ডিক্লেট	১৬৭৭
বাঙ্গালার গবর্নরগণ।	
মি: উইলিয়ম হেজেস্	১৬৮২ জুলাই
" " গিকোর্ড	১৬৮৪ আগষ্ট
সর এডওয়ার্ড লিটলটন	১৬৯৯ জুলাই
" চার্লস্ আয়ার্	১৭০০ মে ২৬,
মি: জন বীয়ার্ড	১৭০১ জাম্বু ৭,
মি: আর্টনি ওয়েন্টডেন	১৭১০ জুলাই ২০,
" জন রাসেল	১৭১১ মার্চ ৪,
" রবার্ট হেজেস্	১৭১৩ ডিসে ৩,
" সামুএল ফিক্	১৭১৮ জাম্বু ২২,
" জন ডীন্	১৭২৩ " ১৭,
" হেনরী ব্রাকল্যাণ্ড	১৭২৬ " ৩০,
" এডওয়ার্ড টিকেনসন্	১৭২৮ সেপ্টে ১৭,
" জন ডীন্	১৭২৮ " ১৭,
মি: জন ষ্টাকহাউস্	১৭৩২ ফেব্রু ২৪,
" টমাস্ ব্রাডিন্	১৭৩৯ জাম্বু ২৯,
" জন ক্রেটার	১৭৪৬ ফেব্রু ৪,
" উইলিয়ম বারওয়েল	১৭৪৮ এপ্রিল ১৮,
" এডাম ডুসন	১৭৪৯ জুলাই ১৭
" উইলিয়ম ক্টিচেক (Fytche)	১৭৫২ " ৫,
" রোবার্ট ড্রেক্	১৭৫২ আগষ্ট ৮,
কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব	১৭৫৮ জুন ২৭,
জন জেড, হলওয়েল	১৭৬০ জাম্বু ২২,
মি: হেনরী ভান্সিটার্ট	১৭৬০ জুলাই ২৭,
" জন পেন্ডার	১৭৬৪ ডিসে, ৩,
লর্ড ক্লাইব	১৭৬৫ মে ৩,
মি: হারি ভেরেল্টে	১৭৬৭ জাম্বু ২৭,
" জন কার্টিয়ার	১৭৬৯ ডিসে, ২৬,
মি: ওয়ারেন হেষ্টিংস	১৭৭২ এপ্রিল ১৩,

হানবীর ওয়ারেন্ হেষ্টিংস প্রথমে গবর্নর ছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পার্শ্বদেশের বিধি অনুসারে রাজ্য ও বোম্বাই বাঙ্গালার শাসনাধীন হয় এবং তিনি গবর্নর-জেনারেল পদ লাভ করেন। এই সময়ে গবর্নর জেনারেলের বেতন বার্ষিক ৪০ লক্ষ ও তাঁহার সভার চারিজন সদস্যের প্রত্যেকের বার্ষিক বেতন ১ লক্ষ টাকা ধার্য হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতের ইংরাজ

গবর্নর-জেনারেলগণের শাসন-বিবরণী প্রস্তুত হওয়ার এখানে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইল না। কেবলমাত্র বাঙ্গালাসংক্রান্ত কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরাজ শাসনপ্রভাবের সংক্ষেপ পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ইউইন্ডিসাকোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর, লর্ড ক্লাইব কোম্পানীর সেনাবিভাগের সংস্কার করেন। তাহার বাণিজ্যহলে অর্থ-লালসাপন্ন হইয়া এ দেশীয়দিগের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিত। মীরজাফর ও মীর কাসিমের সময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদিগের অর্থগুরুতা ও অত্যাচারমাত্রা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়। কোম্পানীর অর্থপিপাসা নিবারণ করিতে নবাবদিগকেও প্রকাল্পিত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইরাছিল। এই অত্যাচারের দিনে সিংহ প্রজাগণের উপর ভীষণও প্রতিফল হইলেন। ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার জীবন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, বাঙ্গালা ১৭৭৬ সালে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া উহা "হিরাতের মরতর" নামে খ্যাত।

ওয়ারেন হেষ্টিংস বাঙ্গালার রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার্থ কালেক্টর নিয়োগ করেন। এই সময়ে নিকানী নামে মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায় কার্যকর হন। হেষ্টিংস রাজকোষ ও রাজকাঞ্চালরসমূহ সুশিবিব হইতে কলিকাতার আনয়ন করেন। তিনি বিচারকার্যের সুবিধার্থ দেওয়ানী ও কোজদারী আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত কালেক্টরগণই দেওয়ানী আদালতের এবং কাজী বা মুক্তীরা কোজদারীর বিচারক হইলেন। আপীলের জন্য কলিকাতার "সদর দেওয়ানী আদালত" ও "সদর নিজামত আদালত" নামক দুইটা প্রধানতম বিচারালয় স্থাপিত হইরাছিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে "সদর নিজামত" সুশিবিব উঠিয়া যায় এবং মহম্মদ রেজা খাঁ নামের নাজিম হইয়া তৎকালকার প্রধান বিচারপতি হন।

কোম্পানীর শ্রীযুক্তি দেখিয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে বঙ্গব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহাদের শাসনাদেশে ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্নরজেনারেল হন এবং সকলকাল গবর্নরজেনারেলের কর্তৃত্ব কোম্পানীর ভারতীয় অধিকারে ব্যাপ্ত হয়। এই সময়ে ইংরাজ অপরাধীদিগের লণ্ডবিধানের জন্য ইংলণ্ডীয় ব্যবহারমাণে কলিকাতার স্প্রীমকোর্ট স্থাপিত হইরাছিল। ডিরেক্টরদিগের অসুখতাহুসারে হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবং মুসলমানদিগের মুসলমান শ্রম অনুসারে বিচারাদেশ প্রচারিত হয়। এই নিষিদ্ধ হালহেতু লাহেব একখানি বাঙ্গলা ব্যবহায়াহ লখনন করেন। তাঁহার প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইরাছিল। চার্লস্ উইলকিন্স এই স্থাপার অক্ষর খোদাই করেন। ইহাই বাঙ্গলা অক্ষরের প্রথম নমুনা। ১৭৮০

খৃষ্টাব্দে ২৯এ জামুয়ারী কলিকাতার প্রথম সংবাদ পত্র মুদ্রিত হয়।

হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমারের কাসী হয়। তাহার পর জুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সন্ন উইলিয়ম জোন্স প্রধান বিচারপতি হইয়া আইসেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামক সভা স্থাপন করেন। উক্ত বর্ষে পালিয়ামেন্টের আদেশে 'বোর্ড অব কন্ট্রোল' স্থাপিত হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সদর নিজামত পুনরায় কলিকাতায় আনীত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্ত দশখালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহার সময়ের প্রধান ঘটনা। ঐ বর্ষে ইংরাজী লিখিত কতকগুলি ব্যবস্থা সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়। মিঃ কর্ণেটর তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস "কালেক্টরদিগের" হস্তে কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের ভার দিয়াছিলেন। তিনি কাজি, মুক্তি প্রভৃতির পরিবর্তে প্রতি জেলায় "জজ" নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের হস্তে দেওয়ানী ও কোজদারী মোকদ্দমার বিচারভার অর্পণ করেন। কোজদারী কার্যকালে মুসলমান ব্যবহাস্থসারেই বিচার কার্য নিৰ্বাহিত হইবে, এইজন্ত একজন মুসলমান কর্ণচারী জজদিগের সহকারী থাকিতেন। জেলার জজদিগের দ্বারা নিষ্পাদিত মোকদ্দমার আপিল গুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনা নগরে চারিটা "প্রভিসিয়াল কোর্ট" স্থাপিত হয়। ঐ প্রভিসিয়াল কোর্টের উপরে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত রহিল। দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্ত প্রতি জেলায় জজদিগের অধীনে এক এক জন রেজিষ্টার ও কএকজন মুনসেফ নিযুক্ত হইলেন। স্থানে স্থানে এক একটা থানা স্থাপিত হইল এবং এক এক জন দারোগা প্রত্যেক থানার কর্তা হইলেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্চুইস অব ওয়েলসলি বাঙ্গালার গবর্নর জেনারল হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজার সহিত সন্ধি অনুসারে কোম্পানী কটক প্রদেশ হস্তগত করেন। শুদাবদি উচ্চা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছে।

তাঁহার সময় পর্যন্ত সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামতের কার্যভার লর্ডোবিল গবর্নর জেনারলের হস্তে জ্ঞত ছিল। তাহাতে কার্যের অসুবিধা ঘটে দেখিয়া ওয়েলসলী ভিন্ন জন জজ নিযুক্ত করেন। তাঁহারের মধ্যে এবিভনাশ ও বর্কবিভাবিশারদ কোলকতক একজন। ইংরাজ সিবিলায়নদিগকে বেশী ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লর্ড ওয়েলসলী কোর্ট উইলিয়ম কলেজ

স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে তথাকার পাঠ্যরূপে কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হয়; তন্মধ্যে রামরাম বাবুর প্রতাপাদিত্য-চরিত (১৮০১) ও লিপিমাল (১৮০২), রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিত, মুতাজজ বিজ্ঞানকারের রাজাবলী, কেরি সাহেবের বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ও অভিধান উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মিসনরি মাসমান ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহারা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামায়ণ ও পরে মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রকৃতই বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদর বাড়িতে থাকে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লড মিটো গবর্নর-জেনারল হন। তাঁহার শাসনসময়ের শেষভাগে (১৮১৩ খৃঃ) পালিয়ামেন্ট প্রদত্ত সনদানুসারে এদেশে কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হইয়া যায়, খৃষ্টান মিসনরীরা এ স্থানে ধর্ম প্রচার করিতে অধুমতি পান; সেইহেতু কলিকাতায় একজন বিশপ নিযুক্ত হন। এতদ্বারা কোম্পানির এদেশীয় প্রজাদিগের বিজ্ঞানশিক্ষার জন্ত সরকারী রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে আদেশ হয়।

লর্ড ময়রা বা মার্চুইস অব হেষ্টিংস ১৮১৩ খৃঃ অব্দে গভর্নর জেনারল হইয়া বাঙ্গালার আইসেন। তাঁহার সময়ে নেপাল ও মহারাষ্ট্র যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কতিপয় দেশীয় সম্মত ব্যক্তির যত্নে ও ব্যয়ে কলিকাতায় "হিন্দু কলেজ" স্থাপিত হয় এবং তাঁহারই উৎসাহে পাইয়া শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ "সমাচার-দর্পণ" নামে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র মুদ্রিত করেন। (২৩ মে ১৮১৮ খৃঃ)।

১৮২৪ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্স্ট গবর্নর জেনারল হইয়া কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সময়ে ব্রহ্ম যুদ্ধে কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভরতপুরের প্রসিদ্ধ কেল্লা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপন বিষয়ে সংস্কৃতভাষাবিৎ অধ্যাপকপ্রবর উইলসন সাহেব বিশেষ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। লর্ড আমহার্স্ট ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমে যাইয়া দিল্লীর বাঘনাহকে বলিলেন যে, কোম্পানিই বাস্তবিক এদেশের সম্রাট্।

১৮২৮ খৃঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিন গভর্নরজেনারল হন। তিনি সহস্ররূপপ্রথা রহিত করেন। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রায় কালীনাথ বুলি প্রভৃতি এতদেশীয় অনেক সুশিক্ষিত ভ্রমস্বামী এই মহৎ কার্যে তাঁহার সহায়তা করিয়া ছিলেন। তখন একেশ ঠগ নামে একটা ডাকাইতের দল ছিল। তাঁহারা ভ্রমবেশে গমলাগমন করিত এবং সুযোগমতে সহস্রাঙ্গী-

বিপক্ষে বণ করিয়া তাহাদের বখানকৰ্ষ অপহরণ করিত। কর্ণেল স্ৰীশানের কয়ে ঠগদিগের মোরাদ্ধা নিবারণিত হয়।

এই সময়ে এডভেক্টরী লোকবিগকে সংকৃত কিংবা ইংরাজী ভাষার শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে বোর্ড আন্দোলন উপস্থিত হয়। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব সংস্কৃতের পক্ষ ছিলেন এবং এগিষ্ট লর্ড মেকলেও ও টী বেলিয়ান সাহেব পাশ্চাত্য জ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া ইংরাজীর পক্ষ সমর্থন করেন। গভর্ণর জেনারলের বিচারে ইংরাজীই জয় হয়। ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতার 'মেডিকেল কলেজ' সংস্থাপিত হইয়াছিল।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে বিচার বিভাগের অনেক পরিবর্তন ঘটে—“প্রভিন্সিয়াল কোর্ট ওলি” উঠিয়া যায় এবং “রেজিনিউ জমিদারী”—পদের সৃষ্টি হয়। “কালেক্টরেরা” কোম্পানী মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা পান এবং জেজরা বেওয়ানী ও হারবার মোকদ্দমা করিবেন, যির হয়।

১৭২৩ খৃঃ অব্দে “মুন্সেফী” এবং ১৮০৩ খৃঃ অব্দে “সদর আমিনী” পদের সৃষ্টি হয়। এপর্ষ্যন্ত সেনারী লোকেই এই পদ পাইতেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এডেনব্রোকে নিমিত্ত “প্রধান সদর আমিনী” পদেরও সৃষ্টি করেন। এই পদের মাসিক বেতন ৫০০ টাকা নির্ধারিত হয় এবং প্রধান সদর আমিন সকল প্রকার বেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে অধিকারী হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে “ডেপুটী কমেস্টার” নিযুক্ত হইবার নিয়ম হয়। এই কর্মও এডভেক্টর সাহেব পাইতেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত “প্রভাকর” নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন (১৮৩০ খৃঃ) এবং রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন (১৮২৯ খৃঃ)। ভারতবাসী হিন্দু উদ্বোধনকারিগণের মধ্যে বোধ হয়, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম ইংলণ্ডে যান (১৮৩৪ খৃঃ) এবং তথায় তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন (১৮৩৩ খৃঃ)। রামমোহন রায় অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

[রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ দেখ।]

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে রাজ্য করেন; এবং স্বতন্ত্র গভর্ণর জেনারল না আসা পর্য্যন্ত মেটকাফ সাহেব তৎ-কার্যে নিয়োজিত হন। তাঁহার শাসন সময়ে ও তাঁহারই বয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুয়োবন্ধের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়। মেকলে সাহেব এ বিষয়ে যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছিলেন।

১৮২৬ হইতে ১৮৪২ খৃঃ অব পর্য্যন্ত লর্ড অক্লামণ্ড গবর্ণর

জেনারল ছিলেন। তাঁহার সময়ে কাহুলে ইংরাজবিশেষ মিলনক হুন্দা ঘটে। বাঙ্গালার হুগলী কলেজ (১৮৩৬ খৃঃ) এবং ঢাকার কলেজ (১৮৪১ খৃঃ) স্থাপিত হয়।

১৮৪২ হইতে ১৮৪৪ খৃঃ অব পর্য্যন্ত লর্ড এঙ্গেলবারোর শাসনকাল; তাঁহার আমলে কাহুলে ইংরাজেরা অধী হইয়া যান মানে কিরিয়া আনেন এবং নিম্নলিখ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হয়। লর্ড এঙ্গেলবারো “ডেপুটী জাজিষ্ট্রেট” পদের সৃষ্টি করেন। তাঁহার শাসনকালে তৎকালেখিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮৪৩ খৃঃ) এবং অক্ষরকুমার বসু এই পত্রিকার সম্পাদক হন।

[বাঙ্গালাভাষা দেখ।]

১৮৪৪ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ অব পর্য্যন্ত হার্ভি সাহেব গবর্ণর জেনারল ছিলেন। তিনি শিখবিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁহার সময়ে “হার্ভি জুল” নামে কডকজলি গবর্নেন্ট বাঙ্গালা বিভাগ ও ককনগর কলেজ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগের বহাংশ এই সময়ে বেতালপক্কিযুক্ত প্রকাশিত করেন (১৮৪৭ খৃঃ)।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে লর্ড ডালহৌসী এ দেশের গবর্ণর জেনারল হন। তাঁহার শাসনকালে পঞ্জাব, পেস্ত, সাতারা, নাগপুর, ক্বীদি, অযোধ্যা ও বেয়ার কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বহরমপুর কলেজ সংস্থাপন ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ “প্রেসিডেন্সি কলেজে” পরিণত হইয়া যায়। অনেকগুলি গবর্নেন্ট আদর্শ বঙ্গবিভাগ এবং বাঙ্গালার গ্রীষ্মাতির বিজ্ঞানিকার জন্ত কলিকাতার বেথুন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সর চার্লস উড্ এগিষ্ট ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের শিক্ষাবিধিগী অনুমতিলাপি আইনে এবং তৎসময়ে “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের” সূত্রপাত হয়। এই সন্থে বিভাগের সম্বন্ধে গবর্নেন্টের “গ্র্যান্ট ইন এড” প্রথাও প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে শিক্ষাবিবরক কমিটি উঠিয়া যায়, এবং বিভাগ্যাপনের “ডাইরেক্টর,” “ইনস্পেক্টর” প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়।

লর্ড ডালহৌসীর বয়ে এ দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এক তারের ধর স্থাপিত হয় (১৮৫২ খৃঃ অব্দ)। “পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট” সংস্থাপিত হইয়া ডাকের দাঙল করিয়া যায়। ১৮৫৩ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পার্টিসানেন্ট মহাসভা হইতে যে সন্থ প্রাপ্ত হন, তৎদ্বারা বাঙ্গালার “সেক্টেনারী গবর্ণর” নামে একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্তা নিয়োগের আদেশ হয় এবং এডভেক্টরশাসিনগ বিলাতে যাইয়া “সিভিল সার্জিস” পরীক্ষা নিতে অনুমতি পান। সর ফ্রেডারিক হেলিডে বাঙ্গালার প্রথম সেক্টেনারী গবর্ণর হইয়া আসেন (২৮ এপ্রিল, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)। ১৮৫৬ অব্দে বিভাগ্যাপন মহাপদের স্টোর বিধানবিবাহ কবলা বিধিক হয়।

* লর্ড মেকলে এঙ্গেল “লকমিলান” নামক যিনি এপারন সজার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। তিনিই “ভারতবর্ষীয় সভ্যত্বের” প্রথম পাঠ্যপুস্তি প্রণত করিয়াছিলেন।

১৮৫০ অব্দে লর্ড ডালহৌসী স্বদেশে যাত্রা করেন এবং লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরল হইয়া আসেন। লর্ড ক্যানিংএর সময়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীদিগের বিদ্রোহ ঘটে। এই রাজ্যবিগ্রহে তিনি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি সাধারণে ‘ক্রেমেলী ক্যানিং’ নামে পরিচিত হন। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইংলণ্ডেখরী মহারানী ভিক্টোরিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এ দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তৎকালে তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন যে, এতদেন্দ্রীয় প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও স্বত্ব রক্ষা করিবেন এবং তাঁহা-দিগকে উপযুক্ত দেখিলেই সকল রাজকর্ম্ম দিবেন (নবেম্বর, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ)। লর্ড ক্যানিংএর সময়ে “ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি”, “দেওয়ানী” ও “ফৌজদারী কার্য্যবিধি” এবং “খাজনাসংক্রীয় ১০ আইন” প্রচলিত এবং “করেন্সি নোট” প্রথম প্রচলিত হয়।

ক্যানিংএর পরে লর্ড এলগিন্ গবর্নরজেনেরল হন। তাঁহার শাসন সময়ে পূর্কবাঙ্গালা ও মাদ্রাসা-রেলওয়ে খুলে এবং সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট মিলিত হইয়া “হাইকোর্ট” নাম ধারণ করে (মে, ১৮৬২)। হাইকোর্টের বিচারপতিপদে এতদেন্দ্রীয় লোক নিযুক্ত হইবার নিয়ম আছে।*

দ্বই বৎসর (১৮৬২—৬৩ খৃঃ) পূর্ণ হইতে না হইতে লর্ড এলগিন্ মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সর উইলিয়ম ডেনিসন্ কিছু দিন গবর্নর-জেনারল ছিলেন। অন্তর সর জন লরেন্স (১৮৬৪—৬৯ খৃঃ অঃ) এবং লর্ড মেও (১৮৬৯—৭২ খৃঃ অঃ) যথাক্রমে গবর্নর জেনারল হন। একজন নির্কাসিত মুসলমানের অস্বাভাব্যে আক্রামান বীণে লর্ড মেওর মৃত্যু হয় (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২)।†

অনন্তর ৯ই হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সর জন ট্রেচি ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত লর্ড নেলিয়র গবর্নর জেনারলের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭২ অব্দে ৩রা মে গবর্নর জেনারল লর্ড নর্থব্রক এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া করপ্রাপীভিত্ত প্রজাদিগের কর ভার লাঘব করেন এবং উক্ত অব্দে ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ দেন।

লর্ড নর্থব্রকের সময়ে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে যুবরাজ

প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ (বর্তমান ভারত-সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড) বাদশার গুভাগমন করেন। যুবরাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলে মহারানী ভিক্টোরিয়া “এল্ফ্রেস্ অব ইণ্ডিয়া” উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন (১৮৭৬ খৃঃ)। ১৮৭৭ অব্দের জাঙ্ঘারিমােসে এই উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে মহাসমারোহে দরবার হয়। এই বৎসর দক্ষিণ ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ঘটে ও কাবুলের আমীরের সহিত যুদ্ধ বাধে। তাহাতে ইংরাজপক্ষে জয়লাভ হয়। ১৮৭৬ অব্দে তিনি স্বদেশে যাত্রা করেন এবং লর্ড লিটন তৎপরে অভিব্যক্ত হন।

লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাধারণ ও অন্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইহার সময়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ব্যবসায়িকগণের উপর “লাইসেন্স ট্যাক্স” নামে কর সংস্থাপিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড লিটন ভারত পরিত্যাগ করিলে মার্কুইন্স অব্ রিপন ভারতের গবর্নর জেনারল হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজেরা পুনর্বার কাবুল যুদ্ধে জয়ী হন।

রিপন দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান এবং “স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী” প্রবর্তিত করিয়া বাদশার বিশেষ মঙ্গল সাধন করেন; এতদ্বির বিদ্যালীকাসংক্র “এডুকেশন কমিশন” নিযুক্ত হয়। তাঁহার সময়েই জঙ্গ রমেশচন্দ্র মিত্র কিছুকাল চিফ্ জুষ্টিসেরও কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দের শেষভাগে লর্ড ডকারিংগের হস্তে ভারত-শাসনভার অর্পণ করিয়া লর্ড রিপন স্বদেশে যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনের কিছুদিন পরে বাদশার প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ৮ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে ব্রহ্মরাজ বিবকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিয়া তদদেশে অধিকার করা হয়। ১৮৮৬ অব্দের ১লা জাঙ্ঘারি হইতে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মরাজ্য ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাস হইতে ‘ইন্ডিয়ান ট্যাক্স’ কর পুনঃ সংস্থাপিত হয়। ভারতরাজ্যরাজ্যেখরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে সর্বত্র মহাসমারোহে “জুবিলি” মহোৎসব সমাহিত হইয়াছিল।

লর্ড ডকারিং দেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণে উক্ত পদে নিযুক্ত করিবার প্রতিপ্রণে “পবলিক সার্ভিস কমিশন” নিযুক্ত করেন, কিন্তু উহার মতব্য অল্পসারে এখনও কোন বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। লর্ড ডকারিংগের সময়ে সিকিম, তিব্বত ও পঞ্জাব সীমান্তস্থিত কুরু পর্বতে যুদ্ধ হয়। ইনি ১৮৮৮ অব্দের ২০ই ডিসেম্বর লর্ড ল্যালডাউনের হস্তে শাসন-ভার অর্পণ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। লর্ড ল্যালডাউনে

* সেই নিয়ম কলে পছন্দ্য পণ্ডিত, ব্যয়কাম্য মিত্র, অমুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সর রায়চন্দ্র মিত্র, চন্দ্রনাথ বোম, ডকরাস কল্যাণাধ্যায় ও সৈয়দ জাবীর আলি হাইকোর্টের বিচার্যাসন অলঙ্কৃত করিয়া বঙ্গদেশে বস করিয়াছেন।

† এই শোচনীয় ঘটনায় কয়েক মাস পূর্ক হাইকোর্টের প্রথম বিচারপতি মর্গান নাথন একজন মুসলমানের হস্তে নিহত হন। হত্যাকাণ্ডী দুইজনই আত্মশাসন-বিবাদী।

সময়ে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কুবিরার সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র দেশভ্রমণ উপলক্ষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। মণিপুর রাজ্যে অশুখতা অহুসারে রাজকাৰ্য্য নির্বাহ না হওয়ার ভারত-গবৰ্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। তদুপলক্ষে প্রেরিত ইংরাজ কর্মচারিগণ নিহত হইলে একদল ইংরাজ-সৈন্য মণিপুর আধিকারপূর্বক অপরাধিগণকে ধৃত করে। বিচারে অপরাধিগণের সমুচিত দণ্ডবিধান হয় (১৮২১ খৃঃ)। যুবরাজ টাক্রেজিৎ ইংরাজরাজের বিচারে প্রাণ হারান। [মণিপুর দেখ]

লর্ড এলগিন্ ২৪এ জানুয়ারি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল হন। তাঁহার শাসনকালে “ভারতমণ্ড জুবিলি” উৎসব মহাসমারোহে নিম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এলগিন্ প্রত্যাগত হইলে লর্ড কার্জন অব কেডলষ্টোন ভারত-প্রতিনিধি হইয়া আগমন করেন। তাঁহার শাসনকালে মিউনিসিপালিটি ও শিক্ষাবিষয়ক নানা রাজনৈতিক কার্যের সংস্থার সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৭ম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে দরবার হয়। এই সময়ে বাঙ্গালারও বিশেষ ধুমধাম হইয়াছিল। তাঁহার অবকাশ সময়ে মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড আম্পথিল কার্য্য করেন। তিনি পূর্ববঙ্গের কতকগুলি জেলা আদাম প্রদেশের সহিত যোগ করিয়া বঙ্গরাজ্যকে বিখণ্ডিত করেন। ইহাতে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ভিত্তি অনেকাংশে সূক্ষ্ম হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ভারতের উত্তরপূর্বসীমান্ত রক্ষা এবং বঙ্গ ও ব্রহ্মের মধ্যবর্তী বনাকীর্ণ পার্শ্বপ্রদেশে ইংরাজ-শাসনপ্রতিষ্ঠাই এই জটিল তত্ত্বের গূঢ় উদ্দেশ্য।

এই সময়ে সামরিক বিভাগের সংস্থার লইয়া জঙ্গী লাট লর্ড কিচনার বাহাদুরের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে তিনি ভারত-সচিবের নিকট কর্মত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন। তাঁহার পদত্যাগ পত্র সাধারণে গৃহীত ও অহু-মোদিত হইলেও তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডাবধি ৭ম এডওয়ার্ডের অহুমত্যাহুসারে তিনি যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসকে অভিনন্দন দিবার জন্ত ভারতে থাকিতে বাধ্য হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২ই ডিসেম্বর যুবরাজ বোম্বাই সহরে পদার্পণ করেন। ১৭ই তারিখে লর্ড মিল্টো ভারতে উপনীত হইলে তিনি তাঁহার হস্তে ভারত-সম্রাজ্যের কার্য্যভার দিয়া ১৮ই ডিসেম্বর ইংলণ্ড-বাত্ম্য করেন।

লর্ড মিল্টোর সময়ে ২৪এ ডিসেম্বর যুবরাজ বাঙ্গালার আসেন। কলিকাতায় তাঁহার শুভাগমনে যথেষ্ট আনন্দোৎসব হইয়াছিল। কলিকাতা ময়দানে তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনার্থ একটা

দরবার আহূত হয়। এই সময়ে ছোটলাট বাহাদুরের বেদান্তেভিরার প্রাশাদে বঙ্গীয় হিন্দু মহিলারা যুবরাজপত্নীকে বরণ করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বঙ্গরাজ্য প্রকৃত প্রত্যাবে বিভাগে বিভক্ত হয়। ফুলার সাহেব তথাকার ছোটলাট হন। বঙ্গবাসী এই সমূহ বিপদের দিনে ইংরাজ বণিকৃষ্ণিগের বাণিজ্য পথ রোধ করিতে বাঙ্গালার “বঙ্গেশী” বিস্তার করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা বঙ্গেশী বাণিজ্যরক্ষার জন্ত বঙ্গমাতার পাদপদ্মে শরণ লন এবং বক্তিমচন্দ্রের সেই দিগন্ত বিস্তারিত “বঙ্গে মাতরম্” মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাতীয় ব্রত উদ্‌ঘাপনে যত্নবান্ হন। এই “বঙ্গে মাতরম্” মন্ত্রে অচিরে একটা বিরোধের আশঙ্কা জানিয়া ইংরাজ রাজকর্মচারিগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা চারি দিকেই “বঙ্গে মাতরম্” শ্রোত শ্রুতিরোধ করিবার জন্ত সাকুণার জারি করিলেন। দরিদ্র বাঙ্গালীপ্রজার উপর রাজপুরুষদিগের হস্তে অসমিত্তর অত্যাচারও চলিতে লাগিল। বরিশালেই মাত্রা কিছু অধিক দাঁড়াইল। তথাকার রাজকর্মচারিগণের মন্তক “বঙ্গে মাতরম্” ধ্বনিতে বিদ্যুর্ণিত হইল। তাঁহারা বাঙ্গালীর ঔক্যত্ব দমনের জন্ত তথায় গোঁরা সেনাদল রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কনফারেন্সের সময় রাজা-প্রজাবিরোধের চূড়ান্ত হইয়া গেল। বঙ্গের বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুরুষদিগের প্রেক্ষাপে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। প্রজামহলে আরও অশান্তি অহুত হইতে লাগিল, তখন রাজ্যে শান্তিবিধানের জন্ত পূর্ববঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর বীর আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার এই সময়ে “বঙ্গেশী আন্দোলন” পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিল।

বাঙ্গালার কোর্ট-ইউলিয়ম চূর্ণের গবর্ণরগণ।

নাম	কার্য্যকাল	পদত্যাগ
ওরারেন হেষ্টিংস	১৭৭৪ অক্টো ২০,	১৭৮৫ ফেব্রু ১,
সদ্র জন মাককার্শন	১৭৮৫ ফেব্রু ৮,	১৭৮৬ সেপ্টেম্বর ১২,
লর্ড কর্ণওয়ালিস্	১৭৮৬ সেপ্টেম্বর ১২	১৭৯৩ অক্টো ১০,
সদ্র জন সোর	১৭৯৩ অক্টো ২৮,	১৭৯৮ মার্চ ১২,
সদ্র আলফ্রেড ব্ল্যাক্	১৭৯৮ মার্চ ১৭,	১৭৯৮ মে ১৭,
মারকুইস্ ওয়েলসলি	১৭৯৮ মে ১৮,	১৮০৫ জুলা ৩০
লর্ড কর্ণওয়ালিস্	১৮০৫ ৩০ জুলাই	
সদ্র জর্জ বার্নো	১৮০৫ অক্টো ২০,	১৮০৭ জুলা ৩১
লর্ড মিল্টো	১৮০৭ জুলাই ৩১,	১৮১৫ অক্টো ৪,
মারকুইস অব হেষ্টিংস	১৮১৩ অক্টো ৪,	১৮২৩ জানু ২,
মিঃ জন আদম	১৮২৩ জানু ১৩,	১৮২৩ আগ ১,
লর্ড আমহার্ট	১৮২৩ আগ ১,	১৮২৮ মার্চ ১০,
মিঃ বাটারওয়ার্থ বেলি	১৮২৮ মার্চ ১৩,	১৮২৮ জুলা ৪,

ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিন	১৮৪৮ জুলাই ৪	১৮৩৫ মার্চ ২০
সর চার্লস বেন্টন	১৮৩৫ মার্চ ২০	১৮৩০ মার্চ ৪
লর্ড অকল্যান্ড	১৮৩০ মার্চ ৪	১৮৪২ ফেব্রু ২৮
লর্ড এলেনবরো	১৮৪২ ফেব্রু ২৮	১৮৪৪ জুলাই ২৩
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪ জুলাই ২৩	১৮৪৮ জুলাই ১২
ম্যারকুইস অফ ডালহৌসী	১৮৪৮ জুলাই ১২	১৮৫৬ ফেব্রু ২২
আর্মস্ট্রং ক্যানিং	১৮৫৬ ফেব্রু ২২	

ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল ও তাইসর।

লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮ নভে ১	১৮৬২ মার্চ ১২
এলগিন	১৮৬২ মার্চ ১২	
সর মবার্ট নেপিয়ার	১৮৬০ নভে ২১	১৮৬৩ ডি ২
সর উইলিয়ম ডেনিসন	১৮৬৩ ডিসে ২	১৮৬৪ জুলাই ১২
সর জন লরেন্স	১৮৬৪ জুলাই ১২	১৮৬৯ জুলাই ১২
লর্ড মেও	১৮৬৯ জুলাই ১২	
সর জন ট্রাটি	১৮৭২ ফেব্রু ৯	১৮৭২ ফেব্রু ২৩
লর্ড নেপিয়ার	১৮৭২ ফেব্রু ২৩	১৮৭২ মে ৩
লর্ড নর্থব্রুক	১৮৭২ মে ৩	১৮৭৬ এপ্রিল ১২
লর্ড লিটন	১৮৭৬ এপ্রিল ১২	১৮৮০ জুন ৮
রিগন	১৮৮০ জুন ৮	১৮৮৪ ডিসে ১৩
ডাকরিন	১৮৮৪ ডিসে ১৩	১৮৮৮ ডিসে ২৭
লালডাউন	১৮৮৮ ডিসে ১০	১৮৯৪ জুলাই ২৭
এলগিন	১৮৯৪ জুলাই ২৭	১৮৯৯ জুলাই ৬
লর্ড কার্জন	১৮৯৯ জুলাই ৬	১৯০৫ ডিসে ১৮
লর্ড মিল্ট	১৯০৫ ডিসে ১৮	

জ্যেট লার্টের শাসন।

হেলিডে সাহেবের পরে সর জন শিটার প্রান্ট (১৮৫৯—৬২), সর সিলিল বীডন (১৮৬২—৬৭), সর উইলিয়ম গ্রে (১৮৬৭—৭১) ও সর জর্জ ক্যান্বেল (১৮৭১—৭৪) সাহেব বৎসরের বাঙ্গালার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হইরাছিলেন। প্রান্ট সাহেবের সময়ে মীলকর ইংরাজবিশেষ অত্যাচার নিবারণিত হয়। বীডন সাহেবের আমলে উড়িষ্যা হস্তান্তর হইয়া অনেক লোক মারা যায়, পাটনার কলেক্ট সংস্থাপিত হয় এবং ৬ ভূমির মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে পাটনাখানার উত্তীর্ণ কার্যে গবর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করেন। ১৮৬০—৬৪ খৃঃ অব্দে নবীরা ও বর্ডমান জেলার জ্বালারিয়া জর প্রাহুত হইয়া অনেক লোক মারা যায়। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে কলিকাতা রাজধানীতে এক ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে মক্কেলের প্রধান প্রধান সময়ে মিউনিসিপালিটি সংস্থাপিত হয়। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে মিলি মেম্বারি করিবার জন্ত আইন বিধিত

হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার ও মক্কেলে মেম্বারি আফিস স্থাপিত হইল।

কাঞ্চলের সময়ে (১৮৭১ খৃঃ অব্দে) সর্বপ্রথম বাঙ্গালার জনসংখ্যা অবধারিত হয়। এই বৎসরেই স্বাভাবিক ও পুনঃসংস্কার এবং খাল প্রকৃতি ধনন জন্ত “পথকর” স্থাপিত হয়। এই কার্যের সুবিধার জন্ত তিনি “সব্ ডিপুটি” ও “কারুনগো” পদ সৃষ্টি করেন। ঐ সময় হইতেই কুল ও কলেজে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইরাছিল। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী আসাম প্রদেশের শাসনভার বঙ্গদেশের লেপ্টেন্যান্ট গবর্নরের হস্ত হইতে একজন চিক কমিশনের হস্তে অর্পিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৭ অব্দ পর্যন্ত সর রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর ছিলেন। তাঁহার আমলে শাসনকার্যের সুবিধার জন্ত অনেকগুলি মহকুমা সংস্থাপিত এবং অনেক জেলার সীমা পরিবর্তিত হইরাছিল। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে নামজারি আইন প্রচলিত হইয়া সকলের জমি-সম্বন্ধীয় বিষয় নিশ্চিন্ত হয়। এই বৎসরে কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে প্রথম নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত হয়। সর আসাদী ইডেনের সময়ে (১৮৮৬—৮২) বেহারের আদালতে ও সরকারী কার্যে পারদার পরিবর্তে “কারেবী” ভাষা প্রচলিত হয়। ১৮৭৮ অব্দে বিলাতে না বাইরা বাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগণ সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ হইতে পারে, ভবিষ্যে নিয়ম প্রচলিত হয়। ঐ সময়ে কয়েকজন ‘ট্রাচুটারি সিভিলসার্ভিস’ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইরাছিলেন। এই সময়ে অনেক ডাকঘর সংস্থাপিত হয় এবং ১৮৮০ অব্দে ডাকের ‘মনিজার্ড’ ও ‘পোস্টকার্ড’ প্রচলিত হয়। ১৮৮১ অব্দে দ্বিতীয়-বার বাঙ্গালার শাসনভার জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। বাঙ্গালার খোলাভাটা সংস্থাপিত হওয়ার এই সময়ে বাঙ্গালার ভূরূপান্তরে স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার পরে সর রিচার্ড টেম্পল সাহেব (১৮৮২—৮৭ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালার লেপ্টেন্যান্ট গবর্নর হন। তিনি ‘এগ্রিকলচারেল’ বা কৃষিবিভাগ স্থাপন এবং মক্কেলে মিউনিসিপালিটিতে নির্বাচনপ্রথা প্রবর্তিত করেন। ১৮৮০-৮৪ অব্দে কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (International Exhibition) নামক মহাশোলা খোলা হয়। এই সময়ে কবীর প্রোজেক্টবিষয়ক আইন বিধিত হইরাছিল। অনেক জলে নতুন রেলওয়ে এক অনেক জায়গায় প্রসারিত হয়। এই সময়ে বেঙ্গল কুল কলেজে প্রসিদ্ধ হয়। কতিপয় বেনারী কৃষিকার্য ব্যক্তি বিলিত হইয়া “সোশাল কনগ্রেস” বা জাতীয় সম্মেলন স্থাপন করেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে কলিকাতার উত্তর দ্বিতীয় পরিষদ হয়। টেম্পল সাহেবের

আমলে কেরানী কমিশন ও আবগারী কমিশন নিয়োজিত হয়, কিন্তু অত্ৰাপি তদনুসারে কোন কার্যই হয় নাই। উড়িয়া “কোষ্ট ক্যানাল” নামক খাল তাঁহার সময়ে কাটা ও খোলা হয়। অতঃপর সর ট্রুয়াট কলভিন্ বেদি বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্নর হন (৩ এপ্রিল, ১৮৮৭)। তৎপরে সর চার্লস্ ইলিয়ট ডিসেম্বর মাসে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্নর হইলেন। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার নেশনেল কন-গ্রেসের বর্ধ অধিবেশন হয়। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারি তৃতীয়বার বঙ্গদেশের জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। সর চার্লস্ ইলিয়ট ৬ মাসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করার ভার এটনি পাট্রিক ম্যাকডোনেল সাহেব প্রতিনিধি লেপ্টেনান্ট গবর্নর হইরাছিলেন (জুন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে)। ১৮৮৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সর আলেকজান্ডার মেকেঞ্জী বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্নর হন, তিনি মিউনিসিপাল বিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়া যান। তাঁহার পীড়ার অবকাশে মহামান্য চার্লস্ সিলি টিডেল সাহেব প্রতিনিধি লেপ্টেনান্ট গবর্নর হইরাছেন। তদনন্তর উদ্ভরণ সাহেব বাঙ্গালার ছোট লাট হন। তিনি মিউনিসিপাল বিল অনুমোদন করিয়া তাহা কার্যে পরিণত হইতে আদেশ করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার ‘প্লেগ’ পীড়া দেখা যায়। ঐ প্লেগের সময় তিনি নিজ জীবনের মামা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্লেগ নিগীড়িত পলীতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদারতায় সকল মুগ্ধ হইরাছিলেন। যে সকল বস্তিতে অনেক লোক মারা পড়িতেছিল, তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ দেন। তাঁহার পর বর্তমান ছোটলাট ফ্রেজার বাহাদুর বিতস্ত বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইয়া ধীর পথে বিক্ষেপে রাজনৈতিকমার্গ অনুসরণ করিতেছেন।

বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্নরগণ

সর ফ্রেডারিক জে, হালিডে	১৮৫৪ এপ্রিল ২৮,
জন শি, গ্রান্ট	১৮৫৯ মে ১,
সেলি বিডন K. C. S. I.	১৮৬২ এপ্রিল ২৪,
উলিয়ম গ্রে	১৮৬৭ “ ২৪,
জর্জ কার্বেল	১৮৭১ মার্চ ১,
রিচার্ড টেম্পল Bart.	১৮৭৪ এপ্রিল ৯,
মাননীয় আস্ফী ইডেন C. S. I. C.L.E.,	১৮৭৭ জানুয়ারী ৮,
সর ট্রুয়াট সি, বেলী K.C.B.I, C.L.E.,	১৮৭৯ জুলাই ১৫

(মাননীয় আস্ফী ইডেনের বিশেষ কার্যের অবসরে অস্থায়িকভাবে কার্য করেন)

- অগাস্টাস্ রিভাস টম্পসন C.B.I, C.L.E., ১৮৮২ এপ্রিল ২৪,
- বি: এচ, এ, ফকরেল L.C.B, C.L.E., ১৮৮৫ আগষ্ট ১১,

(রিভাস টম্পসনের দুটায় অবকাশে অস্থায়িকভাবে কার্য করেন)

- সর ট্রুয়াট সি, বেলী ১৮৮৭ এপ্রিল ২,
- চার্লস্ আলফ্রেড্ এলিয়ট K.C.B.I, ১৮৯০ ডিসেম্বর ১৭,
- আর্স্টনি পাট্রিক ম্যাকডোনেল K.C.B.I. ১৮৯৩ মে ৩০,
- (উক্ত বর্ষের ৩০এ নবেম্বর পর্যন্ত এলিয়টের দুটায় সময় কার্য করেন)
- মাননীয় সর আলেকজান্ডার মেকেঞ্জী K.C.B.I, ১৮৯৫ ডিসে, ১৮
- মাননীয় চার্লস্ সি, টিডেল C.B.I, (আলেকজান্ডার মেকেঞ্জীর অবকাশে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২এ ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্য চালান)
- মাননীয় সর জন উদ্ভরণ I.C.B, K.C.B.I, ১৮৯৮ এপ্রিল ৭,
- জে, এ, বোডিলোন V.D. I.C.B, C.B.I, ১৯০২
- নভেম্বর ২৫ একট্রি
- সর এ, এচ, এল ফ্রেজার M.A, I.C.B, K.C.B.I,
- ১৯০৩ নভেম্বর ২, (তাঁহার অবকাশে ১৯০৬
- খৃঃ জুন, মাননীয় এল, ফ্রেজার কার্য করেন।
- পূর্ববর্ত ও আগামের লেপ্টেনান্ট গবর্নর।

মাননীয় সর, জে, বি, ফুলার I.C.B, K.C.B.I, C.L.E., ১৯০৫ অক্টোবর ইংরাজ শাসনে বাঙ্গালার অবস্থা।

ইংরাজদিগের রাজত্বকালে এদেশে কতকগুলি কুপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কতকগুলি কুপ্রথার বিলয় সাধিত হইয়াছে। সহমরণ বা সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কুপ্রথা যেমন রহিত হইয়াছে এবং চোর ডাকাইত ও অত্যাচারী জমিদারদিগের দৌরাষ্ট্র্য কমিয়াছে; তেমনই নূতন নূতন রাস্তা, রেলওয়ে এবং বাশায় পোতযোগে গমনাগমনের ও বাণিজ্যদ্রব্যজাত প্রেরণের সুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে। আবার পোষ্ট বা ডাক এবং টেলিগ্রাফ প্রবর্তিত হওয়ার অতি অল্প সময় মধ্যে দূরে সংবাদ পাঠাইবারও উপায় হইয়াছে। বিচারালয়ের বৃদ্ধি হওয়ার লোকের স্বত্ব রক্ষা করিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। বিভাগীকরণ দ্বারা লোকের অনেক মানসিক উন্নতি ঘটিয়াছে, বঙ্গবাসীর চক্ষু হুটিয়াছে; দুর্ভাগ্যব্রের স্বাধীনতা পাওয়ার তাহার রাজপুরুষদিগকে অনেক কথা শুলিয়া বলিবার পথ পাইয়াছে।

ইংরাজেরা এদেশে নীল, চা প্রভৃতি দ্রব্যের চাষ করিয়াও এখানকার কৃষি উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে দরিদ্রবাসী প্রজার অনেক অনেক বিষয়ে অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। এই নীলের চাষ দুটায় ১৮শ শতাব্দী এখানে আরম্ভ হয় এবং সেই সময় হইতে ধীনধীন প্রজাবর্গ বাদসের অর্ধের লোভে আগনার সর্বস্ব হারাইয়া ইংরাজের নিকট প্রাণ ও মান

বিক্রীতে শিক্ষা করে। নীলকরগণ ক্রিপণ আত্মীয়িক অত্যাচারে বাল্যলার প্রজাবর্ণকে নিরীক্ষিত করে, তাহা নীলদর্পণ-পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই নীলের চাব একমিন পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের সকল স্থানেই প্রায় প্রচলিত ছিল। প্রতি ১০ মাইলের মধ্যে নীলকর বণিকদিগের একটা না একটা কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল নীলকুঠীর ধনসাবল্যে আশিও বাল্যলার সেই অতীত হুঃখস্থিতি জ্ঞাপন করিতেছে।

যে সকল গ্রামে নীলকুঠী স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল গ্রামের অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তিই ঐ কুঠীর দেওয়ান বা দারোগা হইতেন। তাহারও ইংরাজসম্পর্কে আসিয়া অনেকাংশে ইংরাজের ভায় কঠোর প্রকৃতি হইয়া পড়েন। তাহাদের ভায় ক্ষুদ্র ভূস্বামিকারীর অত্যাচারেও বাল্যলার প্রজাগণ সশঙ্কিত হইয়াছিল।

বণিকবেশে ইংরাজবণিক বাল্যলার প্রবেশ করেন। বাল্যলার উর্বর ও শস্যপূর্ণ সমতলক্ষেত্র সহজেই তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এই গাঁজের বর্ষাণ ভাগ নদীজালে সমাকীর্ণ হওয়ার তাহার সহজেই বাল্যলার অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। ভারতের অন্তান্ত এদেশে এরূপ গমনাগমনের সুবিধা না থাকায় এবং তদ্রূপ ভাগ শস্যসমৃদ্ধিপূর্ণ না হওয়ার চতুর ইংরাজগণ সে সকল স্থান বিশেষ সুবিধাজনক মনে করেন নাই। কারণ তখন এদেশে রেলপথ ছিল না। নৌকাপথেই তখন-কার পণ্যপ্রবাহনের একমাত্র উপায় ছিল। সেই কারণেই ইংরাজগণ তথাকার অধিবাসীদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনপূর্বক মিশিতে পারেন নাই। বাল্যলার তাহাদের সে সুবিধা ঘটিয়াছিল।

নীল বাল্যলা ভিন্ন ভারতের অপর কোথাও পণ্যাস্ত্র উৎপন্ন হয় না এবং পণ্যপ্রবাহনের বিশেষ সুবিধা দেখিয়া ইংরাজবণিকগণ নীলকরবেশে বাল্যলার উপনিবেশ স্থাপন করেন। এখনও নদীরা ও যশোহর জেলার অনেক উপনিবেশই ইংরাজ জমিদারী জয় করিয়া তাহার উপসব ভোগ করিতেছেন।

পূর্বকালে নীলের লাবন উপলক্ষেই ইংরাজের সহিত বঙ্গ-বাসীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই সূত্রে এবং বাণিজ্য ব্যাপদেশে তাহার বাল্যলার সম্ভাব্য লব্ধকারের অনেক হিম্মতকারীর সহিত মিত্রতা করিয়া লন। এমন কি, সেই ব্যবসারী ইংরাজ বণিকদিগের অসামান্যতায় স্থানীয় অনেক প্রসিদ্ধ জমিদার ও রাজ্য সহিত তাহাদের সম্ভাব্য ঘটে, কেই কেলাশেশ্বর তাহার তৎকালিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে থাকেন। নিজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার বড় বড় বণন ইংরাজ বণিকের কর্ণে যায়, তখন তাহার উদ্বেগ হইয়া সেই আন্দো-

লনে যোগদান করেন। বাঙ্গালার প্রজা বা জমিদারেরা তখন ইংরাজকে বিবর্ত বহু ভায় বিবেচনা করিতেন। অন্তান্ত যুরোপীয় বণিকের ভায় তাহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। এই বিবর্ত-বলেই বড়বড়কারীরা গোপনে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহারই ফলে ইংরাজবণিক বাল্যলার অধীশ্বর হইয়া ক্রমে ভারতের শাসনও পরিচালন করিতে সমর্থ হন।

ইংরাজ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের শাসনে এদেশে তিনটি মহৎ অনিষ্ট সাধিত হয়। নবাব সরকারের চুরবহা লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ এদেশের লোককে উচ্চতম রাজকাণ্ডে নিরুত্তর করেন নাই; বরং ম্যাক্‌গেটরনিবাসী ইংরাজবণিকদিগের বস্ত্র-ব্যবসার প্রেরণ দিতে এখানকার বস্ত্রব্যবসারীদিগের বিলক্ষণ হুর্দশা ঘটাইয়াছিলেন। তাহাদিগের অসুখকরণে বাল্যলার শিক্ষিত সমাজে সুরাপানের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু লর্ড লরেন্স, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির যত্নে সুরাপানের শ্রোত অনেকটা কমিয়া যায়। পরবর্ত্তিকালে এতদেশবাসীরা, “সিবিল সার্কিসে” প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়ার হাইকোর্টের জজ ও ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর হইতে পারিয়াছেন এবং এইরূপে তাহার কিয়ৎপরিমাণে অন্তান্ত উচ্চপদেও আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এদেশে এখন বাণিজ্যের প্রবাহ বহিতেছে। ম্যাক্‌গেটরের বস্ত্র-ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া এখানে কাপড়ের স্কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মুসলমান শাসনসময়ে জমিদারেরা কয়দ রাজাদিগের ভায় ছিলেন; ইংরাজ-রাজত্বকালে তাহাদিগের সে অবস্থা লয় পাই-রাছে। তাহাদিগের আর পূর্বের মত রাজস্বমতাহুক সৈন্ত, গড় ও স্বতন্ত্র বিচারালয়-স্থাপনের অধিকার নাই। নশালা বন্দোবস্তের পর হইতে নিরুপিত দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারী নিলাম হইবে, এই নিয়মে প্রাচীন জমিদারদিগের অনেক অপকার হইয়াছে। এ প্রকার নির্দিষ্ট নিয়মে রাজস্ব দেওয়া তাহাদিগের অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তাহাদিগের রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল এবং তাহাদিগের ভূসম্পত্তি বাণিজ্য-ব্যবসারী লোকের হাতে বাইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে অল্পদিন মধ্যে বহু জমিদার বিষয়চ্যুত হইয়া পড়িলেন। নদীরা, নাটোর প্রভৃতি রাজস্বশে এইরূপ হুর্দশা ঘটাইয়াছিল।

ইংরাজদিগের সময়ে বাল্যলার চিরশান্তি বিরাজমান করি-রাছে; একত্র সমাজসংস্কার ও ভাবার উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিতে সকলে অক্ষর পাইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণ যথার্থ আন্দোলন করিয়া সমাজসংস্কারের

পথ স্থিরাহেন। কৈবরচন্দ্র শুভ্র, অক্ষরকুমার হস্ত, কৈবরচন্দ্র
বিজ্ঞানাগর, মাইকেল মধুসূদন হস্ত, বীনবন্ধু মিত্র, বক্ষিচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের দ্বারা
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিলম্ব উন্নতি হইয়াছে। কবি-
ওয়ারা, পাঁচালীওয়ারা, কীর্তনওয়ারা, এবং বাত্রাওয়ারাদিগের
গীতেও বাঙ্গালা ভাষার মধুরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গীয় রসালয়-
সমূহেও ইংরাজী অক্ষরগণের বখেই প্রভাব লক্ষিত হইতেছে।
ইংরাজদিগের আমলেই বোধ হয়, বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের বহুল
প্রচার আরম্ভ। ফরেস্টার সাহেবের ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বিধিব্যবহার
বাঙ্গালা অম্বাবাদের পূর্বে আরও অনেক গদ্যপুঁথির পরিচয়
পাওয়া গিয়াছে। [বাঙ্গালা ভাষা দেখ।]

খৃষ্টান মিশনারিদিগের যত্নে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের
মহাভারত প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে তাঁহারা ই বাঙ্গালা সংবাদপত্র
ছাপাইতে আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুরের কলেজ, কলিকাতার
করেকটী কলেজ ও স্থানে স্থানে অল্প প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত
হওয়ার এতদক্ষণীয় লোকের বিদ্যালয়িকার বখেই সাহায্য হইয়াছে।
কেরী, মাস্‌ম্যান ও ডক সাহেবের নাম এদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তি-
গণ সহজে ভুলিবেন না। তাঁহাদের যত্নে ও উদ্যোগে বাঙ্গালার
ইংরাজীশিক্ষা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। সেই শিক্ষাকালে ক্রমে
এখানে হিন্দু পেট্রিষ্ট, বেঙ্গল হরকরা, ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস,
ইণ্ডিয়ান মিরর, ষ্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার
প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদ পত্র এবং সজীবনী, বঙ্গবাসী, বহুমতী,
হিতবাসী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতেছে।

বাঙ্গালার প্রাচীন বাণিজ্যসমৃদ্ধি কাহারও অবিদিত নাই।
যে আশায় পর্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও জর্জগ
বণিকগণ এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব তৎকালে
বাঙ্গালার বিরূপ বলৎ ছিল, তাহা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-
লেখক অশ্বিনী উক্তিতে স্পষ্টতর প্রতিপাত হইয়াছে। তিনি
বলেন, ভারতবর্ষের অজ্ঞাত এদেশাপেক্ষা বাঙ্গালার বাণিজ্য
বহুবিকীর্ণ ছিল। তখন এখান হইতে সমুদ্র কার্ণাণ ও পট্টবস্ত্র
দিগ্গাতে রপ্তানী হইত। এতদ্বিধি আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের
অজ্ঞাত অংশে রেশম ও রেশমী কাপড়, কার্পাসবস্ত্র, চিনি,
অহিকেন, শস্ত প্রভৃতি প্রেরিত হইত। তখন বাঙ্গালাই
ইরোপীয়দিগের প্রধান ব্যবসারের স্থান ছিল। এই বাণিজ্য-
ক্ষেত্রে ইংরাজাতি অগ্রবিনয়ের পণ্যরূপে বঙ্গরাজ্য ক্রম
করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। বাণিজ্য
উপলক্ষে বাঙ্গালীর সহিত বনিষ্টভাই ইংরাজাতির উন্নতির মূল
এবং সেই যেশামিশিই বাঙ্গালীর অধঃপতনের কারণ। তখন
এদেশে সবার রাজা বা কোন প্রধান নগর হইতে কিছু দূরে গমন

করিলে এমন কোন গ্রাম পাওয়া হইত না, যেখানে প্রত্যেক
পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু বস্ত্রনির্মাণ কাঁচে নিযুক্ত ছিল না। অপর
বাণিজ্যব্যবসায় সঞ্চয়ে বাহা হইত, বস্ত্রনির্মাণ সঞ্চয়ে এদেশের
তত্ত্বাবহ-গণিত সভ্য জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্তু
এখন আর পূর্বের সে অবস্থা নাই, এখন আর ঘরে ঘরে চর্কা
দূরে না। এখন এখান হইতে বিদেশে কাপড় বার না। এখন
ম্যাকেটরের প্রতিকোমিতার আদ্যাক্ষেপে সে বাণিজ্য-গৌরব
অন্তর্নিত হইয়াছে। সামান্য পরিমাণে তাঁতের কাপড় ব্যতীত
মত্তক উত্তোলন করিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। এখানে
এবং বোম্বাই এদেশে এখন অতি অল্প পরিমাণেই কলে মোটা
কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বশাহরজেলার প্রথম ওলাউঠা দেখা দেয়,
পরে উহা ভারতবাসী হইয়া পড়িয়াছে। সময়ে সময়ে এই
রোগের উৎপাতে সকল দেশের অধিবাসীরাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া
পড়ে। করেক বৎসর হইতে নবীরা, হঙ্গলী, বর্ডন, মেসিনীপুর
প্রভৃতি জেলার “সকারী জন্মে” অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।
ইন্সব্রুয়েজা ও বোম্বাই প্রেগ দেখা দিয়া এখনও দেশের সর্বনাশ
করিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ অস্বস্থান করেন, নদী, খাল প্রভৃতি
ক্রমে পলি মাটি দ্বারা ভরাই হইয়া এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয়
পয়ঃপ্রণালী না রাখিয়া রাজ্য নির্মিত হওয়ার জল নির্গমের
বাধা করিয়া এই অরোর উৎপত্তি ঘটতেছে। বর্ষা ঋতুতে
নিয়মবদ্ধে গুললতাদি পচিয়া এক প্রকার দুর্গন্ধময় বাষ্প উৎপিত
হয়। ঐ অবিদিত বায়ুসেবনে রক্ত দূষিত করিয়া ম্যালেরিয়া
রোগ উৎপাদন করে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, তিনশত
বৎসর পূর্বে যে মহামারীতে গোড়নগর জনশূন্য হইয়াছিল,
তাহাও এইরূপ এক প্রকার অর।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে একটা ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ষ উপস্থিত
হইয়া অনেক অশকার করিয়াছিল। বহুসংখ্যক বৃক্ষ ও গৃহ
ধ্বংসারী হইয়াছিল, অনেক জাহাজ ও নৌকা ডুবিয়াছিল;
এবং বড়ের প্রত্যাপে বঙ্গোপসাগরের সলিলরাশি চকিৎ পরগণার
দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া কত মৃত্যু, লীলজন্ম ও লোকালয়
বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা বাঙ্গালার ১২৭০
সালের আশ্বিন মাসে ঘটে বলিয়া আখিনে বড় নামে খ্যাত।
তৎপরে ১২৭৪ সালের কার্তিক মাসে কার্তিকে বড় হয়। ১২৭৬
সালেও একটা বড় হইয়াছিল। এ প্রকার ঝটিকা এদেশের শতক
নুতন নহে, আইন আকবরী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে
এদেশে একটা বস্ত্রবিজ্ঞানসংক্রান্ত ভীষণ ঝটিকাবর্ষ উপস্থিত
হইয়াছিল। উহার প্রত্যাপে সবুজবাগি উৎখাত হইয়া দেবদামিন-
চূড়া ও অক্লান্ত স্থান ব্যতীত বাধরণ এদেশের অনেকাংশ

নিমজ্জিত করিয়াছিল। উক্ত ভূখণ্ডটার আর দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩১ এ অক্টোবর বে ঝটিকাবর্ষ ঘটে, তাহা সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়। তাহাতে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের জল বাধরগঞ্জ, মোরাখালী ও চট্টগ্রাম এদেশে এবিট হইয়া আর তিন লক্ষ লোক, বহুসংখ্যক গবাদি জন্তু, এবং অগণ্য নৌকা ও গৃহ বিনষ্ট করিয়াছে।

বাক্সালার আদম-শুমারী।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বাক্সালার প্রথম লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। তদনন্তর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার লোকসংখ্যা অবধারিত হইয়াছে। এই লোকসংখ্যা গণনা উদ্দেশে বাক্সালার গ্রাম, নগর, জেলা ও বিভাগের সীমা ও তত্ত্ববিভাগবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু, অর্ধ-হিন্দু, পার্শ্বত্যা অনভ্যাজাতি, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির জাতীয় ইতিহাস ও তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, এই বিবরণীতে বর্তমান বাক্সালার কোন্ কোন্ জাতি—কি কি ব্যবসায় লিপ্ত, তাহারা কোথায় কিরূপভাবে কোন্ কোন্ জব্যের বাণিজ্য চালাইতেছে; প্রজাগণ কৃষিকার্যের কিরূপ উন্নতি সাধন করিতেছে; কোথায় কত নদী, কত খাল, কত রাস্তা ও কত মাঠ কিরূপভাবে বিস্তৃত থাকিয়া দেশবাসীর হিত-সাধন করিতেছে, তাহা ইংরাজ গবর্নমেন্টের এই মানবসংখ্যা-বিবরণ গ্রন্থখনি পাঠ করিলে সঠিক বুঝা যায়। এক কথায় ইহাতে বাক্সালার ঐতিহাসিক, নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসা বাণিজ্যসম্পর্কীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

প্রথম দুইবারের মানুষ গণনার ইংরাজ গবর্নমেন্ট কতদূর রুতকার্য হইয়াছিলেন, তাহা ওডোনেল সাহেবের বিবরণীতে বিবৃত আছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা গণনার ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে, কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সবে মাত্র ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রতি ১ হাজার লোকের হিসাবে ৫ টাকা মাত্র ব্যয় পড়িয়াছিল। যাহা হউক এরূপ বহু ব্যয় করিয়া ইংরাজ গবর্নমেন্ট যে এতাদৃশ মহত্বকল্প সমাধা করিয়া সকল মনোরথ হইয়াছেন, ইহা পরম আশ্চর্যের বিষয়; অধিকন্তু চুখের বিষয় এই যে, এরূপ ব্যয়বাহ্যসাথেও সাংবাদিকাদিগের অজ্ঞাতানোবে অথবা ভ্রমনিবন্ধন এই বিবরণীতে অনেক প্রমাদপূর্ণ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিগত ১৯০১ সালের মার্চ মাসে নৌকগণনা কার্য নিশ্চয় হয়; সুতরাং উহা বর্তমান ১৯০৬ সালের বঙ্গ-বিশ্বকোষের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। এ কারণ উহাতে রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ যাহা দিয়া গণনা করা হয় নাই। পূর্ববর্তন

বাক্সালার সীমা ধরিয়া গণনা হইয়াছিল। সংখ্যা-গণনার সুবিধার জন্য ঐ সময়ে বাক্সালা ৮টা স্বতন্ত্র বিভাগে গঠিত হয়; যথা,—
১ পশ্চিম-বাক্সালা—বর্তমান বিভাগ।

২ মধ্য-বাক্সালা—প্রেসিডেন্সী বিভাগ, খুলনা বাদে।

৩ উত্তর-বঙ্গ—রাজসাহী বিভাগ, মালদহ, কোচবিহার ও সিম্ধিম।

৪ পূর্ব-বঙ্গ—ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, খুলনা ও পার্শ্বত্যা ত্রিপুরা।

৫ উত্তর-বেহার—মুন্সেফরপুর, দরভাঙ্গা, চম্পারণ, সারণ, ভাগল-পুর ও পূর্ণিয়ার।

৬ দক্ষিণ-বেহার—পাটনা, গয়া, শাহাবাদ ও মুন্সের।

৭ উড়িষ্যা—উড়িষ্যা বিভাগ, অঙ্গুল বাদে।

৮ ছোট নাগপুর অধিত্যকা—ছোট নাগপুর বিভাগ, সাঁওতাল পরগণা, অঙ্গুল, উড়িষ্যার সামন্তরাজ্যসমূহ ও ছোট নাগপুর।

এই ৮টা বিভাগ প্রকৃতিকর্তৃক যেন পরস্পরে বিযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত এবং ইহা প্রাচীন রাঢ়ভূমির অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রধানতঃ বাগদী, বাউরী, কোড়া, মাল, কৈবর্ত, সাঁওতাল, আগুরী, শুক্লী, মদোপাণ, কায়স্থ ও রাঢ় প্রভৃতি অসভ্য ও হিন্দুশ্রমশ্রিত অর্ধ সভ্য-জাতির বাস আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈজ্ঞ এবং নাপিত, সূত্রধার ও কামার প্রভৃতি জাতিরও অভাব নাই। ইহারা আপনাদিগকে রাঢ়দেশী বলিয়া গৌরব করে এবং স্ব স্ব শ্রেণীর বঙ্গ বা বারেন্দ্রবাসী লোকের সহিত আপন প্রাধান্যে কুঠাবোধ করে।

পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা এবং পূর্বে মধুমতীর মধ্য-বর্তী গাছের বর্ষীপ-ভাগ মধ্যবঙ্গ বলিয়া পরিচিত। খুলনা জেলা এই নদী সীমাকৃত হইলেও উহার নিরাংশ এখনও পলি দ্বারা গঠিত হওয়ার উহাকে পূর্ববঙ্গের সীমা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এখানে একমাত্র পোশ, চণ্ডাল, কৈবর্ত ও বাগদী জাতির প্রাধান্য দেখা যায়।

পদ্মার উত্তর হইতে দার্জিলিং পর্যন্ত পর্যন্ত উত্তর বঙ্গ বলিয়া গৃহীত। মুস্তিকার প্রকৃতি নির্দেশে উত্তর-বঙ্গের সহিত অনেক সোসাদৃশ্য থাকারবর্তমান কালে মালদহ জেলা উত্তর-বঙ্গের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে মেচ, কোচ, পার্শ্বত্যা ভোটিয়া এবং লীকিত মুসলমানেরই সংখ্যা অধিক। পূর্ব-বঙ্গে নমঃশূত্র বা চণ্ডাল, কোচ, গারো, টিগরা, কুকী ও মব প্রভৃতি পার্শ্বত্যা অসভ্য ও অর্ধসভ্যজাতি এবং লীকিত মুসলমান, এইরূপে বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাভিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর পার্শ্বত্যা অনাথ্য জাতিরই বহুল বাস দেখা যায়।

এই আটটা বিভাগের বর্তমান ভূগরিমাণ ও লোকসংখ্যা এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে—

আংশিকবিভাগ	কুশরিখণ	লোকসংখ্যা
পশ্চিম বাঙ্গালা	১৩৯৪৯	৮২৪০০৭৬
মধ্য "	২২৪৯	৭৭৩৯২৮৫
উত্তর "	২৩৩৮০	১০০০৫১৭৭
পূর্ব "	৩২৭৭৬	১৬২৫৮০৮৭
দক্ষিণ বেহার	১৫০৮২	৭৭১৬৪১৮
উত্তর "	২১৭৪৬	১৩৮৩১১২০
উড়িষ্যা "	৮১৬০	৪১৫৯২৩৯
ছোটনাগপুর অধিত্যক	৬৪৫৫৫	২৮৫১৩০৮
মোট	১৮২১৩৭	৭৮৪৯৩৪১০

এই সংখ্যা গণনার স্মরণ-বনবিভাগের পরিমাণ ও লোক সংখ্যা গ্রহীত হয় নাই।

এই বিস্তীর্ণ বাঙ্গালার যে সকল বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে, শ্রেণীগত বা বংশগত বিভিন্নতা অস্বাস্যে তাহারা বতস্ত্র বতস্ত্র জাতীয় আখ্যায় পরিচিত। এই সকল মূলজাতির এবং তাহাদের সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রশাখাসমূহের বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক ইতিহাস গভর্মেন্টের উপর্যুক্ত গণনা বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট আছে; বাহ্যভায়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়গত বিভিন্ন জাতি বা তাহার এসিদ্ধ ও প্রধান শ্রেণীর বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

বঙ্গন (পুং) বঙ্গভূমি বসি-লু। বার্তাকু। চলিত বেগুন।
বঙ্গভাষা (স্ত্রী) বঙ্গদেশবাসীর কথিত ও লিখিত ভাষা। ইহা সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষা নামে পরিচিত।

[বাঙ্গালা ভাষা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বঙ্গমল (পুং-স্ত্রী) সীস ধাতু। (বৈজ্ঞানিক)

বঙ্গবাড়ী, উত্তরবঙ্গের একটি গওগ্রাম।

বঙ্গলা (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর বঙ্গালী। (হলায়ুধ)

বঙ্গশুল্ক (স্ত্রী) বঙ্গপ্রদেশে রক্ততাম্রাত্মক জারতে জন-ড। কাংস্ত ধাতু, রাস ও তামার মিশ্রণে এই ধাতু প্রস্তুত হয়; এই জন্ত ইহার নাম বঙ্গশুল্ক। (হেম)

বঙ্গসেন (পুং) বঙ্গবৃক্ষ। "বঙ্গসেনবগতিক্রমঃ শুকনাশো যুনি-ক্রমঃ।" (ত্রিকা) বার্ষে কনু। বঙ্গসেনক—বঙ্গবৃক্ষ। ২ রক্ত বঙ্গবৃক্ষ। (রত্নমালা)

বঙ্গসেন, ১ ধাতুরূপ বা আখ্যাতব্যাকরণপ্রণেতা। ২ চিকিৎসা-সারসংগ্রহ ও বঙ্গসেন নামক বৈজ্ঞানিকচরিতা। ইহার পিতার নাম গদাধর। কালিকা নগরে ইহার বাস ছিল।

বঙ্গাধিকারপ্রমাণ, অতীচরিতপ্রণেতা।

বঙ্গারি (পুং) বঙ্গত রক্তধাতোরসিঃ অস্ত বঙ্গধাতোজারিকথ্যং তথাক। হরিতাল। (হেম)

বঙ্গাল (পুং) তৈরব রাগের পুত্র।

"বঙ্গালঃ পক্ষমঃ বর্ষা মধুরী হর্ষকতথা।

যেথাথো মাধবঃ নিম্বুর্ভৈরবপুত্রোঃ প্রকীর্তিতাঃ।"

ইহার ধ্যান—

"কক্ষানিবেশিতকরুণবরতপম্বী,

ভাষন্তি শূলপরিমণ্ডিতবামহতঃ।

ভস্মোক্ষণো নিবিড়বক্ষটাকলাপো

বঙ্গাল ইভাভিহিতকরণার্জনঃ।

বাড়বো দেববলাশো গৃহাংশজাসমধমঃ।

প্রহর্ষে বিনিবোধ্যঃ প্রোক্তোহয়ঃ যুনিনা বরং।"

(সঙ্গীতরত্নাকর)

বঙ্গালিকা (স্ত্রী) তৈরবরাগের রাগিণী, বঙ্গালী।

বঙ্গালী (স্ত্রী) তৈরবরাগের রাগিণী।

"ভৈরবী কোমিকী চৈব ভাষা বেলাবলী তথা।

বঙ্গালী চেতি রাগিণ্যো তৈরবভেদ্য বরতাঃ।" (সঙ্গীতভানো)

ইহার স্তম্ভি—

"মনোজসুতাশুণ্ডমিতাঙ্গী শুকং বদনা ধরীধরহা।

প্রাণ্ডঃ কুমারী কমলীরম্ভীকালিকেরং গুচিনাঙ্গীতা।"

(সঙ্গীতরত্নাকর)

এই রাগিণী ঔড়ব এবং গৃহাংশ-জাস ও বঙ্ক-ভাগিণী, ইহা 'ক' 'ধ' হীন, এবং ইহার প্রথমে মুচ্চনা এবং এই রাগিণী পূর্ণ।

"বঙ্গালী ঔড়বা জেরা গৃহাংশজাসবঙ্ক-জতাক।

ঋধীনা চ বিজেরা মুচ্চনা প্রথমা মতা।

পূর্ণা বা মধরোপেতা কলিনাথেন ভাবিতা।" (সঙ্গীতদর্পণ)

বঙ্গাবলেহ, প্রমেহরোগে অবলেহবিশেষ। বঙ্গতম দুই রতি মধুর সহিত লেহন করিবে, পরে শুড় ও গন্ধক ২ তোলা সেবন করিবে বা শুড়ুটীর বহু ও চিনি দিয়া সেবন করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রমেহরোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্সারস)

বঙ্গাষ্টক, প্রমেহ রোগে ব্যবহার্য ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী— পারা, গন্ধক, দৌহ, রূপা, খর্পর, অন্ন ও তাম্র প্রত্যেক সমান ভাগ এবং সকলের সমান পরিমাণ রস একত্র মর্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তদনন্তর ঔষধ শীতল হইলে পাত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি প্রমাণ। অল্পপান মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে বিশ্রুতি প্রকার প্রমেহ, আমলোহ, বিলুচিকা, বিষম অন্ন, ভস্ম, অর্শ, মুখাভীসার প্রভৃতি রোগ বিমুক্ত হয়।

বঙ্গপুরম্, মাহোজ প্রেসিডেন্সীর কুলা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। বাগটুলা হইতে ১৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

এখানকার বনভরার-মন্দিরের গুরুত্ব-জ্ঞে ও অগন্তোখর
স্বামীর মন্দিরগাত্রে হুইখানি শিলালিঙ্গ দৃষ্ট হয়। প্রথম
খানি ১৪৮৭ শকে বিজয়নগররাজ সর্বাধির রায়ের শাসনকালে
উৎকীর্ণ। এই বৎসরে মুসলমানগণ বিজয়নগর কব্ধ
করিয়াছিল। শেষোক্ত খানি ১৪৭৮ শকে উক্ত রাজার শাসন-
সময়ে উৎকীর্ণ। উহাতে মূর্ত-রাজ্যদেব চোড় মহারাজের
দান-সুভাস্ত লিপিবদ্ধ আছে।

বঙ্গিরি (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।৩০)

বঙ্গায় (ত্রি) বঙ্গ-গহাদিত্যন্ত। পা ৪।২।১৩৮ ইতি হ।
বঙ্গদেশোদ্ভব, বঙ্গদেশ সন্নিহিত।

বঙ্গুলা (স্ত্রী) রাগিনীভেদ। [রাগিনী দেখ।]

বঙ্গদ (পুং) অম্বরভেদ, ইন্দ্র এই অম্বরকে হনন করেন।

“অং শতা বঙ্গদত্যানিনং” (কক ১।৫।৩৮)

‘বঙ্গদন্ত এতৎসংজ্ঞকতাম্বরন্ত’ (সারণ)

বঙ্গেশ্বর (পুং) বঙ্গ: তদামকদেশস্ত জৈশ্বর: অধিপতিঃ।
বাঙ্গালার রাজা।

বঙ্গেশ্বররাস (পুং) ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ বঙ্গেশ্বর ও
বৃহৎকেশ্বরভেদে বিবিধ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারাতন্ত্র ৮ তোলা,
বঙ্গভঙ্গ ৮ তোলা, গন্ধক, তাম্রভঙ্গ, প্রত্যেকে ৩২ তোলা,
আকন্দ ছত্বেদ সহিত মর্দনপূর্বক মৃদা বদ্ধ করিয়া ভূষর যন্ত্রে
পাক করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ
ঘূতের সহিত লেহন করিয়া পুনর্বার রস বা কাথ অর্দ্ধ তোলা
ও গোমূত্র বা হরিদ্রার রসসহ পান করিবে। এই ঔষধসেবনে
শুষ্কোদর আশ্রয়িত হয়। (রসেন্দ্রসারসং উদ্বীরাগোষ্ঠি)

অর্জবধ—রসসিদ্ধর ও বঙ্গ সমভাগ মর্দন করিয়া দুই মাষা
পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ রোগনাশ হয়।

বৃহৎকেশ্বর—প্রস্তুতপ্রণালী—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য,
কপূর, অত্র, প্রত্যেকে ২ তোলা; স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেকে দুই মাষা,
কেতকের রসে ডাখনা দিয়া দুই রতি পরিমাণ বটা প্রস্তুত
করিবে। প্রমেহরোগাধিকারে ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ।
রৌবের বলাবল অঙ্গুলারে ছাগীত্ব, গোহৃৎ বা যদি অঙ্গুলানে
সেবন করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে সাধ্যসাধ্য বিংশতি
প্রকার প্রমেহ, বৃক্কল, পাণ্ডু, ধাতুহ অর, হলীমক,
বাত, গ্রন্থী, আমরোষ, কল্মাধি, অরুচি, বহুমূত্র, মূত্রমেহ ও
মূত্রাতিসার প্রভৃতি রোগ আশ্রয়িত হয় এবং ইহাতে কাষ্ঠি,
বল, বর্ণ, ওজ ও গুরু বৃদ্ধি হয়। (রসেন্দ্রসারসং প্রমেহরোগাধি)

বচ্, বাক্য, বাক্য, পরিভাষা, উক্তি। অর্থ্যি পরমৈ বিক্
অনিষ্ট। লট্ বক্তি। বকি, বচি। সিঙ্ উচ্যৎ। বচ্
অবচ্, উচ্যৎ, উচ্য। লিট্ উবাচ, উচুহ, উবচি, উবচ্চ।

লুট্ বক্ত। লট্ বকতি। লুঙ্ অবোচৎ। সম্ বিবকতি।
বচ্ চুমাধি পরমৈ সক্ সেট্। লট্ বাচরতি। লুঙ্ অধী-
বচৎ। বচ ভূমি পরমৈ সক্ অনিট্। লট্ বচতি।
“ন বচতাপ্রিয়ং বচঃ” (হলানুধ) প্র+বচ=প্রকথন। প্রতি+
বচ=প্রতিবচন। বচ ধাতুর উত্তর অস্তি, অস্ত বিস্তৃতি হয় না।
“বচেরস্ত্যন্তশ্চ জ্ঞতি প্রোহোগো নাতিধীরতে।

অয়তেনাতি পক্ষম্য উত্তমঃ পুরুষঃ কচিৎ ॥” (হর্গাদাস)

বচ্ (দেশজ) বনাম প্রসিদ্ধ বঙ্গি জব্যবিশেষ। ইহা কটু
আম্বাদ এবং কাশী হৃদীর বিশেষ উপকারী। দেখিতে অনেকটা
গুটের মত কিন্তু বর্ণ লাল। এই গুড় মূল খণ্ড খণ্ড করিয়া
মুখে রাখিলে কাসির বিশেষ উপকার দর্শে। বৈদ্যকোক্ত
ঔষধাদিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। [বচ দেখ।]

বচ (পুং) বক্তৃতি বচ-অচ্। ১ কীরপকী। ২ টিরাপাখী। (মেদিনী)
৩ সূর্য। ৪ কারণ।

বচঃক্রম (পুং) বচসঃ ক্রমঃ। বাক্যের ক্রম, বাক্যপ্রণালী।

বচরু (পুং) বক্তৃতি বচ্ (স্বচিভ্যোহিহ্মাঙ্গুজরুচঃ। উপ্
৩।৮।১) ইতি অরুচ্। ১ ভ্রাঙ্গণ। ২ বহুদারপাক উপনিষদবর্ণিত
ব্যক্তিভেদ। (ত্রি) ৩ বাবৃক।

বচ্গোষ্ঠি, রাজপুত্র জাতির একটা কিংবদন্তী আছে—সাহাবু
উদ্দীন খোরি কর্তৃক দিল্লীর পথারায়ের পরাক্রমের পর তাঁহার
ভ্রাতা চাহর দেবের বংশধর কংস রায় ও বরিরায় সিংহের
অধীনে কতকগুলি চোহান শুল্লগড় পরিত্যাগ করিয়া
১২৪৮ খ্রষ্টাব্দে সুলতানপুর জেলার অধাবন নামক স্থানে
আসিয়া বাস করেন। এখানে মুসলমানের ভয়ে তাঁহারা
চোহান নামের পরিবর্তে ‘বৎগোষ্ঠী’ নাম গ্রহণ করেন।
পরবর্তিকালে বৎগোষ্ঠী হইতে অপভ্রংশে ‘বচ্গোষ্ঠি’ হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, উপরোক্ত চাহর
দেবের প্রপৌত্র রাণা সন্ত দেবের একবিংশতি পুত্র ছিল।
তাঁহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন এবং অপর
পুত্রগণ অদৃষ্ট পরীকার জন্ম বিভিন্নদেশে গমন করেন। তন্মধ্যে
বরিরায় সিংহ ও কংস রায় মৈনপুরীতে বাইরা আলাউদ্দীন
খোরীর অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা
তথা হইতে তরকাতির বিরুদ্ধে বুড়ার্ষ অঙ্গুর হইয়া অযোধ্যায়
আসিয়া বাস করেন। বরিরায় সিংহ জন্মাবশে আসিয়া বাস-
স্থাপনের পর প্রতাপগড়ের নিকটবর্তী কোট বিলখার নামক
স্থানের সামন্তরাজ বিলখারিয়া বীকিতবিগের সর্দার বাক্যদেবের
অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি উক্ত সামন্তরাজের
প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার কন্ডার-পানিগ্রহণপূর্বক রাজপুত্র বংশপৎ
পাছকে নিহত করিয়া তথাকার রাজা হন।

এক সময়ে অবোধা প্রদেশে এই বচনগোষ্ঠি রাজপুত্রসিংহের আশ্রয় বিহীন ছিল। উগাও-রাজবংশেভিত্তিক পাঠে জানা যায় যে, অবোধার প্রধানতম রাজা তিলকচাঁদের সময় পর্যন্ত বচনগোষ্ঠির তথাকার রাজ-সমাজে বিশেষ সম্মানসূচী ছিলেন। কিন্তু রাজার অভিষেককালে তাঁহার তাম্রের কপালে তিলক দান করিয়া রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে তবে তাঁহার রাজমর্যাদা সার্থক হইত। কুর্কাদের রাজা এবং হসনপুর-বজ্রার দেওয়ান এই বংশের প্রধান সামন্ত বলিয়া পরিগণিত।

হসনপুর বজ্রার সর্দার বর্তমান সময়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া খানজাদা নামে পরিচিত হইলেও বনোদার রাজস্ববর্গকে রাজতীকাননের অধিকারী। অরোরের সোমবংশী সর্দারগণ, রামপুরের বিবেনগণ, অমেঠার বঙ্গল-গোত্রিরা এবং তিলোই-বাসী কানাইপুরিরাগণ ইহাদের নিকট রাজতীকা না লইলে স্ব স্ব পূর্বপুরুষগণের আচরিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে অধিকারী হইতে পারেন না।

মুলতানপুরের বংশ-গোত্রীরা বিল্খারিয়া, তমাইয়া, চন্দোরিয়া, কঠবাঈ, ডালে মুলতান, রঘুবংশী ও গর্গবংশীর কছা গ্রহণ করে এবং তিলকচাঁদ বাই, মৈনপুরী চৌহান, সূর্যবংশী, গৌতম, বিবেন ও বঙ্গল-গোত্রিদিগকে কছা দেয়। জোনপুরের বচনগোত্রিরা রঘুবংশী, বাই, মৌপৎখাধ, নিকুন্ত, ধনমন্ত, গৌতম, গহরবাড়, পণবার, চন্দেল, শৌনক ও দৃগবংশীদিগের কছা লয় এবং কল্হন, সর্গেত, গৌতম, সূর্যবংশী, রাজবাড়, বিবেন, কানাইপুরিয়া, গহরবাড়, বাবেল, বাঈ প্রভৃতিকে কছা দেয়।

বচণ্ডী (ত্রী) ১ সারিকা। ২ বর্ষি। ৩ শব্দভেদ। (শব্দরত্না)।
মেদিনীতে ইহার পাঠান্তর বচণ্ডা ও বরণ্ডা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

বচন (ত্রী) উচ্যভেনেনেনি স্নেহনাশকম্বাধস্ত তথাঃ, বচ-ন্যট।
১ শুষ্ক। (শব্দচক্রিকা) ২ বাক্য। পর্যায়—ইরা, সরস্বতী, ব্রাহ্মী, ভাবা, বাসী, সারনা, গিরা, গির, গিরাংদেবী, গীদেবী, ভারতেশ্বরী, বাচ, বাচা, বাগদেবী, বর্ণমাড়কা, ভাবিত, উক্তি, ব্যাহার, লপিত, বচস্। (শব্দরত্না)।

বৈদিকপর্যায়—খায়া, ইলা, গোঃ, গোয়ী, গাঙ্করী, গভীরা, গভীরা, মদ্রা, মদ্রাজনী, বাসী, বাসী, বাসী, বাস, পবি, ভারতী, ধমনি, নাসী, মেনা, মেলি, সূর্য্য, সরস্বতী, নিবিৎ, বাহা, বহু, উপবি, বাহু, কাঙ্কুং, জিহবা, খোষ, বর, শব্দ, বন, বস্তু, হোতা, গীঃ, গাথা, গুণ, ধেনা, দ্বাঃ, বিপা, নয়া, কণা, দিবশা, নোঃ, অক্ষর, বহী, জবিত্তি, শচী, বাক, অহুঃপু, ধের, বল্ড, গল্ধা, সর, স্পর্শী, বেরুয়া। (কেনলিষট্) ৩ ব্যাকরণগত সংখ্যাব্যবহৃত্তি, বসন্ত, বধা—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

বচনকর (ত্রি) বচকর, বচনে অবস্থিত।

বচনকারিন্ (ত্রি) ১ বাক্যানুসারে কার্যকারী, আত্মকর্তা।

বচনগোচর (ত্রি) বচনের গোচর। বাক্যবাদ্য গোচর, প্রত্যক্ষীকৃত। “অমরমণ্ডলারামনি লকলকমণ্ডলমিরসনামি তব শুশ্রুতনামধেরানি বচনগোচরানি তবন্ত” (ভাগ ৫।৩।১২)

বচনগ্রাহিন্ (ত্রি) বচনং গৃহ্যতীতি গ্রহণি। বচনে হিত, বচন অনুসারে কার্যকারী।

বচনপটু (ত্রি) বচনে পটু। বাকপটু, বাকবিশল।

বচনবিরোধ (ত্রি) প্রমাণবিরুদ্ধ শাস্ত্রবাক্য।

বচনবিরুদ্ধ (ত্রি) শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

বচনমাত্র (ত্রি) শালি কথা, যে কথার মৌলিক বচন হারা প্রমাণিত নহে। ভিত্তিহীন বাক্য।

বচনব্যক্তি (ত্রি) মৌলিক কথা।

বচনশত (ত্রি) বহু বাক্য। চলিত কথার “লক্ষ কথা” বলে।

বচনসহায় (ত্রি) কথা কহিবার সাথী। কোন ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার জন্য যে বিনয়ী ও মিষ্টভাবী ব্যক্তিকে সঙ্গে লওয়া যায়।

বচনানুগ (ত্রি) বচনং অনুগচ্ছতি গম-ড। বাক্যের অনুগামী, যিনি বচন অনুসারে চলেন। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ২।১।৫৫)

বচনাবৎ (ত্রি) ১ বাক্যকূল। ২ স্ববক্তা। ৩ প্রশংসাবাক্য-কথনশীল। ৪ অব্যক্ত শব্দকারী। “হস্তায়বাসিন্ধবৎ”। (সায়ণ)

বচনীকৃত (ত্রি) তিরকৃত, লালিত।

বচনীয় (ত্রি) বচ-অনীয়। ১ কথনীয়। (ত্রী) ২ নিন্দা।

“মদনেন বিনাকৃত্য রতিঃ কণমাত্রং তিল জীবিতেতি মে।

বচনীরমিৎ ব্যবহিতং রমণ দ্বামম্ববাসি যতপি ॥”

(কুমার ৫।২১)

‘ইতি বচনীয়ং নিন্দা’ (ময়িনাথ)

বচনীয়তা (ত্রী) বচনীয়তা ভাবঃ তল-টাণ্। লোকাপবাদ।

‘জনপ্রচারঃ কোলীনং বিগানং বচনীয়তা।’ (হেম)

‘বাধীনা বচনীয়তাপি হি বরং বক্তা ন সেবাঙ্গলি-

বাণীং ছেব নরেন্দ্রেন্দ্রোক্তিকবধে পূর্বে কৃতো যৌনিম। ॥”

(বৃহৎকটিক ৩ অঃ)

বচনেন্হিত (ত্রি) বচনে তিষ্ঠতি হেতি হা-স্ত। (তৎপুরুষে কৃতি বহুল। পা ৩।৩।১৪) ইতি সপ্তম্যা অনুল্। যিনি বচনে অবস্থিত, যিনি বচনানুসারে অবস্থান করেন। পর্যায়—বচনস্থ, বিধের, বিনয়গ্রাহী, আশ্রয়। (অমরতীকাকার তরুত) কাহার কাহারও যত বস্ত্র ও প্রাণের এই হুইটী শব্দ একপর্যায়ক।

বচনোপক্রম (পুং) বচনত উপক্রমঃ। বাক্যারম্ভ, পর্যায়—উপভাস, বাসুপ। (অমর)

বচর (পুং) অবান্তরে চরুতীতি অব-চর-অচ, অরোপঃ।

১ কুট্ট। ২ ষঠ। (মেঘিনী)

বচলু (পুং) শব্দ।

‘পুংসি মন্তঃ স্পৃগশ্চ বচলুজগলুতবা।

ভরগুচ্চ পরগুঃ ভামমিত্রে স্থগিরিত্যপি ॥’ (শব্দমালা)

বচস্ (স্ত্রী) উচ্যতে ইতি বচ্ (সর্গধাতুভ্যোহন্থন্। উণ্ ৪।১৮২)

ইতি অন্থন্। বাক্য।

‘ইতি প্রপল্লভ্য পুরুষাধিরাজো যুগাধিরাজস্ত বচো নিশম্য।

প্রত্যাহতাত্তো গিরিশপ্রভাবাদাম্বজবজ্জা শিখিলীচকার ॥’

(রঘু ২।৪১)

বচসাংপতি (পুং) বচসাং বাচাং পতিঃ বচসাং অসুচ্। বৃহস্পতিঃ।

‘জীবোহমিরা ভ্রূরুগুরুবচসাং পতীভ্যোঃ’ (দীপিকা)

বচস্কর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অচ্, বচসঃ করঃ। বচনে হিত, বচনাঙ্গসারে কার্যকারী।

বচস্ত (ত্রি) বচনযোগ্য। প্রথংসনীয়। বিখ্যাত।

বচস্তা (স্ত্রী) ভক্তির ইচ্ছা। ‘সোমবত্যা বচস্তা’ (ঋক্ ১০।১১৩৮)

‘বচস্তা ভক্তীচ্ছা।’ (সারণ)

বচস্তা (ত্রি) ভক্তিকার, ভক্তাভিলাষী। ‘সহবীরঃ বচস্তবে’

(ঋক্ ১০।৪০।১৩) ‘বচস্তবে ভক্তিকাম্যে’ (সারণ)

বচা (স্ত্রী) বাচরতীতি বচ্-ণিচ্, অচ্, নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ, যদা অন্তর্ভাবি-গাথ্যং বচোহচ্। ঔষধবিশেষ। (Acorus calamus) চলিত বচ্; হিন্দী—বচ, বোরবচ; তৈলঙ্গ, বড়জ, নরবস, ববে—বেথংড়ে; তামিল—বশব্। ইংরাজী—Oris-root। সংস্কৃত পর্যায়—উগ্রগন্ধা, বড়গ্রহা, গোলোমী, শতপর্কিকা, তীক্ষা, জটীলা, মল্লয়া, বিজয়া, উগ্রা, রকোমী, বচা, লোমশা, ভজা। গুণ—অতিতীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, কফ, আম, গ্রহিশোক, বাত-জর ও অভিসাররোগনাশক। (রাজনি)

ভাবপ্রকাশমতে—বচ, খুরাসানী বচ ও মহাভরীবচ এই তিন প্রকার। বচের পর্যায়—উগ্রগন্ধা, বড়গ্রহা, গোলোমী, শতপর্কিকা, কুপ্রপী, মল্লয়া, জটীলা, উগ্রা ও লোমশা। গুণ—উগ্রগন্ধ, কটুত্বিত্তরল, উষ্ণবীর্ষ, বমিজনক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, মলমূত্রশোধক এবং বিবদ্ধ, আত্মান, মূল, অপমার, কফ, উন্মাদ, কৃতদোষ, ক্রমি ও বায়ুনাশক।

খুরাসানী বচ—খুরাসানী বচকে পারসীক বচ বলে, এই বচ গুরুবর্ষ, ইহার অপস্র নাম হৈমবতী। এই বচ পূর্কোক্ত গুণবৃত্ত, বিশেষ বায়ুনাশের পক্ষে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ।

মহাভরী বচ—পশ্চিমদেশে কুলিজন নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহাকে জগজ্ঞাও বলে। গুণ—উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, বিশেষতঃ কফ ও কাসনাশক, শ্বয়প্রসাদক, কচিজনক এবং ক্রম, কটু ও

মুখশোধক। ইহা তিন্ন মূলগ্রহবিশিষ্ট অপস্র আর এক প্রকার জগজ্ঞি বচ আছে, এই বচ পূর্কোক্ত বচ অপেক্ষা হীন-গুণবিশিষ্ট।

ভোপচিনিকে বীপান্তর-বচ বলে। অস্ত্র বীপে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার নাম বীপান্তর। গুণ—ঋষং তিক্তরস, উষ্ণবীর্ষ, অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও মলমূত্রশোধক, বিবদ্ধ, আত্মান, মূল, বাত-ব্যাধি, অপমার, উন্মাদ ও শরীরবেদনানাশক। বিশেষতঃ কিরকরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্রঃ)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, একমাস কাল বচ জল দ্রব বা স্নাতের সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি হয়। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সময়ে এক পল বচ দ্রবের সহিত সেবনে বীপশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

‘অস্তির্বা পরসাজোন মাসমেকন্ত সেবিতা।

বচা কুর্যায়স্র প্রাজ্ঞ প্রতিধারণসংযুতম্ ॥

চন্দ্রসূর্যগ্রহে পীড়্য পলমেকং পয়োহস্থিতম্।

বচাস্তংকণং কুর্যায়হা প্রজ্ঞাযিতং পরম্ ॥’

(গরুড়পুং ১২৮ অ°)

২ সারিকা পক্ষী।

বচাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

বচাদিচূর্ণ, স্তম্বরোগনাশক ঔষধ বিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী বচ, হরীতকী, হিন্দু, সৈন্ধব লবণ, অল্পবেতস, ববকার ও যমানী একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে অল্পকাল মধ্যে স্তম্বরোগ প্রশমিত হইয়া অগ্নির তেজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বচার্চ (পুং) ১ সূর্যোপাসকমাত্র। ২ পারসীকীতি।

বচামিবর্গ (পুং) বৈভোক্ত গুণবিশিষ্ট। (বাতট্ ৩৫)

বচাভ্যন্ত (স্ত্রী) গওমালা রোগাধিকারে ত্তোষকবিশেষ। (রস র°)

বচি (পুং) ১ বচন। (কাত্যার্থ শ্রৌ° ৩।৭।২৪) ২ নাম, অভিধান।

বচোগ্রহ (পুং) গুরুতীতি গ্রহ-অচ্, বচনাং গ্রহঃ। কর্ণ।

ইহার পাঠান্তর বচোগৃহ।

বচোযুক্ত (ত্রি) বাক্যমাত্র।

‘আ বচোযুক্তা ইত্থো বজী’ (ঋক্ ১।৭।২)

‘বচোযুক্তা বচনমাত্রেণ’ (সারণ)

বচোবিদ্ (ত্রি) বচ-বিদ্-ক্ণিণ। ভক্তিলক্ষণবাক্যের বেদিতা।

‘বহু বর্জ্যমো বচোবিদঃ’ (ঋক্ ১।২১।১১)

‘বচোবিদঃ ভক্তিলক্ষণানাং বচনাং বেদিতারঃ’ (সারণ)

বচ্ছিকবালা, বালালার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান।

বচ্ছিন্ন, নিবন্ধসারপ্রণেতা।

বজ্র, গতি। ত্বাষি পরমৈ সৰ্গ সৌ। লট্ বজ্রতি। সোট্
বজ্রহু। লিট্ বজ্রাক, ববজ্রহুঃ। লুট্ বজ্রতি। লৃট্ বজ্রতি।
লুঙ্ অববজ্রীৎ, অববজ্রীৎ। বজ্র—১ সংস্করণ। ২ গতি।
চুরাষি পরমৈ সৰ্গ সৌ। লট্ বজ্রয়তি। লুঙ্ অববজ্রৎ।
বজ্র (পুং স্ত্রী) বজ্রতীতি বজ্র-গতো (বজ্রজ্ঞাপ্রবজ্ররিপ্রোতি।
ঊণ্ ২।২৮) ইতি রন্থপ্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ইজের অস্ত্র-
বিশেষ, চলিত বাজ। পর্যায়—জ্বাধিনী, কুলিশ, তিহর, পবি,
শতকোটি, স্বক, শব, বজ্রোদি, অশনি, কুলীশ, তিহির, তিহুঃ,
স্বকস, শব, সব, অশনী, বজ্রাশনি, জজ্বারি, ত্রিশদাশুখ, শতধার,
শতায়, আপোত্র, অক্ষক, গিরিকণ্টক, পৌ, অপ্রোখ, মেঘভূতি,
গিরিজর, জাষবি, মন্ত, তিহর, অশ্বজ। (ত্রিকা) বৈদিকপর্যায়—
বিদ্যাহ, নেমি, হেতি, নম, পবি, স্বক, বৃক, বধ, বজ্র,
অর্ক, কুংস, কুলিশ, তুল, তিগ্ন, মেনি, স্বমিতি, সায়ক,
পরশু। (বেদনিং ২।২০)

বজ্রের উৎপত্তিবিষয়ে পুরাণাদিতে নানা মত দেখিতে
পাওয়া যায়। মৎস্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্মা রবিকে
ক্রমিয়ায় ভ্রমণ করাইয়া তাহার তেজ পৃথক্ করিয়াছিলেন, এই
সহস্র কিরণায়ক পৃথক্কৃত সূর্য্যতেজ বিকূর চক্র, ক্রয়ের শূল
এবং ইজের বজ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

“তথৈতাক্রঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃষা দিবাকরম্।

পৃথক্ চকার তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ণোরকময়ং ॥

ত্রিশূলকপি রুদ্রস্ত বজ্রমিহস্ত চাখিকম্।

বৈতাদানবসংহর্ত্তং সহস্রকিরণাঙ্ককম্ ॥

রূপক প্রতিমাক্রমে ভট্টা পাদাদৃতে মহৎ।

ন শশাঞ্চ তদ্রূপং পাদরূপং রবে: পুনঃ ॥”

(মৎস্তপুং ১১ অ°)

বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা ইন্দ্র মৈত্ৰ্যামাতার
জঠরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, গর্ভস্থ বালক কটিদেশে হাত
রাখিয়া উর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছে, তাহার সমীপে এক
মাংসপেশী আছে, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন ঐ মাংসপেশী গ্রহণ
করিয়া মর্দন করিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ ঐ মাংসপেশী
অতিশয় কঠিন এবং উর্দ্ধ ও অধোদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে;
পরে ঐ মাংসপেশী হইতে শতপর্কী কুলিশ উৎপন্ন হয়।

“প্রবিশ্চ জঠরং ততো মৈত্ৰ্যামাতুঃ পুরন্দরঃ।

দদর্শোদ্ধিমুখং বাসং কটিস্তত্বেকং মহৎ ॥

তত্বেবাস্তেহৎ দৃশ্যে পেশীং মাংসত বাসবঃ।

ওদ্ধকটিকসম্বাণা করাত্যাং জগৃহেহৎ তাম্ ॥

ততঃ কোপসমাদ্বাতো মাংসপেশীং শতকুরুতঃ।

করাত্যামর্দ্যবাস ততঃ সা কঠিনাভবৎ ॥

উর্ধ্বোদার্কক বহুধে কথোহর্কক বহুতে তথা।

শতপর্কী চ কুলিশঃ সজাতো মাংসপেশিতঃ ॥”

(বামনপুং ৬৮ অ°)

ভাগবতে লিখিত আছে যে, ইন্দ্র বৃজাভয়-বধের জন্য দ্বীচি-
মুনির অস্থিয়ার বিষকর্মাৎ বজ্রনির্মাণ করিতে আবেশ
করেন। বিশ্বকর্মা ইজের আবেশে দ্বীচিমুনির অস্থি দ্বারা
বজ্র প্রস্তুত করেন। ইন্দ্র এই বজ্রদ্বারা বৃজাভয়কে বধ
করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৬।১০—১১ অ°) [ভাষ্কিৎ দেখ।]

আহিকতবে লিখিত আছে যে, যখন তদানক বজ্রনির্বোধ
হয়, সেই সময় পূর্ক বা উত্তরমুখে জৈমিনিমুনির নাম তিনবার
স্মরণ করিলে বজ্রতর বিদ্রুত হয়।

“প্রচণ্ডপবনাঘাতে মেঘেবু তনিতেনু বঃ।

ত্রিঃ পঠেজ্জমিনীয়োহস্থি প্রাযুথো বাপু্যদযুথঃ।

তত মাছুহরং যোরং বিদ্বাতীয়োবসীদতি ॥”

(আহিকতবধৃত ব্রহ্মপুং)

অতিরিক্ত মহাপাতক না হইলে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় না।
নারিকেলারি উচ্চশিরঃ বৃক্ষে বজ্রপাত হইতে দেখা যায়। বজ্র-
পাতনের পর সেই গাছ মরিয়া যায়। অনেক সময় বজ্রাঘাতে
মৃত বা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে মৃতিকায় পুতিয়া রাখিলে ঝাঁটতে
দেখা গিয়াছে। ইষ্টকনির্মিত গৃহে বজ্রপাত হইলে সেই স্থান
চূর্ণ হইয়া যায়।

ইংরাজীতে বজ্রকে Thunder-bolt বলে। ইহা মেঘ-
বয়ের পরস্পর ঘর্ষণে জন্ম বিদ্যুতের সহিত উৎপন্ন হয়। ঐ
ঘর্ষণের শব্দ উখিত হইলে তাহা বজ্রের ডাক বলিয়া কথিত।
প্রবাদ আছে, গোবরগাঙ্গার বা কদলী বৃক্ষে বজ্র নিপতিত হইলে
আর উপরে উঠিতে পারে না। অনেকে বলেন, বজ্র দেখিতে
লোহশলাকার জ্ঞান, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। [বিদ্যাহ দেখ।]

২ রত্নবিশেষ, হীরক। পর্যায়—ইন্দ্রাবুধ, হীর, তিহর,
কুলিশ, পবি, অভেনা, অশির, রত্ন, দৃঢ়, ভার্গবক, হটকোণ,
বহুধার, শতকোটি। গুণ—বড়রসোপেত, সর্বরোগাপহারক,
সকলপাপনাশক, সৌখ্যকর, দেহশার্চ্যকারক ও রসায়ন। (রাকনি°)
[বিশেষ বিবরণ হীরক শব্দে দেখ।]

৩ বালক। ৪ খাত্রী। (মেদিনী) ৫ কাকিক। (ধর্মনি°)
৬ বজ্রপুন্ড। (শঙ্করভা°) ৭ লৌহবিশেষ, এই বজ্রদৌহ
অনেক প্রকার, যথা—নীলপিত্ত, অরুণাত, বোরক, নাগকেশর,
তিত্তিরাল, স্বর্ণবজ্র, শৈবালবজ্র, শোণবজ্র, রৌহিণী, কাফোল,
গ্রহিবজ্রক, মরনাখ্য। এই লৌহের নামানুসারে চিহ্ন সকল
থাকে। ৮ অস্ত্রবিশেষ। তাবপ্রকাশে ইহার উৎপত্তির বিবরণ
এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে ইহা বঙ্গল কুম্ভারসকল দ্বিহত করিবার জন্য বঙ্গ উত্তোলন করেন, তখন ঐ বঙ্গ হইতে অগ্নি-তুলি নির্গত হইয়া তদানক শব্দের সহিত পৰ্ব্বতশিখরে পতিত হয়। যে যে পৰ্ব্বত-শিখরে ঐ অগ্নিকণা নিপতিত হইরাছিল, তাহার অন্তরে উৎপত্তি হয়। বঙ্গ হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া উহার নাম বঙ্গ হইরাছে। ইহা ব্রাহ্মণ, কজির, বৈষ্ণব ও শূদ্রভেদে চারিভাতি। ব্রাহ্মণভাতির অঙ্গ রক্তবর্ণ, কজির—রক্তবর্ণ, বৈষ্ণব—পীতবর্ণ, এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ। বেতবর্ণ রৌপ্য সংভারবিষয়ে, রক্তবর্ণ অঙ্গ রসায়নে, পীতবর্ণ অঙ্গ স্বর্ণসংভারবিষয়ে এবং কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ লবঙ্গরোগে প্রাপ্ত।

পিনাক, দক্ষ, নাগ ও বজ্র এই চারি প্রকার অস্ত্র। ইহার
 মধ্যে বজ্র নামক অস্ত্র অসিদ্ধে নিক্ষেপ করিলে বজ্রের দ্বারা
 হিরণ্যবে থাকে, কোন প্রকার বিকৃত হয় না। এই অস্ত্র অস্ত্র
 সকল অস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট। বজ্রপ্রহারে অসিদ্ধিরোগ প্রশান্ত
 হয় এবং ইহাতে অকালমৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে। অস্ত্রশোধন
 করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শোধিত অস্ত্রই শুভকারক।

শেখিদের গুণ—কবার, মধুররস, শীতবীৰ্য, আয়ুৰ্জ, ধাতু-
বৰ্দ্ধক এবং ত্রিষোণ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, গ্ৰীহা, উদর, গ্রন্থি, বিব-
ও কৃমিনাশক। ইহা নিত্য সেবনে রোগনাশক, শরীরের
দৃঢ়তাসম্পাদক, বীৰ্যবৰ্দ্ধক, অত্যন্ত কোমলভাজনক, পদমায়ু-
বৰ্দ্ধক, পুষ্কজনক, সিংহ সঙ্গুণ বিক্রমজনক, অকালমৃত্যুনাশক,
এবং প্রত্যহ একশত ব্রী রমণ করিবার শক্তিজনক।

অশোধিতের গুণ—মানবগণের নানাবিধ পীড়াভ্রমক এবং
 ক্ষুধ, ক্রম, পাণ্ডু, শোথ, ক্লান্ত ও পার্শ্বগত বেদনা এবং শরীরের
 গুরুতা উৎপাদক। (ভাবপ্র.) [অভ্রমক দেখ]

৯ কোকিলাজবুক। .০ বেতকুশ। (রাজনি.) ১১ সেহঙ-
বুক। (ভাবপ্র.) ১২ ঐক্ককের প্রোদ্র, কল্লিণী গর্ভজাত
প্রোদ্রের পুত্র। (গলুকপু. ১৪৪ অঃ, ভাগবত ১০।৯. অ.)

১৩ বিশ্বাসিত্বের পুত্রভেদ । (ভারত ১৩।৪।৫১-৫২)

১৪ বিকল্পটি সন্তুষ্টিভোগের অন্তর্গত পক্ষের যোগ।
 জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বহুব্রাহ্মণের আদি ১৬৩
 নিম্নলিখ, অর্থাৎ এই সব দণ্ডে ব্রাহ্মি কোন গুণ কর্ম
 করিতে নাই।

“ठाकादो नरु विरुड मल्ल मूढन ह माफिकाः ।

ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ: ॥ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ॥ ੧ ॥

বৈদ্যুতিক পাতের চ সমস্ত পরিবর্তন। (ব্যোতিত্ব)

যদি কোন দানক এই যোগে অনুগ্রহ করে, তাহা হইলে দানক ভনী, ভগবানী, বলাদান, ভেলনী, রত ও বস্ত্রাদির পরীক্ষক এক পরীক্ষাশক হইয়া থাকে।

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥”

ବ୍ୟାକିଧାତ୍ମ ସାଧି ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟାମିନୀନା।

(কোম্পানী আইন)

১৫ বৌদ্ধ মতে চক্রাকার চিত্রবিশেষ ।

वहक (क्री) वहगवावा कन्। वहकात्र। (वापनि०)

২ সর্বভোক্তাচরণের অন্তর্গত দূর্ব্যভোগা নক্ষত্র হইতে জ্যোতিঃ
নক্ষত্রীয় উপগ্রহবিধের।

“नृष्यतां पश्यतां विष्टां ज्ञेयं विद्यावृत्तिधम् ।

শ্রুতকাট্যগং শ্রোতং সন্নিপাতং চতুর্দশ ॥

কেতুমর্দানঃ প্রোক্তমুখ্য। তাদেববিংশতিঃ ।

দ্বাবিংশতিতমঃ কল্পঃ ত্রয়োবিংশকঃ বহুবলম্ ।

নিৰ্ঘাতক চতুৰ্ভিঃশমুক্তা অষ্টাবুপগ্রহাঃ ।° (জ্যোতিষতত্ত্ব)

वञ्जककार (गुं क्री) वञ्जकार । (वैञ्जकनि°)

বজ্রকঙ্কট (পুং) বজ্রঃ কঙ্কটো দেহাবরণমন্ত । হনুমান্ ।

वज्रकण्ठक (गु.) वज्रत कण्ठकमिव उद्यमकशां । नृहीवृक्ष ।

(ভট্টাচার্য) ২ কোকিলাক বৃক, চলিত কুলেখাড়া গাছ। (রাজনি°)

বজ্রকণ্ঠশালুনী (স্বী) নরকভেদ। ভাগবতের মতে অষ্টাবিংশতি
নরকের মধ্যে এই নরক ত্রয়োদশ। যে সকল পাপী সর্বান্তি-
গামী, যমলোকে তাহাদিগের এই নরকে গতি হইয়া থাকে।

“यद्विह वै सर्वाङ्गिभ्यस्तमयुज निरये वर्तमानं बह्वक्ते-
शान्धनौमात्रोपा निर्वर्त्तति ॥” (तागवत ५।२७।२१)

বজ্রকন্দ (পুং) বজ্রাকারঃ কন্দোহস্ত। বজ্রকর্ণ, চলিত লক্ষ-
কন্দ আলু। (রত্নমা) ২ ভালবৃক্ষের শিরোমজ্জা, তালের
মাতি। ৩ বনশরণ, বনো গুল। (বৈত্তকনি)

বহুকপাটমঃ (ত্রি) অদৃঢ় দ্বারযুক্ত।

বজ্রকপালিন্ (গুং) বজ্রকপালোহকাভীতি ইমি । বুঝিজনন,
পৰ্যায়—হেমন, হেৰুক, চক্ৰনথন, দেব, নিগুণীণ, পশিশেখন,
বজ্ৰটীক । (হেৰ)

वृद्धकर्ण (१५) वृद्धकर्म, छिन्नकर्म, मन्त्रकर्म आदि । (वृद्धाः)

বজ্রকাণ্ডিক (স্রী) ব্রীহোণ্যাসিকারের ঐশ্বর্যবিশেষ। প্রমত্ত-
প্রণালী—কাজি ১ সের, ককাদি পিণ্ডুল মূল, পিণ্ডুল, গুঁঠ, কবাজী,
জীরা, কুঙ্কজীরা, হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, বিটলমথ, সতল লবণ
এই সকল দ্রব্য মিলিত এক পল, পাকার্থ জন ৪ সের, শেষ
কাথ ১ সের, কবা দিগবে পাক করিবে। ইহা কক সহিত
শেয়। ইহা সেবন করিলে ব্রীহিলের অধিরুদ্ধি ও আশূল,
এক কক নষ্ট হইয়া মল বীর্য ও জলবৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। (ঔষধকার্য)

बहुकायक (५) नवी नायक गद्य ज्ञा : (वैद्यकि)

वहकालिका (डी) बह्मणनिका कानिका । १ बाबादेवी ।
२ बाबादेवी बाबा ।

বঙ্গকালী (স্ত্রী) ১ মিলনভিৎসে। ২ বিবৃষেবীর্জভিৎসে।
বঙ্গকীট (পুং) এক প্রকার কীট। ইহা প্রত্যন্ত ও কাঁট
কাটিয়া পর্ত করে। বঙ্গকীটে যে শিলা কাটিয়া হ্রিৎ করে;
তাহাই সচ্চ গজকীশিলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। [বঙ্গবন্ধু বৈথ।]

বঙ্গকীল (পুং) বঙ্গ।

বঙ্গকুকি (স্ত্রী) পর্ততত্ত্বভেদে।

বঙ্গকুট (পুং) ১ বঙ্গময় পর্তত। “সবঙ্গকুটাকনিপাতবেগবিশিষ্ট-
কুকি: শুভ্রময়দধান্।” (ভাগবত ৩.১৩।২৮) ২ পর্ততভেদে।
(ভাগবত ৫।২।১৪) ৩ হিমালয়শিখরস্থিত প্রাচীন নগর।

বঙ্গকৃচ্ছ (পুং) প্রারম্ভিকবিশেষ।

বঙ্গকেতু (পুং) অশ্রুভেদ, নরকরাজ। (মার্কণ্ডেয়পুং ২।১২২)

বঙ্গকার (স্ত্রী) বঙ্গলজ্জকং কারঃ। কারবিশেষ। পর্যায়—
বহুক, কারপ্রের্ত, বিনায়ক, সার, চন্দ্রসার, ধূমোখ, ধূমজাকক।
গুণ—অত্যাঁক, তীক্ষ্ণ, কারক, রোচন; শুষ্ক, উদরশীড়া, খিঁট
ও প্রদংশক।

২ গ্রীহরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—
সামুদ্র লবণ, সৈন্ধব লবণ, কাচ লবণ, ববকার, সৌবর্জল লবণ,
সোহাগা, ও সাতিকার, সমভাগ চূর্ণ, আকন্দ হৃৎ ও সীজ হৃৎ
তিন দিন ভাবনা দিয়া একটা তামার পাত্রে বন্ধ করিয়া লেপ
দিবে, পরে উহা পুটপাক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে ত্রিকটু,
ত্রিফলা, জীরা, হরিদ্রা ও চিতা সমভাগ চূর্ণমিশ্রিত করিয়া কারের
অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে হইবে। মাত্রা দোষের বল অনুসারে
হ্রিৎ করিতে হয়। যদি বায়ুর আধিক্য থাকে, তাহা হইলে
উষ্ণ জল অল্পপান, রোগ্যর আধিক্য থাকিলে শুভ, শিতের
আধিক্য গোমূত্র এবং জিহোষয়ই হইলে কীলি অল্পপানের
সহিত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার
উদরী, শুষ্ক, শূল, অরিমানা, অজীর্ণ ও গ্রীহাদি রোগ আত
প্রশমিত হয়। (রসেসারসং গ্রীহরোগাধিঃ)

বঙ্গগর্ভ (পুং) বোধিসত্তভেদ।

বঙ্গগড়, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটা গিরিহর্গ।

বঙ্গগুণ্ডলু, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাংগং)

বঙ্গগোপ (পুং) ইন্দ্রগোপকীটভেদে। (বৈভকনিঃ)

বঙ্গহাত (পুং) বঙ্গপাত।

বঙ্গবোম (ত্রি) বঙ্গপতনের বড়কড় শব্দ। জীমুতম্বর।

বঙ্গচর্চন (পুং) বঙ্গক হৃৎকর্ত চর্চ বত। বলা, গণক, গণার।

বঙ্গচুক্ষু (পুং) গুহপকী। (বৈভকনিঃ)

বঙ্গচিহ্ন (স্ত্রী) বঙ্গাভিতি বা বঙ্গের ভায় দান।

বঙ্গজিহ্বা (পুং) বঙ্গ জগতি ভূত আবাত নবসোমতি, জি-
কিপ, তুগপদক। গরুড়। (হেম)

বঙ্গজল (পুং) বিদ্যুৎ। সৌম্যমিতী।

বঙ্গজালা (স্ত্রী) বহুত জালা। ১ কুস্মি। (হসারঃ)

“বঙ্গজালাভ্রময়ঃ শাশ্বদভ্রাতারাক্ষণং।” (মৎস্যপুং ১২।১১৪)

২ বিরোচনের পৌরী।

বঙ্গটক শাস্ত্রী, ভবানন্দীশ্বর ও বঙ্গটকীর ভারপ্রাপ্তগণ।

বঙ্গটাক (পুং) বঙ্গেশ বঙ্গকপালেন টাকতে প্রকাশতে ইতি
টাক-ক। বঙ্গকপালি নামক বৃক্ষ। (ত্রিকাঃ)

বঙ্গডাকিনী, দৌড়ডাকিনীগণের উপাত ডাকিনী সৃষ্টিভেদ।
নেপালে ও তিব্বতে এই ডাকিনীর পূজা প্রচলিত আছে, তথায়
অষ্ট বিধ ডাকিনী বৃষ্ট হয়; বধা—বেতবর্ণা লাতা, পীতবর্ণা মালা,
রক্তবর্ণা শীতা, ভ্রামবর্ণা মৃত্যু, তরুণা পুশহতা পুশা, পীতবর্ণা
মুগহতা মুশা, রক্তবর্ণা শীপহতা শীপা এবং গজহতা হরিংবর্ণা
গজা। এই অষ্ট বঙ্গডাকিনীকে অলেকে, অষ্টমাতৃকার রূপান্তর
বলিয়া মনে করেন।

বঙ্গগণা (স্ত্রী) রসগীতভেদ। (পাং ৪।১৫৮)

বঙ্গতর (পুং) গাখন্দীর মল্যাবিশেষ।

বঙ্গতীর্থ, তীর্থভেদ। বঙ্গতীর্থমাহাত্ম্যে ইহার সবিতার পরিচয়
আছে।

বঙ্গতুণ্ড (পুং) বঙ্গ বঙ্গতুল্য্য কঠিনং তুণ্ডং বত। ১ গরুড়।

২ গণেশ। (ত্রিকাঃ) ৩ পুং। ৪ মশক। (রাজনিঃ)

৪ মূহীযুক, সীলগাহ। (ত্রিঃ) ৫ বহুতুণ্ডময়। (ভাগবত ৫।২৬।৩৫)

বঙ্গতুল্য (পুং) বঙ্গেশ তুলাঃ। বঙ্গলম্ব।

বঙ্গদংষ্ট্র (পুং) বহু ইব দংষ্ট্রা বত। ১ ইন্দ্রগোপ কীট। ২ দাকস

(রামায়ণ ৫।৭২।৬) ৩ অশ্রুভেদ। (ভাগবত ৮।১০।২০)

(ত্রিঃ) ৪ বহুর ভায় দংষ্ট্রাবৃত্ত। ৫ সহ্যপ্রিণতি একজন

রাজা। (সহ্যং ৩৩।১০২)

বঙ্গদক্ষিণ (ত্রি) বঙ্গ বক্ষিণে দক্ষিণহতে বত। দক্ষিণ হত

দ্বারা বঙ্গবৃত্ত। “অবতবো বৃগং বঙ্গদক্ষিণং” (অক ১।১০।১১)

‘বঙ্গদক্ষিণং বঙ্গবৃত্তেন দক্ষিণহতোপেতেন’ (সায়ণ)

বঙ্গদন্ধু (ত্রি) বঙ্গাধি দান্দ বত। চিকিৎসাসারে বঙ্গদন্ডের

ভাগজালানিবারণবিষয়ক কএকটা বিধি আছে।

বঙ্গদণ্ড (ত্রি) হীরকশোভিত বত। (সেবীপুরাণ)

বঙ্গদণ্ডক (স্ত্রী) গুহভেদ।

বঙ্গদন্ত (পুং) ১ ভগবতের পুত্রভেদ। (ভারত) ২ বৌদ্ধ-

প্রেক্ষারভেদ। (হুবিয়াং ১।৩২৭)

বঙ্গদন্ত (পুং) বহুবিধ কঠিনা দন্তা বত। ১ শূকর। ২ মূষিক।

বঙ্গদন্তা, নদীভেদ। (বিবিধরং ১২০।১)

বঙ্গদশন (পুং) বহুবিধ কঠিনং দশমবত। ১ শূষিক।

(হেম) ২ বহুবত।

বজ্রদাম, কচ্ছপাতবংশীর একজন রাজা, দাম্পণ্যের পুত্র। ইনি গাধিনগরপতিকে পরাজিত করিয়া গোপাঙ্গি অধিকার করিয়াছিলেন।

বজ্রদৃঢ়নেত্র (পুং) বজ্ররাজভেদ।

বজ্রদ্রোণ (পুং) জনপদভেদ।

বজ্রদ্রোহ (ত্রি) ১ বজ্রসদৃশ কঠিন দ্রোহ। ২ বলরাম।

বজ্রদ্রুম (পুং) বজ্রবারকো দ্রুমঃ। দ্রুহীশৃঙ্গ। (অমর)

বজ্রদ্রুম (পুং) বজ্রবারকো দ্রুমঃ। দ্রুহীশৃঙ্গ, সীলগাছ।

‘সেহওঃ সিংহভূতঃ ভাষ্যজী বজ্রদ্রুমোহপি চ।’ (ভাবপ্রঃ)

বজ্রদ্রুমকেশবজ্র (পুং) গন্ধর্বরাজভেদ।

বজ্রধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্। বজ্রত ধরঃ। ১ ইন্দ্র।

(হলায়ুধ) ২ বৌদ্ধভাবিশেষ। (ত্রিকা) ৩ বন্নালপুরাধিপতি রাজবিশেষ। (রাজতরঙ্গিণী ৮৫৪০)

বজ্রধর, বৌদ্ধতত্ত্ব বর্ণিত আদিবুদ্ধভেদ। তিব্বতীয় বৌদ্ধতত্ত্ব মতে ইনি প্রধান বুদ্ধ, প্রধান জিন, গুহ্যপতি, সকল তথাগতের প্রধান মন্ত্রী, অমাদি, অনন্ত ও বজ্রস্ব। অপদেবতাগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া শপথ করে যে বুদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে কখন তাহারা হস্তক্ষেপ করিবেনা।

কোন কোন বৌদ্ধতত্ত্বমতে বজ্রস্ব ও বজ্রস্ব দুই জন ভিন্ন। বজ্রস্বই আদিদেব, তিনি সম্যক সমাধিতে নির্যত অবস্থিত, বজ্রস্ব দ্বারাই তিনি মানবের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। ধ্যানী বুদ্ধের সহিত মাধুঘী বুদ্ধের যে সম্পর্ক, বজ্রধরের সহিত বজ্রস্বের সেইরূপ সম্পর্ক।

বজ্রধাত্রী (স্ত্রী) বিরোচনের পত্নীভেদ।

বজ্রনথ (ত্রি) নৃসিংহ। (তৈত্তিরীয় আ० ১০।১।৬)

বজ্রনগর (স্ত্রী) দানবশ্রেষ্ঠ বজ্রনাভপ্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। (হরিবর্গ)

বজ্রনাভ (ত্রি) ১ কন্দারুচর মাতৃভেদ। ২ দানবরাজভেদ।

৩ রাজা উকথের পুত্র। ৪ উন্নাতের পুত্র। ৫ স্থলের পুত্র।

৬ কৃষ্ণের জ্যোতিঃ।

বজ্রনাভীয় (ত্রি) বজ্রনাভ নামক দানবসম্বন্ধীয়।

বজ্রনারাচ (স্ত্রী) অস্ত্রবিশেষ। “এতত্ত্ব বজ্রনারাচ পট্টোদ্ধিত-মিথং জগৎ।” (লোকপ্রঃ ৪০১)

বজ্রনির্বোধ (পুং) বজ্রত নির্বোধঃ। বজ্রজনিত শব্দ। (হলায়ুধ)

বজ্রনির্বোধ (পুং) বজ্রপাণি নির্বোধঃ সংঘর্ষধ্বনিঃ। বজ্রনির্বোধ।

মেঘসংঘর্ষজনিত ধ্বনিঃ। বজ্রনির্বোধ। পর্যায়—ক্ষুর্জধ্বনি।

বজ্রপঙ্কজ (পুং) ১ হৃদযাতোজ্জ্বেদ। ২ সছাঙ্গিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্য ৩১।১০) ৩ দানবভেদ।

বজ্রপত্রিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ (Asperagus Racemosa)।

বজ্রপানি (পুং) বজ্র পানো বস্তু। ১ ইন্দ্র। (ত্রিকা) ২ ব্রাহ্মণ।

“বজ্রপানির্ভাষ্যঃ ভাং কত্রং বজ্রপানং বৃতম্।

বৈজ্ঞানৈ বৈ দানবভ্রাতৃ কর্ণবজ্রা বকীরসঃ।” (ভারত ১।১৭।৫১)

৩ বৌদ্ধ মতে, দেববোহিনীভেদ। ৪ ধ্যানী বোধিসত্ত্বভেদ।

নেপাল, ভোটে, সিকিম ও ভোটাংনে এখনও বজ্রপানির দ্বিত্ব-ভীষণমূর্তি পুজিত হইয়া থাকে। ত্রিমেন-কেন্-ফ্রেঙ্গ নামক ভোটগ্রন্থে লিখিত আছে, এক সময়ে সকল বুদ্ধ মেরু-শিখরে সমবেত হইলেন। কিন্তু সে সমুদ্রগর্ভ হইতে অমৃত আকৃত হইবে, তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য সকলে সন্নিহিত। তৎকালে অন্তরেরা মানবকাতির প্রতি হলাহল প্রয়োগ করিয়া সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছিল; এখন অমৃত বিতরণ করিয়া মানবসমাজ রক্ষা করিবার জন্য সকলে উদ্যোগী। বুদ্ধগণ মেরু দ্বারা সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অমৃত সমুদ্রোপরি ভাসিয়া উঠিল। বজ্রপানির উপর সেই অমৃতরক্ষাতার অর্পিত হইল। ঘটনাক্রমে রাহু বোধিসত্ত্বগণের গুপ্তকাণ্ড জানিতে পারিল এবং বজ্রপানির অসাক্ষাতে ক্রুদ্ধ নিঃশেষ করিয়া অমৃত পান করিয়া পলাইল। বজ্রপানি পরে অমৃতাপহরণ জানিতে পারিয়া রাহুকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন। প্রথমে সূর্যালোকে গেলেন। সূর্য্য রাহুর ভয়ে প্রকৃত সংবোধ না দিয়া এক জনকে বাহিতে দেখিয়াছেন, এই মাত্র বলিলেন। তথা হইতে বজ্রপানি চন্দ্রলোকে আসিলেন। চন্দ্র সমস্ত বলিয়া মিলেন। অবিলম্বে বজ্রপানি রাহুকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার বজ্রপাণিতে রাহুর শরীর দ্বিখণ্ডিত হইল, তাহার মুখমাত্র অবশিষ্ট রহিল, নিম্নাংশ এককালে উড়িয়া গেল। কেবল অমৃতপ্রভাবে তাহার প্রাণ রহিল। তৎপরে বোধিসত্ত্বগণ সমবেত হইলেন। রাহুর প্রভাবে মহানর্ষকর হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সৃষ্টি-নাশ হইবার উপক্রম হইল। বোধিসত্ত্বগণের পরামর্শে বজ্রপানি সেই মূত্র পান করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিলেন। তখন বজ্রপানির অমৃতপণ স্নানরূপে বোর কৃষ্ণবর্ণ হইল। চন্দ্র সূর্য্যের উপর রাহুর জাতক্রোধ থাকিল। কেবল বজ্রপানির কোশলে একবারে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না।

বজ্রপানি যখন রাহুকে আক্রমণ করেন, তখন রাহুর ক্রত হইতে অমৃত ক্ষতি হইতে থাকে। সেই রস পৃথিবীতে যে খানে বুধধানে পড়িল, সেই খানে নানা ভেদক উৎপন্ন হইল। ভোটদেশে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ বজ্রপানিমূর্তি আছে, তাহাদের দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বামহস্তে ঘণ্টা পাশ প্রভৃতি এবং কটিদেশে দুগুমালা।

বজ্রপানিভ (স্ত্রী) বজ্রপাণেভাঃ ভ। বজ্রপানির ভাব, বা ধর্ম।

বজ্রপাত (পুং) বজ্রত পাতঃ পতনং। বজ্রপতন।

বজ্রপাণি (স্ত্রী) বজ্র পাণি, চলিত কুলধ্বনি। (বৈজ্ঞানিক)

বঙ্গপুত্র (স্রী) বঙ্গপুত্র। বঙ্গপুত্র। (বৈদ্যনিঃ ১৭১৩৩)
বঙ্গপুত্র (স্রী) বঙ্গপুত্র। বঙ্গপুত্র। (অরু) ১ পত-
পুত্র, তপস। ব্রিহাৎ চাপ। বঙ্গপুত্র—বঙ্গপুত্র, তপস।

বঙ্গপ্রভ (পুং) বিজ্ঞানভেদ।

বঙ্গপ্রভাব (পুং) বঙ্গবঙ্গভেদ।

বঙ্গপ্রভাবিনী (স্রী) তত্ত্বাক্ত বৈদ্যভেদ।

বঙ্গপ্রায় (বি) বঙ্গের ভায় কঠিন।

বঙ্গবাহু (পুং) ১ ইত্র। (বক্ ১১৩৬৫৮) ২ রক্ত। ৩ অগ্নি।
৪ উড়িয়ার একজন রাজা।

বঙ্গবীজক (পুং) বঙ্গবীজ কঠিন বীজক কন। মতাকরক।

বঙ্গভূমি (স্রী) নগরভেদ।

বঙ্গভূমিরঙ্গ (স্রী) বৈজ্ঞানিক মণি। (বৈদ্যনিঃ)

বঙ্গভূমি (স্রী) তত্ত্বাক্ত বৈদ্যভেদ।

বঙ্গভূমি (স্রী) বঙ্গের ভূমি বিশেষ, ভূভাগ। ভূমি—কটু, উষ্ণ,
খাস, বিজ্ঞ, কপ, কর্ণরোগ, হাতভঙ্গ, পীনস প্রভৃতি
রোগনাশক। (বৈদ্যনিঃ)

বঙ্গভূমি (বি) বঙ্গ বিজ্ঞ-ভূ-কি-পু-ক ৫। ইত্র।

(বক্ ১১৩০০১২)

বঙ্গভৈরব, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের উপাত্ত এক ভীমকার বিকট
ভৈরবমূর্তি। ভোটদেশে ইহাই মাতক শিবমূর্তি বলিয়া পূজিত।
ইহার বহুমুখ ও বহুহস্ত। সর্প নিয় মূখটী মহিবমুখাকার।
হস্তে নানা প্রহরণ। পদতলে বৌদ্ধধর্মের বীজ অংখ্য পাবক
নিপতিত।

বঙ্গমণি (পুং) হীরক।

বঙ্গময় (বি) বঙ্গ-বঙ্গপে ময়ট। বঙ্গবঙ্গপ, বঙ্গভূমি।
ব্রিহাৎ ভীপ।

বঙ্গমিত্র (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২/১১৬)

বঙ্গমুকুট (পুং) রাজা প্রতাপ-মুকুটের পুত্র।

বঙ্গমুষ্টি (বি) ১ ইত্র। (সামান্য ৬/৭২/২২) (পুং)
২ রাজসভাভেদ। (সামা' ৫/১৮/১৪) ৩ আশ্রয় পূর্ণকন,
পূর্ণকন কনভেদ। (বৈদ্যনিঃ)

বঙ্গমূলী (স্রী) বঙ্গবীজ কঠিন মূল বঙ্গা। মাকপণী। (রাজনিঃ)

বঙ্গমূল্য (স্রী) অকমূল্য বস্তু।

বঙ্গবোণ, কবিত্ত বোজিবোক্ত বোণবিশেষ।

বঙ্গবোণিনী (স্রী) তত্ত্বাক্ত বৈদ্যভেদ। ২ চাকারেলার অন্তর্গত
একটি গ্রাম। প্রাচীন বাঙ্গালার বঙ্গবোণিনী নামে খ্যাত।

বঙ্গব্রহ্ম (পুং) বঙ্গবীজ ব্রহ্ম বস্তু। কবিত্ত।

"বঙ্গব্রহ্ম ব্রহ্ম ভাষ্য কবিত্ত ব্রহ্ম বস্তু।"

(ভাগবত ১/১৪/১৫)

বঙ্গব্রহ্ম (পুং) বঙ্গবীজ ব্রহ্ম বস্তু। ১ ব্রহ্ম। ২ ব্রহ্মব্রহ্ম বস্তু।

বঙ্গব্রহ্ম (স্রী) নগরভেদ।

বঙ্গব্রহ্ম (বি) বঙ্গের ভায় আকৃতিবিশিষ্ট।

বঙ্গব্রহ্ম (স্রী) ব্রহ্মব্রহ্মভেদ। [বৈদ্যনিঃ বৈদ্য]

বঙ্গব্রহ্ম (পুং) ব্রহ্মবীজ ব্রহ্মভেদ। অগ্নি ভিক্রম, অগ্নি
কপি, পাণ্ডুলীপুল, ব্রহ্মবীজ বীজ, ব্রহ্ম-ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম, ব্রহ্ম
পরিমাণ বলে নিভ করিয়া উহার অষ্টভাগাংশের কাছ প্রস্তুত
করিয়ে; পরে মাঝেই তাহাতে ব্রহ্ম-ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-ব্রহ্ম, তত্ত্বাক্ত,
ব্রহ্ম-ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রকার ব্রহ্ম সংযোগ করিলে
ব্রহ্মভেদ প্রস্তুত হয়।

এই ব্রহ্মভেদ উত্তম করিয়া প্রাণাধ, হর্ষা, বলভী, লিঙ্গ,
প্রতিভা, ক্রোধ ও ক্রোধে বিলম্ব করিলে, তত্ত্বাক্ত সাহসাত
ব্রহ্মকাল দ্বারা হয়। আশা, ক্রোধ, তত্ত্বাক্ত, ব্রহ্ম-ব্রহ্ম, কপি,
ব্রহ্মবীজ, পাণ্ডুলীপুল, ভিক্রম, ব্রহ্ম-ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-ব্রহ্ম,
ব্রহ্ম-ব্রহ্ম ও আশ্রয় ব্রহ্ম মিশাইলে ব্রহ্মের প্রকার ব্রহ্ম প্রস্তুত
হইয়া থাকে। গো, মহিব ও ব্রহ্মের পুত্র, ব্রহ্ম-ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-ব্রহ্ম
চর্চ, পদ্যভূত এবং লিঙ্গ ও কপি-ব্রহ্মে ব্রহ্ম করিয়া মিশাইলে
ব্রহ্মভেদ নামে লেপ প্রস্তুত হয়। (ব্রহ্ম-ব্রহ্ম ৫৭ অঃ)

সাধারণতঃ যে সকল ব্রহ্মভেদ কঠিন হইয়া উঠে
বা তবৎ ব্রহ্মভেদ থাকে, তাহাকে ব্রহ্মভেদ বলা বাইতে পারে।

"ব্রহ্মভেদ ব্রহ্মভেদ পাণ্ডুলীপুলে ভবিষ্যতি।" (ভীষ্মভবিষ্যি)

ব্রহ্মভেদভিট (বি) ব্রহ্মভেদভাষা বস্তু।

ব্রহ্মভেদ (স্রী) ১ কান্তভেদ। বৈদ্যনিঃ ২ চূষক।

ব্রহ্মভেদমুগু (স্রী) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—

গোমূত্রে গোমূত্রে মগুগু ৩ পল, পাণ্ডুলীপুল ৬ সের,
পাক শেষ হয় হয় একপ সময়ে মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ একপ
করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিতে হয়। পরে ৪ মাঝ
পরিমাণ বটক প্রস্তুত করিতে হয়। অল্পপান তত্ত্ব। একপ
ব্রহ্ম—পিলুল মূল, চাই, চিতামূল, ভীষ্ম, মরিচ, দেবদারু, জিকণা,
বিড়ক, মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, এই মগুগু সেবন
করিলে পাণ্ডুলীপুল, ব্রহ্ম, উত্তম, ব্রহ্ম, প্রাণা প্রভৃতি রোগ
আত প্রশমিত হয়। (ভৈষ্যক্যসংগ্রহ পাণ্ডুলীপুলগাথিঃ)

ব্রহ্মভেদ (স্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পাণ্ডুলীপুল, চিতা,
মরিচ, প্রত্যেক এক ভাগ, ব্রহ্ম ২ ভাগ, কাঠফুলের রসে
একদিন মর্দন করিয়া হরীতকী, আমলকী, কহড়া, ভীষ্ম, পিলুল,
মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ভাষে ৭ বাস করিয়া ভাষা মিশ্র
বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অল্পপান এবং ঔষধের দ্বারা
ব্রহ্মের ব্রহ্মভেদ অল্পপানে বির করিলে। এই ব্রহ্মভেদে ভীষ্ম ও
পাণ্ডুলীপুল প্রশমিত হয়। (ব্রহ্মভেদসংগ্রহ ভীষ্মভেদগাথিঃ)

বঙ্গবধ (পুং) ১ বঙ্গপতন দ্বারা বৃত্ত। ২ গুণকাজেদ।
(Cross multiplication) *

বঙ্গবরচন্দ্র (পুং) উড়িষ্যারাজ্যেদ।

বঙ্গবর্ষন, একজন প্রাচীন কবি।

বঙ্গবল্লী (স্ত্রী) বঙ্গমিব কঠিনা বল্লী। অহিংসহাবলতা।

চলিত হাড়কোড়া বা হাড়তাল লতা। (হারাবলী)

বঙ্গবাটল (বেশজ) অতিশয় দৃঢ়।

বঙ্গবারক (ত্রি) বঙ্গনিবারণকারী, যাহাদের নাম করিলে বঙ্গের নিবারণ হয়। জৈমিনি, লুম্বক, বৈশম্পায়ন, পুলস্ত্য ও পুলহ এই পাঁচ জন ঋষির নাম করিলে বঙ্গপাতভয় হয়, এইজন্য এই পাঁচ জন বঙ্গবারক বলিয়া অভিহিত।

*জৈমিনিস্ত লুম্বকস্ত বৈশম্পায়ন এব চ।

পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঠ্যন্তে বঙ্গবারকঃ। (পুরাণ)

বঙ্গবারাহী (স্ত্রী) মায়াদেবী। পর্যায়—মারিচী, ত্রিসুখা, বঙ্গ-কাগিকা, বিকটা, গৌরী, পাতীয়াখা। (ত্রিকা০)

বঙ্গবাহনিকা, বঙ্গবাহিকা (স্ত্রী) বঙ্গেশ্বরী বিড়া।

(লিঙ্গপুং ২৫১অঃ) [বঙ্গেশ্বরী বিড়া দেখ]

বঙ্গবিদ্রাবিণী (স্ত্রী) বোদ্ধ দেবীভেদ।

বঙ্গবিষ্ণু (পুং) গজ্জের পুত্রভেদ।

বঙ্গবিহত (ত্রি) বঙ্গপাত দ্বারা আহত।

বঙ্গবীজক (পুং) বহুকনাম লতাভেদ।

বঙ্গবীর (পুং) মহাকাল নামক মূর্তিভেদ।

বঙ্গবৃক্ষ (পুং) বঙ্গনিবারকো বৃক্ষঃ। সেহও বৃক্ষ, সীজ গাছ।

বঙ্গবেগ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। ২ বিভাধরভেদ।

বঙ্গশল্য (পুং) বঙ্গমিব কঠিন শল্যঃ গাত্রলোম শলাকা যত। শল্যক নামা জন্তু, চলিত সজার। (রাক্ষসি)

বঙ্গশাখা (স্ত্রী) বঙ্গেশ্বরী প্রবর্তিত জৈনধর্মসম্প্রদায়ভেদ।

বঙ্গশিখা (পুং) কৃষ্ণর পুত্রভেদ।

বঙ্গশৃঙ্খলা (স্ত্রী) বঙ্গবৎ শৃঙ্খল যতঃ। জৈনমতে, বোদ্ধর বিভাদেবীর একভব। (হেম)

বঙ্গশৃঙ্খলিকা (স্ত্রী) বঙ্গাধি। চলিত কুলেখাড়া, হিন্দী—তালমাখনা, কলিজ—কোফিতা, বথে - বিখরা।

বঙ্গসংঘাত (পুং) ১ বঙ্গদমন কঠিন। ২ ভীম। (আদিপর্ব) ৩ গাথনির মঙ্গল বিশেষ। অষ্টভাগ সীসক, বিভাগ কান্ত ও একভাগ রীতিকা যোগে “বঙ্গসংঘাত” নামক কঠিন মিশ্রধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বঙ্গসংহত (পুং) বৃদ্ধভেদ। (ললিতবি)

বঙ্গসব (পুং) ধ্যানী বৃদ্ধভেদ। [বঙ্গধর দেখ।]

বঙ্গসহাঙ্গিকা (স্ত্রী) ধ্যানী-বৃদ্ধের পত্নী।

বঙ্গসহাধি (পুং) বোদ্ধমতে—চিত্তের যোগসহাধি বিশেষ।

বঙ্গসমুৎকর্ণ (ত্রি) ১ হীরকখোদিত। ২ কঠিন বস্তুরা উৎখাত।

বঙ্গসিংহ (ত্রি) ১ একজন হিন্দুরাজ।

বঙ্গসার (ত্রি) বঙ্গবৎ সারঃ। ১ বঙ্গ লবান সার, বঙ্গের তুল্য সারযুক্ত। ২ হীরক।

বঙ্গসারময় (ত্রি) বঙ্গসারস্বরূপে সমৃদ্ধ। বঙ্গসারসদৃশ। হীরকনির্মিত।

বঙ্গসূচিটো (স্ত্রী) ১ হীরক নির্মিত সূচি। ২ শঙ্করাচার্য্য বিয়চিত উপনিষদ্ভেদ।

বঙ্গসূর্য্য (পুং) অতিসারবহাৎ বঙ্গমিব তেজস্বিহাৎ সূর্য্য ইব। বৃদ্ধবিশেষ। (ত্রিকা)

বঙ্গসেন (পুং) ১ প্রাবর্তিগুরীর একজন রাজা। ২ আচার্য্যভেদ।

বঙ্গস্থান (স্ত্রী) নগরভেদ।

বঙ্গস্থামিন্ (পুং) জৈন সপ্তদশ পুর্নীর একতম। (হবিরা ১৩)

বঙ্গহস্ত (ত্রি) বঙ্গ হস্তে যত। বঙ্গপাদি, ইন্দ্র। (জঙ্ক ১৭৩১০) এই অর্থে অগ্নি, মরুদগণ, শিব প্রভৃতিকেও বুঝায়। হ্রিয়াং টাপ্ বঙ্গহস্তা—২ সমিধভেদ। ৩ বোদ্ধদেবীভেদ।

বঙ্গহস্ত দেব, গঙ্গবংশীয় একজন রাজা। তিনি ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি ছিলেন। কলিঙ্গনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পিতার নাম কামার্ব ও মাতা বিনয়মহাদেবী।

বঙ্গকুণ (স্ত্রী) নগরভেদ।

বঙ্গা (স্ত্রী) বজ্রতি গজ্জতীতি বজ্র গতো রক্ত টাপ্। ১ মৃদু-বৃক্ষ। ২ গড়ুটী। (মেদিনী) ৩ চূর্ণ।

“বঙ্গাকুশকরী দেবী বজ্রা তেনোপগীয়তে।” (দেবীপুঃ ৪৫ অ°)

বঙ্গাংশু (পুং) ত্রীকুণ্ডের পুত্রভেদ।

বঙ্গাকর (পুং) হীরকখনি।

বঙ্গাকৃতি (ত্রি) বঙ্গের ভায় আকৃতিবিশিষ্ট। চিকা+বা কৃশের ভায় আকৃতি। পূর্বে ব্যাকরণে জিহ্বামূলীয় বর্ণ সংজ্ঞায় যে চিক্ ব্যবহৃত হইত, তাহা বঙ্গাকৃতি বলিয়া কথিত।

বঙ্গাখ্যা (স্ত্রী) বঙ্গা আখ্যা যত। ১ বঙ্গপাখ্য, ফুলখড়ি। (পুং) ২ সেহও বৃক্ষ। (সুশ্রুত চি° ২ অ°) ৩ বঙ্গনকার্য্য।

বঙ্গাঘাত (পুং) ১ বঙ্গপাত। ২ আকস্মিক দৃষ্টিনা বা বিপদ।

বঙ্গাক্তিত (ত্রি) বঙ্গচিক্চিক্চ।

বঙ্গাকুশী (স্ত্রী) তরোক্ত দেবী বিশেষ।

বঙ্গাজ (পুং) বঙ্গমিব অঙ্গ যত। ১ নর্প। (রাক্ষসি) ইহার পাঠান্তর ‘বঙ্গাক’। (ত্রি) ২ বঙ্গতুল্য অঙ্গবিশিষ্ট, বাহার অঙ্গ বঙ্গের ভায় কঠিন। অর্থে কনু। বঙ্গাজক।

বঙ্গাজী (স্ত্রী) বঙ্গাক-ভীষ্ম। ১ গবেধুকা। (ললচ°)

২ অহিংসহারী, হাড়তাল লতা। (ভাবপ্র°)

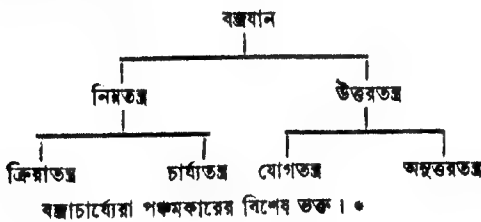
বজ্রাচার্য্য, নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্য্য বা গুরু। তিব্বতে এই বজ্রাচার্য্যই এখন লামা নামে খ্যাত। [লামা দেখ]।

বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক হিন্দুসমাজে মন্ত্রগুরু বা আচার্য্যের যে স্থান, নেপালে বৌদ্ধসমাজে বজ্রাচার্য্য সেইরূপ অশেষ ভক্তি ও পূজার পাত্র। নেপালের সুপ্রতিবেশ 'বাড়া' নামক বৌদ্ধ আচার্য্যগণ হুইভাগে বিভক্ত—ভিক্ ও বজ্রাচার্য্য। বাহারি সংসারত্যাগী ও বাহ্যচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ভিক্ এবং বাহারি গৃহস্থ ও অন্তঃসত্ত্বরচর্য্য পালন করেন, তাঁহারা বজ্রাচার্য্য।

বজ্রাচার্য্য গৃহস্থ, স্ত্রতরাং স্ত্রী পুত্র লইয়া বিহারে বাস করেন বটে, কিন্তু ইনি এক প্রকার নেপালের বৌদ্ধসমাজের কার্য্য-করী মন্ত্রণাভাতা, এবং প্রধান মন্ত্রগুরু। এক একটা বিহার এক একজন বজ্রাচার্য্যের অধীন। নেপালের বহুসংখ্যক বিহার আছে, স্ত্রতরাং বহুসংখ্যক বজ্রাচার্য্যও দেখা যায়। নেপালের কি বাড়া, কি সাধারণ বৌদ্ধ গৃহী সকলেই অবনত মস্তকে বজ্রাচার্য্যের আদেশ ও উপদেশ পালন করিতে বাধ্য।

[নেপাল দেখ]

নেপালের সাধারণ সুপ্রতিবেশ বৌদ্ধগণ বজ্র ধারণ করিতে পারেন না, যিনি এই বজ্রধারণে অধিকারী তিনিই বজ্রাচার্য্য নামে খ্যাত। নেবারীদিগের নিকট বজ্রাচার্য্যেরা 'গুডাঙ্ক' বা 'গুডাল' নামেও খ্যাত। বজ্রাচার্য্যের অমুঠের বা প্রবর্তিত মতই বজ্রযান নামে খ্যাত। ভোট ও নেপালের বৌদ্ধগণ এক্ষণে বজ্রযান মতাবলম্বী বোর তান্ত্রিক। এক্ষণে বজ্রযান নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত :—



বজ্রাদিত্য (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

বজ্রাভ (পুং) বজ্রত হীরকত আভা ইব আভা বস্ত্র। ১ হৃৎ-পাশাণ। (রাজনি) (ত্রি) ২ হীরকতুলানীপ্তিবিধি।

বজ্রাভ্যাস (পুং) গুণকভেদ (Cross multiplication)

বজ্রান্দুজা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।

বজ্রায়ুধ (ত্রি) বজ্র আয়ুধো বস্ত্র। ১ ইন্দ্র। (তাপং ৩।১১।১০) ২ একজন প্রাচীন কবি।

বজ্রাশনি (পুং) বজ্র। (ত্রিকাং)

বজ্রাসন (স্ত্রী) ১ বোমের আসনভেদ। ২ বুদ্ধের আসনভেদ।

বজ্রাহিশুঙ্খলা (স্ত্রী) কোকিলীক বৃক্ষ। (রাজনি)

বজ্রাহিত (ত্রি) বজ্রাঘাত দ্বারা মৃত।

বজ্রাহিকা (স্ত্রী) কণিকাকু, চলিত আলকুশী। (বৈজ্ঞানিক)

বজ্রাহু (স্ত্রী) তগরপাহুক। (বৈজ্ঞানিক)

বজ্রিজিৎ (পুং) ১ ইন্দ্রবিজয়ী। ২ গরুড়।

বজ্রিন্ (পুং) বজ্রোহিত্যভেদে বজ্র (অত ইনি ঠানো। পা ৪।২।১১৭) ইতি ইনি। বজ্রধারী ইন্দ্র। ২ বৃদ্ধ বা জৈনসাধু। (ত্রি) ৩ বজ্রবিশিষ্ট। ৪ ইষ্টকাত্তেদ।

বজ্রিণী (স্ত্রী) দেবীমুক্তিভেদ। (সহ্য ৩৩।১০২)

বজ্রিবন্ (ত্রি) বজ্রধারী। (অক ১।২২।১১৪)

বজ্রী (স্ত্রী) বজ্র সৌরাদিবাং স্ত্রী। নুহী ভেদ। (ভাবপ্র)

বজ্রেশ্বর (পুং) নেপালস্থ তীর্থভেদ। এখানে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধমিশ্রিত তান্ত্রিকচার বিদ্যমান আছে।

বজ্রেশ্বরী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

বজ্রেশ্বরী বিজ্ঞা, গুপ্তবিভাভেদ। ইহার অপর নাম বজ্র-বাহনিকা বিজ্ঞা। যথাবিধি বজ্র নির্মাণপূর্বক এই বিজ্ঞা দ্বারা অভিব্যেক করিবে এবং কাকল দ্বারা তাহাতে মন্ত্র লিখিবে। পরে কোন জিতেঞ্জির ব্যক্তি সেই বজ্র গ্রহণপূর্বক লক্ষ জপ করিয়া বজ্রকুণ্ডে যুতাঙ্গি দ্বারা তদঙ্গাংশ হোম করিবে। ইহা দ্বারা বজ্র সর্গ শত্রুজয়কারী হইয়া থাকে। এইরূপে জপ দ্বারা পুত্র: বজ্র নৃপতিগণ রক্ষা করিবেন।

গুরাকালে ইন্দ্রের উপকারার্থ ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট হইতে অভ্যাগ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইন্দ্র বিশ্বরূপের উপদিষ্ট বিজ্ঞা দ্বারা সোমরস গ্রহণপূর্বক বিশ্বরূপকে নিহত করেন। তদনন্তর ইন্দ্র সোমযোগে হত: হবি: প্রার্থনা করিলে হতপুত্র প্রজাপতি ষ্টী তাঁহাকে সোমরস দানে অস্বীকার করেন, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্র বলপূর্বক সোমরস পান করিলে, প্রজাপতি 'ইন্দ্রশত্রু বুদ্ধি হউক' বলিয়া বজ্রে আঘাত প্রদান করিলেন। তাহাতে কালাগ্নিসদৃশ বৃদ্ধ নামে অশ্বর প্রাচুর্ভূত হইল। অনন্তর সেই অশ্বরবর ইন্দ্রের পশ্চাদ্ভাবিত হইলে ভরবিহীন ইন্দ্র ব্রহ্মার পরণাম হইলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরিন্দন তুমি এই বজ্রেশ্বরী মন্ত্র দ্বারা অভিব্যেক বজ্র ত্যাগ কর, এখনই তোমার শত্রু বিনষ্ট হইবে।

এই বজ্রেশ্বরী মন্ত্রের প্রথম গায়ত্রী, তৎপরে ও কটু অহি ইত্যাদি মন্ত্র। এই ব্রাহ্মীবিজ্ঞা সর্গশত্রুজয়কারিণী। ইহা দ্বারা বশীকরণ, বিবেচ, উচ্চাটন তন্তন, মোহন, তাড়ন, উৎসাহন, ছেদন, দারণ প্রতিবন্ধন, সেনাবিনাশ প্রভৃতি সকল কর্মই গায়ত্রী দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

“সারাদি বরমে দেবী” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেবীকে আরাধন-পূর্বক পূজাপাশি বাহ্যকার্য এবং বক্তাবি ক্রিয়াকরত ‘ব্রাহ্মণ-তোষিত্যমুক্তা’ গচ্ছ দেবী দ্বারা ‘সুখং’ মন্ত্র দ্বারা দেবীকে বিসর্জন করিবে। তার পর বহিঃস্থানপূর্বক হোম করিবে। এই বিজ্ঞা দ্বারা সকল প্রকার কার্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বক্তাবী জাতিপুশ দ্বারা অবুতর হোম করিবে। বৃত্তকরবীর দ্বারা হোম করিলে আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। লাজলক পুশ দ্বারা হোম করিলে বিবেক সিদ্ধ হইয়া থাকে। তৈল-হোমে উচ্চাটন, মধু দ্বারা শুভন, তিলহোমে মোহন, খর, গজ বা উষ্ট্র রথিণে ত্যাগন, কুশহোমে পট্টন, সৌহীর্ষ্যে মারগ ও উচ্চাটন, পান পঙ্ক-দ্বারা কন্দন এবং মনঃশিলা হোমে সৈন্তভক্তন হয়। এতদ্বিধ ফলহোমে সিদ্ধি, ‘দ্রুত’ হোমে বিজ্ঞি, তিলহোমে যোগ দান, পদ্ম হোমে ধন, মধুকপুশ হোমে কান্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সাধিহোম দ্বারা অবুতর হোম করিলে সকল প্রকার অসুখি সাধিত হয়।

(শিল্প ২।৫১-৫২ অঃ)

বক্ত্রাদ্রী (ত্রী) বাক্যবোধক।

বক্ত্র বক্ত্র, কলিকাতার ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি গওগ্রাম। এই স্থান এখন বাণিজ্য-বন্দররূপে পরিগণিত। কলিকাতা হইতে নিরন্তর মালগাড় রেলারীস্বরূপ রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে প্রায় ১৮শ শতাব্দির মধ্যভাগে মদ্যবৈসজ্ঞের সহিত ইংরাজদিগের একটি বৃদ্ধ হয়। পরিশেষে ইংরাজসৈন্ত হুগল অধিকার করে। [ব্রাহ্মণ দেখ।]

বক্ত্র, গমল। জুবি পদার্থে ‘সক’ সেট্। বট্ বকতি। গোট্ বক্ত্র। সিট্ বক্ত্র। লুট্ বক্ত্র। লুট্ অবকীৎ অবকীৎ। সন্ বিবকিভতে। বক্ত্র বকীভ্যতে। লুট্ লুৎ বকীভ্যতি। পিচ্ বকতি, লুট্ অববকৎ। বট্ প্রেলভন। চুরাদি আক্কেসে। লট্ বকতে।

বক্ত্র (পুং) বক্ত্রতে প্রত্যয়রূপে বক্ত্র-পিচ্-বৃচ্-টপ্। (অবর) ২ গৃহবক্ত্র। (ত্রি) ৩ বক্ত্র, বৃচ্।

“পুণ্ড্র বক্ত্রাণাং সকলকলাস্বরসারস্বতি কটিলম্।”

(কামিনীলাল ১২৩)

৩ চোর।

বক্ত্র (পুং) বক্ত্র প্রত্যয়রূপে বক্ত্র (বিক্রম)। উৎ ৩।১১৩) ইতি অথ। ১ বৃচ্। ২ বক্ত্র। ৩ বক্ত্র।

বক্ত্র (ত্রী) বক্ত্র-ভাবে বৃচ্। ১ প্রত্যয়। (হেম) বীতিভাষ্যে লিখিত আছে যে, লোকের লিখিত প্রত্যয়িত হইলে বৃচ্মান যুক্তি তাহা প্রকাশ করিবে না।

“বক্ত্রবাক্যবোধক বক্ত্রাদ্রী ন প্রকাশ্যেৎ।” (চন্দ্রিকা প্রঃ)

বক্ত্র (ত্রি) বক্ত্রতে বক্ত্র বক্ত্র-পিচ্-বৃচ্-টপ্। বক্ত্রাবিধি,

প্রত্যয়িত, পর্ধ্যায় বিপ্রলম্ব। (হেম) “বিবিনাশনএব বক্ত্র-বক্ত্রীনাং বক্ত্র-বহির্নাং বক্ত্র।” (জুয়ারল ৪।১০)

বক্ত্রনভা (ত্রী) বক্ত্রনভ ভাবে বক্ত্র-টপ্। বক্ত্রনের ভাবে বা বক্ত্র। বক্ত্রনবৎ (ত্রি) বক্ত্রন ভাবে বক্ত্র-টপ্। বক্ত্রনবিশিষ্ট, প্রত্যয়িত।

বক্ত্রন (ত্রী) বক্ত্র-পিচ্-বৃচ্-টপ্। প্রত্যয়।

“তে কান্তঃ সুনরো বিদ্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমবক্ত্র পুণ্ড্র।

বর্গাভিগমি বৃচ্ৎ বক্ত্রাদিবি সেনিহে।” (জুয়ারল ৬।৪৭)

বক্ত্রনী (ত্রি) বক্ত্র-অনীত। প্রত্যয়।

“পদার্থবিদ্যাভাবীভ্যন্ত বক্ত্রনীত বিকল্পেঃ।” (সামান্য ৩।৮১৫)

বক্ত্রনভ (ত্রি) বক্ত্র-পিচ্-বৃচ্-টপ্। বক্ত্র, প্রত্যয়।

বক্ত্রনিত্য (ত্রি) বক্ত্র-পিচ্-বৃচ্-টপ্। বক্ত্র, প্রত্যয়।

“আশাবতাং প্রদমতাক লোকে কিমর্ধিনাং বক্ত্রনিত্যবিত্তি”

(হিতোপদেশ)

বক্ত্রিন্ (ত্রি) বক্ত্রনাকারী।

বক্ত্রক (ত্রি) বক্ত্র প্রত্যয়রূপে বক্ত্র-উক্। প্রত্যয়-নীল। পর্ধ্যায়—বৃচ্, বক্ত্র। (শব্দরত্নঃ)

বক্ত্র (ত্রি) বক্ত্র গ্যৎ (বক্ত্রগতৌ। পা ৭।৩।৩৪) ইতি ন বক্ত্র। গমনীয়, গমনযোগ্য।

বক্ত্রনাচল, পর্ধ্যতেভ। (শিব ট ১।৩।১৮)

বক্ত্রন (ত্রী) বক্ত্রবোধক।

বক্ত্রন (পুং) বক্ত্রভাষ্যে বক্ত্র গতৌ বক্ত্রনভাৎ উল্লেখ, বৃচ্ চ। ১ তিদিবক্ত্র। ২ অশোকবক্ত্র। ৩ বক্ত্রনভ। (শব্দরত্নঃ) ৪ পকিবিবেক। (বক্ত্রনভ) ৫ বেতনবক্ত্র। (ভাবপ্রঃ)

বক্ত্রনক (পুং) ১ বক্ত্রভাষ্যে ২ পকিভেদ।

বক্ত্রনভ (পুং) বক্ত্রনভ ভাবে বক্ত্র-উক্। বক্ত্রনভাৎ।

বক্ত্রনভ্রিয় (পুং) বক্ত্রনভ ভাবে বক্ত্র-উক্। বক্ত্রনভাৎ।

“বিহলো বেতনঃ শীতো দ্বারীভ্যো বক্ত্রনভ্রিয়ঃ।” (সামান্য)

বক্ত্রন (ত্রী) বক্ত্র-টপ্। বক্ত্রনভ ভাবে বক্ত্র-উক্।

(হেম) ২ বক্ত্রনভ। (সামান্য ১।৩৩২) বক্ত্রনভ্রিয়

লিখিত আছে যে, এই বক্ত্র বক্ত্রনভ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

“সোমাবরী ভীমবরী বক্ত্রনভ ৩ বক্ত্রন।” (সামান্য)

বক্ত্রনভ (ত্রী) বক্ত্রনভ ভাবে বক্ত্র-উক্।

বক্ত্রনভ (ত্রী) বক্ত্রনভ ভাবে বক্ত্র-উক্।

বক্ত্রনভ (ত্রী) বক্ত্রনভ ভাবে বক্ত্র-উক্।

বক্ত্রনভ (ত্রী) বক্ত্রনভ ভাবে বক্ত্র-উক্।

বক্ত্রনভ (ত্রী) বক্ত্রনভ ভাবে বক্ত্র-উক্।

এই বাতু ইহিং, বট বট। লট বটতি। বট বটন, বিভাজন চুরাদি পক্ষে ত্বাদি পঠয়ে নকং সেটু। এই বাতুও ইহিং। লট বটরতি পক্ষে বটতি। “বটতি হটকং বহাং শ্রোণ্য বিপ্রাঃ পরম্পরম্।” (হলায়ুধ) এই বাতুর চুরাদি শ্রোণ্য শ্রোণ্য দেখা যায় না, কেবল গণেই চুরাদি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ‘অহং চুরাদৌ কৈশ্চিদ পঠাতে ইতি দুর্গসিংহাদয়ঃ’ (দুর্গাশাসন) বট বেটন, ২ ভাগ। অহং চুরাদি পঠয়ে নকং সেটু। লট বটরতি। লুঙ্ অবীৰটৎ।

বট (পুং) বটতি বেটরতি মূলেন বৃক্ষাত্তরমিতি বট-পচাদাচ। স্বনামধাতু হার্য বৃক্ষ, বটগাছ (Ficus Bengalenensis syn. Ficus Indica)। স্থানীয় নাম, হিন্দী—বর, বড়, বগট। মহারাষ্ট্র—বট। কনিজ—আল। তৈলঙ্গ—মরিচেটু, মারি, পেড়ি মরি; উৎকল—বোর। বাংলা—বড়, বট; কোল—বোট; মেপড়া—কাজি; মলয়ালম—পেরম, পেরমিছু; গোড়—বরেলী; উত্তর-পশ্চিম—বোরা, কুহু; বেঙ্গাল—বোরময়; পহু—বাগাং, হাজারা—কগুাড়ী, কগাড়ী—আলব, আম্র, আল; ব্রহ্ম—পিড-ডোদ; শিলাপুর—মহাভূগ; ইংরাজী—Banyan tree। সংস্কৃত পর্যায়—ভ্রোগ্রোথ, বহুপাং, বৃক্ষনাথ, বনশ্রিয়, রক্তফল, শুল্কী, কর্কক, এব, কীরী, বৈশ্রবণ্যবাস, ভাভীর, ভটাল, বোহিং, অবরোহী, বিটপী, বনরুহ, মণ্ডলী, মহাচ্ছায়, ভূদী, যক্ষাবাস, বকতক, পাদরোহণ, নীল, শিকারুহ, বহুপাদ, বনম্পতি।

হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশ হইতে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহা ৭০ হইতে ১০০ ফিট পর্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে এবং শাখাশাখার বিস্তৃত হইয়া বহুবৃক্ষাবাসী হয়। ঐ বটজাতী মূল, আতপতাপসিষ্ট পথিকের পক্ষে ইহা বড়ই উপকারী। কর্ণেল সাইকস্ নর্মদা নদী-বৃক্ষই একটা জুড় বীণে বহুবৎ বৃক্ষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহা সাধারণে ‘কবীর বট’ নামে প্রসিদ্ধ। অনেকে উহাকে Nearchus কর্তৃক সেই হুগ্রাটী বৃক্ষ বলিয়া মনে করেন। পুণার (Gas Vol. xviii) অনু উপত্যকার অন্তর্গত কোপ্রাসে একটা বহুবৎ বটবৃক্ষ ছিল। উহার ছায়াতলে ২০ হাজার লোক বহুক্ষেপে রসিতে পারিত। বৃক্ষের পরিধি প্রায় ২ হাজার ফিট এবং উপর হইতে বতগুলি ফুটী বা শিকড় (air-roots) নামিয়াছে, তাহার মধ্যে ৩২০ টা বোটা ভড়ির আকার ধারণ করিয়াছে এবং অর্ধশত প্রায় ৩ হাজার সর শিকড় বৃত্তিকা মূল্যে হইয়া রহিয়াছে, ঐ শিকড়ের অন্তরালে ৭ হাজার লোক অনাহারে লুকাইয়া থাকিতে পারিত। সর্বদায় ভীষণ বজ্রার ঐ বীণের একাংশ খসিয়া পড়িয়া, পাছটীও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এতদ্বিধা কলিকাতার পার্শ্ববর্তী শিবপুর গ্রামস্থ ব্রজেন বোটা-বিকেল পার্কেসে এক বোখাই প্রদেপের লাভ্যারা উভাসে প্ররূপ হইয়া বহুবৎ বটবৃক্ষ আছে। শিবপুর তৈলঙ্গ-উভাসের বৃক্ষক ভাঃ কিং বিশেষ পক্ষবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ বৃক্ষটী ১ শত বর্ষ প্রাচীন, ১৭৮২ খৃঃ বর্ষের বৃক্ষের উপর উহার জন্ম। উহার ২৩২ টা শিকড় ভড়িরূপে বৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে এবং উহার মূলভড়ির ব্যাস প্রায় ৪২ ফিট। পর সমাচ্ছাদিত শাখা-শ্রোণ্যার ইহার ছায়ায় পরিধি ৮৫৭ ফিট। এখনও এই বৃক্ষ উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে এবং আরও বাড়িতে বলিয়া আশা করা যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লাভ্যারার বটবৃক্ষ পরিদর্শন করিয়া মিঃ জর্জার্স লিখিয়াছেন যে, ইহা কলিকাতার বৃক্ষ হইতে অনেক বড়। উহার পরিধি ১৫৮৭ ফিট এবং উহা উত্তরদক্ষিণে ৫০৫ ফিট ও পূর্ব পশ্চিমে ৪৪২ ফিট।

বট ও অম্ব (F. religiosa) বহুবৃক্ষাবাসী স্থানে হারা বিস্তার করে বলিয়া পুণ্য-বৃক্ষরূপে গণ্য। এই কারণে অনেকে পথের ধারে বা পুকুরদ্বীপে তীরে পক্ষবতীর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। পজাবে ইহা পথিককে নিশা-শিশির হইতে রক্ষা করে। এক বিকে ইহার উপকারিতা বেরণ, অপর বিকে উহা ভেদনিহি অপকারক। পক্ষীরা বটকল খাইয়া যদি গৃহস্থান বা মন্দিরোপরি বিটা ভাগ করে, তাহা হইলে সেই বিটারিত বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অতিরিক্ত মধ্যেই সেওয়াল মধ্যে শিকড় বিস্তার করিয়া কেলে। তখন সেওয়াল ভাঙ্গিয়া শিকড় সমেত গাছ উঠাইয়া না কেসিলে দিতার নাই। অবহেলা করিলে গাছ শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিয়া গৃহ ধ্বংস করিয়া কেলে। হিন্দুগণ পাপ-সম্পর্কের তরে বট বা অম্ব নষ্ট করিতে চাহে না। সবচেহে ভীষণ বৃক্ষ সবলে উঠাইয়া স্থানান্তরে পুতিয়া রাখে।

দক্ষিণভারতের রক্তগিরি জেলার বটবৃক্ষের উপর কর নির্দিষ্ট আছে, কারণ বাহুড়েরা সাধারণতঃ Calophyllum inophyllum বৃক্ষের কলমের বীজ বিটা সহ তদুপরে ত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ বীজে তৈল হয়। অনেক বট-গাছে লাকাত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বটের আটার তাহার সিকি নাজা সর্বপ তৈল নিশাইয়া আল বিলে এক প্রকার আটা প্রস্তুত হয়, ঐ আটার পানী মারান্না আটা-কাঠিন হারা পাখা থরিতা থাকে। আসামীয়া ইহা হইতে এক প্রকার কাপল প্রস্তুত করিত। লখিমপুর এবং মাজাজের বেরলী জেলার এখনও ঐ কাপল হয়। অনেকে স্থিরি জাইল (Gibre) হারা বড় করে, কিন্তু তাহা বিশেষ কোন কাজে লাগে না।

বহুবৎ বটের আটা বেদনা-নাশক। বাতল বেদনাস্থানে ঐ আটার প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার ঘর্শে। পানের তরল কাঠিয়া

গেলে অথবা দাঁত কনকনানি হইলে সেই কণ্ড গুলি বা দন্ত থাকিতে আটা লাগাইয়া জিল দাতনাম উপনয় হয়। ইহার ছালের কাথ বলাকর, বহুব্রেরের ইহা বিশেষ উপব্যয়ক। বীজের ভণ দীতল ও কণ্ড। কটি বটপাতা বাটরা উত্তম করিয়া কোড়ার উপর দিলে পুষ্টিসের কার্য করে। গগোমিরা যোগে ইহার শিকড়রূপ বিশেষ উপকারী। উহা সাগলার কার্য করে।

কটি শাখার কাথ রক্তোৎকর্ষণশক, বুরির কটি আগা-গুলি বমননিবারক, শুক কটের আটা ও কল বগদোব (Sperma torrhæa), গ্রেমের (gonorrhæa)-সাধক ও কামোদীশক, কটি মুড়ি ও মুড়গুলি ধারকত্ব বিশিষ্ট এবং অজীর্ণ ও উবরাস-যোগে উহা বিশেষ হিতকর।

ইহার লাল বর্ণ পাচা কল দুর্জিকের সময় দরিদ্রলোকে পেটের জ্বালায় যায়, হঠাৎ-পরাবিও ইহার পাতা খাইতে ভাল বাসে। ইহার কাঠ বিশেষ উপকারে আইসে না। কেবল সর সর শুক ডালগুলি সমিধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র।

Ficus elastica বা আটা-বট নামে আর এক শ্রেণীর বটরূপ দেখা যায়। উহার আটা রবারের দ্বার গুণকৃত।

[রবার দেখ।]

ভণ—কবার, মধুর, শিথির, কক, পিত্তজরপহা, দাহ, তৃকা, বেহ, ব্রণ ও পোকনাশক। (রাজনি.) ভাবপ্রকাশ মতে—

“বটঃ শীতো গুরুগ্রাহী কফপিত্তপ্রণাধঃ।

বর্ণো বিসর্পদাহঃ কবারো যোনিদোষহঃ” (ভাবপ্র.)

দীপ্তল, শুক, গ্রাহক, কক, পিত্ত ও ব্রণনাশক, বর্জক, বিসর্প ও দাহনাশক, কবার ও যোনিদোষ-নিবারক।

ফলের মধ্যে বট ও অম্বা এই দুইটা বৃক্ষ পুঙ্খীয় এবং বটরূপ বয়ঃ ক্রমরূপ।

“কথং কবারখবটৌ প্রোক্তাঙ্গদমৌ ক্রভৌ।

সর্বোভোহপি তরুভ্যভৌ কথং পূজ্যভমৌ ক্রভৌ ॥

অম্বাখরগো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংবধঃ।

করুণগো বটভবৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধক্ ॥

দর্শনসম্পদেবাত্ত তে বৈ পাশহরাঃ যুতাঃ।

হঃপাশদ্ব্যাবিহ্রীতান্য বিলাসকারিণৌ এবম্ ॥”

(পারোক্তবঃ ১৩০ অ.)

এই বৃক্ষের দর্শন, স্পর্শ ও সেবা করিলে পাশ বিহীন এবং হঃপাশ ও ব্যাধি প্রকৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই বট এই বৃক্ষ অভিশর পূজ্য, অতএব এই বৃক্ষ রোপন করিলে অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। বৈশাখাষি পুণ্য রাশি এই বৃক্ষ জল-সেব করিলে পাশ কলস ও নানাবিধ জ্ব-সম্পদ লাভ হইয়া

থাকে। এই বৃক্ষ হারায়ুক, ইহার দ্বারা অতি দুশীতল, এই বৃক্ষ হ্রীর্ককাল জীবিত থাকে।

২ কর্ণ, কড়ি। (সৈমিনী) ৩ গোল। ৪ ভল্লবিশেষ, চলিত বড়া। ৫ সাম্য। (হেম)

(কী) ৬ ব্রহ্মবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ বটসংজ্ঞক বোড়শ বন। এই বোড়শ বট যথা—১ সন্দেশ বট, ২ ভাতীয় বট, ৩ দ্যবত বট, ৪ পুন্ডারবট, ৫ বংশীবট, ৬ জীবট, ৭ জটাজুটবট, ৮ কামাখ্যবট, ৯ অর্ধবট, ১০ আশাবট, ১১ অশোকবট, ১২ কেলিবট, ১৩ ব্রহ্মবট, ১৪ করুণবট, ১৫ শ্রীধরাখ্যবট, ১৬ সারিরাখ্যবট। এই বোড়শ বটবন। ৭ (ত্রি) বটভীতি বট-অচ্। ৭৩৭।

বটক (পুং) বট এবং বার্ধক্য। পিষ্টকবিশেষ, চলিত বড়া। ভণ—বিদাহী ও তৃকাকারক।

ভাবপ্রকাশে বটকশ্রেণ্যভেদে প্রণালী ও গুণাদির বিবরণ লিখিত আছে,—দ্যবতলায়ের দাইল ভিজাইয়া উহাকে উত্তমরূপে শেবন করিতে হয়; পরে লবণ, আদা ও হিং মিশাইয়া বটক বা বড়া প্রস্তুত করিবে, পরে উহা তৈল দ্বারা মুহু অগ্নির উত্তাপে ভাজিলে উহাকে বটক বা বড়া কহে। ভণ—বলকারক, শরীরের উপচরকারক, বীর্ঘ্যবর্জক, বায়ুরোগনাশক, রক্তিকারক; বিশেষতঃ অর্ধিত, বায়ুনাশক, ভেদক, কফকারক এবং তীক্ষ্ণ-দ্বির পক্ষে হিতকর।

জীরা ও হিং ভাজিয়া লবণের সহিত বোলে নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ বটক উক্ত বোলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা গুরুবর্জক, বলকারক, রক্তিকারক, শুক, বিবক্ষনাশক, দিহাহী, কফকারক ও বায়ুনাশক। ইহা অত্যন্ত রোচক ও পাচক। ইহা রায়ভার (হিং ও লবণ মিশ্রিত হস্ত অলাবু গুণাদির) সহিত ভক্ষণ করিতে হয়।

বটক অনেক প্রকার, তিন্ন তিন্ন প্রকার বটক প্রস্তুত করা যায়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী তিন্ন প্রকার।

কাঞ্জীবটক—একটা নুতন পায়ে কঁচু তৈল সেপন করিয়া নির্মল জল দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে তদাধ্যে রাই সরিষা, জীরা, লবণ, হিং, ওঁঠ, ও হরিদ্রা এই কএকটা দ্রব্যের চূর্ণ এবং বটকগুলি ভিজাইয়া ঐ পাত্রে রাখিয়া রাখিয়া তিন দিন রাখিয়া দিবে। তিন দিন পরে বটকগুলি সরুদ্রাবাদ্য হয়। ইহাকে কাঞ্জীবটক কহে। এই বটক রক্তিকারক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং মূল, অজীর্ণ ও দাহনাশক এবং সেজেরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকারক।

অগ্নিকাবটক—তেঁতুল ফলে ভিজাইয়া চটকাইতে হইবে, পরে কঁচল দেখা বাইবে যে, তেঁতুলের শত ফলে মিশ্রিত

হইয়াছে, তখন বটকগুলি অরিতে সিদ্ধ করিয়া ভাহার মধ্যে ফেলিতে হয়। ইহাকে অরিকাবটক কহে। ইহা রুচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক ও পূর্বোক্ত কাণ্ডবটকের দ্বার গুণযুক্ত।

ভট্ৰবটক—মৃগের বড়া প্রস্তুত করিয়া তক্তের সহিত পাক করিলে সংস্কার শুণে উহা লবু, দীতল, ত্রিদোষনাশক এবং হিতকারী হয়।

মাষবটক—ভূষরহিত মাষকলারের দাইল পেষণ করিয়া হিঙ্গু, লবণ ও আহার সহিত মিশ্রণে বটক প্রস্তুত করিয়া একধানি বস্ত্রে শুকাইতে দিবে। পরে উহা উত্তমরূপে গুণ হইলে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়। ইহা পূর্বোক্ত বটকের দ্বার গুণবিশিষ্ট এবং রুচিকারক।

কুম্ভাবটক—কুম্ভার উত্তমরূপে বটক প্রস্তুত করিতে হয়।

ইহা মাষবটকের দ্বার গুণযুক্ত, বিশেষ রক্তপিত্তনাশক এবং লবু।

মূলবটক—মৃগের বড়া পূর্বোক্ত মাষবটকের বিধানানুসারে প্রস্তুত করিবে। এই বটক হিতকর, রুচিকারক, লবু এবং মূলের দ্বার গুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্র°)

২ বটী, চণিত বড়ি।

“বটকা অণু কথ্যন্তে তন্মামগুটিকা বটী।

মোদকো বাটকা পিণ্ডী শুভোবক্তিস্তথোচ্যতে ॥” (ভাবপ্র°)

৩ পরিমাণবিশেষ, অষ্ট মাষক পরিমাণে এক বটক হয়।

‘দশ গুস্তান্ত মাষঃ স্তাৎ শাণো মাষচতুষ্টিয়ম্।

যৌ শাণৌ বটকঃ কোণতোলকে ত্র্যশশত সং ॥’ (শব্দমালা)

বটকণীকা (স্ত্রী) বটবৃক্ষ গুণ্ড।

বটকাকার (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৈতকনি°)

বটকিনী (স্ত্রী) পৌর্ণমাসীভেদ। ঐ পূর্ণিমা রাত্রে বটক ভক্ষণ করিতে হয়।

বটগর্জ, বেতাঘর জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ।

বটচ্ছদ (পুং) বেতার্কক, বেতবাধুই। (বৈতকনি°)

বটচ্ছায়া (স্ত্রী) বটবৃক্ষের ছায়া।

“কুপোদকঃ বটচ্ছায়া ভ্রামা স্ত্রী ইষ্টকালরঃ।

শীতকালে তবৎকং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্ ॥” (উত্তট)

বটজটা (স্ত্রী) বটজ জটা। বট গুলা, বটের সুরি।

বটতীর্থনাথ (স্ত্রী) শুক্লরাতের ওষধগুলোর অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখন বরেন্দ্র নামে খ্যাত। (প্রভাস খ° ৮০।১।৫)

কলপুরাণান্তর্গত বটতীর্থনাথ মহাশ্যে এই তীর্থের সবিতার বিবরণ আছে।

বটবীপ (স্ত্রী) বীপভেদ। (শব্দর সংহিতা ২৬-৩৫ অঃ অনেক বটবীপের রাজধানী বাতাবিরাকে বটবীপ বলিয়া থাকেন।

[বটবীপ দেখ।]

বটপত্র (পুং) বটভ্রম পত্র বহু। দিতার্কক, বেতপত্র বহু কুলসী। (রাজনি°) (স্ত্রী) ২ বটের পাতি। বার্ব কন্। বটপত্রক।

বটপত্রী (স্ত্রী) বটভ্রম পত্রবত্যাঃ ত্রিপুরাবালী পূর্ণাবক। ২ বৃক্ষময়িকা। (রাজনি°)

বটপত্রী (স্ত্রী) বটভ্রম পত্র বত্যাঃ পৌরাণিকোঃ স্ত্রী। পাৰ্বণ-ভেদবিশেষ, চণিত বহু পাণ্ডব সূচি। পর্ষ্যদ—ইন্দ্রাবতী, গোপাবতী, ইন্দ্রাবতী, ভ্রামা, বটাকনামিকা। শুণ—দীতল, কুম্ভমেহনাশক, বলদারক এবং ত্রণবিশোধক। (রাজনি°)

বটমাক্ষীতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

বটর (পুং) ১ কুহুট, ২ বটের পাতা। ২ বেট। ৩ পট। ৪ চৌর। ৫ চকল। (শব্দরত্ন°)

বটবাসিন্ (পুং) বটে বটবৃক্ষে বসতীতি বস-বাসিন্। ১ বক্ষ। বক্ষ বটবৃক্ষে বাস করে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে।

(স্ত্রী) ২ বটবৃক্ষবালী। ত্রিরাং স্ত্রী।

বটসাগর, উৎকলের অন্তর্গত একটী তীর্থ।

(উৎকলখ° ১৬৭।১৭৭)

বটসাবিত্রী ব্রত, (স্ত্রী) ব্রতভেদ।

বটাকর (পুং) রক্ষু বড়ি। (অমরটীকার রামানন্দ)

বটারকা (স্ত্রী) রক্ষু, বড়ি।

“কজ্জারিভ্যাং সত্যমরীং ধর্মহেয়্যবটারকাম্ ॥” (ভারত ১২।৩২৯।৩২)

এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

“বটারকময়ঃ পাশনথ যন্তস্ত বৃহসি।

ময় ময়জলদীপ তস্মিন পুণ্ড্র ভবেশ্বরঃ ॥” (ভার° ৩৬৮।৭।৫০)

বটারণ্য, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী মহাতীর্থ। কাশ্মীর পার্শ্বে কুজালময়ের অর্দ্ধ বোজন পশ্চিমে অবস্থিত। (দেশাবলী) অগ্নিপুরাণান্তর্গত বটারণ্য-মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ ব্রহ্ম।

বটাবীক (পুং) চৌরবিশেষ।

“নাক্ চৌরো বটাবীকঃ সজ্জিতোহস্ত হারকঃ ॥” (শব্দমালা)

বটান্থবিবাহ (পুং) হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধবিশেষ। ইহাতে বট ও অম্বথ বৃক্ষ পরস্পরে সংলগ্ন তাহে পুত্রিয়া পূজা করিতে হয়।

বটি (স্ত্রী) বটতীতি বট (সর্বস্বাকৃত্য ইন্। উপ° ৩।১।৮) ইতি ইন্। উপজিহ্বিকা, আলজিব।

‘উপজিহ্বিকোৎপাদিকা চ বটিক্কেহিকা দেবী ॥’ (হাসাবলী)

(দেশজ) নামমাত্র বা সমস্তহটকার্য। আমরা বনবালী

বটি। (শব্দরত্ন°)

বাটকা (স্ত্রী) বটের বার্ব কন্-টাপ। বটী, চণিত বড়ি, পর্ষ্যদ—নিত্যী। (শব্দরত্ন°)

“বটিকা অথ কথ্যতে তস্মাৎ বটিকা বটী।

সোমকো ভটিকা পিণ্ডী শুভ্রাবজিতযোচ্যতে ॥

সেহবৎ সাধ্যতে বহৌ শুভো বা শৰ্ভসাধবা।

শুগ্ধসুৰ্য্য কিংগতঃ চূৰ্ণং তল্লিখিতা বটী ॥” (ভাবপ্রঃ)

২ বাজেনোপযোগি-ক্রম, বড়ি, বড়ী দিয়া ব্যক্তস সন্ধান করা হয়। (ভাবপ্রঃ)

বটিস (শেষঃ) অবজ্ঞাজনক ক্রিয়াপদ।

“ওয়ে তুই কে বটিস রে কে বটিস্।”

বটী (ত্রী) বট-অচ্, গৌরাদিবাৎ ত্রীৰ্। ১ বটিকা। (ভাবপ্রঃ)

২ বৃকবিশেষ। পর্যায়—মহাবট, বকবৃক, সিদ্ধার্থ, বটক, অমরা, তুলসী, কীরকাতা। জগ—কম্বা, মধুর, শিশির, পিত্তনাশক, লাহ, তুলা, স্রব, বাস, নিব ও ভক্ষিলাশক (হাকনিঃ) (ত্রি) তরঙ্গ।

বটু (পুং) বটতীতি বট (কটিবটিক্যাক। উপ্ ১১২) ইতি উ।

১ মাণবক। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ বালক।

“বালকো মাণবো বালঃ কিংখ্যো বটুরিত্যপি।” (শকরস্মাঃ)

৪ কুটুম্ব বৃক চলিত পোষাগাছ।

বটুক (পুং) বটু-সার্থে সংজ্ঞায় ঙ্গ। ১ বালক। ২ ব্রহ্মচারী।

৩ ভৈরববিশেষ, বটুকভৈরব।

“ভৈরবান্ধব বেতলা বটুকা নারিকাপলাঃ।

শাক্তঃ সৈব বৈকবান্ধ সৌরা গাণপত্যমঃ ॥”

(মহানির্বাণতঃ ২১২৪)

মানব বিপদে পতিত হইলে বিপদহারের জন্য বটুকভৈরবের পূজা, বলি ও তোজাদি পাঠ করিয়া থাকে এবং বটুকভৈরবের প্রসাদে অচিরে বিপদ হইতে উদ্ধার হয়। বটুকভৈরবের তোজকে এইজন্য আপহৃত্যরতোজ কহিয়া থাকে। তন্ত্রসারে ইহার পূজা, মন্ত্র ও তবাদির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে—

“উদ্ধারবটুক ভৈরব আপহৃত্যরং তথা

কুৰবৎ পুনর্ভৈরব বটুভ্যং সমুদয়েৎ।

একবিশত্যকরাষ্ট্রা নক্ষত্রভেদে মহামন্ত্রঃ ॥” (তন্ত্রসার)

শ্রী বটুকার আপহৃত্যরং কুৰ কুৰ বটুকার ঐ শ্রী” এই একবিশত্যকর বটুকভৈরবের মন্ত্র। এই মন্ত্রে পূজা করিলে আপদ বিমুক্তি হয়। বটুকভৈরবের পূজা করিতে হইলে সারাদ পূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে পূজা করিয়া পীঠভাস, কুম্ভাভাস ও মুক্তিকলাদি করিবে। পরে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। বটুকভৈরবের ধ্যান সাধিক, রাজসিক ও ভাসসিক ভেদে তিন প্রকার।

সাধিক ধ্যান—

“মনে বাসে কটিকসদৃশ কুঙ্কলোদ্ভাসিতঃ

বিদ্যাকর্মেণবশিময়ে কিঞ্চিন্দুপদ্রাভেঃ।

দীপ্তাকারঃ বিশ্ববসনঃ সুপ্রসন্নঃ ত্রিনেত্রঃ

হস্তাভ্যাং বটুকমনিঃ পূৰ্ণভক্তৌ বদান্ ॥”

রাজসংধান—

“উদ্যাত্তরসরিতঃ ত্রিনয়নঃ রক্তাকরাগজকঃ

মেঘরাজঃ বহুবা কপালমস্তকঃ পূৰ্ণা বদানঃ কঠৈঃ।

নীলপ্রাবহুদারভূষণশতঃ শীতানুচুড়োজ্জ্বলাঃ

বহু কাকরণবাসনাঃ স্তনহরাঃ দেবঃ সদা ভাবয়ে ॥”

ভাসসংধান—

“ধ্যায়েরীলাত্ৰিকান্তঃ শশিশকলধরঃ সুভ্রমালঃ মহেশঃ

বিধ্বজঃ পিঙ্গলাকঃ ভদ্রকমণ্ডলিঃ বজ্রলশূভায়ানি।

নাগঃ দন্তীঃ কপালঃ করসহসিকর্ষেবিভ্রতঃ ভীমবঃ ক্রুঃ

সর্পাকরঃ ত্রিনেত্রঃ মণিময়বিলসৎকিঞ্চিন্দুপদ্রাভ্যাম্ ॥”

এই ধ্যানানুসারে ধ্যান, মানসপূজা, আবরণ ও পীঠাদি পূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান করিয়া বিভবানুসারে দশ বা বোড়শোপচারে বটুকভৈরবের পূজা করিবে। বটুকভৈরবের পূজার পর অসিতাক ভৈরব, রক্ত ভৈরব, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সাহায্য এই অষ্ট ভৈরবের পূজা বিধেয়। পরে বজ্রাদি পূজা করিয়া পূর্বাদিক্রমে ডাকিনীপুত্র, শাকিনীপুত্র, মাকিনীপুত্র, কাকিনীপুত্র, শাকিনীপুত্র, হাকিনীপুত্র, মালিনীপুত্র, দেবীপুত্র ও উমাপুত্রের পূজা করিবে। পরে জগ হোমাদি করিতে হয়। এই দেবতার পূজাচরণ করিতে হইলে ২১ লক্ষ জপ এবং দশাংগ স্তব, মধু শর্করাযুক্ত তিল দ্বারা হোম করিতে হয়।

ইহার বলিবিধি—প্রথমে বিঘ্ননাশন ও দুর্গার পূজা করিয়া বলি দিতে হয়। বলির দ্রব্য—শালি ধাত্তের অন্ন বা পায়স, দ্রুত, লাজচূর্ণ, শর্করা, শুভ্র, ইক্ষুস, পিষ্টক ও মধু এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পের সহিত বলি নিবেদন করিবে, অথবা সর্বস্বলক্ষণসম্পন্ন একটী ছাগবধ করিয়া বলিপ্রদান করিতে হয়। বলিপ্রদান করিয়া শক্রগণের সৈন্তগণকে বলিরূপে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। বলিমন্ত্রে শক্রর নামোল্লেখ করিয়া নিরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিবে।

“শক্রপক্ষত কথিং শিশিতক দিনে দিনে।

তক্ষর স্বগঠৈঃ শাক্তং নারদেয়সমখিতঃ ॥”

এইরূপে বলিদান করিলে বটুকভৈরব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত ক্ষত্রর বাসে স্বগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, সুতরাং অচির কাল মধ্যে শত্রু নাশ হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পূজা পদ্ধতি লিখিত হইল, ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে লিখিত আছে। অন্নাদিরোগ, শ্রুতর প্রভৃতি উপহিত হইলে বটুকভৈরবের ভবপ্রদান বা পাঠ করিলে অন্নাদি রোগ ও শ্রুতর প্রশমিত হয়।

২ বারাগলীহ দেবমুষ্টিবিশেষ।

বটুকরণ (ক্লী) বটোঃ করণঃ। উপনয়ন। (ত্রিকাঃ)

বটুরিন্ (ত্রি) ১ পদযাত্রা বেটনশীল। ২ সর্বব্যাপ্তিবৎ। “হিহি বটুরিণা পদা” (শব্দ ১।৩৩২) “বটুরিণা পদা বেটনশীলেন” (সারণ)

বটে (দেশজ) বাস্তবিক। যথার্থপক্ষে।

‘এ মেয়ে কেমন মেয়ে বটে’ (বিভাসচন্দ্র)

বটের (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Perdix olivacea)।

বটেস্বর (ক্লী) কান্দীরস্থিত লিঙ্গতীর্থ। (রাজতরং ১।১২৪)

বটেস্বরমহায্যো এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ ও পূজাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (স্বান্দে নাগরথঃ)

বটেস্বর, মদ্রাপ্রকাশ নামক মদ্রারাক্ষস-টীকাপ্রণেতা। ইনি গৌরীস্বরের পুত্র। ২ একজন প্রাচীন কবি।

বটোদকা (স্ত্রী) পুণ্যতোয়া নদীবিশেষ।

“তত্র চন্দ্ররসা নাম তাত্রপলী বটোদকা।

তৎপুণ্যসলিলৈনিত্যমুভয়ব্রাহ্মণো মূজনঃ”

(ভাগবত ৪।২৮।৩৫)

বট্টকেরাচার্য্য (পুং) আচারসূত্রপ্রণেতা। বহুমনসী ইহার টীকা রচনা করেন।

বট্য (পুং) ১ বটবৃক্ষ সম্বন্ধীয়। ২ ধাতুবিশেষ।

বট্কারা (দেশজ) জব্যাদির ভৌলমাপক পরিমাণভেদ, বাট্কারা।

বট্কারিয়া (দেশজ) তামাসাকারী।

বট্কেরা (দেশজ) তামাসা, ঠাট্টা, বিক্রপ।

বট্খায়া (দেশজ) ১ ওজনমান। ২ ধর্মাকার মহত্ব। বাটুল।

বঠ, হোলা, সামর্থ্য। ভূদিং পরস্মৈঃ সকং সেট্। লট্ বঠতি। লুঙ্ অবঠৎ। বঠি—বঠ ধাতু একচর্য্য, অসহায়গমন, একাকী গমন। ভূদিং আত্মনেঃ সকং সেট্। লট্ বঠতে। লিট্ ববঠে। লুট্ বঠিতা। লুঙ্ অবঠিষ্ট। এই ধাতু ইদিং বলিয়া দুর্মাণম্ হইয়াছে।

বঠর (পুং) বস্ত্রীতি বচ (বচিমনিভ্যাং চিচ্চ। উণ্ ৫।৩২) ইতি অরপ্রত্যয়শাস্তাদেশঃ। ১ মূর্খ। ২ অশ্রুত। ৩ শব্দকার। ৪ বক্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাঃ) (ত্রি) ৫ শঠ। ৬ মন্দ।

বড়, বড়ি-বড় ধাতু। ১ আরোহণ, এই অর্থে ইহা সৌত্রধাতু। ২ বিভাগ। চুরাদিং পরস্মৈঃ সকং সেট্; ভূদিগক্ষে লট্ বঙতে, লিট্ ববঙে। লুট্ বঙিতা। লুঙ্ অবঙিষ্ট। চুরাদি-পক্ষে লট্ বঙন্তি, লুঙ্ অববঙৎ।

বড়্ (দেশজ) বট শব্দের অপভ্রংশ।

বড় (দেশজ) বৃহৎ, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ।

বড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটি উপবিভাগ ও নগর। [বড় দেশ]

বড় আদালৎ (আরবী) শ্রেষ্ঠ আদালৎ, প্রধান বিচারালয়, হাইকোর্ট (High court)।

বড়কটুলই, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাজোর জেলার অন্তর্গত একটি নগর।

বড় কড়ি (দেশজ) ১ গুল্মবিশেষ। (Sida graveolens) ২ বৃহদাকার সামুদ্রিক কড়ি। ৩ গৃহের ছাদে দিবার জড় বৃহৎ কাঠ খণ্ড।

বড় কড়েল (দেশজ) বৃকভেদ (Momordica muricata)।

বড়করবীর (দেশজ) বৃকভেদ (Nerium odorum)।

বড় কান্ডু (দেশজ) বৃকভেদ (Crotium toxicarium)।

বড় কুদ (দেশজ) গুল্মবৃক্ষ (Jasminum arborescens)।

বড় কুকুরছিটকী (দেশজ) গুল্মভেদ (Ixora undulata)

বড় কুক্শিম (দেশজ) বৃকভেদ (Coryza laocera)।

বড়কু-বলিয়ুর, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তিরেবরী জেলার অন্তর্গত একটি নগর। নান্দুগেরী হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষাঃ ৮°২৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩২' পূঃ। ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে প্রতিবৎসর বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বড় কেশতি (দেশজ) বৃকভেদ (Ageratum aquaticum)।

বড় কেশুরীয়া (দেশজ) কেশুর গাছ (Sourpus grossus)।

বড়খীকুই (দেশজ) বৃকভেদ (Euphorbia hirta)।

বড়গাঁও, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। এখানে জি, আই, পি, রেলপথের একটি স্টেশন আছে। হানটা নিত্যন্ত বাণিজ্যহীন নহে। প্রতি মঙ্গলবারে এখানে হাট বসে। ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজ-মর্যাদার হ্রাসকারী একটি ক্ষুদ্র দরবার হয়। তাহাতে ইংরাজ সেনাপতি বাধ্য হইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য মহারাত্রিকরে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। রণনাথ রাওকে পেশবা-পদে অধিষ্ঠিত করিতে আসিয়া ইংরাজ-সেনাপতি এই লালনা ভোগ করেন।

বড়গাঁছ (দেশজ) ১ বৃহৎ বৃক্ষ। (Croton oblongifolium) ২ বটবৃক্ষ।

বড়গুজর, হজ্রিশ রাজপুতকুলের একতম। তাহার অযোধ্যাপতি ত্রিগ্রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলিয়া পরিচিত। এই জাতি এক সময়ে মহাপ্রভাবদম্পর ছিল। কালে কল্পবাহগণ প্রবল হইয়া তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত হইতে তাড়াইয়া দেয়। তদবধি বড়গুজরের অধিপতিরা আসিয়া বাস করে। সম্রাট অকবর শাহের শাসনকালেও এই জাতির প্রাধান্য নষ্ট হয় নাই। তখন তাহারা বুর্জা, দিরাই, পহান্ন প্রভৃতি স্থানে ভূমিধিকারী সামন্তরূপে পরিগণিত ছিল।

তাহাদের মধ্যে কশাপুত্র কিববন্তী এই যে, মচেরী প্রদেশের দেবতী-রাজ্যের রাজধানী রাজোড় হইতে রাজা প্রতাপ সিংহ বীর আত্মীয় ও স্বজাতীয়বর্গে পরিবৃত্ত হইয়া পিতৃমৃত্যুর নিকটস্থ বেরিরা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। কোএল নগরে তিনি দোর-জাতীয়া এক রাজপুত-কস্তার পানি-গ্রহণ করিয়া দোররাজপুতগণের প্রীতিভাজন হন। তদনন্তর তিনি দোরদিগের সাহায্যে মেবাতী ও ভিহর জাতিকে পদানত করিয়া বুলন্দশহরের পূর্বাংশে গঙ্গাকূলে প্রায় ২৪ শত গ্রাম অধিকার করেন। মৃত্যু সময়ে তিনি বুলন্দশহর জেলার পহান্সর নিকটবর্তী চৌন্দেরা নগরে বীর রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপের জড় ও রাণু সঙ্গী দুই পুত্র ছিল। জড় রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত কাতিহার নামক স্থানে এবং রাণু চৌন্দেরার রাজপাট স্থাপন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি শাসন করিয়াছিলেন।

কনোজের রাঠোর-রাজবংশের আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, রাঠোরপতি নয়নপালের পৌত্র ভরত বড়গুজর-সদার রুদ্রসেনের নিকট হইতে কনকশির রাজ্য অধিকার করিয়া লন। কশতালিকাকথিত নয়নপাল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীে বিদ্যমান ছিলেন।

কাতিহার এবং অম্বুপসহরের বড়গুজরেরা অত্মাপিও আপনাদের কুলধর্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অষ্টাঙ্গ স্থানের, বিশেষতঃ মুক্তাকরনগরের বড়গুজরেরা আলা-উদ্দীন খলজীর রাজ্যকালে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইলেও তাহারা রাজপুতকুলের গৌরবজ্ঞাপক ঠাকুর উপাধি পরিভাষ্য করে নাই, তাই এখনও ঠাকুর আকবর আলী খাঁ, ঠাকুর মর্দন আলী খাঁ প্রভৃতি নামেরও প্রচলন দেখা যায়। অনেকে মুসলমান হইলেও হিন্দুর হোলিপর্কে মস্তাদি পান সহকারে বিশেষ আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকে; এই প্রথার কিন্তু ক্রমশঃ হ্রাস ঘটিতেছে। বিবাহের সময় ইহারা গৃহস্থারে একটা কাহার রমণীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া থাকে। প্রবাদ—কোন কাহারিন্ চাকরাণীর নিদেপ অম্বুসারে তাহাদের কোন পূর্বপুরুষ মেবাতীদিগকে ধ্বংসপথে পতিত করিতে সমর্থ হইরাছিলেন, সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া আজিও তাহারা কাহার রমণীকে এইরূপে সম্মান করিয়া থাকে।

মুক্তাকরনগরবাসী বড়গুজরেরা বলে যে, তাহারা আসবার রাজ্যের দক্ষিণস্থ দোবন্দেখর নামক স্থান হইতে সদার কুমারসেনের সহিত এখানে আসিয়াছে। এখনও তাহারা উক্ত কুমারসেনের পূর্বপুরুষ “বাধা মেঘার” স্মরণার্থে উৎসব করিয়া থাকে। তাহারা প্রধানতঃ গহলোড, ডুট্ট, জোমর, চৌহান, কাতিহার, চাণবার ও পণ্ডির রাজপুতকে কড়া ঘের এবং গহলোড,

বাহল, পণ্ডির, চৌহান, বাঙ্গি, কন্দার প্রভৃতি জেগীর কড়া গ্রহণ করে।

বড়গেনহল্লী, দক্ষিণ-ভারতের মহিস্বর-রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা° ১৩°২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫২' পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটি থাকায় নগরের উন্নয়নের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। স্থানীয় তুলা ও আদুর ব্যবসা লিপ্সায়তগণ এক চোটিয়া করিয়াছে।

বড়গোথুরী (দেশজ) তৃণবিশেষ (Kyllingia umbellata)।

বড়চকমা (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Quercus squamosa)।

বড়চনা (দেশজ) চণকভেদ (Cicer aristinum)।

বড় চুয়া (দেশজ) ইন্দুরভেদ (Mus decumanus)।

বড়চুলী (দেশজ) জলজ বৃক্ষভেদ (Menyanthes Indica)।

বড়ছুঁচা (দেশজ) তৃণভেদ (Cyperus Iria)।

বড়জালগাঁথী (দেশজ) তৃণবিশেষ (Panicum setigerum)।

বড়টগর (দেশজ) গুপ্তবৃক্ষভেদ (Tabernaemontana coronaria)।

বড়ডানকুনা (দেশজ) মৃৎভেদ (Clupea vittata)।

বড়নগর, পশ্চিম-ভারতের গুজরাত-প্রদেশের বড়োদা রাজ্যের অন্তর্গত কড়ি জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৬ বর্গ-মাইল। এখানকার উত্তরপশ্চিম সীমায় যে খাড়ি আছে, তাহার জল দ্বয়ং লবণাক্ত হওয়ায় পানের অমূল্যযোগী হইয়াছে। প্রায় ৮০ হইতে ১০০ ফিট গভীর কুপ-খনন না করিলে স্রমিষ্ট জল পাওয়ার আশা করা যায় না।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। বিশ নগর হইতে ৪৮০ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। প্রবাদ, অযোধ্যার সূর্য্য-বংশীয় কোন রাজা ১৪৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা রাজধানী পরিভাষ্য-পূর্বক এই স্থানে আগমন করেন এবং পরমারবংশীয় কোন রাজকুমারের নিকট হইতে এই স্থান ভ্রম করিয়া তথায় বড়-নগর রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। নাগরগোত্রীয় রাজ-গণের রাজধানী আনন্দপুরেই এই বড়নগর স্থাপিত হয়। এই বড়নগরের নাম হইতেই এখানকার ব্রাহ্মণগণ নাগর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। আনন্দপুরে ২২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাগরগোত্রীয়দিগের প্রাধান্য ছিল। [দেবনাগর দেখ।]

চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীে এই নগরের সমৃদ্ধি ও জনতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বহুকাল হইতে এখানে বড়োদা-রাজ্যের আশ্রিত বীনোজ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছে। তাহারা কবাচারী ও দ্রব্যপ্রকৃতিক, ঐ ব্রাহ্মণ-দিগের অভ্যাচার ও উপদ্রবের পরিচয় পাইয়া বোম্বাই গবর্নেন্ট সর্দারী মহারাজের রাজত্বকালে তাহাদিগকে বড়োদা মহারাজের

অল্পগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন। এখনও এখানে প্রায় ২ শত বর দীনোজ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এখন তাহারা দহ্ম্যবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই প্রায় ব্যবসা বাণিজ্যে বা অপর কাজকর্মে লিপ্ত হইয়া ইংরাজরাজকে শাস্ত হইয়াছে।

বড়নির্বিবি (দেশজ) গুল্মভেদ (Scirpus glomeratus)।

বড়নোনিয়া (দেশজ) বৃকভেদ (Portulaca pilosa)।

বড়নোকো (দেশজ) ১ বৃহৎ নোকো। ২ জলজ গুল্মভেদ (Pouteria vaginalis)।

বড়ন্দ (দেশজ) তৃণভেদ (Panicum uliginosum)।

বড়পটুকা (স্ত্রী) মৎস্তভেদ (Tetodon fornicatus)।

বড়পটোল (দেশজ) পটোল জাতীয় লতাভেদ (Trichosanthes dioica)।

বড়পত্রাঙ্গী (দেশজ) পক্ষিভেদ। (Merops Philippensis)।

বড়পাখী-মেলপাখী, মাহোজ-প্রেসিডেন্সীর তাম্রোজ জেলার হুজালী তালুকের অন্তর্গত একটি নগর।

বড়পানীমরিচ (দেশজ) বৃকভেদ (Polygonum pilosum)।

বড়পিনিচী (দেশজ) তৃণভেদ (Poa Chinensis)।

বড়ফটিকা (দেশজ) বৃকভেদ (Melastoma Malabathrica)।

বড়বটের (দেশজ) পক্ষিভেদ (Pardix olivacea)।

বড়বড়্যা (দেশজ) বহুভাবী। বাচাল।

বড়ভী (স্ত্রী) বড়তে আরুহতেহত্রেতি বড় বাহলকাং অতিচ, কুদিকারাদিতি ভীষ। গৃহ-চুড়া, চলিত মূর্খনি। পর্যায়—গোপানসী, চন্দ্রশালিকা, কুটাগর। (ত্রিকা০)

‘চন্দ্রশালা চ বড়ভী স্ত্রীভাং প্রাসাদমূর্খনি।’ (শ্রীধর)

বড়ভি, বড়ভী, বলতি ও বলভী এই চারি প্রকার রূপ হইয়া থাকে। তৃণনির্মিত গৃহের পাঁড় প্রকৃতি এবং ছাদের উপরিভাগে নির্মিত বে গৃহ, তাহাই চন্দ্রশালা (চিলের ঘর।)

বড়ুর (বরুড়), দাক্ষিণাত্যবাসী নিরুচ্চ জাতিবিশেষ। ইহারা জাতকর্মাদি অনেক বিষয়ে হিন্দুপদ্ধতির অনুকরণ বটে, কিন্তু লুক্র, ইন্দুর প্রভৃতি ঋণিত মাসও তোজন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গাড়ীবড়ুর, জাতীবড়ুর ও মাটীবড়ুর নামে করটা থাক আছে। স্ব স্ব শ্রেণীর বৃত্তি অনুসারে ইহারা এইরূপ সামাজিক আখ্যা লাভ করিয়াছে। ইহারা রমনা, জনাই, সাতভাই ও ব্যোকাবার পূজা দেয়। বিবাহের পর মারুতিপূজা দিব্যর বিধি আছে।

বড়ুবা (স্ত্রী) বলং বাতীতি বল-বা-ক-টাপ, ডলরোরৈক্যাং লভ ডক। ১ ঘোটকী। ২ বড়বারপথারিণী হৃদ্যপটী। (ভাগবত ৮।১৭৮) ৩ অবিদী নন্দ্র। ৪ নারীবিশেষ। ৫ দাসী। ৬ বাহুদেবের স্নানমধ্যস্তা পরিচারিকা। (হরিব° ৩৫।৩)

৭ বাড়বাড়ি। ৮ নারীবিশেষ। (ভারত ৩২২।২৪৪)

৯ ভীর্ভেদ। (ভারত ৩।৮২।৮) [পূর্বর্বে বড়বা শব্দ দেখ।]

বড়বাকৃত (পুং) বড়বরা দাক্ত কৃতঃ। পঞ্চদশবিধ মাসের অন্তর্গত দাসবিশেষ।

‘ভক্তদাসাদ্ভিঃ বিজ্ঞেয়তথৈব বড়বাকৃতঃ।’ (নারদ)

‘বড়বা দাসী ভক্তোভাদাকৃতদাক্তঃ’ (বারহ্মসংগ্রহ)

কোন কোন স্থানে ইহার ‘বড়বাক্ত’ ও ‘বড়বাক্ত’ এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বড়বাড়ি (পুং) বড়বারাঃ সমুদ্রস্থিতাঃ। ঘোটক্যাঃ মুখস্থোহপিঃ। সমুদ্রস্থিত অগ্নি, বড়বাড়াল।

বড়বানু (বাধ্‌বান, বর্ধমান) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কালাবার প্রান্তর একটি দেশীয় সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২৩৭ বর্গমাইল। বোম্বে বড়োলা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ এই রাজ্য মধ্যদ্বারা বিস্তৃত থাকায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটয়াছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে এখানকার সর্দারগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্তরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

এখানকার সর্দার দাজীরাজ ঠাকুরসাহেব রাজকোটের রাজকুমার কলেজে শিক্ষা-সমাপন করিয়া পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার রাজস্ব আদায় ৪ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৮৬২২ টাকা কর দিতে হয়। তাঁহারো বাল্যবংশীয় রাজপুত্র, মোঠপুত্রই পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই। রাজ্যের সেনাসংখ্যা ৫ শত।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। বোম্বে বড়োলা ও সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথের এখানে একটি স্টেশন আছে। অক্ষা° ২২°৪২’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৪’৩০’’ পূঃ। নগরের দক্ষিণে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ। পরিখা ও প্রাকারাদি দ্বারা নগরটা সুরক্ষিত। এখানে চূত, ভূলা, নানারকম শস্ত ও দেশী সাবানের বিস্তৃত কারবার আছে। দেশীয় ভাস্করগণ শিল্পবিভাগ সমাক্ষ উন্নত। তাবনগর-গোণ্ডাল রেলপথের সহিত উপরোক্ত রেলপথের এখানে মিলন হওয়ার স্থানীয় সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর পরিবর্ধিত হইতেছে।

৩ কাঠিরাবাড় একেল্লীর ইংরাজবাস। বর্ধমান রাজ্যের মধ্যে উপরোক্ত বড়বান নগর হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে স্থাপিত। এখান হইতে রেলপথ দ্বারা বোম্বাই ও আন্ধ্রাবার এবং তাব-নগর ও রাজকোট বাওয়া যায়। পূর্বে বড়বান দরবার হইতে বার্ষিক ২২৫০ টাকা খাজনার এইস্থান ও ২৫০ টাকা খাজনার হুধরাজ গিরাসিরায় অধিকৃত স্থান জফা লইয়া এই রাজ-নগর (Civil Station) স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে

জেল, পুল, ধর্মশালা, ঔষধাগার ও বটিকাত্তর (Clock-tower) প্রভৃতি শোভিত স্থান স্থান অট্টালিকা আছে। গিরাসিয়ার ভূমিদানের অল্প ইংরাজরাজ তাঁহার সমান সম্ভতিদ্বিগকে রাজ-কুমার কলেজে পাঠের অধিকার দিয়াছেন।

বড়বানল (পুং) বড়বায়া: অনল:। বড়বায়া। পর্যায়—সলিলেকন, বড়বামুখ, কাকধ্বজ, বাণিজ্যসন্ধ্যা, তৃণধুক, কাঠধুক, ঔরু, বাড়ব। (অমর) ২ লঙ্কার দক্ষিণে পৃথিবীর চতুর্থভাগরূপ স্থানবিশেষ। (সিদ্ধান্তশি) ৩ বটিকৌষধবিশেষ। (রসেন্দ্রসারসং)

বড়বামুখ (পুং) বড়বায়া: বোটকা মুখমাত্রয়নোন্ত্যস্ত অর্শ-আদিভাষচ। ১ বড়বানল। (হেম) ২ মহাদেবের মুখ।

৩ মহাদেবের নামভেদ। (ভারত ১৩।১৭।৫৫)

৪ কুর্কের দক্ষিণকৃষ্ণ জনপদবিশেষ।

৫ বটিকৌষধ বিশেষ। (রসেন্দ্রসারসং)

বড়বাবস্ত্র (স্ত্রী) বড়বামুখ, বড়বানল।

বড়বাস্ত্র (পুং) বড়বায়া: বোটকরূপায়া: ঋতুস্থত্যায়া: সংজ্ঞায়া: স্ত্রুত:। অধিনীকুমার। এই অর্থে এই শব্দ দিবচনাস্ত্র, অধিনীকুমার চইজন।

বড়বাস্ত্র (পুং) বড়বায় দাস্ত্র্য হত:। পঞ্চদশবিধ দাসের অন্তর্গত দাস বিশেষ। বড়বা শব্দে গৃহদাসী, যে ব্যক্তি লোভে অরুণ্ট হইয়া এই দাসীকে বিবাহ করিয়া তৎগৃহে দাসরূপে অবস্থান করে, তাহাকে বড়বাস্ত্র কহে। (মিতাক্ষরা)

বড়বিন্ (ত্রি) বড়বাস্ত্র বা তৎসম্বন্ধীয়।

বড়া (স্ত্রী) বড়-অচ্-টাণ্। বটক, চলিত বড়া।

‘কমলেনাথবা তালৈব কুং যতাপুলং পিডং।

পিণ্ডং চূর্ণং বটো বড়া’ ইতি (শব্দচং)

বড়া স্ত্রীয়াছ দ্রব্য। তাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার সহিত অল্পপরিমাণে চাউলের শুড়া মিশাইয়া তৈল বা দ্বতে ভাজিয়া লইতে হয়। রসবড়া, ছানাবড়া প্রভৃতি খাদ্য অতি সুস্বাদু।

বড়িকা (স্ত্রী) বটিকা।

বড়িশ (স্ত্রী) বলিনো মৎস্তান্ ভৃতি মাশয়তি শো-ক, লত্ভ ডঙ্ক।

১ মৎস্তধারণার্থ বক্র লোহকটকবিশেষ। চলিত বড়শী, পর্যায়—মৎস্তবেধন, বলিশ, বড়শী, বড়িশা, বলিশী, মৎস্তবেধনী, বলিশী, বলিশ, বরিশা, বলিশি, মৎস্তভেদন। (জটায়র)

২ আয়ুর্বেদোক্ত বড়িশাকার বেধনবস্ত্রবিশেষ।

বড়ী (দেশজ) ১ ঔষধের বটিকা। ২ খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পাকা চালকুমড়া উত্তররূপে কুরিয়া তাহা বাটিয়া লইতে হয়, পরে মটরডাল এবং ঝিকুরা বাটিয়া উহা একত্র মিশ্রিত

করিয়া উত্তমরূপে কেনাইয়া বড়ী দিতে হয়। এই বড়ী অতিশয় স্বাদু। ইহা ভিন্ন কেবল ডাইলের বড়ী ও মুলার বড়ী প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

বড়োসক (স্ত্রী) প্রাচীন স্থানভেদ।

বড়ু বড়ু (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ। পক্ষে নিমজ্জনকালে যে অব্যক্ত শব্দ উচ্চিত হয়।

বড়ু (ত্রি) বড়তে ইতি বড় বহুলমজ্জাপীতি বক্। বৃহৎ। চলিত বড়। (অমর)

বণ, শব্দ। ভূদি’ পরস্মৈ’ সক’ সেট্। লট্ বণতি। লিট্ বণাণ। লুট্ বণিতা। লুঙ্ অবণীৎ, অবণীৎ। গিচ্ বাণয়তি। লুঙ্ অববণৎ, অববণৎ।

বণিক (পুং) ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাাত্র। যাহারা বাণিজ্যব্যুত্তিয়ার জীবিকার্জন করে। বাঙ্গালায় গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক কাংস্ত-বণিক প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে। উত্তর ও পশ্চিমভারতে শ্রেষ্ঠী এবং বেণিয়ারা এই শ্রেণীভুক্ত। এতদ্বিন্ন ইংরাজ, ফরাসী, মুসলমান প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক বণিকেরও ভারতে অধিষ্ঠান হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী বণিক জাতির বিবরণ বৈশ্ব শব্দে এবং বণিকজাতির শব্দবিশেষে বিস্তৃত হইয়াছে।

[বৈশ্ব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বণিককর্ম্ম (স্ত্রী) বণিজ্ঞাঃ কর্ম্ম। বণিকদিগের ক্রয়বিক্রয়াদি-রূপ কার্য।

বণিকক্রিয়া (স্ত্রী) বণিজ্ঞাঃ ক্রিয়া। বণিকদিগের কার্য। (বৃহৎসং ৬।২।২০)

বণিকপথ (পুং) বণিজ্ঞাঃ পথঃ। বণিকদিগের পথ। নিগম। বিপণি। বাণিজ্য। (জটায়র)

“অচৌরাভূতধা ভূমির্থা রাত্রৌ বণিকপথাঃ।” (রাজতরং ৬।৭)

বণিকব্রত (স্ত্রী) বণিকের কার্য। ব্যবসায়। বণিগ্‌ব্রতি।

বণিকসার্থ (পুং) বণিকসমূহ। “বিকৌর্বলবস্ত্রীয়া মায়রা জীবলোকোহস্য যথা বণিকসার্থোহর্থপরঃ” (ভাগবত ১৫।১৪।১)

বণিগ্‌জ্ঞান (পুং) বণিকজ্ঞান।

বণিগ্‌জু (পুং) বণিজ্ঞঃ পণ্যজীবন্ত বহুধর্মদম্বাৎ। নীলি-বৃক্ষ। (শব্দচং)

বণিগ্‌বহ (পুং) বহতীতি বহ-অচ্ বণিজ্ঞাঃ বহঃ। উট্ট। (শব্দচং)

বণিগ্‌ভাব (পুং) বণিজ্ঞো ভাবঃ। বাণিজ্য, বণিকদিগের ধর্ম্ম। পর্যায়—সত্যানুত, বণিকপথ, বাণিজ্য, বণিজ্য। (শব্দরত্নাং)

বণিগ্‌ব্রতি (স্ত্রী) বণিজ্ঞাঃ ব্রতিঃ। বণিকদিগের ব্রতি, বাণিজ্য, বণিকদিগের জীবিকা।

বণিগ্‌মার্গ (পুং) বণিজ্ঞাঃ মার্গঃ। বাণিজ্য, বিপণি, বণিকপথ।

বণিজ্ (পুং) পণতে ক্রয়বিক্রয়াদিনা ব্যবহরতীতি পণ-

(পেশাক্ষেপকঃ। উণ্ ১।৩০) ইতি ইতি পত চ বঃ। জন-
বিক্রমকর্তা, বাণিজ্যকারক। পর্কার—বৈদেহক, সার্থবাহ, মৈগম,
বাণিজ, পণ্যাজীব, আপণিক, জনবিক্রমিক, বৈদেহ, বিদেহ,
বাণিজ, বাণিজ্যিক, ক্রমিক, বিক্রমিক, বাণিজক, বাণিজ্যকার।
(শব্দরত্না) ২ বৈত। (রাজনি) বাণিজ্যই ইহাদের বৃত্তি,
এইজন্য ইহাদিগকে বাণিজ্ কহে। ৩ করণবিশেষ, বৎ-বালব
প্রভৃতি করণের মধ্যে বটকরণ। (বৃহৎস ১৯।৭)

বাণিজ (পুং) বাণিগের বাণিজ্, বার্ধে অণ, অভিধানাৎ ন বৃত্তিঃ।
১ বাণিক। ২ বৎ প্রভৃতি করণের মধ্যে বটকরণ। এই করণে
বাণিজ্যারম্ভ করিলে গুত হইয়া থাকে। অল্প গুতকর্মে এই
করণ নিষিদ্ধ। বাণিজ্যকরণে কোন বালক জন্ম গ্রহণ করিলে
বুদ্ধিমান, কৃতজ্ঞ, গুণবান্ এবং বাণিকগিরের দ্বারা তাহার অভিলাষ
সিদ্ধি হইয়া থাকে।

“প্রোজঃ কৃতজ্ঞো গুণবান্ গুণজ্ঞো বাণিকজনপ্রাপ্তমনোরথঃ ভাৎ।
যত প্রযতৌ বাণিজ্যভিধানং ভাণ্ডপ্রধানং ত্রিবিধং হি তত্ত ॥”

(কোষ্ঠীগ্রন্থীপ)

বাণিজক (পুং) বাণিক। ব্যবসায়ী।

বাণিজ্য (স্ত্রী) বাণিজ্যো ভাবঃ কর্ণ বা বাণিজ্ (দূতবাণিগুভ্যাম্।
পা ৫।১।২২) ইত্যত্র কাশিকোভ্যে। বাণিজ্য, স্রিয়াং
টাপ্। বাণিজ্য।

বণ্ট, বিভাগ। চুরাদি পরস্মৈ সক্ সেট্। লট্ বণ্টয়তি,
বটোপয়তি। লুঙ্ অববটং।

বণ্ট (পুং) বটোতে ইতি বণ্ট-বঞ্। ১ ভাগ। ২ দাত্তমুষ্টি।
(হেম) বণ্ট-অচ্। ৩ অকৃতোবাহ, অবিবাহিত। (শব্দমালা)

বণ্টক (পুং) বণ্ট এব বার্ধে কন্। ১ ভাগ। (অমর) বণ্ট-
ধূল্। (ত্রি) ২ বণ্টনকারী, বিভাগকর্তা।

বণ্টন (স্ত্রী) বণ্ট-লুট্। বিভাগ।

বণ্টনীয় (ত্রি) বণ্ট-অনীয়ন্। বণ্টনের বোণ্য, বিভাগের বোণ্য।

বণ্টিত (ত্রি) বণ্ট-ইতচ্। কৃতবিভাগ, বাহা ভাগ করিয়া
বেণ্ডা হইয়াছে।

বণ্টাল (পুং) ১ পুরষ্। ২ নৌকা। ৩ ধ্বনি। (মেদিনী)
কোন কোন স্থানে ‘বণ্টাল’ এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

বণ্ট (পুং) বণ্টতে ইতি বণ্ট-অচ্। ১ অকৃতোবাহ, অবিবাহিত।
২ ধ্বনি। ৩ কৃত্যধ্ব। (মেদিনী)

বণ্টর (পুং) ১ বণিকারজ্। ২ কৃত্যের লাদ্। ৩ করীর
কোব। ৪ তালপত্রব। ৪ পরোধর। (মেদিনী)

বণ্টাল (পুং) [বণ্টাল বেষ]

বঙ (পুং) বনতে ইতি বন সত্ত্বতৌ (চমভাৎ ভঃ। উণ্
১।১১০) ইতি ভ। ১ অনাবৃত্তয়চ্। পর্কার—হুতর্কা,

বিনয়ক, শিশিবিহি। (হেম) বাঙ। (ত্রি) ২ হুতাবিবর্জিত।
লাক্ লাবিসহিত, চলিত বেড়ে। (মেদিনী) ৩ কনভন।
স্রিয়াং টাপ্। অসতী স্ত্রী। পুং-ভনী।

বং (অব্যয়) বাতীতি বা উতি। ১ সাধ্য। পর্কার—বা, বধা,
তথা, এব, এবং। (অমর)

বত্ত (অব্যয়) ১ খেব। ২ অল্পকম্পা।

“ক বত্ত হরিণকানাং জীবিতকান্তিলোপঃ

ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারঃ শরাত্তে ॥” (শব্দরত্না ১ অঃ)

৩ সত্ত্বাব। ৪ বিনয়। ৫ আয়তন। (অমর)

বত্তংস (পুং) অবভাসরতি অবত্তন্তভেদেন বা ইতি অব-ভসি
অচ্ বঞ্ বা অবভাসোপঃ। কর্ণপূর, কর্ণভূষণ, কাণের গহনা।
২ শেখর, শিরোভূষণ।

“চলিত-দৃগঙ্কল-চকল-মৌলিকপোলবিলাকবত্তংসং।

মাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসঃ স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥”

(শ্রীভগোবিন্দ ২।২)

বতক্ (আরবী) হালী।

বতপু (পুং) বনতীতি-বন (অণ্ডন্ কৃৎস্রুঞঃ। উণ্ ১।১২৮)
ইত্যত্র বনতেতৎকারান্তাদেশঃ। ১ দুনিভেদ। (উণাদিকোষ)

বতানীধু (আরবী) মাসের অল্পক দিন।

বতায়ন (পুং) বাতায়ন, জানালা।

বতুই (দেশজ) পক্ষিভেদ।

বতু (পুং) ১ দেবদত্তী। ২ সত্যবাক্। ৩ পদ্য। ৪ অঙ্গিরোগ।

বতৌকা (স্ত্রী) অবগতঃ ভৌকং অপত্যং বতঃ, অবভাসোপঃ।
অবভৌকা, যে গাভীর গর্ভম্ভাব হইয়াছে।

বত্রিশ (দেশজ) বাত্রিশৎ, ৩২ সংখ্যা।

বৎস (পুং) বনতীতি বন (বৃত্ বসি-হসি-কমিকবিত্যঃ সঃ। উণ্
৩।৩২) ইতি স। ১ বর্ষ। ২ গোশিশু, চলিত বাছুর। পর্কার—
শক্ৎকরি, তর্পক, মোড়া, মোবক, মোষ, মোহিগের, বাছলের,
তদ্বৎ। সত্ত্বাকাত বৎসের পর্কার—তর্পক, তর্পত, তদ্বৎ, কচ।
(জটায়র) ৩ পুত্রাবি, চলিত বাছা।

“ন বৎস নৃপতের্বিক্য ভবানারোচুর্ধ্বতি।

স নৃহীতো ময়া বৎ বৎ কুকাবপি নৃপাঙ্গল ॥”

(ভাগবত ৪।৮।১১)

৪ দিবোদাসের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৫।৫) ৫ দেশভেদ।

“অতি বৎস ইতি খ্যাতো মেধো দর্পোশাভরে।

বর্গন্ত নিমিত্তো বাজা প্রেতিমঃ ইব কিটৌ ॥” (কণাশরিতং ৯।৪)

৬ কংসের অল্পচর বৎসাসুর, এই অল্পর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক
নিহত হন। (ভাগবত ১০।৮০) ৭ ইন্দ্রবৎ। (ভেদনত)

(স্ত্রী) ৮ বৎস। (অমর) ৯ দুনিবিশেষ। (শিবপু ৭।৫০)

বংস, ১ কুমারসম্ভবটীকারচরিতা। ২ চরকাধ্বন্যুৎপত্তিপ্ৰণেতা।
যেহাজি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বংসক (স্রী) বংস-সংজ্ঞায় ইবার্ণে বা কনু। ১ পুংসকাসী।
(রাজনিং) ২ বংসকসর্গ। (পুং) বংস-কনু। ৩ কুটজ।
(অমর) ৪ ইন্দ্রবব। ৫ নিম্বুগী, নিসিন্দা। (বৈভকনিং)

বংসকণ্ডিকা, ঔষধভেদ। (চিকিৎসা)

বংসকণ্টক (পুং) পর্ণটক, কেতাপাণ্ডা।

বংসকমল (স্রী) ইন্দ্রবব। (চরক সূ. ৪ অং)

বংসকবীজ (স্রী) বংসকত বীজ। ইন্দ্রবব।

“যোযং বংসকবীজক নিষত্বনিষমার্কবম্।

চিত্রকং মোহিনীং পাঠাং দার্কীমতিবিবাং সমাম্ ॥” (চক্রপাণিসং)

বংসকামা (স্রী) বংসং কামরতে ইতি কন্-অচ্-টাপ্।

বংসান্ডিলাবিশী গাভী। পর্যায়—বংসলা। (রাজনিং)

২ পুংসিকামা স্রী, যে স্রী সন্তান কামনা করে।

বংসগুরু (পুং) পুত্রের আচার্য।

বংসগুরুতীর্থ (স্রী) তীর্থভেদ।

বংসতন্ত্রী (স্রী) বংসত তন্ত্রী। বংসবন্ধন রজ্জু, চলিত বাছুর-
বাধা দড়ি।

বংসতর (পুং) প্রথম বয়সের বংস (বংসোক্ষাধ্বর্ষভেভ্যশ্চেতি।

পা ৫৩৯১) ইতি টরচ্। প্রাপ্তদমনকাল গোশিশু, চলিত

দোয়ানে বাছুর। পর্যায়—দম্বা, চুর্দাস্ত, গড়ি। (রাজনিং)

বংসতরী (স্রী) বংসতর-তীপ্। তিনবংসর বয়সের স্রীগবী,

বৃষোৎসর্গে বৃষপন্নীরূপে কলিতা ত্রিহায়ণী গাভী। বৃষোৎসর্গ

করিতে হইলে চারিটা বংসতরীর সহিত একটা বৃষ উৎসর্গ

করিতে হয়। এই বংসতরী উত্তমরূপে অলঙ্কারাদি দ্বারা

সজ্জিত করিয়া দিতে হয়। তিনবংসরের কমে বংসতরী হয় না।

“ত্রিহায়ণীভির্ধজ্জাভিঃ সুরূপাভিঃ সুশোভিতঃ।

সকৌপকরণোপেতঃ সর্লশতচয়ো মহান্।

উৎশষ্টায্যো বিধানেন প্রতিস্থতিনির্ঘর্নাৎ ॥” (শুভিতঃ)

বংসত্ব (স্রী) বংসসা ভাবঃ ত্ব। বংসের ভাব বা ধর্ম।

বংসদত্ত (পুং) গোশিশুর দত্তের জ্ঞান তীরভেদ।

বংসদামন, পুরসেনবংশীর রাজভেদ। ইহার পিতার নাম দেব-
রাজ ও মাতা ব্যক্তিকা দেবী।

বংসনপাং (পুং) বক্তার বংশধর। (শতপথত্রাং ১৪৫৫১২২)

বংসনাভ (পুং) বংসান্ নভাতি হিনতীতি নভ হিংসারঃ

(কর্ণধাণ্। পা ৩২১) ইত্যণ্। বিববৃক্ষবিশেষ, (Aconitum

ferox)। দ্বাবরবিষভেদ, কন্দবিষ, চলিত—কাঠবিষ বা

মিঠেবিষ; হিন্দী—মিঠা; বহে—বচনাগ; তামিল—বমনবী।

সংস্কৃত পর্যায়—অমৃত, বিষ, উগ্র, মহাবিষ, পরল, মারণ, নাগ,

তৌকক, প্রাণহারক, দ্বাবরাণি। গুণ—অতিমধুর, উষ্ণ, বাত,
কক, কঠপীড়া ও সন্নিপাতনাশক, শিত্ত ও সন্তাপকরক। (রাজনিং)
ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,—

“সিদ্ধবারসদৃশজ্ঞাতো বংসনাভ্যাক্তিতত্ত্বা।

বং পার্থেন তরোয়ুর্জির্বংসনাভঃ স ভাবিতঃ ॥” (ভাবপ্রং)

বংসনাভাখ্য বিবের আকৃতি গোবৎসের জ্ঞান এবং বৃক্ষের
পত্র সিদ্ধবার (নিসিন্দা) পত্রের জ্ঞান হইয়া থাকে। যে স্থলে
বংসনাভ বিবের বৃক্ষ থাকে, তাহার নিকটে কোন বৃক্ষই বর্জিত
হয় না। এই বিব শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ
করিতে হয়।

শোধনপ্রণালী—বিষ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে, পরে
ঐ বিষ তিন দিন গোমুত্রে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে, তৎপরে
উহার ছাল তুলিয়া রোদ্রে শুকাইতে হইবে, অনন্তর রক্ত-
সর্বপের তৈল দ্বারা আর্দ্রীকৃত বস্ত্রখণ্ডে তিন দিন বাঁধিয়া রাখিলে
বিষ শোধিত হয়।

গুণ—এই বিষ প্রাণনাশক, দ্বাবারী ও বিকাশিশুণ্ণযুক্ত।

অগ্নিশুণ্ণবহুল, বায়ু ও কফনাশক, যোগবাহী এবং মত্তভাজনক;

কিন্তু বিবেচনার সহিত যথাযথযুক্ত হলে প্রয়োজিত হইলে প্রাণ

রক্ষার কারণ হয়। ইহা রসায়ন, যোগবাহী, বাতর, কফাপহারক

ও ত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে। (ভাবপ্রং)

বংসনাভ শব্দের স্রীবলিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,

কিন্তু সাধারণতঃ পুংলিঙ্গে ব্যবহার হইয়া থাকে।

“চত্বারি বংসনাতানি মুক্তকে যে প্রকীর্তিতে।

ঐষাত্তো বংসনাভে পীতবিগ্নুজ্জনেত্রতা ॥”

(সুশ্রুত কল্পসূত্র ২ অং)

২ সম্বাদ্রিবির্ণিত রাজভেদ। (সম্বাং ২৭৫৭)

বংসপ (পুং) ১ বংসপালক। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

“পরীতো বংসপৈর্বংসান্কারয়ন্ ব্যহরষিভুঃ।

যমুনোপবনে কুজদ্বিজসমুপিতাঙ্গিপে ॥” (ভাগবত ৩২২৭)

৩ দানবভেদ। (অথর্ক ৮৩১১)

বংসপতি (পুং) রাজভেদ, বংসরাজ। (বাসবদত্তা)

বংসপত্ন (স্রী) বংসরাজত পত্নং। তারতবর্ষের উত্তরস্থ

দেশবিশেষ, পর্যায়—কোশাণী। (হেম)

বংসপাল (পুং) বংসান্ পালয়তীতি বংস-পালি-অণ্। শ্রীকৃষ্ণ

ও বলদেব, বৃন্দাবনে গোবৎস পালন করিয়াছিলেন, এই জন্য

ইহাঙ্গ বংসপাল নামে খ্যাত হইরাছিলেন।

“এবং ব্রজোকস্যাং শ্রীতিং যজ্ঞন্তো বালাচেষ্টিতৈঃ।

কলবাট্যোঃ স্বকালেন বংসপালো বহুবভুঃ ॥”

(ভাগবত ১০।১১।৩৬)

(ত্রি) ২ বৎসপালক, বৎসপালনকারিমাত্র। (হরিবং ৩৭।২৪)
বৎসপ্রচেতস্ (ত্রি) পূজাবিবরে প্রকৃষ্টমনা। "ভোতরি প্রকৃষ্ট-
জ্ঞানঃ" (ঋক্ ৮।৮৭ সারণ)

বৎসপ্ৰী (পুং) রাজভেদ, ভলননের পুত্র, অপর নাম বৎসপ্ৰীতি।
ইনি ঋগ্বেদের ৯।৩৮ ও ১০।৪৫, ৪৬ হৃক্‌য়ের মন্ত্রগ্রন্থী ঋষি।

"ভলননমুতন্ত বৎসপ্ৰীতির্ভলননাং ১" (ভাগবত ৯।২।২৩)

বৎসপ্ৰীতি (পুং) ১ বৎসপ্ৰীতি, রাজভেদ। (স্ত্রী) বৎসপ্ৰীতি:
প্ৰীতিঃ। ২ বৎসের প্ৰতি ভালবাসা।

বৎসবন্ধা (স্ত্রী) বন্ধবৎসা। বৎসাকাক্ষী গাভী।

বৎসবালক (পুং) বহুমেবের ভ্রাতা।

বৎসভক্ষক (পুং) বৎসপ্ৰীতি ভক্ষকঃ। ঈহামৃগ, হাঁড়োল,
গোবাধা, ইহার গোবৎস ভক্ষণ করে, এইজন্য ইহাধিগকে বৎস-
ভক্ষক কহে।

বৎসভূমি (স্ত্রী) ১ জনপদভেদ। বৎসদিগের বাসভূমি। (ভারত
বন ২৫।৩৮) ২ বৎসরাজের পুত্র। (হরিবংশ)

বৎসমিত্র (পুং) গোভিলভেদ।

বৎসমুখ (পুং) গোশিশুর মুখ মুখবিশিষ্ট।

বৎসর (পুং) বসন্তাস্থি অয়নকৃত্যাসপক্ষবারাদর ইতি, বস
নিবাসে (বসেচ। উণ্ ৩।৭১) ইতি সরন্, (সঃ স্তাধিধাতুকে।
পা ৭।৪।৪৯) ইতি সন্ত ভঃ। ষাধশমাসাম্মক বা অয়নষয়ায়ক
কাল, ১২ মাসে অথবা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সমষ্টিতে এক
বৎসর হয়। পর্যায়—সংবৎসর, অক্ষ, হায়ন, শরৎ, সমা,
শরদা, বর্ষ, বরষ, সংবৎ। (শব্দরত্না)

মলমাসতবে লিখিত আছে যে, সৌর, সাবন, নাকত্র ও
চান্দ্রভেদে বৎসর চারি প্রকার; স্তব্ধরাং সৌর, সাবন, নাকত্র
ও চান্দ্রভেদে মাসও চারি প্রকার। ইহার মধ্যে ষাধশ সৌর
মাসে এক সৌর বৎসর, ষাধশ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর,
কিন্তু মলমাস স্থলে ত্রয়োদশ মাসে এক চান্দ্র বৎসর হইয়া থাকে।

"চান্দ্রবৎসরোহপি ষাধশমাসৈর্ভবতি, মলমাসপাতে তু
ত্রয়োদশমাসৈর্ভবতি। তথাচ ঋতিঃ—ষাধশমাসাঃ সংবৎসরঃ,
কচিং ত্রয়োদশমাসাঃ সংবৎসরঃ" (মলমাসতবে)

ষাধশ নাকত্র মাসে এক নাকত্র বৎসর হয় এবং ষাধশ সাবন
মাসে এক সাবন বৎসর হইয়া থাকে। স্তব্ধর্য বতদিন এক
রাশিতে অবস্থান করেন, ততদিন এক সৌরমাস। স্তব্ধর্য
রাশিতে অবস্থান জন্ত মাস হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সৌরমাস
কহে। সাল, শকাব্দা প্রভৃতি সৌরমাসানুসারেই গণনা
হইয়া থাকে।

তিথিবর্ত্তিত মাসকে চান্দ্রমাস কহে। চান্দ্রমাস মুখ্য ও গোণ-
ভেদে বিবিধ। ষাধশ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর হইয়া থাকে।

২৭টা নাক্ত্রে এক নাকত্র মাস, ইহার ষাধশ নাক্ত্রে মাসে এক
নাকত্র বৎসর হইয়া থাকে। সৌর ও চান্দ্রভেদে সাবনমাসও
বিবিধ। যে কোন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ অহোরাত্রে
যে মাস হয়, তাহাই সৌরসাবনমাস—যেমন ১০ই আশ্বিন হইতে
৯ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৩০ অহোরাত্রে এক সৌরসাবন মাস। যে
কোন তিথি হইতে তাহার পূর্ব তিথি পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে এক
চান্দ্রসাবন মাস, ইহার ষাধশ মাসে এক সাবনবৎসর হয়।

[বিশেষ বিবরণ মাস, মলমাস ও ষাধিশংবৎসর শব্দে দেখ]

সৌরবৎসর প্রভাবাদি ৬০টা নামে বিভক্ত বলিয়া ষাধিশংবৎসর
নামে অভিহিত।

২৬বৎসর পুত্র। (ভাগবত ৪।১০।১) ও মুনিভেদ। (লিঙ্গপু ৩।৩৫১)

বৎসরাজ (পুং) বৎসদিগের নরপতি।

বৎসরাজ, ১ নির্ণয়বীপিকারচয়িতা। ২ ভোজপ্রবন্ধ ও হাত-
চূড়ামণিগ্রহণগ্রন্থেতা। ৩ বারাগসীদর্পণ ও তাহার টীকাগ্রন্থেতা।
রামায়ণের শিবা ও রাঘব ত্রিাশটির পুত্র। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি
উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন।

বৎসরাজ, ১ চাহমানকণীয় একজন রাজা। ২ চৌলুক্যবংশীয়
লাটদেশাধিপতি। ৩ ককরোড়ীর মহারাজক উপাধিধারী একজন
সামন্ত। ৪ মহোদয়রাজভেদ। ৫ চন্দ্রেন্দ্ররাজ কীর্ত্তিবর্দ্ধার প্রধান
মন্ত্রী। ৬ সিন্ধুরাজ পুত্রভেদ। ইহার অপর নাম শোহড়দেব।
ইনি কনোজপতি গোবিন্দচন্দ্র দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

বৎসরাজদেব, একজন প্রাচীন কবি।

বৎসরাদি (পুং) বৎসরের আদি। মার্গশীর্ষ, অগ্রহায়ণ।

বৎসরাস্তক (পুং) বৎসরন্ত অস্ত্রে কায়তি শোভতে ইতি কৈ-
ক, যথা বৎসরস্তান্তো নাশো যস্মাৎ। কান্তন মাস। (রাজনি°)
বৎসল (ত্রি) বৎসে পুত্রাদিসেহপাত্রে কামোহস্তাত্তীতি বৎস
(বৎসাংসাত্ত্য্য কামবলে। পা ৫।২।৯৮) ইতি লট্। ১ স্নেহ-
যুক্ত। পর্যায়—দ্বিধ। (অমর)

"জ্ঞানং গুহ্যতমং বতৎ সাক্ষাৎ ভাগবতোদিতম্।

অথবোচন্ গমিযন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ১" (ভাগবত ১।৫।৩০)

বৎসং লাতি গৃহ্যাত্তীতি লা-ক। ২ বৎসকামুক।

(পুং) ৩ শূদ্রাণাং দশবিধ রসের অন্তর্গত রসবিশেষ। সাধারণতঃ
রস ৯টা স্বীকৃত হইয়াছে। দশটা রস স্বীকার করিলে
বৎসল দশম রস হয়। ইহার লক্ষণ—

"সুখং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসঃ বিদ্যঃ।

হারী বৎসলতা স্নেহঃ পুত্রোত্তালষণং মতম্॥

উদীপনানি তচ্ছেষ্টী বিভ্রাণোহ্যোদয়াদরঃ।

আলিঙ্গনাসংস্পর্শপিরস্ চুনরীকণম্॥

পুলকানন্দবাপাত্তা অসুখাভাঃ প্রকীর্ণিতাঃ।

সকালিগোহনিষ্টপতা হৰ্ণগৰ্ভাৱৰো মতাঃ।

পদ্যপদ্যবিবৰ্ণো বৈবৰ্ণ্য যোক্তব্যাক্তঃ ॥ (সাহিত্যদ' ২২৪১)

যে কালে বৰ্ণনাৰ অতিশয় চমৎকৰিত্তা হয়, তথাৰ বংসলয়স হইয়া থাকে। এই সন্মত হাৰিভাৰ বংসলতা বা মেহ; পুত্ৰাদি ইহাৰ আলম্বন; পুত্ৰাধিৰ চেষ্টা, বিজ্ঞা, শৌৰ্য ও দয়াৰি উল্লীপন-তাৰ; পুত্ৰাদিকে আলম্বন, তাহাদিগেৰ অলম্বন-শৰ্শ, শিরচুৰন, নৰ্শন, পুলক, আনন্দ ও বালাদি ইহাৰ অলম্বাৰ; অনিষ্টপতা, হৰ্ণ ও গৰ্ভাৰি লকৰিত্তাৰ; ইহাৰ বৰ্ণ পদ্যকোবোৰ জ্ঞান এক ইহাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা লোকমাতা। উদাহৰণ—

“বদাহ ধাতা প্রথমোদিতঃ যতো যদৌ তদীয়মবলম্বা চাতুলীম্।

অক্লুত মদ্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া পিতৃমুদং তেন ভতান সোহৰ্ভকঃ ॥

(সাহিত্যদ' ধৃত ববু') [মদনৰ দেখ]

বংসলতা (ত্ৰী) বংসলতা ভাবঃ তল, টাপ্। বাংসল্য, বংসলয়, বংসলেৰ ভাব বা ধৰ্ম।

বংসলা (ত্ৰী) বংসল-টাপ্ বা বংসং লাভি লা-ক-টাপ্। বংসকামা গো।

“সাং গোৱিৰ সিংহেন বিবংসা বংসলা কৃত।

কৈকেয়া পুরুষব্যায় বালবংসেৰ গোৰ্গলাং ॥”

(সামাৰণ ২।৪২।৮১)

বংসবৎ (ত্ৰি) বংস অন্ত্যৰ্থে মতুপ্ মত বঃ। বংসযুক্ত। ত্ৰিৰাং ত্ৰীপ্। বংসযুক্তা গাত্ৰী।

“সমেতা গাবোহধো-বংসান্ বংসবতোহ্যাপ্যপায় ॥”

(ভাগবত ১০।১৩।৩১)

বংসবরদাচার্য্য, প্রপন্নপারিজাতপ্রণেতা।

বংসবিন্দ (পুং) ঋভিভেদ। (প্রবন্ধাধায়)

বংসবুদ্ধ (পুং) রাজভেদ।

“উক্কিরঃ হৃতন্ত বংসযুক্তো তবিত্তি ॥” (ভাগ' ৯।১২।৯)

বংসবৃহ (পুং) বংসেৰ পুত্ৰ। (বিকুপুৰাণ)

বংসশাল (ত্ৰি) গোৱাল বৰে জাত।

বংসশালা (ত্ৰী) গোৱাল বৰ।

বংসস্মৃতি, প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ। মাধবাচার্য্য কালমাধৱীৰ গ্ৰন্থে ইহাৰ উল্লেখ কৰিৱাহেন।

বংসা (ত্ৰী) বংস-টাপ্। বংসা। (রাজনি°)

বংসাকী (ত্ৰী) বংসজাতীৰ পাত্ৰটিক্ বতাঃ, বচ্, সমাসাত্, ত্ৰিৰাং ত্ৰীপ্। ১ গোড়বা। (অভাধৰ)

বংসাকীব (ত্ৰি) গোবংস পালমহাৰা জীৱিকানিৰ্দ্ধাৰকাৰী। ২ পিকল ঋষি।

বংসানন (পুং) অতীন্দ্ৰি অৰ-ল্য, বংসান্য অৰ-ল্য ভককঃ। বৃক, গোবোবা। (রাজনি°)

বংসাননী (ত্ৰী) বংসনয়নে পিত্ৰমাদিতি, অৰ-ল্যট্, ত্ৰীপ্। শুক্ৰ-তী। (অমর)

বংসার (পুং) কাভপেৰ পুত্ৰভেদ।

বংসান্নর (পুং) অন্নয়ভেদ, এই অন্নৰ মধুৰাপতি কংসেৰ অন্নচৰ ছিল। বৃন্দাবনে শ্ৰীকৃষ্ণ বধন গোচাৰণ কৰিতেন, তখন এই অন্নৰ বংসৰূপে তথাৰ অবস্থান কৰিত এক শ্ৰীকৃষ্ণেৰ অমল চেষ্টাৰ ঘূৰিৰা বেড়াইত, শ্ৰীকৃষ্ণ ইহা জানিতে পাৰিয়া এই অন্নকে বধ কৰেন। (ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

বংসিন্ (ত্ৰি) ১ বংসযুক্ত। ২ পুত্ৰমধিত। ৩ শ্ৰীকৃষ্ণ।

বংসিন্মন (ত্ৰি) বালাবহা। বোবন।

বংসীয় (ত্ৰি) বংস (ভট্টে হিতং। পা ৫।১।৫) ইতি হিতাৰ্থে ছ। বংসদিগেৰ হিতকাৰী। (গোড়ক)

বংসেশ্বর (পুং) ১ রাজভেদ। (রত্নাবলী) ২ বৈদ্যাক্ষয়ভেদ। ৩ চিকিৎসাসাগৰপ্রণেতা।

বংস্ত (ত্ৰি) বংসসম্বন্ধীয়।

বংসর (পুং) বৈদ্যাক্ষয় পৌকরসাদিৰ মতে বংসৰ শব্দেৰ রূপান্তর। (পাণিনি ৮।৪।৮ বাৰ্ত্তিক)

বদ, কখন, উক্তি। ভাদি° পরস্মৈ° সৰ° সেট্। লট্ বদতি। লিট্ ববাদ, উৰতুঃ, বৰদিধ। লুট্ বদিতা। লৃট্ বদিত্যতি। লুঙ্ অবাদীৎ অবাদিষ্ঠাৎ, অবাদিযুঃ। সন্ বিবদিষতি। বঙ্ বাবঙতে। বঙলুচ্ বাবঙ্তি। পিচ্ বাদয়তি-তে। লুঙ্ অবীবদৎ-ত। পিঙত বদধ্যতু বাদনাৰ্হ।

বোপদেবের মতে, সন্দেহ-বচন ও কখন। বীৰি, সাক্ষন, জ্ঞান, উৎসাহ, বিবাহ ও প্রার্থনা অৰ্থ ব্ৰাহ্মে বদ ধাতুৰ আত্মনেপদ হইয়া থাকে।

অঘ+বদ=অঘবদ, মদুশকখন। অণ+বদ=অণবদ, অকীৰ্ত্তি। অতি+বদ+অভিবাচন, প্রশাম। প্রত্যতি+বদ=প্রত্যতিবাচন, প্রতিশ্রুতকাৰ। পরি+বদ=পরিবদ, লিখা। প্র+বদ=প্রবদ, জনস্রুতি। প্রতি+বদ=প্রতিবদ। সন্+বদ=সংবদ। বিসন্+বদ=বিসংবদ। বি+বদ=বিবদ, কলহ।

বদ (ত্ৰি) বদতি বক্তৃতি বদ-পচাভট্। বক্তা। (অমর)

বদক (ত্ৰি) বাককখনকাৰী। বক্তা।

বদন (ত্ৰী) বদন্তেনেতি বদ-করণ লুট্। ১ মূখ, আনন।

“কৰ্মবিবীতমসৌ বৃহদীহৰোৱাসংকপোমতকঃ।

চুৰননিবেদিতকতো বদনঃ শিববাতি পাণ্ডিত্যম্ ॥”

(আৰ্য্যসংগ্ৰহণী ১৭৩)

২ অপ্রভাৰ।

“বীণাতানি কামকমানি কীণ্যচুৰনানি” (ভক্তত ১।৭)

বদ-ভাবে লাট্। ৩ কখন।

বদনদন্তর (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫৮।১২)

বদনরোগ (পুং) বদনস্ত রোগঃ। মুখরোগ।

বদনশ্রামিকা (স্ত্রী) বদনস্ত শ্রামিকা, ৬৩৭। বদনকালিমা।

চলিত কথার মেছতা বলে।

বদনাময় (পুং) বদনস্ত আময়ঃ। বদনরোগ।

বদনাম্বতা (স্ত্রী) বদনস্ত অম্বতা। পিত্তজ রোগভেদ, এই রোগে মুখ সর্কদা অন্নবৎ হয়। (ভাবপ্র°)

বদনাসব (পুং) বদনস্ত আসবঃ। অধরমধু। (ভূরিপ্র°)

বদন্তি[?] (স্ত্রী) বদ (বেদশ্চ। উণ্ ৩।৫০) ইত্যাক্ষল-দন্তোক্ত্য ঝিচ্, ক্রমিকারাদিতি বা ভীষ। ১ কথ। বদ-ধাতু লাট্ অস্তি করিলেও বদন্তি হয়, এই 'বদন্তি' ক্রিয়াপদ। বদ ধাতু শত্ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ভীষ্ প্রত্যয়ে বদন্তী পদ হইয়া থাকে।

"যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্মমতদ্ভিনঃ।" (মমু ১২।১১৫)

বদন্তিক (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫৮।৪৫)

বদন্ত্য (ত্রি) বদান্ত। (অমরটীকা-সারস্বতীর)

বদল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখন দুইজন স্বাধিকারিমধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাজস্ব ২৫০ টাকা, তন্মধ্যে বড়োদার গাইকো-বাড়কে ১৫৪ টাকা কর দিতে হয়। বদল নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। ভূপরিমাণ দুই বর্গমাইল।

বদল্ (আরবী) বিনিময়।

বদলাবদলী (দেশজ) পরস্পরে একের বিনিময়ে অপরটি গ্রহণ।

অদলবদল।

বদলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর হান্নারপ্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য। রাজস্ব ২০০০ হাজারটাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ২৪৬ টাকা এবং জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ৭৮ টাকা কর দিতে হয়।

বদলী গ্রাম এখানকার প্রধান স্থান, ভূপরিমাণ দুই বর্গমাইল।

বদলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর গুজরাট প্রদেশের মহীকাষা বিভাগের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর, ইমর হইতে ছয় কোশ উত্তরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এই নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া যান। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে বদলী নগর একটি বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল।

বদাগরা, মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটি নগর, অক্ষা° ১১°৩৬' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৭' ১৫" পূঃ। ইহা সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত, কোলিকট হইতে কোরনুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা এই নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানকার চুর্ণী কোলিক্তির (টীরকল) রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজবংশের

কোন রাজা এই চুর্ণী কোদত্তনাড় রাজবংশের হস্তে অর্পণ করেন, অতঃপর ইহা টিপু সুলতানের অধিকারভুক্ত হয়, টিপু ইহাকে বাণিজ্য-কেন্দ্র আবারেই প্রধান রাজকাৰ্যালয়রূপে পরিণত করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ টিপুর নিকট হইতে এই চুর্ণী কাড়িয়া লইয়া পুর্কোক্ত কোদত্তনাড় রাজবংশের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর উহা তীর্থযাত্রীদিগের বিশ্রামতথনে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই নগর বাণিজ্যপ্রধান।

বদান্ত্য (ত্রি) বদতি সর্কেত্য এব দান্ত্যমিতি মনোহরবাক্য-মিতি বদ (বদেদান্তঃ)। উণ্ ৩।১০৪ ইতি আত্ম। বহপ্রদ, যিনি বহুদন প্রদান করেন, অতিশয় দাতা।

"গতো বদান্ত্যন্তরমিত্যং মে

মাতুং পরীষাদনবাবতারঃ॥" (রঘু ৫।২৪)

২ বল্গুবাক্। (অমর) ৩ স্তনামখ্যাত ঋষিঃ।

"নিবেষ্ট কামস্ত পরা অষ্টাবক্রো মহাতপাঃ।

ঋষেরথ বদান্তস্ত বত্রে কচ্ছা মহাবানঃ॥" (ভারত ১৩।১২।১১)

বদাম্ (স্ত্রী) ফলবিশেষ, চলিত বাদাম। পর্যায়—স্কল, বাত-বৈরী, নেত্রোপম। ইহার গুণ—উষ্ণ, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, গুরু ও গুরুবর্জক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে মধুর, বলকারক, উষ্ণ, কন্দনাশক ও রক্তপিত্তযোগনাশক।

বদাল (পুং) বদ-যঞার্থে ক, বদেন বদনেন অলতি পর্য্যায়োক্তীতি বদ-অল-অচ্। মৎস্তবিশেষ, চলিত বোয়াল মাছ। এই মৎস্ত হব্যকব্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পর্যায়—পাঠীন। (ত্রিকা°)

"পাঠীনরোহিতাবাভৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।" (মমু)

বদালক (পুং) বদাল এব স্বার্থে কন্। পাঠীন মৎস্ত। (ভূরিপ্র°)

বদাবম্ (ত্রি) অত্যন্ত বদন্তীতি বদ-অচ্, (চরিত্রলীতি।

পা ৩।১২৩৪) ইত্যন্ত বার্ষিকোক্ত্য নিপাতিতং। বক্তা।

বদাবদিন্ (ত্রি) অত্যন্ত কথনশীল। বহুভাবী।

বদি (অব্য) ১ বহুল দিন শব্দের অপপ্রয়োগ। ২ হিন্দী পঞ্জিকার কৃষ্ণপক্ষকে বদি বলে, যেমন বৈশাখ বদি।

বদিতব্য (ত্রি) বদ-ভব্য। কথনযোগ্য, বক্তব্য।

বদিত্ব (ত্রি) বদ-ভূচ্। বক্তা।

"অপুতাই বাচঃ বদিতারঃ" (ঐত্ ৩ ব্রা° ৭।২৭)

বদিবাস, প্রাচীন জনপদভেদ।

বদুবহরী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Limodorum or Geodorum bicolor)

বদুবো (পারসী) পুতিগন্ধ।

বদুহাল্ (পারসী) ছয়বহা।

বধ (পুং) হননমিতি হন-অপ্ বধাশেষঃ। প্রাণবিরোগজনক ব্যাপার বিশেষ। পর্যায়—প্রমোষণ, নিব্বিধ, নিরাকরণ, নিশারণ,

প্রদান, পরাসন, নিম্নলিখিত, মিহিন্দন, নির্বাসন, সংকপন, নিগ্রহন, অপাসন, নিম্নলিখিত, মিহিন্দন, কণ, পরিবর্জন, নির্বাসন, বিশদন, মারণ, প্রতিবাদন, উদ্বাসন, প্রমথন, কখন, উজ্জাসন, আলক, শিঙ, বিশন, বাত, উদ্বাহ, হিংসা, বাতন, বিদারণ, পিঙ্গক, পাত, পরিষ, পরিবাদন, কদন, নিবারণ, সমাধাত, নির্বন্ধন, মারি, মারী, উৎপাত, মারক, মরক, মার, সংঘাত। (শব্দরত্নাং)

কোন প্রাণীকে বধ করিলে পাপ হয় না থাকে। কিন্তু আত্মত্যাগী শত্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না।

“নাভাত্যবিবধে সোধো হস্তভবতি কশ্চন।”

(গীতার ১২৬ টীকার স্বামী)

পারিত্যায়িক বধ—

“বপনং ত্রিবিধানং দেশান্নির্বাণনং তথা।

এষ হি ব্রহ্মবধুনাং বধো নাত্যোহতি দৈহিকঃ ॥”

(ভারত সৌধিকপ°)

ব্রাহ্মণদিগের মন্তকমুণ্ডন, সমস্তদনগ্রহণ এবং দেশ হইতে নির্বাসন করিয়া দিলে, তাহাতেই তাহাদিগের বধ হয়। ইহাকে পারিত্যায়িক বধ কহে।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, যে স্থলে এক ব্যক্তিকে বধ করিলে অনেকের মঙ্গল হয়, সেই বধ পুণ্যপ্রদ এবং স্বর্গভোগ, সুরাপানী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুশত্রুগামী এবং আত্মঘাতী এই সকল ব্যক্তিকে বধ করিলে তাহাতে পাপ হয় না এবং এই বধও পুণ্যপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

“একত্র যত্র নিধনে প্রযুক্তে চুষ্টকারিণঃ।

বহুনাং ভবতি ক্ষেমঃ তত্র পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥

রক্তস্তেরী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতরগঃ।

আত্মানং বাতয়েদবস্ত তত্র পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥”

(কালিকাপু° ২০ অ°)

একের জন্ত বহুকে বধ করিতে নাই, কিন্তু বহুলোকের শাস্তির জন্ত একজনকে বধ করা বাইতে পারে, তাহাতে পাপ হয় না।

“নৈকস্তার্থে বহুং হস্তাসিতি শাস্ত্রেণ নিষিদ্ধঃ।

একং হস্তাবহুনাং হি ন পাপী তেন জারতে ॥”

(বামনপু° ৪৪ অ°)

বধ এবং বধন পূর্বকর্ত্তের বস্ত, অর্থাৎ পূর্বকর্ত্তারূপেই বধ ও বধন হইয়া থাকে।

“ন কচিচ্ছাত্ত কেনাপি বধ্যতে হস্তক্ষেপি বা।

বধবাক্যে পূর্বকর্ত্তবস্তো বৃপতিনন্দন ॥” (বামনপু° ৬২ অ°)

বৃত্তিতে বৈধিংস্রা বিচারস্থলে অভিহিত হইয়াছে যে,

যজ্ঞাদিতে যে পশুবধাদি করা হয়, তাহাতে পাপ হয় না, বৈধ-
হিংসা ব্যতীত হিংসা করিলেই পাপ হইয়া থাকে। যজ্ঞার্থে যে বধ
তাহা অবধ।

“যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ যজ্ঞার্থে পশুঘাতনঃ।

অতর্থাৎ বাতরিযামি তন্নাদবজ্ঞে বধোহবধঃ ॥” (বৃত্তি)

কিন্তু সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যাত্মকোমূর্খীতে বাচস্পতি মিশ্র
লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিলে পাপ ও পুণ্য দুই
হইবে, বধজন্ত যে পাপ তাহা হইবে এবং বজ্ঞের পূর্ণতাজন্ত যে
পুণ্য তাহাও হইবে; সুতরাং পশুবধে পাপ ও পুণ্য দুইই আছে।
যজ্ঞপূর্ণ হওয়ার স্বর্গভোগ এবং পশুবধজন্ত পাপভোগ
অবশ্যজ্ঞাবী। তবে বজ্ঞে পুণ্যের ভাগ অধিক এবং পাপের ভাগ
কম, সুতরাং অনেক সুখভোগ করিয়া অন্নমাত্র কষ্টভোগ করা
তত দুঃখজনক নহে। [বিশেষ বিবরণ হিংসা শব্দে দেখ]

অজ্ঞানতঃ গো প্রভৃতি বধ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে
হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিলে বধজন্ত পাপ হইতে মুক্তিকার্য করা
যায়। যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্যস্থলে বধ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত
করিতে হইবে।

বধক (পুং) হস্তীতি হন-কুন্ (হনো বধক। উণ° ২।৩৬) ইতি
বধাদেশঃ। ১ বধকর্তা, বধকারী। ২ হিংস্র। ৩ ব্যাধি।
৪ মৃত্যু। (সংক্ষিপ্তসার উণ°)

বধক, (বধিক) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ, দহ্ম্য-
বৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা, ছলে ভুলাইয়া অসহায় পথিক
অথবা তীর্থযাত্রীদিগকে বধ করে বলিয়া ইহারা বধক নামে
পরিচিত; কিন্তু আতিগত সাত্ত্বে বাওয়ারিয়া ও বহেলীয়া-
দিগের অনুরূপ। সুখ ইহাদের মধ্যে রাজপুত্রদিগেরই অধিক।
দৃষ্ট হয়। বর্তমানকালে অনেক ধর্ম্মপ্রভু মুলমানও ইহাদের দল-
ভুক্ত হইয়াছে।

মথুরা, পিলিভিৎ ও গোরখপুর জেলার এই দহ্ম্যদিগের বাস
আছে। ইংরাজশাসনে ইহারা এক্ষণে অনেকটা শাস্ত্যাবস্থায়
করিয়াছে। ইহারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক অথবা বৈরাগীর
কোন তীর্থযাত্রীদিগের সহিত গমন করে এবং আবৃত্তকমত
তীর্থক্ষেত্রে বাতীদিগের তীর্থকার্য সম্পন্ন করে। এই অবসরে
ইহারা হকিণা ও প্রণামীরূপে বলপূর্বক অর্থ আদায় করিবার
চেষ্টা পায়। অনেক সময়ে বাতীদিগকে ধৃত্বা সংযুক্ত প্রসাদ
সেবন করাইয়া তাহাদিগের ধর্ম্মসংকল্প অপহরণ করিয়া লয়।

কালীমাতা ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা। ইহারা দেবী
পূজার হাগ বলি দেয়, হাগমাংস ব্যতীত শূগাল, খেকশিয়াল
ও গোখাদি সর্বাঙ্গপাশ ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের
বিবাস, শূদ্রাভাষা ভাষা করিলে শীতকালের স্নানকালে বিচরণ

কালে শৈত্য স্পর্শ করিতে পারে না। ইহারা রাজনিরমের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গোপনে মৃত প্রস্তুত করিয়া পান করে। ডাকাতী করিতে বাইবার পূর্বে ইহারা কাশীমাতার পূজা করে, এবং লুণ্ঠনকালে দলস্থ মৃতব্যক্তির বিধবাকে বা তাহার বালক বালিকাকে ভরণপোষণার্থ লব্ধ দ্রব্যের অংশ দিতে দেবী সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া থাকে।

বধকর্ণান্ (স্ত্রী) বধ এব কৰ্ণ। প্রাণবিয়োগকলক-ব্যাপার, বাহাতে প্রাণবিয়োগ হয়, তাহাকে বধকর্ণ কহে। ইহার বৈদিক পর্যায়—দভ্রোতি, শ্রুতি, ধরতি, ধূস্রতি, কৃষ্ণতি, বৃষ্ণতি, ক্লৃষ্ণতি, ক্লৃষ্ণতি, শ্বসিতি, নভতে, অর্দয়তি, ভৃগতি, মেহয়তি, যাত-য়তি, ক্ষুষ্ণতি, ক্ষুষ্ণতি, নিশবত, অবতিয়তি, বিয়াত, আতিয়ৎ, তলিষ্ঠৎ, আখণ্ডল, ক্রণতি, রম্যতি, শৃণতি, শ্মাতি, ভৃগল্হি, তাল্হি, নিতোশতে, নিবহয়তি, মিনাতি, মিনোতি, ধমতি।

(বেদনি° ২।১১)

বধকর্ণাধিকারিন্ (পুং) জ্ঞান। রাজনিয়ুক্ত প্রাণহন্ত।

বধকাম্য। (স্ত্রী) বধকামনা। (মহু ৪।১৬৫)

বধজীবিন্ (ত্রি) বধেন প্রাণিবধেন জীবতি প্রাণান ধারয়তি জীব-গিনি। যাহারা প্রাণিবধ করিয়া জীবিকা অর্জন করে, বাতুক। ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে নাই। (যাজ্ঞবক্য° ১।১৬৪)

বধত্ৰ (স্ত্রী) বধাতেহনেনেতি বধ (অমি-নক্ষি-যজিবধি-পতি-ভ্যোহরন্। উণু ৩।১০৫) ইতি অত্রন্। ১ অত্র। (উজ্জল) ২ নাশ হইতে জ্ঞাপকারী।

বধদণ্ড (পুং) বধ এব দণ্ডঃ। বধরূপ দণ্ড, প্রাণনাশদণ্ড।

(মহু ৮।১২২)

বধনির্ধেক (পুং) নরহত্যাভিনতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

বধভূমি (স্ত্রী) বধস্ত ভূমিঃ। বধ্যস্থান, যে স্থলে প্রাণবধ হয়।

বধস্থলী (স্ত্রী) বধস্ত বা স্থানং ভূমিঃ। প্রাণিবধ্যস্থল, চলিত মশান। পর্যায়—আবাত, প্রবাত, বধ্যস্থান, আবাতন। (হারাব°)

বধস্ত্র (ত্রি) ১ নাশকারী অস্ত্র। ২ ইঞ্জের বস্ত্র।

বধস্ত্র (ত্রি) ক্রমকারী অস্ত্রধারী। 'প্রহারেন প্রস্ত্রবণশীলঃ' (সায়ণ) বধ্য। (অব্য) বধ্যা শব্দার্থ।

বধ্যজ্ঞক (স্ত্রী) বধ্যঃ বন্ধনমেবাজ্ঞং যত, ততঃ কন্। কারাবেশ, কারাগার। (ত্রিকা°)

বধ্যর্হি (ত্রি) বধ্যং অর্হতীতি অর্হ-অণ্। বধ্য, হননযোগ্য।

"বধ্যর্হি সূবর্ণশতং দম্যং দাপত্য পুরুষঃ।" (বৃহস্পতি)

বধ্যিত্তে (স্ত্রী) বধ্য (অশিত্তাদিত্তা ইত্যোজো)। উণু ৪।১৭২) ইতি ইজ্। বধ্যত্ব। (উজ্জল)

বধিন্ (ত্রি) প্রাণবিয়োগকলক-ব্যাপারো বধ্যঃ সনিশ্পাত্ত্ব-নির-শিত-নিশ্পাদকহে নাত্যন্তেতি বধ-ইনি। বধকর্তা, বধকারী,

বধ্যবোজক, অহবতা, অহব্রাহ্মক ও নিমিত্তক এই পঞ্চজন বধের পাপভাগী হইয়া থাকে। (প্রায়শ্চিত্তবি°)

বধীপুর, বিজ্ঞপার্শ্ব একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যৎ ব্রহ্মণ্য° ৯৬৫১) বধু (স্ত্রী) বধু।

বধুকা (স্ত্রী) ১ পুত্রবধু। ২ নববর্ণিতা পত্নী। ৩ রমণীমাত্র।

বধুটী (স্ত্রী) বধুটী। পিত্রালয়ে বাসকারিণী বিধবিত্তা বা অবিবাহিতা কন্যা।

বধু (স্ত্রী) বয়স্কি প্রেয়া বধ-উ-নলোপশ্চ, বধা—বহতি সংসার-তারং উক্তে ভক্তাদিত্তিরিতি বা বহ (বাহেদশ্চ। উণু ১।৮৫)

ইতি উ ধশচাঙ্ক্যবশে। ১ মারী। ২ সূতা। ৩ নবোঢ়া।

৪ ভাৰ্যা। (মেরিনী) ৫ শারিবোরধি। ৬ শটী। ৭ পূজা। (অমর)

বধুকাল (পুং) বালিকার বিবাহযোগ্য কাল।

বধুগৃহপ্রবেশ (পুং) বিরাগমন। কন্যার স্বামীগৃহে আগমন-কালীন শাস্ত্রীয় অচুচানবিশেষ।

বধুজন (পুং) বধুরেব জনঃ। যোমিৎ। (ত্রিকা°)

"কিত্তিঅতিটোহপি মুখারবিন্দে

বধুজনশ্চক্রমধশ্চকার।" (মাঘ ৩।৫২)

বধুটশয়ন (স্ত্রী) বধুটীনাং শয়নমিব, পূর্বোদরাদিকারতাকারঃ। গবাক্ষ, জানালা।

"বাতায়নং গবাক্ষঃ ত্রাৎ বধুটশয়নং তথা।" (ত্রিকা°)

বধুটী (স্ত্রী) অন্নবয়স্কা বধুঃ অন্নার্থে টি, পক্ষে ভীষ, যথা বধু 'বয়স্ত চরম্ ইতি বাচ্যং' (পা ৪।১।২০) ইত্যন্ত ব্যক্তিচোক্তা। ভীপ্। ১ পুত্রভাৰ্যা। ২ সূবাসিনী। (হেম) ৩ অন্নাবধু।

"নূতনজলধরকচরে গোপবধুটীচকুলচোরায়।

তমৈ নমঃ কৃকায় সংসারমহীক্লহস্ত বীজায়॥" (ভাষাপরি°)

বধুদর্শ (ত্রি) বধুদর্শন। পুত্রবধুর মুখসদর্শন।

বধুপথ (পুং) বধুর কণ্ঠ্য।

বধুমৎ (ত্রি) ১ পত্নীযুক্ত। ২ লাগামযুক্ত পশুসদৃশিত। ৩ জল-পূজ্য স্থানের উপযোগী জীপশযুক্ত। সাজ দিবার উপযুক্ত (পত্ন)।

বধুযু (ত্রি) ১ যে পত্নীকে ভালবাসে। ২ বিবাহেচ্ছু। ৩ ঈর্ষাকামী।

বধুবস্ত্র (স্ত্রী) বিবাহকালে কন্যার পরিধেয় বস্ত্র।

বধুসরা (ত্রি) নদীভেদ। ভৃগুপত্নী গুলোমার অশ্রুজলে এই নদী উৎপত্ত হইয়াছিল।

বধৈয়িন্ (ত্রি) হননেচ্ছু।

বধোদর্ক (ত্রি) মরণকারী। বধকর।

বধোদ্যত (ত্রি) বধ্যর উদ্যতঃ। বধের নিমিত্ত উদ্যত, অপেক্ষে বধ করিবার জন্য উদ্যত। পর্যায়—লরু, জাততারা। (অমর)

বধোপায় (পুং) বধ্যত উপায়ঃ। বধের উপায়।

"হত্যাভিপ্রবোধোপায়ৈকবেদজনকরৈরুপঃ।" (মহু ৯।২৪৮)

বন্ধ (ক্ৰী) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব)

বধ্য (ত্রি) বধমহতীতি বধ-বৎ। বধার্হ, বধের উপযুক্ত।
পর্যায়—দীর্ঘছেদ। (অমর)

“গোত্রাঙ্গণ বৃদ্ধমণি স্ততঃ বালং শ্ববদ্ধং ললনাং স্তুঠাম্,
কৃতাপরাধানি নৈব বধ্যাদাচার্যমুখ্যা গুরবতধৈব।”

(বামনপুং ৫৫ অ°)

বধ্যস্ত্র (ত্রি) বধ্যং হস্তি হন-ক। বধ্য-স্বাতক, যিনি বধ্য
ব্যক্তিকে হনন করেন।

বধ্যতা (ক্ৰী) বধ্যত ভাবঃ তল-টাপ্। বধ্যত, বধের ভাব বা
ধর্ম। বধ, হনন।

বধ্যপটহ (পুং) বধকালে যে ঢাকা নিনাদিত হয়।

বধ্যপাল (পুং) বধ্যং বন্ধনস্থানং কারাগারং পালয়তীতি বধ্য-
পাল-অণ্। কারাগৃহ-রক্ষক।

“স্বাধী বিক্রয়রূপবধ্যপালঃ কেশরিবিক্রয়ী।

তত্তলোহে তু পচ্যন্তে যশ্চ শুক্লং পরিত্যজ্যেৎ॥”

(বিষ্ণুপুরাণ ২৬।১১)

বধ্যভূ (ক্ৰী) বধ্যভূ ভূঃ। বধ্যভূমি, বধ্যস্থান, যে স্থলে বধ হয়।
বধ্যমঞ্চ।

বধ্যমালা (ক্ৰী) বধকালে অপরাধীর গলে যে মালা অর্পণ
করা যায়।

বধ্যশিলা (ক্ৰী) যে প্রস্তরে প্রাণিহত্যা করা হয়।

বধ্যস্থান (ক্ৰী) বধ্যস্ত স্থানং। বধ্যস্থান।

বধ্যা (ক্ৰী) বধ্যযোগ্য। বধ।

বধ্ব (ক্ৰী) বধ্যতেহনেনেতি বদ্ধ (সর্গধাতুভ্যন্ত্র্ণ্। উণ্
৪।১৮) ইতি ভ্র্ণ্। সীসক। (অমর)

বধ্বক (পুং) সীসক।

বধ্রি (ত্রি) ছিন্নমূক, চলিত খান্দী।

বধ্রিকা (পুং) খোজা বা ছিন্নমূক পুরুষ। (পাং ১।২।৫৫ বার্তিকত)

বধ্রিমৎ (ত্রি) ছিন্নমূকশালী। যে ক্রীলোকের স্বামী ধ্বজভঙ্গ-
রোগগ্রস্ত অথবা রম্যাক্ষম রূপ রমণী বধ্রিমতী পদবাচ্য।

বধ্রিবাচ্ (ত্রি) ১ জলক। বৃথা ব্যাকব্যারী।

বধ্যশ্ব (পুং) ১ আকাল করা ঘোটক। ২ বধ্যশ্বের বংশপরম্পরা।
শেবোল্ল অর্থে ইহার প্রয়োগ বহুবচনান্ত।

বন, ১ সংজ্ঞা, সেবা। ২ শব্দ। ভাদিঃ পরশৈঃ সকঃ সেট্।

লট্ বনতি। লিট্ ববনে। লুট্ অবনীৎ। বন—১ ব্যাপ্তি।

৩ হিংসা। এই অর্থে ভাদিঃ পরশৈঃ। গিট্ বনরতি।

লুট্ অবনীৎ। বহু বন ধাতু—প্রার্থনা। ভদ্রাদিঃ আয়ানে-

বিকঃ সেট্। লিট্ বহুতে। লিট্ ববনে। লুট্ বনিভা।

লুট্ অবনিষ্ট।

বন (ক্ৰী ক্ৰী) বনতীতি বন-অচ্ বা বহুতে সেবাতে ইতি
বন-ৎ; (পুংসি সংজ্ঞায়ঃ যঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১৮)
১ বহুবৃক্ষসমবিত স্থান।

“পরস্ত্রিয়ং বোহতিবদেৎ তীর্থেহরণে বনেহপি বা।

নদীনাং বাপি সন্তোমে স সংগ্রহণমাপুয়াৎ।” (মহু ৮।৩৫৬)

বন-ক্ৰীষে ভীপ্। পুষ্পধবা, যথা,—

“কালো মধুঃ কুপিত এব চ পুষ্পধবা

ধীরা বহস্তি রতিথেদহরাঃ সমীরাঃ।

কেলীবনীয়মপি বজ্রলকুণ্ঠমধু-

দূরেপতিঃ কথয় কিং করণীয়মধ্য” (সাহিত্যদ°)

পর্যায়—অটবী, অরণ্য, বিপিন, গহন, কানন, দাব, দব,
অটবি, ভীরুক, বাট, গুহিন, শত্র, সমজ, প্রান্তর, বিস্ত,
কান্তার।

গৃহে কিংবা গৃহের নিকট কিরূপ বন প্রস্তুত করিতে হইবে,
তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ত্রীকুঞ্জস্মরণ্যে এইরূপ উক্ত
হইয়াছে। যথা—আবাস স্থলের মধ্যে স্তম্ভের তুলসী বৃক্ষ স্থাপন
করা কর্তব্য। উহাতে হরিভক্তি, পুণ্য ও ধন পুত্র লাভ হইয়া
থাকে। এমন কি, প্রভাতে তুলসী বন সন্দর্শনে স্বর্ণদানের ফল
লাভ হয়। এতদ্বিধ গৃহের পূর্বে ও দক্ষিণে মালতী, যুথিকা,
কুন্দ, মাধবী, কেতকী, নাগেশ্বর, মল্লিকা, কাঞ্চন, বকুল এবং
অপরাজিতা এই সকল স্তম্ভের স্তম্ভের পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা বন প্রস্তুত
করা নিঃসন্দেহ কল্যাণকর।

বরাহপুরাণে মধুরাধ দ্বাদশ বনের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।
যথা—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যাকবন, বহুবন, ভদ্রবন,
খাদিরবন, মহাবন, দোহজ ধবলবন, বিধবন, ভাড়ীরবন ও
বৃন্দাবন।

[এই সকল পুণ্য বন দর্শন, বিহরণ ও তথায় দান জন্ত
ফলাকলের বিস্তৃত বিবরণ মধুরাধ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বনবিশেষে মৃত্যু ঘটিলে উত্তম ফল লাভ হয়। দেবীপুরাণের
অন্নগোষায়প্রশংসায় বলা হইয়াছে,—সৈন্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষ,
পুষ্কর, কুরুজাঙ্গল, উপলবৃত্ত, জঘ্মার্গ ও হিমবাস প্রভৃতি নরতী
বনে বা অন্নগোষা বাহার প্রাণ বিরোগ হয়, সে ব্রহ্মলোকে উপনীত
হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বন বর্ণন করিতে হইলে কবিগণ প্রধানতঃ সর্প, বরাহ,
গজবৃষ, সিংহাদি হিংস্রজন্তু, ভ্রমশ্রেণী, গুহ, কাক, কপোত
প্রভৃতি পক্ষী এবং তিল, ভল্ল ও দাবারি প্রভৃতি বর্ণন করিবেন।

উচ্চান সম্বন্ধে বর্ণনার বিবরণ যথা—সরগি, সর্বকলপুষ্পযুক্ত
ভল্ল, লতা, শিক, মধুকর, ময়ূর ও হংসাদি পক্ষী এবং ক্রীড়াবাদী
ও পাখিলা প্রভৃতি।

উক্তানে সরসিঃ স্বর্গকলপুশলভ্যক্রমাঃ ।

শিকাসিকেকিংসাতাঃ ক্রীড়াবাণ্যকগহিতিঃ । (বৈভবকনিঃ)

২ জল । "বনমুচে নমুচেব্বের শিরঃ" (বু ১২২)

৩ আলর । ৪ চমনাথ বজপাত্র ভেব । "অধর্যঃ কর্তা
ক্রীটমের বনে নিপুতা বন উন্নয়নঃ ।" (বু ২১৩১২) 'বনে
সত্তজনীরে বন উন্নয়ক নিপুতমাণ্যরনেন শোখিতঃ সোমব্রহ্ম-
বুদ্ধঃ নয়ত । বহা বনে তদ্বিকারে চমসে নিপুতঃ বনাশবিত্রোণ
শোখিতঃ সোমঃ বনে চমসে উন্নয়নঃ ।' (সারণ)

৬ প্রববধ । (হেমচন্দ্র) বন বণ সত্তকো ভূদি° পরমৈ°
বন্যাতে সেবাতে শ্রীতাদিবারণার, বহা বনতি হিংসার্থঃ বজ্রতে
হিংস্রতেহেনে তমঃ অথবা বহু যাচনে তনাদি আশ্রনে° বজ্রতে
বাচ্যতে বৃষ্টিপ্রদানার, কিংবা বন শব্দে চু° পব বজ্রতে শব্দ্যতে
স্বমুখে তেষ্টিভিরিতি পুংসি সংজ্ঞারঃ বন-ব । ৭ রশ্মি ।
(নিবন্ধ ১৫৮৮) (পুং) ৮ শব্দলচাখ্যের শিবা বিশেষের উপাধি ।

৮ সন্ন্যাসী আশাশাণ বিমুক্ত হইরা হ্রম্য নির্যায়ের নিকট
বনে বাস করেন, তাঁহাকে বন বলা যায় ।

"হ্রম্যো নির্যায়ঃ দেশে বনে বাসঃ কয়োতি বঃ ।

আশাশাণবিনির্মুক্তো বননামা স উচ্যতে ॥"

(প্রাগভোষিণী অবতৃপ্তপ্রকরণ)

৯ তবক । ১০ কুম্ব ।

বনআচু (দেশজ) বুদ্ধভল ।

বনআদা (দেশজ) আদ্রকভেদ, বুনোআদা ।

বনওকড়া (দেশজ) ওকড়াভেদ ।

বনকচু (পুং) কচুভেদ, বুনো কচু, ইহা মানকচু হইতে ভিন্ন
জাতি । এই কচুর শাক খাওয়া হইতে পারে, কিন্তু কচু
খাওয়া যায় না ।

বনকণা (স্ত্রী) বনগিল্লী । (বৈভবকনি°)

বনকগুল (পুং) মধুর পুরণ, উত্তম ওল । (বৈভবকনি°)

বনকদলী (স্ত্রী) বনোত্তবা কদলী । কাঠকদলী, বুনোকলা ।

বনকন্দ (পুং) বনজাতঃ কন্দঃ । বনপুরণ, বুনো ওল ।

বেতপুরণ । ধরগীকর্ক । (রাজনি°)

বনকপীবৎ (পুং) পুন্ড্রের পুন্ড্রভেদ ।

বনকরিন্ (পুং) বনহতী ।

বনকক্কাটী (স্ত্রী) আরণ্যকক্কাটী, বনকাঁকড়ী । (সমেন্দ্রসার°)

বনককোটি (পুং) আরণ্যকক্কাটী, চলিত কাঁকড়াল ।

বনকণিকা (স্ত্রী) সন্নকীক । (বৈভবকনি°)

বনকার (ত্রি) বনপ্রবেশক ।

বনকাপীসী (স্ত্রী) বনোত্তবা কাপীসী । বনোত্তব কাপীস ।

পর্দার—নিপা, ভারদ্বাণী, বনোত্তবা । (সন্ন্যাসী)

বনকুচ (দেশজ) কুচভেদ, বুনোকুচ ।

বনকুচুট (পুং) বন-ভান্ডক, বুনো কুচুট ।

বনকুজর (পুং) হুতিভেদ, বুনো হাতি ।

বনকোকিলক (স্ত্রী) হন্দোভেদ । এই হন্দের প্রতিচরণে
১৭টি করিয়া অক্ষর থাকিবে । ইহার লগ্ন, বর্ষ এবং চতুর্থ
অক্ষরে বতি । এই হন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১,
১৩, ১৫ ও ১৬ অক্ষর লগ্ন, এতদ্বিধ বর্ষ ওল । এই হন্দঃ
কোকিলক নামেও প্রসিদ্ধ ।

ইহার উদাহরণ—

"লসকপেঞ্চকং মধুরভাবমোহকং

মধুনমরাগমে সরলকেনিতিকল্পসিতম্ ।

অতিসলিতভুক্তিঃ সবিহ্বতা বনকোকিলকং

নহু কলরামি তং সখি ! সলা কুবি নন্দহুতম্ ॥" (হন্দোম°)

ইহার লক্ষণ—

"হম-বতু-সাগরৈবতিমুতং যদি কোকিলকং" (হন্দোমস্ত্রী°)

বনকুগুলিন (পুং) বনপুরণ, বুনো ওল । (বৈভবকনি°)

বনকেন্দ্রাণী (স্ত্রী) যেতনিওঁড়ী, যেতনিগিল্লা । (বৈভবকনি°)

বনকোদ্রব (পুং) বনজ কোদ্রবধাত, বুনো কুমোধান । (ভাবপ্র°)

বনকোলি (স্ত্রী) বনোত্তবা কোলিঃ । বনজ বদরী, বুনো ফুল ।

পর্দার—কর্কশিকা, কলকর্কশা ।

বনক্রফ (ত্রি) ১ সোমপাত্রেয় বৃক্ষলোপনম । ২ বিভিন্ন কাঠ
কাঠপাত্রে স্থাপিত । 'কাঠেব পাঠেব বিপ্রকীর্ণ বহা উৎকানা-
ম্বকং' (বু ২১০৮৭ সাধারণ)

বনক্রীড়া (স্ত্রী) বনে ক্রীড়া । বনকেলি, বনে যে খেলা করা
যায়, তাহাকে বনক্রীড়া কহে ।

বনখণ্ড (স্ত্রী) বনবিশেষ । একটা বন ।

বনগ (ত্রি) বনং গচ্ছতি গম-ড । বনগামী ।

বনগজ (পুং) বনোত্তবঃ গজঃ । বনহতী ।

বনগব (পুং) বনগো, গবর ।

বনগন্ধ (দেশজ) গবর ।

বনগহন (স্ত্রী) গভীর বন ।

বনগুপ্ত (পুং) গুপ্তচর ।

বনগুল্ল (পুং) বনজাত গুল্ল ।

বনগো (স্ত্রী) বনত গোঁঃ । গবর । (রাজনি°)

বনগোচর (পুং) বনং গোচরো দেশো বত । ১ বাঘ । বনং ওলং
গোচরো নিধানস্থানং বত । ২ নারায়ণ । (ভাগ ২।১৮৮ঐকার বাণী°)

(ত্রি) ৩ জলচর ।

"কুচভবতা বনগোচরপত্রিঃ

নহাস চাহো বনগোচরো কুপঃ ॥" (ভাগ ১।১৮৮২)

৪ কাননবিহারী। (ময় ৮১২৫২)

বনখোপী (স্ত্রী) অরণ্যখোপী

বনক্লরণ (স্ত্রী) শরীরের অংশবিশেষ। সারণাচার্যের মতে,
“বনং উদকং ক্রিয়তে ক্রিয়তে বেন” এই অর্থে জলকারী
যেখানি বৃক্ষ।

বনচন্দন (স্ত্রী) বনজাত চন্দনঃ। ১ অশ্বক। ২ দেবদারু। (বিখ)

বনচন্দ্রিকা (স্ত্রী) বনে চন্দ্রিকা জ্যোৎস্নেব। মল্লিকা। (রাজনি°)

বনচন্দ্রক (পুং) বনজাতচন্দ্রকঃ। বনজ চন্দ্রকপুষ্পকৃৎ।

পার্থ্য—বনধীপ, হেমাহব, ব্রহ্মার। গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত
ও কফনাশক, চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক, ত্রণরোপণ ও বরঃতত্ত্বকারক।

বনচর (ত্রি) বনে চরতীতি বন-চর-ট। ১ কচচারী, বনেচর।

২ পরত নামক অষ্টপদী বনজন্তুবিষেব।

বনচর্যা (স্ত্রী) ১ বনচারী। ২ বনবাসী।

বনচারিন (ত্রি) বনে চরতীতি চর-গিনি। বনে বিচরণকারী,
বনেচর।

বনচাঁড়াল (দেশজ) জঙ্গভেদ (Hedysarum gyrans)।

বনচাঁড় (দেশজ) বৃকভেদ (Flagellaria Indica)।

অপর নাম বনচাত্র।

বনচালিতা (দেশজ) বৃকভেদ।

বনছাগ (পুং) বনত ছাগঃ। অরণ্যছাগ। পার্থ্য—এড়ক,
শিঙাবাহক। (ত্রিকা°) বনে ছাগ ইব। ২ শূকর। (শব্দমালা°)

বনছিন্দ (ত্রি) বনকর্তনকারী মাত্র। (পুং) কাঠুরিয়া।

বনচ্ছেদ (পুং) কাঠকর্তন।

বনজ (স্ত্রী) বনে জলে জায়তে ইতি জন-ড। ১ অশ্বক।

“দীর্ঘধর্মী নিরমিতাঃ পটমণ্ডলেষু

নিভ্রাং বিহার বনজাক। বনায়ুঃশ্রাঃ।

বক্রোন্নগা মলিনরক্তি পুরোগতানি

লোহানি সৈববশিলাশকলানি বাহাঃ ॥” (ময় ৫।৭০)

(ত্রি) ২ বনজাত, বনোত্তবমাত্র, বনে বাহা উৎপন্ন হয়।

(পুং) ৩ মৃতক। (মেঘিনী) ৪ গজ। (বিখ) ৫ বনশূরণ,

বনোণল। ৬ তুফুকল। (রাজনি°) ৭ বনবীজপূরক, বনো

লেবু। ৮ বনভিলক। ৯ বনকুলখ। (বৈভকনি°)

বনজতাত্রচূড় (পুং) বনকুলট, বনো কুলড়া।

বনজমূর্ছজা (স্ত্রী) ককটশৃঙ্গী। চলিত কাকড়া শৃঙ্গী। (বৈভকনি°)

পুত্ৰভাত্তরে ‘বনমূর্ছজা’ পাঠও দেখা যায়।

বনজলপাই (দেশজ) বৃকভেদ।

বনজবৃন্তিকা (স্ত্রী) ব্রহ্মমেবশৃঙ্গী। (বৈভকনি°)

বনজা (স্ত্রী) বনে জায়তে ইতি জন-ড ত্রিয়ার টাণ। ১ মূল-
পর্বা। ২ অরণ্যকাপালী। ৩ নিভৃতী, চলিত নিসিন্দা।

৪ খেতকটকারী। ৫ বনতুলসী। ৬ বনোপোদিকা, চলিত
বনপুঁই। ৭ অশ্বগন্ধা। ৮ গন্ধপত্রা। ৯ মিজেরা, চলিত
মউরি। ১০ ঐল। (রাজনি°)

বনজার, ভারতবাসী পণ্যজীবী-জাতিবিশেষ, উত্তর-ভারত অপেক্ষা
দক্ষিণভারতেই ইহাদের অধিক বাস। বহু প্রাচীনকাল হইতেই
এই জাতির বাণিজ্যপ্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। আরিয়ান
(Iudica, xi.) এই জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দশকুমার-
চরিতেও ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতিভেদ-
বিদগণ বাণিজ্য বা বাণিজ্যকার হইতে অপভ্রংশে বণিজার বা
বনজার শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন। এলিয়ার্ট, সাইব
পারসী “বীরজার” অর্থাৎ ধাতুবাহী অর্থ হইতে এইরূপ নাম-
করণ করিয়া করিয়া থাকেন। তিনি এই শব্দনিদর্শন হইতে
ভারতবাসীর সহিত পারসিক জাতির প্রাচীন সংঘর্ষের সূচনা
সীমাংসা করিয়া দ্বান। অধ্যাপক কাউএল উক্তমত সমীচীন
বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তিনি বলেন, হিন্দি বন-জালনা বা
বনবারণা শব্দার্থ হইতেই অধিক সম্ভব “বনজার” শব্দের বৃৎপত্তি
সিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

এই জাতির নামোৎপত্তিপ্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেরূপ
সিদ্ধান্তেই সমুপস্থিত হউন না কেন, বহু প্রাচীন কাল হইতেই
যে ইহারা হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ
নাই। ঐতিহাসিক উক্তিই তাহা সমর্থন করিতেছে। দক্ষিণাভ্য-
বাসী বনজারগণের মধ্যে মাথুরিয়া, লবাণ ও চারণ নামে তিনটা
শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহারা আপনাদিগকে বর্গশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ
ও রাজপুত জাতির বংশধর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে।
মাথুরিয়া শ্রেণী মথুরা হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ
স্থাপন করিয়াছে। অধিক সম্ভব, রাজপুত চারণগণ তীর্থযাত্রা
উদ্দেশ্যে এবং লবাণেরা লবাণের বাণিজ্য লইয়া এদেশে আসিয়া
উপস্থিত হয়। পরে তাহারা সর্বত্র কন্ডার অভাবে অসর্বত্র কন্ডার
পাণিগ্রহণ করিয়া মূল জাতি হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। ইহারা
সকলেই শিখগুরু নানককে ধর্মগুরু বলিয়া স্বীকার করে।

মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, দিল্লীর
সম্রাটগণের দক্ষিণাভ্য-বিজয়প্রসঙ্গের সময় হইতে সময়ান্তরে
রাজ্যবেশে রসদ লইয়া বনজারগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া উপস্থিত
হয়। এইরূপে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিকন্দর বাদশাহের
চোলপুর আক্রমণ সময়ে প্রথম বনজারদিগের উপনিবেশ ঘটে।
চারণগণ রাঠোরবংশীয়। ইহারা ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি
আসফজাহের অধীনে দক্ষিণাভ্যে আগমন করে। ঐ সময়ে
তাহাদের অগ্রদূত তলী ও জলী নামকরা এখানে আসে।
আসফজাহ তাহাদের কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের

ধর্মাকরে লিখিয়া একখানি সনদ দেন। উহাতে এইরূপ লিপি আছে :—

‘রজন কা পানি, ছান্নর কা বাস।

দিন কা তিন খুন সু’রাক্।

আউর জহান আসক্ জান্ কি বোড়্

বাহন ভলি বকী কা বএল।’

ঐ শুকী বংশধরগণের নিকট অভিমান এই ছাড়া পত্র আছে। হারদ্রাবাদের নিজাম তাহা দেখিয়া তাহাদের খেলাত দিয়াছিলেন।

ইহারা যাহা বিচার বিশ্বাস করে এবং অনেকে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। ভূত তাড়ানোর জন্য ইহারা দানা মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকে। জর, বাতব্যাদি ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ ইহারা ডাইনের দৃষ্টি বলিয়া নির্দেশ করে। কোন রমণীকে ডাইনী ধরিয়েছে বলিয়া বিশ্বাস হইলে, ইহারা তাহাকে বন মধ্যে লইয়া মরিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

ইহারা সাধারণতঃ হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। বালাজী, মহাকালী (মরিয়াই), তুলজাদেবী, শিব, মিঠু-ভূথিয়া ও সতীমূর্তি ইহাদের প্রধান উপাস্ত, এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি ছোট খাট ঠাকুরও ইহারা ভক্তিসহকারে পূজা করে। দ্রব্য-কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহারা ঐশ্বর উপনিবেশের পার্শ্বস্থ মিঠু ভূথিয়ার মন্দিরে গমন করে। দ্রব্যতার লিঙ্গ হইবার পূর্বসন্ধ্যা ভিন্ন ঐ ঘরে কেহ গমন করেন না। তথায় প্রথমে ইহারা দ্রব্যপতি মিঠুর পূজা দিয়া একটা সতীমূর্তি আনয়ন করে এবং একটা ঘুতের প্রাণীপ আলিয়া বর্ষিকালকে শুভাগত নিরীক্ষণ করিতে থাকে। যদি ঐ বর্ষিকার শুভ লক্ষণ প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ইহারা সদলে বহির্গত হইয়া উক্ত গৃহ সমুখস্থ পতাকাতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্বক অতীষ্ট পথে যাত্রা করে। লুপ্তকালে ইহারা কোন কথা কহে না, ইহাদের সংস্কার, যদি কেহ ভুলিয়া গিয়া থাকে কথা কয়, তাহা হইলে সে যাত্রার শুভ হইবে না জানিয়া ইহারা পুনরায় মিঠু-ভূথিয়ার মন্দিরে প্রত্যাগত হয় এবং পুনরায় প্রাণীপালকে শুভ লক্ষণ অবগত হইয়া লুপ্তনে বহির্গত হইয়া থাকে। পথে হাঁচি পড়িলেও ইহারা কার্যে বির বাটবে মনে করে।

কাহারও পীড়া হইলে ইহারা বালাজীর নামে উৎসর্গীকৃত হটাদিয়া (হট্ট-আডা) নামক বৃষের পূজা দিয়া থাকে। এই বৃষের উপর কেহ কখন কোনরূপ বোকা চাপার না, বরং লাল কাপড় ও কড়ির গহনা পরাইয়া সজ্জিত রাখে। ইহারা শুক্ক নামক এক ধর্মজগতের একমাত্র কর্তা বলিয়া জ্ঞান করে এবং একমাত্র ঈশ্বরের সর্বোদার প্রীকার করিয়া থাকে।

বৃক্ষপ্রদেশবাসী বনজারদিগের মধ্যে চোহান, বহরপ, গৌড়, বাবর, পশবার, রাঠোর ও তুর্খার নামক শ্রেণীবিভাগ আছে। বহরপ ও গৌড় ব্যতীত সকল বংশোদ্ভূতগণই ইহাদের রাজপুত জাতিবৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। কিংবদন্তী এই যে, ইহারা একসময়ে অবোধা ও হিমালয় সমিহিত নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বরেন্দ্রী হইতে জজবার রাজপুতবর্গ ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, ১৬৩২ খ্রষ্টাব্দে পাঠানসর্দার মুল্ল খাঁ বরেন্দ্র জেলার নানপাড়া পরগণা হইতে এবং ১৮২১ খ্রষ্টাব্দে ঢাকলায়ার হকিম মেহেন্দী সিকৌলী পরগণা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। খেরী জেলার জায়ে রাজপুতগণ তাহাদের মিত্র বনজার-দিগের নিকট হইতে খররাগড় প্রাপ্ত হন। শাহরানপুর জেলার সেওধী নগর ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

হার্দোই জেলার গোণামৌ নগরের বনজার টোলাবাসী বনজারেরা বলে যে, তাহারা মুসলমান সাধু সৈয়দ সাংলরের বংশধর, আবার মাজাজবাসী বনজারগণের মুখে শুনা যায় যে, তাহারা রামায়ণের বানরপতি হুত্রীবের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বনজার কোন একটা বিশিষ্ট জাতীয় সংজ্ঞা নহে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন জাতি বা বংশের ব্যক্তিগণ স্থানান্তরে প্রবাসী হইয়া ইহাদের বৃত্তি অবলম্বন করায় বনজার নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ দ্রব্যবৃত্তি বা শস্যবাণিজ্য হেতু বনজার শ্রেণীভুক্ত হইলেও বর্তমান জাতীয় পেশা অমুসারে মুজাকরনগরবাসী বনজারদিগের মধ্যে এইরূপে ধানকুটা, লবণ, নন্দবংশী, জাট, ভূথিয়া গুয়াল, কোট-বার, গৌড়, কোড়া ও মুজহর প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে।

পশ্চিম প্রদেশের বনজারগণ সাধারণতঃ পাঁচটা বিভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে তুর্কিয়া বা মুসলমান শ্রেণীতে ৩৬টা গোত্র প্রচলিত আছে, যথা—তোমর, চোহান, গহলোত, দিলবারী, আলবী, কনোঠী, বুড়কী, চুর্কি, শেখ, নাথবীর, অমবান, বদন, চকিরাহ, বহারারী, পমড়, কণিকে, খাড়ে, চন্দোল, তেলী, চরকা, ধগগিয়া, ধানকিকা, গজী, তিতুর, হিন্দিয়া, রাহ, মরোথিয়া, খাখর, কড়েরা, বহলীম, তালী, বনারী, বরগলা, আলিয়া ও খিলদী। ইহারা স্নোতম ধার অধীন মুলতান হইতে প্রথমে মুরাদাবাদ এবং তৎপরে বিলাসপুর ও তৎসমীপবর্তী প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে।

বৈদ-বনজারগণ জাটদের হইতে আসিয়াছে। ইহাদের সর্দারের নাম জুল্হা। কলোই, তওয়ার, হতার, কপাহী, দেওরি, কছনী, তারিণ, ধরপাহি, কীরি ও বহলীম নামে ১১টা গোত্র ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। লবণ (লবণবাসী) বনজারগণ আপনাদিগকে গৌড় ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে

এক সন্ধ্যা অরুণোদয়ের সময়ে রণভঙ্গল হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া প্রবাসী হয়। ইহাদের মধ্যে ১১টা গোত্র প্রচলিত আছে। ইহারা সকলেই কৃষিকারী।

মুকুরী বনজারগণ মনে যে, মকুর তাহাদের এক সারকের ভাতা (শিবির) ছিল। তথা হইতে এই বংশ যাবর নগরে আসিয়া বাস করিলে তাহারা সাধারণতঃ মুকুরী বা মুকুরী নামে পরিচিত হয়। এই কথা সমর্থনের জন্য তাহারা অত্যন্ত উপাখ্যানের কর্তব্য করিয়াছে। সে বাহাই হউক, তাহাদের জুলগত নামে হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিশ্রণ দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা উক্ত উক্ত জাতির সম্মিশ্রণ গঠিত। তাহাদের মধ্যে নিরোক্ত বংশাণ্ডা প্রচলিত দেখা যায়, যথা—অম্বান, মোগল, মোখর, চৌহান, সিমলী, চৌহান, ছোট-চৌহান, পঞ্চ-তকিয়া চৌহান, তাম্বুর, কাঠেরিয়া, পাঠান, তরীন্-পাঠান, বোড়ী, বোড়ীবাল, বজারোয়া, কাঠিয়া ও বহলীয়া।

বহরগণ বনজারগণ সাধারণতঃ হিন্দু। ইহাদের মধ্যে মুসলমানও আছে। মুসলমান শ্রেণীর জায় বনজার হিন্দুগণ গৃহস্থ-প্রমোদী নহে। ইহাদের মধ্যে রাঠোর, চৌহান, পণবার, তোমর ও তুর্কি নামে কয়টা বংশবিভাগ দেখা যায়। এই সকল বংশের মধ্যে আবার গোত্রবিভাগ নির্ণীত হইয়াছে। রাঠোর বংশের মধ্যে মুহারী, বাহকী, মুহাবৎ ও পণোত নামে চারিটা থাক আছে, তন্মধ্যে মুহারীতে ৫২টা, বাহকীতে ২৭টা, মুহাবতে ৬৬টা এবং পণোতে ২৩টা গোত্র প্রচলিত আছে। চৌহান-বংশের মধ্যে ৪২ টা গোত্র বিভক্ত, ইহারা মৈনপুরী হইতে এদেশে আসিয়াছে। তুর্কিগণ গোত্রভ্রমণের সম্ভাবন। চিতোর রাজধানীতে ইহাদের বাস ছিল। সেখান হইতে ইহারা দাক্ষিণাত্যবাসী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫২টা গোত্র প্রচলিত। পণবারগণ দিল্লীবাসী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ২০টা গোত্র আছে।

এই বহরগণ বনজারগণ অজ্ঞাত জাতির জায় সগোজে বিবাহ দেয় না। মাট জাতির কস্তাগ্রহণ করে বটে, কিন্তু আপনাদের কস্তা তাহাদিগকে সমর্পণ করে না। নাএক বা দায়ক বনজারগণ এই জাতিভুক্ত হইলেও সামাজিকতার সাধারণ শ্রেণী অপেক্ষা অধিক উন্নত। ইহাদের মধ্যে রাজপুতেরই সংখ্যা অধিক। গোরখপুর বিভাগের নাএকগণ আপনাদিগকে লনাত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করে এবং পিলিভিতে তাহাদের আদিবাস ছিল বলিয়া জানায়। ইহারা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু। সম্রাজ্য ইহাদের বহু বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বিবাহ-বিবাহ প্রচলিত নাই। যদি কোন অবিবাহিতা বালিকা অপর পুরুষের নিক্ত অর্থে প্রণয়ে আসক্ত হয়, তখন ইহলে তাহার শিতাকে একটি জাতীয় কোষ নিকে হয় এবং কস্তাকে সত্য-

নারায়ণের কথা ভনাইয়া পবিত্র করিয়া লওয়া হয়। বিবাহের সময় বরের পিতার হতে কস্তার পিতার "ভিলকধান" স্বরূপ কিছু টাকা বিবাহ বিধি আছে, পক্ষান্তরে বিচারে সকলেই ব্যক্তিচারিত পক্ষকে ভাগ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বিবাহ বিবাহ নাই বলিয়া এই বংশীয় আর বজাতি-সমাজে পরি-গীতা হইতে পারে না। কন, মুকুর ও বিবাহ বংশের তাহারা বখাবিধি সম্পন্ন করিয়া থাকে। বনমেই লাহ ও অপৌচাত্যে প্রাক নিশ্চয় করে। সর্করিয়া ব্রাহ্মণেরা সকল কার্যে ইহাদের রাজকতা করিয়া থাকে।

বিবাহকালে ইহারা উপর্যুপরি ৪টা করিয়া সাত থাক ফল সাজায় এবং তাহার মধ্যস্থলে চুটা মূল ও একটি জলের কল রাখিয়া দেয়। ইহার সমুখে মৃত্তিকালিপি স্থানে চোকা কাটিয়া প্রয়োজিত হোম করে। তদনন্তর সেই নবদম্পতী বাইট ছড়া বীথিয়া সেই মূল্যের চারিদিকে সান্তপাক ঘুরে। পরে তাহারা একহানে আসিয়া বসিলে কস্তার পিতা বরের পা পূজা করে এবং কস্তা সম্প্রদানের বৌতুক স্বরূপ ২টা বা ৪টা টাকা দেয়। ইহাই বড় বরের বিবাহ। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কস্তাকে বরের গৃহে লইয়া 'খরোনা' মতে বিবাহ দেওয়া হয়। তদনন্তর ব্রাহ্মণেরা হইয়া থাকে।

বনজীর (পুং) বনোত্তরো জীরঃ। বনজাত জীরক, কটুজীরক, চলিত বনজীরে। ইহার পর্যায়—বৃহৎপালী, বৃহৎপত্র, অরণ্য-জীর, কণ। গুণ—কটু, শীতল ও ত্রণনাশক। পাক—কটু, কষি, দীপন, বীর্ণজরহর ও কৃত।

বনজীবিন্ (পুং) কাঠেরিয়া। যাহারা বন হইতে কাঠসংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে।

বনভুল্লী (স্ত্রী) তণ্ডুলীভেদ। (Amblegina poly-gonoides) ২ বনভুল্লীর শাক।

বনভুল্ল (পুং) অর্জুনমূল। (বৈতকনি)

বনভিত্ত (পুং স্ত্রী) বনের বনোত্তরো মধ্যে ভিত্ত, ভিত্ত বা। হরীতকী।

বনভিত্তা (স্ত্রী) বেতমূল বা ঐরা নাম লতাভেদ।

বনভিত্তিকা (স্ত্রী) বনভিত্তা-কন্। টাপি অভ ইক। ১ পাঠা, চলিত আকনাথি। [ইহার শুণাধির বিবর পাঠাশব্দে লিখিত।] ২ উৎপাদক। ইহার গুণ—ভিত্ত ও শীতল এক কটু ও ককপিত্ত। (চরক) ২৩ অঃ)

বনভ্রুপুষ্ক (পুং) ১ অরুণমূল। ২ ইজমাকী। (বৈতকনি)

বনম্ (স্ত্রী) ১ অরুণমাকী। ২ ভোতা বা পূজক। 'বনমঃ কন্যাসক্তভার্য বন্য বনোত্তরো বন্য পবিত্র ভোতাঃ'।

(কং ২৪৮৫ সারণ)

‘দ্ব্যর্থবান’ ‘বনদঃ’ শব্দে ‘বনদাঃ’ অর্থাৎ অতীষ্ট জ্ঞানোপহার-
দানকারী অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান টীকাঙ্কণে ‘বনদ’
শব্দে অশ্রল ইচ্ছাবৃত্ত এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন।

বনদ (পুং) বনং জলাং দদাতীতি দা-ক। ১ মেঘ। (ত্রি)
২ বনদাতৃ-মাত্র।

বনদমন (পুং) বনজাতো দমনঃ। অরণ্যদমনক বৃক্ষ। (রাজনি°)
চলিত বনদনা।

বনদারক (পুং) জাতিবিশেষ।

বনদাহ (পুং) দাবদহন। অগ্নিযোগে বনপ্রজলন।

বনদীপ (পুং) বনস্ত দীপ ইব। বনচন্দ্রক।

বনদীপভট্ট (পুং) একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বনভূগা (স্ত্রী) ১ তত্ত্বাক্ত দেবীমূর্তি। পূর্ববঙ্গে বনভূগাপূজা
বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়া থাকে। এই পূজা গ্রামই
কোন প্রসিদ্ধ বিটপিবেষ্টিত খোলা বা উন্মুক্ত চব্বরে সমাহিত
হয়। মানসিক করিয়াও অনেক এই পূজা দেন।

২ তদ্রানক তদভেদ। ৩ উপনিষদভেদ।

বনদেবতা (স্ত্রী) বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (উত্তরচরিত ২)

বনদ্র (পুং) চারবৃক্ষ। (রাজনি°) চলিত পিয়াল গাছ।

বনদ্রোম (পুং) ১ অর্জুনবৃক্ষ। ২ কাঠাওক। (বৈত্কনি°)

বনদ্বিপ (পুং) বনহস্তী।

বনধারা (স্ত্রী) বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্তী পথ।

বনধিত্তি (স্ত্রী) ১ ছেতব্য বৃক্ষসমূহে নিধাতব্য (কুঠারাদি অস্ত্র)।
২ মেঘমালা। “বিয়া বনধিত্তিরপত্নাংহুরো অধ্বরে পরিরোধনা
গোঃ” (ঋক ১১২১১৭) ‘বনধিত্তিবনে ছেতব্যে বৃক্ষসমূহে
নিধাতব্য, * * * যথা বনমুদকমস্তাং বীরত ইতি বনধিত্তি-
র্মেঘমালা।’ (সারণ)

বনধেবু (পুং) অরণ্যজাত গো। গবর, চলিত বুনো গরু।

বনন (স্ত্রী) ১ ধন। ২ ইচ্ছা, বাসনা। ত্রিরাং টাপ্।

বনন শিপ্রা, তর্কসংগ্রহটিপ্পণপ্রণেতা।

বননিত্য (পুং) রৌদ্রাখের পুত্রভেদ।

বনদীয় (ত্রি) বাহনীয়।

বনধ্বং (ত্রি) উদকবিনষ্ট। “পাথঃ স্ত্রমেকং বনধিত্তিবনধতি।”
(ঋক ১০১২১১৫) ‘বনধতি উদকবতি’ (সারণ)

২ সম্ভভব্য ধন। (ঋক ৭৮১১৩)

বনপ (পুং) ১ বনবালী। ২ কাঠুরিয়া। ৩ বনরক্ষক।

বনপাল (পুং) বনহৃৎ পাল।

বনপার্ক (স্ত্রী) মহাত্ম্যভেদে কৃতীর অংশ। এই অংশে বৃথিত্তিরাদি
পক্ষপাতের কাব্যবনে অবস্থিত বিবরণ বিবৃত আছে।

বনশলাগু (পুং) বনজাত পলাগু (Urginea Indica, syn.

Scilla Indica.) indian squill. বনশিরাগ। হিন্দী—
জলা শিরাগ। তেলগ—মজবুলিগজ। বোম্বে—শাপকান।

বনপাল্লব (পুং) বনমিব নিবিড়ঃ পল্লবো বস্ত। শোভারম্ভক
চলিত সজ্জিমাগাছ।

বনপাংগুল (পুং) বনে পাংগুলঃ পাণ্ডিতঃ। ব্যাধ। (শকরস)

বনপাদপ (পুং) বনজবৃক্ষ।

বনপার্শ্ব (পুং) বনের পার্শ্বস্থিত স্থান। বনসদীপ।

বনপাল (পুং) বনরক্ষক।

বনপিল্লী (স্ত্রী) বনোদ্ভবা পিল্লী। চলিত বনপিল্প, ছোট
পিল্প। মরাঠী—রাশিপিল্প, কমাড়ী—কাহিপিল্লী।

সংস্কৃত পর্কার—বনপিল্লী, ক্ষুদ্রপিল্লী, বনকণা। ইহার গুণ—
কটু, উষ্ণ, তিক্ত ও রুচ্য। এই বনপিল্প কাঁচা অবস্থায়
গুণবৃত্ত, শুষ্ক হইলে গুণ কমিয়া যায়।

“আমা ভবেৎগুণাচাষ ওকাঃ বনগুণাঃ বৃত্তাঃ” (রাজনি°)

বনপীত (পুং) ভূমিজাত গুণ্ণবৃক্ষ। ২ বনগুণ্ণবৃক্ষ।

বনপুষ্ণা (স্ত্রী) বনমিব নিবিড়ঃ পুষ্ণা বত্ভাঃ, টাপ্। শতপুষ্ণা,
শতাহা। (রাজনি°)

বনপুষ্ণাময় (ত্রি) বনপুষ্ণাসম্বব।

বনপুষ্ণোৎসব (পুং) বাজ্রবৃক্ষ। (বৈত্কনি°)

বনপুতিকা (স্ত্রী) অরণ্যপুতিকা, চলিত বনপুঁই। ইহার
গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ ও রুচ্য।

বনপূরক (পুং) বনজাতঃ পূরকঃ বীজপূরকঃ। বনবীজ-
পূরক। (রাজনি°) পাঠান্তর—‘বনপূর’।

বনপূর্ব (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ।

বনপ্রক্ষ (ত্রি) জলচারী। বনক্রক। [বনপ্রক দেখ।]

বনপ্রবেশ (পুং) বনগমন। কোন সেবমূর্তি গঠনান্তিলাবে
বনজ বৃক্ষ (দারু) ছেদনার্থ সদলবলে বনমধ্যে যাত্রোৎসববিশেষ।

বনপ্রস্থ (স্ত্রী) ১ অধিত্যকাবৃত্ত বন। ২ স্থানবিশেষ। ৩ বাসপ্রস্থ।

বনপ্রস্থায়িন্ (ত্রি) বনগমনকারী।

বনপ্রিয় (স্ত্রী) বনেন বনজাতেষু মধ্যে প্রিয়ং। ১ বৃক্ষ। (রাজনি°)
(পুং) ২ কোকিল।

“অরি বনপ্রিয় বিম্বত এব কিং

বলিকুলো বিম্বসো ভবতাদুন।

বনপ্রিয়ের কুহুরিত্তি বিভ্রা,

শততত্ত্বচরণে ধরণীে তব।” (উদট)

৩ বিতীতক বৃক্ষ। ৪ শটী, চলিত শটী। ৫ শব্দবৃক্ষ।

বনফল (স্ত্রী) বনজ বৃক্ষ ফলভেদ। ইহা বাইবে নিষ্ট।

বনফুল (স্ত্রী) পুষ্পবৃক্ষভেদ। ইহার ফল পীথিলে স্বদর
দেখায়। ঐক্লব বনফুলের ফল পরিয়া “বনফালী” হইয়াছিলেন।

বনবর্কটী (শেখ) বর্কটীভেদ।

বনবর্কর (পুং) ককাদ্রক, ককপত্র কুস্ম কুলসী। (রাজনি°)

বনবর্করিকা (স্ত্রী) বনজাত অর্জক জাতীয় পত্রশাক, চলিত বনবাঘুই কুলসী। সরগী—আজবলা মেহ। কণাকী—ভুগড়ি অজরা। ইহার গুণ—ভুগড়, উষ্ণ, কটু, বমির, পিণ্ডাচ ও কৃত্রিম এবং ব্রাণ-সত্ত্বপণ। (রাজনি°)

বনবরাহ (শেখ) শূকরভাতিবিশেষ (The wild Hog)। ইহাদের ভেতের পার্শ্বদেশ দিরা গজদন্তদূষণ দন্ত বাহির হয়। ঐ দন্ত দ্বারা তাহারা জলাধের সমস্ত শরকে আঘাত করিয়া তাহার মেহ ক্ষতবিকৃত করিয়া দেয়। আধ্যাত্মে এই মাংস পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেই কারণে অনেকে ইহার মাংস খাইতে ব্যবস্থা দিরা থাকেন। [বরাহ দেখ।]

বনবহিণ (পুং) বজ্র ময়ূর।

বনবাছক (পুং) জাতিবিশেষ।

বনবিড়াল (পুং) বিড়াল জাতিভেদ, (Felis caracal) ইংরাজিতে Tiger cat বলে। ইহারায় জাতীয় এবং বেথিতে অনেকটা

—বিশেষ মত, সাধারণতঃ কাষ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারায় দেব-
—শাবক, হাঁস প্রভৃতি মারিয়া খায়। কিন্তু মাছুষ বেগিলে ভরে সরিয়া যায়। [বিড়াল শব্দে বিবৃত্ত বিবরণ দেখ।]

বনবীজ (পুং) বনজ বনোত্তরা বা বীজো বীজপুরুষঃ। বনবীজ-
পুরুষ, বনমাতুল। (রাজনি°)

বনবীজক (পুং) বনবীজ-স্বার্থে কসু। বনবীজপুরুষ। (রাজনি°)

বনবীজপুরুষ (পুং) বনোত্তরো বীজপুরুষঃ। আরণ্যজাত বীজপুরুষ। পর্যায়—বনজ, বনবীজক, বনবীজ, অত্যয়া, গজায়া, বনোত্তরা, দেবকী, পীড়া, দেবদাসী, দেবেতা, মাতুলজিকা, পচনী, মহাকলা। ইহার গুণ—অম্ল, কটু, উষ্ণ, কটুপ্রভ, এবং বাত, আমদোষ, কুশি, কক ও বাসনাশক। (রাজনি°)

বনভ্রমরিকা (স্ত্রী) বনে ভ্রমর ভ্রমঃ ভ্রমরীণি অত ইক। ভ্রমরলা।

বনভূজ (পুং) বনং ভূজং ইতি বন-ভূজ-ক্ৰিপ্। ভবভোষণ।

বনভূ (স্ত্রী) বনময় স্থান।

বনভূষণা (স্ত্রী) কোকিলা। (বৈভকনি°)

বনভোজন (শেখ) পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া কোন বনে বা কোন বাগান বাড়ীতে নিজেদের রান্না বাড়িয়া আনোদ-উৎসবের সহিত যে খাওয়া খাওয়া করে, তাহার নাম বন-ভোজন। পরস্পর টাঙ্গা দিরা খাত ত্রাণ্যাদি কিনিয়া আনিয়া কোন বাড়ীতে রাখিয়া খাওয়ার নামও বনভোজন। ইহা বেশা-স্তরের প্রথা। ইংরাজীতে ইহাকে Pic-nic বলে। আমাদের দেশেও বনভোজন দীর্ঘকাল হইয়া প্রচলিত। বনভোজন—পুণ্য-বচন-প্রদোষ এক বনভোজন-বিধি গ্রহ পাঠ করিলে

উহার বিশেষ জানিতে পারা যায়। কলিকাতার নিকট আজ কাশ ওলাবিবির পূজা দিরা এই পুণ্যে বনভোজন প্রচলিত হই-
রাছে। তথায় ভোজনাদি সমাপনের পর সাংকালে গৃহপ্রত্যাগত ব্যক্তি গৃহকর্ত্তীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “বনে কেন আলো?” গৃহাভ্যন্তর হইতে গৃহিণী উত্তর দেন “গিগিরি গেছেন বনভোজনে ছেলেপিলে আছে ভালো।” গৃহকর্ত্তৃপণ পুত্রগণের মঙ্গল কামনার ওলাউঠা দেবীর পূজা লইয়া যান এবং দেবীস্থানের সমীপস্থ বনাবৃত স্থানে বীর ব্যয়ে বনভোজন করিয়া আসেন।

বনমউলা (শেখ) বৃক্ষভেদ।

বনমঞ্জরী (স্ত্রী) বননিওঁজী। (বৈভকনি°)

বনমন্ত্রিকা (স্ত্রী) বনস্ত মন্ত্রিকা। দংশ। চলিত ভাঁশ।

বনমন্নিচ (শেখ) বৃক্ষবিশেষ।

বনমল্লিকা (স্ত্রী) ১ অনামখ্যাত লতা, চলিত সেওতি। ২ সেওতি ফুলের গাছ।

বনমল্লী (স্ত্রী) বনোত্তরা মল্লী, বনজাত মল্লিকা। (শব্দরত্না°)

বনমানুষ (শেখ) ১ বনজাত মানুষ। ২ বনবাসী।

ও অনামপ্রসিদ্ধ তত্ত্বপারী চতুশ্চর জীববিশেষ, অনেকাংশে গরিলা বা পুচ্ছহীন জাতীয় বা বনপুচ্ছ বানরের মত; কিন্তু বানরের জায় পুচ্ছচিহ্ন বা গণ্ডহুলা নাই। যুরোপীয় প্রাণি-তত্ত্ববিদগণ বিশেষভাবে ইহাদের হস্ত পদ, বক্ষ প্রভৃতি অস্থি এবং দস্তাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া মহাব্যক্তির সঙ্গে ঐ সকলের বধ্যায সাবৃত্ত নিরূপণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই জাতীয় পণ্ডগুলি চতুশ্চর বানর ও মানবের মধ্যস্থলে আসন লাভ করিতে পারে। মহুয়ের সহিত পার্থক্যের মধ্যে ইহাদের পদাঙ্গুষ্ঠ ও পদাঙ্গাঙা গলা ও কোমল বলিয়া নির্দেশ করা হইতে পারে। পদাঙ্গুলিগুলি পরস্পর পৃথক পৃথক। আরও ইহাদের ককালের সহিত নরককালের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মহুচাপেক্ষা ইহাদের হস্ত ও পদের অঙ্গুলি বৃহৎ, ভাহু হইতে পাদসন্ধি এবং ভাহু হইতে ককাসন্ধি ধরাকার, মণিবন্ধ হইতে কহুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত পঞ্জরাঙ্গুলি নিরমিকে অধিক বিস্তৃত, কটীর অস্থি সরু অথচ লম্বা; ককোটী চেন্টা ও মুখের দিকে বিস্তৃত। দন্ত = কর্কট ১/২; শৌবন (Canine) ১/২; দিম্বী ১/২; চর্কণ ১/২ = মোট ৩২টি। মোট কথায়, দেহোদ্ধতাগের গঠন বলিয়া বলিতে গেলে শিম্পাঞ্জীর সহিত মানব ককালের অধিক সাদৃশ্য আছে এক উভয়দেহ কীলকাকার ককোটী পার্শ্বাধি (Sphenoid with the parietal bones), হৃদয় পঞ্জরাঙ্গি, ককাস্থির বিস্তৃতি (Scapula in its greater breadth) ও অধোদেহের অস্থিগঠন লক্ষ্য করিলে ভরু-উটনকেই মানবের অতি নিকট বাস্তুসঙ্গ বলিতে হইবে। এইরূপ

অসিন্ধুহান লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদিগকে ওরঙ্গ, শিম্পাঞ্জী ও গিলে নামে তিনটা স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত করিয়াছেন। এই ওরঙ্গ ও শিম্পাঞ্জীই আমাদের দেশে বনমাস্থব নামে পরিচিত।

মলয় দ্বীপের ভাষায় 'ওরঙ্গ-উটান' শব্দে বনোমাস্থব বুঝায়। এইজন্য তৎকালকার অধিবাসিবর্গ এবং বর্ণিও ও স্ত্রীমাস্থবানি-গণ দ্বিপদচারী এবং শাখা-শৃঙ্গের জায় হস্তপদ-ব্যবহারকারী মনুষ্যাকার এই বস্ত্র পশুকে ওরঙ্গ-উটান শব্দেই উল্লেখ করিয়া থাকেন। পরে ইংরাজ-অধ্যক্ষকারীগণের অগ্রগৃহে এই ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জজাত জীব সৈলীর ভাষায় orang-outang শব্দে পরি-গৃহীত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ লিনিয়াস ইহাদিগকে Simia শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ইহার Pithecus জাতিগত Chimpanzee এর একটা শাখা মাত্র।

বৈজ্ঞানিকগণ বানরশ্রেণীর জীবসম্বন্ধ (Simiadae) আকৃতি-প্রভেদে, অথবা জাতিগত পার্থক্য অনুসারে বহুগণ বিশিষ্ট থাকে বিভক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত হইল। ঐ তালিকা হইতে বানরের সহিত ইহাদের কতদূর পার্থক্য, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

বানরজাতি (Simiadae)

Siminae	Hylobatinae	Colobinae	Papioninae
উল্লুক (Gibbon)		(হনুমান্)	(নীলবানর)

শিম্পাঞ্জী (আফ্রিকা) গরিলা (আফ্রিকা) বনমাস্থব (Troglodytes niger) (Tr. gorilla) (Simia satyrus)

[বিস্তৃত বিবরণ বানর শব্দে দেখ।]

এই বানর জাতির মধ্যে S. Satyrus শ্রেণীর বন-মাস্থব নামক পশুগুলি দেখিতে স্বেচ্ছা লালবর্ণ। ইহাদের মুখাগ্র (muzzle) বিস্তৃত ও হৃদ্যাগ্র এবং মূলদেশে কিছু গোল, কপাল পশ্চাদিকে চেপ্টা, উর্দ্ধ অক্ষিপুটাহি (Supraciliary ridges) হ্রস্ব, কিন্তু করোটির উত্তর পার্শ্বাংশে অগ্রপশ্চাদমুখী বাণ-সেবনীসন্ধি (Sagittal and lamboidal crests) অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। মুখকোণ ৩০°; হৃদকোষ ক্ষুদ্র, উত্তর পার্শ্বে বালশীতা পঞ্জরহি। দুইটি দুই ভাগে বিভক্ত (Sternum in double alternate row), হৃদযন্ত্র তলকগ্রহিবিলাসী, পা লম্বা ও সরু, অনেক সময় নখ থাকে না; দ্বিতীয়বার দন্তোদগমের সময় হস্ত ও তাহার আভ্যন্তরিক অঙ্গি সমস্ত হইয়া যায়। ইহার প্রায় ৫ ফিটের উচ্চ হয় না। স্ত্রীমাস্থ ও বর্ণিও দ্বীপে ইহাদের বাস আছে।

জীবতত্ত্ববিদগণ বলেন, জীবজাতির পশু শ্রেণীর মধ্যে গরিলা

নামক পশু প্রথম বান অধিকারে সমর্থ। শিম্পাঞ্জী ঠিক তাহার নিরাসনে অধিষ্ঠিত এবং ওরঙ্গ-উটান তৃতীয় স্থানের অধিকারী। কারণ প্রাকৃতিক জানেও ইহাদের মধ্যে তদনুরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আশ্চর্যের বিষয়, ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যে ওরঙ্গগণ সর্বা-পেক্ষা দীর্ঘাকার এবং সর্বতোভাবে মনুষ্যের আকৃতিবিশিষ্ট। ইহাদের বক্ষ, বাহ ও হস্তের গঠন মনুষ্যের জায় তুল্যপরিমাণ-বিশিষ্ট। মনুষ্যেরও যেমন পদদ্বয়ের আকৃতির তেজাত্মক দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ দুখাকৃতির ইতর বিশেষ আছে। ওরঙ্গের মধ্যে বাহারী বেশী বুদ্ধিমান, তাহার অনারালেই মনুষ্যের ভাবে ও হাবভাবে বিশেষ বিতর্কপাতার সহিত দ্বন্দ্বমিহিত ভাব-গুলি প্রকটন করিতে সমর্থ এবং কোন কোন বনমাস্থব মনুষ্য-জাতির বক্তাবজাত হর্বক্রোধাদি বিভিন্ন মানসিক বুদ্ধিও প্রকাশ করিতে পারে।



ওরঙ্গ উটান।

ইহার ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের বনমালা-পরিবাগে সমস্ত প্রান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তথায় ইহারো মধ্যমা-কার কৃষ্ণের ৪০ ফিট উচ্চ লুকা অথবা বুদ্ধিকা হইতে ৫৫ ফিট উচ্চে তেজাকৃতা ভাসের উপর পাহের পাখা ও ভাসা ভাস

লইয়া এক খানি কুড়ে বস প্রস্তুত করে। বনখানির ব্যাস ২ ফিট। ইহারা গাছের ডালগুলি চেঁচাই বুনান ভার এড়ো ও লম্বাভাবে লাগায়। বন মধ্যে রাত্রি বাপন করিতে হইলে মাছবকে কুঠার বা ছুঁইর অভাবে বৃক্ষশাখা বিরা বেরূপ “ছংরি” প্রস্তুত করিয়া সুখে শরন করিতে হয়, ইহারাও ঠিক তদ্বৎসরূপ ঘরের পাটাতন করে। তৎপরে তাহার উপর গাছের কটি ও কোমল পাতা বিছাইয়া সেই কোমল শয়্যার ইহারা চিং হইয়া শুইয়া থাকে। মিজাকালে ইহারা হাত বা পা বাড়াইয়া নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় শাখা ধরিয়া সুখে নিদ্রা যায়। যতদিন পর্যন্ত এই পরগুলি ওকাইয়া ছিন্ন ভিন্ন না হয়, ততদিন তাহারা স্বচ্ছন্দে তৎপরে শুইয়া থাকে; কারণ বৃক্ষশাখাগুলি পল্লববিচ্যুত হইলে সহজেই অনুগ্রহকারক হইয়া থাকে।

বোঁবিও-বীণবানী ওরঙ্গগণ অত্যন্ত বিবাদশীল। বনমধ্যে কল ফুল খাইতে বাইরা কোন সামান্য কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা আপনাপন শৌৰন নস্ত দ্বারা পরস্পরে কামড়াকামড়ি করিয়া কত বিকৃত হয়। ঐ শৌৰন-নস্ত তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপ। বিরোধের সময় তাহারা শত্রুর হাত বা মাথা টানিয়া লইয়া হাতের অঙ্গুলিগুলি অথবা ওঠঘর কামড়াইয়া লয়। যদি কখন কোন মহাব্য বা হস্তী ঘটনাক্রমে তাহাদের বাসার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের তাড়াইয়া দিবার জন্য বৃক্ষের শাখা ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া তাহাদের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিতে থাকে। হস্তিগণ কাছে গাছ ডালিয়া তাহাদের বাসা নষ্ট করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহারা হস্তী দেখিলেই তাড়াইতে অগ্রসর হয়। সময় সময় তাহারা বনমধ্যগামী অসহায় পখিকদিগকে অথবা সিংহদিগকে উপরোক্ত রূপ শস্ত্রে পরিত্রুত হইয়া আক্রমণ করে। কুত্তিয়ার ও কাপ্তেন পাইনের বর্ণনা জানা যায় যে, এক সময়ে তাহারা নিগ্রে বালিকদিগকে হরণ করিয়া বন মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

শিকারাবদ্ধ শিম্পানীরা অল্পকরণপ্রিয়তা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি পরিচয় পাইয়া ডাং টেল কলেন যে, তাহাদের স্বভাব বড়ই বিষমপ্রদ। তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া নিজাই সূতন গর লকলন করা যাউতে পারে। তাহারা সহজেই কষ্টভুক্ত হয়, এমন কি, বাহারা তাহাকে ভালবাসে, তাহার পার্বে বসিয়া ভোজন করে, যে ব্যক্তি নিরস্তর তাহাদের আলাভন করে, তাহাকে দেখিলেই বিরক্তিত্ব প্রকাশ করিয়া সরিয়া যায়। কুরোশীর প্রচার তাহারাও বয়মর্দন করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তাহাদের গাত্র-চর্ম লোমবহুল হইলেও, তাহারা শীতপ্রধান স্থানে বাস করিতে ভালবাসে না। শীতপ্রধান স্থানপক্ষে তাহারা কখন কখন

ইহা সুখে পড়িয়া থাকে। রাগিয়া উঠিলে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চিংকার করে এবং স্মৃতি থাকার পাইলে তাহারা “হাম, হাম” শব্দ দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে।



শিম্পানী।

শরাবক হইতে সহ জেমস্ ব্রুক কলিকাতায় বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির বাছঘরে ৭টি দীর্ঘাকার বনমানুষের কঙ্কাল পাঠাইয়া দেন। মিঃ ব্লাইন্ড উহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া ৫টি বিভিন্ন প্রাক নির্দেশ করিয়াছেন,—১) *Pithecus Brookei* বা মিরাস্ রুবি; ২) *P. Satyrus* বা মিরাস্ পাম্পান্; ৩) *P. Curtus* বা মিরাস্ ছাপিন্; ৪) *P. morio* বা মিরাস্ কলর এবং *P. Owenii*, ঐ সকল বিভিন্ন প্রাকের বনমানুষ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে বাস করে। সুমাত্রার উত্তরাংশে *P. morio* এবং দক্ষিণাংশে *P. Owenii* জাতির বাস দেখা যায়। জীবতত্ত্ববিদ কার্ডার ঐ দ্বীপে *Simia Satyrus* ও *B. morio* নামের দুই জাতীয় বনমানুষের উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিম আফ্রিকার গিনুন নদীতীরপ্রদেশবাসী *T. gorilla* ও *T. nigra* প্রাকের শিম্পানী ও গরিলা জাতির বিস্তৃত বিবরণ হানান্তরে দেই। [বানর দেখ।

বনমাল (ত্রি) ১ কুম্ভালা। (পুং) ২ কুম্ভ বা বিক্ৰ। ৩ প্রাগ-
জ্যোতিষের ভঙ্গনবর্ণনার একজন রাজা। [প্রাগজ্যোতিষ দেখ।]

বনমালনেব, শিলাগিণি বর্ণিত একজন রাজা।

বনমালা (স্ত্রী) বনোত্তরা পুশ-রচিতা মালা, মধ্যপদলোপী।
ঐরুকের মালা, যে মালা সকল গুড়ুর সকল রকম কুম্ভ সমূহে
স্থাপিত, তাহা পর্যন্ত লবিত এবং মধ্যস্থল বুলাকার কদম্বযুক্ত,
তাহারই নাম বনমালা।

‘আজারুলখিনি মালা সর্গর্ভ কুম্ভমোচ্ছলা।

মধ্যে বুলকম্বাচা বনমালাতি কীর্তিতা ॥’ (শব্দমালা)

২ বনপুশরচিত সাধারণ মালা।

‘প্রথিতমোলিরসৌ বনমালায়া

তরুণলাশসবর্ণতরুজঃ ॥’ (রত্ন ৯৫১)

৩ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৮টি অক্ষর। তন্মধ্যে
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ও ১৭ বর্ণ লঘু এবং তন্নিম্ন বর্ণ
গুরু। ইহার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১১, ১৩ ও ১৬ বর্ণ
লঘু এবং ৬, ৮, ১২, ১৪ ও ১৫ গুরু।

বনমালাধর (ত্রি) ১ ঐরুক। ২ ছন্দোভেদ।

বনরাসিক (স্ত্রী) ১ আফোডা। চলিত হাপরমালী। ২ বনরাসিকা,
চলিত সেউতি। ৩ বারাহীকন্দ। (রাজনি°)

বনমালিদাস, বনমালা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

বনমালিন্ (পুং) বনমালা অত্যন্তেতি ইনি। ১ ঐরুক। (অমর)
২ নারায়ণ। (প্রহ্লাদবিজয় ও অন্ত)

বনমালিন্, ১ অষ্টৈতিসিদ্ধিগুণপ্রণেতা। ২ চণ্ডমারুত ও
মারুতগুণরচয়িতা। ৩ দ্রব্যশোধন-বিধানপ্রণেতা। ৪ প্রায়-
শ্চিত্তসার-কৌমুদী-রচয়িতা। ৫ ভক্তিরসাকর-প্রণেতা। ৬ ভগবদ্-
গীতার এক টীকাকার। ৭ সুতাবলী নামক বেদান্ত গ্রন্থ-
রচয়িতা। ৮ বেদান্তলীপ ও ক্ষুটচন্দ্রাঙ্কী নামক জ্যোতিঃশাস্ত্র-
প্রণেতা। ৯ একজন প্রাচীন কবি।

বনমালিন্ভট্ট, একজন গীতগোবিন্দ-টীকাকার।

বনমালিনী (স্ত্রী) ১ বারকাপুত্রী। (ত্রিকা°) ২ বারাহী। (রাজনি°)

বনমালি-মিশ্র, বৈরাগ্যরত্নবর্ণন-অতোদ্বজিনী ও সিদ্ধান্তত-
বিন্দক নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি কোঙ ভট্টের ছাত্র।
২ সারসংগ্রহী নামক জ্যোতিঃগ্রন্থপ্রণেতা।

বনমালী মিশ্র, ব্রহ্মানন্দীর গুণন ও বনমালিমিশ্রীর নামক
বেদান্ত-রচয়িতা।

বনমালীশা (স্ত্রী) শাখা।

বনমুচ (পুং) বন জলা মূর্ত্যুতি মূচ্-কিপ্। ১ মেঘ।
(শব্দরত্ন°) (ত্রি) ২ জলবর্ণনকারিমা। (রত্ন ৯২২)

বনমুগ (শেষ) কলারভেদ। [বনমুগ দেখ।]

বনমুগ (পুং) বনোত্তরা মূগা। মূচ্চিক, চলিত বনমুগ।
(রাজনি°) পর্যায় বরক, নিপুন্ন, মূলীনক, খড়ী। (হেম)
[ইহার অন্ত পর্যায় ও গুণ মূচ্চ ও মূচ্চ শব্দে প্রকট।] বখা—

“বনমুগ-কলার-মূচ্চ-মহরমদলাচণক-সতীন-ত্রিপুটকহরোচকী
প্রকৃতরো বৈদলাঃ ॥” (শ্রুত ১৪৬) ত্রিমা টাপু। (স্ত্রী)
২ মূগপর্ণী, চলিত মুগানী। (রাজনি°)

বনমূত (পুং) বন জলা মূর্ত্যু বহু বেন, বন মূর্ত্যুতি বা।
মেঘ। অমরটীকার ভরত জীমূত শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া-
ছেন, তদনুসারে এই বনমূত শব্দেরও ব্যুৎপত্তি নির্দিষ্ট হইল।

বনমূর্ত্তজা (স্ত্রী) বনত মূর্ত্তি, আরতে ইতি জন্-ড। ১ বনবীজ-
পূরক। ২ ককটপুটী, চলিত কাকড়া পুটী। (রাজনি°)

বনমূল (শেষ) ভল্লভের।

বনমূলফল (স্ত্রী) বনজাত কল ও ফল।

বনমুগ (পুং) হরিণবিশেষ।

বনমেখী (শেষ) ইক্ষতের। (Trifolium Indicum)

বনমেথিকা (স্ত্রী) আরণ্যমেথিকা, চলিত বনমেতি।

বনমোচা (স্ত্রী) বনোত্তরা মোচা, কাঠ কদলী। চলিত বন-
কদলী গাছ। (রাজনি°)

বনযমানী (স্ত্রী) বনামখ্যাত হৃষ পুশ। (Linguisticum
diffusum) চলিত বনযমান। উৎকলী নাম—বিলযমানী।

বনয়িত্ (ত্রি) হারয়িতা।

বনয়ুগ্ (শেষ) বৃথিকাতের।

বনযোজনি (শেষ) বনানীভেদ।

বনর (পুং) বানর-পৃষোদরানিবাৎ আকার ইবঃ। বানর।

বনরক্ষক (ত্রি) যে বন, উপবন বা উত্তান রক্ষা করে।

বনরস্তা (স্ত্রী) কাঠকদলী।

বনরসি, দাক্ষিণাত্যের মহিম্বর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত
একটি গণগ্রাম। অক্ষা° ১৩°১৪' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি°
৭৮°১১' ৩১" পূঃ। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ইমালস
মেবের উৎসবে ৯ দিন স্থায়ী একটি মেলা হয়। ঐ মেলায়
আনুমানিক এক লক্ষ গবাদি পশু বিক্রীত হইয়া থাকে।

বনরহন (শেষ) লগুনভেদ।

বনরাই (শেষ) সর্ষপভেদ।

বনরাজ (পুং) বনত বনে বা রাজা, ইতি বনরাজন্-টচ্- (রাজ-
হঃসিদ্ধান্তট্। পা ৪।৪।৯১) ১ সিংহ। ২ বনের অধিপতি,
বনের মালিক। ৩ অশ্বত্থক বৃক্ষ, চলিত আমুটা। মর্যাদা—
আমুগা। (বৈজ্ঞানিক°)

বনরাজ্ (পুং) বজ্রক। (বৈজ্ঞানিক°)

বনরাজি (স্ত্রী) ১ বনরাজী, বনমুগ। ২ বনরাজী পদ।

“করীষ সিজপুষ্পতৈঃ পত্রোদ্রুচাঃ

তুচিবাগারে বনরাজিপল্লবঃ ।” (রত্ন ২৪)

৩ বহুদেবের দাসীভেদ ।

বনরাজ্য (স্ত্রী) জনপদভেদ ।

বনরাষ্ট্র[ক] (পুং) জাতিবিশেষ । (শার্কপুং ৫৮৪২)

[বনবাসী দেখ ।]

বনরত্ন (স্ত্রী) পদ্ম । “নিগরিষক্রে নীলকুন্তলে-

বনরত্নাননং বিভ্রদ্যতুতম্ ।” (ভাগবত ১০।৩১।২)

বনপু (ত্রি) বনগামী । (শব্দ ১।১৪৫)

বনজ (পুং) শূলীতৃক্ষ ।

বনজি (স্ত্রী) বনের সমৃদ্ধি, বনসম্পদ ।

বনর্ষ (ত্রি) বৈদ্যক বনবিহরণকারিমাাত্র । ২ বনবাহী বায়ু ।

“বনর্ষো বায়বো ন সোম ।” (শব্দ ১০।৪৫৭)

‘বনর্ষো বনেষু সীদন্তঃ সংহিতায়্য হান্দস্য রক্ষ’ (সারণ)

বনলক্ষ্মী (স্ত্রী) বনত লক্ষী শোভা । ১ কদলী বৃক্ষ । ২ বনের শোভা সৌন্দর্য ।

বনলজ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ । (*Jussiaena exultata*)

বনলতা (স্ত্রী) বনজাত লতা, বরী ।

“বনলতাত্তরব আশ্বনি বিকুং ব্যজরত্যা ইব পুশ্পকলাচ্যাঃ ।” (ভাগবত ১০।৩৫।২)

বনলবঙ্গ (দেশজ) লবঙ্গভেদ । (*Ludwigia parviflora*)

বনলেখা (স্ত্রী) বনানিঃ লেখা ৩ ভৎ । বনশ্রেণী, বনরাজি ।

“বনবগবনলেখা শ্রামমধ্যাতিরাতিঃ ।” (মাঘ ৪।৪৪)

বনবর্ষরিকা (স্ত্রী) বনজাত বর্ষরিকা । অরণ্যজাত বর্ষরী ।

চলিত বনবাবুই । পর্যায়—সুগন্ধি, সুগ্রসন্নক, দোবাক্রোশী, বিবর, সুমুখ, হৃদয়প্রক, নিম্বালু, শোকহারী, সুবক্তৃ । ইহার গুণ—উষ্ণ, সুগন্ধি, শিখাচ, বাস্তি ও কৃত্তর এবং ত্রাণসত্ত্বপ্ণ-কারী । (রাজনি)

বনবহি (পুং) বনত বনোড়বো বা বহিঃ । দাবানল । (হেম)

“কণাররপ্রভাজালজাটিল বনবহিনী ।” (কথাসরিৎ ৫৬।৩৪০)

বনবাত (পুং) বনবায়ু, বনানিল ।

বনবাতায় (পুং) বাতামভেদ । চলিত বনবায়াম ।

বনবাস (পুং) বনে বসতি । বনে বাস, বনে অবস্থান । ২ মধুক-বৃক্ষ । চলিত, মউল গাছ । (বৈভকনি) বনে বাসো বস । (ত্রি) ৩ বনবাসী । “তত্ৰজির্জনবাসবদ্রুতিঃ” (শব্দতলা)

বনবাসক (পুং) ১ শাম্বলীকন্দ । (রাজনি) ২ প্রাচীন নগরভেদ । বনবাস কাবচরাজগণের রাজধানী । [কাবচ দেখ]

বনবাসিন (পুং) বনং বাসরতি পশ্চেন্নেতি বাসি-ন্য-। ঘটপ, চলিত বাটাপি । (ত্রি) ২ বনে বাস করান ।

বনবাসিন্ (পুং) বনং বাসরতি স্তরতীকল্পতি ইতি বাসি-পিনি ।

১ বনত নামক ঔষধ । ২ সুদ্রবৃক্ষ । ৩ বারাহীকন্দ । ৪ শাম্বলী-কন্দ । ৫ নীলমহিবকন্দ । (রাজনি) ৬ দ্রোণকাঞ্চ ।

৭ বীপান্তরঃ খন্ডু-বীতৃক্ষ । (বৈভকনি) বনে বসতিতি বন-পিনি ।

(ত্রি) ৮ বনবাসকারী, যে ব্যক্তি বনে বাস করে ।

“তাপসেদেব বিশ্রেবু বাজিকং ভৈক্ষমাচরৎ ।

গৃহমেধিষু চানোষু বিশ্রেবু বনবাসিনু ।” (মনু ৬।২৩)

বনবাসী, দাক্ষিণাত্যের তুঙ্গভদ্রা নদীর বনরাশাখার তীরবর্তী একটা প্রাচীন নগর । ভৌগোলিক টেলিগ্রাফ Banawasei নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । [কাবচ দেখ ।]

বনবাস্ত, জনপদভেদ । দাক্ষিণাত্যের বনবাসী রাজ্য ।

বনবিড়াল (পুং) বনমার্ক্যার । (বৈভকনি)

বনবিরোধিন্ (ত্রি) ১ বনশত্রু । (পুং) ২ বর্ষাশত্রু । নিরাধের পরবর্তী কাল ।

বনবিলাসিনী (স্ত্রী) শম্পুপুশী লতা । (রাজনি)

বনবীজ (পুং) বনবীজশূরক । চলিত টাংগা লেবু ।

বনবীজপুন্নক (পুং) বনজাত মাতুলশূরক । চলিত বুনো লেবু-গাছ, টাংগা । পর্যায়—বনমাহলিঙ্গ, কনাড়ী—কামাধবল । ইহার গুণ—অন্ন, কটু, উষ্ণ, কচা, বাতর, মল্লমোহ ও ক্রিমি-নাশক, ককর, এবং বাসায় । (রাজনি)

বনবৃন্তাকী (স্ত্রী) বনত বৃন্তাকী বার্তাকী । বৃহতী । (রাজনি)

বনত্রীহি (পুং) বনত ত্রীহিঃ । দেবধাত, নীবার । চলিত, উড়িধান । (হেম)

বনশণ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ ।

বনশিগ্র (দেশজ) শিমভেদ ।

বনশুল্ক (দেশজ) বৃক্ষভেদ ।

বনশিখিকা (স্ত্রী) অরণ্যশিখী । (ভৈবজ্যার শিরোরোগটি)

বনশুকরী (স্ত্রী) বনত শুকরী বয়মশয্যাং মংললযাচ । ১ কপি-কঙ্ক । (রাজনি) ২ আরণ্য-বরাহী ।

বনশূরগ (পুং) বনজাতঃ শূরগঃ । বনোড়বোজ, ; চলিত বুনো গুল । পর্যায়—সিতশূরগ, বজ্র, বনকন্দ, অরণ্যশূরগ, বনজ, যেতশূরগ, বনকতুল । ইহার গুণ—কচা, কটু, উষ্ণ, ক্রিমি, গুল, ও শূল্যদি বোয়র এবং সর্প-অরুচিনাশক । (রাজনি)

বনশূরটি (পুং) বনত শূরটি ইব, কটকাবৃত্তাং । গোবুর । ইহার পর্যায়—সুরক, ত্রিকট, বাহকটক, গোকটক, গোবুরক, বনশূরটি, পলদ্বা, বকট্টা ও ইকুগন্ধিকা । (ভাবপ্র) ১ম ভাগ) বনশূরটি বার্থে কনু । গোবুরক । (রাজনি)

বনশোভন (স্ত্রী) বনং জনা শোভনতীতি শুভ-পিতৃ-ন্য-। পদ্ম । (শব্দ) (ত্রি) ২ বনের শোভাকারকমাত্র ।

বনস্বন্ (পুং) বনে বা স্বা-কৃৎ:। ১ গজদার্কায়, চলিত গজগোহুল। ২ বকক, শৃগাল। ৩ ব্যাঘ্র। (বেদিনী)

বনস্ব[ধ]গু (পুং) পদ্মবন। ত্রিরাঃ ত্রীপ্।

বনস্বদ্ (ত্রি) ১ বনবাসী। ২ কৃত্র। (পারঃপুং ৩।১৫)

[বনস্বদ্ দেখ।]

বনস্ (স্ত্রী) বননীয় ভেজ ও ধন। "আরাহি বনসা সহ পাবঃ।" (শক্ ১০।১৭২।১) 'বনসা বননীরেন ভেজসা ধমেন সার্কঃ'(সারণ)

বনস্ (ত্রি) ১ ইচ্ছা। ২ আনুগত্য। ৩ বন।

বনসঙ্কট (পুং) বনে সঙ্কটো বাহ্যায় বত। মন্থর, চলিত মন্থরী। (শক্ ৩)

বনসদ্ (ত্রি) ১ বনবাসী। (পুং) বনবাসি, দ্বাবাসি। "বনং বৃক্ষসমুহতঃ দ্বাবাসিরূপেন সীদতীতি বনসৎ।" (ভট্টবজ্জ: ১৭।৭২)

বনসমূহ (পুং) বনানাং সমূহঃ। ১ অরণ্যসংহতি। পর্যায়—বনা, বাতা। ২ জলসমূহ।

বনসংপ্রবেশ (পুং) দারুণর দেবমূর্তিনির্দীপার্থ কাঠসংগ্রহের জন্য বনপ্রবেশ।

• বনসরোজিনী (স্ত্রী) বনস্য সরোজিনী পদ্মিনী বনোক্তকরবাং।

• বনকার্পাসী। (শব্দরত্নাং)

বনসাহস্রা (স্ত্রী) বন উপোদকী লতা।

বনস্তুভ (পুং) গদের পুত্রভেদ।

বনস্ব (পুং) বনে তিষ্ঠতীতি স্বা-ক। ১ মৃগ। (শক্ ৩) ২ বানপ্রস্থ।

গৃহস্থদিগের দ্বিগুণ, ব্রহ্মচারীদিগের ত্রিগুণ এবং বানপ্রস্থবৃতিগণের চতুর্গুণ শৌচ হইয়া থাকে।

"এতচ্ছৌচঃ গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।

ত্রিগুণং স্যান্নবনানাং বতীনাং চতুর্গুণম্॥" (মহু ৫।১২৭)

(ত্রি) ৩ বনবাসিমাং।

"প্রবৃন্তচক্রে নৃপতির্বনস্থান্,

গজান্ গঠৈঃ স্বৈরিব বীৰ্য্যবীণান্।" (হরিব' ১৫।২২১)

বনস্থলী (স্ত্রী) বনভূমি, অরণ্যদেশ।

"বনস্থলীমর্থরপত্রমোক্ষাঃ" (কুমার ৩।২০)

বনস্থ (স্ত্রী) বনে তিষ্ঠতীতি স্বা-ক, টাপ্। অর্থবৃক্ষ।

বনস্থান (স্ত্রী) জনপদভেদ।

বনশ্রেফলা (স্ত্রী) বৃষভূহতী, চলিত কুড়বাফুল। (বৈজ্ঞকনিং)

বনস্পতি (পুং) বনস্য পতিঃ। পারবরাদিকাং হুট। ১ পুণ্ড-হীন কলবান্ বৃক্ষ।

"অপুণ্ডাঃ কলবকো যে তে বনস্পত্যঃ স্বতাঃ।" (মহু ১।৪৭)

২ বৃক্ষমাত্র।

"কথং হু শাখাভির্ভেদ্যন্ হিরমূলে বনস্পত্যৌ।"

(মহাভারত ১।১৪১।২৬)

৩ স্থালীবৃক্ষ। (রাজনিং) ইহার পর্যায়—

"মলীযুকোহর্থভেদঃ প্রোয়োহো গজপার্বণঃ।

"স্থালীবৃক্ষঃ কয়তরুঃ কীরী চ ভাবনস্পতিঃ॥" (ভাবপ্র' ১।১)

৪ বৃতরাট্টের পুত্রভেদ। (ভাগ' ৫।২০।২১) ৫ বৃতরাট্টের

পুত্রভেদ। ৬ বটবৃক্ষ। (ভাবপ্র')

বনস্পতিকার (পুং) জাগতিক বৃক্ষসমূহ।

বনস্পতিসত্ত্ব (পুং) একাভেদ।

বনস্রজ্জ (স্ত্রী) বনপুষ্পোত্তবা বা স্রজ্জ। বনমালা।

"স্রজ্জোবধাবোবধিলোমনত বনস্রজো বেণুভূজাভিনুপাভ্যে॥"

(ভাগবত ৩।৮।২৫)

বনহবন্দি (পুং) মগরভেদ।

বনহরি (পুং) সিংহ।

বনহরিজ্ঞা (স্ত্রী) বনোত্তবা হরিজ্ঞা। (Curcuma aromatica,

Curcuma Zedoaria) অরণ্যজ হরিজ্ঞা, বনহলুদ। হিন্দী—

জলীহলুদ। মহারাষ্ট্র—সালী। কোড়ণ—অভিবিপকা, অরিনিন।

তৈলজ—কত্ম্রি পতপু, অভিবিপতপু। বসে—বনহলুদ, কচোরা।

তামিল—কত্ম্রি মজল। সংস্কৃত পর্যায়—শোলী, শোলিকা,

বনারিট। গুণ—কটু, কটিকর, তিক্ত, বীণন ও গৌলা।

বনহলুদি (শেষজ) বনহরিজ্ঞা।

বনহাস (পুং) বনত হাস ইব প্রোক্ষণকবাং। ১ কাশত্বণ।

(ত্রিকাং) ২ কুলপুশবৃক্ষ। (রাজনিং)

বনহাসক (পুং) বনহাস বার্থে কন্। কাশত্বণ। (রাজনিং)

বনহুগলী, কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠস্থিত একটা প্রসিদ্ধ গুণ্ডগ্রাম।

বনহুতঙ্গিন (পুং) বনোত্তবঃ হুতঙ্গিনঃ। বনাসি।

বনা (আরবী) ১ প্রোক্ষত। বাহা প্রোক্ষত হইয়াছে। ২ বিকৃত জলনা।

বনাথু (পুং) বনতাপুঃ। ১ শবক, ধরগোব। (ত্রিকাং)

বনাথুক (পুং) মূল, মূগ। (ত্রিকাং)

বনাসি (পুং) বনজাত অগ্নি, বনোত্তব অগ্নি।

বনাচার্য্য, চত্রাতরুণহোরা নামক জ্যোতিষাশ্র-প্রণেতা।

বনাজ (পুং) বনত অজঃ। বনহাগ। বনহাগল, পর্যায়

ইড়িক, শিঙাবাহক, পৃষ্ঠপুদ। (হেম)

বনাটন (স্ত্রী) বনে অটনং। বনভ্রমণ।

বনাটু (পুং) বর্কণা, নীলমরকিকা। (শব্দচ')

বনাৎ (হিন্দী) পাত্রব্রজভেদ, এই ব্রজ পশ্চিমে প্রোক্ষত হয়। উপা-

নির্মিত হুলবজ।

বনাতী (শেষজ) বনাত নির্মিত।

বনান (শেষজ) ১ নির্মাণ, গঠন।

বনাস্ত (পুং) বনত অস্তঃ। ১ কলপ্রোক্ষ। ২ বনভূমি, বনপ্রদেশ।

বন্যস্তর (স্ত্রী) অস্তর বন্য। অপর বন, অস্তবন।

বন্যস্তরাল (স্ত্রী) বন্যপার্থ।

বন্যাপগ (স্ত্রী) বনোত্তর নদী। এই শব্দ আর্থ, আর্থপ্রয়োগ
বলিয়া আকার হয় হইয়া বন্যাপগা হাঙ্গে বন্যাপগন্য হইয়াছে।

“মহার্ণব সমাসাত্ত বন্যাপগ পতং যথা।” (রামায়ণ ৭।১২।১৬)

‘বন্য জল্য তৎপূর্ণ নদীপতং আৰৌ হুযঃ’ (টীকা)

বন্যজিনী (স্ত্রী) জলপত্র।

বন্যজিনীয়া (ত্রি) বন্যজলকারী।

বন্যমল (পুং) বন্য আশ্রয় আশ্রয়ক ইব। কৃষ্ণাকফল।

‘(Carisma carandus)’

বন্যস্থিকা (স্ত্রী) বন্যকণ্ডা শক্তিস্থিতিভেদ।

বন্যত্র (পুং) বন্যত আশ্রয় ইব। কোশাশ্র। (রাজনি°)

বন্যায় (দেশজ) বন্যতা, বন্যামেশ। বেসন, লোকটা বেস
বনিয় নিলে।

বন্যায়ু (পুং) ১ দেশবিশেষ। বন্যায়ু জাতির বাসভূমি।

‘গয়া গরুড় বন্যায়ু বন্যায়ুভূমি।’ (শব্দরত্ন°)

২ দানববিশেষ। (ভারত ১।৬।১০০) ৩ পুরুষের পুত্রভেদ।

৪ বন্যায়ু জাতি।

বন্যায়ুজ (পুং) বন্যায়ু দেশে জায়তে জন-জ। বন্যায়ু-দেশোত্তর
খোটক। এই শব্দের রূপান্তর বন্যায়ুজ। (শব্দরত্ন°)

বন্যায়ুপুর, প্রাচীন নগরভেদ। (তথ্যত্রয় ৩৮।১৭)

বন্যায়ুড়ী (স্ত্রী) বন্যজাতা অরিষ্টেব। বনহারিণী। (রাজনি°)

বন্যার্জক (পুং) বন্যত অর্জক ইব নির্যতপুশ্চাচারিণ্যং তথাং।
পুশ্চাবী, মালাকার। (জটায়ু)

বন্যার্জক (পুং) বনোত্তর আর্জকঃ। বন আশ্র।

বন্যার্জকা (স্ত্রী) বন্যার্জক।

বন্যালক (স্ত্রী) গৈরিক, গৈরিমাটি। (বৈজ্ঞানিক°)

বন্যালয় (পুং) বন মধ্যেস্থিত বাসগৃহ।

বন্যালয়জীবিন্ (পুং) বনজাত জবা হারা জীবিকানির্ভাহকারী।

বন্যালিকা (স্ত্রী) বন্য অলতি ভুবরতি অল-বুল-টাপ্ টাপি-
অত ইক। হস্তিভক্তী লতা, চলিত হাতিভুড়ী। (হারাবলী)

বন্যালী (স্ত্রী) বন্যজাতি, বন্যপ্রাণী।

বন্যপ্রম (পুং) বন্যের আশ্রয়ঃ। বনরূপ আশ্রয়।

বন্যপ্রমিন্ (ত্রি) বন্যপ্রম অত্যর্থে ইনি। বিনি বন্যপ্রম
করিয়াছেন, বন্যপ্রম-বর্ণাবলী।

বন্যপ্রম (পুং) বন্যের আশ্রয়ঃ বন্য। প্রম কাচ। (জটায়ু)

(ত্রি) ২ অরণ্যপ্রাণী, বিনি বন আশ্রয় করিয়াছেন।

‘পীথিত্যধিলো লোকবরি কুল বন্যপ্রমঃ।’

(মার্কপু° ১০।১০৩)

বন্যপ্রিত (ত্রি) ১ যে বনে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ২ বন-
প্রহাচারী।

বন্যহির (পুং) বন্য আহিরঃ। পুষ্কর। (ত্রিকা°)

বনি (পুং) বন (বনি কবি অজি অসি বসি বসি ধনি গ্রহি
বলিভ্যক। উপ্ ৪।১০২) ইতি ই। ১ অগ্নি। (উজ্জল)

বনিকা (স্ত্রী) কুলবন।

বনিকাবাস (পুং) ১ উপবনমধ্যস্থ কুল। ২ প্রাচীন গ্রামবিশেষ।

বনিত (ত্রি) বন-ক। ১ বাচিত। ২ সেবিত। (মেঘিনী)

বনিতা (স্ত্রী) বন-ক-টাপ্। ১ প্রিয়া, অল্পরক্তা তথ্যা।

২ স্ত্রী সামান্য। (মেঘিনী) ৩ বড়করাশব্দ হনোভেদ। ইহার

১, ২, ৪, ৫ বর্ণ লঘু এবং ৩ ও ৬ বর্ণ গুরু।

বনিতাধিব্ (পুং) স্ত্রীধেয়ী।

বনিতাভোগিন্ (পুং) ১ সর্বব্যং ক্রুরা স্ত্রী। ২ নাগকন্যা।

বনিতামুখ (পুং) ১ জাতিবিশেষ। (মার্কপু° ৬।১০০)

(স্ত্রী) ২ স্ত্রী-মুখমণ্ডল।

‘নগিনী মলিনী বিবসাত্যরে

পশিকলাবিকলা অগ্ন্যাকরে।

ইতি বিবিধবিধেবনিতামুখং

ভবতি বিজ্ঞাতমঃ ক্রমশো জনঃ।’ (উজ্জট)

বনিতাবিলাস (পুং) ১ স্ত্রীলোকের ভোগেচ্ছা। ২ স্ত্রীলভোগেচ্ছা।

বনিতাস (স্ত্রী) প্রাচীন বংশভেদ।

বনিড় (ত্রি) ১ বাচক। ২ অধিকারী।

বনিন্ (পুং) বন্য আশ্রয়নোত্যভেতি বন-ইনি। বন্যপ্রম।

‘বনী বর্ষায় ভ্রামকৈরাপং ক্রমৈঃ পুরাতনৈর্বা।’ (লৌকচিত্তা°)

বনিন (স্ত্রী) বনজাত পলাশাদি। ‘ব্রতাপ ওষধী বনিনানি বজ্রিয়া’

(কঙ্ ১০।৬৩।৮) ‘বনিনানি বনেভবাম্ পলাশাদিন্’ (সারণ)

(ত্রি) ২ বারিধানকারী। ৩ জলধাতা। ৪ বনবাসী।

৫ বনোত্তর। ৬ ইচ্ছাশীল। ৭ পূজা বা ভক্তিকারী।

বনিয়াদ্ (পারসী) ভিত্তি।

বনিয়াদী (পারসী) উৎকৃষ্ট ভিত্তিমূল্য। বাহার কুল লং, লংলং,

পুরাতন বড়মহল, পুরাতন গৃহস্থ। যথা—বনিয়াদী ঘর।

বনিষ্ঠ (ত্রি) বাতুলতম, অতিশয় ভাতা। ‘বহুদেবরতে বনিষ্ঠঃ’

(কঙ্ ৭।১০।১) ‘বনিষ্ঠ বাতুলকো ভবতি’ (সারণ)

বনিষ্ঠ (পুং) বন্য প্রাণকণ্ড পতর অপ্রবিশেব। হবিষ্য। (সারণ)

বনিষ্ঠ (পুং) অশ্রাব। (উপ্ ৪।২)

বনী (স্ত্রী) বন। (অবরটীকাতরত)

‘কেলিবনীমণি বন্যকুলবন্যঃ’ (সাহিত্য° ২ প°)

বনীক (ত্রি) বাচক। (অবরটীকাতরত)

বনীক (ত্রি) বনি বাচনিকভূতীতি বাচ-অতো বুল্। বাচক।

বনীয়স্ (ত্রি) বন্যবিশু। অভিধার বাচক।
 “অতথা তেহব্যক্তগণৈঃ পনং নঃ কথং ব্রূণাং।
 নিত্যং ত্রিমাণানাং কসিদ্ধত বনীয়সঃ” (ভাগবত ১।১২।৩৬)
 ‘বনয়িতা বাচয়িতা বনয়িতৃতমঃ বনীয়স্’ (স্বামী)
 বনীবিন্ (ত্রি) বননবিশিষ্ট, বননযুক্ত। “বনীযানো যম বৃত্তাস
 ইত্ৰঃ” (ঋক্ ১০।৪৭।৭) ‘বনীযানো বননযুক্তঃ’ (সারণ)
 বনীবাহন (ক্ৰী) একস্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়ন।
 ইতপ্ততঃ সঞ্চালন বা স্থানপরিবর্তন।
 বনু (পুং) হিংসা। “সাত্তৌ বনুং বা বে” (ঋক্ ১০।৭৪।১)
 ‘বনুং হিংসাং’ (সারণ)
 বনুই (দেশজ) ভগিনীপতি। বোনাই।
 বনুম্মা (দেশজ) বনসম্বন্ধীয়। বুনো।
 বনুম্ (ত্রি) হিংসক। “বনুযোহব্যক্ত মনঃ” (ঋক্ ১০।২৬।১)
 ‘বনুয়ঃ বনু হিংসায়্যং হিংসকত্’ (সারণ) ২ সংতক্ত। “অগ্রে
 বনুয়ঃ স্তামঃ” (ঋক্ ১।১৫.০।৩) ‘বনুয়ঃ সংতক্তারঃ’ (সারণ)
 বনে-কিংগুক (পুং) বনে কিংগুক ইব। অবাচিত প্রাপ্ত।
 আশা নাই এরূপ ভ্রমাপ্রাপ্তি।
 বনে-কুদ্রা (ক্ৰী) বনে কুদ্রা অলুক সমাসঃ। করঞ্জ। (রত্নমালা)
 বনে-চর (ত্রি) বনে চরতীতি চর ইতি ট, তৎপুরুষে কৃতীত্য-
 লুক। অরণ্যচরী।
 “বনেচরাণাং বনিতাস্থানাং দরীগ্রহোৎসঙ্গনিবন্ধতাসঃ।
 ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজজ্ঞামতৈলপুরাঃ সুবতপ্রবীণাঃ”
 (কুমারসম্ভব ১ সঃ)
 বনেজ্য (ক্ৰী) ৪ অরণ্যে জায়মান। “বসতির্বনেজাঃ অরণ্যে
 জায়মানঃ” (ঋক্ ৬।৩৩।৩ সারণ)
 বনেজা (পুং) বনে ইজ্যঃ। ১ বভ্রসাল, আম্রমূল। (রাজনি)
 ২ পপটিক, ক্ষেপাপাড়া। (বৈজ্ঞানিক)
 বনেভবা (ক্ৰী) শাকবিশেষ, গোদীশাক। (বৈজ্ঞানিক)
 বনেবিন্দক (পুং) বনে বিব বুদ্ধের স্তায়, বাহা অবাচিতরূপে
 প্রাপ্ত হওয়া ব্যয়।
 বনেবু (পুং) রোজ্যবের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২।৫)
 বনেব্রাজ (ক্ৰী) বনে রাজতে রাজ-কিপ, অলুক সমাসঃ। দাবা-
 নলরূপে অরণ্যে বিরাজমান। “তেজিষ্ঠা বস্তারতির্বনেব্রাট্”
 (ঋক্ ৬।১২।৩) ‘বনেব্রাট্ দাবরূপেণারণ্যে রাজমাণা’ (সারণ)
 বনেব্রহ্ম (ক্ৰী) ত্রিপণী কন্দ, চলিত তিলকন্দ। (পর্যায়মুক্তা)
 বনেশয় (ত্রি) বনবাসী।
 বনেষাট্ (ত্রি) বনে কাঠের অতিভবিতা। “বিবর্তনির্বনেষাট্”
 (ঋক্ ১০।৩১।২০) ‘বনেষাট্ বনেকাঠানাং অতিভবিতা’ (সারণ)
 বনেসজ্জ (পুং) বনে সজ্জ ইব। অসন বৃক্। (রত্নমালা)

বনৈকদেশ (পুং) বনের একাংশ।
 বনোৎসাহ (পুং) গভীর।
 বনোৎসর্গ, দেববানির, পুষ্করী, উপবনাদি উৎসর্গরূপ শাস্ত্রীয়
 ক্রিয়া বিশেষ।
 বনোদ, বোখাই প্রেসিডেন্সীর কালাবার প্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র
 সামন্তরাজ্য। কু-পরিমাণ ৫৮ বর্গ মাইল। এখানকার অধি-
 কারীরা এখন ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১২৫০ টাকা কর দিয়া
 থাকেন। ২ উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটি গড়গ্রাম।
 বনোদ্দেশ (পুং) ১ বনসমীপ। ২ বনমধ্যস্থ নির্দিষ্ট স্থান।
 বনোৎসব (পুং) আত্মযুক্ত। (বৈজ্ঞানিক)
 বনোদ্ভব (ত্রি) বনে উদ্ভবো বত। ১ বভ্রতিল। (রাজনি)
 ২ বনমাতৃমূল, চলিত টাৰা লেবু। ৩ পুগালকোদী, শেরাহুল।
 (পর্যায়মুক্তা) ৪ বনপূরণ। (বৈজ্ঞানিক) ৫ বনবীজপূরণ।
 দ্বিবিং টাপু= বনোদ্ভবা। ৬ বনকার্পাসী। ৭ কাঠমলিকা।
 ৮ মূলপর্ণী, মুগানি। (রাজনি)
 বনোপপ্লব (ক্ৰী) ১ বনমহন। ২ দাবানল।
 বনোৰ্বী (ক্ৰী) বনসমীপস্থ স্থান।
 বনোকস্ (পুং) বনমেষ ওকো গৃহং বত। ১ বানর। (ত্রি)
 ২ বনবাসী, অরণ্যবাসী।
 “ধর্মোহয়িঃ কস্তপঃ শক্ভো যুনয়ো বে বনোকসঃ।
 চরন্তি দক্ষিণীভূত্যা ভ্রমন্তো যৎ সত্যরকঃ” (ভাগবত ৪।১১।১)
 (ক্ৰী) ৩ অজমোদা, রাঁধুনি। ৪ ওকশিখী, চলিত আলকুণী।
 বনোষ (পুং) ১ বনসমূহ। (বৃহৎসং ২।৪।২০) ২ ভারতের
 পশ্চিমদিকস্থ একটি পর্বত ও তৎসমীপস্থ জনপদ।
 বনোযধ (ক্ৰী) ভেবলাদি।
 বস্তি (হিন্দী) বনাং, পশমী শীতবস্ত্রভেদ।
 বস্তি (ত্রি) বন-সংতক্তৌ তৃচ্। সংতক্ত। “সারো বস্তারো
 বৃহতঃ” (ঋক্ ৩।৩০।১৮) ‘বস্তারঃ সংতক্তারঃ’ (সারণ)
 বজুলি (বামনহলী), বোখাই-প্রেসিডেন্সীর সোয়াট-প্রান্তস্থ
 একটি প্রাচীন নগর। জুনাগড় হইতে ৪৮ কোশ দক্ষিণ-
 পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°২৮’ ৩০’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°২২’
 ১৫’’ পূঃ। স্থানীয় প্রবাদ, ভগবান্ নারায়ণ বামনরূপে এই
 নগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে পরে এই
 স্থান বামনহলী নামে খ্যাত হয়। লোকে ইহাকে বামনপুর বা
 বামনধাম, আবার দেবতার লীলাস্থল বিবেচনার অনেকে দেব-
 হলী বা দেবলী বলিয়াও থাকে। এখানে লৌহ ও তাম্রপাত্র-
 নির্মাণের বিস্তৃত কারবার আছে।
 বন্ধ, অভিভাষক, বন্ধন, প্রণাম, ভাষি আত্মনে বন্ধ সেট্।
 লট্ বন্ধতে। লিট্ বন্ধে। লুঙ, অবধিষ্ট।

বন্দক' (ত্রি) বন্দতে ইতি বন্দ-বুল্। বন্দনাকারী। ভূতিপাঠক।
বন্দক। (ত্রি) বন্দক-টাপ্। বন্দা, চলিত পরগাছা।

'বন্দাকা শেখরী সেবায় করা ও বন্দকেশ্বরে।' (হৃদয়)

বন্দধ (পুং) বন্দতে ত্রোতি বন্দধে, তুরতে ইতি বা অধ (বন্দ-
শিওপিকগমিবলিচরীবিপ্রাপিত্যোহ)। ১ ভোজ্য। ২ ভৃত্য।
সিদ্ধান্তকৌমুদীতে বন্ধি থাকুয় অর্থ প্রত্যয়ে এই শব্দ নিম্পন্ন।

বন্দন (স্ত্রী) বন্দতেহেনেনিতি বন্দ-করণে ল্যুট্। ১ বন্দন।
(শব্দচ) বন্দভাবে ল্যুট্। ২ প্রণাম। ইহা বোধশ প্রকার
ভক্তির অন্তর্গত ভক্তিবিশেষ।

হরিতকিবিলাসে ১৬ প্রকার ভক্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার
মধ্যে বন্দন এক প্রকার ভক্তি। ভক্ত ভববন্দনক্ষেত্রে রক্ত
ভগবানে ১৬ প্রকার ভক্তি প্রদর্শন করিবেন।

"ভাঙত বৈকুণ্ঠ প্রোক্ত শব্দচক্রাঙ্কনং হরেঃ।

ধারণকার্জপুণ্ড্রাণ্য তস্মদ্রাণ্য পরিগ্রহঃ।

অর্চনক জপো ধ্যানং জ্ঞানায়তনং তথা।

কীর্তনং শ্রবণকৈব বন্দনং পায়সেবনং।

তৎপাদ্যোদকসেবা চ ত্রিবিধিতোভাজনং।

তলীমাল্যক সৎসেবা বান্ধনোত্তমনিষ্ঠা।

তুলসীরোপণং বিকোর্ধে বদেবত পার্জিণঃ।

ভক্তিঃ বোধশখা প্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে॥"

(হরিতকিবিঃ ১১ বিঃ)

দেবপূজার বোধনোপচারের মধ্যে শেষ উপচার, দেবতাকে
বোধন উপচারে পূজা করিতে হইলে শেষে বন্দন করিতে হয়।

"আসনং স্বাগতং পাণ্ডমধ্যমাচমনীয়কম্।

মধুপর্কচমনস্নান-বসনাত্তরণানি চ।

গজপুশ্পে ধূপলীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা॥" (আহিকতব)

হরিতকিবিলাসে বন্দনের বিবরণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,
ভগবানের ভূতিপাঠ করিয়া বন্দন করিতে হয়। বন্দনের সময়
বাহুগুল দ্বারা ভগবানের পদদ্বয় ধারণ করিয়া শিরোদেশ অবনত
করিয়া "হে ঈশ। তুমি আমার আক্রমণরূপ সমুদ্র হইতে ত্রুণ ও
আপনার আশ্রিত, আমাকে পরিত্রাণ করুন" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা
বন্দন করিবে।

"শিরোমণ্যপাশয়োঃ কৃচ্ছা বাহুভ্যাক পরম্পরম্।

প্রপন্নং পাহি মাহীন তীক্ষ্ণ বৃক্কপ্রহার্যবাং॥" (হরিতকিঃ ৮ বিঃ)

ইহা জিহ বাহুগুল, চরণদ্বয়, বক্ষঃ, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন
ও বচন অষ্টাঙ্গ দ্বারা বন্দনরূপ প্রণাম করিবে। বাহুগুল,
বাহুগুল, শিরোদেশ, মন ও বুদ্ধি এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারাও বন্দন
করা যায়। এই বন্দন নিখিল ক্ষেত্রে মধ্যে প্রধান। একমাত্র
বন্দন দ্বারা মন বিভক্ত হইয়া হরিতকি আঁত করিতে পারে।

বন্দনকালে কতসংখ্যক শ্লোকগণ তাহার বেহে সংগৃহ্য হয়, তৎপত
মহত্তর তাহার বর্ণে বাস হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অনাধ্যাপ্য
করিয়া অজ্ঞানে মুগ্ধ থাকে, সেই ভক্তি কেবল মাত্র ভক্তিপূর্বক
হরিতকি বন্দন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বর্ণে বাস
করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেববন্দন পাপনাশক ও স্বর্গজনক।
দেবপ্রতিমা দেখিলেই তাহাকে বন্দন করিতে হয়, অজ্ঞানতা
বশতঃ দেববন্দন না করিলে তাহার নিরয় হইয়া থাকে।

(হরিতকিবিঃ ৮ বিঃ) [প্রণাম ও নমস্কার শব্দ দেখ]

৩ বিবিশিষ্যেব। ৪ অমুর। ৫ রাক্ষসবিশেষেব। (বৃৎ ৭।৫১।২)

বন্দন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা গিরিহর্রণ ও তৎ-
পাদস্থিত পণ্ডগ্রাম।

বন্দনমালা (স্ত্রী) বন্দনার্থং মালা করা সা। ১ তোরণ।

(হলায়ুধ) বন্দনার্থং মালা। ২ রত্নাতঙ্ক-চতুর্ভুজবৈষ্ণব আভ্র-
পত্ররচিত মালা। চারিটা কলাগাছ পুতির আভ্রপত্র দ্বারা যে
মালা রচনা করা হয়, তাহাকে বন্দনমালা কহে।

"কুর্ধ্যাদন্দনমালাং যো রত্নাতঙ্কৈঃ স্রোতানৈঃ।

চূতবৃক্ষোক্তৈঃ পট্টকর্ণাগরে চক্রপাণিনঃ।

মুগানি পত্রসংখ্যানাং বর্ণে ভক্তোৎসবো ভবেৎ।

পূজ্যতে বাসবাত্মৈশ্চ ক্রীড়তে চাপ্ সুরোত্তমঃ॥"

(হরিতকিবিলাস ১৩ বিঃ)

বন্দনমালিকা (স্ত্রী) বন্দনমালা স্বার্থে কন্ টাপ্, ইচ্ছা।

বহির্ঘোরোপরি শুভলা মালা।

"তোরণগোষ্ঠে তু মাল্যং নাম বন্দনমালিকা।" (হেম)

বন্দনশ্রেণী (ত্রি) বদি অভিধানভুক্তোঃ। ইমিষ্যাম্—ভাবে

ল্যুট্ ভেদাং প্রোক্তা। ঞ্ প্রবণে কপি ভূগাগমঃ। ভূতির

প্রোক্তা। "হরীমন্দনশ্রবণ কৃষি" (বৃৎ ৫৫।১৭)

'বন্দনশ্রং বন্দনান্য ভূতীনাং প্রোক্তঃ' (গায়ণ)

বন্দনা (স্ত্রী) বন্দ- (বট্-বন্ধি-বিদিত্যুচ্চৈতি বাচ্য। পাণ্ডা ১০৭)

ইত্যন্ত বাক্তিকোক্ত্য হৃৎ, টাপ্। ১ ভক্তি। শব্দার্থ—সমীচী।

(ত্রিকা) ২ বন্দন, প্রণাম। ৩ হোম ভবদ্বারা তিলক,

হোমের কোটা।

"ঐশাভামাহরেন্তম স্রজা বাধ স্রবণ বৈ।

বন্দনাং কারয়েতেন শিরঃকর্মাৎপেক্ষ চ।

কন্তপতেতি মন্ত্রেণ বধাহুজ্ঞানবোধনঃ॥" (ভিত্তিত্ব)

কবিশ্রম প্রহারভে নির্মিত্রে প্রেষের পরিসমাপ্তিকামনার
বেশভার বন্দনা করিয়া থাকেন।

বন্দনী (স্ত্রী) বন্দ-ল্যুট্-টীপ্। ১ নতি, ভক্তি। ২ কীবাঙ্ক।

৩ কী। ৪ বাচনকর্ম। (মেঘিনী) ৫ গোমোচনা। (বৈজ্ঞানিক)

৬ চিত্রবিশেষ।

ବନ୍ଦନୀୟ (କି.) ବନ୍ଦି-ଜନୀକର । ଉପନୀୟ, ବନ୍ଧା, ବନ୍ଦିତବା, ଜୟତ,
 ଉଦ୍ଧେର ଦୋଷୀ । (ମୁ.) ୨ ନୀତିକ୍ଷମାୟ । (ସାହସି.)

বঙ্গবীক্ষা (জি) বঙ্গবীক্ষ-টান্ : পূর্ববীক্ষা : ২ গোত্রোচ্চনা : (জিকা)

বন্দর (পারস্য) সমুদ্র প্রকৃতির উপকূলে জাহাজ দ্বারা বাণিজ্য
করিবার স্থান, সমুদ্রকূলে প্রধান সহর, যেখানে বন্দর থাকে,
তথার জাহাজদি রাখিবার স্থান থাকে। (A port)

বন্দা। (স্ত্রী) বন্দাতে অপরাধকমিতি বন্দি-অচ-টাপ। বৃক্ষোপরি
বৃক্ষ, চলিত বাঁহ, বা পরগাহা। (*Epidendrum tessellatum*)

পৰ্যায়—বৃক্ষাদিনী, বৃক্ষবহা, জীববন্তিকা, বন্ধাকা, শেখরী, সেবা,
বন্ধকা, বন্ধক, নীলবরী, বন্ধাকী, পদ্মবাসিকা, বশিনী, পুন্নিবী,
বন্ধা, পদ্মপুষ্টা, পরাশ্রয়। (শবট.) ২ ভাবাবেশে, ভিকুকা।
পৰ্যায় পাদপব্ধা, শিখরী, তরুগোহিনী, বৃক্ষাদিনী, বৃক্ষবহা,
কামবৃক্ষ, শেখরী, কেশরূপা, তরুবহা, তরুহা, গন্ধবাদিনী, কামিনী,
তরুবৃক্ষ, ভ্রামা, উপরী। গুণ—তিক্ত, নিশির, কক, পিত্ত ও
প্রদনাশক, কৃত্র, কষায়, স্নায়ন। (ভাবপ্র.)

বন্দ্যাক (পূ) বৃক্ষোপরিবৃক্ষ, পত্রগাছ। [বন্দ্য দেখ।]

ସମ୍ପାଦକ (ଜି) ବନା । (ଉପରୋକ୍ତ ହେଉ)

बन्नाकी (जी) बन्ना । (नक्षत्रज्ञा०)

বন্দ্যাক (ত্রি) বন্দেতে ত্রোতি অভিবাধরতীতি বন্ধ (শুভদ্যোয়াকঃ।
 পা ৩২।৩২) ইতি আক। বন্দনশীল। পর্যায় অভিবাধক,
 অভিবাধরিতা। (শব্দরত্নাং) (স্রী) ২ ত্রোত্র। (কক ৪।৪৩২)
 ৩ বন্দাক, পরগাছা। (বৈজ্ঞকনিং)

বন্দী (স্রী) বন্দতে স্তোতি নৃপাদিকং বহুভগবদ্বিতি বদি
(সর্বধাতুতা ইন্। উণ্ ৩।১১৭) ইতি ইন্। আকৃষ্ট মহা
গবাদি, চলিত কবেরী, পর্যায় প্রগ্রহ, উপগ্রহ, বন্দী, বন্দিক।
(শব্দরত্না) ২ গ্রহ। (ভাগ ৩।১২২) (পুং) ৩ ভূতিপাঠক,
বাহার রাজা প্রভৃতির শব্দ পাঠ করিয়া থাকে।

বন্দীপ্রাণ (পূঃ) বন্দীবিব গৃহহঃ গুরুভীতি গ্রহ-ক। অর্যায়ুধ
 দেবতাগারজেক, চলিত ডাকাইত। ইহার গৃহহকে বন্দীর
 ভায় রুদ্ধ করিয়া তাহাদের স্বাধার্ষব্য নষ্টন করিয়া থাকে।
 সিংহাসনার লিখিত আছে, রাজা ইহাদিগকে মূল আরোপ
 করিবেন।

*बन्निग्राहारकथा बान्नि-कूजग्राणाक हासिनः ।

अमरुवादिनटेश्वर पुनानाटोपायव्रजान् ॥”

(मिताक्षरा व्याख्यायां)

বন্নিচৌর (পূ.) বন্নিবিব বিধায় চৌর: অপহারক: গৃহহ-
বন্নিবিব: ক্রুকা সমস্তব্যাপানপহারকস্বাভ্যন্ত ভবাক। বন্নিগ্রাহ,
পর্কান—নাচন, বন্নিকার। (ত্রিকা.)

वन्निहया (वि) स्व-उवा । वन्निह, वन्निह उगवृत्त ।

सन्धिक (वि) वन-कृत् । वनक, वनसाधारी ।

বন্দিত্বের, প্রাচীন কলমবৃত্তের। সত্যতঃ ইহাই রাজপুতনার
অদ্বৈত বুদ্ধিবৃত্তি। (ভাষ্য. ১৭ পৃ.)

বঙ্গিন্দু (পূ.) বঙ্গভে জ্যোতি হৃদাধীনিতি বহি ভবৌ পিসি।
 রাজ্যধির বাহাদিরে বীরাধি ভক্তিকারক। পর্ব্যার ভক্তিপাঠক,
 বাগধ, বগধ। প্রতিবাসে কল্যাকোপাধি দ্বারা। রাজ্যধিরের ভক্তি-
 পাঠ করাই ইহাদের হৃদিত। ব্রাহ্মণীর গর্ভে কত্রিরের উন্নসে
 এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

“कविरादिप्रकटारां हते। तबन्ति जातिभः ।” (मनु १०.अ.)

প্রাক্ততবে লিখিত আছে যে, প্রাচ্যের পর ইহাদিগকে বখা-
শক্তি দান করিতে হয়, ইহাদিগকে বুদ্ধি কিছু দান না করা হয়,
তাহা হইলে প্রাক্ত দিকল হইবা থাকে। আবার শাস্ত্রে লিখিত
আছে, প্রাচ্যের পর দান করিতে নাই, কিন্তু অতঃপরে লিখিত
আছে, প্রাচ্যোত্তরকালে বখীদিগকে বখাশক্তি দান করিবে, ইহার
মীমাংসা এইরূপ যে, প্রাচ্যের পূর্বে তেজাঘনি ইহাদিগের অত
উৎসর্গ করিয়া প্রাচ্যের পর ঐ উৎসর্গীকৃত তেজা ইহাদিগকে
দান করিবে।

“বসিভ্যৈচবর্ষিক্যোহর্ষিক্যাক্সবর্ষিক্যঃ ।

যদি তত্ত্ব ন দত্তান্ত, বিকলা শক্তিতে ভবেৎ ॥

‘বলিনো বীৰ্য্যতোভারঃ । অৰ্হিতঃ সন্ বহি ঐভ্যোহসঃ স
দভ্যঃ তদা প্রাক বিকলঃ ভবেদিতি ।’

‘হতা: পৌরানিকা: প্রোক্তা মাগধা বংশবংশকা: ।

বন্দিনবন্দনপ্রেরণা: প্রেরণাবসদশোভন: ৯'

ইচ্ছাতঃ, ইহক আকোত্তরাননিবেধাৎ, শ্রোত্রে বসি-
 প্রকৃতিতো বানাকরণে নিশাপ্রবাহত শ্রোত্রে পূর্বা তবধা
 তোজ্যাদিকং উৎসবৎ" (শ্রোতবৎ) ২ কৃত্য।

“ওমিত্যাদেশমাদান, নহা তং ভূমিবন্ধিনঃ।” (ভাগ. ১১।৪।১৫)

‘‘ହୁମବନ୍ଦିନୋ ଦେବତ୍ୟାଃ’’ (ସାମୀ)

वन्निनीका (जी) नाकागनीन नायाकर ।

ବନ୍ଧିମାର୍ଗ (ମୂଢ଼) ଡାକ୍ତରୀଗଣେର ମିତ ବା ବ୍ୟବହାରବିବରଣ ।

বন্দীমিত্র, বানচিকিৎসাব্যবস্থা।

বন্দীবাস (বন্দিবাহ), মাত্রাজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট
জেলায় অন্তর্গত একটি উপবিভাগ বা ডায়লক। জুগরিমাণ
১৩৬ বর্গমাইল। এই স্থান শতশালী নহে। সবতল প্রান্তরে
পর্যাপ্ত হইলেও ভাষাকার অধিকাংশ মুক্তিকা বাসুকা ও ককর
মিশ্রিত। মধ্যে মধ্যে লাল বা কৃষ্ণবর্ণের মুক্তিকাখণ্ড দেখা যায়;
কিন্তু উহা ক্রয় মিশ্রিত থাকার সন্দেহপাদনের উপযোগী হয়
না। এই উপবিভাগে দু'একটা গওঠৈলও উন্নত লিথরে
দেখাযাই আছে।

২ উক্ত জেলার একটি নগর এবং বন্দিবাস উপবিভাগের বিচার সদর। অক্ষা° ১২°৩০'২০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৬'৪০" পূঃ। এই স্থানের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। বিগত কণাটক যুদ্ধের সময়ে এই স্থানেও যুদ্ধ ঘটয়াছিল। আর্কাটের নবাববংশের আত্মীয় এক জন মুসলমান সামন্ত বন্দিবাস-দুর্গের অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি মেজর লরেন্স বন্দিবাস আক্রমণ করেন। তদনন্তর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন অল্ডারকোম নগর দখল করিয়াও দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। তৎকালে ঐ দুর্গমধ্যে অবস্থিত ফরাসী সৈন্য পুনঃ পুনঃ ইংরাজ-সিগকে হটাইয়া দিয়াছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মোনসোন ভীমবেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন, বটে, কিন্তু দুর্গজয়ের অসমর্থ হইয়া স্বীয় সেনাদল লইয়া প্রত্যায়ুক্ত হইলেন। এই সময়ে দুর্গস্থ ফরাসী সেনাদল বিদ্রোহী হয়। ইংরাজ সেনাপতি আয়ারকুট স্বেযোগ বুঝিয়া সেই অবসরে দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গবাসিগণ কিছুদিন অবরোধের পর, ইংরাজকে আত্মসমর্পণ করে। ফরাসীর মণগ্রাস হস্তচ্যুত দেখিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই সেনাপতি লাগী সমলে দুর্গ সমুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিতে দেখিতে দুই দিবস মধ্যেই বৃষ্টি ও হাজার মরাঠা সেনাসহ সেই রণপ্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইলেন। ফরাসী সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল; নিরুপায় বুঝিয়া সর আয়ারকুট একদিন দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্বক সশস্ত্র ও সদলবলে সমুখে উপনীত হইলেন। দুই দলে ঘোরতর সংঘর্ষের পর ফরাসীরা পরাজিত হইল। বৃষ্টি ইংরাজ করে বন্দী হইলেন। ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজরাজের ভারতে আর কোথাও এরূপ যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৩ বৎসর কাল লেপ্টেন্যান্ট স্মিট বিশেষ কোশলের সহিত মহিসুরপতি হাইদার আলীর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে এই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। হায়দারের আক্রমণকালে আয়ারকুটও দুইটা যুদ্ধে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং অপরগুলিতে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত স্বীয় বাহিনী রক্ষাপূর্বক শত্রুদলকে বিদূরিত করেন।

বন্দী (স্ত্রী) বলি 'কুমিকারাদন্তিনঃ' ইতি ঙীর্ষ। বন্দী, স্ততিপাঠক।

"গোপ্তার ভূরসৈন্তানাং বা পুরহৃত্য গোত্রভিঃ।

প্রত্যানেয্যক্তি শক্ভ্যো বন্দীমিব জরপ্রিয়ম্॥" (কুমার ২।৪২)

বন্দীক (পুং) ইজ্জ।

বন্দীকায় (পুং) বন্দীবৎ গৃহস্থ করোড়ীতি ক-অণ্। বন্দীগ্রাহ, ডাকাইত। পর্যায়—মাচল, প্রেসকটোর, চিল্লাত। (ত্রিকা.)

বন্দীকৃত (ত্রি) কারাবদ্ধ। অপরাধী বোধে রাজপুরুষ কর্তৃক বৃত্ত।

বন্দীপাল (পুং) কারাবন্দী (Jailor)।

বন্দুক (ভেলগু) আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

বন্দোবস্ত (পারসী) কোন একটা বিষয় বা কার্যের নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া।

বন্দ্য (ত্রি) বন্দ্যতে ভূয়তে ইতি বন্দি-ণ্যৎ। বন্দনীয়, স্তুতা, বন্দনের যোগ্য।

"অশীঃপরম্পরাং বন্দ্যাং কর্ণেক্ষতা কৃপাং কুরু।" (সাহিত্যদ.)

বন্দ্য টাপু। বন্দ্যা, বন্দা, পরগাছা। ২ গোবোচনা।

বন্দ্যাত্ম (স্ত্রী) বন্দ্যাত্ম ভাবঃ তল-টাপু। বন্দ্যাত্ম, বন্দ্যের ভাব বা ধর্ম, বন্দন।

বন্দু (ত্রি) বন্দতে ভোতি দেবদীনী পূজাকালে ইতি বন্দি-বক্। পূজক। (উজ্জল)

বন্ধুর (স্ত্রী) ১ রথের নীড়বন্ধনাধারভূত অক্ষসহ ঈষদ্রয়। ২ সারথির বসিবার স্থান। সায়ণাচার্য্য বেদভাষ্যে ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন;—'নীড় বন্ধনাধারভূতম্, উন্নতানন্তরূপবন্ধনকাঠম্, বেষ্টভং সারথ্যে স্থানম্ যথা সারথ্যাপ্রস্থানম্।' [পবর্গে দেখ]

বন্ধুরস্থ (ত্রি) রথাসনে উপবিষ্ট। রথাক্রুড়।

বন্ধুরায়ু (ত্রি) বন্ধুরয়ুক্তঃ 'বন্ধুরাযুঃ রথে নিবাসাধারভূতকাঠো বন্ধুরং তদ্বান।' (ঋক্ ৪।৪৪।১ সাম্ব্যন)

বন্ধুরেষ্টা (ত্রি) রথোপবিষ্ট (ইজ্জ)। (ঋক্ ৩।৪৩।১)

বন্ম, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য, তিনখানি গওগ্রাম লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ২৪ বর্গ-মাইল। এখানকার অধিবাসীরা এখন ছয় অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মোট রাজস্ব ২২৩১.১, তন্মধ্যে ইংরাজরাজ বার্ষিক ৩৭১৫ টাকা ও জুনাগড়ের নবাব ২৭৭ টাকা পাইয়া থাকেন।

বন্ধ্য (ত্রি) বনে ভব, বন-যৎ। ১ বনোদ্ভূত, যাহা বনে উৎপন্ন হয়। "হৈয়দবীনমাদার বোবদ্রুকাহুপহিতান্

নামধেয়ানি পূজ্যস্তো বস্তানান্ মার্গশাখিনাম্॥" (রঘু ১।৪৫)

(স্ত্রী) ২ ভচ্। (রাজনি.) ৩ কুটমট।

"কুটমটং পরং বস্তং মুক্তাভক পদীলবৎ।" (বৈভকরত্না)

(পুং) ৪ বনশ্রবণ, বুনো গুল। ৩ বারাহীকন্দ। ৫ দেব-

নল। (রাজনি.) ৬ ক্ষীরবিদারী। (বৈভকরত্না) ৭ শব্দ।

৮ লতাশাল।

বন্ধ্যজা (স্ত্রী) বনোপাধকী, বনপুই। (বৈভকনি.)

বন্ধ্যজীরক (স্ত্রী) বনজ কটুজীরক, বনজীরা। (বৈভকনি.)

বন্ধ্যদমন (পুং) বনজ দমনকুল, বনদনা। মহারাষ্ট্র—রাণদবণা, কলিদ—কানবণা। গুণ—বীর্ঘ্যভক্তক, বলপ্রদ ও আম-দোষনাশক।

বন্ধ্যদীপ (পুং) বনহতী।

বন্ধ্যধাতু (স্ত্রী) নীবার, উড়িধান। (পর্যায়র্.)

বপ্পপক্ষী (পুং) বনজাত পক্ষী। বাহারী বক্ষকে বনে বিহার করে। পিঞ্জরাবদ্ধ পালিতপক্ষীর বিপরীত।

বপ্পবৃক্ষ (পুং) অশ্বথবৃক্ষ। (বৈব্রতকনি) ২ বৃন্দা গাছ।

বপ্পবৃত্তি (স্ত্রী) বজ্রোপজীবিকা। অরণ্যবাসীর জীবনোপায়।

বপ্পসহচরী (স্ত্রী) পীতম্বিকা, পীতম্বাটী। (রাজনি০)

বপ্পা (স্ত্রী) বনানীময়গাননাং জলানাং বা সংহতিঃ বন (পাশাব্ধিভোঃ বঃ। পা ৪।২।৪২) ইতি য-টাপ্। ১ বনসমূহ, বনসংহতি। (মেদিনী) ২ বৃক্ষপর্ণী। ৩ গোপালকর্কট। ৪ শুভা। ৫ মিশ্রেরা। ৬ ভদ্রমুক্তা। ৭ গুরুপত্রা। ৮ অশ্ব-গছা। (বৈব্রতকনি) ইহার পাঠান্তর কোন স্থলে বপ্পা দেখিতে পাওয়া যায়। ৯ জলস্রাবন, জলসংহতি, বান। নদীতে বান আসিয়া চারিদিকে জলস্রাবিত হইলে বপ্পা হয়।

বপ্পাশন (ত্রি) বপ্পাশন।

বপ্পাশ্রম (পুং) বৃন্দাশ্রম।

বপ্পেভর (ত্রি) ১ গৃহ পালিত। ২ শিক্ষিত। ৩ সভা।

বপ্পোপাদকী (স্ত্রী) বপ্পা বনোদ্যকী উপাদকী। লতাবিশেষ, বনপুটী। পর্যায়—বনজা, বনসাম্বরা। গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বোচন। (রাজনি০)

বপ্প (পুং) বনতি ভাগমহতি বনসংভক্তৌ (ঋত্বিজাগ্রবপ্পেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি বন প্রত্যয়ঃ। অংশী, ভাগী। (উজ্জল)

বপ্প ১ ক্ষেত্রে বীজবিকিরণ, ক্ষেত্রে বীজ ছড়ান, বপন। ২ গর্ভা-ধান, নিবেক। ৩ ছেদন, মুণ্ডন। জুড়ি-উভঃ সকং অনিট। লট্ বপতি-তে। লিট্ উবাপ, উপতুঃ, উবপিথ, উবপথ। উপে। লুট্ বপ্পা। লুট্ বপ্পতি-তে। আলীদিঙ্ উপাৎ, বপ্পীষ্ট। লুঙ্ অবাপ্পীৎ, অবাপ্পাৎ, অবাপ্পতুঃ। অবপ্প, অবপ্পাতাৎ অবপ্পত। সন্ বিবপ্পতি-তে। বঙ্ বাবপ্যতে। বঙলুক বাবপ্পি-কিচ্ স্বপয়তি। লুঙ্ অবীবপৎ।

নি+বপ্প=নিবাপ, পিহদিগের উদ্দেশে দান। নিম্+বপ্প=দান, উৎসর্গ। প্র+বপ্প=দান, প্রক্ষেপ। প্রেতি+বপ্প=বিজ্ঞাস।

বপ্প (পুং) বপ-ব। ১ কেশমুণ্ডন। ২ বীজবপন।

বপ্পন (স্ত্রী) বপ-ভাবে লুট্। ১ কেশমুণ্ডন, মাথা মুড়ান।

“শূদ্রাণাং মাসিকং কার্ধ্যং বপনং স্ত্রীমবপ্তিনাং।” (মুহু ৫।১৪০)

শূদ্রেরা একমাস অন্তর মস্তক মুণ্ডন করিবে। ২ বীজধান।

ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইলে জ্যোতিষোক্ত দিন দেখিয়া করিতে হয়, অদিনে বীজবপন করিলে তাহাতে ফল হয় না, এইজন্য উক্ত দিনে বপন করিতে হয়।

“হলপ্রবাহবদবীজবপনস্ত বিধিঃ স্মৃতঃ।

চিহ্নায়াঞ্চগুণে কেত্রে দ্বিরবমুজোবধে।” (জ্যোতিঃসারস)

পূর্বকলনী, পূর্বাধা, পূর্বভাত্রা, কলিকা, ভরগী, অমোহা ও আত্মা জির নক্সে; চতুর্থা, নবমী, চতুর্দশী, অষ্টমী ও অমাবস্তা তিথিতে; শুক্লাহ কেরতু হইলে; হিরণ্যে বা জম্বলার ও মধুন, তুলা, কক্কা, কুন্ত ও ধর্ম্মের পূর্বভাগে বীজবপন করিলে শুভ হয়। বথানিয়মে হলচালনা করিয়া বীজবপন করিলে তাহাতে ফল হইয়া থাকে।

বপ্পনী (স্ত্রী) উপাতে মস্তকাদিকমস্তামিতি বপ্প-অধিকরণে লুট্, স্ত্রীপ্। ১ নাপিতশালা, যে স্থলে ক্ষৌরকার্য্য হইয়া থাকে। ২ তত্ত্বাবধানশালা, তাঁতঘর। ৩ মাছু।

বপ্পনীয়া (ত্রি) বপ্প-অনীয়া। ১ বপনের যোগ্য, বীজবপনের উপযুক্ত। ২ নিবেকযোগ্য।

“আয়ুরিয্যতা কন্যাপি ন পরজারায় বপ্পনীয়াঃ”

(মুহু ৯।৪১ টাকার কুহুক)

আয়ুছাত্রী ব্যক্তি কখনও পরস্ত্রীতে বীজ বপন করিবেন না।

বপ্পক (পুং) কেশরাজ, চলিত কেতুতে। কোথাও কতক্ষে বলে।

বপ্পা (স্ত্রী) উপাতেহত্বোতি বপ্প তিমাচঙ্, টাপ্। ১ ছিন্ন, রম্ব।

“অথ বপ্পীকবপ্পা স্মরিয়া ব্যাধে নিহিতা ভবতি” (শতব্রাহ্ম ৩।৩।৩৫) ২ মেদোদ্যাক, চক্ষি।

বপ্পাটিকা (স্ত্রী) অবপ্পাটিকা। (হুজল চিৎ ২০ অ০)

বপ্পাবৎ (ত্রি) বপ্পা-অভ্যর্থ্যে মতুপ্, মত বঃ। এরূপ, হটপুট।

“বিশ্রা বপ্পাবস্তং নাগ্নিনা তপস্তঃ” (শক্ ৫।৪৩৭)

‘বপ্পাবস্তং এরূপ পণ্ড’ (সারণ) ২ মেদোবিশিষ্ট।

বপ্পাবহ (স্ত্রী) মেদহান রূপ কোষ্ঠাৎ। (চরকহ ৭ অ০)

বপ্পিল (পুং) বপ্পতি বীজমিতি বপ্প-ইলচ্। পিত্ত, জনক। (উজ্জল)

বপ্পুন (পুং) বপ্প-উনচ্ বা বপ্পন পৃষোদরাদিবাৎ যত পঃ। দেবতা। (শব্দরত্না)

বপ্পুনন্দন, একজন প্রাচীন কবি।

বপ্পুধর (ত্রি) ধরতীতি ধ-অচ্, বপ্পসো ধরঃ। দেহধারী।

বপ্পুয়া (স্ত্রী) হবুয়া। (ভাবপ্র০)

বপ্পুর্কমা (স্ত্রী) ১ পদ্মচারিণী লতা। (জটাম্বর) ২ রূপ। (শক্ ৩।২।১৫)

৩ কালীয়ারের কক্কা, পরীক্ষিতনের জনমেজয়ের সহিত ইহার বিবাহ হয়। হরিবংশে লিখিত আছে, রাজা জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবহনন করেন, বপ্পুর্কমা এই হত অশ্বের সঙ্গীতে উপবিষ্টা ছিলেন। তৎকালে দেবরাজ সেই রাজমহিষীকে সর্বাঙ্গস্বামী দেখিয়া তাহাকে কামনা করেন। ইহা শুধন অবশরীয়ে প্রবেশ করিয়া বপ্পুর্কমার সহিত সঙ্গত হন। জনমেজয় অশ্বকে লীলিত দেখিয়া কৃত্তিকদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ইহের হরতিপক্ষি কথা প্রকাশ করেন। তখন রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে

অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, ইন্দ্র। তুমি বেরূপ হুঙ্কার করিয়াছ, এই হুঙ্কারের ফলে অভাববি কেহ আর অস্বমেধ যজ্ঞে তোমার অর্কনা করিবে না এবং ঋত্বিকিগের অমনোযোগে ইহা ঘটিয়াছে বুঝিয়া তাঁহাদিগকে শেষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া যেন। পরে বপুষ্টমাকে নানারূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিখাবহু নামে গন্ধর্বরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন! আপনি ত্রিশত অস্বমেধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছেন, এইজন্য ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রকলোপের আশঙ্কা করিয়া রজা নামক অঙ্গরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই রজাই কাশীরাজহুহিতা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বপুষ্টমাই রজা নামী অঙ্গরা। ইন্দ্র এই ছলে আপনার কার্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আপনি হুঃখিত হইবেন না, ইহার কালই একমাত্র কারণ। ঋত্বিকিগকে অবমাননা করার আপনার পুণ্যকর হইয়াছে। আপনা হইতে ইন্দ্রের যে ভয় ছিল, তাহা দূর হইয়াছে, অতএব আপনি বপুষ্টমাকে বৃথা তিরস্কার করিবেন না, ইহাকে পুনরায় গ্রহণ করুন, ইহাতে সৌভ হইবে না। বিখাবহুর কথায় রাজা জনমেজয় ইহাকে পুনরায় গ্রহণ করেন। (হরিবং ১২২-১২৬ অং)

বপুঃ (ত্রি) বপুঃ প্রপত্তার্থে মতুপ। ১ প্রপত্তশরীরী, উত্তম-শরীরবিশিষ্ট। ২ (পুং) শাস্ত্রানীহীপতি।

বপুয্য (ত্রি) বপুঃ-হিতার্থে যৎ। শরীরের হিতকর।

“বপুর্বপুয্য সচতাস্মিনঃ” (ঋক্ ১।১৮৩২)

‘বপুয্য বপুযি হিতা’ (সায়ণ)

বপুস্ (স্ত্রী) উপাত্তে মেহান্তরভোগসাধন-বীজীভূতানি কর্ণাণ্য-ত্রৈতি বপু (অস্তি-পূ-বপি-বজীতি। উণ্ ২।১১৮) ইতি উসি।

১ শরীর, দেহ। “একাতপত্রং জগতঃ প্রভুতং

নবং বয়ঃ কাস্তস্মিনং বপুশ্চ।” (মু ২।৪৭)

২ প্রশস্তাকৃতি। (মেদিনী) ৩ অংশ।

“অষ্টানং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ।” (মু ৫।২৬)

‘বপুস্তেজোহংগঃ’ (মেধাতিথি) (স্ত্রী) ৩ স্নানমধ্যাতা

দক্ষকন্যা। ইনি ধর্মরাজের পত্নী। (মার্কণ্ডেয়পুঃ ৫০।২১)

বপুঃপ্রকর্ষ (ত্রি) শারীরিক সৌন্দর্য।

বপুঃস্রব (পুং) বপুঃ শরীরাং স্রবঃ ক্ষরণং বহুঃ শরীরস্থিত রসধাতু। (রাজনিং)

বপুঃস্নানং (অব্যং) শরীরাকারে।

বপোনর (ত্রি) পীষরোদর, ডুড়ি। “তৃবিগ্রীষো বপোনরঃ” (ঋক্ ৮।১৭।৮) ‘বপোনরঃ পীষরোদরঃ’ (সায়ণ)

বপ্তব্য (ত্রি) বপ-ভব্য। বপনীয়, বপনযোগ্য। পরস্পরে বীজ বপন করিতে নাই।

“বথা বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে।” (মু ৯।৪২)

বপ্ত (পুং) বপতি বীজমিতি বপ-কৃচ্। ১ জনক, পিতা।

২ কবি। ৩ নাপিত। “বপ্তেব শব্দং বপসি” (ঋক্ ১।১৪২।৪)

‘বপ্তা নাপিতো বপতি’ (সায়ণ) (ত্রি) ৪ বাপক। ৫ কর্কক।

“যথেরিণে বীজমুপ্তা। ন বপ্তা। লভতে কলং।

তথা নৃচে হবির্দ্বিধা ন দাতা লভতে কলং।” (মু ৩।৪২)

বপ্ত (পুং) ১ বাপ। ২ পুত্র দেবগুরুজন প্রভৃতি। ৩ মেবারের রাগাদিগের পূর্বগুরু।

বপ্তাটদেবী (স্ত্রী) রাজমহিবীভেদ।

বপ্তিয় (পুং) একজন হিন্দু রাজা।

বপ্তীহ (পুং) চাতক (Cooculus Melanoleucus)।

বপ্ত্যাট, মগধের পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালের পিতা।

বপ্তানীল (পুং) জনপদভেদ।

বপ্ত (পুং স্ত্রী) উপাত্তেহত্রৈতি বপ- (কৃবিবপিত্যাং ক্) উণ্ ২।২৭) ইতি রন্। ১ হুর্ণ ও নগরাদির প্রান্তস্থ পরিখা হইতে উদ্ধৃত মৃত্তিকাতুপ্ত প্রকার উপরিবদ্ধ প্রাকারবিশেষ। অর্ধ-শাস্ত্রে আছে, খাত হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা বপ্ত নির্মাণ করিবে এবং তদুপরি প্রাকার সন্নিবেশ হইবে। ইহার পর্যায়,—চর, মৃত্তিকাতুপ্ত। (শব্দরত্নাং) প্রাকারের আধার স্বরূপ উত্তোলিত কৃত্রিম মৃত্তিকাতুপ্তের নামই বপ্ত। বথা—

“মহোত্তানাং মহাবপ্রাং তড়াগ-শতশোভিতাম্।

প্রাকার-গৃহসংখ্যামিচ্ছ্যাম্যবামরাবতীম্।” (বিষ্ণুপুঃ ২২ অঃ)

বপতি বীজমত্রৈতি। ২ ক্ষেত্র, চলিত ক্ষেৎ। ইহার পর্যায়—ক্ষেদার, ক্ষেত্র, নিচুট, বনজ, বাজিকা, গাটীর। (জটায়ুর) বৃহৎসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—ওত্র বর্ষাধিপ হইলে, শৈলো-পম জলজাল বারি বর্ষণ করে, তাহাতে বপ্ত বা ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া যায়, পৃথিবী নানা নূতন শোভার শোভিত হইয়া উঠে, তাহাতে প্রচুর শালি ও ইক্ষু জন্মে।

“শালীক্ষুমত্যপি ধরা ধরমী ধরাত-

ধারাদরোজ্জ্বলিতগরঃপরিপূর্বপ্রা।” (বৃহৎসং ১৬।১৭)

৩ রেণু। ৪ তট। “বপ্রান্তখলিতবিস্তর্জনং পরোভিঃ” (কিরাত ৭।১১) ৫ পর্কতসাহু। “নানা-ব্রজ্যোতিষাং সরিপাতিঃ

ছন্দেবন্তঃ সাধুবপ্রান্তরেবু”। (কিরাত ৫।৩৬) বপ-রন্ (কৃবি-বপিত্যাং রন্। উণ্ ২।২৬) ৬ সীলক। (হেম)

“সীলং বপ্তকং বপ্রকং যোগেইং নাগনামকম্।” (ভাবপ্রং পুং প্র)

বপতি বীজমিতি বপ-রন্। ৭ পিতা। (মেদিনী) ৮ প্রাকার।

৯ প্রজাপতি। (সংকল্পসার উগাদিসৃষ্টি)। ১০ ছাপরহুগের চতুর্দশ বিভাগের ব্যাসভেদ। ১১ চতুর্দশ বছর পুত্রভেদ।

বপ্তক (পুং) গোলবৃত্তির পরিধি।

বমনী (ত্ৰী) বমন-ত্ৰীপ্। জলোকা। (রাজনি০)

[বিবৃত্ত বিবরণ জলোকা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বমনকল্প (পুং) বমননিমিত্ত বমনবিধি নানাবিধ যোগ-বোজন বিধি। তদ্ব্যপ্যে এই বমনকল্পই প্রাপ্ত। (সুশ্রুত, স্থং ৪৩ অ°)

বমনদ্রব্য (ত্ৰী) উর্দ্ধতনকৃত্তি অগ্নি ও বায়ুগুণাধিক বাস্তবিকর দ্রব্য, বমিকারক দ্রব্য। বমিকর দ্রব্য যথা—ময়নাকল, কুড়চি কল, দেহাতোড়া, পুশ, তিলাউ ফুল, ঘোবা কল, খেতঘোবা, খেতসর্গপ, বিড়ল, শিপুল, করঞ্জ, নাগেশ্বর, রক্তকাঞ্চন, খেতকাঞ্চন, নিম, অম্বগন্ধা, বেতস, বাছুলি, অপরাজিতা, আতুসী, তেলাকুচা, বচ, রাখালশা এবং খেতরাখালশা প্রভৃতি। (সুশ্রুতস্থং ৩৯ অ°)

বমনবিধি (পুং) বমনক্রিয়া। বমনক্রিয়ার কাল—পূর্বাঙ্ক। বিচক্ষণ চিকিৎসক পরং, বসন্ত ও বর্ষাকালেই রোগীকে রেচন এবং বমন করাইবেন।

“পরংগ্রীষ্মবসন্তে চ প্রাবৃট্ কালে চ সেহিনাম্।

বমনং রেচনং চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিব্ ॥” (ভাবপ্রং)

যে রোগী কফাক্রান্ত, বলবান, হিকারোগাদি দ্বারা নিপীড়িত ও বীরচিত্ত, তাদৃশ রোগীকেই বমন করাইবে।

“বলবন্তঃ কফযাণ্ডং ক্লমাসাদি-নিপীড়িতঃ।

তথা বমনসাম্যক ধীরপিপ্তক বাময়েৎ ॥” (ভাবপ্রং)

বিষদোষ, স্তম্ভরোগ, অগ্নিমান্দ্য, স্লীপদ, অর্কুদ, ক্রোধোগ, কুষ্ঠ, বিসর্গ, মহাজীর্ণ, বিদ্যারিকা, অপচী, কাস, ঝাস, পীনস, রুদ্ধি, অপসার, জরোন্মাদ, রক্তাতিসার, নাসা তালু ও ওষ্ঠ পাক, কর্ণশ্রাব, অধিজিহ্বক, গলগুণ্ডী, অতিসার, পিত্তশ্লেষ্মরোগ, মেদোরোগ ও অরুচি; এই সকল রোগে চিকিৎসক বমন করাইবেন।*

বমন-নিষেধ-বিষয়—কম্প, উপলেপ, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্ত, দৌর্গন্ধ বিবজ্জনিত উপসর্গ, কফপ্রসেক, ও গ্রহণী প্রভৃতি দোষ বমনকারী ব্যক্তির কখন থাকে না। বমনের গুণ,—বমনে শ্লেষ্ম শোধন হয়, তাই তজ্জনিত সমস্ত বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে বমন করাইবে না। যথা—
চক্ষুরোগী, উর্দ্ধবাত, গুশ্মাদির, স্রীহ ও ক্রিমিরোগগ্রস্ত, শ্রমাস্ত, হুল, ক্ষতক্ষীণ, কৃশ, অভিবৃদ্ধ, মুদ্রাতুর, কেবল বাতরোগী, বরো-পবাতী, অধ্যয়নরত, দৃষ্টিহীন, হৃৎকোষ্ঠ, তৃকোষ্ঠ, বালক, উর্দ্ধাত, পিত্ত, কুণ্ঠিত, নিরুদ্ধ ও গর্ভিণী প্রভৃতি। অবশ্য বমনে রোগ

সকল কৃচ্ছ্র হইয়া উঠে, অথবা একেবারে অসাম্য হইয়া পড়ে, তাই ইহাদিগকে বমি করাইবে না। (১)

অতি বমনে তৃষ্ণা, হিক্কা, উলসার, সংজ্ঞাহিত্য, জিহ্বানিঃসরণ, চক্ষুর্যাবৃতি, হৃদ্যসংহতি, রক্তচ্ছর্দি ও কণ্ঠপীড়া প্রভৃতি অনিষ্টা থাকে।

[বমনকল্পীয় অত্যন্ত বিধি ব্যবহার বিষয় বাউট করস্থানের প্রথম অধ্যায়ে ও সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

বমনব্যাপণ (ত্ৰী) বমন-অসিদ্ধি পক্ষে আত্মানাদি বিকার।

[বিবৃত্ত বিবরণ সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থানের ৩৪ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

বমনীয়া (ত্ৰী) বমনতীতি বম্যর্থবিবকার্যামভিধানাৎ কর্ত্তরি অনীয়র্-স্মিয়াং টাপ্। ১ মক্ষিকা। (রাজনি০) ২ (ত্রি) বমন-যোগ্য, বমনার্থ।

বম্যল্ (পারসী) নষ্টদ্রব্য বা বস্তুবিশেষ সহিত।

বমি (ত্ৰী) বমনমিতি-বম (সর্লধাতুভা ইন্। উণ ৪।১১৩) ইতি ইন্। বমন, ছন্দন, প্রাক্কদিকা, রোগভেদ, বমিরোগ। এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় বৈদ্যকে এইরূপ আছে—
অতিরিক্ত তরলবস্তু পান, অতিশয় মিশ্র দ্রব্যভোজন, অধিক্ত লবণভোজন, অকাল বা অপরিমিত ভোজন এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, কৃমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও যে কোন ঘৃণাজনক কারণসমূহ দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কক উৎক্লিষ্ট হইয়া বমনরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে দোষ সকল বেগে উপস্থিত হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত, এবং সর্কালে ভজবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই বমনরোগ পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তজ। এই রোগের পূর্বরূপ বমি উপস্থিত হইবার পূর্বে ক্লমাস, অর্থাৎ বমনোদ্বেগ, উলসারাবরোধক মুখ-প্রসেক ও মুখ লবণাক্ত বোধ হয় এবং আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যে অত্যন্ত বিষেব হইয়া থাকে।

বমির সামান্য লক্ষণ—যে রোগে কুপিত দোষ অত্যন্ত বেগ ও অঙ্গপীড়নের সহিত উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মুখের দিকে ধাবিত হইয়া মুখকে পরিপূরণ করত বহির্গত হয়, তাহাকে ছর্দি বা বমিরোগ কহে।

(১) “ঐ বাময়েৎ তৈমিরিকোব” বাত-জরোদ-স্রীহকমি-জরোদান্।

হুলক্ষতক্ষীণকৃশাভিবৃদ্ধমুদ্রাতুরান্ কেবলবাতরোগান্।

অরোপবাতাধারককফজ্জিহ্বাকোষ্ঠতৃকোষ্ঠপীড়ানান্।

উর্দ্ধাপিত্তকুণ্ঠিতা বিলক্ষণজিহ্বাদাভিসিহ্নাহিত্যাক্।

অবযাবনবাং সোপাঃ কৃচ্ছ্র ভাব্যতি সেহিনাং।

অসাম্যভাবা বা গচ্ছতি ঐকৈ বাম্যাত্যতঃ কৃত্যঃ।

এতৎপ্যলীর্ণযথিতা বাম্য বে চ খিাচুরাঃ।

অতীতভাববক্যতে চ হ্যম্ভূকান্।” (সুশ্রুত)

* “বিষদোষে স্তম্ভরোগে কলহংস্রীপদে অর্কুদে।

ক্লোদে কুষ্ঠবিদ্যে মহাজীর্ণজন্মসে চ।

বিদ্যারিকাস্লীপকাস-বালপীনসমুদ্বিহু।

অপসারো জরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিহু।

নাসাত্যবোষ্ঠপাকেন্ কর্ণশ্রাবঃ বিজিহ্বাকৈ।

গলগুণ্ডাভরীসারে পিত্তশ্লেষ্মদোষে তথা।

এসোপদেহে স্রীহ চৈব বমনঃ কারয়েৎ ভিব্ ॥” (ভাবপ্রং)

বাতজ লক্ষণ—বাতজ বমনে কবর ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোথ, মতক ও নতিস্থলে শূলবেদনার দ্বারা বেদনা, কাস, বয়ভেদ, অঙ্গে হঠাৎবেদন বেদনা, এবং অতি কঠোর সহিত অতিমাত্র বেগ, প্রবল উপশায়, ও অতিশয় শব্দের সহিত কেন-মিশ্রিত বিজ্রি (খামিরা খামিরা) পাতলা ও কবায় রসবিশিষ্ট বস্ত্র বমন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ লক্ষণ—পিত্তজ বমনরোগে মুচ্ছা, পিপাসা, মুখশোথ, মতক, তালু ও চক্ষুরে সন্ধ্যাপ, অন্ধকার দর্শন, এবং পীড়, হরিৎ, বা ধূস্রবর্ণযুক্ত, ঈষৎ তিক্ত, অতি উষ্ণ পদার্থের বমন, ও বমন সময়ে কঠোর জ্বালা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফজ লক্ষণ—কফজ বমনরোগে মুখ মধুর রসবিশিষ্ট, কফদ্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচি, মেহের শুষ্কতা, নিদ্র, ঘন, মধুর রসযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ পদার্থ বমন এবং বমনকালে শরীরে রোমাঞ্চ ও অতিশয় বস্ত্রা হইয়া থাকে।

সরিপাত্তজ লক্ষণ—সরিপাত্তজ বমনরোগে শূল, অঙ্গীর্ণ, দাহ, পিপাসা, শ্বাস, মুচ্ছা এবং লবণ রসযুক্ত উষ্ণ, নীল বা সোহিত বর্ণের ঘন পদার্থ বমন প্রকৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়।

আগন্তজ বমন—কুৎসিত দ্রব্য ভোজন ও কোনরূপ রূপা-জনক বস্তুর আঘাত বা দর্শনাদি কারণে যে বমন উপস্থিত হয়, অথবা ক্রীড়িগের গর্ভাবস্থায় যে বমি হয়, কুমিরোগ বা আমরসের জন্ত যে বমি হইয়া থাকে, তাহাকে আগন্তজ বমি কহে। এই বমনরোগে বাতাদি দোষ ত্রয়ের মধ্যে যে দোষের লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়, তদনুসারে তাহাকে সেই দোষজ বমনরোগ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেবল মাত্র কুমিজন্ত বমনরোগে অন্ত্যস্ত বেদনা, অধিক বমনরোগ এবং কুমিজ ক্রুরোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। আগন্তজ বমনের কারণ পাঁচটা বলিয়া ইহাও পাঁচ প্রকার, যথা—অসামান্য, কুমিজ, আমজ, বীতৎসজ ও দৌর্ভদ্রজ। এই আগন্তজ বমনে বাতজাদি দোষের লক্ষণ অসু-সারে ইহারও বাতজাদি কারণ স্থির করিতে হইবে।

এই রোগের উপদ্রব—কাস, তন্দ্রক শ্বাস, জর, পিপাসা, হিকা, বিকৃতচিন্তা, হ্রোণ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ।

বমনরোগের সাধ্যসাধ্যতা—বমনরোগে যদি কুপিত বায়, মল, মূত্র, শ্বেদ ও জলবাহী স্রোতঃসমূহকে রক্ত কীরিরা উর্দ্ধগত হয় এবং তন্মুক্ত যদি রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্ণ সিক্ত পিত্ত, কফ বা বায়ু দ্বিগত যেবাণি ধাতুসমূহ উৎকীর্ণ হইতে থাকে, আর বমি যদি মলস্রবের দ্বারা গচ্ছযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বমন-রোগাক্রান্তরোগী তৃষ্ণা, শ্বাস, ও হিকাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে বমনরোগে রোগী ক্রীণ হইয়া যায়, এবং সর্বদা রক্তপূরাণি মিশ্রিত পদার্থ বমন করে, অথবা

বমিতে যদি মধুরপুচ্ছের দ্বারা আত্মা দোষিত পাণ্ডুরা বায়, কিংবা বমনরোগের সহিত যদি কাস, শ্বাস, জর, হিকা, তৃষ্ণা, জ্বর, হ্রোণ প্রকৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বমনরোগ অনাধ্য। এই সকল লক্ষণ তির অপর সকল প্রকার বমনের চিকিৎসা করিলে আত্ম প্রতীকার হয়।

চিকিৎসা—সকল প্রকার বমনরোগই আমাশয়ে দোষ সঞ্চিত হইয়া উপস্থিত হয়, এই জন্ত বমনরোগে সর্বপ্রথমে লক্ষণ দেওয়ারই কর্তব্য। তাহার পর কফ ও পিত্তনাশক সংশোধন (বমন বিরোধন) ঔষধ সেবন করান বিধেয়। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে, কেবল বাতজ বমনরোগে লক্ষণ অকর্তব্য। বাতজ বমিরোগে তৃষ্ণা জলযুক্ত হৃৎ, সৈন্ধব লবণ ও তুতমিশ্রিত মৃণ বা আমলকীর মূষ পান করিতে দেওয়া উচিত। গুলক, ত্রিকলা, বহেড়া, আমলকী, নিম্ব, ও শোলতা এই সকলের কাথ, মধুসংযোগে পান করিলে পিত্তজ বমিরোগ ভাল হয়। হরী-তকীচূর্ণ মধু দ্বারা লেহন করিলে দোষকে অধোগামী অর্থাৎ বিরোধিত করে, এ কারণ শীত্রই বমি নিবারিত হয়।

বিড়ল, ত্রিকলা ও শুক্লী চূর্ণ সমভাবে গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত কিংবা বিড়ল, কৈবর্তমুস্তক ও শুক্লীচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত সেবন করিলে শ্রেয়জ বমিরোগ বিনষ্ট হয়।

আমলকী, বৈ ও চিনি ৮ তোলা, একত্র পেষণ করিয়া, তৎসঙ্গে ৮ তোলা মধু এবং ৩২ তোলা জলমিশ্রিত করিয়া বস্ত্র-দ্বারা ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে উহা পান করিলে ত্রিদোষজ বমিরোগ নিবারিত হয়। গুলক দ্বারা হিয় (শীতকবায়) প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে কৃষ্ণসাধ্য ত্রিদোষজ বমিও হঠাৎ প্রশমিত হয়।

হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও কীরা সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে ত্রিদোষজ বমি ও অরুচি নষ্ট হয়। বেলচাল, গুলকের কাথ ও ক্ষেত পাণ্ডার কাথ মধু সহযোগে পান করিলে সারিপাত্তিক বমি নিরাকৃত হয়। আমের জাঁটি ও বিষের কাথ মধু ও চিনি সহযোগে পান করিলে বমি ও অতীসার বিনষ্ট হয়। জাম ও আমের পাতা দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে বৈচূর্ণ ও মধুসংযোগে পান করিলে উদাজন্ত বমি, অতীসার ও পিপাসা নষ্ট হয়।

অম্বথুকের ছাল শুকাইয়া অগ্নিতে পোকাইতে হইবে, পরে উহা জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করিলে অতিদ্রঃসাধ্য বমিরোগ নিরাকৃত হয়। এলাচি, লবল, নাগকেশর, কুলের আটির শাঁস, বৈ, প্রিয়দ্র, মূতক, রক্তচন্দন ও পিঙ্গলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই ত্রিবিধ বমিরোগই প্রশমিত হয়।

বীতংস বমি লক্ষণগ্রাহী, ত্র্যব্য দ্বারা, পোষণজন্য বমি অভি-
লম্বিত কল দ্বারা, 'ও আমলক বমি লক্ষণ দ্বারা' নিবারণ করিতে
হয়। উপসার আবিষ্কার সহিত বমি হইলে মূর্খা, ধনে,
মুত্ৰক, বটমধু ও রসাক্ষরচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মধুসহযোগে
লেহন অথবা সৌবর্জল লবণ, কৃষ্ণজীরা, চিনি ও মরিচচূর্ণ
সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সন্ধ্যা বমি নিবারিত হয়।

(জাবগ্রঃ বমিরোগাধিঃ সুল্লভঃ)

ডাবের জল, মুড়ি বা পোড়াকটি ভিজাজল, অথবা বরকজল
বমন নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বড় এলাইচের কাথ সেবনে
বমনরোগ আশু নিবারিত হয়। রাজিতে গুলক ভিজাইয়া রাখিয়া
প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার
বমি নিবারিত হয়। ক্ষেতপাণড়া, বিষমূল বা গুলকের কাথ
মধুর সহিত বা মূর্খা মূলের কাথ চাউল খোয়া জলের সহিত
সেবন করিলে সকল প্রকার বমিই ভাল হইতে পারে। বটমধু
ও রক্তচন্দন চুনের সহিত উত্তমরূপে শেবণ ও আলোড়ন করিয়া
পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। আমলকীর রস ১ তোলা
ও কতবেলের রস ১ তোলা, কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ, ও মরিচচূর্ণ মধুর
সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল বমনও
নিবারিত হয়। ডেলাপোকায় বিষ্ঠা ৩৫ টা দানা জলে
ভিজাইয়া ঐ জল একটু একটু খাইলে অতিপ্রবল বমিও তৎ-
ক্ষণে প্রশমিত হয়।

খেতচন্দন ২ তোলা, আমলকীর রস ২ তোলা একত্র
কিঞ্চিৎ মধুপ্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বমি থামিয়া যায়। তাজা
মুগ ১ পল, জল ২ সের, শেষ ২ পল, খইচূর্ণ ২ পল ও কিঞ্চিৎ
মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এই জল পান করিলে বমি, অতীসার,
তৃকা, দাহ ও অর নিবারিত হয়। ইহা ভিন্ন এলাইচচূর্ণ, রসেজ,
বৃষধ্বজরস ও পদ্মকাত্ত্বত প্রভৃতি বমনরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ভৈষজ্যরত্নঃ বমিরোগাধিঃ)

এই রোগের পথ্যাপথ্য।—বমি হইলেই আশাশয়ের উৎক্লেপ
হয়, এই জন্ত প্রথমে লক্ষন দেওয়া উচিত। বমনবেগ নিরস্ত
হইলে লণ্ডপাক, বায়ুর অন্ত্রলোমক ও কচিকর আহারাদি ক্রমশঃ
দেওয়া আবশ্যক। বমনের বেগ থাকিতে যদি আহার দিবার
আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভাজ্যবৃক্ষের কাষের সহিত খৈচূর্ণ,
মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে। এইরূপ
আহার দিলে বমন, ভেদ, অর, দাহ ও পিপাসার শান্তি হইয়া
থাকে। বমনবেগ নিরস্ত হওয়ার পর সম্বন্ধে সকল ত্র্যব্য আহার
এবং অন্নাদি উপসর্গ না থাকিলে অভ্যাসমত ভ্রানাদি করিতে
পারা যায়। পরিষ্কার পানাহার, পরিষ্কৃত স্থানে বাস, সুগন্ধ
আত্মাণ এবং মনের প্রশান্ততা এইগুলি এই রোগে বিশেষ উপ-

কারী। যে সকল কারণে তৃণা জন্মিতে পারে, সেই সকল
কারণ ও রোজাদির আতপ সেবন প্রভৃতি বমনরোগে বিশেষ
অনিষ্টকারক।

ল্লরোগ ও অল্পপিত্ত রোগে বমন করাইলেই উপকার
হয়। ঐ সকল রোগে যে সকল বোগ সেবন করাইয়া বমন
করাইতে হয়, তাহা তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বমতি উদগিরতি ধুমাকিকমিতি 'ইক কৃদ্ধান্ধিত্যঃ' ইতি ইক্।

২ অগ্নি। (দেহিনী) ৩ গুপ্ত। (শব্দরত্নঃ)

বমিত (ত্রি) বম-স্ত। বাস্ত। বমনবৃদ্ধ। কৃতবমন। পীড়িত।

"বমিতং লভ্যয়েৎ প্রাক্তো লভ্যিতং ন তু বাময়েৎ।

বমনে ক্লেশবাহন্য্যৎ হস্তানলক্ষনকর্মিতং।" (উদ্ভট)

২ বমনকৃত বস্ত।

বমিতব্য (ত্রি) বমনের উপযুক্ত। বমনোদ্রেককারী।

বমিন্ (ত্রি) ১ বমনকারী। ২ পীড়িত।

বমী (দেশজ) উদরস্থ জ্বরের উদগমন। বমন।

বম্বোটিয়া (দেশজ) ১ জলদস্তা। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর
সমুদ্রোপকূলে খর্কাকার মুসলমান জলদস্তাগণ পণ্যবাহী নৌকা-
চালনের ভাণ করিয়া বণিকদিগের নিকট আসে এবং সুবিধা
পাইলে তাহাদের বণ্যসর্কস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। অনেকে
অভ্যুমান করেন, 'বম্বো' (জনপদ) ও বেটিয়া (খর্কাকার)
বা বম্বোবাসী অর্থ হইতে এই দস্যু সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে।
কিন্তু তাহারা বেরূপ নৌকা লইয়া সমুদ্রবক্ষে যাতায়াত করে,
ইংরাজীতে তাহা Bum-boat নামে খ্যাত। অধিক সম্ভব
এই 'বম্বোট' শব্দ হইতেই জলদস্যু সম্প্রদায়ের বম্বোটে
নাম হইয়াছে।

২ বর্তমান সময়ে কল্যাণদ্বীপ দৃঢ়কায় পুরুষকেও ঝোঁকে
ঝেঁটে বলিয়া সম্বোধন করে। ও যে সকল কর্মচারী কুদ্র
নৌকার আরোহণ করিয়া সমুদ্রস্রুখে আসিয়া বৈদেশিক বণিক-
দিগের জাহাজ ধরিতা এজেন্টের হাতে বা থালাশবোঝাই
সমিতির নিকট আনিয়া দেয়, তাহারাও বম্বোট নামে খ্যাত।

বস্ত (পুং) বস্ত, বাঁশ। (শব্দরত্নঃ)

বস্তারব (পুং) বস্তারব (পদ্য)।

বস্ত্যাগ (স্ত্রী) জনপদভেদ।

বস্ত্র (পুং) ১ উপজিহ্বা। (বৃক্ ৮।১১।২১) বস্ত্র ত্রিরাং ভীপ্।

২ উপজিহ্বিকা। "বস্ত্রীতি: পুত্রমুগ্ধো মদানঃ।" (বৃক্ ৮।১১।২)

"বস্ত্রীভিক্রপজিহ্বিকাতি:" (শাল্য)

(পুং) এক জন বৈদিক ঋষি=রত্ন বৈখানশ, ইনি ঋগ্বেদের

১০।১৯ পৃষ্ঠের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

বস্ত্রীকুট (স্ত্রী) বস্ত্রীক।

বস্ত্রক (পুং) হস্তকাণ্ডীয় শিল্পীশিকা।

বয়, গতি। ভাদি। 'বায়নে' সৰ্গে। লুট্ বরতে। লোট্ বরতাং। লুট্ বরিষ্যতে লুট্ ববরে। লুট্ বরিষ্য।

বয় (পুং) তত্ত্ববার। বস্ত্রবয়নকারী। ত্রিষাং ত্রীপ্। বয়ী ত্রী তত্ত্ববার।

বয়ৎ (ত্রি) বয়নকার্য।

বয়ন্ত (পুং) কথেন-বর্ণিত ব্যক্তিত্বং। (ঋক্ ৭।৩৫।২)

বয়ন (স্ত্রী) বস্ত্রাদির স্ত্রগ্রহণরূপ কার্যবিশেষ।

বয়নবিজ্ঞা, উপা বা কার্যশাস্তি স্ত্রজ্ঞাত বস্ত্রনিৰ্মাণরূপ শিল্প-বিজ্ঞাবিশেষ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহাকে Art of weaving বলিয়া থাকে। কিরূপে কত পরিমাণ তুলা লইয়া কত বিভিন্ন নম্বরের মোটা ও সরু সূতা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার পর সেই সূতাগুলি টানা দিয়া দিরা নরাজে গুটাইতে হয়; তখনকার নরাজ তাঁতে সংযোজিত করিয়া তাহার সূতার খেইগুলি প্রথমে ছইটী ঝাপের মধ্যে দিয়া ও পরে সানার মধ্যে দিয়া চালাইয়া দিতে হয়; তৎপরে বথানিয়মে তাঁতবস্ত্র সূত্রাদিসহ সুসংযত করিয়া, তত্ত্ববার বা বস্ত্রবয়নকারী কিরূপেই বা মাকু নামক যন্ত্রাংশ-সাহায্যে বস্ত্র বুনিতে পারেন, তৎসমুদায় বাহ্যতে লিখিতে বা বুনিতে পারা যায়, তাহাকে বস্ত্রবয়নবিজ্ঞা বলে।

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জগৎবাসী সভ্যজাতিগণ প্রথমে বৃত্তি-প্রভাবে হস্তচালিত এ দেশীয় তাঁতের অমুকরণ দ্বারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিপ্ৰতিষ্ঠিত একপ্রকার লৌহবস্ত্রের তাঁতের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল কালে এককালে সূতা প্রস্তুত হইতে বস্ত্রবয়ন পর্যন্ত এতৎ শিল্পসংক্রান্ত ব্যবহারী কার্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। বস্ত্রচালনা হইতে বিভিন্ন প্রকারের সূতা (Yarn) নির্মাণ, সূতা রঞ্জ (Dyeing) ও বস্ত্রবয়ন সকল প্রকার কার্যই শিল্পনীয়। বিভিন্ন প্রকার তাঁতের বিবরণ ও চালনা এক তাহার শিকা প্রণালী পরে বিবৃত হইতেছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আমরা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সভ্য জনপদসমূহে দেহাচ্ছাদক বস্ত্রের (ঋক্ ১।৪৬।১১) প্রচলন দেখিতে পাই। প্রাচীনরা তৎকালে বস্ত্রবয়নকৌশল সুচারুরূপে অবগত ছিলেন। ঋক্-সংহিতায় ১।১৪০।১, ১।১৫২।১, ২।১৪।৩, ২।৮৬।৩, ২।২৬।১ প্রভৃতি বস্ত্র আলোচনা করিলে বোঝা যায় ও রক্তবানের আচ্ছাদন-বস্ত্রের বহুল ব্যবহার কল্পনায় হয়। এই বস্ত্র সাধারণতঃ গুরুত্ব ও কলাপকর (ঋক্ ৩।৩৫।২) এবং উজ্জ্বল-রঞ্জিত ও আবস্তকীয় (ঋক্ ১।১৩৪।৪, ৫।২১।১৫)। ইহা তৎকালে সাধারণে ধনবস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল (ঋক্ ৩।৪৭।৩)। হাতা বস্ত্র পুত্রাদির পরিবেশে বাল নির্মাণ করিতেন—“বস্ত্রা পুত্রায় সাতরো বদন্তি।” (ঋক্ ৫।৪৭।৬); উহার

সুত্রগুলি পশুপাশের নিখিৎ হইত। অথর্বশ্রবণের ৫।১।৩, ১।৫।২৫, ১২।৩২।১, ১৪।২।৪১ মন্ত্রে বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্ত্রের কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র (১৪।১।২০), আবল্যায়ন বৃহৎসূত্র (১।৮।১২), শোভিলগৃহ (৩২।১০২), এবং পারদরূপ (৩।১০) মন্ত্রে বস্ত্রের আবস্তকতা ও ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোষীতকীর্ণাক্ষণে (২।২৯) কুরুবর্ণ বস্ত্রের প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, তখনকার কুরুগণ উক্তের কুরুদিগের বর্ণ দ্বারা বস্ত্ররঞ্জন করিয়া ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহারা যে রক্তরঞ্জণালী অবগত ছিলেন এই বস্তু হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

গৌরবান্বিত কুঙ্গ সানান-করজিত বস্ত্রধারণের প্রস্তুত প্রচলন ঘটিয়াছিল। তাই বৃক্ষাবনবিহারী জনমালী বীর ক্রামন্তর পীতবসনে সমাহারিত করিয়াছিলেন। দেখেবৌ-গণও রক্তবাস বা নীলবাস পরিষৃত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রে ব্রাহ্মণদিগকে কোণেরবস্ত্র (রামায়ণ ২।৩২।১৬) ধান করিয়া-ছিলেন। অযোধ্যাকাণ্ডের ৩৭ অধ্যায়ে রাম ও লক্ষণের স্তবত্ববসনদ্বয় পরিচয়গপূর্বক চীর ধারণ করিবার কথা আছে। আবার ২।৫২।৮২ স্লোকে নীতা কর্তৃক ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্ত্র ও অন্নপ্রদানের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, তখন নানা রঙ ও উপাদি নানা ভ্রব্যজাত বস্ত্র প্রচলিত ছিল। মহাত্মারতে বিভিন্ন রাজগণের বেশভূষা ও যৌগবীর বস্ত্রধারণ-প্রসঙ্গে যথেষ্ট বস্ত্রপার্থক্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে অযোধ্যাধিপতি জনরথ বীর পুত্র ও পুত্রবধু চতুর্দয়কে লইয়া জনকগৃহ হইতে বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে স্বজনবর্ণ বিবিধ কাম্যবস্ত্র দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। তখন কোশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্তান্ত রাজপত্নীরা কোম্যাবাস পরিধান করিয়া পুত্রবধু রাজকুমারী চতুর্দয়ের সহিত মঙ্গল আলাপনপূর্বক তাঁহাদের সমভিষালায়ে দেবালয়ে পূজা দিতে গমন করেন। এই সকল আলোচনা করিলে জানা যায় যে, রামায়ণীয় যুগে সূত্র, কাশ্যায়রজিত বস্ত্র এবং স্তবত্বকার্যে কোম্যাবাসের প্রচলন ঘটিয়াছিল।

ভগবান্ মহাবীর চিত্ত বৃত্তিপ্রণেয় ৩।৫২, ১।২১১ ও ১।১১৮-১ স্লোকে বস্ত্রের উল্লেখ আছে। এই পরিবেশে বাস তখনও সম্পত্তি মধ্যে গণ্য ছিল এবং বস্ত্রধারণকারী বধনও দণ্ডিত হইতেন (৮।২১১ স্লো:)। উক্ত গ্রন্থে অন্তান্ত সম্পত্তির ভার বস্ত্র বিভাগেরও ব্যবস্থা দেখা যায়।

যদি কেহ উপাশাস্তি অথবা কার্যশাস্তিসূত্র অপহরণ করে, তাহা হইলে সে তত্ত্ববস্ত্রের বথানুষ্ঠানের দণ্ডিত দ্রষ্টে বাধ্য (মহা ৮।১০২৬)। তত্ত্ববার যদি বস্ত্রবয়নার্থ কোন ব্যক্তির

নিকট ১০ পল পরিমিত হস্তগ্রহণ করে এবং বস্ত্রাধিকারীকে তত্তমওমিশ্রণের দ্বারা ১১ পলমান বস্ত্র না দেয়, তাহা হইলে রাজদণ্ডদ্বারা সে ১২ পল দিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

“তত্ত্বারো নপগলং নভাসেকপলাধিকম্।

অতোহস্তথা বর্তমানো দাপ্যো বাসনকং বসম্ ॥” (মহু ৮।৩৯৭)

উপরোক্ত তুলার পরিমাণ দৃষ্ট উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে যে সকল প্রমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা দীর্ঘ ও প্রস্থে প্রায়ই বর্তমান প্রমাণ বস্ত্রের অনুরূপ ছিল।

তৎকালে কার্পাস, রেশম ও পশমী বস্ত্রের বহুল ব্যবহার ছিল। তাঁহারা জনপ্রাকাল দ্বারা কার্পাসবস্ত্র এবং কারজমুস্তিকা দ্বারা রেশমী ও পশমী বস্ত্র বিক্রয় করিয়া লইতেন :—

“অভিহ্ত প্রোকং পৌচ বহুনাং ধান্তবাসনাম্।

প্রাকালনেনব্রহ্মানামভিঃ শৌচ বিধীয়তে ॥

চেলবং কর্ণাণাং গুড়িবরলানাং তথৈব চ।

শাকমূলকলানাং ধাতবং গুড়িরিযতে ॥

কোমোরাবিকারার্থঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।

ঐকলৈরংগপটানং কোমানং গৌরবর্ষৈঃ ॥

কৌমবং শম্পূশানাং অহিহস্তমরত চ।

গুড়িবিনানিতা কার্যা গোমুত্রেনোদকেন বা ॥”

(মহুসংহিতা ৫।১১৮-১২১)

উক্ত গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে ৩৫ ও ৫২ শ্লোকে নিবাসচণ্ডালাদি হীনজাতীয়ের মৃতদেহ পরিধানের বিধি আছে; কিন্তু অস্ত্রের পক্ষে মৃতের বাস ত দূরের কথা—রক্তকর্জুক ভ্রমক্রমে প্রদত্ত পরবাসও গ্রহণ করিতে নাই। মহুসংহিতার উহার নিবেদ-বচন বিধিবদ্ধ আছে,—

“শাম্বলী ফলকে দ্রাক্ষে লেমিঅ্যাক্রোকঃ শনৈঃ।

ন চ বাসাসি বাসোভিনির্হরেণ চ বাসবেৎ ॥” ৮।৩৯৬ শ্লোক

তৎকালে কুহুস্তাভি দ্বারা রক্তরঞ্জিত শাপকোমাজিনাদি নির্মিত বস্ত্র বিক্রয় ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ ছিল (মহু ১০।৮৭)।

এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বৈদিকযুগ হইতে বৃত্তিযুগ পর্যন্ত ভারতীয় আর্দ্যসমাজে বয়নবস্ত্র ও বয়নবিদ্যার

প্রচুর প্রচলন ছিল। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে তাহার প্রভাব আরও বিস্তৃত দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতাদি ঐতিহাসিক মহাকাব্যে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের বহুল ব্যবহারের প্রমাণ আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার কোন নিদর্শন নাই।

* যদি জগতের প্রাচীন বস্ত্রশিল্পের নিদর্শন দেখিতে হয়, যদি জগতের সর্বপ্রাচীন তাঁতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একবার প্রাচীন মিশরসমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সকল সন্দেহই মিটিয়া যাইবে। তথাকার মামি-গম্বরের মধ্যে (Mummy pits of Egypt) অস্থলস্থান করিলে আজিও শবাক্রান্ত বস্ত্রের (মফাজ্জান কাপড়) প্রচুর নিদর্শন পরিলক্ষিত হইবে। মিশরের এই লিনেন বস্ত্র পরিষ্কার ও দীর্ঘকাল স্থায়ী দেখিয়া তথাকার লোকে সমাধির উহাকে শবদেহের অভ্যন্তর-ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়াছে। রোজেটার প্রত্নরসিপি হইতে জানা যায় যে, তথাকার রাজসরকার হইতে পুরোহিতদিগকে তাঁহাদের চিত্রপ্রিয় কার্পাসবস্ত্র দেওয়া হইত। তথাকার উচ্চপ্রেমীর সম্ভ্রান্তলোকেরা কার্পাস ও পশমী বাস, পরিধান করিত এবং দরিদ্রগণ একমাত্র পশমী বস্ত্রই অঙ্গে ধরিত। এই পশমী বস্ত্র ভারী ও তাহাতে পোকা লাগে বলিয়া তথাকার পুরোহিত সম্প্রদায় লিনেনবস্ত্রেরই বিশেষ পক্ষ-পাতী ছিলেন।

হিন্দু জাতির ধর্মব্রাহ্মণ ও পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উৎকৃষ্ট লিনেন বস্ত্রই ব্যবহার করিতেন। বাইবেল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদে তাঁহাদের যে রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের কথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক, কেন না, প্রাচীন হিব্রু বা আসীরীয়দিগের মধ্যে রেশম ব্যবহারের বিশেষ স্থান প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের British museum নামক জাহ্নবরে প্রাচীন যন্ত্র লিনেন বস্ত্রের যে নিদর্শন আছে, তাহার হুতা ১ পাউণ্ড ও ওজনে প্রায় ১০০ হান্ড (Hank) এবং ১ ইঞ্চি স্থানের মধ্যে টানার (warp) ১৪০ খাই ও পোড়নে (woof) ৬৪ খাই হুতা বিস্তারিত রহিয়াছে।

থেবিস্ নগরে ও অজান্ত স্থানে প্রাচীন মিশরীয় তাঁতের যে সকল নক্সা বিদ্যমান আছে, তাহার বয়ন-প্রণালী অবিকল ভারতীয় তাঁতেরই অনুরূপ, কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, মিশর-দেশীয় তাঁত খাড়া-ভাবে পাড়া (vertical), আর ভারতীয় তাঁত পাটাত্যাবে পাড়া (Horizontal)। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের বিবাস, অরপাণ্ডিত কাল হইতে ভারতীয় আর্দ্যগণ যে প্রাচীন বস্ত্রবয়ন করিয়া আসিতেছেন, সেই চিরন্তন প্রামাণিক তাঁত ক্রমে পারদ হইয়া প্রাচীনকালে হুয়াংপে প্রদেশ লাভ

* কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন,—“No trace of linen cloth made from flax is to be found in Manu or in any other earlier works of the Hindus, and it is probable that flax has never been made from the linseed plant for the manufacture of yarn for weaving.” কিন্তু মহুসংহিতার ১০।৮৭ শ্লোকের “সর্গক ভাতকং নকং শাপং কোমাবিনাদি চ” চরণ পাঠ করিলে দেখা যবে হয় না, বরং ভাতকাদি আর্দ্যদিগকে সকল প্রকার লক ও মোট। বস্ত্রে পরণ্ডিতে লক বসিয়াই বিবেচনা করা যায়।

করিয়াছিল। ভাটিকানের ভার্জিল-পুস্তিতে মন্টকুসোন (Mont-fuscon) কর্তৃক মধ্যযুগীয় যে তাঁতের চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দের বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। উহার সহিত ভারতীয় তাঁতের মধ্যে নোনাড়ু আছে, তবে তা এক স্থানে সামান্য পরিবর্তনও দৃষ্টগোচর হয়। চীন জাতির রেশমী বস্ত্র-বুনা-তাঁত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং চীনজাতির বস্ত্রপাল-কল্পিত, ইহাতে বস্ত্রপরিপাটা অনেক অধিক। সম্ভবতঃ এই তাঁতের অনুকরণে বর্তমান জাপানের সকল গঠিত হইয়াছে। আরিষ্টটলে রেশমের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রীক ও রোমক-মিণের সুখসমৃদ্ধির সময় তাহাদের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে চীন হইতে রেশম ও তাঁত যুরোপে নীত হইয়াছিল। আরিষ্টটলের পূর্বে যুরোপে রেশমের আর ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখা যায় না।

বরনবস্ত্র।

বস্ত্রবুনান শিল্পিতে হইলে শিক্ষার্থীর নিপুণতা, ধৈর্যশীলতা, হস্ত-সঞ্চালনাদির পটুতা শিক্ষা করা আবশ্যিক। সহস্রাধিক সূত্র সূতা লইয়া তাহার প্রত্যেক সূতাচী বখানিয়মে প্রস্তুত এবং পৃথকভাবে বখানিয়মে সন্নিবেশিত করা আবশ্যিক। কোন অংশ ছোড়া ভাড়া দিয়া ভাড়াভাড়া করা অসহিষ্ণুতার ফল ও অত্যধিক বিলম্বের কারণ।

আমাদের দেশে হিন্দু তাঁতি এবং মুসলমান জোলা আছে, এখনও ইহার ১ ইঞ্চি চওড়া এক ফুট লম্বা চুল্লির মধ্যে ধরে এরূপ সূত্র সূতার প্রমাণ চারদর বুনিতে পারে। ম্যাকেন্টের বস্ত্রবরন-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হেতু ধীরে ধীরে আমাদের দেশ হইতে এই নিম্ননিপুণতা অপসৃত হইল—ম্যাকেন্টারের গুতাগমনেই এই বরনশিল্পের বিপর্যয় ঘটিল এবং অসমভাবে জোলা ও তাঁতির অন্ন কুরাইল। হুল-বুদ্ধি তাঁতিরা লাভের আশায় সূত্র সূতার আশ্রয় লইল এবং সূত্র-বুদ্ধি তাঁতিরা মোটা সূতার কাজ আরম্ভ করিল। কলে “অতি লোভে তাঁতি নষ্ট,” আর “জোলায় গারে গিমুটি তাঁতির পরনে নেংটি।” এই প্রবাদ বাক্য রচিত হইল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই উত্তর জাতির জাতীয় ব্যবসা এক হইলেও কাপড় বুনানি সম্বন্ধে সকল বিষয়েই জোলা ও হিন্দু তাঁতি পরস্পরে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। নিয়ে উত্তর পক্ষের বরনোপযোগী বস্ত্রের পরিচয় প্রস্তুত হইতেছে।

১ তাঁত (Loom)—তাঁত ভারতবর্ষে কতকাল হইতে যে প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে তাঁত বহু-পূর্বে হইতে একদিকে চলিয়া আসিতেছে; তাকে হাতের তাঁত বা বাঙ্গালা তাঁত বলে, উহা তাল কাঠে প্রস্তুত এবং সুশীর্ণ-কালহারা; এমন কি, তাহা পুরুষ পর্যন্ত একই তাঁতে কাজ

চলিতেছে এরূপ শুনা যায়। ইহার মাকু এক হাতে চালানিয়া অপর হাতে বসিতে হয়; একেই চওড় কাপড় ইহাতে বুনান অসুবিধা, তবে এই তাঁতের দ্বারা উচ্ছিন্নত মোটা সূত্র সব রকম বুনানি করা যাইতে পারে; ইহাতে সূতা খুব কম ছিঁড়ে এবং বেশী সূত্র বুনানির কাজ হয়, জাপানের দ্বারা সেরূপ হওয়া হয়, তবে বাঙ্গালা তাঁতের দ্বারা কাজ বেশী দ্রুত হয় না, একজন মুলক তাঁতি এই তাঁতে প্রতি মিনিটে ৩১।৩১ বার মাকু চালাইতে পারে। ইহার প্রধান দোষ এই যে, মাকু ঠাড়াইবার জন্য ইহাতে কোন আশ্রয় স্থান নাই এবং চালানিতে সকল বার ঠিক সরলভাবে বা সমান ভায়ে চালান ঘটে না, তজ্জন্ম মাকু অনেক সময় পড়িয়া বাইবার সম্ভাবনা।

ফলের তাঁত (Fly shuttle loom)—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম কে নামক একজন সাহেব প্রথমে এই তাঁত প্রচলন করেন, ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী মতে, কেবল বাঙ্গালা তাঁতের অভিনব সংস্করণ (Improvement) মাত্র। মূলতঃ তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। তাল সেগুন বা শাল কাঠ দিয়া উক্ত দুই প্রকার তাঁতই প্রস্তুত হইয়া থাকে; কাঠটি বেশ মজবুত ও শুক হওয়া আবশ্যিক; মজুত কিছুদিন পরে উহা বাঁকিয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইবার সম্ভাবনা। ইহার অনেক অল্প প্রত্যক্ষ আছে, কোন একটা অংশ বাঁকিয়া গেলেই কার্য অচল হইয়া পড়ে। তাঁতের অল্প প্রত্যক্ষগুলির বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল,—

দক্তি (Lay)—যাহার উপর দিয়া মাকু যাতায়াত করে সেই কাঠখানি ও তাহার উত্তর পার্শ্ব দ্বারা দুইটি একত্র দক্তি নামে খ্যাত, বাঙ্গালা তাঁতে বাঁকবিহীন এই কাঠটি দক্তি নামে পরিচিত ছিল, বিলাতী তাঁতে তাহাই উন্নত (Improved) আকারে এই রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাতে ২ খানি কাঠ আছে, উপরের খানির সহিত নীচের খানি অতি স্থলর ভাবে সংযোজিত। যখন মাকু অনবরত যাতায়াত করিতে করিতে কাঠের উপরিভাগটি ক্ষয়, পাতলা বা অসমতল (uneven) হইয়া আইসে, তখন সামান্য ব্যয়ে কাঠখানি বদলাইয়া লইলে আবার সেই তাঁত ঠিক নুনের ভায় কাজ করে। সেগুনের অপেক্ষা ইহা পুরাতন পাকা শাল কাঠের হওয়াই ভাল। এই কাঠখানিকে “রেল” (Shuttle race) বলে, উহার উপর দিয়া মাকুর ঢাকা চলে বলিয়াই উহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই দক্তিখানির নির্মাণচাকুরীর উপরই অধিক পরিমাণে সময় ব্যয়ের ভালমন্দ নির্ভর করে। এই কাঠখানি ২১ কি ৩ ইঞ্চি পরিমিত, নিরূপণ সমতল, উপরিভাগ উপর হইতে নীচের দিকে ক্রমে ঢালু অর্থাৎ কারিকরের ঠিক কোলের

দিকে যে প্রান্ত থাকে, তাহা ২ ইঞ্চি উচ্চ হইলে অপর প্রান্ত আধ ইঞ্চি হইবেক। এই ঢালু (Slope) ঠিক হিসাব মত হওয়া চাই। ঢালু হঠাৎ বেশী (Abrupt) হইলে মাকু উপলব্ধি পড়ে বা সানার সহিত বেশী ঝুঁকিয়া চলিতে থাকার সানার সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায় এবং কাঁপ (বুনবার সময় পা দিয়া চাপিয়া মাকু চলিবার সজ্জা করা) বেশী জোড়ে চাপিতে হয়; তজ্জন্ত “ব” এর হতা এবং টানার হতা বেশী কাটিবার সম্ভব। আবার যদি ঢালু কম হয়, তবে মাকু পড়িবার কথা এবং কাঁপে হতা ভাল টান হয় না। এই রেলটির ঢালুদিকে একটা জুলি কাটা (Groove) আছে, সেটা সানার বসাইবার স্থান। সেটা ঠিক সরল ও সানার মাপ মত সরু হওয়া আবশ্যিক। সানার বসাইতে বেশী তেজা বা টিল না হয়, কারণ তাহা হইলেই মাকু পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দৃষ্টিপানি বেশ সোজা এবং পরিষ্কার হওয়া নিত্য দরকার। কাপড় বুনানির সময় এই দৃষ্টিকে কোলের দিকে টানিয়া “প’ড়েনের” হতা চাপিয়া লইতে হয়। ইহা বেশী গলে কার্যে ব্যাঘাত ঘটে। কোটের ছিট বা বিছানার চাবর ইত্যাদি মোটা কড়ের জন্ত এই দৃষ্টিপানি একটু মোটা রকম ও শাল কাঠের হওয়াই দরকার, আর সরু কাপড় বুনানির পক্ষে ইহা হালকা অর্থাৎ সেগুণের হইলেই সুবিধা।

বাক্স (Shuttle box)—পূর্ক-বর্ণিত রেলের দুই পার্শ্বে গাচার মত দুইটা থেরা স্থান আছে, তাহাকে বাক্স বলে। মাকুটা এক বাক্স হইতে চালিত হইয়া অপর বাক্সে যাইয়া পড়ায়। ঐ বাক্স ১৫।১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং মাকুর অধরূপ চওড়া। কলের তাঁতে এই নুতন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই বাক্সটা মাকুর গতিকে নিয়ন্ত্রিত (Regulate) করিয়া দেয়। বাক্সের মধ্যে একটি জুলি-কাটা (Groove) থাকে, তাহাতে চৌপলা একটি কাঠের টুকরা (wooden block) বসান আছে, ঐ টুকরাকে “মেড়া” (Picker) বলে। একটি লোহার শিক ঐ মেড়ার উপরায় ভেদ করিয়া একদিকে বাক্সের মুড়ার কাছে ও অপর দিকে পাখার সংলগ্ন একটি ছকে আবদ্ধ আছে। মেড়ার এক প্রান্ত জুলির মধ্যে ও অপর প্রান্ত শিকের সহিত লাগান থাকার বেশ খাড়া হইয়া বসিয়া থাকে। মেড়ার বাহিরের দিকে দুইট ছিট করিয়া তাহাতে দড়ি পরান হয়। সেই দড়ির সহিত তাঁত খুলাইবার জন্ত দড়ির বোগাযোগ আছে, মেড়া ঐ বাক্সের একেবারে প্রান্তভাগে এক মাকুটা সম্পূর্ণ বাক্সের মধ্যে থাকে। ছাৎল ধরিয়া টানিলেই মেড়ার টান পড়ে, এবং মেড়াটা শিকের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া মাকুর অগ্রভাগকে আঘাত করে। তখন সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মাকু ছুটিতে থাকে, কিন্তু

বাক্সটি মাকুর দুই পার্শ্বে বেসিয়া থাকে বলিয়া উহার গতি নিয়ন্ত্রিত (Regulated) হয়। বাক্স বেশী চওড়া হইলে মাকু লাকাইয়া উঠে এবং রেল চওড়া হইলে পড়িয়া যায়। মেড়ার সহিত দড়িটাও বেশ হিসাব করিয়া বাঁধ দরকার, যেন উহার টানে মেড়াটি সহজ ভাবে ও কাঁচ না হইয়া আসিতে পারে এবং আঘাতটি যেন বেশ জোরের সহিত ঝুঁকাবে লাগে। শাল কাঠের মেড়াই ভাল, সেগুণ বা অন্য কাঠ হইলে শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অনেক তাঁতে চামড়ার মেড়া দেখা যায়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

মুট-কাট (Top-batten)—ইহা একখানি ২” বা ২½” দলের নীরস শাল বা সেগুণ কাঠ; ইহার উপরিভাগ অর্ধ বৃত্তাকার, নিম্নভাগ চেন্দা এবং তাহার মধ্য দিয়া দৃষ্টির রেলের জুলির অধরূপ ঝুঁ ও সরু জুলি (Groove) আছে। ঐ কাঠখানি রেলের সমান্তরাল করিয়া তাঁতের উভয় পার্শ্বস্থিত কোল পাখার সহিত এরূপ খাঁচ করিয়া বসাইতে হইবে যে, ইচ্ছা-মত মুটকাট উপরে তোলা বা খোলা যায়। এট উপর ও নীচের জুলি দুইটির মধ্যে সানার বসিবে। এই দুইটি জুলি ঠিক সরল এবং সানার অধরূপ সরু না হইলে সানার লাগান দ্রুত হয় এবং “প’ড়েনের” হতায় ভাল বা লাগে না। সরু বুনানির পক্ষে সেগুণ এবং মোটা বুনানিতে শাল কাঠের ভারী রকম-মুট-কাট ভাল।

পাখা (Side-bar)—কোন কোন তাঁতে দুই পার্শ্বে ৪’ বা ৫’ ইঞ্চি চওড়া দুইখানি তক্তা লাগান থাকে; কুটিরায় যে প্রকার তাঁতে বস্ত্রবয়ন হয় তাহার প্রথমে দুই পার্শ্বে দুইখানি ২ বা ৩½” চওড়া এবং আবার তাহার দুই পাশে দুইখানি ১” ইঞ্চি সরু পাখা থাকে। ঐরূপ বেশী লম্বা তাঁতে ৪ খানি পাখা দিলে বেশী মজবুত হয়; এই পাখা দুইখানির নিম্নভাগে জুলি কাটিয়া মুট-কাট বসান থাকে। জুলি এক দিকে ৪ বা ৫ ইঞ্চি ও অন্যদিকে ৭” বা ৮” ইঞ্চি। মুট-কাটটা সানার পরাইবার সময় বাহির করা দরকার, সে জন্ত যে দিকে বেশী জুলি থাকে, মুট কাটটির সেই মাথা উপর দিকে টানিলে সহজে সে মুখ বাহির হইয়া যায়, তৎপরে অপর মুখ বাহির করা আবশ্যিক। কুটিরায় তাঁতের পাখাগুলি অল্প তাঁতের পাখা অপেক্ষা কিছু লম্বা, ইহাতে ব্যাসার্ধ বড় হওয়ার দৃষ্টি দিয়া বা দিবার সময় কম জোরে আসিয়া বা লাগে বলির টানার হতায় বেশী জোর লাগে না এবং পড়েনের হতাও বেশ সহজে ঝুঁকাবে চাপিয়া যায়।

মাথা-কাঠ (Top-bar)—তাঁতের উপরস্থিত একখানি লম্বা কাঠ; ইহা পাখাগুলিকে ধরিয়া থাকে। এখানি তাঁতের দৃষ্টির ঠিক সমান্তরাল থাকার সম্বন্ধ ঘটিয়া একটি সম-চতুর্ভুজ

আকারে পরিণত হইয়াছে। এই মাথাকাঠ হস্তি অপেক্ষা দুই দিককে কিছু কিছু ছোট থাকে। মাথা কাঠের দুইপাশে দুইটা সরু লোহার শিক লাগান আছে, তাহার উপর সমস্ত তাঁত কুলিতে থাকে।

ফ্রেম (Frame)—তাঁতের মাশ লইয়া ফ্রেমটা প্রস্তুত করিতে হয়। তাঁতের মাথাকাঠটা বড় লম্বা হইবেক, ফ্রেমটাও তত লম্বা হইবে। ফ্রেমটির উপরে নীচে 'বাতা' (কাঠ) দিয়া আঁটিয়া খুঁটা করতীর উপরে এড়া দিকে ২টা পৃথক ছড় (Bar) লাগাইতে হয়; সেই ছড় ইচ্ছামত উপরে উঠান বা নীচে নামাইবার জন্য খুঁটার পার্শ্বদিকে কুলি কাঠ আবশ্যক। উপরের ছড়ের সঙ্গে দড়ি লাগাইয়া ইচ্ছামত তাঁত নামান বা উঠান বাইতে পারে।

মাকু (Shuttle)—বাঁদালা বা বেশী তাঁতে যে মাকু ব্যবহৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণ লৌহ বা পিত্তল নির্মিত। কলের তাঁতে কাঠ ও লৌহনির্মিত মাকুর ব্যবহার আছে। তবে কোন কোন ছাণ্ডন্যুম (Chatterton's Handloom) সম্পূর্ণ লৌহ-নির্মিত মাকুই ব্যবহৃত হয়; কলের তাঁতের মাকু কিছু বেশী লম্বা-চওড়া। উভয় প্রান্তে লোহার ঠেস লাগান ১৪১৫ ইঞ্চি লম্বা একখানি কাঠ মাকু বলিয়া পরিচিত। তাহার অগ্রভাগ কলার মোচার মত সূচাল (pointed) এবং ক্রমে মোটা হইয়া কাঠের সঙ্গে একরূপভাবে মিশিয়া থাকে যে, কোড়া স্থানের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। ইহার কাঠেরও কোনরূপ আঁশ দেখা যায় না। প্রান্তস্থিত সূচাগ্রভাগ মাকুর ভার-কেন্দ্রের সঙ্গে এক সরল রেখায় থাকে। মাকুর মধ্যভাগে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের দুই পাশে $\frac{1}{4}$ কাঠ রাখিয়া ভিতরের কাঠ কাটিয়া ফেলে, ঐ ফাঁকের বামদিকে একটা লোহার পেঁচ আর দক্ষিণ দিকে একটা সরু ছিদ্র (Eye) থাকে। ঐ ছিদ্রটির মধ্যে একটা লৌহ চুম্বি দিতে হয়। চুম্বিটির পরিবর্তে কাঁচের মতি দিলে ভাল হয়। প'ড়নের সূতার নলী বা খালীর গোড়ায়ও পেঁচ কাটা থাকে। সূতা-ভরা-নলী মাকুর পেঁচে আঁটিয়া সূতার এক প্রান্তে অর্থাৎ সেই মাকুর অপর দিকের ছিদ্র সংলগ্ন লৌহ-চুম্বির মধ্য দিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। মাকুর নীচের দিকে দুই পাশে দুইখানি লোহার ঢাকা দুইটা ফুর দ্বারা লাগান থাকে, তাহাতেই মাকু দ্রুতগতিতে চলে ও বেশী সংঘর্ষণ হয় না। ঢাকার ফুটা টিল করিয়া দিলে বা একটু তৈল দিয়া লইলে ঢাকা ভালরূপ ঘুরিতে থাকে। সরু কাজের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সরু মাকুই ভাল। মাকু খুব ভারী বা খুব পাতলা ভাল নহে। তেঁতুল, বেল, শিরীষ প্রভৃতি আঁকনুত কাঠের মাকুই প্রশস্ত। মাকুর পেঁচের সহিত প'ড়নে নলীর সূতা

লাগান থাকে, তাহা সময় সময় ছুটরা যায় ও সূতা ছিঁকিয়া পড়ে। এই কারণে ইঞ্জিয়ার মাকু ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজের সময় মাঝে মাঝে মাকুর তলে ও পাশে তৈল বিতে হয়।

হাতল (Handle)—সেগুন কাঠে প্রস্তুত একটা ছোট দণ্ড। উহা হাত দিয়া ঘুরিতে হয়। ইহার সহিত তাঁতের সমস্ত দড়ি এবং মেড়ার দড়ির যোগ থাকে। ইহা ঘুরিয়া টানিলেই মেড়া বাতারাও করে। এই হাতলটা বেশী মোটা বা ভারী হওয়া ভাল নহে, কেন না এই হাতলের ভারেও বাস্তবের কথা হইতে মাকু বাহির হইতে পারে।

তারাকুং—ফ্রেমের উপরে তাঁতের মাথাকাঠের সমান্তরাল আর একটা কাঠের ছড় বা সরল বংশ দণ্ড। উহা ফ্রেমের একোকাঠের (Cross bar) সঙ্গে আঁটি থাকে। ইহাকে "বক"ও বলে।

হাত খিল বা খিল কাটি—ইহা এক ফুট বা লওয়া ফুট সরু একখানি কাঠখণ্ড। ইহা একদিকে সরু করিয়া নরাজের ছিঁদের মধ্যে দিতে হয় এবং ইহাতে একটা দড়ি লাগান থাকে। কাপড় জড়াইয়া হাত খিল লাগাইয়া ফ্রেমের সহিত একটা কাঁশি দিয়া রাখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাহির-নরাজের মধ্যেও ঐরূপ একটা কাঁশি দিয়া মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে হয়। এট কাঠটিকে খিল বা মোড়ানি বলে। নরাজের সহিত 'Toothed wheel' লাগান থাকিলে এই কাঠের আবশ্যক হয় না।

পাশা বা পাদল (Treadles)—ফ্রেমের নিম্নে লম্বা কাঠের মাঝখানে ইহা লাগান থাকে। ইহা পা দিয়া চাপিতে হয়। "ব" এর বেগনার সহিত দড়ি দিয়া এই পাদল বাঁধা থাকে। আবশ্যকমত এক একখানি করিয়া চাপিতে ও ছাড়িতে হয়।

নরাজ (Beams or Rollers)—প্রত্যেক তাঁতে দুইটা করিয়া নরাজ থাকে। একটা কোল-নরাজ আর একটা বাহির নরাজ। ইহাকে গুট এবং পাটও বলে। নরাজ সেগুন কাঠের ভাল, দালের হইলে আরও দ্বারা হইতে পারে বটে, কিন্তু ভারী হয়। কেহ কেহ দেবদারু, ছাত্তিম প্রভৃতি কাঠের করেন, কিন্তু তাহা সহজে ফাটিয়া বা বাঁকিয়া অকরণ্য হইয়া পড়ে। নরাজ প্রায়ই সকলেই কুলাইয়া গোল করিয়া থাকেন, তবে শ্রীরামপুর অঞ্চলে চোপলা নরাজও চলিত আছে। বাহা হউক, একরূপ চোরস (Pleas) হওয়া আবশ্যক যে, কোনরূপ উঁচু নীচ বা তেঁড়া বাঁকা না থাকে, তাহা হইলে সূতা খোঁচ হইয়া কুলানির সময় বিশেষ অসুবিধা ঘটে। ফ্রেমটি বড় বড় লম্বা হইবে, নরাজও তত বড় লম্বা করিতে হইবে এবং তাহার দুই মাথার দুইটা গলা করিয়া ফ্রেমের খুঁটার মধ্যে বসতক প্রবেশ করাইয়া বাহাতে স্বন্দররূপে আঁটিয়া থাকে, এরূপ করিবে; কারণ

তাহাতে বুনিয়ার সময় নরাজ ডাঙ্কিনে বা বাঁধে সরির কাপড় তেঁড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁতে বস্ত্র প্রবেশ করিয়া কাপড় বুনি হইবে, নরাজের মধ্য দিয়া ততদূর পর্যন্ত আঁধ ইকি চওড়া একটা লম্বা জুলা থাকিবে। নরাজের মধ্যবিন্দু ঠিক করিয়া তথায় একটা চক্রাকার দাগ দিয়া লওয়া ভাল। সেইরূপ ৪২", ৪৩", ৪৪", ৪৫" ইকি স্থানেও দাগ দিয়া বিভিন্ন রং দ্বারা সজ্জিত করিয়া লইলে কাজের সুবিধা হয়। নরাজের দক্ষিণ দিকে ১" বা ১½" ইকি কাঠি বাইতে পারে, এইরূপ দুইটি ছিদ্র থাকা উচিত। কেহ কেহ নরাজের দক্ষিণ প্রান্তে লোহার দাঁতবুলী চাকা (Toothed wheel) লাগাইয়া তাহার উপরে একটি ছেনী আঁটিয়া লয়েন।

কোল-নরাজ (Cloth Beam)—এইটা কারিকরের ঠিক কোলের দিকে থাকে বলিয়া ইহার নাম কোল-নরাজ। ইহার নিম্ন দিয়া পা চালাইতে হয়। তাঁত ক্রেমে বুলাইতে হইলে চেয়ারে বসিয়া যে স্থানে বুলাইতে হইবে এবং মাটিতে তাঁত বসাইলেও বসিবার স্থানের ঐরূপ একটুকু উপরে বসাইয়া লইতে হইবে। সে: জন্ত ক্রেমের নরাজে একবারে না আঁটিয়া চামড়ার দল বা কিতা দিয়া বুলাইয়া রাখা কর্তব্য। কোল নরাজে এবং বাহির নরাজে প্রথমে হুতা টান করিয়া লইতে হয়, পরে যেমন বুনি হইতে থাকে, তেমনই কোল নরাজে কাপড় জড়াইতে এবং বাহির নরাজ চিল দিয়া হুতা ছাড়িতে হয়।

বাহির-নরাজ (Warp Beam)—এই নরাজে টানার হুতা জড়ান থাকে। ইহা ক্রেমের অপর দিকে কোল নরাজের অপেক্ষা কিছু নীচে লাগাইয়া লইতে হয়। তাহাতে টানার হুতা বেশ টান্ টান্ থাকে। তাঁত মাটিতে বসাইলে এই নরাজ হঠাৎ ও বখাওয়ানে ছোট ছোট খুঁটির উপরে বসাইয়া লওয়া আবশ্যিক।

ওসারি বা মতি (Stretcher)—কাপড় বুনিবার সময় ছই নরাজের দ্বারা যেমন হুতা ও কাপড় লম্বাভাবে টান রাখিতে হয়, সেইরূপ যে আঁধ বুনা হইতেছে, তাহার বহরের দিকেও টান থাকা আবশ্যিক; সেইজন্য তাহার মুখে টান রাখিবার অভিপ্রায়ে দুইখানি বাঁধারির সৰু কাবারি ধনুকের মত করিয়া লাগাইতে হয়। ঐ কাবারি দুইখানির অগ্রভাগে আলপিন্ বা সৰু লোহ বাঁধিয়া লইয়া তাহাই পাড়ের কাছে বিধিরা বিতে হয়। কাবারি দুইখানির মাঝখানে এইরূপ ভাবে হুতা দিয়া বাঁধা থাকা দরকার; যেহেতু ইচ্ছাসত্ত্বে ধনুকে বেশী ভোর বাঁধির ভোর দেওয়া যায়। কাপড়ের ওসারি রাখে বলিয়া ইহার নাম "ওসারি"।

বেলনা বা তুলপসর—পাল বা সেগুন আঁধবা জন্ত কাঠের ১ বা ১½ ইকি মোটা এবং ৩ ফুট লম্বা একখানি কাঠের দণ্ড।

তাহাতে ছিদ্র করা বা বাঁচ কাটা থাকে, তাহার উপর দিকে "ব" এর কাঁপের শরের সহিত ও নিম্ন দিকে পাদলের সহিত বড়ি দ্বারা সংযোজিত থাকে।

কাঁপ (Healds)—ইহা ঠিক সানার পরেই থাকে এবং ইহার মধ্যে দিয়া টানার হুতা চলিয়া সানার ছিদ্র পার হইয়া যায়। হুতার হুতার একরূপ শিকলের মত কাঁপড়া থাকে, তাহাকে "ব" বলে। ঐরূপ "ব" চারি পাক্তি এবং "ব" এর উপরে নীচে ও মধ্যস্থানে একএকটি শর (Heald Shaft) সংলগ্ন দেখা যায়। উপরের শর নাচনির সহিত হুতা দিয়া এবং নীচের শর বেলনার সহিত আবদ্ধ থাকে। পাদলের সঙ্গে সঙ্গে এই 'ব'ও উঠা নামা করে, ইহাকে "কাঁপ তোলা" বলে। কাঁপের সঙ্গে সঙ্গে সানার কোলের দিকেও একটা কাঁক হয় তাহাই নাকু চলিবার পথ। পায়ে এই কাঁপ তোলায় সঙ্গে সঙ্গে হাতল টানিবার একটা ভাল আছে। সেইটা অভ্যস্ত লইলে দ্রুত কাপড় বুনিবার আর ব্যাঘাত হয় না।

সানা বা নাছ (Reed)—বিশেষ সৰু খিল বা শরের সৰু কাঠি দ্বারা এই সানা তৈয়ারি হয়। ইহা দেখিতে ঠিক চিকুণীর জায়। ইহার খিল এবং কাঁক সমান ভাবে থাকে। যে সকল মুসলমান কেবল এই সানা প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে "নাছ" বলে। বিশেষ বা শরের উপরিভাগটি খুব পাতলা করিয়া চাঁচিয়া ২" বা ২½" ইকি লম্বা সৰু সলা করিয়া বাঁধিয়া যায়। ইহার উপর ও নীচে অতি পাতলা বিশেষ বেতী আছে, তাহা হুতার মধ্যে থাকায় দেখা যায় না; তাহাতেই সানা শক্ত থাকে। বিশেষ অপেক্ষা শরের সানা ভাল; খুব পাকা বিশেষ সানা হইলে তাহার ধার বেশী হয়, আবার খুব কাঁচা বিশেষ হইলে তাহার খিল বাঁকিয়া বাইতে পারে। পামছা ইত্যাদিতে ৩০০-৭০০ সানা এবং ৪০ নং হুতার ১০৫০ বা ১১০০ সানার ব্যবহৃত হয়। ৪০" ইকি দৈর্ঘ্যের মধ্যে বস্ত্র কাটি থাকে, তাহাই সানার সংখ্যা ধরা হয়। কাপড় বুনিার সময় বা কাপড় এক প্রস্থ উঠিয়া গেলে সানার তেল দিয়া লইতে হয়। তাহাতে সানা মজবুদ হয় এবং হুতাও ভাল চলে। বহিঃকর্ত্তির রেশ অপেক্ষা সানা ছোট হয়, তবে সানা মধ্যভাগে বসাইয়া ছই পার্শ্বে মোটা কাগজ দিয়া সানার সহিত মিল করিয়া লইতে হয়। এই মিল ভাল না হইলে নাকু পড়িয়া যায়। এইরূপ কাগজ দিয়া না লইলে নাকু সেই কাঁক দিয়া বাহির হইতে পারে। সানার মধ্যে কোন স্থানে ১১টি খিল জাধিয়া গেলে পাশের যে স্থানটা কাপড়ের বাহিরে থাকে, তথা হইতে ২১টি খিল বসাইয়া ঐ তর খিল বসাইতে হয়। সানা হঠাৎ না জাধিয়া গেলে ২ বা ২½ বৎসর চলে।

নাচনি (Lever)—সেতন কাঠের ৫ কি ৬ ইঞ্চি দূর
তক্ত। ইহার মধ্যভাগে একটি ছিদ্র এবং উত্তর প্রান্তে দুইটা
খাঁজ কাটা থাকে। মধ্যভাগের ছিদ্র মধ্যে সরু দড়ি বা হুতা দিয়া
উপরে ভারাক্রান্ত বোঝা আছে, তাহার সহিত বাধিতে হয়;
আর দুই পাশে যে ২টা খাঁজ কাটা আছে “ব” এর পর (Herald
shaft) পেঁচাইয়া হুতা আনিয়া ঐ খাঁজের সহিত বাধাইয়া দিতে
হয়। নাচনি কাপড়ের বহর বিবেচনার ৩.৪ বা ৫টা করিয়া
ভিত্তি হয়। যে করটা দিলে “ব”র বেশ টান থাকে, তাহাই
দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু টেরহা ছিট বা শিহানার চাষর বুনিতে
৮ পাট “ব” লাগে; তাহাতে ৬টা কি ৯টা নাচনির আবশ্যক।
সময়ে সময়ে নাচনি না লাগাইয়া ছোট ছোট ধুক উপরের
ভারাক্রান্তের সঙ্গে বাধিয়া লইলে ঐরূপ কাজ চলে, ঐ ধুকগুলি
স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট (Elastic) হওয়ার পাদল ছাড়িয়া দিলেই
“ব” আপনি আবার উঠিয়া আইসে।

নাচনির পাট—আড়াই কি তিন ইঞ্চি টুকরা তক্ত।
ইহার দুই প্রান্ত ২টা ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া
নাচনির দড়ি পেঁচাইয়া উপরে তারা-জুতের সহিত বাধিতে
হয়। যদি “ব” উঠান বা নামান আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত
হয়, তাহা হইলে পাতি ধরিয়া नीচে বা উপর দিকে টান দিতে
হইবে। তদনুরূপ ইহাতে বিশেষ কোণে দড়ি লাগাইতে হয়।
সে জন্য এই দড়িকে “ধাঁপা”র দড়ি বলে। মতান্তরে এই পাতি
না দিয়া সোজা হুতা নাচনির সহিত উপরে তারা-জুতের কড়া
পেঁচাইয়া দড়ি বেড় দিয়া আনিয়া দড়ির অগ্রভাগ দড়ির পাকের
মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও ঐরূপ ছোট বড় করিতে পারা যায়।

বেচ্কা—একটা সোজার সরু হুতা; অগ্রভাগে বড়লীর ভার
আঁকড়া আছে, কোন হুতা ছিড়িয়া গেলে ইহার সাহায্যে ছিদ্র-
হুতা “ব” এর অবস্থা সানার মধ্য দিয়া আনা হয়। সোজা বুনি-
বার কাঁটা লইয়া অথবা বাঁশের চটায় খাঁজ কাটা কাজ চলে।

শর বা ডালি (Shaft)—বাঁশের বা হুপারির ১ ইঞ্চি
দলের ছড়ি, ইহা সুরগোল করিয়া টাটিতে হয় এবং বক্র থাকিলে
অগ্নির উত্তাপে সোজা করিয়া লইতে হয়।

লির ডালি—অতি সরু ও পাতলা বাঁশের শর। উল্লিখিত
শরের উপরেও “ব” হুতার মোচড়ার মধ্যে, কাঁপের উপরে একটি
ও नीচে একটি থাকে। ইহাতে মোচড়াগুলি আঁটা থাকে।

জো-শর (Lase maker)—ইহাও বাঁশের পাতলা ছড়ির
মত, এইরূপ তিনটা জো শর কাঁপের পরেই পাশাপাশি থাকে
এবং কাপড়ের জো ঠিক রাখে। কাপড় যেমন কুলাইতে
থাকে, তেমনই এই কাঁঠিগুলি সরাইয়া দিতে হয়। এই শরগুলি
তক্তা বাঁশের হইলেই সুবিধা।

উল্লিখিত করক প্রকারের পর উক্তরূপ টাটিয়া শিরীষ
কাপজ দ্বারা এরূপ পালিশ করিয়া লওয়া আবশ্যক, যেন কোন
রূপে হুতার আঁশ না উঠে।

ডলটো কোলপুত বা “ব” পাট—সেতন কাঠের ৬ ইঞ্চি দূর
৩ ৬ ইঞ্চি পরিমিত একখান টুকরা কাঠ। ইহার চোহারা রক্তকটা
“ব” এর মত; একদিকে সরু অপরদিকে ৩ ইঞ্চি পরিমিত। সরু
দিকে একটি ছিদ্র আছে; কাঠখানি খুব পালিশযুক্ত ও পাতলা।
“ব” বাঁধিবার সময় ইহার আবশ্যক।

চরকি (Swift)—ছোট একখানা বাঁশ কি হুপারীর কাবারিকে
একটা ধুরার (axle) মত করিয়া এবং তাহার দুইদিকে পাড়ীর
চাকার পাটির ভার পাতলা কাবারির পাট লাগাইয়া হুতা দিয়া
উত্তর দিকের পাটগুলি বাঁধিয়া দিতে হয়; পরে উহা একটা
বাঁশের চুম্বির মধ্যে বসাইয়া লইলেই চরকিতে পরিণত হয়।
চরকির একদিকের চাকা কিছু ছোট হওয়া আবশ্যক। সেই
দিকে হুতা পরাইয়া মোটা দিকে চাপিয়া চাপিয়া দিলে হুতা
বেশ আঁট হইয়া থাকে। হুতার টানে সহজে ঘুরে, এরূপ
হালকা চরকি হওয়া আবশ্যক।

চরকি ছোট বড় দুই তিন রকমের হয়; প্রথম রকম বাঁধা
(vertical) চরকি; সেগুলি একটা কাঠির উপরে বসান
থাকে। দ্বিতীয় রকম পাড়ী-চরকি (horizontal); ধুরা সমেত
পাড়ীর দুই চাকা দুইটা খুঁটিতে কুলাইয়া রাখিলে যেমন হয়,
এগুলিও সেইরূপ। তৃতীয় রকম মোটা হাত-চরকি (Conical),
এগুলি ছোট এবং মোচার মত ক্রমে হুতাল, এই চরকিতে
ছোট কাঁদের হুতা পরাইবার বেশ সুবিধা। সোজা টান
দিবার সময় এই চরকি ব্যবহার করে; চতুর্থ—বাওরা-হাত-
চরকি—ইহার গঠন প্রথম প্রকারের ভার, কেবল সরু কাঁদের
হুতার জন্যই ইহার ব্যবহার। ইহা এরূপ হালকা যে সামান্য
বায়ুবেগে ঘুরে, সে জন্য ইহাকে “বাওরা” চরকি বলে।

নাটা বা নাটাই (Reel)—ইহা অনেকটা বুদ্ধি উজানো
নাটাইএর ভার, তবে ইহার মাঝখান সরু নহে।—পোড়া মোটা,
ক্রমে আগার দিক্ অল্প অল্প সরু হইয়া মধ্যস্থিত দণ্ডের সহিত
নিশিরাছে। ইহাও ছোট বড় দুই রকম। হুতা পেঁচাইবার জন্য
যাহা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হাত নাটাই, আর হুতা বলাসের
(sizing) সময় যাহা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি কিছু বেশী মোটা ও
দুর্ভা অর্থাৎ তাহাতে ৪৫ হানে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া হুতা
নাটান হইতে পারে। নাটাইএর পাটগুলি বেশ পালিশযুক্ত
অথচ মজবুত হয়। বেশী পাতলা হইলে হুতা জড়াইতে জড়াইতে
মাঝখানে সরু হইয়া যায়, তখন হুতা বাহির করা যায় না।

দুর্ভা কাঠ—নাটাই বুলাইবার ছোট ২' x ৩' ইঞ্চি টুকরা

তক্তা ; ইহার মধ্যে দোয়াতের মত একটা গর্ত কাটা আছে ।
নাটাইএর গোড়া উহার মধ্যে রাখিয়া ঘুরাইতে হয় ।

টেকো—একটা সরু লোহার শিক । ইহার একদিকে জুর
জুর পেচ আছে এবং অন্তর্দিক্ হুচের জুর সরু । পেচওয়ালা
মুখের সঙ্গে পেচের খালি অর্থাৎ প'ড়েনের ছোট নলী (Pirn)
ও হুচাল দিকে বড় নলী (Bobbin) পরাইয়া হুতা জড়ান
হইয়া থাকে । চরকার চক্রের সম্মুখ দণ্ডের সহিত ইহা
লাগাইতে হয় ।

চরকা (Spinning wheel)—স্বনামপ্রসিদ্ধ “চক্রাকার”
যন্ত্রবিশেষ । একখানি কাঠ চক্রের পরিধি বেড়িয়া একটা জুলি
কাটিয়া লইতে হয়, অথবা ৮ খানি কাঠের পাট লইয়া দুইখানি
চাকা প্রস্তুত পূর্বক আর একটা কাঠের ধুরার (axle) সহিত
তাহা আবদ্ধ করিবে, পরে সেই চাকা উভয় প্রান্তোপরি পাটি,
বেত, হুতা বা সরু পাতলা তক্তা দ্বারা আঁটিয়া লইবে ।
ধুরাটা দুইটা খুটার ছিঁদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে ও ঐ ধুরার
এক প্রান্তে একটা হাতল লাগাইয়া দিবে । তৎপরে ঐ
চক্রের সম্মুখেই হাড়-কাঠের মত মধ্যে কাঁক বিশিষ্ট একটা
কাঠের খুঁটা পুতিবে । একটা হুতা বা ফিতা (মাল বলে)
চরকার চক্র বেড়িয়া ঐ হাড়-কাঠের সংলগ্ন টেকোতে
জড়াইয়া রাখিয়া হাতল দিয়া চরকা ঘুরাইলে ঐ টেকো ঘুরিতে
থাকে । চরকা বত বড় হইবে, টেকো তত শীঘ্র ঘুরিবে ।

টানার নলী (Bobbin)—এগুলি আকারে ৪ ইঞ্চি লম্বা,
দুই পার্শ্বে গাড়ীর চাকার জুর এবং মধ্যভাগে সরু । টেকোর
লাগাইবার জন্য ইহার মধ্য দিয়া লম্ব-ভাবে ছিদ্র থাকে । নলী
সেগুণ বা অল্প কাঠের হয় । টানার হুতা পেচাইতেই
ইহার ব্যবহার । বাঁশের ককি দিয়াও কারিকরেরা নলী
করিয়া থাকে ।

খালি বা প'ড়েনের নলী (Pirn)—ইহা নরম রুমের
বাজে কাঠে প্রস্তুত । ইহার গোড়া মোটা এবং ক্রমে সরু
হইয়া অগ্রভাগ হুচাল ; গোড়ার জুপের জুর পেচ আছে,
টেকোর পেচের সঙ্গে লাগাইয়া ইহাতে প'ড়েনের হুতা জড়াইতে
হয় । টানার নলীর মতও একরকম সরু প'ড়েনের নলী আছে ।

টানা-কল (Bobbin Frame)—সেগুণ কাঠের আলনার
জুর খাড়া বা পাররার বোনের মত একটা ছত্রী বা একটা
ফ্রেম । ৩" বা ৪" ইঞ্চি অন্তর লম্বভাবে (Lengthwise)
এক একখান পাতলা ছড়-লাগান, তাহার মধ্য দিয়া ২½ ইঞ্চি
অন্তর খুব সরু লোহার শিক পার হইয়া গিয়াছে । টানার
নলী এই সমস্ত শিকে পরাইতে হয় । ইচ্ছামত এই ফ্রেমটা
ছোট বা বড় আকারে গঠন করা যাইতে পারে । কিন্তু বড়

হইলে যদিও বেশী নলী ধরে, তথাপি তাহা টানিয়া ঘুরিয়া
বেড়ান কঠিন । কেহ বড় টানা কল ব্যবহার করিতে চায়
না । সচরাচর প্রায় ১০৫টা নলী ধরে, এইরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত
হয় । তাহাতে ৩ ফুট প্রস্থ ও চারি ফুট লম্বা করিলেই চলিতে
পারে । ইহার মাঝখানে দুই পাশে ধরিবার দুইটা হাতল আছে ।

বার বা চালি (Lease-taker)—ইহা সেলেটের জুর এক
ফুট পরিমাণ লম্বা ও চারি দিকে তক্তার ফ্রেমে গাঁথা, ঐ সরু
সরু অনেকগুলি কাবারি চিকের মত কাঁক রাখিয়া সাজাইয়া
লইয়া তাহার চারিদিকে ফ্রেম গাঁথা হয় । সমস্ত কাবারিগুলির
মধ্যস্থানে হুতা ছিদ্র থাকে । টানা দিবার সময় বার খানি
দক্ষিণে এবং বামে টানিলেই জালা বা ঝাঁপ হইতে থাকে ।

টানাঘাটা শর—কিছু মোটা রুম বাঁশের দণ্ড । অন্যান্য
১৩টা বা ১৭টা টানা দিবার কালে আবশ্যক । ঐ শরগুলি একটু
মজবুদ হওয়া দরকার, কারণ ইহা মাটিতে খাড়া ভাবে পুতিয়া
রাখিতে হয় ।

হল্কি—একখান ককির অগ্রভাগ চিরিয়া তাহার মধ্যে
কাঁচের ছোট একটু কড়া লাগাইতে হয় । ঐ কড়ার মধ্যে হুতা
পুতিয়া টানা দিতে হয় ।

মুড়াবাড়ি বা পালাবাড়ি—সরু সরল বংশদণ্ড তিনহাত
পরিমাণ লম্বা । ইহা উত্তমরূপ চাঁচিয়া লইতে হয় । টানার পরে
নরাজে জড়াইবার সময় এবং সানো ভরার সময় ইহা আবশ্যক ।

ঝাড়ন—সরু সরু ছোট কাঠি । নরাজে জড়াইবার সময়
ইহা দ্বারা টানার হুতাগুলিকে যথাস্থানে সংযত করিতে হয় ।

টানা-পেচা ডালি—একটি মোটা রুম সুপারির বা বাঁশের
শর । টানা জড়াইবার সময় আবশ্যক, ইহা নরাজের ছিদ্র মধ্যে
প্রবিষ্ট করাইয়া ঘুরাইতে হয় ।

সাতাশি বা চিরড়—বাঁশের ১½ ইঞ্চি চওড়া দুইখানি পাতলা
কাবারি । তাহার এক প্রান্ত খুব চোখা, অপর প্রান্তে সমদূরে
দুইটা ছিদ্র থাকে । ঐ ছিদ্র মধ্যে একটি শলাকা দিতে হয়,
তাহাতে কাবারি দুইখানি খাড়া হইয়া থাকে । “ব” বাধার সময়
ইহা আবশ্যক । মোটা পরকেও চিরড় বলে ।

ফুল্কি—বেণার অগ্রভাগ তুলির মত করিয়া প্রস্তুত করিতে
হয় । জোলায়া ইহা দ্বারা মাড় এবং জল দেয় । তাসনের
সময় ইহার প্রয়োজন । কিন্তু তাঁতিরা বড় ব্যবহার করেন না ।

মাজন বা ত্রাস—এই ত্রাস দেড় হাত পরিমিত লম্বা ; “হির”
নামে একপ্রকার শিকড় উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়, তদ্বারা এই
ত্রাস তৈয়ার হয় । মোটা হুতার কাঁক করিতে জোলায়া প্রায়ই
এই ত্রাস দ্বারা মাড় দেয়, ইহাকে তালন করা বলে । তাঁতিরা
আদৌ ইহা স্পর্শ করেন না ।

এতদ্বির ভূরি, কাঁচি, খুঁটা, মুগুর, বড়ি, হাতব্রাস, জামন-ফিতা, গজ, কোমাল, দা, বাশ প্রকৃতি আবশ্যক।

বয়ন-প্রক্রিয়া

বয়ন বুনানির প্রথম সোপান হ'ত-প্রস্তুত (Preparation of the yarn)। সর্বপ্রথমে হুতাকে বয়নোপযোগী করিয়া লইতে হয়। পাড়গারে এই হুতা প্রস্তুত ব্যাপারটা প্রায়ই কারিকরদের মেয়েরা করে। তাহার হুতা প্রস্তুত করিয়া একেবারে তাঁতে চড়াইবার উপযোগী করিয়া দিলে কারিকরেরা কাপড় বুনিতে থাকে। কারিকরেরা এক চড়ন বুনিতে বুনিতে ঐ সময়ের মধ্যে স্রীলোকেরা আর এক চড়নের সমস্ত যোগাড় করিয়া দেয়।

পূর্বে এদেশে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ঘরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবারের স্রীলোকদিগের মধ্যে চরকা কাটার রীতি ছিল। ব্রাহ্মণকুমারীর কাটা-হুতা আজিও বিবাহাদি শুভকার্যে চলিয়া থাকে। কবচাদি ধারণেও কুমারীর “ব” হুতা না হইলে চলে না। সেই চরকা কাটার জন্ত তাঁহারা হুতার সৰু মোটা হিসাবে গারিপ্রমিক পাঠিতেন। এক কেট হুতার মজুরী ১০ আনা পর্যন্ত ছিল। তৎকালে চরকার জন্ত এদেশে অন্নবস্ত্রের হুৎথ ছিল না। সকলেই বালাবহা হইতে চরকা কাটিয়া কিছু না কিছু রোজগার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনাদের মুখে এখনও চরকার প্রভাবজ্ঞাপক এইরূপ একটা কিংবদন্তী শুনা যায়—

“চরকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি।

চরকার দৌলতে আমার দরজায় বাধা হাতি।”

লোকপরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, ‘সে কালে চরকা কেটে হুতা করে তাঁতির বাড়ী দিলে সে ছয় আনা মজুরি নিয়ে যে কাপড় বুন দিত, তাহা পুরা এক বৎসরেও ছিঁড়িত না।’ ইহার কারণ এই যে, তখনকার চরকা কাটা হুতা রীতিমত পাকান হইত, তাহা সহজে ছিঁড়িত না, হুতরায় বুনানিও সহজে হইত। ইহাতে গৃহস্থেরও বস্ত্রব্যয় অনেক কম পড়িত। চরকা বন্ধ হইয়া যাওয়ার আমাদের দেশে বিশেষ কতি হইয়াছে; কলের হুতা নিত্যন্ত আলগা, হুতরায় তাহাকে বয়নোপযোগী করিতে অনেক মজুরী পড়ে, হুতাকে শক্ত, সূচিকণ এবং শৃঙ্খলযুক্ত করিতে না পারিলে আদৌ বস্ত্রবয়ন চলিতে পারে না। কাপড়ের লম্বাভাবে যে হুতা থাকে, তাহাকে ‘টানার হুতা’ (warp) এবং ঐ টানার হুতাকে দুই ভাগ করিয়া কতক হুতার উপর দিয়া ও কতক হুতার নীচে দিয়া মাকুর সাহায্যে যে হুতা কাপড়ের পরিসর দিকে থাকে, তাহাকে “পড়েনের হুতা” (weft thread) বলে।

টানার হুতা (warp) প্রস্তুত কালে বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। টানার হুতা বেশ লম্বা বা “ভাতান বানান”

চাই; পড়েনের হুতা (weft thread) পরিপাটী করিতে কিছু নরম থাকিলেও বিশেষ কতি হয় না, কিন্তু টানার হুতার খাটনি খুব বেশী, তাহা বেশ শক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং বখাছানে সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক।

হুতা-ডালা (Unfastening)—হুতা কিনিবার সময় হুতার বেশী গুটা বা কাটা আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। প্রতি মোড়ায় ২০ ফুড়ি শিকলি হুতা থাকে। দুই শিকলি করিয়া হুতা গৃথক করিবে। দুই হাঁটুর উপর বাধাইয়া শিকলি ভাগ করিয়া লওয়াই সুবিধা। ইহাকেই হুতা-ডালা বলে।

হুতা ভিজান (Wetting)—একটা গামলা বা বালতির মধ্যে পরিষ্কার জলে হুতা ভিজাইয়া রাখিবে। টানার হুতা এইরূপে তিন দিন ভিজাইয়া রাখা চাই। এতাই জল বদলাইয়া দেওয়া উচিত। পড়েনের হুতা এক দিনের বেশী জলে রাখার দরকার হয় না। হুতা ভিজাইলে মজবুদ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া খুব বেশী দিন ভিজাইয়া রাখা উচিত নহে। রসিন হুতা বেশী ভিজাইতে হয় না।

নাটা-করা (Winding the reels)—চতুর্থদিনে হুতার জল নিঃসৃত্য তাহার মধ্যস্থ জন্ত হুতার বাধা ফেটি (skein) গুলি পরস্পরে খসাইয়া লইবে। পরে একটু চরকিতে পরাইয়া চরকিটা ১১½ হাত দূরে ঝলাইবে। চরকির হুতাগুলি তখন দুই হাতে চিরিয়া ফেটি-(skein) গুলি পর পর সাজাইয়া লইবে। তাহাতে যদি একাধিক খেট বাহির হয়, তাহা হইলে তাহার একটু মাত্র লইয়া নাটার এক পাতিতে (কাবারী দণ্ডে) জড়াইয়া লইবে এবং অপর খেট-গুলি চরকির এক প্রান্তে জড়াইয়া রাখিবে; নতুবা চরকি ঘুরিবার সময় হুতার হুতায় জড়াইবার সম্ভাবনা। তৎপরে “পুরণী কাঠের” মধ্যস্থিত ঘোয়াতের ছায় গাঙের মধ্যে নাটার দণ্ডের আগাটী রাখিয়া এবং নাটার গোড়া উপরের দিকে করিয়া নাটাই-দণ্ডের মধ্যস্থল ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বামদিক হইতে দক্ষিণে ও অন্ত্যন্ত অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ হইতে বামে মোচড়া দিলেই নাটাই বেশ ঘুরিতে থাকে। তখন বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর দ্বারা হুতাটী সহজ ভাবে চিপিয়া ধরিবে। তাহাতে হুতার সহিত কোনরূপ জড়াল বা গিয়া যাইতে পারে না।

মোচড়া (Piecing)—হুতা মাঝে মাঝে ছিঁড়িলে গিরা দেওয়া ব্যতীত এই উপায়ে ঝড়িয়া লইতে হয়। দুইটা হুতার অগ্রভাগ বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দ্বারা ধরিয়া দক্ষিণ হাতের ঐ ঐ অঙ্গুলি দ্বারা উপর মুখে চাপিয়া পাক দিয়া সেই পাকের সঙ্গে সঙ্গে নীচ দিকে আনিয়া দক্ষিণের হুতায় সহিত মিলাইয়া নীচদিকে একটু চাপিয়া একটা মোচড়া দিতে হইবে।

ইহাতে হত্যার কোনও গিরা পড়িবে না, অথচ একগু কুড়িয়া হইলে যে, অল্প স্থান হিঁড়িবে, তবুও জোড়া খুলিবে না। মোড়কা ভালরূপ দেওয়া না হইলে বস্ত্রবস্ত্রকালে অনেক কুণ্ঠিতে হয়।

এই মোড়কা দেওয়ার মধ্যে ৩ ভাগি এক জোলাদের তেল আছে। উহাদের পরস্পরের বিপরীত প্রণালী। উপরে জোলাদের মোড়কার কথা লিখিত হইয়াছে। হিন্দু ভীতির বাম হস্তের বুঝাগুলি ও তর্জনির মধ্যে দুই হত্যার অগ্রভাগ লইয়া কীটনিকে পাক দিয়া এই সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে কুড়িয়া দেয়। সর্ব হত্যার ভীতির মোড়কা ভাল, আর মোটা হত্যার জোলাদের মোড়কা দেওয়াই সুবিধাজনক।

হতা ভাতান ও বলান (Sizing) — মোটা হত্যার ভাতের মণ্ড অথবা চিড়া ও খয়ের মিশ্রিত মত্ত এক সর হত্যার খৈয়ের মণ্ড ব্যবহৃত হয়। একখানি পাথর বা পাথ্রে মাড় লইয়া প্রথমে হত্যার কেটা বাম হাতে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহার গুঠে উত্তমরূপে মাড় মাখাইয়া লয়। পরে এই হতা মাড়ের মধ্যে একগু ভাবে চটুকাইতে হইবে যে, সমস্ত হত্যার গারে ভালরূপ মাড় লাগে অথচ হতা বিশুদ্ধ না হয়। তদনন্তর ছোট চরকির সাহায্যে এই হত্যার কেটা লাগাইয়া বড় নাটা দ্বারা পূর্ববৎ নাটাই করিবে। প্রথমে ভাতের মণ্ড দিয়া সমস্ত মাড়ের কাজ হইত বলিয়া আজও ইহাকে “ভাতান” বলে এবং মাড় দিবার পর হতা নাটাই করিলে হত্যার দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যায় বলিয়া ইহার নাম “বলান”।

ওকান (Drying) — নাটাকরা হইলে এই নাটাই রোজে দিয়া হতা শুকাইতে হয়। শুকাইয়া গেলে পূর্ব প্রকারে হতা খুলিয়া একটা চটর বা বাঁশের উপর শুকাইয়া রাখিবে। এই সকল কার্যে বস্ত্র শূন্য রাখা বাইবে, ততই জটিলতা কম হইবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং রোজে হতা শুকাইবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অগ্নির উত্তাপে হতা শুকাইয়া লওয়া বাইতে পারে। বেনী বাল্যার সময় কারিকরেরা প্রায় হত্যার মাড় দেয় না।

নলীভরা (Winding the bobbins) — হতা শুকাইয়া গেলে হত্যার কেটা বাম হস্তের বুঝাগুলি দ্বারা ঢাপিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ক্রমে মোড়কাইয়া বেশ উন্টাইয়া দিবে, এইরূপ করিলে হত্যার মাড়ের আটা ছাড়া হয়, তখন ছোট বাওরা চরকিতে এই কেটা পরাইবে। যেখানে হত্যার খেই জড়াইয়া রাখা আছে, তাহা ছিড়িয়া লইয়া একটা খেই টানার নলীর (Bobbin) গারে একই জড়াইয়া এই নলী টেকোর সর হত্যার দিকে আঁটিয়া, ভালহাতে চরকার পাক দিতে থাকিবে এক

বাম হস্তের দুই অঙ্গুলি দ্বারা সেই খেই ধরিয়া সমস্ত নলীর গারে হতা জড়াইবে। যেন নলী বেশ আঁট হয় অথচ সহজে হতা খুলিয়া আইসে। নলীর মধ্যভাগে মোটা এবং দুই দিকে সরু করিয়া হতা জড়াইলে ভাল হয়। টানার ক্রমের মধ্যে পরস্পর বাধিয়া না যায়, সেই বিবেচনায় নলীতে হতা জড়ান উচিত। পঁড়নের হতা ও বাসিতে (Pirn) একগু প্রকারে চরকার সাহায্যে জড়াইতে হয়, তবে খালি টেকোর পেঁচ-বুজ যুথের সহিত আঁটিতে হয়। মাকুর মধ্যে সহজে প্রবেশ করাইতে পারা যায় এইরূপ মোটা করিয়া হতা জড়াইবে।

টানার ক্রেম-সাজান ও বার-গাঁথা — বস্ত্র জোড়া কাপড় একেবারে আরম্ভ করা হইলে তাহার আবশ্যক মত নলী (Bobbin) পাকান হইলে টানাকলের মধ্যস্থিত শিকে এই নলগুলি পরাইবে; তৎপরে প্রত্যেক নলীর হত্যার খেই বাঁহর করিয়া একটা বারের দুই শলাকার মধ্যস্থ ফাঁকের মধ্য দিয়া টানিয়া লইবে; এইরূপে বস্ত্র নলী থাকিবে, অর্ধেক বারের ছিদ্র মধ্যে এবং অর্ধেক সলায় ফাঁক দিয়া হত্যার খেইগুলি প্রবেশ করাইয়া একত্র করিয়া একটা গিরা দিয়া বাঁধিতে হয়।

টানা হাটা (Warping) — চলিত কথায় টানা কাড়াও বলে। ভীতির প্রায় এক সঙ্গে ৪ জোড়া হইতে ১২ জোড়া পর্যন্ত টানা দিয়া থাকে। বস্ত্র হাত কাপড় হইবে বা তাহা ১১/২ হাত বেশী লম্বা টানা দেওয়া উচিত। টানা চক্রাকারে বা চতুষ্কোণ করিয়া দেওয়া যায়। ১০ × ৫ হাত স্থানে ৪০ হাত লম্বা টানা দিতে পারা যায়। প্রথমে দুই প্রান্তে ৩ বা ৫ হাত লম্বা ২টা খুঁটা পুতিবে। প্রথম খুঁটার ৬ বা ৭ ইঞ্চি দূরে বামভাগে ২টা এবং ডানদিকে ৩টা শর পুতিবে, পরে ২ ১/২ বা ৩ হাত দূরে দূরে এক এক লাইনে ২টা করিয়া শর পুতিবে। তখন টানার কল (Bobbin frame) এক বার আনিবে, হত্যার খেইগুলি যে একটি গিরা দেওয়া আছে, তাহা খুলিয়া প্রথম খুঁটার বাঁধিবে এবং বারখানি ডান হাতে ধরিয়া সরাইলেই যেমন একটি জো বা জালা (Lease) হইবে, অমনি বাম হাত দিয়া তাহার এক প্রান্ত হতা ১ম শরের মধ্যে ও ২য় শরের বাহিরে দিবে এবং অপর প্রান্ত হতা ১ম শরের বাহির ও ২য় শরের মধ্য দিয়া ঢালাইয়া দিবে। এই নিয়মে সমস্ত খুরাইয়া ১ম খুঁটার নিকট আসিতে হইবে। কলত: অর্ধেক হতা প্রত্যেক শরের বাহিরে এবং অর্ধেক হতা ডাকার ভিতর দিকে থাকিবে। কিন্তু খুঁটা দুটিকে একগুপে না পেঁচাইয়া কেবল খুঁটার বাহির দিকেই সব হতা খুলিয়া বাইবে।

যে দিকে ২টা শর সেই দিকে টানা আরম্ভ এবং যে দিকে ৩টা শর, সেই দিকে টানা শেষ করিতে হইবে। কাপড়ের বহর

বেগুন হইবে এবং বেগুন ঘন বা পাতলা বুনিতে হইবে, সেইরূপ সানা লাগিবে। স্তম্ভে সেই হিসাব করিয়া জমির ও কোল পাড়ের এবং পাড়ের স্তম্ভের সংখ্যা ঠিক করিবে। বহরের হিসাব করিবার সময়ও ২ ইঞ্চি বেশী ধরিয়া লইতে হয়, কারণ কুনানির সময় তাহা কমিয়া যায়। টানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভ গণনা করিয়া প্রতি একশত স্তম্ভ গোছ করিয়া বাধিয়া রাখিবে। কলের সাহায্যে পাড়ের টানা না দিয়া পৃথক ভাবে দেওয়া কর্তব্য, কেননা পাড়ে ও কোল পাড়ে (ইহাকে কচ্চিও বলে) দোহর (ছই হার বা খেই একত্রে) স্তম্ভ দিতে হয়, অর্থাৎ ছই খেই এক সঙ্গে এক নাটার জড়াইয়া সেই দোহর স্তম্ভ একটা “বাওয়া” চরকিতে লাগাইয়া চরকিটা বাম হাতে ধরিয়া ডান হাতে একটি “হলকি” লইবে, চরকি হইতে দোহর স্তম্ভের খেই বাহির করিয়া হলকির আটার মধ্য দিয়া ১ম খুঁটার বাধিয়া লইতে হয়। পরে হলকির সাহায্যে ঐ স্তম্ভ একটা শরের ভিতর দিয়া ও অপরটির বাহির দিয়া ঘুরাইয়া লইবে। এক দিকের পাড় ও কোল পাড়ের টানা শেষ হইলে শরগুলি ক্রমে ক্রমে উলটিয়া পুতিয়া লইবে এবং অপর দিকের কাজও উক্তরূপে সম্পন্ন করিবে।

অন্তথা প্রথমে একদিকের পাড় ও কোল পাড়ের টানা দিয়া কাপড়ের জমির বা খোলের টানা শেষ করিবে, পরে অল্প দিকের পাড় ইত্যাদির টানা দিলে আর শর ঘুরাইতে হয় না। আজ কাল টানা-হাটার কল হওয়ার কাজ অনেক সহজ এবং শর সময়-সাধ্য হইয়াছে, নচেৎ ছই জোড়া কাপড়ের টানা দিতেই বেড় দিন লাগিত। টানা শেষ হইলে মোটা শরের পরিবর্তে সরু জো শর পুরিয়া এবং প্রথম খুঁটা পেঁচাইয়া যে স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভ কাটিয়া লইয়া যে দিকে ২টা শর আছে, সেই দিক হইতে সাবধানে স্তম্ভ জো শরের সঙ্গে জড়াইয়া বাইবে। যেখানে ৩টা শর আছে, সেই প্রান্তে আসিয়া আন্দাজ ১২ হাত স্তম্ভ বাহিরে রাখিয়া সেই স্তম্ভগুলি বিস্তার করত উপরে ও নীচে ছইখানি “চিরড়” দিয়া আরো একটু জড়াইয়া লইবে এবং দড়ি দ্বারা চিরড়ের সহিত শব্দগুলি বাধিয়া লইবে। যে ৩টা জো বাহিরে রহিল, তাহাও ঐ দড়ির আর এক মুড়া দিয়া বেধানে যেমন শর আছে, সেই তাবেই পেঁচ দিয়া রাখিবে, যেন পড়িয়া না যায়। কেবল এই ৩টা জো রাখিলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু কোন কারণে মধ্য হইতে স্তম্ভ কাটা পড়িলেও অস্থবিধা হইবে না বলিয়া তাঁতিরা বেশী জোশর রাখিয়া থাকে।

সানা গাঁথা—উল্লিখিত প্রকারে টানা পেঁচা ও বাধা হইয়া গেলে চালের বাতায় বা ঐরূপ কোন একটা উচ্চ স্থানে জড়ান স্তম্ভ বাধিয়া যে দিকে ৩টা শর আছে, সেই দিক ঘুরাইয়া দিবে।

তখন এক প্রান্ত হইতে ২০।২৫টা স্তম্ভ একত্র করিয়া খুঁটি বাধিয়া বাইবে এবং ঐ খুঁটির মধ্যে একটা পালাবাড়ী ঢালাইয়া দিলেই স্তম্ভগুলি বেশ কঁক কঁক হইয়া থাকিবে। তৎপর কাপড়ের বহর বিবেচনার সানার ও কাপড়ের মধ্যস্থান ঠিক করিয়া পালাবাড়ীর সহিত সানাস্থান আটকাইয়া লইবে। এক প্রান্ত হইতে খুঁটি ঘুরিয়া জো শরের নিকট হইতে বাহিরা এক জোড়া (ভিতর বাহিরের) স্তম্ভ সানার একধরে প্রবেশ করাইবে। এই সময়ে দুইজন লোকের আবশ্যক। একজন স্তম্ভের জোড়া সানার কঁকে ধরিবে, আর একজন অপর দিক হইতে মেঁচকা বা কাটা দিয়া স্তম্ভ সানার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে; এইরূপে বিশেষ সতর্কতার সহিত সানা গাঁথিয়া যাইতে চইবে। যেমন গাঁথা হইয়া বাইবে, অমনই ২০।৩০টা স্তম্ভ একত্র পাঁক দিয়া মোড়াইয়া রাখিবে। কলেও (milla) সানা গাঁথিতে ঐরূপ ২ জন লোক লাগে, তাহারিগকে Reacher in এবং Drawer in বলে। জোলায় নিয়মে সানাতারা সহজ, কারণ উহার স্তম্ভের মুড়া কাটে না, এক সঙ্গে জোড়া থাকে বলিয়া একজনেই সানা গাঁথিতে পারে।

নরাজে জড়ান (Beaming)—ইহা বিশেষ সাবধানতার সহিত সম্পাদন করা আবশ্যক। সানা গাঁথা হইলে স্তম্ভের প্রান্তগুলি খুঁটি বাধিয়া বাহির নরাজের ও সানার মধ্যস্থান ঠিক মিল করিয়া তাহার মধ্যে একটা সরু শর দিয়া বাহির নরাজের জুলির মধ্যে ঐ শরটা বসাইয়া দিবে এবং একজন টানার অপর প্রান্ত মধ্যে একটা পালাবাড়ী দিয়া তাহা টান্ টান্ করিয়া রাখিবে। তখন নরাজের ছিদ্র মধ্যে একটা টানা-পেঁচা-ভাদি দিয়া একজনে ঘুরাইবে, আর একজন বথানানে স্তম্ভ স্থাপিত হইতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া বাইবে, মধ্য মধ্য স্তম্ভ টিল বা টান না পড়ে, তৎক্ষণত সরু জোশর এক একটা জড়ানের সময় দিবে, অথবা স্থানে স্থানে পাতা বা কাগজ দিয়া বাহাতে টানার স্তম্ভ উচ্চ নীচ না হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিবে। জোলায়া টানার যে প্রান্তে সানা গাঁথে, সেই প্রান্ত হইতে নরাজের স্তম্ভ জড়াইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে সানা অল্প প্রান্তে লইয়া যায়। ইহাতে বথানানে স্তম্ভ স্থাপন করার বেশ সুবিধা হয়, কিন্তু তাঁতিরা যে প্রান্তে সানা গাঁথে, তাহার বিপরীত দিক হইতে নরাজে জড়াইতে থাকে।

“ব” বাধা প্রণালী—নরাজে স্তম্ভ জড়ান হইলে নরাজটির ছই দিক ছইটা খুঁটার সহিত একটু উচ্চ করিয়া বাধিতে হয় এবং তাহার অপর প্রান্তে যে মুড়া-ভাদি আছে, তাহার উত্তর পার্শ্বে ছইখানা ১।১০ ইঞ্চি লম্বা খুঁটা পুতিয়া ঐরূপভাবে আবদ্ধ করা উচিত যে, তাহাতে যেন স্তম্ভগুলিতে সম্পূর্ণ সমানভাবে টান

পড়ে। পূর্বোক্তপ্রতি প্রান্তস্থিত ৩টি কোম্পরের দ্বারা ২টি “জো” (Louse) বয়, উক্ত “জো”এর মধ্য দিয়াই “ব” বাধিতে হয়। প্রথমতঃ সমুখের “জো”র ভিত্তর ১ থানা “চিরড়” পরাইয়া পাৰ্শ্ব গতিতে উহা কিরাইলেই স্তম্ভগুলি কাঁক হইয়া যাইবে। ১টি হাত-চরকিতে “ব” বাধিবার হতা পরাইয়া এই চরকিট ১২ বা ২ হাত দূরে মাটিতে পুতিবে। চরকীর হতার অগ্রভাগ একটা লম্বা শরের দ্বারা বাধিয়া “জো”র ভিত্তর দিয়া বিশেষ সাবধানে প্রবেশ করাইয়া অপর দিক দিয়া বাহির করিয়া লইবে। গুলটের নক নিকের দ্বিগুণ ৩ বা ৪ হাত লম্বা এক পাই স্কেট্টা হতা বাধিবে। ডান হাত দিয়া সমুখস্থ “জো”-এর ভিত্তরের “ব” বাধা হতাটি এমন ভাবে তুলিবে, যেন তাহাতে চিরড়ের উপরের এক এক গাছা টানার হতা পেঁচাইয়া উঠে। “ব” হতা উঠাইয়া গুলটের উপরিস্থ শির ডালির নীচ দিয়া দূরাইয়া এই শির-ডালির সহিত একটি পেঁচ আঁটিয়া হতাগাছাকে গুলটের নীচ দিয়া সমুখের দিকে আনিবেই একটি হতার “ব” বাধা হইবে। এইরূপে একটি একটি করিয়া চিরড়ের উপরের সম্পূর্ণ হতার “ব” বাধিবে। একপাটি “ব” বাধা শেষ হইলেই গুলটের নক পাৰ্শ্বমুখ হতাগাছা একটি মোটা শরের সহিত বাধিয়া শিরের নীচ দিয়া “ব”র ভিত্তর পুরিবে। “ব”র মধ্যে পর পরান হইলে শরের উত্তর প্রান্ত শিরডালির সহিত দুইটি গাইট দিবে, তৎপরে উল্লিখিত ভাবে অপর “জো”র ভিত্তর উক্ত “চিরড়” থানাকে পরাইলে নীচের “জো”র হতা উপরে উল্লিখিত এক ঐক্যে এই হতাগুলিরও “ব” বাধিতে হইবে। এইরূপে একনিকের দুই পাটি “ব” বাধা শেষ হইয়া গেলে নরাজ উ-টাইয়া অপর পৃষ্ঠের “ব” বাধিবে, এই “ব” বাধিবার সময় হতা এমন ভাবে “জো”র মধ্যে পরাইতে হইবে যে, সেই হতাগাছা যেন পূর্বে বাধা “ব”র মধ্য দিয়া যায়। একাধিক টানার হতা বাহাতে এক “ব”র মধ্যে প্রতিটি না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

গোতে চড়ান (Looming the yarn.)—“ব” বাধা সমাধা হইলে বাহির নরাজের সহিত সমস্ত হতা ও “ব” ইত্যাদি গোতে আনিয়া বসাইবে। প্রথমে বাহির নরাজটী দ্বাৰাধরূপে খুলাইয়া দুইকাঠ উঠাইয়া সানানী হস্তির জ্বলির মধ্যে, মধ্যভাগ ঠিক করিয়া বসাইবে; তৎপরে কোল নরাজের জ্বলির মধ্যে, মধ্যভাগ ঠিক করিয়া বসাইবে; পরে কোল নরাজের জ্বলির মধ্যে একটা পর পুরিয়া তাহার সহিত দ্বিতীয় যে একটা পর টানার হতার মধ্যে পুকেই প্রবেশ করান হইয়াছে, সেইটি ঠিক সমান্তরাল করিয়া একটু দূরে নক দড়ি বা হতা দিয়া বাধিয়া লইবে। এরূপ করিলে অক্ষর গোটান কাপড় বেশী দীর্ঘ

হইবে না। তখন “ব” জোত উপরে নাচনির সহিত এক নীচে কোলার সহিত বাধিবে; তৎপরে কোল পালনের সহিত বাধিয়া লইবে।

ডাসন-করা (Sizing and Brushing)—টানা শেষ হইলে পর সমস্ত টানা উঠাইয়া দুই প্রান্তে দুইটি পালাবাড়ি পরাইয়া প্রত্যেক পালাবাড়ির দুই মুড়ায় দড়ি বাধিয়া সেই ২টি দড়ি কিছু দূরে আনিয়া একটা জিহুজের দ্বারা করিয়া একসঙ্গে গিয়া দিবে এবং টানা কোমর পর্যন্ত উক্ত থাকে, এরূপভাবে দুই প্রান্তে দুইটি মলবু খুঁটার সহিত বাধিবে। তৎপরে পর ও পালাবাড়ির উপর হতা বিস্তার করিয়া মাঝে (Brush) মাড় মাখাইয়া হতার উপর দিয়া টানিবে এবং মধ্যে মধ্যে জুলুকি দিয়া ও হতার মাড় মাখাইয়া লইবে। হতার মধ্যস্থিত শরগুলি দুই হাতে ধরিয়া কাঁক করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইবে, ইহাকে “উজানো তাতানো” বলে। উক্ত প্রকারে ৫৭ বার ত্রাস করিলে হতা পরিমার্জিত এবং মাড়মাখানো শেষ হয়। মধ্যে মধ্যে শরগুলি উলটাইয়া টানার অপর গিঠেও ঐরূপে ত্রাস করিবে। হতার মাড় বসিলে ঐরূপ রাখিয়াই টানা চিপিয়া লইবে এবং হতা বিছাইয়া দিয়া পুনরায় ২১৩ বার ত্রাস টানিয়া একটু বিলম্ব করিলেই মাড় শুকাইয়া আসিবে, তখন ত্রাসে তৈল মাখাইয়া “তেলমাখন” করিবে, ইহাতে হতা বেশ সুচিকণ এবং বিচ্ছিন্ন হইবে। এইরূপে মাজন দিতে দিতে হতা লম্বা হয়, হুডমায় মধ্যে মধ্যে প্রান্তস্থিত খুঁটা লম্বা দড়ি টানিয়া দিতে হয়। কিছু কষ্টসাধ্য হইলেও কোলাবের এই প্রণালীটি (বিশেষতঃ মোটা হতার কাজে) উত্তম এবং অতি অল্প সময় মধ্যে “তাতান বলানের” কাৰ্য সমাধা হয়। প্রান্তঃকালেই ডাসন করিতে হয়, বেশী রোজ বা বাতাসের মধ্যে ইহা হয় না।

গোত-খাটান (Setting the loom)—এ কাৰ্য্যটী বেশ লক্ষ্যতার সহিত সম্পন্ন করা আবশ্যিক, কিন্তু চুঃখের বিষয় অনেকই এ বিষয়ে বিশেষ অনমনোযোগী। তৈয়ারি ক্রমে গোত জুলানো বড় লক্ষ্য নহে। গোতের বৈধৰ্য্য অল্পরূপ ক্ষেম লম্বা হইবে এবং প্রান্তে তিন ফুটের বেশী হইবে না। উক্ত প্রস্থপরিমাণকে ৩ ভাগ করিয়া ২ ভাগ বাহির নরাজের দিকে ছাড়িয়া গোত খানি ক্রমের পাৰ্শ্বস্থিত একটা কাঠের (cross bar) উপর জুলাইবে এক বা সত্তর বার, এইজন্য ঐ কাঠে খাঁজ কাটা তাহাতে গোতের লোকা বসাইয়া দিবে। বসিবার স্থানের ৪” বা ৫” ইঞ্চি উপরে কোল-নরাজ ক্রমের লম্বা জুলাইবে। বাহির নরাজ উহা অপেক্ষা ৩” বা ৪” ইঞ্চি নীচে নামাইয়া জুলাইবে। তখন হস্তির জ্বলির দ্বারা সানানী পরাইয়া সানার উচ্চতার দ্বাৰাক্তর সহিত কোল নরাজ সমান্তরাল করা উচিত, উচ্চত

আবশ্যক মত উক্ত এঙ্গে কাঠখানি উঠাইরা বা নানাইরা লইতে হইবেক। তৎপরে তারাকুন্ডের সহিত দড়ি দিয়া নাচনির পাটি ও নাচনি বুলাইরা তাহার সহিত "ব" জোত একপে ধাঁধিবে যে, সানার মাঝড় এবং "ব" এর কেওড়া (বাহার মধ্য দিয়া টানার মুতা থাকে) বেন সমান্তরাল থাকে। কাঁপের নীচে যে শর আছে, তাহার সহিত সমান্তরাল করিয়া বেলনা এবং বেলনার সহিত পাদল ধাঁধিবে। এখন হিসাব করিয়া দড়ি ভুলি এমন করিয়া বাধা আবশ্যক যে সহজে হাতল ধরিয়া টানা যায় এবং হাতল টানিলে সহজে মেড়া আসে। প্রথমে ৫১৬ হাত লম্বা ১নং দড়ির মধ্যভাগ তারাকুন্ডের উপরে কোন একটি উচ্চস্থানে ধাঁধিবে, দুই দিকে সওয়া হাত পরিমিত দড়ি ছাড়িয়া তথায় ২১৩ নং দড়ি লম্বাভাবে বুলাইরা বাও এবং ১নং দড়ির প্রান্ত দুইটি দক্ষিণে ও বামে ফ্রেমের এডোকার্টের সঙ্গে ঢিল করিয়া ধাঁধিবে। হাতলের মাথায় যে ১টি ছিদ্র আছে ৪নং সারু একগাছি দড়ি হাতলে ধানিক জড়াইরা (ইচ্ছামত উচ্চ নীচ রাখিবার জন্য) ঐ দড়ির দুই প্রান্ত উক্ত দুই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একহাত আন্দাজ বাহির করিয়া লম্বাভাবে প্রেলখিত ২১৩ নং দড়ির (১নং দড়ির সন্ধিস্থলের অন্তরান সওয়া হাত নীচে) সহিত ধাঁধিবে, তৎপরে মেড়া দুই বাজের শেষ প্রান্তে সরাইয়া দিয়া ২১৩নং দড়ির মুতা মেড়ার ছিদ্র মধ্যে বুলাইরা ধাঁধিবে, ৩ ও ৪নং দড়ির সন্ধিস্থল হইতে মেড়ার বন্ধস্থান ন্যূনাধিক সেড় হাত হইবে।

ফ্রেম এবং তাঁতের উচ্চতা ও বৈধর্ম্যের উপর এই মাপ নির্ভর করে, মোটামুটি একটি ধারণা জন্মাইবার জন্য ঐরূপ মাপ দেওয়া হইল। কলতঃ দুই পাখের একসেট রন্ধু সমুদ্রে বাইরা অপর সেট রন্ধুর সহিত মিলিবে।

বাঁপের ফ্রেম করিতে হইলে তাহাও ঠিক কাঠের ফ্রেমের মত করিতে হইবেক, তবে তাহাতে নরাজ বুলাইবার জন্য পৃথক ছোট খুঁটি আবশ্যক এবং মাটিতে গর্ত করিয়া বসিতে হইলে পাদল গর্তের মধ্যে বসাইরা লইতে হয়। মেজের চেয়ারে বসার জায় পা গর্ত মধ্যে বুলাইরা বসিয়া কাজ করিতে হয়। জোলায়া নারিকেলের মালার ছিদ্রের মধ্যে দড়ি ধাঁধিরা তাহাই বেলনার সহিত ধাঁধিরা পাদলের কাজ করে।

বয়সবন।

কাঁপড় বুনিবার জন্য তাঁতে বসিবার সময় ওসারি, মাকু, মেচকা, ছুরী, হাততারা, বল প্রভৃতি বিনিস আবশ্যক। কাজের সময় সে ভুলি একেবারে হস্তের কাছে লইয়া বসিবে। তৎপরে প্রথমে পাদল টপিয়া কাঁপ ঠিক মত উঠিতেছে কি না, দৃষ্টিখানি কোলের বিকে টানিয়া তাহা বখানিরমে বুলান

হইয়াছে কি না এই সকল পরীক্ষা করিবে, যদি কোন মোহ থাকে, তবে প্রথমে তাহা সংশোধন করিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। জোঁপের করজিক পরস্পর একটি সারু দড়ি দিয়া আটকাইরা তাহাতে সানাজ একটা ভার বুলাইরা দিবে।

বর্তমান প্রচলিত বেশী বুলাইনাটল তাঁতের সানাজ একটু পরিবর্তন করিয়া লইলে এবং বয়সকোশল জানিলে মুতি, শাড়ী, রেপার, টুইল, তোরালো, কমাল, হিট, মশারি প্রভৃতি সকল বস্তু বুনানির কাজ চলিতে পারে। চেষ্টা করিলে পশম ও জামের বস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

ঐরামপুর ও কুষ্টিয়ার তাঁতে হাত ও পায়ের সঞ্চালন আবশ্যক। কারো বিশেষ পটুতা থাকিলে বুনানি ভাল হয়। প্রথমে দুঠকাঠ কাঁপের বিকে বামহাতে ঠেলিয়া একটি পাদল টপিয়া কাঁপ তুলিবে, ইহাকে ইংরাজীতে Shedding motion বলে; তৎপরে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতলের মাথার উপর দিয়া দুঠার মধ্যে হাতলট ধরিয়া, নিরমিকে একটু তেরুয়া করিয়া টানিলেই মেড়ার টান পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাকু চলিবে, ইহাকে Picking motion বলে। তদনন্তর সে কাঁপ ছাড়িয়া পূর্বকথিত প্রণালীতে অল্প কাঁপ উঠাইরা দুঠকাঠ কোলের বিকে টানিয়া পড়েনের নৃত্যর দা দিবে, ইহাকে Beating up motion বলে। এইরূপে ভাল ঠিক রাখিরা যত শীঘ্র এই এটি টান চালাইতে পারিবে, তত শঘর কাপড় বুনানি হইবে। প্রতি মিনিটে যে ঘর দ্বারা ১২০ ঘর মাকু চালান যায়, সেই বস্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সেই কারিকরকে হুনিপুণ কারিকর বলা যায়।

বেশী তাঁতে সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ৮৫ ঘর মাকু চালাইতে পারা যায়। আবার অপেক্ষাকৃত মাথারি বস্তু কারিকরেরা ৭০।৭৫ ঘরও চালাইতে পারে। কিন্তু কেবল টানিলেই যে কাজ শিফা হইল তাহা নহে, তাহার মাথাও ঠিক হওয়া চাই। পাদলে হঠাৎ বেশী জোর দিয়া চাপিলে টানার মুতা ছিঁড়িবে, পাদলে আবার জোর কম হইলে ভালরূপ কাঁপ না উঠায় মাকু চলিবার সময় মুতা ছিঁড়িরা বাইবে বা নলিচোঁড় হইবে, অথবা মাকু নৃত্যর মধ্য হইতে পলিরা পড়িবে। ডান পাদল টপিয়া ডান দিকের এবং বাম পাদল টপিয়া বামদিকের মাকু ছাড়িবে। এইরূপ করিতে করিতে পদসঞ্চালনের সঙ্গে হস্তসঞ্চালনও অভ্যস্ত হইয়া ঠিক কলের মত হইয়া বাইবে। হাতল ধরিয়া টানিবার সময়ও খুব বেশী জোরে টানা উচিত নহে, তাহাতে মাকু বাজের প্রান্তে বাইরা আবার কিরিয়া আইসে এবং পড়েনের মুতা ঢিল পড়িয়া যায়, তৎক্ষণাত হাত দিয়া ঐ মুতা টানিয়া না দিলে পাড় হুঁপি উঠা হয়। সেজন্য সময় হাতে একটা জোরে টান দেওয়া বরকর যে, মাকুটা এক বার হইতে দ্বিগুণ অপর

বালের প্রান্তে বাইরা পৌছে। এই টান ঠিক না হইলে কাপড় বুনানি ভাল হয় না। মুঠকাঠ টানিবারও মাজার হিসাব আছে। বস্ত্রবিশেষে কম বা বেশী জোরে মুঠকাঠ টানিতে হয় অর্থাৎ যদি সূক্ষ্ম হুতার কাজ হয়, অথবা বেশী থাপি বুনিবার অভি-প্রায় না থাকে, তবে অপেক্ষাকৃত কিছু কম জোরে টানা আবশ্যক, আর যদি ছিট, রেপার প্রকৃতি মোটা কাজ হয় এবং চাপা বুনানির প্রয়োজন হয়, তবে কাজেই একটু বেশী জোরে মুঠকাঠ টানি দরকার। কাপড়ের ভালমন্দ এই টানের উপরে নির্ভর করে। ৭৮ ইঞ্চি বোনা হইলেই বাহির নরাজ ঢিল দিয়া কোল নরাজে কাপড় জড়াইয়া লইবে এবং তৎপরে “ব” ইত্যাদিও সরাইয়া লইতে হইবে। মুঠকাঠ টানিলে যদি দক্ষি পড়েনের হুতার বা না দিয়া দূরে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোল নরাজ বেশী জড়ান হইয়াছে, সুতরাং আবশ্যক মত কোল নরাজ ঢিল করিয়া দিবে বা তাঁতখানি কোলের দিকে সরাইয়া লইবে। কোল নরাজে কাপড় জড়াইবার পূর্বে তরল মাড় দিয়া বোনা অংশ ভিজাইয়া কড়ি বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তাঁতিরা ভালরূপ মাজিয়া থাকে, ইহাতে কাপড় বেশ মন্থণ এবং জমট হয়।

মানুষ যে দিকে ঢাকা আছে, সেই দিক দক্ষিণের উপর ও যে দিকে ছিদ্র (Eye) আছে, তাহা কারিকরের কোলের দিকে রাখিয়া মানুষ মধ্যে থাপি (Piru) লাগাইয়া পূর্নকথিতরূপে বুনিতে থাকিবে। টানার হুতা কতকগুলি একর কুঁটি বাধা থাকে বলিয়া প্রথমেই পড়েনের হুতা টানার হুতার ঠিক সমকোণে তাহা বসান যায় না। ২১৩ ইঞ্চি বুনা হইলে পর ছিলে দিয়া রীতিমত কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিবে। ৪” বা ৫” ইঞ্চি বুনিবার পরে ওসারি লাগাইবে, কিন্তু তাহাতে যেন বেশী জোর না লাগে। প্রথমে বুনিবার সময় টানার হুতা মাঝেমাঝে ছিড়িবে, কিন্তু যেমন ছিড়িবে তেমনি সেই হুতাটি “ব”র মধ্য হইতে বাহির করিয়া জোশরের উপর উন্টাইয়া রাখিবে; নচেৎ পাশের অল্প হুতার সঙ্গে জড়াইয়া ঝাঁপ উঠিবার বিয় ঘটাইবে, এরূপ কতক-টুকু বুনিবার পর ছিন্ন হুতাটি বেচকার সাহায্যে “ব” এবং সানার মধ্য দিয়া আনিয়া বখাখানে জড়িয়া দিবে, এ বিবরণ আলক্ত করিলে কাপড় বুনা ভাল হইবে না। যদি বেশী হুতা ছিঁড়ে, তবে যে রক্ত ঐরূপ হইতেছে, তাহার সংশোধন করা আবশ্যক।

চেক, ছিট বা রেপার বুনিতে যে যে রক্তের হুতার দরকার, তাহা ভিজাইয়া নলী করিয়া পৃথক পৃথক মানুষ মধ্যে পুরিয়া লওয়াই সুবিধা, যখন যে রক্তের হুতার দরকার হইবে, তখন সেই মাকুটি ব্যবহার করিবে।

পাড় বুনিবার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ যে হুতার জমি বুনানি হয়, পাড়ে সেই হুতার ২টি বা ৩টি একত্র

করিয়া একটি সানার পুরিয়া দেওয়া আবশ্যক; কারণ সেগুলিতে বেশী চাপ পড়ে; সুতরাং বুনিবার সময় মাঝে মাঝে বাড়িয়া যায়, তাহা ওসারি লাগাইয়া ঠিক করিতে হয়।

মাড়প্রকরণ—(size) আমাদের দেশে মোটা হুতার সাধারণতঃ ভাতের মণ্ড এবং সূক্ষ্ম হুতার খইএর এবং মাঝারি হুতার চিড়া ও খইমিশ্রিত মণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আতপ চাউল ভালরূপ গলাইয়া পাড় মণ্ড করিবে, পরে ব্যবহার করিবার সময়ে তাহাতে একটু চুণের জল ও তেঁতুল মিশাইয়া জল দিয়া পাতলা করিবে ও কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। টাটকা খই থালায় (Plate) বা পাথরে চটুকাইয়া লইলে একটু আটা মত হইবে, তখন উহা দ্বারা মাড়ের কাজ করিবে। বেশী খই-ভিজান মাড় ভাল নহে।

বর্তমান সময়ে আলু, কচু, বাগি ইত্যাদির মাড় ব্যবহারেরও চেষ্টা হইতেছে। ফলতঃ মাড় কিছু আঠা রকম হইবে, অথচ এরূপ না হয় যে, হুতার হুতার জোড়া লাগে, সেজন্য উহাতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকাও দরকার, জোলারা ভাতের মাড় দেওয়ার পরে তেল মাজন পৃথক দিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, ১/৮ সের চাউল, ১/২ সের সাগুদানী, জিজিলী তেল অভাবে বাদাম তৈল ১/২ সের এবং ১৬ গ্যালন জল একত্র সিদ্ধ করিলে উত্তম মাড় তৈয়ার হয়। অবশ্য প্রথমে উক্ত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া নামাইবার পূর্বে তৈল দেওয়া উচিত।

রং করা—(Dyeing) হুতার রং করার ব্যাপারটি বড় সহজ নহে। রেশম বা পশম পাকা রং ফলান সহজ, কিন্তু কাপাসের হুতার পাকা রং করা অতি কঠিন, অনেক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সংযোগ ও অনেক যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন হয় না। আমাদের দেশে কেবল নীল, লাল, কাল ও হরিত্রাণি রক্তের হুতা ছোপান হইতেছে। ঐ রঙগুলি বিলাতী রঙ অপেক্ষা অনেক খারাপ। নীল রং করিতে নীল বড়ি, মাত গুড়, সাজিয়াটি ও লুণ কাঠ আবশ্যক। বর্তমান সময়ে এদেশীয় হুতার রঙ বেশ পাকা হইয়াছে। তবে রক্তের রূপার অল্প রঙ প্রায়ই কায়ে জলিয়া নষ্ট হইয়া থাকে।

হুতা—(Yarn) তাঁতি জোলারা বলে “চরকা উঠিয়া দিয়া কাপড় বুনিবার যুখ উঠিয়া গিয়াছে।” বাস্তবিকই চরকার হুতা ভালরূপ পাকান হইত এবং বেশী শক্ত ছিল। এখনকার কলে পাকান হুতা নিতান্ত আলগা, সুতরাং মাড় ইত্যাদি কৃত্রিম উপায় দ্বারা কাজ করা জিজ্ঞাস্যমত নাই। যদি সে বিষয়ে একটু ক্রটি ঘটে, তাহা হইলে কাজে এককোণে। আমাদের দেশে পুনরায় চরকার প্রচলন না হইলে এ অভাব কিছুতেই দূর হইবে না।

এক বাতিল হুতাশ তখন ৫ পাউণ্ড। এখানে বোঝে, মালপুর, তজরাট, মহিহর প্রভৃতি স্থানে এখনও হাতের চরকার ও দেশী কলে হুতা হইতেছে বটে, কিন্তু অবিকার্য বিলাত হইতে আসিতেছে। দেশীকলে ৩০।৪০ নং অপেক্ষা নরু হুতা করিতেছে না। নরর বস্ত্র উর্ধ্ব হইবে, হুতাও তত নর হইবে। প্রতি বাতিলে নিকি বোড়া হুতা এক প্রতি মোড়ার কুড়ি ছড়ি (Skein অর্থাৎ ১২০ গজ) হুতা থাকে।

১৬ নং হুতার উত্তম গাধা, বাতন ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ২০ নং হইতে ২২ নং হুতার রেশার, ছিট, বিছানার চার ইত্যাদি এক ৩০ হইতে ৫০ নং হুতার বেশ সাধারণ পরিবার কাপড় হইতে পারে। ৬০ নং হইতে ২০ বা ততোধিক নং পর্যন্ত হুতার সরু ধুতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উর্ধ্ব নরর হুতার ধুতি করিলে অতি পাতলা হয়, তবে খুব সরু হুতার উত্তম উড়ানি প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ২০ নং পর্যন্ত প্রচলিত কুইসাতেলে বেশ বুনা যায়।

তাঁতগৃহ এবং জল-বায়ুর ক্রিয়া (Weaving shed and atmospheric influence)।—নিরবদের জল হাওয়া বস্ত্রবদন কার্যের বিশেষ অঙ্গুল হইলেও হুতার ধাত নরর রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না হইলে সকল সময়ে ভালরূপ বুনাশি হয় না। দেশীভাঙে যে হুতা লাগান হয়, তাহা সাড় দেওয়া থাকে; হুতার গরম পড়িলে তাহা পটপটু ছিড়িতে থাকে। এই কারণে সকল তাঁত ঘরেই অরবিতর বৈজ্ঞানিক উপায়ে হুতা নরর রাখিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

কারখানানরুহের মধ্যে বায়ু মধ্যে জলীয় বাষ্পপূর্ণ রাখিবার জন্য মিলগুলিতে Humidifiers প্রকৃতি নানা বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ দেশীয় গরীব কারিকরেরা এই কার্য অতি সহজে ও উত্তমরূপে নির্বাহ করে। তাহারা ঘরের মধ্যে গর্ত করিয়া তাঁতখানি গর্তের ঠিক আধ হাত উপরেই পাতিয়া সর এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে আবার জল দিয়া সেপিরা দেয়। আলো রাখিবার সামান্য পথ রাখিরা বরুী বেশ জাঁটরা রাখে, ইহাতে কৃত্তিকা মধ্য হইতে জলীয় বাষ্প সমুখিত হইয়া উপরিবিত টানার হুতাকে বেশ নরর রাখে এবং বাহিরের গরর বায়ু আসিতে না পারার সুব্যবস্থা বায়ু বেশ নীতল থাকে। বাষ্পপূর্ণ বায়ু তরবার অপেক্ষা পাতলা। ওমা মার, ঢাকাই মসলির কৃত্তিকা-গর্তস্থ কুটির দ্বারা প্রস্তুত হইত।

মার্কটায়ের বরনবিভাংশন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Mr. William Thomson F. C. S. পরীক্ষা করিয়া হির করিয়াছেন যে, ১০০ তোলা হুতার মধ্যে যখন ৮ তোলা জলীয় বাষ্প

থাকিলে, তখনই উহা বস্ত্রবদনের পক্ষে সর্বোৎকর্ষ উপযুক্ত হইবে।

উন্নতিবিত্ত কারণে সেরারে বসিয়া কাপড় বুনা বিশেষ রাখি-জনক নহে। এরূপ প্রক্রিয়ার কাজ করিতে হইলে পরমের দিনে তাঁতের স্রেনের দীর্ঘ তৎপরিমাণ সেরে অল্প দির করিয়া কখন কতিরা জাহাজে ১ ইঞ্চি আশ্রায় জল তরিয়া রাখিলে এক তাঁতের তিন নিক কাপড় তিলাইয়া লকাইয়া দিলে হুতার ধাত নরর রাখা হইতে পারে। উক্ত বায়ুর সম্পর্কে টানার হুতা লজ্জত লকা হইয়া থাকিলে তিলাইয়া তাহা নরর করা উচিত নহে, জাহাজে নাক দুইয়া বাইরা উহা একেবারে বস্ত্রের অবশ্যগা হইয়া পড়ে।

নব্যবিত্ত তাঁত ও জাহাজ।

বর্তমান সময়ে “বদেবী আন্দোলনে” বদেবী যন্ত্রকারের প্রেরাস বর্ধিত হওয়ার দেশী বালালা তাঁতের মধ্যে উন্নতি লাভিত হইতেছে। অনেক বৈদেশিক তাঁতের অঙ্গুরণে দেশীয় তাঁতসংক্রান্ত কোম কোম বিষয়ের সংগ্রহ করিয়াছেন; তন্মধ্যে এককালে ৬টা বা ১২টা নাটাইয়ে হুতা লকাইবার জন্য বর্তমান আবিষ্কৃত তারিণীয়া; এককালে ৬টা, ১২টা বা ২৪টা টানার নলীতে (Bobbin) চরকার সাধ্যায়ে একজনে হুতা লকাইবার জন্য সরলাবর (ইহার দ্বারা পড়নের নলীতেও হুতা লকান যায়) এবং সাধু মিত্রীপ্রবর্তিত টানা বেওয়ার যন্ত্রর কল উল্লেখযোগ্য।

হুতাচক্র বা New spinning wheel—ইহা ঠিক সেলাইয়ের কলের মত সেরারে বসিয়া পা দিয়া পাখল টিপিতে হয়। তুলা হইতে একেবারে ২টা হুতাও প্রস্তুত করা হইতে পারে।

আজ পর্যন্ত বস্ত্রগুলি নরর তাঁত—(Improved Handloom) উদ্ভাবিত হইয়াছে, দিরে সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইল,—

১। জাপানী তাঁত—(Japanese Handloom)—হিলাতী তাঁত অপেক্ষা জাপানী তাঁত বিশেষ কার্যকারী। তবে কারখানার কতক চলিতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে উহা কাজ চালাইবার উপযুক্ত নহে।

২। হাটারদলি তাঁত—(Hattersly Domestic Handloom) দেখিতে শুনিতে এবং বস্ত্রত হিসাবে হাটারদলি তাঁত খুব ভাল এক আশ্রয় ইহার দামও সস্তা করিয়া ১২০ টাকা করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার ব্যক্তিগত অংশ ততদূর সহজ নহে, হঠাৎ বিপদাইলে বিপদে পড়িতে হয়, কাজও বরু থাকে। ইহাতে দৈনিক ৮ ৩টা কাজ করিলে ৪৫ গজ ৪৫ ইঞ্চি বস্ত্রের ৫ ধান কাপড় হয় বুনা যায়। ইহা পরিচালনা করা পক্ষিপালী

লোকের ব্যবহার। কেহই তিন বর্গের বেশী কাজ করিতে পারে না। এজন্য যোগে ঢালাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৩। লাহোরের উন্নত তাঁত—(Lahore Improved Handloom) ইহার নির্মাণকৌশল তাদৃশ জটিল নহে। আমাদের দেশের জলবায়ুর পক্ষে অনেকটা উপযোগী।

বিভিন্ন প্রকার বৈশেষিক তাঁতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,—

৪। Jacquard Looms of reed space ৪২" = ইহাতে টেবিল ঢাকার জন্ত নানারূপ কাপড় বুন্য হয়।

৫। Drop Box Looms ৪৫" with ১ shuttle = ঢেক, ড্রিল, ডুরিয়া, সাড়ী প্রভৃতি বুন্য হয়।

৬। Drill mations Looms ৬০" with ১ shuttle = ড্রিল ও জিন্কাপড় প্রভৃতি বুন্য চলে।

৭। Doby Looms ৪৪" with ১ shuttle = পাড়ে অক্ষর ও ফুল বুন্যর জন্য।

৮। Dhuty Looms ৪৪" with ১ shuttle = খুতি ও সাড়ী কাপড় বুন্য হয়।

৯। Calico cloth Looms ৪৪" with ১ shuttle = কেলিকো-কাপড় প্রস্তুতের জন্য।

১০। Plain Looms ৪২" with ১ shuttle = কমালা, ভোরালে প্রভৃতি বুন্য হয়।

১১। Drill mation ৪২" with ১ shuttle = ইহাতে কামিজ ও কোটের নানারূপ কাপড় বুন্য যায়।

একখানি দেশী তাঁতে কত খরচ পড়ে এবং উপরোক্ত তাহে কাজ ঢালাইলে কিরূপ আয় হইতে পারে, সাধারণের অবগতির জন্ত নিম্নে তাহার একটা আদর্শের তালিকা প্রদত্ত হইল,—

ব্যয়—দেশী ক্লাইস্টেল তাঁত ফ্রেম ও সরঞ্জাম ৪০/- এবং অতিরিক্ত সানা মাকু ও হুতা ইত্যাদি ১০/- মোট = ৫০/- টাকা।

আয়—১ জোড়া ৪০ নং খুতি প্রস্তুত করিতে ৩ মোড়া হুতা লাগে, প্রতি মোড়া ১০/- আনা হিঃ = ১০/- মাড় ইত্যাদি—১/-, রঙীন হুতার জন্য অতিরিক্ত—১/-, প্রতি জোড়ার যোগান খরচা—১/- মোট = ১১০/-।

প্রতি চড়নে ৪ হইতে ১২ জোড়া পর্যন্ত কাপড় বুনানি হয়। নানকরে ৪ জোড়া হুতার বর্জনান নিয়মে পাট করিতে ৪ দিন বা ৫ দিন লাগিতে পারে। পল্লিগ্রামে কারিকরের বাড়ীতে হুতা দিলে মোড়া প্রতি ১০-১২৫ খরচে হুতা পাট হয়। তদভাবে ৪৫ টাকা বেতনে কারিকর-বালাকও পাওয়া যায়। তবুও আমরা এখানে ৭১০ টাকা হিসাবে বেতন ধরিলাম। প্রতি জোড়া ২/- টাকা (আমাদের এখানে ২১০ বিক্রয় হইত) বিক্রয় হইলে জোড়া প্রতি ১০/- আনা অর্থাৎ মাসিক

১১৪০ বা ১২/- টাকা থাকিতে পারে। কিন্তু পাকা কারিকর না হইলে দৈনিক ১ জোড়া বুনিতে পারে না। দৈনিক ৩ খানা প্রমাণ রেপার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনখান রেপার প্রস্তুত করিতে ৪ মোড়া হুতা লাগে, প্রতি মোড়ার দাম ৪০ আনা হিসাবে—২/-। হুতার অতিরিক্ত রং এবং মাড় খরচ—১০/-; ৭ জোড়া রেপার এক চড়নে হয়, তাহার যোগানে ৫ দিন লাগে, সে হিসাবে—১০ মোট = ২১০/১০। প্রতি জোড়া রেপার ২৪০ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইলে তিন খানার দাম ৭২০/-, তাহা হইলে দৈনিক ১২০ পরমা অর্থাৎ মাসিক ৩৬০/- আনা হয়। উল্লিখিত নিয়মে বস্ত্র ও রেপার বুনানির গড় পড়তা ধরিলে মাসিক ২২৪০ হইতে ২৬/- টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু অনবরত বুনানি সমানভাবে চলে না এবং কারিকরকেও যোগানের কাজ দেখিয়া লইতে হয়। সেজন্য উক্ত আয় অপেক্ষা কিছু কম পাড়াইবে। এতদ্ভিন্ন রেপার ৩৪ মাসের বেশী বিক্রয় হয় না বলিয়া হুঃহু কারিকরেরা ঐরূপ আয় করিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত নিয়মে আয় করা অসম্ভব নহে।

শিল্প ও বাণিজ্য।

মহাদি কথিত দেশীর তাঁতের বিশেষ কোনরূপ সংস্কার সাধিত না হইলেও এবং তাহাতে বয়ন বহু পরিপ্রসঙ্গাধা বলিয়া বিবেচিত হইলেও, বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতে বস্ত্রশিল্প পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসীর অধ্যবসারে ও অমাহুবিিক পরিপ্রসঙ্গে এবং অসাধারণ হস্তকৌশলে বহুকাল হইতে যে সকল স্থল, স্থান ও বহুমূল্য বস্ত্র জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে, জগতের আর কোথাও সেদুর্গ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় না। ব্রহ্মদেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই আসবাবরূপে তাঁত বিরাজিত আছে। তথাকার রমণীগণ যেন বৈদিকযাগাধুসারী হইয়াই আপনাদের স্বামী-পুত্রের ও স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য কার্পাস ও রেশমী জামার কাপড়, কমালা ও উড়ানি প্রভৃতি বুনরা থাকে, কিন্তু হুঃখের বিষয় সেগুলি ততদূর পরিকার পরিচ্ছন্ন নহে, কতকটা মোটা রকমের। চীন ও জাপানে আজকাল রেশমী শিল্পের বিশেষ আদর বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা আদৌ ভারতীয় শিল্পের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

ভারত হইতে বয়ন-শিল্প একপ্রকার লোপ হইলেও, আজিও কার্পাস, লণ, রেশম ও পশমের যে সকল বস্ত্রশিল্পনিদর্শন বিস্তারিত আছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় এবং তাহার শিল্পচাতুর্যের বিষয় অনুমান করিলে ফলে এক অপূর্ণ আনন্দ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। হুঃখের বিষয়, ইংরাজ কোম্পানির অহুঙ্কার এখন হুঙ্কার শিল্প ভারত হইতে অন্তর্হিতপ্রায়। মাক্‌টোর "কপিসমিতির প্রবরসাধ্য খুতি ও সাটার বাণিজ্য

রক্ষা করিতে বীরে বীরে এদেশের ভক্তবীর জাতির চিরপোষিত বস্ত্রবাণিজ্যের মূলে কুঠারাবাত করা হইরাছে, এখন হস্তাখ্যাস তত্ত্বাবহুল আর সেরূপ উত্তমে কার্য করিতে পারে না। প্রাচীন শিল্পিগণ ইহজগৎ হইতে অপস্থত, সুতরাং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প একরূপ অবসাদ প্রাপ্ত হইরাছে। এখন যাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই প্রাচীন শিল্প-কীর্তি বজার রাখিতে যত্নবান আছেন, তাহারাও বৈদেশিক বস্ত্রের তুলনায় লাভের পরিবর্তে ক্ষতির অংশ বেশী দেখিয়া বহু ব্যবসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। কাজে কাজেই পূর্ণা-পেক্ষা বস্ত্রশিল্পে অনেক দৈহিকতা আসিয়া পড়িয়াছে, তবে এই ক্রীড়ন বাণিজ্যেরও গৌরব করিবার এখনও অনেক আছে।

বারাণসীর সুবিখ্যাত জরির কিতা, সোণা বা রূপার তত্ত্বাবহা প্রস্তুত গুলবাহার সাতী, জামদানী, কামদানী ও জগতের অতুল-নীর কিংখাপ বস্ত্র এখনও শিল্পচাতুর্যের পরাকাষ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছে। ঐ সকল বস্ত্র প্রধানতঃ কার্পাস বা রেশমী সূত্রের উপর জরির ফুলদিয়া বুন হইয়া থাকে। বৃহনপুর, মহিষুর, আর্কট, দিল্লী ও অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানে এখনও তত্ত্ব-শিল্পের যথেষ্ট আদর ও বিস্তার দেখা যায়। মহাদি-লিখিত সেই সুপ্রাচীনযুগ হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবাসী সকল বর্ণের রমণীদিগের মধ্যে চরকা কাটার প্রথা দেখা যায়। এখনও উপরিউক্ত স্থানসমূহে রমণীগণ চরকা কাটিয়া সৰু হুতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীতে ভারতে ইংলণ্ডাদি নানা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশজাত দ্রব্যের আমদানী হওয়ার দেশীয় চরকা-দ্বারা হুতা প্রস্তুত ও প্রচারের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু এখনও যে যে স্থলে রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত হয়, তত্তৎস্থানে প্রভূত পরিমাণে চরকার প্রচলন আছে।

বাকালার অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদরে দেশী তাঁতে রেশমী গরম বস্ত্র এবং মানভূম জেলার রঘুনাথপুরে এখনও গুটী হইতে চরকার হুতা কাটিয়া তদার-বস্ত্র বুন হইতেছে। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানেও গুটী হইতে হুতা প্রস্তুত এবং বস্ত্রবনকার্যের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান আছে।

এখন মাঝেটোরের কলে নির্মিত কার্পাস সূত্রের প্রভূত আমদানী হওয়ার বাকালার রমণীগণ চরকা কাটা বন্ধ করিয়াছেন। বিলাতী হুতা ঘরে সত্তা ও অনারামতা, এজন্য দেশীয় সত্যবৃন্দ আর স্বকলকামিনীকুলকে হুতা কাটার কষ্ট সহ করিতে দেন না, বস্ত্রতঃ সেই বিলাসিতার প্রভাবে বাকালার আজ চির দৈন্ত আসিয়া সন্মুখিত! বঙ্গবাসীকে অশ্রদ্ধাধন-বাসের জন্ত আজ পরব্রূপেক্ষী হইতে হইরাছে। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ত ও সৌধীন বাকালীগণ কলকামিনীবিগকে চরকা কাটার কষ্ট

হইতে অব্যাহতি দিয়া আজ তাহাদের কটিনাসের অভাব বটাইরাছেন। তত্ত্বাবহুল স্বার্থরূপি দেখিয়া জাতীয় ব্যবসায় জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহারাও বৃণা পরিশ্রম ও কষ্ট বীকার করিয়া স্বদেশবিরাগী বিদেশতত্ত্ব বাকালীগণের অসুগ্রহলাভের প্রত্যাশা রাখে না, তাই বেশে এককাল পরে বস্ত্রবনশিল্পের একরূপ অব্যাপ্তন ঘটয়াছে। প্রকৃতই বলিতে কি, পূর্বে যে শিল্পের জন্ত সমগ্র ভারত, এমন কি, সমগ্র সভ্যজগৎ বাকালার চির আকাঙ্ক্ষিত যে বস্ত্রের জন্ত লালসিত হইত, সে বস্ত্র আজ বাকাল হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তাহার পরিবর্তে এবং তাহারই অসু-করণে ইংরাজ-বণিক-সমিতির অসুগ্রহে আজ সাদা ও ডোরাদার ডুরিয়া, বলমল, অম্বানি, জুইস, আর্ডি প্রভৃতি সৌধীন জন-মনোলোভা হুস্তবস্ত্ররাশি বাকালার প্রেরিত হইয়া বঙ্গবাসীর সুখোচ্ছল করিতেছে।

ঢাকার সেই সুবিখ্যাত মসলিন বস্ত্রের কথা মনে হইলে— বাকালার সেই গৌরবকীর্তির ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয়, একদিন বাকালার তাঁতিকুল বস্ত্রবনশিল্পের শীর্ষস্থানে সমারূঢ় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ-পর্য্যটক রালফ কিচ্ সুবর্ণগ্রামে আসিয়া এখানকার কার্পাস-বস্ত্র-বাণিজ্যের প্রভূত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তখনকার বঙ্গরাজধানী ঢাকা সহরে যে হুস্ত কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা “ঢাকাই মসলিন” নামে পরিচিত। উহা প্রকৃত মোগল মগরজাত মসলিন বস্ত্র হইতেও উৎকৃষ্ট। এখনও যুরোপের বিভিন্ন রাজ্যে তাহার অসু-কৃত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ভারতে প্রেরিত হইতেছে। প্রকৃত ঢাকাই মসলিন মহার্ঘ ছিল, ধনী ব্যক্তি ভিন্ন কেহ উহা ক্রয় করিতে পাইত না। শুনা যায় তুরকের স্থলতান ঢাকাই মসলিনের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন।

ঢাকার হুস্ত মসলিনের হুতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই গুণি আলোচনা করিলে, আমরা সহজেই প্রাচীন বস্ত্রের হুস্ততা ও তদানীন্তন কারিগরগণের কার্যনিপুণতার পরিচয় পাইতে পারি। মিঃ টেলর লিখিয়াছেন যে, ঢাকার কারিগরগণ বিশেষ বস্ত্রে চরকা কাটিয়া যে হুস্ততম হুতা প্রস্তুত করিত, তাহাতে ৭১০ ছটাক ওজনের এককোটি হুতা লম্বাভাবে ছড়াইয়া গেলে ১৫০ মাইল ছাড়াইয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক শৈত্য ও জলীয় বাষ্প-প্রধান স্থানে হুতা কাটিলে কার্পাসের আঁশ নরম হওয়ার শীঘ্র বাড়িয়া পড়ে বলিয়া ঢাকাই তাঁতিরা প্রাতে হর্যোদয়ের পূর্বে তাহা সারিয়া লয়। বহন বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হয়, তখন তাহারা চরকার নীচে জল রাখিয়া কার্য করে। তাহাতে বায়ু জলশিক্ত হইয়া তুলার আঁশকে নরম করিয়া দেয়। তৎপরে

প্রত্যেক ফাইল হইতে ১টা বা ১০টা পর্যন্ত ডায়া বাধারী হুতা কাটে। বৈকালে ৩ বা ৪ টার সময় হইতে দুখাতের অর্ধ বটা পূর্ণ পর্যন্ত হুতা কাটা হইয়া থাকে। ডাঃ ওয়াটসন ঢাকাই, কর্ণালী ও ইনিস্ কলিন্ হুতার অধীক্ষণযোগ্যে পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, যুরোপে বহু প্রকার হুতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সকলগুলির অপেক্ষা ঢাকাই মসলিনের হুতার ব্যাস অনেক কম এবং যুরোপীয় হুতা অপেক্ষা প্রত্যেক ঢাকাই হুতার আঁশ (filaments) অনেক পরিমাণ কম দেখা যায়; কিন্তু ঢাকাই হুতার আঁশের ব্যাস (diameter of the ultimate filaments or fibres) যুরোপে প্রস্তুত হুতার তুল্য অপেক্ষা অনেক বড়। এই হই কারণই ঢাকার হুতা হুততার ও দৃঢ়তার অভাৱ সকল বেশীর হুতাকে পরাস্ত করিয়াছে। আরও বিশেষকরমে মধ্যে এই যে তুলার আঁশ মোটা হওয়ার এক হুতা চরকার কাটা হয় বলিয়া প্রতি ইঞ্চি হুতার পাক বেশী হয়।* এখনও রূপাখা (চন্দন নগর), সিমলা (কলিকাতা), বগুড়া, বগেশ্বর, শান্তিপুর, কলমে, রাধাবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে কার্পাস-বস্ত্র-স্রনের বিস্তৃত আড়ত আছে। বারানসী ধামে রেশমী হুতা ও কার্পাস হুতার উপর যেমন জরির ফুলদার বা গুলবাহার সাটী প্রস্তুত হয়, অথবা ঢাকার সহরেও একমাত্র হুতা কার্পাস বস্ত্রের উপর ও বিভিন্ন বর্ণের নীলাবরীর উপর জরির ফুলদার পাড় কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

এতদ্বিধা হাতাক ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানা স্থানে বস্ত্রবরনের বিস্তৃত কারবার আছে। গুজরাট, আন্ধ্রপ্রদেশ, হুয়াট ও তরোটে, নানারূপ ছিটের সাড়ী পাওয়া যায়। রঙ্গপুরে লাল ও কালা হুতার একপ্রকার হুতার ছিট প্রস্তুত হয়, তাহাতে নানা পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। পুণা, রেওলা, নাসিক ও ধারবাড়ি নানারূপ রঙিন হুতার সাড়ী প্রস্তুত হয়, মহারাষ্ট্র-রমণীগণের উহা বড়ই আশ্রয়ের জিনিষ। মসৌর, মুটকল, ধনবরন, অমরচিঙা ও আর্পিতে এখনও ঢাকার অনুরূপ মসলিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। বারানসী সাটী বা ধুতি, কিংবাব প্রভৃতি বস্ত্রের দ্বারা বস্ত্রবনু হৈঠান, ব্রহ্মপুত্র, নারায়ণপেট, ধনবরন, রেওলা প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। কান্দীর, নূরপুর, লুখিমানা, অন্তঃ সর প্রভৃতি স্থানে পশমী শাল বুন হয়। রঙ্গপুর,

তাগলপুর, বারানসী, আগ্রা, লাহোর, বরেনী, কুন্তগড়, লাহোর, নুতান, হিন্দার প্রভৃতি স্থানে কার্পাস ও পশমী কার্পেট প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ কার্পাস কার্পেটগুলি আকৃতি ও বরনপ্রক্রিয়া ভেদে, গালিচা ও হলিচা (Cotton pile carpet) নামে খ্যাত। পশমী ও তাঁর উচ্চ হইলে গালিচা (Woolen pile carpet) বলা যায়। মহলিগটমের ছিট, পালমশোর ও কার্পেট এবং গোদাবরী 'ব'দীপহিত মাধম-পল্লব নামক স্থানজাত মাডাপালম আকাল "বুটল শুভল" রূপে ভারতে আমদানী হইতেছে। মাধবপলমে আর সে বস্ত্র বোনা হয় না। ইংরাজ-বণিকগণ ঐ বস্ত্র একটোটা করিবার জন্য তথায় কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তাহারই নমুনা লইয়া স্বদেশ হইতে সেই মাডাপালম বস্ত্র রপ্তানী করিতেছেন। চুঃখের বিষয়, তাঁহাদেরই কুহকে এ স্থানের সেই বস্ত্রবাণিজ্য লুপ্ত হইয়াছে।

এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বরনশিল্পের বহুই সমাদর আছে। স্থান বিশেষে উক্ত কার্পেট, কোন স্থানে বা উৎকৃষ্ট গালিচা, কোথাও কার্পাস রেশমাদি বিনির্মিত হুতাবাস, কোথাও পশমজ শাল কখন এবং কোথাও জরি, সলমা প্রভৃতির পাড় বোনা হইতেছে। বর্তমান (১৯০৬ খৃঃ) বৎসরী আমদোলনে উক্ত শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি বিচির্য সন্ধান। নিম্নে উৎপন্ন-বস্ত্রাদি ও তাহার স্থান ও বিভাগের নাম নির্দেশ করা গেল।

আজমীচ, আলই, আলিগড়, আলাহাবাদ, আলবার, অঝালা, অন্তঃসর, অনন্তপুর, অঝাগাও, আকিট, আদোনি, আগ্রা, আন্ধ্র-প্রদেশ, আর্গি, আরা, আসান, আরকাবাধ, আন্ধ্রমগড়, বগদ, বহাবরী, বরাইচ, বকলুর, বাঁকুড়া, ব্রু, বারাবাকী, বরাহনগর, বরাড়, বরুমান, বরেনী, বহরমপুর (মাত্রাজ, বহরমপুর (মুর্শি-বাদ), বড়োদা, বসাহর, বতি, বতলা, বজার, বেলগাম, বেলারী, বারানসী, ভাটুয়া, তাগলপুর, তাণ্ডারা, বহাবলপুর, ভেরা, বিকানের, বীরচুন্, বিকুপুর, বগড়া, বোম্বাই, তরোচ, কলমসহর, ব্রহ্মনপুর, কলিকাতা, কালিকট, কাষে, কাণপুর, চবা, চম্পারণ্য, ঢাকা, চন্দ্রেরী, ছত্রিশগড়, চিল্লপং, কাকনাড়া, কাকীপুর, কড়াপা, কটক, ঢাকা, দরভাঙ্গা, দিল্লী, দিল্লী, দেয়া পাজী বা, দেয়া ইসমাইল বা, ধরবাড়, দিল্লীজপুর, ধীন নগর, ধোগাছি, এলিমবড়, ইলোরা, বরুণাবাদ, কিরোজপুর, গোদাবরী, রাজবহেরী, গোলকড়া, গুজর, গুজরা, গুজবানবা, গুজ-রাট, গুলবন্দী, গুলবানপুর, গোয়াসির, গরী, হারবরাবাদ (কলিকাতা), হারবরাবাদ (সিঙ্গ), হাওয়াবুত, হপী, হসন-আকাল, হাওয়া, হিন্দার, হোলকাবাদ, হাবড়া, হিন্দারপুর, ইকলা, ইন্দোর, ইন্দুর, আজমগড়, অঝাপুর, আকরগড়, আলাহাবাদ, আলাহাবাদ, অঝাপুর, জালালপুর, জালকর,

* "These causes—combined with the ascertained result that the number of twists in each of length in the Dooca yarn amounts to 110-1 and 80-7, while in the British it was only 68-8 and 86-6—not only account for the superior fineness, but also for the durability of the Dooca over the European fabric." Balfour's Cycle. India.

জলমহুগু, কদম্ব, ঝাঁসী, কিলাম, বোধপুর, খেড়া, কালাদগি, কালাহতী, কলমী, কনোজ, কাণ্ডা, কয়টী, কয়ালী, কৰ্ণাল, কর্ণাল, কান্দীর, শ্রীনগর, কনু, কাঠিয়াবাড়, খাজবানা, কুকা, কোহাট, কোটা, কোট, কামালিরা, কুস্তখোনম, লাহোর, ললিতপুর, লোহারডাঙ্গা, লাখনৌ, লুধিয়ানা, মাস্তাজ, মথুরা, মলবার, মালদহ, মালগাম, মানভূম, মণিপুর, মহলীপটম, মো (আজমগড়), মো (ঝাঁসী), মেদেরপাক, মীরট, মেদিনীপুর, মীর্জাপুর, মোরাদাবাদ, মল্লারী, মন্সসোর, মথুরা, মুজঃফরগড়, মুজঃফর নগর, মহিশুর, নাক্তা, নদীয়া, নাগপুর, নেপাল, নূরপুর, উজ্জী, পাখনা, পালমকোট, পাতিয়ালা, পাটনা, পোঁনী, পেশাবর, পুণা, প্রতাপগড়, পুরী, রায়চুড়, রামপুর বোয়ালিরা, রামপুর (বুস্ত-প্রদেশ), রকপুর, রংলাম, রত্নগিরি, রাবলপিন্ডি, রেবানগু, রেবা, রোহতক (পঞ্জাব), সালেম, সবলপুর, সবর (কান্দীর), সাদনের, শান্তিপুর, সারগ, শারঙ্গপুর, সাতকীরা, সাবস্তবাড়ী, শিওনী, শাহপুর (পঞ্জাব), শাহপুর-মিসৌলী, শিকারপুর, শোলাপুর, শিয়ালকোট, সিকেন্দরাবাদ, সিমলা (পঞ্জাব), সিংহভূম, সীধা (পঞ্জাব), সীতামাড়ী, স্থলতানপুর (পঞ্জাব), সুরাট, তাজোর, ঠানা, তিলোবানাথ (পঞ্জাব), তিরুপ্পলিয়ম, তোড়গড়, টাটরা বসিরহাট, ত্রিবাঙ্কোড়, ত্রিটীনপন্নী, উজ্জয়িনী, রত্নবাড়ী (মাস্তাজ), বিশাখপাটম, বৃন্দাবন, বাল্লাজ (মাস্তাজ), বেওলা, বরঙ্গল যেরোবনা, জেলগণ্ডল।

এই সকল স্থানে সাধারণতঃ কার্পাস ও রেশমী সাদী এক জরির ফিতা, লেস, সলমার পাড় প্রভৃতি বুনা হইয়া থাকে। অনেক স্থানে পশমী শাল ও কবল প্রস্তুত হয়। নিম্নে বয়নশিল্পে সমুৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রাদির নাম উল্লেখ করা গেল—

ধরি, সতরঞ্জী, গালিচা, হলিচা, দোপাটী, সরবতী, মলমল, আদি, তরন্দম, তুরিয়া, শোগতি, আব্রাবান, সবগ্রাম, মসলিন, গড়া, একহুতি, মোহুতি, চারখানা, হুসি, লুঙ্গী, খেল, কোকুতি, ফোটা, মাগনা, নিম্বা, গব্বল (লুধিয়ানা), গাজি, থাক, বড়কাপড়, খনিয়া কাপড়, ছেলেক, গামছা ও পরিদিয়া কাপড় (আসাম) এক পাটো, তামিয়েন, থিন্‌মৈজ (মণিপুর) প্রভৃতি কার্পাসবস্ত্র।

রেশমী বস্ত্রের মধ্যে এড়ি, মুগা, তসর ও গরদের হুতি, সাদী, চাদর, পীতাম্বর, মসর, সর্জি, দোপাটী, গুলবদন, কমাল, ওড়না, হাওয়ার কাপড়, লুঙ্গী, খেল, মেখলা, এড়া, বড়কাপড়, ছকাটিয়া, রিহা, গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি। পশমী বস্ত্রের মধ্যে রামপুর ও কান্দীরী শাল, রামপুরী চাদর, আলোয়ান, একতার, মলিবা, লুঙ্গী প্রভৃতি।

কার্পাস এবং রেশম বা পশমাদি মিশ্রিত বস্ত্র—গর্জহুতি

(বাঁকড়া ও মানভূম), আসমানি (বাঁকড়া), বাকতা (ভাগলপুর), মেখলি (রকপুর), আজিজ, উল্লা বা আজিজি (ঢাকা), সেরাজা (ঢাকা), সাদা ও লাল আসমানি সেরাজা, মহলি কীটা, সবজিকতার, লালকাতার, বুলবুল-হাসম, লাল কদমকুলী, সাদা কদমকুলী, কাল পাটাবার, লাল পাটাবার, সর্কার, সেরাজা, সাদা বড় কদমকুলি, সেকেন কারদার, লাল কারদার, কালা মহলিকাটা, কোকনী মসর, জুজাবানি, ইলাইছা, লুঙ্গী, চত্ৰকলা, দোপাটী, হুসি ইত্যাদি।

ছিটের কাপড়—গজি, গাড়া, খোতিজোড়া, কদ, রেজাই, লিহাক, পালদপোব, বুদ্ধি, বন্দ-সুখ, আজিম, কয়ান, সামি-রানা, ছিট জরদা, ভোবক, ছিট-কান্দি, ছিট-বুটদার, খেরদা, নাখনি, চপেটা, ছিট-আগ্রেবাড়, গোলবুট, অকোজা, শালু, চুনরি, আত্রা, কলমদার, ধুপছায়া, মদুরকটি, বেঙনি, মোজলপুর চাদতারা, পাচপাত, হুতিজুলাল, নরুগনই, ঝিলমিলি, লহরিয়া, জুলাল, নামাবলী, পটোলা, পীতাম্বর ইত্যাদি।

শোণা বা রূপার তার (তন্ত) প্রস্তুত করিয়া জরির ফিতা, গোটা, কিনারা, আঁচলা, কালাবতুন, সুখ বা হুনেহরী, রূপালী, ধানক, লাচকা, পাট্রী, বাঁকড়া, পাটা, গধরী, গদ্যাবমুনা, কিরণ, পাইরক, সলমা, কারচকন, কায়চোব, হুতি বা সাদীর পাড়, হাঁসিরা, তাস, লম্বো, ফিট, পল্লব, কিংখাব, লুঙ্গী, বেলদার, বুটদার, শীকারগা, জঙ্গলা, মীনা, জালদার, খণ্ড, চাদতারা, চসমকুল, মোহরবুটা, কামদানী, জামদানী, কয়েলা, ভোড়াদার, টেরছা, জালছার, পান্নাহাজার, তুরিয়া, গৌলা, শাবুগী, চিকনদাজী, কশিদা, ঝাপান, মুগা-চারখানা-কাশিদা, কাটাকনি-কাশিদা, নীলাচারখানা কাশিদা, সমুদ্রলহর ইত্যাদি। এই পেষোক্ত বস্ত্রগুলির পাড় রেশম জরি ও কার্পাসসহযোগে বুনা হয়।

হুটার সাহায্যে তসর বা গরদের কাপড়ের পাড়ে, কমালে, জীলোকদিগের অঙ্গরাখার এবং বালকদিগের পরিধের বাসে চিকনের কাজ হইতেছে। রেশম ও কার্পাসমিশ্রণে হুজনী প্রস্তুত হয়, রমদীরাই প্রধানতঃ তাহার উপর হুচের কাজ করে। কান্দীর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, নূরপুর, শিয়ালকোট ও গুরুদাসপুরে শাল ও শালের পাড় বোনা হয়। কান্দীরী তাঁতে বুনা শাল—তিলিবালা, তিলিকার, কাশিকার ও বিনেট এবং হুতে বুনাগুলি অমলিকার বলিয়া খ্যাত। স্থলকারী উজ্জয়িনিতে কার্পাস বস্ত্রোপরি রেশমের পাড় দেওয়া থাকে। মোটামুতর কার্পেট গুলি গালিচা, হলিচা সতরক প্রভৃতি নামে খ্যাত। পশমেও গালিচা (Carpet), কবল প্রভৃতি বুনা হইতেছে।

মাছুর, শ্রুতলপাটী ও ধসুদের পরদা এক পাটের চট, থলে প্রভৃতির উৎপত্তি বয়নসাপেক্ষ হইলেও উহাদিগকে বয়ন-

শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যাক না। কেননা, উহাতে স্থলতা ও শিল্পচাতুর্যের সেরূপ পরিচয় নাই। অথবা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, মাজারাজ, বেলোর, ত্রিপুরারী প্রকৃতি তারতের নানা স্থানে মাহুর বৃন্দ হইয়া থাকে। এই মাহুর কাটা ও বালালা ভেদে দুই প্রকার। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রকৃতি স্থানে বেতের চাল চাচিয়া অতি স্থল ও শিল্পযুক্ত শীতলপাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। [তত্ত্বৎসং দেখ।]

বয়নাড়ু, মাজারাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটা পার্বত্য উপবিভাগ। [বৈনাড়ু দেখ।]

বয়লপাড়, মাজারাজ-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাপ ৮৩১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটা নগর। বয়লপাড় তালুকের বিচার-সদর। এই নগর মদনপল্লী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

বয়স (পুং) ১ পক্ষী। (স্ত্রী) ২ জীবনকাল।

বয়সিন্ (ত্রি) বয়সে স্থিত। প্রাপ্তবয়স্ক।

বয়স্ক (ত্রি) বয়সযুক্ত। অভিনববয়স্ক = নবযৌবনসম্পন্ন।

বয়স্কুৎ (ত্রি) আয়ুর্হাএদ। পরমায়ুতু ক্রিকর। (ঋক্ ১৩৯।১০)

বয়ঃক্রম (পুং) ক্রমিক বয়সকাল।

বয়স্হ (ত্রি) বয়সি যৌবনে তিষ্ঠতীতি বয়স্-হা-ক। ১ প্রাপ্তবয়স্ক।

২ যুবা, যুবক। "পিত্রা পুত্রো বয়স্হোহপি সত্যং বাচ্য এব তু ॥"

বয়সি তিষ্ঠতি এই বাক্যে 'ড' প্রত্যয়েণ 'বয়স্হ' পদ নিশ্পন্ন হয় এবং বিকল্পে বিসর্গ-লোপে 'বয়ঃহ' এবং 'বয়স্হ' বিবিধ পদই হইবে। বালাদি, পক্ষী ও মাত্রা যৌবন এই তিন অর্থেই এখানে বয়স্ শব্দের ব্যবহার। ৩ সমবয়স্ক ব্যক্তি।

বয়স্হা (স্ত্রী) বয়সে যৌবনে তিষ্ঠত্যানয়েতি বয়স্-হা-বঞার্থে কঃ।

নিপাতনে বিকল্পে বিসর্গ-লোপঃ। ১ আমলকী। ২ হরীতকী।

৩ সোমবরুণী। ৪ শুভ্রুচী। ৫ হুন্নেলা। ৬ কাকোলী।

৭ আলী। ৮ শাল্মলি। ৯ কীরকাকোলী। ১০ অত্যয়পর্বা।

"বচা বয়স্হা গোলামী হরিভালঃ মনঃশিলা।

কুঠং সর্জরসৈশ্চৈব তৈলার্ধে বর্ণ উচ্যতে ॥" (হ্রস্বত উ° ৩২)

১১ মংত্রাকী। ১২ যুবতী। (রাজনী)

বয়স্ফোড়া, মুখত্রণবিশেষ। বয়স্কালে গণ্ডদেশে উদগত হয়।

বয়স্হান (স্ত্রী) যৌবন।

বয়স্হাপন (ত্রি) যৌবনরক্ষা।

বয়স্হা (পুং) বয়সা তুল্যঃ বয়স (সৌবয়োধর্ষেতি। পা ৪।৪।১১)

ইতি বৎ। ১ সমানবয়স্ক, একবয়সী। পর্যায়—মিথ, সমবয়স্ক।

"বহু বোঝিতি লাক্ষারূপমিহি বয়স্কেন দ্বিভিত উপহসিতে।

তৎকালকলিতলক্ষ্য পিওনরতি সখীমু সৌভাগ্যম্ ॥" (আর্যাসং ৪০৩)

বয়স্হা (স্ত্রী) বয়স-টাপ্। ১ সখী। (অমর) ২ ইষ্টকা।

"একরা ন বিংশতিবয়স্কাত্তা একচত্বারিংশতিবয়স্কীয়া স্তিতিঃ" (শত-ব্রা° ১০।৪।৩।১৫) 'বয়স্হা সংজ্ঞকা ইষ্টকা উপধবাতি' (মহীধর)

বয়স্হাক (পুং) বহু। সমবয়স্ক মিত্র।

বয়স্হাত্ত (স্ত্রী) বয়স্কত ভাবঃ হ। বয়স্কের ভাব বা ধর্ম।

বয়স্হাভাব (পুং) বয়স্কত ভাবঃ। লগ্য ভাব, বহুত্ব ভাব।

বয়স্হৎ (ত্রি) অন্নযুক্ত। "বায়ঃ স্ত্রায়ঃ স্ত্রায়ো বয়স্হতঃ" (ঋক্ ২।২৪।১৫) 'বয়স্হতোহন্নযুক্ত' (সারণ)

বয়ঃসন্ধি (পুং) বয়সঃ সন্ধিঃ। বাল্য যৌবনের সন্ধিকাল। যৌবনের প্রাক্কাল।

"যৌবনের চারিভেদ গুন বিবরণ।

আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন ॥

তার পরে যুবা ভাবে উন্মাদ লক্ষণ।

তার পরে বৃদ্ধভাব বৃদ্ধ বিচক্ষণ ॥" (ভারতচ° রসমঞ্জরী)

বয়ঃসম (ত্রি) বয়সা সমঃ। সমানবয়স্ক, তুল্যবয়স্ক। (রামা° ৭।৪।২৯)

বয়া (স্ত্রী) ১ শাখা। "মূর্দ্ধনি বয়া ইব কুরুহ" (ঋক্ ৬।৭।৬)

'বয়া ইব শাখা ইব' (সারণ) ২ বয়স্। (ঋক্ ১।৩৫।১৫)

বয়া (পারসী) জাহাজ বাধিবার নৌহবস্ত্রবিশেষ (Buoy)।

বয়াকিন্ (ত্রি) শাখাবিশিষ্ট। "তরুভিঃ স্নতে গৃভং বয়াকিনঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।৫) 'বয়াকিনঃ বয়াঃ শাখা বয়াকা লতাঃ তদ্বৎ সোমঃ' (সারণ)

বয়াটে (দেশজ) উচ্ছৃঙ্খল (যুবক)।

বয়াড়া (দেশজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ বণিজ্যদ্রব্য বিশেষ। বিত্তীতক।

বয়াদা (দেশজ) বাওরা ডিঘ। যে ডিঘ পুং গুরু ব্যতীত উৎপন্ন হইয়াছে।

বয়ান্ (আরবী) ১ ব্যাখ্যা, অর্থ। (বদনশব্দজ) ২ যুথ।

বয়াব্ (দেশজ) ১ বায়ু। ২ মহিষ।

বয়াল্ (দেশজ) ১ ভারবাহী বলদ। যে যুব লালল বা গাড়ী টানে।

বয়িযু (ত্রি) বয়াদি। (ঋক্ ৮।১২।৬৭)

বয়ুন (স্ত্রী) বীজতে গম্যতে প্রাপ্যতে বিবরা অনেনেতি অজ গভো (অজি যমি নীড় ভ্যাম্। উণ্ ৩।৬১) সচ কিৎ। অজ্ঞে-বীভাবঃ। ১ জ্ঞান।

"হস্তাগ্রাঙ্কে রচ্যাত বিধিঃ পীঠকোদুখলাভে-

ক্ষিত্রঃ হস্তনিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেণ তদ্বিৎ ॥" (ভাষ্যবত ১০।৮)

"শিক্যভাণ্ডেণ অন্তর্নিহিতবয়ান্বো বয়ুনঃ জ্ঞানং" (বাদী)

২ দেবভাগ্য। (উজ্জল) (পুং) ৩ ধিবা গর্ভজাত কৃশা-ধের পুত্র। (ভাগ° ৩।৩২০)

বয়ুনবৎ (ত্রি) প্রকাশযুক্ত, প্রকাশবিশিষ্ট। "স্বর্গেণ বয়ুনবজ-কার" (ঋক্ ৬।২।১০) 'বয়ুনবৎ প্রকাশবৎ' (সারণ)

বয়ুনশস্ (অব্য°) বয়ুন-চশস্। জ্ঞানক্রম, জ্ঞানাহরুপ।

“অধরং হোতব্দুশো বজ্জ” (ঋক্ ৩।৫২।১২)

“বদুশো জ্ঞানক্রমেণ” (সারণ)

বদুশাবিন্ধু (ত্রি) বদুশাং বেতি বিন্ধ-ক্। প্রজ্ঞাবেত্তা, জ্ঞান-
বিশিষ্ট। “হোত্বা দধে বদুশাবিন্ধু” (ঋক্ ৫।৮২।১) “বদুশাবিন্ধু
বদুশমিত প্রজ্ঞানাম উত্তমজ্ঞানবিবরপ্রজ্ঞাবেত্তা” (সারণ)

বয়েদ্ (আরবী) ১ শাস্ত্রাবাক্য। ২ রোকেস চারি চরণ।

বয়োগত (স্রী) বয়সে গত। বয়োহানি, বৃদ্ধ।

“বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ” (উড়ট)

বয়োজু (ত্রি) বলযুক্তকরণ।

বয়োহিতিগ (ত্রি) বৃদ্ধপ্রাপ্ত।

বয়োধস্ (পুং) বয়ো যৌবনং দধাতীতি বয়স্ ধা অসি, (বয়সি
ধাঞঃ উণ্ ৪।১২৮) স চ ডিৎ। ১ যুবা। ২ অন্ন। “বয়োধ-
সাধীতেনাধীতং জিহ্ব” (বাক্সসেনয়স্ ১৪।৭) “বয়োধসা
বয়ো দধতি পুষ্ণতি বয়োধা অন্নঃ” (মহীধর) (ত্রি)
৩ আয়ুর্ধাতা। “অগ্নিনিব্রং বয়োধসং” (বাক্সসেনয়স্ ১৮।২৪)
৪ ‘আয়ুর্ধাতি বয়োধাত্মায়ুষো দাতারং ধারিতারং বা’ (মহীধর)
বয়োধা (ত্রি) ১ বলধাতা। ২ অন্নধাতা। (সারণ) ৩ যুবা।
৪ শক্তি। বল, সামর্থ্য।

বয়োহধিক (ত্রি) বয়সাধিকঃ। বয়োজ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ, বয়ঃপ্রবীণ।

“সত্ৰীবালবয়োহধিকা” (রামায়ণ ২।৪৭।১০)

বয়োধেয় (স্রী) ১ অন্নদান। “কং নঃ সোম মুকুতুর্বয়োধেয়স্য
জাগৃহি” (ঋক্ ১০।২৪।৮) “বয়োধেয়স্য অন্নদানায়” (সারণ) ২ শক্তি।

বয়োনাধ (ত্রি) ১ প্রাণ। “সজ্জদেবৈর্বয়োনাধৈরয়সে জা”
(বাক্সসেনয় ১৪।৭) “বয়ো বালাদি নষ্টতি বয়স্ তি তে বয়োনাধাঃ
প্রাণাঃ” (মহীধর)

বয়োবয়ঃশয় (ত্রি) ঋতুপ্রবাপূর্ণ স্থানে বাস।

বয়োবহু (স্রী) জীবনকাল। বাল, তরুণ ও বৃদ্ধাদি অবস্থা।

বয়োবিধ (ত্রি) পক্ষীপ্রকৃতিসব্বকীয়।

বয়োবুদ্ধ (ত্রি) বার্ষিক্যপ্রাপ্ত। বয়োজ্যেষ্ঠ।

বয়োবৃদ্ধ (ত্রি) বলবর্দ্ধনকারী (প্রাতঃ ও সাংকালীন মরুৎ)।

বয়োহানি (স্রী) যৌবনহ্রাস। বৃদ্ধ।

বয়্য (ত্রি) বয়্য কুলোৎপন্ন তুর্কীতি রাজা। “তুর্কীতিং বয়্য
শতক্রতো” (ঋক্ ১।৫৪।৬) ‘বয়্য বয়্যকুলজ তুর্কীতিনামানঃ
রাজানঃ’ (সারণ)

বয়োবঙ্গ (স্রী) বয়সা বজ্রমিব। সীসক। (রাজনি)

বয়, ১ বরণ। ২ বারণ। অদন্ত চরাশি পরমৈ সন্ সোটে।
বারয়তি। বোপদেবের মতে এই ধাতু পরমৈপদী, কিন্তু
মতান্তরে এই ধাতু উত্তরপদী দেখা যায়। আয়নেপদেয়
প্রয়োগ—বারয়তে।

বয় (স্রী) ত্রিষতে ইতি বৃ কণশি অণ্। ১ কুহুম। ২ মনাক-
প্রিয়। প্রেইঃ

“বয়ং প্রাণাত্মাভ্যাং ম চ শিত্বিনাশেষভিক্টি-

বয়ং যৌনং কাৰ্য্যং ন চ বচনমুক্তং কলমুতং।

বয়ং স্রীবাং ভাব্যং ন চ পরকলমুতং গমনং

বয়ং তিক্কাশিকং ন চ পরদানং হি হরণম্।” (বামনপু ৪৬অ)

৩ কক্, দাক্টিনি। ৪ বালক। ৫ আত্মক, আশা। (রাজনি)

৬ সৈন্যব লষণ। ৭ ভূগণ ভূপ। (বৈভকনি) বৃ-অণ্ (পুং)

৮ বরণ। পর্যায়—বৃত্তি। ৯ বিবেচন। প্রার্থনাবিশেষ।

(ভরত) ১০ দেবতার নিকট বৃত্ত, দেব লক্ষণ হইতে বাচিত।

“তপোভিরিহ্যতে বজ্র দেবেভ্যঃ স বয়ো বৃত্তঃ।” (ভরতঃ)

১২ জামাতা। “প্রমুদিতবরণশকমেকতত্ত্বৎ” (রত্ন ৬।৮৬)

১৩ বিড়গ, বিটু। (মেদিনী) ১৪ ভূগুণ্ড। ১৫ পতি। (হেম)

১৬ নিগ্রহ। “ন বো বয়স্ মক্কাশি বনঃ সেনেব লষ্টা

দিব্যা যথার্থনিঃ।” (ঋক্ ১।১৪৩।৫) ‘বোহমির্জায় বরণায়

নিগ্রহায় শক্শে ন ভবতি।’ (সারণ) (ত্রি) ১৭ শ্রেষ্ঠ। (অমর)

“রাজাসনং রাজজ্যঃ বরাধা বরণায়াঃ।

যন্ত পুণ্যানি তন্তৈতে বরৈষ্যৎ শাশ্বা পুয়ক।” (বিকুণ্ ১।১১।১৮)

১৮ পিয়াল বৃক্ষ। ১৯ বকুলবৃক্ষ। ২০ বিকলত বৃক্ষ।

২১ হরিদ্রা বৃক্ষ। (বৈভকনি)

বয়, পর্যন্তভেদ। (ভবিষ্যদ্রত্ন ৩২।৫) সম্ভবতঃ ইহাই বেচারের
অন্তর্গত বরাবয় শৈল।

বয়ম্ (অব্যয়) মনাক্প্রিয়। শ্রেয়স্বর, উদ্বাপেক্ষা ভাল।

‘মনাগিটে বয়ং স্রীবাং কেচিৎসাহস্রবয়ম্।’ (মেদিনী)

বয়ংবরা (স্রী) বয়ং কৃণাতিতি বৃ-অ-মুচ। ১ চক্রপণী,
চলিত চাকুলিয়া। (শকটঃ)

বয়ক (স্রী) ত্রিষতেভবেন ইতি বৃ-অণ্ ততঃ সংজ্ঞায় কন্।

১ পোতাচ্ছাদন। (হারাবলী) ২ ধৌত বা অধৌত সাধারণ

বস্ত্র। (শব্দরত্না) ত্রিষতে সৌকৈরিতি বৃ-অণ্, ততঃ কন্।

(পুং) ৩ বসনাদ্ধ, চলিত দুগানী। (হেম) ৪ পপটক,

চলিত ক্ষেপাপড়া। (রাজনি) ৫ প্রিয়জু নামক ভূগণ্ডভেদ,

চলিত চীনাধান, কাশীধান। ইহার পর্যায়—হুলককু, কল ও

হুলপ্রিয়জু। ইহার ভণ—মধু, রস, কবার ও বাতপিত্তকর।

(রাজনি) (স্রী) ৬ হুখবদরী কল। (মদ ব ৩) বয় স্বার্থে

কন্। (পুং) ৭ প্রার্থনাবিশেষ।

“স বয়ে তুরগং তত্ত্ব প্রথমং বজ্রকামশম্।

দ্বিতীয়ং বরকং বয়ে শিত্বাং পাবনোচ্ছয়া।” (মহাভা ৩।১০।৭৫০)

বয়কৎ (আরবী) আশীর্বাদ। দোভাগ্য। দেবাহুগ্রহ।

বয়কন্দাজ (পারসী) বদুশকারী সৈন্য।

বরুঙ্গল্লার (পারসী) ১ বিংশ। ২ দ্বিতীয়।
 বরকল্যাণ (পুং) রাজভেদ।
 বরকন্দা (স্ত্রী) কীরীল বৃক্ষ। (পং বৃ)
 বরকার্ত্তিক। (স্ত্রী) ১ বৃক্ষভেদ। ২ রাটিকা।
 বরকীর্ত্তি (স্ত্রী) পক্ষতরোক্ত ব্যক্তিবিশেষ।
 বরকুতু (পুং) বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কৃতবো বহু শতাব্দেধিতাং
 তথাং। যথা বরাঃ কুতুব্বাৎ শতকুতুবাৎ তথাং। ইজ্জ। (হেম)
 বরকোদ্রব (পুং) কোবিদারবৃক্ষ। (রাজনিং)
 বরখাস্ত (পারসী) কর্ণে ভবাব।
 বরখেলার (পারসী) বিপরীতে।
 বরখেলারী (পারসী) বিপরীত ভাব।
 বরগ (স্ত্রী) নগরভেদ।
 বরগা (দেশজ) গৃহছাদন কাঠখণ্ড, ছইটী কড়ির উপরে এড়া
 ভাবে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠখণ্ড দেওয়া এবং তরুণির টালি
 লেপন দ্বারা।
 বরগী (দেশজ) মহারাত্রুদ্রব্য। [পর্বণে বগী ও মহারাত্রু দেখ।]
 বরঘণ্টিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ। বরঘণ্টী নামেও পরিচিত।
 বরঙ্গল, দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন
 নগর, হায়দরাবাদ নগর হইতে ৪৩ ক্রোশ উত্তর পূর্বে অবস্থিত।
 অক্ষা° ১৭°৫৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪০' পূঃ। এই নগর
 নিজামের শাসনাধীন। ইহার পশ্চিমোপকণ্ঠে করিমাবাদ
 (৪৫৬৫ জনসংখ্যা) এবং এক মাইল উত্তর পশ্চিমে মংবারা
 (৮৮১৫ জনসংখ্যা) নগর আজিও বরঙ্গলের প্রাচীন সমৃদ্ধির
 পরিচয় দিতেছে।
 প্রাচীন তেলিঙ্গ রাজ্যের অধিবাসীরা হিন্দু নরপতিগণের
 সমৃদ্ধি সময়ে এই নগর রাজধানী রূপে গণ্য হইয়াছিল। চুঃখের
 বিষয়, সেই প্রাচীন রাজবংশের প্রকৃত কোন ইতিহাস পাওয়া
 যায় না। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন তেলিঙ্গানা আক্রমণ
 করেন। কিন্তু তিনি রাজ্য জয়ে বিফলমনোরথ হইয়া বহুক্ষতি
 বীকার করিয়া প্রত্যাহৃত হইতে বাধ্য হন। এই সময়
 হইতেই মুসলমান ইতিহাসে বরঙ্গলের প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত
 হওয়া যায়। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে মালিক কাকুর বরঙ্গল দ্রুগ অবরোধ
 পূর্বক অধিকার করেন এবং তথাকার হিন্দু নরপতিকে কর
 বিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। সিরাসউদ্দীন তোগলকের রাজত্বকালে
 মুসলমানগণ পুনরায় বরঙ্গল অধিকার করে বটে, কিন্তু অধিক-
 শিন নিকিরোধে রাজ্যশাসন করিতে পারে নাই; কারণ বহমদ
 তোগলকের শাসনকালে হিন্দুগণ পুনরায় নষ্টরাজ্য উদ্ধার
 করিয়া লয়।

অতঃপর দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী রাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত

হইলে এতদুত্তর জনপদবাসী হিন্দু ও মুসলমানের যৌর সংঘর্ষ
 উপস্থিত হয়। তাহাতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গলরাজ কুতরাজ্য
 পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আবেদন পাঠাইলে পুনরায় উত্তর পক্ষে
 যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বরঙ্গলরাজ গোলকোণ্ডা রাজ্য
 হারাইতে বাধ্য হন এবং তাঁহার পুত্র বনিভাবে বাঙ্গালীরাজ
 সমীপে নীত ও নিহত হইয়াছিলেন। উক্ত হিন্দুরাজ্যের অবশিষ্ট
 বাহা ছিল তাহা ১৫১২ হইতে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হস্তগত
 করিয়া কুলী কুতবশাহ কুতবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।
 গোলকোণ্ডার তাহার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে
 এখনও অনেক হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নয়নপথে সমুদিত
 হইয়া থাকে। [সাতবাহন বংশ ও গোলকোণ্ডা দেখ।]

বরঙ্গাওন (বরগাঁও), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খাদেশ
 জেলার অন্তর্গত একটি নগর। ভূবাল উপবিভাগের সদর
 হইতে ৮ মাইল পূর্বে অবস্থিত। পূর্বে এইস্থানের বাণিজ্য-
 সমৃদ্ধি যথেষ্ট ছিল। ভূবালে বিভাগীয় সদর স্থাপিত হওয়ার
 এই স্থান ক্রমশঃ শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে
 সিনেরাজ এই স্থান ইংরাজ করে সমর্পণ করেন। ইহার পূর্বে
 এই নগর যথাক্রমে মোগল, নিজাম ও পেশবাদিগের অধিকারে
 ছিল। মিউনিসিপালিটি থাকায় নগরের শোভা ও সৌন্দর্য
 নষ্ট হয় নাই।

বরচন্দন (স্ত্রী) বরং শ্রেষ্ঠ চন্দন। ১ কালীয় চন্দন। ২ দেবদারু।
 বরজ (স্ত্রী) জেষ্ঠ। (পা ৬৩।১৬, বরজ পাঠও দেখা যায়
 বরজ (দেশজ) ১ যেখানে পর্ণলতার চাষ হয়। একটি
 ক্ষেত্রের চারিদিক বাধারি ও পাখাটী দিয়া ঘিরিয়া ও তাহার
 উপরে ছাদের দ্বারা পাখাটীর আচ্ছাদন বাধিয়া যে গৃহাকার
 পর্ণক্ষেত্র রচিত হয়, তাহা পানের বরজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।
 ২ ব্রজবুলিতে “ব্রজ” শব্দ অপভ্রংশে ‘বরজ’ লিখিত হইয়া থাকে।
 বরজ, ভোজরাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। (ভবিষ্যতব্রজখণ্ড ৩।৪৭-১৫৪)
 বরজাকু (পুং) অধিভেদ।
 বরজীবন (পুং) সত্তর জাতিবিশেষ। ১ ব্রাহ্মণের ঔরসে
 সূত্রার গর্ভজাত। ২ গোপ ও তত্ত্বাব্যয়ের সংযোগ উৎপন্ন জাতি।
 বরজ (অব্য) সংস্কৃত বরং—চ যোগে নিম্পন্ন। ইহা পেন্কা ভাল।
 বরট (স্ত্রী) ত্রিযুগে ইতি বৃ-অট্, (শকাব্দিতোহট্) উপ-
 ৪।৮১) ১ কুন্দপুশ। (শকব্রহ্ম) বরতি সেবতে সরোবর-
 মিতি বৃক্-সেবারাঃ অট্। (পুং) ২ হংস। (মেদিনী)
 ও বেদিকা, কীটবিশেষ, চলিত বোলতা। ইহার পর্যায়—গঙ্ঘালী,
 বরটা, গঙ্ঘালি, বরলা, বরলী, কুলা, কুলা, কুত্রবর্ধণ। (রাজনিং)
 বরটক (পুং) কুন্ডবীজ। [বরট দেখ।]
 বরটা (স্ত্রী) বরট-টাণ্। ১ হংসী।

“মদেকপুত্রো জননী জরাতুরা

নবপ্রস্থতির্বরতা তপস্বিনী।” (নৈষধ ১।১৩৫)

২ কুন্তবীজ। ইহার গুণ—

“বরটা মধুরা মিষ্টা রক্তপিত্তকফপহা।

কবায়ী শীতলা গুণবী স্তন্যদুগ্ধানিলাপহা।” (ভাবপ্রঃপূঃপ্রঃ)

৩ বরলা, অগ্নি প্রকৃতি কীটভেদ, চলিত বোলতা। ৪ বদ্র।

বরটী (স্ত্রী) বরট-জাতো ভীষ্ম। ১ হংসী। (মেদিনীঃ)

২ গন্ধোদী। (ত্রিকাঃ)

“স্বস্ত্যুগোক্তিগ-বরটীশতপদীশুকবলভিকাস্থদী-

ভ্রমরাঃ শূকতুণ্ডবিধাঃ।” (সুশ্রুত কল্পস্থান ৩ অঃ)

বরটিকা (স্ত্রী) কুন্তবীজ। পর্যায়—বরটা। ইহার গুণ—

মধুর, মিষ্ট, গুরু, অত্যা ও বায়ুহর। (ভাবপ্রঃ)

বরণ (স্ত্রী) বৃ-ভাবে লুট। ১ মনোনয়ন বা পছন্দ করিয়া কার্যে

নিয়োজন। যাহাকে কোন মঙ্গল কার্যে নিয়োগ করা যাইতেছে,

তৎপ্রতি শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া তাঁহার সম্মানরূপ

তদীয় সর্বাঙ্গের সঞ্চর্চনা। ২ কল্যাণবিবাহে বর-বরণের রীতি।

• “ন চ বিপ্রেষধীকারো বিহতে বরণং প্রতি।

স্বয়ম্বরঃ ক্ষত্রিয়গামিতীয়ঃ প্রথিতাঃ শ্রুতিঃ।” (মহাভাঃ ১।১৯০।৭)

হোমসাধ্য যে কোন বিহিত কার্যেই হোম আরম্ভ করিবার

পূর্বে যজ্ঞমান আপন শিষ্ট ও বিনীতভাবে দেখাইবার জন্য

আচার্য প্রভৃতিকে স্বয়ং বরণ করিয়া দিবেন। আচার্য প্রভৃতি

বরণীয় ব্রাহ্মণদিগকে গন্ধাদি দ্বারা শ্রীতি বিধান করিয়া কৰ্ম-

করণার্থ প্রেরণ করার নামই বরণ। দানবাচন, অগ্নারম্ভ, বরণ

ও ব্রত প্রভৃতি স্থলে যজ্ঞমান-কর্তৃত্বই বুঝিতে হইবে। বরণ-

কালীন যজ্ঞমানকে পূর্বমুখ এবং আচার্য প্রভৃতিকে উত্তরমুখ

হইয়া বসিতে হইবে।

“সৰ্ব্বত্র প্রাযুক্তো দাতা গৃহীতা চ উদযুগঃ।” (স্মৃতি)

কাত্যায়ন বরণবিধি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

প্রথমে যজ্ঞমান আসন আনিয়া বলিবেন,—“সাদু ভবান্ আতা-

মর্জয়িষ্যামো ভবন্তঃ।” বরণীয় ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন, “সাধবহমসে’

হরিশর্মা বলেন—‘অর্জয়িষ্যামো ভবন্তঃ’ এই কথার পর ‘অর্জয়’

এইরূপ প্রতিবচন প্রযোজ্য। (সংস্কারতন্ত্র)

যে কর্ষে বরণ করিতে হইবে, তাহাতে নিরোক্তরূপ সঙ্কল

করিয়া বস্ত্র ও উপবীতাদি দিতে হইবে।

যাহাকে বরণ করিতে হইবে তাহার দক্ষিণ জাম্ম স্পর্শ করিয়া

“বিকুরোম্ তৎসদোমন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ

অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ অমুককৰ্ম্মকরণায়

ঐতিব্রতপুশ্পমালাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃণে” এবং ঋত্বিক্,

“বৃতোহস্মি” বলিবেন। পরে যজ্ঞমান বলিবেন—“বথাবিহিতং

অমুক কৰ্ম্ম কুরু।” ঋত্বিক্ ‘বথাস্ত্রানং করবানি’ এই কথা বলিবেন।

এইরূপে ঋত্বিক্ বরিত হইয়া তাঁহার সঙ্কলিত কৰ্ম্ম আরম্ভ

করিবেন। যজ্ঞমান নিজে কৰ্ম্ম করিতে না পারিলে পুরোহিত

প্রভৃতিকে বরণ করিয়া দিবেন, পুরোহিত ঐ পূজাদি কর্ষে

ব্রতী হইয়া কার্য সমাধা করিবেন। বিবাহেও জামাতাকে

প্রথমে বরণ করিয়া পরে কল্যাসপ্রদান করিতে হয়। বিবাহে

বরণ স্থলে বর ও কল্যার উচ্চতন তিন পুরুষের নাম উল্লেখ

করিয়া বরণ করিতে হয়।

“বিবাহে যৌ বিধিঃ প্রোক্তো বরণে স বিধিঃ স্মৃতঃ।

বাক্যং ত্রৈপুরুষিকং কার্যং ত্রিষাবৃত্তিবিবক্ষিতে।” (উদাহতঃ)

বিবাহে বরণবাক্য এইরূপ হইবে। সংপ্রদাতা বরের দক্ষিণ

জাম্ম স্পর্শ করিয়া—বিকুরোম্ তৎসদোমন্ত অমুকে মাসি অমুকে

পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত

অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ প্রোক্তো অমুকগোত্রস্ত অমুক-

প্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পোত্রঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত

অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রঃ অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ শ্রীঅমুকদেব-

শর্মাণঃ বরঃ; অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ

প্রোক্তো অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পোত্রীঃ

অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রীঃ অমুকগোত্রঃ

অমুকপ্রবরঃ শ্রীঅমুকদেবীঃ কল্যাঃ দাতুমৈভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য

বরন্তেন ভবন্তমহং বৃণে” বলিবেন। পরে জামাতা ‘বৃতোহস্মি’

বলিবেন। যথাবিধি বরণ করিয়া দিলে তবে তাহার কার্যে ‘অধি-

কার হয়, এইজন্য ব্রতাদিতে পুরোহিতাদিকে বরণ করিতে হয়।

প্রতিনিধি বা উপযুক্ত ব্যক্তিনিয়োগের নামই বরণ। যেনন

রাজপদে বরণ। এই জন্য মাজলিক কার্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তির

সম্মানার্থ কতকগুলি মাজলিক দ্রব্য দ্বারা তাহার সঞ্চর্চনা করা

হইয়া থাকে। যে পাত্রের ঐ মাজলিক দ্রব্যগুলি একত্র সন্নিবেশিত

থাকে, তাহাকে বরণডালা বলে।

২ বেটন। ৩ পূজার্নাদি। (পূঃ) ৪ প্রোকার। ৫ বরণবৃক্ষ।

(অমর) ৬ উট্ট। ৭ সংক্রম, চলিত সাঁকী। (হলায়ুধ)

বরণক (ত্রি) বরণকারী। আচ্ছাদন।

বরণডালা (দেশজ) মাজলিক দ্রব্যপূর্ণ একখানি পিত্তলের

পাতা বা বংশপত্রনির্মিত গোলাকার ডালা। কুলকামিনীগণ সে

পাত্রে খুরি রাখিয়া তাহাতে নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি সাজাইয়া দেন।

পুরোহিত তাহার একটা একটা তুলিয়া বরকে বরণ করেন।

স্ত্রী-আচারের সময়ে সধবা কামিনীগণও এককথানি এইরূপ পাত্র

বিভিন্ন দ্রব্যে সাজাইয়া মাথায় লইয়া বরের চরিত্রকে খুরিয়া

বেড়ায় এবং নির্দ্বন্দ্ব করেন।

বরগড়ালার জ্বা :—মহী (মৃত্তিকা), বেতচন্দন, শিলা (গুড়ি), ধাতু, দুর্লা, পুশ, ফল, বধি, চুত, যত্নিক, সিন্দুর, শখ, কঙ্কাল, হরিত্রা, চাউল, সোণা, রূপা, তামা, বেতসর্ষপ, বর্ষণ, সূত্র, চামর, দীপ, দোহ।

বরগমালা (স্ত্রী) বরণার যা মালা। বরণশ্রজ্, বরণসময়ে যে পুষ্পমালাদি দেওয়া যায়।

বরণশী (স্ত্রী) বারাগশী। (শব্দরত্না) *

বরণশ্রজ্ (স্ত্রী) বরণমালা। (রাজতরং ১৬১)

বরণা, পঞ্জাবদেশেইহা একটা নদী। (পা ৪২৮২) প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিকগণ ইহাকে Aornos নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে আটকের বিপরীত দিকে প্রবাহিত। ইহা এখন বরণস নামে খ্যাত।

বরণা (স্ত্রী) বরণ-টাণ্। নদীবিশেষ। (শব্দরত্না) এই নদী বারাগশীর উত্তর সীমা এবং আতিশয় পুণ্য নদী। এই নদীতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বিদূরিত হয়। বিষ্ণুর দক্ষিণপাদ হইতে এই নদী এবং বাম পাদ হইতে অসি নামক নদী বিনির্গত হইয়াছে, এই জন্য এই নদীই পুণ্যবর্জিনী ও পাপনাশিনী। এই নদীর মধ্যবর্তীস্থান বারাগশী নামে খ্যাত। ইহার তুল্য পুণ্য স্থান স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলে আর নাই। (বামনপু ৯ অ)

২ ভুবরী। (নকুল ১৩অ) চলিত অড়হর কলাই।

বরণীয় (ত্রি) বৃ-অনীয়। বরণের যোগ্য, বাহাকে বরণ করা যায়, বরণার্থ। ২ প্রার্থনীয়। ৩ শ্রেষ্ঠ।

বরণু (পুং) বৃগোষ্ঠীতি বৃ (অণুন্ কৃৎসৃ বৃঞঃ। উণ্ ১১২৮) হীত অণুন্। ১ অণুরাবোধি, চলিত বারাগা। ২ সমুহ। ৩ মূখরোগভেদ, চলিত বরসকোড়া। (মেদিনী) ৪ বড়িশ-হুহ, গঠরী।

বরণুক (পুং) বরণ আর্থে সংজ্ঞায় বা কন্। ১ মাতঙ্গবেদি, ছাত্তীর হাওলা। ২ মুখ্যমান গজঘরের মধ্যবর্তিনী ভিত্তি, দেওয়াল। ৩ যোবনকটক, চলিত বরসকোড়া। (মেদিনী) ৪ বর্জুল, গোল। (ত্রি) ৫ বিশাল। ৬ ভীত। ৭ কুপণ। (শব্দরত্না) ৮ বরণশকার্য।

বরণু (স্ত্রী) বরণ-টাণ্। ১ সারিকা। ২ বস্তি। ৩ শত্রুভেদ।

বরণালু (পুং) বরণ ও ব আনুরজ। এরণ্ড বৃক্ষ, কন্দশাক-বিশেষ। (ত্রিকা)

বরতরফ্ (পারসী) কার্য হইতে লবাব দেওয়া।

বরতরফী (পারসী) বাহাকে বরতরফ্ করা হইয়াছে, বাহাকে লবাব দেওয়া হইয়াছে।

বরতনু (ত্রি) ১ হুমরী স্ত্রী। ২ হনোভেদ। ইহার প্রত্যেক

চরণে ১২টা অক্ষর থাকে, উদাহরণ ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১১ লগু, ভিন্ন বর্ণ গুরু।

বরতনু (পুং) একজন প্রাচীন ঋষি। “কৌৎসঃ প্রপেদে বরতনু-শিষ্যঃ” (রঘু) বহু বচনে বরতনুর বংশধর বুঝায়।

বরতিক্ত (পুং) বরঃ শ্রেষ্ঠত্বকৃতিস্তস্যসো যন্ত। ১ কূটজ বৃক্ষ, ফুড়ি গাছ। ২ নিষবৃক্ষ। (রাজনি) ৩ পপটক, ক্ষেত পাণ্ডা। ৪ রোহিতক বৃক্ষ, রমনা গাছ। (পর্যায়মুক্তা) বরতিক্তিকা (স্ত্রী) বরতিক্ত আর্থে কন্ টাণ্ অত ইহং। ১ পাঠা, আকনাদি। ‘বরতিক্তিকা’ এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বরতোয়া (স্ত্রী) নদীভেদ। (শব্দরত্না) ১৫৪

বরৎকরী (স্ত্রী) রেণুকা নামক গজদ্বয়া। (শব্দচ)

বরত্রা (স্ত্রী) ত্রিযতেহনেতি বৃ (বৃঞশিৎ। উণ্ ৩১০৭) ইতি অত্রন্ টাণ্। হস্তিকক-রজ্জ্ব করিবন্ধন, চলিত কাচদড়ী। পর্যায়—চুয়া, কল্যা, কল। ২ চর্ম্মরজ্জ্ব। (অক ১০৬০৮)

বরত্ৰচ (পুং) বরা হিতকরী ত্ৰচা যন্ত। ১ নিষবৃক্ষ। (রত্নমালা)

বরদ (ত্রি) বরং দদাতীতি দা (আতোহ্রস্পসর্গেতি। পা ৬২১৩) ইতি ক। ১ অভীষ্টদাতা, পর্যায়—সমর্দ্ধক, বাহিতার্থদ। “বরদং তং বরং বত্রে সাহায্যং ক্রিয়তাং মম।” (ভারত ১২২১৭) ২ প্রসন্ন, যিনি অভিলষিত বরপ্রদান করেন।

বরদ, বিদ্যাপার্ষদিত শোণনরতীরবতী একটা গণ্ডগ্রাম।

(ভবিষ্যত্রক্ষণ ৮৩৭)

২ বজ্রের একটা প্রাচীন বিভাগ। (ভবিষ্যত্রক্ষণ ১০১৩)

বরদ, দাক্ষিণাত্যবাসী একজন সম্ভূত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, তেওয়ার-মণ্ডলে ইহার বাস, ইহার পিতার নাম ত্রিনিবাস। ইনি অন্ন-জীবন নামে একখানি ভাগ রচনা করেন।

বরদকাবি, কারিকাবর্ণনপ্রণেতা।

বরদক্ষিণা (স্ত্রী) ১ বিবাহকালে কস্তার পিতা বরকে যে যৌতুক বা উপহার দেন। ২ নষ্টবস্ত্র উদ্ধারের যে বৃথা খরচ পত্র হয়, তাহাকে বরদক্ষিণা বলা যায়।

বরদচতুর্থী (স্ত্রী) বরদা চতুর্থী। দ্বাধ মাসের গুরুচতুর্থী।

বরদন্ত (ত্রি) ১ বর বা অমুগ্রহরূপে প্রাপ্ত।

বরদদেশিকার্চা, ১ কাকীবাসী স্তম্ভশ্রমের পুত্র, ইনি ‘বসন্ত-তিলক’ নামে একখানি ভাগ রচনা করেন।

২ একজন দার্শনিক। ইনি তত্ত্বজ্ঞ ও বেদান্তকারিকাবলী নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বরদনাথ, ভক্তরচনুকার্ষসংগ্রহ নামে সম্ভূত গ্রন্থপ্রণেতা। ইহার পুত্র ঐ গ্রন্থের উপর রত্নরচনু নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বরদনায়কসূরি, দাক্ষিণাত্যের একজন এসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি ভবনিকরণ নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

বরদমূর্ত্তি, বাঙ্গলাদেশে সঙ্কল্পনির্ণয় নামক বৈদিক গ্রন্থরচয়িতা।

বরদযোগ, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান। (ভবিষ্য-ব্রহ্মণ্য ১৮।২২) বর্তমান নাম বজ্রযোগিনী। [বজ্রযোগিনী দেখ।]

বরদরাজ, ১ একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক। ইনি তর্ককারিকা, তাত্ত্বিকরকা এবং সারসংগ্রহ নামে তাত্ত্বিকরকার টাকা রচনা করেন।

২ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, ইহার পিতার নাম হর্গাতনয়। পাণিনি-ব্যাকরণ আশ্রয় করিয়া ইনি শীর্ষাণপদমঞ্জরী, মধ্যনিছাত্ত-কোমুদী, লঘুকোমুদী এবং সারসংগ্রহকোমুদী বা সারকোমুদী নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

৩ একজন বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত, বামনাচার্যের পুত্র ও অনন্ত নারায়ণের পৌত্র। ইনি ঋগ্বেদভাষ্য, তৈত্তিরীয়ারণ্যক-ভাষ্য, নিধানসূত্রবৃত্তি, অতিহারসূত্রবৃত্তি, মশককল্পসূত্রভাষ্য এবং বরদরাজদীক্ষিতীয় নামক শ্রোতগ্রন্থরচয়িতা।

৪ একজন মীমাংসক, রত্নরাজের পুত্র, দেবরাজের পৌত্র এবং সুদর্শনাচার্যের শিষ্য, মীমাংসানরবিবেকদীপিকা প্রণেতা।

৫ একজন নৈয়ায়িক, রামদেবশিষ্যের পুত্র, হরিনাসের ভারহুস্মাঞ্জলীটাকার একজন টিপ্পণীকার।

৬ শিবহুত্রবাস্তিকরচয়িতা।

৭ ব্যবহারকাণ্ড বা ব্যবহারনির্ণয় প্রণেতা।

৮ বাগপ্রারম্ভিতব্যাক্যকার।

৯ আনন্দতীর্থ রচিত মহাত্মারততাত্ত্ব্যনির্ণয়ের মঙ্গ-সুখোদধিনী নামে টীকাকার।

১০ ভাষামঞ্জরী ও প্রমাণপদার্থ নামক ব্যাকরণ-গ্রন্থরচয়িতা।

১১ জ্ঞানদীপিকা প্রণেতা।

১২ ভবনিকরণ নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

১৩ কিরণাবলীর জনৈক টীকাকার।

১৪ পুরুষস্বত্বের জনৈক ভাষ্যকার।

১৫ কবিজ্ঞানবিনোদ নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

বরদরাজ আচার্য, নামদাত্তকানিধট্ট রচয়িতা।

বরদরাজ চোলপণ্ডিত, বিবেকতিলক নামধের রামায়ণের জনৈক টীকাকার।

বরদরাজভট্ট, সামান্তপদমঞ্জরী নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

বরদরাজ ভট্টারক, কামন্দকীর নীতিসারের টীকাকার।

বরদরাজী (ত্রি) বরদরাজলিখিত।

বরদর্শিনী (ত্রি) যেখানে স্থলকলা বা স্থলরী। (রামায়ণ ২।৫৫.২) কেহ বরদর্শিনী এই পাঠ অনুমান করেন।

বরদবিষ্ণুসূরি, জৈন সূরিভেদ।

বরদা (ত্রি) বরদ-টীপ। ১ কড়া। (মেঘিনী) ২ আবিভা-তক্তা। ৩ অবগচ্ছ। (ভাবপ্র) ৩ অতীষ্টকলদাত্রী। ৪ এসর-চিকুচক হতাদি বিভ্রান্তরূপ মুদ্রাবিশেষ। ৫ হুবর্তনা, চলিত হড়হড়ে। ৬ বামাটীকল। (বৈদ্যকনি)

বরদা, হিমশাপবিনিঃসৃত মদীভেদ। (হিমবৎ ৮. ৪।৬৯) এখানে অষ্টাংশভূজা প্লাম্বীমূর্ত্তি বিরাজিত। (হিম. ৪১।৩৯-৪৪)

বরদা (ত্রি) শক্তি-মূর্ত্তিভেদ।

বরদাচতুর্থী (ত্রি) বরদাখ্যা চতুর্থী। মাঘ মাসের ওরুচতুর্থী। মাঘ মাসের ওরুচতুর্থীর দিন গৌরীপূজা করিতে হয়, এই দিন গৌরীপূজা করিলে তিনি বরদাধিনী হইয়া থাকেন, এইজন্য এই চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে। এই তিথিতে গৌরীপূজা করিলে সৌভাগ্য ও অতুল শ্রী লাভ হয়। এই চতুর্থীতে গৌরী পূজা করিয়া পক্ষমতে সরস্বতীপূজা করিতে হয়।

“চতুর্থী বরদা নাম তত্ভাং গৌরী স্পৃশিতা।

সৌভাগ্যমতুলং কুর্য্যাৎ পক্ষম্যাসে শ্রীরাপি শ্রিয়ঃ ॥” (তিথিতত্ত্ব)

বরদাচার্য, কয়েকজন বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। যথা—

১ অনঙ্গব্রহ্মবিভ্রাবিলাস ও অম্বালভাগ নামে ভাগরচয়িতা।

২ অধিকারসংগ্রহ-ভাষ্যকার।

৩ অভয়প্রদান ও অভয়প্রদানসার-প্রণেতা।

৪ উৎপ্রেক্ষামঞ্জরী নামে অলঙ্কার-গ্রন্থরচয়িতা।

৫ কাঙ্ক্ষালীর্থগুনমণ্ডনকার।

৬ পরতর্কনির্ণয়কার।

৭ কারিকাদর্পণপ্রণেতা।

৮ প্রেমেরমালা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

৯ ভগবদ্ভানুমুক্তাবলীকার।

১০ মঙ্গলময়ুরমালিকা নামে অলঙ্কার-গ্রন্থরচয়িতা।

১১ যতিরোধবিজয় বা বেদান্তবিলাসনাটককার।

১২ বিরোধপরিহারকার।

১৩ ব্যাকরণলব্ধবৃত্তিপ্রণেতা।

১৪ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদভাষ্যকার।

১৫ সাবিত্রী-পরিণয় নামে কাব্যরচয়িতা।

বরদাত্ত (পুং) দদাতীতি দাতু, বরদাত্ত দাতুঃ। বৃক্ষবিশেষ, শাকবৃক্ষ, সেগুণগাছ, হিন্দী ছুঁইসহ, পর্যায় ভূমিসহ, দাদদাত্ত, ধরদ্রব। গুণ—শিথিল ও রক্তপিণ্ডপ্রদান। (ভাবপ্র)

বরদাত্ত (ত্রি) দাতু, বরদাত্ত দাতা। অতীষ্ট কলপ্রদাত্তা, যিনি বর দেন। ত্রিরাং ভীষ। বরদাত্রী

বরদাধীশ যজ্ঞ, একজন এসিদ্ধ হার্ড কেটাবীশের পুত্র। ইনি প্রয়োগবৃত্তি ও প্রারম্ভিতপ্রবীণিকা রচনা করেন।

বরদান (ক্ৰী) বরস্ত দানং। অভিলষিত বিষয়-প্রদান।
 বরদানময় (ত্রি) বরদান স্বরূপে ময়ট। বরদান স্বরূপ।
 বরদানিক (ত্রি) বরদানসম্বন্ধীয়।
 বরদাভূমি, জনপদভেদ। (ভবিষ্যতস্মৃতি ৬।২৭)
 বরদাযোগিনী, বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী। এখানে গোড়াধিপ
 রাজত্ব করিতেন। (দেশাবলী) বর্তমান নাম বঙ্গযোগিনী।
 বরদারু (পারসী) ১ বেহারা। (ত্রি) ২ ধাতুশকারী।
 বরদারী (পারসী) বেহারার কার্য।
 বরদারু (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। (Tectona Grandis)
 (ত্রি) শ্রেষ্ঠদারু। অর্থ বটাঁদি স্তূহং বৃক্ষ।
 বরদারুক (পুং) বৃক্ষভেদ। ইহার পত্রগুলি বিষময়।
 বরদাশ্বসু (ত্রি) বরদ।
 বরদাস্ত (পারসী) সমুদ্র, সহিষ্ণুতা।
 বরদেব, একজন রাঠোর রাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা। ইনি কামধ্বজ
 উপাধিধারী জরোদশ মহাশাখার একতমের আদিপুরুষ। ইনি
 খ্রীষ্ম জ্যোতিষাত্মক বারাগমী ও ৮৪টা নগরের আধিপত্য
 প্রাপ্ত হইলেও তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্বক পাবকপুরে স্বতন্ত্র
 রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার বংশধরগণ পাবক কামধ্বজ
 নামে খ্যাত।
 বরদ্রুম (পুং) বৃহদাকার বৃক্ষভেদ। অগুরুভেদ। (Agallochum)
 বরধর্ম (পুং) শ্রেষ্ঠকার্য।
 বরধন্যকুণ্ড (ত্রি) অপরের মঙ্গলজনক কার্যকারী।
 বরনারী (ক্ৰী) হৃন্দরী ক্ৰী।
 বরনিশ্চয় (ত্রি) পতিনির্দোষ।
 বরন্দা (দেশজ) ভূপরিবেশ। সম্ভবতঃ বালাঙা ঘাস, ঘাহাতে
 মাছের প্রস্তুত হয়।
 বরপক্ষ (পুং) বরযাত্রা।
 বরপাত্র (দেশজ) বর।
 বরপাত্রী (ক্ৰী) তত্ত্বোক্ত দেবীভেদ।
 বরপাত্রীয়া (ত্রি) বরের সম্পর্কীয় বা বরযাত্রাসম্বন্ধীয়।
 বরপণ্ডিত, কথাকোতুক নামক সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা।
 বরপর্ণাথ্য (পুং) বরাণি পর্ণাশ্রিত, বরপর্ণাতি আখ্যা যত।
 কীরকম্বুকী বৃক্ষ। চলিত কীরকডার। (রক্তমাংসা)
 বরপীত[ক] (পুং) হরিতাল।
 বরপুত্র (পুং) যিনি দেবতার অমুগ্রহ লাভ করিয়াছেন।
 যেমন কালিনাস সরস্বতীর বরপুত্র।
 বরপোত (পুং) শ্রেষ্ঠ শাক। (নৈবট্যপ্রকাশ)
 বরপ্রদ (ত্রি) বরং প্রদাতীতি দা-ক। বরদাতা, যিনি বর
 প্রদান করেন। হিরা টাপু=বরপ্রদা—লোপামুদ্রা।

বরপ্রদান (ক্ৰী) বরস্ত প্রদানং। বরদান, বর দেওয়া।
 বরপ্রভ (ত্রি) ১ অতি প্রভাবিশিষ্ট। বোধিসত্ত্বভেদ।
 বরপ্রস্থান (ক্ৰী) বরযাত্রা। বিবাহনিমিত্ত আত্মীয় কুটুম্বসহ
 বরের কস্তালায়ে আগমন।
 বরক (পারসী) ভূবার। জল জমিয়া স্বেতবর্ণ প্রস্তরখণ্ডের
 জায় হইলে তাহাকে বরক কহে। [পবর্গে দেখ।]
 বরফল (পুং) বরং ফলমন্ত। ১ নারিকেল বৃক্ষ। (ক্ৰী)
 ২ নারিকেল ফল। ৩ শ্রেষ্ঠফল।
 বরবাহুলীক (ক্ৰী) কুসুম। জাফরান।
 বরযাত্রা (ক্ৰী) বরস্ত যাত্রা। বিবাহ করিতে বরের কস্তাগৃহে গমন।
 পৃথিবীস্থ ক সভ্য কি অসভ্য সকল সম্প্রদায়ের সকল জাতির
 ভিতরই বরযাত্রা প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বিবাহ-পদ্ধতি
 সকল জাতির সমান নহে। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের
 সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন উৎসব ও আমোদের রীতি নীতি
 এবং আদব কায়দাগুলি এক একটু করিয়া উলট পালট
 হইতেছে। এই পরিবর্তন শুধু যে উচ্চ সম্প্রদায়ের
 ভিতর ঘটিতেছে তাহা নয়; উচ্চ সম্প্রদায়ের যথাসম্ভব
 আদর্শ লইয়া ধীরে ধীরে নিম্ন সম্প্রদায়ের সাজ-সজ্জা,
 চাল-চলন, রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি গঠিত হইতেছে। এরূপ
 পরিবর্তনের প্রথা কালের হিসাবে ভাসিয়া সকল জাতিকেই
 জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে বরিয়া লইতে হইতেছে। তবে কথা
 এই, বাহিরের চাল-চলনাদির পরিবর্তন-পরিমার্জন কিছু কিছু
 হইলেও কোন জাতিই এ সকল ব্যাপারে আপন আপন
 ধর্মোচ্ছল কর্মক্রম এখনও ত্যাগ করেন নাই।
 বাঙ্গলার সর্ববর্গের হিন্দু—বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণ ধনী হিন্দু-
 গণের মধ্যে এই বরযাত্রা স্থানভেদে কচিং কোথাও কিকিৎ
 পরিবর্তিত আকার দেখা যায়। তবে এই ব্যাপারের মার্জালক
 ধর্মকর্মগুলি প্রায় সর্বত্রই সমান।
 যাত্রা করিবার পূর্বে অবস্থানস্থানে বরের সাজ-সজ্জা হয়।
 কোন কোন বর হয় ত কীরীট-কুণ্ডল-কক্কাকাদি-মণ্ডিত হইয়া
 যাত্রা করেন এবং কাহাকেও বা শুদ্ধ বসনে শুদ্ধ উত্তরীয়ে আবৃত
 হইয়া যাত্রা করিতে হয়। তবে ধনীরা ত কথাই নাই, বর দরিদ্র
 হইলেও বরযাত্রা ব্যাপারটীতে সর্বত্রই সমৃদ্ধিসম্পদের কিছু না
 কিছু পরিচয় থাকিবেই। অতি দরিদ্র নিরক্ষর ব্যক্তিও ভারী
 স্বত্তরভবনে প্রথমগমনে সম্ভবমত স্ব স্ব সম্পদ ও সমৃদ্ধ-
 ভাবেরই পরিচয় দেয়।
 বর উপবাসী থাকিয়া যথাকালে যাত্রা করে। যাত্রা করিবার
 পূর্বে বরের ললাটকলাক চন্দন-চর্চিত হয়। বাড়ীর রমণীগণ
 বরের ললাটে স্বেত চন্দন লেপিয়া দেন এবং বরের বিষবিনাশের

জন্ম তাহার চন্দ্রনাক্ষিত লগ্নটি মধ্যে 'হুগী' বা 'হরি' প্রভৃতি 'ভগ-বৎ' নাম লিখিয়া রাখেন। যাত্রাকালে একটা দ্বি-মুখ-প্রতিমিত সফলপত্রব পূর্ণকুণ্ডলের সমুখে রাখা হয়। বর তাহার দিকে তাকাইয়া 'হুগী গণেশ দাখব' প্রভৃতি ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করে। এই সময় শুক পুরোহিত কিংবা অন্য কোন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ 'ধেমুর্বৎসপ্রবৃত্তা' প্রভৃতি ব্রাহ্মমন্ত্র স্মরণ পাঠ করেন, বর যাত্রা করিয়া অগ্রে দেব, ব্রাহ্মণ ও পিতামাতা প্রভৃতি অজ্ঞাত নমস্তবর্গকে প্রণাম বা নমস্কার করে। তখন নমস্কৃত ব্যক্তিগণ বরকে আশীর্বাদ করিতে থাকেন। এই সময় আত্মীয় কুটুম্ব রমণীগণ হস্তধ্বনি ও শব্দধ্বনি করেন। অনেক স্থানে দেখা যায়, রমণীগণ পাঁচ সাত জনে মিলিয়া এই সময় মাদলিক সঙ্গীত গাইতে থাকেন। পূর্ণকুণ্ডলের পার্শ্বে একখানি বরণ-ডালা থাকে। এই বরণ ডালার স্বস্তিক, সিন্দূর, ধাত্ত, দুর্কা, প্রদীপ প্রভৃতি বহু মাদলিক দ্রব্য সজ্জিত রাখিতে হয়। বর যাত্রা করিয়া যাইবার সময় কোন রমণী গুহু দিয়া তাহার হাত ধুয়াইয়া দেন।

দেশভেদে প্রচলিত কলার মাঝ, মাছ-কাটারী, ছুরী, কাটারী জাতি দর্পণাদি বামহস্তে লইয়া বর বর হইতে বাহির হইয়া আইসেন। এইবার বরের সঙ্গে তাহার জাতি কুটুম্ব আত্মীয় অন্ত-রঙ্গ প্রভৃতিও চলিতে থাকেন। অবস্থান্তরে ও চলাচলের সুবিধাবিশেষে বর বান, নৌকা, পানী, বা অগ্নি গমন করেন। অবস্থাপন্ন বড় ঘরের বর, পথের স্তম্ভ ও স্রবোগ হইলে প্রায়ই হাতী, চতুর্দোল বা মূল্যবান অথবা যাত্রা করিয়া থাকেন।

রাজা জমীদারের ত কথাই নাই। যিনি ধনী অথচ সহরবাসী, তাঁহাদের বরযাত্রাব্যাপার বাণ্ডিকই দেখিবার যোগ্য। বাহার ধন আছে, তিনি অল্প বাধেই বর ব্যয় করুন আর নাই করুন, বর-যাত্রাব্যাপারে বরের গৃহিণী বা অন্য পরিজনদের থাকিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রায়ই মুক্তহস্ত হইতে দেখা যায়। খেত, পীত, নীল, লোহিত বা মিশ্রবর্ণের চত্ৰাতপ-রাজিত রোপা বা পিত্তল দণ্ডমণ্ডিত বহু বাহক-বাহিত কালর-বলদলীকৃত স্তম্ভর চতুর্দলের লোহিত মধ্যমল-সজ্জিত বেদিকার চড়িয়া কিরীট-কুণ্ডল কঙ্কু পরিয়া কোন রাজপুত্র বা নবাবপুত্রবৎ বর চলিতে থাকেন। ছুই পার্শ্বে ছুইটা স্ত্রী বেশধারী বালক চার লইয়া তাঁহাকে বাতাস করে, অজ্ঞাত বরযাত্রিকগণ অবস্থাহাস্যে পরিবার পরিজনকে বেশ ভূষা করিয়া বরের সঙ্গে সঙ্গে পদতলে চলিতে থাকেন। সকলেই বেশ মিছিল বিধিরা চলেন, নানা রঙ-বেরঙের রোশনাই হয়। নানা চক্রে বেনী বিদেশী বাজনা বাজে, কোথাও বা হরেক রকম বাজী পুড়ে। আশাশোচী লইয়া কোথাও বা ঢোল ডুরেয়ায় ধরিয়া বিবিধ পাগড়ী-বাঁধা

বহু সজ্জিত অল্পচর সহচর কাতারে কাতারে থাকনার তালে তালে পা কেলিয়া চলে; কাগজের হাতী, কাগজের অংক, কাগজের নৌকা ও ভহুপরি বাইনাচ, খেমটা নাচ প্রভৃতি কত কি দৃশ্য-বেরং সং চলিতে থাকে। অগণিত আলোক-সজ্জার দর্শকের চকু বলসিয়া যায়। এরূপ মিছিল দেখিবার অল্প সান্তার দুই ধারে দলে দলে লোক জমিয়া যায়।

বর যখন সদলবলে কস্তাকর্তার বাড়ী গিয়া পৌছেন, তখন কস্তাকর্তৃপক্ষ বর ও বরযাত্রিকদিগকে সন্মানে মিষ্ট আহ্বানে গৃহে লইয়া বান।

বালালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও পুত্রাদি মধ্যে অবস্থাহাস্যে চলাচলের স্তম্ভর স্রবোগে বরযাত্রা ব্যাপার এইরূপই। তবে বাহাদের অর্থহস্যার তেমন নাই, তাঁহারা সমারোহের তাগ অনেকটা কমাইয়া দেন।

ভারতের, শুধু ভারতের বলি কেহ—পৃথিবীর সত্য অসত্য সমুদ্র অসমুদ্র বাবতীর জাতিরই বরযাত্রা ব্যাপার এইরূপ অম-বিত্তর আমোদ উৎসব ও সমারোহ আড়ম্বরেই পরিপূর্ণ। তবে জাতিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের রীতি পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে। [বিবাহ দেখ।]

বরযাত্রিন (ত্রি) বরযাত্রা-অন্ত্যর্থে ইনি। বাহার বরের অম-গমন করে। বরের সহিত বাহার বার, তাহারিগকে বরযাত্রী কহে। বরযিত্ত (পুং) বর-গিহ-তৃচ। ১ তত্ত্বা, স্বামী, প্রণয়ী।

২ বরণকারিতা।

বরযিত্তব্য (ত্রি) বর-গিহ-তব্য। বরণের যোগ্য। (হেম) বরযু (পুং) ভারত বর্ণিত ব্যক্তিতেষ। (ভারত উদ্যোগপর্ক) বরযুবতি (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৬টা করিয়া অক্ষর হইবে। তাহার মধ্যে ১,৪,৬,৮,৯, ও ১০ অক্ষর শুক, তত্রি বর্ণ লভু। ইহার লক্ষণ—

“ভো নরনা নগৌ চ যত্নাং বরযুবতিরিৎ” (ছন্দোম)

২ স্রবণোবনসম্পন্ন স্ত্রী।

বরযোগ্য (ত্রি) ১ বর, আশীর্বাদ বা উপহার পাইবার যোগ্য। ২ বরণীয়।

বরযোজিক (পুং) কেসর। (নিমন্তু প্রকাঃ)

বররুচি (পুং) বরা চর্চিত। একজন প্রাচীন বৈরাগ্যর ও প্রসিদ্ধ কবি, তাঁহার অপর নাম পুনর্মহা। (ত্রিকাঃ) অষ্টাধ্যায়ীভূতি, একাক্ষরকোষ, একাক্ষরনিমন্তু, একাক্ষরনামমালা, একাক্ষর-ত্ৰিধান, ঐন্দ্রনিমন্তু, কারকচক্রকারিকা, লক্ষণকারিকা, পত্র-কৌমুদী, প্রদোপবিবেক, প্রদোপবিবেকসংগ্রহ, প্রাকৃত-প্রকাশ, কুমহর (পুণহর), বোগপতক, লাক্ষনকাব্য, লাক্ষনীতি, লিঙ্গ-বিশেষবিধি, লিঙ্গভূতি, লিঙ্গাঙ্গশাসন, বররুচিকাক্যাকাব্য, বায়-

‘বরশিখর বরশিখো নাম কচ্চিদসুখঃ’ (সাম্বল)

বরশীত (স্রী) জু, দারুচিনি। (বৈজ্ঞানিক।)
 বরশ্রোণী (স্রী) ব্রহ্মর্ষী। লঘুসৌরবেল। (বৈজ্ঞানিক।)
 বরস্ (স্রী) ১ তেজঃ। “পর্য্যুক্রবরাসি” (শব্দ ৬৬২।১)
 ‘বরাসি তেজাসি’ (সারণ)
 বরসদ্ (ত্রি) আদিত্য, স্বর্গ। “বৃষদবরসদৃশস্যবোমসদজা”
 (শব্দ ৪৪০।৫)
 ‘বরসদ্ বরে বরগীয়ে মণ্ডলে দীপ্তীতি বরসদাদিত্যঃ’ (সারণ)
 বরসান (পুং) বৃ (হ্রস্বশানচ-স্বজ্ঞতাম্। উণ্ ২।৮৬) ইতি
 শানচ্। দারিক। (উচ্ছল)
 বরসন্দরী (স্রী) ১ হৃন্দরী স্রী। ২ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি
 চরণে ১৪টী অক্ষর। ১,৫,৯,১৩,১৪ বর্ণ গুরু ও তত্ত্বিন্ন লঘু।
 বরসুন্নত (ত্রি) সুন্নতক্রিয়াভিজ্ঞ। উচ্ছল।
 বরসেন (পুং) গিরিসঙ্কটভেদ।
 বরস্রী (স্রী) হৃন্দরী নারী।
 বরস্রা (স্রী) বরগীরা, বরণের যোগ্য। “বরস্রা বামাত্রিগৃহ বে”
 (শব্দ ৫।৭৩২) ‘বরস্রা বরগীরা’ (সারণ)
 বরস্রজ্জ (স্রী) কত্ভাকর্জুক বরের গলার যে মালা দেওয়া হয়।
 বরহক (স্রী) জনপদভেদ।
 বরহি, পার্শ্বতা জ্ঞাতিবিশেষ।
 বরা (স্রী) বৃ-অচ-টাপ্। ১ ফলদ্রিক। (মেদিনী) ২ রেণুকা-
 নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দ ৮০) ৩ শুভ্রুচী। ৪ মেদা। ৫ ব্রাহ্মী।
 ৬ বিড়ঙ্গ। ৭ পাঠা। ৮ হরিত্রা। (রাজনি) ৯ শ্রেষ্ঠা। ১০ শণ-
 পুন্দী। ১১ বাতিজন, বেণুগ। ১২ ওড়পুশ্প, জবাফুল। ১৩ বন্ধা-
 ককোটকী। ১৪ ময়ূ। ১৫ খেতাপরাজিতা। ১৬ সোমরাজি।
 (বৈজ্ঞানিক।) ১৭ শতমূলী, ব্রাহ্মীশাক। (রাজনি।)
 বরাক (পুং) বৃগীতে তচ্ছল ইতি (জন্মভিক্ষুকুটপুটবৃঃ বাকন্।
 পা ৫।২।১৫৫) ইতি বাকন্। ১ শিব। (মেদিনী) ২ বৃক। (হেম)
 (ত্রি) ৩ শোচনীয়। ৪ অবর।
 “নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা
 সেবো বস্ত্র পদস্ত্র দাতরি পরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।
 যং কক্ষিৎপুরুষাধমং কতিপরগ্রামেশমল্লার্যধং
 সেবায়ৈ মুগরামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বরম্ ॥” (মুকুন্দমালা ১৭)
 ৫ পপটক, ক্ষেত্ৰপাপড়া। (বৈজ্ঞানিক।)
 বরাকপুর, একটা প্রাচীন গ্রাম।
 বরাগাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকাছা বিভাগের অন্তর্গত
 একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য ও তাহার প্রধান নগর। এখানে ঠাকুর
 উপাধিধারী সামন্তরাজ রায়সিংহ রেহবাড়বংশীয় রাজপুত।
 জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা
 নাই। রাজস্ব ১৫০০ টাকা।

বরাজ (স্রী) বরমলান্নাং। ১ ময়ূক। ২ শুভ্র। (অমর)
 ৩ শুভ্রবৃক। ৪ বোনি। (ত্রিকা) ৫ শ্রেষ্ঠাবরব। ৬ চোচ।
 “ভৃকপত্রক বরাজ ভাদ্রককোচ তথোংকটং।” (ভাবপ্র।)
 ৭ উপহ। ৮ কল্লু। (বৈজ্ঞানিক।) ৯ পাঠা, আকনাদি।
 ১০ হরিত্রা। ১১ মেদা। (রাজনি।) (পুং) বরাণি
 হুলানি অলানি যত্র। ১২ হস্তী। (ত্রিকা) ১৩ বিকুর
 সহস্রনামের অন্তর্গত নামভেদ।
 “সুবর্ণবর্ণো হেমাকো বরাজশ্চন্দনানবদী।” (বিকুর সহস্রনাম)
 ১৪ তিন শত চক্ৰিশ দিনব্যাপী নক্ষত্রবৎসরভেদ।
 বরাজক (স্রী) বরমলমত্ত কপ্। ১ শুভ্রবৃক। দারুচিনি। (অমর)
 (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠাবরবৃক।
 বরাজদল (স্রী) শ্রিয়ভূপত্র। (চমক টি. ৩ অ.)
 বরাজনা (স্রী) বরা শ্রেষ্ঠা অজনা স্রী। অতিপ্রশস্তাভ্যুক্তা
 স্রী, সর্বাঙ্গসুন্দরী স্রী।
 “শিরঃ স পুশ্পং চরণৌ সুপুজিতৌ বরাজনাসেবনমরভোজনম্।
 অনয়শাশ্বিয়মপর্কসমৈখুনং চিরপ্রদীপং শ্রিয়মানরস্তি বট্ ॥”
 (লক্ষ্মীচরিত্র)
 বরাজরূপোপেত (ত্রি) অজানারূপাণি অঙ্গরূপাণি বরাণি
 অঙ্গরূপাণি তৈরূপেতঃ। শ্রেষ্ঠরূপযুক্ত, সুন্দর। পর্যায়সিংহসংহতন।
 বরাজিন্ (ত্রি) বরাজমত্যাভেতি বরাজ-ইনি। ১ শ্রেষ্ঠাঙ্গযুক্ত,
 বরাজবিশিষ্ট। (পুং) ২ অন্নবেতস। ৩ গজ। স্রিয়াং স্রীয্।
 বরাজিনী।
 বরাজী (স্রী) বরমলমত্তবরমো যত্রাঃ। ১ হরিত্রা। ২ নাগদন্তী,
 বড়দন্তী। ৩ মজ্জিষ্ঠা। (রাজনি।)
 বরাজীবিন্ (পুং) জ্যোতির্বিদুঃ। গণক।
 বরাজ্য (স্রী) উৎকৃষ্ট স্রুত। মাখন জালান স্রুত।
 বরাট (পুং) বরমলমটীতি অট কন্ধ্যাণি অণ্। ১ কপদক,
 কড়ি। (রাজনি) শ্রেষ্ঠ, মধ্য এবং কনিষ্ঠভেদে তিন প্রকার।
 পাতবর্ণ গেটে ছয় মাষা ওজনের কড়ি শ্রেষ্ঠ, চারি মাষা ওজনের
 মধ্য এবং তিন মাষা ওজনের কড়ি কনিষ্ঠ মধ্য গণ্য। বৈজ্ঞানিক
 মতে এইরূপ কড়িই বরাটক সংজ্ঞায় অভিহিত।
 “পীতাভা গ্রহিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘব্রতা বরাটিকা।
 সাদ্বিনিক্তভাবা শ্রেষ্ঠা নিম্নভাবা চ মধ্যমা।
 পাদোনিক্তভাবা চ কনিষ্ঠা পরিকীর্ণিতা ॥” (রসজ্ঞানাং)
 বরাট বা কড়ির শোধনপ্রণালী যথা—কড়ি এক প্রহর
 কাল কাঁজিতে বেদ দিলে তবে তাহা শুদ্ধ হয়। প্রকারান্তর—
 মাটিতে গঠ খুঁড়িয়া পাতা পাতিয়া কুব পুরিয়া মধ্যে বাড়ির মুখা
 রাখিয়া পালকানামক যন্ত্রে ঘুঁটের আঙুলে দণ্ড করিলে কড়িভঙ্গ
 বা বিভক্ত হয়। এই বিশোধিত কড়ি সর্বরোগহর। অগ্রমতে

জামলী জবীর কিংবা অন্ত কোন অরঙ্গসে কড়ি ভিজাইয়া উহা পীতবর্ণ হইলে পরে উঠাইরা দুইরা গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই কড়ি শোধন হইয়া যাইবে। * শোধিত কড়ির ভণ—পরিণাম-পুল, কয় ও গ্রহণীনাশক। কড়ি, তিক্ত, অগ্নিগীপক, গুরুবর্দ্ধক এবং বাত ও কফ-হর।

২ রজ্জ্ব। (ত্রিকা.) ৩ পদ্মবীজ। (মেদিনী)

বরাটক (পুং স্ত্রী) বরাট বার্থে কন্। ১ কর্দক, চলিত কড়ি। লীলাবতীতে বরাটকের সংখ্যাত্তবে এইরূপ নামনির্দেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এক কড়ি কড়ির নাম কাকিনী, চলি কাকিনীতে একপণ, বোল পণে এক ত্রয়া এবং বোল ত্রয়ের নাম লিক।

“বরাটকাণাং দশকংহরং যৎ,

সা কাকিনী তাম্শ পণশ্চতস্রঃ।

তে বোড়শ ত্রয়া ইবাংগম্যা,

ত্রৈম্যতথা বোড়শতন্ত নিঃঃ” (লীলাবতী)

প্রারম্ভিকতবে উক্ত হইয়াছে, আশী বরাটকে এক পণ, বোড়শ পণে এক পুরাণ এবং সপ্ত পুরাণে এক রজত হয়।

“অনীতিভিবরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধারিতে।

তৈঃ বোড়শৈঃ পুরাণ ভাব্যতং সপ্ততিত তৈঃ” (প্রারম্ভিকত)

দক্ষিণার বরাটক বিহার ব্যবহা আছে। ব্রাহ্মণেতরে দান ও দক্ষিণাধীন বস্তু নষ্ট হইয়া যায়, তাই এক কড়ি বা এক পণ কড়ি অথবা একটা কল বা একটা পুষ্পও অন্ততঃ দক্ষিণা দিবে।

“হতমশ্রোত্রিরং দানং হতো বস্তুদক্ষিণঃ।

তন্মাত্রং পণং কাকিনীং বা কলং পুষ্পমথাপি বা।

এসমভ্যাং দক্ষিণাং যজ্ঞে তন্মাত্রং স লক্ষণো তবৎ” (ওড়িত)

(পুং) ২ রজ্জ্ব। ৩ পদ্মবীজ। (মেদিনী)

বরাটকরজ্জ্ব (পুং) বরাটক ইব রজ্জো বস্র। ১ নাগকেশর বৃক্ষ।

বরাটকবিষ (স্ত্রী) বরাটক নামক বৃক্ষসারমিথাস বিব।

(বৃক্ষত কয় ২ জঃ)

* “বরাটী কাকিকৈঃ স্মিতা বামাজু ভিবধায়ুঃ ৭৭”

বভাভজ—

কুম্ভে চ সন্ম ত্তবে পুজলী হাপণেঃ স্ত্রীঃ।

কুণ্ডে পুরণে ততঃ কিকিনীয়া ভিববজঃ।

বরাটৈঃ পুত্রিতাঃ বুধাঃ তত্তবে বিলিপণেঃ।

কারীবাধিঃ তত্তবে কণ্যাঃ পাদিকাঃ বস্তুভবৎ।

অনেন স্নিক্তে দুক বরাটৈঃ নরকোদগমিঃ।

অন্ততঃ—বরাটী তত্র চাহেদী জবীরাণাঃ জলন বা।

অভেবাধিঃ চারাবাঃ বাৎ পীতঃ স পমজিঃ।

পরিণামাধিপুত্র কয়ঃ গ্রহণীনাশক।

কটু। বীণা। তিক্ত। কুয়া। বাতকফহর। (রসজ্ঞানাঃ জারবদারঃ ৭৭)

বরাটিকা (স্ত্রী) বরাট-বার্ধে কন্। ততটাপ, অন্ত ইষক।

১ কর্দক। (ভরত)

“বহুকুম্ভমিবরাটিকাণনাটং কর্কটটোৎকরঃ।” (সৈবধ ২৮৮)

২ তৃক্ষবাটিকা।

“প্রয়াগে সূত্র্যতে যেন তত্ত গজা বরাটিকা।” (উদ্ভট)

৩ দাগেবরবৃক্ষ।

বরাটকী (স্ত্রী) বরাটক সম্বন্ধী। (প্রবরাখ্যার)

বরাটী (দেশজ) রাগিণীভেদ।

বরাড়ী (স্ত্রী) রাগিণীভেদ। [রাগ ও রাগিণী দেখ।]

বরাণ (পুং) ত্রিযতে ইতি বৃ-চু, পূবোদরাধিব্যগ্রবৃক্ষ দীর্ঘ।

১ ইন্দ্র। (ত্রিকা.) ২ বরুণবৃক্ষ। (শব্দরত্না.)

বরাণস (স্ত্রী) বরণ ও অসিন্দবন্ধী (কানী)। (পা ৪২৮)

বরাণসী (স্ত্রী) পূবোদরাধিব্যগ্রবৃক্ষ আকার হৃদ্য। কানী, বারাগনী। ‘কানী বরাণসী বারাগনী শিবপুত্রী চ সা’ (হেম)

[বারাগনী বা কানী দেখ।]

বরাৎ (পারসী) দরকার, প্রয়োজন। (দেশজ) ২ অদৃষ্ট।

৩ নিজ দেয় অংশ বস্তু না দিয়া অপরের নিকট হইতে পাওয়াই-বার অজীকার। যেন সে অর্থের কাছে বরাৎ দিয়াছে।

বরাভী (পারসী) দরকারী ও প্রয়োজনীয়।

বরাভুট (স্ত্রী) বোড়ভেদ।

বরাদন (স্ত্রী) বরৈ রাজভিরভতে ইতি অহ দাট। রাজাদন।

বরাহ (স্ত্রী) বর অন্ন। তজ্জিতবাত, বিদলকৃত শ্রেষ্ঠার।

শরীধাম উত্তমরূপে ভাজিয়া তাহার দাইল করিতে হয়, পরে উহা জলে উত্তমরূপে পাক করিয়া সুসিক্ত হইলে তাহাকে বরাহ কহে।

“শরীধাত্ত কৃত্ত দালিক্তা সুসিক্তায়াং।

পক্ষেদকে সুসিক্তা সা বরাহমিতি চক্রেতে।

কুকেতে বলসংভক্ত সত্বং কুকেতে জগন্।” (ত্রব্যভ.)

বরাননা (স্ত্রী) বর আননং বতঃ। অন্নসী স্ত্রী।

বরাভিদ (পুং) অন্নবেতন। (রাজনি.)

বরাবর (পারসী) ১ সোভাহজি। ২ দকাশে। ৩ চিরকাল।

৪ সমতল। ৫ মন্থণ।

বরাবর, বেহার প্রদেশের অন্তর্গত একটা গড় বৈদ্যশ্রেণী। গরু জেলার জাহানাবাদ উপবিভাগে অবস্থিত। এই শৈল শিবরো-পরি এক প্রাচীন শিবির বিভবান। তাহাতে সিবের নামক শিবলি আছে। প্রবাস বিনাকপুত্রের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ী অল্পবয়স্ক এখানে এই বৈষ্ণবী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার বক্ষিণে পর্বতশীর্ষস্থ ‘পাঞ্চকন’ নামে একটা বিখ্যাত জবা গুট হয়। ঐ জবা গুটর মধ্যে ককড়াগার, জ্বালা, লোমকর্ষ ও বিক্রমিত

মানে চারিটার বড় নাম পাওয়া যায়। অমায়ত পালি অক্ষরে লিখিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে উহার সর্ব প্রাচীনতা খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দে এবং সর্বাপেক্ষা আধুনিকতা ২৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার অধুনা পাতাল-গহ্বা ও নাগার্জুনী নামে জলধারা, তৎসন্নিহিতে গোপী, বাপীর ও বাসিন্দী নামক অপর তিনটা গুহা। এই তিনটা গুহাই খ্রীষ্ট পূর্ব ৩য় শতাব্দে অশোক-গোত্র ধর্মরথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপী গুহার সম্রাট অশোকের সময়ের প্রাচীন পালি অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। [পর্বণে বরাবার দেখ।]

বরাম্ভ (পারসী) বোঝায়োপ। নালিশ।

বরাহ (পুং) প্রেষ্ঠোহব্রাহ্ম, রত লক্ষ্য। করমর্দ। (রত্নমালা) ইহার পাঠান্তর করায়।

বরাহক (স্ত্রী) বরং প্রেষ্ঠং ধনিনম্ গচ্ছতি গচ্ছতি ঋ-বুল্। হীরক। বরাহক্ষক, বিদ্যাপর্যন্তপাৰ্শ্বস্থিত একটা গণ্ডগ্রাম।

(ভবিষ্যত্ৰক্ষণ ৮।৪৩)

বরারণি (পুং) মাতা।

“দর্শন রাবণতত্ত্ব গোবৃষ্মবরারণিন” (রামা ৭।২০।২২)

‘গোবৃষ্মো মহাবৃষ্মন্ত সাক্ষাৎ মাতরম্’ (তট্টীকা)

বরারোহ (পুং) হস্তিনঃ উচ্চত্বাৎ আরতপৃষ্ঠাত্ত্বক বরঃ আরোহো যজ্ঞ। ১ হস্ত্যারোহ অবরোহ। উৎকৃষ্ট সওয়ার। ২ বিহু। (বিষ) ৩ পক্ষিবিশেষ। (বৈভবনিঃ)

বরারোহা (স্ত্রী) বরঃ আরোহো নিভবো যন্তাঃ। উত্তমা স্ত্রী, সুন্দরী স্ত্রী।

“যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা।

ন হ্যন্ততি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ।”

(মহানির্ধাণত ৪।৪৭)

২ কাট। (হেম) ৩ সোমেশ্বর স্থিত দাক্ষারিণী মূর্তিতে।

বরাধিন্ (ত্রি) আধীর্ধান্যাকাকী। কৈলিত বস্ত্রলাভেচ্ছ।

বরাদ্ধি [বরাদ্ধি] (পারসী) নিত্য বা অবধারিত ব্যবস্থা। কোন বিষয়ে কত টাকা বা দ্রব্যাদি লাগিবে, তাহার স্থিরতা।

বরাদ্ধিক (স্ত্রী) একভাগ সুদূর, একভাগ চন্দন ও একভাগ জল একত্র করিলে বরাদ্ধিক হয়।

“চন্দনং সুদূরং বারিজয়মেতদ্বরাদ্ধিকম্।” (রাকনিঃ)

বরাহ (ত্রি) বরান্নানের উপবৃত্ত। মহাদুলা। প্রেষ্ঠ, সমানাহ।

বরাল (পুং স্ত্রী) ১ লবল। (বৈভবনিঃ) স্বার্থে কন্।

বরালক = বরালশকার্য।

বরালি (পুং) ১ চন্দ্র। ২ বরাহী রাগিনী।

বরালিকা (স্ত্রী) বরা-আলিকা-সমী জননির্ভতাঃ। ১ হুগা।

বরালি (পুং) হুলশত্র, মোটা কাপড়। পর্যায়—হুলশাটক, বরালি,

হুলশাটিকা, হুলশাটক। (শব্দরত্নাঃ) হুগাধর এইশব্দ স্ত্রী-লিঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বরালিন (স্ত্রী) বরাহে হুগাহে অস্ত্রতে কিপ্যতে দীরতে ইতি বাবৎ, আস-শ্যট্। ১ ঔড়-পুন্। (শব্দমালা) বরং প্রেষ্ঠ-মাসনং। ২ উত্তম আসন, প্রেষ্ঠ আসন, সিংহাসন। (পুং) বরাং খীরাং বারীং অস্ত্রতি ত্যজতীতি অস-ল্যা। ৩ বিহু। বরালিণি জনান্ অস্ত্রতি দুরীকরোতি। ৪ হারপাল। (বিষ)

বরালিন, একটা প্রাচীন নগর, চম্ব্বর পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বকোণে অবস্থিত, এই নগরের দক্ষিণে কোডক নামক মহাশৈল ও কোডক নগর বিস্তারিত। (কালিকাপুঃ ৭।১৩৬১)

বরালি (পুং) বরৈঃ প্রেষ্ঠঃ অস্ত্রতে কিপ্যতে ইতি অস-ইন্। হুলশাটক, মোটা কাপড়। বরোহসির্বত। ২ বজ্রধর। (ধর্মণি)

বরালী (স্ত্রী) রানবাস, মলিনবস্ত্র। (শব্দমালা)

বরাহ (পুং) ১ বিহু। ২ মানভেদ। ৩ পর্বতভেদ। ৪ সুতা। (মেদিনী) ৫ নিগুমাং। ৬ বরাহীকল। (রাকনিঃ) ৭ অষ্টাদশ দীপের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দীপবিশেষ।

“গন্ধর্ভো বরপঃ সৌম্যো বরাহঃ কক্ষ এব চ।

কুমুদন্ত কসেকন্ত নাগো জ্ঞদারকন্তথা ॥

চন্দ্রেন্দ্রমলয়াঃ শম্ব্যবাককগততিমান্।

তাম্রাকুন্ত কুমারী চ তত্র দীপা দশাষ্টভিঃ ॥” (শব্দমালা)

৮ কক্ষপিত্তীর। (বৈভবকরঃ)

বরাহ (অবতার), বিহুর তৃতীয় অবতার, ভগবান্ বিহু বরাহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার করেন। এই অবতারের বিষয় ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—এলরপন্নোথিলে পৃথিবী নিমগ্ন হইলে বারহুবে মনু ব্রাহ্মার নিকট আসিয়া স্থান প্রার্থনা করেন। তখন ব্রাহ্মা নিত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া ভগবান্ বিহুর স্তবে প্রস্থত হন। এমন সময়ে ভগবান্ ব্রাহ্মার নাসারহু হইতে অদৃষ্ট প্রমাণ একটা বরাহপোত নির্গত হইল, এই বরাহ-পোত নির্গত হইবামাত্রই দেখিতে দেখিতে আকাশ প্রমাণ বাড়িয়া উঠিল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাখাদের দ্বারা অতিদ্রুত হইল। তখন ব্রাহ্মা বিবেচনা ইহাকে ভগবানের অবতার স্থির করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য এলরপন্নোথিলে প্রবেশ-পূর্বক পৃথিবীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে রসাতলে বাইরা তথার পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি এলর-কালে শয়নেচ্ছ হইয়া সর্বস্বীবাধার ঐ ধরাকে আপনাদি গঠনে ধারণ করিলেন। অনন্তর অগ্নে নিজ বস্ত্র দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া কণকাল মধ্যে তিনি রসাতল হইতে নির্গত হইলেন। বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে বেবগণ

স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি মৈত্য়রাজ হিরণ্যককে
জলমধ্যে বধ করেন। [হিরণ্যক দেখ]

(ভাগবত ৩।১৩-২০ অং)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বরাহদেব
ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া পৃথিবীতে যথোচ্চ বিচরণ করিতে
লাগিলেন, ধরা তাঁহার ভার কিছুতেই সহ্য করিতে না পারিয়া
মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন মহাদেব বরাহরূপী বিষ্ণুকে
বলিরাছিলেন, দেব! আপনি যে জন্তু বরাহদেহে ধারণ করিয়া-
ছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, এখন ধরা আপনার বহনে
অসমর্থ হইয়া বিনীর্ণ হইতেছেন, অতএব আপনি বরাহরূপী
ত্যাগ করুন। বিশেষতঃ আপনি জলময় প্রদেশে কামিনী
পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। ক্রীড়াক্রীড়ী পৃথিবী আপ-
নার তেজে দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন। সেই গর্ভ হইতে
বাহ্যর উৎপত্তি হইবে, সেই পুত্র দেবষেবী অমুরতাবাপন্ন
হইবে। রক্তশলাসঙ্গে দুই অনিষ্টকারক এই কামুক বরাহদেহ
ত্যাগ করুন।

বরাহদেব মহাদেবের এই বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিয়া-
ছিলেন যে, মহাদেব! তোমার বাক্যামুসারে আমি এই বরাহ
দেহ ত্যাগ করিব এবং পুনরায় লোকহিতের জন্ত আশ্রয়
বরাহদেহে ধারণ করিব। বরাহদেব এই কথা বলিয়া সেইস্থানেই
অন্তর্হিত হইলেন। বরাহদেব অন্তর্হিত হইলে মহাদেব স্বস্থানে
প্রস্থান করিলেন।

বরাহদেব সেইস্থান হইতে যাইয়া লোকালোক পর্কতে বরাহ-
রূপী মনোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।
বরাহরূপী বিষ্ণু পৃথিবীর সহিত বহুকাল ক্রীড়া করিয়াও তৃপ্তি-
লাভ করিলেন না। তদনন্তর বরাহদেবের বীথ্যে পৃথিবীর গর্ভে
মহাবলশালী স্রুত, কনক ও ঘোর নামে তিনটা পুত্র জন্মিল।
বরাহদেব এই সকল পুত্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া নানারূপ ক্রীড়া
করিতে লাগিলেন। সেই ভাবে পৃথিবীর মধ্যদেশ নন্দ হইয়া
পড়িল। অনন্তদেব কুর্ককে আক্রমণ করিয়া পৃথিবী মধ্যস্থায়ী
বরাহদেবের বহনবাখার গুহমস্তক ও আতঙ্কিত হইলেন।
এইরূপে পুত্র-পরিবৃত্ত বরাহদেবের ভাবে পৃথিবীতে নানাবিধ
উৎপাত হইতে লাগিল, স্রমেস্বর শূন্য সকল ভগ্ন, মানসাদি
সর্বাবর আবির্ভাব ও কল্লক্রম ভগ্ন হইল।

অনন্তর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেন্দ্র ও দেবযোনি
সমূহের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিতে
লাগিলেন। ভগবান্ দেবগণের জবে দুই হইয়া বলিলেন,
তোমরা যে ভয়ে ভীত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ,
আমি দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয়ের শাস্তি হইবে, তাহা শির

করিয়া বল। দেবগণ কহিলেন, বরাহের ক্রীড়া হেতু পৃথিবী
দিন দিন শীর্ণ হইতেছেন, লোক সকল সেই উদ্বেগে শান্তিলাভ
করিতে পারিতেছে না। শুষ্ক অলাবু কলের উপর আঘাত
করিলে তাহা বেরূপ ভগ্ন হইয়া যায়, বরাহের ক্রুর আঘাতে
পৃথিবীও সেই প্রকার বিনীর্ণ হইতেছেন। আপনি সৃষ্টিহিতের
জন্ত আপনার এই ভয়ঙ্কর রূপ সংহার করুন।

তখন জনাৰ্দ্দন দেবগণের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ও মহাদেবকে
বলিলেন, জগতের দুঃখের কারণস্বরূপ এই বরাহদেহ আমি
ত্যাগ করিব, কিন্তু সুখাসক্ত এই দেহকে ষেচ্ছাক্রমে ত্যাগ
করিতে সমর্থ হইব না। অতএব ব্রহ্মন! তুমি মহাদেবকে
নিজ তেজে পুষ্ট কর, দেবগণ মহাদেবকে ও আগায়িত করুন।
রক্তশলার সঙ্গে এবং ব্রাহ্মণাদির বহুহেতু পাপপূর্ণ প্রাণকে আমি
স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব। তখন ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের আদেশে
বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তেজ
আকৃষ্ট হইলে বরাহদেহ সব্বহীন হইল দেখিয়া মহাদেব দেবগণের
সহিত ভেজোহীন বরাহদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন।
ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের তেজোবিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ
আগমন করিলেন এবং নিজ নিজ তেজ মহাদেবের দেহে সঞ্চার
করায় তিনি অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর মহাদেব
উর্দ্ধ এবং অধোদেশে অষ্টচরণসম্বিত ভয়ানক শরভরূপ ধারণ
করিলেন। তখন বরাহ ও শরভে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল।
পরে শরভরূপী মহাদেব কর্তৃক বরাহদেব যুদ্ধে নিহত এবং
তৎপরে তাহার মহাবলশালী পুত্র পৌত্রগণও শরভের দারুণ
আঘাতে বিনষ্ট হন।

এইরূপ কৌশলে বরাহদেব নিহত হইলে তাহার দেহ হইতে
যজ্ঞ সকল প্রাণভূত হইল। শরভকর্তৃক বরাহদেহ বিদারিত
হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রমথগণের সহিত মহাদেব জল হইতে সেই
দেহকে গ্রহণ করিয়া আকাশে গমন করিলেন এবং বিষ্ণু স্রমশন-
চক্র দ্বারা সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। এই
বরাহদেবের জঘর ও নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোম
নামক বজ্ররূপে পরিণত হইল। কপোলদেশের উচ্চস্থান হইতে
কর্ণমূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহ্নিষ্টোমবজ্র, চক্ষু ও জঘরের
সন্ধিভাগ পৌনর্ভবষ্টোম বজ্র, জিহ্বাবল্লী সন্ধিভাগ বৃক্কষ্টোম
এবং বৃহৎষ্টোম, জিহ্বাদেশের অধোভাগ হইতে অতিরাত্র এবং
বৈরাজ বজ্র হইল। অশ্বমেধ, মহামেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি
প্রাণিহিংসাকর যে সকল বজ্র আছে, হিংসাপ্রবর্তক সেই সকল
বজ্র চরণসন্ধি হইতে; রাজস্রব, বাজপের এবং গ্রহযজ্ঞ সকল
পৃষ্ঠসন্ধি হইতে; প্রতিক্রা, উৎসর্গ, ধান, শ্রদ্ধা এবং সাবিত্রী প্রভৃতি
বজ্র হৃদয়সন্ধি হইতে; উপনয়নাদি সংস্কারক বজ্র এবং প্রারম্ভিক-

বিধায়ক যজ্ঞ সকল মেটুসদ্ধি হইতে ; রাক্ষসযজ্ঞ, সপ্নযজ্ঞ প্রভৃতি সকল প্রকার অভিচার যজ্ঞ, গোমেধ এবং বৃক্ষশাপ প্রভৃতি যজ্ঞ কুর হইতে ; নারৈষ্ট, পরমেষ্ট, গীপতি, ভোগজ এবং অগ্নিবোম যজ্ঞ লাঙ্গুলসদ্ধি হইতে ; তীর্থপ্রয়োগ, মাস, সঙ্করণ, আর্ক এবং আধর্ষণ নামক যজ্ঞ নাতীসদ্ধি হইতে ; গুচোৎকর্ষ, ক্ষেত্রযজ্ঞ, পঞ্চমার্গ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরম্বযজ্ঞ আত্মরেশ হইতে উৎপন্ন হইল। এইরূপে বরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহস্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছিল। অত্যাশিও এই সকল যজ্ঞ প্রজ্ঞা সকলের উৎপত্তি সাধন করিতেছে।

বরাহের শ্রোত্র হইতে অক্ষ, নাসিকা হইতে অ্রব, গ্রীবা হইতে প্রাকবংশ (হোমগৃহের পূর্বভাগস্থ গৃহ), কর্ণরন্ধ্র হইতে ইষ্টাপূর্ত, দন্ত হইতে বৃপ, রোম হইতে কুশ, দক্ষিণ ও বামপাদ হইতে অধ্বন্যু ও হোতা, মস্তিষ্ক হইতে পুরোডাশ, মধ্যদেশ হইতে যজ্ঞবেদী, এবং মেটু হইতে যজ্ঞকুণ্ড, পৃষ্ঠদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ এবং জুংপন্ন হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হইল। বরাহের আত্মা যজ্ঞপুরুষ হইলেন, তাহার কক্ষা হইতে মুক্তার উৎপত্তি হইল। এইরূপে বরাহের দেহ হইতে ভাণ্ড হবিঃ প্রভৃতি যজ্ঞীয় সকল প্রকার দ্রব্যই উৎপন্ন হইল। যজ্ঞরূপে সর্বভগ্নং আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত বরাহদেবের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া বরাহদেবের স্মৃতি, কনক ও ঘোর নামক স্মৃত পুত্রদিগের নিকট গমন করিয়া স্মৃতিগুলির দেহতরকে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে সেই দেহ হইতে দক্ষিণাশ্রিত উৎপত্তি হইল। কেশব কনকের শরীর মুখবায়ু দ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে গার্হপত্য অগ্নি, ও মহাদেব ঘোরের দেহ মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে আবহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। এইরূপে বরাহদেব হইতে যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল এবং বরাহপুত্র হইতে যজ্ঞীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। (কালিকাপু. ১২—২২ অ.)

বরাহমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার লক্ষণাদির বিষয় হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—বরাহমূর্তির মুখের বিস্তার অষ্টকলা, কর্ণ দ্বিগোলক, হস্তদেশ সপ্তাঙ্গুল, স্কন্ধদ্বি-অঙ্গুল, বদন সপ্তাঙ্গুল, দশনদ্বয় সার্ক এককলা, নাসিকাবিবর তিনবব, নেত্রদ্বয় যবহীন, মুখ ঈষদ্রাস্ত-বিরাজিত, কর্ণদ্বয় রক্ত-দ্বয়বিশিষ্ট সম ও আয়ত হইবে। কর্ণের মধ্যভাগ চারিকলা, এবং উচ্চতা দুইকলা হইবে। গ্রীবাদেশ অষ্টাঙ্গুল, উচ্চতা নেত্র-পরিমাণ, অবশিষ্ট অঙ্গ সকল নুসিং দেবের স্তায় হইবে। শেখ নাগ নু-বরাহ দেবের চরণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বরাহ বাহ দ্বারা বসুন্ধরাকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। ইহার বামভাগে পঞ্চ ও পদ্য, দক্ষিণভাগে গদ্যা ও চক্র। এইরূপ বরাহ-

দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলে তবৎকন দূর হয় এবং ইহলোকে নানা সুখ সৌভাগ্য হইয়া থাকে।

“বক্তং কলাষ্টকার্যমং শ্রোত্রমন্ত দ্বিগোলকং।

হনু সপ্তাঙ্গুলে তন্ত স্কন্ধদ্বি-অঙ্গুলে মতে ॥

সপ্তাঙ্গুলং মুখং শ্রোত্রং নদৌ সার্ককলৌ দ্বিজ।

নাসারন্ধ্রং ভবেদ্রেকং যবহীনেন্দ্রকণী মতে ॥

কিঞ্চিৎকেন্দ্রমিত্তে শ্রোত্রে দ্বিগোলকসমায়তে।

চতুষ্কলং কর্ণমধ্যং তদর্ধেন তদ্বিত্তিতং।

বহুদ্বালা ভবেদ্রীবা নেত্রেকং চোন্নতা তু সা।

শেখং নুসিংহবং কার্যং বরাহতু তু বিগ্রহম্ ॥

শেখাধিবিশুতং পাদং বাহন্য ধারয়ন্ত ধরাং।

পঞ্চং বামে তথা পদ্যং গদ্যাচক্রে তু দক্ষিণে ॥

এবং নরবরাহকৃৎ কৃতা যঃ স্থাপয়েরমঃ।

ভবোদধিসুস্তারং রাজ্যকং হতকটকং ॥” (হরিভক্তিবি. ১৮বি)

বরাহ (পুং) বরান্ আহতি বর-হন-ড। পণ্ডবিশেষ, চলিত বরা, পর্যায়—শূকর, ছাট, কোল, শোত্রী, কিরি, কিটি, নংট্রী, ঘোদী, শুক্ররোমা, ক্রোড়, ভুদার, কির, মুতাদ, মুখলাঙ্গুল, মূলনাসিক, দন্তাযুধ, বক্রবক্, দীর্ঘতর, আধনিক, ভুক্তিং, বহুতু। (শব্দরত্না.) ইহার মাংসগুণ—বৃদ্ধ, বাতয়, বলবর্জন, বহুমূত্রকারক এবং ক্লমক। বস্ত্রবরাহমাংসগুণ—মেঘ, বল ও বীৰ্যবর্দ্ধক। (রাজনি.)

ইহার মাংস বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে নাই। শাস্ত্রে পঞ্চনখ জন্তর মাংস তক্ষণ বিহিত আছে, বরাহ পঞ্চনখীর মধ্যে হইলেও গ্রাম্যবরাহ ভোজন নিষিদ্ধ। বরাহমাংস ভোজন করিয়াও বিষ্ণুর পূজা করিতে নাই, যদি কেহ বরাহমাংস তক্ষণ করে, তবে তাহার অধোগতি হইয়া থাকে। বরাহভোজী বরাহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দশ বৎসর বনে বিচরণ করে, পরে ব্যাধ হইয়া ৭৭ বৎসর, ক্রমিক্রমে ৭ বৎসর, মূষিকরূপে ১৪ বৎসর, দ্বাদশরূপে ১২ বৎসর, শল্লকরূপে ৮ বৎসর, পরে আবার ব্যাধরূপে ৩০ বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তৎপরে বরাহমাংস ভোজনের পাপ বিনষ্ট হয়।

অজ্ঞানতঃ বরাহমাংস ভোজন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ঐ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। প্রথম ৫ দিন গোময় ভোজন, পরে ৭ দিন তণ্ডুলকণ্ডভোজন, তৎপরে ৭ দিন কেবল জলপান, তদনন্তর ৭ দিন অক্ষারলবণভোজন, তিন দিন শক্ত-ভোজন, ৭ দিন তিলভোজন, ৭ দিন পাষাণভোজন, তৎপরে ৭ দিন জলপান, এইরূপে ৪৯ দিন আহার সংবত ও ঋতুভেদে হইয়া অবস্থান করিলে এই পাপ বিদূরিত হয়। এইরূপ

প্ররচিত্ত করিয়া পাপ নষ্ট হইলে তখন আবার বিহুপূজার অধিকার করে। বিহুতন্ত্রের পক্ষে বরাহমাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। •

বস্তবরাহ-মাংসভোজন প্রাচীনকালে বিহিত আছে। প্রাচ্য বস্তবরাহমাংস দ্বারা ত্র্যম্বক ভোজন করান বাইতে পারে, তাহাতে পাপ হয় না। কিন্তু বিহুপূজার কথনও এই মাংস ভোজন করিবে না।

“বস্তবরাহমাংস প্রাচীনকালে বিহিত। যথা অন্নস্তীত্যন্নবুভো হারীতঃ। মহারণবাসিনস্ত বরাহমাংসেভি। একক বিবসন্তে অগ্রোমশুক্রাংসেভি, বশিষ্ঠোক্তং বেতাংসেভি। কলতলন্ত—প্রাচ্যে নিবৃত্তানি বৃত্ততয়েতি, বিহুপূজার সর্বাধা নিষেধঃ। যথা বরাহে ভগবদ্বাক্য—

“ভুক্ত্য বরাহমাংসস্ত বস্ত মানুষসংগতি।

বরাহো বশ বর্ষাণি ভূষা বৈ চরতো যনে ॥ (একাদশীতন্ত্র)

“ঐশ্বর্যোরবরাহ-মশৈবমসৈবধাক্ষয়।

মাসবৃদ্ধাভিকৃপ্যন্তি নন্তেনেহ পিতামহাঃ ॥”

(শ্রাওস্তব্ধত বাজবল্য)

এই শ্রেণীর তত্তপাদী পণ্ডগুলিকে পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদগণ Nudes নামক পণ্ডজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বস্ত ও

• “ভুক্ত্য বরাহমাংসস্ত যো বৈ মানুষসংগতি।

পতম্য তত্ত বক্র্যামি তথা তবতি দ্বন্দ্বিঃ।

বরাহো বশবর্ষাণি ভূষা বৈ চরতো যনে।

ব্যাক্যোক্ত্যা মহাযোগে সমাঃ সন্ত চ সপ্ততিঃ।

কৃষিকৃষা সমাঃ সন্ত তিষ্ঠতে তত্ত পুঙ্কলঃ।

অন্যোক্ত্যেবমিতি কৃষা বর্ষাণি চতুর্দশ।

এতান্নসিদ্ধবর্ষাণি বাহুগানন্ত জায়তে।

সরস্বতীতর্ক্যামি জায়তে তবমে বই।

ব্যাক্যসিদ্ধিবিধাণি জায়তে পিণ্ডভাষনঃ।

এব সোমোহিত্যজ্ঞা বরাহামিবতলকঃ।

অন্ত প্রারতিভঃ

তরতি মানবা যেন তিষ্ঠাৎ সংসারসাপরাৎ।

সোময়েব বিদ্যং পক কথ্যাহোয়ং সন্ত বৈ।

পালীকৃত্ত জতো ভুক্ত্য। তিষ্ঠেৎ সপ্তদিনঃ তত্তঃ।

অকামলকং সন্ত পকৃষ্ণিত তথা জয়ঃ।

ভিসক্তকো দিব্যং সন্ত পদ্যপককঃ।

পত্রোক্ত্যঃ। বিদ্যং সন্ত কারয়েজ্জিনাভবঃ।

শান্তবাপগরাঃ কৃষা অবকারবিধিতাঃ।

বিদ্যেভ্যোপকামলকায়ত্ত ভূতবিত্তঃ।

এতুক্ত্যঃ সর্গপাণ্ড্যঃ সন্তোঃ পিতামহঃ।

কৃষা কু সর্বকর্মাণি যন লোকার বহুতি ॥”

(বরাহপুং বরাহমাংসতত্ত্বপ্রারতিভঃ)

পালিতভেদে এই বরাহ জাতি দুইভাগে বিভক্ত—কন-বরাহ (Sus Indicus) ইংরাজীতে পু (wild boar) ও গ্রী (swine) ভেদে গৃহীত হইয়াছে। শূকরজাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কুজাকারী জীব। সাধারণতঃ বস্ত বা পালিত গ্রীবরাহগুলিই শূকর (pig) নামে অভিহিত। এই শ্রেণীর অনেক পুংবরাহেরও দন্তোদগম হয় না। ইহারা চতুষ্পদ, চারি পাখ চারিটা খুঁ আছে। বস্ত পুং বরাহগুলির ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া গজদন্ত সৃষ্ট, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র, দন্ত নির্গম হইয়া থাকে। দন্তবিহীন বরাহগুলিই প্রধানতঃ শূকরপদার্থ।

ভারতের নানাহানে এবং ইউরোপে যে সকল বরাহ দেখা যায়, তাহাদের অপেক্ষা ভারতীয় ধীপপুঞ্জস্থ শূকরগুলি অনেক ক্ষুদ্র। বস্তবরাহগুলি প্রায়ই দিবাভাগে বনাভয়াল প্রদেশে শূকরিত থাকে এবং রজনীর অন্ধকারে জগৎ ভ্রমণাত্মক হইয়া আসিলে তাহারা আপন আপন আশ্রয়কেন্দ্রে পরিত্যগ করিয়া বহির্গত হয় এবং নিকটবর্তী পল্লীর শতপুর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত শস্ত দ্বারা উদর পূরণ করে। বরাহ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সেই মাট যেন চসিয়া কেলে, তাহাতে বহুসংখ্য চারা গাছ নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রচুর শস্ত উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে। স্থানে স্থানে বরাহেরা সুতিকা খনন করিয়া মানকচু, ধাতুআলু প্রভৃতি কদম উত্তোলনশুরক তলপ করে। যেখানে এই সকল উদ্ভিদাধির অভাব ঘটে এবং তাহারা বেচ্ছার কন্দমুলাদি আহার করিতে পার না, তখন তাহারা মৃত উদ্ভিদাধি পণ্ডমাংসও উদরসাৎ করে। ক্ষুধার নিত্য পীড়িত হইলে তাহারা নিকটবর্তী গ্রামে বাইরা গ্রামবাসীর নিকট আবেদন হইতে খীর আহাৰ্য্য বাছিয়া ধার। মানববিক্রোভেও তাহাদের বিলম্বন রুচি দেখা যায়।

এসিয়ার নানাহানে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বস্তবরাহ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাণিতত্ত্ববিদগণ তাহাদের মধ্যে ৭টা শাখা বিভাগ করিয়াছেন। তাহারা আরও বলেন যে, ভারতীয় বস্তবরাহের একটি শাখা বাহা অথুনা ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে বাহার অল্পরূপ বরাহ-জাতি বিচরমান আছে, তাহা ইউরোপীয় সমাজে ‘চাইনীজ ব্রীড’ (Chinese breed) নামে কথিত। বিভিন্ন শাখাতত্ত্ব হইলেও এই শূকরজাতি বেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত আছে। নিম্নে বিভিন্ন দেশীয় নাম ও তাহাদের জাতিগত পার্থক্য নির্দেশ করা গেল—

বিভিন্নদেশীয় নাম,—আরব ও পারস্য—খান্জির, খানজর; সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—বরাহ; কশ্মিরি—হতি, শিকা, জেবাতি, বিশেমার—Srya; তুর্কমাক Varkon, swija; ফরাসী—

Verrat, Cochon, Pourceau ; জার্মান Eber, Schwein ; গোড়—পন্ধি ; গ্রীক—Choiros, হিন্দি—সুয়ার, জঙ্গলীশোর, ইতালী ও পর্তুগাল—Verro, Porco ; লাতিন Sus Porcus, মলয়—ববি, ববি-আলস, ববি উটান ; মহারাষ্ট্র চুকার, রুব—Svinza, স্পেন Verraco, Puerco, সুইডেন Svin ; তেলগু আদাবি-কোকু, পণ্ডি ; ওয়েলস—Hweh Hweh, হিব্রু—হাজির ছজির ; শিন্ধাপুর—বলুর।

এসিয়ার নানা স্থানে এবং ভারত সমীপবর্তী স্থানে যে বিভিন্ন বরাহশ্রেণী দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ ৭ ভাগে বিভক্ত, এই ৭টি শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Sus Indicus বা S. scrofa ভারতীয় সাধারণ বন্যবরাহ—জার্মানীর বন্যবরাহ হইতে এই জাতির অনেক পার্থক্য, কিন্তু তন্নিবন্ধন ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র শাখাভুক্ত করা যায় না। ভারতীয় বরাহের মস্তক বৃহৎ ও কোণাকার এবং কপালাস্থিতল চেপ্টা, কিন্তু যুরোপীয় বরাহগুলির উহা কুস্তপৃষ্ঠবৎ। ভারতীয় বরাহের কাণ ছোট ও চুঁচাল, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বরাহের বড় ও লোটান। ভারতীয় বরাহ দৃঢ়কায় এবং দ্রুত-গমনশীল ; জার্মানদেশীয় বরাহ দৃঢ়কায় হইলেও স্থলোদর। এই দুই দেশের বন্য ছাড়া, পালিত বরাহের মধ্যেও নানাবিধের এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়।

ভারতে উক্ত শ্রেণীর বরাহই প্রধান। বাঙ্গালার নানা স্থানে এই শ্রেণীর বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। আহাঙ্গারদেবনে বন হইতে গ্রামে বরাহ প্রবেশ করিলে গ্রামবাসিগণ দস্তাঘাতে আহত হইবার ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং বহু লোক একত্র হইয়া বরাহ মারিতে উত্তত হয়। দেশীয় লোকে বনমালাচ্ছাদিত ভূমে যাইয়া কুকুর সাহায্যে বরাহ শীকার করে ; কিন্তু যুরোপীয় শীকারীরা প্রধানতঃ অখণ্ডে আরোহণপূর্বক বড়সাহস্তে শীকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় Pig-sticking বলে।

প্রাণিতত্ত্ববিদগণের ধারণা এই যে, এই শ্রেণীর বরাহের চীনদেশ জাত শাবকাদি হইতে যুরোপের ও উত্তর-আফ্রিকার শূকরগুলির উৎপত্তি। উত্তরপশ্চিম ভারতে এই শ্রেণীর শূকরগুলি কখনও ৩৬ ইঞ্চির উর্দ্ধ হয় না। কিন্তু বাঙ্গালার সাধারণতঃ উহারা ৪৪ ইঞ্চি পর্যন্ত বড় হয়। রোমরাজ্যে যে সকল শূকর দেখা যায়, তাহারা প্রধানতঃ চীন, কোচীন-চীন ও জামরাঙ্গা-জাত শাবকাদি হইতে উৎপন্ন ; আন্দালুসিয়া, হাঙ্গেরিয়া, তুরস্ক, সুইজল্যান্ড এবং দক্ষিণপূর্ব যুরোপে বিস্তারিত শূকরগুলি এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত।

বাঙ্গালার অপর এক শ্রেণীর শূকর (S. Bengalensis)

আছে। পুরোক্ত শ্রেণীর সহিত এই শ্রেণীর শাবকাদি গঠন বিবরণে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। আন্দামান দ্বীপের শূকর-গুলি S. Andamensis এবং মলয়-প্রান্তরদ্বীপ ও তৎসমীপবর্তী স্থান-জাত শূকরগুলি S. Malayensis নামে খ্যাত। যবদ্বীপের স্থানে স্থানে S. verrucosus শ্রেণীর শূকর আছে। উহাদের গণ্ডখয়ের পার্শ্ব মাংসপিণ্ড অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও দীর্ঘ, মুখরূপিত দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয় ; কিন্তু অপরাপর বরাহশ্রেণীর অপেক্ষা ইহারা স্বভাবতঃই ভীত। সিংহল, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপের S. barbatus শ্রেণীর শূকর S. Indicus শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বোর্নিও দ্বীপজাত বরাহের করোটার সাদৃশ্য এবং অস্ত্রাঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পার্থক্য দেখিয়া মিঃ ব্রাইথ S. Zeylanensis নামে আরও একটি শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। নিউগিনিদ্বীপজাত বরাহ S. Papuensis নামে খ্যাত। উত্তর-ভারতের শাল-বনে এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় শূকর (Porenia sylvania) আছে, দেশীয় লোকে উহাদিগকে ছোট শূকর বা সানো বেনেল বলে। উহারা বনের নিবিড়তম দেশে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। উহাদের পুং শূকরগুলি প্রধানতঃ দলবদ্ধ করিয়া থাকে। Guinea-pig নামে আরও একটি অতিক্রম শূকর জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা সাধারণতঃ মৃত্তিকাগর্ভে বা তৃণমণ্ডিতে ক্ষেত্রে বাস করে এবং তৃণপল্লবাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

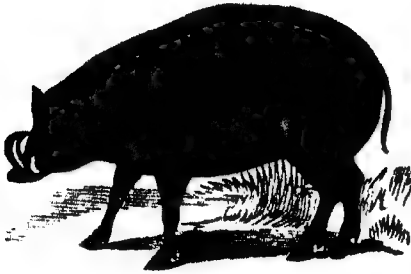
জাপান ও ফর্মোজা দ্বীপে Sus leucomystax নামে আরও একশ্রেণীর শূকর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্বিধ জাপানে আরও এক প্রকার বিরূতমুখ ও দীর্ঘ-শৃঙ্গবিশিষ্ট শূকর আছে। প্রাণিতত্ত্ব-বিদগণ উহাদিগকে S. pliciceps শাখাভুক্ত করিয়াছেন। উহাদের গাওঁচর্চ্ছ লম্বমান গভীর ও কুঞ্চিত। ইংরাজীতে ইহাদিগকে musked pig বলে। আফ্রিকায় Muskcd Boar এর অভাব নাই। যুরোপজাত অপরাপর বরাহের অপেক্ষা ইহাদের গণ্ডাঙ্গি প্রবর্তিত, শোবন-দন্ত-স্থালীর অস্থি অপেক্ষাকৃত বিবর্তিত ও উন্নত ; এই কারণে ইহাদের উন্নত দিকের হনুদেশ (maxillary bone) ও দন্তমূলস্থির মধ্যে একটি খাল (Canal) হইয়া পড়িয়াছে। তন্মুখ উহার শেষভাগে মাংসের গুটি (Tubercle) সমুৎপাদিত দেখা যায়। পার্শ্ব গণ্ডখয় স্কীত এবং নাসিকান্তি সমুন্নত না হওয়ার ইহাদের মুখ অতি কদাকার ও জীতিপ্রদ হইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ F. Cuvier বিশেষ পর্যবেক্ষণ দ্বারা Babirusa নামে আর একটি বরাহশ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মলয় ভাষার 'ববি' শব্দে বরাহ ও 'কসা' শব্দে হরিণ গ্রহণ করিয়া এই শ্রেণীকে একটি মাঝামাঝি নাম দিয়াছেন।

ভারতীয় *Sus scrofa* হইতে এই শ্রেণীর অনেক বিধের পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে উক্ত শ্রেণীভেদের দস্তখার লিখিত হইল :—

S. scrofa :—কর্তক ৩, পৌষন $\frac{1}{2}$; চৰ্ণন $\frac{1}{2}$ = ৪৪টা, কিন্তু *Babirussa* পক্ষে—কর্তক $\frac{1}{2}$; পৌষন $\frac{1}{2}$; চৰ্ণন $\frac{1}{2}$ = ৩২টা।

মালাকালীপের কোন কোন অংশে, বৌদ্ধধীপে এবং সিলে-বিস্ ও টাৰ্ণেট ধীপে *B. alfarus* শাখার বরাহ দেখা যায়। ইহাদের দেহ হুলকার, কিন্তু পদ চতুর্ভুজ অপেক্ষাকৃত সরু। গাত্র প্রায় লোমশূন্য ও ধূসরবর্ণ। ইহাদের উপরের বৃহৎকণ্ঠলি মুখচর্কের উপরে উঠিয়া নাসাকলকাহির উপর বৃত্তাকারে নত হইয়া পুনরায় মুখদেশ স্পর্শ করিয়াছে। উতার নিম্নে আরও দুইটি ক্ষুদ্রাকার দন্ত আছে। শ্রীবরাহদিগের দন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কোন কোনটার আদৌ নাই। নিম্নে এই ভারতীয় একটি পুং-বরাহের চিত্র প্রদত্ত হইল—



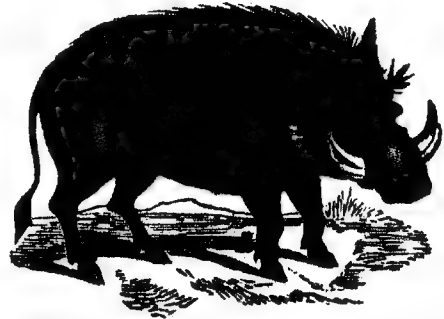
ভারতীয় বাপ-পুঞ্জবাসীদিগের বিবাস, এই বরাহশ্রেণী ক্ষুদ্রাকৃতি হরিণ ও বরাহের বোণে উপায়। তাহারা এবং ধীপবাসী বৈদেশিক বণিকবৃন্দ সাঙ্ক্যে ইহার বাস ভক্ষণ করিয়া থাকে। উহা অতি সুবাস। ইহার ক্ষুদ্রাকার দস্তখার শব্দকে আক্রমণ-পূর্বক আহত করিতে পারে বটে, কিন্তু ভারতীয় সমস্ত বরাহের জ্ঞান ততদূর হৃদয় নহে। ইহাদের দীর্ঘাকার দন্তগুলি বিশেষ কার্যকারী নহে। বনন তাহারা সবোপে নিবিড় বনে প্রবেশ করে, তখন ঐ দন্ত কেবল লতা গুলু সরাইয়া তাহাদের চক্ষুকে রক্ষা করে মাত্র।

Phacochoerus ও *Æliani P. Æthiopicus* নামে রুক্ষবর্ণ জীবদন্ত ও হুলমুখী দুই প্রকার বরাহ দেখা যায়; তন্মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা পোষাক শ্রেণী দীর্ঘাকার ও জীবদন্ত। ইংরাজিতে এই শ্রেণীকে Wart-hog বলে। ইহাদের দন্ত-পঙ্ক্তি বহুতর, তবে ওষ্ঠপ্রান্তরে দুইটি করিয়া যে দীর্ঘ দন্ত আছে, তাহা পার্শ্বভাগে বিস্তৃত। ইহাদের উপরের কর্তক-দন্ত ২টি ত্রি-পল (triquetrous), কিন্তু নীচে দুইটি ফ্লোই ফ্লোই

ও সরল। দীর্ঘদন্ত সরল ও ভীষণ উপরমুখী, কিন্তু অস্ত্রান্ত সকল প্রকার বরাহের অপেক্ষা বৃহৎ ও মোটা। গণ্ডকর মাসেল এবং হুল পিণ্ডবৎ (Wart), পৃষ্ঠ ক্ষুদ্র এবং পদবর ভারতীয় বস্ত্র-বরাহের জ্ঞান দৃঢ়কার। পৃষ্ঠদেশ শক্ত ও দীর্ঘ লোমে আচ্ছাদিত। ইহাদের দস্তখার—

কর্তক $\frac{1}{2}$ বা $\frac{1}{3}$, পৌষন $\frac{1}{2}$, চৰ্ণন $\frac{1}{2}$ = .৩ বা ২৪।

কুভিয়ার বলেন, কেপরাবো (Cape Colony) যে ওয়াট হগ দেখা যায়, তাহাদের উপর ও নিম্ন হস্তে ৩টি করিয়া চৰ্ণন-দন্ত আছে; কিন্তু *P. Æliani* শাখার উপরের চৰ্ণন দন্ত ৪টি। ইহা ভিন্ন *P. Æliani* ও Cape Wart hogএ অস্ত্রান্ত বিধের অনেক প্রভেদ আছে। নিম্নে আফ্রিকার হুলমুখ বরাহের (*P. Æliani*) চিত্র প্রদত্ত হইল—



দক্ষিণ আমেরিকার আর্কাঙ্কাস হইতে ব্রেজিল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পৃচ্ছবিহীন এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার শূকর (*Dicotyles*) দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে যেগুলির গলদেশে সাদা দাগ আছে, সেগুলি *D. torquatus* এবং যেগুলির ওষ্ঠপ্রান্ত বেত বর্ণবিশিষ্ট, সেগুলি *D. labiatus* নামে খ্যাত। ইংরাজিতে প্রথমোক্ত শ্রেণীর পশুগুলি the Coloured Pecoary এবং শেষোক্ত শ্রেণী The white lipped Pecoary বলিয়া পরিচিত। মেক্সিকো এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া ধীপপুঞ্জে যে শূকর-শ্রেণী দেখা যায়, তাহা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার অনেক বিধের ভারতীয় *Sus* শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কেবলমাত্র পদ-তল, দন্ত ও শারীরিক গঠনে সামান্য প্রভেদ আছে। ইহাদের করতাহি (*Metacarpus*) ও প্রবাহি (*Metatarsus*) পরস্পরে সংলগ্ন।

দস্তপঙ্ক্তি—কর্তক ৩, পৌষন $\frac{1}{2}$, চৰ্ণন $\frac{1}{2}$ = ৩৮। এই শ্রেণীর পশুর পাহার (leins) উপরে একটি সন্ধি প্রাণী আছে, তাহা হইতে নিম্নতই এক প্রকার দ্রুতগতির দল নির্গত হইয়া থাকে।

D. torquatus ও *D. labiatus* শাখার শূকরেরা একতর

দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। কখন কখন এক একটা দলে সহস্রাধিক বরাহও দেখা যায়। সম্ভ্রান্ত সেনাবলের ভায় তাহার। যত্ন বিহীন স্থান ব্যাপিয়া গমন করিতে থাকে এবং এক বা ততোধিক বরাহ তাহাদের নেতা হইয়া অগ্রভাগে অগ্রসর হয়। যদি সমুখে তাহার। নদী পার, তাহা হইলে তীরে আসিয়াই তাহার। থামিয়া পড়ে। অন্তঃপর কিছুক্ষণ বেন চিন্তা করিয়া পরে একে একে সকলেই নদীবক্ষে লক্ষপ্রধান-পূর্বক নদীসত্তরণ করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হয় এবং পুনরায় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকে। পথিমধ্যে যদি শত্রুসৈন্যাদি নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহার। সমূলে ক্ষেত্রজাত পতাদি নষ্ট করিয়া ভূস্বামীকে অভিযন্ত্র করে। আর যদি পথে কোন অস্বাভাবিক দৃষ্ট দেখিয়া তাহার। ভীতচকিত হয়, তাহা হইলে তাহার। বেশ দীরতর সহিত ঐ বিসদৃশ বস্তুটা দর্শনের অস্ত ভয়বিহীনভাবে দত্ত কড়মড়ি করিয়া উঠে এবং ভয়ের কোন কারণ না দেখিলে তাহার। অবিলম্বে সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর যদি কোন শিকারী ঐ সময়ে তাহাদের সমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার। তাহাকে সদলে বেরিয়া দীর্ঘদন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত বা নিহত করিয়া ফেলে।

D. labiatus সাধারণতঃ ৩ হইতে ৩০ ফিট লম্বা ও প্রায় ১০০ পাউণ্ড ওজনের হয়, কিন্তু D. torquatus ৩০ ফিটের বেশী লম্বা ও ৫০ পাউণ্ডের অধিক ভারি হয় না। রিজেন্ট পার্কের রাজকীয় পশুরক্ষিণা উদ্যানে Choireopotamus Africanus নামে আর এক প্রকার বরাহ রাখা হইয়াছে।

বহু প্রাচীন কাল হইতে জগতে বরাহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিষ্ণুর বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক ধরার তৃতীয় অবতাররূপ প্রকটন ও ধরিত্রীকে উদ্ধার কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকাকে রূপক বলিয়া বরাহকে জগতের তৃতীয় জীবসর্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেও অপ্রাসঙ্গিক হয় না। [পৃথিবী দেখ।]

ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, টার্সিয়ারি ভূপঞ্জর-সংহিত জীবসেহান্সিসমূহের মধ্যে মাইওসিন্ যুগের দ্বিতীয় বিভাগে এবং প্লিওসিন্ যুগের তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে বরাহের অস্ত-নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রীকসিগের পুরাতত্ত্বেও টাইকোন দেবের পবিত্র বরাহের উল্লেখ আছে। চীনদেশীয় একখানি গ্রন্থে ৪২০০ বৎসর পূর্বে বরাহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। মহাংহিতার বরাহ-মাংসের বিবিসিবেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে কন্বাকায়ে রথক্ষেত্রে নৈলসজ্জার কথা পাওয়া যায়। শুক-রাতের (কল্যাণের) সৌম্যক্যবংশীয় রাজগণ রাজচিকিৎসরণ বরাহ-লাহন ব্যবহার করিতেন। এই কণের প্রচারিত বর্ণনাসূত্রেও

বরাহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকার তাহা বরাহমূর্তা নামে খ্যাত হইয়াছিল।

ভারতে রাজপুতবীরগণ বাসজীমহোৎসবে দত্ত হইয়া বহু-বরাহের যুগ্মায় লিপ্ত হইতেন। ঐ দিন জীবনের দ্বারা কুহু করিয়া তাহার। বরাহ-নীকারে বনে প্রবেশ করিতেন। ঐ দিন বরাহ শিকার করিতে না পারিলে রাজপুত-জাতির বড়ই মিশ্র হুটিবে, তাহাদের এইরূপ সংস্কার ছিল। এই দৈব ঘটনার জগদ্বাস্তা উদাহরণী তাহাদের প্রতি যে কুহু হইয়াছেন, এইরূপ তাহার। মনে করিতেন। রাজপুত জাতির আহেরিয়া উৎসবেও গোবীর মন্মকে বরাহবলি দিবার রীতি আছে।

বসন্তকালে বরাহ-শিকার শকজাতির একটি চিরপ্রথা। কন্দনাভ-বাসী অসিজাতির মধ্যে বসন্তকালে “ক্রিয়া” দেবীর মহোৎসবে বরাহ-বলি দিবারও রীতি দেখা যায়। তদ্দেশবাসিগণ ঐ দিবস ময়লা ও নানাসল্যার প্রস্তুত বরাহ অন্নিতে দত্ত করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ করণী দেশেও বর্ষায়ত্তের প্রথম দিন “Cochelin”-দত্ত সেহনের প্রথা বিদ্যমান। হেরোসোতাদের বিবরণীতে মিসরবাসীকর্ক মর্যাদাও দ্বারা প্রস্তুত দত্ত শূকরাকৃতি-ভক্ষণের উল্লেখ আছে।

বরাহ, একজন অভিধানপ্রণেতা। ইনি শাখতের সমসাময়িক ছিলেন।

বরাহক (পুং) ১ হীরক, চলিত হীরে। ২ শিউমার, শুভক। বরাহকন্দ (পুং) বরাহপ্রিয়ঃ কন্দঃ। বরাহী, বরাহীকন্দ, চলিত চামর আগু। বর্ষে অকলে ইহার নাম ভুক্রকন্দ।

বরাহকর্ণ (পুং) ১ বক্কেভদ্র। ২ বাণভেদ।

বরাহকর্ণিকা (স্ত্রী) বুদ্ধভেদ।

বরাহকর্ণী (স্ত্রী) অম্বগন্ধা (Physalis flexuosa)।

বরাহকল্প, কল্পভেদ, এই করে ভগবান্ বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া ছিলেন।

বরাহকবচ, ধারণীর মস্তৌষধিবেশ। কল্পপুরাণে ইহা লিখিত আছে।

বরাহকান্তা (স্ত্রী) বরাহত কান্তা প্রিয়া। বরাহীকৃত।

বরাহকালিন্ (পুং) পৃথ্ব্যমণি পুষ্পক, চলিত পৃথ্ব্যমণি ফুলের গাছ। পর্যায়—হৃদ্যাবর্তা। (হার্যবলী)

বরাহকালী (স্ত্রী) আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়ুড়িয়া (বৈভকনিং)

বরাহক্রান্তা (স্ত্রী) বরাহেণ ক্রান্তা অতিপ্রিয়দাৎ। ১ কৃপ-বিশেষ। (শব্দমাণ্ড) পর্যায়—লক্ষ্মণ, ময়লা, লজ্জাকরিকা, বরাহনামা, বদরা, শুকরী, তিত্তগন্ধিকা, মমকারী, পণ্ডকারী, ধারিণী, লক্ষ্মণা, অঙ্গলিকারিকা, কৃত্যজলি, পণ্ডকারী, সপীক্ষা। ২ বরাহী, চলিত চামর। (বহুত)

বরাহগ্রাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগ্রাম জেলায় অন্তর্গত একটা গওগ্রাম।

বরাহতীর্থ, তীর্থভেদ। (কৃষ্ণপুং)

বরাহদংষ্ট্র (পুং) ক্ষয়োগণিশেষ, চলিত বরাহদস্ত। (মাধবনিং) দ্বিরাং টাপ্।

বরাহদস্ত, বণিকভেদ। (কথাসরিংসং ৩৭।১০০)

বরাহদং (জী) বরাহদস্ত।

বরাহদস্ত (জি) বরাহদস্তবিশিষ্ট। (পুং) বরাহের দাঁত।

বরাহদেব স্বামিন্, গৃহস্বত্বব্যাপ্য-রচয়িতা।

বরাহদ্বাদশী (জী) মাঘমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে বরাহরূপী বিষ্ণুর ক্রীত্যার্থে আচরণীয় কৃত্যভেদ।

বরাহদ্বীপ (জী) দ্বীপভেদ। [বরাহ দেখে।]

বরাহনগর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। কলিকাতা রাজধানীর উত্তর উপকণ্ঠে এক মাইল দূরে গঙ্গানদীর বামকূলে অবস্থিত। এই স্থান পূর্বে বাণিজ্যপ্রধান ছিল। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার কাচি দ্বিতীয় বাণিজ্য পূর্বে বহু বিস্তৃত ছিল, এখন তাহার অনেক হ্রাস ঘটিয়াছে। পূর্বে ওলন্দাজ বণিকগণের এখানে একটা কুঠী ছিল। হুঁচুড়ায় আদিবার সময় ওলন্দাজ সওদাগরী জাহাজ এখানে নঙ্গর করিয়া থাকিত।

এই স্থানের বরাহনগর নামকরণ সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়। ঐ সময়ের একখানি প্রাচীন কাগজপত্রে প্রকাশ ওলন্দাজগণ এখানে বরাহহত্যা করিত বলিয়া এই স্থানের বরাহনগর নাম হইয়াছে। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ যে, বিষ্ণুর বরাহ মুর্তি হইতে এই স্থান সেব নামে কীর্ণিত হয়। আবার অনেকে বলেন যে, এখানে একজন দম্পত্য সর্দার ছিল, সে বরাহ অবতারের উদ্দেশে এই নগর স্থাপন করে। যাহাউক, বরাহনগর স্থান ও নাম নিতান্ত আধুনিক নহে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়া এখানে ভাগবতাচার্যকে অহুগ্রহ করিয়াছিলেন। আজও বরাহনগরে ভাগবতাচার্যের পাট আছে। [ভাগবতাচার্য দেখে।]

এখানকার ওলন্দাজ কীর্তি-নিদর্শন স্মরণ এখনও অনেক চিত্রিত টালির ভগ্নখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ গভর্নেন্ট এই স্থান ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। ওলন্দাজদিগের আগমনের পূর্বে এখানে একটা পর্ন্ত গীজ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজাধীনে এখানে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হইয়াছে, উহা 'নর্থমুর্ষকান্ মিউনিসিপালিটি অব কালকাটা' নামে পরিচিত। এখানে গঙ্গাতীরে অনেক ধনী ও বণিকের বাগানবাড়ী আছে। কএকখানি ঠাকুরবাড়ীও গঙ্গাসৈক্য-

ভূমির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। আলমবাজারের রেডীং তৈলের কল ও তাহার বাণিজ্য এবং বোর্শিও কোম্পানীর চটের কল এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। আলমবাজারের উত্তরাংশে সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী। পূজাপাদ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এখানে অবস্থান করিতেন।

বরাহনামন্ (পুং) বরাহস্ত নামেব নাম যন্ত। বারাহীকন্।

বরাহনির্ঘূহ (পুং) বরাহমাংসরস। (চরক হৃদ্রহঃ)

বরাহপণ্ডিত, প্রয়োগসংগ্রহবিবেক নামে ব্যাকরণরচয়িতা।

বরাহপত্নী (জী) অশ্বগন্ধা। (রাজনিং)

বরাহপিত্ত (জী) শূকরপিত্ত। ইহার শোধনপ্রণালী—শূকরপিত্ত শুকাইয়া লইয়া পরে নিম্বরসে ভাবনা দিলে একদিনেই বিগত হয়। মৎস্তাদির পিত্ত শোধনপ্রণালীও এইরূপ।

[মৎস্তপিত্ত দেখে।]

বরাহপুরাণ (জী) বরাহপ্রাক্ত একখানি মহাপুরাণ।

[পুরাণ শব্দে বিবৃত্ত বিবরণ দেখে।]

বরাহভূম (বরাহভূমি), মানভূম জেলায় অন্তর্গত একটা গওগ্রাম ও পুলিশ থানা। এই নামে এখানে একটা পরগণাও আছে।

বরাহমাংস (জী) শূকরমাংস, বস্ত্র ও গ্রাম্যভেদে দুই প্রকার। বস্ত্র বরাহ মাংসের গুণ—গুরু, বাতহর, বৃষ্য এবং বল ও শ্বেদকর। গ্রাম্য বরাহ মাংস—গুরু, মেদ, বল ও বীর্ঘবর্দ্ধক।

“বরাহমাংস গুরুবাতহাবি বৃষ্য বলশ্বেদকমং বনোন্ম।

তথা গুরু গ্রামবরাহমাংস তনোতি মেদোবলবীর্ঘ্যবৃদ্ধিম্ ॥”

(রাজনিং)

বরাহমিহির, ভারতে যত জ্যোতির্বিদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বরাহমিহিরকেই সর্গপ্রধান বলিয়া সকলে মনে করেন। সাধারণের বিশ্বাস, বরাহমিহির রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন। এসম্বন্ধে অনেকেই জ্যোতির্বিদ্যভরণের এই শ্লোকটা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

“ধর্ম্মজিহ্মপদ্যকামরসিংহশঙ্কু-বেতালভট্টগটকর্ণকালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো বৃষপভেঃ সভায়াঃ রত্নানি বৈ বরকচিদৈব বিক্রমজঃ ॥”

অনেকের বিশ্বাস, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রাণেতা কবি কালিদাস উক্ত জ্যোতির্বিদ্যভরণের রচয়িতা, সুতরাং তিনি বরাহমিহিরের সমসাময়িক বটেন। প্রমাণহীন অনেক জ্যোতির্বিদ্যভরণ হইতে এই শ্লোকটাও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

“বইঃ সিদ্ধমর্দনশাখরঙৈঃ (৩০৬০) ধীতে কলৌ সংমিতে

মাসে মাঘবসন্তিতে চ বিধিতে গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ ॥”

উক্ত শ্লোকদ্বয়সারে ৩০৬৮ গত কল্যানে বা ২৪ বিক্রমসংবতে জ্যোতির্বিদ্যভরণের রচনাকাল হইতেছে, কিন্তু পরে জ্যোতির্বিদ্যভরণের মধ্যেই—

“পাকঃ পরাজ্যবিহুগোমিতো হতো মাকঃ বতঃকরনামাংকাঃ হ্যঃ।”

ইত্যাদি হলে ৪৪৫ শকের উল্লেখ এক “মকা বরাহমিহিরাদি-মতৈঃ” ইত্যাদি এসক থাকার জ্যোতির্বিদ্যাতন্ত্রণকে ধুঃ পূর্ক প্রথম শতাব্দীর গ্রহ অথবা এই গ্রহের প্রমাণ অল্পসারে বরাহমিহিরকে নবরত্নের একটা রত্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

আবার কেহ কেহ ব্রহ্মগুপ্টাঙ্কার পৃথুবাসীর দোহাই দিয়া এই বচনটা বলিয়া থাকেন—

“নবাবিকপকনতসংখ্যাকে বরাহমিহিরচাৰ্য্যো বিদ্যঃ গত্যঃ।”

৫০১ শকে বরাহমিহিরচাৰ্য্য স্বর্গগমন করেন। সংস্কৃত জ্যোতিষের ইতিহাস-লেখক প্রসিদ্ধ জর্জন পণ্ডিত বেবের(Weber) আমরাজের দোহাই দিয়া উক্ত ৫০১ শক গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পৃথুবাসী বা আমরাজের টাকার ঐক্য কোন কথার আভাস নাই।

আবার হুমজরীর দোহাই দিয়া কোন কোন মহারাষ্ট্র-জ্যোতির্বিদ এই বচনটা পাঠ করিয়া থাকেন,—

“যতি শ্রীপদগুহ্যহুমজরীকো বাতে বিবেকাক্ষরঃ-

ত্রৈলোক্যমিত্তে কবেহিদি জয়ে বর্ষে বসন্তমিকে।”

“চৈত্রে যেতমসে শুভে বহতিথাবাসিত্যাদিসাধুঃ-

বেদাদে নিপুণো বরাহমিহিরো বিপ্রো রবেশানিভিঃ।”

অর্থাৎ ৩০৪২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টো বা ২ বিক্রমসংবতে চৈত্র মাসে আদিত্যদাসের ওরসে সূর্যের আশ্রীকালে বেদাকনিপুণ বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করেন। হুঃখের বিষয়, এই প্রোক্তাও কোন প্রাচীন জ্যোতির্গ্রন্থে না থাকার বিশ্বাসযোগ্য নহে।*

হুতরাং দেখা যাউক, বরাহমিহির আপনাদের গ্রহে কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন। তাহার বৃহজ্জাতকের উপসংহারাদ্বায়ে লিখিত আছে—

“জাতিদ্যাসভসরতরনাপাংকাঃ কাপিথকে সবিস্তররূবরপ্রমদঃ।

আবত্বেকা মুনিমতান্ত্রলোকা সমাগ্ হোরাঃ বরাহমিহিরো কচিরাং চকার।”

উক্ত প্রোক্তাভাসারে বরাহমিহিরের পিতার নাম আদিত্যদাস, তিনি অবন্তীবাসী। কাপিথ নামক স্থানে তিনি সূর্যদেবকে প্রসন্ন করিয়া বরলাভ করিয়াছেন। পক্ষিসিদ্ধান্তিকার রোমক-সিদ্ধান্তের অর্হণ হ্রি উপলক্ষে বরাহমিহির লিখিয়াছেন—

“সম্ভাবিতবসংখ্যঃ শককালমপাত চৈত্রগুহ্যাদৌ।

লজ্জাতমিত্তে ভাবৌ বসনপূরে ভৌমবিদ্যমাত্যঃ।”

উক্ত প্রোক্ত অল্পসারে, ৪২৭ শকে চৈত্র গুরু অতিপদ মঙ্গলবার পাণ্ডা বাইতেছে। নিজ সময় বরিয়াই জ্যোতির্বিদ্যাপ অর্হণ হ্রি করিয়া থাকেন। এল্প হলে আমরা বরাহমিহিরকেও এই সময়ের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারি।

এক্সেস বরাহমিহির ও খনা সবচেহ অনেক গর প্রচলিত আছে। কেহ কেহ খনাকে বরাহমিহিরের কণ্ডা, কেহ বা পতী, কেহ বা পূত্রবৎ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই সকল অল্পমান বা প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে করি না।

বরাহমিহির তৎপূর্ববর্তী পাঁচখানি সিদ্ধান্তের আশ্রয় করিয়া পক্ষিসিদ্ধান্তিকা রচনা করেন। এই পক্ষিসিদ্ধান্তের নাম—

“পৌলিশ-রোমক-বাসিষ্ট-সৌর-পৈতামহা পক্ষিসিদ্ধান্তঃ।”

পৌলিশ, রোমক, বাসিষ্ট, সৌর ও পৈতামহ এই পাঁচখানি সিদ্ধান্ত।

বাসিষ্ট ও পৈতামহ এই দুইখানি সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত-লেখকগণ ধুঃ পূর্ক ১৩শ শতাব্দীর সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু পৌলিশ ও রোমক এই দুইখানির নাম দেখিয়া অনেক মনে করেন বরাহমিহির প্রাচীন পাশ্চাত্য জ্যোতিষেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৌলিশসিদ্ধান্তে বসনপূর বা আলেক্সান্দ্রিয় হইতে দেশান্তর গৃহীত হইয়াছে। এমিকে আবার রোমকসিদ্ধান্তে গত দিনসংখ্যা-নির্ণয়ার্থ বসনপূরের মধ্যাক ধরা হইয়াছে।*

প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অল্‌বীরী লিখিয়াছেন, পৌলিশ সিদ্ধান্ত খুনানীর পৌলসের রচনা। তদনুসারে কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রীকভাষায় Paulus Alexandrinusএর যে জ্যোতির্-গ্রন্থ আছে, পৌলিশসিদ্ধান্ত তাহারই সংস্কৃত অল্পবাদ; কিন্তু তাহার উক্ত গ্রীকগ্রন্থ মিলাটরা দেখিয়াছেন, তাহার বলেন যে গ্রীকগ্রন্থের সহিত উহার কিছুমাত্র মিল নাই। বিশেষতঃ পৌলিশ সিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। ব্রহ্মসিদ্ধান্তের টাকাকার পৃথুবক ও ভট্টোৎপল পৌলিশসিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি প্রোক্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই সকল প্রোক্তের সহিত পক্ষিসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত পৌলিশসিদ্ধান্তের কোনরূপ ঐক্য নাই। সৌর ও আর্ঘ্যট-সিদ্ধান্তের মতের সহিত বরং মিল আছে।

রোমকসিদ্ধান্ত নাম গুলিয়াও অনেকে স্থির করিয়া বসিয়াছেন যে, আলেক্সান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ টলেমীর মূল গ্রন্থ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে তাহা মনে হয় না। লাট, বাসিষ্ট, বিজয়নন্দী ও আর্ঘ্যট এই চারিজনদের গণনা ভিত্তি করিয়া ত্রিবেণ রোমকসিদ্ধান্ত রচনা করেন। ভট্টোৎপল ও অল্‌বীরীও তাহাই বলিয়াছেন।

(১) “বনভারতা ভাষ্যঃ সত্যাকৃত্যাক্রিডাপসংস্কৃতঃ।

ভাষাপণ্যঃ ত্রিবিভক্তিঃ সাধনমতঃ বক্ষ্যামি।” (পক্ষিসিদ্ধান্তিকার পৌলিশ)

* শকর বাসকবীকৃত রচিত “ভারতীয় জ্যোতিষাঙ্গ” গ্রন্থে।

বরাহমিহির যে ৫ খানি সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সৌর বা খর্যাসিদ্ধান্ত লম্বাআলোচনা করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সিদ্ধান্তখানি শকাব্দারস্তের সময় সঞ্চলিত হইয়াছিল, তৎপূর্বে পোলিশ এবং পোলিশের পূর্বে রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হয়। গ্রীক জ্যোতিষী হিপার্কস্ প্রায় ১৫০ বর্ষ পূর্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। তাঁহার পরিদর্শনকাল লইয়া টলেমি প্রায় ১৫০ খৃষ্টাব্দে খ্রীঃ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থের সহিত রোমকসিদ্ধান্তের মিল নাই। এরূপ স্থলে তাঁহার বহুপূর্বে রচিত রোমকসিদ্ধান্ত হিপার্কসের গ্রন্থ দেখিয়া সঞ্চলিত হইয়াছে এরূপ কথাও বলিতে পারা যায় না।

এই মাত্র বলিতে পারি যে, বরাহমিহির যবনচার্য্যগণের মতও উৎপেক্ষা করেন নাই। তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা বাতীত তিনি বৃহৎসংহিতা, বৃহৎসাক্তক, লঘুসাক্তক প্রভৃতি বহু জ্যোতির্গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্বল্লি আর্য্যজাতক, কালচক্র, ত্রিয়ার্কেবচক্রিকা, জাতক-কলানিধি, জাতকসরঙ্গী, জাতকসার বা লঘুজাতক, দৈবজ্ঞবল্লভা, প্রমুদচক্রিকা, বৃহৎসংহিতা, বৃহৎসাক্তক, মধুরচক্রিকা, মুহূর্ত্তগ্রন্থ, যোগবাড়া, যোগার্ণব, বটকলিকা, সারাবলী ও বরাহমিহিরীয় নামক কএক খানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে।

বরাহমিহির, একজন জ্যোতির্বিদ। ইনি সম্রাট অকবর শাহের সমসাময়িক।

বরাহমুক্তা (স্ত্রী) মুক্তাভেদ। [মুক্তাশব্দ দেখ।]

বরাহমূল (স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ জনপদভেদ। এখানে বরাহরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। [কাশ্মীর দেখ।]

বরাহযু (ত্রি) বরাহ-ইচ্ছুক, শূকরাভিলাষী কুকুর। "বরাহযু-বিশ্বানিগ্রহ উথারঃ।" (শুক ১০।৮৮।৪) "বরাহযুব্রাহ্মিচ্ছন্থা"

বরাহবৎ (অব্য) বরাহসদৃশ বা তদনুরূপে।

বরাহবপুস্ব (স্ত্রী) বরাহের দেহ (ত্রি) বরাহদেহধারী।

বরাহশশ্মন, জ্যোতিরস্তপ্রণেতা।

বরাহশিখী (স্ত্রী) শূকরভোজ্য শিখী।

বরাহশিলা, হিমালয়নিবহ একটা পবিত্র স্থান।

বরাহশৃঙ্গ (পুং) শিব।

বরাহশৈল (পুং) পর্বতভেদ।

বরাহসংহিতা (স্ত্রী) ১ বরাহমিহিরবিরচিত জ্যোতির্গ্রন্থভেদ, বৃহৎসংহিতা। ২ শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণাবনলীলাজ্ঞাপক একখানি গ্রন্থ।

বরাহস্বামিন্ (পুং) পৌরাণিক রাজভেদ।

বরাহাস্ত্রী (স্ত্রী) কুজবস্ত্রী। (বৈজ্ঞানিক।)

বরাহাস্ত্রি (পুং) বরাহ পর্বত।

বরাহাবতার (পুং) বিষ্ণুর অবতারভেদ। [বরাহ দেখ।]

বরাহাস্থ (পুং) মৈত্র্যবিশেষ।

বরাহিকা (স্ত্রী) কপিকঙ্ক। (রাজনিঃ)

বরাহী (স্ত্রী) বরাহো ভক্ষকত্বেনাত্যক্তেতি বরাহ-অচ্ গোরা-দিশাৎ জীব্। ১ ভজ্যমুক্তা। ২ শূকরকঙ্ক। ৩ অশ্বগন্ধা। ৪ কৃষ্ণচটকা। (বৈজ্ঞানিক।)

বরাহু (পুং) ১ প্রধান শত্রুর দাতক, ২ উত্তম বৃষ্ট্যুদকহস্তা।

"অরোদংষ্ট্রান্ বিধাবতো বরাহুন্।" (শুক ১।৮৮।৫)

বরত উৎকৃষ্টত্ব শব্দোৎকৃষ্টত্ব। (সারণ) ৩ হবির্ভক্ষকতা।

বরিক, প্রাচীন জাতিবিশেষ।

বরিত্ত (ত্রি) ১ আচ্ছাদনকারী। ২ পছন্দকারী।

বরিন্ (পুং স্ত্রী) বিশ্বেদেবদির অন্তর্গত দেবতাভেদ। (ভারত)

বরিয়ন্ (ত্রি) ১ বিবৃতি, ব্যাপ্তি, পরিধি। (শুক ১।৫৫।১)

২ বরতম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, মহৎকৃত, বরিত্ত।

বরিয়ান (বারিয়া), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তরাত প্রদেশের রেবাকাছা বিভাগের অন্তর্গত মিত্ররাজ্য। অক্ষা. ২২°২১' হইতে ২২°৫৮' উঃ এবং দ্রাঘি. ৭৩°৪১' হইতে ৭৪°১৮' পূঃ মধ্য। ইহার পূর্বে ও পশ্চিমে ইংরাজাধিকৃত পঞ্চমহল বিভাগ, উত্তরে সঞ্জেলী ও হুঁত নামক সামন্তরাজ্য এবং দক্ষিণে ছোট উদয়পুর। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩০ মাইল এবং বিস্তৃতি ৮১৩ বর্গমাইল। এই সামন্তরাজ্যের দক্ষিণে ও পূর্বভাগ পর্বত-ময় এবং রক্ষিকপুর, ছুধিয়া, উমারিয়া, হাবেলী, কাকদখিলা, শাগতাল ও রাজগড় নামক ৭টা উপবিভাগে ইহা বিভক্ত, এই সকল উপবিভাগ ও পূর্বকথিত পর্বতের অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলগূত। এখানকার স্বাস্থ্য ভাল নহে, জলবায়ুর অস্বাস্থ্য-করতানিবন্ধন এই স্থান নানা রোগের আকর হইয়াছে। বন-ভাগে শাল বৃক্ষ আছে। চাষবাসের মধ্যে কলাই ও তৈলকর শতই প্রধান।

এখানকার সর্দারগণ চৌহানবংশীয় রাজসূত। ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাকর্তৃক তাঁহারা দাক্ষিণাতিমুখে বিতাড়িত হইয়া চম্পানের ভূগ্ন অধিকার করেন। এখানে তাঁহারা প্রায় সাদৃশ্যবিশিষ্টকাল রাজত্ব করিবার পর ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে গুজরপতি মহম্মদ বৈগাড়া কর্তৃক রাজ্যভেদ হইলে রাজ্যের বনান্তরাল প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। অবশেষে একটা বংশ ছোট উদয়পুরে এবং অপরটা বরিয়ান রাজপাট স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধেরাজের বিরুদ্ধে সহায়তা করার এখানকার সামন্তরাজ ইংরাজের বিশেষ অঙ্গগ্রহ এবং ইংরাজ গবর্নেন্ট বরিয়াতীল সেনাধ্যক্ষ রক্ষার জন্য সর্দারকে মাসিক ১৮৮০ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। এখানকার সামন্তরাজ বেবগড় বরিয়ান মহারাজ বলিয়া পরিচিত।

বর্তমান সামন্তরাজ ইংরাজ গবর্নেন্টকে বার্ষিক ২৩৩০ টাকা কর দিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃসম্পত্তির একমাত্র অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণে রাজাদের অধিকার নাই। রাজার সেনাসংখ্যা ২৬৩ জন। তিনি ইংরাজরাজের নিকট হইতে মাস্তুলচক ১০৮ তোলা পাইরা থাকেন। পলিটিকাল এজেন্টের সহিত পরামর্শ ব্যতীত তিনি অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডে বণ্ডিত করিতে পারেন। রাজার বায়ে ১৫টা বিদ্যালয় ও একটি চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে এবং শুক্ররাত হইতে মালব পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার যে অংশ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহা এবং আরও কএকটি রাস্তা পাকা করা হইয়াছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। বড়োলা রাজধানী হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর পূর্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৪৪ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৫৬' ৩০" পূঃ।

বরিয়ু, মার্ত্তাবানবাসী একজন বশিক, প্রকৃত নাম মগছ। শ্রাম-রাজ্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি ক্রমে তথাকার একজন অমাত্য হইয়া উঠেন। রাজা কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিলে, তাঁহাকে রাজধানীর শাসনকর্ত্তা করিয়া যান, এই সময়ে তিনি শ্রামরাজকন্যাকে অপহরণ করিয়া মার্ত্তাবানে পলাইয়া আসেন এবং তথাকার শাসনকর্ত্তা আলেইনমাকে বিনাশ করিয়া মার্ত্তাবানের শাসনকর্ত্তা হন। ১২৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রামরাজ তাঁহার পদাধিকার স্বীকার করেন। এই সময় হইতে ইতিহাসে তিনি রাজা বরিয়ু নামে পরিচিত। অতঃপর বরিয়ু কানপালানি রাজ্য জয় করিয়া রাজকন্তার পাণিগ্রহণপূর্বক আপনার শাসন-শক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি চীনসেনার অত্যাচার হইতে পেগুরাজকে রক্ষা করিবার জন্ত সেনা সাহায্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু অচিরে উক্ত রাজ্য বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি পেগুরাজ্য অধিকার করিয়া লন। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি মার্ত্তাবান নগরে “ময়থিরেনমা” পাগোলা স্থাপন করিয়া যান।

বরিবস্ (ত্রি) ১ অন্তরীক। “এবংহন্দঃ বরিবস্হন্দঃ” (বাজসনের স° ১১।৪) ‘বরিবঃ প্রভামঙলেন ব্রিত ইতি বরিবোহস্তরিকস্’ (মহীধর) ২ ধন। “স্বা ধেবেভ্যো বরিবস্চকর্ষ” (ঋক্ ১।৫২।৫) ‘বরিবোহস্তরৈরপঙ্কতং ধনং’ (সারণ) ৩ পূজা, শুভ্রা।

বরিবস্কৃৎ (ত্রি) ধনকর্ত্তা। “এব ইহো বরিবস্কৃৎ” (ঋক্ ৮।১৬।৬) ‘বরিবস্কৃৎ ধনস্ত কর্ত্তা’ (সারণ)

বরিবস্তা (স্ত্রী) বরিবসঃ পূজায়াঃ করণম্, বরিবস্-ক্যচ্। (নমোবরিবস্চিক্ঃ ক্যচ্। পা ৩।১।১৬।) ভক্তঃ অঃ, ততঃপা। শুভ্রা। “হবে বহাং বরিবস্তা গুণানো” (ঋক্ ১।১৮।১২)

বরিবস্তিত (ত্রি) বরিবস্তা সজ্ঞাতা অস্ত তারকানিহিতচ্। অথবা বরিবস্ত-স্ত, (ক্যস্ত বিভায়া। পা ৬।৪।৫০) পক্ষে হলোপা-

ভাবঃ। উপালিত, বাহাকে উপাসনা, শুভ্রা বা সেবাকরা হইয়াছে। (অমর)

বরিবোধ (ত্রি) বরিবঃ ধনং দখ্যাতীতি বরিবন্-দা-ক। ধন-দাতা। (শুক্রসম্বৎ ১।৭।১৪)

বরিবোধা (ত্রি) ধনদাতা। “ঋতীবানং বরিবোধামতি প্রেয়ঃ।” (ঋক্ ১।১১।১১) ‘বরিব ইতি ধনং নাম বরিবসো ধনস্ত দাতারম্।’ (সারণ)

বরিবোধিদ্ (ত্রি) ধনলভ্যতা, যিনি ধন লাভ করাইয়া বা পাওয়াইয়া দেন। ‘বিদ্, লাভে, অস্মাদকর্ত্তাবিত্যর্থঃ কিং’ ইনি (ঋক্ ১।১০।৭।) ত্যয়ে সারণ)

বরিশী (স্ত্রী) বড়িশী। (শব্দরত্না°)

বরিষ (স্ত্রী) বৃ-সঃ বাহলক্যং ইটু। বৎসর। (শব্দরত্না°) ‘বর্ষঃ তাদ্ভবরিবোহপি চ’ (উজ্জলদত্তধৃত)

বরিষা (স্ত্রী) বৃ-সঃ বহুবচনাৎ ইটু। বর্ষা। (হিরণ্যকো°)

বরিষাপ্রিয় (পুং) বরিষা বর্ষা প্রিয়া বস্ত। চাতকপক্ষী। (শব্দরত্না°)

বরিষিতে (দেশজ) বর্ষণ করিতে, বৃষ্টি করিতে, হুড়াইয়া দিতে।

বরিষ্ঠ (স্ত্রী) অতিশয়েন বরমিতি বয়-ইটু। তাম্র, তামা।

“রক্তং বরিষ্ঠং স্নেহাখ্যং তাম্রং শুভমুভয়ম্” (বৈদ্যকরমাল্য) ২ হরিচ। (মেদিনী)

বরিষ্ঠ (ত্রি) অরমোদমতিশয়েন বর উরুর্বা ইটু। প্রিয়-হিরেতি বরাদেশঃ। ১ বরতম।

“হস্তা বরিক্খপ্পুধ আততারণো

যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভূতাং বরিষ্ঠঃ।” (ভাগবত ১।১০।১)

২ উরুতম। (ঋক্ ৪।৫৬।১) ৩ বৎস। (অজয়) ব-ইটন,

পুং। ৪ তিত্তিরিগক্ষীঃঃ নাগরক বা নারক বৃক্ষ। চলিত নারাক লেবুর গাছ। (রাজনি°) ৬ চাক্ষুশ ময়ুর পুত্র।

“বরিষ্ঠো নাম ভগবান্ চাক্ষুষস্ত মনোঃ স্তুতঃ”

(ভারত ১৩।২৮।২০)

৭ ধর্ম্ম-সাবর্ণি মনস্তরের জনৈক ঋষি।

“হবিষ্যাস্ত বরিষ্ঠস্ত ঋতিব্রততথাকৃণিঃ।

নিশ্চরশ্চানবশ্চৈব রিষ্ঠিচ্চাত্তো মহাসনিঃ”

সপ্তর্ষয়োহস্তরে তস্মিন্নরিদেবস্ত সপ্তমঃ” (মার্ক পু° ২।৪।১২)

৮ দৈত্যবিশেষ।

“বরিষ্ঠস্ত গরিষ্ঠস্ত ভূতলোম্মখনোবিভূঃ।

জপ্রসাদঃ কিরীট চ হৃদীবজ্জুঃ” (হরিব° ১৩২।১৩)

বরিষ্ঠা (স্ত্রী) ১ আদিত্যভক্তা, হৃদহৃৎ। (রাজনি°) ২ হরিত্রা।

(বৈদ্যকনি°) ৩ শুশ্রুতঃ (Polasina Icosandra)

বরিষ্ঠক (ত্রি) বরতম। শ্রেষ্ঠ, গরীমান্।

বরিত্তাশ্রম (পুং) দানবিশেষ।

বরিরিষ্ঠ (স্ত্রী) উশীর। ২ বালক, চলিত বাল।

(সুশ্রুত চিকিৎসা ১৮ অং.)

বরিরিষ্ঠমূল (স্ত্রী) উশীর মূল। (সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ১৮ অং.)

বরী (স্ত্রী) যুগোত্তীতি বৃ-পচাষাচ্ গোৱাদিবাং ঙীষ্। শতাবরী (অমর)
২ বৃথাপরী। (ত্রিকাং) ৩ লঘুশতাবরী। ৪ মহাশতাবরী।

(বৈভকনিং) ৫ বাজীকামাগ্নিসমীপনরস।

বরীতৃ (ত্রি) আচ্ছাদনকারী। আচ্ছাদক।

বরীতাক্ষ (পুং) মৈত্যাভেদ। (মহাভারত)

বরীদাস (পুং) গজবর্ষ নামের পিতা।

বরীধরা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার ১ম ২য় ও ৪র্থ চরণে ১১টি

অক্ষর এক ১, ২, ৪, ৫, ৮, ১০, ১১ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু।

৩য় চরণে ১, ৩, ৬, ৭ ও ৯ লঘু এবং তদ্বিত্ত বর্ণ গুরু।

বরীমন্ (ত্রি) পরিধি, বিস্তৃতি। [বরিমন্ দেখ]

বরী[য়স্]য়ান্ (ত্রি) অরমনরোরতিশয়েন উরুবদো বা ঈরহন।

প্রিয়দ্বিরেতি বরাদেশঃ। ১ শ্রেষ্ঠ। “বরীযানেষ তে প্রঃ কৃতো
লোকহিতো নৃপ।” (ভাগবত ২।১।১) ২ বরিষ্ঠ। ৩ অতি যুবা।

(মেদিনী) (পুং) ৪ বিকৃতাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত
অষ্টাদশ যোগ। এই যোগে জগিলে মানব দয়াসু, দাতা, স্নানর,
স্রবশ, সংকল্পকারী, মধুরস্বভাব এবং ধন-জন-বল-সম্পন্ন হয়।

“দাতা দয়াসু: স্তত্রাং স্রবশঃ,

সংকল্পকর্তা মধুরস্বভাবঃ।

নরো বলীমান্ ধনবান্ জনাতো

যোগো বরীযান্ যদি জন্মকালে।” (কোষ্ঠীপ্রং.)

৫ পুলহের পুত্র। (ভাগবত ৪.১।১।৩৪) ত্রিরাং ঙীষ্।

বরীয়সী শতমূলী। (রাজনিং)

বরীবর্দ্ধ (পুং) বরীবর্দ্ধ। (অমরটীকা রমানাথ)

বরীবৃত্ত (ত্রি) পুনঃ পুনঃ আবর্তন।

বরীমু (পুং) কামদেব। (ত্রিকাং)

বরু (পুং) ১ রাজা। ২ সকলের বরণীয়।

(শব্দ ৮।২৩।২৮ সাংগ)

বরুড় (পুং) কুখ্যাতভেদ, বরুড়, চীনাধান। (সুশ্রুত ২.৪ অং.)

বরুট (পুং) স্নেহজাতি-বিশেষ, বরুড়।

“পুলিন্দা নহ্লা নিষ্ট্যা: পথরা বরুটা ভটা:।

মালা ভিন্না: কিরাডাচ্ সর্বেহপি স্নেহজাতর:।” (হেম)

বরুড় (পুং) নীচ জাতিবিশেষ। পদ্মাপরশভক্তিমতে কৈবর্তের
কর্তাগর্ভে এবং শৌভিকের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

“কৈবর্তকর্ত কভার্য শৌভিকাদেব শৌচিক:।

শৌচিকাং শৌভিকাজাতো নটো বরুড় এব চ।”

এই জাতি অত্যন্ত মধ্য গম্ভ।

“রজকর্তৃকান্ত নটো বরুড় এব চ।

কৈবর্তমেবভিন্নাচ্ সঠেতে চাত্যভা: বৃত্তা:।” (প্রারচিত্ততত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ যদি এই জাতির ক্রীণমন করে এবং
ইহাদের অন্তভোজন বা ইহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করে, তাহা
হইলে পতিত হয়, আর জ্ঞানপূর্বক করিলে ঐ সকল
জাতির সমতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানপূর্বক পাণ্ডুরূতানে প্রারচিত্ত
করিলে পাপের শাস্তি হইয়া থাকে।

“এতেবান্ ত্রিরাং গভা ভূক্ণা চ প্রতিগৃহ্ণ চ।

পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাতঃ সাম্যত গচ্ছতি।” (প্রারচিত্ততত্ত্ব)

বরুণ (পুং) বৃগোতি সর্বাং ত্রিযতে অষ্টৈরিতি বা ব্রু-উনন,

(কুমাধিতা উনন। উপ ৩।৫২) ১ দেবতাবিশেষ, অদিতির

গর্ভে কস্তপ হইতে উৎপন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,

চৰণী নারী পরীর গর্ভে ভৃগু ও বাম্পীকি নামে ইহার দুই

পুত্র জন্মে। ইনি পশ্চিমদিক-পাল এবং জলের অধিপতি

বলিয়া পূজিত। পর্যায়—প্রচেতসু, পানিন্, বামশাস্পতি,

অন্নতি, বামঃপতি, অপশাস্পতি, জম্বুক, মেঘনাথ, জলেশ্বর, পরজর,

মৈত্যাভেব, জীবনবাস, নন্দপাল, বারিলোম, কুণ্ডলিন্,

রাম, সুখাস। (ভট্টাধর)

জলাশয়োঃসর্গ প্রভৃতি অমুঠানে বরুণদেবের পূজা করিতে

হয়। হরপার্বণকুরায়ে ইহার পূজা পদ্ধতি বিধিবিদ্য হইয়াছে।

পূজাকালে মূর্তি নির্মাণ প্রয়োজন। পূজা পূজা রত্নরাজি দিয়া

বরুণমূর্তি নির্মাণ করিয়া লইতে হয়। ইহার দুই ভূজ, ইনি

হংসপৃষ্ঠে আসীন। ইহার দক্ষিণহস্তে অভয় এবং বামহস্তে

নাগপাণ। বামভাগে জলরাশি এবং দক্ষিণে ইহার পুত্র

পুত্র। ইনি নানা নমনদী, নাগ, জলধি ও বিবিধ জলজন্তু

দ্বারা পরিবৃত্ত। জলাশয়ের তীরে বা প্রান্তভাগে বরুণদেবের

এইরূপ মূর্তি নির্মাণ করিয়া পরে প্রতিষ্ঠাত্তে অর্চনা

করিবে। (১) ইহার ধ্যান যথা—

“প্রসন্নবদনঃ সৌম্যঃ হিমকুলেন্দুসরিতম্।

সর্বাভরণসংযুক্তঃ সর্বলজ্জলকিতম্॥

(১) “অথ ব্যাখ্যাতঃ সূত্রায় পদ্মরত্নাবিনির্ভিতম্।

বিভূতঃ হংসপৃষ্ঠঃ দক্ষিণেভ্যস্তরঙ্গম্।

বামেব বামপাশ্চ বামহস্তঃ হতোপিতম্।

নলিলা বামভাগো: কারয়েব বামশাস্পতিঃ।

বামে ভু কারয়েভ্যঃ দক্ষিণে পুত্রক ততম্।

বামেব বামভাগো: সন্মুখৈ: পরিবারিতম্।

ভূমিকঃ কক্ষঃ বেদ্যঃ প্রতিষ্ঠাবিনির্ভারিতম্।” (হরপার্বণকুরায়ে)

কিরণে: শীতলৈ: সৌম্যৈ: শ্রীশরত্তমবহিতম্।
 লবণ্যামৃতধারান্তিতপস্বমিব প্রজা:।
 রাজহংসসমারূঢ়ং পাশবাগ্রকরং শুভম্।
 পুরুষদায়গণৈ: সর্কৈ: সমস্তাং পরিবারিতম্॥
 গৌর্যা কান্ত্যা চাহুগতং নদীতি: পরিবারিতম্।
 নাগৈর্গাদেগৈর্গণৈবৃক্কাং ব্রাহ্মণমিব চাপরং॥
 সৃষ্টিসংহারকর্তারং নারায়ণমিবাগরম্॥”
 এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে পূজা করিতে হইবে।
 বরুণের মন্ত্র—ওঁ বৌ।

“অষ্টাবিংশতিবীজেন চতুর্দশব্রহ্মণে চ।

অর্ধেন্দুবিন্দুযুক্তেন প্রণবোদীপিতেন চ॥” (হরশীর্ষপঞ্চমোঃ)

প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রণব দ্বারা নিবোধমুদ্রা
 প্রদর্শন করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও মূর্তি অন্তর্গত করিলেই নিবোধ-
 মুদ্রা হইয়া থাকে। পরে পাশমুদ্রায় দেবতার সান্নিধ্য করিয়া
 গজ, পুশ্য, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়।

“প্রতিমায়ানু স্থিতিং কৃত্বা প্রণবেন নিবোধয়েৎ।

পূজয়েদগজপুশ্যাদৌ: সান্নিধ্যং পাশমুদ্রয়া॥” (হরশীর্ষ)

বরুণের নমস্কার-মন্ত্র যথা—

“বরুণো ধবলো বিষ্ণু: পুরুষো নিরুগাধিপম্।

পাশহস্তো মহাবাহুস্তনৈ নিত্যং নমো নম:॥”(জম্বাবনোৎসর্গতম্)

মেনে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বরুণার্চনা ও বরুণমন্ত্র জপে
 সুসূত্র হয়। অনাবৃষ্টির কারণ বরুণার্চনা করিতে হইলে তখন
 স্বতন্ত্র ধ্যান আছে। সেই ধ্যানে বরুণের রূপ চিত্তা করিয়া
 তাঁহাকে নমস্কার করিবে।

“পুরুষাবর্তকৈর্মৈ বৈ: প্রাবরস্তং বহুক্রমাং।

বিভ্রাদ্গজ্জিতসমরুং তোয়ান্মানং নমামাহম্॥

যত্বে কেশেবু জীমূতো নদ্য: সর্কালসন্ধিঃ।

কুক্ষৌ সমুদ্রান্তদ্বারতমৈ তোয়ান্মানে নম:॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে বরুণকে আরাধনা-
 পূর্বক মূল মন্ত্র জপ করিবে। জপের পূর্বে বিনিমোগ করিয়া
 লইতে হয়। যথা—“প্রজাপতিশ্চ বিষ্ণুশ্চৈব বরুণো দেবতা
 এতাবদ্রাষ্ট্রমভিষাপ্য সুসূত্রার্থং জপে বিনিমোগ:।” মন্ত্র শুক্ল-
 মুখ হইতেই জানিয়া লইতে হয়। সেই মন্ত্র যথা—

“ওঁ বৃষ্টিরিহানাব্যন্তরো ব্রহ্মতাপশ্রুতীঃ

গজ্জ বশ্যপরির্দ্ভা দিবং গজ্জত তেনো বৃষ্টিমাবহ॥”

এই মন্ত্র সহস্রবার জপের পর নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। মন্ত্রান্তর
 যথা—কুর্ক লগ্নী ও মারাবীজ, (হ্রীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ), এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র
 যদি নাতি পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া জপ করা হয়, তবে অনাবৃষ্টি
 দূর হয়, এক সন্ধ্যা সন্ধ্যা মেনে মহাবৃষ্টি হইতে থাকে। মন্ত্র জপের

সংখ্যা অষ্ট সহস্র, কিন্তু তাহার চতুর্গুণ, অর্থাৎ বত্রিশ
 হাজার জপ করিতে হইবে। তিনদিনের পর চতুর্থ দিনে এই
 জপের সমাপ্তি।

“নাভিমাত্রং জলে দ্বিধা জপেদ্রজং প্রসন্নবী:।

বহুসহস্রং জপেদ্রজং ত্রিদিনং ব্যাপ্য যত্নত:॥” অথবা—

“বটসহস্রং জপেদ্রিতাং তদা বৃষ্টির্ভবেদ্ববম্।” (বটকর্মদীপিকা)

কেহ কেহ অনাবৃষ্টিকালে বরুণের একাক্ষর মন্ত্র জপেরও
 ব্যবস্থা করেন। একাক্ষর মন্ত্র ‘বং’।

মন্ত্র বলিরাছেন,—মহাপাতকী ব্যক্তির যে, ধন দণ্ড করা
 হইবে, সাধুচরিত্র রাজা তাহা কখন গ্রহণ করিবেন না। কেন না
 লোভে পড়িয়া তাহা গ্রহণ করিলে, সেই মহাপাতকীর দোষেই
 তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয়। এই জন্ত জলে প্রবেশ করিয়া রাজা
 সেই দণ্ডদ্বারা লব্ধ ধন বরুণকে অথবা সন্ততি-সম্পন্ন শায়ক
 ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। কারণ, বরুণ দণ্ডকর্তা, তিনি রাজা-
 দিগেরও দণ্ডধর। আর যিনি বেদপারগ ব্রাহ্মণ তিনি সর্ব জগ-
 তেরই প্রভু।* (মন্ত্র ৯ অ:)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই জলাধিত্তা বরুণদেবের উপা-
 সনা প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদে তিনি রাজা, বিত্ত্ব বল, বিমান-
 চারী, বেগবান্ ও পরাক্রমশালী বলিয়া কীর্তিত হইরাছেন। উক্ত
 রাজা বরুণ সূর্য্যের ক্রমাঘরে গমনার্থ পথ (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন
 মার্গ) বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনি মূলগ্রহিত অন্তরীক্ষে
 থাকিয়া বনরীষ ভেজ:পুঞ্জ উর্ধ্বে ধারণ করেন, সেই রশ্মিপুঞ্জ
 অধোমুখ, কিন্তু তাহার মূল উর্ধ্বে, তদ্বারা তিনি জীবের মরণ
 রোধ করেন।- তাঁহার শত সহস্র ওষধি আছে, অর্থাৎ
 তিনি ওষধিপতি। তিনি নির্ঝড়িক পরাধুখ করিয়া মনুষ্য-
 দিগের দূরিত নাশ করিতে সমর্থ। তিনি পরমায়ু দান ও গ্রহণ-
 কারী, তাঁহার আজ্ঞার রাত্রিযোগে চক্রে দীপ্যমান হয়; তিনি
 বিদ্বান্ ও অহিংসিত বন্ধনমোচনকারী ও মুক্তিদাতা এবং তাঁহার
 কর্মসমূহ অপ্রতিহত। ‘হে বরুণ! নমস্কার করিয়া তোমার
 ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞের হবা দানদ্বারা তোমার ক্রোধ
 অপনোদন করি। হে অম্বর! হে প্রচেত:। হে রাজন্! আমাদিগের
 জন্ত এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃতপাপ
 শিথিল কর। হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া, নীচের

* “নাদনীত মূশ: সাধুহাপাতকিনো ধনম্।

আদানান্ত ভরোভাতেন সোবেণ লিপাতে।

অপুং প্রবেত তং দণ্ডং বরুণারোপণায়ৈৎ।

শ্রুতব্রূতোপপদে বা ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ।

ইশো দণ্ডত বরুণো রাজান দণ্ডযদ্যো হি স:।

ইশ: সর্বত জগতো ব্রাহ্মণো বেষণারগ:॥” (মন্ত্র ৯ অ:)

পাশ নীচে দিয়া এবং মধ্যের পাশ মধ্য দিয়া খুলিয়া লাও।
তৎপরে হে অধ্বিত্যপুত্র! আমরা তোমায় ব্রতখণ্ডন না করিয়া
পাপরহিত হইয়া থাকিব।' (ঋক ১২৪৬—১৫)

এইরূপে বেশ বৃথা যায় যে, বরুণ দিকপতি বা লোকপাল,
তিনি যমের জায় পাপপুণ্যের বিচার বা নিগ্রহকর্তা। তিনি
পন্যাদিকারী (ঋক ১১২৩৪) এবং যুতব্রত। (ঋক ২১১৪)
ঋকসংহিতায় ১১৬৩১৪ মন্ত্রে লিখিত আছে, বরুণ সমুদ্র-
জলের সহিত আগমন করিতেছেন। ৭৮৭৬ মন্ত্রে তৎকর্তৃক
সমুদ্রকে হাপনের কথা আছে। তাঁহার ভিতর তিনপ্রকার
ঢালোক নিহিত আছে; তিন প্রকার ভূমি, ছয় অবস্থার
ইচ্ছাতে অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছে। তিনি অন্তরীক্ষে হিরণ্যর দোলার
জায় শীতল কণ্ড স্বর্গকে নির্ধাণ করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দু
জায় ষেতবর্ণ, গৌর মুগের জায় বলবান, উনকের নির্ধাতা ও
সমস্ত সংপদার্থের রাজা। ৫৪৪৭ মন্ত্রে তিনি স্বর্গকর্তৃক স্তত
হইয়াছেন। ঋকসংহিতায় ৭ম মণ্ডলের ৮৭-৮৯ হুক্তে ময়-
নিচরে বরুণ দেবতার নানা ভূতি আছে।

এতদ্বার উক্ত সংহিতায় ১১৫৬৪, ২১২৭১০, ২১২৮২,
৪১১৫, ৪৪১১১-২, ১০১৯১০, ১০১৩২৪ স্থলে বরুণ সর্ক-
প্রেষ্ঠ, রাজা ও শক্তিমান এবং স্তোত্রবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া গৃহীত
হইয়াছেন। অথর্ববেদেও বরুণ দেবগণের মুখ্য বলিয়া কীৰ্তিত।
“সোমো ভগ ইব বামেবু দেবেবু বরুণো বধা।” (অথর্ব ৬২১২)

ঋকসংহিতায় ৮৪১ ও ৮৪২ হুক্তে বরুণদেবের ভূতি
আছে। “৫৮৫ হুক্তের মন্ত্রানুসারে অধ্বিত্য বরুণ দেবতার এই-
রূপ স্তব করিয়াছেন, ‘তিনি নিখিল ভুবনের অধিপতি ও
গুণিপাতদ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক ও স্বর্গকে আশ্রয় করেন।’ এই
থকের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, সর্কশক্তিমান
পরমেশ্বরই বরুণ। ঈশ্বরের কার্যাবলী স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়া
বরুণে আরোপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঋবিগণ প্রকৃতির বিষয়-
কর কার্যপরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া বরুণ ইন্দ্রাদিদের স্বাতন্ত্র্য
কল্পনা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা সেই কার্যপরম্পরার একা
উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের একত্ব ধরে অজুতব করেন।
‘মিনি স্বর্গদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫৮৫১৫), তিনিই
নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে-প্রেরণ করেন, অথচ সেই মহা
সমুদ্র পূর্ণ হয় না (৫৮৫১৬),’ আবার তিনিই সমুদ্রের পাপ
বিনাশ ও অপমাদ খণ্ডন করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্ঘ্যের আত-
বণার্থ এবং বৃক সকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত
করিয়াছেন, তিনি অবগণের বল, বেহুগণকে ছড় ও ক্ষমার
সংকল্প দান করিয়া থাকেন। তিনিই জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে স্বর্গ
ও পর্কতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।’ ইত্যাদি ভূতি দেখিয়া

অনুমান হয় যে, ঋগ্বেদীয় বৈদিক ঋবিগণ বরুণ ও ঈশ্বরকে
এক ও অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এই একত্ব হেতুই ১১-৩৬-১৩৭ হুক্তে পরুক্ষেপ ঋষি, ১১৫১-
১৫২ হুক্তে দীর্ঘতমা ঋষি এবং ঋগ্বেদের ৭৬৩-৬৬ হুক্তে বিশিষ্ট
ঋবিকর্তৃক প্রাতে মিত্র ও বরুণের স্ততিমন্ত্র গীত হইয়াছে।
তাঁহারা নামপার্থক্যে অগতের ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলজনক ক্রিয়া সম্পা-
দনকর্তা হইলেও মূলে এক মহান ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহেন,
তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই আমরা ঋকসংহিতায় ১১৫৬৪
মন্ত্রে বিষ্ণু ও বরুণ এবং অশ্বিনকে একত্র সপাতিষ্ট হইয়া যজ্ঞে
মিলিত দেখিতে পাই। শাম্বায়ন শ্রোতসূত্রে (২১২০৪)
ঐরূপ বিষ্ণু-বরুণের সংযোগ ও একাধারত্ব বর্ণিত হইয়াছে।
গোভিল ৩৬১২ হুক্তে বমবরুণের একযোগত্ব এবং শাম্বায়ন-
ব্রাহ্মণ ১৮১০ ও কাত্যায়ন শ্রোতসূত্রে (১০৮১২৭) অগ্নি
বরুণের একাধারত্ব নির্দেশিত আছে। “ঋক ৪১১২ মন্ত্রে অগ্নি-
বরুণের সখি ও ভ্রাতৃত্ব সখ্য আরোপিত।”

অথর্ববেদের “ইন্দ্রেন্দ্র মনুষ্যাঃ পরেহি সং হজ্ঞান্বা বরুণঃ
সংবিদানঃ।” (অথর্ব ৩৪৬) মন্ত্রে ইন্দ্র ও বরুণের একমতিত্ব
স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইরূপ বাঙ্গালনের সংহিতায় ইন্দ্র ও
বরুণের একত্ব দেখা যায়। তাঁহারা দেবগণের সম্রাট, স্তুতরাং
সেই ইন্দ্রাবরুণ মিত্রাবরুণের জায় কিছুতেই ঈশ্বর ভিন্ন অপর
কেহই হইতে পারেন না। তবে স্থানবিশেষে তাঁহাকে মিত্র,
অগ্নি, ইন্দ্র, যম বা বায়ুর সহিত ঐশ্বর্য সম্পাদন করিতে
দেখিয়া তাঁহার মৌলিক ঈশ্বরত্বের কিছু বিশেষত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে,
এই মাত্র বলা বাইতে পারে।

ঋগ্বেদের ১১২৬-১৩৬ হুক্তের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে তাঁহা-
দের পরম্পরের কিছুই বিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না বরং তাঁহাদের
একত্বই নিশ্চায়িত হইয়া থাকে। ঋক ১১৩৬১-৭ মন্ত্রে আছে
যে “আমি স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, মিত্র, ও বরুণ এবং কৃত্রকে
নমস্কার করি। ইহারা সকলেই অভিমত ফলদায়ী ও সুখদায়ী।
ইন্দ্র, অগ্নি, অর্যমা ও ভগকে স্তব কর। * * * আমরা ইন্দ্রকে
প্রাপ্ত হইয়াছি, * * * ইন্দ্র অগ্নি, মিত্র ও বরুণ আমাদের
সুখপ্রদ হউন, আমরা অন্নবান হইয়া যেন সেই সুখভোগ করি।”
১১৫৩ হুক্তে ইন্দ্র ও বায়ুর এবং ১১৩৩ হুক্তে ইন্দ্র ও বরুণের

* অথর্ববেদ ৩৪৬ মন্ত্রে মিত্রাবরুণের প্রেম আছে।

† “স আত্মং বরুণম্ আ বহুং অজ্ঞা ব্রহ্মতী বজ্রবনঃ স্তোত্রং বজ্রবনম্।

বজ্রাদমদ্যাদিত্যং চৈবীকৃত্যঃ স্যাদানং চৈবীকৃত্যম্।

সেবে সখ্যবনস্য বহুংস্বাতঃ ন চক্রে ন সখ্যং সখ্যভ্যং বহুং সখ্যং।

অগ্নে বৃকীকঃ বরুণে সখা বিদ্যাঃ সখ্যং বিদ্যাভ্যম্। [ঋক ৪১১৬-৩]

সংস্কৃত স্মৃতি হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই এই দেবতামণ্ডলীর একত্ব ও ঐশ্বর্য প্রতিপাদিত হইতেছে। আবার—গুরু বন্ধুর্ষেদের ৮৩৭ মন্ত্ৰে “ইন্দ্রশ্চ সম্রাড্ বরুণশ্চ রাজা তৌ তে ভবঃ চক্রতুরগ্ন এতম্।” পাঠ করিলে উভয়কে এক বলিয়াই মনে হয়। উহার ভাষ্যে মহাধর লিখিয়াছেন;—“তৌ দেবৌ ইন্দ্রবরুণৌ তে তব এতৎ সোমমগ্নে প্রথমং ভবঃ চক্রতুঃ। তৌ কো ইন্দ্রো বরুণশ্চ চকারৌ সমুচ্চরে, কিন্তু ইন্দ্রঃ সম্রাট্ পরমৈশ্বর্যযুক্তঃ বাজপেয়যাজীভার্থঃ। কিন্তুতো বরুণঃ রাজা রাজহরযাজী রাজা বৈ রাজহরেনেধু। ভবতি সম্রাড্ বাজপেয়েনেতি শ্রুতেঃ।”

ঋকসংহিতার ১১৩৬২ মন্ত্ৰে উষাকর্কুক বরুণের গৃহ আলোকীকরণের কথা আছে। গুরুবন্ধুর্ষেদের “পন্ত্যাস্ চক্রে বরুণঃ সধমপাণ্ড শিশুমাত্তমাস্বঃ” (১০৭) মন্ত্ৰপাঠে বুঝিতে পারি যে, সমুদ্র বা জলগর্ভস্থ বরুণের গৃহ। তিনি জলের শিশু, জলই তাঁহার নিবাসস্থান। ঐ মন্ত্ৰের ভাষ্যে মহাধর লিখিয়াছেন—“যা এবন্ধিধা আপন্ত্যাস্ অন্তমধ্যে বরুণো দেবঃ সধমঃ সহস্বান চক্রে কৃতবান্ সহ স্বীয়তে যস্মিন্ তৎ সধমঃ। কিন্তুতো বরুণঃ অপাণ্ড শিশুঃ বালক অপাণ্ড বা ঐশ শিশুর্ভবতি যে রাজহরেন যজত ইতি শ্রুতেঃ কিন্তুতাস্বপ্ন পন্ত্যাস্। পন্ত্যমিতি গৃহনামস্ পঠিতম্। গৃহ-রূপাস্ সর্বেষামাধারস্থ্যং তথা মাত্তমাস্ অতিশয়েন জগ-নির্মাাত্রীষু।”

উক্ত সংহিতার ৬২২ মন্ত্ৰে বরুণের পাশসমমিত স্থানের ভয়ভীত মানবের স্তুতিপ্রার্থনার কথা আছে;—“ধামো ধামো রাজন্ততো বরুণ নো মুক। যদাহরয়া ইতি বরুণেতি শপামহ ততো বরুণ নো মুক।” আবার গুরুবন্ধুঃ ১৩৩২ মন্ত্ৰের “বৃহ-স্পতির্বাচমিক্রো জ্যোষ্ঠায় রুদ্রঃ পশুভ্যঃ মিত্রঃ সত্যো বরুণো ধর্ম-পতীনাম্।” এখানে মন্ত্ৰাংশে বরুণকে ধর্মপতি বলা হইয়াছে। উহার ভাষ্যে মহাধর তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, “ধর্মপতীনাং ধর্মেশ্বর্যাণাং ধর্মশীলানামাধিপত্যেষ্ঠ্যঃ স্রবতাং। সবিত্রাদয়োহষ্টৌ দেব স্রহবিবাং দেবতাষ্ঠ্যং নানাধিপত্যানি বদন্তি বাকার্থঃ।” উহার পরবর্ত্তী মন্ত্ৰে (১৪০) বরুণাদি দেবতা কর্তৃক রাজা-দিগকে মহতী ক্ষত্রপদবীতে নিয়োগের প্রার্থনা দেখা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ৩১২১৭ মন্ত্ৰের “ক্ষত্র রাজা বরুণোহধি-রাজঃ” পড়ে এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।

১০ অথর্ববেদের অনেক স্থলে বরুণকে একত্র বা কত্রির বলা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে কত্রির অর্থ বলবান, তখন কত্রির নামে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তাঁহার্য বনের বর্ণিত এই কারণ পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগুণে কত্রির (কলশী) রাজ্যাদিগের বর্ণনার সময় সঙ্গে সঙ্গে বরুণকেও কত্রিরের রাজ্য-দিগের অধিপতি বক্তব্য ও ব্রহ্মাকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

অথর্ববেদের ১১০১ মন্ত্ৰে বরুণ ক্রীত্বিশালী ও বক্তব্যগ্রহ-শীল বলা হইয়াছে। অন্যতমি ভাষ্যগ্ৰন্থে তাঁহার কোপে পড়িলে লোকে অত্রির জলোদরাদি রোগার্গ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মদত্ত দ্বারা বা বরুণবিষয়ক স্ততিরূপ হরিদ্বার্য বা অতি ভীক্ৰ ভোত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে ক্রুই করিলে তাঁহার অঙ্গগ্রহে রোগোন্মোচন ও লোকে বলপ্রাপ্তি ঘটে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ (১২৪) পাঠ করিলে জানা যায় যে, জলাধিপতি দেবরাজ বরুণ দিকপালরূপে অম্বরগণের সহিত যুদ্ধ করেন, আদিভাগ্য তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া দেবতাদের তীতি অপনোদন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের (৭১৪-৫) হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, একদা রাজা হরিশ্চন্দ্র নারদের আদেশে পুত্রকামী হইয়া বরুণ দেবের তপজ্ঞ করেন। তাঁহার আরাধনার তপ্ত হইয়া বরুণদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে রাজন্! তোমার তপত্তার পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি বয় প্রার্থনা কর। তাহাতে রাজা পুত্রবর প্রার্থনা করিলে বরুণ দেব ঐশ্বর্য হস্ত করিয়া বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিবে, কিন্তু তুমি নিঃশব্দ চিত্তে সেই পুত্রকে বজ্রীর পত্নরূপে আমার প্রীত্যর্থে বলি দিবে। রাজা বীকৃত হইলে তাঁহার রোহিত নামে এক পুত্র জন্মিল। বরুণ পুনঃপুনঃ পুত্রকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজাও বার-বার অল্পক্লেশ, মিনয় ও নানা আপত্তি দেখাইয়া পুত্রের প্রাণ-রক্ষার উপায় স্থির করিতেছিলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে রোহিত দশম বর্ষ উপস্থিত হইলে বরুণ দেব আসিয়া বলিলেন, এখন আপনকার পুত্র বজ্রীর পত্ন হইবার যোগ্য হইয়াছে। রাজা তাহাকে সম্যকভাবে পর দরশন করিয়া কান্দা জানাইয়া বিদায় হিলেন এক পুত্রকে স্বীকৃতি ডাকিয়া বলিলেন, হে ত্রিয! বে তোমাকে আমার দিয়াছেন, আমি বজ্রীর পত্নরূপে নিহত করিয়া তাঁহার করে তোমার সমর্পণ করিব। পিতার একবিধ বাক্যশ্রবণে পুত্র “না জ্য” বলিয়া স্বীয় মন্বক যত্নে লইয়া বনে প্রবেশ করিল। দশাসময়ে বরুণ দেব রাজসভাশে আসিয়া ‘মহা-রাজ বজ্র করুন’ বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা ভয়ানক দেবতাকে আতুল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বরুণের শাপে রাজা জলোদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন।

পিতার এই রোগের ব্যাপার অরগত হইয়া রোহিত বনদেশে ছাড়িয়া গোমে উপনীত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণরূপে ইন্দ্র তাহাকে

“জানাজানানব্ধ কৃত্য গোপা সিদ্ধপতী কত্রিয়া বাতসর্জীক্।”

মন্ত্ৰে বরুণকে সিদ্ধপতি ও কত্রির বলা হইয়াছে। কিন্তু উহার অর্থ অন্তরূপ।

+ “ক্ষত্র দেবানামহরো বি রাজতি বশা বি সত্য বরুণস্য রাজঃ।

ভক্তশ্চরি ব্রহ্মণা শাসিতাঃ উহস্য মতোকবিশং দয়ামি” অথর্ব ১১০১৩।

দেখা দিয়া বলিলেন, তুমি মূঢ়, রাজসংসারের দুঃখপরাধী কেন ভোগ করিতে বাইবে, অতএব আমার পরামর্শে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে থাক। ভবিষ্যতে তোমার সুখোদয় হইবে।

‘এইরূপে তিনি ব্রাহ্মণরূপে বৎসরান্তে বহু বৎসর পর্যন্ত রাজ-পুত্রকে গৃহস্থান্তর বচনে নিবেদন করিয়া যান। এই বৎসরে রাজ-পুত্র হুৎসবপুত্র অজীপুত্র ঋষির আশ্রমে আসিয়া বলিলেন, হে ঋষি, শ্রেষ্ঠ আমি আপনাকে শত গাভী দান করিব। আপনি বীর পুত্রের এক জন দ্বারা আমার পশুরূপে যজ্ঞে বলি হওরার পথরোধ করুন। তাহাতে ঋষি তাঁহাকে গুনঃশেক নামে মধ্যম পুত্রটিকে দান করেন। রাজকুমার ঋষিকে শত গাভীদানপূর্বক ব্রাহ্মণকুমার গুনঃশেককে লইয়া পিতৃসকালে উপনীত হইলেন এবং বলিলেন এই বালককে দিয়া আমি অব্যা-হাত লাভ করিব। তদনন্তর রাজা যজ্ঞে ব্রতী হইলে/বরুণ স্বয়ং রাজহৃদয়ের অভিবেচনীর করিয়া দিয়াছিলেন :-

“স পিতরনৈতোবাচ তন্ত হস্তাহমেনোন্মান্ন নিজ্ঞাণা ইতি স বরুণ রাজানবুপসান্নানেন বা বজা ইতি তথেনি কুয়ান্ বৈ ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়ারিতি বরুণ উবাচ তদা এতৎ রাজহৃদঃ যজ্ঞকৃত্ব প্রোবাচ তদেতত্তভিবেচনীয়ে পূরুং পশুদানেতে।”

(৭।১৫)

বরুণ বলিলেন, কত্রি পশু হওরা অপেক্ষা ব্রাহ্মণই যজ্ঞে পশু হওরা ভাল, তখন যজ্ঞারম্ভ হইল। বিধিসিদ্ধ হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অয়ান উল্লাসতা হইলেন। গুনঃশেক যখন বুলিলেন যে, তিনি পশুরূপে যজ্ঞে নিহত হইতেছেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণের প্রজাপতি (ঋক ১।২৪।১) অগ্নি (ঋক ১।২৪।২) সবিতা (ঋক ১।২৪।৩-৫) ও তদনন্তর বরুণের (ঋক ১।২৪।৬-১৫, ১।২৪।১-২১) স্তুতি করিয়াছিলেন।

* দেবীভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ১৪—১৭ অধ্যায়েও এই ঘটনা বিবৃত তাহেও প্রকারান্তরে লিখিত আছে।

[গুনঃশেক ও বিধামিত্র শব্দ দেখ।]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ১।১।৪।৮, ১।৪।১০।৬ এবং শতপথ-ব্রাহ্মণের ১২।৮।৩।১০ ও ১৩।৫।৪।৫ হলে বরুণ দেবের পূজা বিহিত হইয়াছে।

এই উপাখ্যানদ্বারা বরুণকে প্রজাপ্রদ, প্রজাপালক ও প্রজা-পহারক দেবতা বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং তিনি বহু, হিতি ও লরকর্তা পরম পুরুষ। তিনি রাজাদিগকে রাষ্ট্রে হিতি করিয়া থাকেন। “তদহং রাজা বরুণতথা স স্বায়মবসু স উপেষদমহি।

(অথর্ব ৩।৪।৫)

আবার লব্ধ সংহিতায় তিনি রাজাদিগের হওবাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (সন্থ ১।৪৫)

‘বেদে বরুণকে দেবভাগ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। তিনি জলদেবতা বলিয়া কথিত। যখন সমস্ত তমো-রাশি-সমাজ ও প্রকৃতির জ্ঞান ছিল, তখন ভগবানের ইচ্ছায় মহাত্মাদিগের বিকাশ হইতে থাকে। আদিতে অণু সৃষ্ট হইয়া-ছিল অর্থাৎ জলই জৈবজীবের আদি বিকাশ; সুতরাং জলাধি-পতি বরুণকে জৈব এবং দেবগণের মধ্যে প্রথম বলিয়া করণ করা কিছু অসম্ভবনহে।

মহাভারতের উত্তোণ ও শল্যপর্কে তিনি উদকপতিরূপে বর্ণিত আছেন। তিনি এই আধিপত্য সর্বলোক পিতামহের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “অপাং রাজ্যে সুরাণাঞ্চ বিদধে বরুণ প্রভুঃ।” (ভারত ত্রীপর্ক)

ভাগবতে বরুণদেব কান্তপদী আদিত্যের পুত্ররূপে কীর্ণিত হইয়াছেন,—

“অথাভ্যঃ ক্রয়তাং বংশো যোহদিতেরহুপূর্কশঃ।

বত্র নারায়ণো দেব স্বাংশেনাবতরহিভুঃ।

বিবস্বানর্যামা পূবা ভটীথ সবিতা ভগঃ।

ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শত্রু উরুক্রমঃ।”

(ভাবত ৬।৬।৩৮—৩৯)

হরিবংশ ৩য় অধ্যায়ে বরুণাদি দেবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই একই বিবরণ গৃহীত হইয়াছে। আবার ঋকসংহিতার ১০।৭২।৮ মন্ত্রে অদিত্যের আট পুত্রের সঙ্গকথা আছে।* অদিত্য আটটার মধ্যে সাতগুকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অপর সাতটিকে লইয়া স্বর্গগমন করিলেন। ঋগ্বেদের ২।২৭।১ মন্ত্রে ছয় জন আদিত্য এবং ৯।১১।৩ মন্ত্রে সাত আদিত্যের বর্ণনা আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ধাতা, অর্যামা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান এই অষ্ট আদিত্যের কথা আছে; কিন্তু মহাভারত + ও বিষ্ণু :

* “অষ্টো পুত্রাঃ পুত্রা নিজ্ঞানোহদিতের্ভবন্তি বোহদিতেশ্বয়ঃ পরিশরীরা-জাতা। উৎপরাঃ। অদিতের্হুঃ পুত্রা অধ্বর্যব্রাহ্মণে পরিশিখিতাঃ। তথা হি তদমুক্ৰিয়ামো মিত্রক বর্কশক ধাতা চার্যামা চার্ষিক ভর্গক বিধ্বা-বারিত্যকোতি। * * * [তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬।৬।৩১]। (সারণভাষ্য)

—এতদ্ব্যতীত শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।১।৩।৩ উক্ত ঋক মন্ত্রের একই বিবরণ প্রদ হইয়াছে।

৮ + ধাতাধ্যায় ৫ মিত্রক বরুণোহো ভগভাষ্য।

ইন্দ্রো বিবস্বান পূবা ৫ বটী ৫ সতিতা ভগ।

পর্জন্মদেব বিষ্ণু আদিত্য দান শ্রুতাঃ।

(ভারত আদিপর্ক ১।৪।১৫ এবং ১২। ৩)

৯ ভূমি বিষ্ণু শত্রুভক্ত কল্যাণে পুত্রের্হি।

বিবস্বান সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।

অপো ভগদগ্ন্যভ্যোহা আদিত্য দান শ্রুতাঃ। (বিষ্ণু- ১।৩।১০)

প্রকৃতি পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। পশতপথ-ব্রাহ্মণের ১১।৩।৩৮ বস্ত্রে দ্বাদশ দ্বাদশের স্বর্গকে দ্বাদশ আদিত্য বলা হইয়াছে। শ্রুতসংহিতার ২।২৭।১ মন্ত্রে দ্বাদশ আদিত্যের পুরুরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। নিকটক (২২৩) দ্বাদশ লিখিয়াছেন,—“অসিতের কো অজারত দক্ষা অদিতিঃ পশি” অর্থাৎ দক্ষ হইতেই অদিত্য উৎপত্তি। আবার ঋক্ ৩।৫০।২ মন্ত্রে স্বর্গকে দ্বাদশ হইতে সন্তৃত বলা হইতেছে। সুতরাং একপ বুলে কোন বীমাংশ করা যায় না। তবে ঐ উক্ত মন্ত্রের ১ম মন্ত্রে লিখিত আছে, ‘হে দেবগণ! আমি স্তুত্বের নিমিত্ত তোত্র সহকারে অদিতি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, অর্যমা, ভগ ও সমুদায় রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।’ এই সকল আলোচনা করিলে বরুণকে আদিত্যগণের একতম বলিয়াই মনে হয়।

মহুসংহিতার বরুণ অদিত্যের তেজঃসম্পন্ন ঙ্গ এবং পাশবত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পাশবত ব্যক্তি পাশপশনমর্গে বারণ ব্রতচরণ ॥ করিলে মুক্তি পাইয়া থাকেন। বরুণ মন্ত্রের দ্বারা সলিল বিকারে বরুণের পূজা এবং তাহার দ্বারা নাভিজলে ডাড়াইয়া জপ ও হোম করিতে হয়।

“সলিলবিকারে কুর্ধ্যাং পূজাং বরুণস্ত বারুণমন্ত্রৈঃ।”

(বৃহৎসং ৪৩।৫১)

হরিবংশের ৪৪ অধ্যায়ে বরুণদেবের রূপবর্ণনা এইরূপ লিখিত আছে :—

“চতুর্ভিঃ সাগরৈর্গুপ্তো লেলিহতিষ্ঠ পন্নয়ঃ।

শঙ্খমুক্তাঙ্গদধরো বিব্রতোয়ময়ঃ বপুঃ।

কালপাশস্ত সংগৃহ্য হরৈঃ শনিকরোপমৈঃ।

বাহীরিতজলোক্ষারৈঃ কুর্কন্ লীলা সহস্রশঃ ॥

পাণ্ডুরোক্তভবনঃ প্রবালকচিরাধরঃ।

মণিভ্রামোত্তমবপুর্হারোত্তমবিভূষিতঃ ॥

বরুণঃ পাশভূষাণ্যো দেবানীকৃত তথিবান্।

বৃদ্ধবেলামভিলবন্ ভিন্ন বেল ইবার্ণবঃ ॥” (হরিবংশ ৪৪।১২।১৫)

তিনি হংসাকৃৎ এবং পাশবতঃ। (বৃহৎসং ৪৮।৫৭) তাঁহার

এই পাশান্ত্র কাল বা বরুণপাশ নামে খ্যাত। (রামায়ণ ১।২৭।২) এই অস্ত্র দ্বারা তিনি দেবাসুরসংগ্রামে দেবপক্ষীয় বিকৃপভিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।২৪) তাহা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত আছে। রামায়ণেও বরুণের বৃদ্ধ-কুশলতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

“পাশবতো বিপাশস্ত রূপে বরুণ এব চ।

ভয়ঃ প্রোভতঃ সহসা যত্র স্মৃতে জ্ঞানাপত্তিঃ ॥”

(রামায়ণ অঃ ৪।২)

যথেষ্ট বিদ্যুৎ ও বরুণের সখি বা অভেদভের যে আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, গীতার তাহা পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত দেখা যায়। বরুণ ভগবানই বলিতেছেন :—

“অনন্তশ্যামি নামান্যং বরুণো বাহনামহম্।

পিতৃণামর্যমা চান্ধি যমঃ সংযমতামহম্ ॥” (গীতা ১০।২২)

আবার মহাতারতে ঋক্ ও বরুণের বিরোধের কথা আছে। ঐক্লক জলজন্তুসমাকীর্ণ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া সলিলাভ্রগত বরুণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

“এবিত্ত মকরাবাসং যাদোভিরতিসম্ভৃতম্।

জিগায় বরুণং সংধ্যে সলিলাভ্রগতং পুরা।”

(তারক জ্যোতিষ ১১ অঃ)

ভাগবতে এই ঋক্‌বরুণবিষয়ের আভাস উপাখ্যানরূপে বিবৃত হইয়াছে। একদা নন্দ একাদশীতে নিবাহারী থাকিয়া জনার্দ্দিনের অভ্যর্থনা করেন এবং দ্বাদশী তিথিতে আত্মীয় বেলায় দ্বানার্থ কালিন্দীসলিলে অবগাহন করিলে জলমগ্ন হইয়া বরুণভৃত্য কর্তৃক বরুণালয়ে নীত হন। ভগবান্ ঐক্লক বরুণকর্তৃক পিতাকে অপহৃত শুনিয়া বরুণসমীপে গমনপূর্বক পিতাকে উদ্ধার করেন। বরুণ তখন ঐক্লকের পাশবন্দনা করিয়াছিলেন—

“অন্ত মে নিভৃতো রেহোহৈন্দ্যবর্ষোহধিগতঃ প্রোভোঃ।

বৎপাদভাজোভগবরুণাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥” (ভাগবত ১০।২৮।৫)

ভৃক্‌পুরাণের সছাদিত্রিগুণভ্রগত বরুণপুত্রী-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

একদা শৌনক সূতকে বরুণপুত্রের মাহাত্ম্য-বিবৃতি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, নানা রত্নমণিবিরাজিতা মনোরমা বরুণের একটা পুত্রী ছিল। সেই ক্ষেত্রের জনপদবাসী লোক সকল ধর্মপরায়ণ ও বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ। তত্রৈ লোকসমূহ জ্যোতিষ্টোম বিধি দ্বারা রামকে আরাধনা করিয়াছিলেন। এই বস্ত্রে দেবতা ও পিতৃগণ সান্ত্বিত্য পরিতোষ লাভ করেন। পরে রাম তথায় উপস্থিত হইয়া বরুণকে বলিয়াছিলেন, হে জগাধিপ বরুণ! তুমি তোমার ভবন সপ্ত আবার একটা ভবন নির্মাণ কর, এই ভবন নানারত্নবিভূষিত ও সদা সুনিগম সেবনীয় হইবে। বরুণদেব পরম্পরায়ের এই কথা শুনিয়া বীর ভবন নির্মাণ করিয়া ঐ পুর পরম্পরায়কে নিবেদন করেন। তখন পরম্পরায় ঐ নানারত্নাবিভূষিত ভবন দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই ভবন অদ্যাবধি বরুণপুত্র নামে খ্যাত হইবে এবং পরম্পরায় ঐ পুরের অধিপতি থাকিবেন। একদা মহুসে অসুর

নবমী তিথিতে সৰ্বলোক একত্র হইয়া সপ্তদিনব্যাপী স্নানের মহোৎসব করিতে ছিলেন। এই সময় এক মহাঈশ্বর্য তথায় উপস্থিত হইয়া রামমহোৎসবকারী লোকসমূহকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল। বরুণালয়বাসী লোকসমূহ দৈত্য কর্তৃক পীড়িত হইলে পরন্তর্য তাহাদের ভবে ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে সন্মোহন করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমার প্রথাবহু বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমাদের দৈত্যপীড়না বিহীন হইবে। আমি নৈতাদানব নাশের জন্য বরুণ নির্মিত পুরীতে মহামার্যকে স্থাপন করিয়াছি, তোমরা সকলে তাহার পরশাগত হও, তাহা হইলে এই ভয় নষ্ট হইবে। তখন বরুণালয়বাসী বিশ্রাম্ভে পরন্তর্যের আদেশানুসারে মহালা স্নানে মহামার্যের পরশাগত হইয়া তাঁহার ভব ও পূজাদি করিতে লাগিলেন। মহামার্য ব্রাহ্মণদিগের ভবে সন্তোষ হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, হে বিশ্রাম্ভগণ! তোমাদের ভয় নাই, আমি এই দৈত্যকে বিনাশ করিতেছি। এইরূপে তাহাদিগকে অত্যন্ত দীক্ষা তিনি ঐ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামার্য দৈত্যের সহিত বোরতর যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মস্তক কর্তন এবং বামহস্তে গ্রহণ করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। তখন দৈত্যভয় বিহীন হইল, দেবগণ আকাশে পুষ্পবৃষ্টি ও গন্ধৰ্ব্ব সকল গান করিতে লাগিল। নির্ঝরে রাম-মহোৎসব শেষ হইল। সেই অবধি মাঘ মাসের ওক্সা বসী তিথিতে কামনা করিয়া ও তক্তিরপারগ হইয়া যে সকল ব্যক্তি ত্রিভুবনেবরী দেবী মহামার্যকে পূজা করে, দেবী তাহাদিগের অতিলাভ পূর্ণ করিয়া থাকেন।

(কন্দপু. সছাত্রিখ" বরুণাপুরীমাহাত্ম্য ১-২ অঃ)

যে অন্তরীক দেখিয়া বৈদিকযুগের আৰ্যদিগের অন্তরে ভয়ের অভিভাব্যক্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, বেদে তিনিই বরুণদেব বলিয়া বর্ণিত। সেই অন্তরীকপ্রাচ্যাত সেবতাদিগের রাজা বরুণের সহিত গ্রীকপুত্রাণোক্ত উরেনাসের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। বৈদিক উপাখ্যানে যোগ্য কর্তৃক যেমন বরুণের পঞ্চভূতি ও জলপতিরূপে নিয়োগের কথা আছে; সেইরূপ গ্রীকের পুরাতন জিউস কর্তৃক উরেনাসের পঞ্চভূতি বিবৃত হইয়াছে। বরুণ বৃষ্টিদাতা এবং জলসুহৃদিহারী, উরেনাসও সেই সেই কার্যের অবিশিষ্ট। কিন্তু বস্তুতঃই যেনা ও অম্বিনী এবং অন্ন ও বরুণের সহিত অত্যন্ত বিবর্ত অনেক প্রভেদ দেখা যায়। বরুণ জলাধিকারিণী নেশটুনের সহিত বরুণের বিশেষ মিল আছে। [নেপচুন দেখ।]

ও ব্রহ্মমহাত্ম্যে বৃকবিশেষ। পর্যায়—বরুণ, সেতু, তক্ত-শাক, কুমারক, অন্তরীক, সেতুক, বরুণ, শিখিমণ্ডল, বেতনুক,

বেতজম, লাধুক, তমাল, মাক্তাপহ। ইহার ভণ—ভট্ট, ঠাক, মক্তমোব ও শ্রীতীবাভহর, সিধ, শীপন, এবং বিবিধ-রোগ। (রাজনি.) তাবপ্রকাশ মতে—

"বরুণঃ পিতৃলো তেদী স্নেহকৃত্যুশ্রমারতান্।

নিহন্তি শুশ্রূষাতাপ্র-ক্লম্যাংসোকাহিরীশীপনঃ।

কবারো মধুরতিকঃ কটুকো রক্তকো শুকঃ॥" (তাবপ্র.)

রাজবল্লভমতে ইহার ভণ,—বাঘ ও খলহর, ভেদক, ঠাক, ও অন্তরীনাশক। বরুণের পুষ্পভণ—পিত্ত ও আমবাভহর। (রাজবল্লভ) ও জল (যেবিনী)। ও নৃধ্য। (বিধ)

"ধাতামিত্রোহিধ্যমা শক্রো বরুণক্শণ এব চ।

ভগোবিববান্ পূবা চ সবিতা দশমন্তথা॥" (মহাভা" ১১৬ঃ ১৫)

ও যুনিগর্ভজাত কস্তপগুহ-বিশেষ। (ভারত ১৬৫ঃ ৪০)

বরুণক (পুং) বরুণক (Oratova Roaburghii)

বরুণপুত্ৰ, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাসাগর ১০৬)

বরুণগৃহীত (ত্রি) ১ বরুণ কর্তৃক আক্রান্ত। ২ উন্নয়ী প্রভৃতি যোগপ্রভ।

বরুণগ্রন্থ (ত্রি) বরুণগ্রন্থ। জলনিমগ্ন।

বরুণগ্রহ (পুং) অশ্বের তরামক দুই গ্রহ বিশেষ। অশ্ব এই গ্রহাঘিষ্ট হইলে তালু, জিহ্বা, নেত্র, বৃণ ও মেহ, কৃকবর্ণ গায়েয় শুকতা ও শ্বেদ নির্গম হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ—

"তালুজিহ্বে চ নেত্রে চ বৃণো মেহে মেব চ।

গ্রাবং রূপক বস্ত তালুগাত্রগৌরবমেব চ।

ভক্ত শ্বেদপরীতত বৃদ্ধিমান্ বরুণগ্রহেঃ।

কৃতং যোবং মহাবোরং শুদ্ধাজত বিনির্জিহেৎ॥"

(জরসত ৫৭ অধ্যায়)

বরুণগ্রাম, একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যতরখ" ৫৭ঃ ২৫২)

বরুণগ্রাহ (পুং) বরুণ কর্তৃক আক্রমণ বা বহন।

(তৈত্তিরীয়স" ৩৬ঃ ৫ঃ)

বরুণস্তুতম্, অন্তরীক একটা ঔষধ। মূল ৪ সের, কাথার্থ কুটিত বরুণহাল ১২১০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কর্ণার্থ বরুণ-মূলের ছাল, কমলীমূল, নিম্ব মূলের ছাল, কুশাদি পক্ষুণের মূল, শুলক, শিলাজতু, কাঁকড় বীজ, হুর্লা, তিলদালের কার, পলাশ কার, দুইমূল প্রত্যেক ২ তোলা। মূল-বিষেচনা করিয়া রাজ্য দ্বির করিবে। জীর্ণ হইলে প্রথমতঃ পুরাতন সংযুক্ত দ্বির দাত সেকরী। ইহাতে অন্তরী, শর্করা ও কুম্ভকুম্ভ নিবারিত হয়।

বরুণতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ। কালিকাপুরাণে এই তীর্থ-ক্রমে লিখিত আছে যে, বর্ষটম্বের পূর্বদিকে অগ্নিবান্ পরন্ত। তাহার সমুখভাগে কংসকর পরন্তভট্টে বরুণকুম্ভ ও ন্যবক পবিত্র সরোবর। এখানে জলাধিপ বরুণ নিজ বাস করেন। কংসকর

পৰ্বতে বরুণদেবের পূজা দিয়া বরুণকুণ্ডে স্নান করিলে কন্য্য বরুণলোক প্রাপ্ত হয়। য হইতে পক্ষমবর্ণ বঁকারে অস্থায়ার বোগ করিলে বরুণবীজ হইয়া থাকে। ঐ বীজমত্রে বরুণদেবের পূজা কর্তব্য। (কালিকা ৭২।১০-১৭)

বরুণজ (স্রী) বরুণের ভাৰ বা ধৰ্ম্ম।

বরুণদত্ত (পুং) পানিনিবৰ্ণিত ব্যক্তিত্বের। (পা ৫।৩।৮৪)

বরুণদেব (ত্রি) বরুণ বাহার দেবতা। (পুং) ২ শতভিষা নক্ষত্র। (বৃহৎসং ৩২।২০) ও বরুণ দেবতা।

বরুণদৈবত (ত্রি) শতভিষা নক্ষত্র। (বৃহৎসং ১০।২)

বরুণগ্রহ (ত্রি) ১ বরুণকে প্রবক্তা বা লোভপ্রদর্শনকারী। ২ বরুণকর্তৃক হিংসিত। 'বরুণেন হিংসিতঃ'। (কৃষ্ণ ৭।৬০।১২ সায়ণ)

বরুণপাশ (পুং) ১ বরুণের অস্ত্র। ২ নক্ষ, হালর।

বরুণপুরুষ (পুং) বরুণের ভূতা। (আখং গৃহ ১।১।৫)

বরুণপ্রবাস (পুং) আবাচী বা প্রাবণী পূর্ণিমার বরুণের উদ্দেশে আচরণীয় দ্বিতীয় কৃত্যভেদ। জলনিমগ্ন বা গ্রাহনক্ষত্রাদির হস্তরূপ বরুণপাশ হইতে পরিব্রাজ্য লাভের জন্য এই ব্রতচরণ করিতে হয়। ঐ পৰ্ব্বদিনে বরুণের প্রীত্যৰ্থে ব্যবচূর্ণ ভক্ষণ • করিতে হয়।

বরুণপ্রশিষ্ট (ত্রি) বরুণ কর্তৃক শাসিত বা পরিচালিত।

বরুণপ্রস্থঃ বরুণকেন্দ্রের পশ্চিমস্থ নগরভেদ। (ভ'ব্রহ্মণ্য ৫৭।১১৪)

বরুণভট্টঃ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ।

বরুণমতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বরুণমিত্র (পুং) গোষ্ঠিলাভেদ।

বরুণমেনি (স্রী) বরুণের ক্রোধ। (তৈত্তিরীয় সং ৫।১।৫।৩)

বরুণরাজ্যন্ (ত্রি) বরুণ যেখানে রাজ্যরূপে অধিষ্ঠিত। (তৈত্তিরীয়সং ৩৫।৮।১)

বরুণলোক (পুং) ১ লোকভেদ। (কৌশিকীউপং ১।৫) কালীখণ্ডের ১০৮ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে। ২ বরুণের অধিকার স্থান বা জল। (তর্কসংগ্রহ ৭)

বরুণলগ্নম্ (পুং) মেঘাঙ্কুর যুদ্ধে মেঘপক্ষীর সেনাপতিভেদ।

বরুণশেবস্ (ত্রি) ১ বরুণের অপত্য। (কৃষ্ণ ৫।৩৫।৫ সায়ণ) ২ ব্রহ্মাঙ্গী পুত্রাদি বিশিষ্ট। 'বায়ুকাঃ পুত্রাঃ শেবাঃ' (সায়ণ)

বরুণজ্ঞাচ্ছ (স্রী) প্রাচুর্যভাভেদ।

বরুণসব (পুং) বরুণের অতিপ্রোত বজ্র। "যো রাজস্বঃ স বরুণসবঃ" (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২।৭।৬।১)

বরুণসেন, নিলাগিণি বর্ণিত রাজভেদ।

বরুণসেনা [সেনিকা] (স্রী) রাজকন্যাত্বের। (কথাসরিৎসং ৪৪।৪৪)

বরুণপ্রোক্তস্ (পুং) পৰ্ব্বতভেদ। (ভারত মনপৰ্ব্ব) বরুণপ্রোক্ত পাত্তিও দেখা যায়।

বরুণাঙ্গরুহ (পুং) ১ বরুণের বন্যবন। ২ অগস্ত্যবির গোত্রাপত্য।

বরুণাঙ্গুজা (স্রী) বরুণত জনিত জাতক। তদ্রূপব্যাং। বারুণীভ্য, এই মত সমুদ্র মহনকালে উভূত হইয়াছিল।

বরুণামিকাধ, বরুণহাল, তঁঠ, গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল ৪০ সের, শেব ৮০ পোরা, একেপার্শ্ব ব্যবকার ২ মাষা, পুরাতন শুক্ল ২ মাষা। এই কাথ পান করিলে বহুকালের বাদ্যজ্ঞ অনঙ্গীর শাস্তি হয়।

বৃহৎবরুণামি—বরুণহাল, তঁঠ, গোক্ষুর বীজ, ভালমূলী, কুলখকলাই, কুশাদিকুলপকমূল মিলিত ২ তোলা, জল ৪০ সের, শেব ৮০ পোরা, একেপার্শ্ব চিনি ২ মাষা, ব্যবকার ২ মাষা। ইহাতে অনঙ্গী, বৃহৎকুহু, বতিপুল ও লিঙ্গমূল নিবায়িত হয়।

বরুণহালের কাথ বা কড়ের সহিত পুরাতন শুক্ল এবং সজিনা মূলের উৎকৃষ্ট সেবন করিলে অনঙ্গী ও তক্ষনিত ব্রহ্মণ নিবায়িত হয়।

বরুণামিগণ (পুং) ব্রহ্মগণভেদ, ব্রহ্মতে এই গণে নিম্নোক্ত ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে—বরুণবৃক্ষ, মীলমিষ্টী, শিগু, মধুশিগু (লাল সজিনা), জয়ন্তী, মেঘপুটী, পুতিক, নাটাকরজ, মোরাটা, অগ্নিনহ, বিন্টা, লালঝাঁটি, আকন্দ, হসির, চিতা, শতমূলী, বিব, জয়পুটী, বর্ড, বৃহতী, কটিকারী। এই বরুণামিগণ কফ ও য়েদোনাশক এবং শিরঃশূল, গুরু ও আত্যাতিরিক বিব্রি-নাশক। (ব্রহ্মত ২০ ৩৬ অ°)

বরুণাজি (পুং) পৰ্ব্বতভেদ।

বরুণানী (স্রী) বরুণত পত্নী বরুণ (ইন্দ্রবরুণভবতি। পা ৪।১।৪২) ইতি ভীষ, আত্মগাণমত। বরুণপত্নী। (জটায়ব)

বরুণাপুর, মহাশ্রিপর্যন্ত একটা প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। (মহাশ্রিখণ্ড বরুণাপুরমাহাত্ম্য) [বরুণ দেখ।]

বরুণাশয় (পুং) সমুদ্র, সাগর।

বরুণাবাস (পুং) সমুদ্র, সাগর।

বরুণাবি (স্রী) পত্নী।

বরুণিক (পুং) বরুণরক্তের সংক্ষিপ্ত নাম। বরুণির ও বরুণিন পদও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বরুণেশ (ত্রি) শতভিষানক্ষত্র, বরুণ বাহার অধিপতি।

বরুণেশ্বরতীর্থ (স্রী) তীর্থভেদ।

বরুণোদ (স্রী) সাগর।

বরুণোপনিবন্ (স্রী) উপনিবন্ভেদ।

বরুণোপপুরাণ, একখানি উপপুরাণ। কৃষ্ণপুরাণে এবং রেবা-মহাভাষ্যে ইহার উল্লেখ আছে।

বরুণ্য (ত্রি) বরুণ-সম্বন্ধ, বরুণ হইতে উৎপন্ন।

“বরুণ্য মা নপথ্যাদি বরুণ্যাত্ত” (শব্দ ১০১৭১৩)

‘বরুণ্যং বরুণসম্বন্ধ’ (সারণ)

বরুণ্য (স্ত্রী) বৃণোতি আবৃণোত্যনেনেতি বৃ-উজ (আশির্জা-
শিত্য ইত্যোজো) উণ্ ৪।১৭২ উত্তরীর বস্ত্র। (সিদ্ধান্ত-
কোঃ উপাঃ ৩০)

বরুণী, নামসম্বন্ধে অন্তর্গত নদীভেদ। (তবিষ্য ব্রহ্মণ্য ১৬৪০)

বরুণ (পুং) বরুণ। সংস্কৃত। (সংস্কৃতি সাঃ উপাঃ)

বরুণ, স্থানভেদ। পুরাণে ‘উরব’ নামে খ্যাত।

বরুত (ত্রি) রক্ষিতা, রক্ষক। “এতান্নহৃদিসি ত্যজসো বরুতা।”

(শব্দ ১।১৩৯।১) ‘বরুতা বরিতা রক্ষিতাসি।’ (সারণ)

বরুণ (স্ত্রী) ত্রিযতে পরীরমনেনেতি বৃ-বরণে উণ্ (জু বৃঞ-
মুণ্) উণ্ ২।৬। ১ তনুত্রাণ। (হেম) ২ চর্ম। (মেদিনী)

৩ গৃহ। (শব্দ ১।৫৮।৬) গৃহার্থক বরুণশব্দের ‘ব’ বর্ণীয় বকায়
বলিয়া গণ্য। (নিষট্ট) ৪ সৈন্ত। “বরুণ বরুণমতিপতি-

রথাধিপোঃ” (ভাগবত ৯।১০।২০)। ত্রিযতে বরোহেনেনেতি
বৃঞ-বরণে উণ্। (পুং) ৫ শব্দভুক্ত অস্ত্রাঘাত হইতে রক্ষা

পাইবার জন্য রথসন্মাহারে স্তায় আবরণ প্রকৃতি জ্যোভেদ।

ইহার পর্যায়—রথশুশ্রী, রথসংরূতি। (জটায়ব)

“উরগবজরুর্ধ্বং ব্রুবরুণং স্বপকরম্।” (রামায়ণ ৬।৫৭।২৬)

৬ গ্রামবিশেষ। (রামায়ণ ১।৭১।১১)

বরুণশাসু (অব্যয়) সম্বন্ধ, বহু সংখ্যাক।

“পত্ন প্রমাতী রত্নবাত্তোবিতোহ-

পালকতাঃ কান্তসখা বরুণশঃ।” (ভাগবত ৪।৩।১১)

বরুণাধিপ (পুং) বরুণানং সৈন্তানামধিপঃ, রক্ষিতা। সেনাপতি।

বরুণাধিপতি (পুং) সেনানী, সেনানায়ক।

“কচ্ছি বরুণাধিপতির্ধন্যঃ

প্রহ্মায়ে আস্তে ত্বমক বীর।” (ভাগবত ৩।১২৭)

বরুণিম্ (পুং) বরুণঃ অস্ত্রাতীতি বরুণ—ইন্। গজোপরিহ

গজাকার কাষ্ঠ বা রথশুশ্রীকৃত। (শব্দ ১।৬।৩৫) ২ বরুণ-
ার্থক বস্ত্রমাত্রকৃত। ত্রিষাং তীপ্, বরুণিনী। ৩ সেনা।

“চিরিক্তপত্না বরুণিনী বস্তা ইব নবীরয়াঃ শুভীম্।”

(শব্দ ১।১।৫৮)

বরুণ্য (ত্রি) ১ বরুণীয়, সম্বন্ধীয়। ২ পরিধিবন্ধে পরিবৃত্ত।

“ব্রাতা শিবে তথা বরুণ্য।” (শব্দ ৫।২৪।১) ‘বরুণ্যো বরুণীয়ঃ,

সম্বন্ধীয়ঃ। যথা বরুণঃ পরিধিবৃত্তঃ।’ (সারণ) ৩ গৃহার্হ,

গৃহযোগ্য। (শব্দ ৫।৪৬।৫) ৪ শীতবাত্তাপনিবারক। (শব্দ

৬।৬৭।২) ৫ গৃহোচ্চিৎ ধন। (শব্দ ৮।৪৭।৩)

বরোটা (দেশজ) কৃণ্ডেব (Cyperus verticillatus)।

বরোণ (পুং) বোলতা। বরোণ।

বরোণা (স্ত্রী) বরোণ্য শব্দের অপভ্রংশ।

বরোণ্য (পুং) ত্রিযতে দৌকৈরিতি বৃ-এণ্যঃ, (বৃঞ এণ্যঃ। উপ্

৩৯৮।) (ত্রি) ১ প্রধান। “সত্ত্বর্ণো নাকসদ্যঃ বরোণ্যঃ।”

(ভট্ট ১।৪) ২ বরুণীয়। (মলিনাথ) “সংস্কারপুত্রেণ বরুণ

বরোণ্যং, বৃণুঃ স্ত্রুণ্যোহনিবন্ধনেন।” (কুমার ৭।২০) (পুং)

৩ শিতৃগণের অন্ততম। “বরো বরোণ্যো বরদো পুষ্টিমন্তুষ্টিমন্তা”

(মার্কণ্ডেয়পুঃ ৯৬।৪৫) ৪ ভৃগুপুত্রভেদ। (মহাভাঃ ১০।৮৫।১২২)

৫ মহাদেব। “বরো বরাহো বরদো বরোণ্যঃ স্ত্রুণ্যোহনিবন্ধনঃ”

(মহাভারত ১৩।১৭।১৩৬)

৬ কুছুম। (রাজনিঃ) (স্ত্রী) ৭ সকলের উপাত্ত ও

জ্ঞেয়স্বরূপে সম্বন্ধনীয়। (শব্দ ৩।৬২।১০)

বরোণ্যক্রতু (ত্রি) বরুণীয় প্রজাযুক্ত হোতা। (শব্দ ৮।৪৩।১২)

বরোন্দ্র (পুং) ১ রাজা। ২ সামন্তরাজ। ৩ ইন্দ্র। ৪ বাল্লালা

শব্দের উত্তরস্থ একটি বিভাগ। বরোন্দ্রভূমি নামে খ্যাত। দেশা-

বলীতে লিখিত আছে, এক সময়ে নাটোরই বরোন্দ্রভূমির রাজ-

ধানী ছিল। [বঙ্গদেশ ও বরোন্দ্র দেখ।]

বরোন্দ্রগতি, পরতত্ত্বপ্রকাশিকা নামী বৈদান্তিক গ্রন্থ-সংগৃহীত।

বরোন্দ্রী (স্ত্রী) গোড়দেশ। (ত্রিকাঃ) বরোন্দ্রভূমি।

বরোন্ (পুং) হৃদ্য। ‘বরোন্ বরুণীয়াঃ হৃদ্যায়াঃ সম্বন্ধিনঃ

বরোন্নিচিৎবাং বা। হৃদ্যমিনাঃ’ (শব্দ ১০।৮৫।১১-ভাষ্যে সারণ)

বরোন্ (দেশজ) বাঁশের লম্বা বাঁধারী।

বরোন্ (ত্রি) প্রণয়প্রার্থী। বিবাহার্হ কস্তার বাচ্ঞাকারী।

বরোন্ (ত্রি) সর্বোৎকর্ষ, বরদানকর্তা ভগবান্।

“বরং বরং ভজ্যতে বরোন্ শ্রুতিবাহিতম্।” (ভাগবত ২।২।২১)

বরোন্ (ত্রি) শিব।

বরোটা (স্ত্রী) বরাণি প্রেষ্ঠানি উটানি দলানি অন্ত। মরুবক (শব্দমা)

বরোৎপল (স্ত্রী) খেত রক্তপদ্ম। (বৈজ্ঞানিকঃ)

বরোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কালাবার প্রান্তস্থ একটি সামন্ত-

রাজ্য। এখানকার সামন্তরাজের রাজত্ব ২১ হাজার। তদ্ব্যতী

তিনি কুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৭৮ টাকা এবং বড়োদা-

পতিকে ১২৫২ টাকা কর দিয়া থাকেন।

বরোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র

সামন্ত রাজ্য। এখন হুই অংশে বিভক্ত। এখানকার অধি-

কারীরা বড়োদার পাইকোবাড়কে ও কুনাগড়ের নবাবকে কর

দিয়া থাকেন।

বরোন্ (পুং) বরং উল্ল, কর্ণবা। ১ শ্রেষ্ঠ উল্ল, বাহার

আহর উপরিভাগে বৃক্ষ ও ফলকণ। “বিরদকরপ্রতিমৈবরো-

কতিঃ” (বৃহৎসং ৬।৮) বরং উল্লভুক্তি বহুব্রীহি। (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠ

উৎপাদী। “কো বিকল্পং বজ্রগতং করোত সানানাসনং দুর্কচনা-
হকরোতিরঃ।” (ভাগবত ৪।২।২৪)

বরোহ (পুং স্ত্রী) বৃ-ওলট্, ১ বরট। ২ ভরোহ। (ত্রিকাং)
চলিত ভীমরূপ।

বরোহশাধিন্ (পুং) প্রকৃৎক, পাকুড়গাছ। (রাজনিং)

বরোহধী (স্ত্রী) ১ আদিত্যভক্তা, চলিত হুহুড়িয়া। ২ ব্রাহ্মী-
শাক। (বৈজ্ঞানিকং)

বর্কণা (স্ত্রী) ভরণ ছাগী। (সুশ্রুত টিঃ ১ অঃ)

বর্কর (পুং) বৃকতে গৃহতে ইতি বৃক-আধানে বহুবচনাৎ
অর। (উজ্জল ৩।৩১) ১ বৃকপত। (অমর) ২ মেঘশাবক।
(ভরত) ৩ পরিহাস। আনোদপ্রমোহ।

“কান্তঃ কেশিকচিযু বা সঙ্ঘবস্তাদৃকপতিঃ কাতরে।

কিমো বর্করকরৈঃ প্রিয়শতৈরাক্রম্য বিক্রীরতে।” (অমরশতকং)
৪ ছাগ। (মেঘিনী)

বর্করকর্কর (ত্রি) নানা রকমের।

বর্করাট (পুং) বর্কর পরিহাস অটতি গচ্ছতীতি অট্-অচ্।
১ কটাক। ২ ভরণ তপনপ্রভা। ৩ কামিনীর পরোধরপার্শ্বে
কান্ত কর্তৃক প্রদত্ত নখকট। (মেঘিনী)

বর্করীকুণ্ড (স্ত্রী) কানীষ সরোবরভেদ। ইহা একটা পুণ্যতীর্থ
বলিরা পরিগণিত। [কানীষ দেখ।]

বর্কট (পুং) গজাল, কাটা, পিন্, বিল, অর্গল।

বর্করীতীর্থ, তীর্থভেদ। (কুমারিকা ১০৭।১।৭)

বর্গ (পুং) বৃকতে ইতি বুজি-বর্জনে বৃঞ্। সমাভীয়সম্ভ।

“ত্রত্যয় তেনামুচরণে যেনো-

ভ্রমেধি পোষোহপ্যম্ব্যারিবর্গঃ।” (ন্যু ২।৪)

২ সমানধর্মী প্রাণী বা অপ্রাণিগোপলক্ষিত বৃন্দ বা সমূহ।

যথা—কবর্গ। ক্ব ব্ব প্রভৃতির বিজাতীয় থাকিলেও উহা-
বিশেষ স্থানসাম্য আছে। কাকরণ হতে বর্গ পাচটি, যথা—
কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, ভবর্গ ও পবর্গ। কবর্গ বলিলে ক, খ,
গ, ঘ, ঙ; চবর্গ বলিলে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; এইরূপ টবর্গ বলিলে
ট হইতে ‘ণ’ পর্যন্ত, ভবর্গ বলিলে ‘ভ’ হইতে ‘ন’ পর্যন্ত এবং
পবর্গ বলিলে ‘প’ হইতে ‘ম’ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। ক চ ট ত
প প্রভৃতি পক পক পাচ পাচ বর্ণ লইয়াই ব্যাকরণের বর্গসংজ্ঞা।
“কটতপ্যঃ পক বর্গঃ” “তে বর্গঃ পক পক পক” ইত্যাদি।

অভিধানে এই সমষ্টি বা সমাবেশ বর্ণশাভাষা বর্গ, নানার্থ
বর্গ, ভূমিকসৌখি বর্গ, অব্যয় বর্গ, ব্রহ্ম বর্গ, ক্রত্বিট্ পূত্রাদি
বর্ণসমূহ উল্লেখ দেখা যায়। (অমর ৩৩৯-৩৭৫ অং)

চলিত ভ্যোজিতক-লিখিত আছে, অবর্ণের অধিপতি হৃৎ,
কবর্ণের অধিপতি মল্ল, চবর্ণের ওজ, টকবর্ণ বৃহ, ভবর্ণের

বৃহশক্তি, পবর্ণের শনি, ব ও পবর্ণের অধিপতি জহ। ইহার
দ্বারা গণনা করিলে নামানি জানা যায়।

৩ গ্রহ পরিচ্ছেদ। কোন গ্রহ বা কোন গ্রহকপ্রবাহের
দায়ে দায়ে যে একটা হেদ দেখা হয়, সেই হেদ, উজ্জ্বল,
ক অথ প্রভৃতির নামান্তর বর্গ।

“সর্গো বর্গ পরিচ্ছেদোদ্যাতাধ্যায়ানুগ্ৰহাঃ।

উজ্জ্বলঃ পরিবর্তিত পটলঃ কাণ্ডবর্গঃ।

স্থানং প্রকরণং পর্যাঙ্কিক গ্রহনয়নঃ।” (ত্রিকাংশে)

৪ আত্মকেন্দ্রিক গণ। ৫ (স্ত্রী) অগ্ন্যরোহিণী।

এই অগ্ন্যরোহিণী গ্রাহরূপ প্রাপ্ত হয়। পাতুলমল অর্জুন
হইতে ইহার উদ্ধার হয়। [বিদ্যুৎ বিবরণ মহাজারতে ১।১২৭
অঃ প্রট্য।]

৬ সমান অবয়বের পূরণ। পর্যায়—ভূতি। বর্গ করণস্থ
ভূটী বৃত্ত বা সমান রাশির গণকল। লীলাবতীতে ইহার বিবরণ
লিখিত হইয়াছে—

“সমমিত্যতঃ কৃতিকচতুর্দশ স্বাণোহস্ত্যমর্গ্যা দ্বিগুণান্তানিঃ।

অম্বোপবিষ্টাক তথা পরোহস্ত্যাকৃত্যং স্যাদ্য পুনক রাশিঃ।

বৃত্তব্রহ্মাভিহতিযিনিরী তৎখণ্ডবর্গে কামৃত্য ভূতির্গ।

ইটোনমুগ্রাশিবধঃকৃতি তানিষ্ট বর্গে সমমিত্যো বাঃ” (লীলাবতী)

ইহার উদ্দেশ্য বা মন্তব্য নিম্নোক্ত বিধিবারা স্পষ্টীকৃত
হইয়াছে—

“সখে নবানাক চতুর্দশানাং

ত্রিহি ত্রিহিনন্ত শতত্রয়ন্ত।

পকোত্তরতাপ্যবৃত্ত বর্গ

জানাসি চেষ্টবর্গবিধানমার্যম্”

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ৯, ১৪, ২২৭ ও ১০০০৫ রাশির
বর্গকল নির্ণয় করিতে হইলে যথাক্রমে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াধারা
৮১, ১২৬, ৮৮২০৯ ও ১০০১০০০২৫ রাশি পাওয়া যায়, অথবা
অন্ত প্রক্রিয়ায় ৯ সংখ্যার বর্গ ৮১ ও ৫ লইয়া নিম্নোক্ত প্রকারের
অঙ্ককল সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত রাশিধরের গুণকল ২০।
উহার যিনিরী ৪০। উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গকলসমষ্টি—

$৪ \times ৪ = ১৬$; $৫ \times ৫ = ২৫$; $১৬ + ২৫ = ৪১$; সুতরাং

$৪০ + ৪১$ যোগ করিলে ৮১ পাওয়া যায়। উহাই ৯ বর্গমূলের
বর্গকল। এইরূপে ১৪ এর বর্গ ১৯৬, ইহার গুণকল ৪৮ যিনিরা
২৬। উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গকলের সমষ্টি $৩৬ + ৬৪ =$
 ১০০ । উহাদের যোগে $২৬ + ১০০ = ১২৬$; অথবা $১০ + ৪০ =$
 ১৪ রাশির বর্গ যিনিরা এরূপ প্রথমে অঙ্ক করিলে ঐ কলই
সিদ্ধ হইবে।

অন্ত উপায়—২২৭ রাশিকে তিন দ্বারা উল্ল করিয়া যে

পৃথক্যে রাশি লক্ষ হয়, তাহাকে ২৯৪ × ৩০০ দ্বারা গুণ করিলে ৮৮২০০ গুণফল হয়। পরে তাহাতে পূর্বতাত্ত ৩ সংখ্যার বর্গফল ৯ যোগ করিলে ৮৮২০৯ বর্গফল পাওয়া যায়। এইরূপ প্রথমে সকল রাশিরই বর্গফলনির্ণয় হইতে পারে।

বর্গকশ্মানু (ক্লী) গণিতোক্ত বর্গফলনির্ণায়ক অঙ্কপ্রক্রিয়া-সমাধানকাণ্ড।

বর্গচক্র (পুং) পাতীনমৎস্ত, চলিত চিতল মাছ। (বৈয়াকনিং)

বর্গঘন (ক্লী) কোন বর্গরাশির ঘনফল।

বর্গঘনবাত (পুং) অঙ্কশাস্ত্রোক্ত রাশির পঞ্চম বর্গপাত (Fifth power)।

বর্গণা (ক্লী) গুণন (Multiplication)।

বর্গপদ (ক্লী) বর্গ (Square root)।

বর্গপাল (পুং) দলরক্ষক। যাদ্রীদগের নায়ক।

বর্গপ্রকৃতি (ক্লী) গণিতোক্ত অঙ্কপ্রক্রিয়াবিশেষ (an affected square in arithmetic)।

বর্গপ্রথম (পুং) কাদি বগের প্রথম বর্গ।

বর্গপ্রশংসিন (ত্রি) স্ব স্ব দলের প্রশংসাকারী।

বর্গফল, কোন একটি রাশিকে তাহার সমান রাশির দ্বারা গুণ করিলে যে ফল লাভ হয়।

বর্গমূল (ক্লী) বর্গস্ত সমানাত্ত্বয়স্ত মূলং আত্মাঙ্কঃ। পুরিত সমান অঙ্কঘরের আত্মাঙ্ক। বর্গমূলে করণসূত্র বৃত্ত হইয়া থাকে।

শালাবতীতে বর্গমূলের বিবরণ এইরূপ আছে—

“ভাস্করাশ্রাঘিযমাৎ কৃতিং দ্বিগুণয়েন্ন লং সমে তদ্বৃত্তে

ভাস্করুলকৃতিং তদাত্ত্ববিষমারঙ্কং বিনিয়ন্ত স্তসেৎ।

পঙক্ত্যাং পঙক্তিকৃতে সমেভ্যাবিযমাৎ ভাস্করাপ্তবর্গং ফলং

পঙক্ত্যাং তদ্বিগুণং স্তসেদিত মূহঃ পঙক্তেদলং স্তাৎ পদম্ ॥”

(শালাবতী)

ইহার উদ্দেশ্য কথা—

“মূলং চতুর্গাণ্য তথা নবানাং

পূর্বকং কৃতানাং সখে কৃতীনাম্।

পৃথক্ পৃথক্ বর্গপদানি বিদ্ধি

বৃক্কৈবিকৃতিং তেহং জাতা ॥”

রাশির বর্গনির্ণয়কালে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, বর্গমূলে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ২ রাশির বর্গ ৪; কিন্তু ৪ রাশির বর্গমূল ২।

ইংরাজীতে ইহাকে Square root বলে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক সংখ্যাকেই তাহার বর্গের বর্গমূল কথা যায়। যে সকল সংখ্যার বর্গমূল কোন অখণ্ড সংখ্যা বা ভগ্নাংশের ঠিক সমান তাহাদিগকে পূর্ণবর্গ বলে; কিন্তু যে সকল অখণ্ড সংখ্যা বা ভগ্নাংশের

সর্বদক্ষিণস্থ অঙ্ক ২, বা ৩, বা ৭, বা ৮, তাহা পূর্ণবর্গ নহে। ৪০০ এর অনধিক পূর্ণ-বর্গসংখ্যাগুলির বর্গমূল নামতার সাহায্যে নির্ণীত হইতে পারে; কিন্তু ছইএর অধিক সংখ্যা বিশিষ্ট হইলে সেই সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করিবার উপায় স্বতন্ত্র।

একক স্থানীয় অঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে প্রত্যেক দ্বিতীয় স্থানীয় অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপন কর। তাহা হইলে উক্ত রাশির উপরে এইরূপ যতগুলি বিন্দু স্থাপিত হইবে, সেই রাশির বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ততগুলি অঙ্ক বা সংখ্যা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন—

৩১৩৬ এর বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ২ অঙ্কবিশিষ্ট এবং ১৫৬২৫ রাশির বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ৩টা অঙ্ক বিশিষ্ট। উদাহরণ যথা—

১৫৬২৫	১২৫	যে অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপিত হয়,
২২)	৫৬	তাহা এবং তাহার বাম ভাগের
	৪৪	অঙ্কটা লইয়া একটি অংশ হয়।
২৪৫)	১২২৫	এস্থলে ১, ৫৬ ও ২৫ এক একটি
	১১২৫	অংশ। প্রথমে এমন একটি গরিষ্ঠ

সংখ্যা নির্ণয় কর যাহার বর্গ প্রথম অংশের অনধিক। সেই সংখ্যাই বর্গমূলের প্রথম সংখ্যা হইবে। প্রথমাংশ হইতে ঐ সংখ্যার বর্গফল বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় অংশটা নামাও। ইহাতে নূতন ভাজ্য (৫৬) পাওয়া গেল। এখন লক্ষ মূল্যংশের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে ভাজকরূপে এই ভাজ্যের বামদিকে স্থাপন পূর্বক ঐ ভাজকদ্বারা উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিয়া প্রথম একটি বা ছইটা সংখ্যাকে ভাগ কর। তাহাতে যে ভাগফল হয়, তাহা পূর্বে লক্ষ মূল্যংশের দক্ষিণে (১২) এবং উক্ত ভাজকের দক্ষিণে রাখ, এখন নূতন ভাজক ২২কে শেষ লক্ষ মূল্য ২ দ্বারা গুণ করিয়া সেই গুণফল ভাজ্য ৫৬ হইতে বিয়োগ কর। যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহার দক্ষিণে তৃতীয় অংশ নামাও। তাহা হইলে নূতন ভাজ্য ১২২৫ হইল। এই ভাজ্যের বামে লক্ষ মূল্যংশের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া (২৪) ভাজকরূপে পুনরায় স্থাপন কর। এখন এই ভাজক দ্বারা উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিলে যে অংশ হয় (১২২) তাহাকে ভাগ কর এবং ভাগফল ৫ কে লক্ষ মূল্যংশের (১২৫) দক্ষিণে এবং উক্ত ভাজক ২৪এর দক্ষিণে (২৪৫) রাখিয়া পুনরায় ভাগফল ৫ দিয়া ভাজক ২৪৫কে গুণ কর। সেই গুণফল ভাজকের সহিত হয়ণ করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তখন স্থির হইল ১৫৬২৫ এর বর্গমূল ১২৫।

ভাগদ্বারা বর্গমূল নির্ণয় করিতে গিয়া যদি কোন নির্ণীত অঙ্ক অধিক হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অংশ গ্রহণ করিবে। অথবা ভাগদ্বারা বর্গমূলের কোন অংশ

নির্ণয়কালে যদি ভাজ্য অপেক্ষা ভাজক বড় হয় এবং যদি দেখা যায় যে, ভাগফল ১ কিন্তু অধিক গ্রহণীয় নয়, তাহা হইলে পূর্ব লব্ধ মূল্যাংশের দক্ষিণে এবং ভাজকের দক্ষিণে এক একটা শূন্য বসাইয়া পরবর্তী অংশ নামাইয়া লইবে এবং পূর্ব প্রক্রিয়ায় অঙ্ক নিষ্পন্ন করিবে। বর্গমূলাকর্ষণের সময় কখন কখন ভাজক অপেক্ষা বৃহত্তর অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যে কোনও পূর্ণবর্গ-সংখ্যাকে অনায়াসে মৌলিক উৎপাদকে পরিণত করা যায়, তাহার বর্গমূল অতি সহজেই নির্ণীত হইতে পারে।

$$V \sqrt{৮১০০} = V ২ \times ২ \times ২ \times ৩ \times ৩ \times ৩ = ২ \times ৩ \times ৩ \times ৩ = ৯০$$

দশমিক ভগ্নাংশের বর্গমূলাকর্ষণ প্রক্রিয়া অখণ্ড সংখ্যার স্থায় বিন্দু স্থাপনের সময় প্রথম বিন্দু এককস্থানীয় অঙ্কের উপর স্থাপন করিতে হইবে এবং তৎপরে আবশ্যিক মত বাম ও দক্ষিণদিকের প্রত্যেক দ্বিতীয় অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপন করিবে। অখণ্ডাংশ হইতে মূলের যে অঙ্কগুলি পাওয়া যায়, তাহার দক্ষিণে দশমিক বিন্দু পড়িবে। যে অখণ্ড সংখ্যা বা দশমিক ভগ্নাংশ পূর্ণ বর্গ নহে, তাহার বর্গমূল একটা অসীম দশমিক ভগ্নাংশ হইবে। এরূপ স্থলে কতিপয় দশমিক স্থান পর্যন্ত বর্গমূল নির্ণীত হইতে পারে। আবশ্যিক মত শূন্য যোগ করিয়া বর্গমূল নির্ণয়কালে দশমিক অঙ্ক-সংখ্যা যোগ করিয়া লইতে হয়।

বর্গমূলঘন, বর্গঘন (ক্লী) সজাতীয়াক্ষরত্রয় যাতঃ ঘনঃ। সজা-
তীয় অক্ষরত্রয়ের পরস্পর গুণফল অথবা কোন একটা রাশির বর্গফলের সহিত সেই রাশি দ্বারা পুনরায় গুণ, তাহাকে মূলরাশির ঘনফল (Cubic root) বলে। লীলাবতীতে এই ঘনমূল প্রকরণ স্বতন্ত্র। ইহার করণস্থত্র দ্বিত্বাস্ত্রক। তদ্যথা—

“সমত্রিষাতশ্চ ঘনঃ প্রদিশেঃ

স্থাপ্যো ঘনোহস্ত্যস্ত ততোহস্ত্যাবর্গঃ।

আদিত্রিনিয়ন্তত আদিবর্গ

স্ত্যাস্ত্যাহতোহথা দিঘনশ্চ সর্কে ॥

স্থানান্তরঘেন যুতা ঘনঃ স্তাৎ

প্রকল্য তৎ খণ্ডয়গং ততোহস্ত্যাম্।

এবং মুহূর্ত্তবর্গঘনপ্রসিদ্ধা

বাস্তাঙ্কতো বা বিধিরেখকাঃ ॥

খণ্ডান্তাং বা হতো রাশিঃ খণ্ডঘনৈকায়ুক্।

বর্গমূলঘনস্ত্রয়ো বর্গরাশের্বনো ভবেৎ ॥” ইহার উদ্দেশক—

“নবঘনং ত্রিঘনস্ত ঘনং তথা

কথং পঞ্চঘনস্ত ঘনঞ্চ মে।

ঘনপঞ্চক ততোহপি ঘনাৎ সখে

যদি ঘনোহস্তি ঘনা ভবতো মতিঃ ॥”

৯, ২৭, ১২৫ এই তিনটা রাশির বর্গাক্রমে গুণনদ্বারা

ঘনফল ৭২৯, ১২৫৮০ ও ১২৫৩১২৫ হয়। অথবা ৯ রাশির ৪ ও ৫ খণ্ড ধরিয়া কসিলে অর্থাৎ উপরে উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৯ এবং ৪ ও ৫ রাশি, এই রাশিত্রয়ের পরস্পর গুণফল ১৮০। তাহার ত্রিনিয় বা তিন গুণ ৫৪০। খণ্ড রাশিত্রয়ের এক একটীর ঘনসমষ্টি = $৪ \times ৪ \times ৪ = ৬৪$, $৫ \times ৫ \times ৫ = ১২৫$; $৬৪ + ১২৫ = ১৮৯$ । লব্ধ রাশি দুইটির যোগফল $৫৪০ + ১৮৯ = ৭২৯$ । ইহাই ৯ রাশির বর্গঘন। অথবা ২৭ রাশির খণ্ড ২০ ও ৭। ইহাদের পরস্পর গুণফল ও ত্রিনিয় সংখ্যা $২৭ \times ২০ \times ৭ = ৩৭৮০ \times ৩ = ১১৩৪০$; খণ্ড রাশিত্রয়ের ঘনফল সমষ্টি— $২০ \times ২০ \times ২০ = ৮০০০ + ৭ \times ৭ \times ৭ = ৩৪৩ = ৮৩৪৩$ এই জাতঘন সমষ্টি ও পূর্কোক্তরাশির যোগফল $১১৩৪০ + ৮৩৪৩ = ১২১৭৪৩$ ।

অথবা ৪ রাশি—ইহার বর্গমূল ২ ও ঘনফল ৮। ইহাদের স্বয় অর্থাৎ পরস্পরের গুণফলের ৪ গুণ = ৬৪ বর্গরাশির ঘনফল হইয়া থাকে। এইরূপে ৯ রাশি—ইহার মূল ৩ ও ঘন ২৭। ইহার বর্গ—৯ এর ঘন ৭২৯ অর্থাৎ $৩ \times ২৭ \times ৯ = ৭২৯$ । এতদ্বারা বুঝা যায় যে বাহা বর্গরাশিঘন তাহাই বর্গমূলঘনবর্গ = $৩ \times ৩ \times ৩ = ২৭ \times ২৭ = ৭২৯$ । ঘনমূল নিষ্পাদনার্থ করণস্থত্র দ্বিত্বও আছে—

“আস্তং ঘনস্থানমথাযনে যে

পুনস্তথাস্ত্যাদিঘনতো বিশোধ্যাম্।

ঘনপৃথক্স্থং পরমত কৃথা

ত্রিগ্যা তদাস্তং বিভজ্যেৎ ফলস্ত ॥

পঙ্ক্ত্যাং স্ত্যাস্তং ত্রিঘনস্ত্যনিমী

ত্রিগ্যাং তদ্যোস্তং প্রথমাৎ ফলস্ত ॥

ঘনং তদাত্মাদিঘনমুমেবং

পঙ্ক্তির্ত্রিঘনেষমতঃ পুনশ্চ ॥” (লীলাবতী)

[ঘন ও ঘনমূল শব্দে দেখ।]

বর্গবর্গ (পুং) বর্গের বর্গফল (Biquadratic number)

বর্গশাস্ (অব্য) দলে দলে।

বর্গস্থ (দ্বি) দল মধ্যস্থ। স্বদশাধুরক্।

বর্গা, (বর্গাহ, বর্গাহি), উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতি-বিশেষ। রাজপুতগৃহে দাস্তবৃত্তিধারা জীবিকাকর্জন করা তাহাদের প্রধান ব্যবসা। এই শ্রেণীর রমণীগণও গৃহস্থপরিবারে, বিশেষতঃ রাজপুত-সদস্য গৃহে রাজকুমারদিগের দাসীরূপে বাস করে এবং স্তনদুগ্ধ দিয়া তাহাদের লালন পালন করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে কোনোজ্ঞে তাহাদের আদি বাস ছিল। গহরবাড়-রাজপুতগণের সঙ্গে তাহারা আদি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নানা-স্থানবাসী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা গোয়াল আদীরগণের কুটুম্ব বলিয়া পরিচিত।

তাহারা স্বজাতির মধ্যেই আদান প্রদান করে। গোত্র-বিভাগ না থাকার শিওরোব ঘটবার সম্ভাবনা। এই কারণে তাহারা কএক পুরুষ বাব দিয়া অর্থাৎ বতদিন না পূর্ক কুটুবিভা-বৃতি লোপ হয়, ততদিন পরে সেই পরিবারে আর পুত্র কন্তার বিবাহাদি দেয় না। বিবাহপ্রথা সাধারণ হিন্দু মত। অধিক বয়সেই সাধারণতঃ বিবাহ হয়। বিবাহ উৎসব তিন দিন মাত্র থাকে। প্রথম দিন শিল অর্থাৎ উঠানের মধ্যস্থলে শিল পাতিয়া চাল ওড়ান হয় একে ব্রাহ্মণ আসিয়া সৌরী পূজা করিয়া যায়। ঐ দিন স্বজাতির বা জ্ঞাতিকুটুম্বের তোজ হয়। দ্বিতীয় রাইন্ দিন—ঐ দিনে মাতৃপূজা ও আত্মসমিক শ্রাদ্ধ এবং তৎপরে তোজ। তৃতীয় দিন বরাত—ঐ দিন মহাসমারোহে বর কন্তার পূজাসমুখে মগলে বাজা করিয়া থাকে।

বর আসিয়া উপস্থিত হইলে বখাণে বর ও কন্তাকে লইয়া বাঁড়ো নামক ছত্রতলে লইয়া বসায়। জ্বর পর কন্তার পিতা আসিয়া বরের পথে হস্ত দিয়া কন্তা সম্মুখানের অগ্ররোধ জানায় এবং দানের বক্ষিণাশ্রয় জামাতার হস্তে একটা বল দেয়। তদনন্তর উভয়ের হস্তের খুট লইয়া “গাটছড়া” বাধিয়া দেওয়া হয় এবং বর ও কন্তা বাঁড়োর চৌদিকে ৭ পাক ঘুরিয়া আইসে। ইহার পর কন্তার পিতা বরের কপালে হরিত্রাণ ও চাউল চেকাইয়া দেয় এবং জামাতা ও কন্তাকে লইয়া কোহাবারে (বাসরথরে) লইয়া যায়। এখানে গৃহস্থিত অপরাপর রমণীরা উপস্থিত হইয়া হাত পরিহাস করে এবং বরকে দিয়া দুইটা প্রজ্জলিত বস্তিকার আলোকশিখা পরস্পরে সম্মিলিত করাইয়া উভয়ের অভিন্নহৃদয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বা বেবর-বিবাহ নাই। মহাবীর ও পাঁচপীর ইহাদের প্রধান উপাশ্র। অসেকে কৃষিকাণ্ড করিয়া থাকে।

বর্গীইঞা, রাজপুত জাতির একটা শাখা। গাজিপুরে ইহাদের বাস। ইহারা আপনাদিগকে মৈলপুরী জেলাবাসী চৌহান জাতির অন্ততম শাখা বলিয়া মনে করে।

বর্গীলা, বুলন্দশহর জেলাবাসী রাজপুত জাতির একটা শাখা। ইহারা আপনাদের চক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত করে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। এই কারণে ইহারা আপনাদিগকে গোড়ুয়া জাতির সমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদিগকে দুকপাল ও তুটীশালের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে। অশুভস্থানে প্রকাণ্ড, উচ্চ ব্রাহ্মণ ইন্দোর হইতে মালবে আসিয়া বাস করেন। মহম্মদ ঘোরী রাজা পৃথ্বীদায়কে আক্রমণ করিলে, ইহারা দিল্লীর সেনার অধিনায়ক হইয়া কলকাত্রে বৃদ্ধ করেন। সম্রাট অরঙ্গজেবের রাজ্য-কালে এই শাখার অনেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

বর্জিন (জি) হলকুত। কোন পক্ষের অঙ্গগত।

বর্গী, মধুরায় সন্নিকটবাসী জাতি বিশেষ। দাসবৃত্তি, কৃষি অথবা বনে পশু শিকার করিয়া ইহারা জীবিকাার্জন করিয়া থাকে।

বর্গী (দেশক) মহারাষ্ট্রস্থ। [পর্বগে দেখ।]

বর্গীণ (জি) হলকুত। সমশ্রেণীকুত। বংশগত।

বর্গীয় (জি) বর্গসদস্য। বেবন কবরী, চবগীর ইত্যাদি।

বর্গীভক্ত (জি) বর্গে উত্তমঃ। রাশিদিগের শ্রেষ্ঠ অংশ।

গ্রহগণ বর্গীভক্তে থাকিলে শুভকল প্রদান করিয়া থাকে।

চরগণি অর্থাৎ মেঘ, ককট, তুলা ও মকর রাশির প্রথম অংশ বর্গীভক্ত, এই সকল রাশির প্রথম অংশে গ্রহগণ থাকিলে শুভ-কল হইয়া থাকে। এইরূপ স্থির রাশির (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশির) পঞ্চমাংশ; স্থায়ক রাশির (মিথুন, কন্তা, ধনু ও মীনরাশির) নবমাংশ বর্গীভক্ত।

“চরগাং প্রথমে চাংশে স্থিরাগাং পঞ্চমে তথা।

নবমে কাম্বকানাং বর্গীভক্ত ইতি স্মৃতঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

ইহা জি রাশিদিগের স্বকীয় নবাংশকেও বর্গীভক্ত কহে।

রাশির স্বীয় নবাংশে গ্রহগণ অবস্থিত হইলে তাহাদিগকেও বর্গীভক্ত কহা যায়।

“স্বনবাংশস্ত রাশীনাং বর্গীভক্ত ইতি স্মৃতঃ।” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

বর্গ্য (জি) কর্ণসদস্য। (পুং) সভার সভ্য। সহযোগী।

বর্জ, বীণা। জাদি° আশ্রমে° অক° সেট। লট বর্জতে। লুঙ° অবর্জিষ্ট।

বর্জ্জী (জী) ১ ধাতুভেদ। ২ বেষ্টা।

বর্জ্জস্ (কী) বর্জতে ইতি বর্জ (সর্গবাত্তোহস্মন্। উণ্ ৪।৮৮) ইতি অস্মন্। ১ রূপ। ২ বিঠা। (সুত্রত উত্তর ৩৪ অ°)

৩ তেজঃ (মেহিনী) ৪ অঙ্গ। “অরাতীর্বর্জো বাজ-

বাহত” (থক্ ১।৩৩২১) ‘বর্জোথাঃ অন্নং ধেহি’ (সারণ)

(পুং) ৫ চক্রপুত্র। (মেহিনী)।

“রোহিণ্যমতবর্জা বর্জবী বেন চক্রমাঃ।” (অধিপু°সতীদেহত্যাগ°)

বর্জ্জস্ক (পুং কী) বর্জস্ স্বার্থে কন্। ১ বিঠা। (অমর)

২ দীপ্তি, তেজঃ। (ভারত ১৩২৫।১১)

বর্জ্জস্ত (জি) বর্জসে হিতং বৎ। তেজোবর্জক, তেজোবিষয়ে হিতকর। “আরুহ্য বর্জস্তং ব্রাহ্মণোষসোহস্মিন্” (তন্ত্রবন্ধু° ৩৪।৫০)

‘বর্জস্ত বর্জসে তেজসে হিতং’ (মহীধর)

বর্জ্জস্থৎ (জি) ১ জীবনভিক্ষাসম্পন্ন। বলসম্পন্ন। ২ সমুচ্ছল, দীপ্তিশালী।

বর্জ্জস্বিন্ (পুং) বর্জোহস্তাভি বর্জস্ (অস্বাভাসেধেতি।

পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। ১ চক্র° (অধিপু°) (জি) ২ তেজবী।

বর্জিন্ (পুং) ধাতববর্জিত অস্ত্ররতম। ইহা ইহাকে সংকশে

নিহত করেন। (কৃষ্ণ ২।১৪।৬)। আবার ঋষেদের অজ্ঞানত্ব
(৭।১৯।৫) বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ইহাকে নিহত
করিয়াছিলেন।

বর্জ্জো গ্রহ (পুং) মলরোধ। শুভদেশের সন্ধান।

বর্জ্জোদা [ধা] (ত্রি) শক্তিধর। বলদানকারী।

বর্জ্জক (ত্রি) বর্জ্জরীতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধ। বর্জ্জনকারী, ভ্যাগকারী।

বর্জ্জন (স্ত্রী) বৃদ্ধ-বৃদ্ধ। ১ ভ্যাগ। ২ হিংসা। ৩ মারণ।

বর্জ্জনীয় (ত্রি) বৃদ্ধ-অনীয়। বর্জনযোগ্য, তাক্রব্য। যে
সকল দ্রব্য বর্জ্জন করিতে হয়।

“রাজ্যং নর্তকান্নক তক্তোহনককরকারিণঃ।

গণাঙ্গং গণিকান্নক বশ্তান্নক বর্জ্জয়েৎ॥” (কৃষ্ণপুঁ উপবি° ১৬অ°)

রাজ্যের অন্ন, নর্তকের অন্ন, সূতারের অন্ন, কুমারের অন্ন,
গণাঙ্গ, গণিকার অন্ন এবং বৃষলের অন্ন বর্জ্জনীয়।

মহাসংহিতায় লিখিত আছে—উদয় বা অস্ত অবস্থায়

সূর্যদর্শন বর্জ্জনীয়। রাহগ্রস্ত সূর্য, জল প্রতিবিম্বিত সূর্য এবং

আকাশমণ্ডলের মধ্যগত সূর্যকে দর্শন করিতে নাই। বৎস-

বন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন, বারিবর্ষণকালে দৌড়িয়া গমন এবং

জলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন বর্জ্জনীয়। কামোন্মত্ত হইলেও

রজ্জোদর্শনের নিষিদ্ধ দিনত্রয়ে গমন বা রজ্জ্বশলা স্ত্রীভোজন

করিতেছে, এমন সময় ভাৰ্য্যাকে অবলোকন; হাঁচিতেছে, হাই

তুলিতেছে বা যথাস্থখে অসংযত ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময়ে

ভাৰ্য্যাকে অবলোকন; নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে,

অনাবৃত হইয়া তৈলম্রক্ষণ করিতেছে বা সম্মান প্রসব করিতেছে,

এমন সময়ে ভাৰ্য্যাকে অবলোকন করিতে নাই। একবস্ত্র

পরিধান করিয়া অন্নভোজন, বিবস্ত্র হইয়া স্নান; বর্জ্জনীয় পথে,

ভ্রমের উপর, গোচারগৃহে, ফাল-করিত ভূমিতে, জলে, অগ্নিতে,

শ্মশানস্থ চিতায়, পর্কতে, জীর্ণমন্দিরে, কুমিরূত মৃত্তিকারশির

উপর যে সকল গর্ভে প্রাণিদিগের বাস, এই সকল স্থলে মল মূত্র

ভ্যাগ বর্জ্জন করিবে। গমন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া, বায়ু,

অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য, জল ও গো এই সকলের সমুখ অবলোকন

করিতে করিতে মলমূত্রভ্যাগ করিতে নাই। মূত্র দ্বারা কুঁদিয়া

অগ্নিপ্রজ্জ্বলন, পট্টকে উল্লঙ্গ দর্শন, ও অগ্নিতে অপবিত্র বস্ত্র

নিক্ষেপ বর্জ্জনীয়। অগ্নিতে পা উত্তাপিত করিবে না। শয্যার

অধোদেশে অগ্নিরক্ষণ নিষিদ্ধ। বাহাতে প্রাণে আঘাত লাগে,

এইরূপ কর্তব্য করিতে নাই। সম্ভাব্যেবার ভোজন, ভ্রমণ এবং

শয়ন করিতে নাই। রেখাদি দ্বারা ভূমি খনন করিবে না, অমধ্য-

লিপ্ত অর্থাৎ বিটামুদ্রাদিলিপ্ত বস্ত্রাদি স্নান, বাসশূন্যস্থে একাকী

শয়ন, শ্রেষ্ঠ জনকে নিজা হইতে প্রবেশিত করণ, রজ্জ্বশলা স্ত্রীর

সহিত সন্ধ্যাশয় ও অনিমিত্ত হইয়া বৃদ্ধহলে গমন বর্জ্জন করিবে।

পতিত, চণ্ডাল, পুষ্ক, মূখ, ধনাধিরহে গর্ভিত ও রজ্জ্বাদি

নীচ জাতি ইহাদের সহিত ব্রাহ্মণ কিছুকালের অন্ত ও এক

হায়াতে উপবেশন করিবেন না।

গাভী যখন জল বা দুগ্ধ পান করে, তখন তাহাকে নিবারণ

করিতে নাই, কিংবা জল বা দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া উহা

কাহাকেও বলিয়া দিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক

অধার্মিক লোকের বাস তথায় বাস নিষিদ্ধ। যে স্থানের লোক

সকল বহুদিন ধরিয়া ব্যাধিবৃত্ত, তাদৃশস্থলেও বাস নিষিদ্ধ।

দূরপথে একাকী গমন, দীর্ঘকাল পর্কতে বাস, শূন্যবস্ত্রী জন-

পদে বাস, ও দেববহির্ভূত পাণ্ডগণ কর্তৃক আক্রান্তদেশে বাস

বর্জ্জনীয়। যে সকল পথারের যেহমরসারভাগ বাহির করিয়া লওয়া

হইয়াছে, তাহা ভোজন, এবং অতি প্রাতে বা অতি সায়ংকালে

বর্জনীয় অন্ন—মত, ক্রুৎ ও ব্যাধিবৃত্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিতে নাই। বেশীটাদিবৃত্ত অন্ন, বা ইচ্ছাধীন পদপুট অন্ন, ভ্রণবাতী কর্তৃক দৃষ্ট অন্ন, ক্রমবতী নারী কর্তৃক স্পষ্ট অন্ন, পক্ষিগণ কর্তৃক অবশীষ্ট অন্ন, কুকুর কর্তৃক স্পষ্ট অন্ন, গাভী যে অন্নের আশ্রণ লইয়াছে, তাদৃশ অন্ন, যে অন্নের ঘোষণা করা হইয়াছে অর্থাৎ যে দূষিত আছ আইস, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে, ভিত্তি-মাদি দ্বারা এইরূপে সাধারণ আগন্তকের জন্য যে অন্নরাশি উদ্দেশ্য করা হইয়াছে, তাদৃশ অন্ন, বহুজন মিলিত মঠবাসী-দিগের অন্ন, বেস্তার অন্ন এই সকল অন্ন বর্জনীয়। ইহা ভিন্ন চৌর, গীতবাতোগজীবী, তক্ষণ-বৃত্ত্যুপজীবী, বৃদ্ধি উপজীবী এই সকল ব্যক্তির অন্ন, রূপণের অন্ন, মহাপাতকী, স্ত্রী, স্ত্রী-চারিণী স্ত্রী ও কপট ধর্মচারীর অন্ন বর্জন করিবে। পর্যুষিত অন্ন, শূত্রের অন্ন, উচ্ছিষ্ট অন্ন, চিকিৎসকের অন্ন, দুগামি পশুহস্তা ব্যাধের অন্ন, ক্রুরব্যক্তির অন্ন, উচ্ছিষ্ট ভোজনকারীর অন্ন, নিষ্ঠুর কর্তৃকারীর অন্ন, অশোচার, এই সকল অন্ন বরপূর্বক বর্জন করিবে। পতিপুত্রবিহীন অধীর স্ত্রীর অন্ন, ঘেবকারীর অন্ন, শত্রুর অন্ন, পতিত ব্যক্তির অন্ন, যে অন্নের উপর হাঁচিয়াছে তাদৃশ অন্ন, যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরাম্বাধ করে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে ধন-লোভে বজ্রফল বিক্রয় করে, ইহাদের অন্ন, নটবৃত্ত্যুপজীবীর অন্ন, যে বস্ত্রাদি সীদন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে ব্যক্তি উপকারীর অপকার করে, কর্তৃকার, নিষাদ, রোগোপজীবী, স্বর্ণকার, বেণু-বিদ্যারক, লোহবিদ্রকী, কুকুরপোষণকারী, শৌভিক, বস্ত্রধারক, বস্ত্রাদির রঙকারী, নিষ্ঠুর এই সকল ব্যক্তির অন্ন বর্জনীয়। যাহার স্ত্রীর উপপতি আছে, যে জ্ঞাতসারে স্ত্রীর উপপতি সহ করে, যে ব্যক্তি সকল প্রকারে স্ত্রীজিত, এই সকল ব্যক্তির অন্ন এবং বাজার অন্ন বর্জন করিবে। (মহু ৪১৫ অঃ)

বর্জয়িতব্য (ত্রি) বৃজ-ণিচ-তব্য। বর্জনীয়, বর্জনের যোগ্য।

বর্জয়িত্ব (জি) বৃজ-ণিচ-ত্ব। বর্জনকারী, ত্যাগকারী।

বর্জিত (ত্রি) বৃজ-ক্ত। তাক্ত।

“অবজ্ঞাতকণবৃত্তং সরোবং বিশ্ববাসিতং।

গুয়োরপি ন ভোক্তব্যমন্নং সংকারবর্জিতম্” (কর্মপুং ১৬ অঃ)

বর্জিত্ব (জি) ত্যাজ্য। ত্যাগকারী।

বর্জ্য (জি) বৃজ-ণ্যৎ। বর্জনীয়, বর্জনযোগ্য।

বর্ণ, ১ বর্ণ। ২ প্রেরণ। ৩ রূপ। চুরাদি° পরসৈ° সক্ত° সেট। লট° বর্ণয়তি। লুঙ° অববর্ণৎ। এই ধাতু অকৃত চুরাদি।

বর্ণ (স্ত্রী) বর্ণরতীত বর্ণ-অচ্। কুত্বম্। (হেম)

বর্ণ (পুং) ত্রিষত্তে (ইতি বৃকৃবৃজ-বিত্ত-পদমিত্যপিত্যো পিৎ। উৎ ৩।১০) স চ পিৎ। ১ জাতি।

জাতি চারি প্রকার—ব্রাহ্মণ, কত্রি, বৈশ্য ও শূদ্র। এই

চারি বর্ণ বা চারি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বৈশেষিক আছে যে, যখন ভগবান্ পুরুষরূপে দৃষ্টবিশ্বারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার দেহ হইতে চারিটা বর্ণের উৎপত্তি হয়। ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে কত্রি, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

“ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমালীং বাহু রাজতঃ কৃতঃ।

উরু তদন্ত যবৈশ্তঃ পত্যাং শূদ্রো অজারতঃ” (শুক ১।১০।১-২)

শাস্ত্রে এই বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক পৃথক ধর্মকর্ম নির্ণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কত্রিাদি বর্ণচতুষ্টয়কে শাস্ত্রানুসারে আপন আপন ধর্ম-কর্মামুসারেই চলিতে হয়।

ভগবান্ মহু বর্ণচতুষ্টয়ের এইরূপ পৃথক পৃথক কর্ম নির্দিষ্ট করিয়াছেন—ব্রাহ্মণের ধর্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, বাজ্ঞ, দান ও প্রতিগ্রহ। কত্রির কর্ম—প্রজারক্ষা, দান, বজ্রাহু-ষ্ঠান, অধ্যয়ন এবং নৃত্যগীত ও বনিতোপভোগাদিতে আত্মাত্মিক অনাসক্তি। বৈশ্যের ধর্ম—পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদবৃত্তি এবং ক্রবিকর্ম। শূত্রের ধর্ম—অহ্মসাহীন হইয়া উক্ত বর্ণত্রয়ের গুহ্রবা।

“সর্কতাত কু ধর্মতঃ গুপ্তার্থং ন মহাজাতিঃ।

মুখবাহুহুপাঙ্গানং পৃথক্ কর্মাণ্যকরমৎ”

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজ্ঞং বাজ্ঞং তথা।

দানং প্রতিগ্রহকৈব ব্রাহ্মণানামকরমৎ”

প্রজানং রক্ষণং দানমিত্যাদ্যধরনমেব চ।

বিবরেষ প্রসক্তিম্ কত্রিযত সমাসতঃ।

পশুনাং রক্ষণং দানমিত্যাদ্যধরনমেব চ।

বাণিকপথং কুসীদক বৈতন্ত ক্রবিমেষ চ”

একমেব কু শূদ্রতঃ প্রতুঃ কর্ম সমাধিৎ”

এতেবামেব বর্ণানাং গুহ্রবামনমুহ্রাঃ” (মহু ১।৮৭-৯১)

ব্রাহ্মণ, কত্রি, বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণেরই শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি আশ্রমী হইতে হয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের আশ্রম চারিটা। যথা—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। উপ-নয়নের পর জিতেস্ত্রির হইয়া গুরুগৃহে বাস ও সাক্ষ্যেব অধ্যয়ন করিতে হয়, ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্যশ্রম। বৈশ্যাদ্যধরন সমাপনের পর দারপরিগ্রহান্তে স্বধর্মচারণ-পুরসের গৃহস্থ হইতে হয়। এই আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য। তৎপরে পুত্রোৎপাদনের পর বনে বাস, অকৃতশচা কলামি তক্ষণ ও জীবনের আরাধনা, ইহাই হইল বানপ্রস্থশ্রম। তৎপরে গৃহামি সর্বস্বতঃ পরিভ্যাগপূর্বক দৃষ্টিত মন্তকে গৈরিক কোশীন পরিয়া, দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া তিকাভূতি অবলম্বন, নির্জন প্রদেশে বা তীর্থাদিতে বাস এবং একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধনা। ইহারই নাম—সন্ন্যাস আশ্রম।

[এই আশ্রম চারিটর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ হইল। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ তৎপরে প্রদত্ত হইবে।]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ—কৃত্রিম ও বৈষ্ণব। ইহাদিগের পক্ষে শেখোক্ত সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়া প্রথমেই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বান-প্রস্থ এই তিনটি আশ্রমই প্রশস্ত। এতদ্বিধ শূদ্রের পক্ষে শুধু গৃহস্থপ্রমই নির্দিষ্ট। অল্প কোন আশ্রমে শূদ্রের অধিকার নাই।

ঈশ্বরের আরাধনা সকল বর্ণের—সকল আশ্রমেরই সাধারণ ধর্ম। তন্মধ্যে যিনি কিছু উপাসক, তিনি বৈষ্ণব, শিবোপাসক শৈব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তি-সাধক শাক্ত, সূর্য্যোপাসক সৌর এবং গণেশোপাসক গাণপত্য নামে খ্যাত। ইহা পৌরাণিক মত।

চারিবর্ণের বিভিন্ন কর্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ দান করিবেন, বেদাধ্যয়ন-পরায়ণ হইবেন এবং বজ্রাদি দ্বারা লেবগণের অর্চনা করিবেন। ব্রাহ্মণকে নিত্যোদ্যমী হইতে হইবে ও অগ্নিপরিগ্রহ করিতে হইবে। জীবিকার জন্য যাজ্ঞন ও অধ্যাপন করিবেন এবং যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে ধনার্জন করিয়াছে, তাহার নিকট হইতেই গ্রাহ্যতঃ প্রতিগ্রহ লইবেন। ব্রাহ্মণ সকলের হিতসাধন করিবেন, কখন কাহার অহিত বা অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্বভূতে মৈত্রীস্থাপনই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম। পরকীয় প্রস্তুত কিংবা রক্ত উভয় বস্তুতেই ব্রাহ্মণ তুল্যজ্ঞান হইবেন। গুরুকালে পরীক্ষণ করিবেন। *

ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়া বেদাভ্যাसे তৎপর হইবেন। এই সময় তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রমনে গুরুগৃহে বাস করিতে হইবে। তখন শৌচ ও আচারবান্ হইয়া গুরুর গুরুত্বা করিবেন এবং নিরমস্ হইয়া পবিত্র বৃত্তিতে বেদ গ্রহণ করিবেন। উক্তর সন্ধ্যায় সমাহিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যোপাসনা এবং গুরুকে অভিবাচন করিতে হইবে। গুরু দাঁড়াইলে দাঁড়াইতে হইবে, গমন করিলে গমন করিতে হইবে এবং উপবেশন করিলে, নিদ্রাসনে উপবেশন করিবে। কখনও গুরুর প্রতিকূলাচরণ করিবে না। গুরুর আদেশে গুরুর অভিমুখে বসিয়া অনন্তচিত্তে বেদপাঠ করিবে। তাঁহার অহুজ্ঞা লইয়া তিক্তাম ভক্ষণ করিবে। অগ্রে আচার্য্যের জলাবগাহন হইলে, পরে সেই জলে অবগাহন করিবে। গুরুগৃহে বাসকালীন সমিৎ ও জল প্রভৃতি প্রয়োজনীয়

সমস্ত বস্তু প্রতিদিন প্রতিপ্রভাতে স্বয়ং আহরণ করিয়া আনিবেন। তৎপরে যখন অবস্রাধ্যাতব্য বেদ অধ্যয়ন শেষ হইবে, তখন গুরুর অহুজ্ঞা লইয়া ও বধাপক্তি গুরুবক্ষিণা দিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিবেন। পরে বধাবিধি দ্বারপরিগ্রহ ও স্বীয় বৃত্তি দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া সাধ্যমত বাবতীর গৃহস্থেচ্ছিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে। নিবাস দ্বারা শিক্তপুরুষদিগকে, বজ্রদ্বারা বেবতাদিগকে, অর্ঘদানে অতিথিদিগকে, স্বাধ্যায়ে মুনিদিগকে অপত্যোৎপাদনে প্রজাপতিক, বলিকর্মে ভূতবর্গকে এবং বাৎসল্য প্রকাশে সমগ্র জগৎকে আগ্নায়িত করিবেন। পুরুষ স্ব স্ব কর্মশাস্ত্রিত লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কি তিক্তাতোজী, কি পরিব্রাজক, কি ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য ধর্মেই ইহাদিগের সকলেরই প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য গার্হস্থ্য ধর্মই সর্বপ্রধান।

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, তীর্থদান ও পৃথিবী দর্শন এই তিন কার্য্যের জন্য সমস্ত বস্তুদ্বারা পর্যটন করিয়া থাকেন। বাহাদিগের কোন গৃহসংস্থা নাই, বাহারা আহার ত্যাগ করিয়াছেন, যেখানে সায়ংকাল, সেইখানেই বাহাদিগের গৃহ, অর্থাৎ বাহারা সায়ং-গৃহ, তাঁহাদিগের গৃহস্থপ্রমী ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠা এবং গৃহস্থই তাঁহাদিগের মূল। তাঁহারা গৃহাগত হইলে, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাবণাদি মধুর বাক্য বলিবেন এবং শয়ন আসন ও পান ভোজনাদি দানে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে আগ্নায়িত করিবেন। কেন না, অতিথি গৃহ হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া বাইবার সময় নিজ গৃহস্থের বিনিময়ে গৃহস্থের স্তুতি লইয়া চলিয়া যান। অবজ্ঞা, অহঙ্কার, দম্ভ, পরিতাপ, উপবাস ও পাক্ষ্য প্রভৃতি গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত নহে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এই গুণ পরিভ্যাগ করিবেন। যে গৃহস্থ যিএ এইভাবে স্বেচ্ছাক্রমে গৃহধর্ম পালন করেন, তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তিনি চরমে পরম স্থান লাভ করেন।

গৃহস্থপ্রমী ব্রাহ্মণের যখন বয়ঃপরগতি ঘটিবে, গৃহধর্ম বধাবিধি প্রতিপালিত হওয়ার তিনি যখন কৃতকার্য হইবেন, তখন পুত্রদিগের উপর ভার্য্যারক্ষার ভার দিয়া অথবা ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বন গমন করিবেন। এই আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ। এখানে আসিয়া তাঁহাকে কেশ, শ্রম ও জটাধারী হইতে হইবে। ফল মূল ও পত্র তাঁহার আহার হইবে। ভূতলে শয়ন করিবেন। মুনিত্রতগ্রহণ করিয়া আশ্রমাগত সকল অতিথিরই আতিথ্য করা-ইবেন। কৃষ্ণাজিন কাশ ও কুশ দ্বারা আপনার পরিধান ও উত্তরীয় করিয়া লইবেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে তিন বেলার জ্ঞান করিবেন। বেবার্জনা, হোম, অত্যাগতগণের অর্চনা, তিক্তা ও ভূতবর্গকে বলিপ্রদান, এই সকল কাজ বানপ্রস্থপ্রমীর প্রশস্ত। বনবাসী হইয়া বনজাত যেহ পদার্থেই নিজ গাত্ৰাত্মক সমাধা করি-

* "দানং দ্ব্যধ্বন্যক্কেদান্ বজ্রৈঃ স্বাধ্যাততৎপরঃ।

নিত্যোদ্যমী ভবেদ্বিঃ প্রুধ্যাত্মাশ্রিপরিগ্রহঃ।

ব্রহ্মচর্য্যং বানব্রহ্মচর্য্যভ্যাস্তান্যাপ্যগেতব্যং।

কুর্ধ্যৎ অতিগ্রহঃ সায়ং গুরুবাচার্য্যভ্যে বিঃ।

পর্জলোকহিতং সূর্য্যাদ্যাহিতং কতচিত্তিঃ।

বতাবধিবনঃ পরাঃ পততে চাত পার্ধিবঃ।" (বিষ্ণু- ৩৮ অঃ)

বেন। তপস্তা করিতে করিতে ক্রমে শীতগ্রীষ্মাদিসহিষ্ণু হওয়া আবশ্যিক। যে বানপ্রস্থপ্রাণী নিয়মরত হইয়া উক্তরূপে যথাবিধি আপন আশ্রমধর্ম পালন করেন, তিনি অযিবৎ দোষরাশি লঙ্ঘন করিয়া সেই সনাতন পদ পাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া গরেন।

তাহার পর চতুর্থপ্রম। এই আশ্রমই শেষ আশ্রম। ইহা যতি বা ভিক্ষুর আশ্রম। সমস্ত মাৎস্য ত্যাগ করিয়া পুত্র, মিত্র, কলত্র ও সমস্ত ব্রহ্ম সম্পদের সাক্ষা মমতা বা স্নেহ আসক্তি ছাড়িয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। এ আশ্রমে ত্রৈবর্ষিক-কেই সর্বসমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে। সর্বজন্যে মিত্রাদিবিবৎ মৈত্রী স্থাপন করিবে। বাক্য, মন ও কর্মদ্বারা অরায়ু ও অণ্ডজ প্রভৃতি কোন প্রাণীকেই কখন কোনরূপ দোহাচরণ করিবে না। সর্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। গ্রামে একরাত্র পর্যন্ত বাস করিবে। গুরে পঞ্চরাত্র পর্যন্ত বাস করিবে। তদ্বিন্ন নিজ প্রীতি অল্পসারে ভিক্ষু যেখানে সেখানে বাস করিতে পারেন। যখন গৃহস্থের গৃহের পাকায়ি ও পাকধুম নির্কাপিত হইয়া যাইবে, গৃহস্থের ও আহাৰ্য্যার্থ্য শেষ হইবে, তখন ভিক্ষু বা যতি যথাকালে প্রাণথাত্রানির্কাহের জন্ত উচ্চ বর্ণদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও গর্ভাদি সমস্ত দোষ পরিহার করিয়া নিশ্চয় ও নিম্প্ৰভাবে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিবেন। কোন হিংস্র জীব জন্ত হইতেই তাঁহার কোন ভয় থাকিবে না। কারণ মুনীরা সর্বপ্রাণীকেই অভয় দিয়া চলেন, তাঁহারও কখন কোন প্রাণী হইতেই ভয় উৎপন্ন হয় না। যে বিশ্রু তৈকোপগত হবিষ্যারা অগ্নিহোত্র নিজ শরীরসংস্থ করিয়া মুখে শরীরামি বহন করেন, তিনি অমিচারাদিগের সালোকা প্রাপ্ত হন। এইরূপে তচি ও কৃতবুদ্ধি হইয়া যিনি যথোক্ত যোজ্যপ্রম ধর্ম পালন করেন, অনিচ্ছন প্রশান্ত জ্যোতির জায় তিনি একলোক লাভ করিয়া থাকেন। (বিষ্ণুপুঃ অঃ ৮২ অঃ)

কত্রিরের ধর্মসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কত্রির ব্রাহ্মণদিগকে নিজ ইচ্ছামত দান করিবেন। বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যয়ন করিবেন। পত্ন ধারণ করিয়া মহীরক্কাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ জীবিকা, ধরিত্রী পরিপালনই কত্রিরের প্রধান কার্য। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যে শাস্তিস্থাপনাদি ব্যাপারেই তাঁহাকে কৃতকার্য হইতে হইবে। ক্ষুণ্ণের শাসন ও শিষ্টের পালন কত্রিরেরই ধর্ম। কত্রির রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। কত্রির রাজ্যকে সর্ববর্ণের সংহারক হইতে হইবে। কত্রির এইরূপে শাসনসত্ত্ব স্বধর্ম পালন করিয়া চরবে পরম পদের অধিকারী হইতে পারেন।

বৈভ্রের ধর্ম কর্ম সম্বন্ধে উক্ত আছে, পণ্ডপালন, বাণিজ্য, ও কৃষি-কর্ম এই তিনটি বৈভ্রের ধর্ম-সম্বত জীবিকা। স্তম্ভিকর্তা এইরূপ জীবিকাই বৈভ্রকে নির্ণীত করিয়াছিলেন। বৈভ্র

অধ্যয়ন, নিত্য নৈমিত্তিকার্মি কর্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ এবং দানধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন। বৈভ্রের কর্ম বিজ্ঞান সংগ্রহে সম্পন্ন হইবে এবং ক্রয়বিক্রয়জাত ধন বা কাল্পকার্য্যজাত ধন দ্বারা তিনি দান ক্রিয়া সমাধা করিবেন। *

কত্রির এবং বৈভ্র এই বর্ণব্রহ্মের মোটামুটি গার্হস্থ্য জীবনের জীবিকাধর্ম ঐক্যপূর্ণ। তবে আশ্রমান্তর পরিগ্রহে যথাসাধ্য তৎতৎ আশ্রমধর্মই পালন করিতে হয়।

শূদ্রও দান করিবে এবং পাকযজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষ প্রভৃতির অর্চনা করিবে।

“দানঞ্চ দধ্যাৎ শূদ্রোহপি পাকযজ্ঞয়োজেষি।

পিত্রাদিকঞ্চ সর্গং বৈ শূদ্রঃ কুর্ক্বীত তেন চ ॥” (বিষ্ণুপুঃ)

কি ব্রাহ্মণ, কি কত্রির, কি বৈভ্র, কি শূদ্র সকল বর্ণেরই ভৃত্য, অমাত্য ও আত্মীয়বর্গের পরিপালন করা কর্তব্য। সকলেই যথাকালে দারপরিগ্রহ করিয়া ঋতুকালে স্ব স্ব স্ত্রীতে অভিগমন করিবেন। সর্ব প্রাণীর প্রতিই দয়া থাকা চাই, তিতিক্ষা থাকা চাই। কোন বর্ণই অভিমানী বা গর্ভাক্ষ হইবেন না। সত্য-শৌচ, অনায়াস মঙ্গলচেষ্টা, প্রিয়ভাষণ, সর্বত্র মৈত্র্যবদ্বন্দ্বম্পৃহা এবং অকারণ্য ও অনুসূয়া এই সকল সর্ববর্ণেরই সাধারণ গুণ।

“ভৃত্যাদিভরণার্থী সর্বৈবাক্ষ পরিগ্রহঃ।

ঋতুকালভিগমনং স্বভারেশু মহীপতে ॥

দয়া সমন্তভূতেষু তিতিক্ষা নাভিমানিতা।

সত্যং শৌচমনায়াসা মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা।

মৈত্রী স্পৃহা তথা তদ্বদকার্পণ্যং নরেশ্বর।

অনুসূয়া চ সামাত্রা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ ॥” (বিষ্ণুপুঃ)

* “দানানি দয়াদিচ্ছান্তো বিজেতাঃ কত্রিযোহপি হি।

যজ্ঞেচ্চ বিহিতধর্মজৈরবীরীত চ পার্শ্বিৎ।

পত্নাজীবো মহীরক্কাপ্রধরা তস্ত জীবিকা।

ভগ্যাপি প্রথমে কল্পে পুত্রীপরিপালনম্।

ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ।

ভবন্তি দৃগন্তেরংশা যতো ধর্ম্মদিকর্পণাস্।

ক্ষুণ্ণানাং শাসনজ্ঞানো শিষ্টাভ্যাং পরিপালনাস্।

আয়োজ্যভিত্তমান্ লোকান্ বর্ণসংহারকো বৃণঃ।

পাতপাল্যে বাস্তুজাত্য কৃষিক সমুজ্জেষথ।

বৈভ্রায় জীবিকাঃ ব্রহ্মা ধনো লোকপিতামহঃ।

ভগ্যাপ্যধ্যয়নঃ কল্পো দানধর্ম্মস্ত ন্যস্তে।

নিত্যনৈমিত্তিকার্মীনাশুষ্ঠানক কর্মণাম্।

বিজ্ঞানিসংগ্রহঃ কর্ম ভাষণার্থং তেন পোষকম্।

ক্রয়বিক্রয়জৈবাপি ধর্মৈঃ কলঙ্কযেন বা ॥”

দানঞ্চ দধ্যাৎ * * * (ইভারি)

(বিষ্ণুপুঃ ৩ অঃ ৮—৯ অঃ)

আপৎকালে ব্রাহ্মণ কত্রিয় বা বৈশ্বভূতি গ্রহণ করিতে পারেন এবং কত্রিয়েরও বৈশ্বভূতি লইবার বাধা নাই। তবে ঐ উত্তর বর্ণ কোন কালেই শূদ্রভূতি গ্রহণ করিবেন না। এই যে ব্রাহ্মণ কত্রিয়ভূতি লইবেন, কি কত্রিয় বৈশ্বভূতি লইবেন। কি ইহারা কখন শূদ্রভূতি লইবেন না, ইহা শুধু একান্ত আপৎ-কালেরই বিধি। পারতপক্ষে উত্তর বর্ণের উহা ত্যাগ করাই কর্তব্য। সহসা কেহই এই কর্তব্যসম্বন্ধে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না।*

বর্ণগণের আপত্বে সন্ধ্যা মহাতারতের শাস্তিপার্শ্বে বিদ্যুত-ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পদ্মপুরাণ স্বর্ণখণ্ডের মতে সর্বাঙ্গ্রে এক তেজোময় দিবা পদ্ম সৃষ্টি হইল। সেই পদ্ম হইতে ব্রাহ্মা জন্মিলেন। ব্রাহ্মা হইতে মায়্যসৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রজা সৃষ্টির প্রারম্ভেই প্রজাপতি ব্রাহ্মা ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিলেন, ব্রাহ্মণ আত্ম-তেজে অগ্নি ও সূর্য্যবৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তার পর সত্য, ধর্ম, তপঃ, ব্রহ্মপদার্থ, আচার ও শৌচ প্রভৃতি ব্রাহ্মা হইতে সৃষ্টি হইল। এই সকল সৃষ্টির পর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, মহোরগ, যক্ষ, রক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ ও মনুষ্য সকল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণসৃষ্টি হইল। তদনন্তর ব্রাহ্মণের বর্ণ সিত, কত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্বের পীত এবং শূদ্রের বর্ণ অসিত অর্থাৎ কৃষ্ণ।

মাকাতা নারদের কাছে প্রশ্ন করেন—আজ্ঞা, যদি শ্বেতপীতাদি বর্ণের পার্থক্যই ব্রাহ্মণ কত্রিয়াদি বর্ণ-বিভাগ হইয়া থাকে, তবে ত সকল বর্ণেরই বর্ণসম্বন্ধ দেখা যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোক, চিন্তা, ক্রোধ প্রভৃতির আদিপাত্য ত সর্বত্র। শূদ্র পুরীষাদি সকলেই ত্যাগ করে, মৃত্যু সকলের প্রভু, দেহ-কর সকলেরই অনিবার্য্য। সুতরাং এ অবস্থায় বর্ণবিভাগ হইল কিরূপ এবং তাহাতে ফলই বা কি? আর এক কথা—জগতে স্থাবর জন্ম কত অসংখ্য জাতি রহিয়াছে, তাহাদিগের বর্ণও নানা প্রকার; সুতরাং বর্ণনির্ণয় কেমন করিয়া হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলিয়াছিলেন, রাজন! বর্ণসমূহের কোনই বিশেষ নাই। এই সমগ্র জগৎই ব্রহ্মময়। ব্রাহ্মা সকলেরই সৃষ্টিকর্তা। ব্রহ্মসৃষ্ট সকলেই এক ব্রাহ্মণ, তবে কর্ম্ম-দ্বারা এক এক সম্প্রদায় ও এক এক বর্ণ অখ্যায় অভিহিত। যে সকল ব্রাহ্মণেরা স্বর্ণ ত্যাগ করিয়া কামভোগে রত, বাহার

তীক্ষ্ণ স্বভাব, ক্রোধন, মিথ্যাহাস ও লোহিতাক, তাঁহারা কত্রিয় হইয়াছিলেন। বাহার ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হইয়া তাহা হারাই জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন, গবাদি পশুপালনে আসক্ত হইলেন, স্বর্ণকে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাদের দেহ পীতবর্ণ ছিল, তাঁহারা বৈশ্বভূতি মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। আর বাহার হিংসা ও অসত্য আশ্রয় করিলেন, যে কোন কর্ম্মই জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন, শৌচাচার ত্যাগ করিলেন, এবং অত্যন্ত লুক্করভাব হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, তাঁহারা বিজ হইলেও তাঁহারা শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া ছিলেন।

এইরূপে কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণেরাই বিভিন্নবর্ণে বিভক্ত হন। চারিবর্ণের জন্মই বেদবাণী বিহিত ছিল, লোভে ও অজ্ঞানে পড়িয়া অনেক সে ব্রাহ্মী বাণী হারাইয়াছিলেন। বাহার ধর্ম্মতত্ত্বে একান্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়া সে ব্রাহ্মীবাণী ভুলেন নাই এবং বাহার বেদাবলম্বন, বেদবোধিত নিত্য নৈমিত্তিক ত্রুত-নিয়ম ও শৌচ সন্যাসাদি সাধুসেবিত পথে থাকিয়া ব্রহ্মসৃষ্টি-দেবপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ।

নারদ মাকাতার প্রশ্নের উত্তরে চতুর্বিধবর্ণের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেন, যথা—যিনি জাতকর্ম্মাদি দশবিধ সংকারে সংযত, শুচি ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যিনি শৌচাচারে রত থাকিয়া যজ্ঞ বাজনাদি ঘটকর্মে অবস্থিত, যিনি নিত্য গুরুশ্রিয়, নিত্যব্রতী ও সত্যরত, তিনিই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। সত্য, দান, আনুগত্য, অদ্রোহ, কৃপা, যুগা ও তপস্বী এই কয়টা বাহার কাছে নিত্য বিদ্যমান, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

যিনি বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া নিয়ত কত্রিয়োচিত কর্ম্ম আচরণ করেন, যিনি দান বাতীত কখন প্রতিগ্রহ করেন না, তাহাকে কত্রিয় বলা যায়। যিনি পরিত্রস্তাবে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া পশুপালন ও ক্রিয়াকর্মে রত, তাহারই নাম বৈশ্ব।

বাহার কোন খাড়াখাড়া বিচার নাই, সর্বাঙ্গ অপবিত্র অবস্থায় যে কোন কর্ম্মই জীবিকা নির্বাহ করে, তাহা দূষিত বেদবিক্ষিত, সন্যাসহীন ব্যক্তিই শূদ্রনামে খ্যাত। (মহাত্মা ও পদ্মপুং স্বর্ণখণ্ড)

চতুর্ধর্মে ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা মর্বাদি স্মৃতিসংহিতায় এবং শুদ্ধি প্রায় সমস্ত পুরাণেই চতুর্ধর্মে ধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ক বিদ্যুত উল্লেখ আছে। বাহ্যাত্মকে সে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না। নরসিংহ-পুরাণ ৫২ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয়পুরাণের মদালসা উপাখ্যান, কুর্শ-পুরাণের ২ ও ৩ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ স্বর্ণখণ্ডের ২৫, ২৬ ও ২৭ অধ্যায়, বামনপুরাণ ১৪ অধ্যায়, এবং গরুড়পুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিদ্যুত বিবরণ প্রদেয়।

বর্ণ (পুং) > গজচক্রবল, চলিত হাতীর কুল। পর্ধ্যায়—

* “কত্র্য কর্ম্ম বিলম্বোক্তং বৈশ্বভূতং তথাপি।

রাজসত্য চ বৈশ্বভূতং শৌচঃ কর্ম্ম ন চৈতর্য্যোঃ।

সামর্থ্যে সতি ভক্ত্যজানুভাষ্যনামি পার্থিব।

তদেবামি কর্ম্মং ন সূর্য্যে কর্ম্মভয়ং।” (বিহুপুং)

প্রবেশী, আন্তরগ, পরিতোম (পুং) কুপ, কুখা (অমর) প্রবেগি, পরিতোম (স্ত্রী) কুখ। (তরত) ২ গুল্লাদি, চলিত বড়।

এই বর্ণ বা রঙ বহু প্রকার, যথা—বেত, পাণ্ডু, ধূসর, রক্ত, পীত, হরিত, রক্ত, শোণ, অরুণ, পাটল, জ্বাষ, ধূস্র, শিকল এবং কর্কর (অমর)। সুখাবোধের মতে ছয় মাসের সময় গর্ভস্থ বাসকের বর্ণ হয়।

৩ যশ। ৪ গুণ। ৫ স্ততি। (মেদিনী) ৬ বর্ণ। ৭ ব্রত। বর্ণ্যতে তিত্ততে ইতি বর্ণ-ঘঞ্ (পুং স্ত্রী) ৮ ভেদ। ৯ গীতক্রম। ১০ চিত্র। ১১ ভাষ্যবিশেষ। ১২ অক্ষর্যগ। (হেম) বর্ণ্যতে তিত্ততে অনেনেতি বর্ণ-ঘঞ্। ১৩ রূপ। বর্ণয়তি বর্ণ-অচ্। ১৪ অক্ষর। বর্ণ্যতে রজ্যতে ইতি বর্ণ ঘঞ্। ১৫ বিলেপন। (মেদিনী)

বর্ণ দুই প্রকার—ধ্বজাত্মক এবং অক্ষরাত্মক। দেহিগণের মূলাধারে একটা নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীটা সর্পের জায় কুণ্ডলী-ভূত। উহা সর্কদা মূলাধার মধ্যে কুণ্ডলাকারে থাকে বলিয়া উহার নাম কুণ্ডলী। কুণ্ডলী চন্দ্র স্বর্ষ্য ও অনলরূপিণী, দ্বিচা-রিংশদ্বর্ণময়ী অর্থাৎ ভূতলিপিময়শালিনী এবং পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণব্রহ্মরূপিণী। ঐ কুণ্ডলী সকল বর্ণে পরম্পর মিলিত হইয়া যন্ত্রময় জগৎ প্রকাশ করে। এই কুণ্ডলী শব্দ ও শব্দার্থের প্রবেশিনী এবং ত্রিপুরার অর্থাৎ জোঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠ-ভেদে তীর্থত্রয় ও উদাত্ত অহদাত্ত প্রভৃতি স্বর সমাহারের প্রকাশক। তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলী পয়ম দেবতা নামে অভিহিত। *

বক্স ও প্রোত্রপথ অপরিহার্য থাকে, তাই ঐ কুণ্ডলী যখন অম্পষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অক্ষট ধ্বনিতে আলাপাদি করিতে উদ্যত হয়, তখন মূলাধারে গিয়া ধ্বনিত হয় এবং সুস্বাদু নাড়ী ও বার বার ঐ ধ্বনিতে আলোড়িত হইতে থাকে। ক্রমে এই ভাবেই বিম্পষ্ট ও অম্পষ্টরূপে বর্ণসমষ্টি প্রকাশমান হইয়া পড়ে।

পূর্বে যে তন্ত্রোক্ত পরমেশ্বতা কুণ্ডলীর কথা কহিয়াছি, তিনি দ্বিচচারিংশদ্বর্ণে মিলিত হইয়া এইরূপ ক্রমপরম্পরায় অকার হইতে সকার পর্যন্ত দ্বিচচারিংশদ্ব্যাক বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন। এই দ্বিচচারিংশদ্ব্যাক বর্ণমালাই ভূতলিপি মন্ত্র। কুণ্ডলিনী সর্ক-শক্তিময়ী ও শব্দব্রহ্মরূপিণী। তিনি যে ক্রম ধরিয়া বর্ণমালা প্রসব করেন, তাহা এইরূপ, যথা—প্রথমতঃ কুণ্ডলিনী হইতে

শক্তির বিকাশ। শক্তি হইতে ধ্বনি। ধ্বনি হইতে নাদ। নাদ হইতে নিরোধিকা। নিরোধিকা হইতে অর্ধেন্দু, অর্ধেন্দু হইতে বিন্দু; বিন্দু হইতে ক্রমে অজ্ঞাত সমত। সমত অক্ষর উৎপত্তি স্বর্ঘ্যকেই পরম্পরা এইরূপ। (১)

চিহ্নকি সবসম্বলিত হইয়া শব্দপদবাচ্য হয়। তিনি আবার ঐ সবসম্বলিত অবস্থায় আকাশস্থ হইয়া রজোগুণে অমু-বিক হইলে ধ্বনি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধ্বনি অক্ষর অবস্থায় তমোগুণে অমুবিদ্ধ হইয়া নাদশব্দবাচ্য হয়। ঐ অব্যাক্ত-বহা তমোগুণের আধিক্যবশে নিরোধিকা শব্দে অভিহিত। ঐ নিরোধিকা আবার রত ও মত উভয়গুণের আধিক্য হেতু অর্ধেন্দু শব্দে অভিধেয়। অলঙ্কারকৌশল ও পদার্থাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে,—

পর্য, পশুস্তী, মধ্যমা এবং বৈথরী, অবস্থান্তরে বর্ণের এই কয়েকটা সংজ্ঞাসম্বলিত আছে। বর্ণ যখন নাদরূপে মূলাধার হইতে প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে পর্য বলে। পরে যখন ঐ বর্ণ নাদরূপে মূলাধার হইতে উঠিয়া ক্রমে হৃদয়গত হয়, তখন তাহা পশুস্তী, তৎপশ্চাৎ যখন হৃদয় হইতে উঠিয়া ক্রমে বৃদ্ধি বা সঙ্কলের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহা মধ্যমা এবং তার, পর যখন বৃদ্ধি হইতে উঠিয়া ক্রমে কণ্ঠগত হইয়া মুখদ্বারা অভি-ব্যক্ত হয়, তখন তাহা বৈথরী। এই বৈথরী অবস্থাপন্ন নাদ হইতেই পবন প্রেরিত হইয়া বর্ণসমূহ বাহিরে সকলের গোচরী-ভূত হয়। পর্য ও পশুস্তী দশাপন্ন বর্ণ যোগীদিগেরই প্রত্যক্ষ হয়, অন্তের পক্ষে উহা প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। (২)

ব্যাকরণ মতে, বর্ণসমূহের উৎপত্তিস্থান আটটা। যথা—হৃদয়, শির, জিহ্বা, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠদ্বয় এবং তালু*। ইহার মধ্যে অ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ, ও বিসর্গ (ঃ) এই কয়েকটা বর্ণের উচ্চা-রণস্থান কণ্ঠ। ই, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ষ, শ, এই কয়টা বর্ণের উচ্চা-রণস্থান তালু; ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, য, ইহাদিগের উচ্চা-রণস্থান মুক্ত।

(১) “দ্বিচচারিংশতা মূলে ভূতিকা বিশ্বনাথিকা।

সি প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিদুঃ।

শক্তিভক্তো জনিতস্বাদ্ব্যবস্মিন্নিহোদিকা।

ভক্তোহর্ধেন্দুভক্তো বিন্দুভূতানলিনীং পর্য ভক্তঃ ১” (সারস্বতিলক)

“মূলাধারঃ প্রথমমুদিতো বহু তন্ত্রঃ পরাধ্যাঃ।

পশ্চাৎ পশুস্ত্যধ হৃদয়গো বুদ্ধিভূতঃ মধ্যমাধ্যঃ।

বক্ বৈথর্যধ ককদিবোরম্যভক্তোঃ হৃদ্বা-

বহুভূতস্বভূতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসম্বঃ ২” (অলঙ্কারকৌশল)

* “অষ্টৌ স্থানানি বর্ণান্যায়ঃ কণ্ঠশিরস্তালু।

জিহ্বাতালুক হৃদ্বাক নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ ৬” (শিক্কাভূত)

* “কুণ্ডলীভূতসর্পাধামজ্জিহ্বাসুস্বাদু।

ত্রিধাব্রহ্মময়ী দেবী শব্দব্রহ্মরূপিণী।

দ্বিচচারিংশদ্ব্যাক পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী।

৩ বিজ্ঞা সর্কস্বাদ্রোহ কুণ্ডলী পরমেশ্বতা।

বিষাদ্ভাববৃদ্ধা সি কৃতে ব্রহ্মময়ঃ জগৎ ৪।

৫ কথ্য ভূতিকা শক্তিঃ সর্কবিষয়প্রবেশিনী।

ত্রিপুরারঃ বহান্ দেবী ব্রহ্মালীনাং ত্রয়ঃ ত্রয়ঃ ৬” (সারস্বতিলক)

১, ২, ত, থ, ধ, ধ, ন, ল, স ইহাদিগের উচ্চারণস্থান দন্ত। উ, উ, প, ফ, ব, ভ, ম, আর উপস্থানীয় ইহাদিগের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। ‘ব’ দন্ত ও ওষ্ঠ; ‘ঐ ঐ, কণ্ঠ ও তালু এবং জিহ্বামূলীয়ের উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল।

“অবর্ণ-কবর্ণ-হ-বিসৰ্জনীয়াঃ কণ্ঠাঃ। ইবর্ণ চবর্ণ-বশা-তালব্যাঃ। ঋবর্ণ-টবর্ণ-রযাঃ মুৰ্দ্ধন্তাঃ। ৯বর্ণ-তবর্ণ-লস-দন্ত্যাঃ। উবর্ণ-পবর্ণোপস্থানীয়া ওষ্ঠাঃ। বো দন্তোষ্ঠাঃ। এ ঐ কণ্ঠ্যতালব্যো। ও ঔ কণ্ঠ্যোষ্ঠো। জিহ্বামূলীয়ন্ত জিহ্বামূলম্।”

(শিক্ষাসূত্র)

প্রপঞ্চসারের তৃতীয় পটলে দেহমধ্য হইতে পঞ্চাশৎবর্ণ বা অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—বর্ণসমূহ সমীর-সঞ্চালিত হইয়া সূক্ষ্মা নাড়ীর রক্ত মধ্য দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। পরে কণ্ঠাদি স্থান আলোড়িত করিয়া বদনবিবর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। উক্ত উন্নয়ন বায়ু উন্নত স্বর উৎপাদন করে। ঐ বায়ু নীচগত হইয়া অমৃদান্ত এবং তিষ্ঠাগ্ভাবে গিয়া স্বরিত স্বরের উৎপাদন হয়। এইরূপে একাঙ্ক, এক, দ্বি ও ত্রিসংখ্যক মাত্রায় লিপি সকলের সৃষ্টি। উচ্চারা ব্যঞ্জন হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত সংজ্ঞায় অভিহিত।*

[বর্ণাভিধানে অ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের স্বরূপ ও অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ‘অ’ হইতে ‘হ’ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ণে বর্ণের উৎপত্তি, স্বরূপ ও অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বর্ণক (স্ত্রী) বর্ণরত্নীতি বর্ণ-ধূলী। ১ চরিতাল। (রসমাণ০) ২ গাত্রাভুলেপনযোগ্য পিষ্ট বা খুট ব্রহ্মাক দ্রব্য। ৩ চন্দন। (শঙ্করস্মাণ০) (পুং) ৪ বিলেপন। বর্ণয়তি নৃত্যাদীন বিস্তারয়তি। ৫ চারণ। (মেদিনী) ৬ মণ্ডল। (পুং স্ত্রী) বর্ণ্যতে রজ্যতে-হনেনেতি, বর্ণ-ঘঞ, স্বার্থে কন্। ৭ হিঙ্গুল হরিতাল কাচ নীলিকাদি। (অমরভট্টর)

“কন্তাং নিম্ভতি লুপ্ততি কঃ স্রফলকন্ত বর্ণকঃ মুধঃ।

কো ভবতি রত্নকণ্টকমমৃতে কন্তাকচিরুদেতি ॥” (আখ্যাস ” ১৮৯)

বর্ণক (পুং স্ত্রী) ১ ময়। (লিঙ্গ ৭২৩) ২ মুখোস, অভিনেতৃ-বর্ণের পরিচ্ছদ। ৩ বিলেপনদ্রব্য।

বর্ণকণ্ঠ (স্ত্রী) তুখ, (বৈভকনি০) চলিত তুঁতে বা তুতিয়া।

* “সমীকৃতঃ সমায়েন হৃদ্বারস্থ নির্গতঃ।

ব্যক্তিঃ প্রয়াতি বদনে কণ্ঠঃ সিদ্ধাশ্বস্রীতাঃ।

উচ্চকল্পার্ণবে বায়ুহস্তঃ সূক্ষতে শব্দঃ।

নীচপতোহমৃদাত্তক বহিঃস্থ তিষ্ঠাপাসতঃ।

অর্ধেকবিদ্রিসংযোগ্যভিব্যক্তিভিঃ পদঃ ক্রমাৎ।

সব্যক্তনবকণ্ঠবিন্দুদ্রব্যাঃ তদন্তি তাঃ ॥” (পঞ্চসার ৩ পটল)

বর্ণকণ্ঠশব্দক (পুং) ১ চিত্রকরের তুলিকাশব্দ। ২ হৃদ্যোক্তক।

বর্ণকময় (জি) বিচিত্র বর্ণময়িত।

বর্ণকবি (পুং) কুবেরপুত্র। (ত্রিকা০)

বর্ণকিত (জি) বর্ণবিশিষ্ট। (পা ৫।২।৩৬ তাঁরকানিগণ)

বর্ণকুলিকা (স্ত্রী) বর্ণান্য কুলিকেশব। মৎপ্রাধার। মাছের পাত।

“মলীধানী মসিমণিমে লাম্ববর্ণকুলিকা।” (ত্রিকা০)

বর্ণকুৎ (জি) বর্ণদানকারী।

বর্ণকুম্ম (পুং) ১ রঙের পর্দা। ২ উচ্চনীচতাভেদে জাতি-পরম্পরা। ৩ অক্ষরশ্রেণী।

বর্ণগন্ত (জি) ১ বর্ণসম্বন্ধীয়। ২ জাতিগত। ৩ বীজগণিতঘটিত।

বর্ণচারক (জি) বর্ণান নীলাবীন চারয়তি বিস্তারয়তি চর-ণিচ, ধূলী। চিত্রকার। (শঙ্করস্মাণ০)

বর্ণচোরা (দেশজ) প্রকৃত বর্ণের অপলাপ। “বর্ণচোরা আম।”

বর্ণজ (জি) বর্ণ্যৎ জায়তে ইতি জন-ড। জাতি। বর্ণ্যন্তব।

বর্ণজ্যোষ্ঠ (পুং) বর্ণেশু চতুর্ষু মধ্যে জ্যোষ্ঠঃ প্রথমোৎপন্নঃ শুণোৎ-কৃষ্টাচ্চ। ১ ব্রাহ্মণ। চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছেন। [ব্রাহ্মণ দেখে।]

(জি) বর্ণেন জ্যোতিষোক্তপারিত্যয়িকবর্ণেন জ্যোষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ।

স্ববর্ণাশেকা উত্তমবর্ণ, নিজে যে বর্ণ, সেই বর্ণ হইতে উত্তমবর্ণ।

বিবাহে বর্ণমেলক দেখিতে হয়। হীনবর্ণ পুরুষ বর্ণজ্যোষ্ঠা নাবীকে বিবাহ করিলে ছয় মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

“শ্রীনকরুট-বৃষ্টিকবিপ্রাঃ সিংহতুলাপদ্মঃ কত্রিমা উত্তমাঃ।

কুন্তনববরমেঘবিশঃ স্মার্দকবরুহস্ত্রী কথিতা বরজাতিঃ ॥

বর্ণজ্যোষ্ঠা চ যা নারী বর্ণহীনশ্চ বঃ পুমান্।

তদোদ্বিবাহে মৃত্যুঃ তাৎ বধ্যাসে নাত্র সংশয়ঃ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

[মেলক শব্দ দেখে।]

বর্ণতলু (স্ত্রী) সরস্বতী দেবীর উদ্দেশক ময়বিশেষ।

বর্ণতা (স্ত্রী) বর্ণ-তল-টাপ। বর্ণের ভাব বা ধর্ম।

বর্ণতাল (পুং) রাজতেন।

বর্ণতুলি (স্ত্রী) বর্ণান্য তুলিবিষ। লেখনী। (শঙ্করস্মাণ০)

বর্ণতুলিকা (স্ত্রী) বর্ণান্য তুলিকেশব। লেখনী। (হামাবলী)

বর্ণতুলী (স্ত্রী) বর্ণান্য তুলীব। লেখনী। (ত্রিকা০)

বর্ণত্ব (স্ত্রী) বর্ণত্ব ভাবঃ স্ব। বর্ণের ভাব বা ধর্ম।

বর্ণদ (স্ত্রী) বর্ণ দদাতীতি দা (আভোহৃৎপদসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩)

ইতি ক। ১ কালীদক। (জি) ২ বর্ণদাতা।

বর্ণদাতৃ (জি) বর্ণত্ব দাতা। বর্ণদায়ক।

বর্ণদাত্রী (স্ত্রী) বর্ণ দদাতীতি দা-কৃচ, ত্রিয়াং ভীষ্। হরিত্রা।

বর্ণদ্রুত (পুং) বর্ণা এব দ্রুতা ক্রা। লিপি। পর্দা—লেখ, ব্যতিক, হারক, বস্ত্রবুধ। (ত্রিকা০)

বর্ণধর্ম (ত্রি) বর্ণান্বিত্বংসীতি বৃহ-ধূল্। বর্ণসমূহের
সোব্যোৎপাদক। জাতিপ্রসূতকর।

“বহু ক্বেতে পরিধ্বংসা জারন্তে বর্ণধর্মকাঃ।

রাষ্ট্রিকৈঃ সহ উদ্রাষ্টং কিপ্রমেব বিনশতি ॥” (মহু ১০।৬০)

বর্ণদেশনা (ত্রি) শব্দশিক্ষা।

বর্ণদ্বয়ময় (ত্রি) দুইটা পদাংশসম্বলিত।

বর্ণধর্ম (পুং স্ত্রী) বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাম ধর্মঃ। বর্ণাশ্রমধর্ম।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের কর্তব্য কর্ম। বর্ণশাস্ত্রে উক্ত চারি বর্ণের বর্ণাকর্তব্য কর্ম ও ধর্মের বিধিনিষেধাদি এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিবরে বর্ণবিশেষের আচারাদি বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজধর্ম ও আপদ্রব্যাদি বর্ণাশ্রমধর্ম শব্দে বর্ণাসংক্ষেপে বিবৃত হইল। এতদ্ব্যতিরিক্ত অমূল্যম ও প্রতিলোম প্রকৃতি বিভিন্নজাতির মহাত্ম্যবর্ণিত ধর্মবিধান নিয়ে বিবৃত হইতেছে :—

তীয় কহিলেন, পূর্নকালে প্রজাপতি যজ্ঞের নিমিত্ত চতুর্ধর্মের কর্ম-সমুদয় এবং কেবল বর্ণচতুষ্টয়ের পট্ট করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের চারি ভাষা, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণকথা ও ক্ষত্রিয়কথাতে যে পুত্র জন্মে, তিনি ব্রাহ্মণের আত্মা বা ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যকথা ও শূদ্রকথায় মাতৃজাতীয় পুত্রগণ ক্রমাগত পূর্বোক্ত উভয় হইতে হীনরূপে প্রসূত হয়। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে শব অর্থাৎ শবহান দশান-তুলা, শূদ্র অপেক্ষা পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শূদ্র-পুত্রকে পারশব কহিয়া থাকেন। সেই পুত্র স্বকীয় কুলের গুরুবক হইবে এবং নিরন্ত নিজ চরিত্র পরিচয় করিবে না। সে সমস্ত উপায় অবধারণ করিয়া নিজ কুলের উপকরণ সম্যকরূপে উদ্ধার করিবে; পারশব ব্রাহ্মণাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণের নিকট কনিষ্ঠের দ্বারা ব্যবহার ও গুরুত্ব করিবে এবং দানপরাগ হইবে। ক্ষত্রিয়ের ভাষাত্রয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যতে ক্ষত্রিয় পুত্র জন্মে, আর শূদ্রা ভাষাতে হীনবর্ণ উগ্র নামক শূদ্র জাতি জন্মে, ইহাই স্মরণ আছে। বৈশ্যের দুই ভাষা, দুই পত্নীতেই উহার বৈশ্য পুত্র জন্মে। শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভাষা, তাহাতে শূদ্রজাতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নিজ জনক হইতে অবশিষ্ট অধম পুত্র যদি ব্রাহ্মণ-দারাদি প্রদর্শন করে, তবে চাতুর্ধর্ম-বিগৃহিত চণ্ডালাদি রাজবর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীতে চতুর্ধর্মের বহির্ভূত ভূপতিগণের ভূতিকারক শূদ্র-জাতীয় সন্তানের জন্ম দান করে। বৈশ্য ব্রাহ্মণীতে অন্তঃপুর-রক্ষণ-কার্যকারী সংস্কারসর্গ বৈদেহ-জাতীয় পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে। শূদ্র ব্রাহ্মণীতে অতি উগ্রবস্তাব বর্ষাই চৌরাদির নিরঙ্কশ প্রকৃতি কার্যের কারণ গ্রাম-বহির্ভাগে বসতিকারী

চণ্ডাল-পুত্র উৎপাদন করে; এই সমস্ত প্রতিলোমজাত জাতি সকল ভুলপাশেন। ইহারাই বর্ণসঙ্করজাত। বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে বাক্যজীবী বন্দী মাগধজাতীয় পুত্র জন্মে, আর শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে ব্যতিক্রমে মন্ত্রজাতী নিষাদ পুত্র উৎপন্ন হয়, আর বৈশ্যতে প্রামাণ্যবিশিষ্ট পুত্র জন্মে, তাহাকে আরোগব বলা যায়; স্বধনজীবী তক্ষা ব্রাহ্মণগণের অপ্রতিগ্রাহ্য। অঘট, পারশব, উগ্র, শূত, বৈদেহক, চণ্ডাল, মাগধ, নিষাদ ও আরোগব, ইহার সযোনি ও অনন্তর যোনিতে অর্থাৎ ব্যবহিত নীচ যোনিতে সদৃশবর্ণ ও মাতৃজাতীয় পুত্র প্রসব করে। বর্ণচতুর্ধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি ভাষাধারে স্বজাতীয় সন্তান সন্তুত হয়, স্বজাতির আনন্দার্থ্য বশতঃ প্রধানাঙ্গসারে রাজবর্ণ সকল জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহার্য ও সযোনিতে সদৃশ বর্ণ উৎপাদন করে, আর পরম্পরের পত্নীতে বিগৃহিত পুত্রসমূহের জন্ম দান করিয়া থাকে। শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণীতে অতি হীনবর্ণ চণ্ডালের উৎপাদন করে, তদ্রূপ চতুর্ধর্মের বহির্ভূত হীনবর্ণ হইতে অতিশয় হীনতর বর্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। হীনতর বর্ণ হইতে প্রতিলোমজাত বর্ণের বৃদ্ধি হয়, হীন হইতে দাসাদি পঞ্চদশ হীনতর বর্ণ প্রসূত হইয়া থাকে। অগম্যাগমন নিবন্ধন বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। চতুর্ধর্মের বহির্ভূত বর্ণ সকলের মধ্যে সৈরজী ও মাগধজাতিতে ভূপালগণের প্রসাধন-কার্য্যাজ্ঞ এবং তাহাদিগের দিব্য অঙ্গরাগধর্ম ও স্তবাদি দ্বারা সম্ভাবজনক অদাস অথচ দাসজীবন জাতির জন্ম হইয়া থাকে। মাগধ-বিশেষ কর্তৃক সৈবন্ধু-যোনিতে বাণ্ডবাবজীবী আরোগব জাতির উৎপত্তি হয়। মাগধীতে বৈদেহ-কর্তৃক মত্তকর মৈরয়ক নামক পুত্র উৎপাদিত হইয়া থাকে। নিষাদজাতি মদগুর অর্থাৎ মদগু নামক মন্ত্রোপজীবী ও নোকোপজীবী দাস-সন্তান প্রসব করে, আর চণ্ডাল স্বপাক নামে বিখ্যাত মৃতপ অর্থাৎ দশানাদি-কারী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। মাগধী বাণ্ডরোপজীবী কুর পুত্রচতুষ্টয় প্রসব করে, তাহাদিগের কার্য্য মাংসবিক্রম ও মাংস-সংস্কার। এই কার্য্য হইতেই উহাদের দুই জনের মাংস ও বাছকর নাম হইয়াছে; অপর দুই জন কোদ্র ও সৌগন্ধ নামে কথিত আছে। এইরূপ মাগধজাতির বৃত্তিচতুষ্টয় নির্দিষ্ট হইয়াছে। আরোগবীতে পাণ্ডিত্য, বৈদেহ হইতে মাংসোপ-জীবী কুর, নিষাদ হইতে খরযানগামী ময়নাত এবং চণ্ডাল হইতে খরায়গজ-ভোজী পুষ্করজাতি জন্মে, ইহার মৃতের বস্ত্র ঢাকে এবং ডির ভাজনে ভোজন করিয়া থাকে; আরোগবীতে এই তিন হীনবর্ণ জন্ম গ্রহণ করে। নিষাদীতে বৈদেহ হইতে কুর, অন্ধু ও আরণ্যপণ্ড-হিংসোপজীবী কোমার-নামক চর্মকার এই পুত্রের প্রসূত হয়, ইহার্য্য জ্ঞানের বহির্ভাগে বসতি করিয়া

থাকে। নিবাহীতে চর্চকার হইতে কার্যবর ও চাণ্ডাল হইতে বেণুবাহারোশজীবী পাণ্ডুসোপাক জাতি আছে। বৈশেষীতে নিবাহ-কর্তৃক আহিক নারক পুত্র প্রসূত হয়। চণ্ডাল হইতে সোপাকে চাণ্ডালসম-ব্যবহার-বিশিষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিবাহী চণ্ডাল হইতে বাহুবর্ণের বহিষ্কৃত অশ্বান-বাসী অন্ত্যশাশ্রী সন্তান প্রসব করে। পিতৃ-মাতৃ-ব্যতিক্রম-বশতঃ এই সমুদয় সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা প্রকৃতভাবেই থাকুক অথবা প্রকান্তভাবেই থাকুক, ইহাদিগের স্বর্ণ ধারাই ইহাদিগকে জানা যায়। শাস্ত্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম বিহিত হইয়াছে, অপরাপর ধর্মহীন জাতিভেদের মধ্যে কাহারও ধর্মের নিয়ম অথবা ইয়ত্তা নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় হইতে অমূল্যম-জাত ছত্র এবং বিলোমজাত ছত্র, এই ছাদশবিধ সর্গীর্ণ বর্ণ হইতে ষট্‌বর্গ অমূল্যমজাত এবং ষট্‌বর্গ প্রতিলোমজাত; এতদ্বারা ১৩২ প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতি হয়, অপিচ তাহা-দিগের অমূল্যম ও প্রতিলোম গণনা দ্বারা অনন্ত ভেদ হইয়া উঠে, অতএব এই সমুদয়েরই প্রাপ্তক পঞ্চদশ ভেদের মধ্যে অন্তর্ভাব হইয়া থাকে, একত্র সকলের পরিসংখ্যা প্রদর্শিত হয় নাই। বর্ণচ্ছাদ্রমে অর্থাৎ জাতিগত নিয়ম না থাকায় মিথুনি-ভাবপ্রাপ্ত, বজ্র ও সাধুগণ হইতে বহিষ্কৃত বাহু বর্ণসঙ্কর-জাতি সকল বর্ণচ্ছাদ্রমে কর্ণাস্বারে জীবিকা ও জাতিবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারা চতুশ্চ, অশ্বান, শৈল ও অন্ত্যশ্রম বনস্পতির নিকট সকলের বিজ্ঞাত হইয়া বাস ও নিরত কৃষ্ণবর্ণ লোহময় অলঙ্কার পরিধান করিয়া নিজ কর্ম দ্বারা জীবিকার্জন করিবে এবং অলঙ্কার ও গৃহোপকরণ ব্যবসায়ের প্রস্তুত করিতে থাকিবে। ইহারা গো ব্রাহ্মণ সকলের সাহায্য করিবে, সংশয় নাই। আনুশাস্ত্র, দম্বা, সত্যবাক্য, ক্ষমা এবং অশরীর দ্বারা বিপন্নগণের পরিত্রাণকরণ বাহুবর্ণসমূহের সিক্তির কারণ; হে নরবর! সে বিষয়ে আমার সংশয় নাই। বুদ্ধিমান মানব উপদেশাঙ্কসারে পরিকীর্তিত হীনজাতি বিবেচনা করিয়া পূজোৎপাদন করিবে; যেহেতু জল-মধ্যে তরণেচ্ছ মানবকে প্রান্তর যেমন অবসর করে, তদ্রূপ নিভাত হীনবোনিজাত-তনয় বংশকে অবসর করিয়া থাকে। ইহলোকে রমণীগণ বিদ্বান্ অথবা অবিদ্বান্ ব্যক্তিকে কাম-ক্রোধের বশীভূত করিয়া নিভাত রূপে লইয়া যায়। নারীগণের অভাবই ঘোষের আকর, অতএব বিপন্নিং ব্যক্তি সকল প্রেমদাগণে অতিশয় প্রসক্ত হন না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পাপযোনিজ হীনবর্ণ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে জানিয়া আর্থগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আর্থরূপ অথচ উৎপত্তি বশতঃ অনাথ্য ব্যক্তিকে আমরা কি প্রকারে অবগত হইতে সমর্থ হইব?

তীয় কহিলেন, অনাথ্যগণের পৃথক পৃথক ভাব ও চেষ্টা-সম্বিত্ত মানবকে সঙ্করবোনিজ জানিবে, আর সঙ্করচিত্ত কর্তৃক দ্বারা যোনিগুণতা বিজ্ঞাত হইবে। ইহলোকে অনাথ্যজা, অনাচার, ক্রুরতা ও নিজস্বাভ্যন্ত কদুর্বোনিজ পুরুষই প্রকাশ হইয়া থাকে। সর্গীর্ণজাতি পিতার অথবা মাতার চরিত্র কিংবা পিতা মাতা উভয়ের স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সে কখনও আপন প্রকৃতি গোপন রাখিতে পারে না। তিথ্যক্বেবোনিজাত দ্বারা প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন বর্ণের সহিত মাতা পিতার রূপের সঙ্গ হইয়া আছে, তদ্রূপ পুরুষ স্বীয় বোনি প্রাপ্ত হয়। বংশম্রোতসংস্করণ হইলে বাহার বোনিসঙ্কর হয়, সেই মানব যে ব্যক্তির ঔরসে জন্মে, তাহার অঙ্গ অথবা বহুচরিত্র অবশ্যই আশ্রয় করে। আর্থরূপে কৃত্রিমপথে বিচরণশীল ব্যক্তি শোভন বর্ণ বা নিকট বর্ণ, ইহার নিশ্চর-বিষয়ে তাহার স্বভাবই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। দুর্বর্ণ যেমন বাহুতঃ কঠিন হইয়াও কার্যকালে বৃহৎ হয় এবং দুর্বর্ণ অর্থাৎ রজত যেমন নিরত বৃহৎ থাকিয়া কার্যকালে কঠিন হইয়া উঠে, তদ্রূপ ও দুর্বর্ণ পুরুষগণের জন্ম ও চরিত্র তদ্রূপ। বিবিধকর্মরত বহুবিধ চরিত্র জীবগণের জন্ম ও চরিত্র উপচিত ব্যবহার পরিহার করিয়া অন্তর্ভাৱে অবস্থান করে। সঙ্করজাত বর্ণের শরীর শাস্ত্রীয় বুদ্ধি দ্বারা নীচমার্গ হইতে আকৃষ্ট হয় না, বীজগুণের প্রবলতা বশতঃ কালভেদে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্ত হইলেও শরীরাসক্ত স্বত্বের জ্যেষ্ঠত্ব, মধ্যমত্ব ও অবয়ব অমূল্যসারে যাহা তুল্য হয়, তাহাই প্রমুখিত হইয়া থাকে, অল্প স্বল্প উৎপন্ন হইয়ামাত্র, শরৎকালের মেঘের জ্বর, লীন হইয়া যায়। বর্ণজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি সদাচার-বিহীন হয়, তবে তাহাকে সম্মান করিবে না, আর পুত্র যদি সদাচারসম্পন্ন ও ধর্মজ্ঞ হয়, তবে তাহাকে সম্মান করিবে। মহত্ব ভ্রাতৃত্ব কর্ম, কুশীলতা, সত্যব্রত ও কুল দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, কুল নষ্ট হইলে পুরুষ নিজ কর্ম দ্বারা পুনরায় অবিলম্বে তাহার উদ্ধার করিয়া থাকে। এই সমস্ত সর্গীর্ণ ও ইতর বোনির মধ্যে পূজোৎপাদন করিতে নাই, পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বনিতা পরিভ্যাগ করিবেন।* (ভারত অমূল্যসন ৫৮ অঃ)

* তীয় উবাচ।

চাতুর্বর্ণক কর্ণাস্বি চাতুর্বর্ণক কেবলম্।

অমূল্যং স হি বজ্রোৎপূর্বমেব প্রজাপতিঃ।

ভাৰ্যাক্তস্তো বিপ্রত্ব ধরোদ্বা প্রজাপতিঃ।

আনুপূৰ্ণ্যাক্ষরোদ্বৌ বাতুলজ্যোতৌ প্রসূতঃ।

পদ্য শব্দব্রাহ্মণভৈব পুত্রঃ পুত্রঃ পুত্রঃ পারশ্বঃ তদ্বাঃ।

ওজস্বকঃ বত কুলত স ত্বেৎ বচ্যন্তি নিভ্যমথো স জ্ঞাতঃ।

সদাশূণ্যাক্ষণ সত্যার্থ্য সন্ততঃ সত কুলস্য তদ্ব্যৎ।

জ্যোতঃ স্বীয়ানপি সো বিদিত ওজস্বা দানপরাণ্যঃ ত্বেৎ।

বর্ণনাশ (পুং) বর্ণস্ত নাশঃ ৬তৎ । বর্ণের নাশ ।

“বর্ণাশ্রমো যবেপ্রাপ্তো সিংহে বর্ণবিপর্যয়ঃ ।

বোক্তশাস্তো বিকারঃ ভাবর্ণনাশঃ প্ৰযোগে ॥” (উদ্যাপতিধর)

বর্ণনীয় (ত্রি) বর্ণ কৰ্ম্মণি অনীয়ঃ । বর্ণ্য, বর্ণিতব্য, বর্ণনার যোগ্য । ২ ভাবার্থ ।

“এতন্তে আদিরাজন্ত মনোচ্চরিতমন্তুতম্ ।

বাণভং বর্ণনীয়ন্ত তদপত্যোদয়ঃ শৃণু ॥” (ভাগবত ৩২২।৩৭)

বর্ণপত্রে (পুং) মল্লং কাঠকলকবিশেষ । বাহার উপর বিভিন্ন রঙে রাখিয়া চিত্রকর রঙ-কলার ।

বর্ণপাত (পুং) বর্ণস্ত পাতঃ । উচ্চারণকালে শব্দান্তর্গত বর্ণ-বিশেষের পতন বা উচ্চারণগ্রাহিত্য ।

বর্ণপাত্রে (স্ত্রী) বর্ণস্ত পাত্রঃ । চিত্রকারের রঙ-রাখিবার পাত্র, যে আধারে নীলী প্রভৃতি রঙ থাকে ।

‘মল্লিকা বর্ণপাত্রঃ ত্রাং তুলিকা লেখ্যকৃতিকা ।’ (শব্দমালা)

বর্ণপুষ্ক [ক] (পুং) বর্ণবস্তি পুষ্ণাপি বস্ত কপ্ । রাজতরুণী পুষ্ণবৃক্ষ । (রাজনিঃ)

• বর্ণপুষ্পা (স্ত্রী) বর্ণবস্তি পুষ্ণাপি বস্তাঃ ভীব্ । উটুকাতী পুষ্ণবৃক্ষ । (রাজনিঃ)

বর্ণপ্রকর্ষ (পুং) বর্ণের আতিশয্য, ঔজ্জ্বল্যের অধিক্য ।

বর্ণপ্রসাদন (স্ত্রী) বর্ণস্ত প্রসাদনং যমাং । অগুরুচন্দন । (রাজনিঃ)

বর্ণবিপর্যয় (পুং) বর্ণের বিপর্যয় । যেমন—হিংস ধাতু হইতে অক্ষরবিপর্যয় হইয়া সিংহ হইয়াছে ।

“বর্ণাগ্রমো বর্ণবিপর্যয়স্ত দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ ।

ধাতোক্তদ্বর্ণান্তিপনয়েন যোগগতভ্রূচ্যতে পক্ষবিধং নিকৃন্তং ॥”

(কাত্তরটীকার হর্গসিংহ)

কুলে শ্রোতসি সংকরে বস্য স্যাহবোদিসম্বয়ঃ ।

সংকরেভ্যম তচ্ছীলং সরোহরমথবা বহু ॥

আধ্যাক্ষসম্যচারণ চতুস্তম কৃতক পথি ।

হুবর্ণবস্ত বর্ণঃ বা কশীলং শান্তি সিন্ধরে ॥

সান্যাকুন্তু ভুতেষু সান্যাকুন্তুভুতু ৫ ।

অন্যকুন্তসং লোক হস্তিৎ ন বিজ্ঞাতে ॥

শব্দবিধি সংকর ন তস্য পরিব্রাজতে ।

কোষ্টমধ্যবরং লবং কুল্যসকং প্রযোজতে ॥

জ্যোত্স্নমসি শীলেন বিদীমঃ নৈব পূজয়েৎ ॥

অপি শূন্যং চ বর্জকং নববৃত্তমতিপূজয়েৎ ॥

আত্মানবাধ্যতি হি কৰ্ম্মভিন্নং রূপীলগাভিকুলৈঃ ওতাওতৈঃ ।

একটমপ্যন্ত কুলং ভবা বরঃ পুনাঃ একাংশ কুলতে বকরভঃ ॥

যোবিবভাহ সর্কীর সর্কীরিক্তরাহ ৫ ।

কমারানং ন কনকববুধতাঃ পরিবর্জয়েৎ ॥” (অনুপম ৮৫ অঃ)

বর্ণভেদ (পুং) বর্ণস্ত ভেদঃ । বর্ণের ভেদ, ব্রাহ্মণদি বর্ণের ভিন্নতা । ২ রঙের ভেদ ।

বর্ণভেদিনী (স্ত্রী) লভাক্ষিপণী ।

বর্ণয়ন্ত (ত্রি) বর্ণয়িসিঙি ।

বর্ণমাতৃ (স্ত্রী) বর্ণস্ত মাতের ককারাত্মকরগ্রন্থাৎ । ১ লেখনী ।

বর্ণমাতৃকা (স্ত্রী) বর্ণানাং বর্ণমালানাং মাতৃকেব । সরস্বতী ।

বর্ণমাত্রা (স্ত্রী) বর্ণস্ত মাত্রা । ককারাদি বর্ণের হ্রস্বলীর্ঘাদি মাত্রা ।

বর্ণমালা (স্ত্রী) বর্ণানাং মালা । ১ আতিমালা, বর্ণশ্রেণী ।

২ অক্ষরশ্রেণী । সংস্কৃতে বর্ণমালা ৫০টী, অপবিবরে বর্ণমালা

৫১টী । ভগ্নে ৫১টী বর্ণমালার নির্দেশ ও তাহার অপের বিধান

আছে । ইংরাজী বর্ণমালা ২৬টী, ফারসী ২০টী, আরবী ২৮টী,

পারসী ৩১টী, তুর্কী ৩০টী, হিব্রু ২২, রবী ৪১, গ্রীক ২৪,

লাটিন ২১, ডচ ২৬, স্প্যানীশ ২৭, ইতালীয় ২০, তাতার ২০২,

ব্রহ্ম ১২, চীনদেশে বর্ণমালা লক্ষাঙ্ক, এই লক্ষের সংখ্যা প্রায়

৮০০০ হাজার । [বর্ণলিপি দেখ ।]

বর্ণয়িতব্য (ত্রি) বর্ণীয়, বর্ণনযোগ্য ।

বর্ণরশ্মি (পুং) বর্ণসমূহ, বর্ণমালা ।

বর্ণরেখা (স্ত্রী) বর্ণা লিখ্যন্তেন্দ্রনয়ন্তি লিখ-করণে যজ্ঞ-রসায়না-রৈকাং । কঠিনী, বড়ি । (ত্রিকাঃ)

বর্ণলিপি, বর্ণ বা অক্ষরপ্রকাশক লেখনপ্রণালী (Alphabetic writing) ।

সত্যজাতি স্ব স্ব ভাষার মনোভাব ও অরপ্রকাশ করিবার

জন্ত যে সকল চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাকেই আমরা

সাধারণতঃ বর্ণ বা অক্ষর বলিয়া থাকি । জগতে সত্যজাতির

সংখ্যাও যত বেশী, তাহাভেদে ভাষাদের মধ্যে অক্ষরের প্রকার-

ভেদও তত বেশী । সত্যতার পুষ্টির সহিত বর্ণমালার পুষ্টি ।

ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর বা বর্ণমালার উৎপত্তি হইলেও

সর্বপ্রথম কোথায় ও কি রূপে বর্ণমালার উৎপত্তি হইল, তাহাট

আমাদের প্রথম আলোচ্য ।

বর্তমান সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিয়া সকলেই

স্বীকার করিতেছেন যে, বৈদিক সভ্যতাই জগতের সর্বপ্রথম

সভ্যতা । ভারতীয় আধিপত্য সেই বৈদিক সভ্যগণের বংশধর ।

যেহা বাউক, বৈদিককালে বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল কি না

এবং ভারতীয় বর্ণলিপির কোন্ সময়ে উৎপত্তি হইল ।

পাক্কাভ নত ।

মৌকম্বলগ্রন্থ পাঠ্যাজ পণ্ডিতগণের কথা এই, খৃষ্টপূর্ব

৪র্থ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে লিপি বা লেখনপদ্ধতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত

ছিল, অবচ তাহার সহস্রাবিক বর্ষ পূর্বে যেসের ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ ও

হুজ্জাপ প্রচলিত হইয়াছিল । একমাত্র কথ্যবৈদ্য ১০টী মণ্ডলের

মধ্যে ১০৫৮০টি শব্দ এবং প্রায় ১৫৩৮২৬টি শব্দ পাওয়া যায়। বর্ণন লিপি অজ্ঞাত ছিল, তখন এতগুলি শব্দ বিগত ও সংপূর্ণ ভাষাবন্ধে কিরূপে রচিত ও এত দীর্ঘকাল রক্ষিত হইল? তাহা কেবল বৃত্তি দ্বারা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। মোক্ষমূলর বলেন, একথা শুনিতে বিশ্বরজনক বটে, কিন্তু বিশ্বরের কোন কারণ নাই। ভারতীয় ছাত্রগণের কিরূপ অসাধারণ বৃত্তিগতি ও পাঠ্যব্যবহার কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি ছিল, তাহা আলোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকিবে না। তিনি নিজ উক্তির সমর্থনের জন্য খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দির শেষে লিখিত চীন-পরিব্রাজক ইৎসিং বর্ণিত শিঙলিঙ্গার পদ্ধতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইৎসিং ভারতীয় বালক-দিগের এইরূপ শিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন—‘প্রথমে শিশু ৪৯টি অক্ষর শিখে, তৎপরে ৬ষ্ঠ বর্ষে ছয়মাসের মধ্যে ১০০০ বৃত্তাক্ষর বা আর্কফলা অভ্যাস করে। ইহাতে তাহাদের দ্বিত্বিশেৎ অক্ষরাত্মক (বা অল্পষ্ট্ণ হ্রস্বের) ৩০০ শ্লোক অভ্যাস করা হয়। পরে আট বৎসরে তাহারা পানিনিব্যাকরণ শিখা করে; ইহাতে ১০০০ শ্লোক আছে, লিখিতে ৮ মাস সময় লাগে। তৎপরে দ্বাদশপাঠ ও ৩টি খিল শিখিতে আরম্ভ করে। দশ বর্ষ বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে খিল পাঠ শেষ হয়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পানিনির হ্রস্বভাষা শিখিতে আরম্ভ করে, ৫ বর্ষ মধ্যে পাঠ সমাধা হয়। হ্রস্বভাষা পাঠকালে একদণ্ড আলস্ত করিলে চলিবে না। দিবসে দুই বার করিতে হইবে। এই হ্রস্বভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিলে অপর শাস্ত্রে সম্যক অধিকার জন্মে না।’ এই প্রকার শিক্ষারীতির উল্লেখ করিয়া ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, ‘এইরূপ ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ করিয়া হুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ কঠিন করিতে পারে।’ তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, ‘তাহারা তাহাদের চারি-বেলাকে অভিশর তক্তিব্রহ্ম করেন, ঐ চারি বেলা প্রায় লক্ষশ্লোক আছে। বেদচতুষ্টয় কাগজে লিখিত হয় না, মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক বংশেই এমন কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছেন যে, সেই লক্ষ বেদমন্ত্র আয়ত্ত করিতে পারেন। আমি স্বচক্ষে একশ লোক দেখিয়াছি।’ ইৎসিংএর বিবরণী প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলিতে চান যে, সেই প্রাচীন বৈদিকযুগে শিক্ষারীতি অতি সুপ্রণালীবদ্ধ থাকিলেও তৎকালে পুস্তক, গ্রন্থ, চর্ম, পত্র, কলম, লিপি বা মণির কোন প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভারতবাসী এই সকলের নাম পর্যন্ত অবগত ছিলেন না। তাহাদের বিশাল সাহিত্য ছিল বটে, সে সমুদায়ই অতিবহন সহকারে মুখে মুখে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।*

তবে কোন্ সময়ে ভারতে বর্ণলিপির উৎপত্তি হইল? ইহার উত্তরে মোক্ষমূলর বলেন যে, এ পর্যন্ত ভারতে কত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অশোকলিপি সর্বপ্রাচীন। হুই প্রকার অশোকলিপি পাওয়া গিয়াছে—এক প্রকার লিপি দক্ষিণ হইতে বামদিকে লিখিত, এই লিপি স্পষ্টতঃ অরমীয় (Aramaean) বা সেমিটিক বর্ণলিপি হইতে উৎপন্ন। অপর প্রকার লিপি বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে লেখা। এই লিপি ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন অনুসারে যথানিয়মে সেমিটিক বর্ণলিপি হইতেই পরিপুষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় নানা প্রাদেশিক লিপির এবং বৌদ্ধাচার্যগণের হস্তে ভারতের বাহিরে বহু দূরদেশে যে সকল লিপি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে সমুদায়ের মূলই উক্ত দ্বিতীয় প্রকার বর্ণলিপি। তবে এটাও অসম্ভব নহে যে, অতি প্রাচীন কালে সেমিটিক লিপি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে তামিল বর্ণলিপি গৃহীত হইয়াছিল।† এইরূপে অধ্যাপক মোক্ষমূলর যে বৃত্তি দ্বারা ও অক্ষর-বিশাল মেথিয়া ভারতীয় বর্ণলিপিকে বিদেশীয় লিপিসমূহ বলিতে চান, তাহা নূতন কথা নহে। তাহার বহু পূর্বে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সন্ন উইলিয়ম জোন্স ভারতীয় লিপির সেমিটিক উদ্ভবের আভাস দিয়া যান।

তৎপরে কপ্প, লেপ্সিয়াস, বেবের, বেনকী, হুইটনি, পট, বেস্টারগার্ড, নর্স, লেনরমন্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অশোকলিপির আকারের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় লিপির সেমিটিক-মূলতা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক বেবের সাহেবের বিশেষ মত এই যে, পুরাতন কিলিক বর্ণলিপি হইতে এবং ডিকের মতে প্রাচীন দক্ষিণ সেমিটিক দিয়া আসীরাীয় কীললিপি হইতে বাহির হইয়াছে। টেলর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে ভারতীয় লিপি দক্ষিণ আরবের কোন প্রকার সেবীয় (Sabian) লিপি হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এ পর্যন্ত তাদৃশ প্রাচীন কোন সেবীয় লিপি আবিষ্কৃত না হওয়ার অবশেষে তিনি এরূপও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় লিপির আদি নিদর্শন হয় ত ওমান, হাদ্রাম, অরমা, নেবা অথবা অন্ত কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এদিকে অধ্যাপক ডোন্সন, টমাস, কানিংহাম প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদগণের মতে ভারত বীর বর্ণমালায় কত কোন দেশের নিকট গৃহীত নহেন। ডোন্সন স্পষ্টাকারে লিখিয়াছেন,—‘ভারত-বাসী আপনাদ্বারা যে অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তাহাভবের হুম্মতিহুম্ম-বিষয়ে হিন্দুগণ সত্যজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাহারা

* Max Müller, India, what can it teach us, p. 307-216.

† Max Müller's India, what can it teach us, p. 206.

লক্ষ্যাত্মক বর্ণের অপূর্ণ উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং স্বর-ভাৱের বর্ণের স্বর পার্থক্য জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এ ছাড়া তাঁহারা অক্ষরাত্মক চিত্রগঠনে যে অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও অনন্তসাধারণ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম বলেন যে, ভারতবাসীর অক্ষর মিশর দেশের চিত্র-লিপির স্থায় একই উপায়ে স্বাধীনভাবে গঠিত হইয়াছে। যেমন খননযন্ত্র হইতে অশোকলিপির খ, ঘ, হইতে অন্তঃস্থ ঘ, দন্ত হইতে দ, পাণিতল হইতে প, বীণা হইতে ব, লাঙ্গল হইতে ল, হস্ত হইতে হ, শ্রবণন্ত্র হইতে শ। ইত্যাদি।

ইহার পর কেনেডি সাহেব প্রকাশ করেন যে, ৭০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৩০০ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত বাবিলনের সহিত দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য চলিয়াছিল। কিনিক জাতিই সর্বপ্রথম ভারতের সহিত বাণিজ্যকার্যে লিপ্ত হন। সেই সময়েই ভারতীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে।

উত্তর পক্ষের মতামত আলোচনা করিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-শাস্ত্রবিৎ ডাক্তার বৃহল্ল, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এইরূপ প্রকাশ করেন— কানিংহাম যে ভারতীয় চিত্রলিপির উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অসমীচীন। দক্ষিণাভ্যে ডটপ্রোলু হইতে যে লিপি বাহির হইয়াছে, তাহার পর্যবেক্ষণ করিলে কখনই চিত্রলিপির সহিত সামঞ্জস্য করা বাইতে পারে না। বৃহল্লর নিজস্ব মতমত করিবার জন্য প্রকাশ করেন,—

খৃষ্টপূর্ব ৮২০ অব্দে উৎকীর্ণ মেসার পাহাড়ে যে প্রাচীনতম সেমিটিক অক্ষরের ধ্বজাম্বক (Phonetic) লিপি দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত ব্রাহ্মীলিপির বহু অক্ষরের অনেকটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তন্মধ্যে হ এবং ত এই দুইটা আবার দক্ষিণ মেসো-পোটামিয়ার খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগের হে এবং তউ এই দুই কিনিক অক্ষর হইতে বাহির হইয়াছে। এইরূপে শ এবং ব এই অক্ষরও খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অরমীয় অক্ষর হইতে পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্যিক ও লিপিশাস্ত্রীয় প্রমাণে ৬০০ ও ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে যে সকল অরমীয় লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি হইতে পারে না, এরূপ অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতক্ষেত্রে প্রাচীন অরমীয় লিপির অল্পরূপে আধুনিক স, ব, শ, অক্ষর গঠিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ৮২০ ও ৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই ভারতে সেমিটিক বর্ণমালা প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। বৌদ্ধদিগের বাবেকজাতক পাঠে জানা যায় যে, বাবেক (Babylon) হইতে ভারতে বাণিজ্য চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমভারতে তৎকাল

(ভবোচ) ও হুর্গাধক (হুগা) নামক হান সমুদ্র-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। বোধানন ও গৌড়মণ্ডপহত্যেও বাজীর উপর শুক আদারের ব্যবস্থা দেখা যায়। স্ববেদেও সমুদ্র-বাজার উল্লেখ আছে। সিরীর বণিকগণ বহু পূর্বকাল হইতেই পারস্তপসাগর দিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত। এইরূপে খৃষ্টাব্দের প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ প্রায় ২৭০০ বর্ষ হইতে চলিল কিনিকীয় (Phoenician) বণিকদিগের যাত্রা। ভারতে সেমিটিক লিপি আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহাই যুক্ত-স্বরবর্ণ সহ পরিপুষ্ট লাভ করিয়া খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী সর্বাঙ্গতন্ত্র ভারতীয় লিপিতে পরিণত হইয়াছে।

ডাক্তার বৃহল্লর যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পাস্তাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকগণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, যে যে প্রমাণ ও বৃত্তিবলে প্রসিদ্ধ জ্ঞানপণ্ডিত কিনিকলিপি হইতে ভারতীয় বর্ণমালার খৃষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ কিনিক বর্ণমালা এক অসম্পূর্ণ ও এক অল্পসংখ্যক যে, তদ্বারা ভারতীয় শাস্ত্র-সমূহের উচ্চারণপ্রক্রিয়া বা লিখনপ্রণালী কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। তিনি যে যে লিপির সহিত ব্রাহ্মী লিপির তুলনা দেখাইয়াছেন, তাহাও আমাদের বিবেচনায় ঠিক নহে। উত্তর প্রকার লিপি পাশা পাশি রাখিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ৪৮টা বর্ণমালার মধ্যে দুই একটীর সামঞ্জস্য দেখিয়া সকলগুলিকে কিনিক-বর্ণমালার সত্ত্বতি বলিয়া কোনক্রমে গ্রহণ করা যায় না। এ সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি ও প্রমাণ পরে লিপিবন্ধ হইতেছে।

বৈদিক বর্ণমালার উৎপত্তিকাল।

অতীত ইতিহাস বোষণা করিতেছে যে বহু সহস্র বর্ষ, এমন কি হিমপ্রলয়ের পূর্ব হইতেই আর্যসভ্যতার জ্বলন্ত অঙ্গুরিত হয়। যখন হিমালয় ভূগর্ভ হইতে মতকোত্তোলন করে নাই, যখন সমুদ্র আল্পশেল একটা নাড়াক্ত পর্বতরূপে উঠিতেছিল, যখন বর্তমান এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমষ্টির আধার ছিল, ভূতত্ত্ববিদ্য। আমাদেরকে জানাইয়া দিতেছে, সেই স্তম্ভ অতীত যুগে পশ্চিমে উত্তর ক্রমশঃ হইতে পূর্বে উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত আর্ক্যাডির 'প্রেন্টোকল' বা আদি জলভূমি সুবিভূত ছিল। আজ যে হান চির কুয়ারময় বলিয়া সুখী মানবের কষ্টদায়ক ও অসহ্য এবং উপায়ের কলমূলবৃক্ষাদি উৎপাদনের সম্পূর্ণ অল্পবৃত্ত বলিয়া গণ্য হইতেছে, সেই উত্তর-মহাদেশই এক সময় আর্ক্যেবগণের নন্দনকানন বলিয়া গণ্য ছিল। বতরিন হিমপ্রলয় ঘটে নাই, বতরিন কুয়ারসম্পাতে আর্ক্য-

ভূমি স্তরের (Arctic regions) প্রাকৃতিক বিপদ্য সাধিত হয় নাই,—সেই অতীত যুগে এসিয়া ও যুরোপের উত্তর মেরু দ্বীপ গ্রীষ্ম এবং উষ্ণ শীত ঋতুসঞ্চিত অর্থাৎ চিরবসন্ত বিরাজিত সকল উপাদেয় ফল মূলের উদ্ভাবন স্বরূপ ছিল, সেও ২১০০০ বর্ষেরও পূর্বকাল কথা।^১ তখন হইতেই বৈদিক জাতিগণের মধ্যে সভ্যতার স্রোত বহিতেছিল, তখন হইতে তাঁহারা নানা যোগযজ্ঞ ও জ্যোতিষিক তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

নানা স্তরের সম্পাদনকল্পে ঋষিগণের ক্রমের জ্যোতিষিক কঠিন সমস্যা উদ্ভিত হইয়াছিল। [বেদ দেখ] অক্ষপাত ব্যতীত সেই সকল সমস্তাপূরণ সম্ভবপর মনে! অক্ষপাত ব্যতীত কঠিন গণনা সাধিত কিরূপে হইত? কোন প্রকার চিক বা বর্ণবিভাস ব্যতীত কিরূপে অক্ষপাত করা যাইবে? সূতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অতিপ্রাচীন যুগ হইতেই বর্ণ বা অক্ষর-বিশেষের উৎপত্তি। কিন্তু কিরূপে লিপির সাহায্যে সেই সকল বর্ণ বা অক্ষপাত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে যে সেই আদি বৈদিকযুগেই নানাবর্ণমালার বা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বৈদিকমন্ত্র আলোচনা করিলেই জানা যায়। নানা বর্ণ বা অক্ষর সমাধান ব্যতীত সকল বৈদিক শব্দ সমুচ্চারিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

হিমপ্রদেশের পূর্বে যখন বৈদিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন মোটামুটি স্বীকার করা যায় যে, বৈদিক বর্ণ-মালার বিকাশও সেই সময়ে ঘটিয়াছিল। প্রাতিশাখা বা প্রতি-শাখার বৈদিক পঠনপঠনবিধি অনুসারে প্রতি মন্ত্রই ‘স্বরতঃ’ ও ‘বর্ণতঃ’ পাঠ করিবার নিয়ম আছে। সূতরাং আদি বৈদিক মন্ত্রসমূহ কেবল যে স্বরানুশ্রিত হইত তাহা নহে, বর্ণবিপণ্ডিত ছিল, তাহাও সকলে জানিতেন। অবশ্য এমন কোন প্রবল প্রমাণ নাই যে, আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, হিমপ্রদেশের পূর্বে স্ত্রমেরু-নিবাসী বৈদিক দেববিগণ যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহা অধিকৃত আকারেই আর্য্যাবর্তে পৌছিয়াছিল এবং এখন যে সকল বৈদিক মন্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমস্তই হিম-প্রদেশের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এটা অসম্ভব নহে, হিম-প্রদেশের সময়ে বিবম ভূবারসমূহের তরলীকৃত হইতে যে কল্পজন আর্য্যাস্তান রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে নাই। তাঁহাদের কণ্ঠধরন মেরু (Pamir) ও সমুদ্র হিমালয় প্রদেশে অবস্থানকালে তাঁহাদের মুখেই যে আদি বৈদিক মন্ত্র শুনিয়াছিলেন, তাহাই ‘প্রতি’ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সেণ, কাল, পাত্র ও জলবাহুর অবস্থাতেই পরবর্তিকালে সেই প্রতির উচ্চারণের যে কিছু কিছু পার্থক্য লা ঘটিয়াছিল, তাহা নহে এবং

স্থানবিশেষে আর্য্যাস্তান যে কেহ সেই আদি মন্ত্রগুলিও স্ব ব্যবহারোপযোগী করিয়া না লইয়াছিলেন, এমন নহে।

বেদের মন্ত্রপরিচায়ক ব্রাহ্মণগ্রন্থে লিখিত আছে—

“পথ্য্য স্বতিকনৌচী দিশং প্রাজ্ঞানং। বাগ্ বৈ পথ্য্য স্বতিঃ। তস্মাদবীচ্যাং বিশি প্রাজ্ঞাততরা বাগ্ভক্ততে। উন্নকে উ এষ যন্তি বাচং শিক্তুসু। যো বা তত আগচ্ছতি তন্ত বা শুক্রযন্তে ইতি স্মাহ। এবা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।”

(শাখ্যায়নব্রাহ্মণ ৭৬)

অর্থাৎ পথ্য্যস্বতি উত্তর দিক্ জানেন। পথ্য্যস্বতিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ষিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাবা শিখিতে যায়। যে লোক সেই দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে ‘তিনি বলিতেছেন’ এই বলিয়া তাঁহার (বেদবাণী) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এত স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত।

ঐ উত্তরদিক্ কোথায়? সেই স্থান কন্দীরের উত্তরে* মেরুর নিকট, যে স্থান হইতে সরস্বতী নদী বাহির হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের দ্বায় পারসিকদিগের বেদ বা আরিধর্ম্মগ্রন্থ অবস্থাতেও ‘হরকুইতি’ বা সরস্বতী বাগ্ভক্ততির স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আবন্তিক মতাবলম্বিগণ সারস্বত প্রদেশ ছাড়িয়া অনার্য্যসমাহুল স্ত্রমের উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় স্থানীয় প্রভাব ও বহু পুরুষ ধরিয়া ধর্ম্মবিপ্লববহুত্ব আদি আবন্তিক বা বৈদিক বাক্ বা শ্রুতি কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই অবস্তার এবং বেদে ভাষায় ও উচ্চারণে এত পার্থক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু আর্য্যাবর্তবাসী বৈদিক আর্য্যাস্তান-গণ সারস্বতসংস্রব পরিভ্যাগ না করায় এবং উত্তরদিকের সেই প্রাচীন বাক্যের প্রতিভে সন্তোষ রক্ষা করিয়া আসায় ভারতীয় বেদ আজও ‘প্রতি’ নাম বহন করিতেছে।

ভারতীয় বর্ণমালা ও লিপির উৎপত্তি।

ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ জ্যোতি-বিদ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত জ্যোতিষিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, গুরুবর্জ্বেদের শতপথব্রাহ্মণে এখন হইতে

* শাখ্যায়ন-ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার বিনায়ক ভট্ট লিখিয়াছেন,—

‘প্রজ্ঞাততরা বাগ্ভক্ততে কন্দীরে সরস্বতী কীর্ততে।’

এইরূপে তিনি কন্দীরেই সরস্বতীর স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত-পুরাণমতে সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান বিশ্বমেরু (১২০১৩০), বর্ধমান নাম সরীসূল হ্রদ। এক সময়ে এই সরীসূল পর্বাত কন্দীর দেশে বিস্তৃত ছিল। ইহা আর্য্যজাতির বাক্ বা বৈদিকী ভাষা শিক্ষার স্থান বলিয়া সরস্বতীর অপর নাম বাক্ বা ভাষা হইয়াছে।

প্রায় ৫ হাজার বর্ষ পূর্বকাল জ্যোতিষিক বিবরণ রহিয়াছে, স্ততরাং শতপত্রাক্ষরের কতকংশ যে ঐ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শতপত্রাক্ষরেরও বহুপূর্বে যজুঃসংহিতা এবং তাহার বহুপূর্বে ঋকসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত বালগদাখর তিলক তৈত্তিরীয়সংহিতা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, বালন্ত বিয়বদিন যুগনিরা-সংক্রমিত হইবার পূর্বে অর্থাৎ ৪০০০ খৃঃ পূর্বকালে ভারতীয় আধ্যাত্মিক জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন এবং ঋকসংহিতার প্রাচীনতর জ্যোতিষাংশ গণনা করিয়া দেখিলে স্থির হইবে যে, ৬০০০ খৃঃ পূর্বকালে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কেবল মহামতি তিলক বলিয়া নহে। প্রসিদ্ধ জন্মণ-জ্যোতিষী ও পুরাতত্ত্ববিদ জ্যাকোবি (Jacobi) বেদের জ্যোতিষাংশ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ ৩০০০ খৃষ্টপূর্বকালে বা এগুন হইতে প্রায় ৫০০০ বর্ষ পূর্বে ক্রব-নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। [জ্যোতিষ শব্দে ২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উক্ত প্রমাণবলে বলিতে পারা যায়, বেদসংহিতা ও তদন্তর্গত জ্যোতিষসিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করিবার জন্ত অজ্ঞাতঃ ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে বৈদিক বর্ণমালা ও কোন প্রকার লিপি-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এখানে এই আপত্তি করিতে পারেন, বেদের কোন অংশ যদি লিপিবদ্ধই হইয়া থাকিবে, তবে বেদের অপর নাম ক্রতি হইল কেন? এবং বেদসংহিতায় বা প্রাচীন কোন বৈদিক গ্রন্থে লিপি বা লিপিবাক্য কোন প্রকার শব্দের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বা কেন?

পূর্বেই বলিয়াছি যে, হিমপ্রলয় উপস্থিত হইলে আমি বাস ছাড়িয়া আধ্যাত্মসন্ধানগণ পূর্ব ক্রতি লটয়া দক্ষিণমুখে সরপস্ (পৌরাণিক বিন্দুসর ও বর্তমান সরীকুল) হ্রদের নিকট আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই স্থানই পরবর্তী বৈদিক ও আধুনিক আধ্যাত্মিকতার নিকট, পরে “প্রজ্ঞোকন্দ” বা প্রাচীনবালভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বেদের অনেক মন্ত্র এই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই স্থান হইতেই বৈদিক আধ্যাত্মিক সিদ্ধ, শতঙ্গ, আপন্য, গজা ও সরস্বতী-প্রবাহিত পঞ্চনদ ও সানন্দত ভূভাগে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহা ঋকসংহিতা হইতেই পাওয়া যায়। [আধ্যাত্ম দেখা।] আধ্যাত্মসন্ধানগণ যে “ক্রতি” লইয়া ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ঋকসংহিতায় (১০।৭১।৪) আমরা এইরূপ মন্ত্র পাইতেছি—

“উত্তমঃ পশুন ন মনস্বাচসুতঃ শুধুন ন শৃণোত্যনাম্।

উতো ক্রম তনবঃ বি সমে জায়েব পত্য উপতী যবাসাঃ।”

উক্ত ঋকটীর তাৎপার্থ্য এই—কোন কোন লোক বাক্যকে শ্রবণে অথচ দেখে না। আবার অপর লোকে বাক্যকে শুনে, অথচ ক্রম না। অপর লোক শুনাইলেও বাক্য তাহার নিকট অশ্রুতের মত থাকে, অর্থাৎ শুনাইলেও সে বুঝিতে পারে না। কামরমানা মনস্বী শোভনবস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিতা হইয়া নিজ পত্তিকে বৈষ্ণব দেখে সমর্পণ করে, দ্বাক্য সকলও সেইরূপ (পূর্বোক্ত) যিবিধ লোক ব্যতীত অন্য এক প্রকার লোককেই নিজ মূর্তি বা অঙ্গ সমর্পণ করিয়া থাকেন।

উক্ত প্রমাণে মন্ত্রের দর্শন, শ্রবণ ও মূর্তি পরিগ্রহ হইতে আমরা কি মনে করিতে পারি না যে অজ্ঞ, বিজ্ঞ ও মজ্ঞাসমূহ এই তিন প্রকার পাঠকই ছিল এক। এই সমস্ত দর্শনের বিপরীত বর্ণলিপি, শ্রবণের বিপরীত ক্রতি ও মন্ত্রমূর্তি বা মূর্তিবিশিষ্ট লিপি এই তিনেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। কোন অক্ষর বা চিহ্ন না থাকিলে বাক্যকে দর্শন করা যায় কিরূপে? সংহিতার অর্থ ব্রাহ্মণে অনেকটা বিশদীকৃত হইয়াছে। অথেষ্টেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।৩।৪) আছে—

“তে বা ইমে ইতরে ছন্দসী গায়ত্রী মভাবদেতাং বিভং নাবক্ষরাণ্যহু পথাগুরিতি নেতাশ্রবীন্ গায়ত্রী যথাবিত মেব ন ইতি তে দেবেষু প্রশ্ন মেতাং তে দেবা অত্রবন্ যথাবিত মেব ন ইতি তন্মাত্রাপ্যেতর্হি বিভাং ব্যাকর্থথাবিত মেব ন ইতি ততো অষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যাবত্য়াক্ষরা ত্রিষ্টুবেকাক্ষরা জগতী সাত্তাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন মুহুর্জং তাং গায়ত্র্যাবতীদাতপি মেহত্র্যাবিত সা তথোত্যশ্রবীং ত্রিষ্টুপ্ তাং বৈ নৈতৈরষ্টাভিরকরৈরুপসম্বোধীত তথোতি তা মূপ সমদধাদেতধৈ তদগায়ত্রী মধ্যান্নিনে যক্ষস্বতীয়-তোত্তরে প্রাতিপদো যশ্চাত্মচরঃ সৈকাদশাক্ষরা ভূষা মাধ্যান্নিনঃ সবন মুদয়চ্ছন্” ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেই অপর ছটটি ছন্দ (ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী) গায়ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন—তোমরা যে যাহা পাইয়াছ, তাহা আমাদের; সেই অক্ষর কমটী আমাদের নিকট ফিরায়া আসুক। গায়ত্রী বলিলেন—না, আমরা যে যাহা পাইয়াছি, তাহাই তাহার থাকুক। তখন তাঁহারা দেবগণের নিকট প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন। সেই দেবগণও বলিলেন—তোমাদের যে যাহা পাইয়াছ, তাহার তাহাই থাকুক। তখন গায়ত্রী আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর ও জগতীর এক অক্ষর হইল। সেট ব্রহ্মাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন নির্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মাক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ মাধ্যান্নিন সবন নির্বাহ করিতে পারেন নাই। গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন—আমি আসিতেছি, এখানে আমারও আস হউক। ত্রিষ্টুপ্ বলিলেন—তাহাই হইবে, তবে তুমি সেই আমাকে আট অক্ষর দ্বারা বৃত্ত কর। গায়ত্রী তাহাই হউক বলিয়া তাঁহাকে

আট অক্ষর যুক্ত করিলেন। তখন মাধ্যমিন সর্বনে মক্ষতীয় শব্দের যে দুই উত্তরবর্তী প্রতিপৎ আর যে অল্পচর আছে, তাহা গারগ্রীকে সেওয়া হইল। দ্বিষ্টপুণ্ড একাদশাক্ষরা হইয়া মাধ্যমিন সর্বন নির্বাহ করিলেন।

ঐতরের ব্রাহ্মণের অঙ্ক স্থলেও (১১১৫) দেখা যায়—

“অমৃষ্টভো বর্ণকামঃ কুবীণ্ড যয়োবা অমৃষ্টভোচ্চতুঃষট্টিরক্ষাগি।”

যিনি বর্ণকামনা করেন, তিনি দুইটা অমৃষ্টত্ব ব্যবহার করিবেন। দুই অমৃষ্টতে ৬৪ অক্ষর আছে।

ঋকপ্রাতিশাখ্যের মতেও অমৃষ্টতে ৬৪ অক্ষর আছে,—

“গাতিঃশব্দক্ষরাষ্টপু চত্বারোহষ্টাক্ষরাঃ সমাঃ।” (ঋকপ্রাঃ ১৬২৭)

অর্থাৎ প্রতিপাদে ৮টা অক্ষর করিয়া চারি পাদে ৩২টা অক্ষরে অমৃষ্টপু হ্রস্বঃ।

ঐতরের ব্রাহ্মণের অঙ্কস্থানেও “ভেভোহিত্তিত্তেভান্নয়ো বর্ণা অজারত্ব অকারঃ উ-কারঃ মকারঃ ইতি তানেকথা সমতবৎ তদেতৎ ওমিতি।” অর্থাৎ তাহার তিতর তিনটা বর্ণ হইয়া থাকে—অকার, উকার ও মকার; এই তিনটা একত্র হইয়া তবে ‘ওম্’ হইয়া থাকে।

এইরূপ উক্তি দ্বারা অক্ষর শব্দের স্পষ্টই বর্ণবাচকতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত ঐতরের ব্রাহ্মণে (১১৪৪)

“জ্যোতিভোতৈরৈবনং তৎ কামৈঃ সমকৃত্যতিত্ব দু পূর্বং পটলং”

ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও উদ্ধৃত প্রমাণটা পাওয়া যায়। (আশ্বলায়ন শ্রৌতঃ ৪।৬৩)

এখানে ‘পূর্ব পটল’ গ্রন্থাংশবাচী, স্তবরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অতীত প্রাচীন কালেও গ্রন্থবিভাগ ছিল এবং চক্ষুরক প্রভৃতি কোন কিছুতে গ্রন্থ লিখিত হইত।

ঋগ্বেদে ঐরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিলেও কেবল পান্চাত্য গ্রন্থাগারী পণ্ডিত বলিয়া মনে, এদেশীয় ইংরাজী অভিজ্ঞ অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, বেদ মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে, বৈদিক কালে লিখিবার প্রথা ছিল না। এ কারণ বেদে লিখিবার উপকরণ বা লিপির কোন উল্লেখ নাই,—এমন কি কিছুতেই তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন না যে, বৈদিক আখ্যগণ লিপির ব্যবহার জানিতেন। বাহারা সেই বহু সহস্রবর্ষ পূর্বে নানা বিঘ্নে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, শিকা দীকার বাচ্যদের সমকক্ষ সে সময়ে অপর কেহ ছিল কি না সন্দেহ, তাঁহারা পণ্ডিতে জানিতেন, অথচ লিখিতে জানিতেন না,—তাঁহারা নিরক্ষর (unlettered) ও লিপিজ্ঞানবর্জিত * ছিলেন, এরূপ উক্তি কি প্রমাণবাক্য মনে ?

আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি, ঋগ্বেদের সময় অক্ষর ছিল, বর্ণ ছিল এবং মন্ত্রস্মৃতিও অনেকের জানা ছিল। গুরুব্রহ্মসংহিতা (১৫৪)—“অক্ষরপণ্ডিত্বশ্চন্দঃ পদপণ্ডিত্বশ্চন্দঃ বিষ্টারপণ্ডিত্বশ্চন্দঃ কুরোব্রজশ্চন্দঃ” এইরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়। এখানে ভাষ্যকার মহীধর কুরোব্রজশ্চন্দ্রের অর্থ করিয়াছেন, “কুর বিলেখন-খননয়োঃ কুরতি বিলিখতি ব্যাপ্রোতি সর্কমিতি” ‘ব্রাজতে দীপাত ইতি ব্রজঃ’ অর্থাৎ কুর অর্থে বিলেখন ও খনন। বিলেখন ও খনন দ্বারা অক্ষরবন্ধ যে চন্দ্রঃ ব্রাজমান বা প্রকাশিত হয়, তাহাকে কুরব্রজশ্চন্দ্র বলে। এই কুরব্রজ শব্দ দ্বারা কি মনে হইতেছে না যে, এখন যেমন উড়িষ্যার খস্টী নামক কুরলপাকা আছে, বৈদিককালে সেইরূপ খুদিয়া লিখিবার উপযুক্ত কোন প্রকার লেখনী ছিল এবং লেখনী দ্বারা চন্দ্রঃ লেখা হইত। এই লেখন দ্বারা কি মনে হয় না যে, বৈদিক আখ্যগণ কোন প্রকার বর্ণলিপির ব্যবহার জানিতেন।

পান্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের নিরুক্ত ও প্রাতিশাখাগুলিকে বৃদ্ধদেবের পূর্ববর্তী অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। আমরা পূর্বে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, নিরুক্তের পূর্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন, কারণ নিরুক্তকার যাক পাণিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

[পাণিনি দেখ।]

পাণিনি লিপি, লিবি, লিপিকর, গ্রন্থ, বর্ণ, অক্ষর প্রভৃতি যে বহুতর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার সময়ে যে বর্ণলিপি ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি, তাঁহার সময় “শিণ্ডক্রন্দীয়” নামক বাগবোধক পুস্তক প্রচলিত ছিল, সে কথাও পাণিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পাণিনির পূর্বে বেদের প্রাতিশাখ্যের রচনা। এরূপ স্থলে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব ১০ম শতাব্দীরও পূর্বে প্রাতিশাখ্যের কাল ধরিতে হইবে। বেদের বিভিন্ন শাখার পঠন পাঠনে যে কিছু ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা হইতেছিল, সেই সকল দোষপরিহারের জন্য প্রাতিশাখ্যের সৃষ্টি।

পাণিনি হ্রস্ব করিয়াছেন, “লোপোহবর্ণনম্” অর্থাৎ কোন বর্ণের অবর্ণনকে লোপ বলা হয়। এই লোপ সম্বন্ধে প্রাচীন প্রাতিশাখাগুলিতেও বহু হ্রস্ব দৃষ্ট হয় যথা—

“লোপ উঃহাত্তোঃ সকারত্ব।” (অধ্বকপ্রাতিশাখা ২।১১) —

(বাজলনেরগ্রন্থঃ ৪।২৫, তৈত্তিরীয়গ্রন্থঃ ৫।১৪১)

“অন্তহোমস্ লোপঃ।” (অধ্বকপ্রাঃ ৩।৩২, = ঋকপ্রাতিঃ ৪।৫, বাজলনের প্রাতিঃ ৪।১, তৈত্তিরীয়প্রাতিঃ ১৩২১)

বেদ কেবল শ্রোতব্য হইলে, কখনই লোপের লক্ষিত্য থাকে না। তার পর যেকের প্রয়োগ। ঋক, যজুঃ, অধ্বক

প্রকৃতি সকল প্রাতিশাখাই রেকের নিরোগ ও রেকের পর
বাক্কনের বিকৃতিবান বর্ণিত আছে।

(ঋক্ প্রাতি ১৫, বাজসনেয় প্রা ১১০৪, অথর্ব প্রা ১১৫৮)

পুন্সগবি-প্রণীত সামপ্রাতিশাখাতেও এইরূপ লোপ, রেক ও
অবগ্রহের কথা পাইতেছি।

বেদ যদি কেবল ক্রটিতে পর্য্যবসিত থাকিত, তাহা হইলে
বেদে রেক, অবগ্রহের প্রয়োগ ও লোপ কোথায় হইবে এবং দ্বি-
কোথায় হইবে; এরূপ নিয়ম বিহিত হইবার কোন কারণ ছিল না।

তৈত্তিরীয়সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সেই আদি পূর্বকালে
ব্যাকরণ রচিত হইরাছিল এবং ইন্দ্রই সর্বাদিম শাস্তিক। যথা—
“বাক্ বৈ পরাচী অব্যাক্তা অবদৎ। তে দেবা অত্রবন্ ইমা
নো বাচং ব্যাকুরু। সোহব্রবীৎ বরং বৃণেমহং চৈব বাবাব
চ সহ গৃহতা ইতি। তন্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহাত। তামিত্রো
মধ্যাতোহবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তন্মাদিয়ং ব্যাক্ততা বাগুজ্ঞতে
তদেতদ্যাকরণশ্চ ব্যাকরণম্ ॥”*

ভাবার্থ এইরূপ—পুরাতনী বাক্ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে
মেঘগজ্ঞানের জায় অথগাকারে আবির্ভূত ছিল। তন্মধ্যে
কতটা বাক্য, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত না। তখন দেবগণ
প্রার্থনা করেন যে, বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে
মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ, প্রত্যেক পদের প্রকৃতি
স্পষ্ট করিয়াছিলেন। বাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি-
প্রত্যয়নিশ্চয় শব্দ বিশেষরূপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য।
ব্যাকরণ যখন ছিল, তখন বর্ণলিপি থাকিবারই কথা। বেদ
হইতে আরও দুই একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।
বাজসনেয়-সংহিতায় (১৭২) আছে—“একা চ দশ চ দশ চ
শতক শতক সহস্রক সহস্র চাবৃতক চাবৃত চ নিযুক্তক নিযুক্তক
প্রযুক্ত চার্ক দৃক জর্ক দং চ সমুজ্জ চ মধ্যাক অন্তশ্চ পরাধিঃ।”

পর্য্যাক্ সংখ্যা বুঝাইতে কেবল ক্রটির সাহায্য লইলে চলিবে
না, অঙ্কপাত করিয়া বুঝাইতে হইবে। ঋক্ সংহিতায় (৪৪০।১২)
দেখুন—

“হ বৈ হৃদ্যা বর্তাস্তমসাবিধাদায়ঃ।

অত্রয়ত্তমবিন্দন নহন্তে অশক্ বন্ ॥”

ভাবার্থ এই—অত্রয় রাহ নিজ ছায়ার দ্বারা হৃদ্যকে যে
বিচ্ছ করে, সে বেদ অত্রিগণই জানিতেন, অস্ত্র ঋষিরা তাহা
জানিতে সমর্থ হন নাই।

* “অত্র পরাচী পুরাতনী বাক্ বেদরূপিণী অব্যাক্ততা মেঘগজ্ঞানবশতঃ
কারা অবিদিতপদ্যাক্যপ্রভেদেতি বাবৎ। তামিত্রো মধ্যাতোহবক্রম্য মিচ্ছির
এতাবদিকং বাক্যং বাক্যো চৈতানি পদানি পরেবু চৈতঃ প্রকৃতঃ এত চ
প্রভায়া ইতোবসবক্রমং অবগ্রহা বচোনিভেননঃ কৃষোতানি” (ভাষা)

উক্ত ঋক্ হইতে সহজেই মনে উদয় হইবে যে, আত্রয়গণই
গ্রহণগণনার আদি গুরু। গ্রহণে যে মুখে মুখে হইতে পারে,
তাহা আত্রয়ের হস্তি অগম্য।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বৈদিক যুগে যদি বর্ণলিপি
মানতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গুরুমুখে শুনিয়া মুখে
মুখে বেদাভ্যাস করিবার নিয়ম রহিয়াছে কেন? এমন কি,
খুষীর ৮ম শতাব্দে চীনপণ্ডিত ইংসিং ভারতে আসিয়া স্বচক্ষে
দর্শন করিয়া এইরূপ বেদাভ্যাসের কথা লিপিবদ্ধ করিলেন কেন?

ধর্মশাস্ত্র গুরু মুখে শুনিয়া শিষ্য কণ্ঠ করিবে, এইরূপই
নিয়ম ছিল। কেবল বেদ বলিয়া নহে;—ইংসিং-এর বিবরণ
পাঠ করিলে জানিতে পারি যে, বৌদ্ধসমাজেও এইরূপ ধর্মগ্রন্থ
গুরুমুখে শুনিয়া কণ্ঠ করিবার রীতি ছিল।*

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পদ্ধতি এইরূপ থাকিলেও বেদ লিপি-
বদ্ধ হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদের নিরুক্তকায়
শব্দ লিখিয়াছেন,—

“সাক্ষাৎকৃতধর্ম্যণ ঋষয়ো বহুবৃন্তেহবরোভোহসাক্ষাৎকৃত-
ধর্ম্মত উপদেশেন মজান সম্প্রাহঃ। উপদেশায় গ্রায়স্তোত্রবরে বিম
গ্রহণারমং গ্রাহং সমামাসির্ভূর্বেদক বেদাঙ্গানি চ ॥” (নিক্ক ১২০)

বাহার্য ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার বা দর্শন লাভ করিয়াছেন, সেই
সকল ঋষি, বাহার্য ধর্ম্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই অর্থাৎ
ক্রতুবিধিগকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্রসমূহ প্রদান করেন, সেই
ক্রতুবিগণ আবার উপাধ্যায়রূপে উপদেশ দ্বারা ‘গ্রহতঃ’ ও
‘অর্থতঃ’ মন্ত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। তাহার আবার অর্থ-
গ্রহণে অক্ষম শিষ্য দেবিয়া খেদযুক্ত হইয়া বুঝাইবার জন্য এই
গ্রহ (নিযুক্ত), বেদ ও বেদাক সঙ্কলন করেন। কাহার দ্বারা
সেই বেদ বেদাক সঙ্কলিত হয়? তবিলে নিরুক্তকাকার
চর্চাচার্য লিখিয়াছেন,—

“স্বগ্রহণায় ব্যাসেন সমারাতবতঃ। তে একবিশতিধা
বহুচ্যাম্। একশতশা আধ্ব্যাব্যং সহস্রশা সামবেদং। নবশা
আথর্কশং। বেদাঙ্গান্তি। তন্ম যথা। ব্যাকরণমষ্টধা নিরুক্তং
চতুর্দশা ইতোবদ্যি। এবং সমামাসির্ভূর্বেদেন গ্রহণার্থং।
কথং নাম তিরাচ্ছতানি শাস্ত্রানি লবুনি তথং গৃহীত্বয়েতে
শক্তিহীন্য অদ্যাব্যো মহাব্য ইতোবদ্যং সমামাসির্ভূতি।”

সহস্রবোধ্য করিবার জন্য ব্যাসের দ্বারা তাহার বেদ
সঙ্কলন করাইলেন। (তন্মধ্যে) বহুশব্দকৃত কথেন ২১টা শাখার,
অধ্ব্যুর কার্য সম্বন্ধীয় বহুর্কোষ ১০১ শাখার, সামবেদ ১০০০
শাখার, অথর্কবেদ ১১ শাখার বিস্তৃত হয়। বেদাঙ্গও এইরূপে
ভাগ করা হইরাছিল, (যথা) ব্যাকরণ ৮ ভাগ, নিক্ক ১৬ ভাগ।

* Max Muller's India, what can it teach us? p. 811.

“সি গাথলখলিখিতে শুণ অর্থবুদ্ধা

বা কন্ত ইবুশ ভবেন মম ভাং বরোথাঃ।” (ললিতবিস্তর ১২ অঃ)

(শাক্যসিংহ বলেন) যে কন্তা গাথলখ লিখিতে এবং গাথার অর্থগ্রহণে শুণবতী হইবেন, তাহাকে আমি বিবাহ করিব।

উক্ত গাথা হইতে কি আমরা জানিতে পারিতেছি না যে, আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে এদেশে লিপিজ্ঞানকুশলা সম্রাট-মহিলারও অভাব ছিল না। আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে যেখানে কন্তা লিখিকুশলা না হইলে রাজকুমারের পত্নী হইবার যোগ্য হইতেন না, সে দেশে বর্ণলিপির চর্চা কত প্রাচীন তাহা সহজেই অনুমেয়। ললিতবিস্তরের গাথাতেই লিপিশাল (১) ও লিপিশাস্ত্রের (২) উল্লেখ থাকার স্পষ্ট জানা যাঠিতেছে যে, সেই পুরাতন কালেও লিপিলিখা দিবার উপযোগী পাঠশালা এবং নানা দেশীয় লিপিজ্ঞানের উপযুক্ত লিপিশাস্ত্র (Palaeography and Epigraphy) প্রচলিত ছিল।

ব্রাহ্মী প্রভৃতি লিপির উৎপত্তিকাল।

যে প্রাচীন কালের কথা হইতেছে, সে সময়ে ভারতে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহাই এখন আলোচ্য।

উক্ত ললিতবিস্তরে ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা—

ব্রাহ্মী ১, ধারোত্তী ২, পুষ্করসী ৩, অঙ্গলিপি ৪, বঙ্গলিপি ৫, মগধলিপি ৬, মাজল্যলিপি ৭, ময়ূষলিপি ৮, অম্বুলীলিপি ৯, শকারিলিপি ১০, ব্রহ্মবঙ্গীলিপি ১১, ত্রাবিড়লিপি ১২, কিনারিলিপি ১৩, দক্ষিণলিপি ১৪, উগ্রলিপি ১৫, সংখ্যালিপি ১৬, অম্বুলোমলিপি ১৭, অর্দ্ধধম্বলিপি ১৮, দরদলিপি ১৯, খাতলিপি ২০, চীনলিপি ২১, হুণলিপি ২২, মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি ২৩, পুন্ডলিপি ২৪, দেবলিপি ২৫, নাগলিপি ২৬, যক্ষলিপি ২৭, গজকর্কলিপি ২৮, কিসরলিপি ২৯, মহোরগলিপি ৩০, অম্বরলিপি ৩১, গরুড়লিপি ৩২, যুগচক্রলিপি ৩৩, চক্রলিপি ৩৪, বায়ুমকলিপি ৩৫, ভোমদেবলিপি ৩৬, অন্তরীক্ষদেবলিপি ৩৭, উত্তর-কুরুদ্বীপলিপি ৩৮, অপরগোড়াদিলিপি ৩৯, পূর্ববিদেহলিপি ৪০, উৎকলপলিপি ৪১, নিকেলপলিপি ৪২, বিকেপলিপি ৪৩, প্রাক্‌প-

লিপি ৪৪, সাগরলিপি ৪৫, বঙ্গলিপি ৪৬, লেখপ্রজিলেখলিপি ৪৭, অম্বুজলিপি ৪৮, শাস্ত্রাবল্ললিপি ৪৯, পদনাবল্ললিপি ৫০, উৎকলপলিপি ৫১, বিকেপলিপি ৫২, পাদলিখিতলিপি ৫৩, বিকল্পরপদলিপি ৫৪, বশোত্তরপদলিপি ৫৫, অখ্যাহারিণীলিপি ৫৬, সর্করতসংগ্রহীলিপি ৫৭, বিভাঙ্কলোমলিপি ৫৮, বিমিশ্রিতলিপি ৫৯, অবিভক্তপত্রলিপি ৬০, ধরদীপ্রেক্ষলিপি ৬১, সর্কোবধিনিষাঙ্কলিপি ৬২, সর্কসারসংগ্রহী ৬৩ ও সর্কভূতকট-গ্রহণীলিপি ৬৪, এই ৬৪ প্রকার লিপি। (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)

যে ললিতবিস্তরে উক্ত লিপিসমূহের নাম উদ্ভূত হইল, সেই গ্রন্থখানি চূ-ক লন্ কর্তৃক ৬৯ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এরূপ হলে মূল গ্রন্থ সর্কর প্রচারিত এবং তৎপরে চীনদেশে নীত হইতে অর সময় লাগে নাই। পাশ্চাত্য ও এ দেশীয় রাজস্রোশ মিত্রপ্রমুখ পণ্ডিতগণ ললিতবিস্তরকে খৃঃ পূর্ব ২য় শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা কিন্তু তদনুসারে প্রাচীন বলিয়াই মনে করি। সম্রাট অশোকের যত্নে যেমন বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থ পশ্চিমে গ্রীস, উত্তরে মোঙ্গলীয়, পূর্বে ককোজ ও দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত ধর্মপ্রচার্যগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সভ্যজগতের প্রায় সকল স্থান হইতে লোক আসিয়া অশোকের সাম্রাজ্য মধ্যে নানাকার্য উপলক্ষে বসতি আরম্ভ করিয়াছিলেন,—এসময়ে ভারতে নানা বিদেশীয় সংস্রবে যত প্রকার লিপি বা বর্ণমালা প্রচলিত হইয়াছিল, তৎপূর্বে আর কোন সময়ে এমন হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি না। ভারতীয় বৌদ্ধগণের সেই সুবর্ণযুগে এখানে যতপ্রকার লিপি প্রচলিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ললিতবিস্তরকার সেই সমুদয় লিপিরই উল্লেখ করিয়াছেন।

সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্রামদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, ৫৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দে বুদ্ধদেবের নির্বাণ এবং নির্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৫ খৃঃপূর্বাব্দে অশোকের সাম্রাজ্যভিষেককাল সম্পন্ন হয়। [প্রিয়দর্শী শব্দে বিদ্যুত বিবরণ প্রদেয়]

তৎপরে অশোকের রাজধানীতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত থাকা কিছু বিচিত্র নহে। এই সময়ে গ্রীক নাবিক নিরখাসের (Nearchus) বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভারতবাসী কার্ণাসবর অথবা কাগজে অক্ষরযোজনা করিত। তাহার কিছুকাল পরে

* Beal's Romantic Legend of Sakya Buddha, Introduction.

+ শকাধিপ কনিষ্ঠের অধিকার উত্তরে যেমন, পশ্চিমে পারস্ত এবং পূর্বে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল খ্রিষ্ট, কিন্তু তিনি খ্রীঃ ১ম শতাব্দে বিহারান ছিলেন; তৎপূর্বে যে ললিতবিস্তর রচিত হয়, তাহা খ্রীঃ ১ম শতাব্দীর চীন অনুবাদ হইতেই প্রাপ্ত।

(১) “শাস্ত্রাণি বানি প্রচরন্তি চ দেবলোকে
সংখ্যা লিপিক পদমাংশি চ ধাতুতন্ত্রা।
যে লিঙ্গযোগ পৃথু লৌকিক এ প্রমেয়-
স্তেমে, শিকিছু পুরা বহুকরকোষ্টঃ।
কিঞ্চ জনস্ত অনুবর্তনভাং করোতি
লিপিশালসাগরুঃ হ্রলিকিতলিঙ্গার্থঃ।” (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)

(২) “লোকোত্তরেণ চতুঃ সভাপথে বিধিভো
হেতু প্রতীত্যকুলো বধ সত্তবতি।
বধ চানিরোধকরুঃ সংভূতনীতিভা-
ত্ত্বনিবিধিঃ কিম্বো লিপিশাস্ত্রমবোঃ।” ই

গ্রীকদূত মেগেস্টিনিস্ মগধরাজ্যের বর্ণনা উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসী ১০ ঠেডিসাস্ অন্তর শাখাপথ ও তদন্তর্গতী হ্রাতের দূরত্ববিজ্ঞাপক ক্রোশাথযুক্ত প্রস্তরফলক (mile-stone) রাখিতেন। প্রস্তরে লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা স্রে সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল; অশোকের অন্তঃশাসন এবং তঁহারও বহুপুর্বে কপিলাবাস্তর নিকটবর্তী পিপরাবা গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-সংরক্ষিত প্রস্তরপাথরের উপর উৎকীর্ণ খোদিত লিপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। পিপরাবা-লিপি হইতে এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, খৃঃ পূর্বে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বেও ভারতবর্ষে প্রস্তরে লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী গিরিভঞ্জে জরাসন্ধ-কা-বৈঠক ও ভীমজরাসন্ধের রণরঙ্গভূমির মধ্যস্থলে চিএ-লিপি ও কীলরূপা শিরলিপির মধ্যাকারের লিপি পর্কতগায়ে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার উপর দিয়া বহুকাল হইতে গো-মহিষাদির গমনাগমনের পথ হওয়ার সেই প্রাচীনতর লিপি অনেকটা অস্পষ্ট ও অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যতপ্রকার লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে সেই মগধলিপি সর্বাঙ্গোপাঙ্গী প্রাচীন। কে বলিতে পারে, তাহা জরাসন্ধের সময়কার লিপি নহে?

যাহা হউক, এখন আমরা জানিতেছি যে ২২ শতবর্ষ পূর্বে ভারতবাসী ৬৪ প্রকার লিপি অবগত ছিলেন। ঐ ৬৪ লিপির মধ্যে কতকগুলি সম্রাট অশোকেরও বহুপূর্বে হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। জৈনদিগের সুপ্রাচীন “সমবায়সূত্র” নামক ৪র্থ অঙ্কে লিখিত আছে—

“বস্তী এণং অঠারসবিহ লেখ্ কবিহানে। বস্তী জবণালিয়া দইউরিয়া * ধরোটিয়া পুঙ্খরসারিয়া † পহারায়া উচ্চর-কুরিয়া অখ্ কুরপুথিয়া ভোমবইয়া ‡ বেকথেইয়া নিখ্কেইয়া § অংকলিবি গণিছলিবি গঙ্কবলিবি আছসুগলিবি মাহেসরলিবি দামিলিবি বোলিলিবি।”

ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লেখন প্রক্রিয়ার নাম—ব্রাহ্মী ১, যবনানী ২, দণ্ডোত্তরিক ৩, খরোষ্ঠীকা ৪, পুঙ্খরসারিকা ৫, পার্শ্বতিকা ৬, উত্তরকুরুকা ৭, অঙ্করপুথিকা ৮, ভোমবহিকা ৯, বাকপিকা ১০, নিকোপিকা ১১, অঙ্কলিপি ১২, গণিতলিপি ১৩, গঙ্কলিপি ১৪, আদ্যলিপি ১৫, মাহেশ্বরলিপি ১৬, ব্রাবীড়ী-লিপি ১৭ ও বোলিলী বা পোলিলা লিপি (?)।

জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ পদবনা (প্রজাপনা) হুয়ে উক্ত ১৮টা লিপির উল্লেখ আছে। লিপিকরের দোষে বিভিন্ন পৃথিতে সামান্ত পাঠভেদ মাত্র লক্ষিত হয়। প্রজাপনাসূত্রের টীকাকার মল্লগিরি লিখিয়াছেন—

“ব্রাহ্মী যবনানীত্যান্যো লিপিভেদান্ত সম্প্রদায়াবশেষঃ”

অর্থাৎ ব্রাহ্মী, যবনানী ইত্যাদি ১৮ প্রকার লিপি বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে উদ্ভব।

জৈনশাস্ত্র মতে জৈনাস্ত্রসমূহ মহাবীর স্বামীর সময়ের প্রথম প্রচারিত এবং বীরনির্ধারণের ১৬৪ বর্ষ পরে (৩৬৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে) পাটলিপুত্রের ত্রীসজ্বে সংগৃহীত হয়। এরূপ স্থলে বলিতে পারা যায় যে, সম্রাট অশোকের পূর্বে ভারতে ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল।

যবনানী।

যবনানীলিপি দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, মাকিদন-বীর আলেক্সান্দারের সময় এদেশে গ্রীক যবনগণ যে লিপি প্রবর্তন করেন, তাহাই যবনানীলিপি। এই যবনানী শব্দের উল্লেখ পাইয়া মোক্ষমূলর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য অধ্যাপক অষ্টাধ্যায়িসূত্রকার পাণিনিকেও ঐ সময়ের লোক বলিতে চান। কিন্তু পাণিনিহুত্রের বার্ষিককার ও মহাভাষ্যকার ‘যবনানী’ শব্দের লিপি * অর্থ করিলেও পাণিনি কোথাও স্পষ্টাক্ষরে এরূপ অর্থ প্রকাশ করেন নাই, স্ত্রীলিঙ্গে যে সকল শব্দের উত্তরে ‘আগুক্’ হয়, তিনি দৃষ্টান্তরূপে সেই সকল শব্দের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন †। যাহা হউক, যবনানী শব্দ আধুনিক সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। যবন (Ionian)-দিগের অভ্যুদয় অতি প্রাচীন। আমরা অন্তর্ভুক্ত দেখাইয়াছি যে, খৃঃ পূর্বে ১০ম শতাব্দীে যবন বা যোনজাতির পরাক্রম সর্বত্র ঘোরিত হইয়াছিল। তৎপূর্বে যবনজাতির অভ্যুদয়। রামায়ণ মহা-ভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও যবনজাতির বিশেষ উল্লেখ আছে। যবনানী বলিলে বহু প্রাচীন কীলরূপা (Cuneiform) লিপির বৃদ্ধি। [যবন দেখ।]

পুঙ্খরসারী।

সমবায়সূত্র ও ললিতবিস্তরে যে “পুঙ্খরসারী” লিপির উল্লেখ আছে, তাহাও ভারতের এক অতি প্রাচীন লিপি। পাণিনি পুঙ্খর-সারীর উল্লেখ করিয়াছেন।

উত্তরকুরুকা ও গঙ্কলিপি প্রভৃতি।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে উত্তরকুরু ও উত্তরমস্ত্রের উল্লেখ আছে।

* ‘যবনালিপি’—পাঠান্তর। † ‘দোষউরিয়া’—পাঠান্তর।

‡ ‘ভোমবহিকা’—পাঠান্তর।

§ ‘ব্রাবীড়ী’ ‘পিরাহইয়া’ বা ‘বেগলিরা নিইয়া’—পাঠান্তর

* ‘যবনালিপি’ ইতি বক্তব্য—‘ব্রাহ্মী’। ‘বোহো’ বোহো যবনানী। যবনালিপ্যাৎ। যবনানী লিপিঃ।—মহাভাষ্য (৪।১।৪৯। সূত্রে)

† ‘ইন্দ্রবজ্রপদবল্লভব্রহ্মবিদ্যারাম-যবনভাট্টলম্বাধ্যায়ানুসারে’ পাঠান্তর।

তথ্য বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তাহাও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়। যুগ যজ্ঞের নির্ধারণের জন্য যেমন জ্যোতিষের প্রয়োজন, সেইরূপ ওষধিও জানা আবশ্যিক। [ওষধি দেখ।] এই জন্ত অক্ষলিপি ও গণিতলিপিও সেই প্রাচীনকালে প্রচলিত হইয়াছিল। পক্ষারে প্রচলিত লিপিই সম্ভবতঃ গচ্ছক-লিপি। পক্ষারের সহিত অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদিক আখ্য-গণের সংগ্রহ। এখানকার লিপিও নিত্য আধুনিক নহে। ধর্মোক্তিগুলির প্রসঙ্গে এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

মহেখরলিপি।

পাণিনিমুদ্রে যে ১৪টা প্রত্যাহার আছে, সেই ১৪টা শিবমুদ্র বলিয়া বরকটি, পতঞ্জলি প্রকৃতি বৈয়াকরণের নিকট পরিচিত। এদেশে সর্কসাধারণ বৈয়াকরণগণের বিশ্বাস যে, মহেখরই সর্কপ্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। বেদান্তের অন্তর্গত শিক্ষাতেও দেখা যায় যে মহেখরই ৬৪ অক্ষর প্রকাশ করেন। বাহা হউক, পাণিনির বহু পূর্বে যে শিবমুদ্রের উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনপরিব্রাজক হুইংসিং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দির শেষভাগে ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রশিক্ষা করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'সিদ্ধিরন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণমালাসম্বন্ধীয় যে মহেখর রচিত "সিদ্ধান্ত" ৬ বর্ষের বালকেরা প্রথম মুখস্থ করিয়া থাকে, ইহাতে ৪৯টা অক্ষর, তাহার সংস্কৃতাক্ষরগুলি আবার ১৮শ ভাগে বিভক্ত, ইহাতে সর্কপুত্র ১০০০ শব্দ এবং অন্তর্গত ছন্দের ৩০০ শ্লোক।' অধ্যাপক মোক্ষমূল্যের বিশ্বাস যে উহাই 'শিবমুদ্র'। (১) কিন্তু হুইংসিং পাণিনিরচিত ১০০০টা শব্দকেই শিবের প্রত্যাদিষ্ট মূদ্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সেই শিবমুদ্র যে লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই সম্ভবতঃ মহেখরলিপি। অথবা পাণিনিতে যে মহেখরসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, তাহাদের ব্যবহৃত লিপিই মহেখর লিপি।

আদর্শকলিপি।

পতঞ্জলি মহাত্মা আখ্যাবর্তের সীমানির্দেশকালে লিখিয়াছেন,—“প্রাগাদর্শীং প্রত্যাকালকবনাং,” আদর্শের পূর্বে ও কালকবনের পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণে ও পরিপাণ্ডের উত্তরে আখ্যাবর্ত অর্থাৎ আখ্যাবর্তের পশ্চিম সীমায় আদর্শ। সমুদ্র-সহিতায় আখ্যাবর্তের পশ্চিম সীমায় সমুদ্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপস্থলে সমুদ্রের পূর্বে পার হইতে আখ্যাবর্তের অবস্থান স্থির করিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণাদিতেও ভারতের পশ্চিম সীমা ববন (Ionia) নির্দেশ আছে। এরূপ স্থলে আদর্শ প্রাচীন মিশর

বা ফুফু রাজ্য হওয়াই সম্ভব। তথাকার প্রাচীন লিপিই সম্ভবতঃ আদর্শকলিপি। সেই লিপির আদর্শ লইয়া পাশ্চাত্য সভ্যজাতিসমূহের লিপির উৎপত্তি হওয়ার সেই প্রাচীন চিত্রলিপির “আদর্শলিপি” নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

প্রাক্কালিপি।

দাক্ষিণাত্যের লিপিতত্ত্বপ্রণেতা ম্যুরেল সাহেবের মতে প্রাক্কালিপি অশোকের (ব্রাহ্মী) লিপি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ইহাও সেই এক মূল লিপি বা সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত। জাভিডের বট্টলেস্তু নামক প্রাচীন লিপির “ই” ও “উ” এই দুইটা স্বর “ব” ও “ব” হইতে সামান্যই পৃথক্, অথচ সেমিটিক লিপির সহিত সাদৃশ্য আছে। ভারতের ব্যবহারোগ্রহণী করিয়া লইলেও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। ডাক্ষার বৃহল্লর বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের তটী-প্রান্ত হইতে যে প্রাচীন অশোক-কাকের লিপি বাহির হইয়াছে, উত্তরভারতীয় অশোকলিপি হইতে ইহার সামান্যই পার্থক্য লক্ষিত হয়। দক্ষিণভারতীয় উক্ত লিপির ‘আ’ উত্তরভারতীয় ‘অ’কারের মত; উত্তরভারতীয় অশোক-লিপির ব্যঞ্জনের সহিত ‘আ’কারের চিহ্ন একটা সমান্তর রেখা, কিন্তু দক্ষিণভারতীয় লিপিতে ঐরূপ সমান্তর রেখার পরিবর্তে ব্যঞ্জনের সাধারণ (।) এইরূপ একটা উর্দ্ধরেখা অঙ্কিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, অতি পূর্বকাল হইতেই এই দুই লিপির কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ফিনিকীয় বণিকদিগের সহিত দক্ষিণভারতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। বাইবেলে সলোমনের মন্দির ‘ফুফু’ নামে পরিচিত, জাভিডে এখনও মন্দিরকে ‘তোকেই’ বলে। সুতরাং বাইবেলোক্ত ‘ফুফু’ দক্ষিণভারত হইতে গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে দক্ষিণভারতে বাণিজ্যকরে ফিনিকদিগের দ্বারা যে লিপি প্রচারিত হয়, তাহাই উত্তরভারতে ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল।

জাভিডের সহিত ফিনিকদিগের বহু পূর্বকাল হইতে সংগ্রহ ঘটিলেও ফিনিকলিপি জাভিডেরা গ্রহণ করিয়াছেন, অল্পমান ভিন্ন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণের অভাব। রামায়ণের সময় হইতে জাভিডে বৈদিক আদ্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যবাসী হনুমান সর্কপাত্রদণ্ডী বেদজ বলিয়াই বাণীকির রামায়ণে পরিকীর্ণিত হইয়াছেন, তিনি রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরী লইয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন। এরূপস্থলে সলোমনের বহুপূর্বে যে দক্ষিণাধারের কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। জাভিডী সভ্যতা অতীত পুরাতন, তাহা পুরাবিদ্য সাহেবই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, জাভিডী সভ্যতার ফিনিক-

(১) Maxmuller's India, what can it teach us, p. ৪৪৪.

(২) “আদ্যমুদ্রাং হু বৈ পূর্ণাং আদ্যমুদ্রাং হু পণ্ডিতাং।

জগদেখ্যভারতঃ সিন্ধো রাজ্যকর্তা বিদ্যুৎকঃ।” (২৫২)

গণ আলোকিত হইয়া থাকিবেন। এ সম্বন্ধে এস্থলে দুই এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না।

ফিনিক্-(Phoenician)-গণ প্রাচীন গ্রীক ও জর্জণগণের নিকট ফোনিক বা ফনিক নামে পরিচিত। ফনিক্ জাতিতে আদি বণিক্জাতি বলা যাইতে পারে। ফনিক্ ও বণিক্ শব্দে উচ্চারণগত বেশী পার্থক্য নাই। সেমিটিক ফে = প।

ঋগ্বেদের বহুস্থানে 'পণি' শব্দের উল্লেখ আছে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৩০ সূক্তের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য 'পণি' শব্দের 'বণিক্' অর্থ করিয়াছেন। এদিকে পাণিনির উণাদিসূত্র অনুসারে 'পণ'ধাতু হইতে 'বণিক্' শব্দ নিশ্চয় হইয়াছে, সুতরাং পণিক্ ও বণিক্ একই কথা। ঋগ্বেদে পণি-গণ গোতৃগণ-বাবসারী অথচ সমৃদ্ধিশালী জাতিরূপেই পরিচিত। দুগ্ধ, ক্ষীর ও ঘৃতাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী তাঁহাদের 'চতুঃশৃঙ্গ' ও 'দশযজ্ঞ উৎস' (৬৪৭।২৪) নামক যজ্ঞ ছিল। অজিরা প্রভৃতি বেদোক্ত যাজ্ঞিকগণ তাঁহাদের ঘোর শত্রু ছিলেন; সর্বদাই তাঁহাদের গোদান কাড়িয়া লইতেন। একারণ উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইত। পণিগণ 'অক্রুতু' ও 'অযজ্ঞ' বলিয়া ঋষিদিগের নিকট ছেয় ছিল। ঋকসংহিতা মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলে মনে হইবে যে, বৈদিক আর্য্যগণ ভারতে যখন প্রবেশ করেন, সেই সময়ে পণিগণ এখানে বসতি করিতেছিল। তৎকালে এখানকার লোক সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহাও ঋকসংহিতা হইতে জানা যায়। পণিরা ব্যবসা বাণিজ্য করিত (১৩৩৩)। অনেকের বেশ টাকা কড়ি ছিল (৪২৪।৭)। টাকাও ধার দিত। বৃদ্ধিমান বলিয়াও গণ্য ছিল। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দে হিরোদোটস্ লিখিয়াছেন, 'ফিনিক্গণই আদি বণিক্ বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহারা পূর্বে পারস্তোপসাগরকূলে বাস করিত'। কেহ কেহ একপংক্তি লিখিয়াছেন যে, আকগানিহানেই তাহাদের আদিবাস।* ফিনিক্গণ 'কেদমস্' (Kedmus) বা প্রাচ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিত। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ পূর্বভারতকে (মগধ) Prasii বা প্রাচ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে স্থলে মনে হয় যে, পণিগণের সর্বাধিম বাস কীকট বা মগধ। ঋগ্বেদেও কীকটের গোপ্রাধান্ত বর্ণিত হইয়াছে†। গোই পণিগণের সর্বস্বধন। বৈদিক যাজ্ঞিকগণের উৎপীড়নে ও আক্রমণে পরাস্ত হইয়া ক্রমে তাহারা কেহ দাক্ষিণাত্যে, কেহ বা পশ্চিম দিগা প্রথমে আকগানিহান, তথা হইতে পারস্তোপসাগরের উপকূল, তথা হইতে আরব এবং আরব হইতে তাহারা তাহাদের সৌভাগ্যকেন্দ্র কিনিসিয়ায়

গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল। তৎপরে সভ্যতার লীলাস্থলী মিশরপ্রান্ত ও ভূমধ্যসাগর তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়।

এখন কথা হইতেছে, পণিক্-(ফনিক্) গণ যখন ভারত হইতেই যুরোপে গিয়াছে, তখন যুরোপীয় ফনিক হইতে ভারতীয় লিপির উৎপত্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? আমাদের বিশ্বাস, সভ্যতার লীলাভূমি ভারত হইতেই অসম্পূর্ণ ফণিকলিপির উৎপত্তি ঘটিয়া থাকিবে। পণিগণের মধ্যে যাহারা দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারা ইট্রাভিড়ীয় সভ্যতার মূল। তাহারা যজ্ঞবিধেবী ছিল এবং স্থানভাষ্যের সহিত তাহাদের স্বভাবপরি-বর্তন ঘটয়াছিল। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে তাহাদেরই কোন শাখা রাক্ষসরূপে এবং তাহাদের মধ্যে অপর কোন শাখা বহুঃকল মূল দ্বারা উদরপূষ্টি করিত বলিয়া "বানর" নামে প্রসিদ্ধলাভ করিয়া থাকিবে। অতি পূর্বকালে তাহাদের এক শাখা মিসরে গিয়া তথাকার চিত্রলিপি ভাস্কিয়া ৫ হাজার বর্ষ পূর্বে সঙ্কেত লিপির (Hieratic) সূত্রপাত করেন। দক্ষিণভারতের সুপ্রাচীন বট্টেলেন্ডু লিপির 'অ', 'ই' প্রভৃতির রূপ সেই অতি প্রাচীন সঙ্কেত লিপির অনুরূপ, ইহাতেও কতকটা দাক্ষিণাত্যের সংশ্রব সূচিত হইতেছে।

বাণিজ্য কার্য্য নিরীক্ষার জন্ত সামান্য লেখা পড়ার দরকার। সুতরাং পণিকদিগের বৈদিক বা সংস্কৃত বর্ণমালার মত বহুসংখ্যক বর্ণলিপির প্রয়োজন হয় নাই, এই কারণেই ফনিক্-বর্ণমালায় অতি অল্প সংখ্যক অক্ষর দেখা যায়। ধ্বনৌল্লিপিমালায় উৎপত্তিগ্রসঙ্গে এবিষয় আলোচিত হইবে। ইট্রাভিড়ীয় সভ্যতা সমুদ্রপথে সুদূর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জনপদসমূহে বিস্তৃত হইলেও ভারতে আর্য্যবৈদিকগণের প্রভাবে তাহা অস্তমিকে ধাবিত হইয়াছিল। এখানে অগস্ত্যাদি আর্য্যঋষিগণ ইট্রাভিড়ী সমাজের সংস্কার করিয়া তাহাকে আর্য্যভাষাপন্ন করিয়া লইয়া ছিলেন। তাই আজও অগস্ত্যঋষি ইট্রাভিড়ে বর্ণমালা ও ব্যাকরণ-প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত এবং ইট্রাভিড়ীলিপিতে ব্রাহ্মীলিপির আদর্শে বর্ণমালার সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি।

অল্ বেরুণী ভারতীয় পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, পরাশরপুত্র বেদব্যাসই বর্ণলিপির উদ্ভাবক। জৈনদিগের মতে, ঋষভদেব দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ১৮ প্রকার লিপি শিক্ষা দেন,* তন্মধ্যে আদি লিপির নাম ব্রাহ্মী। ভাগবতের মতে ঋষভদেব ভগবানের ৮ম অবতার। (১৩।১০) তিনি লোক, বেদ, ব্রাহ্মণ এবং গো সকলের পরম গুরু,

* Pococke's India in Greece, p. 218.

† কিং তে বৃহত্তি কীকটু গাথঃ।" (ঋক ৩।৩৩।১০)

* "অথ ঋষভদেবেন ব্রাহ্মী দক্ষিণহস্তেন অষ্টাশং লিগয়ো দদিতঃ।"

(লক্ষ্মীবর্ত্তনপরিচিত কনহর্য্যকরকর্ম্মলিকা)

তিনি সকল ধর্মের মূল গুহ্য ব্রাহ্ম ধর্ম (বেদরহস্য) ব্রাহ্মদর্শিত মার্গামুসারে শাখাদি উপায় অবলম্বনপূর্বক সাধারণকে উপদেশ করিয়াছিলেন। (৫৮৬ অ:) ব্রহ্মাবর্তে ব্রহ্মবিগ্গণের সভায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। (৫৮১৬-১৯) রাজর্ষি ভরত এই ঋষভ দেবের পুত্র। তাহা হইতেই ভারতবর্ষের নামকরণ। তিনি ব্রহ্মাক্ষর জপ করিতেন। (৫৮১১১)

মহাভারতে লিখিত আছে—

“ইতোতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।

বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্বে শোভাস্বজ্ঞানত্যাং গতাঃ ॥”

(শাস্তিপূর্বক ১৮৮১৫)

ব্রাহ্মণ হইতেই বর্ণান্তর প্রাপ্ত চারি বর্ণেরই ব্রাহ্মী ভাষা পূর্বকালে ব্রহ্মা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে।

উক্ত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ, ব্রাহ্মী অর্থ বৈদিকী। ঋষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রহ্ম-বিজ্ঞার জ্ঞান লিপিকৌশল উদ্ভাবন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মী লিপি বলিলে পুরাকালে বৈদিকী লিপিরই বুঝাইত। বেদ যে লিপিবদ্ধ হইত, তাহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ঋষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রহ্মবিজ্ঞাশিকার উপযোগী ব্রাহ্মী লিপি প্রচার করেন, হয়ত সেই জ্ঞানই তিনি ৮ম অংশাবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ব্রহ্মাবর্তে এই লিপি প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ব্রাহ্মীলিপি নাম হইলেও হইতে পারে। বেদসঙ্কলনকালে বেদবাস এই লিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনিও লিপিপ্রচারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

যাহা হউক, ব্রাহ্মীলিপির ভারতীয় আখ্যগণের আদিলিপি, এই ব্রাহ্মীলিপি হইতেই ভারতীয় সকল লিপির উৎপত্তি।

ডাক্তার বুল্‌স্ অশোকলিপিকেই ব্রাহ্মীলিপি বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারি-লাম না। অশোকের সময়েই ভারতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। তৎকালে পাটলিপুত্রে তাঁহার রাজধানী। এরূপ স্থলে তাঁহার অনুশাসনগুলিকে মাগধ-ব্রাহ্মীলিপি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল অশোক-লিপি বাহির হইয়াছে, তাহার বর্ণ ও শব্দযোজনা অবিকল একরূপ নহে। যেহাযের বরাবরের গিরিলিপিতে ‘অনপিসতি’ আবার দাক্ষিণাত্যের স্তম্ভলিপিতে ‘অনপিসতি’ ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের স্তম্ভলিপিতে ‘আনাপিসতি’ পাঠ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণদেশীয় লিপিতে ‘এতারিসম্’ ও ‘অনথেষু’, কিন্তু উত্তরদেশীয় লিপিতে ‘এতারিসম্’ ও ‘অনথেষু’ এই বর্ণবিপর্যয় দেখা যায়। এ ছাড়া দক্ষিণদেশীয় ও উত্তরদেশীয় লিপির মধ্যেও ব্যঞ্জন-হত যুক্ত আকার ও ইকারের প্রভেদ দেখা যায়। ইহাতে

সহজেই মনে হইবে যে, দেশভেদে যেমন ভাষার সামান্য ভেদ ছিল, বর্ণলিপিরও সেইরূপ সামান্য ইতরবিশেষ ছিল। ইহাতে মনে হয় যে, অশোকের পূর্বে তদনুসরণ এক প্রকার লিপি ছিল। বর্ণযোজনায় পার্থক্য, এরোগ ও রীতি অনুসারে এক ব্রাহ্মী লিপি হইতে সকল দেশীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে।

এখন পর্যন্ত ভারতে বহু প্রকার লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কপিলবাস্ত (বর্তমান পিপরাবা) গ্রামের বৌদ্ধলিপিই সর্বপ্রাচীন। এই লিপিখানি প্রায় ৪৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের অর্থাৎ ২৩৫০ বর্ষের পূর্বতন। এই লিপির সহিত এখানকার অশোক-লিপির অক্ষরের পার্থক্য নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে ব্রাহ্মী লিপিরই পরিণাম মগধলিপি প্রচলিত ছিল। উক্ত লিপির পূর্ববর্তী লিপি এ পর্যন্ত সাধারণ প্রচারিত না হওয়ার প্রকৃত্ত্ববিদগণের বিশ্বাস যে, অশোকই প্রথম অনুশাসন প্রচারের বাল্যাবস্থা করেন, তৎপূর্বে এরূপ অনুশাসনপ্রচারের ব্যবস্থা ছিল না; এরূপ বিশ্বাসের মূল নাই। যতদিন পিপরাবার বৌদ্ধলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, ততদিন পুরাবিদগণের এরূপ বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা-দের সে বিশ্বাস দূর হইয়াছে। অশোকাবদান প্রকৃতি বহুতর প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, অশোক ৮৪০০০ দণ্ড-রাজিকা প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু এখন তন্মধ্যে ২৫১২৬টী মাত্র বিদ্যমান। এরূপ স্থলে মনে করিয়া দেখুন, তৎপূর্ববর্তী কীর্তি গুলির কি পরিণাম! সে দিনও বারাগসীর পার্শ্বস্থ সারনাথের ১০ হাত মূর্তিকার নিম্ন হইতে বহুতর প্রাচীন বৌদ্ধকীর্তি, অশোকাবশাসন ও কনিষ্কের লিপি বাহির হইয়াছে। এরূপ অনুসন্ধান চলিলে বহু নিম্ন ভূগর্ভ হইতেও যে প্রাচীনতর লিপি বাহির হইতে না পারে, এমন নহে। শত শত বার ভূকম্পে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লক্ষ লক্ষ সুপ্রাচীন ভারতীয় কীর্তি ভূগর্ভশায়ী হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যখন ৮৪ হাজার অশোককীর্তির মধ্যে মাত্র ২০১২৫টী পাওয়া যাইতেছে, তখন সহজেই অনুমেয় যে, তৎপূর্বকাল কত লক্ষ লক্ষ কীর্তি বিলুপ্ত! সুতরাং পিপরাবার বৌদ্ধলিপির পূর্বতন কোন শিলালিপি এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই বলিয়া এমন আশংকা মনে করিব না যে, তৎপূর্বে রাজকীয় শাসনলিপির প্রচলন ছিল না।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলি অধিকাংশই যে বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী। তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি। [মূর্তি লক্ষ্যে বিবৃত্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য] যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, ব্যাস, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ সকলেই রাজলেখ্য ও রাজানুশাসন-লিপির উল্লেখ করিয়াছেন।

সহিষ্ণু বাজবক্য* নির্দেশ করিয়াছেন—

“নম্বা ভুমিং নিবন্ধ বা কুন্ডা লেখা তু কারয়েৎ ।

আগামিত্তনুপতিপরিজ্ঞানীর পার্ধিবঃ ॥

পটে বা তাম্রপটে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্ ।

অভিলেখ্যামনো বস্ত্রানাম্বনক নবীপতিঃ ॥

এতিগ্রহপরিমাণ দানক্ষেদোপবর্ণনম্ ।

স্বহস্তকালসম্পন্ন শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্ ॥” (১৮৩৭১৯)

রাজা ভূমিদান বা কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে তাবী তত্ত্ব নুপতিগণকে জানাইবার উপযোগী লেখা করাইবেন। রাজা কার্পাসাদি পটে বা তাম্রকলকে নিজ বংশীয় শিত্রপুরুষগণের ও প্রতিগ্রহীতার নাম, এতিগ্রহের পরিমাণ ও গ্রাম ক্ষেত্রাদি প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দেশ করিবেন। উক্ত পত্রে তাহার নিজ দস্তখত, সন তারিখ ও নিজ মুদ্রার চিহ্নিত শাসন করিয়া দিবেন।

গ্রীকলেখক নিরাখু'স্ খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দে যে কার্পাসাদি লেখার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকেই আমরা বাজবক্যোক্ত ‘পট’ বলিয়া মনে করিতে পারি।

অশোকলিপির পূর্বতন পিপরাবার বৌদ্ধলিপির অক্ষর পূর্ণাবয়বসম্পন্ন। এই লিপির পূর্ণাবয়ব গঠিত হইতে বহু শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল। যখন ঐরূপ সুপ্রাচীন লিপিতে ভারতীয় সকল বাম হইতে দক্ষিণ লিপির মূল পাওয়া যাইতেছে, তখন ব্রাহ্মী লিপিকেও আমরা ঐরূপ লিপি বা তাহার প্রাচীন রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। স্রুতি, স্মৃতি ও সুপ্রাচীন হিন্দু-রাজগণের অনুশাসন সেই ব্রাহ্মী লিপিতেই লিপিত হইত।

ক্ষেত্রে দর্শনযোগ্য মন্তুস্ত্রি ও বর্ণের উল্লেখ আছে। মিসরে যেমন একই সময়ে চিত্রলিপি (Hieroglyphics) ও তাহার সহজ লিপি (Hieratic characters) প্রচলিত ছিল, বৈদিক আখ্যায়িকের মধ্যেও সেইরূপ মন্তুস্ত্রিরূপ চিত্রলিপি ও বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল। পাপিরাস (Papyrus) নামক পত্রে যেমন মিসরীয় আদি সহজ লিপি অঙ্কিত হইত, বৈদিক কালেও সেইরূপ ভূর্জপত্রে অথবা ক্ষুদ্র ছায়া কোন পটে লিখিবার প্রথা ছিল।

* এখন যে করখানি বর্ণলিপি প্রচলিত দেখা যায়, তন্মধ্যে বাজবক্য-সংহিতার সহিত সাম্যবর্ণপত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য। এই কারণ পাঠ্যাত্মক সংস্কৃত ভাষা পতিতগণ প্রচলিত বর্ণলিপিগুলির মধ্যে বাজবক্য স্মৃতিকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। নতুন বাহ দিতা যে সকল স্রোত সাম্যবর্ণ ও মহাত্ম্যভেদ উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার অনেক স্রোত আমরা বাজবক্যস্মৃতিতে পাইরাছি। এতদ্ব্যতীত বাজবক্য বর্ণলিপিভেদে বৃদ্ধবর্ণের বহু পূর্ববর্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতেছে না।

বেদান্তের অন্ততর শিক্ষাগ্রন্থে বর্ণিত আছে,—‘শব্দর মতে—

প্রাকৃত্তে এবং সংস্কৃত্তে বর্ণাক্রমে ত্রিবিধ ও চতুঃবিধ বর্ণ প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে স্বরবর্ণ একবিংশতিটা, স্পর্শ বর্ণ অর্থাৎ ক হইতে ম পর্য্যন্ত বর্ণীয় বর্ণ পঁচিশটা, যাদি বর্ণ অর্থাৎ য ব ব ল শ ব স হ এই আটটা এবং বম বা ব্যঞ্জনবর্ণ (?) চারিটা। এতদ্বিধ অল্পস্বর, বিসর্গ, জিহ্বাসুলীয়, উপস্থানীয়, হ্রস্পৃষ্ট ৯কার এবং স্পৃষ্ট, এই সমষ্টি লইয়া চতুঃবিধ বর্ণ।

‘আত্মা বুদ্ধির সহিত মিলিয়া স্বচনরচনাবাসনার মনকে প্রেরণ করেন। তখন মন কার্য্যমিকে আহত করিতে থাকে। অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করে। বায়ু ক্ষরদশে বহিয়া ধীরে ধীরে স্বর উৎপাদন করে। ঐ স্বর প্রাতঃসানের সাহচর্যে গায়ত্রী-চ্ছন্দে, মধ্যাহ্নে কঠোখিত মধ্যম জিহ্মচ্ছন্দে এবং সারাহ্নে অত্যুচ্চ শীর্ষগা জগতীচ্ছন্দে পরিণত হয়। বায়ু ক্রমে উখিত হইয়া শীর্ষদেশে অভিহত হয়, পরে তথা হইতে মুখে আসিয়া বর্ণ-সমষ্টি প্রকাশ করিতে থাকে। ঐ বর্ণসমষ্টি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা,—স্বর, কাল, স্থান, প্রবল ও অল্পপ্রদান। বর্ণাভিজগণ উক্ত পাঁচ ভাগেই বর্ণ বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন।

‘স্বর ত্রিবিধ—উদাত্ত, অমুদাত্ত ও স্বরিত। অচ্ বা স্বর বিষয়ে উক্ত তিন স্বর এবং ইন্দ্ৰ, দীর্ঘ ও স্পৃষ্ট ইহারাও কালতঃ নিয়ত বা নিয়মবদ্ধ। উদাত্ত স্বর হইতে নিষাদ ও গাকার, অমুদাত্ত হইতে স্ববত ও ধৈবত, এবং স্বরিত হইতে বঙ্কজ, মধ্যম এবং পঞ্চম স্বরের উদ্ভব।’

‘বর্ণ-সমষ্টির উচ্চারণের স্থান আটটা, যথা—দ্বন্দ্ব, কণ্ঠ, শির, জিহ্বাসূল, দন্তসমূহ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। ‘ও’ ভাব, বিবৃতি, শ ব স, রেক, জিহ্বাসূল ও উপস্থান, এই আটটা হইল উন্ন বর্ণের প্রসিদ্ধ গতি। ‘ও’ ভাবটা উচ্চারণাদি পদে সংহত দেখা যায় বটে, কিন্তু ঐরূপ পদ স্বরান্ত বলিয়াই বৃদ্ধিতে হইবে। এতদ্বিধ অপসৃত্ত যে যে পদে উন্নবর্ণের অভিযুক্তি, সেই সেই পদও তরুণ স্বরান্ত বলিয়াই বিজ্ঞের। হকার পক্ষ স্বরে ও অজ্ঞান বর্ণসমূহে মিলিত হইলে তাহা ক্ষরয়োঃপন্ন আর অমিলিতাবস্থায় কঠোখিত বলিয়াই জানিতে হইবে।’*

* ত্রিবিধচতুঃবিধ বর্ণাঃ শব্দভেদে মতাঃ ।

প্রাকৃত্তে সংস্কৃত্তে চাপি স্বরঃ শ্রোত্র্য বস্তুভূবা ।

যদা বিশেষ্যিরেকত স্পর্শানাং পক্ষবিশেষিতঃ ।

বানরক্য স্মৃতি হস্তৌ চ্যাক্ত বসঃ স্মৃতাঃ ।

অল্পস্বরে বিসর্গক \times ক \times পৌ চাপি পরাক্রিতৌ ।

হ্রস্পৃষ্টভেদে বিজ্ঞেয়া ৯কারঃ স্পৃষ্ট এব চ ।

আত্মা বুদ্ধাঃ সবেত্যাধীনয়ো বৃত্তভেদে বিবক্ষরা ।

মমঃ কার্য্যমাহতি স প্রেরয়তি বানরক্য ।

প্রথমতঃ ৩৩ বা ৩৪টা বর্ণ বেদ্যকে স্থির হইলে বেদ্যে তাহার প্রয়োগ থাকিলেও লৌকিক ভাবার অনেকগুলি অক্ষর পরিভ্যক্ত হয়। ললিতবিস্তর হইতে জানিতে পারি যে, বৃহৎব ৪৫টা মাত্র বর্ণলিপি অভ্যাস করিয়াছিলেন।

বধা—অ, আ ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, ঞঃ।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ।

ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন।

প ফ ব ভ ঞ। য র ব।

শ ষ স হ ক। (ললিতবিস্তর ১০ অধ্যায়)

আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত বর্ণমালায় মধ্যে উক্তর ভারতে প্রচলিত অক্ষর ২২ এবং থাকিয়াও প্রচলিত ২২ ও ল মোট এই ৫৪টা বর্ণ এককালেই নাই। অথচ ললিতবিস্তরের গাথা মধ্যে ২, ২ ব্যতীত অপর চারিটা অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।

ললিতবিস্তরে অকারাদি অক্ষরান্ত উক্ত ৪৫টা অক্ষরমাতৃকা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০টা মাতৃকা ও ৪২টা ভূত-লিপি বলিয়া নির্দিষ্ট। বধা—

“কুণ্ডলী ভূতসর্গাণ্যমক্সত্রিয়মুপেদ্বী।

ত্রিধামজননী দেবী শঙ্করজ্ঞানপিতা ॥

শুনিতা সর্বগাঙ্গের কুণ্ডলী পরমেশ্বর।” (সারসংলিখক)

“বিচক্ষারিণি ভূতলিপিময়ময়ী, পঞ্চাশতি মাতৃকালিপিঃ।”

বাহ্যহটক, উত্তরভারতে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীতে যে

মাক্তত্ব হইল চন্দ্র মনঃ জনপতি ধর্ম।
প্রাভঃসবনযোগ্য তং হোমোগারম্যাজিতম্ ॥
কণ্ঠে মাধ্যমিনঃস্বগং মধ্যমঃ ত্রৈলোক্যপুংগম্।
তাং তান্ত্রিকসংখ্যং দীপ্যমাং জাগতাপুংগম্ ॥
লৌকীর্থে বুদ্ধিহিতো বক্তৃশাসনঃ মাক্তত্বঃ।
বর্ণান্ জনকতে তেবাং বিকাশঃ পঞ্চাশতভূতঃ।
স্বরভঃ কালতঃ স্থানং এবম্ভাষ্যপ্রোক্তম্।
ইতি বর্ণিণঃ প্রারম্ভিণ্যঃ ত্রিবিধোক্তঃ।
উদ্যাক্তানুগতঃ স্বরিত্তঃ পরাশরম্।
ব্রহ্মা দীর্ঘঃ সূত ইতি কলতো নিরম্য অপি।
উদ্যাক্তে নিবারণভাষ্যবদ্ব্যস্তঃ স্বরিত্তঃ স্বরিত্তঃ।
স্বরিত্তঃ স্বরিত্তঃ স্বরিত্তঃ স্বরিত্তঃ স্বরিত্তঃ।
অষ্টো স্থানানি বর্ণানুসারকঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলকঃ স্বরিত্তঃ নাসিকাকোষ্ঠে চ তালু চ।
ওষ্ঠাক্তঃ বিবৃদ্ধিত্তঃ শব্দাং যেক এব চ।
জিহ্বামূলস্থানা চ পতিবৃদ্ধিবিধাঃ ॥
ব্রহ্মাভ্যাসনভাষ্যানুসারিণ্যং পঞ্চম্।
ব্রহ্মাভ্যাসনভাষ্যানুসারিণ্যং পঞ্চম্।
হকারঃ পঞ্চমঃ স্বরিত্তঃ স্বরিত্তঃ স্বরিত্তঃ।
ওষ্ঠাক্তঃ তং জিহ্বামূলকঃ স্বরিত্তঃ স্বরিত্তঃ।

প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল, অপর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা দেওয়া হইল। বধা বার, অশোকলিপি হইতেই প্রথম ভারতীয় সকল লিপি পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

প্রজ্ঞাপনাত্মক নামক জৈনলিপিগণ উপাধি লিখিত আছে—

“জৈনঃ অক্স মগ্ধাঃ তাবাঃ তানেন্তি জনম ব নং বন্তী বিপবন্তী।”

অর্থাৎ অক্সমগধী তাবা বাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মীলিপি।

পূর্বেই বলিয়াছি যে অশোকের পূর্বে ব্রাহ্মী প্রকৃতি ১৮টা লিপি প্রচলিত ছিল, তখনও মগধলিপি, অক্সলিপি প্রকৃতির বিভিন্ন নামকরণ হয় নাই। সে সময় জৈন ধর্মগুরুগণও প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতেই লিখিত হইত, তাই বোধ হয় পাশ্চাত্য প্রবৃত্তিবিদগণ মগধীয় স্থানে প্রচারিত অশোকলিপিকেও ব্রাহ্মীলিপি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে ললিত জৈনধর্মশাস্ত্র মল্লীহরে ৩৬ প্রকার লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। বধা—হংসলিপি ১, ভূত-লিপি ২, বক্ষলিপি ৩, মাক্সলিপি ৪, উত্তরলিপি ৫, বাবলী-লিপি ৬, কুম্বলিপি ৭, কীরীলিপি ৮, ব্রাহ্মীলিপি ৯, সৈকলী-লিপি ১০, মালবীলিপি ১১, নকীলিপি ১২; নাগরীলিপি ১৩, পারলীলিপি ১৪, লাতীলিপি ১৫, অনিখিললিপি ১৬, চাণকী-লিপি ১৭, মোলমলী ১৮। মল্লীহরের মতে এই ১৮টা লিপি স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইতে প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া অষ্ট ১৮ প্রকার লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বধা—লাটী ১৯, চৌকী ২০, তাহলী ২১, কাগলী ২২, শুকলী ২৩, সৌরলী ২৪, মরহলী ২৫, কোকলী ২৬, খুরাসানী ২৭, মাগলী ২৮, সৈকলী ২৯, হাকী ৩০, কীরী ৩১, হাকীরী ৩২, পরতীরী ৩৩, মলী ৩৪, মালবী ৩৫ ও মহাযোদী ৩৬। মল্লীহরের রচনাকালে এই ৩৬ প্রকার লিপি ভারতে প্রচলিত ছিল। মল্লীহরের মতে দেশবিশেষের নামানুসারে এই সকল লিপি ও তাহার নামকরণ হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে শেখ-রুক ৩৬টা মূল প্রাকৃত ও ২৭টা অপভ্রংশ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল প্রাকৃত তাহার প্রায় তৎকালে বিভিন্ন লিপিও প্রচলিত ছিল। শেখরুকের প্রাকৃতচক্রিকা হইতে এইরূপ নাম পাই—মহারাত্রী ১, অবন্তী ২, সৌরসেনী ৩, অক্সমগধী ৪, বাবলী ৫, মাগলী ৬, লাত ৭, লাত ৮, বৈবন্তী ৯, উপনাগরী ১০, নাগরী ১১, বার্করী ১২, আবন্ত ১৩, পাঞ্চাল ১৪, টাক ১৫, মালবী ১৬, কৈকর ১৭, গোড় ১৮, উত্ত ১৯, সৈক ২০, পাশ্চাত্য ২১, পাণ্ড ২২, কোকল ২৩, সৈকল ২৪, কালিকা ২৫, প্রোচ ২৬, কর্ণাট ২৭, কাঞ্চ ২৮, ব্রাহ্মি ২৯, গোজর ৩০, আতীর ৩১, মধ্যবৈবন্তী ৩২ ও বৈকাল ৩৩।

[সেবদাগর নামে বিদ্যুত বিবরণ দেখ।]

* ভারতবর্ষে এইরূপে নানা লিপি প্রচলিত থাকিলেও সকল লিপির ঠিক রূপ নির্দেশ করা কঠিন। ভারতের বিভিন্ন রাজ-বংশের রাজত্বকালে কোন্ বংশের ব্যবহৃত লিপি কতদূর প্রচলিত ছিল, সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় দেওয়া বাটতেছে।

মাগধ ব্রাহ্মী বা মৌর্যালিপি।

মৌর্য-সম্রাট অশোক যে ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহার করিতেন, ১৪মালয়ের তুরাই হইতে সিংহল পর্যন্ত সেই লিপির নিদর্শন বাহির হইয়াছে। মহাবংশ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, অশোকের এক পুত্র ও এক কন্যা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তাহাদের সহিত মাগধ ব্রাহ্মীলিপিও গিয়াছিল, তাহারই নিদর্শন সিংহলে খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দে উৎকীর্ণ অভয়গামিনীর শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে। কেবল সিংহল বলি কেন, চীনসমুদ্রের তীরবর্তী কছোজ ও অন্নম রাজ্য হইতেও ব্রাহ্মী লিপির বিকাশ দৃষ্ট হয়। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাজেলার ভট্টপ্রোলু হইতে যে জাবিড়-ব্রাহ্মীলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার যুক্তবংশের সামান্য প্রভেদ ছাড়া অপরাপর বর্ণের সহিত সেরূপ পার্থক্য নাই। স্থানভেদে লিপিকরের হাতে ক্রমে ক্রমে পৃথক হইয়া পড়িতেছিল।

পিপ্ৰাবার খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লিপি ও তৎপরবর্তী খৃষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে উৎকীর্ণ নানাবাটের আকুলিপি অর্থাৎ ঐ সময়ের আধাবর্ষের সময়ের লিপি প্রায় একই রূপ,—ইহাতে বেশ দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে প্রায় ৫০০ বর্ষ কাল একই লিপি সমভাবে চলিয়াছিল, পিপ্ৰাবার পূর্ণাবসর লিপি হইতে মনে হইবে যে, তৎপূর্বেও অন্ততঃ ৫০০ বর্ষ কাল অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে প্রায় ৩০০০ বর্ষ ভারতে সেই এক প্রকার ব্রাহ্মী-লিপি প্রচলিত থাকাই সম্ভবপর। বাহা হউক, আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ আলোচনা করিয়া মনে হইতেছে, প্রাচীন লিঙ্গবিবংশ, নন্দবংশ, মৌর্যবংশ, চৈতন্যবংশ এবং গুপ্তমিত্রবংশের রাজত্বকালে প্রায় এক প্রকার ব্রাহ্মী লিপিরই প্রচলিত ছিল।

তৎপরে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত শকাধিপত্য বিস্তারের সহিত ব্রাহ্মী লিপির আকার সামান্য সামান্য পরিবর্তন হইতে থাকে; সেই ব্রাহ্মীলিপি ইতিহাসে শকাধিপ নামে গণ্য হইবার যোগ্য। মথুরা, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থান হইতে শকাধিপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন-রাজবংশের যে সকল লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মৌর্য বা শকাধিপের সংস্কার বলিয়াই মনে কার। নাসিকে কদম্ব, জুমর ও জগদ্যাপটে অন্ধ্র-ভূতা এবং কাঞ্চী প্রভৃতি স্থানে পল্লব রাজবংশের যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, শকাধিপের অক্ষরের সহিত ঐ সকল লিপির সামান্য আচ্ছে। এই শকাধিপ লিপি হইতে কিরূপে বর্তমান

উত্তর-ভারতীয় নাগরী ও গৌড়লিপি উৎপত্তি হইল, অপর পৃষ্ঠায় ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির তালিকা দেখিলেই জানা যাইবে।

দাক্ষিণাত্যলিপি।

বিক্র্যাদ্রির দক্ষিণে গুজরাত, কাঠিয়াবাড় পর্যন্ত যে লিপি প্রচলিত, তাহাকেই আমরা দাক্ষিণাত্য লিপি বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পূর্বে যে জাবিড়ী ব্রাহ্মী লিপির কথা লিখিয়াছি, তাহাই সমস্ত দাক্ষিণাত্য লিপির জননী।

কৃষ্ণা জেলার ভট্টপ্রোলু হইতে আবিষ্কৃত জাবিড়ী ব্রাহ্মীর কথা পূর্বে জানাইয়াছি, আধাবর্ষে গুপ্ত ও তদনুসৃত বিভিন্ন বংশের লিপির দ্বারা দাক্ষিণাত্যেও সেই জাবিড়ী লিপি হইতে তথাকার আকুল, শক, গুপ্ত, বলভী, গুজর, বাকাটক, কদম্ব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চালুক্য, চের, চোল, পল্লব, গঙ্গ, রাষ্ট্রকূট, কাক-তীয়, বাণ, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজবংশের বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত লিপিসমূহ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে।

জুনাগড়, গিরনার প্রভৃতি স্থানের খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর শকাধিপ লিপি, নাসিক, কুড়, জুমর, কর্ণের প্রভৃতি স্থান হইতে খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর সাতবাহন-লিপি, কৃষ্ণা জেলার জগদ্যাপটে হইতে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে উৎকীর্ণ অলঙ্কৃত ইকাকুরাজ 'সিরিবারী পুরিসদন্তে'র লিপি, কাঞ্চীপুর হইতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে উৎকীর্ণ পল্লবালিপি, সাকী ও মন্দসোর হইতে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দে প্রচলিত গুপ্তলিপি, সুরাষ্ট্র ও গুজরাত হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দে উৎকীর্ণ বলভী-রাজবংশের লিপি, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ গুজর-রাজবংশের লিপি, মধ্যপ্রদেশে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দে উৎকীর্ণ বাকাটক রাজবংশের লিপি, নাসিক জেলার খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে উৎকীর্ণ কদম্বরাজবংশের লিপি, কণ্ঠি ও মহারাষ্ট্র হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দীর প্রতীচ্য চালুক্য রাজবংশের লিপি, গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলা হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রাচ্য চালুক্য রাজবংশের লিপি, কাঞ্চী ও তাহার নিকটবর্তী স্থান হইতে খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দীর পল্লবরাজবংশের লিপি, মাহিস্তর হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর গঙ্গ (দক্ষিণাধিপ) ও চেররাজবংশের লিপি, গুজরাত ও কণ্ঠি হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূটলিপি, কলিঙ্গের খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১২শ শতাব্দে উৎকীর্ণ গঙ্গরাজবংশের লিপি উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল বিভিন্ন লিপি আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি কলিঙ্গের গঙ্গালিপি হইতে বর্তমান উড়িয়া, চালুক্যলিপি হইতে বর্তমান তেলগ ও কণ্ঠী এবং চের ও চোললিপি হইতে তামিল লিপি গঠিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের লিপিগত প্রভেদে ডাক্তার বর্ণেল, দাক্ষিণাত্যের লিপিমালাকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১ তেলগু কণাড়ী, ২ গ্রন্থতামিল, ৩ বট্টলেত্তু ও ৪ দক্ষিণীনাগরী। বৈদ্যী, প্রাচ্য ও প্রতীচাচানুকা ও বাদবলিপি তেলগু কণাড়ীর অন্তর্গত, এই সকল লিপি হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক তেলগু ও কণাড়ী লিপির পুষ্টি। চের ও চোললিপি গ্রন্থতামিলের অন্তর্গত অর্থাৎ এই দুই প্রাচীন লিপি হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক তামিল-গ্রন্থ ও তুলু-মলয়াল লিপির উৎপত্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রাচীন তামিল লিপির পূর্বে বট্টলেত্তু নামক একপ্রকার খাঁটি দ্রাবিড়লিপির উৎপত্তি হইয়া অর দিন হইল অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

বট্টলেত্তু।

বট্টলেত্তু অর্থাৎ বর্ত্তুলিপি, এই লিপি গোল গোল হাতের মত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। কত পূর্বে এই লিপির উৎপত্তি, তাহা নিশ্চয় করা একপ্রকার অসম্ভব।

ডাক্তার বার্গল সাহেবের মতে, এই লিপি অশোকলিপি হইতে সমুৎপত্ত নহে। অশোকলিপির সহিত ইহার ধাতাত্মক সাদৃশ্য নাই। সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের দাক্ষিণাত্যে আগমনের পূর্বে এই লিপিতে দ্রাবিড়লিপি রূপে প্রচলিত ছিল। তাহার মতে, অশোকের মোঘলিপির জায় এই সুপ্রাচীন লিপিও সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত। লেনরমণ বট্টলেত্তু ও সামান্য (পছলী) লিপি মিলাইয়া উভয় অক্ষরে যথেষ্ট সাদৃশ্য বাহির করিয়াছেন। কিন্তু বট্টলেত্তু বহুকাল হইতে ব্রাহ্মীদ্রাবিড়ী-লিপির প্রভাবে ক্রমেই অচল হইতে থাকায় ইহার প্রাচীনতম রূপ বাহির হইতেছে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, উত্তরভারত হইতে পণিকগণের এক শাখা দাক্ষিণাত্যে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই আদি বট্টলেত্তুলিপি ব্যবহার করিত, তাহারা সেই অতি প্রাচীনকালে কাহারও নিকট হইতে লিপি গ্রহণ করে নাই। মিসরে অতিপ্রাচীন সঙ্কেত (Hieratic) লিপিতে অকার ও ইকার লিপি উচ্চারণের যে সঙ্কেত আছে, তাহার সহিত বট্টলেত্তুর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এরূপ হলে আমরা মনে করিতে পারি, দ্রাবিড়বাসী পণিকদিগের বাণিজ্যালিপি স্বদূর দিসরে প্রচারিত হইয়া সঙ্কেত-লিপির আকার ধারণ করিয়াছে। ডাক্তার টেলর দেখাইয়াছেন যে সেই সঙ্কেতলিপিতে সিদোন, মোআব, অরাম, সেবায়, মোস্তান প্রভৃতি স্থানীয় ফিনিক বা সেমিটিক লিপির জননী। সুতরাং দ্রাবিড়ের আদি লিপিকেও আমরা সুপ্রাচীন বহু পান্ডিত্য-লিপির মূল বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দির প্রারম্ভে দ্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণ সিরীয়-বিগকে যে শাসন দান করেন, তাহাতেও বট্টলেত্তু অক্ষর পাওয়া গিয়াছে। এই সময়েরই অল্পকাল পরে (খৃষ্টীয় ৯ম

শতাব্দি) চোলরাজগণ মহারা অধিকার করিয়া তামিল অক্ষর চালাইতে থাকেন, এই সময় হইতেই বট্টলেত্তু বিরলপ্রচার হইল, অবশেষে খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দি জাতি হইতে এই লিপি একবারে উঠিয়া গেল। কেবল মলবার উপকূলে খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দি পর্যন্ত হিন্দুগণ এই লিপি ব্যবহার করিতেন। এই সময়ে বট্টলেত্তু অক্ষরই একটু বিকৃত করিয়া কোলেলেত্তু নাম ধারণ করে, হিন্দুরাজগণ দানপত্রে এই লিপি চালাইয়া গিয়াছেন। তেলি-চের ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপবাসী মালয়গণ সে দিন পর্যন্ত বট্টলেত্তু অক্ষরই লেখাপড়া করিত, সম্প্রতি ধর্ম্মের গোড়ামীতে তাহারা এই লিপি ছাড়িয়া আরবী অক্ষর ব্যবহার করিতেছে।

দক্ষিণীনাগরী।

দাক্ষিণাত্যে যে নাগরী লিপি প্রচলিত হয়, তাহা দক্ষিণীনাগরী নামে প্রসিদ্ধ। ১০৩১ খৃষ্টাব্দে অলবীকনী যে ‘সিদ্ধমাতৃকা’ লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, এই সময়ে এই লিপি বারাগসী, মধ্যদেশ ও কান্দীরে প্রচলিত ছিল, তাহাই খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দি দাক্ষিণাত্যে আনীত হয়। তাই আমরা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দির পূর্বে দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধমাতৃকার ব্যবহার দেখি না, সমস্তই ১০ম শতাব্দির পরবর্ত্তী। কেবল মহাবলিপুত্রের শালবনুস্কম নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী অতিবর্ণচণ্ডেশ্বরের মন্দিরে দাক্ষিণাত্য-লিপির সহিত নাগরীলিপি দৃষ্ট হয়, এই লিপিখানি দাক্ষিণাত্য-বাসীর জন্ত নহে, উত্তরভারতীয় তীর্থযাত্রীর উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই বোধ হয়। ১৩১১ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে মুসলমান অভিযান ঘটিলে এবং সংস্কৃতচর্চার দীপাভূমি বিজয়নগর মুসলমানকবলিত হইলে সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের অধঃপতনের সহিত এখানে নাগরীলিপির প্রচারও বিরল হইয়া পড়িল। এ সময়ের পর দাক্ষিণাত্যে যে সকল নাগরীলিপি (হলকন্নড়) পুথি ও শাসনাদি পাওয়া যায়, তাহাতে লিপি-পদ্ধতির বিকৃতি ও অধোগতিই দৃষ্ট হয়।

মরাঠারা তঞ্জোর অধিকার করিয়া এখানে যে নাগরী প্রচলিত করেন, তাহা ‘বালবোধ’ নামে সাধারণতঃ পরিচিত।

গ্রন্থলিপি।

দাক্ষিণাত্যে এক সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র লিপিতে যে লিপি ব্যবহৃত হইত, তাহাই “গ্রন্থ” নামে পরিচিত। এই গ্রন্থলিপি আবার দুই প্রকার, তন্মধ্যে তঞ্জোরপ্রদেশের ব্রাহ্মণেরা যে লিপি ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা চতুরঙ্গ এবং অরক্ক ও মাস্ত্রাজের নিকটবর্ত্তী জেনেরা যে লিপি ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা বর্ত্তুলান্য। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশ ধর্ম্মগ্রন্থই উক্ত গ্রন্থলিপিতে লিখিত। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে তুলু-মলয়ালম নামে আর একপ্রকার গ্রন্থলিপি বহুকাল হইতে প্রচলিত

আছে; এই লিপি কেবল সংস্কৃত লিপিবার কালেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

গ্রন্থলিপি হইতে আবার গ্রন্থভাষিল ভিন্ন। গ্রন্থভাষিলের ব্যবহার কখনও গোলাবরীর বর্ণীপাশেই অধিকাংশ প্রচলিত।

ব্রাহ্মী হইতে জাতি ভাষার বর্তমান লিপিসমূহ।

বর্তমান ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত লিপিগুলি প্রচলিত, বর্ণানুক্রমে তাহাদের নাম লেখা হইল—

অরোয়া (সিন্ধুপ্রদেশে), আসামী, উড়িয়া, ওকা (বেহারের ব্রাহ্মণ মধ্যে), কণাড়ী, করাটী, কারবী, গুজরাটী, গুরুমুখী (পঞ্জাবে লিখিগের মধ্যে), গ্রন্থ (তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে), তামিল, তিব্বত, কুলু (মলগুরে), ভেলগু, থল (পঞ্জাবের দেওয়াজাতে), দোগরী (কাশ্মীরে), সেবনাগরী, নিমারী (মধ্যপ্রদেশে), নেশালী, পরাচী (ভেরার), পাচাড়ী (কুমায়ুন ও গড়বালে), বগিরা (শির্সা ও হিসারে), বাঙ্গালা, বঙ্গলপুরী, বিশাতি, বড়িয়া, মণিপুরী, মলয়ালম্, মরাঠী, মারবাড়ী, মূলতানী, মৈথিলী, মোড়ী, মোরী (পঞ্জাবে), লামাবালী, লুডী (নিরালকোটে) সরাকী বা প্রাবকী (পশ্চিমা বনিয়ার মধ্যে), সারিকা (পঞ্জাবের দেওয়াজাতে), লইলী (উত্তরপশ্চিমা ভূভাগদিগের মধ্যে), সিংহলী, শিকারপুরী, সিধি। এ ছাড়া ভারতের অস্থলীপসমূহে বর্মী, শ্রাম, লেয়স, কাবোজ, পেগুয়ান এবং যবদ্বীপ ও ফিলিপাইনেও নানা প্রকার লিপি প্রচলিত আছে।

খরোষ্ঠী লিপি।

খরোষ্ঠীর পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, খরোষ্ঠী লিপি ফিনিকিলিপির অরমীর শাখা হইতে বাহির হইরাছে। পণ্ডিতবর বুল্‌ল দেখাইয়াছেন—

অরমীর অলেক ও খরোষ্ঠীর অ পরস্পর অসুসঙ্গ, সকার্য লিলালিপি মিলাইলে দেখা যায়। এইরূপ অরমীর পেপিরির বেথ = খরোষ্ঠী ব; মেসার লিলালককের গিমেলের সহিত গ; মেসোপোটামিয়ার লিলালিপি ও অরমীর পেপিরির দলেথ = ব; তিমার অরমীর লিপির গোলাকার হে = হ, তিমার লিলালিপি ও মিসিলির সত্রপ-মুদ্রার বাও = ব, তিমালিপির জইন = জ; সকারা ও তিমা লিপির চেথ = খ; রোন্ = র; বাবিলোনীর কক্ = ক; লয়েথ = ল; সকারালিপি ও বাবিলোনীর মোহরের যেন = য; সকারা, তিমা, অরমীর ও বাবিলোনীর লিলালিপির হুন্ = ন; নবতীর বর্ণমালার সমেচ = স; সেমিটিক কে = প; সেমিটিক ওসরে = ও; সোরানিয়ার অরমীর লিলালিপির কোক = খ; সকারালিপির রেব = র; প্রাচীন অরমীর লিপির তউ = ঠ এবং সকারালিপির তউ = ট। এইরূপে বুল্‌ল সাহেব খরোষ্ঠীলিপির ২০টা অক্ষরই যে ফিনিক বা

সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই খরোষ্ঠীলিপিকে কেহ বক্ত্রো-পালী (Bactro-Pali) বা ইতো পালী, কেহ বা গাকারী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সমবারাক ও ললিতবিক্তরে গন্ধর্ক বা গাকারী লিপির পৃথক্ উল্লেখ থাকার এবং পালীলিপি ব্রাহ্মী হইতে বাহির হওয়ার খরোষ্ঠীকে একটা স্বতন্ত্র প্রাচীন লিপি বলিয়াই মনে করি। উত্তরপশ্চিমসীমান্তে শাহবাজগড়ী ও মানসেরা প্রকৃতি স্থানে সন্নাট্ অশোকের যে দক্ষিণ হইতে বামমুখী অর্থাৎ বিপর্যন্তলিপি বাহির হইরাছে, তাহাই খরোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দুকুশের উত্তরে এমন কি বাল্‌থে (বক্ত্রো)ও এই লিপির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন গাকাররাজ্যে প্রচলিত থাকাতোই কনিংহাম্ 'গাকার-লিপি' নাম দিয়াছেন। কিন্তু বুল্‌ল, রাপসোন প্রকৃতি ইসাখী পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ সকলেই খরোষ্ঠী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কনিংহামের ভ্রায় উহাকে "গাকার" বা ললিতবিক্তরোক্ত 'গন্ধর্কলিপি' বলিতে প্রবৃত্ত। আখ্যাবর্তে ব্রাহ্মীলিপি হইতে যেমন মগধ, অজ, বঙ্গ প্রভৃতি ভারতীয় লিপিসমূহের পুষ্টি ঘটরাছে, সেইরূপ প্রাচীন খরোষ্ঠী হইতে গন্ধর্কলিপি, কিনরলিপি, লয়দলিপি, শকারিলিপি, খাতলিপি, হুগলিপি, যকলিপি, অসুর (Assyrian) লিপি, অর্ধস্থ লিপি (Cuneiform), উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র (North Median) প্রকৃতি সুপ্রাচীন লিপিসমূহ পরিপুষ্ট হইরাছিল। খরোষ্ঠীকে এত প্রাচীন লিপি বলিবার কারণ কি?

প্রত্নতত্ত্ববিদ কনিংহাম্ লিখিয়াছেন,—পারসিকদিগের আদি-ধর্মগ্রন্থ অবস্তার মন্ত্র বা গাথাগুলি জরথুষ্ট্র (Zoroaster) কর্তৃক সঙ্কলিত। দারয়বুস্ত্র বিস্তাপের (Darius Hystaspes) সময় তাহাই প্রচলিত কোন লিপিতে লিখিত হইরাছিল। সেই লিপি জরথুষ্ট্রের নামানুসারে 'খরোষ্ঠী' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। এই লিপি দক্ষিণ হইতে বামদিকে অর্থাৎ বিপর্যন্ত-ক্রমে লিখিত হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদ কনিংহাম্ দারয়বুস্ত্রের সময় খরোষ্ঠীর লিপি লিখিলেও তাহা আমরা ঠিক বলি না; কারণ লিপিতত্ত্ববিদ বুল্‌ল নিজেরই বখান বীকার করিয়াছেন যে, অরমীর পেপিরি হইতেও খরোষ্ঠীর কোন কোন বর্ণ প্রাচীন, তখন পারস্যপতি দারয়বুস্ত্রের সময় খুইঅন্দের ছয় শতাব্দী পূর্বে খরোষ্ঠীর উৎপত্তি, তাহা কিরূপে বলিব?

আরও ঐতিহাসিক মজরী খুইর ১০ম শতাব্দী লিখিয়া

গিয়াছেন যে, জরথুষ্ট্র প্রচারিত জন্ম অবত্যা ১২০০০ গোচরে তাঁহারই উদ্ভাবিত বর্ণলিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

ভারতীয় ভবিষ্যপুরাণ ও পারসিক আদিবর্ণ পুস্তক অবত্যা পাঠেও জানা যায় যে সৌরদিগের মধ্যে অগ্নিপূজাপ্রবর্তক জরথুষ্ট্র বা জরথুষ্ট্র 'মগ' 'মগুস্' বা 'মগুস্' নামে খ্যাত ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোটুস্ লিখিয়াছেন যে, শাকবীপীরগণের মধ্যে আরিঅস্পা (Aiaspa) (আর্জিষ) নামে বহুশতাব্দীতে প্রবল হইয়া অল্পরীয়, মিবীয় প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণমতে ঋজিষ নামে মিহিরগোত্রে একজন ঋষি ছিলেন।^১ তাঁহারই কস্তার গর্ভে জরথুষ্ট্রের (বা জরথুষ্ট্রের) জন্ম। তাঁহার জন্ম ঠিক বৈধরূপে না হওয়ার তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ ভবিষ্যপুরাণমতে 'অগ্নিজাত্য' এবং তাঁহার পিতৃকুল অজ্ঞাত থাকায় হেরোদোটুস্ তাঁহার বংশধরগণকে মাতৃকুল ধরিয়া আরিঅস্পা বা আর্জিষ (অর্থাৎ ঋজিষের গোত্রাণ্ডা) বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন।

লিখিয়া প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত জানথোস্ ৪৭০ খৃঃ পূর্বাব্দে লিখিয়াছেন যে, জরথুষ্ট্র ট্রয়যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বর্ষ পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আরিষ্টটল ও ইউডোক্সাসের মতে, স্রেটোর ৬০০০ বর্ষ পূর্বে জরথুষ্ট্রের অভ্যুদয়। আবার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্ট্রিন ট্রয়যুদ্ধের ৫০০০ বর্ষ পূর্বে জরথুষ্ট্রের আবির্ভাব স্বীকার করিয়াছেন। এ দিকে বাবিলোনের ঐতিহাসিক বেরোসস্ দেখাইয়াছেন যে, জরথুষ্ট্র একসময় বাবিলোনের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ এখানে ২১০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।^২ উক্ত নানা ঐতিহাসিকের প্রমাণাবলী হইতে বুঝিতেছি যে, জরথুষ্ট্র একাধিক ছিলেন। জরথুষ্ট্রের বংশধরগণ ও জরথুষ্ট্র নামে পরিচয় দিতেন। চারিহাজার বর্ষেরও বহুপূর্বে তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহাদের প্রভাবই শকদিগের আদি মিত্রধর্মের অধঃপতন ঘটে এবং অগ্নিপূজাই সর্বত্র প্রচলিত হয়। পূর্বেই আভাস দিয়াছি,

(১) "সোত্রো মিহিরমিত্যাহ তন্ত তু ব্রাহ্মসুতম্।

ঋজিষ নাম ধর্ম্মা ঋষিরীশং পুরানম্।" (ভবিষ্যপু- ১০২।৩৪)

(২) "যেদোকঃ বিধিবুৎসহা যথোহঃ লজিতত্ত্বা।

জরথঃ সগঃ সনুৎপন্নস্তথ পুত্রো ভবিষ্যতি।

জরথঃ ইতি খ্যাতো বংশকীর্ত্তিবিবর্ধনঃ।

অগ্নিজাত্যা নগা প্রোক্তা সোমজাত্যা বিজাতয়ঃ।" (ভবিষ্যপু- ১০২।৩৫-৩৬)

(৩) ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানা যায় যে শাকবীপে মগেরা আধিপত্য করিতেন—

"এতিব্রজতি কুর্জিঃ তস্মি বীপে মগাধিপাঃ।

বিদ্যাবস্তঃ কুলে শ্রেষ্ঠাঃ শৌচাচারসম্বিতাঃ।" (১৪০ অঃ)

মগগণ বিশরীতভাবে পাঠ করিতেন। ভবিষ্যপুরাণে^৩ লিখিত আছে—

"বিশব্রজন্তেন যেমন মগা গায়ত্র্যতো মগাঃ।.....

ঋষেদোহিত বহুবৈবঃ সামবেদব্রহ্মবর্জগঃ।

ব্রাহ্মণোক্তাতথা বেদা মগানামপি স্ত্রুততঃ।

ত এব বিশরীতাত্ত তেহাং বেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" (১৪০ অঃ)

ইহার বিশরীতক্রমে বেদাধারন করেন বলিয়াই 'মগ' নামে খ্যাত হইয়াছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ এই চারিবেদ যেমন ব্রাহ্মণের, মগদিগেরও ইহার বিশরীত চারিখানি বেদ আছে, তাহার নাম বিদ, বিশ্বদ (বা বিশ্পদ), বিদ্যাদ ও আদিস্।

ভবিষ্যপুরাণের এই উক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে ভারতের চারিবেদ যেমন বাম হইতে দক্ষিণদিকে অর্থাৎ ব্রাহ্মী-লিপিতে লিখিত হইত, শাকবীপীর মগেরা তাঁহাদের আদি ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মীলিপির বিশরীত ভাবে অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামদিকে পাঠ করিত ও লিপি বদ্ধ করিত। এই পাঠবিপর্যয় হইতেই তাঁহাদের 'মগ' নাম হইয়াছে। এই 'মগ' নাম অবত্যা প্রাচীনামশ গাথাতেও পাওয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে ৪১৫ হাজার বর্ষ পূর্বে যে 'বিশব্রজ' লিপি বা খরোজীর উৎপত্তি ঘটয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনতর ঐতিহাসিকগণ ও এদেশীয় পৌরাণিকগণ প্রায় সকলেই আভাস দিয়া গিয়াছেন যে ৪১৫ হাজার বর্ষপূর্বে শাকবীপ হইতে বাবিলান, এমন কি মিসরের উপকূল পর্যন্ত মগাধিপগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তারের সহিত প্রাচীন খরোজী লিপিও যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই

(৪) ভবিষ্যপুরাণের প্রমাণ বলিয়া কেহ যেন আধুনিক মনে করিবেন না।

যেহাই হইতে প্রকাশিত ভবিষ্যপুরাণের 'ব্রাহ্মণর্ক' ভিন্ন অপরগুলি আধুনিক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও ব্রাহ্মণর্ক তা প্রাচীন। বহুতপুরাণ, বহুব্রহ্মপুরাণ ও নারদপুরাণে এই অংশের স্মৃতি উল্লেখ আছে। এমন কি আশ্বমেধব্রহ্মস্মৃতি (৫১৪।৫-৬) এই ভবিষ্যপুরাণের উল্লেখ রহিয়াছে। এই ব্রহ্মস্মৃতিখানি অধ্যাপক বুদ্ধগেরের মতে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর। এই গ্রন্থে বুদ্ধপ্রভাবের নির্দেশ না থাকার আশ্রয় ইহা কে খৃঃ পূর্ব বট শতাব্দীরও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করি। তাহারও পূর্বে ভবিষ্যপুরাণের উৎপত্তি।

* পূর্বতম গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুসারে বর্তমান খরোজীর পুরাভিধ্বংস ঘির করিয়াছেন যে বর্তমান ভারত, এশিয়ায় সখিয়া (সাইথেরিয়া, মক্কাবী, ফ্রিসিয়া), পোলস, হমেরিয়ার কককাস, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবুর্গ, উত্তর-পশ্চিম, বরুৎসে প্রভৃতি জব্বল লহিয়া প্রাচীন ফ্রিসিয়া বা শাকবীপ বিস্তৃত ছিল। [কলমের জার্মান ইতিহাস, ব্রাহ্মণ্যকৃত, ৪র্থ খণ্ড ৬-৭ পৃষ্ঠা উইৎস।]

অসুরীয় (Assyria), বাবিলোন প্রভৃতি স্থানের লিপির সহিত খরোষ্ঠী লিপির সাদৃশ্য রক্ষিত হইয়াছে। [ভোজক ত্রাক্ষণ দেখ।]

এখন আমরা বুঝাইয়া দিতে পারি যে অসুরীয় শ্রেণীর ফনিকলিপি হইতে খরোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে নাই। বহুলিপিবিদ আইজাক্ টেলর তাহার “বর্ণমালা” পুস্তকে লিখিয়াছেন যে নেকুদনেসার ও নেরিসসারের (৫৬০ খৃঃ পূর্বাংশে) ইষ্টকের উপরই অসুরীয় লিপির স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।* কিন্তু তাহারও পূর্বেকার বাবিলোনিয় লিপি হইতে খরোষ্ঠীর নিদর্শন বাহির হইয়াছে এবং তাহারও বহুপূর্বে যে এখানে জরথুষ্ট্র-বংশ আধিপত্য করিতেন, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কেবল বাবিলোন বলিয়া নহে, অন্তত্বানেও খৃঃ পূর্বে ৭ম শতাব্দীর পূর্বে অসুরীয় লিপির পুষ্টিসাধন হয় নাই।†

প্রায় খৃঃপূর্বে ৭ম শতাব্দী ফনিকদিগের রাজশক্তি ও বাণিজ্য-প্রভাবের অবসান ঘটিলে ফিনিসিয়ার আদিবর্ণমালা হইতেই উত্তর সিরীয়ার অসুরীয়লিপি গঠন লাভ করিয়াছিল। আদি ফনিকলিপিও দুই প্রকার দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে সর্বপ্রাচীন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা খৃষ্টপূর্বে ১০ম শতাব্দীর শেষে অথবা ১১শ শতাব্দীর প্রথমে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।‡ প্রাচীন নিনেভে নগরীতে কীলরূপা শিরলিপির সহিত প্রাচীন ফনিকলিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। যাহা হউক, বেরোসাসের মত ধরিলেও আমরা দেখিতেছি যে, খৃষ্ট জন্মের দুই সহস্র বর্ষেরও পূর্বে জরথুষ্ট্রের বংশধরগণ অসুরীয়রাজ্য করিতেছিলেন, সেই সুপ্রাচীনকালে ফনিকলিপির সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। মিসরপাতি আহমেশের চিত্রালিপিতে প্রায় ১৫৬২ খৃষ্ট পূর্বাংশে আমরা “ফেনেথ” নামে ফনিকদিগের উল্লেখ পাই। ঐ সময়ের পূর্বেই যে এখানে ফনিক সংশ্রব ঘটয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। তখনও তাঁহাদের দ্বারা বিপণ্য বা দক্ষিণ হইতে বায়ুমুখী লিপির সৃষ্টি হয় নাই। এই সময়ের পরপটে অঙ্কিত (Papyrus) সঙ্কেতলিপিতে (Hieratic) যে অক্ষরের আভাস পাই, তাহার একটী বর্ণ দাক্ষিণাত্যের সুপ্রাচীন বট্টেলেন্ডু অক্ষরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, সে কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। ভারতীয় পণিকগণ খৃষ্ট-জন্মের বহুসহস্র বর্ষ পূর্বে যে মিসর প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিত, সেগোমনের ইতিহাস হইতেই তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে। পণিকদিগের বেহু কেহ মিসরে আসিয়া দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার রেখা পাত করেন

এবং তাঁহাদের সঙ্গেই দাক্ষিণাত্যের অতি প্রাচীন বট্টেলেন্ডু সঙ্কেতলিপির স্থান অধিকার করে। তৎপূর্বে মিসরে কেবল চিত্রালিপিরই প্রচলন ছিল। দ্রাবিড়ীয় পণিকদিগের সহিত সঙ্কেতলিপি ইজিপ্টে প্রবেশ করিলে তাহাতেই পরপট (Papyrus) অঙ্কিত করিবার প্রথা চলিল। যাহারা বলেন যে, পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফনিকগণ গিয়া দ্রাবিড়ে সেমিটিক সভ্যতার বীজ প্রবর্তন করেন, তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মিল নাই। তাহা হইলে মিসরে যেমন চিত্রাক্ষর প্রচলিত, দাক্ষিণাত্যেও সেইরূপ চিত্রাক্ষরের কোন প্রকার সন্ধান পাইতাম। তাহা যখন নাই, অথচ দাক্ষিণাত্যের বট্টেলেন্ডুর অ, ই, প্রভৃতি কোন কোন বর্ণের সহিত মিসরের সঙ্কেতলিপির মিল পাইতেছি, অথচ সেই সময়ে চিত্রাক্ষরের অসম্ভাব ছিল না, তখন যে ভারতবাসী গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতেই বরং মিসরবাসী সুবিধাজনক সঙ্কেতলিপি গ্রহণ করিয়া থাকিবে, তাহা কিছু আশ্চর্যজনক নহে। এই সঙ্কেতলিপিরই ভিন্নরূপ নিদর্শন সুপ্রাচীন বাবিলোন ও অসুরীয় কীললিপিতে রহিয়াছে। কেবল মিসর বলিয়া নহে, বাণিজ্য ব্যাপদেশে ফনিকগণ জরথুষ্ট্র-গণের অধিকারভুক্ত রাজ্যে আসিয়া বিপণ্যলিপির ব্যবহার শিক্ষা করিয়া যুরোপে গিয়া প্রচার করিয়া থাকিবে, এই কারণ সেই সুপ্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণের নিকট ফনিকরাই লিপিমালার প্রবর্তক বলিয়া পরিচিত। বাস্তবিক তাঁহাদের অভ্যুদয়ের বহুপূর্বে বিপণ্য বা খরোষ্ঠীলিপির উৎপত্তি। এখন আমরা বুঝিতেছি যে, ব্রাহ্মীলিপি যেমন ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, ও ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত, প্রাচীন লিপিসমূহের জননী খরোষ্ঠীও সেইরূপ সকল বিপণ্য লিপির জননী। ফনিকগণ এই লিপি লইয়া গিয়া যুরোপে প্রথম প্রচার করিয়া ছিল বলিয়াই গ্রীকদিগের নিকট ফনিকেরাই বর্ণলিপির উদ্ভাবয়িতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। যেমন মোআব ও সিনোনে ফনিকদিগের প্রচারিত লিপির কালবশে পরস্পরের রূপে অনেকটা পার্থক্য ঘটয়াছিল, সেইরূপ অশোকের ব্যবহৃত খরোষ্ঠীর সহিত উক্ত লিপিসমূহের পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন স্থান ও কালবশে সেমীয় ও মোআবের সেমিটিক লিপি † মোআব, সিনোন ও অরমার লিপি হইতে বহুলাংশে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ অশোকের ব্যবহৃত খরোষ্ঠীর সহিত অপর স্থানের বিপণ্য লিপিরও পার্থক্য ঘটয়াছে। টেলর, বহুলর প্রভৃতি লিপিতত্ত্ববিদগণ এলিয়া মাইনর বা আরবের প্রাচীন লিপির

* Taylor's Alphabets, Vol. I. p. 247.

† Taylor's Alphabets. Vol. I. p. 198.

‡ Taylor's Alphabets, Vol. I. p. 216

‡ ফনিকরাজ সমতিকাল হইতে সম্ভবিক বা সেমিটিক নামের উৎপত্তি। হঠরাং ফনিক ও সমতিক এক।

সহিত অশোকের বিপর্যস্ত লিপির সাদৃশ্যবশত বৈষ্ণব অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা অনেকটা কষ্ট করিয়া মাত্র, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। *

আর একটা কথা—প্রাচীন ফনিকলিপিসমূহে ২০টির অধিক বর্ণ মিলিবার উপায় নাই—সেই ২০টা বর্ণের নাম—অলেক, বেথ, গিমেল, দলেথ, হে, বাও, জইন, চেথ, রোদ, কফ, লমেদ, মেম, হুন, সমেছ, ফে, ছাৎ, কোফ, রেথ, বিন, তও। এই ২০টা বর্ণের উচ্চারণ ধরিয়া যথাক্রমে অ, ব (বগীর), গ, দ, হ, ব (অন্তঃহ), জ, চ, য, ক, ল, ম, ন, স, প, ছ, থ, র, য এবং ত বা ট এই বর্ণ বাহির হইতে পারে। কিন্তু ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমা হইতে আবিষ্কৃত অশোক, যবন, শক ও কুষণ-রাজগণের সময়ে ব্যবহৃত খরোষ্ঠী লিপিসমূহ একত্র করিলে তাহা হইতে আমরা ৩৯ বর্ণ দেখিতে পাই, যথা—

অ	ই	উ	এ	ও	অং
ক	খ	গ	ঘ		
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	
ত	থ	দ	ধ	ন	
প	ফ	ব	ভ	ম	
য	র	ল	ব	শ	ষ
				স	হ

খরোষ্ঠী যে ভাষায় প্রথম ব্যবহৃত হয়, সেই অবস্থার স্তপ্রাচীন গাথা আলোচনা করিলে আ, ঈ, উ, ঐ, ঔ, এই ৫টা অধিক পাওয়া যায়। স্তপ্রাচীন খরোষ্ঠীর ৪৩টা বর্ণের মধ্যে ফনিকেরা স্ব স্ব বাণিজ্যে ব্যবহারোপযোগী ২০টা অক্ষর মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন সংস্কৃত শাস্ত্রে ৪০টির অধিক বর্ণমালা থাকিলেও সাহিত্যিক হিসাবে না ধরিয়া বাঙ্গালীর উচ্চারণ ধরিলে এদেশে যেমন ৩০৩২টা অক্ষরের বেশী আবশ্যক নাই, স্বীকার করিতে হয়, [বাঙ্গালা ভাষা দেখ] অথচ যেমন বঙ্গলিপি ব্রাহ্মীলিপিরই সম্ভূতি, সেইরূপ আবশ্যিক ধর্মশাস্ত্রে ৪৪টা বর্ণের ব্যবহার থাকিলেও ফনিকবর্ণের ২০টির অধিক ব্যবহারে আসে নাট, অথচ ঐ ২০টা আদি খরোষ্ঠী লিপিরই সম্ভূতি।

এখন যুরোপীয়গণ যেভাবে স্ব স্ব দেশপ্রচলিত লিপির উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাই আলোচ্য। যুরোপীয় লিপিতত্ত্ববিদগণ বর্ণলিপির সৃষ্টির পূর্বে এইরূপে সাক্ষ্যকলিপির উৎপত্তি স্বীকার করেন—

* Taylor's Alphabets, Vol. I & Indische Palaeographie von G. Buhler এই গ্রন্থে দেখা।

বর্ণলিপির পূর্ববর্তী সাক্ষ্যক চিহ্ন।

প্রাচীন যুগের মনুষ্যপ্রকৃতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই ফলস্বরূপ হয় যে, মানবজাতির উন্নতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লিপিকাণ্ডের আবিস্কারও অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহারা কএকটা অভাবমোচনের জন্য চিহ্নমাাত্র অঙ্কন করিতে অভ্যাস করেন। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ কার্যানুষ্ঠানের জন্য, সময় বিশেষের নির্ধারণ জন্য, অসুপস্থিত অথবা যাহার সহিত সহজে সাক্ষাৎকারের সুবিধা নাই এরূপ ব্যক্তির নিকট ভাব বিশেষ জ্ঞাপন নিমিত্ত কতকগুলি সাক্ষ্যক চিহ্নের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে থাকেন। সেই আদিম যুগের আদি-বাসিবর্গ আপনাপন অস্ত্র, পশুাদি, স্ব স্ব পালিত গবাদি পশুকে পরস্পরের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট রাখিবার জন্য অথবা স্বহস্তে নির্মিত মৃৎপাত্রাদি বা অপর কোন দ্রব্যের অপর সাধারণ হইতে পার্থক্যনির্দেশের জন্য বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। অত্য়পিও ভূগর্ভনিহিত মৃৎপাত্রসমূহে এরূপ বিভিন্ন চিহ্ন বিদ্যমান দেখা যায় এবং তাহা আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, খৃষ্ট অব্দের বহু পূর্বে হইতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল পাত্রাদি নির্মিত হইয়াছিল। এখনও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মৃৎপাত্র তৎকালের জ্ঞান কৃষ্ণকারের সাক্ষ্যক চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে যাহা ব্যক্তি বিশেষের পারিবারিক সম্পত্তির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নরূপে গৃহীত হইয়াছিল, বর্তমান যুগে তাহাই ক্রমশঃ উন্নতির পরিণতি গ্রাপ্ত হইয়া “ট্রেড্ মার্ক” পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সকলেই জানেন, আমাদের দেশের অজ্ঞ রমণীরা পরিধেয় বস্ত্র বা কমলাদিতে চিহ্নস্বরূপ তাহার কোণে গ্রহি দিয়া রক্তককে দিয়া থাকেন। সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি বর্ণজ্ঞানবর্জিত জাতির মধ্যে এখনও ণগ্রহণকার্যে অর্থের সংখ্যা নিরূপণার্থে স্ত্রী বা রজ্জ্বখণ্ডে গ্রহি দেওয়া চলি থাকে। পূর্ববঙ্গের নিরক্ষর গোপ-গণ চুই ক্রমবিকাশের হিসাব রাখার চটায় লাগ কাটিয়া রাখে। ইহাও অনেক সময় দেখা গিয়াছে, যদি কখনও হিসাবের টাকা আদান প্রদান লইয়া আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তখন বিচারক ঐ সকল দাগ দেখিয়া মোকদ্দমার সত্যাসত্য স্থির করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতেও এরূপ এক সময়ে ণসংখ্যার্থে গ্রহিচিহ্ন ব্যবহৃত হইত। হেরোদোতাসের (IV. 78) বিবরণীতে জানা যায় যে, শকাভিযান কালে দরায়ুস ইটোর নদী অতিক্রম করিয়া সেতুরক্ষক গ্রীক সেনাদলের হস্তে বহু গ্রহিযুক্ত একটা দীর্ঘ রজ্জ্ব রাখিয়া দেন এবং বলেন, ইহাতে যত গ্রহি আছে, ততদিন তোমরা এই সেতু রক্ষা করিবে এবং প্রত্যহ এক একটা গ্রহি খুলিয়া ফেলিবে। যদি শেষ গ্রহি

পুলিবার দিনে রাজার প্রত্যাগমন না হটে, তাহা হইলে গ্রীকগণ সেতু তালিয়া চলিয়া বাইবে।

উহারই উন্নত প্রকরণ পেরু রাজ্যের কুইপু নাম্নীতে দৃষ্ট হয়। উহা প্রথমে সংখ্যাগণনাকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। পরে কালবশে ক্রমশঃ উহার উন্নতি সাধিত হয়। নির্মাতার কৌশলে তাহাতে ঐতিহাসিক ঘটনানিচয়, রাজবিধিপ্রাপ্তি প্রকৃতি সঙ্কেত প্রদিত হইতে থাকে এবং তদ্বারা দেশ হইতে দেশান্তরে, রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তৎকালে প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে কুইপু'র ব্যাখ্যা করিবার জন্য এক এক জন রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। তিনিই কুইপু পাঠের পর পুনরায় কুইপু'র সাহায্যে উত্তর বিধিয়া দিতেন। হুংঘের বিবরণ, কুইপু'র অপূর্ণ ব্যাখ্যাকৌশল লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সাঙ্কেতিক প্রথা এক দিন চীন, তিব্বত এবং প্রাচীন ছুংওয়াসী আদিম জনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল।*

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে কুইপু'র স্তায় কার্য্যসাধনলীল 'মৌতাদগু' বিদ্যমান আছে। উহা একটা বৃক্ষ-শাখা মাত্র। পত্রলেখক গাত্রোপরি পূর্বে শাসুক দিয়া (এখন ছুরিকা সাহায্যে) কতকগুলি আঁচড় কাটিত। বর্তমান "সট-হাও" লেখার স্তায় ঐ আঁচড়গুলি বৃত্তঃ ব্যাখ্যাত নহে। উহা ব্যক্তি বিশেষের মনোভাব বৃত্তিপথাক্রমে করিবার নিদর্শনমাত্র। লেখক যখন ঐ আঁচড় টানিতে থাকেন, তখন নিকটে এক জন দূত বা পত্রবাহক দাঁড়াইয়া থাকে। যেমন একটা আঁচড় বৃক্ষডালে আঁকা হয়, অমনি লেখক পত্রবাহককে ঐরূপ অঙ্কনের অতিপ্রায় ও অর্থ জ্ঞাপন করিয়া দেন। এইরূপে ঐ দণ্ডের অঙ্কন সমাপ্ত হইলে পত্রবাহক দণ্ডটা হাতে লইয়া পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট লইয়া আসিলে এবং যখন এক একটা আঁচড় লক্ষ্য করিয়া এক একটা তাবের কথা জানায়। উপরোক্ত ধাঁপের ভিত্তিয়ারিয়া বিভাগের বিদ্যেরা নদীতীরবাসী বোটুলো-বল্লুক জাতির মধ্যে এইরূপ প্রথার পত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে। স্থানীয় পত্রবাহক এক সর্দারের নিকট হইতে অঙ্কিত মৌতাদগু লইয়া অপরের হস্তে সমর্পণ করে এবং তাঁহাকে ক্রমান্বিত্তে লইয়া গিয়া পত্রপ্রেরকের নাম জানাইয়া দেয় ও পত্র-মর্ম জ্ঞাপন করে। এই মৌতাদগু'র অঙ্কিত আঁচড় বা লিপিগুলি যদি চুই ব্যক্তির মধ্যে নিয়ন্তর চালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা উভয়ে উভয়ের মনোভাবের অঙ্কিত আঁচড়গুলি বুঝিতে পারে।

কালে অল্পপরিমিত ব্যক্তির পত্রমর্মজ্ঞাপনের অভাব অনুভূত হইল। কোন ব্যক্তির প্রথার সাধারণ পরম্পরের অতিপ্রায়-

গুলি পরম্পরের বৃত্তিপথে সমাক্রম করিবার জন্য কতকগুলি সঙ্কেত (mnemonics) অনুমোদিত করিয়া লইলেন। ইহাই বাস্তবিক বর্ণলিপির প্রাথমিক অবস্থা। ইহা হইতেই পরবর্তী সময়কার লিপির আধিক গঠন সংসারিত হইয়াছিল।

স্বরণাতীত কালের মনুষ্যপ্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রথমতঃ আমরা অব্যক্ত অর্থব্যঞ্জক ও মনোভিপ্রায়-জ্ঞাপক দুই প্রকার লিপির নিবর্ণন দেখিতে পাই। অঙ্কিত উহার একটা কঠিন প্রস্তর বা অস্থিখণ্ডে খোদিত দৃষ্ট বস্তুর চিত্র এবং দ্বিতীয়টা অঙ্কিত রেখাটী কলিত চিত্র মাত্র আছে। সেই পৌরাণিক যুগের (Prehistoric times) মনুষ্যসমাজ গুহাদি খোদিত করিয়া তাহার সমস্ত গাত্রে হরিণ, মহিষ ও তদ্রূপের পশুদিগের যে সকল প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই প্রথমোক্ত প্রৈগীর বলিয়া গণ্য এবং M. Ed. Piette কর্তৃক আবিষ্কৃত এরিজন নদীকুলের সচিত্র প্রস্তরগুলি (L' Anthropologie Vol vii. pp. 344) দ্বিতীয় প্রৈগীর অন্তর্ভুক্ত। এই চিত্রিত প্রস্তরকলক (marked pebble) Reindeer যুগের শেষ স্তর ও Neolithic যুগের প্রথম স্তরের মধ্যবর্তী কালে অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া গণনা করা হয়।

এই যুগের স্তর প্রায় ২ ফুট মোটা এবং লাল ও কৃষ্ণ-বর্ণ। ইহার মধ্যস্থিত সঙ্ক্ষিপ্ত হরিণদন্ত (মাশার জন্য), বিভিন্ন জীবদেহাদি প্রকৃতির মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে চিত্রাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড বিরাজিত দেখা যায়, তাহা বর্ণমালাগুলি প্রধানতঃ দুই প্রৈগীতে বিভক্ত;—১ সংখ্যাবোধক প্রৈগীষক কতকগুলি আঁচড় (Series of strokes) এবং ২ সূচিচিত্রিত চিত্রাবলী (graphic symbols)। ঐ সকল প্রস্তরলিপির অর্থ বাহাই হউক না কেন, উহা যে আকস্মিক সমুদ্ভূত নহে, তাহা সহজেই স্বীকার করা বাইতে পারে। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহার কোনটাতে বৃত্তিক, গুঁরা বা সর্প, কোন কোনটাতে বৃক্ষ, লতা, গুল ও নজাদির অস্পষ্ট আভাস, এবং তত্ত্ব অধিকাংশ প্রস্তরেই বর্ণমালায় চিত্রসদৃশ E, I, T, O, A, H, N, প্রকৃতি অক্ষরমালা উৎকীর্ণ দেখা যায়। মহামতি পিক্টে উহার মধ্যে নানা প্রাচ্য দেশবাসী, কিনিবীর সাইওগ্রাস দেশ-বাসীর কতকগুলি বর্ণমালা ও পঞ্চাংশ (Syllabaries) এবং মাস দে' জাজিলের প্রাচীন বর্ণলিপির নমুনা অক্ষরের সাদৃশ্য দেখিতে পান। বর্ণমালার একাদৃশ্য অবস্থা দেখিয়া উহাকে কখনই বর্ণমালার আদি বা উৎপত্তি নিবর্ণন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না, বরং উহাকে প্রাচীন কালের কোন ভৌতিক চিত্রনা বা জাতি বিশেষের নির্জারিত সাঙ্কেতিক বিষয়বস্তুর নিবর্ণন বলিয়াই গ্রহণ করা বাইতে পারে। কারণ এখনও

* Ethnologische Parallelen und Vergleiche, i. p. 184.

মধ্য আমেরিকার শরতঋতু মধ্য এক আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে ক্রীড়া প্রভৃতি খেলার এক্সপ্লেসিভ চিত্র প্রচলিত আছে।

প্রাচীন ভূখণ্ডের বিভিন্ন জনপদ হইতে নব্যবিকৃত আমেরিকা ভূখণ্ডে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রলিপি (Picture-writing) আদর্শ বিদ্যমান আছে। উহা মিসরীয় বা চীনদেশীয় চিত্রলিপি হইতে অনেকাংশে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইজিপ্ত বা চীনের দ্বারা আমেরিকাবাসীর চিত্রলিপি বর্ণ বা শব্দবাক্য হয় নাই। চিত্রগুলি কেবল চিত্রেরই উদ্বোধক হইত।

চিত্রলিপি বাস্তব আমেরিকাবাসিগণ সংখ্যাগণনার্থ এক প্রকার ছড়ি ব্যবহার করিত। উহার সাঙ্কেতিক অংকগুলি গণনা করিয়া তাহারা যুদ্ধাভিযানের ব্যাপ্তিকাল, তত্ত্ব বৃদ্ধি নিহত শত্রুর সংখ্যা ও তদনুরূপ পরিচরাদি ব্যক্ত করিতে পারে। এতদ্বিন্ন তাহাদের মধ্যে 'বিশ্পুম' নামক মালার ব্যবহার আছে। উহার সদা দানাগুলি সন্ধি বা শাস্তি স্থাপনের উদ্বোধক এবং বেগুণে দানাগুলি যুদ্ধোদ্যোগ। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে লেনী লেনপে সন্দারগণ সন্ধি স্থাপনার্থ উইলিয়ম পেনকে বিভিন্ন বর্ণের যে মালা দান করে, তাহার মধ্যস্থলে সন্ধির উদ্বোধক দুইটা মধ্যমুষ্টি পরস্পরে হস্ত ধারণপূর্বক দণ্ডায়মান ছিল। এইরূপ মেক্সিকোবাসীর ফাঁস চিহ্ন চৌর্য বা শাস্তি জ্ঞাপক এবং কলিফোর্নিয়ার পার্কভাটসি অগ্রভারাক্রান্ত প্রতিকৃতিই শোকজ্ঞাপনার্থ উৎকর্ণ হইয়াছে।

আমেরিকাবাসী আদিম জাতির মধ্যে এই চিত্রলিপির প্রাচীনতম আদর্শ বিদ্যমান থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে উহা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া বর্ণমালায় পরিণত হইতে পারে নাই। প্রাচীন ভূখণ্ডের অসুরীয়, মিশর ও চীন রাজ্যে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রলিপির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং উহা কালে শব্দ বা বর্ণমালায় প্রকৃষ্টরূপ প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ব জনপদবাসীর মনোভাব ও তদর্থজ্ঞাপনে নির্দ্ধারিত বা অধিকারী হয়।

চীনদেশেই সর্ব প্রথমে এই চিত্রলিপি হইতেই বর্ণ বা শব্দ লিপির ক্রমোন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয়। তথাকার বর্তমান লিপির মৌলিকাবস্থার সহিত সামঞ্জস্য নির্ণয়্য সেই আদিম চিত্রলিপির নিদর্শন দৃষ্টি গোচর না হইলেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, চীনদেশে বর্ণলিপি আনুমানিক ৮০০ হইতে ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। চীনদেশীয় প্রাচীন অভিজ্ঞানলিখিত শাব্দলিপি ও বর্তমান বর্ণ বা শব্দলিপির বৈষম্য দর্শন করিলে স্পষ্টই ইহার উন্নতি ও বিকাশ উপলব্ধি হইতে পারে। যখন তাহারা প্রস্তর বা তথৎ কঠিন পদার্থে লৌহ-

শলাকা দ্বারা চিত্রলিপি অঙ্কিত করিত, তখন তাহারা পোদক-পিণ্ডে সূর্য্য এবং অর্ধ চন্দ্রাকারে চন্দ্রকে বুঝাইত। পরে যখন কাগজ, রেশম ও তৎসদৃশ কোন কোন বস্তুর উপর বর্ণমালা বিস্তারের আবশ্যক হয়, তখন তাহারা লৌহশলাকার পরিবর্তে তুলির দ্বারা কেবল লেখনী বা চিত্রতুলিকা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। সেই সময় হইতেই বাস্তবিক পক্ষে তুলির টানে বৈশ্বরীতা সাধিত হইয়া বর্ণগুলি বর্তমান ছায়ে রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে।

চীন শব্দলিপি হইতে জাপানি গৃহীত হইলেও উহা অনেকাংশে সংস্কৃত হইয়া ভিন্নাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।^{*} এই জাতীয় লিপির ছাঁদ ভিন্ন জাপানে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত সংস্কৃত বর্ণমালায় লিপিও বিদ্যমান আছে। তথাকার বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থই সংস্কৃত ছাঁদে লিখিত।

মিসরীয় বর্ণলিপিতে প্রথমে সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য জগতের সর্ব প্রাচীন লিপি বলিয়া বিদিত। এখানে চিত্রলিপির (Hieroglyphics) এক সময়ে বিশেষ প্রচলন ছিল, তৎপশ্চৎ উৎকর্ণ ফলকাদি নিরীক্ষণ করিলে তাহার সম্যক বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। চীনগণ যখন বস্ত্রনিবেশকে চিত্রলিপির দ্বারা বুঝাইবার পরিবর্তে শব্দলিপির উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন, তখন তাহারা শব্দানুসারে প্রবাবিশেষের কতক চিহ্ন সামঞ্জস্য অবধারণ করিয়া লন। তাহাতে আদিম চিত্রবটী লিপির আংশিক চিত্রের বিলয় ঘটে এবং মূলতঃ তাহা বিলুপ্ত হইয়া পড়ে।

ভাষাবিদগণ প্রাচীন ভূখণ্ডের এই তিনটি বিস্তৃত চিত্রলিপির উৎপত্তিনির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন যে, এক সময়ে ইচ্ছা মধ্য এশিয়ায় ও বাসী জাতির মধ্যে বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ বলেন, চীনগণ বাবিলোন হইতে ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে আসিয়া বর্তমান চীনসাম্রাজ্যে বাস করিয়াছে। আবার কাহারও কাহারও ধারণা, ইউফ্রেটিস্ প্রবাহিত উপত্যকাভূমে প্রথমে মিসরীয় সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল অর্থাৎ প্রাচীন আর্য্য (হিন্দু)-দিগের দ্বারা ইউফ্রেটিস্ তীরবাসী জনশ্রোত সেমিটিক অভিমানে লিপ্ত হইয়া রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে সভ্যতা বিস্তার করিতে করিতে মিসর রাজ্যে আসিয়া প্রকৃত বিস্তার করিয়াছিল। এই মিসরীয়গণ প্রাচীন সোমালী জাতির অন্ত একটা শাখা ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

মিসরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বহুকাল ব্যাপিয়া অসুরীয় (অসুর)-গণের সহিত মিসরীয়-দিগের রাজনৈতিক সংঘর্ষ (যুদ্ধবিগ্রহ) চলিয়াছিল, সেই

* See Taylor's The Alphabet, i, p. 34.

যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াই তাহারা ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে উপনীত হয়। এবং তত্ক্ষণে আপনাদের জন্মভূমির প্রচলিত চিত্রবর্ণমালা প্রচার করে। বাস্তবিক পক্ষে, এই মিসরীয় সঙ্কেতলিপিপ্রথা (Hieratic writing) নীল নদের উপত্যকাদেশে সম্যক পৃষ্টি লাভ করে নাই; অথবা যে প্রাচীন চিত্রলিপি (Pictographic System) হইতে অনুসারী ও তৎসমীপবর্তী স্থানের কীল-লিপি ক্রমশঃ পৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে এই মিসরীয় সঙ্কেতলিপি উচ্চ বা নিম্ন ধারায় অনুসৃত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

চীনবাসীর স্থায় মিসরবাসিগণও একই উদ্দেশ্যে স্বতঃপ্রসূত হইয়া (চিত্রলিপি হইতে) বর্ণমালা নির্ধারণে অগ্রসর হন। তাঁহারাও বস্তুবিশেষের আকৃতি এবং বস্তুগত ভাব সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সেই চিত্রগুলির ছাঁট বাদ দিয়া এক একটা “বর্ণশব্দ” জগৎ অক্ষর নির্ণয় করেন; পরে তাহা হইতেই এক প্রকার যুরোপের প্রচলিত ভাষাগুলি ধারণ আক্ষরিক, মিসরীয় ভাষা সে ভাবে কখনও আক্ষরিক হয় নাই। কারণ প্রাচীন মিসরবাসিগণ স্বভাবতঃই আত্মগৌরবরক্ষণশীল এবং চিত্রবিজ্ঞা-বিশারদ ছিলেন। তাহারা স্বকীয় এট শোভাবর্ধক ও সৌষ্টব-শালী চিত্রলিপিরই পক্ষপাতী হইয়া তৎপরিবর্তে বর্ণমালা চিহ্ন-ব্যবহারবাসনাকে বিলক্ষণ কঠোর বিষয়ই জ্ঞান করিতেন।

সেই কারণেই তাহারা চীনবাসীর স্থায় বর্ণমালা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাহারা শব্দপরম্পরার সংযোগ লক্ষ্য করিয়া সেই শব্দে যে বস্তু, পশু, পক্ষী বা মনুষ্যের উদ্দেশ্যতক শব্দকে বুঝায়, সেই বস্তুর দ্বারা তাহালাপি অঙ্কন করিয়া বাহিতেন। যেমন জল বুঝাইতে চিহ্নের দ্বারা তরঙ্গায়িত জলপৃষ্ঠ আঁকিত, তৃণ বুঝাইতে জলের চিহ্ন আঁকিয়া একটা গোবৎস ছুটিয়া জলের অভিমুখে বাহিতেছে, দেখাইলেই চলিত। যুদ্ধ বুঝাইতে একহস্তে ঢাল ও অপর বড়শা বা তরবারিযুক্ত বীরমূর্তি লিখিত। এই সকল চিত্রলিপির মধ্যে পরম্পর সম্বন্ধনির্দেশার্থ তাহারা কতকগুলি চিহ্নও ব্যবহার করেন। ডাক্তার আইজাক টেলার বলেন, সেই সকল অক্ষরমূলক (Alphabetic symbol) চিহ্ন হইতেই বর্তমান ইংরাজী বর্ণমালায় বীজকীট প্রসূত ছিল, কালে তাহা প্রবৃদ্ধ ও প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই হাইরোমিক্সিক চিত্রালাপি হইতে কিরূপে মিসররাজ্যে হিরাতিক লিপির প্রচলন হইয়াছিল, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল:—ইংরাজী m বর্ণের উৎপত্তি দেখাইতে গিয়া পাশ্চাত্য ভাবাবিদ্গণ বলেন যে, প্রাচীন মিসরী-ভাষায় পেচকের নাম মূলক = উলুক। প্রথম চিত্রলিপি অনুসারে পেচক পক্ষী বা সেই বস্তুর ধারণা (as a

idiogram) বুঝাইতে পেচকপক্ষিচিত্রই অঙ্কিত হইয়াছিল। পরে তাহা পেচক শব্দার্থের (Phonograms) বোধকরূপে ব্যবহৃত হয়। শব্দার্থে অর্থে তাহার শব্দরূপ পরিণতি ঘটে এবং শব্দানুসারে তাহাতে উ যুক্ত হইয়া mu পদ হয়। প্রাচীন হায়রোমিক্সিকের পেচকচিত্র প্রস্তরাক্ষরের পরিবর্তে যখন পাপি-রাস্ (Papyrus) পত্রে লিখিতে আরম্ভ হয়, তখন ক্রতলিপির জন্ত সুস্পষ্ট পেচকাকৃত না লিখিয়া মোটামুটি উহার চারিপার্শ্বের রেখাই লিখিত হইত। পরে লেখার ভারতম্যানুসারে ক্রমে আদি পেচকচিত্রের শোণ ঘটে এবং পদ ও পৃষ্ঠবিহীন পেচক রেখার স্থায় ইংরাজী হস্তলিখিত জেড্ বর্ণ বা সংস্কৃত “ন” বর্ণের অনুরূপ আকৃতিতে লিখিত হয়। ডেমোটিক লিপিতেও উহা ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া আইসে। আবার সেমিটিক বর্ণমালায় প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উক্ত অক্ষরগুলি মিসরীয় সঙ্কেতলিপি (Hieratic) হইতে যেন গৃহীত। মোআবাইট প্রস্তরকলকে সেমিটিক অক্ষরে যে সুপ্রাচীন শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে তাহাতে m অক্ষর স্থলে “j” অক্ষর অঙ্কিত দেখা যায়। উহার সহিত মিসরীয় সঙ্কেতলিপির m বর্ণের অনেক সাদৃশ্য আছে। সুতরাং মোআবাইট অক্ষর হইতে প্রাচীন গ্রীকের “μ” অক্ষরের উৎপত্তি করণা করা যায়। উহা হইতে পরবর্তী সময়ে পরিবর্তন নিয়মে গ্রীকভাষায় M বা m অক্ষর উদ্ভূত। ইহার পরে গ্রীকলিপি ইতালীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই গ্রীকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া রোমকগণ বর্ণমালায় Roman capital M গ্রহণ করিয়াছিল। সেই রোমক অক্ষর হইতে সুছাঁদবিশিষ্ট ইংরাজী m অক্ষরের উৎপত্তি।

মিসরীয় সঙ্কেতলিপিতে ব্যঞ্জন ও অস্বব্যঞ্জন বর্ণের প্রাধান্য থাকায় মিসরীয় ধাতুগুলি সাধারণতঃ তিনটি অক্ষরে গঠিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে চীনভাষার সহিত মিসরীভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ। টেলেমিৎশের অধিকার পর্যন্ত সুপ্রাচীন মিসর-রাজ্যে সঙ্কেতলিপিরই প্রচলন ছিল। পরে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ও সহজলেখ গ্রীক বর্ণমালায় প্রচলন হওয়ায় উহা একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে আকেরদাদ নামক একজন সুইড্ মিসরীয় বর্ণমালায় উচ্চারের চেষ্টা পান, ঐসময়ে গ্রোটকেও পায়ত্ত রাজ্যান্তর্গত কতকগুলি কীলফলকের পাঠোচ্চার করিয়া তাহার প্রথম উচ্চম সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করেন। তৎপরে কাম্পোলিরো ও টমাস ইয়াং বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত মিসর-ভাষা আলোচনা করিতে থাকেন। তাহারা অনেক গবেষণার পর, যোজ্ঞটার প্রস্তরলিপির সাহায্যে প্রাচীনভাষা উচ্চারে পথ বিস্তৃত করিয়া যেন। গ্রোটকেও ও সর হেনরী রালফসন

৫১৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে দরায়ুস বিজ্ঞান কর্তৃক উৎকীর্ণ কীলকলকের পাঠোদ্ধার করিয়া কীলকলকপাঠের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া যেন। কীললিপির পাঠোদ্ধার হইতে প্রকৃতপক্ষে পারসিকদিগের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবশ্যশাস্ত্রপাঠেরও বিস্তর সুবিধা হয়। কারণ কীল-লিপির ভাষা ও অবস্থার ভাষা পরস্পরে বিশেষ নৈকট্যসম্বন্ধযুক্ত।

যখন প্রাচীন পারস্তলিপির পাঠোদ্ধার হয়, তখন স্থান ও বাবিলোনিয়ার সমান্তরাল তত্ত্বশ্রেণীর গাত্ৰোৎকীর্ণ লিপি পাঠের আশা হয়। পরবর্ত্তিকালে এসিয়া মাইনরের নানাস্থানে কীললিপি আবিষ্কৃত হওয়ার উক্ত ভাষালোচনার পথ অনেক সুগম হইয়াছে এবং নিনিভে ও বাবিলনের ধ্বংস স্তূপরাশির অভ্যন্তরনিহিত মুৎফলকসমূহের পাঠোদ্ধার হইয়া যুক্ত্রেটিস উপত্যকার ইতিবৃত্তকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে। আকেদিসান ভাষায় কর্ণকে “পি” বলে। কীলাকার লিপিতে “পি” লিখিতে যে ভাবে কীলকগুলি (২) বিভক্ত হয় তাহার সহিত বাব্বলা প, হিব্রু “পি” ইংরাজি P এবং সংস্কৃত प এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

অসুরীয় ও বাবিলোনীয় হইতে এই কীলাকার লিপি বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হয়। কিন্তু ঐ সময়ে অপরাপর জাতির মধ্যে আর একটা ভিন্ন ভাষা প্রচলিত ছিল। তাহা কীললিপির উৎপাদক সুমারীয় জাতি বা তাহাদের বিজ্ঞতা সেমিতিক বাবিলোনীয় দিগের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এসিয়ার বিভিন্ন স্থানে, এমন কি, ইজিয়ান সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে এই ভাষার বহুশত শিলাফলক বিস্তৃত আছে। ঐ ভাষা হিটাইট্ (Hittite) নামে কথিত। ইহার লিপিকোশল প্রথমাবস্থার চিত্রলিপি সম্বৃত্ত হইলেও আক্ষরিক পরিণতিতে ইহা বাবিলোনীয় লিপি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেক চেষ্টার পর, এই ভাষার ফলক-লিপিসমূহের পাঠোদ্ধারকাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহার প্রকৃষ্ট পদ্ম নির্দ্ধারিত হয় নাই।

প্রাচীনকালে পিলোপেনিন্জ্ হইতে একটা গ্রীক উপনিবেশ সাইপ্রাসদ্বীপে বাইরা বাস করে, তাহারা যে ভাষায় কথা কথিত, তাহা অনেকাংশে আর্কেডিয় ভাষার অনুরূপ। সমগ্র গ্রীক জাতির মধ্যে এই শাখাই বর্ণমালার লিখিতে জানিত না, তাহারা এসিয়া-বাসীর সংস্রবে পড়িয়া ধন্ডাঘন্ডক বর্ণলিপির অমু-সরণ করে। বিখ্যাত পারস্তযুদ্ধের অবসানে সাইপ্রাস দ্বীপ গ্রীকরাজের অধীন হইলে, গ্রীক ঔপনিবেশিকগণ স্বজাতীয়ের সংস্রব লাভ করে বটে, কিন্তু তাহারা মূল গ্রীকদিগের অভ্যন্ত বর্ণলিপি গ্রহণ না করিয়া আপনাদের পূর্বতন শব্দলিপিই ব্যবহার করিতে থাকে।

সম্রাট রুটাস মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষদিগের বয়ে সাইপ্রাস

দ্বীপের ধ্বংস স্তূপরাশির খননকাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ভূগর্ভে অন্বেষণ করিতে করিতে তদ্ব্যবস্থায় হইতে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী উৎকীর্ণ এক খানি শিলাফলক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ফলক খানিতে ডেমিটার ও পার্সিকোনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ব্যাপা-রাংশ গ্রীক বর্ণমালার এবং তদ্বিষয়ে ঘটনাবলী শব্দলিপিতে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উহার গ্রীক বর্ণমালার পাঠপ্রণালী বাম-দিকের আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণে আসিতে হয় এবং শব্দলিপির প্রথা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ বর্ত্তমান আরবী বা পারস্যীয় ছায় দক্ষিণ হইতে বাম দিকে। এই শব্দলিপিতে ঠোঁট স্ব-বর্ণের চিহ্ন আছে, কিন্তু তাহার ব্রহ্ম বা দীর্ঘ স্বরের পাঠকা নির্ণয়ের সুবিধা এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ও জিহ্বামূলীয় তালব্য বা অস্থ-নাসিকাদ্বির উচ্চারণনির্ণয়ের উপায় নাই।

পাচাত্তা বর্ণমালার উৎপত্তি।

গভীর গবেষণার সহিত সাইপ্রীয় বর্ণমালা আলোচনা করিতে করিতে স্বতঃই মনে বর্ণমালার উৎপত্তিপ্রসঙ্গ আসিয়া সম্মিলিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, এই বর্ণমালা কিনিসিয়া ও গ্রীস হইতে প্রথমে ভূমধ্যসাগরোপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে এবং পরে তথা হইতে দূরবর্ত্তী জনপদসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইমাতুয়েল ডিক্কে Academie des Inscriptions সভায় লিপিতত্ত্বের যে আভ্যন্তরীণ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি মিসরীয় হায়রোগ্লিফিক বা চিত্রলিপির অভিন্নতা বা কুৎসিত আকৃতি হইতেই কণিক বর্ণমালার উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এতদূর বর্ণমালার সামঞ্জস্য সাধনকালে উভয় ভাষাগত কতকগুলির অপূর্ণ বৈষম্য অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Deecke ইমাতুয়েল রুজের মত খণ্ডন করিয়া বলেন যে, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তি-কালের বিস্তৃত অসুরীয় কীল-লিপি হইতে সেমেটিক বর্ণমালার উৎপত্তি এবং কণিক ভাষাও সেই অসুরীয় বর্ণমালার নিকট স্বর্গী; কিন্তু এ বিষয়ে প্রমাণা-ভাব। যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কণিক বর্ণমালা বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত যুগ অপেক্ষা আরও সহস্রাব্দিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং বর্ণমালার ইতিহাসে একটা যুগান্তর সাধিত হইবে।

আবার মিসরের ধ্বংস স্তূপরাশি অন্বেষণ করিতে করিতে অধ্যাপক ব্রিগাস পিট্ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আবিডোস্ নগরের রাজসমাদিত্তিতে যে লিপি (Symbols like alphabetic character) উৎকীর্ণ দেখিতে পান, তাহা প্রাচীন হায়রোগ্লিফিক ও চিত্রলিপির সংযোগে উৎপন্ন। মিসর রাজ্যের ইতিহাসোক্ত প্রথম রাজবংশের রাজত্বকালেরও পূর্বে অথবা খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ বৎসর হইতে ১২০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ঐ চিত্রলিপি অবাধে মিসররাজ্যে

প্রচলিত ছিল। খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দেরও পূর্ববর্গের উৎকীর্ণ ক্রীট বীণের শিলাফলকেও এই চিত্রলিপির নিদর্শন আছে। ইহা দ্বারাও পরবর্তী মিশরী ভাষার বর্ণমালা হইতে কণিকগণ কর্তৃক বর্ণলিপির পরিপুষ্টি সম্বন্ধীয় পূর্বসিদ্ধান্তিত মীমাংসাও অপ্রতিপন্ন হইতেছে।

১২০০ খৃষ্টাব্দে ক্রীট বীণের ভূগর্ভে মিঃ ইভান্স যে সকল লিপিপূর্ণ মৃৎফলক পান, তাহার লিপিগুলি মিশরীয় চিত্রলিপির অনুরূপ। উহার ৮২টি চিত্রমধ্যে ৬টি মনুষ্য বা তাহাদের প্রতিকৃতি ১৭টি অস্ত্রাকৃতি, ৩৩ ও বাতবস্ত্র, গৃহ, গৃহাংশ বা রন্ধন পাত্রাদি; ৩টি সামুদ্রিক জীবচিত্র; ১৭টি পশু ও পক্ষী-মুষ্টি; ৮টি বৃক্ষ ও গুল্মাদি, ৬টি গ্রহনক্ষত্রাদি, ১টি ভৌগোলিক চিত্র, ৪টি জ্যামিতমূলক চিত্র এবং ১২টি অপর চিত্র ছিল। এই ১২টি কি বর্ণ তাহা আজিও আবিষ্কৃত হয় না। নোসসের (Knossos) সুবিখ্যাত প্রাসাদের ধ্বংসস্থল হইতে প্রাপ্ত ফলক-খানি মাইকিনী বীণের আদিম অধিবাসীর উৎকীর্ণ বলিয়া সাধারণের ধারণা।

ইভান্স এই মৃৎফলক পাঠে অবগত হইয়াছিলেন যে, এখানকার অধিবাসিবর্ণ মাইকিনীর বিজ্ঞেয়ত্বের অধীন ছিল। মাইকিনীগণ এখানে নবাগত হইলেও তাহাদের লিপিও অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম ছিল, কেন না এখনও আবিভাস হইতে প্রাপ্ত ফলকে মাইকিনীর লিপির যে প্রতিকৃতি রহিয়াছে, তাহা মিসরের প্রথম রাজবংশের পূর্ববর্তী সময়ের মৃৎপাত্রের চিত্রলিপি অপেক্ষা প্রাচীন না হইলেও যে তাহার সমসাময়িক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই লিপিপ্রথার বর্ণগুলি আক্ষরিক কি শাব্দিক তাহা আজিও ত্পষ্টরূপে জানা যায় নাই।

এক সময়ে এই বীণ হইতে সভ্যতাস্রোত কারিয়া ও লাইসিয়ায় প্রবাহিত হয়। কারিয়াগণ ক্রীট হইতে এসিয়ার উপকূলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলেও, তাহাদের ভাষা বা লিপির সহিত কোমাস (Camos)-বাসিদিগের লিপির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। নোসসের ফলকপাঠে অনুমান হয় যে, কারিয় ও মাইকিনীগণ পরস্পরে নিকট সম্বন্ধযুক্ত এবং কারিয় ও লাইসিয়গণও পরস্পরে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের ভাষাগত সাদৃশ্য স্বতন্ত্র। উহা আমদো ইন্দো-ইরানীয় কেন্দ্রস্থিত বলিয়াই ধারণা করা যায় না। পক্ষান্তরে ত্রিকীর ভাষার উৎকীর্ণ ফলকাদিতে গ্রীক লিপির যথেষ্ট সাদৃশ্য অনুভূত হয়। উপরোক্ত ভাষাদ্বয়ে উৎকীর্ণ শিলাফলক-গুলির মধ্যে একটাও বৃহৎ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্তী নহে। এসিয়া-মাইনর (বিশেষতঃ লাইসিয়া)-বাসিগণের কথিত ভাষার সহিত গ্রীকভাষার অনেক নব্বইবৎসর লক্ষিত হয়। এতদ্বারা

প্রতীয়মান হয় যে গ্রীক অক্ষর হইতে এই ভাষার বর্ণচিত্র অনেক স্বতন্ত্র। অনেকে এমনও অনুমান করেন যে, রোডস বীণের ডোরিয়া লিপির সহিত গ্রীক অক্ষর মিশিয়া এই বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে।

উপরে যে মোআবাইট প্রস্তরফলকের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে খৃষ্ট ৮২৫ অব্দের পূর্ববর্তী সময়ে উৎকীর্ণ বলা যাইতে পারে। এই মোআব ভাষা বা তাহার বর্ণ-চিত্র আক্ষরিক পরিপুষ্টির কীৰ্ত্তিতত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইলেও, সমগ্র যুরোপের বর্ণচিত্রের বিস্তারকর্ত্তা কণিক ভাষা হইতে পৃথক্। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সাইপ্রাস বীণে ব্রোঞ্জ ধাতু নিশ্চিত যে পাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সিদোনীয়রাজ হিরামের ভৃত্য কর্তৃক বাবলেবোনেনের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। উহাতে যে খোদিত লিপি আছে, তাহা কণিকলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। কেহ কেহ উহাকে মোআবাইট ফলকের পূর্ববর্তী, কেহ বা পরবর্তী বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উপরে বর্ণালিপির উৎপত্তি, পরিণতি বা বিস্তার প্রসঙ্গে বাহা লিখিত হইল, তাহার কোনটা হইতে যে পাশ্চাত্য বর্ণ-লিপি গৃহীত হইয়াছে তাহা কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তাহাদের ধারণা কণিক বর্ণমালাই যুরোপীয় সমগ্র বর্ণমালার আদি। অধ্যাপক পিটর গাইল লিখিয়াছেন :—“Whenever the Symbols originated, it was to the Phoenicians that the Western world owed its alphabet, as is clear (1) from the forms of the letter themselves; (2) from the names which the Greeks gave to them; (3) from the Greek tradition of their origin.”

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে থেরা বীণে কতকগুলি প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। পণ্ডিতবর Freiherr Hiller Von Gartringen উহার পাঠোদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীক বর্ণমালার সহিত কণিক বর্ণমালার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

বাহা হউক, এই কণিক জাতীয় কণিকসমিতির দ্বারা পশ্চিম যুরোপ খণ্ডে এবং ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী প্রদেশে বর্ণমালার বিস্তারকরে মানবজাতির বিশেষ উন্নতি ও ঐতিহাসিক পরিণতি সাধিত হইয়াছিল। অদ্বয় উৎসাহে ও অধ্যবসারে এই কণিক জাতি অতি প্রাচীন কালেই মিসর রাজ্যবাসীর সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ বিস্তার করে। এই সময়ে তাহারা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা-ভূসারে মিসরীয় লিপিপ্রথা কতক পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়াছিল। এরূপ হলে ইহাই স্বীকার করা যাইতে পারে যে, তাহারা স্বদেশে থাকিয়াই অতি চিত্রলিপি বর্জন করিতে

লিখিয়াছিল এবং অন্তান সঙ্কেত চিহ্ন আপনাদের বর্ণমালা মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ফনিক সম্প্রদায় মিসরীয় সঙ্কেতলিপি ও তাহার উচ্চারিত স্বরাদি গ্রহণ করিয়াছিল কি না, অথবা তাহারা মিসরীয় সঙ্কেতলিপি গ্রহণ করিয়া তাহাতে আপনাদের স্বর সংযোজন করিয়াছিল কি না তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে স্বীকার করিতে হইলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সাক্ষেতিক ও তাহার অনুরূপ প্রাচীন শব্দই ফনিকদিগের উদ্ভাবিত হওয়াও বিচিহ্ন নহে। তবে এ কথাও ঠিক, ফনিক বর্ণমালার যে সকল নাম প্রদত্ত হইয়াছে এবং মিসরীয় সঙ্কেতলিপিতে যে সকল মৌলিক বস্তুর চিত্র উদ্ভাটন করে, তত্বভয়ের মধ্যে কোন শব্দ নাই। যেমন হিব্রু “আলেফ” এর সহিত ফনিক বর্ণমালার যে তুলা আভক্ষর, তাহার সহিত বৃষমূণ্ডের কাল্পনিক সাদৃশ্য আছে এবং দ্বিতীয় হিব্রু অক্ষর “বেথ” এর সহিত একটা চতুরঙ্গ বাটার সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু বস্তুতঃ বৃষমূণ্ডরূপিত ঐ ফনিক বর্ণটা তাড়া-তাড়ি লিখিতে হইলে বৃষমূণ্ডের পরিবর্তে অনেকটা ঈগল পক্ষীর ঠোঁটের স্থায় হইয়া আইসে এবং সেইরূপ দ্রুত প্রণালীতে বেথ অক্ষরটাও বকের স্থায় বক্রগ্রীব হইয়া যায়। ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ফনিকগণ চিহ্ন ও শব্দ বা স্বরমাত্র গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বর্ণের নামগ্রহণ করে নাই।

পরবর্তিকালে ফনিকদিগের দ্বারা ফনিক বর্ণমালার কতদূর পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল, তাহা লিপিচিত্র এবং ফলকাদি নিরীক্ষণ করিলেই সম্পূর্ণ প্রতিভাত হইবে। উত্তর ইজিপ্টের আবুসিম্বেল নগরস্থ স্তূপস্থ প্রতীমাসমূহের পাদমূলে সমতিকাসের বেতন-ভোগী গ্রীক, কোরিন্থ ও ফনিকসেনাদল স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় আপনাপন নাম অঙ্কিত করিয়াছিল। ইহার পরে, খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৩০০ অব্দে বাইব্রোসের ঠেলেতে, এসমাজারের প্রস্তর-নির্মিত শব্দধারে, কার্থেজের ধ্বংসস্থল মধ্যে এবং প্রাচীন সিডোন উপনিবেশে ঐ সকল লিপির যে সকল ফলক পাওয়া গিয়াছে, বাহু আকৃতিকে তাহা প্রায় একরূপ; কিন্তু সর্ব-বিষয়েই অতিসামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

এই সকল শিলা বা মৃৎফলকে যে সকল অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ববর্তী আক্ষরিক লিপিত্রিফাপেক্ষা সরু ও লম্বা; স্তূতরাং বেশ বৃদ্ধা যায় যে ঐ লিপিপ্ৰণালী তখন শিলা-ফলকের পরিবর্তে বাগিচাকাষের উপযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ বাগিচার ব্যস্ততার লেখা কিছু দ্রুত ও সরু হইয়াই পড়ে। পাথরে খুঁদার তত্ত্ব মোটা হাঁদের অক্ষর আবশ্যক।

যখন ফনিকবর্ণমালা পাশ্চাত্যভূখণ্ডে আপনায় অঙ্গোদ্ধৃত

অক্ষরলিপির পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষভাসাধনে তৎপর ছিল, ঠিক সেই সময়েই প্রাচ্যজনপদসমূহে ভ্রমভ্রোতে বর্ণমালা ও লিপি-প্রচার কার্য চলিতেছিল। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, পূর্বখণ্ডে সেমিটিকজাতিই সর্বপ্রথমে কতকগুলি অসম-বণীয় চিহ্ন লইয়া ভাষালিপির প্রতিষ্ঠা করে এবং তথা হইতে ক্রমশঃ দূরদেশে বিবৃত হয়। কিন্তু উহা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহা পূর্বাধার আলোচনা করিলে বেশ বৃদ্ধা যায়। প্রেসার কর্তৃক আরব দেশ হইতে আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির কোন কোনটীর লিপি খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ অপেক্ষাও প্রাচীন; স্তূতরাং যদি তাহা হইতে বর্ণমালার উৎপত্তি ও প্রচার স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব মীমাংসিত লিপিতত্ত্বের ভিত্তি আরও প্রাচীন যুগে আসিয়া পড়ে। তৎপরে খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের প্রাচীন কয়টি সেমেটিক লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। হোজ-কিয়ার রাজত্ব কালে মোআবাইট প্রস্তর এবং সিলোমোরের গুরুবীরী হুড়ল মধ্যে প্রাপ্ত হিব্রুলিপি এবং বল লেবানোনের পাত্রস্থ লিপিতে ফনিক ছাঁদের সেমিটিক অক্ষরের লিপি বিদ্যমান আছে। এড্রিস লাকিস ও অজাজ নগরে প্রাপ্ত মৃৎ-পাত্রাদিতে যে সকল হিব্রুবর্ণ চিহ্ন এবং হিব্রু শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও তদনুরূপ প্রাচীন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ফনিকদিগের স্থায় এই হিব্রু চিহ্নগুলিও বিশেষ বক্রাকৃতি।

রিহতীগণ নিক্সাসনের পর ক্রমে ক্রমে অরমীয়লিপি অভ্যাস করিতে থাকে। তাহা হইতেই ক্রমে চতুর্কোণ হিব্রুবর্ণ-লিপির উৎপত্তি হয়। এক মাত্র সামারিটান জাতিই সেই প্রাচীন ও বক্রাকৃতি হিব্রুলিপিই আশ্রয় করিয়াছিল, সেই কারণে তাহারা আপনাদিগকে প্রকৃত হিব্রু বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে।

অরমীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন সিরিয়া রাজ্যের অন্তর্গত সিন্ধুজিলি নগরে পাওয়া গিয়াছে, উক্ত ফলকলিপি প্রায় ৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই অরমীয় লিপির সহিত পূর্বোক্ত মোআবাইট প্রস্তরলিপির তেমন ইতর বিশেষ নাই। আনুমানিক ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাপিরাস পত্রপটে যে সকল অরমীয় লিপি লিখিত হইয়াছিল, সেইরূপ অক্ষর-মালা খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ঐ সময়ে মিসরদেশে পারস্তরাজপ্রভাব অপ্রতিহত ছিল। এইরূপ বক্রাকৃতি বা জড়ানে অরমীয় লিপির সহিত অস্থরীয় কীল-ফলক পার্শ্বস্থ চুবকাশ লিখিত অরমীয় লিপির সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। অরমীয় লিপি তাড়াতাড়ি ও জড়ানে লিখিতে ক্রমে গোলতাব ধারণ করে, কারণ ফনিক লিপিতে অক্ষরের হলগুলি সাধারণতঃ সমান ছিল। অক্ষরের টান বা হলগুলি গোল হওয়ায় অরমীয় অক্ষর ক্রমে চতুর্ক হিব্রু

অক্ষরে পরিণত এবং তাহা হইতেই ক্রমে Palmyra অক্ষরত
লিপির (Ornamental writing) বিকাশ ঘটয়াছে।

আরববর্ণটির নবতীরদিগের মধ্যে পূর্বে এই অর-
মীয় বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল। উহাদের অক্ষরের ছাঁদগুলি
অল্প পরিবর্তনেই তাহা বর্তমান আরবী অক্ষরে রূপান্তরিত
হইয়া যায়। উত্তরপূর্ব আরবদেশের তিমার মন্দিরভূক্তে
এই শ্রেণীর লিপি বিস্তৃত আছে। উহা খৃষ্টপূর্ব ৫ম
শতাব্দের পূর্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই লিপিতে প্রাচীন
অরমীয় লিপির অনেক ছাঁদ বিস্তৃত দেখা যায়। তৎপরেবর্তী
সময়ের অনেকগুলি নবতীর শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।
সময়ের তারতম্যানুসারে ঐ ফলকলিপিগুলির যথেষ্ট পরিবর্তন
ঘটিয়াছে। চার্লস ডোট, হবার ও ইউটিং প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী
বিশেষ গবেষণার সহিত ঐ ফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া সেই লিপি-
শালায় বর্ণসমূহের ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য একটা তালিকা
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ শিলাফলক প্রধানতঃ ৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দ
হইতে ৭৫ খৃষ্টাব্দ মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার লিপিপথায়
অনুসরণ করিলে সহজেই বর্তমান আরবী লিপির বর্ণবিভাগ
অনুভব করা যাইতে পারে।

আরব দেশে কিউফিক ও নবকি নামে দুই প্রকার বর্ণমালায়
ব্যবহার ছিল। শিলালিপি ও মুদ্রাসিতে সাধারণতঃ প্রথমোক্ত
লিপিই ব্যবহৃত, এই কারণে সাধারণ কার্যে তাহা অস্থবিধা-
জনক বোধে পরিত্যক্ত এবং সাধারণ লিপিতে অপেক্ষাকৃত
সজ্ঞানে ছাঁদের বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে। এই শেষোক্ত
নবকি লিপিই বর্তমান আরবীলিপির জননী।

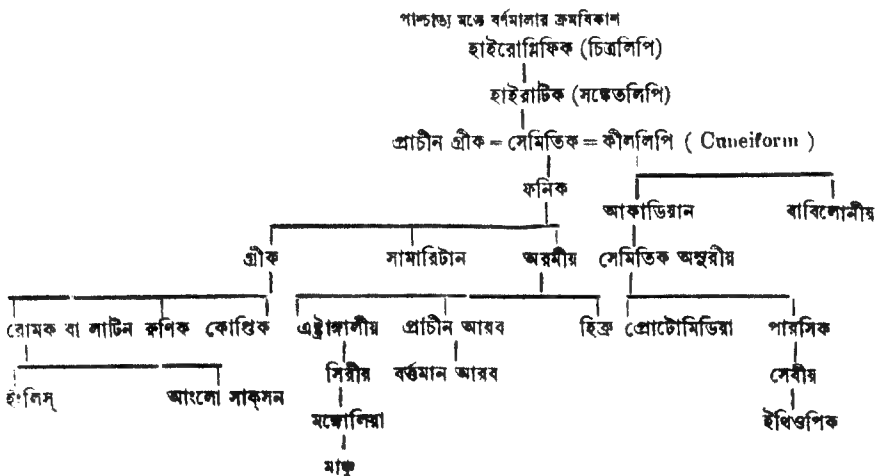
সিরিয়ার উত্তরবাসী খৃষ্টানদিগের মধ্যে এষ্টালালিয়া নামে
তাহার একপ্রকার অরমীয় লিপির প্রচলন আছে। নেষ্টো-

রীয় মিশমরীদল ঐ লিপি মধ্যএসিয়ার লইয়া যায়, পরে তাহা
ক্রমে তুর্কমানে হইতে মাকুরিদ্ধ পর্য্যন্ত হুদীর্ঘ জনপদবাসীর
লিপিরূপে পরিগণিত হয়।

উপরোক্ত লিপি বাস্তবিক, আরবদেশের দক্ষিণস্থিত যেমেন
প্রদেশে আর এক প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। উহার বর্ণ-
গুলি দক্ষিণ সেমিটিক, বা ইথিওপিয় লিপি নামে পরিচিত।
ব্যাকরণ ও ব্যাক্যবিভাগের ক্রমনির্ণয় দ্বারা এই সকল
দক্ষিণ সেমিটিক লিপিরও সেবীয় ও মাইনীয় নামে দুইটি
বিভাগ গঠিত হইয়াছে। অস্তান্ত শিলালিপির দ্বারা, এই সেবীয়
লিপি দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ বামদিকে লিখনেরই রীতি ছিল,
কিন্তু কতকগুলি ইথিওপিক ফলকলিপিতে বাম হইতে ক্রমে
দক্ষিণে লিখিয়া বা পড়িয়া যাইতে হয়। কোন সময়ে দক্ষিণ
আরবে সেবীয় ও মাইনীয় লিপির প্রাভুর্ভাব ছিল এবং
কোন সময়েই বা চিরন্তন প্রসিদ্ধ দক্ষিণ হইতে বামে লিপি
অক্ষররূপ সেমিটিক প্রথা বর্জন করিয়া তদ্বিপরীত অর্থাৎ বাম
হইতে দক্ষিণাভিমুখী ইথিওপিক প্রথা প্রবর্তিত হয়, তাহা
আজিও নির্ণীত হয় নাই *।

ভারতীয় খরোষ্ঠীলিপির দ্বারা, পারস্ত, আরব, সেমিটিক,
মাইপ্রিয় লাতিন, ফিনিক প্রভৃতি ব্যবহৃত পাশ্চাত্য ভাষারই
লিপিপ্রণালী দক্ষিণ হইতে বামমুখী ছিল, খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দের
উৎকীর্ণ ডিপিলনের স্মৃৎহৎ পাত্রোপরিহ প্রাচীন আটিক লিপি,
কিউরীয় হইতে প্রাপ্ত মাইপ্রীয় ফলকলিপি ও তাহার নিম্নস্থ
গ্রীক সমবর্ণগুলি এবং প্রিনেটের গোষ্ঠ ফাইবিউলার উপরিস্থ
প্রাচীন লাতিনলিপি প্রভৃতি দক্ষিণ হইতে বামমুখীলিপির নিদর্শন।

[সংখ্যালিপি, স্বর, দেবনাগরী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]



* লেপ্‌সিউস বলেন, এই ইথিওপিক বর্ণমালায় অধিকাংশ প্রাচীন ভারতীয় লিপি হইতে পরিবর্তিত।

বর্ণলেখিকা (স্ত্রী) বর্ণলেখা বার্থে কন। টাশি অত ইক।
কঠিনী। ১ খড়ি। ২ লেখনোপযোগী যুষ্টি।

বর্ণবৎ (ত্রি) বর্ণোহিত্যন্ত বর্ণ (রসাদিত্যন্ত। পা ৪।২।১৫) ইতি
মতৃপ্ মন্ত বঃ। বর্ণবিশিষ্ট। ত্রিরাং ভীব্। বর্ণবতী হরিত্রা।
(ঋটাদয়)

বর্ণবর্ত্তি, বর্ণবর্ত্তিকা (স্ত্রী) লেখনী (Pen বা Pencil)।

বর্ণবাদিন্ (পুং) প্রশংসাকারী। স্তুতিকারক।

বর্ণবিকার (পুং) বর্ণের বিকার। যেমন ঘোড়। বঘ্নল,
দ স্থানে উ ও ব স্থানে ড ইহার পদ হইল = ঘোড়ল।

(কাত্তরপঞ্জিকায় ত্রিলোচনদাস)

বর্ণবিলাশিনী (স্ত্রী) হরিত্রা।

বর্ণবিলোড়ক (পুং) বর্ণন বিলোড়য়তীতি বি-লোড়ি-ণুল।
শ্লোকভেদে, যে ব্যক্তি অস্ত্রের লিখিত বিষয় চুরি করিয়া নিজের
বলিয়া পরিচয় দেয়। ২ সন্ধিচোর, সিঁদেল চোর।

বর্ণবৃত্ত (স্ত্রী) অমৃষ্টভ, ইন্দ্রবজ্রা প্রভৃতি সাধারণ শ্লোক, গাথাদের
বর্ণ ধরিয়া ছন্দোগণনা করা হয়। [যাত্রাবৃত্ত দেখ।]

বর্ণব্যবস্থিতি (স্ত্রী) বর্ণস্ত ব্যবস্থিতিঃ। চাতুর্বর্ণবিভাগ।

বর্ণশিক্ষা (স্ত্রী) বর্ণাভ্যাস।

বর্ণশ্রেষ্ঠ (পুং) বর্ণেষু শ্রেষ্ঠঃ। বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।
চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান।

বর্ণস্ (ত্রি) বর্ণগুক্ত। (পা ৪।২।৮০ তৃণাদিগণ।)

বর্ণসংযোগ (পুং) সর্বণ বিবাহ।

বর্ণসংসর্গ (পুং) অসবর্ণ বিবাহ।

বর্ণসংহার (পুং) ১ অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা সর্বণের নাশ। ২ ব্রাহ্ম-
ণাদি চারিবর্ণের একত্র সম্মিলনী।

বর্ণসঙ্কর (পুং) বর্ণতো ব্রাহ্মণাদিত্যঃ বর্ণানাম বা সঙ্করো মিশ্রণং
যত্র। মিশ্রিতজাতি, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের অমূল্যোম বা প্রতিলোমে
জাত জাতি।

গীতায় লিখিত আছে যে, যখন অধর্মের অত্যন্ত প্রাধান্য
হয়, তখন কুলললনাগণ দূষিত হয়। তাহারা দূষিত হইলে ঐ
ললনাগণ হইতে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি থাকে। বর্ণসঙ্কর হইলে
দেব ও পিতৃকার্য্য লোপ এবং কুলধর্ম ও জাতিধর্ম নষ্ট হয়।
সুতরাং তখন সকলের নরক হইয়া থাকে।

“অধর্মাভিভবাং কৃক ! প্রজ্যন্তি কুলত্রিয়ঃ।

স্ত্রীষু দুষ্টাস্থ বাক্কের ! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।

সঙ্করো নরকারৈব কুলয়ানাং কুলস্ত চ।

পতন্তি পিতরো হোবাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।

দোষৈরেতৈ কুলয়ানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।

উৎসাত্তে জাতিধর্মাতঃ কুলধর্মাতঃ শাশ্বতঃ।

উৎপন্নকুলধর্মাতাঃ যদ্বর্ষাণাং জনাধীন।

নরকে নিয়ন্তঃ বাসো ভবতীত্যুক্তশ্রুতঃ।”

(ভগবদ্গীতা ১ অঃ)

ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটা বর্ণ, এই চারি
বর্ণের অতিরিক্ত আর বর্ণ নাই। চারিবর্ণের অতিরিক্ত যে
সকল জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা সঙ্কর জাতি।
এই চারি বর্ণ হইতেই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। শাস্ত্রে
লিখিত আছে যে, ত্রীমিগকে অতি সামান্য দুঃসঙ্গ হইতে
যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, তাহা না করিলে সেই ত্রী পিতা ও
মাতা এই উভয় কুলেরই সম্ভাব্যের কারণ হয়। পরীকে সর্বতো-
ভাবে রক্ষা করা সকল ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। কি চূর্ব্বল, কি
সবল, কি কৃক, কি বক, সকলেই নিজ নিজ ভাষা রক্ষা করিতে
যত্নবান হইবেন, এক ভাষাকে রক্ষা করিলেই ধর্ম ও কুল
পবিত্র হয়।*

ভাষা সুরক্ষিতা না হইলে তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিচার ঘটয়া
থাকে, তাহাতে বর্ণসঙ্কর হয়। বর্ণসঙ্কর হইলে ধর্ম ও কুল
নষ্ট হয়। ধর্ম ও কুল নষ্ট হইলে ঐহিক ও পারলৌকিক কোন
রূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য বাহাতে বর্ণসঙ্কর
না হইতে পারে, এবং বর্ণসঙ্করের মূল কারণ যে ত্রী জাতি
তাহাদিগকে অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। ইহাই
শাস্ত্রের উপদেশ।

ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মণাদি বর্ণজর যদি স্বধর্ম ত্যাগ করেন, তাহা
হইলে তাহারাও বর্ণসঙ্কর নামে অভিহিত হন। মন্ত্রতে লিখিত
আছে যে, অতোক্তা ত্রীগমন, সগোত্রে বিবাহ এবং উপনয়নাদি
স্বধর্ম ত্যাগ প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণজরের মধ্যে বর্ণসঙ্কর
ঘটিয়া থাকে।

“ব্যক্তিচারেণ বর্ণানামবেত্তাবেদনেন চ।

স্বকর্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।” (মহু ১০।২৪)

* “হৃদ্যোহপি এসম্ভব্যঃ ত্রিয়ারক্ষা মিলনতঃ।

যেরিহি কুলয়োঃ শোকদাবহেদুরক্ষিতাঃ।

ইমং হি সর্ববর্ণানাং পঙ্কতো ধর্মমুত্তমঃ।

বভূবে রক্ষিতুং ভাষাং তর্জ্যারো চূর্ব্বলো অপি।

বাঃ প্রযুক্তিঃ চরিত্রক কুলবান্ধবেষ চ।

বক ধর্মঃ প্রবচেন জাণাং রক্ষত্বি হি রক্ষতি।

* * * * *

বান্ধবঃ ভজতে হি ত্রী স্তবঃ স্তবঃ কথং।

তন্নাং প্রমোদিত্যর্থঃ ত্রিঃ স্তবঃ প্রবচনতঃ।

ন কতিচোষোহিতঃ নরকঃ এসক পরিমুক্তিঃ।

এতৎপাশ্চাত্যৈব নক্যাতঃ পরিমুক্তিঃ।” (মহু ২।১০)

‘ব্রাহ্মণ্যবিবর্ণনাং অজ্ঞোত্তরীণমনেন সংগোত্রাত্তবিবাহ-
বিবাহেন উপনয়নরূপককর্তৃগণেন চ বর্গসঙ্করো নাম জায়তে’
(কুল্লুক)

শাস্ত্রানুসারে দেখা যায়, দুই প্রকারে বর্গসঙ্কর হইয়া থাকে,
এক ব্রাহ্মিগের ব্যতিচার হইতে চারি বর্ণের অতিরিক্ত যে
সকল জাতি তাহারা প্রথম বর্গসঙ্কর আর ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় স্বধর্ম
প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় বর্গসঙ্কর হইয়া থাকে।

চারিবর্ণ হইতে অমূল্যম ও প্রতিলোম ক্রমে বর্গসঙ্কর
জাতি উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন জাতি মধ্যে পরস্পর আসক্তিবশতঃ
অমূল্যম ও প্রতিলোম ক্রমে এই বর্গসঙ্কর জন্মে।

“সঙ্কীর্ণবানরো যে তু প্রতিলোমামূল্যলোমজাঃ।

অজ্ঞোত্তরীণমনেন তান্ প্রেক্ষ্যাম্যশেষতঃ” (মহু ১০।২৫)

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ কর্তৃক পরিণীতা ত্রীতে উৎপন্ন সন্তান
ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হইয়া থাকে। ইহা ত্রিণ অসবর্ণা পত্নীতে উৎপন্ন
সন্তান জনকের সমানবর্ণ হয় না, তাহাদের জাতান্তর ঘটিয়া
পাকে। মন্বাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, দ্বিজবর্ণত্রয় কর্তৃক
অমূল্যলোমক্রমে অনন্তরবর্ণজা পত্নীর গর্ভসমুত তনয়েরা মাতার
হীন জাতি হইলেও পিতার সদৃশ জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে
এবং তাহারা যথাক্রমে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষা এবং করণ এই তিন
আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণ কর্তৃক একান্তরজ বা বৈশ্রাগর্ভসমুত সন্তান অষষ্ঠ ও
দ্বান্তরজ শূদ্রাগর্ভসমুত সন্তান নিষাদ বা পারশব এবং ক্ষত্রিয়কর্তৃক
শূদ্রাগর্ভসমুত সন্তান উগ্র নামে অভিহিত। ক্ষত্রিয় কর্তৃক
ব্রাহ্মণগর্ভসমুত সন্তান হৃত, বৈশ্র কর্তৃক ক্ষত্রিয়গর্ভসমুত
মাগধ এবং ব্রাহ্মণগর্ভসমুত সন্তান বৈদেহ নামে অভি-
হিত। শূদ্র কর্তৃক বৈশ্রাগর্ভজ সন্তান আরোগব, ক্ষত্রিয়া-
গভজ ক্ষত্ভা, ব্রাহ্মণগর্ভজ চণ্ডাল। শূদ্র কর্তৃক প্রেতি-
লোমক্রমে জাত এই তিন জাতি অতি নিকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ কর্তৃক
উগ্রকজাগর্ভসমুত তনয় আবৃত, অষষ্ঠকজাসমুত আভীর এবং
আরোগব-কজাগর্ভজ ধিগ্ণ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চণ্ডাল, হৃত, বৈদেহ, আরোগব, মাগধ এবং ক্ষত্ভা এই
ভয়টী প্রতিলোমজ বর্গসঙ্কর। চণ্ডালাদি বহুবিধ বর্গসঙ্কর
জাতির পরস্পর অমূল্যম বা প্রতিলোম ক্রমে পরস্পর জাতীয়া
কজাগর্ভে যে সকল সন্তান হয়, তাহারা তৎপিতা মাতা
অপেক্ষা সর্বতোভাবে হীন, নিকার ও সংক্রিয়াবহির্ভূত।
শূদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণগর্ভজাত চণ্ডালাদি সন্তানেরা বেঙ্গল অপকৃষ্ট
বলিয়া পরিগণিত, চণ্ডালাদি বহুবিধ সঙ্করকর্তৃক ব্রাহ্মণাদি
চারিবর্ণে সমুৎপাদিত সন্তানেরা তাহাদের অপেক্ষা সহস্র গুণে
হীন ও নিকার। আরোগবাণি বহুবিধ হীনজাতীয়েরা

পরস্পর মিত্রভাবে পরস্পর বর্ণজা পত্নীগর্ভে যে সন্তান উৎপাদন
করে, তাহাদের সংখ্যা পঞ্চদশ। তাহারা জনকোপেক্ষা আরও
হীন। দম্ব্যজাতি কর্তৃক আরোগব ত্রীগর্ভে যে সন্তান সমুৎ-
পাদিত হয়, তাহার নাম সৈরিন্দ্র, ইহারা কেশরচনাদি কার্য-
কুশল। ইহারা যদিও প্রকৃত দাস নহে, তথাপি দাসকার্যোপ-
জীবী এবং পাশ দ্বারা মৃগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।
বৈদেহক জাতি কর্তৃক আরোগবী ত্রীগর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়,
তাহার নাম মৈত্রেয়। ইহারা স্বভাবতঃ মধুরভাবী, প্রাতঃকালে
ঘণ্টা বাজাইয়া নৃপতি প্রভৃতির স্তুতিপাঠ করা ইহাদের কার্য।
নিষাদ কর্তৃক আরোগবত্রীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম
মার্গব বা দাশ। ইহার নৌনির্মাণকর্মকুশল। আরোগবী
ত্রীগর্ভে জনকভেদে সৈরিন্দ্র, মৈত্রেয় এবং মার্গব এই জাতিত্রয়
জন্মগ্রহণ করে। নিষাদ কর্তৃক বৈদেহীগর্ভসমুত সন্তানের
নাম কারাবর, ইহারা চর্মক্ষেদকারী। বৈদেহজাতি কর্তৃক
কারাবর ত্রী হইতে অন্ধ ও নিষাদত্রী হইতে মেদজাতি, চণ্ডাল
হইতে বৈদেহী ত্রীতে বেণুবাবহারজীবী পাণ্ডুলোপাক, নিষাদ
বৈদেহীতে আহিণ্ডিক ও চণ্ডাল হইতে পুন্সীত্রীগর্ভে সোপাক
জাতি জন্মগ্রহণ করে। এই সোপাক জাতি জলাদের কার্য
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। চণ্ডাল হইতে নিষাদীগর্ভ-
সমুত যে সন্তান, তাহারা অন্ত্যাবসায়ী (গম্বাপুত্র), অশ্মানকার্য্য
ইহাদের উপজীবিকা। এই সকল বর্গসঙ্কর জাতি নিন্দনীয়
এবং নিন্দ্যকর্ষকারী। (মহু ১০ অং ও কুল্লুকভট্ট)

বর্গসঙ্করদোষ দ্বারা বহুতর শঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে,
তাহাদের নাম ও সংখ্যা নির্দেশ করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

“বর্গসঙ্করদোষেণ বহুশচ শঠজাতয়ঃ।

তাসাং নামানি সংখ্যাঞ্চ কো বা বক্তুং দ্বিজোত্তমঃ”

(ত্রৈবৈবর্তপুং ১ ব্রহ্মধং ১০ অং)

[এই বর্গসঙ্করের বিশেষ বিবরণ জাতি, সঙ্করজাতি ও তত্তৎ
শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বর্গসঙ্করিক (ত্রি) বর্গসঙ্করসম্বন্ধীয়। অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা
সঙ্করজাতির উৎপাদনকারী।

বর্গসংঘাটি (পুং) বর্ণমালা।

বর্গসংঘাত (পুং) বর্ণসমূহ।

বর্গসমাস্রায় (পুং) অক্ষরমালা।

বর্গসি (পুং) যুগোতি স্থলমিতি বৃদ্ধ আয়রণে (সানসিবনসি
পর্ণসীতি। উপ্ ৪।১০৭) ইতি অসি ধাতোহুচ্ ৫। জল। (উচ্চল)

বর্গস্থান (স্ত্রী) বর্ণ বা লক্ষ্যাদির উচ্চারণস্থান।

বর্গস্বরোদয় (পুং) জ্যোতিষোক্ত শুভাশুভজ্ঞানের প্রকার বা
নিয়মবিশেষ।

নরপতিস্বরচর্যা-স্বরোদয়ত ব্রহ্মবাসলে উদ্ধৃত হইয়াছে, মাতৃকার স্বরের সংখ্যা বোড়শ বলিয়া নির্দিষ্ট। এই বোড়শ স্বরের মধ্যে অস্বাস্বর দুইটি—অং, অঃ। এই স্বর দুইটি ভাগ করিয়া লইতে হইবে। বোড়শ স্বরের চারিটি স্বর স্বীকৃত, যথা—অ, ই, উ, ঐ। সুতরাং এ চারিটি স্বরও তাল্য।

অবশিষ্ট দশটি স্বরের মধ্যে দুই দুইটি করিয়া পাঁচটি যুগ্ম হইবে। এই পঞ্চ যুগ্মের আদি পাঁচটি স্বর—অ, ই, উ, ঐ, ও। ইহারা হ্রস্বস্বর মধ্যে গণনীয়। সুতরাং এই পাঁচটি স্বরই স্বরোদয়ে অবলম্বনীয়।

এই স্বরোদয় হইতে লাভালাভ, সুখভোগ, জীবন-মরণ, জয়-পরাজয় ও সন্ধি এই সকল বিষয় বিদিত হওয়া যায়।

মাতৃকার্ণবেই চরাচর পরিব্যাপ্ত, কিন্তু মাতৃকার্ণবগুলি স্বর তিন উচ্চারণ করা অসম্ভব, সুতরাং এই চরাচর নিখিলজগৎ স্বর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাই স্বরোদয় দ্বারাই সমস্ত জ্ঞাত হইতে পারা যায়।*

অকারাদি পাঁচটি স্বর, ব্রহ্মাদি পঞ্চ সেবতা বলিয়া কথিত। যথা—অকারে ব্রহ্মা, ইকারে বিষ্ণু, উকারে রুদ্র, একারে পবন, ওকারে সদাশিব। এইরূপ ঐ অকারাদি পঞ্চস্বরে নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞা, শান্তি ও শাস্তাতীতা এই পাঁচটি কলা এবং ইচ্ছা, প্রজ্ঞা, প্রভা, শ্রদ্ধা ও মেগা এই পাঁচটি শক্তি নির্দিষ্ট আছে।

ঐ পঞ্চস্বর অকারাদিক্রমে চতুঃস্র, অর্ধচন্দ্র, ত্রিকোণ, বর্গ, বিন্দুয়ুত, গোলাকার ও শুদ্ধ গোলাকার এই পঞ্চচক্র, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত; গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ এই বিষয়পঞ্চক এবং সন্মোহন, উদ্ভাসন, শোষণ, তাপন ও শুশ্রূষ এই পাঁচটি পঞ্চ বাণের বাণরূপে নির্ণীত।

“অকারাদি স্বরাঃ পঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাঃ পঞ্চদেবতাঃ।

নিবৃত্তান্য্যঃ কলাঃ পঞ্চ ইচ্ছাভ্যাঃ শক্তিপঞ্চকম্।

মায়াত্মশক্ত্যেদান্দ ধরাত্ত্ব ভূতপঞ্চকম্।

গন্ধাত্মা বিষয়াস্তে চ কামবাণা ইতীরিতাঃ ॥” (স্বরোদয়)

* “মাতৃকারাঃ স্বরাঃ প্রোক্তাঃ স্বরাঃ বোড়শসংখ্যকঃ।

তেষাঃ দ্বাবস্তিমৌ ত্যাকৌ চকারশ্চ নপুংসকৌঃ।

শেষা দশ স্বরাস্তে ত্যাদেকৈকো যিকে দ্বিত্বঃ।

জ্যেষ্ঠা অন্তঃ স্বরাস্তে ত্রয়াঃ পঞ্চ স্বরোদয়ে।

লাভালাভঃ সুখঃ দুঃখঃ জীবিতঃ মরণং তথা।

জয়ঃ পরাজয়ঃ সন্ধিঃ সর্বাঃ জ্ঞেয়াঃ স্বরোদয়ে।

স্বরাহি মাতৃকোক্তারা মাতৃবাণ্ডা চরাচরম্।

তস্যাং স্বরোদয়ং সর্বাং ব্রহ্মোক্তাং সচরাচরম্ ॥”

(নরপতিচর্যাস্বরোদয়ত ব্রহ্মবাসলে)

অকারাদি পঞ্চস্বর আটভাগে বিভক্ত। যথা—মাত্রা, স্বর্ণ, গ্রহ, জীব, মানি, নক্ষত্র, পিতৃ এবং যোগস্বর।

যখন মাত্রাস্বর বলবান থাকে, তখন মন্ত্রসাধন, ব্রহ্মসাধন ও অস্ত্রাস্ত্র অধোমুখ কার্য করিবে।*

বর্ণস্বর প্রেবল থাকিলে শুভাশুভ কর্ম করিবে, বর্ণস্বর সকল সময়ে বিশেষতঃ বৃদ্ধকালে সিদ্ধিপ্রদ।*

গ্রহস্বর বলবান থাকিলে মারণ, মোহন, ভক্তন, বিবেচন, উচ্চাটন, বশীকরণ, বিবাহ, যুদ্ধ, গ্রহাধার ও সংহার এই সমুদায় কার্য কর্তব্য।*

জীবস্বর বলবান থাকিলে বন, অলঙ্কার, ভূষণ, বিভারভ, বিবাহ, যাত্রা ও পানাদি কার্য করিবে।*

রাশিস্বর বলবান থাকিলে প্রাসাদ, হস্তা, উদ্যান, দেবতাহোপন, রাজ্যে অস্ত্রবৈক ও নীচাকাব্য করিবে।*

নক্ষত্রস্বর বলবান হইলে শাস্তিক, পৌষ্টিক, গৃহাদিগ্রবেণ, বীজবপন, বিবাহ ও যাত্রা কার্য বিধেয়।*

পিতৃস্বর প্রেবল হইলে শত্রুপক্ষের দেশতল, সেনাপতি ও মন্ত্রিনিয়োগ এই সকল কার্য করিবে।*

আর যোগস্বর প্রেবল হইলে জ্ঞানসম্ভব আশ্রয় অর্থাৎ অগ্নিমাদি অষ্টৈষ্যাগ্রাণিবিসয়ক, শাস্তব ও শাস্ত্রের ইত্যাদি শারীরিক যোগ সাধন করিবে।*

যে নাম ধরিয়া নিষ্প্রিত ব্যক্তিকে ডাকা যায়, যে নাম লইয়া ডাকিলে মানুষ গমন করে, সেই নামের আদ্যবর্ণে যে যাত্রা অর্থাৎ স্বর হইবে, তাহার নামই মাত্রাস্বর। যেমন রজনীকান্ত

(১) “সাধনং মন্ত্রসম্বন্ধে যত্রযোগক সর্বদা।

অধোমুখানি কার্গ্যানি মাত্রাস্বরমলে ক্রু ॥”

(২) “বর্ণস্বরমলে সর্বাং কর্তব্যক শুভাশুভম্।

সিদ্ধিঃ সর্বকার্যে বৃদ্ধকালে বিশেষতঃ ॥”

(৩) “মারণঃ মোহনঃ ভক্তঃ বিবেচ্যোচ্চাটনে বলম্।

বিবাহঃ বিগ্রহঃ যাত্রাঃ কুণ্ডালগ্রন্থোদয়ে ॥”

(৪) “গজাপানাদিকং সর্বাং ব্রহ্মলঙ্কারভূষণম্।

বিহারভঃ বিবাহক কুণ্ডালজীবস্বরোদয়ে ॥”

(৫) “প্রাসাদারামহস্তানি দেবতাহোপনামি চ।

রাজ্যাভিষেচনং নীচ্য কর্তব্যং রাশিকং স্বরে ॥”

(৬) “শাস্তিকং পৌষ্টিকং পৌষ্টিকং প্রবেশো বীজবাপনম্।

জীববাহুত্বা যাত্রা কর্তব্য ভবস্বরোদয়ে ॥”

(৭) “শত্রুণাং দেশতলক কুটুম্বকং শেঠনম্।

সেনাধ্যক্ষত্বা বহী কর্তব্যং পিতৃকোদয়ে ॥”

(৮) “যোগেন সাধয়েৎযোগং দেহেহা জ্ঞানসম্বন্ধম্।

আশ্রয়ং শাস্তবৈক শাস্ত্রক কৃতীভূতম্ ॥” (স্বরোদয়)

এই নামের আদ্য অক্ষর হইল 'র', এই 'র' বর্ণে অ-সংযুক্ত আছে। হ্রস্বরাং দ্বিতীয় হইবে 'অ'।

দ্বিতীয়চক্র

অ	ই	উ	এ	ও
ক	কি	কু	কে	কো
খ	খি	খু	খে	খো
গ	গি	গু	গে	গো
ঘ	ঘি	ঘু	ঘে	ঘো
চ	চি	চু	চে	চো
ছ	ছি	ছু	ছে	ছো
জ	জি	জু	জে	জো
ঝ	ঝি	ঝু	ঝে	ঝো
ট	টি	টু	টে	টো

একণে বর্ণ প্রকৃতি অজ্ঞাত সপ্তমের বিষয় বলা যাইতেছে।

অক্ষরের নিয়ে ক হ আদি যে ছয়টা বর্ণ আছে, তাহা অক্ষরের অন্তর্গত। এইরূপ ই স্বরের নিম্ন ছয়টা বর্ণ ই-স্বরের অন্তর্গত এবং উ-স্বরের নিম্ন ছয়টা বর্ণ উ-স্বরের অন্তর্গত, এ-স্বরের এবং ও-স্বরের নিম্ন ছয় ছয়টা বর্ণ, এ-স্বরের এবং ও-স্বরের অন্তর্গত হইবে।

উল্লিখিত বর্ণস্বরচক্রের নিম্ন যথা—

বর্ণস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
ক	খ	গ	ঘ	চ
ছ	জ	ঝ	ট	ঠ
ড	ঢ	ত	থ	দ
ধ	ন	প	ফ	ব
ভ	ম	য	র	ল
ব	শ	ষ	স	হ

ও এ ণ এই তিনটি অক্ষর ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট 'ক'

অবধি 'হ' পর্যন্ত সমস্ত অক্ষর পঞ্চমের নিয়ে তিথ্যক পঙ্ক্তি-ক্রমে বিভাজ্য করিবে। স্বরবর্ণের পঙ্ক্তি সমেত সাতটি পঙ্ক্তি হইবে এবং সর্বসমেত পঁয়ত্রিশটি বরে পঁয়ত্রিশটি অক্ষর বিভাজ্য হইবে। (উপরের চক্র দ্রষ্টব্য।)

"কাদিহতান্ লিখেবর্ণান্ স্বরাধো ঙএনোচ্ছিতান্।

তিথ্যকপঙ্ক্তিক্রমেণৈব পঞ্চত্রিংশং প্রকোষ্ঠকে।" (স্বরোদয়)

মহুয়ের নামের আদ্য বর্ণ যে স্বরের নিয়ে থাকিবে, সেই বর্ণের সেই স্বরই বর্ণস্বর হইবে। *

যেমন রসিকমোহন নামের আদ্যক্ষর 'র'। 'র' একারের পর্ধ্যারে আছে, হ্রস্বরাং একার বর্ণস্বর হইতেছে।

ঙ ঞ ণ এই তিন বর্ণ নামের আদিতে থাকে না, এই জ্ঞতা তাহা ত্যাগ করা হইল। যদি কোন নামের আদ্য বর্ণ 'ঙ' 'ঞ' অথবা 'ণ' হয়, তবে 'ঙ' এই বর্ণের পরিবর্তে 'গ', 'ঞ' এই বর্ণের পরিবর্তে 'জ' এবং 'ণ' এই বর্ণের পরিবর্তে 'ড' এই বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে।

যদি নামের আদ্যক্ষর সংযুক্ত বর্ণ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম-যামলের উক্তি অনুসারে ঐ সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে আদ্য বর্ণ মাত্র গ্রহণ করিবে। †

একণে গ্রহস্বরের বিষয় বলা হইতেছে। অ স্বরে মেঘ, সিংহ ও বৃশ্চিক; ই স্বরে কন্যা, মিথুন ও কর্কট; উ স্বরে ধনু ও মীন, এ স্বরে তুলা ও বৃষ; ও স্বরে মকর ও কুম্ভ; এই সকল রাশি-সম্বৃত গ্রহস্বর হইবে। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি, তাহাকে সেই স্বরের নিয়ে স্থাপন করিবে।

গ্রহস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
মেঘ	কন্যা	ধনু	তুলা	মকর
সিংহ	মিথুন	মীন	বৃষ	কুম্ভ
বিহা	কর্কট			
বাল	কুমার	মুবা	বৃহ	মৃত
র মং	বু চং	বু	শু	শ

* "সরনামাধিযো বর্ণো বহ্মাং স্বরাধিযোহিতিঃ।

স বহ্মন্ত বর্ণত বর্ণস্বর ইহোচ্যতে।" (স্বরোদয়)

† "অ-প্রোক্তা ঙ-ঞ-ণবর্ণা নামাণো নতি তে নহি।

চৈতবন্তি তদা জ্ঞেয়া বহ্মন্ততে বহ্মান্তম্।

যদি নারি অববর্ণ্যঃ সংযুক্তাক্ষরলক্ষণঃ।

প্রাকৃতভাষিণো বর্ণ ইদৃশ্যেণ ব্রহ্মযামলে।

নামের আদ্য বর্ণ যে রাশি হইবে, সেই রাশির অধিপতি যে গ্রহ, সেই গ্রহ যে স্বরে পতিত হইবে, সে স্বরকেই গ্রহস্বর বলা যায়। যেমন রসিকত্রে, এই নামের আদ্যকর 'র'। 'র' তুলা রাশি, ঐ তুলা রাশির অধিপতি শুক্র। শুক্র একার স্বরে পতিত, তাই রাশিস্বর হইল—'এ'।

একপে জীবস্বরের কথা বলা হইতেছে। 'অ' বর্ণের অক্ষর বোশটি। ক বর্ণটি পঞ্চবর্ণে পাঁচ পাঁচটি করিয়া অক্ষর। ব বর্ণ ও ণ বর্ণে চারি চারিটি করিয়া অক্ষর। প্রত্যেক বর্ণের প্রত্যেক অক্ষরে এক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণান্ত হির করিতে হইবে। যথা—

জীবস্বর চক্র

অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ৡ	ৢ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ	ক	খ	গ	ঘ
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১	২	৩	৪
ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট	ঠ	ড	ঢ
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১	২	৩	৪
ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ	ব	ভ
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১	২	৩	৪
ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ	*
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১	২	৩	৪

নামে বস্তুগুলি অক্ষর থাকিবে, তাহার বর্ণসংস্থান সংখ্যা-ক্রমে অক্ষ সংলগ্ন করিয়া ৫ দ্বারা ভাগ দিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা জীবস্বর নিরূপণ করিবে। যেমন রসিক-মোহন এই নামে র ২ স ৩ ই ৩ ক ১ ম ৫ ও ১৩ হ ৪ ন ৫ ইহার ৩০। ইহা পাঁচ দ্বারা বিভক্ত করিলে শেষ ১; সুতরাং জীবস্বর অ—১। *

অ-স্বরে বেবসিংলিঃ কস্তাভুস্ককটিঃ।

ঊ-স্বরে চ বহুর্নো এ-স্বরে চ তুলাকুণ্ডে।

ও-স্বরে বৃহস্পতি চ রাশিগত গ্রহস্বরঃ।

ব্রহ্মাঃ স্বাপরেণ খেটিন্ মার্ঘ্যে বত নারকঃ ॥ (স্বরোদয়)

* "বোক্তশাকরকোবর্ষঃ ত্রাং কামিবর্ষ পঞ্চকঃ।

চতুর্বর্ষে অশ্বা বর্গে সংখ্যা বর্ষে কীর্ষিকাঃ।

নামো বর্ষাঃ বরা গ্রাহ্য বর্ষাঃ বর্ষসংখ্যা।

পতিতঃ পতিতকালঃ শেষ জীবস্বর বিদ্যঃ ॥ (স্বরোদয়)

একপে রাশিস্বর নিরূপণ করা বাইতেছে,—

রাশিস্বর চক্র

অ	ই	উ	এ	ও
মেঘ	মিথুন	কর্কট	বিহা	মকর
৩	৩	৬	৬	৩
বৃষ	কর্কট	তুলা	ধনু	কৃত্তিক
মিথুন	সিংহ	বিহা	মকর	মীন
৬	৩	৬	৬	৩

অক্ষর স্বরে মেঘ, বৃষ ও মিথুন রাশির প্রথম বড়ংশ লক্ষিত হইবে। ই-স্বরে মিথুনের শেষ তিন অংশ, কর্কট রাশি ও সিংহ রাশি লভ্য হইবে। উ-স্বরে কর্কট তুলা এবং বৃশ্চিকের তিন অংশ পাওয়া যাইবে। এ-স্বরে বৃশ্চিক রাশির শেষ চার অংশ, ধনু ও মকর রাশির প্রথম চার অংশ ঘটিতে হইবে। ও-স্বরে মকরের অন্তিম তিন অংশ কৃত্তিকা ও মীন রাশি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

যেমন রসিকত্রে এই নামের আদ্য অক্ষর 'র'। 'র' তুলা রাশির প্রথমংশে উ-স্বরে পতিত, তাই উ-স্বর রাশিস্বর হইতেছে ইহার সংখ্যা—৩। *

একপে নক্ষত্র স্বরের কথা বলা হইতেছে,—

নক্ষত্রস্বর

অ	ই	উ	এ	ও
২৭	৭	১২	১৭	২২
১	৮	১৩	১৮	২৩
২	৯	১৪	১৯	২৪
৩	১০	১৫	২০	২৫
৪	১১	১৬	২১	২৬
৫				
৬				

অ-স্বরে রেবতী, অশ্বিনী, তরুণী, জ্যৈষ্ঠা, মৌলী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, এই সাতটা নক্ষত্র লক্ষিত হইবে। ই-স্বর প্রভৃতি

* "বেবসিংলিঃ কস্তাভুস্ককটিঃ।

মিথুনাপোজ্যস্বর ইকারে মিথুনকটিঃ।

কর্কট তুলা উকারে চ বৃশ্চিক জ্যৈষ্ঠাংশকঃ।

একারে বৃশ্চিকভাগাঃ বৃহস্পতি বৃশ্চিকঃ।

অংশাঃ বৃহস্পতিঃ কৃত্তিকা তরুণীঃ।

এবং রাশিস্বর বোক্তা নবংশকসংখ্যাঃ ॥ (স্বরোদয়)

স্বরচতুষ্টয়ে পুনর্বর্ন হইতে পাঁচটা করিয়া নকত্র বর্ণাক্রমে লভ্য হইবে। অর্থাৎ অ-স্বর ২৭।১২।৩।৪।৫।৬, ই-স্বর ৭।৮।৯।১০।১১। উ-স্বর ১২।১৩।১৪।১৫।১৬, ঐ-স্বরে ১৭।১৮।১৯।২০।২১, ও-স্বরে ২২।২৩।২৪।২৫।২৬।

শতপদচক্রদ্বারা নামের আভ্য অক্ষরে যে নকত্র হইবে, সেই নকত্র যে স্বরে পড়িবে, তাহাই নকত্র স্বর, যেমন শতপদ চক্রদ্বারা রসিকচন্দ্র এই নামের আভ্যক্ষর 'র' দ্বারা ১৪ চিত্রা নকত্র হয়। চিত্রা নকত্র উকার স্বরে পতিত, সুতরাং নকত্র-স্বর উকার, সংখ্যা—৩।

পিত্তস্বরচক্র।

অ	ই	উ	এ	ও
মাত্রা	মাত্রা	মাত্রা	মাত্রা	মাত্রা
বর্ণ	বর্ণ	বর্ণ	বর্ণ	বর্ণ
জীব	জীব	জীব	জীব	বর্ণ
৫	৫	৫	৫	৫

মাত্রাস্বর, বর্ণস্বর ও জীবস্বর, এই সমুদায় সংখ্যা একত্র করিয়া পাঁচ দিয়া ভাগ করিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা পিত্তস্বর ঠিক হইবে। যেমন পূর্নোক্ত মাত্রাস্বর অ-১, বর্ণস্বর এ-৪, পূর্নোক্ত জীবস্বর অ-১ ইহার শেষ ৬, ইহা পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে শেষে ১ থাকে, সুতরাং পিত্তস্বর অ-১।

যোগস্বরচক্র

অ	ই	উ	এ	ও
মাত্রা	মা	মা	মা	মা
বর্ণ	ব	ব	ব	ব
গ্রহ	গ্র	গ্র	গ্র	গ্র
জীব	জী	জী	জী	জী
রাশি	রা	রা	রা	রা
নকত্র	ন	ন	এ	ন
পিত্ত	পি	পি	পি	পি
৫	৫	৫	৫	৫

নামের মাত্রা ও বর্ণ সমুদায় হইতে স্বর লইয়া তাহার সমষ্টি

করিবে, পরে তাহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিয়া বাহ্য থাকিবে, তাহাই যোগস্বর। যথা পূর্নোক্তক্রিয়া অনুসারে মাত্রাস্বর ১, বর্ণস্বর ৪, গ্রহস্বর ৪, জীবস্বর ১, রাশিস্বর ১, এই সমস্ত একত্র যোগ করিলে ১৭ হয়, ইহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকে, অতএব যোগের ই-উহার সংখ্যা ২।

[স্বরোদয় শব্দে দ্রষ্টব্য]

বর্ণা (ঐ) বর্ণাতে ভক্ষ্যতে ইতি বৃথু ভক্ষণে কক্ষণি ঘঞ্। তত-
ষ্টাপ্। আঢ়কী। (হেম)

বর্ণাঙ্কা (ঐ) বর্ণা অঙ্কান্তেন্নয়েতি অঙ্ক করণে ঘঞ্, তত-
ষ্টাপ্। লেখনী। (শব্দরত্নাং)

বর্ণাট (পুং) বর্ণান্ অটতীতি অট-অচ্। ১ গায়ন। ২ চিত্রকর।
৩ স্ত্রীকৃতজীবন। (মেদিনী)

বর্ণাত্মন (পুং) বর্ণঃ অক্ষরম্ আত্মা স্বরূপং যন্ত। শব্দ। (জটধর)

বর্ণাধিপ (পুং) বর্ণানাং ব্রাহ্মণাধীনামধিপঃ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাদিগের অধিপতি গ্রহ। বৃহস্পতি ও গুরু ব্রাহ্মণের অধিপতি, মঙ্গল ও রবি ক্ষত্রিয়ের অধিপতি, চন্দ্র বৈশ্য-
দিগের, বুধ শূদ্রের এবং শনি অসত্যজ জাতির অধিপতি।

“ব্রাহ্মণে গুরুবাণীশৌ ক্ষত্রিয়ে ভোমভারুরৌ।

চন্দ্রো বৈশ্বে বুধঃ শূদ্রে পতিমন্মোহস্যাজে জনে ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

বর্ণাশ্রয় (ঐ) অশ্রয় বর্ণের ভাব। বর্ণের পরিবর্তন।

বর্ণাপেত (ত্রি) বর্ণানপেতঃ। বর্ণহীন, সঙ্কর জাতি।

“বর্ণাপেতমবিজাতঃ নরঃ কলুষযোনিজম্।

আধ্যাত্মমিবানার্যঃ কক্ষতিঃ স্বৈবিত্যবয়েৎ ॥” (মহু ১০।৫৭)

“বর্ণাপেতঃ বর্ণহীনপেতঃ মনুষ্যঃ সঙ্করজাতঃ” (কুল্লুক)

বর্ণাশ্রম (পুং) বর্ণানাং চাতুর্বর্ণানাং আশ্রমঃ। চাতুর্বর্ণাশ্রম,
চারিবর্ণের আশ্রম।

বর্ণাশ্রমধর্ম (পুং) চারি বর্ণের আশ্রমধর্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ আশ্রমে অবস্থান করিয়া যে বৃত্তি দ্বারা জীবিকা ও যে কর্ম দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, তাহাকে আশ্রম ধর্ম কহে। ইহা প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন প্রকার। মহাত্মারূপে লিখিত আছে যে, বুদ্ধিষ্টির ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সর্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম কি? এবং চারি বর্ণের পৃথক পৃথক ধর্মই বা কি? কোন্ কোন্ বর্ণের কোন্ আশ্রমে অধিকার। ভীষ্মদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, চারি বর্ণের আশ্রমধর্মের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রোধপরিভ্যাগ, সত্যবাক্যপ্ররোপ, সম্যক্ক্রমে ধনবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পরীতে পুত্রোৎপাদন, পবিত্রতা, অহিংসা, সরলতা ও কৃত্যের ভরণপোষণ এই নয়টা সর্ব বর্ণের সাধারণ ধর্ম।

ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়নই ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম। শাস্ত্র

স্বভাব, জ্ঞানবান, ব্রাহ্মণ যদি অসং কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া সংপথে ধনলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দ্বার-পরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা তাঁহার কর্তব্য। ব্রাহ্মণ অল্প কোন কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, তিনি বেদাধ্যয়ননিরত ও সদাচারসম্পন্ন হইলেই তাহার বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা হয়।

ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজ্ঞাপালনই কত্রিয়ের প্রধান ধর্ম। যাচঞা, যাজন বা অধ্যাপন কত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। নিয়ত দস্যবধে উত্তম হওয়া ও সমরাস্রমে বিক্রম প্রকাশ করা কত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। দস্যবিনাশ ব্যতীত কত্রিয়ের প্রধান কার্য্য আর কিছুই নাই। দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ দ্বারাই কত্রিয়দিগের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। রাজা অল্প কোন কার্য্য করুন, বা না করুন আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজ্ঞাপালন করিলেই ক্রাদ্রধর্ম রক্ষা হয়।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সতপার অবলম্বনপূর্বক ধনসঞ্চয় এবং পুত্রনির্ধিগেবে পশুপালন করাই কৈত্রের নিত্যধর্ম। এতদ্ব্যতীত অল্প কোন কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বৈশ্যকে অধাৰ্ণে লিপ্ত হইতে হয়।

ভগবান প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রাহ্মের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের স্রষ্টি করিয়াছেন। অতএব তিন বর্ণের পরিচর্যা করাই শূদ্রের প্রধান ধর্ম। শূদ্র অর্থসঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশীভূত হইতে পারেন এবং তদ্বিবন্ধন তাহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, অতএব ভোগাভিলাষে তাহার অর্থসঞ্চয় করা অতিশয় নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজার আদেশানুসারে ধর্মকাৰ্য্যের অনুষ্ঠানার্থে অর্থসঞ্চয় করা শূদ্রের অবিহিত নহে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রাহ্ম শূদ্রকে ভরণ, পোষণ এবং চত্ৰ, বেটন, শয়ন, আসন, উপানব্ধুগল, চামর ও বস্ত্র সকল প্রদান করিবেন। এই সকল দ্রব্য শূদ্রের ধর্মলক্ষণ। শূদ্রের অর্থ সঞ্চয় করিবার অধিকার নাই। তাহার যে ধন উক্ত হইবে, প্রভু তাহার সেই ধন গ্রহণ করিবেন।

যজ্ঞ নানাপ্রকার এবং তাহার ফলও বহুবিধ। ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার থাকিলেও মন্ত্রে অধিকার নাই। চারি বর্ণের সমুদায় যজ্ঞ মধ্যে সর্বাগ্রে প্রজ্ঞায়জ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। প্রজ্ঞা মহদেবতাস্বরূপ। উহা যাজ্ঞিক-দিগের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। চারি বর্ণের মধ্যে অতিশয় প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলেই যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকার জন্মে। লোকে চৌধা প্রভৃতি পাপকাৰ্য্যে আসক্ত হইয়াও যদি যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা হইলেও সাধু বলিয়া নির্দেশ করা যাউতে

পারে এবং মহর্বিগণও প্রশংসা করিয়া থাকেন। ত্রিলোক মধ্যে যজ্ঞের ভূলা আর কিছুই নাই। অতএব বর্ণচতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান হইয়া পরম ব্রহ্মস্বরূপে সাধোমুখরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে।

লোকে বানপ্রস্থ, তৈক্ষা, গার্হস্থ ও ব্রহ্মচর্য্য এই চারিটা আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। আযজ্ঞানসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণগণ প্রথমে উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ, অধ্যাপনাদি কার্য্য সমাধান, বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে তিনি গার্হস্থ ধর্ম প্রতিপালন করিয়া কেবল পত্নীর সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন এবং ঐ আশ্রমে তিনি আরণ্যক শাস্ত্র সমুদয় অধ্যয়নপূর্বক উচ্ছিন্ন হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মে লীন হইতে পারেন। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াই মোক্ষলাভার্থে তৈক্ষা ধর্ম আশ্রয় করা ব্রাহ্মণের দোষাবহ নহে। ঐ আশ্রমে তিনি স্তব্ধঃস্ববহিত, নিকেতনবিহীন, যদৃচ্ছালক্ষণী, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, ভোগকামনাশূন্য ও নির্জকায়চিত হইয়া পরিশেষে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

কত্রিয়াদি বর্ণও ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টান্তানুসারেই বানপ্রস্থাদি আশ্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন। স্বধর্মনিরত কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও তৈক্ষাধর্মগ্রহণে অধিকার আছে। কৃতকার্য্য পরিণতবয়স্ক বৈশ্যও রাজার অনুমতি লইয়া আশ্রমাস্তর গ্রহণ করিতে পারে। কত্রিয় বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন, সোমরস পান, রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বেদপাঠ করাইয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদান ও প্রাকাদি দ্বারা পিতৃ-দিগের তৃপ্তিসম্পাদন করিয়া শেষাবস্থায় আশ্রমাস্তর অবলম্বন করিতে পারেন। কত্রিয় গৃহস্থধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবনরক্ষার নিমিত্তই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কত্রিয়াদি তিনবর্ণের কাম্যধর্ম, নিত্য-ধর্ম নহে।

মানবমণ্ডলীর মধ্যে এক কত্রিয়বর্ণই শ্রেষ্ঠতর ধর্মের সেবা করিয়া থাকেন। বেদে কথিত আছে যে, অল্প তিন বর্ণের বাবতীয় ধর্ম ও উপধর্ম সমস্তই ক্রাদ্রধর্মের আয়ত্ত। যেমন সমুদয় প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীর পদচিহ্নে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত ধর্মই রাজধর্মে লীন হইয়াছে। পণ্ডিতগণ অজ্ঞাত ধর্মকে অন্নফলপ্রদ এবং কত্রিয়ধর্মকে আশ্রমের সারস্বত ও কল্যাণের একমাত্র নিদান বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, ক্রাদ্রধর্ম—সমুদয় ধর্মের সারস্বত। এক রাজধর্মের প্রভাবই সমুদয় লোক প্রতিপালিত হইতেছে। নওনীতি না থাকিলে বেদ ও সমুদয় ধর্ম এককালে নষ্ট হইয়া বাহিত। চারি আশ্রমের ধর্ম, বৃত্তিধর্ম,

লোকচারপ্রথা ও কার্য সম্বন্ধে এক কত্রিরধর্ম-প্রভাবে জন-সমাজে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

(ভারত শাস্ত্রণ° বর্ণাশ্রমধর্ম ৬০-৭০ অ°)

ভগবান্ মহু এইরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ সাধবেদীধারণ, অধ্যাপন, হজন, হাজন, দান ও প্রতি-গ্রহ এই চার্ট-কর্ম করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন। এই চার্ট কর্মের মধ্যে অধ্যাপন, হাজন এবং লংপ্রতিগ্রহ এই তিনটা ব্রাহ্মণের উপজীবিকা। কিন্তু হজন, অধ্যাপন এবং প্রতিগ্রহ এই তিনটা কত্রিরের পক্ষে নিষিদ্ধ। কেবল দান, অধ্যাপন ও বাগ এই তিনটা কর্মব্য। কত্রিরের দ্বারা বৈশ্বের পক্ষেও হাজনাদি নিষিদ্ধ। প্রজাগণের স্বাকার অস্ত্র অস্ত্রধারণ কত্রিরের বৃত্তি, পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্বের জীবিকা, এবং দান, বাগ ও অধ্যাপন উভয়েরই অবশ্যকর্তব্য। স্বকর্ম মধ্যে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যাপন প্রাপ্ত, কত্রিরের প্রজাপালন এবং বৈশ্বের বাণিজ্য ও পশুপালন।

যদি এই সকল স্বকর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ না হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত আপদর্শ্যোক্ত বিধানানুসারে চারিবর্ণ জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবেন। যদি ব্রাহ্মণ যথোক্ত অধ্যাপনাদি নিজ বৃত্তিধারা সুস্থ সংবর্ধনপূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে গ্রামনগরস্থানি কত্রিরবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জন করিবেন। কারণ ইহাই তাহার আসন্নবৃত্তি। নিজবৃত্তি ও কত্রিরবৃত্তি এই উভয়বিধ কর্মদ্বারা যখন ব্রাহ্মণের জীবিকানির্বাহ কঠিন হইবে, তখন তিনি কৃষিবাণিজ্যাদি বৈশ্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন। বৈশ্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ এক কত্রির ইহারা উভয়েই হিংসাকুল গবাদি পশুধীন কৃষিকার্য পরিচাল্য করিবেন। যদিও কেহ কেহ কৃষিজীবিকার প্রংশসা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা সম্মতনিষিদ্ধ। কারণ এতদুপলক্ষে হস্তকুলাদি সকলনদ্বারা ভূমিহিত বহু প্রাণীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও কত্রিরের নিজবৃত্তির অসমর্থ এবং কর্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হইলে নিষিদ্ধ বস্ত্র বর্জন করিয়া বৈশ্বের বিক্রয়ব্য বস্ত্রজাত বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবেন।

সর্বপ্রকার রস, তিল, প্রোত্তর, নিচায়, লবণ, পশু এবং মহুবা এই সকল ব্রাহ্মণের বিক্রয় নিষিদ্ধ। সুহৃদাদি দ্বারা রক্তবর্ণ বস্ত্রনির্মিত সর্ববিধ বস্ত্র, পশু ও অঙ্গলীতন্তুর বস্ত্র এবং হস্তবর্ণ না হইলেও মেঘলোম বিনির্মিত কব্জলি এ সকল বস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ। জল, পত্র, বিল, মাংস, সোমরস, সর্ব-প্রকার পঞ্চদ্রব্য, কীর, ধূমি, মন, কুড়, তৈল, মধু, শুভ, কুশ,

সর্বপ্রকার আরণ্যপত্র, বিশেষতঃ গজাদি দন্তী, পশু, অখণ্ডিতধূর অঘাদি; এতদ্রি পক্ষী, নীল, মন্ড এবং লাক্ষা এই সকল বস্ত্র বিক্রয় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

স্বয়ং কর্মদ্বারা তিল উৎপাদন করিয়া অতিরিকাল মধ্যে বিক্রয়ব্যবহার বিক্রয় করিতে পারে, কিন্তু লাভপ্রত্যাশার বিলম্বে বিক্রয় নিষিদ্ধ। ভোজন, মর্দন এবং দানব্যতীত যদি কেহ তিলবিক্রয় করে, তাহা হইলে তিনি পিতৃপুরুষবিগের সহিত ক্রুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়া কুকুরবিষ্ঠার নিম্ন হইয়া পাকে। ব্রাহ্মণ মাংস, লবণ এবং লাক্ষা বিক্রয় করিলামাত্রই পতিত হন, কিন্তু ক্রমাগত তিনদিন চুখ বিক্রয় করিলে শূদ্রপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মাংসাদি ভিন্ন অস্ত্র নিষিদ্ধ দ্রব্য ইচ্ছাপূর্বক ক্রমাগত ৭ দিন বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ বৈশ্বপ্রাপ্ত হন। একরূপ রসদ্রব্যের বিনিময়ে অপর রসদ্রব্য লওয়া বাইতে পারে, কিন্তু রসদ্রব্যের সহিত লবণের বিনিময় হয় না। সিদ্ধান্তের বিনিময় আহারের সহিত এবং ধাতুর বিনিময়ে তিল লওয়া বাইতে পারে, কিন্তু সমান পরিমাণ দিতে হয়।

ব্রাহ্মণের আপৎকালে যেরূপ জীবিকা অভিহিত হইল, কত্রিরও এইরূপ বৃত্তিধারা জীবিকা নির্বাহ করিবেন। স্বধর্ম নিরুপ্ত হইলেও তাহার আচরণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। পরধর্ম স্বকীয় ধর্ম হইতে উৎকৃষ্ট হইলেও যদি কেহ আচরণ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। স্বধর্ম নিরুপ্ত হইলেও তাহা অমুচ্যে। পরকীয় ধর্ম হ্রাস হইলেও লোকের অমুচ্যে নহে। যেহেতু জাত্যন্তরধর্মদ্বারা জীবনযাপন করিলে মহুবা তৎক্ষণাৎ স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হয়।

বৈশ্ব স্বধর্ম দ্বারা জীবিকা-নির্বাহে অসমর্থ হইলে উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি অন্যায় পরিহারপূর্বক বিক্রয়দ্রব্য শূদ্রবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিবে, কিন্তু আপদ মুক্ত হইলেই শূদ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন। শূদ্র যদি নিজ বৃত্তি দ্বারা পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণে অক্ষম হয়, তবে কাককরাদি কর্ম দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিবে। সে কর্মচারণে বিক্রয়দ্রব্য নির্বাহ হয়, এই-রূপ বিবিধ কাককর্ম ও শিরকর্ম করিবে।

স্বপার্থহিত ব্রাহ্মণবৃত্ত্যভাবপ্রাপ্তি হইয়াও যদি কত্রির বা কৈন্তবৃত্তি অবলম্বন না করেন, তাহা হইলে এইরূপ বৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়। বিপর্য ব্রাহ্মণ সকলেরই নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ স্বব্যবসায় জল ও অগ্নির দ্বারা পবিত্র। আপৎকালে ব্রাহ্মণের মিত্রিত ব্যক্তির হাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহও পাণ হয় না। প্রাপত্যের দ্বন্দ্ববদার যদি ব্রাহ্মণ নীচজাতির অন্নও গ্রহণ করেন, তাহাশি আকাশে যেরূপ পদ লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তাহার কোন পাপাশঙ্কা নাই।

বৃত্তিক্তি বর্ষ অতীত নিম্ন তনয়ের আশংকারে সমুত্তর হইয়াছিলেন, ভবাণি কুংপ্রতীকার ইহার উক্ত বর্ণিতা তিনি পাণে লিপ্ত হন নাই। বাসদেব বর্ষ কুখার্ত হইয়া আশংকার্য কুতুরমাংস ভোজনেচ্ছ হন, তাহাতে তিনি পাণলিপ্ত হন নাই, অতএব ব্রাহ্মণ আপং কালে অতিনিমিত্ত কর্ণের আচরণেও পাণভাজন হন না।

ব্রাহ্মণের নিমিত্তাধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহই অতীত নিম্নে। উপনয়নসংহারে সংকৃত্য ব্রাহ্মণদিগের যাজনও অধ্যাপন কর্তৃ নিত্য কর্তব্য, কিন্তু আপং-কালে নিম্নে জাতি বা শেবজন্মা পুত্র হইতেও প্রতিগ্রহ বিধেয়। ব্রাহ্মণের জপ ও হোম দ্বারা পুত্রাদি নিম্নে জাতির যাজনাধ্যাপনজনিত পাপ নষ্ট হয়। বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহে অক্ষম হইলে ব্রাহ্মণ উপপাতকী প্রকৃতির নিকট হইতে শিলোহুত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবেন। কারণ অসং প্রতিগ্রহ অপেক্ষা শিলহুত্তি শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা উহুত্তি আরও প্রশস্ত। ধনাভাবে অবসর ব্রাহ্মণ ধাত্ত বস্ত্রাদি, তান্ত্র ও কাণ্ডাদি নির্মিত দ্রব্য কত্রিরেয় নিকট বাজ্ঞা করিবেন।

কৃষ্ট ভূমি অপেক্ষা অকৃষ্ট ভূমির শত প্রতিগ্রহ করা প্রশস্ত এবং গো, ছাগ, মেঘ, হিরণ্য, ধাত্ত ও সিদ্ধায় এই সকল দ্রব্যের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্রব্য অপেক্ষা পূর্ব পূর্ব দ্রব্যের প্রতিগ্রহ প্রশস্ত। সকলেরই ৭ প্রকার ধনাগম ধর্মসম্পত্ত, যথা—দাম প্রাপ্ত ধন, মিত্রের নিকট হইতে লব্ধ ধন, ক্রয় ও ধাত্তাদি বৃত্তি লব্ধধন, কৃষি বাণিজ্যাদি কর্তব্যোগে লব্ধ ধন এবং সংপ্রতিগ্রহ লব্ধ ধন। এই ৭ প্রকার উপায়ে ধনাগম উত্তম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বিজ্ঞা, শিলকার্য, সেবা, গোরক্ষা, বাণিজ্য, অন্ন প্রাপ্তিতে সন্তোষ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং যদের জন্ত ধন-প্ররোগ এই সকল জীবিকার হেতু। ব্রাহ্মণ বা কত্রিরেয় কদাচিৎ হন গ্রহণ করিয়া ধন ধান কর্তব্য নহে। কিন্তু কেবল ধর্ম-কর্তব্য অন্ন হইলে নিম্নে কর্তব্যে ধন ধান করিতে পারেন।

বিব্রাসেবার জীবিকা না চলিলে পুত্র যদি বৃত্তান্তরাত্তিলায়ী হয়, তাহা হইলে কত্রির তাহার সেবা, ইহার অভাবে বৈতের সেবা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন। বর্ণ ও জীবিকা লাভার্থ ব্রাহ্মণ পুত্রের আরাধ্য। পুত্র ব্রাহ্মণসেবক এই বিশেষণ সাজাই কৃত্যার্থতা লাভ করে। পুত্রের ব্রাহ্মণসেবা তির আর যে কিছু কার্য তাহা নিম্নল। ব্রাহ্মণ পুত্রকৃত্যের পরিচর্যা, সামর্থ্য, কাৰ্যসম্পূর্ণ এবং উহার পোষ্টবর্ণের পরিমাণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া বেতন অবধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণ আশ্রিত পুত্রের তদকার্য উচ্ছিন্ন অন্ন, পরিধানার্থ জীর্ণ বস্ত্র, পয়সার্থ জীর্ণবস্ত্র এবং ধাত্তের পুলাক প্রদান করিবেন।

সত্যনাথি অপজ্ঞা তখনে পুত্রের পাপ নাই। উপনয়নাদি সংহার এবং অরিহোত্রাদি ব্রহ্ম অধিকার নাই। কিন্তু পাক কল্যাণি কার্য নিম্নে নহে। বর্ণজ পুত্র ধর্মকে হইয়া ব্রাহ্মণাদির অহুতের পাক বলাবজাতি মন্ত্র ধর্মীন করিয়া করিবেন। অহুত-পুত্র পুত্র ব্রহ্মণ সৎতাছরণে প্রবৃত্ত হয়, তদবস্থায় ইহলোকে মাত্ত এবং পরলোকে বর্ণনাশ করে। রাজা পুত্রকে লব্ধ লুক্ক করিতে দিবেন না, কারণ পুত্র ধনময়ে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিতে পারে। এই জন্ত পুত্রের অর্থসকল নিম্নলীল।

চারি বর্ণ এইরূপ বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবেন।

(মহু ১১ অ০)

বর্ণাশ্রমবৎ (ত্রি) বর্ণাশ্রম অন্তর্ভুক্ত মতঃ। বর্ণাশ্রম-বিশিষ্ট।

বর্ণাশ্রমিন্ (ত্রি) বর্ণাশ্রম অন্তর্ভুক্ত ইনি। বর্ণাশ্রমধর্মযুক্ত।

(ভাগবত ৭।৪।১৪)

বর্ণাসা, আসামের অন্তর্গত একটি নদী। (দেশাবলী)

বর্ণার্হি (পুং) বর্ণমহীতি অর্হ-অণ্। যুগল। (রাজনিং)

বর্ণি (স্ত্রী) বর্ণ্যতে সূত্রে ইতি বর্ণ ভূতো ইন্। ১ বর্ণ। (পুং)

২ বলি। (বর্ণবলিচিহ্নরণা। উণ্ ৪।২৩)

বর্ণিক (পুং) বর্ণা লেখ্যেয়ন সতি অর্জতে বর্ণ-ঠন্। ১ লেখক।

‘লেখকে২করপূর্বাঃ ব্রাহ্মণজীবীচক্ষণঃ।

বণিকো লিপিকরশ্চাকরভাসে লিপিলিপিঃ ॥’ (হেম)

বর্ণিকা (স্ত্রী) বর্ণা অক্ষরাদি লেখ্যেয়ন সন্ত্যক্তাঃ ইতি বর্ণ-ঠন্-টাপ্। ১ কঠিনী। বড়ি।

‘লেখক্য কণিকাপি ত্রাৎ কঠিত্যমপি বর্ণিকা।’ (হারাবলী)

২ মসি। ৩ কাকনের উৎকর্ষ।

‘বর্ণকাকরপেহতী তু চন্দনে চ বিলপনে।

হরোদীলাদিবু ত্রী ত্রাহুৎকর্ষে কাকনত চ ॥’ (মেদিনী)

বর্ণিন্ (পুং) বর্ণা অক্ষরাদি লেখ্যেয়ন সন্ত্যক্তেতি বর্ণ-ইনি।

১ লেখক। বর্ণা নীলপীতাদয়ঃ লেখ্যেয়ন সন্ত্যক্তেতি।

২ চিত্রকর।

‘অদারকুশপুঞ্জানাং পলাশপল্লবর্ণিনাম্।

বরসেন্দনদিষ্টানাং কাকরত চ সঙ্কর্য ॥’ (ভারত ১২।৬২।৫৭)

বর্ণ (বর্ণ্যত্ৰজ্ঞচারিণি। পা ৫।২।১০৪) ইতি ইনি।

৩ ব্রহ্মচারী।

‘বর্ণী ল্যাৎ লেখকে চিত্রকরেহপি ব্রহ্মচারিণি’ (মেদিনী)

(ত্রি) ৪ বর্ণবিশিষ্ট। বর্ণ্যতরপদাতু (বর্ণশীলবর্ণাভাজ। পা

৫।২।১০২) ইতি ইনি। ৫ ব্রাহ্মণ।

‘ব্রাহ্মনাধ্যাপনে তদে বিজ্ঞান্য প্রতিক্রমঃ।

বৃত্তিরদ্বিৎ প্রাহুর্নয়ো ভোক্তবিনঃ ৫’ (কামন্দক ৭।২।১১)

বর্ণিনী (স্ত্রী) বর্ণিন-স্ত্রীপ্। ১ বর্ণিতা। ২ বর্ণিতা। (হেম)
বর্ণিত (ত্রি) বর্ণ-ক। ১ ভূতিযুক্ত, পর্যায়—ক্লিষ্ট, শস্ত,
পণায়িত, পনায়িত, প্রণত, পনিত, পণিত, পীণ, অভিষ্টত,
ক্লিষ্ট, শস্ত, স্তত। (জটাবর) ২ বিচারিত।

“চতুর্থমেতদ্বিপুলং বৈরাটং পর্ক বর্ণিতং।” (ভারত ১।২।২০২)
৩ কথিত।

“স্বভর্তৃসুচ্চ ন ময়া দরিত্রস্যাপি বর্ণিতং।” (কথাসং ১২।৩৬)

বর্ণিল (ত্রি) বর্ণ-লোমাদি-পামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। (পা
৫।২।১০০) ইতি প্রশস্তার্থে ইলচ্। প্রশস্তবর্ণবিশিষ্ট, বর্ণগত।

বর্ণ (পুং) বৃত্ত্, স্ভক্তো (অজিবীভ্যো নিচ। উণ্ ৩।৩৮)
ইতি-পু-সচ্-নিৎ। ১ নদবিশেষ। ২ আদিত্য। ৩ দেশবিশেষ।

[পূর্বে বসু দেখ।]

বর্ণ্য (স্ত্রী) বর্ণ-ণ্যৎ। ১ কুজ্জ্ব। (ত্রি) ২ বর্ণকর। (পুং)
৩ খেতাজক। বর্ণ্যগণ—রক্তচন্দন, পুরাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেনারসমূল,
যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, ভুইকুমড়া, চিনি ও দূর্ধা। এই
দশটা বর্ণ্যগণ। (চরক সূত্র ৪ অং)

বর্ণ্য (পুং) গন্ধক। (বৈথকনিং)

বর্তক (স্ত্রী) বর্ততে ইতি বৃত-গুল্। ১ বর্তলোহ, চলিত বিদারি।
(হেম) (ত্রি) ২ পূজক।

“নিবেশ্য সেনাং ভরতঃ পত্যাং পাদবতাং বরঃ।

অভিগন্তং স কা কুংহমিয়েষ গুরুবর্তকঃ ॥” (রামা ২।১০।৭।২)

(পুং) ৩ পক্ষিবিশেষ, চলিত ভারই পাখী।

৪ অশ্বের কুর। (অমর)

বর্তক (স্ত্রী) বর্তক-টাপ্, ‘বর্তকা শকুনৌ প্রাচাং’ ইতি
বাটিকোক্ত্যা-ন-অত-ইৎ। বর্তকপক্ষী। (অমরটীকার রায়মুটু)

বর্তকী (স্ত্রী) সপলা, সাতলা।

বর্তজন্মন্ (পুং) বর্তনি আকাশপথে জন্ম যন্ত। য়েঘ। (শব্দমালা)

বর্ততীক্ষ্ণ (স্ত্রী) বর্তলোহ, বিদরী। (রাণনিং)

বর্তন (স্ত্রী) বর্ততেহনেতি বৃত-করণে লুট্। ১ বৃত্তি,
স্ত্রীবনোপায়, বেতন।

“বিনা বস্তনমেবৈতে ন ত্যজন্তি মমাস্তিকং।”

২ সাধারণ বস্ত্র। ৩ তুলনাল। ৪ তুলুপীঠ। তুলার
পাইজ। ৫ জীবন। (মেদিনী)

“দেবতাপিতৃমর্ত্যানামতিথীনাঞ্চ বর্তনম্।

যস্তাংশিষ্টেনাগ্নেয়ং পুংসপ্তত গৃহং ব্রজ ॥” (মার্কপুং ৫০।৭১)

পুং বর্ততে ইতি বৃত- (অভ্যদ্যন্তেচৎ হলাদেঃ। পা ৩।২।১৪৯)

ইতি যুচ্। ৫ বামন। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ বর্তিষ্ণু।

“এষ দৈনন্দিনঃ সর্গো ব্রাহ্মৈলোক্যবর্তনঃ।

ত্ৰিগুণ্যনুপিতৃদেবানাং সম্ববো দ্বৈ কণ্ঠিঃ ॥” (ভাগ ৩।১১।২৬)

(স্ত্রী) ৭ পরিবর্তন। ৮ নিবৃত্তের বর্তনীকরণকর্ম।

৯ শল্যকম্পনকর্ম। (সুশ্রুত সূত্র ১০। ৭ অং) ১০ স্থিতি,

অবস্থিতি। ১১ নিরোগ। ১২ বৃত্তিযুক্ত। ১৩ বর্তমান।

১৪ স্থিতিশীল। ১৫ বায়স। ১৬ স্থাপন। ১৭ পেষণ।

বর্তনি (পুং) ১ পূর্বদেশ। (স্ত্রী) বর্ততেহনেতি বৃত (বৃত্তেচৎ।

উণ্ ২।১০।৭) ইতি অনি। ২ পছা। (উজ্জল)

বর্তনিন্ (ত্রি) পথিক।

বর্তনী (স্ত্রী) বর্তনি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ভীষ্। ১ পছা।

২ পেষণ। (শব্দরত্নাং)

বর্তনীয় (ত্রি) বর্তনযোগ্য।

বর্তমান (পুং) বর্ততে ইতি বৃত-শানচ্। প্রয়োগের অধি-

করিণীভূত কাল। পর্যায় অতন, অধুনাতন। (রাছনিং)

ব্যাকরণ মতে আরম্ভের অসমাপ্তি পর্যন্ত বর্তমান। এই

বর্তমান প্রবৃত্তোপরত, বৃত্তাবিরত, নিত্যপ্রবৃত্ত ও সামীপ্য

এই চারি প্রকার।

“প্রবৃত্তোপরতশ্চৈব বৃত্তাবিরত এব চ।

নিত্যপ্রবৃত্তঃ সামীপ্যো বর্তমানশ্চতুর্বিধঃ ॥”

(মুদ্রাবোধটীকার দুর্গাদাস) এই চারিপ্রকার বর্তমানের মধ্যে

সামীপ্য দ্বিবিধ ভূতসামীপ্য ও ভবিষ্যৎসামীপ্য। এই চারিপ্রকার

বর্তমানের উদাহরণ যথা ‘মাংসং ন খাদাত’ এই স্থলে আদিতে

প্রবৃত্ত যে মাংসভোজন তাহা নিবর্তিত করিতেছে, এইজন্ত ইহা

প্রবৃত্তোপরত বর্তমান। ‘ইহ কুমারাঃ ক্রীড়ন্তি’ এই স্থলে

কুমারগণের তদানীন্তন ক্রীড়নাব্যবহাও পূর্বে তাহারা ক্রীড়া

করিয়াছিল, এই বোধ হওয়ায় ইহা বৃত্তাবিরত বর্তমান। ‘পর্কতা-

স্তিষ্ঠন্তি’ এইস্থলে পর্কতদিগের ভূত ও ভবিষ্যৎকালে অবস্থানের

সম্বন্ধবিবক্ষাহেতু বর্তমানত্ব থাকায় নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তমান।

‘কদা আগতোহসি ইতি প্রশ্নে অধ্বন্যদেববর্তমানত্বাৎ

এষোহহং আগচ্ছামি ইতি আগতোহসি বদতি’ অর্থাৎ কখন

আসিয়াছ এইরূপ প্রশ্ন করিলে আগতব্যক্তি এই আমি আসিলাম

এইরূপ উত্তর দেয়, এইস্থলে তাহার আগমনক্রিয়া হইয়া গেলে

আগমন জন্ত পথশ্রমাদির বর্তমানতা থাকায় এইস্থলে ভূতসামীপ্য

বর্তমান হইয়াছে। ‘কদা গমিষ্যসি ইতি প্রশ্নে এষোহহং গচ্ছামি

ইতি গমনক্রিয়মাগোন্ত মোহর্ষি বদতি’ কখন গমন করিবে এইরূপ

প্রশ্ন করিলে গমন করিতে উত্তত ব্যক্তি এখনই গমন করিতেছি

এইরূপ উত্তর দেয়, এইস্থলে গমনক্রিয়া আরম্ভ না হইলেও

ভবিষ্যতের সামীপ্য হেতু এইস্থলে ভবিষ্যৎসামীপ্য বর্তমান

হইয়াছে। এই চারিপ্রকার বর্তমান। ভূত, ভবিষ্যৎ ও

বর্তমান ভেদে কাল ত্রিবিধ। প্রারম্ভ ও অসমাপ্তকালই বর্তমান,

উপস্থিত বা উপস্থিতের সমীপ বর্তমান। [বাহু ও কালশব্দ দেখ]

বর্তমান কালে নট বিভক্তি হয়। (ত্রি) ২ বিভ্য়মান, উপস্থিত, বাহা চলিতেছে। ৩ সাক্ষাৎ। ৪ স্থিতশীল। বর্তমানতা (স্ত্রী) বর্তমানত্ব ভাবঃ ভূত-টাপ্। বর্তমানত্ব, বর্তমানের ভাব বা ধর্ম।

বর্তমানানুগোপ (পুং) বর্তমান ঘটনার অনুগতি বা অনুসরণ। বর্তরুক (পুং) বর্তো বর্তনঃ রাত্ৰি গুল্লাভীতি বা বাহুলক্য উক। ১ নদীভেদ। ২ কাকনীড়। ৩ জলাবট। (মেদিনী) ৪ দ্বারপাল। 'মত্ৰী গ্রহিহরেহ্মাতো হাঃস্থিতো বেষধারকঃ।

সৌঃসাধিকো বর্তরুকো গর্জাটো দণ্ডবাসিনি ॥' (ত্রিকা°)

বর্তলোহ (স্ত্রী) বর্ততে ইতি বৃত্ অচ, ততঃ কৰ্মধারকঃ। লোহবিশেষ, চলিত বিদ্যি লোহ। পর্যায়—বর্ততীক্ষ, বর্তক, লোহদক্ষর, নীলক, নীললোহ, নীলজ, বর্তলোহক। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, শিরিষ, মধুর, কফ, দাহ ও পিত্তনাশক এবং পিত্ত-দাহপ্রশমক। (রাজনি°) এই লোহ শোধিত হইলে উক্ত গুণ হইয়া থাকে।

বর্তস্ (স্ত্রী) পক্ষপঙ্ক্তি। "ভাবা পৃথিবী বর্তোভ্যাং বিদ্যতঃ" (শুক্রস্মৃৎ ২৫।১) 'বর্তাঃ পঙ্ক্তিঃ ভাভ্যাং' (মহীধর) বর্তি (স্ত্রী) বর্ততেহ্নয়েতি বৃত (হৃপিবি রুহি বৃতীতি। উণ্ ৪।১।৮) ইতি ইন্। ১ দীপদশা, বাতি, শলতে।

"যথা প্রদীপো ব্যতবর্তিমন্মন্ শিখাঃ সন্মা ভজতি হৃদ্যলম্বম্।" (ভাগ° ৫।১।৮)

২ ভেষজনির্মাণ। ৩ নয়নাঙ্গন। ৪ লেখ। ৫ গাত্রানুলেপনী। ৬ দীপ। (মেদিনী)

গুরুপুস্ত্রাণে লিখিত আছে যে কতকগুল, শম্ব, সৈন্ধব, ত্র্যম্বণ, বচ, ফেন, রসাজন, মধু, বিড়ঙ্গ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের বর্তি কাস, তিমির ও পটল রোগ নাশ করে।

"কতকন্ত ফলং শম্বং সৈন্ধবং ত্র্যম্বণং বচ।

ফেনো রসাজনং কোত্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা।

এবাং বর্তি হস্তি কাসং তিমিরং পটলং তথা ॥" (গুরুপু° ১২৮অ°)

ভাবপ্রকাশে রোগণী ও রোগহীনবর্তির বিষয় এইরূপ আছে—
রোগণীবর্তি—তিলপুষ্প ৮০টা, পিপুলদানা ৬০টা, জাতীফুল ৫০টা, এবং মরিচ ৩টা এই সকল দ্রব্য জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বর্তি করিবে, এই বর্তি দ্বারা নয়নে অঙ্গন প্ররোগ করিলে কাস, তিমির, অর্জুন, তরু ও মাংসবৃদ্ধি নষ্ট হয়। মাত্রা এক মটর কলায় পরিমাণ।

রোগহীনবর্তি—আমলকী বীজ ১ তোলা, বহেড়া বীজ ২ তোলা, ও হরীতকী বীজ ৩ তোলা এই কএকটা দ্রব্য জলে দ্বারা পেষণ করিয়া মটর কলায় প্রমাণ বর্তি প্রস্তুত করিয়া নয়নে অঙ্গন প্ররোগ করিবে। এই বর্তিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বাতরক্ত রক্ত পীড়া

প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° বিতীর ৬০) বর্ততেহ্নয়েতি বৃত (বৃত্তেহ্নয়সি। উণ্ ৪।১৪০) ইতি ই। ১ বোগকৰ্ম্মত্রয়া ॥

বর্তিক (পুং) পক্ষিবিশেষ, ফিলী বটের পাখী। পর্যায় বার্তিক, বর্তী, গাজিকার। ইহার মাংসগুণ—নির্দোষ, বীৰ্য ও পুষ্টিবর্ধক। (রাজনি°)

বর্তিকা (স্ত্রী) বর্তনি বর্ততে ইত্যচ্, বর্ত বার্থে ক-টাপ্। বর্তকী পক্ষী, চলিত ভারই। ইহার মাংসগুণ—মধুর, কক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক। (রাজব°) ২ অজস্বকী। (রাজনি°) বর্তি বার্থে কন্ টাপ্। ৩ বর্তি, বাতি, শলিতা বা শলিতা। কালিকা-পুরাণে লিখিত আছে যে, বর্তি পাঁচ প্রকার।

"পদ্মসূত্রতবা নর্ভগর্ভসূত্রতবাথবা।

শালজা বাঘরী বাপি কলকোবোভবাথবা।

বর্তিকা দীপকৃত্যোবু সন্মা পক্ষবিধা হুতা ॥" (কালিকাপু° ৭৮অ°)

পদ্মসূত্রতব, নর্ভগর্ভসূত্রতব, শালজ, বাঘরী ও কলকোবোভব এই পক্ষবিধ সূত্রদ্বারা দীপের বর্তিকা করিতে হয়। এই বর্তিকা দ্বারা দেবপূজার আরতী দিব্যর বিধি আছে। ৪ পিষ্টকবিশেষ।

(চরকচি° ৮অ°)

বর্তিতব্য (ত্রি) বৃত-তব্য। বর্তনযোগ্য, হাতব্য, স্থিতশীল।

বর্তিত (ত্রি) বৃ-গিচ্-ক্ত। ১ সম্পাদিত, নিষ্পাদিত। ২ কৃতসম্পন্ন।

বর্তিন্ (ত্রি) বৃত-ইন্। বর্তনশীল, বর্তিক, বর্তন। অবস্থান।

বর্তির (পুং) কপিঞ্জল সদৃশ পক্ষী, তিত্তির পক্ষী। (চরক)

বর্তিসু (ত্রি) বর্ততে ইতি বৃত (অলঙ্ক-নিরাকৃ-প্রজ্ঞানাৎ-পচোৎপত্তয়দকচ্যপত্রপবৃত্তবৃদ্রসহচর ইচ্চু। পা ৩।২।৩৬) ইতি ইচ্চু। ১ বর্তনশীল, পর্যায় বর্তন, বর্তী। (হেম)

"নিরাকরিক্ বর্তিক্ বর্তিক্ পরিতো রপম্।

উৎপত্তিক্ সহিক্ চ চরতঃ খরদৃষণৌ ॥" (ভট্ট ৫।১)

বর্তিম্যাগ (ত্রি) বৃত ভবিষ্যতি ক্রমান প্রত্যয়ঃ। ভবিষ্যৎ-কালাদি, বর্তমান আগভাবান্তর। (রাজনি°)

"বৃত্তবর্তিম্যাগানং কথ্যমানং নিদর্শকঃ।

সংক্ষিপ্তার্থ বিজ্ঞের আদ্যবস্ত্ত দর্শিতঃ ॥" (সাহিত্যদ° ৬।৩০৮)

বর্তিস্ (স্ত্রী) গৃহ। "ত্রিবার্তিত্যং চিরদ্ব্যন্তে" (ঋক ১।৩৪।৪)

'বর্তিস্ বর্ততেহ্নয়েতি বর্তি গৃহ' (সায়ণ)

বর্তী (স্ত্রী) বর্তি-কৃদিকারাদিত্তি কীব। বর্তি, শলিতা, শলিতা।

"আসীদভাধিকা চাত ত্রীঃ শ্রিয়ঃ প্রবৃদ্ধকতঃ।

নিবাণকালে দীপত বর্তীমিব দিধকতঃ ॥" (ভারত ৪।১।২৩)

বর্তীর (পুং) বটের পাখী, তিত্তির পক্ষী। (চরক)

বর্তুল (ত্রি) বর্ততে ইতি বৃত বাহুলক্যাদল্। গোলাকার বৃত্ত, পর্যায় নিস্তল, বৃত্ত, মণ্ডলারিত। (শম্বরদ্রা°) ২ সম্পূর্ণগর্ভবৃত্ত।

(স্ত্রী) ৩ গুজন। (রাজনি°) ৪ কলাব বিশেষ, বাটুল, মটর।

‘কলারত্ন জরো ভেদান্তিপুটো বর্জলোহটী।’ (শব্দমাণ্ড.)

• ৫ শুভ্রতপ। ৬ টঙ্ককার। ৭ মণ্ডিতেন। (বৈজ্ঞানিকনি.)

বর্জল। (স্ত্রী) বর্জল-টাণ। তর্কপাণী, টেকোর বাটল।

বর্জলী (স্ত্রী) বর্জল-গোরাধিবাং ঙী। ১ গজপিল্লী। (মালনি°)

বস্মক (ত্রি) ১ বস্মযুক্ত। ২ নেত্রপল্লযুক্ত।

বস্মকর্দম (পুং) নেত্রবস্মগত রোগবিশেষ। (সুশ্রুত উত্তর ৩৯°)

বস্মকর্দম্ন (স্ত্রী) পথ বা রাস্তাপ্রস্তুত কার্য (Engineering)

বস্মদ (পুং) অথর্ববেদের শাখাভেদ।

বস্মন (স্ত্রী) বর্জভেদেনান্নি বৈত বৃত-মনি। ১ পদ্মা, পথ,

রাস্তা, মার্গ। ২ আচার। (অমর) ৩ নেত্রজ্বর, চক্ষুর পাতা।

“সিতানিতক তদ্বাধো নেত্রোমণ্ডলঃ হি যং।

প্রজ্ঞাদানং ভবেদবস্ম চাক্ষুষ্কটমভঃ পরম্॥” (অষ্টাং ২১২°)

বস্মনি (স্ত্রী) বর্জভেদে ইতি বৃত (বৃতেচ। উণ. ২।১০৭) ইতি
অনি-চকারাৎ মুড়াগমোহপ্যভেতি কেচিৎ। ১ পদ্মা, মার্গ, পথ।

বস্মবন্ধ (পুং) নেত্রপল্লগত রোগ, চক্ষুর পাতায় এই রোগ হয়।

“কণ্ডুস্তান্নভোদেন বস্মশোফেন যো নয়ঃ।

ন সমং ছাদয়েদ্যকি ভবেদ্বন্ধঃ স বস্মনঃ॥”

(সুশ্রুত উ. ৩ অ.) [নেত্ররোগ দেখ]

বস্মমাক্ষিক (পুং) বস্মমাক্ষিক। (বৈজ্ঞানিকনি.)

বস্মরোগ (পুং) বস্মনো রোগঃ। নেত্রপল্লগত রোগ, চক্ষুর
বস্মগত রোগ। পৃথক পৃথক দোষ সকল মিলিত হইয়া চক্ষুর
বস্মকে আশ্রয় করিলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই বস্মরোগ
২১ প্রকার, যথা—১ উৎসঙ্গিনী, ২ কুস্তিকা, ৩ পোথকী,
৪ বস্মকরা, ৫ বস্মার্শ, ৬ শুষ্কার্শ, ৭ অন্ননদ্রিকা, ৮ বহলবস্ম,
৯ বস্মবন্ধ, ১০ ক্লিষ্টবস্ম, ১১ বস্মকর্দম, ১২ শ্রাববস্ম,
১৩ প্রাঙ্গনবস্ম, ১৪ অঙ্গিমবস্ম, ১৫ বাতহতবস্ম, ১৬ বস্মার্শুদ,
১৭ নিমেষ, ১৮ শোণিতার্শ, ১৯ নগণ, ২০ বিষবস্ম, ও
২১ কুক্ষন এই একবিংশতি প্রকার বস্মরোগ।

ইহাদের লক্ষণ—

এদোষের প্রকোপহেতু বস্মমধ্যস্থল কণ্ডুযুক্ত, বাহিরে
রক্তবর্ণ এবং অভ্যন্তরে মুখবিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে
উৎসঙ্গিনী কহে। যে নেত্ররোগে বস্মমধ্যে দাড়িমফলের জ্বর
ফলবিশেষসদৃশ পীড়কা উৎপন্ন হয়, এই পীড়কা ভিন্ন হইয়া
স্রাব নির্গত হয় এবং পুনর্বার ক্ষীণ হইয়া উঠে, তাহাকে
কুস্তিকা কহে।

কণ্ডু ও স্রাবযুক্ত, শুষ্ক ও বেদনাবিশিষ্ট রক্তসর্ষপের আকৃতি
পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে পোথকী কহে।

বস্মমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কাপরিবৃত্ত কঠিন হুল ও ধরস্পর্শ
পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বস্মকর্দম কহে।

কাঁকড় বীজ সদৃশ হ্রস্ব তীক্ষ্ণ অগ্রবিশিষ্ট অথচ অন্নবেদনা-
যুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে বস্মার্শ কহে। বস্মের
অভ্যন্তরে দীর্ঘ অনুরযুক্ত কর্কশ, অভ্যন্ত কঠিন, অথচ শুষ্ক
মাংসাকুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে শুষ্কার্শ কহে। বস্ম মধ্যে
দাহ ও সূচিবিন্দবৎ বেদনায়ুক্ত, কোমল ও অন্নবেদনায়ুক্ত
তাম্রবর্ণ হ্রস্ব পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে দ্রবিকা কহে।

সমস্ত বস্মের উপর চক্ষের জ্বর বর্ণবিশিষ্ট ও কঠিন পীড়কা
হইলে তাহাকে বহলবস্ম কহে। বস্মবন্ধরোগে বস্মদ্বয় কণ্ডু,
শোথ ও অন্ন বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে এবং রোগী বস্মদ্বারা
অন্ধিগোলক সম্যক আচ্ছাদন করিতে অসমর্থ হয়। বস্মদ্বয়
অন্নবেদনায়ুক্ত ও তাম্রবর্ণ হইয়া অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হইলে তাহাকে
ক্লিষ্টবস্ম কহে। ক্লিষ্টবস্মরোগে পিত্তাহুবিদ্ধ হইয়া যখন রক্তকে
বিদগ্ধ করে ও অন্ন অন্ন স্রাব নির্গত হইয়া আর্দ্রতাবাপন্ন হয়, তখন
তাহাকে বস্মকর্দম কহে। বস্মের বাহ্যে ও অভ্যন্তরে কণ্ডুযুক্ত
শ্রাববর্ণ অন্ন বেদনাবিশিষ্ট অথচ ক্লিষ্টতাবাপন্ন শোথ হইলে শ্রাব-
বস্ম; বহির্দেশে কিঞ্চিৎ বেদনায়ুক্ত শোথ হইয়া উহার উপাত্ত
অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইলে প্রক্লিষ্টবস্ম; বস্মদ্বয় পাকে না অথচ প্রক্ষালন
না করিলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ ধোত
করিলে পৃথক হয়, তাহাকে অঙ্গিমবস্ম; যে নেত্ররোগে বেদনার
সহিত হউক বা বেদনাবিহীন হউক, বস্মসন্ধিবিশিষ্টপ্রযুক্ত
নিমেষ ও উন্মেষবহিত হয় এবং সন্ধ্যাকালে অশ্রুতাহেতু নেত্র
মুদ্রিত হয় না, তাহাকে বাতহতবস্ম; বস্মের অভ্যন্তরে বিষম
কিঞ্চিৎ বেদনায়ুক্ত স্রবৎ রক্তবর্ণ অথচ অপাকী গ্রন্থির জ্বর
হইলে তাহাকে বস্মার্শুদ; যে নেত্ররোগে বস্ম ও শুষ্কর সন্ধিস্থিত
মিলন উন্মীলনকারী শিরাসমূহে কুপিত বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া বস্ম-
দ্বয়কে অভ্যন্ত চালনা করে, তাহাকে নিমেষ; কুপিত রক্ত কর্তৃক
বস্মমধ্যে রক্তবর্ণ কোমল মাংসাকুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে
শোণিতার্শ কহে; (এই রোগ ছিন্ন হইলে পুনর্বার বর্ধিত হয়।)
বস্মের উপরিভাগে কঠিন, হুল কণ্ডুযুক্ত, পিচ্ছিল, অথচ অপাকী
বদরী পরিমাণ গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে নগণ, যে নেত্ররোগে
জ্বিদোষের প্রকোপ হেতু বস্মের বহির্ভাগে শোথ উৎপন্ন হইয়া
ঐ শোথের অভ্যন্তরে বহুসংখ্যক ছিদ্র হয় এবং ঐ ছিদ্রদ্বারা
জলের জ্বর অত্যন্ত স্রাব নির্গত হয়, ইহাকে বিষবস্ম এবং
বাতাধি দোষদ্বয় কুপিত হইয়া যখন বস্মদ্বয়কে সঙ্কুচিত করে,
তখন রোগীর দর্শনশক্তির অভাব হয়, এই রোগকে কুক্ষন
কহে। এই একবিংশতি প্রকার বস্মরোগ। (ভাবপ্র. নেত্র-
রোগাধি.) [নেত্ররোগ দেখ]

২ অশ্রের নেত্রবস্মগত রোগ। (জয়দত্ত ৩০ অঃ)

বস্মবিবন্ধক (পুং) বস্মরোগবিশেষ। [বস্মরোগ দেখ]।

বজ্রশর্করা (স্ত্রী) বজ্ররোগবিশেষ।

বজ্রায়াস (পুং) পথক্লেণ, পথপ্রান্তি।

বজ্রাবরোধ (পুং) চকুর বজ্রগতরোগভেদ। (হৃল্লত)

বর্জ (ত্রি) ১ নিবারয়িতা। ২ প্রেরক। (সায়ণ)

বর্জ (ত্রি) ১ বারয়িতা। ২ রক্ষণশীল। (স্ত্রী) ৩ প্রণালিকা।

বৎস (পুং) চোয়ালের ভিতর মাড়ীর উপর ক্ষীতি।

বৎস্যা (ত্রি) বৎসস্বকীয়।

বর্দ্ধ, ১ ছেদন। ২ পূরণ। চুরাদি। পরস্মৈ। সক্। সেট্। লট্ বর্দ্ধয়তি। লুঙ্ অববর্দ্ধৎ।

বর্দ্ধ (স্ত্রী) বর্দ্ধয়তি পূরয়তি বর্দ্ধ-অচ্। ১ সীসক। (হেম)
(পুং) বৃধ-অচ্। ২ ব্রাহ্মণঘটিকা। (জটায়ু) ৩ পুষ্টি, পূর্ণ। ৪ ছেদ।

বর্দ্ধক (পুং) বর্দ্ধিতে ইতি বৃধ-কূল্। (ত্রি) ১ পূরক। ২ ছেদক।

বর্দ্ধকি (পুং) বর্দ্ধিতে ছিনতীতি বর্দ্ধ-অচ্, বর্দ্ধং কথ্যতীতি কথ
হিংসায়্য বাহলকাৎ ডি। ষ্টা, হৃদধার, ছুতায়।

“কর্মান্তিকান্ শিরকরান্ বর্দ্ধকীন খনকানপি।

গণকান্ শিরিনট্চৈব তথৈব নটনক্কান্॥” (রামায়ণ ১১৩৭)

• বর্দ্ধকিন্ (পুং) বর্দ্ধকো বর্দ্ধোহন্তি অভেতি বর্দ্ধক-ইনি।
বর্গস্কর জাতিবিশেষ। পর্যায়—ষ্টা, বর্দ্ধকি, তক্ষা, হৃদধার,
রথকার, রথকর, কাঠতট্, কাঠতক্ষক। (শব্দরত্নাং)

“অরভাঙ্গ বলাভেনো নেম্যা নাশো বলভ বিজ্ঞয়ঃ।

অর্গকয়োহকভঙ্গে তথানিভঙ্গে চ বর্দ্ধকিনঃ॥” (বৃহৎসং ৪৩২২)

বর্তমান সময়ে বড়ি, বর্হি, বর্ধি, বর্দ্ধকি বা বর্হি নামে
পরিচিত। উত্তরপশ্চিমে ইহার আশ্রয়পালগকে বিশ্বকর্মা
সন্তান বলিয়া মনে করে। এক্ষণে প্রকৃত বর্দ্ধকী জাতি দেখা
যায় না। মধ্যবর্ত্ত নানা শ্রেণীর লোকে ছুতার বৃত্তি অবলম্বন
করিয়া এই নামে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বেহারের বর্দ্ধকীরা ছয় থাকে বিভক্ত। তাহারা পরস্পরে
আদান প্রদান করে না। কনোজিয়ারা কেবল কাঠের কাজ
করে, আর মধ্যবর্ত্তিরা লোহা ও কাঠ লইয়া জানালা দরজা
প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভাগলপুরে এই জাতির লোহার
নামে একটি থাকের বাস আছে। উহার প্রকৃত লোহার
হইতে পৃথক্। কামারকলা থাকের বর্দ্ধকিগণ কাঠের পুতুল
নাচাইয়া বা খেলা দেখাইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

উত্তরপশ্চিমভারতের হিন্দুসুলতান বড়হিদিগের মধ্যে অনেক
পাখা আছে। তন্মধ্যে হিন্দু বিভাগে ৭২টা স্বতন্ত্র থাক আছে।
ঐ সকলের মধ্যে নিম্নোক্ত গুলি স্থানভেদে বিশেষ পরিচিত।
শাহরানপুরে—বন্দরীয়া, চৌলী, মুলতানি, নাগর, তরলোইয়া;
মুজফ্ফর নগরে চালবাল, শোটা; মীরাটে জম্মায়, বুলক-

মহর—জীল; আলীগড়—চৌহান, মথুরা—বান্দন, মোখলিয়া,
আগ্রা—নাগর, জম্মায় ও উপরোক্ত; কুরুখাবার—পারিতিয়া,
মৈনপুর—উমারিয়া; ইটা—অগবারিয়া, বারমাণিয়া, বিশারী,
জলেশ্বরীয়া; বালিয়া—গোকুলবংশী; বক্তিজেলার—দক্ষিণাঙ্ক,
সর্বরিয়া, সরমুপারী, গোড়া—কৈরাতী বা খরাড়ী, লোহার
বর্হি, কোকাশবংশী ও শোখী; বারাবাকী—জৈসধার; মীর্জাপুর
—কোকাশবংশী, মগধিয়া বা মগধিয়া পুরবীয়া, উত্তরীয়া, ও
কজী বা খাটি মহমান, মথুরীয়া, লহোরী, কোকাশ ইত্যাদি।
এতদ্বিন্ন মহর, টাঁক, ওঝা ও বামন বড়ি ও চামার বড়ি
প্রভৃতি বিভাগ দৃষ্ট হয়। বারানসী বিভাগে জনাউধারী নামক
একটা থাক আছে, তাহারা বজ্রপুত্র ধারণ করে। তাহারা
মস্তমাস প্রভৃতি অখাদ্য ল্পণ করে না। ওঝা থাকেরাও বজ্রপুত্র
ধারণ করিয়া থাকে।

সেতুধরামেশ্বর নামক বর্দ্ধকীরা কেবল কাঠের মেঘমূর্ত্তি
গড়িয়া বিক্রয় করে। জাতীয় ব্যবসারে উচ্চ স্থান অধিকার
করিলেও ইহার ভিক্ষা করে বলিয়া সমাজে নীচ শ্রেণীভূত
গণ্য হইয়াছে। খাটীরা কেবল গাড়ীর চাকা গড়ে এবং মিল্লী-
বালী কোকাশগণ টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে।
খাটী ও কোকাশেরা জলাচরণীর নহে। টাঁক, উকাট, দিতান
ও জম্মাবেরা জম্মার রাজপুত্রজাতির অন্ততম শাখা বলিয়া
গণ্য। চুণিয়ারা, কুলের ও কুদৈয়া প্রভৃতি পুরুতবালী বড়হিরা
ডোমজাতির অধরূপ।

মগধিয়াদিগের মধ্যে ৩ হইতে ৪ বৎসরের মধ্যে বালিকার
বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বালিকার
৭ হইতে ১১ বৎসর এবং বালকের ৯ হইতে ১৩ বৎসরের মধ্যে
বিবাহ হয়। মাতৃকুলে অথবা পিতৃকুলের বংশের পিতৃবাধা
পর্যন্ত তাহারা বিবাহাদি করেনা। তাহার মধ্যে ধনীর পক্ষে
চারহোবা প্রথা, নিধনীর পক্ষে “দোলা” প্রথা এবং সাধারণতঃ
“অদল বদল” ও সাগাই মতে বিবাহ হইতে দেখা যায়। বিধবা-
বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাগণ দেবর ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে
দ্বিতীয়বার পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারে। জীলোকের চরিত্র-
সৌন্দর্য্যে তাহাকে আতিষ্ঠ্য করা হয়। যদি সে এই
সমাজদণ্ডের পর পুনরায় ধর্ষণপথে ও সম্মানে জীবন বহন
করে, তাহা হইলে সে সমাজভুক্ত হইয়া আবার সাগাই মতে
বিবাহ করিতে পারে। পুরুষদিগের কৃতপাপাদির আশ্রিত্ত
ব্রাহ্মণভোজন অথবা অস্বাধাভীর্থে, গদায় বা সরহুতে স্থান।

তাহারা বীরচরী শৈব। মন্ত ও মাস্তোজন ও ধারা
গ্রহণ করে না। পাচলীর, মহাবীর, দেবী, হুলহাদেও, বিবিরাদেব,
বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেবতার পূজায় তাহারা বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন-

পূর্বক পূজা করে। তাহার শবদেহ দাহান্তে তদ্র বা অস্থি
লইয়া গজা বা কোন নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।
সাধুপুরুষদিগের সমাধিস্থানের উপর তাহার আধিন্যাসের
মহালয়ার দিন জল দেয় এবং ত্রয়োদশী তিথিতে সেই স্থলে চাউল
ও চুড় দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কিছু খাদ্য ত্রাবাদি দান করিয়া থাকে।
বসন্ত বা বিহুটিকা রোগে হুত্ব ঘটিলে তাহার শবদেহ প্রোথিত
করে অথবা নদীর জলে তাসাইয়া দেয়। ভিন্ন দেশে কোন
আত্মীয় বা স্বজনের হুত্ব ঘটিলে তাহার কুশপুতলিকা দাহ করে।

বেহারের বড়হিরা জলাচরণীর। তাহার উগ্রমহারাজ, বন্দি,
গোরাইয়া ও পাঁচপীর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার পূজা করে।
গোরালা, কোইরী, হজাম প্রভৃতির দ্বারা তাহার সমাজে তুল্য
আসন পাইয়া থাকে। কাঠের কার্য ব্যতীত তাহার
চাম্বাসও করে।

বর্ধন (ত্রি) বর্ধয়তীতি বৃধ-নন্দ্যাদিধাতু ল্য, বধা বর্ধতে তচ্ছীল
ইতি বৃধ-পৃষ্ঠৌ (অনুশাস্তেতচ্ছতি। পাণ্ডা২।১৪৯) ইতি য্চ।
১ বর্দ্ধিষ্ণু, বর্দ্ধনশীল। ২ বর্দ্ধি, উন্নতি। ৩ বর্দ্ধান। ৪ পূরণ।
৫ ছেদন। ৬ বর্দ্ধিকারক।

বর্ধনকোট, (বর্ধনকূটা)—বগুড়া জেলার অন্তর্গত বগুড়া হইতে
উত্তরে অক্ষা° ২৫°৮'২৫" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৯°২৮' পূঃ, গোবিন্দ-
গঞ্জের নিকট, করতোয়া নদীতীরে অবস্থিত। এক্ষণে রাজ-
বাড়ী নামে খ্যাত। কাহারও মতে, এখানে এক সময়ে প্রাচীন
পোণ্ড বর্ধনরাজ্যের রাজধানী ছিল। সংস্কৃত ব্রহ্মবংশের মতে,
বর্ধনকোট নিবৃত্তি দেশের অন্তর্গত। এক্ষণে প্রাচীন রাজ-
বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বর্তমান কালেও বর্ধনকোটে
এক বারেন্দ্র কায়স্থ রাজবংশ বিদ্যমান।

বর্ধনকূটার-রাজবংশ।

বর্ধনকূটা বহুকাল বারেন্দ্র কায়স্থের অধিকারে ছিল। এখান-
কার ঐতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আল-
ম্যান গোত্রীয় দেববংশে রাজেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি প্রবেশ হইয়া
ইদ্রাকপুরের অন্তর্গত বহু ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়া বসেন।
কোম্পানীর আমলে গুডলাড সাহেব ইদ্রাকপুরের যে রাজ-
বিবরণ সংগ্রহ করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, এখানকার
প্রথম রাজার নাম রাজেন্দ্র, তৎপরে কথামুক্রমে রাজা ভগীরথ,
রাজা দুর্গাকান্ত, রাজা দুর্গাশমস্ব, রাজা রামহুলাল, রাজা
গোপীন্দ্রনাথ, রাজা অমরকান্ত, রাজা গৌরহরি, রাজা আর্ধ্যাবর ও
আর্ধ্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্ রাজত্ব করেন। * বারেন্দ্র কায়স্থ-
গণের চাকুর নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে,—

“তৎপরে কহি এক বৈব পরিশাটী।

আর্ধ্যাবর মণ্ডল বাস কৈলা বর্ধনকূটী ॥

তার পুত্র ভগবান্ করিয়া চাকুরী।

রাজা ভগবান্ মৈলে নিলা জমিদারী ॥

যবে মানসিংহ রাজা বাজালাতে আইলা।

নয় আনা সাত আনা ভূমি বন্টন করিলা ॥

ক্রমে ক্রমে ভাগ্যলক্ষী প্রচুর হইল।

হস্তী নিশা রাজটীকা পাতসা করিল ॥

তাহার সন্তান হইল কুমুদানন্দন।

তত পুত্র রঘুনাথ বড়ই সদ্গুণ ॥

মনোহর তত স্ত্রী তত পুত্র হরি।

রাজা বিখ্যাত তত স্ত্রী গিরিধারী।

প্রধান বারেন্দ্র সনে কুলক্রিয়া কৈল।

কুলীন সমাজ মাঝে মর্যাদা পাইল ॥

নিরাবিল সিদ্ধ ঘরে হইল করণ।

সেই অনুসারে দেব হইল চলন ॥”

বর্ধনকূটার নিকটবর্তী রামপুরের বাহাদেবের মন্দিরে এইরূপ
ইটকথোদিত লিপি পাওয়া যায়—

“গুণাক্ষরচন্দ্রেণ যুতে শাক ভবজিহবে।

ভবাক্ষিতীতো ভগবান্ দর্শো শ্রীবিষ্ণবে মঠম্ ॥”

অর্থাৎ সংসারসাগরতীত ভগবান্ ১৫২৩ শকে অর্থাৎ
১৬০১ খৃষ্টাব্দে ভবভরহরী শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এই মঠ দান করেন।
উক্ত প্রমাণ অনুসারে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে আর্ধ্যাবর মণ্ডলের
অনুদয় স্বীকার করিতে হয়। মিঃ গুডলাড সাহেব ১৭৮১
খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, রাজা আর্ধ্যাবরের পুত্র রাজা ভগবান্
নির্বোধ ছিলেন। এই রাজা ভগবানের দেওয়ানের নামও
ভগবান্ ছিল। দেওয়ান সুবিধা মত তখনকার ঢাকার সুবাদারকে
উৎকোচ দিয়া নিজ নামে সম্পত্তি লিখাইয়া লইলেন। অল্প দিন
পরেই রাজা তাহা জানিতে পারিলেন। তৎপরে উভয়ে গুরুতর
বিবাদ উপস্থিত হইল। রাজার পক্ষ হইতে এ সময় দরবার
হইয়াছিল। দীর্ঘকাল দরবারের পর স্থির হয় যে, রাজা নয়
আনা ও দেওয়ান সাত আনা জম পাইবে। এই সাত আনা
মিনাজপুর রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল।

কিন্তু চাকুরের উক্তি পাঠ করিলে একটু গোলে পড়িতে হয়,
আর্ধ্যাবরের পূর্বে এই বংশ রাজোপাধিতে ভূষিত ছিলেন কি না,
সন্দেহের বিষয় হয়। আর্ধ্যাবরের “মণ্ডল” উপাধি দৃষ্টে মনে
হয়, এই বংশ পূর্বে হইতেই সম্পত্তিশালী ছিলেন। তৎপুত্র
ভগবান্ বর্ধনকূটার দেওয়ান ছিলেন কি না, সে বিষয় সন্দেহ
আছে। দেওয়ান থাকিলে বারেন্দ্র চাকুরকার সে কথা লিখিতে

* Mr. Goodlad's Account of Edrokpur, no. 12. p. 69.

ভুলিতেন না। তবে দেওয়ানী কপাটা কিরূপে আসিল? দিনাজপুরের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দিনাজ-পুরপতি বিষ্ণুদত্ত হইতে বর্তমান মহারাজ গিরিজানাথ ১১শ পুরুষ। বর্তমান মহারাজের উর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ পুরুষ রাজা রামনাথ নবাব মুর্শিদকুলীর সমসাময়িক। রামনাথের পিতা হরিরাম পূর্বতন দিনাজপুরপতি শ্রীমন্ত নন্তের কস্তার পাণিগ্রহণ করেন। হরিরাম রায় ইদ্রাকপুর বা বর্ধনকুটারাজের দেওয়ান ছিলেন। এই হরিরামের পুত্র শুকদেব রায় মাতামহের উত্তরাধিকারস্বত্রে দিনাজপুররাজ্য লাভ করেন। [দিনাজপুর শব্দ দেখ।]

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে শুকদেব রায় পরলোক গমন করেন। একশ স্থলে তাঁহার পিতা বর্ধনকুটার দেওয়ান হরিরাম রায় রাজ্য ভগবানের সমসাময়িক হইতেছেন। ইদ্রাকপুরের সাত আনা অংশ হরিরামের বংশ অধিকার করিয়া বলেন, এই কারণেই বোধ হয় দেওয়ান কর্তৃক বর্ধনকুটার ১৬ আনা গ্রহণের প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আখ্যাবয়ের পূর্বপুরুষগণ প্রাচীন বর্ধনকুটার রাজবংশের আখ্যায় মণ্ডলাধিপ বা সামন্ত-রাজ বলিয়া গণ্য ছিলেন, তজ্জন্ত তাঁহাদের বংশতালিকায় তাঁহারা রাজ্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

প্রাচীন বর্ধনকুটা-রাজবংশের প্রাপ্যপূর্ণ অস্তমিত হইবার কালে তাঁহারই আখ্যায় আখ্যাবরমণ্ডল বর্ধনকুটা রাজবাটীর নিকট রামপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বর্ধনকুটার পূর্বতন রাজা ভগবানের মৃত্যু হইলে আখ্যাবয়ের পুত্র ভগবান মুসলমান রাজসরকারে নিজ নাম পত্তন করিয়া বর্ধনকুটা রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। এ সময়ে পূর্বতন রাজমন্ত্রী হরিরাম রায় জীবিত ছিলেন, তিনি ভগবানের অস্তায় কার্যে যথেষ্ট বাধা দান করেন। এই বিবাদের সময় রাজা মানসিংহ বাঙ্গালায় আসেন। তিনি উভয় পক্ষের গোলযোগ মিটাইয়া রাজা ভগবানকে ১৬ আনা এবং দেওয়ান হরিরামকে ১৬ আনা ভাগ করিয়া দিয়া যান। হরিরামের পুত্র রাজা শুকদেব রায়ের সময় ১৬ আনা অংশ দিনাজপুর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাজা ভগবানের বহুকীর্তি বর্ধনকুটা ও নিকটবর্তী রামপুর প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। তাঁহার পুত্র কুমারানন্দন। কুমারানন্দন অল্পকাল রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। এই সময় তৎপুত্র রঘুনাথ নবাবক। মধুসিংহ নামে এক জমিদার তাঁহার জমিদারী ১৬ আনা অংশ দখল করিয়া বলেন। এই সময় শাহজুজা বাঙ্গালার নবাব। রাজা রঘুনাথ আপনার পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্ত বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। তদনুসারে ১১ই জুলাই অরঙ্গজেব মধুসিংহকে উচ্ছেদ করিয়া রাজা রঘুনাথকে উপযুক্ত সনন্দ প্রদান করেন। শুড়লাড

সাহেব সেই সময় বর্ধনকুটার রাজবাটীতে বেথিয়া ছিলেন। রাজা রঘুনাথের পুত্র মনোহরের সময়েও এই বংশের বখেই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়ে কুড়ী, সেরপুর, পলাশী প্রভৃতি পরগণা বর্ধনকুটারাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল।

রাজা মনোহর অল্পদিন রাজ্যভোগ করিয়া পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র হরিনাথ পৈতৃক অধিকার লাভ করেন। বাদশাহ অরঙ্গজেব তাঁহার ১৭শ বর্ষে (১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে) এক সময় দিয়া হরিনাথকে ইদ্রাকপুরের রাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন।

রাজা হরিনাথের পুত্র শিবনাথ। শিবনাথের পুত্র গিরিধারী, তৎপুত্র শিবনাথ। এই শিবনাথের সহিত ইদ্রাকপুর জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত হয়। গিরিধারী উচ্চ বারেন্দ্র কুলীনকন্ডাব পাণিগ্রহণ করিয়া বারেন্দ্রকরস্থ-সমাজে বিশেষ সম্মানিত হন। শিবনাথের পুত্র গৌরীনাথ কোম্পানীর আমলের রাজা বলিয়া খ্যাত। এই সময় ইদ্রাকপুর জমিদারীর অন্তর্গত ঢাকলা ঘোড়াঘাটের মধ্যে ইদ্রাকপুর, ইসলামপুর, আলীগঞ্জ, বাজিতপুর, বাহির ঘোড়াঘাট, গাউতনন, থলাশী, মুক্তাবপুর, বিলী, বেলঘাট, ভিয়েনহুণ্ড, সেরপুর, কানবালা, সেরপুর নওয়াবাগ প্রভৃতি পরগণা ছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময় বর্ধনকুটারাজ্যের আয়তন অনেক কমিয়া আসে; এই সময়ে ইদ্রাকপুর-রাজ্যের মধ্যে ৬৯টি পরগণা এবং তাহার ১৬০১২৬ টাকা রাজস্ব নির্ধারিত ছিল। দশশালা বন্দোবস্তের সময় যে ৬৯টি পরগণা ছিল, তাহাও একে একে নিলাম হইয়া অধিকাংশই পরহস্তগত হয়। এমন কি, অল্পদিন মধ্যেই ইদ্রাকপুর জমিদারীর নাম পর্যন্ত মানচিত্র হইতে উঠিয়া যায়।

গৌরীনাথের চোষ্ঠপুত্র রাজা গোজুলনাথ এবং মধ্যমপুত্র রাজা গৌরকিশোর, গৌরকিশোরের পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার দত্তকপুত্রের নাম শ্রামকিশোর, এই শ্রামকিশোরের পুত্র কুমার চন্দ্রকিশোর এখন বর্তমান।

এক সময়ে সুবিশীর্ণ বর্ধনকুটারাজ্য বাহাদুরের অধিকারে ছিল, বাহাদুরকে লক্ষাধিক মুদ্রা রাজস্ব দিতে হইত, এখন তাঁহাদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়, ২০০ টাকার অধিক রাজস্ব দিতে হয় না। বর্ধনগড়, বোম্বাই প্রদেশে সাতারা জেলার অন্তর্গত একটা গিরিভূগ। কোরেগা ও খটাঙ উপবিভাগের সীমার ব্যবধানে মহাদেব শৈলমালায় একটা শাখার উপর; সাতারা সহর হইতে ১৯ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত।

খটাঙ বা পূর্বদিক দিয়া একটা কুজ দিয়া ঐ গড়ে উঠিতে হয়। ইহার পার্শ্ব দিয়া সাতারা-পুরন্দর রাজ্য গিয়াছে। এই রাজ্যের দুই শত গজ দূরে চুইটা প্রাচীন সরোবর আছে।

নবজিত রাজ্যের পূর্বসীমা দক্ষা করিবার জন্ত ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে

মহারাজকেশরী শিবাজী এই দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহাদল সিদ্ধিরা ২৫০০ নৈশ লইয়া প্রতিনিধির হস্ত হইতে এই দুর্গ দখল করিয়া লয়েন। এ সময় সিদ্ধিয়ার ভগিনী সর্গোবৎ ঘোড়পড়ের দ্বীপে মধ্যস্থতার দেনী অভ্যাচার ঘটতে পারে নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দুর্গাধ্যক্ষ বকস্বত্ব রাও বকসি এখানে যেসাই তিরন্দার সহিত যুদ্ধ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে কতেসিংহ-মানে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন, ও বহু অশ্ব লইয়া যান। তাঁহার নিকশি গোলকের চিহ্ন অব্যাপি দুর্গদ্বারের খিলানের উপর দৃষ্ট হয়।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে বসন্তগড়ের যুদ্ধের পর বাপু গোখলের হস্তে দুর্গ সমর্পিত হয়, তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কর্তৃত্ব চালাইয়া ছিলেন, তৎপরে পেশবা সেই ভার গ্রহণ করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বিনা যুদ্ধে এই দুর্গে দুর্গ ইংরাজগবর্মেন্টের অধিকারভুক্ত হইল। এখন দুর্গের অবস্থা নিত্যন্ত মন্দ। অধিকাংশ ভবনই ধ্বংসাবশেষে পরিণত। যুক্তিকার্য্যশির মধ্যে এখনও দুইটা কামান পড়িয়া আছে।

২ লাভার জেলা মহাদেব শৈলমালার পূর্বাংশে উন্নত একটা শাখা খটীওর মোল হইতে চন্দনবন্দন শৃঙ্গ পর্যন্ত প্রায় ১৬ মাইল বিস্তৃত। সাধারণতঃ “বর্ধনগড় মহিজ্জগড়” নামে পরিচিত। এই বিস্তৃত শৈলমালার উপর উত্তরে বর্ধনগড়, করাটের নিকট সদাশিবগড় এবং সদাশিবগড়ের ১২ মাইল দক্ষিণে মহিজ্জগড় অবস্থিত।

বর্ধনসূরি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য।

বর্ধনিকা (স্ত্রী) যজ্ঞাদির পবিত্র জল রাখিবার পাত্রভেদ, বদনা।

বর্ধনী (স্ত্রী) ১ জলপাত্রবিশেষ। (মেদিনী) ২ সম্ভাঙ্কনী, ঝাটা। (হেম) ৩ সনাল পাত্রবিশেষ, কমণ্ডলু বা বদনা।

‘আলুঃ স্ত্রী করুণীপারী বর্ধনী চ ললিতিকা।’ (জটধর)

পতিভাদি কার্য্যে এই বর্ধনী পাত্রের আবশ্যক হইয়া থাকে।

“প্রতিষ্ঠা যন্ত দেবন্ত তদাখ্যঃ কলসঃ স্তসেৎ।

ঐশাখ্যঃ পুণ্ড্রদেবায়ামে অগ্নৌগৈব চ বর্ধনীয়ঃ॥

কলসং বর্ধনীকৈব গ্রহান্ বাস্তোম্পতিং তথা।

আসনে তানি সর্গাণি প্রেথবাখ্যঃ জপেদগুরুঃ॥”

(গরুড়পু. ৪৮ অ.)

বর্ধনীয় (ত্রি) বর্দ্ধ-অনীয়ত্ব। বর্দ্ধনযোগ্য, বর্দ্ধনার্থ।

“জাত্যয়ে বর্দ্ধনীয়াত্তৈর্গ ইচ্ছত্যাখ্যনঃ শুভম্।” (উদযোগপ.)

বর্দ্ধমান (পুং) বর্দ্ধিতে ইতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধৌ শানচ। ১ এরণ্যবৃদ্ধ।

(অমর) ২ পণ্ডিতত্ব। ৩ শর্য্য, শর্য্য।

“তথা গাঃ কশিলা ঘোম্বীঃ সুবৎসাঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।

হেমশ্রী রূপাক্ষর্য্য দ্বন্দ্ব চক্রে প্রদক্ষিণম্।

কৃত্তিকান্ বর্দ্ধমানাং নন্দ্যাবর্ত্তীশ্চ কাঞ্চনম্॥” (ভার° ৭।৮০।১২)

এই অর্থে এই শব্দ স্ত্রীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

“মথাস্তু তিলপূর্ণানি বর্দ্ধমানানি মানবঃ।

প্রদার পূজপশুমানিহ প্রোত্যা চ মোকতে॥” (ভারত ১৩।৬৪।১২)

৪ কিছু। (মেদিনী) ৫ জিনবিশেষ। পর্য্যায়—বীর, চরম-

তীর্থরূপ, মহাবীর, দেবার্য্য, জাতনন্দন। (হেম) [মহাবীর দেখ।]

৬ ধনীদিগের গৃহবিশেষ।

‘স্বস্তিকো বর্দ্ধমানশ্চ নন্দ্যাবর্ত্তীদয়োঃপি চ।’ (হলায়ুধ)

বৃহৎসংহিতার লিখিত আছে যে, এই গৃহের দ্বার দক্ষিণদিকে করিতে নাই।

“দ্বারালিন্দো হস্তগতঃ প্রদক্ষিণোহস্তঃ শুভন্ততস্তাত্তঃ।

তথচ বর্দ্ধমানে দ্বারস্ত ন দক্ষিণং কার্য্যম্॥” (বৃহৎসংহিতা ৫।৩।৩৩)

৭ স্বনামখ্যাত দেশ, বর্দ্ধমান প্রদেশ।

“প্রাচ্যায় মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রী গোড়রাত্তকাঃ।

বর্দ্ধমানতাল্লিপ্তপ্রাগজ্যোতিবোদয়াঃ৥” (জ্যোতিষতত্ত্বত্ব কুর্শ্চ°)

৮ ভদ্রাশ্ববর্ষের অন্তর্গত কুলপর্কতবিশেষ। ভদ্রাশ্ববর্ষের ৭টি

কুলপর্কত। তাহার মধ্যে বর্দ্ধমান সপ্তম কুলপর্কত।

“বিশালঃ কবলঃ ক্লেভা জয়ন্তো হরিপর্কতঃ।

বিশোকো বর্দ্ধমানশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্কতঃ॥” (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।১২)

(ত্রি) ৮ বুদ্ধিবিশিষ্ট, বুদ্ধিশীল, বুদ্ধিযুক্ত।

বর্দ্ধমান, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটা বিভাগ, একজন কমিসনরের অধীনে পরিচালিত। অক্ষা° ২১°৩৫' হইতে ২৪°৩৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৩৫' হইতে ৮৬°৩২' ৪৫" পূর্বমধ্য। বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহার উত্তরসীমায় সাঁওতাল পরগণা ও মুর্শিদাবাদ, পূর্বে নবীয়া ও ২৪ পরগণা জেলা বা গঙ্গানদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও বালেশ্বর জেলা এবং পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য এবং সিংহভূম ও মানভূম জেলা।

বর্দ্ধমান, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটা জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২২°৫৫' হইতে ২৩°৫৩' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৫২' হইতে ৮৮°৩০' পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ প্রায় ২৬২৭ বর্গমাইল। এই জেলার উত্তরে বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা ও মুর্শিদাবাদ, পূর্বে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী নবীয়া জেলা, দক্ষিণে হুগলী, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলা এবং পশ্চিমে মানভূম।

এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই সমতল, কেবল সাঁওতাল পরগণার সমীপবর্ত্তী উত্তরপশ্চিম কোণাংশ ক্রমোচ্চ নিম্ন পার্বত্য চানু ভূমিতে ও জঙ্গলে পূর্ণ। এই বনভাগে নেকড়ে, চিতা, ও অস্ত্রান্ত হিংস্রজন্তুর বাস আছে। অপরায়ন স্থান শ্রামল পত্রক্ষেত্রের পূর্ণ। মধ্যে মধ্যে তাল, আম্র, কদলী ও বাঁশবন

সম্রাট গুপ্তগণ গুলি প্রকৃতির একীভাব বিদ্রুিত করিয়া জন-কোলাহলে সেই সেই গ্রামসমীপবর্তী স্থানসমূহে বতাবের সমৃদ্ধি বিরাজিত রাখিয়াছে। কোন কোন স্থান দিয়া ধলকিশোর বা দারিকেশ্বর নদ, দামোদর, অজয়, খারী, বাঁকা, খর বা মলগামী হইয়া ভাগীরথী সলিলে আসিয়া মিশিয়াছে। এতদ্বিধ বরাকর নদী এই জেলার উত্তরপশ্চিমাংশে দামোদর নদে আসিয়া পড়িয়াছে, এডেন খাল দামোদর ও বাঁকাকে সংযুক্ত করিয়াছে। দক্ষিণে কাণা নদী প্রবাহিত।

এইরূপে নদীমালাসম্রাট হওয়ার এবং বিত্তীর্ণ ভ্রামল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে তালবৃক্ষ পরিশোভিত দীর্ঘিকাসমূহ বিরাজিত থাকার এখানকার চাসবাসের বিশেষ সুবিধা ঘটয়াছে। ঐ সকল নদীপথে কালনা, কাঁটোয়া, গাইহাট, ভাউসিংহ, মিল্লীপুর, উবণপুর প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ নগরে বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে। ঐ সকল বন্দরে লবণ বস্ত্র ও পাটের ব্যবসাই অধিক। রাণীগঞ্জ উপবিভাগে কয়লা, লৌহ, চূর্ণপাথার প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। [রাণীগঞ্জ ও কয়লা দেখ।] পৌরাণিক।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী রচিত ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে—

বর্ধমান মণ্ডলের বিস্তার ২০ যোজন। এখানকার চারি-বর্ণের লোকই কৃষিক্ষমত। কলির ৪৪০০ বর্ষ গত হইলে (অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৬ শত বর্ষ পূর্বে) দামোদরের সমীপে হেমসিংহ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইবেন, তাঁহার সাত মহাল বাড়ী। এই হেমসিংহের পুত্র বীরসিংহ। ইনি নিজ বাহুবলে তাম্রলিপ্ত, কর্ণধর, বরদাভূমি, স্বরূপদেশ ও বীরদেশ নিজায়ত্ত করিবেন। এই বীরসিংহের চারি পুত্র ও বিধা নামে এক কন্যা হইবে। কন্যা পণ করিবে যে, যে তাহাকে বিদায় হারাইতে পারিবে, সেই তাহাকে বিবাহ করিবে। এ সংবাদ কাকিপুরে পৌঁছলে কাকিপুরপতি গুণসিদ্ধর পুত্র সুল্লর বর্ধমানে আসিবেন। তিনি দামোদরতটে এক মালাকারের ঘরে আশ্রয় লইবেন। কুটুম্বী মাদিনীর সাহায্যে তপোবলে এক তুড়ঙ্গ করিয়া বিদ্যাকে হরণ করিবেন। কেবল কালাধেবীর প্রসাদে সুল্লর রক্ষা পাইবেন। গোড়াধির লোকেরা সেই বিদ্যাসুল্লর চরিত্র গান করিবে। • ব্রহ্মখণ্ডের উদ্ধৃত কাহিনী

হইতে মনে হয় যে, খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে হইতেই বর্ধমান বিদ্যাসুল্লরের গান প্রচলিত ছিল। তখনও বর্ধমান রাজবংশের অভ্যুদয় হয় নাই।

ব্রহ্মখণ্ডের ভ্রাম প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ বিবিধর প্রকাশেও আমরা বিদ্যাসুল্লর ও বর্ধমানের বিবরণ এইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আবৃত্তক মনে করিয়া এই স্থানে উদ্ধৃত হইল—

“অজয়দক্ষিণে ভাবে শিলাবত্যাক্ত হুত্তরে।

গঙ্গারায়ঃ পশ্চিমে পারে দারিকেশ্বরি পূর্বতঃ ॥ ৭৭০

অষ্টবোজনবিমিত্তো বেনো মদনবীযুতঃ।

কত্রবোজনবিমিত্তো দীর্ঘো চৈব মহীপতে ॥ ৭৭১

দামোদরসমীপে চ নগরাস্তরতো মূশ।

কত্রিগোত্রমথো ॥ হেমসিংহো ভবিষ্যতি ॥ ১০

হেমসিংহ-মুপতাপি সম্পত্তিরতো বিজাঃ।

প্রতাপযান্ দারিকশক্তি নির্ভরো রণকর্ষণঃ ॥ ২৪

সর্বলক্ষণসম্পন্নো মহাবলপরাক্রমঃ।

কুলদীপো বীরসিংহো পুত্রোহুত ভবিষ্যতি ॥ ২৫

বীরসিংহস্যো রাজা ন ভাবী বর্ধমানকে।

নিজবাহুবলেই-ব বহুদেশান্ জয়িষ্যতি ॥ ২৬

তাম্রলিপ্তঃ কর্ণধরঃ বরদাভূমিকঃ তথা।

স্বরূপদেশঃ বীরদেশঃ নিজায়ত্তঃ করিষ্যতি ॥ ২৭

বীরসিংহস্ত মূপতঃ ধর্মপত্ন্যাং বিজ্যোতম্যঃ।

জজিরে চ বেন পুত্রান্ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ২৮

কত্রকঃ সুল্লরো বিদ্যা জ্যেষ্ঠপুত্রী যুবা।

কাকিপুরস্ত মূপতিঃ গুণসিদ্ধপুত্রোহুতঃ ॥ ২৯

মূপসারঃ তস্ত পুত্রঃ সুল্লরো হি ভাবিষ্যতি।

কালীতত্তঃ পতিতো হি সর্ববিদ্যায় পারগঃ ॥ ৩০

বিদ্যাপণক ভিন্দ্যারো করিষ্যতি বহুবংশম্।

মা জ্যেষ্ঠঃ বেন বিদ্যাভিঃ স মে তর্জ্য ভবিষ্যতি ॥ ৩১

তটমূভেন সল্লপপত্রঃ নীচঃ মূপজরো।

নানাদেশঃ জাপদার্থঃ রাজ্যো যুতো গমিষ্যতি ॥ ৩২

বিদ্যাঃ জ্যেষ্ঠঃ গমিষ্যতি বহবো মূপবালকাঃ।

পরাকৃত্যঃ পলায়ন্তে দেশাত্ম বর্ধমানকাতঃ ॥ ৩৩

কাকিদেশে মহারাজো গুণসিদ্ধঃ প্রতাপশালম্।

তস্ত পুত্রো সুল্লরস্ত স্রষ্টা মূতমুখঃ গুপ্তম্ ॥ ৩৪

জ্যেষ্ঠেনৈব ত্রুতঃ দেশাৎ বর্ধমানঃ গমিষ্যতি।

দামোদরতটোপান্তে মালাকারস্ত বৈ যুধে ॥ ৩৫

বসন্তিরূপঃ জীযান্ বিদ্যাশাস্ত্রনিমিত্তকম্।

মালাকারস্ত গৃহীষ্টঃ বিদ্যাঃ কুটুম্বী যুবা।

বিদ্যাক গুর্ভবার্গেণ হরিষ্যতি তপোবলাৎ ॥ ৩৬

কালীদেব্যোঃ প্রসাদেন স মরিত্যতি ভূমিপাৎ।

কলেঃ সাধুদ্বিৎ চৈব বিদ্যাসুল্লরমোহিলাঃ ॥ ৩৭

গাত্তি লোকাঃ চাক্ষিঃ পৌড়মৌ মুনিসন্তমঃ। (ভারত ব্রহ্মখণ্ড ৬ অঃ)

* “কিঃপতিগোত্রনামাক বর্ধমানস্ত মণ্ডলম্।

লোকান্তর ভবিষ্যতি ভাগ্যবন্তো মূপজকে ইব

চম্বাধ্যক্ষমহশাপি চম্বাধ্যক্ষমহশাপি চ।

কলেধ্যাক্ষমিষ্যতি বর্ধমানে তথা বিজাঃ ॥ ১৫

- সাধারণভূমিকণ্ড বর্জমানোহতি হৃন্দরঃ ।
 দামোদরনদী যত্র বহতে মধ্যভাগকে ॥ ৭৭২
 মুণ্ডেশ্বরী বহুলা চ পূর্বে সরস্বতী বরা ।
 প্রায়শো বহুলা নদ্যঃ সদা দক্ষিণা মতাঃ ॥ ৭৭৩
 তুপধাত্তানিতেনানাং সপ্তদশ ভবন্তি চ ।
 কাপালো রক্তবেতন্ত পাটলন্ত বিশেষতঃ ॥ ৭৭৪
 পঞ্চভেদান্তেকবন্ত জারন্তে বত্র নিত্যশঃ ।
 সর্কেষাং বর্জমানিত্যং বর্জমানমতো বিদ্যুঃ ॥ ৭৭৫
 বিকুপাদাযুক্তাত্তে দামোদরজলাধিঃ ।
 বর্জমানমুখ্যাংচ গায়ত্রি ভূবি মানবাঃ ॥ ৭৭৬ ...
 অবোরভূমিপত্তত্র রাজন্তকুলসম্ভবঃ ।
 বর্জমানপ্রজাঃ সর্কাঃ শাসতি ধর্মবুদ্ধিতঃ ॥ ৭৭৮
 কলেবেদসহস্রাণি গচ্ছন্তিয যদা নৃপ ।
 বীরসিংহরাজগেহে কোতুকং জাতমেব হি ॥ ৭৭৯
 কাকিপুরে মহারাজ গুণসিক্তমহীপতিঃ ।
 তত্র পুত্রঃ স্কন্দরশচ বর্জমানমুপাগতঃ ॥ ৭৮০
 বীরসিংহস্ত হৃহিতা বিদ্যা নারীতি শোভনা ।
 নানাশাস্ত্রপারগা চ বিনোপনিবদং নৃপ ॥ ৭৮১
 ভূমিমাগে স্কন্দরশচ গতা তত্র বিবাহিতা ।
 জিতা বিদ্যাং বিচারেষু সন্তোগাঃ কৃতবান্ বরঃ ॥ ৭৮২
 বিদ্যাস্কন্দরবৃত্তান্তং চৌরপঞ্চাশদাখ্যকে ।
 গ্রহে সমীচীনতয়া বর্ততে নৃপশেখর ॥ ৭৮৩
 অবোরস্ত সূতঃ শ্রীমান্ চজ্ঞান মহীপতিঃ ।
 বিস্মিতব্রত বহুলা গণেশাখ্য পুরাণকে ॥ ৭৮৪
 হৃদ্যংশোভনঃ শ্রীমান্ কান্তিচক্রে মহীপতিঃ ।
 কুশবংশপ্রসূতশচ বর্জমানস্ত শাসকঃ ॥ ৭৮৫
 কুশশতিথিঃ পুত্রশচ স্বকস্তায়ামজারত ।
 আত্মরায়াক্ষ বীর্ঘ্যাক্ষ হৃতিখিণ্ড মহাবলঃ ।
 পুণ্ডরীকো হি গ্রহণো হৃদ্যন্ত নৃপশেখর ॥ ৭৮৬
 উলূপ্যাং পুণ্ডরীকস্তাপ্যামোদরতসঃ সদা ।
 কেমধর্ম্য মহাবোপী জাতশচ কুলপাবনঃ ॥ ৭৮৭
 রতিদাখ্য কেমধর্ম্যো বীর্ঘ্যতো হি সুনবেরাৎ ।
 দেবানীকো দেবধর্ম্যাজ্ঞোহথ বর্জমানকে ॥ ৭৮৮
 দেবানীকস্ত বীর্ঘ্যাক্ষ কুমার্যঃ সমজারত ।
 পারিজাতোহতিকুশলো বৃদ্ধবিদ্যাশিষ্যরঃ ॥ ৭৮৯
 ঘটশিলে নৃপোভূতঃ চকচকীসরিতত্তটে ।
 পারিজাতাৎ পদ্মো নৈব পুরুষোহথ মহীপতিঃ ॥ ৭৯০
 ধর্মজ্ঞাং পারিজাতাক্ষ নাতুল্যঃ সমজারত ।
 হিঙ্গালকাননে রাজাভূতাক্ষো হি নিভরঃ ॥ ৭৯১

নাতুল্যং মারিবারাক্ষ অর্কপুত্রো হি মিকপতিঃ ।
 দিকপতিং শ্রীমীলারাক্ষ শ্রেয়সামাস বৈ পুরা ॥ ৭৯২
 স্তম্ভশ্রীমেকবীর্ঘ্যৎ যৌ পুত্রো বালিনাং বরো ।
 বজ্রনাতো রতকলির্দামনশ্চত্রমন্তকঃ ॥ ৭৯৩
 গোবর্জনাখ্যদেশে চ জীমূতস্ত নদীতটে ।
 বজ্রনাতস্ত বীর্ঘ্যাক্ষ মেনকার্যঃ মহীপতে ।
 স্বগণো গগচূড়ন্ত জাতো যৌ চাতিশোভনৌ ॥ ৭৯৪
 যমকরে নদীপার্শ্বে গগচূড়ো হি লুহকঃ ।
 বসতিং কৃতবান্ তেন পাটলগ্রামসন্নিধৌ ॥ ৭৯৫
 মোদমত্যাঙ্ক স্বগণবীর্ঘ্যাক্ষেব মহীপতে ।
 বিভূতিশচ স্তূভূতিশচ রামভূতিরজারত ॥ ৭৯৬
 রামভূতিঃ কীকটস্ত রাজা পর্তবেষ্টিতে ।
 দেশে জঙ্গলসমুদ্রে নীচজাতিপ্রশাসকঃ ॥ ৭৯৭
 পালাসনগরে রাজা রামভূতিসমুৎ পুরা ।
 কিরণো ভূমিকা যত্র প্রামোতি চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৭৯৮
 বিভূতিঃ গুরুতো জাতো মহাবলো পরাক্রমঃ । ...
 কেরলে শতশৃঙ্গে চ যৌবনে প্রাপ্তবান্ স চ ।
 রাজ্যং শূদ্রভূমিকার্যং ক্রতং পৌরাণিকং বচঃ ॥ ৮০০
 দ্বিজকস্তা তুলসেখাগর্ভে পুষ্পাভূরো মহান্ ।
 ততঃ কোমলপ্রকৃতির্হিটাখ্যস্ত অবিত্রতঃ ॥ ৮০১
 অগস্ত্যস্ত বরেনৈব একাত্রে বিপিনে স চ ।
 রাজাভূৎ চোৎকলস্তান্তে জগন্নাথস্ত সন্নিধৌ ॥ ৮০২
 গণ্ডক্য জাতঃ পুত্রো হি চন্দনাখ্যো হি স্কন্দরঃ ।
 পুষ্পাভূরস্ত বীর্ঘ্যাক্ষ চন্দনোপবনে তদা ॥ ৮০৩
 অবোরলংজকস্তস্ত চন্দনাত্তাজ্ঞোহভবৎ ।
 চন্দনকাননে রাজাসীদু লাত্যো বিষয়ে ভিদি ॥ ৮০৪
 দেশিকায়ামবোরাক্ষ করণোহতুল্যবিক্রমঃ ।
 বর্জমানং পরিত্যজ্য গতো গ্রামং কলাপকম্ ॥ ৮০৫
 পুরুষাননকত্রিষন্ত স্বরাজ্যে সিদ্ধবান্ নৃপ ।
 সংক্ষেপাৎ বর্জমানস্ত ভূপালবর্ণনং কৃতম্ ॥ ৮০৬
 সাধারণানাং দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমোক্তমঃ ।
 বর্জমানস্ততঃ ভূপ পুরাণে বিবৃতা গ্রথা ॥ ৮০৭
 পুরুষাননবংশীরঃ রাজাজ্ঞো বর্জমানকে ।
 রাজা নিরন্তরঃ শ্রীমান্ মঙ্গলাদেবীপূজনাৎ ॥ ৮০৮

(দ্বিবিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলবিবরণ)

অজর নদীর দক্ষিণে, শিলাবতীর উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমে
 এবং দারিকেশির পূর্বে একটি জতি হৃন্দর সাধারণভোগ্য
 ভূভাগ আছে। রাজন! এই ভূভাগের নাম বর্জমান। এই
 বর্জমান দেশে নানা নদ নদী প্রবাহিত। ইহার দৈর্ঘ্য একাদশ

বোজন এবং প্রেছ অষ্ট বোজন। এই দেশের মধ্যভাগ দিয়া দামোদর নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পূর্ব দিকে যে সকল নদী আছে, তন্মধ্যে সুওখর, বকুলা, ও সরস্বতী এই তিনটিই প্রধান। এতদ্ভিন্ন ইহার দক্ষিণ দিকেও বহুতর নদী প্রবাহিত। ভূগাভাদিভেদে সপ্তদশ প্রকার ধাতু এদেশে উৎপন্ন হয়। রক্ত, শ্বেত ও পাটলবর্ণ কার্পাস এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, ইহা ছাড়া পাঁচ প্রকার ইক্ষুবৃক্ষের এখানে বার মাস চাষ হইয়া থাকে। কল কথা, সমস্ত বস্তুরই এদেশে বর্দ্ধন অর্থাৎ উপচয় হয় বলিয়া ইহার নাম বর্দ্ধমান। দামোদর-জল বিকুর পাদপদ্ম হইতে সজ্জত। সুতরাং দামোদর নদীর উভয় পার্শ্ববাসী বর্দ্ধমানের অধিবাসী মহাব্যদিগকে বিভিন্ন দেশবাসী লোকেরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকে।

অথোর নামধের জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি ধর্ম্মাম্বসারে বর্দ্ধমানবাসী প্রজাপুত্রকে শাসন করিতেন। হে রাজন! কলির চারি হাজার বর্ষ অতীত হইলে, এই বংশীয় রাজা বীরসিংহের গৃহে একটা বড় কোতুককর ঘটনা ঘটয়াছিল।

কাকিপুরে গুণসিদ্ধ নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সুন্দর। সুন্দর একসময়ে বর্দ্ধমানে আগমন করেন। বর্দ্ধমানাধিপতি বীরসিংহের বিদ্যানামী এক পরমাসুন্দরী হুহিতা ছিল। বিদ্যা উপনিষৎশাস্ত্র ব্যতীত অস্ত্রাস্ত্র সমস্ত শাস্ত্রেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সুন্দর ভূ-বিবর দিয়া গিয়া রাত্রিকালে বিদ্যাকে বিবাহ করেন। বিদ্যা শাস্ত্রবিচারে সুন্দরের কাছে পরাস্ত হন। পরে সুন্দর তাঁহাকে সম্ভোগ করেন। হে সুপবর! এই বিদ্যাসুন্দরের বৃত্তান্ত চৌরপঞ্চাশৎগ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

রাজা অবোরেয় পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রানন্দ। ইনিও রাজা ছিলেন। গণেশপুরাণে এই রাজার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীমান্ কান্তিচন্দ্র জনৈক সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। ইনি কুশের বংশে উৎপন্ন। এই কান্তিচন্দ্র এক সময় বর্দ্ধমান শাসন করেন।

কুশ হইতে সুকজার গর্ভে অতিথি নামে এক পুত্র জন্মে। অতিথি হইতে আব্দুরার গর্ভে মহাবল পুণ্ডরীকের জন্ম হয়। আব্দোবদীর্ঘ পুণ্ডরীক হইতে উলুপীর গর্ভে কেমধর্মা নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। কেমধর্মা যোগীপুত্র ছিলেন। ইষ্টাধারা কুল পবিত্র হইয়াছিল। ইনি এক সুনির নিকট বরলাভ করেন। এই বরপ্রভাবে তৎপত্নী রতিহার গর্ভে দেবধর্ম্ম নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। দেবধর্ম্ম হইতে দেবানীক জন্মগ্রহণ করেন। ইষ্টাদিগের সকলেরই জন্মভূমি বর্দ্ধমান।

দেবানীকের ঔরসে কুল্লার গর্ভে পারিজাত নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ইনি রাজকাধ্যে বিচক্ষণ এবং যুদ্ধবিভার পরম পটু ছিলেন। ইনি ঘট্টশৈলস্থ চচ্চকী নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করেন। পারিজাত হইতে পুরুষকারতৎপন্ন শ্রেষ্ঠ রাজা আর কেহই তথায় ছিলেন না। এই পারিজাত হইতে খুজ্নীর গর্ভে নাতুল নামে এক পুত্র হয়। নির্ভীকচিত্ত নাতুল হিন্দোল-কাননে বাস করিতেন। নাতুল হইতে মারিয়ার গর্ভে অর্কপুত্র এবং অর্কপুত্র হইতে প্রমীলার গর্ভে দিক্‌পতি উৎপন্ন হন। দিক্‌পতি হইতে জয়ধর্ম্মার গর্ভে দুই বলবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে বজ্রনাভ, রত্নাকলি, বামন ও ছত্রমস্তক নামে চারিপুত্র জন্মে। গোবর্দ্ধননামে জীমূতনদীর তটে বজ্রনাভের মেনকানারী পত্নীর গর্ভে স্বর্ণগণ ও গণভূড় নামে দুই পরম সুন্দর পুত্র উৎপন্ন হয়। গণভূড় শাটলি গ্রামের নিকট বনকর নদীর পার্শ্বে বাসস্থাপন করেন। ইনি অতি লুক্ষণভাব ছিলেন। স্বর্ণগণের ঔরসে মোদামতীর গর্ভে বিভূতি, সুভূতি ও রামভূতি নামে তিন পুত্র জন্মে। রামভূতি কীকটদেশে রাজপাট স্থাপন করেন। ঐ দেশ তখন পরীত-পরিবেষ্টিত ও জনলাকীর্ণ ছিল। বহুসংখ্যক নীচজাতীয় প্রজা তাঁহার শাসনাধীন হইরাছিল। সুভূতি পলাসনগরে রাজ্য করিতেন। তাঁহার রাজত্বস্থান চন্দ্রসুখ্য-কিরণের কেন্দ্রস্থল ছিল। বিভূতি অতি বলবিক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি যৌবনকালেই কেবল ও শতশৃঙ্গ প্রায়েশে রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্যে বহুতর পুত্রজাতীয় প্রজা বাস করিত। ইহাই পৌরাণিক মত। পরে ষড়্‌বক্তা ভূজলোথার গর্ভে পুষ্পাভুর জন্মগ্রহণ করেন। পুষ্পাভুরের পুত্র হটাস। ইনি বড় কোমলপ্রকৃতির রাজা ছিলেন। ইহার তপোহুতান ছিল। অগস্ত্য ইহাকে বর দেন। সেই বরপ্রভাবে ইনি উৎকলের অন্তর্গত জগন্নাথক্ষেত্রের অনুরে একত্রকাননে রাজ্য হন। গণ্ডকী নামী পত্নীর গর্ভে চন্দনবনে, চন্দন নামে ইহার এক সুন্দর পুত্র জন্মে। চন্দনের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, তাহার নাম অবোরে। ইনি তুলাদেশের চন্দনকাননে রাজ্য করেন। অবোরে হইতে তৎপত্নী দেশিকার গর্ভে করণ জন্মগ্রহণ করেন। করণ অসাধারণ বিক্রমসম্পন্ন ছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান পরিভ্রমণ করিয়া কলাপক গ্রামে গমন করেন। পুন্ডরান নামক জনৈক ক্ষত্রিয় তবীয় রাজ্যে অতিবিক্ত হন। সংক্ষেপে বর্দ্ধমানাধিপতি ভূপালদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। অস্ত্রাস্ত্র সাধারণ দেশের মধ্যে বর্দ্ধমান একটী শ্রেষ্ঠতম দেশ। এখানকার ভূপালদিগের বিবরণ পুরাণে বর্ণিত আছে। পুন্ডরাননের বংশধর ভূপালগণই পরে মল্লাদেশীর অর্জুনার ফলে বর্দ্ধমানে রাজ্য করিয়া আসিতেছেন। (দিবাকরপ্রা)

পুরাতত্ত্ব।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই বর্দ্ধমানের উল্লেখ আছে। জৈনদিগের মতে, মহাবীর বা বর্দ্ধমানস্বামী রাঢ়দেশের যে অংশে অসভ্য জাতির মধ্যে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুসারে সেই স্থানই পরে বর্দ্ধমান নামে খ্যাত হয়। এখন বর্দ্ধমান মধ্যরাঢ় নামে খ্যাত। এই জেলায় এক সময়ে অনেক সুপ্রাচীন রাজ-বংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের বহু প্রাচীন কীর্তি নানা স্থানে পড়িয়া আছে। সেরগড় পরগণার সিংহারণ নামে যে নদী আছে, এই নদীর তীরে সিংহপুর নামে একটি প্রাচীন রাজধানী ছিল। এখানে সিংহবাহু নামে রাজা রাজত্ব করিতেন, সিংহপুর নগর ধ্বংস হইলে এই স্থান সিংহারণ নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ হইতেই বর্তমান সিংহারণ নদীর নামকরণ হইয়াছে। এই জেলায় সাতশৈক্য পরগণা সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ। এই জেলায় তাঁহারা যে সকল গ্রাম লাভ করেন, সেই সকল গ্রাম নাম হইতে সপ্তশতীদিগের বিভিন্ন গাঞি বা উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। গোড়াধিপ আদিশূর জয়ন্তের অভ্যুদয়ের পূর্বে এখানে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণেরই আদিপত্য ছিল। নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে জানিতে পারি যে, কোন কোন রাতীর ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষ তাঁহাদেরই নিকট বহু কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কোন কোন রাতীর ব্রাহ্মণের গাঞি হইয়াছে। গোড়ে পালরাজগণের আদিপত্য বিস্মৃত হইলে আদিশূরবংশীয় শূরনরপতিগণ বহুকাল এই জেলায় রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও রাতীরশ্রেণির ব্রাহ্মণগণকে এই জেলায় বহু শাসনগ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই সকল গ্রাম হইতেই রাতীর ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষগণের বহুতর গাঞি নাম হইয়াছে।

পালরাজগণ যে সময়ে বারেন্দ্রে বৌদ্ধধর্মপ্রচারে উদ্যত ছিলেন, সেই সময়ে রাঢ়দেশে শূরনরপতিগণ এখানকার বৌদ্ধসমাজকে হস্তগত করিবার জন্য আবশ্যিক স্বত্ব শৈব ও শাক্তধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। গোড়ে বৌদ্ধাধিকারকালে এখানকার ঢেকুর নামক স্থানে শোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ নামে একজন শাক্ত নৃপতি অতিশয় প্রবল হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভ্রামরুপার গড়টী এক্ষণে সেনপাহাড়ী গড় নামে পরিচিত। ইহান ভ্রায় প্রাচীন দুর্গ এ প্রদেশে আর নাই। গোড়েশ্বর তাঁহার নিকট কএক বার পরাভূত হইয়াছিলেন। অবশেষে ধর্মের সেবক লাউসেনের নিকট তিনি পরাজিত হন। ইছাই ঘোষের গড়ের ভগ্নাবশেষ আজও সেনপাহাড়ীতে পড়িয়া আছে।

এই জেলার অন্তর্গত বর্তমান ভূরতট পরগণার ভূরিশ্রেষ্ঠ নামে একটি সম্ভ্রান্তিপালী নদী ছিল। এখানে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী

পর্যন্ত কার্যস্থ নৃপতিগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এখনকার পাণ্ডুয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় রাজগণের সময়েই প্রসিদ্ধ ছিল। সেনবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বিজয়সেন এখানে বিজয়পুর নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এখানে বহুদিন হইতেই মুসলমান সংগ্রহ হইয়াছিল। মেমারির উত্তরপশ্চিমে বহা বা শ্রীকৃষ্ণনগর নামক গ্রামে সৈয়দ জলাল উদ্দীন তাত্ত্বিজী কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ৬৪২ হিজরী বা ১২৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত শ্রীকৃষ্ণনগরে জলাল উদ্দীনের নামানুসারে মাদ্রাসা-ই-জলালিয়া নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্দ্ধমান জেলায় নানা স্থানে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ছুটিপুর পরগণায় মেমারি টেসনের দক্ষিণে কুলীনগ্রামের নিকট অনেক প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। আজমতশাহী পরগণায় ভাটাকুল গ্রামের নিকট রামচন্দ্রগড় এবং অজয়নদের নিকট শেরগড় পরগণায় রাণীগঞ্জের উত্তরে আরও কএকটি গড় দৃষ্ট হয়। বর্দ্ধমান সহরেই প্রসিদ্ধ বহরম সন্ধা নামক প্রসিদ্ধ মুসলমান কবির গোরস্থান দৃষ্ট হয়, এই গোরস্থান ঠিক দুর্গের মত। আগা হইতে সিংহলে বাজাকালে কবিবর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানেই প্রাণত্যাগ করেন। ঐ বর্ষে মুসলমান ইতিহাসে, বর্দ্ধমানের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রাজমহলে দাউদ খানের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিলে অকবরের সৈন্তগণ বর্দ্ধমানে আসিয়া দাউদের পরিবার-বর্গকে আক্রমণ করেন। তৎপরে দশ বর্ষ কাল দাউদের পুত্র কুতলু খান এই বর্দ্ধমানে মোগলবিরুদ্ধে খোরতর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করেন। [কুতলু খাঁ দেখ।]

তাঁহার কবরের নিকট নূরজাহানের স্বামী সের আফগান ও বঙ্গের শাসনকর্তা কুতব উদ্দীনের সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়। দিল্লীখবের আদেশে কুতব উদ্দীন নূরজাহানকে দিল্লীতে পাঠাইবার জন্য সের আফগানের সহিত যুদ্ধ করেন। বর্দ্ধমান টেসনের দক্ষিণে স্বাধীনপুর নামক গ্রামে যেখানে উভয় বীরে যুদ্ধ হইয়াছিল, আজও সকলেই সেই স্থান দেখাইয়া থাকেন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে শাহজাদা খুরম (পরে শাহজাহান) বর্দ্ধমান দুর্গ ও সহর জয় করিয়া দিল্লীর শাসনভুক্ত করেন। বাদশাহ অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উসমান ১৬৯৭ হইতে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বর্দ্ধমানে একটি সুন্দর মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, আজও সেটি দেখিবার জিনিস।

বর্দ্ধমান বর্দ্ধমান-রাজবংশ।

পদ্মাব-প্রদেশান্তর্গত লাহোর নগরস্থ কোর্টল মহল্লা-নিবাসী সজ্জম রায়, বর্দ্ধমান রাজবংশের আদি পুরুষ। খৃষ্টাব্দে বোড়ল শতাব্দির শেষভাগে সজ্জম রায় লপরিবারে অগ্নিদগ্ধ দর্শনোদ্দেশে

শ্রীক্ষেত্রধামে গমন করিয়া প্রত্যাগমনকালে, বর্ধমানের সমীপে রাইপুর গ্রামে ব্যবসা উপলক্ষে বাস করেন। এই স্থান হইতে শস্তাদি ক্রয় করিয়া, স্থানান্তরে বিক্রয় করাই তাঁহার ব্যবসার ছিল। ক্রমে তাঁহার ব্যবসার বিলক্ষণ উন্নতি হইতে লাগিল।

সকল রায়ের মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র বহুবাহারী রায়ও রাইপুরে অবস্থিতি করিয়া পিতার স্থায় ব্যবসা করিতে লাগিলেন এবং সৌভাগ্যবশতঃ ক্রমেই ব্যবসারের উন্নতি হইতে লাগিল।

বহুবাহারী রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আবু রায় রাইপুর হইতে আসিয়া বর্ধমানে বাস করেন। তিনি এতদ্বন্দ্ব মধ্য একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। কোন সময়ে দিল্লীশ্বরের কতকগুলি সৈন্ত এই স্থানে আসিলে আবু রায় তাহাদিগের জন্ত যাবতীয় আহারীয় সামগ্রী ও গোশকটাদি সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার উক্ত সৈন্তাধ্যক্ষের অনুগ্রহে, ১০৬৪ হিজরি ঠং ১০৬৭ খৃঃ অব্দে বর্ধমানের ফৌজদারের অধীনে, রেকাবি বাজার, ইব্রাহিমপুর ও মোগলটুলীর কোতোয়াল ও চৌধুরী পদ প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে উক্ত স্থানত্রয়ের বার্ষিক রাজস্ব ৫৩২ টাকা মাত্র দাখী ছিল। সুবিশাল সমৃদ্ধিশালী বর্ধমান রাজ্যের ইহাই সূত্রপাত।

আবু রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বাবু রায় পৈতৃক পদ ও সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। ক্রমে তিনিও বর্ধমান পরগণার অন্তর্গত আরও কয়েকটি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাবু রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ঘনশ্রাম রায় পৈতৃক পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। বর্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ শ্রাম-সাগর নামক সুবিশাল সরোবর ঘনশ্রাম রায়েরই অতুল কীর্তি।

ঘনশ্রাম রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র কৃষ্ণরাম রায় পৈতৃক পদ ও সম্পত্তি লাভ করেন। ১০৯৪ খৃঃ (১১০৭ হিজরি) ২৪ রবিয়ল আয়ল তারিখে দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বের ৩৮ বর্ষে (জুলুস) তাঁহার নিকট হইতে চাকলে বর্ধমানের জমিদার ও চৌধুরিপদের সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এই ফরমাণে তিনি অনেকগুলি জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে সেনপাহাড়িগড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখনও উক্ত কৃষ্ণরাম রায়ের প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুরের রাজত্বকালেও উক্ত দ্রুগ পূর্ণাবয়বে বর্তমান ছিল।

কৃষ্ণরাম রায়ের জীবিতকালে, বরদা ও চিত্রার জমিদার শোভাসিংহ; বিষ্ণুপুরের জমিদার গোপালসিংহ এবং চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ বিদ্রোহী হইয়া প্রবল প্রতাপে মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া সুশিবাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমান আক্রমণ করেন। শোভাসিংহ বর্ধমান আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেই সময়ে কৃষ্ণরাম রায় হত

হন, শোভাসিংহ কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্রী আক্রমণ করিলে, তদীয় পরিবারস্থ ১০ জন স্ত্রীলোক অহরণাণে প্রাণত্যাগ করেন। কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যা শোভাসিংহের হস্তে হত্যা হইলে, শোভাসিংহ তাঁহাকে স্বীয় অক্কাবিরী করিবার অভিপ্রায়ে, যখন বাহাদুর মধ্য হইতে শান্তি ছুরিকা বাহির করিয়া পাশাচাব শোভাসিংহের উদর মধ্যে সবেগে প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহার পাপময় জীবনের অবশান করিয়া দিলেন এবং সেই ছুরিকাখাতে তৎক্ষণাৎ স্বীয় জীবনও বিসর্জন করিলেন।

কৃষ্ণরাম রায়ের শোভানীষ মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র জগৎরাম রায়, পৈতৃক পদ ও সম্পত্তি লাভ করেন। ১১১১ হিজরি এই জমাদিয়ল আউরল ও দিল্লীশ্বরের ৪৩ বর্ষ রাজ্যকালে (জুলুস) জগৎরাম রায় দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে ৫০ মহল জমিদারী এবং জমিদার ও চৌধুরী উপাধি স্বর্ধালত এক থানি ফরমাণ প্রাপ্ত হন। তাঁহার স্ত্রীর নাম ব্রজ-কিশোরী, তদীয় গর্ভে কান্তিচন্দ্র ও মিত্রসেন নামে দুইটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ১৭০২ খৃঃ কৃষ্ণসাগর সরোবরে স্নান করিবার সময়ে জনৈক গুপ্তহত্যাকারীর ছুরিকাখাতে তাঁহার প্রাণবিরোগ হয়। তদবধি রাজপরিবারস্থ কেহই অপবিধ-বোধে কৃষ্ণসাগরের জল পান বা তাহাতে স্নান করেন না। বর্ধমান-রাজবংশের যে সকল অতুল কীর্তি চতুর্দিক সমুদ্ভল করিয়া আছে, তাহার আধিকাংশই কীর্তিমতী ব্রজকিশোরীর স্থাপন করেন। বর্ধমানের সাগরসম সুবিখ্যাত কৃষ্ণসাগরই কৃষ্ণরাম রায়ের অতুলকীর্তি।

জগৎরাম রায়ের শোভানীষ মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কান্তিচন্দ্র পিতার পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন, তদীয় ভ্রাতা মিত্রসেন মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ১১১৫ হিজরি ২০এ সুওয়াল ৪৮ জুলুস দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে কান্তিচন্দ্র পৈতৃকপদ ও সম্পত্তিপ্রাপ্তির ফরমাণ লাভ করেন। তিনি স্বীয় বাহবলে, বরদা ও চিত্রার জমিদার শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মত সিংহকে পরাজয় করিয়া তদীয় জমিদারী অধিকার করেন। চন্দ্রকোণার জমিদার রঘুনাথ সিংহ, শোভাসিংহের সহিত মিলিত হইয়া বর্ধমান আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া কান্তিচন্দ্র রঘুনাথ সিংহকে পরাস্ত করিয়া তদীয় জমিদারী চন্দ্রকোণা অধিকার করেন, পরে তিনি বিষ্ণুপুরের জমিদার গোপালসিংহকেও বৃহৎ পরাস্ত করেন বটে, কিন্তু তিনি তাহার কোন সম্পত্তি লইতে পারেন নাই, কেবল তাঁহার ভরবাসিধানি লইয়াছিলেন। ভূরহুট, রাবদা ও বেলদয়ের জমিদারদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের জমিদারী হস্তগত করিয়াছিলেন।

• কীৰ্ত্তিচন্দ্র দিল্লীখর আবুল কতে নসরুদ্দীন মহম্মদ শাহের নিকট হইতে ১৫ রমজান ১৭ জুলাই তারিখে একখানি করমাণ প্রাপ্ত হন। তাহাতে উক্ত বিজিত সম্পত্তি ও কতাহপুর পরগণার অধিকার প্রদত্ত হইরাছিল। কীৰ্ত্তিচন্দ্র অত্যন্ত সমর-কুশল ছিলেন, তিনি বঙ্গের নবাব বাহাদুরের অমুত্যাঙ্গসারে বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া কাঁটোরার নিকট হইতে দুর্দান্ত মরাঠাধিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কীৰ্ত্তিচন্দ্র বাদশাহের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত না হইলেও দেশমধ্যে তিনি মহারাজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্যে কবিবর ঘনরাম তাঁহাকে মহারাজ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন—

“অখিলে বাহার কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্তী,

কীৰ্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র-প্রধান।

চিতি তাঁর রাজেন্দ্রিতি, কুশপুর নিবসতি,

খিলা ঘনরাম রস গান ॥”

বঙ্গের নবাব বাহাদুরের নিকট কীৰ্ত্তিচন্দ্রের অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল, একদা তাঁহার মাতা শ্রীক্রেত্রে গমনকালে, বঙ্গেশ্বর উড়িয়া-প্রদেশস্থ ফৌজদার ও বাবতীর কাঁড়িদারদিগকে তাঁহার বিশেষ রূপে তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্ত আদেশ প্রদান করেন।

বর্ধমানের সরিকটস্থ কাঞ্চননগর নামক যে মহা সমৃদ্ধিশালী জনপদের ধংসাশেষ বর্তমান আছে, কীৰ্ত্তিমান কীৰ্ত্তিচন্দ্রই তাহা স্থাপন করেন। ১৭৪০ খৃঃ অঃ কীৰ্ত্তিচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার হস্তস্থিত অল্পপম তরবারখানি অত্যাশি রাজধনাগারে পরমবহু রক্ষিত আছে, উহাকে ‘কীৰ্ত্তিচন্দ্রের তেগা’ বলিয়া থাকে। কীৰ্ত্তিচন্দ্রের অনেকগুলি কীৰ্ত্তি অত্যাশি বর্ধমান রাজবংশের সুখোজ্ঞল করিয়া আছে।

কীৰ্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র চিত্রসেন রায় বর্ধমানের জমিদারী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে পরগণা মণ্ডল ঘাট, আরসা, ব্রাহ্মণভূমি প্রভৃতি কতকগুলি জমিদারী প্রাপ্ত হইরাছিলেন। দিল্লীখর আবুল কতে নসরুদ্দীন মহম্মদ শাহ বাদশাহের নিকট হইতে ১৫ সওরা ১২ জুলাই রাজা উপাধি-দ্রুত করমাণ ৪ পারচা খেলাত এবং এক জোড়া মুস্তা প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময়ে কীৰ্ত্তিচন্দ্র জীবিত ছিলেন।

উক্ত বাদশাহের ২১শ বর্ষ রাজত্বকালে ২০ রমজান তারিখে ১৭৪০ খৃঃ চিত্রসেন রাজা উপাধিসহ চাকলে বর্ধমানের জমিদারী সনদ প্রাপ্ত হন। ১৭৪২ খৃঃ পুনরায় দিল্লীখরের নিকট হইতে ছত্র, আসকি, নাকারা ও আড়ানি খেলাত সহ, একখানি সনদ প্রাপ্ত হইলেন। এ সময়েও কীৰ্ত্তিচন্দ্র জীবিত ছিলেন। এইরূপে রাজা চিত্রসেন সর্বসম্মত ১২ খানি করমাণ

ও সনদ প্রাপ্ত হইরাছিলেন। তিনি বার্ষিক ২২৭০৪৭২ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন।

তাঁহার দুই পত্নী, উভয়েই বক্সা ছিলেন। ১৭৪৪ খৃঃ চিত্রসেনের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় কালনার বর্ধমান আছে। ইহার রাজত্বকালের অনেকগুলি কামান অত্যাশি রাজবাটীতে বিত্তমান, তাহাতে পারসী অক্ষরে তাঁহার নাম খোদিত দৃষ্ট হয়।

রাজা চিত্রসেন রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় খুলতাত মির্জাসেনের পুত্র তিলকচন্দ্র বর্ধমান রাজ্যপ্রাপ্ত হন। সন ১১৪০ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে মহারাজ তিলকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৪৪ খৃঃ ২৪ জুলাই ৯ জমাদিয়ার আউজল তারিখে দিল্লীখর আবুল কতে নসরুদ্দীন মহম্মদ শাহ বাদশাহের নিকট হইতে বর্ধমান প্রভৃতি জমিদারীর রাজা উপাধিসহ প্রথম সনদ পান। পরে আবুল নসরু মুজা উদ্দীন আহম্মদ শাহ বাদশাহ গাজীর নিকট হইতে ৭ জুলাই ৭ রজব তারিখে পুনরায় একখানি করমাণ প্রাপ্ত হন। দিল্লীখর আলমগীর বাদশাহের নিকট হইতে তিনি ১ জুলাই ২৬ মহরম তারিখে একটি হস্তী উপহার পাইয়াছিলেন।

দিল্লীখর শাহ আলম বাদশাহ ‘ফিদবী খাস’ উল্লেখ্য তাঁহাকে একখানি পত্র এবং তদীয় প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে (৪ হাজার জাত ও ২ হাজার সওয়ার) চারিহাজারি জাত ও রাজা বাহাদুর খেতাবযুক্ত একখানি করমাণ দিয়াছিলেন। ফিদবী খাস অর্থে বাদশাহের খাসের কর্মচারী, এরূপ সম্মান রাজ্যের প্রধান কর্মচারী ভিন্ন অপর কেহই প্রাপ্ত হইতেন না, এবং বঙ্গদেশে অপর কোন ভূপতিই উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হইতেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল বাহাদুর ‘ফিদবী খাস’ শব্দ ব্যবহার করিতেন। ঐ সঙ্গে তিলকচন্দ্র নবাব ও কালরনার পালকীও প্রাপ্ত হইরাছিলেন। পুনরায় দিল্লীখরের নিকট (১৭৬৮ খৃঃ) ৯ জুলাই ৪ঠা রমজান ৫ হাজার জাত ও হাজার সওয়ার (পঞ্চাহাজারি জাত), মহারাজাধিরাজ খেতাব, তোপ, নাকারা ও পতাকাপ্রাপ্তির করমাণ লাভ করেন।

১৭৫৫ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তদানীন্তন গবর্নর মিঃ হেনরি রিসবেট দিল্লী সম্রাটের আদেশানুসারে মহারাজ তিলকচন্দ্রকে একটা খেলাত ও একটা হস্তী প্রেরণ করেন। পলাসীর যুদ্ধ কালে তিলকচন্দ্র অশ্ব দিরা ইংরাজদিগকে বধেই সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মহারাজ তিলকচন্দ্র ও তদীয় দেওয়ান এবং অত্যাশি প্রধান কর্মচারিগণকে ৭৫২৫ টাকা মূল্যের খেলাত পাঠাইয়া ছিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তিলকচন্দ্র সাহায্য করিলেও অম-

কাল পরেই কোম্পানী সেই উপকার বিস্মৃত হন; এমন কি অল্প-কাল পরেই সম্রাটগোলাম ইংরাজসৈন্যের সহিত রাজসৈন্যগণের একটা যুদ্ধ হয় এবং সেনাপাহাড়ী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীর সৈন্যগণের সহিতও দুইবার যুদ্ধ হইয়াছিল। এ সময়ের রাজসরকারে ১৫ সহস্র সৈন্য থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালে বর্ধমান একটা করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। রাজ্যের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার মহারাজের নিজ আদালতেই নিষ্পত্তি হইত, দস্তা ও তত্ত্ববিদগকে মহারাজ স্বয়ংই দণ্ড প্রদান করিতেন। মহারাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুরের অধীনে ১২টা গড় (জুগ) বর্ধমান ছিল, এখনও ঐ সকল জুগের ধ্বংসাবশেষ বর্ধমান রহিয়াছে। ১৭৬৭ খৃঃ রাজসরকারের বরাদ্দের তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, উপরোক্ত ১২টা জুগে ২৯৬ জন মুদক্ষ সওয়ার এবং ১১৯ জন মুশিক্ষিত পদাতিক সত্তত জুগ-রক্ষার নিযুক্ত ছিল, তন্মধ্যে বহুতর দেশীয় পাইক ও পদাতিকও নিযুক্ত থাকিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত গোলাযোগ মিটিবার পরই শোভাভাজার রাজা নবরুদ্দ বর্ধমানের সাজা-সাল হইয়া আসেন। ১৭৬৫ খৃঃ মহারাজ তিলকচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ৪০৯৮৯০৭/১০ টাকা রাজস্ব প্রদান করিয়া যে দাখিলা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা অজ্ঞাবহ রাজবাটীতে রক্ষিত আছে।

তিলকচন্দ্র বহুতর সংকীর্ষি এবং বিস্তার দেবদ্র ও ব্রহ্ম প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল পর্যন্ত সর্বসমেত ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার বিঘা জমি কেবল ব্রহ্ম প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১৫৭ সালে ইং ১৭৭০ খৃঃ তিলকচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পত্নী, তন্মধ্যে মহারানী বিম্বকুমারীই পুত্রবতী হইয়াছিলেন, ইহার গর্ভে মহারাজ তেজচন্দ্রের জন্ম।

সন ১৭৭১ সাল ৬ই মাঘ (১৭৬৪ খৃঃ ১৭ই জ্যৈষ্ঠারিতে) তেজচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন এবং তদীয় পিতার পরলোকগমনের পর ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পৈতৃক পদ ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু তৎকালে নিতান্ত শৈশবাবস্থা হেতু তদীয় জননী অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহারানী বিম্বকুমারীই তাঁহার অভিভাবিকা স্বরূপ সমুদয় রাজকাৰ্য্য পৰ্যবেক্ষণ করিতেন। ১৭৭১ খৃঃ তেজচন্দ্র বাহাদুর দিল্লীর শাহজাহান বাদশাহের আজ্ঞানুসারে তদীয় প্রদান সেনাপতির নিকট হইতে সন ১-৮৪ হিজরা ১২ সওয়ার ১২ জুল, তারিখে পৈতৃক পদ অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর খেতাব, পঞ্চহাজারি জাত এবং তিন হাজার সওয়ার, নাকারা, তোপ প্রভৃতি রাধিবীর ক্ষমতাসম্বলিত ফরমান প্রাপ্ত হইলেন। তেজচন্দ্র সাবালক হইয়া অত্যন্ত হিলাসী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজকাৰ্য্যে অত্যন্ত অমনোযোগ হেতু, অল্পকাল মধ্যেই অনেকগুলি জমিদারী বাকী থাকায় প্রকান্ত নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়, সেই

সকল জমিদারী খরিদ করিয়াই এতৎকালীয় বহু জমিদারবর্গের দায়ী হইয়াছে। ১৭৯৩ খৃঃ দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর বার্ষিক ৪০১৫১০ টাকা রাজস্ব এবং ১৯৩৭২ টাকা পুলবন্ধি ধাৰ্য্য হয়। দশশালা বন্দোবস্তের পরেও মহারাজের কতকগুলি জমিদারি বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, পরন্তু তৎপরেই মহালা তাঁহার স্বভাবের পরিবর্তন হয় এবং স্বয়ং রাজকাৰ্য্য পৰ্যবেক্ষণ করিতে থাকেন ও সমুদয় জমিদারি পূর্ণ লইয়া পত্নী বন্দোবস্ত করিয়া এককালে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। এই বিপুল পণরানিই বর্ধমান-রাজধনাগারের ভিত্তি; তদবধি একাল পর্যন্ত রাজ্যের বাহ্যিক ব্যয়নির্বাহাতে সমস্ত উদ্যত অর্থই উক্ত ধনাগারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ১৭৯০ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং মহারাজের হস্ত হইতে দেওয়ানি ও ফৌজদারী ক্ষমতা, জেলখানা, এবং ১৭৯৩ খৃঃ পুলিশ বিভাগ উঠাইয়া লইলেন। তৎপূর্ব পর্যন্ত ঐ সকল ক্ষমতা তিনি ও তৎপূর্ব পুরুষগণ অনুরূপ ভাবে উপভোগ করিতেছিলেন।

মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর নয়টা দায়পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহারানী নানকী কুমারীই পুত্রবতী হইয়াছিলেন। সন ১১৯৮ সালে তাঁহার গর্ভে মহারাজ প্রতাপচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, শৈশবাবস্থায় মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর পুত্রকেই রাজ্যভার প্রদান করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন স্থির করিয়া প্রতাপচন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। মহারাজ প্রতাপচন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কার্যক্ষম ছিলেন। রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াই তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া ৮ম আটন প্রণয়ন করাইয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিয়া যান। সন ১২২৮ সালের পৌষ মাসে ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কাণ্ডি মহারাজ প্রতাপচন্দ্র পরলোক গমন করেন। এই প্রতাপচন্দ্রকে লইয়াই জাল প্রতাপচন্দ্রের সৃষ্টি। মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর পুত্রের পরলোকগমনে পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং জালক পরাণচন্দ্র কপূরের পুত্র চুনিলাল বাবুকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার মহতাবজ্ঞে নামকরণ করেন। তেজচন্দ্র বাহাদুরের বহুতর কীর্তিতে বর্ধমান-রাজধন সমৃদ্ধল রহিয়াছে। সন ১২৩৯ সালের ভাদ্রমাসে তেজচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

১৮২০ খৃঃ ১৭ নবেম্বর তারিখে মহারাজ মহতাবজ্ঞে বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৭ খৃঃ ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি তেজচন্দ্র বাহাদুরের পরলোকগমনের পর তদীয় মহিষী মহারানী কমলকুমারী (পরাণচন্দ্র কপূরের ভগিনী) পুত্রের রাজপাণি প্রাপ্তির জন্য তারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সমীপে একখানি পত্র প্রেরণ

করেন। অতিরিক্ত মধ্যাহ্নে তিনি (১৮৩০ খৃঃ ৩০ আগষ্ট) গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের নিকট হইতে মহারাজাধিরাজ খেতাব ও খেলাত পাইলেন। তাঁহার নাবালকবয়স্ক তদীয় মাতা মহারানী কমলকুমারী ও পরাগচন্দ্র কপূরই তদীয় অভিভাবক স্বরূপ রাজকাৰ্য্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। ১৮২৯ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মহতাবচন্দ্র প্রথম দায় পরিগ্রহ করেন। তদীয় গর্ভে রাজকুমারী শ্রীমতী ধনদেবী দেবী জন্ম গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় যে, কুমারীর জন্মের ৭ দিন পরেই মহারানী পরলোক গমন করেন, শৈশবে মাছুহীনা রাজকুমারী বিবাহের অভাবকাল পরেই বিধবা হইলেন। সন ১২৯২ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে রাজকুমারী লালী অবনীনাথ মেহেরা বারুক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ খৃঃ ২৪ জুন তারিখে মহতাবচন্দ্র বাহাদুর শ্রীমতী নারায়ণকুমারী দেবীর পালিগ্রহণ করেন। মহারানীর গর্ভে সন্তানাদি না হওয়ার ১৮৬৬ খৃঃ ১২ মার্চ তারিখে মহারাজের শ্রীমতী ৮লালা বংশগোপাল চন্দ্র বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া কুমার আকতাব চন্দ্র মহতাব বাহাদুর নামকরণ করেন।

১৮৩৯ খৃঃ মহারাজ পুনরায় গবর্নর জেনারেল বাহাদুরের নিকট হইতে খেলাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় এবং ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজ বিবিধ প্রকারে গবর্নমেন্টের বিস্তর উপকার করেন। তৎকাল তিনি গবর্নমেন্ট হইতে ভূরি ভূবি ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃঃ মহতাব চন্দ্র তারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ লাভ করেন, এতদ্ব্যতীতগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে উক্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পদের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য গবর্নমেন্ট হইতে প্রতি বৎসরে ১০ সহস্র টাকা দিবার নিয়ম আছে, মহারাজ তিন বৎসর উক্ত পদে সমাসীন থাকিয়া এক কালে ৩০ সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত সমস্ত টাকাই তিনি আলিপুরস্থ পশুশালানির্মাণার্থে প্রদান করেন।

১৮৬৬ খৃঃ একে তীর্থ হুজিরের সময়ে মহারাজের অসাধারণ বদান্ততা লুটে তারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল সার জন লরেন্স বাহাদুর মহারাজকে বহুত্রে একখানি পত্র লিখিয়া বিস্তর ধন্যবাদ প্রদান করেন। ১৮৬৮ খৃঃ মহারাজ বংশোদ্ভূত মহামাতা সম্রাজ্ঞীর রাজচিকিৎসা (Armour and supporters) ধারণ করিবার কথ্য প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৬৯ খৃঃ বর্ধমান প্রদেশে ভরস্কর ম্যাপেরিয়ার মহারানীর প্রার্থনায় হইলে, তৎপ্রতীকারার্থে বেঙ্গল গবর্নমেন্টের হতে

বর্ধমানপতি এককালে ৫০ সহস্র টাকা প্রদান করিয়া গবর্নমেন্টের নিকট বিস্তর ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৭০ খৃঃ মহামাতা সম্রাজ্ঞীপুত্র ডিউক অব এডিনবরা বর্ধমানস্থ রাজত্ববনে গুণাগুণ গমন করিয়া বর্ধমানপতিকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃঃ তীর্থ হুজিরের সময় মহারাজ নিজ ব্যয়ে চুঁচুড়া, কালনা ও বর্ধমানের স্থানে স্থানে অন্নসত্র করিয়া অসংখ্য দীনহীনের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, বঙ্গের তৎকালীন লেক্টেনেন্ট গবর্নর সার জর্জ ক্যাথেল বাহাদুর বরং ঐ সকল অন্নসত্র দর্শন করিয়া বর্ধমানরাজের ভীষণ বদান্ততার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বহুত্রে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃঃ মাস্তাজ প্রদেশে হুজিরের জন্য তিনি ১০ সহস্র টাকা প্রদান করেন।

১৮৭৭ খৃঃ দিল্লী দরবার হইতে বর্ধমানপতি His Highness খেতাব এবং আজীবন সম্মানস্বরূপ ১৩টা তোপ লাভ করেন। ১৮৭৮ খৃঃ বর্ধমানপতি তারতসম্রাজ্ঞীর একটা প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি কলিকাতার মিউজিয়মে স্থাপন করেন।

বর্ধমান ও কালনার অবৈতনিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি বহুতর দেশহিতকর কীর্তি স্থাপন করিয়া মহতাবচন্দ্র বাহাদুর এতদ্ব্যতীত জনগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তদ্রূপ তাঁহার নূতন জীত বিশাল জমিদারী উড়িষ্যা প্রদেশস্থ কোলা কুন্ডল ও মেদিনীপুর জেলায় গুজামুঠা পরগণায় ২টা অবৈতনিক বিদ্যালয় ও ৫টা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

সন ১২৬৫ সালে তিনি মহর্ষি বাণীকীকৃত মূল ও সরল ব্যাখ্যা সহ রামায়ণ এবং মহর্ষি বেদব্যাসকৃত মূল ও ব্যাখ্যাসহ মহাভারত মুদ্রিত করিয়া সাধারণে বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরও কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। সন ১৮৭৯ খৃঃ ২৬এ অক্টোবর ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, ভাদলপুর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উনকিশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহারাজাধিরাজ আকতাব মহতাব বাহাদুর বর্ধমান রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন; তৎকালে তিনি পূর্ণবয়স্ক না থাকায়, বর্ধমানরাজ্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হইবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু মহারাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুরের রাজকাৰ্য্যপ্রণালী এতই সুন্দর ও সুব্যবস্থার সহিত সম্পাদিত হইতেছিল, তাঁহার নিকট সুশিক্ষিত তদীয় শ্রাবুপুত্র তৎকালীন দেওয়ান-ই-রাজ কনবিহারী কপূর সাহেব এরূপ যোগ্যতার সহিত রাজকাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন যে, বঙ্গেশ্বর সার আদলি এডেন বাহাদুর, বর্ধমানরাজ্য অন্নকালের জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন না করিয়া বঙ্গের ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তৎরূপই রাখিবার অঙ্গবর্তি প্রদান করেন।

মহারাজ আক্ৰান্তব চন্দ্র বাহাদুর ও স্বরাজ্যকার্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া রাজমন্ত্রী বনবিহারী কপূর সাহেবের উপর সর্কভা-
ভাবে নির্ভর করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃঃ আক্ৰান্তব
বাহাদুর মহাসমারোহে গবর্ণমেন্টের নিকট খেলাতসহ রাজসনন্দ
প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু
এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি করেরকটা মহাকাঙ্ক্ষা স্থাপন
করিয়া এদেশের মহৎ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮১
খৃঃ দাখিলিজে দুরোগীর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত
হইলে তিনি তাহার সাহায্যার্থ এককালে ১০ সহস্র ও বর্ধমান
নগরে জলের কল প্রস্তুত করিবার জন্য বর্ধমান মিউনিসি-
পালিটিকে এককালে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

মহারাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুর যে বিভাগ স্থাপন করেন,
তাহাতে কেবলমাত্র একটুকু পর্য্যন্ত পাঠ হইত। আক্ৰান্তবচন্দ্র
ঐ দুটুকুকে ২য় শ্রেণী কলেজে উন্নীত করিয়া বিনা বেতনে
এল, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাঠ করিবার সুবিধা করিয়া দেন, এই
কাৰ্য্যে তাহার ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

তিনি বর্ধমান সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন,
পুস্তকালয়টি স্থাপন করিতে তাহার ১ সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া-
ছিল। এই সকল সাধারণ হিতকর কার্য্য দৃষ্টে গবর্ণমেন্ট
তাঁহাকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি গবর্ণমেন্টের হস্তে এককালে
৫ সহস্র টাকা প্রদান করেন। মহতাবচন্দ্র বাহাদুরের স্বরণার্থে
বর্ধমান গবর্ণমেন্ট দাতব্য চিকিৎসালয় ও চক্ষুঃ পীড়াগ্রস্থ রোগী-
দিগের বাসোপযোগী একটা গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন। তিনি
তদীয় পিতৃদেবের পূণ্যতম কীর্ত্তি রামায়ণ ও মহাভারত সম্পূর্ণ
মুদ্রিত করিয়া সাধারণ বিতরণ করেন।

সন ১২৯১ সালের ১৩ চৈত্র তারিখে ২৪বৎসর বয়ঃক্রমকালে
আক্ৰান্তবচন্দ্র মহতাব বাহাদুর অকালে পরলোক গমন করেন।

আক্ৰান্তবচন্দ্র মহতাব বাহাদুরের পরলোকগমনের পর
তদীয় নাবালিকা মহিষী মহারানী অধিরানী বেনদেবী দেবী
বর্ধমানরাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। মহারাজ আক্ৰান্তব
চন্দ্র বাহাদুরের উইলে মহারানীর দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার
অনুমতি থাকার, তিনি রাজা বনবিহারী কপূর মহাশয়ের পুত্র
শ্রীমান বিজনবিহারী (বিজয়চন্দ্র) কপূরকে ১৮৮৭ খৃঃ ৩১ জুলাই
তারিখে স্বদেশের আদেশানুসারে দত্তক পুত্র গ্রহণ
করেন। এই দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে তদীয় স্বামী শ্রীমতী মহারানী
নারায়ণকুমারী দেবী, বহুতর আপত্তি করিয়া উচ্চতম আদালতে
অভিযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমাটী অব-
শেষে আপোলে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল। দত্তকগ্রহণের

অত্যল্পকাল পরেই ১৮৮৮ খৃঃ ১৩ বে তারিখে মহারানী পরলোক
গমন করেন।

১৮৮১ খৃঃ ১২ অক্টোবর তারিখে মহারাজাবিরাজ বিজয়চন্দ্র
মহতাব বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। মহারানী বেনদেবীর মৃত্যুর
পর মহারাজ বিজয়চন্দ্র নাবালক থাকার কোর্টঅবওয়ার্ডের
অধীনে তদীয় জন্মভাতা শিতা, বর্ধমানরাজ্যের সুযোগ্য
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর সাহেবের তত্ত্বাবধানে
অনুকৃত হইয়া ১৮৯২ খৃঃ ১২ অক্টোবর তারিখে নাবালক
হইয়া বর্ধমানরাজ্যের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন।

রাজা বন বিহারী কপূর সাহেব ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২১ই নবেম্বর
বর্ধমান জেলায় সোঁরাই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মতে
বর্ধমানরাজ্যের বহু বিষয়ে উন্নতি বর্ত্তিমাছে। তিনি ব্রীটিশগবর্ণমেন্টের
নিকট ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী রাজা উপাধিলাভ করেন।
বিগত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীর সময় তিনি নিজ জাতির
পদমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বরেন্দ্রীতে এক কত্রিরসভা আহ্বান
করেন। ভারতবর্ষের সকল স্থানের স্বজাতিবৃন্দ তাঁহাকে সভা-
পতিপদে বরণ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মানিত করেন। তাঁহারই
বলত্রে ও অধ্যবসারে ব্রীটিশ গবর্ণমেন্ট বর্ধমানরাজ্য ও তাহার
স্বজাতিবৃন্দকে কত্রির বলিরা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

প্রাচীন স্থান

ব্রহ্মপুত্রের মতে বর্ধমানের মধ্যে বহুসংখ্যক নগর ও গ্রাম
আছে, তন্মধ্যে এই কয়টা প্রধান—

খাটুল, দারিকেশিনদীর পার্শ্বে কাহানাবাব, মাদাপুর, শম্বর-
সরিৎ পার্শ্বে গরিষ্ঠগ্রাম, মুণ্ডেশ্বরীর নিকট শ্রীকৃষ্ণনগর (এখানে
অভিরাম-প্রতিষ্ঠিত শ্রীমন্মন্দির), দামোদরের পার্শ্বে রাজবল্লভ,
ভাগীরথীর পার্শ্বে বিত্তাহান নবাবী (গোয়াদের জন্মস্থান),
মালাজোর, একলক্ষক, রাববঘাটিকা, অম্বিকা, বাসুগ্রাম,
মীরগ্রাম, ভূরিশ্রেষ্ঠিক, সেনাপি, জনাদি, স্বরূপ, আকন, তট,
স্বর্গটীক। বর্ধমানের দক্ষিণে পাকুল (এখানে বিজয়ভিনয়ন রাজা
হইবেন), কুমারবীথিকা, কুলকিণ্ডা, কপল, লোহপুত্র, গোবর্দ্ধন,
হাটক, শ্রীরামপুর, বেগুন, অগ্রবীণ, পাটলি, কর্ণগ্রাম, জ্যোতিবনি,
চন্দ্রপুর, বলিহারিপুর, বজ্রিকবালা, কুশমান, গজচাঁর, জাবট,
চন্দ্রলেখ। জঙ্গলের নিকট রসগ্রাম, এছাড়া ৮টা পত্তনের নাম
বধা—বৈজ্ঞপুর (ভাগীরথীর পশ্চিমে ছই বোজন দূরে, (তিলির
অধিকারে), পাটলি (গজার পার্শ্বে কাহবাজারের অধিকারে),
শিলাবতী নদীর পার্শ্বে লোহদা, দামোদরের নিকট কত্রিরের অধি-
কারে চন্দ্রবাটী, বর্ধমানের পূর্বাংশে বুদ্ধিকপত্তন, দামোদরের তীরে
ত্রিবক্রাসরিৎপার্শ্বে হাটক নগর, ভাগীরথীর পশ্চিমে বিশ্বপত্তন,

বর্ধমানের ৩০ ক্রোশ দ্বারা সম্বন্ধপত্র, (এখানে করতোয়ার নদী-প্রবাহিত)। (৭ অধ্যায়)।

উক্ত গ্রামসমূহের নাম হইতে বোধ হইতেছে যে, বর্ধমান চণ্ডী, মণীয়া ও পাঁচনা জেলার কতকংশ পূর্বে বর্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

বর্ধমান সময়ে বর্ধমান জেলার জনাকীর্ণ নগরসমূহের মধ্যে বর্ধমান, কালনা, জামঝাড়, রাণীগঞ্জ, জাহানাবাদ, বালী, কাটোয়া, লাইহাট এই ৮টা সহর প্রধান। এই ৮টির মধ্যে বর্ধমানে প্রায় ৪০ হাজার এবং লাইহাটে প্রায় ১০ হাজার লোকের বাস। বর্ধমান গওগ্রামসমূহের মধ্যে খণ্ডাবো, ইলাস, সলিমাবাদ, গাঙ্গুরিয়া, সাহেবগঞ্জ, ভাকুরিয়া, মন্ডেশ্বর, ডাউসিং, ভগবতীপুর, মঙ্গলকোট, উজানপুর, বুলবুল, আউলগ্রাম, সোণামুখী, কসবা, মদনগর, দানকর, কাকসা, নিয়ামতপুর, গোঘাট, কোতলপুর, বায়না ও সলিমপুর এই ২৪ খারি গ্রাম প্রধান। ঐ সকল গওগ্রামে বহু লোকের বাস।

উক্ত নগর গ্রামাদির মধ্যে কালনা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র, এখানে সন্তানাদির বিপনী সুশোভিত। মুসলমান আমলেও এই স্থানের বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল। সে সময়ে কালনার পার্শ্ব দিগ্বা গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। প্রাচীন কালনার আর বাণিজ্যকেন্দ্র না থাকিলেও তথায় বহু সন্তান লোকের অধ্যাপি বাস আছে। বহু বিপনীমণ্ডিত নুতন কালনা বর্ধমানের মহারাজের যত্নে নির্মিত। রাণীগঞ্জের কলার খনি জগৎবিখ্যাত। [রাণীগঞ্জ দেখ।]

দারিকেশ্বরনদীর তীরে জাহানাবাদ, এখানে মহকুমা ও বহু সম্বন্ধ লোকের বাস আছে। বালিগ্রাম ও দারিকেশ্বরের তীরে, পূর্বে এই স্থান ব্রাহ্মণকায়স্থের সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। ভাগী-দেবী ও অজয়ের সন্মত্বেরে এসিক কাটোয়া নগরী, এখানে বহু নদী বণিকের বাস। বহু পূর্বে হইতেই কাটোয়ার সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। নবাব আলীউদ্দৌলার সময়ে মরাঠাদিগের উৎপাতে কাটোয়ার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এখনও কাটোয়া একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া খ্যাত। [কাটোয়া দেখ।]

ভাগীদেবীর তীরে লাইহাট অবস্থিত।—পূর্বে এই স্থানও বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া গণ্য ছিল। এখনও এখানে নানা ব্যবসায়ীর বাস দেখা যায় ও বাণিজ্যের জন্ত প্রসিদ্ধ।

বর্ধমান জেলায় পতিত জমি নাই। সকল জমিতেই প্রায় চাষ হইয়া থাকে।

এখানে বহু পশুাদির মধ্যে রাণীগঞ্জের জললে অসংখ্যক ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও মেকড়ে দেখা যায়। বিষধর মর্পের অভাব নাই। পক্ষীর মধ্যে বহু কুড়ুট, পাতি হাঁস, ময়ূর, রাজহাঁস, শ্রুত কপোত, তিল্লির ও বটের পাখী প্রারই দেখা যায়।

অবিকারী ও অবস্থা।

এই জেলার শতকরা ৮০ জন হিন্দু, ১৮ জন মুসলমান, বাকী ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। হিন্দুর মধ্যে বাগদী ও সলগোপের সংখ্যা অধিক। তৎপরে সংখ্যানুসারে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, বাউরি, গোয়াল, চামার, ডোম, বেথিয়া, কারস্থ, কৈবর্ত, তেলী, কলু, তাড়ী, তন্তবার, কাম্বকার, গুড়ি, নাপিত, চণ্ডাল, কুস্তার, মোদক, ছুতার (বড়ই)। মুসলমানের মধ্যে সকলেই প্রায় সন্ন্যাসী, অল্পই শিয়া। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে না। তন্মধ্যে ঘুরোপীয় ও ইউরেনিয়ানদিগের সংখ্যাই বেশী, দেশী খৃষ্টানের সংখ্যা সার্ব শতাধিক হইবে না।

পূর্বে বর্ধমান জেলায় বহু লোকের বাস ছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গ্যালেরিয়া দেখা দেয়, সেই পর্যন্ত গ্যালেরিয়ার এখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কমিয়া আসিতেছে। অল্প দিন হইতে সামান্য উন্নতি বোধ হইতেছে। মাঘ হইতে আবার প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই জেলা বেশ স্বাস্থ্যকর থাকে, তৎপরে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে জলেরও প্রাচুর্য্য ঘটে। জল অধিকাংশ স্থলেই অর্জি থাকে, জননিকাশেরও তেমন সুবিধা না থাকায় ঠাণ্ডার ও আহারের দোষে অনেকের পীড়িত হইয়া পড়ে। কোন কোন বর্ষে আবার তীব্রধাকার ধারণ করে। সাধারণের বিশ্বাস, যে রেলওয়ে বীধ হওয়া পর্যন্ত জল নিকাশের অসুবিধা ঘটায়, বড় বড় নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায়, বজ্রা আসিয়া পূর্ব সঞ্চিত আবর্জনা সকল দৌত করিবার সুবিধা না থাকায়, ছোট ছোট নদী নাল্য শুষ্ক হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে অনেক স্থলে বিস্তৃত পানীয় জলের অভাব ঘটায় বর্ধমান জেলা এরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। তাই জেলার উন্নতিবিধানের জন্ত দামোদর হইতে এডেন খাল, বর্ধমান সহরে জলের কল ও অপরাপর স্থানে ভাল পানীয় জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে ও হইতেছে।

রেলওয়ের সুবিধার জন্ত দামোদরের বীধ নির্মিত হইবার পূর্বে বর্ধমান জেলার নিরন্তর বজ্রা হইত। ১৭৭০, ১৮৩৩ ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে যে বজ্রা হইয়াছিল, তাহাতে বহু লোক ধনে প্রাণে মারা যায়। বীধ হওয়া পর্যন্ত বজ্রার প্রকোপ কমিয়াছে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বর্ধমানে হৃত্তিক দেখা দেয়। এ সময়ে মোটা চাউলের মণ ১১০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা হইয়াছিল।

বাগিচা।

এখানে দেশীয়গণের মধ্যে ধূতি, মাড়ী প্রভৃতি হইয়া নান। স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। ঝোণা, রূপা ও পিতল কাঁসার জিনিসও এখানে যথেষ্ট তৈয়ারী হইতেছে। এখানকার জমি বেশ উর্বরা, সেই জন্য একটুও গড়িয়া নাই। শস্তাদিও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। এখানকার খরচ কুলাইয়া উঠে থাকে। এখান

হইতে চাউল, তামাক, নানাপ্রকার কলার, গোম, সরিষা, পাট, চিনি, লবণ, দেশী মুতি, তুলা প্রভৃতি অল্প স্থানে রপ্তানী হয় এবং এখানে বিলাতী কাপড়, বিলাতী জিনিস, লৌহ, লবণ, গরম মসলা, নারিকেল ও এরও তৈল আমদানী হইয়া থাকে।

এই জেলার ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের মেমারি, শক্তিগড়, বর্দ্ধমান, কাহ্নজঙ্গন, মানকর, পানাগড়, দুর্গাপুর, অণ্ডাল, রাণীগঞ্জ, সিরারসোল, নিম্চা, আসনসোল, সীতারামপুর, বরাকর, শুস্করা ও ভেদিয়া প্রভৃতি ষ্টেশনেই অধিকাংশ আমদানী রপ্তানীর চালান হইয়া থাকে। রাণীগঞ্জে বরগকোম্পানীর এক বৃহৎ কারখানা আছে, তাহাতে পাইপ, ইষ্টক ও নানা প্রকার সূক্ষ্ম টালিখোলা প্রস্তুত হইতেছে।

এই জেলার ৪টি জেল ও ১৭টি থানা আছে। এতদ্ব্যতীত ৮টি থানা সদরের অধীন যথা—বর্দ্ধমান, সাহেবগঞ্জ, খণ্ডবোষ, রায়না, গাঙ্গুড়, সলিমাবাদ, বুদবুদ ও আউঙ্গাম। ৩টি থানা রাণীগঞ্জের অধীন যথা—রাণীগঞ্জ, আসনসোল ও ককসা। ৩টি থানা কাঁটোয়ার অধীন যথা—কাঁটোয়া, কেতুগাম ও মঙ্গলকোট এবং ৩টি থানা কালনার অধীন যথা—কালনা, পূর্বস্থলী ও মন্ত্রেশ্বর। ঐ গুলি আবার ৭১টি পরগণায় বিভক্ত।

৩ উক্ত জেলার সদর মহকুমা, অক্ষা° ২২° ৫৭' ৩০" হইতে ২৩° ৩২' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩২' ৪৫" হইতে ৮৮° ১৬' ৪৫" পূঃ। ভূপরিমাণ ১২৪২ বর্গমাইল।

৪ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও সদর, বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১৪' ১০" উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭° ৫০' ৫৫" পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে হইতে অনর্থকর জরে এই সহর উৎসন্নপ্রায়। এখন মহারাজের ব্যয়ে জলের কল ও মিউনিসিপালিটির চেষ্টায় বর্দ্ধমান সহরের অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। পূর্বে এখানে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার সাহেব বাস করিতেন। এখানকার বর্দ্ধমান-মহারাজের স্মরণার্থে প্রাসাদ, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত অষ্টোত্তরশত শিবমন্দির এবং পীরবহরমের মসজিদ দেখিবার জিনিস। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে শাহজাদা গুরম্ (পরে শাহজাহান) বর্দ্ধমান অধিকার করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে শোভাসিংহ বর্দ্ধমানাধিপতিকে নিহত করিয়া বর্দ্ধমান অধিকার করেন। অবশেষে বর্দ্ধমান-রাজকুমারীর হস্তে তাহার আয়ু শেষ হয়; বর্দ্ধমান জেলার ইতিহাস প্রসঙ্গে পূর্বেই সে কথা বলা হইয়াছে। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় ষ্টেশন আছে। এখানকার সীতাভোগ ও মতিচূর প্রসিদ্ধ।

বর্দ্ধমান (মেক বর্দ্ধমান), উত্তরভারতের কাম্বীর উপত্যকার পূর্বপার্শ্ববর্তী একটা সুদীর্ঘ উপত্যকা। একটা উচ্চত্ব পর্বত দ্বারা উক্ত উত্তর উপত্যকা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। ইহা উত্তর-

দিক্বে প্রায় ৪০ মাইল লম্বা এবং প্রস্থে প্রায় সিকি মাইল। ইহার চতুঃসীমাবৃত্ত পর্বতমালি ভূবারাবৃত্ত শিখরে বগুয়ারমান। এই উচ্চত্ব পর্বতগুলি চারিদিকে বর্দ্ধমান থাকায় ইহার নির-বেশে স্থায়িকর স্পর্শ করিতে পারে না। বর্দ্ধমান নদী এই পর্বত-মালা ভেদ করিয়া চন্দ্রভাগায় মিলিত হইয়াছে। এখানে কয়েকখানি গ্রামে অতি অল্পলোকেরই বাস আছে, তাহারা এখানকার কঠোর শীত সহ্য করিতে সমর্থ।

বর্দ্ধমান, স্বনামখ্যাত কএকজন গ্রন্থকর্তা। ১ কান্তবিশ্বকর-রচয়িতা। ২ ক্রিরাগুপ্তক, সিদ্ধরাজলর্ণন ও গণরত্নমহোদধি-প্রণেতা। ইনি ১১৪০ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত গ্রন্থখানির একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোবিন্দ হরি ইহার গুরু ছিলেন। ৩ নানাশাস্ত্রার্থনির্ণয়রচয়িতা। ৪ শ্রীক্ষ-প্রদীপপ্রণেতা। ৫ একজন পাটনি কবি। ৬ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ, বরহমিহির ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান উপাধ্যায়, ১ কিরণাবলীপ্রকাশ, খণ্ডনখণ্ডাঙ্কপ্রকাশ, তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, জায়কুম্ভমঞ্জলিপ্রকাশ, জায়নিবন্ধপ্রকাশ, জায়পরিণিষ্টপ্রকাশ, জায়দীলাবতীপ্রকাশ এবং প্রেময়তস্ববোধ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি গঙ্গেশ বা গঙ্গেশ্বরের পুত্র মধ্য পরিগণিত।

২ এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি কবিশ্রেষ্ঠ ও মহাধর্ম-দ্বিরাজ ভবেন্দ্রের পুত্র; পিতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। গন্ধাকৃত্যাবিবেক, দণ্ডবিবেক, ধর্মপ্রদীপ, পরিত্যাবিবেক, স্মৃতি-তত্ত্ববিবেক, স্মৃতিতত্ত্বাসূত্র, স্মৃতিতত্ত্বাসূত্রসারোদ্ধার ও স্মৃতিপরি-ভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। রঘুনন্দন, কমলাকর ও কেশব ইহার মত উক্ত করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানক (বি) বর্দ্ধমান স্বার্থে সংজ্ঞারূপে বা কন। ১ বুদ্ধি-বিশিষ্ট। (পুং) ২ শর্যব। (অমর) ৩ এরওবুদ্ধ। ৩ আয়ত্নিক, আরতি।

“নটনটুকগন্ধকৈঃ পূর্ণকৈবর্দ্ধমানকৈঃ।

নিতোদ্যোগৈশ্চ ক্রীড়াভিত্তিক্রীড়্যপরিহর্ষিতাঃ॥”

(ভারত ৭।৫৫।৪)

বর্দ্ধমানগণি, কুমারপ্রশস্তিকাব্যরচয়িতা। ইনি হেমচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন।

বর্দ্ধমানদ্বার (স্রী) ১ বর্দ্ধমানের প্রবেশদ্বার। ২ হস্তিনাপুর-রাজ্যের প্রবেশদ্বার।

বর্দ্ধমানপুর (স্রী) গ্রামবিশেষ। শুজরাতের একটি প্রধান নগর।

বর্দ্ধমানপুরীয় (স্রী) বর্দ্ধমান নগর সন্নিবর্তী। তরগরজাত।

বর্দ্ধমানপতি (পুং) বর্দ্ধমানত পতিঃ। বর্দ্ধমানপুরের অধিপতি।

বর্দ্ধমাননতি (পুং) বোধিসত্ত্বতঃ।

বর্দ্ধমানশিক্ষা, ইনি বর্দ্ধমানপ্রকিরা শাসক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

বর্দ্ধমানসট্টক (স্রী) সট্টকভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—ঘন দধি মখন করিয়া তাহাতে সস্তব মত শর্করা, মরিচ, গুঁঠ, পিপুল, জীরক এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। পরে উত্তম রূপে ইহা হস্তদ্বারা আলোড়ন করিবে। তৎপরে পক দাড়িমরস উহাতে মিশাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইলে এই সট্টক হয়। এই সট্টক গুরু, অগ্নিদীপ্তিকর, বলকারী, তৃপ্তিকারক, কফ, বাত, পিত্ত, শ্রম, মানি ও তৃক্ষণানশক।

“সাস্ত্রং দধি গৃহীত্ব তু কিশিখা ৮ মধুরং।

শর্করা মরিচং গুঞ্জী পিপলী জীষচূর্ণকম্ ॥

নিকিপ্য চ বথায়োগ্যং হস্তেনালোড্য যত্নতঃ।

বস্ত্রেণ গালয়েত্তমিন্ পকদাড়িমবীজকম্ ॥

নিকিপ্য সিক্তমতত্ সট্টকং বর্দ্ধমানকম্।

গুরুদীপ্তিকরং রুচ্যং বলদং তৃপ্তিকারকম্।

কফবাতক পিত্তক শ্রমং মানিঃ তৃবাঃ জয়েৎ ॥”

(বৈজ্ঞকনিং দ্রব্যশু.)

বর্দ্ধমানসূরি, জৈনসুরিভেদ। অন্তর্যম্বেষ শিষ্য, ইনি ১০৩২ খৃষ্টাব্দে বিজয়মান ছিলেন। কথাকাষ বা শরণদ্বাবলী এবং উপমিত্তভব-প্রপঞ্চনাম-সমুচ্চয় ১১৮৮ সংবতে রচনা করিয়া ছিলেন।

বর্দ্ধমানস্বামী, জৈন তীর্থঙ্করভেদ। [মহাবীর দেখ।]

বর্দ্ধমানেশ (পুং) বর্দ্ধমানস্ত্রৈশং। ১ বর্দ্ধমানপুরের রাজা।

২ শিবলিঙ্গ ও মন্দিরভেদ।

বর্দ্ধমিত্ত (ত্রি) বর্দ্ধ-মিচ-তৃচ্। বর্দ্ধনকারক।

বর্দ্ধা, মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনারের আবাসস্থ একটা জেলা। অক্ষা° ২০°১৮' হইতে ২১°২১' উঃ এবং ৭৮°৪০' হইতে ৭৯°১৫' পূঃ মধ্য। এই জেলা ত্রিকোণাকৃতি, পাদমূলে চান্দা জেলা, পূর্বে নাগপুর এবং পশ্চিমে বর্দ্ধানদী প্রবাহিত থাকিয়া বেবার তটতে এইস্থান বিস্তারিত রাখিয়াছে। ভূপরিমাণ ২৪০১ বর্গ-মাইল। বর্দ্ধা নগর এখানকার বিচার সদর।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই পর্বতময়। সাতপুরা পর্বত-মালার কএকটা শাখা উত্তরদিক্ হইতে এই জেলার দক্ষিণ-পূর্বাংশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্রমোচ্চনিয় এবং উপলব্ধবিকিণ্ড ভূমিভাগে বিশেষ কোনরূপ বৃক্ষলতা বা শতাদি উৎপন্ন হয় না। গ্রীষ্মকালে পর্বতের ঢালু বেলে সাধারণ মাত্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম জন্মিতে দেখা যায়। বর্ষাঋতুর পর এই সকল স্থান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কৃষ্ণমণ্ডিত হইয়া উঠে। তখন তথায় ধলে ধলে গোমহিষাদি আসিয়া বিচরণ করিয়া

থাকে। অষ্ট ও খান্দালী পরগণার পর্বতাংশ খাল ও সেতুগ বৃক্ষ মণ্ডিত জঙ্গলে পূর্ণ। এই সকল পর্বতশাখার মধ্যবর্তী উপত্যকা ভূমি বিশেষ উর্বরা এক শস্তসমৃদ্ধিশালী।

এই জেলার উত্তর বিভাগ হইতে জলগাঁও, চিতৌলী, ধাম-কুণ্ড ও ধানগাঁও নামে কএকটা গিরিপথ নাগপুর অভিমুখে গিয়াছে। এই সকল পর্বতমালার মধ্যে জলগাঁও, নন্দগাঁও ও জৈত্রগড় (২০৮৬ ফিট) শিখর সর্বোচ্চ। তাহারই মধ্য দিয়া আবার পর্বতগাত্রপ্রস্থত জলরাশির অববাহিকাবূমি। কএকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কুল কুলনাদে সেই গিরিকন্দর ভেদ করিয়া পর্বতপার্শ্বস্থিত নিম্ন প্রদেশের সমতল প্রান্তরে প্রবাহিত হইয়া বর্দ্ধাসলিলে আসিয়া মিশিয়াছে। এই সকলের মধ্যে ধাম, বোর, অশোড়া ও বসা নামে কয়টা শাখা বর্দ্ধার কলেবর পুষ্টি করিতেছে। বৃহদাকার বৃক্ষের মধ্যে এখানে আম্র, তৈলুল, বট ও অশ্বথ দেখা যায়। পূর্ববিভাগের বনদেশে সেরূপ দীর্ঘাকাব বৃক্ষ নাই। হিঙ্গনঘাট ভূহসীলে এবং গিরাড় নগর সমিহিত প্রদেশের ভূগর্ভস্থ স্তর মধ্যে হুমিৎ জলপ্রবাহ বিস্তারিত আছে।

বিগত ছয় শতাব্দী পূর্বে শেখ খাজা করিদ নামে একজন মুসলমান সাধু এখানকার পর্বতশিখরে আসিয়া বাস করেন। প্রবাদ, এক সময়ে কএকজন বণিক্ নারিকেল লইয়া এই স্থান দিয়া বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছিল, তাহারা মুসলমান সাধুকে ভণ্ড মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিক্রম বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাতে সাধু ক্রুপিত হন এবং তাঁহার অভিলাষে সমস্ত নারিকেল পাথরে রূপান্তরিত হইয়া পর্বততুণ্ডে পরিণত হয়। এখনও এই পর্বতের শিখরদেশে বহুসংখ্যক মুসলমান সাধু বাস করিয়া থাকেন।

এখানে বিশেষ কোন খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। পর্বতাংশে যে কএক প্রকার পাথর পাওয়া যায়, তাহা গৃহনির্মাণ-কার্য্য ব্যতীত কোন উপকারেই আইসে না। কোন স্থানে চূণে পাথর পাওয়া যায়, তাহা পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত হয়। ক্লাগ্‌স্টোন ও ব্রাক্সেসান্ট পাথরের অভাব নাই।

বনভাগে চিতা, হায়না, নেকড়ে, বনবরাহ ও বস্ত্রশূণাল প্রভৃতি জন্তু প্রচুর দৃষ্টিগোচর হয়। হস্তিগ, নীলগাই ও বুনোভেড়া পর্বতভাগে যথেষ্ট। পক্ষীর মধ্যে তিভির, টিট্ট, বটের, পার্কার্য্য কপোত প্রভৃতি প্রধান। সকল প্রকার সর্প, শতপদী ও বৃহৎকায় বিছু বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানকার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না, তবে মহাভারতের উক্তি এবং স্থানীয় প্রবাদ অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, এখানকার উত্তরপশ্চিমাংশ বিদর্ভরাজ ভীমকের শাসনাধীন ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভীমকনন্দিনী ক্রয়িনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

দক্ষিণপূর্বাংশে গৌরীজাতির বাস ছিল। সূর্য্যবংশীয় কজ্জি-
রাজ পবন পোখার, পল্লি ও পোছরা নামক স্থানে স্বীয় শাসন
বিস্তার করিয়া ছিলেন। প্রবাদ, তাঁহার একখানি পরেশ পাখর
ছিল। প্রজাগণ তাঁহাকে খাজনা না দিয়া লাকলের দৌহফলা
দিত এবং তাহারই স্পর্শে ফলগুলি স্বর্ণে পরিণত হইত।

অন্যথেষ্ট সৈয়দ সালার কবীর নামে এক জন মুসলমান বাদ-
কর তথায় আসিয়া উপনীত হয়। সেই ব্যক্তি রাজার শিরশ্ছেদ
কৌশল অবগত হইয়া পোনার নগরে প্রবেশের পূর্বেই ঐশ্বর-
জালিক বিভ্রাটপ্রভাবে স্বীয় মন্তক স্থানান্তরে রাখিয়া নগরে
প্রবেশ করিল। রাজা কবীরের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এবং
তাঁহার ভৌতিকবিজ্ঞা স্বীয় মায়ার অতীত জানিয়া লাক্ষনার
ভয়ে পোনার দুর্গের সমুখে সন্নিকট ধামনদীর জলে প্রবেশ করেন।
তদবধি সেই জলাবর্ত নানা ভৌতিক চিত্রের উৎপাদক
হইয়াছে।

কিংবদন্তী আছে, এক সময়ে এক রাখাল এই স্থানে নদী-
তীরে গোরু চরাইত। তাহার পাল মধ্যে একটা কুম্ভবর্ণ গাভী
বিচরণ করিতে দেখিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ গোরুটা
কাহার? বহু দিন হইতে ইহাকে চরাইয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু
অজ্ঞাপিও তাহার জ্ঞাপ্য পরিশ্রমিক কিছু পাই না, অথবা গোরুটা
কোন দিনও আপনার স্বামীর কাছে যায় না। ইহা চিন্তা
করিয়া সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে সেই গাভীটার কাছে গেল এবং
জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাহার? গাভী সেই প্রশ্নের কোনরূপ
উত্তর না দিয়া ধীরে ধীরে জল মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন
স্বীয় প্রোণা মূল্যের আশায় বঞ্চিত ভাবিয়া রাখাল গাভীর পুচ্ছ
ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং গাভীর সহিত জল মধ্যে
নিমগ্ন হইল।

রাখাল জল মধ্যে আসিয়া দেখে যে, একটা সুন্দর দেব-
মন্দির তথায় বিস্তারিত রহিয়াছে। সেই মন্দির হইতে এক
জন দিবাকার পুরুষ বহির্গত হইয়া তাহার নিকট আসিল এবং
গোরুটা বন্ধন করিতে লাগিল। তখন সেই রাখাল গাভীর স্বত্বা-
ধিকারীর নিকট গোচারণের মূল্য প্রার্থনা করিলে সেই ব্যক্তি
তাঁহাকে কতকগুলি ফলমূল অর্পণ করিল। তাহাতে সে বিরক্ত
হইয়া পুনরায় গোপুচ্ছ ধারণপূর্বক উপরে আইসে। পর দিন
সে বিশেষ অনিচ্ছাসহে একবার সেই ফলমূলদির প্রতি দৃষ্টি
নিষ্ক্ষেপ করিয়া বড়ই আশ্চর্য্যাবিত হইল। সেই ফল মূলদি
যেন কোন ঐশ্বরজালিক শক্তিপ্রভাবে স্ববর্ণে পরিণত হইয়াছে।
এই গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন উৎসর্গ করিলে সে গরু আর পাইত।
পরে এক দিন কোন ব্যক্তি অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ থালা প্রত্যর্পণ না
করায় তদবধি আর সেখানে প্রোণা পাওয়া যায় না।

এরূপ অসংখ্য কিংবদন্তী ব্যতীত এখানকার বিশেষ কোন
ইতিহাস নাই। মহাক্ষরজীর তীর্থক রাজার রাজকাকার
পর এই স্থান ক্রমশঃ দক্ষিণাভ্যন্তর জিতির ভ্রমপথের দাক্ষিণ্য
কর্তৃক অধিকৃত হয়। এই স্থানে বড়ই রাজপাট স্থাপিত হয়
নাই, কিন্তু আশু প্রভৃতি দাক্ষিণ্যভ্যন্তর জিতির রাজবাড়ীর
এখানে বেঙ্গল শাসন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে
সন্দেহ নাই।

দাক্ষিণ্যভ্যন্তর বিভিন্ন মুসলমান-রাজবংশের পর, যখন মহা-
রাত্রি শক্তি অতুষ্ণিত হয়, তখন এই স্থান যাহারাই অধিনায়ের
সম্বল হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে এই স্থান নাগপুর জেলার
অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নাগপুরের সহিত এখানকার বিচার বিভাগীয়
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। পেশবারি বহুমুখলের উপক্রমে এখানকার
আধবাসিবর্গ বিশেষ উত্তাক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে এখান-
কার প্রায় অত্যেক পরিবারে মৃত্যিকাচার্য্য গঠিত দুর্গসমূহ স্থাপিত
হয়। [নাগপুর দেখ।]

নাগপুর, চান্দা, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার
বাণিজ্য অবাধে চলিতেছে। হিঙ্গনঘাটের কার্পাস বাণিজ্যই
প্রশস্ত। বন্ধান্তলী ট্রেট রেলপথ এবং গেট ইন্ডিয়ান পেনিন-
সুলার রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া বাওয়ার আভ্যন্তরিক
বাণিজ্যের ও পণ্যপ্রবাহের আমদানী রপ্তানীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা
ঘটিয়াছে। সোণগাও ও হিঙ্গনঘাট নামক স্থানে প্রথমোক্ত
রেলপথের দুইটা এবং পালগাও, বন্ধা, দেগরির, পাওনাড় ও
সিন্দী নামক স্থানে দ্বিতীয় লাইনের কয়টা ট্রেন এই জেলার
অবস্থিত। তুলা ব্যতীত এখানে তিসি, চর্ম ও গোষ্ঠুমের বিস্তৃত
বাবসা আছে।

২ উক্ত জেলার মধ্যস্থিত একটা তহসীল। ইহার ভূপরি-
মাণ ৮০৩ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ৫টা দেওয়ানী ও ১১টা
দৌলদারী আদালত আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২০° ৪৫'
উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪০' পূর্ব। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন পালক-
বাড়ী গ্রামের উপর এই সুরম্য হৃদয়পূর্ণ নগর স্থাপিত হয়।

বন্ধা, মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত একটা নদী। নাগপুর ও বেতুলের
মধ্যবর্তী সাতপুরা পর্বতশ্রেণী হইতে উৎকৃত। পরে নাগপুর,
বন্ধা ও চান্দা জেলার সীমা দিয়া এবং বেরার ও নিজামরাজ্যকে
বিচ্ছিন্ন করিয়া এই নদী মন্দ গতিতে দক্ষিণপূর্বাভিমুখে
১২০ মাইল অগ্রসর হইয়া অক্ষা° ২০° ৬' ৩০" উঃ এবং দ্রাঘি°
৭২° ১০' পূঃ বেণগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। তখনস্তর চান্দার
কিছু উত্তরে, প্রায় ২৫৫ মাইল আসিয়া ইহা বেণগঙ্গার সহিত
মিলিত হইয়া গুইকলেবরে 'প্রোণহিতা' নাম ধারণ করিয়া

গোদাবরী জলে নিপতিত হইয়াছে। সকল সময়েই এই নদী হাঁটিয়া পায় হওয়া যায়। কিন্তু বস্তার কালে এক এক সময় টহার জল এতদূর নীত হইয়া উঠে যে, তাহার প্রবাহে অসংখ্য জীবলক্ষ ভাসিয়া যায়। চান্দার অনূর্বতী সোইত গ্রামে এই নদীবক্ষে একটা সুবিখ্যাত জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে ঐ স্থানে নদীর জল ৮০ গজ প্রস্থ হইয়া একটা সুদীর্ঘ খাতমধ্যে পতিত হইতে থাকে। ঐ সময়ে জলোচ্ছ্বাসিত স্কেনরালির অপূর্ণ সৌন্দর্য্য নয়নপথে নিপতিত হইয়া বড়ই মনোজ্ঞ দৃশ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। আধিন মাসের শেষে এই প্রপাতের দৃশ্য সর্বাঙ্গেকা স্নানর।

কুলগাঁওর নিকটে এই নদীবক্ষে একটা লোহসেতু স্থাপিত আছে। উহা ৬০ ফিট বিস্তৃত, ১৪টা লোহ গার্ডার যোগে নদীবক্ষ হইটকনির্মিত স্তম্ভোপরি রক্ষিত। বন্ধানদীপ্রবাহিত উপত্যকাভূমিতে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। নদীকূলে স্থানে স্থানে দেবমন্দির, সমাধিস্তম্ভ ও মুসলমান সাধুর কবর বিস্তৃমান দেখা যায়। দেউলপাড়া নামক স্থানে প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসে তিন সপ্তাহব্যাপী একটা মেলা বসে।

বন্ধাপক (ত্রি) ১ নাড়ীচ্ছেদনকালীন ক্রিয়াবিশেষ সম্পাদনকারী।
২ উক্ত উৎসবে প্রদত্ত উপহারাদি।

বন্ধাপন (স্ত্রী) নাড়ীচ্ছেদন।

“অর্দ্ধরাত্রি বসোদ্ধারং পাতয়েদুণ্ডুসর্পিষা।

ততো বন্ধাপনং যষ্টিং নামাদেঃ করণং মম॥”

‘বন্ধাপনং নাড়ীচ্ছেদনং।’ (তিথিতত্ত্ব) ২ মহারাষ্ট্রদেশে

সম্মতিধিতে পুরুষদিগের অভ্যঙ্গাদি ক্রিয়াকে বন্ধাপন কহে।

“পূজয়েদ্ব্যাপিতরো বালবন্ধাপনে সতি।”

‘বন্ধাপনং নাম প্রতিসৎসংসরঃ জন্মদিনেযু পুরুষতঃ ক্রিয়মাণ-
মভ্যঙ্গাদিকং মহারাষ্ট্রদেশে প্রসিদ্ধং।’ (স্বতান্থসাগর)

বন্ধিত (ত্রি) বৃধ-ক্ত। ১ প্রহৃত। ২ ছিন্ন। ৩ পূরিত। ৪ পূর্ণ।

“পাণিভ্যাস্তৃপসংগৃহ্য স্বরমন্ত বন্ধিতম্।

বিপ্রাঙ্কিকে পিতৃনু ধারন শনকৈরুপনিষ্পেৎ॥” (মহু ৩২২৪)

‘বন্ধিতং পূর্ণং’ (কুহ্লক) বৃধ-গিচ্-ক্ত। ৫ বৃদ্ধিপ্রাপিত।

“দৃষ্টবান্ধানঃ প্রচয়সমেক্ষা বৈণ্য আশ্ববান্।

আশ্বান বর্জিতাশেষবাহুসর্গঃ প্রজাপতিঃ॥” (ভাগবত ৪।২৫।২)

বন্ধিতৃ (ত্রি) বৃধ-ক্তৃ। বন্ধক, বর্জনকারী।

বন্ধিন্ (ত্রি) বর্জনশীল।

বন্ধিহু (ত্রি) বর্ধতে ইতি বৃধ-অলঙ্কারিত। পা ৩।২।১৩৬
ইতি ইহুচ্। বর্জনশীল, পর্যায় বর্জন। (অমর)

“নিষাকরিকু বন্ধিহু বর্জিতু পরিভো রণম্।

উৎপতিকু সহিহুচ চেরহুঃ খরহুণো।” (ভট্ট ৫।১)

বর্ধন্ (ত্রি) বৃদ্ধি সঞ্চকার বা বৃদ্ধিশীল। অল্পবর্ধন্ শব্দযোগে
ইহার ব্যবহার দেখা যায়। অল্পবৃদ্ধি রোগ (Hernia)।

বন্ধুরোগ (পুং) অল্পবৃদ্ধি (Hernia)।

বর্দ্ধ (স্ত্রী) বর্ধতে দীর্ঘাভবতীতি বৃধ-বৃদ্ধি-বিনিভ্যাং রন্।
উণ্ ২।২৭ ইতি রন্। ১ চর্ম। (উচ্চল)

বর্দ্ধিকা (স্ত্রী) ১ চর্মপটী। চর্মরন্ধ্রবৎ কোমল স্ত্রী বা পুরুষ।

বর্দ্ধী (স্ত্রী) বর্দ্ধ গোয়াদিভ্যাং ভীষ্। চর্মরন্ধ্র, চামড়ার দড়ী,
চলিত বদী। পর্যায়—নদী, বরজা, বদী। (ভরত)

বর্ষস্ (স্ত্রী) বৃগীতে সংপৃক্তং ভবতীতি বৃ-বৃদ্ধ-শীভ-ভ্যাং
স্বরপাক্ষরো: পুট্ চ। উণ্ ৪।২০০ ইতি অহুন্ পৃড়াগমচ্।

১ রূপ। (উচ্চল) ২ স্তোত্র। “মহি বর্ষঃ করিক্রতঃ”
(অক ১।১৪০।৫) ‘বর্ষঃ স্তোত্রং’ (সায়ণ)

বর্ফ, ১ গতি। ২ বধ। ভূর্দি-পর্যয়ে-সক-সেট্। লট্
বর্ফতি। লুট্ অবকাং।

বর্ফস্ (স্ত্রী) বর্ষস্। (উণ্ ২।২০০)

বর্ষক (পুং) ১ মহাভারতেভ্যঃ জনপদভেদ, বর্তমান নাম বন্দা,
ব্রহ্মদেশ। [ব্রহ্মদেশ দেখ।] ২ তক্ষনপদবাসী মাত্র।

বর্ষকণ্টক (পুং) পপটক, ক্ষেতপাণড়া। (রাজনিং)

বর্ষকবা (স্ত্রী) বর্ষ কবতীতি কষ-অচ্-টাপ্। সপ্তগা,
চলিত ভাষায় চামরকবা।

বর্ষগ (পুং) নাগরবৃক্ষ। (ত্রিকাং)

বর্ষম্ (স্ত্রী) বৃগোতি আচ্ছাদয়তি শরীরমিতি বৃ-মনিন্। ১ তন্ত্রত্র,
তন্ত্রগ্রাণ, কবচ, সাজোয়া।

“অভাভূয়ত বাহানং চরতাং গাত্রশিঞ্জিতৈঃ।

বর্ষম্ভিঃ পবনোচ্ছতরাজতালীবনধনিঃ॥” (রঘু ৪।৫৬)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বর্ষপরিধানের রীতি
প্রচলিত দেখা যায়। এই লৌহনির্মিত কবচ অঙ্গে ধারণ

করিয়া আঘা বোদ্ধ বর্গ শত্রুর করাল রূপাণ হইতে আত্মরক্ষা
করিতেন। অক্সংহিতায় ৬ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে প্রথম মন্ত্রে

লিখিত হইয়াছে;—সংগ্রাম উপস্থিত হইলে (এই রাজা) যখন
বর্ষ পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন তাঁহার জীমূতের জার

রূপ হয় (হে রাজা)! তুমি অবিকলশরীরে জয় লাভ কর।

বর্ষের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক।” আবার উক্ত

সূক্তের ১৮ মন্ত্রে “মর্ষগি তে বর্ষগা ছাবদামি” মন্ত্রাণে দ্বারা

স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মরক্ষা বর্ষদ্বারা মর্ষহানিসমূহ আচ্ছাদন

প্রথা অবগত ছিলেন। এতদ্বিধি অর্থেদের ৮।৪৭।৮, ১০।১০৭।৭
এবং অথর্ববেদের ৮।৪৭।৭ ও ২।৫২৬ মন্ত্রে বর্ষের কাঙ্ক্ষাকারিণের

উল্লেখ আছে। রামায়ণ ৩৩ অধ্যায়ে এবং মহাভারতের

আদি, বন, বিরাট ও উত্তোপ পর্বে বর্ষপরিধানের যথেষ্ট

“কানোজা বরমাস্টেব বর্করা হর্ববর্কনাঃ।”

(মার্কভেয়পু° ৫৭৩৮)

১০ পঞ্জিকা। ১১ বৃক্ষবিশেষ; চলিত কালবাবুই। পর্যায়—
হুম্ব, গরর, কৃকবর্করক, কৃকবর্ক, গন্ধপত্র, পুতগন্ধ, সুবাহক।
ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, অগ্নিক, বমন, বিসর্প, বিষ ও বগদোষ-
নাশক। (রাজনি°)

বর্কর, প্রোছ জাতিবিশেষ। এই জাতির বাসভূমি প্রাচীন
এশ্যিয়াতে বর্কর জনপদ নামে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
সেই স্থান কোথায় তাহা আজিও সুস্পষ্টরূপে নির্ণীত হয় নাই।
মহাতারত তীয়পর্বে ৯৫০ অব্দ, বামন ১৩৩৯, মার্ক° ৫৭৩৮,
মৎস ১২০৪০ অব্দ প্রভৃতি স্থলে বর্কর জাতির উল্লেখ দেখা যায়।
শেরিমাঙ্গে Barbarikon শব্দে এই জাতির পরিচয় আছে।
পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ সিদ্ধনদের মধ্য মোহানার সমীপবর্তী
স্থানকে এবং ভারতীয় কোন কোন গ্রন্থকর্তা মহারাষ্ট্রের
অংশ বিশেষকে প্রাচীন বর্কর জনপদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া
থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বর্কর জনপদে একটা স্বতন্ত্র অপভ্রংশ
তাঁহাও প্রচলিত ছিল। যথা—

“বর্করাবস্ত্যপাকানাঃ টাকমালবকৈকরাঃ।” (প্রাকৃতচক্রিকা)

আমরা প্রাচীন রোমকজাতির ইতিবৃত্ত পাঠে জানিতে পারি
যে, বর্কর (Barbarian) নামে একটা দুর্ব্ব জাতি রোম-
শাস্ত্রাক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। সেই বর্কর জাতির বাসভূমি
সম্ভবতঃ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়াখণ্ডে ছিল বলিয়া বিশ্বাস।
গ্রীকগণ Barbaros শব্দে বৈদেশিক ব্যক্তি বা বস্তুই বুঝতেন।
যাহারা গ্রীকভাষা জানিত না, তাহাদিগকেও গ্রীসের লোকেরা
বর্কর বলিত। গ্রীসবাসীরা নিকট হইতে এইরূপ অর্থে রোম-
কেরাও বৈদেশিককে বর্কর বলিতে শিক্ষা করে। সেই শব্দরূপ
প্রভৃতি দুর্ব্ব শ্রাব্য জনপদবাসী যোদ্ধাজাতি পাশ্চাত্য রোমক-
দিগের নিকট বর্কর নামে সুপরিচিত হইয়াছিল। [রোম দেখ।]

গ্রীকের বৈদেশিক জাপক Barbaros শব্দের দ্বারা বিভিন্ন
জাতির মধ্যেও ঐরূপ একটা স্বতন্ত্র অভিধা প্রচলিত আছে। রিহদী
দিগের Gentile শব্দে স্বচ্ছন্দমহীন ব্যক্তি মাত্রকেই এবং হিন্দু-
দিগের মধ্যে ঐরূপ “প্রোছ” শব্দে বিজয়বর্তী ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝায়।
ঐরূপ কাকের শব্দও ইসলামধর্মে অধিবাসী ব্যক্তি মাত্রনির্দেশক।
চীনবাসীরা কন্ বা ই শব্দে এবং ভোটজাতি গ্যা শব্দে বৈদে-
শিককে অভিহিত করে। আরবগণের বিশ্বাস, বাণিজ্যপুত্রে যে
সকল ভারতীয় বণিক আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, অথচ

আরবে যার নাই, কিছুতেই সেগণ লোকের তাৎপৰ্য্য উচ্চারণ
মোহের সংশোধন হইতে পারে না, এরূপ ভারতবাসী অথবা
উচ্চারণ বৈলক্ষণ্যযুক্ত ক্রীতদাসদিগকে তাহারা বর্করাং-উল্
হুহু বলিত। গ্রীক “বস্‌বরোস” শব্দ সংস্কৃত “বরবরাহ” শব্দের
অনুবৃত্ত বলিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা। বরবরাহ
শব্দে কুকিতকেশ বস্ত্র বা পার্শ্বতীর অসত্য অধিবাসী বা বিদেশ-
বাসী বা ঐরূপ স্থানবাসী অসত্য বর্করদিগকেই বুঝাইয়া থাকে।
আরব ভিন্ন তরিকতবর্তী স্থানসমূহ আরবী মুসলমানের নিকট
অল আজম্ নামে পরিচিত। তাহারা আরববাসী ভিন্ন অপর
দেশবাসী ব্যক্তি মাত্রকেই “আলিমী” সংজ্ঞায় বিভক্ত করিয়া
থাকে।

আরববাসী, পারসিক অথবা হোগলগণ ভারতের প্রাচীন
অধিবাসীদিগকে অবজ্ঞার “কাল আদমী” শব্দে অভিহিত
করিত। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বণিকসম্প্রদায় এবং ইংরাজপুঙ্খ-
গণও ভারতের অধিবাসিবর্গকে “কাল আদমী” বলিয়া ঘৃণা
করিতেছেন। সেইরূপ সুপ্রাচীন আৰ্য্যদিগের মধ্যেও বৈদিক-
যুগে দাস, দম্ভ বা শূদ্রপদে আৰ্য্য ও অনার্যের অর্থাৎ দ্বিজ বা
শূত্রের স্বাতন্ত্র্য গৃহীত হইয়াছিল।

বর্করক (ক্লী) বর্কর স্বার্থে কন্। চন্দনভেদ। পর্যায় বর্ক-
রোথ, খেতবর্করক, জীত, অগন্ধি, পিত্তারি, হুরতি। ইহার গুণ
ঐতল, তিক্ত, কক, বায়ু, পিত্ত, কৃষ্ণ, কণ্ডু ও ত্রণ এবং বিশেষতঃ
রক্তদোষনাশক। (রাজনি°)

বর্করা (স্ত্রী) পুশ্পস্তেব আকৃতিরস্ত্যস্তা ইতি বর্কর-অচ্-টাণ্।
১ পুশ্পভেদ। ২ শাকভেদ। (মেদিনী) বর্ক ইতি শব্দঃ
রাতিতি রা-ক। ৩ মক্ষিকাভেদ। (শব্দরত্ন°)

বর্করা (স্ত্রী) বর্কর টাণ্ পক্ষে ঘিষাৎ জীয্। ১ ক্ষুদ্র বৃক্ষ-
বিশেষ। ২ বাবুই। পর্যায়—কবরী, তুলী, খরপুশা, অজগন্ধিকা,
অজগন্ধা, কবরা, খরপুল্লিকা। (ভাবপ্র°) ৩ মুনিভেদ।
(লিঙ্গপু° ৭৪৭)

বর্করীক (পুং) বৃথতে ইতি কৃঞ বরণে (শৃপৃ বৃজাৎ যে কক্
চাত্যাস্ত। উণ্ ৪।১৯, ইতি কৈক্ণ দ্বিচেনং অভ্যাসস্ত কৃগা-
গম্শচ। ১ ব্রাহ্মণবটিকা বৃক্ষ। ২ কুটিলকুন্তল। ৩ অজ-
গন্ধিকা, চলিত বাবুই তুলসী। (শব্দচ°) ৪ মহাকাল। (হেম)
বর্করা (স্ত্রী) বর্করী। (শব্দচ°)

বর্করা, জাতিবিশেষ। বৈন্ রাজপুতদিগের একটা শাখা।
হুণ্ডিরখেরা নামক স্থান হইতে ইহারা শতাব্দীর পূর্বে বরিয়ার
সিংহ ও চাহসিংহের অধীনে কৈলাবাহ অঞ্চলে আসিয়া বাস
করিয়াছেন। বরিয়ার সিংহের অধীনস্থ হন হইতে বর্কর শাখা
এক চাহ হইতে চাহশাখার উৎপত্তি।

প্রবাস আছে,—উত্তর ভাড়াই অকবর শাহের সময়ে দিল্লী সরকারে কলী হন। তাঁহার মুক্তিলাভের পর স্বদেশে মত ভ্রম হইতে দেবমুর্তি উঠাইয়া পশ্চিমরাষ্ট্র পরগণার অন্তর্গত চিতাবন নামক স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও উত্তর পাথার লোকেরা এই মূর্তির পূজা করিয়া থাকে। অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় ঠাকুর সর্দারদিগের দ্বারা অযোধ্যা হইতে আভিষ্ট হইবার পর তাহাদের সর্দার শিলাসী সিংহ বেগমগঞ্জের অন্তর্গত রামঘাটে আর একটি পবিত্র দেবতীর্থ স্থাপন করেন।

আর একটি আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, জয়পুরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ মুকী পাচন বা পাচানপুরে তাহাদের বাস ছিল। এখানে তাহাদের রাজা শালিহান রাজত্ব করিতেন। তথা হইতে তাহারা চিতাবনকারিয়া নামক স্থানে আসিয়া ভরজাভিকে তাড়াইয়া দেয় এবং কনোজরাজ-কন্যা পরিনীকে অপহরণ করিয়া দিল্লীররকে প্রত্যাশ্রয় করে বলিয়া তাহারা পারিতোষিক স্বরূপ ১৬ কোশবাসী জায়গীর প্রাপ্ত হয়।

বর্ষারগণ শিশুকন্যা হইলে প্রায়ই মারিয়া কলে, বেহেতু এই কন্যার বিবাহে তাহাদের বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। তাহারা সাধারণতঃ পালবার, কজুবাহ, কৌশিক প্রভৃতির কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্লিয়ার বর্ষারেরা উজ্জয়িনী, হৈহয়বংশী, নরবাণী, কিন্‌বার, নিকুন্ত, সেনাগার ও খাটীদিগের কন্যাগ্রহণ করে এবং হৈহয়বংশী, উজ্জয়িনী, নরবাণী, নিকুন্ত, কিন্‌বার; বিয়েন, বাঈ ও রত্নবংশীদিগকে কন্যাদান করিয়া থাকে।

আজমগড়ে তাহারা ছবি বা ছুঁইহার বলিয়া পরিগণিত। দিল্লীর নিকটবর্তী চের নগর হইতে আগত বলিয়া এই নামে পরিচিত হইয়াছে। সর্দার গোরক্ষদেও (১৩৩৬-১৪৫৫ খৃঃ) তাহাদিগকে আজমগড়ে আনয়ন করেন।

বর্কিন্ (বি) বৃ (বৃদ ভ্যাং বিন্। উণ্ ৪৫৩) ইতি বিন্। গম্বর। (উজ্জল)

বর্কিন্ (পং) বৃ বাহুল্যকং বৃচ্। বৃক্বিশেষ, বাবলা গাছ। পথ্যায়—বৃগলাক, কটাপু, ভীক্ককটক, গোশূদ, পংক্রিবীজ, দীর্ঘকট, কড়াবুজ, দৃঢ়বীজ, অজতক। গুণ—কষায়, উষ্ণ, কফ, কাল, আমরক, অতীসার, পিত্ত, দাহ ও অর্শরোগনাশক।

[বাবলা দেখ।]

বশ্মন্ (পং) কন্দভার এই শব্দ 'বরেশমন্' লিখিত হইয়া থাকে। [ভোজকত্রাঙ্ক দেখ]

বর্ষ, বর্ষ, (বৃ.) ১ সেচন, বর্ষণ। ২ হিংসা। ৩ ক্রোধ। ৪ গর্ভগ্রহণ। ৫ ঐশ্বর্য। ভাদ্রি' পরমৈ' সর্ক' সেট্। বর্ষতি।

সিট্ বর্ষ। লুট্ অববর্ষ।

বর্ষ (পং ক্রী) বৃষতে ইতি বৃষ সেচনে (অজিহো তরাণীনাশুপ-

সংখ্যানম্) ইতি অচ্ অবধা ত্রিভেদে প্রার্থ্যতে ইতি কৃ-স (বৃ ত্ বদি হনি কবি কবিতা: সঃ। উণ্ ৩৬২) ১ ক্রীট্, জলবর্ষণ।

"বিদ্যাংতনিতবর্ষে বৃষোক্তানাং সম্ভবে।

আকালিকমনধ্যায়মতেষু মন্থরব্রবীৎ ॥" (মহু ৪।১০৩)

২ জম্বুদ্বীপাংশ। ৩ জম্বুদ্বীপ। ৪ পৃথিবী সমস্ত দ্বীপের ভূবিভাগ।

শৌমাণিক ভূ-বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায়, পৃথিবী সাতটি দ্বীপে বিভক্ত। উক্ত সপ্ত দ্বীপের নাম, যথা—জম্বু, রুক, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। এই সাতটি দ্বীপের মধ্যে আবার এক একটি দ্বীপেরও বিভাগ বিভিন্ন নামে বিভক্ত। সেই সেই নাম-ধের বিভিন্ন ভূবিভাগের নামই বর্ষ। বর্ষসমূহের নাম, সংখ্যান-বিবরণ, পরিমাণ এবং তদ্রূপ অধিবাসী প্রভৃতির বৃত্তান্ত ক্রমে পরে বিবৃত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, প্রিয়ত্রয়ের রথচক্রে সাতটি খাত হইয়াছিল, এই সপ্ত খাতই কালে সাতটি সমুদ্ররূপে পরিণত হয়। সেই সপ্তসাগর দ্বারাই পুরোনিখিত জম্বু প্রকৃতি সপ্ত দ্বীপ বিস্তৃত। উক্ত দ্বীপসমূহের পরিমাণ পূর্ব পূর্ব দ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা উত্তরোত্তর বিস্তৃত। এই সকল দ্বীপ সমুদ্র সমূহের বাহিরে চারি দিকে বিস্তৃত। যেমন সমুদ্রসমূহের বাহিরদিকে এক এক সমুদ্র। এই সমুদ্রসমূহের নাম—লবণোদ, ঈক্ষুরোদ, সুরোদ, ত্বতোদ, ক্ষীরোদ, দাধজল, দুগ্ধোদ এবং শুক্লোদ। এই সাতটি সাগর পূর্বোক্ত দ্বীপসমূহের পরিমাণ স্বরূপ। এই সমস্ত সাগরপরিমিত দ্বীপসমূহের যে পরিমাণ, তদ্বূলা যথাস্থপূর্ব এক একটি সাগর এক একটি দ্বীপের সমান। এই সকল সাগর অসংখ্য ভাবে ভিন্ন ভিন্নরূপে বাহিরের দিকে প্রাপ্ত,---অভ্যন্তরে নহে।

প্রিয়ত্রয়ের পত্নীর নাম বর্ধিষতী। তাহার সাতটি পুত্র, সকল পুত্রই সর্ভরথ। এই সকল পুত্রের নাম—অয়ীত্র, ইন্দ্রজিহব, ইন্দ্রবাহ, হিরণ্যরতা, দ্রুতশৃষ্ঠ, মেঘাতিথি ও বীতিহোত্র। এই সাতটি পুত্রকে প্রিয়ত্রয় এক এক করিয়া উল্লিখিত এক এক দ্বীপের আধিপত্যে অভিষেক করেন।

প্রিয়ত্রয়ের ভাংকালিক কীষ্টি বর্ন প্রসঙ্গে পুরাকালে এই-রূপ শ্লোক গীত হইয়াছিল যে, এক ঈশ্বর ভিন্ন কে প্রিয়ত্রয়কৃত কার্যের অনুকরণ করিতে পারে? তিনি অক্ষতার দূর করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ চক্রাংগ দ্বারা সাতটি সমুদ্র ঘমন করিয়াছিলেন। তিনি বিভাগক্রমে দ্বীপ রচনা করিয়া পৃথিবীর সংখ্যান নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন এবং প্রাণিবর্গের বিপদ হারণ বা অনুবিধা দূরীকরণজন্য নব, নদী, পর্বত, বর্ষ প্রকৃতি দ্বারা প্রত্যেক দ্বীপের সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

এই বিষয়ে ভাগবতে এইরূপ শ্লোক পাওয়া যায় :—

প্রিয়ব্রতকৃতং কুর্ষ কোংকুর্ষ্যুখ্যামিনেবরম ।

যো নেমিনিরৈরকমোচ্ছায়াং যন্ সপ্তবারিণীন্ ॥

ভূসংস্থানং কৃতং যেন সরিসিহরিবনানিতিঃ ।

সীমা চ ভূতনির্ভুক্তো বীপে বীপে বিভাগশঃ ॥”

(ভাগবত ৫:১ অঃ)

প্রিয়ব্রত বধাকালে পরমার্থচিন্তার মগ্ন হইলেন। পিতার অনুশাসনে পুত্র অদ্বীপ বর্ষাভূষণে জম্বুবীপবাসী প্রজাগণের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অদ্বীপ অপর পূর্বাচিন্তির পানিগ্রহণ করেন। পূর্বাচিন্তির গর্ভে রাজর্ষি অদ্বীপ হইতে নয়টা পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম, বধা—নাতি, কাম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্যর, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। অদ্বীপের এই সকল পুত্র মাতার অগ্রগৃহে স্বভাবতঃই দৃঢ়দেহ ও বলশালী হইয়া উঠেন। অদ্বীপ ঐ পুত্রগণের মধ্যে বধাকালে পৃথিবী ভাগ করিয়া দেন। পুত্রগণ বিভাগক্রমে নিজ নিজ নামাভূষণেই জম্বুবীপের এক একটা বর্ষ অধিকার করিয়া লয়েন। উক্ত বর্ষাধিপতিগণের পত্নীর নাম বধাক্রমে মেরুদেবী, প্রতিরূপা, উগ্রদংষ্ট্রা, লতা, রম্যা, স্ফামা, নারী, ভদ্রা ও বেদদীধিতি। এই রমণীগণ সকলেই মেরুর কন্যা।

বীপসমূহের মধ্যে জম্বুবীপই প্রথম। ইহার দীর্ঘতা নিম্নত যোজন এবং বিস্তার লক্ষযোজন, এই বীপ কমলপত্রের ভায়া চারিদিকে সমান বর্জুলাকার। এই বীপে নয়টা বর্ষ আছে। ইহাদের মধ্যে ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল বর্ষ ভিন্ন প্রত্যেকের বিস্তার নয় সহস্র যোজন। ঐ নববর্ষ আটটা সীমা পর্ন্তে পরস্পর স্পন্দরূপে বিভক্ত।

বর্ষসমূহের মধ্যে ইলাবৃত নামক বর্ষ অভ্যন্তর বর্ষ। উহার মধ্যস্থলে পর্ন্ত-কুলের রাজা সুবর্ণময় সুরেক গিরি বিরাজমান। ঐ সুরেকর উচ্চতা উক্ত বীপের বিস্তারপরিমাণের তুল্য লক্ষযোজন। উহার মতকের দিকে ষাট্টিংশ সহস্র যোজন, এবং মূলে সহস্রযোজন বিস্তৃত। ভূমির মধ্যভাগেও তত সহস্রযোজন দেখা যায়। উক্ত পর্ন্ত ঐ প্রকারে ভূমণ্ডল-রূপ প্রকাণ্ড কমলের কর্ণিকারবৎ প্রতিভাত।

ইলাবৃতবর্ষের উত্তরভাগে উত্তরাদি দিকক্রমে ক্রমশঃ নীল, বেত, শুবান্ব এই তিন পর্ন্ত এবং বধাক্রমে রম্যক, হিরণ্যর ও কুরু নামক বর্ষত্রয়ের সীমা পর্ন্ত স্বরূপ। উক্ত তিন পর্ন্তে পূর্বাদিকে দীর্ঘ। উহাদের উত্তর পার্শ্বে লবণ সমুদ্র বিস্তৃত। ইহাদের বিস্তার দ্বিসহস্রযোজন। অগ্রস্থিত পর্ন্ত হইতে পরবর্তী পর্ন্তে কেবল একাদশ অংশ দৈর্ঘ্য পরিমাণে হয়।

এইরূপে ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে নিবধ, হেমকূট এবং হিমালয় নামে তিন পর্ন্ত বিভক্ত। ঐ তিন পর্ন্তে উল্লিখিত নীলাদি পর্ন্তের ভায়া পূর্বাদিকে আয়ত এবং প্রত্যেকে তিন সহস্রযোজন উন্নত। উক্ত পর্ন্তত্রয় বধাক্রমে হরিবর্ষ, কাম্পুরুষবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সীমা পর্ন্ত। এইরূপে উক্ত ইলাবৃত বর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে বধাক্রমে মালাবান ও গন্ধমাদন পর্ন্ত অবস্থিত। এই পর্ন্ত দুইটা—উত্তরে নীল ও দক্ষিণে নিবধ পর্ন্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দুই সহস্রযোজন বিস্তীর্ণ। এই দুই পর্ন্তই বধাক্রমে কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষের সীমাপর্ন্তরূপে বিরাজিত।

সুরেকর চারিদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্ব ও কুমুদ নামে চারিটা অবষ্টপ পর্ন্ত বিভক্ত। ঐ পর্ন্ততগুলির প্রত্যেকটির বিস্তার ও উচ্চতা দশহাজার যোজন। উক্ত চারি পর্ন্তের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের পর্ন্ত দক্ষিণোত্তরে বিস্তৃত এবং দক্ষিণোত্তর দিকের পর্ন্ত পূর্বপশ্চিমে আয়ত। উক্ত চারি পর্ন্তে বধাক্রমে আশ্র, জম্বু, কদম্ব ও বট এই চারিটা বৃক্ষ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শতযোজন। উহার পার্শ্বতা পতাকাবৎ একাদশ শত যোজন উচ্চ। উহাদের শাখা সকল সেইরূপ শতযোজন বিস্তৃত। উক্ত বৃক্ষ চারিটির নিকট চারিটি ব্রহ্ম আছে। তাহার মধ্যে একটি হৃদয়জল, বিত্তীয়টা মধুজল, তৃতীয়টা ইক্ষুসজল, চতুর্থটা শুষ্কজল। এই চারিটা ব্রহ্মেরই জল অতি মনোহর। উপদেবগণ এই ব্রহ্মজলসেবনে স্বাভাবিক মহিমমণ্ডিত হইয়াছেন। ঐস্থানে উল্লিখিত চারিটি ব্রহ্ম ভিন্ন চারিটি উদ্ভানও আছে। তাহাদের নাম,—নন্দন, চিত্রব্রত, বৈভ্রাজক ও সর্পভোক্তা।

ঐ সকল উদ্ভানে সুরবরেন্দ্রা সুরসুন্দরীগণসহ মিলিয়া একসঙ্গে বিহার করিয়া থাকেন। এইরূপ বিহারকালে গন্ধর্গগণ তাঁহাদের মহিমা গান করেন।

মন্দর পর্ন্তের কোড়দেপে দেবচ্যুত নামে একটি বৃক্ষ আছে। তাহার উচ্চতা একাদশ শত যোজন। ঐ বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে নিরত রাশি রাশি অমৃত ফল পড়ে। সেই সকল ফল পর্ন্তের চূড়ার মত হুল। ফলগুলি যখন ফাটিয়া যায়, তখন তাহার গন্ধ অতি মধুর। ফলগুলির অরুণবর্ণ প্রচুরতর সুরবাস রসে এক নদী জন্মিয়াছে। ঐ নদীর নাম অরুণোদা। অরুণোদা নদী মন্দরপর্ন্তের শিখরদেশ হইতে বাহির হইয়া পূর্বাদিকে ইলাবৃত বর্ষ প্রাণিত করিতেছে। তবানীর অম্বুচরী বক্ষাননাগণ ঐ রসের সেবিকা, তাই তাহাদের অঙ্গ অপার সৌগন্ধ। তাহাদের অঙ্গসজী বাহু ভায়া চারিদিকে দশযোজন আমোদিত হয়।

জম্বুবৃক্ষের ফল সকল গজগজবৎ অতি হুল। তাহাদের বীজগুলি অতি সূক্ষ্ম। সেই সকল ফল উচ্চ হইতে পড়িয়া

কাটিয়া যায়; তখন তাহাদের রসে জ্বলন্ত নদী নামে এক নদী হয়, সেই নদী মেকমন্ডর শৈলের শিখর হইতে অমৃতযোজন অন্তরে ভূমণ্ডল পড়িয়াছে। এই নদী যথার পড়িতেছে, তথা হইতে আপন দক্ষিণদিকে সমগ্র ইলাবৃত্ত বর্ষ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর মুক্তিকা তাহার জলরাস অসুবিধ হওয়ার বায়ু ও স্থল-সংযোগে বিশেষ পকড়া পাইয়া জ্বলন্ত অর্থাৎ স্রবণে পরিণত হয়। এই স্রবণই অমর ও অমরকামিনীগণের আশ্রয়।

সুপার্ব পর্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে এক বৃক্ষ আছে। তাহার কোটরনিকর হইতে পঞ্চবাস্য পরিমিত পাঁচটি মধুধারা এই শৈলশিখরে পড়িয়া পশ্চিমস্থ ইলাবৃত্তবর্ষকে স্বীয় সোণকে আমোদিত করিতেছে। ষাধারা এই পর্বতের মধুধারা সেবন করেন, তাহাদের মুখ-মার্গে চারিদিকের শতযোজনব্যাপী ভূভাগ সুবাসিত।

কুমুদ পর্বতের শতবল্লভ নামে একটা বটবটনী আছে। তাহার স্বক্বেশ হইতে অধোদিকে দধি, চুড়, ঘৃত, গুড়, অন্ন প্রভৃতি এবং বসন ভূষণ শরন আসনাদি অতীপ্ত বস্ত্র দোহন-কারী নন্দ সকল এই পর্বতের অগ্রভাগ হইতে বাহির হইয়া তাহার উত্তর দিকস্থ ইলাবৃত্তবর্ষবাসী লোকদিগের অশেষ উপকার সাধন করিতেছে। তথাকার অধিবাসী প্রজাবর্গ এই সকল সামগ্রী সেবন করিয়া কখন অঙ্গবৈকল্য, ক্রান্তি, ঘণ্ট, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণজ্বর বৈবর্ণ্য এবং অজ্ঞাত উপসর্গ কিছুই ভোগ করে না। এতদ্ভিন্ন এই বর্ষের অধিবাসীরা যাবজ্জীবন কেবল সুখভোগে দিন যাপন করে।

অন্নীশ্বরের যে নন্দ পুত্রের নামে নয়টি বর্ষ চলিয়াছে, এই পুত্র গাণের মধ্যে নাতি জ্যেষ্ঠ, নাতি বর্ষাধিপতি হইলেও তাহার অধিকৃত বর্ষ তদীয় পৌত্র ভরতের নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নাতির পুত্র স্বভত, স্বভত হইতেই প্রসিদ্ধ ভরতরাজের জন্ম। এই ভরতের নামানুসারেই এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত। ভরতের পিতা স্বভত অজ্ঞানাত নামক একটি বিশিষ্ট প্রদেশে প্রভূত করিয়াছিলেন এই জ্ঞাত তাহার অধিকৃত সমগ্র বর্ষ অজ্ঞানাত নামে প্রথিত ছিল। পরে তৎপুত্র ভরত রাজা হইলে তাহারই নামে এই বর্ষ বিখ্যাত হইয়াছে।

এই ভারতবর্ষে বহু নন্দ নদী ও বহুতর শৈলশ্রেণী আছে। শৈলসমূহের মধ্যে মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, ত্রিকুট, স্বভত, ফুটক, কোথ, সহ্য, দেবগিরি, ঋষাসুখ, ক্রীশৈল, বেঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিষ্ণা, গুণ্ডমান, স্বকগিরি, পারিপাথ, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, কুরুত, নীল, কোকামুখ, ইন্দ্রকীল, ও কামগিরি এই কয়টি পর্বতই অনেকটা প্রথিত। এতদ্ভিন্ন আরও যে কত শত পর্বত আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

উক্ত শৈল সকলের নিত্যবিশেষ হইতে কত যে নন্দ নদী বাহির হইয়া ভারতবর্ষ বক্ষ বিধৌত করিতেছে, তাহারও সকলের সংখ্যা হওয়া অসম্ভব। সেই সকল নন্দ নদীর জলেই ভারত-সম্প্রদায় পান্যবাহন সমাধান করেন। তদ্বাধ্য চন্দ্রবশা, তাম্রপণী, অবটোদা, কৃতমালা, বৈহারনী, কাবেরী, বেবা, পরশ্বিনী, শর্করাবর্তী, তুলুভদ্রা, কলবেবা, ভীমরথী, গোদাবরী, নির্ঝিলা, পরোক্ষী, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্মদা, চম্পবতী, অশ্ব-নন্দ (ব্রহ্মপুত্র), শোণনন্দ, মহানন্দী, বেদন্ততি, ত্রিসামা, কোশিকী, মল্লিকানী, যমুনা, সরস্বতী, দুশস্বতী, গোমতী, সরযু, ওষভতী, বর্ষভতী, সপ্তভতী, স্রবমা, শতঙ্গ, চন্দ্রভাগা, মল্লক্কা, বিতস্তা, অসিন্দী, এবং বিধা এই গুলি মহানন্দী। উক্ত মহানন্দীসমূহের নামোচ্চারণ মাত্রই লোক শবিত হয়। পরন্তু ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ এই জলে অবগাহন করিয়া থাকেন। পুরুষেরা এই বর্ষে জন্ম লইয়া স্ব স্ব সাহসিক, রাজসিক ও তামসিক কণ্ঠ ধাওয়া আপনাদের দিবা, মাহুঘী ও নারকী গতিই নির্ধারণ করিয়া থাকে। যে বর্ষের বৈষ্ণব মোক্ষ প্রকার নির্দিষ্ট আছে, তদনুসারে মুক্তি এই বর্ষেই হইয়া থাকে। যাবতীয় বর্ষ মধ্যে ভারতবর্ষকেই কর্তব্যকল্প বল যায়। অত্বে আট বর্ষ স্বর্গাদিগের পুণ্যলেশে উপভোগের স্থান।

জম্বুদ্বীপ এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অজ্ঞাত অষ্টবর্ষে যে সকল পুরুষ বাস করেন, তাহাদের পুরুষ পরিমাণে অমৃতবর্ষ পরমায়ু অমৃত হস্তীর তুল্য বল এবং বজ্রবৎ সুদৃঢ় শরীরগঠন। এই শরীরে একপ বল, যৌবন এবং হর্ষ যে, তদ্বারা মহাসুরত্যাগ্যপারে ক্রী-পুরুষ অত্যধিক প্রমুদিত হয় এবং সন্তোষগত একবৎসর আয়ুঃ শেষ থাকিতে তাহাদিগের কলর একবার মাত্র গর্ভ ধারণ করে। এইরূপে বিষয়সুখের উৎকর্ষ হেতু এই সকল বর্ষের পুরুষেরা ত্রেতাযুগের জ্ঞান পরমহুখে কাল যাপন করে।

এই সকল বর্ষে দেবধিপগণ স্ব স্ব অনুচর পরিচারকদিগের দ্বারা মহা উপচারে অর্জিত হন। যেক্ষামত আশ্রমায়ত্তনসমূহে, গিরি-গহবরে এবং অমল জলাশয়াদিতে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। তথায় সুরসুন্দরীগণের জলক্রীড়া, অজ্ঞাত কেলিকলা না কামোদ্দ্যানাদিদিগের সবিলাস হান্ত ও লীলাললিত বিলাকনে তথাকার পুরুষদিগের চিত্ত ও নেত্র আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই সকল বর্ষস্থিত যে সমস্ত আশ্রম আরতনে পুরুষপুরুষ-দিগের বিহারের কথা বলিলাম, তাহার শোভা যে কত চমৎকার তাহা আর কি বলিব? তথাকার তরুজাতির শাখা-প্রশাখাগুলি সকল ঋতুর পুষ্পতবকে, ফলে ও নবীন কিশলয়সকলে সমৃদ্ধির সহিত পরপর নত হইয়া পড়িয়াছে; সেই শাখায় আবার বহু লতা আশ্রয় লইয়াছে। আর সেই সকল জলাশয়! সে শোভা

অবর্ণনীয়। বিকসিত নব নব কমলকুলের সৌরভ—রাজহংস, জলকুটু ও কার্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের কলাগণ এবং ভ্রমর-নিকরের মধুর স্বর, এই সকলে তথাকার সেই সরসীসমূহের শোভা অতুলনীয়।

উল্লিখিত নব বর্ষেই ভগবান্ নারায়ণ বিভিন্ন মূর্তিতে বিরাজিত। তন্মধ্যে ইলাবৃত্ত বর্ষে ভগবান্ ভবই এক মাত্র পুরুষ। সেখানে অস্ত পুরুষ নাই। কারণ যে সকল পুরুষ ভবানীর শাপের বিষয় বিদিত আছেন, তাঁহারা কখন সে স্থানে প্রবেশ করেন না। যে সকল পুরুষ না জানিয়া তথায় প্রবেশ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ জীব প্রাপ্ত হয়। ঐ বর্ষে ভগবান্ ভব—ভবানী এবং তাঁহার অধীন সহস্র অর্কুদ সংখ্যক জীগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে সেবিত হন।

ভদ্রাশ্ব বর্ষে ধর্মপুত্র ভদ্রশ্রবা নামে বর্ষপতি এবং তাঁহার প্রধান প্রধান সেবকের বাস। ভগবান্ হয়গ্রীব মূর্তি ইহাঁদিগের আরাধ্য।

হরিবর্ষে ভগবান্ নৃসিংহ মূর্তিতে অবস্থিত। পরম ভাগবত প্রজ্ঞান এই বর্ষবাসী প্রজাগণের সহিত ভক্তিতরে তাঁহার উপাসনা করেন।

কেতুমাল বর্ষে ভগবান্ কামদেবরূপে বিরাজিত। লক্ষী, সংবৎসর এবং তাঁহার কজা রাজ্যভিমিনী দেবতা ও তাঁহার পুত্র দিবসাত্তিমিনী দেবগণের প্রিয়সাদনই তাঁহার ইচ্ছা। সেই সকল দিবসাত্তিমিনী দেবগণের সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র। ঐ বর্ষের অধিপতি মহাপুরুষের চক্রতেজে দিবসাত্তিমিনী কজাগণের মন উদ্বিগ্ন হয়, তাহাতে তাহাদের গর্ভ নষ্ট হইয়া সংবৎসরান্তে পতিত হইয়া যায়।

রম্যক বর্ষের অধিপতি মমু। ভগবান্ তাঁহাকে মৎস্তমূর্তি প্রদর্শন করেন। মমু অত্যাশি ভক্তিতরে সেই মূর্তির উপাসনা করিয়া থাকেন।

হিরণ্ময় বর্ষে ভগবান্ হরি কুর্নগরীর পরিগ্রহ করিয়া অবস্থিত। পিতৃগণের অধিপতি অর্ঘ্যমা এই বর্ষবাসী প্রজাগণসহ নিরন্তর তাঁহার উপাসনা করেন।

উত্তর কুরুবর্ষে ভগবান্ বজ্রপুরুষই বরাহমূর্তি ধরিয়া অবস্থিত। দেবী পৃথিবী কুরুগণসহ ভক্তিতাবে তাঁহার অর্চনা করেন। কিন্তুকুব বর্ষে পরম ভাগবত হনুমান্ ঐ বর্ষবাসী প্রজাগণসহ ভগবান্ ত্রীমূর্তির উপাসনা করিতেছেন।

(ভাগবত ৫ স্কন্ধ ১—১১অঃ)

জম্বুদ্বীপ বর্ষবিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা হইল। এক্ষণে ভাগবত মতে অজ্ঞাত দ্বীপ বর্ষবিভাগের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করা যাচ্ছে।

জম্বুদ্বীপের পর প্রক্ষীপ। প্রক্ষীপ জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত। এই দ্বীপ একটা সুবর্ণের প্রক্ষীপ আছে। প্রিয়ত্রয়ের দ্বিতীয় পুত্র ইয়াজিহ্ন এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি উহাকে সপ্তবর্ষে ভাগ করিয়া আপনাদি এক এক পুত্রকে এক এক বর্ষের অধিপতি করিয়া দেন। তাঁহার সাত পুত্রের নামানুসারেই সেই সাতবর্ষের নামকরণ হয়। যথা—শিব, বরহ, সুভদ্র, শাশ, ক্ষেম, অমৃত এবং অভয়। এই সপ্তবর্ষে যদিও বহু নদী ও শৈলশ্রেণী আছে, তথাচ সাতটা নদী ও সাতটা পর্বতই এখানে প্রোথ্য। সেই সাত নদীর নাম—অরুণা, নৃশা, আদিক্রী, সার্বিত্রী, সুপ্রভাতা, শুভভরা এবং সত্যভরা। সেখানকার সেই সাত সীমাপর্বতের নাম—বজ্রকূট, মণিকূট, ইন্দ্রাসন, গ্লোতিদ্বান্ সুবর্ণ, হিরণ্যজীব এবং মেঘপাল। এই সকল বর্ষবাসীরা ত্রিবেদময় সূর্যের উপাসনা করিয়া থাকেন।

শাকলদ্বীপের অধিপতি ছিলেন প্রিয়ত্রতাস্ত্রজ বজ্রবাহ। তিনি এই দ্বীপকে আপনাদি সাতপুত্রের মধ্যে তাহাদের নামানুসারে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া দেন। সেই সপ্তবর্ষের নাম—সুরোচন সৌমন্ত্র, রমণক, দেববর্হ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন ও অভিজ্ঞাত। এই সাতবর্ষের সাতটা প্রধান সীমাপর্বতের নাম—সুয়স, শতশূল, বামদেব, কুল, কুমুদ, পুষ্পবর্ণ এবং সহস্র শ্রুতি। সাতটা প্রধান নদীর নাম—অলুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, নন্দা এবং রাকা, এই বর্ষবাসী লোক সকল ঋতিধর, বীণাধর, বহুধর এবং ইন্দ্রের নামক চতুর্কর্ণে বিভক্ত। তাঁহারা বেদময় সৌমদেবের উপাসনা করেন।

কুশদ্বীপ, সুরোদমাগরের বহির্ভাগে, উহা পূর্কোক্ত দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। প্রিয়ত্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা কুশদ্বীপের রাজা। তিনি তাঁহার সাতপুত্র মধ্যে নিজ অধিকৃত দ্বীপ সাতভাগে বিভাগ করিয়া দেন। ঐ সপ্ত পুত্রের নামানুসারেই তথায় সাতটা বর্ষ প্রতিষ্ঠিত। যথা—বহু, বহুধান, দৃঢ়কটি, নাতিগুপ্ত, সম্যক্রত, বিপ্রনাম ও বেদনাম। এই সাত জনের সাতবর্ষে সাতটা গিরি এবং সাতটা প্রসিদ্ধ নদী আছে। এই বর্ষের অধিবাসীরা কোবির, অভিজুক্ত ও কুলক প্রভৃতি নামধারী হইয়া কন্দকোশলে অগ্নির অর্চনা করেন।

ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ত্রতপুত্র দৃঢ়পৃষ্ঠ। তিনি ঐ দ্বীপকে বীর সপ্তপুত্রের নামে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া সেই সকল বর্ষে সেই সাতপুত্রকে রাজা করিয়া দেন। ঐ সাত পুত্রের নামে প্রচলিত সাতটা বর্ষের নাম—আজ্ঞা, মধুকহ, মেঘপৃষ্ঠা, সুধামা, প্রাজিষ্ঠ, লোহিতবর্ণ এবং বনস্পতি। এই সাতবর্ষেও সাতটা প্রসিদ্ধ পর্বত ও নদী আছে। ঐ বর্ষবাসী লোকেরা পুরুষ, স্ত্রী, ত্রিণ এবং দেবক এই চারিধারে বিভক্ত।

শাকবীণের রাজা গ্রিয়ার্ডপুত্র সেখাতিথি। এই বীণের
বিতায় ৩২ লক্ষবোজন। মেখাতিথি ঐ বীণকে বীর সাত
পুত্রের নামে বখাক্রমে পুরোজব, মনোজ, বোমান, ধুতানীক,
চিত্তরেক, বহুরপ এবং বিখাধার—এই সাতবর্ষে বিভাগ করিয়া
প্রত্যেককে এক একটা বর্ষের রাজা করেন। এই সপ্তবর্ষেও
সাতটা সীমান্তরক্ত এবং সাতটা প্রসিদ্ধ নদী আছে। উক্ত
বর্ষবাসী মহাযোগ—যজ্ঞব্রত, সত্যব্রত, দীনব্রত ও অমৃতব্রত, এট
চারি বর্ষে বিভক্ত।

পুত্র বীণের অধিপতি গ্রিয়ার্ডের পুত্র বীতিহোত্র। তাঁহার
রমণক ও ধাতক নামে দুই পুত্র হয়। বীতিহোত্র রাজা ঐ
বীণকে দুই বর্ষে বিভাগ করিয়া আপনাদুই সন্তানকে বর্ষপতি
নিযুক্ত করেন। (ভাগবত ৪।১।২।১৬।১৯ ও ২০ অঃ)

পৃথিবীর বর্ষবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ভাগবত মতই উদ্ধৃত
করা হইল। মার্কণ্ডেয়, বাহ্য, বামন, কৃষ্ণ প্রভৃতি যাবতীয়
পুরাণগ্রন্থেই অমাবস্ত্য বর্ষবিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্য-
ভাগে সে সকল আর এখানে উদ্ধৃত হইল না।

বর্ষতীতি বৃষ অচ্। ৫ মেঘ। (হেমচন্দ্র) (ত্রি) ৬ বর্ষক মাত্র।

“নমাম্যাতীক্সং নমনীয়পাদং

সরোজমল্লীরসি কামবর্ধনম্ ॥” (ভাগবত ৩২।১২।১)

৭ বৎসর। প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের বিবরণ এবং সেই সেই

বৎসরে পূজ্য ষষ্টি প্রকার দেবতার নামাদি সংবৎসর লক্ষ্যে উল্লেখ।
বর্ষক (ত্রি) বর্ষাণীল। বর্ষার স্তায় পতনশীল। ২ বৎসর-
সম্বর্ধী। যেমন পক্ষবর্ষক।

বর্ষকর (পুং) ১ মেঘ। ২ বৃষ্টিদানকারী।

বর্ষকরী (স্ত্রী) বর্ষং তৎসূচনং রবেণ করোতীতি বর্ষ-কৃ ট,
ক্রীপ্। ঝিক্সিকা। (হেম)

বর্ষকর্ম্ম (স্ত্রী) বর্ষণকার্য্য। ২ বৎসরকৃত্য।

বর্ষকাম্য (পুং) বৃষ্টিপ্রার্থনাকারী।

বর্ষকামোষ্টি (পুং) বাগভেদ। (আখ্য শ্রৌ ২।১৩৭।১)

বর্ষকালী (স্ত্রী) কীরক। (বৈজ্ঞানিক)

বর্ষকৃত্য (ত্রি) বৎসরে আচরণীয় শাস্ত্রবিহিত কার্য্যাদি।

বর্ষকেতু (পুং) বর্ষত বৃহতে কেতুরিব সতি বর্ষে ভূরিশ; উৎপন্ন-
বাদন্ত তথাক্ষ। রক্তপূর্নবর্ণ। (রাক্ষসি) ২ অলকবর্ণীয়
কেতুকালের পুত্র। (হরিবংশ ৩২।৪০)

বর্ষকোষ (পুং) বর্ষত বৎসরত কোষ ইব সর্ববৎসরসম্বন্ধাৎ
তথাক্ষমত। ১ দৈবজ্ঞ। (শব্দরত্ন) বর্ষত অতীত কল-
ইব কোষঃ। ২ মাঘ। (শব্দমালা)

বর্ষসিঁরি (পুং) বর্ষপর্কত। [বর্ষশব্দ দেখ]

বর্ষয় (ত্রি) ১ বৃষ্টিদানকারী। ২ পবন।

বর্ষজ (ত্রি) বর্ষাৎ জাতমিতি জন-জ। ১ বৃষ্টিজাত। ২ বৎসর-
জাত, জন্মবীণজাত। ৩ বীণাপুত্রজাত। ৪ মেঘজাত।

বর্ষণ (স্ত্রী) বৃষ-শৃট। ১ বৃষ্টি।

“তমেব যুক্তঃ সর্গঃ সত্য বৈ কলপায় যৎ।

রূপাণ্যায়কং তাস্য তসৈ বেদায় তে নমঃ ॥” (সাক্ষীপু ১০।৪।২১)

২ বর্ষণপল। (ত্রিকা)

বর্ষণি (স্ত্রী) বৃষ-অনি। ১ বর্জন। ২ কৃতি। (উজ্জল)

৩ ক্রতু। ৪ বর্ষণ।

বর্ষার (পুং) ১ মেঘ। ২ খোজা দাস। ৩ অস্তঃপুররক্ষী।

বর্ষধর্ষ (পুং) ১ অস্তঃপুররক্ষী। খোজা দাস।

বর্ষধার (পুং) নাসাহরতেন।

বর্ষধারাদধর (ত্রি) মেঘ।

বর্ষনির্বিজ্জ (ত্রি) বর্ষণকারী। বর্ষক। ‘নির্বিজ্জকো রূপবাতী
নির্বিজ্জিত্রিতি তদ্রামহ পাঠাৎ, বর্ষণং রূপং বতাকো মেঘাং তে
বর্ষনির্বিজ্জো বর্ষকঃ।’ (বৃক ৩২।৪।৪ সারণ)

বর্ষপ (পুং) বর্ষপতি।

বর্ষপতি (পুং) বর্ষত পতিঃ। বৎসরাধিপতি গ্রহগণ। বর্ষ-
প্রবেশে সূর্য্য চন্দ্র প্রেক্ষিত গ্রহগণ এক এক বর্ষের আধিপত্যে
অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। কোন গ্রহের আধিপত্যে কোন বর্ষ
কিরূপ ফলপ্রদ হয়, তাহার বিবৃত বিবরণ বর্ষাধিপ লক্ষ্যে উল্লেখ।
২ বর্ষাধিপতি রাজগণ। পৃথিবী সপ্তবীণে বিভক্ত, এই সকল
বীণের ভূবিভাগগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে বর্ষ বর্ষে পরিচিত। ঐ
সকল বর্ষের আধিপতিগণ বর্ষপতি সংজ্ঞায় অভিহিত। [বর্ষ দেখ]

বর্ষপদ (স্ত্রী) পত্রিকা।

বর্ষপর্কত (পুং) বর্ষাণাং ভারতাদীনাম্ বিভাজকঃ পর্কতঃ,
মধ্যপদলোপী সমাসঃ। বর্ষবিভাজক গিরি।

‘হিমবান্ হেমকূটন্ত নিবধো মেঘরেব চ।

চৈত্রঃ কণী চ শ্রী চ সপ্তৈস্তে বর্ষপর্কতাঃ ॥’ (হারাবলী)

বর্ষপাকিন্ (পুং) বর্ষে বর্ষাকালে পাকোক্তাতীতি বর্ষপাক-
ইনি। আত্মাতক বৃক্ষ। (হেম) “আত্মাতকো বর্ষপাকী”।
(বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রমালা)

বর্ষপুঙ্ক (পুং) পৃথিবীর যাবতীয় বর্ষবানী বিভিন্ন শ্রেণীর
প্রজা। (ভাগবত ৫ কথ, ১৮, ২৪, ২৯, ২০ ও ২১ অধ্যায়)

বর্ষপুঙ্গ (পুং) ব্যক্তিভেদ। (সংস্কৃতকোষ)

বর্ষপুঙ্গা (স্ত্রী) বর্ষে বর্ষাকালে পুঙ্গা বত্যাঃ। সহদেবী
সত্য। (রাক্ষসি) ইহার বিবৃত বিবরণ সহদেবী লক্ষ্যে দেখ।

বর্ষপ্রবেশ (পুং) বর্ষত প্রবেশঃ। নীলকণ্ঠতাম্রিকোক্ত
গণনাবিধেয়। এই গণনা দ্বারা বর্ষের প্রবেশ স্থিরীকৃত হয়।
জাতক যে লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরবৎসর কোন লগ্নে

ঠিক বৎসর পূর্ণ হইয়া নববর্ষের আরম্ভ হইল, তাহা ইহা দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায়।

বর্ষপ্রবেশ দ্বারা জাতকের বৎসরের শুভাশুভ কলনির্ণয় করা যায়, বর্ষপ্রবেশ লগ্ন স্থির করিয়া বার্ষিক মাসের কোন মাসে শুভাশুভ কি কল হইবে, তাহা ইহা দ্বারা উত্তমরূপে জানা যায়। তাজিক বর্ষ প্রবেশের প্রণালী এইরূপ বর্ণিত আছে—

জন্মসময়ে রবি যে রাশির বহু অংশাদিতে অবস্থিত করেন, পুনর্বার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে আগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ সময়। রবিষ্ট স্থির করিয়া ও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তাহা অতি আয়াসসাধ্য। এই রবিষ্ট দ্বারা বর্ষপ্রবেশ সময় স্থির করিলে অতি সুসরূপে সময় স্থির হয়।

গ্রহগণের গৌচরফলের যে তারতম্য, তাহা প্রতিবৎসর বর্ষপ্রবেশকালীন লগ্ন ও গ্রহগণের স্থিতিদ্বারা নিরূপণ করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মমাস হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়া থাকে। সচরাচর ৩৬৫ দিনে এক সৌর বৎসর গৃহীত হয়। কিন্তু প্রকৃত সৌর বৎসর উহা অপেক্ষা আরও ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অমুপল অধিক। যে বারে বৎসর আরম্ভ হয়, তাহার পরবারে পরবৎসর হইয়া থাকে। অতএব জন্মদিন হইতে বহু বৎসর গত হইবে, তাহা দ্বারা ১ বার ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ২৪ অমুপল গুণ করিবে এবং সেই গুণফলে জন্মবার ও দণ্ডাদি যোগ করিলে যে যোগফল হইবে, তাহাই বর্ষপ্রবেশের বার ও দণ্ডাদি জানিতে হইবে। উক্তরূপে যোগ করিলে যদি বারের অঙ্ক সাতের অধিক হয়, তাহা হইলে ৭ দ্বারা হরণ করিয়া ১ অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, ২ অবশিষ্ট থাকিলে সোমবার ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে।

বর্ষপ্রবেশ নির্ণয় করিবার নিয়ম—

“বর্ষকলসাধনার্থং বর্ষপ্রবেশসময়মাহ—

গভাঃ সমাঃ পাথরুতাঃ প্রকৃতিবৃসমাগশাৎ।

থবেদাপ্তবটীবৃক্ষা জন্মবারাদিসংযুতাঃ।

অক্ষপ্রবেশে বারাদিঃ সপ্ততট্টেঃ নির্দিশেৎ॥” (নীলকণ্ঠতাজিক)

যাহার যে বৎসরে বর্ষপ্রবেশ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার সেই বৎসরের পূর্বে বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাতে বীজ চতুর্থাংশ যোগ করিয়া একস্থানে রাখিবে। পরে পুনরায় অতীত বর্ষাঙ্কে ২১ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ৪০ দ্বারা ভাগ করিলে বাহ্য ভাগফল লঙ্ঘ হইবে, তাহাকে পূর্বস্বাপিত অঙ্কের সহিত যোগ করিতে হইবে। এইরূপে যোগ করিলে যে অঙ্কশ্রেণী হইবে, তাহাকে বার, দণ্ড ও পল বিবেচনা করিয়া তাহাতে জন্মবার, দণ্ড ও পল যোগ করিলে যে বার, বহু দণ্ড ও বহু পল হইবে,

জন্মদিবসে সেই বারে তত দণ্ড ও তত পল সময়ে বর্ষপ্রবেশ হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে।

বারের অঙ্ক যদি সাতের অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৭ দ্বারা ভাগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ অঙ্কের ১ রবিবার ২ সোমবার ৩ মঙ্গলবার ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। বর্ষপ্রবেশগণনার নানা প্রকার নিয়ম আছে। সেই সকল প্রণালী দ্বারাও বর্ষপ্রবেশ স্থির করা যায়।

অন্তবিধ—প্রথমে ১ এক, ১৫ পনের, ৩১ একত্রিশ ও ৩০ ত্রিশকে গত বর্ষাঙ্কদ্বারা গুণ করিয়া চারিস্থানে রাখিতে হইবে, এইরূপে গুণ করিলে যে চারিটা গুণফল হইবে, তাহার প্রথম অঙ্কে বার, দ্বিতীয় অঙ্কে দণ্ড, তৃতীয় অঙ্কে পল, চতুর্থ অঙ্কে বিপল জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত জন্মবার, দণ্ড, পল ও বিপল যোগ করিবে। পরে বিপলের অঙ্কে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লঙ্ঘ পলের সহিত যোগ করিতে হইবে। অবশিষ্ট অবশিষ্ট অঙ্ক যথাস্থানে রাখিয়া দিবে। এইরূপে আবার পলাঙ্কে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লঙ্ঘাঙ্কে দণ্ডাঙ্কে ও দণ্ডাঙ্কে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া লঙ্ঘাঙ্কে বারাঙ্কে যোগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক পূর্ববৎ যথাস্থানে রাখিয়া দিবে।

এইরূপ গণনা দ্বারা যে কয়টা অবশিষ্ট অঙ্ক থাকিবে, তাহা দ্বারা বর্ষপ্রবেশের বার, দণ্ড, পল ও বিপল জানিতে পারা যাইবে।

অন্তপ্রকার—৫ পাঁচ, ২ দুই, ও ৬ ছয়কে গত বর্ষাঙ্ক দ্বারা গুণ করিয়া যে তিনটা গুণফল হইবে, তাহাদিগকে তিন স্থানে রাখিয়া দিবে, তৎপরে প্রথম অঙ্কে বার, দ্বিতীয় অঙ্কে দণ্ড ও তৃতীয় অঙ্কে পল মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত জন্মবার, দণ্ড ও পল যোগ করিবে। পরে পলের অঙ্কে ৪ দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। তৎপর লঙ্ঘাঙ্কে দণ্ডে এবং দণ্ডাঙ্কে ৪ দ্বারা ভাগ দিয়া লঙ্ঘাঙ্ক বারে যোগ করিবে ও বারাঙ্কে ৭ দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। অবশিষ্ট অঙ্ক যথাক্রমে বর্ষপ্রবেশের বার, দণ্ড ও পল হইবে।

অন্তবিধ—গত বর্ষাঙ্কে ১০০৭ দ্বারা গুণ করিয়া সেই গুণফলকে ৮০০ দ্বারা ভাগ করিলে বাহ্য ভাগফল হইবে, তাহাই বর্ষপ্রবেশের বার, অবশিষ্ট অঙ্কে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া পুনর্বার ৮০০ দ্বারা ভাগ দিলে বাহ্য লঙ্ঘ হইবে, তাহা দণ্ড, এইরূপ প্রণালীতে পলাদিও পাওয়া যায়। পরে উহার সহিত জন্মবার, দণ্ড ও পলাদি যোগ করিলে বর্ষপ্রবেশের বার, দণ্ড ও পলাদি স্থিরীকৃত হয়।

নিরোক্ত প্রকারেও বর্ষপ্রবেশ স্থির করা যায়। গত বর্ষাঙ্কে তাহার চতুর্থাংশ যোগ করিয়া বারস্থানে এবং ঐ গত বর্ষাঙ্কে ২ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগ লঙ্ঘাঙ্কে দণ্ডস্থানে এবং দণ্ড

গুণ করিয়া গুণফলকে পলহানে রাখিবে। পরে এই সকল বারাদির সহিত জন্মবারাদি বোগ করিলেই সেই সেই অক্ষযারা বর্ষপ্রবেশের বারাদি নির্ণীত হয়।

যে করটা নিয়ম নির্দিষ্ট হইল, এই সকল নিয়মেই বর্ষপ্রবেশ গণনা করা যায়।

নিম্নে একটা তালিকা দেওয়া গেল, ইহাতে অতি সহজে বর্ষপ্রবেশ স্থির করা যাইবে। ইহা দেখিলে অতি সহজে কোনরূপ গণনা না করিয়া বর্ষপ্রবেশের বার দণ্ডাদি জানিতে পারা যাইবে।

বয়স	বার	দণ্ড	পল	বিপল	বয়স	বার	দণ্ড	পল
১	১	১৫	৩৯	৩০	২০	৫	৩৫	১৫
২	২	৩১	৩	০	২০	৪	১০	৩০
৩	৩	৪৬	৩৪	৩০	৩০	২	৪৫	৪৫
৪	৫	২	৬	০	৪০	১	২১	০
৫	৬	১৭	৩৭	৩০	৫০	৬	৫৬	১৫
৬	৭	৩৩	৯	০	৬০	৫	৩১	৩০
৭	৯	৪৮	৪০	৩০	৭০	৪	৬	৪৫
৮	৩	৪	১২	০	৮০	১	৪২	০
৯	৮	১৯	৪৩	৩০	৯০	১	১৭	১৫
					১০০	৬	৫২	৪০

উল্লিখিত তালিকার বর্ষের অক্ষের সংলগ্নে যে বার ও দণ্ডাদি লিখিত আছে, তাহাতে জন্মবার ও দণ্ডাদি বোগ করিলে বর্ষপ্রবেশবার ও দণ্ডাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ১০ ও ২০, ২০ ও ৩০, ৩০ ও ৪০, ইত্যাদি বৎসরের মধ্যে বয়ঃক্রম হইলে ১০, ২০, ৩০ ইত্যাদি বর্ষের সংলগ্নে যে অক্ষ আছে, তাহাতে ১, ২, ৩ ইত্যাদি বর্ষের সংলগ্ন অক্ষ এবং জন্মবার ও দণ্ডাদি বোগ করিলে অতীত বয়সের বর্ষপ্রবেশবার ও দণ্ডাদি হইবে। এ দ্বারা বক্তব্য এই যে, কখন কখন জন্ম তারিখের পূর্ব বা পর দিনে বর্ষপ্রবেশ হইয়া থাকে।

উক্ত প্রণালী অনুসারে বর্ষপ্রবেশের বার ও দণ্ডাদি নির্ধারিত হইলে সেই সময় অবলম্বনপূর্বক জন্মপঞ্জিকার অনুসরণ একপানি বর্ষপঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বর্ষলয় ও তাৎকালিক

গ্রহক্ষুট সংস্থাপন করিবে। পরিপেবে জন্মকাল হইতে জীত-লয় যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতি হইতে উক্ত লয়-সঞ্চালন করিয়া তত অন্তর রাখিবে। ইহার কারণ এই বৃহস্পতি জীবকারক, এই নিমিত্ত উহার অপর একটা নাম জীব এবং মানবের জন্মলগ্নের উপর উহার এতাদৃশ আত্মা আকর্ষণ-শক্তি আছে যে, যে স্থানে উহা সরিয়া যাউক না কেন, ঐ লয় উহার অনুবর্তী হইয়া থাকিবেই; সুতরাং প্রতি বৎসর বৃহস্পতি যেরূপ এক রাশি করিয়া সরে, জন্মলগ্নও সেইরূপ এক রাশি হইতে সরিয়া পর রাশিতে যায় এবং আত্মীবন কাল এই প্রকারে উত্তরের সমদূরত্বা রক্ষিত হয়। কিন্তু বৃহস্পতির কখন পূর্ব কখন বক্রগতি; অতএব বৃহস্পতিগণ গণনা করিতে হইলে জন্মকালে বৃহস্পতির ক্ষুট রাশাদি হইতে বাম বা দক্ষিণাবর্তে জন্মলগ্ন যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতির ক্ষুট রাশাদি নির্ণয় করিয়া তাহা হইতে জাতলয় সঞ্চালনপূর্বক তত অন্তর সংস্থাপন করিবে এবং ঐ সঞ্চালিত লয়ে শুভাশুভ গ্রহের বোগ বা দৃষ্টি অনুসারে বর্ষফল বিচার করিতে হইবে। বৃহস্পতির ক্ষুট-অভাবে জন্মকালে বৃহস্পতি হইতে বাম বা দক্ষিণাবর্তের জন্মলগ্ন যত অন্তর ছিল, বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতি হইতে ঐ লয় তত-রাশি অন্তর রাখিবে, অথবা বর্ষপ্রবেশকালে যত বয়স হইবে, জন্মলগ্ন তত রাশি সরাইয়া অতীত বয়সের অক্ষ যে রাশিতে শেষ হইবে, তাহার পর রাশিতে উহা সংস্থাপন করিবে; অর্থাৎ একবর্ষ অতীত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলে জন্মলগ্ন হইতে দ্বিতীয় রাশিতে, চতুর্থ বর্ষ অতীত হইয়া তৃতীয়বর্ষে পদার্পণ করিলে জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় রাশিতে, এইরূপ নিয়মে জন্মলগ্নের সঞ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার স্থল-গণনার বহন বর্ষপ্রবেশের পূর্বে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া পররাশিতে কিংবা বক্রগতি দ্বারা পূর্বরাশিতে গমন করে, তখন গণনার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা। উক্তরূপ সঞ্চালিত জন্মলগ্নকে সূচ্য কহে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। উদাহরণ ১৭৫৩ শকে ৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৭৩৫ পল সময়ে ধর্মলগ্নে কোন ব্যক্তির জন্ম হয়। ১৮০৪ শকের ৭ই আশ্বিনে ৫১ বৎসর অতিক্রম করিয়া যে ব্যক্তি ৫২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। বর্ষতালিকা দৃষ্টে ঐ অতীত ৫১ বৎসরে—

বার,	দণ্ড,	পল,	বিপল,	অনুপল,
৫০ বৎসর—৩৮	৫৬	১৫	১০	০
১ বৎসর—১	১৫	৩১	৩১	২৪
৫১ বৎসর—৮	১১	৪৭	৪১	২৪ হয়

উদাহরণে তাহার জন্মবার ও দণ্ডাদি ৫১৭৩৫ বোগ করিলে

১০ বার ২০ দণ্ড, ২২ পল, ৪১ বিপল, ২৪ অল্পপল হয়। কিন্তু বীরের অঙ্ক সাতের অপেক্ষা অধিক, অতএব ঐ অঙ্কে ৭ দিরা ভাগ করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং ৭ই আশ্বিন শুক্রবার ২০ দণ্ড, ২২ পল, ৪১ বিপল ২৪ অল্পপল সময়ে তাহার বর্ষ-প্রবেশ হইয়াছিল। ঐ সময় গণনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তখন মীনরাশির পূর্বদিকে উত্তর হইয়াছে। অতএব ঐ মীনরাশিই বর্ষলয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, উক্ত সময়ে ঐ ব্যক্তি ৫১ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৫২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। তাহার জন্মলয় ধনু, ৫১ রাশি সরাইলে শেষ কুন্ত হয় এবং তৎপর রাশি মীন, অতএব ৫২ বৎসর আরম্ভে পূর্কোক্ত নিয়মানুসারে মীন রাশিতে তাহার জন্মলয় সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ১৮০৪ শকাব্দের আশ্বিন মাসে বৃহস্পতি অতিচারী হইয়া মিথুন রাশিতে ছিল, সুতরাং ঐরূপ জন্মলয় সঞ্চারন করিলে গণনার ব্যতিক্রম হয়। এখানে বৃহস্পতির আবর্তক। ঐ ব্যক্তির জন্মকালে বৃহস্পতি মকরের প্রায় ২২ অংশে অবস্থিত ছিল, এবং তাহার জন্মলয়কুট ৮।১১।৫০, অর্থাৎ বৃহস্পতি হইতে দক্ষিণাবর্তের জন্মলয় প্রায় ৪০ অংশ অন্তর। তাহার বর্ষপ্রবেশকালে বৃহস্পতির কুট ২।৮।৪০, অতএব উহা হইতে দক্ষিণাবর্তে ৪০ অংশ অন্তরে অর্থাৎ মেঘবাশির ২৭ অংশে জন্মলয় সঞ্চারিত।

এইরূপে প্রতিবৎসর জন্মলয়ের সঞ্চার হয় বলিয়া জন্মরাশি হইতে গ্রহগোচরফল বিচার করা যায়। এক্ষণে ঐ সঞ্চারিত লয় ও বর্ষলয় হইতে যেরূপে বাৎসরিক শুভাশুভ ফল নির্ণীত হয়, তাহা অভিসংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

গ্রহগণ জন্মকালে শুভ হইয়া বর্ষপ্রবেশকালেও শুভ হইলে শুভফলের আধিক্য হয়। কিন্তু জন্মকালে শুভ হইয়া বর্ষপ্রবেশকালে অশুভ হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে শুভ এবং শেষার্দ্ধে অশুভ হয়। আর যদি জন্মকালে অশুভ হইয়া বর্ষপ্রবেশকালে শুভ হয়, তবে বৎসর প্রথমার্দ্ধে অশুভ এবং শেষার্দ্ধে শুভ হইয়া থাকে।

বর্ষলয়, জন্মলয়, সঞ্চারিত জন্মলয় ও জন্মরাশিতে শুভ-গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে, অথবা তদ্বিপরীতে গ্রহগণ শুভ গৃহ-গত হইয়া শুভযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে সে বর্ষে বিবিধ প্রকার সুখ হয়, ইহার বিপরীতে অশুভ হইয়া থাকে।

জন্মলয় বা জন্মরাশি হইতে অষ্টম রাশিতে অথবা জন্মকালে যে রাশিতে শনি কিংবা মঙ্গল ছিল, সেই রাশিতে, বর্ষলয় কিংবা সঞ্চারিত জন্মলয় হইলে সেই বর্ষে বিশেষতঃ ঐ লয়ে যদি পাপ-গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে দামন পীড়ায়ুক্ত ও বিপদাপন্ন হয়।

জন্মকালীন অষ্টমস্থ পাপগ্রহ বর্ষলয়ে থাকিলে বিশেষ অশুভ-

ফল হইয়া থাকে। যদি বর্ষপ্রবেশের অন্নদিন পূর্বে বা পরে পাপগ্রহগণ বক্রী হয় এবং বর্ষলয়ে পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই বর্ষে নানাবিধ কষ্ট ও ব্যাদি হয়।

বর্ষপ্রবেশকালে চন্দ্র জন্মরাশিতে জন্মনক্ষত্রযুক্ত হইয়া বর্ষ-লয়ের চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, কিংবা দ্বাদশ গৃহে জন্মগৃহে অবস্থান করিলে এবং তাহার প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, সে বর্ষে বিবিধ শুভফল হইয়া থাকে। নচেৎ বিপরীত ফল হয়। বর্ষলয়াধিপতি, জন্মলয়াধিপতি, সঞ্চারিত জন্মলয়াধিপতি ও জন্মকালীন বলবান গ্রহগণ বর্ষপ্রবেশকালে নীচস্থ অথবা দুর্বল হইলে রোগ, শোক ও অর্থনাশ হয়।

বর্ষপ্রবেশকালে ধনুর্লয় শুভগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে ধনাগম, কিন্তু পাপগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হইলে ধননাশ হয়। জন্ম ও বর্ষলয়ে চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, কিংবা দ্বাদশে সঞ্চারিত লয় হইলে অথবা উহাতে যদি পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে অশুভ হয়।

জন্ম ও বর্ষ এই উভয় লয় হইতে উক্ত স্থান ভিন্ন অল্প কোন গৃহে জন্মলয় সঞ্চারিত হইলে শুভফলের আধিক্য হয়। কিন্তু ঐ সঞ্চারিত লয় জন্মলয় হইতে শুভভাবে হইয়া বর্ষলয় হইতে অশুভ গৃহগত হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে শুভ এবং শেষার্দ্ধে অশুভ হইয়া থাকে। আর যদি উহা জন্মলয় হইতে অশুভভাবে হইয়া বর্ষলয় হইতে শুভগৃহগত হয়, তাহা হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে অশুভ এবং শেষার্দ্ধে শুভ হইয়া থাকে। সঞ্চারিত জন্মলয় চতুর্থ কিংবা সপ্তম গৃহগত হইয়া যদি কোন শুভ গ্রহযুক্ত হয়, তাহা হইলে পূর্কোক্তভাবে অশুভ না হইয়া বরং শুভ হইয়া থাকে। ঐ লয় রবিযুক্ত হইলেও শুভ-ফললাভ হয়।

বর্ষলয়ে জন্মলয়ের সঞ্চার হইলে সম্মান, অপত্তা, রাজপ্রসাদ ও ধনলাভ, প্রোতাপবৃদ্ধি, শত্রুরের পুষ্টি এবং শত্রুনাশ হয়। দ্বিতীয় স্থানে হইলে সম্মান, বশ, অর্থ, বন্ধু, সুখ এবং স্বাস্থ্য লাভ হয়। তৃতীয় স্থানে হইলে নিজ উৎসাহে ধন, বশ ও সুখলাভ, ধর্মবৃদ্ধি, শত্রুরপুষ্টি এবং রাজসম্মান লাভ হয়। চতুর্থ স্থানে হইলে পীড়া, শত্রুতর, স্বজনগণের সহিত কলহ, মনস্তাপ, জনাপবাদ ও মনঃকষ্ট হয়। পঞ্চম স্থানে হইলে আশ্রয়, ধন ও রাজ-প্রসাদ লাভ, প্রোতাপবৃদ্ধি এবং ধর্মোন্নতি হয়। ষষ্ঠ স্থানে হইলে শত্রুবৃদ্ধি, রোগ, চোর বা রাজতর, কাণ্ড ও অর্থনাশ এবং দুঃখবিশ্রমঃ অসুখতাপ হয়। সপ্তম স্থানে হইলে পুত্র, কন্যা, মিত্র ও অর্থনাশ, শত্রুবৃদ্ধি, কলহ, দুঃখাত্মা এবং উৎসাহভঙ্গ হয়। অষ্টম স্থানে হইলে শত্রুতর, ধর্ম ও অর্থক্ষয়, বলহানি, রোগ, শোক, বিপদ বা দুঃখ হয়। নবম স্থানে হইলে অর্থপ্রাপ্তি,

ধর্মোন্মিতি, পুত্র, কলত্র, বহু, বশোভাৎ এবং ভাগ্যোদয় হয়। দশম স্থানে হইলে সৌভাগ্য, পদ ও কীর্তি লাভ এবং পরাক্রম বৃদ্ধি হয়। একাদশ স্থানে হইলে মনস্তপ্তি, বাহ্য, সম্মিতি, পুত্র, রাজাশ্রয়, হর্ষবৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও বাহনাদি লাভ হয়। দ্বাদশ স্থানে হইলে ব্যয়াদিকা, ঋণ বা কারাবাস, রোগ, সজ্ঞনের সহিত কলহ ও শুশ্রূষা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু শত্রু হইতে অর্বলাভ হইবার সম্ভাবনা।

জন্মকালে গ্রহগণ ভ্রমাদি দ্বাদশ ভাবস্থ হইয়া যে সকল ফল উপপন্ন করে, বর্ষপ্রবেশকালেও উহারা সেইরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। অর্থাৎ শুভগ্রহগণ ক্ষেত্রে বা ত্রিকোণে রবি ও মঙ্গল উপচয়, এবং শনি, তৃতীয়, বৃহৎ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে থাকিলে শুভফলপ্রদ হয়।

বর্ষলয় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ রাশি দ্বারা দ্বাদশ মাসের ফল স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যে যে গ্রহ বর্ষলয়ে থাকে, অথবা বর্ষলয়কে দৃষ্টি করে, প্রথম মাসে তদন্ত ফলভোগ হইয়া থাকে। এইরূপ যে যে গ্রহ দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি গৃহে থাকে, অথবা সেই সকল গৃহকে দৃষ্টি করে, দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি মাসে সেই সমস্ত গ্রহদত্ত ফল হইয়া থাকে। যে গৃহে কোন গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি না থাকে, সেই মাসে সেই গৃহাধিপতির স্থিতি ও শুভাশুভ সম্বন্ধ অনুযায়ী ফল হয়।

বর্ষলয় হইতে দ্বাদশ গৃহের যে যে গৃহে মঙ্গল ও শনি থাকে, সেই সংখ্যক মাসে পীড়া বা মনঃকষ্ট হয়। জন্মকালীন চন্দ্রে হইতে গ্রহদত্ত শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ বর্ষ রিষ্টদায়ক। উদ্যোগে যদি কোন বর্ষে বর্ষলয়, মঙ্গলান্বিত জন্মলয় ও তাহাদের অধিপতিগণ পাপযুক্ত বা দৃষ্ট কিংবা অশুভ গৃহগত হয়, তাহা হইলে সেই বর্ষে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।

বর্ষাধিপানয়ন—বর্ষপ্রবেশে বর্ষের অধিপতি কোন্ গ্রহ, তাহা স্থির করিয়া তবে কলাকল নির্ণয় করিতে হয়। বর্ষাধিপ স্থির করিতে হইলে ত্রিরাশিপতি কোন্ কোন্ গ্রহ, এবং তাহার মধ্যে কোন্ গ্রহ বলবান্, তাহা নির্ণয় করিতে হয়। যখন দ্বিবাভাগে বর্ষপ্রবেশ হয়, তখন বর্ষপ্রবেশলয় মেঘ হইলে রবি, সূর্য হইলে শুক্র, মিশ্র হইলে শনি, কর্কট হইলে শুক্র, সিংহ হইলে বৃহস্পতি, কন্ডা হইলে চন্দ্র, তুলা হইলে বুধ ও বৃশ্চিক হইলে মঙ্গল ত্রিরাশিপতি হইয়া থাকে। রাজিতে বর্ষপ্রবেশ হইলে বর্ষপ্রবেশ লয় যদি মেঘ হয়, তাহা হইলে বৃহস্পতি, এবং সূর্য বর্ষপ্রবেশ লয় হইলে চন্দ্র, মিশ্র হইলে চন্দ্র, কর্কট হইলে মঙ্গল, সিংহ হইলে রবি, কন্ডা হইলে শুক্র, তুলা হইলে শনি এবং বৃশ্চিক হইলে শুক্র ত্রিরাশিপতি হয়।

দিবা বা রাত্রিকালে বর্ষপ্রবেশ হইলে যখন শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, কুন্তের বৃহস্পতি এবং শনিের চন্দ্র ত্রিরাশিপতি হইয়া থাকে।

জন্মলয়ের অধিপতি, বর্ষপ্রবেশলয়ের অধিপতি, বৃহস্পতি ও ত্রিরাশিপতি, দিবাতে বর্ষপ্রবেশ হইলে সূর্যভোগ্য রাশির অধিপতি ও রাত্রিতে বর্ষপ্রবেশ হইলে চন্দ্রভোগ্য রাশির অধিপতি এই পাঁচটি গ্রহদ্বারা বর্ষাধিপতির বিচার করিতে হয়।

এই পাঁচ গ্রহের মধ্যে পঞ্চবর্গী বলদ্বারা বলবান্ হইয়া যে গ্রহ লয়কে দৃষ্টি করে, সেই গ্রহ বর্ষাধিপতি হইয়া থাকে। যে গ্রহ লয়কে দৃষ্টি না করে, সেই গ্রহ বর্ষাধিপতি হয় না। উক্ত পঞ্চগ্রহ তুল্যবলী হইলে যে গ্রহের দৃষ্টি অধিক, সেই গ্রহই বর্ষাধিপতি হয়। উক্ত পাঁচ গ্রহ হীনবল হইয়া যদি সমান দৃষ্টি করে, তাহা হইলে বৃহস্পতি গ্রহ বর্ষাধিপতি হইয়া থাকে। আর উক্ত পঞ্চগ্রহই যদি লয়কে দৃষ্টি না করে, তাহা হইলে বলাধিক গ্রহ বর্ষপতি হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, বল ও দৃষ্টির সমানতা ও অভাব হইলে দিবাতে সূর্যভোগ্য রাশি রাশিপতি ও রাত্রিতে চন্দ্রভোগ্য রাশিপতি বর্ষাধিপতি হয়।

বর্ষপ্রবেশে যোড়শ প্রকার যোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই সকল যোগদ্বারা শুভাশুভ স্থির করা যায়। যোগ সকলের নাম যথা—১ ইকবাল যোগ, ২ ইন্দুবার যোগ, ৩ ইচ্ছাল যোগ, ৪ ঈশরাক যোগ, ৫ নক্ষত্রযোগ, ৬ বম্বারযোগ, ৭ মঙ্গল যোগ, ৮ মঙ্গল যোগ, ৯ কথলযোগ, ১০ গৌরিকবলযোগ, ১১ খল্লাসরযোগ, ১২ রক্ষ-যোগ, ১৩ হুকালাকুখযোগ, ১৪ হুখোখদবীরযোগ, ১৫ তরুণ-যোগ, ১৬ কুহযোগ, মতান্তরে চন্দ্রযোগ।

এই সকল যোগের বিশেষ বিবরণ দীলকর্ত্তোক্ত তালিকে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল যোগ নির্ণয় করিয়া সহম স্থির করিতে হয়। সহম ৫০ প্রকার, তৎপরে বর্ষপ্রবেশের দশা নিরূপণ করিয়া কলাকল স্থির করিতে হয়। বর্ষপ্রবেশে বর্ষ-কুণ্ডলী ও জন্মকুণ্ডলী এই উভয় দেখিয়া ফল স্থির করা আবশ্যক, কেবল বর্ষকুণ্ডলী দেখিয়া ফল নির্ণয় করিলে তাহা মিথ্যে না, জন্মকুণ্ডলীর সহিত সম্বন্ধ বিচার করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হইবে। (দীলকর্ত্তোক্ত তালিক)

বর্ষপ্রাবন্ (ত্রি) অভ্যধিক দৃষ্টিপাত। (তৈত্তিরীয়ব্রা ৬।৬।৩।১)

বর্ষপ্রিয় (পুং) বর্ষা বর্ষক প্রিয়মত। চাতকপক্ষী। (ত্রিক।)

বর্ষকল (স্ত্রী) বৎসরের কলাকল। [বর্ষ ও বৎসর দেখ।]

বর্ষভুক্ত (পুং) বৎসরভুক্ত। পৃথক পৃথক জন্মপদের অধীশ্বর।

(ভাগবত ১০।৮।১।২৮)

বর্ষমর্যাদাগিরি (পুং) বর্ষসমূহের সীমাপর্যন্ত।

(ভাগবত ৫।২।১২৬)

বর্ষমাত্র (অব্য) এক বৎসর।

বর্ষমোদস্. (পুং) বৃষ্টিরমাস। (অথর্ব ১২।১।৪২)

বর্ষবর (পুং) বরযাত্রী বর আধরণে অচ, বর্ষত রোতো বর্ষগত বর আধরকঃ। অচ, চলিত খোলা।

“নষ্টঃ বর্ষবরৈর্ভূব্যাপনভাবাদপত ত্রুপা-

মকঃ কল্কিকল্ককত বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ।”

(রত্নাবলী ২ অধ্যায়)

বর্ষবর্জন (স্ত্রী) বরসের বৃদ্ধি।

বর্ষবৃদ্ধ (ত্রি) বরোবৃদ্ধ। যিনি বরসে বড়।

বর্ষবৃদ্ধি (স্ত্রী) বর্ষত বৃদ্ধিরাদিক্যং বজ্র। জন্মতিথি। [বিশেষ বিবরণ জন্মতিথি শব্দে দেখ] ২ বরোবৃদ্ধি।

বর্ষশত (স্ত্রী) শতাব্দ।

বর্ষশতাব্দিক (ত্রি) শতাব্দেয়ও অধিক।

বর্ষসংক্রান্ত (ত্রি) সহস্র বৎসর।

বর্ষা (স্ত্রী) বর্ষো বর্ষণমন্ত্যাপ্ত ইতি বর্ষ-অর্শাদিভাদ্যচ, টাপ্, বর্ষা ত্রিগতে ইতি (বৃত্ত বরোতি। উপ্. ৩৬২) ইতি সং, ততটাপ্। স্মনামথ্যাত ঋতু। পর্যায়—প্রাবৃট্, বনকাল, জলগর্ভ, প্রাবৃট্, মেঘাগম, বনাগম, বনাকর। (শব্দরত্নাং) সৌরশ্রাবণ ও সৌর-ভাদ্র এই মাস চতুর্দশকালই বর্ষাকাল। “নভাশ্চ নভস্তশ্চ বার্ষিকায়ুজুঃ” (মলমাসতত্ত্ব ৩ শ্লোক) এই বর্ষাকাল দক্ষিণায়ন, ইহা দেবতারিণের রাত্রি।

আষাঢ়াদি মাস চতুর্দশকালকেও বর্ষা কহে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস। চাতুর্মাস্য বিধানস্থলে আষাঢ় মাস হইতে এই ব্রতের বিধান আছে, এবং এই চারি মাস বর্ষা বলিয়া অভিহিত হইরাছে।

“আষাঢ়গুরুষাদস্তাং শৌণ্ডমাস্ত্রায়মথাপি বা।

চাতুর্মাস্ত্রতরস্তাং কুর্ঘ্যাৎ কর্কটসংক্রমে ॥

অভাবে তু তুলার্কেনপি মত্রেণ নিয়মং ব্রতী।

কার্ত্তিকে গুরুষাদস্তাং বিবিধস্তৎ সমাপয়েৎ ॥ (বরাহপুঃ)

চতুর্ধাপি চ ততীর্ণ চাতুর্মাস্য ব্রতং নয়ঃ।

কার্ত্তিক্যাং গুরুপক্ষে তু ষাষষ্ঠ্যং তৎ সমাপয়েৎ ॥

চতুর্দশে বার্ষিকান্ মাসান্ দেবতোখাপনাবধি।

মধুশ্রো ভবেব্রিত্যং নরো শুভবিবর্জনাৎ ॥

একরাত্র্যং বসন্তগ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।

বর্ষাভ্যোবর্ত্তজ বর্ষান্ত মাসাশ্চ চতুর্দশবৎসং ॥” (মৎস্তপুঃ)

তাবৎপ্রকাশে লিখিত আছে যে, বর্ষা ঋতু শীতল, বিদ্যাহ-
পাকজনক, স্বাস্থ্যকারক এবং বায়ুবর্জক। বর্ষাকালে পিত্তের
সঞ্চয় হয় এবং বায়ু প্রবল হয়, অতএব ঐ বায়ু শান্তির
নিমিত্ত মধুর, অন্ন ও লবণ রসযুক্ত দ্রব্য বিশেষরূপে সেবন

করা কর্তব্য। এই সময় শরীর ক্লিষ্ট হয়, এই ক্লিষ্টতা নিবা-
রণের জন্য কটু, তিক্ত ও কষায়রস সেবন করা বিধেয়।

বর্ষাকালে শ্বেদকর দ্রব্য সেবন, অঙ্গমর্দন, দধি, উষ্ণদ্রব্য,
জাজলমাস, গোধূম, শালিতগুলের অন্ন, মাষকলায়,
কুণাভব জল ও চূতকল সেবনীয়। পূর্নমিগ্ধব বায়ু, বৃষ্টি,
রোদ্র, হিম, পরিশ্রম, নদীতীরে গমন, দিবানিত্রা, রক্ষদ্রব্য
ও নিতামৈথুন এই সকল বর্জনীয়।

দুগ্ধ, মধুর, কষায় ও তিক্ত রসযুক্ত দ্রব্য, লঘুপাক দ্রব্য,
দ্রব, স্বচ্ছ অথচ গুরুবর্ণ ইক্ষুবিকার, লবণ, অন্ন পরিমাণে জাজল-
মাস, গোধূম, বব, দুগ্ধ, শালিতগুল, কর্পূর, রক্তচন্দন,
রাত্রির প্রথমভাগের চন্দ্রকিরণ, মালাধারণ, নির্মূলবস্ত্র পরিধান,
ব্যায়ামরাহিত্য, স্তম্ভব্যক্তিগণের সহিত মধুর আলাপ, সন্মোহনে
জলক্রীড়া এবং পিত্তাধিক ব্যক্তির বিরোচন ও বলবান্ ব্যক্তির
পক্ষে শিরোবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বর্ষার অবসানসময়ে হিত-
জনক। দধি, ব্যায়াম, অন্ন দ্রব্য, কটু দ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য, তীক্ষ্ণ
দ্রব্য, দিবা নিত্রা, হিম এবং রোদ্র, এই সকল বর্ষা অবসানে
বর্জনীয়। (ভাবপ্রঃ)

বাভটে লিখিত আছে যে, বর্ষা, শরৎ ও হেমন্তকাল দক্ষি-
ণায়ন, ইহা দিন দিন লোকে বল বিসর্জন অর্থাৎ বল দান করে
বলিয়া ইহাকে বিসর্গকাল কহে। এই কালে চন্দ্র বলবান্ ও
রবি হীনবল্য হয়, আর শীতল মেঘ বৃষ্টি ও বায়ুযোগে মহীতলের
তাপ শান্ত হইয়া থাকে। এই জন্য দ্রব্য সকল স্নেহযুক্ত হয়।
অন্ন, লবণ ও মধুর রস প্রবল হয়। বর্ষার অন্ন, শরতে লবণ
এবং হেমন্তে মধুর রস প্রবল হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে কালধর্মবশে মানবের অঘ্রিভেজ মান্দ্য হয়।
ইহাতে শরীর মানিবিষ্ট হইয়া থাকে। তখন আকাশ জল-
ভারাবনত ও জলজালে ব্যাপ্ত হওয়ার সহসা শীতল ভ্রুয়ারমিত্ত
পবনে, ভূতলোখিত বাশে ও অন্ন বিপাককারিতে এবং
অগ্নির মন্দতাবশতঃ বাত, পিত্ত ও কফ দৃষ্ট হয়। বাত, পিত্ত
ও কফ এইরূপে পরস্পরকে দূষিত করে বলিয়া পাচকারি ক্লীণ
হয়। এই কালে সাধারণতঃ এইরূপ দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত,
যাহা পাচকারির উত্তেজক। এই কালে শরীর শোধন
করিয়া দেহবস্তি, পুরাতন খাত্ত, অসংস্কৃত মাংসরস, জাজল-
মাস, মূলাদির দুধ, পুরাতন মধু ও অরিষ্ট, সৌবর্জলযুক্ত মস্ত
(দধির মাত) বা পঞ্চকালদূর্ণ এবং আকাশ জল, কুপজল বা
অতিসিদ্ধ জল সেবন করিবে। অতিশয় হৃদ্যে তীক্ষ্ণ, অন্ন,
লবণ ও স্নেহ সেবন, শুষ্ক ও লঘু ভোজন এবং মধু পান করিবে।

বর্ষাকালে পদব্রজে ভ্রমণ বিশেষ নিষিদ্ধ। এই সময় সুসজ্জি
সেবন ও হৃপিত বসন পরিধান এক বাস্পীভব স্বীকৃত বর্জিত

হর্ষাপটে বাস প্রাপ্ত। নবীজল, উদমহ (দ্রুত প্রক্ষেপ সহ-
বোগে জনসিক্ত শত্রু দ্বারা যে খাণ্ড প্রস্তুত হয় তাহাকে উদমহ
কহে) দিবানিদ্ৰা, পরিশ্রম ও আতপ পরিহার কর্তব্য।

(বাতট সূত্রাং ৩ অং)

বর্ষাকালে এই সকল বৈজ্ঞানিক বিধিনিষেধ মানিয়া চলিলে
ব্যাধির প্রকোপ হয় না, শরীর সুস্থ থাকে।

সূত্রে লিখিত আছে যে, এই কালে দিব্যাজির মধ্যেও
সংবৎসরের জ্ঞান শীত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষার মত হয় ঋতুর লক্ষণ
এবং সন্ধ্যাকালে বর্ষাঋতুর লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই জ্ঞান
বর্ষাকালের নিষিদ্ধ ও সন্ধ্যাকালে আহার করিবে না।

কবিকল্পভার্য লিখিত আছে যে, বর্ষা বর্ণন করিতে হইলে
শিবী, শ্রম, হংসাগম, পক্ষ, কমল, উল্লু, জাতী, কদম্ব, কেতক,
বজ্রানিল, নিরগা ও হলিগ্রীতি এই সকল বর্ণন করিতে হয়।

“বর্ষাস্থ ঘনশিখিময়হংসাগমাঃ পক্ষকমলোল্লুসৌ।

জাতী কদম্বকেতকবজ্রানিলনিরগাহলিগ্রীতিঃ ॥” (কবিকল্পভা)

“পত্নী কুজতি কাননে চ সরসী স্নানাপূর্ণা তথা

হংসা মানসমাত্রজন্তি কমলাস্ত্রানতাং যান্তি চ।

গজ্জম্বেষমহেন্দ্রকন্দরদরী শতাবৃত্তা শ্রামলা

ভাত্যেব পবনস্ত কোপনকরো বর্ষাঋতুঃ শোভিতঃ ॥”

(হারীত ১৪ অং)

এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত, ‘দারাদেনি’ তাৎ এই সূত্রানুসারে
দার, অপ, বর্ষা, এই তিন শব্দ নিত্য বহুবচন, এই সকল শব্দের
উত্তর একবচন বা দ্বিবচন হয় না।

বর্ষাংশ[ক] (পুং) বর্ষন্ত বৎসরন্ত অংশঃ। মাস। (ত্রিকাং)

বর্ষাকাল (পুং) বর্ষাঋতু। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসদ্বয় বর্ষা।

বর্ষাকালীন (ত্রি) বর্ষাসমরোপযোগী।

বর্ষাগম (পুং) বর্ষারম্ভ। বৃষ্টিপাত।

বর্ষাঘোষ (পুং) বর্ষাস্থ ঘোষো মহান্ শব্দোহস্ত। মহামণ্ডুক।

বর্ষাজ (পুং) বর্ষন্ত বৎসরন্ত অজমিষ অভিধানাৎ পুংষ্ম।

মাস। (হারাবলী)

বর্ষাঙ্গী (স্ত্রী) বর্ষাস্থ অঙ্গং যভাঃ তজ্জ জাতীভূতদর্শনাৎ তভা-
ত্ভাশ্বম্। পুনন’বা। (শব্দরত্নাবলী) ইহার বিস্তৃত বিবরণ

পুনন’বা শব্দে প্রদ্রব্য।

বর্ষাচর (ত্রি) বর্ষার বিচরণকারী। ‘বর্ষাচরোহস্ত তৃতকঃ’

(ভারত ১৩ পর্ব)

বর্ষাজ্য (ত্রি) বর্ষাকালেৎপন্ন দ্রুত সম্বন্ধীয়। (অথর্ব ১২১, ৪৭)

বর্ষাৎ (হিঙ্গি) বর্ষাকাল।

বর্ষাতি (ত্রি) ১ বর্ষাকাল-সম্বন্ধীয়। ২ বর্ষাকালে পরিধেয়

পরিচ্ছদভেদ। ৩ গর্ভাধারি বর্ষাজনিত রোগবিশেষ।

বর্ষাধিপ (পুং) বর্ষাধিপাধিপাঃ ৬তৎপুরুষাঃ। ১ বর্ষসমুহের
অধিপতি। [বর্ষ দেখ।] *

২ বর্ষাধিপ গ্রহগণ। এক এক মন্বর্ষে এক একটা গ্রহ
অধিপতি হইয়া থাকেন। গ্রহাভ্যুত্থানে বর্ষের কলাকল হির
করিতে হয়। এই বর্ষকলাকলের উপরই পৃথিবীর মঙ্গলা-
মঙ্গল নির্ভর করে।

বরাহমিহির এ সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতার লিখিতাছেন, সূর্য যে
বার বর্ষাধিপতি, মাসাধিপতি বা দিনাধিপতি হন, সে বার
পৃথিবীর সর্বত্র অন্ন শত হয়। বনবিভাগ বৃক্ষ দ্বৈষ্টগণে
পূর্ণ হইয়া উঠে, নবীগণ প্রচুর বারিষ্করণ করে না, পীড়ার প্রযুক্ত
ঔষধ সকল তাদৃশ বলকারক হয় না। শীতকালেও সূর্য প্রথর
তাপ দিয়া থাকেন। পর্বতোপম মেঘগুলি বেশী বর্ষণ করে না,
আকাশের নক্ষত্রাঙ্গি, এমন কি শ্রম্য চন্দ্রমা পর্যন্ত দীপ্তিহীন
হইয়া উঠে, গো ও তাপসকুল বিদ্যাদ্রব্য হয় এবং হস্তী, অশ্ব,
পদাতি প্রভৃতি বলবাহনযুক্ত নরপতিগণ অল্পচর সহচর সম্ভি-
ব্যাচারে বহু বাণ, ধনু ও অসি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত লইয়া
দেশধ্বংসে প্রবৃত্ত হন।

চন্দ্র বর্ষাধিপ হইলে, প্রচলিত পর্বতোপম মেঘদল, কৃষ্ণসর্প,
কঙ্কাল, ভ্রমর বা মহিবৎ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আকাশমণ্ডল ছাইয়া
ফেলে, লোকের উৎকর্ষাস্থচ গভীর শব্দে অধিল মিথুওল পূর্ণ
হইয়া উঠে। নির্মল সলিলে পৃথিবী পূরিত হয়। সরোবর সকল
পল্ল, উৎপল ও কুমুদমালায় মণ্ডিত হইয়া উঠে। উপবনহ
ক্রমদল প্রফুল্ল হয় ও ভ্রমর বজ্রাঘ করে। গাভী সকল প্রচুর দুধ-
বতী হয়, স্তন্যদী কামিনীরা অমুরাগতরে নিয়ত পুরুষসঙ্গ
করে। পৃথিবী গোঘৃম, শালি, ধব, প্রেষ্ঠ ধাজ ও ইক্ষুশালিনী
হইয়া নানা নগর ও চৈতন্যসমূহে শোভিত, পথির হোম ধ্বনিতে
পূর্ণ এবং নরপতিগণ কর্তৃক পালিত হইয়া থাকে।

মঙ্গল বর্ষাধিপতি হইলে পর্বনোদ্ধৃত প্রাণবলি,—গ্রাম,
বন ও নগর দগ্ধ করিতে উত্তত হয়, পৃথিবীতে মর্ত্যবর্ণ দ্রব্যগণে
আহত ও নিঃশ্ব হইয়া হাহাকার করিয়া বিচরণ করে, পশুকুল
নির্মূল হয়, মেঘদল সূত্রে অজ্ঞারত ও সংহত সূর্য হইয়াও কোথাও
প্রচুর জল বর্ষণ করে না, পক্ষপ্রাণ শত শোণ প্রাণ হয় এবং
কোনরূপে নিম্পন্ন হইলেও অবিনয় বলে অপার ব্যক্তির তাহা
হরণ করিয়া লয়। মঙ্গলের সাবৎসরে নৃপতিগণের চিত্ত প্রজা-
পালনে তাদৃশ অজ্বরক হয় না। শিক্কাতে রোগের প্রাচুর্য
হয়। কুলঙ্গণের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এইরূপে প্রজাবর্ণ
শত্ৰুহীন, বিপন্ন ও উপহত হইয়া উঠে।

বৃষ বর্ষাধিপতি হইলে, মারা, ইজ্ঞাকাল ও কৃষককারী নাগর-
গণ এবং গাভর, লেখা, গণিত ও অস্ত্রবিদ্যগণের বৃদ্ধি হয়

নরপতিরা পরস্পর প্রীতিকামনায় অদ্ভুত দর্শন ও তুষ্টি করিয়া
সকল পরস্পরকে দান করিতে অভিলষী হন। কস্তী ও ত্রী-
শাস্ত্র জগতে অবিকল ও সত্য থাকে। কাহারও বুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞানে
অভিনিবিষ্ট এবং কেহ কেহ আধীক্ষিকী শাস্ত্রে পরম পদ লাভে
চেষ্টিত হয়। বৃষগ্রহের নিজবর্ষ ও মাসে এইরূপে পৃথিবী
হাস্য, দূত, কবি, বালক, নপুংসক, যুক্তি, সেতু, জল ও
পার্বত্যবাসিগণের তৃপ্তি ও পৃথিবীতে ওষধিগণের প্রচুরতা
সম্পাদন করেন।

বৃহস্পতি বর্ষাধিপতি হইলে, যজ্ঞোচ্চারিত বিপুল আকাশ-
গামী বেদধ্বনি যজ্ঞোচ্চারণের মন বিদীর্ণ করিয়া, দ্বিজবয় ও
যজ্ঞাংশভাগিদিগের জনমানন্দরূপে ভ্রমণ করে। ক্ষিতি
উত্তম শতাব্দী, অনেক হস্তী, অশ্ব, চতুরঙ্গ সেনা, মহাদন,
গোকুল ও ধনশালিনী হইয়া নরপতিগণে পালিত ও বর্জিত
হইতে থাকে। জনগণ স্বর্গীয় লোকের গ্রাম স্পর্ধার সহিত
বিসাক্ষ করে। গগনোন্নত বিবিধ বর্ণের পদ্যোদগণ তুষ্টি কর জল
দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করিতে থাকে। সুরগুরু বৃহস্পতির শুভবর্ষে
এইরূপে পৃথিবী বহু শতযুতা ও সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠে।

শুক্র বর্ষাধিপতি হইলে, ধরাধর তুলা জলদপটল বারিদারা
এধণ করিতে থাকে। তাহাতে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যায়, তড়াগ
স্রম্বর সরোবরহজালে আকীর্ণ হয়। পৃথিবী নবালঙ্কারে
অলঙ্কৃত হইয়া উজ্জলান্বী নারীর গ্রাম শোভা পায় এবং বহু
শালী ও ইক্ষু উৎপাদন করে। ভূপতিগণের জয়শেষে দিগ্‌মণ্ডল
ধ্বনিত হয়। শক্রদল বিধ্বস্ত হয়, রাজগণ চুপ্ত দমন ও শিষ্ট-
পালন করিয়া নগর ও আকর সহ সমৃদ্ধায় পৃথিবী পালন করিতে
থাকেন। বসন্ত ঋতুতে মানবগণ কামিনীগণসহ পুনঃ পুনঃ
মধুপান করিয়া বেণু বীণা সহ বার বার শবণমধুর গান গাইতে
থাকে এবং অতিথি স্তব্ধ ও অধনগণসহ একত্র অন্নভোজন করে।
শুক্রের বর্ষে এইরূপে মঙ্গলপ্রাধান্তই স্থিতি হয়।

শনি বর্ষাধিপতি হইলে দুর্ভিক্ষ দম্ভাগণের উপদ্রবে ও বহু
সংগ্রামে রাজ্য সকল আকুল হইয়া উঠে, অনেক ধর্ম ও পণ্ড নষ্ট
হইয়া নরগণ বহুজন বিয়োগে আত্মীয় রোদন করিতে থাকে।
কুখ্য ও সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে মানুষ আকুল হইয়া পড়ে।
অস্তরীক্ষে বায়ু বিক্ষিপ্ত মেঘ আর দেখা যায় না। ধরাতলে
একটা পল্লব ও অক্ষত বা অক্ষয় অবস্থার থাকে না। আকাশে
চন্দ্র ও সূর্য্যকিরণ অত্যধিক ধূলিপতনে ঢাকিয়া কেলে।
জলাশয় জলহীন এবং সরিৎ সকল কীর্ণপ্রোত হইয়া পড়ে।
কোথাও জলাভাবে শত্রু সকল নষ্ট হইয়া যায়। কোথাও বা
জলসিক্ত ভূভাগে উহার পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দিবাকর-
বংশধর শানির বর্ষে ইহা পঞ্চদশ প্রজা জল বর্ষণ করিয়া থাকেন।

ফলতঃ যে গ্রহ ক্ষুদ্র, অপটুকিরণ, নীচগামী বা অস্ত্রদ্বারা
বিজিত হন, তিনি সকল ফল ও পুষ্টিলাভ হইতে পারেন না।
অশুভগ্রহ বর্ষাধিপতি ও মাসাধিপতি হইলে তাহার মাসজাত
ফলের বৃদ্ধি হয়, অস্ত্রাশা শুভফল ও যাপ্য হইয়া থাকে।

(বৃহৎসং ১২ অঃ)

বর্ষাধুত (ত্রি) বর্ষাকালে লক্ষ। বর্ষাপ্রাপ্ত। (কাত্য্যব্রীং ৪৮।১৮)

বর্ষাপ্রভঞ্জন (পুং) বটিকাণ।

বর্ষাপ্রিয় (পুং) চাতকপক্ষী। (ত্রিকাং)

বর্ষাবীজ (স্ত্রী) মেঘ।

বর্ষাভ (দেশজ) ডেক।

বর্ষাভব (পুং) বর্ষাস্ত্র ভবতীতি ভূ-অচ্ বর্ষাস্ত্র ভব উৎপত্তি
র্থত্ব বা। রক্তপুনর্নবা। ২ পুনর্নবা। (রাজনিং) (ত্রি)
৩ বর্ষায় উৎপন্ন মাত্র।

বর্ষাভূ (পুং স্ত্রী) বর্ষাস্ত্র, ভবতীতি ভূ-ক্ৰিপ্। ১ ভেক।

“মণ্ডুকঃ প্রবগো ভেকো বর্ষাভূদক্ষুরো হরিঃ।” (ভাবপ্রঃপুঃ)

২ ইন্দ্রগোপ। (রাজনিং) ৩ ভুলতা। (মেদিনী) (স্ত্রী)

৪ বস্ত্র পুনর্নবা। (পর্যায়মুক্তাবলী) ৫ শ্বেতপুনর্নবা। (চন্দ্রদং)

৭ পুনর্নবা। “তিলপর্ণিকা বর্ষাভূ চিত্রমূলকপোতিকালভন-

পলাথুকলায়প্রভৃতীনি।” (স্বপ্নত স্ত্রহৃদ্বান ৪৫ অঃ) ৭ ভেকী।

(ভরতধৃত রসরত্নাকর) (ত্রি) ৮ বর্ষাজাত মাত্র।

বর্ষাভূশাক (পুং) পুনর্নবা শাক, চলিত শ্বেতপুণ্ডা শাক।

মরাঠী—যেটুল, কণাড়ী,—বেলডিকিলু। ইহার গুণ—কফ,

অগ্নিমান্দ্য ও বাতহর, কন্মজর এবং শুষ্ক, প্রাহা ও শূলনাশক।

বর্ষাভূী (স্ত্রী) বর্ষাভূ-ভীপ্। ১ ভেকী। ২ পুনর্নবা।

বর্ষামদ (পুং) বর্ষাস্ত্র মাভতি ইতি মদ-অচ্। ময়ূর।

বর্ষাস্মু (স্ত্রী) বৃষ্টিজল।

বর্ষাস্মুপ্রবাহ (পুং) বর্ষাজলসঞ্চয়ার্থ জলধারা।

বর্ষাস্ত্রঃপারণব্রত (পুং) বর্ষাস্ত্রা বৃষ্টিজলঃ তস্ত পারণং উপ-
বাসান্তে পানং ব্রতমিব ব্রতং বস্ত্র। চাতকপক্ষী।

বর্ষায়ুত (স্ত্রী) অয়ুত বৎসর।

বর্ষারাত্রি (পুং) বর্ষাণাং রাত্রিঃ ততঃ সমাসাস্ত্রোচ্চ। ১ বর্ষা-
কালীন রাত্রি। ২ বর্ষাশতু।

বর্ষার্চিস্ (পুং) বর্ষাস্ত্র অর্চিবীপ্তিরস্ত। মজলগ্রহ। (শকরত্নাং)

বর্ষাল (পুং) পুষ্কা, চলিত পিড়ি। (বৈদ্যকনিং)

বর্ষালঙ্কারিকা (স্ত্রী) পুষ্কা, পিড়িঃ শাক। (ভরতঃ)

বর্ষালী, পানিনীর উষাদিগণোক্ত একটা শব্দ। (পা ১।৪।৬১)

বর্ষাবৎ (ত্রি) বর্ষানদূপ।

বর্ষাবর্তী (স্ত্রী) ভূকীটবিশেষ, চলিত ইন্দ্রগোপ কীট। ২ ভেক-
পত্নী। ৩ পুনর্নবা। (অমরমালা)

বর্ষাবসান (পুং) বর্ষাণানবসানমত্র। ১ শরৎকাল। (রাজনি°)
২ (স্ত্রী) বর্ষাশেষ।

বর্ষাশাণী (স্ত্রী) বর্ষাঋতুতে বৌদ্ধদিগের পরিধেয় বাসভেদ।

বর্ষাশরদৌ (স্ত্রী) বর্ষা ও শরৎ কাল।

বর্ষাসময় (পুং) বর্ষাকাল।

বর্ষাস্তজ (ত্রি) বর্ষাকালজাত। (পা ৬।৩।১ বাস্তিক)

বর্ষাহিক (পুং) বিববিহীন সর্পভেদ। (সুশ্রুত কর্ণ ৪ অঃ)

বর্ষাহ (স্ত্রী) বর্ষাতৃ। ভেকী। (বাক্সনেনরসং ২৪।৩৮)

বর্ষাহ্বা (স্ত্রী) পুনর্নবা। (চক্রণ°)

বর্ষিক (ত্রি) ১ বর্ষাসম্বন্ধীয়। ২ বর্ষসম্বন্ধীয়। বর্ষা ও বর্ষ
এই উভয় শব্দের উত্তরই যিক্ প্রত্যয় করিলে 'বর্ষিক' পদ
সিদ্ধ হয়।

বর্ষিত (স্ত্রী) বৃষ্টি।

বর্ষিতৃ (ত্রি) বর্ষগকর্তা (নিরুক্ত ৪।৮)

বর্ষিতা (স্ত্রী) বর্ষিন্ ভাবে তল্ তত্ঠাপ্। বর্ষগকর্তা।

বর্ষিন্ (ত্রি) বর্ষগকাবী। শ্রাবিন্।

বর্ষিয়ন্ (পুং) বৃষ্ণের ভাব। দীর্ঘজীবিক। (শুক্রযজু° ১৮।৪)

বর্ষিষ্ঠ (ত্রি) ১ অতিশয় বৃদ্ধ। (ঋক্ ৫।৭।১) 'অয়মনরোরতি-
শয়েন বৃদ্ধঃ' এই অর্থের বৃদ্ধ স্থানে বর্ষ আদেশ করিয়া পরে ইষ্ঠ
প্রত্যয়ে 'বর্ষিষ্ঠ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ২ অত্যন্ত বৃদ্ধবান্।

বর্ষিষ্ঠকৃত্র (ত্রি) ১ অতিশয় ক্ষমতা বা শক্তিশালী।

২ মিত্রাবরূপ। (ঋক্ ৮।২০।১)

বর্ষীকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

বর্ষীগ (ত্রি) বর্ষগসম্বন্ধীয়। (পা ৪।১।৮৬)

বর্ষীয় (ত্রি) বৎসর বা বয়সসম্বন্ধীয়।

বর্ষীয়স্ (ত্রি) অয়মনরোরতিশয়েন বৃদ্ধঃ; বৃদ্ধ ইয়স্মন্ ততো
বর্ষাদেশঃ। অতি বৃদ্ধ। পর্যায়—দশমী, জ্যায়ান্। (অমর)

"হ্রিয়তে বিষয়ে: প্রায়ো বর্ষীয়ানপি মাদ্ভু:।"

(ভারবি ১১ সঃ)

স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত বালক,
তাহার পর তরুণ বা যুবক। তৎপরে সপ্ততি বর্ষের পর বৃদ্ধ
এবং নবতির পর বর্ষীয়ান্ সংজ্ঞার অভিহিত হইতে হয়।

"আষোড়শাদ্ভবেদ বালকরূপতত উচ্যতে।

বৃদ্ধঃ ত্রাৎ সপ্ততিরুজ্জং বর্ষীয়ান্ নবতে: পরম্॥" (স্মৃতি)

বর্ষ্য (ত্রি) বর্ষপ্রভব ভূগাদি, বর্ষাকালোৎপন্ন।

"বর্ষৌ বর্ষীয়সি যজ্ঞে বজ্রপতিং" (শুক্রযজু° ৬।১১)

'বর্ষৌ বর্ষাহুৎপন্নঃ বর্ষু: তৎসম্বোধনং বর্ষৌ বর্ষপ্রভব হে ভূগ'

(বেদবীপ)

বর্ষুক (ত্রি) বর্ষতি তজ্জীল ইতি বৃষ- (লঘু পতপদহাত্-বৃষ-হন-

কম-গম-লুতা উকঞ্। পা ৩।১।১৫৫) ইতি উকঞ্। বর্ষুণ-
কর্তা, বর্ষগকারী, বর্ষগশীল।

"জম্বু: প্রসাদং যিজমানসামি ভৌবর্ষুকা প্রাশচরঃ বহুব্।

নির্ঘ্যাজমিয্যা বহুতে বচচ্ কুরো বভাবে মুনিনা কুমারঃ॥"

(ভট্ট ১।৩৭)

বর্ষুকান (পুং) বর্ষুকশাসৌ অক্ষশ্চেতি কৰ্মধারয়ঃ। বর্ষগশীল
মেঘ। যে মেঘ হইতে বৃষ্টি পতন হইতেছে। (জটীধর)

বর্ষেজ (ত্রি) বর্ষে জায়তে ইতি জন-ড, সপ্তম্যা অলুক্। ১ বর্ষা-
কালজাত। ২ বৎসরজাত।

বর্ষেশ (পুং) বর্ষস্ত ঈশঃ। বর্ষাধিপ, বৎসরের অধিপতি।

বর্ষোপল (পুং) বর্ষাণামুপলঃ। মেঘজাত শিলা, করক।

"বর্ষোপলবজ্জাতং বাহুভক্ষাত সপ্তম্যাপ্রভং।

ত্রিয়তে কিল খাদিব্যাত্তিৎপ্রভং মেঘসঙ্কৃতম্॥"

(বৃহৎসংহিতা ৮।১।২৪)

বর্ষোঘ (পুং) ঋড়। প্রভঞ্জন।

বর্ট্ (ত্রি) বৃষ্টিকারী। "জাতি বীজং বর্টী পৰ্জতা: পক্তা শতম্।"

(তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।২০।১)

বর্ষ্য (স্ত্রী) শরীর। (হিরূপকো°) "বর্ষ্যৌ হস্মি সমানানাম্।"

(পারস্করগৃহ ১।৩)

বর্ষ্যন্ (স্ত্রী) বর্ষতি বৃষাতে বেতি বৃষ মনিন্। শরীর।

"দদর্শ চ সমীপেহস্ত পিশাচানাং শতৈর্বৃত্তং।

কাণতৃতিং পিশাচং তং বর্ষণা শালসমিতম্॥"

(কথাসরিংসাং ২।৫)

২ প্রমাণ। (অমরটীকা) স্বামীর মতে প্রমাণ শব্দে উন্নতি।

'প্রমাণমত্রোরতিরিত স্বামী' (অমরটীকা ৩।৩।২২৩)

"অধাপস্তদুদীন হৃদ্যান্ অন্তোদারবর্ষণঃ।

পলালবৃত্তিকামেকাং বহতঃ সংহতান্ পথি॥"(ভারত ১।৩।১৮)

৩ ইয়তা। (ভারত) ৪ অতি স্তম্ভরাজিতি। (সারস্বতদ্রী)

(ত্রি) ৫ উন্নত। ৬ হ্রি।

"বর্ষান্তহৌ বরিমন্না পৃথিব্যাঃ" (ঋক্ ১০।২৮।২)

'বর্ষণ শব্দ উন্নতবচনঃ হ্রিযবচনো বা' (সারণ) ৭ বর্ষীয়ান্

অতিশয় বৃদ্ধ। "নমো বর্ষণে নমো কুরে" (ভাগবত ৪।১৮।৩০)

'বর্ষণে বর্ষীয়সে' (স্বামী)

৮ জলস্রোতঃ। 'উদকস্ত বারয়ঃ।' (সারণ)

বর্ষ্যল (ত্রি) বর্ষ মধ্যর্থে (সিদ্ধান্তিভাষ্য। পা ৪।২।৮৭) ইতি
লট্। বর্ষ্যবৃত্ত, বর্ষ্যবিশিষ্ট।

বর্ষ্যবৎ (ত্রি) শরীরসদৃশ।

বর্ষ্যবীর্ঘ্য (স্ত্রী) শারীরিক শক্তি।

বর্ষ্যভ (স্ত্রী) আকার বা গঠনবিশিষ্ট।

বর্ধ্য (ত্রি) বর্ষাশব্দীয়। বর্ষণযোগ্য।

বর্হ, ১ বর্হ। ২ বীতি। চুরাদি পদ্যৈ বর্হাৰ্ধে সৰ্বং বীতিার্ধে অৰ্কং সেট্। লট্ বর্হরতি। লুঙ্ অববর্হৎ। বর্হ—শ্রেষ্ঠ।

ত্বাদি আশ্বনে সেট্। লট্ বর্হতে। লুঙ্ অববর্হিট্।

বর্হ (স্ত্রী) বর্হরতি বীতিতে ইতি বর্হ-অচ্। মনুস্মিচ্।

“বধা বর্হাণি চিত্রাণি বিভক্তি কুলশাশনঃ।

তথা বহুবিধা রাজা রূপা কুলীতি ধর্মবিৎ ॥”

(ভারত ১২।১২০।৪)

২ গ্রহিণী। (ভেক) বর্হতীতি বৃহ বৃকো অচ্।

৩ পত্র। (শব্দরত্নাং)

“বিলাসিনী ব্রহ্মবতী পত্রমাশাং কৃতবর্হমতঃ।

প্রিয়ানিত্যোচিতসরিষেণি পাটমাশা বৃথা নখাট্রঃ ॥”

(মৃ ৩।১৭)

৪ পরীবার। (হেম)

বর্হণ (স্ত্রী) বর্হতীতি বৃহ-বৃকো লট্, বর্হরতি শোভতে ইতি বর্হ-বীতি লুর্বা। পত্র। (শব্দরত্নাং)

বর্হস্ (পুং) বৃহতি বর্হতে ইতি বৃহি বৃকো (বৃহেন) লোপচ।

উণ্ ২।১১০) ইতি ইসি নলোপচ। ১ অয়ি। (মেদিনী)

২ বীতি। (উজ্জল) ৩ বজ্র। (হেম) “মা নোবর্হিঃ পুরুষত।”

(ঋক ৭।৭৫।৮) ‘নো অমাকং বর্হিঃকম্’ (সারণ) ৪ চিত্রক।

(অমর) ৫ বৃহদ্রাজের পুত্র।

“বৃহদ্রাজস্ত ততাপি বর্হিতম্যং কৃতমতঃ ॥” (ভাগবত ৯।১২।১০)

(পুং স্ত্রী) ৬ কুল। (মেদিনী)

বর্হস্ (স্ত্রী) বৃহতীতি বৃহিবৃকো ইসি নলোপচ। ১ গ্রহিণী।

(শব্দরত্নাং) ২ কুল।

“অবচিতবলিপুশ্যা বেসিসম্মার্গমক।

নিরমবিধিকলানং বর্হিবাকোপনেত্রী ॥” (কুমারসং ১।৬১)

বর্হিঃপুশ্প (স্ত্রী) বর্হিঃপুশ্পিতবৃক্ষং পুশ্পমত। ১ গ্রহিণী।

বর্হিঃশুশ্রূ (পুং) বর্হিঃ কুশেন বর্হিবি বজ্র বা শুশ্রূ তেজো বজ্র। ১ অয়ি। (অমর)

বর্হিষ্ঠ (স্ত্রী) বর্হিঃস্ত্রীভিত্তীতি কৃ-ক। ১ বর্হিষ্ঠ। ২ ব্রীহের।

বর্হিকুশুম (স্ত্রী) বর্হিবর্হিঃকুশুমং বজ্র। গ্রহিণী। (শব্দট্)

বর্হিণ (পুং) বর্হমত্যাতেতি বর্হিঃ; ‘কলবর্হাত্যামিনচ্’ ইতি ইনচ্। মনুস্মিচ্।

“বৃহদ্রাজিঃ শুভান্ পশ্যান্ পশ্যাক্তং বর্হিণঃ ॥” (মহা ১২।৬৫)

(স্ত্রী) ২ তপস্বী। (ভাবপ্রাং)

বর্হিণবাহন (পুং) বর্হিণো মনুরো বাহনঃ বজ্র। কার্তিকের।

বর্হিধ্বজা (স্ত্রী) বর্হী ধ্বজো বাহনঃ বজ্রাঃ। চণ্ডী। (ত্রিকাং)

বর্হিন্ (পুং) বর্হমত্যাতেতি বর্হ-ইনি। মনুস্মিচ্। (অমর)

“সদা মনোজ্ঞানবানসোংস্বকং বিভাতি বিতীর্ণকলাপশোভিতঃ
সবিত্রমালিনচূষনাকুলং শ্রুতবৃত্ত্যং কুলমতং বর্হিনাম্ ॥”

(কক্সংহার ২।৬)

২ প্রধাগর্ভে সমুত কস্তপের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৫।৪৭)

বল, ১ প্রাণন। ২ ধাতাব্যবোধ, সমুদ্রের প্রতিবন্ধক। ৩ নিরূপণ।

৪ হিংসা। ৫ দান। ত্বাদি পদ্যৈ প্রাণনার্থে চুরাদি পদ্যৈ।

নিরূপণ, হিংসা ও দানার্থে ত্বাদি আশ্বনে সৰ্বং সেট্।

লট্ বলতি। বলতে। লুঙ্ অবলীৎ। অবলিষ্ট। চুরাদি-

পক্ষে বলরতি, বলরতি, বলরতে। লুঙ্ অববলৎ।

বল (পুং) ১ মেঘ। ২ অম্বরভেদ। ইনি দেবতাদিগের গাতী

অপহরণপূর্বক গুহামধ্যে লুকায়িত হন। ইহা সেই গুহা অব-

রোধ করিয়া গোধন উন্মোচন করেন। (ঋক ১০।৬৮।২)। পরে

ঐ অম্বর বৃষরূপ ধারণ করিলে বৃহস্পতি তাহাকে নিহত করেন।

ঋকসংহিতার অন্ত্যস্ত স্থানে ঐ অম্বর মেঘরূপে বর্ণিত।

[পবর্গে দেখ।]

বলংকুজ (পুং) মেঘনাশকারী।

বলক (পুং) ১ বলনামক দানব। (হরিবংশ) ২ তামস মনস্তয়োক

সমুদ্রভেদ। (মার্ক পুং ৭।৪৫২)

বলক্ (দেশজ) দুগ্ধ জাল দিবার সময় প্রথমে উৎলাইয়া উঠিলে

তাহাকে বলক্ কহে। ঐ দুগ্ধ নামাইয়া রাখিলে তাহাকে

বলকা দুগ্ধ বলে।

বলকাত্ম (দেশজ) অন্ন জাল দেওয়া দুগ্ধ।

বলকেশ্বরতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ।

বলক্রম (পুং) ১ পর্যায়িক বল।

বলক্ষ (পুং) খেতবর্ণ।

বলক্ষণ্ড (পুং) গুত্রাণ্ড চক্ষু।

বলগ (স্ত্রী) বধ্য ব্যক্তির প্রতি আচারিত কৃত্যাবিশেষ।

পরাঙ্কিত শাকসেরা পলারনপূর্বক ইত্যাদি মেঘগণের বধের

জন্ত অহি কেশ ও মখাদি পদার্থ ভূগর্ভে নিখাত করিয়া যে

যে আভিচারিক কৃত্য সম্পাদন করিত, তাহাই বলগ।

“পরাক্ষর প্রাপ্য পলারমানে শাকসৈরিজ্ঞানিবধার্থমভিচার-

রূপেণ ভূমৌ নিখাতা অহিকেশমখাদি পদার্থাঃ কৃত্যাবিশেষো

বলগাঃ ॥” (বাল্মক্যের সং বেদবীণ ৫।২৩)

বলগহন (ত্রি) বলগান্ হস্তীতি বলগ-হন-কিপ্। (পা ৩।২।৮৮)

কৃত্যাহনকারী। (গুরুশঙ্ক ৫।২৩)

বলগিন্ (ত্রি) বলগসমবিত। (অথর্ব ৫।৩।১২)

বলজিমান, বায়োজ-এসিডেন্সীর তাজোর জেলার কুজকোণম্

তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ১০° ৫০’ উঃ এবং দ্রাঘি°

৭২° ২৫’ পূঃ। এখানে হানজাত শতাব্দির বিহৃত কারবার আছে।

বলভী (জী) প্রাদেশোপরি মণ্ডলিকা, বলভি ।

বলভেতুর (ভলভেটোর), মাজাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাপুরাণ্টম জেলার অন্তর্গত একটি নগর । অক্ষা° ১৭° ৪৪' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২২' ০৬" পূঃ । বর্তমান ইংরাজী মানচিত্রে বা কুলোলে (Waltair) নামে স্থিতি । বঙ্গোপসাগরোপকূলসমীপে স্থাপিত হওয়ার এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ । এখানে সিবিলা ও মিলিটারী বিভাগের অনেক দুরোগীর কর্মচারী বাস করিয়া থাকেন । বিশাখপত্তন হইতে এই স্থান তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং উক্ত নগরের দুরোগীরদিগের বাসভূমিও উপকূল বলিয়া পরিগণিত । সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ২৩০ ফিট উচ্চ এবং গওশৈলমালায় পরিবৃত্ত । ইটকোট রেলপথ এই নগর-সামিধ্য দিয়া মাজাজাতিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে । এই কারণে এখন এখানকার জীবিক অনেকাংশে বর্ধিত হইয়াছে । পূর্বে এখানে পানীর জলের বিশেষ অভাব ছিল । এখন তাহা অনেকাংশে দূর হইয়াছে, পরন্তু এখনও ফলফল ও উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যের অভাব আছে । এখানকার ইংরাজটোলা হইতে বাঙ্গালী-টোলা অনেক দূর ।

• বলদবুর, (বলদবুর), মাজাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আকট জেলার বিশ্বম্ভরম্ভালুকের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম । পূঁদিচেরী হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । অক্ষা° ১১° ৫৮' ৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৪' ৩০" পূঃ । করাসীগণ পূঁদিচেরী রাজধানী স্বত্বীকরণার্থ এই স্থানে প্রথমে দুর্গ স্থাপনপূর্বক সেনা-সন্নিবেশ করিয়াছিলেন । ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী কুট পূঁদিচেরী অবরোধকালে তাহা অধিকার করিয়া গল ।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুন পর্যন্ত স্থলপথগামী পণ্যদ্রব্যের উপর শুষ্ক আদায়ের জন্ত এখানে করাসীদিগের একটি শুষ্ক-কার্যালয় ছিল ।

বলভি (পুং) ইজ ।

বলন (স্ত্রী) গ্রন্থকল্পাদির সারনাং হইতে বিচলন (deflection), ইহা সাধারণতঃ আয়নবলন নামে প্রসিদ্ধ । ভাব্যচাচ্য বলনায়ন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

“যন্মিনাকালে বলনং সাধ্যং তন্মিনাকালে বা নবঘটিকাভ্যাঃ
খাভা ৯০ হত্যন্তগ্রহে রাত্র্যর্কেন তক্তা অর্কগ্রহে দিনাৰ্কেন
কলমশাঃ স্র্যঃ তেবাঃ ক্রমজ্যোৎস্বায়াঃ গুণ্য হ্র্যোবরা তক্তা
লঙ্কত চাপং পলোভক বলনং জায়তে । প্রাণ্ডনতে সৌম্য
পচ্চিমতে বাম্য ।” • • • (সিদ্ধান্তসিঙ্গেরাণি গণিতাধ্যায়)

ক্ষুটবলন ও দূর্বলন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ তক্তলম্বে
এবং আয়নবলন সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে ।

বলনবাসনা (স্ত্রী) প্রাচ্যদিগের অরন্যুতি-প্রতিপাদন ।

বলনাশন (পুং) ১ বলনশনক । ২ ইজ ।

বলনিসূদন (পুং) ইজ ।

বলনাংশ (স্ত্রী) বক্রগতির অংশ (degree of deflection)

বলস্তিকা (স্ত্রী) নবীতপাত্তোক্ত বরক্রমভেদ ।

বলপুত্র (স্ত্রী) বলনামক দানবের পুত্রী ।

বলভি [ভী] (স্ত্রী) বলভি-কৃতিকারাদিভি বা ভী । বড়ভী ।

১ গৃহের কাঠাম । ২ ছাদের উপরিব পৃথ । ৩ গৃহচূড়া । ৪ ছাদ ।

“হৃদ্যপ্রাসাদবলভীবিধান্য শোভনবলিখি ।”

(কথাসরিংসাং ৮৭।১২)

৪ পুরীবিশেষ । [বলভীরাজবংশ দেখ ।]

“কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং

ঐধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াং ।

কীর্তিরতো ভবভারু পত ভত

কেমকরঃ কিতিপো বতঃ প্রভানাম্ ॥” (ভট্ট ২৫৩৫)

বলভীরাজবংশ, সুরাষ্ট্রের একটি প্রাচীন রাজবংশ । সুরাষ্ট্রের (বর্তমান কাঠিয়াবাড়ের) অন্তর্গত, ভাওনগরের ১৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত । বর্তমান বলা নামক স্থান পূর্বে বলভী নামে খ্যাত ছিল । প্রাচীন বলভীরাজধানীর ধ্বংসাবশেষ উক্ত বলা নামক স্থানে বিদ্যমান । এখানকার প্রাচীন নরপতিবংশই “বলভীরাজবংশ” বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত ।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে ভট্টার্ক নামে এক সেনাপতির অকালমৃত্যু হয় । তিনি মৈত্রক বা মিত্রবংশীয় ছিলেন । ভট্টার্ক সম্ভবতঃ সুরাষ্ট্রের শক-নরপতিগণের কোন সেনাপতির বংশধর । বলভীরাজগণের বহু শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় যে, ভট্টার্কের মৃত ভাঁহার ছোট পুত্র ১ম ধরসেনও “সেনাপতি” উপাধিতে ভূষিত ছিলেন । পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ ইহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়াই মনে করেন । আমাদেরও মনে হয় যে, ভট্টার্কও এক জন শাকবংশীয় কত্রিয়-বংশস্বত্ব ছিলেন । অতি পূর্বকালে যে সকল শাকবংশীয় ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মিত্রনামক নৃধ্যোপাসক ছিলেন, এই কারণে অমেকেই মৈত্রক বা মিত্রিয় উপাধি ধারণ করিতেন । শেষে তাহাই বংশোপাধিরূপে গণ্য হয়,—ভট্টার্কও ঐরূপ কোন মৈত্রক-কুলোৎপন্ন, তাঁহার বংশবলগণও “মৈত্রক” বলিয়া পরিচিত । এই বংশের বহু তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বললভা বাহির হইয়াছে । (পর পৃষ্ঠার প্রসঙ্গ হইল)

সেনাপতি ভট্টার্ক এই বংশের বীজপুরুষ হইলেও তাঁহার ৩য় পুত্র প্রথম ধরসেনই প্রকৃতপ্রত্যবে “পঞ্চমহাশক”-রূপে রাজোপাধি গ্রহণ করেন এবং এই বংশীয় রাজগণের যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঐ ধরসেনের

সম্রাট হর্ষবর্দনের যুদ্ধের পর যখন বর্দনসাম্রাজ্য লইয়া গোলাযোগে ঘটে, সেই সুযোগে ৪র্থ ধর্মসেন বহু রাজ্য জয় করিয়া “পরমভট্টারক পরমেশ্বর চক্রবর্তী মহারাজাধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি খ্রীপুরুষ উত্তরকেই রাজকাৰ্য্যে সমান অধিকারী মনে করিতেন। তাঁহার ৩২-বৎসর-সংবতে (৩৪২-৪০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে তাঁহার প্রিয় হৃদিতা ভূপা মৃতক অর্থাৎ দানপত্রের কার্য্য সংসাধনে প্রধান রাজপুরুষ বলিয়া পরিচিত।

তিনি ভরুকছে বর্তমান ভরোচ সহরে আপন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

বলভী-কংস হইলেও পরে বহুকাল বলভী-সংঘের প্রচলন ছিল। বেরাবল হইতে আবিষ্কৃত চৌলুকাব্দ অর্জুনদেবের শিলালিপিতে ৯৪৫ বলভী সংবৎ অঙ্ক (= ১২৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) দৃষ্ট হয়। বলভীকংসের পর বলভীকংসীয় কোন কোন ব্যক্তি রাজ-পুত্রনার্য আশ্রয় লাভ করেন। [ব্লক দেখ।]

বলজু (পুং) প্রাচীন জনপদভেদ।

বলম্ব (পুং) অবলম্ব। সরলরেখার উপরিস্থ লম্বরেখা (Perpendicular)।

বলয় (পুং ক্রী) বলতে আয়ুগোতি হস্তাদিকমিতি বল (বলি-মলি-তনিভাঃ কথন। উণ্ ৪।১৯) ইতি কথন। স্বর্ণাদি বচিৎ কোষ্ঠভরণ, চলিত বালা, করাভরণ। পর্যায়—আবাপক, পরিহার্য, শঙ্খক, কঙ্ক, কুণ্ডল। (জটায়র)

“সহমহমৈত্রমণিভিঃ কেশুরৈবলয়ৈরপি।” (রামায়ণ ২।৩২।৫) ২ মণ্ডল।

“অশ্রান্তঃ সকলং ভূমেবলয়ং তুরগোত্তমঃ।

সমর্থঃ ক্রান্তমর্কেণ তবায়ং প্রতিপাদিতঃ ॥” (মার্কি পুং ২০।৪৯)

৩ অস্থি বিশেষ। (সুশ্রুত শারীরস্থঃ ৫ অ°) ৩ বৈদ্যকোক্ত অগ্নিকর্ণবিশেষ।

“রোগাধিষ্ঠানভেদাদগ্নিকর্ণ চতুর্ধা ভিত্ততে। তদ্ব্যথা—বলয়বিন্দুলেখাপ্রতিসারণানীতি দহনবিশেষাঃ” (সুশ্রুত ১।১২)

সুশ্রুতের মতে রোগের স্থানভেদে অগ্নিকর্ণ চারিপ্রকার। যথা—বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও প্রতিসারণ। অর্কদ ও গলগণ্ডাদি দৃঢ়মূল রোগে বালার জ্বায় গোলাকাররূপে দৃঢ় করিলে তাহাকে বলয় কহে। ৪ বেঠন।

“স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরায়াম্।

অনজ্ঞাশানামুকীং লশাটৈকপূরীমিব ॥” (রঘু ১।১০)

(পুং) বলয়বদাকৃতিরন্ত্যন্তেতি অর্শ আদিবাদ্যচ্। ৫ অষ্টা-দশ প্রকার গলরোগের অন্তর্গত গলরোগবিশেষ। ইহা গলগণ্ড-রোগ নামে পরিচিত। ইহার লক্ষণ—

“বল্য এষায়তমুন্নতক শোথং করোৎপন্নগতিং নিবার্য।

তং সর্কটৈবাপ্রতিবার্য লীর্ঘ্যং বিবর্জনীযং বলয়ং বদন্তি ॥” (ভাবপ্র°)

কক্ষ কক্ষক বিকৃত, উন্নত এবং অন্নবহা নাড়ী অবরোধ-কারী শোথ গলে উৎপন্ন হইলে তাহাকে বলয়রোগ কহে। এই রোগ অসাধ্য। এই রোগ চিকিৎসা করিলে একেবারে সারে না।

৬ বেলা। ৭ কঙ্ক। ৮ দণ্ডবৃহবিশেষ।

“সুখাখ্যা বলয়শ্চৈব দণ্ডভেদঃ স্তম্ভকঃ ॥”

(কামন্দকীয় নীতিসাং ১৯।৪২)

বলয়বৎ (ত্রি) বলয় অন্ত্যর্থে যত্নপ্ মত বঃ। বলয়বিশিষ্ট। বলয়বৃক্।

বলয়িত (ত্রি) বলয়বৎ কৃতমিতি বলয় তৎকরোত্তীতি গিচ্-ততঃ ক্রঃ, যথা বলয়ং তদাকৃতিভ্যাতমত্বেতি বলয়-ইতচ্। বেটিত, পরিবৃত, ঘেরা।

“ইন্দ্রনমালাবলয়িতবাহুঃ পরধনহরণে সাক্ষাৎসাহঃ।”

রত্নাযোবনভঞ্জনবীরঃ কীর্তনপতনে মল্লধরীঃ ॥” (উটট)

বলয়িন্ (ত্রি) বলয় বা বৃত্তাকারে শোভিত। যেমন জ্যোতি-লোখাবলয়িন্।

বলয়ীকৃত (ত্রি) ১ বলয়াকারে বেটিত। ২ কৃতবলয়। যথা বলয়ালঙ্কারে পরিণত করা হইয়াছে। ৩ কুণ্ডলীকৃত।

বলয়ীকৃতবাহুকী (পুং) শিব।

বলয়ীভূত (ত্রি) ১ বলয়াকারে ভূত। ২ বেটিত।

বলরাম রায়, বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজের দেববংশে বলরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান জেলা পাবনা ও পরগণা কাটার মহল্লার অন্তর্গত তাড়াশ (১) গ্রামে ইঁহার বাসস্থান। বলরাম ও তাঁহার জ্যোতিবংশ তাড়াশের জমিদার বলিয়া পরিচিত।

উক্ত তাড়াশ গ্রামের উত্তরপূর্বদিকে প্রায় ১০ দশ মাইল দূরে দেবচড়িয়া নামক পলীতে শ্রীরামদেবের পুত্র নারায়ণ দেব চৌধুরী বাস করিতেন। এ সময় রাজমহল হইতে ঢাকা সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। নারায়ণ দেব একদা ঢাকা গমনোদ্দেশে বর্তমান তাড়াশ নামক স্থানে উপনীত হইয়া একস্থলে তিনি একটা অনাবৃত বাগলিঙ্গের উপর কামধেনুকে চন্দ্রবর্ণ করিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। তিনি কামধেনুকে দেখিবামাত্র সেই ধেম্ অস্থিরিত হইল। চলনবিলের একাংশে জনপ্রাণিশূন্য স্থানে এইরূপ ঘটনা মিতান্ত আশ্চর্যজনক বটে।

তিনি ঢাকা হইতে প্রত্যায়মন করিয়া বাগলিঙ্গ খীয় ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। ঢাকার বে উদ্দেশে গমন করেন, তাহা সফল হওয়ায় বাগলিঙ্গের প্রতি ভক্তিপরবশ হইয়া তাহা উত্তোলন জন্ত যত্ন করেন। কিন্তু উক্ত বাগলিঙ্গের মূলদেশ গভীর মৃত্তিকার নিরে প্রোথিত থাকায় তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল না। নারায়ণ দেবের স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ দেবের নামানুসারে তদীয় তত্বেশন চড়িয়া গ্রাম “চড়িয়া গোপীনাথ পুর” নামে কথিত হইতেছে। সেই সময় হইতেই উক্ত বিগ্রহের

(১) এদিক চলন বিলের একপার্শ্বে তাড়াশ গ্রাম। ইহার পূর্বদিকে প্রাচীন কীর্তিকলাপের অনাবশেষপূর্ণ নিমগ্নাঙ্গী নামক স্থানে বিপুল করতোয়া-জটে সংস্থাপিত নিমগ্নাঙ্গীকে সাধারণে থিয়াদের দক্ষিণ গোপুধ নামে অভিহিত করেন। তথায় জন্মসাগর নামক সুপ্রাচীন জলাশয় ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ প্রাচীন ঐশ্বর্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সেবক সম্পত্তি পোশীনাথপুর এবং চড়িয়া প্রকৃতি করেকথানি
অসুখ ছিল। নারায়ণ দেব ও চাকুর গ্রন্থের শুকদেব একই
ব্যক্তি ছিলেন। চাকুরে লিখিত আছে—

“চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম।

* * *

শুকদেবপুরে বাহুদেব তালুকদার।

তাহার বাণেশর কথা শুনে বিস্তার ॥

ধনবান্ কীর্তিসমুদ্র বিষয় ব্যাপারে।

তার পুত্র চাকুরী কৈলা নবাব সরকারে ॥

সেই বংশে উভবিলা বলরাম রায় ॥”

বাহুদেব কর্তৃক তাড়ানের তদ্রাসন নির্ধারিত হয়। বাহুদেব
শিতার নিকট উক্ত অনাদি বাণলিকের মহিমা প্রবণ করিয়া-
ছিলেন। নারায়ণদেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও উক্ত বাণলিক
চড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করিতে সক্ষম হইলেন নাই। বাহুদেব
রাজকাৰ্য্য বশতঃ ঢাকার যান। উক্ত বাণলিককে প্রণাম করিবার
জন্য তাড়ানে আসেন, এখানে একস্থলে একটা তেতকে সর্প
ধরিতে দেখিয়া তথায় তদ্রাসন নির্ধারণ করিয়াছিলেন। (১)

নারায়ণদেব ঢাকার নবাব সরকারে কি কার্য্য করিতেন,
তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তাঁহার নির্ধারিত যে সকল
অট্টালিকা ও পুরস্কার পরিচর পাওয়া যায়, সেসকল
এবং অতিথিসেবাদি নিত্যকর্ম্মের যে বশঃসৌরভ আছে, সেই
সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, তাঁহার সম্পত্তি যে নিত্য
সামান্য ছিল না, তাহা প্রতীয়মান হয়। নারায়ণদেব উক্ত
বাণলিকের মন্দির নির্মাণ করেন। বাণলিকটী এ গ্রামে
অনাদি লিখ বসিয়াই খ্যাত এবং তাহা কপিলেশ্বর নামে
পরিচিত। ঐ মন্দিরের প্রবেশদ্বারের বহির্দিকের শিরোনামে
নিম্নলিখিত শ্লোক অদ্যাপিও বর্তমান আছে :—

“শাক বাজিশরাজগঙ্গুলশিতে ঐশ্বর্য্যদেবায় পরঃ

ঐশ্বর্য্যদেবায় এত স্তুতিঃ শ্রীমোকমোকান্তরম্।

প্রোলাবৎ ক্রতিস্তুতিতে শিবপদং তত্কাং হমো শঙ্করে

মাতুঃ স্বর্গপুরপ্রাণকরণং লোপানদেবকং ভুবি ॥

ইতি শুভসম্বৎ শকাব্দাঃ ১৪৫৭ ঐশ্বর্য্যদেবায় জরতি ॥”

বাহুদেবের নামান্তর নারায়ণ দেব। ঐশ্বর্য্যদেব তাঁহার
পিতা ছিলেন।

বাহুদেব রায়ের প্রথম পুত্র জয়কৃষ্ণ ও দ্বিতীয় পুত্র রামনাথ।

ইহারা দুই ভ্রাতা ঢাকার নবাব সরকারে বিবর কর্ম্ম করি-
তেন। এই বিষয়কর্ম্ম হইতেই রায় চৌধুরী উপাধি হয়।
বাহুদেবের কার্য্যে নবাব অতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনিই
প্রথমে “চৌধুরাই তাড়ান” নামক সম্পত্তি অর্জন করেন।
পরগণে কাটার মহলা তৎকালে সাইতলের রাজার জমিদারী
ছিল। তৎপূর্ব্বত দুইশতেরও অধিক মোজা লইয়া এই চৌধুরাই
তাড়ান নামক সম্পত্তির সৃষ্টি হয়। চৌধুরাই তাড়ানের অধিকাংশ
মোজাই তাড়ানের চতুর্পার্শ্ববর্তী।

জয়কৃষ্ণ রায়ের সাতটা পুত্র সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে বলরাম,
রামদেব ও রামরাম তিন ভ্রাতৃ কাহারও কংশবৃত্তি হয় নাই।
রামদেব ৪র্থ, বলরাম ৪ম এবং রামরাম ৭ম পুত্র।

ইব্রাহিম খাঁ যে সময় নবাব, সেই সময়েই সন্ন্যাসিনী
আজিম ওসমান বাবালার ভ্রাবাদার হইয়া আগমন করেন।
বলরাম রায় এই ভ্রাবাদারের দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন।

এ সময়ে রঘুনন্দনের আধিপত্যের সুপ্রাপ্ত। মুর্শিদাবাদে
রাজধানী স্থাপিত হইলে কাননগো হস্তরে তাঁহার একাধিপত্য
ও অতিবৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছিল। পুঠিরা-রাজসংসারে কার্য্য
কালে তিনি সাইতলের জমিদারীর বিষয় বিশেষরূপে অবগত
ছিলেন। তৎকাল সাইতল জমিদারীর প্রতিই তাঁহার প্রথম
দৃষ্টি নিপতিত হয়। সাইতলের তদানীন্তন জমিদার রাণী সর্কারী
অতিবৃদ্ধা ও রাজকাৰ্য্যে অসমর্থ্য এবং তাঁহার জমিদারীর কার্য্য-
নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মচারীর অসম্ভাব থাকায়, তিনিই
তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করেন। নবাব মুর্শিদ
কুলিখাঁর স্মৃতি রঘুনন্দনের প্রতি নিপতিত হইয়াছিল। তৎকাল
তাঁহার প্রতিশ্রুতি করিতে কেহ সাহসী হন নাই।

সাইতল জমিদারীর সুস্থখলার কার্য্যপ্রণালীর জন্য জটন
অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইয়াছিল। তাড়ান গ্রাম সাইতল
হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। জয়কৃষ্ণ চৌধুরীর
পুত্রগণ পৈতৃক সম্পত্তি ও নবাব সরকারের বিষয়কর্ম্মের জন্য
প্রসিক ছিলেন। রঘুনন্দন সাইতল জমিদারী-পরিচালনে
উপযুক্ত তাবিয়া বলরামরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম রায়কে স্থির
করেন। বলরাম নবাব সরকারে ও রামরাম রায় বাটীতে থাকিয়া
পৈতৃক বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। পৈতৃক বিষয়কর্ম্মের
তত্ত্বাবধান হেতু অনেকে তাঁহার জমিদারী পরিচালনের পরিচর
পাইয়াছিলেন।

রঘুনন্দন যে সময় রামরামকে খীর ভ্রাতা রাজা রাজলীকনের
দেওয়ানী পদে নিরোগার্থ নির্বাচন করেন, তৎকালে বলরাম
রায়ের ঢাকার অবস্থান হেতু রামরাম কোর্টের সভ্য গ্রহণ করিতে
পারেন নাই। বিশেষতঃ তৎকালে সাইতল প্রকৃতি জমিদারীর

(১) তাড়ানের জমিদার-বাটীর যে স্থানে মন্দির বসি মন্দির কথিত হয়,
সেইখানে তেত কর্তৃক সর্প বৃত্ত হওয়ায়, বাহুদেব কর্তৃক তথায় বন্যায় বধী
নির্ধারিত হইয়াছিল। ঐ বধী অদ্যাপিও বর্তমান আছে।

পরিণাম দেখিয়া রামরাম কেন, এ দেশের অনেক জমিদারই ভীত হইরাছিলেন। তিনি ঢাকা হইতেই তবীর জাভা রাম-জীরন বা রতুনননের দেওয়ানী কার্যগ্রহণের বিষয় প্রবণ করিয়া ক্রোধে ও কোঙে স্ত্রিয়মাণ হইয়া জাভার সুখাবলোকন করিবেন না বলিয়া পত্র লেখেন।

বলরাম জাভার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কিছু দিন বাটীতে আগমন করেন নাই। তিনি অতি মাতৃভক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বাটীতে আগমন না করার মাতৃবিরোধের সময় জননীর চরণ ধর্শন করিতে না পারিয়া ক্রোধিত হইরাছিলেন। মাতৃশ্রদ্ধা অতি সমারোহের সহিত করিতে হইবে এবং সেই কাণ্ডের ব্যয় সংসার হইতে বা জাভা কর্তৃক সূচাক্রমে নির্কাহ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন যে, তুমি সামান্ত জমিদারের কর্ম কর, একটা বৃহৎ দানসাগর শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্কাহ করা তোমার সাধ্য হইবে না। অতএব সামান্ত মত একটা শ্রাদ্ধের আয়োজন করিবে। আমি বাটীতে উপস্থিত হইয়া যথাকালে দানসাগরের আয়োজন করিব।

রাজা রামজীবন এই পত্রের বিষয় অবগত হইরাছিলেন। তাঁহার দেওয়ান মাতৃশ্রদ্ধা দানসাগরের আয়োজনে অসমর্থ এ কথা তাঁহার হৃদয়ে শেলের স্তায় বিদ্ধ হয়। দেওয়ানের কার্যদক্ষতায় জমিদারী ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে জানিয়া রামজীবন তাঁহার উপর যথেষ্ট প্রীতি ছিলেন।

এখন তিনি আদেশ প্রচার করিলেন যে, নিরূপিত দিবসে দেওয়ানের মাতৃশ্রদ্ধা দানসাগরব্যাপারের আয়োজন করিতে হইবে। রাজার অমাত্যগণ শ্রাদ্ধের আয়োজনে প্রস্তুত হইলেন। অভ্যন্তর কাল মধ্যেই বিবিধ সামগ্রীতে তাড়ান-ভবন পূর্ণ হইরাছিল।

বলরাম মাতৃশ্রদ্ধার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি একটা নীল বৃষ মাত্র ও নগদ অর্থ সঙ্গে করিয়া শ্রাদ্ধের কয়েক দিবস পূর্বে বাটীতে উপনীত হইলেন। তৎকালে রাজা রামজীবনের জমিদারীর প্রত্যেক গ্রাম হইতে দ্রব্যাদিসহ বহুতর নৌকা তাড়ান আসিয়াছিল এবং সমস্ত দ্রব্য রাখিবার স্থান সংকুলান না হওয়ার অধিকাংশ দ্রব্য নৌকাতেই ছিল। বলরাম রায় দানসাগর শ্রাদ্ধের প্রচুর আয়োজন দেখিয়া ভ্রাতৃত্বকে বলিয়াছিলেন “দানসাগরের বিপুল আয়োজন হইরাছে। এ সমস্তই তোমার স্বপ্ন। অভাবের মধ্যে একটা নীলবৃষ দেখিতেছি। মাতৃশ্রদ্ধা কেবল এই সামগ্রী সংগ্রহ করাই আমার অদৃষ্টে ছিল।”

বলরাম রায়ের মাতৃশ্রদ্ধা তবীর কনিষ্ঠ রামরাম কর্তৃক রাজা রামজীবনের সাহায্যে অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

বলরাম রায় মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ জননীর স্বর্ণসুখকামনার, দানসাগর শ্রাদ্ধে যে লক্ষ টাকা ব্যয় করা সংকল্প করিয়াছিলেন, ঐ টাকা মাতৃভক্তির প্রতিস্থাপনার্থ ব্যয় করাই উচিত মনে করেন। এই অর্থের দ্বারা তিনি রসিকরায়বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ও পুরাতন কুঞ্জবন নামক দীঘী খনন, পুকুরিণী খনন, দোলমঞ্চ নামক মন্দির নির্মাণ, কপিলেশ্বরের মন্দির সংস্কার এবং কাশী, গয়া ও বুদ্ধাবনধামে ছত্রস্থাপন করেন।

কপিলেশ্বরের মন্দিরে পুরোঁকৃত মোকের নিয়ে এই মোকটা বিদ্যমান আছে—

“কালান্ধিতকৈকুম্মিতে শকাধে

বরং শিবজালরমিটকাঠে।

জীর্ণং শ্ৰুটকোঙ্করতে ম তত্যা

তস্মিন্ প্রবীণো বলরামদাসঃ ॥”

কাল. অগ্নি, তর্ক, ইন্দ্ৰ শব্দ দ্বারা ১৬৩৬ শকাব্দ (১৭১৪ খৃঃ অঃ) উপলব্ধি হইতেছে। বলরাম রায় মাতৃবিরোধের পর নিজ ভবনে রসিক রায় নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। উক্ত বিগ্রহের পাদপদ্যে বলরাম রায়ের নাম লিখিত আছে। বলরাম উক্ত বিগ্রহের জন্য ত্রিভুজ দোলমঞ্চ নির্মাণ করেন। তাহাতে নিম্নোক্ত মোক আছে :—

“শাকেশ্বরেশ্বরতকৈকুম্মিতে প্রোশাদমুত্তমম্।

শ্রীকৃষ্ণায় দদৌ শ্রীলবলরামো মহাশ্বনে ॥”

১৬৪০ শকাব্দে শ্রীমদিক রায় বিগ্রহের শ্রীমন্দির রামরাম রায় কর্তৃক নির্মিত হয়। শ্রীমন্দিরটা ষিডল গৃহ। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে :—

“রসবেদশত্ৰুকৌণীমিতশাকে মহাশ্বনা।

শ্রীকৃষ্ণায় দদৌ শ্রীলবলরামা গৃহং শুভম্ ॥”

রস, বেদ, শত্ৰু, কৌণী, শব্দ দ্বারা ১৬৪৬ শকাব্দ (১৭২৪ খৃষ্টাব্দ) হইতেছে। বলরাম রায় পরগণে বড়বাড়ী হসেনশাহীর হিয়া জমিদারী অর্জন করেন। মুর্শীদকুলির পর সুলতা খাঁ যে রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন, তাঁহার কাগজ পত্র মধ্যে বলরামের পুত্র রঘুরাম ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র হরিদেব প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। ১১৪১ সালের পূর্বেই বলরাম রায় ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রামরাম রায় অতি পরোপকারী ছিলেন, তাঁহার ঘরে এই প্রদেশের অনেক লোক ও কতিপয় আত্মীয় স্বজন নবাব সরকারে বিষয় কর্ম লাভ করেন। দেবসেবা, অতিথিসেবা, প্রভৃতি পূণ্য কার্যে তাঁহার অতিশয় আস্থা ছিল। এতদ্ব্যতীত তৎকালে ঐ সকল কাহাই একমাত্র লবঙ্গচান বলিয়া পরিগণিত হইত। বলরাম রায়ের পরলোকগমনের কিছু দিন পরও

তদীয় পুত্র এবং রামদেব ও রামরাম রায়ের পুত্রগণ একত্র ছিলেন, পরে পুথক্ হইয়াছিলেন। বলরামের বংশ বড় তরফ, রামদেবের বংশ মধ্যম তরফ ও রামরাম রায়ের বংশ ছোট তরফ নামে পরিচিত।

রামরাম রায়ের উদারতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে বিবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহার লোক জন ভাল আহ্বার করিত, কিন্তু নিজে কখনও ভাল আহ্বারের জন্য লোভন ছিলেন না। তিনি যে সময় রাজা রামজীবনের দেওয়ান, তৎকালে তাঁহার স্বগ্রামবাসী এক ব্যক্তি মৃগী ছিলেন। তিনি রামরাম রায়কে অপদস্থ করিবার জন্য অনেক কাগজের মধ্যে একখানি তালুক দানপত্র সহি করিয়া লয়েন। তিনি “বরাত আশমান” কথা লিখিয়া যেন। রাজা রামজীবন মুনসীর নিকট দেওয়ানের দানের কথা শুনিয়া তৎপ্রতি ক্ষুব্ধ হইলেন; কিন্তু পরে প্রকৃত অর্থ জন্মরক্ষা করিয়া সন্তোষ লাভ করেন।

রামরাম নাটোর জমিদারীর মৃগী হইতে রাজা রামজীবনের পরলোকগমনের পরও অত্যন্ত কাল বেওয়ানী করেন। রাজা রামকান্ত বৌবনের প্রারম্ভে প্রাচীননিগের সংপরাশ্রম অবহেলা করায় ও রামরায়ের বার্তাক্যবশতঃ সেই বর্ষে তিনি কর্ণ পরিত্যাগ করেন।

বলরামী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভেদ। বলরাম হাড়ি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, এই নিমিত্ত ইহা বলরামী নামে কথিত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামের মালো-পাড়ায় তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম গোবিন্দ হাড়ি ও মাতার নাম গৌরমণি। ১২৫৭ সালের ৩-এ অগ্রহায়ণ অমুমান ৬৫ পরবর্তী বৎসর বরাক্রমে তাহার মৃত্যু হয়।

বলরাম ঐ গ্রামের মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে চৌকিদারি কক্ষ করিত। তাহাদের ভবনে আনন্দাবহারী নামে এক বিগ্রহ আছে, একদা ঐ বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার চুরি যাওয়াতে, বাবুরা বলরামকে কিছু শাসন করেন। তাহাতে সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেকরা বস্ত্র পরিধানপূরক, উমাসীন হইয়া যায় এবং এই শ্রম-প্রাসক্ত উপাসক-সম্প্রদায় অবস্থান করে।

বলরামের শিষ্যেরা তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু বলরাম স্বয়ং যে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। তদ্বিন্তে পাওয়া যায়, সে স্বয়ং মৃগী-হিতপ্রেরণ-কর্তা বলিয়া আত্মসম্মানে আপনাকে পরিচয় দিত। তাহার শিষ্যেরা কহে, “বলরাম বাচক” ছিলেন এবং সত্য ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতেন।

বলরাম বাচ্য-চক্র ছিলেন এবং সংসারের বাবস্তীয় ব্যাপারের নিগূঢ়তাব্য ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন; এই নিমিত্ত তিনি বাচক

বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক দিবস তাঁহার কোন কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল? তিনি উত্তর করিলেন, “কর” হইতে হইয়াছে। শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, “কর” হইতে কিরূপে হইয়াছে? তিনি পুনরায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, আদিকালে কিছুই ছিল না, আমি আপন শরীরের “কর” করিয়া অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে এই পৃথিবী সৃষ্টি করি। এই নিমিত্ত ইহার নাম ক্রিতি। কর, ক্রিতি ও ক্ষেত্র একই পদার্থ। লোকে আমাকে নীচ হাড়ি জাতি বলিয়া জানে, কিন্তু তোমরা যে হাড়ি সম্রাজ্যের বেঁধিতে পাও, আমি সে হাড়ি নই। আমি কৃতদার গড়নদার হাড়ি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর প্রস্তুত করে তাহার নাম যেমন ঘরানী, সেইরূপ আমি হাড়ের মৃগী কারয়াদি বলিয়া আমার নাম হাড়ি।”

এক দিন বলরাম নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিল, কয়েক জন ব্রাহ্মণ তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন। সেও তাঁহাদের দ্বারা অঙ্গ-তর্পণ করিয়া নদী-কূলে জল সেচন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া একটা ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বলাই তুমি ও কি করিতেছিস? সে উত্তর করিল, আমি শাকের ক্ষেতে জল দিতেছি। ব্রাহ্মণ কহিলেন এখানে শাকের ক্ষেত কোথায়? বলরাম উত্তর দিল, আপনারা যে পিতৃ-লোকের তর্পণ করিতেছেন, তাঁহারা এখানে কোথায়? যদি নদীর জল নদীতে নিক্ষেপ করিলে, পিতৃ-লোকেরা প্রাপ্ত হন, তবে নদী-কূলে জল সেচন করিলে শাকের ক্ষেতে জল না পাইবে কেন?”

দোলের সময় বলরাম স্বয়ং দোলমঞ্চে আগ্রহেণ করিয়া বসিত এবং শিষ্যেরা আবীর ও পুশাদি দিয়া তাহার অর্চনা করিত।

এ সম্প্রদায়ী লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলিত নাই। ইহাদের অধিকাংশই গৃহস্থ; কেহ কেহ উমাসীন। উমাসীনের বিবাহ করে না, অথচ ইন্দির-বোবেও লিপ্ত নহে। গৃহস্থেরা আপন আপন কুলচার মতে বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রহ নাই; বিগ্রহ সেবাও দেখিতে পাওয়া যায় না; গুরু নাই বলিলেও হয়। ব্রহ্ম বাগেলানী নামে একটা ব্রীলোক ছিল, বলরাম তাহাকে ভালবাসিত; এই কারণে সে কিছুদিন গুরুর কাছ করিয়াছিল।

বলরামী সম্প্রদায় দুই শাখায় বিভক্ত। এক শাখায় লোকেরা বলরামের মৃত্যু-স্থানের উপর একখানি ক্ষুদ্র ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে; সম্ভাব্যকালে তথায় প্রার্থীপ বেষ ও প্রণাম করে। দ্বিতীয় শাখায় লোকেরা, বলরামের এরূপ আত্ম নাই বলিয়া তাহার মৃত্যু-স্থানের কোনরূপ পৌরব করে না।

বলরাত্রির বিরচিত করে কট বসন এখানে উদ্ধৃত হইল; উহা পাঠ করিলে কৌতুক জন্মে, এবং এ সম্ভারের মতও কিছু কিছু জানিতে পারা যায়।

১—“রাঁচনি সেই তো রাঁচলে কে রাঁচা সেই তো খেলেন কি।

বে রাঁচলে সেই খেলে এই ছনিরার জেঁকি।

২—
যেও আছে থেকে নাট,
ডেমনি তুমি আর আমি রে।
আমরা করে বেঁচে বেঁচে মরি।

৩—
তিনি তাই, তুমি যাই,
হা তিনি তাই তুমি,
তিনি তুমি আমি তাবি
তাবি অধোগামী।

৪—যম ঘেঁটা ভাটী ছুঁধো থলি, তাই লড়ে ওর আংটা থালি।
ও কেবল থাকে, থাকে,

ওর পেটে কি কিছু থাকে থাকে থাকে।

৫—
চক্ষু মেলিলে সকল পাই, চক্ষু মুগিলে কিছুই নাই।
দিনে নষ্ট রেতে লর, নিরন্তর হইত হয়।”

বলবৎ (ত্রি) বল অত্যর্থে মতুপ্ মত্ বঃ। বলযুক্ত, বলবিশিষ্ট।
বলবস্তা (স্ত্রী) বলবতো ভাবঃ তল্-টাণ্। অতিশয় বল,
শক্তি, সামর্থ্য, বলবৎ।

বলবনুর, মাস্ত্রাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ ও আর্কট জেলায় বিব-
পুরম্ তালুকের অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধিশালী গওগ্রাম। পুঁদিচেরী
হইতে আড়াই কোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১১°
৫৫' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৪৮' পূঃ। এখানে স্থানীয় কৃষিজাত
উদ্যোগ ক্রমবিক্রমার্থ একটি বিদ্যুত হাট আছে।

বলবুত্র (পুং) বল ও বৃত্তনাশক ইন্দ্র।

বলবুত্রনিসূদন (পুং) বলবুত্রো নিসূদয়তি হৃদ-ল্য। বলবুত্র-
হস্তা ইন্দ্র।

বলসূদন (পুং) বলং হৃদয়তি হৃদ-ল্য। ইন্দ্র।

বলস্ন (বলান্ন), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্দা বিভাগের
অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দার ঠাকুর
মানসিংহজী রাঠোরকন্যার রাজপুত। তাঁহারের মন্তকগ্রহণের
অধিকার নাই, কিন্তু রাজনির্যমে কোষ্ঠ পূত্রই রাজত্বের অধি-
কারী হইয়া থাকেন। রাজস্ব ৭২৪০ টাকা, ভ্রমণার্থে বার্ষিক
২৮০ টাকা কর বরুণ বড়োয়ার গাইকোয়ারাৎকে দিতে হয়।

বলহস্ত (পুং) ১ বলনামক অসূরনাশক ইন্দ্র। ২ বলনামকারী।

বলটি (পুং) বলেন অত্যন্ত প্রাণ্যতে ইতি অট্-বঞ।
দুগল, বৃণ। (হেম)

বলারাত্রি (পুং) বলন্ত অরাত্রিঃ। ইন্দ্র।

বলাহক (পুং) বলেন হীকতে ইতি বল-হাক্, বলা বালীয়া;
বাহকঃ পূর্বোদয়াদিবাং সাধুঃ। ১ দেব। বহাগ্রসরে সমুদিত
সপ্তমেঘের একতম। ২ বৃক্ষ। (অমর) ৩ পর্বত।
৪ মৈতাবিশেষ। ৫ নাসবিশেষ। সর্পভেদ। (মেঘিনী) এই সর্প
দক্ষীর সর্পজাতীয়। “বলাহকসর্পত দক্ষীরপাদসর্পভেদঃ”।
হৃৎপত করহা ৪ অ’)

৬ রম্যগর্ভোত্তম কবিসেবের পুত্র। (কথিপুং ৩১ অ’)

৭ ব্রীহক্কের মথের অববিশেষ।

“তদনন্ত শতানন্তঃ সারথিস্তাত দারকঃ।

ভুরদা শৈব্যাত্ত্রীকমেঘপুশপলাহকাঃ” (ত্রিকা’)

৮ জরজ্বের ব্রতবিশেষ। (ভারত ৩২৫৪।১২)

৯ নদবিশেষ, এই নদ লকসমুদ্রগামী।

“বলাহকন্ত ঋতন্তক্রো মৈমাক এষ চ।

বিনিষিষ্টা ঐতিমিশা নিমদ্রা ললানুযিঃ” (মৎসপুং ১২০।৭২)

৮ কুশদীপম্ পর্বতবিশেষ। (মৎসপুং ১২১।৫৫)

৯ কাদম্বযুক্ত রাজা ভাস্করীকেশ বলানমধ্যাত বলাধিকারী।

রাজা ভাস্করীক চন্দ্রসীতকে আনিবার জন্য বলাহককে প্রেরণ
করিয়াছিলেন। (কাদম্বরী)

১০ বকবিশেষ। [পর্বণে বলাহক দেখ।]

বলি (পুং) পূজোপহার। ১ দেবসমকে বলিক্রমে নিহতব্য পণ্ড।

৩ নান্নির উপরে দেহোচ্ছিন্নে রমণীগণের লোলমাসে যে খাজ
পড়ে। ৪ রাজকর। ৫ অমৃতভেদ, প্রহ্লাদের পৌত্র। ৬ শ্রেণী।

৭ অর্পোত্তরো নির্গত মাসপণ্ড। [পর্বণে বলি দেখ।]

বলিবাক (পুং) ভাস্তবর্ণিত ঋষির—বলি ও বক।

(ভারত ২।৪ অ’)

বলিক্রিয়া (স্ত্রী) ১ উপহার দান। ২ কোন ব্যক্তির গাত্রে রেখাচাপ।

বলিত (ত্রি) ১ বেষ্টিত। ২ ধাক্কাযুক্ত।

বলিন (ত্রি) ১ ধাক্কাযুক্ত কুচিত গাত্রমাল। ২ বলশালী।

বলিত (ত্রি) বলি-মর্ষণে (তুসিবলিবেটর্কঃ। পা ৪।২।১৩২)

বলিযুক্ত, বলিবিশিষ্ট।

“দধানা বলিতঃ মধ্যা” (ভট্ট ৪।১৬)

বলিমুখ (পুং) বাসদ।

বলির (ত্রি) বলতে সংগৃহণিত চক্ষুভারাবিতি বল ব্যস্তলকাৎ
কিরচ্। কেকর বা টোকা চক্ষুবিশিষ্ট।

বলিবণ্ড (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বলিশ (স্ত্রী) বলিনা গন্ধবদ্রব্যাদ্যুপহারেণ ভূতি হিমতি মৎসা-
নিতি শো-ক। বড়িশ। (শব্দরত্না’)

বলিশান (পুং) দেব। (মৈতটু ১।১০)

বলিশি (স্ত্রী) বলিনা আহারোপহারেণ মৎসাদীন ভূতি, বিনাশর-

তীতি শো বাহুলকাৎ কি। বড়ি। (বকুল০) বলি-
তী। বলি, বড়ি, বড়ী।

বলী (স্ত্রী) ১৫শ্রীসমূহ। অঙ্কচন্দনাদি দ্বারা অঙ্গে যে রেখা
দেওয়া হয়। ৩ বলিচর্চা।

বলীক (স্ত্রী) বলতি সংযুগোতীতি বল সম্বরণে (অলীকাদয়ঃ)।
উৎ ৪১২৫ ইতি কীকন্। ১ পটলপ্রোক্ত, চলিত ছাটি।

“বস্ত্রমসেবন্ত নমসলীকাঃ সমঃ বধূতিবলতীযু বানঃ।”

(মাঘ ৩৫০)

বলীদপুর, যুক্তপ্রদেশের আজমগড় জেলার অন্তর্গত একটি নগর।
ঠোসনলী তীরে আজমগড় হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।
অক্ষা° ২৩° ৪' ৩৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২৫' ৩০" পূঃ। নগরটি
কুদ্র হইলেও বেশ সুবৃদ্ধিশালী। সম্রাট হুইবার হাট বসে।
সেই হাটে নিকটবর্তী স্থানজাত নানা দ্রব্যের আমদানী হইয়া
থাকে। এখানে প্রায় ২৫০ তাঁত লইয়া, তাঁতিরা বয়নকার্য্য
চালাইয়া থাকে। জোনপুরবাসী মধ্যম শ্রেণী মুশেরিদের বংশ-
ধরগণ এখানকার প্রধান জমিদার। উক্ত ব্যক্তি খৃষ্টীয় ১৫শ
শতাব্দের শেষভাগে জোনপুরের শেষ রাজা স্থলতানের নিকট
হইতে ঐ জমি জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন।

বলীমৎ (ত্রি) অলকাবৃক।

বলীমুখ (ত্রি) বলীমুখঃ মুখং যত। বানর। (অমর)

বলীবাক (পুং) ঋষিভেদ। [বলিবাক দেখ।]

বলুক (স্ত্রী) বলতে ইতি বল সংবরণে (বলকৃকঃ)। উৎ-
৪১৪০ ইতি উক। ১ পদ্মমূল। (পুং) ২ পক্ষিবিশেষ (উজ্জল)

বলু, ভাষণ। চুরাদি। পরমৈঃ সকং সেট্। লট্ বকরতি।
লুট্ অববকৎ।

বলু (ত্রি) বলতে বল সংবরণে (লুকবক্তব্যঃ)। উৎ ৩৪২
ইতি কপ্রত্যয়ান্নো নিপাতিতঃ। বকুল।

“গুণবৎ সূতরোপিতস্ত্রিঃ পরিণামে হি দিলীপবংশজাঃ।

পরবীঃ তরুবকুবাসনাঃ প্রযতঃ সংযমিনো প্রপেদিরে ॥”

(রঘু ৮।১১) ২ শক। (পুং) ৩ পটিকা লোত্র। (রাজনিং)

বলুজ (পুং) জাতিবিশেষ। (বিষ্ণুপুং)

বলুতরু (পুং) বকুপ্রধানতরুরিতি কর্ম্মধারয়ঃ। পুগবৃক।

বলুক্রম (পুং) বকুপ্রধানো ক্রমঃ। ভৃঙ্খবৃক। (রাজনিং)

বলুল (স্ত্রী) বলতে সংযুগোতীতি বল-বাহুলকাৎ বলন্। ঘট্,
চলিত দ্বারচিনি। (পুং স্ত্রী) ২ বৃকষক, চলিত বাকল। পর্য্যায়—

বক, বক, ঘট, চোঁচ, চোঁচক, নক, হকল, হজি, চোঁচক। (শব্দরং)

“তো তু পূর্ণেণ কালেন তপোমুলো বহুবহুঃ।

কুংশিপানাপরিপ্রাক্তো ভটাবকুলধারিনী ॥”

(ভারত ১।১৫৩২)

অতি প্রাচীনকাল হইতে বকুলপরিধানপ্রথা প্রচলিত ছিল।
রামায়ণীয় যুগে আমরা রামচন্দ্রকে সীতা ও লক্ষ্মণসহ (রামা ১।১)
এবং মহাভারতীয় যুগে পঞ্চপাণ্ডবেক জটাদারী ও অভিনবকুল-
পরিধারী হইয়া মাতা কুতীদেবীর সহিত (মহাভারত ১।১৫৭।১-২)
বনান্তরভ্রমণকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। সাধু-সন্ন্যাসিগণ
সেই পূর্ব্বতনকালে হৃদ্বিনির্ম্মিতবাসের পরিবর্তে বকুলনির্ম্মিত
কোণীন ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন নাটকাদি গ্রন্থে তাহার
ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই পরিধের “বকুল”
পর্ণাচ্ছাদনের মূল (leaf-wearing) জার বৃকষক্ রূপেই ব্যবহৃত
হইত অথবা বৃকষকের অভ্যন্তরভাগস্থ “নাড়” বা স্তম্ভ তত্ত্বময়
আঁইসের স্তম্ভতম স্তম্ভ দ্বারা বস্ত্ররূপে বোনা হইত, তাহার কোন
প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বর্তমান সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃকষকের এই
কোষময় নাড় (Cellular tissue) ভাঙ্গিয়া স্তম্ভ স্তম্ভ তত্ত্ব
(fibrous material) প্রস্তুত করা হয়, পরে তাহা হইতেই
স্তম্ভ বা মাছ ধরবার ‘কড়’ (Cordage) এবং গালিচা, জাজিম
প্রভৃতি বোনা হইতেছে। ব্রহ্মদেশে এই তত্ত্বতত্ত্ব “ব” নামে
পরিচিত। ইংরাজীতে ইহাকে bast বলে। কুষ্মদেশজাত
Linden শ্রেণীর বৃকোত্তর তত্ত্ব দ্বারা বিনির্ম্মিত বকুলবাস
যুরোপের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এতদ্বিন্ন Tilia Europea নামে
আর এক প্রকার স্তম্ভ শ্রেণীর বৃক দেখা যায়। তাহারও
ছালের আঁইসে মেজে পাতিবার গালিচা ও উৎকৃষ্ট জুতার
কাপড় (কাঁসের জার) প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে এবং পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে Grewia, hibiscus
ও Mulberry শ্রেণীর বৃকষক্ হইতে উৎকৃষ্ট তত্ত্ব পাওয়া যায়।
তুখ ফলের গাছ হইতে মুগা নামে একপ্রকার তত্ত্ব তত্ত্ব
উৎপন্ন হয়। উহা রেশম অপেক্ষা দৃঢ় এবং বহুকালস্থায়ী।
মৎস্ত ধরবার জন্ত বড়ি এই স্তম্ভে গাঁথা হইয়া থাকে। আরা-
কান দেশের থেঞ্-বম্-ব, প-থ-বৌ=ব, ব-কুয়া, কোৎসৌঞ্-ব,
ব-নী ও এগ্-বোৎ-ব নামক বৃক হইতে প্রচুর বকুলতত্ত্ব পাওয়া
গিয়া থাকে। আকারাব ও ব্রহ্মবিভাগে হেনু-কো-ব, দম্-ব,
মনোৎ-ব, বাত্রীল-ব, ব-গোথ প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক হইতে
ঐরূপ তত্ত্ব সংগৃহীত হয়। উহাদ্বারা নৌকাবাঁধা দড়ি ও মাছধরা
জাল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ঐ বকুল তত্ত্ব দ্রব্যের ইতর বিশেষে
সাধারণতঃ ১৬০ সিকা হইতে ৩০০ টাকা মণ দর হিঃ বিক্রয়
হইয়া থাকে।

আকারাবের শুস্ক-বৌঞ্-ব বৃকের তত্ত্ব তত্ত্ব স্তম্ভ জাল
ও জাহাজ বাঁধা কাহি প্রস্তুত হয়। ইহারই চলিত বাজার দর
৩০ হিঃ মণ। মালাক্ক দ্বীপের মালাক্কের (Melaleuca viridi-

flora) ও তালী ছালের (Artocarpus) স্তর দ্বারা সহজে উৎকৃষ্ট মাছধরা জাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। শিলাপুরের তালী তারাসের তন্তুতে এবং গ্রামদেশের বৃক্ষকে টোন সুতা (Twine) বুনা হয়।

মলয়-প্রায়দ্বীপে এবং কেদা নামক স্থানে সেমঙ্গলাতি কর্তৃক বৃক্ষকতন্ত দ্বারা এক প্রকার বকুলবাস প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিলেবিস্ বীপের (কাইলি) বিভাগ বিশেষে একপ্রকার তুষ গাছের (mulberry paper) ছালে যে স্তর প্রস্তুত হয়, তাহাও “বকুলবাস” বলিয়া পরিগণিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মাস্ত্রাজ প্রদর্শনীতে মিঃ জাক্সি Eriodendron anfractu-
sum নামক বৃক্ষের ত্বক্ হইতে স্তর বাহির করিয়া তাহার দৃঢ়তা ও বস্ত্রবয়নোপযোগিতা সাধারণের নয়নগোচর করাইয়াছিলেন।

বর্তমান সময়ে ছালটী কাপড় নামে এক প্রকার রেশমী সূক্ষ্ম কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, উহা সম্পূর্ণরূপে বৃক্ষজ তন্ত হইতে উৎপন্ন। বেনারসসিন্ধ নামে যে মোটা গাত্রবস্ত্র চলিত আছে, তাহা Rhea fibre হইতে প্রস্তুত হইতে সিন্ধের চামড়ের স্তায় পাতলা ও শীতকালোপযোগী মোটা গাত্রবস্ত্র এবং কোট-প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পরিধেয় ভিন্ন এই বকুল হইতে নানারূপ ঔষধ এবং চামড়া পরিষ্কার কবিরার জন্ত এক প্রকার কস প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিনকোনা (Cinchona) বৃক্ষের ছালে কুইনাইনের স্তায় তিক্ত এবং তদ্বৎসবিশিষ্ট ঔষধ প্রস্তুত হয়। বাকসছাল, নিমছাল, জামছাল, বকুলছাল প্রভৃতি এক একটা রোগে বিশেষ উপকারী। আয়ুর্কেনোস্ক ভৈবজ্যাতোষ এতদ্বিন্ন আরও অসংখ্য প্রকার গাছের ছালের রস ঔষধ বা অম্লপানরূপে ব্যবহারের বিধি আছে। Oaks, Rhus, Eucalyptus ও বাবলা (Acacia Arabica) প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণীর ত্বক্ চামড়া পরিষ্কার করণের (tanning) বিশেষ উপযোগী। Acacia leucophloea বা সফেদ কিকর নামক বৃক্ষের ছাল আরক চোরাই কার্ঘ্যে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। এই Acacia শ্রেণীভুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার Wattle বৃক্ষ-সমূহের ছালও চামড়াপরিষ্কার কার্ঘ্যে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। একপ্রকার গুকগাছের ছাল ছিপ (Cork) রূপে বাজারে বিক্রীত হইতেছে।

ভূর্জপত্র নামে যে আর এক প্রকার সূক্ষ্ম বৃক্ষজ আঁস দেখা যায়, তাহাও বকুল মধ্যে পরিগণিত। উহাতে পাপ-গ্রহের অন্তঃস্রষ্টদূরীকরণার্থ ত্বকবচাদি লিখিয়া অঙ্গে ধারণ করা হইয়া থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিও এই ভূর্জপত্রে লিখিত হইত। এখন আর উহার বিশেষ প্রচলন নাই। পাট, লণ প্রভৃতিও বকুলজ তন্তমধ্যে গণ্য হইতে পারে।

বকুলক্ষেত্র (পুং) পবিত্র স্থানভেদ। ব্রহ্মাওপুরাণ ও অথ্যায়্য রামায়ণের অন্তর্গত বকুলক্ষেত্র মাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

বকুলবৎ (ত্রি) বকুল অন্তর্থে মতৃপুং মত্ বঃ। বকুলবিশিষ্ট, বকুলধারী।

বকুলসম্বিত (ত্রি) বকুলাত্ম।

বকুল (স্ত্রী) বকুল-টাপ। ১ শিখাবকা। ২ গুরুপাষণ্ডম, শালা পাথরকুচি। (রাজনিং) ও তেজোবলা, চলিত তেজোবল।

বকুলিন্ (পুং) ১ বেতশোভনবৃক্ষ। (বৈভকনিং) (ত্রি) ২ বকুলবিশিষ্ট, বকুলধারী।

বকুলোদ্র (পুং) বকুপ্রধানো লোভঃ। পটিকা লোভ।

বকুবৎ (পুং) বকুঃ শব্দোচ্ছ্রাত্তোতি বকু-মতৃপুং মত্ বঃ। ১ মৎস্ত। (ত্রিকাং) (ত্রি) ২ বকুবৃত্ত।

বলকম্ব, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ।

বলকান, কাম্পায় সাগরোপকূলের পূর্বদিকস্থ দুইটা গও শৈলমালা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট উচ্চ। অক্ষা° ৩৯° ৩০' উঃ এবং দ্রাঘি° ৫৪° ৩০' পূঃ। এখানে নানা-প্রকার খনিজ মণিরূপ পাওয়া যায়।

বক্কিল (পুং) বক্কোহস্ত্রীতি বকু-ইতচ্। কণ্টক। (শব্দরত্নাং) বক্কুত (স্ত্রী) বকুল। (শব্দং)

বলথ্ (বালথ্), আফগান ভূকীস্থানের অন্তর্গত একটা পুপ্রাচীন নগর। অক্ষা° ৩৬° ৪৮' উত্তরে কাবুল রাজধানী হইতে ৩৫৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে, কুন্দুজ হইতে ১২০ মাইল পশ্চিমে এবং হিরাত হইতে ৩৭০ মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এই জনপদের উত্তরপূর্বে বংকুনদী, পূর্বে কুন্দুজ, পশ্চিমে থোরাসান এবং দক্ষিণপশ্চিমাংশে হাজারা ও সৈয়ুনীর পর্বতমালা।

রামায়ণাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বাল্লীক নামে এই সুবিস্তৃত জনপদের উল্লেখ আছে। তৎকালে আৰ্য্য হিন্দুগণের সহিত বাল্লীকবাসীদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভারতবর্ষ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। পরবর্ত্তিকালে এই জনপদ হইতেই ভারতে লকাভ্যাসর ঘটয়াছিল।

[বাল্লীক ও লকশ্বে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এই জনপদের দক্ষিণপূর্বাংশ শীতপ্রধান ও পর্বতময় এবং উত্তরপশ্চিমাংশ বালুকাসূর্ণ হওয়ার অপেক্ষাকৃত উষ্ণপ্রধান ও সমতল। এখানে গ্রীষ্মের সময় অত্যন্ত গরম বোধ হইয়া থাকে। এখানে উষ্মবেক, আফগান, মোঘল, তুর্ক ও তাজক জাতির বাস আছে, কিন্তু লোকসংখ্যা অতিশয় অল্প। কতকগুলি লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করে, আবার কতক-গুলি লোক গবাদি পশু একস্থান হইতে অন্তস্থানে চরাইয়া লইয়া

বেড়ার ও সেই সঙ্গে আপনাদেরও বাসভূমির পরিবর্তন করিয়া থাকে। উজবেক জাতি সুলতানিত, সাধুপ্রকৃতিক এবং দয়ালু। তাজে বা তাজকগণ মদ্যপ ও পাপরত, দুর্ভিক্ষ, কঠিন জ্বর এবং নষ্টচরী।

বর্তমান বা নূতন বল্ধ নগরে ১০ হাজার আফগান, ৫ হাজার কপচক, কতকগুলি উজবেক, হিন্দু ও যিহুদীর বাস আছে। নূতন নগর তত দূর শ্রীসম্পন্ন নহে। এই নগরায়নের অদূরে ২০ মাইল পরিধিবিধিষ্ট প্রাচীন বাজীক রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টগোচর হয়। ইহারই বহির্ভাগে প্রবৃত্তবাহু-সন্ধিস্থ মুরজফট ও স্থলবীর সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রামায়ণীয় ও মহাভারতীয় যুগে এই জনপদ বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। শুদ্ধ হিন্দুর নিকট নহে, পশ্চিম এশিয়াণ ও বাসীর নিকটেও এই স্থানের যথেষ্ট গোঁরব ছিল। তাহারাই এই রাজধানীকে আস-উল-বালাদ বা নগরমাতা বলিয়া উল্লেখ করিত। পারস্তবাসীরা ইহাকে প্রাচীন ধর্মের কেন্দ্র-স্থান ও জ্ঞানভাণ্ডার বলিয়া জানিত। প্রবাদ, পারস্তবাসী কাইয়ুমরুজ্জ এই নগর স্থাপন করেন এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক জয়খুত্ৰ তাহার অপরাংশ স্থাপন দ্বারা শ্রীযুক্তি সাধন করিয়াছিলেন।

মাকিদনবীর আলেকজান্ডার এই স্থান অধিকারপূর্বক বক্তিয়া রাজ্যভুক্ত করেন। এক্ষণে এই নগর স্থানীয় শৈল-শ্রেণী হইতে তিন ক্রোশ দূরে সমতলক্ষেত্রোপরি নির্মিত। এখানকার স্বাস্থ্য তত ভাল নহে। নগরে জল সরবরাহের জন্ত নদীতট হইতে জলনালী (aqueducts) চালিত আছে।

এক সময়ে দুর্ভিক্ষ বক্তিয়ারাজ্যগণ সেনাদল লইয়া রণক্ষেত্রে যুদ্ধকোশলের বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বাল্ধ রাজ ১ম অসকেশ পঞ্চদশশতাব্দীর ছিলেন। ছোরেণীবাসী মোকেশ তাহার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, মতান্তরে অসকেশ সোগদ-জনপদবাসীর বলিয়া কথিত।

চেলিস্থ খাঁর সময় পর্যন্ত বাল্ধ নগরী বীর সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধিতে এশিয়ার অপর সকল নগর হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া ছিল। তৈমুর রাজ্যবিজয়বাসনার বীর বিজুত মোগলবাহিনী লইয়া সময় সময় আসিয়া এই নগর ভূমিসাৎ করিয়া যান। বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কোপোলে এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির কতকনিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে পারস্ত-পতি নাদিরশাহ বাল্ধ ও কুন্ডুজ অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই স্থান হুগাণাংশের অধিকারে আইসে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কুন্ডুজপতি শাহ মুরাদ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে এই স্থান আফগান-শাসন হইতে বিচ্যুত হয়। তৎপরে ইহা বোখারার

অধিকারভুক্ত হইয়াছিল; পরে পুনরায় আফগানস্থানের সীমা-ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বল্ধ, গতি, ভূদি-পর্যন্ত অক-সেট। লট্ বল্গতি। লুঙ্-অবুলগীৎ। ভট্টমল্ল ও হুগাণাস এই ধাতুর অর্থ প্রত্ন গতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বল্লন (ক্ৰী) বল্ল-শ্যুট্। ১ প্রুতগমন। ২ বহুভাষণ।

বল্লা (ক্ৰী) বল্গ্যতেহ্নরোতি বল্গ-করণে ব-ঞ, টাপ্। বগালিকা, চলিত লাগাম্। পর্যায়—অবক্ষেপণী, রশ্মি, কুশা (হেম)

“বল্গম্মাধ্যোহ্মবান্নাণাং নৃত্যতে বাগ্ৰবাজিনা।

বল্গাকেনোদবহল্লম্বং শিরস্ত্রং বামপাণিনা ॥” (রাজতরং ৫।৩৪৭)

বল্লিত (ক্ৰী) বল্ল-ভাবে ক্ত। অশ্বের বিশেষ গমন, অশ্বের গতি-ভেদ, বেগে বিক্ষিপ্তোপরিচরণ। ২ প্রুতগমন।

“অনির্লোড়িতকায়ান্ত বাগ্জালং বাগ্মিনো বৃথা।

নিমিত্তাদপরাঙ্কেবোধার্থীকৃত্তেব বল্গতিম্ ॥” (শিগুপালবধ ২।২৭)

৩ বহুভাষণ।

বল্ধ (পুং) বলতে ইতি বল প্রাণনে বল-উ, (বলেণ্ডক্চ। উণ্ ১।২০) ধাতুর উত্তর শুগাগম। ১ ছাগ। (ত্রি) ২ হুল্লর। (মেদিনী)

“তদন্তনা যুগপচ্ছিন্নাধিতেন তাবৎ,

সত্তঃ পরম্পরতুল্যমধিরোহতাং হে।” (বহু ৫।৬৮)

বল্লুক (ক্ৰী) বল্ল সংজ্ঞার্য্যার্থে বা কন্। ১ চক্ষন। ২ বিপিন। ৩ গণ। (ত্রি) ৪ কুটির। (অজয়) কুটিরার্থক বল্লুক শব্দের ব বগীয়।

বল্লুজ (ত্রি) ১ বল্লজাত। ২ ছাগ। ত্রিরা টাপ্।

বল্লুজজ্ব (ত্রি) ১ হুল্লর জজ্বাবিশিষ্ট। ২ বিষামিত্রের পুত্রভেদ।

(ভারত অম্লশা)

বল্লুপত্র (পুং) বল্ল মনোজ্ঞ পত্রং বস্ত। বনমৃদগ। (শব্দচ)

বল্লুপোদকী (ক্ৰী) লতাভেদ (Amaranthus polygamus)

বল্লল (পুং) উচ্চাশ্রু বৈকশিলাল।

বল্ললী (ক্ৰী) বল্ল লাতীতি লা-ক-টাপ্। ১ বাকুচী। ২ পক্ষি-

বিশেষ। এই অর্থে ব্যবহৃত বল্ল শব্দের পর্যায়—চক্রবিষ্ঠা,

দিবাঙ্কা, নিশাচরী, বৈরগী, দিবাশাপা, মাংসেষ্ঠা, মাৎসারিণী।

বল্ললিকা (ক্ৰী) বল্ল সংজ্ঞার্য্য কন্, টাপি অত ইষক। তৈল-

পায়িকা। আরবুল্লা, তেলাপোকা।

“বল্ললিকা মুখবিষ্ঠা পরোক্ষী তৈলপায়িকা।” (হেম)

“ততো বল্ললিকাতস্তং দৃষ্ট। পটমদর্শনং।” (কথাসরিৎসা ৫৫।৭২)

বল্ললী (ক্ৰী) রাতিচর পক্ষিবিশেষ।

বল্লসোম, একজন প্রাচীন গ্রন্থকর্তা। গোতিলগৃহস্থত্বাঙ্কে

ইহার উল্লেখ আছে।

বল্ভ, ভক্ষণ। ভাদি, আয়নেপদী, সন্ধ্যা সেট। লট্ বলভতে।
লিট্ বলভতে। লুট্ বলভতা। “বলভতে অন্নং লোকঃ”।

(হুগাদাস)

বল্ভন (ক্লী) বলভ ভক্ষণে ভাবে লুট্। ভক্ষণ। (হেমচন্দ্র)

বল্লিক (পুং ক্লী) বন্দীক। (শব্দরত্না)

বল্লিক (পুং ক্লী) বন্দীক। (অমরটীকা ভরত)

বল্লীক (পুং ক্লী) বলভে ইতি বল সংবরণে (অলীকাদম্বত।

উণ্ ৪।২৫) মুমাগমঃ কীকনাস্তো নিপাতঃ। (উজ্জলদত্ত) ১ উরিকাকৃত মৃত্তিকাত্ত্বপ। ইহার পর্যায়,—বামলুর, নাকু, বন্দিক, বান্দীক, বান্দীকি, বান্দিকি, পুগলক, শক্রমুদ্রা, ক্লপি, শৈলক। (শব্দরত্না)

“বন্দীকাগ্রাণ্ড প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলত্বে।” (মেঘদূত পৃঃ ১৫)

আমরা বাড়ীর দেওয়ালে, কড়িকাঠে অথবা কাঠনির্মিত আসবাব প্রভৃতিতে একপ্রকার পুতিকাটী বা উইপোকা (Termites) দেখিতে পাই। তাহারা দেয়ালে বা কাঠোপরি মাটির ঢাকনি করিয়া তন্মধ্য দিয়া যাতায়াত করে, আবার কখন কখন কাঠখণ্ডের অভ্যন্তরে হুড়ু কাটিয়া কাঠের বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে, কোন কাঠে একবার উই লাগিলে তাহার আর উদ্ধারের উপায় নাই। আলকাতরা, সাবান ও চূণ সমভাগে উত্তাপযোগে মিশাইয়া কাঠের উপর মাখাইলে উইপোকার আক্রমণ নিবারিত হয়। কখন কখন মোম ও তারাপিন্ গলাইয়া উই নাশ করা হয়। বৎসর বৎসর বর্ষার পূর্বে কাঠখণ্ডে ব্রহ্মদেশজাত মেটেতৈল লাগাইলে আর পোকা ধরে না।

ইক্ষুক্ষেত্রেও প্রচুর পরিমাণে উই থাকে। উহা ইক্ষু কাটিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্য ইক্ষুক্ষেত্রে হইতে উই দূরীকরণার্থ কতকগুলি উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে। হিন্দু ৮ ছটাক, সরিষা ৮ সের, পচা মাছ ৪ সের, অতিবিষামূলচূর্ণ ২ সের উপযুক্ত পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। সেই কাথ ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলে উই মরিয়া যায় বটে, কিন্তু অতিবিষার প্রভাবে ইক্ষুগাছ বিকৃত হইয়া যায় এবং তাহা খাণ্ডের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। ময়দা বা ছাতুর সহিত সৈকোবিষ মিশাইয়া গুড় মাখিবে, পরে সেই পিণ্ড লইয়া উই-চিপি়র সম্মুখে রাখিয়া দিবে। উহা ভক্ষণে উইকুল নির্মূল হইয়া যায়। বন্ধুপনির্যাস (Dammer oil) ১২ ও গাম্ভীর বুকনির্যাস (Uncaria gambir) ৬ মাত্রার মিশাইয়া কাঠে লাগাইলে উই লাগিতে পারে না। তুঁতে, সৈকো চূর্ণের সহিত মিশাইয়া কাঠে বসিলে, অথবা সৈকো, মুসবর, সাবান ও সাজিমাটী একত্র তাপে একঘণ্টাকাল গলাইয়া নামাইয়া রাখিলে,

পরে সেই জলে পুনরায় ঠাণ্ডাকাল দিয়া কাঠমার্জন করিলে উই মরিয়া যায়। [উই দেখে।]

এই উই বা পুতিকাটী (White Ant.) মাঠে, ক্ষেত্রে ও পল্লীর পথপার্শ্বে এক একটা মৃত্তিকাত্ত্বপ গঠন করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। উহাকে চলিত কথায় উইপোকা বা উইচিপি এবং সাধুভাষায় বন্দীক (Ant-hill) বলা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ নিম্নবল্লের প্রান্তরপ্রদেশে, সিংহলদ্বীপে, উত্তমাশা অস্ট্রেলীয়া ও সেন্টহেলেনা দ্বীপে বহু উইচিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের লম্ব ও কোণাকার মৃদুত্বপাকৃতি দেখিলে স্বতঃই মনে বিষ্ময়ের উদ্রেক হয়। স্থলবিশেষে এইগুলি ২ হইতে ৩৬।১৭ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে।

খুলনা অথবা গোয়ালন্দস্থ বাইবার রেলপথের ধারে ধারে এবং অনুরূহ ক্ষেত্রমধ্যেও ৪।৫ ফুট অনেক বন্দীকগুপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বন্দীককূটাত্ত্বরূহ কীটগুলি যে পরিমাণে মৃত্তিকাত্ত্বপ উচ্চ করে, সেই পরিমাণে তাহারা ভূগর্ভে গহবর কাটিয়া উপরে মাটি উঠার এবং সেই মৃত্তিকায় তাহারা অতি সূচাস্করণে এবং বিশেষ শিরচাত্ত্বের সহিত তদভ্যন্তরে আপনাদের আবশ্যক মত গৃহাদিখনন করিয়া লয়; অর্থাৎ যদি একটা বন্দীকের ভূগুপ্তোপরিহ কোণাকার ত্ত্বপ ৭ ফিট উচ্চ হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, উইদিগের দ্বারা মৃত্তিকাগর্ভেও তদনুরূপ গর্ভ উৎখাত হইয়া সেই মৃত্তিকা সাহায্যে ও তাহাদের অপূর্ণ নির্মাণকৌশলে একটা বন্দীক-গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

তথু তাহাই নহে, এই মূল্যাহানিত অদ্ভুত বাটিকামধ্যে তাহারা রাণীকীটের বাসার্থ একটা সুবিবৃত রাজপ্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহারা চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য ধাত্রীপ্রকোষ্ঠ বা শিশুকীটগুলির বাসগৃহ আছে। এই বরগুলি খিলানকরা ছাদযুক্ত এবং খিলানকরা স্ফাদ সোপানশ্রেণীদ্বারা পরস্পরে সংযুক্ত। এতদ্বিন্ন একস্থান হইতে অজ্ঞানে বাইবার সুঁড়িপথ, বায়াণ্ডা, দালান, প্রবেশদ্বার প্রভৃতি সূচাস্করণে বিভক্ত আছে, উহাদের গঠন-নৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। নিম্নে আফ্রিকাদেশ-জাত একপ্রকার পুতিকা বিবরণ লঙ্ঘিত হইল। উহারা সাময়িকপুতিকা নামে খ্যাত।

আফ্রিকার সাময়িক পুতিকাগুলি বেরূপ ভাবে বন্দীক প্রস্তুত করে তাহা উল্লেখ্যভাবে ছেদন করিলে দেখা যায় যে, কি অপূর্ণ গঠন-কৌশলে তাহারা এই বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছে। যে সকল সাময়িক পুতিকা বন্দীক প্রস্তুত করে, তাহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য ১ এক বুলের চতুর্থাংশ অপেক্ষাও নূন, কিন্তু তাহাদের নির্মিত বাসগৃহ সচরাচর ৭।৮ হাত উচ্চ হয়। অনেক অনেক বন্দীক তদপেক্ষাও উন্নত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত বঙ্গীক সকল যেমন উন্নত, উহার নির্মাণ-পরিপাটীও তদনুরূপ। উহার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া দেখিলে, সামরিক পুস্তিকাদিগের নিপুণতা ও বিচক্ষণতার স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তাহাদের স্মরণরূপ আহার বিহার সম্পাদনার্থে বাসগৃহের ব্লগ্ন পুখলা আবস্তক, তাহারা তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। রাজ-প্রাসাদ, ভাণ্ডার-গৃহ, নিও-শালা, পথ, সেতু, সোপান প্রভৃতি অতি পরিপাটী রূপে প্রস্তুত করে। প্রকোষ্ঠ সকল খিলান করা। এক প্রকোষ্ঠ হইতে অল্প প্রকোষ্ঠে গমন করিবার নিমিত্ত সুগম পথ প্রস্তুত থাকে। এক প্রদেশ হইতে অল্প প্রদেশে গমন করিতে হইলে, যে যে স্থলে ফুটিল পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া গমন করিতে হয়, তাহারা সেই সেই স্থলে এক এক খিলান করা সেতু নির্মাণ করিয়া গতান্বয়ের সুবিধা করিয়া রাখে। এই রূপে তাহারা আপনাদের বাসবাটী সৰ্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া তাহার মধ্যে সুখে অবস্থিত করে। উহা এমন সুবৃদ্ধ ও কঠিন যে, ৪৫ জন মহুবা, উহার উপর দণ্ডায়মান হইলেও, ভাঙ্গিয়া পড়ে না।

সামরিক পুস্তিকাদিগের কার্য-প্রণালীও অতি সূক্ষ্ম। ঐ প্রণালী এমন পরিপাটী যে, উহাকে এক উৎকৃষ্ট রাজ্যের ব্যবস্থা-প্রণালী বলিলেও বলা যায়। ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভিষ্ট, শ্রমজীবী পুস্তিকা, সৈনিক পুস্তিকা ও বিশিষ্ট পুস্তিকা। শ্রমী পুস্তিকারা গৃহ, পথ, সেতু প্রভৃতি প্রস্তুত করে। সৈনিক পুস্তিকারা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনানুসারে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাদের শরীর শ্রমজীবী পুস্তিকা-দিগের শরীর অপেক্ষায় প্রায় ১৫ গুণ বড়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রমী পুস্তিকারা কখনও সৈনিক পুস্তিকার কক্ষে প্রবৃত্ত হয় না এবং সৈনিক পুস্তিকারাও কখন শ্রমী পুস্তিকার কার্যে নিযুক্ত হয় না।

বিশিষ্ট পুস্তিকারা না গৃহাদি নির্মাণ করে, না যুদ্ধ করিতেই প্রবৃত্ত হয়, তাহারা আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেও সমর্থ নয়। কিন্তু তাহাদের কলেবর সৰ্ব্বাপেক্ষা পরিণত ও উৎকৃষ্ট এবং অল্পে পালক উঠিয়া থাকে। তাহাদের দেহ, সৈনিক পুস্তিকাদিগের ২ ত্রিগুণ ও শ্রমজীবী পুস্তিকাদিগের শরীরের ৩০ ত্রিগুণ। অল্প অল্প পুস্তিকারা তাহাদিগকে সৰ্ব্বপ্রধান বলিয়া মান্ত করে ও প্রধান পদে অধিরূঢ় করিয়া রাখে। তাহারা ঐ পদে অভিষিক্ত হইবার পর কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই উত্তীর্ণমান হইয়া অল্পে গমন করে। কিন্তু উড়িবার কিকিৎকাল পরেই, পালক সকল করিয়া পড়ে, তখন পক্ষী পতঙ্গাদি আসিয়া, তাহাদিগকে আহার করে। আফ্রিকানিবাসীরা তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করে। এইরূপে প্রায় সমুদায় বিশিষ্ট পুস্তিকা, নষ্ট

হইয়া যায়। যদি ২৫ ছই চারিটা কোন ক্রমে রক্ষা পায়, পূর্বোক্ত শ্রমী পুস্তিকারা, দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রাজার ও রাজীর পদে বরণ করে এবং এক যুদ্ধিকাময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করিয়া, যতপূর্বক পরিপালন করে। পরে যখন রাজীর সন্তান উৎপত্তির উপক্রম হয়, তখন এক কাঠময় প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাজী, যে সমস্ত অণু প্রসব করে, তাহা সমস্ত গ্রহণ করিয়া, সেই প্রকোষ্ঠে স্থাপন করে।

ভারতে সাধারণতঃ সন্ধ্যার প্রাকালে সপক্ষ পুস্তিকা উড়িতে দেখা যায়। উহাদিগকে বাঘলা পোকা বলে। যখন তাহারা দলে দলে মেঘাকারে ভূগর্ভস্থ নিবাস হইতে আকাশ মার্গে উঠিতে থাকে, তখন কাক, বাহুড় প্রভৃতি নানা জাতীয় পক্ষী তাহাদিগকে খাইতে আরম্ভ করে। ডানা ভাঙ্গিয়া বাহা মাটিতে পড়িয়া যায়, তাহা পর দিন প্রাতে কাকের উদরস্থ হয়, কোথাও কোথায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকে উহা সঞ্চয় করিয়া ঘূতে ভাজিয়া খায়।

উল্লিখিত পুস্তিকা-মহিষী, গর্ভাবস্থায় যাদৃশ অবস্থান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা শুনিলে, বিস্ময়াগ্ৰস্ত হইতে হয়। উহার বস্তি-দেশ ক্রমশঃ ক্ষীত হইয়া অবশিষ্ট সমুদায় অল্প অপেক্ষা ১৫০০ দেড় সহস্র অথবা ২০০০ ছই সহস্র গুণ হুল হইয়া উঠে। উহার শরীর স্বীয় স্বামীর শরীর অপেক্ষায় ১০০০ এক সহস্র গুণ ভারী হয় এবং শ্রমী পুস্তিকাদিগের শরীর অপেক্ষা ২০১৩০ সহস্র গুণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক জন পণ্ডিত, গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, এক পুস্তিকামহিষী এই অবস্থায় ৬০ বাট দণ্ডে, আলী হাজার অণু প্রসব করিয়াছিল। প্রসব-কালে কতকগুলি শ্রমী পুস্তিকা তাহার নিকট নিযুক্ত থাকে; তাহারা ঐ সকল অণু গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত কাঠময় প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করে। ঐ সমস্ত ডিঘ ছুটিয়া, যে সকল পুস্তিকা শাবক উৎপন্ন হয়, শ্রমী পুস্তিকারা তাহাদিগকে সম্যক প্রকারে লালন পালন করে। তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণার্থে যখন যে বিষয় আবস্তক, তখন তাহা অবাধে সম্পাদন করিয়া থাকে। শাবকগণ এইরূপে লালিত ও পালিত হইয়া শক্তিসম্পন্ন ও শ্রমক্ষম হইলে, বঙ্গীক-রূপ সূর্য্য রাজ্যের কার্য করিতে নিযুক্ত হয়।

পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, যদি কোন প্রকারে বঙ্গীকের কোন স্থান ভয় করিয়া দেওয়া যায়, তাহা তইলে, তৎক্ষণাৎ ১ একটা সৈনিক পুস্তিকা, সেই ভয় স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। অনতিবিলম্বে আর ২০ ছই তিনটা আগমন করে। তদনন্তর ভূরি ভূরি পুস্তিকা বাহির হইতে থাকে। এইরূপ যতক্ষণ বঙ্গীকের উপর আঘাত করা যায়, ততক্ষণ

সৈনিক পুস্তিকা সকল বহির্গত হয় এবং ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া এক প্রকার শব্দ করিতে থাকে, তাহারা আততায়ীকে আক্রমণ করে, দংশন করে ও দূরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত সাধামত চেষ্টা করে, কিন্তু বন্দীকের উপর আঘাত করিত নিরন্ত হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া বন্দীকের মধ্যে প্রবেশ করে। অনন্তর সহস্র সহস্র শ্রমী পুস্তিকা বাহির হইয়া, ঐ ভয় স্থান পুনর্বার নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা একত্র কর্তব্য করিতে থাকে, অথচ কেহ কাহারও কর্তব্য ব্যাঘাত জন্মায় না এবং এক নিমিষের নিমিত্তও নিজ কার্য্য করিতে নিবৃত্ত হয় না। এক একটা সৈনিক পুস্তিকা, এক এক দল শ্রমী পুস্তিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, বোধ হয়, তাহারা অধাক বা প্রহরীর স্বরূপ হইয়া তত্ত্বাবধান করে। বিশেষতঃ একটা পুস্তিকা ভয় স্থানের অতি নিকটে দণ্ডায়মান থাকে, সে এক এক বার শব্দ করে, আর শ্রমী পুস্তিকারা তৎক্ষণাৎ উঠিয়াযায় আর এক প্রকার শব্দ করিয়া, পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ত্বরান্বিত হইয়া, কর্তব্য করিতে আবিস্ত করে।

সেনেগেল নামক স্থানের সমীপবর্তী কোন কোন স্থানে একত্র এত বন্দীক দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, যেন সেই সেই স্থানে এক এক পান গ্রাম বসিয়া গিয়াছে।

সিংহল, সুমাত্রা ও বোর্নিও দ্বীপ এবং ভারতের কোন কোন স্থানে Termes taprobanes নামে একজাতীয় পুস্তিকা দেখা যায়। সিংহলদ্বীপে T. monoceros শ্রেণী গাছের কোটরে বাসা করে। অনেক সময় সেই স্থানে গোখুরা মাপের বাস দেখা যায়। মাদ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বসরপাড় নামক স্থানে যে সকল বন্দীক দেখা যায়, তাহাদের আধিকাংশগুলির অভ্যন্তরেই বহুসংখ্যক বিষধর সর্প থাকে। কুইন্সলাণ্ডের উত্তরস্থ সমারসেট নগরের ১ মাইল দূরে আলবাণী গারিসকটের মুখে ১৬ ফিট উচ্চ বহুশত বন্দীক বিজ্ঞান আছে।

বন্দীক মৃত্তিকাদ্বারা শোচ করা নিষিদ্ধ। বিক্ষুপ্তরাগে লিখিত আছে যে, বন্দীক বা মুখিককৃক উৎখাত মৃত্তিকাদি দ্বারা শোচক্রিয়া করিতে নাই।

“বন্দীকমূখিকোৎখাতং মৃদমস্তজলাং তথা।

শোচাবিশিষ্টং গোহাচ না দস্ত্যপেপসম্ভবান্।

অন্তঃপ্রাণবপরাঙ্ক হল্যোৎখাতং ন কৰ্দ্দমাম্ ॥”

(আল্ফিচারতন্ত্রতত্ত্বত বিষ্ণুপু’)

কোন দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্বে শিবিবাক্তির স্পন্দোদয-শাস্তির জন্য বন্দীক মৃত্তিকা, গোময় ও ভস্ম এই তিন বস্তু দ্বারা বিগ্রহটী ধোত করিয়া লইতে হয়। উক্ত বস্তুত্রয় দ্বারা স্নান করাইবার কোন পৃথক মন্ত্র নাই, একত্ব মূলপাণি গায়ত্রী

বা সেই সেই দেবতার মূল মন্ত্র দ্বায়াই স্নানবিধি নির্দেশ করিয়াছেন।

“বন্দীকমৃত্তিকান্তিঃ গোময়েন স্তব্ধকর্ণা।

কালয়েৎ শিবিংস্পন্দোদোদাণামুপশান্তয়ে ॥”

(বেদপ্রতিষ্ঠাতব্য)

(পুং) ২ বান্দীকি মূনি। ৩ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

“গ্রীবাংশকক্ষাকরপাদদেশে সর্কো গলে বা ত্রিভিরেষদৌষঃ।

গ্রন্থিঃ স বন্দীকবদক্রিয়াণাং জাতঃ ক্রমেনৈব গতগ্রন্থিঃ ॥

মুখৈরনেকৈকজ্জ্বতিতোদবদ্বিভিসপৰ্বং সপতি চোন্নতাগৈঃ।

বন্দীকমাহভিজ্ঞো বিকারঃ নিম্নতানীকং চিরজং বিশেষাৎ ॥”

যে রোগে ত্রিদোষের প্রকোপ হেতু গ্রীবা, অঙ্গ, কক্ষ, হস্ত, পদ ও সন্ধি স্থানে এবং গলদেশে বন্দীকের জ্বায় গাঢ়মূল অথচ প্রচুর শিখরযুক্ত ও উন্নতগ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং তাহা যদি চিকিৎসা না করা যায়, তাহা হইলে ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ও ইহাতে স্থচীবেদ্যবৎ বেদনা অসহ্য হয়, ইহার অনেক মুখে স্রাব হইতে থাকে ও উন্নত অগ্রের সহিত বিসর্পের জ্বায় প্রস্রাবিত হয়। এই সকল লক্ষণ হইলে তাহাকে বন্দীকরোগ কহে। এই রোগ উপযুক্তরূপে চিকিৎসা না করিলে কালক্রমে মৃত্যু হইয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—বন্দীকরোগ প্রথমতঃ শস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিয়া ক্ষার ও অম্লিকর্ম্ম দ্বারা দধি এবং অর্জুন রোগের জ্বায় শোধন ও রোপণ করবে। বাহ্যর মণ্ডহান ব্যতীত অন্য স্থানে বন্দীক রোগ হয় এবং যদি উহা অত্যন্ত বদ্ধিত না হয়, তবে প্রথমে সংশোধন ও তৎপরে রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহার চিকিৎসা করিবে।

কুলথ কলায়ের মূল, গুড়ুচী, সৈন্ধব, সৌদালমূল, দান্তমূল, জামালতার মূল, মাংস ও শকু এই সকল পেষণ করিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিতে হইবে এবং উহাতে দ্রুত মিশ্রিত ও জ্বলন্ত উষ্ণ করিয়া উগনাহ (পুলটীশ) প্রয়োগ করিলে বন্দীকরোগে বিশেষ উপকার হয়।

বন্দীকরোগ পাকিয়া যদি তাহাতে নালী হয়, তাহা হইলে উহার সমস্ত নালী অবশেষ করিয়া তাহা ছেদন করিবে এবং তাহাতে পুলটীশ প্রয়োগ করিবে। যদি এই রোগে মাংস দূষিত হয়, তাহা হইলে ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা তাহা নিষ্কাশিত করিবে, পরে ত্রণ বিণ্ডক হইলে রোপণ ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। নিষঠৈল ৪ সের, কর্দ্ধা মনঃশিলা, হরিভাল, তন্নাভক, ছোট এলাচি, অঙ্কুর, রক্তচন্দন, জাতীপত্র ও ইন্দ্রযব এই সকল মিলিত এক সের লইবে, পরে যথাবিধানে পাক করিয়া এই তৈল বন্দীকরোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। এই তৈলকে মনঃশিলাভ-তৈল কহে। হস্ত বা পদের উপর বহু ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ শোষ-

মৃত বন্দীকরোগ হইলে তাহা অসাধ্য। চিকিৎসক এইরূপ
বোগীকে ত্যাগ করিবেন। (ভাবপ্র' কুজরোগাধি°)

বন্দীক মৃত্তিকার প্রলেপ দিলেও এই রোগে উপকার হয়।

"কোদ্রসর্পবন্দীকমৃত্তিকাসংযুক্তং ভিষক্।

গাঢ়সংসাদনং কুর্য়াদ্রুতন্ত্রে প্রলেপনম্॥"

(বৈজ্ঞকচক্রপাণিন°)

বল্লীকসমাত্র (ত্রি) বন্দীকত্বপূর্ণ অল্পরূপাকৃতিবিশিষ্ট।

বল্লীকল্প (পুং) কল্পভেদ।

বল্লীকশীর্ষ (স্ত্রী) বন্দীকত্ব শীর্ষমিব শীর্ষমত। শ্রোতোহজন,
রক্তস্ফা। (রাজনি°)

বল্লীকসম্ভবা (স্ত্রী) অলাবুবিশেষ। নাগস্বর তুঘী। (মদনপাল)

বল্লীকি (পুং) বন্দীক। (শব্দমালা)

বল্লীকুট (স্ত্রী) বন্দীকত্ব বন্দীকসম্বন্ধিত বা কুটং। বন্দীক। (হেম)
বন্দীকুট এইরূপ পদও হয়।

বল্লাল (মু্য), ১ ছেদন ও পূরণ। অদন্ত চুরাদি পয়সে
সক সেট্। লট্ বল্লালয়তি। লুঙ্ অববল্লালং।

বল্ল, সংবরণ। ভূদি আত্মনে সক সেট্। লট্ বল্লতে।
লিট্ ববল্লে। লুট্ বল্লিতা। লুঙ্ অবল্লিত।

বল্ল (পুং) বল্লতে সংযুগোত্তীতি বল্ল-অচ্। পরিমাণবিশেষ,
গুজাত্রয় পরিমাণ।

"বল্লস্তিগুজা ধরণঞ্চ তেহষ্টী" (লীলাবতী)

বৈজ্ঞক পরিভাষার মতে দ্বিগুজা পরিমাণ। রাজনিঘণ্টের
মতে সার্ব্বগুজা পরিমাণ।

"গোদুশ্বিতমোদিতা তু কথিতা গুজা তথা সার্কয়া।

বল্লো বল্লচতুষ্টয়েন ভিষজা মাযামতন্তকৃত্তঃ ॥ (রাজনি°)

২ শতবিশেষ। ৩ সল্লকীক। ৩ বাটালক, বেড়েলা।

বল্যা (পুং) বল-যৎ। ১ ভাষ্ক্য। (স্ত্রী) ২ গুড়যক্। (রাজনি°)
(ত্রি) ৩ বলকর। স্ত্রিয়াং টাপ্। বল্যা, পাতালগরুড়ী লতা।

বল্ল, প্রাচীন শকজাতির একটি শাখা। পূর্বে ইহার সোরাট্রে
বাস করিতেন। ইহার রাজপুত্রনার রাজকুলের একতম।
ভট্টকবিদিগের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ইহার এক সময়ে
সিদ্ধনদের কুলে ঠট্ ও মুলতান প্রদেশের রাজ ছিলেন। কিন্তু
এখন ইহার আদ্র আপনাদিগকে শক বলিয়া স্বীকার করেন না।
বরং স্বর্ধ্বাংশীয় অধোধ্যাপতি রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশে
আপনাদের বল্ল বা বল্ল নামক কোন পূর্বপুরুষের উৎপত্তি
কল্পনা করিয়া আপনাদিগকে স্বর্ধ্বাংশীয় বলিয়াই থাকেন।
প্রথমে তাহার মুজিশাট্রের অন্তর্গত প্রাচীন দাখ নগরে
আসিয়া বাস করতেন এক পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ জয় করিয়া
আপনাদের রাজশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাদের এই রাজ্য

বল্লক্ষেত্র ও রাজধানী বল্লীপুর নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং
তৎপাকার রাজবংশ বল্লরায় উপাধি ধারণ করিয়া আপনাদের
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

সোরাট্রের রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার পর বল্লগণ আপনাদিগকে
মেবারের গহলোত বংশীয়গণের সমশ্রেণী বলিয়া স্বীকার
করিতে থাকেন। কিন্তু রাজেন্দ্ৰবৃদ্ধ পাঠে জানা যায় যে, গহ-
লোতগণ শিবোপাসনার পূর্বে স্বর্ধ্বের উপাসনা করিতেন, পক্ষা-
ন্তরে সোরাট্রের বল্লেরা আপনাদিগকে ইন্দ্রবংশোদ্ভব ও বলিকপুত্র
বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। বলিকপুত্রগণ সিদ্ধতীরবর্তী
অরোর নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে
বল্লগণ অতিশয় দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে এবং উপদ্রু্যপরি মেবার আক্র-
মণ করে। রাণা হামীর একটা যুদ্ধে চোতিলার বল্লসর্দারকে
নিহত করিয়াছিলেন। থাকের বল্লসর্দারবংশ অজ্ঞাপি জাতীয়
গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। [বল্লীরাজবংশ দেখ।]

বল্লকরঞ্জ (পুং) করঞ্জভেদ।

বল্লকী (স্ত্রী) বল্লতে ইতি বল্ল-কুন, গৌরাদিত্যে ভীষ্ম।
১ বীণা।

"বল্লকীং বাত্মনো হি সপ্তস্বরবিমুক্তিতাম্।"

(হরিবংশ ৮৪।১১১)

২ সল্লকী বৃক্ষ। (রাজনি°)

বল্লগুণপূগ (স্ত্রী) পূগবিশেষ, স্ত্রুপারিবেশ। (রাজনি°)

বল্লটভট্ট, একজন প্রাচীন কবি। স্মৃতিতালিকে ক্ষেমেস্ত্র ইহার
উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লটভাগবত, একজন কবি।

বল্লন, একজন প্রাচীন কবি।

বল্লপুর, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত হইলী প্রাচীন নগর, চিক্ণ ও
দোন্ড বল্লপুর নামে খ্যাত। উক্ত নগরদ্বয় পরস্পরে ৭ ক্রোশ ব্যব-
ধানে অবস্থিত। হায়দার আলী কর্তৃক ধ্বংস হইবার পূর্বে এই
নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও ধনজনপূর্ণ ছিল। চিক্ণবল্লপুরের
স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। এখানে মোরহু বকলিগবংশীয় এককটী
কুবিজীবি-লোকের বাস আছে। তাহাদের বিশ্বাস, দক্ষিণ হস্তের
হইলী অঙ্গুলি কর্তন তাহাদের জীবনের একটা কর্তব্য কর্ম, এই
কারণে উক্ত বকলু শাখাকৃত রমণীরা স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য স্ব
কস্তাগণের বিবাহকালীন কর্ণবেধের সময় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীদ্বয়
ছেদন করিয়া দেয়। ঐ সময়ে তাহারা যথাসাধ্য পূজাহুতান
করে এবং গ্রামস্থ কামারকে ডাকাইয়া তাহাকে কিছু কাটাট
মজুরী দিয়া কস্তাদিগের অঙ্গুলী গাটের মাথার কাটিয়া লয়।
ইহা আইনবিরুদ্ধ হইলেও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বকলুদের
অন্তর্গত দেবসহোদ্রি গ্রামে এক রমণীকর্তৃক কর্তব্যাহুতের

এইরূপ অঙ্গুলি কাটা হইয়াছিল। আঙ্গুল কাটিবার সময় চিভল নামক বহু সাহায্যে এক আঘাতে কাটাই রীতি।

এই অঙ্গুলি ক্রিয়া সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে একটা কিংবদন্তী আছে :—পুরাকালে বুক নামে এক রাক্ষস ছিল। সে বহু সহস্র বৎসর কঠোর তপস্বী করিয়া মহাদেবকে তুষ্ট করে। রাক্ষসের তপে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব রাক্ষসকে দেখা দিয়া বলেন, বৎস! আমি তোমার তপস্বীর প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাক্ষস দেবাদিদেব মহাদেবের এবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, সেব! যদি অধীনের প্রতি রূপা করিয়া দর্শন দিয়াছেন, তবে আমার এই বর দিন যেন আমি মাথায় হাত দিবামাত্রই সেই ব্যক্তি ভস্ম হইয়া যায়। আশুতোষ রাক্ষসের অসদভিপ্রায় জ্ঞাত না হইয়া “তথাস্তু” বলিয়া প্রস্থান করিলে চরিত্র বুক দেবপ্রসন্ন এই অসাধারণ শক্তির পরীক্ষার্থ মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। শিব উপায়াস্ত্র না দেখিয়া ক্রতপদে পলায়মান হইলেন, রাক্ষস তাহার পশ্চাদ্ভ্রমসরণ করিয়া ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইলে মহাদেব একটা বান প্রবেশ করিলেন। রাক্ষস হাকাইতে হাকাইতে দৌড়িয়া আসিয়া বন সমুখস্থ ক্ষেত্রে এক কৃষককে দেখিতে পাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল—শীঘ্র বল, তুই এখান দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিয়াছিস? ভীষণদশন সেই রাক্ষসকে দেখিয়া তখন কৃষক মনে মনে চিন্তা করিল, যদি আমি এই রাক্ষসকে মহেশ্বরের সংবাদ না বলিয়া দিই, তাহা হইলে এ এখনই ক্রোধের বশবর্তী হইয়া আমাকে সংহারপূর্বক ভক্ষণ করিবে; আর যদি শিব এই বিষয় জানিতে পারেন, তাহা হইলে আমার হরকোপা-নলে দগ্ধীভূত হইতে হইবে; সুতরাং কি কর্তব্য অত্সরণ করিলে এত দারুণ বিপদ হইতে অব্যাহতি পাই। কৃষককে চিন্তাশীল দেখিয়া রাক্ষসের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, সে নিশ্চয়ই মহেশ্বরের সংবাদ জানে। তখন সে পুনঃ পুনঃ হকার দ্বারা কৃষককে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, কৃষক উপায়াস্ত্র না দেখিয়া চিৎকার-পূর্বক বলিল, “আমি মহাদেবের কোন সংবাদ রাখি না” পর-ক্ষণেই সে আন্তে আন্তে রাক্ষসকে মহাদেবের গুপ্তহান দেখাইয়া দিল।

যখন রাক্ষস বুক সেই বনে প্রবেশ করিয়া মহাদেবকে ধরিতে অগ্রসর হইল, এমন সময়ে, বিষ্ণু মহাদেবের উচ্চারার্থে মোহিনী-বেশ ধারণ করিয়া রাক্ষসের সমুখ উপনীত হইলেন। যুবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া রাক্ষস মহাদেবের প্রতিহিংসা ভুলিয়া ধীরে ধীরে মোহিনীর অত্সরণ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই বরষপ্-স্পর্শ করিতে পারিল না, রাক্ষসের প্রেমবিহ্বল ভাব দেখিয়া যুবতীর নয়র উল্লেখ হইল। তখন সে বলিল, আমি ব্রাহ্মণ-

কন্তা, কিরূপে তোমার দ্বার অপূতদেহ রাক্ষসের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি। তুমি অগ্রে সন্ধ্যা বন্ধনাদি দ্বারা পূতদেহ হও, তবে তোমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে এবং তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে পার।

বিষ্ণুর চলনা রাক্ষস হৃষিতে পারিল না। নারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া সে শীঘ্র দক্ষিণহস্তের প্রত্যাব ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যা করিবার সময় রাক্ষস অন্ধকারকালে শীঘ্র অন্ধারিতে যথাক্রমে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে লাগিল। অনন্তর যেমন সন্ধ্যাকে হস্ত স্থাপন করিবে, অমনি তন্মধ্য হইয়া গেল। তখনন্তর মহাদেব সেই গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বিষ্ণুর নিকট শীঘ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাস-ঘাতক কৃষকের অপরাধের বিচারে প্রস্তুত হইয়া আদেশ করিলেন, যে অঙ্গুলি দ্বারা তুই আমার গুপ্ত স্থান নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, তোর সেই অঙ্গুলি আমি নষ্ট করিয়া দিব। এষ্ট বলিয়া মহাদেব তাহার অঙ্গুলি কাটিতে উদ্ভূত হইলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ কৃষকপত্নী শীঘ্র স্বামীর অন্নব্রাহ্মণাদি লইয়া সেই ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে মহাদেবকে তনবহু দেখিয়া শীঘ্র স্বামীর অঙ্গুলি রক্ষার্থ মহাদেবের চরণতলে নিপতিত হইল এবং বিশেষ অত্নময় বিনয়ের পর বলিল, হে প্রভো! যদি আপনি আমার স্বামীর অঙ্গুলি নষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে অমাত্যাবে এই দরিদ্র পরিবার মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, সুতরাং তাহার পরিবর্তে আমি দুইটা অঙ্গুলি দিতে প্রস্তুত আছি! মহাদেব কৃষকরমণীর এই প্রকার পতিভক্তি দেখিয়া বলিলেন, তোমার এরূপ স্বামিভক্তিতে আমি প্রীত হইয়াছি। আজ অবধি তোমার বংশে যে সকল রমণী জন্মগ্রহণ করিবে, সেই আমার মন্দির সমক্ষে তাহার দুইটা অঙ্গুলী বলি দিয়া তোমার এই অসাধারণ পতিভক্তির মহিমা ঘোষণা করিবে। তাই অমাত্যবে সেই রমণীর বংশীয়া কস্তারা অঙ্গুলি দান করিয়া আসিতেছে। তাহারা রাজবিধির নিষেধ না মানিয়া গণ গ্রহণ করিতে বরং ইচ্ছুক, তথাপি দেবাদেশ লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছুক নহে। এখনও মহিষুরে প্রায় ২ সহস্র পরিবার ঐরূপ অঙ্গুলিদান করিয়া থাকে।

বরপুর, মাদ্রাজপ্রেসিডেন্সীর সেলম জেলার অন্তর্গত একটা গণগ্রাম। কোল্লিমলর পর্বতপারি স্থাপিত নামকল নগরী হইতে ১৬০ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। এখানে তোরিয়ুর উপত্যকার সমুখস্থ কন্দরমুখে আরপল্লেশ্বর স্বামীর মন্দির ও পুথুর। ঐ পুথুরে কতকগুলি মাছ আছে। প্রত্যাহ ঘণ্টা বাজাটয়া ঐ মাছগুলিকে খাড দেওয়া হয়। ঘণ্টাশব্দ হইলেই মাছগুলি বাধের তীরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জন্ত অনেকে ঐ মন্দিরকে

মৎস্তমন্দির বলে। মন্দিরগায়ে অনেকগুলি শিলালুক
উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে একখানি ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ।

বলভ (‘ত্রি’) বলভ-অভচ্। ১ প্রিয়।

“পুত্রোভ্যন্ত নমস্তুৰ্য্যায় বলভোভ্যন্ত ভূপতেঃ।”

(কামলকীরনীতিসা° ৫।১৯)

২ অধ্যক্ষ। (অমর) স্বামীর মতে অমরটাকার অধ্যক্ষ শব্দে
পর্যায়ক ব্যাখ্যায়। ৩ হুলক্ষণাক্রান্ত অর্থ। ৪ কৃষ্ণাণ্ডক।
৫ রাজশিবী। (ভাবপ্র০)

বলভ, একজন রাজা। দলপতিবাজারের পিতা। ২ রাজকুমারভেদ।
সুপ্রসিদ্ধ রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতা। [সনাতন দেখ।]

বলভ, কএকজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা—১ বলভাচার্য্য। ২ একজন
বৈদ্যকরণ। মলিনাথ ও রায়মুকুট ইহার মত গ্রহণ করিয়াছেন।
৩ মোক্ষগঙ্গাবিলাসপ্রণেতা। ৪ বিশ্বজ্ঞানবলভ নামক জ্যোতি-
র্গ-রচয়িতা। ৫ শব্দলুপ্তধরটাকাপ্রণেতা। ইহার প্রকৃত
নাম হরিবলভ। ৬ সমর্পণগভারচরিতা। ৭ বৈভববলভ নামক
গ্রন্থকার।

বলভকম্বুত, লক্ষ্যযোগের উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—
হরীতকী ৫০টা, সচল লবণ ২ পল একত্র মৃত্তপাক করিয়া পান
করিলে ফলাস, মূল, উদররোগ ও বায়ুনাম হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলি ক্রোড়গাধিকা০)

বলভগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটা
গিরিজর্গ। চিকোড়ি হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।
শৈলশিখরোপরি হুগাংশ প্রায় গোলাকার (২৭৫ × ২০০) এবং
কোন স্থানে কৃত্রিম ও কোথাও বা পরিত্যক্ত ইহাকে প্রাচীর-
রূপে বেটন করিয়া আছে। উহার দুইটা প্রবেশদ্বার, ৪টা
প্রবেশ, একটা সুবৃহৎ কূপ এখন সম্পূর্ণ নষ্টপায়, সংস্কার অভাবে
হুগেরও অধিকাংশ ধ্বংস হইবার উপক্রম। বলভগড় হুগ
১৬৮০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্ররাজ্যের শিবাজীর অধিকারে ছিল। উহা
বেলগামের ১০টা প্রসিদ্ধ হুগের একতম। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নেসগীর
সামন্ত সর্দার কোল্‌হাপুর-রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া
তাঁহার নিকট হইতে বলভগড়, গন্ধর্ব্বগড় ও ভীমগড় অধিকার
করিয়া লন; কিন্তু কোল্‌হাপুরগতি পরবর্ত্তেই বিদ্রোহী সামন্তকে
পরাজিত করিয়া হুগ পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে যখন
পরশুরাম ভাউ পুণ্ডার অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন কোল্‌হা-
পুররাজ্যের উপরোক্ত সর্দার পুনরায় বলভগড় হুগ হস্তগত
করেন।

বলভগণক, গণিতলভাপ্রণেতা।

বলভগণি, হেমচন্দ্রকৃত অভিধানচিন্তামণির সারোদ্ধার এবং শেষ-
সংগ্রহের টীকাপ্রণেতা। ইনি জ্ঞানবিষয়ের শিষ্য ছিলেন।

বলভজী, ১ হস্তশাকরচয়িতা। ২ নগরধাওর সারশ্লোক ও
অধ্যায়াক্রমণি, মহাভারতাদ্যাদ্যাক্রমণি, মহাভারতোক্তসার
এবং বৃত্তমালা-সঙ্কলনিতা।

বলভজী গোস্বামী, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

বলভভূতম (ত্রি) অতিশয় প্রিয়।

বলভভাতা[ত্ব] (স্ত্রী) বলভভ ভাবঃ ধর্ম্মে বা তল্ টাপ্। প্রিয়তা,
বলভের ভাব বা ধর্ম্ম।

বলভ তাতিয়া, একজন মহারাষ্ট্র প্রধান। ইনি সিন্ধেরাজের
প্রধান অমাত্য ছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা মধুসূদন
মৃত্যুর পর, পেশবার গদি লইয়া গোলাযোগ উপস্থিত হয়।
এই সময়ে বিধবা রাজমহিষী যশোদাবাই দত্তকগ্রহণের সম্মত
করেন। বলভ তাহাতে বাধা প্রদান করিয়াও বিশেষ কিছু
করিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী
মাসে বাজীরাওর ষড়বন্ধে যোগদান করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যভার
করিবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু বাজীরাও পুণ্য আসিয়া নানা
ফড়নবিশের সহিত সাফাৎ করিলে, উভয়ের পূর্ব্বমনোমালিন্য-
বিদূষিত হয় এবং নানা রাজমন্ত্রী থাকিলে বাজীরাও পেশবা
হইবেন, এইরূপ একটা যুক্তি হয়। এই সম্মিলন বিশেষ আশা প্রদ
নহে, ভাবিয়া বলভ তাতিয়া উভয়ের গুণপরামর্শে বিপরীত-
চরণ করিতে চেষ্টা পান। তিনি স্বীয় বুদ্ধিতে চিম্নাজী আপাকে
যশোদাবাইর দত্তক সাব্যস্ত করাইলেন এবং কোশলে পরশু-
রাম ভাউকে মন্ত্রিপরাধিকারে অঙ্গীকার করাইয়া বাজীরাওর
সর্ব্বনাশদাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা ফড়নবিশ মন্ত্রী রহিলেন
এবং পরশুরাম রাজ্যচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে
পাছে দৌলতরাও সিন্ধে শত্রু হইয়া উঠে, তাহার প্রতিবিধান জ্ঞাত
বলভ নানার পরামর্শানুসারে উভয় পক্ষের মিলনচেষ্টা পাইলেন।

এই সময়ে চিম্নাজী আপা, বাজীরাও ও নানা ফড়নবিশ
পরশুরাম ভাউকে লইয়া মহারাষ্ট্র-সরকারে যে বোয় রাজবিপ্রব
সূচিত হইয়াছিল, তাহা মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে লিখিত
আছে। চিম্নাজী আপাকে নতন পেশবা করিবার অভিপ্রায়ে
নানা ফড়নবিশ সাতারায় আসিয়া রাজসনন্দ গ্রহণ করিলেন,
এদিকে পরশুরামের কোশলে বলভ কর্তৃক বাজীরাও হস্তগত
দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত
না হইয়া বাকী হইতে রাজসনন্দ প্রেরণ করিলেন। ২৬এ মে
চিম্নাজী পেশবা পদে অভিষিক্ত হইলেন।

ইহার পর পরশুরাম নানা ফড়নবিশকে পুণায় ডাকাইয়া
আনিয়া বলভ তাতিয়ার সহিত মিলন করাইতে চেষ্টা পাইলেন,
কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। উভয়পক্ষ শত্রুতারদ্বির সহিত
যুদ্ধ অব্যবস্থায়ী হইয়া উঠিল। নানা বিশেষ কোশলে রণযুগী

তোবঙ্গলেকে হস্তগত করিলেন। সিন্ধেরাজ ও হোলকরপতি এবং পেশবার সেনাপতি মিঃ বয়েড্ সজ্জিত হইলেন। ৮ই অক্টোবর বাজীরাও বসনদে বসিলেন এবং ২৭এ অক্টোবর বলভ তান্ত্রিক সিন্ধেরাজ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। অতঃপর সিন্ধেরাজ তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া পুনরায় মরিচপদে নির্যাস করেন। কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা কড়নবিশের মৃত্যুর পর, পেশবা বাজীরাওর সহিত সিন্ধেরাজের^২ যোগ পরিত্যক্ত উপস্থিত হয়। সেই সময়ে সিন্ধেরাজ পুনরায় বিদ্রোহাশঙ্কার বলভকে নিহত করেন। [মহারাষ্ট্র ও অপর্যাপ্ত শব্দ দেখ।]

বলভভাস, বৈকুণ্ঠিক-প্রণেতা।

বলভদোক্ষিত (পুং) বলভাচার্য্য। [বলভাচার্য্য দেখ]

বলভদেব, ১ হুভাতিভাষি-প্রণেতা। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার হস্তে শাস্ত্রধর্মপদ্ধতির সংকলনকার্য্য আরম্ভ হয়। ২ যোগমুক্তাবলীরচয়িতা। ৩ একজন কবি। ৪ কুমারসম্ভবের অষ্টাধ্যায়-টীকা, মেঘদূতটীকা, রঘুবংশপঞ্জিকা, বক্রোক্তিপঞ্চাশিকাটীকা, শিশুপালবধটীকা ও হৃদয়ভট্টটীকা-প্রণেতা। মল্লিনাথ ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইনি আনন্দদেবের পুত্র এবং আনন্দবর্দ্ধনকৃত দেবীশতকের টীকাকার কষাটের (১৭৭ খৃঃ) পিতামহ।

বলভভায়াচার্য্য (পুং) জায়বীলাবতী-প্রণেতা। গঙ্গেশতত্ত্ব-চিন্তামণিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বলভপালক (ত্রি) বলভানাম্ অববিশেষবাণাং পালকঃ। অধরক্ষক। (ভূরিপ্রয়োগ)

বলভপুর (স্ত্রী) কলিকাতার উত্তরস্থ গঙ্গাতীরবর্তী একটি গও-গ্রাম। এখানে বলভজীর মন্দির বিদ্যমান। প্রতি বৎসর রথ-যাত্রা উপলক্ষে এখানে দ্বাপরগোপালের উৎসব হইয়া থাকে। এই স্থান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের শ্রীহামপুর ষ্টেশন হইতে অর্ধ ক্রোশ দূর। [মাহেশ দেখ।]

বলভরাজ, অনুহিলগড়ের একজন রাজা। চামন্দরাজের পুত্র।

বলভশক্তি (স্ত্রী) একজন রাজপুত্র। (কথাসরিংসা* ১০।১৭)

বলভস্বামিন্ (পুং) বলভাচার্য্য।

বলভা (স্ত্রী) প্রিয়া।

‘প্রেরণী দয়িতা কান্তা প্রাণেশা বলভা প্রিয়া।

জ্বরোণা প্রাণসমা প্রোষ্ঠা প্রণরিনী চ সা ॥’ (হেম)

বলভাচারী, বৈকুণ্ঠ-সম্প্রদায়ভেদ। অপর নাম কল্পসম্প্রদায়। বলভাচার্য্য ইহার প্রবর্তক, এই নিমিত্ত লোকে এই সম্প্রদায়ী বৈকুণ্ঠদিগকে বলভাচারী বলিয়া থাকে। তায়ত্তবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে রামসীতার উপাসনাই প্রচলিত দেখা যায়, কিন্তু ঐ স্থানের পশ্চিমভাগে ঐশ্বরীবান্ ও ভোগবান্ গৃহদেব মধ্যে

আরই রাধাকঙ্কের উপাসনা প্রচলিত। ঐ প্রদেশে ষষ্ঠা-চাণ্ডীপ্রবর্তিত বালাগোপালের সেবা কিছুদিন হইল^৩ বিশেষভাবে প্রচল হইয়া উঠে। গোহুসহ গোখারীরা এই ধর্ম উপদেশ দেন, এজন্য ইহা গোহুলহ গোখারীবিষয়ে ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রবাহ আছে,—সর্বপ্রথমে বেথ-ভাষ্যকার কিছুখারী এই ধর্মের সারভূত প্রচার করেন। তিনি জয়ানন্দী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্তকে শিষ্য করিতেন না। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানদেব। জ্ঞানদেবের শিষ্য দানদেব ও জিলোচন। তাঁহাদের অব্যবহিত কাল পরে তৈলকদেবীর লক্ষণ ভট্টের পুত্র বলভাচার্য্য গুরু-পদে অভিষিক্ত হইয়া, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে, গবিশেষ যত্ন সহকারে ঐ ধর্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে তিনি গোহুলে ৬ বাস করিতেন। তথায় কিছুকাল বাসন করিয়া তীর্থপর্যটনে যাত্রা করেন। তত্তমালে লিখিত আছে, তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণপথে বিজয়নগরাধিপতি হুঙ্ক-দেবের সভার উপস্থিত হইয়া তথাকার শাস্ত্র-ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন, এবং তত্তমালে বৈকুণ্ঠগণের আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন। তথা হইতে উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিয়া শিপ্রা-তটে অশ্বখবৃক্ষ-তলে অবস্থিতি করেন। ঐ স্থান অতাপি তাঁহার বৈঠক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

মধুরায় ঘাটে তাঁহার ঐক্লপ আর এক বৈঠক দেখা যায়। চন্দ্রের এক কোণ পূর্বে তাঁহার নামে একটি মঠ ও মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মঠের প্রাক্ষণে যে কুপ আছে, তাহা আচার্য্য কুঁরা নামে ব্যত। উজ্জয়িনীতে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া তিনি বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচলা ভক্তি ও ধর্মার্থক্লেশ স্বীকার দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হন, এবং অতি মনোহররূপে বর্ণন দিয়া তাঁহাকে বালাগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ করেন।

বলভাচার্য্যের মৃত্যুঘটনাবিষয়ক আখ্যান অতিমাত্র অদ্ভুত। তিনি শেখাবস্থায় কিছুদিন বাগ্যনগরী জেঠনবড় বাস করিতেন। ঐ জেঠনবড়ের নিকটে অতাপি তাঁহার একটি মঠ আছে। তিনি মর্ত্য-লীলা সম্পন্ন করিয়া এক দিবস হনুমানঘাটে গঙ্গা-সলিলে অবতরণ করিলেন এবং অবগাহন করিতে করিতে এককালে অন্তহিত হইয়া গেলেন। তদনন্তর তাঁহার অবগাহন-স্থান হইতে এক দেবীপায়ান অগ্নি-শিখা প্রবীণ হইয়া উঠিল, তিনি বহুতর ধর্মক সমক্ষে স্বর্গারোহণ করিতে লাগিলেন, ও অবশেষে আকাশে লীন হইয়া গেলেন।

যদিও মহাত্ম্যতাবি প্রেহে কিছু ও ক্রকের অত্যন্ত রূপ বর্ণনা আছে এবং শ্রীভাগবতে তাঁহার কেলি-কৌতুকপরিপূর্ণ বৌবন-

* বনুয়ার বাক্যে মধুরায় আর তিন কোল পুষ্ক গোহুল গ্রাম।

পীলার সবিত্তর বর্ণনা পাওয়া যায়, তথাপি কিছু অণেকা ক্রকের প্রাধান্য-বর্ণন ঐ ছই প্রেরের কোন অংশে দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু কোন কোন স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাল-রূপের উপাসনার স্পষ্ট বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায় *।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে—বৃন্দাবন-বাসী গোপাল হইতেই এই চরাচর বিব উৎপন্ন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে নারায়ণ, বাম পার্শ্ব হইতে মহাদেব, নাভি-পদ্ম হইতে ব্রহ্মা, বকঃ-স্থল হইতে ধর্ম, মুখ হইতে সরস্বতী, মন হইতে লক্ষ্মী, বৃদ্ধি হইতে দুর্গা, জিহ্বা হইতে সাবিত্রী, নাসন হইতে কামদেব এবং বামদ হইতে রতি ও রাধিকা উৎপন্ন হন ; রাধার লোমকূপ হইতে জিহ্বাং কোটি গোপাঙ্গনা এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে জিহ্বাং কোটি গোপ জন্ম গ্রহণ করে ; প্রথমে গোলোকবাসী, পরিশেষে বৃন্দাবন-নিবাসী, গাতী ও বৎস পশুভ্যং তাঁহার লোমকূপ হইতে উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণ অতুগ্রহ করিয়া তাহার একটি গোক মহাদেবকে দিয়াছিলেন। ঐ পুরাণের সৃষ্টি-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের কিশোর-রূপই সৃষ্টিকর্তা বলিয়া বর্ণিত আছে।

বলভাচার্য্য বলিয়া গিয়াছেন, পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই, বন-বাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্তারও আবশ্যক নাই ; উত্তম বসন পরিধান ও সুখাত্ত অন্ন ভোজনাদি সমস্ত বিবয়গ্রন্থ সন্তোষপূর্ব্বক তাঁহার সেবা কর। বস্ত্রতঃ ও এ সম্প্রদায়ী বৈকবেরা অতিমাত্র বিবরী ও ভোগবিলাসী। গোবাসীরা সকলেই গৃহস্থ। সম্প্রদায়-প্রবর্তক বলভাচার্য্য

* কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে বালকৃষ্ণের ইশ্বর-ভাব বর্ণিত আছে। লিখিত আছে, বহুদেব নব-প্রস্থত শিশুক চতুর্ভুজ, শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারী, পীতাম্বর-পরিধান ও পঞ্চচক্রাদি-বৈকুণ্ঠ-বিন্দিত দেখিয়াছিলেন।

“তদন্তু তং বালকমযুজৈকগং চতুর্ভুজং পঞ্চদশাঙ্গাঙ্গমুখম্।

শ্রীবৎসলভঃ গলপাতিভোক্তাঃ পীতাম্বরঃ সান্দ্রপোষসৌভগম্।

মহার্হবৈদ্যকিরীটকুণ্ডলম্বিতা পরিষক্তসহস্রকুলম্।

উদয়কাক্যাদনককণাভিভির্কিরোচমানঃ বহুদেব ঐকত।”

(ভাগবত ১০।৩।২-১০)

ঐ পুরাণের হাদ্যভ্যে বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ যুগ্মদান করিল, বলাদ্য ভরণে অবিল ব্রহ্মাও অবলোকন করিলেন।

আবার মহাভারতের বনপর্বে ১৮৮ অধ্যায়ে একটা উপাখ্যান আছে যে, মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মি, অন্ন-কালে, বিব বিচরণ করিতে করিতে যেছিলেন, এক একাঙ বট-কৃষ্ণের উপরিভাগে বিবাত্তরং-স্থিত পর্ষতে একটা বালক শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মার্কণ্ডেয় ত্রিকালবেদ্য হইয়াও তাঁহাকে জ্ঞানিতে পারিলেন না যেহিহা, সেই বালক কৃষ্ণ ও শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারিকণে লর্ণন দিয়া করিলেন, “মার্কণ্ডেয়। আমি তোমাকে লানি, ভূমি পণ্ডাটন করিয়া পরিত্রাভ হইয়াছ, এক্ষণ আমার দেহাভ্যন্তর এতদন্ত হইয়া বতরিন ইচ্ছা বাস কর।”

যদিও প্রথমে সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু লোকে বলে, তিনি পুনর্বার গার্হস্থ্যভ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেবকেরা গোবাসী-দিগকে পরিধানার্থ উত্তমোত্তম বহু-মূল্য বস্ত্র প্রদান করে এক চর্যা, চোষা, লেহ, পেয় নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করার।

শিষ্যদিগের উপর গোবাসীদিগের অত্যন্ত প্রতুষ্ দেখিতে পাওয়া যায় ; এমন কি, শিষ্যেরা তাঁহাদিগকে তন্ন, মন ও ধন এই তিনই সমর্পণ করিবে ; এরূপ স্পষ্ট বিধি আছে। সেবকেরা অনেকেই ব্যবসারী। গোবাসীরাও বহু-বিভূত বাণিজ্য-ব্যবসারে ব্যাপৃত থাকেন এবং তীর্থভ্রমণোপলক্ষে দূরদূরান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য-কার্য্য নির্বাহ করেন।

দেব-সেবার বিষয়ে অজ্ঞাত সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদিগের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। ইহাদিগের গৃহে ও মন্দিরে গোপাল, রাধাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাবতার সঞ্চরী অজ্ঞাত প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তিই প্রায় ধাতুনির্মিত, ইহারা প্রতি-দিবস শ্রীকৃষ্ণের আটবার সেবা করিয়া থাকে।

১ মঙ্গলারতি। সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্রীকৃষ্ণকে শয্যা হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক আসনারূঢ় করিয়া তাৎক্ষণিক-সঞ্চলিত যৎকিঞ্চিৎ জলপানের সামগ্রী প্রদান করিতে হয় এবং সে সময়ে তথার দীপ রাখা হইয়া থাকে।

২ শূদার। চারি দণ্ড বেলায় সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তৈল, চন্দন, ও কর্পূর দ্বারা স্নানোত্ত ও বস্ত্রাঙ্করে বিভূষিত হইয়া বার দিয়া বসেন।

৩ গোয়াল। ছয় দণ্ড বেলা হইলে শ্রীকৃষ্ণ যেন গোচারণে যাত্রা করিতেছেন, এইরূপ বেশ ধারণ করেন।

৪ রাজভোগ। মধ্যাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে যেন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভোজন করিতেছেন, এই মনে করিয়া, দেবালয়ের পরিচারকেরা বিগ্রহ সমীপে নানাবিধ মিষ্টান্ন ও অজ্ঞাত সুখাত্ত সামগ্রী স্থাপন করেন এবং ভোগ সমাপ্ত হইলে পর, প্রসাদী দ্রব্য ও অজ্ঞাত সামগ্রী, উপস্থিত সেবকদিগকে পরিবেশন করিয়া থাকেন এবং কোন কোন ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শিষ্যের বাটীতেও প্রেরণ করেন।

৫ উত্থাপন। ভোগান্তে বিগ্রহের নিজা হয়, পরে ছয় দণ্ড বেলা থাকিতে জাগরিত করিয়া উত্থান করাইতে হয়।

৬ ভোগ। উত্থাপনের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বৈকালিক ভোগ হয়।

৭ সন্ধ্যা। সূর্য্যাস্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সায়ংকালিক সেবা হয়। তখন তাঁহার দিবা-পরিহিত সম্ভার অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া পুনর্বার তৈল ও গন্ধ-দ্রব্যাদি দ্বারা অঙ্গ সেবা করিতে হয়।

৮ শয়ন। অশ্রুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে বিগ্রহকে শয্যা

হাপনপূরক, তৎসমিধানে পানীর জল, তাবলুনাথর ও অস্ত্রাভ শ্রান্তিহর জবা সমুদায় রাধিরা, পমিটারকেরা দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রবেশ করেন।

এই সকল সময়ে প্রায় এক প্রকারই সেবা হয়; যথা পুষ্প, গন্ধ ও তোগদান এবং তোজ-পাঠ ও সাষ্টাঙ্গপ্রণাম। বিগ্রহ-সেবক এবং অস্ত্রাভ লোকও এই সমুদায়ের অমুঠান করেন, কিন্তু কৃষ্ণ-তোত্র প্রায় ঐ সেবকেরাই পাঠ করিয়া থাকেন।

নিভা-সেবা ব্যতিরেকে কতকগুলি সাংবৎসরিক মহোৎসব আছে। কাশীধামে ও পশ্চিম প্রদেশীয় অস্ত্রাভ অনেক স্থলে জম্মাঠমী ও রাস-বাত্মা উৎসবে অতিশয় আমোদ হয়। গ্রাম-সমিহিত কোন চম্বরে সমারোহপূরক রাস-বাত্মার কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কত লোকে বেত, পীত, লোহিতাদি কত উৎকৃষ্ট বসন পরিধানপূরক রাস-ভূমিতে সমাগত হয়, কতপ্রকার অতি মনোহর নৃত্য, গীত, বাজের অমুঠান হয় ও শ্রামশ্রমকের মূললিত লীলাধুরূপ কত কৌতুকই প্রদর্শিত হয়। স্থানে স্থানে গায়ক, বাদক ও নর্তক সকল যেক্ষণশায়ে উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ গুণ প্রকাশ পুরস্কার লোকের মনোরঞ্জন করে এবং দর্শকগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে মনোমত পারিতোষিক প্রদানপূরক পুরস্কৃত করে। স্থানে স্থানে তৃণ-গৃহ, বজ্রগৃহ ও পণ্য-শালা প্রস্তুত হয়, মধ্যে মধ্যে মনোহর দোলনা ও ঝোলনা সকল আলম্বিত থাকিয়া লোকদিগকে অতিশয় আমোদিত করে, অপরাধ্য ফল মূল ও নানাবিধ মিষ্টান সামগ্রী পরিপাটীক্রমে সম্ভজিত থাকিয়া সর্বস্থানে সুশোভিত করে এবং দর্শকগণ পরম কৌতুহলবিষ্ট হইয়া হর্ষোৎসুক চিত্তে চতুর্দিকে বিচরণ করিতে থাকে। অসংখ্য লোকের সমাগম! বিচিত্র বসন! বিচিত্র ভূষণ! বিবিধ কৌতুক পরমাশ্চর্য্য সূক্ষ্ম ব্যাপার! এই সমস্ত সন্দর্শন করিয়া লোকের আমোদের আর ইয়ত্তা থাকে না। নৃন্দাবনেও চান্দ্র আশ্বিন মাসে দশমী অবধি করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত এই উৎসব হয়। শুধার নদী-কূলে পাবানময় কৃত্রিম বেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অবিকল প্রতিক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

বলভাচারীর ললাটে দুই চিত্র পুণ্ড করিয়া নাসামূলে অর্ধ-চক্রাকৃতি করিয়া মিলাইরা দেন এবং ঐ দুই পুণ্ডের মধ্যস্থলে একটি রক্তবর্ণ বর্জ্জলাকার তিলক করিয়া থাকেন। এ সম্প্রদায়ের ভক্তেরা শ্রীবৈষ্ণবদিগের দ্বার বাহ ও বন্ধ-হলে শম্ভ, চক্র, গণা ও পদ্মের প্রতিক্রিত আঁকিত করেন, এবং কেহ কেহ শ্রামবল্লী নামক কৃষ্ণমুস্তিকা অথবা কৃষ্ণবর্ণ অস্ত্ররূপ ধাতু দ্বারা উল্লিখিত বর্জ্জলাকার তিলক আলিখিত করিয়া থাকেন। ইহার কণ্ঠে ভুললীর মালা এবং হস্তে ভুললীকাঠের অপমালা

রাখেন, এক 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জরগোপাল' বলিয়া পদ্মশর অভি-বাসন করেন।

বলভাচার্য্য শ্রীমতঃগবতের বেটীকা রচনা করেন, তাহা ইহাদিগের প্রধান সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। তাহাতে ভাগবতের বাদ্যন ব্যাখ্যা আছে, ইহার তাহাই অবলম্বন করিয়া চলেন। তথ্যতিরেকে, তিনি ব্রহ্মহৃদভাষ্য, সিদ্ধান্ত-রহস্ত, ভাগবত-লীলারহস্ত, একান্ত-রহস্ত প্রভৃতি অনেকানেক সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়া বসেন। [বলভাচার্য্য দেখ।]

এতদ্বিধা, সামান্য সেবকদিগের মধ্যেও কৃষ্ণলীলাপ্রতি-পাদক ভাবার লিখিত বহুতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা,—

বিষ্ণুপদ—এ গ্রন্থ ভাবার লিখিত। ইহা বলভাচার্য্য-কৃত, ইহাতে বিষ্ণুগুণ-প্রতিপাদক কতকগুলি পদমাত্র আছে।

ব্রজ-বিলাস—ব্রজবাসী দাস এই গ্রন্থখানি ভাবার রচনা করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের নৃন্দাবনলীলার বর্ণনা আছে।

অষ্টচাপ—এই গ্রন্থে বলভাচার্য্যের আট জন প্রধান শিষ্যের উপাখ্যান আছে।

বার্তা—এই ভাবা-গ্রন্থে বলভাচার্য্য ও তাঁহার মতাম্বর্তী ৮৪ জন ভক্তের অত্যন্ত চরিত বর্ণিত আছে। ঐ ৮৪ জনের মধ্যে ত্রী পুরুষ উত্তরজাতীয় ও সকলবর্ণের লোকই ছিল। এই সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অতেন ভাব স্পষ্টতঃই উক্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্তরহস্তের পরামুখি বা জীবব্রহ্ম-মিলন সম্বন্ধীয় এসকল চৌরাশি-বার্তা নামক গ্রন্থের একস্থলে এইরূপ লিখিত আছে। বলভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত এ বিষয়ে কথোপ-কথন করিয়া উহার মর্ম অবগত হইয়াছিলেন। যথা,—

“তব্ শ্রীআচার্য্য জী মহাপ্রভু আপ কইঁ জো জীব কো বরপ তো তুম্ জানত হী হৌঁ দোষবন্ত হৈ সো তুম্ নোঁ। সখ কৈসে হোয়, তব্ শ্রীঠাকুর জী আপ কইঁ জো তুম্ জীবন কৌ ব্রহ্মসম্বন্ধ করাবোগে তিন কৌ হৌঁ অদীকার করলো তুম্ জীবন কৌ নাম দেউগে তিনকো সকল দোষ নিবর্জ হোয়দে।”

‘তখন আচার্য্য কহিলেন, তুমি জীবের স্বভাব জ্ঞাত আছ, তাহার সকলই দোষ, তবে কিরণে তোমার সহিত তাহার সংযোগ হইবে? তাহাতে ঠাকুরজী (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন, তুমি ব্রহ্মের সহিত জীবের বেরূপ সংযোগ সাধন করিবে, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া লইব।’

এই কথোপকথানি ছাড়া আরও বিস্তর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বিস্ত-মান আছে, কিন্তু সে সমস্ত তাদৃশ প্রচলিত নহে। ভক্তমালাও এ সম্প্রদায় সংক্রান্ত অনেক উপাখ্যান আছে। কিন্তু বলভাচার্য্যের অপরাপর সম্প্রদায়ের দ্বার উহাকে মূল শাস্ত্র বলিয়া অদীকার

- করেন না। উল্লিখিত বার্তাই ইহাদের ভক্তমাল হানীর হইয়াছে।
- ভক্তমালের ভায় ঐ গ্রন্থেও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ও আবির্ভাব-সূচক অসংখ্যক আনন্দোৎসব ও অসংখ্যক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত একটি রাজপুতানী বা রাজপুত্র-জাতীয় গ্রীষ্মোৎসব উপাখ্যান পাঠে বোধ হয়, যে এই সম্প্রদায়ের সহ-স্বরণের বিধান ছিল না। অগ্নিরাথ ও রাণাবাস নামে দুই শিবা সঙ্গে লইয়া বঙ্গভাচার্য্য দ্বীপভ্রমণে যান করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঐ দ্বীপ দ্বীপ দ্বীপের সহস্রসংখ্যক তথাক উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া অগ্নিরাথ সতীর্থ রাণাবাসকে জিজ্ঞাসিলেন, “দ্বীপ-লোকে সতীর্থ-ধর্ম-প্রকাশের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার ব্যাপারখানা কি?” রাণাবাস শিরশ্চালনপূর্ব্বক কহিলেন, “শবের সহিত সৌন্দর্যের অনর্থ সংযোগমাত্র।” রাজপুতানী তাঁহার শিরশ্চালনের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া সহগমনে নিবৃত্ত হইল। কিছু দিন পরে রাজপুতানী অকস্মাৎ এক দিন তাঁহাদিগকে দেখিয়া আপনাদিগের সহস্রসংখ্যক নিবারণ-সংক্রান্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদায় নিবেদন করিল, এবং তৎকালে তাঁহাদের দুই জনের কি কথা বার্তা হইয়াছিল, তাহাও জানিতে প্রার্থনা করিল। রাণাবাস নিশ্চিত জানিলেন, রাজপুতানীর উপর শ্রীআচার্য্যের কৃপা হইয়াছে, এবং অগ্নিরাথের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত করিয়া কহিলেন, তোমার রূপলাবণ্য শ্রীঠাকুরজীর সেবার সমর্পিত না করিয়া শবের উপর নিক্ষেপ করা অভিশপ্ত অত্যাচার ও অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অনন্তর রাজপুতানী রাণাবাস-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শ্রীঠাকুরজীর পরিচর্য্যাকারে নিযুক্ত থাকিয়া আয়ুঃকর করিয়াছিলেন।

বঙ্গভাচার্য্যের পুত্র বিট্ঠলনাথ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে শ্রীগোসাঁইজী বলিয়া জানে। বিট্ঠলনাথের সাত পুত্র, গির্জারি দায়, গোবিন্দ দায়, বালকৃষ্ণ, মোকুলনাথ, রঘুনাথ, বহুনাথ, ও বনভ্রাম। ইহারা সকলেই ধর্মোপদেশক ছিলেন, এবং ইহাদের মতামতবস্তীরা যদিও পৃথক পৃথক সমাজকৃষ্ণ, কিন্তু প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রায় সকল সমাজেরই ঐক্য আছে। কেবল মোকুলনাথের শিষ্যদিগের কিকিৎ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অপর ছয় সমাজের মঠের প্রতি কিছুই প্রভা রাখে না, স্বকীয় সমাজের গোবামী ব্যক্তিরকে আর কাহাকেও প্রভা করে না, এবং স্বকীয় সমাজের গোবামী ব্যক্তিরকে আর কাহাকেও শাস্ত-

বিহিত ভক্ত বলিয়া স্বীকার করে না। বিট্ঠলনাথের অস্ত্র কোন পুত্রের মতামতবস্তী লোকেরের এরূপ একতর পক্ষপাত নাই।

নানাহানের, বিশেষতঃ গুজরাত ও মালবদেশের, বহুতর স্বর্ণবনিক ও ব্যবসায়ী লোকে বঙ্গভাচার্য্যের মতামতবস্তী হইয়াছে, এ নিমিত্ত এ সম্প্রদায়ের অনেকানেক ধনাঢ্য লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে, বিশেষতঃ মথুরা ও কান্দোবে, ইহাদিগের বিস্তর মঠও দেবালয় আছে। কান্দোবে এ সম্প্রদায়ের দুইটি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে; লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তমজীর মন্দির। ঐ দুই মন্দিরের বিগ্রহ অতি বিখ্যাত ও বহু সম্প্রতিষ্ঠান। অগ্নিরাথকেও ও বারকা এ সম্প্রদায়ের অতি-মান্য পবিত্র তীর্থ, এবং আজমীরের অন্তঃপাতী শ্রীনাথদেবের মঠ সর্ব্বাপেক্ষা মহিমান্বিত ও সমৃদ্ধ-সম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রবাদ আছে, এ মঠের বিগ্রহ পূর্বে মথুরায় ছিলেন; অরাজ্জের বাদশাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অসম্মতি করিলে পর, ঐ সর্ব্বাত্ম্যামী বিগ্রহ তথা হইতে আজমীরে প্রস্থান করেন। তথাকার বর্তমান মন্দির অধিক দিনের নহে, কিন্তু সেবক-বস্ত্র ধনে তত্রস্থ বিগ্রহের বিস্তর সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গভাচার্য্যদিগের অন্ততঃ এক বারও শ্রীনাথ বর্নন করিতে হয়, এবং প্রধান গোবামীর সন্নিধানে তদ্বিষয়েই প্রমাণ-পত্র গ্রহণ করিয়া মঠের আত্মকূল্যার্থে যথাসম্ভব কিছু কিছু দান করিতে হয়।

সাম্প্রদায়িক বালকদিগকে গোসাঁঞীরা গলায় তুলনী মালা ধারণ করাইয়া “শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম” এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য করে এবং বাদশ বা ততোধিক বর্ষে যখন ঐ বালক জীবনের কর্তব্যাকর্তব্য ও গুরুত্ব অনুভব করিয়া দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ আচরণ করিতে সমর্থ হয়, তখন গোসাঁঞীরা তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া থাকেন, তখন ঐ বালক শ্রীগোপাল চরণে আপনাদিগের যথা সর্ব্বস্ব অর্থাৎ ভক্ত, মন ও ধন সমর্পণ করিতে অন্ত্যাস করে। নিম্নোক্ত রম্ভে তাহা সম্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে :—

“ও শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম সহস্র পরিবৎসরান্নিত্যকালজ্ঞাত-কৃষ্ণবিরোপজনিত্যতাপক্লেমানন্তভিরোভাবোহং ভগবতে কৃষ্ণায় মেহেজির-প্রাপ্যকঃ-কল্পতরুর্ধ্বাং দারাদারপুত্রোত্তমিত্তেহ-পর্যাপ্যনাসহ সমর্পয়ামি দাসোহং কৃষ্ণ ভবামি।”

• কান্দোবে মোকুলনাথের প্রত্যেক মঠেই এক পরমা করিয়া দেবালয়ে দান করে। আর তথাকার বহু-ব্যবসায়ীরা প্রতিবারের আধিব্যয়ে দুই পরমা করিয়া দেয়।

† প্রত্যেক মন্দিরের তিন স্থানে দান করিতে হয়, যথা বিগ্রহ সন্নিধান, প্রবেশের পথ, ও শ্রীনাথদেবের দ্বারে।

‡ দায়কলম্বায়ে ইহার অনুপূর্ণ ভাবে দোক পাওয়া যায়

বলভাচার্য্য, বলভাচার্য্যনামক বৈকুণ্ঠভক্ত প্রতিষ্ঠাতা একজন আচার্য্য। তিনি লক্ষণভট্টনামক এক জন তেলগু ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পুত্ররূপে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা দাক্ষিণাত্যের হুদ্র তৈলঙ্গ প্রান্ত হইতে তীর্থযাত্রা উদ্দেশে উত্তরভারতে আসিয়া উপনীত হন। এইখানে বারাণসীর অদূরবর্তী চম্পারণ্য নগরে তিনি প্রসূত হইয়াছিলেন। এই কারণে উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসী পণ্ডিতগণ তাঁহাকে উত্তরভারতবাসী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

বলভের পিতা বিষ্ণুস্বামী চন্দ্রসারভক্ত ছিলেন। বারাণসী ধামে অবস্থিতিকালে ধর্ম্মাচার হইয়া তৎস্থানবাসীর সহিত তম্রাতালবর্ষাদিগের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। এই কারণে তাঁহাকে বারাণসী ছাড়িয়া অন্তর্য্যাহতে হইয়াছিল। ঐ সময়ে তাঁহার পত্নী পূর্ণগর্ভা ছিলেন। অতি ক্রমতঃ পলায়ন কালে পথাতিক্রমণ কষ্টে অকালে অষ্টম মাসে তাঁহার পত্নী এই নব-কুমার প্রসব করেন। তাঁহার্য্য আপনাদের জীবন বিপদসঙ্কুল জানিয়াই হউক, অথবা পুত্রের দেবপ্রিয়লাভের আশ্বাসেই হউক, সেই সন্তঃপ্রসূত তনয়কে একটা বৃক্ষতলে ফেলিয়া রাখিয়া যান। এইরূপে দূরান্তরে গমনপূর্ব্বক কিছুদিন অতিবাহনের পর, যখন তাঁহাদের প্রাণের আশঙ্কা দূরীভূত হইল, তখন তাঁহারা দীর্ঘে দীর্ঘে সেই পথে পুনরায় আসিয়া স্বীয় পুত্রকে তদবস্থায় অক্ষত শরীর ও জীবিত দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে কোলে তুলিয়া লইলেন। তদনন্তর পুত্রক-পুত্রিতন্ত্রণের তাঁহার্য্য সপুত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তথায় কিছুকাল অবস্থানের পর, শ্রীমদ্বারণসীর সমীপবর্তী গোবিন্দ নগরে আসিয়া বাস করেন।

এখানে নারায়ণভট্টের অধীনে কোমলপ্রকৃতি বালক বলভের অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। স্বীয় স্মৃতি ও অধ্যবসায়বলে বালক অতি অল্পকালের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। প্রবাদ এইরূপ যে, তিনি চারি মাসের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিরোগ হয়, এই সময় হইতেই সাংসারিক বিশৃঙ্খলা তাঁহার পাঠ্য জীবনকে তমসাক্রম করিয়া ফেলে। তাহাতে তাঁহার শক্তিময় চিত্তে ঘোর সাংসারিক বিরহ আসিয়া সুপ্তস্থিত হয়। সেই বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক আচার্য্যভট্টানের বৈসাদৃশ্য দেখিয়া তিনি আরও হতা-জ্ঞান হইয়া পড়েন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি প্রকৃত

ধর্ম্মপথপ্রায়ই চিত্তভারাগনোদনের এক মাত্র অবলম্বন জানিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনার প্রবৃত্তি হন। এবং ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক আচারাদি সংস্কার দ্বারা একটা অভিনব ধর্ম্মমত-স্থাপনের আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

এই উদীপনায় বশবর্তী হইয়া বলভ বাল-গোপাল উপাসনা-রূপ স্বীয় অভিনব মত প্রচার করেন। উত্তর-ভারতে তাঁহার মত বিস্তার করিবার পূর্ব্বকই, কাশ্যাবাদেশে তাঁহাকে একবার মাতৃভূমি দর্শন করিতে দাক্ষিণাত্যে গমন করিতে হইয়াছিল, এখানে আচর্য্যেই তাঁহার কীর্তিভক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তথায় নামোদর দাস নামক একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহার ধর্ম্মমতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বিজয়নগরে স্বীয় মাতৃলালয়ে গমন করেন। এখানে বিজয়নগর রাজদরবারে রাজপণ্ডিতগণ তাঁহার মত-নিরাসের জ্ঞা একটা প্রকাশ্য সভায় তাঁহাকে বিচারে আহ্বান করিলে তিনি তথায় যাইয়া উপস্থিত হন। পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার তর্কে পরাজিত হইলেন। রাজা কৃষ্ণদেব স্বয়ং তর্ক-স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অপরিসীত সেই স্ববক্তের বাগ্মতা ও জ্ঞানবত্তা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং স্বয়ং তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপনায় ধর্ম্মগুরু বলিয়া পূজা করিলেন।

এই ঘটনা হইতেই বলভাচার্য্যের ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাভিত্তি আরও দৃঢ়তর হইল। তিনি অতঃপর যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই স্থানে অনেকেই তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিতে লাগিল, এইরূপে উজ্জয়িনী, বারাণসী, হরিন্দার, প্রভাগ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার নবীন মতে অসংখ্য ব্যক্তি দীক্ষিত হইল। তাঁহার মতে, আজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন ভ্রাতৃ-সঙ্গত বা ধর্ম্মপ্রণোমিত নহে। বারাণসী অবস্থানকালে তাহ তিনি স্বয়ং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এত বিবাহের কালে ১৫১১ খৃষ্টাব্দে গোপীনাথ এবং ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বিট্টলনাথ নামে তাঁহার দুইটা পুত্র সন্তান হয়।

তিনি শেষ জীবনে আর্য্যই ব্রহ্মভূমি ত্যাগ করেন নাট। তথায় ১৫২০ খৃষ্টাব্দে তিনি গোবিন্দ শৈলের পার্শ্বে শ্রীনাথের সুপ্রসিদ্ধ ও সুবহু মন্দির স্থাপন করেন। একদা বৃন্দাবনে ভগবদ্ব্যানে নিরত থাকিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ভগবান ঐ সময়ে তাঁহাকে স্বীয় পূজার বা উপাসনার একটা অভিনব প্রথা প্রবর্তন করিতে আদেশ দেন এবং বলেন যে, ঐ প্রথায় তাঁহার বালকস্মৃতির উপাসনার ব্যবস্থা জানিবে। তদনুসারে বালকৃষ্ণ বা বালগোপাল নামে ঐ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে।

বারাণসীতে তাঁহার বাসভবন ছিল। সেখানে তিনি বাস

১. “রামায়ণ” ৩: ৬৮৬-৬৮৭ (প্রাথমিক)

২. “বিশ্বকোষ” ৬: ৬৮৬ (প্রাথমিক)

করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীকৃষ্ণাবনে আসিয়া আপনার ধর্মমত প্রণয়ক ভগবৎ-শ্রেয়সনিলে নিবৃত্ত করিয়া লইয়া যাইতেন। বারাহলীতে অবস্থানকালে তিনি বীর মতপ্রতিষ্ঠাপক কএক খানি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে শ্রবোধিনী নামী সুবিস্তৃত ভগবৎগীতাটীকা অতি প্রসিদ্ধ। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে বলভাচার্য্যের তিরোধান ঘটে। তিনি বাধারণে বৈদ্যানর বলিয়া পূজিত হইতেন। গ্রন্থাবলিতে তাহার বলভলীকিত নামও পাওয়া যায়।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী—অন্তঃকরণপ্রবোধ ও তাহার টীকা, আচার্য্যাকারিকা, আনন্দাধিকরণ, আখ্যা, একান্তরহস্য, কৃষ্ণাশ্রয়, চতুঃশ্লোকিতাগবতটীকা, জলভেদ, জৈমিনিব্রহ্মভাষ্য (মীমাংসা), তত্ত্বলীপ বা তত্ত্বার্থলীপ ও তট্টীকা, ত্রিবিধলীলানামাবলী, নবরত্ন ও তট্টীকা, নিরোধলক্ষণ ও বিবৃতি, পদ্মাবলম্বন, পদ্ম, পরিভাষা, পরিবৃদ্ধটীকা, পুরুষোত্তমসহস্রনাম, পুষ্টি-প্রবাহমর্যাদাভেদ ও টীকা, পূর্বমীমাংসাকারিকা, প্রেমামৃত ও টীকা, প্রোচরিতনামন, বালচরিতনামন, বাসবোধ, ব্রহ্মসুত্ররতি, ব্রহ্মসুত্রানুভাষ্য, ভক্তিবর্দ্ধিনী ও টীকা, ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভগবৎগীতাভাষ্য, ভাগবতভবলীপ নামে টীকা, নিবন্ধ ও ভাগবতপুরাণটীকা শ্রবোধিনী। এছাড়া ভাগবতপুরাণ দশমস্কন্ধাষ্টকমণিকা, ভাগবত-পুরাণ পঞ্চম স্কন্ধটীকা, ভাগবতপুরাণৈকাদশস্কন্ধার্থনিরূপণকারিকা, ভাগবতসারসমুচ্চয়, মঙ্গলবাদ, মধুরামাহাত্ম্য, মধুরাষ্টক, মমুনীষ্টক, রাজলীলানামন, বিবেকধৈর্য্যাস্রয়, বেদভক্তিকারিকা, শ্রাদ্ধপ্রকরণ, প্রতিসার, সন্ন্যাসনির্ণয় ও তট্টীকা, সর্বোত্তমস্তোত্রটিপ্পণ ও টীকা, সাক্ষাৎপুরুষোত্তমবাক্য, সিদ্ধান্তসুফাবলী, সিদ্ধান্তরহস্য, সেবাকল-তোত্র ও তাহার টীকা, স্বামিত্তষ্টক।

বলভাচার্য্যের মৃত্যুর পর, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বিটঠল নাথ মঠের গরিমতে উপবিষ্ট থাকিয়া অসীম বয়সে ও উচ্চমে এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে বীর পিতার প্রবর্তিত ধর্মমত বিস্তারে সকলমনোরথ হইয়াছিলেন। তিনি এই প্রচার-কাণ্ডে অপরিসংখ্য ২৫২ জন সাধুর সাহায্য পাঠিয়াছিলেন। ১৫ সকল পরিচরিত্র বৈষ্ণববিগের জীবনী “মোদোবাস্তনবার্তা” নামক হিন্দীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

বিটঠলনাথ ১৫৩৫খৃষ্টাব্দে গোকুলে আসিয়া বাস করেন। এখানে ১০বৎসর বয়ঃক্রমকালে পবিত্র গোবর্দ্ধন শৈলশিখরে তাঁহার ভবলীলা শেষ হয়। তাঁহার দুই পত্নী এবং গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রত্ননাথ, বহুনাথ ও বনভ্রাম নামে সাতটা পুত্র ছিল; তন্মধ্যে গোসাঞী গোকুলনাথ বিত্তা ও বুদ্ধিতে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। গোকুলনাথ বীর পিতামহ বলভাচার্য্য হৃত সিদ্ধান্তরহস্যের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বলভাচার্য্যের

বংশধরগণ গোসাঞী উপাধিতে পরিচিত। বোম্বাই মঠের গোসাঞী তাঁহাদের একজন প্রধান প্রতিনিধি।

বলভাচার্য্যের ধর্মমত।

বলভাচার্য্য-প্রবর্তিত ধর্মতত্ত্বের মূলমন্ত্র ব্রহ্ম-সম্বন্ধ। এই কথা তিনি ভগবানের নিকট লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাই তাঁহার সিদ্ধান্তরহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। উহা সাধারণের অতিশয় আদরের বস্তুবোধে এখানে উদ্ধৃত হইলঃ—

“প্রাথমিকভাবে পক্ষে একাদশ্যং মহালিপি।

সাক্ষাৎ ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরম্ উচ্যতে ॥

ব্রহ্মসম্বন্ধকারিণাং সর্বোবাং দেহজীবনোঃ।

সর্বদোষনিবৃত্তিহি যোঃ পঞ্চবিধঃ স্তবঃ ॥

সহজা দেশকালোখা লোকবৈদনিরূপিতাঃ।

সংযোগজাঃ স্পর্শজাঃ ন মন্তব্যঃ কথঞ্চন ॥

অন্তথা সর্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন।

অনমণিভবন্তু নান্য তন্মাত্রং বর্জনমাচরন্ত ॥

নিবেদিতঃ সমর্প্যেব সৎ কুর্যাদিতি স্থিতিঃ।

ন মতং দেবদেবন্ত স্বামিভুক্তসমর্পণং ॥

তন্মাদাদৌ সর্বকারণে সর্ববস্তুরসমর্পণং।

দত্তাপহার্য বচনং তথা চ সকলং হরোঃ ॥

ন গ্রাহ্যমিতি বাক্যং হি ভিন্নমার্গপরং মতম্।

সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥

তথা কাৰ্য্য সমর্প্যেব সর্বোবাং ব্রহ্মতা ততঃ।

গল্পাঃ সর্বদোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনা ॥

গল্পাভেদে নিরূপ্যং জ্ঞানতত্ত্বত্রাপি চৈব হি।

ইতি শ্রীবলভাচার্য্যবিরচিতং সিদ্ধান্তরহস্য সম্পূর্ণম্ ॥

[বিস্তৃত বিবরণ বলভাচার্য্য শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বল্লভানন্দ, ষট্কারক নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

বল্লভা (শ্রী) গুজরাতস্থ একটি প্রাচীন নগর ও জনপদ।

[বলভীরাঙ্গবংশ দেখ]

২ রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণসমাজের মেল। বল্লভ হইতে এই মেলের স্রষ্টা।

বল্লভভেদ্র, কোতুর্কচিত্তার্মণি, শিবপূজাসংগ্রহ ও সনৎকুমার সংহিতাটীকাপ্রণেতা। ইহার উপাধি সরস্বতী। ২ বৈষ্ণবচিত্তার্মণি-রচয়িতা। ইনি তেলগুজরাত, পিতার নাম অমরেশ্বর ভট্ট।

বল্লভভেদ্র (পুং) বাক্যপ্রণেতা।

বল্লভ (বেশজ) ১ কফসা। ২ লিংহল বীপজাত নৌকা বিশেষ।

বল্লভ (বেহুম), মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলায় অন্তর্গত একটি গড়গ্রাম। বন্দীবাস নগর হইতে ৪ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন চোলরাজবংশের প্রতীকিত

একটি প্রাচীন মন্দির এবং উহার স্থলপূরণ আছে। এখানকার শিলালিপি মধ্যে একখানি ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রণসিংহ দেব মহারায় নামক রাজার রাজত্ব কালে উৎকীর্ণ।

বল্লরী (স্রী) বল্লতে ইতি বল্ল-অরন্। কৃষ্ণাঙ্কর। (রাজনিং) ২ মঙ্গরী। ৩ গহন। ৪ কৃষ্ণ। (ধরপি)

বল্লরি [স্রী] (স্রী) বল্ল-কিপ, বল্লং, সংবরণং গচ্ছতীতি ঞ-অচ-ই, কৃদিকারাদিতি বা ভীষ্। ১ মঙ্গরী।

“অনপায়িন সংপ্রয়ত্রে গজন্তয়ে পতনার বল্লরী।”

(কুমারসং ৪৩২)

২ চিত্রমূল। ৩ মেধিকা (রাজনিং) ৪ বচ। (বৈভবনিং)

বল্লব (পুং) বল্ল-প্রীতো কিপ্ বল্লং প্রীতিং বাতীতি বা ক। ১ গোপ। (অমর)

“শশিনমিব সুরোঃ সারযুক্তমুমেতে।

কলসিমুদগি শুবং বল্লবা লোড়য়ন্তি ॥” (মাঘ ১১৮)

২ ভীমসেন, বিরাট নগরে যখন অজ্ঞাতবাস অবস্থায় অবস্থান করেন, তখন তিনি এই নামে পরিচিত ছিলেন।

“পোরোগবো ব্রহ্মাণোহং বল্লবো নাম নামতঃ।

উপস্থাত্মি রাজানং বিরাটমিতি মে মতিঃ ॥”

(ভারত ৪২১২)

(ত্রি) ৩ স্থপকার। (অমর)

বল্লভী (স্রী) বল্লভ-ভীষ্। বল্লভজাতি স্রী, বল্লভপত্নী। পর্যায়—আভীরী, গোপিকা, গোপা, মহাভূদ্রী, গোপালিকা। (শব্দরত্নাং)

বল্লাপুৰ (স্রী) নগরভেদ। (রাজতর ৭২২০)

বল্লি (স্রী) বল্লতে সংযুগোতি বল্ল সম্বধাতুভ্য ইন্। ১ লতা।

“বল্লিগেষ্টয়তে বৃক্ষং সর্কতঃশ্চব গচ্ছতি।”

(ভারত ১২১৮৪১৩০)

২ পৃথিবী। (শব্দমালা)

বল্লিকন্ঠকারিকা (স্রী) বল্লিকৃপা কন্ঠকারিকা। অগ্নিদমনী-কৃপ, শোলা। (রাজনিং)

বল্লিকন্ঠারিকা (স্রী) অগ্নিদমনীকৃপ।

বল্লিকা (স্রী) ১ বৃত্তমল্লিকা, চলিত বেলফুল। (রাজনিং)

২ উপোদকী, পুই। (বৈভবনিং) বল্লি-বার্ধে কন্ঠাপ। ৩ লতা।

বল্লিজ (স্রী) মরিত। (রাজনিং) (ত্রি) ২ বল্লিজাতমাত্র।

বল্লিদূৰ্ব্বা (স্রী) বল্লিকৃপা দূৰ্ব্বা। চলিত খেতদূৰ্ব্বা। মরাঠী—পাংড়রীহরিয়ারী; কণাট—বিলিরকরুকে। এই দূৰ্ব্বার গুণ—

ভিক্ত, মধুর, শীত, পিত্তর এবং কফ, বমি ও কৃষ্ণাহর। (রাজনিং)

বল্লিমৎ (ত্রি) বল্লীকৃত। “অনুভূতবল্লিমৎ” (শ্রুতগো ২১২৯)

বল্লিমলয়, মাজার প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার চিত্র

তালুকের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। পূর্বে ইহা হুগাঁও পরিশোভিত নগরে পরিণত ছিল। পেশাবী নবীউরবকী মেলপাকী গ্রাম হইতে ১ মাইল পশ্চিমে ও চিত্রুর হইতে এই স্থান ১৭ মাইল দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। পূর্বে এখানে জৈন সম্প্রদায় প্রবল ছিল, কালে শৈবগণ প্রবল হইয়া শিখোপাধিকার প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার পর্তুগীজপরিষৎ প্রাচীন জৈন-মন্দির অধিকার করিয়া তাহা স্তূপস্থাপনপরিষৎ পরিণত করেন। পর্তুগীজগণে জৈনকীর্তির নিদর্শনস্বরূপ অনেকগুলি মূর্তি ও শিলা-কলক উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের গঠননৈপুণ্য দেখিয়া অসু-মান হয় যে, ৪০ X ২০ ফিট পরিমিত একটা পর্তুগীজ মন্দির এই মন্দিরটী নির্মিত হইয়াছে। প্রবাদ, চোলরাজবংশের কোন রাজা এই মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পর্তুগীজের দক্ষিণাংশে পর্তুগীজকাটা সমস্ত ভূমিতে পরিণত করা হইয়াছে, তাহার চতুর্পার্শ্বে প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে যে, জৈন-প্রাচীরের সময় এই স্থানে একটি স্তূপ গিরিহর্গ স্থাপিত ছিল। নগরের প্রধান রাস্তার পূর্বাংশে একটি সুবিস্তৃত স্তূপের ধ্বংস নিদর্শন অত্যাশি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বল্লিপুর, মাজার প্রেসিডেন্সীর তিরেবলী জেলার অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। নানগুণেরী তালুকের সদর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে তিরেবলী সঘরে আসিবার রাস্তার পশ্চিম ধারে অবস্থিত। এখানে একটি দীর্ঘিকার ধারে বহুসংখ্যক প্রত্নরাস্তার নিপতিত আছে। উহার শিরনৈপুণ্য ও ভাষ্যে অঙ্কিত প্রতিষ্ঠিত প্রত্নিত পর্যবেক্ষণ করিলে সহজেই সেগুলি জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। ঐ পাথরের মধ্যে কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। এখানে যে জিনমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বিশপ স্যাক্সেন্ট লইয়া রক্ষা করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত এখানে কুলেশ্বর পাণ্ডুর স্থাপিত একটি স্তূপও শিবমন্দির আছে। বিষ্ণু ও ব্রহ্মা দেবের অস্ত্র দুইটি মন্দিরও বহু প্রাচীন। পাণ্ডা রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ অত্যাশি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বল্লিরাষ্ট্র (পুং) জনপদবাসী লোকভেদ। অপর নাম মল্লরাষ্ট্র। (বিষ্ণুপুং)

বল্লিশাকটপোতিকা (স্রী) বল্লিপ্রধান শাকটপোতিকা। মূলপোভী, চলিত কচিন্দা। (রাজনিং)

বল্লি[স্রী]পু[স্রী]রূপ। (পুং) বল্লিপ্রধানঃ পুরুষঃ। অত্যরপণী।

বল্লী (স্রী) বল্লি-ভীষ্। লতা। এই লতার ইতিকাল একবর্ষ মাত্র। ইহা ভূপট বিরা বিদ্যুত হইয়া পড়ে। ইহা কুমার বা কুমড়া লতা প্রকৃতি নামে খ্যাত। (বৃক্ষতত্ত্বমূল ২৮ অঃ)

- “লতাবল্লীশ্চ গুহাশ্চ স্থাননাম্নম্ এব চ।
কনান্তে চক্রিরে মার্গে হিন্মন্তো বিবিধান্ ক্রমান্ ॥”
(রামায়ণ ২।৮০।৬)
- ২ কৈবর্তমুতা, চলিত কেওটমুতা। (রাজনিং) ৩
কজ্জমোদা, চলিত রাজনী। ৪ চব্য, চই। (রাজনিং) ৫ অগ্নি-
দমনী, শোলা। ৬ কৃষ্ণাপরাজিতা। (বৈজ্ঞানিকনিং)
- বল্লীকর্ণ (পুং) সম-বিষয়গণপালি কর্ণ। (সুশ্রুত সূ. ১৬ অঃ)
বল্লীখদির (পুং) আককনামক খদিরভেদ। ইহার গুণ—তিক্ত,
ঐষ্ট, উষ্ণ, কষায়, অন্নরস এবং বাস-কাসয় ও পিত্ত-রক্ত দ্বিবেশ-
কর। (বৈজ্ঞানিকনিং)
- বল্লীগড় (পুং) বল্লিরূপে গড়ঃ। মৎস্যভেদ, চলিত কথায়
কোথাও ভোলা, কোথাও বেলে এবং কোথাও বালিকড়া বলে।
ইহার গুণ—লঘু, রূক্ষ, অনভিষাদী, বায়ুকর ও কফনাশক।
- বল্লীজ (স্ত্রী) বল্ল্যাং লভ্যায় জায়তে ইতি জন-ড। ময়ীচ।
(রাজনিং, শব্দচঃ) তাম্রপদসংজ্ঞক বৎসরে বল্লীজ সকল পরিপক্ব
হয়। অল্প লভ হয় না।
- “ভাঙ্গপথে বল্লীজং নিম্পত্তিঃ যাতি পূর্বশতক।” (বৃহৎসং ৮।১৩)
- বল্লীপক্ষমূল (স্ত্রী) লতা পক্ষমূল
“বিদারী সারিবারজনী শুভ্রচোহজাশ্লী চেতি।”
(সুশ্রুত সূ. ৩৮ অঃ)
- পরিভাষাগ্রন্থিপের মতে উক্ত পক্ষমূল কফনাশে প্রশস্ত।
সুশ্রুত চিকিৎসাস্থানে সপ্তদশ অধ্যায়েও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।
- বল্লীপলাশকন্দ। (স্ত্রী) ভূমিকুয়াও। (বৈজ্ঞানিকনিং)
- বল্লীকুল (স্ত্রী) কর্কটিকাঙ্গি। (সুশ্রুত চিঃ ১৪ অঃ)
- বল্লীবট (স্ত্রী) বটবৃক্ষ ভেদ।
- বল্লীবদরী (স্ত্রী) বল্লীরূপা বদরী। ভুবদরী, চলিত মোটা কুল।
- বল্লীমুদা (পুং) বল্লীমু জাতো মুদগঃ। মুকুটক। (রাজনিং)
- বল্লীমূক (পুং) বল্লীমুৎ দীর্ঘো বৃক্ষঃ। সাগবৃক্ষ। (রাজনিং)
- বল্লুর (স্ত্রী) বল্ল্যাতে আত্রিয়নে লভ্যমিতি বল্ল বাহুলকাৎ
উগচ্। ১ কুজ। ২ মঞ্জরী। ৩ কেক্র। ৪ নির্জল স্থান।
৫ শাফল। (হেমচঃ) ৬ গহন। (মেদিনী) বিশ্বধরনরা-
বলীতে বঙ্গুর স্থানে বঙ্গুর পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।
- বল্লুর (ত্রি) বল্ল্যাতে সত্রিয়তে ইতি বল্ল-উগচ্ (খঙ্কিপিজ্জাভিভা
উগোলোটে। উণ্ ৪।১০) ১ আতপাদি দ্বারা গুচ্চ মাংস। (অমরঃ)
মন্তু এইরূপ মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন।
- “নিমজ্জতচ্চ মন্তুশাশ্বং সৌম্যং বল্লুরম্বেচ।” (মহু ৪।৬৩)
- ‘বল্লুরঃ গুচ্চমাংসম্’ (কুজক)
- ২ শুকরমাংস। (মেদিনী) ৩ বনকেত্র। ৪ বাহন।
৫ উষ্মভূমি। (হেমচত্র)

বল্লুর (বঙ্গুর), কাম্বীর উপত্যকাহ একটি সুবৃহৎ জঙ্গল। ঝিলাম
নদীর বিস্তার দ্বারা গঠিত। ইহার পূর্বপশ্চিমে ২১ মাইল এবং
উত্তরদক্ষিণে ৯ মাইল বিস্তৃত। ইহার ঠিক মধ্যস্থানের অক্ষাংশ
৩৪°১০’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩৭’ পূঃ। ইহার মধ্যস্থলে একটি
কুজ বদীপ আছে, তদুপরি একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসা-
বশেষ বিদ্যমান। এই বিস্তৃত বৌদ্ধকীর্তি যে এক সময়ে
এখানকার অপূর্বশ্রী সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও ইহার তটভূমি উজ্জ্বল রহিয়াছে।
এখানে প্রায়ই ভীষণ বাটকা হইয়া থাকে।

বল্লুর, (বায়-বঙ্গুর) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার
একটি তালুক। ভূপরিমাণ ৪৫৪ বর্গমাইল। এই উপ-
বিভাগের পালার নদী প্রবাহিত উত্তরাংশ সমতল এবং অপর
সকল স্থানই প্রায় ভ্রম্মণাকীর্ণ পর্বতমালার পরিপূর্ণ। এখানে
ছয়টা থানা আছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি নগর। পামীর নদীর
তীরে অবস্থিত। অক্ষাংশ ১২°৫৫’১৭’’ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°১০’
১৭’’ পূঃ। উপবিভাগীর বিচারকা্যের সুবিধার জন্ত এখানে
১টা মেওয়ানী ও ৪টা ফৌজদারী আদালত আছে। নগরটায়
মিউনিসিপালিটির অধীন। এখানে এক জন সর্বকলেঙ্কায়
থাকেন। একটা সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত থাকায় এখানে
সামরিক কর্মচারীদের বাসের জন্ত গৃহাদি নির্মিত আছে।
এতদ্বিধ জেল থানা, গির্জা, হাসপাতাল প্রভৃতি রাজকীয়
অট্টালিকা এই নগরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। মাদ্রাজেব
দক্ষিণপশ্চিম শাখা এই নগর দিয়া গিয়াছে। এখানে একটি
ষ্টেশন আছে।

১২৭৪-৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এখানকার দুর্গ নির্মিত হয়।
স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, ভদ্রাচলবাসী এক ব্যক্তি এই
দুর্গ নির্মাণ করিয়া বিজয়নগর রাজকরে অর্পণ করেন।
খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে বিজাপুরের সুলতান এই
নগর অধিকার করিয়া লন। অন্তঃপর ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কাজী-
রাওর অধীনে মহারাষ্ট্রগণ সাড়েবার মাস অবরোধের পর
বঙ্গুর দুর্গ জয় করেন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে দাউদ
খাঁ নামক এক জন মুমোগলসেনানী দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত
হন। তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিয়া ১৭১০ খৃঃ অঃ
দুর্গ খাঁর জামাতা হোতআলীকে দান করেন। হোতআলীর
পুত্র মুর্জা আলী ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে এখানে সর্বদর আলীকে
গোপনে নিহত করিয়াছিলেন। অন্তঃপর প্রায় ২০ বৎসর
কাল মুর্জাআলী এই সুদৃঢ় দুর্গের সর্বসমর কর্তা হইয়া আর্কটের
নবাব এবং তাঁহার ইরাজমিত্রকেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মৃত্যু নির্দিষ্ট হইতে এই দুর্গাধীশ্বর থাকেন। উক্ত বর্ষে এক দল ইংরাজসেনা দুর্গপ্রাচীর সম্মুখে আসিয়া গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। তখন কেল্লাঘরের বিনীত প্রার্থনার ইংরাজ সেনাপতি সমলে প্রত্যাহত হন।

ইহার কিছুদিন পরে, বঙ্গুর ইংরাজদিগের হস্তগত হইলে তথায় ইংরাজসেনাধাপনের ব্যবস্থা হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী সৈন্তে দুর্গ সমীপে আসিয়া দুর্গাধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর হায়দার পুনরায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই নগর অবরোধ করেন। এই অবরোধ প্রায় দুই বৎসর থাকে। অবশেষে হায়দার আলীর মৃত্যু হইলে মহিমুরসৈয়দ সে স্থান ত্যাগ করিয়া যায়।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এখান হইতে বঙ্গুর আক্রমণে অগ্রসর হন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে খ্রীস্টপতনের পতনের পর, টিপু সুলতানকে কিছুদিন এখানে অবরুদ্ধ রাখা হয়। এই সময়ে সেনাদলের মধ্যে রাজবিরোধজনক একটা বড়বির চলিতে থাকে, তাহাতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটি সামান্য সিপাহী-বিরোধ ঘটে। তাহাতে অনেক মুরোপীয় নিহত হয়। কর্ণেল জিলেসপি বিরোধ দমন করিলে শীঘ্রই মহিমুরের রাজকুমারদিগকে বাঙ্গালার হানাত্তির করিয়া ইংরাজগণ ভাবি-বিরোধের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হন।

উপরি উক্ত দুর্গ ভিন্ন, এখানে উল্লেখযোগ্য আরও অনেক অট্টালিকা ও মন্দির আছে। দুর্গাত্তরহ জলকণ্ঠের হামীর মন্দির (শৈব) এখনও স্নানর অবস্থায় রক্ষিত আছে। হানীর প্রবাদ, ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে ঐ মন্দির নির্মিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গস্থাপনের পর উহা গঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বিজয়নগরাধিপ রুক্ম দেবরায়ের রাজ্যাধিকারের কিছু পূর্বে সম্ভবতঃ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা রুক্মদেব রায় এখানকার সূর্যগুপ্ত পুত্রবংশী এবং তদীয় মহিষী রুক্মাঙ্গী অখানদীতীরে দুইটি মন্দির স্থাপন করেন। হানীর বিষ্ণুমন্দির ও চাঁদ সাহেবরুত জুমামসজিদ, হায়দার বংশের সমাধিক্ষেত্র এবং কএকটি হিন্দুকীর্তির নিমর্শন দেখিবার জিনিস। বঙ্গুর, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর রুক্মা জেলার বেঙ্গবাড়া তালুকের অন্তর্গত একটি নগর। বঙ্গুর জমিদারীর রাজধানী। রুক্মা নদীতীরে বেঙ্গবাড়া হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

বঙ্গুর, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর বাপটলা তালুকের অন্তর্গত একটি গওগ্রাম। বাপটলা হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার গোপালদামিসম্মি এবং মণ্ডপের স্তম্ভগাত্রে দুই পানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ মণ্ডপটি নির্মিত হইয়াছিল।

বঙ্গুরক (পুং) বঙ্গুর-কন। [বঙ্গুর দেখ।]

বঙ্গুর, জাতিবিশেষ।

বল্লুর, মাস্তাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরবিভাগস্থ খাঁদড় জাতি-বিশেষ। ইহার বের-বল্লুর নামেও পরিচিত।

বঙ্গু (স্ত্রী) বঙ্গ-ভাবে বঙ্গ, বঙ্গীয় সংবরণায় সাধুঃ, বঙ্গ-বৎ। ধাত্রীহক। (হারাবলী)

বঙ্গু (পুং) বঙ্গ পর্বতে জায়তে ইতি জন-ড। ১ উপল। উপলত্বপতেন, বাবত্বপ। চলিত উলুখড়। (অমর)

“মুক্তাভাবে কু কণ্ঠবাঃ কুশাস্তকবৎজৈঃ।

ত্রিভূতাগ্রহীতেন ত্রিভিঃ পক্ষিত্রয় বা ॥” (মহু ২।৪২)

বঙ্গু (স্ত্রী) বঙ্গ-টাপ। কৃপবিশেষ। পর্যায়—দৃঢ়পত্রী, কৃপক, কৃপবজা, মোদ্রীপত্র, দৃঢ়তৃণ, পানীরাশ্রা, দৃঢ়কুরা। গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, শোহ ও কৃকানানক, বাতবর্জক, কটিকব ও কণ্ঠতত্ত্বিকারক। (রাজনিঃ)

বল্গ (পুং) শাখা। “শত বল্গো বটঃ” (ভাগ ৫।১৬।২৫)

বল্গ, ১ কান্ধি। ২ শ্রেষ্ঠ। চুয়াদিং পরমৈঃ অকং শ্রেষ্ঠাণে ভূদিং আশ্বনেং সকং সেট। লট্ বল্গেরতি। লুঙ্ অববল্গং। ভূদি পক্ষে লট্ বল্গহতে।

বল্গিক (পুং) জাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ বাল্লীক জাতি।

[পর্বর্গে দেখ।]

বব (পুং) সময়নির্ণার্থ জ্যোতিষোক্ত একাদশ করণের প্রথম।

ববাজ (স্ত্রী) বরাজ। (ত্রিকা°)

ববজুর্দী (স্ত্রী) যে ব্যক্তি পাগলান করিয়াছে। কৃতপ্রায়শ্চিত্ত।

বব্র (ত্রি) ১ বেচিত। (সারণ) (পুং) ২ অক্ষকার-বারক। (সারণ) ৩ গন্ত, গম্বর। (সারণ) ৪ কূল। (নৈষট্ ৩।২৩)

বব্রি (পুং) শরীরাবরক জরা। “বব্রি কৃৎস শরীরমাতৃত্যা-বিত্য জরাম্” (অক ১।১১।১০ সারণ) ২ রূপ। (নৈষট্ ৩।৭)

বব্রিবাসস্ (ত্রি) রূপযুক্ত বসনশালী। “বব্রিবাসস্ বব্রিঃ রূপনাম রূপোপেতবসনবস্ত্রম্।” (অথর্ক ৮।৬২)

বব্লু (ক্বেল) (পুং) বব্লুর ব্লু, চলিত বাবলা।

“বব্লুঃ কিং কিরাতঃ ত্র্যং কিং কিরাটঃ সপীতকঃ।

স এব কথিতত্ত্বজ জৈরাতা বটপদমৌলিনী।

বব্লুঃ কব্লুগ্রাহী কুটুম্বিমিবাধঃ।” (ভাবপ্রঃ)

বব্লুনির্ধ্যাস (পুং) বব্লু ব্লুকের নির্ধ্যাস, বাবলার আটা, গদ। ইহার গুণ—গ্রাহী, পিত্ত ও বায়ু, এবং রক্তাতিসার, পিত্তাশ, মেহ, ও প্রেরনানক। ভিন্ন ইহা তরহানসন্ধান-কারী, শীত ও রক্তাধারক। (আত্রেরসঃ)

বব্লুলাভরিক (পুং) গ্রহণযোগ্যধিকারোক্ত ঔষধভেদ

বাবলা ছাল ২৫ সের, পাকার্ব জল ২৫০ সের, শেব ৩৪ সের, শুড় ৩৭০ সের, ধাইফুল ১০ পল, পিঙ্গুল ২ পল, তারকল, কাঁকলা, শুড়ফক, এলাইচ, ডেউপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, মরিচ প্রত্যেকে ১ পল। এই সমস্ত একত্র করিয়া এক মাস বাবৎ আত্ম পাড়ে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে অতিসার প্রকৃতি নানা গীড়ার শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী গ্রন্থাধিকার)

বশ, ১ কান্তি। ২ ইচ্ছা। অধাদি। পরমৈঃ সৰ্বং সেট্। লট্। বটি, উট্। উশতি। হি—উড়্। লিঙ্। উজাৎ। লঙ্। অবট্। উষ্টাৎ। ওশন্। লিট্। উবাশ, উপতুঃ উবশিথ, উপিব। লুট্। বশিতা। লুট্। বশিযতি। লুঙ্। অবশীৎ। অবশীৎ। সন্। বিবশিষতি। বঙ্। বাবস্ততে। বঙলুক্। বাবটি। পিচ্। বাশয়তি। লুড্। অবীবশৎ।

বশ (ক্ৰী) বশ (বশিরণ্যাকরুপসংখ্যানং। পা ৩৩৫৮) ইত্যন্ত ব্যক্তিকোক্ত্য অণ্। ১ ইচ্ছা। ২ প্রভৃৎ। ৩ আরম্ভত।

“বশে বলবতাং ধর্মঃ স্তুখং ভোগবতামিব ॥” (ভারত ১২।১০৪।৭)

(ত্রি) বশতি বশ-অচ্। ৪ আরম্ভ। (শব্দরত্নাঃ)

“গুণাচ্যোহপি তদাকর্ষ্য সত্যং খেদবশোহস্তবৎ।”

(কথাসরিৎসাং ৮।১৭)

(পুং) বশ-ভাবে অচ্। ৫ ইচ্ছা। (অমর) উক্ততে ইত্যন্তে ইতি বশ-কর্মণি অণ্। ৬ বস্ত্রাগৃহ। ৭ আরম্ভত। ৮ প্রভৃৎ। (ত্রিকাং) ৯ জয়। (হেম)

বশংবদ (ত্রি) বশং তবাহং বশ ইতি বাক্যং বদতীতি বশংবদ (প্রিয়বশে বদঃ খচ্। পা ৩২।৩৮) ইতি খচ্, (অকর্ষিবদস্তত্ মুম্। পা ৩।৩৬৭) ইতি মুম্। আমি তোমার বশীভূত এই কথা যিনি বলেন। ২ বশীভূত।

“স জহায় দ্রুয়চরো ভূত্বং সোতবশংবদঃ।”

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৯৫)

বশংবদন্ত (ক্ৰী) বশংবদন্ত ভাবঃ স্ব। বশংবদের ভাব বা ধর্ম। বশংকর (ত্রি) বশংকরোতীতি। যাহাকে বশ করা যায়। বস্ত্র, বশীভূত।

বশংকা (ক্ৰী) বশেন আরম্ভতরা কামতি শোভতে ইতি কৈ-ক। বস্ত্রা নারী। (শব্দরত্নাঃ)

বশক্রিয়া (ক্ৰী) বশত ক্রিয়া। বশীকরণ। পর্যায়—সংবদন। (অমর) [বশীকরণ বেষ।]

বশগ (ত্রি) বশং গচ্ছতীতি গম-ড। বশগত, বশীভূত।

“বদামি ভে হস্ত বসং বশিচ্ছসি

প্রশাদি মংজান্ বশগোহস্ত্যং তব।” (ভারত ৪।৩।১২)

ত্রিরাং টাপ্। বশগা—বশীভূত।

বশংগত (ত্রি) বশংগতঃ। বশীভূত। (ভাগ০ ৪।২৩।২৬)

বশগত্ব (ক্ৰী) বশগত ভাবঃ স্ব। বশগের ভাব বা ধর্ম, বশতা বশগমন (ক্ৰী) বশ হওরা, বশীভূত হওরা।

বশগামিন্ (ত্রি) বশং গচ্ছতীতি গম-গিনি। যিনি বশীভূত হইয়াছেন, বশ হইয়াছেন।

বশতা (ক্ৰী) বশত ভাবঃ ভল্-টাপ্। বশত্ব, বশের ভাব বা ধর্ম, বশত্ব।

বশনীয় (ত্রি) বশযোগ্য, বস্ত্র।

বশবর্তিন্ (ত্রি) বশে বর্ততে বৃত্ত-গিনি। বশীভূত, যিনি বশে অবস্থান করেন।

বশন্ত (ত্রি) বশে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। বশবর্তী।

বশা (ক্ৰী) বশ-অচ্ টাপ্ (বশিরণ্যাকরুপসংখ্যানং। পা ৩৩৫৮) ইতি অণ্ বা। ১ বক্ষ্যানারী। মতুর মতে, রাজা বক্ষ্যানারীর ধন রক্ষা করিবেন।

“বশাহপুত্রান্ চৈব ভাদ্রকং নিম্নলাহু চ।

পতিব্রতান্ চ ক্রীড় বিধবাবাতুরান্ চ ॥” (মহু ৮।২৮)

১ হতা। ২ যোবা। ৩ ক্রীদাবী। ৪ করিণী। (মেদিনী)

৫ বক্ষ্যাগবী। “ভারতান্নে বশাভিকৃতিঃ” (খক্ ২।৭।৫)

“বশাভিবক্ষ্যাভিগোতিঃ” (সারণ) ৬ বশীভূত।

“সপ্তভির্মাত্তং কৃতা করবীরত পুশকম্।

ক্রীণামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ কণাধৈ সা বশা তবৎ ॥” (গুরুভূপুং ১৮৩ অং)

বশাকু (পুং) পক্ষিবিশেষ।

বশাত্যক (পুং) বশা আচ্যকঃ। প্রচুরবশাবস্থাৎ তথাকং। শিশুমার। (শব্দরত্নাঃ)

বশাতল (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ক)

বশানুগ (ত্রি) বশত অনুগঃ। বশবর্তী, বশীভূত। ২ দাস বা দাসী।

বশান্ন (ত্রি) ১ বশান্নে অন্ন। ২ বশান্নবিশিষ্ট। (কক্ ৮।৪৩।১১)

বশাপায়িন্ (পুং) বশাং পিবতীতি পা-গিনি। কুচ্ছর। (শব্দরত্নাঃ)

বশাম্ভ (ত্রি) বশাম্ভক। (পা ৮।২।৯ বদামিগণ)

বশায়াত (ত্রি) বশং আয়াতঃ। বশীভূত। বশপ্রাপ্ত।

“প্রাকসংস্কারবশায়াতবৈরব্ধেঃ” (কথাসরিৎসাং ২।৩।১১)

বশি (ক্ৰী) বশ-ভাবে ইন্। বশিষ। (শব্দমালা)

বশিক (ত্রি) শুল্ক। (অমর)

বশিকা (ক্ৰী) বশী বশীকরণ সাধ্যতেনাত্যক্ত ইতি বশ—ঠন্ টাপ্। অশুল্ক। (শব্দচং)

বশিতা (ক্ৰী) বশিনো ভাবঃ বশিন্-ভল-টাপ্। বশিষ, বশীর ভাব বা ধর্ম।

বশিত্ব (ত্রি) বশ-ভূচ্। বস্ত্র, স্বাধীন।

“যো বৈ মহাবশাপন্ন ঐষিভূবশিতুঃ পুমান্।” (ভাগ ১১।১৫।২৭)

“বশিতুঃ বস্ত্রত” (বাসী)

বশিষ্ট (ক্ৰী) বশিন্ ভাবে ব। আরম্ভ।

“শাস্ত্র হুচিতিতমপি প্রতিচিন্তনীয়-
সারাবিতোহপি নৃপতিঃ পরিমলনীরঃ।

অকং হিতাপি বৃততিঃ পরিমলনীরঃ।

শাস্ত্রে নৃপে চ বৃত্তো চ কৃত্তো বশিষ্টঃ॥” (বড়ু ১)

২ অগ্নিমানি অষ্টবিধ ঐশ্বৰ্য্যের মধ্যে ঐশ্বৰ্য্যবিশেষ। যোগ দ্বারা এই ঐশ্বৰ্য্য লাভ হয়। এটি ঐশ্বৰ্য্য লাভ হইলে স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিবার ক্ষমতা হয় এবং সকলই তাহার বশ হইয়া থাকে।

“অগ্নিমা লবিমা প্রাপ্তিঃ প্রাক্ষাম্য মহিমা তথা।

ঐশ্বৰ্য্যক বশিষ্টক তথা কাম্যাবশ্যমিতা॥” (ভরত)

বশিন্ (ত্রি) বশ-ইনি। জিতেন্দ্রিয়, বশযুক্ত।

বশিনী (ক্ৰী) বশো বন্দীকরণ সাধ্যতেনাত্যন্তা ইতি বশ-ইনি
তীপ্। ১ ঘন। ২ শব্দীকৃত।

বশিন্মনু (ত্রি) যোগের ঐশ্বৰ্য্যভেদ।

“বশিষ্টাং বশিমা নাম যোগিনঃ সপ্তমোগণঃ।”

(মার্কপুঃ ৪০।৩২)

বশির (ক্ৰী) উক্ততে ইহাতে ইতি বশ বাহুলকাৎ ক্রিচ্, যদা বশং বশন্তঃ রাতীতি রা-ক। ১ সামুদ্র লবণ। ২ গজপিসলী। (অমর) ৩ চৰা। (রাজনিঃ) ৪ অপামার্গ। (মেদিনী) ৫ বচ। (শব্দচক্রিকা)

বশিষ্ঠ (পুং) বশবতঃ বশিনাং শ্রেষ্ঠঃ, বশবৎ-ইষ্টন (বিদ্যাতোপকৃ। পা ৫।৩।৬৫) ইতি মতোলুক, যদা বরিষ্ঠঃ পুরোদরাদিভ্যাং সাধুঃ। বনামগ্যাত মুনি, প্যার—অরুক্ষতীজানি, অরুক্ষতীনাথ, বশিষ্ঠ। (হেম) বশিষ্ঠ ব্রহ্মার প্রাণ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, কৰ্ম্মকল্পা অরুক্ষতী ইহার স্ত্রী এবং পুত্র সপ্তবি। (ভাগবত) কৃষ্ণপুরাণের মতে ইহার ৭ পুত্র ও এক কন্যা। [বশিষ্ঠ দেখ।]

“বশিষ্ঠচ তরোজাঃ সপ্ত পুত্রানজীজনৎ।

কন্তাক পুণ্ডরীকাক্ষং সৰ্ব্বশোভাসমবিতাম্॥” (কুর্ম্মপুঃ ১২অ)

২ মিত্রাবক্ষণের পুত্র। (অগ্নিপুঃ)

বন্দীকরণ (ক্ৰী) বশ-কৃত্তভাবে লুট, অভূতভাবে চি। মণি-মন্ত্রোবধাদি দ্বারা আরম্ভকরণ, আধৰ্শ্বগক্রিয়াভেদ, যে ক্রিয়া দ্বারা সকলে বশ হয়, তাহাকে বন্দীকরণ কহে, ইহা মণি, মন্ত্র ও ওষধি দ্বারা হইয়া থাকে। মণি প্রভৃতি দ্বারা এবং মন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগ করিলে বন্দীকরণ হয়। তন্মত্রে বন্দীকরণের মন্ত্রোবধির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার বিবরণ আলোচনা করা হইল।

বিনি মারণ, উট্রাটন ও বন্দীকরণাদি কার্য্য করিবেন, তাহার মনসিদ্ধ হইতে হইবে, মনসিদ্ধ না হইয়া এই সকল প্রক্রিয়া

করিলে ভাঙ্গা সিদ্ধ হইবে না। সাধক কিম্বদন্তি বিংশতি সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া এই বন্দীকরণ করিবে, বন্দীকরণ কার্য্য করিলে তাহাকে বর্শনমাত্র ত্রিভুবন ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে।

ভূমিকুমার ও বটবৃক্ষের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বিকৃতির সহিত কপালে তিলক করিবে, এই করিয়া বাহ্যকে দেখা যায়, তিনিই বন্দীভূত হন। পুণ্যানন্দ্রে পূর্বনবার মূল ও ব্রহ্মদত্তীর মূল উত্তোলন করিয়া এই মূলের সহিত ঘর্ষণ বন্ধন-কালে ‘ওঁ ঐং পুংস্ কোত্তর ভগবতি গভীরয় হুং বাহা’ এই মন্ত্র দ্বারা ৭ বার অভিমন্ত্রণ করিবে। ইহা বন্ধন করিবার পূর্বে ঐ মন্ত্র বিংশতি সহস্র জপ করিবে। ইহাতে লোক সকল বন্দীভূত হয়। বায়ু দ্বারা উৎক্লিপ্ত পত্র, মজ্জিষ্ঠা, অর্জুনবৃক্ষ, ভগবকাঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাহ্যকে তক্ষণ এবং বাহার গাত্রে স্পর্শ করান যায়, সেই ব্যক্তি বন্দীভূত হয়।

পুণ্যানন্দ্রে কণ্টকারীর মূল উত্তোলন করিয়া কটিতে বন্ধন এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে প্ৰশানবিশিত মহানীল বৃক্ষেঃ মূল উচ্ছৃত করিয়া নরতৈলদ্বারা অঞ্জন করিলে জগৎ বন্দীভূত হয়।

প্ৰশানোৎপন্ন মহানীলবৃক্ষের মূল ও বীর ওক একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে বন্দীকরণ করিতে পারা যায় এবং উক্ত মূল হস্তে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সৰ্ব্বলোকপ্রিয় হয়। পুণ্যানন্দ্রে ইড়া নাড়ী বহন সময়ে ব্রহ্মদত্তীর মূল উত্তোলন করিয়া বাহ্যকে ভোজন করান যায়, সে বশ হয়। শেচকের স্তদয়, বৃতকুমারী ও গোবোচনা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চকুতে অঞ্জন করিলে ত্রিভুবন বন্দীভূত হয়। চকুতে অঞ্জন দিবার পূর্বে “ওঁ নমো মহাবক্ষিণি অমুকং মে বশমানয় বাচা” এত মন্ত্র ১০ হাজার জপ করিতে হয়। সুগণিহানন্দ্রে রক্তকন্দীর মূল উচ্ছৃত করিয়া তাহার নয় অঙ্গুল পরিমাণে কীলক—‘ওঁ ঐং বাহা’ এই মন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া বাহার নাম উল্লেখ করিয়া ভূমিতে নিখনন করা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বন্দীভূত হয়। ঐ মন্ত্র প্রথমে ১০ হাজার জপ করা আবশ্যক।

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অঙ্গুল পরিমিত কীলক ৭ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া বাহার গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বন্দীভূত হইয়া থাকে। ‘ওঁ মদন কামদেবার বাহা’ এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত বার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই কার্য্য করিবে। অভিমন্ত্রণ ও এই মন্ত্রদ্বারা হইবে। অপামার্গের মূল দ্বারা কপালে তিলক করিলেও বন্দীকরণ হয়।

বরকুমার বস্ত্র মধ্যে গ্রহণ করিয়া ত্রিপাথের মধ্যস্থানে শনি বা মঙ্গলবারে ধড় করিবে। তৎপরে ঐ বস্ত্রদ্বন্দ্বদ্বারা কপালে তিলক করিবে। ইহাতে রাজাও বন্দীভূত হন। ধড় করিবার সময় ‘ওঁ মনো ভৈরবীভ্যো আভ্যাকালে কমলমুখ

রাক্ষসমোহনে প্রজাবনীকরণে ত্রীপদবরজনিগোকবন্তমোহনি যে
সোহঃ 'ঐ গুরুপ্রসাদেন' এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাত্রিতে ইন্দ্রালকিরার মূল, মরুতৈল,
মধু ও হরিভাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক
করিলে সর্বলোককে বনীভূত করিতে পারা যায়।

ঘনানীক্কের মূল ও হরিভাল একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা
করিবে, এই গুটিকা মুখমধ্যে রাখিয়া বাহার নিকট যে দ্রব্য প্রার্থনা
করা যাইবে, তিনি বনীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই দ্রব্য প্রদান
করিবেন। 'ঐ অম্বকর্ণধরে চূর্ণলে অর্হি কেশিক জটাকলাপে
ঢকারকেৎকারিণি বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ইহার অমুষ্ঠান
করিতে হয়।

বটপত্র ও ময়ূরশিখা তুল্য পরিমাণে লইয়া ঘষিয়া তিলক
করিলে সর্বলোক বনীভূত হয় এবং কৃষ্ণপরাঙ্গিতা, ভুলরাজের
মূল, গোরোচনা, বেড়েলা ও বেতাপরাঙ্গিতার মূল এই সকল
দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিতা কস্তার হস্তে লেপন
করিবে, তৎপরে ঐ লিপ্ত বস্ত্র জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তিলক
করিলে সর্বলোক বনীভূত হয়।

রক্তকরবীর পুষ্প, কুড়, বেতসর্বপ, বেত আক্কের মূল, তগর,
বেতগুজা ও রাখাল-শসার মূল এই সকল দ্রব্য পুষ্যামক্কত্রয়ুত
কৃষ্ণাষ্টমী বা কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে একত্র করিয়া পেষণ করিবে,
তৎপরে ঐ পিষ্টদ্রব্য দ্বারা তিলক করিলে সকল লোক বনীভূত হয়।

অপামার্গের মূল ও গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া কপালে
তিলক করিলে ত্রিজগৎ বনীভূত হয়। 'ঐ নমো বরজালিনী
সর্বলোকবশতরী বাহা' এই মন্ত্র ৮ হাজার জপ করিয়া উক্ত
কাণ্ড করিবে। পেচকের চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইয়া তাহার
সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া বাহাকে জলের সহিত পান
করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বনীভূত হইবে।

পেচকের দুই কর্ণ এবং চটক পক্ষীর চক্ষু এই দুই দ্রব্য একত্র
চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ দ্বারা কপালে তিলক করিলে জগৎ বনীভূত
করিতে পারা যায়। আর এই চূর্ণ কোন ব্যক্তির ভক্ষ্য দ্রব্য
ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে অথবা গচ্ছদ্রব্য ও পুষ্পের
সহিত আত্মাণ করা হইলে বা কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে
সে বনীভূত হয়।

পেচকের মাংস, কুহুম, অগুরু, রক্তচন্দন ও গোরোচনা এই
সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষ্য কিংবা পাণের
সহিত প্রদান করিলে ত্রিজগৎ বনীভূত হয়। ইহা করিবার পূর্বে
'ঐ হ্রীং হ্রীং হ্রঃঃ হ্রঃঃ কটু নমঃ' এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া
করিতে হয়। ইহাতে কি ত্রী কি পুরুষ সকলেই বনীভূত হয়।
পূর্বদিবস উপবাসী থাকিয়া রাখালশসার মূল উত্তোলন করিয়া,

উত্তরাতিয়ুখে উদুখলে ঐ মূল কুণ্ডিত করিবে, অনন্তর ঐ মূল
ও ত্রিকটু তুল্য পরিমাণে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণপূর্বক ছায়াতে
গুটাইয়া বটী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ঐ বটিকা ও রক্তচন্দন
একত্র ঘর্ষণ করিয়া বীর অমুলিতে লেপন করিয়া ঐ অমুলি দ্বারা
বাহাকে স্পর্শ করা যাইবে, সেই ব্যক্তি বনীভূত হয়।

পূর্কোক্ত বটী, দেবদারু ও বেতচন্দন তুল্য পরিমাণে লইয়া
একত্র জলে ঘর্ষণ করিয়া বাহার অঙ্গে লেপনার্থ প্রদান করা
যায়, সেই ব্যক্তি বনীভূত হইয়া থাকে।

পূর্কোক্ত বটী ও গোরোচনা এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে
লইয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সেই
ব্যক্তি সর্বত্র জয় লাভ করে। 'ঐ নমঃ শচী ইন্দ্রাঙ্গী সর্ববশতরী
সর্কার্থসাধিনী বাহা' এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া ইহার
অমুষ্ঠান করিবে।

কৃষ্ণা চতুর্দশী বা কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দেব-
তাকে বলিপ্রদানপূর্বক বেড়েলার মূল উত্তোলন করিয়া চূর্ণ
করিবে। এই চূর্ণ তাবুলের সহিত বাহাকে ভক্ষণ করিতে দিবে,
সেই ব্যক্তি বনীভূত হইয়া থাকে।

গোরোচনা ও বেড়েলা একত্র পেষণ করিয়া তিলক করিলে
সকল লোক বনীভূত হয়। মনঃশিলা ও বেড়েলার মূল একত্র
পেষণ করিয়া অঙ্গন করিলেও সর্বলোক বনীভূত হয়।
বেড়েলার মূল সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাবুলের সহিত প্ররোগ করিলে
রাজাও বনীভূত হয়। বেড়েলার মূল চূর্ণ করিয়া মস্তকে ধারণ
করিলে বনীকরণ হয়। ঐ মূল মুখে রাখিয়া যে নারীকামনা
করা যায়, সেই নারী বনীভূত হইয়া থাকে। ইহা করিবার
পূর্বে 'ঐ নমো ভগবতি মাতলেশ্বরী সর্বমুখরজনি সর্বোৎসাহ
মহামায়ে মাতলি কুমারিকে লেপে লবু লবু বশং কুরু বাহা'
এই মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া উক্ত প্রক্রিয়া করিতে হয়।

ঋণানের অঙ্গার ও শৃগালের রক্ত একত্র করিয়া বাহার
মস্তকে সিক্তেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চর বনীভূত হয়।
ময়ূরের পিত্ত, গোরোচনা, জাড়ীপুষ্প এই সকল দ্রব্য
অবিবাহিতা কস্তাদ্বারা পেষণ করাইয়া বাহাকে স্পর্শ বা
পান করান যায়, সেই ব্যক্তি বনীভূত হইয়া থাকে। চন্দ্রগ্রহণ
কালে বেত অপরাঙ্গিতার মূল আহরণপূর্বক তদ্বারা অঙ্গন
করিয়া কপালে তিলক করিলে সকল লোক বনীভূত হয়। কাটা
নটীর মূল মুখে রাখিলে বনীকরণ করিতে পারা যায় এবং
প্রতিবাহী শূক হয়, বা অন্ত্র পলায়ন করে। কৃষ্ণপক্ষের
চতুর্দশী তিথিতে বেতগুজার মূল উত্তীর্ণ করিয়া তাবুলের সহিত
বাহাকে সেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বনীভূত হয়। এই প্রক্রিয়া
দ্বারা সকল লোককে বনীভূত করিতে পারা যায়।

মনঃশিলা, গোরোচনা ও ষেত অপরাধিতার মূল একত্র করিয়া পেষণ করিবে, পরে উহা দ্বারা কপালে তিলক করিয়া বাহার সহিত আলাপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। বর্ণ-বেষ্টিত ষেতাপরাধিতার মূল মুদ্রামধ্যগত করিয়া যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার বাক্যে সকল লোক বশীভূত হয়। ষেত অপরাধিতার মূল চর্চণ করিয়া তদ্বারা তিলক করিবে, নারী কিংবা নর উক্ত তিলকধারী ব্যক্তিকে দর্শনমাত্রই তাহার বশীভূত হয়। এই প্রক্রিয়া করিবার পূর্বে ‘ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভগবতি মমাহ অমৃতঃ কুরু কুরু বাহা’ এই মন্ত্র সহস্র জপ করিতে হয়।

পুযানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণকেশের অষ্টমী তিথিতে সাধক উপবাসী থাকিয়া পুশ্প, ধূপ, বলি ও যুতগ্রামীণ প্রদানপূর্বক ‘ওঁ ষেত-বর্ণে সিতপর্কতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্য্য কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ বাহা’ এই মন্ত্র হাজার আটবার জপ করিবে। তৎপরে ষেত গুঞ্জাকল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঐ ফল যুত দ্বারা লেপন করিবে, তখনস্তর ঐ বীজ ও মৃত্তিকা একটা নূতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণাচতুর্দশী বা অষ্টমী তিথিতে মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। যতদিন ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ হইয়া ফল না হয়, ততদিন ‘ওঁ ষেতবর্ণে সিতবাসিনি ষেতপর্কতবাসিনি সর্বকারণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ বাহা’ এই মন্ত্রে জলসেক করিতে হইবে। ঐ বৃক্ষের ফল হইলে পুনরায় পুযানক্ষত্রে গুটি হইয়া উপবাসী থাকিয়া ধূপাদি উপহার প্রদান করিবে, পরে ‘ওঁ ষেতদ্বয়ায় নমঃ’ ওঁ পদ্মমুখে শিরসি বাহা, ওঁ সর্বজ্ঞানময়ৈ শিখায়ৈ ববট্, ওঁ নমঃ সর্বশক্তিমৈত্যে কবচার হং, ওঁ নমঃ নেত্রদ্বয়ায় বোবট্ ওঁ পরমহ্রতেনে অস্ত্রায় কট্ এই মন্ত্রে জ্ঞাপ করিয়া ষেতগুঞ্জার মূল উৎপাটন করিবে। ইহার পূর্বে ওঁ নমো ভগবতি ব্রীং ষেতবাসে নমঃ নমঃ বাহা’ ষেতগুঞ্জার মূল তুলিয়া এই মন্ত্র দশহাজার জপ এবং যুত মিশ্রিত তিল ও ষেতমূর্ছা দ্বারা সহস্র হোম করিতে হইবে। পরে ঐ ষেত গুঞ্জার মূল ও ষেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে উত্তম বশীকরণ হয়, উক্ত মূল মধুর সহিত লেপন করিলেও সকল লোক বশীভূত হয়।

মনঃশিলা পূর্কোক্তরূপে উদ্ধৃত ষেতগুঞ্জার মূল ও ষেত-চন্দন এই তিন দ্রব্য একত্র জলের সহিত বর্ণণ করিয়া কপালে তিলক করিলে সর্বলোক বশীভূত হয়।

পূর্বরূপে ষেতগুঞ্জার মূল, ষেতসর্ষপ ও প্রিয়দ্রু, এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ বাহার সত্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। ‘ওঁ নমঃ ষেত-গাত্রে সর্বলোকবশকরি ছটান্ বশঃ কুরু কুরু মে বশমান বাহা’

এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে তবে করিবে। এই মন্ত্র সিদ্ধ না হইলে এই বশীকরণ হয় না।

বাসকের মূল, প্রিয়দ্রু, কুচ, এলাচি, নাগকেশর ও বেঁত-সর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বাহার অঙ্গে ধূপপ্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। ‘ওঁ কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ’ এই মন্ত্রে ধূপ অতিমাত্রিত করিয়া দিতে হইবে। এই মন্ত্রে একটা পুশ্প লইয়া দশবার অতিমাত্রিত করিয়া বাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। অন্ন-ভোজন করিবার সময় এই মন্ত্রে অন্ন অতিমাত্রিত করিয়া বাহাকে বশীভূত করিতে হইবে, তাহার নাম করিয়া ৭ দিন ভোজন করিলে সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। অন্নভোজনের পূর্বে ‘ওঁ কটং কটে বোররুপিণি ঠঃ ঠঃ’ এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবে।

সাধক ‘স্রীং জনকে বাহা’ এই মন্ত্র ছই লক্ষ জপ করিয়া যুতাক গুপ্তল দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে। এইরূপে জপ হোম করিলে দেবী সৌভাগ্য প্রদান করেন এবং স্পর্শমাত্র সাধক ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে।

অশ্বখবৃক্ষে আয়োজন করিয়া ‘ওঁ নমো ভগবতে কৃত্যয় সিদ্ধ-রূপিণে শিবিবদ্ধ সর্বকোষাং শিবমন্ত শিবমন্ত হন হন রক্ষ রক্ষ সর্বভুতেভ্যশ্চ নমঃ’ এই মন্ত্র দশ হাজার জপ করিয়া পরে একটা করবীর পুশ্প উক্ত মন্ত্রে ৭ বার অতিমাত্রিত করিয়া বাহাকে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে।

‘ওঁ নমো ভূতনাথায় হং ভূপাং বশঃ কুরু কুরু ভুবনকোষতক সর্বলোকান্ কোভয় কোভয় হেং ব্রীং ব্রীং হুং বাহা’ এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে সাধকের প্রতি ভূতনাথ অর্থাৎ মহাদেব সন্তুষ্ট হন এবং ঐ সাধক বাহাকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইয়া থাকে।

রাজবশীকরণ—কুচুম, রক্তচন্দন, গোরোচনা ও কর্পূর এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া গোহৃৎদের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিলক করিবে, ইহাতে রাজবশীকরণ হয়। এই তিলক করিবার পূর্বে ‘ওঁ স্রীং সং অমুকং মে বশঃ কুরু কুরু বাহা’ এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া করিতে হইবে।

মল্লিষ্ঠা, কুচুম, বমানী, যুতকুমারী, চিত্রাতম্ব ও আপন শরীরের রক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া বীর শুক্র দ্বারা ভাবনা দিতে হইবে, পরে পুযানক্ষত্রে উহার গুটিকা করিবে। এই গুটিকা বাহাকে তক্ষাক্রব্য বা পানীর জলাদির সহিত তক্ষণ করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হয় এক উক্ত গুটিকা রাজাকে স্পর্শ করাইলে চণ্ডমন্ত্রপ্রভাবে রাজাও বশীভূত হন। চণ্ডমন্ত্র ‘ওঁ ব্রীং রক্তচাতুগে কুরু কুরু অমুকং মে বশ-মান বাহা’ এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া করিতে হয়।

চন্দ্রগ্রহণকালে বেত অপরাধিতার মূল উদ্ধৃত করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইলে চণ্ডমন্ত্রে সেই প্রভু তৎক্ষণাৎ বন্দীভূত হইয়া থাকে। ইহাতেও উক্ত চণ্ডমন্ত্র সহস্র জপ এবং ভোজন-কালেও এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। উত্তরকন্দলী, উত্তরাষাঢ়া কিংবা উত্তরভাদ্রপদ মাসেই প্রোক্তকালে অবধবৃকের মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে রাজ্যধারে বা অজ্ঞাত হানে জয় লাভ হইয়া থাকে।

তরঙ্গীনকন্ডে আরালকী বৃকের মূল, বিণাখানকন্ডে আশ্র-বৃকের মূল এবং পূর্বকন্দলী মাসেই দাড়িমবৃকের মূল গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার প্রতি বন্দীভূত হন। আরোবানকন্ডে নাগকেশরের মূল গ্রহণ করিয়া করে বন্ধন করিলে রাজা বন্দীভূত হন। রক্তোৎপলের মূল, আঁকোড় কলের তৈলে বর্ষণ করিয়া পূর্নোক্ত চণ্ডমন্ত্রে ৭ বার অভিমন্ত্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে রাজা বন্দীভূত হন। ইহাতেও চণ্ডমন্ত্র সহস্রবার জপ করিতে হয়।

রক্তচন্দন, বেতসর্বপ ও কটু তৈলের সহিত চণ্ডমন্ত্রে সহস্র হোম করিলে তৎক্ষণাৎ রাজাকে বন্দীভূত করিতে পারা যায়। রাত্রিকালে খীর গৃহে ছাপরক্তের সহিত বেতসর্বপ দ্বারা উক্ত চণ্ডমন্ত্রে সহস্র হোম করিলে রাজাকে বন্দীভূত করিতে পারা যায়। রাত্রিকালে মধুর সহিত সর্বপ-পুল্প দ্বারা চণ্ডমন্ত্রে সহস্র হোম করিলে সমস্ত পৃথিবীর অধিপতিও তৎক্ষণাৎ বন্দীভূত হইয়া থাকে। *

* "একচিত্তঃ স্থিতো মস্ত্রী মন্ত্রঃ জপ্ত্বা হুতবন্ধুঃ।

ততঃ কোত্তরতে সোমাস্ত্ৰ বর্ষনাদেব সাধকঃ।

বিশারিষট্শূলভ জলেন সহ বর্ষয়েৎ।

বিভূক্তাঃ সাংহুতঃ মস্ত্রী তিলকঃ লোকবন্তকৃতঃ।

পুথো পুথন বাহুল্যে রক্তেদস্তীরমূলিক।

ববীজঃ তথা বজ্রা করে সপ্তাভিমন্ত্রিতম্।

পুথোঃ তবতি সর্বত্র মন্ত্রস্ত্রৈব কথ্যতে।

ও ঐঃ পুথঃ কোত্তরঃ তপবতি পতীরঃ সূঃ বাহা। এতমন্ত্রমবৃত্তমঃ জপ্ত্বা সিদ্ধো ভবতি।

উৎস্রাজ্যপত্রঃ বহিষ্ঠাঃ কক্করঃ তপসঃ সহ।

বাসে পাসে তথা স্পর্শকতে বজ্রঃ তবভালম্।

সিংহীমূলঃ হরং পুথো কট্যাঃ বজ্রাঃ জপৎকিঃ।

মিশি কক্করভূক্তাঃ মহাদীপঃ অশানকঃ।

উদ্ধৃতাঃ মরীচলেবঃ অল্পে লোকবন্তকৃতঃ।

তদ্বং বজ্রঃ তপসঃ অল্পে লোকবন্তকৃতঃ।

তদ্বং বজ্রঃ বজ্রঃ সর্বলোকত্রিঃ ভবেৎ।

চন্দ্রপুথো মধুভূতাঃ রক্তোত্তরমূলকঃ।

তোজয়েৎ সর্বসংবাদঃ বন্দীকরণমবৃত্তম্।

ত্রীবন্দীকরণ—পারাবতের কলর ও চকু এবং কপালীনে রক্ত, পোরোচনা ও বিহ্বার মলা এই সকল একত্র করিয়া অঙ্গন করিলে ত্রী বন্দীভূতা হয়।

উল্লুকবরঃ ভূলাঃ কুবারীচোনঃ হবীঃ।

অঙ্গনং লোচনে বস্তমানচেতুবনভম্।

ও নমো মহাবিক্রিণি অনুকং বণমানঃ বাহা, অস্ত মন্ত্রত পূর্বমেবাধুতং জপ্ত্বা উৎস্রাজ্যপত্রাঃ সর্কো যোগা কৃতব্যঃ। শতবারমভিমন্ত্র্য সিদ্ধা ভবতি।

সর্কোবাসেব মস্ত্রাং মস্ত্রাং পৃথক পৃথক্।

উক্ত ভাসে বণাং বাসমুত্তেবমুত্তঃ জপেৎ।

মুপদীপেতু সাংহুতঃ রক্তকরবীরকঃ।

মবাহুল্যঃ কীলকঃ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।

বজ্র নামা লিখেতুসৌ সবজ্ঞো ভবতি এবম্।

ও ঐঃ বাহা। প্রথমমবৃত্তকপঃ।

অপার্মাণ্ড কীলকঃ মূলমুৎসার্য জাভুলম্।

সপ্তাভিমন্ত্রিতঃ বজ্র গৃহে কিত্তাব্দীতবেৎ।

ও মদনকামদেবার কটু বাহা।

শতমস্ত্রোত্তরং জপ্ত্বা পূর্বমেবাভবরঃ।

সিদ্ধো ভবতি তৎসত্যং তিলকং কুন্তে বশং।

বহুভুতমঃ যত্রে গৃহিণা ত্রিণিবে দহেৎ।

শমিতোমিত্ত বারে বা তত্ত্বমভিলকং কৃত্য।

বজ্র মন্ত্রি রাজানমন্তলোকেনু কা কথ্য।

ও নমো ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে রাজমোহনে প্রজাবর্ণীকরণে ত্রীপুণ্ড্ররঞ্জন লোকবন্তমোহনি মে সোহিঃ ও কুরু প্রসাদেন।

রাত্রে কক্করভূক্তাঃ লামলীমূলমুত্তরং।

বেতমুল্লগলিকাগতে শব্দাং মরীচলকং।

কোত্তরতালকঃ সূক্তং তিলকং সর্ববন্তকৃতং।

অজাবাধমূলেন তুরঙ্গীগুণমযাঃ।

হরিভালকঃ সপ্তিষ্ঠ ভক্তিভাবব্রহ্মণে।

বদ্বং বদ্বাৎ ষাটতে বজ্র তত্ত্বমেব দ্বাদাতসৌ।

ও অস্ত্রকর্ণধরে দুর্কলে আর্হকেশিকজটাকলাপে তকারকেশকারিণি বাহা।

বিভূক্তাঃ ভূজরাজঃ চোচনং সহবেশিক।

বেতাপরাভিতামূলঃ কস্তাহতে এলেপয়েৎ।

বারিণা তিলকঃ কুণ্ডাং সর্কোলাকবন্তকঃ।

রক্তাবমানপুশকঃ কুটকঃ বেতসংগঃ।

বেতাকমূলঃ তপসঃ বেতগুপ্তাঃ বাসিকী।

কুলাইয়াং পুথ্যুত্তং চতুর্দন্তাঃ তথাবিধঃ।

সেবয়েৎ কক্করভূক্তং তিলকং সর্ববন্তকৃতং।

অপার্মাণ্ড মূলকঃ সেবয়েচোচনেন কু।

জলাই তিলকঃ কুণ্ডাং বন্দীকৃত্যাজনমুত্তরং।

ও নমো বরজালিনী সর্বলোকবন্তরী বাহা।

উল্লুকচুরাণাং পোরোচনসমভিতং।

বারিণা সহ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডবভক্তকঃ পরম্।

উল্লুকতু কুর্শী বৌ চটকত বিদোচনঃ।

গোরোচনা, চিত্তান্তর, মহাভাষেণ ও খীর গুরু এই সকল
দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া যে ক্রীক প্রদান করা যায়, সেই ক্রী
তৎক্ষণাৎ বশীভূত হয়।

চিভাতন, বলা, কুড়, ভগবান ও কুছুম এই সকল দ্রব্য সম-
পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যে ত্রীৰ মন্তকে ও পুঙ্কদের
পদে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ত্রী ও পুঙ্ক বশীভূত হইয়া থাকে।

খুড়বীজ, ছোলম লেবুর বীজ, জিম্বাম্বাল, দস্তমল, চকুর
মল, কর্ণমল ও নাশামল একত্র করিয়া যে ত্রীক ভক্ষণ করাইবে
সেই ত্রী বণীভূতা হয়। ৩০টা ছোলা, ১৬টি ইন্দ্রযব, গোদস্ত ও
নরদস্ত কৈলের সহিত পেষণ করিয়া লম্বাটে তিলক করিবে,
ইহাতে তিলোত্তমাও বণীভূতা হয়।

সোহাগা, ষাটমধু, গোরোচনা, চিতাভঙ্গ ও কাঞ্চিহবা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া একত্র মধুর সহিত তিলক করিলে ক্রীণা বশীভূত হয়। পুয্যানকত্রে কৃষ্ণধূতুরের মূল, ভরণী-নক্ষত্রে ফল, বিশাখানকত্রে পত্র, মূলানকত্রে মূল উদ্ধৃত করিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত কুঙ্কুম, কণ্ঠর ও গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে ক্রী বশীভূত হয়।

কাকজন্মা, বচ, কুড়, বিপ্রপদ, কুমুম ও বীর রক্ত একত্র
করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রী বণীভূত হয়। কাকজন্মা, বচ, কুড়, শুক্ল ও শোণিত, এই সকল একত্র করিয়া যে ত্রীকে
থাওয়াইবে, সেই ত্রী বাবজীবন তাহার বণীভূত হইবে।

চটক পক্ষীর মতক, খেত আকস্মের মূল, মজিষ্ঠা, ও খদির
এই সকল বাহাকে পান করাইবে, সেই ত্রী বশীভূত হয়। সর্পের
খোলস, দাড়িঘকাঠ ও এরঙঠেল, এ সকল সমপরিমাণে লইয়া
ধূপ প্রদান করিলে সেই ত্রী বশীভূত হয়।

অধীনীনভাবে পলাশবৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া করে বহন

তত্চূর্ণং তিলকে পানে শুকণে গন্ধপুষ্পয়োঃ ।

কিপেছ। মন্তকে বস্ত্র সবস্ত্রে। জায়তেঃ চিরাৎ ।

ଆମେ ଏହି ମୁକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ ।

গোব্রোচনা সমং পিষ্টং তুকে পানে অগবশম।

জিয়ো বা পুরুষো বাপি সহস্র জগনাভিবেৎ ।

ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रूं कः क्लृं क्लृं ।

কৃতোপবাসো গৃহীয়াৎ সবুল্যাকেষু বারুণীং ।

উত্তরাতিবুদ্ধেদৈব কুটমৈত্বমুখলে ।

ভৎককঃ ত্রিকটুং তুল্যমজ্জাবুয়েণ পেষয়েৎ ।

ହାମାସକାଂ ବନୀଂ କୁର୍ବାଂ ମା ବନୀ ଗୁହ୍ୟମନଂ ।

कृष्टेऽथ बाहुनीः निष्ठाः तत्राः पृष्ठे जगद्वनम् ।

সাবটি দেবদারক তুম্যক সিতচন্দনা।

କଲେ ବୁଝି । ବିଲେଖୀର ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଭବେବଳ : । ଇତ୍ୟାଦି ।

(निहनाभाख्युन ककपुट)

করিলে নাটিকা বণীভূত হয়। যজ্ঞোহবতের মূল, হৃৎশিরা-
নক্ষত্রে আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিয়া বাহ্যর অঙ্গে স্পর্শ
করাইবে, সেই কামিনী বণীভূত হয়।

ধনিষ্ঠানকন্ডে শিরীষবৃক্ষের মূল গ্রহণ এবং স্বাভীনকন্ডে
 ধাতুকীম্বল আনয়ন করিয়া করে ধারণ করিলে নারীগণ বনীভূতা
 হইয়া থাকে। রেবতীনকন্ডে বটের ফুড়ি আহরণ করিয়া হস্তে
 বন্ধন করিলে লক্ষ্যকে বনীভূত করিতে পারে এবং মূলানকন্ডে
 বদরী মূল উত্তোলন করিয়া যে গ্রীকে জোজন করাটবে, সেই
 গ্রী বনীভূত হইবে।

বর্ণপাঠে কুক্কুরের মূল, খণ্ডন করিয়া যে ক্রীর পৃষ্ঠদেশে দেওয়া যায়, সেই ক্রী নিচেরই বর্ণীভূত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অশ্বমার্গের মূল উত্তোলন করিয়া যে ক্রীকে খাওয়াইবে, সেই ক্রী বর্ণীভূত হইবে। যেত ওজার মূল, এবং পঞ্চমূল, জিহ্বা, দন্ত, চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসারস এই সকল একত্র করিয়া চওত্র পাঠশূর্যক যে ক্রীকে উত্তোলন করান যায়, সেই বর্ণীভূত হয়।

এই যে সমস্ত স্রীবনীকরণ লিখিত হইল, ইহার প্রত্যেকই চণ্ডময় জপ ও পাঠ করিয়া করিতে হয়। চণ্ডময় ভিন্ন উহা নিষ্ফল হয়। প্রাতঃকালে দশ একালান করিয়া যে স্রীর নাম উল্লেখ ও 'ও নমঃ কিপ্রাঃ কামিনীঃ অমুকীঃ বশমানয়ঃ হং ফট স্বাহা' এই মন্ত্রে ৭বার অভিমন্ত্রিত করিয়া ৭ গুণ্ডা জলপান করিবে, সেই স্রী বনীভূতা হইয়া থাকে।

নাগকেশব পুন্ড্র, প্রিয়পু, তগরকাঠি, পদ্মকেশব, বচ, জটা-
মাংসী এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি 'শুভ মূল মূল
মহামূল রক্ত রক্ত সর্বাঙ্গাং ক্লেদয়েতো পরেভ্যঃ স্বাহা' এতমন্ত্র
পাঠ করিয়া উক্ত চূর্ণ দ্বারা বীর শরীরে ধূপ প্রদান করিবে,
সেই ব্যক্তিকে কামদেবের দ্বারা জ্ঞান করিয়া নীলগণ তাহার
বশ্য হইবে।

বীর জিহামাল, নাসামল ও কর্ণমল এই সকল একত্র করিয়া 'ওঁ নমঃ সবায়ৈ নমঃ সবায়ৈ চ অমুকায়ৈ মে বশমানন্ত স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্ত্রীর সহিত যে ত্রীকে ভোজন করান যায়, সেই ত্রী নিশ্চয় বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ নমঃ বাচাট পথ পথ ছিট-স্রাবহি স্বাহা' এই মন্ত্রে ৭বার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেড়ে-নার মূল বা কল আহরণপূর্বক যে ত্রীকে দেওয়া যায়, সেই ত্রী অবশ্য বশীভূত হয়।

অশামার্গ কৃষকের স্বাধাভাগের চতুরতুল পরিমিত কাট 'ও' জাবিণি 'বাহা' ও 'হমিলে 'বাহা' এই মন্ত্রে ৭বার আভিসম্বল করিয়া বেড়াগৃহে নিক্ষেপ করিলে সেই বেড়া বর্ধীভূত হয়।

শেচকের চকু ও মাংস, রক্তচক্ষু, গোরোচনা, কুঙ্কম এবং

মন্ত্র তৈল এই সকল একত্র করিয়া “হ্রীং হ্রীং প্রং প্রং কটু নমঃ” এই মন্ত্রে বীর শরীরে অভ্যাস করিলে ত্রীগণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। একটী কুকলাসের দক্ষিণ পদ আনিয়া মুখে ধারণ পূর্বক যে ত্রীর সহিত রতিক্রিয়া করা যায়, সেই ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে এবং কুকলাসের বামদিকে মধু ও তৈলের সহিত একত্র করিয়া চক্ষুতে অঙ্গন প্রদান করিয়া যে ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই ত্রী বশীভূত হয়। ত্রীলোক দেখিবার সময় ‘ও আনন্দ ত্রয় বাহা ও হ্রীং হ্রীং প্রং প্রং কালি কপালি বাহা’ এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কুকলাসের দক্ষিণ চক্ষু, বাঁজি ও মধু একত্র করিয়া দক্ষিণ চক্ষুতে অঙ্গন দিয়া ‘ও পুজিতার বাহা’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ত্রীকে দেখা যায়, সেই ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে।

‘ও’ নমঃ কামদেবার সহকল সহস্র সহায় সহায়িন্যে যস্মৈ ধুনজনং সমদর্শনং উৎকৃষ্টিতং কুক কুরু দক্ষদণ্ডধর কুন্তুম্বাণেন হন হন বাহা’ এই যে নারীর উদ্দেশে সপ্তাহকাল জপ করা যাইবে, সেই নারী নিকটে আগমনপূর্বক তাহার বশীভূতা হইবে।

রাত্রিকালে কামাক্রান্ত চিত্তে বাহার নাম উল্লেখ করিয়া ‘ও’ সহবরীঃ বরীঃ করবরীঃ কামপিপাচ অমুকীঃ কামঃ গ্রাহয় স্বপ্নেন মম রূপেণ নৈবেদ্যদার্য্যেণ প্রাবর স্বপ্নেন বক্ষ্য ত্রীকটু’ এই মন্ত্র জপ করা যাইবে সেই নারী বশীভূত হইবে।

এই বশীকরণ কার্য্যেও পূর্বেকৃত চওমন্ত্র দশসহস্র জপ করিয়া করিতে হইবে, চওমন্ত্র জপ না করিয়া ইহা করিলে ফলদ হইবে না।

লবণ, তিল, চুহু, মধু ও স্নাত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সপ্তাহকাল হোম করিলে রূপহীন ব্যক্তিও তিলোত্তমাকে বশীভূত করিতে পারে। সর্ষপ, লবণ, চুহু, মধু, স্নাত এই সকল দ্রব্য দ্বারা সপ্তাহকাল হোম করিলে ত্রীগণ বশীভূত হয়।

চতুরঙ্গুল পরিমিত এরণ্ডকাঠ দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্বক কটু তৈল ও লবণের সহিত অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। হোমকালে বাহার নাম উল্লেখ থাকিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। মহানিষের পুশ্পে স্নাত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন অষ্টোত্তরশত হোম করিবে, এইরূপে সপ্তাহকাল হোম করিলে অনোরমা নারী বশীভূত হয়। ‘ও হ্রীং রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকীঃ যে বশমানর বাহা’ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবে।

তিনটী গোমুণ্ড আনিয়া তাহা দ্বারা চুর্নী প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাতে মানবের মস্তকের খুলীতে ধান দিয়া ঐ তাজিবে, তাজিবারকালে যে সকল ঐ ঐ খুলী হইতে বাহিরে পড়িবে, তাহা চূর্ণ করিয়া এক স্থানে রাখিয়া দিবে এবং খুলীর মধ্যস্থিত ঐ চূর্ণ করিয়া অস্ত্র এক স্থানে সংস্থাপন করিবে। পরে বহির্গত

ঐ চূর্ণ যে ত্রীর মস্তকে দেওয়া যায়, সেই ত্রী বশীভূত হয়। মধ্যগত ঐ চূর্ণ দ্বারা বশীকরণ নিবৃত্তি হয়। এই যোগে বিনা মন্ত্রে কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।

মানব মস্তকের মধ্যভাগ, গর্দভের মস্তক মধ্যগত মজ্জা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ভুস্মরাজের রসদ্বারা ৭ দিন ভাবনা দিয়া ওকাইবে। পরে কাপাসতুলার শলিতা করিয়া ঐ মজ্জাপাত্রে দিয়া প্রাণীপ আনিবে, শনিবারে এই প্রাণীপের শিখর নরকপালে কঙ্কলপাত করিয়া সেই কঙ্কল দ্বারা চক্ষুতে অঙ্গন দিয়া যে নারীকে দেখা যায়, সেই নারী বশীভূত হইয়া থাকে।

মনঃশিলা, হরিতাল, বীর ওজ, আকোড় ফলের তৈল এবং হস্তীর গণ্ডের মদ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রী বশীভূত হইয়া থাকে। মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর পুশ্প ও গোয়োরচনা এই সকল একত্র করিয়া চক্ষুতে অঙ্গন করিলে অনোরমা কামিনীকেও বশীভূত করিতে পারা যায়।

প্রিয়ঙ্গু, বচ, তেজপত্র, গোয়োরচনা, রসাজন ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চক্ষুতে অঙ্গন দিয়া যে নারীকে দেখা যাইবে, সেই নারী বশীভূত হয়। সোম্বরাজী, আকন্দ-মূল বা চাকুলিয়া মূল যে ত্রী বা পুরুষের ক্রম করিয়া কটিদেশে বন্ধন করা যায়, সেই ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হয়।

কৃষ্ণাষ্টমী বা কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে উদ্ধৃত পীতমুতুরার মূল, কুড় ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ যে ত্রী বা পুরুষের মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হইয়া থাকে। ফলের সহিত আমলকী বৃক্ষের মূল, ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঙ্গন কিংবা কপালে তিলক করিলে যে ত্রী ও পুরুষকে দেখা যায়, সেই ত্রী ও পুরুষ বশীভূত হয়।

রাখাল শশার মূল পুখ্যানক্রে নর হইয়া উত্তোলন করিবে, পরে ঐ মূলের সহিত মরিচ, পিঙ্গলী ও গুঁঠ এই সকল দ্রব্য গব্য-চুহু একত্র পেষণ করিয়া বাটকা করিবে। এই বাটকা ঘষিয়া রক্তচন্দনের সহিত কপালে তিলক করিয়া ত্রীগণকে দেখিলে ত্রীগণ বশীভূত হইয়া থাকে। স্বাতীনক্রে বরবটীর মূল এবং অম্বরাদানক্রে বদরী মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণপূর্বক ত্রীগণকে অবলোকন করিলে তাহারা বশীভূত হইবে। উর্দ্ধপুশী, অধঃপুশী, লজ্জাবতী ও অপরাঞ্জিতা এই সকল গাছের মূল আনিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত বীর শুক্রে ভাবনা দিবে, পরে তাহার সহিত জিহ্বা, দন্ত, কর্ণ ও নাসা এই সকলের মল একত্র করিয়া যে নারীকে ভক্ষদ্রব্য অথবা পানীয় জলের সহিত ভক্ষণ করাইবে, সেই নারী বশীভূত হইবে।

ওরুপকে পুখ্যানক্রে সপ্তমকালে বহুপূর্বক বোনিহিত উত্তরের বীর্ঘ বানহত দ্বারা গ্রহণ করিয়া ত্রীর বাহ হস্তভালে

স্পর্শ করাইলে সেই স্ত্রী বশীভূত হয়। কুরুপক্ষের পুমানক্ষত্র
এইরূপ করিলেও বশীকরণ হয়।

“গুরুপক্ষযুতে পুষ্যে সংগৃহ্য রতিসঙ্গমে।

যোনিস্থমুত্তরোবীর্থাৎ যন্তুতো বামপাণিনি। ॥

তেন স্পৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো বস্ত্রা বামপাণিতলে কিল।

কুরুপক্ষযুতে পুষ্যে পূর্ববৎ স্ত্রীবশা ভবেৎ ॥” (সিদ্ধনাগার্জুন)

যেত আকন্দ, লাক্কলিয়া, বচ, লুজ্জাবতী, মল এই সকল দ্রব্য
সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কুরুরের হৃদয়ের সহিত মিশ্রিত করিবে,
পরে ইহা ধূতরা ফলের মধ্যে রাখিবে, ইহা কামবাণস্বরূপ, যে
স্ত্রীকে এই ঔষধ ভোজন করাইবে, সেই স্ত্রী বশীভূত হইবে। এই
সকল বশীকরণে চণ্ডমন্ত্র দশসহস্র জপ করিতে হইবে, তাহা হইলে
সিদ্ধ হইবে। পূর্বেকৃত চণ্ডমন্ত্র ব্যতীত বশীকরণ সফল হয় না।

৭ বার জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া—“ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ
কণ্ডকানামধিপতিঃ সুরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাব-
সবে স্বাহা” এই মন্ত্র একমাস কাল জপ করিলে সুন্দরী স্ত্রী বশী-
ভূত হয়। (সিদ্ধনাগার্জুনকক্ষপট)

যটুকন্দীপিকায় মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণাদির বিবৃত
বিবরণ বর্ণিত হইরাছে, এই মতে বশীকরণের বিষয় সংক্ষিপ্ত-
ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

“অথ বক্ষ্যামি মন্ত্রাভ্যাং বশীকরণমুত্তমং।

যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ বশীকুর্য্যায়ঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

কৃতাজ্জলিঃ শিথিশিখা বিভীতা গিরিকর্ণিকা।

চাণ্ডালীসহিতা পিষ্টা গব্যগৌবপরিপ্লুতা ॥” (যটুকন্দীপিকা)

অনন্তর বশীকরণের বিষয় বলা যাউতেছে, ইহার জ্ঞান
জন্মিলে নর ও নারী উভয়কে বশীভূত করিতে পারা যায়। লজ্জা-
লতা, অপমার্গের জটা, বহেড়া, অপরাজিতা ও চাণ্ডালীলতা
এই সকল একত্র গব্য হৃদয়ের সহিত পেষণ করিয়া কন্দমের ত্বায়
করিতে হইবে, পরে ইহা এক খণ্ড পটবস্ত্রে লেপন করিয়া তদ্বারা
বস্ত্রি প্রস্তুত করিবে। এই বস্ত্রি পন্নালের মধ্যগত হুত্র দ্বারা
বেটন করিয়া রাখিবে। তৎপরে একবর্ণা গাভীর গুহ হইতে
দ্রুত প্রস্তুত করিয়া সেই দ্রুত দ্বারা পূর্কৃত বস্ত্রি আদ্র করিয়া
লইবে। তদনন্তর ঐ বস্ত্রি প্রজালিত করিয়া তাহার শিখায়
কজ্জল করিবে। তৎপরে চতুর্দশীর রাত্রিতে তৈরবের পূজা
করিয়া ঐ কজ্জলপাত করিবে, এই কজ্জল দ্বারা স্ত্রী পুরুষ যাহাকে
ইচ্ছা করা যায়, তাহাকেই বশীভূত করিতে পারা যায়। এই
বশীকরণ সর্বোত্তম, স্বয়ং মহাদেব এই বশীকরণের উপদেশ দিয়া-
ছেন। সাধকের ইহা বরপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখা উচিত, ক্রুর,
অন্নবিদ্য, নিস্কক ও চপল এই সকল ব্যক্তির নিকট ইহা প্রকাশ
করিবে না।

এই মন্ত্র যতদিন সিদ্ধ না হয়, ততদিন সাধক “ওঁ, হ্রীং
মোহিনি স্বাহা” জপ করিবে, পরে মন্ত্রসিদ্ধ হইলে চন্দন, পুষ্প, বস্ত্র
অথবা কোন প্রকার উত্তম বস্ত্র উক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তরশত বার অভি-
মন্ত্রিত করিয়া যাহার হস্তে প্রদান করা হইবে, সেই ব্যক্তি
বশীভূত হইবে।

সাধক “ওঁ” চিট চিট চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুক মে
বশমানয় স্বাহা” এই মন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া ঐ তালপত্র হৃদ-
মিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। এই মন্ত্র মধ্যে
যাহার নাম লেখা থাকিবে, সেই ব্যক্তি মিশ্রিত বশীভূত হইবে।
কেহ কেহ বলেন যে, উক্ত মন্ত্র বিধকটক দ্বারা লিখিতে হইবে
এবং ঐ তালপত্র হৃদে পাক করিয়া তিন দিন কাহার মধ্যে রাখিয়া
দিবে, পরে উহা তুলিয়া দুর্গাংশসমমণ্ডপদ্বারে প্রোথিত করিয়া
রাখিবে। এইরূপ করিলেও বশীকরণ হয়।

পূর্বেকৃত ওঁ চিট চিট ইত্যাদি মন্ত্র বিধকটক দ্বারা তালপত্রে
লিখিয়া যথাবিধানে ভক্তগালীর পূজা করিয়া সেই গৃহে উহা
পুতিয়া রাখিবে। ইহাতেও বশীকরণ হয়।

“স্বং সর্বলোকং বশমানয় স্বাহা” এই মন্ত্র জপ ও এই মন্ত্রে
পূজা করিলে অভিলষিত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

“ওঁ রাজমুখি রাজাভিমুখি বসুমুখি হ্রীং শ্রীং দেবি দেবি
মহাদেবি দেবাধিদেবি সর্বজনন্য মুখং বস্ত্রং কুরু স্বাহা”

“হ্রীং নমো ব্রহ্মস্ট্রীরাজিতে রাজপুঞ্জিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি
গাণ্ডারি ত্রিভুবনবশকরি সর্বলোকবশকরি সর্বস্ট্রীপুরুষবশকরি
সুহৃৎখোর সুহৃৎখোর হ্রীং স্বাহা” এই দুইটা মন্ত্র দশ হাজার জপ
করিয়া তৎপরে দ্রুতসংযুক্ত পারস দ্বারা জপের দশাংশ হোম
করিতে হইবে। হোমাবসানে অন্নদেবতা, অট্টমাতৃকা ও দশ-
বিন্দুপালের পূজা করিয়া পুনর্বার আত্মযুক্ত তিলতুল, মধুর
ফল এবং দ্রুতযুক্ত রক্তপদ্ম দ্বারা হোম করিবে। এইরূপে তিন
দিন হোম করিয়া সূর্য্য ও লাগিটাত্রী দেবতার আরাধনাপূর্ব্বক
সূর্য্যভিমুখে অষ্টোত্তরশত জপ করিবে। ইহাতে অতিরিক্ত
মধ্যে বশীকরণ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্র মধ্যে অভিলষিত
ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই মন্ত্রের অজ খবি,
নিরুট চন্দ্রঃ ও গৌরী দেবতা, ইহাতে এইরূপে কর্য্যাক্রম
করিতে হয়। হ্রীং নমো ব্রহ্মস্ট্রীরাজিতে রাজপুঞ্জিতে অমৃতভা-
নমঃ, জয়ে বিজয়ে গৌরি গাণ্ডারি তর্কনীভ্যাং স্বাহা, ত্রিভুবন-
বশকরি স্বাহাভ্যাং ববটু, সর্বলোকবশকরি অনাঘিকভ্যাং হুং,
সর্বস্ট্রীপুরুষবশকরি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌঘট, সুহৃৎখোর সুহৃৎখোর হ্রীং
স্বাহা করতলপট্টাভ্যাং ফট্। এইরূপ দ্বয়দ্বয়দ্বিতে জাপ করিতে
হয়। এই দেবতার পূজাকালে সিন্দোক্তমন্ত্রে ধ্যান করার
বিধি আছে।

“অমলশশিবিরাজমৌলিরাবচপাশা-

কুশকচিরকরাজা বন্ধুবীবারপাদী।

অমরনিকরবন্দ্য জীর্ণা শোণবর্ণাং

ওককুহুমুতা ত্যাং সম্পদে পার্জতীবা”

এই প্রণালী অনুসারে বশীকরণ করিলে সকলকেই বশীভূত করিতে পারা যায়।

‘মদ মদ মাদর মাদর হ্রীং বশর অমুকং স্বাহা’ এই মন্ত্রের নাম মদনমন্ত্র।

“কনক রচিতমুষ্টিঃ কুণ্ডলাকৃষ্টচাপো

যুবতিজয়মধ্যে নিশ্চলা যোপিতাকঃ।”

মদনদেবের শরীর সুবর্ণরচিত, আকর্ণ পর্যন্ত ধনুর্কোণ-আকৃষ্ট এবং যুবতীদিগের হস্তর মধ্যে নিশ্চলভাবে চন্দ্র আয়ো-পিত করিয়া আছেন। এইরূপে মদনদেবকে চিত্তা করিয়া মদন মন্ত্র দশ হাজার জপ ও মদনদেবকে সহস্র রক্তপুষ্প প্রদান করিতে হয়। ইহাতে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই মন্ত্রবলে সমস্ত জগৎকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

‘ও চামুণ্ড জয় চামুণ্ডে মোহর বশমানর অমুকং স্বাহা’ এই মন্ত্র লক্ষ জপ করিয়া শিরীষবৃক্ষ সমিধ দ্বারা দশ সহস্র হোম করিবে। নির্যাক্ত ধ্যানে দেবতার পূজা করিতে হয়। ধ্যান যথা—

“দংষ্ট্রাকোটবিশভটা স্রবননা সাক্ষাৎকারে হিতা

খট্টাঙ্গানিনিগুঢ়ক্ষিপকরা বামেন পাশং শিরঃ।

জামা শিঙ্গলমূৰ্দ্ধজা ভয়করী শার্দূলচক্রাত্তা

চামুণ্ডা শববাহিনী জপবিধৌ ধোয়া সদা সাধকৈঃ।”

বিধিপূৰ্ণক এই ধ্যানে পূজা করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়, এই মন্ত্র-প্রভাবে সকলকে বশীভূত করিতে পারা যায়।

‘ও নমঃ কামার সৰ্বজনপ্রিয়ায় সৰ্বজনসমোত্তমায় জল জল প্রজালর প্রজালর সৰ্বজনন্ত হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা’ এই মন্ত্র জপ করিলে নর ও নারীকে বশীকরণ করিতে পারা যায়।

‘ও নমঃ ভগবতি পুচিচাণালিনি নমঃ স্বাহা’ এই মন্ত্রে মৃচ্ছিত্রি (যোম) দ্বারা অভিলষিত ব্যক্তির একটা প্রতিকৃতি করিতে হইবে। প্রতিমূষ্টি প্রস্তুত করিয়া তাহার ঐশ্য প্রভিষ্ঠা করিতে হয়। তৎপরে ঐ প্রতিকৃতির উপর পূৰ্বোক্ত ‘ও নমঃ ভগবতি’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া অজারায় দ্বারা ঐ মূষ্টি তপিত করিতে হইবে। এইরূপ করিলে অভিলষিত ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। (বট্-কর্মদীপিকা)

বৃহস্পতি, উজ্জীশ প্রভৃতি তত্ত্ব বশীকরণাদির বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে, বাহ্যভায়ে তাহা আর লিখিত হইল না।

বশীকরণকার্য বসন্ত ঋতুতে বা পূর্ণিমা কালে করিতে হয়। ইহাতে সপ্তমী ও দশমীতিথি প্রশস্ত।

“বশ্যাকর্ষণকর্ম্মাণি বসন্তে যোজয়েৎ প্রিয়ে।

গ্রীয়ে বিবেষণং কুর্য্যাৎ প্রাবৃষি শুভ্রনং ভবেৎ ॥

বসন্তশৈব পূর্ণাহ্নে গ্রীয়ে মধ্যাহ্ন উচ্যতে।

বর্ষা জ্যেষ্ঠা পরাঙ্কে তু প্রদোষে শিশিরঃ স্তবঃ ॥

বশীকরণকর্ম্মাণিঃ সপ্তম্যাং কারয়েৎ সুধঃ।

দশম্যামিতি সপ্তম্যাং তথা চ বশ্যকর্ম্মবৈ ॥” (উজ্জীশ)

পৃথিব্যাং তত্ত্বের উদয়কালে বশীকরণাদি কার্য করিতে হয়। জ্যোষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অশ্বিনাষা, রোহিণী, এই সকল নক্ষত্র পৃথীত, এই সকল নক্ষত্রাদি নিরূপণ করিয়া বশীকরণ কার্য করিতে হয়।

এই যে বশীকরণের প্রক্রিয়া সকল বর্ণিত হইল, ইহা করিবার পূর্বে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হইতে হইবে। কারণ মন্ত্রের সিদ্ধি লাভ না করিলে এই সকল সফল হয় না। এইজন্য সাধক প্রথমে সর্গপ্রবন্ধে মন্ত্রের আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলে পর মারণ, উজ্জীশ, বশীকরণ প্রভৃতি যে কোন আভি-চারিক ক্রিয়া করিবে, তাহাতেই তিনি তৎক্ষণাৎ সফল কাশ হইবেন।

বশীকার (পুং) বশীকরণ। [বশীকরণ দেখ।]

বশীকৃতি (স্ত্রী) বশ্যতাপ্রাপ্তি। মন্ত্রমুখ।

বশীক্রিয়া (স্ত্রী) কশীকরণ। বশে আনয়নরূপ কার্য।

বশীভূ (ত্রি) যে বশীভূত হইয়াছে।

বশীভূত (ত্রি) অবশো বশো ভূত ইত্যর্থঃ চিঃ। ১ বশ্যতাপ্রাপ্ত।

বশীর (পুং) বশ-ভেরন্। ১ গজপিপ্লী। (জটাধর) ২ চবিকা, চলিত চই। ৩ অপামার্গ, চলিত আপাঙ। (বৈয়াকনিং) (স্ত্রী) সামুদ্রলবণ।

বশে (দেশজ) অধীনে। তাঁবে।

বশ্চিক (পুং) অগ্রহারণভেদ। (রাজতরং ১১৩৪৫)

বশ্য (স্ত্রী) বশার বশীকরণায় সাধু ইতি বশ-যৎ (তজ সাধুঃ পা ৪।৪।৮৯) ১ লবণ। (শব্দচং) বশমধীনকং গত ইতি বশ-যৎ (বশং গতঃ। পা ৪।৪।৮৬) (ত্রি) ১ আরততা-প্রাপ্ত, বশীভূত। ইহার পর্যায়—প্রণেয় ও বশ।

“মুদ্রকং সেবামান্যং সিংহশার্দূলকুঞ্জরাঃ।

যথা বাস্তি তথা প্রাণো বস্তো ভবতি যোগিনঃ ॥”

(মার্কণ্ডেয়পুং ৩৯।১৭)

২ অরিয়ের পক্ষম পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫০।৩৪)

বশ্যক (ত্রি) বশ্ত-স্বার্থে কন্। ১ বশীভূত, বশগ। দ্বিঃ টাপ্। ২ বশগা নারী।

বশ্যকর (ত্রি) বশযোগ্য। বশ করিবার উপযোগী।

বশ্যকর্মান্ (ক্ৰী) বশীকৰ্ণা।

বশ্যতা (স্ত্রী) বশীভূতের ভাব বা ধর্ম। বশীকার। অধীনতা।

বশ্যত্ব (ক্ৰী) অধীনত্ব। বশীভূতত্ব।

বশ্যা (স্ত্রী) বস্ত্র-টাপ। বশীভূতা নারী। পর্যায়—বশগা, বশাতা ও বস্তকা। (শব্দরত্নাঃ)

“যং ব্রাহ্মণমিহ দেবী বাণবশ্রেবাসু বর্ততে” (উত্তররামচঃ ১ অঃ)

২ নীলাপরাভিতা। (মদনপাল) ও গোয়োরচনা। (বৈষ্ণবকনিঃ)

বশ্যাত্মন (পুং) বস্ত্রঃ আত্মা কৰ্ম্মধা। ১ বশীভূত আত্মা। বস্ত্র আত্মা যথোক্তি বহতী। (পুং স্ত্রী) ২ বশীভূতচিত্তেস্ত্রিঃ, বাহার চিত্তেস্ত্রিঃ বশাহুগ হইয়াছে। (চরকঃ সূত্রঃ ৮ অঃ)

বশ্ বধ, হিংসা। ভাদিঃ পরঃ সৰ্গঃ সেট্। লট্ বধতি। লোট্ বধতু। লৃট্ বধিষ্যতি। লিট্ ববায। লুঙ্ অববীং। লৃট্ বধিতা।

বষট্ (অব্যয়) দেবোদ্দেশক হবিষ্যাপময়, যে ময় পড়িয়া দেবতার উদ্দেশে ঘূতাহতি দেওয়া হয়। (অমর)

২ অঙ্গভাস ও করুণালক্ষিতে অহবিশেষে ভাসবোধক ময়।

ইহা অঙ্গভাসে শিখর ও করুণালঙ্কারমাঝে মাঝে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ৩ তান্ত্রিক পূজাদিতে দ্রব্যবিশেষ দানে প্রযুক্ত ময়।

অমরটীকার ভরত বলেন—কেবল বষট্ শব্দ নয়, ব্রাহ্ম, শ্রোষট্, বোষট্, বষট্ ও স্বধা এই পাঁচটা শব্দই দেবোদ্দেশে বলিমুখে ঘূতাহতি দানে বিহিত। এইসে দেব শব্দে ইচ্ছাদি দেবগণকেই বুঝিতে হইবে।

“ইতি ভায়ে বৃষ্টিহোত্রস্ত পুত্রা উপস্ত তাস ঋষয়োবোচন্।

তাংচ পাহি গৃণতশ্চ সূরীন্ বষড়্ বষড়্ভীর্কালো অনকন্॥”

(ঋক্ ১০।১১৫১০)

“ব্রাহ্ম দেবহবির্দানে পিতৃদানে স্বধা মতা।

ইচ্ছদানে বষট্ প্রোক্ত ইতি দানত্রয়ং স্মৃতম্॥” (স্মৃতি)

বষট্‌কর্তৃ (পুং) বষট্ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যাগকারী পুরোহিত।

বষট্‌কার (পুং) বষট্ ইত্যন্ত কারঃ করণং যয়।

১ দেবোদ্দেশক যাগ। পর্যায়—দেবযজ্ঞ, আহতি, হোম, হোত্র। (হেমচঃ)

২ বৈদ্যোক্ত ৩৩টা দেবতার একতম। তদ্বধা—অষ্টবহু,

একাদশ রত্ন, দ্বাদশ আভিযা, প্রজাপতি ও বষট্‌কার।

বষট্‌কারনিধন (ক্ৰী) সামভেদ।

বষট্‌কারিন্ (ত্রি) বষট্‌মন্ত্রোচ্চারণে হোমকারী। বষট্‌মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা হোমকালে অরিতে উৎসর্গীকৃত।

বষট্‌কৃতি (স্ত্রী) বষট্‌কার। বষট্‌কারনুক উৎসর্গ।

“য আহতিং পরিবেণা বষট্‌কৃতিম্” (ঋক্ ১।৩১।৫)

‘বষট্‌কৃতিং বষট্‌কারনুকৃতাং’ (সারণ)

বষট্‌কৃত্য (ক্ৰী) বষট্‌কারবাগ বা হোম।

বষট্‌ক্রিয়া (স্ত্রী) হোমকর্তৃ।

বষট্‌কৃত (ত্রি) বষড়্‌কৃতি মন্ত্রেণ কৃতঃ। কৃত।

“অদৌ হতস্ত বস্র বাৎ তৎসাক্ষিষু বষট্‌কৃতম্।” (শব্দরত্নাঃ)

বষট্‌ফল (ক্ৰী) কতোলা। (রাক্ষসিঃ)

বঙ্ গতি। ভাদিঃ আশ্বঃ সৰ্গঃ সেট্। লট্ বঙ্‌তে।

লোট্ বঙ্‌তাং। লিট্ ববঙ্‌। লুঙ্ অববীং। লৃট্ বঙ্‌তা।

কিপ্ করিলে পদ হইবে বট্।

বঙ্‌য় (পুং) বঙ্‌তে ইতি বঙ্‌-গতো বাহুলকাৎ অয়ন্। একহায়ন বংস। (অমরটীকার রায়সুহৃৎ‌পুত শাকটায়ন)

বঙ্‌য়(য়ি)ণী (স্ত্রী) বঙ্‌য় একহায়নো বংসঃ, তেন নীরতে ইতি নী-ক্ৰিপ্, গৌরাদিভ্যং ক্ৰীষ্, গম্‌। (পূর্বপদাৎ সংজ্ঞারামগঃ। পা ৮।৪।৩) বঙ্‌য়িণীতি পাঠে বঙ্‌য়োহন্তাত্মা ইতি। ‘অন্ত ইনি ঠনো’ ইতি ইনিং, অট্‌ কুপাঙিতি গম্‌। চিরপ্রসূতা গাভী। ‘বঙ্‌তে পরিক্রামতি বঙ্‌য়চিরকালীনবংসঃ। চলিত বঙ্‌না। বঙ্‌ গতো নারীতি অয়ঃ, বঙ্‌য়শ্বেকহায়নো বংস ইতি (কোষঃ) তদ্ব্যাগাৎ বঙ্‌য়িণী নৈকাজাদিতি ইন্‌। বঙ্‌য়িণীতি পাঠে গোভূগেত্যাদিনাপামাধিভ্যং নং, নদামিভ্যং ঙ্‌। দ্রব্যমুত্তী গবেষিতবঙ্‌য়িণীতি মুক্তবধাযো গম্‌সিহঃ। (অমরটীকার ভরত)

বষ্টি (ত্রি) কাময়মান, প্রার্থনাকারী। “পরিচিষ্টো দধুঃ”

(ঋক্ ৫।৭৯।৫) ‘বষ্টয়ঃ অন্মানেব কাময়মানঃ’ (সারণ)

বস্‌ নিবাস। ভাদিঃ পরশ্‌শ্‌ অক্‌ অনিট্‌। লট্‌ বসতি, লিট্‌

উবাস, উবতুঃ। উবসিষ, উবহ। লুট্‌ বতা। লৃট্‌ বং‌তি।

লুঙ্‌ অববং‌তং‌। অববীং‌নিতং‌ উবাতং‌। লুঙ্‌ অববং‌সীং‌,

অববাস্‌ম্‌, অববাস্‌ত্বঃ। কন্‌সপি উবাতো। অবাসি। “উবাস

পর্ণশালায়াং” (ভট্ট ৪।৭) সন্‌—বিবং‌সতি। বঙ্‌ বাবং‌ততে।

বঙ্‌ লুক্‌ বাবতি। পিচ্‌ বাসতি। অবীবসং‌। ক্‌—উবিতা।

অধি-অধিবাস, (কুমার ১।৫৫) উপ-উপ-

বাস। “গ্রামমুপবসতি” (পা ১।৪।৮) নি-নিবাস। নিম্‌—

নির্কাসন। প্র-প্রবাস। বস ধাতু উপসর্গপূর্বক বহু অর্থে

ব্যবহৃত দেখা যায়।

বস্‌, স্থিতি, আচ্ছাদন, পরিধান। ‘অদাদি’ আশ্বঃ সৰ্গঃ সেট্‌।

লট্‌ বস্‌তে, বসাতে বসতে। লিট্‌ ববসে। লৃট্‌ বসিতা। লৃট্‌

বসিষ্যতে। লুঙ্‌ অবসিষ্টে, অবসিষ্যতাম্‌, অবসিবত। “বসনং

ববসে মা” (ভট্ট ১।৪।২) সন্‌—বিবসিষতে। বঙ্‌ বাবস্‌ততে।

বঙ্‌ লুক্‌ বাবতি। পিচ্‌ বাসতি-তে। নি-বস, অজ্ঞ বস্‌

পরিধান (ভট্ট ১।৫।৭) বি-বস-পরিধান। “মনোরমেন বাবসিষ্ট

বস্ত্রে।” (ভট্ট ৩।২০)

বস, তত্ত্ব, নব্রতাহীনতা। দিবাদি পরং অকং সেট্। লট্ বসতি। লিট্ ববাস। লট্ বসিতি। লুট্ অবসৎ। অবাসীৎ, অবসীৎ।^১ কেহ কেহ পুৰাদি প্রযুক্ত এই ধাতুর উত্তর নিতাই লুট্ করনা করেন। উদাহরণে কু। পরে থাকিলে এই ধাতুর বিকল্পে ইট্ হইবে। কু।—বসিতা, ববা। “বো বজতরিব” (হলায়ুধ)

বস, ১ বেহ প্রীতি। ২ ছেহ। ৩ অপহরণ। চুরাদি পরং অকং সেট্। লট্ বাসয়তি। লুট্ অবীবসৎ। চুর্গাদাস এই ধাতু বধার্থেও অতিহিত করিয়াছেন।

বস, বাস। অদন্তচুরাং পরং অকং সেট্। লট্ বসয়তি। (চুর্গাদাস)

বসই বীপ, বোবাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত, বোবাই সহর হইতে ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত একটা বীপ। অক্ষা° ১৯°২৪' হইতে ১৯°২৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৪৮' হইতে ৭৪°৫৪' পূঃ পর্যন্ত, দৈর্ঘ্যে ১৯ মাইল, প্রস্থে ৫ মাইল, ভূপরিমাণ ৩৫ বর্গ মাইল। এই ক্ষুদ্র বীপের উত্তরে দত্তা বাঁড়ী, দক্ষিণে বসইপ্রণালী, পশ্চিমে আরব সমুদ্র এবং পূর্বে সমুদ্রের সরু খাড়া ভারতভূমি হইতে এই বীপকে পৃথক করিয়াছে।

এই ক্ষুদ্র বীপটা অতি পূর্বকাল হইতেই কি পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য উভয় জগৎবাসীর নিকট পরিচিত। কাহারও মতে সংস্কৃত ‘বসতি’ মুসলমান আমলে ‘বসই’, পর্তুগীজদিগের নিকট বসাইম্ (Basaim) এবং ইংরাজদিগের নিকট বেসিন (Basain) নামে আখ্যাত। হিন্দু পৌরাণিকগণের মতে এই পুণ্যভূমি পরশুরাম কৈব্রের অন্তর্গত সপ্তকোষলের মধ্যে বরলাটের সামিল। সছাদ্রিখণ্ডে কেরল, তুলুব, গোরাট্ট, কোঙ্গণ, করহাট, বরলাট ও বর্কস এই সাতটা লটরা পরশুরাম কৈব্রে বা সপ্তকোষণ—

“কেরলাত তুলুবাশত তথা গোরাট্টবাসিনঃ।

কোঙাণা করহাটশচ বরলাটশচ বর্কসঃ ॥” (উত্তরার্ধ ৮অঃ)

তন্মধ্যে বসইবীপ বরলাটের অন্তর্গত। আরতনে ক্ষুদ্র হইলেও তুঙ্গারি, নির্মল, কলাণ, ঐহান ও শূণ্যক নামক সুপ্রাচীন তীর্থস্থানগুলি এই বীপের মধ্যে থাকায় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদের জ্ঞাতব্য অনেক তথ্য এখানে রহিয়াছে।

তুঙ্গারি প্রকৃতি পক্ষেত্র দক্ষিণাত্যের হিন্দুগণের নিকট অতি পুণ্যতীর্থ ও মোক্ষদায়ক বলিয়া গণ্য। কিরূপে ঐ সকল তীর্থের উৎপত্তি হইল, পদ্মপুরাণ ও কলপুরাণে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।

পদ্মপুরাণের তুঙ্গারি মাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

অন্তরেয়া বরলাটের ব্রাহ্মণদিগের উপর বধেই অভিচার

করিত। ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্ত পরশুরাম বরলাটে আসিলেন। অন্তরেয়া তাঁহার আক্রমণ সহ করিতে পারিল না। সমুদ্রে পলাইয়া আশ্রয় লইল। অন্তরপতি বিমল মাধার করিয়া তুঙ্গ নামে একটা শৈল আনিয়া সমুদ্রে স্থাপনপূর্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি শিবের তপস্শত্রয় নিরত হইলেন। শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অমর করিলেন, শিবের প্রসাদে এখানে তীর্থ হইল। বিমল এখানে দিবালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহার নাম হইল তুঙ্গেশ্বর।

তুঙ্গারি এক্ষণে ‘তুঙ্গার’ পাহাড় এবং একটা শ্রেষ্ঠ আবাস্য বাসিরা প্যাড, ইহার পার্শ্ব দিয়া রেলপথ গিয়াছে।

পদ্মপুরাণীয় নির্মল মাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

অন্তরপতি বিমল তুঙ্গশৈল হইতে ঋষিদিগের মুখে পরশুরামের গুণাধিকার শ্রবণ করিতেন। তাঁহার শত্রুর প্রশংসা-বাদ শুনিয়া অভিযত জুগ হইয়া বিমল ঋষিদিগের হোমকুণ্ডের উপর এক বৃহৎ প্রস্তর চাপাইয়া আসেন। ঋষিরা শিবের নিকট অভিযোগ করেন। শিব আপনার প্রতিশ্রুতি বিশ্বস্ত হইয়া বিমলকে শাসন করিবার জন্ত পরশুরামকে পাঠাইয়া দিলেন। পরশুরামের সহিত বিমলের যুদ্ধ বাধিল। বিমল শিবের বরে অজয়। যতবারই পরশুরাম তাঁহার মাথা কাটেন, ততবারই মাথা জোড়া লাগে। অবশেষে পরশুরাম শিবের পরামর্শে পরশু দ্বারা বিমলকে পরাস্ত করিলেন। বিমল সংগ্রামে পতিত হইয়া পরশুরামের স্তব করিতে লাগিলেন। তবে পরশুরামের মন চলিল। যেখানে বিমল পড়িয়াছিলেন, সেখানে পরশুরাম অরশাৰ্ঘ ‘বিমলেশ্বর’ নামে একট শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বিমল নাম পরিবর্তন করিয়া ‘নির্মল’ নাম রাখিলেন। তখন হইতে এই ক্ষেত্র ‘নির্মল’ নামে খ্যাত হইল।

নির্মল-মাহাত্ম্যের ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—নির্মলক্ষেত্রে বৈতরণীতীর্থে যিনি কান্তিক-কৃষ্ণকাদম্বীতে স্নান করেন, তাঁহার সর্বপাপ দূর হয়।

পর্তুগীজদিগের হাতে বিমলেশ্বরের সুপ্রাচীন মন্দির ও লিঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়াছে, চিহ্ন মাত্র নাই। তৎপূর্বপর্যন্ত বিমলেশ্বর কর্ণাটকবাসীর একটি প্রধান তীর্থ বলিয়াই পরিচিত ছিল। ১১৮৩ শকে (১২৩১ খ্রীঃাব্দে) উৎকীর্ণ চালুক্যবংশীয় ত্রিকুট-দেবের তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে সে সময়ও বিমলতীর্থ অতি প্রসিদ্ধ ও এখানকার লিঙ্গ পূজিত হইতেন।^{*} চালুক্য-

* ওয়ারদাসের এইরূপ বর্ণনা আছে—

“ভত তীর্থেষু বিমলঃ নির্মলঃ নাম তুঙ্গারঃ।

সংসার মল-নিবৃত্ত্যং যত্র যতিঃ পরঃ পরঃ।

রাজ বিমলেশ্বর শিল্পের উদ্দেশ্যে জাতকেশ্বর নামে এক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। নির্মল-মাহাত্ম্যে এখানকার বহু ক্ষুদ্রতীর্থ ও ক্ষুণ্ডের উল্লেখ আছে। পৰ্বতুগীজ অধিকার কালে সেই সমস্ত তীর্থই লুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে মহারাষ্ট্রগণ এই স্থান অধিকার করিয়া বিমলেশ্বর-মন্দিরসংস্কার ও শিল্পের স্থানে দস্তায়েয়ের শাহুকা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় কতকগুলি তীর্থের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। অধিবাসী সাধারণের প্রদত্ত মূলধনে গুরু শঙ্করাচাৰ্য্য স্বামীর তত্ত্বাবধানে ধৰ্ম্মসেবার ব্যয় নিকাশ হয়। শঙ্করস্বামী মাসে মাসে এখানে আসিয়া থাকেন। এই মন্দিরের পাৰ্শ্বেই এখানকার প্রথম শঙ্করাচাৰ্য্য স্বামীর সমাধি ও ব্রাহ্মণ-মিগের জন্ত অন্নসত্র আছে। কাঠিক মাসের ক্লৈকাদশীতে এখানে একটী যাত্রা বা মেলা হয়। তাহাতে বহুদূরদেশ হইতে বাগ্ৰীসমাগম হইয়া থাকে।

ইতিহাস।

এখানকার প্রাচীনতর ইতিহাস অস্পষ্ট। আলেক্সান্দারের সময়কার আরিয়ান প্রভৃতি গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ পশ্চিম ভারতের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় যে সেই সময় এই দ্বীপ মুরাট্ট বা লাউের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরিয়ান লিখিয়াছেন যে গ্রীকগণ তাঁহার সময়ের বহুপূৰ্ব্ব হইতেই কল্যাণে বাণিজ্য করিতে বাইতেন। এমন কি কোন কোন ঐতিহাসিকগণ এমনও লিখিয়াছেন যে গ্রীকগণ শালসেটিদ্বীপে উপনিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য, দাক্ষিণাত্য অধিকারে তাহাদের স্থিতি হইবে। রোমকেরা ইন্ডপ্ট অধিকার করিলে ভারতীয় বাণিজ্য তাহার একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল, এই সময়ে আরবসমুদ্রে বিদেশীয়গণের আর প্রবেশাধিকার রহিল না। গ্রীক ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে তৎকালে 'সারগনস্' (Saraganus) = সারঙ্গ নামে এক রাজা কল্যাণ, বসই ও মুম্বই প্রভৃতি স্থানের অধিপতি ছিলেন, গ্রীকদিগের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল, কিন্তু সান্দনেন্স (Sandanes) = চন্দনেশ তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া বিদেশীয়দিগের প্রতি বাণিজ্যানিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেন, এমন কি একজন বিদেশীকে কড়া পাহারার ভরোচে (Barace) পাঠাইয়া দেন। এইরূপে গ্রীকগণ নিবারণিত হইলেও রোমকেরা ভারতে বাণিজ্য সংগ্রহ ভাগ করে নাই। জটিলিনাসের রাজত্বকালেও কল্যাণের বাণিজ্যপ্রভাব বিধিপ্রসিদ্ধ ছিল। মিলরের প্রসিদ্ধ বর্ণন কলমস্ (Kosmos Indikopleustes) প্রায় ৫৪৭ খৃষ্টাব্দে কল্যাণে আগমন করেন, তিনি এখানে বহু সংখ্যক খৃষ্টান দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন,

ঐ সকল খৃষ্টান পারস্তের নেওরিয়ান্ বিংশের ধর্ম্মশাসনাবলী ছিল। তৎপরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ লিং আসিয়া এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধি উল্লেখ্য ভাৱ্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

এই দ্বীপের অন্তর্গত শ্রীহান বা তাঁনা বহুপূৰ্ব্বকাল হইতে রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে এখানে শিলাহার-রাজবংশের অভ্যুদয়। তাহাদের সময় শ্রীহান লক্ষী সরস্বতীর প্রিয়স্থান, এখানেই অশেষ-শাস্ত্রবিৎ জীমূতবাহন রাজত্ব করিতেন।

খৃষ্টীয় ১০শ শতাব্দী পর্যন্ত বরলাট শিলাহার বংশের অধিকারে ছিল, তৎপরে বাহবরাজবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বসই হইতে ১১৯৪ ও ১২১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ বাহবরাজবংশের শাসন-পত্র পাওয়া গিয়াছে। বাহবেরা মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করিলে কোঙ্কণের এই অংশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া মহিমের ভীমরাজ, দেবগিরির রামদেব, এতদ্বির নারক, বকোলা ও ভাড়াবী উপাধিধারী সামন্তগণের শাসনাবলী হইয়াছিল।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর আলাউদ্দীনের নিকট রামদেব পরাজিত হইলে অরবিন মধ্যেই সমুদ্র দাক্ষিণাত্য মুসলমান কয়-কবলিত হইয়াছিল বটে। কিন্তু তখনও বসইদ্বীপপতি স্বাধীনতা রক্ষার সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনিসের প্রসিদ্ধ পণ্ডাটক মার্কো পোলো ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীহানে (তাঁনার) আগমন করেন, তিনি এখানকার সমৃদ্ধিদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই স্থান প্রতীচ্যের একটা সুবিশুদ্ধ জনপদের রাজধানী, এখানকার সরপতি কাহারও অধীন নহেন। এখানকার অধিবাসীরা পৌত্তলিক, তাঁহারা দেশীভাৱ্য কথা কয়। তাঁহার সময়ে এখানে উৎকৃষ্ট চর্ম্মের ও কার্পাসের নানা সামান্য সজ্জা, মসলিন এবং নোণা রূপার ব্যবসা চলিত। শ্রীহানে নদী হইতে জলদ্রব্যগণ বাহির হইয়া বখেট অভ্যন্তার করিত।

১৩১১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান বিজেতৃগণের ধরদৃষ্টি এই অঞ্চলে নিপতিত হইল। তাহাদের উপদ্রবে ও অত্যাচারে দীর্ঘকাল এখানকার অধিবাসিগণ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল। সেই সময় কেবল স্থানীয় লোক বলিয়া নহে, বরং নিরীহ বিদেশী ধর্ম্মপ্রচারক জীবন উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে প্রিউলি-নিবাসী সন্ন্যাসী ওমেরিক (Friar Odaric of Priuli) বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে ১৩২০ খৃষ্টাব্দে ক্রাস্টিভান্ খৃষ্টীয় সম্রাট-ভুক্ত জর্ডানস্ (Jordanus) নামে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সঙ্গী চার্লিসন বক্তকে সমাধি করিবার পর মুসলমান-হস্তে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ওমেরিক স্বদেশে প্রত্যগমনকালে জাহাজে করিয়া সেই সকল খৃষ্টান সাধুগণের অস্থি লইয়া গিয়া

কর নদী বৈকুণ্ঠী মুক্তপশ্চিমদিক্কা।

সত্য: জানেব ধরবেন ন পক্ষে ধরবাতনা।"

ছিলেন। তিনি কিছুকাল পরে ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং বৃট সচর লেইয়া বসইদ্বীপেই কাল যাপন করেন, মুসলমান কাজিগণ এসময়ে বিশ্বেশ্বরদিগের উপর কিরূপ অত্যাচার করিত, তাহা এদেরিক দ্বিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিশপ জেরোনিমো ওজোরিও (Jerónimo ozrio) লিখিয়া গিয়াছেন যে সেই সকল ঋনসিদ্ধান্ সাধুগণ করজব্বীপে এক স্তব্ধ পৃষ্ঠমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লেওনার্দো পাএস্ (Leonardo Paes) নামক খৃষ্টান লেখকের বর্ণনা হইতেও জানা যায় যে, করজব্বীপে নীল পাথরে গঠিত কুমারী মেরির একটি স্তম্ভরমূর্তি ছিল, পণ্ডুগীজেরা তাহাকে "Nossa Senhora da Pensa" বলিত, পরে পণ্ডুগীজ অধিকারকালে করজব্বীপ উক্ত পণ্ডুগীজ নামেই আখ্যাত হইয়াছিল।

১৫০২ খৃষ্টাব্দে পণ্ডুগীজ বণিকগণ বসই উপকূলে দেখা দিলেন। ইহার ১৭শ বর্ষ পরে এখানে পণ্ডুগীজেরা বাণিজ্য ঘুড়ীর পত্তন করিলেন। ছআর্কে বর্ণোনার বিবরণীতে প্রকাশ যে, তৎকালে বসই সহর গুজরাতের মুসলমান নৃপতির অধিকারভুক্ত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া গণ্য ছিল। এখানে নানা দেশ বিদেশ হইতে জাহাজ আসিয়া লাগিত। মলবার উপকূল হইতে পদির, নারিকেল ও নানা প্রকার গরম মসলা এখানে আমদানী হইত।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডুগীজেরা বসইদ্বীপে নামিয়া ব্রীহান ও কল্যাণ আক্রমণ করিয়া কৰ আদায় করেন। তাহাতে গুজরপতি বাহাদুর শাহের সহিত তাহাদের বিবাদ বাধে। বাহাদুর শাহ নানা কারণে অসুবিধা দেখিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন, তাহাতে পণ্ডুগীজেরা মুখই, মহিম, ধীউ, দমন, চেউল ও বসই লাভ করেন এবং হুর্গাদি নিষ্কাশন এবং আরবসমুদ্রগত বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের অধিকার পাইলেন।

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে জুনো-দা কুনহা বসইদ্বীপের দক্ষিণাংশে একটি দ্বর্গ নিষ্কাশন করিয়া তাহার শ্রালক গার্সিয়া ডিসা'কে হুর্গের অধায় করিলেন। জোয়াওঁ ডি কাট্টোর মৃত্যুর পর উক্ত দ্বর্গাধায়কই ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পণ্ডুগীজ অধিকারের গবর্ণর হইয়াছিলেন।

পণ্ডুগীজদিগের লিপিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে বসই দ্বর্গ স্তম্ভ প্রস্তরপ্রাচীরপরিবেষ্টিত, ১১টা উচ্চ বুরুজ শোভিত, তাহাতে ৯০টি কামান সংযোজিত ছিল। এছাড়া এই দ্বীপের মধ্যে আর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গড় ছিল, তাহাতে ১২৭টি কামান থাকিত। এখানকার বন্দর রক্ষা করিবার জন্য ২১টি কামান-বাঁধী সমুদ্রপোত নিয়ত প্রস্তুত থাকিত, এক একখানি পোতে ২৬ হইতে ১৮ টা পথান্ত কামান লইত।

পণ্ডুগীজ অধিকারেও বসই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও শ্রেষ্ঠ দ্বীপ বণিকগণের আবাস বলিয়া গণ্য ছিল। তৎকালে এখানে যে সকল বিদেশী পর্য্যটক ও লেখক উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনায় জানিতে পারি যে এখানকার দ্বান্তা ঘাট প্রশস্ত, বিপণিতে অভ্যাস অট্টালিকা, নগরের উপকণ্ঠে উৎকৃষ্ট আম্র, তাল, ইন্দ্ৰ প্রভৃতির বিস্তৃত উদ্যান ও গ্রামসমূহের চারিপার্শ্বে নানা-বিধ শস্তক্ষেত্র ছিল। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু এই ত্রিবিধ প্রজা-গণের যত্নে এখানকার কৃষিকাণ্ড সম্পন্ন হইত। গৃহনির্মাণোপযোগী উৎকৃষ্ট কড়ি কাঠ, তক্তা, ও দানাদার পাথর উৎপন্ন হয়। স্থানীয় ও গোয়ার স্তব্ধ গীর্জা ও প্রাসাদগুলি এখানকার পাথরেই নিৰ্ম্মিত। বর্তমান সময়ে যেমন কুঁচকি কুলিয়া শত শত লোক প্লেগে মারা যাইতেছে, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগেও বসইদ্বীপে সেইরূপ প্লেগ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে বসই-সহর এককালে প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল।* তৎপরে পুনরায় জনসমাগম হইলেও নগরের উত্তর ভাগ (সমস্ত নগরের প্রায় একতৃতীয়াংশ) বহুকাল পরিত্যক্ত ছিল।

পণ্ডুগীজদিগের আধিপত্যকালের সহিত খৃষ্টানধর্মের গোড়ামীও যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। খৃষ্টান ভিন্ন আর সকলকেই তাঁহারা অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। খৃষ্টানদিগের মধ্যেও যাহারা তাঁহাদের ধর্ম্মাভিব্যক্তি হইয়া না চলিতেন, তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া বিশেষ কষ্ট দিত। বসই কারাগারে একরূপ বহু খৃষ্টান ও অখৃষ্টানকে নিয়তই নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। ক্রমে এখানকার শাসন-কর্ত্তা নিয়ম করিয়া দিলেন যে খৃষ্টান ভিন্ন আর কেহই সহরে বাস করিতে পারিবে না, সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমানেরও আর প্রবেশাধিকার থাকিল না। এমন কি খৃষ্টান ভিন্ন আর কাহারও সহিত পণ্ডুগীজের জমি জমার বন্দোবস্ত ঋণ আদান প্রদান বা কোন প্রকার বৈষয়িক বা রাজনৈতিক কোন কার্য করিতে পারিত না। কি হিন্দু কি মুসলমান যাহাকে অসুবিধা পাইত, বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া খৃষ্টান করা হইত, খৃষ্টানের আচারবিধি পালন না করিলে আবার সাজা দেওয়া হইত। দ্বিভাষীরা এইরূপে উদ্ভাস্ত হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ করিল। দিল্লীশ্বর পণ্ডুগীজদিগকে শাসন করিবার জন্য মহারাষ্ট্র-দিগের উপর ভার দিলেন।

* ডাক্তার গেমলি কারের ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে বসই দ্বর্গে করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—“the contagious and pestilential disease carozzo that used to infect all the cities of northern coast. It is exactly like a bubo, and so violent that it not only takes away all names of preparing for a good end, but a few hours depopulates whole cities.”

Churchill's Voyages, Vol. iv, p. 191.

মরাঠাসৈন্য প্রথমে অর্ধশতাব্দীর পরপারে অবস্থিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকার করিয়া বসিল। এই সময়ে লুই-ডি-বটেলহো বাল-সেটীর শাসনকর্তা, তিনি করঞ্জরক্ষায়, কাপ্তেন পেরিরা বসই করঞ্জরক্ষায়, এবং কাপ্তেন কেরাজ বন্দোরা সেনাবাস-রক্ষার নিযুক্ত হইলেন। এদিকে ভোন্সুরা গোয়া আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রসেনাপতি চিমনাঞ্জি অগ্না বহু সৈন্য লইয়া কর্ণাটক করিয়া পশ্চিমগীর্জাদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। অপরদিকে মরাঠাসৈন্য ঘালসেটা অবরোধ করিয়া বরসোবা ও ধারাবি দ্বীপ দখল করিয়া বসইর পূর্বাংশের খাড়ী আটকাইয়া বসিল, কাজেই বাহির হইতে পশ্চিমগীর্জাদিগের সাহায্যের আশাও দূর হইল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী মরাঠাসৈন্য বসই দ্বীপ অবরোধ করে, তিন মাসের অধিককাল অবরোধের পর পশ্চিমগীর্জারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। সেই পরাজয়ের সহিত এখানকার পশ্চিমগীর্জাদিগের গৌরববৃদ্ধি অন্তিমিত হইল, অষ্টাহের মধ্যে পশ্চিমগীর্জারা স্ব স্ব জনজন লইয়া চিরদিনের জন্য সাধের বসই পরিত্যাগ করিল।

বসই মরাঠাদিগের হস্তগত হইলেও এখানকার রাজধানীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই, অল্প দিন মধ্যেই একজন ‘সম্ভ্রান্ত’ নিযুক্ত হইলেন, বাণকোট নদী হইতে দমন পথান্ত তাঁহার শাসনাবধী হইল। এ সময়ে বসই নগরে সম্ভ্রান্ত হিন্দুর বাস ছিল না, এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই পশ্চিমগীর্জানগরভয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পেশবা মাধবরাও তাহাদিগকে পুনরায় হিন্দুসমাজে তুলিয়া লইবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের জন্য এক কর নির্ধারণ করেন। বলিতে কি পেশবার এই সদয়তায় বহু জাতিচ্যুত হিন্দু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার হিন্দুসমাজে স্থান পাইল। ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত হইতেও বহু সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া এখানে বসতি করিল, তন্মধ্যে প্রচুরসংখ্যকই প্রধান। অজ্ঞাবাহি বসই সহরে প্রচুরসংখ্যকই ধনে জনে শ্রেষ্ঠ।

বর্তমান বসই সহর বাজিরাওর নামানুসারে বাজিপুর নামে খ্যাত এবং সমস্ত বসই জেলা ১৬১টা মোজায় বিভক্ত, ইহার মধ্যে ৪ খানি ইনাম্। এই সকল মোজা গ্রামের মধ্যে থানিবেড়মে একটা ছোট বন্দর, দক্ষিণপূর্বে মানিকপুর মহলে রেলওয়ে স্টেশন, উত্তরে অঘনাসি বা অগাসি মহাল, সয়বনে প্রসিদ্ধ দ্বীপ, শৈলময় তুলারিতে প্রসিদ্ধ তুলারিখের মন্দির, নির্মলে প্রসিদ্ধ বিমলেশ্বরতীর্থ, শূণ্যরকে বা স্থাপারে প্রাচীন তীর্থ ও প্রসিদ্ধ বন্দর, এবং বাজীপুরের নিকটবর্তী পাপরি গ্রামে বহু সংখ্যক চিৎপাবন, করাচ ও দেশস্থ ব্রাহ্মণ এবং পলশা, সোণার প্রভৃতি অপরাপর নিম্ন শ্রেণীর বাস আছে। বার্ষিক রাজস্ব আদায় প্রায় ১৮০০০ টাকা।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি গডার্ড ১২ দিন অবরোধের পর বসই অধিকার করেন, তৎপরে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মলুবাইর সন্ধি অনুসারে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী মরাঠাদিগকে এই স্থান ছাড়িয়া দেন। অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার অপরাপর অধিকারের সহিত বসইদ্বীপও বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সামিল হইল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বসইর পার্শ্ববর্তী কল্যাণ-খাড়ীতে বাধ প্রস্তাবেব জন্য কোর্ট অব্ ডিরেক্টর আদেশ করেন। এই বাধ হওয়ায় সমুদ্রের জল আর উঠিতে পারে না, তাহাতে অনেক জমি উদ্ধার হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে কোম্পানি একটা স্বল্পত লোহ-সেতু নির্মাণ করিয়া বসইকে বোম্বাইর সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র অধিকারে আসিলে এখানকার বহু প্রাচীন হিন্দুতীর্থ যেমন উদ্ধার হইয়াছিল, সেইরূপ বহু পশ্চিমগীর্জা কীর্তি নষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১০টি প্রাচীন গীর্জা পুটান পালী-দিগের যত্নে পুনরুদ্ধার বা পুনঃসংস্কার হইয়াছে; ঐ সকল গীর্জার কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখিবার জিনিস।

ডিপো-জো-কোটা লিখিয়াছেন যে, পশ্চিমগীর্জারা বসই অধিকার করিয়া এখানকার প্রসিদ্ধ মন্দির (এলিফান্টা) ধ্বংস করিতে যান। তাঁহার মন্দিরের সিংহদ্বারে একখানি স্তম্ভ প্রস্তরে লিপি খোদিত দেখিলে পান। সেখানে উঠাইয়া আনিয়া পশ্চিমগীর্জা গবর্নর এখানকার হিন্দুসমাজমানের দ্বারা পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেহই পাঠোদ্ধার করিতে না পারায় তিনি পশ্চিমগীর্জাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। পশ্চিমগীর্জাপতি ডি জোয়াঁও (৩য়) পাঠোদ্ধার করাটবার জন্য সাধ্য মত যত্ন করেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হয়। অবশেষে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জেমস মর্ফি (একজন স্থপতি) তাঁহার ‘পশ্চিমগীর্জা-ভ্রমণ’ পুস্তকে উক্ত শিলাফলকের প্রতিকৃতি প্রকাশ করেন। সম্ভ্রান্ত ঐ প্রতিকৃতির পাঠোদ্ধারের সঙ্গে উক্ত সংস্কৃতলিপি এবং এখানকার দেব ও হিন্দুদের প্রশস্তি বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানকালেও বসই অতি উর্বর ও শস্যশালী ভূভাগ বলিয়া পরিগণিত। এখানে চন্দ্র, কদলী দাণ্ড ও তাণ্ডলের যথেষ্ট চাষ আছে।

স্বাস্থ্যকর স্থান ভাবিয়া অনেককেই এখানে বায়ুপরিবর্তনের জন্য গিয়া থাকেন। *

* নিম্নলিখিত গ্রন্থে বসই দ্বীপের পরিচয় ও ইতিহাস পাওয়া যাইবে—

Periplus Maris Erythraei; Hudson, Geog. Vol. I. 30, Hist du Christianisme des Indes, by V La Croze, Vol. I. p. 40-50, Linschoten, Voyages into the East and West India, Boke I. ch 44 Briggs's Ferishta, vol I p. 301-304; Travels of Marco Polo; P. Francisco de

বস্ (পারসী) এই পর্যন্ত । শেষ । আর না ।

বস্ (দেশজ) বসন্ত । অধীন ।

বসৎ (দেশজ) বাসবাটা ।

বসন্তবাটা (দেশজ) বাসভিটা ।

বসতি (স্ত্রী) বস নিবাসে ভাষাধিকরণে অতি । (বহিবস্ত-
স্তিভাষ্টিং । উণ্ ৪।৩০) ১ বাস ।

“গ্রামীণৈর্ভতো জনস্ত বসতিগ্রামে নিবিত্তা বধা” (অমরশ” ১১)

২ ঘামিনী । ৩ নিকতন ।

“রজনীতিনিরাবস্তিষ্ঠিতৈ পুরমার্গে বনশব্দবিক্রবাঃ ।

বসতিং প্রিয় । কামিনাং প্রিয়াস্বদুতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ” ।

(কুমার ৪।১১) ৪ জৈনমঠ । ৫ জনপূর্ণ ও অট্টালিকা-
পরিশোধিত স্থান । ইহার অপভ্রংশে “বস্তি” শব্দ হইয়াছে ।

বসতিক্রম (পুং) বৃক্ষভেদ ।

বসন্তী (স্ত্রী) বসতি কৃদিকারাদিতি জীবা । ১ বাস । ২ ঘামিনী ।
৩ নিকতন । (মেদিনী)

বসন্তীবরী (স্ত্রী) সোম প্রস্তুত কালে ব্যবহার্য পানীয়ভেদ ।

বসন্ (স্ত্রী) বসন্তে আচ্ছাদ্যতেহনেনেতি বস-মৃট্ । ১ বস্ত্র ।

“বহসি বপুষি বিশ্বে বসনং জলদাভঃ । হলহতি ভীতিমিলিত-
যমুনাত্মা” (শীতগোবিন্দ ১।১২) বসনমিতি বস-ভাবে মৃট্ ।

২ ছাদন । (মেদিনী) বস-আধারে মৃট্ । ৩ নিবাস ।

“মোনাস স মুনীভতি লাবণ্যরসনামুনিঃ ।

স্বলক্ষণস্ত যো বেষ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥” (মহাভা ৫।৪৩৬)

৪ স্ত্রীকটীভূষণ । (শব্দরত্না)

বসন্ (স্ত্রী) ভেদপ্রয় । (রাজনি) স্ত্রিয়াং জীপ্ । ২ পীত-
কাপাস । (বৈয়াকনি)

Souza, Oriente conquistado ; Faria y Souza, tome I.
pt iv 2 ; Tuhfatul Muzahidin, p. 136-7 ; J. S. Lafitian
Hist Dis. Decouv et cong. de Port, Vol ii. p. 215 ,
Dict. Hist. Exp. art. Bacaim (Goa edition) p. 10 ;
Ohonista de Tissuary, Vol iii, p. 250-58, Decada VII,
liv. iii cap x—xi, James Murphy's Travels in Portugal
(1795) ; Narracao de Inquisicao de Goa, p. 48, 187,
Viagem de Francisco Pyrard, Vol ii p. 226-7 ; A Voyage
round the World, by Dr. J. Gemelli Careri ; Capt. A.
Hamilton's New Account of the East Indies, Vol. I,
p. 180, J. Orington's Voyage to Surat in the year 1669,
p. 206-7, Senhor Aranches Garcia in Instituto Vasco da
Gama, no 27, p. 66-67 ; Archivo Potuguez oriental,
fasc. iii p. 106-288, Mrs Poston's Western India, vol
1. p. 183-4, Journal of the Bombay Branch of the
Royal Asiatic Society, vol 1. p. 3-5 and vol. x. p.
316-317.

বসনময় (ত্রি) বস্ত্রময় । (শাট্যারন ৮।১১।২৩)

বসনবৎ (ত্রি) বসনশালী । বস্ত্রধারী ।

বসনবীরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকান্না বিভাগের
সম্ভেড় মেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য । এখান-
কার সর্দার দহিসা জিংবাবা নামে পরিচিত । রাজস্ব ১০ হাজার
টাকা, তন্মধ্যে বার্ষিক ৪৩২ টাকা তিনি বড়োদার গাইকো-
বাড়কে কর দিয়া থাকেন ।

বসনসেবদা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকান্না বিভাগের,
সম্ভেড়মেবাসের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য । এখানকার
সর্দারবংশ রাঠোর কানুবাবু নামে আখ্য । বার্ষিক ৫৭১০ টাকা
বড়োদারাজকে কর দিতে হয় ।

বসনা (স্ত্রী) বস-মৃচ্-টাপ্ । স্ত্রীকটীভূষণ ।

“সারসনং সারশনং বসনা বশনা তথা ।

বসনং বসনক্ষেতি স্ত্রীকটীভূষণে ভবেৎ ॥” (শব্দরত্নাবলী)

বসনার্ণ (স্ত্রী) বসন রণ । কাপড় ধার ।

বসনার্ণবা (স্ত্রী) সমুদ্রবসনা । সমুদ্রপরিবৃত্তা (মহী) ।

“দৈত্যানাং কিল ধর্মজ পুরোহ বসনার্ণবা ।” (রামা ৭।১১।২৬)

বসনার্হি (ত্রি) ১ বসনযোগ্য । (পুং) ২ গার্হপত্য বা বাসকাদি
আচ্ছাদক বৃক্ষনাশক অগ্নি । (ঋক্ ১।১১২।৩) [বসার্হ্ন দেখ]

বসনিয়া (দেশজ) বাসকা, অধিবাসী ।

বসন্ত (পুং) বসন্তায় মদনোৎসব ইতি বস-বচ্ (তৃভূবাহুবসি-
ভাসিনাদিগড়িমতিভিনমিত্তিভাষ্টি । উণ্ ৩।২৮) ঋতুবিশেষ ।
মলমাসতবে উক্ত ঋতিনির্দেশ এই যে, “মধুচ্ মাধবচ্
বসান্তিকযুতঃ ।” অর্থাৎ চৈত্র এবং বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত
ঋতু । কেহ কেহ কান্তন ও চৈত্র এই দুই মাসকে বসন্ত ঋতু
বলিয়া উল্লেখ করেন ।

ইহার পর্যায়—পুন্সসময়, সুরভি, মধু, মাধব, ফল, ঋতুরাজ,
পুন্সমাস, শিকানন্দ, কান্ত ও কামলয় ।

“ক্রমাঃ সপুশাঃ সলিলাঃ সপদ্মঃ

স্ত্রিঃ সকামাঃ পবনঃ স্রগন্ধিঃ ।

সুখাঃ প্রদোষা দিবশাশ রম্যাঃ

সর্গাং প্রিয়ে চাক্তরং বসন্তে ॥” (ঋতুসংহার ৩২)

গুণু কবিবর্ণনার বা কবি-কল্পনার নয়, সত্য সত্যই বসন্তের
থর মধুর যৌবন-মহিমায় প্রকৃতির পরম রমণীয়তা প্রকট হইয়া
উঠে । পার্থিব জগতের যে দিকে তাকাও, বসন্তে সকলই সুন্দর—
সকলই রম্য—সকলই প্রিয়দর্শন । এমন মানব মানবী নাই,
এমন কীট পতঙ্গ নাই, এমন স্থল-জল-চর জীব জন্তু দেখি না,
এমন তরলতাও দৃষ্টিপথে পড়ে না। বাহার বসন্তসমাগমে
প্রহর্ষপ্রফুল্লতার বিধ সোম্য মাধুরী মাধিয়া, কি যেন কি এক

উদারনার কিছু-না-কিছু আশ্রয় বা আশ্রয়প্রদানের সুখ লাভি
সলিলে সিক্ত হইতে থাকে। বলিতে কি, বসন্ত প্রকৃতির এমন
মহিমা! চিরকুণ্ড, চিরকুণ্ড, চিরবিধাময়ের মনে এ কালে
অন বিস্তার হাতির ভাব তাঁসহিয়া উঠায়। বৃক বৃকতীর ত
কথাই নাই, বাসন্তী প্রকৃতির প্রমোদপ্রবর্তনার অভি বড় বৃক
ব্যক্তিকেও আশ্রয় করা তুলে।

শীতের সে কঠোর স্পর্শ নাই। গ্রীষ্মের প্রবর্তন্যও পূর্ণ
অধিকার অপ্রতিষ্ঠ। আকাশ ও দিগ্‌মণ্ডল প্রসন্ন। দিবস নাতি-
শীতোষ্ণ। প্রমোদ পরম রম্য। যামিনী প্রমোদিনী। উবা
মধুরহাসিনী। জল নির্মল। স্থল সুগম। স্থলে স্থলপদ,
ও জলে জলপদ প্রকটিত। চূতাকুর মুকুলিত। ক্রমদল
নবোদগত মিথ পল্লবে উদ্ভাসিত। বনস্থলী মধুকরনিকরের
মধুর বাক্যে মুগ্ধিত। মলয়াগত সুগন্ধ গন্ধবহ মল্ল মল্ল
প্রবাহিত। মিথ-মধুর তরলতাকুল নানাজাতীয় প্রচুরতর
কুসুমভারে অবনত। কুসুমসমূহের সৌরভস্ফটায় বন, উপবন,
উদ্যান আমোদিত। লতার পাতার, ফলে, ফুলে, মুকুলে বাসন্তী
বনভূমি নবীন সাজে নবীন বেশে সদাই হাস্যময়ী। চন্দের
ছদ্মসিদ্ধ জ্যোৎস্না, বিহঙ্গের কলকূজন, কোকিলের কাকলী,
মল্লয়ের মৃদুমল্ল হিলোল, কুসুমের সৌরভ, অশোকের শোক-
হর সুসুমা, সকলই এ কালে মনঃপ্রীণন। তাই ভারতের
প্রাচীন কবিরা বসন্তে সকলই কান্ত, সকলই রম্য এবং সকলই
সুন্দর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

এই ভারতবর্ষই বসন্ত ঋতুর মাদুরী মহিমার পূর্ণ লীলাভূমি।
তাই মদনোৎসব বা বসন্তোৎসবদি বসন্ত ঋতুর অমুগুণ
অমুষ্ঠানদি এই ভারতেই প্রথম প্রচলিত ছিল এবং কালের
বশে বিলয় পাইয়াও সে উৎসব অমুষ্ঠানের সজীবতা এখনও
অনেক স্থানে বিরাজমান। [মদনমহোৎসব দেখ।]

বসন্তকালের অধিষ্ঠাতৃদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক
উপাখ্যান এইরূপ—

বিধাতার আঙ্কানে মন্থর আসিরা এক সময় তাঁহাকে বলি-
লেন, বিজো! আমি আপনার আমোদে ত্রিপুরহর হরের মোহ-
বিধানে সমর্থ। কিন্তু কামিনীই আমার মহাত্ম। সেই মহাত্ম
কামিনী আপনি সৃষ্টি করুন। আমি শত্ৰুকে সম্বোধিত করিলে,
সেই কামিনী তাঁহাকে পর পর আরও মৃদু করিয়া রাখিবে।
সুতরাং হরসম্বোধনে একটা মনোহারিনী কামিনীর বিশেষ
প্রয়োজন। কিন্তু বড় কামিনী আছে, তাহারই মধ্যে হর-
মোহিনী কামিনী আমি দেখি না। সুতরাং বিধাতা! এ কর্তব্য
সম্পাদনের জন্ত আপনাকেই কোন উপায় বিধান করিতে
হইতেছে।

কন্দর্পের কথাবসানে, কি করিয়া শত্ৰুকে সম্বোধিত করা
বাইবে, ইহা তাবিরা চিন্তিতা বিধাতা ব্যাকুল হইলেন। চিন্তা
করিতে করিতে তাঁহার একটা নিখাস নির্গত হইল। সেই
নিখাস হইতে কুসুমসমূহ-কুচিত বসন্তের উৎপত্তি হইল।
চূতাকুর, চূতকলিকা, ভ্রমরমালা এবং কিস্তক প্রকৃতি বসন্তের
করে বিরাজিত। বলিতে কি, তখন বসন্ত একটা প্রফুল্ল
পাদপবৎ শোভিত হইল। বসন্তের আকৃতি রক্তকোকমদ-
নিত, মরলম্বর প্রফুল্ল-পঙ্কজবৎ সুশোভন, মৃদমণ্ডল সম্বোধিত
পূর্ণ শশাঙ্কের ভায় সমুজ্জল, নাসিকা সুন্দর, কর্ণবিনয় লম্ব সূশ,
কেশকলাপ মুকিত ও ভ্রমরবর্ণ, কর্ণে দুইটা কুণ্ডল অত্যন্ত
অংগমালীর ভায় সমুজ্জল এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ। এতদতির
তাঁহার গতি মন্ত মাতঙ্গবৎ, কৃষ্ণবর্ণ পীন স্থল ও আরত, কর্ণের
কঠিনস্পর্শ, উরু কাট এবং জজ্ঞা এই তিনটি স্থান সুবৃত্ত, গ্রীবা
কধুবৎ, বক্ষ উন্নত, অক্রমণ গুঢ় এবং জ্বরদেশ পীন ও সর্ব-
জলকণে সম্পূর্ণ।

ঐরূপ সম্পূর্ণ স্থলমণ সুসুস্মারাকৃতি বসন্তের উদ্ভব হইবা মাত্র
সৌরভময় বায়ু বহিতে লাগিল, ক্রমরাগি কুসুমিত হইয়া উঠিল,
কলকর্ষ কোকিলেরা পক্ষের গান গাইতে লাগিল, সরোবরসমূহে
বক্ষ সলিল দৃষ্ট হইল এবং তাহাতে বহুশত শতদল ফুটিয়া
উঠিল। (কালিকাপুঃ ৪ অঃ)

হরসম্বোধন ব্যাপারে বসন্ত কন্দর্পের বিরূপ সহায়তা করিয়া-
ছিলেন, তৎসম্বন্ধে উক্ত পুরাণের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে,
মদন যখন হরের বৈধব্যহরণে উত্তত, তখন তাঁহার একান্ত-
সুহৃৎ বসন্ত হরের আশ্রম ও আশ্রমের চারি দিকে কিস্তক,
কেতক, বক, পুরাগ, নাগকেশর, মাধবী, মল্লিকা, পর্ণসার ও
কুসুম প্রকৃতি বতগুলি পুষ্পপাদপ ছিল, তৎসমতই ফুটাইয়া
তুলিল। বসন্তের সহায়তার সরোবরগুলি ক্রমপরে উদ্ভাসিত
হইল, মৃদুমল্ল মলয়ানিল বহিতে লাগিল, তাহাতে শত্ৰুর সমগ্র
আশ্রম সুগন্ধময় হইয়া উঠিল, লতারাজি নুতন নুতন কুসুম ও
নুতন নুতন কলিকান্তরে শোষণে চলিয়া পড়িয়া পার্শ্ব পাদপ-
গুলির গলা জড়াইয়া ধরিল; তথাকার জ্বর, সিক্ত ও অজ্ঞাত
তাপসকুলের মন পরমামোদে পূর্ণ হইল; কিন্তু কঠোর সংযমী
হরের মন তাহাতেও উল্লিখ না। ইত্যাদি (কালিকাপুঃ ৭ অঃ)

বসন্তকালের কবিবর্ণনার বিষয়গুলি এই বর্ণা—

“সুরভৌ দোলা-কোকিলসারত-স্বয়ংগতিতরুদোদিতাঃ।

জাতীতরপুশ্চরিত্রমজরীভ্রমরবাক্যঃ।”

(কবিকরলাভ ১ স্তবক)

বসন্তকালের গুণ—কষায়, মধুর ও রুক্ষ। (রাজনিঃ)
হেমন্তকালে রক্ত উপচিত হয়, বসন্তকাল আসিলে উহা

প্রকৃতি হইয়া উঠে। একালে বায়ু একরূপ প্রশমিত হইয়াই যায়।

“হেমন্তে চীরভৌ শ্রেয়া বসন্তে চ প্রকৃপ্যতি।

প্রায়েণ প্রশমং বাতি বসন্তেব সসীরণঃ ॥

পরংকালে বসন্তে চ পিত্তং প্রাবৃত্ততৌ ককঃ”। (শালধর)

কারীতসংহিতায় বসন্তোপচারে লিখিত আছে,—এই বসন্তকালে প্রমুদিত কোকিলকুলের কলকূজনে কানন মুখরিত হইয়া উঠে, কিংবদন্তি কুসুমগুলি মদনাগমের হৃৎকল্পে শোভা পায়, কুধরনিকর কুম্বসৌরভে রঞ্জিত হইয়া উঠে, মত্ত মধুকরেয়া মধুলোভে ছুটছুটি করে, পশু পক্ষী মানব সকল জীবই মদনবাণের বিবরীত হইয়া পড়ে, গুণযুত মলয় মারুত বহিতে থাকে, ফলে এই সমস্ত জগৎটাই কেমন যেন এক প্রেমোদে পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু এই বসন্ত ঋতু কক্ষবর্জক, স্তত্রাঃ এই কালে কক্ষপ্রকোপ উপশমের জন্ত বমনাদি ও রুক্সসেবন একান্ত প্রয়োজনীয়। এতদ্বিন্ন আনন্দবহুল বিবিধ স্তরতন্ত্রীড়ান্নিত পরিশ্রমও কক্ষবারণের প্রধান উপায়। কক্ষের উপচয়ে কটু, ক্ষার ও অন্ন দ্রব্য সেবা করা উচিত। এ কালের আর এক স্বাস্থ্যকর জিনিস—ব্যায়ামাদি নানারূপ শারীরিক পরিশ্রম।*

চরকের গ্রন্থস্থানে লিখিত আছে, হেমন্তকালে শ্রেয়া সঞ্চিত হয়, বসন্তে উহা দিনকর-করম্পর্শে কুপিত হইয়া পাচকার্য্যকে দূষিত করিয়া দেয়। এই জন্ত বসন্তে শ্লেষজন্ত বিবিধ ব্যাধি জন্মিবার সম্ভাবনা। স্তত্রাঃ এই সময় বমনাদি দ্বারা শ্লেষনাশ করা উচিত। এই কালে লঘুপাক, রুক্সবীৰ্য্য, কটু-তিক্ত-কষায় লবণ রসযুক্ত অন্নাদি; হরিণ, শশ, নাব ও চটক প্রভৃতি লঘুমাংস ও ঘব গোধূম এবং অভ্যস্ত হইলে জ্বাকাজাত পুরাতন মজাদি পান এবং নানপান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে স্ত্রথসেবা ঈষৎকাল জল ব্যবহার করা কর্তব্য। অগুরু-চন্দনাদি অমূলপন এবং পরিচ্ছদ ও শয্যা হেমন্তকালের জায় ব্যবহার্য্য। যুবতী ক্রীসন্তোষ ও কাননের রমণীয়তা উপভোগ এই কালে একান্ত প্রশস্ত। গুরুপাক, দ্বিধ এবং অন্ন ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন ও দিবানিত্রা প্রভৃতি বসন্তকালে অনিষ্টজনক।

* মুদিতকোকিলকুজিতকাননং মদনহৃৎকিংকরশোভিতম্।

কুম্বসৌরভরঞ্জিতকুধরং কলিতমত্তমধুভ্রতলালসম্।

মকরকেতুদ্বাণসমাহুলং মুদিতং বসন্তমিহ জগৎ।

মলয়মারুতরুণ্ডগোবিতঃ কক্ষরো হি বসন্তে কটুভবেৎ।

কক্ষপ্রকোপবিনাশনালমঃ বমনবাসনকক্ষিবেষণম্।

বিবিধঃ স্তরতানকঃ সংশ্রবঃ কক্ষবারণঃ।

কটুকষায়কঃ সেবাঃ পোষণং কক্ষসত্তবে।

ব্যায়ামজরসংরোধখিরা বিজ্ঞানবাসনঃ।

এবং শ্রিহাদিপারো লবঃ শীতং হৃদী ভবেৎ ॥” (হারিভংসঃ ১ হান ৪ অঃ)

“হেমন্তে নিচিতঃ শ্রেয়া দিনকুজাভিরীকিতঃ।

কারায়িং বাধতে রোগাংস্ততঃ প্রকৃতে বহুন্ ॥

তন্মাদলন্তে কক্ষাণি বমনাদীনি কারয়েৎ।

গুরুধ্বনিধুমধুরং দিবাস্তপক বর্জয়েৎ ॥

ব্যায়ামোষভ্রতনং ধূমং কবচগ্রহমজ্ঞনম্।

সুখাঘ্ননা শৌচবিধিং শীলয়েৎ কুম্বমাগমে।

চন্দনাগুরুদিগ্ধাকো যযুগোধুমভোজনঃ ॥

শারভং শশমৈগেয়ং মাংসং লাবকপিঞ্জলম্।

ভক্ষরেন্নিগদং শীথুং পিবেদ্ব্যাক্ষীকমেব বা।

বসন্তেহুভবেৎ ক্রীণাং কামীনানাঞ্চ যৌবনম্ ॥”

(চরকসংগ্রহঃ ৬ অঃ)

এতদ্বিন্ন স্ত্রথত বর্ষ অধ্যায় এবং বাগ্ভট গ্রন্থস্থান তৃতীয় অধ্যায়েও বসন্তচর্চার বিষয় উল্লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল এখানে উদ্ধৃত হইল না।

বসন্ত (পুং) ১ অতিসার। (শকরসঃ) ২ ছয় রাগের অন্তর্গত দ্বিতীয় রাগ। সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে, রাগ ছয়টি এবং রাগিণী ত্রিশটি। পূর্বোক্ত ছয় রাগের মধ্যে বসন্ত একটা। যথা—“রাগাঃ ষড়্বে তু প্রোক্তা রাগিণ্যস্ত্রিশদেব তু।

ভৈরবোহথ বসন্তচ নটনারায়ণস্তথা ॥” (সঙ্গীতদামোদর)

সঙ্গীতদর্পণের মতে পঞ্চবক্ত শিবের বামদেব নামক দ্বিতীয় বক্ত হইতে এই রাগের উৎপত্তি হইয়াছিল।

“সত্তোবক্তান্ত্রীরাগো বামদেবাবসন্তকঃ।”

(সঙ্গীতদর্পণ রাগাধ্যায় ১০)

ক্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘরাগ ও বৃহরাট এই ছয়টি রাগ পুরুষপদ-বাচ্য। এই ছয় রাগের মধ্যে এক একটা রাগের অমুগামিনী ছয় ছয়টি রাগিণী আছে। বসন্ত রাগের অমুগামিনী ছয়টি রাগিণী যথা,—দেবী দেবগিরী, [দেবকিরী] বৈরাটী,তোড়িকা, ললিতা ও হিন্দোলা। এইরূপ অজ্ঞাত রাগেরও রাগিণী আছে।* কলিনাথ মতে বসন্তরাগের অমুগামিনী ছয় রাগিণীর নাম স্বতন্ত্র। যথা,—আছুলী, গমকী, পঠমঞ্জরী, গোড়করী, ধামকলী ও দেবশাখা।

সঙ্গীতদামোদরে বসন্তরাগের অমুগামিনী মাত্র পাঁচটি রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

* “ক্রীরাগেহথ বসন্তচ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।

মেঘরাগো বৃহরাটঃ ষড়্বেত পূর্ববাক্ষরাঃ।

দেবী দেবগিরী চৈব বৈরাটী তোড়িকা তথা।

ললিতা চাথ হিন্দোলী বসন্তস্য বরাদ্বয়াঃ ॥”

(সঙ্গীতদর্পণ রাগাধ্যায় ১০-১১)

আলোলিতা চ দেশাখা লোলা প্রথমমঙ্গরী।

মন্দারী চেতি রাগিণ্যে বসন্ত সনামুগাঃ ॥” (সঙ্গীতদামোঃ)

এই বসন্ত রাগের ধ্যান বখা,—

“শিখণ্ডিবর্হোচ্চরবকচূড়ঃ পুষ্পন্ পিঞ্চ চূতলতাঙ্কুরেণ।

ত্রমন্ মুদা বামমনোজ্জমুর্জিতদমন্তঃ স বসন্তরাগঃ ॥”

বসন্ত রাগের সুরক্রম বখা—

“সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স”।

এই রাগের গানের সময়সম্বন্ধে সঙ্গীতদামোদরে উক্ত হইয়াছে,—শ্রীপঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয়া হরির শরন পর্যন্ত যতকাল, উক্ত কালের মধ্যেই সঙ্গীতভাববিদেহা বসন্তরাগ গান করিবার সময় নির্ধারণ করিয়াছেন।

“শ্রীপঞ্চম্যাঃ সমারম্ভা যাবৎ জাঙ্ঘনং হরেঃ।

তাবৎসন্তরাগস্ত গানমুক্তং মনীষতিঃ ॥” (সঙ্গীতদামোঃ)

সঙ্গীতদর্পণের মতে বসন্তরাগামিনী রাগিণীর সহিত বসন্তরাগ বসন্ত ঋতুতেই গেয়।

“বসন্তঃ সসহায়স্ত বসন্তস্তৌ প্রণীয়তে ॥”

(সঙ্গীতদর্পণ রাগধায়, ২৭)

দিবারাত্র মধ্যে বসন্তরাগে গান ধরিবার সময় প্রভাত হইতেই আরম্ভ।*

বসন্তরাগের আকার, তাল, লয়, সুর-ক্রম ও সময়াদি সম্বন্ধে বাঙ্গালী-সঙ্গীতকবি রাধামোহন সেন দাস তৎকৃত সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থে সংক্ষেপে যে বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

“নবহর্ষদাল জিনি বর্ণখটা।

বাঁজা পূর্ণভাবে-মুখচন্দ্র ছটা ॥

শিখিপুচ্ছ শিরদ্বাগ স্প্রকাশে।

শরীরের শোভা করে রক্তবাসে ॥

নানা পুষ্পময় কৃতমালা-গলে।

উদ্ভাসিতা—যৌবন মস্ত-বলে ॥

কর দক্ষিণে আশ্রয়ের মঞ্জল রে।

পূগ-কর্পূর-তামূল সবাকরে ॥

তাল-বাস্ত-সম্মিত নৃত্য গান।

এ বসন্ত রাগিণীর বিস্তারিত ॥

সখী সঙ্গে বরাদ্দনা রঙ্গ সাজে।

দৃমিৎ দৃমিৎ সুরমঙ্গল বাজে ॥

* “মধুমাধবী চ দেশাখা ভূপালী তৈরবী তথা।

বোলাবলী চ মঙ্গলী বঙ্গারী সোমসুন্দরী ॥

বন্যীর্মালবল্লী চ মেঘরাগত লক্ষমঃ।

বেলকারী তৈরবৎ ললিতা চ বসন্তকঃ।

এতে রাগাঃ প্রণীকৃতে প্রান্তরারভাঃ নিত্যানঃ ॥”

(সঙ্গীতদর্পণ রাগধায় ২০, ২১)

বিধি বিকট বিকট বিকট বেই।

খা খা খুং খুংখুং খুংখুং খুংখুং ॥

মধু-মন্দিরা ঠিঠিনি ঠিঠি গাজে।

কনক কনক জগজ্ঞাপ জাঁজে ॥

তাধিরা তাধিরা পদ নৃত্য করে।

মধুর ধনি রঞ্জিত বংশীযরে ॥

রণ রঞ্জন রঞ্জন মধু পদে।

বীণা নিকাণ নিকাণ আভ নাদে ॥

জাতি সম্পূর্ণ রীতি মধ্যে গাঁগে।

সুরম্প্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি ॥

ধরজের ঘরে রাগিণীরে ধরে।

তুনি-উক্ত গান দিবাধিপ্রেমারে ॥

শিশিরাতে ঋতু মতে ধাব্য পাবে।

স্ববসন্তে ঋতু সন্য নৃত্য গাবে ॥ (সঙ্গীত তরঙ্গ)

বসন্ত (পুং) তালবিশেষ।

“জয়মঙ্গলগঙ্ধর্বমকরন্দত্রিতম্ভাঃ।

রতিতালো বসন্তস্ত জগজ্ঞাপোহথ গারুণি।” ইত্যাদি

“বসন্ততালে কর্তব্যো নগণো মগণস্তথা।

জগজ্ঞাপে শুক্লশ্চেচো বিরামান্তঞ্চ ধ্বনম্” (সঙ্গীতদামোদরঃ)

বসন্ত (পুং) ১ পুরাণ ও নাট্যকৌতু প্রসিদ্ধ ঋতুগতি দেবতা-ভেদ। ইনি কামদেব ও মননের চির সহচর। বসন্তদেবের আগমনে ধরা বাসস্তিক মাধুরীমালায় পরিণামিত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া থাকে। নবীন শ্রামল শতক্ষেত্রমিন্দ্র চূতমুকুলকলিকাকীর্ণ নব কিশলয়গুলি কোমল পত্রবল্লীর মধ্যে নবীনরাগে রঞ্জিত হইয়া যেন তাঁহারই রূপায় অপূর্ণশ্রী ধারণ করে। সেই বসন্তের প্রেরণায় ধরাবাসী বসন্তকালের মাহাত্ম্য অমৃতব করিয়া থাকে।

২ স্নোগস্তম (Small pox)। [মহরিকা দেখ।]

বসন্তক (পুং) বসন্ত সংজ্ঞায় কন্। ১ পৃথু-শিখ, শ্রোণাক-বিশেষ। (রাজনিঃ) ২ কথাসরিৎসাগর-বর্ণিত কুমধানের নর্ষহৃদয়ের পুত্র।

“সুপ্রতীকস্ত পুত্রস্ত কুমধানিত্যজায়ত।

যৌহত নর্ষহৃদ্য তস্ত পুত্রোহজনি বসন্তকঃ ॥”

(কথাসরিৎসাং ৯।৪৬)

বসন্তকরল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

বসন্তকাল (পুং) বসন্ত কালঃ কর্ণধা। বসন্ত ঋতু, বসন্তসময়। “বসন্তকালে কিস বো-কথাং”। (উড়ট)

বসন্তকুহুম (পুং) বসন্তে কুহুমং বস্ত। বৃক্‌বিশব।

“বসন্তকুহুমঃ সেলুঃ শারিতো ভিজ্জুৎসিতঃ।” (শকমাঃ)

বসন্তকুসুমাকর (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

বসন্তকুসুমাকর, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত করিবার প্রণালী—প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা, অত্র, প্রত্যেক ৪ ভাগ, লৌহ, সীসা, বঙ্গপ্রত্যেক ৩ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া বাসক, হরিদ্রা, ইক্ষু, পদ্ম, চন্দন ও কদলীমূলের রসে, ব্রহ্মে এবং যুগনাভির কাথে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষাভ্যাসে অল্পপান ব্যবহ্যে। ইহা সেবন করিলে বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

বসন্তকুসুমাকররস, ১ কাশ্মিকারে ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, (রৌপ্যের পরিবর্তে কেহ কেহ কর্পূর ব্যবহার করেন) বঙ্গ, সীসা, লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অন্ন, প্রবাল, মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যাদৃধ, ইক্ষুরস, বাকসছালের রস, লাকার কাথ, বালায় কাথ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতীমূলের রস ও যুগনাভি এই সমুদায় ত্রব্য দ্বারা ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অল্পপান হৃত, চিনি ও মধু। ইহা মেহ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অগ্ন্যন্ত অনেক রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। চিনি ও চন্দনের সহিত সেবন করিলে অল্পপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

২ সোমরোগাধিকারে ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী;—বৈক্রান্ত ১ ভাগ, স্বর্ণ, অত্র, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, রসসিন্দূর ৪ ভাগ এই সমুদায় গোড়ানেবুর রসে, গব্যাদৃধে, বেণারমূলের কাথে, বাসকছাল ও ইক্ষুর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু সহ সেব্য। ইহা দ্বারা সোমরোগ, বহুমূত্র, প্রমেহ, তৃষ্ণা, দাহ এবং সম্ভ্রান্ত বিবিধ রোগ প্রশমিত ও বল বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ।

বসন্তগাঢ়, দাক্ষিণাত্যের বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা প্রাচীন দুর্গ। প্রবাদ ১১২২ খৃষ্টাব্দে পনালারাজবংশের একজন রাজা কর্তৃক উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে মহারাত্রীর অভ্যুদয়ে উহা শিবাজী মহারাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজারামের নিকট হইতে মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব তিনদিন অব-রোধের পর এই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। বহুকাল হইতে এই দুর্গ দুর্ভেদ বলিয়া খ্যাত ছিল। সম্রাট্ দুর্গজয়ের পর উহার নাম “কুলী-ই-কতে” রাখেন।

বসন্তগজিন্দ (পুং) বৃক্ষভেদ। (ললিতবিস্তর)

বসন্তগরল (দেশজ) পক্ষিভেদ। বসন্তকাল।

বসন্তগৌরী (দেশজ) জলম ও রক্তকর্ণের ক্ষুদ্র জাতীয় পক্ষিবিশেষ।

বসন্তঘোষিন্ (ত্রি) বসন্তে বসন্তকালে ঘোষতি বিরোতি, বহা, বসন্ত ঘোষয়তি বিজ্ঞাপনরীতি বসন্ত-ঘূষ-ণিনি। কোকিল। এই অর্থ সর্গবাদি-সম্মত নয়। কেহ কেহ এই অর্থের পক্ষপাতি। বসন্তজ (ত্রি) বসন্তে জারিতে ইতি জন-ড। বসন্তকালোৎপন্ন মাংস। বসন্তজা (স্ত্রী) ১ বাসন্তী লতা। ২ শুক্ল বৃথিকা। ৩ বাসন্তী-বৃক্ষ। চলিত ছোট বাসক। (রাজনিং)

৪ চৈত্রমাসের প্রারম্ভে বসন্তের উদ্যোজনকর্ত্তক কামদেবের পূজারূপ উৎসবাহুটানভেদ।

বসন্ততিলক (স্ত্রী) বসন্তত তিলকবিধ। ১ পুষ্পবিশেষ। ২ চতুর্দশাকরপাদযুক্ত ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের ছন্দোমঞ্জরী-নির্দিষ্ট গণ, যথা—ত, ড, জা, জ, গৌ, গ।

“ভ্রমঃ বসন্ততিলকং ত-ড-জা-জ-গৌ-গঃ।” (ছন্দোমঞ্জরী) উদাহরণ—

“কুলং বসন্ততিলকং তিলকং বনালাঃ

লীলাপরাং পিককুলং কলমত্র রোতি।

বাত্যেয পুষ্পভূতভির্নলরাজিবাতো

যাতো হরিঃ স মধুরাং বিধিনা হতাঃ শ্বঃ ৪” (ছন্দোমঃ)

বসন্ততিলক (পুং) ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ শুদজরোগে প্রযুক্ত।

“অকারলুহননসৈক্যবিশেষজ্ঞ-

চূর্ণং কলঙ্গসহিতং মথিতেন শীতং।

নৈবং প্রয়োহতি পুনঃ পুনঃ স্বহোতো-

স্তম্বে বসন্ততিলকৈরপি কলকলম্ ৥” (বৃতরবাবলী)

২ অস্থবিধ ঔষধ। এই ঔষধ কাস বাস প্রভৃতি কতিপয় রোগে প্রযুক্ত। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী;—স্বর্ণ এক তোলা, অত্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, পারদ, গন্ধক, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক ৪ তোলা লইয়া পরে গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুরসে ভাবনা দিয়া বস্ত্রহস্তীর ঘুঁটের অগ্নিতে সাতবার পুটপাক করিয়া কস্তুরী ও কর্পূর মিশ্রিত করিবে। ইহাতে কাস, বাস, বাত, পিত্ত, কক, ক্ষর, শূল, পাণ্ডু, গ্রহণী, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, বিষ, দ্রোণ ও অর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ ব্যা, বলকর ও শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর, ইহা মৃত্যুজনককর্তৃক কথিত।*

* “হেরো ভাস্করমন্ত্রকং বিগুণিতং দৌহাত্তয়ঃ পারদা-

শ্চদ্বারোহনিরতস্ত বঙ্গবৃগলঃ চৈকীকৃতং বর্জয়েৎ।

মুক্তাভিজমরো রসেন সমভা পোক্ষুরবাসেন্দুগা,

সর্গঃ বস্তকরীবেকং হৃদ্যং শুভ্রং পিচেৎ সম্ভবাঃ।

কত রীষনসারমথিতরলঃ পশ্যৎ হসিকো জয়েৎ

কাসবাসসিন্ধবাতককজিৎ পাণ্ডুকলারীন্ হরয়েৎ।

শূলানিঃ গ্রহণীঃ বিবাসিভরণং বেহাঙ্গরীষিংশতিং

দ্রোণাপহরো দ্বারামিশ্রমো ব্রূয়ো কলকলমঃ

ভ্রমঃ পুষ্টিকরো বসন্ততিলকো মৃত্যুজনকোহপিঃ ৥” (মহেশ্বরের বাজীকরঃ)

বসন্ততিলকতন্ত্র (স্রী) তন্ত্রগ্রন্থভেদ।

বসন্ততিলক রস, কাসরোগের ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—
সর্প ১ তোলা, অজ ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা,
গন্ধক ৪ তোলা, বজ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, প্রবাল ৪ তোলা
এই মনুষ্যের জ্বা গোকুর, বাসক ও ইক্ষুরে মর্দন করিয়া
বন্ধনুবার বিলচুটির অগ্নিতে বাধুকাষ্মে ৭ প্রহর পাক
করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত মৃগনাভি
৪ তোলা ও কর্পূর ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে।
ইহা কাস ও কসরোগের মহৌষধ। দ্বাত্রি ২ রতি।

বসন্তদূত (পুং) বসন্তস্ত দূত ইব। ১ আন্তরূক। ২ কোকিল।
৩ পঞ্চম রাগ। (বিষ)

বসন্তদূতী (স্রী) বসন্তস্ত দূতীবা। পাটনীরূক, চলিত পারুল
গাছ। (রাজনিং) “পাটলা বসন্তদূতী” (ডবণ) ২ পুষ্পরূক-
বিশেষ। কোকণে এই বৃক্ষ গণিকারী নামে প্রসিদ্ধ। ৩ কোকিলা।
৪ মাধবীলতা। (রাজনিং)

বসন্তদেব, এক জন প্রাচীন কবি।

বসন্তক্রম (পুং) বসন্তস্ত ক্রমকঃ। আন্তরূক। (শব্দমালা)

বসন্তপঞ্চমী (স্রী) বসন্তস্ত পঞ্চমী। শ্রীপঞ্চমী। মংস্তহস্তের
পঞ্চ-পঞ্চাশৎ পটলে লিখিত আছে, সূর্য মকররাশিহু হইলে
গুরুপক্ষীয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীসহ জগদ্ধাত্রীকে স্নান করাইয়া পূজা
করিতে হয়। এই বানক্রিয়া প্রভাবে মরকতময় কুন্তে নদীজল
দ্বারা সমাধা করিবে। এই বসন্তপঞ্চমী সর্গপাপনাশিনী। এই
দিনে বসন্তকে এবং রত্নসহ কল্পকেও পূজা করা কর্তব্য।
তন্ত্রি এই দিনে বসন্তরাগের গান শুনিলে অতীষ্ট শ্রীলাভ
হইয়া থাকে। কোন কোন মনি এই বসন্তপঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী
নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক, এই দিনে একাহারী
থাকা কর্তব্য। ইহাতে লক্ষী সর্গদাই প্রসন্ন থাকেন।

“মকরহুে সহস্রাংশৌ গুরুপক্ষে বশশ্রিণি।

ইত্যারভ্য—“পঞ্চম্যাক জগদ্ধাত্রীং প্রোতরেব নদীজলৈঃ ॥

স্নাপয়িত্বা সলক্ষীকাং কুন্তৈর্মারকতৈরপি।

বসন্তপঞ্চমী নাম সর্গপাপগ্রমোচনী ॥

বসন্তস্ত সমভ্যর্চ্য কল্পং সরতিং প্রিরে।

বসন্তরাগপ্রবণাং শ্রিয়োগ্রোভাতীশিতাশ্ ॥

শ্রীপঞ্চমীং কেচিত্তাং মুনয়ঃ প্রবদন্তি বৈ।

বর্ত্তেনেকস্তকেন শ্রিয়ো ন বিচ্যুতির্ভবেৎ ॥”

(মংস্তহস্ত ৫৫ পটল)

হরিতিক্তিবিলাসে লিখিত আছে, দ্বাদশমাসের গুরুপক্ষীয়
পঞ্চমীর দিন মহাপূজা করিতে হয়। এই পূজার বিশেষত্ব এই
যে, ইহাতে নব প্রবাল, নব কুহু ও নানা অঙ্কলেপনদান

একান্ত আবশ্যক। এতদ্বিরি বিশেষ সমারোহে নীরাঞ্জনা, তন্ত্রি-
তরে বৈষ্ণবদিগকে সন্মাননা এবং বসন্তরাগময় সঙ্গীত ও নৃত্যাদি
করিবে। কথিত আছে,—শ্রীপঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয়া
শ্রীহরির শ্রবণ পর্যন্ত এই বসন্তরাগে গান গাইবার সময়। অজ
সময়ে নিষিদ্ধ। বসন্তপঞ্চমী দিনে এইরূপে দ্বন্দ্বাবনবিহারী
শ্রীকৃষ্ণের পূজোৎসব সমাধা করিলে বসন্তবঃ প্রায়
হওয়া যায়।* [শ্রীপঞ্চমী দেখ।]

বসন্তপাল, শিলাগিণি বর্ণিত রাজভেদ।

বসন্তপুর, প্রাচীন বিশাল জনপদের অন্তর্গত একটা নগর।

(ভবিষ্য ব্রহ্মণ্য ৩৯২৩)

২ মলভূমির অন্তর্গত একটা গড়গ্রাম। বিষ্ণুপুরের উত্তর
উপকণ্ঠে অবস্থিত। (দেশাবলী)

বসন্তপুষ্প (পুং) পুষ্পীকম্ব। (রাজনিং) (স্রী) ২ বসন্ত-
কালোৎপন্ন কুহুম।

“বসন্তপুষ্পাভরণং বহতী”। (কুমার ৩ সর্গ)

বসন্তবজ্র (পুং) কামদেব।

বসন্তভানু (পুং) রাজপুত্রভেদ। (দশকুমারচরিত)

বসন্তমণ্ডল (স্রী) ১ শিশুর। ২ রক্তপয় (বৈজ্ঞানিকিং)

বসন্তমহোৎসব (পুং) বসন্তোৎসব। বসন্তকালে আমোদ-
প্রমোদার্থ সম্বন্ধিত লৌকিক ক্রিয়াবিশেষ।

ঐ দিন জগতের যাবতীর দেশবাসী মহম্মদসমাজ শীতের জড়তা
পরিভ্যাগ করিয়া বসন্তের আগমন জ্ঞাপনার্থ আনন্দে উৎসব
হইয়া বেড়ায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে মহম্মদোৎসব
প্রচলিত ছিল। এক্ষণে তাহা বাস্তবিক হোলীপর্বে পর্য-
বসিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীপঞ্চমীপূজার পরদিনই
এখন বসন্তোৎসব আচরিত হইয়া থাকে। ঐ দিন কি
বাঙ্গালার, কি হিন্দুহানে শীতবাস পরিভ্যাগ করিয়া গুত্র বা
বাসস্তীর্ণেরে রঞ্জিত বাস পরিধানপূর্বক সকলে বসন্তের
আগমনভোক্তক চুতসুল সন্দর্শনার্থ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া
থাকে। দ্বন্দ্বাবনে এখনও এ চিত্র জাঙ্গল্যমান রহিয়াছে।

* দ্বাদশ্য গুরুপক্ষ্যায় মহাপূজাঃ সমারোহঃ।

নবৈঃ প্রবালৈঃ কুহুমৈঃ সুলেপৈঃ বিশেষতঃ ॥

নীরাঙ্গমোৎসবঃ কুহুম ভক্ত্যা লম্বাভ বৈষ্ণবঃ।

বসন্তরাগজলয়ঃ গীতনৃত্যাদি কারয়েৎ ॥

শ্রীপঞ্চমীং সমাবৃত্য দ্বাবৎ স্যাম্ভবনঃ হরেঃ।

বসন্তরাগঃ কর্তব্যো নাতবা কু কবাচনঃ ॥

কুহুম বসন্তপঞ্চম্যায় শ্রীকৃষ্ণস্মার্ত্তনোৎসবঃ।

স্যাৎসন্ত ইব প্রোহান্ দ্বন্দ্বাবনবিহারিণিঃ ॥”

(হরিতিক্তি বিঃ ২৪ বিলাস)

ঐ দিন এবং হোলীপর্বদিন রজনীতে ভোজন ও আমোদের ঘটা ও নিত্য কম নহে। রাজপুত্রজাতির মধ্যে বসন্তোৎসবের দিন উমা বা গোবরী পূজা ও মৃগয়ায় রীতি আছে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, স্কন্দনাথ প্রভৃতি দেশের ফলুৎসব ব্যাপার সেই এক বসন্ত-আবাহনের অঙ্গকল্পমাত্র। [মদনমহোৎসব দেখ।]

বসন্তমালতীরস, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত করিবার প্রণালী—স্বর্ণ ১ ভাগ, রক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ এবং কপূর ৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য প্রথমে অল্প পরিমাণ মাখন সহ মর্দন করিয়া পরে পাতিনেবুর রসের সহিত বেশ উত্তমরূপে মর্দন করিবে, যেমন মাখনের স্বেহাংশ দেখা না যায়। ২ রতি মাত্রায় মধু ও পিপ্পলী চূর্ণ সহ সেব্য। ইহা সেবনে, জীর্ণজ্বর, বিষম জ্বর, উদরাময় ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া সম্বর উপশমিত হয়। ইহা পশ্চিমপ্রদেশের প্রসিদ্ধ ঔষধ।

বসন্তমালিকা (স্ত্রী) ছানোডেন।

বসন্তযাত্রা (স্ত্রী) বসন্তোৎসব।

বসন্তযোধ (পুং) কামদেব।

বসন্তরাজ, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকরণ। ইনি প্রাকৃতসম্বীচনী নামে প্রাকৃতপ্রকাশের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

বসন্তরাজ, কুমারগারির একজন রাজা। ইনি কাটয়বম নমক পণ্ডিতবরের প্রতিপালক ছিলেন। ইহার রচিত বসন্তরাজীয় নাট্যশাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। মল্লিনাথ শিশুপাল-এবং টীকায় উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

বসন্তরাজভট্ট, শকুনার্ণব বা শাকুনশাস্ত্র প্রণেতা। ইনি মণিলাদীশ্বর চন্দ্রদেবের প্রাণনাট্যসূত্রে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পিতার নাম বিজয়রাজ এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা শিবরাজ।

বসন্তরাজী (স্ত্রী) বসন্তরাজকৃত নাট্যশাস্ত্রভেদ।

বসন্তরায় (রাজা), বঙ্গের স্বাধীন বাঙ্গালী বীর প্রতাপাদিত্যের খুল্লতা। বঙ্গজ-কায়স্থকুলে গুহবংশে গুণানন্দের গুরসে তাঁহার জন্ম। প্রকৃত নাম জানকীবল্লভ, কিন্তু তিনি বসন্তরায় নামেই সাধারণে সুপরিচিত ছিলেন। গুণানন্দের অগ্রজ ভবানন্দের পুত্র বিক্রমাদিত্যই প্রতাপের পিতা।

বাল্যকাল হইতেই বিক্রম ও বসন্তরায়ের বিশেষ সঙ্গ ছিল। বাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইবার পর উভয় ভ্রাতা গোড়ে বাস করেন। এই সময়ে বিক্রম চাঁদ খাঁ নামক জায়গীর পাইয়া তথায় যমুনা ও ইক্ষামতীর সম্মুখে নগর ও গড় পত্তন করিয়া পুত্র ও পরিবারাদি প্রেরণ করেন, কিন্তু উভয় ভ্রাতা রাজধানীতে রহিলেন। মুর্শিদ খাঁর বঙ্গাধিকারকালে, গোড়বাসী বঙ্গদানী ভাগ করিলেও, উভয় ভ্রাতা ছয়বেশ তথায় বাস করেন। দাউদের মৃত্যুর পর টোডরমল্লকে বাঙ্গালার রাজ্য-

বিষয়ক কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিয়া তাঁহারা উভয়েই মোগল সরকারের অমুগৃহীত হইলেন। দিল্লীখবরের নিকট হইতে রাজা টোডরমল্ল বিক্রমাদিত্যকে মহারাজ এবং বসন্তরায়কে রাজা উপাধি আনাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাদের জায়গীর বাহাল রাখিলেন।

প্রতাপ কোশলে ১৮ বৎসর বয়সে পিতা ও পিতৃব্যকে জায়গীর হইতে বঞ্চিত করেন। অতঃপর বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু ঘটে। তিনি স্বীয় পুত্রকে দশ আনা এবং ভ্রাতাকে ছয় আনা সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেন। ভ্রাতৃপুত্র প্রতাপকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া বসন্তরায় বার্ককাবলতঃ গঙ্গাতীরে রায়গড় নামক স্থানে নিষ্কণ্টক হইয়া বাস করিতে থাকেন। প্রতাপের কন্যা বিন্দু-মতীর বিবাহোপলক্ষে তিনি বিশেষ অমুগৃহীত হইয়া যশোহরে আইসেন। এই সময়ে রামচন্দ্ররায়ের পলায়নের জন্ত খুল্লতাতেও উপর প্রতাপের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। যশোহরে বাস কালেই পিতৃশ্রদ্ধের বার্ষিক তিথি উপস্থিত হওয়ায় বসন্তরায় প্রতাপ ও আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রতাপও সাহচর্য নিমন্ত্রণ রক্ষায় উপস্থিত হন। চর্ভাগ্যক্রমে কালক্রমে সম্পূর্ণ বসন্তরায় প্রতাপের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। [প্রতাপাদিত্য দেখ।]

রাঘবরায়, চন্দ্রশেখররায় প্রভৃতি বসন্তরায়ের অপর পুত্রগণ ঘটনাচক্রে অল্পত্র থাকায় রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই জাতি-শত্রুদিগের ষড়যন্ত্রে প্রতাপের সর্বনাশ সাধিত হইল। মানসিংহ যশোহরজিৎ উপাধিসহ কচুরায়কে যশোহরে অভিযুক্ত করিয়া দিল্লীযাত্রা করেন। কচুরায় নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাহার ভ্রাতা চন্দ্রশেখরের বংশধরগণ অতাপি খুলনা জেলার অন্তর্গত নূরনগর ও বসিরহাট উপবিভাগের মধ্যস্থিত খোড়গাজীতে বাস করিতেছেন।

রাজা বসন্তরায় একজন উৎকৃষ্ট ভাবুক কবি ছিলেন। পদ-কর্তা গোবিন্দদাসের সহিত তাহার প্রায়ই কবির লড়াই চলিত। বসন্ত রায়, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। নরোত্তমবিলাসে কবি নরহরি ইহাকে মহা-কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

“জয় জয় মহাকবি শ্রীবসন্ত রায়।

সদা ময় রাধাকৃষ্ণ চৈতন্তলীলায় ॥” (১২শ বিলাস)

ভক্তিরসাকর হইতে আমরা জানিতে পারি যে ইনি শেষ বয়সে মুন্সাবনবাসী হইয়াছিলেন, মধ্যে জীব গোষামীর পত্র লইয়া একবার ত্রিনিবাসাচার্যের নিকট আসিয়াছিলেন।

“হেনই সময় বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়।

পত্রী লৈয়া আইল তেঁহো আচার্যসভায় ॥” (১০ তরঙ্গ)

পদকল্পতরুতে বসন্ত রায়ের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বসন্তরোগ, মসুরিকা। ত্রোগোদগমরূপ সাংঘাতিক ক্তরোগ-বিশেষ। ইংরাজীতে ইহাকে Small pox বলে। বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা Variola।

ইহা একটা বিশেষ সংক্রামক ও স্পর্শক্রামক সফোটক জর। এই পীড়ার বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে কিয়দিবস গুপ্তভাবে থাকিয়া প্রবল জর ও চর্ম্ম এক প্রকার কণু উৎপাদন করে। ঐ কণুগুলি প্রথমে প্যাপিউল, পরে ডেসিকেস্ ও পপ্টিউলে পরি-বর্তিত হইতে দেখা যায় এবং অবশেষে শুষ্ক হইলে কচ্ছু অর্থাৎ চামড়ি পতিত হয়। এই ব্যাপি একবার হইলে প্রায় দ্বিতীয়বার হয় না।

এই পীড়ার সংক্রামক বিষ রোগীর রক্ত, সফোটক ও কচ্ছুতে অবস্থিত করে; সময়সময় ঘর্ম্ম, মূত্র, প্রস্রাব এবং অত্যন্ত অপস্রাব দ্বারাও পরিচালিত হয়। বস, গাড়ী ও গৃহাদিতে উক্ত পদার্থ বহু দিবস লিপ্ত থাকে; এবং উহা অধিক দূরে চালিত হইতে পারে। বসন্তরোগে মৃত্যু হইলে মৃতদেহ হইতে জীবিত শরীরে উক্ত বিষ প্রদত্ত হইবার সম্ভাবনা। পুণ জন্মবার সময় ঐ পদার্থের সংক্রামণশক্তি বৃদ্ধি পায়। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, উক্ত সফোটকগুলিতে এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম পদার্থ অবস্থিত করে। উহা চি ভিন্ন ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হয়।

মাহাদের টীকা হয় নাই এবং কাক-দ্রাক্ষাতি ও কুম্ভকায় ব্যক্তিরই এই পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়। এতদ্বিন্ন সাধা-রণতঃ অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকা, কুৎসিত আহার প্রভৃতি হইতেও এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা এইরূপ যে, তাহারা ইহাৰ বিষ কর্তৃক সহজে আক্রান্ত হয় না। উত্তমরূপে টীকা দেওয়া হইলে এই পীড়া কদাচ হইতে দেখা যায়।

এই পীড়া হেতু নানা স্থানের চর্ম্ম সীমাবদ্ধ প্রদাহের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে অগ্রে প্যাপিউল দৃষ্ট হয়। প্রকৃত চর্ম্ম নব নব কোম উৎপন্ন হওয়াতে এপিডার্মিসের নিম্নে তরল বস এবং পরিশেষে লিম্ফ ও পুণ জন্মে। পরিপক্ব অর্থাৎ সপ্তমদিনের শুট ভেদ করিয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তাহার মধ্য কোটব শূণ্য বা সঙ্কুচিত দেখা যায়, কিন্তু উহার প্রাচীর কোষিক বিধানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড দ্বারা চর্ম্মে সংযুক্ত থাকে। মৃতদেহের নানা স্থানে অর্থাৎ চর্ম্ম, গলাদেশ, চক্ষু, নাসিকা, ব্রহ্মাই, কখন কখন পাকালয় ও অন্ত্রমধ্যে সফোটক দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বপিত্ত, মূত্রগত, যকুৎ ও স্বাধীন পেশী সকল কোমল এবং বসাপকুটাবিশিষ্ট হয়। প্রাণা বিবর্তিত ও কোমল হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে পেটিক বা রক্তস্রাবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মৃতদেহ শীঘ্র পচিয়া উঠে।

লক্ষণ।

১ম গুণাবস্থা।—সংক্রমণ দ্বারা রোগোৎপন্ন হইলে ১২ দিন এবং টীকা দ্বারা হইলে ৭ দিন; এই অবস্থায় রোগী কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকে; কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না।

(২) আক্রমণাবস্থা—শীত ও কল্প দ্বারা অকম্পাৎ পীড়ারস্ত হয় এবং রোগী জরের লক্ষণ সকল অসুস্থ করে। সফোটক বহির্গত হইবার পূর্বে তাপ-পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১০৫ হইতে ১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত হয়। এতদ্বিন্ন উদরোচ্ছবে বেদনা ও ভারবোধ, বিবমিষা কিংবা অতিশয় বমন এবং কটিদোষ প্রবল বেদনা ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত লক্ষণের মধ্যে শিরোবেদনা, মুখমণ্ডল আৱক্তিম, হস্ত পদাদির স্পন্দন, আলস্ত, অত্যন্ত দুর্বলতা, প্রাণা, অস্থিরতা, অচেতনতা এবং শিশুদিগের সর্কদা আক্কেপ প্রভৃতি বহু-মান থাকে, কোন কোন স্থলে সাদ বা গলায় বেদনা হয়। ইহাকে প্রাথমিক (Primary Fever) জর কহে। উক্ত লক্ষণ সকল দুই দিবস পর্যন্ত বর্তমান থাকিয়া সফোটকবস্থায় পরিণত হয়।

(৩) সফোটকাবস্থা।—জ্বরের তৃতীয় দিবসে মুখে, কপালে ও হস্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দাগ দেখা যায়। ইহারা দলে দলে উৎপন্ন হইয়া ২১ দিনের মধ্যে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। সচরাচর ইহার সংখ্যা ১০০ হইতে ৩০০; কখন কখন সহস্র পর্যন্ত হইতে পারে। মুখমণ্ডলেই অধিক সংখ্যক হইয়া থাকে। টীকা দিবার পর, অথবা সংক্রামক রূপে বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে সফোটকবস্থায় পূর্বে উদরে ও উরুর অভ্যন্তরে বৃহদাকার লাল দাগ সকল বহির্গত হইতে দেখা যায়, তাহাকে প্রোড্রোমাল একজেম্ (Prodromal Exanthem) বলে। বসন্তের শুটিগুলি স্বতন্ত্র, সংশ্লিষ্ট, বা অল্প প্রকার হইতে পারে। শুটি হইবার পূর্বে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল দাগ উৎপন্ন হয়। সফোটকের দ্বিতীয় দিবসে কণুগুলি সর্বপেণে ছায়া উঠ দেখায়, ইংরাজীতে প্যাপিউল্ কহে, তৃতীয়দিবসে স্পর্শ করিলে ছিটাগুলির ছায়া কর্ণিন বোধ হয়, চতুর্থ দিবসে শুটির মধ্যে মধ্যে রস (সিরম্) সঞ্চিত হওয়াতে কোমল হইয়া থাকে এবং মুক্তার ছায়া ভেসিকেল্ দৃষ্ট হয়। পঞ্চম দিবসে উতাহার উপরিভাগ নত কিংবা নাভির মত কিঞ্চিৎ নিম্ন হয়, ইহাকে অম্বিলিকোটেড্ (Umbilicated) বলে। সফোটকের পরিমি রেটিনিউকোসম্ (Retenueucosum) সিরম্ দ্বারা সঞ্চিত এবং মধ্যস্থ কোষ সকল এপিডার্মিসের সহিত সংলগ্ন হওয়াতে ঐ নবভাব উপস্থিত হয়। সফোটকের মধ্য দিয়া একটা হেয়ার কিংবা ম্যাগ ডাক্ট (Hair or gland duct) গমন করিলেও উক্ত প্রকার নত হইতে পারে। বর্ত হইতে সপ্তম দিবস পর্যন্ত সফোটকের মধ্যস্থলে স্বচ্ছ ও তরল সিরম্ থাকে এবং চতুস্পার্শ্বে

ক্রমশঃ পূর সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। ঐ বসন্ত রস ও পূরের মধ্যে এক প্রকার আঘরণ থাকে; পূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উহা অঙ্গ হইয়া যায়, এই অবস্থাকে পুট্টেল (Pustule) কহে। এই সময়ে প্রদাহ জন্ত গুটির চতুর্দিকে লাল রেখা দেখা দেয়। অষ্টম দিবসে ক্ষোটগুলি পূর দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে গোলাকৃতি ও উঠে দেখায়। ইহাকে পরিপকাবস্থা (Maturation) বলে। এই সময় উহার কোটির যেন নানা আংশে বিভক্ত বোধ হয়। ৯ হইতে ১১ দিবসের মধ্যে কতকগুলি বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং অবশিষ্টগুলি শুক হইয়া আইসে। বিদীর্ণ হইলে পীতাত পাটল বর্ণ কচ্ছু উৎপন্ন হয়। ১১ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে উক্ত কচ্ছুগুলি স্থলিত হইতে থাকে। কচ্ছু পতিত হইলে চর্ণে লাল লাল দাগ থাকিয়া যায়; ক্ষোটক গুরুতর হইলে দাগসমূহ কিঞ্চিৎ গভীর হয়, ইহাকে Pits বলে।

গুটিকার সংখ্যানুসারে সাধারণ লক্ষণের অনেক পরিবর্তন ঘটে। গুটির সংখ্যা অধিক হইলে মতক, গলদেশ, অক্ষিপন্নব ও শরীরের অন্যান্য স্থান ক্ষীত, চর্ণ গাঢ় লালবর্ণ এবং উহাতে কণ্ডুরন থাকা বশতঃ নখাঘাতদ্বারা বৃহৎ বৃহৎ ক্ষতযুক্ত এবং নানা স্থানের দৈন্যিক বিলী ও আক্রান্ত দেখা যায়। গলাভ্যন্তরে গুটি হইলে বেদনা, লাল নিঃসরণ এবং আহার করিতে কষ্ট হয়। নাসিকাতে হইলে নাসিকার নিঃস্রাব বৃদ্ধি পায় ও নাসারন্ধ্র ক্লক হইয়া যায়। শেরিংস, টেকিয়া, বা ব্রুইই আক্রান্ত হওয়াতে কাসি, শ্বসনক এবং সময় সময় শ্বাসক্লক উপস্থিত হয়। মুত্র-মার্গের দৈন্যিক বিলী আক্রান্ত হইলে মুত্রত্যাগে জালা ও কখন কখন রক্তস্রাব অর্থাৎ হিমোটেরিয়া (Haematuria) হইয়া থাকে। চক্ষু আরকিম, সজল, বেদনায়ুক্ত এবং ক্ষীত হয়। রোগী আলো দেখিতে কষ্ট বোধ করে। কখন কখন রোগীর উদরাময় হইয়া থাকে। গাত্র হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়। ক্ষোটক বহির্গত হইলে অরের কিঞ্চিৎ বিরাম হয়; কিন্তু পূর হইবার সময় পুনরায় ক্ষীত ও কম্পের সহিত অর উপস্থিত হইতে দেখা যায়। উহাকে দ্বিতীয় অর বা সেকেন্ডারি (Secondary) কিডার কহে। এই সময়ে উত্তাপ ১০৪ হইতে ১০৫ পর্যন্ত উঠিয়া থাকে এবং তাহা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। নাকীর গতি ক্রত, পিপাসা বর্ধিত, জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তর শুক; রোগ কঠিন হইলে বিকারের লক্ষণ সকল উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইহার কণ্ডগুলি সাধারণতঃ নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। যথা—(১) ডিসক্রিট (Discrete) অর্থাৎ অসংযুক্ত। ইহাতে জীবনের আশঙ্কা নাই; লক্ষণ সকল বৃহৎ। শিশুদিগের দশভাদ্রমাসকালে হইলে গুরুতর হইতে পারে।

(২) কনফ্লুয়েন্ট (Confluent) অর্থাৎ সংলগ্ন; ইহাতে

প্রথমে শরীরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও সামান্য উচ্চ প্যাপিউল বহির্গত হয় এবং শীঘ্র পরস্পর মিলিত হইতে দেখা যায়। ভেসিকেল ও পুট্টেল অবস্থার উহার অধিক মিলিত হয়। গুটি সকল দেখিতে অল্পক, কিন্তু বিস্তৃত এবং জলবৎ সিরস, পূর, কিংবা রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। মতক, মুখমণ্ডল এবং কণ্ঠদেশেই বহুসংখ্যক দেখা যায়। উহার শুক হইলে মুখোপরি একটা বৃহদাকার শুক চর্ণও পতিত হয়; তাহা উঠিয়া গেলে, গভীর দাগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুটিগুলির মধ্যকর্তী স্থানে রেখা দেখা যায় না, সমস্ত বক্ষ কক্ষাত লোহিত বর্ণ হয়। ইহাতে প্রথম অরের বিরাম হয় না, কিংবা দ্বিতীয় অর বিশেষরূপে প্রকাশ পায় না। অস্থিরতা, প্রলাপ, প্রভৃতি কঠিন দ্বারবিক লক্ষণ সমূহ বর্তমান থাকে। ইহা অভ্যন্ত সাম্প্রতিক এবং ইহাতে নানা প্রকার কঠিন উপসর্গও উপস্থিত হয়। ডাক্তার কলি (Colli) বলেন যে, গুটিগুলিতে যদি পূর না জন্মে এবং রোগীর মুখমণ্ডল মরদার আঠার বর্ণ দেখায়, তবে রোগ সাংঘাতিক হয়।

(৩) অর্ধসংযত (Semiconfluent), উহা উপরোক্ত প্রকারদ্বয়ের মধ্যবর্তী। ইহাতে গুটিগুলি স্বতন্ত্র কিন্তু নিকটবর্তী থাকে; জীবনের আশঙ্কা নাই।

(৪) মলবদ্ধ (Corymboe)—অর্থাৎ দেখিতে ত্রাক্ষ ওচ্ছবৎ; ইহা অভ্যন্ত সাম্প্রতিক।

(৫) ম্যালিগ্নেন্ট (Malignant) অর্থাৎ সাংঘাতিক। ইহাতে গুটিগুলি দেখিতে ক্লকবর্ণ কিংবা রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। কখন কখন নানাহীন হইতে রক্তস্রাব; মুখমণ্ডলে মালিগ্র, অস্থিরতা, প্রলাপ, অচেতন প্রভৃতি লক্ষণ সকল বর্তমান থাকে। চর্ণ ক্ষত বিগলন, বা পেটিক দৃষ্ট হয়। প্যাপিউলার, ভেসিকিউলার কিংবা পুট্টেলার অবস্থার গুটির মধ্যে রক্তস্রাব হইলে, যথাক্রমে ভোর-ওলা, হেমেরজিকা, প্যাপিউলোজা, ভেসিকিউলোজা ও পুট্টেলোজা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এই প্রকার বসন্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের গাত্র হইতে একটা বিশেষ দুর্গন্ধ বহির্গত হইয়া থাকে। মল মুত্রের সহিত রক্তস্রাব হইতে দেখা যায় এবং বঠ, শপ্ত বা অষ্টম দিবসে মৃত্যু হয়। এতদ্ব্যতীত ভেরিওলা নাইগ্রা (Variola Nigra) অর্থাৎ ব্ল্যাক্ স্মল পক্স (Black Small Pox) একটা অতি সাংঘাতিক প্রকার বসন্ত। ইহার গুটিগুলি দেখিতে বেগুনি বর্ণ বা কালির দাগের দ্বারা। ইহাতে চক্ষুর দৈন্যিক বিলীতে রক্তস্রাব হয়, ও কলীনিকার চতুর্দিকে শোণিত সংবত হয়। এই পীড়ার মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান বর্তমান থাকে। পীড়ার তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে মৃত্যু হয়।

(৬) বিনাইন্ (Benign) হরন (Horn) বা ওয়ার্ট পক (Wart pock)—ইহাতে গুটিসমূহের অভ্যন্তরে পূর সঞ্চিত

হয় না এবং ৪৫ দিনের মধ্যেই শুক হইয়া যায়। দ্বিতীয় অর প্রকাশিত হয় না। এই প্রকার বসন্ত টীকা দিবার পর উপস্থিত হইয়া থাকে।

উপসর্গ ও আনুবঙ্গিক পীড়ার মধ্যে নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, মনাইটিস, গ্যাট্রাইটিস, এন্ট্রাইটিস, উন্নয়ন, নানা স্থানে প্রদাহ ও ক্ষোটক, স্কেটিম ও লেবিসাতে ক্ষত বা বিগলন; এরিসিপ্যাস, পাইমিয়া, এলুমিনউরিয়া, হিমোটুরিয়া, এপিস্টাক্সিস এক মেনোরহেজিয়া প্রভৃতি বিস্তারিত থাকে।

এই পীড়া অভিশয় সাংঘাতিক, শতকরা ৩০ জনের মৃত্যু ঘটে। প্রায় একাধিক দিবসেই মৃত্যু হইয়া থাকে। অত্যন্ত অর, দুর্বলতা, শাসকজ্বর, গায়ে পুষ্ণ এবং রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইলে রোগ গুরুতর বলিয়া জানা যায়। অতি শিশু, মধ্যবয়স্ক ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের হইলে প্রারম্ভে অসাধ্য হইয়া থাকে। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালকেরা প্রায় আরোগ্য হয়। ক্ষোটক বহির্গত হইবার পর উত্তাপাধিক্য, কটিদেশে অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত বমন ও রক্তস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে তাহাকে কঠিন বলা যায়। কনজুয়েন্ট ও করিমোজ প্রকার প্রায় সাংঘাতিক। এই পীড়া স্কালোটিনা, হাম ও জলবসন্তের সহিত ভ্রম হইতে পারে।

চিকিৎসা।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বসন্তের ডাকারী চিকিৎসা করা হয়। (১) সাধারণ শুষ্কতা, (২) গুটিগুলি যাহাতে স্ফটাক রূপে বহির্গত হয় এবং তবিসাতে চর্মে বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে দাগ না থাকে, (৩) উত্তাপাধিক্য নিবারণ করা (৪) বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা, (৫) বিষয় বিশেষের চিকিৎসা, (৬) প্রধান প্রধান উপসর্গের চিকিৎসা, (৭) প্রতিবেশক চিকিৎসা।

(১) পূর্বকালে বসন্তরোগীকে উত্তপ্ত গৃহে আবদ্ধ রাখা হইত, এখন আর উহা থাকে না। আজ কালকার মতে বায়ু-প্রবাহিত আলয়ে রাখাই উচিত, কিন্তু যেন কোন প্রকারে রোগীর শরীরে শীতল বায়ুসংলগ্ন হইতে না পারে। প্রথমাবস্থায় লঘু পথ্য ও স্লেমনড, বরফ ইত্যাদি শীতল পানীয় এবং কমলালেবু প্রভৃতি অর ফল ব্যবস্থা করিবে। পূর্য সন্ধ্যা কালে কিংবা রোগী দুর্বল হইলে বিক্টি, লুপ, জেলি ও অন্নমাত্রায় স্রা দেওয়া আবশ্যক।

(২) গুটিগুলি স্ফটাকরূপে বহির্গত করিবার জন্য কার্বলিক, ককিজ, কিংবা সলফিউরস্ এসিড্ সোসন দ্বারা গাত্র স্পঞ্জ করিবে। কক্জম নিবারণার্থ ময়দা, এরাকট অথবা অল্প কোন টার্ক গায়ে লাগাইবে। তবিসাতে চর্মাণির দাগ না হইতে পারে, তজ্জন পরিপক গুটিগুলির উপর ক্রমশঃ নাইটেট্ অব্

সিল্ভার পেন্সিল অথবা উহার সোসন সংলগ্ন করিবে। কিংবা মার্কিউরিয়েল্ অথবা সলফার অক্সেটমেন্ট, টিং আইওডিন্, ক্যারোনিব্ সব লিমেট সোসন (৬ আউন্স জলের সহিত ২ গ্রেণ) এবং লাইকর গটাপার্ক ইত্যাদি সংলগ্ন করিতে পারা যায়। ডাং ডাক্সন্ (Dr. Sadosn) বলেন যে, কার্বলিক এসিড্ থাইমল অয়েল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে উপকার দর্শে। যদি উপরোক্ত মলয়সমূহ দ্বারা ব্রণা বোধ হয়, তবে কোলড্ ক্রিম্ বা গোলাপ-জল মিশ্রিত মিসিরিং সংলগ্ন করিবে। কোন কোন গ্রহকার ভেসিকেল অবস্থার কার্বলিক এসিড্ সংলগ্ন করিতে বলেন। কিন্তু ডাক্সন্ মার্সন (Dr. Marson) বলেন যে, পূর্য নির্ণত হইলে পর গুটির উপর কোলড ক্রিম বা মিসিরিং লাগাইলে ব্রণা ও দাগ পড়ে না। উগ্র রস দ্বারা চর্মে উত্তেজনা হইলে তথায় উষ্ণজলের স্পঞ্জ করিয়া তত্পরি ময়দা, এরাকট, টরলেট পাউডার কিংবা ক্যালোমাইন সংলগ্ন করিবে।

(৩) উত্তাপনিবারণ জন্য গাত্র স্পঞ্জ এবং বৃহৎ বিরেকক ও ঘর্মকারক ঔষধ সকল ব্যবহার। উত্তাপাধিক্য হইলে এন্টি-কেব্রিন্ দিবে।

(৪) পূর্য অগ্নিবার সময় টাইকয়েড্ লক্ষ্যে সকল উপস্থিত হইলে এমোনিয়া ও বার্ক প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ দিবে। ত্র্যাণ্ড, ও ব্রথ আহারার্থ বিধেয়। গলার বেদনা নিবারণার্থ নানা প্রকার কুন্নি দেওয়া যাইতে পারে। রক্তস্রাব জন্য এসিড্ গ্যালিক, তাপিন তৈল ও আর্গট্ দিবে। অনিদ্রা ও শ্রাপ থাকিলে কেহ কেহ অহিফেন বা মর্ফিয়া ২১২ গ্ৰাণি দিয়া থাকেন, কিন্তু ফুসফুসের প্রদাহ থাকিলে অহিফেন কিংবা মর্ফিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। শিকি গ্রেণ মাত্রায় বেলেডোনা দিলে কখন কখন উপকার দর্শে।

(৫) বিশেষ চিকিৎসার মধ্যে সল্ফো কার্বলিটস্, কার্বলিক এসিড্, হাইপোক্লোরাইটস্ ও সল্ফিউরস্ এসিড্ প্রভৃতি এন্টিসেপ্টিক ঔষধ সকল প্রয়োগ করা বিধেয়। কেহ কেহ স্যালিসিলেট্ অব্ সোডিয়াম্ দিতে পরামর্শ দেন।

(৬) উপসর্গের চিকিৎসা—চক্ষুতে প্রদাহ হইলে চক্ষুর উপরে সর্ষদা শীতল জল কিংবা ক্যারোনিব্ সব লিমেট্ সোসন (৬ ওন্স জলের সহিত ১ গ্রেণ) ও সিক্ত বস্ত্রখণ্ড সংলগ্ন করিবে; অথবা পোস্তের চেড়ির স্রেন দিবে। অত্যন্ত কক্জটাইটিস্ থাকিলে টেম্পলে স্ক্রিটার দেওয়া কর্তব্য। কর্ণিয়াতে ক্ষত হইলে তত্পরি নাইটেট্ অব্ সিল্ভার পেন্সিল্ বা উহার সোসন লাগাইবে। চক্ষুর উপর সর্ষদা সন্ধ্যাবর্ণের পদ্ম রাখা উচিত। কাদি থাকিলে কক-নিঃসারক ঔষধ সকল ব্যবহার। ক্ষোটক

হটলে ছেদন করিয়া কার্বলিক তৈলযুক্ত লিণ্টের পটি দিবে।

(৭) প্রতিবেদক—বিশেষরূপে আরোগ্য না হইলে রোগীকে কোন স্থানে ঘাইতে দিবে না। একদিকে এইরূপ প্রথা আছে যে, কোন গ্রামে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, অথবা বাঙ্গালা টাক্য লটলে অল্প গ্রামের লোক সেই গ্রামে যায় না। যে গৃহে বসন্তরোগাক্রান্ত রোগীকে রাখা হয়, সেই গৃহে চূণ লেপন করিয়া ডিস্-ইনফেক্টেন্ট ঔষধ সকল ছড়াইবে। শয্যা ও বস্ত্রাদি ধোত কিংবা দহন করিবে। এই পীড়া উপস্থিত হইলে বাহাদের টীকা হয় নাই তাহাদিগের টীকা দেওয়া উচিত। সমুদ্রগর্ভে জাহাজের উপর বসন্ত রোগ প্রকাশিত হইলে এবং ভ্যাক্সিন লিম্ফ না থাকিলে, বাহাদের টীকা হয় নাই তাহাদিগকে বসন্তবীজ দ্বারা টীকা দেওয়া বিধেয়। কামণ তদ্বারা বসন্ত রোগ মুহু লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে। বসন্তের পূর্ণপূর্ণ অবস্থায় নিম্নোক্ত ঔষধ—

R সোডি সল্ফো কার্বলাস	১০ গ্রেণ
একট্র্যাক্ট সিল্কোনি লিকুইড্	১৫ ফোঁটা
একোয়া	১ আউন্স

এক মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার্য।

বাঙ্গালা টীকা (Inoculation)

ইহাতে বসন্তের বীজ দ্বারা টীকা দেওয়া হয়। টীকা দিবার পর দ্বিতীয় দিবসে ছেদিত স্থান কিঞ্চিৎ লালবর্ণ দেখায়। চতুর্থ কিংবা পঞ্চম দিবসে ঐ স্থান প্রদাহযুক্ত ও তথায় একটি ভেসিকেল্ উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত দিবসে উহার চতুষ্পাশ্বে এরিওলা হইয়া থাকে। এই সময়ে প্রাথমিক জ্বর উপস্থিত হয়; এবং ৩৪ দিবসের মধ্যে সর্বোচ্চ গুটি বহির্গত হইতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে টীকার গুটি পুণ্যুক্ত হইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হয়। ইহাতে গুটির সংখ্যা নূন ও লক্ষণগুলি মুহু দেখা যায় বটে, কিন্তু কখন কখন রোগ সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

ভেরিওলায়েড্ (varioid)—টীকা দিবার পর বসন্ত রোগ হইলে তাহাকে ভেরিওলায়েড্ কহে। ইহাতে দ্বিতীয় জ্বরের লক্ষণগুলি প্রায় প্রকাশিত হয় না। গুটির গতি মুহু ও ভেসিকেল্ গঠিত হইয়াই শুষ্ক হইতে থাকে। সময় সময় পটিউল হইলেও শীঘ্র শুকাইয়া যায়। গাত্রে গভীর দাগ জন্মে না। কোন কোন স্থলে গুটি বহির্গত হইবার পূর্বে গাত্রে বৃহৎ বৃহৎ এল দাগ দেখা যায়; যাহাকে রাস্ (Rash) কহে।

ইংরাজী টীকা (vaccination)

বহুকাল পূর্বে ইতালিদেবীর চিকিৎসকেরা জানিতে পারেন যে, গাভী ও অজ্ঞাত পশুদিয় দেহেও একপ্রকার বসন্ত

বহির্গত হইয়া থাকে। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডদেশে প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনা হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জেনার (Dr. Jenner) টীকা দিবার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে উপদেশ দেন যে, নরদেহে গো-বীজ প্রবেশ করিলে গুটির গতি মুহু হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, বসন্ত সংক্রামক হইলে গাভীর পদোদরেও ভ্যাক-সিনা বা গো-বসন্ত হয়। মানব-বসন্ত-বীজ গাভীর উদরের নিকট ইনোকিউলেট করিলে শরীরের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন হেতু বসন্ত-গুটি না হইয়া গো-বসন্ত বাহির হইয়া থাকে; তাহার ক্রিয়া বসন্তের ক্রিয়া অপেক্ষা মুহু। এই গো-বসন্তের লসিকা দ্বারা টীকা দেওয়া যায়।

গাভীর স্তনের উপর গুটি হইলে তাহাকে ভ্যাক্সিনা (Vaccina) বা গো-বসন্ত কহে। ঐ গুটির রসকে কাউ লিম্ফ্ অর্থাৎ গোবীজ বলে। এতদ্বারা টীকা দেওয়া হইয়া থাকে। যে প্রণালীতে ঐ বীজ দ্বারা মনুষ্যদেহে টীকা দেওয়া যায়, তাহাকে ভ্যাক্সিনেসন বলা যায় এবং উহা দ্বারা নরদেহে যে গুটি উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভ্যাক্সিন পটিউল্ বলে। সপ্তম দিবসের গুটিকা হইতে যে রস পাওয়া যায়, তাহা লসিকা বা লিম্ফ নামে খ্যাত। উহা নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা রক্ষা করা হয়—(১) অতি সূক্ষ্ম গ্লাসটিউবে, (২) দুই খণ্ড কাচের মধ্যে, (৩) লসিকা শুষ্ক হইলে তাহার সহিত মিসিরিন্ মিশ্রিত করিয়া রাখা যায়। সপ্তম বা অষ্টম দিবসে অর্থাৎ এরিওলা হইবার পূর্বে ফোটকের শীর্ষস্থানে অল্প বিদ্ধ করিয়া লসিকা গ্রহণ করিবে। পাশ্বে বিদ্ধ করিলে মধ্যপ্রাচীর ভেদ করিয়া লসিকা অঙ্গোপরি আসিতে পারে না এবং তাহাতে লসিকার রক্ত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা। শীতকালে ৬৭ এবং গ্রীষ্মকালে ৫৬ দিনের গুটি হইতে বীজ গ্রহণ করা উচিত। এক ব্যক্তির হস্ত হইতে বীজ লইয়া অস্ত্রের হস্তে টীকা দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। সুস্থ বালকের টীকা হইতে বীজ লওয়া বিধেয়। কোন শিশুর চর্মরোগ, অথবা গুহদ্বার বা জননেন্দ্রিয়ে উপদংশজনিত উচ্চ ফোটক, কিংবা সর্দি ও গলায় ক্ষত থাকিলে তাহার বীজ লইবে না। পরিষ্কৃত ল্যানসেট্ (Lancet) ব্যবহার্য, অপরিস্কৃত অস্ত্র ব্যবহার করিলে, চর্মের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। ২ হইতে ৪ মাস বয়স্ক শিশুদিগকে টীকা দিলে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। শিশু জরাক্রান্ত হইলে, অথবা চর্মরোগ, উদরাময় বা দন্তোদ্যমের সম্ভাবনা থাকিলে টীকা দেওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষ আবশ্যক না হইলে ১১ বা ২ বৎসর বয়সের সময় টীকা দেওয়া উচিত। ইদানীং অনেকানেক গ্রন্থকার কার্ব-লিম্ফ্, অর্থাৎ গোবৎসে যে ভ্যাক্সিনা উৎপন্ন হয়, তাহার লসিকা দ্বারা টীকা দিতে পরামর্শ

মেন। ইহা দ্বারা শিশুদিগকে একবার ও পরিণত বয়স্কদিগকে দুইবার টীকা দিলে বিশেষ কললাভ হইয়াছে।

টীকা দিবার স্থান—সাধারণতঃ যে স্থানে ডেলটয়েড পেশী শেষ হইয়াছে, তাহার উর্দ্ধ ও অধঃ পরস্পর এক বা দেড় ইঞ্চি অন্তরিত স্থানের চর্ম আকৃষ্ট করিয়া অস্ত্রদ্বারা উপস্থলের নিম্ন পর্য্যন্ত বীজ প্রবেশ করাইতে হয়। প্রত্যেক হস্তে দুইটা টীকা দেওয়া উচিত। নিম্নলিখিত চারিটি প্রণালীতে টীকা দেওয়া বিধেয়।

(১) ল্যানসেটের অগ্রভাগে বীজ লিপ্ত করিয়া তাহা বক্রভাবে প্রকৃত চর্ম পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিবে; এরূপ ভাবে অস্ত্রাঘাত করিতে হইবে, যেন কেবল বিদ্যুৎরক্ত বহির্গত হয়। ৫৬ সেকেন্ড পর্য্যন্ত ছেদিত স্থানে অস্ত্র রাখিয়া পরে বাহির করিবে।

(২) অস্ত্রদ্বারা সমান্তরালভাবে ৫৬ টি ছেদ করিয়া তদুপর লিম্ফ লিপ্ত করিবে। (৩) উকী দিবার মত হুচিকা দ্বারা স্থানটা বিদ্ধ করিয়া তাহার উপর লিম্ফ সংলগ্ন করিবে। (৪) অস্ত্র কিংবা লাইকর এমোনিয়া দ্বারা উপস্থল উন্মোচন করিয়া বীজ দিবে।

গুটির গতি—টীকা দিবার পর তৃতীয় দিবসে ছেদিত স্থানে লাল ও উচ্চ প্যাপিউল্ দৃষ্ট হয়। দিন দিন উহার উচ্চতা ও আরক্রিমতা বৃদ্ধি পায়। ৫৬ দিনের মধ্যে প্যাপিউল্গুলি ভেসিকুলে পরিণত হয়। উহারা দেখিতে গোল বা অণ্ডাকার, মধ্যস্থল নত, বর্ণ নীলাভ খেত। ৭ম দিবসের শেষে উহাদের চতুর্দিকে একটা লালবর্ণ রেখা দেখা যায়, তাহাকে এরিওলা (Areola) কহে এবং তৎসময় গুটিগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ৮ম দিবস হইতে গুটি সকল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং দেখিতে গোল, আকৃষ্ট, ধার উচ্চ, বর্ণ মুক্তার স্থায় উজ্জ্বল ও তন্মধ্যস্থ লিম্ফ কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা সচল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাকে ডাক্তার বিল (Dr. Beale) বাইওপ্লাজ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুই দিবস পর্য্যন্ত এরিওলা (Areola) বিবর্তিত হয় এবং উহাদের ব্যাস ১ হইতে ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়ে। ক্রমে উহার চতুঃপার্শ্ব স্থান ক্ষীত ও দৃঢ় হয়। ১১ দিবসের পর ফোটেকগুলি ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে এবং একত্র হইয়া চতুর্দশ বা পঞ্চদশ দিবসে একটা বৃহৎ লোহিতাভ পাটল কচ্ছু উৎপাদন করে। ঐ কচ্ছু ২১ হইতে ২৫ দিবসের মধ্যে স্থলিত হইতে দেখা যায়। টীকা দেওয়া সফল হইলে তাহার দাগটি গোলাকার খেতবর্ণ এবং চর্ম্মাপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্ন দেখায়। উহার ব্যাস ১ ইঞ্চির নূন হয় না এবং তলদেশে স্থল স্থল গঠিত থাকে। এতদ্ব্যতীত মধ্যস্থল হইতে চতুঃপার্শ্ব পর্য্যন্ত রেখাবৎ চিহ্ন দেখা যায়। ঐ প্রকার দাগ থাকিলে টীকা সফল বলা যায়। দাগটি এরূপ বৃহৎ কিংবা পূর্কোক্ত প্রকার চিহ্নযুক্ত না হইলে অসম্পূর্ণ বা

সন্দেহজনক এবং দাগটি সামান্য হইলে বিকল বলা যায়। সময় সময় গুটিগুলি উচ্চ নিয়মানুসারে বহির্গত না হইয়া ভিন্ন স্থানে ২ বা ৩টি কিংবা অনেকগুলি ভেসিকুল্ বহির্গত হইতে দেখা যায়। অপরিবর্তিত গো-বীজ হইতে টীকা হইলে ৮১২ দিন পর্য্যন্ত প্যাপিউল্ উৎপন্ন হয় না; বয়ঃ ১৪ কিংবা ১৬ দিন পরে বেগুণী বর্ণ এরিওলা দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্বিধি অনেকানেক অনিরূপিত কল কলিতে থাকে।

টীকা দিবার পর প্রথমে অর হয় না, কিন্তু গুটিগুলি পরিপক হইবার সময় অর ও অজ্ঞাত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। গাড়ে ১০৪° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠে। ঐ সময় টীকা-স্থানে কণ্ডুয়ন, উচ্চতা, বেদনা ও আকৃষ্টতা অস্বভূত বহু এবং কক্ষের মাতৃ-সমূহ ক্ষীত ও বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে; তন্মধ্য শিশুরা হস্তচালনা করিতে কষ্টবোধ করে। কখন কখন এরিসিপ্লাস্ বা ক্ষত এবং চূর্ণল শিশুদিগের অস্থিরতা, উদরাময়, ও অজ্ঞাত কঠিন লক্ষণ ঘটে। কোন কোন স্থলে বিশেষতঃ গাতীর গাত্র হইতে লিম্ফ হইয়া টীকা দিলে প্রায় গাড়ে পাটনিকা, শৈবালিকা বা রসগুটী বহির্গত হইতে দেখা যায়।

এরূপ অবস্থায় অরনিবারণার্থ শিশুদিগকে মৃদু বিরেকক ঔষধ, যথা—১ ড্রাম্ ক্যাঠর অয়েল্ ও সামান্য ঘর্ষকারক ঔষধ দিবে। হস্তের প্রদাহ নিবারণ করিবার জন্ত আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড, গোলডিস লোষণ, বা কোল্ড্ ক্রিম্ অথবা চন্দন লেপন করিবে।

পুনর্টীকা প্রদান (revaccination)—টীকা দেওয়া বিফল কিংবা অসম্পূর্ণ হইলে, অথবা বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব কালে, পুনরায় ইংরাজি টীকা দেওয়া যায়। সচরাচর বয়ঃপ্রাপ্তব পর পুনরায় টীকা দেওয়া হয়। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, ৭ বৎসর অন্তর টীকা দেওয়া উচিত। কিন্তু দ্বিতীয়বার ভাগ করিয়া টীকা দেওয়া হইলে পুনরায় টীকা দেওয়া আবশ্যক করে না। প্রথম দেওয়া টীকার গুটি হইতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের গুটির অনেক বিভিন্নতা আছে। ইহার ফোটেক শীঘ্র বহির্গত হয় এবং ৫৬ দিনে রসগুটী (Vesicle) পূর্ণ হইয়া থাকে। ৮১২ দিবসে শুষ্ক হইতে থাকে। পুনরায় টীকা দিবার পর ৬ জরের লক্ষণ সকল প্রায় প্রবল থাকে এবং কখন কখন এরিসিপ্লাস্ উপস্থিত হয়। পুনর্টীকা প্রদানকালে কখন কখন কোন চূর্ণলচিত্ত ব্যক্তি মূর্ছা যায়।

একবার টীকা হইলে পর যাহার দ্বিতীয়বার টীকা দেওয়া হয়, তাহার দেহে আর কখনও বসন্তরোগ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কোন কোন স্থলে যদিও বসন্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু লক্ষণ সকল মৃদু হয় ও গাড়ে দাগ পড়ে না। টীকা দিবার প্রথা প্রচলনের পর বসন্তের সংক্রামকতা কম হইয়াছে।

পাণ্ডুলিপি বা জল-বসন্ত (Varicella)

ইংরেজিতে ইহাকে chicken-pox বলে। ইহা একটা সংক্রামক ও স্পর্শাশ্রমক লক্ষণকর ব্যাধি। এই ব্যাধি কখন কখন অধিক ক্রম ব্যাপিতা উপস্থিত হয়। উক্ত রোগ একবার হইলে দ্বিতীয় বার হয় না। এইরূপ সংক্রামক বটে, কিন্তু কখন কখন এক ব্যক্তির হইবারও হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা সচরাচর ৪ বৎসর বয়স্ক বালকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু সময় সময় যুবক ব্যক্তিগণ ও বয়স্ক স্ত্রীলোকদিগকে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা একপ্রকার বসন্ত রোগ; কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহাকে স্বতন্ত্র পীড়া বলিয়াই অনুমান হয়। কারণ প্রকৃত বসন্ত ও পান-বসন্তে মূলতঃ বর্ণেই পার্থক্য। অণুবীক্ষণ দ্বারা বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহার লসিকা বা পুরের মধ্যে এক প্রকার ক্ষুদ্র উত্তীর্ণ বিদ্যমান আছে।

কোন কোন স্থলে ১০ হইতে ১৪ দিবস পর্য্যন্ত ইহা গুণ্ডা-বহান থাকে, তখন ইহাতে কোন বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। আবার অনেক স্থলে কোন অঙ্গের লক্ষণ উপস্থিত না হইয়াই অগ্রে কণ্ঠ বহির্গত হইতে দেখা যায়। কিন্তু অপরাপর স্থলে কণ্ঠ বহির্গত হইবার ২৪ বা ৩৬ ঘণ্টা পূর্বে শিরোবেদনা, আলস ও সামান্য জ্বর উপস্থিত হয় এবং সামান্য কাশি ও বায়ুনলীর প্রদাহের লক্ষণ সকল বর্তমান থাকে।

জ্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় দিবসে ফোটকগুলি সহসা বহির্গত হয়। অগ্রে বক্ষঃস্থল ও স্বক্কে দেখা দেয়; পরে ৪৫ রাত্রি মধ্যে হলে হলে ক্রমশঃ হস্ত পদাদিতে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং মুখমণ্ডল সামান্য ভাবে আক্রান্ত হয়। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, প্রথম হইতেই ফোটকগুলির মধ্যে কিকিং জলবৎ রস থাকে। কিন্তু অধিক স্থলে কিকিং উচ্চ ও উজ্জ্বল লালাবর্ণ দাগ বহির্গত হয় এবং ৪৬ ঘণ্টার মধ্যে উহাকে রসগুটীতে পরিণত হইতে দেখা যায়। তখন গুটীগুলি দেখিলে কোঁচ হয় যেন উচ্চ জল ছিটা দিয়া রোগীর গারে কোঁচা উৎপন্ন করা হইয়াছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভেসিকেলের মধ্যস্থ রস কিকিং অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তৃতীয় দিবসে কতকগুলি ভেসিকেল পূর গুটীকার মত দেখায়। ভেসিকেল সমূহ দেখিতে গোল বা অগোলাকৃতি এবং বসন্তের গুটির মত। উহাদের শীর্ষভাগ অবনত কিংবা উঁহারা কোটর-বিশিষ্ট মত। বিচ্ছিন্ন করিলে গুটীগুলি সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হয় এবং এষিওলা থাকে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত গুটীসমূহ ক্রমশঃ গাঢ় ও অস্বচ্ছ হইয়া পড়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে কণ্ঠ শুষ্ক হয় ও পাতলা কড়ু নির্মাণ করে; পরে তাহা ক্রমশঃ চর্ণভাবে খলিত হইয়া পড়ে। কড়ু পতিত হইলে কিরদিবসের

জন্ম গাজে সামান্য লাল দাগ থাকে; স্থলবিশেষে দাগগুলি গভীর দেখা যায়। সাধারণ লক্ষণের মধ্যে সামান্য জ্বর, সর্দি ও চর্ণে কণ্ঠরূপ বর্তমান থাকে এবং গাজ হইতে এক প্রকার গন্ধ বহির্গত হয়।

নির্ণয়তত্ত্ব—টীকা দিবার পর বসন্ত রোগ হইলে কখন কখন জল-বসন্ত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। বসন্তের গুটি বহির্গত হইবার পূর্বে কটিদেশে বেদনা, বমন ও শিরোবেদনা প্রভৃতি করেকটি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকে; কিন্তু এই পীড়ার তাহা দেখা যায় না। জল-বসন্তের আবেশন বসন্তের মত দৃঢ় নহে। ভেসিকেল অবস্থায় পরিণত হইলে তলদেশ বসন্তের গুটির মত উচ্চ বা কঠিন হয় না। সুচিকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিলে চিকেন-পক্স সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু বসন্ত ভক্ষণ হয় না।

ভাবিকল—সর্বদা শুভ এবং সহজে আরোগ্য হয়; কিন্তু রোগারোগ্য হইবার পর রোগী কিয়দিন পর্য্যন্ত দুর্বল থাকে।

চিকিৎসা—সচরাচর কোন ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক নাই। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিয়া লঘু আহার দিবে। জ্বর ও কাশি থাকিলে তন্নিবারণার্থ উপযুক্ত ঔষধ সকল ব্যবহার করিবে। সাধারণতঃ গৃহস্থের পান বসন্ত হইলে কুড়বাবুই, পেয়াজ প্রভৃতি যোগে একপ্রকার পান খাইতে দেয়, উহাকে বসন্তের “জাড়ি” বলে। বেগের দোকানে বসন্তের জাড়ি চাছিলেই পরিমাণ মত মিলিত জাড়ি কিনিতে পাওয়া যায়।

বসন্ত ঋতুতে আমাদের দেশে বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই রোগের উপক্রমশাস্তির জন্ম আমাদের দেশে শীতলার পূজা ও স্তবকবচাদি পাঠ এবং শাস্তি স্বস্ত্যয়নের রীতি আছে। মা শীতলাই বসন্তরোগের অধিপাত্রী দেবী, অন্নাসুর তাঁহার সহকারী।

মলয়ানিল সঙ্কলিত ভারতে এই রোগের প্রাবল্য বহুকাল হইতে শুনা যায়। অথর্ববেদে (১।২৪।১) “তন্মন্” শব্দে শীতলা রোগের উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নানা স্থানে আজিও বসন্তের পরিবর্তে শীতলা নামেই এই রোগ কথিত হইয়া থাকে। পিজিল্লাতয়ে শীতলাদেবী বিস্ফোটকের উগ্রপ্রাপনাশিনী এবং ক্ষমপুরাণে তিনি বিস্ফোটকবিশীর্ণের অমৃতবহিণী ও গলগণ্ডাদি দারুণ গ্রন্থরোগবিনাশিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই কারণে ব্রহ্মজ্ঞাত বসন্তরোগের তিনিই অধিপাত্রী।

হিন্দুধর্মে, একমাত্র শীতলাদেবীর সেবাইত ব্রাহ্মণ বা ডোম পণ্ডিতগণ বসন্তরোগ চিকিৎসার একমাত্র অধিকারী। তাঁহারা যে প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল। রোগীর গায় বসন্ত দেখা দিলে, তৎক্ষণেই তাহাকে স্বতন্ত্র গৃহে ও পবিত্রভাবে রাখিবে। রাজিবাসের পর বাসি কাপড় বা মলভাগাদি জন্ম অন্তর্গত বস্ত্র ঐ রোগীর ঘরে প্রবেশ করিবে না।

দিশে ৩ বা ৪ বার ঘরে গন্ধাজল ছড়া ও ধুনা দিবে। বাটার কেহ মাছ পাঠিবে না, লালপাড় কাপড় পরিবে না, অথবা পান পাঠিয়া চোঁট রান্ধা করিবে না। এমন কি, পায় পর্যন্ত আলতা দিয়া এয়াঁরা বেড়াইতে পারিবে না, ইহাতে মা শীতলার নিষেধ আছে। কারণ বসন্ত হইলেই গৃহে মা শীতলার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। এট জগ্গ লোকে ঐ সময় গৃহে ঘট পাতিয়া মার শূদ্ধা করে। মা খেতাকী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু সাধারণে মার মূর্তি ঘোর লালবর্ণ করিয়া গঠন করে। রোগী ঐ সময়ে একমনে মার মূর্তি ধ্যান করিয়া থাকে, লালপাড় বা রান্ধা চোঁট রাসভক্তা খেতাকী দেবীর অপমানকর ভাবিয়াই সম্ভবতঃ ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমান কোন বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, বসন্ত রোগগ্রস্তকে লালবর্ণহীন ঘরে রাখিলে ভাল হয়। কেননা লালবস্ত্রের সহিত বসন্তের বিশেষ সহযোগিতা আছে। তাই বোধ হয়, আমাদের জ্ঞানী মনীষিগণ শীতলাদেবীর লালমূর্তি করনা করিয়াছিলেন। দেবীমূর্তির ধ্যানে রোগমুক্তিরূপ লৌকিক ও মোক্ষরূপ পার-লৌকিক মূর্তি বিনিবিষ্ট আছে। রোগারোগের পর বসন্তের দাগ গাত্রচর্মের সহিত মিলাইবার জগ্গ অনেক বহুদর্শী লোক নারি-কেলোদক গায় মাথিতে বলেন।

শীতলার পণ্ডিতগণ প্রথমে রোগীর উষ্ণ রক্তের তাপ নিবারণ
জহ্ন এবং গাত্রজ্বালা শীতল করণার্থ বৈজ্যক শাস্ত্রের মস্তুরিকা-
ধ্যায়োক্ত কএকটি পানচ ও মকরমুখাদি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া
থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শীতলামাতার স্তবদি পাঠ করিয়া রোগীর
চিন্তে শীতলা মার প্রভাব বিস্তার করিয়া দেয়।

যদি গায় বসন্ত ভাল করিয়া না ফুটে, তাহা হইলে তাহার
আপনাদের অভ্যস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বসন্ত উঠাইবার চেষ্টা
পায়, এইরূপে যখন বসন্তগুলি গায়ের সর্ব স্থলেই উঠিয়া ক্রমশঃ
সুপক হয়, তখন তাহারা রোগীর গাত্রে চন্দন, কাঁচা হলুদের
রস ও মাখাম সংযোগে একটি ছোব লাগায়। তাহাতে রোগীর
গাত্র শীতল হয়। তার পর কাঁচা দিবার ব্যবস্থা। ঐ দিন
তাহারা বেলকাঁটা ব্রণের উপরে বিধাইয়া বসন্তগুলির মুখ
উন্মোচন দেয়। কাঁচা দিবার পূর্বে রাতে তাহারা রোগীর গৃহে
পঞ্চপাত্রে গন্ধাজল, তুলা, খাতিচন্দ্র ও ষ্টী বেলকাঁটা রাগিয়া
বলে "মা আসিয়া কাঁচা দিবেন।" তার পর আবশ্যক যত
আমরা দিব, আবশ্যক না হইলে দিব না।" বেলকাঁটা দিয়া
বসন্তের মুখ উন্মোচন দেওয়া বিশেষ উপযোগী, কেন না তাহাতে
কোণাকার ছুঁচাল ব্রণের স্থানে কাঁটার গোড়া লক্ষ্য করায় বড়

* পরদিন প্রাতঃকালে ঐ বটী কাটা, তুলা, চুড় ও গজাঙ্গল নিবহুকের
মূলে ফেলিয়া দিতে হয়। বসন্তের ছোট কাটিলে “নিবহুত” ছোটাইবার
ব্যবস্থা আছে।

হইয়া পড়ে, অথচ কাঁটার হুচাণ্ড্র প্রণকতের গভীরতম তলদেশ স্পর্শ করিয়া থাকে। ইহাতে পুরনির্গমের বিশেষ সুবিধা হয়। কতের পর গারজালানিবাধুণের জন্ত তাহারা সর্বদা মধ্যমের প্রেলপ দিয়া থাকে। কখন কখন কতের বা বা “বসন্তের গোড়” আরোগ্যের জন্ত তাহারা বসন্তকুমারী প্রকৃতি নানা প্রকার তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করায় এবং কৃত অণবা আক্রান্ত স্থানের উপর লাগাইতে বলে। ইহাতে বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে।

মা শীতলার কপায় বসন্তের উগ্রাঙ্গা বিদূরিত হইলে, হিন্দু
মাত্রেই গৃহে গৃহে শীতলার গান দেয় এবং দেবীর সম্মুখে পূজা ও
ছাগ বলি দেয়। এই শীতলা পূজার জন্ত স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণ
সেবাসিত এবং কোথাও কোথাও ডোম পণ্ডিত নিযুক্ত আছে।
উভয়ই বসন্তরোগের চিকিৎসা করিয়া থাকে। উভাদের
চিকিৎসাপ্রণালী অন্তর্য। বসন্তরোগের চিকিৎসা করিয়া কোন
কোন ডোম পণ্ডিত গবর্মেন্টের নিকট ডিপ্লোমা পাইয়াছেন।

শীতলার পাণ্ডিতমুখে এবং দৈবকীৰ্ত্তনময় কবিশরৎ ও নিত্যা-
নন্দের শীতলা-মঞ্চলে আলকুশী, ধুকুড়িয়া, চামদল প্রভৃতি
৬৪ প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ গুনা যায়।

“চৌষটি বসন্ত সঙ্গে, উন্মিলে পরম রঙ্গে

नानादेशं वृत्तेन त्रयिणा ।

বিষম প্রবন্ধ বল, ধুকুড়িয়া চামদল,

লোকে দেহ বসন্ত যাইয়া ॥'

উক্ত গ্রন্থের আর এক স্থলে আছে,—

“আগে শীত আরম্ভ পশ্চাতে মাথা বাথা।

ଚୌଦ୍ର ପ୍ରହର ଜର ଡୋଗ ଆମି କରି ତଥା ॥'

চৌদ্দ প্রহর অর্থাৎ দেড় দিন অরতোগের পর, প্রায়ই বসন্ত দেখা দেয় এবং মাথাব্যথা কম্পংসুপ্ত অবস্থায় বসন্তবিভাবের প্রধান লক্ষণ। বিভিন্ন প্রকার বসন্তের নাম ও বসন্তরোগমুক্তির নিদানভূত শীতলাস্তর ও শীতলার গান শীতলাদেবী প্রসঙ্গে বিদ্যুত হইল। [শীতলা দেখ।]

বসন্তুলতা। (কী) নারিকাতেন।

বসন্তুললনা। (স্ত্রী) শুক্ল যুগী, চলিত খেতমুঁই । (বৈদ্যকনি.)

বসন্তুলেখা (স্ট্রী) রাজকন্যাভেদ। (রাজতরং ৭।২৫৭)

বসন্তানিতল (পুং) বিকুম্ভিভেদ ।

বসন্তরোগ (ক্লী) বসন্তনামক রোগজনিত ব্রণ, মসুরিকা।

বসন্তব্রত (পূ.) কোকিল। (বৈষ্ণবনি.)

বঙ্গস্বদেশে (পূঃ) কলিকাতা।

বসন্তুসম (পূ) বসন্তু সপা (বাজাহ:মথিভাট্। প
৫।৪।২১) ইতি টট্। কামদেব। (হলাসুধ)

বসন্তসমরোৎসব (পুং) বসন্তসময় উৎসবঃ। বসন্ত সময়ের উৎসব, বসন্তোৎসব, কান্তন্যাসের পূর্ণিমাতিথিতে ঐক্যের উদ্দেশ্যে যে উৎসব হয়। ২ বসন্তকালের উৎসবমাত্র।

বসন্তসেন (পুং) রাজপুত্রভেদঃ। (কথাসরিংসাং ৩০।৩০)

বসন্তসেনা (স্ত্রী) মহাকবি রাজা শূরক-প্রণীত দুচ্ছটিক নামক প্রকরণের নারিকাত্তেব। অবন্তীপুরীতে চারুদত্ত নামে জনৈক সাধবাহি ব্রাহ্মণ যুবা ছিলেন, বসন্তসেনা বেশবিনীতা হইয়াও ঐ দয়িত্রুবকের গুণাহুরাগিনী হইয়া পড়েন। বসন্তসেনা বসন্তশোভার জায় রমণীয়া, এইরূপই কবির বর্ণনা।

“অবন্তীপুৰ্য্যাহি কিলসার্থবাহো

যুবা দয়িত্রঃ কিল চারুদত্তঃ।

গুণাহুরক্তা গণিকা চ যত,

বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।” (দুচ্ছটিক ১ অঃ)

বসন্তার্তি (পুং) বিতীতক বৃক্ষ। (বৈতকনিং)

বসন্তাধ্যয়ন (স্ত্রী) বসন্তসাহচরিত অধ্যয়ন। (পা ৪।২।৬৩)

বসন্তিকা (স্ত্রী) অশ্মরোজেন্দ।

বসন্তোৎসব (স্ত্রী) বসন্ত উৎসব। কান্তন্যোৎসব। কান্তন্যাসের পূর্ণিমার দিন বৈষ্ণবগণসহ ঐক্যের প্রিয় ভক্ত বসন্তের পূজোৎসব করিতে হয়। এই উৎসবের বিধি ব্যবস্থা প্রকৃতি ভবিষ্যোত্তরখণ্ডে ভগবান্ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার ফলশ্রুতি সৰ্ব্বত্র এইরূপ বলিয়াছেন যে, যে জন শাস্ত্রশাসনমত এই কান্তন্যোৎসব অঙ্গুষ্ঠান করিলে, আমার প্রসাদে তাহার সমস্ত মনোরথই পূর্ণ হইবে। তুষারকাল অতীত হইলে বসন্তকালে বাসন্তী-পূর্ণিমার দিন প্রাতে যে জন চন্দন সহস্রত চূতকুহ্ম তক্ষণ করে, নিশ্চয়ই পতবর্ষকাল পর্যন্ত তাহার জীবন সুখময় হইয়া থাকে।

“বৃন্তে তুষার সময়ে সিতপক্ষশ্যাম্,

প্রাতঃপক্ষসময়ে সমুপস্থিতে চ।

সম্প্রান্ত চূতকুহ্মং সহ চন্দনৈম।

সত্যং হি পার্শ্ব পুরুষোহকশতং সুখাত্মং।”

(হরিতকি বিং ২৪ বিং)

২ বসন্তকালোত্তব উৎসবমাত্র।

“অথ তস্মিন্ মহাবেশো বসন্তোৎসববাসরে।

আযথৌ প্রথমে বামে কুমারসচিবো নিশিঃ” (কথাসরিংসাং ৪।৪২)

[মননমহোৎসব দেখ।]

বসন্তোৎসবমণ্ডল (স্ত্রী) হরিতাল। (বৈতকনিং)

বসহ্ন (পুং) ১ নানা বেশধারী। ২ অধি। “মমত্নঃ পরিত্যা বসহ্না” (শব্দ ১।১২২।৩) ‘বসহ্না বসনার্হো গার্হপত্যাদিক্রপেণ, যথা বাসকানাম্ আজ্ঞাদকানাম্ বৃক্ষাদিনাম্ হস্তাঘিঃ অথবা, বসহ্না বাসার্হো বাসরক্ত গময়িতা’ (সারণ)। [বসনার্হ দেখ]

বসব, (বৃষত শব্দের কনাকী অপভ্রংশ) — দাক্ষিণাত্যের বীরশৈব বা লিঙ্গারত-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। বীরশৈবদিগের নিকট ইনি শিবায়ুচের নন্দীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে আজও লক্ষ লক্ষ লোক এই বসবের মত অমুসারে চলেন, স্তূতস্বাং ইনি একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইহার মাহাত্ম্য ও ধর্মমত বীরশৈবদিগের ‘বসবপুরাণে’ ও ‘ছরবসবপুরাণে’ বর্ণিত আছে।

বসবপুরাণে লিখিত আছে,—জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাকদিগের প্রভাবে ভারতভূমি হইতে শৈবধর্ম একপ্রকার বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। সেই সময় নারদ ঋষি কৈলাসে গিয়া মহাদেবকে ভারতভূমির ছরবস্থা জানাইলেন। শিব ও পার্শ্বতী উভয়েই নারদের কথার বিচলিত হইলেন। ঋগকাল চিন্তার পর শিব সত্যধর্মপ্রচারের জন্য নন্দীকে পাঠাইলেন।

বগুবরী নামক গ্রামে মাদিরাজ নামে এক শৈবব্রাহ্মণ তাঁহার সাধ্বী পত্নী মদলাধিকার সহিত বাস করিতেন। তাঁহাদের সন্তানাদি ছিল না। পুত্র কামনা করিয়া তাঁহারা নন্দিনাথের পূজা করায়, নন্দিনাথ ব্রাহ্মণের বাসনা পূর্ণ করেন। তাহাতেই ব্রাহ্মণ-পত্নী গর্ভবতী হইলেন। তিনবর্ষ কাটিয়া গেল, গর্ভভারে ব্রাহ্মণী অতিশয় পীড়িতা হইয়া নন্দিনাথের নিকট কষ্ট জানাইলেন, নন্দী স্বপ্নে ব্রাহ্মণীকে দেখা দিয়া কহিলেন, আমি নিজেই তোমার গর্ভে অবতীর্ণ হইব, কোন চিন্তা নাই। অনতিকাল পরে ব্রাহ্মণী কষ্টে লিপ্তগোষ্ঠিত এক শিশু প্রসব করিলেন, তাঁহার নাম হইল বসব।

অল্পদিন মধ্যেই বসব লিখিতে পড়িতে শিখিলেন। ৮ম বর্ষে তাঁহার উপনয়নের সময় আমিল, পিতা উপনয়নের আয়োজন করিলেন, কিন্তু তিনি যজ্ঞোপবীত লইতে সম্মত হইলেন না। তিনি প্রকাশ করিলেন,—‘আমি শিবভক্ত, আমি ব্রহ্মকুল চাহি না। জাতিভেদরূপ বৃক্ষমূলচ্ছেদনে আমি কুঠার স্বরূপ।’

এই সময় কলামণিপতি বিজলের মন্ত্রী বলদেবও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বাবকের অপূর্ণ শক্তির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন। এমন কি তিনি আমলার কল্যাণদেবীর সহিত বসবের বিবাহ দিলেন। অল্পদিন মধ্যেই বসবের মত

* “কান্তজাং পৌর্ণমাত্ত্যে কিলঘ্যামিকৈঃ সহ।

ঐক্যমিত্ততস্ত বসন্তজ্যোৎসবঃ।

তথিঘ্যোক্তভক্তো জরজঘিষিকৈবলপকাতৈঃ।

যঃ ঐবুধিষ্ঠিরলোকো ব্যক্তং ভবমতা বহুঃ।

এবং যঃ কুরুতে পার্শ্ব পাশ্চাত্য কান্তন্যোৎসবঃ।

এতৎপ্রসাধাৎ সিধ্যাতি ভগ্যং সর্বকৈ মনোরাগাঃ।” (হরিতকিবিং)।

চারিমিকে রাষ্ট্র হইল। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিগ্রহ আরম্ভ করিলেন। কাজেই তাঁহাকে জমজুমি পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি কল্লড়ী গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন, এখানে এসিদ্ধ সঙ্গমেধরের মন্দির। সঙ্গমেধরের প্রত্যাশে হইল “তাঁহাকে শৈবধর্ম প্রচার করিতে হইবে। জন্মদিগকে আমারই স্বরূপ ভাবিবে,—সহস্র অপরাধ করিলেও তাহাদের ক্ষেপ করিবে না। পরত্নী বা পরধনে ক্রক্ষেপ করিবে না, সর্বদা সত্য বলিবে এবং সত্যপালন করিবে।”

কল্লড়ী গ্রামে উৎসব হইল। এ উৎসবে নক্ষীমূর্তিরও পূজার ব্যবস্থা ছিল, ব্রাহ্মণেরা বরারর যে ভাবে পূজা করিয়া আসিয়াছেন, সেই ভাবেই সঙ্গমেধরের পূজা করিলেন, কিন্তু বসব আসিয়া ভিন্ন ভাবে পূজা করেন, তখন ব্রাহ্মণেরা চটয়া বসবকে মারিতে উদ্ভূত হইলেন। এই সময় জঙ্গমেধর জলদ গভীর নিনাদে সকলকে জানাইলেন ‘তোমাদের পূজা বৃথা, বসবের পূজাই প্রকৃত পূজা,’ এই ঘটনার বসবের মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল।

কলাপ-রাজমন্ত্রী বলদেবের মৃত্যু হইলে, বিজ্ঞলরাজ আত্মীয় বজনের পরামর্শে বসবকেই মন্ত্রিত্ব প্রদান করিলেন। যখন বসব রাজমন্ত্রিরূপে কলাপে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন কলাপ-রাজধানী মালিকচিহ্নে স্তম্ভশোভিত হইয়াছিল। স্বয়ং বিজ্ঞল-রাজ অতি সমাদরে আগবাড়িয়া বসবকে লইয়াছিলেন। তিনি রাজমন্ত্রিত্ব ব্যতীত প্রধান সেনাপতি ও প্রধান কোষাধ্যক্ষপদও লাভ করেন? বলিতে কি কলাপপতি ভিন্ন তাঁহার উপরে আর কেহ রহিল না।

বিজ্ঞলরাজ তাঁহার অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভগিনী নীললোচনাকে বসবের করে সম্ভ্রদান করিলেন। বসবের উন্নত চরিত্র, সদাশয়তা ও স্বাধীন ধর্মোপদেশে রাজ্যের সকলেই বিমুগ্ধ, দেশ বিদেশে তাঁহার কীৰ্ত্তি বিদ্যোভিত। এমন উন্নতচরিত্র মহাপুরুষেরও ১২ হাজার কুকর্মনিরত লিজায়ত আচার্য্য ছিল, বেত্তালয়েই তাহারা বাস করিত।

রাজমন্ত্রিকালে রাজকীয়কাৰ্য্য ব্যতীত তাঁহার দ্বারা বহু অমাহুতিক কাৰ্য্য সাধিত হইয়াছে। তিনি গৌম ওজনের বাটখারাকে লিঙ্গরূপে ও জোরারীর বস্ত্র মুক্তার পরিণত করেন। বাহুরের চুধ বাহির করিয়া শিবদিগকে ধাওয়াইয়াছিলেন, চিত্র হইতে কাঁঠাল বাহির করেন, রাজসভার বসিয়া ছইক্রোশ দূর-বর্ত্তিনী গোপালনার কাতরবাণী শ্রবণ ও তাহাকে উদ্ধার করেন।

বিজ্ঞলরাজ একদিন শুনিলেন যে, মন্ত্রী তাঁহার ধনাগার পূজ করিয়া জন্মকে অর্ঘ্য বিতরণ করিতেছেন। রাজা এ সংবাদ পাইয়া বসবের উপর অতিশয় বিরক্ত হন এক তাঁহাকে ডাকিয়া

আনয়া বলেন, “তুমি কি মনে করিয়াছ যে, তুমি দান্য ইচ্ছা তাহাই করিবে। এরূপ লোককে আমি চাহি না। বসব হাসিয়া উত্তর করিলেন, বতরিন আমার কাছে কামধেনু ও কল্লভক আছে, ততদিন আমার চিন্তা কি?” এই বলিয়া তিনি রাজাকে ধনাগার দেখাইয়া বিদায় করিলেন।

একদিন রাজসভার বসব তত্ত্বধারণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন, রাজা জৈন ধর্মাবলম্বী। তত্ত্বধারণ বা লিঙ্গোপাসনার উপর তাঁহার কিছু মাত্র আস্থা ছিল না। বসবের মুখে তত্ত্ব-মাহাত্ম্য শুনিয়া হাসিয়া একজন নীচজাতীর গ্রীলোককে দেখাইয়া উত্তর করেন, এই বেশ তত্ত্বানুভূত হাঁড়িতে কেমন পবিত্র স্ত্রী লইয়া বাইতেছে। বসব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, ঐ পবিত্র পায়ে কখনই স্ত্রী ধাক্কিতে পারে না, এইরূপ বলিয়া রাজাকে প্রমার পরিবর্ত্তে চুপ দেখাইয়া দিলেন। সকলেই চমৎকৃত হইল। কিছুদিন পরে একজন বৈদান্তিক কলাপের রাজসভায় উপস্থিত হন, তাহার সঙ্গে বহুসংখ্যক ছাত্র এবং দশটী হাতী বোঝাই লইতে পারে এত পুঁথি ছিল। সভায় সকলেই উঠিয়া বৈদান্তিকের সম্মাননা করিলেন, কেবল বসব ক্রক্ষেপ করিলেন না। বৈদান্তিক তাহা লক্ষ্য করেন। পণ্ডিতবর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রাজাকে লজ্জাস্ত করেন, ঐ তত্ত্বানুভূত-মূর্ত্তি কে! রাজা অতি-সুখ্যাতি করিয়া নিজ মন্ত্রির পরিচয় দিলেন। অনন্তর বৈদান্তিক তাহার সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। বসব একে একে তাঁহার সকল তর্ককাল ছেদন করিলেন। অবশেষে বৈদান্তিক শিবের নিন্দা আরম্ভ করিলেন, তখন বসব বলিলেন, শিবের নিন্দা করিয়া ব্রহ্মার একটা মাথা গিয়াছিল, তাহার মত শিবনিপুকের মাথা লওয়াই উচিত, এরূপ লোকের সহিত শাস্ত্র-বিচার আমার শোভা পায় না। খড়ের পুতুল এইরূপ অর্কাটীনের সহিত শাস্ত্রবিচার করিতে পারে। বৈদান্তিক একটী খড়ের পুতুল তৈয়ারী করিয়া বসবকে দেখাইলেন। কি আশ্চর্য্য বসব সেই খড়ে জীবনদান করিয়া তাহারই দ্বারা বৈদান্তিকের দর্পচূর্ণ করিলেন। তখন বৈদান্তিক সদলবলে বসবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

একদিন বহুলোকের কোণাহলে বিজ্ঞলরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি সেই গভীর নিদ্রাে আসাদের ছাড়ে উঠিয়া দেখিলেন চারিমিকে লোকারণ্য, আলোকমালায় সমস্ত পথ ঘাট যেন দিবা-লোকের মত হইয়াছে। রাজা দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ লিজায়ত শৈবে তাহার রাজধানী আবৃত করিয়া কেলিয়াছে, শৈবের পোষণের জন্ত তাহার মন্ত্রী তাঁহার রাজকোষ নিঃশেষ করিয়া কেলিতেছেন, তাহারা অত্যন্ত জুড় হইলেন। পরদিন মন্ত্রীকে বিস্তর তৎসনা করিলেন। রাজার তৎসনা শুনিয়া বসব কাণে

- হাত দিলেন, পরাধীনতা তাহার অসহ বোধ হইল। তিনি তৎ-
 • কণাৎ রাজাকে তাহার বাহা কিছু ছিল সমস্ত অর্পণ করিয়া
 • কল্যাণরাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিলেন।

প্রথম রৌদ্রতাপে অনচ্ছারে পদব্রজে ১২ ক্রোশ পথ আসিয়া এক পুরোহিতের সহিত দেখা হইল। তিনি বস্ত্র করিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে আনিলেন। এখানে ভগবান্ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া জানাইলেন, 'তোমার চিন্তা নাই। অমুক স্থানে গর্ত মধ্যে এক-ছারা মালা পাইবে, তাহাতে তোমার সকল উদ্বেগ দূর হইবে। সেই গর্তে হাত দিবা মাত্র এক ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! স্পর্শ মাত্র সেই সর্প টা মূল্যবান হারে পরিণত হইল। সেই হার বেচিয়া বসব প্রভূত অর্থ পাইলেন এবং তদ্বারা মহাসমারোহে জন্ম সেবায় ব্যাপৃত হইলেন। বিজ্ঞলরাজ তাঁহার অপূর্ণ ক্ষমতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া আবার তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিলেন। বসবের ক্ষমতা আবার বাড়িয়া গেল, সহস্র সহস্র লোক আসিয়া তাঁহার ভক্ত হইল।

ছত্রবসবপুরাণে লিখিত আছে, বসবের চরিত্রবল, জ্ঞান-প্রভাব ও আলৌকিক শক্তির ফলে শৈবসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বসবের জ্যোতা ভগিনী নাগলাধিকার গর্তে স্বয়ং ভগবান্ শিব অবতীর্ণ হইলেন। নাগলাধিকা চিরকুমারী অথচ বয়হা, তাঁহার গর্তলক্ষণ দেখিয়া নানা জনে নানা কথা রটনা করিল। রাজার কাছে ও অভিযোগ আসিল। রাজা বিচার করিবার জন্ত নাগলাধিকাকে আনাইয়া তাঁহার গর্তের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাক্ষী কুমারী অকুণ্ঠিত ভাবে রাজাকে জানাইলেন, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার গর্তে আসিয়াছেন। ইহা তাঁহার দেবপরিচর্য্যার ফল। রাজা মহাজ্ঞে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নাগলাধিকার গর্ত হইতে স্বয়ং ভগবান্ হস্তার করিলেন! সকলে স্তম্ভিত হইল। যথাকালে স্বয়ং ভগবান্ শিব ভূমিষ্ট হইলেন, তাঁহার নাম হইল ছত্রবসব। বসব ও তাঁহার মতামুবর্তী জন্মগণ পূর্বেই পথ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন ভগবান্ অব-তীর্ণ হইয়া নিজমত প্রতিষ্ঠা করিলেন। [পবর্গে বসব ও লিঙ্গায়ত শব্দে অপরাধের বিবরণ উঠে]

বসবান, বাসক, আচ্ছাদক। "তে হি বস্বে বসবানাঃ।" (ঋক ১।৯।২)
 'বসবানা বাসক। আচ্ছাদয়িতারঃ' (শাণ্ড)

বসব্য (স্ত্রী) ধন, অর্থ, সম্পত্তি। (ঋক ২।৯।৫)

বঙ্গ (স্ত্রী) বসতে বসতে বা বস-নিবাসে বস-আচ্ছাদনে বা বস-অচ্। ত্রিরাশ্যপ্। ১ মাংসমোহিনী। ২ মেদোদাত্ত। (রাজনি)

৩ গুরুমাংসভব মেহ, চলিত চর্বি।

"গুরুমাংসস্ত বঃ মেহঃ সা বঙ্গা পরিকীৰ্ত্তিতা।"

(সুশ্রুত শারীরস্থান ৪ অঃ)

বঙ্গা ও মেহের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া মহীধর লিখিয়াছেন—
 "তাপ্যমানস্ত বা মেহো মেদসঃ সা বঙ্গা মতা"

(গুরু ঘঙ্কঃ ২৫।৯ ভাষ্য)

বৈদ্যকশাস্ত্রে বঙ্গাবিশেষের বিশেষ বিশেষ গুণের উল্লেখ আছে। যথা—

"বঙ্গা মজ্জা চ বাতরী বলপিত্তকফপদা।

শোকরী মাহিবী বঙ্গা বাতলা মেদবর্জিনী।

সার্পনাকুলগোধেয়া হলপনে ব্রণকুষ্ঠহা।" (অত্রি ১৪ অঃ)

মৎস্ত, শিত্তমার ও মকরাদি গ্রাহ প্রভৃতির বঙ্গার গুণ ও ঐক্যপ। উহা বিসর্পহর, ক্ষয় ও কুষ্ঠরোগগ্র। [মেদঃ শব্দ দেখ।]

বহু প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গার প্রচলন আছে। তৈত্তিরীয় সাংহিত্য "বঙ্গাহোমের" (৬।৩।১।১) ব্যবস্থা দেখা যায়। সুশ্রুতে বরাহবঙ্গার উপকারিতা নির্দিষ্ট হইয়াছে। খবল রোগে শূকরবঙ্গানির্ধৃত প্রলেপ গাণ্ডক্যের বিশেষ উপকারী। বাত রোগে শূকরবঙ্গা মার্ক্জন সত্ত্ব রোগনাশক।

এই বরাহ বঙ্গা বা শূকরের চর্মির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা ভারতের সুবিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের উল্লেখ করিতে পারি। যে টোটা কাটা লইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী দল ইংরাজ কোম্পানীর বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, সেই টোটা উক্ত উভয় জাতির নিষিদ্ধ গো ও শূকরবঙ্গামিশ্রণে প্রস্তুত বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল।

জীবশরীরের মেদ বা চর্বি তাপযোগে গলাইয়া তাহা হইতে ফিল্মজপদার্থগুলি (Membranous matters) পৃথক্ করিয়া লইলে ঘৃতবৎ পরিষ্কার ও দানাদার বঙ্গা পাওয়া যায়। ঐ বঙ্গার কোনরূপ ভাল আবাদ পাওয়া যায় না, উহাকে একরূপ স্বাদহীন পদার্থ বলিলেও চলে। বাণিজ্যের জন্ত দেশদেশান্তরে যে বঙ্গা প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহা কতকপরিমাণে অপরিষ্কার ও জৈবৎ হরিদ্রাবর্ণ। জীবদেহের ভেদামুসারে এবং পদার্থের তারতম্যামুসারে ইহা সাধারণতঃ নানা প্রকার হইতে দেখা যায়। ঐ গুলির মধ্যে যে গুলি উৎকৃষ্ট, তাহা ওষধ (মলম = ointment প্রভৃতি) ও বর্ষিকা (candlestick) প্রস্তুতকার্য্য সম্পাদিত হয়। বঙ্গার মলম বা প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া ক্ষত-স্থানে লাগাইলে বা শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হইয়া উঠে। Tallow candlestick বা চর্মির বাতি যাহা বাড়, সেজ, সামান্য প্রভৃতিতে জ্বালান হয়, তাহাও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বঙ্গা হইতে প্রস্তুত। অপেক্ষাকৃত নিকটতর বঙ্গা হইতে সাবান (soap) প্রস্তুত হয়। চামড়া পালিশ (Leather dressing) ও নরম করিতে চর্মির বিশেষ প্রয়োজন। কলকবজার (Machinery) ও যানাদির চক্রে চর্বি না লাগাইলে কার্যের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, দ্যান্ডিনেবিয়া, ইতালী, কৃষ প্রভৃতি যুরোপীয় রাজ্যে সাবান ও বর্ষি প্রস্তুতের জন্য প্রচুর পরিমাণে বসা গালাইন হইয়া থাকে। অধুনা আমেরিকা, জাপান ও ভারতের স্থানে স্থানে জীবদেহের চর্কি হইতে বসা গালাইয়া লইয়া সাবান, বর্ষি প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে কি রূপে বসা গালাইন হয়, তাহা নিয়ে বিবৃত হইল—

কসাইগণ পশুমাংসবিক্রয়ের পর, চর্কিসমষ্টি (fat and suet) কারখানায় বিক্রয়ার্থ আনে। বসাকারী (Renderer) সেই বসাগুলি লইয়া ছুরীর সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া উন্মুক্ত জেলে গুলিয়া ঝিল্লী হইতে বিযুক্ত হয় এবং ধীরে ধীরে জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। তৎপরে গাদ কাটাইবার জায় আস্তে আস্তে সেই বসা হাতায় উঠাইয়া পাত্রান্তরে রাখা হয়। ঝিল্লীসংলিপ্ত হইয়া যে চর্কি তখনও পাত্রস্থ থাকে, তাহাকে উপযুক্ত ‘মাদ্রনযন্ত্র’ সাহায্যে উত্তমরূপে পিষিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। ঐ ঝিল্লীপিণ্ড বা খাঁখরী (Graves বা Cracklings) নামে পরিচিত। পুনরায় ঐ খাঁখরীগুলি জলে সিদ্ধ করিলে নরম হইয়া আইসে ও ফুলিয়া মোটা হয়। তখন তাহা গৃহপালিত পক্ষী, কুকুর ও অজ্ঞাত পশুদিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

জীবহত্যার পর বসানয়নকার্য শীঘ্রই সম্পাদনকরা আবশ্যক, কারণ শবদেহ হইতে অচিরে চর্কি স্থানান্তরিত না করিলে, তৎসংশ্লিষ্ট তত্ত্ব ও মাংসতত্ত্বগুলির পচাধরার সঙ্গে সঙ্গে চর্কিও শীঘ্র পচিয়া উঠে।

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র কৃষরাজ্যেই সর্কাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বসা উৎপন্ন হয়। তৎকালবাসিগণ প্রায় প্রতি বৎসরে ২৫ কোটি পাউণ্ড ওজনের বসা বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া তাহারা আপনাদের স্বদেশবাসীর ব্যবহারার্থ বসা প্রস্তুত করে। ঐ পরিমাণ বসা সাধারণতঃ যুরোপীয় কৃষরাজ্যের দক্ষিণস্থ পোন্টাইন্‌স্টেপী (Pontine steppes) নামক স্থবিত্ত তৃণপ্রান্তর মধ্যেই সংগৃহীত হইয়া থাকে। তথায় যে সকল স্তূরহৎ বসার কারখানা আছে, তাহাকে Salgans বলে। ঐ কারখানাগুলি কেবলমাত্র গ্রেট-ব্রিটানের অধিবাসি-রুলের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। তথাকার কর্মকর্তারা সহস্র সহস্র গবাদি পশু একসঙ্গে ক্রয় করে এবং এক বৎসর উত্তমরূপে খাওয়ানিয়া তাহাদের গাভ চর্কিপূর্ণ করিয়া লয়। যখন ঐ সকল পশুগাভ হইতে চর্কি নিষ্কাশন আবশ্যক ও উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তাহারা সেই গবাদিকে সালগান্‌ মধ্যে তাড়াইয়া লইয়া নিহত করে।

এই সকল সালগান্‌ বাটিকার মধ্যে সাধারণতঃ একটা বিযুক্ত উঠান এবং তাহার চতুর্দিকে বসাকরণরূপ ব্যবসারের উপযোগী কএকটা ঘর থাকে। তদ্ব্যতীত একটা নিহত গোমাংস-বিক্রয়-স্থান, কএকটাতে মাংসসিদ্ধ করিবার বয়লার প্রভিষ্ঠিত ও কোন গৃহে চামড়াগুলি লবণজারিত থাকে। অপর কএকটাতে দপ্তর-খানা ও কর্মচারিবৃন্দের বাসভবন। গ্রীষ্মকালে কেহই সালগানে থাকে না, কেবল কুকুর ও শিকারী পক্ষিগণ এখানে মাংসের পুতিগন্ধের আশ্বাসে বাস করে। গ্রীষ্ম অতীত হইয়া আসিলে তাহারা প্রথমে সামান্য সাখাক মাত্র পুটিকার ব্যবসা এখানে আনিয়া বিনাশ করে। তৎপরে বর্ষা ঋতুর প্রারম্ভে তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যারম্ভ করিয়া থাকে। তখন দলে দলে সালগান্‌ মধ্যে পশু আনিয়া অতি নৃশংসভাবে নিহত করিয়া থাকে। পশুহত্যার পর, ঐ পশুর গায়েই ভাল ছাড়ান হয়; তৎপরে পাছা ও পুঠের যে স্থানের মাংসে চর্কি নাই, সেই সেই স্থানের তিন চার টুকরা মাংস কাটরা লইয়া তাহারা বাজারের বিক্রয় করিতে পাঠায়। নিষ্ঠুররূপে মারা হেতু ঐ মাংস এরূপ খারাপ হয় যে, কোন ভদ্র ব্যক্তিই তাহা ক্রয় করে না। একমাত্র দরিদ্রেরাই তাহা ক্রয় করিয়া থাকে।

অবশিষ্ট শবদেহ তাহারা নাড়িভূড়ি বাদে কাটিয়া টুকরাটুকরা করে এবং তারপর বয়লার (Boiler) মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া চর্কি বাহির করে। এক একটা বয়লারে ১০ হইতে ১৫ টা বৃহৎমাংস ধরিতে পারে। প্রতি সালগানে এষ্টরূপ ৫৬০ টা বয়লার আছে। পাছে কটাের গায়ে মাংস লাগিয়া পুড়িয়া উঠে, তাই বয়লার মধ্যে তাহারা সামান্য মাত্রায় জল দেয়। কটাহস্থিত মাংসাহি মজা “Soup” নামে খ্যাত। কটাের উপরে চর্কি গুলিয়া উঠিলে হাতা দিয়া কাটাইয়া তাৎকালিক পিপার রাখে, পরে তাহাই আটরা বৈদেশিক বণিকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়। প্রথম যে বসা উৎলাইতে থাকে, তাহা সর্কাপেক্ষা সাদা ও উৎকৃষ্ট। তৎপরে যে বসা পাওয়া যায় তাহা ক্রমশঃ হরিদ্রাবর্ণ। পিপা না থাকিলে চামড়ার সেলাই করিয়া এক একটা কুপা বা থলি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বসা রাখা হয়। এই দ্বিতীয় প্রেণীর বসা উৎখিত হইলে পর, বয়লার পাত্রই অবশিষ্ট মাংস ও অস্থি কলের ভয়ানক চাপে নিষ্পেষিত করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃষ্টতর এক প্রকার বসা, বাহির করা হয়। ইহা ময়লাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ বসা সাধারণতঃ কলের চাকার জন্য ব্যবহৃত হয়।

একটা পুটদেহ ব্যবসায় এইরূপে জাল দিলে সাধারণতঃ ২৫০ হইতে ২৯০ পাউণ্ড বসা পাওয়া যায়। উহার দাম ১৫০ কুবলের কম নয়।

• উপরে যে গবাদির পরিভাষা অশ্বাধির কথা লিখিত হইল, তাহাও একবারে নষ্ট হয় না। বসাব্যবসায়ীরা ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য শূকরও রাখে। সেই শূকরগুলি ঐ অশ্ব খায়। তাহাতে শূকরের গায় চর্কির মাত্রা বাড়ে। পরে ঐ শূকরগুলিও বসানির্ঘাসকালে কটাহ মধ্যে নিক্ষিপ্ত, আলোড়িত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া থাকে।

বসাব্যবসায়ীরা খেত ও হরিদ্রাবর্ণ বসার মধ্যে যে পিপাগুলি বাতির উপযোগী এবং যেগুলি সাবানের উপযোগী তাহা স্বতন্ত্র কাঁচা বিক্রয় করে।

জীবশরীরের স্থানবিশেষজাত চর্কি কঠিন ও কোমল হইয়া থাকে। বৃদ্ধকের পার্শ্ব চর্কি স্বভাবতঃই কঠিন, কিন্তু অস্থি-গহ্বর মধ্যে যে যে স্থানে চর্কি জন্মে, তাহা উহা অপেক্ষা অনেক কোমল। তন্ত্রিণ মাংসপেশী ও অভ্যন্তরীণ কমনীয় দেহাংশে যে সকল চর্কি থাকে, তাহা সর্বাপেক্ষা কোমল ও অল্প-তৈলাক্ত মজ্জা বলিলে চলে। এইরূপ জীবদেহেরও তারতম্যাদ্বারা বসা কঠিন ও কোমল হয়। বুধ বা অশ্বের চর্কি অপেক্ষা ছাগ, চরিণ প্রভৃতি কোমলকার পশুর চর্কি কোমল এবং অতি অল্পতাপেই গলিয়া উঠে। ৭২° হইতে ৯২° ডিগ্রী-তাপে সকল চর্কিই গলিয়া উঠে।

ভৌতিক কার্য-সম্পাদন করিতেও বিভিন্ন জাতীয় পশু পক্ষী প্রভৃতির বসার আবশ্যক হয়।

মধুমা, নানা জাতীয় পশু এবং জলচর মৎস্তনজাদির শরীরে বিভিন্ন প্রকার বসা জন্মে। ঐ সকল বসার গুণ ও স্বভাব্য বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে বিবৃত আছে। [জীবজন্তুবিদ্যার পৃথক নামে এবং বস্তি শব্দে চর্কির বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বসাকৈতু (পুং) ধূমকেতুবিষেয। যে সকল কেতু পশ্চিমে উদিত অথচ উত্তর দিকে জায়ত, বৃহৎ ও দ্বিমুখী, তাহাকে বসাকৈতু বলে। এই কেতু উদিত হইলে মড়ক ও উত্তম স্তম্ভিক হইয়া থাকে। (বৃ° স° ১১।২২)

বসাঢা (পুং) বসরা আঢ্যঃ প্রচুরবসাবাদিত তথাকং। শিশুমার, চলিত গুগু। (ত্রিকা°) [গুগু দেখ]

বসাঢ্যক (পুং) শিশুমার (Dolphinns Gangeticus)

বসাতি (পুং স্ত্রী) ১ জনপদ। ২ উত্তর জনপদবাসী জাতি। ৩ জনমেজয়ের পুত্রভেদ। (ভারত আদি পং) ৪ ইক্ষাকুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

বসাতিক (পুং) বসাতি নামক উত্তর জনপদবাসী। (বৃ° স° ১৪।২৫)

বসাতীয় (ত্রি) ১ বসাতিজাতিসম্বন্ধীয়। ২ বসাতিরাজ।

বসাদনৌ (স্ত্রী) নৌভাষ্যশা। (বৈজ্ঞানিক°)

বসাপায়িন্ (পুং) বসান্ শিবভীতি পা-ণিনি। কুতুর। (শব্দমালা)

বসাপাবন (ত্রি) বসাপানকারী দেবতা। (স্ক্র বৃহৎ ৩।১২) বসাময় (ত্রি) বসা স্বরূপে, মদট্। বসাস্বরূপ। ত্রিরাং ভীপ্। বসা মাধান।

বসামুর (পুং) প্রাচীন জনপদভেদ।

বসামেহ (পুং) বাতজন্ত প্রমেহরোগ। বায়ু কুপিত হইয়া মেহরোগ উৎপন্ন হয়। বসামেহে বসাচূলা অথবা বসা মিশ্রিত মূত্র বারংবার নিঃসৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই বসা-মেহকে সর্পিমেহ বলিয়া থাকেন। (সুশ্রুত নিঃ)

বসামেহিন্ (ত্রি) বসামেহবিশিষ্ট ব্যক্তি। যাহার বসামেহরোগ হইয়াছে। (সুশ্রুত)

বসার (স্ত্রী) ইচ্ছা, অভিপ্রায়।

বসারোহ (পুং) ছত্রিকা, কৌড়কছাতা। (হারাবলী)

বসিত্বা (অব্য) পরিগান করিয়া।

বসাবশেষমলিন (ত্রি) বসাবশেষ দ্বারা মলিনতাপ্রাপ্ত।

বসাবি (স্ত্রী) বহুসমূহ। “বসাব্যামিত্র ধারয়” (ঋক্ ১০।৭৩।৮) ‘বসাব্যং বহুসমূহং’ (সায়ণ)

বসি (পুং) বস্ত্রে আচ্ছাদিত্যনেন বস্ত্রতে আচ্ছাদনপূর্বক ত্রিযতে ইতি বা বস আচ্ছাদনে (ঘনিকঘ্যঞ্জীতি। উপ্ ৪।১৩৯) ইতি ই। বসন। (উজ্জল)

বসিক (ত্রি) শূচ। [বসিক দেখ।]

বসিতব্য (ত্রি) পরিধানযোগ্য।

বসিত্ব (ত্রি) আচ্ছাদিত্ব। বস্ত্র দ্বারা আবরণকারী।

বসিন্ (পুং) বসা।

বসিন্দা (পারসী) অধিবাসী।

বসির (স্ত্রী) বস-কিরচ্। ১ সামুদ্র লবণ। ২ গজপিপ্লসী। (সুশ্রুত) (পুং) ৩ ব্রহ্মপামার্গ। (ভাবপ্র°) ৪ বারিন্দা। জলনিম।

বসিষ্ঠ, একজন প্রসিদ্ধ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের অধিকাংশ ঋক্ই বসিষ্ঠ বা বসিষ্ঠগণের দৃষ্ট। বসিষ্ঠের জন্মসম্বন্ধে বৃহদেবতা নামক বৈদিকগ্রন্থে লিখিত আছে—

“ভরোয়াদিত্যোঃ সত্রে দৃষ্টাপ্রমুর্ক্ষণীম্।

রেতশ্চকন্ম তৎকৃত্তে স্তপতবসতীযরে ॥

তেনৈব তু মুহুর্জেন বীর্ঘবস্তো তপশ্বিনৌ।

অগস্ত্যশ্চ বসিষ্ঠশ্চ তদ্রথী সংবচুবতুঃ ॥

বহবা পতিতঃ রেতঃ কলসে চ জলে স্থলে।

স্থলে বসিষ্ঠস্ত মুনিঃ সংবচুবর্ষিস্তমঃ ॥

কৃত্তে স্বপত্যঃ সঙ্কতো জলে মংস্তো মহাহ্রতিঃ।...

ততোহপ্প গৃহমাণান্ বসিষ্ঠঃ পুঙ্করং হিতঃ।

সর্বতঃ পুঙ্করে তং হি বিধেবেবা অধারয়ন ॥”

মিত্র ও বরুণ এই দুই আসিত্য যজ্ঞস্থলে উর্ধ্বশীর্ষে দেখিয়া তাঁহাদের রেতঃ স্খলিত হয় এবং তাহা বসন্তীবর নামক যজ্ঞীর কুণ্ডে পতিত হইয়াছিল; তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে অগস্ত্যা ও বসিষ্ঠ নামে দুই বীৰ্য্যবান্ ভপস্বী ঋষি আবির্ভূত হইলেন। ঐ রেতঃ কলসে এবং জলে জলে বহুধা পতিত হইয়াছিল। ঋষি-সত্তম বসিষ্ঠমুনি স্থলে, অগস্ত্যা কুণ্ডে এবং মহাদ্রুতি মৎস্ত জলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। জল ঢালিয়া লওয়া হইলে বসিষ্ঠ পুঙ্করে (জলে) ছিলেন, তখন দেবগণ সকল দিক্ হইতে সেই জলে তাঁহাকে ধারণ করিয়াছিলেন। ঋক্সংহিতায় বসিষ্ঠের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐরূপ আভাস পাওয়া যায়—

“উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠো বশ্রা ব্রহ্মন মনসোহপি জাতঃ।

দ্রুম্পঃ স্বরঃ ব্রহ্মণা দৈবোহন বিশ্বদেবা পুঙ্করে তামসংতঃ ॥

স প্রকেত উভয়ত্র প্রবিদ্যন্তু সহস্রদান উত বা সদানঃ।

যমেন তাতঃ পরিধিং বরিষায়স্পরসঃ পরি জজ্ঞে বসিষ্ঠঃ ॥

সত্রে হ জাতাবিষিতা নমোহিঃ কুন্তে সিবিচ্যুঃ সমানঃ।

ততো হ মান উদীয়ায় মধ্যাত্তো জাতমৃষিমাহবসিষ্ঠঃ ॥”

(ঋগ্বেদ ৭।৩৩।১১ ১৩)

অর্থ্যাৎ হে বসিষ্ঠ! তুমি মিত্র ও বরুণের পুত্র। হে ব্রহ্মন! উর্ধ্বশীর্ষ মন হইতে তুমি জাত। তখন (মিত্র ও বরুণের) রেতঃ স্খলন হইয়াছিল, বিশ্বদেবগণ দেবা স্তোত্র দ্বারা পুঙ্কর মধ্যে তোমার ধারণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন বসিষ্ঠ উভয় (লোক) অবগত হইয়া সহস্র দান করিয়াছিলেন। যম কর্তৃক বিত্তীর্ণবয়নকরণেচ্ছায় বসিষ্ঠ উর্ধ্বশীর্ষ হইতে জন্মিয়া ছিলেন। সত্রে প্রাপ্তি হইয়া (মিত্র ও বরুণ) কুন্ত মধ্যে যুগপৎ রেতঃসেক করিয়াছিলেন। অনন্তর মধ্য হইতে মান প্রাভূত হইলেন। লোকে বলে বসিষ্ঠ ঋষিও তাহা হইতেই জন্মিয়া ছিলেন।

বসিষ্ঠ কি রূপে ঋষি হইলেন? এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদ হইতে এইরূপ বর্ণনা পাই—

“আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবঃ প্রযৎ সমুদ্রং ঐরযাব মধ্য।

অধি যদপাংস্তিস্কচরাব প্রাপ্রোথং ইংধরাবহৈ শুভে কং ॥

বসিষ্ঠঃ হ বরুণো নাব্যাপাদৃষিঃ চকার স্বপা মহোহতিঃ।

স্তোতাংঃ বিপ্রঃ স্তুদিনেহে অহাং যানু ভাবন্ততনভাহবাসঃ ॥”

(ঋগ্বেদ ৭।৮।৩০-৪)

যখন আমি (বসিষ্ঠ) ও বরুণ উভয়ে নৌকায় চড়িয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা স্কন্দরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং জলের উপর গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভাৰ্থ বোলায় স্তুত্বে খেলা করিয়াছিলাম। বরুণ বসিষ্ঠকে নৌকায় লইয়াছিলেন, তাঁহার মহাতেজে তিনি নিজ স্কন্দরূপ দ্বারা বসিষ্ঠকে ঋষি করিয়া

ছিলেন। তাঁহার দিন ও উষা বর্জিত হইত, এইরূপ স্তুত্ব করিবেন বলিয়াই স্তুদিনে তাঁহাকে স্তোতা করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি, বসিষ্ঠ ও তাঁহার কণ্ঠধরগণ স্ত্রীদান রাজের পুরোহিত ছিলেন। স্ত্রীদান শিলাবনের পুত্র, দেববন্তের পৌত্র এবং দিব্যোদাসের কণ্ঠধর। বসিষ্ঠ পৈজবন স্ত্রীদানের পুরোহিত্যকালে রাজার নিকট হইতে বহু-ভর্য ধনরত্ন পাইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে স্ত্রীদান পৈজবনের দান-জ্ঞতিবিষয়ক স্তুত্ব দেখা যায়, বসিষ্ঠই ঐ স্তুত্বের ঋষি।

(ঋগ্বেদে ৭ম ও ১৮ সূক্ত।)

ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে লিখিত আছে—

“উতামিবেতুষ্ক জো নাথিতাসোহবীধয়ুর্দানশাজে সূতাসঃ।

বসিষ্ঠঃ স্তবত ইহো অশ্রোহরুৎ তুংহৃত্যো অক্লণোহ লোকঃ ॥

মণ্ডা ইবোদো অজনাং আসন্ পরিচ্ছিন্না ভরতা অর্ভকাসঃ।

অভবত পুর এতা বসিষ্ঠ আদিতুংহন্যং বিশো প্রপথংত ॥৬”

তৃকাতুর রাজগণ কর্তৃক পরিহৃত স্ত্রীপ্রার্থী বসিষ্ঠগণ দশ রাজার সহিত সংগ্রামে আবির্ভাবের দ্বারা ইন্দ্রকে উদ্ধে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র জ্ঞতিকারী বসিষ্ঠের স্তোত্র শ্রবণ করিয়া-ছিলেন এবং রাজগণের জন্ত বিত্তীর্ণ লোক প্রদান করিয়াছিলেন, গোত্রের দণ্ডের দ্বারা ভরতগণ (শত্রুগণ) পরিচ্ছিন্ন ও অর-সংখ্যক ছিল। অনন্তর বসিষ্ঠ তাহাদিগেরই পুরোহিত হইলেন এবং তুংহুদিগের প্রজাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখানে বসিষ্ঠ ভরতগণেরও পুরোহিত হইতেছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে—

“এতেন হ বৈ ঐন্দ্রেয় মহাভিষেকেন বসিষ্ঠঃ স্ত্রীদানং পৈজবনম-ভিষিষেচ। তস্মাহ স্ত্রীদাঃ পৈজবনঃ সমস্তং সর্বতঃ পৃথিবী-জয়ন্ পরীযায় অশ্বেন চ মেধোন ভজে ॥” (৮।২১)

এইরূপে বসিষ্ঠ ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা স্ত্রীদান পৈজবনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাহাতেই স্ত্রীদান পৈজবন সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

বসিষ্ঠ স্ত্রীদানের পুরোহিত হইলেও সৌদাস বা স্ত্রীদানের পুত্রগণ তাঁহার শতপুত্রের গোপসংখ্যক করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে বৃহদেবতার লিখিত আছে—

“ঋষিদর্শ রক্ষায়াং পুত্রশোকপরিপ্লুতঃ।

হতে পুত্রপতে ক্রুদ্ধঃ সৌদাসৈর্হঃষিতস্ততা ॥”

সারণ বৃহদেবতার বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—

“হতা পুত্রশতঃ পূর্বে বসিষ্ঠস্ত মহাময়নঃ।

বসিষ্ঠঃ রাকসোহসি কং বাসিষ্ঠঃ রূপমাহিতঃ ॥

অহং বসিষ্ঠ ইত্যেবাং জিঘাংসু রাকসোহব্রবীৎ।

অত্রোত্তরা ঋচো দৃষ্টা বসিষ্ঠেনেতি নঃ প্রত্যম্ ॥”

• অর্থাৎ মহাত্মা বসিষ্ঠের শতপুত্র নিধন করিয়া এক জিবাংশু রাক্ষস বসিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল, তুমি রাক্ষস, আমি বসিষ্ঠ। এই ঊপলক্ষে বসিষ্ঠ কতকগুলি ঋক্ দেখিয়াছিলেন। তাহাই ঋকসংহিতার ৭ম মণ্ডলে ১০৪ সূক্তে ১২ হইতে ১৬ সংখ্যক মন্ত্র, তদ্বাধ্যো ১৬শ ঋকে স্পষ্ট আছে—

“যো মারাতুং বাতুধানেন্তাহ যো বা রক্ষাঃ তচিরসীতাহ।

ইত্র তং হন্ত মহতা বধেন বিশ্বত জন্তোরকম্পদীষ্ট ॥”

যে আমাকে “বাতুধান” (রাক্ষস) এই সম্বোধন করিতেছে এবং যে রাক্ষস, “আমি তুচ্ছ” এই কথা বলিতেছে, ইত্র মহা-আত্মা দ্বারা তাহাকে বিনাশ করুন, সে সকল জন্তুর অধম হইয়া পতিত হউক।

বসিষ্ঠ সম্বন্ধে বেদে ঐরূপ উল্লেখ দেখিয়া অধ্যাপক মুইর সাহেব লিখিয়াছেন—“যদিও বসিষ্ঠ পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে গোল ছিল, এই কারণেই কোন স্থলে তিনি ব্রাহ্মণ মানস পুত্র, কোথাও মিত্রাবরূপ ও উর্কগীর পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।”

অধ্যাপক মোক্ষমূলর বেদের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদে বসিষ্ঠ মিত্রাবরূপের পুত্ররূপে বর্ণিত হইলেও তাঁহাকে মিত্র বা সূর্য্য বলিয়াই মনে হয়।

রুক্ষযজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয়সংহিতা হইতে জানা যায় যে, সৌদাস কর্তৃক বসিষ্ঠের পুত্র হত হইলে, তিনি তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত চেষ্টা করেন—

“বসিষ্ঠো হতপুত্রোহিকাময়ত বিনেদ্য প্রজামভি সৌদাসান্ ভবেরমিতি। স এতমেকস্মিন পঞ্চাশমপুত্রং তমাহরৎ তেনায়জত। ততো বৈ সোহবিন্ধ্যত প্রজামভি সৌদাসমভবৎ ॥”

অর্থাৎ বসিষ্ঠের পুত্রগণ হত হইলে তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমার সন্তান হউক, যেন আমি সৌদাসদিগকে পরাভব করিতে পারি। তিনি ‘একস্মাদাপঞ্চাশ’ মন্ত্র পাইয়াছেন, তাহা লইলেন, তাহাতে যজ্ঞ করিলেন। তাহাতে প্রজা হইল এবং সৌদাসগণ পরাভূত হইল।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণে (৪র্থ অধ্যায়ে)ও এইরূপ বসিষ্ঠের পুত্র লাভ ও সৌদাসপরাজয়ের কথা আছে।

মহুসংহিতায় দেখা যায়—

“মহাবিশিষ্টং নৈবেদ্যং কার্যার্থং শপথাঃ কৃত্যঃ।

বসিষ্ঠশ্চালি শপথং সেপে পৈজবনে নৃপে ॥” (৮।১১০)

মহাবিগণ ও দেবগণ কার্যসম্পাদনের জন্ত শপথ করিয়া

থাকেন। এইরূপে বসিষ্ঠ ঋষিও পৈজবন নৃপতির জন্ত শপথ করিয়াছিলেন। কেন শপথ করেন? মহুটাকার কুল্লুক লিখিয়াছেন, “বসিষ্ঠোহপ্যনেন পুত্রশতং ভক্তিভিমিত্তি বিশ্বমিত্রেন আকুটো স্বপরিগুণে পিজবনাগতো স্তদ্যমি রাজনি শপথং চকার।”

অর্থাৎ বিশ্বমিত্র কর্তৃক বসিষ্ঠের শতপুত্র ভক্তিত হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ পরিগুণের জন্ত পিজবনের পুত্র স্তদ্যম্ন রাজার নিকট শপথ করিয়াছিলেন।

এখানে কুল্লুক বিশ্বমিত্রকে রাক্ষস বানাইয়াছেন এবং স্তদ্যম্ন রাজার নাম করিতেছেন, বাস্তবিক বেদে এরূপ কথা নাই। বিশ্বমিত্র শতপুত্র ভক্ষণ করেন নাই, এক রাক্ষস ভক্ষণ করিয়া সেই আপনাকে বসিষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ৭।১০৪।১২ ঋকের ভাষ্যে শায়ণাচার্য্য বৃহদ্রথের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, পূর্বে সে কথা বলা হইয়াছে। আর পিজবনের পুত্রের নাম স্তদ্যম্ন নহে, তাঁহার নাম স্তদ্যাস। শাটায়ন ব্রাহ্মণে আছে—“সৌদাসৈরয়ো প্রক্ষিপ্যমাণঃ শক্তিরন্ত্যং প্রগাথমালাভে সোহর্কচে’ উক্তেহজ্জহত। তং পুত্রোক্তং বসিষ্ঠঃ সমাপয়ত ইতি।”

(বসিষ্ঠের পুত্র) শক্তি সৌদাস কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবার কালে প্রগাথের শ্বেদাংশ পাইয়াছিলেন। অর্দ্ধ ঋক বলার শেষকালে তিনি দগ্ধ হইলেন এবং বসিষ্ঠ পুত্রোক্ত ঋক সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।—এইরূপে বসিষ্ঠ আপনার শপথ রক্ষা করিয়াছিলেন।

কাঠকে (৩৭।১৭) লিখিত আছে—

“ঋষয়ো বৈ ইন্দ্রং প্রত্যাক্ষং ন অপশ্রুত্বং বসিষ্ঠঃ এব প্রত্যাক্ষমপশ্রুৎ। সোহবিতোদিতরেভ্যো মা ঋষিভ্য প্রবক্ষ্যাতীতি। সোহব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং তে বক্ষ্যামি যথা ত্বং পুরোহিতাঃ প্রজাঃ প্রজনিযাস্তে।

অথ মা ইতরেভ্যঃ ঋষিভ্যো মা প্রবোচঃ ইতি তন্মৈ এতান্ স্তোমভাগান্ অনব্রবীৎ। ততো বসিষ্ঠ পুরোহিতঃ প্রজা প্রজায়ন্তঃ।”

ঋষিগণ ইন্দ্রকে প্রত্যাক্ষ দেখিতে পান নাই। একমাত্র বসিষ্ঠই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। পাছে বসিষ্ঠ ঋষি সমক্ষে তাঁহার (ইন্দ্রের) বিষয় বর্ণন করেন এই ভয়ে তিনি বসিষ্ঠ সাক্ষাতে আসিয়া গোপনে বলিলেন, আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেছি। তুমি আমার বিষয় এই ঋষিগণের সাক্ষাতে বলিও না। পরে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিবে, তাহারাও তোমার পুরোহিতো বরণ করিবেন। সেইহেতু ইন্দ্র বসিষ্ঠকে স্তোমভাগ বলিয়াছিলেন।

বড়বংশ ব্রাহ্মণ (২১৩৯) লিখিত আছে,—“ইন্দ্রো হ বিষ্ণা
মিত্রায় উক্খং যুবাচ বসিষ্ঠায় ব্রহ্ম বাণ্ডুখমিত্রৈব বিষ্ণামিত্রায়
মনো ব্রহ্ম বসিষ্ঠায়। তস্মৈ এতদ্বাসিষ্ঠং ব্রহ্ম। অপি হ এবং-
বিধম্ বা ব্রহ্মণং বা কুৰ্ব্বত।” ইন্দ্র বিষ্ণামিত্রকে উক্খ ও
বসিষ্ঠকে ব্রহ্ম বগেন। উক্খই বাকু তাহাই বিষ্ণামিত্রকে এবং
ব্রহ্মই মন তাহাই বসিষ্ঠকে। তাই এই মননই বসিষ্ঠের নিজস্ব।

পুরাণে বসিষ্ঠ।

বেদে বিষ্ণামিত্র ও বসিষ্ঠের প্রসঙ্গ থাকিলেও কোথাও
বসিষ্ঠের আশ্রমে নৃপতি বিষ্ণামিত্রের গমন ও উভয়ের বিবাদের
স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বৃহদ্বেদব্যাস (৪১২২) লিখিত আছে বটে,—

“পরশুতপ্তো যাস্তত্র বসিষ্ঠেদেবীণিবিভঃ।

বিষ্ণামিত্রেণ তাঃ প্রোক্তা অভিশাপা ইতি স্মৃতাঃ॥

দেযেদেষান্ত তাঃ প্রোক্তাঃ বিত্যাচৈবভিত্তিকারিকাঃ।

বসিষ্ঠাস্ত ন শৃণ্বন্তি তদাচার্যাকসম্মতম্।”

পরবর্তী বিষ্ণামিত্রপ্রোক্ত চারিটা শ্লোক, বসিষ্ঠের ঐ মন্ত্র-
চতুষ্টয় শুনিবেন না, ইহাই তাঁহাদের আচার্যের মত।

এইরূপে বিষ্ণামিত্র ও বসিষ্ঠের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের
আভাস থাকিলেও বসিষ্ঠের ঐশ্বর্যদর্শনে বিষ্ণামিত্রের স্বেধা
এবং তাহা হইতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্বলাভের কথাও বেদসংহিতায়
পাওয়া যায় না। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে এ
সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

[বিষ্ণামিত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, দক্ষকন্যা উজ্জ্বার গর্ভে রজঃ,
গাহ, উজ্জ্বাহ, সর্বন, অনব, সূতপা ও গুরু এই সাত জন
সপুত্রী জন্মে। ভাগবতপুরাণ মতে বসিষ্ঠের অপর পত্নীর গর্ভে
শকু নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। মনুসংহিতায় বসিষ্ঠের অক্ষ-
মালা নাম্নী আর এক পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অক্ষমালা
নিম্নকুলজাতা হইলেও ভঁহার গুণে উন্নতা হইয়াছিলেন।

“যাদৃগ্ গুণেন ভদ্রা স্ত্রী সংযুক্তাত যথাবিধি।

তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রোণেব নিরগা।

অক্ষমালা বসিষ্ঠেন সংযুক্তাহমমহোনিজা॥” (মন্ত্র ৯২২-২৩)

মহাভারতে বসিষ্ঠের প্রধান পত্নীর নাম অক্ষমতী। রামায়ণে
লিখিত আছে, বসিষ্ঠের দ্বন্দ্বের বিষ্ণামিত্রের শত পুত্র দণ্ড হইয়া-
ছিল। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে জানা যায়, ইক্ষ্বাকুপুত্র নিমি
হইতে শূর্যবংশীয় রাজগণের বংশপরম্পরায় বসিষ্ঠ পুরোহিত
ছিলেন। বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে ৮ম তাপসে বসিষ্ঠ ব্যাস
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ পুরাণেই দেখা যায় যে
বসিষ্ঠ আযাচ মাসে শূর্যের রথে অবস্থান করেন।

ভদ্রে বসিষ্ঠ।

মহাচীনাচার্যক্রমতঃ এইরূপ বর্ণিত আছে—

পূর্বকালে ব্রাহ্মণ মানস পুত্র ত্রিসংবদী বসিষ্ঠ মুনি নীলা-
চলে তারাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। তিনি অমৃতবর্ষ
পর্যন্ত তারিণীর আরাধনার কালাতিপাত করিলেও তাঁরা
তাঁহার প্রতি কোন অগ্রহ করিলেন না। তাহাতে মুনিবর
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে
জানাইলেন, আমি নীলপর্বতে হবিষ্যাপী এবং সংবদী হইয়া
দেবী তারিণীর আরাধনা করিলাম, তাহাতে যখন দেবীর করুণা
হইল না, তখন মাত্র এক গর্ভ জলপান করিয়া কঠোর ভাবে
অমৃতবর্ষ পর্যন্ত পুনরায় দেবীর আরাধনা করিলাম, কিন্তু যখন
তাহাতেও আমার প্রতি দেবীর করুণা হইল না, তখন আমি নীল
পর্বতেওপরি একপদে দণ্ডায়মান হইয়া পরমসমাদি অবলম্বনপূর্বক
নিরাহারে দেবীর ধ্যানে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম এবং
পুনরায় ঐরূপ কঠোরভাবে দশ সহস্র বৎসর কামাখ্যায় অতীত
করিয়াছি; কিন্তু আজ পর্যন্তও তাঁহার কোন অগ্রহ দেখিতে
পাইতেছি না। অতএব হুঃসাধ্যা এই বিভাগে আমি অতি হুঃখের
সহিত ত্যাগ করিতেছি। ব্রহ্মা বসিষ্ঠকে শাস্তনা করিবার অজ্ঞ
বলিলেন, বসিষ্ঠ! তুমি পুনরায় নীলাচলে যাও, সেখানে থাকিয়া
কামাখ্যা যোনিতে সেই পরমেশ্বরীর আরাধনা কর। অতি
দীর্ঘই তোমার দেবতাসিদ্ধি হইবে। মুনিবর বসিষ্ঠ পিতার
এইরূপ বাক্য শুনিয়া সহস্রবর্ষ পর্যন্ত তাঁহার আরাধনা করিলেও
যখন মহেশ্বরীতারা তাঁহার প্রতি কোনরূপে স্নেহিতা হইলেন না,
তখন মুনিবর কোপাধিত হইয়া দেবীকে অভিশাপ দিবার অজ্ঞ
জল গ্রহণ করিলেন। এই সময় মুনিবরের ক্রোধ অবলোকন
করিয়া বন কানন পর্বতাদি সহ সমগ্র পৃথিবী ঘন ঘন কাঁপিতে
লাগিল, সমস্ত দেব এবং দেবীগণের মধ্যে মহান হাহাকার ধ্বনি
উখিত হইল। তখন সংসারতারিণী তারাদেবী বসিষ্ঠ মুনির
পুরোভাগে আবিভূতা হইলেন। মুনিবর বসিষ্ঠ তাঁহাকে
দর্শন করিয়া অতি কঠোর অভিশাপ দিলেন। অনন্তর কষ্টসিদ্ধি-
দাত্রী তারিণী বসিষ্ঠ মুনিকে বলিলেন, মুনিবর! তুমি রোষবশে
কেন আমাকে অভিশাপ দিতেছ। আমার আরাধনাপ্রক্ৰম
একমাত্র বুদ্ধরূপী জনাৰ্দ্দন ভিন্ন অজ্ঞ কেহ জানেন না, তুমি বিষ্ণু-
চার আশ্রয় করিয়া বৃথাই বহু বৎসর অতিক্রম করিয়াছ, বাস্তবিক
তব কিছুই জানিতে পার নাই। অতএব সম্প্রতি উদ্বেগরূপী
বিষ্ণুর নিকট গমন কর এবং তাহার নিকট হইতে আমার
আরাধনাক্রম সকল আবার অবগত হইয়া আমার আরাধনার
রত হও, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইব।

তখন বসিষ্ঠ দেবীকে প্রণাম করিয়া মহাচীন দেশে চলিলেন,

হৈমালয়ের পার্বত্যে লোকেশ্বরসেবিত এক মন্দির সহস্র
কামিনীগণ-পরিবেষ্টিত মদিরাগানে মদমত্তলোচন বুদ্ধদেবকে
দর্শন করিয়াই বিষরাগিত হইলেন। তিনি মনে মনে সংসার-
তারিণী তারাকে স্মরণ করিয়া ভাবিলেন, একি বুদ্ধরূপী বিষ্ণু এ
কোন্ আচার অবলম্বন করিলেন? ইহা শুধু দেব ও দেবতার-
বিস্ময়। এই সময় দৈববাণী হইল, “হে মূনে! তারিণীর পরমাধিত
এই আচার, ইহার বিস্ময়চায়ে তিনি প্রসন্ন হন না; অন্তএব যদি
তুমি তাহার অন্তঃপ্রাণ চাও, তবে এই আচারে তাঁহাকে ভজন
কর।” মূনিবর বসিষ্ঠ এই আকাশবাণী শুনিয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে
পতিত হইলেন, পরে উঠিয়া কৃতান্তলিপুটে বুদ্ধরূপী বিষ্ণুর নিকট
গমন করিলেন। মদমত্ত প্রসন্নাত্মা বুদ্ধ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, তুমি কি জ্ঞাত এখানে আসিয়াছ? মূনিও ভক্তি
সহকারে প্রণাম করিয়া তারিণীর আদেশবাণী বলিলেন।
ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, মূনিবর! যদিও এ আচার অপ্রকৃত,
তথাপি আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর,—তারাদেবীর
আচারামুষ্ঠান করিলে আর সঙ্গারে আসিতে হয় না, এই
আচারে মানসিক সকলই মানসিক, এবং সকল কালই শুভ,
কোনই অশুভ কাল নাই এবং এই আচারে শুদ্ধাতির অপেক্ষা
এক মস্তাদির দোষ নাই। সর্বদা কি স্নাত কি অস্নাত, কি ভুক্ত
কি অভুক্ত সর্বদাই দেবীর পূজা করিবে,—ইত্যাদি রূপে বহুতর
মহাচীনাচারক্রম তাঁহাকে উপদেশ করিলে মহামূনি বসিষ্ঠ বুদ্ধরূপী
হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
এতো! তুমি তত্ত্বজ্ঞানময়, এই মহাচীনাচারক্রমে ক্রী ও মদ
উভয় সম্মত; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কোনটা প্রধান। বুদ্ধ
বলিলেন, মূনে! এই আচারে উভয় কুলা হইলেও ক্রী শরীরে
অনেক দেবতার বাসহেতু ক্রীই প্রধান, তবুও ভগবান্ এতদুভয়ের
বহু গুণকীর্তন এবং কৌলিকদিগের মাংস ও কুলাচার শ্রবের
লক্ষণ ও সাহায্য এবং সমগ্র মহাচীনাচারক্রম বর্ণনা করিলেন। *

* “ততঃ প্রপদ্য তাম দেবীঃ বশিষ্ঠোৎসেদো মহামূনিঃ।

লগ্নাচারবিজ্ঞানবাহুঃ। বুদ্ধরূপিণং।

ভক্তো গদ্য মহাচীনে যেনে জ্ঞানধরো মূনিঃ।

দর্শন হিমবৎপার্শ্বে লোকেশ্বরমুদিতম্।

কামিনীনাং সহস্রৈশ পরিধাষিতরীষভম্।

মদিরাপানঃপ্রাপ্তঃ মদমত্তলোচনম্।

চুরাসেব বিলোকেভ্যঃ বশিষ্ঠো বুদ্ধরূপিণম্।

বিস্ময়েন নবাধিষ্টঃ স্মরন্ সংসারতারিণীম্।

কিনিতঃ ক্রিগতে কণ বিকুশা বুদ্ধরূপিণা।

দেবদেব বিস্ময়োঃপ্রদীপ্যঃ সন্ততো যয়।

ইতি চিত্তরতনম্যে বসিষ্ঠস্য মহামূনেঃ।

আকাশবাণী প্রাপ্তো এবং চিত্তঃ হরতঃ।

মূনিবর বসিষ্ঠ সে সন্ধ্যার জাত হইয়া এই আচার অবলম্বন
করিলেন এবং সংযতচিত্তে দেবীর আরাধনার নিরত হইলেন।
কিছুদিন পরে নীলাচলে দেবী মহামায়া তারা প্রত্যক্ষ দেখা দিয়া

আচারপরমার্থঃ তারিণীসংঘে মূনে।

এতদ্বিস্ময়চাচারস্য মতে নাসৌ অসৌমতিঃ।

বহি তস্যঃ প্রসাদমুদিতেরণাতিবাহুসি।

এতেন চীনচারণে গুণা তাম ভক্ত হরতঃ।

আকাশবাণীসংঘঃ সৌম্যকিতকলেশ্বরঃ।

বশিষ্ঠো দণ্ডবৎভূমৌ পপাতাতীত্ব হরিভ্যঃ।

তথোখায় প্রপদ্যাসৌ কৃতান্তলিপুটো মূনিঃ।

লগ্নাচারবিজ্ঞাঃ সঙ্গীণঃ বুদ্ধরূপস্য পার্শ্বতিঃ।

অখাসৌ জ্ঞঃ সমালোকা মদিরাবোধবিজ্ঞলঃ।

প্রাহ বুদ্ধঃ প্রসন্নাত্মা কিমর্থঃ সমিহতঃ।

অথ বুদ্ধঃ প্রপদ্যাহ ভক্তিমনো মহামূনিঃ।

বহুতরং তারিণীদেবা বিজ্ঞানধনহেতবে।

তচ্ছৃণু। তপস্বান্ বুদ্ধতত্ত্বজ্ঞানধরো হরিঃ।

বশিষ্ঠঃ প্রাহ বজ্রানলীনাচারবিধিকারবান্।

অপ্রকটোহম্ভাচারস্তারিণ্যং সর্বথা মূনে।

ভব ভক্তিবশাদনি প্রকাতাহীহ তৎপরঃ।

বুদ্ধ উবাচ।

অখাচারবিধিঃ বক্ষ্যে তারাদেবাঃ সমুদ্ভিগঃ।

তস্যামুষ্ঠানমাশ্রয়েণ তবাকৌ ন নিমজ্জতিঃ।

সমস্তলোকপনমনামদেব বিকুণ্ঠিণঃ।

তত্ত্বজ্ঞানময়ঃ সাক্ষাৎমুক্তিকলহারকম্।

স্বানাদি মানসঃ পৌচঃ মানসন্ত প্রপঃ শ্রুতঃ।

পূজনং মানসং দিখ্যঃ মানসং তর্পণাদিকং।

* * * * *

নাম তচ্ছাস্ত্রাপেক্ষান্তি ন চ স্যাদিহুৎপৎ।

সর্বথা পূজয়েদেবীমস্নাতঃ কৃততোজসঃ।

ক্রীয়েথো নৈব কর্তব্যো বিশেষঃ পূজনং ত্রিগঃ।

তস্যং প্রহারদিশাক কোটিল্যমগ্নিরস্তথা।

সকথা ন চ কর্তব্যমস্তথা সিদ্ধিরোহকুৎ।

দ্বিরো দেবাঃ ত্রিগঃ প্রাণাঃ ত্রিগ এব বিকুৎপৎ।

ক্রীসল্লিলা সদা ভাণ্যমস্তথা বহ্নিরাসহ।

* * * * *

শবাসনাবিকলং লভ্যেহপ্রবেশনং।

শশালালয়সত্য মুক্তকেশো বিপদরঃ।

মহাচীনাচারলভ্যেবৈভ্যে মুক্তিরাদিহুৎপৎ।

* * * * *

দগ্ধজিবেভৌহিত্যকুতুস্নেহকর্মেজিহবা।

দ্বিবেদং লবকাদৈব কুলনীবাধিতঃ ততৈঃ।

একলিহে অশানে বা নির্জলে বা চতুশ্চরে।

ততৈঃ সাধয়েৎ যোগী তারায় কুলনভাতিণীঃ।

বলিলেন, বৎস বশিষ্ঠ! বর লও। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহামায়ে! বজ্রপি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইরা থাকেন, তবে আমাকে এই বর দিন “যে এই আচার আশ্রয় করিয়া তোমার আরাধনা করিবে, তুমি অবশ্য তাহার প্রতি সুগ্রসর হইবে।” দেবী তখান্ড বলিয়া বর দিলেন। দেবী তারাও বলিলেন, বৎস! অনিমানি সিদ্ধিসমূহ তোমাকে নিরন্তর সেবা করিবে। মুনিবর বশিষ্ঠ মহা-মায়ার নিকট এইরূপ বরলাভ করিয়া নক্ষত্র লোকে আশ্রয়পূর্বক অভাববিধ তথায় দীপ্তি পাইতেছেন।

বসিষ্ঠ (পুং) বশিষ্ঠ পুৰোহিতাদিভ্যঃ শতঃ। বশিষ্ঠমুনিঃ (বিরূপকোঃ)
বসিষ্ঠ, এক জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইতিহাস, গণ্ডাভাদি ধোব-
বিচার, গ্রন্থাতিপদ্ধতি ও শাস্তিবিধি নামক গ্রন্থরচয়িতা। এই
শেখোক্ত গ্রন্থখানি বশিষ্ঠীশাস্তি নামে পরিচিত।

বসিষ্ঠক (পুং) বশিষ্ঠ ঋষি বা তৎসংক্রান্ত।

বসিষ্ঠতন্ত্র (ক্ৰী) তন্ত্রভেদ।

বসিষ্ঠত্ব (ক্ৰী) বশিষ্ঠের ভাব বা ধর্ম।

বসিষ্ঠনিহব (পুং ক্ৰী) সামভেদ। (লাট্যাঃ ৩৯১২)

বসিষ্ঠপুত্র (পুং) বশিষ্ঠের পুত্র বা বংশধরগণ, ইঁহারা পুণ্ড্রের
৭১৩০-১৪ মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া কথিত। গরুড়পুরাণের ৫ম অধ্যায়ে
বসিষ্ঠপুত্রগণের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

“উর্জয়ান্ত বসিষ্ঠন্ত সপ্তা জায়ন্ত বৈ সূতাঃ।

রজোগাগ্রোদ্ধবাহিষ্ঠ শরণশানবন্তথা।

সূতপাঃ গুরুভৈভোতে সর্বে সপ্তর্ষয়ো মতাঃ ॥” (গরুড় ৫:১৬)

বসিষ্ঠপ্রমুখ (ত্রি) বসিষ্ঠপুত্রঃ। বশিষ্ঠঋষি যে কার্যে অগ্রণী।

বসিষ্ঠপ্রাচী (ক্ৰী) জনপদভেদ।

বসিষ্ঠশফ (পুং ক্ৰী) সামভেদ। (লাট্যাঃ ১৬৩০)

বসিষ্ঠসংসর্প (পুং) সন্ন্যাসীভেদ। (আব’ ক্রৌ’ ১০২১৫৫)

* * * * *
তারিঙ্গীপুজনং বিদ্যা কুলকোটিং সমুদ্রয়েৎ।
সূত্রান্তি পিতরঃ সর্বে গাথাঃ গায়ন্তি তে সুখা।
অগ্নি নঃ বহুসে কপ্তং কুলজানী তবিষ্যতি।
স খন্তঃ স চিরজানী স কবিঃ স চ পণ্ডিতঃ।

* * * * *
মহাভীমকম্বাচেরৈতরিশিঃ সঃ সবা ভজয়েৎ।
এতন্নিদ পরমচাচের তুল্যসেধ বজ্র মূলে।
প্রাধান্যঃ ধোমিতাঃ কিত্ত ধোমিতাঃ সঃ সঃ সঃ।
বতো হি ধোমিতো মেধে সর্কসেবন্যঃ সঃ সঃ।
অন্তঃ পুত্রঃ সর্কসঃ ভাসাঃ প্রাধান্যমুদেতঃ।

* * * * *
সর্কসেবন্য পীঠান্যঃ প্রাধান্যঃ ধোমিতাঃ।
ভক্ত সম্প্রীতিঃ দেবী বর্জিত্যেব প্রসাদিঃ” (গীতাচার্যঃ)

বসিষ্ঠসংহিতা (ক্ৰী) ধর্মশাস্ত্রবিশেষ। উনবিংশসংহিতার
মধ্যে একখানি সংহিতা, বশিষ্ঠ মুনি এই সংহিতা প্রণয়ন করেন,
এইজন্য ইহার নাম বসিষ্ঠসংহিতা হইয়াছে। এই সংহিতা
২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে প্রথমে ধর্ম ও ধর্মের লক্ষণ,
বর্ণাশ্রমধর্ম, সবাচার প্রভৃতি নানাবিধ বিবরণ বর্ণিত আছে।

“অখাতঃ পুরুষনিঃশ্রেয়সার্থঃ ধর্মজিজ্ঞাসা। জাতা চাত্তিত্ত্বিন্
ধার্মিকঃ প্রশস্ততমো ভবতি।” (বসিষ্ঠসংহিতা ১:১)

২ যোগবাসিষ্ঠ। যোগবাসিষ্ঠও বসিষ্ঠসংহিতা নামে
বর্ণিত হইরা থাকে।

বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিষোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রন্থবিশেষ।

বসিষ্ঠাভূষণ (পুং) সামভেদ।

বসিষ্ঠাভূষণ (পুং) সামভেদ।

বসিষ্ঠাপবাহ (পুং) সরস্বতীনদী তীরবর্তী একটা স্থান।
বিহামিজের ক্রোধ হইতে বশিষ্ঠকে রক্ষা করিবার মানসে সরস্বতী
এখান হইতে বশিষ্ঠকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

বসিষ্ঠোপপুরাণ (ক্ৰী) একখানি উপপুরাণ। দেবীভাগবতে
এই পুরাণের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ ইহাকে বশিষ্ঠ লৈল-
পুরাণ বলিয়া থাকেন।

বসীয়াসু (ত্রি) ধনবান। (কাঠক ২৪১২)

বহু (ক্ৰী) বসত্যেনেনতি বস (বৃ-বৃ-মিহীতি। উপ ১১১১)
ইতি উ। ১ রত্ন। ২ ধন।

“বলমার্গভয়োগশাস্তরে বিদ্যায় সংকৃত্যে বহুভুক্তম্।

বহু তত বিতোন কেবলং গুণবতাপি পরপ্রোজনম্ ॥”

(মহু ৮৩০)

৩ বুদ্ধোবধ। ৪ ভাম। (মৈত্রী) ৫ হাটক। (বিখ)

৬ জল। (উচ্ছল) (ক্ৰী) ৭ লীপ্তি। ৮ বুদ্ধোবধ। (শকরস)

৯ দক্ষের কন্যাবিশেষ। দক্ষকন্যা বহু ধর্মপট্টাদিগের মধ্যে

অন্ততম। (বিক্রপুঃ ১১৫১০৫) (ত্রি) ১০ মধুর। ১১ শুক।

বহু (পুং) বসতীতি বস-উ। ১ বক্রবৃক। ২ অদল। ৩ রশ্মি।

৪ গণদেবতাবিশেষ। এই গণদেবতার সংখ্যা আটটি। বহা—
ধন, ক্রব, সোম, বিক্র, অনিল, অনল, প্রত্যুৎ ও প্রভাস। এই
আটজনই প্রসিদ্ধ অষ্টবহু।

“ধরো ক্রবন্ত সোমন্ত বিক্রুন্টবানিলোচ্ছলঃ।

প্রত্যুৎ প্রভাসন্ত বসবোহষ্টৌ ক্রমাৎ সূতাঃ ॥” (ভরত)

গ্রন্থবহুসংহিতার বহুগণের উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণাদি
শাস্ত্র গ্রন্থেও তাঁহারা অষ্ট সংখ্যক বলিয়া কীৰ্ত্তিত। এই দেব-
গণের প্রভাব ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে মহাভারতে তীর্থোপাখ্যান
বধেও বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বৈদিক বিবরণ অল্পসংখ্যক করিলে
তাঁহাদিগকে এক একটা প্রকৃতিতত্ত্বের নিবাসভূত-দেবতা

বলিরাই বোধ হয়। আমরা অক্ষুংহিতায় স্থলবিশেষে বহুগণকে আপ, ঋব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রভাস ও প্রভাব প্রকৃতি প্রকৃতিপুঞ্জের নিরামক কর্তৃক দেখিতে পাই। রামায়ণে এই বহুগণ অদ্বিতীয় পুত্র বলির বর্ণিত হইয়াছে। অক্ষুংহিতার ২২৭১১, ৭৫২১২-২, ৮১৮১৫ স্থলে তাঁহার আদিত্য বলিরাই পরিগণিত। আবার কোথাও তিনি অগ্নি ৫৮১, ৫২৪২, ৫৫১১৩; কোথাও মরুগণ ৫৫৫৮, ৬৫০১৪, ৭৩৬২৭; কোথাও ইন্দ্র ১১১০৭, ৪৩২১৪, ৭৩১১৩; কোথাও উষা ৬৬৪১, কোথাও অশ্বিন ১১৫৮১; কোথাও রুদ্র ১৪৩৫ এবং কোথাও বা বায়ু ৪৪০১৫ রূপে উক্ত হইয়াছেন। উক্ত সংহিতার ১১৬০২ মন্ত্রে দেখা যায় যে, বহুগণ সূর্য্য হইতে অশ্বকে নির্ধাণ করিয়াছিলেন। ২১০৪ মন্ত্রে তাঁহাদিগকে যত্নাক্ত বহিতে (স্বরূপ অগ্নি) উপবেশন করিবার জন্য আবাধন করা হইয়াছে। বাজসনেয়সংহিতার ৫১১ মন্ত্রে তাঁহার অষ্ট সংখ্যক গণদেবতা; ২১৫ ও ১১৫৫ মন্ত্রে আদিত্য ও রুদ্র; ৮১৮ মন্ত্রে নিবাসপ্রদ দেবগণ এবং অথর্ববেদের “অগ্নিন্ বহু বসবো ধারয়ন্তিঃ পৃথ্বী বরুণো নিত্রো অগ্নিঃ। ইমমাদিত্য উত বিধে চ দেবা উত্তরগম্নি জ্যোতিষি ধারয়ন্তঃ” (১১১১) মন্ত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে, উক্ত গণদেবতার ধারায় নিরস্তা ছিলেন। তাঁহার ধনরক্ষক এক ইন্দ্র ও অগ্নি প্রকৃতির অল্পগত সহকারী। সাধারণ্যে উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যে বহুগণের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন :—

“অগ্নিন্ জনে সর্কসম্পাদি কলকামে বসবঃ নিবাসহেতুত্বা এতৎসংজ্ঞা দেবা। বহু অভিলষিতং ধনং ধারয়ন্ত স্থাপয়ন্ত। গৃধ্ণ ধারণে অদ্ব্যং পিচ্ বসব ইতি। বস নিবাসে। শব্দ মিহি-রপাসিবিসহনিক্রিদিবক্কিনানিভ্যশ্চ (উণ্ ১১১) ইতি উপত্যয়ঃ। তত্র ধান্যে পিৎ (উণ্ ১১০) ইত্যদ্ব্যবৃত্তেঃ ক্রিত্বাদিনিভ্যাম্ ইতি আদ্যাদ্যভ্যম্”। বহুগণের এই ধনাধিপত্য হেতু তাঁহার পরবর্ত্তিকালে বিষ্ণু ও কুবের রূপে কল্পিত হইয়াছেন।

এই বহুগণ পিতৃবিশেষ। মত্সংহিতায় লিখিত আছে, প্রাক্কালে পিতৃগণের বহাদিরূপে ধ্যান করিতে হয়।

“বহুং বদন্ত বৈ পিতৃন রত্নাশ্চৈব পিতামহান।

প্রপিতামহাশ্চানিত্যান্ প্রত্নিরেবা সনাতনী” (মহু ৩ ৮৫)

উক্ত শ্লোকের টীকায় কুল্লুক লিখিয়াছেন, ‘বহ্মাৎ পিত্রাদয়ো বহাদর ইতি এষা অনাদিত্বা প্রত্নিরন্তি অতঃ পিতৃন বহ্মাধ্য-দেবান্ পিতামহান্ রত্নান্ প্রপিতামহাননিত্যান্ মন্যদ্যো বদন্তি ততশ্চ সিন্ধবোধনবৈবর্ধ্যাৎ প্রাক্কে পিত্রাদয়ো বহাদিরূপেণ ধ্যোয়া ইতি বিধিঃ কৰ্য্যতে। অতএব পৈতীনসঃ—ব এবং বিদান্ পিতৃন যজ্ঞতে বসবো রত্না আদিত্যাস্তাত্ প্রীতা ভবন্তি।’

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে,—এক প্রজাপতি বহুগণের দ্বিতীয় জন্মে অসিত্রীর গর্ভে ষষ্টি কন্যা উৎপাদন করেন। এই সমস্ত কন্যাই প্রজাপতিগণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। উল্লখে ঋগ্বেদে ষষ্টি কন্যা দান করা হয়। উক্ত ষষ্টি কন্যার নাম যথা,—ভায়ু, লম্বা, ককুৎ, ঘামি, বিখা, সাধ্যা, মরুতী, বহু, মুহূর্ত্তী ও সম্ভা। ইহাদিগের মধ্যে বহু নামী কন্যার গর্ভে আটপুত্র উৎপন্ন হয়। এই আট পুত্রই অষ্টবহু। এই অষ্টবহুর নাম যথা,—দ্রোণ, প্রাণ, ঋব, অগ্নি, দোষ, বাস্ত ও বিভাবহু। দ্রোণের অভিমতী নামী পত্নীর গর্ভে হর্ষ, শোক ও তয় প্রভৃতি পুত্র জন্মে। উক্তপত্নীর গর্ভে প্রাণের দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম—দ্রায়ু ও পুরোজব। ধারনী পত্নীতে ঋবের পুত্র নামে একটী পুত্র হয়। বাসনা নামী পত্নীতে অগ্নির তর্ধাদি পুত্র জন্মে। অগ্নি হইতে বহুবারার গর্ভে দ্রবিশক প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হয়। শর্করীর গর্ভে দোষ হইতে এক পুত্র জন্মে, এই পুত্র হরির অংশ-স্বরূপ, উহার নাম শিশুমার। বাস্ত হইতে আঙ্গিরসী নামী পত্নীতে বিশ্বকর্মা উৎপন্ন। বিশ্বকর্মা চাক্ষুষ নামধেয় মনু হইতে উৎপন্ন। মনুর পুত্র বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ। বিভাবহু হইতে উষা নামী পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম,—বৃষ্টি, রোচিষ ও তপ।

মহাভারতের দ্বানধর্মে অষ্ট-বহুর এইরূপ নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—ধর, ঋব, সোম, সারিষ, অনিল, অনল, প্রভাব ও প্রভাব।

অগ্নিপুরণে অষ্ট বহুর নামনিরুক্তি ও বংশবিস্তৃতি এইরূপ দেখিতে পাই। নাম যথা,—আপ, ঋব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রভাব ও প্রভাস। ইহার মধ্যে আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শাস্ত ও মূনি। ঋবের পুত্র লোকান্তকারী কাল। সোমের পুত্র বর্চাঃ। ধরের পুত্র দ্রবিশ, হত, হব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ। অনিলের পুত্র পুরোজব ও অবিজাত। অগ্নির বা অনলের তনয় কুমার। ইনি শরত্বে জন্মগ্রহণ করেন। শাখ, বিশাখ, ও নৈগমেয় এই তিনজন কুমারের পৃষ্ঠজ। উক্ত কাষ্ঠিকের ও যতি সনৎকুমার বৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। প্রভাব হইতে দেবল এবং প্রভাস হইতে বিশ্বকর্মা জন্ম। এই বিশ্বকর্মা ই দেবশিল্পী। ইহা হইতেই বিবিধ শিল্পের আবিষ্কার।

দেবীভাগবতে অষ্টবহুর এইরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এক সময় অষ্টবহু স্ব স্ব পত্নীসহ বৈষ্ণববিহারে বাহির হইয়া ধনাক্রমে বশিষ্ঠাশ্রমে আগমন করেন। পৃথু প্রভৃতি বহুগণের মধ্যে ত্রো নামধেয় প্রধান বহুর পত্নী বশিষ্ঠধনু নন্দিনীকে দেখিয়া স্বামীকে কাছে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। স্বামী ত্রো প্রভৃতির বলেন, প্রিয়ে! এই প্রধানা ধেনুর প্রভু মহর্ষি

বশিষ্ঠ। নারী হউক, পুরুষই হউক, এই দেখুর দুগ্ধ পান করিলে, অমৃত বর্ষ পরমায়ু লাভে সমর্থ হয়। তাহার যৌবন কখন নষ্ট হয় না, দুগ্ধপানের গুণে যৌবন চিরদিনই সমান থাকে।

বসুর কথা শুনিয়া বসুপত্নী বলিল, মহাভাগ! এই দেখু-
ছন্দের যদি এমন গুণ, তবে মর্ত্যলোকে আমার একটা স্ত্রন্দরী
সখী আছে; সখী আমার রাজর্ষি উদীনরের তনয়া; তাহারই
জন্ত এই কামদুবা নন্দিনী দেখুকে লষ্টয়া চল। ইহার দুগ্ধ পান
করিয়া মর্ত্যধামে একমাত্র আমার সেই সখীই জরারোগহীন
হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইবে। পত্নী অম্বরোধে অজ্ঞাত
বসুগণের সাহায্যে বসু তৌ, বশিষ্ঠের অজ্ঞাতদ্বারে তাঁহার
দেহু হরণ করিল।

এদিকে তাপোবন বশিষ্ঠ বন হইতে ফলাহরণ করিয়া আশ্রমে
আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন নন্দিনী নাই, নন্দিনীর বৎসটাও
নাই। কে তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বশিষ্ঠ
তখন কাননে কন্দরে নন্দিনীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।
বহু অন্বেষণেও নন্দিনী মিলিল না, তখন সেই শাস্ত্র দাস্ত
জ্ঞিতেস্ত্রিয় মহাবির মনে ক্রোধের উদ্বেগ হইল। তিনি ধ্যানে
জানিলেন, বসুগণ তাহার আশ্রমদেহু নন্দিনীকে অস্ত্রার ভাবে
হরণ লইয়াছে। আর কি রক্ষা আছে! অমনি মূনির মুখ হইতে
আমোঘ অভিশাপ নির্গত হইল। ঋষি বলিলেন, আমার অবজ্ঞা
করিয়া বসুগণ এখন আমার আশ্রমদেহু অপহরণ করিয়াছে, তখন
তাহাদিগকে অচিরাৎ মনুষ্যবানিতে জন্ম লইতে হইবে।

বশিষ্ঠ এইরূপ অভিশাপ দিলেন। তখন সেই শাপ-বিহরণ
জানিতে পারিয়া অভিশপ্ত বসুগণ দুঃখিতমনে সেই ঋষির পদ-
প্রান্তে উপনীত হইলেন এবং ঋষির শরণাপন্ন হইয়া অনেক
অনুনয়-বিনয়ে তাঁহাকে প্রসাদিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগি-
লেন। তখন ঋষি তাহাদিগকে বলিলেন, আচ্ছা, আমার
প্রসাদে সখ্যৎসর মধ্যেই তোমরা শাপমুক্ত হইতে পারিবে।
তবে তোমাদিগের মধ্যে যে বসু আমার নন্দিনীকে হরণ
করিয়া লইয়াছিল, মাত্র তাহাকেই দীর্ঘকাল মনুষ্য-লোকে
বাস করিতে হইবে।

ঋষির কথার বসুগণ আর আপত্তি তুলিলেন না, তাঁহারা
ঋষি-বাক্য অঙ্গীকার করিয়া সকলেই বশিষ্ঠাশ্রম হইতে বাহির
হইলেন। হাইতে হাইতে পথি মধ্যে সরিৎ-প্রবরা গঙ্গার সহিত
তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। অভিশাপ বশে এই সময় বসুগণের
মহিমা বিলুপ্ত, জ্বর চিন্তাজ্বর জর্জরিত। তাঁহারা পাবনী
গঙ্গাকে দেখিয়াই প্রণাম করিলেন এবং প্রণামান্তে বলিলেন,
দেবি! আমরা ঋষির শাপে হতমায়া হইয়াছি। হায়!
আমরা সুখাতোজী দেব হইয়া কি করিয়া এখন যে মনুষ্য-

বানিতে জন্ম লইব, তাহাই আমাদের মহাচিন্তা হইয়াছে।
তাই বলি, যে সরিৎপ্রান্তে। মাহুদী হইয়া আপনিই আমাদের
উৎপাদন করুন। যে নিশাপুং। রাজর্ষি, শাস্ত্র-এখন এ
ভূমণ্ডলের নায়ক। আপনি গিয়া তাহারই ত্যাগা হউন।
আপনার জঠরে আমরা এক এক করিয়া জন্মিব। জাতমাত্র
আপনি আমাদের এক একটা করিয়া জলে ফেলিয়া দিবেন।
এইরূপ করিলেই স্বল্পকাল মধ্যে আমাদেরই শাপমুক্ত হইবে।
পক্ষকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া বসুগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান
করিলেন। গঙ্গাদেবীও এই সন্ধ্যাে বার বার চিন্তা করিতে
করিতে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। (দেবীভাগবত ২।৩২৪-৪৪)

৫ যোক্ত। ৬ রাজা। ৭ ধনাধিপ, কুবের। (বিষ্ণু)
৮ শত্রু, সন্ধান (শল্যরাজ) ৯ পীতমূল্য। ১০ বৃক্ষ (হেমচন্দ্র)
১১ পুষ্করিণী। (সিদ্ধান্তকৌ) উপাধিযুক্তি ১২ শিব। ১৩ দ্বা
(অনেকার্থকোষ) ১৪ বিষ্ণু।

“বসুপ্রসো বাসুদেবে বসুর্ভবমুনা হরিঃ।” (মহাভা ১৩।১৪৩।৩)

‘বসন্ত ভূতান্তর এতেষু স্বয়মপীত বসুঃ।’ (শাঙ্করভাষ্য)

১৫ কুলীন কায়দেহ পদ্ধতিবিশেষ।

১৬ অষ্ট সাংখ্য। যথা,—

“দুয়্যদিকৃতভূতানি বসুর্জ্যোতিঃস্বরূপোঃ।” (তিথ্যাদিত্য)

১৭ বসু, চলিত বৃহৎ বোল বা সর্গী। ইহার পর্যায়,—

“শিবমঙ্গী পাণ্ডপত একাঙ্গীলো বৃকো বসুঃ।”

(ভাবপ্রা পূর্বে ১ ভাগ)

বসুক (কুলী) বসুবৎ কায়তীত কৈ-ক। ১ সাক্ষরলবণ।
(অমর) ২ পাণ্ড লবণ। ৩ বাসুক। ৪ কৃষ্ণাঙ্ক।
৫ কারলবণ। (ভাবপ্রা) (পুং) বসু: স্বর্ষ্যজ্যোতী কায়তীতি
কৈ আতোহমুপেতি কঃ। ৬ অর্কবৃক্ষ। ৬ শিবমঙ্গী। (মেদিনী)
৭ পুষ্কবিশেষ। এই পুষ্ক বেত ও রক্তভেদে দুই প্রকার।
পর্দায়—বসু, শৈব, বক, শিবমঙ্গীকা, পাণ্ডপত, শিবমত,
সুরেট, শিবলেশ্বর। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, পাকে পীতল, লীপন,
অঙ্গীর্ণ, বাত ও শুশ্রূনাশক। ষেত পুষ্ক—রসায়ন। (রাজনি)
৮ রক্তার্ক। ৯ মন্দারার্ক। ১০ পীতমূল্য। (বৈয়াকনি)
বসুকর্ণ (পুং) বসুক গোত্রসম্বন্ধ ঋতিভেদ। ইনি ঋক্সংহিতার
১০ মণ্ডলের ৬৫-৬৬ সূক্তের মন্ত্রস্তো ঋষি।

বসুকল্প, এক জন প্রাচীন কবি। ইনি বীর গ্রন্থে কেশট, বাণ্ড
যোগেশ্বর ও রাজলেশ্বর কবির উল্লেখ করিয়াছেন।

বসুকল্পদত্ত, এক জন প্রাচীন কবি।

বসুকীট (পুং) বহুনি ধনে কীট টেব প্রার্থকবাৎ। ঘাটক। (হারা)

বসুকুৎ (পুং) বসুক গোত্রসম্বন্ধ ঋতিভেদ। ইনি ঋক্সংহিতার

১০ মণ্ডলের ২০-২৬ সূক্তের মন্ত্রস্তো ঋষি।

কংসের আদেশে হরদী প্রহৃত বালককে শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করা হইল। সপ্তমগর্ভ যোগমারা কর্তৃক রোহিণীর গর্ভে সঞ্চারিত হইয়াছিল। দেবকীর অষ্টম গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম পরিগ্রহ করেন। ঐ সময়ে গোতুলে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে বিষ্ণুপরীসম্বদা যোগনিজা আবির্ভূত হন।

বহুদেব রাজিজাত শীর অষ্টম পুত্রকে শ্রীবৎসলাহিত ও দিবালক্ষণসম্পন্ন দেখিয়া কংসভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন, হে অধোক্ষক! এ রূপ সংহার কর। তোমার অগ্রজাত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রগুলিকে চূর্ণীভূত কংস নিহত করিয়াছে। বহুদেব বাক্যে নারায়ণ শীর রূপ সংহার করিয়া বলিলেন, পিতা! গোপপতি নম্রকে আমার পিতৃত্বে অনুমোদন করিয়া আমাকে অভয় তাঁহার গৃহে লইয়া চলুন। তদনুসারে পুত্রবৎসল বহুদেব শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া যমুনা অতিক্রমপূর্বক ক্রতপদে গোতুলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং যশোদার অজ্ঞাতসারে সেই গৃহে শীর পুত্রকে রাখিয়া তাঁহার কঙ্কাকে গ্রহণপূর্বক শীর আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর কংস সমীপে উপস্থিত হইয়া শীর কঙ্কারত্বপ্রসবের বার্তা জ্ঞাপন করিলেন।

[কংস ও কৃষ্ণ দেখ।]

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার রাজা হন, তখনও বহুদেব ও দেবকী জীবিত ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ মতে, বহুদেবের মৃত্যু হইলে দেবকী ও রোহিণী একত্র চিত্তায় শয়ন করিয়াছিলেন।

বহুদেবত (স্ত্রী) ১ ধনিষ্ঠানক্ষত্র। (বৃহৎসং ৮।২২) (পুং) ২ বহুদেব।

বহুদেবতা (স্ত্রী) বসবো দেবতা যন্তাঃ। ধনিষ্ঠানক্ষত্র।

“দেবপত্ন্যকুণ্ঠেখানা। দেবান্দ্র বহুদেবতা।” (হরিবংশ ১২২।৩৫)

বহুদেবপ্রসাদ, সক্তিদানকার্যত্বপ্রদীপিকাপ্রণেতা।

বহুদেবব্রজপ্রসাদ (পুং) গ্রহকারভেদ।

বহুদেবকৃ (পুং) বহুদেবাৎ ভবতীতি কৃ-কিপ্। শ্রীকৃষ্ণ।

বহুদেবাক্ষত্র (পুং) বহুদেবসাক্ষত্রঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

বহুদেব্যা (স্ত্রী) ১ ধনিষ্ঠানক্ষত্র।

বহুদৈব (স্ত্রী) ধনিষ্ঠানক্ষত্র। (বৃহৎসং ৭।১১)

বহুদৈবত (স্ত্রী) ধনিষ্ঠানক্ষত্র। (বৃং সং ১৫।৩০)

বহুক্রম (পুং) উচ্চবরুক, বজ্রভূর গাছ। (বৈজ্ঞানিক)

বহুধর, এক জন প্রাচীন কবি।

বহুধরা (স্ত্রী) বোধ তিক্তকৃত্তম।

বহুধর্ম্মানু (পুং) রাজভেদ। (ভারত কর্ণপর্ক)

বহুধর্ম্মিকা (স্ত্রী) কটিক।

বহুধা (স্ত্রী) বহুনি রম্যানি দধাতি ধারয়তীতি ধা-ক। ভূবর্ণা-দীনাধাকরমাৎ তথাধা। পৃথিবী।

“রাজ্যে সারং বহুধা বহুধায়াং পুরং পুরে সৌধং।

সৌধে তন্নং তন্নে বরালনালসর্গম্ ॥” (সাহিত্যদং ১০পরি)

বহু ধনং দধাতি ধন্তে ইতি ধা-কিপ্। (ত্রি) ২ ধনদাতা।

“বহুশ্চেতিষ্টো বহুধাতমশ্চ।” (শুক্রযজুঃ ২৭।১৫) ‘বহুধাতমঃ

বহুনাং ধনানাং দাতৃতমঃ’ (মহীধর)

বহুধাখঙ্কুরিকা (স্ত্রী) বহুধাকাতা খঙ্কুরিকা। ভূখঙ্কুরিকা, খঙ্কুরীক, ছোট খেজুর গাছ। (রাজনি)

বহুধাধর (ত্রি) ১ পরিত। ২ বিষ্ণুর সহস্র নামের অন্তর্গত নামভেদ।

বহুধাধিপ (পুং) বহুধায়াঃ অধিপঃ। রাজা, পৃথিবীপতি, বহুধাধিপতি।

বহুধাধিপত্য (স্ত্রী) বহুধায়াঃ আধিপত্যঃ। বহুধার আধিপত্য, রাজত্ব।

বহুধান (ত্রি) ধনরক্ষা। (শুক্রযজুঃ ২।১৪৮ ভাষ্যে মহীধর)

বহুধাপতি (পুং) বহুধায়াঃ পতিঃ। পৃথিবীপতি।

বহুধাপরিপালক (পুং) বহুধায়াঃ পরিপালকঃ। বহুধা-পালনকারী, রাজা। যিনি বহুধা পরিপালন করেন।

বহুধাপাল (পুং) বহুধাপালনকারী।

বহুধার (ত্রি) পর্ত্তভেদ। (মার্কপুং ৫৫।৭)

বহুধারা (স্ত্রী) বহুবৎ রসস্তৈব ধারা যশো যন্তাঃ। ১ জিন-

শক্তিবিশেষ। পর্যায়—ভারা, মহাশ্রী, ওকার, বাহা, শ্রী, মনোমহা,

ভারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরী, আত্মজা, খদূরবাসিনী,

ভদ্রা, বৈজ্ঞা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, ধনংদাতা, ত্রিলো-

চনা। (হেম) বহুনাং রসানাং ধারা সন্ততির্য়। ২ কুবের-

পুরী। (শঙ্কমালা) ৩ ভীষ্মবিশেষ।

“ততো গচ্ছন্ত ধর্ম্মজ বহুধারামভিষ্টু ত্যাং।

গমনাদেব তন্ত্যাং হি হরমধমবাধু স্যাৎ ॥” (ভারত অচ ২।৭২)

বসোশ্চেন্দ্রিয়াজন্ত প্রিয়া ধারা, বহুনো দ্ব্যন্ত বা ধারা। ৪ চেন্দ্-

রাজ বহুর উদ্দেশে রক্তের যে ধারা দেওয়া হয়, তাহাকে বহুধারা

কহে। নান্দীমুখ প্রাচ্যে বহুধারা দিতে হয়। এই ধারা চেন্দ্-

রাজ বহুর অভিশর প্রিয়া, এই জন্ত ইহাকে বহুধারা কহে।

বেওয়ালের ভিত্তিতে এই ধারা দিতে হয়। নান্দীমুখ প্রাচ্যে

প্রথমে বটীমার্কণ্ডেরামির পূজা করিয়া বহুধারা দিবে। বহু-

ধারার পর প্রাচ্য করিতে হয়।

“বহু এবাং দ্ব্যন্তমাজ্যমুতং হবিকামিকম্।

তন্ত ধারা সধা দেয়া বসোধারা হি সা মতা ॥

ইতি দেবীপুরাণোক্তবচনাৎ বহুনো দ্ব্যন্ত ধারা।

গুচিপ্রাকপূর্বকর্তব্যচেন্দ্রিয়াজবহুদেবে কুতালমুদ্রাবায়াং বধা

ছন্দোপপরিণিষ্টে কাত্যায়নঃ—

বহুকৌদর (কী) তালীশপত্র। (রাজনি)

বহুক (পুং) ঐক্স গোত্রসম্বন্ধে বর্ণিতেন। ইনি ঋকসংহিতার ১০ মণ্ডলের ২৭, ২৯ ও ২৮ স্তকের কিয়দংশের মন্তব্যে বর্ণিত।

২ বানিষ্ঠ গোত্রজ বর্ণিতেন। ইনি ঋকসংহিতার ৯ মণ্ডলের ২৭ স্তকের ২৮-৩০ মন্তব্যে বর্ণিত।

বহুক (ক্রি), এক জন বৈরাগ্যর। গণরত্নমহোদধিতে ইহার উল্লেখ আছে।

বহুগুপ্ত, সিদ্ধান্তত্রিকা, স্পন্দহৃত্ত ও স্পন্দকারিকা-রচয়িতা। ইনি ভট্ট কল্লট ও রাজানক প্রিয়ামের গুরু। সর্বদর্শনসংগ্রহে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বহুগুপ্তাচার্য নামে প্রসিদ্ধ।

বহুচন্দ্র (পুং) মহাত্মারত্নোক্ত ব্যক্তিত্বেন। (ভারত জ্যোতিষপং.)

বহুচাক্রক (কী) বর্ণ। (বৈষ্ণবকনি)

বহুছিদ্রা (কী) মহামেধা। (রাজনি)

বহুজিৎ (কি) বহুজয়কারী। (অথর্ষ ৫২.১১২)

বহুতা (কী) বহুস্বতা। ধনবতা। (ঋক ৩১.১৩৩)

বহুতাতি (কী) ধনবিত্তার। 'বহুতাতি বহুনাং ধনানাং তাতি: বিস্তার: তনোতে: জিনি।' (ঋক ১১.২২.১২ সারণ)

বহুতি (কী) ধনলাভ। 'সনো অন্ম বহুতয়ে ক্রতুবিদ' (ঋক ২৪.৪৮) 'বহুতয়ে ধনলাভার' (সারণ)

বহুত্ব (কী) বসোভাব: স্ব। বহুত্ব ভাব বা ধর্ম। (ঋক ১০.৬১.১২)

বহুত্বন (কী) বাসক, বহুত্বন। 'প্রবরহরিত্যো অমৃতং বহুত্বনং' (ঋক ৭৮.১৬) 'বহুত্বনং বাসকং বহুত্বনং' (সারণ)

বহুদ (পুং) বহুনি দদাতীতি দা ক। কুবের।

"সনন্দগোপত গৃহং বাসার বহুদোপমঃ।

অবতীর্থ ততো যানাং প্রবিবেশ মহাবলঃ।"

(হরিবংশ ৮.১.১৫)

বহু ধনং দদাতীতি দা-ক। ২ বিহু। (ভারত ১৩.১৪.৪২)

(ক্রি) ৩ ধনদাতা মাত্র।

"অমোঘক্ৰোধকর্ষত স্বয়ং কৃত্যাবধিকৃতঃ।

আত্মপ্রত্যয়কোষত বহুদেব বহুত্বরা।" (ভারত ১২.১২.১৫০)

বহুদত্ত (পুং) কথাসরিৎসাগরোক্ত ব্যক্তিত্বেন। (কথাসং ২.১.৫৩)

বহুদত্তপুর (কী) নগরভেদ। (কথাসরিৎসাং ২.১.১৩৪)

বহুদা (ক্রি) ১ ধনদায়িনী। ২ স্বলম্বাক্রমেণ। ৩ মালি নামক গজকর্ণের পত্নী। (কথাসরিৎসাং ৭.৫.১১)

বহুদান (ক্রি) ১ ধনদান। (পুং) ২ বিবেচনাক্রমেণ। (ভারত ২.৪.২৬) ৩ বৃহজ্জয়ের পুত্রভেদ। ৪ হিরণ্যরেতার পুত্রভেদ। (ভাগবত.৫.১২.১৩৪)

বহুদামন (পুং) বৃহজ্জয়ের পুত্রভেদ।

বহুদামা (কী) কন্দমাক্রমেণ। (ভারত শল্যপর্ক)

বহুদাবন (ক্রি) বহুদা। ধনদানকারী।

বহুদেয় (কী) অতিমত ধনপ্রদায়। "মনো বহুদেয়োর কৃত্ব" (ঋক ১.৫.৫১২) "বহুদেয়োর অনুভূতমতিমতপ্রদানার" (সারণ)

বহুদেব (পুং) বহুনা ধনেন দীঘ্যতীতি বিবৃ-অচ্। ঐক্সকের পিতা। পর্দার—আনকহুতি, শূর, কৃকপিতা। (শকরসং)

বহুদেব পূর্বপুণ্যকলে ঐক্সকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"কল্পপো বহুদেবত দেবমাতা চ দেবকী।

পূর্বপুণ্যকলেনৈব সংপ্রাপ্ত গ্রীহরিং হৃতদু।"

(ব্রহ্মবৈবর্তপু ঐক্সকলম্বং ৭ অ.) [কৃক দেখ]

২ বহুদামখ্যাত কলিঙ্গরাজবিশেষের অমাত্য। ইনি দেব-ভূতিকে হনন করিয়া স্বয়ং রাজ্য করিয়াছিলেন।

"কল্পং চত্বা দেবভূতিং কথোহমাত্যাম্ব কামিনম্।

স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বহুদেবো মহামতিঃ।" (ভাগ ১২.১.১৮)

(কী) ৩ বসবো দেবতা বহু। ৩ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র।

"যোরা শ্রবণাষ্ট্রং বহুদেবং বাকশকৈব।" (বৃহৎসংহিতা ৭.১১)

বহুদেব, মলমাসনির্গন্তজ্ঞানপ্রাপ্ত।

বহুদেব চক্রেবর্ষীয় বহুকুলোত্তর দেবকীচূড়-তনয় শুরের পুত্রভেদ। তিনি বহুকুলপতি ভগবান ঐক্সকের পিতা এবং পাণ্ডবমাতা কুন্তীদেবীর ভ্রাতা। অল্পকালে বর্ণে চন্দ্রভট্টকনি হওয়ার তাহার অপরাধ আনকহুতি রাখা হয়। ইহার মাতার নাম মাহবী। বহুদেব পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, শূর, কন্দর ও চক্রেমার জ্যৈষ্ঠ সমুচ্চল কান্তিশালী।

বহুদেব পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ধরা, বৈশাখী, ভদ্রা, সুনামী, সহদেবা, শান্তিদেবা, সুদেবা, দেবরক্ষিতা, বৃক্শদেবী, ও দেবকী নামে বরবারিণী চতুর্দশপত্নী এবং সতসু ও বড়বা নামে দুইজন পরিচারিকা বেশধারিণী ছিলেন। তাহার প্রথমা ও জ্যেষ্ঠাপত্নী রোহিণী বালীকের কন্যা। উপরিউক্ত পত্নীগণের মধ্যে শেষ লাভজন আনকহুতি দেবকের কন্যা বিশেষ সৌভাগ্য-বতী ছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠা দেবকীই মহাবলা ঐক্সকের মাতা। দেবকের ভ্রাতা উগ্রসেনতনয় কংস মথুরার রাজা। এই হুত্রে বহুদেব তাহার ভগিনীপতি।

একদা মহর্ষি নারদ কংস সন্নীপে আশ্রিতা বলিল, মহারাজ! আমি ব্রহ্মাণি দেবগণের মন্ত্রণার জালিতে পারিলাম যে এই মথুরাপুরীতে দেবকী নামে তোমার যে পিতৃবলা আছেন, তাহারই অষ্টমপর্জন্মাত পুত্র তোমার মৃত্যুশ্রম হইবে। নারদের মুখে আশ্রয়লাভ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অহর কংস দেবকীর গর্ভক্ষেত্রে কৃতসংকল্প হইলেন। তদনুসারে তিনি দেবকী ও বহুদেবকে কারাবদ্ধ রাখিলেন। একে একে রাজা

কুণ্ডলদ্বয়ং বসোৰ্ধায়াং সপ্তধারান্ দ্ব্যভেদে তু ।

কারণে পঞ্চধারান্ বা নাতিনীচাং নচোচ্চি তাম্ ॥

আয়ুর্মানিতি শাস্ত্যর্থং জপ্তুং তত্র সমাহিতঃ ।

বহুতাঃ পিতৃভ্যস্তদন্তু প্রাক্কদানমুপক্রমেৎ ॥” (প্রাক্কতঃ)

বহু শব্দে দ্ব্যভেদে, চেদিরাজ বহুর ঐতিহাসিকানার দ্ব্যভেদে দ্বারা পাঁচ বা সাতটা ধারা দিতে হয়। এই ধারা অনতিদীর্ঘ ও নাতিস্থ হইবে। ভিত্তি দেশে নাত্তি পরিমিত স্থান হইতে এই ধারা দিতে হয়। এই বহুধারা সাম, ঋক্ ও যজুর্বেদাদিগের ভিন্ন ভিন্ন হয়।

প্রথমে দেওরালে নাত্তিপরিমিত স্থানে ৭টা সিন্দুরের এবং তাহার নীচে ৭টা চন্দনের কোটা দিয়া দ্ব্যভেদে ধারা দিতে হইবে। সামবেদিগণ প্রথমে কোশী করিয়া দ্ব্যভেদে লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক বহুধারা দিবেন। মন্ত্র যথা—

“যজুর্কো হিরণ্যস্ত যজা বর্জো গবাসুত ।

সত্যন্ত ব্রহ্মণো বর্জস্তেন মাংসং সংস্থজামসি ॥”

যজুর্বেদিগণ নিম্নোক্ত মন্ত্রে বহুধারা দিবেন—

“বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং দেবস্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেশ শতধারেশ স্ত্বা কামধুক্ ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটা ধারা দিবেন। প্রত্যেক ধারা দিবার সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কিন্তু ঋগ্বেদীদিগের পৃথক ৭টা মন্ত্র দ্বারা ৭টা ধারা দিতে হইবে। ঋগ্বেদীদিগের মন্ত্র।

১। অপ সঞ্চর আগচ্ছন্তী ভূরিধারে পরম্বতী। দ্ব্যভেদপ্রথমে শুরুতে সূত্রিতঃ । রাজস্ব যন্ত যন্ত ভুবনস্ত রোদসী আশ্ব রৈত সিকিতং যম্যস্তুরুতম্ ।

২। অস্তা ইব বহুতমে তবাসুজনা অভিচাকসীমি। যত্র সোমঃ স্রজেতে যত্র যজ্ঞো পঠতে যন্তস্ত ধারা মধুমগ্নু বধন্তে ।

৩। দ্ব্যভেদপ্রথমে ভুবনানামতিপ্রিয়োর্বী পৃথ্বী মধুচক্ষে স্তপে-শলা ছায়া পৃথিবী বরুণস্ত ধর্মণা বিকৃতিতে অজরে ভূরি রেতসা ।

৪। শতধারমুৎসমীকমাংসং বিপশিতং পিতরং রুক্ধানা অভিমমস্ত পিত্রোঃপহেতং রোদসী পিপৃতং সত্যবাচম্ ।

৫। শতধারং বায়ুমর্কবর্জিতং নৃচক্ষুঃপেত্বেভিত্তিকতে হবিঃ । যে চ প্রণতি প্রবচ্ছতি সজমেতি চহুহে সপ্তধারম্ ।

৬। বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং দেবস্বা সবিতা পুনাতু। বসোঃ পবিত্রেশ শতধারেশ স্ত্বা কামধুক্ ।

৭। বৃদ্ধানন্দিবোরতিঃ পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত আজামরিং কবিঃ সত্যজমতিষি জনানামাসরাঃ পাত্রং জবরন্ত দেবাঃ বাহা । (সর্গসংকল্পপঙতি)

এই সাতটা মন্ত্র দ্বারা ৭টা ধারা দিতে হয়। পরে এই দ্ব্যভেদে ধারায় চেদিরাজ বহুর পূজা করিয়া ‘আয়ুর্বিধায়ুর্বিধং’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিতে হয়। দেবীপুরাণে ৩৫ অধ্যায়ে বহুধারার বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে উল্লেখ করা হইল না।

৫ বোদ্ধ ভিকুণীভেদ। ৬ নদীভেদ। (হরিবংশ) ৭ জৈনশক্তিভেদ।

বহুধারিন্ (ত্রি) ১ বহুধারায়ুক্ত। ২ সম্পত্তিশালী।

বহুধাস্ত (পুং) নরকাস্তর।

বহুধিত (পুং) স্থপিতবহুধিতেনমধিতেতি। পা ৭।৪।৪৫।

ইতি বেদে নিপাত্যতে। বহুধিত।

‘বহুধিতমগ্নো জুহোতি’ (পা ৭।৪।৪৫)

বহুধিতি (ত্রি) ১ যজমানের অভীষ্ট ফলরূপ ধনদান। “সহি দেবা বহুধিতিং” (ঋক্ ৪।৮।২) ‘বহুধিতিং যজমানাভীষ্টফলরূপ-ধনস্ত দানম্’ (সায়ণ) ২ ধনদাতা। (ঋক্ ১।১৮।১২)

বহুধেয় (ক্লী) ধনরক্ষা। (নিকৃষ্ট ৯।৪২।৪৩)

“বহুবনে বহুধেয়স্ত বেতু যজা” (শুক্ল যজুঃ ২৮।১২)

‘বহুবনে বহুবননায় ধনদানায়, বহুধেয়ায় বহুনো ধানায় নিধানায় যজমানগৃহে নিধননায় বেতু আজ্যং পিবতু। বহুবনে বহুধেয়স্তোত সপ্তমীষষ্ঠৌ চতুর্থার্থে।’ (মহীধর)

বহুনন্দ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (রাজতরং ১।৩৩৯)

বহুনন্দ, এক জন গ্রন্থকার। ইনি অরশাস্ত্ররূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বিত্যনন্দের পুত্র। (রাজতরং ১।৩৩৯)

বহুনন্দক (পুং) খেতক। (হারাবলী)

বহুনাগ, এক জন প্রাচীন কবি।

বহুনাত (পুং) ব্রহ্মা। (অথর্ষ ১২।২।৬)

বহুনীথ (ত্রি) অগ্নি। ‘হে বহুনীথ! বহুধনং তর্গিমিত্তা নীথা স্ততিগন্ত যজা বহুনি নরভীতি বহুনীথঃ তৎসম্বন্ধৌ হে ধনমেত।’ (শুক্লযজুঃ ১।১৪৪ মহীধর)

বহুনেত্র (পুং) বোদ্ধভেদ। (তারনাথ ৫।২৩)

বহুনেমি (পুং) নাগাসুরভেদ। (কথাসরিৎসাং ৯।৮৯)

বহুন্ধর (পুং) প্রকর্ষীপের বর্ষপুরুষভেদ। “তদ্বর্ষপুরুষাঃ স্রুতি-ধর-বার্যধর-বহুন্ধরঃপুরুষসংজ্ঞা ভগবন্তঃ বেদময়ঃ সোমমাত্মনঃ বেদেন যজন্তে” (ভাগবত ৫।২।১১১)

বহুন্ধর, এক জন কবি।

বহুন্ধরা (স্ত্রী) বহুনি ধারভীতিঃ (সংজ্ঞারাজ ভূতবৃদ্ধিধারি-সহিতপিদমঃ। পা ৩।৩।৪৬) ইতি বচ্ (খচি হ্রস্বঃ। পা ৩।৪।২৪)

ইতি হ্রস্বঃ (অকথিবদজন্তস্ত মুম্। পা ৩।৩।৬৭) ইতি মুম্। পৃথিবী।

“নিরীক্ষা তং সদা দেবী পাতালতলমাগতম্।

ভূটীষ প্রপতা ভূত্বা তক্তিনম্ভা বহুন্ধরা ॥” (বিকৃপ্ত ১।৪।১১)

২ স্বকল্পের কল্পা ও শাখের পত্নী।

“বিক্রতা শাখমহিষী কল্পা চাত্ত বহুবন্ধা।

রূপযৌবনসম্পন্ন সর্কসত্ত্বমনোহরা ॥” (হরিবংশ ৩৮।৫০)

বহুবন্ধুরাধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্-ধরঃ বহুবন্ধুরায়াঃ ধরঃ।
ভূধর, পর্কত।

বহুবন্ধুরাধব (পুং) বহুবন্ধুরায়াঃ ধবঃ। পৃথিবীপতি।

বহুবন্ধুরেশ (ত্রি) বহুবন্ধুরায়াঃ ঈশঃ। বহুবন্ধুরাপতি, পৃথিবীপতি।

বহুবন্ধুরেশা (স্ত্রী) ত্রীশাখা।

বহুপতি (পুং) বহুনাং পতিঃ। ধনপালক। “তুং বৃদ্ধহা
বহুপতে সরস্বতী” (শুক্ ১।১।১১) ‘বহুপতে ধনপালক’ (সায়ণ)

বহুপত্নী (স্ত্রী) কীরদধি আভ্যাতি বহুবিধ ধনের সর্কধা পালন-
কারিণী। “বহুপত্নী বহুনাং বৎসমিচ্ছতী” (শুক্ ১।১৩৪।২৭)

‘বহুপত্নী কীরদধাজ্জাদি বহুধনানাম সর্কধা পালয়িত্রী’ (সায়ণ)
বহুনাং পত্নী। ২ বহুদিগের পত্নী।

বহুপাতৃ (পুং) ১ ত্রীকৃষ্ণ। ২ ধনরক্ষক কুবের।

বহুপাতা (পুং) পৃথিবীপতি, রাজা।

“তরাপালবহুপালকিরীটযুগপাদাযুজঃ রঘুপতিঃ শরণঃ
প্রপত্তে ॥” (ভাগ ৯।১১।২১) ‘নাকপালা দেবা বহুপালাঃ

বহুপালাশ্চ তেভ্যঃ কিরীটযুগৈঃ’ (হামী)

বহুপালিত (পুং) ব্যক্তিভেদ। (দশকুমারচরিত ৬৭।১০)

বহুপূজ্যরাজ্ (পুং) জৈন অবসপিনীর দ্বাদশ অর্হন্তের ভ্রাতা।

বহুপ্রদ (ত্রি) ১ ধনদ। ২ শিব। ৩ স্বন্দাশ্চরভেদ।

বহুপ্রভা (স্ত্রী) অগ্নির সপ্ত জিহবার একটা।

বহুপ্রাণ (পুং) বহু নীপ্তিঃ প্রাণা ইবাস্ত। অগ্নি। (শকরত্না)

বহুবন্ধু, মহাযানমতবিস্তারকারী একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্মের।

ইনি পুরুষপুর জনপদের কোশিকগোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ সামন্ত-

রাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। কথিত আছে, এই ব্রাহ্মণের

তিন পুত্র ছিল, তিনি তিন জনেরই নাম বহুবন্ধু রাখিয়া ছিলেন।

তৃতীয় পুত্র সর্কান্তিবাদ-শাখাধারী হইয়া অর্হন্তর আচরণ

করিয়া জ্ঞানমার্গানুসারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় মাতার

নামে বিলিকীবৎস নামে খ্যাত হইলেন। জ্যেষ্ঠ বহুবন্ধু কনিষ্ঠের

জ্ঞার সমমার্গানুসারী হইয়াও প্রকৃত জ্ঞান বা মোক্ষলাভে ব্যস্ত

হইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা পান। পরে তিনি মৈত্রেয়ের নিকট

মহাযান-মতবিস্তৃতি লাভ করিয়া সে সংকল্পভাগ্যপূর্বক জন্মরূপে

কিরিয়া আসেন এবং একান্তমনে জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন।

এই কারণে তিনি অসঙ্গ বহুবন্ধু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

জন্মরূপে অবস্থানকালে তিনি মহাযানমত অবলম্বন করিয়া

উপদেশ রচনা করিয়া যান।

দ্বিতীয় ভ্রাতা সর্কান্তিবাদ-শাখাধারী হইয়া অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের

জ্ঞার আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞার বহুবন্ধী
ও জ্ঞানবান্ তৎকালে কেহই ছিল না। তিনি কেবল মাত্র
বহুবন্ধু নামে বিদিত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধনির্কালের ৯ম শতাব্দী পরে, বিষ্ণাপর্কতপার্শ্বধারী
বিদ্বাকর তীর্থক নামক একজন পণ্ডিত অযোধ্যা নগরে আসিয়া
একদা রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন।
তিনি রাজসভায় বসিয়া তথাকার বৌদ্ধ পুরোহিতগণের
সহিত শাস্ত্রীয় বিচারের প্রার্থনা জানাইলেন। তখন মণিষ্যত,
বহুবন্ধু প্রভৃতি বৌদ্ধ মনীষিগণের কেহই নগরে উপস্থিত ছিলেন
না। তাঁহারা কাথোপালকে রাজ্যান্তরে বাস করিতেছিলেন।
তৎকালে কেবলমাত্র বহুবন্ধুর গুরু অতিথু ও চুর্কল বুদ্ধমিয়
তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজাদেশে তিনি সভায় শাস্ত্রবিচারার্থ
আগত হইলেন বটে, কিন্তু বার্কিকা নিবন্ধন তিনি বিশেষ কোন
তর্কের অবতারণা করিতে পারেন নাই। কাজে কাজেই
তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। রাজা তীর্থককে
পুরস্কৃত করিলে তিনি স্বীয় বাসভূমি বিষ্ণাপর্কতে প্রস্থান
করিলেন।

বহুবন্ধু প্রত্যাগত হইয়া যখন শুনিলেন, তাঁহার গুরু বুদ্ধ-
মিয় একজন তীর্থকের বিচারে পরাস্ত হইয়াছেন, তখন তিনি
সেই তীর্থকের সহিত পুনর্বিচারের জন্ত তাঁহার আনেক অশেষণ
করিয়াছিলেন। চূড়্যাগবশতঃ উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই।

বহুবন্ধু উপাস্যন্তর না দেখিয়া, সেই তীর্থকের মত নিরাশার্থ
একপানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ গ্রন্থখানি
সমাপ্ত হইলে রাজা তাঁহাকে তিন লক্ষ বর্ণমূল্য পারি-
তোষিক দিয়াছিলেন। ঐ অর্থে বহুবন্ধু তিনটা বুদ্ধমূর্তি
স্থাপন করেন। তন্মধ্যে একটা ভিক্ষুণীদিগের জন্ত এবং অপর
দুইটা সর্কান্তিবাদ শাখাধারী ও মহাযান শাস্ত্রদারিকদিগের জন্ত
নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

অতঃপর বহুবন্ধু পবিত্র বুদ্ধধর্ম পুনঃসংস্থাপনার্থ বিশেষ
যত্নের সহিত বৈতামিক তত্ত্ব অন্বেষণ করেন। পরে তিনি, সেই
মতপ্রচারে ক্লান্তসংকল্প হন। এইরূপে তিনি মূল্যের অর্থসঞ্চতি
রক্ষা করিয়া তাঁহার দৈনিক বক্তৃতা বা উপদেশের বিবরণী-
ভূত অংশগুলির সার গাথার রচনা করিয়া একপানি তান্ত্র-
ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন এবং তাহাই মন্তমাত্তপুষ্ঠে
জড়াইয়া নগরের পথে পথে ঢকোয়া সহকারে ঘুরাইয়া লইয়া
বেড়াইতেন। তাঁহার গাথার অর্থবিকাশ ও অপূর্ব মীমাংসা
দেখিয়া কেহই তাঁহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতে সাহসী হন
নাই। এইরূপে চরিত্রাধিক গাথা রচিত হইয়া সমগ্র বৈতামিক
ব্যাপ্য নিশ্চয় হয়। উল কোব বা কোবকার নামে প্রথিত।

ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমাপ্ত হইলে বসুবন্ধু পুরস্কারস্বরূপ ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া সেই গ্রন্থখানি কাবুলরাজ্যের অভিধর্মমতামূল্যবত্তী মহাপণ্ডিত-গণের সমীপে পাঠাইয়া দেন এবং বলিয়া পাঠান যিনি তাঁহার মত খণ্ডন করিবেন, তিনিই উক্ত পারিতোষিক পাইবেন। সেই গ্রন্থপাঠে বৌদ্ধ যতিগণ পরম পরিতুষ্ট হন এবং তাহাতে সেই পণ্ডিতসমাজ বৌদ্ধধর্মের একবিধ বিস্তার দেখিয়া বিশেষ আপ্যায়িত হন। উহার গাথাংশে কতকগুলি দুর্কৌশল অংশ থাকায় তাঁহারা বসুবন্ধুকে তৎসমুদায়ের গম্ভীর সঙ্কলন করিবার জ্ঞান প্রার্থনা জানান ও পারিতোষিকস্বরূপ পুনরায় ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা পাঠাইয়া দেন।

অতঃপর বসুবন্ধু অভিধর্মকোষ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সর্বাতিবাধমতের বিশেষরূপ পোষকতা করিয়া ছিলেন এবং যে সকল মত সূত্রপন্থষ্ট তাহাদিগের নিন্দা করেন। তাহাতে কাবুলের বৌদ্ধপণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তাঁহার ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়।

পূর্বকথিত অযোধ্যারাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রাদিত্য ও তাঁহার মাতা বসুবন্ধুর নিকট হইতে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রাদিত্য পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বুদ্ধা মাতার অনুরোধে স্বীয় গুরুকে অযোধ্যায় আনাইয়া বাস করান। এখানে তীর্থক-সম্প্রদায়ভুক্ত ও প্রাদিত্যের ভগিনীপতি ব্রাহ্মণ-তনয় বসুব্রাত ব্যাকরণের মতামুসারে বসুবন্ধুরূপে কোষগ্রন্থের প্রতিবাদ প্রচার করেন। বসুবন্ধুও সপক্ষসমর্থনার্থ সেই প্রতিবাদের খণ্ডন করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বৌদ্ধধর্মে আস্থাবান রাজা পণ্ডিতবরকে লক্ষ এবং ধর্মশীলা রাজমাতা দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিয়াছিলেন। এই অর্থ লইয়া বসুবন্ধু কাবুলে, পুরুষপুরে এবং অযোধ্যায় তিনটা বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বসুবন্ধুর এইরূপ প্রতিপত্তিবিস্তারে তীর্থকগণ অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার গর্ব ধ্বংস করিবার জন্ত তাঁহারা সিংহভদ্র নামে একজন মহাপণ্ডিতকে অযোধ্যায় আনিলেন। উক্ত পণ্ডিতবর বসুবন্ধুরূপে কোষের মত খণ্ডন করিবার জন্ত দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ১০ সহস্র গাথায়ুক্ত একখানি গ্রন্থে বৈভাষিকের ব্যাখ্যা প্রতিপাদিত হইয়াছিল। অপর খানি ১২ হাজার গাথায় লিখিত, উহাতে তীর্থকরাজ স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া অভিধর্মকোষের বিপরীত অর্থ প্রতিপাদনে চেষ্টা পান।

এই গ্রন্থদ্বয় সমাপনের পর, সিংহভদ্র বসুবন্ধুকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন, কিন্তু বসুবন্ধু আর বৃথা বাতামুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উভয়ের বিশ্বত্বমতের মীমাংসার অর্শন করিলেন।

কথিত আছে, বসুবন্ধু প্রথমে অষ্টাদশ শাখার ধর্মমত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া হীনযানমতেরই পক্ষপাতী হইয়া-ছিলেন। তিনি প্রথমে মহাযানমতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তিনি বলিতেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে বৌদ্ধমতের কিছুই নাই। পাছে তিনি মহাযানমত খণ্ডন করিয়া কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এই ভয়ে অসঙ্গ স্বীয় ভ্রাতা বসুবন্ধুকে পুরুষপুরে আনয়নপূর্বক তাঁহাকে মহাযান মতে দীক্ষিত করেন। তখন তাঁহার মনে মহাযানমতের অযৌক্তিক সমালোচনার জন্ত পরিভাষ উপস্থিত হইল, তিনি নিজ জিহবা কাটিয়া ফেলিতে উত্তত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা এই সময়ে বিশেষ অনুরোধপূর্বক তাঁহাকে এই দুর্কিষক কার্য হইতে বিরত করেন এবং বলেন যে, ইহার পরিবর্তে তুমি বরং মহাযান মতের প্রতিপোষক কএকখানি গ্রন্থ লিখিয়া সাম্প্রদায়িক উন্নতির চেষ্টা কর। ভ্রাতা কণ্ঠক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া বসুবন্ধু অবস্তুসক, নিক্সাণ, সঙ্কল্পপুণ্ডরীক, প্রজ্ঞাপারমিতা, বিমলকোষ্ঠি ও অন্ত্যাত্ম সূত্র-গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি মহাযান মতের বিস্তারার্থ কএকখানি শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অযোধ্যা নগরে অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বসুবন্ধু ভবশীলা সম্বরণ করেন। তিব্বতের তারানাথরূপে মগধরাজবংশেতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, পূর্বজনপদাদীশ্বর (বঙ্গরাজেশ্বর) শ্রীচন্দ্রের পুত্র রাজা ধর্মচন্দ্রের সভায় বসুবন্ধু বিদ্যমান ছিলেন।

বসুভ (ক্লী) ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। (বৃ' স' ১০।১৬)

বসুভরিত (দ্রি) ধনপূর্ণ।

বসুভাগ, এক জন প্রাচীন কবি।

বসুভূত (পুং) গন্ধর্বভেদ।

বসুভূতি (পুং) ১ বৈজ্ঞানিক। (মহু ২।৩২ টীকায় কুল্লুক) ২ ব্রাহ্মণভেদ। (কথাসরিংস' ৭।২০৬)

বসুভূতান (পুং) ১ সপ্তর্ষির মধ্যে একজন ঋষি। ২ বসিষ্ঠের পুত্রভেদ।

"উদ্বাগো বসুভূতানো দ্যামান্ শক্তাদয়োহপরে ॥" (ভাগ' ৪।১।৩৭)

বসুমৎ (দ্রি) ধনযুক্ত, অর্থবান্।

বসুমতী (ক্লী) বহনি ধনরত্নানি সন্ত্যক্তাঃ ইতি বসু-মতৃপ-তীপ্। পৃথিবী।

"তদলং তদপায়চিন্তয়া বিপদং পতিমতামুপস্থিতা।

বসুধেয়মবেক্ষ্যতাং তয়া বসুমত্যা হি নৃপাঃ কলত্রিণঃ ॥"

(বসু ৮।৮৩)

বসুমতীপতি (পুং) বসুমত্যাঃ পতিঃ। পৃথিবীপতি, রাজা।

বসুমতা (ক্লী) বসু অত্যর্থে মতৃপ, বসুমতো ভাবঃ তল-টাপ্।

বসুমতের ভাব বা ধর্ম, ধনবত্তা।

বহুমনস্ (পুং) রৌহিণ্য ঋষিভেদঃ। ইনি ঋষেদের ১১১৭৯৩
মন্ত্রদ্রষ্টা।

বহুমৎ (ত্রি) বহু অন্তর্থে মতৃপৃ। ধনযুক্ত, ধনবিশিষ্ট।

“বহুমতা রথেন গিরো জুবাণা” (শুক ১১১৯১০)

‘বহুমতা ধনযুক্তেন রথেন’ (সায়ণ)

বহুময় (ত্রি) বহু স্বরূপে ময়ট্। বহুস্বরূপ। স্রিয়াং ভীষ্।
বহুমিত্র, এক জন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধযতি। ইনি বৈভাষিক মতের
এক জন প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ছিলেন। ইনি মরুবংশীয় এবং
কাশ্মীরজনপদের পশ্চিমস্থ অশ্বাপুরাবাসী।

বহুমিত্র, গুপ্তমিত্রবংশীয় এক জন অতি প্রবল পরাক্রান্ত
নৃপতি, কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক হইতে জানা যায় যে
ইনি সুপ্রসিদ্ধ বৈদিকমার্গপ্রবর্তক ও অশ্বমেধযাগকারী অগ্নি-
মিত্রের পৌত্র। ইনিই যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষার নিযুক্ত ছিলেন। পিঙ্গু
তীরে যবনদিগকে পরাজয় করিয়া জয়ন্তী অর্জুন করিয়াছিলেন।
ইহারই বীরত্বে পাটলিপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছিল।
খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে এই মহাবীরের আত্মদয়।

বায়ুপুরানীয় রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—‘পুরাকালে
বহু নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় ও মহাবীর;
তাহার পৌত্রব হ্রিভুবনে বিখ্যাত, রাজগৃহবনে তিনি অশ্বমেধ
যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট, কোঙ্কণ,
তৈলঙ্গ প্রভৃতি নানা দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, শ্রমাল ও
বেদবেদান্তপারগ দাক্ষিণাত্য বিপ্রগণকে আনাইয়া ছিলেন।
তাহাদের গোত্রনাম যথাযথ বলিতেছি—১ বৎস, ২ উপমহা,
৩ কোড়িনা, ৩ গর্গ, ৫ হারিত, ৬ গৌতম, ৭ শাণ্ডিলা, ৮ ভর-
দ্বাজ, ৯ কৌশিক, ১০ কান্তপ, ১১ বর্ষিষ্ঠ, ১২ বাৎস্ত, ১৩ সাবর্ণি
১৪ পরাশর; এই ১৪টা গোত্র। উক্ত মহাত্মা সকলেই ঋষেদী
আশ্বলায়ন-শাখাধারী। রাজা যজ্ঞবসানে তাহাদিগকে রাজগৃহ-
পুর শাসন দিয়াছিলেন। এ ছাড়া নরপতি তাহাদিগের মধ্যে
অত্রিগোত্রদিগকে গিরিজাত্রে ও তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশকে
বৈকুণ্ঠপদের নিকট ব্রাহ্মণ-শাসন দান করেন। এ ছাড়া নর-
পতি তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণাও দিয়াছিলেন। সেই
পর্যন্ত উক্ত বিপ্রগণ এই তীর্থে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।*

* “বহুনামা পুরা দেবী বহুঃ ব্রহ্মপুত্রমঃ।

ব্রহ্মবোনির্মহাসমঃ ত্রৈলোক্যে ব্যাতপৌরুষঃ। ২৩

ভেনেইঃ বাজিমেধেন সমাগুঃ প্রাজুত্বং যনে।

ভেনানীতা ভগাবত্ৰা দাক্ষিণাত্যে বিজোক্তমঃ। ২৪

নানাবেশ্যৎ হৃদীলাপ্তং বেরহোদ্যাপারগঃ।

শতং পাকোত্তরঃ বিপ্রাঃ সপ্তসাহস্রব্যাক্যঃ। ২৫

ত্রাবিভাক্ত মহারাষ্ট্রং কর্ণাটং কোণাধিপঃ।

তৈলঙ্গাক্ত মহাত্ম্যাত্রে চতুর্ভুজপোত্রিণঃ। ২৬

এখন জিজ্ঞাস্য, উক্ত ব্রাহ্মণবংশীয় বহুরাম কে? ভারত ও
পুরাণে অরাসকের পিতামহ গিরিজাত্রেপ্রতিষ্ঠা যে বহুরামের
উল্লেখ আছে, তিনি জাতিতে কত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহে। এমন-
কালে ব্রাহ্মণ বহুরাম যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি যে খৃঃ পূর্ব ২য় শতাব্দীতে গুপ্তবংশের আত্ম-
দয় মটে। বিষ্ণু ও তাগবতপুরাণ মতে—মৌর্যবংশীয় শেষ
নৃপতি বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া পুশ্যমিত্র গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা
করেন। পুশ্যমিত্র দারুণ বৌদ্ধবিষয়ী ছিলেন। দিব্যাবধান
নামক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, রাজা পুশ্যমিত্র
অশোকপ্রতিষ্ঠিত ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা ধ্বংস করিবার অল্পমতি
করিয়াছিলেন। তাহার পুত্রই কালিদাসের “মালবিকাগ্নিমিত্র”
নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র। অগ্নিমিত্রও অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং
বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড উচ্চার করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই
এই অগ্নিমিত্রের পৌত্র বহুমিত্র। বোধগম্য হইতে তাহার শিলা-
লিপি এবং নানা স্থান হইতে তাহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।
এই বহুমিত্রই রাজগৃহমাহাত্ম্যবর্ণিত বহুরাম। ব্রাহ্মণভক্ত বহু-
মিত্র দাক্ষিণাত্য-বিপ্রকে রাজগৃহনগরী দান করিয়া পূর্বাভ্যন্তরে
ব্রাহ্মণাশ্রমপ্রচার করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-
ছিলেন। বহুমিত্রের পর আরও ৫ জন গুপ্তবংশীয় নৃপতি রাজত্ব
করিলে পর কথগোত্র বাসুদেব নামে গুপ্ত-সেনাপতি নিজ প্রভুকে
বিনাশ ও গুপ্তসাম্রাজ্য অধিকার করেন। [বঙ্গদেশ শব্দ দেখ]

বহুর (পুং) বহুল, দেব। (ত্রি) চষ্ট, নষ্ট।

বহুরক্ষিত (পুং) বোধচার্য্যভেদঃ।

বহুরথ, এক জন কবি।

বহুরাত (পুং) ঋষিভেদঃ। (মার্কপু ১১৪১৩)

বহুরূচ্ (ত্রি) দেবভাত্রেদঃ। “আপ্যং বহুরূচো দিব্যা অভ্যনুমতঃ”

নাম তেবাং শ্রবক্যামি গোত্রাণিঃ বধ্যতবন্।

বৎসোপমহ্মা-কৌজিলা-গর্গ-হারিত-গৌতমঃ। ২৭

শাণ্ডিলোঃ ভরদ্বাজঃ কৌশিকঃ কান্তপশুবা।

বর্ষিষ্ঠক পুনবাৎস্তঃ সাবর্ণিক পরাশরঃ। ২৮

চতুর্ভুজশেতে কণিতা গোত্রাশ্বেবাং মহানন্দা।

ঋষেবাধীতিনঃ সর্বে ভাবলারনশাখিনঃ। ২৯

বজ্রোক্ত শাসনঃ দত্তং তেভ্যো রাজপুত্রং পুংস্।

অত্রিঃ পুরুষো যোবাং গোত্রাশ্বেবাং গিরিজাত্রে। ৩০

বিজানায় শাসনং সেবি দত্তবাস্ বহুরাধিপঃ।

ভৎসংখ্যাতোহবিধানাং যৈ বৈকুণ্ঠপুরসারবৌ। ৩১

দক্ষিণা চ ভবাঃ বজ্রা ব্রাহ্মণভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্।

তত্তঃ প্রভৃতি তে বিপ্রাঃ জাতাত্ম্যৈঃ প্রপূজিতাঃ। ৩২*

(রাজগৃহমাহাত্ম্যঃ ৭ অঃ)

(ঋক্ ৯।১০।১৬) 'বিদ্যা বহুভুতঃ দিবিতবা বহুভুতোনাম
'কেচিদাপ্য' (সারণ)

বহুভুতি (পুং) পুরুষ। (অথর্ব ৮।১০।২৭)

বহুভূপ (পুং) শিবের নামভেদ। (ভারত ১৪ পং)

বহুভুতস্ (স্ত্রী) ১ অগ্নি। ২ শিব।

বহুভুতিস্ (স্ত্রী) বসবঃ সোচন্তে অগ্নিরিতি কুচ-দীপ্তৌ (বাসো
কুচেঃ সংজ্ঞায়াঃ। উণ্ ২।১১২) ইতি ইসিন্। বজ্জ। (উজ্জল)

(পুং) ২ ঋগ্বেদের ৮।৩৪।১৬ বহুভুতৌ ঋষিভেদ।

বহুভূ (পুং) বহুঃ দীপ্তিঃ লাতি গৃহীতীতি ল-ক। দেবতা।

বহুভূনি (ত্রি) ১ ধনপোষ, ধনপোষণ। ২ যজমান। "স দেবতা
বহুভূনি নদ্যতি" (ঋক্ ৭।১।২৩) 'বহুভূনি ধনপোষক নদ্যতি,
যদা স দেবতা অগ্নিবহুভূনিঃ যজমানঃ' (সারণ)

বহুভূ (ত্রি) ধনবান্।

বহুভূন (পুং) বহুভূদান। (স্ত্রী) ২ ঈশানযোগস্থিত বৈশভেদ।

বহুভূহ (পুং) ১ ধনী। ২ ঋষিভেদ।

বহুভূহন (ত্রি) কোষযুক্ত।

বহুভূদি (ত্রি) বহুনি নিবাসস্থানানি বিন্ধতে বিন্-কিপ্। নিবাস-
স্থানের লক্ষ্যিতা, নিবাসস্থানের প্রাপক। "ধিরা দেবা বহুভূদি"
(ঋক্ ১।৪৬।২) 'বহুভূদি নিবাসস্থানস্ত লক্ষ্যিতারো' (সারণ)
২ অগ্নি।

বহুভূষ্টি (স্ত্রী) ধনদান।

বহুভূক্তি (স্ত্রী) বোধ ভিক্ষুণীভেদ।

বহুভূবস্ (ত্রি) ১ ধনের অস্ত্র প্রসিদ্ধ, ধনবান্। ২ ব্যাঘ্রান্।

বহুভূত্রী (স্ত্রী) ব্রহ্মাঘ্রতর মাতৃভেদ। (ভারত ২ পং)

বহুভূত (ত্রি) ১ ধনের অস্ত্র বিখ্যাত, মহাধনী। ২ অত্রি-
গৌরমত্বভূত ঋষিভেদ।

বহুভূষ্ঠ (স্ত্রী) বহুনা দীপ্ত্যা ষ্ঠে। রূপ্য। (রাজনিং)

বহুভূষণ (পুং) বহুসেন, কর্ণরাজ। (ত্রিকাং)

বহুভূসার (পুং) ঋষিভেদ। ত্রিমাং টাপ্। বহুভূসার—
কুবেরপুরী।

বহুভূসেন, এক জন কবি।

বহুভূসেন (পুং) কর্ণরাজ। (ত্রিকাং) 'বহুভূষণ' পাঠান্তর।

বহুভূলী (স্ত্রী) বহুনা ধনান্য হুলী। কুবেরপুরী। (শকমাং)

বহুভূট (পুং) বহুনা দীপ্তিনাং হট্ট ইব। বকবৃক্ষ। (রত্নমালা)

বহুভূটক (পুং) বহুভূট বার্থে কন্। বকবৃক্ষ। (শকমালা)

বহুভূহোম (পুং) ১ বহুর উদ্দেশে হোম। ২ অঙ্গরাজভেদ।

বহুভূক (স্ত্রী) সাক্ষরলবণ। (হেম) ২ বকপুল। (ধিকপকোং)

বহুভূজ (ত্রি) ১ ধনাভিলাষী। (পুং) ঋগ্বেদের ৮।২৫ বহুভূজৌ
ঋষিবংশীয় ঋষিভেদ।

বহুভূত (পুং) মহাধনবান্।

বহুভূতী (স্ত্রী) বহুভূতী, পৃথিবী।

বহুভূয়া (স্ত্রী) ধনেচ্ছা। "হুগাতুরা বহুভূ চ যজামহে" (ঋক্
১।৯৮।২) 'বহুভূ ধনেচ্ছয়া' (সারণ)

বহুভূ (ত্রি) ধনেচ্ছ।

বহুভূ, গতি। ভূদিং আত্মনেং সকং সেট্। লট্ বহুভূতে। লিট্
বহুভূয়ে। লুট্ অবস্থিষ্ট।

বহুভূ (পুং) বহু-ভাবে বহু। অধ্যবসায়। (ভূরিপ্রং)

বহুভূথ (পুং) বহুভূতে ইতি বহু-গতো বাতলকাৎ অর্থন্। একহায়ন
বৎস, এক বৎসরের বাছুর। (অমরটীকা রায়হৃট্)

বহুভূয়নী (স্ত্রী) বহুথ একহারনো বৎসঃ, তেন নীয়াতে ইতি নী-
কিপ্ ভীষ্। চিরপ্রসূতা গাভী। ইহার দুগ্ধগুণ—ত্রিদোষ-
নাশক, তপণ ও বলকর।

'বহুভূয়ান্নিদোষঃ তপণঃ বলকৎপয়ঃ।' (ভাবপ্রকাশ)

বহুভূটিকা (স্ত্রী) বৃশ্চিক। (হারাবলী)

বহুভূ, বধ। চুরাদিং আত্মনেং সকং সেট্। লট্ বহুভূতে।
লুট্ অববস্তত।

২ (পুং) বহুভূতে যজ্ঞার্থং বধাতে ইতি বহু কৰ্ম্মণি বহু। ছাগ।

"যন্ত বহুভূমো গচ্ছো গাত্রে শবসমোহপি বা।

তন্তাধমাসিকং জ্ঞেয়ং যোগিনো নৃপ জীবিতম্॥" (মার্কপুং ৪৩।১২)

বহুভূক (স্ত্রী) কৃত্রিম লবণ। (হেম)

বহুভূকর্ণ (পুং) বহুভূ ছাগস্ত কর্ণকৃতিঃ পত্রাবচ্ছেদে অন্ত্যন্তেতি
বহুভূকর্ণ অর্শ আদিভাদচ্। শালসৃক। (রাজনিং)

বহুভূগন্ধা (স্ত্রী) বহুভূ গন্ধ ইব গচ্ছো যন্তাঃ। ছাগের ঞ্চয় গন্ধ-
বিশিষ্ট। (রাজনিং)

বহুভূমোদা (স্ত্রী) বহুভূ ছাগং মোদরতীতি মুদ-শিচ্ অচ্।
অজমোদা। (রাজনিং)

বহুভূব্যা (ত্রি) বস-তব্য। বাসার্হ, বাসের ষোগ্য।

"পরাজিতৈর্হি বহুভূব্যৈঃ তৈশ্চ বাসন বৎসরান্।" (ভারত আদিপং)

বহুভূব্যতা (স্ত্রী) বহুভূব্যত ভাবঃ তল্-টাপ্। বহুভূব্যের ভাব বা
ধন, বাস।

বহুভূজী (স্ত্রী) বহুভূতব অন্নযজ্ঞাঃ, গৌরাদিভ্যাং ভীষ্। ছাগলক্ষি-
কুপ, পর্যায়—বৃষগচ্ছাখ্যা, মেবাজী, বৃষপত্রিকা, অজাজী, বোরকী।

গুণ—কটু, কাসরোধনাশক, গর্ভজনক ও শুক্রবর্ধক। (রাজনিং)

বহুভূতি (পুং স্ত্রী) বহুভূতি মুদাদিকমত্র, বস (বসেতি। উণ্ ৪।১৭৯)

ইতি ভি। ১ নাভির অধোভাগ। তলপেট্। ২ মুদ্রাশয়পুটের

নাম বহুভূতি, মুদ্রাশয়, প্রস্রাবের থলে। ৩ বহুভূতিশব্দে বহু, চলিত

পিচকারী। বৈভক্তে বহুভূতিবির বিবধ অর্থাৎ পিচকারী দিবার

প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

১ “বস্তিবিধাভূবাসাখ্যা নিরুহশ্চ ততঃ পরঃ ।

যঃ স্নেহৈবীর্যতে স ভাদ্রবাসননামকঃ ॥

কষায়ক্ষারতৈলৈর্থে নিরুহঃ স নিগম্যতে ।

বস্তিভীদীয়েতে বস্মাৎ তস্মাৎবস্তিরিতি স্মৃতঃ ॥” (ভাবপ্রঃ)

বস্তি দুই প্রকার, অমুবাসন বস্তি ও নিরুহবস্তি। এই দুই প্রকার বস্তির মধ্যে স্নেহ দ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে অমুবাসন বস্তি এবং কাথ, দুগ্ধ ও তৈল দ্বারা যে বস্তি-প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে নিরুহবস্তি কহে। বস্তি দ্বারা (যুগাদির মূত্রাশ্রয় দ্বারা) প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া ইহাকে বস্তি কহে।

মাত্রাবস্তি অমুবাসনবস্তির ভেদমাত্র। ইহার মাত্রা দুই বা একপল। রক্ষ্যবস্তি, তীক্ষ্ণাশ্রয়সম্পন্ন ব্যক্তি এবং যাহা-মের কেবল বায়ুপ্রবল তাহার অমুবাসন বস্তির উপযুক্ত। কুষ্ঠরোগী, মেহরোগী, স্থূলকায় ও উদররোগীর পক্ষে অমুবাসন-বস্তি উপকাবক নহে।

অজীর্ণরোগী, উন্মাদরোগী, তৃষ্ণারোগী এবং শোথ, মূর্তা, অরুচি, ভয়, খাস, কাস ও ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অমুবাসন ও আত্মপান এই উভয়বিধ বস্তিই প্রশস্ত।

সুবর্ণাদি ধাতু, বৃক্ষ, বাঁশ, নল, দন্ত, শূলগ্রাণ বা মণি প্রভৃতি দ্বারা নল প্রস্তুত করিতে হইবে। বস্তিপ্রয়োগে এক হইতে ছয় বৎসর বয়স্ক রোগীর নিমিত্ত ৬ অঙ্গুলি প্রমাণ, ৬ বৎসরের উর্দ্ধ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত রোগীর নিমিত্ত ৮ অঙ্গুলি প্রমাণ, ১২ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক রোগীদের নিমিত্ত ১২ অঙ্গুলি প্রমাণ দীর্ঘ নল করিতে হইবে। ঐ নলের ছিদ্র যথাক্রমে মুদ্রা-প্রমাণ, কলায়প্রমাণ ও বদরী বীজের প্রমাণ হইবে। উহা স্নান এবং গোপুচ্ছের আকৃতিবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। নলের মূলভাগ গোপুচ্ছের দ্বায় করিয়া মূথের দিকে ক্রমান্বয়ে স্থান করিতে হইবে।

বস্তিক্রিয়ার নলের পরিমাণ রোগীর বৃদ্ধাস্থির তুল্য ব্যাস নলিকার মূলে স্থির রাখিয়া কনিষ্ঠাস্থলীর তুল্য ব্যাসে অগ্রভাগ প্রস্তুত করিবে এবং মুখ অভ্যন্তর মন্থণ অগচ্চ ঘটিকার দ্বায় গোলাকার করিবে। নলিকার চতুর্ধ ভাগে এরূপ ভাবে কর্ণিকা (গোকার্ণাদিবৎ) প্রস্তুত করিতে হইবে, যে বস্তির ধমকে নলিকার অগ্রভাগ ভাগ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হয় এবং মূলের দিকে ও চতুর্ধ ভাগে বস্তিবন্ধনের নিমিত্ত দুইটা কর্ণিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে।

যুগ, ছাগ, শূকর, গো অথবা মহিষের মূত্রাকোষবস্তি দ্বারা বস্তিকার্য্য করিতে হইবে। সকল প্রকার বস্তিই কষায়াদি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লটতে হইবে এবং উহা মুদ্র, সিদ্ধ, অবচ

দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। গ্রণে যে বস্তিপ্রয়োগ করা যায়, তাহার নল, স্নান ও অষ্টাঙ্গুল পরিমিত, পরিণাহে গুহ পক্ষীর মলিক্তার দ্বার এবং মূত্রশাক্তি হ্রিঃবিশিষ্ট প্রস্তুত করিবে।

সম্যক প্রকারে বস্তি প্রযুক্ত হইলে শরীরের উপচয়, বর্ণের উৎকর্ষতা, বল ও আরোগ্য এবং পরমাণু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীত ও বসন্ত কালে দিবাভাগে স্নেহবস্তি এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে অমুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত শিথিল জ্বা ভোজন করাইয়া অমুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ এক সময়ে স্নেহভোজন ও অমুবাসন এই উভয় প্রকার স্নেহ সেবিত হইলে মত্ততা ও মূর্ছা জন্মে এবং অত্যন্ত ক্ষয় জ্বা ভোজন করিয়াও অমুবাসন বিধেয় নহে, এইরূপ করিলে বল ও বর্ণের হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব বিচক্ষণ বৈদ্য শিথিল জ্বা ভোজন করাইয়া অমুবাসনবস্তি প্রয়োগ করিবে না।

বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে মাত্রার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ হীনমাত্রার বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না এবং মাত্রা অধিক হইলে আনাহ, কাস্তি ও অতীসার জন্মে।

অমুবাসনবস্তির প্রেষ্ঠমাত্রা ৬ পল, মধ্যম মাত্রা ৩ পল এবং হীনমাত্রা ২ পল। যে স্নেহ দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই স্নেহের সহিত শলুকা ও সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। ঐ চূর্ণের পূর্ণ মাত্রা ৬ মাষা, মধ্যম মাত্রা ৩ মাষা এবং হীনমাত্রা ২ মাষা।

বিরেচনের পর বস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে ৭ দিন গত এবং শরীরে বলাশচর হইলে আহার করাইয়া সাধ্যকালে অমু-বাসন বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। অমুবাসনক্রিয়া করিতে হইলে রোগীর শরীরে তৈল মাখাইয়া অন্ন অন্ন উকল দ্বারা স্নান ও পরে ভোজনান্তে শতপদ গমন করাইবে। তৎপরে বায়ু, মূত্র ও মলভাগ হইলে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

যৎকালে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, তখন রোগীকে বামপার্শ্বে শয়ন করাইয়া বামজঙ্ঘা প্রসারণ ও দক্ষিণজঙ্ঘা কুঞ্চিত করিয়া গুহদেশে স্নেহ সঞ্চার করিবে; তৎপরে চিকিৎসক বস্তির মুখ হ্রদ দ্বারা বন্ধন করিয়া বামহস্তে উহার মুখ দ্বিগুণ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুহদেশে বোজনা করিয়া মধ্যবেগে পীড়ন করিতে হইবে। দ্বিগুণ মাত্রাকাল এতরূপে পীড়ন করিতে হয়। ইহার অন্তিমকাল সময়ে কখন পীড়ন করা বিধেয় নহে। বস্তিপ্রয়োগ-কালে জ্বন্তণ, কাস ও হাঁচি প্রভৃতি বর্জন করিবে।

এই প্রকারে স্নেহ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে একশত বাক্য উচ্চারণ করিতে বস সময় লাগে, ততক্ষণ রোগী উত্তানভাবে শয়ন করিয়া থাকিবে। পূর্বে যে মাত্রা ও কালের বিবরণ বলিয়াছি, তাহার

বিষয় এইরূপে হির করিতে হয়। স্বকীয় জায়গার উপরি অঙ্কুলি স্ট্রাকাইরা হাত ঘুরাইয়া আনিতে যত সময়ের আবশ্যক, সেই পরিমাণ সময়কে একমাত্রা কহে। অথবা চকুর একবার নিমীলন ও উন্নীলনে যে সময়ের আবশ্যক বা অঙ্কুলিঘারা তুড়ি দিতে বা একটী গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, সেই পরিমিত সময়ের নাম মাত্রা।

সম্যাক্রূপে বস্তিপ্রয়োগ করা হইলে বস্তিবীৰ্য্য সমস্ত শরীরে দীর্ঘ প্রসারিত হইবার জন্য চিকিৎসক রোগীর জন্মাবয় ও বাহ্যিক তিনবার আত্মকন ও তিনবার প্রসারণ করিবে। তৎপরে রোগীর কর্ণডল, পদতল ও কটদেশ এই সকল স্থানে হস্ত দ্বারা আঘাত এবং কটদেশ দ্বারা শয্যাতে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। পার্শ্বিক দ্বারাও পূর্ববৎ শয্যার আঘাত করিবে। এইরূপে নিরুহণ কাৰ্য্য সম্পন্ন হইলে রোগীকে স্নানযাত্রে শয়ন করাইয়া নিদ্রা আকর্ষণের জন্য যত্ন করিতে হইবে।

অমুদ্বাসন ক্রিয়ার পর যতদিন বিনা উপদ্রবে বায়ু ও মলের সহিত মেহ সত্তর নির্গত হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির অমুদ্বাসন-ক্রিয়া সম্যাক্রূপে হইয়াছে জানিতে হইবে। ঐরূপে মেহ নির্গত হইলে যদি কুখার উদ্বেক হয়, তাহা হইলে সাগ্নকালে সুস্থি অন্ন বা লঘু দ্রব্য ভোজন করিতে দিতে হইবে। পরদিন রোগীকে উজ্জল বা খঁসে ও গুড়ির কাথ করিয়া পান করাইবে। এই নিয়ম অমুদ্বাসনে ৬ বার, ৭ বার, ৮ বার বা ৯ বার মেহবস্তি প্রয়োগ করিয়া তৎপরে নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

প্রথম যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তদ্বারা মুত্রাশয় ও বজ্জন বিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বারে শিষ্যোগত বায়ু বিনষ্ট হয়, তৃতীয় বারে বল ও বর্ণের উৎকর্ষতা জন্মে এবং চতুর্থ বারে রস, পঞ্চমবারে রক্ত, ষষ্ঠবারে মাংস, সপ্তমবারে মেদ, অষ্টমবারে অস্থি এবং নবমবারে বস্তি প্রয়োগ দ্বারা মজ্জা বিদ্ধ হইয়া থাকে। অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিলে গুরুগত দৌষ প্রশমিত হয়। প্রেতি অষ্টাদশ দিবস অন্তর যে ব্যক্তি বহানিয়মে বস্তিক্রিয়া করে, সেই ব্যক্তি হস্তীর ভায় বলবান, অধের তুল্য বেগবান এবং মেঘতুল্য প্রোভাবশালী হয়।

রুদ্ধতা ও বায়ুর প্রকোপ থাকিলে প্রতিদিন মেহবস্তি প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অজান্ত হলে অরিমান্য হওয়ার আশঙ্কা থাকার তিনদিন অন্তর বস্তিপ্রয়োগ কর্তব্য। রুদ্ধ ব্যক্তিদিগের অন্ন-মাত্রায় দীর্ঘকাল মেহ প্রদান করিলে যেমন কোন অনিষ্ট হয় না, তদ্রূপ বিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে অন্নমাত্রায় নিরুহ বস্তি প্রয়োগ করিলেও কোন অপকার না হইয়া বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বস্তিপ্রয়োগ করিলে যতদিন উহা সম্যাক্রূপে অত্যন্ত

প্রবেশ না করিয়া প্রয়োগমাত্রাই বহির্গত হইয়া যায়, তবে পুনর্বার পূর্বমাত্রা হইতে অন্নমাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

যমন বিয়েচনাদি দ্বারা যদি মেহ শোধন না করিয়া অমুদ্বাসন বস্তিপ্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ মেহ মলের সহিত সংযুক্ত হইয়া বহির্গত না হইলে শরীরের অবসন্নতা, উদরাধান, শূল, শ্বাস এবং পকাশয়ের গুরুত্ব উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থায় নিরুহবস্তি কিংবা তীক্ষ্ণ ঔষধ সহযোগে তীক্ষ্ণ কলবস্তি প্রয়োগ করিবে। বায়ুর অমূল্যমাকারক, মলশোধক, অশ্বত্থ দ্বিধাকারক এরূপ বিয়েচন এবং তীক্ষ্ণ নস্ত ও এই অবস্থায় প্রশস্ত।

মেহবস্তি নির্গত না হইলে যদি কোন প্রকার উপদ্রব না ঘটে, তাহা হইলে রুদ্ধতা প্রযুক্ত উহা নির্গত হয় নাই, বুঝিতে হইবে। অতএব তৎকালে কোনরূপ প্রতীকারের চেষ্টা করিবে না। এক অহোরাত্র কাল অপেক্ষা করিয়া দেখিবে, যদি তদ্বাধ্য মেহ নির্গত না হয়, তবে সংশোধক ঔষধ দ্বারা দৌষের শাস্তি করিবে। কিন্তু মেহ নির্গত করাইবার জন্য পুনর্বার মেহ প্রয়োগ করিবে না। এইরূপ মেহপ্রয়োগে বিশেষ অনিষ্ট ঘটনা থাকে। গুলক, এরণ্ড, পুতিকরক, বামনহাটী, বাসক, কতুল, শূভমূলী, ঝিটা ও কাকজন্ডা এই সকল প্রত্যেকে একপল; যব, বাষকলায়, মসিনা, বদরী ও কুলথ কলায় এই সকল প্রত্যেকে ২ পল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চারি দ্রোণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া এক দ্রোণ (৬৪ সের) অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্বারা ১৬ সের তৈল পাক করিবে। কন্ধার্থ জীবনীমরণের ঔষধ প্রত্যেক ১ পল করিয়া গ্রহণ করিবে। এই তৈল দ্বারা অমুদ্বাসনবস্তিপ্রয়োগ করিলে সকল প্রকার বাতজ রোগ বিনষ্ট হয়।

অমুদ্বাসন নলাদি দ্রব্যদ্বারা বস্তিক্রিয়ার দৌষে বহুবিধ রোগ জন্মে, এইজন্য বিশেষ সাবধান হইয়া বস্তিক্রিয়া করিবে। মেহ পানে আহাতিদির যে ব্যবস্থা আছে, ইহাতেও সেই ব্যবস্থাসারে চলিবে।

নিরুহবস্তি—নিরুহবস্তি কারণভেদে বহু প্রকার। ইহা দৌষ ও ধাতুসমূহকে যথাযানে স্থাপন করে বলিয়া উহার এক নাম আস্থাপন। নিরুহবস্তির শ্রেষ্ঠ মাত্রা ১০ প্রহ (আড়াই সের) মধ্যমমাত্রা ১ প্রহ (২ই সের) হীনমাত্রা দেড় সের।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিদ্ধ, উৎক্লিষ্ট দৌষসম্পন্ন, উন্নত-রোগাক্রান্ত, ক্লম এবং উদরাধান, বমি, হিকা, অর্শ, কাস, শ্বাস, গুরুরোগ, শোথ, স্ততীসার, বিহুচিকা, কুষ্ঠ, মধুমেহ ও জলোদরাদি রোগাভিভূত ব্যক্তি ও গর্ভবতী স্ত্রীকে আস্থাপন প্রয়োগ করিবে না।

যে ব্যক্তি বাতব্যাদি, উদাবর্ত, বাতরক্ত, বিষমজ্বর, মুচ্ছা, ফুকা, উদর, আনাহ, সুত্রক্কু, অশ্রুদী, বৃদ্ধি, অশ্বকন্দ, মন্দারি,

এমেহ, মূল, অরপিত এবং জ্বররোগাক্রান্ত, এই সকল ব্যক্তিকে যথাবিধানে নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

বায়ু, মল ও মূত্র পরিভ্যাগের পর স্নেহাভ্যাস ও উষ্ণ জলে স্নান করাইরা ক্ষুধিত অবস্থায় (আহার না করাইরা) মধ্যাহ্ন কালে গৃহ মধ্যে রাখিয়া যথাযোগ্য নিরুহণ প্রয়োগ করিবে। নিরুহবস্তি সম্যক প্রয়োজিত হইলে উহার বহির্নিঃসরণ প্রতীকার মুহূর্ত্তকাল উৎকট ভাবে উপবেশন করিবে। যদি মুহূর্ত্তকাল অন্তেও বহির্গত না হয়, তাহা হইত্রে শোষক ঔষধ বা ক্ষার, মূত্র, অম্ল ও সৈন্ধব দ্বারা পুনরায় নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

কফ, পিত্ত, বায়ু ও মল ক্রমায় বহির্গত হইয়া শরীর লঘু হইলে তাহাকে স্নিগ্ধ বলা যায় এবং যাহার বস্তিক্রমের অন্নতা হেতু মল নিঃসারণ না হইয়া মূত্রগেগ জড়তা ও অরুচি উৎপন্ন হয়, তাহাকে দুর্নিরুহ কহে। আত্মপান ও স্নেহ বস্তি সম্যক প্রয়োজিত হইলে বস্তিদ্বারা প্রক্লিপ্ত ঔষধ নিঃসরণ, মনস্তৃষ্টি, দেহের স্নিগ্ধতা ও ব্যাধি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই নিয়মে দুইবার, তিনবার বা চারিবার যথোপযুক্ত বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতগণ নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবেন।

নিরুহবস্তি বায়ুরোগে উষ্ণ স্নেহের সহিত একবার, পৈত্তিক ব্যাধিতে উষ্ণ জ্বরের সহিত দুইবার এবং শ্লেষ্মিকরোগে উষ্ণ কষায়, কটু ও মূত্রাদির সহিত তিনবার প্রয়োগ করিবে। উক্ত প্রকারে নিরুহ বস্তি প্রদান করিয়া পৈত্তিক ব্যাধি সম্পন্নকে দুগ্ধ, শ্লেষ্মিক ব্যাধিসম্পন্নকে ঘৃষ ও বায়ুরোগসম্পন্নকে মাংস-রসের সহিত ভোজন করাইয়া পরে অম্বুদাসন প্রয়োগ করিবে।

স্ক্রুমার, বৃদ্ধ এবং বালকদিগের পক্ষে মূত্রবস্তি হিতকারক, ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ বস্তি প্রয়োগ করিলে উহাদিগের বল ও পরমাত্র হ্রাস হয়। প্রথমে উৎক্লেশন বস্তি, মধ্যে দোষহর বস্তি এবং পশ্চাৎ সংশমনীয় বস্তি প্রয়োগ করা বিধেয়।

উৎক্লেশন বস্তি—এরওবীজ, বাটমধু, পিঙ্গলী, সৈন্ধব, বচ, এবং হৃৎকালের কক দ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে উৎক্লেশন বস্তি কহে। দোষহর বস্তি—শতমূলী, বষ্টিমধু, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রবব, এই সকল দ্রব্য কীজি ও গোমূত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে দোষহর বস্তি কহে। সংশমনীয়বস্তি—প্রিয়দ্রু, বাটমধু, মৃত্তক ও রসাজন; এই সকল দ্রব্য জ্বরের সহিত মিলিত করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে সংশমনীয় বস্তি কহে। লেখনবস্তি—ত্রিকণায় কাথ, গোমূত্র, মধু এবং যক্ষারের সহিত উৎক্লেশনগণের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে লেখন-বস্তি কহে।

বৃহৎবস্তি—বৃহৎবস্তির কাথ ও জীবনীরগণের কক

সহিত বৃদ্ধ ও মাংসরস মিলিত করিয়া তদ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহা বৃহৎবস্তি।

পিঙ্গলবস্তি—ভূমিকুম্ভাণ্ড, নারদী, বহুবায়ক, এবং শাঙ্গলী পুষ্পের অম্বুদ এই সকল দ্রব্য জ্বরের সহিত সিদ্ধ করিয়া মধু ও রক্ত মিশাইয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে পিঙ্গল বস্তি কহে। ভাগ, স্নেহ ও কুম্ভার ইহাদের রক্ত গ্রহণ করিতে হয়। ইহার দ্বারা দ্বাদশপল অর্থাৎ সেক্ষেপের।

নিরুহবস্তির স্নেহ প্রস্তুত বিধান—প্রথমে ২ তোলা সৈন্ধব ও চারিপল মধু একত্র আলোড়ন করিয়া পরে ৩ পল স্নেহ, দুইপল কক দ্রব্য, আটপল কাথ এবং চারি পল প্রক্ষেপের দ্রব্য এই সকল একত্র মিশ্রন করিয়া তদ্বারা নিরুহবস্তি প্রদান করিবে, উক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত সামগ্রীর পরিমাণ সর্বসমেত ২৪ পল হইবে।

বাতজ্বর রোগে চারিপল মধু ও ছয় পল স্নেহ, পিত্তজ্বরোগে চারিপল মধু ও তিনপল স্নেহ এবং কফজ্বরোগে ৩ পল মধু ও চারিপল স্নেহ দ্বারা নিরুহবস্তি প্রয়োগ করিবে।

মধুতৈলবস্তি—এরও কাথ ৮ পল, মধু ও তৈল উত্তর মিলিত ৮ পল, শল্কা অর্ধপল এবং সৈন্ধব অর্ধপল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটা কাঠ খণ্ড দ্বারা সম্যক আলোড়ন করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে মধুতৈলবস্তি কহে। এই বস্তি দ্বারা মেদ, শুণ্ড, কৃমি, প্রীড়া, মল ও উদাবর্ত্ত নষ্ট এবং শরীর উপচিত, বল, বর্ণ, তৃষ্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যাপনবস্তি—মধু, দ্বত ও দুগ্ধ প্রত্যেকে দুইপল এবং হৃৎকা ও সৈন্ধব প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত একত্র উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে, ইহাকে যাপন-বস্তি কহে।

দুষ্করণবস্তি—এরওমূলের কাথ, মধু, তৈল, সৈন্ধব, বচ এবং পিঙ্গলী এই সকল একত্র করিয়া তদ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে দুষ্করণবস্তি কহে।

সিদ্ধবস্তি—পক্ষ্মুলের কাথ, তৈল, পিঙ্গলী, মধু, সৈন্ধব এবং বাট মধু, এই সকল একত্র করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে সিদ্ধবস্তি কহে।

নিরুহবস্তি প্রয়োগের পর উষ্ণজলে স্নান করিবে, দিব্যানিদ্রা, ও অঙ্গীর্ণজনক দ্রব্য পরিভ্যাগ বিধেয়।

উত্তরবস্তি—উত্তরবস্তিনল ১২ আঙ্গুল দীর্ঘ হইবে এবং ঐ নলের মধ্যদেশে একটা কর্ণিকা (সোকাগ্নিদ্রব্য) প্রস্তুত করিবে। নলের অগ্রভাগ মালতীপুষ্পের বৃন্তের জায় এবং হিঙ্গলী এরপ হওয়া আবশ্যক যে, তাহার মধ্যদ্বারা একটা সর্পণ নির্গত হইতে পারে।

পাঁচি বৎসরের নারী বয়স ব্যক্তির পক্ষে দেহের মাত্রা ৪ তোলা এবং তদুর্ধ্ব ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা ৮ তোলা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঔষধিক প্রথমে আত্মপান দ্বারা শোধন করিয়া নান করাইবে, তৎপরে তৃষ্ণির সহিত তোলন কুরীয়া আসনোপরি জালু পাতিয়া বসাইবে, তৎপরে ঘেহনিক্ত শলাকা দ্বারা প্রথমে অবেষণ করিয়া পশ্চাৎ ক্ষতব্রজিত নল লিঙ্গমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইবে। ৬ আঙ্গুল পরিমাণ প্রবিষ্ট হইলে বস্তিপীড়ন হইবে, পরে ধীরে ধীরে নল বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে ঘেহ প্রত্যাগত হইলে ঘেহবস্তির বিধানানুসারে ক্রিয়া করিবে।

ক্রীলোকদিগের জন্ত রশ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির জ্ঞায় হুল করিয়া নল প্রস্তুত করিবে, উহার দ্বিতী একটা দুগল প্রবেশের উপযুক্ত করা কণ্ডব্য। ইহা অপথা পাখে চারি অঙ্গুল প্রমাণ এবং মূত্ররুদ্ধের জন্ত তদুর্ধ্বক স্থান নল প্রস্তুত করিয়া ২ অঙ্গুলি প্রমাণ প্রবেশ করাইয়া বস্তিপ্রয়োগ করিবে। বালকদিগের মূত্ররুদ্ধরোগে এক অঙ্গুলি প্রমাণ নল প্রয়োগ করিবে। চিকিৎসক স্রীদিগের যোনি মধ্যে আন্তে আন্তে স্থান নল প্রবেশ করাইবেন যেন উহা কশ্মিত না হয়। নলের আকৃতি মালতী পুষ্পের বৃন্তবৎ হওয়া আরম্ভক। গর্ভাশয় শোধনের নিমিত্ত ঘেহ চটপল এবং মূত্ররুদ্ধ এক পল পরিমাণে প্রয়োগ করিবে।

স্রীদিগকে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমতঃ উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া জাহুদয় ডোলায় করিয়া বস্তিপ্রয়োগ করিবে। ঐ উত্তরবস্তির যত্নপি বহির্নিঃসরণ না হয়, তাহা হইলে পুনর্বার সংশোধক দ্রব্য সহযোগে বস্তি প্রদান করিবে। অথবা যোনিমার্গে সূত্রনিঃসারক অথচ স্নিগ্ধ সংশোধক দ্রব্যসংযুক্ত দৃঢ় কলবস্তি প্রয়োগ করিবে।

বস্তিক্রিয়া দ্বারা কোন স্থানে দাহ উপস্থিত হইলে ক্ষীর্ণবৃক্ষের কাণ্ড ও শীতল জল দ্বারা পুনর্বার বস্তি প্রয়োগ করিবে। বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা পুষ্কবের গুরুদোষ এবং স্রীদিগের আন্তবদোষ বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রমেহরোগীজাত ব্যক্তিকে কখনও উত্তর বস্তি প্রয়োগ করিবে না। (ভাবপ্রং পূর্বধং)

[সূত্রতোক্ত নিরূহবস্তির বিষয় নিরূহবস্তি শব্দে দেখ।]

বস্তিক (পুং) বস্তি শোধনে দণ্ডভেদ।

‘বস্তিকঃ শল্যদণ্ডশব্দৌ শিথিলস্তম্ভোদ্ধরণে শল্যং বস্তিমধ্যে সজ্জতি দণ্ডমাত্রং নিঃসরতি। অস্ত্রে বস্তক ইতি পঠিষা শৃঙ্গবৃতিত ইতি ব্যাচখ্য। (ভারত দ্রোণপর্ক চীকার নীলকর্ষ)

বস্তিকর্মাণ্ড (স্রী) বস্তিধানকার্য্য।

বস্তিকর্মাণ্ড (পুং) বস্তিকর্ষণ তচ্ছোধনব্যাপারণ আচাঃ। বস্তিশোধনে এবান্ত প্রচুরকার্য্যকরত্বাৎ তথাহ। অরিষ্ট বৃক্, চলিত ভূরিটা।

‘অরিষ্টো বস্তিকর্মাণ্ডো বৈদ্যঃ কেমিলয়ঃ কুণ্ডঃ।’ (শবচক্রিকা) বস্তিকুণ্ডলিকা (স্রী) মূত্রাঘাত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ ক্রতবেগে পথগমন, পরিশ্রম, অভিযাত ও পীড়ন দ্বারা মূত্রাশয় বহান হইতে উর্দ্ধগত হইয়া গর্ভের জ্ঞায় হুলাকৃতি হইলে শূল, স্পন্দন ও দাহের সহিত অন্ন অন্ন মূত্র নির্গত হয়। নাস্তির অধোদেশে পীড়ন করিলে ধারাবাহিকরূপে মূত্র নির্গত হইতে থাকে এবং যোগী তরুতা ও উর্বেচন কর্তৃক পীড়িত হয়, মূত্রাঘাতরোগে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে বস্তিকুণ্ডলিকা কহে। এই রোগে প্রারম্ভ বায়ু আধিক্য থাকে। ইহা শস্ত্র ও বিষের জ্ঞায় ভয়ঙ্কর। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই বিশেষ স্তচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করা কর্তব্য। এই রোগে পিত্তাদিক্য হইলে দাহ, শূল ও বিবর্ণ হয়। কফাদিক্য হইলে দেহের গুরুতা ও শোথ, স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ অথচ গাঢ়মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।

বস্তিকুণ্ডলিকা রোগে যদি বস্তির মুখরন্ধ্র কক্ষ কর্তৃক আবৃত কিংবা বস্তিতে পিত্ত সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে অসাধ্য হয়। যদি এই রোগে বস্তির মুখরন্ধ্র কক্ষ কর্তৃক আবৃত ও বস্তি মধ্যে বায়ু কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থিতি না করে, তাহা হইলে সাধ্য হয়। বস্তি মধ্যে বায়ু কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থিতি করিলে রোগীর পিপাসা, মোহ ও শ্বাস উপস্থিত হয়।

(ভাবপ্রং মূত্রাঘাত রোগাধিকং)

বস্তিবিদ (স্রী) বস্তিভার, মূত্রদ্বার। (অর্থং ১।৩৮)

বস্তিমাল (স্রী) মূত্র। (হেম)

বস্তিঘাত (পুং) স্নানামখ্যাত বাতঝাধি রোগভেদ। লক্ষণ—

‘মাক্ষতেহুগুণে বস্তৌ মূত্রং সমাক্ প্রবর্ততে।

বিকার্য্য বিবিধাশ্চাপি প্রতিশোমে ভবন্তি হি ॥’ (মাধবনি°)

যে বাতব্যাধি রোগে বায়ু বিগুণ হইয়া বস্তিদেহে মূত্র সমাক্রূপে প্রবর্তিত করে এবং প্রতি লোমকূপে বিবিধ প্রকার বিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে বস্তিঘাত কহে।

বস্তিশীর্ষ (স্রী) প্রত্যঙ্গ বিশেষ, বস্তির উপরিভাগ।

(চরক শারীরস্থং ৭ অ°)

বস্তিশূল (স্রী) বস্তিবেদনা, বস্তিদেহে অতিশয় বেদনা হইলে তাহাকে বস্তিশূল কহে। (মাধবনি°)

বস্তিশোধন (স্রী) ১ মদনফল। ২ বস্তিশোধক দ্রব্যমাত্র, যে দ্রব্য দ্বারা বস্তিদোষ প্রশমিত হয়, তাহাকে বস্তিশোধন কহে। ৩ মদনবৃক্।

বস্ত্র (স্রী) বসতীতি বস (বসন্ত্। উপ্ ১।৭৬) ইতি ভূন্। ১ দ্রব্য।

‘গৃহেষু দারেষু স্ততেষু বস্ত্রং

দ্বিজোত্তমতন্দনবাসিবস্ত্রং।

অকব্যরসাত্তরগাথরাধি

অনন্তকোবেষকরোদশমতিম্ ॥" (ভাগবত ৯।৪।২৭)

২ পাত্তভূত।

"অবদ্যবজ্ঞাৎ বভুব্রজ তে ক্রিয়া হি বস্তুপহিতা প্রসীদতি।

(রঘু ৩।২৭)

৩ পদার্থ, পদার্থমাত্রকেই বস্তু কহে।

"ভাবঃ পদার্থো ধর্মঃ ত্রাৎ সত্যং তৎকং বস্তু চ।" (ত্রিকা)

"সত্যং হি সন্দেহপদেহু বস্তুহু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রসূতরঃ।"

(শঙ্করা ১ অ°)

নৈয়ারিকদিগের মতে—পরিদৃষ্টমান জগতে ছই প্রকার বস্তু আছে, তাব ও অতাব।

"জগতি বস্তুধর্য ভাবোহিভাবশ্চ" (জায়শাস্ত্র)

বেদান্তদর্শনের মতে জগতে বস্তু এক, সচ্চিদানন্দ অথবা ব্রহ্মই বস্তু, ব্রহ্ম তির আর বস্তু নাই। অজ্ঞানাদি জড়সমূহ অবস্তু।" (বেদান্তসার) ৫ কাণ্ড।

"বস্তুধরণকোষু সমুত্তমশ্চেৎ শক্যো য় মোহাদসমুত্তমশ্চ।

শক্যো য় কালেন সমুত্তমশ্চ ত্রিধৈব কার্যাবাসনং বদন্তি ॥"

(কামন্দকীয় নীতিসার ১৫।২৫)

৬ অর্থ। (কুমার ৫।৬৫ মল্লিনাথ) ৬ ইতিবৃত্ত। "অহ-মন্ত্য কালিদাসগ্রথিতবস্তনা নবেন প্রোটেকোনোপহন্তে" (বিক্রমোৎকলী) ৬ বৃত্তান্ত। ৭ সংপাত্র। ৮ সত্য।

বস্তুক (স্ত্রী) বস্তু সংজ্ঞায় কন। বাত্মক শাক, চলিত বেতোশাক।
বস্তুকী (স্ত্রী) বস্তুক গোয়াদিহাৎ ঙীষ্। খেত চিল্লীশাক। (রাভনি°)
বস্তুতস্ (অব্য) বস্তু-তসিল্। ফলতঃ, বাস্তবিক, বথার্থতঃ।
বস্তুতা (স্ত্রী) বস্তু ভাবে তল্ টাপ্। বস্তুর ভাব বা ধর্ম, বস্তুত্ব।

বস্তুধর্ম (পুং) বস্তুর ধর্ম, বস্তুত্ব।

বস্তুপাল (পুং) সুরাত্তের একজন প্রসিদ্ধ জৈনকবি।

বস্তুবল (স্ত্রী) বস্তুর গুণ।

বস্তুভাব (পুং) বস্তুর ধর্ম বা রূপ।

বস্তুভেদ (পুং) বস্তুর প্রকার।

বস্তুবিচার (পুং) বস্তুর গুণ নির্ধারণ।

বস্তুবিবর্ত (স্ত্রী) বেদান্তমতে বাথার্থ্যের বিবর্ত।

বস্তুশক্তি (স্ত্রী) বস্তুর শক্তি, ত্রব্যের শক্তি, 'নহি বস্তুশক্তি-ত্রব্যগুণমপেক্ষতে' (ভাগবত ১০ম স্কন্ধে স্বামী)

বস্তুশাসন (স্ত্রী) বস্তুনির্ণয়।

বস্তুশূন্য (ত্রি) জবাহীন।

বস্তুস্থাপন (স্ত্রী) ভোগব্যবহারে বস্তুর রূপান্তরকরণ।

বস্তুপমা (স্ত্রী) উপমালভারভেদ।

XVII

"স্বাক্ষরমিহ তে বস্তুং নেত্রে নীলোৎপলে ইব।"

(কাব্যদর্শ) [উপমা শ্রেণ]

বস্তু (স্ত্রী) বস-ক্তিন্ বস্তুবীদন্ত্যত্র সাধু°বস্তু ইতি যৎ। (ভ্রম সাধুঃ। পা ৪।৪।১৭) গৃহ। অমর।

বস্তু (স্ত্রী) বস্তুতে আচ্ছাদ্যন্তে অমেনেতি বস আচ্ছাদনে ট্রুন্ (সর্বধাতুভ্যঃ ট্রুন্। উপ্ ৪।১৫৮) পরিধানাদির, উপযুক্ত কার্যসমুদায়াদি প্রযুক্ত বস্তু, চলিত কাপড়। পর্যায়—আচ্ছাদন, বাসন, ঢোল, বসন, আওত, (অমর) নিচর, প্রোত, লুক্ক, কর্ণট, খাটক, কনিপু, (জটায়ু) বাসন, ঘিচর, ছাদ, বাস। (শব্দরত্না°) ধর্মশাস্ত্রকার তুঙ্গ° বস্ত্রের পরিধানবিধি লব্ধে বলেন, বিকল্প অর্থাৎ একেবারে যুক্তকচ্ছ ও কতকটা যুক্তকচ্ছ, উত্তরীয়হীন, অর্ধ উলঙ্গ বা একেবারে উলঙ্গ হইয়া কোন প্রোত কিংবা স্নানার্থকর্মে লিপ্ত হইবে না।

"বিকলোহুত্তরীয়শ্চ নরশাচ্যব এব চ।

প্রোতঃ স্নানং তথা কর্ণ ন নরশ্চিহ্নয়দপি ॥" (তুঙ্গ)

পরিধানের বাহির দিয়া যদি কচ্ছ নিবদ্ধ থাকে, তবে তাহা আত্মরী প্রথা হইয়া পড়ে, তাই সম্পূর্ণ সংযুক্তকচ্ছ হওয়াই উচিত। "পরীধানাঘহিঃ কচ্ছ নিবদ্ধা হাত্মরী ভবেৎ।" (বৃত্তি) বোধায়ন মতে, বাসনিক, পৃষ্ঠ এবং নাভি, এই তিনটা স্থানে তিনটা কচ্ছ, এই কচ্ছ তিনটা বথার্থ ঠিক করিয়া দিয়া যে ব্রাহ্মণ বস্ত্র পরিধান করেন, তিনি শুচি হইয়া থাকেন।

"বামে পৃষ্ঠে তথা নাভৌ কচ্ছত্রয়মুদ্যতম্।

এতিঃ কটকৈঃ পরীথন্তে যো বিপ্রঃ স শুচিঃ স্মৃতঃ ॥" (বোধায়ন)

প্রচেতা বলেন, যে বস্ত্র নাভিদিশে পরিলে ছই দিকের জাহ্নবর পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হয়, তাহার নাম অন্তরীয় (ইজের) এই বস্ত্র প্রশস্ত বস্ত্র। ইহা অঙ্গিরস হওয়া আবশ্যক।

"নাভৌ বৃত্তকং বস্ত্রমাজ্জায়তি আত্মনী।

অন্তরীয়ঃ প্রশস্তং তদঙ্গিরসুত্তরোপি ॥" (প্রচেতাঃ)

বৃত্তিশাক্তে আছে, "দশা নাভৌ প্রয়োজয়েৎ। নভাৎ কর্ণপি কচ্ছকীতি। উত্তরীয়ধারণ চোপবীতবৎ।" অর্থাৎ দশা বা বস্ত্র-প্রোত-ভাগ নাভিদিশে জড়িয়া দিবে। কচ্ছকী হইয়া অর্থাৎ কোনরূপ পিরান বা জামা গায়ে দিয়া কোন বিহিত কর্ণ করিবে না, কর্ণকালীন উপবীতবৎ পবিত্র উত্তরীয় ধারণ করিবে। (১)

পূর্বোক্ত তুঙ্গর বর্ণনানুসারে বুঝিতে হইবে, সকলেরই ছই ছই বস্ত্র অর্থাৎ পরিধের ও উত্তরীয় ধারণ কর্তব্য। পারদ্বয় বলেন,

(১) "বথ হস্তোপবীতকং ধার্যতে চ যিজোজ্ঞৈমঃ।

তথা সবার্যতে বস্ত্রাহুত্তরাজ্জানং তত্ ॥" (বৃত্তি)

যদি একখানি বৈ কাপড় না থাকে, তবে তাহার একদিক পরিধান এবং অপর দিক উত্তরীয় করিয়া লইবে।

বস্ত্রধারণের গুণ,—নির্মল অথবা ধারণে কামোদ্দীপন, প্রশংসাপাত, দীর্ঘায়ু, অলসীনাশ এবং আত্মপ্রসাদ হয়। উহাতে দেহের সৌন্দর্য ও সত্যসমাজ-স্বকনের বোগ্যতা জন্মে।

“কাম্যং বস্ত্রমাদ্যমলম্ভীয়ং প্রহৰ্ষণম্ ॥

শ্রীমৎ পরিব্রজ শত্ৰুং নির্মলাধরধারকম্ ॥” (রাজব্রজত)

জানের পর উত্তমরূপে বস্ত্রের সাহায্যে গাত্র মার্জন করিতে হয়। তাহাতে দেহকান্তি প্রকাশ পায় এবং দেহের নানা কণ্টকাদি দূরীভূত হইয়া যায়। সকল রকম কোরের কষ্ট অর্থাৎ পটুবস্ত্র বা তসর বস্ত্র, অথবা বিবিধ চিত্রবস্ত্র ও রক্তবস্ত্র, শীতকালে ব্যবহার করা উচিত, কারণ উহাতে বাত ও রোগকোপ প্রশমিত হয়। পবিত্র স্ত্রীত্যাগ্যার বস্ত্র পিত্তহর, জ্বরহর উহা গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করাই কর্তব্য। এই বস্ত্র বত লম্বু হয়, ততই উত্তম। শীতাতপনিবারণে গুরুবস্ত্র শুভর এবং উষ্ণ ও নর, শীত ও নর এইরূপ বস্ত্র বর্ষায় ব্যবহার্য। মাহুত মলিন বসন কখনই ধারণ করিবে না, উহাতে কণ্ট ও ক্রমি জন্মে এবং উহা মানিকর ও লক্ষীত্যাগ্যর ॥

অঘযোগে বস্ত্রাদি দর্শন একান্ত শুভপ্রদ। কস্তা, গুরুবস্ত্র পরিধারী গৌরবর্ণ তেজঃকুণ্ডলিযুত ছোট ছোট বালক, ছাত্র, দৰ্শন, বিব ও আশিষ এবং গুরুবর্ণ পুষ্পরাশি, বস্ত্র ও অপবিত্র আলোপন যথেষ্ট এই সকল বস্ত্র দর্শনে আয়ু, আরোগ্য এবং বহুবিস্ত লাভ হইয়া থাকে।

“কস্তাং কুমারকান্ গৌরান্ গুরুবস্ত্রান্ স্তুতেজসঃ ।

বঃ পশ্চেন্নততে যো বা ছত্ৰাদর্শনবিষয়িমম্ ॥

গুরুঃ স্ত্রমনসো বস্ত্রমমেখ্যালেপনং কলম্ ॥

যত ত্রাদানুস্মারোগ্যং বিত্তং বহু চ সৌখ্যম্ভূতে ॥”

(বাতট শারীরস্থান ৩ অঃ)

* “সত্যসাম্যস্তরং সমধঃক্ৰেণ তত্তুমার্জয়ম্ ।

কান্তিপ্রদং শরীরত কণ্টরূপোবধানম্ ॥

ভেদবস্ত্রং চিত্রবস্ত্রক রক্তবস্ত্রং তপৈব চ ।

বাতসেখবহাং তত্তু শীতকালে দিয়ারয়েৎ ॥”

‘কোবের পট্টাধরঃ তসরবস্ত্রক’

যেথাঃ দ্রুশীতঃ পিত্তহরঃ কাথার বস্ত্রভূতঃ ।

তচ্ছারয়েৎকালে তচ্চাপি লম্বু পততে ॥”

‘কাথারঃ কোকটীতি লোকে । কাথারধারকঃ বা ।’

গুরুত গুরুতঃ বস্ত্রঃ শীতাতপনিবারকম্ ।

ন ত্রোফঃ ন চ বা শীতঃ তত্তু বহাৎ ধারণয়েৎ ॥

কলাপি ন জবৈঃ দন্তির্বাংগঃ যজ্ঞিনবস্ত্রম্ ॥

তত্তু কণ্টকৃমিকরঃ সত্যলক্ষীকরঃ পরম্ ॥” (ভাবপ্রকাশ)

নববস্ত্র পরিধান করিতে হইলে শাস্ত্রানুসারে দিন দেখিয়া লইতে হয়। অশাস্ত্রীয় দিনে বস্ত্রব্যবহারে প্রত্যাবায় আছে। জ্যোতিষতবে দেখিতে পাই, নিজের জন্ম নক্ষত্রে ও জন্মরাশি বিশাখা, হস্তা, চিত্রা প্রভৃতি কতিপয় বিহিত নক্ষত্রে এবং ইহা স্ত্রিয় বৃহস্পতি, শুক্র ও বুধদিনে বা কোন উৎসব ব্যাপারে নব বসন ধারণ বিধেয়।

“ত্রৈলোক্যাদিবস্ত্রতিথ্যাবিশাখহস্ত-

চিত্রোত্তরারিপবনীতিতিরেবতীষু ।

জন্মকর্কীবুধশুক্রদিনোৎসবাদৌ

ধাধ্যং নবঃ বসনমীশ্বরেবকুটৌ ॥” (জ্যোতিষতত্ত্ব)

দিন না দেখিয়া যে কোন দিনে নববস্ত্র ধারণে নানা অমঙ্গল ঘটে, আর বিহিত দিনে নব বসন পরিধানে উহার বিপরীত ফল অর্থাৎ মঙ্গললাভ অবশ্যপ্রাপ্য। কর্মলোচনে লিখিত আছে, রবিবারে নববসন ধারণে অন্ন ধন, সোমে ব্রহ্ম এবং মঙ্গলে সন্তত নানা ক্লেশ হয়। অস্তমিক্রে বিহিত দিনে অর্থাৎ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে নববস্ত্র ধারণে যথাক্রমে প্রভুত বস্ত্রলাভ, বিজ্ঞা ও বিত্তসমাগম এবং নানা ভোগ সুখ, প্রেমোদ শয্যা ও বরাদী মঙ্গল ঘটে। একত্রিংশ শনিবারে নববস্ত্র কিছুতেই ব্যবহার করিবে না, কারণ, ঐ দিনে নববসন পরিধানের ফল রোগ, শোক ও কলহ নিত্য সহচর।

“স্বর্গ্যে চারুধনং ব্রহ্মঃ শনিদিনে ক্লেশঃ সদা ভূমিজে ।

বস্ত্রাণ্যং বহতা বুধে জ্বরজরৌ বিদ্যাগমঃ সম্পদঃ ।

নানাজেগগবৃত্তঃ প্রেমোদশরনং লিখ্যাকনা ভাগবে

শৌরে স্ত্র্যঃ থলু যোগশোককলহা বস্ত্রে ধৃত্যে নৃতনে ॥”

(কর্মলোচন)

মলিন বসন পরিহার করিতে হইলে উহাতে কার সন্যোগ আবশ্যক। এই কার সন্যোগ করিবারও আবার দিনাদিন দেখিয়া লইতে হয়। কারণ নিষিদ্ধ দিনে কারসন্যোগে বস্ত্রাধারী সপ্তকুল দগ্ন হইয়া থাকে। বস্ত্রে কারসন্যোগের নিষিদ্ধ দিন যথা,—শনি ও মঙ্গল, বঙ্গী ও ছাদঙ্গী এবং তন্ত্রিয় যে কোন প্রাচ দিন।

“মঙ্গল-মঙ্গল-বঙ্গী-ছাদঙ্গী প্রাচবাসরে ।

বস্ত্রাণ্যং কারসন্যোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥”

(আত্মচরিত)

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, বস্ত্রের কোণ সমূহে দেবগণের এবং উহার বশাঙ ও পাশাঙ মধ্যে নরগণের বাস। অবশিষ্ট তিন অংশে নিশাচরগণ বাস করে। নব বসন বা পুরাতন বসন যদি মলী, গোময় বা কর্কসে লিপ্ত হয়, কিংবা ছিন্ন প্রোড় বা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, তবে রত্নপুত্র শুভ বা অশুভ ফল

অন্ন, অন্নভর বা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা। উত্তর বঙ্গ ঐরূপ হইলেও উক্তরূপ শুভাশুভ ফল ঘটায় থাকে। যন্ত্রের যে ভাগ রাক্ষসাদিকৃত তাহা ঐরূপ হইলে ভোগ বা মৃত্যু ঘটে। মনুষ্য-ভাগ ঐরূপ হইলে পুত্র জন্মে ও ভোগোন্মুক্ত হয় এবং সেবভাগ ঐরূপ ঘটিলে ভোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু প্রান্তভাগ যদি ঐরূপ হয়, তবে অনিষ্ট ঘটবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যন্ত্রের উক্ত চিহ্নগুলি এইরূপই ফলাফল প্রকাশ করিয়া থাকে।

যন্ত্রের দেবাদিকৃত স্থান অংশে যদি কক্ক, শব, উল্লুক, কপোত, কাক, ক্রবাবাদ, গোমায়ু, ধর, উল্লুক বা শর্প তুলা আকার দেখা যায়, তবে পুরুষদিগের মৃত্যুসম ভয় জন্মাইয়া থাকে। যন্ত্রের রাক্ষসাদিকৃত স্থান অংশে ছত্র, ধ্বজ, স্বস্তিক, বর্ধমান, শ্রীমুক, কুন্দ, অশ্বজ ও তোরণ প্রভৃতির আকার ব্যক্ত হইলে অচিরে পুরুষগণের লক্ষ্মীলাভ ঘটে।

নর যখন নববস্ত্র পরিধান করে, তখন চন্দ্র অধিনীনক্ষত্রগত হইলে প্রভূত বস্ত্রলাভ, ভরণী গত হইলে অপহরণভয়, রুতিকা-গত হইলে বিশেষরূপে অয়িভর এবং রোহিণীগত হইলে অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে, তন্ত্রি মৃগশিরা মৃগিকভর, আত্রা নক্ষত্রে প্রাণহানি, পুনর্সম্মতে শুভাগমন এবং পুণ্যানক্ষত্রে ধনলাভ ঘটে। অশ্লেষায় বিলোপ, মঘা মৃত্যু, পূর্ষকক্ষনীতে রাজভর এবং উত্তর কক্ষনীতে ধনগম ঘটে। হস্তার কক্ষসিদ্ধি, চিত্রায় শুভাগম, স্বাতীনক্ষত্রে শুভভোজ্য প্রাপ্তি, এবং বিশাখায় জনপ্রিয়তা হয়। অশ্বরাধায় স্তম্ভসমাগম, জ্যেষ্ঠায় বস্ত্রক্ষয়, মূল্যায় জলপ্রাণ, এবং পূর্বাষাঢ়ায় নানা রোগ হইয়া থাকে, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে মিষ্ট অন্ন, শ্রবণায় নেত্ররোগ, ধনিষ্ঠায় ধাতুলাভ ও শতভিষায় বিবর্ত্ত মহাত্ম উপস্থিত হয়। পূর্ষভাদ্রপদে সলিল জল ভয়, উত্তর ভাদ্রপদে পুহলাভ ও বেবতীতে রত্নলাভের সম্ভাবনা।

যিনি উল্লিখিত নক্ষত্রে নববস্ত্রভোগে অভিলাষী হন, তাহার সম্বন্ধে ফলাফল ঐরূপই হইয়া থাকে। কিন্তু নক্ষত্রগুলি শুণ-বর্জিত বা অমঙ্গলকর হইলেও, ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় ঐ সকল নক্ষত্রে নববস্ত্র ভোগ ইষ্টফলপ্রদ হয়। তন্ত্রি ভূপতি-প্রদত্ত বা বিবাহবিধিগত বস্ত্রভোগও স্তম্ভপ্রদ হইয়া থাকে। স্থল কথা—বিবাহে রাজসম্মানে এক ব্রাহ্মণগণের সম্মতিক্রমে শুণ-বর্জিত অপ্রস্তু নক্ষত্রেও নববস্ত্র ভোগ করিতে পারা যায়। (বৃহৎসং ৭১ অঃ)

বস্ত্র দান করিলে অশেষ ফল হয়। শাস্ত্রে ইহার অনেক কথা আছে। তদ্বিষয়ে দেখিতে পাই, বস্ত্রদানকর্তা চন্দ্র-লোকে উপনীত হইয়া থাকেন।

“বাসোদ্য-চন্দ্রসালোকামখিলোলোকামখণ্ডঃ।” (তদ্বিষয়)

যাহারা ব্রাহ্মণদিগকে সত্তত উত্তম বস্ত্র দান করে, চন্দ্রে

তাহাদিগের পথ জলদিদ-নীতল এবং বস্ত্রও পক্ষ-পশুপূর্ণ হইয়া থাকে।

“বিজ্ঞানায় বে কু সত্তত উত্তমবস্ত্রপ্রদঃ।”

বস্ত্রগচ্ছতঃ পদাভ্যেবাঃ স্তম্ভলক্ষিতলঃ।” (অয়িশূ.)

অয়িশূর্য্যের ঘর ও শব্দিলোপাখ্যানে এই বস্ত্রদানের পুণ্য-মাহাত্ম্য বার্তা বিবৃত হইয়াছে। বাহ্যলক্ষণে উক্ত হইল না।

সর্বদেবদেবী পূজার বস্ত্রদান আবশ্যক। কিন্তু কোন্ পূজার কোন্ বস্ত্র বিহিত বা নিষিদ্ধ, তাহা শাস্ত্রানুসারে জানিয়া লইয়া দেবোদ্দেশে দান করিলে বা পরিধানপূর্ব্বক পূজা করিলেই প্রকৃত পূজা-কল্যাণ ঘটে।

অয়িশূর্য্যের ক্রিয়াভোগ নামক অধ্যায়ে লিখিত আছে, চকুল, পট, কোষের, বাহুল ও কাপাস প্রভৃতি নিজের প্রিয় ও সুখকর বস্ত্রের মূল্যের বস্ত্র দ্বারা বিক্ৰম পূজা করিতে হয়।

“চকুলপটকৌষেয়বাহুকাপাসকাদিভিঃ।

বাসাভিঃ পূজয়েদ্বিক্রম স্তম্ভৈরান্ননঃ প্রিয়ৈঃ।”

(অয়িশূ. ক্রিয়াভো.)

কিন্তু এই বিক্ৰ পূজার মীল রক্ত ও অজ্ঞাত বা অপবিত্র বসন পরিধান নিষিদ্ধ। পূজক যদি মীল, রক্ত কি অজ্ঞাত অপবিত্র বস্ত্র পরিয়া বিক্ৰপূজার ত্রী হন, তবে শাস্ত্র-শাসনে তাহাকে অপরাধী হইতে হয়। সেই অপরাধের বিশেষ বিশেষ প্রায়-শ্চিত্ত উক্ত আছে। সেই সেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে তিনি নিরপরাধ বা নিষ্কাপ হইতে পারিবেন।

বরাহপুরাণে ভগবান্ বরং বলিরাছেন, যে জন মীল বসন পরিয়া আমার কণ্ঠে লিপ্ত হয়, চন্দ্রে তাহাকে পাঁচ শত বর্ষ পর্যন্ত ক্রমি হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। কিন্তু এই অপরাধ-শোধনের প্রায়শ্চিত্ত আছে। সে প্রায়শ্চিত্ত—বিধিমত একটা মাত্র চান্দ্রায়ণ। চান্দ্রায়ণ করিলেই সে ব্যক্তি উক্ত পাপ বা অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

এইরূপ রক্ত বস্ত্র পরিয়াও বিক্ৰপূজা পূজা নিষিদ্ধ। উক্ত বরাহপুরাণের অজ্ঞাত আছে, রক্ত বস্ত্র পরিয়া বিক্ৰপূজা করিলে, রাজস্বলা রমণীদিগের বে রক্তমোক্ষণ হয়, সেই রক্তে লিপ্ত হইয়া উক্ত পূজকে পক্ষ দশ বর্ষকাল নরকে বাস করিতে হইবে। এই অপরাধশোধনের প্রায়শ্চিত্ত—সপ্তদশ দিন একাহার, তিন দিন বায়ুভক্ষণ এবং একদিন মাত্র জলাহার। *

* বাহ্যহ উবাচ—“ভূমিতো মীলবস্ত্রো যো বি বাম্পলপতিঃ।

কথাংক শতং পক্ষ ভূমিভূতাস্তি তিষ্ঠতিঃ।

শত বকাসি ব্রহ্মোদি অপরাধিনোদনম্।

প্রায়শ্চিত্তং বিশালাকি বেম মৃত্যুত কিংবিধাঃ।”

কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিয়াও বিষ্ণুপূজাদি করিতে নাই। তাহাতে পুণ্ড্রকের অপরাধ হইবে। সেই অপরাধীর পরিণামে উক্ত পুণ্ড্রকে প্রথমে পঞ্চ বর্ষকাল কুল হইয়া জন্মিতে হইবে, তাহার পর অল্প কোন কাঠতক্তক কীট, তৎপরে তিন বর্ষ মশক, অনন্তর আট বর্ষ কচ্ছপ এবং ইহার পর চৌদ্দবর্ষকাল পারাবত যেন ভোগ করিতে হইবে। এই জন্যে উক্ত ব্যক্তি সিত পারাবত হইয়া কোন প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুবিগ্রহের কাছেই বাস করিতে পারিবে। এই অপরাধের প্রারম্ভিত—সপ্তাহকাল মাত্র বাষক তক্তক এবং তিনরাত্রি মাত্র তিনটা শত্ৰুপিণ্ড ভোজন। এইরূপ প্রারম্ভিতেই তাহার অপরাধমোক্ষণ হইবে।

অধোত বস্ত্র পরিধানপূর্বক বিষ্ণুপূজাদি নিষিদ্ধ। ইহাতেও অপরাধ আছে। সেই অপরাধের ফলে পূজাকর্ত্তাকে চরণে এক-জন্ম উন্নত গজ, একজন্ম উষ্ট্র, একজন্ম গর্দভ, একজন্ম শূগাল, একজন্ম অশ্ব, একজন্ম সারঙ্গ এবং একজন্ম মৃগ হইতে হয়। এইরূপ সপ্তজন্মের পর শেষে মানুষবানি লাভ হইলে মণীয় ভক্ত গুণজ্ঞ ও মৎসকর্ত্ততৎপর হইবে। তাহাতেই তাহার অপরাধ মুক্তি ঘটবে। কিন্তু ইচ্ছাযেই এইরূপ অপরাধ মোচনের প্রারম্ভিত আছে। ভক্তিমুক্ত হইয়া তাহার অমুঠান করিতে হইবে। প্রারম্ভিত যথা—বাষক ভোজনে তিন দিন এবং পিণ্ড্যক ভোজনে তিন দিন অতিবাহিত করিবে। এতদ্ভিন্ন তিন দিন কণ্ডক হইয়া এবং তিন দিন মাত্র পায়স আহার করিয়া কাটাইবে। এইরূপ করিলেই অধোত বা উচ্ছিষ্ট বস্ত্র-পরিধারী বিষ্ণুপূজকের অপরাধশোধনের প্রারম্ভিত হইবে। প্রারম্ভিত পাপক্ষয় হইলেই চরণে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইয়া রহিবে।^{*} পরকীয় বস্ত্র পরিধান করিয়াও বিষ্ণুপূজাদি করিতে নাই। এইরূপে বিষ্ণুপূজাদি করিলে অপরাধী হইতে হয়। সেই অপ-

রাধের ফলে, একবিংশ বর্ষ মৃগবানি ভোগ করিতে হয়। তৎপরে একজন্ম খল্ল অবস্থার মূৰ্খ ও ক্রোধন হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। কিন্তু এ অপরাধ হইতেও মুক্তি পাইবার প্রারম্ভিত আছে।† যথা—শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমুক্ত হইবে। অন্ন আহার করিয়া রহিবে। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষীয় ছাদশীর দিন ক্ষান্ত, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় ভাবে অনন্তমনে বিষ্ণুধ্যানে মগ্ন হইয়া জলাশয়ে অবস্থান করিবে। পরে যখন নিশাবসানে দিনমণি উদিত হইবেন, তখন পঞ্চগব্য পান করিয়া অচিরাতঃ সৰ্ব্ব কিঞ্চিৎ হইতে মুক্তি পাইবেন।‡

মৃগা বৈ পঞ্চবর্ষাদি কাঠতক্তক জারতে।

মশকত্রীণি বর্ষাদি কচ্ছত্রীণি চ পঞ্চ চ।

পারাবতক জারতে মবর্ষাদি পঞ্চ চ।

জাতো মমাপরাধেন সিতঃ পারাবতো ভূষি।

তিষ্ঠেত মম পার্শ্বে তু বহ্নৈষাহং প্রতিষ্ঠিতঃ।

প্রারম্ভিতঃ প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বং সংসারমোক্ষণম্।

সপ্তাহং বাষকং ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রঃ শত্ৰুপিণ্ডকান্।

ত্রীণি পিণ্ডান্ ত্রিরাত্রঃ এবং মুচ্যেত কিঞ্চিৎ।

বাসস্য স চ ধোতেন যো য়ে কর্ণাদি কারয়েৎ।

শুচির্ভাগবতো ভূষা মম মার্গহিসারকঃ।

তত্ত্বং যোষ্যঃ প্রবক্ষ্যামি অপরাধং বহুধরে।

দেখি ভূষা গম্যো মন্ত্রিষ্ঠিতোক্তকঃ নরোভূষি।

উষ্ট্রশৈকং ভবেচ্ছয় জন্ম চৈকং ধরত্থা।

গোমায়ুরেকজন্ম। বৈ জন্ম চৈকং হরত্থা।

শারঙ্গশৈকজন্ম। বৈ মৃগো ভবতি চৈকতঃ।

সপ্তজন্মাত্তরং পশ্যতঃ ততো ভবতি মানুষঃ।

মহত্কণ্ডে গুণজ্ঞঃ মম কর্ণপারায়ণঃ।

নিরপরাধো দক্ষত অহঙ্কারবিবর্জিতঃ।

বাষকেন দিনং ত্রীণি পিণ্ড্যকেন পুনঃ।

কর্ণভক্ষো দিনত্রীণি পারসেন দিনত্রয়ং।

এবং ভূষা মহাভাগে বাসসোচ্ছিষ্টকারিণঃ।

অপরাধং ন বিদ্যোত সংসারক ন গচ্ছতি।" (বরাহপুরাণ)

+ "যঃ পার্শ্বকোণে বস্ত্রেন নাববৃত্তে ন মাধবি।

প্রারম্ভিতী পূমন্ মুখ্যে। মম কর্ণপারায়ণঃ।

মৃগো বৈ জারতে দেখি বর্ষাদি ত্রীণি সপ্ত চ।

হীনপাধেন জারতে চৈকজন্ম বহুধরে।

মূৰ্খশ্চ ক্রোধমন্ডৈব মন্ত্রিষ্ঠিতক জারতে।

তত্ত্বং বক্ষ্যামি হুজোণি প্রারম্ভিতঃ মহোজসম্।

‡ "অষ্টভক্তঃ তত্ত্বং ভূষা মম কর্ণপারায়ণঃ।

মাঘশ্রেষ্ঠে তু দাসতঃ শুক্ল পক্ষতঃ দ্বাদশী।

তিষ্ঠেজলাশয়ে তত্র কাষ্ঠো দ্বাত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।

অনন্তমানসো ভূষা মম চিত্তাপারায়ণঃ।

অভ্যাত্তোক্ত শরীর্য। মুদিতঃ চ দিবাকরে।

পঞ্চদশাং তত্ত্বং পীষা পীষা মুচ্যেত কিঞ্চিৎ।" (বরাহপু.)

ত্রয়ং চাত্রায়ণঃ ভূষা বিধিবৃষ্টেন কর্ণণা।

মুচ্যেত কিঞ্চিৎ ভূমে এষমেতন্ন সংলমঃ।

রক্তবস্ত্রং সংযুক্তো যো হি মানুষসর্পতি।

তত্রাপি শূণ্ণ ব্রহ্মোণি কর্ণ সংসারমোক্ষণম্।

রক্তবস্ত্রাৎ নারীষু রজো যন্তঃ প্রযুক্তো।

তেনাসৌ রক্তস্য স্পৃষ্টো কর্ণদোষেন জ্ঞানতঃ।

বর্ষাদি দশশতৈকং বসতে উত্তে মিত্রয়ঃ।

প্রারম্ভিতঃ প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বং কারিণোপমম্।

যেন শুদ্ধাং বৈ ভূমে পুঙ্খাঃ পার্শ্ববর্জিতাঃ।

একাহারঃ তত্ত্বং ভূষা দিনাদি দশ সপ্ত চ।

মানুষকো বিনত্রীণি দিনমেকং জলাশয়ঃ।

এবং স মুচ্যেত ভূমে মম শ্রিষ্টিয়কারকঃ।" (বরাহপু.)

* "যঃ পূমঃ কৃষ্ণবস্ত্রেন মম কর্ণপারায়ণঃ।

দেখি কর্ণাদি সূক্ষ্মীত তত্ত্বং বৈ পশ্যতঃ পুণ্য।

দশাধিত বস্ত্র পরিধান করাই বিধেয়। দশাধীন বস্ত্র অবৈধ, তাহা ধর্মকর্মে অগ্রহণ্যকৃত। * বস্ত্রবিশেষ প্রতিগ্রহ করিলে তাহার প্রার্থিত্ত্ব করিতে হয়। হারীত বলিয়াছেন, “মণিবাসোপ-
বাদীনাং প্রতিগ্রহে সাবিব্রাটনতং জপেৎ।” “অষ্টসহস্র অষ্টাত্তর-
সহস্রমিতি” (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে, কার্পাস, কাঞ্চল, বাবল ও কোষেরজ ভেদে বস্ত্র বহুবিধ। এই সকল বস্ত্র দেবোচ্দেশে সমস্ত পূজা করিয়া উৎসর্গ করিবে। * কিন্তু যাহা দশাধীন মলিন, জীর্ণ, ছিন্ন, পরকীর, মুষিকট্ট, স্থতীদিক, বাবল, কেশযুত, অধোত কিংবা শ্লেষা ও মূরাদি দ্বারা দূষিত, তাহা বস্ত্র দেবোচ্-
দেশে কিংবা দৈন বা পৈতৃ কণ্ড উপলক্ষে দান করা অকর্তব্য।
* প্রত্যুত ঐ সকল বস্ত্র এক্ষণে বর্জন করা উচিত।

“কার্পাস কাঞ্চল বাবল কোষেরজ বস্ত্রমিযেত।

তৎ পূর্বং পূজয়িত্বৈব মৌনে বায় চোৎসজেৎ॥

নিমলঃ মলিনঃ জীর্ণঃ ছিন্নঃ গাত্রাবলিক্তিম্।

পরকীরঃ বাধুদষ্টঃ স্থচিবিকঃ তথোষিতঃ॥

উপকেশঃ বিধোতকঃ শ্লেষমূরাদিদূষিতম্॥

প্রদানে দেবভাতাশ্চ দৈবে পৈত্রে চ কার্ণব।

বর্জয়েৎ শাপযোগেন যজ্ঞাদাব্যপোজনে॥” (কালিকাপুঃ ৬৮ অঃ)

উক্ত পুরাণে অজ্ঞা হলে আছে, উত্তরীয়, উত্তরাসন্ধ, নিচোল, মোদচেলক এবং পরিধান নামক পঞ্চবিধ বস্ত্র অশ্রুত অর্থাৎ শ্রোতাইহীন অবস্থায় ব্যবহার বা দান করার বিধি আছে; কিন্তু শপথনিষিদ্ধিত বস্ত্র, নীশার (মশারি), আতপত্র, চণ্ডাতক, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের উন্নয়ন অঙ্গ লিখিত বস্ত্র এবং দূষ্য অর্থাৎ বহুগুহ (স্ত্রী) এ সকল শ্রুত অর্থাৎ সেলাই করা অবস্থায় দূষিত হয় না।

“উত্তরীরোরাসন্ধৌ চ নিচোলো মোদচেলকঃ।

পরিধানঞ্চ পট্টভাতাশ্রুতানি প্রযোজয়েৎ॥

শাপবস্ত্রং নীশারঞ্চ তথৈবাতপবারগম্।

চণ্ডাতকং তথা দূষ্যঞ্চ স্যাজ্ঞজ্ঞতয়ে।” (কালিকাপুঃ ৭৮)

এতদ্বিন্ন পতাকা ও ধ্বজদণ্ডাদিতে সেলাই করা বস্ত্রই প্রযোজ্য।

দেবভাতভেদে বস্ত্রবিশেষ দ্বারা অর্জনা করিতে হয়। কোন

দেবভাতকে কি কি বস্ত্র দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

“পতাকা ধ্বজদণ্ডাদৌ স্যাতবস্ত্রং প্রযোজয়েৎ।

অজ্ঞাতাবরণাদৌ চ তদ্বিনা শস্ত্রভোহপি চ।” (কালিকাপুঃ)

রক্তবর্ণ কোষের বস্ত্র মহাদেবীকে দেওয়া যথ্য; এইরূপ পীত-
বর্ণ কোষের বসন বাসুদেবকে, রক্তকম্বল দিবকে এবং বিচিত্র
চিত্রযুক্ত বস্ত্র সকল অপরাপর দেব ও দেবীকে নিবেদন করা

যাইতে পারে। তদ্বিন্ন কার্পাস বস্ত্রও সর্গদেবতার উদ্দেশ্যেই
নিবেদ্য। যে বস্ত্র একান্ত রক্তবর্ণ, তাহা বাসুদেবকে ও শিবকে
দেওয়া নিষিদ্ধ। নীল ও রক্তবর্ণমিশ্রিত যে বস্ত্র, তাহা সর্গদেব
অবৈধ। শৈব ও শৈবী কর্মাদিতে বিজ্ঞ ব্যক্তি উহা একেবারেই
ব্যবহারে আনিবেন না। যে বিজ্ঞ হইয়াও প্রদানবশে নীল ও
রক্তবর্ণ হয় বিজ্ঞপুঞ্জার দেয়, তাহার সে পুঞ্জার কোন ফলই
হয় না। বিচিত্র বস্ত্র নীলবর্ণে রঞ্জিত হইলে, তাহা একমাত্র
মহাদেবীকে নিবেদন করা যাইতে পারে, তদ্বিন্ন অজ্ঞ দেবোচ্দেশে
তাহা দেওয়া নিষিদ্ধ। বিপদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ এবং দেব
মধ্যে যেমন বাসব, সেইরূপ কুশলসমূহ মধ্যে বস্ত্রই প্রধান। বস্ত্র
দ্বারা লজ্জা নিবারণ হয়, বস্ত্র পাশ নামে সমর্থ, বস্ত্র হইতে
সরলিঙ্গ ঘটে এবং বস্ত্র চতুর্ভুজ ফল বিস্তরণ করে।*

আসন, বসন, শয্যা, জায়া, অপত্য ও কমণ্ডলু, এই কয়েকটা
গনিষ্য স্বকীর হইলেই শুচি হয়। আর ঐ শুচি পরকীর
হলেই অপবিত্র হইয়া থাকে। বসন যদি জীবৎ ধোত, স্ত্রীজন
কর্তৃক ধোত, কিংবা রক্তকধোত হয়, অথবা উহা যদি শুকাইবার
অজ্ঞ দক্ষিণ বা পশ্চিমাগ্রে প্রদানিত থাকে, তবে সে বসন অধোত
বলিয়াই জানিবে অর্থাৎ ঐ প্রকার বসন অপবিত্র হইয়া থাকে।

“জীবাক্তোত্তং স্ত্রীয়া ধোতং যাক্তোত্তং রক্তকেন তু।

অধোতং তদ্বিজানীয়াক্ষপা দক্ষিণপশ্চিমে॥

আত্মনঃ শুচিরেতানি ন পরেযাং কদাচন।

আসনং বসনং শয্যা জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ॥” (কণ্ডলোচনঃ)

* “রক্তঃ কোণেরবস্ত্রক মহাদেবী প্রণততে।

পীতঃ তথৈব কোষের বাসুদেবার চোৎসজেৎ।

রক্তক কমণ্ডলুঃ নদ্যাং শিবায় পরমর্জনে॥

বিচিত্রং সর্গদেবভোক্তা দেবীভোক্তাঃ স্ত্রীং নিবেদয়েৎ।

কার্পাসঃ সর্গভোক্তঃ নদ্যাং সর্গভোক্তঃ এবং চ।

নৈকান্তরক্তঃ নদ্যাং বাসুদেবার তেলকম্।

তথা নৈকান্তরক্তঃ শিবায় বিনিবেদয়েৎ।

নীলারক্তঃ স্ত্রীভ্যঃ তৎ সর্গায় বিবর্জিতম্।

দৈবে পৈত্রে শোপযোগে বর্জয়েত্তথিচ্চকণঃ।

নীলীকুশলমাদিত্য, যো নদ্যাং দিবকে বৃথং।

নিষ্কণা তস্ত তৎপুজা তথা ভবতি তৈবরং।

শিচিহ্নে বাসিন পুনর্বার নীলীবিবর্জিতম্।

বস্ত্রং নদ্যাং মহাদেবীয়া নাক্তে তু কদাচন।

বিপদাঃ ব্রাহ্মণো যন্তং দেবানাং বাসবো যথা।

তথা কুশলবর্ণম্ বস্ত্রমুত্তমমুচ্যতে।

বস্ত্রেন জ্ঞাতে লজ্জাং বস্ত্রেন জ্ঞাতে স্বয়ং।

নদ্যাং স্যাত সর্গভোক্তাঃ সিন্ধিকতুর্ভুজং মদক তৎ।”

(কালিকাপুঃ ৬৮ অঃ)

* “বস্ত্রং দশাভ্যাদি দ্বাং পরিধায় তথা পুণ্য।” (বিষুৎসোক্তং)

- ধৌত বস্ত্র প্রোগ্রা বা উদগগ্র করিয়া প্রসারিত করিবে।
কিন্তু পশ্চিমাগ্র বা দক্ষিণাগ্র করিয়া প্রসারিত করিলে, তাহা পুনরায় প্রাকালনে গুচি করিয়া লইতে হয়।

“প্রাগগ্রদুর্দগগ্র বা ধৌতং বস্ত্রং প্রসারয়েৎ।”

পশ্চিমাগ্রঃ দক্ষিণাগ্রঃ পুনঃ প্রাকালনাং গুচি।” (সত্যতপাঃ)

প্রচেষ্টা বলিয়াছেন, বিজ্ঞ ব্যক্তি বস্ত্র নিজ হস্তে ধৌত করিয়া লইয়া সেই বস্ত্রে ধর্ম্মকাণ্ড করিবেন। কিন্তু রজক ধৌত কিংবা একেবারে অধৌত বস্ত্রে কখন ধর্ম্ম ক্রিয়া করিবেন না। তবে, পুত্র, মিত্র, কলত্র, অভ্যাজ্য স্বজাতি, বন্ধুবান্ধব বা ভৃত্যাদৌত বস্ত্রের পবিত্রতার হানি হয় না।*

মানের পর মস্তকের জলাপনয়নের জন্য গ্রন্থ ভাবে উকীষ-বস্ত্র ধারণ করিতে হয়। হাত, দণ্ড, মুষিকোৎকীর্ণ, বা জীর্ণ, বিশেষতঃ পরকীয় বস্ত্র পরিয়া ধর্ম্ম কাণ্ড করিতে নাই।

“রাজতঃসনিভং প্রোপা উকীষ শিথিলার্পিতম্।

জলক্ষয়নিমিত্তং বৈ বেষ্টয়ামাস মুর্ধ্বনি।”

“ন স্মাতেন ন দধ্বেন পারকোণ বিশেষতঃ।

মুষিকোৎকীর্ণ জীর্ণেন কর্ম্মকুর্যাদিচক্ষণঃ।” (মহাভারত)

কিঞ্চিং রক্তবর্ণ, অত্যন্ত রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, মলপূর্ণ বা দশাহীন বস্ত্র প্রাপ্ত নহে।

“ন রক্তমবগং বাসো ন নীলঞ্চ প্রাপ্তভতে।

মলাক্রম দশাহীনং বর্জয়েদধরং বৃণঃ।” (নারসিংহপুং)

কিন্তু আচাররয়ে লিখিত আছে, দশাহীন বস্ত্রেও অভাব থাকে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে।

“দশাহীনেন বস্ত্রেণ কুর্য্যাৎ কর্ম্মণ্যাত্মবতঃ।” (আচাররত্ন)

অত্যধুতবস্ত্র এবং রক্ত, মলিন, বা দশাহীন বসন ব্যবহার নির্বিধক; কেবল স্বেত বস্ত্রই যত্নের সহিত ধারণীয়। সামর্থ্যে কুলাইলে জীর্ণ বা মলিন বাস ব্যবহার করিতে নাই।

“বস্ত্রং নান্দ্রুতং ধার্য্যং ন রজস্ব মলিনং তথা।

জীর্ণং বাপদশকৈব স্বেতং ধার্য্যং প্রায়ত্নতঃ।”

* “বস্ত্রং ধৌতেন কর্ম্মকাণ্ডে প্রোপা বিপাক্যতঃ।

ন চ রজকোত্তেন না ধৌতেন তথৈব কতিং।

পুত্রমিত্রকলত্রৈশ স্বজাতিবান্ধবৈশ চ।

দায়বর্ষণং বন্ধোক্তং তৎপশ্যিত্বিতি বিধিতং।” (প্রচেষ্টা)

উপানহঃ নান্দ্রুতং ব্রহ্মসূত্রঞ্চ ধারয়েৎ।

ন জীর্ণমলবচাসো ভবেচ্চ বিভবে সতি।” (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

মানান্তে ধৌত অগ্নির বাস পরিধেয়। ধৌতবস্ত্রের অভাব থাকে শপ, কৌম, আবিজ, নেপালদেশীয় কবল, কিংবা যোগপট ধারণ করিবে। স্থূল কথা, ঐক্লপ বস্ত্রের যে কোন একখানি বসন দ্বারা দ্বিতীয় বস্ত্রধারী হইতে হইবে। অধৌত-বসন পরিয়া নিতানৈমিত্তিক ক্রিয়া করিলে কোনই ফল হয় না এবং অধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দান করিলেও তাহা নিফল হইয়া থাকে।*

মানান্তে তর্পণ না করিয়া বস্ত্রনিম্পীড়ন করিবে না। জাবালি বলিয়াছেন, তর্পণের পূর্ব্বক যে মানবস্ত্র নিম্পীড়ন করে, তাহার পিতৃগণ সহ দেবগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান।

“নিম্পীড়য়াত যঃ পূর্ব্বং মানবস্ত্রস্ত তর্পণাৎ।

নিরাশাপ্তস্ত গচ্ছান্ত দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ।” (জাবালি)

মান করিয়া আর্দ্র বসন সবেও যে ব্যক্তি বিষ্ঠা বা মূত্র পরি-
তাগ করে, তাহাকে তিন বার প্রাণায়াম করিয়া পুনরায় মানান্তে শুদ্ধ হইতে হয়। আর একমাত্র আর্দ্রবসনই সর্কদা পরিধান করিয়া থাকিবে না। আর্দ্র বসনও সপ্তবার বাতাহত হইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে।

“মানং রুত্বার্জবাসান্ত বিধুং কুরুতে যদি।

প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পুনঃ মানেন শুধ্যতি॥

নার্দ্দমেকঞ্চ বসনং পরিদধ্যাৎ কথঞ্চন।” (হারীত)

‘আর্দ্রঞ্চ সপ্তবাতাহতমপি শুদ্ধমিতি’ (মদনপারিজাত)

বট্টাংশমতে ও নিগমে সংক্রান্তি প্রভৃতিতে বস্ত্রনিম্পীড়ন নির্বিধক। সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্তা, দ্বাদশী এবং শ্রাভ দিনে বস্ত্রনিম্পীড়ন বা ক্ষার সহ বস্ত্র যোগ করিতে নাই।

“সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশাঞ্চ দ্বাদশ্যাং শ্রাভবাসরে।

বস্ত্রং ন পীড়য়েত্তত্র ন চ ক্ষারেণ যোজয়েৎ॥” (তিথ্যান্তিক)

* “স্বাতিবঃ বাসসী ধৌতে অগ্নিরে পরিধায় চ।

প্রাকালোক্য দুঃস্থিতং হস্তৌ প্রাকালয়েত্ততঃ।

যজ্ঞাথে ধৌতবস্ত্রাণাং শাণকৌমাধিকানি চ।

কুস্তপো যোগপটঃ বা দিকীসা যেন বা ভবেৎ।

অধৌতেন চ বস্ত্রেণ নিত্যনৈমিত্তিকী ক্রিয়াঃ।

কুর্জন কলং ন বাধ্যতি বস্ত্রং তবতি নিবলম্।” (গোমি-বাজবল্য)

